র বী ন্দ্র ন গ র

বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ. হুগলী জেলায় বিশ্বকবির নামানুসারে 'রবীন্দ্র নগর' নামে একটি নূতন সহর পত্তনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা কলিকাতা হইতে মাত্র ২২ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে হুগলী ও চুঁচুড়া টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, সহর হইতে গঙ্গা ১ মাইল দূরে। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সকল প্রকার সুব্যবস্থার সমাবেশে ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইবে। সহর পরিকল্পনায় প্রায় ২৫০০ জমির প্লট আছে। প্লটগুলি ৫ হইতে ১০ কাঠা পরিমিত বিভিন্ন আয়তনের এবং বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজনের উপযোগী। পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ হইবে একটি কলাকেন্দ্র ও সার্ব্বজনীন পূজামন্দিরের সমাবেশে —ইহা ছাড়া বালক ও বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রসূতি ভবন, যুবক ও কিশোরদের জন্য খেলার মাঠ, মহিলাদের জন্য একটি পার্ক, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সুইমিং পুল সমন্বিত একটি লেক্, সুন্দর বাজার, সম্মিলিত চিত্র ও নাট্যশালা, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যক আধুনিক সুবিধাই এই নূতন সহরটিতে থাকিবে। সহরে জল সরবরাহের এবং মল নিষ্কাশনের নিজস্ব ব্যবস্থা করা হইবে। সহরে যে সকল বাড়ী তৈরী হইবে, তাহাতে স্যানিটারী ফিটিং ও ইলেক্‌ট্রিকের সংযোগ থাকিবে। রাস্তাগুলি ১০০ ফিট হইতে ন্যূনতম ২০ ফিট পর্য্যন্ত প্রশস্ত হইবে। কাগজের অভাব হেতু এই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত পুস্তিকা ছাপান সম্ভব হয় নাই, কিন্তু এই পরিকল্পনার নক্‌সা ১৪ই আগষ্ট তারিখ হইতে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য খোলা হইয়াছে। ৩নং ডোভার লেনে কোম্পানীর ওয়ার্কস অফিসে আসিয়া এই নক্‌সা দেখা যাইতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত প্লটগুলির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী প্লটের জন্য নাম রেজিষ্টারী করা হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যে কোন দিন বেলা ১০টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ এস এন সিংহ, ডিরেক্টর

বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ

ওয়ার্কস অফিস :—

৩নং ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

P 7680

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

আর্থিক ভারত

বর্ষ ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ২৯শে অক্টোবর ১৯৪০ মূল্য ৩০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১	বিবিধ	১৫
প্রারম্ভিক	৩	সাময়িকী :—	১৫
উৎপাদন-বাণিজ্য	৫	কোলা, সিমেন্ট, লোহ	
উৎপাদনের সমস্যা	৭	অর্থসংকট	১৯
প্রাসঙ্গিক	৮	ব্যাঙ্কারের কথা	২১
বাংলা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনের —ইতিহাসের দিক	১১	পাটচাষের সংকট	২১
ভারতের পাওনা	১৪	বৈদেশিক	২৩

প্রারম্ভিক

অনেক আশঙ্কায়। ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীন হইয়াছে, এমন কি স্বাধীন হইবার বিষয়েও বিশ্বাস করি না, এই নিশ্বাস ফেলিয়াছি, বুকে এবং কাঁধে বাজুর লাগাইয়াছি এবং রাস্তায় বা ট্রেনে করিবার কোলাহলও কম করি নাই, তবুও মনে হইয়াছে, তা বস্তু এখনও বহু দূরে। কতকটা সেই কারণেই আশঙ্কায়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল খুবই স্থূল, যেহেতু সেটা অন্তত চার আনার ধারণা। দেশের মাটুকুকে মাটি খুঁড়িয়া লইলে আমাদের মনের মতে হাত করেছে, এই মাটি আমার মা, এই আকাশ আমার মানুষেরই ভাবনা, এই দেশের সাজান আমার জন্মের প্রাণধারণের আশা-প্রয়াস, ইহার ভাবনাকে ছাড়া এমন করিয়া আমরা কখনও বা দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতে পারিতাম। আজ এই নিজস্ব-উপলব্ধি এবং সর্বদেশের মানুষের বিরোধের বিচিত্র টানের মধ্যেও একথা এক-বারের পরীক্ষা করিলে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের সুবিধা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই আত্মোপলব্ধির বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার ছিল। আর্থিক ভারত প্রকাশের মূলে আছে আমাদের সেই কর্তব্য-বোধের কথা বলিবার ইচ্ছা। যেটুকু পারি, করিব।

এমনভাবে কাজটা নিজে নয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় বন্ধু, ভাই দেশবাসী ও সরকার বিদেশ-ভারতীয়দের এ কর্তব্য বহন ও সম্ভাবনাসম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। আজ বিনীত ভাবে আমরা ও আমাদের পরিচালকদের নিকট হইতে, আমাদের হিতৈষী সুহৃদবৃন্দের নিকট হইতে এবং আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে যে সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা

দেশের স্বাধীনতার বিষয়ে আমাদের মনোভাব কতটা, তাহা এই মুহূর্তের ব্যাপার। আমাদের দুর্দিনের ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হয়। ভবিষ্যতের সেই আর্থনীতিক দুর্দিনে আমরা কি করিব, তাহা আমরা করিবে। ভবিষ্যতের ভার ভবি, বর্তমান ভবি, ইহাই আর্থিক ভারতের মূলমন্ত্র হইবে।

ইংরাজ যাইবেই, এবং কবে যাইবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও অনুমতি লইয়া যে ইংরাজ যাইবে তাহাও নহে। কিন্তু ইংরাজের ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা ইংরাজের প্রেরণায় ভারতের স্বাধীনতা আসিতেছে, এমন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। আজ না হয় কাল ইংরাজ যাইবেই, আমাদের সে ও সেজন্য নয়, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে, বিশ্বের মানুষের ভাবনার ভারপ্রয়োজনে। সেই ইংরাজ সাম্রাজ্যের পরিবর্তে দেশের একটি বিশিষ্ট দিন যখন করিয়া তাহাকে ইংরাজ ও ভারতের ইতিহাস হইবে, তখনকার ভারতের অর্থ অনেক পুঁজিপতি পাই নাই। যাহারা ছিল কেবলই তাহারা, আমাদের দেশের বাণিজ্য হইয়া গেছে, বীরপ্রসবিনী পরমা আজ দুর্ভাগ্য ... ইহার চিত্তে খণ্ডিত ভারতের কথা কল্পনা করিয়া বারবার এই কথাই মনে হইতেছে, আজ নজর প্রয়োজনের তাগিদে যে ... সম্ভাবনার প্রয়োজনের ধরণে তাহা কি আবার এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে না? এবং আমাদের বাংলা দেশের সম্বন্ধেই একথা আরও বেশী করিয়া অনুভব করিতেছি।

বাঙালীর প্রতিভা আজ দেশে দেশান্তরের ধারায়, আন্তরীয় বিরোধের ধারায়, বুদ্ধির বিচারের ধারায় জয়যাত্রান্বিত, কিন্তু তবুও বাঙালী বাঙালী। ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়াইয়া গর্ব ... আমাদের সন্তানের ও ভাইদের কথা কেন

অনুভব করি তাহার আর তুলনা নাই। রামমোহনের বাংলা, প্রতাপাদিত্যের বাংলা, দর্জার শরতের বাংলা, বিবেকানন্দ, মোহনলাল, সিরাজউদ্দৌলার বাংলা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাংলা, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রমোহন বীরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের বাংলার দাড়াইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে আজ আমরা বলিতে চাই, বাঙালী মুসলমান অদূর ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে সিদ্ধুর মুসলমান হইয়া তাহার লাভ হয়, তাহা হইলে বাঙালী হিন্দু তাহার সহোদর, সিদ্ধুর সহিত নৈত্রী থাকায় রাখিয়া ঘর করি তাহার বাঁধিবেই ঘর ভাঙা হইলে সিন্ধুর সহিতই তাহা বাঁধিতে হইবে। বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই যে প্রথমে বাঙালী, পরে অন্য সব কিছু, এই উপলব্ধির পিছনে এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ঐতিহ্য ছাড়াও আর্থনীতিক তাগিদ একটা বড় তাগিদ। সেটা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা "আর্থিক ভারত" গ্রহণ করিবে।

আর্থনীতির সংস্থানে আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল,—স্বরাজ, স্বরাজ, স্বরাজ। আমরা নানাভাবে সেই মন্ত্র জপ করিয়াছি, 'ইংরাজ তাড়াও'। নিরন্তর সেই মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে কাজেই আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছিল, ফলে স্বাধীনতার জন্য অন্য সংগ্রামে প্রস্তুতিই আমাদের ছিল না। যখনই বিদেশের জাতিগত ও চরিত্রগত কোন বৈশিষ্ট্যের কথা উপস্থিত হইয়াছে তখনই আমরা কলরব করিয়া বলিয়াছি, "আগে ইংরাজ তাড়াও, পরে সব হইবে।"

ইংরাজ আজ বিদায়োন্মুখ। কিন্তু আমাদের 'সব ঠিক হইয়া যাওয়ার' ভোজবাজী কিছুমাত্র সফল হয় নাই। চতুর্দিকের অপরিসীম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অবিলম্বে সেই যাদুবিদ্যা সার্থক হইয়া উঠিবার লক্ষণও আজ চোখে পড়ে না। আজ যেন কোন কিছুর জন্য আশা করিয়াই তার করিতেছে। সত্য কথা বলিতে কি ইংরাজের এত তাড়াতে এমনতর আকস্মিক অন্তর্ধানে আমরা কিছুটা হতচকিত হইয়াছি, কেহ কেহ খুসিমত করিয়া এমন কথাও বলিয়াছেন, নাইতে অবশ্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে এত উৎসাহাতিশয্যের কি হইয়াছিল যে এমন করিয়া ধুলাপায়েই চলিয়া যাইতে হইবে! অন্য আর একজন শিক্ষা মন্ত্রী বলিয়াছেন, মাটারদের এমন করিয়া অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়ার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য আছে তাহা আমরা ধরিতে পারিয়াছি।—অতএব যে কারণেই হউক আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এই 'ছিলাম না' ব্যাপারটা যত অন্যায়, এখন যদি দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহা আরও সহস্রগুণ বেশী অন্যায়। স্বল্প, সুপরিকল্পিত আর্থনীতিক কর্মসূচি এই প্রস্তুতির নব-প্রস্থান। সমগ্র ভূখণ্ড আর্থনীতিক অসম্পূর্ণতা বাতীত তথাকথিত 'মুক্ত জাতি-সংঘের' সহযোগিতেও একটা স্বেচ্ছাকৃত বন্ধনের বোধে অনাবৃত ক্ষিপ্ত থাকা ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। সেই আর্থনীতিক পরিকল্পনা আজ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠীবর্গের মূল স্বার্থকে না হয়, সেই পরিকল্পনাকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রবিরোধ যাহাতে না বাধে, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা কর্তব্য। অবশ্য একথা এবং বহির্বিশ্বের কলাকৌশলের রাজহাসের লক্ষ্যস্থল যেন আ হই। বড়কে ছোট না করিয়া, ছোটকে কেমন করিয়া বড় তুলিতে পারা যায় আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা ব শিল্পবাণিজ্যের বিপুল প্রসারের সাহায্যে সম্পদসৃষ্টির বন্দোবস্ত সে সম্পদ রাষ্ট্রানুগ বন্টনব্যবস্থার দ্বারা যাহাতে দেশের ও জনসাধারণে নিয়োজিত হইতে পারে তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সমস্যার অতিরিক্ত বাংলাদেশের কতকগুলি দুঃখ আছে। স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই দুঃ লাল কালির দ্বারা চিহ্নিত হইয়া উঠিল। কৃষিবিভাগের বেদনার রক্তবর্ণচিহ্নিত দুঃখ আমাদের বক্ষপঞ্জরে মুদ্রিত হইয়া গেছে। মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ফিরিয়া গেছে। আজ হয় তেমন করিয়া ফিরিয়া গিয়া সে ভালো করে নাই। যুদ্ধের কবল আমাদের স্পর্শ করিয়াছে, আমাদের আর্থনীতিক দুর্ বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মন্বন্তর দুঃস্বপ্নের মতো হানা দিয়াছে। কিন্তু দ্বারপ্রান্তের যুদ্ধ আমাদের কী শিক্ষা দেয় নাই, আমাদের জন্য বৈদেশিক শিক্ষা সে রহন করিয়া নাই, বিদেশের ঘর পুড়িবার সময়েও পরের ঘরের আগুন নিজ গৌরব অর্জনের কোন সুযোগই সে আমাদের দিল না। প্রান্তর সংগ্রাম আমাদিগকে যুদ্ধের নানাসরঞ্জামের, ঠিকাদারীর, ব্ল্যাকমার্কেটের ও কুৎসিত নীতিজ্ঞানহীনতার শিক্ষা দিয়া গেছে। প্রান্তরের যুদ্ধ কিন্তু আমাদের মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া বেদনার মধ্য দিয়াই শৌর্যবীর্য এবং আত্মত্যাগের দীক্ষা দিত। দীক্ষার তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের করিতে শিখিতাম,—পুনরায় যুদ্ধের নানাসরঞ্জামের সুযোগ যু জন্য দুর্ভাগ্য মহাযুদ্ধের অপেক্ষায় এমন করিয়া দিন গণিতাম না। যে চারিত্রিক অবনতির চরমদানের প্রাপ্তি, ইহা বাংলাদেশকে করিয়া গ্রাস করিয়াছে, তেমন আর ভারতবর্ষের অন্য কোন অ করে নাই। এখনও যদি সচেতন না হই তাহা হইলে আ বিলুপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই। আমাদের ছত্রছাড়া ব ব্যবসাকে একস্থানে গুছাইয়া না লইতে পারিলে এবং এ সুসংবদ্ধ আধিক ভিত্তির সহায়তায় বাঙালীর শুভবুদ্ধি জাগ্র করিয়া তুলিতে পারিলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে বাঙালীর বিলীয়মান মনাগতপ্রায়। অন্য কিছুর জন্য না হইলেও শুধু কেবলমাত্র বাঙালীর অস্তিত্বের জন্যসাধারণের আর্থনীতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ প্রয়োজন।

আজ মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন, উচ্চ শিক্ষাও আজ 'বাংলা' করিয়া বলিতে পারি। আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সাধারণই প্রায় খুলিয়া মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারি। নূ লেন-দেন লক্ষ্মীর কথা, টাকা-আনা-পাইয়ের কথা যদি যথাযোগ বলিতে পারি তাহা হইলে দেশের ও জাতির জীবনের ভিত্তিকে জনিয়া তোলার কাজে কিছুটা সাহায্যও করিতে পারিব বলিয়া

উত্তর-স্বাধীনতা

আমরা আইন কানুন হিসাবে ১৫ই আগষ্ট রাত্রি ১২টার সময় স্বাধীনতা পাইয়া থেকি, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ইংরাজের আর আমরা অধীন নই। কিন্তু এই "স্বাধীনতা" আমরা ভয়াবহ মোলটিতে এতদিন না প্রাপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি ততদিন পর্যন্ত উহাকেই স্বাধীনতা বলিয়া চালাইতে লজ্জা অনুভব করিব। শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, বিত্তহীন আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা যেমন করিয়া নিজেদের হাত পা চিবাইতেছি সেকথা মনে করিলে চিন্তিত হইতে হয়, স্বয়ং ভগবানও আমাদের জন্য কিছু করিতে পারিবেন কিনা! তারতবর্ষ বিভক্ত, বাংলা সেই বিভক্ত এবং ইহাপেক্ষা ভয়-ভাবনার কথা, আমাদের দুর্বল জাতীয় চরিত্রের কোন বল নাই। রাজ্যরাজ্যান্তর চিন্তা লইয়া ভারত সরকার বিব্রত, সেদিকে মন দিবার আজ সময় ও শক্তি ভারত সরকারের নাই। সেজন্যই যে কাজ প্রথমে হওয়া উচিত ছিল তাহাকেই পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিতে হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় আসনের জন্য অবশ্য হইতে রূপান্তরিত করিয়া জনগণের মঙ্গলে তাহাকে নিয়োজিত করার জন্য কোন পরিকল্পনাই গৃহীত হইতে পারিতেছে না। ভারতের দুর্বল অর্থনৈতিক বনেদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দুর্যোগে তলিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে এবং এইদিক দিয়া বিচার করিলে স্বাধীনতাপরবর্তী তিনমাস আমাদের বিফলে কাটিয়া গেছে।

কিন্তু এইবার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের পায়ের তলার মাটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে তাঁহাদের অভিসন্ধিকে কার্যতঃ দেখিয়াছি। অস্ত্রবলে যদি কাহারও প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার সবচেয়ে ভাল সম্ভব, অর্থনৈতিক-নিবেদন অথবা কার্যুক্তি-বিনতির দ্বারা কাবু করা নহে।

রাজ্যের বিভাজন সমস্যার এত তাড়াতাড়ি মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে, তবুও ভারত সরকার বহুস্থানে তাহার অন্ততঃ কিছুটাও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেইজন্য আমরা মনে করি যে এইবার অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে মন দিবার সময় আসিয়াছে। যত শীঘ্র তাড়াতাড়ি সে কাজ আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল।

যেরূপ পরিচালনায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা অবাধিত ও দ্রুত হইতে পারে এবং যে ইতিহাসের সাহায্যে ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। দেশের সামাজিক ইতিহাস এতদিন রাজনৈতিক পরাধীনতায় ক্লিষ্ট ও ম্লান হইয়া আসিতেছিল ও মানসিক অক্ষমতার হেতু হইয়া ছিল। তাহা এইবার নিশ্চয়ই বর্জিত হইবে। কিন্তু আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা এখনই দরকার,—বর্তমানে আমরা যেমন অন্ধাবক ঘুড়ির মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছি, ইহার কোন অর্থ হয় না।

আমাদের আদর্শ এবং নীতির পরিচয়টা কোন কার্যপ্রণালী আমরা গ্রহণ করিব না, কিন্তু আমাদের অবলম্বিত কার্যপ্রণালীর পশ্চাতে থাকা চাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জাতীয় সম্পদের মূল করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এখনই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

স্বাধীনতার পরবর্তী জটিল অবস্থার কথা চিন্তা করিলে এক এক সময় মনে হয়, এই অবস্থাকে কি আর কোনদিন সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইবে।—নিজেদেরই দোষে আমাদের ঘরের প্রদীপ একদিন নিবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ বন্ধ দরজাপথে এক টুকরা আকাশের আলো ঘরে প্রবেশ করিতেছে, সেই রশ্মিটুকুর দিকে চাহিয়াই মনে হইতেছে, আকাশের ওই আলো ত আর নিবিবে না, তবে ঘরের অন্ধকার ?—সে আমরা দূর করিতে পারিব। তাহা করিতে হইলে সম্পূর্ণভিন্নে আমাদিগকে এই শুভলগ্নের দোলা হইতে হইবে, কোন দরজাকেই আমরা পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিব না।

গোটা ভারতবর্ষের কথা না বলিয়া যদি শুধু বাংলাদেশের কথা বলি তাহা হইলে প্রথমেই বঙ্গবিভাগের কথা বলিতে হয়। এ যেন দেহ এবং মস্তকের বিচ্ছিন্ন অবস্থা। ইহা আয়ত্তাতীত, ইহা অসম্ভব, সেকথা বাঙ্গালী হিন্দু জানে, বাঙ্গালী মুসলমান জানে এবং ভারত, এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে যাহারা বাঁধা, কাজেই এ সমস্যাটির আশু বোঝাপড়ার কথা ভাবিতে চান না। কিন্তু যতই ইহা লইয়া যেন খেলা না করা হউক, ইহাও ঠিক যে বিচ্ছিন্ন অবস্থা বহুকাল থাকিবে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ববঙ্গের সহিত প্রতিযোগী নিকটবর্তীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে এবং তখনকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরুদ্ধেও সজাগ থাকিতে হইবে। এই বাঙ্গালী সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা সম্পূর্ণ কাল যেন আছে বলিয়াছিলাম, তখন নিজেদের অধিকারে তাহার একাংশকে আমরা ও বাঁচাইতে লক্ষ্য হইয়াছে। বহুদূরের কথা তাহাদের কথা যদি বন্ধুত্ব হয় তাহা হইলে বহুদূরে বাংলাদেশের চিন্তাধারা আমরাই বদল করিতে পারি।

বিভক্ত বাংলা অর্থিক ক্ষেত্রের বহুপ্রদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তথাপি নিজের সমস্যার সমাধানে সে কঠিন ভাবে আবদ্ধ যদি সমস্যার উদ্ভব বহুদূরে না করিলেও শুধু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক তাহার একান্ত জটিল। যেন খুলনাকে, চট্টগ্রামকে বন্দর বলিয়া বিবেচনা করিতে হইতেছে, তখন মনে হইতেছে যে সবই আমাদের লক্ষ্য রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তবুও বন্ধুতার সীমা আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে এবং বন্ধুত্বের অভাব না হইলেও কেন্দ্রীয় পাকিস্থানী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা যেন দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারি একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বুঝিবার সুবিধা হইবে। পূর্ব পাকিস্থান সরকারের নীতি এখনও পরিষ্কার নহে। কথা পূর্ব বঙ্গের একচেটিয়া সামগ্রী, পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা পূর্ববঙ্গের এই কাঁচা পাটের উপরেই তাহাদের অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। পাকিস্থান সরকার যদি তাঁহাদের এই কাঁচা পাটকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে পাট রপ্তানী বন্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ইউনিয়নের অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারত ইউনিয়নকেও পাকিস্থানের প্রতি একই ভাবে প্রয়োগ করিয়া দেওয়া, কয়লা, কাপড়, চিনি ইত্যাদির জোগান বন্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থার কল্পনা পালন করিতে গিয়া পাকিস্থানের সংখ্যালঘি

লাদেশের এবং ভারতবর্ষের প্রতি টাঁহার এবং তাহার সৃষ্ট
দল চরম আঘাত হানিয়া গেছে। স্বাধীনতাকে তাহারা রোধ
পারে নাই, কিন্তু আমাদের মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া
সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপন করিয়া গেছে। তাই স্বাধীনতাকেও যেন
বিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, টাকা লইয়া তেমন করিয়া
প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, এ কি হইল,
ত আমরা চাহি নাই! কিন্তু দুশ বছরের ইংরাজশাসনের
বিষেও যে জাতি মরে নাই, তাহার প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সংশয়
তাহারই ভক্ত আশা করিতেছি ইংরাজের এ চরম কৌশলও
শীঘ্রই বিফল করিব, ভয়ের ও বাহিরের উহার চক্রান্তটা আমরা
করিতে পারিব।

মাদের বন্ধুজন নেতৃবৃন্দ বহুপরীক্ষিত,—ত্যাগ ও দুঃখের বিনিময়ে
। লাভ হইয়াছেন, বৈদেশিক শক্তির সহিত বহুপরীক্ষায় যে
যে মূল্যনিরূপণ ইতিপূর্বে বহুবারই হইয়া গেছে,— অতএব
যে পারে আমরা নির্ভর করিতে পারি। মূল মূল সমস্যা
ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া সমাধানের কথা যায় না,
এই ছোট চিত্রকে একদিনের মধ্যে টানিয়া সোজা করা চলে
কাজেই সময় লাগিবে। সে-সময় দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত
কিন্তু অবস্থাটা এমনই হওয়া দরকার। প্রতিদিনের আলোকের
স্পর্শে ইংরাজের আমলে আমরা এত অভ্যস্ত যে শুধু
তিতে আর মন ওঠে না। আমরা নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে
ধর চাঁদ চাহিতেছি না, ভারতবর্ষে একবছরের মধ্যে স্বর্গরাজ্য
ত্তরূপ আলোকের ঘটি তাঁহারা না-ও যেন তাহা হইলেও বিন্দুমাত্র
হইব না। বরং তেমনতর বড় কথা বলার বিপদ ও অসুবিধা সম্বন্ধে
ও সচেতন করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব। অমন করিয়া কথা
অসন্তোষ ও অরাজকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং অভিসন্ধিপূর্ণ
দের হাতে অস্ত্র আগাইয়া দেওয়া হয়, ইহা যদি তাঁহারা স্মরণ
তাহা হইলে তাঁহাদের বলবো আপনা হইতেই সংযত হইবে। যেটুকু
ন, সেইটুকু বলুন এবং তাহা সম্পন্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ
তাহা হইলেই সকলের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা তাঁহারা আকর্ষণ
পারিবেন এবং অপেক্ষা করিতেও দেশের লোকের বিন্দুমাত্র
না।

কি, সমস্যা আমাদের জটিল, কিন্তু আশাও আমাদের অনেক।
দেশের অতীত গৌরবের ইতিহাস আমাদের সামনে আমরা ও
ফুলে ফুলে আক্রমণকারীর ইংপীড়ন এবং আত্মসর্বস্ব শাসকের
হইতে ভারতবর্ষ আজও যেমন করিয়া তাহার স্বধর্ম রক্ষা
ছে, তাহা পৃথিবীর আর কোনও দেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না।
, দৈন্য, বর্বরতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে হইয়াছে তাহাকে বারেবারে,
নিজের সংস্কৃতিকে সে বিস্মৃত হয় নাই। ভারতবর্ষের নিজস্ব
। আজও তাই আছে, চিত্তলোকে আজও তাই সে অপরাজেয়,
রাজে আজও তাই সে অক্ষয়। তাই এখনও আমাদের—এদেশ

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি সহ্য করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের জন্য যে কখন মন হু হু করে বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে থাকুক, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত দশজনের বিশ্বাস অর্জন ক'রে—ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে দশজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা

শাখাসমূহ:
কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, কলিকাতা,
খুলনা, ডাকঘাট, বাগেরহাট, যৌলভীপুর,

উৎপাদনের সমস্যা

ভারতের জাতীয় অর্থনীতি আজ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে বিশুল ভারতের অতিসম্পদ, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক অব্যবস্থা; আর অন্যদিকে উৎপাদন সংকোচন, মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনধারণের উচ্চ ব্যয়বৃদ্ধি। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি আমাদের সমগ্র সমাজের অস্তিত্বকে আজ দ্রুত ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানে কালে আজ যখন জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য দেশের ব্যাপক শিল্প প্রসারের প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় শিল্প ব্যবসায়ে এই ভয়ানক নিরুৎসাহের মূলে তাঁহারা সংকটের সন্ধান করিতেছে।

১৯৩৯-৪১ সালে ভারতে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাস একটানা অবনতির কাহিনী। ইহার মূল যে মূলধীন দ্রব্যের 'প্রতিস্থ সংরক্ষণই মূলত দায়ী, তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা অসম্ভব। গতযুদ্ধের প্রকালে ব্যবসায় বাণিজ্যে যে তেজীভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সম্পর্কে তাহারা মাত্রেই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এই আশার মূলে কুঠারাঘাত করিল। অনিশ্চিত মুনাফার প্রলোভন, দেশব্যাপী রক্তাক্ত সংঘর্ষের উত্তেজনা সংকোচন এবং আর্থিক ক্ষতি। এইভাবে অসহযোগের চরম অর্থনীতি এক বৎসরে একেবারে জাতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল।

সরকারী হিসাবানুযায়ী, বীজা লোহা, স্টেল, পুতীকাপড়, চিনি, কেরোসিন, পাট প্রভৃতি একটি প্রধান পণ্যের উৎপাদন মুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় বর্তমানে বহুল পরিমাণে পড়িয়া গিয়াছে। সিমেন্ট, কাগজ, ইস্পাত প্রভৃতি জরুরী প্রয়োজনীয় পণ্যে উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে। ইহার উপর, জলসরবরাহ ও ইঞ্জিনের অত্যন্তাভাব যানবাহন সংকটের ফলে ওজন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চলাচল বন্ধ হওয়ায় এই উৎপাদন সংকট ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে প্রব্যমূল্য প্রতিযোগিতামূলক দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার হিসাবানুযায়ী, পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯৪৮-৪৯ সালের ২৬৫'৯ হইতে বর্তমান বৎসরে ২৭৫'৯-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ খাদ্যশস্য, বস্ত্রশিল্পদ্রব্য, প্রাথমিক পণ্য, কাঁচামাল এবং তৈরিজ পণ্যের মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯৪৮-৪৯ সালের ২৪০'১, ২৪৭'০, ২৬৬'১, ২১৭'০ ও ২৭২'৬ হইতে বর্তমান মূল্যের বাড়িয়া যথাক্রমে ২৭৬৮, ২৪৯'১, ২৮০'০, ২৩৫'৩ ও ৩১৩'০৫ আসিয়া ঠেকিয়াছে।

উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসজনিত ব্যয়বৃদ্ধি যেমন [illegible] সূচকসংখ্যা ১৯৪৮-এর ২২৭ হইতে বাড়িয়া বর্তমানে ২৮০-এ পৌঁছিয়াছে।

এই পটভূমিকায় দেখা সহজ যে, ভারতের আর্থিক সংকট রোধ করিতে হইলে জাতীয় উৎপাদনের বিপুল প্রসার অপরিহার্য। 'উৎপাদন কর, না হইলে আমাদের যাইবে' বলিয়া যে আন্দোলন জনসাধারণ শুরু করিয়াছেন, তাহাকে সরকারী পুঁথি পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে সফল করিয়া তুলিবার জন্য দেশের প্রত্যেকটি নরনারীকে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিদেশ হইতে বহুপাতি আমদানী ব্যতীত ভারতের প্রায় শিল্প অবলম্বন দেশে যে কখনো ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নয়, সেকথা আজ সত্য নয়। ভারতীয় কারখানার যন্ত্রপাতি ২০-৩০ বৎসরের পুরাতন। সুতরাং, কোনও সাধারণ হিসাবে একেবারে পাঁচ বৎসর ধরিয়াই বুঝের নিম্নমানের যন্ত্রপাতি বদলাইতে হইবেই। সুতরাং জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে দ্রুত সাফল্য লাভ করিতে হইলে, ইহার আশু সংস্কার অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় কারখানার যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধনের নিমিত্ত বর্তমান বাজার দরে অন্ততঃ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী তাঁদের অহেতুক মূল্য দাবী, কারখানার অকর্মণ্যতার ভুল দাবী, বাণিজ্যের অসমতাজনক চুক্তি, এদেশে মাল সরবরাহ করিতে বহু বৎসর লাগিবে ইত্যাদি জানাইয়া বিদেশী কোম্পানীর অর্থনীতি প্রভৃতি ভাবে ১৯৪৮ সালে যে যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সুদূরপ্রসারী আশিয়ের সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে মাত্র ৩১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতি আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক সমস্যা আছে। ইহার পাওনা ছেড়ে না পাওয়ার এবং ডলারের পরিমাণ কম পড়ার এই অজুহাত সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি রহিয়াছে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতি। যার প্রেরণায় ছিলেন ভারতের বাজার দখলের লোভ রাখিয়া শ্রমিকের শক্তিই প্রভৃতি; এর প্রধান প্রেরণার সম্যক্রমিক উৎস হইতেই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আজ ভারতের সঙ্গে প্রধান বিষয়ে যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হইবে কিনা।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা আসে স্বাভাবিক প্রধানতঃ দুই দিক হইতে: শ্রমিকের এবং শিল্পপতির অসহযোগ। শ্রমিক ও মালিকের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি অসম্ভব। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আজ সরকারকে জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা যে আশঙ্কার কারণ আছে, এই যোগ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ [illegible] আজ প্রায় শিল্প এবং অন্যান্য [illegible] হইয়াছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ [illegible] চেতনার এই নৈতিক পরিবর্তন। শ্রমিকদের [illegible] মনের এই পরিবর্তন আসিতে হইলে [illegible] জীবনযাত্রার মান যথাসম্ভব উচ্চ করিবার দিকে প্রথম [illegible] বাস্তবিক অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিলে [illegible] দেখিবেন ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি পাওয়া [illegible] তাহাই সহায়তা করিবে। তাহার মজুরি বৃদ্ধি [illegible] না দিয়া শ্রমিকদের জন্য 'প্রোডাকশন বোনাস' [illegible] করিলে মূল্যবৃদ্ধির বিপদ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠিবে। [illegible] অথবা মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া জাতীয় উৎপাদনের [illegible] করা চলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থা [illegible] হইবে। সেই কারণে অতি প্রয়োজন [illegible] বিবেচনা, এক সময়ের পরিবর্তে কিস্তিতে কিস্তিতে বর্ধিত মজুরির উচ্চ হারের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। সরকার ও শিল্পপতিকে অবশ্য [illegible] করিতে হইবে। তার বিনিময়ে শ্রমিকদের [illegible] পূর্ণ করিলে তাহাদের [illegible] পূর্ণ করিতে হইবে।

শ্রমিকদের মজুরি [illegible] পরিবর্তের মধ্যে আনার [illegible] প্রয়োজন। শিল্পপতিদের উপর [illegible] এবং অর্থের [illegible] করভারের [illegible] করভারের [illegible] বিনিময়ে [illegible] বিদেশী কারিগরেরা আসে [illegible] শিল্প-প্রতিষ্ঠানে [illegible] করভারের [illegible] চিনির মূল্য [illegible] যে পরিমাণে [illegible] বৃদ্ধি [illegible] ইতিহাসের [illegible] মজুরি বৃদ্ধির [illegible] মূলধনের [illegible] আধুনিক [illegible] আসিতে [illegible] উন্নয়ন [illegible] আধুনিক [illegible] উন্নয়ন [illegible] শ্রমিকরা যদি মূলধনের [illegible] অংশ [illegible] লইলে পরিমাণে [illegible]

শ্রমিকের মজুরি [illegible] উচ্চ হারে [illegible] করা দরকার। অন্যথা, জাতীয় উৎপাদন [illegible] পারস্পরিক সহযোগিতার [illegible] মূলধনের [illegible] নীতি গ্রহণ করিয়া সরকার এই সমস্যা [illegible] করিতে পারেন। ইহাতে [illegible] শিল্প [illegible] বাধা পাইবে না। অন্যদিকে [illegible] শ্রমিকদের সঞ্চয় বাড়িয়া চলিবে এবং সরকারের [illegible] বাড়িয়া যাইবে।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্যান্য সরকার, শিল্পপতি এবং শ্রমিক এই ত্রিশক্তির পূর্ণতম সহযোগিতাই [illegible]

প্রাসঙ্গিক

কাপড়ের বস্ত্রনীতি

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁতশিল্পের জন্য প্রস্তাবিত বস্ত্রনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁত শিল্পপ্রধান মুখোপাধ্যায় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনি বেশীদিন এই কার্যভার বহন করিবেন এবং সেজন্য এই বিভাগের দায়িত্ব তিনি নিতে চাহেন না। শ্রীযুক্ত হাজরা-মহাশয়ের যখন শিল্পমন্ত্রী যখন বস্ত্রনীতির চূড়ান্ত রূপ দেন তখনই তাঁতশিল্প কিংবা তন্তুবায়দের ও শিল্পপতিদের মধ্যে এক স্থির হয়। রাজ্যগুলি বিক্রয়কর বসাবার ক্ষমতা চাহিয়াছিল। কিন্তু শিল্পপতিরা বিক্রয়কর বসানোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজ্যের মধ্যে পরিবহনে পরিমাণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কাপড়ের ওপর বিশেষ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে যে কোনটি যুক্তি নাই, তাহাই তুলে ধরা, উপযুক্ত কোনরূপ এমনকার মত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছেন।

পরিকল্পনা অনুসারে ৮০০,০০০,০০০ গজ হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০,০০০,০০০ মিলের কাপড় আর ৪০০,০০০,০০০ গজ তাঁত। তন্তুবায় বস্ত্রের গুরুত্বতা বিবেচনা করিয়া যে বেশী না ধরা, সেজন্যেও দুই ধারা যে এই পরিকল্পনার মূলনীতি হইবে তাহার উৎপাদন কমাইয়া অন্যান্যকার উৎপাদন বাড়ানো। কারণ সরকারের কারণে এর উৎপাদনে বাধা হইয়াছে যে, তাহা হইল (১) উৎপন্ন কাপড়ের বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং (২) অর্থসংস্থান নহে। কাজেই সরকার আশা করেন যে মোটা কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মিলের উৎপাদন বাড়াও নীতির পরিবর্তন হবে, তাহা হইলে উৎপাদনের বাধা যাইবে।

নতুন কাপড় সমিতি (Commodity Board) সরকারের এই পরিকল্পনা মোটামুটি করিয়াছেন। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যতম ব্যবস্থার ব্যয়ের প্রয়োজন যে যোগান দিতে কিভা সরকার মোটা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সমিতি (Commodity Prices Board) করিয়াছেন। এই সমিতির হাতে তাল পাইলে যে লাভ আসিবে তাহার সাহায্যে প্রোডাকশনের কমিশন কাটিয়া এই খরচা চালিয়ে পারে। বাস্তবটা এবং শুল্ক প্রশ্ন Board) বিবেচনাধীন আছে।

দুঃস্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

যে যাহাতে এই অন্য চুনাখা ও বর্তন সহজ করেকটি কাজে হাত আবিষ্কার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। এই পরিবর্তনের পথে বর্তমান কর্পোরেশনের কর্তাদের হিসাব মিলাইয়া দিতে ৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এই টাকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অভাবে এই সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খনি, শক্তি ও পূর্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এন. বি. গাডগিল কলিকাতা আসিলে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধন পাওয়া গিয়াছে।

চুক্তির অধিকাংশ প্রেম সাপেক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমেয়-সংক্রান্ত এবং আশা করা যাইতেছে। চুক্তির ভাবে যখন মালিকেরা প্রথম করা হইবে, তখনও সরকার সমর্থের সাহায্যে এই সরবরাহের ব্যবস্থা চালাইতে পারে। সরকারের মতিগতিই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে। আর এই এই কাজ পরিচালনা করিবে এক বিশেষ সমিতি। এই সমিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও প্রতিনিধি থাকিবে।

১৯৫০ সালের মধ্যেই এই পরিবর্তন সাধন করা হইবে। ইহার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা কিভাবে তুলিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতেও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এখনকার প্রধান সমস্যা হইল মূল্য নির্ধারণের। বিদ্যুৎ এই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির কিনার হইবে তাহা স্থির হইলে তাহা কিভাবে এই হিসাব মিটানো যাইবে তাহা হইবে প্রশ্নের সমাধান সহজ হইয়া যায়। এখানে যে কথাটা সকলেরই বেশী মনে রাখা দরকার, তাহা হইল এই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান একটি বিরাট ব্যাপার। বর্তমানে বিদ্যুতের কাজে আমাদের যে ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও এই চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া চলিতে পারে।

কয়লার অভাব

সম্প্রতি কলিকাতার অবস্থাকালীন কয়লার কয়েক হইয়াছে। অথচ কয়লার উৎপাদন বাড়িয়াছে ১,৫০০ লক্ষ টন। জলানী কয়লার সাহায্যে অতি অবশ্যকভাবে কয়লার অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতা প্রধানতঃ বাংলাদেশেরই। এখানে সরকারীতে সময়ের তাড়া নেই। ব্যবসায়ের মতোর মধ্যে কেবল প্রাধান্য নয়, পূর্বাঞ্চলের আমদানী বাড়িয়া নিতে হয়। কয়লার অভাবে এত জরুরী কাজ বন্ধ রাখা কোন বুদ্ধিমানী বা কোটিপতিরও সম্ভবপর হইতেছে না। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে অধ্যবসায় মানিয়া লইতে হইতেছে।

কয়লার এই বর্তমান দুরবস্থার কারণ দেখাইয়া বাংলা সরকারের অনেক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে রাণীগঞ্জের অঞ্চলেই এই অবস্থার জন্য দায়ী। বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় অর্জনের কয়লার প্রয়োজন বিশেষ করিয়া কলিকাতায় চাহিদা সম্প্রতি লোকের বৈদেশিক প্রয়োজন আসিয়া ৫০,০০০ বলে দাঁড়ায়। কলিকাতার সরবরাহের যোগানদারের জন্য বৈদেশিক ২৯টি বেসী জলযানের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না।

এই সম্বন্ধে সম্প্রতি বৈদেশিক হইল এই যে সরকারী মতে যে উৎপাদন বৈদেশিকের তার চাইতে বেশী কয়লার চলাচলের অসুবিধাজনক। কিছুদিন আগেই এক খবর পাওয়া গিয়াছিল যে প্রায় ১০০৫ লক্ষ টন সমস্ত কয়লা রাণীগঞ্জের অঞ্চলে খনি এলাকায় অবস্থিত পড়িয়া আছে। সরকার অবাক ও রাজমার্গ চলাচলে বৈষম্য এই দুই সমস্ত একে অন্যকে শুধু বাড়াইয়াই তোলে। একদিকে কয়লার অভাবে রাজমার্গ চলিতে পারে না, অন্যদিকে রাজমার্গের অভাবে কয়লার যোগান পাওয়া যায় না।

যাহাহউক প্রশ্ন আসে রাজমার্গের এই দুর্গতির কারণ কেন দেখা দিল। যখন পাওয়া গিয়াছে যে পাকিস্তানে যেরকম রাজমার্গ যান চৌহাইতে নিযুক্তি, তাহাদের চেয়ে কয়লাই আর বেশী নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পাকিস্তান কিছুদিন আগেকার হইতে কয়লা আমদানী করা সত্ত্বেও সেদিন যখন আসিয়াছে যে কলিকাতা হইতে কয়লার ভারাক কমাইবার ১৫,০০০ টন রাজমার্গ বাড়াইয়াছে। অথচ ভারত সরকারের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা কথা, রাজমার্গের চলাচল ব্যবস্থা সরবরাহের তুলনায় প্রায় ৭৩৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাতে বৈদেশিক রাজমার্গ চলাচল যেখানে ১,৪০০ ছিল এইমাসে তাহা সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২,১০০ টে। ফলে আরও প্রকাশ যে সরকার রাজমার্গের অভাব মিটাইতে মোটর লরীর ব্যাপক ব্যবহারের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহাদের বলা যোগাই হইয়া যে ৫০০ রাজমার্গ আসিয়া পড়িয়া আছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য মেরামতকারখানার সাথে কথাবার্তা চালাইতেছেন। কতদিন অবস্থা স্বাভাবিক না হয় ততদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করিয়া প্রশাসনীয় উদ্যম দেখাইতেছেন।

শিল্পীর শ্রমিক সংগঠন

ভারতের রাজধানী দিল্লী অনেই আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বিচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বেই দিল্লীতে বিশ্ব এসিয়ার সম্মেলন হয়। তাহার পরে বিশ্বশান্তি বাহিনী বা ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিল যে গত ৭১ শে অক্টোবর হইতে নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের (আই, এল, ও) এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলন শুরু হইয়াছে। এই সেপ্টেম্বর সম্মেলন দিল্লী দিক হইতেই তাহাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণকল্পে আই, এল, ও এই পর্যন্ত ৮৮টি মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ১৮টি বেশী প্রস্তাব কার্যকরী ভারতসরকারের অনুমোদন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণ খুব সুদূরবর্তী নয়। বিদেশী শাসকশ্রেণী তাহার শোষণ যাহাতে কায়েম রাখিবার জন্য প্রথমেই আইনটার ভিত্তি ও শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন না। আশ্চর্যের বিষয় যে পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের প্রায় অনুমোদন করিয়াছে যে, শিল্পীর- এই সম্মেলন তাহারই প্রমাণ।

...ছে বলিয়াছেন। বিদেশমন্ত্রকের বাম ও সামাজিক ...মের দিক হইতে পাকিস্তান যেভাবে এবং যেসকল ...ক্তির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তাহার ...ও তিনি করিয়াছেন। এশিয়ার ...ও যেভাবে পাকিস্তান এই অঞ্চলের প্রতি ...ও আই-এল ও'র মতো সংস্থায় কাজ করিতেছে, ...ও করিয়াছেন। উদ্বেগের কারণ এশিয়ার ...একটি স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিবার ...পূর্ণ পূর্ণ পাইয়াছেন। বর্তমান সম্মেলনেও সমাগত ...দের বিভিন্ন ঐতিহ্য অনুযায়ী বাম এই ...করিয়াছেন। আশা করা যায় সম্মিলনের ...এই দাবী গৃহীত হইবে। শ্রমিক-...মজুরী, কাজের ঘণ্টা, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ...যে সব প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এই সম্মেলন ...করিয়াছেন, তাহাদের সেইগুলি অনুসরণ ...এশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা বৃদ্ধি পাইবে। ...ভারত খুব অগ্রগতিশীল প্রস্তাব ও রাষ্ট্রীয় ...শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ও সংগঠনের উপর ...করিল। আশা করা যায় সম্মেলন এশিয়াকে ...নিরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

পাক কাশ্মীর

বিশেষ পরিস্থিতির জন্য হইতেই কাশ্মীর সম্পর্কে ...জনক মনে আসিতেছে। প্রথমে যাহা উপ-...ত্রীয় ভূখণ্ডের লোহাগড় বলিয়া মনে হইয়াছিল ...তাহা সুপরিকল্পিত সামরিক অভিযান বিলম্বে ...বিয়াছে। ভারতীয় বাহিনীর বাধাদানের ...কারীরা ইতিমধ্যে পুঞ্চ অঞ্চলের ...ও রাজৌরি শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। ...য় সম্মেলনের মেজর কাশ্মীরের সর্বাধুনিক ...খবর আসিয়াছে যে হেজাসেবকদল পাঁচ ...ছেন, তাহার পরিস্থিতি মুক্ত করিতে ব্যর্থ ...ছে। ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন অফিসার ...মারা গিয়াছেন এবং কাশ্মীর রাজ্যের ...বাহিনীগুলির অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র ...নিখোঁজ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয় ...হইতেছে কি করিয়া? আক্রমণকারীরা কি ...উপজাতীয় ভূখণ্ডগুলি হইতে তাহা হইলে ...কাশ্মীরের মূলভূখণ্ডের সঙ্গে তাহাদের যোগের ...যোগাযোগ রাখিতেছে কি করিয়া? কাশ্মীরে ...সাহায্য—এবং যা তাহাদের ভাড়িয়া দিল কে? ...সাহায্য না আক্রমণকারীরা বোঝে, সরঞ্জাম ও আধুনিক ...লিখের সরবরাহ পাইল? অতএবই এই প্রশ্নগুলি ...ন আসে এবং ভারতের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী ...ও নেহরু এবং অন্যান্য বহুজন নিজেও এই প্রশ্ন ...তুলিয়াছেন। এই প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ...কাশ্মীরের অবস্থার উপর পাকিস্তানের কথার ...যা পরীক্ষা করা যায় তখন আর বুঝিতে কোনই বাকী ...কেন যে কোন ইঙ্গিতে বাধা কাটিয়াছে। কি ভিন্ন ...হেও ভারতসরকারকে দোষারোপ করিয়া ...বিদেশ জাতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আক্রমণ জানা-...ছেন। কিন্তু নীতিগত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী যাহা ...বলুন বাস্তবক্ষেত্রে ভারতসরকার ...

এই প্রসঙ্গে সব চাইতে বেশী যে কথাটি মনে রাখা ...সরকার তাহা হইল এই যে কাশ্মীরের এই সঙ্কট ...অঞ্চলে বেশীর ভাগের সমস্যাগুলি হইতে পৃথক। ...কাশ্মীরে যে অশান্তি দেখা দিয়াছিল তাহার উৎস ...ছিল সেখানকার আসন্ন ইউনিয়নে যোগদানে বাধা ...করা। মহীশূরে সম্প্রতি যে সঙ্কটের সমাধান হইল ...তাহার উৎস ছিল রাজ্যের সরকারকে ফরাসীদের ...নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা। ত্রিবাঙ্কোরে যে অশান্তি চলিয়াছে ...তাহা খ্রিস্টানদিগকে প্রতিষ্ঠানে উৎসর্গ প্রদানের। ...ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই উৎসে নিজের প্রদেশে সংখ্যা-...দের রাজ্যের অধিবাসীদের আক্রমণাত্মক বিক্ষোভেই ...সীমাবদ্ধ ছিল। বাহির হইতে যেসকলদেরকে ...অভিযান হইয়াছে কেবলমাত্র কুমায়ুন, এখানে ...সাম্প্রদায়িক দৈন্যিতা হইল এই যে এই হিন্দুপ্রধান রাজ্যের ...প্রকারের ক্ষমতা উপভোগ করিবে আসেই ...পাকিস্তানে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের ...এর কোনটিরই পরিচয় নাই। কাশ্মীরে ...কোন আন্তর্জাতীয় বিরোধ নাই; অধিকন্তু কারণ ...একদল নিরপেক্ষ বলিয়াছেন। কাশ্মীর যে ভারতীয় ...ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে তাহা কাশ্মীরের পক্ষে ...আক্রমণকারীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়োজ-...ন্যে। তাঁহারা ভারতসরকার কাশ্মীরে এই ...সম্পর্কে ইউ. এন. ও'র পরিচালনাধীন গণভোটের ...সমর্থন সাময়িক করিয়া সঙ্কটের করিয়াছেন। ...ভারতসরকার যে এই সর্তে প্রতি উত্তরের আক্রমণ ...করিয়াছেন তাহাদের সেই আক্রমণের হাতে অধিকৃত ...অঞ্চল হস্তান্তরের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ...কাশ্মীরের এই অশান্তি দূরীভূত প্রয়োজন। যে ...কোন মূল্যেই হউক এই অঞ্চলকে শান্তিপূর্ণ করিতে ...হইবে।

ভারতীয় খনিজ নীতি

...কেন্দ্রসরকারের ভারতীয় খনিজ পরিচালনার যে ...একটি সুসংবদ্ধ খনিজ নীতির কিছি ছাড়া খনিজ ...উঠিতে পারে না একথাটি সুবিদিত। ১৯৪৮ সালের ...অনুযায়ী সালের খনিজ নীতি সম্মেলনে এই অভাব ...করার কথা হয়। সম্মেলনে খনিজ নীতির যে খসড়া ...পেশ করা হয় তাহা হইল (১) খনি সম্পর্কিত, (২) ...সেস কর্তৃক (৩) খনির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, (৪) ...খনিজ পদার্থে ব্যবহারিকদের নিয়ন্ত্রণ, এবং (৫) ...উন্নয়নে সাহায্য দান। কিন্তু এই নীতি অনুসারে ...কোন নীতিরই কার্যকরী এখনও গৃহীত হয় নাই। ...কিন্তু সরকার যে এই নীতিতে এখনও বিশ্বাসী ...তাহার প্রমাণ মেলিন কেন্দ্রীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ...গাডগিলের কথার মধ্যেই পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত গাডগিলের মতে কেবল এই নীতি ...থাকিলেই চলিবে না। এই নীতিকে কাজে ...গড়িতে পারে এমন সংগঠনও চাই। তিনি লবণশিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রীয় সরকার পরিচালিত উদ্যোগের ...করিয়া বলেন প্রয়োজনীয় খনিজ উৎপাদনের ...অনুরূপ সংগঠন প্রত্যেক প্রদেশে থাকিলে ...প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিকে একদিকে আন্তঃপ্রাদেশিক ...(Bureau of Mines) ...

...করিয়া তিনি বলেন যে ভবিষ্যৎ ভারতের খনিজসম্পদ ...রীতি প্রয়োগের ফলে সম্ভাবিত সম্ভাবনা ভারতের ...ভবিষ্যৎ সুসমৃদ্ধির পরীক্ষা ভবিষ্য প্রয়োগের ...খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ করিবে। ...পরিবহনের যানকরার জন্য কাজের অভাব হয় ...কিন্তু হয় তবে অন্যান্য ভবিষ্যৎ সম্পদে ...ক্ষেত্রে আমদানী।

শুল্ক সমিতির

বাংলার কংগ্রেসী সরকার সম্প্রতি মাদক ও সুরা ...বন্ধ করার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ...তাঁহারা বিক্রয়কর আদায় করিবার যে অভিযানে ...কোন রূপ শৈথিল্য চলিবে না। মেদিনীপুরে সম্প্রতি ...কোন বিক্রয়কর এখনও আদায় করা হয় নাই বলে, ...তবে উক্ত জেলার কর্তৃপক্ষের সরকারী প্রতিনিধিদের ...সঙ্গে এক সম্মেলনে আলোচনা করা হইয়াছে। ...যাহাতে শীঘ্রই এই সম্পর্কের অনিশ্চিত নিরসন করা ...হইবে। অন্যত্র বর্ধমান কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় অফিসের ...স্থানান্তরিত। অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশে এই বিষয়ে ...করিয়া বাহাতে ১৯৫৭ সাল হইতেই এই দিকে ...সরকারী মনোযোগ দেওয়া হয়, সেজন্য অনিবার্য ...ক্ষুণ্ণতার জন্য কংগ্রেসী ইস্তাহার অনিবার্য বিলম্ব ...হইবার পরিপ্রেক্ষিতে বিলম্বের মনোযোগ এই অনিবার্য ...প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়া সেজন্য সরকার দোষী ...আন্দোলনের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আরও বিবেচনা করা ...দরকার। বাংলা সরকার প্রথম ৫ বৎসরে রাজস্ববৃদ্ধির ...টাকা আয় করিবেন আশা করিয়াছেন। বিলম্ব হইতে ...আজ বাংলা কেবল বিক্রয়কর বাবদ কতকগুলি প্রথা ...উঠিয়া যাইবে। এ অবস্থায় এই আশা পূরণ ...করা যৌক্তিক প্রয়োজন সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের ...হইতে কিনা সে কথাটি আগেই ...করা ...দরকার। মাদ্রাজ সরকারের অভিজ্ঞতা হইতে ...যে বিক্রয়করকেই মাদ্রাজসরকার নিজের বিশেষ ...রূপায় করিতে চাহিয়াছিল, সে-সম্পর্কেও বিভ্রমের ...এখন আলুমিতে। পরমার্থ কথা আছে। এদিকে ...কেরলের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে কিভাবে ...কিছু কোন নূতন আয় করা সম্ভব হয়। অবশ্য যদি ...সরকার আশা করেন যে বিক্রয় সরকারের বিশেষ ...হইতেই ১ কোটি টাকার মত আয় হইবে তাহা ...তাহাদের সরকারে যে একেবারে বেশীদূর ...হইবার প্রমাণ আছে। সম্প্রতি যার একটি ...ব্যবসার সাম্প্রদায়িকই আরও বিলম্বে, যদি হইবার ...এই রকম আরও অনেক যে কতিপয় বিক্রয়ের সম্পর্কে ...আছে, আমরা আশা করি, সরকার অভিজ্ঞতেও তা ...করিয়া চলিবেন।

সুরাবন্দির সম্মেলন

সুরাবন্দী সংঘের বক্তব্যেই আমাদের ...পরিচিত। কর্পোরেশনের কেন্দ্রীভবন হইতে ...

কে মিদে এণ্ড সন্স

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড
২৪, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা।
মিঃ সি. সি. বসু, আই-সি-এস
(রিটায়ার্ড)
চেয়ারম্যান।
জীবনবীমা পত্রের ক্রেতা
ও বিক্রেতার পক্ষে
আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

সিনেমা ছাড়া ইহাদের অন্য কোন উপায় কোন দিনই ছিল না। সম্প্রতি অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা অভিনয় ও নির্দেশের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন। সকলে অভিনয়ে আসার পূর্বে তিনি সৈন্য হইতে এক বছর ছিল করিয়াছিলেন। তাহাদের ইহাদের সহিত অভিনয়ের সময় অভিনয়ের ও সহযোগিতা করিয়াছেন।

[illegible] হইতে [illegible] হইতেই [illegible] সহিত মুসলমানদের [illegible] করিয়াছে। [illegible] ইহা [illegible] ও মুসলিম [illegible] সৈন্য হইত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

বক্স প্রবন্ধ :

বাংলা সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।

[illegible]শ্রেণির আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে [illegible]নৈতিক স্বাধীনতা কথা আমরা বিশেষ জোর [illegible] । ইচ্ছা। স্বভাবিক যেকোই আমাদের অর্থনৈতিক [illegible] ভাবে আসছিল,—কিন্তু গত কয়েকবছরের অবস্থার [illegible] পরিবর্তন ঘটেছে। বুদ্ধকালীন গোল, দুর্ভিক্ষ, [illegible] পরপর এই কারণের জন্য মনে হিয়েছে যে আমাদের সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক [illegible] বিশ্লেষণ ও বিচার করেছে। তাছাড়া এখনও [illegible] যে একটা মূলসমিতির আমরা উপস্থিত: [illegible] যে শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক [illegible] ছাই নয়, আমাদের সমস্ত সত্তা পরিবর্তিত হচ্ছে। [illegible] এ হচ্ছে সমাজদেহের একটা মন্বন্তরের [illegible]। "ভেলে দল গর্জিছে" এখন প্রবল ঢেউগুলি [illegible] যেছিলেন যে সমাজ সাগরের নিচে একটা লাভা [illegible] আসে ঐরকম শিল্প হচ্ছে, সেটা তার লাভা [illegible] তাম। তেমনি আমাদের যে সমস্ত অমানুষিক [illegible] রয়েছে, বিরোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, [illegible] আমরা আজকে [illegible] এ সবগুলি [illegible] ভবের [illegible]।

[illegible]কালো এ সমস্ত আত্মসচেতনতার প্রয়োজন আছে [illegible] যারে মোহের কথার ভাবনা যাবে। বিদেশি আমল [illegible] পূর্ব ও পশ্চিমের উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য [illegible] ছিল না। বরং বাস্তবক্ষেত্রে উৎপন্ন যে পুরোনো [illegible] তা চীনের [illegible], তাদেরও অবশিল্প হয়েই প্রমাণ [illegible] শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েই এই অবস্থার [illegible] বিভাগের প্রবল শুরু হল। এই ইতিহাসের [illegible] মোটামুটি উপলব্ধিতে, সুতরাং এর বিস্তৃত [illegible] প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর সঙ্গে কি [illegible] ভারতীয় সমাজের উপর প্রথম পড়ল সে কথা [illegible] বলা দরকার প্রয়োজন আছে। বিদেশি [illegible] প্রথম আঘাত পড়ে আমাদের অর্থনৈতিক [illegible] রে। গ্রামগুলির সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ [illegible] ছিল না। সেই কারণে এই স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে [illegible] বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো হল বিদেশি [illegible] প্রথম কাজ। এইভাবে বাইরের থেকে [illegible] পণ্যবিনিময়বিধানের দেশের প্রয়োজন কোন দেশের [illegible] পড়ার সুযোগ ঘটল, আর ফলিকা হল দেশের [illegible] থেকে কাঁচামাল টেনে নিয়ে যাবার। [illegible] সুবিধা হওয়া মাত্র শুরু হল দেশীয় শিল্পের [illegible] লয়। ঐর বিস্তৃত বিবরণ [illegible] চন্দ্র দত্ত তাঁর [illegible] অর্থনৈতিক ইতিহাসে দিয়েছেন। দেশীয় [illegible] বিদেশে মালের রপ্তানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের [illegible] উপর নিরবলম্বীন ভাবে পড়ল। তখন ঘটল [illegible] আক্রমণ; প্রথমতঃ শুরু হয় বিদেশ থেকে [illegible] আমদানি এবং তার পরিমাণ এখান থেকে [illegible] বাড়তে লাগল। দ্বিতীয়তঃ আগে যে বিদেশে [illegible] শুধু বিদেশি আমদানি হত, সেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আরম্ভ হয়ে বেঁচেছেন, কলকাতায় সেখানে ১৮০০ সালে যেখানে মূলধন বিদেশি আমদানি হয়েছে ৫০৬ পাউন্ড, ১৮১৪ সালে সেখানে আমদানি হয়েছে ১৫৮০০ পাউন্ড। আর, যখন এদেশে প্রথম রেলপথের [illegible] হয়, তখন এদেশের সরকার বিদেশের কোম্পানীদের [illegible] দেয়, যে তাদের মূলধনের উপর [illegible] ৫ ভাগ (কোথাও ৪½ ভাগ) সরকার পুষিয়ে দেবে। যদি কোনও বছর তার [illegible] না হয় তাহলে রাজকোষ থেকে অর্থ দিয়ে অতিপূরণ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিদেশ এই যে অর্থলাভের [illegible] না থাকলে নদীর কোন কোম্পানীই এদেশে মূলধন লগ্নী করতে রাজি হত না।

কিন্তু যে প্রশ্ন এখনে আমাদের [illegible] একটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার সেটা এই : বিদেশী মূলধনের আক্রমণ এইভাবে সত্ত্বেও আমাদের সমগ্র অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যেল। আমাদের শিল্পী সমাজ (Artisan class) যেসব আত্মনির্ভর কর্মিদের [illegible] প্রবল করে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা [illegible] করত, প্রবল ঢেউ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইল। [illegible] অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সেখানকার টিকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পথ করিয়ে। সেখানে [illegible] যৌথ যে, [illegible] বিদেশি উৎপাদন করা [illegible] সেখানে যা, সেই অবস্থা সমাজের [illegible] অবস্থা চাষীদের উৎপাদের [illegible] ভাবে [illegible] হয়ে রইল। কারো কোথাও এসে স্থান হইল না। সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের এক স্তম্ভ হল এই শিল্পীর দল।

এই শিল্পীর দলের কথা যখন বিদেশি বাণিজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের আলোচনা হয় (এবং তা হওয়া [illegible] হয়) তখন প্রায়ই সমস্যার [illegible] সমস্যাসমূহের [illegible] কারণের একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে, যখন এদেশের শিল্প ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হল, সমস্ত বিশ্বের ধরে বিদেশি আমার বিস্তার ছিল না। এমন কি, আমাদের প্রয়োজন যত না বাড়ি থাক, আমাদের [illegible] না বাড়ি পাক, তবু আমাদের বিদেশি বিস্তৃতি হত। কিন্তু এর কারণ কোথায় বিদেশি কী? সেইজন্য যখন বিদেশি বিদেশির চাষ কোথায় আর কোথায় উৎপাদন আমাদের হইল না, তখন আমরা বিদেশী মালের চাষ কোম্পানির লাভালাভ আমাদের আয়ত্তের বিষয়ে। এমন কি, যখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল না, তখনও আমরা না খেয়েও আমাদের [illegible] করেছি। [illegible] শুরু হয় বলেছেন, পর পরাধীনে এ কথা বার বার [illegible] হয়েছে, তার মৌলিক কারণ এই-ই। কিন্তু সে আলোচনা ছেড়ে দিলেও এর থেকে কয়েকটি কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। (১) দেশের চাষের জমি বিস্তৃত হয়ে থাকলেও চাষীদের অবস্থা হীনতর হয়ে থাকে, চাষের অবস্থাও অবনতির দিকে যায়। তখন [illegible] [illegible] হয়ে থাকে। বিদেশী আমলে এই [illegible] [illegible] ও চাষীর অবস্থা প্রায়ই অবনতির দিকে [illegible] (২) যত পরাধীন রাজনৈতিক পরাধীনতা [illegible] বৈদেশিক শোষণের প্রভাব আমাদের [illegible] করেই চলেছিল। যখন বাজারে [illegible] [illegible] উপায় জীব হয়ে এল, তখন এদের [illegible] করা হইল কোম্পানিকে বিদেশের মাল উৎপন্ন করা এবং বিদেশে মাল উৎপন্ন করার পর যে লাভের টাকা [illegible] তাকে সেই বিক্রি করে বিদেশে [illegible] কোম্পানির [illegible] এবং ফলে অভ্যন্তরীণ [illegible] [illegible] দেখা দেয়। দেশির ব্যবসায় Rice and Paddy Committee অনুসন্ধান করে বলেছে, অভ্যন্তরীণ [illegible] যে ব্যবসায়ীরা [illegible] যে [illegible] [illegible] তাদের খুব অল্প অল্প পরিমাণ [illegible] [illegible] উৎপন্ন ফসলের খুব সামান্য অংশ [illegible] করতে পারে, বেশী উদ্বৃত্ত থাকে এমন [illegible] [illegible]। এই অবস্থায় দেশের পল্লীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। (৩) এর উপর অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সমাজের তলে তলেও তার একটা [illegible] হল তার মধ্যে সামাজিক এই সময় বিভিন্ন [illegible] যোগাযোগ ও বাণিজ্য ব্যবস্থা। যোগাযোগের সঙ্গে [illegible] এই কথাটা পরিষ্কার হবে। যদি অর্থনৈতিক বিচার করে দেখি তাহলে দেখা যাবে, মোগাই [illegible] সালে মোগলদের প্রাধান্যকালের যে বাণিজ্য [illegible] ছোপ নেই, যা বাংলার স্বরাজত্বের কালে [illegible] দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য ধনতন্ত্রবাদ যে [illegible] কে একটি উপনিবেশ, তার সঙ্গে বাইরে [illegible] কোনও [illegible] নেই এই চেহারা বাংলার ঠিক সাড় উঠতে [illegible] দি। বাস্তবিক বস্তুতন্ত্র শাসনের উদ্দিল, [illegible]

বাস্তবিক [illegible] থেকে চাষবাস [illegible], চাষীর [illegible] বড় ভাই চাষ করে [illegible] সেজন্যই জাতিভেদ সম্ভব।

[illegible] পাশাপাশি চলে এই। এইজন্যেই [illegible] সংস্কৃতি বড়ে উঠেছে [illegible] [illegible] [illegible]

ভারতের পাওনা

গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশের সাম্রাজ্যরক্ষার্থে ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য নিজেকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াও তাহার ছিল বৃটিশের অধমর্ণ। কিন্তু ১৯৩৯-৪৪ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আজ সে উত্তমর্ণ হোইতে চলিয়াছে। আজ ভারত উত্তমর্ণ, বৃটিশ অধমর্ণ। যে অপরিমেয় ত্যাগ-স্বীকার-সাহায্যে মিত্রিদের দ্বারে বৃটেনের ৩০০ কোটি টাকার ঋণ শোধ করিয়া প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত পাওনার অধিকারী হইয়াছে, তাহার অকল্পনীয় কাহিনী ভারতের ইতিহাসে চিরাক্ষরে লেখা থাকিবে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার যে পক্ষপাতশূন্য ঋণ করিয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে তাঁহারা কাগজী প্রতিশ্রুতি পত্র ছাড়াই ঋণ নিয়াছেন।

১৯৪০ সালের ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী তাঁহাদের মুখরক্ষে। অখণ্ড ভারতীয় আর্থিপত্তিক উদ্বৃত্তের বহু কাগজী প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে ভারত দ্বারা এশিয়ার প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ায় ভারতবর্ষে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যবাহিনী ও সমর-সরঞ্জাম সমাবেশ করিতে হয়। এই বিরাট সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, গাড়ী-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি ভারতকেই সরবরাহ করিতে হয়। মার্কিন সৈন্যের ব্যয় ভারত মার্কিন সরকার যে ডলার মূল্য প্রদান করেন তাহার অধিকাংশ অপ্রয়োজনে আত্মসাৎ করিয়া বৃটিশ সরকার অতঃপরিবর্তে ভারতকে কাগজী প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করে। এইভাবে ভারতের পাওনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এইভাবে ভারতের পাওনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহার ফলে ভারতের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কেরানি, শিল্পশ্রমিক, চাষী, শিক্ষক এবং গ্রাম্য পল্লিরা লোমহর্ষক ভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে, অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে। এক কথায় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

বর্বরতা সাম্রাজ্যবাদের লোভে নিষ্পেষিত ভারত দরিদ্রপীড়িত দুঃস্থ-ক্লান্ত লাঞ্ছনা ও অপমান ঘৃণাভরে অস্বীকার করিয়া বিশ্বের দরবারে সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুযোগ সে লাভ করিয়াছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করা স্বাধীন ভারতের অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক আকাশে আজ ঘনঘোর দুর্যোগ। ভারতের বুকে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ দুষ্ট হইয়াছে, তাহার ফলে আজ ধ্বংস, ব্যাধি দুর্ভিক্ষ, মহামারী তাহার চির সহচর। খাদ্য সঙ্কট, বস্ত্র সঙ্কট, ঘর সঙ্কট—সঙ্কটের বিভীষিকায় আজ তাহার অবয়ব শুকাইয়া গেল। সঙ্কটের বাড়াবাড়ি আজ তাহার জীবন ধারণের মান উন্নয়নের, তাহার শিল্প বাণিজ্য [illegible] জন্য ভারতীয় বিনিময়ে তাহার

বর্তমানের মানদণ্ড যে দিন হইতে ভারতের বুকে রক্তচক্ষু রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেদিন হইতেই বণিক-রাজ তাহাদের ধূর্ত, সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়া, তাহাকে নিঃস্বে শোষণ করিয়া বণিকী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত করিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের সেই বহুরূপের দ্বিতীয় শোষণে আজ ভারত—যে ভারতের সমৃদ্ধি অর্থ করিবে বিশ্ব বেনিয়াদিগণ, ক্লাইভের প্রবর্তিত বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিদায় দুঃস্থ হইয়া বিরাজিতেছে — কঙ্কালের শ্রেষ্ঠপুরী, অন্যভাবে সেই ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভাগ্যের ধারণী, তাহার শিল্প-বাণিজ্য অবলুপ্তপ্রায়। বৈদেশিক স্বার্থের অনুকূল বিধানে যে আজ সমৃদ্ধ উচ্চ মহলের লোক; অন্যের স্বার্থিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও স্বার্থিক শিল্প প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের উদ্যমে হইতে সে বঞ্চিত, বিদেশ, সাম্রাজ্যের ভারত বিদেশীর ক্রীতদাসত্বকারীদের দৃষ্টি চক্রান্তে বিষাক্ত বিষক। পরবর্তী যুদ্ধ সুরু হইলেও বিদেশী শাসকের অপকৌশলে যে আজ অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দুঃস্বপ্ন। সেই বিশ্লেষণ অপসারিত করিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করিবার একমাত্র উপায় তাহার শিল্প প্রসার। আর শিল্প সম্প্রসারণে অপরিহার্য কয়লা, মজুরাদি বিদেশ হইতে ক্রয় করিবার একমাত্র অবলম্বন—অন্যের ডলার-স্বীকৃত সেই পূর্বোক্ত ইন্দি পাওনা। কিন্তু হেকিমপুর বিনিময়ে অঙ্কিত তাহার প্রাপ্য পাওনার এক তপ্তকড় সুযোগ ও ইঙ্গিতের কাছে লাগাইবার অধিকার তাহার নাই। এই পাওনা বন্ধনের কাগজী প্রতিশ্রুতি এবং তাহার অর্থনৈতিক পরবর্তী প্রভাব যাহাতে আর কিছুদিনে।

বহু পূর্বে অঙ্কিত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার আজ তাহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য—সঙ্কট প্রতিরোধ, আত্মনির্ভরতা ও কর্মসংস্থানের প্রসার, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিবার জন্য শিল্প সম্প্রসারণ। কিন্তু ভারতের ইন্দি পাওনাকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ না পাইলে বহু-প্রত্যাশিত শিল্পসম্প্রসারণে অপরিহার্য কয়লা, যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করা অসম্ভব। আন্তর্জাতীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অনুধাবনে বৃটেন তাহার নিকট ভারতের পাওনা ইন্দিকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ-দানে অকপটতা জানাইয়া ভারতের এই সঙ্কট মুহূর্তে ভারতীয় শিল্প প্রসারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ইন্দি পাওনা পরিশোধ করিবার অভিপ্রায় আদৌ তাহার আছে কিনা, সে সম্বন্ধেও তাহার আজ বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে।

পাওনা উসুল করিবার অপকৌশল প্রয়োগে বৃটেন যেটেই অবহিত নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কাল হইতেই বৃটেন এই অপকৌশল তাহাদের সহিত প্রয়োগ করিয়া [illegible] সালে ভারতের প্রথম মেয়াদের মাসিক ভারতের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। বিগত ১৯৪৬-৪৮ সনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ৯০ কোটি টাকার ইন্দি। কিন্তু পাউন্ড এবং টাকার বিনিময় মূল্যের হার পরিবর্তন করিয়া বৃটেন ভারতের সেই পাওনা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিয়াছিল। এবারেও পাওনাও অনুরূপভাবে ঠকিয়া যাবার যে না চলিতেছে, এমন নয়।

বৃটেনের একদল লোক, এমন কি প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারতের পাওনা ঠকিয়া নেওয়ার বিরাটাকৃতি অপকৌশল প্রয়োগ করিতেছেন। যে অর্থনৈতিক চুক্তি অনুসারে যুদ্ধের শেষ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা অবশ্যই লঙ্ঘনযোগ্য মূলক। পাউন্ড এবং টাকার বিনিময় মূল্যের যে ফলে ভারতের ইন্দি পাওনা অধিকারে, তাহা অবশ্য উচ্চ বৃটেন ভারতকে বৈদেশিক পক্ষ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার, সুতরাং যুদ্ধ বায় বহনের কোন বিশেষ বাধিক বৃটেনের নাই—ইত্যাদি বহুবিধ অযৌক্তিক যুক্তিরও জোর প্রচার করা হইতেছে রহিয়াছে।

ইংলণ্ডের অভিযোগের ভারতের পাওনা সম্বন্ধে একটি বিষয় মনোযোগ সহকারে করা দরকার ১৯৪৭ সালে ভারতকে ইংলণ্ডের ট্রেজারী বিভাগের এক প্রতিনিধিদল ভারতের ইন্দি পাওনা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য ভারতে প্রেরিত হন। ইতঃপূর্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল একটি সর্ব সম্মতিক্রমে এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। সত্ত্বেও ১৯৪ সালের মধ্যে ভারত ইংলণ্ডের ডলার অর্জনে সাহায্য করিবার জন্য ইংলণ্ডের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি করিতে সম্মত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক একটি মিশ্র কমিশনের [illegible] পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার জন্য এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের ইংলণ্ডের ট্রেজারী বিভাগের একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব ভারত সরকার একটি নির্দিষ্ট অর্থ বন্ধুদের প্রকার করিতে সমর্থন লাভ করিয়াছিল এবং এই প্রস্তাবের আলোচনা চালাইবার জন্যই প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মিঃ বিভাগ হইতে ভারত সরকার বিভাগ সম্বন্ধে ভারত বিভাগ আলাপ করার ইন্দি পাওনার বিভাগ সম্বন্ধে ভারত সরকার উহা রদ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়।

ভারতের সঞ্চিত পাওনাই ব্রিটেনের যে পাওনা মিটানোর ব্যাপারে ভারতের একমাত্র সম্বল প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং ভারতীয় আমদানীর পাওনার উপর নির্ভরশীল। বৃটিশ সরকারের ইন্দি পাওনার অন্তত কতকাংশ এ সম্বন্ধে একটা সাময়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভ

দিগন্ত

পূজার আর কয়েকদিন পূর্বে যখন "আশ্বিন সংখ্যা" নামে বিশেষ সুসজ্জিত হইয়া তখন পূজার পূর্বেই বিশ্ব ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ইহা স্থির হয়। কিন্তু বাংলা দেশের পাঠকের যেরূপ অবস্থা পূজো বৈশাখ, সাহিত্যিক, পার্বণিক, এই প্রকৃতির সর্বপ্রকার পত্রিকার পূজাসংখ্যা বাহির হইবার যে চিরাচরিত রীতি প্রচলিত আছে, সেই রীতি অনুসরণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ না করিলে পূজাপূর্বে কাগজ বাহির হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কারণ অনেকের পরিহারের পক্ষে "পূজাসংখ্যা" একপ্রকার ধরাবাঁধা। বিশেষ নিয়মানুসারে অবশ্যবাহিত পূজা সংখ্যার উৎসবের সঙ্গীতে আমার পাঠক-পাঠিকার কোলাহলের বিপুল আয়োজনে এবং নূতনের পূজাকুমার আবহমানকালীকে। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কোলাহল হাসিয়া বাওয়াতে একেবারে বিঁচিত হইয়া গেছি। কিন্তু "পূজা-সংখ্যা"র অনুষ্ঠানসঙ্কটের আজও অবসান হয় নাই। বৈশাখীকালে কাগজের একের দুর্ভাবনা ও গ্রাহকের এই আয়োজন উদ্যোগপর্বের মধ্যে যে কাগজের মূল্যবৃদ্ধির মুক্তিতে পত্রিকাসমূহ পরিবেশে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সম্পাদকের ও ভারতী এই পক্ষে সৃষ্টি হওয়াতে ঘটনা-স্রোত সম্পাদকীয় করিয়া রোধ করা সম্ভব হইবে না বলে অনুমান করিয়াছিলেন "পূজাসংখ্যা"র সম্পাদকের ধৈর্য না দিয়া পূজার পূর্বে "আশ্বিন" মাসে ভারতী বিশ্বভারতী প্রকাশ করিবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ এবং তাঁহাদের ধৈর্যের সংযমকে কলুষিত করিতে পারে না। পূজাসংখ্যাবিহীন পত্রিকাদের কল্পনা তাঁহাদের এই অনুমানকে অধিকতর দৃঢ় করিয়াছে। সকল পত্রিকা প্রকাশের ভাবিয়া ভিন্ন সময়ে বাহির হইতে

প্রকাশিত হইল সাহিত্য, অর্ঘ্য অথবা পরবর্তী কোন পত্রিকাই সাংবাদিকের হইল না কেন, যাহা চাহিয়াছি।

কিন্তু এই কি উৎসব? ইহারই জন্য কাগজে কলমে, এই উৎসব উদ্‌যাপন করিবারই প্রেমের কেন্দ্রের উপন্যাস,—ইহারই জন্য পল্লীতে পল্লীতে ছেলের আয়োজন, ইহারই জন্য আত্মীয়-স্বজনকে সাজাইয়া একত্রে-ওখানে নিমন্ত্রণের সঙ্গীত না গিয়া? তারও বিরুদ্ধ, যাহার বিরুদ্ধ,—যে লোক শুধু ছেলেমানুষি বাহিয়া করিলেও ও কর হইয়া মরিয়া গেছে, জীবনমৃত হইয়া যাহারা আছে, তাহারা অপমানে, অসম্মানে, দুশ্চিন্তায় কলমে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া ও পারিতেছে না। শুধু ইহারই জন্য আমরা আয়োজন করি, এ—হেমন্তকালের ছিলতায়

কিন্তু নিজের আশা করিতেছি, "নিশ্চয়" আশ্বিনে,—এই দুর্দিন দুঃসময়ে যে আত্মবঞ্চনা-র সঙ্গে আছে এই দুর্বাসা যেন মাঝখানে আমার অন্তর্যামীর জন্য তাহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের আয়োজনকর্মীদের বিনি সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমাদের একান্তকর্মী বলিয়া জানি, আমরা এই অনুচিত উৎসবে তাঁহারই সমবেদনে সকল দুঃখ-বেদনা নিবেদন করিয়া দিয়াছি।

* * * * *

আমাদের অর্থাভাব অত্যন্ত আকস্মিকভাবে পৌঁছিয়া গেছে। পূর্বআষাঢ়ের প্রথম, দুঃখবরণ এবং প্রাবণমাসের উৎস ক্ষেত্রে যে আর্থিকতার স্থিতি প্রোথিত, সে যে দৃঢ়প্রাণ তাহাতে সংশয় ছিল না। কিন্তু আমরা নানাপ্রকারে এমনভাবে তাহাকে আঘাত করিয়াছি যে সে-স্থিতিমূল যে আমাদেরই ক্ষোভে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেকথা ইহার পূর্বে একেবারে মনে হয় নাই। ফলে, উৎসাহের সহিত উৎস হইতে যে টানিতে গিয়া দেখিতেছি আর্থিকের আশ্রিত অধিবাসীদের বিচারহীন বিপুল বাসস্থানের "আয়ু হয়ে দুলিতেছে; ইহাদের বিনাশের অপেক্ষা স্থায়ীভাবে ফেলে রাখিয়া-রাখিয়া হওয়া বেশী কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন, সেকথা আমরা সকলেই অন্তরের জানি, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া ইহার মূল কৃত্রিম প্রকাশ করিব না

ইহাদের অবতরণকালে আমাদের এক বিষয়ে ভাবিয়া ছিল। বাড়ীর একটি ঘরের বিস্তার করিলেও ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলিকা পালিয়ালাভ করিবার। আমাদের চারের আসরে এবং বন্ধু-বান্ধবদের আলোচনায় নিজেদের ভাবি করিয়া ইহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং কাহারো মাথের বুদ্ধিকে যে কত কটূক্তিতে করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই।—ইহারা কৌশলী, ইহারা কূটবুদ্ধিতে বিপুল। কিন্তু তাহাকে নিজ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এমনভাবে অদ্ভুত বন্ধনের বুদ্ধির কল্পনা আমরা করিয়াছিলাম, যে বুদ্ধি প্রকৃতই বাস্তবে সম্ভব নহে। পৃথিবীতে যেখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, ইটালিয়ের আবিসিনিয়া, জাপানের মাঞ্চুকুয়ো, রাশের চাকরি যাওয়া এবং স্পেনের স্বাধীনতার পরাজয়ের অন্তঃকারণের জন্য আমরা ইংরাজকে দায়ভাগে স্বীকারিক করিয়াছি। কোন্ অপূর্ব যুক্তিফলে যে আমরা আমাদের সকল আলোচনাতেই এই সত্যটাম ইংরাজদের কথা আনিয়া কৌশলী তাহাদিগকে সর্ব অনর্থের মূল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আজ বিস্মিত হই। একথা বুঝিতে পারিতেছি যে ইংরাজ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝিতে আমরাও কিছু কম যাই না। কিন্তু কিসে পারিয়াছে এবম্, — এবার তাহাকে প্রকাশ করিব। বর্তমানে চারিদিকে আত্মীয় স্বজন অনুধাবন খুলিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু বন্ধুদের মেলে নিজেদেরই পাছে লাগিবে: অবশ্য ইতিপূর্বে নিজেদের দিকে একবারও চোখ দিই নাই, তাহাতে ক্ষতি তাহার বেশী হইয়াছে আমাদের ক্ষতির না করিয়া আজ যদি নিজেদের একটা পূর্ণাঙ্গ ম লইয়া আসিতে পারি তবে হইলেই সান্ত্বনার ক হইবে, কারণ আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন সাহিত্যে প্রয়োজন। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়ে করিতে হইলে, বিষয়কে হইলে আমা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইলে একটিমাত্র যাহা আমাদের বহু বহু নিজস্ব সম্পদ, তাহা আমাদের ভাষার ইহা ছাড়া আমরা করিতে পারি তবে আমাদে কেন কথা বলার প্রয়োজন আপনা হইতেই কমি যাইবে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর এক ছোকরা কথা মনে পড়ে। তিনি বাসস্থানকে, ব কথাইয়া দাও, কাজ আপনিই হইবে। অন্ত কথা আমাদের দেশে এত বড় কঠিন উপদেশ সম্যক্ পালিত হওয়া একরূপ অসম্ভব। আমাদের একে সঙ্গে, আমাদের পূজাসংখ্যা চিত্রাবলী ও কবিতার সঙ্গে এই বাসস্থানটাই প্রথম আরম্ভ। কথা ব কম দামেতে হয়ো বইলে তবেই কাজ হইবে। অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহাতে যেন আমাদের দেশী নিজেদের মধ্যেই যেন ছাপাদের হজার হয়। তবে বড় জাত তত নিজের ছায় যত কারবারী ব ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয় এবং অন্যের অপেক্ষা' দের সংখ্যাধিক্য হোক। তাই মনে হয় আগে, বিশ্ব কেমন করিয়া, বিশ্বের কাহার সঙ্গে?

অবশ্য এমন করিয়াও চলিবে না। ইংরাজ হাতে কাছে নাই যে সর্বস্বান্ত হয় তাহাদের 'পরে ব করিয়া গালিগালাজ করিব। এমন বড় জোর বলা পারি ইংরাজ আমাদের সর্বনাশ করিয়া গেছে। বি যে জাঁকতে এখন আর পূজোর ছয় মাস বাকি নাই, নিজ ভেদ-বিভেদ ও ভেদ ক্রমশ ছিন্নভাবে আমাদের বর্ষাধি স্বাধীনতা কোনও ভাবে না ধরিয়া পড়ে। বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের বর্তমান কর্তব্য নির্ণয় করা শ্রেয়।

দেশের নেতৃত্বের আসনে যাহারা অধিষ্ঠিত আছে তাহাদের উপযুক্ত করার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ কঠি কারণ একদিকে লোকক্ষয়ের অবরাজে দিনের পর দি দৈন্য, দারিদ্র্যতা এবং বিজয়ী কর্তৃপক্ষের সহিত সং করিতে হইবে। লোকলোচনের অন্তরালে অন্ধ করার জন্য ইহাকে উৎসবনার সম্ভাবনা আ কাজেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক যাহাতে এরূপ কর্মে উৎসাহিত হওয়ায় তার জোর অপেক্ষাকৃত কম পাও যাইবে। কিন্তু তারজন্যে আত্মত্যাগী নেতা এ দেশসেবক নায়ক কর্তার অভাব আজও নাই। সংখ্য অবশ্য তাঁহারা বহু নন, কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ঠার ও সংখ্যার যে অভাব পূর্ণ হইবে।

* * * * *

শ্রীযুক্ত সত্যবিহারীলাল সেনের ইতিহাস চাঁদি জেলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীযুক্ত সেনের ও প্রতি যথেষ্ট। তিনি একাধারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ভূতত্ত্ববিদ্যাবিদ্ ও শিল্পপতি এবং প্রথম শ্রেণীর দেশ ও সাংবাদিক। এমন একটি মানুষকে তাঁহার উপযু মনে অভিষিক্ত করিয়া ভারত সরকার তাঁহাদিগের পরিচয় দিয়াছেন।

সংবাদলিপি

নাই

(আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

পরিষদ ও নিয়োগ সম্পর্কে সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা ও সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের ভার বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে বাক্য করেন সেই এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে পিলাই বলেন যে, শুধু বিদেশে যদচ্ছা নিজ কোন ক্রমেই তের স্বাধীনতা খর্ব করে না। সাধারণ ভেদের ভারতের গুরুত্বপূর্ণতার আসন রহিয়াছে; প্রত্যেকটি ই ভারতের অনুরূপ বিদ্রের পূর্ব বিকাশের জন্যই তাহার উপরই প্রধানত ওরুত্ব আরোপ করে রহে। আলোচনাকালে সাধারণত তিনটি বিষয়ের লক্ষ্য রাখা হয়। প্রথমত দুটি রাজ্যের অন্ত ক এমন সুবিধা না দেওয়া, যাহাতে তাহাদের ৈ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়, যে সকল বয় সম্পর্কে আমরা তিন বৎসরের মধ্যে রবের দাবী উঠিতে পারে, তাহাদের বিদেশ ও রকম সুবিধা না দেওয়া। তৃতীয়ত এই শুল্ক ার ফলে রাষ্ট্রের আয় যাহাতে হ্রাস না পায়। ভাষণে জানান যে, এই তিনটি নীতির উপর ব করিয়াই চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে এবং উহার া এই যে, ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পের বিস্তারে ঘের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও ন যে, বিদেশ হইতে যে সকল সুবিধা পাইবেন , তাহা আমাদের কোনই কাজে লাগিবে না, কারণ া সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও তাহার েজের প্রসার ঘটাইতে না পারি। ভারতীয় পুনর পরিকল্পনাগুলি যদি অবিলম্বে কার্যকরী করা ত,ব ভারতের শীঘ্রই অনন্তের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির এক আসনে বসিতে পারিবে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস া করেন।

আমাদী হাভানা সম্মেলনে গৃহীতব্য সনদটির রূপ স্থিরীকৃত হইবে। ইতিমধ্যে অবশ্য ভারতের ন্য মত পরিবর্তন করিতে পারিবে। তাঁর ভাষণের পাতা সভা হইতে অনন্তের ধারণা আসিতে পারে। ভাষণে তাঁর মনে হইল যে, অধিকাংশেরই ইচ্ছা ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যসংঘের সভা হউক। ময় ধারণা হইবার ফলে সভার অন্যান্য কুশিকে ভুলে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অধিকতর নীতিক সহযোগিতার পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে রাখা প্রয়োজন যে, পরিষদের আলিন্দুদের পারেরটা কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়া ন্য নীতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই বছরের এপ্রিল মাসিক ধ্যাভানায় যে সম্মেলন ছে তাহাতে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই লোচনা হইবে; তবে পরে সময় পূর্বের রিপোর্ট ও লইয়াও আলোচনা করা হইবে। আন্তর্জাতিক বসা সংঘের মতোয়া ব্যক্তিগত এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। দ্বিতীয়ত নিয়ন্ত্র অর্থনৈতিক পরিষদ কাযে সহায়তা করা, বিশেষ করিয়া অনন্তের বেসরকারি শিল্পোদ্যোগ করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একদেশ হইতে অন্য দেশে মূলধন চলাচলের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত প্রত্যেক দেশেই যাহাতে সমান ভাবে সাধারণ মঙ্গলের এবং আন্ত উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করে তাহার ব্যবস্থা করা। চতুর্থত শুল্ক হ্রাস করা এবং শুল্ক প্রাচীর তাহিয়া দেওয়া; আন্তর্জাতিক পরিষদকে যাহাতে কোন বিষয় হইতে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন না উঠে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অবশেষে, যে কার্যালয় প্রথম কমিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যাহাতে হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে অন্য দেশকে বিরত করা। সম্প্রদায়ে, সাংস্কৃতিক আলোচনা, পরামর্শ এবং সালিশীর দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকার সহযোগিতা করা। ধনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা এখনও চলিতেছে এবং ইহার বিভিন্ন দফা বিচার করিয়া দেখা হইতেছে। তবে ভাষণে পিলাই যেমন করেন যে, যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘের কোনও কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়, তবে তাহাতে প্রত্যেককে একটি আসন দেওয়া হইবে, এমন আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

নূতন ভারতে রাজস্বনীতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দুইবের বিষয় ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে এমন কতকগুলি দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে যে এইদিকে তাঁহারা যথাযথভাবে মনোযোগ দিতে উঠিতে পারেন নাই। ভারতীয় গণবাচ্য ও চলাচল নির্বাচন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বাণিজ্য সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত দেশের কল্পনাকে বাস্তবে পরিকল্পনা করাবলী করিবার জন্য আবেদন করেন। তিনি বলেন যে আমদানি বিকল্পের অধিকাংশে আয় এবং পেট্রোলের উপর আমদানি কর কাজেই নির্ধারণ করা যায় করা উচিত। তাঁহারা মতে অধিক সংখ্যক ভোটার ব্যবহারের ফলে মূলধনের চাইতে বেশী টাকা পাইই উঠিয়া আসিবে। বর্তমান চলাচল ব্যবস্থার সমূহ সমাধান করিতে হইলে, সমস্যাটি পরিকল্পনার কাজ পাইই আরম্ভ করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত দেশের মতে পূর্ণ আয়ের ভোটার হার চালু করিয়াই এই সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব।

এদেশে রাস্তা ও রেললাইনের মধ্যে যে অসাম- যোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে, শ্রীযুক্ত দেশের তাহার তীব্র নিন্দা করেন। রাস্তা অপেক্ষা রেললাইনের প্রতি অধিকতর অবহেলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষদের সমালোচনা করেন। অনেকের ধারণা এই যে ছোট অপেক্ষা রেললাইনই সরকারের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা ভুল। তিনি বলেন যে, রেলপথ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইবার ফলে ইহার উপর অযথা করভার চাপানো হইয়াছে। এই বিষয়ে যদি সরকার অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে পরিবহনে অসাধারণেরই ক্ষতি, তাহার ফলে ভারতের উপরই চাপিবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

মাদ্রাজ

(আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদ্রাজের নিজস্ব কর বিল লইয়া সরকারী মহলে নূতন আলোড়ন উঠিয়াছে, বিলটি এখন সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাধীন। কমিটির সম্মুখে যেসব বিভাগ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা থেকে বলা হইয়াছে যে বিলের ফলে মাদ্রাজের বার্ষিক রাজস্বের ৩কোটি অতিরিক্ত হইবে এবং জাতীয় আয়ের ১৫ভাগ অতিরিক্ত হইবে। বিলবিরোধী এই অতিরিক্ত কিছুই নয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। এই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইলে কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করিতে হইবে। বিল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়া কর্মচারীরা বলিয়াছেন যে ১৯৩৯ সালে তাঁহারা বিক্ষোভ করা মুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগকে সরকারের সঙ্গে ও মন্ত্রিমণ্ডলীর এবং বিরোধীদল কাহারো সঙ্গে বিক্ষোভ করা যদি তাঁহাদিগের উপর প্রযোজ্য হয় তবে এই বিলের গুরুত্ব অতি হইবে। এইরূপ বিভিন্ন মহল হইতে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠের সমালোচনা ও বিরোধিতা উঠিয়াছে। কাজেই মনে হয় সরকারের বিলটির কিছুটা পরিবর্তন সাধনে করিয়া সাধন করিতে হইবেন।

মাদ্রাজ মহিলারা অনেকগুলি জনকল্যাণকর জাতীয় প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে মেয়েদের কর্মচারী বিল আর একটি, যেন হইতে মেয়েরা, প্রোটেস্ট প্রভৃতির কর্মচারীর সময়ের অধিক পূর্ণ বেতনে ছুটি পাইবেন। সাধু সম্প্রতি এই বিলটিকে ভোট ধরিবার উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু অসাধারণ এই ছুটির কর্তৃপক্ষের কিছুটা প্রতিকূলতায় আলোচিত হইয়াছে কমিটিগুলি সরকারের কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই।

পরিবর্তনের প্রয়োজনের অন্য আসা দিয়াছে ভারত হইতে সিংহলে যাতায়াতের অধিক ভাড়া বাড়িয়া দিয়াছে। ভারতরাষ্ট্র প্রকাশ করেন যে ভাড়ার ও যাতায়াতে কয়েকগুলি বড়াও পরিবর্তন করিতে হইবে। সমস্যা দূরী না করিলে আরো গুরু ধারণের বিষয়ে চলান হইবে। এব্যাপারে সরকার কর্তৃপক্ষীয়দের আচরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করি ভারতীয়দের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন যদি

ক :

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন ঋণ প্রস্তাব

চলন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আর্থিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক আছে। সাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার হইয়াছে অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক কোন শ্রীবৃদ্ধিশালী আমল হইতে সরানো হইতেছে না। পাকাদের সাথাই আজ বাজার সকল তুলিয়া লইতে শিল্প ও পুরুষদের বিশ্বাসেও ব্যাবসায়িক অবস্থা হইল। ইহা সত্ত্বেও যে সেকেন্ডারেন্স বাজারে ছোঁয়া নাই, তাহার কারণ ব্যবহারযোগ্য অর্থের জোগাই হইয়াছে বেশী। সরকারের অবশ্য পরে আমরা একটু চাঞ্চল্যও এই সঙ্গে দেখি। সরকারী কর্তৃপক্ষও আমেরিকার ঋণ সম্বন্ধে তাহাদের চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ট্রেজারী বিল (Treasury bills) বাজারে ছাড়িয়া সেখানে ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে অল্প পরিমাণের উদ্বৃত্ত (Liquid assets) টাকা পরিবর্তে। উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত অবশ্য হইয়াছে ২০০ টাকা মূল্যের ছাড়ে ৯৮ ঋণপত্রের নূতন প্রস্তাব আছে। আবার এই ছাড়ে বুদ্ধিমান সেখানকার সাধারণ ট্রেজারী বিল বাজার টাকা ফিরিয়া যাইবার উক্ত কোন নাই। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির নগদ অর্থ না পড়িয়াছে কোম্পানির সম্প্রসারণ (Expansion) ও সংকোচনের (contraction) সাধন আছে।

১৯৭ সালের ঋণ প্রস্তাবের তুলিবার এই প্রস্তাবের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঋণ পরিশোধের তুলনায় ঋণগ্রহণের পরিমাণ এ বৎসর অনেক বেশী। ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ১৯০ টাকা মূল্যের ছাড়ে ১৯৬১ সালের ২ কোটি টাকার নূতন ঋণের ঋণ তোলা হয়। এ ঋণগ্রহণের প্রস্তাব বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাহা বাদেও আরো ১০ কোটি টাকা ঋণের এ তুলিবার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে সরকার ১০ টাকা মূল্যের ছাড়ে নূতন ঋণের প্রস্তাব করেন। ১০ বছর মেয়াদী ঋণ ও ঋণ প্রস্তাব করা হয়। বর্তমান ঋণপত্রের সরকার ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্তের ৬১ সালের ঋণ ১৯৭১ সাল—অবশ্য ১ বৎসর পূর্বে পূর্বে প্রস্তাবে মেয়াদে ঋণ তুলিবার ব্যবস্থার তালিকাভুক্ত ঋণদাতাদের মধ্যেই ছিল, বর্তমান প্রস্তাব অনুসারে নগদ টাকা ও তহবিল এবং (liquid bonds) জমাদিবার কোন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কর্পোরেশনও এই আমানত আকর্ষিতে পারিবে।

কি সরকারের এই ঋণ প্রস্তাব হইতে এই ক্রিক হইবে না যে ঋণের ছাড়ে একটা বড় হইবে। সরকার এই ঋণের উপরে সরকারী অন্যান্য আমানত (Security) এর চলিত সুদের চারেই বাঁধিতে চাহেন। ইহাতে অর্থসংগ্রহ বাজারে প্রচলিত মেয়াদের ছাড়ে সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। উপরন্তু যেই টাকা ও বিভিন্ন উপরে সরকার এই ঋণ প্রদান করিতেছেন, তাহার জন্য সুদের ছাড়ে মেয়াদান বড়ী করার প্রয়োজনও নাই। মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে হইয়া সাধারণভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজারে উচ্চ সুদ দিয়া এবং স্বাধীন ভারতের সাধারণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের পথে অগ্রসর হইতে সকল হয় তাহাই এই ঋণ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ঋণগ্রহণের অগ্রাধিকার কতিপয় জন্য সরকার ঋণদাতাদের আকর্ষিতা বেশকেই বজায় রাখিবেন।

এই সম্বন্ধে যে ঋণের ব্যাঙ্কার্থবাজার (Treasury bills) বাজার ছাড় হয় তাহা হইতে ৩১৯ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৫৮৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকার প্রায় ৯ কোটি টাকা ইহা হইতে কমাইয়া করিয়া সকল ঋণের আমানত সরাসরি ৯ কোটি টাকার ব্যাঙ্কার্থবাজার বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যার আছে ইহাদের বিশেষ সরকারের হিসাবে দেখা যায় যে মোটের উপরে মূল্য ১০ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়াছে। ব্যাঙ্ক বিভাগে মূল মোটের মূল্য ৬৮৭ কোটি হইতে বাড়িয়া ৮০৩৯ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদিগকে মোটের মূল্য ১,১৩৫৮ কোটি হইতে বাড়িয়া ১,২৭৬৯ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্ক বিভাগে মূলধন ব্যাঙ্কার্থবাজার বিশ্বস্তদারীর জন্য ডিপোজিটরদের মূল্য ৪৫১৮০ কোটি হইতে বাড়িয়া ৬৬১৯ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী সরকার ও বিদেশী ব্যাঙ্কের মূল্য যথাক্রমে ১৮৭৬ কোটি এবং ১৯০৭ কোটি টাকার দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্য ১৮৬ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৮৭১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য সরকারের মূল্য ৯১০ কোটি টাকা হইতে ৯৭১ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

(পূর্বপৃষ্ঠার ১৩ পৃষ্ঠার পর)

সরকার ইহা আশা প্রতিনিধির মূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিনিধির মূলের ছোঁয় ১৯৫ আগষ্ট একটা অন্তর্বর্তী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল "এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে ভারতের মোট পাওনা ১১৭ কোটি ইলিং-এর মধ্যে পাঁচে তিন কোটি ইলিং ভারতের বৈদেশিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমানী ৩১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এস্কেপ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অধিকন্তু ৩ কোটি ইলিং বিদায় বাবদে বিনা-মৈত্রিকিক দরে মিটাইবার জন্য উদার হাতে মঞ্জুর করা হইবে। ভারত সরকারের দেয় দেশন ও ভারতে বৃটিশদের বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলিং বৃটিশ ব্যবসায়ে বিয়োগ করিবেন। অন্য ইলিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ভারত অর্থনীতি ও বৃটিশ ব্যবসায়ের বিভিন্ন

থাকিবে। ইতিমধ্যে উক্ত বর্ণিত ৩৭ চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ঋণ বিশেষিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিমাণ ভারত সাময়িক করিবে না পর্যন্তে চুক্তির আবশ্যকী সংশোধন হয় এবং ইহাদিগের ঋণের দায় পূরণে অন্তবর্তীকালে ২২৫ আগষ্ট হইতে ইলিংয়ে পরিশোধ বিনিময় হার করিয়া দেয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়া দেন যে, ভারতের ইলিং পাওনার কতকাংশ আদায় সম্পর্কে চুক্তি মধ্যবর্তী চুক্তি বহু হইবে না। ভারতের মোট পাওনা ১১৭ কোটি ইলিং এর মধ্যে ৯৯ কোটি ইলিং আগামি তিনের মধ্যে এককালে ফিরিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য ঐ তিনের প্রয়োজন বাবতি ইলিং-এর বদলে ডলার দাবী না করার পরোক্ষ নিয়েধও ঐ সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতিক ভারতীয় অর্থনৈতিক ভাঃ বি. কে. আর. বি রাও এর মতে বৃটেনের অন্যবর্তী নীতির ফলেই ভারত প্রভৃতি পাওনাদার দেশ সমূহ ডলার সম্বন্ধে সন্দেহের সম্মুখীন হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ৩৭ চুক্তিতে ভারতের কোন সম্মতি না লইয়াই ভারতের পাওনা প্রায় সাড়ে তেইশ কোটি পাউণ্ড ব্লকিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখ ইহা-ব্লকমার বিনিময়ে অর্জিত এই পাওনার এক দশমাংশ ভারত অনুসন্ধান করিয়া ছাড়িতে পারে না এবং ছাড়িবেও না। উপরন্তু অন্যান্য ভারতের বৃটিশ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াই ভারতকে এই পাওনা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে বৃটিশ সরকার কখনও অন্যায়ভাবে ভারতকে লাভ হইবেন না। ভারতের সাথে রাজনৈতিক অসহযোগ করিয়াও বৃটেন ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করিয়াছেন। অর্থনৈতিক শোষণের ফল ৩৫ কোটি ভারতস্থ বৃটিশ সম্পত্তি সমূহ। ঐতিহাসিক ভারত ভারত মোক্ষণ হইতে ইলিং পাওনা যথাসম্ভব ঔপনিবেশিক শোষণ বাণিজ্যের ফেরে হিসাবে ভারতের সর্ব প্রকার শিল্প প্রগতিকে ব্যাহত করিয়া ভারতের বণিকী স্বার্থ অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রে ইংরাজ এখনও লিপ্ত। মোট কথা, শুধু মিষ্টি কথায়, ও(আলাপ-আলোচনায় ভারতের পাওনা আদায়ের আশা করা পরাহত। সুতরাং আবশ্যিকে সর্বপ্রকার অন্যায় বিরত হইয়া ভারতকে শোষণ করিয়া বৃটিশ বৃটিশ সম্পত্তি সমূহকে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বিদায় বিলম্বনের অজুহাতে ইলিং পাওনা আদায়ে টাল বাহানা ভারত সহ্য করিবে না। পাওনা আদায়ের চেষ্টাকে যে সর্ব প্রকার বাধা দিবে। মোট কথা, কোন অসহযোগ প্রয়োগে বৃটেন ভারতের ভারত অর্থনৈতিক অভিসন্ধি সিদ্ধি করিতে না পারে সেইদিকে ভারতকেকরতে সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে নবলব্ধ স্বাধীনতা লইয়া আমাদের গর্ব করিবার কোন অধিকারই থাকিবে না।

ইলিং পাওনা আদায়ে বন্ধ কিনা হইবে ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গুলিকে ব্যাহতকরণেরও কিন্তু তাহা স্মরণ রাখিতে পড়িবে। সুতরাং আমাদের পাওনা যথাসম্ভব সত্বর

বাজারের কথা

ভারত সরকার অতিরিক্ত মুনাফাকর কোম্পানী-গুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সেয়ার বাজারে যে তেজীভাব দেখা যায় তাহা ৬ মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত কোম্পানীর সহিত সরকারী কর্তৃপক্ষের মুনাফার অংশ লইয়া যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। ইহার উপর ডিবেঞ্চার ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিমাণ বাজারের মন্দাভাব খুব ও ঘুলাই মাসে ও বাজারে যে অস্বাভাবিক স্ফীতি করে তাহাতেও সে বাজারে কাহারও মনে স্থান পায় নাই। সকলেই এই বিশ্বাস ছিল যে বাজারে আগস্টের ১৯৫১ সালের পূর্বাবস্থার পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করে। কিন্তু ১৯শে আগষ্ট তারিখে মুসলীম-লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস উপলক্ষে যে হইয়াছে প্রত্যেক শেয়ারের দর অত্যন্ত স্ফীতির হইতে থাকে। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকাশিত হইবার পূর্বমুহূর্তে যেরূপ কিছুটা হইয়াছিল সেই কিন্তু সেরূপে প্রকাশিত হইবার সেরূপই তাহা ফলিয়া যায়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ভারত বাজারের বিশেষ কিছু আজও বাজারের কোন ঐতিহ্য পরিবর্তন হয় নাই। বিশেষ মুনাফা অথবা মুনাফা সম্ভাবনার ফলে প্রত্যেক শেয়ারের দর আজ আগেকার চেয়ে বেশী বলা চলিয়াছে।

মূল্য ও যৌগের দর গত একবৎসরে লাভজনকভাবে বাড়িয়া গেলেও বিগত কয়েকমাস যাবত ইহাদের একটা দীর্ঘ স্থায়ীত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সেদিনকার সর্বমান পর্যালোচনায় যে পরিবর্তিত ন হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বিজ্ঞান বাজারের ন স্তরের দরও বাজার মতের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমতা রক্ষা পুনরায় নির্ধারিত হইলেও অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে না।

সরকারী কর্তৃপক্ষের ৪৫৬ গ্রাম বিক্রিবিল হইয়া রহিয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩০ হাজার স্থানীয় কাঁচামালের অভাবের জন্য পরিণত করার ফলের কোম্পানীর কাজের মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি ছে। সেয়ারবাজারে যখন অস্বাভাবিকভাবে দর্শন তখনও -মূল্য এর বিশ্লেষণ করে নাই। সেকারী কর্তৃপক্ষের ও গ্রাম যে বাকীই আছে। ভারত সরকারের কোন ১৫০ কোটি মূল্যের নূতন কলের যোজনা প্রকাশিত হয়েছে। এই কলের ফলের হার কেমনে আদৌ স্থির হইয়াছে। ঠিক বোঝা যাইতেছে না যে বোধ অনুসরণ করিয়া অর্থের নীতি ভারত সরকার কৃত্যাগ করিলেন কিনা। এই জন্য বোধহয় মনে যে পরবর্তী বাজারে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষিত নাই।

বাগেরহাটের অন্য বাজারে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭১ লক্ষ গাঁট পূর্বাপেক্ষাধিক প্রকাশ পাইয়াছে অথচ বোধ হয়ের ১৩৪ টী পাটকলই বাহিরের উটিনিয়নের এলাকায়। সমস্ত পাটকলগুলি সমেত ৮০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট বাজার করিয়া থাকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ মোটে ২১ লক্ষ বেল। তাই কাঁচা পাট প্রস্তাবটি ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যে নীতি অনুসরণ করিবেন তাহার উপরেই পাটকল গুলির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

সমস্যার বাজারে কিছুদিন হইতে যে লক্ষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান আসন্ন বলিয়া হয়েছে। বাজারটার অভাবে উৎপাদিত কলম বাহিরে যাইতে না পারায় অধিকাংশের অবস্থা কোম্পানীর হইয়া পড়ে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় দৈনিক গড়ে মোটে এক হাজার গাঁট করিয়া যাইতেছিল। স্থানীয় পরিস্থিতির ফলে বিদেশে ইহা চালান করেক বৎসরের সর্বনিম্ন রেকর্ড। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ বিভাগের সহযোগে যাইবার ফলে দিক হইতে দৈনিক গড়পড়তায় ১৮০০ গাঁট করিয়া বাহিরে যাইতেছে। ইহাও অবশ্য চাহিদার তুলনায় একটা সামান্য অংশ মাত্র। অনেক প্রত্যেক কলিকেই অবশ্য করিয়া কলিম যাইতেছে। গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ইতিমধ্যে কার্যকরী করেছেন এবং ইতিমধ্যে কলিকাতা ওনার্স আসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে আবেদন পেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না হইলেও বাজারে কিছুটা কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়। কলমের নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য তাহার সরকার যে ভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন তাহাতে কোম্পানীগুলি শ্রমিকদের বিশেষ উৎপাদনের অর্থ দানের করিয়া যে অতিরিক্ত করিতে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় হইয়াও সরকার অন্য ব্যবস্থা করিতে উচিত। কাজেই কলমের শেয়ারে সম্প্রতি যে মন্দা দাঁড়াইয়াছে তাহা খুব বেশী দিন স্থায়ী না হওয়ারই সম্ভাবনা।

সাধারণ সর্বত্রই সরকারের মনোভাব। বিগত বছরের বাজেটের মৌরসিম সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ হইয়াছে। এই বাজেটের বৃদ্ধির ফলে করিয়া আয় টাকা ও ইতিমধ্যে আরও উপরেই কাম সম্ভাবনার মধ্য। কাজে সমস্ত ভারতের পরিণত কিনিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা অনুসরণীয়। এদিক দিয়া ভারতের প্রত্যেক সকল হইলে তাহা শেয়ের পক্ষে মনোরঞ্জক হইবে। ইতিমধ্যে আরও উপজাত দ্রব্য (by-product) উৎপাদনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা-অত্যন্ত মনোযোগযোগী হইয়াছে। ইহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

কৃষক প্রত্যেক যে ব্যবসায়ে যে উৎসব সমস্যা দেখা দিয়াছিল কৃষক অবস্থানেও তাহার নিষ্পত্তি হয় নাই। আগামী খারীফ বিভাগে যে বিপুল অব-স্থিতির অঞ্চল করিয়াছে তাহাতে ইহার তাড়িয়া করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ভারতের অন্তরস্থ জ্ঞানাভাবের বিষয়েও যে তাহার বিশেষ অন্য অন্তরায় রহিয়াছে। যে কোম্পানীগুলি বিদেশে বিক্রয় সংগ্রহের যোগ্য করিয়াছে ও যে করে আন্তর্জাতিকভাবে যোগদান বৈঠক গঠন করিয়াছে তাহাতে যে যে কোম্পানীর যোগ্য ব্যবসায় সংগ্রহে তেমন যে বিশেষ কিছু নাই।

ভারতের বৈদেশিক অন্য সম্পর্কীয় বিশেষ ব্যবস্থায় ইহা আরও শক্তিশালী হইয়াছে। অন্য অন্য অন্যান্য দেশের কাপড়ের ব্যবস্থায় তাহার চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। তাহা ভারত যে আরও কিছুদিন তাহার বৈদেশিক ব্যবসায় বজায় রাখিতে পারিবে।

বিশেষ বিভাগের বিক্রেতা ও কারখানিকের চাহিদা খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। সরকার ইহার কারখানা উৎপাদন বৃদ্ধির দৃষ্টি দান করিয়াছে। সরকারি খুব ইহা সমস্ত ভারতের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। তাহাতে অবশ্যই সরকারের কারখানা পাকিস্তান সরকারের হয় নাই।—বিশেষ কারখানা উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলি যে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহা মনে করিবার কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ খুব ভাল বলিয়া মনে হয়। যদি তাহা সত্যের কোম্পানীর বিশেষ কারখানেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষগণ যে খুব সহানুভূতির অন্য বলিয়াছেন তাহাতে ইহাদের সম্প্রসারে স্বাভাবিক ও স্বাধীনতার হইবে। এবং কয়েকটি পড়েই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তরস্থ সেক্টর হইতে বিশ্ব ও কারিগরদের বিক বিশ্ব এই সমস্যা ব্যবসায়ের বিশ্ব থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা সুনিশ্চিত যে অন্যের ঠিক হইতে সম্পর্কে যে কোন ঠিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোন ও অন্যান্য-

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এবং

ব্যাঙ্ক অফ ময়মনসিং-গৌরীপুর লিমিটেড

— একত্রীভূত —

হেড অফিস : ৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

[illegible] হইতেই কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থাগুলি করিবার কথা [illegible] সম্পাদন হয় নাই। পূর্ত ও পরিবহন দপ্তরের [illegible] ১৯৫৭ কোটি টাকা ধরা [illegible] বরাদ্দের অঙ্কগুলির মধ্যে বৈষম্যের [illegible] টাকা ধরা হইয়াছে এবং অন্যদিকে [illegible] পুনর্গঠনের জন্য যে ৩৫ কোটি টাকা ধরা [illegible] বৈষম্য নাই। বেতনক্রমের আরও একটি [illegible] এখন বেতনক্রম হইতেছে যে সরকারি [illegible] পাইয়া থাকেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য। [illegible]-কর্মিদলের নিয়োগের জন্য সরকারের [illegible] ধরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব কারণে ধরা হয় যে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১১০ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে [illegible] কোন কর ধার্য করা হইবে না। অর্থমন্ত্রী নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাই নূতন কর ধার্য করিয়া এই ঘাটতি মিটাইবার আর কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অর্থ কর্তৃপক্ষের এবারের ধরনে যে দিক পরিবর্তন হইবে তাহা বিশেষ মনে হয়। আর্থিক সাহায্য করার [illegible] বিদেশে [illegible] ও [illegible] বিদেশী [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

। সপ্তাহে কাঁচা পাট ও তুলার বাজারে যে অবস্থা দেখা গিয়াছে তাহাতে বৈশাখের উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য কাঁচা পাটের বাজার কিছুটা উন্নতির দিকে, তুলার বাজারকে কিন্তু মোটেই ভাল বলা যায় না। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চেষ্টায় অধিক পাট পচা আমদানির ফলেই পাটের দর বাড়িয়াছে। পাট শিল্পের মালিকেরা কাঁচা পাট মজুত করিতেছেন। আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রপ্তানী বাণিজ্যের বিস্তৃতির কোন লক্ষণ নাই, বৈশাখীর বাজারে আমেরিকা যে সব কেনা কিনিয়াছে :

। কয়েকদিন যাবৎ পাটের বাজারে সত্যই চাঙ্গা ভাব দেখা দিয়াছে। এই সপ্তাহে আমদানি পাট ছিল। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় কলিকাতার পাটের সরবরাহ সম্পর্কে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে তাহা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, তাহাও বাজারের এই চাঙ্গা ভাবের জন্য কতকটা দায়ী। ১লা বৈশাখের আগে পাট সরবরাহের কোন খবর পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ১লা তারিখে ৭৫ খানা নৌকা পাট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৫ খানা নৌকা পাট আসিয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে। ইহা ছাড়া ৩০ খানা নৌকা পাট আসিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। ১লা বৈশাখের পর হইতে ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত ১৭ খানা নৌকা পাট আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩ খানা নৌকা পাট আসিয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে। ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত ১৫ খানা নৌকা পাট আসিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ খানা নৌকা পাট আসিয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে। ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত ১৫ খানা নৌকা পাট আসিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ খানা নৌকা পাট আসিয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে।

—

[illegible] কর্তৃক বস্ত্রোৎপাদন প্রসারের পরিকল্পনা [illegible] সত্ত্বেও, কাঁচা তুলার বাজারে অবস্থার [illegible] কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। [illegible] সরকারের ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৭-৪৮ [illegible] তুলার উৎপাদন দাঁড়াইবে। ইহাতে [illegible] আশার ভাব দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে [illegible] ইহাও মনে হইতেছে যে, বিদেশে তুলার উৎ- [illegible] বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা হইলে [illegible] চাহিদা হ্রাস পাইবারই সম্ভাবনা। এই [illegible] মনে করিয়া কাঁচা তুলার বাজারে মোটের [illegible] হতাশার ভাবই সৃষ্টি হইয়াছে।

লোহা

[illegible] লোহার বাজারে অবস্থা উন্নতির দিকে। [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার স্বাভাবিক [illegible] ইস্কু—

গত পাঁচ বৎসরে কারখানা প্রভৃতিতে যে সকল স্ক্রিবার ইস্কুর চাহিদা হয়, তাহার মোট পরিমাণ সমস্ত ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ক্রিবার শতকরা ৩৬ ভাগ। গত বছরে ইহার আমদানি ছিল ১৮৩,৪১০ একক, এক বৎসরে শতকরা ৩৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ইহা ১৮৩, ৪১০ এ দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে এ বৎসর গত বৎসরের সমপরিমাণ স্ক্রিবার চাহিদা করা যায়। কলা এবং ঘুনাইর জেলা ছাড়া অন্যান্য স্থানে গত বৎসরের তুলনায় বেশী স্ক্রিবার ইস্কুর চাহিদা হয়। ইস্কু মোটের উপর আগামী বৎসরে বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়।

চা—

গত সপ্তাহে কলিকাতায় চা-এর নিলামে প্রায় ১২,০০০ বস্তা রপ্তানির জন্য এবং ১৫,০০০ বস্তা ভারতের নিজের ব্যবহারের জন্য কেনা হয়। ব্রোকেন ধরণের Tippy এবং Assam B.Pekoeএর চাহিদা বেশী ছিল। ভারতের ব্যবহারের জন্য যাহা কেনা হয় তাহার মধ্যে পাতা চায়ের তুলনায় গুঁড়া চায়েরই চাহিদা ছিল বেশী। সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে উহার আগে ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়, গত বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছিল ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড।

টেরস বীজ—

সরকারের নূতন রপ্তানী শুল্ক ঘোষণার পর ১৯শে সেপ্টেম্বর বাজারে অনিশ্চিত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। রপ্তানি সরকার নির্দিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। বেড়ী বাঁধের বাজারে তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছু দেখা যাইতেছে না।

পূর্বপৃষ্ঠার ১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করে না, এরূপ লোকের অনুপাত ক্রমবর্ধমান, এবং বিস্ময়কর ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আধিক জগতের উপরই যে এর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া তা নয়। আমাদের সংস্কৃতির উপরও এর প্রভাব পড়বে। পূর্বেই বলেছি, আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই ছিল গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ। পরিবারের কেউ থাকবেন শহরে, কেউ বা গ্রামে। ফলে পরস্পরনির্ভর মেয়ের মধ্যস্থতায় শহরে সম্ভারও পড়ে উঠতে পারে নি, গ্রামগুলিরও নিজস্ব ধারণা এবং বাইরের জগতের যোগাযোগ এইভাবে কিছু কিছু গিয়ে পৌঁছোত। কিন্তু এইভাবে অন্ন- অধিবাস চলতে থাকলে কিছুদিন পর দেখা যাবে, গ্রামগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক গ্রাম, বাইরের আলো-হাওয়া হয়ে সম্পূর্ণ বর্জিত। সেন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দুইজনে, শহর ও গ্রামে—দুয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকবে না। [illegible] হয়েছে যে গ্রামে অতি সামান্য কেন্দ্র [illegible] থাকবে [illegible] কিছু থাকে তার পরিমাণ (actual riches of the soil) তার [illegible] এই যে, [illegible] করেন না, তাদের [illegible] ছাড়া চলে [illegible] হয়, কেননা কেবলমাত্র [illegible] আর কোনও স্থান নেই। গ্রামে সঞ্চয়ের [illegible] সবই আছে, কেবল উদ্বৃত্তভোগীদের তার [illegible] করে সঞ্চয় নয় এমন অল্প কয়েকটি [illegible] সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকতে হবে যে, যদি এই [illegible] কাজে পরিণত করা যায় তা হলে গ্রাম হবে বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের যোগ্য, আর শহর হবে অনিয়ন্ত্রিত শহর—এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র যাবে কেটে।

সৌভাগ্য ক্রমবিকাশের আধিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা জানতে হবে, প্রথমতঃ আমাদের মনে মনে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমাজের মূল কাঠামো কি হবে—তাতে কি কি জেণী থাকবে। দ্বিতীয়তঃ স্থির করতে হবে বিভিন্ন বিভাগের অধিকার ভাগে আমরা যে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে কি কি উপায় অবলম্বন করলে আমাদের পক্ষে একটি উন্নত সামাজিক আদর্শ গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে, অর্থাৎ সেই অবস্থায় পৌঁছে যাবার পর আমাদের অর্থনৈতিক সমাজের মূল কাঠামো কি হবে তাই নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা-কারীর চিন্তা করতে বাকি [illegible] হবে এবং তিন পরিকল্পনা [illegible] কোন্ পরিকল্পনা [illegible] আমাদের [illegible] প্রথমে [illegible] করতে হবে [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] [illegible] করে [illegible]—কিন্তু তাদের [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রমিক বিশৃঙ্খলায় লক্ষাংশে অচলায়তন

আন্তর্জাতিক বিপণন ও শ্রমিক বিশৃঙ্খলা ব সমস্ত রকমের উৎপাদন প্রচেষ্টাকেই ভোছে। চলা মন্থরা ও মহামারির আগুন উৎপাদন বরফ করি পাইয়াছে। এই পরিস্থিতি সার্বা নিয়ন্ত্রণ (Control) ও রবর্নীতির ন্য) বত উৎপাদন লক্ষ্যাংশে চলাইয়া পলে া সম্ভব হইয়াছে ন ফলে দেশের যে ্ক্ষিত উন্নয়নে চালাই এবং, মালিক ্ণের লক্ষ্যাংশ দেওয়ার কোম্পানীগুলির ন নাই।

ফলে বিদেশী কর্মিক সরকার সরকার পাকিস্তানের মন প্রতি১/০ নয় আনা) ্যথা অনুভব করেন। কিন্তু উৎপাদন ্নুকূলতায় এই টৈষম্য রক্ষণাবেক্ষণে অসম্ভব হয়। সিদ্ধান্তিবেদে ফলে সরকার বিদেশ ে ন ্দেশে বিদ্যুতের উৎপাদনের খরচ ্ইয়াছে ন সিদ্ধান্তিবেদের এই অভিযোগ ন নহে, সিদ্ধান্তিবেদ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠান সমূহ নৈপিলাই তাহার প্রধান কিছে।

এ প্রথার কোন কিছু ১৯৫৮ টাকা করা ৩০ লাখ কর্মিবাহে এবং উৎপাদ বাড়াইছে ১২৫,০০০ মন বুনিয়াদ ১,১৬,০১৩ টাকা হইতে কর্মিয়া ১১,০৫১ ্যে দাঁড়াইয়াছে ইহার উপরে আবার ্ক্ষ কিছে হইবে কর হিসাবে এবং া মাটির সরকারের হাতে বেশ কিছা ্রকারিতে এই যে ৮ লাখ টাকা বেশি ্টাকা হিসাবে মালিকের লভ্যাংশ হোগা ল এইদিকে দেউলিয়ে কোন কিছুই ন নাই।

প্রথার কোন কিছু—এই কোম্পানীর নাম া হইতে কমিয়া ৬,১১,৫০০ টাকাতে ঁড়াইয়াছে। ইহার উপর যে করভার হইল ২ লাইসি সংক্রান্ত লাভ ১১,৬০০ টাকার ্ব হইতেই কাটা যাইবে. ফলেরই টাকার ফলে মোটের লভ্যাংশের অঙ্ক টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

। সেই ল প্রথার কোন কিছু—যেসব ম্পানীই লভ্যাংশ ৩০ ভাগে লভ্যাংশের ্ ১ টাকা ভাগে লভ্যাংশ ঘোষণা এই উদ্দেশ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে ১,৪৫,৩০৭ ফলের এই তুলিয়ার মধ্যে ছিল ১১,০৬৪ ি মোটের লভ্যাংশ এই তুলিয়া হইতে ০ টাকা দেওয়া হইবে। তাহা সত্ত্বেও ,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা মূল্যের ভাগের মালিক ঠিক রাখা হইয়াছে।

। তাপাচের কথাগুলির প্রথম একটিমাত্র। বিদেশে মূলধনিদের অভাব দূরকল প্রতিষ্ঠান কোলম্বুর নির্দিষ্ট এর ইংরিজি কোং লিঃ এর প্রধান উল্লেখযোগ্য যাইতে পারে. ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে এই কোম্পানী মূলধনে ২৫৩ লক্ষ টাকা লভ্য করিতে পারিয়াছে। সন্নিবেশকালে অর্থের মূল্য ৩১৫ কোটি হইতে কমিয়া ২৫৩ কোটি টাকায় আসিয়া ঠেকিয়াছে. সেই কারণে পরিবেশ করিবেশের সম্ভার মূলে যার বৃদ্ধি প্রয়োজন হইয়া দুর্বিষহভূক্তে নিক্ষেপ করিয়া লইয়াছে। এর পরিবেশের জন্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া এই কোম্পানী যে সহযোগ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা মজুরের ১৫, হইতে কমিয়া মজুরের ১০,হইয়াছে।

(পূর্বাংশের ১৪ পৃষ্ঠার পর)

ছোট ছোট কারখানির ইতিহাসের কথা আর প্রয়োজন।

কারখানে কর্মির সংখ্যা কম অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ফোক সময়ের প্রায় ১৮০ টন কর্মির চাহিদা কিন্তু কারখানে তাহার অর্ধেক কম হাজির হইতেছে। কর্মির যেটি এই কারখানে নিযুক্তি পাইলে কেন তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছে না। এর ওপর যে কারখানের কর্মির মূলধনির কাজ পরবর্তীকে মজুর করেন নাই কর্মির উপরে কর্মি কারখানে বৈষম্য দেখাইতেছেন।

প্রস্তাবিত নূতন যন্ত্র প্রবেশের পরিকল্পনা কমিটির উদ্যোগ কর্মিয়া লইয়া অনেকে এর সফলতার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। যন্ত্র প্রবেশের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিচারের জন্য যৌথ বিশেষজ্ঞের আলোচিত হয়। মালিকের প্রতিনিধি পরিচালক শ্রী বি. রামকৃষ্ণ গুপ্তন যে যন্ত্র প্রবেশ তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় হইয়া উঠিবে যদি শ্রমিকদিগকে উহার করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মালিকের ব্যবসায়ী সংগঠন দাবী করিয়াছেন যে সরকারকে যেন এখনে এক কোটি ৩ টাকার কারখানার সমর্থন করেন। তাঁহারা মনে করেন সমস্যার সুষ্ঠু পাওয়া যাইবে কিন্তু আন্দোলন বিষয় তাঁহারা কারখানা অবস্থানের কথাটা একেবারে ভাবেন না। তার উপর সরকারের সেবেন আর্থিক ক্ষমতা আছে কিনা তাহাও একবার জানিয়া দেখার প্রয়োজন মনে করেন না।

দিল্লী—

(আমাদের নিজের সংবাদদাতা প্রেরিত)

ভারতীয় সৈন্য বাহিনী কাশ্মীরে মোতায়েন বিষ করেছের মধ্যেই দেখা যাইবে, এবং পাওয়া যাইবেছে যে সেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইয়াছে তাহার ফলে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অবস্থাবাহনের ভাগাইয়া পরিস্থিতি ফিরিয়া আছে। অবশ্য অবশ্য পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের সুর কোমল ও বদলাইয়া লইয়াছে। যদি অবশ্য পরিস্থিতি মূলের পর প্রায় ভয়ে এই দুর্দিন উপলব্ধিবেদের কাশ্মীরের দুর্দিন উপলব্ধি ও চিরিবদ্ধ বইয়ে ভাগাইয়া দিয়ে আরো সময়ের প্রয়োজন বইবে। প্রয়োজনের মতন বইয়ে যদি লইয়া আসিতে পারিলাম বন্ধুভাবে সমস্যা কেন ধারক না বিদায়ে প্রতি-আক্রমণ করার পরিকল্পনা কারত সরকারের নাই কারণ তাহা বইলে সমস্ত সহযোগিতা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে বইবে এবং কাশ্মীরে উপযুক্ত সাহায্য সৈন্য সমাবেশ করিতে বইবে। সমস্ত যখন আমাদের অনুকূলে তখন বিদায় বাহিনীর সহযোগিতায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সমস্ত অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবে। যদি সমাধের পরিপূর্ণ প্রয়োগ গ্রহণ করিতে হয় —তবে আর তাহাতে আক্রমণকারীদল সমস্ত বিষয়ে প্রবেশ করিতে না পারে এমন ব্যবস্থা করিতে বইবে। এবিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইয়া কোন সুবিধা পাওয়া যাইবে না। পণ্ডিত নেহরু তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে পাকিস্তান এই ব্যাপারে কর্তৃক অবশ্য. পাকিস্তানের কথা নাই এই দুর্দিনগুলিকে বাধা দিবার যাতে তারা পাকিস্তানের মধ্যে দিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে না পারে। এটা খুবই পরিষ্কার যে পাকিস্তানের কাছে অনুরোধ করিয়া কোন ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এমনকি পাকিস্তানের এই ব্যাপারে এত বড়যন্ত্রের প্রমাণ পাইয়াও ভারত সরকার এখন একটা ভাব সাধন দেখাইতেছেন যে যেন পাকিস্তান এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া যেন পাকিস্তানের সঙ্গে আক্রমণকারীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা কোনপ্রকারে শিথিল করা না হয় কারণ ইহার আগেই আক্রমণকারীদের শক্তিকে বইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে বইবে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যার দিকে আমাদের নজর দিতে বইবে—পাকিস্তানের আক্রমণকারীদের যতদিন সঙ্গে ইহার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার আগেই অসামরিক ভাবে ব্যবস্থা করিতে বইবে। গতকা বরফের পর বইতে পাকিস্তান বইতে খাদ্যশস্যের কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন।

তাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে যে খাদ্য সম্মেলন বইয়া গেল তাহাতে খাদ্যের খরচের দেওয়া হিসাব দিয়াছে। সম্মেলনের অনেকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার পর দিয়াছেন, গান্ধীজী ও তাঁহার প্রার্থনা সভায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোর সমালোচনা করিয়াছেন। গান্ধীজীর প্রস্তাবের ফলে যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যায় তবে তাহাতে পক্ষে কল্যাণকর বইবে না। যুদ্ধের পূর্বে বর্মা ও অন্যান্য দেশ বইতে যাঁহা আমদানী করিয়া ভারতের খাদ্যের পূরণ করা বইত। এখন বর্মা বইতে যথেষ্ট খাদ্য পাইবার আশে অন্যান্য প্রতিবেশ দেওয়া হয় আমা-

আর্থিক ভারত

P 7680

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ১৯শে নভেম্বর ১৯৪৯ [মূল্য ৷৷৹

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেশীয় রাজ্য ও ভারত সরকার	১১
ভারতের স্থানীয় বাণিজ্য	১৩
প্রাসঙ্গিক	১৬
ব্যাঙ্ক ও নিয়ন্ত্রণ	১৮
বিদেশে ভারতের পাটশিল্প—শ্রী বি. এ. সেনের ...	১৯
বিবিধ	৩১
বাজারের কথা	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাকিস্তানের বাজার	৩৯
সংবাদনির্দেশ :—	৫৫
নগদ, ওয়াশিংটন, দিল্লী, মাদ্রাজ, করাচী.	
সংকলন ...	৫৮
অর্থসংকট	৫৯
বৈদেশিক	৬০

দেশীয় রাজ্য ও ভারত-সরকার

১৫ই আগষ্টের স্বতন্ত্রতা হস্তান্তরের পর হইতেই ভারতের সাথে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক এক নূতন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভারত বা পাকিস্তান-এর কোন একটি রাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। কেহ কেহ স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে তাহাদের লইয়া এখন সমস্যা হইল স্থানীয় প্রজাদের মতামতের সাথে রাজাশাসন ব্যবস্থার একটি সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু যে সব রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহিতেছেন না তাঁহাদের বেলায় সমস্যা যে কেবল আভ্যন্তরীণ রাজ্য প্রজার সম্বন্ধ তাহাই নহে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও বহুক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তার দিক হইতেও মারাত্মক। কাজেই ভারত-সরকার এই সম্পর্কে খুব নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। বহুলাংশে এই জন্যই দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে ভারতসরকারকে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করে এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কাশ্মীর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে। অল্প কিছুদিন হইল, জুনাগড়েও ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। প্রজাদের অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের কার্যকলাপে শঙ্কিত হইয়া পাকিস্তানে যোগদানকারী জুনাগড়ের দেওয়ান করাচী হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জুনাগড়ের যোগদানের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত প্রেরণ করেন। ইহার ফলেই রাজকোটস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধি সসৈন্যে জুনাগড়ে প্রবেশ করেন এবং ভারতসরকারের স্বরাষ্ট্র ও দেশীয়রাজ্য-মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল সেখানে যান। এদিকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে অশান্তির আগুন ধূমায়িত হইতে হইতে [illegible] বিদ্রোহী মণিপুর মহা-রাজের অনুরোধের উত্তরে আকানের শাসনকর্তা স্যর অকবর হায়দরী সেখানে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। পঞ্চ পাকিস্তানের অভিসন্ধি ও কার্যকলাপে শঙ্কিত হইয়া ত্রিপুরার মহারাণী সরকার প্যাটেলের সহায়তা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার উত্তরে সেখানেও ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বহু পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে অমীমাংসিত সীমান্ত প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত সাথে সম্পর্কিত হয়। এই সাম্রাজ্যের ফলেই এত বেশী হয় যে রক্তের পাকস্থলী-সাবধান' ঘোষিত পড়ে এবং ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে ঔপনিবেশিক সরকার এই রাজ্যগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ত্রিপুরাতে ভারতীয় সৈন্য অবশ্য এখনও প্রবেশ করে নাই, কিন্তু স্থানীয় গণ্ডি হইতে মনে হয় যে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেও আর অধিক বিলম্ব নাই। একদিকে প্রজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রজাদের সরকার নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রজাদের পর এক সময়ে আক্রমণ করিতেছেন, অন্যদিকে নিজামের ফৌজ ও কেন্দ্র 'ইত্তেহাদুল মুসলেমিন' নামে সাম্প্রদায়িক দলের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধ ও নারকীয়তা চালাইতেছে। যে বাহিনী নিজাম এবং 'ইত্তেহাদুল-মুসলেমিন' নেতাদের তত্ত্বাবধানে সাজে-উপকরণ ও পরামর্শের জন্য তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে। এ সকল ব্যাপার প্রতি ভারত সরকার যে উদাসীন নহেন, তাহার প্রমাণ সর্দারজীর জুনাগড় সফরেই সুপরিস্ফুট। জুনাগড়ের নবাব সাধারণের অভিপ্রায়ের উত্তরে তিনি জুনাগড়ের নবাব দেওয়ানের পাকিস্তান প্রস্থানের সময়ে ইঙ্গিত করেন এবং তাঁহাকে সেখানেই থাকিতে উপদেশ দেন। তিনি ইহাও জানান যে জুনাগড় রাজ্যের একটি শাসনতান্ত্রিক নিরপত্তি করিয়া তবে তিনি ফিরিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারতসরকারের দেশীয় রাজ্য নীতির উপর তিনি সাধারণ ভাবে কিছু আলোক সম্পাত করেন। প্রথমেই তিনি জুনাগড় ও কাশ্মীর ভারত-সরকারের কার্যাবলী যে একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেই কথা বুঝাইয়া দেন। জুনাগড় যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার সংবাদ লইয়া টালবাহানা করিতেছিলেন তখন ভারতসরকার

...য়ের দৌলতে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষভাটের উপর ছাড়িয়া ... প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জুনাগড়ের ... পাকিস্তানে যোগদান করায় স্থানীয় প্রজাদের সাথে নবাবের ... উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে ভারত সরকার কেবলমাত্র জুনাগড়ের ... অন্যান্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যগুলিকে সৈন্য ... নিরাপদ করেন। এই জন্য কেবলমাত্র সংগ্রাম না করিয়াই ... নামতালাড়েই ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আজ কাশ্মীরে ... ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কাশ্মীরকে উপ... দুর্গ, স্থলের কবল হইতে রক্ষা করা, কাশ্মীরকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ... বাধ্য করা নহে। ভারতসরকারের এই ঐতিহ্যের প্রমাণ হইল ... কাশ্মীরের মহারাজা যখন বিলাসপুরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ ... চাহিয়াছিলেন, তখনও ভারতসরকার তাঁহাকে দুইটি সর্তে আবদ্ধ ... করেন। উহার প্রথমটি হইল অধিবাসীদের ভাগ্য নির্ণয়ের ভার ... বিচারের হস্তে ন্যস্ত করা এবং দ্বিতীয়টি হইল কাশ্মীরের ... যোগদানের চূড়ান্ত স্বীকৃতি গণ-ভোটের মাধ্যমে লাভের ব্যবস্থা করা। ... দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে দুই নীতি— ... (১) অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং (২) অধিকাংশ ... ইচ্ছানুসারে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অথবা পাকিস্তানে যোগদান ... তাহাতে কাশ্মীর বা জুনাগড় কোথাও হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ... একা বর্তমান মনে হয় একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, তাহা ... অসঙ্গতিপূর্ণ। নীতির পটভূমিকায় চিন্তা করিলেই এই ... বিরোধী কাজের পশ্চাতে একটা ইস্পাত-নিষ্ঠার পরিচয় ... পাইবে। অন্যান্য রাজ্যগুলি এবং বিশেষ করিয়া হায়দ্রাবাদের ... এই প্রসঙ্গে সর্দারজী এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ... অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি ... সকলকে শেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। অন্যথায় যে হায়দ্রা... অবস্থাও জুনাগড়ের মতই শোচনীয় হইবে সে কথাও তিনি ... সকলকে জানাইয়াছেন। সুদূর ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ... দিয়া তিনি এই সম্পর্কেও ভারত সরকারের সতর্কতার কথা ... দিয়াছেন। অন্যান্য যে সব রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ অশান্তি তীব্র ... ধারণ করিয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি কোচিনের ... দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন এবং জানান যে, ভবিষ্যতে ভারতের ... প্রতিভূ হিসাবে স্বীয় দেশীয় নৃপতিদের কোন স্থান হইবে না। ... সর্দারজীর ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভাষণে ভারত সরকারের ... পক নীতির সুস্পষ্ট ঘোষণার আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন ... জানাই। ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই আমরা ভারতীয় ... দের নিকট হইতে স্পষ্ট ঘোষণা ও ক্ষিপ্র কর্মপন্থা আশা করিয়া ... আসিতেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অবস্থার গতিপ্রকৃতি দেখিয়া ... আমরা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম। আমরা যখন সর্দারজীর ... ভাষণ ভারত সরকারের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক নূতন ... আভাস সূচনা করিতেছে।

জনসংখ্যার দিক হইতে এই রাজ্যগুলি ভারতের মোট আয়তন ও জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। ভাগোলিক বিন্যাসের দিক হইতেও এই দেশগুলি মধ্যকুলের অভিশাপ, জায়গীরদার ও পুরোহিত শাসিত এক জগদ্দল পাথরের ন্যায় ভারতবর্ষের বুকের উপরে চাপিয়া আছে। আর্থিক উন্নতির বিচারে এই দেশগুলি শুধু নিখুঁতভাবে প্রাক্-আধুনিকই নহে, একেবারে মধ্যযুগীয়। কারখানা শিল্পের সর্বৈব অনুপস্থিতি, জায়গীর প্রথার বিস্তৃত ব্যাপ্তি ও খাজনা আদায়ের বন্ধনে কৃষকের সাথে জমির ভূস্বামিদের যে সম্পর্ক তাহা শুধু যে অমানুষিক অবস্থারই পরিচায়ক তাহাই নহে, ভয়াবহও। ইহার সব কিছুর উপর আছে স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য ও অমানুষিক আবদ্ধ নৃপতি, প্রজারা এখনও যাহাকে দেবতার অংশ বলিয়াই জানে। মত্ত মদমত্ত দুই নৈতিক ভিত্তি শাসন ও শাসিত—ইহার কোনটিই সুস্পষ্ট কোন বিধানের নির্দেশে না চাহিয়া রাজার মুষ্টিমেয় পারিষদের খেয়ালখুশীর উপরেই নির্ভর করে। জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের গণজাগরণ আরম্ভ করার সাথে সাথেই দেশীয় রাজ্যের এই অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। কিন্তু 'ব্রিটিশ ভারত' ও দেশীয় ভারত এই দুই শাসনতান্ত্রিক তলের মধ্যের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক প্রাচীর চিরদিন ভারতীয় জনমতের সাথে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সংযোগ স্থাপনে বাধা দিয়াছে। আজ এই প্রাচীরের বিলুপ্তি স্বাধীনতা ও মুক্তির আস্বাদকে সর্বজনলভ্য করিয়া তুলিবে। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের "বহু প্রাণ মুক্ত" মুখেএইবার ভাষা ফুটিয়াছে, তাহাদের চিত্তে এইবার আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে।

ইতিহাসের গতির যে পথ ধরিয়া ভারত ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যবর্তী এই কৃত্রিম ব্যবধান ভাঙিয়া পড়িল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলে বক্তব্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ভারতের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ভিত্তিও এই ইতিহাসের যোগসূত্র রাখে।

ভারত শাসন আইনের হস্তান্তর (Paramountcy) সম্পর্কিত অস্পষ্টতার ফলে ভারত হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। হস্তান্তরের প্রকৃত অধিকারী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার না পঞ্চনদের সম্রাটের সরকার, ইহা লইয়া এক মতান্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাকে উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছে। ভারত শাসন আইনে সহায়তা করিবার জন্য সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন স্থির হইলে তাহা লইয়া এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাটলার কমিটি যেখানে হস্তান্তরকে দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেখানে কমিটি যেখানে এই সম্পর্ককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ব্রিটিশ সরকারকেই এই হস্তান্তরের অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পরবর্তী ভারত শাসন আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের যোগদান ও বহির্মন্ডলকে স্বরূপে ভারতীয় নৃপতিদের ইচ্ছাধীন করিয়া সেই কমিটির মতামতকে অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালের এই ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ কোনদিনই ... না হওয়ায় এই যোগসূত্রের কোন স্থির বিলুপ্তি হয় না। ১৯৪

কোর ধারণ করে। ভারতকে দুই ডোমিনিয়নে বিভক্ত করিয়া যখন মতা হস্তান্তর করা হইল তখনও এই রাজপরিবারের অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হইল না। ফলে একদল নৃপতি আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে তিয়া ঘোষণার সিদ্ধান্ত করেন। রাজত্বের এই স্বাতন্ত্র্যমূলক নীতির কতায় দাঁড়াইলেন তিন্ন হইতে প্রজামণ্ডল আর বাহির হইতে রত সরকার। প্রজামণ্ডল রাজ্যের পৃথক সত্তা ও রাজশাসনের বিলুপ্তি দাবী করিলেন। আর রাজত্বের ভিন্নী সন্ধেদনে লর্ড মাউন্ট-াটেন জানাইয়া দিলেন যে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার অনিবার্য ফল বিশৃঙ্খলা ব এই বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজত্বের। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রে দেশীয় জ্যের যোগদানের তিনি একটি বিধিবদ্ধ সূত্র ঘোষণা করেন। এই সূত্র ল (১) ভৌগোলিক সংযোগ এবং (২) অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা। স্তুত এই নীতি অনুসারেই ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্দ্ধারিত ইয়াছে।

এই নীতি ঘোষণার পরে অধিকাংশ দেশীয় রাজাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে াসমর্পণ করে। এমন কি দেশীয় রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাবক সর্বপ্রথম লামের নবাবও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। কিন্তু সোলযোগ ইল জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দরাবাদকে লইয়া। জুনাগড় আক্ষরিক ভিক ইতে ভারতীয় এলাকাবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ হিন্দু প্রজার বিরুদ্ধ তামতকে উপেক্ষা করিয়া জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানে যোগদান করেন। নাগড়ের পার্শ্ববর্তী নবন্দরের জানসাহেব এই যোগদানকে পাকিস্থান ও য়দরাবাদের বড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করেন। ভারত সরকারও জুনাগড়ের ই যোগদানকে অস্বীকার করিয়া প্রজাদের গণভোট দাবী করেন। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের ক্ষেত্রেও ভারতসরকার এই একই নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন। এইখানেই ভারতসরকারের নীতির বৈষয়িক াংগতি। আইনের হিসাবে কাশ্মীর আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ইলেও ভারতসরকার এই যোগদানকে গণভোটের সমর্থন ভিন্ন চূড়ান্ত মনে রিতেছেন না। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা ভারতীয় াশনালের নেতা শেখ আবদুল্লার হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু শ্রীনগরে যাইয়া শেখ আবদুল্লার সহিত াক্ষাৎ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ ম্পর্কে আশার কারণ রহিয়াছে। আবার এদিকে সর্দারজী জুনাগড় ইতে হায়দরাবাদ ও ত্রিপুরা সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ রিয়াছেন তাহারও ফল উত্তম হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান ভারতীয় র্বিসভার নেহরু, পটেলের এই ভূমিকাভেদকে আমরা বিশের আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। কি দেশে কি বিদেশে যেখানেই ুনীতি, সেখানেই ভারতীয় প্রতিনিধির মুখপাত্র পণ্ডিত নেহরু, আর যেখানেই ার্চের অভাবে ঔদ্ধত্য মাথা তুলিতে চায় সেখানেই ক্রটি রাশোধনে প্রস্তুত রহিয়াছেন সর্দার পটেল। যে দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একই সময়ে এমন দুইটি নেতার আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, সে ... আমরা ... আশা পোষণ করি তাহা

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য

সম্প্রতি ন্যাদিল্লীতে অনুষ্ঠিত রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিলের এক সভায় বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত ভাবা ভারতের রপ্তানী সম্ভার বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে বৎসরে ২২০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িতেছে। অবশ্যপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যক পরিমাণ হ্রাস করিয়া এবং ষ্টার্লিং ব্যালান্সের মুক্তাঙ্গনের সাহায্যে এই সংখ্যা অর্দ্ধেকের বেশী কমানো চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ৭০ কোটি টাকা হইতে ১০০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকিয়া যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বাণিজ্যসচিব রপ্তানী বাণিজ্যের বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে জার্মানী এবং জাপানের প্রত্যাবর্তন সুরু হওয়ায়, ভারতবর্ষের সম্মুখে বিদেশী বাজার দখলের যে সুযোগ আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার অবিলম্বে করা প্রয়োজন। বাণিজ্যসচিব বলেন যে, বিগত পাঁচ বৎসরে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ধরণ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব যুগের অনেক রপ্তানী সামগ্রী আজও বিনা বিলম্বে রপ্তানী তালিকাভুক্ত করা চলে, যথা, কাঁচা পাট, পাট নির্মিত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, চা, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কার্পাসনির্মিত বস্ত্র, লোহা, পিতল এবং এনামেলের তৈজসপত্র, হস্তশিল্প নির্মিত উপহার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদি, রত্ন, লাক্ষা প্রভৃতি সামগ্রীও আজ বিদেশে রপ্তানী করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করিবার জন্য একটি বাণিজ্য-গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Trade Research Organisation) গঠনের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় যে, রপ্তানী বাণিজ্যের বিপুল প্রসার আজ যতই সমস্যার পক্ষে অপরিহার্য। দেশবিভাগ আজ সদ্য এই প্রয়োজনটিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানির জন্য এবং ঋণের পুনর্শোধের উদ্দেশ্যে অবশ্যকীয় হারে আমদানির বিনিময় অর্জনের বৈদেশিক বিনিময়ের (Foreign Exchange) পরিমাণ আজ যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কারণ ইহারই উপর আমদানের প্রয়োজনীয় আমদানির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বৈদেশিক বিনিময় সংগ্রহের জন্যই আজ রপ্তানী বাণিজ্যের বিপুল প্রসার প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্তমান উৎপাদন সংকটের কথা ভুলিলে চলিবে না। নানা কারণে আজ দেশব্যাপী যে উৎপাদন সঙ্কোচন দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে ভারতের বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় কেহই আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে মাল রপ্তানী অনুমোদন করিবেন না। সুতরাং আজ প্রয়োজন হইতেছে রপ্তানী বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করা। আমাদের দুর্বল অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে বৈদেশিক বিনিময়ের বিপুলতম সঞ্চয় প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ, কারণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা বিসর্জন দিয়া, রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার যুক্তিসঙ্গত নয়

ই. তাহার সুষ্ঠু সমাধান করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় ত অচিরেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। বাণিজ্যসচিব অবশ্য কতকগুলি শিল্পজ দ্রব্যের নাম করিয়াছেন যাহা রপ্তানী করিলে য় চাহিদায় ঘাটতি লাগিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই ধরণের উৎপাদন দৃষ্টা এবং গুণ বিবেচনা করিলে মনে হয় না যে র রপ্তানী বাজার সত্যই বিস্তৃত হইতে পারে।

চা নাম্ল সমাধানের জন রপ্তানী করিয়া শিল্পজাত এবং অন্তর্বিধ দ্রব্য আমদানী করাই যদি ভারতের বর্তমান রপ্তানী নীতি হয়, তবে আজ ন প্রয়োজন ব্যাপক শিল্প-প্রসারণ। উৎপাদনের বৃদ্ধি করিলেই র চাহিদা মিটাইলেও কোন্ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা চলে পষ্ট বোঝা যাইবে। এই কারণেই রপ্তানী নীতি স্থির করিবার উৎপাদন নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করা দরকার। দুঃখের ইহুক ভবার একটুকুও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর স্পষ্টভাবে পাত করা হয় নাই।

দেশের জরুরী প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে একথাও স্বীকার হয় যে বৈদেশিক বিনিময়ের কেবলীয় ভাগটি যাহা আমদানীর জন্য ইচিত কিন্তু আমাদের হস্তস্থিত মজিত তালিকা পাওয়া যে- করা হইতেছে তাহা সত্যই পীড়াদায়ক কিছুদিন পূর্বে ন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে বিদেশ হইতে যাহা ন জন্য ভারতবর্ষকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে, ১৯৪৭ সালে ঠিক পরিমাণ মালের জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে হইয়াছিল, ১৯৪৮ সের জন্য আরও অধিক মূল্য দিতে হইবে। এইভাবে স্পষ্টই ঠিতেছে যে, বিদেশ হইতে তোরাকারবারের মূল্যে যাহাতন্ত বাড়িয়া যাওয়া আমাদের বৈদেশিক বিনিময়ের অধিকাংশ ব্যয় ছ, অথচ এদিকে জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। অথচ একথা কে না জানে যে কৃষি ব্যবস্থা যদি পুনর্গঠিত করা যায়, তবে ভারতবর্ষ শীঘ্রই াপারে আত্মনির্ভরতা অর্জন করিবে, উপরন্তু ইউরোপ, এবং ন্যান্য দেশগুলিকেও বহুল পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ নর্থ হইবে। কৃষির দিক হইতে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সাপেক্ষ মনে করিবারও তেমন কারণ নাই। পূর্ব ইউরোপের যদি সত্য যুদ্ধের বিরাট ক্ষতি সত্ত্বেও করিয়াও, এত শীঘ্র খাদ্য অনেকাংশে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষের পক্ষেই বা কে সময় লাগিবে তাহা বোঝা কঠিন।

দেশের ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা লাভ করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের ধিকতর সংখ্যায় গুরুশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া ভারতে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান অনগ্রসরতা দূরীভূত হইয়া ভারতে াপক সম্প্রসারণ ঘটিলেই জাতীয় রপ্তানীর লক্ষ্য স্থির করা ব। কিন্তু সে জন্য যে বিপুল সাংগঠনিক আয়োজন দরকার, ত হইলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত ভাবা তাঁহার ভাষণে এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, হারিক সম্ভাবনা এবং রপ্তানীযোগ্য নূতন কি কি জিনিষ ায়, তাহা সঠিকভাবে জানিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া গড়িবার প্রয়োজনীয়তার উপর বাণিজ্যসচিব বিশেষ গুরুত্ব

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং জিনিষটা হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি সহ্য করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের জন্য যে ফলের মত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে স্বীকৃত, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত সহস্রজনের বিশ্বাস অর্জন করে ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে সহস্রজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ :

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, বিডিরপুর, কলিকাতা, খুলনা, ডালকাঠি, বাগেরহাট, দৌলতপুর, বর্ধমান, ঢাকা।

আরোপ করেন। স্থানীয় শিল্পপতিদের সহযোগিতায় উপযুক্ত গবেষণার কাজ চালাইতে হইবেন। শ্রীযুক্ত ভাকার শিল্পবাণিজ্যের রপ্তানী নীতি নির্ধারণের জন্য এবং বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এই সকল শিল্পপতিদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ছোট ব্যবসায়ীদিগকে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (British Export Trade Research) অধীনস্থ সংস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এইভাবে শিল্পপতি এবং সরকারের সহযোগিতায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণা চালাইতে পারিলে, শীঘ্রই দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ এমন অনেক দ্রব্য রপ্তানী করিতে সক্ষম, বিদেশের যেগুলির জন্য বাজার চাহিদা আছে। পরিশেষে বিদেশী বাজার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেকেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষ এশিয়ার বাজারসমূহ সংগ্রহের জন্য সিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু রিক্ত হস্তেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাহাই নয়, যে অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছেন তাহা হইতে নিশ্চয়ই বলা অসঙ্গত হইবে যে, এই সকল রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে খুব বেশী উৎসুক নয়। এই অবস্থায় ভারতের উচিত ওদেশের দেশগুলিতে রপ্তানীর সন্ধান করিয়া বাহির করা। কারণ ভারতের জন্যই যখন বিশ্ব পড়িয়া তুলিতে হইবে তখন বাণিজ্য বহুপাক্ষিক হওয়াই সমীচীন।

শারদীয় গীতি অর্ঘ্য
১৯৪৭

ভারতীয় কণ্ঠ-সঙ্গীত সঙ্ঘ
GE 7092 | এসে ফুল ঝরে, ফুল ঝরে
আধুনিক | বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যা

শচীন দেব
GE 7095 | পাখীর মনের সুর
ভক্তি-সঙ্গীত | ফুলের মঞ্জিরে

আলোরঞ্জন দাস
GE 7094 | তোমার আমার মিলনের মাঝে
আধুনিক | বাসর-ঘরের ফুলহারে

হেমন্ত মুখার্জি
GE 7093 | একা ফিরে যেওনা একা
আধুনিক | তোমার পানে তাকাই

সুচারী মৌলিক ও দল
GE 7104 | আমি তোমার আমার
ভক্তি-সঙ্গীত | তোমার ঘরে এ রাত

শ্রীমতী উৎপলা সেনী
GE 7105 | আমি আকাশের প্রায়
ভজন | আমার সেতার বাজাবে বলে

মান্নাডে ভট্টাচার্য
GE 7123 | কত দূরে কত দূরে
আধুনিক | আমার চোখে আজি

হেমন্ত বিশ্বাস
GE 7100 | ফিরে এসে যদি ফিরে
ভক্তি-সঙ্গীত | আমি চলে যে

সমর গুহ
GE 7130 | যে গান দিয়ে তুমি
আধুনিক | জাগিয়ে বাঁশরি যে

শ্রীমতী সাবিত্রী
GE 7096 | পাখী আমার ঘুমিয়ে গেল
শ্যামা-সঙ্গীত | এ ঘর শূন্য আমার

প্রো: আলী হোসেন
GE 7097 | সরদী—গজলিকা
ঘুম-সঙ্গীত | বাঁশরী—ঐ সাগরের পারের সুর

মৌরী সেনার ভট্টাচার্য
GE 7124 | তুমি আমার প্রিয়
আধুনিক | তোমার আমার

সুচারী বীণা দাস
GE 7122 | আকাশ ভরা তারার
ভক্তি-সঙ্গীত | তোমার ঘর খানে

মেনু গুহ
GE 7125 | আমার মনের ফুল ঝরে
আধুনিক | জীবনে যে ফিরে ফিরে

সুচারী কল্যাণী দাস
GE 7126 | আজ একটি দিনের
আধুনিক | এই মধুযামিনী

দ্বিজেন বসু এবং সম্প্রদায়
GE 7131 | স্বপ্নেরই [illegible]
ভক্তি-সঙ্গীত | [illegible]

বন্দনা গুহ
GE 7106 | এখনো না জাগনী
ভক্তি-সঙ্গীত | [illegible]

অর্কেস্ট্রা সুরবীথি পার্টী
বৈথিক পতাকা—GE 7113 to 7121

বাদ্যযন্ত্রিকা অর্কেস্ট্রা
অর্কেস্ট্রা—GE 7127 (যুগ্ম-সঙ্গীত)

কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং লিমিটেড

কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ — দিল্লী — লাহোর

প্রাসঙ্গিক

...ার্থী বাজেট

...ত পেশ হইবার পর একাধিকবার অর্থমন্ত্রীর ...ন হইয়াছে, কিন্তু কি শিল্পোৎপাদনকারী মহলের ...প্রস্তাবের এখন পর্যন্ত কোন বিশেষ পরি...লক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি ঘোষিত হইয়াছে যে ...পরিষদের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে ...ই আনা হইতে আগামী সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ...সময়ের জন্য এক বাজেট প্রস্তাব আলোচিত ...। অর্থমন্ত্রিক ডাঃ মধুস্থ ডেসাই ইতোমধ্যে ...ন তন প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর মধুমের ...া ও তাহার সরকারের শিল্প-বাণিজ্য-বিভাগের ...ী লক্ষ্য করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় ...হয় না আগামী বৎসরের জন্য তাহার সরকারের ...ত কল কি হইবে। বাণিজ্যমন্ত্রিক নৌ ...ন যে 'ঐতিহ্য' করিয়াছেন তাহাতে এবং 'এলার ...ইণ্ডিয়ান্যাল' প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির তাহে ...যে উক্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় ...মনে সরকার শিল্পপতিদের সহযোগিতাই ...। শিল্পোৎপাদনী সাধারণের লাভের ...tal gains tax) এবং মুনাফাকর (Business ...s tax) তাহাদের শিল্পপতিরা এক্ষেত্রেরে ...করিতে পারেন নাই। এই সঙ্গে শ্রমিক ...ও কর্মীসাধারণের সমস্যা আলোচনা উপলক্ষে ...শিল্পপতিরা কোন প্রস্তাবের সূচনা করিয়া ...। এইরূপ যে এক দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযো ...সরকারী সাহায্য অবলম্বনের ফলে তাহার ...আর্থিক ক্ষেত্রে এই ভিক্ষানীতি অনুসরণ করিতে ...য়াছেন।

...ভিক্ষার এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিলে ...প্রচারিত অনুদানগুলির বিচারে সুবিধা হইবে। ...। যথা: আমদানীকারী সরকার সরকারের ...পাওয়ার সরকার কারখানা বৃদ্ধি করিবেন। ...বর্তমান মূলধনীতির ফলে যে বৃদ্ধির সুযো... বর্তমান তাহারও হ্রাস সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার ...করিতে পারেন। এই সম্পর্কে তার মধুমের ...টনের পথায় অনুসরণ করিতে পারেন সেই ...কেহ কেহ করিয়াছেন। আমাদেরও মনে ...নীতি সম্পর্কে তার মধুমের মোটামুটিভাবে তার ...পথায় অনুসরণ করিবেন। কিন্তু সেরূপ মূলধন ...ন প্রবাইবেন না বলিয়াই মনে হয়। তাহার ও ...দের জন্য বর্তমান বিনিময়-হার (present ...) কোন রোবিবিয়নের মূলধন করণালনের ...বিরুদ্ধে। তাহারা তার মধুমের করণাবার্তার ...য় হয় যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপরে ...করণার আছে তাহাকে তিনি অতিরিক্ত ...ন। সেইদিক হইতে শিল্পপতিদের তিনি ...বিশেষ করিয়া বিরাম বলিয়া মনে হয়। এই, ...যে অতিরিক্ত-করের হ্রাস ঘোষণা, করার কথা ...হইতেছে, তাহাও আমাদের অনুমানকেই সমর্থন ...

করিবেন। এবং আয়কর, অতিরিক্ত আয়কর (Super Tax) এবং মুনাফাকর (Business Profits tax) ও অন্যান্য যে সব কর দেশে প্রচলিত আছে, সরকার তাহার উপর হস্ত লাঘবের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই উপায়ে সরকার ৩ হইতে ৪ কোটি টাকা আয় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

এলার-ইণ্ডিয়া ইকোনমিক্যাল

আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবসায়ে ভারতকে শীঘ্রই এক গৌরবের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইতেছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই হইতে লণ্ডন পর্যন্ত যাত্রী ও মালবাহী ভারতীয় বিমান চালনার জন্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে 'এলার-ইণ্ডিয়া ইকোনমিক্যাল' নামে একটি নূতন কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, আগামী মে মাস হইতেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিমান চলাচল সুরু হইবে। এই প্রচেষ্টা যে এদেশের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এতদিনকার এই ধরণের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে আধিপত্য করা ভারতীয় শিল্প-পরিচালনের বহুদূর অতীত ছিল। ভারতে বিদেশী বণিকসঙ্ঘের শোষণ ধারণা করার রাজিবার জন্য যেখানেই সরকার কি ভাবে ভারতীয় ভারতীয় শিল্পোদ্যমকে পঙ্গু করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই ইতিহাস ভারতের অজানা নয়। যাহা হউক বিশ্বব্যবসায়ী ভারতীয় যাত্রী প্রতিষ্ঠান জন্য যেমুটাল যাত্রী এবং ইংলণ্ড এবং আন্তর্জাতিক আকাশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট কোম্পানীর আগ্রহ বেশ তথ্য হইবার একমাত্র কারণ যে তৎকালীন ভারত সরকারের অবাধবাণীর নীতি, তাহা বলাই অবশ্যেই বলা আছে। অবশ্য এখানেও সেই অন্ধকার যুগের আবার হইয়া ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের সম্মুখে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের অবশ্যিত সরকার বন্ধুত্বের এই আত্মসচেতন সুযোগের যথোচিত এক দৃষ্টি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয়মাত্রই হৃদার্থ বোধ করিবেন।

বর্তমান পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচালনার ক্ষমিষ্ঠ সহযোগিতা। আলোচ্য কোম্পানীর সরকার ৫১ ভাগ শেয়ার সরকারের হাতে থাকিবে। ইচ্ছা করিলে পরে সরকার আরও ২ ভাগ শেয়ার কিনিয়া সরকার সর্বাধিক মূলধনের মালিক হইতে পারিবেন। ডিরেক্টর বোর্ডেও সরকারী কর্মচারীর পদ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফল যে ভারতীয় মনের পক্ষে বিশেষভাবে কল্যাণকর তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারত সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে অভিনন্দিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্যের কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভারত অতিমাত্র কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কৃষি-বিমান বিস্তারের সম্ভাবনা ভারত সরকারের এক দৃষ্টিতে স্থির হইয়াছে যে বিদেশ হইতে তলপত্র আনাইয়া যাত্রীদলের বিমুখান বিমান কোম্পানীর কার্যালয় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে, তথাপি ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এবিষয়ে অধিকতর তৎপরতার প্রয়োজন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-নীতি

ভারতের নৌশিল্প ইংরেজ আমল কোনই উৎসাহ পায় নাই। সত্যিকার উৎপাদনের দূরের কথা, এমন কি উপযুক্ত যাত্রিদের একচেটিয়া অধিকারও এই দেশকে ভোগ করিতে দেওয়া হয় নাই। এই ঐতিহাসিক সত্য ভারতের শিল্পপতি ও রাজনীতিকগণ পুরা পুরা ভাবে সরকারের সৃষ্টি আনয়ন করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে এই সম্পর্কেও সরকারী মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। বিন্দুমাত্র আগে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের পুনর্গঠনের এক পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। তাহাতে ঘোষিত ১০টি নিকারকের মূলধনের কথা আমাদের হয়। এই সব বিমানের প্রায় ৪,০০০ নিকারীর নিকারাভাবের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং প্রথমেই এই বিমানের ঘোলার উপর জোর দিতে চাহেন, কারণ তাঁহাদের মতে বহু নাবিকের অভাবই ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের পূর্ণবিকাশের সর্বপ্রধান অন্তরায়। ইহার বিন্দুমাত্র পরে বাণিজ্যতরীর সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখের কেন্দ্রীয় সরকারের এক অর্ডার ঘোষণায় বড়লাট মহাশয় এক বিশেষ বিধান প্রকাশ করেন। এই বিধানবলে ভারতের রাজিকারক কোন জাহাজের বিক্রয়ের কোন রাজিকারক ব্যবস্থার চেষ্টা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে। সম্প্রতি আবার বম্বেরের এবার সম্প্রতি বিক্রীতে ভারতীয় জাহাজ সম্পর্কিত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রিক ঐকুক জাগা ভারতের বাণিজ্যতরীর উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এক ৩ দফা কর্মপন্থা অনুসরণের সরকারী অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন। এই নীতির বৈশিষ্ট্য হইল, জাহাজনির্মাণের সম্মেলনে ব্যবসায়ী ও মালিকদের সাথে সরকারের সহযোগিতা।

সরকারী নীতির কাঠামোটা মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) আবিলম্বে সরকার দুই-তিনটি জাহাজ প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রসর হইবেন।

(২) এই নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে সরকারী প্রভাব রক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সরকার ৫১ ভাগ সরকার ধরচে রাখিবেন। বাকী ৪৯ ভাগ জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের নিকট বণ্টনযোগ্য ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিক্রীত হইবে।

(৩) মূলধনে সরকারী অংশের অনুপাতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলের একটি অংশ সরকারী মনোনয়নে নিযুক্ত হইবে।

(৩) সরকারী উদ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা সরকারী প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) সাধারণভাবে ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূলধনকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বনিম্ন বেসরকারি পুঁজি গণ্য করা হইবে।

সরকার এই যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন মোটামুটিভাবে ইহাকেই মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। এইরূপ মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যবসায় ও সরকারের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা বিভাগ করেন। ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণের যথার্থতা বুঝাইতে গিয়া প্রীযুক্ত ডাঙ্গে এক বিশিষ্ট যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ সরকারের সহিত ব্যবসায়ীদের মন হইতে অবিশ্বাসভাব দূর করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ মূলধনকে অধিকতর পরিমাণে যৌথমূলের দিকে আকৃষ্ট করিবে। দ্বিতীয়তঃ যৌথমূলের মত অনেক প্রয়োজনমূলক শিল্পের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার অভাবের দরুণ বন্ধ হইবে। সর্বোপরি রেলপথ এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়শিল্পে ব্যক্তিগত মূলধনের একাধিপত্যের (Monopoly) সম্ভাবনা দূর হইবে এবং কৃষায় সরকারী বাণিজ্যের মুক্তিদাতা সরকার পাইবেন, অথচ এই শিল্পের পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতা সরকারকে একাকী যোগাইতে হইবে না।

ভারতের ডাঙ্গুই শিল্প :

আন্তর্জাতীয় বাজারের চাহিদা এবং স্থানীয় বাণিজ্য এই উভয় দিক হইতেই ভারতীয় অর্থনীতিতে ডাঙ্গুই এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন শুল্কের খাতে কেবলমাত্র এই শিল্প হইতেই বার্ষিক ১০ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় ডাঙ্গুই জবের গুরুত্বও কম নহে। ১৯৩৮ সালে মোট ডাঙ্গুই রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৪১০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা ২৪৮০ লক্ষ টাকা, আর ১৯৫৭ সালে এই রপ্তানীর মূল্য হইয়াছে ৭৩০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা মূল্যের বিচারে ৯৬৬১ লক্ষ টাকা। ভারতের অভ্যন্তরে ডাঙ্গুইয়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পের গুরুত্ব রাজস্বের দিক হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার এই আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথেই ডাঙ্গুইয়ের স্থানীয় বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছে। স্থানীয় বাণিজ্যে ভারতীয় ডাঙ্গুইয়ের প্রসার অবশ্যই হইল আমেরিকার উৎপন্ন ডাঙ্গুইয়ের তুলনায় ভারতে উৎপন্ন ডাঙ্গুইয়ের গুণের অপকর্ষ। কিন্তু আজ তাহার মূল্যমান হইয়া ভারতের এই অসুবিধাকে পরোক্ষ করিয়া দিয়াছে। এই জন্য অন্য উৎপন্ন বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে এই সুবিধা বেশীদিন বজায় থাকিবে না। কিন্তু এই সুযোগে যদি ভারতীয় ডাঙ্গুইয়ের গুণগত উৎকর্ষ তাহার আপেক্ষিক সুলভতার সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের ডাঙ্গুই শিল্প ও ভারতীয় স্থানীয় বাণিজ্য উভয় দিক হইতেই ভারতীয় অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, কেন্দ্রীয় ডাঙ্গুই [illegible] সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের মতামত এই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতীয় ডাঙ্গুইয়ের গুণগত উৎকর্ষের উপরই তিনি বহু পরিমাণে জোর দিয়াছেন এবং উৎপন্ন ডাঙ্গুইয়ের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রয়োজনও উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকর্ষ বিধানের জন্য উৎপাদনে অধিক আধুনিক প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রেলওয়েগুলির কেন্দ্রীয় ডাঙ্গুই ব্যবস্থা কেন্দ্র যে কাজ করিয়া চলিয়াছেন তাহার ভারতীয় প্রশংসা করেন। বস্তুতঃ পাকিস্তানকৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার নিজের শিল্পের পরীক্ষাকেন্দ্র হারাইয়া প্রয়োগের বিভিন্নতার ব্যবস্থাবিধান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন কটিরা মোসাম্বরীতীরের তুলনায় অনেক ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট 'আমেরিকান' ডাঙ্গুই জন্মায়। আজ বৃহৎ পাকিস্তানের অনুকূল হওয়ায় ভারতের এলাকার বিস্তারের বহিরক আন্তর্জাতিক ভারত পাকার বিস্তৃত অবার হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা বলিতে চাহিব অবিলম্বে ডাঙ্গুইয়ের সম্প্রসারণকে পূর্ণোদ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে। স্থানীয় বাণিজ্যে ভারতীয় ডাঙ্গুইকে সাহায্য করিবার জন্য তার বাজার ছাঁটাই বাছাই অবলম্বনের প্রয়োজন উল্লেখ করেন। তথা হইল ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের জন্য ডাঙ্গুইয়ের জন্য একজন করিয়া বিশেষ প্রতিনিধি বিদেশে এবং ভারত হইতে স্থানীয় স্তরে ডাঙ্গুইকে পরীক্ষা করিয়া 'আমেরিকা শ্রেণী' চিহ্নিত করা।

এই উপায়ে ডাঙ্গুইয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও উৎপাদন বহু বৃদ্ধি না পাইলে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। মনে রাখা দরকার যে, তারের বিভাগ ডাঙ্গুইয়ের উৎপাদনের ক্ষেত্রেকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতের ডাঙ্গুই উৎপাদনকারী মোট ১১ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৫০ লক্ষ একর জমি আজ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। নূতন নূতন পতিত জমি চাষ করিয়া যে এই অভাবের জমি পূরণ করিয়া লইব—তাহারও উপায় নাই; কারণ যাহা যথাসম্ভব সুবিধার প্রয়োজনে সবল পতিত করিয়াই প্রয়োজন হইবে। এবারে যে লক্ষ হইয়াছে তাহা হইল একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রী এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

পাকিস্তান ও বিদেশী মূলধন

পাকিস্তান যে ক্রত বিদেশী মূলধনের ঘাঁটি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ আজ একাধিকবার বিদেশী মূলধনকে আহ্বান জানাইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন কিছুদিন পূর্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এলাকায় বিদেশী মূলধন নিয়োগ না করিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। বিলাতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার জানাইয়াছেন যে বিদ্যা ব্যবসার সম্ভাবনা হইয়া উঠিলে সরকার বিদেশী সাহায্য অস্বীকার করিতে অধিকারক। তাহার লক্ষণও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক কার্যে সাহায্য করিবার জন্য অনেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যবসায়ের তরিঘর সম্পর্কে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বে করাচীতে যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল ঐরূপ আলোচনাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী করাচী তিনি ইহার আলোচনাসম্মেলনের বিষয়ে একটি বিস্তারিত লেখ করিবেন। জানা গিয়াছে যে, বর্তমান সরকার পাকিস্তানকে অধিক সাহায্য দানে উৎসাহিত করিয়াছেন। গত বছরের ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চল সরকার আমেরিকার নিকট ইতিমধ্যেই সাহায্য চাহিয়াছেন বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, করাচী অবস্থিত পাকিস্তান সরকার অর্থসচিবের বেসরকারী সাহায্যে ডলারবাণ্ড বিক্রয় শুরু করিয়াছেন এবং এই টাকা বন্ধকীদেশে, ইংলণ্ড আসান, কানাডা প্রভৃতি বিদেশী কেন্দ্রগুলির সাহায্যে আহরণ করা হইবে।

এই বহুবিধ আয়োজন হয়ত এখনও কিছুদূর পৌঁছায় নাই, তাহা হইতেছে এই যে, বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহের জন্য ভারতের বিশ্বস্ত আর পাকিস্তানের প্রোভাবের যে অবদান দেখা যাইতেছে পাকিস্তান সরকার তাহা চাহেন না। আজ যে ভারতে অবস্থিত বিদেশী মূলধন বহুল পরিমাণে ভীতি হেতু হইতেছে, এখন নূতন করিয়া বিদেশী মূলধনের নিকট ভীত হইবার, সাহায্য হাত পুনরায় প্রসারিত করিবার কারণ তাহারা করিবেন।

যে প্রয়োজন আজ পাকিস্তান সরকারকে মূলধনের জন্য বুঝিতেছে, সেই প্রয়োজন ও পরিমাণে বিটিশ সহ যে পাকিস্তান সরকার সকল ব্যাপারে তাহার সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া চলেন। পাকিস্তানের সমুদ্রে ও সকলেরই মুক্তির সম্ভাবনা হইতেছে বলিয়া ইহার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর না করিয়া যে সরকারের সাহায্য করা সম্ভব [illegible] পূর্ব পাকিস্তানের পাট ভারতের ডলার বিদেশী পাইতে পারে। এইভাবে পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তি করিয়া ডলারে বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরতা হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইতে না। সকল দিক হইতে এবং পাকিস্তানের সম্মান রক্ষার দিক হইতে, এই ভারতীয় ব্যাপারে পরিচালনা উচিত হইবে।

(পরবর্তী ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

DORCHESTER PRINTING WORKS

PRINTERS
OF
ALL KINDS

11A, LOWER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA

খাদ্য ও নিয়ন্ত্রণ

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়

...ক্ষে শিথিল করার পক্ষে সম্প্রতি ...ী অবশেষে বাদ দাঁড়িয়া উঠিয়াছে। ...নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈধিলা ইতিমধ্যে ...ার্যিলক্ষ হইয়াছে। এখন বিভক্ত ...প্রয়োজনের বৈধিলক্ষ জীবনের ...নীয় বস্তু ও খাদ্যের উপরে সরকার ...

...বস্তু সম্পর্কিত বিকল্পের সমাধি হইল ...ার সরকারের নূতন ঘোষিত নীতি। ...ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের ...ন আত্যন্তরীণ প্রয়োজনের পক্ষে ...তদিন এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া করা ...ও সম্পর্কিত বিকল্প এখনও চলিতেছে। ...ালনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ...ও কলকাতার মধ্য হইতে কয়েকজনকে ...ধ্য পরিষদ গঠন করেন। এই ...কোন সরকারের ঘরে খাদ্য সংগ্রহ ...ল বাঁধিয়া করার নীতিই অনুসরণ করা ...সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের প্রথম ...সরকারের অনুকূলে। বিধান ...সভায় তিনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিকল্পে ...ক্রমবর্দ্ধমান অভিযোগের উল্লেখ ...। এই সকল অপেক্ষা অনেক বেশী ...ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিকল্পে তাঁহার ...করিয়াছে। 'নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ...না করা যথার্থ খাদ্য তাহার এক ...বলেন, 'যাহারা যাঁহা আসল ও ...কী হইয়া মুনাফাখোরে পরিণত হয় তাহা ...মুনাফা হোক। তাহার পরিবর্তে যাহাতে ...লোকেরা এই দুই পাপের অন্তরায় ...ধন করিতে পারিবে।' অর্থাৎ কিনা ...তাদের একচেটিয়াদের মুনাফার আসনের ...যথন বজায় রাখিয়া এই আসনকেই ...া হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর এই অভি...যে কত মূর্খতা তাহার প্রমাণ বহিল ...ব্যবসায়ীদের নিজস্ব সংগঠন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ...র পক্ষেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

...ন তুলিয়া নিবার সপক্ষে ব্যবসায়ী ...যে সব যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে ...সরকারের সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ...তিনি করিয়া। তাঁহাদের মতে সরকার ...সংগ্রহ মূল্য ও বিতরণ মূল্যের মধ্যে মণ ...৫৲ হইতে ১০৲ টাকার ব্যবধান রহিয়াছে। ...ন তুলিয়া দিলে তাহারা ৪০ হইতে ১৲ টাকার ...ব্যবধানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে পারে। ...সরকার এখন যে হারে মূল্য ...তাহা হইতে মণপ্রতি ১৲ বেশী মূল্য তাহারা ...ব্যবসায়ের জন্য হইতে দিতে পারেন।

...৫০ ভাগ ঘাটতির কারণে দেখাইয়া বিভিন্ন মহ...ঞ্চলের খাদ্য সংগ্রহ পরিমাণ ও কলকাতাইয়ের উপরে ...মের উপর বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণকে বাহাল করি...য়াছেন। তিনি যে সমাধানকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা ...হইল নিয়ন্ত্রণ রহিত করিবার অভিমত। নিয়ন্ত্রণের পূর্ব ...রহিত সাপেক্ষে তিনি প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ...করার রাখিয়া একটি প্রদেশের অভ্যন্তরে সমগ্রদিক ...চালনের উপর যে বিধিনিষেধ বলবান তাহার ...অবসান চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে পণ্য সংগ্রহের ...ব্যাপারে সরকার নিজে না নামিয়া এ বিষয়ে ব্যবসায়ী...দের সরকার উপরে বিক্রয় করিলেই তাঁহাদের কাজ ...করিবেন।

'কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের নিয়ন্ত্রণকে ...করা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয়দাস বিড়লার ...তবড়ই, অকপট স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেন। তিনি ...বলেন, নিয়ন্ত্রণ বৈধিল করিবার পরামর্শের উপরে ...রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ রহিত করা যায়, সেই পথে নিয়ন্ত্রণ ...করার রহিতে করেকের রহিয়াছে সেই পথে ধানে ...ধানে পিছাইয়া যাওয়া। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের এই ...ঞ্চিত বক্তব্যের বাস্তবটি একবার বিশ্লেষণ ...করিলেই শ্রীযুক্ত বিড়লার এই মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ...মিলিবে। বস্তুতঃ সরকার খাদ্যের পরিবর্তন এবং ...সংগ্রহ, উভয়ের ব্যাপারেই নিজে যখন ...করিতেছেন। ইতিপূর্বে ব্যবসায়ীদের সাহায্যে ...সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া সরকার চোর-কারবারের ...দায় বাড়াইয়াছেন। পূর্বে সরকার কেরলের মূল্য ...নিয়ন্ত্রণ করিবার আগে ছিলেন, ধানের বিলিব্যবস্থাও ...ব্যবসায়ীদের হাতেই ছিল। ফলে চোরাকারবারের ...মাত্রাও যথেষ্ট ছিল। পরে নিয়ন্ত্রণ যত কঠোর ...হইয়াছে চোরাকারবার তত ফোঁপরা হইয়াছে। ...মাঝারি মজুত খাদ্যের পরিমাণে কলকেই বাদে বাদে ...হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাজারে 'নাই নাই' বলিয়া কোন ...হুজুগ দেখা দেয় নাই।

প্রচলিত ব্যবস্থার একাধিক বিধান আসলে খাদ্যের অভাব দেখে নাই, নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থাই বহু ক্ষেত্রে ঘটাইয়াছে। ইহারই মধ্যেই কোন কোন ...ঞ্চলে খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে শুধু বাজার ছাড়িয়া অন্যত্র লুকায় এবং চাষি ধানের মধ্যে মূল্য সরকারী ৫০ হইতে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি লাভ করে। তাহাতে পরিমাণ আমরা কোনদিনই আমদানী-নির্ভর ছিলাম না। অথচ ...যারা হইয়াছিল তাহা অকালে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় ...কবার পরে সাতই স্বাধীনতার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাহে আমরা চিরদিনই আমদানির পরিমাণ। ...ধানের অভাব আজ যাহা না তাহাদের একক দুর্ভাগ্য নয়, সমস্ত দুনিয়াই আজ ক্ষুধার্ত। এমনকি যে সব অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া আমাদের ধানের অভাব মিটানো চলিত, তাহাদের উপর আজও যথেষ্ট আস্থা করিয়া যায়। ইউরোপের সঙ্গে ধান মধ্যের অভাবে আমরা সম্পূর্ণই। কিন্তু ইউরোপের চর্বির অভাব আমাদের স্পর্শ করে না। তেমনি আমার আমাদের দরিদ্রের অভাব ইউরোপকে স্পর্শ করে না। কাজেই দরিদ্রের দুর্ভাগ্য চাউলের বেলায় অচল।

যাহারা মনে করেন যে, চাউলের অভাব অনায়াসে ...তাহারা তথ্যমূল্য কমিশন (Commodity Prices Board) গুরুত্বপূর্ণ সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. ডি. গোরওয়ালার মতামত এই প্রসঙ্গে মনে রাখিলে তাহাদের ভুল ভাঙিতে পারিবেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি না থাকিলেও বিভিন্ন কি নিয়ন্ত্রণ মূল্য দিয়া কেহ কোন প্রদেশ হইতে ১০০,০০০ টন ধান সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ অন্যস্থানে বেশী মূল্য পাইবার প্রয়োজন হয় না। এই যুক্তির দ্বারা বিচার আমাদের দেশে একদল নূতন সমস্যাবলী সমস্যার কারখানা এবং যুদ্ধের চরমুহূর্তে আমরা করিয়া খড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কৃষিকার্যের সঙ্গেরই ছিল। যুদ্ধকালের দুর্মূল্যতায় ও দুর্দিনে কৃষিজমির একটি বড় অংশ অংশ হইয়া যায়। তাহার উপরে খাদ্য ক্ষেতের ব্যবহারের পরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এক-দিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্র কমিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে এই সকল ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। এবারও পাঞ্জাবেই ৩০ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীকে অন্ন জোগাইতে হইবে। এই লাঞ্ছনীয় বাস্তবিকের কথাবার্তা সরকার যদি বর্জন করেন, তবে ব্যবসায়ীরা কোন উপায়ে ইহা গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক বুঝিতেছি না। বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে আশাবাদী শ্রীযুক্ত চাকলাদার আজাদী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আগামী বৎসরের খাদ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রয়োজন হিসাব করিয়া তিনি ১ লক্ষ টন ঘাটতির পূর্বাভাস দিয়াছেন। আগামী বৎসর পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮৮,১১,০০০ একর জমিতে ধান চাষ হইতে পারে এবং মোট উৎপন্ন গড়পড়তা অনুযায়ে ৩৫,৩১,৫০০ টন হইতে পারে। গতবারে ২ জন এই ধারে অবসংখ্যার বৃদ্ধি হিসাব করিয়া তিনি এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ১,১২,০০,০০০ জনের কাছাকাছি হইবে বলে করেন। ইহার মধ্যে কেবল কলি-এলাকাভুক্ত ৮০ লক্ষ লোকের জন্যই সরকারের ২,৮৬,০০০ টন চাউল প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট অধিবাসীরা যাথাসিদ্ধ বৈধিক আয় যেন চাউল আয়ার করিলেও ৩৪,৫০,০০০ টন চাউলের প্রয়োজন হইবে। কাজেই প্রয়োজনীয় চাউলের মোট পরিমাণ ৩১,৩৬,৫০০ টন হইয়া ৯ লক্ষ টনের ঘাটতি দেখা করিবে।

বিশেষ প্রবন্ধ

বিভক্ত ভারতে পাটশিল্প

শ্রী পি. এ. সেখর

বিগত বছর ১২ই আগষ্ট তারিখের বেতার ঘোষণা রাজনৈতিক বিচ্ছেদের দ্বারা অর্থনৈতিক জগতে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশোষ-বিশোষির হেতু হইবে, এরূপ অবশ্য আমরা আশা করি নাই, কিন্তু যেরূপ সঙ্গীন এক যেমনই রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার ফলে অর্থনৈতিক ছিন্না কোন্দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এই দুই রাজ্যই মূলত অবস্থার তাৎপর্যিক অনুসারে নিজেদের ভিন্ন-ধারার রূপায়ণ করিতে যাত্রা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে রাজনৈতিক বিভাগের যার দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্তরায় হইবে, এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছে, কারণ এতোবৎ আমাদের দেশের অর্থনীতি যেসের অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অবস্থার মূলে ছিল দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনাবলীর সমন্বয় এবং ভৌগোলিক বিচারে দেশের সমগ্রতা। বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া সিন্ধু ও হুগলি যাত্রা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার সব কিছুর পিছনে এই আশাই বর্তমান ছিল যে ভারতের বিভিন্ন এক অংশ রাষ্ট্রসংঘে বিরোধ করিবে এবং কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে না।

কিন্তু একদিন যাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল আজ তাহাই ঘটিয়াছে, ফলে এখন যে কোন উন্নতি করিতে হইলে পরিবর্তিত অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শিল্প ও কৃষির উন্নতি পরিকল্পনার উপরই কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রায় সকল শিল্পই ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং এক তুলা ও পাট ব্যতীত আমাদের পাকিস্তানের উপর কোন ব্যাপারেই কিছু নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন নাই। তাহলেও বিষয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাড়তি বাজেনা আমরা অবশ্য সাহসে গ্রহণ করিব, কিন্তু ইহার সহিত আমাদের সদাসর্বদা এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের বাজারসমূহের উপরে আমাদের এই নির্ভর-শীলতা কমাইয়া আনিতে হইবে। ঔদ্যোগিকীকরণ পরিকল্পনা কিছু সিদ্ধ হওয়ার পর হইতেই পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু আলোচনা সুরু হইয়াছে। শিল্পবিশেষজ্ঞগণের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পাটের অবস্থাটা একটু অদ্ভুত, অতএব চাষী এবং শিল্প এই উভয়ের অদৃষ্টেই ভবিষ্যতে কি আছে এতদ্বিষয়ে একটা ইঙ্গিত স্বাভাবিক। সকলেই প্রায় ৭০ ভাগ পাটই পূর্ব পাকিস্তানে জন্মে এবং বাকি বিশ্বে তৈয়ারীর জন্য যে উৎপাদন পাটের প্রয়োজন হয় তাহাও কেবল পূর্ববঙ্গের মোসাম্বুদেই পাওয়া যায়। ভারতীয় পাটের মেলীর অংশই উচ্চ গ্রেডে আসে এবং উচ্চশ্রেণী পাট সমস্তটাই ও সাধারণ [illegible] ৭১ ভাগ পর্যন্ত পাকিস্তানে ভবিষ্যতের হাতে সমস্ত চটকলই কলিকাতার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত এবং যে মুষ্টিমেয় চটকল কলিকাতার বাহিরে আছে তাহাদের সব কয়টি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, সাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রই কাঁচা পাটের সর্বাপেক্ষা বড় খরিদার এবং পাকিস্তানই সর্বাপেক্ষা বড় রপ্তানিকারক। কলিকাতার কলওয়ালাদের পক্ষে বিকল্প আর কোনও সরবরাহের ব্যবস্থের নাই এবং পাকিস্তান যদি তাহার ফসলের অধিকাংশ পরিমাণের বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল না হইতে চাহে তাহা হইলে এরূপ বেশ জোর করিয়া বলা চলিতে যে কলিকাতার চটকলগুলি অবশ্য এই অবস্থার অভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য ভারতবিভাগের অব্যবহিত পরেই মুসলিম লীগের প্রধান কর্ণধারগণ সগর্বে এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কলগুলি পাটের ব্যাপারে পূর্ণ পাকিস্তানের দয়ার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এবং পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা বন্ধ করিয়া দিয়া এই চটকল-গুলিকে সংকটাপন্ন করিতে পারে। অবশ্য বলা বাহুল্য, এরূপটা কোন সময়েই ইসলামের মনে হয় নাই যে, স্বতন্ত্রীয় দুই রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাটব্যবসায় পুরাপুরি ভারতীয় পাটশিল্পের দয়ার উপর নির্ভর করিত।

এখন অবশ্য পাটশিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ১৯৪৭-৪৮ সালের ফসল কলিকাতায় কম পরিমাণে আসিবে এবং কাঁচাপাট ও তৈয়ারী মাল উভয়ের চাহিদাই আগে বাড়ার ও ফলে কলগুলির ঘাড়ে বহুত বাজের পরিমাণও কম থাকার যে কাঁচা পাটের দাম অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী হবে করা হইবে, সম্প্রতিকালে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন এরূপের আশঙ্কা একেবারে অযৌক্তিক নয় তাহা হইলেও একটা বিষয় দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে যে একটা নির্দিষ্ট বছরের উপর পাটের দাম টেনিয়া তোলা সম্ভব নয় এবং পাট নগদ টাকার পরিবর্তে ভারতীয় রাষ্ট্রকেই হউক অথবা বাহিরের আমাদেরই হউক বিক্রয় করিতেই হইবে, ধরিয়া রাখা চলিবে না। পূর্ব পাকিস্তান কেবল এইটুকু করিতে পারে যে যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারে মালের টান থাকে এবং পরিবহণের প্রাপ্তির সুবিধা হতে থাকে ততক্ষণপর্যন্ত মালের যোগানটা সে নিজেদের ইচ্ছামতো কমাইয়া বাড়াইয়া সুবিধা করিয়া লইতে পারে।

পর কয়েক বছর ধরিয়া নানা কারণে বর্তমান ফসলের আয়তনটা বিলম্বিত হইয়াছে। এই সকল কারণের মধ্যে যাতায়াতের গোলযোগ ও পাকিস্তান সরকারের বাধাদেওয়া প্রকৃতি পরিবর্তনের প্রধান, দুইটি কারণ। ইহার ফলে যে, গোলযোগের উৎপত্তি হয় যে আমাদের তাহা কাটাইয়া উঠিয়া এখন অনেকে ও পরে যোগ অধিকতর মাল আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে। এরূপভাবে ফসলের যোগানের আমদানীর কথা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, গত বছরের আগষ্ট মাসের [illegible] মধ্যে বেতারে ১৭লক্ষ গাঁট পাট কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল এবারের ওই সময়ের মধ্যে সেখানে যায়, ৮ লক্ষ গাঁট মাল আসিয়াছে এবং কোম্পানি প্রকাশের বহুত মাল ধরিয়া করিয়া মাল হইয়াছে যেরূপ তৈরী-মালের পরিমাণ ঠিক এক সময়ের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মালের মালের কথা বলা যায়।

কলিকাতা ও পূর্ব বঙ্গের সম্পর্কটি যেরূপে কাজ করার ফলে আমদানীর অপ্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হইল এবং যেরূপ একটা সময়ে কলিকাতার মালের উপস্থিতির জন্য মাল যাতায়াত যোগান মাল কমিয়া যেতে পাটকিনকর্মীরা যাহাতে মূল্য হ্রাস হইল আর মূলত কোন কথা বলা যায় না। কিন্তু যত সত্বরে যখন পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করিলেন যে, পাকিস্তানের কল সমূহের অতিরিক্ত যে সকলের পাট কলিকাতে আসিবে তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন পাট সম্বন্ধে সকল আশা দুরিসাৎ হইল। ঘোষণা দৈল যে তখন সরকারকে বলিয়া পাট এবং পাটজাতের উপরে মাল হইতে "ফ্রম পাকুর" আদায়করণ বিষয়ে পাকিস্তান সরকার যে আলোচনা চালাইতেছিলেন, তাহা শুধু হইয়া সরকার তেই বলিয়া তাহারা এই কাজটি করিয়াছেন। এই ধার্য ১৯৪৭-৪৮ সালের অনুমানিক হিসাবে আ ৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। এই টাকাটা সরকার ১০ ভাগ কলিকাতের এবং বাকী ১০ ভাগ ইহাদের নিকট পাওনা হইবে। পাকিস্তান সরকারের মত হইল এই যে সকল পাকিস্তানে কাজ করা হইতে পারা হইতেছে অতএব পাকিস্তান সরকার বিদেশে বিদেশজাত পণ্য কিছু আমাদের অন্তরে সরকার এরূপ বিদেশ বিদেশজাত পণ্যে স্বীকার করিয়া লইবে সমস্ত হইলেও না এবং তাহারা ভারতীয় সরকারে সহিত এক বন্দোবস্তে চুক্তি সম্পাদনের প্রয়ত্ন করিলেন এবং এখন কি শুল্ক ও তেজীর আদায় করা হইতে পাকিস্তান সরকারকে কিছু আদায় দেওয়া যায় কিনা তাহার বিচার করিয়া দেখিবার ভার হইলেন অবশ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তে বিশ্বিত হওয়ার এমন কিছু কারণ ১৯৪৮ সালে ১৯৪৮ সালে পাটচাষের হ্রাস দেখা হইয়া গেলে এই প্রশ্ন তখন উঠিবেই। কিন্তু তখনও ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত যে তাহা বিভিন্নকাল চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া একক নিজ প্রয়ত্ন করিবে।

পর সত্ত্বরের বেতারে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিতে তাহারা কি পথ অবলম্বন করিবেন সেই বিষয়ে পাকিস্তানের আমাদের পরিষ্কার ধারণা হইয়াছে। তাহার পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা স্থানীয় পাটের শুল্কাদায়ের পরিমাণ বর্তমান কলিকাতা বন্দরের ভিন্নিই শুল্কের পরিমাণের সমান হইবে এবং পাকিস্তান সরকারের ঘরে তাহা কলিকাতা বন্দরে কোন অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য হওয়ার সম্ভব নহে। তাহার সরকার যদি কোন ধার্য করেন তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পাকিস্তান সরকার সেই শুল্কের সমতাটাই ধ

নেবে। একথাটা পরিষ্কার হইল না যে কেন্দ্রের কথায় সরকার তাহার শর্তাধীন অতিরিক্ত পাটের উপরে শুল্ক ধার্য করার ভারত সরকারের কলিকাতায় নিযুক্ত বর্তমান পাটশুল্ক তুলিয়া দিবার বিষয়ে কি করিতে পারে। পাকিস্তান ভারতীয় রাষ্ট্রকে অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের অধিক সুযোগসুবিধা দিবে না বলিয়া যদি তাহা হইলে তাহার পাট একেবারে শর্তাধীনের অধিকার না থাকার পর সে পাটের সম্বন্ধে তাহাদের কি থাকিবে বলিল। এতদ্ব্যতীত পাকিস্তানের প্রধান ব্যবসায়ের বিষয়ে তাহারা সন্তোষজনক উত্তর দেখাইয়াছেন এবং ভারত সরকার তাহাদের যে সকল পাট উপায় অবলম্বন করিতে পারেন সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। পাকিস্তানের ব্যবসায়ের শিল্পপরিবেশের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কিছু পরিকল্পিত হয় নাই, তাহা হইতেই একথা মনে হয় যে বর্তমান অবস্থায় এই নূতন শুল্ক পাটের উপর হইতে অবশ্য করা সম্ভব এবং যে এইরূপ অবস্থার নীতি অবলম্বনের দ্বারা কেন্দ্র পূর্ণ পাকিস্তানের পাটচাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ অবশ্যকারী। ভারত সরকার অন্য পার্টিশনের যে সম্পত্তি ধনিকগণকে ক্ষতিপূরণ, তাহার পরিমাণে যে প্রোপার্টিসম্পন্ন পাট ও পাটজাত দ্রব্য তাহার অধিকার করিয়া আছে এবং আমাদের শুল্ক ভালো সংগ্রহ করিতে হইলে পাট এবং সে প্রকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রয়োজনের বেশীর ভাগ শুল্ক পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল, সেজন্য আমাদের সহজে বিদেশের অন্যত্র কাটা

যাইবে, ইহাও সম্ভব কথা সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় কর্তৃপক্ষের প্রকৃত কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। কারণ কিছুদিন যাইলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পাট অন্যান্য ১০ হইতে ৩০ লক্ষ গাঁট, নিজেরাই করিতে পারিব। ১৯৪০-৫১ সালের হিসাব যদি একার শিল্প কিসানের বৃদ্ধির জন্য শিল্প চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই তাহের জমির না বাড়াইয়াও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ৩০ লক্ষ হতে পাট বর্তমান জমিতেই উৎপাদিত পারে। অতিরিক্ত মনোযোগ দিলে ৪০ লক্ষ গাঁট বেশী করাও অসম্ভব নয়। পূর্ণ হতের বাহিরে করিলে বিস্তার ও উঁচিকরণ যে জমির ফসল না বুঝিলে চলিবে না। বিশেষজ্ঞ মতের এই যে, আগামী ৫ বছরে হইলে আমাদের ২০ লক্ষ একার জমিতে পাট চাষ করা আবশ্যক এই পরিমাণ জমি ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে স্থানে পাটচাষ সম্ভব—যথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উঁচিষ্যা সে সব স্থান হইতে করা খুব বেশী কঠিন বলিয়া মনে হয় না। স্থানে অবশিষ্ট ও পতিত জমির পরিমাণ যে অন্ত আবশ্যক ১০ লক্ষ একরের যে কম ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় পাটচাষের জমির পরিমাণ অবাধভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

আর পাকিস্তানের সমস্ত পাট যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ বাবদ বিক্রী হইতে পারে সেকথাও ঠিক নয়। বর্তমান যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলিতে পড়পড়তা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ গাঁট এবং সম্পূর্ণ ফসলের পরিমাণ ছিল ৭৫ হইতে ৮০ লক্ষ গাঁট, অতএব এখনই যুদ্ধপূর্ব রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, যেহেতু শ্রমিক বিভাট বার বিলেত ইউরোপ যুদ্ধক্ষেত্রের বেশকিছু বর্তমান ব্যবসায়িক অবস্থার বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায়। আর তাছাড়া যে সকল দেশের নিজস্ব বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসার তাহারা এমন ব্যবস্থা করিতে পারে যাহাতে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি করার বিষয়ে বর্তমানে নিশ্চয়ই তাহাদের বাধ্যবাধকতা করার কথা নয়। এমন কি চাহিদারও প্রতিকূলতা এবং অন্যান্য কারণে পাটজাত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না। কাজেই আমাদী তিন বৎসরে যাহা পাটের রপ্তানী ৩০ লক্ষ গাঁটের বেশী হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিকে যদি পাটচাষী। উপরে উপরেই সংরক্ষিত করিতে হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রপ্রকারেই প্রতিফল করিয়া তোলা উচিত হইবে না এবং পার্টিশন সইয়া এমনভাবে খেলেখেলা করাও সম্ভব হইবে না। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিনামা চুক্তির স্থিতিতে আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেইসঙ্গে পাকিস্তান সরকারের নিকট হইতে নিশ্চিত কারণের সরকারের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যদি এমন চুক্তির যাহা ঠিকমত পালনেই যেটুকু করিতে তাহা উপলব্ধি না করিতে পারেন তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা হইয়াই অতিরিক্ত পাটচাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় পাকিস্তান সরকার সুনিশ্চয়জনক সর্তে চুক্তি করিতে সম্মত হইবেন।

১৯৪৬-৫৭ সালের বিবরণী হইতে আমরা দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষের জমির পরিমাণ ছিল ১,৫৪,১২৫ একার, ফসলের পরিমাণ ছিল ৪,৭৩,৮৭৫ গাঁট। হুগলিজেলায় ২৬,৪২৫ একর জমিতে ফসল হইয়াছিল ৭৬,৫৫৫ গাঁট, মিদনাপুরে ১৮,০০০ একার জমিতে ফসলের পরিমাণ ছিল ২২,০০০ গাঁট। এই তিন স্থানের জমি ও ফসলের পরিমাণ যোগ করিলে আমরা মোট ১,৯০,৯৫০ একার জমিতে ৫,৫৮,৫৩০ গাঁট পাটের হিসাব পাইতেছি। বিহারে পাটচাষের জমির পরিমাণ ছিল ১,৪৯,২০০ একার এবং ফসলের পরিমাণ ছিল ২,৫০,৭০০ গাঁট। বেপালের জমিচাষের পরিমাণ সঠিক পাওয়া না গেলেও ফসলের পরিমাণ আমাদের ২ লক্ষ গাঁট। উঁচিষ্যার ২৩,৮০০ একার জমিতে পাট হইয়াছিল ৭৮,৩২৮ গাঁট এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিয়া আসামে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ১,৩১,৫০০ একারে ৪,০৭,৩০০ গাঁট। অতএব বেপালের জমিকে হিসাবের মধ্যে না ধরিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জমিচাষের পরিমাণ ছিল ৫,২১,১৫০ একার এবং বেপালসমেত ফসলের পরিমাণ ১৪,৭৭,৪৫০ গাঁট। পূর্ববঙ্গে পাটচাষের জমির পরিমাণ ছিল ১৩,৩৫,৮২৪ একার এবং ফসল হইয়াছিল ৪০,০১,৫১০ গাঁট। ত্রিপুরা রাজ্যের জমি ছিল ২৩,০০০ একার এবং ফসল হইয়াছিল ৭৪,৫০০ গাঁট। অতএব পাকিস্তান এলাকার সমস্ত হিসাব ধরিলে ১৩,৫৮,৮২৪ একারে ৪০,৭৬,০১০ গাঁট। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূলতার পরিমাণ একার শিল্প শতকরা ২৭.৭ ভাগ এবং ফসল শিল্প শতকরা ২৬.৩ ভাগ। পাকিস্তানে একারের হিসাব শতকরা ৭২.৩ এবং ফসলের পরিমাণ শতকরা ৭৩.৭ ভাগ।

১৯৪০-৪১ সালে ফসলের পরিমাণ ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ, কাজেই একথা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অনায়াসে ৩০ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন করা সম্ভব। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যার ৩০ লক্ষ হইতে ৫৫ লক্ষ গাঁট পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে এই পরিমাণ পাটের চের বেশী পাট বিক্রয় করা প্রয়োজন, কাজেই পাকিস্তান সরকার যদি পাটচাষের পরিমাণ কমাইয়া অথবা জমিনীর জোর খাটাইয়া এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহাদের সে চেষ্টা নিশ্চয় বাধা কাটিয়া পারের ব্যবসায়ের প্রসারের ক্ষতি হইবে।

পাকিস্তান সরকারের এবং বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের এই উপলব্ধির প্রয়োজন যে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি সম্ভব নহে। তাহারা যে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কি করিবে তৎবিষয়ে অদ্যাবধি কোন সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত না হইলেও এমনকার পরিস্থিতিতে পাল্টা নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা বর্তমান আছে। আমরা আমাদের উভয় সমস্যাগুলি যথাযথভাবে বিচার বিবেচনা পূর্বক একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য এখনও চেষ্টা করিব। পাকিস্তান সরকারের ঘোষণার এখন পর্যন্ত ভাইকা বাজারে ঘুরাফেরা ছাড়া আর কোথাও সাড়া হয় নাই—পাকা পাটের দাম অকস্মাৎ ৬৲ টাকা চড়িয়া ১৮৲ টাকা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য কিন্তু অর্থবিধার অবস্থায় পড়িয়াছে এবং ইহা দুঃখের বিষয় যে পাটের আমদানীর পরিমাণ আবার কমিতে আরম্ভ করিবে এবং যতদিন পর্যন্ত না নূতন সিজার জমা যাইবের ততদিন অবধি পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের টাকা দিয়া কলিকাতার পাট আনাইবার আগ্রহ কাহারও দেখা যাইবে না।—অবশ্য একদিক দিয়া বিচার করিলে ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতির কোন কারণ নাই, যেহেতু চুক্তির সর্ত অনুসারে ক্রেতাকেই পাকিস্তান আরোপিত অতিরিক্ত যোগের অর্থের অর্থ বহন করিতে হইবে। যতদিন বাংলার এই অতিরিক্ত চাহিদা এইরূপ প্রবল থাকিবে ততদিন ব্যবসায়ীকেই সকল ওজর যোগ সহ্যকরিতে হইবে, এবং যোগোন দুনো পাটচাষ দ্রব্য এক করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় থাকিবে না।

দিগন্ত

ইংরাজ চলিয়া যাওয়াতে আমরা ইংরেজী ভাষা লইয়া বড়ই মুস্কিলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লাভবান বোধ করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার হাত হইতে রেহাই পাইতেছি। আমাদের ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যক এবং আমাদের ভাষাশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ আছে অত্যন্ত কেবলমাত্র উহারাই ইংরেজী শিক্ষা করিবেন, কিন্তু অবশ্যই করিবে। উচ্চ-মধ্যম-অধম সকলকেই বিদেশী ভাষার পাঠ্য মেলানোর কাল অতীত হইয়া গেল।

আর সত্য কথা বলিতে কি কেহ ইংরেজী আমরা শিখিতাম তাহাতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু খুব সহজে আমরা লজ্জা পাই না বলিয়াই, কুল ইংরেজী শিক্ষার বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে, আমরা প্রত্যুত্তরে ইংরেজী যে আমাদের মাতৃভাষা নহে অতএব ভাল শিক্ষা করিতে গেলে অল্পস্বল্পভাবে শিখিলেও যথেষ্ট অপরাধ হয় না, এ অপূর্ব যুক্তির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে একেবারে চাপা করিয়া দিয়াছি।

কিন্তু মাতৃভাষা নহে বলিয়া ইংরেজী আমরা কুল শিখিব এবং কেহ সে ভুল সংশোধন করিয়া দিলে তাহাকে "ও, এজেন্সে লাগে" বলিয়া ক্ষেপ করিব, লজ্জা না পাইবার এমন মনোভাবও অসমর্থনীয়। জীবনের বহু মূল্যবান সময় আমাদের এই একটিমাত্র ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কাটিয়া গেছে, তবু আমরা আজও নির্ভুলভাবে ইংরেজীতে কথা বলিতে ও লিখিতে শিখিলাম না—ব্যক্তির জীবনে ইহা বিশ্বাস অপচয়। ইহার কারণ, আমরা যাহাদের কাছে ইংরেজী শিখিতাম তাহারা আমাদেরই দেশের লোক। নির্ভুল উচ্চারণ তাঁহারাও জানিতেন না এবং নির্ভুল লেখার বিষয়েও তাঁহারা কৃতী থাকি ছিলেন না।

কিন্তু প্রবেশের ব্যাপারে দক্ষিণ ইংরেজীতে আমরা কথাবার্তা কহিবার অথবা তাহাদের সহিত আমাদের লিখিত আলাপ-আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহাদের অধিকাংশই আমাদের সমশ্রেণীর পণ্ডিত বলিয়া কথায় ও লেখায় তাঁহারাও একই ধরণের বিচিত্র ইংরেজী ব্যবহার করিতেন। ফলে, আমরা পরস্পরের মনোভাব এরূপভাবে বুঝিতে পারিলেও ভাষা-সংস্কৃতী কিন্তু বিদ্যার ত্রুটি ত্রুটি আর্জনা করিতেন।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশের ইংরেজীর ব্যাকরণের সহিত অন্য প্রদেশের ব্যাকরণের মিল ছিল না এবং বলার প্রক্রিয়েরও প্রচুর পার্থক্য দেখা যাইত। এরূপ ছিল আমাদের নিজস্ব ইংরেজী ভাষা। ফলে ইংরাজের পক্ষেও এভাষা বুঝিতে পারা সহজ ছিল না এবং কদাচিৎকে যখন কোন ইংরেজ আমাদের কথিত ভাষা বুঝিতে পারিতেন না তখন তাহাকে কাহাকেও এই বলিয়া দেই দায় ইংরাজকে আরাম করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার কিনারই ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব ইংরেজী হইতে ভিন্ন, অতএব অভিজাত শ্রেণীর ব্যাকরণী তাঁহাদের পক্ষে সকল সময়ে অনুসরণ করা সম্ভব নহে। অর্থাৎ ইহারা বলিতে চাহিতেন যে, ওই সকল ইংরেজেরা উহাদের মাতৃভাষা সহজ আয়ত্তে আনিতে না ইহা অতিসাধারণ নহে, আমাদের ন ন অভিজ্ঞতার মধ্যে এরূপ ঘটনা আমরা একাধিকবার দেখিয়াছি।—ইহা ছাড়া আমাদের নিজেদের ভিতরেও বিভিন্ন কুল প্রদর্শনের চেষ্টা চলিত। বাঙালীরা ওকারান্তের ইংরেজী উচ্চারণে কুল করিতেন এবং দক্ষিণ ভারতীয়েরা যাহে যাহে কুল করিতেন বাঙালীরা এর "অন্তত" ইংরেজী উচ্চারণ করেন কেন" মোটের উপর সকলেরকর্তিত ইংরেজী শিক্ষা করিয়া এবং নিজেদের নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলিয়া আমরা যারা শিখিয়াছিলাম তাহাকে "ইউনোস" বলা চলিতে পারে।

উপরে যাহা কিছু বলিলাম তাহা সাধারণ জ্ঞানসাপেক্ষ নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা বিদ্বান—এই সকল কথা তাঁহাদের কাছে প্রযোজ্য নহে। তাঁহাদের অনেকেই ইংরেজী বলিবার ও লিখিবার অবস্থা পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিদ্বান ও প্রজ্ঞা আকর্ষণ করিয়াছে। যাহাতেও আমরা, সাধারণ বহুরেরা, এখন হইতে আর্থিক ইংরেজী শিক্ষার অধ্যায় হইতে ধীরে যাইব। ইংরেজী যদি এইবার শিখি তাহা হইলে নিজেদের সমশ্রেণী শিখিব, সাহিত্যের তাগিদে নহে,—অতএব ভাল করিয়াই শিখিব। আর আমাদের মাতৃভাষা সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার বাহন নির্দিষ্ট হওয়ায় বাঙালীর মাঝের প্রদেশের সবই ইংরেজী ভাষার অনুশীলন বাধ্যতামূলক আর অতিক্রম করিতে হইবে না। বাধ্যতামূলক অভ্যাসের দিনও ব্যাপার প্রবেশ করা চলিবে।

অবশ্যে বলিয়া রাখি ইংরাজের সহিত ইংরেজী ভাষায় মনোভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজন আমাদের অল্পই ঘটে। ব্যক্তিক ও নির্ভুল ইংরেজীতে আমাদের কথাবার্তা বলার অক্ষমতার জন্য ইহা বহুলাংশে দায়ী। এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। তাঁহার নাম, ধরিয়া লউন, পবন।

আমরা কেহ উপন্যাসের লক্ষিত ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করি, পবন সেই ধরণের অথবা তাহার চেয়েও বেশী উপন্যাসের লক্ষিত মেকিনলের ইংরেজী ব্যাকরণ লক্ষিত। ব্যাকরণ অপেক্ষা মনোভাব সাহিত্য পৃথিবীতে আর "কিছু আছে বলিয়া সে বাঙালী কখনও কখনও ঘরে ব্যবহার হইল তাহা নিজের বলিয়াও, অন্যের ব্যবহারস্থলে যদি ধরা যাবে তাহা হইলে তিনি কুলের ভয়ে চেষ্টা না হইয়া আর উপায় নাই। কিন্তু পবন বি-এ পাশ করিয়া একাধিক পড়িবেছিল এবং উকিলের মুহুরির হইল তাহার বাক্যস্ফূর্তি। অতএব সেই বাক্যস্ফূর্তির প্রেরণায় (সবের ঘরে) অবলম্বন করিল পবন, অর্থাৎ উকিল হওয়ার জন্য সে মেকিনলের পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পবনের জীবনে চরম বিপদের দিন আসিল এবং তাহার মেকিনলকে কেহ করিয়া

তাহার "পাবনুলো" ভাইয়ের চারবছর বয়সের ছেলে বাবুলের হইল "ডিপথিরিয়া"—বাবুলকে লইয়া মাতা হইল হাসপাতালে। অসুখ ভাল হওয়ার পর ডাক্তার বাবুলকে হাসপাতাল হইতে ছুটি দিবার সময় বলিলেন, "বাবুলের যাতে ঠিক ডিপথিরিয়ার প্রকোপ না হয় সেজন্য ওকে ও কুল উপহার দিবেন।"

হাসপাতাল হইতে কুল ও সুস্থ শিশু বাবুল আসিয়া দেখিল যে পবন একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা আগাগোড়া করিতেছে এবং অনেকে ঘরে ঢুকে কুল ছিলেন বলিয়া বাবুলের মাতা ও বাবুলের সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার এক বন্ধু। ডাক্তার বন্ধুর বাবুলের মাতা ও বাবুলের একটি রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিবার জন্য আগ্রহের একটু বেশী উচ্চ গলায় বলিলেন, "পবনবাবু, মেকিনলের পরের কলম।"

পবন জোর করিয়া আমা ছাড়িয়া হাসিল। সে ইংরেজী পড়ে বলিয়া নিজের মেকিনলের বেশীরভাগ কিন্তু সমস্ত সাহিত্য কখন কাহাকেও বেশী বলিয়া ভাল লাগে তাহা অতএব পবনের ধারণা ঘর ঘর করিয়া উঠিয়াছিল এবং সে পবনের হইতে পড়া ও আরো কেবলমাত্র "ইয়েস স্যার, নো স্যার ছাড়া আর কোন কথা বাহির হইতেছিল না। অবশ্যেষে একটা সে সাহেবের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে উপস্থিত হইতে পারিলে আমাদের অভিপ্রায় ও পবনের দুর্ভাগ্যক্রমে বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে বোধহয় সাহেব যে ওই ইংরেজ ছেলেটি আমার "ইয়েস নো স্যার" এবং সাক্ষাৎ ধরিয়া ফেলিয়াছে। পবন হইয়াই দুই চিন্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাহেবের পুনরায় পবনের আমার আগ্রহ আকর্ষণ করিবার কারণের, পবনবাবু মেকিনলের ভেতরে

"মুখের" কিনারা পবন পুনরায় ও ছুড়িয়া দিল। কিন্তু পবন তাহার মনে হইল সাহেবের মুখে যেন কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। সে হইয়া সে উপলব্ধি করিল, পবনবাবু হইয়াছে, "কেতার কুল হইয়া গেছে" পবন যেন এক নিমে সামর হইয়া গেল, নার্স একটুখানি পরে হঠাৎ হাসি উঠিল, "হি-হি-হি-হি" পবন একবার বেহুরের নার্সের দিকে, বাবুলের মাতার দিকে, এবং ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া অতঃপর সিলভারের অক্সিজেনে চুপ করিয়া গেল।

শেষাংশ ৪০ এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬এ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট প্রকাশের দিন ধার্য হইয়াছে। আগামী সপ্তাহের "আর্থিক জগৎ"এ যাহাতে বাজেট আলোচনা প্রকাশিত হইতে পারে, তজ্জন্যেই পরবর্তী সংখ্যা "আর্থিক জগৎ"এর প্রকাশের তারিখ একদিন পিছাইয়া দিয়া বুধবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার (২৭এ অক্টোবর) করা হইল। তৎপরবর্তী সংখ্যা "আর্থিক জগৎ" অবশ্য যথারীতি বুধবারেই প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক

বাজারের কথা

কয়েকদিন বিশেষ কারণে ৯ মার্চ হইতে পূর্ব্বে সপ্তাহের আরম্ভেই শেষ হয়। কাজেই ব্যাঙ্ক ঐতি ও চাহিদানুযায়ী ঐত পাটের আমদানী নাম এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। সেজন্যই স্বভাবতঃই ঐপাদান বৃদ্ধির সম্ভাবনা করিবেন যে প্রতিবারই সিঙ্গাপুরের চালানে যোগাইতেও ঐ বেশ বেশী থাকে। ইহাতে পাটিপার্থিক । কিছুটা ঐতি হইবে বলিয়াই সকলে ধারণা চাহিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। গত ই বলিয়াছি যে, শেষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ষের সপ্তাহে সামান্য ঐতি হইলেও বিশেষ কোন ঙ্গন সম্ভবপর নয়। পরিস্থিতিগুলির সিদ্ধান্তেভাবে মিলনের হইলেও শেষে শান্তি ও সুখদ য়া না আসা পর্য্যন্ত এবং জরিক বিরোধের পূর্ণ না না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারের আশানুরূপ ঐতির ে নাই।

কলের বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দার ভাব স্থির হয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্থান কাঁচাপাটের সপ্তাহান্তে উপরে মন্তব্য ২, হইতে ৭ ফ্যাক্টর প্রত্যেক পাটকলের সেরোর্ধ্ব বসিয়া যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে কাঁচাপাটের ী করিয়া যাওয়ায় পাটকলগুলি যে সকলের হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা করিয়াই ব্যবিক্রয় ঘটে। পাটকলের সেয়ারের সঙ্গে বিক্রয় অন্যান্য সেয়ারের দরের সামান্য অবনতি এই নূতন কর ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও পাটকলগুলি বিশেষ পড়িবে না। তাই সেজন্যই অপরাহ্ণ । দরের কিছুটা ঐতি হয়।

। পাটের সপ্তাহান্তের উপর এই নূতন শুল্ক ধার্য্য কি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা এখনও তা যাইতেছে না। তাহাড় ও পাকিস্থানের যে সাময়িক চুক্তি হইয়াছিল তাহাতে এই কিস্থান সরকারকে নিকট না করিয়া পাট

রাজনীতিক্ষেত্রে এই সপ্তাহে শুভের ার ফলে বাজারে নূতন কোন সমস্যার সৃষ্টি ত না আসাই বিশেষ।

রতিক ব্যাঙ্কার্স কোম্পানী বেঙ্গল-আসাম ে সঙ্গে সেয়ার বিনিময় বেঙ্গল বেঙ্গল-আসাম ী ব্যাঙ্কার্স কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হইল। ফলে বেঙ্গল-আসাম কোম্পানীর আর কোন পৃথক সত্তা থাকিবে না। এক কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে বলিয়া অধীনস্থ কোম্পানীগুলির ব্যয় কমিয়া লাভের অঙ্ক বাড়িবার সম্ভাবনা রহিল। এই ব্যাপারে সমস্ত অনুমোদিত মূলধন বিলয় করিয়া ব্যাঙ্কার্স কোম্পানীর বিভিন্নশ্রেণির ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা গঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত বেঙ্গল-আসামের সেয়ারের বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে এবং বিগত অন্যূন দশবছরে বেঙ্গল-আসাম যে পরিমাণে বাঁচি লাভ করিয়াছে তাহাতে সাধারণ ৭, হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করার পক্ষে যথেষ্ট।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে আসিবার ফলে বিভিন্ন কোম্পানী তাহাদের বন্ধুক জমিদারের সম্পূর্ণ টাকাটা মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া নূতন আদ হিসাবে আংশীদারদের ভিতরে বণ্টন করিয়া দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফলে আগ্রা, বম্বে, অমৃতসর, ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীগুলির আংশীদারগণ বিশেষ ভাবে লাভবান হইবেন।

বিগত কয়েকদিনের বাজারদরের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে নূতন কাঁচাপাটের উপর শুল্ক ধার্য্য হওয়াতেই দরের অবনতি সাময়িক হইয়াছে। ইহারই ফল হিসাবেই বাজারের তেজীভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। সাতই ৮১৲ হইতে ১৭৫০ সেপ্টেম্বর ২৮০৲ হইতে ২৭০৲। ফেব্রু প্রফার ১৭০৲ হইতে ১৬০৲। মকাই ১০০৲ হইতে ৮০৲ এবং রিয়ালের ১৫৲ হইতে ৭৫৲ টাকায় নামিয়া যায়।

সরকারী কাগজগুলির দর প্রায় স্থিতিশীল হইয়া আছে। সরকার বর্ত্তমান হারের অতিরিক্ত কাগজগুলির সেয়ারের ধার বাড়াইবেন না বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে এই বিভাগে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াটা স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় পরিষদে আগামী ২৯ মে তারিখে অন্তর্বর্ত্তী বাজেট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত আশা করি দরের বিশেষ ঐতি হইবে না। গতের সেয়ারগুলির দরেরও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক সামান্য কিছু বাড়িয়া ১১৭৲ ইম্পিরিয়াল ২২২৫৲ ও বেঙ্গল সেকাল ১২৲ টাকায় কাজ হইয়াছে।

জমিদারীতে সম্প্রতি কিছুটা উৎসাহ দেখা গিয়াছে। ফলে দরও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাহিম ৫৯৲ ও ডালমিয়া ২৩৫৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কলিকুর চেয়ারটাইপের দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। কেশোরাম ১৮০৲ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনির সেয়ারের ভিতরে বেঙ্গল কোল প্রায় ১০৲ হইতে বাড়িয়া ১১০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্টার্ণ মাইনিং যথাক্রমে ৫১৲ ও ৫৬৲ দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীলকোম্পানীর সেয়ারের দরের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা রক্ষা হয় নাই। বিগত এক তারিখে ৩৩৲ ও ৪৭৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া পর সপ্তাহান্তে আসার সময়ে ৩১৮৲ ও ৪৬৲ টাকায় নামিয়া যায়।

বিবিধ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বেশ কাজ হইয়াছে। ডানলপ রাবার ৮৮৲। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৮৪৲ ষ্টীলগ্রেড ৭৩৲ এবং অমৃতসর ১২৲ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে। কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সেয়ার ৩১৲ দরে ডিভিডেণ্ড দিয়া বসিয়াছে।

এ কোম্পানীর সেয়ারের বেচাকেনা গতিহীন হইয়া কলিকাতার বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। ফলে দরেরও অতি সামান্যই উন্নতি হইয়াছে। বলরামপুর ৫৭৲ ও তেজপুর ২৪৲ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

যোধপুর জমিদারী কোং লিঃ

মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, বালুচিস্থান, যুক্তপ্রদেশ, মেবিরপুর এবং বাঙ্গালুরের বিভিন্ন স্থানে এই কোম্পানীর জমিদারী আছে। এই কোম্পানীর প্রাক্তনিক কাজ কারবার সন্তোষজনক ভাবেই চলিতেছে এবং অংশীদারগণও অধিকতর লভ্যাংশ পাইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের ১৩ই এপ্রিল তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে কেবল যে বাজেয়াপ্ত বন্ধ সত বৎসরের পাকিল হইয়াছে তাহাই নয়, কিছু উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, এই বৎসরের ফসল মোটামুটি ভালই হইয়াছে। বাকী বাজেয়াপ্তের অঙ্কের ৪৮ লক্ষ টাকা হইতে ১৮ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে। সমস্ত জমিদারী হইতে পাওয়া ৪ লক্ষ টাকা সমেত এই বৎসর লাভ বাড়াইয়াছে ১২'১৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসর সমস্ত তুলিয়া হইতে ১৪ লক্ষ টাকা লইয়াও এই খাতের আয় ছিল ১১৮৩ লক্ষ টাকা। ইহার দরুণ হইতে আসার ফলে আয় অন্তত পাচে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর্থিক অবস্থার ফলে ৩৪১৪ টাকার অবদান করা হইয়াছে এবং অংশীদারদের অভ্যাংশকে আনাসহকারে ১০ আনায় স্থির রাখা হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পূর্বঙ্গ হইতে কলিকাতায় পাট রপ্তানীর উপর মণপ্রতি তিন টাকা শুল্ক ধার্য হওয়ায় স্থানীয় পাটের বাজারে একটা মোলায়েম ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। পূর্বঙ্গ সরকার এই ধরণের অপ্রত্যাশিত পদ্ধা গ্রহণ করায়, ফেলা-বিক্রেতাদের মধ্যে যেন কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে কোনও সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করায় বাজার মোটামুটি অবস্থাটা রহিয়াই গিয়াছে। আর্থিক ভারতের বর্তমান সংখ্যায় বিশেষ প্রবন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির উপর আলোকপাত করা হইল। প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নতি লাভ করায় সোনার বাটের বাজারে তেজী ওয়ালারা যেন খানিকটা দুর্দিনে পড়িয়াছেন। গত সপ্তাহের লাভের প্রায় সবটাই হারাইতে হইয়াছে. কাঁচা তুলার বাজারে অবশ্য তেমন উন্নতি লাভ করে নাই। তবে মনে হইতেছে যে, মিলের চাহিদা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে। তৈলবীজের বাজারে বরং যেন উঁচুতেই রহিয়াছে। ইহার কারণ অবশ্য এই যে, অনেকেরই ধারণা তৈলবীজের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং আমদানীও চাহিদামত হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। ওয়াশিংটন এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে এখনও কোনও সংবাদ জানিতে না পারায়, তৈলবীজের বাজার তেজীওয়ালাদের অনুকূলে রহিয়াছে।

পাট

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাট আমিতে বিশেষ ছাঁটাই চটকলগুলিকে বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। যদিও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কেন্দ্র করিয়া বকেয়া হইতে পাট আসিতেছে তথাপি চটকলগুলি যেন তাহে পাওয়ার হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এর প্রধান কারণ যে, ব্যয়বহুলতের অসন্তোষী অনোভাব তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক মিল দাঁ করিয়া অধিক পরিমাণে মাল না কিনিয়া টিকই করিতেছেন, কারণ তাহাতে ব্যয়বহুলী ফেলার মোটা লাভ বই আর কিছু হইবে না। যে সমস্ত মিলে বকেয়া হইতে মাল কিনিয়া সরাসরি কারখানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের এই সুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে না। যাহাদের সেই সুবিধা নাই, তাহারাই তাহারা ব্যয়বহুলী ফেলার পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যয়বহুলী ফেলার এই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন, অন্যথা বর্তমান উৎপাদন অনুসারে মিলে এই অতি প্রয়োজনীয় মিলের ক্রমিক ভারতীয় বাজারকে শূন্য করিবে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নীতি যাহাতে আলোচনা-আলোচনার সাহায্যে পরিবর্তন করা চলে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকারের মনে এই বোধ আসা দরকার যে, আমরা সরকারের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কুৎসা করিলে তাহাতে পরিণামে উভয়দেরই সর্বনাশ করিতে হইবে।

ভারতীয় চটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মিলগুলির গত অক্টোবর মাসের মোট উৎপাদন নীচে দেওয়া হইল।

মোট পাটের গণ্য	শুদ্ধ চট ও বলিরা	মূল চট ও বলিরা
৮৬,০০০ টন	১৫,৫৯,০০,০০০	১৮,৭১,০০,০০০

ভারতীয় চটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মিলগুলির এবং অন্যান্য ছাই মিলের সিঙ্গাপুরের পরিমাণ পাট-বিশ্লিষ্ট প্রথা অক্টোবর মাসে লক্ষিত ছিল।

শুদ্ধ চট ও বলিরা	মূল চট ও বলিরা
১৮,১১,২৯,১৪৩	১১,১১,৯০,৭৫৪
গজ	গজ
৪৯১,২৯১ টন	৮৮,০৩ টন

চেলেন, ফোরেকোরা, ইসকেলে, কাশীরের এবং কোচবাহ' মেলার সম্বন্ধের পরিমাণ না জানিতে পারায় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

আমাদের ছাপার কাজ শেষ হইবার একটু আগে সংবাদ পাওয়া গেল যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন পাট ব্যতীত আমাদের উৎপন্ন যে সমস্ত পাট পূর্ববঙ্গ হইয়া কলিকাতায় রপ্তানী করা হইবে, তাহার উপরও শুল্ক ধার্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা স্পষ্টই আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বিরোধী। পাকিস্তানের এই অন্যায় জবরদস্তির বিরুদ্ধে ভারত সরকার যদি চা, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতির উপর বৃদ্ধি করিয়া প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে তাহার ফল কি এই দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইবে না?

তুলা

সরকারের কাঁচা তুলা চলনী নীতির উপর বর্তমানে তুলার বাজারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। পাকিস্তান সরকার অবশ্য গত সপ্তাহেই ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহাদের তুলা রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৫৭-৫৮ সালে হ্রাস করা হইবে না। পাকিস্তান হইতে তুলার আমদানী সত্যই বাড়িয়া গিয়াছিল। চলতিবের বিশৃঙ্খলা এই অসুবিধাকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। বস্ত্র উৎপাদন পরিকল্পনা ঘোষণার পর মনে হইতেছে যে বিদেশী তুলা কম আসিবে, ইহাই যথেষ্ট আশ্বাস দেখাইবে। তবে ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের পারস্পরিক মনোভাবের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। কাশ্মীরের অবস্থার যে উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা যদি স্থায়ী হয়, তবে ইহাতে তুলার বাজার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আশান্বিত হইবার কারণ আছে।

সোনার বাট

কাশ্মীরের অবস্থা পুনরায় ঘিরে যাওয়াতে, বিশেষ করিয়া ইসলামের সহিত আপস মনে করায় গত সপ্তাহের প্রথমদিকে সোনার বাটের দর যথেষ্ট উঁচুতে যায়। কিন্তু শীঘ্রই যখন জানিতে পারা গেল যে পাকিস্তানকে পরাজিত করিয়া ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী শ্রীনগর অধিকার করিয়াছে, তখন দর আবার কমিয়া আসে। বস্তুতপক্ষে এখন হইতে সোনার দাম কেন আমদানী হইতেছে।

চা

কলিকাতায় গত চায়ের নিলামে ১২,০০০ বাক্স চা ছাড়া হয়। ছাড়া চায়ের বাজার মোটের উপর স্থির ছিল বলা চলে। কালো মাল চায়ের তুলনায় সামান্য তেজীভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। উচ্চ চায়ের এখন চায়ের জন্য খুব ভাল ওয়ার্ক, তবে সরকারী কোম্পানীর পক্ষ অবশ্যই করিবেন, তাহা সহজে ভাল হবে আশা করা যাইতেছে। মোসাবের ছেড়ে চাহিদার দৃষ্টি অধিক থাকবে, এবং নিলাম চালাইয়া দিলে বাজারটা বেশ শক্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। এর বিপরীত আর কিছুদিন নিলাম বন্ধ রাখিলে বাজার দুর্বল হয় না।

রবার

ইউরোপে রবারের চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাজারে বেশ তেজীভাব প্রকাশ পায় নাই সম্ভবতঃ শরৎকালের বাজারে নিয়মিত উৎপন্ন যাইবে পর এই দ্রব্য দর সপ্তাহে উঠিয়া ওঠে। এই উৎপাদন হ্রাসের ফলে ইউরোপের অধিকতর চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। চাহিদার বৃদ্ধির বাজারে তেজীভাব আসিবার অন্যতম প্রধান কারণ।

চামড়া

এ মাসে মোট আর ক্রীড-এর নিকট ১১ লক্ষ কিলুটি বেশী টন কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে রাখিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। মনে হয় যে, নতুন বছরে সংগ্রহের অবশ্য বেশ কমিয়া যাইবে, সম্প্রতি মোট আর ক্রীড-এর কর্মকর্তারা বলিয়াছেন যে, বিলাতে যে সকল ট্রেডে চামড়ার চাহিদা করিয়া যাইবে, সেগুলি ছাড়া, অন্য ট্রেডের চামড়ার দর অপরিবর্তিত থাকিবে। কিন্তু গরুর চামড়ার চাহিদা পড়িয়া যাওয়ায়, এগুলির দর হ্রাস করা হইবে বলিয়া মনে হয়। গত সপ্তাহে বাজার ৪৯,০০০ টান কাঁচা পাটের চামড়া এবং ৯৯,০০০ ভেড়া চামড়ার বেচাকেনা হয়। পাটের চামড়ার দর আর দুই আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভেড়ার চামড়ার দর তেমন কোনও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নাই।

সংবাদলিপি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন

লণ্ডন, ১২ই মার্চ।—মিউনিসিপাল নির্বাচনে শ্রমিকদলের অভাবনীয় পরাজয়ে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, বর্তমান ট্যাক্স বৃদ্ধিজনিত অসন্তোষ জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, প্রতিপক্ষের পরাজয়ে এদিকে রৌপ্য পরিষদের নেতৃত্ব ফিরে আসছে এবং তাদের কথা অনেকেই ন্যায়সঙ্গতভাবে শ্রমিকদলকে অসন্তুষ্ট করবার সম্ভাবনা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করছে। তবে আগামী সর্বসাধারণের আম শ্রমিক মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা হ্রাস না হলেও অন্তত লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই মন্ত্রিসভা যে সাইরে সমস্যা প্রধান ধারা বিশ্বাসের সমুখীন হবে, শ্রমিকদলের পক্ষে এখন সোজা রাস্তা পথ খোলা রয়েছে—যার জোরে শিল্প জাতীয়করণের কাজ নিয়মিতভাবে এগিয়ে নিয়ে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে মানুষ যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বহুল রৌপ্যপরিষদের হাতে স্বাধীনতা ছেড়ে দিতে হবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হোক বা অন্যকোন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব ফল ফলতে দেরী হবে না, ফ্রান্সে ও পাশের দেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষে চাঞ্চিলদলের—মতা বৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় কংগ্রেসে মার্শাল পরিকল্পনা পাশ হবার পথ সুগম হবে। কারণ ফ্রান্স ও, ইংলণ্ডের শ্রমিকদলীয়দের জন্যে আমাদের বাজার উদ্বোধে মার্শাল পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে অনেক লোকই সন্দিহান থাকিতেন।

মন্ত্রিসভা খুবই আশা করেছিল যে রপ্তানী বাণিজ্যে মূল্যের ক্রমবর্ধমান আর্থিকসংকটে রোধ করতে তত হবে, কিন্তু সে চেষ্টাও যে খুব ফলবতী হবে তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত অপরিহার্য বাজার ছাড়া কোন মূল্যেরই বাহিরে মালপত্র আমদানী করবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, যদি সরকার অতি শীঘ্রই সম্প্রতি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারেন তবে চ্যান্সেলারের "রপ্তানী বাড়াও আন্দোলন" বিফলে হয়ে যাবে, এবং শ্রমিকদলের এ দুর্ভাগ্যের পরিপূর্ণ যোগ গ্রহণ করবে রক্ষণশীলদল।

বর্ষাসুরা অঞ্চলে কাপড় রপ্তানী করবার জন্য ফুটবলের টেক্স বোর্ড ম্যানচেস্টারের মিল মালিকদের সঙ্গে সঙ্গে কাপড় উৎপাদন করতে নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত মার্কেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, ইউরোপেতর দেশ থেকে ঐ কাপড় প্রভৃতি করে ফুটবল লাভ সরবরাহ করবে। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে তিন কোটি টাকার উপর কুলাভার তথা ফুটবল বর্ষাসুরা অঞ্চলে রপ্তানী করেছে। বর্ষাসুরা অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য কাপড় রপ্তানী মালিকদের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রমিকদলের শিল্প জাতীয়করণের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী ফুটবলের রেল ও অন্যসাধারণের লক্ষ লক্ষ ছিদ্রিল ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন, সেই অনুযায়ী সরকার বিদ্যুৎ একটা বিশেষ বন্দোবস্ত তৈরী করেছে এবং তারা ১লা ফেব্রুয়ারীর আগেই পাশ হয়ে যাবে। এইদিকে অবশ্য ফুটবল তার কোলিয়ারীগুলির নিয়ন্ত্রণে পড়ে আছে। কারণ, কয়লার পরিমাণ ১৫ ভাগ, সিউনিসিপাল ও আর্টিলারীর প্রায় ১৫ ভাগ, রফিক আফ্রিকার ৯১ ভাগ এবং অন্যান্যদের প্রায় সম্পূর্ণটাই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

ফিটবের কোলিয়ারী মিলের মালিকেরা তাঁরা দেশের কাজ করে যাওয়ার পরিবর্তে পরিমাণে কেন্দ্র আমদানী করবার আশা করছে। ১৯৪৭ সালে তারা যে কেন্দ্র আমদানী করছে তার বিনিময় মূল্য ছিল যে, ঐ কেন্দ্রগুলি বাদ আবার ফেরৎ পাঠাতে হবে। তখন অবশ্য কেন্দ্রগুলি রপ্তানী করার কোন সমস্যা তাদের ছিল না। কিন্তু এক ১ বছরের মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এখন কিনা কেন্দ্রের দাম বিদেশেরকারে পড়ে যাওয়াতে আশা করা যাচ্ছে যে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে। জাপানে এখন প্রতিমাসে প্রায় ১০,০০০ টন কেন্দ্র রপ্তানী করতে সক্ষম, এবং জাপানের ভবিষ্যৎ, বিশ্লেষকেরা আগে জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে জাপানের এদের রপ্তানী করার ক্ষমতা আরো বাড়বে কারণ, সেখানে কেন্দ্রের চাষ বাড়াবার জন্য সবাধারা চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমদানী অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গিয়ে ফিটবের দুঃখ থেকে যা বেরিয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় কারণ ব্যাপারে সরকারী অর্থসাহায্যের নীতি বর্জন করা হবে। এতে সরকারের বাজারে অনেকখানি লাঘব হবে এবং অন্যসাধারণের উপর তেমন কিছু বিশেষ চাপও পড়বে না। যা অতিরিক্ত বলে পড়বে তা বিদেশের সাধারণ মানুষের আরোগ্য-প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়।

খেলাধুলার বাজারে মোটামুটি ভাল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে সরকারী ব্যয় সংকোচের ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত বাজেটের দুঃখই এরকম অবস্থা অনেকটা অনুকূল বলে মনে হয়। অনেকেই মনে করেন যে,এটা ফিটবিনিসপাল নির্বাচনে রৌপ্যদলের জয়ের ফল। তেমন সম্ভাবনা তেল জানাই বলতে হবে বর্তমানে কোনোরকোর মোট পরিমাণ সম্ভাবনাকারে রাজেনি।

ওয়াশিংটন—

ওয়াশিংটন, ১৩ই মার্চ।—মার্শাল পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে পাশ করে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, হাউজ্যান কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হয়ে আছে এবং সরকারী মহল থেকে তা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি ও তাদের রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছে এবং রিপোর্টের যে খানিকটা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, পাকিস্তান রিপোর্টে এর [illegible] তাদের আপত্তি আছে। সেনেটের সভ্য কোন্নো সভ্য কয়েকজন ইউরোপকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে চীনের জন্যও টাকা মঞ্জুর হয়, তার বেশ না করা হয়। সিউইয়র্কের সভ্যরা চাইও ইউরোপ এর সাথের কমিটিতে সভ্যরা করেছেন, কাজেই এর জন্যের জন্য টাকা মঞ্জুর হতে কোন বিশেষ বাধা পাবে না, কংগ্রেসে এখন শুধু আলোচ্য বিষয় হ কিভাবে এবং কেমন করে টাকা দেওয়া যেতে পা তা ঠিক করা।

এছাড়া আরও কয়েকটী ছোট ছোট ব্যয় এ সম্ভ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মার্কিন বৈদে যাকদের কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন যে, ১৯৪ যেন বৈধানুগ ভাবে ফিরে আসা হয়। একটী ব্য কুড়ির ৮১,৬৭,০০০ ডলারের মোল ফিরে দাবি করেছে সিউইয়র্কে অর্থনৈতিক সহকারেরে ব চার্টারিস্ট থেকে এই মোল্ আমদানীর কারণ খুঁ পাচ্ছে না।

মার্কিন রাষ্ট্রে বিভাগ বর্তমান প্রকাশ করেছেন ৬৭ ইজারার প্রায় অবাধে নিয়ে মার্কিন বণিক স্বা বিকার সঙ্গে আইনসঙ্গত ব্যবসায়ের সঙ্গে ত মোলিক চালায় এবং তার বেআইনী হবে না

সি. আই, ও তাদের পরিকার বড় বড় বইয়ে বি নিজ নিয়েছে "এই যদি ইউরোপ এখন হয়, আমাদের তাহলেকার এই ধারণাটা মোটেই বি বে বিশেষ প্রযোজ্য ছিল, আজ, স্পেন, উত্তর, ফ্রি, ইতালির জন্য যে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হ তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছে যে ঠিক। ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠারই লক্ষণ দেখা যায় না। উৎপাদনই বেড়ে। কৃষি বিশেষজ্ঞের মতে যে ১০০,০০০,০০০ টনের উপর শস্য রপ্তানী করবে পশ্চিমের ছিল কাজে পরিণত করার কোন সম্ভাবনা নেই।

সিউইয়র্কের জাতীয় শিল্পসংস্থার মতে এ সাহায্য বিদেশে তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশী উপর বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। মার্কিন অর্থনৈতি পরিকল্পনার মতে তাঁরা ইউরোপকে অর্থ সাহ করার পরিকল্পনার কথা তাঁরা কার্যকরীভাবে উল্লেখ দি মোটেই নজর দিচ্ছেন না,যেহেতুকিকে মার্কিন অনেকের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতা চুকিয়ে আ যাচ্ছে।

দিল্লী

দিল্লী, ১৩ই মার্চ।—বিশেষ করে কয়েকটির আমদানী দিল্লী অধিবেশন শুরুর দি জাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের এরূপ তার সভা ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও তাকেই মুক্তির জন্যে তাদের সব এখন কাজে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করাই এই সম্মেলনে প্রধান বিষয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সাথে আর সরকারের সম্বন্ধ কিরূপ হবে তাহাও বিশেষভাবে ভাবে এই বিষয়ে গুরুত্ব বহুটের দেখা দিয়ে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়াও পাকিস্তান সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও শ্রমিক [illegible] বিরুদ্ধ

...ন্ত সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট এবং ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস কার্যে-করীবাণী পদ্ধতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজেই প্রতিবেশী উদ্দীপনামূলক কর্মসূচী গ্রহণ ...ন্ত স্বাগতিকর এবং এ বিষয়ে নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক প্রমিক সংস্থার এক্সিকিউটিভ অধিবেশনে কংগ্রেস যে প্রমিক প্রতিনিধিকে ...অভিযোগ করেছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য ...য়।

বিহারে বাবস্থা নিয়েও কুমুল তর্ক বিতর্ক ...বলা আছে এই সম্মেলনে। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একদলের মতামত হচ্ছে যে, ...কারের কোন বিশেষ ক্ষমতার দরকার নেই এবং ...বস্থা করলেও চলবে। শেষ পর্যন্ত সর্বী ...ক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিয়েছে। ...বলছেন যে নিরাপত্তা বাবস্থার কর্তব্যনিষ্ঠ ...উৎপাদনের মূল উৎসাহও করে ...ন্ত অন্যদলের দৃষ্টি হচ্ছে যে যাদের ...হারের সময়কালে বাড়তি এলাকা ছিল, ...তবে মুক্তির পূর্বে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে ...করত। এখন আবার তাদের ব্যবহারের ...ীয় ইউনিয়নের খাদ্য পরিস্থিতি আগের ...ছে। আন্দোলনের বিষয় এলাকে গান্ধীজীর ...তেই তাঁকে একদল জিজ্ঞেস করেন যি ...সত্যই ঠিক অবস্থা না বুঝে বিহারে ...হয়ে ...ছেন তাহলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কি মনোভাব ...ভারতের জন্য উদ্বেগ হয়ে আছে এবং ...যার এ সম্মেলনে কংগ্রেস কমিটি দুর্ভাগ্য ...ত্তেজনাকারী বর্তমানেটকে নিম্নেন দেবেন।

এখন বিপন্নুক্ত এবং অত্যন্তকারীদলকে ...ই কাজের ছেড়ে পালাতে হবে। এটি যথে ...ন্তরাষ্ট্রিনী দুর্ভাগ্যের অনেক দূর রাস্তা করে ...ছ। কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করার ...ও পাকিস্তানের তাঁবেদার সম্পর্ক নির্ভর ...গান্ধীজী জুনাগড়ের ব্যাপার নিয়ে আলা ...যে জুনাগড়ের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ-...দানের বিষয় সম্মতি আছে এবং তিনি ...করেছিলেন যে, জুনাগড়ের সমস্যা সমাধানের ...ভার ও রায়দানাধিকারের একটা সুযোগ-...দেয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ...তাদের বিবৃতিতে বলেছেন যে- জুনাগড় এখনও ...ও অক্ষুণ্ণ। গান্ধীজী। সমিক্ষার কোন ...া পাওয়া যাবে না পাকিস্তান সরকারের ...ন্ত সকলেই জানবেন। আরও জানা ...ন্যাদের সভর্কর জেনারেল লাভমাউন্ট তা ...ন্তিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদন ...তে ইংরেজ তার পক্ষ সমর্থন করে কাশ্মীরকে ...র অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

১৭ই নভেম্বর—অধিকারী বিলোপ বিলের ...সের উচ্চতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন ...ন ঘটাই বিলম্ব সমালোচনা হউক না কেন ...ছে যাবে। যেমন ইনামদারদের সম্বন্ধে কিছুটা ...র্ঘিবেচনা করবার ফলে রাজস্বমন্ত্রী আমান বিহারেন এবং ...ন্টের সম্মতি সম্বন্ধে তদন্ত দাবী করে প্রতিপ্রতিত তিনি বিহারের এক সভায়। আর একটি সভায় তিনি জোর করে বলেছেন যে ব্যবসার ...ণীদের ও জমিদারদের তিনি একেবারে নির্মূল ...করে দেবেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত কামরাজ আমরা সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদারী লোপ করা অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন আর রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, জমিদারী উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে ঘোষণা ...মিয়েছেন গান্ধীবাদ।

ফরাসী ভারতের জমিদারদের ...ত্রের পরিবর্তনের মূলে ...ন্ত্রিসভাকে জনসাধারণের সঙ্গে করতে পারছে না। এ নিয়ে আবার ব্যাপক বিক্ষোভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ...ন্ত্রিসভা দুটের পর থেকে চলমনা ...ন্তিকরী অবশ্য বলেও সেই বাধীনতাকে সাচ্চা-...কার বাধীনতা বলে কেউই স্বীকার করতে পারছে না। ফরাসী ভারতের নির্বাচিত সেনেটের সভ্য শ্রীযুক্ত দুবিয়া সেইজন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছেন যেন ভারতীয় ইউনিয়ন ফরাসীদের সঙ্গে এবিষয়ে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হন, যাবৎ না ফরাসী সরকার আলোচনার গায়ালয়ে কোন আসনে যেন। শ্রীযুক্ত দুবিয়া আরো অভিযোগ করেছেন যে, ফরাসী সরকার ...ন্তর্বর্তীর বিষের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না এবং অসন্তোষের ব্যক্তি-স্বাধীনতাও এখনো নিরাপদ নয়।

বন্যা অন্ধ্রপ্রদেশের বাদীর সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ...ন্তিসভার প্রবেশের বাদীও দূর হয়ে উঠেছে। বিধ্বস্ত ...ন্তিসভা বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি আজকাল আওয়াজ তুলেছেন যে, একটা সর্বাত্মক তাদিল চাই। কিছুদিন আগে রাজ্যে যে তাদিল কার্য-...ন্তানীদের নিয়োগ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, অন্তবর্তীদের নিয়োগপুষ্ট লাভী করার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং নির্দলীই থেকে করদাতাদিকা সংগ্রহ সমস্ত মূলত তাদিল প্রবেশের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আবার এবিষয়ে সংঘের কোলার বাবী নিয়েও আর একটা শক্তিশালী আন্দোলন বাধা বেঁধে উঠছে এবং ফলে বন্ধ এবং আন্দোলনের ফলে রাজ্যের ...ন্তার ভিত্তিতে নির্বাচনী বা চাঙ্গি প্রবেশ করে উঠবে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজাত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বোর্ডের নির্বাচন হয়ে গেল। শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গম গোবিন্দরাজ, শ্রী এন আর পি, পট্টাভিরাম চেট্টী, শ্রী আর রামনাথন, চেট্টিয়ার, সি আর শ্রীনিবাসন এবং আর সুব্য রাও এই পাঁচজন বলোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।

সর্বশেষের বিবরণীতে জানা গেল এই প্রদেশে ...ন্তরের শিক্ষার অগ্রগতি প্রসার আছে। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই একটা ডাক্তারী কলেজ ...হয়েছে, একটা কৃষি কলেজ খোলা হয়েছে এবং অন্যান্য কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যাও বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার স্কুলের সংখ্যা এবং ছাত্রের সংখ্যা দুই ই বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা যেমন না বাড়লেও ছাত্রের সংখ্যা অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। সেজন্য খাতে সরকারের আয় বেড়েছে ৮০ কোটি টাকা থেকে ১০৮৭ কোটি টাকা পর্যন্ত। শিক্ষা প্রসারের জন্য মোট বাজেটের শতকরা ১২ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে বাজেটের থেকে আর ৯৯ ভাগ ব্যয়ভার বহন করেছে প্রাদেশিক উপজোকার।

যেসব ব্যবসায়ী করাচী থেকে মাদ্রাজ সহরে এসেছে, তাদের জন্য সরকার শুধু চলাচলের না আয়োজন ব্যবস্থা করতে পারে যাতে, এর চেয়ে বেশী কিছু করবার যত অবস্থা এই প্রদেশের সেই একথা পরিষ্কারভাবে মন্ত্রিসভার তরফ থেকে আইন সভায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, মাদ্রাজে মোট ৪টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে এবং আরো দুইটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। এ সি, সি, কোম্পানীর একটি ফ্যাক্টরি আছে মন্দলাগিরিতে (কৃষ্ণা জিলায়) এবং আর একটা আছে বাদুকড়াই এ (কোয়েলাটোর)। দুটো ফ্যাক্টরিতে যথাক্রমে ৮০,০০০ ও ১,৮০,০০০ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়, মিটিনাপল্লির ডালমিয়া ফ্যাক্টরিতে উৎপন্ন হয় ৭০,০০০ টন ও অন্ধ সিমেন্ট কোম্পানীর বেজওয়াদা ফ্যাক্টরি উৎপন্ন করে, ৩০,০০০ টন। এখন ঠেকা করা হচ্ছে বেজওয়াদা ফ্যাক্টরিতে যেন আরো ৬০,০০০ টন বেশী উৎপন্ন করা যায় এবং আর তিনটি ফ্যাক্টরি যেন ১,০০,০০০ টনের মত উৎপন্ন বৃদ্ধি করতে পারে। সিটি ইণ্ডিয়া ফ্যাক্টরীর এখন যে নূতন কারখানা খোলা হবে ভিসেকোলিতে, সেখানে যাতে ১,০০,০০০ টন সিমেন্ট প্রস্তুত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

করাচী

করাচী, ১৭ই নভেম্বর—কাশ্মীরের অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে পাকিস্তান অর্থনৈতিক সম্মেলন সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক প্রদেশের অর্থসচিব দ্বারা পাকিস্তানের অর্থসচিব খোলায় বন্দর এবং পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রিক উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত খোলাও ও কি চাঁদারও উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর যাবার পথে তার অতিরিক্ত খোলাইও একবার ঘুরে যান। বিমানবন্দরে আসা দেশ তাঁর খোলাই আগের উদ্দেশ্য ছিল তখনকার ব্যব-সায়ী মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা এবং করেকজন বিশ্বাস মুসলমান ব্যবসায়ীদের, করাচীতে ব্যবসা স্থায়ীভাবে করবার জন্য প্রোৎসাহিত করা। এই ব্যাপারে তার অভিপ্রেত মাত্র অবশ্যকাশি সাফল্য অর্জন করেছেন। এরমধ্যে এরি মধ্যে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী করাচীতে ব্যবসা স্থানিয়া চালাবার জন্য করেছে। অবশ্য আসবের ব্যাপার একজন মুসলমান ও গুজরাটি, কি সিন্ধী কি পাঞ্জাবী হিন্দুর কাছ থেকে কোন ব্যবসা বা দোকান কিনতে রাজী হননি। এদিকে সিন্ধী মুসলমানরাও বাইরের মুসলমানদের এই অভিযানকে সুনজরে দেখতে পারছে না। চোরাবাজারের দিকে ওঁদের ব্যবসায়ীদের মনও পড়েছে এবং অতি প্রয়োজনীয় মালপত্র বেশীর

ইলিশ পাওয়া সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা যে চুক্তি আলোচিত হইয়াছে তাহাতে সেই বছর মোট ৮৫ হাজার টন ইলিশ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই এখন হইতে এই মালের অংশটা পাকিস্তান সরকার ইলিশ পাওয়া সম্বন্ধে পুরাপুরিভাবে হিসাবপত্র তালাতে সুরু করিবে।

ইসলাম ও ইউনোস বলেন যে করাচীতে এসে মিঃ মালিক এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন যে, পাকিস্তান সরকারের খুব তাড়াতাড়ি একটি শিল্প কমিটি গঠন করা উচিত, এই শিল্প কমিটির তত্ত্বাবধানে আরো কয়েকটি ছোট ছোট মালের যেগুলির কর্তৃপক্ষ হবে বিশেষ শিল্প সংস্থা মূল কমিটিকে পরামর্শ দেওয়া। মিঃ মালিক পাকিস্তানে ও ভারতীয় ইউনিয়নে বিভিন্ন ইঞ্জিন তৈরী করবার আমেরিকার মত নিয়ে বিবেচনা করে দেখা গেল।

মিঃ মালিকের মতে পাকিস্তান সম্বন্ধে কুটির ব্যবসায়ীদের চিন্তা অনেক বেশী কারণ তাদের মূল-নিরাপত্তা প্রদানে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে অনেক বেশী। মিঃ মালিক আশা করেন যে মালের অংশটা পাকিস্তানে একটা প্লাস্টিকের কারখানা খুলবেন বলে জানিয়েছেন।

ছয়জন জাপান কারিকর আমাদের ব্যবসায় মাফিক করা হয়েছে তারা পাকিস্তানে যন্ত্রপাতি নিম্নমানের একটি কাঁচামাল তৈরী করার কাজে নিযুক্ত হবেন।

তাইওঁ সরকার ৮০০০ টন অষ্ট্রেলিয়ার গম পাকিস্তান সরকারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিম্নুক বন্দরটিতে থেকে যে ৩০,০০০ টন গম তাদের সরকার দিয়েছিলেন তার এই কিস্তি দেওয়া হোল।

পাকিস্তানে ইউনিয়নের কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে বীমা ব্যবসায়ীরা অনেকে চিন্তিত হয়েছেন। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ১৯৬০ সালের মার্চ মাসেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ কিরূপ হবে এই চুক্তিতে তার কোন নির্দেশ নেই। যেসব ভারতীয় বীমাকোম্পানীগুলি পাকিস্তান হতে চলে আসতে চায় তাদের ভারতীয় ইউনিয়নে চলে আসার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা এও বোঝা যাচ্ছেনা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য পাকিস্তান সরকারের কোন বিশেষ কড়াকড়ি দেখা যাচ্ছে না। পাকিস্তান সরকার বাঙ্গীয় লোকসভা ও ব্যবস্থা পরিষদ এই দুইটি সাধারণতন্ত্রে কে-আইনী ঘোষিত করেছেন।

পূর্বপাকে ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

পূর্বপাকের ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পে প্রসারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রাজশাহী ও শিল্প মহীর মহাপরিচালক এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সভাপতি ইক্ষু উৎপাদক জমির পরিমাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে চিনির কারখানায় অধিকতর পরিমাণে ইক্ষুর সরবরাহ বজায় রাখা প্রয়োজন। তিনি জানান যে, বর্তমানে উৎপন্ন ইক্ষুর সমস্তটাই এক রাস্তায় কারখানায় সরবরাহ করা হয়। ইক্ষুউৎপাদকগণ যাহাতে ন্যায্যমূল্যে কারখানায় ইক্ষু সরবরাহ করে, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজনীয়তাও তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। ইক্ষু সংরক্ষণ সুবিধার জন্য একটি ইক্ষুগবেষণা এবং

শ্রমিক সংবাদ

ভারতীয় শ্রমিকদের সংখ্যামূলক হিসাব

শ্রমিক সমস্যা ভারতীয় অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহাতে ভারতীয় সরকার শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে সজাগ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। এই সব শিল্প সংস্থাগুলি অঞ্চলগুলি গড়ে তোলা সম্ভবপরই প্রয়োজন। ভারতবর্ষের কৃষিকার্য, জমিজমা, খনি, বাগিচাশিল্প, খাদ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে মোট ১৮ কোটি শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে।

প্রায় ১০ কোটি লোক অর্থাৎ জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৎসরে দুই তিনমাস চারি মাস সময় বেকার থাকে। ভারতবর্ষের অধিবাসী সংখ্যা ৩৩ লক্ষ।

বিভিন্ন প্রকৃতির কাজে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ।

এই দেখে বস্ত্র কাপড়ের প্রয়োজন মাসে এক চতুর্থাংশ বস্ত্রকলির উপর তৈয়ারী হয় এবং ৩০ লক্ষ লোক এই কাজ করে। এই সংখ্যা বর্তমানে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩৭ ভাগ। ১৯৪৪ সালে কাপড়ের কলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৭৭ হাজার। শ্রমিকদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ পর্যন্ত সম্প্রতি হিসাব করা হইয়াছে।

খনি সমূহ এবং রেলওয়ের নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল দুই লক্ষ। ভারতবর্ষে মোট বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১০ হাজার। তাহাতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের অধিক খনি শ্রমিক আছে। ইহাদের মধ্যে ৭১ হাজার জন স্ত্রীলোক ইলেকট্রিসিটিকে বৃদ্ধির কাজ করিতে দেওয়া হয় না।

১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতবর্ষে ২৯টি রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন ছিল এবং ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার।

আর, ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতে রেজিষ্টার্ড ট্রেড-ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৮ এবং ইহাদের মোট সভ্য সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৬৭।

১৯৫৩ সালে মোট ১ হাজার ৮ শত ১৭টি ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ফলে ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত ৩৩ জন শ্রমিকের কাজ বিরতি ঘটে এবং মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮ শত ১৭টি কার্যকরী দিন নষ্ট হয়।

১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের মাসিক আয় ছিল সমর আঞ্চলে গড় প্রতি ২১৯৯ টাকা শত হাজিল টাকা মাত্র) এবং গ্রামাঞ্চলে ১৪৮৯ (এক শত

পাঠকীয়

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

'আর্থিক জগতের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে খুশী হয়েছি, যদিও আমাদের হাতের পত্রিকাগুলির প্রথম সংখ্যা হাতে কোন নতুন প্রকাশ করা বা আমা সোজা করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরর্থক। কারণ, অধিকাংশ কাগজই অতি জীর্ণ আয়ু নিয়ে জন্মায় বলে। তবে আপনাদের পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও প্রথম সংখ্যাটি হাতে আসায় নিরাশ না হয়ে পারা যায় না। তথ্যপূর্ণ মূল্য ও প্রবন্ধগুলি চিন্তাধারা সকলেরই পাঠের সমাজে ও বিশেষজ্ঞদের চিন্তাজগতে সমাদৃত হয়ে থাকে। অর্থনীতির আজ শুধু পুঁথির পড়ুয়াদের সম্পত্তি নয়। আজ সকলেই বুঝতে পারছে অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাত ও প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে ও কাজে কি ভাবে নির্ভীক হয়ে। কাজেই আপনারা যদি আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে সমসাময়িকতার পথ বন্ধন করে সুস্থ ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিবেশন করতে পারেন তবে দেশবাসী আপনাদের কাছে চিরঋণী থাকবে। —ইতি

সুধীর বিশ্বাস
কলিকাতা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আর্থিক জগৎ প্রকাশের জন্য আপনাদের সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা বর্তমান যুগের সরকারের অন্তরে পুরুষ করেছেন। আপনাদের প্রথম সংখ্যা বিশ্লেষণে প্রতিটিকে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির যে প্রয়োজন করেছেন তা একমাত্র আপনাদের উপযুক্ত বলে মনে হয়। আপনাদের এই সুন্দর প্রচেষ্টার পূর্বে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক জগতের প্রধান ছিল। আমাদের দেশে যেসব আর্থনৈতিক আলোচনা প্রকাশিত হয় তার সবগুলোই প্রায় ইংরেজী ভাষায়, কাজেই বাঙ্গালাদেশের যেসব এই প্রথম দেশীয় অর্থনৈতিক আলোচনা প্রকাশিত হবে বলে আমি আশা করি। দীর্ঘ পরাধীনতার অবসানের পর সবে আমরা অর্থনৈতিক প্রগতির পথে চলতে সুরু করেছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এরকম কাগজের প্রয়োজন চরমভাবে অনুভূত হচ্ছে। আপনারা যদি জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে, আপনাদের বিশ্লেষণের রীতি অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গতিবিধি পরিবেষণ এঁকে দিতে পারেন, তবে আপনারা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অনুরাগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন। আশা করি এদিক দিয়ে আপনারা দেশবাসীকে পথনির্দেশ দিতে পারবেন এবং দেশের ছেলে, ছাত্র, অধ্যাপক সকলের সমবায়ের পথ সুগম করে দিতে সক্ষম হবেন। —ইতি

চিত্ত চৌধুরী

সঙ্কলন

রী মূল্যমানের সূচী

অর্থিক পরামর্শদাতার এই বিশ্লেষণ থেকে—
১১, ১৩৩৯=১০০।

বছরের ১৮ই অক্টোবরে যে সপ্তাহ শেষ
হে সপ্তাহের উৎপাদিত দ্রব্যাদির
manufactured articles)। পরিসংখ্যান
ী মূল্যসূচী অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার
তে ১৪৮·৮তে দাঁড়াইয়াছে। পূর্বসপ্তাহে এই
১৪৮·৯৯ ছিল এবং গত বৎসরে এই সপ্তাহের
ল ১৩৯·৯।

বছরের ২৭শে অক্টোবরে যে সপ্তাহে শেষ
। সে সপ্তাহের খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের
চ্যাংক ২৭৯·৩। গত সপ্তাহে এই সূচী ছিল
এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে এই সূচী ছিল

ের মধ্যে পড়তিপড়তা সূচী দাঁড়াইয়াছে ১৮৭·৪
এই সূচী ছিল ১৮৭·৩ এবং গত বৎসর
র পড়তিপড়তা সূচী ছিল ১৪৮·১।

সোলে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা

ন তৈয়ারীর জন্য আমদানীকারকদের নিকটই
: প্রদান করা হইতে পারে বলিয়া জানা
। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুমারিকার আইন
ইয়াছিলেন যে, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং
ধন নিষ্কর্ষে ও কারখানার নিম্নে জারী
এই নির্দেশ প্রকাশ করিয়াছেন। আমদা-
ঞ্জিনের এবং বিভিন্নকারের পুরে কারখানা
ধন বিবেচিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরী

ান মোটরগাড়ী ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষের সহিত
চার বন্ধুত্বপ্রসঙ্গে সম্প্রতি ভারতের শিল্প ও
বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বলেন যে, সরকার এই কারখানা টাকে জাতীয়
। হিসাবে গড়িয়া তুলিতে সিদ্ধান্ত করিয়া-
তিনি বলেন যে, ভারতের পুনর্গঠনে এই
টি একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে।
ক্টরী জানায় যে, এই ফ্যাক্টরীর কেবলের
ে ফর্ণান্ডিজ, সি, কাশি পরজানলয় সহিত
ন এবং মোট অর্থ মিরাটের কর্তৃক তাহা
ইয়াছে।

। ভাতা কমিশন

ভাতের আয়ের উপর কর নির্ধারণ সম্পর্কে
রিতে এবং অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহের
ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি ভাতা
নিযুক্ত করিয়াছেন। আয়করের কেন্দ্র

কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন :—মাননীয় এস, বরদাচারিয়ার (কেন্দ্রীয় কোর্টের কৃতপূর্ব বিচারক)। অন্যান্য সদস্য :—বিচারপতি, রাজাধ্যক্ষ (বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক) ও মিঃ বি, সি মুখার্জির (আয়কর বিভাগের আপীল বিচারকর্তা)।

পার্লামেন্টে বৃটেনের 'সঙ্কট' বাজেট

গত ২৩শে নভেম্বর বৃটেনের অতিরিক্ত 'সঙ্কট' বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। বৃটিশ চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার বলেন যে, দেশী বাজারের সঙ্কোচ করিয়া রপ্তানী বাড়ানোর চেষ্টা করিতে হিসা যাহাতে মুদ্রা-স্ফীতি না হয় সেইজন্যে এই বাজেট করা হইয়াছে।

বাজেটে আয়করের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই, লাভকর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহাতে সাড়ে আট কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত আয় হইবে। অনেক কোম্পানী বেশী লাভাংশ দিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাদের টাকা বাজারে ছাড়িতে হইবে না। মদ ও তুষারক্রীমের টাকা বাড়ানো হইয়াছে। তিনি বলেন, বাজেট ঘাটতি ৩৯ কোটি ২ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। উহাদের যে সব পরিবর্তন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে এক পূর্ণ বৎসরে মোট ২০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আয় হইবে।

বিক্রয়িত মালের উপর টাক্স শতকরা সাড়ে-বারো হইতে পঁচিশ করা হইবে এবং প্রস্তাবিত মালের উপর টাক্স শতকরা শূন্য হইতে দশ করা হইবে।

কেন্দ্রে ঘাটতি বাজেটের আশঙ্কা

১৭ই অক্টোবর হইতে ওপেন মার্কেটে বাজেটে বিপুল ঘাটতি দেখা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ২৬শে নভেম্বর তারিখ উহা কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করা হইবে। তাহাতে বিভাগের জন্য প্রচুর সরকারী অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে। বৈদেশিক এক কোটি টাকা বাদে বিভিন্নের বাকি প্রায়ে মার্কেট পরিচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী আগমন ও তাহাদের পুনর্বসতি বাবদে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় উক্ত পরিচ্ছন্নতা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

কর্মীর কাইজাল আইন

ভারতে ১৯৪৭ সালের কর্মীর কাইজাল আইন ১৯৪৮ সনের ৩১ মে মার্চ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাদেশিক আইনসভার আসন অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত আইনে মোড়লীচ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে সতর্কতা ১৫ ভাগ কর ধার্য করিতে পারেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই বিল পাশ করা না হইলে আইনসভার পুনরধিবেশনের পরে ৬

বাড়ী রিকুইজিশন সম্পর্কে সরকারী নীতি

কলিকাতার বাসাবাড়ীর মালিকদের মন সুস্থির করিবার জন্য দুঃ রিকুইজিশন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, রিকুইজিশনকৃত অধিকৃত দুঃগুলি প্রত্যর্পণ সরকারী কর্মচারিদের জন্যই দেওয়া হইবে। অন্য সাধারণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় অবস্থান অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাও অধিকৃত দুঃগুলির স্থান পাইবেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অথবা পরিবারের কলিকাতায় অবস্থান অত্যাবশ্যক নহে, সরকার তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত কম দুঃ সমস্যা বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল সহরে বাস করিতে পরামর্শ দেন। যদি ঐ প্রকার ব্যক্তিগণ অথবা পরিবারসমূহ স্বেচ্ছায় কলিকাতা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সরকার অন্য উপায়ে নিষ্কাশন সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারেন।

কলিকাতার দুঃ রিকুইজিশন সম্পর্কে আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। স্থির করা হইয়াছে যে, সরকারী কর্মচারিগণ দুঃ পাইলে তাঁহাকে উহার ভাড়া দিবেন। কিন্তু সাধারণের জন্য স্থির করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের নিকট হইতে রিপোর্টেড রিন্টের ডবল ভাড়া আদায় করা হইবে এবং দুঃ অধিকার না করিলে উহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। যাহা হউক, সরকার দুঃের দালালের ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহেন না অথবা প্রতিপক্ষভাবে দালালকেও দুঃ অধিকার করিতে সাহায্যও করিতে চাহেন না।

কৃষি গবেষণার আঞ্চলিক বিভাগ

একই ভৌগোলিক এলাকায় জলবায়ু, মৃত্তিকা, কৃষিকার্যে নিযুক্ত পশু প্রভৃতির মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে এই প্রকার কৃষি গবেষণার কাজ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপরে বণ্টনান হইয়া আছে। ইহার পরিবর্তে এইরূপ ক্ষেত্রে গবেষণার ভার এক একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলিয়া দিলেই কাজের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১২ই নভেম্বর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র নিয়োগীর সভাপতিত্বে বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ আঞ্চলিকরণ পরিষদের বিবেচনার জন্য পরিষদকে বিবেচনা দিয়াছেন।

শিল্প প্রসারে সরকারী অনুমতি

বলদন বিনিয়োগ-বিভাগ বাণিজ্যমন্ত্রী গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৪৭) যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ২৪ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪০ টাকার বলদন আটাইবার অনুমতি

লাভ :

ঋণ প্রস্তাবে আশানুরূপ সাড়ার অভাব

ভারতীয় সরকারের ঋণ প্রস্তাবে আশানুরূপ সাড়া পা যায় নাই। অন্ত ৬৭ পর বিনিময়ের মারফা কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে। সেখানে মেলা ১৮ ঋণপত্র প্রবেশের সময় নির্ধারিত ছিল সেপ্টেম্বরে ১৫ বিনিময়ের সময় এই ঋণ প্রস্তাব বন্ধ করা হয়। পর কেন্দ্রীয় এই টুকুই জানাইয়াছেন যে অপ্রাপ্ত সরকার নিজেই ঘোষাইবেন।

সরবরাহের বাজারে কিছু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত গেল সতর্কতার ভাব এখনও বর্তমান। অধিক মে টাকার অধিকতর চলাচল হইলেও খুব বড় মের বুঁকি লইতে এখনও কেহ প্রস্তুত নহে। ক্রয়-রের এই সতর্কতা কেবলই অমূলক আশঙ্কাপ্রসূত ' রেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু উন্নতি লেও আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে পাকিস্তানের পাটনীতি এবং ভারত ারের আগামী বাজেটের আসন অধিবেশন একটি বেশী উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। তা ছাড়া অধিক রের এই সতর্কতা কেবলমাত্র দেয়ারের বাজারকেই কিছু কাবু করিয়াছে। পাট এবং বস্ত্রশিল্পে যে কিবার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য আসলে দেখ ছেদের রাজনীতিই দায়ী। আজ যে ক্রোটা ক্রেতাদের গুদাম অন্তত কাপড়ে ভরিয়া উঠিতেছে ার কারণ হইল পাকিস্তানের চাহিদার অভাব। রের বিশ্বাসযোগ্য আজ পূর্ব পাকিস্তান আমদানীকারীদের ঘিরে পরিণত। সরকার ইহাদের জন্য বিশেষ া অবলম্বন করায় এই গ্রুপের কোটা বিক্রেতাদের । ধিকার বহু বহুমিয়ন বিভাগের সরকারী গুদামে ীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃপক্ষ যেমন কোটাবিক্রেতাদের অধিকতর বিক্রয়ে অনুমতি দান, তারত ও পাকিস্তানের অন্তর্বা বিনিময়িক চুক্তির অন্ত সম্ভব হইতেছে না। প্রতি অবশ্য সরকার অন্যান্য অঞ্চলের কোটাবিক্রেতা া মধ্যে এই বাড়তি-মজুত ভাগ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ণ করিয়াছেন।

তুলার কথা তো আর বলিবার নয়। কিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানই হইল তুলা উৎ দনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চল। ভারতের ু দেশের চাহিদা ভারতে তুলা আমিবার কোন ারই এতদিন ছিল না।—পাটের জন্য অবশ্য এখন বিকল্পের আশায় টাকার প্রয়োজন হইত, তাহার পাটের জন্য বহুমুখ আমদানীর। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখ মেছে যে পাট হইতে চটকল মালিক ও পাটের ব্যাপারী। খুব সতর্কতার সহিত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবিত বিশেষ করিয়া পাট সম্পর্কিত দাবীর প্রতি রের লক্ষ্য রাখিতেছেন। কাজেই যদি তুলা বা ই উদ্দেশ্যে সেখানকার এই আপেক্ষিক অবস্থার জন্য

ব্যাঙ্কের সূচী :

(কোটি টাকার হিসাবে)

তারিখে যে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে		তারিখে যে কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে	
৩০-৫-৬৯	৪১৫'৩৬	৩১-৫-৬৯	৩৯৮'৩৪
২৭-৬-৬৯	৪৬৫'৩৪	২৮-৬-৬৯	৩৯৭'২৫
১৮-৩-৬৯	৪৯৮'৪১	২৯-৩-৬৯	৩৫১'৪৩
১৮-১-৬৯	৪৬১'৪৪	১-৩-৬৯	৩১৮'৮১
৩১-১-৬৯	৪৬১'২৪	১-২-৬৯	৩০৫'৮৭
২৭-১২-৬৮	৪৪৭'৩১	১৮-১২-৬৪	৩০৫'৮৩
১৩-১১-৬৮	৪১৪'৩১	২৩-১১-৬৪	২৯৭'৩২
৯-১০-৬৮	৪০৬'৪১	১-১০-৬৪	২৯৭'৩৩
১২-৯-৬৮	৩৯১'৮৪	১৮-৯-৬৪	২৯৫'৭৩

দেখা যাইতেছে ১৯৬৮ সালের ২৭ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৬৯ সালের ৩০ এ মে পর্যন্ত সময়ে। অবশ্য ঋণদানের পরিমাণ ৩৯১'৮৪ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪১৫'৩৬ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ে গত বৎসরে সমস্ত বাড়িয়াছিল ২৯৫'৭৩ কোটি হইতে ৩৯৮'৩৪ কোটি টাকা পর্যন্ত গত বৎসরের এই সময়ের বৃদ্ধির পরিমাণের হইতে একটি বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষণীয়। ১৯৬৯ সালের যে মাসে যে ৮ মাস কাল সময় শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ঋণদানের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩১ কোটি টাকা। কিন্তু পরবর্তী ছয়মাসকালে এই পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতর মাত্রায় আসিয়া পৌঁছায়। এই মাসে এইরূপ কোন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় কিনা, তাহা লক্ষ্য করা হইবে।

ঋণদানের সাধারণ খুব স্বচ্ছন্দ না থাকিলেও আমানতের ক্ষেত্রে ঠিকই আছে। ১৯৬৯ সালের ১৫ই মে তারিখে যেখানে ভারতের মোট আমানত ছিল ১,০৯৮'৯৩ কোটি টাকা সেখানে বর্তমান বৎসরের ৩১শে অক্টোবরে ভারত ও পাকিস্তানের মোট আমানত ছিল ১,০৩৪ ৮৯ কোটি টাকা।

* * * * *

খাজাঞ্চীপত্রের (Treasury Bills) বাজারে কিছু চঞ্চলতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। নীলাম ডাকের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা হইতে ৬৭৫ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের জন্য ১ কোটি টাকার খাজাঞ্চীপত্র বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৭ই নভেম্বর তারিখে ইন্দিপেন্ডেন্স ব্যাঙ্কের যে সপ্তাহিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখানো আমানতের পরিমাণ ১৮৪'৩৩ কোটি হইতে বাড়িয়া ১৯৮'২১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। বিনিময়ের মাত্রা ১৮০'৫১ কোটি হইতে ১৯৩'৩৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ধারের ৫৭ লক্ষ হইতে ৭৪ লক্ষ তারিখে বিকার্ড ব্যাঙ্ক যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় মোটের উপরে ১,১৩৩'৩৯ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১,১৩৩'৯১ টাকাতে পৌঁছিয়াছে কিন্তু পরিবেশিত মূলের হার ২ লক্ষ টাকা করিয়া ৩৮'১১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ন্যাশনাল বিভাগে ডাকে সরকারের লক্ষ ১১ লক্ষ টাকা করিয়া ৩৯'৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়া আসিয়াছে। অন্যান্য সরকারী অবদান ৯৮ লক্ষ টাকা হইতে পাইয়া ১'০৩ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। বাজারের তারিখে ৩'৫১ কোটি টাকা হইতে পরিবর্তিত হয় এবং বিদেশী উৎসে ৪৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। বিনিময়ের ধারে ১'৩৯ কোটি টাকার উন্নতি দেখা যায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উৎস ৮'৬১ কোটি টাকা হইতে ৭'৮৭ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সরকারী অবদান ৪'৭ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৫'৫১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে অধিবাসী বিনিময় হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্তানের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষের কম হইবে না। ভারত সরকার এই সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতি জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে পাকিস্তানের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ভারতের মোট অধিবাসী সংখ্যার ১,০০০ এর অনধিক উক্ত সংখ্যাকে আরও কম করিয়া দেখানো যায় কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ফলাফল যথাসময়ে জানানো হইবে।

পূর্বপৃষ্ঠার ১৮ নং স্তম্ভের শেষাংশ

দেশের এই অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া কেবল ডলারের সমস্যার জন্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। রাজনৈতিক দিক হইতেও ভারত সরকার রক্ষণাত্মক ঘরে-দোরে ফিরিয়া। এই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার—এমন কি ইহাকে শিথিল করিবার বুঁকি নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবে না। সুতরাং একটা কথা মনে রাখা দরকার। বন্ধকদের দৃষ্টি পুরিবর্তন করিতে হইলে অন্যান্যের অন্তত আছে—এই বিশ্বাস বিনিময়ের ঘন্টা চালু নিয়ন্ত্রণের অবসান সেই বিশ্বাস সৃষ্টি প্রতিশ্রুতি করিবে। সরকারী দপ্তরের বিভাগের বিকে অভিযোগগুলিকে স্বীকার করিলেও নিয়ন্ত্রণ তুলি করিবার পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না সংস্কারের জন্যই সংশোধনের প্রয়োজন বাড়িল হয় না তবে সরকারী বিভাগের বিরুদ্ধের অভিযোগ গুলি গুরুতর নিয়ন্ত্রণের কাঠামোকে বাদে সাথে সরকা টাকার সমস্যার ও কর্তৃপক্ষীয়দের কাজকর্মের উপ

রাষ্ট্রিক—

শিল্প-প্রচেষ্টায় সরকারের উদ্যম

এবার ইণ্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়েল্‌স লিঃ—১ কোটি টাকা মাত্রাধিক মূলধন এবং ৭ কোটি টাকা অন্তর্যোজিত মূলধন লইয়া উপরোক্ত নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর শতকরা ৪৯ ভাগ টাকা সরকার স্বয়ং বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু স্থির হইয়াছে যে প্রয়োজন হইলেই সরকার ঐ শতকরা ৪ ভাগ অতিরিক্ত মিলের দাবি ছাড়িয়া দিয়া সকলের অধিকারের অধিকারী হইতে পারেন। অবশ্যই এই কোম্পানীর পরিচালকদের মধ্যে সরকারের মনোনীত প্রতিনিধির থাকিবেন এবং তাঁহাদের সভাপতির ক্ষমতাও অধিক হইবে।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-সচিব নৌ-বিভাগের জন্য বার্ষিক সচিব নৌ-বিভাগের ক্ষেত্রেও এক নীতির ঘোষণা করেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে এইরূপ কিছু প্রচেষ্টা একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট নীতি সূচিত হইতেছে। এই নীতির বৈশিষ্ট্য হইল, প্রথমতঃ সরকার অধিকাংশ মূলধনের মালিক হইবেন। ফলে পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারী ও জনসাধারণের স্বার্থ সমধিক রক্ষিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনার নৈপুণ্যের জন্য সরকারকে নানা ব্যবস্থা করিতে হইবে না। তিনি নৌ-সচিব স্বয়ং বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই কোম্পানীকে প্রাথমিক সাহায্য দিয়েও থাকিবেন এবং সেই অর্থের জন্য কোম্পানীর কোন কোম্পানীর উপার্জিত লাভ হইতে শতকরা ৬ সরকারের পাওনা হিসাবে লইয়া এই টাকা সুদসহ শোধ হইবে।

কোম্পানী বিমান তৈয়ারী হইতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাহার নক্সা প্রস্তুত করিবে এবং পরে একমাত্র তাহাই অনুসরণ করিবে। এই বিমানে "লক্ষাধিক মাইলের" গ্রাহক সুলভে পাওয়ার জন্যই ইচ্ছুক থাকিবে। সমস্ত অবশ্য ২ বার করিয়া এই নক্সা পরিবর্তন করিবে। পরে এই বিমানের উন্নতির বিধানের অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানীর ব্যবস্থাও সূচিত করা হইবে। সরকারের এই নীতির পরে যাহাতে বিমানের বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার অথবা শাসন ব্যবস্থাকে সরকারী বাহু অধীনে আসিবার সুযোগ দূর অবশ্য না। এই সম্পর্কে আরও শোনা যাইতেছে যে বিমানের অংশ সরবরাহকারী এক নূতন বন্দর বসাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। রেলওয়ে নির্মাণ কার্য সম্পর্কেও না কি সরকার লাইসেন্সের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

ইস্টার্ন ষ্টীম কোং লিঃ

যে যা বিলাত হইতে কলিকাতায় কিংবা কোন বা যাত্রাপথে দেখা দেয় নাই, তাহা হইলেও অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। শ্রমিক-মালিক-সৌহার্দ্য ও অবসরের সিনেমা ও প্রমোদাগার বাস্প চালিত যান ও যানের চলাচলে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্নদেশের মুদ্রামানেও যথেষ্ট চমৎকার বিরাজ করিতেছে। যাতায়াতের পথ হইতে যাত্রীদের সাহায্যকার্য বিশেষ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। নূতন যাত্রীর সাহায্যে কারখানাকে পুনর্গঠিত করিতেও সরকারের আবশ্যকী নিয়ন্ত্রণ যথা অন্তর্ধান হইয়াছে। এই অবসরে কেহ ইষ্টার্ন ষ্টীম কোম্পানীতে যে ১,৪৪,০০০ টাকা মূল লাভ হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। ফলে লাভ গুণের প্রশংসা ৩,০০,০০০ টাকা হইতে কমিয়া ১,৮০,০০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাধারণ আলোচনার উপর যেন সভাপতিকে পরবর্তী ১০ মাসেই স্থির করা হইয়াছে। কোম্পানীর বর্তমান অবস্থার একটা মোটামুটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল।

অনুমোদিত মূলধন	...	২৪ লক্ষ টাকা।
ইস্যুকৃত	...	১০ লক্ষ টাকা বিশেষ সুবিধার অধিকারী।
সাধারণ অংশ	...	১০ লক্ষ টাকা।
ঋণ	...	১১ লক্ষ টাকা।
সম্পত্তি		
চলতি কারবারের মোট পরিমাণ	...	৪৪ লক্ষ টাকা।
স্থায়ী মাল ও সরঞ্জাম	...	৩১ লক্ষ টাকা।
অতিরিক্ত সরঞ্জামের তহবিলে		
আদায়	...	৩ লক্ষ টাকা।
মূল্য ধার্য	...	৮ লক্ষ টাকা।

এই কারখানা তাম্রপর্ণীর তীরে শিংপুরে অবস্থিত। শ্রম এবং শিংপুর এই উভয় শক্তির যোগাযোগ এই কারখানার যন্ত্র চালিত হয়।

পৃষ্ঠাদৃষ্টে ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এই ঘটনার পরিচয় হইতে সমস্ত কেন্দ্রিকতা পড়া ছাড়িয়াছে, লুকাইয়া লুকাইয়া সিনি-মোতল-কাফে বিক্রীওয়ালার কাছে সেলফিজকে গুজন দরে বিক্রী করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অনুত্ত বন্ধুমহলে "সেলফিজ এবং ফেডার" নামের সম্বন্ধে একটা চিরন্তন রসিকতার বিষয় হইয়া রহিল।

রাসপাতালের ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। সমস্ত এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে, পলায়ও হইয়াছে কম না, কিন্তু আজও সেলফিজ অথবা ফেডার তুলিলে সে তাড়া করিয়া আসে।

'কাছে হইতে' সেলফ্রেডের দেখার আগমনে সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার পক্ষে এতবড় একটা প্রাথমিক ভুল কিছুতেই ক্ষমা করিয়া উঠিয়া যায় না। ইহার জন্য আমাদের শিক্ষিতদল ইংরেজী শিক্ষার দার্শনিক অবতার যে দূরদর্শিতার দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

কিন্তু আপাততঃ আমরা বিদুষী অর্থবিদ্যার পরিচয়ে "আর্থিক জাহাজ" আলোচনা করার ও প্রবন্ধ রচনার সময় বাংলা ভাষার উপযুক্ত অর্থনৈতিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না—যে সব শব্দ মনে আসে এক হয় তাহাতে ভাবার্থ সবটুকু হয় না, নয়ত সেই সব শব্দকেই আমার নূতন করিয়া বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রচলিত দুই একখানি পুস্তকে যে সকল পরিভাষার পরিচয় পাই, তাহার মধ্যে অধিকাংশই কষ্টকল্পিত এবং প্রয়োগযোগ্য নয়।

"আর্থিক জাহাজ" সম্পর্কীয় বিভাগের ফেরুর আলোচনা আমার কানে আসে তাহাতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি। একজন বন্ধু আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লুপ ফ Marginal productivity র মানে কি?" আর একজন প্রতিবাদ করিলেন, "Neo-classicism কে বাংলায় কি বলবে?" তৃতীয় জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা Equation of exchange কে বাংলায় কি লিখবেন?" তখন সমস্ত আলোচনাটা আমাই উকানো প্রশ্নের মত গুমাইতে থাকে।

তবে যে আমার সাহিত্য বিশারদদিগের অনুকূল হইবার যোগ্য, সে দোষের সাহিত্য-অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইহারই মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলা উচিত ছিল। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পণ্ডিতসমাজের দ্বারা পরিভাষা সৃষ্টির বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়াস হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিভাষা তৈয়ারী করার কোন চেষ্টা অদ্যাবধি হয় নাই। ইহা এক-আধ বিদ্বানের কাজও নয়। ইহাতে পরিশ্রম এবং সময় পণ্ডিত সমাজের সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে।

• • • •

কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। কঠিন দরিদ্রতা ও অবসাদের পথে যে দুর্লভ প্রতিভা জীবনের পথকে নিরন্তর করিতে পারে, অনুনা বাংলার তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সেনের পরলোকগমন আমাদের সেই বৈরতে বঞ্চিত করিল। বি, এ, পাস করার পর কোম্পানীর প্রথম পরিচালক শ্রীযুক্ত সেন যৌবনে এস্রারে অব ইণ্ডিয়া বীমা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া পরিণত বয়সে স্থানীয় কর্তৃকেন্দ্রের প্রথম পরিচালক হন। তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইয়া বন্ধীয় জাতীয় বীমাকোম্পানী তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করেন। ব্যবসায় জগতের কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা তিনি দেশের বহু জনহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসা শিক্ষালয় এবং দুইটি বিদ্যালয় তাঁহার এই দেশপ্রেমের অক্ষয় স্মারক হইয়া থাকিবে। বহিত পরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন তবুও আমরা তাঁহার অকাল অন্তর্ধান করিতেছি। তাঁহার লোকান্তর আমাদের পরিজনদের আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

— অনামিকা

আর্থিক ভারত

২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ ; ২৭এ নভেম্বর ১৯৪৭ [মূল্য ।৷০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ	বিষয়	পৃঃ
হাভানা সম্মেলন	৬১	পাটচাষীর বাজার	৬৩
দেশওয়ারি মাসোট	৬৩	অর্থসংকট	৬৩
প্রাসঙ্গিক	৬৫	সংবাদপঞ্জি :— চা, কয়লা	৬৪
বিবিধ	৬৬	বিভিন্ন ব্যবসায়ের বেল মাসোট	৬৫
বাজার অবাধ ইংলাক ৬৬৭ পাকস্তান ...	৬৭	শেয়ার	৬৭
মিত্যের পরীক্ষা	৬৯	সংবাদ	৬৯
বাজারের কথা	৭৩		

হাভানা সম্মেলন

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া বর্তমানে হাভানায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার আসল গুরুত্ব সঠিক নির্ধারণ করিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই সম্মেলন যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে। যুদ্ধসমসাময়িককালে, বিশেষ করিয়া ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে তীব্র অসহযোগিতার মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যুদ্ধোত্তর যুগে পুনরায় যাহাতে তাহা মাথা চাড়া দিয়া না উঠিতে পারে তাহার জন্যই এই সম্মেলনের আয়োজন। বিশ্বসমস্যা সুমিমাংসিত করিতে হইলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা একান্তই অপরিহার্য। বর্তমান সম্মেলনের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে হাভানা সম্মেলনের গুরুত্ব সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

হাভানায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা মাত্র কিনকরেকের আলোচনার ফল নহে। ইহার পিছনে রহিয়াছে সুদীর্ঘ চারি বৎসরের আলাপ চেষ্টা এবং সাধনার ইতিহাস। চার বৎসর পূর্বে যখন যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তখনই লুটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আলোচনা সুরু হয়। 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং নিয়োগ প্রসারের উদ্দেশ্যে মার্কিণ সরকারের প্রস্তাব', এই নামে ১৯৪৫ সালে ইহা প্রকাশিত হইল। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের সহিত ৭৭ চুক্তির এক সর্ত হিসাবে লুটেন এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। তারপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'বিশেষজ্ঞদের কমিটির' লণ্ডনী অধিবেশনে এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। পরে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে তেইশটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক হ্রাসের ভিত্তিতে একগুচ্ছ তেইশটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমান হাভানা সম্মেলনে এই বাণিজ্য সনদকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য অনেক সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে একমাত্রভাবে দায়ী করা হয়। এমন ধারণা করা হইয়া থাকে, হয়ত মনে হইবে আন্তর্জাতিক যে বাণিজ্য সনদের খসড়া বিশ্বব্যাপী ভলার সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনায় এত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরনের যুক্তি কতদূর শেষ পর্যন্ত যোক্তিক টেঁকে না, তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় যে বাণিজ্য সনদের প্রতি মার্কিণ সরকারের এতটা আগ্রহের কারণ বর্তমান যে ঐতিহাসিক কারণে আমেরিকাকে আজ মনোভাব পরিবর্তন করার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অনেকটা সেই কারণেই এই ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে তাহাকে এতটা আগ্রহ দেখাইতে হইতেছে। আসল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে বহির্বাণিজ্যে আজ এক বিরাট সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্যে বার্ষিক মূল্য ২০,০০ কোটি ডলার, তাহাকে আমদানী বাণিজ্যে মূল্য বৎসরে ৮,৫০ কোটি ডলার। পৃথিবীব্যাপী ডলারের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটার ফলে ভবিষ্যতে মার্কিণ রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যাপক সঙ্কোচ আশঙ্কা করিয়া, আমেরিকায় আজ এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাসের আসন্ন অর্থ মার্কিণ অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক মন্দার আবির্ভাব। সেই মন্দা সমগ্র পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং আজ যদি যুক্তরাষ্ট্র শুধু নিজের ঘর সামলাইবার উদ্দেশ্যেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকে, তা

া তাহাকে অভিনন্দন জানান প্রয়োজন, কারণ এই কার্যক্রমের া সমগ্র পৃথিবীকেই আণবিক সন্ত্রাসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

জেনেভার বাণিজ্য সম্মেলনকে বিচার করিতে হইবে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে। ভারতের আশু সমস্যার ান যদি এই সম্মেলনের সাহায্যে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই আমাদের ইহার সার্থকতা। জাতীয় পুনর্গঠনের জরুরী প্রয়োজনীয়তার দিক্ত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে কিনা।

সম্প্রতি বোম্বাই-এ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বাণিজ্য ার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এম্-আর-পিসারই মন্তব্য করেন যে ার আশু চাহিদা মেটাবার সুযোগ দিবার সময় ত তিনটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথমত প্রকার শুল্ক সুযোগে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হইবে ভারত আগামী তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণের উপযোগী হইতে পারে তাহাদিগকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই জাতীয় অর্থের যাহাতে অযথা ক্ষতি না হয় তাহাও বিবেচনা . রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় ত ভারতের নিজস্ব শিল্প বিকাশের সুবিধা আদায় করা। হইতে সহজে যন্ত্রপাতি আমদানী যেমন ভারতের শিল্প প্রসারে করিবে, ঠিক সেইরূপ আগামী তিন বৎসরের মধ্যে যেসকল বস্তু (Consumption Goods) আমদানি করে উৎপন্ন হইতে াহার আমদানী জাতীয় শিল্প বিকাশের পথে বাধারই সৃষ্টি । জেনেভা সম্মেলনে এই বিষয়ে কিছু স্থিরীকৃত না হইলেও করা যায় অন্যান্য সম্মেলনে এই সম্পর্কে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী সচিবের নেতৃত্বে দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন।

ান্য সমস্যের অনেকটি সর্ত সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পপতিদের মনে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। অদ্যাবধি দ্বি-পক্ষ বাণিজ্যের ral- Trade) পরিবর্তে বহু-পক্ষ (Multi- lateral) স্থাপনে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যদি প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে ির হওয়া কি সহজই কঠিন হইবে না? অনগ্রসর দেশে জাতীয় তিষ্ঠার জন্য যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাণিজ্য সম্মেলনে ার ভারতীয় মহলেই ক্ষুব্ধ হইবেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নয় (International Trade Organisation) নিকট যে পাওয়া যাইবে, জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য বোধ হয়। অবশ্যদেশের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাধার সৃষ্টি হইতে কোন সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে এমন কোনও আন্দোলনে যোগদান হইয়াছে। এই সর্ত মানিতে গেলে, ভারতের রাজনৈতিক া অবলম্বনে ক্ষুণ্ণ হইবে। সম্প্রতি বোম্বাইএ এক বক্তৃতায় শ্রীমতী সুহেদারও এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

জেনেভা চুক্তিতে যে অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা বিদেশের দেশগুলির পক্ষে যতটা কল্যাণকর হইবে, অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে ততটা হইবে না। ভারতবর্ষের ন্যায় অনগ্রসর দেশকে শিল্প-সমৃদ্ধ করিতে হইলে আজ প্রয়োজন সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Planned International Trade)। জেনেভা সম্মেলনে এই নীতি কতটা গ্রহণযোগ্য হয় তাহা দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

রেলওয়ের বাজেট

বিগত সপ্তাহের ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভারতের যান-বাহন মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই বর্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে আগামী বৎসরের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এক অন্তর্বর্তী রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। সময়ের দিক হইতে এই বাজেট দীর্ঘকালের না হইলেও আয় ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধির দিক হইতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাড়ার বর্তমান হারের হিসাবে এই সময়ের যাম চলাচল হইতে ভাড়ার খাতে ১০৭ কোটি টাকা আয় আশা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান লাইনগুলিতে যানবাহন চলাচল বজায় রাখিতেই ১০৭·১৮ কোটি টাকা এবং সুদের খাতে ১৩·৪৪ কোটি ব্যয় হইবে। এমতাবস্থায় বিবিধ খাতে ১·১৪ কোটি টাকা আয় ধরিয়া লইলেও ১১·৩৮ কোটি টাকার ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি মিটাইতে গিয়া কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি আপাত অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আগামী বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে রেলে যাতায়াতের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বর্দ্ধিত ভাড়া হইতে ৯·১৫ কোটি টাকার আয় হিসাবে ধরিয়াও ঘাটতিকে পুরাপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই, ৩·১৯ কোটি টাকার ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে। কাজেই অধিকতর ব্যয়সঙ্কুচ হওয়া আবশ্যক হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে যে সাড়ে-সাত কোটি টাকা ভারত সরকারের সাধারণ বাজেটে দেয় বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল—তাহা মানভূর করিয়াছেন। উহার তহবিলের জন্য নূতন কোন সংস্থান তো করাই হয় নাই, বরং ওই তহবিল হইতে ৩·৮৪ কোটি টাকা লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সঞ্চয় তহবিলেও নূতন করিয়া কোন টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে না এবং এই তহবিল হইতেও ব্যয়ের জন্য ৩·২৯ কোটি টাকা এবং সংস্কার তহবিল হইতে ২·৯৪ কোটি টাকা লওয়া হইবে।

বাজেটের এই একতরফা ঘাটতির দিক মোটেই সুখপ্রদ নয়। ব্যয়ভার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়াই আমরা একথা বলিতেছি না। কিন্তু বর্দ্ধিত ব্যয়ভার হইতে নূতন কোন গঠন পরিকল্পনার জন্য কোন খরচই ধরা হয় নাই। অবশ্য বাংলা বিহারের কয়লা খনি অঞ্চলে খনিগুলির পরস্পর সংযোগকারী দুইটি রেলপথ, উত্তর বঙ্গের সীমান্ত ঘেঁষিয়া বাংলা ও আসামের মধ্যে পাকিস্থানের সীমান্তনিয়ন্ত্রিত একটি নূতন রেলপথ, শ্রেষ্ঠ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথের তীমসেন-

শাখার পুনর্গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে কলাই-ডালাইয়া শাখা নির্মাণ রাঁ বাঁধের সহিত রেলপথের সংযোগ সাধন। এই কয়টি নূতন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হিসাবের মধ্যে আছে। কিন্তু বর্ধিত ও বিশেষ করিয়া ভাড়ার হারের বৃদ্ধির পাশাপাশি এই নির্মাণ লাগুলিকে বিবেচনা করিলে উৎসাহিত হইয়া উঠিবার কারণ ভাড়ার বর্ধিত হার নিম্নলিখিত রূপ :—

বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
প্রথম ৩০০ মাইল—মাইলপিছু ১৪ পাই, তদূর্ধে মাইলপিছু ১৮ পাই এবং অতিরিক্ত দেয় শতকরা ১০ ভাগ।	দূরত্বনিরপেক্ষ মাইলপিছু ৩০ পাই।
প্রথম ৩০০ মাইলে মাইলপিছু ১১ পাই। পরে ৯ পাই এবং অতিরিক্ত দেয়।	দূরত্বনিরপেক্ষ মাইলপিছু ১৬ পাই।
মাইলপিছু ৫·৪০ পাই এবং অতিরিক্ত দেয়।	ডাব্বাবাহী গাড়ীতে মাইলপিছু ৯ পাই। সাধারণ গাড়ীতে সওয়া সাত পাই।
অতিরিক্ত দেয় সমেত মাইলপিছু ৩·৬ পাই।	ডাক গাড়ীতে ৫ পাই। ইহা ভিন্ন ৪ পাই।

ই ভাড়া বৃদ্ধির কারণ দেখাইতে গিয়া যানবাহন মন্ত্রী ডাঃ মাথাই য়ের মজুরি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রেলকর্মচারীদের মজুরীর খাতে সতেরো কোটি টাকা বেশী ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন সিদ্ধান্তে সামগ্রীর সরবরাহ সম্পর্কে স্পষ্ট সুপারিশ নাই, তদ্ভাচ রেলকর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অবস্থার ভাল করার দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ফলে কর্তৃ- সওয়া-পাঁচ কোটি টাকা বেশী ব্যয়ভার স্বীকার করিতে হইবে। ল্লা কয়লার মূল্যবৃদ্ধিও অধিকতর ব্যয়ভারের একটি কারণ।

ও বাংলার উৎপন্ন কয়লার মূল্য ২৮৶০ বাড়িয়াছে এবং মধ্য- পর কয়লার মূল্য বাড়িয়াছে ১৮৶০।

ছাড়া ভারত-ব্যবচ্ছেদও এই ভাড়া বৃদ্ধির কারণ বলিয়া যানবাহন ল্লেখ করেন। অবশ্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যানবাহনের ার যে ভাগাভাগির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যুক্ত- ভাগেই অধিকতর সম্পত্তির মালিকানা পড়িয়াছে। নিম্নে সংখ্যাগুলি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

(কোটি টাকার হিসাবে)

	অধিকৃত ভারত	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্তান হিসাবে ভাগের অঙ্ক
র মোট পরিমাণ—	৮৩৭·০০	৬৪৩·০০	৯৮·৭
—৪৭ সালের শেষে—			
লযান্স অফিস—	১২·৬৭	৯৩·২২	১·৮০
রবরাহ সচিব অফিস—	২১·৪৭	১১·৭১	৫৫·৫৩
ন্তি অফিস—	১৩৮১	৭·৯৮	৫৭·৮০

ঔপরিউক্ত হিসাবের সাহায্যে ভাগবন্টনের ভাগে যে রেলওয়ে সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই পড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট হইবে। বিভক্ত রেল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সরকার দর্শবিভিন্নভাবে পার্থক্যের সমস্যা সম্বন্ধে ভাগে বৈশাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। পাকিস্তানের অংশে অপেক্ষাকৃত অল্প সম্পত্তি পড়িবার কারণ হইতেছে এই যে পাকিস্তানের এলাকার যে রেলপথগুলি পড়িয়াছে তাহাদের দর্শপ্রকার আয়ের পরি- মাণও যেমন কম, তাহাদের সৃষ্টি সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ঠিক তেমনি বেশী। অবশ্যই ঔপরিউক্ত তিনটি ভাণ্ডারের যে অংশ পাকিস্তান সরকার লাভ করিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের রেলওয়ে লাইনের মোটামুটি সমানুপাতিক। ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান সরকারের প্রতি প্রীতিপ্রদ আচরণের আর একটি প্রমাণ।

কিন্তু ভাগবাটোয়ারার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কেবল কিছু অধিকতর সম্পত্তিই লাভ করে নাই, সমস্যাও তাহার ভূরিপরিমাণে প্রচুর। বাবচ্ছেদ প্রথমত রেলকর্মচারীদের ৯ হাজারের সমস্যার সৃষ্টি করে। পাকিস্তান হইতে ১২৬,০০০ কর্মচারী ভারতে চলিয়া আসে; পক্ষান্তরে ভারত হইতে ৮৩,০০০ কর্মচারী পাকিস্তানে চলিয়া যায়। একমাত্র ইঞ্জিন চালকদের মধ্যেই শতকরা ১৭ ভাগ লোক ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া যায়। তদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পাকিস্তান নিরপেক্ষ হইয়া যোগাযোগ রক্ষার রাখিতে রেল কর্তৃপক্ষকে অন্যেই রেল পাইতে হইতেছে। একমাত্র বাংলা ও আসামের যোগাযোগ নূতন করিয়া স্থাপন করিতেই পে কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা প্রয়োজন হইবে। মালগাড়ীর কিস হইতেও এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাক্‌যুদ্ধ কালের তুলনায় মালগাড়ী বর্তমানে সংখ্যায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী হইয়াছে, তবুও আটক মালগাড়ীর সংখ্যার অতি বৃদ্ধিতে সেই সুবিধা একেবারেই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। একমাত্র পূর্ব-পাঞ্জাবেই ৭,২০০ মালগাড়ী আটক পড়িয়া আছে। ইঞ্জিনের মেরামতি কার- খানার আয় কাল ইঞ্জিনকে অনেক বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হইতেছে। যেখানে ১৯৩৮—৩৯ সালে একটি বড় মালের ইঞ্জিন সংস্কারে ৪০ দিন সময় লাগিত অধুনাকাল সেখানে ৬৮ হইতে ৭১ দিন লাগিতেছে।

এই সমস্যাগুলি যে গুরুতর এবং কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব যে মোটা মোক্ষাদুলক সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাড়া বাড়াইবার প্রস্তাব স্থাপন করার সাথে সাথে সরকারের রেলওয়ে পরিচালনা ব্যব হ্রাস অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডাঃ মাথাই উক্তে বিহীন ভ্রমণ বন্ধ করিয়াই ৮ কোটি টাকা আয় করিবার আশা করেন। তিনি যদি এই সঙ্গে রেল বিভাগের কর্মচারীদের ছাঁটাই সংখ্য করিতেও বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে ডাঃ মাথাই এই ভাড়াবৃদ্ধি আংশিকভাবে রদ করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বা

প্রাসঙ্গিক

ত্রিপুরার নির্বাচন

ত্রিপুরা উপজাতিপ্রধান ক্ষুদ্র রাজ্য। সেখানে বিধানসভার মোট ত্রিশটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ছাব্বিশটি আসন পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেখানে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কত বেশি। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, সমগ্র দেশে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ত্রিপুরার মতো। ত্রিপুরার উপজাতিরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে, কারণ তাহারা মনে করে যে, কংগ্রেস তাহাদের জন্য যাহা করিয়াছে, অন্য কোনো দল তাহা করে নাই। ত্রিপুরার উপজাতিরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে, কারণ তাহারা মনে করে যে, কংগ্রেস তাহাদের জন্য যাহা করিয়াছে, অন্য কোনো দল তাহা করে নাই। ত্রিপুরার উপজাতিরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে, কারণ তাহারা মনে করে যে, কংগ্রেস তাহাদের জন্য যাহা করিয়াছে, অন্য কোনো দল তাহা করে নাই।

ঢেঁড়া সংসদের সুপারিশ—

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্প্রতি একটি কুকুর দইবার দেখা দিয়াছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার একটি প্রতিযোগিতা একই সময়ে হইবার ফলে সরকার দোটানায় পড়িয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা বাতিল করিয়া সংসদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সংসদের অধিবেশন চলাকালে ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা বাতিল করিয়া সংসদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সংসদের অধিবেশন চলাকালে ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা বাতিল করিয়া সংসদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের নূতন নীতি

ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, নূতন শিল্পের ঔদ্যোগিকরণে সরকারের বহুকোটি টাকা মূলধনী পরিকল্পনা বিবেচনা করিবেন। তিনি বলেন যে, সরকার উৎপাদন, ব্যবসায়, আমদানি ও রপ্তানি সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করায় শিল্পকে সাহায্য ও পরিচালিত করা আবশ্যক প্রতীয়মান হওয়ায়, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারিত হইয়াছে।

ভারতে সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো বোম্বাই শহরে সবল প্রকৃতি হয়। বাজপুতানার মরুময় বালুকাময় অঞ্চল সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ১৯৪৭ সালে ভারতে ও পাকিস্তানে মোট ৫ কোটি ৭০ লক্ষ সবল প্রকৃতি হয়। তাহাদের প্রায় এক কোটি পাকিস্তান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃতি হইয়াছে। এই সময় সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বিভাগের উৎপাদন সবল অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। পাকিস্তান ভারতে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮৭ লক্ষ মণ ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪০ লক্ষ মণ সবল আমদানি হইয়া উক্ত দুই বৎসরে ভারত হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানী হয় নাই।

বর্তমানে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পূর্ব দক্ষিণ বিহার, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ, গুজরাট, মহীশূর, মারোয়াড়, ও বিহারে সবলের মূল বাজারের পূর্ববর্তী সবল অপেক্ষা কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, সংযুক্ত প্রদেশের কোন কোন অংশ, পূর্ব পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে মূল বেশি।

সবল সরবরাহ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে যে দেখা দিয়াছিল তাহার কারণ প্রধানত বোম্বাই-এ উৎপাদন হ্রাস, পাকিস্তান এলাকা হইতে সবল আমদানি বন্ধ, বৎসরের প্রথমাংশে বিদেশ হইতে কম সরবরাহ, যানবাহন সংক্রান্ত অসুবিধা ইত্যাদি। সম্প্রতি চলতি ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ায় বিদেশ হইতে সবলের আমদানী বৃদ্ধি পাওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি অনেকাংশে দূর হইয়াছে। পাঞ্জাবে সবল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সংযুক্তপ্রদেশের যে সকল অঞ্চলে সবল আমদানী বন্ধ হওয়ায় অসুবিধা হইয়াছিল, সেই সকল এলাকায় আসাম হইতে সবল পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মধ্য কলিকাতায় ও বোম্বাই-এ সবল আমদানী বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এ সবলের অভাব করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

দেশের বাহির অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কাপড় সরবরাহের বন্টন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

দিগন্ত

"দিগন্ত" লিখিবার সময় হইয়াছিল যখন ... দিবে নাই। ভাবিয়াছিলাম, চারিদিকে ... রিয়া লইব, রাশি রাশি চিন্তাধারা আমার ... মধ্যে বিলসিত করিতে থাকিবে। কাগজ ... করিলেই আর সেখার অভাব হইবে না। ... সেদিনটি "উল্টা বুঝিলি রাম" হইয়া ... অনুরূপ হওয়া চিন্তাধারা আজ অমাবস্যা-... চিন্তাকাশের বুকে হরদের কথা জানিয়াই ... না বলিয়াছে। আমার মধ্যে কিন্তু ভাবিয়া ... গায় বাস, অথচ ঢাকাচাকিতেও বর্তমানে ... পাওয়া যাইতেছে না। অথচ ইহাদের ... ভরা দলিলে এ...—কাজেই মারুতজনের ... অবধি পরিহার করিতে বলিয়াই মনে ...

... আমার কাছে একটা উচ্চাসের বিষয়বস্তু। ... প্রভূত অবসরের নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ততার ... একটু একটু করিয়া ব্যবহার করিতে পারার ... কোন্ছন্দে আমার ছিল,—যাই এক ... হইতেছে এমনসব সাময়িক চাঞ্চল্যকর ... করিয়া স্বকীয়তাবর্জিত এবং আমার ... স্বচ্ছন্দটিকে ঘোর রস এইসব সকল প্রায় ... নয়।

* * * *

গোবিন্দবাবুর কথাটা একটুখানি বলিয়া ... গোবিন্দবাবু আমার বন্ধু অরবিন্দের ছাত্রাবস্থার ... সাধারণভাবের বোঝি। যখন আমার ... মনে হয় যে মনে হইতে থাকে পৃথিবীতে ... না কোন কাহিনী নাই, ভালোবা কোন ... নাই এবং অমরত্ব ও অপ্রতিহত কোন ... নাই,—যখন আমি অনুভব করিতে থাকি ... কাহিনীই কাহিনী নয় অর্থাৎ, সত্য কথা ... বলে, যখন আমি আর কোন কিছুই অনুভব ... করে থাকে কিন্তু লিখিবার সাধ করিয়া ... পাতা মন লইয়া আবশ্যক করিয়া কাগজে ... মে লিখির পর চৌদিনে বাধা রাখিয়া এক ... ত্রুত হইয়া পড়ি, তেমনতর দুঃসময়ে ... আমার পড়ে তিনি হইলেন গোবিন্দবাবু—... ভিক্ষিনিয়ের বন্ধু, কলকাতাতার সমাকার ... কাও!

আমার তেমনিতর একটি নির্ভাবনের পাল, ... দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, ... ই, অর্থাৎ সর্বদিক ঢাকাইবাই বিস্তারে কিছু ... ই না, সবই যেন স্বাভাবিক, সবই যেন ... , অর্থাৎ সবই ঝোলো, গল্পসুল। —জীবন ... ত্তরায় পালা যদি সাঙ্গ হইয়া গেল ... বিভিন্নকারেটারে ঢাকা গাড়িবারান্দার নিচে ... কি অন্তত বলিল, বলুন ত। আমাদের ... বনগুলির জন্য আজ তেমনি অনুভব করি, ... মুহূর্তে অবাক হওয়া বিষগুলি। আকাশে ... ছা চাকিয়া উঠিলাম, সন্ধ্যাবেলার সূর্যাস্ত, ... মেঘমালা দেখিয়া অবাক লাগিত, অবাক লাগিত ... রাস্তার ধুলা দেখিয়া। একজন বাস্তব হাতের ... হাতের হাতের মুখ দেখিয়া কি যে বিষয় লাগিত ... তেমন এখনও মনে করিতে ভালো লাগে।

চৌদিনের উপহারে মোটা কাগজ কলম চালার ... বিভিন্নকার উপটৌকন বর্জিত করে আমাদের বিভিন্নবয়সের বন্ধু আলাপ-আলোচনার বিষয় ছিল। আজ ফুরাইয়া গিয়াছি সব কিছু পুরু হইতেই আশাভঙ্গ করিতে পারি বলিয়া, অবাক হইয়া গিয়াছি পৃথিবী বিশ্বিত না হওয়ার নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্ত বলে বলিয়া।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দবাবু আমার একান্ত ... হইয়া দাঁড়ান। উহার কথা মনে করিয়া বিস্মিত হই এবং চিত্ত অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ... বলিয়া লোকটার অধিকার, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রায় ... লোক। আমার বন্ধু অরবিন্দ ছাত্রাবস্থায় না ... হইয়া আমাদের দাড়ীর দায়দেনার ব্যাপার নিজে ... হেলেদের অভাবটার অত্যধিক নিজে হেলেদের ... পাতিত হইতে পারিতেন, এমনই খারাপ দেখিতে ... গোবিন্দবাবুকে। কিন্তু গোবিন্দবাবু হইলেন খাতাপত্রের ঠিক বিপরীত, "সমাসের" ভাষায় "কপিতে কি করে বাপু ভুল থাকে?" আতীয় মানুষ। গোবিন্দবাবু মুখ খুলিলে অনুভব মুখ খুলিতে লজ্জা ... হয়। তিনি ব্যক্তির কাজের কাজী, জীবনে ... করেন নাই এমন কথা খুব কমই আছে। যেমন ... এমন কাপড় কেনা করিয়াছেন, নিজে ইয়ার্ক ... চাকরিটি নিজবলে গ্রহের কারখানার কাজ ... করিয়াছেন, বাড়িতে কাজ করিয়াছেন বেশবের। প্রথম ... বন্ধুত্বের সময়ে ছিলেন ফরাসী বেঙ্গলে, তারপর ... দুঃখে-অভাবের সেকেন্ডারি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে পরে ... হাতে কলমে, ছাত্র পান পরিশ্রমিকের পর। ... আপনে শিখাইয়াছিলেন যেসব বৈরাগী শিক্ষা করিতে, ... শিখিয়া নিজের চরিত্র হইতে না মনে করিয়া ... বাংলাইতে আসিয়া এক কাঠের ব্যবসায়ীর কাছে ... চাকরি লইলেন। দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইল নিজেই ... কাঠের কারবার করিবেন, চলিয়া আসিলেন লাভিনের ... পথে ব্রহ্মদেশ। আসার পথে ঘুরিয়া নীচে নামিয়া ... আসিলেন একেবারে ট্যাঙ্কে, মাঝখানে আসিয়া ... তারা হইয়া বসিলেন ফ্রেঞ্চে। কাঠের ব্যবসা বছর ... দুই খুব ভালো চলিল অবশেষে একদিন কেমন করিয়া ... ধরিয়া লাগিয়া সে ব্যবসার হইল অবসান।

গোবিন্দবাবু এবার ফিরিলেন দেশে। বিদেশের ... গ্রামে শিক্ষা চাষবাসের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন ... স্থির করিলেন, পূর্বের অভিজ্ঞতা যাহা কিছু ছিল ... তাহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সুযোগে আত্মীয়ের ... বল বহুপূর্বেই তাহা গ্রাস করিয়াছিল, কাজেই নূতন ... কিছু অর্থ যেনার প্রয়োজন হইল। গোবিন্দবাবু ... বলেন জমিজমা যেন অর্থাৎ মূল্য জমিজমার অর্থের ... মূল্যের চাইতেও বেশী পরিচ্ছন্ন। যখনই জেলার ... গ্রাম, গ্যালেরিয়ার পীড়নের বলিলেই মনে, সেখানে ... ৩ সাকার বাবু পঞ্চাশ্রুতঃ ১০০ টাকা খরচ করিয়া ... এই ফাইল চেইন বছরে কত টাকা কিনিয়াছেন, ... গোবিন্দবাবু অবশ্যই সে হিসাব করিয়াছেন। অরিন্দ ... বলে যে কলিকাতার ফেরে বেশী পড়িয়াছে তাহাতে ... সংশয় নাই।

গ্রামান্তরের-জীবন যাপনের সাধু সঙ্কল্প লইয়া বসিতে ... না বসিতেই গোবিন্দবাবুকে বরিশাল ম্যালেরিয়া। কিন্তু ... সিমের অসাই তাঁহার পৃথিবীযোগ্য লোভার শরীরে ... যেন খুব করিয়াছেন। তাহারই ফলে কুই-এল-আমারার ... সহকর্মীরা তাঁহাকে বলিত "লৌহমানব", আজি ... তাঁহাকে অর্ঘ্য করিতে বসা বইয়াছি "অস্থিসার", ... বলিয়া।

মোটামুটি এইটুকুই গোবিন্দবাবুর পরিচয়, কিন্তু ... ইহার দ্বারা তাঁহাকে কিছুই প্রকাশ করা হয় না। ... তাঁহার কর্মজীবন, আচার ব্যবহার এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ... কথা দিয়াই তাঁহাকে কতকটা বুঝিতে ... পারা সম্ভব। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও জীবন সম্বন্ধে ... তাঁহার বক্তব্যিতার সাহায্য আমাকে ভবিষ্যতে অনেক ... সময়ই লইতে হইবে। আশা করি তখন তাঁহার ... পূর্তি পূর্বিচার করিতে পারিব। অন্তত...পক্ষে আমার ... কিক হইতে ভুলিবার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। • আজ ... শুধু যে তিনির পাতা যাইবে না রাত্রির ... বিজ্ঞাপনের ... এতখানি লিখিবার পর এই ... বলিয়া বর্জমান বিষয় শেষ করিতে চাই যে ... "দিগন্তে 'গোবিন্দবাবুর কথার সূত্রপাত করিয়া আজ ... এইটুকুই যেখেন করিলাম, আজ "দিগন্ত" লেখা ... হইল।

* * * * *

মিঃ ফ্রেড স্পেন্সের ছোট্ট আমেরিকার বিখ্যাত ... বিজ্ঞাপনপরিবেশক গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানী ... কর্তৃক ভারতবর্ষের জেনারাল অ্যাডভার্টাইজিং ... (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড এবং করার সকল বন্দোবস্ত কিছু ... দিন পূর্বে সম্পন্ন হয়। জেনারাল অ্যাডভার্টাইজিং ... এর কর্তৃপক্ষের গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর সহিতের ... সম্পর্কিত হইয়াছে এবং মিঃ উইল গ্রান্ট স্বয়ং ... আগামী আগস্টের মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া জেনারাল ... অ্যাডভার্টাইজিং-এর ব্যবস্থার করেকটি অ্যামেরিকান ... ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনপরিবেশনের বন্দোবস্ত ... করিয়া যাইবেন স্থির হইয়াছে। কিন্তু জানীয় ... বিজ্ঞাপনব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িকদের প্রচার ... করা, ইহাই গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর, প্রধান কাজ ... হইবে।

ইতিমধ্যে এইসব বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করার ... জন্য গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর সহ-সভাপতি মিঃ ... জর্জ যেনা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার ভারত-... বর্ষে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই জেনারাল অ্যাডভার্টাইজিং ... কোম্পানীকে গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর ভারতবর্ষিত ... প্রধান অফিসে রূপান্তরিত করার কাজ আরম্ভ হইয়া ... গিয়াছে। মিঃ জেনা ভারতবর্ষে পৌঁছানোই শ্রীযুক্ত ... অপেক্ষপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে ম্যানেজার পরিচালক ... (ডিরেক্টার অব ম্যানেজ) নিযুক্ত করিয়াছেন। ... শ্রীযুক্ত চৌধুরী কলিকাতার অভিজাত সমাজে ... সুপরিচিত। আমরা তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

বস্ত্রের অভাব

অধ্যাপক শ্রীলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বস্ত্র সমস্যা বাঙ্গালার একটি প্রাথমিক চাহিদা। ইহা কি খাদ্য হইতেও ইহার প্রয়োজন বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এবং সস্তা দরকারী না পাইয়া বহুদিন কয়েকদিন ভিক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ত্র পরিধান না করিয়া এক মুহূর্তও তাহারা জীবনধারণ করিতে রাজী হইতে পারে না। এমন কিছু দেশের মুসলমানকে খাদ্যসমস্যা অপেক্ষা কোনপ্রকারেই ছোট করিয়া দেখা হয় না বলে এই জন্যই স্বাধীন ভারতের যেন জাতীয় সরকার বস্ত্রের উৎপাদন ও বন্টন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না যদি জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা এই সরকারের আদর্শ হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণকে একদেশীয় স্বার্থান্বেষী বিশ্লেষক ও বড় বড় ব্যবসায়ীর লাভজনক বিষয়ে পরাধীন হইয়া থাকিতে দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৪০ সাল হইতেই এইরূপ বন্দীদশা চলিতেছে এবং ভারতীয় সরকারও এই নিয়ন্ত্রণ-কবল হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে সমর্থ বা উদ্যোগী হইতেছেন না। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হইয়াছিল জনসাধারণের স্বার্থে নয়, বৈদেশিক সরকারের যুদ্ধের চাহিদা মিটাইতে। কাজেই তৎকালীন সরকার নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর স্বাধীনেরই বস্ত্র কি করিল বা না করিল, সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নাই। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আজকার নিয়ন্ত্রণের আদর্শ—যুদ্ধের চাহিদা মিটানো নয়, জনসাধারণের লজ্জানিবারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত পরিস্থিতির সহিত সম্যক পরিচয় না থাকিয়াই বিদেশ কোন গঠনমূলক জনমত গঠন সম্ভব হয় নাই বা হইতেছে না। আজিকার সরকার জনসাধারণের কোন বলীয়ান মতামতকে উপেক্ষা করিতে পারে না, কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের এই মৌলিক চাহিদাটি মিটানোর সমস্যাগুলি কি, তাহা অন্ততঃ মোটামুটিভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

কেন এই অভাব ?

আমেকেই বলিয়া থাকেন—কই যুদ্ধের পূর্বেতো এমন অভাব ছিল না। কাপড় কেন কোথায়' যুদ্ধের অজুহাতে যে কয়েক বৎসর ধরিয়া বেশী অসুবিধা হইতেছে, ইহা সকলেই উপলব্ধি করেন এবং কারণস্বরূপ নানাকথাই বলা হইয়া থাকে। যেমন—কয়লার এবং অন্যান্য কাঁচামালের অভাবে এবং অধিক বর্ষণহেতু ফলে কয়েক উৎপাদন, বিদেশীদিগের অসহযোগ, সরকারী অব্যবস্থা, কয়েক খামখেয়ালী, বেশী রপ্তানী, জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে চাহিদার বৃদ্ধি, মুনাফাখোরের চোরাকারবার ইত্যাদি। যুদ্ধের কয়েক বৎসর চাহিদাকেই অভাবের সবচেয়ে বড় কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। বিভিন্ন আলোচনায় এক একটি কারণের উপর অত্যধিক জোর দিয়া [illegible] করিয়াছেন। অবশ্য সবই আলোচনা ও সমালোচনার, কিন্তু জনসাধারণের যে অভাব সেই অভাবই থাকিয়া যাইতেছে।

আমাদের বস্ত্রাভাবের মূলে যুক্তিতে হইলে প্রথমেই আমাদের চাহিদা কত, তাহার ধারণা করা দরকার। যুদ্ধের পূর্বে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যাহাই থেকের চাহিদা বা প্রয়োজন পরিমাণ করা হউক। এই ক্রয়-ক্ষমতা অনুসারেই দেশের বিশ্লেষিকেরা উৎপাদন করিতেন এবং ব্যবসায়ীরা বস্ত্র আমদানী করিতেন। ক্রয়ক্ষমতা কম ছিল বলিয়াই উৎপাদন বা আমদানী বৃদ্ধি করা হয় নাই। আমেরী "চাহিদা" বলিতে "ক্রয়ক্ষমতাই" বুঝিত হয়, "প্রয়োজন" নহে। মোটা হারতন্ত্রে যুদ্ধের আগে বৎসরে মাথাপিছু মাত্র ১৩ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার তাৎপর্য এই যে, ক্রয়ক্ষমতা যারা নিম্নতর মোটামুটি দেশের মধ্যে লোকসংখ্যার অর্ধেক ভাগ ছিল এই সংখ্যাটি দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই এই ১৩ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিত না। এখন যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দেশের মধ্যে সমাজের এক-তৃতীয়াংশই আছে যারা বছরে এক জন লোকের হাতে এবং দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক মাত্র এক তৃতীয়াংশ গজও ভোগ করে, তবে হইলেই ধরণা করা যায় যে, দেশের অধিকাংশ লোকই এই ১৩ গজ বস্ত্রও ১২ মাসে ব্যবহার করিতে পারে নাই। তুলনা করিতে গিয়া এখন যদি দেখা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বাৎসরিক বস্ত্রাদির ব্যবহার হইতেছে ৬৬ বর্গ গজ, ইংলণ্ডে ৩১ বর্গ গজ, রাশিয়ে ২০ বর্গ গজ, জাপানে ২১ বর্গ গজ—তাহা হইতে কি পরিষ্কার হয় না যে, অভাব আমাদের যুদ্ধের পূর্বেও ছিল! তাহার এই যে, পূর্বে ক্রয়ক্ষমতা দ্বারাই চাহিদার বিচার হইতেছিল এবং সেখানে জনসাধারণ ভিত্তিতে এই বিচার করা হইতেছে।

ধরাবাঁধা দেশের মূল প্রশ্নে নিম্নে মূল প্রয়োজনীয় লজ্জানিবারণ ভারতীয় মাথা অন্তত অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে যাহা হইত। অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা ছিল, আমদানীর সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু ক্রয়ক্ষমতার অভাব এই সুবিধাকে অকেজো করিয়া দেয় নিয়ন্ত্রণ সংখ্যাতত্ত্ব হইতেই প্রমাণিত হইবে যে যুদ্ধের পূর্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল এবং যুদ্ধের সুরু হইতেই বাজার অসুবিধা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে। যেমন ১৯৪০-৪১ সালে সমস্ত ভারতের কারখানায় কলগুলিতে ৪৮৭ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে উৎপন্ন হইয়াছিল ৬২২ কোটি গজেরও বিশু গজ। এই সংখ্যাকলিতে ধরিত ছিল দেশের ক্রয়ক্ষমতার অভাবের ফল। যুদ্ধের জন্য উৎপাদন বাড়িল, কিন্তু আমদানী প্রায় বন্ধ হইল এবং ভারতীয় উৎপন্ন বস্ত্র মাথাপিছু প্রয়োজনের তুলনায় পরিমাণে কম এবং ব্যয়ও কম হইল। ফলে মোট মোজাম প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া যায়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার কোন বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাজারে চালু টাকার পরিমাণ ১৯৩৯ সালের অপেক্ষা ১৩০ কোটি হইতে ১২০০ কোটিরও অধিক দাঁড়ায় এবং এই বর্ধিত অর্থ সাধারণভাবে কিছুটা ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি করিলেও ধনিকদেরই আরও অর্থশালী করে। একদিকে মোট ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং ইহার বৈষম্যমূলক বন্টন এবং অন্যদিকে মাথাপিছু বাৎসরিক মাত্র ১৩ গজ মোজাবের ও এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি (অর্থাৎ গড় পড়তায় ১১ মাসে মাত্র ১১-১৩ গজ মোজাব)—ইহাই সাম্প্রতিক বস্ত্র বিশ্লেষণের ফল হইল। অর্থাৎ বস্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় হইলে সংক্ষেপে বলা যায় যে—প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের সরবরাহ অধিকতর কমিয়াছে, অধিক ক্রয়ক্ষমতাশালী শ্রেণীর হাতে দেশের চাহিদা মিটাইবার ফেরেয়ো হয়েছে, বিশ্লেষিক ও বড় বড় ব্যবসায়ী শ্রেণীর এই পরিস্থিতির সুবিধাগ্রহণ এবং সরকারের অসহযোগিতায় সমস্যা সমাধানের অনিচ্ছা বা অক্ষমতা।

জনসাধারণের বস্ত্রের মোজাব

জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের মোট মোজাবের পরিমাণ নির্ণয় করে নিম্নলিখিত কয়েকটির উপর :—

(১) ভারতের জনসংখ্যার উপর বস্ত্রের পরিমাণ,
(২) আমদানীর পরিমাণ
(৩) তাহার উৎপাদনের পরিমাণ

এবং (৪) বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ। অর্থাৎ বস্ত্র দুর্ভিক্ষের ইহার মোট পরিমাণ সমস্ত দেশবাসীর তুলনায় সামান্যই। কাজেই আমাদের মোটামুটি হিসাবে ইহার পরিমাণ না ধরিলেও চলে। যুদ্ধের জন্য বৎসর মোট মোজাব হইতে একটি বিশেষ অংশ সমরিক প্রয়োজনে সেনা রাখা হইয়াছে এবং এই পরিমাণ সমস্ত দেশের জনসাধারণের বস্ত্রের মোজাব হইতে কমিয়া গিয়াছে।

এই সকল পরিমাণের ভিত্তিতে প্রথমে মোট মোজাবের হিসাব প্রস্তুত করে প্রথম অসুবিধা হইতেছে এই যে, দেশের উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন পাকা হিসাব নাই এবং যুদ্ধকালীন বর্ধিত প্রয়োজনে মূলতঃ বস্ত্রের প্রকৃত পরিমাণ পাওয়া যায় না। তাহার উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে ভারত সরকার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের কমিটি প্রকাশিত অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানগুলি তো সবই গাণিতের ভিত্তিতে, মোট চালু কলের ভিত্তিতে বা অন্যান্য অন্যান্য ভিত্তিতে করা হইয়াছে। তাহাতে প্রকৃত হিসাবে ১৯৪১—৪২ সালের বস্ত্র পড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন হইয়াছে মোটামুটি ১১০ কোটি গজ। ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের পড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৩ কোটি গজ। সরকারী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে যে হিসাব এই কমিটি করিয়াছেন, তাহাতে এই পাঁচবৎসরের পড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন ধরা উচিত ১৪৩ কোটি গজ। আসল চালু কলের ভিত্তিতে যে হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে পড়পড়তা উৎপাদন দাঁড়ায় বৎসরে ১।

...। এই বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে ...সরে পড়পড়তা উৎপাদন ...পর করা যায়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সাল ...মানী সূত্রের পরিমাণ তাৎপর্যের ...মায় (আহমেদাবাদ :—১২৩৯-৪০=৩ কোটি ৮৩, ১৯৪০-৪১=১ কোটি ১৩ লক্ষ; ১৯৪০-২১ হাজার পাউণ্ড) এবং দেশীয় মিলে ...। দেশী কলিকা মিলেরের বস্ত্রোৎপাদনে ...ধার হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ...হইবে বেশ কমিয়া গিয়াছে। মোটামুটি ...নকে উৎপাদনের যুদ্ধকালীন পরিমাণকেও ...পন্ন করিয়াছেন। বোধ হয় ১৯০ ...বরাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে এবং ...ধরা হইল।

...রেও কোন পাকা হিসাব প্রকাশ ...এবং প্রতি বৎসর সমানও মানে যাই ...বলা হইয়া থাকে যে, যুদ্ধকালে ...কোটি গজ কাপড় তৈরী ও দেশের ...জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। স্মরণীয় বিষয়ে ...সরকার যে, যুদ্ধের কয় বৎসর ব্যবহৃত ...হয় নাই সরকার বা ঐ জাতীয় বিদেশী ...বেসরকারী কর্তৃপক্ষও হিসাবের মধ্যে ...যাই।

...মনে করেন যে, এই অনুমানী পরিমাণ প্রায় ...ধর উৎসাহ উদ্দীপনা, বর্ধিত প্রকাশিত ...পাওয়া যায় না। প্রকাশিত হিসাবে ...ন্ত, তাহাই শুধু নিম্নে ধরা হইল। এখন ...হিসাব যুদ্ধকালীন কি দাঁড়াইয়াছিল, ...উক।

বস্ত্রের যোগান (১৯৩৯-১৯৪৪)

(কোটি গজের হিসাবে)

	১৯৩৯-৩০	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১
...	৪২৬'৩	৪০১'১	৪১৯'৩
...	৬৪'৭	৫৭'৯	৪৪'৬
...	১৪০'০	১৪০'০	১৪০'০
...	৬৩১'৬	৫৯৮'১	৬১১'৫
..	১৯'৫	২০'৮	৪০'৪
...ত জন্য	...	১৪'০	১৪'০
...	৬২১'৩	৫০০'৩	৪৯৩'১

...হইতে দেখা যাইবে যে, ভারতের ৪০ ...১৯৩৯-৩০ সালে দেশবাসী পাইয়াছিল ...ন কাপড়, সেখানে ১৯৪২-৪৩ সালে ৩৩ কোটি গজ কাপড়, অর্থাৎ মাথাপিছু ৩ গজের পরিবর্তে ১০ গজেরও কিছু কম ...বৎসরে এই যোগান দাঁড়ায় মাথাপিছু

...ল মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, যুদ্ধের ...সময় যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ...য়া ১৪ ভাগ এবং যুদ্ধের শেষ বৎসরে ইহা ...ভাগ বেশী কিন্তু এই সময়ে আমদানী ...এবং রপ্তানী বাড়িয়া যায় তিন ভাগ

যোগানের বাড়তি—এই দুই ঘটনারই দরুণ অর্থনৈতিক ...সাধারণ লেনদেনকে বিঘ্নিত করাতে না হইতে হয়, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা দেশের তৎকালীন সরকার করিতে পারেন নাই বা করিতে সামর্থ্য হন নাই।

১৯৪৫, '৪৬ ও '৪৭ সালের যোগান

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক ও অন্যান্য সরকারী চাহিদা কমিয়া যায় এবং ১৯৪৫ সালে ইহা ৪২ কোটি গজে পরিণত হয়। ১৯৪৬ ও ৪৭ সালে এই চাহিদা আরও কমিয়া যায়। অনুমানী কিন্তু বৃদ্ধি পাইলেও মোট যোগানের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই। অনুমানী ১৯৪৫ সালে ৬০ কোটি গজ হইয়াছিল এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় ১৮০ গজ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই উৎপাদন ১৯৩৯ এবং ১৯৪১ সালে আবার কমিয়া গিয়া মোটামুটি ১৩০ কোটি গজ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎপাদন কমিয়া যথাক্রমে ৪৮৭ কোটি ও ৫২২ কোটি গজে দাঁড়ায়। মোটামুটিভাবে যুদ্ধের পরের এই তিন বৎসরে মাথাপিছু বাৎসরিক যোগান দাঁড়ায় যথাক্রমে মাত্র ১৪ গজ, ১৪'৭ গজ ও ১২'৫ গজ। এখানে মনে রাখা দরকার, যুদ্ধের পূর্বেও মাথাপিছু বাৎসরিক যোগান ছিল ১৬ গজ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্বেও সচ্ছলতার প্রয়োজন ১৯ গজ কাপড় কিন্তু সকলেই পাইত না। অধিক বিত্তশালীরা ২০ গজ হইতে অনেক বেশী ব্যবহার করিতেন এবং দরিদ্রের শ্রেণীর ব্যবহারও কোনক্রমে বৎসরে ১০৮০ গজের কম ছিল না। এখন এই ক্ষতিপূরণ যোগান হইতেও এই সকল শ্রেণী নিজ নিজ চাহিদা অন্তত অর্থনৈতিক দিক মিটাইতে চায়, তাহা হইলে দেশের বাকী অংশের যোগান যে ১২ গজে ৭।৮ গজে দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য। যোগান বৃদ্ধি

১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
৪৯৯'০	৫১০'০	৬০৮'০	৪৭১'৩
১৮'১	১'৩	৩	'৪
১৪০'০	১৪০'০	১৪০'০	১৪০'০
৬০৭'৪	৫৪২'২	৬৯৭'৩	৬১৩'০
৮৪'৮	৮৩'৫	৬৩'২	৪১'৮
১৫'০	১৪'০	১৪'০	৫'০
৪৪৮'৬	৩৯৩'৭	৫০৪'১	৪৯৫'২

করাই বাঞ্ছনীয় হইতেছে বর্তমানে প্রথম প্রয়োজন। কার্যকরী-ভাবে যোগান বৃদ্ধি করিতে না পারিলে বস্ত্রসমস্যার কোন রূপ সমাধানই সম্ভব নহে—যেমন ব্যবস্থা যাহাই করা হউক না কেন।

উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় কি না

যুদ্ধের প্রথম দিকে মিলমালিকেরাই স্বনামে বেনামে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের করণা সরকার, ঠাকুরদাস সরকার প্রভৃতি বিলিয়া ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। সম্প্রতি ভারতের জাতীয় সরকার এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং সূতা ও কাপড়ের দেশজাত উৎপাদন ফাঁকিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইহাতে উৎ-পাদনের কাপড়ের কলগুলি কতটা কাজ করিবেন, কে জানে। উৎপাদন বৃদ্ধির বহু কলকব্জা লণ্ডনের ১৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ৫৪ ঘণ্টা চালাইবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নিকটও আবেদন করা হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে বস্ত্রের উৎপাদন অন্তত শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত "তুলাজাত বস্ত্র পরিকল্পনা কমিটি" তাঁহাদের বিবরণীতে আগামী পাঁচ বৎসরে দেশে নূতন ৭৫ হাজার তাঁত ও ৫৭ লক্ষ মাকু প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের উৎপাদন ১২০ কোটি গজে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার হিসাব নিম্নরূপ :—

দেশের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা	=	৯০০ কোটি গজ
নূতন উৎপাদন	=	১২০ " "
তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন	=	১৫০ " "
মোট	=	১০০ কোটি গজ
লভ্যাংশ—৮০ কোটি গজ		

(আহমেদাবাদ, দেশ বাকিরে—১২০ কোটি গজ

এই হিসাবে ভারত ও পাকিস্তানের বর্ধিত জন-সংখ্যা বর্তমানে বৎসরে মাথাপিছু ১৮ গজ করে পাওয়া যাইবে, আহমেদাবাদ যদি মাও হয়।" কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইবে কি না। অবশ্য যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, আগামী ৫ বৎসরে সামান্য যন্ত্রপাতিই পাওয়া যাইবে। কাজেই এই পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু একথা ঠিকই যে, মিলের মালিক শ্রেণী যাহাই বলুন না কেন, সকলে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইলে উৎপাদন প্রায় ৫০০ কোটী গজ করা সম্ভব।

তাঁতবস্ত্র ও খাদির উৎপাদন

"তাঁতবস্ত্রের তদন্তকারী কমিটি" তাঁহাদের বিবরণীতে সমগ্র ভারতবর্ষে ৪০ লক্ষ তাঁত আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এই শিল্পে স্বাভাবিক সময় নিয়োজিত ছিল এবং এই শিল্প দ্বারা দেশের ১ কোটী লোকের ভরণ-পোষণ চলিত। এই কমিটির এক হিসাবে প্রকাশ যে, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন ১৩২ কোটী গজের বত হইতে পারে এবং সূতা ও অন্যান্য কাঁচামালের যোগান ঠিকমত দিতে পারিলে উৎপাদন ১৯০ কোটীরও বেশী হইতে পারে। কাজেই প্রস্তাবই যদি দেশে কয়েকটি তুলু সূতার কল কমান যায় এবং কিছু সূতা আমদানী করিয়া তাঁতিদের মধ্যে যোগান দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেশের বস্ত্রের মোট যোগান বৃদ্ধি করা বেশ খানিকটা সম্ভব।

খাদির কাটা সূতার পরিমাণ যে ঠিক কত তাহা জানা নাই, কিন্তু উপরোক্ত কমিটি ইহার পরিমাণ বাড়ে দুই কোটী পাউণ্ডের বত হইবে বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ইহার অর্থ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী

ধৈর্য্যের পরীক্ষা

('আর্থিক ভারত'-এর বিশেষ সংবাদদাতা)

যদি ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর সেদের বাজেটের আসল কিরূপ হইবে একথা পূর্ব্ব হইতেই কেহ বলিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে সেই ব্যক্তিটির নিকট সেদার বাজারের ক্রেতাবিক্রেতাদের যে ঋণের পরিমাণও থাকিত না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতীত ইতিহাস বিবেচনা করিলে, সেদার বাজারের ভাগ্য-কাশের ফল যে এই পরিবর্ত্তনকালের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন নাই এবং ক্রেতাদের পক্ষেও যে অধিকাংশ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বেশী মাল কিনিয়া আটকাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। গত বৎসরে তালিকাভুক্ত এবং নূতন কোম্পানীর সেদারের মূল্যে কি পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে তদ্বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করনা করা হইয়াছে। তখনি প্রতিপন্ন হইতে হইবে যে ওই মূল্যহ্রাসের পরিমাণ ১৮০০ কোটি টাকার কাছাকাছি এবং এই লোকসানের আংশিক ক্ষতিপূরণও না করিতে পারা যায় তাহা হইলে শিল্প ও কৃষি বিষয়ে ত্রিবিধ পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করা কঠিন হইবে।

চিরকালই বাজারে উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে সঙ্কট উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সব সঙ্কট কোনদিনই দুরতিক্রমণীয় হয় নাই এবং ওই সব দুর্দ্দিনকে কাটিয়া গেলে বাজার আবার একটা সরল ও স্বচ্ছন্দ অবস্থাতে পৌঁছায়। কিন্তু সেদার বাজারের ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে এত ক্রেতাবিক্রেতাকে জড়াইয়া, এত টাকার অঙ্ককে মূল করিয়া এবং এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা আর কখনও ঘটে নাই। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে উচ্চমূল্যের দুষ্টচক্র হইতে বাজারের আকস্মিক পতন হুরু হয়, আলোচনা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে সে উচ্চমূল্যও প্রকৃতই উচ্চ ছিল না এবং সেখান হইতে পতনারম্ভেরও কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

"সেবমূর্ত্ত" দুরাবস্থার "ভিসেই অ্যাকর্ড" বাজারের আকস্মিক পতনের সূত্রপাত করে। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরের কথা আবশ্যিক। আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারের চরম দুরবস্থার সেই দিনগুলির কথা আজ আর বেশী করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে বিগত বৎসরের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিবার জন্য সেদারবাজার যখন চেষ্টা করিতে লাগিল। সেদারের ন্যূনতম মূল্য হ্রাসবার ব্যবস্থা করা হইল এবং আশা করা গেল যে ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেটে অপ্রত্যাশিত কোন প্রস্তাব যদি কিছু না থাকে তাহা হইলে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া বাজার ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিবে। কিন্তু ফাল্গুনের আরম্ভের দিকেই সিরাজত আলী এবার তাঁহার "সমাজতান্ত্রিক" বাজেট উপস্থাপিত করিলেন। এই রাজনৈতিক বাজেটের সাহায্যে অন্তর্বর্তী যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পবাণিজ্য এবং সম্পদশক্তির মূলদেশে কি সিরাজত আলী কথা মুসলিম লীগ প্রধানরা না করিয়া পারা যায় না। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে এই বাজেটকে এমন উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া মনে হয় যে বড় সরলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে ইহাকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাহারাও আজমের করিয়া আঙুল কামড়াইয়াছেন।

পাকিস্থানের নিজস্ব আমদানী রাজেই আমরা ভৌগলিকের সহিত লক্ষ্য করিব এবং এখন কি সিরাজত আলীর সরকার কি পন্থা অবলম্বন করেন সে বিষয়ে সতর্কতা থাকিব।

যাহা হউক সিরাজত আলী বাজেটে যাহাই নূতন কর ও সম্পদশুল্কের বিভিন্নবিষয়ের ধারণার ফলে দুর্ভাগ্য সেদার বাজার চুর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনেকেই মনে করিলেন যে সেদারেরবাজারের সেদিনের আশা-ভরসা :

যে যাহা হউক পর্ব্বদিনে ক্রেতাসাধারণের মৌরাসুম, শিল্পবাণিজ্যের দুরবস্থা হেতু, সেদের আন্তর্জাতীয় সোনা-রেপ ইত্যাদি কারণে বাজারে ক্রয়শক্তি কিছুতেই ফিরিয়া পাইতেছে না। ফলে মার্চ্চ-এপ্রিলের প্রথম দিকে সেদার বাজারে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল এবং স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরবর্তী সময় পর্য্যন্ত কিছুটা ভাসা-ভাসা ও অসার ভাবী বাজারে পরিলক্ষিত হইল। অবশ্য মাসের প্রথম সপ্তাহে এই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ২১ টাকা হইতে ৩৬৲ টাকা অবধি ওঠে। কণ্ডক্টর ওঠে ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক বিভ্রাটেই যে আমাদের সুখের অবসান হয় নাই, তাহা পরেই বুঝা গেল। পাঞ্জাবের বন্যায় ও পূর্ব্ববঙ্গে সেদারবাজার ক্রেতাদের কোন উৎসাহ দিবিয়া যাইতে বিলম্ব ঘটিল না এবং যাহারা নীচুদরে মাল কিনিয়া রাখিয়াছিল তাহারা উচুদরের মালের দর কমাইবার স্থির করিয়াছিলেন তাহারা সকাল হইয়া বাজার ভাল করিলেন।

বিভাজনের পুনর্ব্বর্ণিত সমস্যা বিষাদময়তা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রাজাগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা পাকিস্থানে যোগদানের সমস্যা ইহার কোনটাই বাজারে সম্বন্ধে সাধারণ ক্রেতার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে না। গত বৎসরের মত ভবিষ্যতে আর কোনদিন দেখা যাইবে কি না এবং দেশের বিভাজনের সেদারবাজারের যে স্থান ছিল, সে স্থান সেদারবাজার আর ভবিষ্যতে কোনদিন অধিকার করিতে পারিবে কি না, এখন তাহাতে সংশয় দেখা দিয়াছে।

অধিক শ্রেণীর মতে কায়েদে আজম গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিকে যদি সার্থক করিয়া তুলিতে চান তাহা হইলে অন্ততপক্ষে প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য বর্ত্তমান অর্থনৈতিক এবং সেদার-উপায় নাই, এবং যে পরিমাণে প্রথমে সব বিষয়ের সঙ্কট নিরসনের প্রয়াস করেন, সেইমত পরিবর্ত্তে তাহারা সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বজায় করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। বস্তুত সরকারী মূল্যায়নের ভিত্তি হইতে এ ধারণা ও অসঙ্গত নয় যে, রাতারাতি পরিবর্ত্তনের ভাবপ্রবণতা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া তাহারা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যদ্যে টাকা বাহির দেখের শিল্প ও কৃষিকে প্রকৃত উন্নতির পথে সহায়তা করিবেন। আন্তর্জাতিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি লইয়া অযথা চিন্তিত হইবে কারণ নাই। আন্তর্জাতিক যদি হয় তবে তাহা দেশের ও জনগণের মঙ্গলের দিকে চালিত হইতে হইবে। ভারতবাসীর জোরে যে তাহা হইবে না, বিষয়ে দেশ। মোহমুক্তের ভবিষ্যতের তাহা আর হইতে পারে। দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক যেমন প্রয়োজন দেশের হইবে দেশের প্রয়োজন দেশের হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্ম আর্থিক অবস্থার দেশের আয়ের উন্নতি হইতে পারে আর শিল্পের মা হইলেও শিল্পবাণিজ্যের কর্ণধারদের মনোভাব অধিকারিদের সঙ্গে করার উদ্দেশ্যে ব্যবসাদার ও পরিকল্পনা স্থির করা উচিত যাহাতে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং দেশবাসীদের ব্যবসা-শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্র প্রয়োজনের অনুযায়ী হইতে পারে।

১৯৪৭-৪৮ সালে নূতন কোম্পানী গঠন করার বিষয়ক পরিচালিত, তাহা বিশেষত্ব। এত সময়ের মধ্যে এত বড় বড় কোম্পানীর সৃষ্টি পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই এবং এত মূলধনও তোলা সংগ্রহ করা হয় নাই। সিরাজত আলী সি ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের আসল মূ হইতে যে এত বেশী কোম্পানী কোটি কোটি টা মূলধনসহকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ পারে, আমাদের নিকট ইহা একরূপ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সিরাজী এবং বন্ধুবর্গের সেদারের ক্রেতাবিক্রেতার এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মূল্যে বাজারে সেদার ক্রয়বিক্রয় সাধারণের নিকট হইতে বহু কোটি টাকা বেশী আ করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই ওই সকল প্রতি অত্যন্ত লাভজনক হইয়া উঠিবে এবং এমনকিছু দৈবিক বিপর্য্যয়ের অসম্ভাবনীয় অবিশ্বাস্য ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাইবে না, এই মনে করিয়া অসাধারণও আয়ের সহিত ওই সেদার ক্রয় করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে বাজারে যেরূপ প্রবল ধারা চলিতে তাহাতে টাকা খাটাইবার যে অল্প কোন সুযোগ এবং সেদার বাজারের টাকা যে অল্প চা যাইতেছে, ইহা মনে করিবার হেতু নাই। ফলে এই যে ধারণা সেদার বাজারে ক্রয়বিক্রয় করিতে অ ছিল তাঁহারা আজ ভগ্নহৃদয় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন করে সুদে কোন ক্রয়বিক্রয়ে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। সেদ

...ছে তাহা নহে। অথচ ইহাদের পুঁজিপাটা বলা ...ন বহুদিন পূর্বের ও পুরাতন কোম্পানীর তুলনায় ...এখনো বিনিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে বাজারের ...ক্রমশঃ ভালোর দিকে যেলেও উহাদের বিক্রয় ...তে ভবিষ্যতে অন্ততঃ বেশ কিছুদিনের জন্য কোন ...বা পাওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্যই মনে হয়, ...গতিবেগ অন্তর্বর্তী বাজেট অনুকূল হওয়ায় ...হের মহিমায় যদি কিছিয়া আসিতে আরম্ভ করে ...। হইলেও সেখানার ক্ষেত্রের পক্ষে বাজারদর ...র তুলিবার সম্ভাবনা বর্তমানে কম। যদি ...হের দরের কথঞ্চিৎ উন্নতিও হয়, তাহা হইলে ...ই সকলের অত্যধিক-দরিয়া-বাজা মাল বেচিবার ...আরও প্রকাশ পাইবে। কাজেই বহুদিন ...

কোম্পানীগুলির বাজকারবারের আশাপ্রদ ...বিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে ও সেগুলির ...হের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে তাহাতে ...এই অনুমানের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিবে। ...ও সেগুলির আগুর উন্নতির মূল যেই ...না বলিয়া একবার বাহিরের ক্ষেত্রের সংখ্যাবৃদ্ধির ...যেই বাজারের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু তাহাতে ...শিবরে এবং যে উন্নতি সব সময়ের উন্নতির ...শীমায় পৌঁছিতে পারিবে কি না তাহাতে ...আছে।

...সময়ে যে অবস্থায় বাজার পড়ে হইয়াছিল ...শিবে অন্তত সময়ে বাজার তেজী হওয়ার ...আছে এবং অন্ত তাহিরের আর কোন অবস্থার ...বর্তমান হইতে কি না সন্দেহ।

...৯৩ সালের আরম্ভে মনে হয়েছিল যে ভারত সরকারের ...র্থ" পরিচিতির তুলনায়, অন্তত ১৫ হয়। তবে ...সময় কোম্পানীর সাড়ে-তিন টাকা ডিভিডেণ্ড ...নী কাগজ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করেন তাহাতে ...মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে লগ্নিকারীরা ...র অন্তরপর শতকরা তিনটাকার কিছুটা নীচে ...তো গেল, অন্তরে কোম্পানীর কাগজ ও নিশ্চিন্ত ...হলিলে আয়তর বাদ দিয়া শতকরা আড়াই ...উপায়ন লাভ হইলেই তাহা সন্তোষজনক ...মনে করিতে হইবে। সকলেই একবা বলা-...রিবেন যে মূলের হার বেসরকারে ...উহেছে তাহাতে মূলধন অর্থাৎ একটা আসল ...যাইতেছে এবং মূলের হার শতকরা এক-...কমান হইলে বাজারের সেয়ারের দাম ...২০ হইতে ১৫ টাকা বাড়িয়া যাওয়া উচিত।

...বিষ হইতে এরূপ কিসারে কোন ভুল ছিল ...১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের পর হইতে ...যে সকল বিষয়কর ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা ...সে ১৯৪৬ সালের কেনাবেচাকেও আজ ...পরে "বাড়াবাড়ি" বলার প্রয়োজন হইত না।

...এবার কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমানে ...সাধারণ অর্থবিনিয়োগকারীরা কি করিবে ...ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতির কোন সম্ভাবনা ...করা কঠিন হইবে। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে ...ভারত সরকার যেরূপে তাঁহাদের প্রাথমিক হিসাব ...করিয়াছেন এবং অর্থসচিব ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ও মূলধন বাজার সম্বন্ধে ...স্থানে করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে উচ্চ ...করিয়াছিল, অন্তর্বর্তী বাজেটের সাহায্যে সে উচ্চ ...বেসরকারে সমর্থিত হইয়াছে. তাহাতে পর ...বৎসরের সাধারণ ও বজেটের আয়োজিত্বের ...বস্তুগতভাবে বাজারদরের অবনমন করা উচিত।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী বর্তমানে ...এমনভাবে মিশিয়া আছে যে রাজনৈতিক অবস্থার ...উন্নতি না হইলে শুধু অর্থনৈতিক উৎসাহদানে কাজ ...হইবে না। আর তা ছাড়া শিল্প প্রসারক্ষেত্রে ...সরকার কি নীতি অবলম্বন করিতে চায় সে কথা-...টাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। অবশ্য অর্থসচিব ...ইতিপূর্বে প্রকাশ্য ভাষণ বলিয়াছেন যে বিশ্লেষণ-...মূলক কেবলমাত্র সরকার ও জনসাধারণের পূর্ণ ...সহযোগিতার সাহায্যেই ঘটিতে পারে এবং বর্তমান ...শিল্পবিস্তারের বর্তমানে যদি আমরা সকলে মিলিয়া ...সেগুলি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে ...তাহাতে সকলেরই সুবিধা হইতে পারে

অন্তর্বর্তী বাজেটে সেয়ার বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-...দের পক্ষে বহুল পরিমাণে দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। এবং ...১৯৪৮-৪৯ এর বাজেট আসন্ন হইবে বলিয়া ...মনে হয়। কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটের বিপুল ঘাটতির ...সম্ভাবনা আমাদের বহুল পরিমাণে কল্পনা প্রসূত। ...তাহাতে যেসব বিরোধিতা আসিতে পারে তাহা হইতে ...পারে এরূপ কোন কঠোরতর প্রস্তাব যে ১৯৪৮-৪৯ এর ...বাজেটে থাকিবে না, ইহাই অর্থনীতিবিদ্ মহলের ...বিশ্বাস।

পাকিস্তান ও ভারত সরকারের মধ্যে যদি ...কুচক্রান্তপূর্ণ সন্ধি বজায় থাকে তাহা হইলে এখন ...হইতে মার্চ মাস অর্থাৎ বাজার ধীরে ধীরে বাড়িতে ...পারে। আসামী বাজেট আমার একটি প্রতিবন্ধক। ...কিন্তু শুধু বাজেটের চিন্তাই নয়, পাকিস্তানের সহিত ...বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা কি হইবে তাহাও ভাবি-...বার বিষয়। ১লা এপ্রিল ভারত ও পাকিস্তানের ...মধ্যে নূতন চুক্তির বন্দোবস্ত হইবে এবং আমাদের ...কয়েক মাসের এই দুই গাছুর সকলের উপর এই ...চুক্তির সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। বড় বড় ...প্রশ্নগুলির সমাধান যদি তাড়াতাড়ি হইয়া যায় ...তাহা হইলে ১৯৪৮-৪৯ এর বাজেটের অনিশ্চয়তা ...বাজেট প্রকাশের পূর্বেই দূরীভূত হইবে।

সাধারণ কেতারা সেয়ার বাজার সম্বন্ধে আজ ১৫ ...মাস বৈধা ধারণ করিয়া আছেন, আরও ছয় মাসকাল ...তাঁহাদিগকে ধৈর্য করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। ...কেবলমাত্র ১লা এপ্রিল ১৯৪৮ সালেই বলিতে পারা ...যাইবে যে তাঁহাদের "ধৈর্যচ্যুতি" অর্থে "আসন্ন

...তাঁহার বিশ্লেষণসমূহ এর বর্ণিত দর প্রকাশ করি-...য়াছেন. এখন যদি মনে রাখা যায় যে, ১৯৪৭ সালেও ...ভারতীয় মিলে প্রায় ১১৫ কোটি গাঁইও এবং তাত ...মিলে প্রায় ৫০ কোটি গাঁইও সূতা বয়নরত হইয়াছে, ...তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, বর্তমান শুদ্ধ মোট ...ব্যয়োপযোগীদের দিক দিয়া কতটুকু! বেশের বস্ত্রাভাব ...দূরীকরণে বাকির প্রচলন সম্ভব হইলে করা অর্থ-...নৈতিক দিক বিবেচনা আপত্তিকর মনে করা উচিত ...হইবে না, বিশেষতঃ বেশের এক বিরাট অংশ লোকের ক্রয় বিক্রয় কোন ভাবে সাধারণ ...যাইতেছে না।

গত যুদ্ধের পূর্বে ভারত প্রধানতঃ জাপান ও ইংলাণ্ড হইতে সূতা এবং চীনদেশ হইতে কিছু সূতা আমদানী করিত: ১৯৩৯-৪০ সালের মোট আমদানী ভারতীয় বিদেশাত সূতার পরিমাণ ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল। কিন্তু পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে এই আমদানী যুদ্ধের কয় বৎসর কমিতে কমিতে একরূপ লুপ্তই হইয়াছিল। আমদানী ভারতের সবচেয়ে বড় যোগানদার ছিল, তাহার পর ইংলাণ্ড। ১৯৩৯-৪০ সালের মোট ৪৪৭ কোটী গজ আমদানীর মধ্যে জাপান হইতে আসে ৪১৯ কোটী গজ এবং ইংলাণ্ড হইতে ২০৭ কোটী গজ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বাজারে সামান্যই বিক্রয় করিত। বর্তমানে এই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক বড় যোগান-দার বলিয়া মনে করা হইতেছে। ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়াম আফ্রিকা, সুদান আফ্রিকা, মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনা প্রভৃতির উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। কিন্তু এইসকল দেশ হইতে ভারতে বর্তমানের মত কিছু আমদানীর সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে আছে বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ তুলিয়াদের মধ্যে বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। বর্তমান বিশেষ মূল্যের চাহিদা যুদ্ধের পূর্বের চাহিদা হইতে বেশী। অবশ্য, ইংলাণ্ড, জাপান এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের উৎপাদন যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় অনেক কম। যুদ্ধের পূর্বে এক জাপানই তুলিয়ার সমগ্র বস্ত্র উৎপাদনীর শতকরা ৩০ ভাগ যোগান দিত। আর সেই জাপানের বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় চাহিদাদের একতৃতীয়াংশ কম। এখানে বর্তমানে ১৯৩৯ সালের ১৩০ লক্ষ বাণ্ডুর স্থলে মাত্র ৩০ লক্ষ বাণ্ডু চালু অবস্থায় আছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে জাপান হইতে বিশেষ কোন আমদানীর সম্ভাবনা নাই।

ইংলাণ্ড চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, ইংলাণ্ডের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি পুরাতন এবং অকা-র্যপ্রাপ্ত। কাজেই উৎপাদন যে খুব বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে হয় না। এমনকি ইংলাণ্ড দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রই উৎপাদন করিতে পারিতেছে না এবং রাজ্যের জন্য বরাদ্দপ্রথা এখনও চালু আছে। যে চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালের প্রথম যুদ্ধারম্ভে সময় দেশ হইতে ৩০% বস্ত্রের বেশী রপ্তানী করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে ১৯৩৯ সালের

বাজারের কথা

বিগত সপ্তাহে শেয়ারের দরের পরিবর্তনশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় সমস্ত বিভাগেই দরের কিছুটা উন্নতি দেখা যায় যদিও কেনাবেচা সেই পরিমাণে বেশী হয় নাই। ধনিকসম্প্রদায় লগ্নীকরার ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। লালালরা বর্তমান পরিস্থিতিতে নূতন কোন ঝুঁকি লইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। বাজারের গতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণ যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার আকস্মিকভাবে বাজারে যে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত না থাকায় বিক্রেতার সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে কোন বিভাগই ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। প্রকাশ টাকার বাস্তব মূল্য বর্দ্ধিত হইবার গুজবেই বাজারে এই মন্দার সৃষ্টি হয়। ষ্টার্লিং পাওনাদি হইতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে বঞ্চিত হওয়ায় ধনিকশ্রেণীর বিনিময়ের অর্থ যোগান দিতে ভারতকে যে ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাতে বর্তমানে টাকার বাস্তব মূল্য বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বৃটিশ সরকার ষ্টার্লিংএর বাস্তব মূল্য হ্রাস করিলে অবশ্য তাহার বিনিময়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু তাহারও কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। পণ্যজাত পণ্যরপ্তানী যে দেশের প্রাণ, তাহাদের পক্ষে বর্তমানে এরূপ পন্থা অবলম্বনে লাভের চেয়ে লোকসানের আশঙ্কাই বেশী।

গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী রেলওয়ে বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে বিগত ১৪ই আগষ্ট হইতে চলতি ১৯৪৮ সালের ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত বর্তমান হারে রেলওয়ের ১২·৩৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য আগামী ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যে হারে ভাড়া ও মাশুলবৃদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে ২·১৫ লক্ষ টাকা নূতন আয়বৃদ্ধি হইয়া নীট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩·১১ লক্ষ দাঁড়াইবে। এই বর্দ্ধিত হারে রেলওয়ের মূল্য হইতে ৩২ লক্ষ এবং যাত্রীচলাচল হইতে ভাড়া ও মাশুলবৃদ্ধি জনসাধারণ কেন ভালভাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাতে রেলের বর্তমান মূল্যমানের বিশেষ পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে করি না। শেয়ার বাজারেও এই ঘাটতি বাজেটের কোন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া এপর্যন্ত দেখা যায় নাই।

পাকিস্তান সরকার ভারতীয় ইউনিয়নে কাঁচাপাট রপ্তানীর উপরে আকস্মিকভাবে শুল্ক-নিষ্ক্রিয়করণ শুল্কবার্ধী করিয়া যে অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন আজও তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। ভারতীয় ইউনিয়নের আসাম ও বিহার প্রদেশ হইতে পশ্চিম বাংলায় যে কাঁচাপাট পাকিস্তান এলাকা দিয়া আমদানি হয়, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়া পাকিস্তান সরকার তাহার উপরেও শুল্কবার্ধী করায় সমস্যা আরও জটিলতর হইয়াছে। ভারত সরকার যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং শীঘ্রই যে ইহার একটা সমাধান তাঁহারা করিবেন তাহার ইঙ্গিতও ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ফলে কাঁচাপাটের বর্তমানে কোন কাজ নাই এবং চটকলগুলিও নূতন কোন অর্ডার গ্রহণ করিতেছে না। চটকলগুলি এই নূতন শুল্কভার বহন করিলেও যে স্বাভাবিক লাভের অঙ্ক অব্যাহত রাখিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত ফোর্টগ্লস্টার জুট কোম্পানীর গত বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাবে তাহারা যে বিপুল অঙ্ক লাভের খাতে দেখাইতে পারিয়াছেন তাহাতেই আমাদের উক্তি সমর্থিত

পূর্ব পাকিস্তানের কাঁচা পাটের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির খবরে প্রকাশ যে কাঁচাপাটের উপর শুল্ক আরোপিত হইবার পর হইতেই জমীর দাম শতকরা ৫ ভাগে কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দেশের আন্তর্জাতিক ভারতীয় ইউনিয়নকে উপরে না হইয়া পূর্বপাকিস্তানের নিম্নাঞ্চলের চরের চুরীকেই বহন করিতে হইবে। কাজেই মনে হয় যে পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের ভুল শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন এবং এই প্রসঙ্গে শেষতক তাঁহারা যে কোন স্থায়িকার অবতীর্ণ হইবেন তাহারও কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বাজেটে বর্তমানে যে ঘাটতির লক্ষ লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটের গুরুত্ব যতটুকু বিবেচনা করিয়া বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বাজারে ভবিষ্যৎগতি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলিবার উপায় নাই। বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন কোন কর ধার্য করাও হইতেছে না,—অথচ বিগতের ঘাটতি বাজেটের অপব্যয়ের অনুসন্ধান করের উপরে কর আদায় এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠিনভাবে সংখ্যা কম হইবার ফলে কয়েক বৎসরের সংখ্যা করিয়া হইতে পারে।—ঘাটতি পূরণের সর্ব শেষ কৌশল—নূতন ঋণ গ্রহণ। কিন্তু এ বৎসরই নূতন ঋণ গ্রহণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে কি পথ গ্রহণ করিতে হইবে বাজেটকেও সেইভাবে তৈরী করিয়া লইতে হইবে। বিগত বাজেটে ভারতীয় শিল্পের উপরে যে বিপুল কর ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বর্তমান বাজেটে তাহা লাঘব করা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃ বিদ্যমান করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যাইবে। বাজেটে ঘাটতি পূরণের যে ভবিষ্যতের ছবি আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হইতেছে তাহা সত্য হয় তবে বাজারদরের উন্নতির আশা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ শতকরা ৫৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাজারে যে মন্দার আবির্ভাব হয় তাহা সাময়িক বলিয়াই মনে হয়। বর্ষারম্ভের জন্য আলো বৎসর চারি মাস কাজ বন্ধ থাকায় ও গুদামে পরিবহনের বিপুল খরচে কোম্পানীর সমস্যা চলিতেছে বলিয়া এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খুবই বিষয় ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্যান্য বিভা

নিম্নমাবলী

—×—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিম্নাবলীর জন্য কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ এবং এজেন্সির জন্য কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ, 'আর্থিক ভারত', ১১৮ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

কিয়ন সরকার পূর্ণমূল্যে উৎপন্ন পাট যতটা উৎপন্ন সে সমস্ত পাট পূর্ণমূল্যে লইয়া নিজে ইচ্ছামতো তথা লইবে, তাহার উপরও শুল্ক বসিবার সিদ্ধান্ত করায় সম্প্রতি বাজারে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তাহার সরকারি মহলের সঙ্গে উপরোক্ত চুক্তির সিদ্ধান্ত-এলাকায় যোগসাজশ আছে, তথাপি এই বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে কিয়ন সরকারের এই একতরফা ফরমানের কি ধারণা প্রকাশ করা হইবে, তাহার সরকার লইয়া বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি সে যে, এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৪ সিঙ্গাপুরিয়া ডাকার এক সম্মেলন আহ্বান করে। ফলে পাটের বাজারে বেচাকেনা খুবই কম উৎসাহ নিয়ে পাটের আবেদনটি সম্বন্ধে কিছু বলে থাকিবেন না বলিয়া বিশ্লেষকরা করিতেছেন না। পাকিস্তান হইতে চাঁদা সম্পর্কে উপরও শুল্ক ধার্য হইতে পারে মনে করে এর ফলার বাজারে বহু বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পাটের বাজারে অনেকটা স্থির ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। তৈলবীজের বাজারে বেশ কিছু বন্ধন। স্বল্পমেয়াদী পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা ভাগাভাগি না হওয়ায়, অথবা সরকারি ও অফলে।

রাম সরকার কর্তৃক আগামী উৎপন্ন পাটের মূল্য করিবার সিদ্ধান্তের পর এক সপ্তাহের মধ্যে, হইতে চলিয়াছে। তাহার সরকার এখনও কোন চূড়ান্ত মত প্রকাশ না যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন তাহা হইতে যায় যে, পাকিস্তান সরকারের এই কার্যে মোক গভর্নমেন্ট সবাই খুশ

এই বন্ধনের কাজ যে আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী সে কথা আমরা পর লিখাছিলাম। দেখিয়া খুশী হইলাম যে, চটকল সমিতিও সরকারের নিকট এই প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায় এই সময়ে ভারত সরকার তাঁহাদের মতামত যথা জানাইয়া দিবেন। আমরা এই অতি নিয়ন্ত্রণ শুভ অতি হইবে বলিয়াই যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাঁচা মূল্যে বেচাকেনা একরকম বন্ধ। শুল্ক বিষয় ও পাই আমদানী করিতে অনেকেই যায় সরকারের পরিমাণ আলোচনাক্রমে

খুলা—

পাট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা চুলা কলার্ও সেই ধরনের সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, সেখানেও চুলার বাজারে এই বিষয় আলোচনা চলিতেছে। চুলার ধরও ইহার ফলে বেশ খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার (কলকাতা) দর এক সপ্তাহে ১৩০ টাকা হইতে ১৩৯/০ আনায় উঠিয়াছে।

টাংগাইল কলেজের পরিচালনা কার্যকরী করা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মহলের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে বলা চলে। আমদানী তিন মাসের মধ্যে মজুরদের পরিবর্তন বিষয়ে শুল্ক সম্পর্কে বিবরণী দাখিল করিতে বলায় এই আশা আলোকপাত করেছেই হইয়াছে। শ্রমিক কর্মচারী প্রতিনিধি না রাখিলে ডেপুটিওয়ালারা বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র বর্ষাগমের উপর যেমনই-এ তুলার বাজারের ভবিষ্যৎ আলোকপাত নির্ভর করিতেছে। শুল্ক সংক্রান্ত যে বিবরণী পেশ করিবেন তাহার প্রত্যুত্তরে তুলা সম্পর্কীয় আলোচনা থাকিবে, পরবর্তী অংশে উৎপাদন এবং স্টকের সমস্যা লইয়া দেখা হইবে। তুলা সম্পর্কীয় আলোচনার শুল্ক অধিকতর বলিয়া শুল্ক সংক্রান্ত তিন মাসের মধ্যে বিবরণী দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

সোনার বাট

টাকার তুলা শ্রীই বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া বাজারে কিছুদিন যাবৎ একটা গুজব চলিতেছিল। এই গুজবের ভিত্তি কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন হইলেও, কলিকাতার সোনার বাজারে বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। সোনাই-এর সোনার বাটের বাজারে এই গুজব তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সৌন্যের দর অবশ্যই অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

তৈলবীজ—

বাজারে চীনাবাদামের বাজারেই তেজীভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতসরকারের কাছে সম্প্রতি অনুরোধ করা হইয়াছে যে তথাদির জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদের

বস্ত্রের অভাব

(১০ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অবশ্য তাহার সন্তোষ আছে। কিন্তু বাকিদের যেন কিছু চাহিয়া যেন বৃদ্ধি পাইবার ফলে ১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পূর্বের ছায় বাজারিপত্র যোগান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহারা, আর্থিক প্রবন্ধ: বস্ত্রশিল্পের সাহায্য করিতে চাহিতেছে—চীনে, ফিলিপাইনে, দক্ষিণ-আমেরিকায় ও পশ্চিম-ইউরোপের কতক দেশে—যে সব দেশকে আমেরিকার বস্ত্রের আভ্যন্তরিক ব্যবহারকারী বলিয়া ধরা হয়। ভারতের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্রশিল্পের যন্ত্র আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ওয়েস্ট ফাইনেন্সপ্রোপ্রাসী যেরূপ উচ্চমানের, তাহাতে ভারতের বাজারে ওয়েস্টের বস্ত্র সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরেই থাকিবে বলিয়া মনে হয়। অন্য কোন দেশ হইতে বস্ত্র আমদানীর সম্ভাবনা বিশেষ নাই। বস্তুত এই সকল বিবেচনা করিয়াই সম্প্রতি "ডলার বোর্ড" বস্ত্রের উপর হইতে বেশীর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমদানী শুল্ক হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ৫ বছরে উৎপাদনের সমস্ত সম্ভাবনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশে ১০০ কোটি গজ বস্ত্রের অভাব থাকিয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিদেশ, উৎপাদন ও খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, বস্ত্র-সমস্যার সমাধান ও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। তাই বলিয়া মিলমালিক, ব্যবসায়ী বা অধিক মুনাফাখোরদের ব্যবহারকে উৎসাহের ইচ্ছাকৃত সমাজ-বিরোধী কাজ করিয়া যাইতে দেওয়া যায় না।

বস্ত্রের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব হইতে যে ৫০ গুণ বা তাহারও বেশী (কোন কোন ক্ষেত্রে) বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন এবং সরকারী "ডলার বোর্ড" দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর বৎসর ভারতের কাপড়ের কলগুলি আধিক বিকৃতিয় হিসেব লাভবান হইয়াছেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল। কিন্তু তবুও মিলমালিকেরা বস্ত্রের আরও মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া আরও উৎপাদন বৃদ্ধি যে কেন করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝানো। কিন্তু বর্তমান ভারত সরকারও এই মিলমালিক-দেরই নিকট আত্মসমর্পণ করিয়েছেন বলিয়া মনে হইতেছে। শুধু তাই নয়, মিলমালিকেরা অধুনা অধিকতর লেনে তাহাদের এককালীন উৎপাদন ও কটনের অধিকতর কারেম করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং নানারূপ প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টায় করিতেছেন। এই সকল চেষ্টার এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু একটা কথা বলা দরকার যে ভারতের কাপড়ের কলের সংখ্যা ৮০ আনেরও বেশী অংশের মালিক হইতেছে মোটামুটিভাবে মাড়োয়ারী

উদ্দাম কল্পনার অবসান

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

বাজার বাজারের বিশ্বাসঘাতের সংরক্ষণ পুনর্বণ্টন সম্পর্কে সরকারের বৈদেশিক বাজার সম্পর্কে একটি অতিরঞ্জিত ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। গতের বিষয় এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পেশকৃত বিস্তৃতি পরিষারভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, এই পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতের তহবিলে মোট ৬৫০ কোটি হইয়াছে ৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক বন্ধকের বাবদ হইয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা। এই ই-অর্থের ফলে যেসব কল্পনাপ্রবণ "বিশেষজ্ঞরা" বিশ্বাসঘাতের তহবিলে ১০০ কোটি টাকার বাজেটের হিসাব করিয়া বাজারে মালের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহারা নিরাশ হইয়াছেন এবং বাজারে একটু স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহাও ধরা পড়িয়াছে যে, বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য, যাহারা বন্ধকপ্রস্থ হইয়া বিশ্বাসঘাতের আশ্রয় লাভে আসিয়াছিল, তাহারা এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির জন্যের নিজেরাই যখন করিয়া যাইবে। এজন্য পূর্ব-পাকিস্তানেই ইতিমধ্যে ১৩ লক্ষ বাস্তুহারা বেসরকারী পুনর্বণ্টনের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা এই জনসংখ্যা অংশগ্রহণ-বাবদ আর কেন্দ্রীয় সরকারের দিতে হইবে না।

আগামী বাজেটে মাইতির সম্ভাবনা অবশ্য সমানভাবেই বর্তমান। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক কর্মতৎপরতা বর্তমানের ব্যয়ভার স্বীকারকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থসচিব বর্তমান বছরে যে বিশেষ কোন পরিবর্তন যোগ্য করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই যৌথিবকর ফল প্রত্যাবে প্রতিক্রিয়া হইতেই বাজারের বিশ্লেষক লক্ষ্য করা গিয়াছে। বস্তুত মনে হয় না যে, এই অতিরঞ্জিত পরও অর্থসচিব খুব সহজ করবার পরিবর্তন প্রস্তাব করিবেন। রাহুড়ো যানবাহন মহীর প্রস্তাবে ব্যবসায়ীদের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অর্থসচিব নিজেই বোম্বাইতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাহার অর্থনীতির লক্ষ্য হইবে শিল্প প্রচেষ্টার ব্যাপকতার উৎসাহ প্রদান। সেজন্যই সম্প্রতি সেয়ার বাজারে ইতিমান আকারে যে বন্ধ বেচা কিনা হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস বাজারের মেজাজ ভাল করা ছাড়া কিছুই নহে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভিত্তিহীন জল্পনার কথা উল্লেখযোগ্য। বাজারে জোর গুজব ছিল যে, টাকার [illegible] কোন পার্থিব কারণে আমাদের টাকার বিনিময় হার হ্রাস পাইতে পারে। বস্তুত মনে হয় যে, ষ্টার্লিং ব্লকের বৈদেশিক বিনিময় হার কমানো সম্পর্কে সম্প্রতি বিলাতে যে কানাঘুষা চলিয়া আসিতেছিল, তাহারই আংশিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যত সত্বরে বাজারে উলটাইক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ষ্টার্লিংয়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাহারা ওয়াকেবহাল তাহারাই জানেন যে, বর্তমানে ষ্টার্লিংয়ের পক্ষে পাউণ্ডের বৈদেশিক বিনিময়ের হার কমানো আদৌ সম্ভবপর হইবে। আজ ষ্টার্লিং চাহে বেশী আমদানীর উপর কম বৈদেশিক বিনিময় খরচ করিতে। পাউণ্ডের বৈদেশিক বিনিময়ের হার কমাইলে উলটা ফলের উদ্রেক হইবে।

মার্শাল পরিকল্পনা ও মুদ্রা ব্যবস্থা

মিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ইকনমিক্স কাউন্সিলের সিনেটর ভি. কে. টমাসের বলেন যে, মার্শাল-পরিকল্পনার ফলে কয়েকটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার বৈদেশিক পরিবর্তন ঘটিবে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় সংস্থার ক্ষমতা বিস্তারের সহায় করিবে।

তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক স্থিতির ক্ষমতা বিস্তারের পূর্বে স্বাধীনভাবে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা প্রথমে করিতে হইবে। ষ্টার্লিংয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অন্য কতিপয় ষ্টার্লিংয়ের হার পরিবর্তনের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই; বৃটিশ মুদ্রানীতি মোটের উপর ভালই, যদিও আমদানীর সমতা রক্ষা করা হইয়াছে এবং তা করিতে অর্থ সংরক্ষণের আর করা হইতেছে না।

ডাঃ ব্লাকের আরও বলেন যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার বিধিনিষেধ অতিরিক্তকালের জন্য চালু থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। আমদানী মালের পরিমাণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা সরকারের হাতেই থাকিবে। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হইলেই বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিবে না, তাহার বৃটিশ-পন্য দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় উঠাইতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। আমদানীকারকের মালের অভাবই এই হ্রাসের কারণ। সুতরাং পাউণ্ডের মূল্য [illegible] মালের অবস্থার ঘটে নাই।

সরকারী ঋণ ও ব্যাঙ্ক সেয়ারের [illegible] বিস্তৃতিলাভ হইয়া রহিয়াছে। তাহার বিভাগে মাঝে মাঝেই হইতেছে।

কয়লাখনির সেয়ারের কিছুটা উন্নতি সাধারণে পরিলক্ষিত হইয়াছে। [illegible] বেসরকারী ১২৫৲, ইউনাইটেড ৩৩৬/০, [illegible] ইণ্ডিয়া ৭৮/০ ও নিউ বাসুরিয়া ২৯৲ পর্যন্ত হইয়াছে।

চটকলগুলির [illegible] বিশেষ পরিবর্তন নাই। নূতন করের ব্যাপারে প্রথমটা [illegible] কমিলেও পরে আবার বাড়িয়া গিয়াছে। এ ইণ্ডিয়া ৩৮০৲, বালী ৩১৲, [illegible] ৭৮৲, পুর ৬৬০৲, কামারহাটী [illegible], টিটাগড় কাঁকিনাড়া ৪৪৲ হয়ে বেসরকারী হইয়াছে।

কাপড়ের কলগুলি এই বছরে কিছু আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং [illegible] সেয়ারেও কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। [illegible] ১৲ বাড়িয়া ২১৲, কানপুর টেক্সটাইল ১৮০ ১০৲, ডানবার ১৩৪৲ হইতে ১৪০৲, ২৪৲ হইতে ২৯/০ ও নিউ ভিক্টোরিয়া হইতে ৬৮/০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ইণ্ডিস্ট্রিয়াল বিভাগেও সবচে যে [illegible] হইয়াছিল তাহার উন্নতি হইয়াছে। [illegible] আয়রণ ৩৪/০ ষ্টীল করপোরেশন ২৪৸০ ১০৲০ মার্শাল ৬/০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে। ইন্ডিয়ান অবশ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৲ লইয়া গিয়াছে। টিস্কোটাটা প্রেফ সেয়ারের কিছুটা চাহিদা ছিল এবং ৭৸০ কাজ হইয়াছে।

বিবিধ বিভাগে অবশ্য সপ্তাহে কা হয় নাই। কোন কোন সেয়ারের [illegible] উন্নতি হইয়াছে। এসোসিয়েটেড [illegible] হইতে ৪১৲, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন টাম কোম্পানী ২৯০, অক্সফোর্ড ১১/০ ই কাশনাল এয়ারওয়েজ ১৩৸০ ইণ্ডিয়ান প্রডাক্টস ৩৪৸০ গ্রামোফোন রেকর্ডস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ১১৲ পর্যন্ত কাজ করিয়া

চা সেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল এবং কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু [illegible] মূল্যই বিশেষের অভাবে কাজ বেশী পারে নাই। বিজয়নাথ ৫১৲ সেনট্রাল ১৪৸০, এলেনবড়ো ৩২৲, হ্যাসিমারা

সংবাদলিপি

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

[illegible], ১১এ মার্চের [illegible] পাকিস্তান গণপরিষদে [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে, [illegible] পূর্বাঞ্চলের আইনসভাগুলি পাট কর ধার্য করিয়াছে। তাহার সরকার এখন কি পন্থা গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা করেন। অনেক [illegible] ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এই নূতন শুল্ক-বিভেদমূলক হইলে পাট উৎপন্ন যে অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাত হইবে তাহা পাট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে।

পাকিস্তান সরকারের এই অভিপ্রায়সম্বন্ধে [illegible] অনেকদিন পর্যন্ত সরকার পক্ষ কিছুই বলিতে রাজী হন নাই। বিভিন্নমহল হইতে আশঙ্কা করা হইতেছিল যে, ভারত সরকার হয়তো পাটের উপর [illegible] করিবেন। [illegible] ইহাও বিশ্বাস করা হইতেছিল যে, ভারত সরকার এই [illegible] পাকিস্তান হইতে আমদানীকৃত পাটের উপর এই নূতন শুল্ক বসাইয়া পাকিস্তান সেই [illegible] করিয়াছে। পাকিস্তান [illegible] এই একতরফা সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশে [illegible] ভারত কি রকম অবলম্বন করিবেন তাহার [illegible] গোবিন্দদের অভিমত, বাণিজ্য সম্পর্ক, [illegible] রাজনৈতিক সম্পর্কও ক্ষিতি করিতেছে। [illegible] দ্বারা, তাহে [illegible] সরকারের মতামত পরিষ্কার [illegible]।

একটা মোটামুটি অনুমান করা যায়, পাটের [illegible] শুল্কের পাল্টা হিসাবে ভারত সরকারও [illegible] ইতিমধ্যে বসাইবার উপর নূতন শুল্ক ধার্য [illegible]। পাকিস্তান এখন ভারতের কেরোসিন [illegible] আমদানি পাইতেছে, অথচই অধিকতর [illegible] ও কয়লা যদি পাকিস্তান সরকারকে [illegible] শুল্কভার নিজ দায়িত্বে ও পাকিস্তান করিয়া [illegible] করিতে হইবে।

[illegible] বৈঠকের এই [illegible] আলোচনা, যাহাতে [illegible] করা, তবু [illegible] উহার সোজাসুজি আর্থিক [illegible] এই [illegible] অর্থনৈতিকভাবে পাট উৎপন্ন [illegible] পাকিস্তানের [illegible] বুঝে করিয়াছে [illegible] কিছুটা আয় [illegible] পারা যাইবে। [illegible] অর্থনীতিজ্ঞদের বিশ্বাস যে, পাকিস্তান সরকার [illegible] এখনো বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই [illegible] তাহার অধিকাংশ ভবিষ্যতে তাহাদের অসুবিধা করিবে [illegible] পাটের [illegible] ফলে শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ [illegible] না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া হইবে। পাটের শুধু বড় ক্রেতাদের মধ্যে জার্মানি ও আমেরিকা, পাটের বিকল্প [illegible] করিবার জন্য যান্ত্রিকভাবে [illegible] করিতেছে। এই কিছু কিছু সফলতার ও হইয়াছে। পাটের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে এইদিকে তাহাদের সফল আরো বেশী করিয়া পড়িবে এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকার তাহাদের এই অবদান সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে এইসব যুক্তির কোন দাম নাই এবং অন্য অধিকারেও তাহাদের [illegible] ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না।

[illegible] প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় আইন পাস হইয়া গিয়াছে আর পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছেন না। কিন্তু সরকার কিছু করিবার আগেই মুসলমান জমিদার ও জোতদারেরা তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার মতলবে জমী বেচিতেছে। [illegible] এক হিসাবে দেখিয়াছে যে, "ওয়াকফ" সম্পত্তি যেন "জমী" করা না হয় তাহার উহা বন্ধ বিক্রয় করা, এবং [illegible] সকলেই জানেন যে, পূর্ব-বঙ্গের বেশীরভাগ মুসলমান জমিদারই বা জোতদারই "ওয়াকফ" করা আছে। ঢাকার অনেকেরও সহরের চারিপাশের সমস্ত জমিজমাগুলি ওয়াকফভুক্ত। নারায়ণগঞ্জের পরিচালকদের জমিদারীগুলিও প্রায় ঐ [illegible] এরকম প্রস্তাব জোরে মুসলমান জমিদারেরা সমস্ত খেত লইলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অধিকাংশ জমিদারী ওয়াকফভুক্ত, অথচ এই ওয়াকফের শুধু সামান্য এক শ্রেণীর আমলাই হইতে বঞ্চিত হইবেন, আর বাকী সমস্তটাই জমিদারের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী যোগাবে। তাহাই এই 'ওয়াকফ'কে রক্ষা করিবার জন্য যে, আন্দোলন করা হইতেছে তাহাতে মুসলমান জমিদারী রক্ষা করার এক প্রচার কৌশল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট মহিমচন্দ্র যদি এই ওয়াকফকে বন্ধ দিয়া জমিদারী উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন তবে মনে করিতে হইবে যে, উহা শুধু হিন্দু জমিদারী লোপ করার এক অপকৌশল মাত্র। কিন্তুরা ইহা কখনও সমর্থন করিবে না এবং প্রবলভাবে বাধা দিবে। এই বিষয়ে লক্ষ্য করিবার মত বিষয় হইতেছে যাহাতে যেসকল সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন হয় তাহা যাহাতে কংগ্রেস সমিতিরা এখনই করেননি।

পূর্বাঞ্চলে সরকারের অনেক সফটের মধ্যে আর একটি যে নূতন সফট দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে জমা সাফ। ঢাকার পরগণেটের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদস্থ হইতে নিম্ন কর্মচারিরাই অধিকাংশ। বাঙ্গলা না জানার ফলে ও সাধারণ লোকদের হাঙ্গামা সামলাতে না হইবার ফলে, ঐসব কর্মচারিদের বৈদেশিক কার্যকারিতা প্রায় দূরে হইয়া পড়িয়াছে। সকলের চেয়ে কৌতুকপ্রদ অবস্থা হইয়াছে প্রহার ও বেতার বিভাগে। সেখানকার সরকারী মহলে আলোচনা চলে একপ্রকার 'বেতার [illegible] পড়িয়াছেন। তার উপর অবশ্য কোনো [illegible] কেন্দ্রের সংযোগিতা করিতেছে না, এবং তাহাদের অধিকাংশ কর্মচারী ঢাকায় আসিতে [illegible] করিতে পারিতেছে না। রাজশাহী অধিকাংশ [illegible] প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন পূর্বাঞ্চল সরকার কি উপায় অবলম্বন করেন তা লক্ষ্য করার বিষয় হইবে।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ, ১০এ মার্চ—পরিকল্পিত কমিশন দ্বারা ও কলেজ সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা এখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন। কমিশনের মতে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে উর্দুই একমাত্র ভাষা কেন ইংরেজী ভাষা ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে একরকম অপরিহার্য হইয়া থাকিবে। কমিশন পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে ছাত্রদের যেসব সুযোগ দিবার পক্ষপাতি এবং যেসব ব্যাপারে তাহাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করিতে পারে তাহার জন্যও কমিশন বিশেষ সুপারিশ করেন। আবার কমিশনের মতে সংস্কৃত ভাষাটির বিশেষ অনুরোধী এবং উহারা আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি করার উপরে বিশেষ জোর দেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণান মুখার্জী যখন মাদ্রাজে আসেন তখন তিনি সহযাত্রীদলের সকল সহিত বিশেষভাবে, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি মিলমালিকদের তাহাদের কর্মীদের সম্বন্ধে অধিক যত্নবান হইতে বলেন এবং সকলকে অনুরোধ করেন যে, তাহারা সরকারের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে তাহার কথা উপলব্ধি করিয়া সরকারকে যেন বিব্রত না করে। তাঁহার এই সফরের সময় বম্বের সমিতি এক মেমোরেন্ডামে তাহাদের দুঃখের কথা তাঁহাকে জানায়। তার বলে যে, উৎপাদনের জন্য তাঁতশিল্পের বহুগুলির বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে এবং প্রায় ১। কোটি টাকার বস্ত্র কাপড় গুদামজাত হইয়া পড়িয়া আছে। মাদ্রাজের কাউন্সিলের মালিকেরাও এক মেমোরেন্ডামে ডাঃ মুখার্জীকে তাহাদের অসুবিধার কথা জানান। মাদ্রাজে ১৪। লক্ষ তাঁতু তাঁত আছে। কুমারাপ্পা পরিকল্পনানুযায়ী মাদ্রাজের ৩ লক্ষ তাঁতু বৃদ্ধির কথা ছিল কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়নি, কারণ অনেক ঔদ্যোগিক পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। মিলমালিকেরা সুতোর কাজ বৈনিক ৭ ঘণ্টা করার জন্য এবং রঙের কাজের জন্য বেলা ১টার বিষয় বন্ধ করার জন্য দাবী জানাইয়াছে। আবার কয়ম্বাটোরের আর এক মেমোরেন্ডামে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে, অধিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যে সালিসীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মালিকেরা তাহার রায় অমান্য করিতেছে। গত কোয়াটেও এইরূপ একটি রায় পরিবর্তন নির্ধারিত করিবে। এই রায় প্রকাশ পরিবর্তে ৬০ ঘণ্টা বহাল থাকিবে। এইদিকে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, ছোট ছোট রাজ্যগুলির মন্ত্রীসভাগুলির অন্তর্ধানে ঐসব রাজ্যের নৃপতিদের কাছে আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিবার জন্য 'মেমো' যোগাড় করিতেছেন।

বিভক্ত ভারতের প্রথম রেল বাজেট

১৯৪৭-৪৮ সালে ৩'১৯ কোটি টাকা ঘাটতি

সম্প্রতি ভারতের রেলওয়ে বাজেট বেসরকারী এবেলাদের উপস্থিত করা হইলে দেখা যায় যে, গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইবে ১৮৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ১২০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময় কলাইয়াও মোট ঘাটতি পড়িবে ১১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ১৯৪ আগষ্টারী হইতে ভাড়া বাড়ানো হইবে।

রেলওয়ে বাজেটের বিভিন্নবিধ বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য :—(১) পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আর্থিক বিষয়ে ও সপ্তাহ বাজেনের সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, (২) কয়লার দর বাড়িয়া যাওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় হইবে প্রায় দুই কোটি টাকা, (৩) ১৯৪ আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত মোট আয় হইবে ১০১ কোটি টাকা (বর্তমান ভাড়া ও মাশুলের হারের ভিত্তিতে) এবং শুধু রেলে যে ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বিক্রয় হইবে উহা ধরিয়া মোট ব্যয় হইবে ১২০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা—অন্যান্য খাতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আয় হইবে ধরিলে মোট ঘাটতি পড়িবে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, (৪) এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে এবং আগামি ১লা জানুয়ারী হইতে মধ্যম হারে ভাড়া চালু হইবে। প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বাজেটের ঘাটতি ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা আয় হইবে, ফলে ঘাটতি হ্রাস পাইয়া ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে।

ভাড়াবৃদ্ধির হার—

সকল শ্রেণীর মাশুলেরই ভাড়া বাড়ানো হইবে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর ভাড়া বেশী বাড়িবে। বর্তমানে দূরত্ব বেশী হইলে ভাড়া কমাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। মাউন্ট এবু রিজার্ভ রেলওয়ে ছাড়া সকল লাইনেই মেল ও এক্সপ্রেসে চলাচল করিলে বেশী ভাড়া দিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তিন শত মাইল পর্যন্ত প্রতি মাইলে ২৪ পাই এবং তিন শত মাইলের পর প্রতি মাইলে সওকরা ১৩ টাকা সারচার্জসহ মাইলপ্রতি ১৮ পাই হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে। মজুরাই জন্য ভাড়া ঘাটিত না কেন্দ্র নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি মাইলের ভাড়া পড়িবে ৩০ পাই করিয়া।

আধার রেলওয়ের আধার ক্লাসের ভাড়া এখন হইতে মাইল প্রতি ২৪ পাই ধার্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়ার নূতন হার হইবে মাইলপ্রতি ১৮ পাই করিয়া। ইন্টার ক্লাস বা অন্যান্য শ্রেণীর ভাড়ার নূতন হার হইবে সাধারণ ট্রেনে মাইলপ্রতি সাড়ে সাত পাই এবং মেল ট্রেনে মাইলপ্রতি ৯ পাই করিয়া। দক্ষিণ-ভিন্ন রেলওয়েতে সাধারণ ট্রেনের ভাড়ার হারই বহাল রহিবে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার মূল হার সাধারণ ট্রেনগুলিতে মাইলপ্রতি ৩ পাই আদায় ধার্য করা হইয়াছে। তবে, মেল ট্রেনগুলিতে ভাড়া মাইলপ্রতি ৫ পাই হইবে। মালের মাশুল সম্প্রতি সংশোধন করিলেও মূল্য বৃদ্ধির জন্য ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে যে অস্থ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এখনও চলিতেছে, কাজেই মাল, যাত্র প্রভৃতির ভাড়ার কোন পরিবর্তন করা দ্বারা বর্তমানে কোন বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। কয়লাখাতীদের ভিন্নিস পাঠানো, সারের বীজ পাঠানো, ইত্যাদি ব্যাপারে যাহাতে বেশী মাশুল না দিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাশুলের মাসা হ্রাস দূর করিয়া বিচার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সর্বপ্রকার জিনিসের জন্য ভাড়ার হার বেশী হইলে তাহা হ্রাস করার মাশুল মাসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা এই ব্যবস্থা হইতেছে। কয়লার মাশুল কমাই সম্ভব হয়। আসাম বিমানের সাধারণ যাত্রীদের উপযুক্ত বিধা জানাবে প্রেরণের জন্য কলম পাঠাইলে রেলওয়েতে যে বিশেষ বিমান যাত্রা আছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। চিকিৎসা ও অন্যান্য দুঃস্থ সরকার ৫০ জন এবং সাধারণ সরকার ৩০ জন করিয়া হইবে।

ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা—

সম্প্রতি মূল্য সম্বন্ধে পার্লিমেন্টের সদস্য কোন কথা না হওয়ায় লালিনী ট্রাইবুনাল বসানো হইয়াছে।

ভারত সরকারের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় রেলওয়ের কয়লার মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৪৩ কোটি টাকা। এই বিবরণ অনুযায়ী ঐ তারিখে ডিপ্রিসিয়েশন বিভাগে জমার টাকার পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। উহার বিধায়ক (রেটারেন্সেট, ডবলিন ও রেলওয়ে বিভাগে ডবলিনের টাকার পরিমাণ দাঁড়াইবে যথাক্রমে ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ও ৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট সাধারণ রক্ষণের খাতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। বাজেটে ঘাটতি পড়ায় ঐ টাকা দেওয়া হইবে না। যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থার জন্য যে ঔদ্বিতিবিধের ডবলিন ধরা হইয়াছে তাহাদের এবার টাকা দেওয়া হইবে না, তবে এবার ঔদ্বিতি বিধানের খাতে যে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইবে তাহা ঐ ডবলিন হইতে মিটানো হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। রেলওয়ের বিভাগে ডবলিনের এবার টাকা দেওয়া হইবে না, যদি ঠিক ডবলিন হইতে বাজেটের ঘাটতি মিটানো এবং ইঞ্জিন প্রভৃতির অবশিষ্ট পূরণের জন্য ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ধার্য হইবে।

ডবলিন বাজেটের বাহিরে থেকে ঠিক ডবলিনে ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা থাকিবে। রেলওয়ে ডিপ্রিসিয়েশন ডবলিন হইতে মিটে ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবার ফলে ১৯৪৮ সালের মার্চে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে।

বৌথিক—

কাগজে লভ্যাংশের বিজ্ঞাপন।

ভারিয়েটি স্প্রোর মিলস্ লিঃ

প্রথম লভ্যাংশের বাজে বেরিয়া ভারিয়েটি স্প্রোর মিলস্ এর কারখানার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাব্যঞ্জক হইতে হয়। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যে বৎসরটি শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে দেওয়া সরকার ৭৫ লক্ষ্যাংশ প্রদানের পর হইতে প্রতি বৎসরই এই কোম্পানী নিয়মিতভাবে সরকারী ও ছাড়ে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতিষ্ঠান খুব সরকার। ১৯৪৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কক্ষ (মোট) ও সিলেকোসোলী লাভের সংখ্যা ১৮,০০০ হইতে ১৯,০০০ টন সমস্ত উৎপাদন করিতেছে। মেটামুটিভাবে মূলধনের পরিমাণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৫ লক্ষ টাকার লাভ করিতেছে, পরিচালকদের মতে ৭ লক্ষ্যাংশ কারখানার বর্তমান সম্পত্তির মূল্য কমে কোটি বর্তমানের পরিবেশনার অন্তর্ভুক্তিকরণে এই প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপাদন অন্যূন বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সুখের এই কোম্পানী সম্প্রতিকৃত মজুত পরিচালকের পরিচালনার অধিকার হইতে করিতেছে। বিক্রয়ের সম্প্রসারের ফলে বেশের মিলস্ লাভ ১৩৫ টাকা পরিচালক পরিচালকের কোম্পানীর পরিচালনার আসে হইতেছে দিয়া এখন আসার ডেমার্স এ. চৌধুরী বেরেকের মিলস্ লাভ বিক্রয়ে প্রতিনিধিত্ব করায় একটী কারখানে পরিচালনকার্য একটী পরিচালক এই কোম্পানী নিজ আসনে অধিকারভুক্ত।

১৯৪১ সালের ৩১এ মার্চ যে বৎসরটি শেষ হইয়াছে এই কোম্পানীর সেই সময়ের কার্যবিবরণী হইতে একটী বিষয়ে জানা যায় যে, লাভের ও সেই হিসাবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১৭১১ সাল হইতে বাড়িয়া ১৯৪১ সাল টাকায় দাঁড়ায়। বিক্রয়লব্ধ মূল্য বৃদ্ধির ফলেই এবং অন্যান্য বিভাগে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় লাভের অঙ্ক ১৭১ লক্ষ হইতে ১৭৯ লক্ষ টাকা।

বৃহত্তর লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা—

বর্তমান বাজেটে তিনটি রেলওয়ে লাইন নির্মাণের ব্যয় ধার্য হইয়াছে। দুইটি লাইন অবশ্য অল্প নির্মিত হইবে এবং তৃতীয় লাইনটি উৎপাদনের অধিক সুবিধার যোগ স্থাপনের জন্য নির্মিত হইবে। ছি-আই-পি রেলওয়েতে ভাটিয়ন-বৈরাগী লাইনটি পুনরায় খোলা হইবে এবং ইহার সাহায্যে রেলওয়ের লম্বা-চওড়ার লাইন নির্মিত হইবে। উক্ত দুইটি লাইনের কাজ চলিতেছে। এই সকল কার্যের জন্য ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে। বর্তমানে, বৃহত্তরে, সাহায্য, উঁচিকা ও বিহারে রেল-বন কোম্পানীগুলিকে টাকা ঘাটাইবার জন্য বাজেটে ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

সঙ্কলন

মূল্য বোর্ডের বিবৃতি—

বিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্পর্কে ব্রব্য মূল্য বোর্ড কমিটি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইয়াছে: উহাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা আবশ্যকতা এবং পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করা হইয়াছে। কোন্ উপায়ে পণ্য মূল্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করার সময় বিচার করা হইয়াছে। উহাতে একটি পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা তোলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সেই সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অধিকতর একটি নীতি নির্দ্ধারণের কথা জানাইয়াছেন।

বোর্ডের সভ্যগণ ১৯৪৭ সনের ১৯-এ এপ্রিল উক্ত রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পাঁচ বৎসর ভারতে অন্নবস্ত্রের সমস্যা পরিমাণ একপ্রকার কমন বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব কম। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণের পথের কোন্ বৃক্ষের সরু অপেক্ষা বর্জনের দ্রুত হইয়াছে: আশু উৎপাদন বৃদ্ধির কতকগুলি দাবী তাঁহারা করিয়া সরবরাহের অবস্থা প্রধান। এই উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁহারা আমদানীর কথা করে:

এই রিপোর্টে ভারতের উপর যাচ্ছেতাই পরিমাণ যে করা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশে ১৯৪০ পূর্বে অধিক পরিমাণে যাচ্ছেতাই উপর আসা যায়। তাহারা পর্যবেক্ষণ করেন যে বেশের জনপ্রতি ১৮ আউন্স হইতে না ১৫ এবং পরবর্তী দুইবৎসরে যাহা-সম্ভব বহুত জনপ্রতি দৈনিক ১৩ আউন্স বরাদ্দ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

এই দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে পূর্বে জনপ্রতি যে ১৫ ১/২ গজ বস্ত্র সরবরাহ হইত ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহের সম্ভাবনা

১৯ সালের পূর্বে যুদ্ধ-পূর্ব পর্য্যায়ে পৌঁছান না। যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ চিনি ও গুড় করা হইত ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে তাহা সম্ভব হইবে না: তৈল, ঘাস, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি কয়েক বৎসরের অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সম্পর্কে তাঁহারা বলেন, আন্তর্জাতিক কারণের জন্য ভবিষ্যতে সকল মূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি হয় নাই। ও যেরূপ বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বাতিল হোক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে না।

বলা হইয়াছে, অন্যান্য দেশে দ্রব্যের মূল্য সেরূপ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সেই ভারতের সকল দ্রব্যাবলীর মূল্য অন্যান্য দেশের পর্য্যায়ে আসিবার জন্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং কাম অন্য দ্রব্যের মূল্য নামাইয়া আনিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা

বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রদেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নকল্পে পূর্ব্বঙ্গ সরকার অবিলম্বে একটি শিল্প সংক্রান্ত উপদেষ্টামণ্ডলী কমিটি নিয়োগ করিবেন। এই কমিটি প্রদেশের শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। উপযোগী, অবশ্যকি, যাতায়াতের সুবিধা, দেশের আর্থিক জীবনে শিল্পের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে। কোন্ কোন্ শিল্পের পক্ষে কোন্ কোন্ স্থান উপযুক্ত কমিটি সেই সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে প্রস্তাব পেশ করিবেন। সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে শিল্প সংগঠন করা যায় তাহার একটি পরিকল্পনাও এই কমিটি উপস্থিত করিবেন।

কমিটি যে সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা তাহার মধ্যে একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকিবে। বর্ত্তমানে যে সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় তাহাদ্বারা কিভাবে অধিকতর শিল্পকারখানা স্থাপন করা যায়, স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় তাহার প্রস্তাব থাকিবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্যান্য শিল্পের প্রসার সম্পর্কে সুপারিশ জানান হইবে।

এতদ্ভিন্ন কমিটি বিভিন্ন শিল্পের জন্য কোন্ কোন্ যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, কিভাবে ভাড়াটী যন্ত্রপাতি, কারিগর ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়, শিক্ষালয়ের জন্য কোন আইন পাশ করার দরকার আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। কমিটিকে থাকিবেন—মুলা-ইক্রিসৌয়ারি ওয়ার্কস-এর ডিরেক্টর মিঃ সৌকৎ ওবর; বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের যুক্তপূর্ব ডিরেক্টর মাঃ আলী কবির; পূর্ব্ববঙ্গের সিমকাবিভাগের ডিরেক্টর মাঃ মুবারক-ই খোদা: ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস, কে, দত্ত; পূর্ব্ববঙ্গের সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর; ঢাকা কোম্পানীর ডিপুটি কে, বি, সেন; পূর্ব্ববঙ্গের ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগীয় অফিসার মিঃ যে সিং; শিল্প বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ এ আজম; মিঃ কমলদুল হাসিব এম, এস, এ, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার মিঃ ফুলল ইসলাম, মিঃ মৈমনসিং এম, এল, এ মিঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, মিঃ এ, এম, আবদুল হাসিব এম, এল, এ মিঃ নাসিরুদ্দিন বে, এম, এল, এ এবং পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম সচিব মিঃ এস, এম, হোসেন।

ভারতে বাঁধ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কংগ্রেসে কোন্ কোন্ নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা চলিতেছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরিষদের সভাপতি মিঃ বিশ্বেশ্বরাইয়া বিবরণ পেশ করেন:—

কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ পরিচালনার:—(১) উচ্চ-ক্ষমতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, (২) বাণিজ্যের উপযোগী, (৩) বেসরাল ও বিহারের কুশী বাঁধ পরিকল্পনা (৪) বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বম্বে আহমদ ও কাশ্মিরের দেশীয়রাজ্যসমূহে সর্বেক্ষণ, তাপি ও সমবর্ত্তী বাঁধসমূহ, (৫) মধ্যার ব্রাহ্মণী ইত্যাদিতে ও সমবর্ত্তী পরিকল্পনা, (৬) আসামে ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও সোমেশ্বরী উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং (৭) বিহার, যুক্তপ্রদেশ ওরেওয়া প্রভৃতি সোন উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা। পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের পরিচালনায়:—ভাক্রা বাঁধ পরিকল্পনা। যুক্ত প্রদেশের সরকারের পরিচালনায়:—(১) রিহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা, (২) মধ্যার বাঁধ পরিকল্পনা ও (৩) রামগঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায়:—দুর্গা উপত্যকা পরিকল্পনা। মাদ্রাজ সরকারের পরিচালনায়:—(১) কৃষ্ণবেণ্ণা বাঁধ ও (২) মাদ্রাসসাগর বাঁধ। মধ্যপ্রদেশ সরকারের পরিচালনায়:—(১) নর্ম্মদাতীর বাঁধ, (২) ব্রাহ্মণী বাঁধ ও (৩) বড়গোদা পরিকল্পনা। পাতিয়ালা সরকারের পরিচালনায়:—ঘোহি বাঁধ পরিকল্পনা। কোচীন রেজার ও ট্রাভাঙ্কোর সরকারের পরিচালনায়:—চলল পরিকল্পনা।

পূর্ব্ববঙ্গে জনিবার্য্য রাষ্ট্রীয় করণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থসচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে সরকার অধিবাসীকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করিবেন।

কুমিল্লার সাব ডিভিসনাল প্রাক্তন মন্ত্রীর পরিষদে এই সম্পর্কে যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, এই বিলটি তাহারই অনুরূপ, তবে নূতন বিলটির সহিত পূর্বেকার বিলটির কয়েকটি বিষয়ে সামান্য পার্থক্য আছে।

রাজশাহী কলেজের জন্য সরকারী সাহায্য—

ভারতের প্রথম ও উচ্চ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সাহায্যের জন্য কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত কি ভাঃ পরিষদের সভায় কমিটি সম্প্রতি যে সুপারিশ জানাইয়াছেন, তাহাতে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসরে এই টাকা ব্যয়িত হইবে। এই বরাদ্দ হইতে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে মঞ্জুরি

আর্থিক ভারত

৯ বর্ষ ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ৪র্থ ডিসেম্বর ১৯৫০ [মূল্য ।৵০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ	৭১	অর্থলোক	৭৯
বাজেট সম্পর্কে পূর্বালোচনা	৭৩	সমবায়ের পুরস্কার	৭৯
প্রসঙ্গিক	৭৪	সাময়িকের কথা	৭৯
প্রস্তাবিত ভারতীয় খাদ্য	৭৫	সংবাদ বিচিত্রা	৮০
পরিষদে প্রশ্নোত্তর	৭৮	সংকলন	৮৩
পশ্চিম বাংলার বাজেট	৮১	চৌষটিক	৮৫
বিবিধ	৮৭		

অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি দেশব্যাপী এক উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্ময়বিরোধী মতবাদের আধিক্য এমন প্রবল, যে এই গুরুতর বিষয়ের উপর সাধারণের পক্ষে সঠিক মত গড়িয়া তোলা প্রকৃতই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নিয়ন্ত্রণ অপসারণের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, এই ব্যবস্থা একান্তভাবে সর্বগ্রাসক অর্থনীতির (Totalitarian Economy) সগোত্র। যুদ্ধের সময় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে মহোৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে শান্তিকালে বিশেষত জাতীয় সরকার ঠিত হইবার পর, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাহাই নহে; ইহা প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকারক। আজ যখন জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য সকল প্রকার শিল্পপ্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে উৎসাহদান প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় এই ব্যবস্থা চালু রাখার আসল অর্থ শিল্পসম্প্রসারণের পথে অবথা অন্তরায়ের সৃষ্টি করা। ইহাদের মতে চোরাকারবারের ল ঘনিয়াছে বলিয়া মনে করা চলে একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অপসারিত রিয়া। তাঁহারা ইহাও বলেন, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি-সঙ্কট সমাধানের শ্রেষ্ঠতম পথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করা। ইহা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভ্রষ্টাচারের প্রতিও ইহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাঁহাদের যুক্তি দুর্বল বলা নহে; বরং ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতাদ্বারা সমর্থিত। নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে তাঁহারা কেহই চিরস্থায়ী করিতে চাহেন না; তবে বলেন যে, ইহা অপসারিত করিবার সময় [illegible] নীতিকে অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যথায় ক্রয়শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইয়া নিয়ন্ত্রিত হইবে, উৎপাদন শীঘ্রই অবনমনশীল হইয়া উঠিবে, বন্টনব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিবে, কালোবাজারী চরিত্রের ভয়াবহ পরিচয় এবং সাধারণের দুর্দশাকে চরমে লইয়া পরিবে মুদ্রাস্ফীতি-সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করিবার পূর্বে এই ব্যবস্থাগুলি তাঁহাদিগকে সক্রিয় মূল্যবৃদ্ধির হার হ্রাস করিতে অনুরোধ করেন।

নিয়ন্ত্রণের অর্থনীতি পরিবর্তনে শুভ কি অশুভ, সে প্রশ্নের বিচার আপাতত স্থগিত রাখিয়া বিলেও, এই ব্যবস্থা যে কতকগুলি বাস্তব কারণে শুধুই অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যেখানে ঘাটতি রেখাদিলেই, নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন আবশ্যক হয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করা উচিত কিনা, তাহা যদি জাতীয় উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করা হয়, তবে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সরকারী হিসাবানুসারেই কাঁচা লোহা, পেট্রল, সুতীকাপড়, চিনি, কেরোসিন, পাট প্রভৃতি একাধিক প্রধান পণ্যের উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় বর্তমানে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সিমেন্ট, তরল ইস্পাত প্রভৃতি জরুরী প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে। জাতীয় উৎপাদন হ্রাসের বহর নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

পণ্যের নাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
লৌহের ঢোলাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কিলিং ষ্টীল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইস্পাত পাত	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চিনি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
তুলা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]-উৎপাদন-অঞ্চলের কথা স্মরণ রাখিয়াই সম্প্রতি পণ্যমূল্য [illegible] (Commodity Prices Board) বসানোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু [illegible] পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সংসদের বিচারে নিয়ন্ত্রণ [illegible] করিলে বর্তমান দুরবস্থার অবসান ঘটিবে না। যুদ্ধপূর্ব [illegible] তুলনায় দেশী শিল্প বস্তুসম্ভারের আমদানী দুই গুণের অনেক বিলম্বে [illegible] বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। ১৯৪৮ সালে চিনি ও তুলোর [illegible] যুদ্ধপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারিবে না বলিয়াই তাঁহাদের [illegible] কারণ, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট, বনস্পতি, কাগজকলম, ঘরোয়া [illegible] সরবরাহে শীঘ্রই উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা কম বলিয়াই তাঁহাদের [illegible] নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিতে যাইয়া পরিকল্পনা সংসদ আরও [illegible] প্রয়োজনীয় প্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতীয় তুলনায় [illegible] মূল্যের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইলেও বর্তমানে [illegible] প্রয়োজন। ভারতে মূল্যমান যথেষ্ট উপরের [illegible] উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গে বহির্জগতের মূল্যের সমতা রক্ষা করা [illegible] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া। নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করিলে [illegible] দেখা দিবে, তাহাতে এই সাম্য রক্ষা করা একেবারেই [illegible] হইয়া পড়িবে। নিয়ন্ত্রণের অপসারণ নয়, নিয়ন্ত্রণের সংশোধনই [illegible] করার সুপারিশ।

প্রতি চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইয়াছে। [illegible] পূর্বে যখন ভারতীয় পার্লামেন্টে খাদ্য সচিব স্যর [illegible] প্রসাদ চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার সিদ্ধান্ত [illegible] করেন তখন হইতেই কালোবাজারের ব্যবসায়ী কর্তৃক [illegible] মজুতের সংবাদ শোনা যাইতেছিল। বিনিয়ন্ত্রণ কতটা [illegible] প্রশ্ন হইবে, তাহা এখনও সঠিক বলা চলে না। তবে [illegible] ভারতীয় চিনি কল সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে [illegible] কে. কে. বিড়লা মন্তব্য করেন যে, নিয়ন্ত্রণ অপসারণের [illegible] পরে সাময়িকভাবে চিনির দরবৃদ্ধি ঘটিলেও, পাঁচই [illegible] মধ্যে প্রসার ঘটাইয়া বর্তমানের তুলনায় চিনির দর অনেকটা [illegible] করা সম্ভব। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের চিনি উৎপাদনে [illegible] ব্যবধান ঘটিয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শ্রীযুক্ত বিড়লার [illegible] বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে [illegible] লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। এই সংখ্যা কমিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে [illegible] লক্ষ টন এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ৯২৫ লক্ষ টনে আসিয়া [illegible]। যুদ্ধের পূর্বে চিনির চাহিদা বৎসরে মোটামুটি দশ লক্ষ [illegible] টনের ছিল। যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, পাকিস্থান সম্প্রতি যে [illegible] লক্ষ টন চিনি ভারত হইতে আমদানি করিতেছে তাহার চিনি [illegible] পাওয়ায়, সে-আমদানি শীঘ্রই বন্ধ হইবে। সে অবস্থায় ভারতে বাৎসরিক প্রয়োজন হইবে মাত্র সাড়ে-পাঁচ লক্ষ টন। বিড়লার অভিমত এই যে, আভ্যন্তরীন প্রয়োজনকে সাড়ে-পাঁচলক্ষ পরিমানে বিপুল সম্ভাবনার না ঘটাইয়া নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলে কল বারাপ হইবারই সম্ভাবনা।

তথাপি বর্তমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে চিনির চাহিদার [illegible] পার্থক্য থাকায় চিনি সরবরাহের বিনিয়ন্ত্রণ [illegible] যুক্তি সমর্থন করা চলে, বস্ত্র অথবা খাদ্যশস্য হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করা আদৌ কোন ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সুখের বিষয় ভারত সরকার এই সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। এই সকল দ্রব্যে উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমানে চালু রাখাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। বস্ত্রের উৎপাদন পরিমাণ বর্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে এখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপসারণের [illegible] ফেলবেশী সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে যে [illegible] ভারতে ৬০২ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইত, সে জায়গায় ১৯৪৮ সালে মাত্র ৪৬৩ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারীর আশা করা [illegible] অথচ এই কয়েক বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ কো হইতে ৪২ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ পূর্বের মাথা বাৎসরিক সাড়ে-ষোলগজ বরাদ্দের হিসাবে পৌঁছিতে হইলে ভারতে কাপড়ের উৎপাদন অতিরিক্ত ২০০ কোটি গজ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সুতরাং এই অবস্থায় কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ অপসারণ আসল অর্থ জাতসারে চোরাবাজারের গলা টিপিয়া ধরিয়া বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা মূলত অল্পকালীন। একবার দীর্ঘমেয়াদী মার্থক বস্ত্রোৎপা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পর কাপড়ের উপর হইতে নিয় অপসারণের প্রশ্ন উঠিতে পারে।

খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারক কমিটি অন্তর্বর্তী কালের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে ভারত সরকার যে সিদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৮ সালে যে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইবে না। তদ্ব্যতীত খাদ্যসঙ্কট আমাদের জাত অর্থনীতিকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে সম্প্রতি ভারতের খ সচিব সাহেব সকলতার তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৯৪৪-৪৫, ১৯৪৫-৪৬ এবং ১৯৪৬-৪৭ এই তিন বৎসরে বিদে হইতে ৪৩৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। ইহা জন্য ১১৭ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। বর্তমা বৎসরের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ১০৬১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হইয়াছে, খরচ পড়িয়াছে ৪৯ কোটি টাকারও বেশ এই বিপুল খাদ্য আমদানির ফলে ভারতের বৈদেশিক বিনি কিভাবে অপচয়িত হইতেছে এবং অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপা আমদানি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সচিব তাহারও উল্লেখ করে জর্মানির সরকার যেখানে ভারতের শিল্পোন্নতিকে বন্ধুত্ব দিয়া বিদে হইতে খাদ্য আমদানি করিতেছেন সেখানে আন্তর্জাতীয় খাদ্য সংস্থা

যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সকল দিক তলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই, অথবা দেখিবার অবকাশ পান নাই, তাঁহাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারণের জন্য আগ্রহের কারণ বোঝা কঠিন নয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এত গলদ আছে এবং সেই গলদের জন্য আমাদিগকে যে কঠিন মূল্য দিতে হইয়াছে সেকথা বিবেচনা করিয়া অনেক শুভবুদ্ধি ব্যক্তিই একথা মনে করেন যে গলদ বুঝি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেই আছে, এবং মুক্তি আছে বিনিয়ন্ত্রণে। এমন কি মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিও যখন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ইহার ভিতর কোথাও নিশ্চয়ই নাগরিক স্বাধীনতার ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ত্রুটি যে আছে তাহাতে সংশয় নাই, তবে সে ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নয়, যে পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার। যুদ্ধের আমলে যে আসন্নাতিক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্যই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খাঁটি দেশপ্রেমিকও সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। অতএব আজ প্রয়োজন এই অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণের অপসারণ ঘটাইয়া সুসংগঠিত নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা। যতদিন তাহা না করা যাইবে ততদিন চোরাকারবারীরা সহজেই মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির দৃষ্টিও নিজেদের অনুকূলে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে।

বাজেট সম্পর্কে পুনরালোচনা

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সাড়ে-সাত মাসের যে বাজেটের হিসাব গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত লিয়াকত আলি খাঁ কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা লইয়া আমরা আমাদের গত সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই বাজেট একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১৩৮৪ কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনায় সমগ্র দেশ আনন্দবিহ্বল হইলেও এতৎপ্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা দরকার যে, শ্রীযুক্ত চেট্টীর সমস্ত অনুমানই পরীক্ষামূলক, যেহেতু নবগঠিত পূর্বপাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বিভাগজনিত নানারূপ অসুবিধার প্রতিবিধানকল্পে অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের দ্বারা ও অন্যান্য বহুবিধ অপূর্বকল্পিত খরচের দরুণ ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, বর্তমান বাজেটে কতকগুলি বিশেষ কারণদ্বারা প্রভাবান্বিত বলিয়া দেশের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হইয়া আসিলেই রাজ্যশাসন সম্পর্কিত খরচ বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের রাজস্বের যে স্থিতিস্থাপক আকৃতি এবার আমরা দেখিতে পাইলাম এবং দেশের আর্থিক সুস্থতার যে পরিচয় এবার আমরা পাইলাম, তাহাতে উৎসাহিত বোধ করিতেছি। মনে হইতেছে যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন যদি প্রত্যাশিত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানী বাড়ানোর প্রয়াস যদি সফল হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরের ঘাটতিবৃদ্ধির পরিমাণ ১০০কোটি টাকা হইলেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক গঠনের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধিত হইবে না।

অবশ্যভাবী ও সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে যেটুকু জানা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে, ভারতবিভাগের দরুণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কোনটারই তাহার অজানা নাই। রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে নৈরাশ্যজনক ও অসহনীয় দোদুল্যমানতা দেশকে সর্বপ্রকারে দুর্বল ও অক্ষম করিয়াছে এবং দুই বিরুদ্ধ অংশেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বহুলাংশে পঙ্গু করিয়াছে। তাহার ভিতর হইতেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিছু আশার বাণী আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। তাহা হইল এই যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আকৃতি আর পূর্বের ন্যায় বিকৃত হইবে না, অন্ততঃ তাহার একটি সুস্থ একীভূত মূর্তি আমরা দেখিতে পাইব। আর তাহাতে ভারতের বিভিন্ন অংশের বিকল্প যে বহু লাঘব হইবে তাহাও উল্লেখের বিষয় নহে।

১৫ই আগষ্টের পরে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতেই খরচের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র দুঃস্থসাহায্য ও পুনর্বসতিকল্পেই ব্যয় হইয়াছে ২১ কোটি টাকা। পাকিস্থানের খরচের অংশ হয় এত বেশী না হইত এবং ভারতবর্ষের বজেট যদি সমতলপাতে চলিতে পারিত তাহা হইলে ঘাটতির পরিমাণ ১৩৩৪ কোটি টাকা না হইয়া অন্ততঃপক্ষে ১০ কোটি টাকা হইতে পারিত। সেটুকুই হিসাবে এক বৎসরে দেশরক্ষাখাতে ৪০ কোটি টাকা খরচ করিতেছে এবং অন্যান্য খাতেও ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চেট্টী এমন কথাও বলিয়াছেন যে মূল এবং পেন্সনের হিসাবই অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা হইবে। কারণ ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে পাকিস্থানের মোট মূল ও পেন্সনের টাকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে ১৩৮৪ কোটি টাকার ঘাটতি সম্ভবতঃ উপযুক্ত রূপান্তরিত হয়। যেখানে দেশরক্ষা, সাধারণ ব্যয় এবং মূল ও পেন্সনের খরচ প্রায় ৮৭ কোটি টাকা খরচ বাঁচিয়া যাইতেছে, সেখানে ভারতবিভাগের দরুণ আদায়ের আয় কমিতেছে মাত্র ২৫ হইতে ৪০ কোটি টাকা। অতএব পাকিস্থানের দরুণ আদায়ের বাবদে কমি লাভের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। জনপ্রতি বিভাগীয় উন্নতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন বিভাগ সৃষ্টির জন্য যে একটা অনুমানিক খরচের হিসাব ধরি তাহা হইলেও সে মোটের উপর ১৫ হইতে ১৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় সম্ভব নহে। অতএব যে পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ কোটি হইতে ৩০ কোটি টাকা রাজস্বলাঘব অবশ্যম্ভাবী। এই টাকার অঙ্কটা মুখস্থ করিবার নয়।

খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কীয় অসুবিধাই হইল ভারতব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা। পাকিস্থানের উদ্বৃত্ত খাদ্যসংগ্রহের কথা মনে করি আমরা যে খুশী হই তাহা বলাই বাহুল্য,—কিন্তু অদ্যাবধি সেখান হইতে একখানা অন্নও পাওয়া যায় নাই, সে কথাটাও প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যধিক মূল্যে—প্রায় কালোবাজারী দরে—অন্যান্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছে। আগামী বৎসরে পাকিস্থান যখন তাহার উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করিতে সক্ষম ও সম্মত হইবে তখন ভারতীয় [illegible] অন্যান্য দিকে উন্নত হইবে এবং ততদিনে [illegible]

বস্তা অসুবিধা হইল কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা নয়া রফতানীকারকের। বিদেশের প্রতি পাকিস্তানের মনোভাব কোনদিনই প্রসন্ন ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রার পক্ষে অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলেই কিছুদিন মহানন্দে, সেকথা আমরা ভালো করিয়াই জানি। সুতরাং প্রধানতঃ তাহাদের বিরাগভাজন অর্থাৎ ভারতের সহিত পাকিস্তানের নীতিবিরুদ্ধ আচরণের মূল ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অতএব ভারতবর্ষের বন্ধুর উপরে নির্ভর করিতে হয়। কাজেই পক্ষে ভারতবর্ষের সহিত তাহার একটা চুক্তিসম্পাদনের আশা এবং পাটের বিষয়েও একটা সিদ্ধান্তের বিশেষ আর বিলম্ব

কয়েক মাস ধরিয়া দেশের রাজনৈতিক জীবনে যাহা কিছু হইয়াছে একান্ত দুঃখের হইলেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তাহা প্রতিহত করে নাই। ভারত-পরেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে এত দৃঢ় অবস্থায় দাঁড়াইবে ইহা কেহ সুদূরে কল্পনাও করেন নাই। বিদেশের সাহায্যে এই ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব। বিদেশ-হইতে আমদানীর পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার ও তদ্বারা মূলধন-সংগ্রহের সাহায্যে দ্রুত সম্পাদন এবং অধিক পরিমাণে কাঁচামাল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, এই সকলের সাহায্যেই অনাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুদৃঢ়তর করিয়া তোলা সম্ভব। সুখের বিষয় করে সকল প্রকার ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং ঘর ও অর্থের অবস্থাকে কি উপায়ে সর্বাপেক্ষা কার্যকরীভাবে করা যাইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের নূতন পরি-না প্রস্তুত করিতেছেন। মুদ্রাপ্রধান ও মূলধন প্রত্যাদেশের পূর্ণ-হেণ করিয়া অর্থসচিব যে সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন এবং ধন-কোরীদের স্বার্থসংরক্ষণের বিষয়ে যে নিশ্চিত অভয়দান করিয়া-ছেন তাহাতে কোম্পানীসমূহের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়া করতার আশ্বাসে আস্থাসে বাজিগত প্রচেষ্টার উন্নতি হইবে মে হয় এবং শিল্পপতিদের সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠতর যোগা-ম্ভাবনা সূচিত হয়। অপরপক্ষে জনিবারের জীবনযাপন পদ্ধতির ন্ন অন্যান্য সর্ববিধ উন্নতির জন্য সরকার যে সদা-সচেতন মনোভাবের এ উক্তিও উল্লেখযোগ্য। জন ও মূলধনের আনুষঙ্গিক-ছা ব্যতীত যে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নহে, ইহা সর্ববাদিসম্মত একপক্ষ অপরপক্ষকে আঘাত না করিয়াও যে উভয়পক্ষের স্বার্থ া যায় এবং সেরূপ আচরণের দ্বারাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সেবা সম্ভব, এই আদর্শের কথাই শ্রীযুক্ত চেট্টী তাঁহার বাজেটে বলিয়া-ছেন। আশা করা যায় ভারতের জাতীয় সরকার এই আদর্শের প্রকৃত ন সকল হইবেন এবং তদ্বারা দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক হেতু হইবেন। সর্বজনীন সহযোগিতার ফলে শ্রীযুক্ত চেট্টী

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের জন্য যে জলের মত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে স্বীকৃত, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত দশজনের বিশ্বাস অর্জন ক'রে ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে দশজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ:

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শিবপুর, কলিকাতা,
খুলনা, ঝালকাঠি, বাসেরহাট, গৌরনদী,

প্রাসঙ্গিক

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্পর্কে বে-সরকারী ও সরকারী মহলের মধ্যে সম্প্রতি তীব্র মতভেদ উপস্থিত হয়। খাদ্যশস্যের দামের সাধারণ উর্ধ্বগতির জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দায়ী করেন এবং সরকারী মহল হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিলোপের সুপারিশ পরিণামে সম্পর্কে বাঁশিয়ারী দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয় হইতে খাদ্যশস্যের এক সর্বভারতীয় নীতি প্রবর্তনের পরামর্শ দিবার জন্য এক উপদেষ্টা-সংসদ আহ্বান করা হয়। এই সংসদের অধিকাংশ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি, কি, বিড়লা নিয়ন্ত্রণের অবিলম্বে বিলোপের পক্ষে অভিমত জানান। অন্যদিকে প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রীদের দিল্লী অধিবেশনে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়। এই সম্পর্কে পণ্যমূল্য সংসদের যে সুপারিশগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিলুপ্তি তো দূরের কথা, উক্ত ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করার পক্ষে দৃঢ়তি দেখানো হয়। শ্রীযুক্ত বিড়লার মতে সরকার প্রকৃত সমাধান হইল উৎপাদন বৃদ্ধিতে; নিয়ন্ত্রণ নহে। পক্ষান্তরে সরকারী মহলের ধারণা এই যে, অন্ন-বস্ত্রের বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতার নিয়ন্ত্রণের বিলোপ বাজারে যে অরাজকতা ডেকে আনবে তাহার মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহাড়া উৎপাদনের সম্ভাব্য বৃদ্ধি আগামী ৩ বৎসরে হওয়ার কোন আশাও নাই, কারণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগান একদিকে দুষ্প্রাপ্য তেমনি আবার কৃষিক্ষেত্রের বর্তমান পরিধির সম্প্রসারণও এখন সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এক সাম্প্রতিক ইস্তাহারে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপদেষ্টা সংসদের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকারের যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটা মেরু আপসের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই নীতিতে নিয়ন্ত্রণকে প্রান্তিক বিন্দু হইতে সরাইয়া কঠোরভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দ্বিমুখী নীতিতে নিয়ন্ত্রণের অধীন সাধারণ রেশনদারী নিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এবং বৈদেশিক আমদানী ও আন্তঃপ্রাদেশিক আমদানী সরবরাহের একটা মাত্রা নির্ণয় করা হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্রব্যের রেশনদারী দূর করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অবস্থার সন্তোষজনক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মূল্যমানের প্রতিযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত সাধারণ মূল্য ২ টাকার অনধিক বৃদ্ধি করা হইবে। এই বর্ধিত মূল্য হইতে পল্লী সংগ্রহের জন্য সরকারকে, উৎপাদককে উচিত মূল্য দিতে হইবে। পূর্বআঞ্চলিকতাবিরোধীতা লাগেক বৈদেশিক আমদানীর এক সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের

নিম্নলিখিতরূপে স্থির করা হইবে :—

উৎস অঞ্চল				সম্ভাব্য পরিমাণ (হাজার টাকার হিসাবে)
বুর্মা	...	...	...	১১
আসাম	...	...	...	৪০
অন্ধ্রপ্রদেশ	...	...	...	১৪০
উড়িষ্যা	...	...	...	১৫০
কেন্দ্রীয় রাজ্য	...	...	...	১৮০
			মোট—	৬৯১
ঘাটতি অঞ্চল				**আমদানীর পরিমাণ (হাজার টনের হিসাবে)**
বিহার	...	...	...	০
বাংলা	...	...	...	১৫০
মাদ্রাজ	...	...	...	১৫০
বোম্বাই	...	...	...	৩৪০
দিল্লী	...	...	...	১২০
অন্যান্য অঞ্চল	...	...	...	১০০
দেশীয়রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর		...	...	৮০
পূর্বপাঞ্জাব	...	...	...	১০০
দেশীয়রাজ্য	...	...	...	৪০০
			মোট	১,৫০০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, সরকারের সমগ্র পরিকল্পনাতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনের বিভিন্নরূপ উপরে গুরুত্বারোপ দেওয়া হইয়াছে। এই সুপারিশগুলির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করা গিয়াছিল, এখন তাহার বহুল আলোচনা করা সম্ভব। চিনি, লবণ প্রভৃতি পণ্য ও টায়ার-টায়ার প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধের ইতিমধ্যেই তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন এখন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়রাজ্যের সরকারের বিবেচনাধীনে আছে। আমরা সংসদে পশ্চিম বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরবরাহমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে বাংলা সরকার কিরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া ছিলেন, তাহা বিস্তৃত আলোচনার সহিত পরে করা হইবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার উদ্যম

পূর্ববাংলা সরকারের এক সাম্প্রতিক ইস্তাহারে প্রকাশ যে পূর্ববাংলা সরকার তথাকার অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাপ করিবার জন্য একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই কমিটী প্রদেশের জন্য শিল্পোন্নতি পরিকল্পনা কেবল করিবেন, সম্ভাবনাগুলি যে একটী হিসাব দাখিল করিবে তাহাই নয়, তাহাদের আর্থিক সম্পদ যাহাতে প্রমিক, বাজার ও যানবাহনের দিক সুযোগসুবিধা পায় তাহার একটি পরিকল্পনাও করিবেন। এই সম্পর্কে সরকারের মতে এবং সংগ্রহকারীদের যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিলের ম্যাজিস্ট্রেটদিগেরও একটী করিয়া উক্ত পরিষদ থাকিবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সব এক বিশেষজ্ঞ সংসদ বিভিন্ন কমিটীকে যে সিদ্ধান্তের সরকারী উদ্যমের ফল ও পরিধি এই সংসদ নির্দেশই স্থির করিবে। পরিকল্পনার ফলে কারখানায় উপযুক্ত সরকারী প্রকল্পসমূহ আমদের প্রাকৃতিক অর্থনীতির যে সব সম্ভাব্য দুই আছে তাহা প্রকাশ পাইবে এবং ফলে একটী মোটামুটি আলোচনাসংসদ করা হইবে।

বাংলার অর্থনীতি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কর্মিবিহীন বাঁধিয়া বিভক্ত হওয়া পূর্ববাংলার চিরাচরিত বিশেষত্ব হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের ব্যাপকতার সেই সম্পর্কে সরকারের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া। পূর্ববাংলার পার্টিশন ঘটিবার পর এ দেশের সাধারণভাবে অধিবাসী শ্রেণী এবং বি কমিটির পার্টিশন সম্বন্ধে কমিশনের সরকারী ও অন্যান্য ও পরিচালন কর্মিবর্গের ফলে এইটী পার্থক্য অবশ্য ক্রমেই সামঞ্জস্যের দিকে। শিল্পোন্নয়ন সংসদের নির্দেশে সরকারের কর্মিনীতি নির্দিষ্ট নির্দেশগুলির সিদ্ধান্তে সেই বিভেদের ও যথাসম্ভব হইবে।

পূর্ববাংলার আর্থিক উন্নতির প্রথম প্রতি অধিকাংশ লোকের হাতে ক্রয়ের ক্ষমতা, ও সুলভ ও ভাল যানবাহনের একান্ত অভাব। অনুমান করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রাম, ভাওয়াল, ও ময়মনসিংহ উৎপন্ন ফলের যা হইলেও মাত্র ৫ অংশ চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে মাত্র ১ অংশ বাজারে আসে। ইহার কারণ যানবাহনের অভাব। এই অঞ্চলে কেন্দ্রে-এ কিন্তু ফলাদি খাদ্য প্রচুর ভাব থাকিলেও আইকর যা। এই অঞ্চলে কেন্দ্রেরও সন্ধান মিলিয়াছে। এখন সরকারের সন্ধান পাইলেই, চটকল, কাগজের চিনিকল, বিদ্যুতীকরণের কারখানা এবং ভ কাগজ ও রাসায়নিক উৎপাদনের যাতা ক পরিকল্পনের সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাকে পূর্ণরূপ করিবে এই উন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে পূর্ববা সিদ্ধান্তে যেন যানবিষ্কারক ভেদুটী কর্তৃপক্ষের। পূর্বেকার ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কর্তৃপক্ষ অতীতের এই দোষের প্রতিবিধান করিতে পাটের পরিস্থিতির উপর কম বলাইয়া নির্ভর উৎপা পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববাংলার যে চি অন্যান্য এই অঞ্চলসমূহের মধ্যেও অনেকে পাইবে যা তাহা হইল প্রয়োজনের তুলনায় কৃষকের ও ব্যক্তির অভাব। যাবতীয় এই দিক হইতে বাংলাকে শুধু কাঁদাইবে কবিয়াছে। একটা দৃষ্টা উল্লেখ হইতেই এই কথাটার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বলা আসিয়াছে, একমাত্র চট্টগ্রামের তৈলসমৃদ্ধ পরিবহনযোগ্য ২ হইতে ১০ লক্ষ টনের এক

...ার উপত্যকা কর্পোরেশন

...ন ও জলসেচ বিভাগের ভারী ঐরিক কৃষি মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের দামোদর পরিকল্পনার প্রথম অংশটিকে ...র উপত্যকা কর্পোরেশন সম্পর্কে এক প্রস্তাব ...ব করেছেন। প্রস্তাবের মধ্যে বন্যা সমস্যা সহজে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৪৩ ...ন্যার ভয়াবহ পর সমস্যা আরও তীব্রতর হওয়ায় সরকার দামোদর বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি নিয়োগ ...। তাহার সুপারিশ এবং পরিকল্পনা ...ন করেছেন। উহাদের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার ...ে হয়—সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, ...ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ...। প্রস্তাবের উপত্যকা পরিকল্পনার ৮ টি ধাপের ...া হইয়াছে এবং উহা নির্মাণ করিতে প্রায় ৪৫ ...টাকা ৩ ১৫ হইতে ২০ বৎসর সময় লাগিবে। ...কল্পনা বাৎসরিক বন্যা নিয়োধ করিবে, ১,৬০,০০ ...ষিতে সেচ করিবে (উহার কেন্দ্রীয় ভাগই ...), এবং বন্ধ ও বিদ্যুতে উহা হইতে প্রায় ... কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া ...

...ন্ধে কল্পনা এই পরিকল্পনা আজ প্রায় দুই ...র্ষিয়া আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে ...ায় এখনও শুরু হয় নাই। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ...র সম্পর্কে এই গড়পড়তা অগ্রগতি বড়ই ...য় বিষয়। অবশ্য বিলম্বের কথা এই যে, ...কের অভাবেই এই বিলম্ব এমনভাবে ঘটিল নয়। ...ন্ত্রকাঠামোর আমলতান্ত্রিক জটিলতাই এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পথে প্রধান ...ক ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিহারের ...ার যে কেবল শাসনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা ছিল ...হে,বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নীতির অধিকারী ছিল। ...ধিনস্থ সরকারের মনোভাব কোনদিনই ...র বিষয়প্রধান অঞ্চলের ঐক্যিক অনুকূলে ...। কাজেই তাহারা এই সম্পর্কে কেন্দ্র ও ...। সঙ্গে কখনোই এক পরিপূর্ণ ভিত্তিতে ...য়ে যায় নাই। এই জন্যই অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় ...ৎকালীন পূর্ববর্তী ঐরিক সংগঠনে বন্যা ...লবর্তী হয় নাই। ফলতঃ আজ অবধি ...জল বাড়াইয়া দিয়াছে; আজ বাংলায় যে ...ই, যে অঞ্চলের যাই। দক্ষিণের পশ্চিম-বর্তীয় যুক্তরাষ্ট্রেই একটি প্রত্যয়। সুতরাং ...ন হাসিলক হইয়াছে সন্দেহই। যে ভিত্তিতে এই কর্পোরেশনের গঠনপ্রণালী ...র পরিধি পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা হইল অঞ্চলের যৌথ প্রয়োজনের ভিত্তিতে আকলিত দেশ।

...র্পোরেশন চেয়ারম্যান সহ তিন জন ...কিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ও বিহার ...ারের পরিষদ আলোচনা করিয়া সদস্যদের ...ে-

(ক) কৃষি, শিল্প, ও অন্যান্য খাতায় প্রয়োজনের ...ন্য সেচ ও জল সরবরাহের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও ...কারী করা।

(খ) বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও বণ্টনের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্যকরী করা।

(গ) বন্যোপদ্রুত অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঘ) বন্যোপদ্রুত অঞ্চলে জলযান চলাচল, অভিজাতা পোতাশ্রয়ের উন্নয়নে সাহায্য এবং বন্দী নদীর জলযান চলাচল করা।

(ঙ) সাধারণভাবে অঞ্চলের উপত্যকার কৃষি, শিল্প, অর্থব্যবস্থা এবং আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করা।

অবশ্য বিহারে এই কর্পোরেশনের কার্যাবলী অঞ্চল ও সংখ্যার ব্যাপারে অনেকাংশে ব্যতিক্রমভাবে ভাগ করিবে। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করিতে ও উহার উন্নতি বিধান করিতে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা কর্পোরেশন প্রয়োগ করিবে। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার সম্পর্কেই করা হইবে। যে কোন ঋণের ও অর্থের সম্পত্তি বন্ধক, ঋণ আদায় লীজ এবং ঋণ করিবার ক্ষমতা কর্পোরেশনের থাকিবে। ঋণ গ্রহণের জন্য কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় সরকারের সম্মতি লইতে হইবে। কর্পোরেশন প্রাদেশিক সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া সেচের জন্য জল সরবরাহের পরিমাণ ও হার ধার্য করিবেন এবং কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রাদেশিক সরকার জমীদের খেরকর আদায় করিবেন। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে কোন ব্যক্তির নিকট বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করিবার পূর্বে অবশ্য কর্পোরেশনকে জানাইবে।

কর্পোরেশনের কার্যভার, কার্য ও আয় অনুযায়ী কেন্দ্রের প্রদেয় ঋণটির অংশ বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য ব্যয় কেন্দ্র, বাংলা ও বিহার সরকার সমানভাগে বহন করিবেন। বন্যা ও বিহার সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যে পরিমাণ মূলধন প্রদান করিবেন তিনি সে পরিমাণ ব্যয় বহন করিবেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকার উহা আধাআধিভাবে বহন করিবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দান কোটি টাকার অধিক দিবেন না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চলতি খরচা বাংলা সরকার বহন করিবেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল ক্ষতি বাংলা সরকারকেই বহন করিতে হইবে। মোট ব্যয়ের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী তিন সরকারই বিদ্যুৎ ও সেচের লাভের অংশ পাইবেন। অন্যান্যদের সরকার-সমূহ তাঁহাদের অংশ অনুযায়ী কোন বাটনি হইলে তাহা পূরণ করিবেন।

আমুদানীর আমদানির সমস্যা

আমুদানীর সরবরাহের অগ্রাধিকার যেহু পশ্চিমবঙ্গে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। শীত ঋতি... ...হইয়াছে; তথাপি আমুদানীর ব্যাপারে এখনো আমুর উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমুর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি অসন্তোষজনক মানও স্পষ্টই উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই সকল কারণে সরকারী নীতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে এই সম্পর্কে যে তীব্র ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক সংশয়ের নিরসন হইবে বলিয়া মনে হয়।

গত আগষ্ট মাসের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমুদানীর সরবরাহের জন্য ব্যবসায়ীদের মারফৎ এবং অন্যান্য উপায়ে কার্জিলিং, সিকিম প্রভৃতি স্থানে বে-সরকারীভাবে অনুসন্ধান করেন। ফলে জানা যায় যে, কার্জিলিং হইতে অধিক পরিমাণ সরবরাহ পাওয়া যাইলেও, অন্যত্র হইতে আমুর আমদানি সম্ভব হইবে না। এই কারণে তাহার পক্ষপাতী এবং পূর্বোপকূলে পশ্চিমবঙ্গীয় সিকিম হইতে যেরূপ সহজ ও অল্প আমুর সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা, হয় অনেক তদন্তের পর জানা যায় যে বাংলার অন্তত ৫০ হাজার মণ বীজ এবং ৫০ হাজার মণ খাদ্যোপযোগী আমু মজুত করা হইয়াছে। কিন্তু আষাঢ় বিহারী বাসিন্দা বানবাসীদের সমস্যা লইয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে স্থলে দৈনিক আটার বাসা ওজনের বাজার করিতে অনুরোধ করেন, সে স্থলে সেই পরিমাণ দৈনিক মাত্র ছয় বাসা ওজনের মজুত করা হয়। কিন্তু ওজনগুলির সমস্ত প্রেরিত না হওয়ায়, ২৫ সে সপ্তাহের পর্যন্ত বাংলা বিহারে যায় ২০ হাজার মণ সিকিমের আমু প্রেরিত হয় তাহাও আমার উৎপাদনের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রত্যহের ৮০ হাজার মণ আমু আমদানির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু সে স্থলে মাত্র কুড়ি অথবা বাইশ হাজার মণ আমু সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কার্জিলিং হইতে এ পর্যন্ত ৩৮ হাজার মণ আমু পাঠান হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫ হাজার মণ পাওয়া গিয়াছে; বাকী এবার হাজার মণ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গের তীব্র ইস্তাহারটি পাঠ করিলে মনে হয় যে, ইহা আমুদানীর আমদানির ব্যাপারে সরকারী চেষ্টার বিলম্ব বিদেশী মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে যে আগ্রহ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কোথাই নাই। কিন্তু জনসাধারণ আজ শুধু তাঁহা জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। আমুদানীর সরবরাহের ব্যাপারে সরকারের পরিমান কার্যাবলী পরিবর্তন যেরূপ ...প্রয়োজন। তীব্র ভোগ্যপণ্যের অভাব উপস্থিত। এক কাল বিলম্ব না করিয়া কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা উচিত, নচেৎ এই গুরুতর সমস্যার আশু সমাধানের সম্ভাবনা কম।

জাপানের বহির্বাণিজ্য

জাপানের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে

প্রস্তাবিত শ্রমবীমা আইন

—শ্রীসুধাংশু

শ্রমবীমা কথাটির অর্থ হইল শ্রমিকের জীবনের বিভিন্ন অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার সন্ধান করা। শ্রমিকের জীবনের যে সব বিপদ খুবই স্বাভাবিক, অথচ একা শ্রমিকের প্রচেষ্টায় নিবারণ করে—তাহা হইল কর্মরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা হইতে অথবা প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব ও অস্বাভাবিক পরিশ্রমজনিত ব্যাধি,—রোগ, আঘাত বা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, আর শ্রমিকের বেলায় মাতৃত্ব ও সাধারণ ভাবে বেকার সমস্যা। এই বিপদ গুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক একাকী যেমন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অক্ষম এবং মালিকদের ইহাতে উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক, রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি এই বিরাট সমস্যাকে জন জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া তোলা সম্ভব নয় এবং বর্তমানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে সমীচীনও নয়। কাজেই শ্রমিকের কাজ হইতে বাহে যাহা টাকা প্রদত্ত করিয়া এবং সরকার হইতে অনুষ্ঠানভাবে সাহায্য দান করিয়া শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমবেতচেষ্টায় একটি যৌথ ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়। শ্রমিকের জীবনের যে কোন দুর্ঘটনের জন্যই এই ভাণ্ডার শ্রমিকের সাহায্যে প্রস্তুত থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। এই ভাণ্ডার সাহায্য ভাণ্ডার নয় এবং এই বীমা সাধারণ জীবন বীমা হইতেও পৃথক। যেহেতু এই ভাণ্ডারে শ্রমিক টাকা দান করে, সেই কারণে এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য লওয়া তাহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে এই বীমা ভাণ্ডারে শ্রমিক যেই হারে টাকা দান করে বিনিময়ে ঠিক সেই মূল্যেরই সুবিধা পায় না। টাকার দান কোথাও বা সকলশ্রেণীর বেলাতেই এক, কোথাও বিভিন্ন শ্রেণীর উপার্জন অনুযায়ী তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন। পক্ষান্তরে বিনিময়ে প্রাপ্ত সুবিধা নির্ণয় করে প্রয়োজনের গুরুত্ব ও গভীরতার উপর। তবে এই ভাণ্ডারকে বীমা ভাণ্ডার বলা হয় কেন? সাধারণ বীমার নিয়মানুযায়ী এই ভাণ্ডারেও যে টাকা একই হারে খুব কম, খুব ধীরে ধীরেই ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে, কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করার অধিকার সকল সময়েই অটুট থাকে।

শ্রমবীমার সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে সম্প্রতি যে আইন প্রণয়ন ভারতীয় পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তার আলোচনা অন্তর্বর্তীকালীন ভারতীয় পরিষদে হইয়া কর্তব্যকর্ম আভাস দেয়। তাহারই উপরে কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়া শ্রমবীমার দায়িত্ব সম্পর্কিত মূলনীতি আইন প্রণয়নী আকারের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম কর্তৃক ভারতীয় পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে ইহা প্রেরিত হইয়াছে। এই বীমা প্রস্তাব অনুসারে দৈনিক ছয় আনার অধিক ও মাসিক চারশত টাকার এবং অধিক আয়কারী শ্রমিককে বীমা ভাণ্ডারে টাকা দিতে হইবে না। বিনিময়ে আলোচ্য শ্রমিকদের আয়ানুযায়ী অক্ষমতা ও অক্ষমতার সময় যে অসময়ে প্রয়োজন হইবে সেই সময়ে শ্রমিককে হাতোহাত রাখিবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিবেন। উপরিউক্ত আয়ের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের অক্ষমতার ৮ সপ্তাহ কাল পর্যন্ত সরকার দৈনিক ৸৹ (চারো-আনা) হারে ভাতা দিয়া সাহায্য করা থাকিবেন। কোন শ্রমিককে এই সুবিধার অধিকারী হইতে হইলে যে কোন ত্রৈমাসিকের তাহার ন্যূনপক্ষে ২ বছর নিয়মিত ভাবে বীমার মাসিক থাকা চাই। এই প্রসঙ্গে মালিকের দৈনিক ৸৹ আনা অপেক্ষা বেশ অল্প করে কম হারের বীমাভাণ্ডারে টাকা দেওয়ার সাধারণের এর অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদের অক্ষমতা ভাতার হইতে দুই বছরের অধিকারী হইবে।

এই সম্পর্কে যে তীব্র বিরুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তাহাতে সরকারী প্রস্তাবের কয়েকটি গলদের উপর আলোকপাত করা হয়। প্রথমত এই প্রস্তাবে কেবল কারখানার শ্রমিককে সুবিধার অধিকারী করা হইয়াছে, ফলত যে অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে। যেমন, কলিকাতা ট্রামকুলি, প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে খনির শ্রমিকরা ৩০ হইতে ৫০ জন অধিবাসীই কারখানা শ্রমিক, সমগ্র দেশের তিসাবে তাহারা খুবই কম এক সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী বই নয়। অথচ খনির শ্রমিক ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিকের সম্পর্কে এমনি কোন বাস্তব, ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেন সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলিয়া খনি প্রভৃতি শিল্পের যে সব শিল্পে অধিকাংশে শ্রমিকই অস্থায়ী শ্রমিক তাহাদের এই সুবিধার পরিধির বাহিরে রাখা কোনমতেই সঙ্গত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত এই বীমা ভাণ্ডারে যেন টাকা দৈনিক ৸৹ আনা উপার্জনের উপর ধার্য করায় উপার্জনের শ্রেণীগত তারতম্য অনুসারে টাকার প্রাপ্তিক মূল্যের তারতম্যকে অস্বীকার করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সুবিধার প্রস্তাবে ও দৈনিক ৸৹ আনা হিসাবে যে হারলাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতেও উপরিউক্ত ত্রুটির পরিহার হয়নাই। দৈনিক যাহার আয় ৸৹ আনা তাহার কাছ হইতে একটি টাকা লওয়া যেমন দৈনিক যাহার ১২৲ টাকা আয় তাহার কাছ হইতে ২৲ টাকা লওয়ার সামিল নহে, তেমনি প্রযোজকদের প্রয়োজনও সেযোজকদের প্রয়োজনের সমান নয়। অথচ প্রস্তাবের বিধানানুসারে ৸৹ এর অধিক দৈনিক আয়কারী ও মাসিক ৩০০৲ টাকার অনধিক আয়কারী শ্রমিকের অক্ষমতা ভাতা দৈনিক ৸৹ আনা হারে যে ধার্য্য করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত কেবলমাত্র নগদ ভাতার ব্যবস্থাই শ্রমিককে [illegible] করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু আসলে প্রয়োজন হইল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই সঙ্গে চিকিৎসালয়ের সুযোগ সুবিধার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করিবার কথা বলা হইলেই এই বীমার উদ্দেশ্য অধিকতর সুফলপ্রসূ বিদ্ধ হইত। কারণ, কি অসুখ আর কিই বা অসুখের কবিরাজ অক্ষমতা এই সময়ে চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকের সাহায্যে পাওয়াই প্রকৃত সাহায্য। কিন্তু দৈনিক ৸৹ হারের পরিবর্তে ক্রমবর্দ্ধমান হারে উপার্জনের একজন দৈনিক ৸৹ উপার্জনকারী শ্রমিকের পক্ষে তাহাদের ভবিষ্যৎ, উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত খরচ সংস্থান করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে অক্ষমতের উপার্জন হইতে সংসারের কোন সদস্য কতটা হারাইয়াছে এই বীমা সাহায্যের প্রয়োজন তাহারও যে শ্রমিকের কর্মক্ষমতার উপরে নয় এমন অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা উপার্জনের অক্ষমতার বেলায় সংসার প্রায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

[illegible] কোন বাহ্য শ্রমিককে এই সুবিধার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা খুবই দুঃখের যে সব অক্ষমতার মধ্যে অল্প এবং সাধারণ উপায় [illegible] যেই সংসারে জীবনের সাথের বিশেষ বাড়াবাড়ির ও মাতৃত্বের অনাদরের অক্ষমতাকে কেন বিশেষ বিবেচনার চক্ষে দেখা হইল না। সাধারণ দুর্ঘটনা যেখানেই সমস্ত বীমার ১৫ ভাগ [illegible] সেখানেই মাতৃত্বের প্রয়োজনে মাত্র শ্রমিকের অবদানের স্বীকার করা হইয়াছে। প্রসবের পূর্বে একমাস ও পরে ৬ মাস হইতে বিশ্রামের কাল মূল বেতন সহ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্যের ক্ষেত্রে এই অবদানের ভার এই উপরিউক্ত হইতেই [illegible] ব্যবস্থা করার প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল অবশ্যের অবশ্য স্বীকার যোগ্য প্রস্তাবের মাতৃত্বের [illegible] এক ও অভেদ্য। কারণ প্রসূতির ব্যয়ভার নির্বাহ করিবার জন্য যেমন ঘরের নিজস্ব নিজের প্রয়োজন তেমনি আবার এই অবদানের ভার হইতেই প্রসূতি ও প্রসূত উভয়ের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের একজোরের অতিরিক্ত চাপ হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা [illegible] নাই। বর্তমান শিল্প প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণ হইল যে ব্যবস্থার এই যন্ত্র আমাদের বৈজ্ঞানিকের উপযোগী প্রতিষ্ঠান সংগঠনের পরিবর্তিত হয় প্রতি ব্যবস্থাতেই উপার্জনের সম্ভাবনা, ফলত উপরে যে প্রয়োজনীয় [illegible] হিসাবে প্রচলিত ব্যবস্থা আপেক্ষা কিছু কিছু উচ্চ ধার্য হয়। ফলে নূতন যন্ত্রের যারা লাভজনক হইয়া দাঁড়ায় এবং নূতন যন্ত্র আসিয়া পুরাতন যন্ত্রের স্থান দখল করে। যন্ত্রের এই পরিবর্তনে যে [illegible] পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া উঠে, তা এক বছরের মধ্যে ব্যবসায়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সহজে এই পরিবর্তনে অন্যান্য হইতে পারে না এই যন্ত্র পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্যতম (ডিফ্রেশন) এক মোডনীয় বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ইহা ছাড়া শিল্প প্রচেষ্টার প্রসার-সংকোচের চক্রপথে আরেক ধরণের বেকার সমস্যা পূর্বোক্ত সমস্যার ধরণ সুবিধা সুবিধা দেখা দেয়। শিল্প প্রচেষ্টার এই চক্রবর্তিত (সাইক্লিক) গতির [illegible]। সংকোচন যখন আসে-বিস্তৃতির উপন হয়, তখন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাল-বল

পরবর্তী ৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পরিবর্তনে প্রত্যাবর্তন

...র কন্ট্রোল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত—

...ঃ মাসের প্রারম্ভে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক ...র প্রসঙ্গে জানান যে, সরকারের সিদ্ধান্ত ...ঃ কন্ট্রোল সম্পূর্ণ তুলিয়া লইবার সিদ্ধান্ত ...রেছেন।

...রেজের অভাবে শিল্পোন্নয়নে অসুবিধা—

...ই প্রসঙ্গে মুখার্জী, ডাঃ পি, আর, দেশমুখের ...রের উত্তরে তিনি জানান যে, ভারতীয়করণের সময় ...ু-শিল্পে যে সকল ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের ...ন্য পুনঃনিয়োগ করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে ...ন সময় এক ঘোষণা জারী করিবেন।

...ঃ মুখার্জী আরও জানান যে, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ...ন্য যে সব ব্যাঙ্ক এই সকল দেশ হইতে ...ার বিশেষজ্ঞ পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ...র্মানী হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাওয়া ...পারে। ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিদেশ ...বিশেষজ্ঞ পাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ...ন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ...ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সমর্থ করিয়া তাহাদের ...ন্য কোন্ দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনার চেষ্টা করা ...। তাহাদের মোটামুটি তালিকা হইতে ...আনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানান ...হইয়াছে। অনুপযুক্ত বেতনক্রম বিশেষজ্ঞ ...য় ভারতে কয়েক বিশিষ্ট শিল্প ...ন ভারতেই নিযুক্ত করা হইয়াছে।

...ছুরের বাঃ—

...ুখার্জী অন্যান্য বক্তব্য এক প্রশ্নের উত্তরে ...ে, সরকারের নীতি এক সঙ্গে বিভিন্ন আদেশ ...বিবেচনা। সরকারের সঙ্গে বৈদেশীর মূলধন ...খনও সমস্যা পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ ...ন সম্বন্ধে। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন কটন-...লের উৎপাদন হ্রাস এবং উহাদের ...ব্যাপারে উৎসাহই সরকার নিয়ন্ত্রণ আদেশ ...া হইবে। পার্লিমেন্টারী সরকার প্রবর্তিত ...নিয়োগ জারী আছে তাহা প্রত্যাহার ...প্রস্তাব করা হয়।

...কটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠান ...উহা আরোপিত হইবে। বর্তমানে ...ও নিয়ন্ত্রণের ফলে পাঁচ কোটি মণ ...য় হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের মোট ...াবে পাঁচ কোটি মণ। বিদেশ হইতে ...ন আমদানী করা হইয়া থাকে।

...ধানীয় হিসাব—

...রের প্রশ্নে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের ...ে জানান যে, এই বৎসরের ১লা নভেম্বর ...ার টাকা মূল্যের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ...ন্ত্রা দ্বারা হিসাব করা আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর এপ্রিল, আগষ্ট ও ...তে ভিন্নভাবে গণ্য করা হইয়াছিল। এখন ...ন্ত্রা হিসাবে সমস্ত বছরের পরিবর্তে ...ন মাসের জন্য হিসাব করা হইবে।

...ন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে ভারতের অংশ—

...ন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে ভারতের অংশ ১৩৮ ...ার টাকা ধার্য করা হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা লাগিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাকিস্তানের জন্য ১৮ লক্ষার টন কিউবার চিনি ধরিদ করা হইয়াছিল, ইহার মূল্য প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা।

...টেলিফোনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা—

...বর্তমানের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে চলাচল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ রফি আজ ফিরোজাই বলেন যে, যে সকল টেলিফোন যন্ত্রপাতি এখন বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, সেইগুলি আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই এদেশে তৈয়ারী করা আরম্ভ হইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই বিষয়টি ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে এবং এখন বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যন্ত্রাদি প্রস্তুত ব্যাপারেও ভারতকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তিনি পরিশেষে জানান যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের ...ন্তর্জাতিকে যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে জলপুর, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ডাক ও তার বিভাগের যে সব কারখানা আছে, সেই গুলিতে টেলিফোনের অনেক যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের মুদ্রা সম্পর্ক—

ভারতীয় আইন সভার সদস্য মিঃ আর, কে. খুদ্দকে প্রশ্ন করেন যে, আগামী ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান যে মুদ্রা ব্যবস্থা আছে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। ঐ তারিখের পর পাকিস্তানে নূতন নোট ও মুদ্রা চালু হইবে। তবে ভারতীয় নোট ও মুদ্রা ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের পরেও পাকিস্তানে আইনতঃ গ্রহণযোগ্য থাকিবে। ঐ তারিখের পর ভারতীয় নোট ও মুদ্রা আরও ছয় মাস পর্যন্ত ক্রৈজারীসমূহে পরিবর্তন করা যাইবে। ঐ সময়ের পর মুদ্রাবিনিময়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে কোন চুক্তি করিবার পূর্বে আইনসভাকে তাহা জানান হইবে কিনা—এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বলেন যে, বিভাগ কাউন্সিল ও আসন্ন ইন্টারলাকই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবেন। তবে এই সম্পর্কিত সমস্ত ভারতীয় বিষয় বিভাগ ইতিমধ্যে কাহারও নিকট উপস্থাপিত করিতে তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা পাকিস্তানে যতদিন আইনতঃ গ্রহণযোগ্য থাকিবে ততদিন পাকিস্তানের নোট ও মুদ্রা ভারতে আইনতঃ গ্রহণযোগ্য থাকিবে কিনা—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্থসচিব নেতিবাচক উত্তর দেন।

ষ্টার্লিং অঞ্চল ও ভারত—

ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত বিনিময় ব্যবস্থা সম্পর্কে শেষ মৌখিক প্রশ্নগুলির উত্তরে অর্থসচিব ...ার নাই। ষ্টার্লিং প্রতিনিধি অঞ্চলের কয়েকটি দেশও যে পাকিস্তানের ন্যায় ভারতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় করিবে, তদ্রূপ সম্ভাবনার ফলাফল বিনিময় ব্যবস্থার ...ধীন থাকিবে। ষ্টার্লিং চলতি অঞ্চলের সহিত ...সম্পর্ক ছেদ করিলে পরই কোন দেশের সহিত ...ন্যান্য দেশ বিনিময় ব্যবস্থারও সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

ভারত এখনও ষ্টার্লিং প্রতিনিধি অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট, কাজে কাজেই তাহার বিনিময় ব্যবস্থা পরিবর্তন অনিবার্য। বর্তমান বৎসরের (১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্টের উত্তর ষ্টার্লিং সম্পর্কিত চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত হিসাবে ভারতের অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে বর্ধিত অঞ্চলভুক্ত থাকার ফলে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের কোন ইখতিয়ার ছিল না, তখনও কার্যতঃ সমস্ত ষ্টার্লিং অঞ্চলের সাধারণ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করার প্রথা তাহাকে মানিয়া চলিতে হইত। এখন যদি অন্য ইংল্যাণ্ড অথবা কুইন ঐজারির সাধারণ নীতির কথা না ভাবিয়া ভারত স্বাধীনভাবেই ষ্টার্লিং বহির্ভূত অঞ্চল হইতে কি কিনিবে না কিনিবে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

ভারত ষ্টার্লিং অঞ্চল (এই সঙ্গে তাহার বিনিময় ব্যবস্থা) ত্যাগ করিবে কিনা বর্তমানে সর্বাগ্রে এই কথা চিন্তা করিতেছেন।

ভারতের পক্ষে ষ্টার্লিং অঞ্চলের মধ্যে থাকা লাভজনক কিনা এই প্রশ্নের জবাবে অর্থসচিব বলেন যে, বর্তমানে ইহা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

ডিসপোজ্যাল বিভাগের অবাবদ্যা—

রোমানিয়ন পার্লামেন্টের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্পসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেন, ডিসপোজ্যাল বিভাগের কিছু লোক তাহাদের দলিয়া বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল, এখন চলমান বিমান চলাচলের উপযুক্ত বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ সকল বিমান ৪ হাজার টাকা হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয়ের কথা ছিল। প্রথম পরীক্ষায় মাত্র ৩ খানা বিমান চলাচলের উপযুক্ত বলিয়া জানা যায়। কিন্তু পরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় জানা যায় যে, ৮৯ খানা বিমান চলাচলের উপযুক্ত রহিয়াছে।

ডাঃ মুখার্জি বলেন, এ সকল মাল বিক্রি করিবার সম্পর্কে সরকারী-নীতি পরিবর্তন করা হইয়াছে। এ সকল মাল যথাসম্ভব শীঘ্র বিক্রয় করাই পূর্বতন সরকারের নীতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেগুলি বিক্রয় করা হইবে না। অন্যান্য জিনিষ যথাসম্ভব ক্রেতার সহিত বিক্রয় করা হইবে।

ডাঃ মুখার্জি বলেন, ডিসপোজ্যাল বিভাগ অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত মোট ১ শত কোটি ২৪ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়াছেন—যাহাদের মোটামুটি মূল্য ছিল ২৯৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ২৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের উপরে যত জিনিষও বিক্রয় করা

বিশেষ প্রবন্ধ

পশ্চিম বাংলার রাজস্ব

—শ্রী পি, আর, শ্রীনিবাস
(আর্থিক আয়তের জন্য বিশেষভাবে লিখিত)

১৯৬৭ সালের আগষ্ট হইতে পরবর্তী মার্চ-মাস কালের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট প্রস্তাব সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই বাজেটের প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের আয়-ব্যয়ের যে উৎসাহব্যঞ্জক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে আসে যে, প্রদেশগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব কিনা। শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধানের বিচারে অবশ্য অধিকাংশ প্রদেশগুলির পক্ষেই নূতন কোন বাজেট উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কেও অবশ্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। যে আইনসঙ্গত ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বিগত কয়েক মাসের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে একদিকে যেমন শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে নূতন নূতন প্রস্তাব পেশ করার অধিকার রহিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে শাসন-পরিচালনার স্বার্থে এমন কোন বাস্তবতার দ্বার বন্ধও আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে. কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট আর্থিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সরকার ও জনসাধারণের পারস্পরিক যুক্তপন্থার দিক হইতে কাম্যনীয় ছিল। বর্তমান সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে যুক্তসঙ্কটময় করিয়া তোলে এবং জনসাধারণ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করে যে সরকারের কর্মধারাসমূহ দিশাহারা হইয়া গিয়াছে। বেশের রাজনৈতিক পরিবেশের সরকার কাঠামোর মধ্যে রাজস্বের যে অবধারিত্যমূলক ভাবপ্রতিরোধের প্রয়োজন, তাহা পড়িল তাহাতে আমাদের অবশ্য কি, পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার জন্য সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন। উপরন্তু কাস্টম্স, মিউনিসিপাল, বিমানযাত্রীর ভাড়া-শোষণ এবং আইন ও সুষমা প্রভৃতি প্রদেশের সরকারের প্রকৃত অর্থব্যয় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের এক নূতন হিসাব-নিকাশের উদ্যম সরকারী মুদ্রণালয়ে পরিসমাপ্তি সূচিত করে। কিন্তু মোটামুটি প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে উল্লিখিতরূপ কোন সমস্যাই যেন প্রকটভাবে দেখা দেয় নাই বলিয়া প্রদেশগুলির পক্ষে নূতন বাজেট উত্থাপন করার কোন জরুরী কারণ নাই।

বাংলা ও পাঞ্জাবের কথা স্বতন্ত্র। বেলবিভাগ, রাজস্বের ষ্টাম্পোরাল এবং আইন ও সুষমা-কার্যালয় সহিত রাজস্বাবধারণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দিক হইতে এই দুই প্রদেশের অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারেরই অনুরূপ। বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলা এক কথায় অর্ধ ভারতের পশ্চিমবাংলার আর্থিক অবস্থা কি আকার ধারণ করিবে, বাংলার কোন অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পক্ষে কোন সঠিক অনুমান প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। অতএব অন্তর্বর্তী বাজেট প্রস্তাবের যে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে রহিয়াছে, বাংলার বেলাতেও সেই একই কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, বাংলায় কেবলমাত্র কোন নূতন বাজেট উত্থাপনেই বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলা সরকারের এই অবস্থাসাদৃশ্য নিতান্তই বাহ্যিক এবং সমস্যাই এই সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে সম্ভব। প্রথমত বাংলার আইন ও সুষমার বাস্তবায়ন যোজনার ক্ষেত্রে যে বিশেষত্বের পরিচয় দেয়, তাহা উহার পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত বাংলার রাজস্বের আয়ে স্পষ্টতর হইবার সম্ভাবনা সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা সৃষ্টি করে। তাহার ও পশ্চিমবঙ্গের মতো অর্থনৈতিক অস্থিরতার যে বিশেষ একপ্রকার অনিবার্য্য, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন কোন বিশেষের সম্ভাবনাকার নাই।

মনে রাখা প্রয়োজন, পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলা পাকিস্তানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অনুকূলতর সম্ভবতর। তাহাই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আজ বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সরকার কোন নূতন বাজেট উত্থাপন করার প্রয়োজন ঠিক প্রতীত হয় নাই। যদিও একথা আবশ্যক তাহা হইল এই যে, ব্যয়সঙ্কোচের সঙ্গেও যে বাংলার রাজস্ব কোন অতিরিক্ত কর নাই এবং বাংলার আর্থিক ভবিষ্যৎ যে প্রকারই উজ্জ্বল সেই সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে অবহিত করা।

প্রকৃত অবস্থার বিচারে এই আশা পোষণ করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অন্য বিভাগের অংশে যে পশ্চিম বাংলা প্রকৃত উপকৃত হইয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন ভারতের ক্ষেত্রে তেমনি বাংলার বেলাতেও বিভাগের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশে যে কৃষ্ণ পড়িয়াছে উৎপাদন ক্ষমতা ও রাজস্ব আয়ের বিচারে তাহা পাকিস্তানভুক্ত কৃষ্ণাংশ অপেক্ষা অনেক গভীর। অবশ্য এই কথার অর্থ ইহা নহে যে [illegible] সমস্যার প্রকৃত মর্ম এই যে অধিকন্তু ভারতের বিভাগোত্তর রাজস্বনীতির বিচারে তাহার যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতা পাকিস্তানের রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতা হইতে অনেক বেশী। অথচ পাকিস্তান যদি রাজ্য আয়ের পরিমাণের বিচারের ভিত্তিতে তাহার রাজস্ব প্রস্তাবনাকে চালিয়া সাজাইতে পারে তাহা হইলে স্বল্পতর পাকিস্তানেরও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার উন্নতি হইতে পারে। তবে আমাদের প্রশ্নের কোন সমাধান নাই এবং এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বেল বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান অধিকৃত রাজ্যের প্রতিটির রাজস্ব ব্যবস্থার উপরে স্থিতি করিবারই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের [illegible] স্বতন্ত্র প্রকৃতি এই বিচারে উপনীত হওয়া যায় যে বেল বিভাগের ফলে ভারত ও বাংলার পক্ষে পাকিস্তানে তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনকই হইয়াছে।

এবারে পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ বিচার করিবার পক্ষে সমগ্র বাংলার জন্য প্রকৃতির পক্ষে মোটামুটি একটা ধারণা করা। তবে বাংলার আর্থিক কাঠামোর একটি সুবিধা এই যে বাংলার আর্থিক স্বাধীনতা বিভাগকে একটু লক্ষ্য করিলেই এবংকার বেশের উৎস আলোচনা করিতে হইয়া পড়ে। পার্লামেন্ট রাজস্বের কলিকাতার শুল্কের [illegible] বাংলার সমগ্র রাজস্ব আয়ের পশ্চিম বাংলার কত ভাগ কি তাহার বিচার করিতে হইলে আগে ১৯৫৮-৬৮ সালের বাংলার বাজেটের বিভিন্ন করি আলোচনা করে পশ্চিম বাংলার করা তথ্য মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপে হিসাব করা যায়:

আবকর	...	অর্ধেকের কাছাকাছি টাকা
আয়কর	...	সাড়ে-পাঁচ " "
বিক্রয় ও সংশ্লিষ্ট কর	...	চার " "
ভূমি রাজস্ব	...	আড়াই " "
ষ্টাম্প	...	দেড় " "

মোট ... ১৯ কোটি টাকা।

উপরে উদ্ধৃত হিসাব হইতে লক্ষ্য করা যায় : প্রথম তিনটি খাতেই পশ্চিম বাংলার রাজস্বের আ কিছু বেশি। ইহার কারণ আয়কর সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান হইতেই সংগৃহীত হয় সর্বাধিক, আয় প্রভৃতি আনুষঙ্গী দ্রব্যের ও অনেকেই কার্যতঃ কলিকাতাই আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসপ্রীতি প্রভা বাজার। বাকের হিসাব সঠিক অনুমান করা যা

। সম্প্রতিক অর্থসংসদের উদ্দেশ্য
। বিষয়ের পর তিন রাখিয়াছিল। এই
। লি হইতে পুরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ
পরিপোষক হিসাবে এই খাতের খাতা ও ঘর
পূরণ কিন্তু সে পক্ষ। অবে এই উদ্ধারটা
। দাখেই বলা যায় যে বাজেটে যেরূপ পশ্চিম
আর বেশী হইয়াছে, সৌভাগ্য যাহাতে
দুটি হইতে হয় যাহা ওদের কোন সহিত কাজ
দুটিনাটি বাদ দিয়া পশ্চিম বাংলার আর্থিক
মোটামুটি হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে এই
কাজেই ১৯ হইতে ২১ কোটি টাকার বেশী
ন এবং বন্যাদের অন্তর্বাসিক আয়ের ভিত্তিতে
বাংলা দেশের উন্নয়ন করিতে

। এর হইল এই যে দেশের প্রেমকার হিসেবে
হিসাবে উদ্ধারের অন্তর্বাসিকতা যৌক্তিকতা
হইতে ভিন্ন এবং হইলে পরিবেশন করিয়া

দেশের সম্পর্কে দেখা করা যায়, দুই ও
দুই হিসেবে অন্যান্য আন্তর্জাতী ভাবে আয়ের
। এর অন্তর্বাসিকতা প্রসারে দুর অন্তর্বাসিকতা
যে আয় একেবারে পূর্ণ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নয়,
প্রত্যেকের কাছেই অর্থনীতির সহিত পূর্ণ ভাবে
। হিসাব করিতে পারেন। কোন বিশেষ
বৎসরে এই হইলেও আন্তর্জাতী ভাবে আয়
পরিবর্তনের বাস্তবিক প্রত্যাবর্তন ১ কোটি টাকা
যাইবে কিন্তু এই ভাবে আয় হ্রাসের উপরিউক্ত
। হইতে পশ্চিম বাংলার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে
হইবে কোন লাভ। বাজেটের অন্তর্ভুক্ত যাহাতে
দেখা বিষয় করে আন্তর্জাতী অর্থনীতির পরিচ
। উদ্ধার আন্তর্জাতীয় পরে ভেদে পূর্ণাঙ্গ
সুকারের প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় উদ্ভাবনাধীনে অর্থ
। পরিবর্তন অনুসন্ধানের সন্ধানের হইবে,
। অর্থনীতি হয় আরও প্রভৃতি পশ্চিম
। প্রধান প্রধান রাজস্ব খাতের আয় সম্পর্কে
হইবে কোন সাহায্য করিতে পারে।

প্রস্তাবিত শ্রমবীমা আইন

(পৃষ্ঠার ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রম, শ্রমিকের মজুরী ও সুযোগ এবং
যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকে খুব আর যাবে
বর্ণনা করে যায়। এই প্রসঙ্গের পরে যে নতুন
নূতন লোকদের কাছে লাগানো হয়, তাহাদেরই আসার
নূতন উদ্দেশ্যের ভোক্তা হইল চাকরি দুটি
করে এবং উদ্দেশ্যের প্রস্তাবকে আরও
লাভজনক করিয়া তোলে। কিন্তু এই ভাবে প্রচেষ্টার
করিয়া প্রসঙ্গে একটির কিন্তু উদ্দেশ্যের সহিত
পশ্চিম বাংলা চাকরিগুলি সহরে বৃদ্ধির রাখিবে ছাড়াইতে
যায় এবং অন্যদিকে উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয় মালমশলার দাম, মজুরী ও সুযোগ হার সৌজন্যমূলক চাকরিগুলির জন্য বর্ধিত দর্শি এই অবস্থায় হইবে একটির সঙ্গেরে উন্নয়ন সহযোগে দেখা যেন এবং উদ্দেশ্যের প্রচেষ্টার সহজেই শুরু হয়। এই সমাজে, বিশ্বের শ্রমিকের সংখ্যার মূলধনের অপরিহার্য। কাজেই বর্তমান অর্থনীতির যাহারা শ্রমিকদের অধিকারে রাখিতেছে। সরকার নির্ভর রহিয়াছে মূলতঃ যে শ্রমবীমা শ্রমিকের পূর্ণ নিয়োগ ও জীবনযাত্রার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত, তাহাতে হেরফেরের অধিকারের বিরোধিতা কিন্তু যাহা যাহা উচিত ছিল যাহাদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন আরও গুরুতে সৌজন্য। এখানে যাহাদের ফলে উদ্দেশ্যের পদ্ধতি ও শ্রমিকের ধরে। সম্পর্ক সংযোগের যাহা অধিকতর তীব্র হইবে।

অবশেষে বাইকার্জমিত অসমতার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ বীমার উদ্দেশ্য একটি শ্রমিকের অংশ এবং ভারত সরকারের বর্তমান প্রস্তাবে এই প্রয়োজনকে হিসাবের অবহেলা করা হয় নাই। এখানে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার—সাধারণ লাভিষ্ঠ এবং শ্রমিকের উন্নত জীবনযাপনের নিছক আর্থিক যৌক্তিকতা। বাইকার্জমিত অসমতার শ্রমিক তাহার অতীত জীবনের উন্নয় ও পরিবর্তন হিসাবে সমাজের শ্রেণীগত সাধনে সমাজতন্ত্র করিয়াছে, বাইকারের বিধান তাহার অতিরিক্ত। সরকারী কর্মচারীদের ও তাহার পরিবারবর্গ সাধারণ এবং শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মচারীরা যেরূপে শ্রমিকেরই কাজের সাহায্য পাইবেন, সেরূপ কারখানার শ্রমিক একইভাবে পরিবারের রহিয়া থাকিবে—এই শ্রমিকের পরিবারবর্গ হইতে গ্রাহকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সমাজের পক্ষে অস্বীকার করা নিছকতাবেই পরিচালক। তাহা না হইলে যাহার উপরই এই নিজস্বভার দায়িত্ব পড়িবে তাহারই আয়ের তুলনায় প্রয়োজনীয় বাহুল্য বেশী হইবে এবং ফলে তাহার জীবনযাত্রার মান নামিয়া যাইতে বাধ্য।

আর বলিলেই দেখা যাইতেছে যে শ্রমবীমার রাষ্ট্রের দায়িত্ব শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও সেবাগত সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, অন্যথায় ইহাতে বিশেষ ভাবে সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিভাগগুলি হইতে আসার আশিয়া প্রকৃত সুবিধাটুকুকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া লইবে। ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের কর্মপরিষদ নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সজাগ অবহিত আছেন এই বিশ্বাসে বর্তমানের এই প্রস্তাবটিকে বাস্তবতর ও পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজবীমার প্রাথমিক হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিলাম। এই প্রসঙ্গে সমাজবীমা প্রবর্তনের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নীতি অনুযায়ী সমাজবীমার ব্যবস্থা জার্মানীতে প্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর সম্রাট প্রথম উইলিয়ম এই বীমা প্রবর্তনের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইনে এই প্রস্তাব কেবল রোগ ও আঘাতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বিধানেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেকার সমস্যা সম্পর্কিত সংস্থান সহিত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা সমাপ্ত হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আজ ৬ কোটি কৃষক, কর্মচারী ও স্বনিযুক্ত লোকের জন্য জার্মানীতেই যে ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইতে এই সময় লাগিয়াছে, অধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ৪০ কোটি লোকের ভারতবর্ষে তাড়াতাড়িই তাহার ব্যবস্থা আশা করা ঠিক হইবে না।

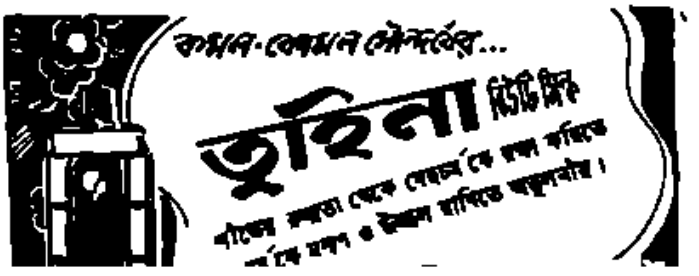

দিগন্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোলাগুলি যখন থেমে গেল তখন অনেক বেঁচেছিলাম। পাকিস্তানে, বিভিন্নস্থানে লক্ষপতি বনিয়া যাইতে দেখিয়াছি,—দেখিয়াছি হাসপাতালের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মহাজন, দেখিয়াছি কত হাঁসপাতাল, নিত্য প্রাইমারী বিদ্যার মানুষদেরও নিমুঁত বিলাতী ছুট পরিয়া, প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িয়া এবং প্রথম শ্রেণীর বিলাতী হোটেলে খানা খাইয়া ইংরেজ ও মার্কিন বোঝাইতে (Boss) দর্শিত মাতলামি করিতে দেখিয়াছি; পথে ঘাটে কত যে বিচিত্র রকমের বিলিটারী ফড়ী দেখিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কোনটার চাল চাকু, কোনটার বা চড়িল। মাল টানে, জাহাজ টানে, সৈন্য বহন করে, কামান ছোড়ে, জল তোলে,—কত যে বিচিত্র রকমের কাজ, কত তাহাদের রূপ দেখিয়া দেখিয়া আমার যখন প্রায় মোহগ্রস্থ অবস্থা তখন নিজের ঘরে ফিরার আসিল। মানুষের এহেন অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তোমের সঙ্গে দেখিতে পাইয়েছি, অথচ কেবলমাত্র বেঁচে আছে রইয়েছে,—এদের জাতি জানি না, ধোঁয় জানি না, কোন পরিচয়ই জানি না, অথচ বিদেশের ইয়ানের চাকার তলায় চলা পড়িবার সম্ভাবনা তোল আমার আমাদের আঙিনায় আনাই রহিয়াছে।

যখন এমনিতর মনের অবস্থা তখন সন্ধ্যাবেলা বইলাম বীরেনের। বীরেন অতিশয় ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট রস রেখে আছে। বীরেনকে দেখিয়ে বধিত একটি ছোটখাট বন্ধকের মত তখনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 'ছয় বাদলার' মেসের মেসের একজনার চৌকিখানার পরে বাসুর পাতিয়া বসিয়া মুখোমুখি হইয়েছে বই পড়িয়া পড়িয়া সে একজন দর্শনিকায় 'লিজেন্ড' হাই হইয়াছে।

বীরেনকে দিয়া একদিন বলিলাম। সে তখন বাসুরে 'পরে বাবার বাপের রং-বেরংয়ের কাঠের টুকরা সাজাইয়া বসিয়া ছিল। সে সব কাঠের কোনটা ইংরেজ, কোনটা আমেরিকার, কোনটা জার্মান, কোনটা বা রাশিয়ান।

তাহাকে বলিলাম, বীরেন্দ্র, বিবিধ রামবাম রাখা বাকিন, মুরুব্বরা এখোন লইয়া আসিয়াছে তাহাদের। কিবা ফোস, কিবা পাঁচিস!

—আমার এখনি অর্থনীতিকতায় বীরেন প্রফুল্লিত হইল। একটা ভাসন সেখানি লইয়া কতক্ষণ কাঁদা ঘাটাঘাটি করিয়া বলিল, আমার বন্ধুরে বলিয়া মুখর কর যাহাতে আর কোনদিন তুলিয়া না হয়। ইতিপূর্বে যে সব কারণে তোমাকে জাহাজের হইতে ইয়ান পরিবর্তন করিয়া দিবে এমন আশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা ঠিকই করিয়াছিলাম।

মুখের কথাতে আমরা টাকা কড়ি যাই না করিতে পারি যাই বলিয়া বীরেন একদিন বলিয়াছিল আমাদের মত অসহায়দের—আমাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একটি মস্ত বীরেনকে বলিয়াছিলেন, আমরা ন য় আমাদের কতকগুলি কাঁচামাল বিক্রির পরে দাঁড়াইয়া 'মেসেজে' ক্রয় করিয়াছি এবং বিজেরা যে অতিশয় আরামক তাহা প্রমাণ করিয়াছি, কিন্তু অনুগ্রহ তোমার উপর নিয়ত রহিয়েছে এবং তুমি ও একটি বুদ্ধিমান্ লোক, তাহা হইলে এখনও তুমি দুই খানা জাহাজ মেসের মানুষের পরে বসিয়া আছ হেন।

উত্তরে বীরেন বিলিটারী কায়দায় হুকার দিয়া চিৎকার করিয়াছিল, বলিয়াছিল, আমি যথেষ্ট বহু কষ্ট করিয়াছি ও করিয়েছি। আধুনিক রাজনীতি আমি প্রায় সবটাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। দুইখ সংসারে টাকা করিবার আমার সময় নাই। তোমার উপযুক্ত লোক, জগতের জীবনে আমার মত লোকদিগের মূল্য যদি কোনদিন বুঝিতেও পার তখন হইবে পরে বুঝিবে।

তাহার পরে, বীরেনের কেবল কাজের টুকরা হইতে বিলিটারী মার্কার মত মুখর করিতে বলিলাম। বীরেন্দ্র একমনে তাহার কাঠের টুকরা সাজাইয়া করিয়া কুলকুল করিতে লাগিল, ইংরেজ ও রুশিয়ানকে মন দেওয়ার ওয়াইজে লাগিল।

কথন লইয়া ফেলিলাম বীরেন্দ্র লিখিয়াছে, ফ্রিজ ট্রেলার, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, আমফিবিয়ান ট্যাঙ্ক, ড্রেসিং কারিয়ারস, কমিন্ড ভেহিকেল কার, কমিন্ড ভিহেক্ল ট্রাক, লাড-লাইটিং ট্রাক, টেলিফোন মেনটেনেন্স ট্রাক, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রাক, ক্রেন ট্রাক, বেকার ট্রাক, আর্টিলারী প্রাইম মুভার এবং আরও কেবলি কার।

মুখর হইয়া শেষে বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সব' সে করিল, যা আছও রয় আছে। কিন্তু তোমার পাকাপাকি কোন আমি বলিয়াই একদিন বেশী দিই নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বীরেন্দ্র, ওয়াকিংস (W.A.C.I) সম্বন্ধে কিছু জান? তাহাদের ও মুখরই বাসায়—

বীরেন্দ্র হাত মিচাইয়া বলিল, জানিয়াছি করিয়া যা।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, বীরেন্দ্র, দুনের কল্যাণে আমাদের চতুর্দিকে যে 'কিউ-প্রথার প্রচলন দেখিতেছি ইহার কথা কি কিছু ভাবিয়াছ?

বীরেন্দ্র বলিল, আমি রাজনীতিবিদ্যার,—তুচ্ছ বিষয় করিয়া আমি সময় নষ্ট করিতে যাইব কেন?

আমি বলিলাম, রাজনীতি সম্বন্ধে করিতে হইলে মানুষের যাহাই প্রথা করিতে হয়। মানুষের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ধারণায়। একটি সম্পূর্ণ মুখস্থ পড়িয়া এই, ইহা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার কর?

উত্তরে বীরেন্দ্র বলিল, করি।

তাহা হইলে মনে রেখো এই যে লক্ষ লক্ষ বছরের [illegible] ইতিহাস করিয়া মানুষের দৈনিক জীবনে এই কিউয়ের। মেসের অভিজ্ঞতা-জনিত আমাদিগকে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখাইয়াছে, তোমার রাজনীতির পরে ইহার প্রভাব কেমন করিয়া তুমি বুঝে করিবে?

বীরেন্দ্র বলিল, ঠিক বলিয়াছ, মেসকে যে কোন বলিয়া বুঝে মনে হইয়াছিল তুমি ঠিক তা কোন নয়। কথাটা একটু চিন্তা করে আমি ঠিক করি নাই।

তাহাতে আমার মুখির মুখে কটাক্ষ ভাবে লাগিল না, বলিলাম, তোমার মেসের মেসের যে সকল কটি করিয়া বেড়ে তাহা আমি দেখিয়াছি। বাচ বাটিতে তুমি প্রভাব পড়িবে চাহিয়েছে, আমাদের মেসের মানুষকে যদি কাজকর্মকে উন্নত করতে হয় সমস্যার উৎপাদনকে যদি দূরত্ব করার আমার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে এমন কিছু কথা বাড়াইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন্দ্র কেন্দ্র কথাকার মুখর নই করিতে হেতুবাদ তোল করিবে না। ফলে, বন্ধুমানুষের মানুষের যারা কর্মির সংগঠনের কর্মিকালের মানবসমাজের কাজের সমাধান নির্ণয় ভার বহু হইয়া যেন। কাজের টুকরা সমাধান মানুষের উপর নৈরাশ্যজনক করিয়া তুমি কলোনি আহত করিয়েছে, অথচ মুখ মানুষ করিতে যেমে যেই লোকদের কথা এবং মানুষ যারা করিতে যে সমস্যাদের। উৎপাদন হ্রাসের কথা একদিনের চিন্তা না নাই।—আমাদের মুখিসমাজে কটাক্ষ করিতে মানুষ তোমারো আছে বটে!

বীরেন্দ্রকে এমন করিয়া বলিতে আমার মন চাহে উঠিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সে বেয়ারা চা আনিয়া করিয়েছিল।

বীরেন্দ্র তাহার কাঠের মূর্তির দিকে তাকাইয়া করিল, লাভলাভি করিয়ো না।

উত্তরে বলিলাম, সত্য কথাকে কাজলামি বলিয়া উড়াইয়া দিয়া তর্কসভা প্রকাশ করিতে না আমার কথাগুলা একটু ভাবিয়া দেখিয়ো, এবং তোমার রাজনীতি মানুষ ও কাজের খুঁটির উপরে যা কোনদিন উঠিবে না। কাজের মৈনন্দিন জেলখানা তোমার উপর অবস্থান করিয়া যে চৌকির উপর বসিয়া যাইবে সেটা একটু বিবেচনা করিয়ো।

এবার বীরেন্দ্র রাগ করিয়া করিল তাহা করিয়াই বিবেচনা করিব। কিন্তু তুমি কিছি জানে হইয়া উঠিয়েছ।

* * * * *

'কিউ' শব্দটির আদি অর্থ ছিল 'লেজ', এবং তাহার অর্থ উড়াইয়াছে অনেকের এরাজনার দাড়কাক হইয়া ওয়াজায় হওয়া তা সেটা কাল কেশ, গাধ মাথারী কেশ, কয়লা কেশ, শিমেন্ট টিকিট কেশ যে কোন বিষয় সম্পর্কেই হউক না কেশ। এই 'কিউ' প্রথা আমাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান,—মহাযুদ্ধের আগের প্রায়িকদের বড় কাজ এটি এখন প্রায় পাকাপাকিভাবে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীতে প্রবেশ করিয়াছে। কিউ-প্রথা আমাদের স্বভাবে অভাব এবং অক্ষমতার দ্যোতনায়। সে সব

সুলভ মুদ্রার সম্ভাবনায় উৎসাহের সঞ্চার

প্রস্তাবকে শেষ পর্যন্ত সন্তোষজনকই হে। একটা অনিশ্চয়তার সংশয় এতদিন লেনদেনের আর্থিক ব্যাহত করিয়া আসিয়াছে। এই ব সম্পর্কেও অবশ্যই একটি ন্তন বাজারকে আচ্ছন্ন করিয়া । নিয়ন্ত্রণের ত্রুটিসংশোধন ও থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৈনিক র সম্পর্কে বাজারে যে গুরুত্ব তাহা হইতেই বাজারের পরিব্যাপ্ত ও আন্দাজ করা যাইতে পারে। ই বাজেট প্রস্তাবে ঘাটতির .সুদীর্ঘ হওয়ায় অনেকেই যে হইয়াছেন তাহাতে কোনই ! অর্থমন্ত্রী যে কেবল ঘাটতিকে রিয়াছেন তাহাই নহে, এই রে সাধারণভাবে শিল্পপ্রচেষ্টায় করিবার জন্য রাজস্বের ব্যবস্থাকেও হিসেবে গণিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। করভার লাঘবের আশ্বাসে স্বোয়ারের ক্ষীতায় সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। সম্পর্কে এমনি কিছু সম্ভবা করা : না, কারণ মহাযুদ্ধ শেষে চর অভাবের মোকাবেলার পরিবর্তিত নিয়ন্ত্রণ চাহিদা, এবং সরবরাহের আর্থিক মাপ স্থির হইবে। কাজেই করনীতির অপেক্ষাও শিল্পপ্রচেষ্টায় প্রেরণা- গুরুত্বই এখন অধিক। এই বিষয়ে সচেতন বলিয়াই অর্থমন্ত্রী তে সরকারের আর্থিক নীতি সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে শিল্প প্রচেষ্টায় হিবার জন্য সরকার এক ব্যাপক নীতি অবলম্বন করিতে মনস্থ । এই ন্তন প্রস্তাবের যে একটা দুক অংশে এবং ভবিষ্যতে অর্থনীতির যে ইহার জন্য তাহা সকলে ন্তই অর্থমন্ত্রী এই নূতন ন্তন পরি- 'আবশ্যকতা ন্তন' এই বিশেষ, নামে ন্তন হইবে বলিয়াছেন।

বের শিল্পায়নে মোটা অঙ্কের অর্থ- হিসাব হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। লোহার, তামড়া, হাইড্রোজেন ও কোল প্রভৃতি ধাতুর কার্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৩০০ হইতে ৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। অথচ সরকার ১০০ কোটি টাকার যে ঋণ তোলার সিদ্ধান্ত করেন রাজনৈতিক এবং বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলায় তাহা বানচাল হইয়া যায়। এই দেখিয়াও ১৯৬১ সালের মেয়াদে শতকরা ১½০ টাকা সুদের হারে যে ৫০ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়, যথার্থ উৎসাহের অভাবে তাহাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে সুদের হার সম্পর্কে সরকারের মুদ্রাসংকোচ নিবারক নীতির অনুসরণই এই অবস্থার জন্য দায়ী। এই শেষোক্ত প্রচেষ্টায় সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবুদ্ধি ঘোষণা করিয়া অর্থনীতি ওয়াকিবহাল মহলের মনে সরকারের সম্পর্কে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ হইল যে ঋণের প্রাপ্তি কেবল আশার পুনরুজ্জীবনের উপরেই নির্ভর করে। গত বৎসরের ফুরাবস্থার তুলনায় বর্তমানে টক ও সেয়ারের মূল্য এত পড়িয়া গিয়াছে যে সুলভ মুদ্রানীতির অনুসরণ ভিন্ন বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়। বাজেট বিতর্কে বাজেট প্রস্তাবের প্রাথমিক বিশ্লেষণে অর্থমন্ত্রী এই বিষয় সম্পর্কে সরাসরি অবহিত প্রদর্শন না করায় বাজারে বিক্ষোভের ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী বাজেট বিতর্কের সময় অর্থমন্ত্রী এই ত্রুটির সংশোধন করেন। তিনি জাতির দোহাই দিয়া ঋণ দাতাদের কাছে আবেদন করিয়াছেন এবং এই আবেদনে যে তাঁহাদের নিজেদেরও স্বার্থই সুরক্ষা হইবে তাহা জানাইয়াছেন। এই সুলভ মুদ্রানীতি যে তাঁহার পূর্বেকার স্বনামধন্য আডিসনড্ রোলাণ্ডস্ প্রবর্তন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন-কর্তার সুলভ মুদ্রার বিরুদ্ধের অভিযোগকে তিনি খণ্ডন করেন। তিনি জানান যে সুলভ মুদ্রার নীতির অনুসরণ একবার সুরু হইলে করিয়া তিনি বলেন যে সুদের হারকে তিনি শতকরা ৩½০ টাকা হইতে ৩ টাকাতে কমাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে অচিরেই তিনি শতকরা ২½০ টাকা সুদের হারে বাজার ধরিতে পারিবেন।

শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন সরকারের নিছক হিসাব-নিকাশের স্বার্থেই এই নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন খাতে সরকারের ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত তহবিল পরিশোধের প্রয়োজনও এখন আর স্থগিত রাখিবার সময় নাই। অতিরিক্ত লাভকর, আয়কর ইত্যাদি তহবিল হইতে সরকারের নিকট রক্ষিত জমা পরিশোধ করিতে প্রায় ৫৮ ৭৮ কোটি টাকা সরকারকে দিতে হইয়াছে। তেমনি সেয়ারপত্র সঞ্চয় তহবিল হইতে ৪½০ কোটি টাকা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্তমান বাজেটের ঘাটতি ও ১৯৬১ সালের মেয়াদে সুদীর্ঘ ঋণ পরিশোধের দেয় তার আছে। নূতন ঋণ-প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী নীতির মূলতত্ত্বে অর্থ সচিব বলিয়াছেন যে অবস্থার আনুকূল্যই কেবলমাত্র নূতন ঋণগ্রহণে সরকারকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। সুলভমুদ্রার নীতিই এই অবস্থানুকূল্য সৃষ্টি করিতে পারে। বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ ও ঋণপত্রের খাতে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সরকারকে ৫০০ কোটি টাকা দিতে হইবে। ঋণভারের সরকারী পরিস্থিতি বর্তমানে নিম্নরূপ :

ঋণের পরিমাণ

(কোটি টাকার হিসাবে)

১৯৪৮-৫১	মেয়াদের শতকরা ১½০	
	সুদের হারে ...	৮৭·০১
১৯৪৯-৫২	মেয়াদের শতকরা ৩	
	সুদের হারে ...	৬৬·৬৫
১৯৫০ সালের	মেয়াদের শতকরা ১½০	
	সুদে ...	৩৯·০৯
১৯৫১-৫৪	মেয়াদের শতকরা ৩	
	সুদে ...	৮৬·৭২
১৯৫৩-৫৫	মেয়াদের শতকরা ৩	
	সুদে ...	১১৪·৬০
১৯৫৭ সালের	মেয়াদের শতকরা ৩	
	সুদে ...	১১৪·০৭

এই বাজেটের প্রস্তাব সাধারণভাবে বাজারে

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

• পূর্ব পাকিস্থানের পাটের বাজারে মন্দা
• কাপড় ও সূতা রপ্তানীর শুল্ক বৃদ্ধি

গত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে পাকিস্থান সরকারের পাটরপ্তানী নীতি সম্বন্ধে ভারতীয় মুখপত্রের সরকারী বিবৃতি। আশা করা যাইতেছিল যে, পাকিস্থান সরকারের একতরফা কাজের প্রতিবাদে ভারত যথোপযুক্ত প্রতিযোগমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু ভারত সরকার এ সম্বন্ধে যে সতিস্কৃতার পরিচয় দিয়াছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার অনুকরণ দৃষ্টান্ত সচরাচর বিরল। যদিও তাঁহারা বলিয়াছেন যে পাকিস্থান সরকারের একতরফা ভাবে অবধান করিবার পর তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তথাপি স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা আপোষ-মীমাংসারই পক্ষপাতী, কারণ ভারত সরকার বেশ বুঝিতে পারেন যে প্রতিযোগমূলক ব্যবস্থার ফলে পরিণতি হইবেছে ভারত ও পাকিস্থানের পরস্পর নির্ভরশীল অর্থনীতির মধ্যে অধিক ভাবে। সম্প্রতি জানা যায় যে, ভারত অনুষ্ঠিত পাট ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্থানের রাজস্ব সচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, পাটের রাজস্ব লইয়া উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে কয়েকদফা স্টার্লিং ভিত্তিতে মীমাংসা সম্ভব। আপোষ-মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে যখন উভয় ডোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষ অনেকটা একমত, তখন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত নহে। পাকিস্থান সরকারের একতরফা কার্যকলাপের ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফল উভয় ডোমিনিয়নকেই ভোগ করিতে হইতেছে। পাট সরবরাহের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলি বেতাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পাটশিল্পে গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে পাকিস্থান সরকারকে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন পাট ক্রয়কেন্দ্রগুলি হইতে পাটের দাম অনেক হ্রাস পাইবার সংবাদ আসিতেছে। সর্বত্রই কৃষিজীবী ও আড়তদারেরা পাটক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পাটের প্রধান চালানীকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের কোন কোন পাটের অফিস দৈনিক বাজার বসার পাট ক্রয়ের পরিবর্তে মাত্র কয়েক ঘন্টা ক্রয় করিতেছে। চাষীরা ও ব্যবসায়েরা এই ভয়াবহ অবস্থায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, পাটের নিয়ন্ত্রণ রদ করিয়া না দিলে এই পড়তি বাজারের লোকসান তাহাদেরই বহন করিতে হইবে। এই সকল দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শীঘ্রই পূর্বপাকিস্থানে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ দেখা দিবে। আশা করা যায় এই সকল বিক্ষোভের ফলে পাকিস্থান সরকার অবশ্যই তাঁহাদের খেয়ালখুশী নীতির পরিবর্তন সাধন করিবেন।

স্বাধীন ভারতের বাজারে রপ্তানি দ্রব্যের দর নিম্নের দিকেই উঠানামা করিতেছে। সকলেই আশু কিছুদিন [illegible] করিয়া দেখা দিন করায়, অধিকারী কার্যকারের চাউলগুলি অপেক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ করায় ব্যবসায়ের পক্ষে মধ্যে অধিক লাভজনক হইয়াছে।

গত সপ্তাহে কাঁচা তুলার বাজারে বেশ তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদী বৎসর মার্চ মাস পর্যন্ত সরকার রপ্তানির পরিমাণ অব্যাহত রাখিবেন, এই আশায় কাঁচা তুলার দর বেশ কিছু উপরের দিকেই উঠে। যদিও পাকিস্থান সরকার কাঁচা তুলা রপ্তানির উপর শুল্ক বাড়া করিবেন বলিয়া মনে হয় না, তথাপি বাজারে এ সম্বন্ধে আলোড়নের গুজব চলিতেছে। সম্প্রতি জানা গেল যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্থান হইতে সুতা কাঁপের তুলা আমদানিকারকদের পাওয়া যাইবে কি না তাহা জানার পূর্বে পর্যন্ত ভারত সরকার পাকিস্থানের ভারতের বাণিজ্য হইতে এই তুলা রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কাপড় ও সুতার উপর রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ভারত সরকার ভারতীয় জনসাধারণের প্রভূত অর্থ অর্জন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে মাত্র অতিরিক্ত ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং সাধারণ ক্রেতা সাধারণের পরিধান বাবিকটা কমানো সম্ভব হইবে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি বাণিজ্য কিছুটা কমিলেও অন্যান্য দেশের সরকারের পরিধান বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের সুবিধাই হইবে।

চৈত্র বাজারে গত সপ্তাহে তেজীভাব দেখা যায়, কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে ছিলেন চুক্তির সংখ্যা চৈত্র মাসের পর হ্রাস পাইয়াছে।

পাট—

পাকিস্থান পূর্বাঞ্চলের পাট রপ্তানি নীতি সম্বন্ধে ভারতীয় সরকার সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে যদিও উত্তেজনা প্রকাশ পাইলেও আপোষ মীমাংসাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকায় পাট-ব্যবসায়ী দের এক সম্মেলনে পূর্বপাকিস্থানের রাজস্বসচিব বক্তৃতা করিতেছেন যে, তাহা বন্টনের ভিত্তিতে উভয় সরকারের মধ্যে আপোষ করা সম্ভব। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে রাজস্বসচিব বলেন যে, কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকার পাট রপ্তানির সরকারী সাড়ে চারটী ভাগ পূর্ব-পাকিস্থান সরকারকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজস্বসচিব জানান যে, পূর্ব পাকিস্থানের যে সকল পাট-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কলিকাতার পাটকল মালিকদের পাট ক্রয় সম্বন্ধে অগ্রিম চুক্তি আছে, সে ক্ষেত্রে পাটকলমালিকদের উপরই নূতন চালান দিবার দায়িত্ব পড়িবে।

আশা করা যায় পূর্বপাকিস্থানে পাটের বাজারে ব্যাপক ক্ষতি দেখা যাওয়ায় পাকিস্থান সরকার তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন করিয়া আপোষ-মীমাংসার চেষ্টার বহুমান হইবেন। সম্প্রতি ভারতের রাজস্বসচিব কাপড় ও সুতার উপর রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধির যে ঘোষণা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আপোষের সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যদি তাহা কাপড় রপ্তানি হইত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ ভারতীয় কাপড় পাকিস্থানের পক্ষে প্রয়োজন। রপ্তানি শুল্ক বিষয়ে ভারতীয় কাপড় ধারে আরেক দফা পড়িলে সুতার ভারতীয় কাপড়ের পরিবর্তে বিদেশ হইতে কাপড় আমদানি পাকিস্থানের পক্ষে স্পষ্টই লোকসান জনক।

রাজস্বসচিব ঠিকই বলিয়াছেন যে, দুইটী ডোমিনিয়নের অর্থনীতি একান্তই পরস্পর নির্ভরশীল সাময়িক অস্থি প্রতিযোগ ও সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিলে দুইটী রাষ্ট্রই পরিণামে লাভবান হইবে।

তুলা—

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাঁচা তুলা বাজারে গত সপ্তাহে বেশ তেজীভাবে পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্থান সরকারের প্রায় ভারতীয় সরকারের ডোমিনি পরিধান অব্যাহত রাখিবেন এবং ফলে বিদেশ হইতে আমদানি করিবে, এই আশায় কাঁচা তুলার দর বেশ কিছু উপরের দিকে উঠে।

কাপড় ও সুতার উপর রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি অনেকটা অপ্রত্যাশিত রূপে হইলেও যথেষ্ট পরিধান পরিবর্তনের ইহার কিছুটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। যদিও প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কারণে এই শুল্ক গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি কাপড়ের উপর রপ্তানির সঙ্গে ইহাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করা যায়। রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইলে ভারতীয় সরকারের পক্ষে ইহাকে তুলিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। বর্তমানে বিদেশে কাপড়ের চাহিদা বাড়িতেছে। এখন কাপড়ে যে শুল্ক ও সুতার উপর বিদেশ আমদানির শুল্ক রাখা হইয়াছে তাহা বেশ কিছুদিন বলবৎ থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

গত সপ্তাহে বিদেশ বাজারে চাউলের দামের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। এখন আশা করা যায় যে, সুতার উপর বিদেশ আমদানির শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ভারত সরকার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে চাউলের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

লোহা ও ইস্পাত—

লোহার ইটের বাজারে গত সপ্তাহে অনেকটা মন্দা ভাব পরিলক্ষিত হয়। লোহা ও ইস্পাত উপরে দরের অনেকটা উন্নতি দেখা যায়। সরকার ইহা নিলামী বিলি উপযুক্ত করিতে পারেন, এই আশায় ও চুক্তির বাজারে দরে উন্নতি ঘটে। ইস্পাত ও অন্যান্য সম্বন্ধে কয়েকটি ঘোষণা দর উঠা-নামার সম্ভাবনা করে। বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে সরকারী নীতি অনুসরণ একই ভাব অবস্থায় ফিরিয়ে দুর্ভাগ্যের মূল কারণ করিয়া রহিয়া পরিচয়ে বলিয়াই মনে হয়।

রবার—

১৯৬৮ সালে ভারতীয় রবারের উপর ১০০ পাই কিছু কাঁচা মালে আমদানি শুল্ক বাড়া হওয়ায়, রবার বা উৎপাদে কয়েকটি রবার সম্বন্ধে কোনও নীতি স্থির করিতে পারেন নাই। ভারতীয় রবার বোর্ডের সভাপতির অধিবেশনে সরকারী প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে মূল্য নিয়ন্ত্রণের রোড ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা করিবার জন্য একজন বিশেষ সচিবক নিযুক্ত করা হইবে। উৎপন্ন বর্তমান রবার আমদানির ।

বাজারের কথা

বার (১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী) কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ঘোষণা হইবে। সুতরাং গত সপ্তাহে বাজারে বাজেটের উপর কোন প্রভাব পড়িবে না, ইহা ধরিয়া লইয়া সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজার নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু বাজেট সম্পর্কে আশা-নিরাশার দোলায় দুলিতে দুলিতে বাজার শেষ পর্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। বাজেটে কি আছে তাহা জানিবার পূর্বেই বাজার উৎসাহিত হইয়া উঠিল কেন? ইহার কারণ বাজেটে কি আছে তাহা জানিবার পূর্বেই বাজার বুঝিয়া লইয়াছে যে, বাজেটে কি নাই। বাজেটে নূতন করের বোঝা চাপানো হইবে না, ইহা বাজার বুঝিয়া লইয়াছে। বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন করিয়া নোট ছাপানো হইবে না, ইহাও বাজার বুঝিয়া লইয়াছে। বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো হইবে না, ইহাও বাজার বুঝিয়া লইয়াছে। বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে সাহায্য লইবার ব্যবস্থা করা হইবে না, ইহাও বাজার বুঝিয়া লইয়াছে। বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশে মূলধন রপ্তানী বন্ধ করি

সংবাদলিপি

(বিভিন্ন সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন

লণ্ডন, ২৯শে নভেম্বর (বিশেষ সংবাদদাতা)—মিঃ ডালটনের সংক্ষিপ্ততম বাজেটে ফুটবলের কেহই বিশেষ সুখী হইতে পারে নাই। বিরোধীদল, শ্রমিক-দলের সভ্য ও সমর্থকগণ এবং অর্থনীতিক পত্রিকাগুলি প্রায় সকলেরই বাসনা এই বাজেট ফুটবলের সঙ্কট সমাধানে কোন সহায়তা করিতে পারিবে না। কারণ, তাঁহাদের মতে বাজেটে এমন ব্যবস্থা করা অনাবশ্যকই ছিল যে, যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি অনেক পরিমাণে খর্ব হইত এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইত। কিন্তু ডালটনের বাজেটের দেখিবার কোন সজ্জাই ছিল না। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার বাজেটের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমদানী বাড়াইয়া রপ্তানী কমাইবার দিকে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের দিকে মনোযোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু সমালোচকের মনে করেন যে, আগে দেশের ধনভাণ্ডার বাড়াইয়া পরে দেশের আয়বৃদ্ধি করার চেষ্টা করাই সরকারের উচিত ছিল।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ডালটন পরবর্তীকালের পরিস্থিতির ব্যবসাকোচের কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বাজেটের বাজারে সরকারী সাহায্যের বাবদ যে ৩১২ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার হইতে তাহা ডালটন সাহেবের এখনই ধার করিয়া নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা অনেকদিন পিছাইয়া নেওয়া হইল। চামড়া, তুলা ও তৈল বাবদ প্রায় ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

অতিরিক্ত ব্যয় অবশ্য সংকোচনের প্রোটে হিসাবে কতকগুলি কর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, যাহার ফলে সরকারের এই বৎসরের বাকী সময়ে প্রায় ৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড ও আগামী পুরো বৎসরে ২০৮ মিলিয়ন পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি হইবে। এই করগুলির মধ্যে সুরাসার করের বিশেষ বৃদ্ধি, ফুটবল খেলা ও ফুটবল বাজি খেলার উপর নূতন কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আয়করের হারের কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া আয়কর বিশিষ্ট হইয়াছেন।

ইহার ফলেও বিদেশের অবশ্য হইয়াছে যে ডলারের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হয় নাই। সরকার আশা করিয়াছিল যে, পূর্ব্বকার শুল্ক নির্দ্ধারণের ফলে ডলারের যাহা করিয়া যাইবে কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে করিবার কথা দূরে থাকুক ডলারের চাহিদা বরং আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

মোটামুটি একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া এই অতিরিক্ত বাজেট করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্য কোনদিক দিয়াই সফল হয় নাই। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই, কি সাধারণী কি রক্ষণশীল সকলেই ডালটনের বাজেটের নিন্দা করিতেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কথাই সকলেই উল্লেখ করিতেছেন।

ফুটবলের অধিকাংশের সম্প্রতি যে ইউ-আকারীয় ঘটনা সম্পর্কিত সাধারণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাতে দেখা যায় যে, ফুটবলের ক্ষেত্রফলের মধ্যে অনেক বিষয়ে ডালটের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ১৯৪৬ সালে ডালটে ফুটবলের মাথিক সঞ্চয়ী অধিবাসীর পরিমাণ ছিল ৫.৩ অঙ্ক পাউণ্ড আর এখন তাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭ অঙ্ক পাউণ্ডে।

ডালটের স্থায়ী মালের মধ্যে দেখা যায় যন্ত্রপাতির ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা অন্যান্য মালের চেয়ে অধিক। ইহা ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য, জলযান নির্ম্মাণদ্রব্য, তাঁহার যৌথ প্রতিষ্ঠান আছে। তবে দূরে কল কারখানা ইত্যাদি গঠিয়া তুলিবার সরঞ্জামের একান্ত অভাবই রহিয়াছে। ডালটনের লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং এই যে বিদেশীদের ফুটবলের ও অন্যান্য দেশের মুদ্রাদেশী হইয়া বসিবার যেন তাহার না হয়। তাহা যদি করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশীদের কথা অল্পই শুনিতে হয়।

ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটন, ২৯শে নভেম্বর—আর কয়েকদিনের মধ্যে আমেরিকান কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ট্রুমান গভর্ণমেণ্টের ইউরোপ ও চীনকে সাহায্য করার পরিকল্পনা পেশ করা হইবে। কংগ্রেসের সভ্য মিঃ ভীম হাটলের নেতৃত্বে যে দল ইউরোপ ও এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন তাহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অধিবেশনে বর্ণনা করিবেন।

এই বিশেষ অধিবেশনে গভর্ণমেণ্ট জরু ইউরোপ ও চীনের আশু অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কে ঠেকাইবার জন্য একটা অন্তর্বর্ত্তী পরিকল্পনা পেশ করিবেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি আগামী বসন্তের ১লা সপ্তাহেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়া পাশ করা হইবে। কাজেই মনে হয় অন্তর্বর্ত্তী পরিকল্পনাটি সহজেই পাশ হইয়া যাইবে। অবশ্য সরকার পেকেরে বিলটি পাশ করাইবার চাপ আছে কিন্তু অসন্তোষ রহিয়াছে। মিঃ ট্রুমানের মতে এত তাড়াতাড়ি টাকা খরচ করার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নাই।

হাউসকমিটি সভাপতি বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকা যেন চার বৎসরের দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন না করিয়া প্রতি বছর অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা করে। কারণ যদি দেখা যায় যে, এই অর্থসাহায্যের ফল ভাল হইতেছে না তখন সরকার যেন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন অথবা ঐ দেওয়ার পরিকল্পনাও ত্যাগ করিতে পারেন। হাউসকমিটি আরো খরচ যোগ না করার ফলে আশা যেইরূপ দেখা যায় এইরূপ সোনালী যেন অচিরে ঘোচে। তবে মনে হয় কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন না।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ট্রুমান সরকারী ঋণ দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও ইহাবেরোধী পরিবর্ত্তনের কথাও বিস্তৃতভাবে বিবেচিত হইবে। এই পর্যন্ত এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন বিশেষ কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকটি অন্যান্য দেশের আর্থিক উন্নয়নের সহায়তাকল্পে ট্রুমানের পরিকল্পনা আমেরী কংগ্রেসের কংগ্রেস অধিবেশনে দৃষ্টি হইলেও কিন্তু যে ঠিক কতখানি সাহায্য করা হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই কোন সময়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমেলন ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার কতখানি সর্ত সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন। অবশ্য কোন দেশেই সরকারি মিঃ ট্রুমানের ঘোষণার পরিপন্থী হইবে এই পরিকল্পনার অনেকগুলি সর্ত্তসম্বন্ধে এক দীর্ঘ অভিযোগ জানাইয়াছেন। অনেকগুলি সংবাদপত্র ইহার এই প্রকারে বিভিন্ন সমালোচনা করিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়াছে যে ট্রুমানের মতে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে আমেরিকার দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে, সাধারণের ভোগ্যপণ্যের অভাবপূরণ করিতে, আর ফ্রান্সিসদের নিজেদের ঘরে আমেরিকার অনুকরণের দুঃখ দূর করিতে। তাহার মতে ট্রুমানের মত ভোগ্য অবশ্য উচিত কিন্তু রাজনৈতিকদিকে ঘটনা অনুসরণ করিয়াছেন অর্থ উহা নিজের অনেক বিষয় আছে। রিপাব্লিকান পার্টি আরো দুঃখের কংগ্রেসে সভ্যরা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকার ঋণ করিবার অবস্থার একটা সীমা আছে এবং ট্রুমানের পরিকল্পনা সে সীমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

সেনেটে আর একটি কথা উঠিয়া বিপদে ঘটনে আমেরিকার উদ্বেগ সৃষ্টি হইতে পারে। আমেরিকার ডলার অর্থ সাহায্যের পরিবর্ত্তে ঘনপ্রকার ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি এশিয়া ও আফ্রিকায় রপ্তানী হইবে ইউরোপিয়ান ইকনমিক রাজনৈতিক প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আদি রপ্তানী করিয়াছে। এবং এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ অত্যন্ত কম পরিমাণ হবে। কাজেই কেহ কেহ যে এ সর্ত্ত সম্বন্ধে কমিটি হইতে বাধ্য হইবে তাহা মনে হয় না।

আমেরিকার আর্থের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা কর্তৃপক্ষের আদি জানাইবার জন্য পাঠান হইবে। বিভিন্নদেশ ট্রুমানের কাছে বিস্তারিত হইতে উপযুক্ত ইতিবিষয়ে পাঠাইবার কথা আগে একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর একটি বিষয়ের মুখপাত্রের মতে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সে দেশের সোভিয়েট রাশিয়া আরও কয়েকটি দেশ প্রথম বাধা দিবে এবং কি

...রতে আর একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, মার্শাল-...না অনুযায়ী ৩০০ কোটী ডলারের দেশ-...ল পাঠাইতে হইবে। কিন্তু অত সোনা কোথা ...আছে। আমেরিকার সরকারের যে সোনা ...য়াছে তাহার বেশীরভাগই কাগজীমুদ্রার বিনিময়ে ...। আমেরিকা অন্য বিনিময়ের ব্যাপারে অতি ...হইতে পারে কিন্তু সোনা সম্বন্ধে উদারনীতি ...তাহার জন্য মারাত্মক হইতে পারে বলিয়া ...। সাব্যস্ত করিয়াছেন।

...ষ্টনিধি মিঃ মার্শাল সেনেটের সভায় ...বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ উৎসাহ দিয়া ...ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ৩০০ কোটী ...টাকে সাহায্য করার কথা বলা হইতেছে কিন্তু ...টাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ তিনি ...র্কিন সরকারকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। ...য়ে এই টাকার শতকরা ৩০ ভাগ সরকারী ...া আত্মসাৎ করিবে। তাঁর বক্তৃতার ফলে ...তিনি এই টাকা বন্ধুত্ব অনুরোধে ...করা হইতেছে।

...লা—

...য়োরো (ফিলাডেলফিয়ার) ফুইলসাহেবের ঋণ ও ...ডলারের আমার সেক্রেটারী ও জাতীয় আয় ...পরিষদের সভাপতি বিশেষজ্ঞ মিঃ কলিন ...ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপরে ...র জন্য ফ্লোর সরকার অনুরোধ করিয়াছেন। ...ন্তরে গভর্নমেণ্টে আন্তর্জাতিক ...র সম্মেলনে আষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্বের ...করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তাহখানেক দেশের বিভিন্ন ...আলোচনার ও তিন সপ্তাহ থাকিবেন সেখানে ...করিবেন।

...নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে উঁহার বক্তব্য পূর্বে ...প্রতিনিধির একবার জানান। তিনি একবার ...ছিলেন ইহা অতি বাস্তবিক যে শুধু ভবিষ্যৎ ...বিচার করিয়া বিদেশ হইতে কিছু ডলার বা ...ও লোন প্রকৃতির হইতেছে অথচ এইসব ...দিবার আসল বস্তুর সমস্যা সমাধানের ...নির্দেশ দিতে পারিতেছে না। অসাধারণ তথ্য-...অনেক এর সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু ...অতি দুর্লভ, কাজেই তিনি মনে করেন যে, ...অর্থনীতিবিদদের উচিত তথের সেইদিকে ...যা কিছের পর কিছু কিছু সরকারে প্রত্যাহিক ...সমাধানের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার বক্তব্য ...অসাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান আশা করা যায় ...সরকারের প্রভূত উপকারে আসিবে।

...লের সভার পূর্বে আষ্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী কীটিংএর ...সভা ভিক্টর করিবে আর বক্তৃতাদি শুরু করিবে। ...র আই কংগ্রেসে তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবর্তন ...দিয়াছে। দেখের গভর্নমেণ্ট আষ্ট্রেলিয়া জন্যান্য ...দের উপর তাঁর বিদেশ থাকা সত্ত্বেও প্রায় ...করিয়াছে। আষ্ট্রেলিয়া এখন তাহার শিল্পজাত দ্রব্যের ...বিদেশের বাজার খুঁজিতেছে। এবং সেই ...উদ্দেশ্যে, বক্তৃতাদি উপলক্ষে তিনি ইহাই আষ্ট্রেলিয়া ...ব্যবসায়ী প্রচার করিতেছে। তাহার অর্থ এই যে, আষ্ট্রেলিয়া এতদিন শুধু নিজের প্রয়োজনে এইসব মাল প্রস্তুত করিতেছিল কিন্তু এখন তাহাকে বিদেশের এর উপযোগী হইয়াছে যে, দেশের বাজার তাহার শিল্পজাত ...সমস্যার জন্য যথেষ্ট নহে।

মহাবিল্লী—

মহাবিল্লী, ১৩ই অক্টোবর—দুই উৎসাহ ও ...উৎসাহের দ্বারা ভারতীয় পার্লিমেণ্টের অধিবেশন শুরু হইয়াছে। কিন্তু শুরু সঙ্গে অনেক বিশৃঙ্খলার ...দেখা দিয়াছে। উৎসাহের কারণ অবশ্য সকলেরই জানা কথা কিন্তু বিশৃঙ্খলার কারণ সম্বন্ধে কেহই সন্ধান পান না। বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে বিরোধী-দলের অভাবের ফলে। পার্টি হিসাবে আসন ...সংখ্যা না থাকার ফলে পরিষদে সভ্যেরা যার ...যেখানে খুসী সেখানে বসিয়াছিলেন। ফেটের শুরু ...পার্টিবেরার অনুরোধের প্রয়োজন হয় নাই। ...পরিষদে কোন সুনির্দিষ্ট বিরোধীদল থাকারও ...সম্ভাবনা নাই। সুতরাং লীগ ইচ্ছা করিলে ...বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু কার্যকাল অবস্থায় লীগদলের সেইরূপ কোন ইচ্ছা হইবার কোন কারণ নাই। তাহার উপর সরকারের বিরুদ্ধে আকালীদলের মুসলমানদের ...ক্ষোভের প্রশ্নটির ফলে তাহাদের উৎসাহ যাহাকিছু ছিল তাহাও উবিয়া গিয়াছে। তবে এমন কথা নয় যে ...তাহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহারা সরকারের ...কাজ কর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও হঠাৎকার বিরোধীদল হিসাবে দাঁড়াইতে পারে না যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা কংগ্রেসের সমকক্ষ আসন না লাভ করেন। বিরোধীদলের অভাবে কাজকর্ম ভাল অবশ্য হইতেছে বটে, কিন্তু এক বিষয়ে দেখের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। যে বিকলাঙ্গ সমস্যা যখন একদিকে তখন পরিবারের বিরুদ্ধে হইবে কি করিয়া। শুধু প্রয়োজনকালে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার দেখা যায়। সেই রকম এক প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিত মোতিলাল পাকিস্তান সরকারের জানাই। যখনের বক্তৃতা প্রকাশ করেন ও তাহার বিশদ বিবরণ ও উৎসাহ আমার ব্যক্ত করেন। মোতিলাল মৃদু কণ্ঠে পরিষদে জানাই ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের সমর্থন আছে এবং পাকিস্তানের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই অভায় আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পণ্ডিত মোতিলাল আরো বলেন পাকিস্তান সরকার ভারতীয়দের পাকিস্তানে আসিবার জন্য অতি গুরুত্বসহকারে ভারতীয় আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, এবং এসিস্তাতে উপরোক্ত কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে পাকিস্তান সরকার তার ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকারমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

সরদার প্যাটেল ও মৌলানা সাহেব আর একটী গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। পরিষদের এই অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন যে, হায়দরাবাদের প্রতিনিধিরা একটী স্থিতাবস্থা চুক্তির খসড়া লইয়া দিল্লীতে সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া হইয়াছেন। এই চুক্তি একবৎসরকাল বলবৎ থাকিবে এবং একবৎসর পরে বিষয় ভারতীয় ইউনিয়নে আসিবে কি-না তাহা স্থির করা যাইবে। অবশ্য এই সময়ে চুক্তির আর শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদের জনসাধারণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভারত সরকারের এই চুক্তিতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন নিজামের মৈত্রীভাবকে এখানে অকারণভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। হায়দরাবাদের জনসাধারণ এখন সংগ্রামশীল হইয়া উঠিয়াছে (১,০০০ স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ দিতে প্রস্তুত) তখন নিজামকে এরকম সময় বা সুযোগ দেওয়ার কোন উপযুক্ত কারণ নাই।

বেলওয়ে বাজেটের উপর পরকলা বিতর্ক শেষ হইয়াছে, যানবাহনমন্ত্রিচ ডাঃ জন মাথাই হিসাবের উত্তরে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং আগামী সালের বাজেটের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। পরিষদ সভ্যদের বহুল ডাঃ মাথাইকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য একরকম টেলাটেলি পড়িয়া যায়। এমনকি তাড়াহুড়ার জন্য কেহই বিশেষ তাঁহার বিরোধিতা করে নাই। অবশ্য এই সবের জন্য ডাঃ মাথাইকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না—তিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় এবং অনেকটা অনুনয়ের সঙ্গে রেলওয়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেন। এবং খরচ কমাইবার ব্যাপারে তিনি যে, অনেকটা নিজের ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ করিতেছেন তাহাও স্পষ্ট বোঝাইয়া দেন। তিনি বলেন খরচ কমাইবার জন্য দুইটী পথ আছে এক কর্মচারীদের বেতন কমাইতে হইবে নয় কর্মচারী ছাঁটাই করিতে হইবে। অবশ্য তিনি এই দুয়ের কোনটাই করিতে পারেন না।

পরপরিষদ যে একটি অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন পর ১৭ই অক্টোবর হইতে এখানে তাঁহাদের বৈঠক বসিতেছে এবং আমাদের মনে তাঁহারা আগামী হিসেবের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাদের কাজ শেষ করিতে পারিবেন। কমিটির কাজ হইতেছে যে, রেল ও প্রয়োজনগুলিতে কি অর্থনৈতিক নীতি থাকিবে তাহা বিচারণ করা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যুক্ত হয় তাহার জন্য উপায়ের নির্দেশ করা। এই কমিটি প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই তাহাদের চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিবেন।

মাদ্রাজ—

মাদ্রাজ, ১৩ই অক্টোবর—মাদ্রাজের অধিকাংশ রেলা-গুলি বর্তমান ঘরে পড়া ও তুলা কিনিয়া তাহাদের কার চালাইবে পাকিবেনা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে।

এই কারণে বন্ধ কলিকের কর্মচারীদের সরকার মোটেই বিচলিত হন নাই এবং মনে মনে আনাইয়া দিয়াছেন যে, এই অজুহাতে কাজ বন্ধ করিলে সরকার সহ্য করিবেন না। যে বিলগুলি এই পথা প্রবর্তন করিবে তাহাদিগকে শিল্প ও শ্রমিক বিষয়ক আইনবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। এদিকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা দাবী করিয়াছেন যে, যদি মিল মালিকেরা কাজ বন্ধ করেন তবে সরকার যেন তখনই এই মিলগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

তাঁহারা আরও দাবী করিয়াছেন যে মিল মালিকেরা যেন অতি সত্বর বিক্ষোভের নিষ্পত্তিমত শ্রমিকদের দাবী পাওনা মিটাইয়া দেন, তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে মিল মালিকেরা বিচারকের নিকেশ অমান্য করিয়া অতিরিক্ত বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন এবং শ্রমিকদিগকে বোনাস না দিবার চক্রান্ত করিয়াছেন।

এইসব দেখিয়া শুনে হয় মালিকদের শ্রমিকদের দিনের পর দিন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে এবং এদিকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের টাকা খাটাইবার প্রবৃত্তিও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ যে তাঁহাদের ব্যবসায়ে এজেন্টরা ও অফিসারেরা তাঁহাদিগকে মিল বন্ধ করিয়া দিবার নিকেশ দিতেছেন এবং শ্রমিকদের দাবি দিবার ব্যাপারে সরকারের নিকেশ অমান্য করিবার কোন মতলব তাঁহাদের নাই।

কোটার ও মিলমালিকদের আর একটি আপত্তি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শাইয়াছেন যে যথাযোগ্য আমদানী হয় নাই বলিয়া এবং বর্তমান অভাবও করিয়া আসিবার জন্য এ পথা গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব-উপকূল রেলপথ পর্যাপ্ত না হওয়ার ফলে মাল পরিস্থিতি সঙ্কট উহাও আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে মাল বিনিময়ণের গুরুত্ব প্রচারিত হইবার ফলে এখানে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকা বলিয়া মালের ব্যাপারে অবাধ বাণিজ্যের বিষয়ে এখানকার অবস্থাপন্নদের যথেষ্ট ভয় আছে। সরকার উপযুক্ত পরিমাণ মালমশলা জন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই নাকি এই বিনিময়ণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ পাইতেছে এবং অনেকেই ঘোলাটে বলিতেছেন যে যদি এই অবিশ্বাসের অবস্থায় খাদ্য বিনিময় ব্যবস্থা বাতিল হয় তবে বাকিস্তানের ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

১৭টি জেলার সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির দাবী না মিটিলে ধর্মঘটের আশ্রয় লইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা দাবী করিতেছেন যে বেঙ্গল সরকারের কর্মচারীদের সমান বেতন তাঁহাদের দিতে হইবে। অনুসন্ধানের সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি জানাইয়াছেন যে কর্মচারীরা ধর্মঘট না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র তাঁহারা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করিবার সকল সময়েই প্রস্তুত। তাঁহারা এখনও আশা করেন যে সরকার তাঁহাদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করিয়া সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ধর্মঘট যদি অনিবার্য হয় তাহার জন্য সরকারই দায়ী থাকিবেন, কারণ, কর্মচারীরা অনন্যোপায় হইয়াই শেষ অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

দক্ষিণরাজ্যের চামড়া ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধিদল আমেরিকা গমন শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। আমেরিকার চামড়া ব্যবসায়ীদের জানানো হইয়াছে যে, দক্ষিণরাজ্যে সেখানে চামড়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে এখন রাজী আছে। মিঃ আয়ার বাণিজ্যিক দপ্তরের বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে আরও বাণিজ্য প্রবর্তনের বিষয়ে সুবিধাজনক আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছেন। এই প্রতিনিধিদল ইউরোপের অন্যান্য দেশও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং মনে হয় এই সফরের ফলে ভারতের সঙ্গে আর্জেন্টাইন ও অন্যান্য দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অধিক কি ইউরোপের বর্তমান দুর্দিনে ভারতের চামড়া ও মেষচর্মের কদরও যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অন্ধ্র অঞ্চলের দাবী লইয়া কম্যুনিস্টরা যথেষ্ট প্রচার কার্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের মতে তেলিঙ্গানা অন্ধ্রের ও অন্ধ্রের অন্য কোন মিল নাই এবং হেদ্রাবাদকে লইয়া অন্ধ্রকে ভিত্তিতে নূতন প্রদেশগঠন করা উচিত। তাঁহারা অন্ধ্রকে তামিলনাদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা সর্বদা করিতেছেন এবং একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়া সকল বাজারের একটা আন্তঃবিনিময়ের দাবী জানাইতেছেন। ইহাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সমস্যা সমূহ অন্ত তাঁহারা দেখিবেন।

ঢাকা—

ঢাকা, ১৩ই সেপ্টেম্বর—সরকার পূর্বপাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বহির্বস্ত্র বিক্রির স্থানে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় পাকিস্তানের শিল্পোন্নতির "অনাবশ্যক" সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তি করিতেছেন। মাঝে মাঝে এমনই সব অদ্ভুত কথাবার্তা বলিতেছেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অজ্ঞতাসম্বন্ধে জানিয়া জানো সত্যের কৌতুক অনুভব না করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যসচিব মৌলবী বাজিদুল হক চৌধুরীর এক সাম্প্রতিক বৈঠকের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা চলে। বাঁশরার অভাব পূরণের জন্য তিনি আয়োজিনার কাঁচা পাট রপ্তানী করিবার কথা বলিয়াছেন: কিন্তু তিনি জানেন না যে, সেখানে কোন চটকল নাই। আবার আয়োজিনায় তুলাজাত দ্রব্যের জন্যও অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সেখান হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়া তিনি পাকিস্তানের বস্ত্র সংকট মোচন করিবেন।

অন্ধ্র অঞ্চলের বিষয় পাকিস্তান সরকার বিশেষভাবে তত্ত্ব করিয়া দেখিয়া তাহার ফল করিয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহারা একটি শিল্প পরিবেশন করিবেন পরিকল্পনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কমিটি পূর্বপাকিস্তানের শিল্পসম্ভার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব করিয়া যাহাতে সত্বর বৈজ্ঞানিকভাবে এই প্রদেশে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা যায় তাহার নির্দেশ দিবেন। এই কমিটি গঠিত হইবার এক মাসের মধ্যেই তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের সুপারিশযোগ্য শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলি সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানাইবেন। এই ব্যাপারে কমিটি তাঁহা দাম, যাতায়াত-ব্যবস্থা, শ্রমিক ও জল চলাচলের সুবিধা ইত্যাদির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি শিল্প গড়িয়া তোলার পক্ষে উপযোগী তাহাও সরকারকে জানাইয়া দিবেন।

এই প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্য অবস্থানের, বন্দোবস্তের এবং খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পূর্ণ এই সব বিষয়ে বিবেচনা করিয়া সরকার যে সব যোগ্য শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এইপ্রদেশে সরকারি মাইকেল, কাগজের কল, এবং সিমেন্ট, চামড়া, কাচের ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা প্রস্তাব করা হইয়াছে। যদি চট্টগ্রামে উপযুক্ত পরিমাণ চুনা পাথর পাওয়া যায় তবে তাহা একটি সিমেন্ট তৈরি কারখানাও প্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্য করা হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপরে সাংগো বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। তৈল ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য সরকার চট্টগ্রামে ও শ্রীহট্টে তৈলকূপ খনন করার অনুমতি দিয়া অনেকগুলি লাইসেন্স বিতরণ করা স্থির করিয়াছেন। এই পর্যন্ত যতদূর তত্ত্ব অনুসন্ধান হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এই অঞ্চলে তৈল প্রাপ্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। নোয়াখালী, বরিশালের ও ফরিদপুরেও তৈল প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাহার জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। চট্টগ্রামে কিছুদিন পূর্বে যে কয়লা লোহার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে সরকার পরীক্ষা করিতেছেন। পরিবহনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি এমন বিষয় করিতেছে যাহা দুই প্রদেশের ও পরিচালনার। এবিষয়ে সরকারে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। এখন দেখা করিবার বিষয় সরকার কিভাবে এবং কোথা হইতে এই অ সংগ্রহ করিবেন। অবশ্য সরকার যদি এই অঞ্চলের পরিকল্পনা কাজে লাগাইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখা করেন, তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে পূর্বের অতি সত্বর শিল্প-বাণিজ্যে অসাধারণভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে।

সঙ্কলন

...র খনিজসম্পদ আবিষ্কার

...বেষণা করিতে পাকিস্তান প্রকাশিত ...ছে জানা যায় যে, ময়মনসিংহ একপ্রকার খনিজ ...ত্তা গিয়াছে। পাকিস্তানকে আত্মনির্ভর করিতে ইহা যথেষ্ট বলা চলিবে। সরকারের ভূবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক তিনবৎসর ...ব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে ইহা জানা যায়। ...ময়মনসিংহ শহর হইতে ৮০ মাইল পশ্চিমে ...ঘুরের ৮০ মিটার নীচে ঐ খনি আবিষ্কৃত ...। ঐ খনি হইতে প্রায় ৭ লক্ষ টন কয়লা ...পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পাকিস্তানে কয়লাখনি

...মাদে জেলার নওগাঁ থানার অন্তর্গত ...ধেতে কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ...ঐ জেলা খনিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ...ঘুরে গিয়া কয়লার যে নমুনা পাইয়াছেন, ...পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে। নমুনা পরীক্ষা ...করা হইবে ও রিপোর্ট প্রেরণ করা ...কয়লাখনির সন্ধান পেট্রোল প্রভৃতি ...পাওয়া অবশ্য অত্যন্ত আশার কথা।

...হরের ধনলের কঠোর ব্যবস্থা

...ধোরোধের যে করিবার জন্য একটি ...বিল পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান ...নে উত্থাপন করা হইবে। প্রস্তাবিত ...বিধান এই যে, এইরূপ অপরাধ ...তে হত্যার অপরাধ বলিয়া গণ্য ...রে অপরাধীকে জামীন দেওয়া হইবে না। ...বিধানাবলী ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ...হইবে।

...ব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, খাদ্যে ...সাধুতার প্রসারভাবে চলিতেছে। ইহাকে ...রবার জন্য এই গ্রাস নির্মূল করা আবশ্যক। ...রোধ করিতে কি বুঝায় তাহার সঠিক সংজ্ঞা ...আইনে না থাকাতে চোরাকারবারীদিগকে ...করা কঠসাধ্য ছিল। বর্তমান আইনে ...ব্যবসার পুরাপুরি একটি সংজ্ঞা দেওয়া ...এবং অপরাধের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা ...।

...ষের উন্নয়ন প্রচেষ্টা

...রবে খনি শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ...ব্যবস্থা সরকার শিল্প ও শ্রম সচিবের সভা-...এক সভা খনি মোর্ট গঠন করিয়াছেন ...জানা গিয়াছে। ইহাতে কোন একটি ...নির্বাচিত এলাকায় অন্তঃ অর্ধেক পরিবারকে ...পূর্ণ খাদ্যের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা ...। গ্রামোন্নয়নের অন্যান্য পরিকল্পনা কার্য-

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সংস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাঙ্গ করিয়া নূতন প্রস্তাবাদি পেশ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। প্রধান-মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মিঃ পি. এন. বানার্জী, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ আর. সি. মজুমদার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যক্ষ হিরেন মুকার্জী, মিঃ হুমায়ুন কবীর, কলিকাতা হাই কোর্টের বাংলার জজ মিঃ পি. বি. চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী, জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বানার্জী (সেক্রেটারী) এই কমিটির সদস্য হইবেন।

কমিটিকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে। কমিটি সদ্য আমদানী মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগ গ্রহণ করিবেন।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং বাড়ীভাড়াদানের বেআইনি ও অন্যান্য বে-আইনি দাবী নিবারণের জন্য গবর্নমেন্ট ১৯৪৭ সালে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ১৯৪৭-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবার জন্য উহারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে এক বিল উত্থাপন করিবেন। ১৯৪৭-এর পর আরও তিন বৎসর উহাকে বলবৎ করার ব্যবস্থাও উক্ত বিলে আছে।

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ড বলোবস্তন প্রথা বাতিল করার জন্যও গবর্নমেন্ট তিনটি বিল উত্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ভারতের প্রাদেশিক রাজস্বসচিব সম্মেলন

কমিলারী প্রথা উচ্ছেদ ও কৃষিকর আইনের পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে একই প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বাজারাদি ভারতীয় ইউনিয়নের সকল রাজস্বসচিবদের এক অধিবেশন হইবে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। আগামী ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর এই বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার এই সভায় সাগরের জন্য কি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অবগত হইবার জন্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় ইউনিয়নের প্রত্যেক প্রাদেশিক

আসামের নীলনদ উন্নয়ন পরিকল্পনা

আসাম ও ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার্থে আসামের উত্তর সীমান্তের উন্নয়ন কার্যের জন্য আসাম সরকার ভারত গবর্নমেন্টের নিকট হইতে অধিকতর অর্থ সাহায্য পাইবেন। আসাম সরকার এই সম্পর্কে ঠিক কত টাকা পাইবেন, তাহা জানা না থাকিলেও সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা হইবে বলিয়া মনে হয়। এ সম্পর্কে আসাম সরকারের সহিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের আলোচনা চলিতেছে। আসামের অর্থসচিব শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এই সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থসচিব ও অন্যান্য অফিসারদের সহিত আলোচনা করিয়া সম্প্রতি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এক সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অধিকন্তু আসামকে ভারতের সহিত রেলপথ ও রেলপথে যুক্ত করিবার যৌক্তিকতা ভারত সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, চা, পাট ও তৈলের উৎপাদন শুল্কের যে অংশ আসাম সরকার ভারত সরকারকে দিয়া থাকেন, তাহার পরিবর্তে ৭৫ ভাগ আসাম সরকারকে দেওয়া হইবে। শ্রীযুত মেধী বলেন যে, ভারত সরকার কোনমতে আসাম উন্নয়নের কার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

শ্রীযুত মেধী বলেন যে, পাকিস্তান সরকার আসামের পাটের উপর শুল্ক ধার্য করায় পাট-চাষীদের ক্ষতি হইবে। আসামের পাট পাকিস্তান অঞ্চলের মধ্য দিয়া চালান করা হইলে পাকিস্তান সরকার তাহার উপর শুল্ক ধার্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিমান চালনা শিক্ষাকেন্দ্র

প্রথম মহাযুদ্ধের বৈমানিক বীরদের জন্য বীরভূমে একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। নবগঠিত ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট উহার পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। সাম্প্রতিক সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ময়মনসিংহের মেষরক্ষা বাহিনীকে বিমানচালনে শিক্ষা-দানের বিষয়ও বিবেচনাধীন আছে। ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট এই বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

চা-নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে বৈঠক

চা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন পরিবর্তন ১৯৩৯ সালের ভারতীয় চা নিয়ন্ত্রণ আইন ও ১৯৩৮ সালের ভারতীয় চা-কর আইনের মেয়াদ ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হইয়া যাইবে। ঐ আইনগুলি চালু রাখা হইবে কি না তাহা বিবেচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) তিন দিন কলিকাতায় ভারতীয় চা-শিল্প প্রতিনিধি, চা-উৎপাদক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য গবর্নমেন্টগুলি ও ভারত গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বৈঠক হইবে। ভারতীয় চা-শিল্পে উন্নয়ন ও চা-রপ্তানি ব্যবসায়ের প্রসার সম্পর্কে

আমেরিকা-প্রত্যাগত

জেনেভার শুল্ক আলোচনায় ভারতের লাভ

জেনেভা সম্মেলনে সম্প্রতি শুল্ক সংক্রান্ত আলোচনায় ভারতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে। রপ্তানি-বাণিজ্য বিষয়ে ভারতের প্রত্যাশাতীত যে সকল সুবিধা পাইয়াছে, তাহার মূল্য কমপক্ষে ১৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে আমদানি-বাণিজ্যে ভারতকে যে সুবিধা দিতে হইয়াছে, তাহার মূল্য ৩১ কোটি টাকা। যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা অধিকতর ভাবে সম্পর্কে প্রযোজ্য। ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতের সংখ্যাগত তথ্য পাওয়া যায় নাই।

প্রথমতঃ রিপ্লিসিবিল পণ্যাদির বিষয়ে ভারতের সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে, যথা—পাট, পাটজাত দ্রব্য, তুলার তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলাধূলার জিনিসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, বন্দুক, কার্পেট, কলম, তৈলজাতীয় ওষধি, চা, চামড়া প্রভৃতি।

ভারতের পক্ষ হইতে অসংখ্য সুবিধা বিষয়ে প্রধানতঃ রিপ্লিসিবিল দ্রব্যে, যথা—রত্ন এবং মুক্তার মাল, ফল ও সবজী, প্রাণীজন্তু, ঔষধপত্র, কফি, বন্ধ, জোড়াবাড়ী, চামড়াজাতীয় দ্রব্য, চামড়া, রেশম, ফিল্মজাতীয় ইত্যাদি।

অন্যদেশকে বাণিজ্যিক সুবিধা দিবার সময় ভারত সর্বসাধারণ ভিত্তি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ এই ধরণের সুবিধা যাহাতে ভারতের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণের দাবী উঠিতে পারে, তাহাদিগকে এই ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক সুবিধা দানে যাহাতে রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষতি না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

রিপ্লিসিবিল পণ্যেরই বাহুর সঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত আলোচনা চালান হয়। যথা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, লেকসেমবার্গ, নরওয়ে, রেজিল, ডিনি, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, কিউবা, সিরিয়া-লেবানন, ঘানা, নরওয়ে এবং মালিন-যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের ও বৃহৎ আমিকার মধ্যে সম্প্রতি বাণিজ্যিক লেনদেন হয় নাই, এই দুইটি রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই। ১৯৩১ সালের ব্রেটন বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে বৃটেন এবং সিংহলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট রহিয়াছে, এই দুইটি রাষ্ট্রের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই। রুশ ব্লকের সঙ্গেও ঐ কোন ব্যাপারে কোন প্রকার আলোচনা করা হয় নাই। কিউবা এবং সিরিয়া-লেবাননের সঙ্গে আর একটির বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে প্রকার রহিয়াছে

বাজারের কথা

(পূর্বপৃষ্ঠার পর প্রকাশিত)

ইণ্ডিয়া ৩০৮, টাটাকো ২৭৮, বালকোনী ১৫৩, সিংহপুর ১৩১, আসানসোল ১২৫, ৫১৩১, ব্যাঙ্কস ৩১৩০ ও মাকীন ১২৭, পয়ার বাড় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির অধিকাংশ শিল্পের মত শিল্পের ইন্ডেক্স পরিবর্তিত হইয়াছে। সেখানে শিল্প ছোট ৮০ সপ্তাহে ১৭৫ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ার আয়রন ১৬৮০ ইন কলপোরেশন ২১১ ৭, প্রেসে ভারপ ৩২৯০ ফেলস ১৮০৭, ফ্লাকেনী ১১০, টেক্সটাইল মেসিনারী ১৮০ ইউনি যাদবে যে হইয়াছে।

কাগজের মেসোরগুলিতে তেল চড়িয়া ছিল। ফলে সবেরই কেল ইউনি হইয়াছে। চাঁদিকেই ১৬৯, টীটাগড় ৮৩১, ইণ্ডিয়া পেপার ১১৭ ও ইণ্ডিয়ান পেপার ১৯, পয়ার বাড় হইয়াছে।

বিবিধ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৯ বাড় হইয়াছে এবং ১৮৫ কমিয়াছে। সপ্তাহ কলপোরেশন ৬৮০০ ইণ্ডিয়ান কপার ৩১, মোর ডালটা সিমেন্ট ১৯১০ কলিকাতা ইলেক্ট্রিক ১১৮০

আমাদের ছাপার কাজ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম যে লণ্ডন ও ভারত পাকিস্থান আরোপিত পাট রপ্তানী শুল্কের সমস্যাটি অল্প করিতে রাজী হইয়াছে। ফলে ভারতীয় কলম হইতে প্রত্যাহৃত পাটের উপর লণ্ডন ও ভারতকে পাকিস্থান ও ৩ বছর মুলতুবী আরোপিত উচ্চ রপ্তানী ১০ই হইতে হইবে। ইহাতে ভারতীয় পাটশিল্প পাকিস্থানকর্তৃক নয় আরোপিত রপ্তানী শুল্কজনিত সর্বপ্রকার ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইল।

এশিয়াটিক কলপোরেশন ১৮০০ ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া কলপোরেশন ১৮০ এম, সি, এস অসলার ১৮, ডানলপ রেডাবন ১৮৯, মার্টিন বার্ন ১৮, রাসবাদ টেবাকো ৪১৯০ বোটাস উডলী ১৮৬০ পয়ার উঠিয়া বেরোবে বন্ধ হইয়াছে।

ড বেয়ারের মধ্যে চাহিদা থাকিলেও সেই অনুপাতে বিক্রেতার অভাবে ছিল। চাহিদাকারীরা না পাইলেও এই বিভাগে মধ্যেই কাজ হইয়াছে এবং দরের বেশ উন্নতি হইয়াছে। বিড়লার ৪১৮০, ফ্লাকেটি ৩৮০, হরকোরাড় ৩১৫, ভারতীয় ২১, ও মেকনুর ২৯৮০ দরের কাজ হইয়াছে।

এই সপ্তাহে বিবিধ কন্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ায় এই বিভাগে বেশ কাজ হইয়াছে এবং পরিণামে দরেরও উন্নতিও উল্লেখযোগ্য। বলরামপুর ১১৮০ বুলাক ১৯৮০ কানপুর ৩৯০, বারকাশা ১৭, কেক ১৯৮০, রাসবন্ধ ১১৮০ ও ইউ পি ১৯৮০ পয়ার কাজ হইয়াছে।

বিবিধ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর প্রকাশিত)

অবশ্য ও অবশ্যকরণে জন্য না করিলে "কিউ ফল বেশীর ভাগের সমস্ত নহে। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক এ "বেঙ্গলিয়ার্স আয়োজন করিতেই হইবে। এবং অবশ্যই

পুনরুদ্ধ মুদ্রার সম্প্রসারণ ইংলণ্ডের সঙ্কট

(পূর্বপৃষ্ঠার পর প্রকাশিত)

কোন অস্বিধাজনক সৃষ্টি করে নাই এখনও অর্থনৈতিক জগতে লেনদেনই বেশী হইতেছে এবং লাভজনক জগতে মন্দার সম্ভাবনা সম্ভাবনা হইতে আছে তবে আন্তর্জাতিক্ষেত্রে ঐক্য আবেদনের বাজারে যেমন হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক মুদ্রা করিবার সঙ্কে ডেন্ট ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের আবেদন থাকে আমার সপ্তাহের জন্য মোট ১ কোটি টাকা মূল্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার বাড়ান হইয়াছে।

অক্টোবর মাসের ১১৫ তারিখে যে মন্দা দেখা হইয়াছে তাহাতে শতকরা ৫৭০ ভাগ হারে ও ১৯৭৭-৭০ সালের তুলনায় পুরাতন ও পরিশোধে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নাই। নোটের ধরণ উহা বিভাগ ১,১০৮১৭ কোটি টাকা হইতে ১,১০৮১৭ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগ এই মোট ৬৮৭ কোটি টাকা হইতে ৭১৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমানত বিভাগে ১১৭ ৯১ কোটি টাকা হইতে ১০৮১ কোটি টাকাতে উন্নতি দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলির আয় কারবার ভালই হইয়াছে। অবশ্য আলোচ্য গত সপ্তাহের মিলানের মধ্যেও ভারত ও পাকিস্থানকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দান দেওয়া। ভারতের কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারের আমানত ১৮৭১৩ কোটি টাকা হইতে ১১৮৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী সরকারও ৩৬৩৮ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৭৩৩৪ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় এবং অন্য প্রাদেশিক, এই উভয়বিধ সরকারের আমানত হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সঞ্চয় ৭৭১১ কোটি টাকা হইতে ৩৮৫১ কোটি টাকায় কমিয়া আসিয়াছে এবং অন্য [illegible] কোটি টাকা হইতে ৩

নীরিক

ন্যাশনালের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৯৫৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে ঊনবিংশতম আনুষ্ঠানিক সাধারণ সভায় যে আয়ব্যয় পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অত্যন্ত সাফল্যের সহিত চিরাচরিত সুনীতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। সাধারণ বেসের প্রতিযোগিতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় কোম্পানীর অগ্নিবিভাগকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যেও যে ঊনবিংশ বর্ষের প্রিমিয়ম বিগত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহাই প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর গ্রস প্রিমিয়ম ১৯৫২ সনের ২,৫১,৯৭,৯৪৫৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২,৬৩,৫১,৫৯৫৲ টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধির হার সামান্যই। কিন্তু বর্তমানের দুরূহ ও সঙ্কটময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইহাকে খুব বেশী সন্তোষজনক বলিয়াই বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অগ্নি বিভাগের সহিত নৌ-বিভাগের আয়ের পরিমাণ বেশী আলোচ্য বর্ষে নৌ বিভাগে ৫৩,১৫,৬৬৩ বৃদ্ধি পাইয়া ৫,১১,১২,৫১৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মূলধনের তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেও আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর অগ্নি বিভাগ ৬৯ হাজার টাকা লোকসান দেখাইতে পারিয়াছে।

কোম্পানীর গত বৎসরের এই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে তজ্জন্য আলোচ্য বর্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, নানা দিক দিয়া আগামী বৎসরের জন্য এই কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচিত হইয়াছেন।

নব ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

বোম্বাইর "কিলিক নিকসন" কারখানা বিলাতী ও পরিচালিত অত্যাধুনিক এজেন্সি প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি "কিলিক নিক্সনের" পরিচালকবর্গ ভিসাবের কাছে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে তাহাদের আর্থিক বনিয়াদের ভিত পরিবর্তনের ফলে অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানেরও লাভের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিগত বহু বৎসরের প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী "কিলিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড" নাম নামের সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নূতন কাজ আরম্ভের সূত্র করা স্থির করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানই আবার পূর্বোক্ত "কিলিক-নিক্সনের" বিভিন্ন শাখা ও সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করিবে। এই নূতন পরিবর্তনে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন হইবে। ইহারা হইলেন—

ও কোম্পানীর মিঃ মুনু কোং লিঃ,
[illegible]
কিলিক নিক্সন ইন্ডেন্টিং এজেন্সি লিঃ,
ভিসেন্ট্রাল ট্রেডিংস কোম্পানী কোং লিঃ
মি ভিকার্স এসবেস্টস কোম্পানী লিঃ,
মি ভিকার্স ইলেকট্রিক্যাল কোং লিঃ,

ইহা ছাড়া "আমেরিকান সিমেন্ট কোং লিমিটেড"এর আমেরিকা এজেন্সি "সিমেন্ট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড" ইতিমধ্যেই এই কোম্পানীর সহিত আপন করিয়াছেন।

কোম্পানীর এই নূতন পর্যায়ে বিশ্লেষিত বাজিদের লইয়া প্রথম পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডি. এম. মোরেল প্যাটেল (সভাপতি ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর), শ্রীযুক্ত এইচ. এম. স্প্যান্সে (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), শ্রীযুক্ত কিকাভাই প্রেমচাঁদ, শ্রীযুক্ত চুনীলাল কি মেহতা কে. সি. এস. আই এবং শ্রীযুক্ত বিনয় কে মাফতী। এই পরিচালক সংঘ যে প্রাথমিক যোজনা প্রচার করিয়াছেন তাহাতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অতীত পরিচালকদের কীর্তি-কাহিনী অকপটে বর্ণনা করা হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

কিন্তু "কিলিক নিক্সনের" প্রাক্তন পরিচালকমণ্ডল একেবারে অকর্মণ্য প্রমাণ করিতেছেন না। ইহাদের মধ্যে প্রথমতম ও অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিলিয়া "কিলিক নিক্সন এণ্ড কোম্পানী লিঃ" নামে ঘরোয়া ভিত্তিতে এক নূতন প্রতিষ্ঠান খুলিবেন এবং প্রথমত আমদানী ও রপ্তানীর অন্তরে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মধ্যে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

এই পরিবর্তন সম্ভব করিতে কিলিক নিক্সনের [illegible] হইতে [illegible] করা হইয়াছে। প্রতি শেয়ার ১০০৲ মূল্যে বিলাতে ৮৫,০০০ শেয়ারে ৮৫,০০,০০০৲ মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনাবলী

*

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সভাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনাবলীর জন্য কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ, এবং এজেন্সির জন্য কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ, 'আর্থিক ভারত',১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পৃষ্ঠাংশ ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সিংহল এবং আফ্রিকার কতকগুলি দেশে আপন চুলার খাঁস স্থাপনা করে। গত যুদ্ধের পর ইহাই জাপানের প্রথম খাঁস স্থাপনা। নূতন ব্যবসার বেলায় বরাত আর্থিক মুরুব্বীর স্থাপনা করা হয়। জাপানের / সিংহ ও অর্থনীতিবিদ মহল সম্প্রতি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত ১,১০৩ মেট্রিক টন মোলাসেস পণ্য বাহী জিলে, জাপান বিদেশ হইতে অন্তত বেসরকারী ব্যবসায়ী করিয়াছে তাহার সমস্তটাই আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আছে সতীর পাম্পকল, কন্ডেন্সার, পাম্পের রোজা ইত্যাদি। বিদেশে চুলার খাঁস স্থাপনা করা ছাড়াও গত যুদ্ধ বাদে অষ্ট্রেলিয়া এবং মিউ জিলাণ্ডে কাঁচা রেশম, ঊন ও তুলার তুলার সূতা, টায়ার পাম্প, হাকোস তুলা ও কেমিক্যের সূতা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সুমাত্রায় তুলার খাঁস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেদের খাঁস স্থাপনা করা হয়। ইহা ছাড়া পুস্তক, ঘড়ি, কাচের পাত্র, রুবিলস, পেন্সিল, রোজা, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি হংকং এবং তামাক পাতা ইন্ডিনেশিয়া স্থাপনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কোরিয়া হইতে বাদ্য, খনিজ দ্রব্য এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ট্রাক, বিদ্যুতযন্ত্রের ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী করা হয়। ভবিষ্যতে জাপানের স্থাপনী দ্রব্যের মধ্যে থাকিবে পশু, রেশম, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি। এগুলি স্থাপনী করা হইবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উৎপাদক দ্রব্য (ক্যাপিটাল গুড্স) এবং পূর্ব এশিয়া হইতে কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানী করা হইবে।

বিভিন্ন-বিভিন্ন ইন্সিটিটিউট হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট ধারণা করা হইয়াছে যে, জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির এক আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। গত যুদ্ধের পূর্বে বাণিজ্যনীতিতে জাপানের সুবিধা ছিল এই যে, সস্তা মজুরিতে অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের খরচ তাহারা [illegible] করিতে পারিত। বিশ্ব বাজারে [illegible]

আর্থিক ভারত

৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ ; ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭ [মূল্য ৷৷০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারত-পাকিস্তান চুক্তি	৮১	সম্পাদ	৯১
ভারতবর্ষ ও বৈদেশিক মূলধন	৮৩	পরিবহণ প্রসঙ্গে	৯৩
প্রাসঙ্গিক	৮৪	লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিলি	৯৪
বাজারের কথা	৮৫	সংবাদপত্রিপি	৯৫
শেয়ার ও শিল্প —শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৮৯	বাজার মূল্যের তালিকা	৯৮
বিদেশ	৯০	বৈদেশিক	১০০
পণ্যদ্রব্যের বাজার	৯১		

ভারত-পাকিস্তান চুক্তি

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, ভারত বিভাগের ফলে এই দুই সরকারের মধ্যে যে বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল, দুই সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহা একপ্রকার মিটিয়া গিয়াছে শুনিয়া ভারতবাসীমাত্রই আনন্দিত হইবেন। এ আনন্দ অবশ্য এই কথা মনে করিয়া যে, শেষপর্যন্ত এই দীর্ঘ আলোচনা নিষ্ফল হওয়ার পরিবর্তে ফলপ্রসূ হইয়াছে, কারণ অমীমাংসিত অবস্থায় মতভেদ থাকিলেই তাহা হইতে কোন না কোন সময়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারিত। মীমাংসার সর্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখার পূর্বে একথা জোর করিয়া বলা যায় না সর্তগুলিতে উভয় পক্ষের প্রতিই ন্যায়বিচার করা হইয়াছে কি না। বর্তমানে আমরা কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই এই আলোচনা করিতেছি। সর্তপক্ষের কোন উক্তি অথবা সিদ্ধান্তসমূহের যে সকল স্থলে ব্যাখ্যা প্রয়োজন, সেরূপ কোন বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত বিবরণী কিছু হাতের কাছে না থাকায় আমাদের এই আলোচনায় খানিকটা অসুবিধা হইলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা এই চুক্তির খবরটির উপরও আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ কর্তৃক নোটের উপর এই মীমাংসার মূলানিরূপণ এবং তৎপ্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনা সম্ভব। আর শুধু তাহাই নয়, সমস্যার জটিলতা ও পাকিস্তানের সহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে এ ধারণা অপরিহার্য যে, সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি এবং তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সর্বসাধারণের অন্ততঃপক্ষে খানিকটা উপলব্ধি প্রয়োজন। আর তাহাড়া হিন্দুসমাজে মামলামোকদ্দমার [illegible]

পূর্বে যে দেশ ও যে জাতি এক দেশ ও এক জাতিরূপে বিশ্বসভায় পরিচিত ছিল, জাতীয়তা ও ইতিহাস সম্বন্ধে জিন্নার গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাহা দুই দেশ ও দুই জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং দুই দেশে পরিণত হওয়ার ফলে নাকি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু মুসলমান আবার একজাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং বিস্ময়কর সংগঠন। জানি না আরও কত বিস্ময় আমাদের জন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে অপেক্ষা করিয়া আছে। যাহা হউক ১৫ই আগষ্ট হইতে দুই দেশ পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিলেও তাহাদের সম্পত্তি ও দায় বন্টন অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় নাই। ১৫ই আগষ্টের পূর্বে নরসিংহরাও ও স্যার কৃষ্ণমাচারী টৈবিল সেয়ার ও খাতাপত্র ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেরূপ ভাগ করার বিষয়ে খুব সূক্ষ্ম হিসাব কিছু মানিয়া চলা হয় নাই এবং 'আমার এটা দরকার, আমার ওটা চাই,' এরূপভাবেই টৈবিল, চেয়ার ও খাতাপত্র যে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্তানে চালান করা হইয়াছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সৈন্যবিভাগও ভাগ করা হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী কালের সর্ববিধ অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য যুক্ত সেনারক্ষী পরিষদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য একটি দ্বিতাবস্থা চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে স্থির হয় যে এক রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রান্তরে মালপত্র প্রেরণে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করা হইবে না এবং পূর্বের সকল বন্দোবস্তই চালু রাখা হইবে। ১৫ই আগষ্টের পরে গভর্ণর জেনারেল এক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনিটার অর্ডারের সাহায্যে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক বৎসরের শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের তরফেও কাজ করিবেন এবং ভারতবর্ষের টাকা আমানী সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে আর পাকিস্তানে বিধিত অর্থরূপে পরিগণিত হইবে না। ভারত সরকার পাকিস্তানকে প্রাথমিক নগদ জমা হিসাবে ২০ কোটি টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন

সরকারী কর্মচারীদেরও তাঁহাদের মনোনত রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি পুন বাহাল করা হয়।

কিন্তু দুই রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনার বিষয়ে এই সকল প্রাথমিক ব্যবস্থাদি একরকম জানাই বলা যায়। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের ও ব্যয়বিভাগের ব্যাপারটা আয়ত্তের দিকে রক্ষিত রাখা হয় হয় যে পরে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের একটি মিলিত আলাপ আলোচনার সাহায্যে ঐ সকল সম্পত্তি ও ব্যয়ের স্থিরীকৃত হইবে। যদি কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহলে সালিসের সাহায্যে তাহার মীমাংসা করা হইবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার কারণ নির্ধারণ কঠিন নয়। ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থার ভারত সরকারের নিকট হইতে ৭৫ কোটি টাকা পাওয়ার সুবিধাটা পাকিস্তানের পক্ষে তুচ্ছ করার মত তাহাড়া পাকিস্তান সরকারের নগদ টাকার প্রয়োজন বর্তমানে এবং ভারত সরকারের সহিত এখন নূতন করিয়া কোন বিষয় সুরু করিলে সে টাকা পাওয়ার পক্ষে যে বেশ কিছু অসুবিধা হয়ে, এই উপলব্ধিই পাকিস্তান সরকারের উপস্থিত নমুনা ও ব্যবহারের কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মুসলিম লীগ কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের বর্তমান কর্ণধারদের চিরন্তন শত্রু ইহার মনোভাবও এই ভারত-পাকিস্তান সিদ্ধান্তে যে করিয়াছে তাহাতেও সংশয় নাই।

মি: পাকিস্তান সরকার আজি বলিয়াছিলেন যে পুরাতন ভারত সরকারের সম্পত্তির শতকরা ১৭ ভাগ তাঁহাদিগকে দিতে এবং দায়ের শতকরা ৭ ভাগ তাঁহারা করণাপরবশ হইয়া বহন এই ধরণের আবদার মুসলিম লীগের পক্ষে খুবই ন, কারণ এতদিনের আবদারই তাঁহারা অন্তাবধি সর্বক্ষেত্রে আসিয়াছেন এবং কংগ্রেসও প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাহা স্বীকার করিয়া ন। এবারকার এই আবদারের সমর্থনে অগ্রসর হইয়া যে যুক্তি করা হইয়াছিল (অবশ্য উহা না দিলেও কিছু ক্ষতি হইত না, যুক্তিতর্কের সহিত পাকিস্তানের সম্বন্ধ অতিশয় ক্ষীণ) তাহা অবিভক্ত ভারতের লোক জনসংখ্যার সহিত পাকিস্তানের জন-অনুপাত হিসাবে পাকিস্তানকে ভারতবর্ষের সম্পত্তির অংশ হইতে কিন্তু দায়ের পরিমাণ স্থির করার সময়ে দুই রাষ্ট্রের জনতার অনুপাতে সাব্যস্তন করিতে হইবে। সাজেস্টা যে কেমন করিয়া তলায়টা কুড়াইয়া পকেটস্থ করা যায় সে মুসলিম লীগ ইতিপূর্বে আমাদের বহুবারই দেখাইয়াছেন ারও তাহার পুনরাবৃত্তির জন্য প্রাথমিক আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ ন, কিন্তু যে কারণেই হউক তাহা শেষ অবধি সফল হইল না।

কার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের অধিবাসীরা ভারত-র পূর্বে অবিভক্ত ভারতের সম্পত্তি ও দায়নির্ধারণে কিরূপ অংশ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যেই ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পত্তি ও দায়বণ্টনের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া লইলে অতি সহজেই অনেক কলহ বিবাদ মিটিয়া যায়। অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ববাবদ সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা বর্তমান পাকিস্তানীরা ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অধিবাসীদের সহিত সম-পরিমাণে ভোগ করিলেও অবিভক্ত ভারতের রাজকোষে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য এবং সত্য কথা বলিতে কি, একটা মোটামুটি হিসাব করিলেই দেখা যাইবে বর্তমান পাকিস্তানীরা অবিভক্ত ভারতে এতদিনকার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রদত্ত অর্থে সেবা করিয়াছেন। অতএব সহজ কথা সরল করিয়া বলিলে—এই দাঁড়ায়, পাকিস্তানীরা যে পরিমাণে অবিভক্ত ভারতের রাজকোষে কর প্রদান করিতেন সেই অনুপাতে সম্পত্তির অধিকারী তাঁহারা হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের দায় নির্ধারিত হওয়া উচিত তাঁহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে। ইহাই একান্ত ন্যায় বিচার, কত্তার যুক্তি এবং হিসাবের উপরে আমাদের এই মতামত প্রতিষ্ঠিত,—ইহার ভিতরে কোথাও গোঁজামিল নাই। অর্থাৎ পাকিস্তানীরা সম্পত্তি ও দায় বণ্টনের বিষয়ে প্রথমে যাহা দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছে, তাহার ঠিক বিপরীতটি হইলেই ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

অবশ্য কোন একটা বিশেষ নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির বণ্টন স্থির করার অসুবিধা আছে। সম্পত্তিরও প্রকারভেদ আছে। কেমন করিয়া যে কোন এক বিশেষ সম্পত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা-তাদির পূর্বে তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলওয়ের কথাই ধরা যাক। রেলওয়ে বিভাগের নীতি স্থির হইয়াছে আঞ্চলিক বিভাগের ভিত্তিতে,—পাকিস্তানের ভিতরে যে সকল লাইন আছে তাহা পাকিস্তানের, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত লাইনগুলি ভারতবর্ষের। মোটামুটি ইহাই হইল বন্দোবস্ত। কিন্তু এরূপ স্থূল বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত ত্রুটির বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলে। রেলওয়ে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, কত মূলধন তাহাতে বিনিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার আয় কিরূপ, তাহার মূল্যাপকর্ষ তাহার এবং অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ কত, এসমস্তই আমরা জানি। কাজেই কোন রেলওয়ের অংশে কি সম্পত্তি ও দায় পড়িবে তাহা স্থির করা কঠিন নয়। অতএব রেলওয়ের কোন আঞ্চলিক অংশ লাভ করিতে গেলে সেই অংশে বিনিযুক্ত মূলধনের দায়িত্বও যে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা ত এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এখানেও পাকিস্তান সরকারের বাসনা ছিল যে আঞ্চলিক রেলওয়ের আয়ের ভিত্তিতে অংশবিভাগ স্থিরীকৃত হইবে। তাহা হউক অবশেষে পাকিস্তান সরকার যে এবিষয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আনন্দের বিষয়। সামরিক রেলওয়েগুলির দরুণ অবিভক্ত ভারত সরকারের প্রতিরক্ষার আড়াই কোটি টাকা হিসাবে লোকসান হইত, তৎসত্ত্বেও সামরিক রেলওয়েতে বিনিযুক্ত মূলধন বাবদ পাকিস্তানকে ১৬ কোটি টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার হিসাবমূলে শুধুমাত্র পাকিস্তানের সৈন্য পুনর্বিন্যাস ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ভারত সরকার

করিলে দেখা যাইবে, পাকিস্থানে নগদ অর্থের শতকরা অংকের সঙ্গে ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্যবাবদ ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে ৪৬০ কোটি টাকার নগদ জমা ছিল সে প্রশ্নও আছে। সাধারণতঃ একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে এই নগদ টাকাটা উদ্বৃত্ত অর্থ মাত্র এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে এই টাকাটা বুঝি লোকসংখ্যার হার করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া চলে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। এই অর্থ প্রধানতঃ রেলওয়ে বিভাগের অবচয় তহবিল ও অন্যান্য তহবিলের জন্য টাকা মাত্র এবং সরকার শুধু ইহার রক্ষক। রেলওয়ের অবচয় তহবিল রেলওয়ের অধ্যক্ষবর্গের ও কর্মচারীর সহিত জড়িত। সুতরাং এই জন্য টাকা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিতে হইলে যে খাতে এই টাকা জমা হইয়াছিল সেই খাতের দায় মীমাংসার সময়েই তাহা করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমানে পাকিস্থানের নগদ টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। পাকিস্থানের অংশে যে ৭৫ কোটি টাকা পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল কর্তৃক অধ্যক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ইহা তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহা সরকারী সামগ্রী নহে,—যাহাদের কাছেই কাগজী মুদ্রা আছে তাহারাই ইহার মালিকানা দাবী করিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সিকিউরিটি আছে, কাগজীমুদ্রা আসলে তাহার প্রতীক মাত্র। এখন বোঝা সহজ যে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী মুদ্রা যে অনুপাতে ছড়াইয়া আছে, সিকিউরিটিগুলিও ঠিক সেই অনুপাতেই বিভক্ত হওয়া উচিত। অবশ্যম্ভাবীকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের ফলে পাকিস্থান অঞ্চলে ভারতীয় কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে পাকিস্থানী কাগজী মুদ্রা আসিয়া পৌঁছিবে, সিকিউরিটিও সেই অনুপাতে জমা করিতে হইবে।

ভারত-পাকিস্থান চুক্তির যে খসড়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা হইতে কোন রাষ্ট্রের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হইয়াছে কিনা এখনই বলা কঠিন। যদি কোন পক্ষের কতিপয় হয় তথাপি দ্রুত চুক্তি সম্পাদনে যে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বসাধারণের অসুবিধা এড়াইবার ফলে যে সন্তুষ্টি ঘটিয়াছে, তাহাতে এই ক্ষতি আশা করি পূরণ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ ও বৈদেশিক মূলধন

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারতবাসী সাধারণেরই একটা তীব্র ভীতির ভাব বর্তমান। গত দুইশত বৎসর ধরিয়া বৃটিশ মূলধন আমাদের জাতীয় জীবনকে যে ভাবে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কথা স্মরণ রাখিলে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে এই ধরণের মনোভাব গড়িয়া উঠা অস্বাভাবিক নয়। বৃটিশ মূলধনকে পাহারা দিবার জন্য বৃটিশ শাসক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে ভারতবর্ষের বুকের উপর যে শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ফলে আমাদের কৃষি বিধ্বস্ত হইয়াছে, শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতির প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া [illegible] আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবনের পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে মাত্র। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বৈদেশিক মূলধনকে আমরা বরাবর ঔপনিবেশিক শাসনের অঙ্গ হিসাবেই কল্পনা করিয়াছি, কখনও ইহাকে সুনজরে দেখিতে পারি নাই।

আজ ভারতে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের অবসানের পর যখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন শিল্পপতি এবং অর্থনীতিজ্ঞদের মধ্যে অনেকে শুধু শিল্পোন্নতির জন্য সন্তোষজনক হারে বৈদেশিক মূলধন আমদানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেছেন না, পাছে কেহ তাঁহাদের পক্ষে বাহিরী আখ্যায় ভূষিত করে। উৎপাদক দ্রব্য আমদানির পথে যে সকল বাধা রহিয়াছে তাহাতে অনেকেরই ধারণা, এই পথে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে খাদ্য সাকল্য লাভের সম্ভাবনা কম। আমাদের বাহ্যিক জীবনকে প্রভাবান্বিত না করিয়া যদি বৈদেশিক মূলধন পাওয়া যায়, তবে একথা ভাববার কারণ তাহার আনুষঙ্গিক আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে বোঝা কঠিন। আধুনিক জগতে ভাবাভিব্যক্তির স্থান নিতান্তই গৌণ জানিয়াও, শুধু যদি এই কারণে আমরা বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে এই বিতৃষ্ণা পোষণ করি, তবে তাহা কি জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবমাননাকর হইবে না?

অল-ইণ্ডিয়া-ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানিজেশনের [illegible] সম্প্রতি পল্লিতের শিল্পনীতির কোনগুলি পরিবর্তন করিয়া যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন তাহাতে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের অভিমত এই যে, নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় হস্তে রাখিয়া দেশী ও বিদেশী মূলধনের সংযোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠা গড়িয়া তোলা শুধু সম্ভবপরই নয়; প্রয়োজনীয়ও। তাঁহাদের পরিকল্পনা ভারতীয় শিল্পপতিদের হাতে শতকরা ৬০ ভাগ এবং বিদেশী শিল্পপতিদের হাতে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত মূলধন আসা বাঞ্ছনীয়। বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ উৎপাদক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, মেশিন টুলস্ এবং যেসব কারিগর ও উপদেষ্টা সরবরাহ করিবেন। এই সব উপকরণের বিনিময়েই তাঁহারা বিদেশে মূলধনের শতকরা ৪০ ভাগের অধিকারিত্ব প্রদান করা হইবে। নগদ টাকা লওয়ার আর প্রয়োজন হইবে না। অন্যদিকে আবার ভারতীয় শিল্পপতিগণ আমাদের মূলধন, ঋণ, পরিচালনা ইত্যাদি অন্যান্য অবশিষ্ট মূলধন যোগান দিবেন। বৈদেশিক মূলধন যে-দেশে নিয়োজিত হয় তাহার স্বার্থকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে তাহা চালিত হইতে পারে তাহার প্রমাণও প্রতিনিধিদলের বিবরণী হইতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কুইবেক অঞ্চলে অনেক মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে ইহারা সাধারণতঃ যে সমস্ত সর্তে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে এক হইতেছে এই যে, বৃটিশ কর্তৃত্ব অন্য কাহাকেও নিয়ন্ত্রিত করিবার মধ্যে লওয়া চলিবে না। এই ধরণের সর্তে দেশী ও বিদেশী মূলধনে [illegible] হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লার্ক বলেন যে, কোন আকারেই হউক না কেন, যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন যা

নিরোধের সম্ভাবনা হইতে বাদ। তিনি বলেন যে ভারতের ব্যালান্স অফ্ পেমেন্ট রক্ষা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ। ভারতীয়দের নিয়োগ, ভারতীয় যুবকদের উপযুক্ত প্রভৃতি সর্তে মূলধন বিনিয়োগে মার্কিন ব্যবসায়ীদের সম্মতি । এই সকল সর্তে আমেরিকার সঙ্গে ব্যাপক চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। ১০ ভাগ মেয়াদ লাভ করা ভারতীয়দের পক্ষে হইবে না। পরিশেষে তিনি স্পষ্ট মন্তব্য করেন যে, ভারতের ১৯৫৬ সালের শতকরা দুইভাগ বৃদ্ধি করিতে হইলে, বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ষ্টার্লিং পাওনার সমপরিমাণ বৈদেশিক মূলধন করা করিবে। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ , তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলধনে বিদেশী মূলধন তিনি বিশেষ বিরোধী। প্রথম প্রথম বিদেশে বৈদেশিক নিয়োজিত করিলে ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবারই বলিয়া তিনি মনে করেন।

তার আর শিল্পোন্নয়নের পথ পরিষ্কার হইবে। প্রথমত মার্কিন নিকট হইতে নিম্নই মূলধন হাতে আসিবে। ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ আমদানি প্রথমই করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ তাহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি, যুদ্ধ ও চীনকে যে সবে ঋণ করিয়াছে, ভারতের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সর্তে ঋণ আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ঃ উপায় হইতেছে শিল্পোন্নত দেশগুলি হইতে উৎপাদক দ্রব্যের । এই বিষয়ে যে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যাইতেছে না তাহা লা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, বর্তমান মূল্যমানের ভারতের প্রথম পাঁচ বৎসরের নিম্নতম প্রয়োজন ৬০০ কোটি যন্ত্রপাতি। সে অনুপাতে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি এপর্যন্ত করা হইয়াছে তাহা একান্তই নগণ্য। ১৯৪৫-৪৬ সালে মোট কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সংখ্যাসূচক হিসাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে বর্তমান বছরের প্রথম নয় মাসে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি করা সেই হিসাবে বলা চলে যে এই বৎসরে সর্বসমেত ৩০ কোটি পরিমাণের মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানি করা যাইতে পারে। ঃ তুলনায় এই আমদানি যে যথেষ্ট কম তাহা বলাই বাহুল্য। বছরে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবারও সম্ভাবনা কম। তার জন্য শিল্পোন্নয়নের জন্য যে তৃতীয় পথটি খোলা আছে তাহা বৈদেশিক মূলধনের আমদানি। এবিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ র পক্ষে খুব মঙ্গলজনক নয়, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ । তবে বৈদেশিক মূলধন যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতীয় স্বার্থে রা সম্ভব হয়, তবে তাহাতেও তাহাকে আপত্তি জ্ঞাপন করা পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ রা নিয়া আমরা যে আলোচনা করি এই নিবন্ধে আমরা তাহা নিবদ্ধ

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং ডিসিপ্লিন হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের চক্ষু যে কতদূর পর্যন্ত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার গারিয়ে নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে থাকুন, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত দশজনের বিশ্বাস অর্জন ক'রে ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে দশজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

(লিমিটেড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ ঃ

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শিবপুর, কলিকাতা, খুলনা, বালকাঠি, বাগেরহাট, যৌলভীপুর, বর্ধমান, ঢাকা।

প্রাসঙ্গিক

নিয়ন্ত্রিত সরকারী খাদ্য নীতি

খাদ্যমন্ত্রের বিভাগ অবশ্য বিলিয়ে করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভারতসরকার যে পরিবর্তিত খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের মনে সন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। জনগণের সম্মুখে এখন যোগের দিন। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে নিয়ন্ত্রণ প্রথা বিলিয়ে না করিয়া খাদ্য-উৎপাদনকারীদের সাধ্যমত উৎসাহ দিয়া এবং আমদানির উপর নির্ভর বাড়িয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ করা হইবে। কিন্তু সরকার অকস্মাৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্জন করার নীতি গ্রহণ করায় ফলে ক্রেতের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এবং বিদেশীর অবস্থা আরো সংকটজনক হইয়া উঠিতে পারে। বিনিয়ন্ত্রণের ফলে চিনির মূল্য কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে বাঁহারা ক্রয় করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন তাঁহারা চিনি না পাইবার কারণে অসুবিধায় পড়িবেন। বস্তুতঃ ব্যবস্থা বর্জিত হওয়া মাত্রই যদি চিনির দাম কমিয়া যায় তবে মুনাফাখোরীর ফলে উৎপাদনের খরচও কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে তা সহজেই বোঝা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যনীতি অনেক সময়ে ঠিকমত নীতি সম্পর্কে কোন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত এত শীঘ্র তাঁহারা গ্রহণ না করিলেই ভাল করিতেন। তাঁহাদের এই পরিবর্তিত নীতির ফল কি হইবে তাহা নিশ্চিত বলিতে না পারিলেও মনে হয় চিনির ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছে ন খাদ্যশস্য সম্বন্ধে তাহা হইবে এবং খাদ্যটি লোকেরাদিগের দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে। নূতন নিয়ম অনুসারে যেসব খাদ্যশস্য বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ক্রয় ও সরবরাহ করা হইয়া থাকে সেগুলির প্রত্যেক, বণ্টন ও সরবরাহ সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকিবে। শুধু যব ও জোলা নিয়ন্ত্রিত হইবে কি না তাহা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার) কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থির করিবেন। বাহ্যিক এলাকা হইতে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগ এবং বাহ্যিক এলাকায় আমদানী খাদ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে স্থির করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই সংস্থির মূল্য নির্ধারণ করার দায়িত্বও প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হইবে। ঘটনার গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমদানী খাদ্যের সরবরাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্য শস্যের জন্যমূল্য ও সরবরাহ মূল্যের পার্থক্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা (১) অঞ্চলভেদে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন। যেসব বাহ্যিক এলাকায় অতিরিক্তকে আর্থিক উৎসাহ

সুতা ও বস্ত্রের রপ্তানি শুল্ক

ভারতীয় সংবিধান ইং সংশোধন করিবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপ একটি প্রকার অনুসারে সুতা ও সুতার উপর রপ্তানী শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে। রপ্তানী বস্ত্র সুতার মূল্যের ভিত্তিতে শতকরা ৩৭ টাকা হারে শুল্কভার ধার্যকরণেই আরোপিত আছে। নূতন প্রস্তাবে বস্ত্রানী বস্ত্রের প্রতি পাউণ্ড ওজনের উপর চার আনা ও রপ্তানী সুতার প্রতি পাউণ্ডের উপর ছয় আনা হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। এই রপ্তানী শুল্কের পরিমাণে ভিন্ন রপ্তানী সরকারের বাহ্যিক (স্পেসিফিক) : সুতা মূল্যের উপরেই (অ্যাডভ্যালোরেম) এই ভিত্তি স্থাপনাকিত হইবে। মূল্যের ভিত্তিতে, শতকরা ৩৭ টাকা হারে যে রপ্তানী শুল্ক ইতিপূর্বেই ধার্য ছিল তাহা হইতে বার্ষিক ৯ কোটি টাকা আয় হইত এবং এই টাকা বস্ত্র-পরিকল্পনা কার্যের কাজে ব্যয় হইত. অথচ এই পরিকল্পনা কার্যের জন্য আরও অনেক টাকার দরকার, সেজন্যে আরোপিত নূতন শুল্কের উপর হইল বেশে ও বিদেশে বস্ত্র মূল্যের বর্তমান পার্থক্যের সামান্য অংশ মাত্র। বর্তমানে বিদেশে বস্ত্রের মূল্য ভারতের মূল্যমান অপেক্ষা উচ্চতর থাকায় ব্যবসায়ীরা বেশ মোটা মুনাফা উপার্জন করিতেছে। সরকার এই অতিরিক্ত ব্যবসায়ীদের হাত হইতে সরাসরি সরকারী রাজস্বের মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন।

এই প্রস্তাব সম্পর্কে সাধারণের আপত্তি উঠিয়াছে। এক শ্রেণীর স্যালোচকের মতে ইংলাণ্ড ও জাপানের সরবরাহের অবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের যে চাহিদা রহিয়াছে এবং ফলে ভারতীয় বস্ত্রানী বাণিজ্যের যে ক্রমবৃদ্ধি সম্ভবপর রহিয়াছে বর্তমান শুল্ক তাহার ক্ষতি করিবে। তাহাই আমরা আশা ও ইংলাণ্ডের বস্ত্রানী কাপড় বাজারে আসিবে। সেই অবস্থার প্রতিরোধিতা করিবার জন্য পূর্ব হইতেই কিছু শক্তি সংরক্ষণ করা উচিত ছিল। দেশে ও বিদেশে বর্তমানে মূল্যমানের যে পার্থক্য উহা শক্তি সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ন্ত্রিত, বর্তমান শুল্ক প্রস্তাব তাহার প্রতিকূল হইল। কেহ কেহ আবার দেশের বর্তমান অসন্তোষের মূল সূতা ও বস্ত্রের বিদেশে রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিবার আন্দোলনও দেখাইয়া এই শুল্ক প্রস্তাবকে বিরুদ্ধ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন. ইহা ভিন্ন এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে প্রস্তাবিত শুল্ক মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড়ের উপর অধিকার করিবে। একই সময়ে মিলের ও তাঁতের কাপড়ের হার যথাক্রমে ৮/০ (আট আনা) ও ১৮০ (এক টাকা তিন আনা)। ফলে আলোচ্য শুল্ক মিলের কাপড়ের মূল্যকে যেরূপে বাড়াইবে তাঁতের কাপড়কে সেরূপে বাড়াইবে না। তাঁতের কাপড়কে করিবে সরকার ৩০ আনা।

এই সব অভিযোগের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু কোটার উপর নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। ১৯৫৬ সালে এই কোটা যেখানে ছিল ৬৩ কোটি গজ, ১৯৫৭ সালে তাহার পরিমাণ হইয়াছে ৫০ কোটি গজ। তাঁত বস্ত্রের সম্পর্কে যে অতিরিক্ত আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহা কোটা ব্যবস্থা দ্বারা (অ্যাডভ্যালোরেম শুল্ক ধার্য করিয়া হইলেই তাহার অবসান হইবে। অবশ্যই কাপড়ের এই নৈমিত্তিক মূল্য ওজনের উপর, তাহার কারণের সম্ভাব্য মূল্য উহার অপেক্ষা অনেক কম।

লক্ষিত ধাতুশিল্পে লৌহ ও ইস্পাত

ক্রিকেট ফলকোচ্চায় প্রসার আর কিছু দুর্বাকি থাকিতে সংবাদ—ক্রিকেটমহলে যে কোন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনুধাবনের লৌহ ও ইস্পাতের সরবরাহ মৌলিকভাবে প্রয়োজনীয়। সাধারণ ব্যবহারে পূর্বে সাধারণভাবে পশ্চিমবাংলার এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার উপযুক্ত এই বিষয়ে মূলক শিল্প প্রসারে খুব অসুবিধা হইয়া রহিয়াছে। ব্যবসায় ও জনমতের যে কোন ট্রিকোণ করিয়া বিষয় হইল না যেন ব্যবসায় ও নিয়োগের আন্দোলনে। এই দুর্বাকির প্রয়োজন অনস্বীকার্য কিন্তু বাহ্যিক লৌহ ও ইস্পাতের পরিস্থিতির উপর সরবরাহের ঐকিক চাহিদার আশানুরূপ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সুবিধা আসিতে হইবার কোন কারণ নাই। বাহার বিশেষে প্রকাশ যে, লৌহ আর মূল্য। সম্প্রতি প্রকাশ করিয়া দেখানে সরকারে কাছে আবেদনপত্র আসিয়াছে ৪৮,০০০, টন লৌহ পশ্চিমবাংলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান বৎসরে যেন বিশ মাসের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন ১,০০ টন ও আগামী বৎসরের প্রথম বিশমাসের জ ৯,৫১০ টন।

এই সংকটের কাল হইতে উদ্ধার পাইবার ও বাংলা সরকার সরকারীভাবে কেন্দ্রীয়সরকারের সহি আলোচনা চালাইতেছেন। এই আলোচনা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য বাংলা সরকার একটি চাহিদা বাস্তবায়ন অধিকার অনুসরণ করিয়া কাজ করিতেছেন। ইহা হইল :—

(১)। পরিবেষণের পূর্ব নিয়ন্ত্রণ।

(২)। পরিবেষণে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ.

(৩)। কেবলমাত্র অবশ্যকের প্রয়োজন নি বিশেষের প্রয়োজনে সরবরাহ না করা.

(৪)। পরিবেষণকে কোন ব্যক্তিবিশেষের একচে মুক্ত করা।

এই বিধিনিষেধের বিনিময়ে স্থির হইয়াছে যে লৌহ সরকারী সরবরাহে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র কলিকাতার প্রয়োজনকেই বিশেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্তে রাখিবেন এবং যেসব সংস্থা চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নিজে ও মঞ্জুর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এ

হবে, অনুমোদন করা হইবে। পক্ষান্তরে যাহাতে ব্যক্তিস্বার্থের খেয়াল কোন ক্ষতি করিতে না পারে, সেজন্য আবেদনের ছানিবাছাইয়ের (স্ক্রীনিং) উপর জোর দেওয়া হইবে।

[বিনা অবলম্বনে যদিও সরকারের সুস্পষ্ট কোন সূত্র নাই, কিন্তু জানা গিয়াছে যে, কার্য আরম্ভের পূর্বে সরকারের কাছে কোন খবর না জানাইয়াই অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, যেমন—সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদি। শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ ও আশ্বাস দিয়া লইয়াছে আর কিছু করিতে হইয়াছে। তাহাড়া বাংলা ভাগের অব্যবহিত পরে বাংলা সরকারের বন্ধুত্বলাভের (ইঙ্গিত) ১,০০০ টন লাল টেউ টিন, ৫,০০০ টন তার এবং ৭,০০০ টন অন্যান্য ধাতুসহ, যথা:—সুচ, পরাগ, টি এঞ্জেল, ঘড়ের প্রভৃতি ও আশ্বাসের পড়িয়া আছে। লৌহ শিল্পের সম্প্রসারণ শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের প্রকাশ যে, উপযুক্ত বন্ধুতার (ডাম্প) বলিয়া অন্যান্য অন্য উপযোগী লোহাপাথরই এক কলিকাতারই ৮টি বন্ধুর আছে যাহাদের, বিহিরপুর, ঢুকি অঞ্চলের 'ডিপোজিটস' ছাড়া হইতে বন্ধুত্বলাভের মাত্র ৫,০০০ টন সংগ্রহের। শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে এই সব তথ্য নিশ্চিত বন্ধুত্ব পড়িয়া আছে। এইভাবে বন্ধুত্ব মাত্র একটিকে আছেই খাটতি হইতেছে। বেসরকারী সংস্থা সরকার নিজে না নিশ্চয় ঘোষিত আছেন।

যার মনে সরকারের উদ্দেশ্য

বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ অবশ্য প্রথমে হইতে ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতাত্ত্বিক বোধ করে বিদেশের সর্বনাশক নিয়ন্ত্রণ। দুর্ভিক্ষের ও দুর্ভিক্ষ কর্মসূচির মানুষের ভাবনাই তার হইয়াছিল, তাদের এবং মানুষ ও ব্রহ্মপোষণে। কবিরা দুঃখিত। পরিত্র নেতৃ তাঁহার কারণুক্তির পরই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঔপনিবেশিক রাজার ন্যায়পোষণে ঔপনিবেশিকতা ঔপনিবেশিকতাবাদীদের সমাজের যে অঙ্গ বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সাধারণ একরকম বিদেশাবাদ ও নির্ভীকতার ভাবনা করিয়া ও দুরদর্শীর অবদানাবাদের উপর তাহাদের সুদৃঢ়কাল চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিও কি কেন্দ্র কি প্রদেশে তাহাদের উপযুক্ত পরিবর্তে বিধান করিতে পারে নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু অনুরূপ ঔপনিবেশিকতাবাদীরা সেই সব আইনের ঠিক বিপরীত ভাবাদের সমর্থনকারী শোষণকার্য অব্যাহতভাবে চালাইয়া যিয়াছে।

তাহাদের এই শোষণলীলা শেষ করিবার জন্য পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভা আর একটি আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিলটির খসড়া দেখিয়া মনে হয় যে সরকার পূর্বতন আইনগুলির সকলপ্রকার ছিদ্রপথের সন্ধান করেন। কারণ, এই বিলে ঔপনিবেশিকতাবাদীদের পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করা হইয়াছে এবং যাহারা ঔপনিবেশিকতাবাদীদের করিবে শুধু তাহারা নয় যাহারা ঔপনিবেশিকতাবাদীদের প্রচার ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করিবে তাহাদের জন্যও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঔপনিবেশিকতার কোন সমর্থন করা, বিক্রয় করা, আইন বহির্ভূতভাবে উৎপাদন করা, সাইক্লোস্টাইল, মেশিনারি, প্রেসকর্মে ইত্যাদি সম্পর্কে আইন লঙ্ঘন করা বা লাইসেন্স আইনসঙ্গতভাবে বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়া এই নূতন আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে। অপরাধীদিগের এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাংলা সরকারের এই ঔপনিবেশিকতার মনের উদ্দেশ্যে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে একথাও জানাইয়া দিতে চাই যে, শুধু আইন প্রণয়ন করিয়া বসে থাকিলে তাহারা তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হইবে না। ইতিপূর্বে এইরূপ একাধিক অবহিতকারী আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আইন সকল সময়ে জনসাধারণের উপকারে আসে নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান আইন কার্যক্ষেত্রে উপযুক্ত ফল দেখাইতে না পারে ততক্ষণ অবধি দেশবাসী এই প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিবে না। এতদ্ব্যতীত, ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে আইন করিয়া যতই ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করা হউক না কেন যতদিন পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের সহকার সম্পূর্ণ আমূল না আনিতে পারিতেছেন ততদিন অর্থাৎ নিশ্চয় এই আইনের কলই মহলাদের ব্যাহত হইতে থাকা। অবশ্য শুধু আইন প্রণয়ন নহে, আইনের যথাযথ প্রয়োগের উপরেই আমার এই কলাকৌশল নির্ভর করে। তাহাদের মন্ত্রিসভার নিকট হইতে আমরা এই সমাজবিরোধীদের উচ্ছেদসাধনে অধিকতর তৎপরতা আশা করি।

পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা বিল ১৯৪৭

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবিত অনুসারে বর্তমান বিলের আইনীভাবে অনুমতি সংশোধন ও বাদ্যের মত করা: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অথবা প্রদেশের নিরাপত্তা ও শান্তির বিঘ্ন হইতে পারে—এরূপ ধরণের শুধু আবেদনের আবেদনগুলি বন্ধ করা এবং তাহাদের যখন করিয়া সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে অন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদির তদারক করিয়া সংক্ষেপ করা। সাধারণভাবে যুদ্ধ শেষ হইলেও পর হইতেই এবং বিশেষ করিয়া গত বৎসরের ১৬ই আগষ্ট তারিখ হইতে বাংলার বুকের উপর দিয়া অরাজকতার ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যদিকে শ্রমিক বর্ষণই প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা ও জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছে। বাংলা বিভাগের পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যেটুকু বাকি ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছে, শ্রমিকধর্মঘটের আধিক্যেই তাহার বিগত অর্ধবিরাম সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাড়া কোন কোন দল জবরদস্তি করিবার জন্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছেন। প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ বিনা দেখিতে পাওয়া না করিয়া তাঁহারা যে কোন সোপানের মুখোশ লইবার খোলাখুলি ব্যাপারে দেখাইয়াছেন। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারে এখনও এক অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান, কারণ বেতন বৃদ্ধি তো শেষ হয়ই নাই, বরং অনুরূপ অবস্থার সাম্প্রদায়িক অনুপাত সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার যে উৎসাহপূর্ণ প্রচারকার্য শুরু করিয়াছেন, তাহাতে কাজের হইতে বিপদের সম্ভাবনা বাড়িয়াই গিয়াছে। রাষ্ট্রশাসনের সমস্যাও একটি মুহূর্তের বিশ্রাম লয় নাই। রাষ্ট্রশাসন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্বয়ং রাজনৈক তাঁহার সাম্প্রতিক উক্তি হইতে মনে হয় আছেন যে, মন্ত্রিসভার নিজের সাথে প্রজাবর্গের তীব্র সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। এদিকে ত্রিপুরার অনিশ্চয়তারও কোন সমাধান হয় নাই। পাকিস্তানের উৎসাহী কর্মচারীরা ত্রিপুরার রাজনৈতিক পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উপর দিয়া সমানভাবে দাবী জানাইতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সব ঘটনাবলী ভবিষ্যতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। অতএব বাংলার মত একটি সীমান্ত প্রদেশের পক্ষে অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বলতার না হারিয়া যেলা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের কাজ হইবে।

বর্তমান আইন প্রসঙ্গে পুলিশ আমলের ভারতশাসন আইনের দফিত তুলনা করা হইয়াছে। আমরা এই বিধান অনুসারে প্রাদেশিক সরকার পুলিশ ও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করা, সভা ও সোপানাবাহে নিষিদ্ধ করা, লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সংবেদনশীল সংগঠনগুলির সম্বন্ধে তদন্তসাপেক্ষ বন্ধ করা প্রভৃতি ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন। ব্রিটিশশাসন বলে হইতেও পুলিশ আমলের বর্তমান দেখাইয়া এই সম্বন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে যে পুলিশের হাতে এত ব্যাপক ক্ষমতা থাকিলে তাহার অপব্যবহার অনিবার্য। কিন্তু এই সব সমালোচকগণ ভুলিয়া যাইতেছেন যে বর্তমানের সরকার পুলিশ আমল হইতে কেবল অনেই নয় স্বতন্ত্রতর কিছু। এই আইনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁ

বাজারের কথা

সর্ব্ব বিভাগে উন্নতি

যে দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া গতসপ্তাহে বাজার সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছে। সপ্তাহে প্রকাশিত হওয়ার পরে বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহা যে সাময়িক নহে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সঙ্কল্পসমূহ ও বর্ত্তমান নীতিতে সর্ব্বসাধারণের মনে যে আস্থার সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক গোলযোগ না ঘটিলে বাজারের এই ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিবে। এই ক্রমোন্নতি যে সমস্ত বিভাগেই প্রকাশ পাইয়াছে ইহাই বাজারের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার লক্ষণ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রিগণ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উভয় রাষ্ট্রের সমস্যাগণের সম্প্রতি দিল্লী ও লাহোর বৈঠকে যে ভদ্রতা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা আশাপ্রদ। আরও বিস্তৃত আলোচনার পর হইতে যে রাজনৈতিক গোলযোগ এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান, শিল্প ও বাণিজ্যের দিক হইতে তাহার আশু সমাধান বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব। পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য যে উভয় রাষ্ট্রের শিল্প ও বাণিজ্যের ঐতিহ্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধতর করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিগত সপ্তাহে যেসমস্ত ক্ষেত্রের বিবরণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক বিভাগেই মন্দ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। গত বুধবার (৯ই ডিসেম্বর) সরকারী যেসমস্ত শেয়ারের লাভের টাকাটা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে জোঁতাওয়ালারা অনেক শেয়ার বিক্রয় করায় দরের কিছুটা অবনতি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা অল্প সময়ের জন্যই স্থায়ী হইয়াছিল। জোঁতাওয়ালারা এই সুযোগে তাহাদের পূর্ব্ব কিনিয়া শেয়ার অনেকে এতটা তৎপর হইয়া উঠে যে মন্দ আশঙ্কা হইতেই মিলিয়া যায়। দরের অবনতির অব্যবহিত পরে যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে বাজারে এখন জোঁতাওয়ালেরই অধিকার এবং পরিণামে দরের অবাধ উন্নতি সম্ভব।

কিছুদিন হইতে একটা বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন বিগত ১১ বৎসর যাবৎ বাজারের বাসকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত সপ্তাহে ৩৮৲ হিসাবে লভ্যাংশে ঘোষণা করায় ৭১ হইতেই ইহার দর একটা নতুন গতির আশ্বাস করিয়াছে। তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য শেয়ারের দর একটা বাড়িয়া গিয়াছে যে ইণ্ডিয়ান আয়রনকে আর বাজারের বাসকাঠি বলিয়া ধরিয়া লইবার উপায় নাই। আশাপ্রদ্রীতে ইহা দুঃখের বলিয়া মনে হইলেও প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর আর্থিক ভিত্তির উপর স্থির হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

গত সোমবার (৮ই ডিসেম্বর) হইতে ডিভিডেন্ড ঘোষণা। কন্ট্রোল থাকাকালীন বিলম্বিত সরকারের নিকট যে দরে চিনি বেচিতে হইত তাহার সর্ব্বোচ্চ হার ছিল ২৩৯৲৷ বর্ত্তমানে ভারতীয় সর্ব্বত্র গড়ে এই দর বাড়াইয়া ৩৯৯৲ ধার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে মিলগুলির লাভের অঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে লভ্যাংশের অঙ্কও বাড়িয়া যাইবে। এই কারণে চিনির কলের শেয়ারগুলির বর্ত্তমান মূল্য সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

সুতা ও কাপড় প্রভৃতির কন্ট্রোল উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে তাহাতে এই বিভাগে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। বোম্বাইতে ইচ্ছাপত্র এবং বিক্রয় করিয়া গত ৮ই ডিসেম্বর (সোমবার) তারিখে কাপড়ের কলগুলির দরের যে অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বোম্বাইর প্রতিক্রিয়া যে এই সম্বন্ধে কলিকাতাস্থের দেখা যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিনির কলগুলির অনুরূপ এই বিভাগেও যে দরের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

চা বাগানের মূল্য ভারতে শুধু শিল্প ও পশ্চিম পাকিস্থানে উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতীয় মিলগুলি যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহাই তাহার বাঁচোয়া হইবে আশা করি। এবার বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে পরিবর্ত্তে ভারতে উৎপন্ন ছোট বাগানের তুলনায় বড় বাগান উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। ইহাতে চায়ের চাহিদা কমিয়া যাইবে না এবং তাহাতে অবশ্যম্ভাবী চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও ইহা আবশ্যকরী হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে চটকলগুলির শেয়ারেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পাকিস্থান সরকারের সর্ব্বনির্ভরিত পাটচাষের ব্যাপারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান সরকারের মধ্যে অদ্যাবধি কোন মীমাংসা না হইলেও তাহার সম্ভাবনা ইহার সমাধানকল্পে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বিমানযোগে তাহাতে এই বিষয়ে অবিলম্বে সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যাইতে পারে। সস্তায় ও চাষি পাকিস্থান আরোপিত পাটচাষের সঙ্কটটাই যখন কমিতে রাজী হওয়ায় বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহাতে চটকলগুলির আর্থিক অবস্থা একটা সচ্ছল যে ছোটখাট বিপর্য্যয়ে ইহাদের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রকাশিত হিসাবের কোম্পানীর বাৎসরিক অধিবেশনে হিসাব হইতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতীয়মান হইবে।

বিগত সপ্তাহে কয়লাখনির শেয়ারগুলির দরের উন্নতির দিক দিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাসায়নিক সারের অভাবে ধনি হইতে উৎপাদিত কয়লার অধিকাংশ জমিয়া যাওয়ায় এই শিল্প ভারতে আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। এ অবস্থা এই বিভাগে যে শেয়ারের দরের আরও উন্নতি হইবে তাহা নিশ্চিত। দর পাওয়া গেল (শেষ ভাগাই কোম্পানী ছাড়া বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ের প্রতিমাণে ৫৲ হারে বেশী ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফেস ভ্যালু ১০ টাকা ধরে নূতন অঙ্ক ধরিয়া করিবে।

মটর কোম্পানী পরিচালিত বিভাগে সরকার কোম্পানীগুলি প্রত্যেকের অংশীদারের ফেস ভ্যালুর সমান টাকার বর্ত্তমান অংশীদারদের স্থিরে শেয়ার করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই কোম্পানীগুলি প্রত্যেকটি প্রতিবৎসর যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্যে লভ্যাংশও ঘোষণা করিয়া থাকে। কাজে এই নূতন ব্যবস্থা হইলে ফলে ফেস ভ্যালুর যথেষ্ট সংকোচন হইবে।

ফলকথা বাজারের পরিচালিত যে কোম্পানীর ভাগের ফেস ভ্যালুর স্থিরের অঙ্কের উপর নূতন শেয়ার সৃষ্টি করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে এই সম্বন্ধে বলা যায় :—

সরকারী ঋণ—

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে কাজ অগ্রসর হইয়াছে। বাজেয়াপ্তী কলগুলির বিক্রয়ের ব্যবস্থা বেশী ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্বন্ধে অবলম্বিত নূতন নীতির ফলে ঋণপত্রের দর প্রায় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৫ সালের ৩% ঋণের ১০৯৲, ৩½ ঋণের ১১৪৩-৪৪ ১০৩, ৩½ ঋণের ১৩৩-৩৪ ১০২৲ পর্য্যন্ত উঠা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

বাঙ্কের শেয়ারে এই সপ্তাহে বেশ কাজ হইয়াছে প্রায় সব ক্ষেত্রে দরেরও কিছুটা উন্নতি হইয়াছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯৩৲, বিশ্বনাথ কমার্শিয়াল ৪৩৲ ও ভারত ব্যাঙ্ক ৮৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া কাজ করিয়াছে।

কাপড়ের কল—

কাপড়ের কলগুলির দর কিন্তু বাজারের কি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। তবে গত সপ্তাহের কাজ বেশী হইয়াছে সন্দেহ নাই। টা ৩৯৩৲, কেশোরাম ১৪৯৲, বাউড়িয়া ৩১০৲, বা টেক্সটাইল ১৬৫৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহে বোম্বাইএর অনুকরণে এই বি কাজ যথেষ্ট বাড়িবে এবং যথেষ্ট বিক্রয়ের

ছাড়ে চটকলের শেয়ারগুলির দর বেড়ে তাহাতে এদিকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট সাধু শেয়ার বিক্রয়ে যে ইহারা অনুপযুক্ত ক্ষেত্র নাই। তাহা ও পাকিস্তানের সমস্ত আমদানি করিয়া বাজারে দরবিবর্তনীয় পাট [illegible] বিক্রয় বিক্রি যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১, এলাহাবাদ ইণ্ডিয়া ৪২৫৲, আমদানি ৩১০৲, ১৭৫৲, কাশীপুরী ৭৬০৲, ঔকলাণ্ড ৯২৫৲, ৯০৲, বিলাসপুর ১৪৲ ও ইউনিয়ান ৬০৫৲ হইয়াছে।

হং —

) বিক্রয়ের নাম ইণ্ডিবিয়াল্স বিক্রয়ের [illegible] অনাদর করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান টেল ১৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ ওয়ারব ১৫৲, ১৫৲ ৫৲, জেসপ ২৯৲, কুমারপুরী ১২৲, ও ইঞ্জি করপোরেশন ৩২৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে।

—

শিল্প শেয়ারগুলির বিষয়ে এই সপ্তাহে অন- [illegible] আছে দেখা যিয়াছে। এই সপ্তাহে [illegible] হইয়াছে এবং বহু নূতন কাজ হইয়াছে। মালপাড়ার যোয়ান ষ্টকির যে এই শিল্পের আরও উন্নতি হইবে সে [illegible] নাই। এলাহাবাদ্যাটের ৪৫৲, বেঙ্গল [illegible] ১৩৯০, বেঙ্গলের ২৮৲, কেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া [illegible] ১৮০, লিট্ল বীবের ২৫৲, ডালমের [illegible] ৮৯০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

[illegible] সপ্তাহে বিবিধ বিভাগেও প্রায় সকল [illegible] অন্যান্য শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া [illegible] এই সপ্তাহের তুলনায় কাজের মাত্রাও [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক [illegible] সালে ৪৯৲ [illegible] করপোরেশন ১৩৮০৲, এম, এন্ড সি, ও আর্ডিন হেণ্ডারসন ১৮৫৲, বার্টন বার্ণ [illegible] বোমাকো ৪৯৲, বোটাস ১৫৲ ও [illegible] পর্যন্ত উঠিয়া যাবার বন্ধ হইয়াছে। তিনিন শেয়ারগুলিরও মধ্যে পরিবর্তন [illegible] ফলে, হরেণ্ড বেশ উন্নতি হইয়াছে। ১, ঔরবাগাল ১৫৲, বলরামপুর ১৩৲, [illegible] ১৫, চন্দ্রাবল ৩৪৲, রামকৃষ্ণ ২১৫০ পর্যন্ত আসার 'ই' কিল ২৲ ও ইণ্ডিয়া ইন্সিনিয়ল কাজ হইয়াছে।

[illegible] শেয়ারের এই সপ্তাহেও বেশ [illegible]। বিক্রেতার প্রাচুর্য না থাকিলেও কাজ [illegible] করে দরেরও উন্নতি পরিলক্ষিত [illegible] হাসিয়ারা ১২৫৲, বঁধিয়া [illegible] ৪৯৲, পাথারো ১১৫০ ও ইণ্ডিয়া

সাময়িক

(পূর্বপৃষ্ঠার ৮৭ পৃষ্ঠার পর)

তাহাতেই সকল সন্দেহের নিরসন করা উচিত। কিন্তু অন্ত দেশের কোন কোন দলের জন্যে এই "বিদেশ" সম্পর্কে যে আশঙ্কার ভাব দেখা যিয়াছে তাহাকে একেবারে অমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত হইবে না। অন্তরতের উন্নত সরকারকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে অন্তরতের কোনস্তরেই উপেক্ষা করা চলিবে না। —আমরা বিশ্বাস করি শ্রীযুক্ত যোশ যদি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করেন তাহা হইলে তাহাতে ফল ফলিবে। নিখিল ভৌরতে সর্বসম্প্রদায় যে বিদেশ উৎপত্তি হইতে তাহাতে বর্তমান বিদেশ বাস্তবিকই হ্রাসকরণ করিয়া পশ্চিমবাংলার বিরোধকার বিষয়ে সর্বাধিক লোকের সমর্থন মিলিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ সমাধানের সর্বাপেক্ষা সুযোগ আসিবার সম্ভাবনা।

পূর্ববাংলার শিক্ষার অবনতি

ভেদবিভাগের পরে পূর্ব বাংলার সরকার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেই সাজাইয়া উঠিতে এখনও সক্ষম হন নাই, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে আবার আনিবার জন্য ইতিমধ্যেই তাঁহারা বৎসর ধরিয়া এক অভিযান জারী করিয়াছেন; এই অভিযান পূর্ববাংলার অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়গুলিকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহায্যহীন করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করার নির্দেশ দিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে ঢাকা শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান করা ছাড়া প্রথমের একটি আদর্শমূলক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বাংলাদেশের পরীক্ষাগুলি সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনেই সম্পন্ন হইয়াছে। কাজেই পূর্ব-বাংলার সরকারী কর্তৃপক্ষের এই আকস্মিক উদ্যমে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উপর এক অনর্থের আশঙ্কা হইয়াছে। এই অভিযানের ফলে একদিকে যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের প্রধান উৎস ম্যাট্রিক পরীক্ষার পুনর্গঠনের পরে মূল হইতে চলিয়াছে, তেমনি আবার পাকিস্তানের অন্যান্য শিক্ষানীতির অনিশ্চয়তাপূর্ণ আমদানির ফলে পূর্ববাংলার বিদ্যালয়গুলি হইতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশঙ্কিত ভাবে সরিয়া আসিতেছে। একথা স্মরণে রেখে মন আসে যে পূর্ববাংলার বিদ্যুতের কত দূর আবশ্যক ও কখন্ তাহার উপর এই বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যুৎ অর্থ, বিদ্যুৎ অধ্যবসায় ও জাতীয়তাবোধের

[illegible] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান ছাত্রদের [illegible] অধিকার করে নাই। আজ যাহারা বাংলার মুক্তির পরের মুসলমান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সব বিদ্যালয়ের কোন না কোনটির ছাত্র ছিলেন। তবে ভূমিকা হইলেও বিশ্বাস হই নাই, তবে এই আশঙ্কা আজও হইতেছে যে বিদেশ এক দলের শাসন-রাজত্ব বাস্তবিক শিক্ষা বিদেশ ধরে দিয়া বাংলা-দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেই আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল বাংলার সৌভাগ্যক্রমে তাহা ভাঙাচোরা-ভূলেই পরিসমাপ্ত হইয়া যাইতে বাধ্য হইল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান আরম্ভ হইবার কারণ বাস্তবিকের সাম্প্রতিক অবস্থাবলী সম্পর্কে বড়ই উদ্বেগজনক ধরণ আসিয়াছে। বেশ-বিভাগের সাথে সাথেই অধিবাসী স্থানান্তর না হওয়ায় এবং এই বৎসরেই স্বাধীনভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করিবার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে না থাকায় আসন্ন পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে পূর্ববাংলা সরকারের এই শিক্ষা সম্পর্কিত অতিক্রান্ত এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশেষে উপায় না দেখিয়া পূর্ববাংলা সরকার ১৯৪৭-৪৮ সালের পরীক্ষাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়া জানাইয়াছেন যে, যে ব্যবস্থায় শিক্ষাবোর্ড এই পরীক্ষা পরিচালনা করিবেন, তাহা এখনও আদৌ স্থগিত হয় নাই। ছাত্র ও পরীক্ষার্থীদের তাহা লইয়া খেলা করা ছাড়া এইরূপ অবস্থার অপর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? এখন সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল পূর্ববাংলার সরকারের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত পরীক্ষা ও পাঠ্য তালিকা সম্পর্কে এক দিবারাত্র চুকিতে আসে হওয়া যাহাতে অন্তত আগামী দুই-বৎসর পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পূর্ববাংলার পরীক্ষা পরিচালনা করিতে সক্ষম হন।

বসুবিজ্ঞান মন্দির

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনার ক্ষেত্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের রজত জয়ন্তী সম্প্রতি কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ডি, এম, বসু এই প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার বিষয় স্মরণে [illegible] সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি

প্রতি বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের অধিক মনোযোগ দিতেছে। তাহার বিশেষের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন শস্য, তুলা ও পাট সরবরাহের প্রধান প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং পাকিস্তান ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবস্থিত প্রধান কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। ইহা বহু অর্থনীতিবিদ যে, বিজ্ঞান কমিশনে তুলা ও পাটের মত সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময়ের উপযোগী কোন অভিমুক্ত এক প্রকার তুলার উদ্ভাবন হইয়াছে। তুলাই বহিত বাজারে একপ্রকার পাটেরও উদ্ভাবন করা হইয়াছে। বিগত অনেক বৎসর যাবৎ দেশী ও বিদেশী বাজারে কৃত্রিম সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ইহা ছাড়া আরও বলেন যে, বিজ্ঞান কমিশনে কৃষিকে ও কেন্দ্রীয় পদার্থ বিজ্ঞানে সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইতেছে।

ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিনির্ভর ভারতীয় অর্থনীতিকে সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যথাযথ উৎসাহদান এবং জাতীয় প্রয়োজনানুযায়ী ইহার আবশ্যকতা একান্তই অপরিহার্য। পশ্চিমের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিল্প ও কৃষিকে কত সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে। ভারতের অভিনব অর্থনীতিকেও এই উপায়েই উন্নত করা সম্ভব।

বিজ্ঞানকে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করিতে হইলে সরকারকে সর্বপ্রথমেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান যথাযথ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্য আবশ্যক সরকারী সাহায্যযুক্ত যাহা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানের ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক ডাঃ কে, এস মুখার্জীও এই উপলক্ষে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক ও শাসনতান্ত্রিক স্তরে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এইরূপ সংগঠন জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডের অংশরূপে গণ্য করা হইবে।

যন্ত্র বিজ্ঞান কমিশনকে এই কাজে ব্যবহার করা চলে কিনা সরকার এবং বৈজ্ঞানিকদের তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মাদ্রাজের সরকারী পরিচালনায় যে গবেষণাগার আছে, তাহার সাহায্যের ধরণ স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সরকার যদি বিজ্ঞান কমিশনকে বিস্তৃতর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া ভারতের একমাত্র সার্বিক বৈজ্ঞানিকের পূর্ণ শক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান

বিশেষ প্রবন্ধ

নগর ও শিল্প

শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রধান পরিদর্শক, কলিকাতা কর্পোরেশন

পশ্চিম বাংলার আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করার নগর নির্মাণ পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেকখানি। আর্থিক জীবনযাত্রার নগরগুলি মূলতঃ বাণিজ্যের কেন্দ্র ও কেন্দ্রস্বরূপ। পরিকল্পনার গোড়াতেই জাতির আর্থিক জীবনযাত্রার নগরের এই দ্বৈত রূপ সম্পর্কে সচেতন না থাকিলে পরবর্তী ঘটনাস্রোতে বর্তমানের প্রচেষ্টাকে পণ্ডশ্রম মনে করিয়া হতাশ হইতে হইবে।

জাতীয় অর্থনীতি ও নগরাবলী এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কার্যকারণ সম্পর্কে সঠিক কিছু নির্ধারণ করা শক্ত। অতএব সে প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া জাতীয় জীবনযাত্রা ও নগরনির্মাণকে পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া ধরিয়া লইলেও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নগরনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সমানই রহিয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এই সম্পর্কে হয় উদাসীন না হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি যাঁহারা শিক্ষিত এবং যাঁহাদিগকে জাতিকর্তৃকদের জন্য কোন না কোন শিল্পসেবার উপর নির্ভর করিতে হয় সেই সব পল্লীবাসী লোকেদের মধ্যেও এই অজ্ঞতার প্রসার সমধিক। ইহা প্রকৃতই দুঃখের।

শিল্প প্রচেষ্টার কেন্দ্র ও ভিত্তি হিসাবেই একান্ত নগরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিবর্তনের এই ধারা ভবিষ্যৎ নগরনির্মাণের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য হইলেও শিল্পপ্রচেষ্টা কথাটির তাৎপর্য অল্পদিনের মধ্যে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য যে কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকেই আজকাল শিল্পপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সংজ্ঞা অনুসারে কৃষিকার্যও শিল্পপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সহজেই পরিগণিত হইতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের অনুষ্ঠান পদ্ধতিও সংগঠনের দিক হইতে শিল্পপ্রচেষ্টারই অনুরূপ।—একথা আজ ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে যে শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে শ্রমিকদের কর্মকুশলতার উপর এবং শ্রমিকদের কর্মকুশলতার জন্যই আবার প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে সুবিধাজনক শ্রমিকের আবাস ও পরিবেশ। মানুষ স্বভাবতই সমাজধর্মী। সমাজ আবার পরিবেশের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের

শিল্পের উপযুক্ত পরিবেশ বলিতে কেবল আলো হাওয়ার বিস্তৃত ব্যবস্থা সমেত আবাসগৃহাদিই বুঝায় না আলোড্য গৃহাদি আবার শ্রমিকের কর্মস্থানের নিকটেই অবস্থিত হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে এই সব গৃহাদি সাধারণতঃ কারখানা হইতে শ্রমিকের সাইকেলে যাতায়াতের দূরত্ব হিসাব করিয়া পরিকল্পিত হয়। শ্রমিক ও কারখানার অবস্থানসম্পর্কিত শিল্পপ্রচেষ্টার অধুনাতন ধারানুযায়ী আরও বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একই শহরভুক্ত করা আধুনিকতম শিল্পপ্রচেষ্টার রীতি। এই সমজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বলিতে কেবল একই সমগ্রী উৎপন্নকারী কারখানাগুলিকেই বুঝায় না, পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ কারখানাগুলিকেও সমজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করা আধুনিক শিল্পপ্রচেষ্টার প্রয়োজনের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপরি বর্ণিত এই সব প্রয়োজনকে নৈতিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াই বর্তমানে শিল্পাঞ্চলগুলি গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশে শিল্প প্রসারের সাথে সাথে এই প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং এই সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা হইতে এখনই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাঁহাদের নীতি পদ্ধতিকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে হয়তো যথেষ্ট পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার গুরুত্ব তাহাতে কোন অংশেই কম হইবার কথা

দিগন্ত

[illegible] আর্থিক চাহিদা কিভাবে-প্রথম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, আজ তদ্বিষয়েই বলিব।

১। অভাবগ্রস্তকে,—যাহা আমাদের [illegible] অভাব দূরীকরা আমাদের অভাবগ্রস্তকে [illegible] যখন আমরা কতগুলি লোক একত্রে মিলিত হই, তখনই সেই সমবেতার জন্য কিছু-[illegible] ষ্টেশনকেন্দ্রে আমাদের আমাদের [illegible] যে সাইমকলী হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

২। সামাজিক। [illegible] করিয়া, [illegible] ইত্যাদির মধ্যে কোন ভেদই যে [illegible] আমরা কালের [illegible] করিয়া থাকি।

[illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]

চিনির নিয়ন্ত্রণ অপসারিত

গত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে কখিত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় নাই, তথাপি সরকার জনসাধারণের যে দাবি মানিয়া নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া আসাই বর্তমানে গতর্নমেন্টের নীতি। গত কয়েক মাস যাবৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লইয়া এমনতরো জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমানে অপসারিত করা উচিত কি না, তাহা লইয়া গুরুতর মতানৈক্যও সৃষ্টি হয়। পরামর্শদাতা নিয়ন্ত্রণ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কতকগুলি প্রধান পণ্যদ্রব্যের সরবরাহে ঘাটতি আরও কিছুদিন থাকিবে, বাস্তবিক অবস্থা ১৯৪০ সালের শেষে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা কম। এই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলে চোরাকারবারীকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ অপসারণের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই ব্যবস্থা চালু রাখিলে বর্তমানে অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পোৎপাদনের পক্ষেই বাধা সৃষ্টি করা হইবে, তাঁহাদের মত এই যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিলেও চোরাকারবারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।

এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য গত সপ্তাহের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে। কৃষক অসন্তোষের আশঙ্কা প্রতিটি রাষ্ট্রকে, বর্তমানের এই উৎপাদন-সংকোচনের দিনে, নিয়ন্ত্রণ অপসারণে কোনক্রমেই ঝুঁকিমুক্ত নয়। তথাপি ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের চাহিদার পার্থক্য থাকাতে এবং নিয়ন্ত্রণ পার্থক্যভাবে কার্যকরী করিবার উপযোগী শাসন ব্যবস্থা বর্তমান না থাকায়, কতকগুলি বিশেষ দ্রব্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অহিতকর নয়। ইহাদের মধ্যে চিনিকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কিন্তু যাহা দ্রব্য অথবা বস্তু অত্যন্ত অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর হইতে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের অপসারণ অর্থ-সাধারণের দুঃখ আরও বাড়াইয়া তুলিবে।

এই সম্পর্কে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে সচেতন বলিয়াই মনে হয়। চিনির উপর হইতে বাণিজ্য তাঁহারা পরীক্ষামূলক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ অপসারণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে তাঁহারা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখাই স্থির করিয়াছেন।

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণের ফলে চিনির দাম চড়িয়া মণপ্রতি ১১ টাকা হইতে মণপ্রতি ১৩ টাকায় উঠিয়াছে। ফলে ক্রেতাদের পক্ষে হইতে ঘোর প্রতিবাদ হইয়াছে। তবে বলা হইতেছে যে, ক্রেতারা যদি এখনকার অস্বাভাবিক পরিমাণ চিনি না কেনেন, তাহা হইলে চিনির দাম শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে। তবে দাম কতদিনে নিয়ন্ত্রণ মূল্যের অনেক উপরে থাকিবে বলিয়াই মনে হয়।

উদ্যাপনের বাজারে কেন কোনও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নাই। পূর্বঙ্গ হইতে পাটের আমদানি কমিয়া যাওয়ায়, ময়মনসিংহ এবং চাকার পাটের সম্প্রতিই উল্লেখ করিয়াছি। তবে কলিকাতার পাট শিল্প সম্পর্কে যে সংকটের কথা মনে হইয়াছিল, বর্তমানে আমার এবং অন্যান্য স্থান হইতে পাটের আমদানি বাড়িয়া যাওয়ায়, সে সংকট অনেকাংশে দূরীকৃত হইয়াছে। তাঁহা মূলার বাজারে একটা বিশেষ ভাব দেখা গিয়াছিল। তবে স্থানীয় বণিকদের বিক্রয় এবং বিদেশ চাহিদা প্রসারের সম্ভাবনা আশা করিয়া ক্রেতাধিক্যের দরুণ মণপ্রতি ১৮ টাকা হইতে ১৯ টাকায় উঠিয়াছে। এবং কিছুদিনের জন্য এই দর বেশ উপরেই স্থিরভাবে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। সোনার বাটের বাজারে মার্কেট প্রভাব উদ্যাপনের পর স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয়গুলাতে তাঁহাদের বাণ ছাড়িয়া বেওয়ায় দর গত সপ্তাহের মতই রহিয়াছে। তৈলবীজের বাজারে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। হাজারীবাগের মধ্যে স্থিরভাবে চাঁক সম্পর্কিত ব্যবস্থায়, বাস্তবিক ব্যবসায় চালু হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

পাট

কাঁচা পাটের বাজারে তাঁরিবৃদ্ধি ভাব করিয়া না দেখিয়া মিলগুলি কিনু করিতে রাজী নয় বলিয়াই মনে হয়। প্রায় সকলেরই মত এই যে, পাটের বর্তমানকৃত বিক্রয়ে ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকার মধ্যে শীঘ্রই আলোচনা-আলোচনা হইয়া যাইবে। আশা করা গিয়াছিল যে বর্তমানীতে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত 'পাটিশন কাউন্সিল'-এর সভায় এই সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সবে অনেক মূল প্রশ্ন জড়িত থাকায় তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইতিমধ্যে পূর্বঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চল হইতে পাটের যে অনেক বস্তা পড়িয়া থাকার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মনে হয় পূর্ব পাকিস্তান নিজের স্বার্থেই ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে শীঘ্রই মোকদ্দমার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবে।

তুলা

কাঁচা তুলার বাজার নিঃসন্দেহে উত্তেজনা। গত সপ্তাহে বাজারে বেশ তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়, স্থানে স্থানে উন্নতি দেখা যায়। তথাপি বণিকদের বিক্রয় বর্তমান তেজীভাবকে বাধাগ্রস্ত করিয়া উঠিবে।

সোনার বাট

সোনার বাটের বাজারে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। বাজেট প্রস্তাবের ফলে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল, তাহা আবার পড়িয়া গিয়াছে। 'গুল ডিভিডেন্ট' আদিয়া বিষয় সংবাদে দর অবনতি ঘটে।

চা

গত সপ্তাহে কলিকাতায় চায়ের নিলামে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ১২,০০০ বস্তা চা ছাড়া উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কলিকাতায় চা নিলাম বন্ধ হইবে, তাহাতে আনুমানিক ১৫ লক্ষ বস্তা চা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

●

পাটশিল্পের সংকট

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় পাট শিল্পের সম্মুখে এক গুরুতর সংকট দেখা দিয়াছে। চটকলগুলির অধিকাংশই তাহার ইউনিয়নে অবস্থিত। পক্ষান্তরে কাঁচাপাটের অধিকাংশ পাকিস্তানে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলে জন্মে, এই ইউনিয়নের পাট জন্মের পরিমাণ উহার মোট বিভিন্ন ফসলের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র। সুতরাং আশঙ্কার প্রকাশ যে, ভারতীয় ইউনিয়নে যথা সময় পর্যাপ্ত পাট উৎপন্ন হইবার আশা আছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে উৎপন্ন হইবে ৮০ লক্ষ গাঁট। এ চটকলগুলির প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট পাট প্রয়োজন হইবে। তাহাই ভারতীয় ইউনিয়নে যে পাট উৎপন্ন হইবে তাহার চাহিদা মিটিবে না। পাট শিল্প যে বিশেষ সংকটে পড়িবে তাহা নিশ্চিত।

শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, পাট চাষের পাটোৎপাদনের যেমন আর এক প্রধান চটকল ও কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিন্তু পাট কম চাষা পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। এই দুই বিষয়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে হইলে যত ব্যয়ের ও অর্থাভাবের কথা সাধারণের মনে আসে এক বাঁধের তেমন হইতেছে। তাই সেই বাবদ অধিক অর্থের ব্যয় পাটচাষের তেমনভাবে ক্ষতি হয়, তাহা হইবে না, পরন্তু সমগ্র দেশের বৈদেশিক উপর তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সভাপতি, সভার তারিখ নির্ধারণ সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির যে প্রথম সভা হইবে তাহাতে এই সমস্যা লইয়া আলোচনা হইবে। তাহাতে পাট বা সম্পর্কে কার্যকর নীতি নির্ধারণও করিতে হইবে। পাট শিল্পের উন্নতি, সক্রিয় ব্যবস্থা, প্রভৃতি সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কেও

সঙ্কলন

বঙ্গ বিদ্যুৎ বিল

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিতরণ, বণ্টন ও ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকুক বা কেন, বিধিবদ্ধভাবে যে কোন ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ঔদ্যোগিক সংস্থাগুলি অবশ্য করিলে অথবা ১৯৫৮ সালের ৩১এ মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ বৎসরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বিদ্যুৎ করিলে, রাজ্যসরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারের ঔদ্যোগিক সংস্থাগুলির জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ বা অন্য উহার পরিমাণ হ্রাসের নির্দেশ প্রদত্ত বিদ্যুৎ সরবরাহকারীকে দিতে পারেন।

জমি-বিক্রয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন

সালের জুন মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমির বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। লোক বুঝিবার জন্য পড়িয়া অন্যায় পাইবার জন্যে আসিতেছে। একদল লোভী এবং লোক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার লইতেছে। ও কলিকাতা ও শিলিগুড়ী শিল্পাঞ্চলে এবং ঘরে বসবাসের জন্য জমির দাম বৃদ্ধি ১৯৫১ সালের তিসেম্বর মাস হইতে যেন সমানভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। বহু লোক জমি ক্রয়ের জন্য টাকা আবার বহু লোক অন্য ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে পারিবে সরকার মনে করেন যে, যে জন্য বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ১৯৫১ সালের জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে। ১৯৫১ সালের মাসের সর্বাধিক মূল্য এবং উক্ত হইতে জমির আসন্নাধিক উচিত মূল্য যোগ বর সর্বাধিক মূল্য নির্দিষ্ট হইবে।

মিত্র সরবরাহ

মত যে সব জমি এতদিন পতিত পড়িয়া ও বেআইনে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাদি করিলে প্রচুর খাদ্যশস্যাদি উৎপাদন করা ও পর ক্রমবর্ধমান আয় দেওয়া যায়, যে পতিত জমিগুলির তালিকা ও অন্যান্য ব্যাদি জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পত্রিকা প্রকাশিত হইবে যে সব জমি এক বৎসর যাবৎ পতিত পড়িয়া আছে, সেইগুলির তালিকা ও ঐগুলির উন্নয়ন বাবদ সাহায্য অনুরোধ করিবে। আর দ্বিতীয় পুস্তিকায় থাকিবে যে সব জমি এক বৎসর একবার একবারের জন্য পরিবর্তে পতিত আছে সেগুলির তথ্য। চাষযোগ্য পতিত জমিসমূহের একত্র বিবরণযোগ্য তথ্যাদি প্রকাশিত হইলে উদ্যোগী জনসাধারণ নিজেরাই অথবা প্রয়োজন হইলে সরকারী সাহায্য লইয়া এই সব জমির উন্নতি বিধানার্থ অগ্রসর হইতে পারিবেন বলিয়া সরকারী মহলের বিশ্বাস। মোটামুটি একটা হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৮ লক্ষ একর অনাবাদী জমি পতিত রহিয়াছে।

বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের বেনামাওলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের বেনামাওলা বিভাগ সম্পর্কে ১৮ লক্ষাধিক এক সহস্রাধিক দলিল সালিসী ট্রাইবুন্যালের নিকট পেশ করা হইয়াছে। গত ১৯ই আগষ্ট বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের বেনামাওলা বিভাগ সম্পর্কে বিভাগ পরিষদ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই এবং সিদ্ধান্ত তিনজন লোক সম্পর্কে তাহার গভর্নমেন্টের নিকট হইতে ৬৫, উপাধান বৃদ্ধি সম্পর্কে ৬৫, কলকব্জার অন্যান্য লৌহ ও ইস্পাত বণ্টন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে বিভাগ পরিষদ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। বর্তমান কলকব্জা পরিষদ এবং বাঙ্গালোর সভার লাইসেন্সী বণ্টন, তুলসম আমু ও ৩১ বণ্টন প্রভৃতি সম্পর্কে সালিসী ট্রাইবুন্যালের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিমানবিহারস, বরাদ্দ এগ্রিকালচারাল এবং ইন্ডিয়ানস্যাল সোসাইটির নিকট যে সমস্ত পুলিশ এবং ভূমি ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাই গভর্নমেন্টের মধ্যে আধিক ব্যাপারে সম্পর্কে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে কি না, সালিসী ট্রাইবুন্যাল তাহাও স্থির করিবেন। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানির ইত্যাদি বিভাগ সম্পর্কেও এই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। কাঁচরাপাড়া রি বি রেলওয়ে, শিলিগুড়ি সাপ্লাইয়ের মোটরগাড়ী, কলিকাতা পুলিস, এম টি ওয়ার্কশপ এবং কলিকাতার রেশনিং অফিস ১৭ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি বিক্রয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট যে লাভ করিয়াছেন, তাহার বিভাগ সম্পর্কে ট্রাইবুন্যালের নিকট পেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে পেশন বাবদ বাবত ট্রাইবুন্যালের নিকট পেশ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গে বাজেট বিভ্রাট

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ [illegible]

নিবার বৎসরে বর্তমানে। এক বৎসরের মধ্যে যদি [illegible] আর দর নির্দিষ্টের উপর হইতেই নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

কলের লাঙ্গল আমদানীর অর্ডার

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট এই প্রদেশে কৃষিকার্যে নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট মারফৎ ৩টি ট্রাক্টার (কলের লাঙ্গল) আমদানীর জন্য অর্ডার দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের ট্রাক্টর কলের লাঙ্গল বাহে ১৩টি আছে। এছাড়া আর একটি লাঙ্গল কার্যোপযোগী, অপর দুইটি ভগ্ন ও অবহেলা বশতঃ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, বিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের ১৩টি ট্রাক্টর লাঙ্গল ছিল। এগুলো একেবারে ১৩টি লাঙ্গলই বন্ধ বিভাগের পর পূর্বতন গভর্নমেন্টের ভাগে পড়ে।

বারাকপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধ বন্ধ বিভাগের তাগাদে মেসার্স কিলবার্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর নিকট হইতে বারাকপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎবর্ধক সাধু সম্প্রসারণ নীতি অনুযায়ী উক্ত কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বন-সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট বন বিভাগ হইতে মেদিনীপুর হুগলী ও বীরভূমের জঙ্গল কাঁসাইনদীর বন উৎপাদন করার নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ তিনটি জেলায় বর্তমানে যেসব বন আছে, সেগুলি সংরক্ষণের নীতির তাঁহারা অনুসরণ করিবেন। এই নীতির প্রথম বাস্তবরূপ পরীক্ষামূলকভাবে ঐরূপ প্রায় ১৭ শত একর বনভূমি বন উৎপাদন করার জন্য একটি পরিকল্পনাও করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে উহা কার্যকরী করার ব্যবস্থাও হইয়াছে। মেদিনীপুর এডুকেশনে ৪টি ব্লক বন তাম এবং বাঁকুড়ায় ৩টি তাম সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উপরোক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছেন।

সিন্ধু গভর্নমেন্টের এক লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত

সিন্ধু গভর্নমেন্ট ১ লক্ষ টন চাউল ও ২০ হাজার টন ধান উদ্বৃত্ত রহিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই উদ্বৃত্ত চাউল প্রাপ্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের দ্বারে ধরনা দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার এই উদ্বৃত্ত হইতে ২০ হাজার টন চাউল রপ্তানির জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। সিন্ধু সরকার পাইবে এই চাউল গ্রহণ করিবেন। গভর্নমেন্ট আগামী মাস হইতে উহা

পরিষদে প্রশ্নোত্তর

পেট্রোলের দরবৃদ্ধি

সরবরাহের সুবিধার জন্য ইতিপূর্বে আসামের পেট্রোল ও মেশীনচালানসমূহের পেট্রোলের দরও একতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর সর্বশেষে দেশের সর্বত্রই পেট্রোল সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যালোচনার পরে স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে আসামের প্রবেশ ও মেশীনচালানসমূহকে বর্ধিত হারে পেট্রোল সরবরাহ করা হইবে এবং উক্ত বর্ধিত হার বর্তমান পূর্ণ পরিমাণ হইতে মাত্র একচতুর্থাংশ কম থাকিবে।

খাদ্য সংগ্রহের জন্য নেপাল যাত্রা

ভারতের জন্য ৫০ হাজার টন খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বিভাগের অর্থ ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজিত-প্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ৭ই ডিসেম্বর নেপালযাত্রা করিবেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত বে এস রাও, সেই প্রস্তাবক জানান, বিদেশে খাদ্য ক্রয়সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জৈন যে নীতি গ্রহণ ও বিদেশের যে নীতি গ্রহণ করিবেন শ্রীযুক্ত প্রসাদের প্রতিনিধিদল তাহাকেই সমর্থন করিবেন।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে কাগজের মূল্য অন্ততঃ পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই বৃদ্ধি পাইবে। সংবাদ শিল্পের পক্ষ হইতে মজুরী বৃদ্ধির ফলে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির জন্য যে অনুরোধ করা হইয়াছিল উহা বিবেচনা করিয়া তাহার সর্বশেষে পর্যালোচনা নিমিত্তে বোর্ডের সদস্য পরাধানের পর কাগজের মূল্য অন্ততঃ পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নূতন দর সর্বসাধারণে ১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে বলবৎ হইবে। মূল্য বৃদ্ধির আদেশ মুদ্রণ ও টিনের কাগজ এবং টিকিট বোর্ডের উপর প্রযোজ্য নহে।

কেরোসিন তৈলের দরবৃদ্ধি হ্রাস

অসামরিক লোকজনের ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি যে পরিমাণ কেরোসিন সরবরাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ১লা ডিসেম্বর হইতে নিম্নোক্ত দুইটি কারণে তাহার পরিমাণ পরবর্তী ছয় মাস হ্রাস করা হইবে, যথা—তৈলখনি সমূহের উপযোগী ড্রিলের এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈলাধার না থাকায় তৈল পাঠাইবার সুযোগ সুবিধার অভাব।

শিল্প প্রসারে সরকারী অনুমতি

বর্তমান বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকারের ৩য় সভের পক্ষের এক সপ্তাহে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬৩ লক্ষ ২ হাজার ৩০০ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সমুদয় টাকাই অগ্রাধিকার পরিকল্পনা অনুসারে খাটাইতে হইবে। উক্ত পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাগজপুর কৃষি প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বাকী টাকা পাঁচজনের করা হইয়াছে দুইটি কাগজের

ভারতীয়করণের প্রশ্ন—

বাণিজ্যিক উদ্যোগে শিল্প পরিচালনা ও শিল্পসমূহের ভারতীয়করণ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মনুভাই শেঠ বলেন যে সম্প্রতি শিল্পসমূহ ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার অবসর এত অধিক যে, আরও কিছুকাল বাণিজ্যিক উদ্যমে শিল্প পরিচালনার অবসর থাকিয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, বাণিজ্যিক উদ্যমে বিনিয়োগের জন্য অর্থ বিনিয়োগে শিল্পপতিগণ যাহাতে নিরুৎসাহ বোধ না করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কর ধার্য করা উচিত। শ্রীযুক্ত মনুভাই শেঠ জানান যে, দেশের পক্ষে দুইটি ইস্পাতের কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একটী কারখানা বিহারে এবং অপরটী মধ্যপ্রদেশে নির্মাণ করা হইবে।

মোটর গাড়ী নির্মাণের কারখানা

অন্যান্য এক্সি বন্দের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গে ডাঃ কানাপ্রসাদ মুখার্জী বলেন, মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য ৫টি কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২টি বোম্বাইএ এবং ১টি কলিকাতায়। এই এক কারখানায় প্রতি বৎসর ১০ হাজার মোটর গাড়ী নির্মিত হইতে পারিবে। সর্বশেষে ২ বৎসর পূর্বাধি নির্মাণের প্রবর্তন, বিদেশী কারিগরদের সাহায্য এবং তলাবের সুবিধা দিয়াছেন। ইহাদের আমদানীর ব্যাপারে সর্বশেষের কোন হাত নাই, কিন্তু সর্বশেষের উপদেশ ও নির্দেশ মতই প্রবর্তন করিয়া থাকেন। অদূর ভবিষ্যতে আরও ২টি কারখানার ব্যবস্থা করা সর্বশেষের ইচ্ছা।

সর্বশেষ সিদ্ধেই কোন মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মুখার্জী বলেন, সর্বশেষ ইহা বিবেচনা করিবেন।

শিল্পসচিব বলেন যে, ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কারিগরী পরিচালনে প্রবর্তিত করিয়াছে, উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলিকে সম্পর্কে তথ্যাদি এবং কার্য প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করিতেছে। ১৫টি শিল্প অর্থাৎ বেসরকারী কারিগরীসমূহের প্রায় সকলগুলি সম্পর্কে এই তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল কারিগরী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করাই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সকল তথ্য সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে নাই। সমস্ত অবস্থা সর্বশেষে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। আগামী শিল্প সম্মেলনে রাজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করিবেন।

বস্ত্র সম্পর্কে সরকারী নীতি

বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ

[illegible] শিল্পসচিবের কার্যালয়ের

তিনি বস্ত্রের মূল্য কমান যায় নাই বলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মুখার্জী বলেন, এই মূল্য কমান যায় নাই সত্য কিন্তু মিলের কাপড়ের মূল্য সর্বশেষে করাইয়াছে এবং উহা কম রাখিবার বিবেচনার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

বিদেশে উৎপাদন এবং সর্বশেষের নিকট বিক্রয় দেওয়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সর্বশেষে জানিতে চাহিলে, এই প্রশ্নের উত্তরে শিল্পসচিব বলেন বিদেশে উহা স্বীকার করে না। সম্প্রতি সর্বশেষে উৎপাদন কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন উহাতে প্রতিনিধি দেশ ও বিদেশের সকল দলের প্রতিনিধি থাকিবে এবং ইহার আলোচনা কমিটি, প্রয়োজনের কমিটি আলোচনা কমিটি গঠিত হইবে।

শিল্পসচিব বলেন, বর্তমান বৎসরে কয়লা ও উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। প্রতিদিন ৪৫ লক্ষ টন যাতায়াত, লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, বন্যা, অনুপস্থিতি প্রভৃতিই ইহার কারণ।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত ব্যবস্থা

অন্যান্য বন্দের একটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্পসচিব বলেন, ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে কাগজের নিয়ন্ত্রণ তোলা হইবার পরে বাজারে কাগজ অত্যধিক মাত্রায় সরবরাহ হইতে থাকায় দেশীয় মূল্যে কাগজ প্রস্তুতকারীরা দেশী কাগজের দাম কমাইতে বাধ্য হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, ভারতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই কারণে বর্তমানে কিছু কাগজ আমদানী করিতে হইতে পারে। তবে কাগজ প্রস্তুতকারীরা একটি কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল প্রস্তাবের উপর বিবেচনা করিতেছেন।

ইস্পাত নির্মাণ ব্যবস্থা

[illegible] ইস্পাত নির্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, ১৯৫৬ সালের জুন মাসে কয়েকটি কারখানার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কারখানার সম্পর্কে কথা চলিতেছে। এই ব্যবস্থাটির জন্য অর্থের অভাব রহিয়াছে। এই ব্যাপারটি ঠিক হইলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

কি বৃদ্ধি আহমদ বিহারবাসী বলেন, ও বিহার-উড়িষ্যকে আইনের ভিত্তিতে পৃথক করা হইয়াছে।

কি ফজলুরাহীম প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন, দেশের কয়লার খনি সমূহের অধিকাংশই বিদেশীদের অধিকারে। এই সমস্ত খনি সম্পর্কে সর্বশেষে বিবেচনা করিতেছেন কি প্রশ্নের উত্তরে শিল্পসচিব বলেন—"না"।

কি অনন্তশয়ন আয়েঙ্গারের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মুখার্জী বলেন, পেট্রোলের পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উৎপাদন সম্পর্কে সর্বশেষে বিবেচনা

যৌথ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিল

অর্থ বিনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে ৫ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সম্প্রতি অর্থমন্ত্রক ঢাকায় করিয়াছিলেন, ভারতীয় আইনসভা বিদেশী কর্মীদিগকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ন।

এই প্রতিষ্ঠান বিল বিদেশী কমিটিতে প্রথম সম্পর্কিত আলোচনার উত্তরে অর্থ ন যে, আলোচ্য বিলের উদ্দেশ্য হইতেছে পরিচালনার উপযোগী মূলধন সংগ্রহের জন্য ষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। তাঁহার ইচ্ছা বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্বেই ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পর্যবেক্ষণে পর্ষদ গঠন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। প্রসঙ্গ মন্ত্রিসভার এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানত পক্ষের মূলধন যোগাইবেন।

১৫ যৌথ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ও উৎসাহ সঞ্চারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বিষয়ে বিবেচনা

।

বিধানগুলি বর্ণিত হইয়া যাইবার পর ন্য অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত ন্য একটি উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা হইবে।

১৬ যৌথ প্রতিষ্ঠান মূলধন অর্থসংস্থান ন্য পুনর্বণ্টনের জন্য একটি বিশেষ পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা ফলপ্রদ প্রয়োজনীয়তার কথাও

: মূল্য সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সরকার করুন হইয়াছিল বিলটির ৪৫ ধারায় বলা য়, প্রতিষ্ঠানটির মূলধন হইবে পাঁচ কোটি হোকটি ২৫,০০০ টাকা করিয়া ২,০০০ কৃত ফেসভেল টাকা বিতরণ হইবে। ইহার ৫ এবং বিক্রয়ের ব্যাপ ৪০০ করিয়া ফেসার অর্থাৎ ১,২০০ ফেসার ডলারভিত্তিক ব্যাপ, দানী এবং বিভিন্ন অন্য বিনিয়োগকারী গ্রহণ করিতে পারেন। কি কি সর্তে রা পাইতে পারেন, তাহা ৪৯ ধারায় ৫ ধারায় বলা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ডলার ব্যাপ এবং অন্যান্য অর্থ বিনিয়োগ-ারা যদি কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ লাভ করা কঠিন টির ৫ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, ফেসারের ৬৫ ২১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে সরকার থাকিবেন।

এবং পরে ধারায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা লা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির ফেসাগোস ডলারের ভাগ এবার জন ডিরেক্টর লইয়া মর্ষদের উপর ভার করা হইয়াছে। ইহাদের নিযুক্তকরে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত তিন জন মনোনীত হইলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হইবেন। বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিক নিয়োগ নিযুক্ত করিবেন। যে সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার তাহারা তিনজন পরিচালক স্থির করিবেন। অবশিষ্ট দুইজন পরিচালক মনোনীত হইবেন বীমা কোম্পানী, অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীদার করুক। প্রথম ডিরেক্টর বোর্ডের গঠন এবং নিয়োগকাল সম্বন্ধে ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে।

১১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠানটি বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী এবং মাদ্রাজে শাখা অফিস খুলিবেন। সরকারের অনুমতি পাইলে অন্যান্য স্থানেও অফিস খোলা যাইতে পারে।

১৩নং ধারায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যকরণ সম্বন্ধীয় কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেসার মূলধনের ও ঋণ পরিশোধ পরিশোধ করিবার পর এবং কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ এবং বিক্রয় করিতে পারে। অনেকের কাছে ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। এই শঙ্কি-মাণকে ফেসার মূলধন এবং সঞ্চিত ভাণ্ডারের পাঁচগুণ পরম্ভ ঋণ গ্রহণের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিতেছেন।

১৪নং ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যান্য কল সংস্থার জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণের অধিকার দান করা হইয়াছে। এই আমানত পরিমাণগুলো ১০ কোটি টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যকরণ বিষয়টি ১৭নং ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য শিল্প সংগঠনের আলোচ্য প্রতিষ্ঠান যে যার নিজে তাহা পরিচয় পত্রের মধ্যে অবশ্যই পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

১৮নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনও একটি কল প্রতীতাকে দেওয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০ ভাগের অধিক দেওয়া চলিবে না।

বিলটির ১৯নং ধারায় জানান হইয়াছে যে, কোন ধরি বৈদেশিক মুদ্রার কল চায়, তবে সরকারের অনুমতি লইয়া পুনর্গঠন সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে (International Bank for Reconstruction and Development) অথবা অন্য কোনও উপায়ে তাহা নিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

২১নং ধারায় হিসাবের সময়ের জন্য কল ফেসার চাহিবার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে যদি প্রস্তাব অথবা দেয়, তবে যথাযোগ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়া উহার সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য কোর্টের আদেশ করিতে পারে।

২২নং ধারায় মূলধন হইতে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সঞ্চিত ভাণ্ডার গঠনের জন্য বলা হইয়াছে। বর্তমান পরম্ভ এই সঞ্চিত ভাণ্ডারে দেয়ার মূলধনের জন্য রাখিবে এবং বর্তমান পরম্ভ সরকারের নিকট হিসাব দেয় রাখিবে, বর্তমান সরকারের প্রতিনিধি লভ্যাংশের অধিক দেওয়া চলিবে না। হিসাব বাদ করার মূলধনের ১০% বা বেশী হইবে, তখন লভ্যাংশের হার হইবে শতকরা ৭ টাকা।

অর্থ নৈতিক বৎসর সমাপ্ত হওয়ার কতদিনের মধ্যে বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে, বিলটির ২৩নং এবং ২৪নং ধারায় তাহা বলা হইয়াছে। ২৬নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, সরকারী অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করা চলিবে না।

৩১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠানটিকে আইনে অথবা আতিরিক্ত কর দিতে হইবে না। ২৯নং ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত মূলধন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হইবে। ৩৩নং ধারা তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন পরিবর্তন।

পরিকল্পনা প্রয়োজন

(পূর্বপৃষ্ঠার ১০ পৃষ্ঠার পর)

১৯৬১ সালে ১৬,৬১১ কোটী গ্যালন পেট্রোল ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৯৬৯ ব্যবহৃত হইয়াছে ৩১৮ কোটি গ্যালন।

মিঃ শাস্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁ মুখার্জী বলেন, মিল সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি স্থির করা হইবে। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। তাহাতে শিল্প প্রসার সম্পর্কে এই সম্মেলন বিবেচনা করিবেন।

ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্ন

ব্যয়সঙ্কোচ প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ের উত্তরপ্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বসু বলেন, বিগত কয়েক বৎসরে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় যাহা ছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধপূর্বকালে শাসন বিভাগের মাসিক ব্যয় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯৫১-৫২ সালে উহা ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫৮-৫৭ সালে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। ১৯৬১-৬২ সালের ব্যয় ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। অবশ্য শ্রেণী উন্নয়নের হরফের পরিবর্তনে বাড়িয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুইটি ক্ষেত্রে সরকার ব্যয়ে সঙ্কোচ প্রথমত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কঠোর করার জন্য অধিক কর্মচারীর প্রয়োজন। ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিতে হইলে এই ব্যয় হ্রাস পাইবে।

জাতি গঠন খাতেও ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধপূর্বকালে এই খাতে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত

সংবাদলিপি

লণ্ডন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৩এ নভেম্বর শ্রমিকদল হেরল্ড্‌এর ও এক্সপ্রেসের আরও দুইটি উপনির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে, আর রাক্ষণ্ডলোর-এ পরাজিত হইয়াছে। রাক্ষণ্ডলোর অবশ্য রক্ষণশীলদলের ভাল ঘাঁটি। এই নির্বাচনগুলিতে দেখের জনসাধারণের প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাইতেছে না কারণ, এই উপনির্বাচনগুলি ভবিষ্যতে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ইঙ্গিত দিতেছে। রক্ষণশীলদল তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না। তাহাদের সিদ্ধান্তের আসনগুলি সবল করিতে পারিলেও শ্রমিকদলের কোন আসন এখনও তাহারা দখল করিতে পারে নাই।

আরো দুইটি উপনির্বাচন বাকী আছে, একটী এপ্রদেশে আর একটী কেনসিংটে আসেছে। রক্ষণশীলদলের ও-প্রদেশটী প্রতিক্রিয়াশীল ঘাঁটি। শ্রমিকদল যদি কেনসিংটের আসনটী দখল করিতে পারে তবে তাহার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিবে। তাহা এই আসনটী নিয়া শ্রমিকদল মোট ২৯ টী উপনির্বাচনে জয়ী হইবে। এতগুলি সাফল্য দুইদের আর কোন পার্টির ভাগ্যে কখনো জোটে নাই।

রক্ষণশীলদল তাহাদের আসনগুলি পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেও আগামী সাধারণ নির্বাচনে সেটেই আশাতীত হইতে পারে নাই। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জয়ী হইয়া তাহাদের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে এখন ভাটা পড়িয়াছে। আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াও শ্রমিকদলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাইয়াও তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। মনের দেরুবর্ণরা এখনও সমানভাবে শ্রমিকদলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার চালাইয়া যাইতেছে কিন্তু সাধারণ সভ্যদের অনেকেরই তাহা মনঃপুত নয়। কারণ, তাহারা মনে করিতেছে যে শুধু অপরের সমালোচনা না করিয়া দেশের সামনে রক্ষণশীলদলের কি পরিকল্পনা ও নীতি আছে সেইভাবে প্রচার করা উচিত।

ষ্টাটনের উপনির্বাচনের ফেত্রে কিছুটা ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত তিন সপ্তাহে ইংলণ্ডে প্রায় সোয়াশতলক্ষ নূতন করদাতা উদ্ভোলন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য যে হার ধেরা হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিছুদিন আগে শ্রমিকদের যে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার ফলে বাদের শ্রমিকেরা সপ্তাহে ১৪ শিলিং বেশী পাইবে আর সমতল ভাগের শ্রমিকেরা সপ্তাহে ১০ শিলিং বেশী পাইবে। ইহার ফলে সরকারের বার্ষিক এককোটি তিন লক্ষ পাউণ্ড আয় বাড়িয়া যাইবে। ষ্টাটনের ফলাফল যা আশা করিতে তাহাতে এই হারটার কম গুরুত্ব নয়। যদিও এই বছরে এ পর্য্যন্ত অনেক আসনই শ্রমিকদল দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাধারণতন্ত্রের বর্ষপূর্ত্তির ঠিক কাছাকাছি সময় ফরিদপুর বিয়ন। গত অক্টোবরে অন্ততঃ ৪১ জন বন্দী প্রজন্ম হইয়াছে ইহা গত জুলাই মাসে অন্তে সপ্তাহে ছয় প্রজন্ম হইত তাহার প্রায় পাঁচগুণ বেশী। নূতন বৈদেশিক পলাতি অনুসারে এখন প্রায় পাঁচগুণ সমস্যার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে এবং আশাকী হয় যাতে প্রতি পাঁচগুণ বৃদ্ধি আর বাড়িতে না পারে। সরকার অনেক-গুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুতি রপ্তানী করিবার নিষেধ দিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, সরকার খুব দৃঢ়ভাবে চলিতেছে। নিখিল পরিবহনা অন্যায়ী প্রেমী করিতে বদ্ধপরিকর, যদিই দেশের লোকদের অসুবিধা হউক না কেন।

ফেডেরার ওয়ুর্কিতে দুটের খুব যে বড় কর্মকর্তা হলেরে করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে তাহা নয়। বিশেষ করিয়া নিম্ন ও মধ্যবর্তের ফেত্রে। ঐদের প্রেমের উপর শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর তার পরিবর্তে নিম্ন মধ্যবর্তের জন্য যে সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা ছিল তাহা তুলে করা হইয়াছে। কিন্তু এর ফলে দুটের সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্য হইবে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আর দেশের ফেত্রে ও কৃত্রিম ব্যবসার আধার সমান থাকিত না হওয়ার ফলে দুটেরেকেই সেন পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে হইবে বলে মনে হয়।

ওয়াশিংটন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৩এ নভেম্বর দেশেতে ইউরোপকে সাহায্য করিবার জন্য বিলের কাজ শুরু অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সাধারণ পরিষদের কাছে আশাতীত উন্নতি দেখা যাইতেছে না। পরিষদের অনেক সভাই লাভের দেওয়ার দর ও অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা-প্রকার প্রশ্ন তুলিতেছেন। বিলের কিনা অর্থের পরিমাণ কমাইবার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। তাহার উপর আবার চীনকে সাহায্য করিবার প্রশ্ন লইয়া সরকার ও বিপক্ষদলের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, ফলে চীনকে শুধু অস্ত্রশস্ত্রই সাহায্য দিয়া কাজ চলিবে না, আগামী বসন্তের পূর্ব্বেই সাহায্য পরিবহনারেও চীনের জন্য অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গত ১৭ই নভেম্বর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করে যে ১০ দফা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য কংগ্রেসের সবনিযুক্ত কমিটিতে সাক্ষ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সপ্তাহে সরকার পক্ষের অনেক বেতনাধীন উচ্চপদস্থ কর্মচারী [illegible] সাক্ষ্য দিবেন। এই সাক্ষ্যের মধ্যে আর্থিক বিভাগের সম্পাদক মিঃ ডগলাস অন্যতম। তাঁহার বক্তব্যের মূল কথা হইল বিশ্ব ব্যাঙ্কের কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষ্যের সময় তিনি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার পরে এতদিন কংগ্রেসের কমিটি বিভিন্ন দিকে বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই এখন ট্রুম্যানের নিউ ডিলের অনুকরণ অন্যান্য পরিকল্পনা একটী প্রস্তাবকে সমর্থন করিতেছেন। ট্রুম্যানের তাঁহার পক্ষে এই সব সম্বন্ধেরে এতদিন ধরে বিরোধ বাধাকে দূর করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যরা সাহস পাইয়া তাহারাই সেই সব বাধাকে ধীরে ধীরে নিজেরাই চলু করিতে যায় হইতেছেন। সাক্ষ্যে রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিরা এখন যখন নিজের ব্যবস্থা পক্ষে সমর্থন করিতেছেন, তখন প্রেসিডেন্ট মনে অনেকেই কৌতুক বোধ করিতেছেন।

ঘরে ট্রুম্যানের সম্পর্কে কংগ্রেসের যে খুব সহজে সাধারণতন্ত্র হইতে পারিবে না তাহাই মনে হয়। যেন সাধারণ ঘর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আরো কয়েক ব্যক্তি এক্সপোর্টারদের প্রতি অন্যায় আচরণের অভিযোগ করিয়াছেন। সরকার বিদেশ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি করিয়াছে ইহা না দেখাইলে কংগ্রেসের বিশেষ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে তাহারা কোনো কাজ করিবে বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞ।

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে সরকারের ঘর ও সাধারণ লোকের বিরোধী পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাবেচা নাই এবং তাহার ফলে আন্তর্দেশের অনেকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে সরকার যে পরিমাণ সম্পূর্ণ অর্থের আশ্বাস এবং দেশ সঠিক এড়াইবার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের কেনা বেচার করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সরকার কারণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল এখন জানা গেল, ফরাসী জনসাধারণের কাছে প্রচুর সোনা জমা আছে। ফিউচার মার্কেটে যে দরে ফরাসী সরকারের ঘর সম্ভুক্ত সোনা আছে, তার প্রায় দ্বিগুণের উপর সোনা ফরাসী জনসাধারণের ঘরে আছে। ইউনাইটেড নেশন্‌স্ ওয়ার্ল্ড অর্গানে একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সোভিয়েট সরকার প্রচুর সোনা সঞ্চয় করিয়াছে এবং এই সোনা যদি ইউরোপে সোভিয়েট সরকারে বিক্রী করিতে আরম্ভ করে, তবে আন্তর্দেশীয় লেনদেন পরিবহনা বানচাল হইয়া যাইবে। এই প্রস্তাবে ফলে সোভিয়েট কয়েক বছরের মধ্যেই আন্তর্দেশীয় লেনদেন উন্নয়ন করিতে পারিবে। ওয়াশিংটনের সংবাদপত্র এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয়।

মার্শাল পরিকল্পনাকে যথেষ্ট বিরোধে জনপ্রিয় করিবার পক্ষে বিশেষ প্রচার কার্য্য চালানো হইয়াছে গত সপ্তাহে মার্শাল পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াশিংটন পোষ্টের একটী অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সংবাদপত্রও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। আগামী রোববার ৩ ও [illegible]

[illegible] ঘটনা ঘটে। শ্রমিক সংঘের সম্পাদক [illegible] ও শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিরা [illegible] সুবিধা দুইজনেই একই সভায় বসিবেন [illegible] করে কথা বন্ধ। [illegible] বলেই বলেই বিরোধের সমাধান প্রার্থনা করেন। [illegible] বিজয় আনিবেন না যে, দুইজনেই একই সভায় [illegible] করিবেন। তাহলেই সালিশ পরিকল্পনা সফল [illegible] বাহিরের ও তথা দুইজনকে সালিশ করা হয়। [illegible] সুবিধা ও সোহরাব বক্স দুইজনই প্রথম বক্স, [illegible] দুজনেই জানিতেন না যে, তাঁহারা একই বাসস্থানের [illegible] বাসিন্দা। সুবিধা বক্সের নিজ উক্তিতে [illegible] সোহরাব বক্স জেরার মুখে স্বীকার করেন যে সুবিধা তাঁহার বক্সত্বের [illegible] সব বলিয়া যাইতেছেন আর সোহরাবসাহেব-এর [illegible] সুবিধাই নিজের করিয়া নিয়াছেন। [illegible] বক্স মনের দুঃখে সভা ত্যাগ করেন।

—

[illegible]কিন্তু, এই বিরোধ—যাহাই আলোচনার [illegible] বিরোধ কোন বিশেষের প্রয়োজন হয় নাই। [illegible] তবে সম্মুখ হেতু নিজ কারণে তাঁহারা [illegible] সমাধা করিতে পারিতেছেন। যাহাতেই। [illegible] অনেকেই বক্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁহাদের [illegible] উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যেন না। ইহার ফল যে [illegible] ফল কল্যাণকর হইতেছে, তাহা বলা [illegible]। পরিবর্তের সভাতে আলোচনা করার [illegible] করার সুযোগ বিলম্বিত করিয়া যাইতেছে। [illegible] আর্থিক সমস্যাগুলির উপর তাঁহাদের [illegible] বুঝিবার প্রয়োজন করিবার অবকাশ করিয়া [illegible]। তাঁহারা দেশবাসীর আর্থিকের মাঝে [illegible] বিতরণবার ভার নিয়া নিজেরা নিশ্চিন্ত [illegible] বলিয়া আছেন। অধিকাংশ সভাই এক [illegible] ব্যবসায়ের [illegible] অন্যান্য যেসব গুরুতর [illegible] সমাধান উচিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে [illegible] কোন চিন্তা করা প্রয়োজন বলে করেন না।

[illegible] বলিয়াই লইয়াছেন—যখন যেসব [illegible] [illegible] আছে, তখন আর তাঁহাদের চিন্তা [illegible] বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা [illegible] [illegible] শুধু নিজেদের কর্তব্য আলোচনা করিতেছেন যে, সরকারকে তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধি ও [illegible] তারা যে সাহায্য করিতে পারিতেন, তাহা [illegible] না। এবিষয়ে সমাজতন্ত্রীদলের অল্প-[illegible] অনেকটা দায়ী। সমাজতন্ত্রীদল [illegible] [illegible] সভাপতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তবে তাঁহারা [illegible] যাইবেন না বলিলেও কংগ্রেস সভা হইবার [illegible] বন্ধুকে যোগদান করিয়া সরকারকে সমালোচনা [illegible] পারিতেন, আর যেসব ত্রুটি দেখিতেন [illegible] সঙ্গে করিয়া দিতে পারিতেন। ঘটনার [illegible] বিষয় এই যে সমাজতন্ত্রীদলের ও অন্যান্য [illegible]। আইন পরিষদে যোগদান না করা যেসব [illegible] প্রস্তুত।

[illegible]টনা এবার সমালোচনা হইয়াছিল যে, [illegible] দুই একটী ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার [illegible] বিশেষ কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট কথা নাই। বাজেটের বাজারের [illegible] সম্বন্ধে অনেক উচ্চ বুলির কথা শুনা [illegible]। কি সরকার কি বিরোধী, সকলের [illegible] কোন বিশেষ নাই উপেক্ষা করা [illegible] এখন যাহা হোক বিষয়ের কমিটি [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা যদি কোন সুস্পষ্ট ও [illegible] কর্মপন্থা সম্মিলনকে পেশ করিতে [illegible] তবে এবার এইদিক দিয়া কিছুটা উন্নতির [illegible] করা যায়। এদিকে পরিষদ হইতে কোন [illegible] বাহির না পাওয়ার ফলে কয়েকদিন যাবৎ [illegible] অর্থসচিব সম্প্রতি আগের [illegible] তাঁহারা বিশেষ একদেশীয় মার্কেটের [illegible] করিয়াছেন। তিনি আগামী বৎসরের প্রথম ভাগে "বাণিজ্য [illegible]" প্রবর্তনের ঘোষণা করিবেন বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সরকারের "সস্তা টাকার" নীতিকে পরিহার করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন। অবশ্য ঐ নীতিকে এখনিই সম্পূর্ণ সরে অনুসরণ হইয়াছে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—ঐ নীতি অনাবশ্যক-ভাবে বেশী দূর চলানো হইয়াছে। তিনি তাঁহার বক্তৃতার সময়ে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য হ্রাস করার কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে, ডলার সেই নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। সস্তা টাকার নীতি সম্বন্ধে যে ডলারের সঙ্গে কোন তুলনা চলেনা আশ্চর্যের বিষয় সেদেশের কোন সংবাদই সে কথা অর্থসচিবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। স্যার বক্সম সস্তা টাকার নীতি সম্বন্ধে ডলারের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন নিরঙ্কুশ ব্যবসার ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহস দিয়েন যেন। নিরঙ্কুশ ব্যবসা [illegible] করিবার পক্ষে তিনি যুক্তি যত জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই ব্যবসা এখনো সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণ হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিষের উপর যে নিয়ন্ত্রণভার আছে তাহা তুলিয়া লইবেন এবং বিনিময়ের মুক্তি দিবেন। যার প্রয়োজন হয় আমার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হইবে বলিয়াও তিনি আশ্বাস দিয়াছেন। তাহাতে অবশ্য পরিবর্তের সমস্ত অবশ্য দেশবাসী করবানি আশা করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য।

পরিবর্তে সব ঘোষণার আর একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেন অর্থসচিব তাঁর ভাষণপ্রসঙ্গে দুঃখজনী। তিনি জানান যে ডিপ্লোমেসের মাধ্যমে করিয়া করাচীস্থ বিমান ঘুটি কাঁচা বিক্রয় করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত কর্মচারী এইসব কাজে লিপ্ত ছিল তাহাদের প্রায় সকলে এখন এইসেন ত্যাগ করিয়াছে। অর্থসচিব সেই দিন জানান যে সরকার এখন ডিপ্লোমেসের সম্বন্ধে তাহাদের পুরাতন নীতি ত্যাগ করিবেন এবং দেশের জন্যের জন্য মূল্যবান বিনিময় পণ্যের আমদানি অবশ্য না হয় তাহা ব্যবস্থা করিবেন।

আয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে বৃহত্তম ত্রুটি এই সম্মেলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ত্রুটি সম্বন্ধে পরেও নাই। তাহে এই ত্রুটির ফলে সর্বসাধারণের একটা সুবিধার সম্ভাবনা রহিলেও সর্বসাধারণের জন্য-সাধারণের সংযোগে বিচ্ছিন্নতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বাজেট

বাজেট, বলা বিশেষ—যত সহজে অর্থসচিব পরিবর্তনের সময় ব্যয়বরাদ্দ ও আয় বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, ব্যয়বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা জেলাসমূহের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পুলিশবাহিনীর সৃষ্টি করার বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন আই, সি, এস, অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে আই, সি, এস, বিরোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধের সমালোচনা করা হইলেও এই বিভাগই বহাল থাকিবে।

প্রাদেশিক পুলিশের বহর বৃদ্ধি করার বিষয়ে সাধারণের প্রশ্ন উঠে। তাঁর বক্তব্যায়ন পুলিশের সঙ্গে তাল রক্ষা করিতে অযোগ্য করায় এই পরিবর্তন উদ্দেশ্য হয়। অবশ্য এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে সমস্যাসঙ্কুল বেতনের ব্যাপারে কংগ্রেসীদলের এই অভিযোগ দূর হইয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয় কর্তা থাকিয়া করার নীতি গ্রহণ করার ফলে রাজ্যের সরকার হিসেব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। বেশী দাম দিলে অবশ্য এর সমাধান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাঁচার জন্য সাধারণের ক্রয় হইবে বাধ্য। তার উপর রাজ্যের প্রবেশ করের ব্যাপারে বাহ্যিক একটা, তাহাই কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান নীতি অনুসরণ করিলে এই প্রয়োজনে সাধারণ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। এইজন্য বিক্রয়করের বিষয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীদের বিক্রয় কর্তা চালু রাখিবার জন্য দাবী করিয়াছেন, এদিকে বাজেটের ঘাড় বাড়িয়া যাইতেছে এবং বহুল করার প্রস্তাবিত অসাধারণের মধ্যে বেশী লক্ষ্য করা যাইতেছে। কারণ তাহারা মনে করিতেছে বিক্রয়করের ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং তাহা বহুল মূল্যস্ফীতি হইয়া উঠিবে।

তার মুখ ছোট্ট মাঝেই প্রস্তাবে এখানে সবার প্রকাশ করা হইয়াছে। অনেকেই বাজেটের এত কম ঘাটতির কথা বিশ্বাস করে নাই। কারণ, তাহাদের ধারণা ছিল নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের যা খরচ হইতেছে তাহাতে এই বৎসরে বাজেটে প্রচুর ঘাটতি হইবে। তার উপর কোন নূতন কর ধার্য করা হয় নাই বলিয়াও অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজ্য সরকার সরকার ৩০০০ ভাগ প্রয়োজনের দৃষ্টি করিয়াছেন। রাজ্যের বিক্রয়কর ব্যবস্থা খুবই সন্তোষ ও ঘর করেক বৎসর এই প্রয়োজন বিক্রয় কিছু উপার্জন করিতে পারে নাই, তাহাই

অটস এবং সরকারের নিকট তিন শিল্পপতিদের সকল আবেদন পেশ করিয়াছে।

রাজস্বসচিব কর্মিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মেই তাঁহারা এই তিনের মধ্যে উপযোগীগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। প্রকৃতের অবস্থার উন্নতি করা যে এই তিন কর্মবিভাগের কাজ রাজস্বসচিব জানাইয়া দেন এবং এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাহার তিন দিন সময় ধার্য করেন। এবিষয়ে রচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঐক্যপ্রকাশের একটি পুস্তিকা পরিষদে বিতরণ করা হয়।

ভারতীয় উৎপাদক সমিতির এক অধিবেশনে শিল্পসচিব ডাঃ বাবির রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদনের উপর জোর দিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অনেক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য শিল্পের সাথে উৎপাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রকের শিল্প-পরিচালনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

তিনি বলেন যে ৪০ কি ৫০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে না পারিলে রাষ্ট্রকের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি এই দেশ হইতে সার রপ্তানী বন্ধ করা অতি জরুরী প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন যে, বর্তমান ভারতে যে পরিমাণ কৃষকদের পাওনা আছে তাহা হইতেও সার প্রস্তুত করা খুবই সম্ভব।

মনসেফেটেক সরকারী কর্মচারীরা মন্ত্রণালয়ের নোটিশ দেওয়ায় রাষ্ট্রক সরকার এই কর্মচারীদের সমিতিকে আইনতঃ স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন—কর্মচারী সমিতি ইহাতে মোটেই বিচলিত হয় নাই। তাহারা যদি সত্য সত্যই ধর্মঘট করে তবে রাষ্ট্রকে এক দারুণ সঙ্কট দেখা দিবে। সরকারের এই আচরণ যোগাই সরকারের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। যোগাই সরকার সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপে বাধা দেন নাই, কিন্তু রাষ্ট্রক সরকার এই সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের কার্য করিতে পারিতেছেন না।

ঢাকা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঢাকা, ৭ই ডিসেম্বর—পূর্বপাকিস্তানের শিল্পসচিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, ব্যবসায়ীদের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের সরকার সর্বপ্রকারে সহায়তা করিবেন। এইজন্য শিল্পবিষয়ক তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত করা হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী, জমি ও শ্রমিক সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া ও অন্যান্য রকম সাহায্য করার সুযোগ থাকিবে।

পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় বর্তমান আর্থিক সুবিধার উল্লেখ করে, তিনি একথাও উপায় ব্যবসায়ীদের সাথে সহযোগিতা করা এবং তাহাদের শিল্প-প্রচেষ্টায় সকল রকম উৎসাহ ও সাহায্যদান করা; পূর্বপাকিস্তানের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় শতকরা আশি জনই অমুসলিম হিন্দু। এখন এই হিন্দু ব্যবসায়ীরা পূর্বপাকিস্তান ত্যাগের ব্যাপারে তাহাদের মনোভাব ও অন্য ইত্যাদি বিষয়ের মনে করে না। তবিষ্যৎ পাইলেই যে ইহারা চলিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সংখ্যালঘুদের মনোভাব সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধরণা পাওয়া যাইতেছে না তাহার কারণ হইতেছে—এখান হইতে সংখ্যালঘুরা আসে আসে খুব কম সংখ্যায় চলিয়া যাইতেছে, আর সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে পাওনাদের বড় মালিক লেনদেনকারীদের দিকে। এখানে সংখ্যালঘুরা যদি নিরাপদ মনে না করে, তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ দুর্ভাগ্য আর ও অন্যান্য পাকিস্তান কর্মচারীরা অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুর্বিষহ করিতেছে। সংবাদপত্রে মধ্যযুগীয় নেইবর ঘটনার খবর ছাপানো যাইতেছে না। আসাম হইতে ভারতীয় ইউনিয়নগামী লোকদেরও অনেক মালপত্র আটকান হইতে হইতেছে, কাজেই যত শীঘ্র আসাম ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে লোকদের যাতায়াত রাস্তা তৈরী হয় ততই মঙ্গল। ভারতীয় সরকার এবিষয়ে তৎপর হইয়াছেন বলিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

পাকিস্তান সরকারের যদি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন দুশ্চিন্তা থাকিত, তবে তাহা তাহাদের আচরণে পরিস্ফুট হইত। তাঁহারা অন্ততঃ একজন হিন্দু মন্ত্রীর হাতে স্বরাষ্ট্রবিভাগের ভার দিলে সংখ্যালঘুরা কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তেমন কিছু করেন নাই। ফলে সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের ভাব মোটেই দূর হয় নাই। পাকিস্তান সরকার যতই শিল্প-প্রসারের কথা বলুন না কেন, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা তাঁহারা না পান, ততদিন তাঁহাদের শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা অঙ্কুরেই শেষ হইয়া থাকিবে।

করাচী

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ২৭এ নভেম্বর—পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা এখনও নিরাপদ নিশ্চয়। প্রায় সব মন্ত্রীরাই এখন লাহোরে, যাঁহারা এখানে আছেন তাঁহারা শুধু দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইয়া যাইতেছেন। পরশুদিন এখানে প্রেস কনফারেন্সের বিভিন্ন পত্রিকা বিবাদিল কিন্তু এখন সেক্রেটারিয়েটে কাজকর্ম ও জুলাযন্ত্রের ব্যাপার সকলকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্থিক অবস্থাও পাকিস্তানের অবনতিকর। কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ অর্থসচিব গোলাম মহম্মদ ও তাঁর আর্থিক উপদেষ্টা কিভাবে যে পাকিস্তানের আর্থিক সমস্যা সমাধান করিবেন তাহার কোন ইঙ্গিত এখনো দেন নাই। আশা আমিতে পাকিস্তান, বিশেষতঃ লেনদেনকারীদের উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিতে। মনে হয় লাহোরের চাঞ্চল্যই দেরীর কারণ বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

পূর্ব বাংলার কোম্পানীর সঙ্গে কলিকাতার মানের চুক্তি হইয়া গিয়াছে যে, আগামী কোম্পানী কোম্পানী কলিকাতে তৈল উত্তোলনের কাজ শুরু করিবে। তৈল উত্তোলনের পূর্বে তাঁহারা বেলেঘাটার প্রায় ৩০০০ বাইসাইকেল আরও পরিকল্পনার কাজ শুরু করিবেন।

পাকিস্তান ও ভূটানের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী মাস হইতেই কার্যকরী শুরু হইবে বলিয়া মনে হয়। এই চুক্তির বিশেষ হইতে একটি প্রতিনিধিমূলক পাকিস্তানে আসিবার কথা বলিয়াছে। এই প্রতিনিধিরা তারপরে আসিতে পারেন।

কিন্তু সরকার এক অভিনব আদেশ জারী করিয়া ব্যবসায়ীদের অসুবিধাগুলির প্রসার করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে ব্যবসায়ের স্বার্থের অন্য ও প্রয়োজনে চুক্তির ও আমদানীকারে তার সরকার এমন হুকুম করিয়া দেয়া হইয়াছে।

কিন্তু প্রয়োজনে সরকার ব্যবসায়ী বিশেষের জন্য আইন পাশ করিবার প্রস্তুত করিতেছেন। এই সোনাপাড়ির ব্যবসায়ীরা বিক্রয় বন্ধ না করিয়া তাহার অতি উৎসাহে তার বন্দোবস্তের বিরোধ করিয়াছেন। এই বন্ধ প্রতি বছর বারে বারে ঘোরে ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে থাকায় তার এত উচ্চ বাধা হইয়ে যে খুব ব্যবসায়ের লোকেরাই এর মধ্যে টিকে থাকিবে।

ভারতীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যানিক ইনফো সি, এইচ, ভাবা ব্যাঙ্গালোর যাইবার পথে করাচীতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের জন্য অতি সত্বর বাণিজ্যচুক্তি করার আবশ্যক আছে। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যেহেতু ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান সরকারের উপর নির্ভরশীল সেহেতু দুই দেশের মধ্যে অতি শীঘ্র বাণিজ্য সম্বন্ধ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

কিন্তু প্রয়োজনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ খুরো ওরিয়েন্টে যাবার পথে ইঙ্গিতকালে বলেন যে, ভবিষ্যতে করাচিতে বাণিজ্য ব্যবসার আমদানের উন্নতি হইতে যায়। তিনি সকলকে আশ্বাস দেন যে তাঁহার পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি সাহায্য তিনি

বৈঠকে বলেন, আমাদের প্রস্তাবের পর হইতে সরকারের কয়েকটি নিয়োগের বিষয় আমি চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। এখানে আমি ৩৫ কোটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং উক্ত কমিটি সাতটি লোক হাটাইয়া বিশেষ পরিষদ করিবেন। কমিটির কাজের জন্য বিভিন্ন স্তরকে কাজ-পত্র প্রস্তুতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন, প্রতিটি বিষয় বিভাগের মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পর হইতে আর কোন অর্থ বরাদ্দ করা হইবে না।

পাকিস্তান বাণিজ্যে বিঘ্ন

এদিন পার্লামেন্টে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত এম. সি. চাগলা বলেন যে, পাকিস্তান সরকারী-ভাবে ভারতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতকে পূর্ব সম্মান করিয়া নৌজাত বাবদ, নৌ বন্দরাদি অঞ্চলে যাতু, ঔষধাদি, সাদা সিমেন্ট, কাগজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রপ্তানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে এবং বৈদেশিক জাহাজে যে ওজনের আমদানী হয়ে তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কিন্তু সরকারের সেই অভিপ্রায়ের কথা নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। খুলে করাচী সকল দ্রব্য যে সকল স্থানে চলাচল যাইবে, তাহাদের বলে যে সকল স্থানে ঐ সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তবে ভারতীয় জাহাজে চালান দিবার জন্য আমদানী করা প্রমাণ দিতে পারিলে পাকিস্তানিক সরকার বাবদ ইহাদের ব্যাপারে অনুরোধ করা হইবে বলে শ্রীযুক্ত চাগলা বলেন যে, পাকিস্তান যে কারণ দেখাইয়াছেন উহা যথার্থ হইলে বিনিময়ের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষুণ্ন। কিন্তু অর্ডিন্যান্সের ফলে যদি এক কোটি মাল করাচী পৌঁছিবার পর অন্য পথে গিয়া ভারতে তাহা প্রেরণ করার বাধা হইলে অবশ্যই চুক্তি ভঙ্গ করা হইবে। এ সম্পর্কে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। ভারতে রেলী করা এবং ব্যবসায়ী সংগঠন একটি জাহাজকে আটক করা হয় এবং পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি সাধারণ মাল বাবাইয়া ফেলিয়ে না গলিয়াও তিনি জানান। তিনি বলেন যে ভারতীয় হাইকমিশনারকে এসম্পর্কে সরকারের বিষয়ে বিশেষভাবে আবেদন করা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বন্যাবস্থা হয়া অর্ডিন্যান্স জারী করিবার সময় মাল আমদানি তোলা হইয়া থাকিবে

অর্থনোক্ত :

সুলভ মুদ্রার ভবিষ্যৎ

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রকাশের ফলে প্রধানতঃ পরিবর্তন ও কোন্ খাতের কীভাবে ব্যয় এবারের উদ্দেশ্য থাকায় সকল সংবাদের আর দেওয়া হয়নাই। কিন্তু পাকাপাকিভাবে সরকার সুলভ মুদ্রানীতি অনুসরণ করিবেন কিনা, সেই অনিশ্চয়তার একটা স্পষ্ট ধারণা না হওয়ায় কিছু বিক্ষোভেরও সৃষ্টি হইয়াছে। মূল প্রস্তাবনাতে এই বিষয়ের তো কোন উল্লেখই ছিল না। বিরোধকালেও এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে অর্থসচিব কোন স্পষ্ট জবাবদানী বা নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করিয়া সুলভ মুদ্রানীতির বিরুদ্ধতা করা এখনি কোন সময় নহে তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। বিরোধকালের সভাপতি স্যার চিন্তামন দেশমুখের অভিযোগের উত্তরে অর্থসচিব স্যার বসুকে জানাইয়াছেন যে, সুলভ মুদ্রানীতির আংশিক অনুসরণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইলেও এই নীতির প্রবর্তনের সম্ভাবনা তাহার নহে। এইপ্রসঙ্গে তাঁর আর্থিক বেসরকারের জন্য কয়েক প্রতি তিনি যে কটাক্ষপাত করেন, তাহাতে সুলভ মুদ্রানীতি সম্পর্কে সরকারের প্রকৃত বিরুদ্ধতাই প্রকাশ পায়। অথচ দেশের আর্থিক উন্নতি প্রচেষ্টার জন্য বিনিয়োগের ব্যাপক প্রসার করা আবশ্যক। এবং সম্পত্তির মালিকানাকে সরকারী করিয়া সংকোচ ঘটে ঘটে উদ্দেশ্য ও অর্থ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবেশকে অনুকূলে করিবেন তবে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তাহা হইবার নহে। দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সরকার এই সম্পর্কে ভিন্ন অর্থনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা সুরু করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে শ্রমিকদের বিনিয়োগের প্রয়োজন সমানই আছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অনুসরণে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা সিদ্ধান্ত সেই বিনিয়োগের অর্থ ফিরিয়া আসিবে। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া অর্থ ঋণ সুলভমূল্যে সিদ্ধান্ত বাজারে খুব উৎপাদের সৃষ্টি হইবে। বড় বড় শ্রমিকগুলি কোম্পানী তাহাদের মূলধন কেবল যে বজায় রাখিতে উদ্বিগ্ন তাহাই নহে, অনুপাতের উপযুক্ত সমর্থন পাইলে তাহারা এই কারণের মূলধনে পুনরায় পর বৎসরের মুনাফায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে১৯৫৮-৫৯ সালের আর্থিক বৎসরে পরবর্তী কর প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, মূল্যের স্তরকে তিনি ৬০ টাকা হইতে ৬৫ টাকাতে নামাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তিনি আশা করেন সরকার ১০০ টাকাতেই তিনি মূল্যের হার শেষ পর্যন্ত বাঁধিতে পারিবেন। সরকারের এই আশাকে বাস্তবে কাজে লাগানো যায় সেই অনুসারে অর্থলোক পরিচালনা করার দায়িত্ব এখন কর্তৃপক্ষের। আমাদের মনে হয়, এই উভয় পক্ষই সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

রেলিং উন্নয়ন হইতে যে ১১ কোটি টাকা বাদ রহিয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের অংশ কি এই সম্পর্কে অর্থসচিব উহার মধ্যেই সমাধান হিসাবে বলিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বলা হইয়াছে ভারত ও পাকিস্তানের আমদানী বাণিজ্যে আসন্ন রেলিং সম্পর্কে এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি বিরচিত হইয়াছে। প্রাপ্য রেলিং সমস্যা বিভাগ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি হওয়ায় রেলিং-এর উদ্বৃত্ত তাহার হইতে বাদাই উদ্ধার হইবে, তাহাকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণভাবে আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে দেশবিভাগের পূর্বেকার ব্যবস্থাকেই ভিত্তি হিসাবে বহাল রাখা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে উভয় ডোমিনিয়নের আমদানী বাণিজ্যই বিনিময়মূল্যের প্রয়োজন অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে:— জরুরী, সাধারণ এবং বিশেষ। এখানে জেনারেল অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যগুলি আমদানীর উপর বিনিময় মূল্যের ব্যবহারে বিধিনিষেধ নাই। এই জেনারেল দ্রব্যগুলি আমদানী করিবার অনুমতি লাভ করা মোটেই কঠিনসাধ্য নয়। যে সব দ্রব্যগুলি আমদানীর বিনিময় মূল্য সংগ্রহ করা কঠিন তাহাদের জরুরী জেনারেল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই জেনারেল অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যগুলি আমদানী সম্পর্কে পাউন্ড কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে টাকার হিসাবে ভারত ও পাকিস্তানের অংশ ঠিক হইয়াছে যথাক্রমে ১৩ কোটি ও ৪ কোটি টাকা। পরে আবার এই সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার স্থির হইয়াছে যে ১৯৪৭ সালের ৫১এ ডিসেম্বর যে সময় কাল শেষ হইবে তাহার জন্যই তাহাদের অংশ হইবে ২৩ কোটি টাকা আর পাকিস্তানের ৯০ কোটি টাকা। যে সব সাধারণ প্রয়োজনীয় বিনিময় মুদ্রা এবারই মুদ্রাস্ফীতি তাহাদের বিশিষ্ট জেনারেল অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচ্য সাধারণ আমদানীকে বেআইনী বাতিল করা হইয়াছে। রেলিং উন্নয়ন হইতে আরও বেশী টাকা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সেই বিষয়ে সরকারী ভাবে আলোচনা করিবার জন্য এই মাসের মাঝামাঝি ব্রিটেন হইতে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসিবেন এবং ১৯৪৮ সালের জুনমাস পর্যন্ত স্থায়ী একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

২৮এ নভেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব হইতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ১,২০,১৭,৭৯,০০০ হইতে ১,১৯,৯০,০০,০০০ কোটিতে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগে ৭১৩৭ কোটি টাকা হইতে নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪৭০ কোটি টাকাতে উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে আরক্ষিতকারের আমানত ৩৯৯৩ কোটি টাকা হইতে ৩৭০৮১ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ

পাকিস্তান আসিয়াছে। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী রাজস্ব ১৩৩৯ কোটি টাকা হইতে হ্রাস ১৩৫৭ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক ঋণ ৯৮৭৪ কোটি টাকাতে প্রায় স্থির থাকে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত একলক্ষে প্রায় ৭ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৬৯ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ ১৩৩৯ কোটি টাকা হইতে হ্রাস ১১৩৭ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইশু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
নোট বিভাগের মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
ক) সোনা ও রূপা মোহর			
১) হাতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২) ইস্যু বিভাগের তহবিলে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারতীয় সরকারী সিকিউরিটি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট (ক)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ) বাজার হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

অংশীদারের মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেনাদার—			
ক) কেন্দ্রীয় সরকার			
হিসাবের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নিষ্ক্রিয়াবের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ) অন্যান্য সরকারের			
১) হিসাবের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২) নিষ্ক্রিয়াবের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গ) ব্যাঙ্কগুলির	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঘ) অন্যান্যের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঙ) বার্মা সরকারের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্য হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নগদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক্রয় করা হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্য ক্রয় করা হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য হুণ্ডী			
ক) অংশীদারীর	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ) বন্ধকীর	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গ) ভারত সরকারের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঙ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাব)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
অংশীদার মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হুণ্ডী জমানত	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য জমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এবং ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
হোমসুদ্ধীর আদায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য আদায়যোগ্য			
হিসাবের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ ও ক্যাশ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কার এবং চলতি হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দায়ের জন্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়ের জন্য—			
ক) বিভাগ ব্যাঙ্কের বিলটী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

দায়—

১) বিভাগের দেয়			
(ক) চাহিদে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) নির্দিষ্টকালে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২য় আমানত			
(ক) চাহিদে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) নির্দিষ্টকালে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নগদ টাকা			
(ক) চাহিদে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) নির্দিষ্টকালে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিভাগ ব্যাঙ্কে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য			
(ক) চাহিদে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) নির্দিষ্টকালে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য হুণ্ডী			
(ক) চাহিদে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) নির্দিষ্টকালে	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পূর্ববঙ্গ সরকারের সংশোধন অর্ডিন্যান্স

ঋণ বিভাগের কলে অধিক পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় পূর্ববঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তিকরণ আইনের এবং কাঁচা পাটের উপর নির্ধারিত সরকার অর্ডিন্যান্সের তিনটি সংশোধনী জারী করিয়াছেন।

বাজেট (বিক্রয়কর) সংশোধনী অর্ডিন্যান্স বলে আইনের জারী হইয়াছে, ১৯৪১ সালের বিক্রয়কর আইনের বিধানসমূহ ইহাই ভোগ প্রযোজ্য করা যাইবে। সংশোধনী অর্ডিন্যান্সে মূলে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে, যেসব কোম্পানি কোন অফিস পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং যার পূর্ববঙ্গে নানা অফিস আছে, তাহাদের নাম প্রযোজ্য হেডঅফিস বলিয়া গণ্য হইবে। কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের নানা অফিস সম্বন্ধে ১৯৪১ সালের আগষ্ট হইতে পূর্ববঙ্গের হেডঅফিসকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিয়া বলা করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ক্রয়কর (বিক্রয়কর) আইনের ৭ক ধারা অ রেজী করা হইবে। পূর্ববঙ্গের কর্মিদের প্রতিষ্ঠা অফিসসমূহে যেসব কর্মিকে এই আইন অ করেরা দেয়ের কর আদায় এবং কর দায়ে কর যেসব করিয়া পূর্বোক্ত প্রবিধি হইতে যে অফিসেও ভক্তরূপ গণনা করা হইবে। সংশো অর্ডিন্যান্সে আরও বিধিত করা হইয়াছে যে কোন ব্যবসায়ী পূর্ববঙ্গে কোন ব্যবসা আরম্ভ অথবা ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে বিক্রয় বিক্রয় কোন ব্যবসা প্রস্তুত করে তাহা হইলে ব কর দিতে হইবে।

তৃতীয় আইনের অর্ডিন্যান্স ১৯৪৮ ইহাই পূর্ববঙ্গে প্রযুক্ত হইবে। অর্ডিন্যান্সে বিধিত হইয়াছে যে, যাহার পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে উৎপ কৃষিজাত দ্রব্য হইতে আয় হইয়া থাকে এ উহার আয়ের মোট আয়ের হিসাব দেখ হইবে। আইন অনুযায়ী তাহার করা আয়ে অংশে কর ধার্য হইবে; তবে বাংলা হইতে লব্ধ কৃষি আয়ের উপর কর দিতে

কৃষি আয়কর আইনের যা থাকার অ যে কোন বিষয় থাকা সত্ত্বেও সংশোধনী অ অনুযায়ী করদাতা যদি এক অথবা বি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অথবা কোন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং পূ কৃষিজাত দ্রব্য হইতে তাহার যদি আয় হয় তাহাকে আয়কর দিতে হইবে।

কাঁচা পাটের উপর নির্ধারিত কর সংগ্রহ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স একমাত্র ইহাই ছাড়া সমস্ত প্রযোজ্য হইবে। ইহাতে এই বিধান করা যে, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্টের পূর্বে যদি রেজেষ্ট্রিকৃত যে কোন পাট রপ্তানিকারক পূর্ববঙ্গ হইতে অন্যত্র কাঁচা পাট রপ্তানি করিয়া তাহাকে নূতন পাট রপ্তানিকারক বলিয়া গ হইবে। আইনের এবং উপরোক্ত অনুযায়ী তাহ

বিজ্ঞ

ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল-এর লভ্যাংশ বৃদ্ধি

ান কেব্‌ল্ কোম্পানী লিঃ

ণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ কোম্পানী লিঃ গত ছয় বৎসর-ধরিয়া মোটা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া হেছে। মনে হয় আমাদী অন্তত অন্তের ন্যায় এই কোম্পানী অনুরূপ লভ্যাংশ দিতে সক্ষম । কারণ, বর্তমান বৎসরে আমীরাংশের সে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছে। ৌর্ঘ কাল ধরিয়া বিদেশীরা একটা একচেটিয়া ব উপভোগ করিয়া আসিতেছে। টিশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর আলোচ্য কোম্পানীর ত্ত একজনের সহিত পরামর্শ করিবার পর ইণ্ডিয়ান কেব্‌লের পরিচালনার কি ধরণের ন হইল—তাহার কোন বিবরণ নাই। যাহোক্‌ ঃ লভ্যাংশও কোন বৃদ্ধি ঘোষণা না থাকায় বর্তমানে আমীরাংশের জন্য নির্দ্ধারিত একটি কেরতনীর মাধ্যমে এই কোম্পানীর পরি-ে মূল্য আছে। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে হয়ে গিয়াছে তাহাতে যে অতিরিক্ত লাভ-অংশের নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় সময়ের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কেব্‌লসের আলোচ্য-ংশের মূল্য বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই শেয়ারের মূল্য ছিল ১২,৩৫,৩১০৲, সেখানে বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩১,১৩,৫০৮৲। ারের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে লাভের অংশ ৪ ধরা মূল্য ধরা হইলেও, মূলধনের ন্যায় ার বাড়ার জন্য মোট প্রদানের ধারে অল্প ধরচ । পূর্ব্ববৎসরে যেখানে লভ্যাংশের ধারে ৩৲ ধরচ করা হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে ১,২২,০৮৯৲ ধরচ করা হইয়াছে। লভ্যাংশের যে অংশের ধারে যেখানে ১৮,০৮,১৩৯৲ ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে সেই ব্যয়ভার ইয়া ১৭,২৯,৮৪৯৲ হইয়াছে। লভ্য ভাগের রের ৯ লক্ষ টাকার স্থলে আলোচ্য বর্ষে ৭৷ ১ করা রেখা হইয়াছে এবং কিউমুলেটিভ, ১ ও সাধারণ শেয়ারের মালিকদের ১৩৲ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা পূর্ব্ব বৎসরের অতিরিক্ত ১৲ টাকার স্থলে বর্ষে অতিরিক্ত ২৲ হিসাব করা হইয়াছে।

ার ফুটেজের লিঃ

ঃ বাজারের বর্ষিত পাটনিদের একেবারে ত করিয়াছে তবুও প্রধান প্রধান চটকলগুলির খুব বন্ধ রাখা হয় নাই। কোন কোন । সাধারণ অংশীদারীর ধারে প্রদত্ত লভ্যাংশের পাইয়াছে। পূর্ব্বের হিসাবে কোটাঙ্গোর ফুট-মিঃ কোম্পানী লিঃ-এর উৎপাদন-

হইয়াছে, সেই হিসাবে এই কোম্পানীর প্রদত্ত লভ্যাংশ ধরে বিশেষ বাড়িয়াছে। সেপ্টেম্বরের আগের হিসাবে যেখানে লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৭০৫,৬৪০৲, সেখানে সেপ্টেম্বর মাস এই লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪,১৮,৩১২৲। পাটের ব্যবসায়ের এই সমৃদ্ধির মূল কারণ হইতেছে ভারতীয় চটকল সমিতির সিদ্ধান্তের (ইণ্ডিয়ান জুটমিল্‌স্ এসোসিয়েশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মুল) হারের অতিরিক্ত প্রদান। উৎপাদন প্রচেষ্টার যদি অধিকতর ধরচের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে পাটের বাজারে আরও তেজীভাব দেখা দিত। অধুনালুপ্ত বাজ-সরকার, মুদ্রার বিনিময় সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং ১৫ই আগষ্টের কর্মবীরতা আজ বিগত বৎসরের তুলনায় লক্ষাধিক টাকা অধিকতর ধরচের কারণ হইয়া দাঁড়াবে। বর্তমান সমৃদ্ধির মূলে ভারতীয় চটকল সমিতির সিদ্ধান্তগুলির অতিমূল্য প্রদান করাখানি কাজ করিয়াছে তাহার প্রমাণ হইল এই যে উক্ত অতি-

নিত্যমাবশ্যকী

—×—

* 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

* মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

* ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

* ষাণ্মাসিক মূল্য বার টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিত্যমাবশ্যকীর জন্য কর্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ এবং এজেন্সির জন্য কর্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ, 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পূর্ব্বের অর্থকে বার দিলে আলোচ্য মুনাফার পরিমাণ হয় বার ৯,০০০৲। কিন্তু ছয় মাসে প্রতি অংশী-দারী খাতে প্রদত্ত লভ্যাংশ ১৲ হইতে বাড়িয়া ২০৲ হে দাঁড়াইয়াছে।

(পূর্ব্বাংশ ১০ পৃষ্ঠার ত্রষ্টব্য)

অংশের কর না হইয়া লভ্যাংশ, তাহারই জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন,—যেটুকু আছে, অবশ্যবিবর্ত্তনশীলতার সকলে ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখাই হইল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মূল কথা। কিন্তু এই ব্যবস্থার কোথাই অর্থ হয় না যদি কেবলমাত্র অসন্তুষ্ট বাদুষ্টকে কম করিবার জন্য হিসাবেই ইহাকে সাব্যস্ত করা হয়। নিয়ন্ত্রণ থাকিবে, অথচ তাহা লক্ষিত হইতেছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইবে না এবং যাহারা সেচ্ছায় উপরে নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করিতেছে তাহাদিগকে সমুচিত আদৌ শাস্তি প্রদান করা হইবে না, এমনতর অবস্থাটা এই প্রসঙ্গে বহু সংখ্যার 'আর্থিক ভারত'এর প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ'এর প্রতি আমার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠিনতর না করিলে ইহাকে গালাগালি দেওয়া বৃথা।—সত্য কথা বলিতে কি যেরূপ উদারনীতির সহিত অদ্যাবধি ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে এই ব্যবস্থার দ্বারা অদ্যাবধি যেটুকু সফল ফলিয়াছে তাহাতেই বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সে সুযোগ কেবলমাত্র ইহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব এবং সেরূপ প্রয়োগের সাহায্যেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা 'কিউরিটির' বৈষম্য দূরীভূত করা সম্ভব।

* * * * *

তাই পরমানন্দের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপরিমেয় ও অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল, কাজেই পূর্ণ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, একথা বলা চলে। কিন্তু তিনি সারাজীবন ধরিয়া যে মনীষা ও কর্মশক্তির সাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অকালমৃত্যু বাঞ্ছনীয় কথা আমরা কল্পনা করিতেও দুঃখ পাই। তাই পরমানন্দের যে মূর্ত্তি আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই, দৈহিক ও মানসিক তাজা প্রাণবান, সেখানে অবসাদ চিহ্নও তাহাতে নাই।—তাই পরমানন্দ যে মুখে দেশ স্বাধীন করার মন্ত্র দেখিয়াছিলেন, তখন এই পুণ্যকালে ভিড় করিয়া আসিবার মত দলে দলে লোক পাওয়া যাইত না। সকল বাধিয়া বৈ-বন্ধন ছাড়িয়া তখন যদি থাকার ধাঁটি লোক না হইলে তখনকার আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস কাহারও বড় একটা হইত না। ভারতবর্ষের সেই দৈন্যবেদনার দিনের মত যে কয়টি

আর্থিক ভারত

৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১লা পৌষ, ১৩৪৯ ; ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ মূল্য ৷৷৹

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রাষ্ট্রীয়করণ, না মিশ্র অর্থনীতি ?	১০১	সাধারণের বাজার	১১১
বিনিময়ের পথে	১০৩	সমর	১১৩
প্রসঙ্গিক	১০৫	পরিষদে প্রশ্নোত্তর	১১৪
উদ্যমের পুনর্জন্ম	১০৭	সংবাদলিপি	১১৫
বিদেশ	১০৮	বাজারের কথা	১১৭
সাহেট ও আমরা —সুদেন	১০৯	অর্থসংকেত	১১৮
কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট	১১০	মৌচিক	১১০

রাষ্ট্রীয়করণ, না মিশ্র অর্থনীতি ?

ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের আমলে প্রতি বৎসর ইউরোপীয় বণিক সভার বাৎসরিক উৎসব বড়লাট বাহাদুরের উপস্থিতির দ্বারা সম্মানিত হইত। এই উৎসব প্রতি বৎসর বড়দিনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হইত এবং বড়লাট বাহাদুরও এই সভায় বক্তৃতাকালে ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ইঙ্গিত দিতেন। বলিতে গেলে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক ছিলেন এই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা, কাজেই বড়লাট বাহাদুর বৎসরের এই দিনটিতে দেশের প্রকৃত শাসকদের নিকট তাঁহার রাজ্যশাসনপদ্ধতির সর্ববিধ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেন। গত বৎসরে প্রথম এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে,—আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় ইউরোপীয় বণিক সভা চিরাচরিত রীতির পরিবর্তন করেন এবং বড়লাটের পরিবর্তে জবাহরলালজীকে তাঁহাদের সভায় বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ, ইহার পশ্চাতে ছিল ইংরাজের পরমোজ্জ্বল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ইংরাজ বণিকদের অর্জিত কত সর্বনাশের কাহিনী যে ওই আমন্ত্রণের অন্তরালে সংগুপ্ত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্তু ইতিহাসের দুর্লঙ্ঘ্য বিধানকে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ বণিকের পক্ষেও পরিবর্তিত করা সম্ভবপর হয় নাই, কাজেই গত বৎসরের অধিবেশনে জবাহরলালজীকে আমন্ত্রণ করা ভিন্ন বুদ্ধিমান ইউরোপীয় বণিক সভার অন্যান্য ছিল না।

তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গেছে, ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এবং ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় এই নূতন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। অতএব তাঁহারা জবাহরলালজীকে এ বৎসরও তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গত সোমবার কলিকাতার গ্রেট এক্সচেঞ্জে এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইয়া গেছে।

সভা স্থির হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এই অধিবেশনের গুরু অসাধারণ। ইহাতে পণ্ডিতজী যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ ভারতের সম্বন্ধে পরিষ্কার না হইলেও ইংরাজের মনে আভাস পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য পণ্ডিতজীর উক্তি তাঁহার সরকারের উক্তি নহে, উহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র,—পণ্ডিতজী বহু এক্ষা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তবুও উহা যে অদূরভবিষ্যৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রী সরকারী পরিকল্পনার অনুরূপ তাহাতে সংশয় নাই।

এমনতর সংবাদ এবং বাৎসরিক অবস্থার সহিত সম্পর্কিত ইং পণ্ডিত নেহরুর নিকট হইতেও আমরা ইতিপূর্বে বেশী কিছু শুনি নাই শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে অনেকের মনেই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এই ধারণা শ্রেণীবিদ্বেষের প্রবল প্রচারকার্যের ফল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থার সহিত উহার কোন যোগ নাই,—যে শিল্প শিশু এবং যাহা বর্দ্ধিত ও বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সম্ভাবনা এবং প্রচুরতর দেশের প্রয়োজ তাহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে, রাষ্ট্রেরই সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়। রাষ্ট্রে উপর যে শিল্প জগদ্দল পাথরের ন্যায় বোঝা হইয়া চাপিয়া থাকে এ জটিল সরকারী পরিচালনার অক্ষমতা ফলস্বরূপ অচিরে তাহা শিল্পে রুগ্নতাপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সরকারী সহানুভূতিতে রক্ষিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই দেশের শিল্পোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এমন কতকগুলি মূল শিল্প আছে, যেগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে একটা বিশেষ উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং জনস্বার্থের কল্যাণে যাহার পরিচালনা জাতীয় সরকারের অধীনে থাকিলে ভালো হয়, সে সকল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণ, অথবা সে ধরণের শিল্প পরিচালনায় প্রথম হইতে উপযোগী কোন বিভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের না থাকিলে—রাষ্ট্র অধিকারে না হইলেও—রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সে সকল শিল্পের পরিচালিত হওয়া উচিত।

পণ্ডিতজীর সাম্প্রতিক উক্তি হইতে মনে হয় যে তিনিও এ ধরণের মনোভাবের বিশ্বাসী। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন বিদে

ত আমদানী করা অতিকতগুলি দুষ্পাচ্য যাহা মূলি পলাবারকার এবং ইরন বটে, সহজ প্রকার মতবাদ নহে।—আমাদের প্রয়োজন দেশের কের দুরবস্থার কথা নিরন্তর স্মরণ রাখিয়া কি উপায়ে এবং কত সহজে াধারণের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক সুফল লাভ করা যাইতে পারে, সে য় অবশ্য বিবেচনা করা। পণ্ডিতজীর ন্যায় আদর্শবাদী মানুষও যখন ই সম্বন্ধে (বিদেশি মতবাদ বিষয়ে) কটাক্ষ করেন, তখন মনে তাবতবর্ষের জাতীয় সরকার প্রকৃতই বাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন শিল্পোন্নতি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হইয়াছে। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে জাতীয় সরকারের গভীর চিন্তার ল আছে,—তাঁহাদের চিরন্তনের লাঘবের ফলে যে স্বাধীনতা আমাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়াছে তাহা লইয়া মতবাদবাদীদের ার খেলাধেলা করা চলিবে না, নিরন্ন সর্বহারা জনসাধারণকে র্থনৈতিক দাসত্ব হইতে তাহাদের সর্বনাশসাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া ন্য অর্জিত স্বাধীনতাকে যে আর বানচাল করা চলিবে না, নাহা অপেক্ষা যে মারাত্মক অধিক মাত্রায় প্রীতিসিদ্ধ, আশা তাঁহাদের বল অতঃপর বুঝিতে পারিবেন।

ণ্ডিতজী যাহা বলিয়াছেন তাহার নির্যাসটার্থ হইল, জাতীয়করণ ন প্রয়োজন হইবে সেখানে তাহা করা হইবে, যেখানে সরকারী ীন পরিচালনায় অধিকতর সুবিধা সেখানে সেরূপ নীতি হইবে, যেখানে জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতায় শিল্প গড়িয়া ওঠা উচিত সেখানে তাহাই করা হইবে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফললাভের আশা আছে, সরকারী সাহায্যদানে কার্পণ্য করা হইবে না। বস্তুতঃ ধিক সুফল যথাসম্ভব শীঘ্র লাভ করিবার জন্য যে যে পন্থা শ্রেষ্ঠ সেবে সেই সকল পন্থাই অবলম্বন করা হইবে,—পুঁথিগত "নীতি" ই পন্থার অনুকূল তখন সে-নীতি অনুসরণ করা হইবে, যখন প্রতিকূল তখন তাহা বর্জন করা হইবে। মানুষের জীবন কোন মতবাদ অপেক্ষা অনেক বড়, মানুষকে মানুষের মত বাঁচাবার জন্য আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠার উপযোগী যে পায় আমরা অবলম্বন করিব এবং প্রয়োজনমত সে উপায়েরও করিব। এবিষয়ে সর্বসাধারণের সমর্থন আমাদের নীতি ও র একমাত্র মাপকাঠি।

উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে ভারত সরকার যে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া ন চতুর্দিকেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি, পণ্ডিতজীর ভাষণেও তাহার পরিচয় আছে। গত কয়েকের মধ্যে উৎপাদন হ্রাসের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী সত্য প্রকাশ ন। এই উৎপাদন হ্রাসের মূল কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মনের অস্বাভাবিক আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং মালিক ও শ্রমিক র উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সুফল লাভ করার কোন উপায় নাই, তাহা প্রয়োজনের তিনের হইতে অতিরিক্ত কর্মী ও খাটখাট খাটিয়া দৈনন্দিন ন্ন আমদানী করিয়াও তিনি শিল্পোন্নয়নের পক্ষপাতী। এরূপভাবে একথা বলিতে পারায় জন্য পণ্ডিতজী আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে মুনাফা তাড়াবেদের দ্বারা পরিচালিত হন নাই এবং ব্যবহারিক অর্থ-নীতির সহিত যে তাঁহার পরিচয় যেমন আছে, তাঁহার বর্তমান উক্তিই তদ্বিষয়ক প্রমাণ। আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করার সময় নাই, যাহা করার তাহা অতি দ্রুত করিতে হইবে, তাহার জন্য কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইলে বিদেশের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা বজায় রাখিয়া বিদেশ হইতে টাকা লইতে হইবে। বর্তমানে চারিদিকে যে দুর্ভাগ্যের চিন্তার অন্ধকার প্রকাশ পেয়েছে, তাহার মধ্যে এমন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারার সাহস কেবল পণ্ডিতজীর ন্যায় লোকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

এই উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু যে শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন তাহাই নহে, খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য। বিদেশ হইতে যে মূল্যে আমরা খাদ্য আমদানী করিতেছি এবং যেমন করিয়া আমাদের রৌপ্যমুদ্রা বাজের আবুলি খরচ করিতেছি তাহাতে অদূরভবিষ্যতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খরা-নির্ভর না হইতে পারিলে আমাদের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিতেও শঙ্কা হয়। পণ্ডিতজী "আরও ফসল বাড়াও" আন্দোলনের গোচনীয় অবনতিকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

মালিক ও শ্রমিক বিরোধ সম্বন্ধে পণ্ডিতজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সময়োচিত হইয়াছে। অতীত ইতিহাসের ভিত্তিতে শ্রমিকদের অসন্তুষ্ট হইবার কারণ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও বর্তমানে তাহাদের এ-বিশ্বাস থাকা উচিত যে জাতীয় সরকারের নিকট তাহাদের যে কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত হইবে না, কিন্তু নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধেও তাহা-দের সচেতন হওয়া চাই। এ উপলব্ধি তাহাদের হওয়া উচিত যে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার জন্য জাতীয় সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির যে দায়িত্ব তাহাদের হাতে আছে সে বিষয়ে তাহাদের কোন অবহেলা করা চলিবে না। সম্পদ ভোগ করিতে হইলে যে তাহা প্রথমে সৃষ্টি করিতে হয়, এ জ্ঞান তাহাদের হওয়া দরকার। উপলব্ধির চক্রান্ত অথবা জন্যের ফাঁকে পড়িয়া যাহাতে শ্রমিকেরা দেশের সুবৃহৎ স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া বসে সেই উদ্দেশ্যে মালিকদের সহিত তাহাদের সর্ববিধ বিরোধকে সরকারী সালিস-মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পণ্ডিতজীর বক্তৃতায় আছে।—আকস্মিক ধর্মঘট যে দেশের বিপুল ক্ষতিসাধন করে এবং শেষ অবধি ধর্মঘটকারীদেরই বিপুলতর অনিষ্টের হেতু হয় পণ্ডিতজী একবার উল্লেখ করিয়া সালিসমীমাংসায় উপর বিশেষ করিয়া জোর দেন।—ভারতবাসীদের কলাকল, পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ কৃষক ও তাহাদের জন্য পাকিস্তানের পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে পণ্ডিতজী যে সকল উক্তি

বিনিয়ন্ত্রণের পথে

সরকারের পরিবর্তিত খাদ্যনীতি সম্পর্কে আমাদের মতামত গত সপ্তাহেই ব্যক্ত করিয়াছি। দ্বিধাহীন চিত্তেই আমরা বলিয়াছি যে নিয়ন্ত্রণ নীতি এত শীঘ্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ না হইবারই সম্ভাবনা। বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি সত্ত্বেও, উৎপাদন-সঙ্কোচন ও মূল্যমানের কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা বরাবর বিনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের বিরোধিতা যে অযৌক্তিক নয়, সম্প্রতি চিনির ক্ষেত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল হওয়া মাত্রই চিনির মূল্য শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও চিনিব্যবসায়ীরা ঘোষণা করিয়াছেন যে জনসাধারণ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত দরে চিনি পাইতে পারে শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করা হইবে, ঘাটতি অঞ্চলের ক্রেতারা কিন্তু তথাপি আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না। খাদ্যদ্রব্যের বেলাতেও যে উহাই হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

সরকারের পরিবর্তিত খাদ্যনীতি পর্যালোচনা করিবার পূর্বে, যে-সকল যুক্তি প্রধানত খাদ্যনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সম্প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত বলা হইত যে, দেশে বর্তমানে খাদ্যের সরবরাহে মোটেই ঘাটতি দেখা দেয় নাই, প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের যোগান এখনও অনেক বেশী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, এই ধরণের যুক্তি বাস্তবের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। যুদ্ধের পূর্বেও ভারতবর্ষ খাদ্যের ব্যাপারে মোটেই স্বাবলম্বী ছিল না, প্রায় ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধের পরে এই ঘাটতি অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার মত কিছু ঘটে নাই। 'অধিক ফসল বাড়াও' আন্দোলন যে প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে, সম্প্রতি ভারতের অর্থসচিব বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করেন। খাদ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি তো ঘটেই নাই, বরং যুদ্ধকালে কৃষি-ব্যবস্থার দ্রুত ক্রমাবনতি উৎপাদনের পথে বাস্তব বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যদিকে আবার লোকবৃদ্ধি, জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে প্রয়োজনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

চোরাকারবারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে এই সমাজবিরোধী ব্যবসায়ের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকিবার ফলেই জনসাধারণ উহা ভোগ করিতে পারিতেছে না। চোরাকারবারের ব্যাপক প্রচলন অস্বীকার করা অসম্ভব। তবে তিলকে তাল করিয়া না দেখাই যুক্তিসঙ্গত। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য লইয়া চোরাকারবার চলিতেছে মনে করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের রেশন এলাকায় ১৬ কোটি জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকেই বৎসরে দুই সপ্তাহের রেশন পরিমাণ খাদ্য চোরাবাজারে ক্রয় করে, তথাপি তাহার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় সাত লক্ষ টন। উহা মোট খাদ্যোৎপাদন ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টনের শতকরা ১৫ ভাগ এবং মোট সরকারী ক্রয় ৫৫ লক্ষ টনের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে এই যে, নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের পর রেশন অঞ্চল যদিও যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সরকারের হাতে সংগৃহীত খাদ্যের পরিমাণ প্রায় একইরূপ আছে। সরকার যখন খাদ্যসংগ্রহ সংগ্রহে আশানুরূপ উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তত কতকাংশেও তাই কেন্দ্রে কেন? —গত কয়েক বৎসরে সরকারী সংগ্রহে মোটেই আশানুরূপ উন্নতি ঘটে নাই। ১৯৪৩-৪৪ সালে যখন খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রথম চালু হয় তখন রেশন এলাকাভুক্ত লোক ছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ, সরকারের হাতে সংগৃহীত খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৪৯'৩ লক্ষ টন, আমদানির পরিমাণ ছিল ৭'৬ লক্ষ টন। ১৯৪৬ সালে রেশন এলাকাভুক্ত জনসংখ্যা বাড়িয়া ১০ কোটিতে আসে, কিন্তু সরকারী সংগ্রহের পরিমাণ মাত্র ৪০ লক্ষ টনের অধিকের উপরে উঠে, আমদানির পরিমাণ ১১ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। বর্তমান বৎসরে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৪১'৭ লক্ষ টন খাদ্য সরকার সংগ্রহ করেন আমদানি করা হয় ১০'১ লক্ষ টন। এই হিসাব হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সরকারী সংগ্রহ সন্তোষজনক হয় নাই। তবেতাহার জন্য দায়ী মূলত আমলাতান্ত্রিক নীতি: বর্তমান জনপ্রিয় সরকার যদি কৃষকের ন্যায্য মূল্য দিয়া বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্যে খাদ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন তবে সংগ্রহের পরিমাণে উন্নতি ঘটান কিছুই কঠিন নহে।

তৃতীয়ত বলা হইতেছে যে বাহির হইতে অধিকতর খাদ্য আমদানির ফলে আমাদের বৈদেশিক বিনিময় দ্রুত নিঃশেষিত হইতেছে —বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা হইতেছে তো-সামান্যভাবেও সন্দেহ নাই। ১৯৪১ সালে ব্রহ্মদেশের যে চাউল ১০৲ মণ দরে পাওয়া যাইতেছিল, ১৯৪৭ সালে তাহার দাম হয় ৫০ প্রতি ১৭৲ টাকা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলে উহার দাম হয় প্রতি ২১৲ টাকা। কিংবা গত বৎসর আর্জেন্টিনার যে-গম ১৩ প্রতি ১০৲ টাকা দরে পাওয়া যাইতেছিল, বর্তমানে তাহার দাম ১৫৲ করিয়া দিতে হইতেছে। ১৯৪৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার গমের দর ছিল মণ প্রতি ৭৲ টাকা,—বর্তমান আলোচনা যদি ফলবতী হয় তবে উহা ১৫৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতে পারে। এত অধিক মূল্যে খাদ্য আমদানি করিতে যাইয়া বৈদেশিক বিনিময় কেন্দ্রে অসঙ্কটের হইয়াছে, তাহা সত্যই পরিতাপের বিষয় কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তর কি? দেশে নিশ্চিত ঘাটতি জানিয়াও, যে আমদানি বন্ধ করিলে কাল কি দাঁড়াইবে সহজেই অনুমেয়। কৃষি-ব্যবস্থা সংস্কার করিয়া খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটাইবার পূর্বে খাদ্যশস্যে আমদানি বন্ধ করিবার কোন যুক্তিই হয় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত খাদ্যনীতি বিচার করিলে, উহা সমর্থন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পণ্ডিতজী যোশী সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার খাদ্যসম্ভ নীতি নির্দ্ধারক ধানিবি মৌলিক সিদ্ধান্তগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। ঠক্কুরদাস কমিটির সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে যে দেশে জনমত অত্যন্ত প্রবল সরকার তাহা অগ্রাহ্য পরিবর্তিত খাদ্যনীতি যে বিপজ্জনক, ইহা যে অনিশ্চিত বিলম্বের সৃষ্টি গ্রহণ করা হইয়াছে, খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বয়ং পার্লামেন্ট আলোচনাকালে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সকল সত্ত্বেও সরকার কে ভরসায় এই গভীর ভাটীসঙ্কটের সময় এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়া লেন তাহা বলা কঠিন।

পরিবর্তিত খাদ্যনীতির সার কথা দুইটি। প্রথমত ভারতের কে

ি জনসাধারণকে খাদ্যশস্যের দারিদ্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকার
কাংশে অব্যাহতি দান করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক
র্থনৈতি ও বেসামরিকভাবহকে খাদ্য বরাদ্দ এবং নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ উঠাইয়া
বার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শ দিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র
ন ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইয়াছে, তেমনই ক্রমে ক্রমে তাহা গুটাইয়া
নিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। নোটের উপর সংশোধিত নীতি
সারে সরকার বিনিয়ন্ত্রণের সমস্ত ঝুঁকি স্বীকার করিয়া লইতে
ছেন।

খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণের অনিবার্যতা কলাকলের পুনরুক্তি করিয়া লাভ
। তবে একটি বিষয়ে এখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সরকারের
র্ধিত খাদ্যনীতির ফলশ্রুত পরিণতি যে সমস্ত দিকে দৃষ্টি
নয়ন তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা বৃথা। সর্বত্রই নীতি অনুসারে,
মূল্য শস্যাদি ক্রয় করা হইবে এবং নিজ নিজ এলাকার মধ্যে কি
তাহা বিক্রয় করা হইবে তাহার সিদ্ধান্তের ভার বিভিন্ন প্রাদেশিক
নের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য সংগ্রহ ও বিক্রয়
র অসমভাগ হেতু প্রাদেশিক সরকারের যে কোন আর্থিক ক্ষতি
কেন্দ্রীয় সরকার তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। বর্তমান
মূল্যে খাদ্য বণ্টনকে সর্বত্রসমভাবে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন
নাই। এইভাবে খাদ্যশস্যের ন্যায় একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের
ম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্তির অপদার্থের প্রশ্রয় করায়,
ন বিভাগে মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। জীবন ধারণের
ও উৎপাদন খরচ যাহাতাবে বাড়িয়া চলিবার দায়িত্ব যদি সরকার
না করেন, তবে গৌণবিষয়ে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার অর্থ কি?
বস্ত্র ও চিনির মূল্যের উপর হইতেই যদি নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করা
তবে কাঁচা তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রণে অর্থ কোথায়? আজ যখন
াপী ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্কট সিদ্ধান্তি ও অর্থনীতিজ্ঞকে প্রতি-
পীড়া দিতেছে, তখন এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকার
ীয় অর্থনীতির কতটা ক্ষতি সাধন করিলেন, তাহার সঠিক হিসাব
র সময় এখনও আসে নাই।

তবুও চারিদিকের ঘনান্ধকারের মধ্যে একমাত্র আশার কথা এই যে,
ীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গুলিকে উপদেশমূলক, আদেশাত্মক নহে।
ন পরিবর্তিত নীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে যতদিন পর্যন্ত নিশ্চিত
ওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত রাজ্যসরকার প্রাদেশিক ও বেসামরি-
গুলিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।
ন সঙ্গেও বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির ভার সরকার সম্পূর্ণ-
। নিজের হাতে রাখিয়াছেন। জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে
ানি শস্যের ন্যূনতম ৫ লক্ষ টন এবং সম্ভব হইলে ১০ লক্ষ টন
। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।
াহে ইহাও বলা হইয়াছে যে যদি প্রয়োজন হয় তবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
ন করা কড়াকড়িভাবে চালু করিতে ভারত সরকার ইতস্তত করিবেন না।
এত সাবধানতার কথা উল্লেখ করা হইলেও, আমরা বলিতে বাধ্য যে
হের সংশোধিত খাদ্যনীতি সকল দিক ভালভাবে বিবেচনা, না
া দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই ফল। ঘাটতি অঞ্চলের জনসাধারণবিরোধী
া সরকারী সিদ্ধান্ত নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার সুযোগ

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং ডিসিপ্লিন হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত মনের বা দৈহিক দৃঢ়তা আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয় স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের জন্য যে জলের মত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে রাজী, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত দশজনের বিশ্বাস অর্জন করে ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে দশজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

(লিমিটেড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ :

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শিবপুর, কলিকাতা,
খুলনা, বালকাঠি, বাগেরহাট, গৌরীপুর,
বর্ধমান, ঢাকা।

প্রাসঙ্গিক

শিল্প সম্মেলন

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আহ্বানে বর্তমানে নয়াদিল্লীতে যে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবারিক কারণে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে আসুত সরকার, শিল্পপতি ও শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধিগণ যদি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, তবে বেসরকারী উদ্যমের অর্থনৈতিক সমস্যা ও শিল্প সংকটের দ্রুত অবসান আশা করা যায়।

যুদ্ধের পর আজাদ উৎপাদনে যে অবাধগতি আসিয়াছে, তাহার হিসাব আর রাখিবেই, বর্তমান শিল্প সংকটের গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৫১ সালে ৩৩০ কোটি গজ সুতীবস্ত্র ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৫৭ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৮০ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়ায়; ১৯৫০ সালে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়, বর্তমান বৎসরে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৮ লক্ষ ৭২ হাজার টনে আসিয়া যাবে। সিমেন্ট ও কাগজের অবস্থাও অনুরূপ। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে পরোক্ষালাপ বিতরণ করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে বিগতদিন অধিক শিল্পের উৎপাদন গুরুতর ভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

ভারত সরকারের সম্মুখে আজ সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা স্থাপিত শিল্পাদির উৎপাদন অব্যাহত বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত সম্ভাবের পূর্ণতম ব্যবহার। উৎপাদন হ্রাসের বহু কারণের মধ্যে যানবাহনের অসুবিধা, কাঁচামালের অভাব ও মালিক-শ্রমিক বিরোধ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। যানবাহনের অভাব অবশ্য যানাভাবে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিতেছে। প্রয়োজনীয় শিল্পোৎপাদনের জন্য মাসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন কয়লা যানাভাবিত করা আবশ্যক। মালগাড়ীর অভাবে সাধ্যমত পথে অথবা অন্য উপায়ে কয়লা চলাচলের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কাঁচামালের সরবরাহ ব্যাপারে কতকগুলি বাস্তব বাধা আছে সত্য নাই। তবে যে সকল কাঁচামাল পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া বাবাম ও কাচ শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় যে সকল কাঁচামাল আমদানী করা আছে তাহা যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় তবে বর্তমান অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। তবে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আশানুরূপ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম। শ্রমিকশ্রেণী যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার ভাব লইয়া অগ্রসর হইতেছে না, তাহার প্রমাণ মিলাই পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় যে বর্তমান শিল্প সম্মেলন শ্রমিক-মালিক সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার পথ প্রদর্শন করিবেন।

স্থাপিত যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আশু গ্রহণ। স্বল্পমেয়াদী ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যবস্থা বিভিন্ন পরিকল্পনা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ হিসেবের সমন্বয় সাধন করিয়া কি ভাবে এবং কত শীঘ্র দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলে, আশা করা যায় যে শিল্প সম্মেলন সে সম্বন্ধে নির্দেশ গ্রহণ করিবেন।

বিনিয়ন্ত্রিত চিনি

আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছেন। এখন হইতে যে কোন ব্যক্তির চিনি বা চিনিজাতদ্রব্যের পরিমাণের সীমাবদ্ধতা হইতে পারিবে। ভোজ্যদ্রব্যে পাকিস্থান এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমদানীরপ্তানীর পরিমাণ-গত নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবে। চিনির এই বিনিয়ন্ত্রণের ফল যা আশা করা গিয়াছিল তাহাই হইয়াছে। চিনির শিল্পগুলি অতিরিক্ত খাটিয়া নিয়াছে এবং কোথাও কোথাও উদ্বিগ্নযোগ্য চিনি জমিয়া গিয়াছে। সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণের সমালোচকদের বলিয়াছেন যে বর্তমানে ৩৫৲ টাকার মধ্যে আছে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে চিনির মূল্য ৫০৲ টাকার বেশী হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যপাত্র সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. ডি. খোরেওয়ালা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিনিয়ন্ত্রণের ফলে বর্ধিত মূল্যের খাতে ভোক্তাদের ১৪ কোটি টাকা বেশী ভার বহন করিতে হইবে, এবং ইহার বিনিময়ে কারখানার মালিকগণ অপ্রতি ১০৲ টাকার বদ মুনাফা আয় করিবার সুযোগ পাইবেন। অন্য নিগতিকেটের বলে এই মুনাফা উদ্বৃত্ত বর্ধিত মূল্যায়নের প্রয়োজনেই নিয়ন্ত্রণ হইয়া যাইবে। ভোক্তাদের অতিরিক্ত মূল্যভারের ভার সম্পর্কে নিগতিকেট হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবার কালেও ভোক্তাকাবারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যায়নের বিগত অর্থ দিয়া যে চিনি সরবরাহ হইত, তাহাতে ভোক্তাদের আড়ালে এই যোগ ভোক্তারা বহন করিয়াই চলিয়াছিলেন। সুতরাং নূতন মূল্য বৃদ্ধি খুব কষ্টকর হইবে বলিয়া বোধ হইবে না বলিয়াই তাঁহাদের অভিমত।

বাজারে ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও চিনির মূল্য চড়িয়া বস্তুপ্রতি ৫০৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারে চিনি পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে. কে. বিড়লা অবশ্য নিয়ন্ত্রণ রদ করিবার সময়েই মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া ব্যবসায়ীদের সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকারপক্ষও ব্যবসায়ীদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের অসাধুতার আবেগ ধরা হইবে। এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতার যাথা সম্প্রতি কোন সিমেন্ট মূল্যবৃদ্ধির ফল কোন করিয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফল অবশ্য বাজারে চাহিদার আনুপাতিকেই একমাত্র দায়ী বলা চলে না। চাহিদা ও জোগানের ফলের তুলনায় সরবরাহের হ্রাস। অবশ্যকার কম হইলে মূল্য বৃদ্ধি ও সম্ভবপরই হইবেই এবং সেজন্যই এই অবস্থার উদ্ভব হইলে নিন্দার অবকাশ। বর্তমানে যে চিনির মোজাতের চাহিদা এবং জোগানের তুলনায় সরবরাহ অত্যন্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে মোটেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। সুতরাং এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে সময়ের বিচারে এই বিনিয়ন্ত্রণ একটু অসময়ে করা হইয়াছে। চিনির এই শিল্প বিনিয়ন্ত্রণকে এই বলিয়া সমর্থন করিতে চাহেন যে চিনি খুব অত্যাবশ্যক ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যুদ্ধের ফলে বিশ্বের যুদ্ধের এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে, চিনি তাহাদের নিকটে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তুরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

বস্ত্রের অগ্নিমূল্য

সম্প্রতি এক দৈবাৎ পরিসংখ্যানে সরকারের বস্ত্র বন্টনের প্রতিনিধি এবং কাপড়ের ও বস্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খুচরা ও পাইকারী মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার বিষয়ে যখন তাহারা আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাহারা লক্ষ্য করিলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে যে মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে তাহার সহিত সরকারী হিসাবের কোন সামঞ্জস্য নাই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে তাহা সরকারী হিসাবের মূল্য অপেক্ষা অনেকাংশে বাড়তি বলিয়া সভার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। এই বস্ত্র কয় বিক্রয়ের হইতে এরূপ ভাবে বস্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিতে হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের এমনই দুর্দশা যে, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহে টান পড়িয়াছে। আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, বর্তমান পক্ষে শস্য আছেই চলিতে থাকিবে। নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদনে যাহা সঙ্কোচ সরবরাহে যাহাতে পড়িবার সম্ভব এখন কিছু নূতন নয়। বস্ত্রের ক্ষেত্রেই ইহার প্রথা একান্তিকরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের পুরু বস্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া ক্রেতা এবং মূল্য বিক্রেতাদের মধ্যে যখন চলে মন-কষাকষি চলিতেছিল এবং কোথায় কোথাও বিক্ষোভ বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যে তখন একেবারে বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিয়া বাজার কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি করেন, তাহাতে অনেকের এই ব্যবসায়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যে জন্য দায়ী আসল মূলতঃ বিক্রেতারা নয়, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন ইহার জন্য দায়ী প্রধানতঃ এই ব্যবসায়ের মূলীভূত একচেটিয়া মালিক। ইহাদিগকে বস্ত্র-সম্রাট বলিলে

...ন্তরে দুশ্চিন্তার কারণ দেখিয়াছেন যে ...০ লক্ষ বৎসরোপযোগী সম্পদ ...ও পরিষ্কার উহার নিম্নে করিতে হয়। ...বিস্তৃত আবহের সম্ভাবনা অত্যন্ত ...নাই, ইহারা বৎসরে আমদানি সম্পূর্ণ ...করা ফেলেন।

...রণের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় মাল লইয়া ...আমদানিকারী ব্যবসায়ে নিজ মালের ...র সঞ্চিতির মজুদ-ভোগের মনে তাঁহ ...ছুত হইয়া আছে। সরকার যদি আর ...একটিমাত্র আর ঘোষণা করেন ও দুই ...করেন, তবেই এই শুষ্কতর সমস্যার ...ান হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আম কাঠ

...আম কাঠকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বাঞ্চল হইতে ...কের পাওয়া যাইতেছে, তাহা একাধিক

...বন্ধুদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্র ...র প্রস্তাবে সাইমনের নূতন করিয়া অন্ত ...ন্তর একশত টাকা প্রতি গাদন ফেরীঘাটের ...র, রেলের কোলাঘাট হইতে প্রস্তুত প্রতি ...ন্তর এক আনা, বেঙ্গল অফিসে আর ...ফেলানী ১০০৲ টাকার অধিক হইলে ...সেসে অন্ত দুই আনা করিয়া উক্ত ...ন্তর করা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ...ন্তরিত মালের অর্থসংগ্রহ চলিতেছে।

...নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলেই আজ এই জাতে ...কাঠের আমদানি কাঠের টান ফেলা

...আমদানি কাঠের ব্যবহার উদ্দেশ্য কি, তাহা ...জানা যায় নাই। ইহার পিছনে সরাই ...আছে কিনা তাহাও বলা কঠিন। তবে ...জাতের জন্য টাকা ফেলা হইতেছে, ...ই পক্ষে অবাবশ্যক এবং দুঃপ্রসাধ্য ...কারখানের কর্তৃপক্ষের পক্ষেই ব্যবহার ...না দিবে, তাহাতে সন্দেহ করার অবকাশ ...। কিছুদিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ...খাদ্য মন্ত্রিসভার কংগ্রেসী এম. এল. এ. ...হার প্রস্তাবে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, ...ন্তর ফেরীঘাটের হইবে এবং কোনরূপ চাপ ...আমায় করা হইবে না। অত্যন্ত দুঃখের ...র করিতে হয় যে, প্রথম মাসের প্রতিশ্রুতি ...ই পালিত হইতে দেখা যাইতেছে না।

...রোকড়াফেরতকে দুঃসময়ে আনিবার ...ন্তর ফেলা এবং ব্যবসা কড়াকড়ভাবে বেরাবে ...ন্তর করা উচিত পরিচালনা লাগিয়াছেন, ...ন্তিত্ব পরিত হইবার কারণ আছে। ...করা হইবার তাহাই ঘটিতেছে। পাকি-...ন্তর বিক্রয় বন্ধ ভাগ করিয়া চলিয়া ...। শুধু বিক্রয়ই নয়, পাকিস্তানের আর্থিক ...ন্তা হইয়া মুসলমানেরা পরস্ব স্বার্থ ত্যাগ ...লিয়া আসিতেছে। এইভাবে কর্তৃপক্ষের

অবশ্য পাকিস্তানের মজুদ মাল সম্বন্ধে অত্য নাই। মাল আছে, যথেষ্ট আছে, তবে বিলম্বিত, নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত। এই অবস্থার সমস্ত অবসানকল্পে কতিপয় সংবাদপত্রের দ্বারা নূতন রাষ্ট্র ঘটিয়া ফেলা অসম্ভব। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দিকে হইতে ক্ষেত্রে করিবার সময়ের আছে। যেন পাকিস্তানের পর হইতে তাঁহারা সংবাদপত্র বিবৃতিসমূহের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তানের বাস্তবিক কার্যকলাপে শুধু সংবাদপত্র নেইই নয়, সাধারণ মুসলমানেরও বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সকল দেখিবার পর পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্বন্ধে আর কিছু বলা চলে না।

মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন সঙ্কট

বর্তমানে দেশে জিনিষপত্রের মূল্যমান যেরূপভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সাধারণ লোকের বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। অথচ সরকারের তরফ হইতে সাধারণ মূল্যবিস্তারের চেষ্টা প্রবল হইতেছে। মূল্যের মান বাঁধিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনকারীকে বেশি প্রসার অবাধ করিয়াছেন। ফলে অবস্থা যে কোথায় দাঁড়াইতেছে! এ সম্পর্কে যে বক্তব্যসমূহ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে এই অবস্থার জন্য একদল সমালোচক দায়ী করিয়াছেন মুনাফাখোরদিগকে। অন্য একদল আবার এই মুনাফাখোরদিগকে দুষ্কৃতিকারীদের প্রকাশ সমর্থন করিয়া উৎপাদনের অপ্রতুলতাকে সর্ব অনর্থের জন্য দায়ী করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই বিতর্ক মতান্তরের অধিকাংশই সাময়িক। নিম্ন ১৩টি জিনিষ সম্বন্ধীয় হইতে ঐযুক্ত কি, সি, বিড়লা যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বলিয়াছিলাম যে, বিরাট মালের বা আর্থিক সঙ্কটের ফলে জিনিষের দাম কমিবে না। একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই ইহার উপায়। তখন সকলেই আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি আজও সেই কথাই বলিতেছি—অধিক উৎপাদন না হইলে জিনিষের দাম কমিবে না।" —এই প্রসঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার অসুবিধা দেখাইতে গিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের বর্ধিত মূল্যের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য আজ যেখানে পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারখানাজাত দ্রব্যের মূল্য সেখানে বাড়িয়াছে মাত্র পঁচিশ ভাগ। কাজেই মূল্যবৃদ্ধিকে দুষ্কৃতিকারীর বা শিল্পপতিদের মুনাফার পরিণাম বলে না করিয়া উৎপাদন সমস্যার দিক হইতে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে বিশটি শিল্পের উৎপাদন বাড়ানোর হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উদাহরণ স্বরূপ, সিমেন্ট, ঔষধ, সালফিউরিক এসিড, সাবান, কাচ, এনামেল, কাগজ, চর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার

বস্তুগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে এই উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। তন্মধ্যে যেখানে ১৯৪৮ সালে উৎপাদন ছিল ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সেখানে ইহার পরিমাণ ধরিয়া উৎপাদন বাড়াইতে হইবে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টন যে বিভিন্ন কারণে এই অসুবিধা দেখা দিয়াছে সরকারের মতে তাহা হইল :—

(১) যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা, (২) রেলওয়ে এবং আমদানীযোগ্য খাঁচামালের অভাব এবং (৩) শ্রমিক বিক্ষোভ।

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে-উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপাদন প্রচেষ্টার সফলতার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার প্রবেশ ও বেসরকারী মালিকগণের প্রতিনিধি এবং অর্থনিয়ন্ত্রণকারী সকল প্রকার কার্যের প্রতিনিধিদের লইয়া এক যুক্ত-পরিষদ গঠিত হইবে। সরকারের মূলধন দ্বারা ইতিমধ্যে পরিচালিত উৎপাদন প্রচেষ্টাকে যুগোপযোগী করিয়া তোলাই এক অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। শ্রমিক বিক্ষোভের বিষয় আলোচনা করিয়া শিল্পপ্রচেষ্টাকে না ব্যাহত করিতে পারে সেই সম্পর্কে একটি কর্মসূচী বিবেচনা করার জন্য ১৮ই ডিসেম্বর এই শিল্প পরিষদের আবার এক বৈঠক বসিবে। ইহা ভিন্ন 'অর্থনীতি কমিটি' এই নামে তাহার সরকার আর একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন, এই কমিটির কাজ হইবে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব দূর করা। তাহার সরকারও এই উদ্দেশ্যে আমদানী বাণিজ্যের ব্যবস্থা বিভিন্নভাবেকে শিথিল করিবেন বলিয়া শিল্পপতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানসিদ্ধসংক্রান্ত গবেষণা পরিষদের হাতে বিভিন্ন খাতের কাঁচামাল, কারখানাজাত দ্রব্য এবং বহু অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আসিলুর পর্যবেক্ষণাগারটি সম্প্রসারণের কথাও বিবেচনা করা হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবে না বাংলা হইবে ইহা লইয়া পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকায় সম্প্রতি তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছে। কয়েকদিন আগে ঢাকায় বেতারকেন্দ্রটি উদ্বোধন করিতে আসিয়া বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানদের বিষয়ে এক ভাষাহাতি সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ঢাকা, সরকারী কর্মচারী ও ছাত্র-পুলিস নাগরিকদের এক যোগাযোগ ওতাবল করিতে আসিতে হয়। ফলে পাকিস্তানের বেতারে পূর্বাঞ্চল সরকার ঢাকা সহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া কোন প্রকারের সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানদের বিষয়ের বিষয়ে ছড়াইবার অভিযোগে পশ্চিম বঙ্গের তিনজন পত্রিকার পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ পাকিস্তানের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সম্পর্কে মুসলমানদের না হইলেও কিছুদিন আগে পূর্ববাংলা সরকার বাংলার পূর্ববাসিদের পক্ষে প্রচার কার্যের অভিযোগে প্রবর্তক

বিশেষ প্রবন্ধ

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

বিভাগের ফলে ভারতকে যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধান করিতে হইল বলাবাহুল্য তাহা হইতেছে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিকভাবে দিল্লী ও করাচীতে যে দুই স্বাধীন রাষ্ট্র ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইল তাহাদের অবাধাধিত পূর্ব ও উত্তর ইতিহাস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের রক্তে কলুষিত। যাহা বিশ্বের পরিচ্ছন্নতার বাহিত অসহযোগে ঘোষণা করিয়া দুর্দান্ত লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করে তাহাতে কলিকাতা, নোয়াখালী, বিহার ও রাওলপিণ্ডি-পেশোয়ারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির এক বিভীষণ সৃষ্টি হয়। এই ভয়াবহতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই জাতীয় কংগ্রেস তাহার চিরাচরিত নীতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাউণ্ডারীর পরিচ্ছন্নতার জন্য বিভাগ নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেও রক্তপাতের অবসান হইল না। সহরাবের গোলযোগকে উপলক্ষ্য করিয়া আজাদকাশ্মীর পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সরহদ্দে পাঠান, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই সব ঘটনাবলীর জন্য প্রকৃত দায়িত্ব কাহার—ভারতের, পাকিস্তানের না ইংরেজের সে প্রশ্ন উত্থাপন করা আজ নিষ্প্রয়োজন। মানবতা ও রাজনীতির বিচারে আজ উদ্বাস্তুদের সমস্যা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই উদ্বাস্তু সমস্যা আজ ব্যবস্থাপরিষদের সাধারণ আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

অপর সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য অঞ্চলে পুলিশ-রক্ষণে উদ্বাস্তুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু লাখে লাখে অভিজ্ঞতার পরে ইহারা আর উহাদের স্থানে বাস করিতে সাহস পাইতেছেন না। ফলে বাস্তবিকপক্ষে যেসব জেলায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের পোষ্যবর্গের আজও পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিতেছে। পাকিস্তান হইতে ভারতে ও ভারত হইতে পাকিস্তানে আগত মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও অধিক হইবে বলিয়া সরকারীভাবে জানানো হইয়াছে।

নিজেদের কোন অপরাধের ফলে নয়, রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে এই যে বিরাটসংখ্যক মুসলমান ঘর বাড়ী আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে, স্বভাবতই সরকার ইহাদের আশ্রয় ও ভরণপোষণের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অবশ্য ক্ষুণ্ণ উপলব্ধি করিয়া তাহার সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতিতে সাহায্য করিবার জন্য দুস্থ পরিবার সমূহ ঐকিক ফিডীমাত্র বিয়োগীর অর্থের একটি পৃথক তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা কেবলমাত্র পুর্বপাকিস্তানের পাদদেশকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের মূলধন দেওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন আরেকবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিদেশী ও ঐকিক আয়োজন বিভিন্ন এলাকায় কতকগুলি সাহায্যকেন্দ্র ও আশ্রম শিবির স্থাপন করিবেন। এজন্য কুড়ি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ১৫ই আগষ্ট হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সাহায্য করা হইবে তাহার পরিমাণ মাসিক ৭৫ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। ইহার পরিমাণ আরও ৩,০০০ টন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিদেশ হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবের অনুসলমান উদ্বাস্তুদের জন্য যে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ আড়াই মাসে ছিল ১৫,০০০ টন এবং বন্ধের মাসে ইহার পরিমাণ আরও ৬

দিগন্ত

...ঠিক্ প্রমাণ করার জন্য আর
...প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেছি না।
...ঠিক্ যেন সর্ব্বাঙ্গে বিরাজিত পরমেশ্বরের
...ন্যায় উজ্জ্বল। সভা এবং শিক্ষা অভাবের ভারে
...ট্ট হইয়া অভাবে পরিণত হইয়াছে, এবং
...হইয়া দাঁড়ানোর জন্যেও ঘুষাঘুষি সুরু হইয়া
—কেরোসিনের লাইনে দাঁড়াইতে হইবে।

...ুলিবার পূর্ব্বে একটি মৃদু কেরোসিনের
...ে লাইনে দাঁড় করাইয়া অবশ্য শোনাইয়া
...ারা হইল। —কেরোসের মালিক কিন্তু অন-
—সে অন্ধকার ভালরূপ সারিয়া একটা আলোকই
...ঠিক করিয়া দিয়া কেরোসিন পুনর্ব্বিতরণ
...কেরোসিন দাবী করিল। ইহা এক দিক
...হইল, কারণ একটা মানুষের অন্ধত্ব কিছুটা
...ঠিল, অন্যান্যের দৃষ্টিমান থাকার জন্য ইহাই
...একটা বাক্স ত রক্ষা পাইল।

...ু ব্যাপারটা ঠিক এই রকম নয়। এমন করিয়া
...যে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া- কখনও বোতল,
...হয়, কখনও বা কখন ইট—করিয়া লোক
...ধারার দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে লাইনে আসে
...প্রথম অবস্থায় আঘাত প্রকাশ করা হয় এবং
...দেখা গিয়াছে যে এমনভাবে প্রতিক্রিয়ার দাঁড়িয়া
...থাকিতে করা সময় যাহাদের অন্ধত্ব তাহারা
...সেই ভালোরাজারের কাছে বিক্রেতা। —ইট
...প্রথমে দাঁড়িয়া দেখা যাউক, কিন্তু আপনি যে
...ইটের মালিক অনুপস্থিতির মনে করিয়া কিছুটা
...লইয়া আসিলেন, দেখেন কোন কন্ট্রাক্ট ঘটি
...মনে মনে দেখন করেন তাহা হইলে ওই বাস
...পাওনার মাথার পড়িবে তাহাতে সংখ্যা প্রকাশ
...না। ইটের মালিক নাই, কিন্তু তাহাদের
...মাথাব্যথার ঠিকই আছে।

...অনুসন্ধিৎসা যদি একটু প্রবল থাকে, তাহা
...হইলে কোন লাইনেই দাঁড়াইতে পারিবেন, যে,
...কেরোসিন লাইনে যদি ১২টা বোতল অথবা
...কালোর দোকানে যদি ৫টা বলে কিংবা
...যান ইট থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে
...সেই একটি বিশেষ বলের দ্বারা পরিচালিত এক
...লোকেরও সম্পূর্ণ আড়ালে অথবা এবং সে কেন
...তাহাদের দাঁড়াইবার। কারণ প্রকৃত ক্রেতার
...মাথার কোন একটা চুল নাই অথবা তাহার
...কোন একটা পায়ের নাই—আঙ্গুল
...যদি বাঁধিয়া ফেলে তাঁহারও দাঁড়াইবার জন্য
...কিংবে, এইরূপ বিধান লইয়া কাহারও দাঁড়াইবার
...একজন নাই বলিলেই চলে।

...বহুদের কালোবাজারের বিষয়ে দাঁড়াইবার বাসী
...এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই বেশী
...ী,—কারণ এইজন্য তিনি বোমাড় করে,
...সিল বোমাড় করে, কলসী বোমাড় করে, তাহাদের
...বোমাড় করে এবং প্রত্যহ আসিয়া সে সব বস্তু
...একটা প্রশ্ন তাহাদের মনে এই যে, ইহাদের কাছে সহজে
...কেন মূল্য যাই এবং লাইনে দাঁড়াবোই ইহাদের
...বর্জ্জনীয় দেখা। যেখানে যেখানে লাইনে দাঁড়াইবার
...প্রয়োজন আছে সেখানেই ইহাদের দেখা যাইবে,—যে
...কোন দুর্লভ জিনিষ ইহারা—প্রয়োজন হইলে—সর্ব্বক্ষণিক
...সাবধানী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, অথবা অন্যের
...প্রতিনিধি ও কন্ট্রোল সাহায্যে লাইনে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে
...ক্রয় করিবে, যে-কেরোসের সহরের মূল্য আছে, যাহাদের
...খাদ্য যাইতে বহু বলিয়া সাধেরণী হইয়া দাঁড়ানোর
...সময়ের নয় বা, তাহাদের কাছে অনির্দ্দিষ্ট মূল্যে
...বিক্রয় করিবে। এই একার সাহের ব্যবসা বর্ত্তমান
...বাজারে বাসীরা ১০০,টাকা রোজার ঠাঁর বিক্রয় পরসা
...পড়াইতেছে এবং ভূতেরা অধিকৃত সময়ের সাইকেল
...ও এরোপ্লেন কিনিতেছে।

—আমি অবশ্য রাশীর রোজার পরসা ও ভূতের
...সাইকেলে আপত্তি করিতেছি না। কিন্তু আমার
...আপত্তি পদ্ধতিটায়। যদি সহজভাবে কথা আমাকে কেহ
...জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে বলিব, ইহার একমাত্র উপায়
...বিক্রয়কে কঠিনতর করা, আইনের এবং আইন প্রয়োগের
...সকল ছিদ্রসমূহ রোধ করা, সরবরাহ ব্যবস্থা যথাসম্ভব
...উন্নততর করা এবং কালোবাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা
...উভয়কে সমানভাবে ধরাই করা এবং সে দণ্ডদানের
...ব্যবস্থাও দ্রুত ও সুনির্দ্দিষ্ট করা। অবশ্য ক্রেতাদের
...শাস্তিদানের কথা যাহা বলিতেছি তাহাতে অনেকের
...ক্লেশের কারণ ঘটিতে পারে, কারণ জীবনধারণের
...অত্যাবশ্যক সামগ্রী চাঁদের অথবা যথাযথ মূল্যে যখন
...কালোবাজারে মেলেন তখন তিনি অনেক দুঃখেই
...না খেয়েন, অতএব তাঁহাদিগকে সে কাজের জন্য শাস্তি-
...দানের যোগ্য বিবেচনা করা শক্ত ও নীতির দিক
...হইতে নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু তবু যে
...আমি ওই রকমের আইনের সমর্থন করিতেছি তাহার
...কারণ কেহারা যদি কিছুকালও বাস না করিয়া
...চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বিক্রেতা-
...দের কালোবাজার আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। সেই
...জন্যই ক্রেতাদেরও এই রকমের আইনের সাহায্যে
...কিছুকাল অনুবিধায় রাখা দিয়ে। এই অনুবিধাটা
...যতই গুরুতর হউক না কেন, ইহা একান্তই সাময়িক
...এবং এই আইনের প্রয়োগকর্ত্তার সঙ্গেই এই
...অনুবিধার পরমায়ু নির্ভর করে—আইনের ব্যবস্থায় যদি
...নিক্ষল হয়, অনুবিধার পরমায়ুও বহু হইবে এবং
...অনতিবিলম্বে দুর্লভ বস্তুর অবলীলাক্রমে 'সাধারণ বাজারে
...পাওয়ার দিনের দেখিবার অনুবিধা হইবে না।

এই প্রসঙ্গে ভোজ্যদ্রব্যের জন্য আইনের উদ্যোগ
...করা যায়। আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছি এই
...আইনের সাহায্যে তাহা সকল হওয়া উচিত—
...কিন্তু ইহার ভিতর একটা প্রকাণ্ড "যদি" রহিয়া
...গেছে।—এই আইন দেশের অন্নের ভিতর কারণ
...হইবে যদি ইহার প্রয়োগ ভুল হয়। "ভুলের দিক"এর
...আছে একটা প্রকাণ্ড সুযোগ এবং ব্যবহারের ভিতরে
...নিষ্ক্রিয় করিতে পারে না, যেমন তখনের আইনের
...অপব্যবহারে ঘোর অন্নের ভয় হইয়া করে। কাজেই
...আইনের প্রয়োগকর্ত্তা নয়, প্রয়োগের প্রয়োজনের সঙ্গেই
...আইনের সার্থকতা নিহিত করে। পাঠকদের সরকার
...যদি আন্তরিকভাবে দেশের কল্যাণের দিকে পারেন তাহা
...হইলেই এই আইনের উদ্দেশ্য সফল হইবে, নতুবা
...ঘোর পাপের সাথীর ন্যায় এ আইন ফেলে কাজেই
...সাহিত্য না।—কিন্তু আশঙ্কার কারণ রহিয়া রহিয়াছে
...যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলমা দুর্বলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন,
...অতএব তাহাদের সমুদ্রচেষ্টা সাধারণে সফল হইবে এই
...কল্পনা করি।

* * * *

...ার হিমাংশুলাল বিশ্বাসের মৃত্যুতে আমরা একটি
...আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হারিয়া পড়িল। শিক্ষায়,
...সাহিত্যে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, বিনয়ে মুক্তিকরায় তার
...হিমাংশুলালের নাম যাহার বর্জ্জমান ভারতে ছুলভ।
...আইনব্যবসায়ে তাহার অসাধারণ দখল ছিল, রাজনীতিতে
...তিনি ছিলেন বিচক্ষণ পরিচালক। কিন্তু তবুও তিনি
...আত্মপ্রচারকে করেন নাই।—দেশের শিক্ষা-
...বিস্তারের কাজে তিনি তাঁহার বিপুল অর্থ নিয়োজিত
...করিয়াছিলেন। সে পথে অর্থ ও প্রশ্ন যারা
...পাইয়াছিলেন তাহা তিনি বিন্দু মুক্তিকরা লন নাই।
...দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টায় তাহার সিদ্ধহস্ত
...মুক্তি দেখাইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মত-
...বিরোধীদের প্রতিও তিনি কোনদিন বিরূপ মনোভাব
...পোষণ করেন নাই, বরং প্রতিপক্ষের ব্যক্তিকে তিনি
...শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শের প্রতি তিনি
...সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।—বর্ত্তমানের শালীনতাহীন
...জোলুষের যুগে এমন একটি মানুষের অন্তর্ধান
...কম বিস্ময়ের ছিল না।

* * * *

...গত বুধবার (২৭এ অক্টোবর) লাইফ অফ্ ব্রহ্ম-
...দেশের অভ্যর্থনায় অনুষ্ঠিত হইল। এই পত্রিকার
...অন্তর্বিবরণ সাধারণে প্রায় প্রায়, সহরে সহরে, এমন কি
...ভারতবর্ষের সকল বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে,
...একথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা
...হয় নাই।—কলিকাতার সাধারণ কিছু সভাসমিতিতে
...এই অনুষ্ঠান একপ্রকার শেষ হইয়াছে।—বাহিরে অন্য
...কোথাও কিছু হইয়াছে কিনা আমি না,—হইয়া
...থাকিলেও তাহা যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু হয়,
...সেকথা বলাই বাহুল্য।—

এই উদাসীনের দায়ী আমরা আর একবার প্রমাণ
...করিলাম স্বাধীনতালাভের আনন্দের চিত্তে একথা সহজে
...স্বীকৃতি হয় নাই।—স্বাধীন ভারতে ব্রহ্মদেশের
...জন্য পত্রিকাটি আমরা বিপুল গৌরব অর্জ্জন করিতে
...পারিলাম না, ইহা আমাদের লজ্জার কিন্তু।—বিগত
...পত্রাব্দীর প্রথম ভাগে যে বাংলা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব
...প্রমাণ করিয়াছিল, তাহা ব্রহ্মদেশেরই বাংলা।—
...ব্রহ্মদেশের প্রতিভা ও কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে
...বিশ্বজী বাংলা সেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল আজ
...তাহা সে মোহমুক্ত, কিন্তু সে যে পত্রাব্দীর মত তাহাও
...একান্ত সত্য। সে ভরসা আমরা করিয়াছি, অন্ত
...ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশের
...নিকট তাহাদের ব্যবহারের —

বাজেট ও আয়কর

—সুলেখ

গত ২৯এ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মহম্মদ চৌদ্দি ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত পাড়ে-সাত মাসের আয়ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই অন্তর্বর্তী বাজেটই স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট। যদিও এই বাজেটে ৮৬ কোটি টাকা ঘাটতি প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি অর্থসচিব আশাবিষয়ক আশ্বাস দিয়াছেন যে এই ঘাটতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন নূতন কর স্থাপনের অথবা বর্তমান করগুলির মধ্যে কোনটির হার বৃদ্ধি করার ইচ্ছা আপাততঃ তাঁহার নাই। এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

একথা সকলেই জানেন, বাজেটের আয়ের দিক দুইটি বিভিন্ন করগুলি। পাড়ে-সাত মাসের বাজেটে বামবাহাদুর অর্থসচিব মহাশয় দেখাইয়াছেন বিভিন্ন খাতে আয়ের অঙ্কের যোগফল ১,৭২,৮০,০০,০০০৲ টাকা। ঐ হিসাবে ১২ মাসের বা ১ বৎসরের আয় দাঁড়ায় উচিত ২,৭৯,৪৮,০০,০০০৲ টাকা। বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা যদি মোটামুটী ৩৫ কোটি ধরিয়া লই, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, জনসংখ্যা হিসাবে মাথাপিছু আয় দাঁড়াইল কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রত্যেকের জন্য ৮৮৲ হিসাবে পাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক সরকারের করের বিষয় এখন না হয় উত্থাপন নাই করিলাম।

শ্রীযুক্ত চৌদ্দির প্রথম আঘাত সত্ত্বেও আমরা কিছুটা সময় কালযাপন করিতেছি। কারণ বর্তমানে না হইলেও অন্ততঃ ভবিষ্যতেও যে আমাদের করভার আর বৃদ্ধি পাইবে না, এমনতর কোন ভরসা শ্রীযুক্ত চৌদ্দি আমাদিগকে দেন নাই, অথবা দিতে পারেন নাই। কাজেই আমাদের দ্বিতীয়তম চিন্তা এই যে, বর্তমান করভারের উপর আরও কিছু "সারচার্জ" বোঝা চাপাইয়া দিলে তাহা "বার্ডেন্‌সম" বলে করিবার মত ক্ষমতা আমাদের আছে কি না।

বর্তমান আলোচ্য বাজেটে আয়ের দিকে যোগফল ১,৭২,৮০,০০,০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে যৌথ অঙ্গীকার হইতে প্রাপ্তব্য করের পরিমাণ ৪৫,৭১,০০,০০০৲ টাকা ও আয়কর ৭৫,২৯,০০,০০০৲ টাকা এবং এই দুইটি কর ভারতীয় আয়কর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতীয় আয়কর বিভাগ বর্তমানে প্রধানতঃ তিনটিবিধ বিশেষাধার বাবদ আদায় করিয়া থাকে—(১) অতিরিক্ত মুনাফা কর, (Excess Profits Tax), (২) যৌথ অঙ্গীকার কর (Corporation Tax), (৩) আয়কর ও অতিরিক্ত কর (Income Tax and Super Tax). এতদ্ভিন্ন প্রয়োজন বোধে "অতিরিক্ত ভারী" (Sur-charge) আয়কর কর একটি করিয়া আবশ্যিকমত বাজে বাজে বিধে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভারত সরকারের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৬৩ অংশ আয়কর বিভাগের দ্বারা সংগৃহীত হয়। সুতরাং এই বিভাগীয় করগুলি বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের করপ্রদানক্ষমতা

নিঃ সিলাকং আমাদের অর্থসচিবের সরকারের রাজস্ব বিলে আমাদের বর্তমান সংসারের জন্য যে ব্যক্তিগত আয়ের উপরে যে করের হার নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব পূর্ব বৎসরের হার অপেক্ষা বেশী। ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত আয়করের সর্বনিম্ন হার ছিল টাকায় ৩ পাই ও সর্বোচ্চ হার ছিল টাকায় ৫৷ পাই। অধিক উপর অতিরিক্ত ভারী (Sur-charge) ছিল এবং তাহার সর্বনিম্ন হার ছিল টাকায় ৬ পাই ও সর্বোচ্চ হার ছিল টাকায় ১৭ পাই। ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া দাঁড়াইল সর্বনিম্ন স্লাবে (Slab) টাকা প্রতি এক আনা এবং সর্বোচ্চ স্লাবে (বাৎসরিক ২,৫০০৲ টাকা হইতে ৫০০০৲ টাকা আয় পর্যন্তের হার ও বাৎসরিক ১৫,০০০৲ টাকা ও তদূর্ধ্ব আয় সর্বোচ্চ স্লাবের অন্তর্গত) টাকা প্রতি পাঁচ আনা এবং অতিরিক্ত ভারী (Sur-charge) তুলিয়া দেওয়া হইল। অতএব বিভিন্ন স্লাবের করপ্রদানকারীদের মোট দেয় কর পূর্ব বৎসরের তুলনায় টাকাপ্রতি এক পয়সা করিয়া করিয়া দেখা দাঁড়াইয়া (উহারা ১৯৪১-৪২ সালে হিসেবে আয়কর ও অতিরিক্ত ভারী সবের টাকাপ্রতি ১৫ পাই, কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে অতিরিক্ত ভারী উঠিয়া যাওয়ায় (কেবলমাত্র বর্ধিত হারে আয়করের পরিবর্তে উহাদের পক্ষে দাঁড়াইল টাকাপ্রতি এক আনা) ও উচ্চতম স্লাবের মোট দেয় করের পরিমাণ টাকাপ্রতি এক পয়সা করিয়া বাড়িয়া গেল। এই বৎসর আয়করপ্রদানকারীর আয়ের নিম্নসীমা ২,০০০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৫০০৲ টাকা করা হইল। এইখানে একটা কথা বলা দরকার—যদিও বাৎসরিক ২৫০০৲ টাকার কম আয়ের উপরে কোন কর ধার্য করা হয় না, কিন্তু ২৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত আয় হইলেই সমস্ত আয়ের উপর প্রথম ২৫০০৲ টাকার উপরে কোন কর ধার্য না করিয়া বাকী টাকার উপরে করের হিসাব ধরা হয়, অর্থাৎ ২৫০০৲ টাকা আয়ের বাড়ন এক পয়সা কর দেয় না, কিন্তু ২৬০০৲ টাকা আয়ের লোকের ১১০০৲ টাকার (২৬০০৲—১৫০০৲) উপরে কর দিতে হয়।

যারা ইউ. আয়কর ও অতিরিক্ত ভারী ছাড়াও অতিরিক্ত-কর (Super Tax) আছে। অতিরিক্ত-কর প্রধানকারীর আয়ের নিম্নসীমা বর্তমানে বাৎসরিক ২৫,০০০৲ টাকা। এই করের বর্তমান হার উপার্জিত আয়ের (Earned income এর) উপর টাকায় দুই আনা হইতে সাড়ে-বার আনা পর্যন্ত ও অনুপার্জিত আয়ের (Unearned income এর) উপর টাকাপ্রতি তিন আনা হইতে সাড়ে-বার আনা পর্যন্ত। একেত্রে আয়কর ধার্যের বিষয়ে উপার্জিত আয়ের সহকারে বৃদ্ধি ভাগের উপরে কোন কর ধার্য করা হয় না, কিন্তু এই রায়মুক্ত এক-পঞ্চমাংশের পরিমাণ ৪,০০০৲ টাকার বেশী হইলে চলিবে না। অর্থাৎ উপার্জিত আয়ের এক-পঞ্চমাংশ যদি ৪,০০০৲ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে প্রথম ৪,০০০৲ টাকাকে বাদ দিয়া বাকী সমস্ত টাকার উপরেই আয়কর ধার্য করা

উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় সম্বন্ধে দুইএকটী কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে সব উপায়ে করদাতার কোন রেজ কার্যকরী অথবা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাই উপার্জিত আয়, যথা, চাকরীর বেতন, ব্যবসায়ের মুনাফা এবং ডাক্তার, উকীল, সার্জিস্টার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির যেসব রোজগার লক্ষ্য করা যায়। আর বিনা পরিশ্রমেই যে আয় হয়, তাহা অনুপার্জিত আয়—যেমন কোম্পানীর অংশের লভ্যাংশ, মূলধনের আয়, বৌথ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির আয় যত বেশী হারে করভারে তত বেশী। নিম্নের ছক হইতে কথাটা বুঝিতে সুবিধা হইবে।—

বাৎসরিক আয়	আয়কর	অতিরিক্ত-কর
৩০,০০০৲	৬,৬১৲	১১৫৲
৫০,০০০৲	১২,৮১৲	৪,৫৩১৲
১,০০,০০০৲	২৮,৫০০৲	১৪,১৩৬৲
১,৫০,০০০৲	৪৪,১২৫৲	৩৫,৩০০৲
২,০০,০০০৲	৪৯,১৫০৲	৫৭,১৩৩৲

উপরের তালিকায় যে অতিরিক্ত-করের হিসাব দেখান হইল তাহা উপার্জিত আয়ের উপর করদাতার ধার্য অনুযায়ী। উপরের তালিকাভুক্ত প্রতি ক্ষেত্রে আয়কর বাবদ সরকার ১,০০০৲ টাকার বেশী হয় বলিয়া ১,০০০৲ টাকা করিয়া কম হইবে। অর্থাৎ বাৎসরিক ৩০,০০০৲ টাকা আয়ের কোন ব্যক্তির যে করের পরিমাণ দাঁড়াইবে (৬,৬১৲—১,০০০৲) ৬১৲, ৯০,০০০৲ অন্যান্য হিসাবও ঠিকভাবে হইবে।

আমার দ্বিতীয়-এর করনিষ্কারণের প্রথম (আমরা "First canon of taxation" আর বৃদ্ধি অনুসারে করভার বৃদ্ধি পাওয়া উচিত (The canon of ability and faculty) কিন্তু ২ পূর্বে আমরা দুই একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশ শিল্প বিষয়ে ক্রমবর্ধমান প্রগতির পথে বাড়িয়াছে, সকল ব্যবসায়ীকে সন্তুষ্টচিত্তকারে সঞ্চিত করিয়া তুলিতে হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য প্রসার প্রয়োজন অর্থসচিব হয়েরো সকলেই জানেন ও বুঝেন। উপরন্তু পূরণের (Law of Increasing an Diminishing Return এর) নীতির পরিচয় আছে। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে কৃষিকার্যের বেলায় লাভের হার ক্রমবর্ধমান নীতিকেই অনুসরণ করে, কিন্তু ঠিক তার বিপরীত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভের হার ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। আমরা একটা কথা আমরা চিরকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে মূলধন অন্যান্য "লাভুক" কর ধার্যের সময়, "লাভুক" মূলধনের কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য,—একেই লোকে ব্যবসায়বাণিজ্যে সহজে টাকা খাটাইতে চায় না, তাহার উপর যদি এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে ব্যবসা ক্ষেত্রে যত বেশী মূলধন বিনিয়োগ করা যাইবে, ততো করভারের চাপে আয়ের অঙ্কের পরিমাণ তত কমিয়া যাইবে, তাহা হইলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির

কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত খাদ্যনীতি

প্রাদেশিক সরকারের হস্তে অধিকতর দায়িত্ব আরোপ

...ার সরকার বর্তমান খাদ্যনীতির সংশোধনের ...করিয়াছেন। সংশোধিত নীতি অনুসারে ...যবস্থা ক্রমশঃ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ...র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের ...ইরাজ্যসমূহকে খাদ্যবণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ...উঠাইয়া দিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ...রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই বিদেশ ...খাদ্যশস্য আমদানীর সম্পূর্ণ ভার থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত সরকারসমূহে তাহাদের নিজ ...অঞ্চলের খাদ্য-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার ও মূল্য ...ভার লইতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ...প্রকৃতির পরিবর্তে খাদ্য-সাহায্য প্রদান করা ...—বিশেষ বেসামরিক ও প্রয়োজনমতে ...জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণের ...হাতে যাহা আসিবে তাহাদের কাছে তাহা ...হয় এই বলিয়া সমস্যার মূল নির্ণয়ের কেন্দ্রীয় ...সচিবমণ্ডলকে পরামর্শ দিয়াছেন। নিম্নে ...সরকারের সংশোধিত খাদ্যনীতির বিস্তৃত ...দেওয়া হইল :—

১৫ নভেম্বর ভারতীয় ভারত সরকার কর্তৃক ...সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে ...দিবসব্যাপী সম্মেলনের পর খাদ্যব্যবস্থার ...সম্বন্ধে নীতি এবং উপযুক্ত প্রতিকার সম্বন্ধে ...সিদ্ধান্তগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ...মূলনীতিগুলি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে দেওয়া ...:—

১। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্যমানে বেশী পরিমাণ ...পরিবর্ত্তনসাধনের ...খাদ্যশস্য, ...সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ ...

প্রাদেশিক সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সহিত মূল পরিকল্পনা ...রাখিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহের চালু ...

...পারিশ খাদ্যনীতি নির্দ্ধারক সমিতি ...। ১৯৪১ সালের মেয়াদে ক্রমশঃ দুই চারিটি ...উপরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল আরম্ভ হয় এবং ...সালের আষাঢ়োঘাই তাহা চালু করা হয়। ক্রমশঃ ইহার আরও উন্নতি করা হয়। ছই পরে মুদ্রাস্ফীতি হেতু তদানীন্তন সমস্ত বিষয়টি ...সমীক্ষা করেন এবং ১৯৪৩ সালে খাদ্যনীতি ...ন সমিতি যে রূপান্তরসাধন করেন ...সমর্থন করেন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের ...অভাব থাকিবে, ততদিন ঐ সকল ব্যবস্থা ...পরিত্যাগ করিয়া চালু রাখিবার প্রয়োজনের উপরেও ...কমিশন বিশেষ জোর দেন। মুদ্রাস্ফীতির ...প্রয়োজনের তাগিদেই তখনকার প্রচলিত ...ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ১৯৪৪ সালে মুদ্রা ...গেলেও ঐ সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল যে ...করা হয় নাই বা তাহাদের কড়াকড়ি ...পায় নাই তাহা নহে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ...এবং তাহার বিস্তার ও কড়াকড়ি আরও ...। ...বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ মুদ্ধ-পূর্ব্বকালের তুলনায় কম দেখাই ছিল তবু দেশের ভিতরের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না এবং উপাদানটি দুই রকমের দেখে পরিচালিত হইতেছিল। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :

বস্ত্রজাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন

লক্ষ টন অনুসারে হিসাব করা হইয়াছে

	তাঁতের বস্ত্র	মোজার বস্ত্র	মোট বস্ত্র	পরিমাণ
পরিমাণ ও গড়				
১৯৩৯-৪০ গড়	১৭১	১৩৬	৩১৭	—
১৯৪০-৪১ "	১৫১	১৩৮	২৯৯	১৮
১৯৪১-৪২ "	১৩৭	৯১	২৮৮	৩১
১৯৪২-৪৩ "	৯৩	৮১	১৭৪	৪৯

এতদ্ব্যতীত এইভাবে অতিরিক্ত মূল্য পাওয়ায় দুষ্কালীন অপেক্ষা দুষ্কের পরবর্তী সময়েই খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুতকরণ এবং অন্যান্য অনুরূপ ব্যাপারে অনেক জটিলসমস্যা দেখা দেয়। যথা—চোরাকারী, উৎপাদক এবং জনসাধারণ—সকলের নিকটেই অসহনীয় হয়। দেশের ভিতরে খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আসিতে পারে নাই এবং সরকারকেই এই কাজে বিদেশে যেতে হইয়াছে। যুদ্ধ বন্ধের পরিণামে ক্রমশঃ কমিয়াছে নতুন খাদ্যশস্যের সমস্ত ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছে যে, এদেশে জনপ্রতি দৈনিক ১২ আউন্স পরিমাণ খাদ্যও সকলের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না। আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ভারতের পূর্ব সহযোগিতা এবং খাদ্যশস্যাদির বর্দ্ধিত মূল্যের বিরুদ্ধে, ভারত সরকারের প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও খাদ্যশস্যাদির আশাতীত ভাবে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ফলে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশের সমগ্র মূল্য বিনিময় সংস্থানের উপরে অত্যধিক চাপ পড়িতেছে। সরকারী সাহায্যদানের খাতেও এইজন্য অধিক অর্থ ব্যয় হইতেছে। একটার পর একটা করিয়া এই সকল ব্যাপারে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের পরিবহণ দুরূহ এবং খাদ্যদ্রব্যের অসমবণ্টনের ফলে অধিকাংশ জনসাধারণ ক্রমশঃ সরকারের ব্যবস্থা ব্যবস্থার উপরে আস্থা হারাইতেছেন এবং অসন্তুষ্ট হইতেছেন। নিয়মিত মূল্যাদি যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইলে বস্তুতঃ উৎপাদক চাষীদের অনেক অসুবিধা দূর হইত। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদিগকে নিরুৎসাহিত করিবার ফলে ব্যবসায়িগণ একেবারেই নিষ্ক্রিয়তে গমন করেন নাই।

খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারক সমিতি

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে একটি যেসরকারী বৈঠকে আবশ্যক খাদ্যসচিবগণ এই সকল সমস্যার আলোচনা করেন। কয়েকটি প্রদেশের খাদ্য-সচিব ও প্রধান মন্ত্রীগণও সেই বৈঠকে যোগদান করেন। সেই বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ও অগ্রগতির ফলোদ্ভব সমস্যকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তার পুরোপোষাদ ডাক্তারবাবু ইহার সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৪৮ সালে এই সমিতির নির্দ্ধারিত নীতি কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে জানাইবার অনুরোধ করা হয় তাঁহাদের ইতিমধ্যেই পরিবর্ত্তনসাধনপূর্ব্বক বাহিরের আদেশে। বাহির হয় উঠিবার আগেই এই সিদ্ধান্ত জানাইবার অনুরোধ করা হয়, কারণ তাহার পূর্ব্বেই খাদ্যশস্য সম্বন্ধীয় নীতি নির্দ্ধারণের প্রয়োজন ছিল। উক্ত সমিতির বিরোধী এখনও ভারত সরকারের কাছে পৌঁছায় নাই কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি সরকারের পাইয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন। অল্পসংখ্যক সদস্য পৃথকভাবে তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত প্রকার বিরোধী মত ১লা ডিসেম্বর (১৯৪৭) সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। গত ৭ই ও ৮ই মার্চের (১৯৪৭) সম্মেলন প্রদেশ ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের খাদ্যসচিবদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্তগুলি আলোচিত হয়। বৈঠকের আলোচনায় সকলে একমত হইতে পারেন নাই। নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়া বা না দেওয়া লইয়াও মতামতের এবং জনমতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপরে সর্ব্বসেই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন। গত ১৫শে নভেম্বর (১৯৪৭) প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীদের লইয়া এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধীনস্থ এক খাদ্য-কমিটি বিষয়টি লইয়া আবার আলোচনা করেন। গভীর মনোযোগসহ সহিত বিষয়টি খুঁটানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া খানিকটা স্থিরে সহিত কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে যে খাদ্য-নীতি প্রচলিত আছে তাহা সংশোধনের সিদ্ধান্ত সর্ব্বসেই করিয়াছেন। সংশোধিত নীতি অনুসারে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এই মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক সর্ব্বসেই ও দেশীয়রাজ্যসমূহকে খাদ্য-বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ উঠাইয়া লইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র যেমন ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়াছে, তেমনই ক্রমে ক্রমে তাহা গুটাইয়া আনিবার পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়াছেন।

বৈদেশিক আমদানী সম্পর্কে মূল নীতি

বর্ত্তমানের ন্যায় ১৯৪৮ সালেও বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর সম্পূর্ণ ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকিবে এবং সর্ব্বসেই মনোনীত আমদানী

যাবতীয় চালু থাকিবে। বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যাদির মূল্যস্তর ৫ লক্ষ টন এবং দেশজাত হইলে ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখা হইবে। অবশ্য প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যেই উহা মজুত রাখা হইবে। ঘাটতি এলাকা হইতে প্রস্তাবিত্যে অতিরিক্ত সর্ষপিনা পরিমাণ এবং ঘাটতি এলাকায় আমদানী পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ কেন্দ্রীয়সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘাটতি এলাকার মধ্যবর্তীসমূহকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং ১৯৬৮ সালের প্রস্তাবিত্যে পণ্যাদি সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অতিরিক্ত প্রস্তাবিত্যে খাদ্যশস্য ব্যতীত পাঁচ বার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে। ১৯৬৮ সালের আমদানীযোগ্য খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ যাহাতে ছাড়াইয়া না যায়, তজ্জন্যই পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে ঘাটতি এলাকার মধ্যবর্তীসমূহকে জানানো হইয়াছে। তাহাদের নিজ এলাকার খাদ্যব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার নিজেদের উপরই লইতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রকৃতপক্ষে খাদ্য সাহায্য প্রার্থনা করা চলিবে না—ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে খাদ্য-সাহায্যের পরিমাণ বৎসরের বৎসর কমাইবার চেষ্টাও তাহাদের করিতে হইবে।

মূল্য-নির্ধারণ

কি মূল্যে পণ্যাদি কেনা হইবে এবং বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কি ভাবে তাহা বিক্রয় করা হইবে তাহার সিদ্ধান্তের ভার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থার অনুকূলেই তাঁহারা ন্যায্য মূল্যাদি নির্ধার করিবেন। প্রাদেশিক মধ্যবর্তীদের হাতে এই মূল্য নির্ধারণের ভার ছাড়িয়া দেওয়ায় মূল্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যেকার চিরাচরিত বিরোধের অবসান হইবে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যাহাতে অত্যধিক বাড়িয়া না যায় এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পণ্যাদির মূল্য নির্ধার করিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশসমূহকে পরামর্শ দিয়াছেন। খাদ্য-সংগ্রহ এবং বিক্রয়-মূল্যের অসামঞ্জস্যের ফলে প্রাদেশিক সরকারের যদি কোনও আর্থিক ক্ষতি ঘটে, তাহার কোনও অংশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন না। বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্যশস্যের বিক্রয়-মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারই প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের সবটুকু বহন করিতে থাকিবেন। ১৯৬৮ সাল হইতে তাহা হয় এই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন।

মূল্য বোনাস

প্রদেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংগ্রহের কাজে উৎসাহ দানের জন্য এবং ঘাটতি অঞ্চল যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলের কাছে যথাসময়ে সাহায্য পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সমুদয় প্রাদেশিক সরকারকে একটি মূল্য বোনাস দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংগৃহীত প্রতি মণ খাদ্যশস্যের জন্য আট আনা হিসাবে এবং চলতিমূলক প্রতি মণ খাদ্যশস্যের জন্য আরও আট আনা হিসাবে এই বোনাস দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সিদ্ধান্তে এই ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া বিতরণ করার ফলে অথবা কৃষিকার্যের প্রয়োজনে কৃষির জন্য প্রস্তুত সরকার চাষীদের দেওয়ার জন্য কোনও ক্ষতি যদি প্রাদেশিক সরকারের হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ক্ষতি পূরণের নিমিত্তই ঐ বোনাসের টাকা খাটাইতে পারা যাইবে। এই সর্তেই বোনাস দেওয়া হইবে। বর্তমানে ঘাটতি এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্য পাঠাইবার যে মূল নীতি বলিয়াছে তদনুযায়ী (লাভ বা লোকসানের ধারে) খাদ্যশস্য সরবরাহের রীতিই বহাল থাকিবে। এই সকল অবস্থার ফলে খাদ্যশস্যাদির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে না, খাদ্যশস্য সংগ্রহে সুবিধা হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটে খাদ্যশস্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রার্থনা কমিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকিবে

চাউল, ধান, গম, আটা, ময়দা, ভোজ্য তৈল প্রভৃতি যে সকল খাদ্যবস্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত আছে ও সরবরাহ করা হইয়া থাকে, সেইগুলির সংগ্রহ, বেচা ও নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে। ঘর এবং ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রিত হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের ভার সংশ্লিষ্ট প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়রাজ্য সরকারসমূহের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং উদ্বৃত্ত প্রদেশগুলির বেলায় চলতিমূলক জন্য ও সংগ্রহ-কার্যের জন্য যে-কোন ব্যবস্থা তাঁহারা প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী বলিয়া মনে করেন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়রাজ্য সরকারসমূহ তাহা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

আজ প্রাদেশিক বিধিবিধিবের পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও অব্যাহত থাকিবে।

চিনি ও গুড় (গোলা ঘরে অবশ্য) চলন ইতিপূর্বেই বিনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

চলাচলের অব্যাধিকার

কেবল প্রদেশ বা কেন্দ্রীয়রাজ্যের অভ্যন্তরে বিধিনিষিদ্ধ খাদ্যবস্তুর চলাচলের ছুটিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত খাদ্যবস্তুর চলাচল অব্যাধিকার তালিকার ১ম শ্রেণীর (খ) পর্যায়ে স্থান পাইবে। বর্তমানে উহা উক্ত তালিকার ৩য় শ্রেণীর অন্তর্গত। সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত খাদ্যবস্তুসমূহের চলাচল বর্তমানের মতই চলাচলের অব্যাধিকার পাইতে থাকিবে। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবর্তিত খাদ্যনীতি উপরে দেওয়া হইল। বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ইহার গতি, আপত্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুধাবনপূর্বক বিভিন্ন বলিয়া উক্ত নীতি প্রয়োগের বিভিন্নতা অপরিহার্য। কোনও কোনও প্রদেশের নিজস্ব বিশেষ সমস্যাসমূহ বিদ্যমান। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল-মে (১৩৭৪ সনের বৈশাখ) মাসের পূর্বে রবিশস্য পাওয়া যাইবে না। পূর্বাঞ্চলে আমন রাজধানীদের বিশেষ সমস্যা বিদ্যমান। বিহারের ও কোঙ্কন প্রদেশসমূহে তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোম্বাই ও পশ্চিম-বঙ্গে শিল্পাঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। কতকগুলি কেন্দ্রীয় রাজ্য ও প্রদেশ সম্পর্কেও উহা সত্য। কতকগুলি আমার অব্যবহার্য ঘাটতি অঞ্চল নির্ধারিত নীতি প্রয়োগের বেলায় এই সমস্ত বিশেষ অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রস্তাব প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় রাজ্যকে নিশ্চিত দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের নিজস্ব অঞ্চলে পরিবর্তিত নীতি প্রয়োগের ফল কি হইতে পারে তাহা যে ইতিমধ্যে আমদানী ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৭) ঘোষণা করেন। তাহার সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া (সিদ্ধান্ত বুদ্ধি বিবেচনার তাহা তাঁহারা সকলে আশা করিতেছেন। বিভিন্নের ফলে আজকাল যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বিধিনিষেধের ফলে তাহাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন দেখা যাইবে, এবং মজুত ও অতিরিক্ত লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হইবে। এই আশা করিয়াই বর্তমান নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আশা কতদূর সফল হইল কিনা অতিসত্বর তাহাই জানা যাইবে। যদি এই আশা সফল হয় তবে ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে, যে সমস্ত কথা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁহারা অবশ্য অতি প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগের উৎসাহে কাজে নিযুক্তদলকে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহার অবসরও লাভ হইবে। পক্ষান্তরে যদি খাদ্যশস্যের চলাচলের, মজুত ও অতিরিক্ত করিবার ফলে অথবা কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয় তবে তাহা দূর করিতে অতি তৎপর হইতে হইবে। কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে আশা করেন যে বিভিন্নমুখী নীতির পরিবর্তনের ফলে কিছু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া সরকার মনে করেন বটে, তবে তাঁহার উপলব্ধি করেন যে, ঘটনার গতির প্রতি দিকে তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে তাহার প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিতে হইবে।

অবশ্য তাহাতে সরকার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়রাজ্যকে বর্তমান খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রায় অব্যাহত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। বর্তমান পরিবর্তিত নীতির কৃতকার্যতা সম্বন্ধে যতদিন সম্যক নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ততদিন সমস্ত ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বহাল থাকিবে। খাদ্যশস্যের মজুতদারদের পক্ষে সাইলো ও সিলো লাভিয়া তাহার বর্তমান ব্যবহার না করিবে। অবশ্য নিশ্চিন্তভাবে সরবরাহের জন্য সরকার খাদ্যশস্য এবং মজুত-সংগ্রহ এবং মূল্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়রাজ্য হইতে নিয়মিতভাবে তাহার সরকার দাবিয়া লইবে। তা ছাড়া বর্তমান পরিবর্তিত নীতি সম্পর্কে প্রতি ৩ মাস অন্তর সর্বভারতীয় মন্ত্রী-সম্মেলনে একবার করে আলোচনা করিয়া দেখা হইবে। যদি প্রয়োজন হয়ে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুনরায় কঠোরভাবে করিতে তাহার সরকার ইতস্তত করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা ও

(বাকীটুকু ১১৭ পৃষ্ঠায়)

ভারতে পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা

এ সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হইল বস্ত্রবিন্যাস সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের ... কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে বাহাতে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া... সরকারের পরিবর্তিত আর্থনীতিক জল ... ছাইবে তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে ... কিন্তু চিনির বাজারে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ... তবে চিন্তিত হইবার কারণ আছে। চিনি ... দেখা গিয়াছে যে, নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের ... ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দরে উর্ধ্বগতি ... । যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের সরকার অবশ্য ... ছাড়েন, ৩৫৲ টাকা ৷৵ আনা হর ধরে চিনি ... যাইবে। কর্তৃপক্ষ অবশ্যের কোন রাজ্যেই এই দরে চিনি পাওয়া যাইতেছে না। ... রো প্রায় চিনি নাই বলিলেই চলে. ... আছে তাহার দর এত বেশী যে, উহা সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ের বাহিরে। কাঁচা পাটের বাজারে যে খানিকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে। চটকলগুলি পাট জমার আদেশ দেওয়াইয়াছে। সকলেরই মনে যে ধারণা শুরু সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ... ভারত সরকারের মধ্যে আপোষে ফোকাটা হইবে এবং অল্প কয়দিনেই পাটের ... বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আপোষ মীমাংসা ... সিকেটে বর্তমানে পাকিস্তানের শুল্ক পুনঃ ... স্থাপনা সরকার চলাইতেছে. পাট জাত ... বাজারে যে সপ্তাহের প্রথম দিকে বেশী ... দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষাশেষি ... মিকটা পড়িয়া যায়। কাঁচা তুলার বাজারে যে বেশ তেজীভাব বর্তমান ছিল। তৈলবীজের প্রথম দিকে যে তেজীভাব দেখা গিয়াছিল, ... তাহা বজায় রাখিতেও ফোটৈ ... বাজারের অবস্থা ভাল ছিল।

কলাম সরকারের সম্প্রসারণ নীতির ফলে ... ট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার তেমন কিছু ... রূপ অস্তিত্বে হয় নাই। আপোষে দুইটি ... ক্রেতার মধ্যে এই বিষয়ে মীমাংসার সম্ভাবনা ... ওয়ায় চটকলগুলি অধিকতর পরিমাণে ... তে আগ্রহ দেখাইতেছে। এ পর্যন্ত যে পাটের আমদানি হইয়াছে এবং হইতেছে মনে হয় যে, ভারতীয় ইউনিটগুলির পাট চটকলগুলি আরও কিছুদিন চালাইতে তাহা না হইলেও, যদি এখনই সরবরাহের ... যায়, তবে চটকলগুলি পরবর্তী ... করিতে রাজী আছে। আনুমানিক আমা ... ক্ত থাকায় পাটসচিবে এখনও কোন ... প্রদান করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ... করা যায় যে পাকাই জোনিবিহীন দুইটির ... সপ্তাহে মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং বর্তমান অনিশ্চয়তার অবসানে পাটের বাজার আবার তেজী হইয়া উঠিবে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় পাট কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘমেয়াদী সুচক পন্থা অবলম্বনে আগ্রহ দেখাইয়াছেন। দুইটি জোনিবিহীনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যদি বাহিরের দিকে যায় তবে পাকিস্তানের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিসঙ্গত হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পাটের উৎপাদন পরিমাণ পাঁচগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়; চটকল শিল্পের প্রয়োজন ৩০ লক্ষ গাঁইট। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার কিছু কিছু জমিতে এখন শুধু আমন ধান উৎপন্ন হয়। সেই সকল জমিতে এবারই ২০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বছরে দুইবার পাট উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করিলে এবারই এই সকল জমি হইতে মোট পরিমাণ পাট পাওয়া যাইতে পারে। শুধু পাট বীজ সম্পর্কেই খানিকটা অসুবিধা আছে। তবে মনে হয় যে, চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট ধরনের পাটের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

পাট শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ভারতের প্রধানী বাণিজ্যের দিকে একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়ে। ১৯৪৭-৪৮ সালের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ২৫ ভাগ ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। পর বৎসরে এই খাতে ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হয়; বাম আমদানির জন্য ব্যয় হয় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

তুলা

কাঁচা তুলার বাজারে বেশ তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়. ফলেও বেশ উন্নতি দেখা যায়। পাকিস্তান হইতে কাঁচা তুলার আমদানি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনায়-ই দর চড়ার দিকে ঝোঁক। মনে হইতেছে যে চুক্তি অনুযায়ী পাকের সরবরাহ জানুয়ারী মাসে খুব বেশী হইবে না।

চিনি ও বস্ত্র সম্পর্কে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বাজারে জোর গুজব চলিতেছে যে, শীঘ্রই কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইবে। আশা করা যায় যে, কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ অল্প ভবিষ্যতেই প্রত্যাহৃত হইবে। সরকারও ইতিমধ্যে পূর্বাহ্নে জানাইয়াছেন যে, উৎপাদনে যদি উন্নতি দেখা যায় এবং কাপড়ের কলগুলি যদি ঘটনের ভার গ্রহণ করে, তবে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইবে। তবে হোলসেল কাপড় উৎপাদনের পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন্দ্র কোন মহল হইতে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, নূতন অর্থবৎসর হইতে আরও বেশী কাপড় উৎপাদনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হইবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে অনুসলমান সওদাগরেরা তুলা ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের স্থানত্যাগে এই ব্যবসায়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পাকিস্তান সরকার শুল্ক সংক্রান্ত কতক পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই পরিবর্তন অনুযায়ী, যাহারা ভারতীয় দলে তুলা রপ্তানি করিবে, তাহাদেরই বাণিজ্যের সম্পত্তি ইক্তিয়ার করিতে হইবে।

সোনার বাঁট

সোনার বাজার এবং রূপার বাজারে তেজীভাব বর্তমান থাকায়, গত সপ্তাহের প্রথম দিকে সোনার বাঁটের বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মধ্যে পরিমাণে আমদানি হইতে থাকায় তেজী ওয়ালাদের পক্ষে দর বেশীক্ষণ উপরের দিকে রাখা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান বাজার সর্বোচ্চ দরের তুলনায় গত সপ্তাহে দর বেশ নীচের দিকেই ছিল বলিতে হইবে। বর্তমানে পাকিস্তানে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় এবং আমা যাম হইতে দুইটি বাজের আমদানি হওয়ায় দর তেমন উঠিতে পারিতেছে না।

চিনি

চিনি সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেটবিতর্কে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় তাহার খানিকটা সমর্থন থাকিলেও অধিকাংশের মত এই যে, বর্তমান অবস্থার ক্রেতাদের স্বার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখা হয় নাই; এবং যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার এই ব্যবস্থা পূর্ব রকমের প্রবর্তন করিয়া পরিস্থিতির সামলাইয়াছেন। এই বিষয়ে "প্রফাদ বিভিকেটের" মাধ্যমে সপ্তাহ বিক্রয় অবশ্য। কোন রকমে তাঁহারা মণপ্রতি ৩৫৲ টাকা দর ঠিক করিলেন এবং তাহে যে লাভ বস্তুত আছে তাহা হইতে মোটা মুনাফা আদায়ের সঙ্কল্প করিলেন। এই বস্তুত লাভ প্রবর্তের সিদ্ধান্ত করিয়া সরকার ক্রেতাদের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সিণ্ডিকেটের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার প্রাক্তন ফাইন্যাল মূল্য মণপ্রতি ৩৫ টাকা ৭ আনা স্থির করিয়াছেন। কস্ট্রাইলের দরের তুলনায় এই দর শতকরা ৭৫ ভাগ বেশী। ইহার ফলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার অতিরিক্ত ২০ কোটি হইতে ২২ কোটি টাকা আয় করিবেন: কিন্তু খাটতি অঞ্চলের ক্রেতাদিগকে ইহার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হইবে।

চা

গত সপ্তাহের মীলামে সম্প্রসারী বাণিজ্যের অধিকার সমেত মোট ১৫,০০০ বস্তা চা বাজারে ছাড়া হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে চাহিদা বেশ তেজী ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় পাতা চায়ের বাজার খানিকটা নীচের দিকেই ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তেজীভাব দেখা যায়। ভাঙ্গা চায়ের দরে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ ভারতের চা-এ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তবে মনে হয় যে খেলাই এর ক্রেতারা ক্রমশঃ এদিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। দক্ষিণ ভারতে ভাল চায়ের দর সাধারণতঃ মণের ঘর হইতে এঁপ্রেল মাস পর্যন্ত। এই চা বাজারে আসা আরম্ভ করিয়াছে।

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কে. কে. চেট্টুরের সভাপতিত্বে সম্প্রতি

(সেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায়)

সঙ্কলন

ভারতীয় আইন সভার বাজেট অধিবেশন

জানা গিয়াছে যে, আগামী ২৮এ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইনসভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৪৮ সালে ভারতের জন্য বরাদ্দ আম

আন্তর্জাতিক জরুরী অন্ন-পরিষদ ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতবর্ষের জন্য ৩ লক্ষ ১০ হাজার টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের জন্য মোট ২৯ লক্ষ টন বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মধ্যেকার মেয় পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভারতের কয়লা পরিস্থিতি

বৃটেন-ভারত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত "ভারতীয় খনিজদ্রব্য" নামক বৈমাসিক পত্রিকায় ভারতের কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ কাজকর্মে ব্যবহারযোগ্য কয়লা প্রচুর পরিমাণে এ দেশে রহিয়াছে। আগামী কয়েকশত বৎসরের জন্য এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য যে উচ্চশ্রেণী কোক্‌কয়লার প্রয়োজন, তাহা ভারতে পরিমিত পরিমাণেই রহিয়াছে। ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্য-অনুসন্ধান কমিটির ১৯৪৬ সালের রিপোর্টের উপরেই প্রবন্ধটি রচনা করা হইয়াছে। ঐ পত্রিকায় অপর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত ৩০ বৎসরে মহীতলের অভ্যন্তর কোন্‌ খনি হইতে মোটামুটি হিসাবে ১৪৪ কোটি টনের লোহা তোলা হইয়াছে। ঐ লোহার ওজন হইবে ২ কোটি আউন্সের উপরে।

ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প অর্থ-নৈতিক সম্মেলন

আগামী ২৭এ, ২৮এ ও ২৯এ ফিব্রুয়ারী ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প অর্থনৈতিক সম্মেলনের আট অধিবেশন এই মহানগরীর শ্রীশিক্ষায়তনে অনুষ্ঠিত হইবে। উড়িষ্যা সরকারের উদ্যোগাদি শ্রীযুক্ত এন কানুনগো উদ্বোধন-ভাষণ পাঠ করিবেন।

পাকিস্তানে রেল ভাড়া বৃদ্ধি

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে পাকিস্তান সরকার রেলের মাশুল ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে পাকিস্তান সরকারের বাৎসরিক ৪ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৯ সালের মার্চ পর্যন্ত

আদায় বেতন কমিটী

আদায় বেতন কমিটীর সুপারিশের ফলে অবশ্য সরকারী কর্মচারীদের লাভবান হইবেন বলিয়া আশা গিয়াছে। বেতন কমিটীর কাজ শীঘ্রই শেষ হইবে। জানা গিয়াছে যে, কমিটী এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদের বেতন ১০০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত বেশী করা উচিত বোধ। কমিটী ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাদের সম্পূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পাকিস্তানে রাজা-হারানো বীমা আইন প্রবর্তিত

পাকিস্তান গণপরিষদ রাজা-হারানো ও ব্যবসায়িক ঝুঁকিজনক-বীমা নামে একটি আইন জারী করিয়াছেন। ভারতে আসন্ন অ-মুসলমান শরণার্থীদিগকে পাকিস্তানে যাইয়া পুনরায় উহাদের কল-কারখানা খোলা ব্যাপারে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যেই উক্ত আইনটি প্রবর্তন করা হইয়াছে। উহাতে রাজা-হারানো বা অন্য কোন ঝুঁকিজনক কারণে অ-মুসলমান-দের কোনও ক্ষতি হইলে গণপরিষদ তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় দিবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। তুলার বীজ হাঙ্গেন ও পাইট-বিহীন তন্তুগুলি আবার কিরূপভাবে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আপাততঃ ঐ নতুন কলকব্জার উপরে নূতন আইনটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

তুলাবস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্য

তুলাবস্ত্রব্যবসায় এসোসিয়েশনের এই মর্মে এক নিবেদন জানা করিয়াছেন যে, তুলাবস্ত্রাদি হইতে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের সহিত বৃহত্তর ভারতীয় রেশীয়রাজ্যগুলিতে তুলা রপ্তানি করা যাইবে না, কিন্তু রেল প্রতি দুই আনা কাটান তুল বিক্রয় হল পথে বা সমুদ্র পথে ভারতীয় যৌথিনিয়নে ও উহার সহিত সংযুক্ত ভারতীয় রেশীয়রাজ্যগুলিতে তুলা রপ্তানি করা যাইবে।

পূর্ব্বাঞ্চলে ৭৫০০ টন খাদ্যশস্য প্রেরণ

করাচীর একটি সংবাদে জানা গেল যে, স্থির হয় হয়ার ৭৫০০ টন খাদ্যশস্য সম্প্রতি পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে।

ষ্টার্লিং পাওনা সংক্রান্ত আলোচনা

পাকিস্তান ও ভারতের সহিত ষ্টার্লিং পাওনার বিষয় আলোচনার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিনিধি

১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০এ জুন এই ছয় মাস পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানে কি পরিমাণ ষ্টার্লিং দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক-দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাজার আয় ও মূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে ষ্টার্লিং পাওনা হইবে—১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে উহার যৌথিনিয়নের জন্য আলাদাভাবে ভারতের হিসাবে রাখা হইবে।

ভারত-জাপান বাণিজ্য সম্ভাবনা

যুদ্ধ-পরবর্তী ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপানে পরীক্ষামূলক ভাবে ২কোটি টাকার পাঁচজন বাণিজ্য প্রতিনিধির একদল শ্রী ইন্দ্রপ্রসাদ যেন সম্প্রতি করিয়াছেন প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যেন বলেন যে, যৌথিক ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেশের পুনর্গঠনে সহায়তা করিবে। ভারত হইতে জাপানের বন্দরে অবতরণের বিষয়ক ব্যবস্থার সম্পর্কে অতি শীঘ্রই সরকারী ঘোষণা করা হইবে। শ্রীযুক্ত যেন আশা করেন, ভারত সরকারের সহিত জাপানী এ সি এ সি (কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সংস্থা) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই বাণিজ্য সম্পর্কে সহায়তা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র বণ্টন

যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রের মোট বার্ষিক চাহিদা ছিল ৩৬ লক্ষ বেল। এই হিসাবে ১০ লক্ষ হিসাবে এই প্রদেশের জন্য কাপড়ের যে বণ্টন করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল যে, ৩ মাসে প্রত্যেক ব্যক্তি ১ জোড়া ধুতি পাইবে। কোটার পরিমাণ ১৫ ভাগ কম। অর্থাৎ ৪ জন অধিবাসীকে যে ৩ জোড়া ধুতি ও শাড়ী (৬) পুরা চাহিদা পরিমাণ পাওয়া যাইবে। এই অনুপাতে শিশুদের জন্য কোটা ৩০ ভাগ এবং ছোট আকারের পরিমাণ ১৫ ভাগ কম। মোট শাড়ী (বড় ও ছোট আকারের) কোটার পরিমাণ ১০ ভাগ কম। মোট ধুতি (বড় ও ছোট আকারের) কোটার পরিমাণ ৩০ ভাগ। ধুতি ও শাড়ী সম্পর্কে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে পরিমাণ ১০ ভাগ, কিন্তু ঐ সব পরিমাণের সাত পরিমাণ ১০ ভাগ।

সম্প্রতি বিধানসভা সভা কলিকাতাকে যে পরিমাণেই বেশী দেওয়া হইয়াছে তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চতর ভাতা দেওয়া হইয়াছে কলিকাতার বাহিরে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা হইয়াছে—ইহার অর্থ পরিমাণ ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবস্থা মফঃস্বলের লোকদিগকে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। মফঃস্বল প্রতি এই ব্যবস্থা বৃদ্ধিসঙ্গত কিনা তাহা বিচার্য আপাততঃ জনসাধারণের উপর

বৎসরের পক্ষে সহজ এই প্রস্তাবের কোটা ... কেন্দ্রী হ্রাস করা হইয়াছে। বৎসরের ... যদি উহার কোটার শতকরা ৯০ ভাগ ... পাট রেওয়া হয়, তবে মোট মূর্তি ও পাটের ... কে তার হ্রাস করিয়া যে অসুবিধার সৃষ্টি করিবে ... নিয়ন্ত্রণের আপত্তিজনকের উপর পড়িবে। ... অনুমান করা যায় যে, এজন্যরা মূল্য ... অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় যদি ... কলিকাতার মূর্তি ও পাটের অংশ ... করিতে হইবে।

সরকার প্রাদেশিক কোটার পরিবর্তনের ... পাটের সরবরাহ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ... করার প্রতিশ্রুতি দেন না। তাঁহারা ... হয়, তাহাই দেন এবং পরিস্থিতি সরকার ... নির্ধারণ করেন। তবে ইহার ... তাঁহাদের সমবায়ভাবী কলিকাতার ... পরিবর্তে আর বিবেচনা করিয়া ...

... সম্পর্কে বেশন কোকানে অনেক ... এই নিয়মই একটি সমস্যা ও আবেদন প্রচার ... মিলের মূর্তি ও পাটা সম্পর্কে প্রাদেশের ... সরকার ৯০ ভাগের বেশী না চাহিতে বলা ...

আশা করা যায়, কলিকাতের সমবেত ... হইতে সকল পক্ষের সন্তোষ বজায় রাখিবার কোন ... তাহা অবশ্য করিবেন।

... সরকার বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত করেন, ... তবে এই ... উপাদানের অবস্থা বিরূপ :

... যোগাযোগব্যবস্থার বর্তমানের কোন পরিবর্তন ... (২) জাহাজের অভাব যথেষ্ট চলিতে ... হ্রাস পাইয়াছে, (৩) রেঙ্গুনে যে ... অবস্থা হয় সরকার ৯০ ভাগ করা ... অধিক মূল্যে বিশেষ মূর্তি ও পাটা ... যায়। এই সরকার ৯০ ভাগ তাঁহাদের ... প্রয়োজনীয় অপরিহার্যযোগ্য মূল্য মূর্তিতে ... মূর্তি ও পাটার বিশেষ করিয়া পাটার ... অপেক্ষাকৃত কম, কারণ পাটের জন্য যে ... ব্যবহৃত হয়, তাহা যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া ... পূর্ব-পূর্বকালে মোটামুটি সুতার একটি বড় অংশ ... হইতে আমদানি হইত। তাহাড়া দেশে এখন ... পরিমাণ এই সকল উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট ... নাই। (৪) উপসংহারে এখনে মোট যে ... ব্যবহৃত হয়, যুদ্ধ-পূর্বকালে তাহার একটা ... বিদেশ হইতে আমদানী হইত। কিন্তু ... সেই আমদানি যা থাকায় পাটাটি পূর্বের

পরিষদে প্রশ্নোত্তর

বিদ্যুৎ শিল্প জাতীয়করণ বিল

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ জাতীয়করণের প্রস্তাব করিয়া পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত আর্থারিল ভারতীয় আইনসভায় যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা একটি সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

আলোচনার উপসংহার করিয়া শ্রীযুক্ত আর্থারিল বলেন যে, বিলটি প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া কেহ কেহ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সম্পর্কে বিলটি পেশ করা হয়। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, বিলে অযৌক্তিক ও সাম্প্রদায়িকভাবে শিল্পকে জাতীয়করণের ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া বিলটি কংগ্রেসের অতীত প্রস্তাবাবলীর বিরোধী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আর্থারিল ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, ঐ প্রস্তাবে বিদ্যুৎ শিল্পকে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিতে বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করিতে বলা হয়। আলোচ্য বিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিলের ব্যবস্থাগুলি বিদ্যুৎশিল্পকে জাতীয়করণের পথে অনেকখানি অগ্রসর করিবে।

কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি আমদানী

ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তর দান প্রসঙ্গে কৃষিসচিব মিঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, কৃষি-কার্যের জন্য যে ডোমিনিয়নে যে একান্ত অভাব দেখা দিয়াছে, সরকার তাহা অবগত আছেন। কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও জানান যে, যুদ্ধোত্তরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিদেশ হইতে ৮০১টি ট্রাক্টর ক্রয় করিতে স্থির করিয়াছেন। সরকার বোম্বাই, যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম হইতে কৃষিকার্যে উন্নতির মোট ট্রাক্টার আমদানীর জন্য আবেদনপত্র পাইয়াছেন। সরকার কতকগুলি যন্ত্র, লাঙ্গল, মই, কাস্তে, ঝুড়ি ইত্যাদি ছাড়ের যন্ত্রও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে স্থির করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে লবণ চাষ

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধরের একটি প্রশ্নের উত্তরে কৃষিসচিব বলেন যে, জলী ও সমুদ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গে লবণ সরবরাহের পরিমাণ শুষ্কতরকে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের জানা নাই। লবণের অজন্মার ও সমুদ্র উপকূলে লবণচাষের ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সরকারের করণীয় কার্য। কিন্তু যে সকল পরিকল্পনায় লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। সেই সকল পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য ভারত সরকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন। লবণ চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ভারত সরকার কলিকাতার নিকটে একটি গবেষণাগারও স্থাপন করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক সরকারের সহায়তায় ভারত কলিকাতায় ৪টি স্থানের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার পরবর্তী হ্রাস আগামী ঐতিহাসে বলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সিলেক্ট কমিটিসমূহে নূতন ব্যবস্থা

সিভিলসচিব রাও বাহাদুর মুখোপাধ্যায় ভারতীয় আইনসভায় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দেবের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সরকার সিলেক্ট কমিটির গঠনের ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে স্থির করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশকে যে পরিমাণ সিলেক্ট দেওয়া হয় তাহার কমিটির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার দায়ী থাকিবেন।

ভারতের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারী

যানবাহনসচিব স্যর জন আর্মাই ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়া বলেন যে, ভারতের রেলপথের পক্ষে প্রয়োজনীয় রেলইঞ্জিনের সমস্ত যন্ত্রপাতি তারতেই প্রস্তুত হইতে পারিবে।

আমাদী ১৯ বৎসরে পুরাতন কলকব্জা বদলে নূতন যে সকল কল-কব্জার প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্মাণের জন্য সরকারী লোকে ওয়ার্কশপ ও রেলকারখানা কারখানাগুলিই যথেষ্ট। অবশ্য যদি নূতন নূতন রেল-পথ নির্মাণ করিতে হয় ও বর্তমান রেলপথগুলির দৈর্ঘ্য আরও বৃদ্ধি করিতে হয় তবে আরও অধিকসংখ্যক রেল-ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইবে। সরকার ভারতীয় রেলপথের অনেকটি অংশে বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত হইলে আগামী ১৫ বৎসরে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের স্থান পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে।

বিদ্যালয়সমূহ সম্পর্কে শিক্ষা

যোগাযোগ বিভাগসচিব মিঃ রফি আজ কিংবোষাই বলেন যে, (১) বিদ্যালয়সমূহ ও উৎসর্গকৃত বহু-বিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং (২) সাধারণপুর বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা-বিভাগ বিজ্ঞানের অধিকার শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইরাক, ইরাণ, মিশর পূর্ব-আফ্রিকা, গ্রেট-ব্রিটেন চীন, ব্রহ্ম, মালয় ইন্দোনেশিয়া অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বেশ ভারতীয় বিমান সার্ভিস সম্পর্কে মিঃ কিংবোষাই বলেন যে, গত এক বৎসর সামরিক অনিশ্চয়তার জন্য এ সম্পর্কে অগ্রসর হওয়া যায় নাই। কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে অবশ্য একটি বিমান সার্ভিস প্রবর্তন চালাইয়া করিতেছে; আশা করা যায় যে, ১৯৪৮ সালের যে মাসে ভারত হইতে ব্রিটেনে একটি আন্তর্জাতিক

সংবাদলিপি

লণ্ডন

নালগাড়ী খালি করিবার কাজে রেল শ্রমিকদের সহযোগিতা——কর্মকরের স্থান—অনতিপ্রয়োজনীয় শিল্প হইতে অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পে শ্রমিক বদলির পরিকল্পনা।

(নিজস্ব সংবাদবাহক প্রেরিত)

লণ্ডন, ৮ই ডিসেম্বর—নালগাড়ী খালি করিবার উদ্দেশ্যে অধিক গাড়ীর প্রয়োজন হওয়ায় সম্প্রতি চ্যান্সেলার শ্রমিকদের সহযোগিতা চাহিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। রেল শ্রমিকদের নিকট হইতে অকুণ্ঠসমর্থন পাওয়া গিয়াছে। জনসাধারণের একান্তিক সহযোগিতা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল; তবে রেল শ্রমিকদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ায় তাহাদের আর প্রয়োজন হয় নাই। তবুও যদি শ্রমিকদের নিকট হইতেও যদি এই ধরণের কোন সাড়া পাওয়া যাইত, তবে কয়লার খাদানেও যুদ্ধের বর্তমানের তুলনায় অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ফেরা করিতে পারিত। অর্থাৎ আমদানীকৃত চাহিদা মিটাইয়াও যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় কয়লা রপ্তানী করিতে পারিত। পূর্বের তুলনায় যুদ্ধের কয়লা পাঠানোতে উন্নতি হইয়াছে সত্য বটে, তবে বর্তমান বৎসরে যেখানে ২০ কোটি টন কয়লা উৎপাদনের কথা, সে অনুপাতে উন্নতি হয়নি বলা যায়।

ট্রেজারীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে যুদ্ধের ফলে পরিমাণ ক্রমবর্ধমান গতিতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে ২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সোনা বিক্রীত হয়, অক্টোবর মাসে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের বিস্তৃতি সত্ত্বেও নভেম্বর মাসে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনা বাহির হইয়া যায়। এইভাবে বিক্রয়ের ফলে বর্তমানে ৫০ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায়। এক্সচেকার মুটেন এই তিন মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ২৫ কোটি ডলার অথবা ৬ কোটি পাউণ্ড ঋণ করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, উপরে যে অর্থসঙ্কটের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন শুধু যুদ্ধের জন্যই নহে, সমর চাহিদা অবসানের জন্যই উহা আবশ্যক। পরিস্থিতি যে অত্যন্ত গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে যাহোক যে সকল পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে।

অনতিপ্রয়োজনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা সঠিক জানিবার জন্য এই সকল আফিসে চুকিয়া খাতাপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার ক্ষমতা পরিদর্শকবিদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এই বিধান অনুযায়ী সরকারকে অনতিপ্রয়োজনীয় শিল্প হইতে লোক সরাইয়া অতি প্রয়োজনীয় শিল্পে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের অধিকার এই যে, যুটেনের বন্ধ, আয়রণ-মিশ্রণ, ইস্পাত, চুরি, কয়লা এবং যানবাহন বিভাগে সঠিক চাহিদা করিতে হইলে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ কর্মিকের প্রয়োজন। বর্তমান বিধান অনুসারে ১৮ হইতে ৫১ বৎসর বয়সের পুরুষ এবং ১৮ হইতে ৫১ বৎসর বয়সের মেয়েকে তাহার কাজের বিষয় বিবেচনা দিতে বলা হইয়াছে। সরকার যদি মনে করেন যে তাহাদিগকে অস্ত্র নির্মাণে কাজে নিযুক্ত করিলে জাতির পক্ষে তাহা অধিকতর কল্যাণকর হয়, তবে সরকার তাহা করিতে পারেন। মন্ত্রীরা বলিয়াছেন যে কাজ পছন্দ করিয়া লইবার ক্ষমতা সকলকেই দেওয়া হইবে, তবে প্রয়োজন হইলে আইনের মাধ্যমে তাহাদিগকে যে কোন বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা যাইবে।

ওয়াশিংটন

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা—দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে মার্কিন শিল্পপতিদের আগ্রহ—বস্ত্রশিল্পের সঙ্কট—যুদ্ধ পরিস্থিতি—নর্মাল পরিকল্পনার অধীন যেসব শিল্পে রপ্তানীর হিসাব।

(নিজস্ব সংবাদবাহক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৯ই ডিসেম্বর—সিনেটের কমার্স অব কমার্সের এক বিশেষ প্রবন্ধে সম্প্রতি ভারত ও দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং তাহাতে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহার মার্কিন বাণিজ্যের বিলম্বিত তহবিলের উদ্ধার। তবে বর্তমানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় অগ্রসর হওয়া কি উচিত হইবে তাহা বলা কঠিন। প্রবন্ধ লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদী মনোভাব বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পথে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। মার্কিন শিল্পপতিরা সুযোগসন্ধানী সর্বে পৃথিবীর যে কোন স্থানে মূলধন বিনিয়োগে উৎসুক। ভারতের সম্বন্ধে তাঁহারা এখন পর্যন্ত ইতস্তত করিতেছেন। তবে প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থার আবর্তনের পরে ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ বিষয়ক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিলে লাভ হইবে।

এ সম্পর্কে এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে যাহা-কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইতোমধ্যে ব্যাঙ্ক অব দাইস আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। সেদিন লাসন ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেদিন তিনি নিউ ইয়র্কের এক্সপোর্ট ম্যানেজার ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অধিকন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাই আমাদের পক্ষে সুবর্ণোজ্জ্বল বাজারে পরিণত হইতে পারে। তাঁহার মতে আমরা যুদ্ধ বন্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার পরিবর্তনে বিপুল সিদ্ধি লাভ করিব, এবং সে অবস্থায় সকল প্রকার যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সম্বন্ধে লর্ড বলেন যে, মিলনার-টুরিন ও মার্কিন শিল্পপতিরা অনেক শিল্পসম্ভার ক্রয় করিয়াছেন। তিনি বলেন যে একটি বিশেষ অনুসন্ধান বন্ধ দিয়াছেই ৫ কোটি ডলার বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মেসার্স লায়নের মতে সাধের মধ্যে মিলনার-টুরিন অঞ্চল ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল আসন গ্রহণ করিবে।

রপ্তানিদের আমদানি সম্বন্ধে কানাডা কড়া নিয়ম করেছে, মার্কিন বহু ব্যবসায়ীদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। এই নূতন কানাডিয়ান আ যে পরিমাণের ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক সম্পর্কিত আমদানী হয়, যে সমস্ত মাল আগের অর্ডার হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অনেকগুলি অর্ডার প্র হইবে। এই সকল মালের জন্য বন্দরে আট করতে দেওয়া হইবে বটে, তবে এর পরিমাণ কি পরিমাণের হবে তাহা এখনো নির্দিষ্ট হয় নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলিয়া করেন যে মার্কিন কোন ব্যাঙ্কের মুদ্রাসংকট দেখা দিবার এবং মূলধন অপেক্ষাকৃত অধিক, স্বর্ণনিধি এখন পুঁজিতে বদ্ধ আছে বলে পাওয়া যায় এবং ব্যবসা অনেক পরিমাণে বলা হইয়াছে যে, লয়েডের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলোর তুলনায় তিনি শুধু যে যথেষ্ট পুঁজির ব্যবসা করেন তা নয়, তাঁহাদের ব্যাঙ্ক যথেষ্ট লাভী যায়।

ইংলণ্ডের চালু-লোহার চৌদ্দ রকমের কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৯,০০০টি মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাইয়েছে বলিয়া কংগ্রেসে প্রতিবাদ করা হইয়া

"ট্রেড ইয়ার্কের ডেভারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত এক বিশেষ প্রবন্ধে জানান হয় যে, অর্থনৈতিক ব্যাঙ্কগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে (রপ্তানী করা হয়, তাহার হিসাব পরিবর্তন ১৯৩০-৩৯ সালে এই জোরটি বাড়ে মার্কিন যে যে মাল আমদানি করিয়াছিল, বর্তমান অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই এই জোর বাড়ার চিন্তার মাল আমদানী করিয়াছে

ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে যে উত্তেজনা ও চঞ্চলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। অনুমানটা যে বাজারের কল্যাণকর হইয়াছে এবং অধিকাংশের অনিশ্চিতভাবে যে অবসান ঘটিবে তাহা আমরা বলিয়াছিলাম। কিন্তু এত শীঘ্র এরূপ হইবে আমরা আশা করি নাই। শিল্প বাণিজ্যকে বিভিন্ন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি অর্থসচিব দিয়াছেন বলিয়াই বাজারের এই দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। আগামী বাজেটে বর্তমান করহারের পুনর্বিবেচনা করা হইবে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া সরকারের নিকট হইতে যে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শেয়ারের মূল্যমান যে আগামী মাসে বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বর্তমানে আশা প্রকাশ করা চলে।

গত বৎসরে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে যে চরম অবনতি ঘটিয়াছে, সর্বসাধারণের মনে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছিল এখনও তাহা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় নাই। তবে মৃদুবিশ্বাস যে অনেক পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পত্তি ও ঋণ ভাগাভাগির যে সমস্যা ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল আপোষে তাহার সমাধান হইয়াছে। যে সমস্যাগুলি বেশীদিন অমীমাংসিত অবস্থায় থাকিলে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারিত তাহার অবসান হওয়ায় বাজারে বিশেষ তেজীভাবের সঞ্চার হইয়াছে। আলাপ আলোচনার জটিল সমস্যা সমাধান হওয়াতে সর্বসাধারণের মনে যে ভরসা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার ফলেই বাজারে তেজীভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং মন্দীওয়ালারা শেয়ার বিক্রয় করিয়াও তাহা রোধ করিতে পারে নাই। ঘর ভাঙাইয়া বাজার অভিমুখে ধাবমান ইউনিটের প্রতিঘাতে বহু শেয়ার দর বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাজারের স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রহিয়াছে। প্রকাশ, মন্দীওয়ালারা নাকি বেসের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—

হইতে ক্রয় করা তাহারা সঙ্গত বলিয়া মনে করে নাই। ইউরোপীয় বণিক সভায় জওহরলালের গতকল্যের বক্তৃতার ফলে বাজার তেজী হওয়ার এত বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে যে মন্দীওয়ালারা শীঘ্রই চড়া দামে মাল কিনিয়া তাহাদের বেচা মালকে বরাবর করিতে বাধ্য হইবে এবং সেরূপ বাধ্যতামূলকভাবে মাল ক্রয় করিতে গিয়া আরও বাজার গরমের মেজাজ হইবে।

মৃদুবিশ্বাস যে ক্রমেই ফিরিয়া আসিতেছে, বাজারের বর্তমান কর্মচাঞ্চল্যই তাহা প্রমাণ করিতেছে। রকমারির ধনী লগ্নীকারকেরাও বর্তমানে যে ইংসুক দেখাইতেছেন তাহা বাজারের আত্মবিশ্বাস সুস্থতার লক্ষণ। তাঁহাদের এই সক্রিয়তা দরের উন্নতির সহায়তা করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

কয়েকদিন যাবৎ শুনা যাইতেছে যে ব্যাঙ্কের সহায়তায় পুনরায় কলিকাতা বাজারের প্রধান প্রধান শেয়ারের ফিয়ারিং ব্যবস্থা নাকি পুনঃপ্রবর্তিত হইবে। বাজারে কেনাবেচা যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গতবারের ন্যায় এবারে যাহাতে ফিয়ারিং-এর কোন সোলযোগের সৃষ্টি না হইতে পারে আশা করি শেয়ার বাজারের কর্তৃপক্ষ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

সিমেন্ট, কাপড় ও লৌহ শিল্পের উপর হইতে কন্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনাও বাজারের তেজীভাব প্রবলতর হইয়া ওঠার অন্যতম কারণ। উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, কন্ট্রোল উঠাইয়া দেওয়া তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। শর্করাশিল্পের ব্যাপারেও সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও দরবৃদ্ধির সহায়ক। ইক্ষুর উচ্চতর মূল্য প্রতিবর্ষ ১।০ হিসাবে বাঁধিয়া দেওয়ায় মিলগুলি বিগত অনেক বৎসর যাবৎ তাহাদের চাহিদানুযায়ী কাঁচামাল পাইতেছিল না। কারণ চাষী ইক্ষুর পরিবর্তে অন্য যে কোন ফসলই উৎপাদন করিয়াই বেশী লাভবান হইতেছিল। সম্প্রতি প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য প্রতি মণ ২৲ হিসাবে ধার্য করায় আশা করি ইক্ষুর চাষ বহুলাংশে বাড়িয়া যাইবে এবং পরিণামে মিল কর্তৃপক্ষ ও চাষী উভয়েই উৎপাদন ভারতের চাহিদা মিটাইতেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

গতকল্য (১৪ই ডিসেম্বর) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এসোসিয়েটেড চেম্বার অব্ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাও বাজারের উন্নতির পথে সহায়ক হইবে। তিনি জানাইয়াছেন যে ভারতকে শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক মূলধন বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ, অধিকন্তু বিদেশের সুবিধাজনক প্রস্তাব বিবেচনা করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযোগ্য সাহায্যদানের আশ্বাস দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহা বাজারের পক্ষে আশাপ্রদ। ইহাতে শেয়ার বাজারের বিষয়ে যে সর্বসাধারণের আস্থা ফিরিয়া আসিবে তাহাও স্বাভাবিক।

ভারতীয়করণ সম্পর্কে পণ্ডিতজী যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রধান শিল্প ছাড়াও ভারতে বহু প্রকার শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর। সেগুলি সম্বন্ধে ভারতীয়করণ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহা ছাড়া বর্তমানে কোন শিল্পকেই পূর্ণ মাত্রায় ভারতীয়করণ সম্ভব নহে,—সেরূপ ইচ্ছাও কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। সরকার ও সর্বসাধারণের সহযোগিতায় নিজ অর্থনীতির ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নই সরকারের উপস্থিত লক্ষ্য।

কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যেক শেয়ারের দর যে একটানা গতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে তাহার কিছুটা অবনতি হওয়া, সাময়িক হইলেও, স্বাভাবিক। অল্পমূল্যে যাহারা শেয়ার কিনিয়াছিল, আজ সেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া লাভের টাকাটা ঘরে তুলিয়া নেওয়া তাহাদের পক্ষে খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক। এইভাবে যখন বিক্রেতাদের প্রাবাল্য হয় তখনই বাজার চিলা হয়।

সপ্তাহব্যাপী বড়দিনের ছুটি আসন্নপ্রায়। ছুটিতে শেয়ারের লেনদেন বন্ধ করিতে অনেকেই রাজী হইবেন না। ফলে বড়দিনের অব্যবহিত পূর্বে বাজার কিছুটা মন্দার দিকে যাইতে পারে এরূপ অনুমান করা অসমীচীন হইবে না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাজারে আজ যে তেজীভাব বিদ্যমান, অদূর ভবিষ্যতে তাহা

সরকারী ঋণ—

এই সপ্তাহে এই বিভাগে ঋণ প্রায় স্থিতিশীল রহিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন প্রায়, তবুও তাহাদের বিশেষ কোন ঔৎসুক্য এপর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। তাই আশা করা যাইতেছে যে আগামী সপ্তাহে এই বিভাগে ব্যাঙ্কগুলির জন্য কাজ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। ৩½ সুদের ১৯৬৩ ১০১৷৷০ ৩½ সুদের ১৯৭০-৭৫ ১০১৶০, ৩½ সুদের ১৯৬৩-৬৮ ১০১৸০, ৩½ সুদের ১৯৬৭ ১০২৷৷৶০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার প্রতি শেয়ার ৫৲ বাড়িয়াছে। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১২।০, হিন্দ ৩৭।০ ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৭৭।০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কাগজের কল—

বালী ১৯৷৷৶০ বেঙ্গল ৮৫০, কানপুর টেক্সটাইল ১১৩, ভালবার ৩১৲ এসেম্বে ৬৮৲ কেসোরাম ১৪৫০ ও নিউ ভিক্টোরিয়া ৬।০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বেনারস, কানপুর টেক্সটাইল, ভালবার ও কেসোরামের আরও উন্নতি হইবে মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

চটকল—

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৪০৲, বরানগর ৩২০৲, টাঁপদানী ২৭৮৲, ডেভী ৭০৮৲, হাওড়া ৯৬৶০ মেঘনা ২০০৲ নবীয়া ১২৭৲ প্রেসিডেন্সী ১০।০ এবং ওয়েস্টারলি ১২।০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই বিভাগে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়া, সৌরীপুর, টাঁপদানী, নবীয়া, ন্যাশনাল ও নৈহাটির আরও উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

ডেলপ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও টেক্সটাইল মেসিনারীর উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্ণপুরেরও বেশ চাহিদা ছিল এবং ৮।০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে। জুবিলীরও কাজও ক্রমেই বাড়িতেছে এবং এই সপ্তাহে ১১।০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এসোসিয়েটেড ৪৪৷৷০, বেঙ্গল ৩২০৲ বরাকর ৩০।০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১২৮৶০, নিউ বীরভূম ২৪।০, চুকলিয়া ৭৮৶০, ঝরিয়া ৩২৸০ সৈকিওলী ৩৯।৶০ কারাপুরা ৩৪।০ ঈষ্টার্ণ ২৪৮৶০ ও ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ২৮০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে। মনে হয় যে কারাপুরা ডেভেলপমেণ্ট, বেঙ্গল, বরাকর, জরিহা, নিউ বীরভূম ও ভালডের সপ্তাহের মধ্যেই উন্নতির সম্ভাবনার রহিয়াছে।

বিবিধ—

ইণ্ডিয়ান কপার ৩।৶০, সোনভ্যালী ১১৮৶০, ভালনিয়া সিমেণ্ট ১৩৶০, বাঘচোর ৭৸০, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ১১৲, অমলার ১৪৶০, ভারত এয়ারওয়েজ ৯।৶০, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১৮।০, জার্ডিন হেণ্ডারসন ২০৫৲, মার্টিন বার্ণ ২১৮০, ন্যাশনাল ট্যানারী ৪৬৲, ইণ্ডিয়া পেপার ২১৬৲, আসানসোল মিল ৯৶০, টাইড ওয়াটার অয়েল ৩৪৮০, ইণ্ডিয়া টীনপ্লেট ১৬৮০ হইয়াছে। ইণ্ডিয়া টীনপ্লেট, সোনভ্যালী সিমেণ্ট, টাইড ওয়াটার অয়েল, অমলার, বি আই করপোরেশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার-ওয়েজ, ইণ্ডিয়ান কেবল, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান কেবল্-এর আরও উন্নতি সম্ভব।

চা—

চা বিভাগে পূর্ব্বের তুলনায় কাজ কিছু কম হইয়াছে। বানারহাট ৪৭৷৷০, বিরনাথ ৫৬।০ চুনচুটে ৩৭৭৲ বেলাবার ৩৫৲ পাত্রাকোলা ১২০০৲ ও চেঙ্গলপুর ১৬।০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত খাদ্যনীতি

(পূর্ব্বাংশ ১১১ পৃষ্ঠায়)

প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী ১৯৪৮-এর ১লা জানুয়ারী হইতে আসানসোল ও খড়গপুর এলাকায় খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দুইটি অঞ্চলে অতিরিক্ত চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা খাদ্যের অল্পতা যে-সব জেলায় আংশিক রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাও ১৯৪৮-এর ১লা জানুয়ারী হইতে রদ করা হইবে। ইহাছাড়া অন্যত্রস্থানে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্ত্তমানের কায়েই চালু থাকিবে।

পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাই নগর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, বীরভূমের কতকটা এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর বাদে, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা এবং হাওড়ার জেলায় গণ্য গণ্য করা হইবে। কর্ডন বাবদের জন্য উপরিউক্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলকে একটি পৃথক এলাকা বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাউল চালানে কোনরূপ বাধা-নিষেধ থাকিবে না, তবে এই হুকুম হইতে বাহিরে কোনরূপ গণ্য চালানী চলিবে না। অবশ্য স্থান প্রবেশের দর্শনীই, সরকার যথাসাধ্য সহযোগিতার চেষ্টা করিবেন। কেহ অন্যুন ও অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য পাইবার চেষ্টা করিবে না বলিয়া সরকার আশা করেন যে কোন বিশিষ্ট এলাকায় সরবরাহ যথেষ্ট হইলে সেখানে খাদ্যের পুনঃপ্রবর্ত্তন ব্যবস্থা চালু করিতে বিলম্ব করিবে না।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ব্বাংশ ১০৯ পৃষ্ঠায়)

উল্লেখযোগ্য। কারণ পূর্ব্বাঞ্চলে সরকার যাই নিয়ন্ত্রণ করুন বাজার কার্য্যতঃ স্বাধীনতাই উপভোগ করিতেছেন। সাম্প্রতিকের জাপানী বোমাবর্ষণের উপর পূর্ব্বাঞ্চলে সরকার যে বর্ষর বাধন করিয়াছেন, তাহা এখনও সকলেরই মনে আছে কিন্তু বোমাবর্ষণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার যে নীতিকে সাম্প্রতিক দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত মনে করিয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে তাহার পশ্চাতে সরকারের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। যে বিধিবদ্ধ সাম্প্রদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে তাহারা বলেন যে, একমাত্র জাপানীরাই এরূপভাবে কনসার্টিনা ও হারমোনিয়াম ব্যবহারের ইচ্ছুক। সম্প্রতি চাউলের যে সব হইতেছে তাহার উপর পক্ষী দুরদর্শন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বাঞ্চলে সরকারের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা করা এখন অসম্ভব নয় যে পূর্ব্ব সীমান্তে বিপুল সৈন্য পূর্ব্ব আক্রমণের কাজ সমাধান চেষ্টা করে।

আজ ছয় মাস হইল যে সময় হইতে সি বিভাগের অধিকারের পরেই তাহার শেষ উদ্ধ হইয়া। অধিকন্তু বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় নগদ সরবরাহ থাকায় চালে পূর্ব্ব আধিপত্যের ধারণা বিষয়ে ফেলিয়া করে। এই ধারণার কিছু উ আসা বিষয়ক ইতিমধ্যে ব্যবসা হইলেও তাহা ভিন ব্যবসা ব্যবসায়েই সীমা করা হয়। অবশ্য সেন বিভাগ পর হইতে দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে যে হারে মনে অবশ্যেষী মুদ্রাস্ফীতি পূর্ব্ব সাধারণ বিপ্লব করিবে চলে ও হইয়াছে আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। কেন এই সম্পর্কে বাংলার সংবাদপত্রগুলি এত সাধারণ উচ্ছাস করিয়াছিলেন? কিন্তু অত্যাবশ্যক মুদ্রাস্ফীতি বহন আমাদের এই সন্দেহগুলিকে দূর করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রথম মনে করিয়াছিলাম। আজ বাজারে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস, সাধারণ ও মহাজনগণই পূর্ব্বাঞ্চলের বাস্তবিক উদ্বৃত্ত বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাইতেছেন। কি আজ পশ্চিম বাংলায় উৎপাদের অবাধ রপ্তানী আবার-এবে চালাইয়া যাইতে পারেন। অবশ্য বাংলার সরকার এখন নিজে কৌশলে এরূপ করা দূরের কথা আরও আমরা হইয়া আছেন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গলের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ পশ্চিমবঙ্গের যে সকল উদ্বৃত্তযুক্ত মুদ্রাস্ফীতি আসিয়াছে নূতন করে বন্ধ হইয়াছে তাহারা উহাদের আসল প করিতে সচেষ্ট হইতেছেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বিপুলের প্রথম অবস্থায় বেঙ্গল ভাব আজ এবার পূর্ব্বাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতি-অবস্থার মধ্য হইতে চলিয়া যাইতেছে। অবশ্যের ১৯৪৩ পূর্ব্বাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই এইবার অবশ্যই সৌরাষ্ট্র ভারতীয় ফেলিয়া অবশ্য বাংলার পূর্ব্ব-

লোক :

বার্ষিক হিসাব নিকাশের মুখে ব্যাঙ্কগুলির তৎপরতা

ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের বার্ষিক হিসাব নিকাশের দিন ই আসাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সকলের টাকার হার যেমন কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। ব্যাঙ্কের ঘরে বৃদ্ধি পাওয়া, তো দূরের কথা, ত করেক স্থান ধরিয়া ইহা আরও হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য আয়কর ও সোনের অস্বাভাবিকে তুলা ও পাট সম্পর্কে । অনিশ্চয়তার ফলে এবং সাধারণ ভাবে স ব্যবসায় অনুবিধা। ব্যাঙ্কের টাকার চাহিদা না হইলেও ব্যাঙ্কে ডিপোজিট বৃদ্ধির পরিমাণ বৃদ্ধি ই সম্ভাবনা রহিয়াই আছে। কোন প্রকারের সমৃদ্ধিসূচক কল্পনা এখন করিতে হইলে ২৩ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবেই। অবশ্য সরকারের শিল্পসংক্রান্ত বিনিয়ন্ত্রণ নীতির ফল হবে, তাহা এখনই বলা যায় না। তবে প্রধান শিল্পগুলির মূলধনের বর্তমান উৎকট হইতে ইহা ন অবশ্যই হইবে না যে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে ভাসাভাসি করিয়াই যাইবে। অবশ্য এই মূল্য-

ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে সকল বৃদ্ধির একটা ন যে থাকিবেই, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ফলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলি চলাচল অবাধ ক্রমতর হইবার ফলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে যে বহন পরিমাণে স্থির হইবে। বড় বড় ক্ষ ব্যাঙ্কের শাখা ব্যবসার পরিচালনে পরিচয়ের ন্য আসিতে এক নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। নদের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে পার পরিচিত সম্পত্তি যে ছোট করেন, পশ্চিম ও বিহুর প্রাদেশিক সরকারের উদাসীনে ও বিশেষ কোন ফল লাভ করা সম্ভব হয় নাই। করিয়া হিসাব করিলেও ঋণ সম্পত্তির মোট ২১ হইতে ১০ কোটি টাকা হইবে। এই পাশে এই সব ব্যাঙ্কের পক্ষে বাজারের ও সঙ্গে না হইয়া উপায় নাই। ছোট ব্যাঙ্কগুলি ও হিসাব নিকাশে সাধারণ বাধিবার জন্য রে ব্যবস্থান বাঁধিতে সচেষ্ট হইবে।

লোচ্য সপ্তাহে বাজারকোম্পানির বাজারে কিছু ছে। বাজারকোম্পানির ঋণ আবেদনের বিষয় ।৮০'৫ লক্ষ টাকা হইতে ১৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহীত আবেদনও ২০'৫ লক্ষ ১১২ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। র ঋণ যখন ঘটার লাভজনক হইয়া স এবং কোম্পানী কাগজের মূলধনের সুদ বা বাজারকোম্পানির এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইত। স্ক, ঘটার ঋণপত্রের হার শতকরা ১০ আনাবেই যায় এবং আগামী সপ্তাহের জন্য ১ কোটি টাকা। পিস বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

হিসাব তারিখে সপ্তাহ সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন ক ইত্যাদির যে হিসাব নিকাশ বাধিত হইয়াছে। দেখা যায় বাজারে মোট পুঞ্জী সপ্তাহে। ৯ কোটি টাকা হইতে ১১১৮৮৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগে মোটের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি টাকার মত কমিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সরকারের আমানত ৩১০৮১ কোটি হইতে ৩০৪'০৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। আবার সরকারের অন্যান্য আমানত ১৮'৫১ কোটি হইতে ১৮১৬ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব ১১০'৫৭ কোটি টাকা হইতে ১১৫' ৬৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঁরদেশীয় অর্থের পরিমাণ ৬০'৮৫ কোটি টাকা হইতে ৩১০'৯১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বন বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা করিয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত ৪ ৬৬ কোটি টাকা হইতে ৩'১৬ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। পাকিস্থানের প্রাদেশিক সরকার-গুলির আমানতের ১ লক্ষ টাকার হ্রাস দেখা গিয়াছে।

১৯৪৮ সালের প্রথম ৭ মাসে প্রাপ্ত ইনকাম আর এক কিস্তি ছাড়িবার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রতি-নিধিদের একটি দল পরীক্ষা করিতে অসিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই কিস্তিতে আয়ের ও পাকিস্থানের আয়ের জন্য পৃথক প্রাপ্য হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারের অর্থসচিবের কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা চালাইবার তাহার হইতে একদল প্রতিনিধি করাচীতে গমন করেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে তাহার ও পাকিস্থানের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে এবং সকল বিষয়েই পূর্ণ হইবে হইয়াছে।

ঘাটতি ও আয়কর

(পূর্বপৃষ্ঠার ১০১ পৃষ্ঠার)

ব্যক্তিগত বাণিজ্যপ্রচেষ্টায় মূলধন-বিনিয়োগকারী লোকের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না। আর এটা ঠিক যে এখনও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্য-প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা ছাড়া দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতিসাধনের অন্য কোন উপায় নাই। উহাতে মূলধনের প্রয়োজন এবং সে মূলধনের পরিমাণ যত বেশী হয় ততই মঙ্গল, কারণ তাহা হইলেই দ্রুত প্রচেষ্টার সফলতায় আমরা বহির্দেশের উপনিবেশবাদ করিয়া অন্তত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিব। কাজেই মূলধনের বাজারটাকে আমরা একেবারে মই হইতে দিতে পারি না।

অবশ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ বলিয়া থাকেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের আয় ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং হইতেছেও। এইরূপে মূলধন ব্যবসায়ীদের হস্তগত হওয়ার পরে সরকার তার আদায় করিয়া থাকেন। উক্ত প্রশ্নের কর ব্যবসায়ীদের পক্ষে, তাহার উপার্জনের জন্য অথবা তাহার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দায়িত্ব হয় না। তাই কর ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রকার খরচ বাদে লাভ বিধিই হইয়া যাওয়ার পরে আদায় করিয়া [illegible]

কর হইতেছে, এবং মূল করিবার সময়ে ব্যবসা-মহলে কোন ভুল নাই।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, আইনের এইরূপ মূলতঃ বিশ্লেষণে করদাতার বিশেষ লাভ হয় না। সে তাহার ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যতটা টাকার খরচ করুক, অথবা ব্যবসার মাল গাদে কেনিয়া টাকা রোজগার করিয়া সরকারকে আয়কর বাবদ যতটা দিয়া দিক, তাহার নিকট উহা খেয়ে কম এবই। আইনের কোন্ ফাঁকে তাহার টাকাটা বাহির হইয়া গেল, কেবলমাত্র সে সংবাদ অবশ্য হইয়াই তাহার সঙ্গে পুলকিত হওয়া শক্ত, কারণ সে দেখিতে পাইতেছে, শেষ অবধি টাকাটা তাহার কাছে নাই।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হইবে। কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা বৎসরে ১,০০,০০০৲ টাকা লাভ করিলে তাহাকে আয়কর ও অতিরিক্ত-কর বাবদ ৫১,৪৬৯৫০ দিতে হয় এবং অবশিষ্ট থাকে ৪৮,৫৩০ মাত্র। ওই ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বৎসরে ১,০০,০০০৲ টাকা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে আয়কর ও অতিরিক্ত কর বাবদ দিতে হয় ১,৪৭,২৬৮০ এবং তাহার নিজের থাকে ৫২,৭৩১০ মাত্র। ইহার উপর আবার যোগান উপর থাকের আইনের আছে ব্যবসায়ে লাভকর (Business Profits tax)।

বেশী আয় করিলে অতিরিক্ত হারে যে কর দেওয়া উচিত, এ নীতি আমরাও সমর্থন করি, কিন্তু তাহার সহিত একথাও বলিতে চাই যে, সে হারের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যাহাতে সেরূপ অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ মানুষের মধ্যে অন্তঃ কিছুটা আগ্রহ থাকে, কারণ তাহাতে পরোক্ষ লাভ সরকারেরই। কিন্তু হারের পরিমাণ যদি এমন অদ্ভুত রকম বিশ্রী হয় যে, লোকে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করিবে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে, অথচ লাভ পাইবে কম পরিশ্রম ও কম মূলধন বিনিয়োগের সমান, তাহা হইলে মানুষের অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রবৃত্তি হ্রাস পাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত হইবে জাতীয় রাজস্বের।—শিল্প ও মানুষকে দিয়া যদি সরকারের তরফে কারসাজিকের কাজ করাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সেইরূপ করসংগ্রহের পথেও যাহাতে তাহাদের হাতে সন্তোষজনক কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করাই জাতীয় ধনসম্পদের বৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

ক্রমহ্রাসমান হারে অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই করহারের ফলাফল কি তৎসম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে [illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৩-১২-৪১	৫-১১-৪১	৬-১১-৪০
দায়—			
নোট বিচলনের মোট	৩৩,৪১,৩৩	২৪,১৩,১৮	৩৯,৭৬,৩৩
অন্যান্য মোট	১৩৩৩,৪৯,১১	১১৩৯,৯৩,৩৩	১৩১১,১১,১১
মোট	১৩১৪,৩১,৩৩	১৩১৪,৩৯,১১	১৩৩৩,৩১,৩১
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও স্বর্ণ মোহর			
(১) হাতের	৪৪,৩১,১৬	৪৪,৩১,৪৪	৪৪,৩১,৩১
(২) ব্যাঙ্কের বাহিরে	...	...	...
রৌপ্য পাওনা	১১৩৩,৩৩,১৯	১১৩৩,৩৩,১৯	১১৩৩,৩৩,১১
মোট (ক)	১১১৯,১৪,৩৪	১১১৯,১৪,৩৪	১১১৯,১৪,১৬
(খ) ব্যাঙ্ক নুহা	৩৩,৩১,৩১	৩৭,৩১,৩১	৪১,১৯,১১
	৩১,৩৪,৭৯	৩১,৩৪,৭৯	৩১,৩৪,১১
মোট	১৩১৪,৩৯,৯৯	১৩১৪,১৪,১১	১৩৩৩,৩৩,১১

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৩১,০০	৫,৩৩,০০	৫,৩৩,০০
সঞ্চয় তহবিল	৫,৩৩,০১	৫,৩৩,৩১	৫,৩৩,০১
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার			
হাতের	১৩৩,৩৫,৪১	৩১৭,১৩,৩৩	৩৩৬,১৭,৩১
পাতিব্যাঙ্কের	৫,১৬,১১	৫,৩৫,৩৩	
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(১) হাতের	১৬,৫৬,৩৩	১৩,১৯,৩১	১৯,১৯,১১
(২) পাতিব্যাঙ্কের	১,৩৬,১১	১,১৫,১৫	
(গ) ব্যাঙ্কারদের	১১১,৩১,১৯	১১৩,১৯,১৯	৯১,৩৯,১৯
(ঘ) অন্যান্যের	৩৬,১৩,৬৩	৩৯,১৯,৯১	১৯,১১,১৩
(ঙ) বাকী সরকারের	...	...	১১,১১
দেয় হুণ্ডী	৫,১৯,১৩	৫,১৯,৩৩	৬,১৫,১৯
অন্যান্য দেনা	৯,৯৯,১৩	১৩,৩৫,৯৯	৯,৯১,১১
মোট	৪১৯,৩১,৩৩	৩৯৫,১৯,৩১	৩৯৬,১১,১৩
সম্পত্তি—			
মোট	৯১,৩৭,৯১	৯৫,১৩,১৮	৯৯,৯১,৩৩
বাট্টা নুহা	৩,৩১	১৬,১৫	৫১,১৫
অন্য মূলধনে নুহা	১,৯১	১,১৩	১,১১
অগ্রিম হুণ্ডী			
(ক) আন্তঃব্যাঙ্কীয়	...	...	...
(খ) বাহিরের	...	...	...
(গ) রাজস্ব সরকারের			
ট্রেজারী বিল	১,৩৩,৩৩	৭৭,১৩	৯৩,১১
অন্যান্য সিকিউরিটী মিলিয়ে	৩৯৯,১৩,৩৩	৩৯৭,১৫,৯১	৩৯৬,৯১,১৩
সরকারকে অগ্রিম ও ঈত্যাদি	...	...	১৩,৩৩
অন্যান্য অগ্রিম ঈত্যাদি	১১,১৩	১১,১৫	৯৯,১১
বন্ধ বিনিময়ের	১৯,৭৩,৩৩	১৯,৩৩,৩৩	১৯,১১,১৩
অন্যান্য সম্পত্তি	৬,৯৩,১৩	৬,৯৫,১৯	৯১,৩৩,৩৩
মোট	৪১৯,১৭,৩৩	৩৯৫,১৩,৩১	৩৯৬,১১,১৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-১০-৪১	১৬-১১-৪১	৬-১৬-৪০
দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৩১,০০	৫,৩৩,০০	৫,৩২,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	৬,১১,১৩	৬,১৫,৯৩	৬,১৯,৩৩
অন্যান্য দায়িত্ব (ডেপোজিট ছাড়া)	১৩৩,৩৯,৩১	১৩৯,৩১,১৩	১৩৯,৩৯,৩৩
ডেপোজিট ও অন্যান্য হিসাব			
বিবিধ ...	১,১৩,৩১	১,৩৩,১৯	১,৩৯,৩৭
মোট	৩৩১,৯৩,৩৩	৩৩১,৩১,৩৩	১১৯,৩৩,৩৩
সম্পত্তি—			
হাতে ও ব্যাঙ্কে মজুদ	১৩১,৩১,১১	১৩৩,৩৩,১১	১৩৩,৩৫,৩৩
অন্যান্য অনুমোদিত			
বিনিময়ে	৫,৩১,৩৩	৫,৩১,১৩	১৩,৩৩,১৩
ঋণ	১১,১১,৩৩	১১,১১,৩৩	৩৩,৩১,১১
অন্যান্য ডেবিটর	৩৯,১৯,১৩	১১,৩৩,৩৩	৩৩,৩৩,৩৩
অন্যান্য এবং ফ্রীজ হুণ্ডী	৯,১১,১১	৯,১১,৩৩	৯,৩১,১৩
ট্রেড বিল	১,১৯,১১	১,১৩,৩৩	১,১৯,১১
বিবিধ—	১,১৯,১১	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,১১
অন্যান্য যাবতীয় জমা	৯,৩৩,১১	১,৩৩,১১	১,৩৩,১৩
হাতের যাবতীয়—			
ও বিভাগ ব্যাঙ্কের বিলটী	৩১,১৩,৩৩	৩৯,১১,১৯	৩১,৩৩,১৩
মোট	৩৩১,৩৩,৩৩	৩৩১,১১,৩৩	১১৯,৩৩,৩৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৬-১১-৪১	১১-১১-৪১	১-১-৪১	
দেনা—				
(ক) ব্যাঙ্কার্স দের				
(১) হাতের	৩৩৫,৩৫,১৫	৩৩০,৯৩,৩৩	১৩৫,৩৬,৩১	
(২) পাতিব্যাঙ্কে	১১,৩১,৯১	১৫,১৬,৩১		
(খ) অন্যান্য সরকারের দের				
(১) হাতের	৩১১,৩৩,৩৩	৩১৯,১১,৩৩	১৩১,১১,৩৩	
(২) পাতিব্যাঙ্কে	৩৩,১৯,১৯	৩১,১১,৩৩		
(গ) অন্যান্য দের এবং হুণ্ডী				
(১) হাতের	৩৩,৩১,১১	৩৩,১১,৩৩	৯,১১,১১	
(২) পাতিব্যাঙ্কে	৯,১১,৩৩	৯,১৯,৩৩		
বিলের বিপরীতে জমা	১৩৩,১১,১৩	১৩,৩১,১৩	১১,১১,১৩	
সম্পত্তি—				
(ক) হাতের	৩৩৩,৩৩,১৩	৩৩৩,৩৩,৩৩	১৩১,১১,১৩	
(২) পাতিব্যাঙ্কে	১৩,৩৩,১১	১১,৩১,৩১		
অন্যান্য হুণ্ডী				
(১) হাতের	১১,৩৩,১৯	১১,৩১,৩৩	৬,৩১,১১	
(২) পাতিব্যাঙ্কে	১,৩৩,১৯	১,৩৩,১১		

ট্রেজারী বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	সরকারী	বেসরকারী	বিক্রয়	পরিশোধ	বাকী (৯১ দিনের মেয়াদী)	ঐ বিক্রয়ের অনুপাতিক হিসাব	সরকার কর্তৃক ধার্য্য হার
১৯৪১							বার্ষিক
ফেব্রুয়ারী ৮	১,৩৩	৩১	১,৩৩	১৩,১১	১,৫০	১৩	

	১১	১,৩১	৩১	৩১	১১,৩৩	৫,৩৩	১৩
	১৯	১,৩৩	৩৫	৯৩	১৩,১১	৯,৩৫	১৩
মার্চ	৭	১,১৩	১,১১	১,৩৩	১৩,৩১	১৩,৩৩	১৩
	১৪	১,৩৩	১,৩১	১,১১	১১,৫৩	১৩,৩৩	১৩
	২১	১,৩১	৩৫	১,৩১	১৩,১৩	৯,৩৩	১৩
	২৮	৫৩	১৩	১,১৩	১৩,১৩	৬,৩৫	১৩
এপ্রিল	৪	১,৩৩	...	...	১৩,১৩	৩১	...
	১১	৯৩	৯৩	...	১৩,১১	৯,১৩	১৩
	১৮	১,১১	১,১১	১,১১	১৩,৩৩	৯,৩৩	১৩
	২৫	১,১১	১,৩৩	১,৩৩	১৩,১৩	১,৩৩	৯১
মে	২	১,১১	১,৩৩	১,১১	১৩,১৩	১,৩৩	৯১
	৯	৯,৩৩	১,৩৩	১,৩১	১৩,৩৩	৯৩	৯১
	১৬	১,৩৩	১,৩৩	৯১	১৩,৩৩	১,১৩	৯১
	২৩	৯,৩৩	১,৩৩	৯১	১৩,১৩	৯,১৩	৯১
	৩০	১,৩১	১,১১	১,১১	১৩,১১	৯,৩৩	৯১
জুন	৬	৯,৩৩	১,৩৩	১১	১৩,১১	১,৩৩	৯১
	১৩	৯,১১	৯,১১	১,৩১	১১,৩১	১,১১	৯১
	২০	১,১৫	১,১১	১,১৫	১১,১১	৯,৩৩	৯৯
	২৭	১৯	১৯	৯৯	১১,৯১	১,১৩	১৩
জুলাই	৪	৯১	১৩	৯৩	১১,১৩	১,১১	১৩
	১১	১,৯১	...	৯৯	১১,১১	৯,১৯	...
	১৮	...	...	১,৯১	১১,১১	৭৯৯	
	২৫	...	...	১,১৭	১১,৯১	৯,৯১	...
আগস্ট	১	...	...	...	১৩,৯১	৯,১৯	...
	৮	...	১,১১	১৩,৯১	৯,১৯	৯	
	১৫	...	...	১,৯১	১৩,৯১	৯,১৯	...
	২২	...	...	১,৯	১৩,৯১	৯,৯১	...
	২৯	...	...	১,৯	১৩,৯১	৯,৯১	...
সেপ্টেম্বর	৫	৯,১১	১,১১	৯,৯১	১১,৯১	৯,১৯	৯১
	১২	৯,৯১	১,১৭	১,১৭	১১,৯১	৯,১৯	৯
	১৯	১,৯১	১,১১	৯,১	১১,৯১	৯,১৯	৯
	২৬	৯,৯৯	১,১১	১,১৯	১১,৯১	১,৯১	১
অক্টোবর	৩	৯,৯১	১৩৯	৯৯	১৩,৯	৯,১৯	৯
	১০	৯,৯১	৯,১৯	১৩	১৩,৯	৯,১৯	৯
	১৭	১,৯৯	৯,১৯	...	১৩,৯	৯,১১	৯
	২৪	৯,১৯	৯৯,১	...	১৩,১	৯,১৭	৯
নভেম্বর	৬	৯,৯৯	৯,১৯	...	১৩,১	৯,১৯	৯
	১৪	৯,১১	৯,৯৭	...	১৩,৯১	১,৯৭	৯
	২১	১,১১	১,১৭	...	১৩,৯১	১৩,১৭	৯
	২৮	৭৩	৯৩	...	১৩,৯১	১,৯৯	৯
ডিসেম্বর	৪	৯১	৯১	৯,১১	১১,১৯	...	৯
	১১	৯,১১	৯,১১	৯,১১	১৩,৯১	১,১১	৯

পরিশোধ্য ট্রেজারী বিল

১৯৪১			
ফিব্রুয়ারী	১৮	...	১,৫০,০০,
	২৫	...	১,১১,১১,
১৯৪২			
জানুয়ারী	১	...	১,৯১,০০,
	৮	...	১,০০,০০,
	১৬	...	৯,০০,০০,
	৩০	...	৫,০০,০০,
ফেব্রুয়ারী	৬	...	১,১০,৯৯,
	১৩	...	৯,৯১,৯৯,
	২০	...	১,১১,৯৯,
	২৬	...	৯৯,৯৯,
মার্চ	৫	...	৯১,৯৯,
	১৩	...	১,১৯,১৯,

ইণ্ডিয়ান আয়রণের লভ্যাংশ হ্রাস

৭ সালের মার্চ মাসে যে বছর শেষ হইয়াছে সেই আলোচ্য কোম্পানীর কাজ কারবারের পূর্ব বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সন্তোষ-পরিচালকদের রিপোর্টে বলা হইয়াছে ব সরকার সাময়িক বিশৃঙ্খলা এই কোম্পানীকে অতীতে বহুই বিব্রত করিয়াছে। হীরাপুরে ন্ন কুলীর সাড়ে-চারশো কাজ বারং প্রতিষ্ঠা বিক্ষোভে। এই বছরেই দুই বছরের বহু পূর্ণ আদায় প্রতিকূল অবস্থা অবলম্বন উৎপাদন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতে থাকে। বেশীর ভাগ কোন প্রকার বন্দোবস্ত অসম্ভব। কিন্তু হীরাপুরের বন্দোবস্ত কুলী কারখানার প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। ফলে এই কোম্পানীকে কতকগুলি বাধ্যতামূলক মজুরীর হারে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বৃদ্ধি হয়। অনুমান করা যায়।

বৎসরের তুলনায় বিক্রয় অবশ্যই হইয়াছে।

বৎসরের জন্য ও তুলাপত্তন বাদ বিক্রয় মূল্য পরিমাণ হইয়াছে ৬৫,৭১,১৩৯৲ টাকা, সালে এই খাতে পরিমাণ ১,২৪,৭১,৩৩৩ ৲. বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ব বৎসরে কোটী টাকা আলোচ্য বর্ষে এই পরিমাণ ২৫ কোটী টাকা। বিবিধ খাতের বছর পূর্ব ৩৩৮৮ লক্ষ হইতে কমিয়া আলোচ্য বর্ষে ৩ টাকা হইয়াছে কিন্তু টাল কর্পোরেশন হইতে পূর্ব বৎসরে যেখানে ২১,৩৫,১৮৯৲ হয় হইয়াছিল, সেখানে যেখানে মাত্র ৯৲ টাকা আয় হইয়াছে। মূল্যাপত্তন খাতে বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা ৭. এলাকে হইয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশন বৎসরে ৩,৮৭,৭১৮৲ টাকা বরাদ্দ করা পূর্ব বৎসরে এই খাতে ৩,৯৯,০০০৲ টাকা রা হইয়াছিল কিন্তু গত বৎসরে করের খাতে ৩৮৭৭ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল, বলে সেখানে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হই-আলোচ্য বর্ষে সাধারণ অংশীদারগণকে ৮৮% হিসাবে লভ্যাংশ দিয়াছেন. কিন্তু বৎসরে ইহার ছিল ১০০ টাকা।

অবশ্যই ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে অবস্থা যতটা বৈরাগ্যজনক মনে হয়, প্রকৃত ততটা খারাপ নহে। মূল্যাপত্তন অর্থাৎ সরকারকে ৯৯ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, বিতর্কিত হইবার কারণ নাই। মূল্যাপত্তন যে নিরর্থক ব্যয়ভারের উপর। হীরাপুরের লাভজনক বৎসরে যন্ত্রগুলি যথেষ্ট বিশ্রাম পায় হযোগ পায়।—উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিক বিশৃঙ্খলাই দায়ী নহে। সের অবাধ্য বহন পরিবর্তে উৎপাদন ব্যাহত করে। চলাচলের অসুবিধার জন্য ায় কাঁচামালের সরবরাহ এবং কারখানা হইতে উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর বাজারে পরিবহণ উভয়ই বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে বহু কারখানায় অবাধভাবে পড়িয়া থাকে এবং যথেষ্ট মূলধন আটক হইয়া থাকে। এই সব প্রতিবন্ধক যেমন বাধা বন্ধের কথা বলে, তেমনি আবার চলতি বৎসরে নূতন চাহিদা বিস্তারে দেখা যায় যে অবাধভাবে ও অফুরন্ত উৎপাদের চাহিদা আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে ৭৮৫১ লক্ষ টাকা, যেখানে পূর্ব বৎসরে এই চাহিদা ছিল ৬৫১৯ লক্ষ টাকা। পরিচালকগণ ইহাও জানাইয়াছেন যে জাহাজ শিল্পগুলি সবেরও সম্প্রসারণমূলক নূতন প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাবদ পরিমাণ পূর্ব বৎসরে যেখানে ছিল ১,১৭,৩১৮৲ টাকা এবারে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৩৩,৬১,৬২৮৲ টাকা। বিবিধ খাত পূর্ব বৎসরের ১০৮,৬২, ৫৪১৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৪২,৩১,১৪২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মূলধন খাতের পরিমাণ গত বৎসরের ২৩,৭৯,৩৪৯৲ টাকা হইতে ৩৩,১৮,৬৩৪৲ টাকাতে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কুলটী কারখানার জন্য ৭২১ লক্ষ টাকা মূল্যের ও হীরাপুর কারখানার জন্য ১৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যের নূতন যন্ত্রপাতির ক্রয় করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন বিভাগ এবং এজেন্সির জন্য কর্মাধ্যক্ষ, প্রচার বিভাগ, 'আর্থিক ভারত',১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

ভারতে পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা

(পূর্বাংশ ১১২ পৃষ্ঠায়)

কলিকাতায় সিদ্ধান্তি ও সরকারের প্রতিনিধি লইয়া ইণ্টারন্যাশনাল যে চা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে স্থির হয় যে ভারতের আন্তর্জাতিক চা প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকিয়া যাইবে ও আন্তর্জাতিক চা চুক্তি মানিয়া চলিবে।

তৈলবীজ

গত সপ্তাহে তৈলবীজের বাজারে চাঞ্চল্যজনক অবস্থাই সর্বাপেক্ষা ভাল ছিল। বাজারে চাঞ্চল্যের বাজারে যেন তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। সরবরাহের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় এবং ক্রেতাদের মধ্যে ইহা প্রতিযোগিতা থাকায় অল্পই সম্ভার এইটা ১২৮ ছিল অবশ্যই এবার চীনাবাদামের উৎপাদন যথেষ্ট হয় নাই। তাহার সরকার এইপর্যন্ত যে সকল এলাকার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর বাকীর এলাকার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহার জন্য সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উপাত্তের পুনর্বণ্টন

(পূর্বাংশে ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাবে উপাত্তের পুনর্বণ্টন কার্যে ব্রতী হইতে হয় তাহা হইলে অবিলম্বে কৃষির উপযোগী পতিত জমিকে আবাদ করিতে হইবে এবং এই সব পতিত জমিকে কেন্দ্র করিয়া সেচ ও কৃষিবিস্তারের সাহায্যপুষ্ট এক-একটী উপনিবেশ গড়ি করিতে হইবে। এই কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার সরকারকে অবিলম্বে বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে হিসাব করিতে হইবে উদ্বাস্তুদের জন্য কোন কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ রকমের কাজে শিল্প ছিল এবং অন্যদিকে হিসাব করিতে হইবে অনুরূপ রকমের সংস্কারে তাহাদের অন্য কোন্ অঞ্চলে অধিক। এই দুইয়ের যোগাযোগ সাধনের ভিত্তিতেই তার প্রকৃত পুনর্বণ্টন সম্ভব। অন্যথায় সমস্ত আয়ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কেবলমাত্র শতকরাই পর্যবসিত হইবে।

আরও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি সরকার ও দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করা দরকার। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সমস্যাকে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিতেই বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৭ অব্দের পরে বাংলায় বহুপরে না ঘটিলেও ১৯৪৭ অব্দের পূর্বেও অতিমাত্রা হইতেই এখনও বলিবার মত কারণ আমাদের আছে যে, পাকিস্তানের মত বীভৎসতার সহিত যুদ্ধ হয়ত না হইতে পারে, কিন্তু বাংলাতেও এই অধিবাসী বিনিময় একদিন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের নিরপেক্ষ শাসনে এখানকার মুসলমান সেখানের বাঙালার আবশ্যকতা অনুভব না করিলেও শিক্ষাদীক্ষিত অভিজাত ও বাড়ী ঘরদোর বাঁধিতে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের পক্ষে অবস্থানে অবস্থানে পূর্ব-বঙ্গের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকার সম্ভাবনা ক্রমশঃ কীণতর হইয়া উঠিতেছে। "কায়রে আমার মার"এর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'হোমিওপ্যাথিক ডোজে' যে পূর্ববাংলার হিন্দুরা ভেজাস করিতেছে, ভেজাল পরিবর্তে ক্রীতক কিংবা নিরাপদ উত্তরেই তাহার প্রমাণ আছে। তিনি হিসাব করিয়াছেন যে ২ লক্ষ হিন্দু ইতিমধ্যেই পূর্ববাংলা হইতে পশ্চিম-বাংলায় চলিয়া আসিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সমগ্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ অবশিষ্ট হিন্দুর সংখ্যার তুলনায় ইহা নিতান্তই তুচ্ছ। অবস্থার চাপে পড়িয়া পূর্ববাংলার হিন্দুদের বাস্তুতে পাকাপাকি সর্বস্বান্তরের ন্যায় সর্বাধিক দুর্গতি না ঘটে তাহার জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবার বাস্তব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবাংলা গঠিবার এবং অবশ্যকরণ, সকলেরই রহিয়াছে। এখন হইতেই অগ্রিমবের সতর্ক না থাকিলে বিপদ্ধকাল পরে হয় একদমই কিলে হইয়া যাইবে।

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার, ৮ই পৌষ, ১৩৫৩ ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৬ মূল্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থনৈতিক সম্মেলন	১২১	পাটচাষের বাজার	১২৮
ভারতীয় রাষ্ট্রের ঋণ ও আয়	১২৩	সংবাদ	১২৯
প্রাসঙ্গিক	১২৫	সংবাদবিচিত্রা	১২৯
জাতীয় ব্যাঙ্ক	১২৬	অর্থ লাভ	১৩০
বিবিধ	১২৮	বৌথিক	১৩১
বন্দরের কথা	১২৪		

অর্থনৈতিক সম্মেলন

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা এশিয়ার জাগরণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি বাজার দখলের উদ্দেশ্যে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশে যে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে পর যুদ্ধের ফলে সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, যুদ্ধের মধ্য দিয়া এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রটেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আর্থিক বনিয়াদে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আজ তাই ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন, মালয় ও ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ ও চীন সর্বত্রই আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে জাতীয় স্বার্থে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছে।

দীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পর বৃহত্তরিক্ত এশিয়ার পক্ষে নূতন করিয়া সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সহজ নয়। বিদেশী শাসকদের নিকট হইতে যে অন্তর্হীন সনন্তার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি তাহার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যে অব্যাহত শান্তি অপরিহার্য, এশিয়ার আজিও তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সমগ্র চীনব্যাপী অন্তর্বিরোধ চলিয়াছে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অবসান ঘটে নাই; ইন্দোনেশিয়া ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি এখনও রাজনৈতিক অবাবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যদিও এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে শীঘ্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছে, তথাপি পুনর্গঠনের পথে যে সকল গুরুতর সমস্যা রূপায়িত হইয়া আছে, তাহার দ্রুত সমাধান কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলেও এ পথ অনুসরণ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে যে সকল সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি বিদায় অর্থনীতিবিদ ডাঃ পি, এস, লোকনাথন এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত লোকনাথন বলেন যে, অধিবেশনের সময় ছিল যুদ্ধের পর জাতীয় ঘরে সঞ্চিত হইবে এবং ফলে তাহারা সুবাসান হইয়া পাইবে। কিন্তু এশিয়ার পক্ষে সেই উক্তি প্রযোজ্য হয় নাই। যুদ্ধের তুলনায় অপনিবেশ হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে মুদ্রাস্ফীতি ভীষণ অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে তিনি উৎপাদন সঙ্কোচনের কথা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষে কাপড়ের অভাব, কাঁচা মালের অভাব ও শ্রমিক অসন্তোষ শিল্পোৎপাদনকে এবং ইন্ধনের অভাব ও যুদ্ধকালীন ধ্বংসই পরিবহণ ব্যবস্থাকে অচল করিয়া রাখিয়াছে। ভারত অপেক্ষাও চীনের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধ চীনের অর্থনীতিকে প্রায় বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কারখানা, খনি, রাস্তা ও রেলের উৎপাদন এখন পর্যন্ত যুদ্ধপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। যানবাহন ব্যবস্থারও বিশেষ ক্ষতি সাধন হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব মূলধন মূল্যের তুলনায় উৎপাদন পরিমাণ বর্তমান শতকরা ৪৫ ভাগ, অন্যান্য শিল্পে উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ১০ হইতে ৬০ ভাগ মাত্র। যুদ্ধের সময় অনুসৃত "পোড়া মাটি" নীতির ফলে ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদন ক্ষমতার সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক অবাবস্থা এই ক্ষতি পূরণে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন সর্বত্রই তাহাদের উৎপাদন মুখে চোখে পড়ে বর্তমানে সমগ্র এশিয়াব্যাপী যে রাজনৈতিক অবাবস্থা দেখা যাইতেছে তাহার অবসান না হওয়া পর্যন্ত পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ ও

ছের ফলে প্রচলিত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ধারা এমন বিপর্যস্ত হ যে, উহার পুনর্গঠন করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। অন্যান্য অনুকূলে থাকিলেও যুদ্ধ ও অর্থশিল্প আংশিকভাবে যে অর্থনৈতিক ন আনিয়াছে তাহাতে সামাজিক পুনর্বসতি কার্যও সহজসাধ্য যুদ্ধকালে কতকগুলি রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থা ক হওয়ায়) শিল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় সিঙ্গাপুর, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ার শিল্পের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এশিয়ার ভিত্তিক মানচিত্র হইতে জাপান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার ফলেও বহু বাজার অত্যন্ত সীমিত হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল দেশের উপর এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে সেই সকল দেশে অর্থনৈতিক অবনতি ছাড়া কলেও পুনর্গঠনের ব্যাপারে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ কেবল মাত্র এশিয়াস্থিত অঞ্চলের দ্রব্যাদি সরবরাহের ন্য: এই সকল দেশ হইতেই বেশীর ভাগ মূলধন পাওয়া যায়। পর পুনর্গঠনে বিলম্ব ঘটায় প্রাচ্যের এই সকল দেশের উন্নয়নেও ক্ষতি সাধিত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ প্রধানত ও দূর প্রাচ্যের খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল আমদানি করিত এবং এই শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করিত। সুতরাং বর্তমানে ইউরোপ ধ্বংস দুর্গতির করলে পড়ায় এশিয়াকেও তাহার ফল ভোগ হইয়াছে।

ও ইউরোপকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ হাতে, তাহা হইলেও আমেরিকার নিকট হইতে এশিয়া ও সুদূর জন্য এরূপ কোন সাহায্যের প্রস্তাব আসিবার সম্ভাবনা কম। অধিকন্তু বেলজিয়ামের পক্ষ হইতে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যে ঘোষণা করিয়া াছে সমস্ত আশাই নির্মূল হইয়াছে। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে অর্থনৈতিক কমিশনের প্রতিনিধি বিদেশী সাহায্যের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সকল দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার প্রয়াস করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক া সম্ভাবনা যেমন অত্যন্ত ক্ষীণ, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট অধিকাংশ কোন সাহায্যের আশা তেমনি ভিত্তিহীন। ব্যাঙ্কের বোর্ড ক্টরের নিকট যে দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে া হইয়াছে ব্যাঙ্ক বর্তমানে ইউরোপকে সাহায্যদানেই অধিকতর ন।

অবস্থায় বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া এশিয়া ও দূর আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজস্ব সমস্যার সমাধানের ভিতে হইবে। এই দিকের উপরই ডাঃ লোকনাথন বিশেষ রোপ করেন। তিনি বলেন যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক ও দূর প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন গঠন হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে আন্তর্জাতিক কাঠামো সত্ত্বেও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের ছে কেন্দ্র পড়িয়া রহিয়াছে। আঞ্চলিক আত্মনির্ভরতার অর্থ ক্ষমতা যে এশিয়ার মূলধনের নাই তাহা অনস্বীকার্য। বিদেশী শিল্প বিশেষ-জ্ঞের সাহায্য ব্যতীত চলিবার অবস্থাও বর্তমানে এশিয়ার নাই। কিন্তু যে সম্পদ আছে তাহার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, কারিগরি শিল্পের ক্ষেত্রে একদেশে যদি সুবিধা হয়, তবে সেই অঞ্চলের অন্যান্য জাতির নিকটও তাহা উন্মুক্ত থাকিবে। যুক্ত ও সমবায় ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাহায্যের জন্যও চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেখানে সুবিধা আছে সেখানেই এমন ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সম্পদের অপচয় ক্ষতি না হয়। এশিয়ার পুনর্গঠনের যে কোন পরিকল্পনার মূল ও কৃষিই যাহাতে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ডাঃ লোকনাথন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

ডাঃ লোকনাথনের বক্তৃতার বিষয় এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের মৌলিক সমস্যাগুলি লইয়া সীমাবদ্ধ থাকিবার ফলে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি স্বভাবতই বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। তথাপি প্রসঙ্গত তিনি যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-বর্ষের সঙ্গে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহার অর্থনীতিকে যাহাতে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, ডাঃ লোকনাথন তাহার উপর বিশেষ জোর দেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পাট, তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচা মালের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হয় পাকিস্তান আবার কয়লা, চা, দড়ীবস্ত্র প্রভৃতির জন্য ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থায় দুটি রাষ্ট্র যদি প্রকৃতই সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে তাহা হইলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া তোলা তেমন কঠিন নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি ও শিল্পকে আধুনিক করিয়া ও ব্যয়-কৌশলের উন্নতি সাধন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

গত যুদ্ধের পর এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো এতখানি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পক্ষে পুনরায় যুদ্ধপূর্ব আসন অধিকার করা শুধু যে সময়-সাপেক্ষ তাহাই নয়, কঠিনও বটে। বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে চীন আজ এত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে যে অদূর ভবিষ্যতে চীন কোন ক্রমেই এই অঞ্চলে নেতৃত্বের আসন গ্রহণের আশা করিতে পারে না। এই অবস্থায় ভারতের সম্মুখে আজ যে সুযোগ উপস্থিত তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আশান্বিত

স্বাধীন ভারতের দুঃখ ও আশা

গত সংখ্যায় "আমরা ভারত"এ পণ্ডিত নেহরুর ইউরোপীয় মিলিত মন্ত্রীসভার প্রেরিত অভিভাষণ লইয়া আমরা আংশিক আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই অভিভাষণে পণ্ডিতজী যে সকল প্রশ্ন লইয়া বিচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতবিচ্ছেদের ফল অন্যতম। ভারতবিভাগের ফলে উভয় রাষ্ট্রের কি অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতজী উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মূল্যে, সম্মানের মূল্যে, সর্বস্বহারানোর মূল্যে এই যেন বিভাগ অর্জিত হইয়াছে। যাহাদের সব গেল, তাহাদের এবং তাহাদের বংশধরদের ও তাহাদের দেশবাসীদের চিত্তে এ প্রশ্ন চিরদিন হইয়া রহিল, কাহার দোষে এমনটি হইল? কে ইহার জন্য দায়ী?—দেশসেবায় ও দেশভক্তিতে এই হতভাগ্যের দল কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না, দেশের স্বাধীনতা অর্জনেও ত্যাগ তাহারা কাহারও অপেক্ষা কম করে নাই, তবু তাহাদিগকে বিনা চিন্তায়, বিনা দ্বিধায় যে এমন করিয়া সহসা হাজার ফুটের মুখে ছাড়িয়া দিয়া পরে পুনর্বিবেচিত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতেছে, ইহার দায় নির্দেশ করিতে হইলে একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যাইবে যে উচ্চস্তরে বসিয়া নিশ্চয়ই কে বা কাহারা দিবাস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, নেহরুর মতের সমর্থনে বলিয়া তাঁহাকে প্রেমনন্দের দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং বহু-পরীক্ষিত হারেনার প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজীকে আজ সেই সকল লোকগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহাকে এ বিষয়ে খবরদারি রাখিতে হইবে যে ওরূপ ভুল যেন আর না হয়।

ভারত-পাকিস্তান চুক্তির বিষয়ে আমাদের মনে এখনই কিছু কিছু সংশয় জাগিতেছে। মনে হইতেছে ব্যাপারটার মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের স্বভাবসিদ্ধ উদারতার পুনরায় আধিক্য ঘটিয়াছে। কাশ্মীরের সাময়িক "ঘটনা" এখনও শেষ হয় নাই। কাজেই এ সময় 'মহাপ্রাণ' লিয়াকৎ আলী মহাশয়ের হাতে অকপণ হস্তে কোটি কোটি টাকা ঢালিয়া দিলে সে টাকা যে সোনাবারুদ ও বেমোরপে ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের উত্তর-স্বাধীনতার অবস্থাকে যুক্তির হেতু হইবে, তদ্বিষয়ে উচ্চস্তরের উক্ত ব্যক্তিরা যাহাই বলুন, নিম্নস্তরের আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। অতএব এখনও সতর্ক ও কঠিন হওয়ার সময় আছে। পণ্ডিতজীকে এ বিষয়ে আর্গাসের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন (Argus-eyed) হইতে হইবে।

যাহা হউক পণ্ডিতজী পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের মনস্তত্ত্ব যে বহুল পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেই আশ্বস্ত বোধ করিবেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবিভাগের ফলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া পণ্ডিতজী এখানেও পাট ও তুলার উল্লেখ করিয়াছেন। কাঁচা পাট জন্মে পাকিস্তানে, অথচ চটকল আছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। আবার তুলা জন্মে পাকিস্তানে, কিন্তু কাপড়ের কল আছে ভারতে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনার সাহায্যে এই সকল অসুবিধা অতিক্রম করা যাইবে, পণ্ডিতজী এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিতজীর এই আশা দেশের লোকেরও আশা। মাউন্টব্যাটেনের চাহিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একজন মানুষও চাহে না। পাকিস্তানের সাধারণ অধিবাসীও চাহে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই সকল নৈরাশ্যজনক আলাপ আলোচনার নৈরাশ্য যেন একতরফা না হয়, সেদিকে আমাদের ভারতীয় সরকারের দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সাফ সাফ কথা বিষয়ে আমাদিগকে স্বয়ংনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ না করিলেও পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বিবেচনের বিষয়ে তাঁহার আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন, যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই অস্বাভাবিক।—প্রত্যেক এই বিচ্ছেদ অবস্থাই এই বাবচ্ছেদ—এত মর্মান্তিক হইত না হইত, তাহা হইলে বিভীষিকা-হারক।

ভারতবাবচ্ছেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মিঃ কাম্বারবাচ এই সভা যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কৌতুক বোধ করিতে হয়। আমরা যদি করিয়া নই যে ভারতবাবচ্ছেদ পরিকল্পনা ইংরাজের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভুলিপ্রসূত এবং ইংলণ্ড প্রসূত এই মানচিত্রটির মধ্যে ইংরাজ ও মুসলিম লীগ, তাহা তাহা হইলে খুব বেশী ভুল করা হইবে না। ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য পরিচালনার বুদ্ধির চাতুরিটি ছিল ইংরাজ বণিকের হাতে, মুসলিম লীগের উহার পরম বন্ধু,—এতদুভয়কেও অ প্রাণের সাথে আদর আপ্যায়ন করিতে বাধ্য হইলেও কংগ্রেস ইহারা চিরশত্রু। কিন্তু ভারতবাবচ্ছেদের ফলে এই দুটি দুর্দমনীয় ইংরাজ বণিককুলও অসুবিধায় পড়িয়াছেন। আজ তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, যেমনটি তাঁহারা চিরদিন ঠিক তেমনটি হইতেছে না তাঁহাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি বড় বেশী হইতেছে। অতএব কাম্বারবাচ সাহেব বেদনা পাইয়া বলিতেছেন, ভারতবাবচ্ছেদ না হইয়া ছিল ভালো।

মিঃ কাম্বারবাচের অবশ্য দুই একটি উক্তির উল্লেখ এই স্থ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—তিনি বলিয়াছেন বিদেশীদের বিরুদ্ধে বেশী সরকারী হস্তক্ষেপ হইতেছে,—ইহা অবাস্তবনীয়।— ভবাহরলাল ইহার উত্তরে কলিকাতায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার চেয়ে তের বে তিক্তভাবে দিল্লীর শিখ সম্মেলনে ইহার উল্লেখ করিয়াছে শিখ সম্মেলনে তিনি বলেন "মিঃ কাম্বারবাচ কলিকাতায় বলিয়াছিলেন, সরকার যদি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন ত হইলেই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি হইবে। একথা শুনিয়া আ অতিশয় কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আমার ধারণা ছিল এই ধরণ মতবাদ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক ন কলিকাতায় এখনও ইহার সাক্ষাৎ মিলিতে পারে।"

পণ্ডিতজীর এরূপ শ্লেষের পর আর মিঃ কাম্বারবাচের ওই উ লইয়া অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে কাম্বারবাচ সাহে

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং ডিসিপ্লিন হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে দাঙবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে দাঙবান হবার মত মনের বা ধৈর্য্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এদের জন্য যে জলের মত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে থাকুক, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত লক্ষ লক্ষ বিশ্বাস অর্জন করে ব্যাঙ্ক অফ কলার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে লক্ষলক্ষের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কলার্স লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেঃ অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ:

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, বিডিবপুর, কলিকাতা,
খুলনা, কালকাটি, বাগেরহাট, গৌরনদী,
বর্দ্ধমান, ঢাকা।

এ দেশের চাষীদের ঋণের সুবিধার্থে [illegible] করিবার এবং কৃষিকে ঋণভার মুক্তকরণে সাধারণভাবে সাহায্য করিবার সম্ভাবনা [illegible]। উদ্দেশ্য এইরূপ, রাজ্যের উদ্বৃত্ত হইতে ভারত সরকার ঋণদান ও সঞ্চয়ীদের নিয়োগ করিলে কিনা কানুনগোবাচকের অবাধ বণিকতা সুবিধা হয়।—এই স্থলে যদি কিনা কানুনগোবাচকে প্রশ্ন করা যায়, সরকারের দুই শত বৎসরের শাসনামলে ভারতের চাষীর আজ এই এবং ইতিপূর্বে ইহাদের কথা কানুনগোবাচকের এরূপ করিয়া মনে কেন, তাহা হইলে 'তুমি কি উত্তর দেব, সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। ওতন্ত্রী এই পরিবর্তনের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন। ভারতবর্ষের [illegible] শতকরা ৮০ ভাগই কৃষকশ্রেণীভুক্ত।—স্বাধীন ভারতের [illegible] যে পরিবর্তিত ও মনোভাবাপন্ন হইবে, ইহা কংগ্রেসের [illegible] নাই। কংগ্রেস অদ্যাবধি এই নীতির পরিবর্তন কোন কাজ নাই।—মুর্শিদাবাদী নবাবদরবার লোকেরা অবশ্য এই চারণদের [illegible] কেন উদ্ভাসের সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষে স্বরাজ্য স্থাপন [illegible] এবং কৃষকদের [illegible] বলিতে পারেন নাই [illegible] বেশ অনুভব করিয়াছেন। এই সকল কৃষকহিতৈষণা আমাদের [illegible] কতদূর ইহাদের [illegible] যে একেবারে প্রবল জোয়ার তাহা অবশ্যস্বীকার্য।—[illegible] উত্তরের সঙ্গে এই কথা যে তাহাতে অন্তরতাদের ব্যবহার নরম হইবে এ কথা মনে করিবার হেতু নাই, কিন্তু দেশের [illegible] উত্তর সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

[illegible] বলেন, কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় সরকার [illegible] উক্তি বিশেষজ্ঞের। ভারতবর্ষে জনসাধারণ জেলাহিসাবে [illegible]। ইহাদের অবস্থা সর্বপ্রকারে উন্নত করার জন্য [illegible] চেষ্টা করিবেন। কৃষকদের পক্ষে ভূমিরাজস্ব [illegible] সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করিতেও ভারতীয় সরকার [illegible] ভারতবিভাগজনিত অসুবিধার জন্য কৃষকদের প্রতি এই [illegible] যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া [illegible] অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নহে।

[illegible] কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী-[illegible] উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে [illegible] প্রথা বর্জন বিষয়ক সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ আগামী জানুয়ারী [illegible] সপ্তাহের মধ্যে শেষ করিয়া, ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক [illegible] সরকারকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট ও কেন্দ্রীয় [illegible] নিকট উচ্ছেদের [illegible] প্রবেশে জমিদারী বিলোপ সাধনের [illegible] বাবদ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহার [illegible] বিবরণী পেশ করিতে হইবে। এই সম্মেলন [illegible] হওয়ার পরে আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আগামী খুব [illegible] জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন সম্পূর্ণ হইবে। এই সকল সংবাদ হইতেই পণ্ডিত নেহরুর উক্তির আন্তরিকতা

প্রাসঙ্গিক

শিল্পে শান্তি

শিল্প রক্ষতে শান্তি রক্ষা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু শিল্প সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলী আবেদন জানাইয়াছেন—অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, তিন বৎসরের জন্য শিল্পক্ষেত্রে এই মূলবিধিত্বির চুক্তি পালিত হইবে। শিল্প সম্পর্কে মালিকদের শ্রমিকের উপযুক্ত বলে স্বীকার করিতে হইবে এবং কাজ করিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকেরও কর্তব্য আছে, শ্রমিকদেরও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপরি সম্ভব হয়। উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনাদ্বারা সমাধান করিবেন, উৎপাদন ব্যাহত বাধা সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না অথবা উৎপাদন ব্যবস্থা শিথিল হয় এরূপ কিছু করা হইবে না। ইহাই শ্রমিক ও মালিক উভয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া সম্মেলন মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পসম্মেলনে মূলধনের জন্য প্রায় লাভ এবং অন্যের জন্য উপযুক্ত মজুরী বেওয়ারে প্রস্তাব হইয়াছে, এবং বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির (কলকারখানা, অফিস ইত্যাদি) কাজ চালাইবার জন্য ও বিরোধ এড়াইবার জন্য ওয়ার্কস্ কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই সমস্ত ওয়ার্কস্ কমিটিতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। শ্রমিকদের অবসর অবিলম্বেই ছুটির বিধানের সিদ্ধান্ত ও বন্ধুবের বাসস্থানের ছুটির বিধানের জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রমিক আবাস নির্মাণের ব্যয় সরকারকে ও মালিকপক্ষ বহন করিবেন এবং শ্রমিকরাও কাজ ভাড়ার আকারে উহার কিছু অংশ বহন করিবেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিমাংসাকল্পে যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই আন্তরিক সমর্থন করিবে। সুপ্রকাশিত পর হইতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ফলে শুধু যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হইয়াছে তাহাই নহে, সমগ্র সামাজিক কাঠামো বিক্ষোভের বিষে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠা কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজনীয় নহে, গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলেও শিল্পে শান্তি বৃদ্ধিবিধির প্রয়োজন আছে।

যথাযথভাবে যা হইলেও, অন্তত কিছুদিনের জন্য যে শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেজন্য সম্মেলন সকলের ধন্যবাদ অর্জন করিবেন।

রেলওয়ে কিনান্স কমিটির সিদ্ধান্ত

অবিলম্বে ১৯৮৮-৫১ সালের জন্য এক দুরূহ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এক ব্যাপক বিদ্যুৎ-পরিবহন সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজেরাব রেলওয়ের অত্যাধুনিক ইঞ্জিন ও গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে আসাম ও কলিকাতাকে পূর্ণ পাকিস্তান মিশ্রেলওয়ের সহিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা মতে ১৬৫টি নূতন ইঞ্জিন এবং ১০৯টি যাত্রীর সংগৃহীত হইবে। এছাড়া বোম্বাই, বরোদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কারখানায় ৩৬টি মিটার গজ ইঞ্জিন তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করা হইবে। বিগত বৎসরের অপূর্ণ পরিকল্পনার ৬৬৩টি মাড়ী সহিত ১,১০০টি নূতন মালবাহী গাড়ী নির্মাণ করার ব্যবস্থা হইবে। মালগাড়ীর বিশেষ মোট সংখ্যা ৬,৫৫০। এই হিসাবের অংশ অবশ্য অপূর্ণ পূর্ণ পরিকল্পনার ১,০০০ গাড়ী বাদ দেওয়া হইয়াছে। মালবাহী গাড়ী সংরক্ষের জন্য রেলে মালবাহী গাড়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এবং মালবাহী গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত করা হইবে। এই কার্যের জন্য কর্তৃপক্ষ মোট ২৩৭ কোটি টাকা ব্যয় সংকোচ এই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আসাম কলিকাতা যোগাযোগ সাধনের জন্য ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লাঙ্গলিং হিয়াসায়ন রেলপথের পথ করা করিয়া সড়ক ব্যবস্থা হইয়াছে। এই রেলপথের প্রস্তাব করিয়া কিষাণগঞ্জ ও সকলাইকে পরস্পর সংযুক্ত করার ব্যবস্থা হইবে, আর তাহা হইলেই সোনাটি হইতে কাঠিহার ঘুরিয়া কলিকাতা পৌঁছিতে পাকিস্তানের যাত্রীদের আর ঘুরিয়া যাইতে হইবে না।

যাত্রীসংখ্যা ও মাল আনার হিসাব সঠিক হইলেও আসাম কলিকাতা যোগাযোগের এই প্রচেষ্টার ফল আশাপ্রদ হইবেই, বিশেষ করিয়া সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়া সমধিক। আসাম হইতে মনে হইতে পারে যে, বর্তমানের তুলনায় অধিকতর কয়লা ঘুরিয়া চলাচলে কেবল সময়, উদ্যম ও অর্থেরই অধিকতর ব্যয় হইবে। কিন্তু একটি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সমস্ত যাতায়ত সম্পর্কের আমাদেরই রাষ্ট্রের এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলের চলাচলের যাত্রী-বাহকে তাহাদিগকে অধিক ভাড়া দিতেই সনাতন নিয়মই সনাতন নয়ে। ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গ সরকার আসাম হইতে পূর্ববাংলার মধ্য দিয়া যাতায়াতকারী পাটের উপর শুল্ক বসাইয়াছেন। বিশ্বশান্তি রাজনূত্বের পাকিস্তানের মধ্য দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত ভাড়াতেও বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। বর্তমানের এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে এই বিপজ্জনক অবস্থার দূর হইবে। তাহা ছাড়া আসামী মাল যাদেই তারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে পরিপূর্ণ বিদেশী হইয়া যাইবে। এই উপায়ের পরে যে সকল ঘটনাবলী পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে ঘটিতেছে তাহাতে ভারত ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যেক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নূতন পথ নির্মাণ করিবার সময় কোন কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনাই একমাত্র প্রকল্পিত একটি সুযোগিত সময় হইবার।

সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনা

"শিক্ষাই জাতির বেকত্ব" কথাটা আর সব ভাবে আজ আমরা যাহে যাহে বুঝিতে পারিয়া দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা আমাদের হইতে বঞ্চিত হইয়া বেকত্বে পৌঁছিয়াছি। বর্তমান ভারতে অন্ধ সংখ্যা লোকের সংখ্যা সাতকরা প্রায় ৮৭% অন্ধ প্রতি এককার তুলে প্রায় ৮৮ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। হইতে শিক্ষিত প্রদেশসমূহের অবস্থার বিষয়ে যত আলোচনাই অবিলম্বে অধিকাংশ লোকের ২১ কোটির অধিক। ইহার মধ্যে ৯ কোটি ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার ছয় হইতে পনের বছরের ছেলে। এই হিসাব হইতে দেখা এবার বেশীরে অধিক হয়ে বালকদের জন্য। বিশেষ অবস্থায় ৯ হইতে ১১ বৎসর বয়সের শিশু কোটি বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা এত গুরুতর হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা আজ বলেন, উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা করা হইবে না। তাই সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে শিক্ষকদের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক ও তত্ত্ব বয়স্কদের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাবিত যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে ৯ এবং অন্য প্রাথমিক বয়স্কদের ৭ ৭ লক্ষ পরিকল্পনার ট্রেনিং দেওয়া হইবে। অবশ্য এই তিনি শিক্ষাদানের ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করিতেছেন।

শিক্ষাবিদ্গণ বলেন যে, কেন্দ্রীয় পঞ্চ শিক্ষক পরিকল্পনার মধ্যে মাধ্যমিকদের একটি শিক্ষাদানের স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছে প্রস্তাব সুসম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত হইতে বা দুই লক্ষ টাকার মত পৌনঃপুনিক ব্যয় হইবে আন্দাজমত হিসাব করা হইয়াছিল এই অবশ্যই সত্য করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে হইয়াছিল যে, ১৯৮০-৫১ হইতে এই পরিকল্পনা কার্যে আরম্ভ করা হইবে। কিন্তু আজও তাহা সম্ভব হয় নাই।

শিক্ষাপরিষদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া আজার বলেন যে, পরিষদকে যে সকল প্রধান

[illegible] সংস্কার এবং শিক্ষা ব্যাপারে যা কিছু সেই সঙ্গে নিজেকে বন্দর অঞ্চলের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাথমিক সংশোধন অগ্রসর।

যাদুঘর

পথে আনাগোনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কি না নিয়া কৌতুক সকলেরই মনে পরাধীন ভারতে এই দ্বীপপুঞ্জ যে করিবার জন্য যাদুঘর ছাড়া আর কিছু [illegible] হইবে না তাহা একরূপ অবধারিত [illegible] ব্রিটেনের' পাঠকের সাধারণ [illegible] সম্পর্কে আলোচনাকে নিজেদের [illegible] পরিণত করিবার একটা [illegible]। ইহাতে যেরূপ ঔৎসুক্যই [illegible] এই দ্বীপপুঞ্জের কবি ও বন্দর [illegible] বিষয়ে সংকোচী বিজড়িত [illegible] সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূরী- [illegible] করিবে। ... সোসাইটিসমূহ [illegible]। উৎসাহন চালু রাখিবার জন্য সরকার [illegible] পাঠানুরূপ একটি নীতি গ্রহণ [illegible] করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ [illegible] এর জন্য পড়িয়া আছে এবং [illegible] পরিবেশের কৌতূহলী নিজের [illegible] সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে হইতে ছাঁটাই করা [illegible] হইতে ১০৫টি পরিবারকে ঐখানে বসতি করা [illegible] পরিবর্তনে ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। [illegible] অনুসারে ঐসব নির্বাচিত প্রত্যেক নিজেরা ১০০, টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হন,

উপনিবেশে প্রতি ১,০০০, টাকা করিয়া [illegible] করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এছাড়া [illegible] পরিবারগুলির হাতে হইতে আলাদা [illegible] টাকা তুলিয়া সরকারী সাহায্য দেওয়া [illegible] আবার নব-উপনিবেশে পরিবারগুলি প্রথম [illegible] প্রয়োজন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সরকারের সমস্যার সর্বাপেক্ষা বড় [illegible] যে, যাযাবরের বেশ ছাড়িয়া চলিয়া [illegible] এইরূপ লোকের মন হইতে সংস্কার [illegible] হইবে এই অভিনব প্রচেষ্টার প্রতি সত্য [illegible] আকৃষ্ট করিবার পুনর্জীবিত কাজে [illegible] যায় কিনা, সরকার সেই কথা বিবেচনা [illegible]।

[illegible] এই যাদুঘরটি আজ কিন্তু উপেক্ষ [illegible] হইলেও ভারত বিদেশ ব্যাপার কয়েক [illegible] সিংহল, বার্মা, বাংলা, রক্ষ ও মালয় [illegible] মোগলসাম্রাজ্যের অধীনে এই দুই শত দ্বীপ- [illegible] ছের যৌবন ও সৌন্দর্যকে যারে যারেই [illegible] নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে এবং এই দ্বীপপুঞ্জের [illegible] নূতন নামকরণ হয় সর্বত্র দ্বীপপুঞ্জ। আজ আবার [illegible] বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি এই দ্বীপের কোন [illegible] নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এই-প্রসঙ্গে আন্দামান [illegible] সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। এই [illegible] দ্বীপপুঞ্জের মোট ১৪,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ১১,০০০ [illegible] জন ভারতীয়। এই দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীন কোন [illegible] রাষ্ট্রের কৌতূহলের বস্তুবৃত্তি নহে। এখানকার অনন্যসু- [illegible] বাসিন্দাদের ইহার সর্বোচ্চ উৎপাদন ১১০ বার্ষিকাইটে। [illegible] উৎপন্ন অন্নের দ্বারা চাউল চাল ও রুটী ব্যতীত কিছু [illegible] কিছু কফি ও ফলাদি আছে। কিন্তু সন্তোষজনক প্রমাণ [illegible] উৎপন্ন তথ্য নাই বলিলে অত্যুক্তি। সুন্দর পুরী এখান [illegible] হইতে ১০,০০০ টন পাথরের কাজ উৎপন্ন হয় এবং [illegible] দ্বারা আরোহী আমদানী হয় ১০,০০০ টন। [illegible] এছাড়া [illegible] বনের উৎপন্ন কাঠ ও রাবার নাম [illegible] ইত্যাদি সমৃদ্ধিক ভাবের ঢাকি হইতে উৎপন্ন তৈল [illegible] প্রভৃতি করার মত সুবিধাও এই দ্বীপের আছে। [illegible] তবুও উৎপন্ন নিয়া কাজ করিলে ভবিষ্যতে এই [illegible] দ্বীপ হয়ত আরেক সুমাত্রা, প্রাকৃতিক-সম্পদে প্রভূত [illegible] সম্ভাবে একটি স্বাস্থ্যকর নীড়ে পরিণত হইবে।

লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতা :

[illegible] বিশ্লেষণ করিয়া বলে [illegible] হইয়াছেন। জাপানী আক্রমণ ও বর্তমান যুদ্ধ শান্ত করিয়াছে এবং জার্মানী পশ্চিমিতরাজ্যে চক্রান্তকারীর ধারা আজ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া স্থায়িত্ব হইয়াছে। কিন্তু তবু যেন দুনিয়ার অবসান হয় নাই। থাকিয়া থাকিয়া দূর জাপানীর [illegible] চুটী চুটিয়া বিশেষজ্ঞের কর্তাদের পারস্পরিক সম- [illegible] ঝোঁকার পরে পরে সবেই নিয়া ফাটাইতেছে। পরাজিত জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবনের মান কি হইবে, ইহা নিয়া একদিকে সোভিয়েট ও অপরদিকে ফ্রান্স, ইংরেজ, ও আমেরিকার মধ্যে একটা পাকাপাকি চুক্তি এপর্যন্ত ১৭টি বৈঠক করিয়াও সম্পাদন করা যেন না। ইহাদের মধ্যে মূল করিয়া পাঠকগণ, হয়ত, লণ্ডন ইত্যাদি সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রেই একবার করিয়া পাশ্চাত্য পরিস্থিতির পরামর্শ পরিষদ একত্রিত হইয়া এবিষয়ে একটা বিশদভাবে করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্র সমূহের [illegible] ছিন্ন বাঁধন-সমূহকে সকল করিবার ব্যর্থ প্রয়াসই করিয়াছেন মাত্র। এবারের লণ্ডন বৈঠক ঐসিয়া যেন প্রধানতঃ ফরিদপুরের নীতি সম্পর্কে মতভেদের জন্য। পশ্চিমজার্মানী হইতে সোভিয়েট যে ফরি- [illegible] পুরণ দাবী করিয়াছে তা মোটামুটি হিসাব অনু- [illegible] যায়ী তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার যায়। অথচ যে বর্ণালের বিচারে পশ্চিম হইতে সোভিয়েটের ফরিপূরণ দাবী যেরূপ অযৌক্তিকই হয় নাই, ১৯৩৮ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে সেখান হইতে যে ১,০০০ কোটি ডলার দাবী করা হইয়াছে, বর্তমান মূল্যমানের বিচারে তাহার পরিমাণ হইবে ১৫,০০ [illegible]

ব্রিটেনের পক্ষে অর্থসচিব মিঃ ই. বাভিনকে [illegible] করিতে দিয়া মিঃ চার্চিল ইতিমধ্যে [illegible] ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ভাবে যে সম্মেলনের অবসান হইল আবার কোনও পরবর্তী সম্মেলনে তাহার [illegible] সমাধানের চেষ্টা করা হইবে কিনা বলা কঠিন। তবে এটুকু জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, বর্তমানে সমাধান যে সুদূর কথা, তাহাদের জন্য একটা মিলনের ভিত্তি রচনা করারও চেষ্টা করা হয় নাই। দুই পক্ষের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রত্যেকের মনকে অপরের মতের সামিল করার পরিবর্তে ভবিষ্যতে যার যার স্বীয় অভিযোগ বিস্তার করাইতে প্রতিনিধিরা উদ্গ্রীব ছিলেন। বিজুয়িন বলিয়াই ইউরোপের অর্থনীতিতে যে গতি প্রবাহ চলিতেছে তাহাতে এই সম্মেলনের ব্যর্থতা শুধু যে অবাঞ্ছিত হইয়াছে তাহাই নয়, সফল হইলে বিশেষ আশ্চর্যেরই কারণ হইত। পশ্চিম ইউরোপ ও আটলান্টিকবাদ যেসকলকে নিয়া চলিবে এক ইনিং অঙ্কন সৃষ্টি করিতে উদ্যত। আর একদিকে সোভিয়েট বিরাট লাল পৃথিবীকে চলাবের অঙ্গনে বাঁধিতে আমেরিকা উৎকণ্ঠিত। আবার স্বয়ং ও পূর্বইউরোপের সোভিয়েটের অর্থনৈতিক কাঠামোর ছাঁচে ঢালিয়া সাজিবার জন্য সোভিয়েটও সচেষ্ট। এত অবস্থার ব্যবধানই আমানী সম্পর্কে একমত হওয়া কঠিন কাজ পূর্বজার্মানী পশ্চিমজার্মানীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কৃষি-প্রধান। আবার সমর ক্ষয় ও পূর্বইউরোপ পশ্চিমজার্মানীর নিম্ন সমরের প্রধান জোগান ছিল। আজ জার্মানীর ভাগাভাগিতে এই অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে আর তাহাতে পূরক- ভাবে প্রত্যেক বিজেতা জার্মানীই মার খাইয়াছে। আজ জার্মানীর সমস্যা সমাধান করিতে গেলে জার্মা- নীকে পুনরায় একটি দেশ পরিকল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ এক নিমেষে যেন যোগিনে যেমন বহু পাপ কেন্দ্রীয় ইউরোপে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বিরুদ্ধ পক্ষের যেসাধারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিচয় হয়। কারণ, তাহারই উত্তর জার্মানীর কথা তাঁহারা এখনও ভুলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তাঁহাদের জার্মান সমস্যা সমাধান প্রয়াস আবার ঘরে চুরি বই আর কিছু নয়।

ভারত, চুটেন ও কানাডা

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে বিরাট উৎপাদন সংগঠন [illegible] বিরাজে, তাহার প্রতি দেশের সকল অর্থসাধা- রণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক সময় উৎপাদন সংগঠনের জন্য ভারত সাম্রাজ্যকে দায়ী করা হয়। বর্তমান যুদ্ধের উৎপাদনে যে-অসাধারণ উন্নতি [illegible] দেখিয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে, সকল কাজের ভিতর এই যে, কৃষকসমাজের পক্ষে উৎপাদন অতি সহজ এবং লাভজনক [illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

জাতীয় স্বাস্থ্য

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের শোচনীয়তা সর্বজনবিদিত। অজানাজ্বর, শিতজ্বর, অজানাসর্দিকাশ ইত্যাদি দুর্বল স্বাস্থ্যের লক্ষণ লক্ষণই আমাদের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া আছে। রোগের দিক হইতেও বসন্ত, অম্বাশয়, হাইড্রোসিল, ম্যালেরিয়া ও পেটের ব্যাধি আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যকে শত্রু করিয়া রাখিয়াছে। লার্ভিচালনা বাহিনী বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্য: ইহা হইতে বাংলার স্বাস্থ্যহীন স্বাস্থ্যের যে অনুমান করা যায়, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া আমাদের সাম্প্রতিক অবনতির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অবশ্য কারণেরও অভাব নাই: ১৯১৬-১৮ সালের ভূমির সময় হইতেই বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে সুরু করে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া ওঠে, বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া ক্রমেই তাহাকে ঘিরিয়া গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। ফলে গ্রামগুলিতে লোকের অভাবে জঙ্গলবাড়ী পোড়ো হইয়া যায়। খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি অপরিষ্কৃত হইয়া মশকের জন্মলাকীর্ণ নিবাসে পরিণত হয়। অন্যদিকে সহরে আসিয়া নূতন জনসাধারণ সহরের বাড়ীওয়ালার সুদাতার লোভিত নিজের লাভের ও বিলাসের সামঞ্জস্য করিয়া নিজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস আরম্ভ করে। ফলে গ্রাম ও সহর দুইই একযোগে স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হইয়া সমগ্র জাতিকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আজ গ্রামগুলি জলের ও ম্যালেরিয়ার বুঁকিতেছে বিনাশ পাখীর ও জলের উৎপাতে। আর সহরগুলি একদল ছাত্র, কেরাণী ও শ্রমিককে একটী চালের দোকানে প্রাতরাশ খাওয়াইয়া সমস্ত দিনের জন্য রোগের এক একটী আখড়ায় পরিণত হইয়াছে।

পরাধীন ভারতে বাংলার এই অস্বাস্থ্য কাহারও অবিদিত নহে। স্বাধীন ভারত যে এই অবস্থা সহ্য করিবে না, সে আশা আমরা চিরকালই পোষণ করিয়া আসিয়াছি। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই সম্পর্কে ভোর কমিটির যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতে আমাদের আশা আরও মূলতুল হইয়া ওঠে: সম্প্রতি বিভিন্ন বহু চিকিৎসক সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্বোধনকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সম্পর্কে যে সকল প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে। ভোর কমিটি নিম্নলিখিত তিনটি মূলনীতির উপরে বিশেষ জোর দেন:

(ক) সরকারী খরচে প্রত্যেকের নিজের ঘরে বা হাসপাতালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসিত হইবার অধিকার আছে:

(খ) গ্রামের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চিকিৎসা-কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র অবস্থিত হওয়া চাই;

(গ) জাতীয় স্বাস্থ্যের যথার্থ উন্নয়নের জন্য জনসাধারণকে চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে।

এইজন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারকে এই কয়টি কাজ নির্দিষ্ট ভাবে অবলম্বন করিতে পরামর্শ দান করেন। সাধারণভাবে অসুস্থতার ভেষজচিকিৎসা করিয়া আরোগ্যলাভ ও নিরাময়—এই দুই লক্ষ্যের দিকে কাজ করা হয়। আরোগ্যমূলক অসুস্থতার জন্য স্থিতি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও নিরাময় অসুস্থতার জন্য জনসাধারণের আরামের সুষ্ঠু ও আধিক ব্যবস্থানের উপরে আরও বেশী জোর দেওয়া হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার উচ্চ বেতনভুক্ত সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে আমাদের ডাক্তার বিশেষজ্ঞ চোখে পড়িবে। তাহাতে উচ্চস্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের উচ্চতর আর্থিক জীবনমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিশেষ বিশেষ রোগ দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্যের খাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ৩৮৲ হইতে ৩৯৲ এবং ব্রুটেনে ৭৫৲। ইহার উপরে আমরা ঐ সকল দেশে ছাত্রিক, মানসিক ও সরকারের সমবেতশিক্ষার সঙ্গে সমান-তালে তাল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সমান-তালে থাকা তো দূরের কথা, প্রতিক-তালের যে ব্যবধান অবলম্বিত হইতে যাইতেছে, তাহাতেও মাত্র দুইটের অধিকতের ছাত্রিকা হইবে। সাধারণভাবে কাজে শ্রমিক এবং দুঃস্থ শিশুই শিক্ষিত নয়, এই ধরণের যে কোন শ্রমিক এই ব্যবস্থার ভোর দুর্বিপাই পাইবে না।

বিভিন্ন ব্যবস্থাদীতি সম্পর্কে ভোর কমিটির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়া লইলে আমাদের সমস্যা দুইটি মৌলিক সঙ্কটে আসিয়া দাঁড়ায়: এই সমস্যা হইল প্রথমতঃ চিকিৎসকের একান্ত অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রামগুলিকে এই সকল চিকিৎসকের চিকিৎসার সুবিধার অধিকারী করা। ভোর কমিটির হিসাবে অনুসারে বর্তমানে ভারতে চিকিৎসকের মোট সংখ্যা আছে ৪৭,৫০০ জন,অথচ এই সংখ্যা ৩৩৭৩ উচিত ২,৩৩,৬৪০ জন। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা আছে ৭,১১৫ জন। কিন্তু এই সংখ্যা অন্তত ৫ গুণ বৃদ্ধি হওয়া উচিত। ধাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে আমাদের দেশে ৫,০০০। অথচ আমাদের ১,১১,০০০ জন ধাত্রী আবশ্যক। ঔষধ প্রস্তুত ও বিতরণকারী মাত্র ১৭টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আমাদের দেশে আছে, অথচ আমাদের এই বহুদের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অন্তত ৮৪,০০০। এই ত্রুটি যে অচিরেই সংশোধন করা সম্ভব, তাহা বুঝাইতে গিয়া ডাঃ রায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উল্লেখ করেন: ১৯১০ সালে সেখানে রুশিয়ার চিকিৎসক ছিলেন ১৯,৬৭ জন এবং তার ছিলেন ১০,০০০ জন, সেখানে ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,১২,০০০ জন। কাজেই দেখা যাইতেছে, পরিকল্পিত প্রচেষ্টা নিয়োগ করিলে আমাদের দেশেও চিকিৎসকের সংখ্যাগত অল্পতা দূর করা সম্ভব। চিকিৎসক ও গ্রামের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান এখন বর্তমান, সোভিয়েট ইউনিয়নের ন্যায় আমাদের দেশেও অচিরে তাহার প্রতিবিধান করা সম্ভব। দেশের প্রতিকর ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসক সহরে বাস করিতে ইচ্ছুক, অথচ গ্রামেই তাহাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। যদি চিকিৎসকদের গ্রামে যাইতে হয়, তবে নিজেদের ব্যবসায়ের আয় পরিষ্কার করিতে হইলেই তাহাদের গ্রামে যাইতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে গ্রামবাসী চিকিৎসকদের চিকিৎসার ভার তাহাদের উপরে ন্যস্ত করিতে হইবে। ভোর কমিটি এই উদ্দেশ্যে বাহির এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে সহজলভ্য করিতে বলিয়াছে।

আমাদের দেশে এই ধরণের এক বেসরকারী ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এই বিনিয়োগে বিনিময়ে আমরা যে স্বাস্থ্য লাভ করিব, তাহার মূল্য অর্থের চেয়ে অনেক বেশী। আর্থিক হিসাবে তাহা নগণ্য হইলেও অধিক। আমাদের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ যে এই কথা কাহারও অবিদিত নহে, তাহাই যে শ্রমিকের উন্নততর জীবনযাত্রার প্রধান অন্তরায় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া এবং তার স্থানে এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের অর্থনীতির পুনর্গঠন যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে করা হয়, তাহা হইলে সেখানেও আমাদের কোন লাভ হইবে না। আমাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেন গ্রাম ও সহরের মধ্যে সম্পর্ক দূর করিয়া গ্রাম সহরের দুর্বিপাকের এক একটী কার্বন-কপি করিতে পারে, সেদিন আর রোগে চিকিৎসকের অভাব হইবে না, সেদিন এই পরিবর্তন যে দুর্দিন ও দুর্ভাগ্যকে বিনাশসাধনের উপায়ের অন্ত করিবে, সেদিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন উন্নততর স্বাস্থ্য করিবে এই পরিবর্তন যেমন সমস্যাকে সমাধান করিবে, তেমন আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবে। কারণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ও বিকাশে ভিন্ন সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

সম্প্রতি আমাদের দেশে জলের ও বিদ্যুৎ সরবরাহের যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দামোদর, ময়ূরাক্ষী, হিরাকুদ, সন্ধ্যা, তাপ্তী, বিয়াস, ভাকরা-নাঙ্গল প্রভৃতি প্রত্যেকটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাই দেশের বহুমুখী ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে জলসেচ ও যাতায়াতের জন্য আমেরিকার টেনেসি উপত্যকার আদর্শকে প্রতি সন্তোষজনক সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়া দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর গ্রামাঞ্চলকে সমৃদ্ধ প্রতিবেশে পরিণত করা হইয়াছে। বহুমুখীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরে এই ধরণের একটী বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা ও তাহার পরিচালনার জন্য বহুমুখী করিয়া আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাংলার ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও নূতন করিয়া দেশের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। বিদ্যুতের আলো গ্রামে

(শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

হয় না। কাজেই কিছু করিতে হইলে আমাদের এক
কিছু আমার কিন্তিৎ ত্রুটি পরিলক্ষিত
হয়, কিউয়ের ব্যাপারটাকে ধরিয়াই
যে পরিবর্তন কিন্তু অপরিবর্তনীয় ন
হয় যে কিউয়ের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে আমি
দ্বিমত নহি কেন?

এ যে ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করিব।
ত্রুটির ছিল না: "কিউয়ের" দুইদিকটা
যে আলোচনা করিব ঠিক করিয়াছিলাম,
সুযোগের অভাবে সেটা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং
তাহা বলিয়া রাখি।

টিকেট এবং টাকার সমস্যা টিকেট
ক্রয়ের অথবা টেলিফোনের কোম্পানীর
পরিবর্তের জন্য, সেটা করিতে কর্মিবর্গের
বেশীরী করা কিংবা ব্যাঙ্ক কেনা ইত্যাদি
কথাগুলি আলাদাভাবে যে টিকিট কেনা
যে সমিতি কালোবাজারের কোন

কর্মিগণ অপরদিকে ভিড়ের সময় যাত্রী
অবশ্য একের টিকেট কেনার জন্যে অন্য
। অপরদিকে লম্বা প্রসারণশীল কিছুটা
। সকলের সর্বজনস্বীকৃত বিধি প্রচলিত
ছে সেটুকু যে ভিন্নে আমার সন্নিবেশিত
যে কাজেকারের সহিত সাক্ষাৎ বিশেষ
কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে কিউয়ের অস্তিত্ব
নাই, অথবা দুই চোখ মেলিয়া এই সব
খুঁজিয়া পাওয়া যাবে নাই প্রকল্প ব্যাপা

টিকেট কেনার সময়ে লাইনের শেষে
ন দিকে তাকাইয়া যাত্রীদের বেশপ্রকারে
ও দেখিয়াছি—কিন্তু দূরে হইতে গাড়ির
ক্ষা করিয়াযাহারে গাড়ীর মেয়েরা
হেন—তাহাতে মাঝের বেলা পাওয়া
এ যে আর কিছু করণীয় আছে এখনও
। টিকেটের অভাবে যথাসময়ে ট্রেন না
: অন্য কত আর্থিক ক্ষতি, অসুবিধা ও
মনস্তাপ যে এক এক জনকে সহ্য করিতে
তার ইয়ত্তা নাই:

যাহারা টিকেট কেনার মেয়ে ভিন্ন যে কৌত
ন হয় তাহা প্রকৃতই বেদনাজনক। এই
সময়ে পাওয়ার পরে একটি ব্যক্তির
ভিন্নের অনেক কিছু বিলম্ব করে। কিন্তু
ল লাইনের লাফের মেয়ে দাঁড়াইয়া
যা ছাড়া তাহার আর কোনও উপায় নাই।
অথবা টেলিফোন বিলের টাকা পরি
যে "কিউ" চোখে পড়ে তাহাও অ
ই করে না। এমন আম-জনতা লাইনের

মধ্যে আসে, তখন বিড়ম্বনাটির কথা অনুধাবনীয় নয়।
লাইনবিহীন ব্যক্তি-অর্থাৎ অথবা চিঠি বেজিষ্ট্রী
করিতে গেলে কিংবা তার টিকেট কিনিতে গেলে
যে লাইনগুলি হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়, এবং
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদিনে ব্যক্তি-অর্থাৎ অথবা
রেজিষ্ট্রী যে হয় না ইহা অত্যন্ত সত্যকার ও—খুব অল্প
করিয়া বলিতে গেলেও—বিংশিক্ষমক।

উপরিউক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই যে অপেক্ষা
করার জ্বালা, ইহার সমস্যাটি আমরা সমস্ত কিছু
মেটানোই করিয়া করিতে পারি। কারণ এই
ধরণের কিউয়ের সৃষ্টি স্রোত করিতে হইলে
কাউন্টারের সিরিয়াল দুই একটি কেরোসীন লম্বা সৃষ্টি
করিলেই—এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একটা
বিশেষ সময় আসা করিলেই—এবং যে সকল ক্ষেত্র-
গুলিতে কিছুটা টেলিফোনের ব্যবহার অত্যাবশ্যক করিতে
পারিলেই এসমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ব্যক্তি-অর্থাৎ পরিবেশ যাহার প্রথম সম্ভাবেই
সন্তুষ্টিত হয়ে হয়, সেটা সকলেই জানেন এবং তাহা

"সাপ্তাহিক ইসলামে "আর্থিক জগত" কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। সুতরাং "আর্থিক জগত"-এর পরবর্তী সংখ্যা বুধবার ২২এ পৌষ ১৩৮৩ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৬) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্তৃপক্ষ—
"আর্থিক জগত"

করে কর্তৃপক্ষ তাহা বেশী করিয়া জানেন। অথচ প্রতি
ডাকঘরে ব্যক্তি-অর্থাৎ অন্য মাসের প্রথম দিকে যদি
একজনের অতিরিক্ত কর্মচারী অথবা প্রয়োজনানুসারে
তিনজন কিংবা চারজন লোক বেশী যায়, তাহা
হইলে অসন্তোষের বহু কুসংস্কার অন্ত হয়।—এটা
এমন কিছু কঠিন নয়। ডাকঘরের অন্য বিভাগ
হইতে, অথবা যে সকল কেরানীদের কাজ সমস্ত মাসের
মধ্যে ছড়াইয়া বেশী যায় যেমন কেরানীদের কথা
হইতে, দুইজন লোককে ব্যক্তি-অর্থাৎ বিভাগে,
অথবা যে সকল বিভাগে সারাদিন চাপ পড়িতেছে
সে বিভাগে বদলি করিলেই এ সমস্যার সমাধান
হইতে পারে। —ইহার জন্য বিশেষ কোন সরকারী
ব্যয়ের সৃষ্টি আদৌ করে না, —শুধু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের
একটু সৃষ্টি রাখিলেই হয় যে কেন্ বিভাগে কিছু
অসুবিধা হইতেছে, এবং তাঁহার এ-ব্যাপারটুকুর জানার
জন্য প্রয়োজন যে লোকটি আসিবার জন্য বিভাগ
হইতে লোক-চালাচালি করিতে হইবে।
ব্যক্তি-অর্থাৎ বিভাগে মাসের শেষের দিকে লোক
বাড়ানো ছাড়াও কর্তৃপক্ষকে অন্য বিভাগে বদলী

কিছুর সম্ভাবনা বুঝিয়াই অন্য বিভাগ হইতে
কেরানী আনাইবার ব্যবস্থা করা উচিত, অথবা এই
"কিউই বিক্রী, বিলের টাকা নেওয়া, ব্যক্তি-অর্থাৎ
টাকা নেওয়া ইত্যাদি কাজে বিশেষ কোন জ্ঞানের
প্রয়োজন হয় না বলিয়া, যে কোন বিভাগের লোক
সাময়িকভাবে এই সকল স্থলে কাজ করিতে পারে,
—বিভাগীয় অসুবিধার জন্য সাময়িকে কোন অসুবিধা হয়
না—সমস্যাসমূহে চাপাচাপ চাহার কক্ষ হইলেই চলে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি প্রকৃতই জনসাধারণের সুযোগ
সুবিধার এবং জনসেবার কল্যাণের কথা বিবেচনা
করিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে এ সকল সমস্যার
সমাধান সহজে সম্ভব হইতে পারে এবং সে সমা-
ধানের ফলে টেলিফোনে ক্রসকানেকশনের ফলে পরিষ্কার
বিলম্বিত কথা ও সর্বপ্রকার বিভ্রাটের অন্য পকেট-
মানের বিলম্ব কথা ও অন্যান্য সকলপ্রকার হাঙ্গামার
হাত হইতে জনসাধারণ নিষ্কৃতি পায়। কাউন্টার
কর্মীদের অসুবিধার বিপুল সময়ের কথা ও আমরা
বর্ধিতের মধ্যেই আনি না।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা কথাও মনে রাখা দরকার।
সাধারণত দেখা যায় কাউন্টারের ভিতরে বসিলে
কেরানীকুলের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়, বাহিরের
সাধারণ মক্কেলদের সহিত উহারা তখন অপেক্ষা-
কৃত কম আদর করেন। যে ক্ষেত্রেই সাধারণ
কেরানীদের সহিত অথবা সোজাসুজি ভাবে কথা বলিয়া
কাজ করিবার লোকদের উহারা বিরক্তির করেন।
কখন কখনও কাউন্টারের ভেতরে শুধু বেশিক্ষ
পাওয়া যায়, কেরানী মহলের যখন অন্য কোনও
আলোচনার কর্তব্যাদীর নিকটে নিজ দুঃখকষ্টের কথা
করিতেছেন, কোন ক্ষেত্রে হয়ত তিনি কাজের
নিকট হইতে পান সিগারেট চাহিয়া খাইতে
দিয়াছেন, কখনও বা পানের সিক কেনিয়ে
দিয়াছেন ইত্যাদি: এমনও দেখা গিয়াছে যে সিনিয়ার
কেরানীটি হয়ত তাঁহার নিজের আসনে বসিয়াই
পানের দোকানের সহিত গল্প জুড়িয়াছেন, বাহিরের
অপেক্ষমান জনতার "ও দাদাই, ও দাদাই" ডাকে
কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না। —এই ধরণের
আচরণ অবিলম্বে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।
কাউন্টারের শিক্ষানবিসকার সরকারী অথবা বে-
সরকারী সকল কর্মচারীর কর্তব্যবোধ ও দৌজন্যবোধ
প্রখর হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সাধারণ
মানুষের অর্থহীন দুঃখ অনেক কমিয়া যাইবে।

"কিউ" প্রসঙ্গ লইয়া আরও আলোচনা করা
যাইত: কিন্তু "কিউ"এর দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিয়ে
আরও আলোচনার দৈর্ঘ্যকে বন্ধ বলিয়া মনে হইবে।
আমাদের আজিকার জীবনে সমস্যাকারে এই যে বিশাল
অসুখ ঘটিতেছে, যেমন করিয়া হউক ইহাকে বন্ধ
করিতে হইবে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দিনের পর দিন
চোখের উপর আমরা এতদূর বন্ধ করিবার পরিচয়
পাইতেছি, কিন্তু এবিষয়ে উহার কারণ অথবা কেহ
একবার অগ্রসর করিয়া কিছুমাত্র করিতেছি না,

বাজারের কথা

নূতন বৎসরের সম্ভাবনা

বর্তমান বৎসর ব্যবসায়িক হিসাবে যে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—রাজনৈতিক দোলাচল ও দেশব্যাপী ব্যাপক সংগ্রামের ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য বিগত দুই-একটি বছরের হিসাবের তুলনামূলক বিচার ও দুই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মও আমরা এই বৎসরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাদের সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হয়তো হয় নাই; দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অনল যে ভয়াবহ ভাবার পরিচয় দিয়াছে তাহাতেও উহার মধ্যে মূল্যবান ৮০ লক্ষ অধিবাসী বিনিময় সংঘটিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দুইটিমাত্র ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সমস্তই হইল ভারত ইতিহাসের রক্তাক্ষরে লিখিত কাহিনী।

এই সকল দোলাচলের প্রতিক্রিয়ায় দেশের বাজারে যে দোদুল্যমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে যে একতাবদ্ধতার সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে সমস্ত সমস্যাই অনতিবিলম্বে আসিবে বলিয়া আশা করিতেছি। অন্যান্য বাজারের পটভূমিকাতেও আশু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে দুর্যোগের মেঘ অপসারিত হইয়া আজ বৎসরান্তে যে অকস্মোদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাকে আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক।

নূতন বৎসরে দেশের বাজারের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না। তবে বাজার বন্ধ হইবার প্রাক্কালে দরের যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে বাজারের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ও অন্তর্নিহিত শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হিসাব সরবরাহ করিবার চেষ্টায় অনেক ব্যবসায়ী দেশের সংগঠনে যে উৎসাহ দেখাইয়াছে অনতিবিলম্বে দরের দৃঢ়তায় ঊর্ধ্বগতি সম্ভব হইয়াছে। তাই মত সপ্তাহে দরের সামান্য অবনতি ঘটিলেও যে ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়াছে, আশা করা যাইতেছে তাহা পরিণামে লাভজনক হইবে। আর্থিক বোধ অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বাদে বাজার যে ঊর্ধ্বগতি পথে অগ্রসর হইবে বর্তমানে সেরূপ আশা পোষণ করিলে অন্যায় হইবে না।

অধিক বিনিময়ের যে নীতি কেন্দ্রীয় সরকার ঊর্ধ্বগতি সঞ্চালন করিয়াছে। বর্তমানে উৎপাদনকারীরা বিক্রয় করিয়া শিল্পজাত অধিকতর লাভবান হইবে এবং আমদানিকারক তাহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। সরকারী বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাহিরে কাজ করিতে সর্বত্র ব্যবসায়িগণ যথেচ্ছভাবে নিজেদের সম্প্রসারিত করিতে পারিবে। ভারতের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি পণ্ডিত অমরনাথলাল নেহরু আমাদের নিজ বৎসরের জন্য বন্ধুত্ব হইতে বিরত হওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকতর বিশ্বস্ত যে আবেদন জানাইয়াছেন আশা করি তাহা ফলপ্রসূ হইবে। বিগত দুইবৎসর ব্যাপী উৎপাদনের পরিমাণ যে ভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে এই আবেদন খুবই সময়োচিত হইয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পবিভাগের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা বাজারের সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সম্বন্ধে চেষ্টা যে সফলমণ্ডিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদী বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাজার হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ করিতে হইবে, তাহার ফলে তাহা শিল্প গৃহীত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিতে সমর্থ হইবে। সেই জন্যই মনে হয় যে আমাদী বৎসরটি বাজারের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কারণ বিদেশীর বাজার হইতে টাকা ধার করা অনেক। মূলত মুদ্রানীতির প্রচলন আরও বিলম্বকারে করিতে বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হয়, কেন্দ্রীয় অর্থসচিবকে এই পথা অবলম্বন করিতেই হইবে। কারণ গৃহীত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার সময়ে যে বিপুল অর্থের যোগান দিতে হইবে তাহার সঙ্কান এই পথেই সবচেয়ে পাওয়া যাইবে। মূলত মুদ্রানীতি দৃঢ় হইলে যে দেশবাসীর মূলধনও বাড়িয়া যাইবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া মনে হইতেছে যে আমাদী বৎসরে বাজারের সর্বাঙ্গীণ ঊর্ধ্বগতি হওয়াই স্বাভাবিক।

আমেরিসেটের ডেমার্স অ্যান্ড ফ্যার্ন-এর বাৎসরিক অধিবেশনে শিল্প আরোগ্যকরণ সম্পর্কে পণ্ডিত অমরনাথলাল নেহরুর উক্তির সমর্থন যথোপযুক্ত বা সময়োচিত বাজারে যে মন্দীভাবের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সম্মুখীনে সমস্ত শিল্পের জাতীয়করণ কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য নহে [illegible]

কেন্দ্রীয় সরকার এবার ইস্পাত উৎপাদন-ব্যাপারে বিদেশীদের যাহাতে যে বিরুদ্ধাচরণ আসন গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাকে আমরা মনে করি। ইহাতে শুধু অর্থাগমে ও অনেকদিন পর সময়ে জনসাধারণের বিশ্বাসেরও উদ্রেক হইবে এবং দেশের শিল্পের পরিবেশে সুস্থিতি লাভ করিবে। বিদেশী শিল্প সংস্থাগুলি ঐরূপ অবস্থানের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির যে সুস্পষ্ট বিরোধ করিয়াছেন তাহা অবশ্য সমর্থনযোগ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে সাধারণ বিষয় হইতে ভবিষ্যতের ইস্পাত কেন্দ্রীয় অধিবেশনের ইস্পাতের পরিমাণ যাহাতে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইবে তাহাও বিদেশ ঐতিহাসিক ঘটনা হইবে বলিয়া মনে করি।

১২৯ বিদেশে (অন্যত্র) যে উদ্বৃত্তমূল্য থাকাসত্ত্বেও এই বিদেশে হইতে দেশান্তরে কিছু মালপত্র পরিলক্ষিত হয়। ইহা বিদেশে সাধারণ বলিয়াই সহজ-ব্যাপার অনেক যে সকল করিয়া বিদেশ বিদেশের এই অবস্থার সমর্থক হইতে বলিয়া অনেক যে আজ দেশের পরিস্থিতিতে তাহা বিদেশে সমর্থনযোগ্য হয় নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশান্তরে কাঁচামালের মূল্য বর্তমানের দুটি দুটি প্রকল্পে করিয়া ঘটনা স্বাভাবিক। তবে এই তারিখ হইতে বাজার বিক্রেতার সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার অবস্থিত ঘটে কিন্তু ক্রেতাদের দিকে অনুযোগ ছিল এ—কারণ দরের অনেকটা অনুপাতিক হইতে ঊর্ধ্বগতিতে যে অবস্থানে ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহাতে এই সুযোগে সমালোচনার সঙ্গে অনেকটা ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই সমন্বয়ের ফলে মূল্যের মধ্যে কিছুটা ঊর্ধ্বগতি দেখা দিবে। বর্তমান পরিবেশে এই ঊর্ধ্বগতি আমরা স্বাভাবিক বলিয়াই বিবেচনা করি এবং আশা করি নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই বাজার প্রবণতার ক্রেতাদের বিশ্বাসের মধ্যে এবং মূল্যে উৎসাহ সঞ্চারে বৃদ্ধি পাইবে।

বিগত সপ্তাহে সমস্ত দেশবাসীর মন কিছু কাশ্মিরের চক্রান্তগুলির ফল প্রায় বিপর্যস্তের দিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের ক্ষিপ্র সমস্ত সমস্যার আশাতীত সমাধান হইয়াছে বলিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করিবে এবং পাকিস্তানের উদ্যোগ [illegible]

...ে নভেম্বর মাসে সপ্তাহের ৫,৫৩,০০০ মোট ...াই আবেদনপত্র দাখিল হইয়াছে এবং বিলিগুলির ৪,৬৯,০০০ ...ত করিয়াছে। সম্প্রতি চতুর্থ অ্যালোটমেন্টের ... সরকারের নিকট হইতে ১৯০,০০,০০০ টাকা ...ত্র যে অর্থ পাইয়াছে তাহাতে বাজারের ... ...ন আছে বলিয়া আর মনে

...ী ঋণ—

...চারী ঋণগুলির উপর আলোচ্য সপ্তাহে বিলুপ্তি ...ইয়াছে। ঋণগুলির সাংবৎসরিক হিসাব-আসল ধরিয়া এই বিভাগে তাহাদের কতকের মোট বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৯ এবং ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮-৩৯ ১৩১৯৫৭ পর্যন্ত ...

...তাহাদের ২৪৬ মোট উঠিত হইয়াছে, ...ঁদের মোট মেয়াদী, বিভিন্নরূপ কনসিডারেশন ইত্যাদি ... অনুসিডারেসের মেয়াদের তুলনায়...

...ঋণ—

...ত্র কয়েকটি সহরে উঠতির দিক দিয়া ... বিশেষ দৃষ্টি অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় ... কাজ ২৬ হয় নাই কানপুরে ডিমান্ডাইস অবশ্য ৩১৯, এলাহাবাদে ১৪, মিরাট ডিমান্ডাইসিয়া কাজ হইয়াছে

...—

...র্মির মেয়াদগুলিতে আলোচ্য সপ্তাহে মোট ...াছে। সহরের কিছুটা উঠতি হইয়াছে। ...১, বোম্বাই ৩০৯, মাদ্রাজ ১০৮, সেন্ট্রাল ৫৩, ইস্টার্নটেন্স ৫০৯, মিউনিসিপ্যাল ২৪৮, ... ৪৮৮, রাজীব ৩১৩, শিলচর ৩১৩, ... পর্যন্ত উঠিয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

...ডলির মধ্যে এই সপ্তাহে প্রায় বিভিন্নরূপ ...ছে। আমেদাবাদ ৩৯৮, এ্যাংলো ইন্ডিয়া কাপড় ২৭২, বেঙ্গল ১২১৪, ক্রমীয়া ১১৯, ...৮, চাইব ৪১, তাজরা ১৩৮ পর্যন্ত ...ছে।

...ঋণ—

...ত্যান্য বিভাগেও সর্বসাধারণের অর্থের এবং হরের যে অবনতি হইয়াছিল তাহার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ... ডিসেম্বর অবধি ৩১৮, মোট ৪০৮, ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট ডিসেম্বর ১৯১... মাসীল ৮৮৮, কুমার দুর্গা ১৮৮, ইন্ডাস্ট্রিয়ালের ৩১৮, ফেলস ২৬৮ পর্যন্ত উঠিয়াছে।

চিনির কল—

চিনির কলগুলিতে এই সপ্তাহে কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে, অধিক বিক্রিতেই হইয়া রহিয়াছে। মোট ১২৮, রায়বেরলি ২৫৪, বারকাসা ১৮৮ মণ কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

বিবিধ বিভাগেও এই সপ্তাহে অনেক কাজ হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে যে অনাবশ্যক অবনতি হইয়াছিল তাহার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ইন্ডিয়ান ফসফরাস এ্যাসোসিয়েটেডের অনেক চাহিদা ছিল। আবার মোক ৩৮৮, ইন্ডিয়ান ১৮৮, ইন্ডিয়ান মেক্স ৩৮৮, এক্সেলো ব্রাবার ৫৮, অমলদার ১৮৮, ইন্ডিয়ান গ্লাসওয়াল এ্যাসোসিয়েটেড ১৮৮, বার্টিনিয়ার ১৮, কুমারাস ইন্ডাস্ট্রিজ ১৪৮, টিটাগড় ১৮, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ১৮৮ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চা—

চা মেয়াদের বিশেষ কাজ হয় নাই অবশ্য বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বিশ্বনাথ ৫৮৮, এসেমবাড়ী ১৮৮, সাদুর ১৫৮, কলচেরা ১১৮ ও সিংটুম ১৮৮ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে

• • • •

বন্ধদিন ও নববর্ষ উপলক্ষে বুধবার ২৭এ ডিসেম্বর হইতে আগামী ১লা জানুয়ারী ১৯৪০ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট বাজার বন্ধ থাকিবে।

কৃষি

বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী বিলোপ পরিকল্পনা

তিনটি অধিবেশনের পর রাজকচিতের দুই-দিবসব্যাপী অধিবেশন সম্প্রতি দিল্লীতে শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনার পর অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য থাকায় জমিদারদের পরিকল্পনাও এক রকমের হইতে পারে না। ইহা ছাড়া স্থানীয় অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেশের পরিকল্পনার তারতম্যের দিক বিচার করিতে হইবে।

এইরূপ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, আমলী আদালতী মামলার প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে সকল প্রদেশেই তাহাদের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সম্বন্ধীয় কমিটিসমূহ এবং তাহাদের সেক্রেটারীদের অধিবেশনে একটি বিবরণ পেশ করিবেন।

রাজস্বের অতিরিক্ত বিষয় সরকার কর্তৃক জমিদারী লওয়ার প্রশ্ন এবং জমিদারী উচ্ছেদের পর চাষি-সংক্রান্ত প্রশ্নও সম্মেলনে আলোচিত হয়। বিহারের রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় প্রস্তাব করেন যে, বিহারের নীতি একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে অনুরোধ জানান হইবে। এই কমিটি প্রয়োজনমত সফর করিয়া স্থানীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে একটি চাষি-সংক্রান্ত পরিকল্পনার রূপরেখা জানাইবেন। আগামী ৩১এ মার্চের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। কমিটিতে কে কে থাকিবেন, তাহাই তাহা ঘোষণা করা হইবে।

উত্তর প্রদেশের প্রধান আলোচনার উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, রাজস্বের অতিরিক্ত দিয়া অধ্যক্ষতোষীদের বন্ধ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রের রাজিকালা স্থগিত হওয়ার পর সমস্ত প্রদেশেই যেনএকই ধরণের কৃষিসংস্কারের পরিকল্পনা অনুসৃত হয়। জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ, খুচরার বাসোকস্তাবে ভূমি-বন্টন, সমবায় উৎপাদন প্রথা প্রবর্তন, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় যাহা একজনের অবস্থার উন্নতি সাধনেই কৃষিসংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুক্ত প্রদেশের প্রধান বলেন, যেসব রাজস্ব মাফতাবে থাকায় কৃষিসংস্কারের বিশেষ সুফল আছে যে পরিকল্পনায় এই সকল উন্নতি সিদ্ধ হইবে না, তাহা আপনা-আপনি বাতিল হইয়া যাইবে।

উড়িষ্যা বাতীত সমস্ত প্রদেশের রাজস্বসচিবগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। বোম্বাইয়ের ষ্টাইনফিল্ড করেন রাজস্বসচিবের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, মৌলানা আজাদ, আচার্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দেও এবং আচার্য নরেন্দ্রদেবও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত গবর্নমেন্টের কৃষি গবেষণা পরিকল্পনা

বাঙ্গালোরে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও পশু কমিটির যে বৈঠক বসিয়াছে তাহাতে তুলা ভারতীয় বস্ত্র, তৈলবীজ, ফল ও শাকসব্জি, চেরস পাহাড়-পাহাড়ী ও কৃষিজাত দ্রব্যের রোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইবে। ফসল রোগ নিবারণের উপায় নির্ণয় করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। লেখাপড়াদি পশু পালন, মৃত্তিকাবন্ধন প্রভৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আগামী পরিকল্পনা ঐ বৈঠকে বিচার করিয়া দেখা হইবে।

ঐ কৃষি গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে কমিটির বৈঠক প্রায় সাতার সিংএর সভাপতিত্বে আগামী ৩রা জানুয়ারী আহ্বান করিবে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে পশুর উৎপাদন কেন্দ্র আরও করা হয় কিনা সে সম্বন্ধে কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কৃষির সার, পশুরোগ চিকিৎসার জন্য আবশ্যক ঔষধ, মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়...

কাঁচা তুলার দরে দ্রুত উন্নতি

গত সপ্তাহে পণ্যদ্রব্যের বাজারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে কাঁচা তুলার দরে দ্রুত উন্নতি। চাহিদার জোর শুধু চলিতে থাকে যে, কৈমাই তুলার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হইবে। ফলেই বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও মিলের চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ী মহলে ওতপ্রোতভাবে লাভের ধাং করিয়া বসে। সত্য যে-দরের উন্নতি দেখা যায় বিগত কয়েক মাসে এ-ধরণের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। পাট সম্পর্কে যদিও এ পর্যন্ত কোন রকম আলোচনা-বিবেচনা হয় নাই, তথাপি কাঁচা পাটের বাজারে গত সপ্তাহে বেশ তেজীভাব বর্তমান ছিল। পাটের উপর যে বিশেষ শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, মনে হইতেছে যে, আমদানির বাহিরের ক্রেতারা ইতিমধ্যে তাহা প্রণ করিতে রাজী হইয়াছেন। ফলে চটকলগুলি বর্তমানে খুব বেশী বিচলিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে অধিকাংশেরই এখনও ধারণা যে, এই সম্পর্কে দুইটি মাসের জন্য কৈমাই আলোচনা করা হইয়া যাইবে। সোনার বাটের বাজারে বেশ চড়াভাব বর্তমান ছিল। রৌপ্যের দরে উন্নতি দেখা যায়। বিক্রয় কর পরিমাণে বন্ধ রাখায় বুল ডিলিভেরীর পক্ষে বাজারে বেশ তেজী ধারণা সম্ভব হইয়াছে। সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দরে অবশ্যই ওঠে নাই।

চিনি ও খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল এখনও স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া উঠে নাই। তবে বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে দরে আসমান্তি উন্নতি ঘটিবে বলিয়া সরকার প্রথমে যে আশঙ্কা ছিল তাহা নিরাশ প্রতিপন্ন হইতে পারে, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রকৃতই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বণিক সিন্ডিকেট ও শ্রমিকসমাজের নিকট হইতে আশাপ্রদ সাড়া পাওয়া যায়, তবে বিনিয়ন্ত্রণের ফল খারাপ হইবার সম্ভাবনা কম। তবে দুঃখের বিষয়, ইক্ষুদণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি করা চিনির দর বিশেষ হ্রাস পাইতে পারিতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে বাণিজ্যের যে সকল আশ্বাস দেখাইতেছেন তাহা যদি ঠিক হয় এবং তাহারা যদি সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মনে হয় যে কৈমাই চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক নিয়মানুযায়ী দর বেশ খানিকটা নিম্নের দিকেই নামিয়া পড়িবে। নিয়ন্ত্রণোত্তর প্রস্তাবাদির সাফল্যের সন্দেহও এই প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত।

পাট

গত সপ্তাহে কাঁচা তুলার বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ছিল। পাকিস্তানের রপ্তানী শুল্ক বিষয়ে চটকলগুলি পাট খরিদ করিতে আগ্রহ দেখায়। কারণ, ইহাদের ধারণা এই যে, তাহার সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে উৎপাদনে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। চাহিদের বাহিরের ক্রেতারাও বেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দিয়াছে। ভারত সরকার সম্প্রতি তাহাদের চটকল পরিচালকদের নিকট পাটআমদানির জন্য যে অর্থ বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহার বিরাট চাহিদার সৃষ্টি হওয়া যায়। এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ গাঁইট পাটআমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য যে মাল সরবরাহ করা হইবে তাহার জন্য ১০০ গাঁইট পিছু ১১২৲ টাকা এবং তাহার পরে যে মাল প্রেরণ করা হইবে, তাহার জন্য ১০০ গাঁইট পিছু ১১৮৲ টাকা দর ধার্য্য হইয়াছে।

তুলা

কাঁচা তুলার বাজারে বেশ তেজীভাব বর্তমান ছিল। চীনে ভারতীয় তুলা রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে এবং জাপানে অধিকতর পরিমাণে তুলা প্রেরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতেই বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সুপিমাল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার প্রভাবও বাজারে পড়িয়াছে। কৈমাই তুলার চাহিদা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, এবিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ। পাকিস্তান হইতে তুলা সন্তোষজনক দরে পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা লইয়া বেশ খানিকটা কাজকর্ম চাঁদ আশানুরূপ তুলার সরবরাহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারিতেছেন না।

বস্ত্রশিল্পের সম্পর্কে কি ধারণা অবশ্যিত হইতে তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে মিল ও শ্রমিক সংগঠনগুলির নিকট হইতে যদি কর্মাকর্তা হয় এবং ট্রাংকার্ড কাপড় উৎপাদনের পরিবর্তন যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে উৎপাদন যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মধ্য এশিয়া চীন ও জাপান হইতে বস্ত্রসরবরাহের সম্ভাবনা থাকায়, বস্ত্র পরিস্থিতি ভবিষ্যতে ভেজন খারাপ হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া ও টেকসাস অঞ্চলে তুলার ফলন খুব ভাল হওয়ায় ডিসেম্বরে তুলার উৎপাদন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউরোপে সম্প্রতি হঠাৎ কাঁচামাল তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে অন্ত জাপানের সঙ্গে তুলা রপ্তানী সম্পর্কে যে ভারতজাপান চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তি অনুসারে ১৭৫,০০০ গাঁইট তুলা তিন মাসের মধ্যে জাপানে চালান দেওয়া হইবে। ইহার পরিবর্তে জাপানীরা অধিক ডলার পাওয়া যাইবে। জানা গিয়াছে যে, বেবীটেক্স, পশম, তুলা, ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী করাই ভারতের উদ্দেশ্য।

সোনার বাট

সোনার বাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কৃপণবান বাজু আমদানি আরও কিছুকাল বহাল থাকিবার সম্ভবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দরে তেমন অবনতি হইবে না বলে মনে হইতেছে।

* * * * *

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ শুক্রবারে অর্থমন্ত্রকের পরিমাণ সর্বশেষ আয়কর করে। বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করা হইতে মাল খরিদ করিবার জন্য পরিমাণ একটি বৃদ্ধি পাইতে পারিয়াছে আইনের সমান ১৯,১১৭,০০০,০০০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়ে ছিল। সুপ্রীমকোর্ট হইতে ১৯৩৯৫৫ আর্থিক বছরের জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ খরিদ করিবার সঞ্চিত ছিল তাহা ছিল ২১,৭১৯,০০০,০০০ ডলার। তবে স্বর্ণ সঞ্চয়ের মোট মূল্য ছিল ২৪,৫৫৩ মার্কিন ডলার।

চিনি

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণ সম্পর্কে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সম্পর্কে ও উৎপাদকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। [illegible] করা হয় সেই সম্পর্কে [illegible] সরকারের এই সিদ্ধান্তে [illegible] করিয়াছেন। তবে [illegible] সরকারের বিভিন্ন বিভাগের [illegible] তেমনভাবে [illegible] সরকার [illegible] প্রকাশ করিয়াছে।

উৎপাদক ও বিক্রয় সরকার [illegible] বাদে ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত [illegible] বর্তমান চিনির দরে আসমান্তরাল হ্রাস [illegible] পক্ষপাতী সম্প্রতি বেশ জোরের সঙ্গে বলিতেছে যে, চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে বিমানে ও মুক্তবাজারে [illegible] ৩৸৲ টাকা হইতে [illegible] নামিয়া আসিয়াছে, এই [illegible] মোটেই মনে হয় না, কারণ ইক্ষুর মূল্য [illegible] ৮৲ টাকা হইতে অধিকতর বাড়িয়া পড়িবে।

চা

গত সপ্তাহে কলিকাতার চায়ের নীলামে [illegible] ১৪,০০০ বস্তা চা ছাড়া হয়। চাহিদা উপর বেশ ভাল ছিল। প্রায় ১৩,০০০ বস্তা

ভন্য

ফান, বেতার প্রভৃতির
রতি পরিকল্পনা

১২১৪ সিলের নবাবিল্লীতে ভারতীয়
টিল শিল্প বৃদ্ধির চেষ্টা। সরাসরিভাবে
ল কমিটীর অধিবেশন হয়। ভারতে
যন্ত্রপাতি উৎপাদন, বেতার প্রচারের
প্রচারের ভিন্ন প্রভাব, মূলধন প্রবর্তন
ক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য নির্দ্ধারণ
ম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সভায়
।

টৌলিফোনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম
ঁত বিষয়ের আলোচনাকালে আদা
ত যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য কারখানা
ঘনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়গুলির
-আলোচনা চলিতেছে। উক্ত পরি-
ী করা হইলে আগামী তিন বৎসরের
-মধ্যেই যাবতীয় টেলিফোন যন্ত্রপাতি
হইবে।

পূর্বে প্রথম কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে
রং প্রেরকযন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু
। উক্তি করিয়াছে যে, আজ ভারতীয়
রী যন্ত্রপাতি বিশিষ্টরূপের সাহায্যে
ত্তত করিতে সক্ষম। এই বিষয়
ধনে কার্যকরী করার জন্য গবর্ণমেণ্ট
ই কমিটিকে প্রেরণ করিয়াছেন।
ন্ট, আহমেদাবাদ, কটক, বীরভূম,
পুর, কাশিয়েটী, নূতন দিল্লীর উত্তরে
স্থাপন, কলিকাতা ও বাঙ্গালোরে ইতি
র ও পল্লী অঞ্চলের বিশিষ্ট ভাবে
টেলিফোনের কেন্দ্র স্থাপন এবং টেলিফোন
জন্য দিল্লীতে একটি মূল স্থাপন
কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত।

বেশে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে উহা
ী ব্যাপকভাবে প্রচার করা উদ্দেশ্যে
প্রত্যেক প্রদেশেই গবর্ণমেণ্টের নিকট
একজনকে 'ব্যাবহা অফিসার' হিসাবে
য়ে। আগামী বৎসরের প্রথম ভাগ
। মূল হইতে কমিটী আশা করা যায়।
প্রদেশের জন্য ৬টী ইউনিট গঠন করা
ই, বাঙ্গালোর, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ ও আগ-
। থাকিবে।

স্থানের নাম নির্দ্ধারণ কমিটী

এ৩ ফেব্রুয়ারী কমিটীর তৃতীয় দিন
কার হইতে। রাস্তাঘাটের নামকরণ, পুর, গবেষণা
পরিচালন, রাজপথে পরিচালকের যান নির্দ্ধারণ,
গাড়ীচালকদের বিষয়গুলি সম্বন্ধেও কমিটি বিশেষ
লেখ করিবেন।

ভারতের খনিজসম্পদ

ভারতের খনিজসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনের
জন্য ইণ্ডিয়ান একোনেমী অব সায়েন্সের (বাঙ্গালোর)
অধীনে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রাথ
মিক ব্যয়ের অধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৯৩৮ সালের মার্চ
হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। এই কাজে ডাক্তার
ভাইনাল কমিটী এককালীন তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর
করিয়াছেন।

আবেলোয়ে একটী কসমিক রেডিয়েশন গবেষণাগার
স্থাপনের আয়োজন জন্য অনুদান হইয়াছে।

বেসল কিমিক্সের উন্নতির জন্য কোলেগলে একটী
গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান ও কৃষিবিষয়ক শিক্ষা প্রসারের জন্য কৌন্সিল
অফ্ উলফে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট
১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্য্য পরিচালনের জন্য
বৎসরে বিশনকে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।
আলিপুরে নূতন টাকশাল নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়মঞ্জুর
করা হইয়াছে। মূলের সময় উক্ত টাকশাল নির্ম্মাণ-
কার্য্য বন্ধ ছিল।

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ, বিভিন্ন
কোম্পানীগুলিতে সরকারী অংশবিনিয়োগ, সরকারী ও
শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন,
সাহায্য ও পুনর্গঠিত ব্যয় স্থাপন, লবণকর মাফী,
কানাডা ও পাকিস্থানে ভারতীয় হাইকমিশনার নিয়োগ
সম্পর্কিত বায়ও কমিটী মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাসায়নিক শিল্প

এ্যামোনিয়াম সালফেট
উৎপাদনের ব্যবস্থা

ভারতে দ্রুত অবনতিশীল উন্নতির জন্য রাসায়নিক
শিল্পের বিপুল প্রসার অপরিহার্য্য। কৃষিপ্রধান
ভারতবর্ষে যাবতীয় আবশ্যকীয় জন্য জাতীয় যাবতীয়
গঠনের তিন ভাগ মজুত আছে লক্ষ্যকর ব্যাপার।
আমাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত রাসায়নিক সার
উৎপাদন বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। এ্যামোনিয়াম
সালফেট এদেশে প্রয়োজনের মাত্র পঞ্চমাংশ তৈয়ার
উৎপন্ন হয়। সমাদি অধিক হইতে প্রয়োজনের এক
সমাধান রাসায়নিকেরই উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও,
অধিক মূল্যের অজুহাতে তাহা স্থগিত করিয়া রাখা
হয়। ইলামাসিড, সালফার, কাষ্টিক প্রভৃতি প্রস্তুত
করিতে যত টাকা মূল বিনিময়ে আবশ্যক কষ্টিক সোডার
মাত্র এক পঞ্চমাংশ উৎপন্ন হয়। এই অত্যাবশ্যকীয়
রসায়ন-শিল্পের অন্যতম বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্যাস্টিক
সোডা চুরে (বাঙ্গালোরে) ইহার তুলনায় উৎ-
পাদনের ব্যবস্থা না হইলে, বিদেশের উপর আমাদের
নির্ভর করিতে হইবে।

ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত, কাগজের জন্য মণ্ডপাতি,
কাচের দ্রব্যাদি, সেলোফেন প্রভৃতি উৎপাদনের
ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। আমেরিকা শুল্ক আদায়ের
ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ থাকিলে এবং
শুল্কের হার সঙ্কট সমান হইলে যে সমস্যার সমাধান
হইতে পারে।

অবশ্য সুখের বিষয় এই যে জাতীয় সরকার গঠিত
হইবার পর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই বিষয়ে বিশেষ
মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ভারতের মৃত্তিকা কৃষি
ব্যবহারে সহায়তা করিবার জন্য এ্যামোনিয়াম
সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যন্ত্রপরিষদের সভাতে এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও
সরবরাহবিভাগের মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্তা জয়াপ্রকাশ নারায়ণ
জানান যে, বিহারের অন্তর্গত সিন্দ্রীতে সার
উৎপাদনের কারখানটির তৈয়ারির কাজ আগামী
১৯৩৮ সালের গোড়াতেই আরম্ভ হইবে। ডুমটি ফ্রিজ
ও আর্কিন কোম্পানীর সহিত কারখানা তৈয়ার ও
প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন
হইয়াছে। ফ্রিজ ও আর্কিন ইঞ্জিনীয়ারগণ ইতিমধ্যেই
সিন্দ্রীতে গিয়া যথাস্থানে বসবাস করিতেছেন।
অন্যান্য কর্মিবর্গ প্রস্তাবিত শীঘ্রই সেখানে গিয়া
পৌঁছিবেন। কর্মচারী ও শ্রমিকদের বাসোপযোগী
বসবাসের বাড়ীঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। তাঃ
মুখার্জ্জি বলেন যে সম্প্রতি কেবল এক প্রকার সারই
(এ্যামোনিয়াম সালফেট) এই কারখানায় তৈয়ারী
করা হইবে। আশা করা যায় বৎসরের ৩ লক্ষ ৫০
হাজার টন পরিবর্ত্তে সার সেখানে উৎপন্ন করিতে পারা
যাইবে। ১৯৩৯ সালের শেষে প্রথম উৎপাদন এবং
১৯৪০ সালের শেষে পূর্ণোদ্যমে উৎপাদনের কাজ
আরম্ভ করা যাইবে—এরূপ আশা করা যাইতেছে।

ফ্রিজ ও আর্কিন কোম্পানী দুইটির সহিত এরূপ
চুক্তি হইয়াছে যে, কারখানার কাজে দেশীয় লোকদের
শিক্ষিত কারিগররূপে তাঁহারা গড়িয়া তুলিবেন।
এইরূপ কাজে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ফ্রান্স ও
আমেরিকাতেও শিক্ষিত করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত
হইয়াছে।

এই শিল্পের সহকারে 'ফিলসাম' নামক পদার্থের
আবশ্যক অল্পমূল্যে সরবরাহ হইতে পারে—এরূপ
শ্রীযুক্তি এরূপ অনেক। রাজমুন্দ্রীর বিদ্যানীর,
মোদুর মদনাথীর প্রভৃতি গ্রামে এবং কাশীর (উঃ),
বাঙ্গালোর (মোসোর), গাড়োয়াল জেলা, কাঁসী, কেরালা
ও ত্রেরালী—পাহাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 'ফিলসাম'
পাওয়া যায়। ভারতীয় ভূতত্ত্ব-জরীপ বিভাগের
"ফিলসাম" অনুসন্ধানের কাজটী সর্ব্বাঙ্গে শেষ করিতে
অনুরোধ করা হইয়াছে। কেরালীয় শিল্প ও বাণিজ্য

সঙ্কলন

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য একটী বিস্তৃত প্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবিত প্রণালী অনুযায়ী একটি প্রাদেশিক সমবায় সংগোপেশন গঠিত হইবে, তাহার অধীনে থাকিবে জেলা সমবায় পরিষদসমূহ এবং এই পরিষদগুলিকে কার্যকর সমবায় ইউনিটে বিভক্ত করা হইবে। জমি সম্পর্কীয় যাবতীয় অধিকার এই সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত হইবে। ১ হাজার হইতে ৩ হাজার একর জমির ভূস্বামী বা চাষী সমিতি ইউনিটের সদস্য হইবেন এবং জমিদারদের জমির বাজিয়াপ্ত মোচন করার জন্য ক্ষতিপূরণ সমিতির মেয়াদে ক্রমান্বয়িক হইবে।

প্রাদেশিক সংগোপেশন জেলা পরিষদ এবং সমিতি ইউনিটসমূহ নির্দিষ্ট প্রতিনিধি ও সরকার মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী খাজনার পরিবর্তে আয়কর হিসাবে প্রত্যেক ইউনিটকে কর দিতে হইবে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণে বাবদ সরকারের অর্থব্যয় হইবে না।

আসাম—কলিকাতা রেলপথ নির্মাণ

পূর্ব-পাকিস্তানের কোন অংশ স্পর্শ না করিয়া আসাম ও কলিকাতার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী সরাসরি রেলপথ নির্মাণের এক পরিকল্পনা ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই রেলপথ বিভাগের কাটিহার জংশন ও পৌহাটির নিকটবর্তী পাণ্ডুঘাটের মধ্যে নির্মিত হইবে, নির্মাণকার্য অনতিবিলম্বেই আরম্ভ হইবে। ভবিষ্যতে যদিই বা কখনও উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তবে এই রেলপথ দিয়া সহজে আসাম ও ত্রিপুরায় নিরাপদে যাতায়াত করা যাইবে বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

রেলপথটি কিন্তু ঘোরালো ও ব্যয়বহুল হইলেও একটী বিকল্প রাস্তা থাকিলে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের উপর দিয়া আসাম হইতে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রেরিত মালের উপর অত্যধিক রেল মাশুল ও ষ্ট্যামি-শুল্ক ধার্য করিতেও সহজে ইতস্ততঃ করিবেন। এই কারণেও এই রেলপথ নির্মাণের গুরুত্ব আছে।

পশ্চিমবঙ্গে রেশম শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে রেশম শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। রেশম সংক্রান্ত [illegible] মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলায় ১০টি শিল্পকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি বন্টনী সম্পর্কে সম্প্রতি দুইটী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর এই সর্বপ্রথম ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

বিহারে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

পরতী নদীর পুরাতন গতিপথ খনন করা, পাটনা ও মুঙ্গের জেলার আন্তর্বাহিক ১০ হাজার একর জমী জলসেচনের জন্য বিহার সরকার ইহাই একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। পুরাতন গতিপথে সংস্কারের প্রস্তাবিত করিতে হইলে ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েকটী খাল খনন করিতে হইবে। এই কাজ শেষ হইতে দুই তিন বৎসর লাগিবে। এই অঞ্চলে প্রতি বিঘায় ২ মণের বেশী ধান জন্মে না। সেচ ব্যবস্থা হইলে উহার পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে এবং বৎসরে ৭ লক্ষ ২০ হাজার মণ ধান বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পাকিস্তানের মুদ্রানীতি

১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে পাকিস্তান সরকারের মুদ্রানীতি পরিচালনার ভার স্বতন্ত্র গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহা পরিচালনা করিতেছে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০এ সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তানে ভারতীয় নোট ও মুদ্রার অবাধ প্রচলন থাকিবে। ক্রমশঃ পাকিস্তানে ইহাদের প্রচলন বন্ধ করা হইবে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্তানের নিজস্ব নোট ও মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

পাটজাত আমদানী কেন্দ্র

পূর্বাঞ্চল সরকার পাটের উপর শুল্ক আদায় করিবার জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ১৪টী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন—

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদি, নরিয়াপাড়া (নরসিংদি), নরিয়াল, টেমুনী (ফিরুজ), হাজিগঞ্জ (ফিরুজ), আগরতলা-টেরবে (ফিরুজ), চৌদ্দগ্রাম (কোমিল্লা), সিরাজগঞ্জ (পাবনা), ঈশ্বরদি (পাবনা), বেড়া (পাবনা) এবং খুলনা।

বিভিন্ন ভারত প্রদর্শনী

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ইডেন উদ্যানে বিভিন্ন ভারত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। এই বিরাটাকার প্রদর্শনীর সমস্তটাকে এক উদ্যোগে পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐতিহাসিকভাবে সরকার কর্তৃক [illegible] মি. এম কে মজুমদার সাধারণ অধিবেশনের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। একমাত্রাধারী এই অনুষ্ঠানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারসমূহ, দেশীয় রাজ্যসমূহ, বৈদেশিক সরকারসমূহের অধিকারিক বিভাগ পরিচালক সমিতি, ভারতবর্ষের বণিক সমূহ নিজ, বণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সরকার ইহার উদ্যোক্তার অবোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়া তাঁহার যোগের নিজ ও নিজ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবশ্যকী নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ রাখার সিদ্ধান্ত

মুদ্রাস্ফীতিরোধের প্রচেষ্টার অংশরূপে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈদেশিক আবশ্যকী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সকল ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তাহা ১৯৪৮ সালের আগষ্ট হইতে দুই বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বিদেশে [illegible] সরকার কর্তৃপক্ষকে [illegible] বিভিন্ন উদ্দেশ্যে [illegible] বিভিন্ন দেশের [illegible] অঞ্চলে [illegible] সরকারের [illegible] করিবেন। [illegible] ইহা ছাড়া ৩ বছর আবেদনের সময় [illegible] অঞ্চলের অর্থনীতি [illegible] হইবে। অবশ্য সরকারকে তিন ভাগে ভাগ করা হইবে। যে [illegible] ভাগের অঞ্চল হইতে আমদানী করিতে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে। [illegible] অঞ্চল হইতে আমদানী করিবার জন্য লাইসেন্স করা হইবে এবং (৩) [illegible] জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না। পর ১৯৪৮ ডিসেম্বরের (১৯৪৮) [illegible] মেয়াদে এই বিভিন্ন জোনে অঞ্চলের পণ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮ [illegible] সালের [illegible] ব্যতিরেকে সম্পর্কে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন আমদানী-কারকদের পূর্বেকার চুক্তিসমূহ [illegible] সালের তিন মাসের জন্য অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের হেফাজতে [illegible] ছাড়াই বলবৎ করা যাইবে। আর আমদানী চালান লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত সরকারের পর লাইসেন্স ব্যতিরেকে মঞ্জুরীর পর [illegible] হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য দেওয়া হইবে। ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের পর পণ্য আমদানী আমদানী-কারকদের লাইসেন্স পাইবেন।

১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যে সব দেশের [illegible] হইবে তাহা মুদ্রাস্ফীতি পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে সময় মত আসিয়া পৌঁছিবে এমন বিলম্ব হয় তবে এক বৎসরের মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

লাইসেন্সের জন্য এক প্রকার নূতন আবেদন ফরম প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাহা আবেদনকারীকে যেন ইহাতে উল্লিখিত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। আমদানীকারকদের [illegible] ব্যবস্থা করিবার জন্য তিন ভাগে আবেদন-পত্র [illegible]

(অবশিষ্ট ১৩৩ পৃষ্ঠায়

সংবাদলিপি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ন, ১৭ই ডিসেম্বর—কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া তাহার বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত কতকটা রেহাই পাইতে পারে। কাজেই ন্তুন ইউনিয়নের সম্পাদক যখন এক বিবৃতি ঘোষণা করেন যে বৃটেন আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ৫ কোটি টন কয়লা অতিরিক্ত উত্তোলন করিবে তখন অনেকেই যে আশান্বিত হইয়া উঠিবেন তাহা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এই আশ্বাসবাণীর ও সত্যই বিচার করা চলে, অবশ্য আগামী বছরের অতিরিক্ত সরবরাহ খনিগুলি এক হইতে ৫ কোটি টন কয়লার বেশী যোগান করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। অনেক শ্রমিক ক খনিগুলি বন্ধ আছে হইতেছে এবং এখনও অবশ্য শ্রমিক তাহাদের কাজে যোগদান

ক্ষেত্রে বন্ধুরের প্রতি পক্ষীতে অন্তত্পক্ষে কয়লা উত্তোলন করিলেও সাধারণ শ্রমিকের নেক বন্ধুর এখনও বর্তমান রহিয়াছে, যাহারা র্তমান পরিস্থিতি হাতে ছোটাই সচেতন ং তাহাদের কেহকে বর্তমান দুর্দশা হইতে উদ্ধার কোন উৎসাহ দেখাইতেছে না।

কে টুমানের ইউরোপে সাহায্যদানের নীতি প্রসঙ্গে বিরোধিতা করা হইতেছে ব্রাম কংগ্রেসের মধ্যে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে বৃটেনের কয়লা উৎপাদন হইলে শুধু বৃটেনই রক্ষা পাইবে না সমস্ত রেও আর্থিক পুনর্গঠনের সুবিধা হইবে, বৃটেনের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ব্রাম কংগ্রেসে মার্শাল-পরিকল্পনার সমর্থকদেরও ত হইবে।

ন সরকারের আর্থিক সাহায্যে এইদিকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাইয়াছে। বৃটেন যে তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি জন্য কৃতসংকল্প তাহাতে মার্কিনদেশে বৃটিশ বিশেষ সুযোগ করিয়াছে।

ারী হিসাবদের গত সপ্তাহে বৃটেন অন্তত্পক্ষে কয়লা উৎপাদন করিয়াছে (১,৩৭৯,২০০ টন) আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম ব্যাপকভাবে কয়লা চালান দিবার চেষ্টা বলিয়া জানা গিয়াছে।

উপনিবেশ ও বৃটেনের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন আমদানীর উপর যে ধার্যনিষেধ আরোপ তাহার ফলে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের বিঘ্নিত হইতেছে বলিয়া বৃটেনের রা তার ট্রাকোর্ডের কাছে নালিশ ছে। ব্যবসায়ীরা এক প্রতিনিধিদল গত শুক্রবার বিকেলবেলা প্রকাশ ১৯৩৯ সালের শীতকালীন কয়লের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই বছরের শীত সময়ের কয়লের কিছুটা ঘাটতি হইবেই। কয়লের অবস্থার তারতম্য হইয়াছে। ঘটনার আগে বাণিজ্যের ফলে বৃটেনের উন্নতি হইয়াছে এবং আগামী শীতকালে ভাল ফসল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সালের আবহাওয়া শুধু দুঃখ ও বিপদের উৎপাদনে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশ্ব-ব্যাপ্ত-এর ওপরকে সমস্ত দিক ক্রটিপূর্ণ আগামী বৎসরে বর্ধিত আমিকার সম্ভব করিবেন। সেখানে তিনি বিশ্ব-ভাণ্ডারের অর্থনীতি ব্যাখ্যা করিবেন। বিশ্ব-ভাণ্ডারের বৈদেশিক সমস্ত বিলিসাইন অবশ্য করিয়া এখন চাপে দিয়াছেন। এই ভাণ্ডারের আর এক প্রতিনিধিবিদল ইতালীতে আছেন। আর একটি প্রতিনিধিদল বোধ হয় ফ্রেডিনাণ্ড যাইবেন। বিশ্ব-ব্যবস্থাপার বোধ হয় যুক্তরাজ্যে ধার করিবার নীতি প্রবর্ণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ব্যয় ইউরোপীয় দেশগুলিতে।

পারিসে মার্শাল-পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য একটি শাখা প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে এবং মনে হয় বিশ্ব-ভাণ্ডারের একটি শাখাও ওখানে খোলা হইবে।

দিল্লী

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লীবাসী, ২৪ ডিসেম্বর—মিঃ গাডগিলের বিদ্যুৎ বিলের উপর যে বিবৃতির উত্তর হয় তাহা হইতে কংগ্রেসে কোন পথে যাইতেছে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। কংগ্রেস বহিরঙ্গ নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত মূলশিল্পকে জাতিকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, এখন ক্ষমতাকে তাহার প্রয়োগ করা উপযুক্ত মনে করিতেছে না। সমাজতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের এক মধ্যবর্তী পথাকে কংগ্রেস ভারতের পক্ষে সমধোপযোগী মনে করিতেছে; অর্থমন্ত্রির তার বন্ধুদের বাজেট বক্তৃতাও তার একটি প্রমাণ। গ্যাডগিল যখন বিদ্যুৎ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য তুলেন তখন অনেক সদস্যই তাহাকে অভিনন্দন প্রকাশ করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বিদ্যুৎ শিল্পকে জাতীয়করণ করিতে কংগ্রেস সরকারের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অথচ দেখা, ঐ সাথে গ্যাডগিলের বিলের বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা করেন তাহা অনেক সদস্যের মনঃপুত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তবে যাহাদের মালিকানার বিরুদ্ধে ধর্মঘট আরম্ভ করা হউক না কেন কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত শিল্প জাতিকরণের কথা ভাবিতেছে না মনে হয়। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের বাহির কেন অংশীদার করিতে পারিবে না এবং বিদ্যুৎশিল্প জাতীয়করণ যে, প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক, দেখা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই সরকার যদি বিদ্যুৎশিল্প জাতীয়করণের অন্তত সম্ভাবনা সৃষ্টিমাত্র করা উদ্দেশ্য করিয়া জাতীয়করণ করিতে

মূলধন আইনকরের অতিরিক্ত দেয় করিতে হয়। কোম্পানির কার্যকলাপ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কড়া নজর রাখিতে হইবে।

নেহরু সরকার সকল ব্যাপারেই ধনিকপক্ষ অনুসরণ করিয়া চলিবেন বলিয়া মনে হয়। কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করিতে গিয়াও তিনি বলিয়াছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁহার বর্তমানে বিশ্বাস দুই রাশিয়ার কোন পক্ষই গ্রহণ করিবে না এবং ভারত তার নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী পথ অনুসরণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

যুদ্ধ-মালিক সম্পর্কেও কংগ্রেস দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয় করিয়া কাজ করিবে। নেহরু ইতিমধ্যে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে আমাদের সম্প্রীতি ফিরিয়া আসে তাহার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এই সম্পর্কে দিল্লীতে কিছু দিনের মধ্যে সরকার ও শিল্পপতিদের যে বৈঠক হইবে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রমসংগঠনের নেতাদেরও একটি বৈঠক হইবে; যাহাতে ভারতের বর্তমান শিল্পোৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো যায় তাহার জন্য এই সভায় আলোচনা হইবে। জানা গেছে, সরকার আগামী পাঁচ বছরে যাহাতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোন বিরোধ না হয় তাহার জন্য এক যুক্ত কর্মনীতি গ্রহণ করিবেন এবং এই কর্মনীতিতে যাহাতে শ্রমিক ও মালিক দুইপক্ষ সন্তোষজনক ফল পায় তাহার জন্য সরকার আন্তরিক চেষ্টা করিবেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মাথাই জানান যে, সরকার সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নে আরও ৪০টি নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়াছেন এবং বর্তমান কলগুলি যাহাতে তাহাদের উৎপাদন আরো অল্পকালে বৃদ্ধি করিতে পারে তাহারও অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারগুলি এখনও পর্যন্ত নূতন কলগুলির জন্য জায়গা ঠিক করিতে পারেন নাই। তাই সরকার কোন নূতন কল প্রতিষ্ঠা করিতে রাজী নহে বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বি মাথাই এক প্রশ্নের উত্তরে অবশিষ্ট জানান যে, সরকারের বর্তমান রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয় পূর্বপূর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন ১৯৪৯-৫০ সালের ব্যয় যেখানে ৪২৪ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে ১৯৫০-৫৮ সালে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬১৪ লক্ষ।

মাদ্রাজ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদ্রাজ, ১০ই ডিসেম্বর—খুচরো বাজার প্রত্যাহারে এতদিনের গণ্ডগোল সাময়িকভাবে মিটিয়াছে। এই ব্যাপারে এখন রাষ্ট্রনীতি প্রবক্তাকারী সভা নির্ধারিত হইবে। রাজার পক্ষে দিল্লীতে যে আপিল করা হইয়াছিল তাহার ফলেই শান্তি রাজ্য-প্রশাসনের মধ্যে এইরূপ [illegible]

মনোনীত কাউন্সিলের বাতিল হইয়া যাইবে এবং তাহার স্থলে নূতন কেবিনেট কার্যভার গ্রহণ করিবে।

মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনের জন্য সিমলাতে এক বৈঠক হইবে। পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা তাহাদের পরিকল্পনা পেশ করিবেন। এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া মন্ত্রীসভার পুনর্গঠিত দিল্লীর সাম্মেলনে বিভিন্ন শিল্প-পরিষদের সহিত আলোচনা চালাইবেন। পুনর্গঠিত পরিষদ্যাছেন যে, যদি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা না যায় তবে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয়না এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থের সরকার বহুপরিকর।

অনাবৃষ্টির ফলে রাজ্যের অবস্থা আরো অবনতির দিকে যাইতেছে। রাজ কমল সিংহনেপালীর এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ১৫ আগস্ট করিয়া বেসরকারী কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে না এবং যাহাদের সাহায্যে আরো একমাসের বেশীদিন চলিবে।

মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলীতে সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে মনোভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছেনা এবং মনে হয় বন্ধটি চলিতেই থাকিবে। কর্মচারীদের এক প্রতিনিধিদল মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তাঁহারা যেন নূতন কিছু দাবী করিতেছেন না—তাঁহারা শুধু কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে ও মন্ত্রীসভার দাবী করিতেছেন। তাঁহারা আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন ও ভাতা মিলাইয়া ৬৮ টাকা পাইবে আর মাদ্রাজের কেরানীরা সব মিলাইয়া পাইবে মাত্র ৩০ টাকা। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে মাদ্রাজ সরকার যদি এই টাকা দিতে অসম্মত হন, তাহারা অন্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হইতে অর্থ সাহায্য নিতে পারেন।

অর্থসচিব তাঁহার বিক্রয়কর বৃদ্ধির জন্য যে বিল আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা পরিষদ ও কাউন্সিলের সমর্থন পাইয়াছে। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে এই বিক্রয়কর বৃদ্ধির ফলে সরকারের ১৮ কোটী টাকা লাভ হইবে। তিনি আরো বলেন যে, এই বিক্রয়কর বৃদ্ধির ফলে তাঁতীদের কোন অসুবিধা হইবে না—বর্ধিত হারের উপর বিক্রয়কর প্রযোজ্য হইবে।

তাঁহার মতে সিলেক্ট কমিটী বিলটির যে পরিবর্তন করিয়াছে তাহার পরে আর কোনরূপ আলোচনা করা উচিত হইবেনা।

অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিসের জন্য ১ লক্ষ টাকার দাবী পেশ করা হইয়াছে। বর্তমান বিদ্যালয়গুলি ও খেলাধুলার উন্নতির জন্য সরকার আরও টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের অনেক টাকার প্রয়োজন হইবে। আগামী সপ্তাহে পরিষদে এই সব খাতে ব্যয়বরাদ্দের জন্য সরকার টাকার দাবী পেশ করিবেন। নূতন পুলিস বাহিনীর জন্য ৩৭ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে; এই পুলিস বাহিনীর প্রায় ১৫৪টী রোডব্লক সড়ক

সম্প্রতি যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্য এক দীর্ঘ বক্তৃতায় অনেকগুলি প্রস্তাব দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও নিজামের সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সঙ্গে প্রজা-আন্দোলনের কোন যোগ নাই। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিরও আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। হায়দ্রাবাদ যত শীঘ্র তাহাদের অনৈতিক সভা পরিত্যাগ করিবে এবং নিজাম যতদিন পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক দলকে প্রশ্রয় দিতে অস্বীকারে, ততদিন নিজামের সাথে কোন সমঝোতা স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই হয় না।

কানপুর

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

কানপুর, ১২ই ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] ও ৩২ কিলোমিটার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ সরকার তাহার সিদ্ধান্তের সঙ্গে চুক্তি করিয়া [illegible] শতকরা ৩০ ভাগ বন্দুকের বিক্রয়ের উপর স্থির করিয়াছেন। সরকার স্থির করিয়াছেন [illegible] হইতে যেসকল বন্দুকের মালিক নূতন করে কিনিতে চাহিবে তাহাদিগকে কাছে বিক্রয় করিবে এবং সিদ্ধান্তে যেসকল বন্দুক বিক্রয় করিবে। সরকারের ঘোষণা হইতে [illegible] তাহা সঠিক কোন কারণে ঠিক জানা যায়নি।

এখন সরকারের এই নূতন সিদ্ধান্তের ফলে [illegible] অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়।

সিদ্ধান্তের পূর্বে তিনটি বিভাগে [illegible] ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের কলগুলির প্রায় [illegible] তিনি নতুন ছিল। এখন তিনটি [illegible] সিদ্ধান্তের ফলে এই নতুন [illegible] হইতে মোট লাভ হইবে [illegible] কোটি টাকা। [illegible] যুক্তপ্রদেশ সরকার ও বিভিন্ন মালিক পাইবে। [illegible] যুক্তপ্রদেশসরকার পাইবে [illegible] কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং কল কর্তৃপক্ষের প্রায় ১ কোটি টাকা। কল কর্তৃপক্ষের এই লাভ হইবে আয়কর হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। মোটামুটি বিশেষজ্ঞদের ৫৫ লক্ষ টাকা বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করিবে। মতে প্রত্যেকটি কলের [illegible] ব্যক্তিকে ৭৫,০০০ টাকা করিয়া।

অবশ্য একটা কথা বলা দরকার যে, [illegible] বিভিন্ন আদেশের কিছুদিন পূর্বে তাহারা তিনির মূল্য [illegible] প্রতি ১৫ টাকা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহে সরকার কেন সেই দর বৃদ্ধি করিয়া ৩৫৷৷ করিলেন তার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে না। এই মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে একটা যে ষড়যন্ত্র আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

গত বছর যেখানে চিনির কল প্রতি ছিল ১৮৫৷৷ সেইখানে চিনির মূল্য ৩৪৷৷ ও গুড়ের মূল্য কল প্রতি ১৪৷৷ মূল্য ধার্য [illegible]

(২) উদ্বৃত্ত আয় বর্তমানে ১০ হইতে ২ টাকা আয় বর্তমানে বরাদ্দ করিয়াছে ৭০
(৩) সরকারী সেন্সাস আপিস হইতে তিন আনা বাদে বর্তমানে বরাদ্দ করিয়াছে ১০
(৪) মজুরের বেতন ২৩ টাকা হইতে ৩৬ টাকা ও তদুপরি সরকার বর্তমানে ১ আনা অর্থ সাহায্য করেন, কিন্তু এই বরাদ্দ বৃদ্ধির সংবাদ বর্তমানে প্রচার করিতে হইবে ৮০
(৫) বৃদ্ধির সংবাদে মজুরী ৩৬ টাকা হইতে ৪২ টাকা হইবে বলিয়া বর্তমানে বরাদ্দ বেশী পড়িবে ৮০

মোট ২৪৮০

আয় ১৪ টাকা ১ আনা হইতে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি টাকা ১০ আনা বাদ দিলে বাকী ৩ টাকা বা বর্তমানে তিন বালিকের মুনাফা বাড়িবে। বাজার মূল্য বৃদ্ধির বর্তমানে ১ টাকা যোগ করিলে (বর্তমান বরাদ্দ ১০ টাকা ধরা হয়াছে) মোট ৪৫ টাকা ৭ আনা হয় দাঁড়ায়। মোট কথা এই নূতন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে ৩ টাকা মুনাফা হয় তার মূল্য বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত ও তিনিবে উঠিবে বৃদ্ধি পাইবে এবং চাকরী ও তিন বালিকের বর্তমান পরিবর্তনে মুনাফা করিবে। কাজেই যেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না সরকার মূল্য বৃদ্ধির কি ভাবে বৃদ্ধিতা পাইলেন। তাহার এই অনুমানের ফলে সাধারণ ক্রেতার আয়ের কমে তিনি পাইবেন না। সরকার যে উহাদের রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তিনিবে ৫৩ বৃদ্ধি পাইত তাহাতে তেমন সাহায্য করে। সরকার যখন মূল্য স্থির করিয়া দিবে তখন জনসাধারণ আশা করে যে সরকার মূল্য স্থির করিয়া দিলেন তা কেন তাহা বলিয়া বলিবেন। বুঝতে সরকারের পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত।

১২ই ডিসেম্বর—তার আজিজুল হোসেন ভোগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রথমে অবস্থান করিবার জন্য পাকিস্তান প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষমেষে তিনি বিলাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি আগামী বৎসর পাকিস্তানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

তার প্রত্যাবর্তনে তার আজিজুল বলেন যে, ম্যাঞ্চেস্টার, ব্রাডফোর্ড, লিভারপুল প্রভৃতি বেশের বস্ত্র শিল্পসমূহ বেশ, শিল্প বলিতে ইহার বুঝায় পাকিস্তান আজ ভারতের সমকক্ষ হইতে উৎপাদন করে, অবশ্য ইহার একটিও নাই। সেইজন্য পাকিস্তান ভারতের

বৃদ্ধিপ্রধান বেশ বলিয়া পাকিস্তানের শিল্প উন্নতি ভারত যুগলের একত্র অবদান করিবে। তার উপর বস্ত্র প্রমিক ও অশিক্ষিত পরিচালক ও কর্মচারীর একান্ত অভাব আছে। তার আজিজুল বলেন, পাকিস্তান সরকারের এইসব প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

পাকিস্তানে শিল্প সম্প্রসারণকল্পে সরকারকে কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও তার আজিজুল কিছু বলেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা নাই তাহাই বাঁহারা ঐ কথা বলিবেন ইহার সিদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহারা ভুল করেন। বিদেশ করিতে বিজ্ঞানশালী, কাগজ, রং, কালি ইত্যাদি ছোট ছোট শিল্পের উন্নতি অতি সহজেই হইতে পারে, কারণ বেশের অভাবের এইসব জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। বড়ো শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সময়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইলেও তিনি বলে করেন যে, ধীরে ধীরে পাকিস্তানে ভুকশিল্পের পত্তন হইতে পারে। তিনি অবশ্য বলে করেন এখনই পাকিস্তানে ভুকশিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে ভুল হইবে।

পাকিস্তানের আর্থিক সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই বিষয় তেমন করিয়া চাপ নাই—পাকিস্তান সরকারের আয় সীমাবদ্ধ। শিল্পে অনগ্রসরতার ফলে পাকিস্তানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য বেশের কৃষিসম্পদ। কৃষিজাত আয়ের উপর ধার্য্য করিয়া কৃষি করা সম্ভব নয়। তাহলে কৃষকেরা বাধ্য হয় কৃষিতে ফলে সরকারের বাজেটে ঘাটতি আরও অনেক বৎসর অব্যাহত হইবে।

ভারতের মুদ্রার সঙ্গে পাকিস্তানের মুদ্রার বিচ্ছেদ ঘটিলে পাকিস্তানের মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইতে পারে বলিয়া যে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা এবিষয়ে তার আজিজুলকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি তার উত্তরে বলেন যে, ঐরূপ ভাবিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে দুই জিনিসের উপর —বেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা এবং বহির্জগতের উপযুক্তির উপর। এই দুই ব্যাপারেই পাকিস্তানের অবস্থা আশাপ্রদ, পাকিস্তানের জনসাধারণের আয়ের বেশীর ভাগ আসিবে কৃষিজাত হইতে থাকিবে বলে। স্বাস্থ্যের অপ্রতুলতা পাকিস্তানে নাই, তাহাই ইহার কোন কারণ নাই যে পাকিস্তানমুদ্রা ভারতীয় মুদ্রার চেয়ে সমান স্বাস্থ্যবান রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে। বাণিজ্যিক উন্নতির কথা বলিলেও বেশ যায় যে, উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রচুর সঞ্চয়ী করিতে পারিবে বলিয়া পাকিস্তানের বাণিজ্যিক উন্নতি থাকিয়া যাইবেই।

উপসংহারে তিনি সাধারণ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান যদি শিল্প বিস্তারের চেষ্টা না করে তবে তাহার জন্য অধিকারী। আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে পাকিস্তানে বেশের তাঁহা পড়িবে ৫৫ ভাগ

ভিসাস

(পৃষ্ঠাংশ ১২৮ পৃষ্ঠার)

হয়, বিদেশের অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য তেমন বন্দোবস্তের সাড়া করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী কিছু চিন্তাভাবনা না করিয়াই তেমন পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তাহা পরে করিব। বর্তমান প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়াই এরূপ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিকারের উপায় কঠিন হইলেও যে একেবারে নাই তাহা নয়। আমি এই কথাটাই আলোচ্যপ্রসঙ্গে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

• • • •

বেলিয়াপুরের কুমার ঐন্দ্রিক বেলেন্দ্রলাল খাঁ মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর খুড় ছিলেন। রাজা নরেন্দ্রলালের বাল্যশিক্ষার তুলনা ছিল না। বয়স্কদের সঙ্গে রাজা নরেন্দ্রলাল যে ঐশ্বর্যভোগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহাকে বেকারে কম ভুগিতে হয় নাই। বেলেন্দ্রলাল শিকার উপলক্ষ খুব। বেলেন্দ্রলাল শিকার উপলক্ষে পাইয়াছিলেন, বিদেশী শাসক প্রবর সিংহটুকে এই উপলক্ষে বিকার হইতে বাদ যায় নাই। বেলিয়াপুর রাজবংশের গৌরব, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বেলিয়াপুরের নাম স্বাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সেই বেলিয়াপুরকে গড়িয়া তোলার কাজে পিতার পথায় অনুসরণ করিয়া কুমার বেলেন্দ্রলাল যে ত্যাগ ও চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অবিস্মরণীয়।

• • • •

ভারত স্বাধীনতা হস্তান্তর হওয়ার পর ইংরাজের প্রথম "বড়দিন" আসে। ভারতবর্ষে ইংরাজদের ঘরে ঘরে "বড়দিন"এর এবং নববর্ষের উৎসব এবারের অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অবকাশ ধরণের হইবে কিনা জানি না। —কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ হইবে, —বড়দিনে চিরাচরিত ভেট উপহার এবং শুভেচ্ছালোকদের নিকট পাঠাইবেন কিনা তাহা ঠিক বুঝিতেছি না। —পাঠাইতেও পারেন,—অনেকদিনের অভ্যাস, সহসা ত্যাগ করিতে বেশ বেদনাদায়ক বাস্তবিক।

আমি কিন্তু ইতিমধ্যে কুসুম বুঝিয়া ফেলিয়াছি, মনে মনে যে কথা আমিয়া বেলনা পাইয়াছি এবং আমার নিজের বেশের জন্য বিলম্বের যে সদাজাগ্রত আশা চিত্তে পোষণ করিয়াছি, ঐক্যের জন্য অবশ্যেষের বিদেশ ও বিদেশী নববর্ষের প্রাক্কালে টেনিসনের অমর ভাষার মনোহরণ ভাষা প্রকাশ করিয়া এই বিষয় বেশ করিলাম :—

Ring in the valiant man and free,
The larger heart, the kindlier hand;

অর্থালোক

ভারত-পাকিস্থান অর্থনৈতিক চুক্তি

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ঋণ ও সম্পত্তির আদানপ্রদান সম্পর্কে এক সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় একটি সংকটের অবসান হইয়াছে। কারণ এই জন্য আর নিরাপত্তা পরিষদের (সিকিউরিটি কাউন্সিল) মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার বিনিময়ে পাকিস্থানকে যে সুবিধা প্রদান করিতে হইয়াছে তাহাও কম গুরুতর নহে। ভারত ও পাকিস্থানের হেফাজত সম্পত্তির বাঁটোয়ারা লইয়া কমনওয়েলথ মিশন কি হইবে সে সম্পর্কে একটা মতভেদ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাকিস্থান চাহিয়াছিল রেলকোম্পানীগুলির আয়কে মালকাটি করিবে, আর ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্থানের অঞ্চলস্থিত রেলসম্পত্তিতে পূর্বকালের অবস্থিবিনিয়োগের মোট পরিমাণকেই মালকাটি হিসাবে গ্রহণ করিবার দাবী করা হয়। বর্তমানের চুক্তিতে মালকাটি হিসাবে ভারতের দাবী স্বীকৃত হইলেও সার্বিক ভাবে সম্পত্তি হেফাজতের বেলায় যাহাতে পাকিস্থান ৩০ ভাগের পরিশোধই অধিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ফলে উহার পশ্চিম পাকিস্থানের হেফাজতের জন্য পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ ১৩ কোটি টাকা কম হিসাব সুবিধা পাইলেন। এ ছাড়া ঋণ পরিশোধের মেয়াদকে ৫০ বৎসর হইতে বাড়াইয়া বেশীরাতে একটা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যেই পাকিস্থানের দেনা পরিশোধ সম্ভব হইলেও আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পাকিস্থানের মোট দেনার পরিমাণ স্টার্লিং আনা না হইলেও ৩০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম চার বৎসরে ঋণ পরিশোধের বা দেয় সুদের কোন কিস্তী পাকিস্থানকে দিতে হইবে না। ইহার ফলে এই চার বৎসর ভারতকেই পাকিস্থানের ঘাটতি পোষাইতে হইবে এবং এই উপলক্ষে উভয়পক্ষে যে প্রাপ্য এই সময়ে দেয় হইবে তাহাই আদায় করিবে। পাকিস্থানে ভারতের যে সম্পত্তি আছে তাহাতে ভারতের পক্ষে এই ঝুঁকি লওয়া সম্ভব কিন্তু সেই সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যতীত ভারতসরকার সেই সম্পত্তিকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়ত এই সম্পত্তি বন্ধকী আছে। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে পাকিস্থানের মুদ্রা ও আর্থিক নীতি কি থাকার ফলে তাহা বিলক্ষণই আশঙ্কাজনক। এই অবস্থায় পাকিস্থানে পশ্চিম অঞ্চলের মালিকগণ যে তাঁহাদের মূলধন বন্ধ, জল ও স্থলে পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হইবেন না সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তাঁহারা এই সব কারণে স্বল্পমেয়াদীতে হস্তান্তর করিতেও চেষ্টা পাইবেন, অথবা একেবারে মিটাইয়াও ফেলিতে পারেন।

পূর্বাঞ্চলে ইহার আর এক বিভীষিকাময় ফলের উদ্ভব হইবার পূর্বভাবে তাহার ফল প্রাপ্য হইবে যে সম্পত্তির তাহার এবং পাকিস্থানের মধ্যে একটা হালকা হইয়াছে। ইহার ফলে এক ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের পক্ষে অন্য ডোমিনিয়নের সহিত বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণের নিয়মে কারিতে হইবে বিদেশী মুদ্রার ব্যবসায় করিবার অধিকার বাহিরের ব্যবস্থায় ভিন্ন তাহা সম্ভব হইবে না। অতএব এই আশঙ্কাজনক হইতে ভারতের যে কোন বন্দর হইতে যাহা কিছু পাকিস্থানে রপ্তানী হইবে তাহার জন্য বিদেশীমুদ্রায় ব্যবসায়কারী ব্যাঙ্কের সাহায্যেই হিসাব-নিকাশ মিটাইতে হইবে, পাকিস্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে আর কোন প্রত্যক্ষ যোগাই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের থাকিবে না। আবার পাকিস্থানের বন্দর হইতে রপ্তানী করা মালের জন্য পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যাঙ্কের মারফত ভিন্ন যে রপ্তানীর মূল্য লাভে করা যাইবে না। অথচ চট্টগ্রামের বন্দর দিয়া রপ্তানী করার মালের আর্থিক দায়িত্ব আছে কিছুদিন কলিকাতার ব্যাঙ্কগুলির ঘাড়েই রাখা হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন সম্ভবপর নহে। আমদানীর বেলাতেও এই একই নিয়ম চলু হইবে। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আমদানীর জন্য যে মূল্য রপ্তানী-বন্দর যে ডোমিনিয়নে অবস্থিত সেই ডোমিনিয়নের কোন এক ব্যাঙ্কের মারফতে মিটাইতে হইবে। আমদানীর মূল্য সরকারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত আমানী ১লা জানুয়ারী হইতে ভারত ও পাকিস্থানের বিদেশী মুদ্রা ব্যবসায়কারী ব্যাঙ্কসমূহ তাহার নিজের ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কাছেই কেবল বিদেশী মুদ্রা জোগাইবে। সুতরাং ১লা জানুয়ারী হইতে যদি বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায়কারী কোন ভারতীয় ব্যাঙ্ক যেমন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে টাকা জমা পায় আর যদি সংশ্লিষ্ট টাকার অধিকারী পাকিস্থানের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সেই টাকা জমা লইতে পারিবে না। পাকিস্থানেও এই নীতি বলবৎ হইবে। এমন কি ব্যক্তিগতভাবেও ভারতীয় ডোমিনিয়ন হইতে পাকিস্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে টাকার অধিকারীর ডোমিনিয়নের কোন ব্যাঙ্কের সাহায্য লইতে হইবে। এক কথায়, আর্থিক হিসাবে ভারত ও পাকিস্থান এখন হইতে সম্পূর্ণ দুই বিদেশী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

সাধারণভাবে লেনদেনের বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। কলের হার (Call rate) বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় কেন্দ্রেই পড়তা ।০ আনাতে স্থির থাকে। ব্যাঙ্কের হাতে আমানত বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং ব্যাঙ্কের কাছে টাকার চাহিদা কম থাকাতে ব্যাঙ্কগুলি উদ্বৃত্ত টাকাকে কাজে লাগাইতে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কারদের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়াতে ব্যাঙ্কগুলি এই ধারে সকল অর্থবিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করিতে চাহে না। বিনিময়ের নীতিতে ভারত সরকার সম্প্রতি যে পরিবর্তন করিয়াছেন এক বিষয় সকলে বাজেটে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে যে নীতির ... [illegible] ... সুদ এক ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৩৫ কোটি টাকার সরকারী ঋণ বিক্রয় করিতে পারিয়াছে না। সুতরাং ঘাটতি ঋণ উদ্ধার টাকাকে আকর্ষণীয় করিতে ব্যাঙ্কগুলির কাজের মধ্যে তাহা করিয়া দেওয়া হইবে।

বাজেটোক্তের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে ১৩৩ কোটি টাকার আদেশ পেশ করা হয় এবং ১৩৩ কোটি টাকার আদেশ মুলতুবি রাখা হয়। গত সপ্তাহে মুলতুবি বাজেটোক্তের পরিমাণ ছিল ১৩১ কোটি টাকা। বাটার সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য ১০ আনাতে স্থির করে। আমানী খাতের জন্য ১ কোটি টাকার বাজেটোক্ত মুলতুবি রাখা হইয়াছে। ডাকবিভাগের মূলি ভাতা আদায়ী খাতের জন্য আদেশের বাকিদের জন্য আগামী ১৩১৮ অর্থ বৎসরের জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সালের বাজেট সম্পর্কে ভারত সরকারের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে মোট ঘাটতি ১৯৫৮-৫৯ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৭-৫৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ঘাটতি মোটের পরিমাণে এই হ্রাস বস্তুতঃ বেসরকারের অজ্ঞাত হইতে পারে, আসল পরিমাণ ৭ কোটি হইতে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে প্রকৃত অংকের অনেক বেশী হইতে পারে। ঘাটতির পরিমাণ ৩৩৩ কোটি হইতে ৩৩৩ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

ঘাটতি মেটাবার ভারত সরকারের জন্য ৩৩৩ কোটি টাকা হইতে ৩৩৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। বস্তুতঃ ঘাটতি ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ ৩ কোটি টাকা বাড়তি হওয়ায় ঘাটতি ঋণ আদায়ের ও অর্থ সংগ্রহের কাজে সিন্ধিয়া হাউস বিভাগে এই হ্রাস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের ঘাটতি অংকের এক তৃতীয়াংশ ঘাটতি হইতে পারে। ভারতের অন্যান্য সরকারী আমানত ১৩৩৩ কোটি টাকা হইতে ১৩৩৩ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্য ১১৩৩ কোটি টাকা হইতে ১১৩৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। বৈদেশিক উদ্বৃত্ত ৩৩৩ কোটি টাকা হইতে ৩৩৩ কোটি টাকা নামিয়াছে।

জারী বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লাখ টাকার হিসাবে)

মার্চ ৮	১,৯৫	৯১	১,০৩	১৪,৫১	১,৯৫	৭ ০	
১৫	১,৩৩	৯৩	৯৮	৭১,১৭	১,৭৩	৭ ০	
২২	১,৭১	৯৭	৭১	১৩,৯০	৯,০৫	৭ ০	
২৯	১,৭৫	৯৪	৯০	১৩,৭৩	১,৯৫	৭ ০	
এপ্রিল ৫	৯,১৩	১,৯৫	১,৯৩	১৪,১১	১৩,৩৩	৭ ০	
১২	১,৯৫	১,৯৫	১,৩১	১৪,৭৪	১৩,৭৫	৭ ০	
১৯	১,৩৭	৯৫	১,৯১	১৪,১৩	১,৯৩	৭ ০	
২৬	৫৩	৫৩	১,৯৫	১৪,১৩	৩,৭১	৭ ০	
মে ৩	১,৫৩	...	...	১৪,১৩	৫৩	...	
১০	১৯	৯৯	...	১৪,৭৭	৯,৭১	৭ ০	
১৭	১,৫১	১,৫১	১,৯১	১৪,৯৫	৪,৩৩	৭ ০	
২৪	১,৫১	১,৩৩	১,৩৩	১৪,৫৫	১,৯৫	৭ ১৩	
৩১	১,১৫	১,৩৩	১,৩৩	১৪,৫১	১,৩৪	৭ ১১	
জুন ৭	৫,৫৭	৫,৩৩	১,৯১	১৪,৯৫	৭৩	৭ ১৩	
১৪	৫,৫৩	৯,৫১	৯১	১৪,৫৩	১,৭৫	৭ ১১	
২১	৯,৫৫	৯,৫১	৯১	১৪,১১	৯,৭৫	৭ ১১	
২৮	৫,৯১	৫,৩৩	৭৫	১৪,৭১	৯,৫৯	৭ ১১	
জুলাই ৫	৯,৯৩	১,৩৩	৭৪	১৪,৫৪	৯,৩৩	৭ ৭	
১২	৯,১৩	৫,৩৩	১,৯১	১৪,৯৫	৭,১৫	৭ ১১	
১৯	৯,১১	১,১৫	১,১৫	৭৩,১৯	৯,৩৩	৯ ৮	
২৬	৯৩	১৩	৯৯	১৩,৩৩	৫,৭৩	৭ ০	
আগস্ট ২	৯,৫১	...	৫৫	১৩,৩৫	৫,১১	...	
৯	...	...	১,৫১	১১,১৩	৫,৩৩	...	
১৬	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৫,৫৩	...	
২৩	...	...	...	১৩,৩৩	১,১৩	...	
৩০	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	...	
সেপ্টেম্বর ৬	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	...	
১৩	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	...	
২০	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	...	
২৭	...	...	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	...	
অক্টোবর ৪	৯,১১	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ৭	
১১	৯,১৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
১৮	৯,৩১	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১০	
২৫	৯,৩৭	১,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
নভেম্বর ১	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
৮	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
১৫	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
২২	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
২৯	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
ডিসেম্বর ৬	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
১৩	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
২০	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	
২৭	৯,৩৩	৯,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,৩৩	৭ ১	

পরিশোধ ট্রেজারী বিল

জানুয়ারী	১	...	...
,,	৮	...	...
,,	১৫	...	...
,,	২২	...	...
ফেব্রুয়ারী	৫	...	...
,,	১২	...	...
,,	১৯	...	...
,,	২৬	...	...
মার্চ	৫	...	...
,,	১২	...	...
,,	১৯	...	...
মোট		...	

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া—

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
গভর্নর কিংবা তাহার মোট			
নোটের মোট			
মোট			
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর			
(খ) ভারতের বাহিরে			
ইংলিশ সিকিউরিটি			
মোট (খ)			
(গ) ভারত সরকার			
হুণ্ডিসমূহ, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি			
মোট			

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অথরাইজড মূলধন			
সক্রিয় মূলধন			
আমানত—			
(ক) সরকারী সরকার			
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(গ) ব্যাঙ্কারদের			
(ঘ) অন্যান্য			
(ঙ) বাকী আমানতের			
মোট আমানত			
অন্যান্য দেনা			
মোট			
সম্পত্তি—			
মোট			
হাতের মুদ্রা			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
ভারতের বাকী			
(ক) আমানতীদের			
(খ) ব্যাঙ্কারদের			

বিনিময়ের হুণ্ডি			
সরকারের হুণ্ডি ও সিকিউরিটি			
অন্যান্য জামিনের হিসাবে			
মূল বিনিয়োগ			
অন্যান্য সম্পত্তি			
মোট			

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
অথরাইজড মূলধন			
আদায়ীকৃত মূলধন			
মজুত তহবিল			
স্থায়ী আমানত মেয়াদী ঋণ পত্র পত্রি ও অন্যান্য হিসাব			
বিবিধ			
মোট			
সম্পত্তি—			
তোলযোগ্য স্থায়ী			
অন্যান্য অগ্রিমের			
বিনিয়োগ			
মূল			
অন্যান্য মোট			
ভারতে এবং ঊর্ধ্বে হুণ্ডি			
ডেড টাক			
বিবিধ—			
অন্যান্য খাতে জমা			
ব্যাঙ্ক ঘরে ও হিসাব খাতের বিভাগ			
মোট			

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—জয়েন্টস্টক ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

ব্যবিবাসের দেয়			
(ক) ভারতে			
(খ) পাকিস্তানে			
বিভিন্ন সমাবর্তে দেয়			
(ক) ভারতে			
(খ) পাকিস্তানে			
মেয়াদী সমাবর্তে দেয়			
(ক) ভারতে			
(খ) পাকিস্তানে			
বিনিময় খাতে জমা			
ব্যাঙ্ক			
(ক) ভারতে			
(খ) পাকিস্তানে			
অন্যান্য বাকী			

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠাকার ১২৭ পৃষ্ঠায়)

সালে ইহা ১৭১ কোটি মণে দাঁড়াইতে পারে। বর্তমান বৎসরের পাটচাষের উৎপাদনের পরিমাণ ৩৮৮ কোটি মণ। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে চিনির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ১৭ হাজার টন। ১৯৪৬ সালে উহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। কাগজের উৎপাদন পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২০ হাজার টন হইতে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টনে হ্রাস পায়। ইস্পাতের উৎপাদন ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টন হইতে ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টনে দাঁড়াইয়া আসে। সরকার ও আতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের মতেও, 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যেখানে বর্তমানে ৪২ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য ঘাটতি রহিয়াছে। আতীয় অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনের অবনতি চোখে পড়ে।

ভারতের এই শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা হইতে যদি পূর্ববঙ্গের দুইটি বৃহৎবিলম্ব ব্যাঙ্কের জন্য পুনর্গঠন লাভনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, তবে নৈরাশ্য বিদ্যিত হইতে হয়। কুটন ও কলিয়া যত দ্রুত বিরাট অন্ন-সংস্থিত সম্ভ করিবার জন্য আতীয় পুনর্গঠনে যে কাজে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় রোটারি ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রটেনের 'ইকনমিক ইন্‌ফরমেশন অফিসার' ডাঃ লেন্স ব্রটেন ইংলণ্ডের আর্থিক পুনর্গঠনের যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের তুলনায় ১৯৪৭ সালের এই তিন মাসে কারখানা আতপ্রণালির রপ্তানী পরিমাণ ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহাপূর্ব রপ্তানীর তুলনায়, বস্ত্রশিল্প রপ্তানী পরিমাণ ৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের তুলনায় বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন পরিমাণ ৩০ ভাগ ও গ্যাসের উৎপাদন পরিমাণ ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। যে কয়লা রপ্তানি ব্যাপারে ব্রটেনের একটী বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে, তাহার উৎপাদনও গত মাসের মাসে ১৯৪৬ সালের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়।

কল যেমন আজ পুনর্গঠনের কাজে আমাদের লক্ষ্যের পরিচয় দিতেছে। অন্যদিক ম্যাটেল যে হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সালের এপ্রিল, মে,জুন এই তিন মাসের তুলনায় লোহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বর্তমান বৎসরের এই তিন মাসে পরিমাণ ৭১ ভাগ বৃদ্ধিপায়। ১৯৪৪ সালের তুলনায় উৎপাদন পরিমাণ ৫২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ক্রমিক বিস্তৃতি চোখে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় বৃহৎবিলম্ব ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব হইল, ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারিল না কেন? উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী বাণিজ্যবিপ্লবের ও বণিকেরা শ্রমিক সমাজকে দোষী করিয়াই খালাস পাইতে চাহেন। আসল কারণের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। অল-ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনসমূহ প্রতিনিধিদের বিদেশে ও বিদেশে [illegible] আসল কারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশ জুড়িয়া চলিতেছে শ্রমিক অশান্তির তাণ্ডবলীলা। উহার ফলে যে দেশের আর্থিক উন্নতি পিছাইয়া যাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। দুইবৎসর পূর্বে বাঙ্গলার চটশিল্পের বিরাট ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে যাহা আতীয় সরকার দৃষ্টি প্রদান করেন, তাহা হইলেও পুনর্গঠনের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে।

আতীয় আয়

(পৃষ্ঠাকার ১২৭ পৃষ্ঠায়)

টাকার হিসাব আমাদের 'ব্যবসাতে' যে ঘাত করিয়াছেন তাহা। প্রকারান্তরে বাঙ্গলার জনসাধারণ বিদেশকেই আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। আজ যদি সত্যেরের পাট যে বাইলে পশ্চিম বাঙ্গলার প্রায় প্রতি ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ও ফোরের জল মিলা সম্ভব হইলে মনকের উৎপাদন বিলম্বন করিয়া যাইতে পারে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহের ভিত্তিতে যে সকল শিল্পপ্রসারণ হইতে, তাহাদের কর্মসংস্থানের আর্থিক কাঠামোতে ইহাদের সহায়তা আছে। জীবনযাপনের এই উন্নতি পরিস্থিতি পূর্বে প্রথম সম্ভব করিয়া অন্য [illegible] বাড়ানো ফোরের ব্যবহারকারী অন্যান্য বৃদ্ধি [illegible] কর্তৃপক্ষ এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ সহ [illegible] আজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা দূরে রাখে লইয়াছেন। কিন্তু যত শীঘ্র দেশের জন্য এই প্রাথমিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা হইবে, ততই বিদ্যুতে ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে একটী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই সভে আতীয় আয় সম্বন্ধে তার হাতের অভাবগুলিকে সমে লইয়া সমস্যা সমাধানের কাজ করিবেন।

সমবায়

(পৃষ্ঠাকার ১৩৩ পৃষ্ঠায়)

[illegible] হইতে ১৯৪ আগষ্টের পূর্ব-ব্যবস্থাবলীর একটী হইতে আবেদন-পত্র গৃহীত হইবে, (খ) ১৯৪৭-৪৮ সাল অথবা ইহার পূর্বে হইতে গৃহীত একটী প্রকার কর্ম আরম্ভকারী করিয়াছেন তাঁহাদের আবেদনপত্র ১লা আগষ্টের হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং (গ) ধারায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ঐ সকল পূর্ব আরম্ভকারী করেন নাই, তাঁহাদের আবেদনপত্র ১লা আগষ্টের হইতে ২৮এ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে গৃহীত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই ব্যাটালিয়ন সেনা সংগ্রহের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বলিয়া অভিহিত করা হইবে। জানা গিয়াছে যে, এই রক্ষীবাহিনীতে অস্থায়ীভাবে দুই হাজার লোক গ্রহণ করা হইবে। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হইবে এবং ডি, আই, জি-র পরিচালনাধীনে কয়েক জনের অধিক অফিসারের নেতৃত্বে ইহারা কাজ করিবে। [illegible] সরকার, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে-সীমান্ত রক্ষী ও পশ্চিমের সীমান্ত মুখ্যে আলোচনা ও মীমাংসা হইবে। সীমান্ত-রক্ষী কোনো এই মীমাংসা হইবে চিরস্থায়ী ভাবাইবে। মীমাংসাপত্রে যে শ্রেণীরও থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের পশ্চিম একটী মীমাংসাপত্রে বাঙ্গলার সোনার যাবতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আসামের মোটর চলাচলের উপর যে মোটর কর বসানো হইয়াছে তাহা বাতিলের জন্য অনুরোধ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঁধ রক্ষার ব্যবস্থা

[illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible] একটী বাঁধ প্রবর্তনের সঙ্গে করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, যে সময় বাঁধ বাঁধিয়া নিম্নাঞ্চলে জমি রক্ষার প্রচেষ্টা জানানো হয়, সেখানে [illegible] প্রবর্তনের অভাবে [illegible] প্রবর্তনের আইনের ফেলা বাঁধিয়াছে ইহা কর্তৃপক্ষের [illegible] লোকের [illegible] জমির [illegible] জমির [illegible] ভার নিজের হাতে রাখিতে পারিবে না এবং তিনি বলেন যে, বাঁধ [illegible] করিবে না অন্যদের [illegible] উপযুক্ত করিয়া [illegible] সরকারী [illegible] ইহা [illegible] করিতে পারিবেন। [illegible] এবং উৎপাদনের [illegible] নিজেই [illegible] [illegible] [illegible]

সাময়িক

উন্নতির পথে টাটা কেমিক্যাল

১৯৬৮ সালের ৩১এ জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসরের [illegible] টাটা কেমিক্যাল লিমিটেডের (টাটা ইণ্ডাস্ট্রিজ [illegible] বেলাই, ইহাদের বার্ষেমিং প্রজেক্ট) যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে এত তাড়াতাড়ির মধ্যে কোম্পানী আলোচ্য বছরেই [illegible] লাভ উপার্জন করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা হইয়া আজ পর্যন্ত আলোচ্য কোম্পানীর [illegible] যত দীর্ঘ হইয়াছে সেই তুলনায় ব্যবসায়ের [illegible] ছোটো সম্প্রসারণের হয় নাই। আলোচ্য [illegible] কিছুদিন পূর্বেকার [illegible] পূর্বেরই ভাগ্য বর্তিত হইয়াছে।

[illegible] ১৯৬৮ সালে [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] বিগত ৫ বৎসরের হিসাব নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	—[illegible]	—[illegible]	—[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] হিসাব হইতে কোম্পানীর উপর্যুপরি অভিবৃদ্ধির [illegible] পরিলক্ষিত হইবে। সঞ্চয়ের [illegible] লক্ষ টাকা মূলের মধ্যে [illegible] লক্ষ [illegible] হইতে প্রদত্ত। বর্তমানে মূলধনের মোট [illegible] লক্ষ টাকা। এই বর্ধিত মূলধনের দ্বারা [illegible] পূর্বতনের অভিপ্রায়ের যে [illegible] তাহা এখনও [illegible] পারে নাই। তাহা মিটাইতে [illegible] হইবে।

[illegible] ১৯৬৯ সালে এই কোম্পানীর আলোচ্য হইলেও [illegible] বাজারে [illegible] বাজারে [illegible] হইবে।

[illegible] বিবরণী হইতে [illegible] যে আলোচ্য বর্ষে [illegible] কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। বার্ষিক বিবরণের পরামর্শ [illegible] নূতন আপের যন্ত্রের পরিবর্তন সাধনের জন্য [illegible] প্রায় পূর্ণ দিবস বিক্রয় বন্ধ রাখিতে হয়। [illegible] তাহাতে [illegible] একটু কাজের সুবিধা দেখা [illegible] বার্ষিক বিবরণীতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে উৎপাদনের প্রগতি ব্যাহত হইলেও তাহা [illegible] হয়। ফলে ফোরিন, ক্লিচিং পাউডার, কষ্টিক-সোডা-ক্লোরাইড প্রভৃতি বিক্রয়ের প্রাচুর্যে পূর্ণ [illegible] হইয়া যায়। সবল অবস্থা আলোচ্য বর্ষে [illegible] তুলনায় অধিকতর উন্নত হয়। এই [illegible] পাওয়ার জন্য তাহাতে অধিকতর মাল [illegible] সবল শ্রেণীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় [illegible] বিক্রয়ও বাড়িয়া যায়। সম্প্রতি যে আয়করের [illegible] পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাতেও [illegible] করিয়া সবলের জন্য বিক্রয়কে একটা সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১৯৭১ লক্ষ টাকা হইতে আড়াই-গুণের [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩৩ ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য সবলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত উচ্চতর মূল্যমান। এই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্য কেবল একতরফা প্রতিবাদই সৃষ্টি করে নাই, বরঞ্চ পরিমাণও ৩৭১০ লক্ষ টাকা হইতে ১৮৭১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের ইন্ডিয়ার বেলায় পরতরা ১৫% বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধি-পরিমাণ দেখানে পরতরা ১৪১% : ফলে বিগত বৎসরের ১৩৭০ লক্ষ টাকা করিয়া স্থানে আলোচ্য বর্ষে লাভ হইয়াছে ৩১৩ লক্ষ টাকা।

নিত্যপ্রয়োজনীয়

—ঃ—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৪০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পাঠকীয়

আয়কর অব্যাহতির সম্ভাবনা

মহাশয়,

আপনাদের বহু সংখ্যার "বাজেট ও অন্যান্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। আয়করের হার বৃদ্ধি পাইলে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় একথা যেন সত্য, তেমনি দেশী আয় করিলে অতিরিক্ত হারের কর দেওয়া উচিত একথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। উপরি-উক্ত প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, সরকারের আয়ের অধিকাংশই ভারতীয় আয়কর বিভাগের দ্বারা সংগৃহীত, বর্তমান বাজেটে সরকার কোন নূতন করভার চাপান নাই, কিন্তু আগামী বাজেটে, একথা একরূপ নিশ্চিন্তেই বলা চলে যে, সরকার যদি নূতন করভার না চাপান তবে সরকারের আয় বাড়ের সম্ভাবনা [illegible] সরকারের আয়কর সংগ্রহের সম্বন্ধে আরও সচেষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে বর্তমানে যে সকল ব্যবসায়ীরা আয়কর ফাঁকি দিবার সকল রকম পথের কৌশল গ্রহণ করিতেছেন, তাহাই সংশোধন নূতন করিয়া চালাইবার আগে তাহারা যাহাতে তাহাদের ফাঁকা আয়কর দিতে বাধ্য হন, সেদিকে সরকারের এখন হইতেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ইতি—

[illegible]

লাভ্যাংশ ও বর্ধমান

মহাশয়,

যত সপ্তাহের 'আর্থিক ভারতের' 'মাসিকলব্ধ', যা ছিল অত্যন্ত সাময়িক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আপনি উৎপাদন হ্রাসের জন্য মালিক ও শ্রমিক সকলেরই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এবিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হইলেও তিন মালিকদের প্রতি আপনাদের দুর্বলতার সমালোচনা না করিয়া পারিলাম না।

শ্রমিকদের অসন্তোষ ও অন্যায় আবদার এবং জাতির স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি কেন হয়তো সকল সময় করিতে পারে না একথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুনাফালোভী মালিকেরা যে শ্রমিকদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী সেকথা কি পুরাপুরি অস্বীকার করা যায়? একথাও কি অস্বীকার করা যায় যে, মালিকদের শোষণনীতি এবং মজুরদের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে মজুরদের ধর্মঘটের পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়? প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধর্মঘটের পরে মালিকেরা শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়া শুরু করেন। মালিকেরা যদি এবিষয়ে আগে হইতে সচেতন থাকেন তবে অনেক অনাবশ্যক সময়টে এড়ান যায় এবং প্রথম হইতেই প্রকাশিতকর্তির মনোভাব লইয়া অনেক হইলে ধর্মঘটকারীদের বহু অসঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া লইতে হয় না। তাহাই ধর্মঘটের ফলে দেশের উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিকেরা যতখানি দায়ী মালিকেরাও প্রায় ততখানি দায়ী। ধর্মঘট ছাড়াও মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবার হার বৃদ্ধি করার জন্য যে উৎপাদন হ্রাস করেন এও ত জানা কথা। যে কোন উপায়ে লাভের অঙ্ক বাড়ানো যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য তাহারাও যে জাতির মূলধন গঠনে সাহায্য করিতেছে এবিষয়ে আপনারা যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে যে তাহারা উৎপাদনের দেশের দারিদ্র্য ও দুর্দশা বৃদ্ধি করিতেই থাকিবে' আশা করি দেশের সংবাদপত্রগুলির এবিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ববোধ আছে। মালিকদের মুনাফালোলুপতা যদি অন্যদিকে এবং সরকারের চাপে সাময়িক হয় এবং শ্রমিকদের দাবীর পরিমাণ যদি বাড়িয়া না যায় তাহা হইলেই দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভাবনা দীর্ঘায়িত হইবে।

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৩৫৪ পৌষ, ১৯৪৭ ; ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৮ [মূল্য ৷৷০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৪৮	১৪১	সম্পদ	১৪৩
বিনিময়ের পথে	১৪১	বীমা ও ব্যাঙ্ক সমস্যা ইত্যাদি	১৫৪
প্রসঙ্গিক	১৪৪	বাজারের কথা	১৫৫
আকাশ পথে	১৪৭	শস্যসংবাদ বাজার	১৫৭
বিবিধ	১৪৮	অর্থসাহায্য	১৫৭
সাময়িকী	১৪৯	মৌখিক	১৫৮
বাজেট ও আমাদের—অমৃত	১৫১		

১৯৪৮

বর্ষারম্ভে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বিগত বৎসরের সমস্ত লাভ-লোকসানের সঠিক হিসাব লওয়া এবং বর্ত্তমান বৎসরের জন্য পরিকল্পনা স্থির করা। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক বৎসরেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সঙ্গে অন্য কোন বৎসরের কোন রূপ তুলনা চলে না। গত বৎসর জাতীয় জীবন-সমুদ্রে যে পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। জাতির আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। নোটের উপর যে লাভ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর, কিন্তু কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় ঘটনার ফলে লোকসানের পরিমাণও নেহাৎ কম নহে।

গত বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন। কিন্তু বৃটেনের নিকট হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারতবর্ষকে যে কঠিন মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাকে কোন ক্রমেই তুচ্ছ করিয়া দেখা উচিত হইবে না। অখণ্ড ভারতের সর্ব্বত্র ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন করাই জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু পনেরই আগষ্টের পর যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে প্রতিক্রিয়াশীল মেজরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। আজ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গের কোটি কোটি লাঞ্ছিত নরনারীর অসহনীয় দুঃখের কথা স্মরণ করিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষকে যে অত্যধিক মূল্য দিতে হইয়াছে তাহার প্রধানতম রাজনৈতিক কারণেই বিগত বৎসরের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনাও অন্যত্র মেলা ভার। তবে সেগুলি যে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহা কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত নহে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত না হইত তবে পরিবর্ত্তনের স্রোত অন্যরূপেই ভিন্ন হইত। আজ তাহা হইলে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হইবে সঠিক বলা কঠিন তবে আর্থিক ভারতের বর্ত্তমান চেহারা যে শীঘ্রই আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মান উন্নীত করাকেই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মূল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের সম্মুখে যে অসংখ্য বাধা স্তূপীকৃত হইয়া আছে তাহা যদি আংশিক ভাবে দূর করা সম্ভব হয় এবং জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা যায়, তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষ অন্যান্য শিল্পোন্নত জাতির সমপর্য্যায়ে পৌঁছিতে পারিবে।

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে কাশ্মীর সমস্যা ক্রমশ যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে আশঙ্কার কারণ এখনও যথেষ্ট বর্ত্তমান। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রত অবনতির দিকে যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে দুইটী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াও অস্বাভাবিক নহে। যদি তাহাই হয়, তবে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা কোথায় যাইয়া শেষ হইবে বলা

ল, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিপত্তি উভয়ই যুগপৎ বৃদ্ধি । পাকিস্থান ও বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে কাশ্মীরকে ত করিবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ভারত বিভাগের ভার তীয় বেতার কাশ্মীর বিভাগেও সম্প্রতি জাপান করেন তাহা হইলে পক্ষে ঘোর দুর্দিন বলিতে হইবে। অনেকেরই অভিমত কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারস্থ হওয়া । হয় নাই। কাশ্মীরের উপর ভারতের দাবী এত যুক্তিসঙ্গত যে মাংসার জন্য বাহিরের হস্তক্ষেপ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। ও কাশ্মীর সমস্যা নেহরু মন্ত্রীসভাকে বর্তমানে বিব্রত করিয়া ছ তথাপি দেশের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা যথাযোগ্য ণ প্রদান করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতেছেন না। অর্থনৈতিক ত্রে ভারতবর্ষের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা হইতেছে । সম্প্রতীয়। যুদ্ধের পর হইতে জাতীয় উৎপাদনে যে ক্রমাবনতি ছে তাহা দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনেই আতঙ্কের য়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া মালিক শ্রমিক সমাজকে এবং শ্রমিকেরা মালিকশ্রেণীকে দোষারোপ ' করে। এই কিন্তু হইতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়ে পরিচয় দিয়াছেন। সাম্প্রতিক শিল্প সম্মেলনে সরকার, ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই বিষয়ে মতৈক্য হয়। বর্তমানের এই জাতীয় সঙ্কটে উৎপাদন বৃদ্ধির ইচ্ছা তিন পক্ষই উপলব্ধি করেন এবং উৎপাদন প্রসারের কার্যে নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হন। সকলের সম্মতিক্রমে তিন ক্ষ শিল্প শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ষি ব্যবস্থা যে একেবারেই সময়োপযোগী নয়, সরকার তাহা ই উপলব্ধি করেন। জানা গিয়াছে যে সম্প্রতি রাজস্ব আমদানী জুন মাসের মধ্যে জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত া হইয়াছে। ভারতে যে নয় লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি য়াছে তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। া উপায়ে জমি চাষের দিকেও ক্রমশ নজর দেওয়া হইতেছে। পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর দান প্রসঙ্গে কৃষি সচিব জানাইয়াছেন যে া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিদেশ হইতে ৮১১টি ট্রাক্টর ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বীজবপন যন্ত্র, লাঙ্গল, মই, কাস্তে, চোনি চাষের যন্ত্রও বিদেশ হইতে আমদানির ব্যবস্থা করা

জমির সার উৎপাদনের জন্যও যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা । কিছুদিনের মধ্যেই বিহারের অন্তর্গত সিন্দরীতে সার উৎ- ারখানার প্রস্তুতি আরম্ভ হইবে। সরকারী মহলের ধারণা যে মধ্যেই সেখানে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন পরিমাণ সার া যাইতে পারে।

অনেকেরই ধারণা ছিল যে ঘাটতির পরিমাণ মাসে প্রায় দশ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। শ্রীযুক্ত ষড়মুখ চেট্টীর বাজেট বক্তৃতায় জানা গেল যে আনুমানিক ঘাটতির পরিমাণ মাত্র ১৬১৪ কোটি টাকা। শিল্পকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে আমদানী কেরোসিনের যখন সাধারণ বাজেট উপস্থাপিত হইবে তখন কেরোসিন লাঘব করা হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত চেট্টী একাধিক বক্তৃতায় আভাস দিয়াছেন।

ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু অতীতে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে স্বভাবতই বর্তমানে আবার বিদেশী মূলধন আমদানীর প্রস্তাবমাত্রেই কেহ কেহ শঙ্কিত হইতে পারেন। এই সম্বন্ধে আমাদের মতামত পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। আজ যখন ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন সন্তোষজনক সর্তে বিদেশী মূলধন আমদানী সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করা বাস্তববাদীর পক্ষে শোভা পায় না। সুখের বিষয় যে ভারত সরকার এই বিষয়ে যথার্থ কার্যকরী জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষ সন্তোষজনক সর্তে বিদেশী মূলধন গ্রহণে আপত্তি করিবে না। অস্থায়ী বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত গাডগিলও কিছুদিন পূর্বে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি আমরা বিদেশী মূলধন গ্রহণ করি তাহা হইলে তাহা গ্রহণের পূর্বে যেন স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট সড়াকাড়ি ও প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিব না এরূপ যুক্তি বর্তমান পরিবেশে একান্তই লজ্জাকর। আশাকরা যায় বর্তমান বৎসরে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। শিল্পোন্নয়নের এই মূল্যবান ও সহজ উপায় কেন্দ্রীয় সরকার অলীক ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া বিসর্জন দিবেন না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতীয় অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম সর্বত্রই চোখে পড়িতেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা যদি ফিরিয়া আসে এবং পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে বর্তমান বৎসরের অবদান ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বিনিয়ন্ত্রণের পরে

ভারত সরকার যে সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর এখন সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইয়াছে, বস্ত্র-শস্যের উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। ট্রাক্টর কাপড় উৎপাদনের পরিকল্পনা যদি সার্থক হয়, তবে শীঘ্রই বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিয়ন্ত্রণ অপসারণের ফলে

বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণের পক্ষে সরকারী কর্তৃপক্ষ মূলত নৈতিক যুক্তিকেই ভিত্তি করিয়াছেন, খাঁটি অর্থনৈতিক যুক্তিকে তেমন আমল দেন নাই। এই দিক হইতে তাঁহারা যে প্রধানত গান্ধীজীর দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। গান্ধীজীর জীবন-দর্শন একান্তভাবে ভাববাদী। ভাববাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা ব্যক্তি-চৈতন্যের উপর অকারণে অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক পরিবেশ উন্নতস্তরে বাঁচাই না করিয়া এই নীতির প্রয়োগে অনেক সময়েই বিপরীত ফল ফলিতে দেখা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। চিনি বিনিয়ন্ত্রণের পূর্বে গান্ধীজী কালোবাজার হইতে দূরে থাকিবার জন্য চিনি-ব্যবসায়ীদিগকে প্রচুর উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির দরে যেরূপ দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে তাহাতে সহজেই মনে হয় যে গান্ধীজীর উপদেশ ফলপ্রসূ হয় নাই। অলৌকিক শক্তির নিকট মানব চিত্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। চিনির নিয়ন্ত্রণমূল্য ছিল সেরপ্রতি নয় আনা, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ অপসারণের পরই বোম্বাই-এ চিনির দর সের প্রতি সেড় টাকা হইতে দুই টাকায় উঠিয়াছে। মাদ্রাজেও বর্তমানে চিনির দর নিয়ন্ত্রণমূল্যের দ্বিগুণ চাওয়া হইতেছে। পণ্যমূল্য সংক্রান্ত সভাপতি শ্রীযুক্ত মোরওয়ালা সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরে চিনির জন্য ক্রেতাদিগকে বাইশ কোটি টাকা হইতে সাড়ে-চব্বিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণমূল্য মণপ্রতি ২০টাকা ১৪আনার স্থলে মণপ্রতি ৩৪টাকা দরে মন্দ নয় বস্তা চিনি চাহিবার জন্য তিনি ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট-এর উপর দোষারোপ করেন। শ্রীযুক্ত মোরওয়ালা বলেন যে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটি বামজাবা চিনি কোম্পানীর শেয়ারের দর সম্প্রতি শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিনি নাগিকদের পক্ষ হইতে অবশ্য বলা হইয়াছে যে ইহার জন্য তাঁহারাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী নহেন। যুক্তপ্রদেশের সরকার কর্তৃক ইক্ষুর দর মণপ্রতি একটাকা চার আনার পরিবর্তে দুইটাকা ধার্য করাকে তাঁহারা এই দর বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই খোলা বাজার হইতে চিনি যেরূপ দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে তাহাতে ইহার জন্য ইক্ষুর বর্দ্ধিত দরকে দায়ী করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ।

সরকারের পরিবর্তিত খাদ্য নীতির ফলও অনেকটা ঐ প্রকার হইবে বলিয়াই আশঙ্কা করা যাইতেছে। জাতির এই সঙ্কট সময়ে নিশ্চিত খাদ্যাভাব জানিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে নিজ দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে দেশব্যাপী তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও পরিবর্তিত খাদ্যনীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে এতদিন নিশ্চিত না হওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত ভারতসরকার প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি [illegible] দেখা যাইতেছে যে, প্রাদেশিক সরকার এ সম্পর্কে যথোচিত বিবেচনা করিয়া দেখা করিবার বিষয়। বৃহত্তর বোম্বাই (আহমদাবাদ, পুনা ও শোলাপুর বাতীত বোম্বাই প্রদেশের সর্বত্র গত মাস জানুয়ারী হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইয়াছে। বোম্বাই-এর ন্যায় ঘনবসতি প্রদেশের পক্ষে এই ধরণের নীতি অনুসরণ বিপজ্জনক। কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই-এর বেসামরিক খাদ্যমন্ত্রী এক জনসভায় বিনিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আজ একাদ আকস্মিকভাবে সেই মতের পরিবর্তন তাঁহার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বোম্বাইএর নাগরিকগণ খাদ্যসংকটের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারেন নাই। একমাত্র দক্ষিণ ভারত বাতীত সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্রুত অপসারণের জন্য প্রাদেশিক সরকারগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দ্রুত বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া সংগ্রহের নীতিও পরিত্যাগ করা হইতেছে। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে চাষীকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যশস্য বিক্রয়ের স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। বিহারেও একচেটিয়া সংগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া আনা হইয়াছে। কেবল মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব ও আসামে আপাতত বর্তমান ব্যবস্থা অনেকটা অপরিবর্তিত রূপেই রাখা হইয়াছে।

এই অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান যে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। সরকারী কর্তৃপক্ষও যে এ সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা একাধিকবার জানাইয়াছেন যে এই নীতি অনুসরণের ফলে কিছুদিন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে খাদ্যসচিবের বক্তৃতা হইতে মনে হয় যে খাদ্যশস্যের দর বর্তমান চোরাবাজারদরের খানিকটা নীচুতে হইবে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। শ্রীযুক্ত বিড়লা মনে করেন দরের দর যদি মণপ্রতি ১২৲ টাকা ওঠে অর্থাৎ বর্তমান নিয়ন্ত্রণ দরের দ্বিগুণ হয়, তবে তাহাকে তেমন অযৌক্তিক মনে করা উচিত হইবে না!

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অসঙ্গত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অনুভূত হইতে বাধ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিচার করিতে গেলে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধি অনিবার্য। ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আধার মজুরিবৃদ্ধি। মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যাইবে, সাধারণ ব্যবসায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে আবার জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সরকারের পরিবর্তিত খাদ্যনীতি জাতীয় অর্থনীতিকে এক দুষ্টচক্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে।

খাদ্য যখন যেন মূল্য স্থায়িত্বের (price stabilisation) সমস্যা সর্বাপেক্ষা জরুরী, তখন সরকারী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন কতদূর ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। বলা হইতেছে যে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে দরিদ্র কৃষক সমাজ উপকৃত হইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে ইহার ফলে কৃষক শ্রেণীর অবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিবে না, কারণ তাহাদিগকে বর্দ্ধিত দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইবে। অনেক সময় এই ধরণের যুক্তিও দেওয়া হইয়া থাকে যে মূল্যবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই, কারণ মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই মূল্যস্ফীতি

ত করিয়া পরিমাণে মূল্যহ্রাস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভাবে ভোগ
ে ক্রমতাকে সঙ্কুচিত করিয়া মূল্যহ্রাসের পদ্ধতি গ্রহণ করিলে,
। অর্থনীতি যে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তাহাও সঙ্গে সঙ্গে
ধা কর্ত্তব্য।

ক ও অনুভব সকল শ্রেণীর স্বার্থেই আজ প্রয়োজন জীবিকা
ের ব্যয়কে বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়
সাম্প্রতিক শিমলেসম্মেলনে ও শ্রমিক সম্মেলনে এই সম্পর্কে কোন
ী পন্থা অবলম্বনের আভাস দেওয়া হয় নাই। মুদ্রাস্ফীতি রোধ
র জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে শ্রমিক
র আহ্বান জানান হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই
ার পরং বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি জনিত
ক ধনবৃদ্ধি করিতে চলিয়াছেন। ইহা সাধারণ দ্রব্য যে হারে
টিবে, মজুরি কখনও সে হারে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। নাগরি
ক্ষণ ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের অভাব মিটান সম্ভব হইবে না। ফলে
কৃষক ও সরকারী কর্মচারীদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে
এবং তাহারা ক্রমশ স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের
ইয়া পড়িবে। বিনিয়ন্ত্রণ নীতির সম্ভাব্য পরিণতি হইতেছে

ন সরকার যখন এই নীতি অবলম্বন করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
তখন সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইতেছে বিনিয়ন্ত্রণের
যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা। ইহার জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী
ক্তির অভূতপূর্ব্ব প্রসার সাধন। সম্প্রতি শিমলা সম্মেলনে আসানী
লের জন্য শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান হইয়াছে
ার জন্য কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।
ই যথেষ্ট নহে। ভারতে অন্য শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে
আমদানী অপরিহার্য্য। সেই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা
র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন জনসাধারণ স্বভাবতই তাহা জানিতে
ছেন। নানে সিলোনে চাউল ব্যাপার সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের
থের সঙ্গে যে আলোচনা হইবে, আশা করা যায় ভারতীয়
গণ তাহাতে ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান

র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এখন পর্য্যন্ত সরকারীভাবে কোন ব্যাপক
া গ্রহণ করা হয় নাই, অথচ ভারতের ঘাটতি পূরণের জন্য
র বিদেশ হইতে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা
। সংবাদে প্রকাশ যে, সাম্প্রতিক রাজস্ব সম্মেলনে আসানী
র নয়া সনদ ভারতবর্ষে জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত
হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের কৃষি পরিকল্পনার খসড়াও
হইয়াছে, কিন্তু তাহা পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় বর্ত্তমানে কোন
া সমীচীন হইবে না। সম্প্রতি কৃষি সম্মেলনে শ্রীযুক্ত দেশ
ষি ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও যানবাহন ব্যবস্থার যথাসাধ্য
নে করার প্রয়োজন হইবে। সুষ্ঠুভাবে যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে
ল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কিং জিনিষটা হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে—মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য্য হয়ত আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি সহ্য করতেও আপনি নারাজ। অথচ ঘরে টাকা রাখলে চোর-ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজেকে বা আত্মীয়-স্বজনকেও কম ভয় করেন না—কারণ পকেটে টাকা থাকলে এলের জন্য যে জলের মত তা বেরিয়ে যায়, সে বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার করিয়ে নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে থাকুক, তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখা উচিত নয় কি?

তবে কথা হচ্ছে লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই। আপনার মত দশজনের বিশ্বাস অর্জ্জন ক'রে ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রেখে দশজনের মতই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

(ডিভিডেন্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

শাখাসমূহ:

কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, কলিকাতা,

প্রাসঙ্গিক

কৃষি সম্মেলন

সম্প্রতি শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কৃষিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্যই বাঙালি অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত কি. এল. দেউ ইংরাজি সভাপতির ভাষণে সমবায় প্রথায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার পর যে জমি পাওয়া যাইবে, তাহাতে বৃহত্তর উৎপাদনে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য করা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত দেউ বলেন, দেশের বর্তমান জমিদারী প্রথার পরিবর্তে সমাজ যার জমি তার' নীতি প্রবর্তনের একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে, রাশিয়ার প্রয়োগে কৃষকের ব্যক্তিস্বাধীনতার যে সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, উহা কি জমিদারী প্রথার পরিবর্তে গ্রহণ করা যায়? কোন্ প্রথা উন্নত কৃষিকার্যের সহায়ক তাহা যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় সমবায় কৃষিকার্যের যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহা হইতে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি। অন্যান্য দেশে যৌথ প্রথার কৃষি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি করা হয়। শ্রীযুক্ত দেউর বক্তব্য এই যে, সোভিয়েট রুশিয়ার যৌথ কৃষিব্যবস্থার উচ্চ গ্রাম্য জনসাধারণ কর্তৃক অধিকতর প্রশংসিত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে ভারতবাসী মাত্রেরই যে সুতীব্র আকর্ষণ আছে তাহার কথা স্মরণ রাখিলে সোভিয়েটের অনুকরণ কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন বর্তমানে সমবায়ের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ভারতের ক্ষুদ্র জমিহীন জনসাধারণের জন্য জমির উপর নির্ভরতার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই অধিকতর পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া পূর্ণ সাজান বা পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে যৌথ কৃষি অথবা সমবায় প্রথায় চিকিৎসে বাস্তবত্যাগীদের ও উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত দেউর পরিকল্পনাকে প্রতি দেশবাসী মাত্রেরই অভিনন্দন করা কর্তব্য।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে দুই একটী প্রস্তাবের কথা সম্মেলনে শ্রীযুক্ত দেউ সমবায় প্রকাশ করেন। আমাদের দেশের জনসাধারণের অধিকাংশেরই ধারণা এই যে, ভারতে কৃষিকার্যের উন্নতি করিতে হইলে বিদেশী যন্ত্রপাতি অর্থাৎ ট্রাক্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বিদেশীরা কিরূপ যে সকল বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত সার দিয়া থাকে, আমাদের দেশের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহাই আবশ্যক। শ্রীযুক্ত দেউ এই ধরণের চিন্তিত ধারণার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এগুলি ব্যবহারের জন্য যে পেট্রোলের প্রয়োজন, ভারতবর্ষে তাহা উৎপন্ন না হওয়ায় বাহির হইতে আমদানী করিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য এই আংশিক সত্য। ভারতবর্ষে যখন লোকবলের অভাব নাই, তখন ট্রাক্টার ব্যবহারের আবশ্যকতা কি? শ্রীযুক্ত দেউর এই যুক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। মনে রাখা দরকার যে, লোকসংখ্যার দিকদিয়া একান্তভাবে আপেক্ষিক। ভারতের অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর বলিয়াই অবসরহীনতা এতটা স্ফীতি আকর্ষণ করে। বেশের শিল্পবিস্তারের সুফল হইলেই অবসরের চাহিদা অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, বর্তমান পদ্ধতি অনুসরণ করিলে উৎপাদনের পরিমাণ যে যথেষ্ট প্রসারিত হইবে তাহাও সহজ বোধ্য হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত সারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কৃষিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের মতে সার ব্যবহারে ধানের পর ও ফসল উৎপাদনেই অধিকতর ফলপ্রদ হইবার আশঙ্কা আছে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে এই উক্তির যেন সমর্থন পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন, পশু পালনের সুব্যবস্থা, বিভিন্ন জমি একত্রীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেউ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, সে সব তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্লেষণের মূল্যবান।

কারিগরী শিক্ষায় যাদবপুর

"এখনও অবহেলা ও সাদরের পথ অনেক দূরে। প্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্যকে জ্ঞানের ভেদ করিতে হইবে, জ্ঞানের যে বিস্ময়ের কথা বলেন, ইহাই সেই বিস্ময়।" যাদবপুর কলেজের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবে অভিভাষণপ্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ও যাদবপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নিবারণচন্দ্র রায় উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। রুশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে ডাঃ রায়ের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে রুশিয়ায় কারিগরের সংখ্যা ছিল ৪২,০০০ কিন্তু পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপযোগী ১৩,০০,০০০ কারিগর নিয়োগ করিবার আবশ্যক হয়। এক কথায়, সমগ্র জনসংখ্যার সহরের গ্রামের এক তৃতীয় লোক কারিগরের কাজে প্রয়োজন হয়। ভারতের ক্ষেত্রে কারিগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একান্ত আবশ্যকতা যোগদা করিবার অপেক্ষা রাখে না। ভারত সরকারের যে বিদ্যুৎশক্তি ও জলসেচের পরিকল্পনা আছে, তাহাদের ব্যবস্থা করাই ২০,০০০ কারিগর আবশ্যক হইবে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসাক্ষে ইহার চতুর্গুণ কারিগরের প্রয়োজন হইবে। অথচ মাত্র ৫০ বৎসরের আলোচ্য কারিগরী প্রতিষ্ঠান হইতে মাত্র ৩,৫০০ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। ইহা উপলব্ধি করিয়াই শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কারিগরী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে "অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

আজ কারিগরী শিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক, যেটাই সন্তোষজনক নয়। সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনার উপরিউক্ত অঞ্চলগুলির পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে চারিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকে ১৫০ কোটি টাকা এবং চতুর্থটি ৩ কোটি টাকার সাহায্য প্রয়োজন। যাদবপুর কলেজের বর্তমান পরিধিকে সম্প্রসারণ করিতে একলক্ষ ৩০ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থটি বাদ ৩০,০০০ টাকা করিতে পারিবে। কারিগরী পরিষদের পরিকল্পনা অনুসারে যদি শিক্ষা দান করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষা গৃহ নির্মাণ ১,০০,০০০ টাকা, সরঞ্জামের জন্য ১২,০০,০০০ টাকা হাতের সাথে ১৩,০০,০০০ টাকা নিয়মিতে ব্যয় করিতে হইবে এবং বেসরকার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পিত ভবিষ্যতের ভিত্তিতে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১,০০০ টাকা বার্ষিক পরিবারে।

কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারের এই প্রতিবাদে ১,০০,০০০ টাকা দান ও প্রকাশ করে বার বলিয়াছেন "অন্যান্যের জন্য হয় যদি, তবে অর্থাভাব তো হইতে পারে না" তাঁহার মতের এই চূড়ান্ত মূল্য ও শিল্পবিস্তারের সহায়তা সম্পর্কে চরম এবং কলেজের বিশেষ ঐতিহ্যের প্রতি প্রশ্ন, ও পরিচায়ক। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ আমল ও ব হইতে সন্ত্রাসের প্রথম উদ্যম অঙ্কুরে হইবার প্রতিজ্ঞা করেও যে প্রতিষ্ঠান অল্প কালের পরিধির মধ্যে জাতির বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে, আজিকার স্বাধীন ভারত পক্ষে সমাদরের না হইয়া পারে না। সম্প্রতি জাতীয় সরকারের, বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের বিশেষ কমিটি সমস্যা অনুসন্ধানান্তে যে সমিতি করিয়াছেন তাহাতে অনুরোধ প্রকাশ করা হইবার কারণ হইবে না, তাহা কারিগর ও শ্রীবৃদ্ধিকেও বিলম্বিত করিবে।

শিল্প-বিপ্লবে প্রতিযোগিতায় ভারতসরকার

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কতটা অপেক্ষাকৃত অল্পতর উৎপাদনই অধিকতর এই অভিযোগের যথার্থতা হইলেই বেতনের ও লাভজনিত উন্নতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই উৎপাদনের মূলে যন্ত্রশক্তি, মূলধন ও শ্রম কর্মিদলের সমন্বয় অনিবার্য মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা এবং শ্রমিক মনোবৃত্তি ইহার জন্য অধিক পরিমাণে। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণতা ফিরিয়া আসিলেও শ্রমিক মনোবৃত্তির সমস্যা যে ভবিষ্যৎ নিরাময় হইয়াছে, বোম্বাইয়ের ৫ লক্ষ শ্রমিকের সাম্প্রতিক ধর্মঘটই তাহার প্রমাণ। আমাদের মনে হইতেছে শীঘ্রই কলিকাতাতেও অনুরূপ ধর্মঘট হইবে। উৎপাদন বাড়াইবার ধর্মঘটের যে ভয় অধিক, এবারে ১৯৪৭ সালের মত

১৩ বিষের কারখানার তালিকা হইতে দেখা যায়। ইহার পরবর্তী ২ বৎসরে লাভ-বিশুঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্রতর হওয়ার দরুণ সাথে সাথে বৃদ্ধি পাইলেও অবস্থা তুলনা বিবেচনা করিয়া এই বৎসরের অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকারের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত রাব 'শিল্প-বিরোধ নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তন আইন পরিষদে উত্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলন শিল্পপতিদের মধ্যে ও বৎসর কালের মেয়াদে লাভ-বিবৃতি চুক্তি বাধ্যতামূলক করিবার অনুকূলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে যে, অজন এবং কারখানার শিক্ষিতে শ্রমিক, । সরকারের প্রতিনিধিদের যুক্ত উদ্যোগে ঠন করিবার জন্য শিল্প-সম্মেলন প্রস্তাবিত প্রকাশ যে এই প্রস্তাবিত অজনের কারখানা সমের শিক্ষিতে তারত সরকার এক পরিচয় করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা শিল্প-সম্পর্কিত অধিকারের শিক্ষিতে কারখানাকে লেন ও মেজের শান্তির রক্ষক রাখিবে। মেজের 'মেজের চুক্তির বিলম্বিত নিকট ভবিষ্যৎ শিক্ষিতের সিদ্ধান্তের উপর এবং এই পরেই শিল্পবিরোধের নিরোধের বিলম্বিত শিক্ষিতে প্রাদেশিক সমিতিগুলির বাকিবে। । সত্ত্বেও প্রতি কারখানার যে শ্রমিক-ক সম্পর্কিত হইবে তাহা রক্ষা করিবার রে আঞ্চলিক সমিতির উপর। আবার আলোচ্য পরিকল্পনা কারখানাবিশেষকে ৬ কেন্দ্রীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্প-সম্পর্ক যুক্ত করিবে। একটি বিশেষ বিশিষ্ট সরকারীয় শিল্পগুলি যাহাতে এই বিধি সম্বন্ধকে পূর্ণ রক্ষার করিতে সক্ষম ব্যবস্থা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ত কারখানা সমিতিতে ৪ হইতে ৯ জন সংখ্যক শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি ক কারখানা সমিতি গঠিত হইবে এবং ভলিতে ১ হইতে ২ জন করিয়া সরকারী তও থাকিবেন। এই নীতি অনুসারেই ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি ।

াদ্য সমস্যা

ভারতীয় খাদ্য পরিষদের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে মবার সচিব চার মুখোপাধ্যায় মুখার্জী গিয়েও ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের গুরুত্বের লেন। চার মুখার্জী বলেন যে, এতদিন ও খাদ্য শিল্পের এবং ইহাতে সাধন হয় শিল্পের প্রসার সাধন করে তবে আমাদের দেশে বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের নিজস্ব খাদ্য সম্পদগুলির সংরক্ষণ ও সর্বাধিক ব্যবহার ব্যবস্থা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে। বর্তমানে এই দেশে মৌলিক খাদ্যের উৎপাদন প্রায় বন লক্ষ টন ইস্পাত, অথচ বৎসর রাজার টন চাহি, প্রায় ১ রাজার টন এলুমিনিয়াম, কয়েক শত টন এ্যান্টিবায়োটিক ও অতি সামান্য পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অথচ এই সকল খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের দেশে উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় অনেক-গুণ অধিক। তাহারা টিন, ফিস, সিমেন্ট, বোরোয়া প্রভৃতি খাদ্য এদেশে আদৌ উৎপন্ন হয় না। সেজন্য যে কোন অবস্থা প্রয়োজনকালে এ দেশকে ঐগুলির জন্য বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতে চাই দুর্বিনাশ ৬৩ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এবং খাদ্যশিল্পের ৬৩ রাসায়নিক ও অন্যান্য জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলার পক্ষে সমস্যা বাসমস্যা রহিয়াছে। শুধু লৌহ ও এলুমিনিয়াম শিল্প দুইটির পথে যথোপযুক্ত উন্নতি লাভ করিলেই ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড় করান যায়। সুতরাং এইদিকে খাদ্যশিল্পের ও বিজ্ঞানীদের করিবার অনেক কিছু আছে।

এবং ভারতকে শক্তিশালী তুলিতে হইলে সরকার, মালিক ও বিজ্ঞানবিদদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ভারতের নিজস্ব খাদ্যগুলিকে শিল্পসম্পদে পরিণত পরিমাণে নিয়োগ করিতে হইবে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে বর্তমান ভারতীয় খাদ্য পরিষদের অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে। সভাপতি স্যার কে. কে. পাণ্ডী অবশ্য উদ্যোগ ভারতে আসন যে, এই পরিষদের দ্বারা কিছু উৎপাদন সম্ভবপর শুধু তথ্যাদি আহরণ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না; পরিষদ নূতন নূতন উৎপাদন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সহায়তা করিবে এবং বিভিন্ন খাদ্য ব্যবহারকারীদের যে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় পরিষদ তাহার দূরীকরণে সাহায্য করিবেও সাহায্য করিবে। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন খনিজসম্পদ একটি ঘুরে যা বিশদ প্রতিবেদন পেশ করা হইয়াছে। ভারতীয় খাদ্যশিল্প গবেষণাগারও অনুরূপ এক উদ্ভিদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে। খাদ্য পরিষদ যদি ইহাদের সহিত একযোগে কাজ করেন তবে ভারতীয় পুনর্গঠনে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করিবে, বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কাশ্মীর

কাশ্মীরের সমস্যা বিশের পর বিশ জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উৎপাত দূর করিবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, এখন তাহাকে আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণে রূপান্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে; রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি এবং উপজাতীয় এলাকা হইতে হুক-বিচ্ছিন্ন। এজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে আমরা পাকিস্তানের সৈনিক ও সেনাপতিদের অধিকারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একথা এখন সুস্পষ্টভাবেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, কাশ্মীরের এই রাষ্ট্রবাহী উৎপাত দেশের পাকিস্তানেরই সাম্রাজ্যিক অভিযান। এই অবস্থার দেখিয়া আমরা বিশ্বাস ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা যাথার্থ্য পর্যবসিত হইয়াছে এবং যোলাপুলিভাবেই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎকে সার্বভৌম সিদ্ধান্তের অধীন করা হইয়াছে। সম্প্রতি ৭৩সেরা এলাকায় ভারতীয় বিমান অবতরণ যে ১,০০০ গাউণ্ড যোদ্ধাবর্গ অবতরণ করিয়াছে তাহাতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আরও প্রকাশ যে সিলেক্ট অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ চালাইবার জন্য ভারতীয়বাহিনী সেনা-সমাবেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বর্তমানের এই জটিল পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অধিবাসীর ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের নেতা শেখ আবদুল্লা সিদ্ধান্তে সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন নাসাধিক হইতেই তাহা দুঃখজনক হয় নাই। পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর-বাসীদের সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিতে গিয়া তিনি অধিকন্তু ভারতের হাত হইতে অবতার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও কাশ্মীরের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার তেজস্বান শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজনের অপসারণ তিনি দাবী করিয়াছেন। তখনও আমরা শেখ আবদুল্লার এই অসহিষ্ণুতার কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কাশ্মীরের জনসাধারণ বিনা সর্তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহিলেও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিত্বকে স্থানীয় অধিবাসীদের গণভোটের অনুরোধন সাপেক্ষ করা হয় এবং অধিকন্তু কাশ্মীরের শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশকে শেখ আবদুল্লার হস্তে সমর্পণ করা হয়। পরে ভারত হইতে কাশ্মীর যে সার্বিক সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে তাহা শেখ আবদুল্লার আমন্ত্রণক্রমেই করা হইয়াছে। অতএব ভারত সরকার শেখ আবদুল্লার বিরু। ইহা ছিল যাহা হউক কিন্তু আজিকার সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে কাশ্মীরবাসীদের গণভোটের দ্বারা নির্ধারিত হইবার সুযোগ দান করিতে ভারত সরকার প্রতিশ্রুত। এ অবস্থায় শেখ আবদুল্লার মৈত্রীবন্ধন বড়ই দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন।—"দুই রাষ্ট্রকর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রতিশ্রুতি আমাদের দাবী। ভারতরাজ ইহার নিয়মতান্ত্রিক কর্তা হিসাবে থাকিবেন, আমরা ইহার বেশী কিছু চাই না এবং ইহার কম হইলেও আমরা রাজি হব না।" কিন্তুতেই আশা পাই না এই উক্তিতে সুফলের পরিচয়ে। বিশ্বয়ে কেন আশোচনার সুযোগের পথ পাওয়া যাইতেছে।

আকাশপথে

(প্রবন্ধ)

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পৃথিবী দ্রুতবেগে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সম্মুখীন হইতেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য—প্রতিক্ষেত্রেই অভাবিত পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে বিমান-চলাচলে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সূচনা করিতেছে। আজ দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণে এবং আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিমানই প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রেই নহে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসহযোগমূলক অহিংস আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে কেন্দ্রে গ্রাসিত করিয়াছিল, তাহাতেও প্রমাণিত হইয়াছে—বিমান-বলই শ্রেষ্ঠ বল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বযুদ্ধে বিমানের যে অপরিসীম কার্যকারিতা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহার ফলে যুদ্ধোত্তর প্রত্যেক দেশই বিমানশিল্প সম্প্রসারণে এবং উন্নততর বিমান নির্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাচা কথাচন হিসাবে ভারতকেও সামরিক বিমান-সজ্জা সম্প্রসারণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

বিগত দেড়শতাধিক বৎসরকাল ভারত বিদেশী শোষণের নাগপাশে মূর্ছাহত ছিল,—কৃষকদের দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রনীতিক প্রয়োগ করিয়া ভারতের শিল্পকে ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ভারতীয় খনিজ শিল্প, বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মূলোচ্ছেদকল্পে যে সকল কঠিন চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে ভারত চা, পাট, শণ, তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের দেশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রনীতিক প্রয়োগে কোন জাতিকেই চাহিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। পরবর্তী দেশের পক্ষে শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকারী সাহায্য অপরিহার্য হইলেও ভারতীয় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির আয়তনের আশ্চর্য প্রসারের মূলেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে অগ্রণী ভারতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটাইয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবসায়নৈপুণ্য ও পরিচালনা-কৌশল বর্ণিত করিয়াছেন।

আজ ভারতের দেড় শতাধিক বৎসরের পরাধীনতার পাশ ছিন্নপ্রায়। এতদিন যাহাদের যে ভারত ভারতীয়দিগকে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সকল দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, সে অবশ্য অবশ্য হস্তান্তরের ফলে আজ তাহার পাশ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রতি স্বাধীন সরকার ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শিল্প-বাণিজ্যের অফুরন্ত সম্ভাবনাপথের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে সঙ্গে সঙ্গে পথের বাধা ও অসুবিধা দূরীকরণ ভারতীয় বিমান চালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে যে সুযোগসুবিধা অবাধের সূচনা করিয়াছেন, তাহাই শিল্প সম্প্রসারণের ও ভারতের বহু-সম্পর্কের বিষয়ে তাঁহাদের বিস্তারপরিচয় নীতির অন্যতম নিদর্শন।

ভারতের মহাদেশোপম একটি বিরাট দেশ, ইহার আয়তন ১৫ লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক। কিন্তু চলাচলের উপযোগী রাস্তা মাত্র ৩ লক্ষ বর্গমাইল। বন্যা এবং শীত অতুতে এই সামান্য পথেরও অধিকাংশ চলাচলের অনুপযোগী হইয়া উঠে। এই বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকল্পে বিমান-শিল্পের সম্প্রসারণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে "টাটা এয়ার লাইন্স" তাহার সহযোগের সঙ্গে বিমান ডাক চুক্তি অনুযায়ী বোম্বাই হইয়া করাচী হইতে বাহাদ পর্যন্ত ১৪০০ মাইল বিমান চলাচলের কার্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ" ও অন্যান্য দুএকটি ভারতীয় বিমান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভারতের এই সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পের ভোর পড়ন হয়। এই সমস্ত বিমান প্রতিষ্ঠানকে "আন্তর্জাতীয় বিমান চালনা ক্ষেত্রে অপরিহার্য সুযোগ সুবিধার জন্য মুক্ত প্রার্থনা জানাইয়াও যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের ঈর্ষাপ্রণোদিত ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষায় বিকলমনোরথ হইতে হইয়াছে। কিন্তু "ইণ্ডিয়ান্যাল এয়ারওয়েজ", "এয়ার ইণ্ডিয়া" "ন্যাশনাল টাটা এয়ার কোম্পানী" প্রভৃতি দুটি, করাচী ও ওলকক কোম্পানীগুলির দুটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগে দেশীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট সুনাম এবং যাত্রী-সাধারণের আস্থা অর্জন করিয়াছে।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার বিমান প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বিশেষতঃ টাটা এয়ার লাইন্সকে ইংরেজ ধনিক আদি বিদেশের সঙ্গে সাধারণের অসাধারণিক কর্মচারীদিগকে স্বাধীনতাবিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান জানায়। প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ এবং স্ত্রী-পুরুষ-শিশু, মালপত্র কাজে তাঁহারা যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

১৯৪৬ সালের প্রথমার্ধে বিমান চলাচল বিভাগও সর্বাধীন উন্নতিলাভ করে। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অসামরিক বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি সামরিক নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে এবং পরবর্তী ৬ই মাসেই পথাদিক বিমান পথের দৈর্ঘ্য ৫,৬০১ মাইল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১২৫ মাইলে দাঁড়ায়; বিমান পথের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত হয়। যুদ্ধের ফল হইতেই ভারতে বিমান-কর্তৃপক্ষের আগমনীতরঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৯৪৫ সালে বিমান পথাদিকের সংখ্যা ছিল ১৪,৫৯১, ১৯৪৬ সালে [illegible] লিমিটেড', 'টাটা এয়ার লাইন্স' (বর্তমান 'এ ইণ্ডিয়া লিমিটেড'), 'এয়ার সার্ভিসেস অব ইণ্ডি এবং 'ইস্টার্ন এয়ার ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড' এই চা কয়টি বিমান প্রতিষ্ঠানের ১৪টি মুখ এবং ৬টি বিমান আকাশপথে চলাচল করিত। যুদ্ধ সরকারের প্রয়োজন হইলে 'ডালমিয়া জৈন এ ওয়েজ', 'ভারত এয়ারওয়েজ', 'ইণ্ডিয়া এয়ার সা 'এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি আরও অনে বাঁচাইবার প্রতিশ্রুতি সম্প্রতি পাইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে এটি আন্তর্জাতিক কোম্পানী করিতেছে যে আন্তর্জাতিক পথের একটি বৃহৎ বিমানপথ খুলিয়া আন্তর্জাতিক বৈঠকে "পান-আমেরিকান এয়ার্ল এ ওয়েজ কোম্পানী", "ট্রান্স কন্টিনেন্টাল ও ওয়েস্টার্ন এয়ার লাইন্স কোম্পানী" প্রভৃতি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গ এবং বৃটিশ ওভারসীজ এ ওয়েজ কর্পোরেশনের বহু বৃটিশ বিমান প্রতিষ্ঠান ভারতের বিমানবিস্তারের ক্ষেত্রে কোটেশন অফি লাভের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করিয়াছে। এই সুযোগে কোম্পানীর সহিত অন্য প্রতিযোগি আন্তর্জাতিক বৈঠকে পরিষ্কার উহা বলা যায় না। ভারতীয় কোম্পানীগুলির পক্ষে টিকিয়া থাকা সহজসাধ্য নহে। ভারতবাসীর সম্প্রসারণের শিল্পটির সমাক সম্প্রসারণে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বিমানের বিভিন্ন শিল্প বর্তমান করিবার জন্য তাঁহারা যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই বিমান শিল্পের বৈশিষ্ট্যের অনন্য প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহাদের বক্তব্যের মূল পরিবেশন অনুসারে ১৯ সালের ১লা মার্চ হইতে বিমান চলাচল শুরু হই প্রথম দিকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া উড়িয়া চলিতে, পরে যাত্রীর সংখ্যা এবং মালের পরিমাণ পাইলে বিমান চলাচলের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা বিমানগুলি কায়রো, লন্ডন ও রোমেই যাত্রা করিবে। সাত কোটি টাকা মূলধন লইয়া আন্তর্জাতিক কোম্পানী গঠিত হইবে। কোম্পানী পরিচালনা এবং যাত্রা প্রণালী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ অধিকার ভা সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। সরকারী দিকের ভার 'এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেড'-এর উপর অর্পি হইয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যবসাটি ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত বিমান চলাচলের পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা এবং যাত্রীসাধারণের সুখ-সুবি বিমানের দিক দিয়া আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানীও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহাদের এই খ্যাতি তাহারা অক্ষু রাখিতে সমর্থ হইবে, ইহা আশা করা মোটেই অযৌক্তি হয়। ভারত সরকার এবং যাত্রীসাধারণ যদি সাহায্য এবং সহযোগিতাদানে উদাসীন না হই 'এয়ার ইণ্ডিয়া' আন্তর্জাতিক বিমান [illegible]

দিগন্ত

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক "মধু" সম্পর্কের চিত্রই কিছুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের প্রতি ইহাই অকারণে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু পাকিস্তান নিজের জোরারকের জন্য আবেদন" এমনভাবে হইয়া উঠিতেছে যে, আমাদের কেন্দ্রীয় ... হয় পুনরায় অত্যন্ত কাতরতে সম্পর্ক ... হইতে বাধ্য করিবেন, নতুবা যদি অবশ্য কিছুদিন বসিয়া চলিতে ... হইলে সেও পরম তাঁহাদের হাত হইয়া ... নিশ্চিত হইয়া প্রতিপন্ন করিতে ... দেখে, সচিব।

তাহার সহিত একমত হইতেছি—লজ্জা ও ঘৃণার সহিত জানিতেছি, আমি প্রেমী ও কংগ্রেসের প্রতি অবিচার করিয়াই ফেলিয়াছি—মুসলিম লীগ যে সাম্প্রতিক নির্বাচন কংগ্রেস বিরোধী ও স্বতঃ সেকে যে কলকাতাসিদ্ধান্ত অবলম্বনে প্রচারিত করিতে হইয়াছে, তাহা জাতি ও সংস্কৃতিহত দরদাতাকে ভোলা হইতে সরল দুঃখ কিছু করিতে হইয়াছে বলিয়া যদি দেশের লোকে প্রশ্ন করিতে ... যদি বলে, ভোমাদের এত ভাল, এত সৌহার্দ্য ... এত সত্ত্বেও তুমি হইতে হইল যে মুসলিমদের ও

সংবাদলিপি

লণ্ডন

কয়লার মূল্য বৃদ্ধি ও ফ্রটেনের আর্থিক সঙ্কট—উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি—শিল্প বাণিজ্য প্রসার ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৫-এ ডিসেম্বর—পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার একটা প্রমাণ হইতেছে কয়লার দাম। ফ্রটেনের কয়লার রপ্তানী-মূল্য প্রতি টনে ৪ শিলিং করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ পূর্ব্বে ২৪ শিলিং দিয়া একটন কয়লা পাওয়া যাইত। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ফল বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য কয়লাই এখনো পণ্যদ্রব্য যাহার রপ্তানীর উপর ফ্রটেনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অনেকখানি নির্ভর করে। যতদিন পর্য্যন্ত কয়লার ব্যাপক অভাব আছে ততদিন হইতে এই মূল্য বৃদ্ধিতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এক সময় ত ফ্রটেনকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে তখন ফ্রটেনকে বাধ্য হইয়া তাহার কয়লার দাম কমাইতে হইবে। তখন ফ্রটেন কি করিবে? তখন কি রেলওয়ে-মূল্য কমাইয়া অন্যদেশের বাজারে কয়লার দাম বাড়াইয়া বাড়তি পূরণ করিবে? বর্ত্তমানে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়াছে কিন্তু এই ক্রয় ক্ষমতারও নিম্নস্তর একটা সীমা আছে।

১৯৮৯ সালে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরী ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর এই বছরের প্রথম ১০ সপ্তাহে শ্রমিকদের মজুরী সপ্তাহে আরও ১০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর অনেক প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহাদের সাপ্তাহিক কাজের সময় তিন ঘণ্টা করিয়া কমাইয়া দিয়াছে। এইসব কারণে শুধু যে উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়াছে তাহা নয় দেশে মুদ্রাস্ফীতিও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে সরকার বিশেষ কোন মনযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বড়দিনের বাজারে যে হঠাৎ অস্বাভাবিক মূল্যে কতকগুলি দ্রব্যের বেচা কেনা হইয়াছে তাহা মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। যদি ১৯২০-২১ সালের বাজারের মত কমার ঘাত হইতে সরকার রক্ষা পাইতে চান তবে সরকারকে এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য আরও তৎপর হইতে হইবে। তাহা না হইলে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করিবার মত কঠিন কাজ করিতে সরকার বাধ্য হইয়া পড়িবেন।

ফ্রটেনের ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের এক বিবৃতিতে প্রকাশ গত বছরের মাসে ফ্রটেনের ব্যাঙ্কগুলি আগের বছরের নভেম্বর মাসের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে শিল্পপতিদের ঋণ দিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র ও তামাকের শিল্পগুলিই সাহায্য পাইয়াছে বেশী। এই সমস্ত শিল্প গত বছরের তুলনায় অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যে শিল্পের তুলনায় শিল্পটা কম আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে বাজার পরিস্থিতিগুলি গত বছরের তুলনায় এ বছরে অনেক বেশী পরিমাণে ঊর্দ্ধ পাইয়াছে।

কাপড়ের কলগুলিও গত তার মাসে (অধিকতর পরিমাণে খাটা চালিয়াছে) তাহারা প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড (ঋণ পাইয়াছে)। অন্যান্য শিল্পের ঋণের পরিমাণ খুব বেশী তারতম্য হয় নাই। অবশ্য এখানেও শিল্প গুলির অর্দ্ধ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে; যেমন শিল্প পরবর্ত্তন হইতে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ঋণ পাইয়াছে। ছোটখাট ব্যবসায়ীরাও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী ঋণ পাইয়াছে। এদেশে কৃষিকার্য্যেও এই বছর (যদিও বেশী পরিমাণে ঋণ নিয়াছে)।

ভোটের উপর ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণেও বৃদ্ধি দেখিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার টাইমস এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছে যে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণ ও লক্ষ্য দেখিয়া আশা করা যায় যে, ফ্রটেনের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার পথে বাধা বাধা অপসৃত হইতেছে।

ওয়াশিংটন

ভারতে মার্কিন অর্থ-সাহায্য—মার্শাল পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ—মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে সরকারী উদাসীন্য।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২১-এ ডিসেম্বর—অর্থ পরিষদের সাধারণ সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সভ্য ডাঃ এস্ শালেটস্কার আমেরিকান এক্সপোর্ট ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে এক সভায় ভারতীয় শিল্পপ্রসারে মার্কিন সহযোগিতা কামনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্পোন্নতির সমস্যা একদিকে মার্কিন সরকার ও ব্যবসায়ীদেরও সমস্যা। ভারত কোন কারণে যদি শিল্পপ্রসারে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে না পারে তবে মার্কিন ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর এক বৃহত্তম বাজার হারাইবে। কাজেই যাহাতে যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতের শিল্পোন্নতির কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং ভারত যাহাতে ন্যায্য মূল্যে ও অবিলম্বে যন্ত্রপাতি পাইতে পারে মার্কিন সরকার ও ব্যবসায়ীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুদ্রাস্ফীতির প্রসারকল্পে একবার ঝোঁক লইয়া কমো গিয়াছে, এখন সরকার ৫২ ভাগ লোক মার্শাল-পরিকল্পনার নামও শুনে নাই: কংগ্রেসে মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপে অন্তর্বর্ত্তীকালীন সাহায্য দান সম্বন্ধে বিশেষ কোন আপত্তি না উঠিলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক বিতর্কের অবতারণা হইবে বলিয়া মনে হয়। ওয়াশিংটনের প্রায় সব বড় বড় সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিয়া দেখা গিয়াছে ইউরোপের একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন যে, মার্শাল পরিকল্পনার ফলে ইউরোপের প্রত্যেক লোকের জীবনযাত্রার মান যুদ্ধপূর্ব্বের শেষ্টুকে, কি আমেরিকার তার পরিবর্ত্তে ইউরোপের কতখানি সাহায্য পাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না আর একজন লেখক স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন যে প্যারি সম্মেলনে যে ১৬টি দেশ অর্থ-পরিকল্পনা তাহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার সে প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরে কতখানি রক্ষা করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

এদিকে ফ্রান্স যাহাতে আমেরিকার নিকট হইতে অতিরিক্ত ঋণের প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। মার্কিন ঋণের দ্বিতীয় কিস্তী সম্পর্কে আমেরিকার যে সব ব্যবসায়ীর আপত্তি আছে তাহা কিভাবে দূর করা যাইতে পারে সেদিকে তাহা অনুসন্ধান চলিতেছে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ সম্বন্ধে প্রচুর বাগবিতণ্ডার অবতারণা হয়। এ অধিবেশনে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে মাত্র—কার্য্যতঃ কোন দল হইতে মূল্য কাহারো সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

এদিকে কিন্তু ওয়াশিংটনে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করে সরকারী ঔদাসীন্য আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিক সময় কংগ্রেসের এই অধিবেশনে দেখানো হইয়াছে যে, ওয়াশিংটনের শ্রমিক শ্রেণীর গড়পড়তা বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির মজুরী সমানের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিক সময়ে আরও হিসাব দেওয়া হইয়াছে যে, সাধারণ মজুরী পরিবারের বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ তাহাদের আয় তদনুপাতে বাড়ে নাই। তার উপর মূল্যবৃদ্ধি সমান তালে চলিতে থাকায় ১৯৩৯ সালের তুলনায় অনেক পরিবার আজকাল অনেক কম খাদ্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া উঠে, কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার মত কোনরকমের বিশেষ সেই শক্তি নাই।

শুধু রক্ষণশীলদলের নয়, কি শ্রমিক কি পুঁজিপতি সকলেই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটিকে এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছেন, সকলেই নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাকিতেছেন যে, অন্যদলই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করুক বা কার্য্যভার করুক। কয়লার বেলা অর্থ ঘরে না টানিয়া হইয়াছিল তাহার উপর টাকা বসান একবার পর আবার ঘরে ফিরিয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের মুদ্রা মুদ্রানীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণকল্পে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহা এখনকার কালকে বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলা যায়। এখনকি অর্থনীতিবিদের মতের একজন মুখপাত্র

হয়ে সোভিয়েট যে উন্নত ধরণ করিয়াছে তাহাতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু নাই। ইহার পরে ইয়াহিয়া ও ভেনেজিয়েল সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অবশ্যের হাল বাড়িয়ে ও মজুরদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ, গতের হিসাব ধরে মজুরদের অতিরিক্ত ব্যয় বছর আর বাড়িয়াছে শতকরা ২৯ ভাগ সালের তুলনায়)। সরকার একটি বেতন বোর্ড গঠন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেনই শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির আনুপাতিক হারকে না যায়। কিন্তু এই রকম বোর্ড আদেশও ভাল ফল দেখাইতে পারে নাই এবং এইবারও ভাল ফল দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না কারণ নাই।

সুবাহিনী ভারতীয়করণ—পাক-ভারত তার পরস্পর—কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ব সংস্থির।

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

দল্লী, ২৮শে ডিসেম্বর—কিছুদিন পূর্বে এক সম্মেলনে ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীযুত বলভাই প্রকে সৈন্যবাহিনীকে ক্রতগতিতে আন্তর্জাতিকরণ পরিকল্পনা ও তাহার বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকট সবিশেষ হিসাবে উপস্থিত হন। তিনি ভারতীয়করণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, ৫০ জন বিদেশী সৈন্য অতীব বাহিনীতে আছে। আমরা বহুদের মধ্যে এপ্রিলের মধ্যে সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় অফিসারই নিযুক্ত হবে বিদেশী বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে কয়েকজন বিদেশী অফিসার থাকিবে।

যে সকল মুসলিম অফিসার ভারতীয় সৈন্য যোগ দিতে রাজি হইয়াছেন তাহাদের অধিক একার অভাব দেখা যাইতেছে। সরদার ও মুকুন্দী হইতেও বিশেষজ্ঞ আনয়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। সরদার আরও সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণের ফলে অনেক ব্যয় হ্রাস করিয়া যাইবে।

ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হওয়ার কতকগুলি বিষয়ে দিল্লী ও করাচীর মধ্যে কোন বোঝাপড়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে আশা পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত পরিত্রাণের অবধারণেই কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণ করিবে না এবং নিজস্ব সমাধান চুক্তিবদ্ধের কাশ্মীর হইতে নির্দেশিত করা না হইবে। কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে অধিকার কি পাকিস্তানে যোগ দিবে তাহা নির্ধারণ করিবে কাশ্মীরের অধিবাসীরা। কোন বহিঃসমর্থক হস্তক্ষেপ ভারতীয় ইউনিয়ন সহ্য করিবে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে পাকিস্তান সরকার এই আশ্বাসবাণীতে যাহাতে কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার কোন ব্যবস্থার না ভারতীয় ইউনিয়নকে ঐ সম্পর্কে কোন সাহায্য করিতে পারে কি না। কোন রকম অবস্থাতেই স্বাধীনচিত্ত আজাদ কাশ্মীর সরকারকে ভারতীয় ইউনিয়ন স্বীকার করিবে না। এবং বিষয় সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের কোন ওকালতি ও ভারতীয় সরকার আদৌ বিবেচনা না।

ভারতীয় ইউনিয়নের এই স্পষ্ট মতামতের ফলে এই বিষয়ে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ পাকিস্তান কাশ্মীর সম্বন্ধে মৌলিক নিরপেক্ষতার ভান করিলেও মুজাহিদের সহযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর, এবং ভারত সরকারও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যোগ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহার কারণ দিতে পারিতেছে না। কাশ্মীর সরকার বাহিনীর উপর ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে আক্রমণ ব্যাপারে সহযোগিতার প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাজেই যখন এ বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি হয় নাই তখন অন্যান্য বিষয়েরও কোন সমাধান হইতে পারে না।

এ অবস্থায় কাশ্মীরে ভারতীয় ইউনিয়নের সামরিক অভিযান চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর পথ নাই। অনেকে যদি পরিণামে এই বিষয়টি উপাপন করিবার কথা বলিতেছেন এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় ইউনিয়নও কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবেন। কিন্তু যদি পরিবর্তন এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববর্তী অনেক বিষয়ে যদি পরিষদের রায় সন্তোষজনক হয় নাই এবং অনেক সমস্যাই এখনও যদি পরিষদে মীমাংসার অপেক্ষায় আছে।

দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বন্ধের ফলে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয় ইউনিয়ন অনেক সহানুভূতি দেখাইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান সরকারকে ভারতীয় ইউনিয়ন ৫০ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কারণ, এই টাকা পাকিস্তান সরকারের বর্তমান ব্যয় নির্বাহের পক্ষে এক প্রকার অপরিহার্য। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যদি এখনো কাশ্মীরের আক্রমণকারীদের সাহায্য বন্ধ না করেন তবে ভারতীয় ইউনিয়ন কি পাকিস্তানকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়া দিবে? এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতীয় পার্লামেন্টে যে গুরুত্ব বিবাহের তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে একমাত্র পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতেই এইসব জটিল বিষয়ের নির্ধারণ করে। তাহাই কাশ্মীর সম্পর্কে যদি পাকিস্তান সরকার তাহাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন না দেখান তবে ভারতীয় ইউনিয়নে পাকিস্তানের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখাইতে বাধ্য হইবেন না এটা স্বাভাবিক। এই জন্য সম্ভবতঃ কাশ্মীর সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার এই ৫০ কোটি টাকা লাভ পাইতে পারেন।

করাচী

মুসলিম লীগ সম্মেলন—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিফাজত—নাজিম উদ্দীন ও লিয়াকত আলী—সিন্ধু আইন-সভার বাজেট।

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

করাচী, ২৯-এ ডিসেম্বর—ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি করাচীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে স্থির করা হয় যে, ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলিম লীগের সংগঠন থাকিবে এবং পাকিস্তানের লীগের নাম হইবে পাকিস্তান মুসলিম লীগ। ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে ভারতীয় মুসলমান নেতাদের উদ্দেশে বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি তাহাদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় করিতে না পারেন তবে তাহাদের সম্মুখে অনেক বিপদ দেখা দিবে। এই মতের মধ্যে মাদ্রাজে লীগপন্থী মুসলমানদের এক সম্মেলন হইবে; তাহাতে স্থির হইবে তাঁহারা ভবিষ্যতে কি পন্থা অবলম্বন করিবেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় লীগপন্থী নেতাদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। শুধু তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি মৌলিক আনুগত্য দেখাইতেছেন মাত্র। মাদ্রাজ সম্মেলনে তাঁহারা কি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তাহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে লীগের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে আশার সঞ্চার করিয়া তাহার সভার হইয়াছে। সিন্ধুর কংগ্রেস পার্টি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল এই আশায় যে সংখ্যালঘুদের লীগ সরকার যুক্ত পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তাব দিবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের সেই রকম কোন ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না; সিন্ধুর সংখ্যালঘুদের অন্যান্য দাবীগুলিও অবহেলা রোষের পরিণত হইয়াছে। অনেকের ধারণা লীগের এই মূলনীতির ফলে সংখ্যালঘুদের হিন্দুস্থানের দিকে পড়িয়া যাইবে। ভারতীয় ইউনিয়নে লীগের অস্তিত্বের বিরোধিতা করিয়াছিল [illegible]

বাজেট ও আয়কর

—দ্বিতীয় পর্ব—

(সুদেন)

পূর্ব প্রবন্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বর্তমান হারে আয়করের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে যাহাদের আয় সীমাবদ্ধ এরূপ যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠানের (companies with limited liability) উপর উহার প্রতিক্রিয়া কি প্রকার হইয়া থাকে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহার ফলাফল কি সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

কিন্তু তৎপূর্বে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। পূর্ব প্রবন্ধে পাঠ করিয়া আমাদের কোন কোন পাঠক বন্ধু প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর আয়করের ফলাফল কি হইতে পারে তাহা লইয়া বিস্তার বিশ্লেষণের উপরিত কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ব্যক্তিগত মূলধন প্রচেষ্টার উপর কোন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব আমাদের দেশে বর্তমানে আছে কিনা এবং আয়করবিধানে নূতন করিয়া হইবে কিনা সন্দেহ।

ইহার উত্তরে আমরা বলিব বর্তমান যুগ যৌথ প্রতিষ্ঠানের যুগ হইলেও ক্ষুদ্র, মধ্য ও বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার আজও আমাদের দেশে অভাব নাই। ভবিষ্যতের দেশ কিরূপ গড়িয়া এই ধরণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অস্তিত্ব বজায় রাখিবে বলিয়াই আমরা মনে করি এবং আমার প্রয়োজন আছে বলিয়াও বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত বসুমল্ চেট্টির বাজেট বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের বৈষয়িক কাঠামো যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে আগামী ৫০ বৎসর ধরিয়া দেশীয় শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনের অবকাশ থাকিবে। আমার মনে হয় যে, দেশের বৈষয়িক ব্যবস্থায় সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার প্রচেষ্টারই প্রয়োজন আছে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চেট্টির ভোজের অভিভাষণে দক্ষিণ ভারতীয় বণিক সভার (South Indian Chamber of Commerce-এ) প্রতি সহানুভূতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়করের গুরুভারের জন্য দেশের বাণিজ্য প্রচেষ্টা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে আমাদের পূর্ববর্তী প্রবন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চেট্টির উক্তিতে তাহা সমর্থিত হইবে। শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন যে, করভারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কেহ শিল্পে অর্থবিনিয়োগ করিতেছেন না, বা নূতন শিল্প স্থাপন করিতেছেন না বলিয়া যে ধারণা আজ দেশে প্রচলিত, ব্যক্তি প্রচেষ্টাটুকু স্থাপিত করিবার পূর্বে তিনি সে সম্বন্ধে তিক্ততা করিবেন এবং সেই ধরণের ভিত্তিতে বাজেটের কর নির্ধারণ প্রস্তাবটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রতিবন্ধক কিছু আছে এবং ব্যক্তিগত অর্থ ও উৎসাহ আকর্ষণ করার জন্য যে সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে তিনি উহার ব্যবস্থার চেষ্টা করিবেন।

সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমস্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানকেই (Limited Company-কে) সমস্ত আয়ের উপর—তা সে-আয় যত সামান্যই হউক না কেন—প্রতি টাকায় ৴৩ করিয়া আয়কর ও ৵০ করিয়া যৌথ অনুষ্ঠান কর (Corporation tax) দিতে হয়। সমাসাক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এই সমস্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগৃহীত হয় এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশাধিকারী (Share-holder)। তাঁহারা যে লভ্যাংশ (Dividend) প্রাপ্ত হন, টাকা-প্রতি ৷৵০ করিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে পূর্বে কাটিয়া লইয়া তবেই সেই লভ্যাংশ তাঁহাদের মধ্যে বিতরিত হয়। সুতরাং অংশাধিকারিগণ লভ্যাংশ হিসাবে তাঁহাদের যাহা প্রকৃত প্রাপ্য তাহার চেয়ে কমের জন্য তাগাদা পাইয়া থাকেন।

উপরিউক্ত টাকাপ্রতি ৷৵০ করের মধ্যে ৵০ করিয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান জমা করিয়া থাকে। এই ৵০ কোন অবস্থাতেই অংশাধিকারীদের প্রত্যর্পণ করা হয় না। এবং অংশাধিকারীদের ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়-করনির্ধারণের সময়ে (Personal assessment) কালে তাহাকে হিসাবের মধ্যে আনা হয় না। কিন্তু টাকাপ্রতি ৵০ করিয়া যে আয়কর দেওয়া হয় উহা ব্যক্তিগত আয়নির্ধারণের সময়ে করপ্রদানকারীর ঘোট দেয় কর হইতে বাদ যায়। অবশ্য যে ক্ষেত্রে করপ্রদানকারীর মোট আয় করনির্ধারণের নিম্নতম সীমার অনধিক, সে ক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যর্পিত হয়। অবশ্য সেজন্য তাহাকে আয়কর আইনের ৬৮ ধারা অনুযায়ী কর প্রদানকারীকে দরখাস্ত করিতে হয়।

সকলেই জানেন যে, উক্ত প্রকার যত সীমাবদ্ধ যৌথ প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, "ঘরোয়া" (Private) ও "সর্বসাধারণীয়" (Public)। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অংশসমূহও বহুপ্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজন অনুসারে, এই অংশসমূহকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিব, "আগ্রহাধীন" (Preference) ও "সাধারণ" (Ordinary)।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নিট লাভের এক ভাগ অংশাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং বাকীটা বিশেষভাবে সংরক্ষিত তহবিলে (Reserve fund-এ) জমা রাখা হয়। যে অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয় তাহার উপর উপরিউক্ত আয়কর ও যৌথ প্রতিষ্ঠান কর ব্যতীত আর কোনও কর দিতে হয় না। কিন্তু যে অংশ লভ্যাংশরূপে সাধারণ অংশাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তাহার উপর আয়কর ও যৌথ প্রতিষ্ঠান কর ব্যতীত "যৌথিক অতিরিক্ত কর" (Additional Super-tax) দিতে হয়।

কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর প্রথমে "আগ্রহাধীন অংশাধিকারী" (Preference Shareholders-দের) জন্য লভ্যাংশ স্থির করা হইয়া থাকে। এবং এই লভ্যাংশ তাহাদের প্রদত্ত মূলধনের উপর সমভাবে এবারে কি ওবারে পাইয়া থাকে। "আগ্রহাধীন অংশ" আবার দুইরকমের বিভক্ত, "সঞ্চয়শীল" (cumulative) "অসঞ্চয়শীল" (Non-cumulative)। যে আগ্রহাধীন অংশাধিকারীদের লভ্যাংশ কোন বিশেষ বৎসরে তাহাদের কারবারের Commencement of business এর, প্রথম বৎসর হইতেই আরম্ভ হয়। যদি সে আর্থিক বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভে কোন লভ্যাংশ বণ্টন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে পরে ঐ অংশাধিকারীদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়।

উহাদের এই লভ্যাংশ কোম্পানী কবে কত এই সব লভ্যাংশ তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দেবে তাহার কিছু থাকে নাই সেই সময়ে অন্যান্য অংশীদারেরা সেই অর্থের লভ্যাংশের পাইবে পারেন।

অসঞ্চয়শীল আগ্রহের অধিকারিগণ প্রতি লভ্যাংশ বণ্টন করার পর অধিক অংশ লাভ কোন কিছুই দাবী করিতে পারেন না। মূল বৎসরের অর্জিত লভ্যাংশের সকল প্রতি নিজে উহাদের কোন অংশ দিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বণ্টনের পূর্বে অধিক হইলেও সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ পূর্বে অসঞ্চয়শীল আগ্রহাধীন অংশের জন্য লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়।

এইবার আমরা "যৌথিক অতিরিক্ত কর" আলোচনা করিব। —যৌথ প্রতিষ্ঠানের আয়ের যখন হইতে আগ্রহাধীন অংশের অধিক নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বণ্টন করার পর সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, উহার এই যৌথিক অতিরিক্ত কর ধার্য হয়। আগে প্রথম ধরুন ৩০ হাজার কোন অতিরিক্ত কর লাগে না। পরবর্তী পঞ্চ হাজারের উপর টাকাপ্রতি ৵০, তৎপরবর্তী পঞ্চ হাজারের উপর টাকাপ্রতি ৷৵০ এবং অবশিষ্ট উপর সর্বোচ্চ হারে অর্থাৎ ৵০ হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হয়। বণ্টিত লভ্যাংশের পরিমাণ যদি যৌথ প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক হয়, তবে কোন যৌথিক অতিরিক্ত কর লাগে না। বণ্টিত যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের শতকরা পাঁচ অধিক হইলেও সেই প্রতিষ্ঠানের মোট অতিরিক্ত কর নির্ধারণের সময় শতকরা পাঁচ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশের উপর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় না। —এই ধারা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র সর্বসাধারণ

...প্রতিষ্ঠানগুলি উহার অংশগুলির পরে না...
...হইলে দেখা যাইতেছে যে, যৌথ প্রতিষ্ঠান-
...উপর অতিরিক্ত করের হার সর্বনিম্ন ধার্য
...ত ৶০ (যৌথ অনুষ্ঠান কর হার) ও সর্বোচ্চ
...ধার্যযোগ্য ৸০ (যৌথ অনুষ্ঠান কর ও যৌথিক
...র করের সমষ্টি)। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে
...করের কর নির্ধারণের সময়ে যৌথ অনুষ্ঠান
...কারণেই প্রযোজিত হয় না বা তাহা বিলাসের
...করা হয় না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে
...ক্তির বাৎসরিক আয় যদি ১,০০,০০০৲
...হইলে তাহাকে কর বাবদ দিতে হয়
...০ এবং তাহার নিকটে অর্থ অবশিষ্ট থাকে
...হয়। কিন্তু ৫ টী ব্যক্তির যদি যৌথ
...র লভ্যাংশ বিলাসে এক বৎসরে মোট
...২৲ (gross) পাওয়া যায়, তাহা হইলে
...হইতে তাঁহার মোট পাওনা হওয়া উচিত
...১,২০০৲, কারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানে কর হিসাবে
...৶০ করিয়া যাহা সর্বশুদ্ধলেই কাটিয়া
...হাতে তাহার পরিমাণ ১৪,২০০৲। অথচ
...বলে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে যৌথ প্রতিষ্ঠানের
...হিসাবে মোট পাওনার পরিমাণ হয়
...সেক্ষেত্রে যৌথ প্রতিষ্ঠান কর বাবদ
...সমষ্টি কিন্তু ১৫,৪০০৲ টাকাতে।

...ক্তির বাৎসরিক যদি ১০০,০০০৲ আয় হয়
...ও অতিরিক্ত কর বাদ দিয়া তাহার
...থাকে ৫৬৬১.০ মাত্র। ঐ ব্যক্তির
...৲ আয়ের মধ্যে তিনি যদি ১,০০,০০০৲
...রূপের লভ্যাংশ হিসাবে পাইয়া থাকেন
...ল বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মোট আয়
...ড় দাঁড়াল ১,১৪,১০০৲। কিন্তু টাকা প্রতি
...যৌথ অনুষ্ঠান কর কাটিয়া লওয়ার ফলে
...ইতেছেন ১০০,০০০৲। এই ক্ষেত্রে আয়
...লভ্য করিবার আছে। ঐ ব্যক্তির লভ্য
...য় ১,০০,০০০৲ অনুপার্জিত আয় বলিয়া
...কর হিসাবে ৯০৭৲ আরও বেশী দিতে
...হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে উপার্জিত
...হবার ১,০০,০০০৲ হইলে মোট দেয় করের
...দাঁড়ায় ১,১৫২৲। সে স্থলে ১,০০,০০০৲
...আয় বজায় রাখিতে মোট দেয় করের
...রিয়া দিতে হইল ১,৫,২০০৲ এবং
...কিনা ৪৭,৯০০৲ মাত্র।

...ন আইনের ১৩ ধারার ১৯৫
...প্রকারে ব্যক্তিগত কর নির্ধারণের সময় কোন
...ব প্রতিষ্ঠান হইতে যে কিছু লভ্যাংশ
...idend) পাইয়া থাকেন তাহার উপর
...রে আয়কর (অর্থাৎ বর্তমানে টাকাপ্রতি
...া বজায় রাখা হইয়াছে) এইরূপ হিসাব করিয়া
...াদে হইবে মোট আয় (Gross dividend
...) নির্ণয় করা হয়। অতিরিক্ত কর (Super-
...tax) যৌথ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে
...পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানের (Private Limited Company ৫) আয়ের উপর কোন যৌথিক অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় না, কিন্তু লভ্য অতিরিক্ত মিটি লাভের শতকরা চল্লিশ ভাগের অধিক লইয়া গেলে তাহার উপর যৌথিক ৸ অতিরিক্ত কর দিতে হয়। সুতরাং ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সর্বসাধারণীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের লভ্যাংশ বণ্টনের পরিবর্তে কমাইয়া যাহাতে তাহাদের আয়ের একটা মোটা অংশ লভ্য তহবিলে লইয়া যায় তাহারই জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের আয়ের সর্বাংশ লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করিলেও কোন আপত্তির কারণ নাই।

মোটামুটিভাবে বিচার করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, শেয়ার বাজারের উপর ইহার একটা প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। যে যৌথ প্রতিষ্ঠানের লভ্য তহবিলে যত বেশী টাকা থাকিবে সেই প্রতিষ্ঠানের আংশের মূল্য তদনুপাতে বর্ধিত হওয়া উচিত। কিন্তু শেয়ার বাজার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, মূল্যের ওঠানামা অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের উপর নির্ভর করে না। অবশ্য 'চাহিদা ও সরবরাহের সূত্র' (Law of Demand and Supply) এরূপ বলিলেও যে, সর্বক্ষেত্রেই মূল্য নির্ধারণের ঐটা প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু লভ্য তহবিলের অর্থের পরিমাণ অধিক হইলেই যে সেক্ষেত্রেযৌথপ্রতিষ্ঠানের অংশের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ সহজ সরল মনে করা যাইতে পারে। কারণ, তুলনায় লভ্য তহবিল কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সূচনা করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান কত্তৃক লভ্য করিয়া তাহার লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া দেওয়া অর্থাৎ অংশীদারগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হন না, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ অংশীদারই এরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে, তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও দ্রুতগতি বিচার পরিবর্তে অধিকতর পরিমাণে বণ্টিত লভ্যাংশের উপরেই লক্ষ্য আরোপ করেন। ফলে সর্বদাই বণ্টিত লভ্যাংশের হারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে এবং শেয়ারের ক্রয়ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লভ্যাংশের অনুপাত করিয়াই ওঠানামা করে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি শেয়ার বাজারে টাকা খাটান, তাঁহাদের অধিকাংশেরই দীর্ঘদিনের জন্য টাকাটাকে আবদ্ধ করিয়া রাখার ক্ষমতা নাই এবং থাকিও অনেক ক্ষেত্রে সুলভে কিনিবার অভিপ্রায় লইয়াই টাকা খাটান বহু, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে উচ্চ হারে লভ্যাংশ পাইবার আশা থাকিলে চড়া মূল্যে শেয়ার ক্রয় করিয়াও তাঁহারা যৌথ প্রতিষ্ঠানের আংশ অল্পস্বল্প বিলুপ্তিরও অবকাশ করিয়া রাখিতে পারেন। কারণ, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উচ্চ লভ্যাংশের বর্ধিত বাজারে ঐ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথিক অতিরিক্ত করের প্রয়োজনে বর্ধিত লভ্যাংশে বৃদ্ধির সম্ভাবনা লুপ্তপ্রায় হয় ও অংশীদারদের লভ্যাংশের মূল্য বর্ধিত হয়, তখনই শেয়ার বাজারে এরূপ ভবের প্রতিক্রিয়া বিপরীত রকমের হইয়া থাকে। বর্ধিত লভ্যাংশের পরিমাণ কম করিয়া শেয়ারের মূল্য উপরের দিকে ওঠার পরিবর্তে নীচের দিকে নামিতে সুরু করে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশের ১৮০ পৃষ্ঠার)

শাসন ব্যবস্থার অধীনে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট কাশ্মীরবাসীদের সহ্য করিতে হইয়াছে এবং যত সহজেরা বৎসর আসছে এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। যে পর্যন্ত না আমি কাশ্মীরীদের কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত জগতের সমক্ষে 'ভারত আমার' বলিয়া ঘোষণা করার কোন দাম নাই। বর্তমানে বাধিব আমার নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সকল ব্যাপারেরই মীমাংসা হইবে।"

এইরূপ শক্তিশালিতা রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক তো নহেই, আদৌ সত্যও নহে। আজ যে প্রয়োজনে কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত সরকার উৎসাহী হইয়াছেন তাহা কাশ্মীরকে বাহিরের বিষয় হইতে মুক্ত করা, কাশ্মীরকে স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা নহে। কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় যেটুকু হস্তক্ষেপ ভারত সরকার ইতিমধ্যেই করিয়াছেন তাহাও সেই একই কারণে। অতএব স্বরাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে উত্তেজিত করিয়া তোলা এখন নিরর্থক। যোটামুটি মিলনেরই সর্তে স্বরাজ্যভুক্তির সহিত তাহাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্তর্বাদেরকের চুক্তিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতএব যে পর্যন্ত কাশ্মীরের কাছে "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান, আর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" এই দুইটি পৃথক সত্তা থাকিবে, ততদিন ভারতের পক্ষ হইতেও কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার দাবী থাকিবে। এছাড়া শেখ আবদুল্লার এই উক্তি ভারতীয় সৈনিক ও কাশ্মীরবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ গণভোটের উপর বিরূপ প্রভাব যথেষ্টই বিস্তার করিতে পারে। বিষ্ণুপ্রসাদ অনুযায়ী তো সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। —বর্তমানের এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে আভ্যন্তরীণ অটিলতা সৃষ্টি করা পরিহার্য; কারণ আভ্যন্তরীণ জগতে বহিঃশত্রুই দূরীভূত হইবে। অন্যকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইতিমধ্যেই যে আন্দোলন দেখা দিয়াছে, স্বরাজ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ দিলে তাহাতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্বের দৃষ্টিপথে দৃঢ়তর রূপে ঐক্যবদ্ধ হইবার এই মুহূর্তে কোন প্রকারের অসামঞ্জস্য প্রকাশ করাই সঙ্গত হইবে না। আশা করি ভারত সরকার ও শেখ আবদুল্লা উভয় পক্ষই এ-সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং বিবাদ ও বৈরীর

সঙ্কলন

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

বোর্ড অব্ ট্রেডের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এক দ্বিবার্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনে বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেডের সভাপতি এবং সোভিয়েট বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার পর এই সম্পর্কে যে মীমাংসা হয়, আলোচ্য চুক্তিপত্রে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চুক্তি সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, চুক্তিটি বৃটেন ও সোভিয়েটের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। চুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ :—

(১) সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেনকে পরবর্তি পঞ্চম বর্ষ হিসাবে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন পশম সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। (২) সমরকালীন ঋণ (১৯৪১ সালের ঋণ চুক্তি) পরিশোধের ব্যবস্থা সংশোধনের যে প্রস্তাব সোভিয়েট করিয়াছিল, বৃটেন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। (৩) যুদ্ধের সময় বৃটেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে সকল মাল সরবরাহ করিয়াছিল, বা যে সকল কর্মচারী প্রদান করিয়াছিল, কয়েকটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে বৃটেন যে পরে তাহার সমস্ত দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছে। (৪) সোভিয়েটের পশম, রবার, এসবেস্টসের প্রভৃতির দ্বারা শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতে বৃটেন সম্মত হইয়াছে। (৫) এ সম্পর্কে এক দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদনের জন্য আগামী মে মাসের মধ্যে উভয়পক্ষ আবার আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছে।

বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেডের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, চুক্তিটি বহুমেয়াদী। জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বৃটেনস্থিত সোভিয়েট বাণিজ্য কুটীরকে পরিচালনার দিবে। প্রথম বৎসর বার্লি, ফুটী ও রবার আসিবে।

বস্ত্র ও সুতার মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে তথ্য করিয়া রিপোর্ট দাখিল করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তন্তু নির্দ্ধারণ বোর্ডের উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন :—

(১) কাপড় ও সুতার ন্যায্য মূল্য (কারখানার দর) কিরূপ হওয়া উচিত ;

(২) বস্ত্র ও সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারে ন্যায্য ও সুতার অপ্রতুল সিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে কাপড়োপযোগিতাদানের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;

(৩) বস্ত্র ও সুতার উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

সুতার উৎপাদনব্যয় কিরূপ হইলে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ পরিকল্পনা প্রবর্তনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সঙ্গে শুল্ক নির্দ্ধারণ বোর্ডকে আরও বলিতে হইবে যে, বিলাতীতে উৎপাদন যেন যথাসম্ভব দ্রুতগতি পরিচালন হয় অথচ উক্ত শ্রেণীর বিলাতীতে সাহায্য পরিহার যেন অত্যধিক না হয়,—এই দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মূল্যমান স্থির করা যদি সম্ভব না হয়, তবে মূল্যসমতারক্ষণে মূল্য হ্রাস করা যায় কি না তাহা শুল্ক নির্দ্ধারণ বোর্ড বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। (৪) বস্ত্র ও সুতা সম্বন্ধে যথা শুল্ক পরিবর্ত্তন করা সম্পর্কে তাঁহারা কাপড়ের কলগুলিকে পরামর্শ দিবেন। (৫) কিভাবে শ্রমিকের সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে কমিটিকে উপায় নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কাটকারাজী বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত

ভারত সরকার বোম্বাইয়ের বেসরকারী বাজারে কাটকারাজী বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী অধিবেশনে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতা এবং মাদ্রাজের সেয়ার বাজারে অবিলম্ব কাটকারাজী বন্ধ হয়, তদর্থে বোম্বাইয়ের কাটকারাজী বন্ধ হইলে যাহাতে কলিকাতায় বা অন্য কোন শহরে উহা আরম্ভ না হয় তজ্জন্য আইনটি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হইবে।

সোনা, রূপা এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বাজারেও কাটকারাজী বন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে।

যুদ্ধকালে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি

যুদ্ধকালীন কৃষিবিভাগ দপ্তর গত ৩০এ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধ-পূর্ব্বের ফসলের মূল্য গত ৩০ দিনে শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪১ সালের মূল্যের তুলনায় ফসলের মূল্য ৩০১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মূল্য শতকরা ১৮৯ ভাগ ছিল। কৃষি বিভাগ আরও জানাইতেছে যে, গত জানুয়ারীর তুলনায় বর্ত্তমান ফসলের মূল্য শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু চাষীরা জানাইতেছে যে, এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ দাঁড়িয়াছে। বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য হইতে বিলম্বের জন্য পর্য্যন্ত কল ভিন্ন কৃষিজাত অন্যান্য সকল ফসলেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানী রেশম আমদানীর ব্যবস্থা

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের এক [illegible] আমদানী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেশম-সূতা ও উৎকৃষ্ট রেশম বোম্বাইয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কলিকাতা বিধি-ব্যবস্থাদলেই অবশিষ্টাংশের বিলি রেশম-সূতা বন্টনের জন্য গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন কুটির রেশম কলগুলিতে তাঁহাদের অবশ্যেষি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সরাসরি রেশম-সূতা সরবরাহ করা হইবে এবং টেক্সটাইল কমিশনারের মারফৎ তাঁতে বুনিবার ও কাপড়ের কলগুলিকে উহা সরবরাহ করা হইবে। টেকার আহ্বান করিয়া এক লক্ষ পাউণ্ড রেশম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল গ্রামে ও রেশমচাষীরা তাঁতের সাহায্যে রেশম কাপড় বয়ন ব্যবসা চালাইতেছে, সেই সেই গ্রামে গবর্ণমেণ্টকর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে কাঁচা রেশম সরবরাহ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা

ইউনিসেফ ও ভারত সরকারের যৌথ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৫ বৎসরে ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত অর্থসাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে [illegible] প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সরকারের ৫ বৎসরে ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা উহার জন্য মঞ্জুর করিয়াছে যে, যক্ষ্মা সংক্রামক-কর্মসূচীর কাজ করিবে, তাহা বেশী সাহায্য করা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রয় কর

পূর্ব্বঙ্গ সরকার আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৫৩ সালের শেষ বিক্রয়কর সংশোধন আইন (১৯৫৩ সালের বিক্রয়কর দ্বিতীয় সংশোধন আইন অনুযায়ী সংশোধিত) চালু করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংশোধনানুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গে টাকায় এক আনা হিসাবে বিক্রয়কর প্রবর্তিত হইবে।

কর্পোরেশনে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা

সম্প্রতি গত ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল (সংশোধন) আইনে বাতিল করিয়া এই আইনে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিল ও অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্তন এবং তপশীলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে অভিজ্ঞতার ভোগ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইন বলবৎ হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে ধান ও চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত

পূর্ব্বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ১লা জানুয়ারী হইতে আমন ধানের মূল্য প্রতি এক টাকা এবং আমন চাউলের মূল্য প্রতি এক টাকা বার আনা বৃদ্ধি করিবার [illegible]

বীমা ও ব্যাঙ্ক সমস্যা সম্পর্কে ভারত-পাকিস্থান চুক্তি

ই. ১৯৫৫, ২০-এ ডিসেম্বর দরাদরিতে কিছুদিন জোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের লইয়া ফলে ইণ্ডিয়ানের কোম্পানী, চিনির ব্যাঙ্কের অবাধের ও ক্যাপ্টেন সেনসন, বিমা-সংক্রান্ত ও অন্যান্যক্ষেত্রে ট্রাস্টের সম্পত্তি ফলাফল, পরিবহন-প্রভৃতির বন্দুকের সাধারণ। সাইকেলপ্রতি লিন এবং ট্রিকরাজিদিগকে বিশেষ টাকা ও মীমাংসা হইয়াছে।

যে বিষয়ে নিম্নে দেওয়া হইল—

কোম্পানী—

ফেব্রুয়েল ফলাফিকেটেক পাকিস্থানের চুক্তির বীমার সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া ৯ অর্থের পরিমাণ স্থির না করা পর্যন্ত, যে সকল ব্যাঙ্কের হেড অফিস পাকিস্থান ও সরকার অধিকারে, তাহারা ভারত বন্দর, বিদেশী ব্যাঙ্কের জমানীর নিয়ে যাহা তাহাদের যে অর্থ জমা আছে তাহার সহ পাকিস্থানের পলিসি-হোল্ডারদের জমা করিবে।

সম্প্রতি এই চুক্তি অনুযায়ী ১৫ই জানুয়ারীর নিয়ে অর্থের পরিমাণ জানার পর তাহাকে ক ফুল-ফিকেটটিকে অনুমোদন করা হইবে।

কোম্পানীর সমস্ত হেড অফিস ভারতে রহিয়াছে সেই সমস্ত কোম্পানীর পক্ষ হইতে ইহা স্থির হইয়াছে যে, বিদেশী ব্যাঙ্কের জমা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি পাকিস্থানের চুক্তির অধি করিয়া মূল্য না অনুমোদিত না।

বিমারের পলিসি-হোল্ডারদের ইতিমধ্যে প্রদেয় করিয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যে সকল হবে, সেই সমস্ত বীমা কোম্পানীর, বিদেশ এর বীমা কোম্পানীর—যে প্রতিনিধি হন, পাকিস্থান সরকারকে টাকাকে দিয়া দিতে হইবে। ভারত সরকারকেও বীমা কোম্পানীর জন্য অনুরূপ সুযোগ দান করিতে হইবে।

ও পাকিস্থানের এই সমস্ত কোম্পানীর বং সমূহের পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানের স্থানীয় কর্তাদের নিকট বিদেশী দেশ করিতে তার সরকারই এই সমস্ত কোম্পানীকে না লভ্যাংশের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে যাহার কোন হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইবে না।

ন পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে ব্যাঙ্কের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান অবস্থিত প্রয়োজনীয় সুবিধা দানের জন্য কোম্পানিদিগকে সীমান্ত প্রদেশের চীফ

(৩) কর্মী সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে বিলম্ব হইলে পাকিস্থান হইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের অফিসে সেক্রেটারী কি কলকাতাকে জানাইতে হইবে।

(৭) স্থির হইয়াছে যে, সব অগ্রাহ্যে বর্তমান ব্যবস্থা কার্যকরী রহিবেনার সংস্থিই কোম্পানীসমূহ তাহাদের হেড অফিসের ফলিলসমূহ, আসবাবপত্র প্রভৃতি ফলফলাদি করিতে পারিবে এবং এই উদ্দেশ্যে তারিখকে লাহোরে পশ্চিম পাকিস্থানের কাস্টডিয়ানীর সম্পত্তির তারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৮) পাকিস্থানের অন্যান্য স্থানের কোন বীমা কোম্পানী যদি তাহাদের হেড অফিস ভারতে ফলফলাদি করিতে চায় তবে একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেন্ট, ক্যাশ সার্টিফিকেট ও ক্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট প্রভৃতি—

(১) পোস্টাল সেভিংস একাউন্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) যে ক্ষেত্রে পাশ বইখানা এবং (খ) যে ক্ষেত্রে পাশ বই হারাইয়া গিয়াছে।

পাশ বই আছে এইরূপ ক্ষেত্রে পাকিস্থানের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ভারতের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং এই সম্পর্কে সন্তোষজনক একটি উপায়ও নাকি স্থির হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্থানের অধিবাসীদের ডাকঘরের পাশ বই পাকিস্থানের পোষ্ট অফিসগুলিতে জমা দিতে হইবে এবং পাকিস্থানের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ভারতের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তিনি পাশ বই প্রদর্শন করিবার অথবা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ডাক না দিয়া সরাসরি হিসাব পাকিস্থানে বদলি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

পাশ বই পাওয়া যাইতেছে না এইক্ষেত্রে স্থির হইয়াছে যে, উভয় ডোমিনিয়নের অধিবাসীকে সংস্থিই ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কোন্ পোষ্ট অফিসে গচ্ছিতকারীর অর্থ জমা ছিল তাহার নাম আবেদনপত্রে জানাইতে হইবে। এইরূপ ব্যাপারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া উভয় ডোমিনিয়নের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল উহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া হিসাব বদলি করিবেন।

(৯) পাঁচ বৎসরের মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ও ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট সম্বন্ধে একই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে দেয় অর্থ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা অমীমাংসিত রহিল। সুতরাং স্থির হইয়াছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান কো-অপারেটিভ-সমূহের রেজিস্ট্রারগণ এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের বর্ণনাসহ তাঁহার নিকট যুক্ত সুপারিশ করিতে হইবে। সম্মেলনের বিশ্বাস যে, উক্ত রেজিস্ট্রার যুক্ত সুপারিশ ১৯৫৮ সালের ১৫-এ জানুয়ারী মধ্যেই পেশ করিবেন।

পেনসন—

(১) স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উভয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রেডেরই যথা শীঘ্র সম্ভব পেনসন ইনজমারের ব্যবস্থা করিবে। আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পেনসন সাক্ষাৎ যাবতীয় অভিযোগ পেনসনভোগী যেখানে যে ডোমিনিয়নে অবস্থান করিতেছেন, তথাকার অডিটার জেনারেলের নিকট পেশ করিতে হইবে। পেনসন সাক্ষাৎ বলিতেছে ইনজমার না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্থানের তরফ হইতে উত্থাপিত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

পেনসনভোগী পেনসন-অর্থারের অর্থাংশ পেশ করিতে সমর্থ হইলে নিম্নোক্ত বলিলগুলি দুই ট্রেজারী অফিসার অথবা পোস্টমাস্টার সার্বভৌমভাবে পেনসনের অর্থ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সেসেটেল অফিসারের সার্টিফিকেট।

(খ) দুইজন জমিনদারের জামিনপত্র যত টাকা করিতে হইবে। জামিনদারগণ স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়া অথবা বিত্তশালী লোক হইতে হইবে। যেরোক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়পক্ষে অসীলদার পরিবর্তনাদালত সরকারী কর্মচারীকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে, জামিনদারগণ বিত্তশালী ; এবং মূলধনে টাকা প্রদত্ত হইলে উহা তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম।

(২) ইতিপূর্বতাবে ১৯৬৮ সালের ৩১-এ মার্চ পর্যন্ত পেনসনের অর্থ প্রদান করা চলিবে।

(৩) পেনসনভোগী পেনসন-অর্থারের অর্থাংশ হারাইয়া ফেলিয়া থাকিলে, ট্রেজারিতে অবশ্য অংশ ও পেনসনক্রমে ইনজমার না হওয়া পর্যন্ত মিয়াদ নীতি অনুসরণ হইবে। ট্রেজারীতে রক্ষিত পেনসন অর্থারের অর্থাংশ পাওয়ার পর একটি নূতন অর্থার ইস্যু করিবেন। ইতিমধ্যে মিয়াদোত্তীর্ণ ১৯৬৮ সালের ৩১-শে মার্চ পর্যন্ত পাওনা অর্থ প্রদত্ত হইবে।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সেসেটেল অফিসারের সার্টিফিকেট।

(৫) দুইজন জমিনদারের জামিনপত্র যত টাকা করিতে হইবে। জামিনদারগণ স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়া অথবা বিত্তশালী লোক হইতে হইবে। যেরোক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়পক্ষে অসীলদার পরিবর্তনাদালত সরকারী কর্মচারীকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে, জামিনদারগণ বিত্তশালী—মূলধনে টাকা

বাজারের কথা

বাজার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা

বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষের দীর্ঘ অবকাশের পরে গত শুক্রবার বাজার খুলিয়াছে। ছুটির অব্যবহিত পূর্বে বাজারে যে তেজীভাব দৃষ্টি আকার করিয়াছিল তাহাতে ধারণা হইয়াছিল যে নববর্ষের বাজারের অবস্থাটি অবশ্যই হরিষে। ছুটির ভিতরে কেন্দ্রীয় সরকার লৌহ ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাহাতে বাজারে তেজীভাব প্রবলতর হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সেয়ার বাজারে মুদ্রিক ও অস্থিরতার মাত্রা কমাইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সর্বসাধারণের মনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কাজেরের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পরিস্থিতিও বাজারের অবস্থাটিকে অধিক সহায়তা করে।

সরকারকের কার্যকলাপে ও বাজারের অস্থিরতা ও মুদ্রিক হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের সেয়ার বাজারে "অগ্রিম সওদা" বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা সূচীত হইয়াছে। কলিকাতা ও মাদ্রাজে "অগ্রিম সওদা" হয় না—সমস্ত কেনাবেচাই নগদমূল্যে হইয়া থাকে। অগ্রিম সওদার নীতিতে মুদ্রিক পরিমাণ যথেষ্ট বেশী সন্দেহ নাই, কিন্তু কলিকাতারের বর্তমানে ক্রীত সেয়ারের সমবয়ে যে বিলম্ব প্রকাশ পায় তাহাও অবাঞ্ছনীয়। প্রায়ই দেখা যায় যে হঠাৎ বাজারে ক্রীত সেয়ার যখন দালালদের নিকট হইতে পাওয়া যায় তখন সেই সেয়ারের দর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সেয়ারবাজারের কর্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং এইরূপ দুর্নীতির আশু প্রতিকারে প্রয়োজনমতো দালালদের বর্তমান করাও কর্তব্য।

শুনা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ হওয়ারফলেই সেয়ারের কেনাবেচা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ইহা নিতান্তই অসম্ভব: ইহাতে বাজারে কাজের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং যাহারা উদ্বৃত্ত অর্থ সাময়িক ভাবে সেয়ারে লগ্নী করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভবপর হইবে না। কারণ এই নীতি অনুসারে সেয়ার ক্রয় করিলে ক্রেতাকে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে তাহা সাময়িক লগ্নীর অনুকূল নহে। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে এবিষয়ে ক্রেতাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক এবং এক বৎসর পর্যন্ত না হইলেও অন্তত ছয়মাস পর্যন্ত ক্রেতাকে হস্তান্তর যৌক্তিটি না করিয়া সেয়ার ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

সরকারকের কার্যকলাপে সেয়ারবাজারের সম্বন্ধে ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালের মধ্যে সরকারকরা যে বহু কোটি টাকা লোকসান দিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা আমাদের অবিদিত নাই। কোম্পানীগুলির আর্থিক সচ্ছলতা ও আশানুরূপের হের সম্বন্ধেও হয় বিবেচনা করিয়াই সেয়ারের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। কিন্তু বাজারের বর্তমান নীতি অনুসারে কাটাকাটাই যেরূপ চরম পর্যায়ে উঠিয়া থাকে তাহাতে সেয়ারের বাজারের বাস্তবমূল্যের ভেদে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক: এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় সেয়ারে লগ্নীকারকরা যে বিপদের সম্মুখীন হন তাহার নিরসন করা একান্ত দরকার।

ভারতীয় মূলধন 'অনুসন্ধান' বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল সম্প্রতি সে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষতঃ ১৯৫১-৫২ সালে, যে কোটি টাকা মূলধন লইয়া অনেকগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। সেয়ার বাজারে তখন যে তেজীভাব বিরাজমান ছিল তাহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সেয়ার বিক্রয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। উদ্বৃত্ত অর্থ সেয়ারে লগ্নী করার প্রবৃত্তির জনসাধারণের মনে বর্তমানে যে প্রবলতর হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। ইহাতে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ রহিয়াছে যে সেয়ারে অর্থবিনিয়োগ অপেক্ষা অর্থবৃদ্ধির কিছুর দীর্ঘতর আকাঙ্ক্ষাই বর্তমানে তাহা সাধক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে এবং বাজারের মুদ্রিক কমাইবার উদ্দেশ্যে বাজারের কাজ নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কাজেরের বর্তমান পরিস্থিতি জনসাধারণের মনে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়াতেও বাজার কিছুটা নরম হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার হালাদারদের প্রতি মনোভাব শিথিল বলিয়া ভারত সরকার যে সন্দেহজনক প্রমাণ পাইয়াছেন, পরিণামে তাহা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের হেতু হইতেও পারে। অধিকাংশের এই সম্ভাবনা কতটা সত্যরূপ লইবে তাহা বলা যাইতেছে না। তবে যুদ্ধ ও পাটের বাজারে কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয় যে অদূরভবিষ্যতে উভয় রাষ্ট্রই আপাতত এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া লইতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পসচেতনতার প্রতীক হিসাবে 'নিখিল ভারত শিল্প উন্নয়ন' সমিতির সৃষ্টি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা দেশের শিল্পোন্নয়নে যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অবস্থায় কিছুদিনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিল্প অধিবেশনে সরকার, শ্রমিক ও বণিকের ভিতরে সহযোগিতার এবং শিল্পে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হইয়াছে তাহার অব্যবহিত পরেই এই সমিতির শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার যে অর্থের সংস্থান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করিবেন তাহা বিশেষভাবে বলা যায়। প্রথমে শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতি হইবেন এবং উহাদেরই সভায় সভায় শিল্পোন্নয়ন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করিয়া বিভিন্ন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবেন। ঘোষণায় প্রকাশ হইয়া সকল শিল্পই এইভাবে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে।

কেন্দ্র ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাজারে তেজীভাবের আশঙ্কা করা বলিয়া যে অনুমান করা গিয়াছিল তাহা [illegible] হইয়াছে। প্রতি টন ১১৫৲ হিসাবে কিছু মূল্যবৃদ্ধি সন্তোষজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে বর্ধিত উৎপাদনক্ষমতা মিটাইবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে ১১৫৲ টন লৌহের মূল্যবৃদ্ধি আশানুরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। [illegible] যে বর্ধিত মূল্যে [illegible] অবশ্যই কিছু [illegible] হইবে। তুলা ক্রেতাদের অবশ্যই কিছু [illegible] করিতে হইবে। কোন কোন মহল হইতে আশঙ্কা করিতেছেন যে টায়ার-টিউবের জন্য রবার ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ঘোষণা করিয়া কিছুটা সাহায্য করা হইয়াছে। এই সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া উহা [illegible] বলিয়া মনে হয়।

সরকারী ঋণ—

সেয়ার বাজারে কিছুটা ক্ষয় পরিলক্ষিত। এই বিভাগে লেনে অবনতি ঘটে নাই, বেশী হইয়াছে। ৫ বছরের ১১১৲ ১০১৲ বছরের ১১১৲-৭৫ ১০১৯৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে

বে বাজার

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণে বিলম্বের সম্ভাবনা ?

সম্প্রতি বস্ত্রের বেলে বন্টনের জন্য বাজারে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে যাঁহারা মূলার বাজারে যথেষ্ট ক্রয় করিতে পারিতেছিলেন, তাঁহারা এখন বস্ত্রের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে কিরূপ ব্যবসা করিবেন, তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধরণের অনেকের সহিত আমাদের কথা বলিয়া জানা গিয়াছে যে, বস্ত্র ও সুতার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে তাঁহারা কিরূপ ব্যবসা করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কোন পরিষ্কার ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই বলিয়াছেন যে, বস্ত্র ও সুতার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে তাঁহারা কিরূপ ব্যবসা করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কোন পরিষ্কার ধারণা করিতে পারেন নাই।

এই সম্পর্কে আমরা কয়েকজন ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা বস্ত্র ও সুতার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে কিরূপ ব্যবসা করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কোন পরিষ্কার ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই বলিয়াছেন যে, বস্ত্র ও সুতার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে তাঁহারা কিরূপ ব্যবসা করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কোন পরিষ্কার ধারণা করিতে পারেন নাই।

সোনার বাট

সোনার বাটের বাজারে অনেকটা অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সিঙ্গাপোর 'অপেক্ষা করিয়া দেখার' নীতি গ্রহণ করে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, বাজারে অনেকটা স্থিতি হইবে বলিয়াই সিঙ্গাপোর ধারণা।

	বর্ণ		রৌপ্য	
২৪এ ডিসেম্বর-এর	টাকা	আনা	টাকা	আনা
সর্বশেষ	১০৫	৬	১৬৮	১
.....সর্বোচ্চ	১০৫	৬	১৬৯	১৪
.....সর্বনিম্ন	১০৪	৩	১৬৮	১
৩১এ ডিসেম্বর-এর				
সর্বশেষ	১০৬	১৪	১৬৯	৮

চা

গত ২৫এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কোচিনের বাজারে খুব অল্প পরিমাণ চা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। চায়ের বাজার বেশ তেজী ছিল। জানা গেল যে, কলিকাতা আবার কলিকাতার চায়ের বাজারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। কলিকা হইতে ১১ লক্ষ পাউণ্ড চা আসিয়াছে। উত্তরাঞ্চল হইতেও অধিকতর পরিমাণে চা আসিতেছে। তাহা যাতায়াতের অসুবিধা এখনও দূর হয় নাই।

চিনি

১৯৪৭ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষুচাষের পূর্বাভাসে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৬৪,১০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ভারত হইতে বলিয়াই মনে হয়। ইতিমধ্যে ভারত সিঙ্গাপোরের এক মৈত্রীর সভাপতির আসনে শ্রীযুক্ত বাজাজ বলেন যে, তাড়াতাড়ি করে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন বর্তমানের যে অপেক্ষা চিনির দর বাজারে বৃদ্ধি না পায় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আকাশপথে

(পূর্বপৃষ্ঠার ১৮২ পৃষ্ঠার)

বর্তমানে ভারতীয় বিমান-শিল্প সম্প্রসারণের পথে প্রধান বিঘ্ন বিমান-বিদের ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাপেক্ষিতা। অবশ্য বাজারোদ্যে "রিকুজিশন এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট অর্ডিনেন্স" নামে একটি বিমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। ঐ কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ হইতে অর্থ সাহায্যলাভ করিতেছে। বর্তমানে বিদেশ হইতে ভালভাঙ্গা এবং অংশ আমদানি করিয়া দেশে বিমান তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে সম্প্রসারিত করা হইবে। এজন্যতীত সম্পূর্ণ বিমান এবং উহার বিভিন্ন অংশ তৈয়ারী করিবার জন্যও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হইবে। ভারতসরকার কর্তৃক কয়েক মাস পূর্বে গঠিত বিমান বিভাগের একটি পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ভারতবর্ষ ২০ বৎসরের মধ্যে বিমান-বিদে স্বাবলম্বী হইবে।

সাময়িক অসুবিধার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা-কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন। শিল্প-প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনানুযায়ী আমাদানী ও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানীর জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে তাঁহাদিগকে অসুবিধাপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অপরিমিত দেশব্যাপী বিরাট যাতায়াতের তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। এ অবস্থায় এক বিষয়ের জন্য বিরাট কিছুর জন্য আশা করা অসঙ্গত হইবে। তবে আমরা এই সুযোগ দোষ করি যে, অযাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক মনোভাব অবলম্বন ভারত বাজারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে সমর্থ হয় এবং শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশ করিয়া সম্ভাবনা যথেষ্ট বিমান ব্যবসায়ে আকাশী এবং

আর্থিক চুক্তি পালনে বাধা

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব হইয়া মাত্র অল্প কয়েকটি মন্ত্রীসহ করাচীতে তাঁহার দ্বিতীয় সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-পাকিস্তান আর্থিক চুক্তির অকার্যকরণে ভারত সরকারের অনিচ্ছা সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "নয় কোটি টাকা হইতে পাকিস্তানের অংশ ৭ কোটি টাকা দিতে ভারত সরকার অস্বীকার করিয়াছেন। এমন কি রিলিফারী ট্রেজারী হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যর্পণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বন্ধ করা হইয়াছে।" ইহার পরে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, উহার রাষ্ট্রের অন্য পাওনাদির বিবেচনার ভিত্তিতে এই চুক্তি স্বীকার করা হইয়াছিল। আজ কাশ্মীরের ঢাকায়ে পাকিস্তান সরকারের প্রকৃত সহায়তা নেই ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

ভারত-পাকিস্তান আর্থিক চুক্তি অনুসারে অবিভক্ত ভারতের মোট নগদ জমা হইতে ৭৫ কোটি টাকা পাকিস্তানের প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০ কোটি টাকা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকার পাকিস্তানের ৪ ১৮ কোটি টাকা ফেরত দিতে স্বীকার করিলেও এখনো বাকী ৩৭ কোটি টাকা ভারতের হাতে রহিয়াছে। কাশ্মীরের সম্প্রতি কাশ্মীরের ঘটনাবলী যে দিকে মোড় ফিরিয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের পক্ষে এই ৩৭ কোটি টাকার দাবীটা এখনই পাওয়া উচিত কি না সে সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। কাশ্মীরের হানাদারদের সহিত পাকিস্তান যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সে সম্পর্কে সরকারীভাবেই ভারতীয় মোহাম্মদ প্রকাশ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় পাকিস্তানকে অন্য টাকার ভাগের প্রাপ্য অংশ প্রদান করিলে তাহারা তাহা কাশ্মীরের যুদ্ধকেই জোরদার করিতে সাহায্য করিবে। অতএব আমাদের কয়েকজনের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় হইবে কিস্তান তাহার প্রাপ্যের কতটা পর্যন্ত এক সঙ্গে দাবী করিতে পারে তাহা লক্ষ্য করা।

এই বিষয়ের অবস্থানকাল অনিশ্চয়তা কিছু পরিমাণে বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক ফিরিতে সহায়তা করে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যাঙ্ক হইতেই বাজার প্রদান করিতে এবং গত পক্ষ কয়েক মধ্যে এই বাজারের ঋণ পরিমাণ ১৩ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। ঋণ আবশ্যকীয় পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চিনি ও তামাকের বিনিময়ের পাইকারী ক্রয় বিক্রয়ের ফলে এই বাজারবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে। কাশ্মীরের প্রশ্ন লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে দেশের বর্তমান উন্নতি অব্যাহত থাকিবে কিনা বলা যায় না। তবে এই জন্য খুব বেশী আবেগপ্রবণ হইয়া পড়া ঠিক নয়। আমাদের বাজারে ইতিমধ্যেই ইহার প্রভাব পড়া যাইতে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় চলতি নোটের পরিমাণ ১,১১৮·১৩ কোটি টাকা হইতে ১,২১৫·৩৯ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোটের পরিমাণ ৫৮·১৩ কোটি টাকা হইতে ৫১·৯ কোটি টাকাতে এবং ইস্যুবিভাগে পরিবেষ্টিত নোটের মূল্য সমান করিয়া ১,১৭৪·৪৪ কোটি টাকাতে বাড়িয়া আসে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ৩৪৪·১১ কোটি টাকা হইতে ৩৪৪·৬৩ কোটি টাকাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অন্যান্যকৃত স্থির বিদেশী আমানতের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাকিস্তান কাশ্মীরের যুদ্ধ ও পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের এই অবস্থার জন্য দায়ী। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ ১৩·৬৭ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪·৫৫ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী আমানতের পরিমাণ ৩৯·৭৯ কোটি টাকা হইতে ৩৯·১৩ কোটি টাকায় নামিয়া আসে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত ১৮৯ কোটি টাকা হইতে ১৪০ কোটি টাকাতে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানত ৩৭৯০ লক্ষ টাকা হইতে ১৭২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করে।

• • • • •

বিচারাধীন সপ্তাহের এই হিসাবনিকাশকে পূর্ববৎসরের অনুরূপ সপ্তাহের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে বাজারে চলতি নোটের পরিমাণ ১৭।১২।৪৬ তারিখে প্রকাশিত হিসাবে ছিল ১,২১৪·৭৭ কোটি টাকা এবং ২৭।১২।৪৭ তারিখের হিসাবমতে হইল ১,২১৫·৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১ কোটি টাকারও অধিক। ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোটের পরিমাণ পূর্ববৎসরের ৩৫·১৩ কোটি টাকার অঙ্ক হইতে প্রায় ১৫ কোটি টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে পরিবর্তিত ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১১·৭১ কোটি হইতে ৩৮·৮ কোটি টাকা। ব্যবসায়িগণের ঋণ ৪১·৯৩ কোটি টাকা হইতে ১৩·২৯ কোটি টাকায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্যদিকে আমার কেন্দ্রীয় সরকারের (অন্যান্যদের হিসাবে)। জমা টাকার ১১১·৫৯ কোটি টাকাতে পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্যভাবে বৈদেশিক ঋণ পরিমাণ ৪৮·৪৯ কোটি টাকা হইতে ৩৮·১৩ কোটি টাকাতে নামিয়া আসিয়াছে। পূর্ব অনুরূপের তিনটি এই দুই প্রাদেশিক সপ্তাহকে বিচার করিলে দেখা যে বিগত বৎসরের গতি ঠিক বলে হয় না যে খুব বেশী কাছাকাছি যাওয়ায় এর সঙ্গে অবনতি দেখা দেয়। ১৯৪৬ সালে ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোটের পরিমাণ ছিল ৪৩·৯৯ কোটি টাকা চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,১১১·১১ কোটি টাকা এবং ৪১টি সপ্তাহে মুদ্রার মূল্য ছিল ১৭·১৩ কোটি টাকা। ভারতীয় রাজধানীর অধিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন অঙ্কের হিসাবে বর্তমান উন্নতির ও বৎসরান্তরি এই অবনতির জন্য দুঃখিত এবং সহজ বোধ।

আলোচ্য সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশে দেখা যায় আমানতের পরিমাণ ১৩৮·১৩ কোটি টাকা হইতে ১৩৮ কোটি টাকার বৃদ্ধি লাভ করে। অগ্রিম অঙ্ক পরিমাণ ৭৪·৩১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পা ৭৯·১৩ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। ঋণবিনিময়ের ব মাত্র ৪ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

• • • •

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে তাহে ও পাকিস্তা প্রাপ্য টাকার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা কর জন্য ভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ এই জানুয়ারী মা করাচী পৌঁছিবেন। সেখানে তাঁহারা দুই ধারণা পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সহিত কথা বলে করিয়া এই ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে পৌঁছিবেন। এই ভিন্ন প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত হইয়াছেন ভারতের যুগ্মসচিব অর্থ ভার ভেরেরো রেইসম্যান। নিম্নলিখিত বা সম্বন্ধে লইয়া এই প্রতিনিধিবর্গ গঠন করা হইয়া এ, ডব্লিউ ফ্রাস (ট্রেজারী), কি এস, পি, ওয়া অ্যাকাউন্ট্স (অবজারভেন্স বিলেক্স্ অফিস) কি বা (বোর্ড অফ ট্রেড) এবং কি পি, এস, বিল (ব অফ ইন্ডাস্ট্রি)। ট্রেজারী হইতে আসত কি

ঘ) হিসের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

সপ্তাহের	৩-মাসিক	৬-মাসিক	৯-মাসিক	বার্ষিক (১-বছর মেয়াদি ৩-মাসি সুদে)	ইহা বিক্রয়ের অনুমোদন	অনুমোদন-অনুযায়ী বিক্রয়
						মাস পাঃ
১ ৮	১.১৭	৭১	৫.০৩	১৪.৭১	১.৫০	৭ ০
১৪	১.০৩	৭৯	৭০	১১.১১	১.১৫	৭ ০
২১	১.৭১	৭৭	৭১	১১.৩৮	৯.৫৫	৭ ০
২৮	১.৫৩	৬৫	৯০	১৩.৯৩	৯.৯৫	৭ ০
১	১.১৩	১.৯৯	১.৯৫	১৪.৯৩	১৩.৯৮	৭ ০
৮	১.৯৭	১.৫৮	১.৭১	১৭.৭৩	১৬.৯৫	৭ ০
১১	১.৭১	৬৯	১.৭৩	১৩.৯৯	৯.৯৮	৭ ০
১৮	৫৫	৭৭	১.৫৩	১৬.১১	৯.৭৫	৭ ০
২	১.৩৩	...	...	১৬.১৯	৭৫	...
৯	৭৭	৭৭	...	১৩.৭১	৯.৭৫	৭ ০
১৬	১.৭১	১.৭১	১.৭১	১৩.৭৫	৯.৫০	৭ ০
২৩	১.৭১	১.৭৩	১.৭৩	১৩.৭৭	১.৯০	৬ ১৩
৩০	১.৭১	১.৭৩	১.৭৩	১৩.৭৭	১.৯৫	৬ ১১
৭	৫.৫৩	১.৭৩	১.৭১	১৩.৭৫	৭৩	৬ ১৩
১৪	৫.৭৩	১.৭৩	৯১	১৩.৭১	১.৭৫	৬ ১১
২১	৬.১৫	১.৭৩	৯১	১১.১৩	৯.৭৫	৬ ১১
২৮	৫.৯১	১.৭৩	৯১	১৩.৭১	৫.৯৫	৬ ১১
৪	৬.১৩	১.৭৩	৭৫	১৩.১৩	৫.৯০	৬ ৫
১১	৬.১৫	৫.৩৩	১.৯১	১১.৫৯	১.৯৫	৬ ১১
১৮	১.৯৫	১.৯১	১.১৫	৯১.১৯	৯.৯০	৬ ৮
২৫	১৮	১৮	৯১	১৯.৯০	৯.৯০	৭ ০
৫	৭১	৭০	৫০	১৯.৯০	১.৫৫	৭ ০
১২	১.৯৩	...	৭৩	১৬.৭৫	৯.১০	...
১৯	...	...	১.৫১	১১.৫৫	৯.৭৯	...
২৬	...	...	৯.৫০	১১.৯৫	৯.৫০	...
৩	...	...	...	১৯.৯৫	৯.১৫	...
১০	...	...	১.৩৩	১১.৫৫	৯.৯৫	...
১৭	...	...	১.৩৩	১৯.৯৫	৯.১১	...
২৪	...	...	১.৩৩	১৯.৯৫	৯.৯০	...
৩১	...	...	১.৩৩	১৯.৯৫	৯.৯৫	...
৭	৯.১১	৯.৩৩	১.৯৯	১৯.৯৫	৯.৯৫	৬ ৯
১৪	৯.৩৩	৯.৩৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ৯
২১	৯.৩১	৯.৩৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ০
২৮	৯.৯৩	৯.৩৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১০
৪	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
১১	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
১৮	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
২৫	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
১	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
৮	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
১৫	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
২২	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১
২৯	৯.৯১	৯.৯৩	১.৯৯	১১.৯৫	৯.৯৫	৬ ১১

পরিশোধ হেডারী বিল

				টাকা
১৯৪৮				
,,	৯	...	...	... ৫,০০,৯০,০০০
,,	১৬	...	...	... ৫,০০,৯০,০০০
,,	৩০	...	...	... ৫,০০,৯০,০০০
ফেব্রুয়ারী	৬	...	...	... ৫,০৯,৯০,০০০
,,	১৩	...	...	... ৫,০৯,৯০,০০০
,,	২০	...	...	... ১,১১,৯০,০০০
,,	২৭	...	...	... ৯৯,৯০,০০০
মার্চ	৫	...	...	... ৯৯,১০,০০০
,,	১২	...	...	... ১,১৫,১৯,০০০
,,	১৯	...	...	... ১,৯৯,১৯,০০০
মোট		...	...	... ১৯,১৯,৯০,০০০

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্দ্র বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৭৭	১৯-১১-৪৯	১১-১২-৯৯
দায়—			
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	৯১,১১,৯৯	৯৯,১৯,১৯	৯৫,৯১,১৯
অর্থ মোট	১১১৯,৯৯,১১	১১১৯,১১,৯৫	১১১৯,৯৯,১৯
মোট	১১১৯,৯৯,৯৯	১১১৯,৯৯,৯৫	১১৯৯,৯৯,১১
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও রূপা মোট			
(১) হাতে ...	৯৯,৯১,৯৯	৯৫,৯১,১৯	৯৫,৯১,৯৫
(২) হাজতের বাহিরে ...	...	...	...
ইন্দি পাওনা	১১৯৫,৯৯,৯৯	১১৯৫,৯৯,৯৯	১১৯৫,৯৯,৯৯
মোট (ক) ...	১১১৯,১১,৯৫	১১১৯,১১,৯৫	১১১৯,১১,৯৫
(খ) অন্যান্য মূল্য ...	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,১১	৯১,১১,৯৯
মুদ্রাবদলী, আন্তর্জাতিক 'মানের পত্র ও			
অন্যান্য বাণিজ্যপত্র	৯১,৯৫,৯৯	৯১,৯৫,৯৯	৯১,৯৫,১৯
মোট ...	১১১১,৯৯,৯৯	১১১৯,১১,৯৯	১১৯৯,৯৯,১১
ব্যাঙ্কিং বিভাগ—			
দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন ...	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল ...	১,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
আমানত—			
(ক) তফসীলি সরকার			
(১) হাজতের ...	৯৫৫,৯৯,৯৯	৯৫৯,১১,৯	৯১১,৯১,৯৯
(২) পার্শ্ববর্তীদের ...	১,৯৯,৯১	১,৯৯,১৯	
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(১) হাজতের ...	১৯,৫৯,৯৯	১৯,৯৫,১১	১১,৯৯,১৯
(২) পার্শ্ববর্তীদের ...	১,৯১,১৮	১৫,৯৯	
(গ) তফসীলি ও	১৯৯,৯৯,১১	১৯৯,৯৫,৯৯	১১,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯৯,১৯,৯১	৯৯,৯৯,১১	১১,৯৯,১৯
(ঙ) বাকী সমবায়ের	...	...	৯১,৯১
মেয়াদী	৯,১৫,১১	৯,১১,১৯	৯,১৯,৯৮
অন্যান্য দেনা	৯,১৯,১৮	৯,৯৯,১১	১৯,১১,১৯
মোট	৫৯৯,৯১,১১	৫৯৯,৯১,৯৯	৬১১,৯৯,১১
সম্পত্তি—			
মোট	৯৯,৯৫,৯৯	৯৯,১৯,১৯	৯৫,৯৯,১৯
বাহির হুণ্ডি	১৯,৯১	১৯,৯৫	৯৫,৯৯
অন্য তফসিল হুণ্ডি	৯,৯৯	৯,৯৯	৯,৯১
অন্যান্য			

বহির্ভারতে জমা	৯৯৯,১৯,৯৯	৯৯৯,১৯,৯৯	৯৯১,৯১,
সমবায়ের অধীন অন্য ব্যাঙ্কে	১১ ...	১৯,৯৯	৯,
অন্যান্য তফসিল ব্যাঙ্কে	১,৯৫	৯,১৫	৯৯,
হুণ্ডি বিনিময়ের	৯৯,১৯,৯১	৯১,৯৯,১৯	৯৫,৯১,
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,১৯,৯৫	৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,
মোট	৫৯৯,৯১,১১	৫৯১,৯১,৯৯	৬১১,৯৯,

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৪১	১৯-১১-৪১	১১-১২-৯৯
দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন	১১,১৫,৯৯	১১,১৫,৯৯	১১,১৯,
সঞ্চয়ভাণ্ডার মূলধন	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,
হুণ্ডি হারিয়ে	৯,১৯,৯৯	৯,১১,৯৯	৯,১৯,
স্থায়ী আমানতের মেয়াদান্তে ব্যাঙ্ক দেনা ও অন্যান্য হিসাব	১৯৯,১১,১৯	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯১,
বিবিধ ...	১,৯১,১১	১,৯৯,১৯	৯,৯৯,
মোট	৯৯৯,৯৯,৯৯	৯৯১,১১,১৯	১১১,৯৯,
সম্পত্তি—			
কোম্পানীর কাগজ	১১৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,১১	১৯৯,১১,
অন্যান্য অনুমোদিত বিনিয়োগ	৯,৯১,৯৯	৯,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,
ঋণ	৯৯,১১,৯৯	৯১,৯৯,৯৯	৯৯,৯১,
ব্যাঙ্ক জোড়ই	৯৯,১১,৯৯	৯১,৯৯,১১	৯৯,৯১,
বাজার-এবং হাতে হাতে	৯,৯৯,১১	৯,১৯,৯৯	৯,৯৯,
হাতে হাতে	১,১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯	১,১১,
বিবিধ—	১,৯৯,১৯	১,১১,৯৯	১,৯১,
অন্যান্য হাতে অন্য ব্যাঙ্কে জমা	১,৯৯,১৯	১,৯১,৯৯	১,৯৯,
ব্যাঙ্ক বন্ধক ও হিসাব ব্যাঙ্কের মোট	৯১,৯৯,১১	১৯,৯১,১৯	৯৯,৯৯,
মোট	৯৯৯,১৯,৯৯	৯৯১,১১,১৯	১১১,৯৯,

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১১-১২-৪১	১৯-১১-৪১	১৯-১২-৪১
মেয়াদের দেনা			
(ক) হাতে	৯৯৯,১১,৯৯	৯৯১,১৯,১১	১৯৯,৯৯,১১
(খ) পার্শ্ববর্তীদের	৯৯,১৯,৯১	১৯,১১,১৯	
বিনি) সমবায়ের দেনা			
(ক) হাতে	৯১৯,১১,৯৯	৯১১,৯৯,৯৯	১৯৯,১১,৯৯
(খ) পার্শ্ববর্তীদের	১৯,৯৯,৯১	১৯,১৯,৯৯	
মোট ধরা টাকা			
(ক) হাতে	৯৯,৯১,৯১	৯৯,১৯,৯৯	৯,৯১,১১
(খ) পার্শ্ববর্তীদের	৯,১১,৯১	৯,৯৯,৯৯	
হিসাব হাতে অন্য	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,১৯,১১	৯১,১১,১৯
বাজার			
(ক) হাতে	৯১৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,১১,৯৯	১৯৯,১১,১৯

বাজারের কথা

(পূর্বাংশ ১৪১ পৃষ্ঠায়)

কাপড়—

বাজার পেয়ারের ধরণ প্রায় স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। বেঙ্গল নেপ্থাল ১৩৮০, রিজ ৩৩৲, রিজার্ভ ১১৮৲ ও ইউনাইটেড ম্যানুফ্যাকচারিং ৭৩৲, রিজার্ভ ১১৮৲ ও ইউনাইটেড ম্যানুফ্যাকচারিং ২৩৲ টাকায় কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এই বিভাগে কাজ বিশেষ হয় নাই, তবে তুলির পূর্বে যে দর ছিল তাহার কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছে। বেঙ্গল ৩০৩৲, আসানসোলাটের ৫০৯০, বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ১২৲, মিউ বীরভূম ২৪৮০, রাণিগঞ্জ ৩২৮০ এবং সাউথ কারণপুরা ৩১৮০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চা কল—

এই বিভাগে কাজ অন্যান্য কম হইয়াছে এবং ফলাফলও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছে। আমোলাইডিয়া ৪১০৲, বরানবর ৩০২৲, চাঁদমারী ২৪৩৲, হাতড়া ২৩৮০, লৌহাপুট ৭৪২৲, উকলাড়া ৩০৯৲ ও প্রেসিডেন্সী ২৪৮০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইঞ্জিনিয়রীং বিভাগে কাজ কম হয় নাই এবং অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও দরের অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৮৮০, বেঙ্গল ২৪৮০ মুখার্জুরী ১১৮৮০, ইল কয়লো-রেশন ৩১৮০ ও টেলটাইল রেসিমারী ১০৮০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

বিবিধ বিভাগেও কাজ অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় কমিয়াছে। গুরুবারের (২রা ফাল্গুনী) দরে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গলেট ৮৮০, বেঙ্গল পটারী ৮৮০, সোমড্যালী ১২৮০, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক ২৯৮০, অ্যাসুবিলিয়ার কয়লো-রেশন ১০৮০, এঞ্জেলো ব্রাদার্স ৪১৮০, তুলি ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ২৮৮০, ডামলপ ২৫৲ ইণ্ডিয়ান স্যাফবাস এসোসিয়েশন ১৬৮০, আরডিন হেণ্ডারসন ১৩৯৲, বার্ডিন বার্ণ ২০৮০, বেঙ্গল পেপার ২০০৲ ইউনাইটেড ৪৪৮০ আসাম ৯৮০, ইণ্ডিয়া ইনসিওর ১৫৮০, ব্যাঙ্ক ১৭০, রামকৃষ্ণ ২০৮০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চা—

চা-পেয়ারের কাজ অন্যান্য কম হইয়াছে। বিজয় ৫৭৮০, ডুয়ার্স ৪০৯৲, বনবিহারী ৪৯৲ আসামলী ১৯৮০, মিউ জোরাই ২০৲ ও পানাজুরিয়া

সংবাদলিপি

(পূর্বাংশ ১৪০ পৃষ্ঠায়)

ভাষার বিরোধিতার ফের কল লাভ হয় নাই। পাকিস্তান শিল্প অধিবেশন। সম্মেলন উদ্বোধন করিতে যাইয়া পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও শিল্পপতি মিঃ গুলিস্তান বলেন যে, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ইত্যাদিসহ সরকারের পূর্ব কর্তৃত্ব থাকিবে বলিয়াও প্রায় অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে।

একথা এখন একপ্রকার নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, পাকিস্তানের অর্থনীতির মিঃ গোলাম আহমদ বিজু মিয়ের মধ্যে আলোচনার উদ্দেশ্যে যাহা করিবেন এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৬০ লক্ষ ডলার ঋণের কথা পাকাপাকি করিয়া আসিবেন। মিঃ ইস্পাহানি এবিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা সারিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে ইতিপূর্বে যে আলাপ-আলোচনার সুযোগসুবিধা স্থির হইয়াছে তাহাতে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি পাইল। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে আরও পাঁচ বছরের জন্য বাণিজ্যে বিনিময় চুক্তি বলবৎ থাকে তাহার জন্য একটা কমন এসোসিয়েশনের সভাপতি ট্রিবুনালের সংশ্লেষ এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সমান মাসিকের অধিকার, একই মুদ্রার প্রচলন, অবাধ যাতায়াত ইত্যাদি ডোমিনিয়নের মধ্যে প্রচলিত থাকে তাহার জন্য তিনি দুই সরকারকে আবেদন জানান।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্ন আইনসভার সামনে অধিবেশন হইবে। বাজেট ছাড়া আরও কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও অন্যান্য বিল সম্পর্কেও আলোচনা হইবে। এত অধিবেশনে যে প্রায় ৫০টি বিল আইনসভার পাশ হইবারছিল তাহার মধ্যে অধি কাংশ কিন্তী পর্যন্ত কোনরূপে কার্যকর এমন অবস্থাতেই পড়ে রহিয়াছে।

বীমা ও ব্যাঙ্ক সমস্যা সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি

(পূর্বাংশে ১৪৪ পৃষ্ঠায়)

(৬) বাসিক ভত্ত পেনশন পাইবেন এবং কোন পোষ্ট অফিস অথবা ট্রেজারী হইতে সপ্তাহের কোন্ বারের পেনশনের টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানাইতে হইবে।

(৭) সত্তর হইলে পেনশন অর্জনের সময় লাগিল।

(৮) এইভাবে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পেনশনের টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইবে।

(৯) মৃত্যুর স্থানী পেনশন অর্জনের পর প্রমাণের সুবিধার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের অভিভাবক পেন্সনের বিবরণ, টাকার অংকের তালিকা প্রস্তুত করা। উহা অপরপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন ইহা টাকার কাছ অন্তরও হইবে।

(১০) ইতিপূর্বে নিয়মাবলীর উভয় ডো মিনিয়নের প্রত্যেক প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ইই, বিভাগ প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসমূহ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাবাজ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সম্পত্তিসমূহ দুই ভাগে ভাগ করা হইবে (১ ধারার ও (৩) অনুচ্ছেদ।

স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তনাধীনের সম্পত্তির মূল্য নিকট হস্তান্তর দেখা করা হইলে যথাসম্ভব ইহা বিষয় সম্পত্তি ভূমি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ক প্রাদেশিক সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ প্রয়োজনে রাখিবেন। অন্যান্য সম্পত্তি ব্যবস্থা ভার পাকিস্তান দেওয়া হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা হইতে বলা হয় যে, এই ক্ষেত্রে অনুসরণ প্রাদেশিক সরকার অস্থাবর সম্পত্তি অনুসন্ধান সম্পর্কিত বিষয়ে ভার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, তবে কোন সম্পত্তি প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করা না করেন, তাহা হইলে উহা ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত তাহা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলেন মূল সরকারীদিগকে উক্ত বিষয়টি উপযুক্ত নহে। কাজেই সরকার বিষয় এই সম্পর্কে তাহার কোনো বিচার করে নাই। তবে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করিয়া সরকারের আবেদনের পর সরকারের অধিকার জানাইবেন।

সাধারণভাবে অন্য কোন ও বিষয় সম্পর্কে যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে :

(ক) অন্যান্য আটক রাখা হইল বলিয়া যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং (খ) সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রত্যেকেই উভয় ডোমিনিয়নের প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আর প্রয়োজনে প্রয়োগ করিবেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয় সরকার তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুত করিয়া পরস্পরের নিকট প্রেরণ করিবেন।

উপর উক্ত হইতে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কের ইত্যাদি প্রত্যর্পণ করা হইবে।

ব্যাঙ্কারদের যে সকল বিষয়ে উভয় দেশ একমত হয়, সেই সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ সেক্রেটারী বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের চীফ সেক্রেটারী বারবার যাতায়াত করিবেন হইবে। তিনি উহা করাচি অর্থমন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তাহা হইবে কিনা সেই সম্পর্কে তিনি দিবেন। ইহার ভিত্তিতেই চাকা দেওয়া সুবিধাজনক বিবেচিত হয় যে, উক্ত বৈঠক সবে বলিয়া প্রতিনিধি হইলে অন্যান্য প্রত্যেক

বিষয়

প্রসারণের পথে বীমা ব্যবসায়

রাজনৈতিক ঘরোয়ানা অর্থনৈতিক সৃষ্টিছাড়া হওয়া করিবে—ইহাই ছিল ভারতীয় জনগণের বিশ্বাস। আজ রাজনৈতিক ঘরোয়ানা হওয়ার পরেও দেখা আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। বরং দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ও শিল্প ও অন্যান্য ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তন সাধনের পথে যে সাম্প্রদায়িক ও সাংঘাতিক হইয়াছে তাহাতে প্রায় বৎসরকাল উহা কারবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হ। এই সঙ্গেই আবার যুদ্ধ বাধায় চলিয়াছে বিক্ষোভ। এই সকল ঘটনাবলীর বিশিষ্ট বিষয় হই বৎসরকাল সর্বপ্রকারের ব্যবসায়ে প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। জাতীয় সরকারের দ্বিতীয় বাজেট প্রকাশে খুব চোখে মোটের নূতন নীতির ফলে অন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মচিৎ কম্পনপরেও সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের বিচারে তাহা সকল। এই অচলাবস্থার মধ্যেও বীমা প্রতিষ্ঠান তাহাদের ব্যবসায়ে সম্প্রতি ও প্রসার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়। যুদ্ধকালে অর্থিক মূল্যবান সম্পদের অন্যতম যে কোনই নাই, বরং সকল দেশের সাধারণে তাহাকে অন্তর দেয়ার উদ্দেশ্য সম্পদকে প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিবার চাহিয়াছেন। বিশ-উন্নতিত বীমা প্রতিষ্ঠান সেবাবলী হইতেই বীমা জগতের এই সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

* * * *

৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সমস্ত চলতি অবস্থা ও কারবার আজ জেনারেল বীমা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ত আছে। আলোচ্য বর্ষে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি তীব্র আকার ধারণ করা সত্ত্বেও বীমার বাড় বাড়িয়াছে প্রায় আয়ের পরিমাণ ৭·৭ লক্ষ টাকা ২৩৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি লাভ করে। আলোচ্য বর্ষ এই উন্নতি দাবা ছিল হইলেই বিশেষ হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালে এই বাবদ ছিল সত্তরকরা ৩৫, টাকা, ১৯৪১ সালে ছিল সত্তরকরা ২৮·৫ টাকা, ১৯৪২ সালে ছিল ৪১·৫ টাকা এবং ১৯৪৩ সালে ছিল ৪৫, টাকা। এই বৎসর আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের সত্তরের পরিমাণ ৮·৭২ লক্ষ টাকা হইতে ১৪·৪২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিলাভ করে। অতিরিক্তপূর্ণ অর্থের আমদানি বিভিন্ন বিভাগে বর্দ্ধিত সত্তর পড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহার বিশেষ লইলে দেখা যায় অগ্নিদাহ ও দুর্ঘটনার খাতে বৃদ্ধির হার হইল সত্তরকরা ৭৫ ভাগ, ব্যক্তিকের ক্ষতিপূরণের খাতে সত্তরকরা ২৫ ভাগ এবং জলযান খাতে সত্তরকরা ১১৫ ভাগ। বর্তমানে সম্পত্তির মোট মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরের জন্য আলোচ্য প্রতিষ্ঠান তাহাদের সংশ্লিষ্টকে বর্ধিত লভ্যাংশের সম্পত্তির করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে এবং অংশের পূর্ণ আশ্বিকার যোগসাজে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

* * * * *

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সমস্ত পরবর্তীকালের হিসাবের বিচার করিলে এশিয়ার অন্য ইন্ডিয়া জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সন্তোষজনকই হইয়াছে বলিতে হয়। অন্য ব্যবসায়ে এবং বর্ধনশীলতায় কোম্পানী তাহার ইতিপূর্ব সমর্পণিকারে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অংশীদারদের সভায় অধিবেশনে পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি মন্তব্য করেন যে, বিচারাধীন পরবর্তীকালের মূলন ব্যবসায় সত্তরকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইলেও নূতন ব্যবসায় সম্পর্কে সন্তোষ উৎসাহ প্রকাশ করা হয় নাই। টাকা হইতে আলোচ্য সময়কালে মোট ৪ কোটি টাকা আয় হয়। সত্তরকরা হিসাবে এই বৃদ্ধির হার ৩৫, টাকা। ব্যয়ের খাতে অবশ্য তেমন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না: সত্তরকরা মাত্র ৫, টাকা বাড়িয়া এই খাতের আয় দাঁড়ায় ১·১৫ কোটি টাকা। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য কোম্পানী কার্যালয়ের মূল্যাবনতি।

আলোচ্য সময়কালে সাধারণভাবে যে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ঘটে এবং মূল্যবিনিয়োগ ও সম্পত্তির মূল্য যে বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে।

অবশ্য সুখ হইতে আয় সত্তরকরা ৩০ হইতে কমাইয়া ২৫ করিয়া আয়ের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া ধরা, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে বোনাস ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কৃতিত্বের বিষয়। বীমাকারী-দিগকে প্রদত্ত বোনাসের পরিমাণ ২৮৭০ লক্ষ টাকা, তাহার জন্য বাবদকীদের সুদে বীমাকারীদের জন্য ধরা হইয়াছে প্রতিবর্ষে ৫ লক্ষ টাকায় ৩০ হিসাবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জীবনবীমাকারীদের জন্য ধরা হইয়াছে প্রতিবর্ষে হাজারকরা ৫, হিসাবে।

নিত্যমাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্মাধ্যক্ষ, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সংবাদ

(পূর্বাংশ ১৪৩ পৃষ্ঠায়)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোক্ষিয়েটের ব্যয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোক্ষিয়েট ইউনিয়নের ২৫৩০০ জনের প্রাণ হইয়াছে; বিশ্বযুদ্ধের মূলন ব্যয় অনুসারে উহার পরিমাণ ১৮০০ কোটির কিছু বেশী। মহা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্র পরিকল্পনা বিভাগের চেয়ারম্যান মঃ ভিকোলাই ভোজোভস্কি এই বিষয় [illegible]

"চোর, অগ্নি, সামুদ্রিক"
দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন - কলি: ১৪১

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
চৌর্য সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরে
কোং লিমিটে
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ২১এ পৌষ, ১৩৫৪ ; ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ [৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নগদ জমার বিরোধ	১৯১
ঋণ বিনিময়, না ঋণ পরিশোধ ? ...	১৯৩
প্রাসঙ্গিক	১৯৫
রাজস্ববন্টনের পরে	১৯৮
পাকিস্তানী ব্যাঙ্কের হেডঅফিস	১৯৯
বিবিধ	১৯৯
সাপ্তাহিকী	১৯৯
সংবাদ	১৯৯
শেয়ারের দর	১৯৯
শেয়ারের বাজার	১৯৯
অর্থাগম	১৯৯
মৌখিক	১৯৯

নগদ জমার বিরোধ

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি পাওনা টাকা লইয়া যে বিরোধ সুরু হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। পাকিস্তানের সহিত অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনকালে নেহরু সরকার নিঃসন্দেহে উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাশ্মীরে হানাদারদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়া পাকিস্তান সরকার প্রকাশ্যে ভারতবিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে বিদেশ হইতে পাকিস্তান বিমান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে এবং বৈদেশিক দূতেরা এ বিষয়ে কাজ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে পাকিস্তানকে বেশী টাকা দিলে তাহা ভারতীয় ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতেই ব্যয়িত হইবে। এই অবস্থায় ভারত সরকার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরপত্তা পরিষদ কর্তৃক কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন।

ভারত সরকার এই নীতি গ্রহণ করিবার ফলে, পাকিস্তানকে যে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। গত ডিসেম্বরের শেষাংশে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ জমা ১৮৪ কোটি টাকায় নামিয়া আসে। প্রাদেশিক সরকার সমূহের জমা ১৫ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়ায়। অতিরিক্ত টাকা না পাইলে পাকিস্তানের ব্যবসায়-বাণিজ্য শীঘ্রই প্রায় অচল হইবার উপক্রম হইবে। পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক আরোপ করিয়াও পূর্ব্ব পাকিস্তান রাজস্বের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর করের বোঝা চরমে পৌঁছিয়াছে। অথচ ফল হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিকট হইতে সম্পদ আদায় করিয়া পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার সমূহ অতিরিক্ত-বিহীন রাজস্ব সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব পড়িবে।

ভারত সরকার প্রথম হইতে নিজ অবস্থানে অবিচল, কিন্তু ইতিমধ্যে কাশ্মীর ও পূর্ব্ব পাকিস্তান বিষয়ক বাজার ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ভারত পাকিস্তান বিষয়ক ব্যয় বোর্ডের এক সভায় এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। তবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের অর্থসচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে স্বভাবতই মনে হয় যে, বিষয়টি উভয় সরকারের সম্মতি। কিন্তু যাহাতে তাহা মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তাহার পরদিনই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব কার্য্য চালাইতে বিভা প্রতিনিধি কাশ্মীর প্রতি উদারতার পরিচয় আসিতেছেন। পাকিস্তান যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে চেষ্টা করে, তবে ভারত সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকিস্তানে সমস্ত শাখা বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ দিতে তেমন কিছু অসুবিধা হয় না। আইনত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। উহা ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত। উহার গায়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ভারত সরকার পরামর্শদাতা উহার নীতি নির্দ্ধারিত হইবে। মিঃ গোলাম মহম্মদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান বিবাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে তিনি ভারত সরকারকে অথবা অধিকতর সংস্থার মধ্যে ফেলিবেন এবং

টার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর যে ঋণভার আছে, তাহা প্রত্যাপ করিতে
রকারকে বাধ্য করিবেন।

কস্থান সরকারের বিশেষ সিকিউরিটির পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
সেই ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিতে পারে না, ইহা বিশেষভাবে
প্রয়োজন। পাকিস্থান আর্থিক ব্যবস্থায় (Pakistan Monetary
) ও ১৯৪৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদেশে (Reserve Bank,
1947) লিখিত আছে যে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে
সিকিউরিটির পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংরেজী ও
'গভর্নমেন্ট অফ্ পাকিস্থান' চিহ্নিত নোট প্রকাশ করিতে
। কিন্তু যেহেতু পাকিস্থান বর্তমানে তাহার সরকারের বিশেষ
টির পরিবর্তে ভারতীয় মুদ্রা দাবী করিতেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
তাহা প্রদান করিতে অক্ষম।

অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থানকে শুধু অনেয়োপায় কর্তব্যবোধে
করিতে পারেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ আয়-ব্যয়ের হিসাব
না যায় যে গত ১৯শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই
পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ জমা ১৭ কোটি টাকা
১৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য সরকারী হিসাব
টি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৭৬ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।
হেরাণ' কার্জের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা হইতে ৫৭ কোটি
ই পাইয়াছে, সুতরাং এই খাতে পাকিস্থানকে অর্থ সাহায্য
হে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

রেলের অর্থ এবং পরমাণু সচিব মইন বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি
ন যে পাকিস্থান-ডোমিনিয়ন সিকিউরিটির পরিবর্তে নিজাম
১০ কোটি টাকা মূল্যের ভারত-গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি পাকিস্থান
নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন। পাকিস্থানে সিকিউরিটি
উদ্দেশ্য ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বৈরিতা-
বলিয়া জনাব সাহেব অবশ্য উল্লেখ করেন। তিনি বলেন
যখন গভর্নমেন্ট নভেম্বরের প্রথম দিকে এই প্রস্তাব বিবেচনা
করিয়াছিলেন, তখন তিনি দিল্লীতে উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহলে
করিয়াছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক
ন বিরাজমান এবং নগদ তহবিল হইতে পাকিস্থানকে বিপুল
অর্থ প্রদান সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্ট উদারতা প্রদর্শন
ন। ইহাতে স্বভাবতই নিজাম গভর্নমেন্ট উক্ত সিকিউরিটি
করিয়াছেন।

বাবের অর্থসচিব তাঁহার সরকারের নীতি সম্পর্কে যে পক্ষপাত-
ী করিয়াছেন, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে তাহা
হে মোটেই খাপ খায় না। সম্প্রতি নিজাম গভর্নমেন্ট
ভারতীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে কাবেলী অর্ডিন্যান্স জারী
, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া
ক সাহায্য করা। তাহা ছাড়া ভারত ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে
চুক্তি পালনে নিজামের আগ্রহ যে ক্রত হ্রাস পাইতেছে,
'বলয় হইতেছে, সে সম্পর্কে হায়দ্রাবাদের অর্থসচিব যে যুক্তি প্রদর্শন
ক'রয়াছেন তাহা একেবারেই হাস্যকর।

ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত নিজাম পাকিস্থানকে আইনত
কপক্ষে সমর্থ কিনা, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়।
এক রাজ্য কর্তৃক অপর রাজ্যের কপক্ষে নিঃসন্দেহে বৈদেশিক সম্পর্কের
আওতায় পড়ে। বর্তমান অবস্থায় হায়দ্রাবাদের পক্ষে একমাত্র পথ
ছিল, তখ সম্পর্কে যে অবেদন করা হইয়াছে তাহা ভারতের
বৈদেশিক দপ্তরের গোচরীভূত করা। কিন্তু হায়দ্রাবাদ সে পন্থা অবলম্বন
না করিয়া যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত
বিপজ্জনক। ভারত সরকারের অজ্ঞাতসারে পাকিস্থানের ন্যায় একটি
স্বাধীন দেশকে ঋণদানে সম্মতি জানাইয়া নিজাম সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাসঘাতকতার
চুক্তি লঙ্ঘন করিলেন। ইহার সম্বন্ধে পরিশেষে হায়দ্রাবাদ
সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে ভারত
সরকারকে হায়দ্রাবাদের সহিত সমস্ত সোদরেন বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করিতে হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। সমস্ত হায়দ্রাবাদবাসী
যে আজাদ' বন্ধ আন্দোলন সুরু হইয়াছে, নিজামের এই উগ্র সাম্প্রদায়িক
নীতির ফলে তাহা অচিরেই তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে।
সেই উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখে নিজামের সিংহাসন কতদিন অটল রাখা সম্ভব
হইবে তাহা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নহে।

নিজামের নিকট হইতে ঋণ পাইলেও যে পাকিস্থানের
আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহাও মনে রাখা বিশেষ দরকার।
ভারতীয় মুদ্রা না পাওয়ায় পাকিস্থানকে বর্তমানে যে অসুবিধা ভোগ
করিতে হইতেছে, নিজামের নিকট হইতে ঋণ পাইলেও তাহা লাঘব
হইবে বলিয়া মনে হয় না। হায়দ্রাবাদের নিকট হইতে হস্তান্তরিত
সিকিউরিটির পরিবর্তে বিদেশী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা অবশ্য
পাকিস্থানের পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না এবং এই সিকিউরিটি
ভারতীয় বাজারে বিক্রয় না করিলেও চলিবে। তবে কোম্পানীর
কাগজের বাজারে অসুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য পাকিস্থান সরকার
অধিক পরিমাণে এই সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে পারেন। গত সপ্তাহের
বসাপাতে ১৯৬৬ সালের তিন টাকা সুদের কাগজের মূল্য সহসা ১০০
টাকা ৮ আনায় আসিয়া দাঁড়ায়। অধিক পরিমাণ সিকিউরিটি বিক্রয়ের
ফলে এই অবস্থা ঘটে এবং বিক্রয় বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বাজারের
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। অনেকেরই ধারণা যে, পাকিস্থান
সরকারের কার্যাই উহার জন্য মূলত দায়ী।

যাহা হউক, ভারত পাকিস্থান বিরোধ ভবিষ্যতে কোন্ রূপ ধারণ করিবে
অর্থনীতিবিদগণই তাহা প্রকাশ পাইবে। তবে এই সম্পর্কে ভারত
সরকারের বাধী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে
জানিতে পারা গিয়াছে যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধান মন্ত্রী
সর্দার বল্লভভাই প্যটেল ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বসুধব চেট্টি বিমানযোগে দিল্লি
জানইয়াছেন, কাশ্মীরে সংঘর্ষ চলিতে থাকিলে ভারত-পাকিস্থান
অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। বাঁধাদের প্রধান
দায়িত্ব এখন পাকিস্থানের উপর। পাকিস্থান যদি তাহার আক্রমণাত্মক
নীতি পরিহার করে, তাহা হইলেই অবিলম্বে সকল বিরোধের অবসান

খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ, না খাদ্য পরিকল্পনা?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পর পর কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ নীতির সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। দেশের এই ভয়াবহ সঙ্কটকালে জাতীয় স্বার্থেরদিকে চাহিয়া সরকারের এই বিপজ্জনক নীতির তীব্র বিরোধিতা করা একান্ত কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। আমাদের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কটু বোধ হইতে পারে; তথাপি বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে করিয়া আমরা নীরব থাকিতে পারি না।

ভারতবর্ষের উপর আজ নানাদিক হইতে সঙ্কটের ছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরকে উপলক্ষ করিয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় কে বলিতে পারে? অদূর ভবিষ্যতে যদি ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ নীরব দর্শকের ভূমিকায় যে দাঁড়াইয়া থাকিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আজ চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি এই বিরাট জাতির ভবিষ্যৎ লইয়া যেভাবে রাজনৈতিক জুয়া খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি হইবে না কে বলিতে পারে। শত্রুর সমস্ত আঘাতকে প্রতিহত করিবার জন্য জাতির সমস্ত শক্তিকে সংহত করা এখন হইতেই প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয় সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ নীতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক প্রচণ্ড অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে। গত সপ্তাহেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে সরকারী নীতির অনিবার্য পরিণতি হইতেছে জীবন ধারণের ব্যয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। শিল্প সম্বেলনে ত্রিপক্ষিক সহযোগিতার যে ভিত্তি রচিত হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। এমনিতেই তো শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। যদিও গত এই জানুয়ারী বাংলার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজ কংগ্রেসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে তথাপি সম্প্রতি বোম্বাই নগরীতে সরকারের বাধা বিঘ্নের অসম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক বেতারে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে, তাহাতে অন্তত পক্ষে এইটুকু প্রমাণিত হয় যে শ্রমিক জনসাধারণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবার সময় এখনও আসে নাই। মাদ্রাজেও রেজিয়ার মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে জনমত ব্যাপক আকার ধারণ করিতে যাইতেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের জন্য বিহার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেশব্যাপী একজন্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সরকার পক্ষের এখনও অনেককিছু করণীয় আছে। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট যদি এমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে যাহার ফলে সরকারবিরোধী মনোভাব প্রচারের সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে সর্বাই দুঃখিত হইবার কারণ আছে।

অথচ সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে কী সে বিষয়ে এখন আর কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। পশ্চিমবাংলার কথাই ধরা যাউক। আসানসোল ও বরাকরে নিয়ন্ত্রণ অপসারণের সঙ্গেসঙ্গেই চাউলের দর দ্বিগুণ করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। আসানসোলে চাউলের দর ৪০৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে। বরাকরে দর বর্তমানে ১৯৲ হইতে ২৪৲। দুর্গাপুরে চাউলের দর ১৮৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৲ টাকা উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত সরকার সম্প্রতি কোন ভুল গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা সরকারের বহুবিধ অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। প্রকাশ্যে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে, মাননীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ অপসারণের যে অসাধারণ দিগ্‌প্রভার পরিচয় দিয়াছেন। মাদ্রাজের বর্তমান খাদ্য সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব হইতেই নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারা যায়। বৎসরের এই সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে আমদানী প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু অনুমান করা যাইতেছে যে উৎপাদন ৫ ১৬ ভাগ হ্রাস পাইবে। তিনেভেলি, রামনাদ ও মাদুরা জেলায় অনাবৃষ্টির সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও মাদ্রাজ বিনিয়ন্ত্রণে বিন্দুমাত্র দ্বৈধিতা প্রদর্শন করিতেছেন না। বিশিষ্ট ৫ জেলার প্রায়কলে নিয়ন্ত্রণ অপসারণ শুরু হইয়া গিয়াছে।

ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণের সময় কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছিলেন যে পরিবর্তিত খাদ্যনীতি যদি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে সরকার পুনরায় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে একবার বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিলে নিয়ন্ত্রণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা খুব সহজ হইবে না। বাজারে খাদ্যশস্য সঙ্গে সঙ্গে যদি সরকার সংগ্রহে তৎপর না হন, তাহা হইলে পরে সংগ্রহে অধিক বেগ পাইতে হইবে।

এই অবস্থায় সরকারের কর্তব্য মাত্র তাড়াতাড়ি একটি খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

কার ধান পরিবহনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভারতবর্ষকে। ব্যাপারে শুধু ব্যবসায়ী করা নয়, প্রত্যেকটি ভারতীয় রাষ্ট্রের আন্তরিক মত কার্যসিদ্ধির ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে সেজন্য করা। ভারতবর্ষকে বর্তমানে বিদেশ হইতে বৎসরে ৫২ ধান আমদানি করিতে হইতেছে, এবং সেজন্য ব্যয় হইতেছে কোটি টাকা।

কয়েক বৎসর সময় পৃথিবীতেই খাদ্যের অভাব অনুভূত হইবার ভারত বিদেশের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভরশীল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এখনও মনে রাখিতে হইবে যে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ খাদ্যের জন্য ভারতবর্ষের নিকট স্বাভাবিক বলা অনেক করিতেছে তাহা কোন ক্রমেই সমর্থন

ভারতের সাধারণ বৈদেশিক বাণিজ্যের দৃষ্টি এই কারণে হয়, তবে শিল্প-উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কি?

র কৃষির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে উৎপাদনের। যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন যে সফলতা হইয়াছে বলা চলে। সরকারের চেষ্টায় খাদ্য-শস্যের বৃদ্ধি হইয়া ঘটিয়াছে, তাহার কারণ হইল যে, যে-সকল জমিতে অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হইত সেই সকল জমিতেও চাষ করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৭৭ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে গম, যব, ওটস, বজরা পন্ন হয়। ১৯৪৪-৪৬ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জমিতে তৈলবীজ তাহার পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ৭০ লক্ষ একর হইতে হ্রাস ৪৪-৪৬ সালে ৪১ লক্ষ একরে আসিয়া দাঁড়ায়। সরকারী হইতেও জানিতে পারা যায় যে, একর প্রতি গম উৎপাদনের যে ও চাল আমনের ক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে হ্রাস।

উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজিত জমিদারের হাত হইতে জমি লইয়া ভূমিহীন কৃষক-বিতরণ করা। জমিতে কৃষকদের নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে তাহারা যে জমির উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখাইবে না বিক। জমিতে কৃষকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া গ্রাস হইতে কৃষককে রক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকতর শুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশে কৃষি ব্যবস্থাকে সংগঠিত করিতে হইলে সমবায় ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই করিতে হইবে। উহার সাহায্যেই কৃষককে অল্প সুদে ঋণদান করিয়া, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া ও বাজার সাহায্য করিয়া কৃষককে আর্থ প্রতিষ্ঠা করা চলে। খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জমি একত্র করিয়া চাষের ব্যবস্থাও সমবায়ের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এইভাবে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিয়া কৃষিকে পুনর্গঠিত করা চলে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে বিস্তীর্ণ অকর্ষিত পতিত রহিয়াছে, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতির জন্য তাহা ব্যবহার করিলে অনেক অনাবাদী জমি আবাদীর পর্যায়ে ফেলা যায়।

ভারত সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত দেশের জন্য একটি খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের কালের জন্য নিছক ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব চালু রাখা যায় তাহার জন্য যত্নবান হইতে হইবে। মনে, যে দুর্ভাগ্যের মেঘ চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।

সকল সময়ে
ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ
সঞ্চয়ের জন্য
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
৫৬ শাখা
১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা ১

প্রাসঙ্গিক

স্বাধীন ব্রহ্ম

গত ৩৪ বছরাধী দীর্ঘ ৬১ বৎসরের পরাধীনতার পর ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। ব্রহ্মদেশের এই স্বাধীনতার অর্জনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কৈ কোন সময়েও সম্মেলনকে বৃটিশ কমনওয়েল্থ-এর অন্তর্ভুক্ত রাখা সম্ভব হয় নাই। গত যুদ্ধের পর বৃটেন ইরাক, ট্রান্সজর্ডান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশের স্বাধীনতাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল দেশকে কমনওয়েল্থ-এর ভিতরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা ব্যবস্থা চলিতেছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের বেলায় প্রথম হইতেই এই বন্ধন বর্জন করা হইয়াছে। গত ১৭ই অক্টোবর ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তিতে ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মের জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কিন্তু তথাপি ব্রহ্মের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ব্রহ্মের জাতীয় অর্থনীতিতে বৃটিশ ধনিকদের একচেটিয়া প্রভাব মূলত চূর্ণ করিয়া অন্তর্ধান করিতে বিশ্ব হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কাজ এই ভারসাম্য। যতদিন পর্যন্ত বিদেশী মূলধনের ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মদেশকে মুক্ত করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের পক্ষে স্বাধীনভাবে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার আশা করা বৃথা। এইপ্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে বৃটিশ মূলধনের স্বার্থিকটা বিশাল ক্ষেত্রে প্রয়োজন। গত যুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্মদেশে ৯০ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন বিনিযুক্ত ছিল। তাহার মধ্যে ৯০ ভাগই ছিল বৃটিশ মূলধন। কয়েকটি বড় বড় বৃটিশ কোম্পানী সমগ্র ব্রহ্মের অর্থনৈতিক জীবনে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। পেট্রোল শিল্পের উপরই প্রধান নির্ভরতা। তিনটি বৃটিশ কোম্পানী ব্রহ্মদেশের সমস্ত পেট্রোল খনি কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বল্লাইম্ খনি পৃথিবীর একটি উৎকৃষ্ট তেল ও সীসার খনি। "বর্মা কর্পোরেশন" নামে একটি বৃটিশ কোম্পানী এই খনির মালিক। অথচ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাংষ্টেন ও উলফরাম ধাতু পাওয়া যায়। উহাই বন্দুকের ইস্পাত নির্মাণের পক্ষে এই ধাতু অত্যাবশ্যক। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ কোম্পানীগুলি ব্রহ্ম হইতে ২১৪ কোটি টাকার খনিজদ্রব্য রপ্তানী করে। ব্রহ্মের বিখ্যাত রত্নখনিগুলির পাঁচটি বৃটিশ কোম্পানীর অধীন। ব্রহ্মের নূতন বৃটেনের সাম্রাজ্যিক চুক্তিতে এই আশঙ্কা-জনক সমস্যার সমাধান এখনও অনুপস্থিত রহিয়াছে বলিতে হইবে।

বৃটিশ অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারের আরও যে বাধিক মূলধনাগুলির মধ্যে তাহা ভেবেলার বাধিজ্য-চুক্তি হইতেই ধরা পড়ে। তাহা ছাড়া গত কয়েক বৎসরের ব্রহ্ম-মূলধনাগুলির আমদানি ও রপ্তানির হিসাবের প্রতি [illegible]

বৃটিশদিগের হাইবার জন্য কি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বার্ষিক রপ্তানী ৬ হইতে ৮৩,০০০ টনের কুলোর তলা অবধারিত করিত, স্থানে করিত ৭৯১,০০০ টনের কুলোর সামগ্রী। ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে এই সংখ্যা বৎসরে ৯০,০০০ ও ২,১০৩,০০০-তে যাইয়া দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় বুঝা যুক্তি সঙ্গত যে ব্রহ্মের অর্থনীতিকে প্রথমেই জাতীয় স্বার্থে পরিচালনা করিতে হইবে, এবং ইহাকে অতিক্রম করিতে হইবে

সমাজতন্ত্রের পথ

এক শ্রেণীর উপরে অন্য কয় শ্রেণীর দ্বারা যে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস তাহা প্রমাণ করে সর্বত্রই এমন শক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে যাহারা সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করে। অথচ আশ্চর্যের আজ সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্বন্ধে আমরা কতখানি সচেতন হই তাহা আজ কোন জোরালো ভাষায় বিচার। চলতি রেলওয়েদের কথা যদি বিশেষ এই আজ সম্বন্ধে সাধারণতঃ ভাবোক্তি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কার্যকরী ক্ষেত্রিয়ার ভিত্তিক পথ প্রবাসক সমাজ অনুসারে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তনের প্রাথমিকভাবে শ্রমিকের একেবারেই প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব অবশ্যকরণীয় নয় প্রয়োজনও বটে। অতএব এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলি যে কখনও অনুশীলনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাহা হইল শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে। এইগুলির ভিত্তিতে বাস্তিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অধিকার অধিকারন। পক্ষান্তরে অপর ধরণগুলির শ্রেণী সংগ্রামে কোনই বিশ্বাস নাই। ধনতন্ত্রের ধারাবাহিক লক্ষ্যসাধনের পথেই ইহারা সমাজতন্ত্রকে দেখিতে অভ্যস্ত। সুতরাং সমাজতন্ত্রকে তাঁহারা যখন করেন অবশ্যম্ভাবের রূপে বিশ্বাসে আর সেজন্যেই শান্তিপূর্ণ পথেই চাহেন এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে। বলশেভিক বিপ্লবের ধরণের পরে বলিয়াছে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা প্রবলের বলপ্রয়োগের ফলে প্রধান, আর ক্রমিক প্রসারের পথে যাঁরা অবশ্য রাষ্ট্রসাধনে বিশ্বাসের যে সমাজবাদী ধরণের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহা হইতে বিতীয় ধরণের বাস্তবায়ন প্রথম বিশ্বাসে।

ভারতের ক্ষেত্রে একই সমস্যার অনুবর্তী এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধরণকে বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, অথবা বিশ্বের ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথমোক্ত ধরণের অনুবর্তী এবং জাতীয় কংগ্রেস, তথা ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিতীয় ধরণের বিশ্বাসী। ভারতীয় সোস্যালিষ্টদের হইতে দুই করিয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী কমিউনিষ্ট প্রভৃতি নানা দল [illegible] সাম্রাজ্যিক কোন যাইতেছে। বিশেষ এই আজ সম্প্রতিক সংগঠন বৃদ্ধিতে আমাদের জাতীয় সোস্যালিষ্টদের বিশ্ব সকল সাধনাই এক যোগদান করে এবং কেবলমাত্র কংগ্রেস এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই যোগ বিশ্লেষিত করা হয়। দুই বৎসর পূর্বে প্রবল বিরোধের কংগ্রেসের নিজস্ব কমিউনিষ্ট সরকারের সঙ্গে এই প্রথম ছুতার পক্ষে সহযোগিতা এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের আদর্শ ও হইল।

অবশ্যে কংগ্রেসের প্রধান নীতি ও কার্যক্রমে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। সংগঠনের যে বিশেষ বিধানের ফলে এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের আর্থিক যোগ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিবার যে, কংগ্রেসের শ্রমিক নীতিকে [illegible] ধনিকদের সঙ্গে শ্রমিকের বিরোধের ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস সংগঠনের [illegible] ধনিকদের সঙ্গে শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসার জন্য

অন্তর্ভুক্ত সম্মিলিত প্রতিনিধিদের পক্ষে পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিনতর।

তাঁর মতে খাদ্যের বিতরণে জনসংখ্যার সঙ্গে তারতম্যের ব্যাপারে যে, সি, সি, সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য ইউরোপীয় যোগাযোগ ট্রিবুনালের অন্য প্রায় অনুরূপ এক দল হবে। তাঁর মতের মতে লোকসংখ্যা একটা বাস্তবাদী ব্যাপার। কারণ, "বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, জমি ও খাদ্য শস্যের জন্য বিভিন্ন রকমের মানদণ্ডেরই প্রয়োজন। বিভাগের নূতন ব্যবস্থা করিয়া মূলধন লাভ হইতে খাদ্য আমদানীও হইলে এবং বর্তমানে সামাজিক অর্থনৈতিক যে উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলে বিশ্ব সরবরাহের যোগানের দ্বারা পাইবে।" ইহার উত্তরে তিনি এই অভিমতকে কেবল অনুমানই বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক কোন উপায়েই খাদ্য ও বিতরণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসিতেছে না।

কমিটির অন্যান্য সদস্য কিন্তু এত এবং অন্য কোনরূপে কমিশনের কার্য করিতে এত এবং করি। কিন্তু আমাদের দেশে যে সরবরাহের পরিমাণ এত এবং অতএব তুলনায় অধিক পরিমাণ বলিয়া উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য বিদেশ কোন দল হইতে আসা তাহার মনে ভারতের জমি বিভিন্ন মূল পরিবর্তন করিয়া সরবরাহ প্রসার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি এবং করিতে পারেন না বৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব।

কিন্তু সম্পর্কে তুলনা অধিকতর যে খাদ্যশস্যের বিতরণটি সম্পর্কে পরিবর্তে হয়। তাঁর মতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে খাদ্যশস্যের বন্টনের ক্রমে জনসংখ্যা যে অধিকতর হইবে সিদ্ধ। এইপ্রসঙ্গে ভারতের কৃতপূর্ব বিদায় উল্লেখযোগ্য। দেশবিভাগের পরের বৎসরে তিনি ভারতের জনসংখ্যা ৩০ কোটি বিশ্লেষণ। কৃষির উপরে জনসংখ্যা চাপ ন আমরা বিশ্বের এবং জাতীয় ঐতিহ্যে অকালমৃত্যু বন্ধ অন্ন বিবিধ ভাবে ন পাইবেই। এই কারণেই আমরা বক্তিগতকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। জনসংখ্যার প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি ||:

ব্রী					পরিকল্পনা বৃদ্ধি	
ত্যাদি...	...	...	...	...	২১	কাম
ছ...	...	...	...	...	১৭	... ...
...	...	...	...	...	১৪	... ...
...	...	...	...	...	৬০	... ...
...	...	...	...	...	১১৬	... ...

উৎপাদনের এই বাস্তব বৃদ্ধির সঙ্গে যদি খাদ্য সংগ্রহ ও পরিবেষণের জন্য একটি বিশ্ব খাদ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে বর্তমানে বিদ্যমান এই দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিবে যে ভয়াবহ চক্রান্তে রহিয়াছে তাহা বিদূরিত হইয়া বিশ্বখাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের পূর্ব সীমান্ত

পাকিস্তানের জন্মের সাথে সাথেই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সঙ্কটের জের চলিয়া আসিতেছে। পাঞ্জাবের ভাগাই প্রথম আন্তঃপ্রদেশ কমিয়া, সেখোয়াড়, বিকানীর, আজমীঢ় ও কাথিয়াড়ে সাম্প্রদায়িকতার এক ভাওবলীলার সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বোপরি কাশ্মীরের ব্যাপারের উৎপাত এখন প্রায় ভারত-পাকিস্তান সংগ্রামে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তে অপেক্ষাকৃত শান্তির ভাব বিরাজ করিলেও পূর্ব পাকিস্তানের কার্যকলাপের ফলে সেখানেই সন্তোষজনক হইতেছে না। দুর্ভাগ্যক্রমে জেলার অন্তর্গত চরবেরুবাড়ীর এবং দুরন্ত জেলার রাধাকান্তপুরের ব্যাপারে পাকিস্তানের কোনরূপ সরকারী ও বেসরকারী উক্ত ঘটনাস্থলের ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে উহার হইবার কারণ আছে। এইপ্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কিছুদিন পূর্বে যে চরবেরুবাড়ী প্রশ্নটি করা হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপুরের ১৫ অঞ্চল লইয়া যে সমস্যা দেখা দেয় চরবেরুবাড়ীর পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণের ফলেই তাহা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এই বিরোধের দৃঢ়তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পশ্চিমবাংলার সরকার আলোচ্য অঞ্চল হইতে সশস্ত্র প্রহরী সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অধিকার বাদে এখনও পাকিস্তানের যে সকল কর্মচারী উক্ত অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের বিষয়ে কোন মতেই উচিত নহে। প্রকাশ যে এই ১৫ অঞ্চলের সংযোগ পথ রিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রচুর মাল যে-আইনভাবে পাকিস্তানে চালান যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে সুতা ও বস্ত্র রপ্তানীর উপরে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাকিদেও সরকার পশ্চিম তীরস্থ পুলিশ হইতে প্রচুর পরিমাণ সুতা ও কাপড় সংগ্রহ করিয়া চরের মধ্য দিয়া পাকিস্তানে চালান দেওয়া হইতেছে। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সুতা রপ্তানীর উপরে কোটার চৌকিদার চরের অবস্থা অবাধ করিতে দিয়া সম্প্রতি তুলিয়া লইয়াছে। অথচ এই চর অঞ্চল সরকার বাহাদুরীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে ভারতীয় পুলিশ দলের যে সকল সাধারণে প্রেরণ করা হয় পূর্বঞ্চলের প্রত্যেকেরই মধ্যে বাজিমুদ্দিনের তাহাদের ফলে চালানের অধিকাংশকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা তথা ভারত সরকারের শান্তি প্রিয়তা এই অযোগ্যতা আজিকার বড়ই দুঃখের কারণ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারত-পাকিস্তানের সীমানা সম্পর্কে যথাযথ মোকাবেলার বিশেষ সময় থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করা হইতেছে না। রাধাকান্তপুরের সহিত যে সন্ধাকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার তো আর তুলনাই নাই। এদিকে পশ্চিমবাংলা সরকার ১৯৪৭ আগষ্টের "লাইনে" ফিরিয়া যাইবার জন্য পূর্বঞ্চল সরকারের মাথাব্যথার দিকে বিশেষ নজর সহ করিতেছেন। বর্তমানে যে সকল চর লইয়া বিবাদ চলিতেছে তাহাদের ভালিকাদের খাদ্য ও ভৌগলিক অবস্থানের বিচার করিলেই উপরিউক্ত তুলনার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দার্জিলিং চরগুলিতে ১৯৪৭ সালের দুর্গাপুরের জেলার বেরুবাড়ী থানার ব্যাপারে দুর্গাপুরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখানো হইয়াছে। বর্তমানে ভাগীরথীর ধারা পরিবর্তনের ফলে এই অংশগুলি মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখনে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আবার তুলিয়াছেন যে উহাদের দিক হইতে অগ্রসর হইয়া গঙ্গার স্রোত পথার আসিতে বর্তমানে ভারত উহাদের পাইবে সন্দেহ করিয়া লইবেন। অবশ্য এই আবেদন অযৌক্তিক। কিন্তু এই নীতি স্বীকার করিয়া লইলে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ান অবলম্বনের অন্য পক্ষের জোরদার করিবে। কিন্তু এই সমস্যার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল পদ্মা-ভাগীরথীর প্রবাহ সমস্যার অতি সন্নিকটে এই চরসমূহের ভৌগোলিক অবস্থিতি। এই সম্পর্কে উদাসীনতা অবলম্বন করা বাংলা ও ভারতের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে।

পটপরিবর্তন

গত এই জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মীর সাথে কর্তৃক আহূত সাধারণ ধর্মঘট কলিকাতার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ যোগাযোগ সবকিছুই যথারীতি চলিয়াছে। শহরের যানবাহনের কোন অসুবিধা হয় নাই। ট্রামকা, ট্যাক্সি ও বাস তো চলিয়াছেই, এমনকি কয়লাখনি শ্রমিকের পরিচালিত ট্রাম শ্রমিকেরাও যথারীতি কাজে যোগদান করিয়াছে। এবারের ধর্মঘট যে সম্পূর্ণ সফল হইবে না তাহা পূর্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু এমনভাবে পরিপূর্ণ ব্যর্থতার কথা পূর্বেও অনুমান করা যায় নাই। কারণ, ছোটখাট সাময়িক ধর্মঘট ছাড়াও ১৯৪৮ সালের ২৯-এ জুলাই তারিখে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ধর্মঘট সাধা কর্তৃক ডাক কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকল্পে যে সাধারণ ধর্মঘট আহূত হইয়াছিল তাহার অভূতপূর্ব সাফল্য এমনও বিস্ময়ের সঞ্চারে সৃষ্ট হইয়া যায় নাই। সম্প্রতি বোম্বাইতে নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রীদলের উৎসাহদাতা একদিনের জন্য যে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয় তাহাতে

অনেকেই করিয়াছিলেন। সে কারণে এই আকস্মিকতার সাময়িক ধাক্কাটার এই বর্ষটা দেশের বেশীর ভাগ মানুষকেই বিস্মিত ও পুলকিত করিয়াছে।

আপেক্ষিক দৃষ্টিতে এই বর্ষটাকে আমার অতীত ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সালে পটভূমিকার সর্বাধিক পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে প্রত্যেকের সরকার ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রে লীগ মন্ত্রিসভার দ্বারা। যেহেতু বাংলাদেশের শিল্প মালিক বা শ্রমিক কোন হিসাবেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সেই জন্য বাংলার মুসলিমলীগ সরকার এই বর্ষটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ভারতের মুক্তিকামী পুনর্গঠনকে বিলম্বিত করিবার জন্য বর্ষটাকে প্রত্যক্ষভাবেই উস্কানি দিয়া আসিয়াছে। সর্বোপরি আমার ছিল দেশের কার্যক্রমের সব প্রকারিত ইতিহাস জনসাধারণের মনোযোগের একটা সংগ্রামশীল অপরিহার্য সৃষ্টি করে। এই পটভূমিকা ছিল বলিয়াই ১৯৪৬ সালের ২৯-এ জুলাই সাধারণ বর্ষটাকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করে। আজ সে রামও নাই আর সে কারণেই অযোধ্যারও ভগ্ন হইয়াছে। প্রত্যেক ও কেন্দ্রে এখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পূর্ব আজাদ আধীনতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে কলিকাতার যে মুসলিমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্র হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে তাহা পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়া ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তকে বিপজ্জনক করিয়া রাখিয়াছে। এই সঙ্গে সরকারের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে অর্থনীতির উন্নয়ন-প্রোগ্রামের দায়িত্ব ও আটটা অর্থনীতিক পরিকল্পনাকে অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্য আতীয় সরকারের পক্ষ হইতে ধ্বনি হইয়াছে উৎপাদন বাড়াও। আর এই ধ্বনিকে সার্থক করিবার জন্য শিল্প শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে সরকারের পক্ষ হইতে একাধিক আইন প্রবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে। এছাড়া মুসলিম লীগ মুসলিমে শ্রমিকদের বিপথগামিতা লক্ষ্য করিয়া আতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত আতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হইয়াছে। সর্বোপরি সমস্ত আধীনতাকে সমৃদ্ধিতে উজ্জীবিত করিবার নেশা জনসাধারণকে দৃঢ়নিষ্ঠ ও কর্মমুখী করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্যপরিবেশের এই বিন্যাসই সাম্প্রতিক বর্ষবটের বার্তাবাহ কারণ। সুতরাং পূর্বেকার বর্ষবটের সাফল্যের জন্যও যেমন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠিত হইবার কোন কারণ ছিল না, সাম্প্রতিক বর্ষবটের বার্তাবাহ জন্যও তাহাদের দাবী রোধ করা নিরর্থক।

পশ্চিমবঙ্গে শর্করা শিল্প

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইবার পর চিনি ও ইক্ষুর মূল্য সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ১৫ আনা বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে ৩৭০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। এই সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫০ লক্ষ টন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩২৫ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে চিনির চাহিদা বৎসরে মোটামুটি নয় লক্ষ টনের কাছাকাছি ছিল। যুদ্ধের ফলে ইহা বহুল বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে প্রতিবছরে যতো চিনির চাহিদা বেমন ছিল না; কিন্তু গত কয়েক বৎসরে বিদেশে চা ও কফির বাজারে মাসলতা লাভ করায় চিনির চাহিদা যথাযথভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন।

গত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির এক বৈঠকে ইক্ষুমিলের উন্নয়নকল্পে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, বাজাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার সরকার-সহ ইক্ষুমিলের উন্নতির জন্য প্রকল্পিত পরিবর্তনা গ্রহণ করার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সাহায্যলাভ করিয়াছেন। পূর্ব পাঞ্জাবের সরকারকেও ইক্ষুমিল উন্নয়নকল্পে সাহায্য করে দেড় লক্ষ টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এখন পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই।

অবশ্য চিনিবহির্ভূত বিভিন্ন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অন্যান্য প্রদেশের অনেক পিছনে। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট প্রায় ১৭০টি চিনির কারখানা চালু আছে। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ৭৯টি, বিহারে ৩৯টি, বাজাজে ১৯টি, বোম্বাই-এ ১০টি এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশীয়রাজ্যগুলিতে ৩৯টি কারখানা অবস্থিত। কে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আর ২টি চিনির কারখানা বর্তমান। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বাৎসরিক চিনির উৎপাদন পরিমাণ মোট নয় লক্ষ টনের মতো। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চিনির মোট উৎপাদন পরিমাণ ৪ হাজার টনেরও কম। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহা শিল্প দৈনিক ব্যবহার চিনির প্রয়োজন এক ছটাক করিয়া ধরিলেও, পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন। যাহা শিল্প এক ছটাক চিনি পাইবার আশা আশাতীত ছাড়িয়া দিলেও, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বাৎসরিক বেড় লক্ষ টন চিনি প্রয়োজন। এই বেড় লক্ষ টন চিনি বাহির হইতে আমদানি না করিয়া প্রদেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে, প্রদেশিক আয়ের পথ মুক্ত হয়।

বাংলার জলবায়ু ও মাটি ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূলে না হইলেও, সাধারণ কৃষকেরা অধিকতর লাভের আশায় পাট চাষের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিয়া থাকে। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আধুনিক ধরনাদির সাহায্যে ইক্ষু চাষ করিলে পাট অপেক্ষা ইক্ষুর চাষে লাভের সম্ভাবনা কম নয়। আধুনিক প্রথায় ইক্ষুর চাষ করিতে হইলে [illegible] জমির মাটির আমূল পরিবর্তন করিয়া কৃষক-উচিত। কিন্তু ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করিবার জন্য পাটের হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ একটি হইতে বঞ্চিত করিলে পাটশিল্পের প্রসারের বা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনের নিকট কঠিনতে অনেকেই করিবে। সাম্প্রতিকালে জমির পরিমাণকে কাজে লাগিয়ে করিয়া চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে জমির মালিক ও উৎপাদনের মধ্যবর্তী শ্রেণীর হইতে [illegible] জমির উন্নতির উপর সরকারি [illegible] অনেকাংশে নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাব

১৯৪৭ সালের পর প্রাদেশিক সরকার [illegible] হইতে শশিবাবুর মন্ত্রিত অনেকের নিকট [illegible] কিন্তু এর মূলে মাত্র সাম্প্রতিক [illegible] অনেক প্রদেশের সরকারের অর্থাভাব। [illegible] হইয়াছে। বস্তুত ভারত ও পাকিস্তান [illegible] সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] হইয়াছে, তখন প্রত্যেক প্রদেশের [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে [illegible] সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বার বার [illegible] করিয়াছেন যে, সরকার অর্থাভাবে ছিন্ন [illegible] প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্র হইতে [illegible] সম্ভাবনা কম।

কিন্তু জাতীয়করণক্ষেত্রে সম্প্রতি [illegible] বলেন যে, কাঁচামালের ব্যাপারে যে [illegible] হইয়াছে তাহার একমাত্র উৎপাদনের [illegible] সরকারের অর্থাভাব। প্রধানমন্ত্রীও কিছুদিন [illegible] জানান যে, কাঁচামাল শিল্প জন্য না করিয়া [illegible] বিক্রী যে অর্থ আছে তাহারারা নূতন শিল্প [illegible] তুলিতে হইবে। আমেরিকা অর্থনীতিবিদ [illegible] বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, [illegible] অর্থনীতির ভিত্তি যুক্তই আছে; শীঘ্রই [illegible] ক্ষেত্রে বিরাট সুফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু [illegible] পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ [illegible] বিষয়ে তাহাতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় [illegible] ক্ষেত্রের সাফল্যলাভ আশাতীত। বস্তুতপক্ষে [illegible] সরকার বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন [illegible] সাহায্য করিতে অসমর্থ। রাজ্যের কাজকারী [illegible] যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যসরকার [illegible] বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইতেছে প্রাদেশিক [illegible] পরিকল্পনাগুলি আশানুরূপ হয় [illegible] হইয়াছে। উড়িষ্যা ও আসামের [illegible] কেন্দ্রীয় সাহায্য বহুলাংশে বৃদ্ধির জন্য আবেদন [illegible] করিয়াই তাহা লাভ করিবেন বলিয়া মনে [illegible]

আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে জয়ী [illegible] করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে [illegible]

[illegible] প্রবন্ধ

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পরে

[illegible]প্রদেশ স্বাধীনতাকে সফলতা করিবার জন্য [illegible]ষ্টা দেখায় আমাদের রাষ্ট্রভূমিকে ব্যবচ্ছেদকে [illegible] করিয়া লইয়াছেন। এই ঘটনায় বেদনাকে [illegible] নিহিতস্থল বেদনাকে বহিয়াছে। বিশেষ [illegible] প্রাণকে যতদূর চূর্ণ রাজপ্রতিনিধি লর্ড [illegible] প্রস্তাবকরে স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা হইলে আমার [illegible] বিভাগের প্রস্তাবের ব্যথা কিছুই বাংলা ব্যথা [illegible] আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। যে [illegible] পার্লিয়ামেন্টের বিধানের ঘরে ঘর ভাঙা [illegible] হউক, এক হউক, এত হউক, যে প্রকারে [illegible] সঙ্গে দুঃখের আঘাতে আঘাতে [illegible] যে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল তাহাতে [illegible] তাহার বিরুদ্ধে বাঙালি এবং একান্ত দেশ [illegible] পরিচয় দিয়াছে। বাংলার স্বীকার [illegible] কালে সকলেরই মনে এই কথা বড়ই [illegible] যে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংস্কারের [illegible] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শাসনতান্ত্রিক ঐক্যতা [illegible] ফিরিয়ে দূর পাইবে। তাহাই সমস্তের [illegible] করিবার পরে বাংলা তাহার নিজের [illegible] অধিকার রক্ষাকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে [illegible]।

[illegible] যখন তাহার স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে [illegible] [illegible] পাইয়াছে সেই সময়ে অন্যান্য প্রদেশের [illegible] ও কেন্দ্রগুলি ভারতের একের প্রতি [illegible] প্রতি কোনোরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় করিতে [illegible] অন্যান্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়া বাংলার [illegible] আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই বিশেষ [illegible] কথাই বিবেচনা করা যাইতে [illegible]

[illegible] শাসনতন্ত্রের সংস্কার অসম্পূর্ণ পরেই [illegible] দুর্ভিক্ষপীড়ি সম্প্রদায়ের বাঙালী বিদ্বেষ [illegible] কর্তৃপক্ষ এবং প্রদেশের জনসাধারণের উপর [illegible] বিস্তার করে। জনসংখ্যার হিসাবের [illegible] বিভক্ত ও সম্পদশালী ভূভাগ লইয়া প্রদেশ গঠিত। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত জন-[illegible]বতই আসামের অন্যান্য জমি চাষ [illegible] কৃষিকে বিস্তার করিবার জন্য আসামে প্রায়ই [illegible] করিতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য লীগ মেজরিটি [illegible] আসামকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে [illegible] করিতে প্রস্তাবী হওয়ায় আসাম সরকার [illegible] অনুপ্রবেশে বাধা দান করেন তখন বাংলার [illegible] হতে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না। কিন্তু [illegible] ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ইহাই [illegible] রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান বিষয়ীভূত হয়, তখন ইহাকে ভারতের অন্য প্রান্তে [illegible] সরকারের প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছা পদক্ষেপে উৎসাহিত [illegible] বিদ্বা আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতেও আশ্চর্য [illegible] এক শ্রেণীর অসমিয়া জনমত "বাঙাল খেদা" [illegible] সুরু করিয়াছে। এই সূত্রে [illegible]

কলিকাতার বড় কর্তাদের মনে যাহাদের সহানুভূতিহীন যে সকল মন্তব্য শুনা যাইতেছে তাহাতে ভরসা হইতে হয়। কিন্তুদিন আগে আসামের শাসনকর্তা স্যার আকবর হায়দরী প্রবাসী বাঙালীদের 'আগন্তুক' বিবাদে আখ্যাত করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রীদেরও প্রদেশের উপর অধিকার বিষয়ে এক অবজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশই আসামের বাঙালীদের সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন।

আসামের এই মন্তিসভাকে যেন সহযোগিতার পরিচয়ের ভেদনি অন্তরিকে সরকার অসন্তোষ দূরত্ব। [illegible] আসাম ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহা ব্রিটিশশাসনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনার পরিণাম। কিন্তু ইতিপূর্বে মন্ত্রীমিশনের পক্ষ হইতে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহাতে আসাম ও বাংলাদেশকে একযোগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। সে ব্যবস্থা বহাল রহিলে আজ পূর্ব বাংলার সহিত আসামকে পাকিস্তানের আইন কানুন মানিয়া চলিতে হইত। বস্তুতঃ অনেকটা আসামের স্বার্থের জন্যই বাংলা ও ভারতকে ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আসাম সিলেট প্রদেশ করিতে আপত্তি তুলিয়াছিল তাহা তাহাদের সহিত সমভাবেই। আজ কি ঠিক সেই একই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পাকিস্তান ভবিষ্যতে বাংলার অন্তঃপ্রাচীর আসামে কলহের সৃষ্টির দাবী করিতেছে না? আজ আসাম যে মনোভাব দেখাইতেছে তাহা কি অতীত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতেছে না?

বর্তমান আয়তন লইয়া আসাম প্রদেশ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে পরিকল্পিত হয়। আসামের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসংখ্যার আনুপাতিক হারেরও লক্ষ করিলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে বর্তমান আসাম প্রদেশের ভিত্তি কিরূপই দুর্বল। আসামের অধিবাসীদের মোট জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ। ইহার মধ্যে বিভিন্ন উপজাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২১লক্ষ বেসরালী ভাষাভাষী ৯ লক্ষ, হিন্দী, হিন্দুস্থানী এবং উর্দু, ভাষাভাষী ২১ লক্ষ এবং বাংলা ভাষাভাষী ২৮ লক্ষ। অতএব দেখা যাইতেছে ভাষার ভিত্তিতে হিসাব করিলে অসমীয় ভাষাভাষীদের আধিপত্যস্থাপন হিসাবে আসাম তাহার বর্তমান সীমানা রাখী করিতে পারে না।

বাংলা হইতে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রাখা-পাখি ভাবে ভিন্ন করিবার জন্য আসামের পক্ষ হইতে যে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, বাংলার পক্ষ হইতে তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আসামের রাজনৈতিক অবস্থাও সম্পূর্ণভাবে বাংলার প্রভাবমুক্ত। মুসলিম পাকিস্তানে পড়িবার ফলে এখন হইতে আসামের সম্পূর্ণ বহির্বাণিজ্যই কলিকাতার বন্দর দিয়া এলাহার বন্দর দিয়া পাঠান হয় ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ বাংলা স্থাপন করা হইতেছে। উপরন্তু আসাম ও বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ। পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যে সীমান্ত অনুপ্রবেশের বাধা অসম্ভব হইতেছে তাহাতে গারো-পাহাড় ও কাছাড়ের অঞ্চলে আসাম এবং ত্রিপুরা-জিলার অঞ্চলে ত্রিপুরী ও মুসলিমবাঙ্গ লিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত বাংলা ও আসামের স্বার্থে ঘোরাঘের ঘটাইয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশেষ চাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা আশা করি আসাম সরকার ইহা উপলব্ধি করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে আসামকে এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হইবে।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার বাঙালী সমস্যার জন্য অবশ্য বহুলাংশে বাঙালীদের আচরণই দায়ী। অন্যান্যের মধ্যে উড়িষ্যা। উড়িষ্যার লালাজের উড়িষ্যা অঞ্চলে অঞ্চলে বাংলা বিদ্বেষী হইতে পারে না। তাছাড়া ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মগত আত্মীয়তার বিচারে আসামের মতই উড়িষ্যার বাংলার সহিত সাদৃশ্যে খুব নিকট সম্পর্কিত। কিন্তু প্রবাসে নিজেদের উড়িষ্যার সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণ বাঙালী উড়িষ্যা সম্বন্ধে যে মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছে, অজ্ঞতাপ্রসূত হইলেও তাহা নিন্দনীয় বিদ্বেষীর। প্রবেশ বিভাগে উড়িষ্যার সৃষ্টি খুব বেশী-দিনের কথা নহে। প্রথমে ফাজিলাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলা এবং তৎপরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অধিকার ভাষা কলেজের সহিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ ১৯৩৭ সালে স্বায়ত্ত শাসন করে। বন্দর ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রচুর থাকিলেও এই সমস্ত সম্পদ প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে অথবা বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি প্রদেশের সঙ্গে মিলিত হওয়াতে এই সম্পর্কে ভবিষ্যৎ অবস্থা আলোচনা করা সহজতর হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যার মহানদী বাঁধ পরিকল্পনার কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঁধ, বিদ্যুৎ বা অন্যান্য যাহা যে কোন দিক হইতেই উড়িষ্যা প্রদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই দক্ষ কারিগর সরবরাহের আবশ্যক হইবে। বর্তমান ভারতের এই কারিগরি অজ্ঞতার অধিবাসীই বাংলা ও বাঙালীর প্রাদেশিক অধিবাসী এই উভয় প্রদেশেই আবার উড়িষ্যার প্রতিবেশী এবং বাঙালীর বিচারে উড়িষ্যার তুলনায় অগ্রসরতর রহিয়াছে। অতএব উড়িষ্যাতে বাঙালী অধিবাসীদের উৎসাদন করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের উড়িষ্যা প্রদেশেরই অধিকতর ক্ষতি সাধন করিবে।

বিহার

ঠিক আসামের অবস্থার অনুরূপ না হইলেও বিহারের প্রাদেশিকতা প্রবাসী বাঙালীদের লইয়া এক অস্বাভাবিক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। মূলে মূলে বিহার বাংলার সহিত এক প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সালের কার্য পরিচালনা করা হইত। ইংরাজ আমলেও প্রথমদিকে এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজী আইন আদালতের কাজ-কর্ম উপলক্ষে বিহারে বহু বাঙালী স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। বর্ণ এবং আচার অনুষ্ঠানে বিহারের সহিত বাংলার কোন বিরোধ তো নাই, তাহার প্রত্যেক প্রেম গভীর হয়ে। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে উভয় পক্ষই পরস্পরের ভাষার সাহায্যেই মূল্যবান লাভ করিতে পারে। সেদিক ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় বিহারে প্রবাসী বাঙালীরা বুদ্ধি-জীবিদের হিসাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বস্তুত বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ একশ্রেণীর লোকের প্রাচুর্য কোনদিনই ছিল না। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা এবং বাংলার অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে বিহারী অমজীবি যে শ্রমিকের কাজ করে তাহা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের এই সকল কাজকর্মের জন্য বাঙালীদের কখনও একটী পাওয়া যায় না। দেখা যাইতেছে দেশ এবং কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিচারে বাঙালীদের অবস্থান বাংলায় বিহারীদের অবস্থানের বহুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ দুঃখের বিষয়, ১৯৩৭ সনে কংগ্রেস মন্ত্রীত্বলাভ করিবার পরে বিহারের গৌরব, দেশের মনু হাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহার বিধানসভায় এই কথা তোলেন এবং বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করেন। বাংলার মুসলমানদের এলাকায় বাংলার মহীনতা দুষ্টির লীগ কর্তৃপক্ষ ছিল। অতএব বিহারের স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়োজনিকতার বিরুদ্ধে বাংলার পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই। কারণ বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার একমাত্র চিন্তা ছিল বাঙালী হিন্দুদের ধর্ব করিয়া বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ও সামাজিক জীবনে মুসলমানদের প্রাধান্য সৃষ্টি করা। এই ভাবে একদিকে সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যদিকে প্রাদেশিকতার চাপে পড়িয়া তাহার ভিত্তিতে মুসলমান বাংলা গঠন করিবার স্বপ্নসাধ ব্যর্থ হইয়া যায়। লীগ-মন্ত্রীত্বকে সমালোচনা করিয়া বাংলার আহ্বান সৃষ্টি করিলে প্রকারান্তরে মুসলিমলীগের একাধিপত্যের পরিধিকেই বিস্তৃততর করিয়া তোলা হইত। আর বাংলা-বিহার সীমান্তের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কে বিতর্ক হয় তো আন্তঃপ্রাদেশিক কলহে পরিণত হইত। অতএব ভারতের বর্তমান ইংরাজ ও মুসলিম লীগের বড়যন্ত্র হইতে মুক্ত হয়, ততদিন এই বিষয়টিকে স্থগিত রাখা সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারত স্বাধীন হইলে কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইবে:

কিন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে আজ ভারত স্বাধীন হইবার পরেও আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া গিয়াছি। বাংলা, সিন্ধু, গ্রীকভাল পরগণা এবং পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অঞ্চলগুলি সহ অখণ্ড বাংলাদেশের মুসলমান অধিবাসীদের অনুপাত বিচার করিলে দেখা যায় যে ১৯৪১ সনের আদমসুমারী অনুসারে বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যা ১,৪৩,১৬৬ জন অধিবাসীদের মধ্যে ১৫৭,৭৮৪ জন (শতকরা ৫৭ জন) বাংলাভাষাভাষী। এই হিসাব অনুসারেই সিংভূমের তফসিল অঞ্চলের মোট ১,৩৩,৪০২ জন অধিবাসীর মধ্যে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ১,২৩,১৭১ জন। কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠিত হইলে স্বভাবতই এই সকল বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইতেছে প্রশাসন বিভাগের অসুবিধা দূরা করিবার জন্য আলোচ্য। অঞ্চলে বিশেষভাবে বিহারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া পাঠাইবার জন্য সাহিত্য সম্মেলনে সম্প্রতি যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা যুক্তি ও নীতির অপেক্ষা স্বার্থবোধের অধিক পরিচায়ক।

বাংলার কথা

আজ যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠনের বিষয়ে কলরব একটা বেসুরো হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা এবং বিশেষ করিয়া খণ্ডিত বাংলাকে তাহার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথাটি পুনঃ প্রকাশ করা কর্তব্য বলে করিতেছি। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যাহারা বিরোধিতা করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনার চাপে পড়িয়া সমগ্র ভারতের যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ হইবে। অথচ প্রদেশের ভাষাভিত্তিক সত্তা যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর বিকেন্দ্রীকরণ সে সম্পর্কে এই শ্রেণীর সমালোচকগণ কোন উচ্চবাচ্য করেন না। বর্তমান স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতকে যে প্রশাসনিক আকারে অখণ্ড রাখার কথা আসিয়াছে, তাহাতেই বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। তৎপরে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয়তন্ত্রের অনোঘ্য শাসন গোপালের কবলে থাকায় ভারতীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এই ভিত্তিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিক সংগ্রামের মূল ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। অতএব প্রাদেশিক সরকারের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই করা হইয়াছে। কিন্তু আজিকার স্বাধীনতাবাদে সেই বৈদেশিকতার কল্পিতরা নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন কেবল আর্মি ও ফিনান্সেই প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, জনসাধারণের সহিত সম্পর্কের দিক হইতেও ইহারা প্রাদেশিক সরকারের কর্মক্ষেত্রের তুলনায় সাধারণ স্বার্থসংরক্ষণের অধিকতর নিকটবর্তী। অতএব বর্তমানে ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে আর কোন বাধাই থাকিতে পারেনা। আমরা যেহেতু ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বদলে অস্বীকার করিয়াছে, সে কারণে প্রদেশগুলিকে [illegible] উপায় নাই। এ অবস্থায়

শ্রমিক সংবাদ

১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন

সম্প্রতি কলিকাতা হেডকোয়ার্টার একটী অতি সংক্ষিপ্ত ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের সমস্ত প্রদেশেই এই আইন অতিসত্বর বলবৎ করিতে হইবে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই আইন কার্যকরী হইবে।

এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে কারখানার কার্যরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ করা যে কোন আইন ভঙ্গ ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইনসমূহ [illegible] একটী আদর্শ করিয়া কয়েকটী বিষয়ে আরও [illegible] করা হইয়াছে। কারখানার [illegible] নিয়োগ করা ও তাহাদের [illegible] যে সকল [illegible] করা হইয়াছে এবং আইনে যে সকল [illegible] আছে তাহা আইনের আওতার বাহিরে [illegible] সম্পর্কে যে সুবিধা সম্প্রতি হইয়াছে [illegible] বেতন সহিত প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন আইনের প্রয়োগ আইনের কয়েকটি বিষয়ে সংশোধন ১৯৪৮ সালের আইনে "ফ্যাক্টরী" যে সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহাতে বহু প্রতিষ্ঠানকে ইহার আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত কারখানার খাতা, কাজের সময়, ছুটি ও অন্যান্য সম্পর্কে আইনের সমান থাকা একান্ত আবশ্যক। বেতন বিভাগের সর্বশেষ হিসাব যে হইতে ৩৫ কারখানায় হইয়াছে এবং তাহাদের কাজের সময় হইতে ওভার টাইমের ঘণ্টা করা হইয়াছে। আইন-সংক্রান্ত কাজ চালাইতে যাইয়া বিভিন্ন কারখানে সমস্ত বেতনের ছুটি সংক্রান্ত সমস্ত অসুবিধা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই আইনে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ভাষায় সমস্ত ব্যাপারে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার মাঝারে প্রত্যেকটি কারখানাকে রেজিষ্ট্রী করিতে পারের সেইজন্য বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ইহাতে হইলে কারখানাসমূহের শ্রমিকদের অনেক সুবিধা হইবে।

সম্প্রতি অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ: তাহা অপেক্ষা [illegible] ইহার আলোচনা যখন যখন আর নাই তখন ভিত্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠনই একমাত্র সংস্কৃতি ও ভাষা হিসাবে বাংলার যে বৈশিষ্ট ছাড়ত তাহারই আলোকে পুনর্গঠনের [illegible] একমুখীনভাবে পরিণত করিতে বাংলার বিচার করিলে, আমরা বিশ্বাস করি যে ভিত্তিতে বাংলাকে পুনর্গঠিত করিবার [illegible]

প্রবন্ধ

পাকিস্থানী ব্যাঙ্কের হাল চাল

(জনৈক ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ

কয়েকদিনের মধ্যে বাজেটের পেছনে যেয়ে ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক মর্যাদা ছাড়া হওয়ায় ভারতবিভাগের ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার শেষ পর্যন্ত কিরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগিয়াছে। শেষ মধ্যে ব্যাঙ্কের কোন খবরও সঙ্গে না দেয়া বিভাগের সাময়িক এই প্রশ্নের কোন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে

ব ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ :

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ইহার মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও অন্যান্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক

মধ্যে যৌথ কারবার

ব্যক্তি মালিকানী কারবার

এর মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতের অধীনস্থ, যদিও কিছু কিছু কাজকর্ম পাকিস্তানে আছে। একমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ভারতের ব্যাঙ্ক-অফিস ভারতের ব্যাঙ্কের কর্মচারে অবস্থিত এবং দুটী ব্যাঙ্কই একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাঙ্কগুলি আলাদা পরিচালনা করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের যে সকল কাজ হয়, তাহার মোটামুটী ভাগই হাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কের সাহায্যে হয়া যাবে, তফসীলভুক্ত ও তফসীলবহির্ভূত দেশের ব্যাঙ্কই ইহার মধ্যে আছে। ১৯৪৮ সনে একমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ছিল তফসীলভুক্ত ও তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৯৯, ইহার ৫টি পাকিস্তানে রেজিষ্টার্ড। আলোচ্য সময় আদায়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তফসীলভুক্ত হয় নাই, এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৬৮। এই ৬৮টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৩টির প্রধান ছিল পাকিস্তানে। ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ মধ্যে ব্যাঙ্কের আলোচ্য মূলধন ও সঞ্চয় ৪ পরিমাণ, এরূপ তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৭৬, ইহার মধ্যে ১৩টির প্রধান কার্যালয় কিস্তানে অবস্থিত এবং আলোচ্য মূলধন ও বিদেশের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ মধ্যে, এরূপ ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ছিল ১১৪, মধ্যে মাত্র ১৩টির প্রধান কার্যালয় ছিল যে। ভারতের ও পাকিস্তানে এই সকল ব্যাঙ্কের অবস্থার বিশ্লেষিতভাবে ধারণা :

(১) তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক (লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব) ৮০৩ ১৮১

(২) তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক (১লক্ষ হইতে ৫ লক্ষের মধ্যে) ১৮৫ ১৩৮

(৩) তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক (৫০ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ টাকার মধ্যে) ৮৮৬ ১১৪

মোট আলোচ্য মূলধন ও সঞ্চয় তফসিলের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কসমূহের আলোচ্য মূলধন ও সঞ্চয় তফসিলের পরিমাণ মোট আলোচ্য মূলধন ও সঞ্চয় তফসিলের শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ। ১৯৪৬-৪৭ সালে ইহাই ছিল মোটামুটি অবস্থা। দেশ বিভাগের সম্ভাবনার কথা অনেক লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল, কিন্তু ব্যবসায়ী জগৎ এই বিষয়ে কংগ্রেসের বহু বিরোধিতা প্রতিশ্রুতিসমূহ কথা সত্য করিয়া ও ইহার ফলে যে সকল ক্ষতির অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উদ্ভব হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া, দেশবিভাগের আশঙ্কাকে বিশেষ ভয়ের কারণ বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু ১৯৪৬ সনের কিছুদিন আগের পরে পরে এ ঔদাসীন্য আইনের ব্যাপার ঔদাসীন্য দাঁড়াইল যে, কোন এক প্রকারের বেপরোয়াভাব অনিবার্য। দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক অশান্তি ব্যাপী বৃদ্ধিতে লাগিল এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ফলস্বরূপ ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল, কারণ সঞ্চিত অর্থ ঘরে বিদেশের কাছে টাকা আর কেহই বিশেষ বিশ্বাসের মনে করিলেন না। এইরূপে ১৯৪৭ সালের গোড়ায় যিনি দেখেন তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৩০ কোটি টাকা, সেখানে ১৫ই আগষ্টের তারিখে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৮১৬ কোটি টাকায় এবং তৎপরবর্তী সপ্তাহে তাহা ১০২৫৬ কোটি টাকা পর্যন্ত ওঠে। একমাত্র আগষ্ট মাসের মধ্যেই তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৩৫৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই বৃদ্ধির অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের সমস্ত আগষ্ট মাস ধরিয়া মোগল আমানতের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরাই ছিল :

সাম্প্রদায়িক বাসাবাড়ীর ও দেশের আসন ব্যবহার-সম্পর্কীয় তাঁতির সকলই পাকিস্তান ও ভারতের ব্যাঙ্কের সংখ্যার বিশেষ আবশ্যক ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বাঞ্চলে রেজিষ্ট্রীকৃত কার্যালয় অবস্থিত এরূপ তফসীলভুক্ত ও তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক উদ্ভবের কার্যালয় ভারতবিভাগ হইলে যে সকল ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সম্ভবতঃ অধিকাংশ হল আর ব্যক্তিরা বিদায়ে এবং পাকিস্তানের অন্য হেডপাড়ায় ফিরিয়াছে। কিন্তু এই হ্রাসের অন্য হইতেও পাকিস্তানের দুঃখকর স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। পাকিস্তানের অন্তর্ভাগ, বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখাই অস্থির মূলে সংকটের সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

শেষ ব্যাঙ্কের ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে আগামী ৩১ জুলাই মাস এবং আগষ্ট মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

সপ্তাহান্ত	কোটি টাকায় মোট আমানত
৩১ জুলাই	১০১১৯০
৭ই আগষ্ট	১০১৫৩১
১৪ই আগষ্ট	১০১৯৭৪
২৪ আগষ্ট	১০১৯৭৬
১লা আগষ্ট	১০৩০ ২৬
৮ই আগষ্ট	১০২৯০৩

পাকিস্তান অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কের-পূর্ণ কোন আলাদা আলাদা প্রকাশিত হিসাব নাই। উহার দুটোর সঙ্গে তুলিয়া পাওয়া যায় আছে, এরূপ ব্যাঙ্ক করণের সহিত করা প্রয়োজন আমরা দিয়াছে যে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ভারতের অধীনস্থ অবস্থায় মোট আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ টাকা ঋণ ছিল। বেলব্যবহারের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলের হতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে যাইতে আরম্ভ করে। এই হিসাবে ১৯৪৭-এর জুলাই মাসের শেষে সংশ্লিষ্ট আমানতের ১০২০ কোটি টাকার মধ্যে পাকিস্তানের অংশে ১৫০ কোটি টাকার বেশী কিছুতেই পড়ে না এবং জুন ও জুলাই মাসের অর্থাগমনের কথা ধরিয়া ধরিলে এই টাকার পরিমাণ সম্ভবতঃ ১৬৫ কোটি টাকা অধিক হয় না।

পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তফসীলভুক্ত ও তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্কের ২২এ আগষ্ট তারিখের পরবর্তী আলাদা আলাদা হিসাব পাওয়া যায়। সেই হিসাব কালের শেষে ভারতবর্ষের টাকার অঙ্ক ছিল ৯১৯৬৮ কোটি, পাকিস্তানের ছিল ১০৪৯১ কোটি। পরবর্তী সপ্তাহে ভারতবর্ষের টাকার অঙ্ক ওঠে ৯৩৩ কোটিতে এবং পাকিস্তানের অঙ্ক নামে ১০৩৯৩ কোটিতে। ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের অঙ্ক বৃদ্ধি পায় ৯৪০ কোটিতে এবং পাকিস্তানের অঙ্ক সামান্য হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ১০৩৯৪ কোটিতে। তৎপরবর্তী সপ্তাহে ভারতের টাকা প্রায় একই অবস্থায় থাকে, কিন্তু পাকিস্তানের টাকা আরও কমিয়া গিয়া ১০৮৮৬ কোটিতে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নীতি সুস্পষ্টরূপে আমাদের আসার

সম্প্রতি বিপুল খাটতির বাজেট অনুমোদনের মিলন ইহার পূর্বেই বিদায় নিয়াছে বলা হইয়া বিবেচিত হইল। এখন বাজেটের উপরে এবংবের সর্বাত্মক আক্রমণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অতিমাত্র বিপন্ন হইয়া উঠিল। অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে ভারতবর্ষের রক্ষণশীলক বাজেটে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪৫'৬৯ কোটি টাকা এবং পাকিস্তানের ছিল ১৫৪ কোটি টাকা। পরবর্তী সপ্তাহের শেষে ভারতবর্ষের আমানত বৃদ্ধি পায় ১৪৬'১৭ কোটি টাকাতে এবং পাকিস্তানের আমানত হ্রাসপ্রবণতায় হ্রাস পায় ১৫৩'৩ কোটি টাকাতে। অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত ভারতবর্ষের টাকা আরও বর্ধিত হইয়া ১৪৬'৯৩ কোটি টাকাতে দাঁড়ায় এবং পাকিস্তানের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া তাহার অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৩'৬৮ কোটি টাকায়। সামগ্রিকভাবে বলিতে গেলে, ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আমানত ৩'৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাকিস্তানে রক্ষিত আমানত ৩'৭১ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। পাকিস্তানে রক্ষিত আমানতের পরিমাণ অবশ্য আরও হ্রাস পাইত, কিন্তু বহু আমানতকারীই উহাদের ধনসম্পত্তি পাকিস্তানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন এবং টাকাকড়ি উহাদের জন্য এক রূপ উহাদের পুনরায় পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের আশা নাই, নাহয় পাকিস্তান সরকারের অধিক তত্ত্বোধার ফলে উহাদের আর সেরূপ প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই। ইহা ছাড়া ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতির কিছু কিছু মূলধনও পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে।

ঋণ ও ঋণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুরূপ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল ঋণের অর্থ হইতে দেশের সম্প্রতি অর্থনৈতিক প্রগতির চমৎকার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালের মধ্যেকার ঋণ হইতে ঋণ ও বৃদ্ধি করের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষভাগের ৪১৩'০৫ কোটি টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ৪২৮'২৯ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। সরকার ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস ধরিয়া ঋণের পরিমাণ ৯০০ ও ৫২০ কোটি টাকার মধ্যে উঠানামা করিতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষে ইহা ৪৩৮'৩৪ কোটিতে পৌঁছে, যে মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহার অবস্থিতি হয় ৪৩৫'২৮ কোটিতে এবং পরবর্তী সপ্তাহে দাঁড়ায় ৪৪১'৩৩ কোটিতে। এই সূত্র তারিখে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গিয়া ৪৪৪'২২ কোটি টাকায় উপনীত হয়। ঋণের এই বিপুল অঙ্কটি সকল সূত্র মাস ধরিয়া অব্যাহত থাকে এবং জুলাই মাসের ২৫ তারিখে ৪২৩'১৫ কোটি টাকার অঙ্কোচিত্ব স্পর্শ করে, অর্থাৎ পাঁচ মাসে ঋণের পরিমাণ ৭৩ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ৮ই অগাষ্ট তারিখে ঋণের অঙ্ক ছিল ৪০৪'১০ কোটি টাকা এবং দেশ বিভাগের দিনে অর্থাৎ ১৫ই অগাষ্ট তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ৪১৩'০৮ কোটি টাকা। সাদা তালিকা হইতে পাকিস্তান ও ভারতীয়

ঋণের ও ঋণ বৃদ্ধি কর

সপ্তাহান্ত	ভারতবর্ষে	পাকিস্তানে
১২ই অগাষ্ট	৩৭১'৬৮	১৪'১৯
১৯এ অগাষ্ট	৩৭১'৬৮	৪৪'৬২
২৬এ অগাষ্ট	৩৭৮'২১	৪৪'২৫
২রা সেপ্টেম্বর	৩৭৮'১৮	৪৪'৬৩
৯ই সেপ্টেম্বর	৩৭৮'৯৫	৪৪'৫৬
১৬এ সেপ্টেম্বর	৩৮৩'৩১	৪৪'২৭
৩০এ সেপ্টেম্বর	৩৮৩'১৮	৪৫'১৬
১৩ই অক্টোবর	৩৮৭'৪৯	৪৫'৩৩
২০এ অক্টোবর	৩৯৭'১০	৪৫'৪১
২৭এ অক্টোবর	৩৯১'৪০	৪৫'৫২
৩১এ অক্টোবর	৩৯৫'০১	৪৫'৫৩
৭ই নভেম্বর	৩৯২'৬৯	৪৬'১৪
১৪ই নভেম্বর	৩৯৩'৭১	৪৬'১৬

পূর্বালিখিত সংখ্যা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, দেশের ভারতবর্ষে ঋণের ও বৃদ্ধি করের পরিমাণ উপরোক্তভাবে কাজে ১৩'১২ কোটি টাকা (শতকরা বৃদ্ধির হিসাবে ৩'৭১) বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের পাকিস্তানের ওই খাতে কমিয়াছে ৭'৭৩ কোটি টাকা (শতকরা হ্রাসের হিসাবে ১৭'৭)।

কিন্তু পাকিস্তানে বাজেটের ঘাটতি-পূরণ এবং অন্যান্যভাবে এই প্রকার উদার বিধানের ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহার পরিণামে এই প্রকার ১৭'৭ কোটি টাকার পরিমাণ আশঙ্কা বহুগুণে অধিক। জানা যাই, ভারতবর্ষে তাহাদের সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে দেশিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে প্রাণভয়ে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্নে একজন ত্রুটি হয়। হয় চলাচলের বন্দোবস্ত নাই, কারণ তবু যে কেনাবেচার লোকের অভাব তাই নয়, যানবাহনের সর্বপ্রকার অসুবিধাই দাঁড়িয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানের মূলধন তুলনা যে এমনভাবে পুরাপুরিভাবে ফেলা যাইবে, তাহা মনে হয় না—তুলনা পরিমাণ করার কারবারী এবং বাঁহাই ভৌগোলিক ভাগবন্টনসহিত কেবলমাত্র আংশিকভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইবে। এই মূলধন যাহাতে চালু করার জন্য যাহার কোন সাহায্য, এরূপ পাওয়া যাইবে না বলিলেই হয়। সরকার হয়ত তুলনা ব্যবস্থার জন্য কিছুদিন পরিমাণ অর্থ জন দিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থাকে যাহার সেবাযত্নে মনে না, বরিত যাহার যাহাদের যাহে ওই টাকার অঙ্ক ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ভুল ধারণা অনায়াসেরও মনে জন্মাইয়া দেওয়া যায়।

পাকিস্তান সরকার আশেকের যৌথমূলধন নীতির কথা মনে করিলে বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক,—এই যৌথমূলধন নেয় বিলম্বিত অঙ্গ "সেক ডিপার্টমেন্ট অন্ড" নামে পাকিস্তানী সরকারের সাম্প্রতিক আদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই আদেশ জারী করিয়া যাহার কার্যকলাপ পাকিস্তান সরকার স্বেচ্ছাচারমূলক অথবা একদেশের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা স্মরণযোগ্য যে "সেক ডিপার্টমেন্ট অন্ড"এর অধিকাংশ আমানতকারীই অমুসলমান, কর ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, "সেক ডিপার্টমেন্ট অন্ড"এর অর্থের উপর আছে এবং মুসলমান অধিবাসীদিগ বিশ্ব সমাজের ও ব্যবসায়ীদের নিকট যে সকল ঋণ আছে, সেই ঋণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কাজে পাকিস্তান হইতে যে সব সম্পত্তির অবসান হয় হইবে না। অবশ্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এ-যুক্তির সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যায় যে তাঁহাদের উক্তি যথার্থ, তা হইলেও অন্যের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি যেসব সরকার যে কিরূপে বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন তাহা বুঝিয়া ও আমাদের পক্ষে কঠিন। পাকিস্তান সরকার যে তাঁহাদের প্রস্তাব কার্যকরী করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়াছেন, তাহা হইলে এর ঘর বন্ধুকী সম্পত্তি করার জন্য বাজেয়াপ্তের ঘর প্রদান, আর ঘর আমানতকারীদের ফলে কোন একটি সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া, এই দুইয়ের অন্তরে সম্পর্ক করাই তাঁহাদের কর্তব্য। তাহার পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার একদেশদর্শী নীতি গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া দেশের অর্থ অপহরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়া দেশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সম্পদ হইল তথাকথিত সংগঠনের উদ্যমের "ধনিকশ্রেণীকর্তৃদের মূল নিয়ন্ত্রণ করা ফরাসী ভাষাতে ইহাকে বলে entrepreneu অথবা উদ্যোক্তা বলে তাহারাই হইল সকল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মেরুদণ্ড, এই উদ্যোক্তাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা শিল্পক্ষেত্রে নামাইয়া কাজে চালিয়া হইলে সরকারে যে প্রথা সকল প্রকার নিরাপত্তা ও স্বাধিকার-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা খুবই সম্ভব

তেমনি সরকারের উপর যদি মানুষের বি না থাকে, তাহা হইলে মূলধন অসম্ভব হইয়া এবং যদি সেরূপ সম্পত্তিগুলির মূলধনকে জোর করি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে যে-প্রবৃত্তি অভাব আছে, সে প্রবৃত্তিটির অনুপস্থিতিতে কোন মূ বিনিয়োগই সম্ভব হইতে পারে না। পা মূল সরকারের এ বিষয়ে যথেষ্ট অভাব, তাহা ভাষা সহজেই বলিয়া ইহার ব্যবস্থাগুলি ও সম্প ব্যবসায়ীদের আস্থা নষ্ট করিবার প্রয়োজন আ —মূলধনকে একটি মূল্যবান ভালোবাসার দৃষ্টি ও অ উপলব্ধি করিতে পারি। যে অর্থনৈতিক আবহাওয়া ব্যবসায়ীদিগকে বিমুক্ত অধিকার ও ক্ষ না, তাহার একটিমাত্র কারণ হইতেই এই ব্যবসা মৈত্রীর ভিতরে ভাব করিয়া যাইতে পারে।—পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের এমন কোন কাজ যাহা করে যে ভারতীয় মূলধনের বিনা দায়বোধি উহারা কাজ চালাইতে পারিবেন। পক্ষান্তরভূমি হইতে উহাদের জন্য সংরক্ষা আদি করিতে হয় তাহা হইলে উহাদের যে জন্য বিলম্ব আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব যে নীতির পরিবর্তন পূর্বক ব্যবসায়ে উহাদের ম

দিগন্ত

কী কিছুতিন পূর্বে দুঃখ করিয়াছিলেন যে ব কথা কিছুমাত্র ভাবিতেছে না। তিনি ভাষা ও সাহসের সুখ্যাতি এবং ঐতিহাসিক রাজকৌশলের চরম সমাধান এই প্রভৃতি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে ঐতিহ্য ভাঙিয়া দিয়াছে, যেসের আক্রমণে অধিবাসের প্রতি বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা নাই। ী পৃথিবীর সেরা মানব, ইহার প্রতিটি কথা ও অনুধাবন করা আমাদের কর্তব্য, অতএব ইতিও আমরা সমস্ত বিচার করিয়া। কিন্তু সেন যে এখনও অধিবাসের আক্রমণীল ে এ ইঙ্গিত তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার তে পারিতেছি না। সম্মীলনীর কীর্তিকাল- র পরিসমাপ্তিকল্পে হইত, কিংবা তাঁহার সঙ্গে অসাধারণের শক্তির অভাবে হইত, ার কোনদিন কোন কারণেই কিংবা যে, এমনভাবে সমস্যা চিন্তা করিতেই আসেন বহিয়াছি!

• • • •

স্যালা বিকর্ষিনের ঘর অন্ধকার পড়ে। পুরোহিতগণ পলিয়েছেন, যেরা কোন—উহাদের আক্রমণের ভয়ে সিকের বাহির উন্মুক্ত মাঠের মাঝখানে । দাঁড়াইয়াছিল। এতবড় কীর্তির যে আর কীর্তির নাই, ইহাতে একটুও ভুল না। অথচ পুরোহিতদের ঘরে অথবা ইহার জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই। ঁহাদের ভোজ, কাহাকেও ছাড়িবার যেন, ঐন্দ্রিক ঐশ্বর্যকেও তিনি আজ্ঞা নাহেন। তাঁহার ঘরে সিন্ধুর লোকগুলা কী করিয়া বসিয়াছে তাহাই' ভাবে, কর্মিদলের ঐন্দ্রিক ঐশ্বর্যগণও এই মূহ্যমান । বসেন, অর্থাৎ ঐন্দ্রিক ঐশ্বর্যগণের অন্ন ছিল। পরিবারে পুরোহিতের বিদায়ে ার ৩৪ জন এবং আহতের সংখ্যা বার ৬৫জন এই সমস্ত সংবাদে লোকে ভোজ নাই' এই পুরোহিতগণই নিতা আহার দিয়া থাকেন, তিনি হয় নাই।—অবশ্যকে কেন ছাড়িয়া র যদি পাকিস্থানী করিতেছে না থাকিতে সে সঙ্গে ছাড়িত না, যেমন করিয়াই ার কর্তৃত্ব ভোগ করাইত!—পুরোহিত সাহে, ওজনারের এই বিষয়ের একরকম র্শনাভ হইয়া গেছে!

। ে ৯৯.—আমরা বরুণা ছিল আক্রমণকে অধিবাসের অনাধারণীল না ধরার মতে।

বলিয়াছেন, পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার একত্রিতের যে কেহই ধরাষ্টের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহারই সমর্থন করা উচিত। একেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাছে মুসলমানেরা মনে করে তিনি হিন্দুস্থানের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কিছুই বলিতেছেন না, সেইজন্যই ওইটুকু যোগ করা হইয়াছে। ইহাই রাজনীতির বিশেষত্ব, ধরাষ্ট। মিঃজেনাহ অধিবাসে বাস্তু তিনি, মুসলিম লীগের দুইদলের যোগদান প্রশ্নে ত আর বাধা দিতে পারেন না।

রাজনীতির আর একটি ধরণের দেখিতে পাইতেছি, সাধারণ, তোমরা যেন যেমন করিয়া না—যা হওয়ার হইয়া গেছে, অপরে যা খুসী করুক, কিন্তু তোমরা যেন তাহা করিবে! প্রার্থনাদিক ধরাষ্টের অন্তঃ করিয়াছে, তিনি আবার হিন্দুকে সাম্রাজ্যবাদীদের হিন্দু ধরাষ্টী যেমন করিয়া সম্মুখে আসার এমন করিয়াও প্রশ্ন ধরাইতে পারে নাই, সেই সাহসে ভাষণ করার পর বলিতেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য, অতএবে সকলেরই আত্মা রাখা কর্তব্য। তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই এবং একটি ভুলও তাঁহার ইচ্ছা যাহাতে করিতে পারে না' কাজেই সিন্ধুতে যারা করিয়াছে তাহা লইয়া ইহার পর আর আলোচনা করা বৃথা, কারণ আমার পাঠক পাঠিকারা যেন একথা মনে রাখেন, যুদ্ধ অনিবার্য এবং অবশ্যে সর্বশক্তিমান।

আমরা যারা সরল করিতেছি না, মনে করিবার উপায়ও নাই। কারণ, মন্ত্রাজীর উপরোক্ত প্রকৃতই ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইবার্ছে, তাহারা মনে-প্রাণে এমনের অধিবাসে হইয়া গেছে যে বিশ্বহত্যার, সন্ত্রীহত্যায়, কাস্টোরকাবিনীতে, সিন্ধুকাবিনীতে, পাঞ্জাবকাবিনীতে, নিজাম রাজ্যের পাকিস্থানী প্রভুর নিশ্চাবালা প্রাণে হাসা কিছা ফেরেছে উপর অত্যাচার করার কাবিনীতে, কিছা কাশ্মের কাবিনীতে, সন্ত্রসংক্রান্তপুরের কাবিনীতে, পূর্ব-পাকিস্থানের কাবিনীতে কোন কিছুতেই আর তাহাদিকে অপ্রসন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেছে না।

আমরা ঘটনাস্থল হইতে অনেকদূরে বসিয়া আছে যে এই সব কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি এবং বেশীরভাগ অধিবাসীরা মনে করিতেছি, উহাদের যুদ্ধ ছিল অনিবার্য এবং আমাদের মাথা উঁচা রাখা দরকার। অতএব আমার বক্তব্য, মহাত্মাজী দেশের লোককে অধিবাসে অনাধারণীল বলিয়া আমাদের প্রতি সুবিচার করেন নাই। বস্তুতঃ, এ-বিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত যদি যথার্থ হইত তাহা হইলেই আমরা সুখী হইতাম। এমনের খাটি অধিবাসের সহিত দেশ স্বাধীন করিতে নিয়া অনেকগুলি যুদ্ধ ঢুকিয়া হইয়া গেছে এবং বিশ্বাসঘাতক দেশের অধিবাসে

আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি, পাকিস্থান আমাদের এই ভিত্তি দিয়া আক্রমণ করিবে, ঐ ভিত্তি দিয়া খোঁচা মারিবে এবং আমরা যখন প্রতিরোধ করিতে থাকিব' অমনি তাহারাও যোরতর শত্রুতে আছে। পাকিস্থানী ঘুষির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ যদি চরিত্রার সর্তকতের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে সভাই বুঝিতে পারিব যুদ্ধ অনিবার্য এবং অবশ্যে সর্বশক্তিমান!

• • • •

সত্য কথা বলিতে কি, চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয় যে এতবড় জয় অর্জন করার পরেও আমরা মুসলিম লীগের কোন কথাকেই, তাহাদের সহিত কোন চুক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারি' তাহাদের উপর নির্ভর করিতে পারি' পরে পরে, মুহূর্তে মুহূর্তে একেবারে পরীক্ষিত লোকগুলির সঙ্গে কি করিয়াই বা যে কেমনতর সদ্ভাবের কথা উঠিতে পারে, তাহাও আমি ভাবিয়াই পাই না। আমরা কি এখনও একেবারে বাধ আলাপ আলোচনায় ও মিত্রতাসূচক কোলাকোলির ভাবটিকে দোষার মুহূর্তগুলি করিয়া যাইতে দিব' অন্যায়, পাপ ও অত্যাচারে আমরা কি লোকের আঘাত হানিব না' আমরা কি এমনই করিয়া পড়িয়া পড়িয়া মার খাইব' আমাদের বেতুকি কি আমাদিকে সে পথের সন্ধান দিতে পারিবেন না, যে পথে যোগের সন্ধান মুক্ত হইবে, আমের সন্ধান মুক্ত হইবে!—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সবার মুক্ত। এই সবার রাষ্ট্রের প্রকৃত পথে কোন ইতিহাস নাই। সে ইতিহাস রচনার গৌরব কি আমরা অর্জন করিব না!

• • • •

কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানী চক্রান্ত যদি স্বীকার করিয়া নাই, তাহা হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থান যে সংগ্রামে লিপ্ত, ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহা যদি সত্য বলে তাহা হইলে আলোচনা বৈঠকের জন্য বিরামহীন অনুরোধ উপরোধ করিয়া এবং তোষণ নীতিকেই আমাদের জীবনের একমাত্র নীতি বলিয়া স্থির করিয়া আমরা ভিলে ভিলে মৃত্যুর মুখে আর কতকাল অগ্রসর হইব!— ইহার পরিবর্তনকল্পে অবিলম্বে প্রস্তুতি প্রয়োজন, ভারতের অহিংসাত্মক নীতির পরিপূর্ণ বর্জন প্রয়োজন, যেসের মূলের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

ভারত রক্ষার জন্য আমাদের যদি পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠিত হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রার্থনিক অবস্থার অনুপস্থিতির অভাবে ইহা একটু কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের আয়তন ও লোকবল বিচার করিলে এরূপ সৈন্যসংখ্যা মোটেই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না।

বৈদেশিক রাজত্বকালে বলিয়া আমরা অভ্যাস করিয়াছি, বিদেশ সুবিধা ভারতের বন্ধু নাই। এখন একটু আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া খুব সন্তোষের সেখিলে খুব অন্যায় কিছু হোক হইবে না।

• • •

সংবাদলিপি

লন্ডন

অবসানের পথে মুদ্রাস্ফীতি—ট্রান্সপোর্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত—জাতীয় করণে রেলপথ।

(বিজয় সংবাদদাতা প্রেরিত)

লন্ডন, ৩০এ ডিসেম্বর—ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক রিপোর্ট পাঠে চলতি নোটের পরিমাণে বৃদ্ধির মন্থরতা লক্ষিত হওয়া অবশ্যই স্বস্তিদায়ক। এই হিসাবে চলতি নোটের পরিমাণ বেড়েছে সওয়াশো কোটি টাকা। বিগত পাঁচ সপ্তাহের হিসাব একত্র করিলে চলতি নোটের পরিমাণে মোট বৃদ্ধি দেখা যায় ২ কোটি পাউণ্ড। বৎসরের এই সময়ে সচরাচরই যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া থাকে তাহার তুলনায় এই বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয় নাই। পক্ষান্তরে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের এবং সমরকালের গতির তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে উচ্চতর মূল্যে ক্রয়শক্তির জন্য ইংরেজ জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ নাই বলিয়াই বর্তমান হিসাবে চলতি নোটের বৃদ্ধিতে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। অনুরূপ সময়ে পূর্ব বৎসরে নোটের পরিমাণ ছিল ১১ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহ কালে ছিল একটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা যে মুদ্রাস্ফীতি তাহার মধ্যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং সন্তোষের পথেই অল্পকাল ইহা গতি পরিবর্তন করিবে। আশা করা যাইতেছে অবশেষে প্রাক্‌যুদ্ধ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে চলতি নোটের পরিমাণে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস সাধন করা সম্ভব হইবে। এই হ্রাস সাধিত হইলে বিগত ৮ বৎসরের ক্রমবর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি এই প্রথম বাধা প্রাপ্ত হইবে। কলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উৎপাদনবৃদ্ধির গতির মুদ্রাস্ফীতির এই সন্তোষকে পাশাপাশি বিচার করিলে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নতির দিকে বলিয়াই ধরে হইবে।

১লা জানুয়ারী হইতে ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট কমিশন ইংল্যাণ্ডের রেলপথগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। কর্মচারীর অক্ষমতা এবং যাত্রিদের নিরাপত্তার দিক হইতে ট্রান্সপোর্ট কমিশনের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রধান প্রধান রেলপথ ও আনুষঙ্গিক জলপথ, সড়কের পুল ও জলপথের যানবাহনগুলি এবং বেসরকারী মালিকানাধীন ও লভ্যাংশ যানবাহন সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা হইয়াছে। অল্পকাল ধীরে ধীরে বহু বিস্তৃত রেলপথ, মোটর পথ এবং ডাক, মাল্লী এবং যানবাহনাদি ইত্যাদি সকল প্রকার সুযোগ সন্ধানকেই জাতীয় কর্তৃত্বের অধীন করা হইবে। কর্তৃত্বের এই সম্প্রসার সম্ভাবনাই পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করিবে এই ধরনের বিষয় সমালোচনায় উত্তরদান প্রসঙ্গে ট্রান্সপোর্ট কমিশনের সভাপতি জানাইয়াছেন যে পরিচালনা বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছে যে বিভাগে নীতি সম্বন্ধে বিভিন্নতে ট্রান্সপোর্ট কমিশন বেশ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবেন।

(১) সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণ এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের পরীক্ষণের জন্য কমিশনের থাকিবে;

(২) এই মৌলিক কর্তৃত্বের বিধিবিধানের মধ্যেও দৈনন্দিন পরিচালনা কার্যের ভার যথাসম্ভব রেলকর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) কর্তৃত্ব যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইবে। এই সকল আঞ্চলিক পরিষদগুলি যাহাতে এলাকার বিষয়সমূহের দিক দিয়া অধিক বিস্তৃত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইবে।

ট্রান্সপোর্ট কমিশনের এই রেলপথ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর "ফাইনান্সিয়াল টাইম্‌স" লিখিয়াছে যে, "ইহা সত্যই বিরাট সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এ সম্বন্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই। প্রাথমিক ভাবে ট্রান্সপোর্ট কমিশন ভাড়ার কর্তৃত্বভার প্রধান উদ্যোগ, বিভিন্ন চলাচল ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" কিন্তু কমিশনের বক্তব্য সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই যানবাহন চলাচলে কমিশনের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবে না। কারণ সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা পরিবর্তিত ব্যবস্থাতেও ক্রিটিশ মন্ত্রিসভার হাতে থাকিবে।

ওয়াশিংটন

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ বিল গৃহীত—অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের বার্ষিক বিবরণী—রেলপথ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(বিজয় সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৮এ ডিসেম্বর—কংগ্রেসের গত সপ্তাহের অধিবেশনে রিপাবলিকান পার্টির মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ বিল পাশ হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে বিলটি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিলের ধারা অনুসারে রেল পথে মাল বিক্রয়, স্থায়ী-বিক্রয়, ঘর বাড়ীর ভাড়ার পাকাপাকি ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদির সময় আরও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ব্যাঙ্কারগণী বন্ধ করা ও ইউরোপ ভ্রমণের অন্যান্য ক্ষেত্রে বার্ষিক অর্থ-সাহায্যের প্রস্তাবও করা হইয়াছে। এই বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সদস্যদের অনেকেই মুখ হইয়াছেন, অনেক সংবাদপত্রও এবিষয়ে তীব্র মন্তব্য করিয়াছে।

কেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী শিল্প পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু বড় ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক বৃদ্ধি পাইতেছে। পাইকারী পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাজারদরের অনেক নীচে রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে ট্রুম্যানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের কাউন্সিলের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীর প্রধান প্রধান বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এই বিবরণীর প্রথম অধ্যায়ে উপর ভিত্তি করিয়াই প্রেসিডেন্টকে তাঁহার প্রথম বিস্তৃতি প্রদান করিবেন। এই বিবরণীর মতে আমেরিকার যে বৃদ্ধির একটা কারণ। উহা হইতেছে অস্ত্রের অভাব, বর্তমানে শিল্পসংস্থার চরম যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিনের কর্তৃত্বপরায়ণ উৎপাদিত ও উন্নত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সংশোধিত প্রাক্‌যুদ্ধকালীন মূল্যমান ভিত্তি অনুযায়ী-এর হিসাবের মাধ্যমে বাজারদরের পরিমাণ সম্বন্ধে এক সঠিক ধারণা করিতে পারিতেছে। এই বাজারদরের মূল্যমান বেসামরিক উপর ভিত্তি করা হইয়াছে। প্রকৃত হিসাবের মধ্যে মূল্যমান হ্রাস ভিন্নতার মূল্যমানের মূল্যমান হ্রাস পাইয়াছে। এই মূল্যমান হ্রাস পাইয়াছে। এই মূল্যমান হ্রাস পাইয়াছে।

বিটেনের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ফল ১৯৪৮ সালে বিটেনের ১৯৪৭-৪৮ তুলনায় হইবে। বিনিময়হারের ১৭টি দেশের সহিত ব্যবসায়ে কিন্তু বর্তমান মূল্যে ঐ কারণে সম্ভাবনা হইয়া পড়িবে। বৈদেশিক বিনিময়ের অভাব বিনিময়ের বিশেষ কারণে ১৯৪৮ সালের এক পড়িবে। বর্তমানে বেসামরিক ব্যবসায়ে ও ব্যয় পাইকারী পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করিবে। ব্যবসায়ে ১৯৪৮ সালে ১৯৪৭ তুলনায় এবং ক্রমিক হারে ১৯৪৮ সালে ১৯৪৭ তুলনায় ব্যবসায়ের এবোসিয়েশনের মতে ১৯৪৮ সালের চাহিদা ১৯৪৭ সালের মতই থাকিবে। কোটি ১৫ লক্ষ আটলের মত, বিনিময় বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় প্রায় বিশেষ পাইয়াছে। তুলনায় তুল রেলপথ পাইয়াছে বৃদ্ধি পাইয়াছে সবচেয়ে বেশী। আয়ে আইরন ও ষ্টীল ইন্সটিট্যুটের বিবরণী মতে ১৯৪৮ সালে সবচেয়ে বেশী ইস্পাত উৎপাদন আশা করা যায়। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ক্রমিক মতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি আরও যে দাবী করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সালে পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন হইয়াছে ১৯৪৮ ১৯৪৯ সালে পর্যন্ত কোন বৎসরেই তাহা হয় না।

কলাকারী শ্রমিক যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক পার্থক্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চায়। মাইন শ্রমিকের মুখপাত্র এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, এবিষয়ে পরস্পর মধ্যে সভা আলোচনা-আলোচনা

সঙ্কলন

আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইন পরিষদের বাজেট পেশ করা হইবে। সাধারণ আয়-ব্যয়ের ১৯৫ ফেব্রুয়ারী এবং রেল বাজেটের উপর ৪ঠা ১০ই, ১১ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ধার্য হইয়াছে।

৭ বারের ৮৮৫ ফেব্রুয়ারী পেশ করা হইবে। আলোচনার জন্য ৩১টা ধার্য হইয়াছে এবং বাকী বরাদ্দের চাহিদার ১৫, ১৭, ১৮, ২১ই ও ২২ই ধার্য দিন রহিয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় প্রস্তাবসমূহ ও ১৯৫৪ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বিলসমূহ আলোচনার জন্য স্থির করা হইয়াছে। বাজেট অধিবেশনের পূর্ব বৈশাখিক অধিবেশন আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী আরম্ভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ষ্টেটের সিকিউরিটি

সরকারের অর্থসচিবের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সরকার সিকিউরিটির সুদ আদায়ের জন্য ১লা ১৯৮ তারিখ হইতে পাকিস্তানের কোন দায় ট্রেজারীতে জমা রাখিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সিকিউরিটিগুলি ৩১এ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহার পর পাকিস্তানেই ফেরত চলিবে। সময় উহার পরে ঐ সিকিউরিটির সুদ পাকিস্তানেই দেওয়া হইবে। সিকিউরিটি বিক্রয় এবং পাকিস্তানের এক ট্রেজারী হইতে অন্য ট্রেজারীতে বন্দি প্রভৃতি কাজ চলিতে ৩১এ মার্চ (১৯৪৮) পর্যন্ত এই আদায়ের টাকা পাকিস্তানে রেজেষ্ট্রী করা হইয়া যে ভারতীয় ডোমিনিয়নে বন্দি করা হয় উহা আর পাকিস্তানে ফিরাইয়া লইয়া যে না।

জো তৈলখনি আবিষ্কৃত

গতকল্য পশ্চিম আসামে কয়লাখনির নিকট খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান্স জানা যাবে করিয়াছেন বলিয়া জানা

অধিকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড

জানায়ে যে, ভারতের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিকের পরিবার প্রদের কল্যাণের জন্য লক্ষ পাঁচেই একটি যাবতাদৃশ্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন। কর্মিয়াছিলেন, সেই মোতাবেক প্রস্তাবিত করেই এই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অন্যূন ১৫ বৎসর বয়স যে সকল কয়লা খনি শ্রমিকের মূল মাসিক বেতন ৩০০ টাকার অধিক নয় তাহাদের ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার মূল বেতনের উপর টাকা প্রতি এক আনা এবং খনি কর্তৃপক্ষকেও ঐ সমান এক আনা করিয়া প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে জমা দিতে হইবে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে সকল কয়লা খনির জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফণ্ড থাকিবে। ঐ ফণ্ডের কেন্দ্রীয় অফিস বোম্বাইয়ে অবস্থা থাকিবে। কেন্দ্রীয় ফণ্ডের একটি পরিচালনা বোর্ড থাকিবে। উহার সভ্য থাকিবেন কেন্দ্রীয় সরকারের, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিবর্গ।

প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে অংশগ্রহণকারী কোন শ্রমিক ১৫ বৎসর চাকরের পর কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বা চিকিৎসকের জন্য অক্ষমতা হইয়া পড়িলে তাহার নামে জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ পাইতে পারিবে ঐ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার উত্তরাধিকারীকে ঐ অর্থ দেওয়া হইবে।

পূর্বাঞ্চলীয় বৈমানিক বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত

ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় বৈমানিক বিভাগ ১লা এপ্রিল হইতে উঠিয়া যাইতেছে। ইহা ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে এই বিভাগটি চলিয়াছে এবং ভারত সরকারের সাহায্যে ১০০টি সীমানা চলিতেছিল।

ভারতের চলিত অধিবাসী—বেসামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য এই সীমানা শাসন করা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে অবশ্য ভারতে এর লক্ষ টাকা এইজন্য ব্যয় হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে বিভিন্ন সদস্যের বাধা ও চলিত অধিবেশনের চলিয়া গিয়াছে এবং ভারত বৈমানিকদের হাই বলিয়া এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সদস্যদের দেওয়া হইবে।

ভারতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন

জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের প্রচার : টন কলকারখানা উৎপাদনের উপযোগী একটি বড় কারখানা তৈয়ারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বড় অফিসের বাহনের পরিচালনা একটি বিস্তৃত প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই পরিচালনা হইতে আরও জানা যায় যে, ১৫০ টন পর্যন্ত কলকারখানা প্রয়োজন হয়। প্রস্তাবিত কারখানার জন্য আবশ্যক যাবতীয় তথ্যাদিই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উহা বাদ ৩ লাখ যাইবেই। যন্ত্রপাতির জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং কারখানার ওয়ার্কশপ ও কারখানা চালু করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন হইবে ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি পরিকল্পনা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের পশ্চিমপাঞ্জাবের প্রয়োজন হইতে ভারতীয় ডোমিনিয়নে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে ঐসব বাস্তুহারাদের মধ্যে যাহারা কোন সিটিই সহর বা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহিবে তাহাদের প্রত্যেককে অন্যূন পাঁচশত টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হইবে।

এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বসতি বন্ধ হইবে ইতিপূর্বে প্রাদেশিক সরকারসমূহ, দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং বিভাগ, আজমীঢ় বালোয়াড়, কুর্গ ও পন্ডিচেরীর কমিশনারদিগকে পত্র লেখা হইয়াছে।

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য আবশ্যকীয় কথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের নিজ এলাকায় অধিবাসে ঐ পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে বলা করিয়াছেন। ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর কৃষিশিল্প কারখানা মালিকবৃন্দ, মজুর, আইনজীবীদিগের পুনর্বসতির জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বাস্তুহারাদের যেসকল কারীগরের বাস করিতে ইচ্ছুক সেই স্থানের জেলা কর্তৃপক্ষের মারফৎ ঐ ঋণের দরখাস্ত করা হইবে।

যে সকল বাস্তুহারা ব্যক্তি সরকারী হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই আবেদন করিতে পারিবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কেহ একবার সাহায্য পাইয়া থাকিলে তাঁহাকে আর সাহায্য দেওয়া হইবে না।

প্রথম বৎসরের জন্য ঐ ঋণের টাকার দুর দশগুণ হইবে না। কিন্তু পরে প্রতি বৎসরের জন্য পরবর্তী তিন টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

ঋণের প্রথম অর্থ নির্ধারিত কিস্তি অনুসারে চার বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে।

পয়ঃ প্রণালীর সংস্কার সাধন চেষ্টা

কলিকাতা ও চন্দননগরাদির অবলে পয়ঃপ্রণালীর দ্রুত বলের আকারে অপসারণের উদ্দেশ্যে একটি প্রধান পরিকল্পনা রচনায় সাহায্যদান করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য ও জনসাধারণ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ও উহা কার্যকরী করার উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা

বাজারের কথা

"কাশ্মীরী" বাজার

আলোচ্য সপ্তাহের বাজার যে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক বাজারের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দিকে কাশ্মীরের কথা খুব শুনা গিয়াছে এবং যুদ্ধবিরামের উপরকার কলওয়ালাটাকের কাশ্মীরের যুদ্ধ ও শান্তিসংরক্ষণের পরিচালনা সইয়া আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। বাজারের অবস্থার বিশেষ অবনতি অবশ্য হয় নাই, কিন্তু যে প্রাণহীনতা বাজারে এ সপ্তাহে লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহা কোনরূপ কল্যাণই সূচিত করে না।

প্রতি বৎসরই বাজেট বার্ষিক বিলাস বিকাশের সময় বাজেট বিলাসদের ঠিক রাখিবার জন্য পেয়ারবাজারের ক্রেতাদের উপর একটা চাপ পড়ে, কিন্তু নূতন বর্ষারম্ভে সে ধরণের কোন আশঙ্কা না থাকায় আর্থিক সচ্ছলতার বলবাজারের অবস্থার উন্নতি স্বাভাবিক। তাই সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে নববর্ষে বাজারের উন্নতিযোগ উন্নতি হইবে,—কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষদের হস্তক্ষেপের প্রস্তাবে ও ভারত-পাকিস্তান চুক্তির অনিশ্চয়তা বাজারে বিশেষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং পর পেয়ারেও বাজার উপরে উঠিতে পারিতেছে না। পর পেয়ারের কনফিডেন্সই পরিচায়ক সর্বাঙ্গীক বন্ধবাটের সর্বাঙ্গীক বাধবার ফলেও বাজারের উন্নতি হওয়া উচিত ছিল।—কিন্তু পাকিস্থানের "রণ বেরি" দৃষ্টি এবং ভারতীয় বুকনাই কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে বাজারের দ্বিধাও যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না! মন্দীওয়ালারা সর্বপ্রকার সুযোগের সদ্ব্যবহারে লাগিয়া গিয়াছে এবং বাজার মাঁতে খেলিবার মত কোন সংবাদই পাওয়া করিয়া প্রচার করিতে সন্দেহবোধ করিতেছে না।—কয়াচীতে হিন্দুনিধনের এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধের সংবাদও বাজারের পক্ষে একান্ত অশুভ হইয়াছে। সকল কথা বিবেচনা করিলে বাজার বাড়ে নাই কেন একথা না ভাবিয়া বাজার আরও পড়ে নাই কেন ইহা মনে করিয়াই বিস্মিত হইতে হয়। বাজার আরও না পড়ার কারণ আমাদের ইহাই মনে হয় যে বর্তমানকালের পেয়ার বাজারের ক্রেতাদের অধিকাংশেই নিজস্ব টাকায় কারবার করেন, মাল জমা করিবার জন্য বাজের সরবরাহ হওয়ার তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য বাজার এক-আধটুকু পড়িলে তাঁহাদের উপরে কোনরূপ তাগিদ অথবা চাপ পড়ে না এবং নিজেদের টাকার বল কিনিবার সুবিধার ফলে তাঁহারা নিজেরা মূলধন পর্যন্ত লোকসান খাওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইতেছেন ততক্ষণ অর্থাৎ তাঁহাদের বল বিক্রয়ের কোনরকম বাধ্যবাধকতা থাকে না। এ ছাড়াও তাঁহাদের লোকসান যায় কাগজে-কলমে লোকসান।—এই লোকসানকে প্রকৃত লাভে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা অপেক্ষা করিতে পারেন।—যাহাই হউক, বাজার এখন প্রকৃত বাজারের আরও বেশী অবনতি আমরা আশঙ্কা করি না।

পেয়ার বাজারের পরিবর্তন এবং বর্মবিনিয়োগকারীদের ও প্রকৃত ব্যবসা বাণিজ্যের কর্তিকারক ছুতারীর দল কাটাকিওয়ালাদের আবার দেখা যাইতেছে। একটি ছুইটি করিয়া আবার তাহারা ছুটিয়াদের উপরে কারিতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধেই পুলিশ কিছুদিন পূর্বে যে উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছিল, বর্তমানে তাহার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা এবিষয়ে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি এবং ব্যাঙ্কিংক কর্তৃপক্ষদের কাটাকিওয়ালা বন্ধের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াসের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য শোনা যাইতেছে না। তবে আনুমানিক কারণানুসারে যাহাতে মোট সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় বিদেশাগত ইস্পাতের বর্ধিত মূল্যের সরকারী অনুমোদন অন্ততঃপক্ষে কয়েক মাস পিছাইয়া যাইবে ও বেলওয়েদের বর্ধিত হারের টাকাটা ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

পেয়ার বাজার সম্পর্কীয় প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। এই আইনের পরিবর্তে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। তার পি. চ. চৈন তাহার সরকারের অনুরোধে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তা চৈনের পরামর্শের কিছুটা রদবদল করিয়া লইলে এই আইন সর্বপ্রকারেই বাজারের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অবশ্য আমার বিশ্বাস এই যে "এই আইনের প্রয়োজন থাকিবে", আজ আজ এমনিতর গুজব রটাইয়া মন্দীওয়ালারা ইহার পূর্বেও বহুবার বাজার মাটি করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং প্রতিবারই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এবারও মরুদ্যানের তাহারা পুনরায় এই আইনের গুজব রটাইয়া কলিকাতার বাজার ফেলিয়া দিয়াছিল এবং বোম্বাইয়ের বাজারের স্থবির অবস্থাকে ঘটাইয়া সক্ষম হইয়াছিল। অবশ্য সাধারণতঃ বোম্বাইয়ের বর্মবিনিয়োগকারী যে কলিকাতার বর্মবিনিয়োগকারী অপেক্ষা অধিকতর ওয়াকিবহাল ইহাই প্রচার করা হইয়া থাকে। তাহাই হউক আমাদের মনে সন্দীকারকদের কর্মকেন্দ্রস্থল এবং প্রকৃত ব্যবসাবাণিজ্যের ঐতিহ্যকে পেয়ার বাজার সম্পর্কীয় আইন বিধিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। পেয়ার বাজারকে ব্যবসাবাণিজ্যের মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করিতে হইলে, বরঞ্চ বাজার খুব কেজা ও পেশাদার মাটকাবাজদের গ্রাস হইতে ইহাকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক এবং তাহা করিতে হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। প্রাদেশিক সরকারের সদযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারকেই এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তা চৈন প্রস্তুত পরামর্শ করি নাই, বিশেষ করিয়া বন্ধবাটের সম্ভাব্য বোঝাই আমরা কোনমতেই সমর্থন করি না। তা চৈনের প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া উহাকে আইনে পরিকল্পনা করাই প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে যত মোটের উপর জমাই দিয়াছে ৭, ইহার ১৯৫৯ সালের জন্য ১৯৯৯ হইতে বাড়িয়া ১৯৯৮ হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বিশেষ পড়ে নাই

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক পেয়ারের মত একমাত্র অপরিবর্তিত ছিল বিভাগ ব্যাঙ্কে ১১৭৯, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৫, ও ফেডারেল ১৮৯ ও ইন্ডিয়া ফোর্স ব্যাঙ্ক (আংশিক)। সপ্তাহশেষে ৫১৫, টাকায় জমা হইয়াছে ৯

কয়লা খনি—

কয়লাখনির পেয়ারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আমরা পাওয়ারফুলের চাহিদা উন্নতি, ৭৮৯ হইতে ইহা ৭১৯, হইয়াছে অন্যান্য পেয়ার একই রকম আছে, ফেডারেল ইন্ডিয়াপাওয়ারের সম্ভাব্যকারিত বিরোধী সম্ভাব্যজনক ঘোষণার ফলে সম্প্রতি উন্নতি হইয়া ১৮৭৯ হইয়াছে

চা-বাগান—

এই সপ্তাহে পেয়ার বিভাগে চা-বাগানের পেয়ারে যে উন্নতি লক্ষ্য পিয়াছিল তাহা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই বাগড়া একেবারে পড়তাকে ধরিয়া ১৯৪ হইতে ১৯৫৯ হয় কিন্তু শেষে ১৯, টাকায় আসে আসাম-দুয়ার ১, লাহা আসামের ৫, দানিয়া ৯৫ ৩৩৭, অন্যান্য বড় পেয়ারের মত এক্ষেত্রেও ক্রয়ের চাপ ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশন মেন পেয়ার ১৮৭৯ ও ১৯, ইহাদেই জমা উঠানামা করিয়াছে ইণ্ডিয়ান আয়রণ উপরে ১৮৯৯ অবধি উঠিয়াছিল, ষ্টীল কর্পোরেশন উঠিয়াছিল ১৯৯ পর্যন্ত শেষে ১১৯৯ ও ১৯৯৯ হয়ে কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

এরোপে ব্রাডফোর্ড হয়ের উন্নতি আমাদের সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সপ্তাহের প্রথম দিকে ও মোটের পেয়ারের গুজবে এরোপের ৫৯ অবধি উঠে হয়। পর সপ্তাহে ইহার দর ছিল মাত্র ৪৯, কলকাতা কেমিক্যাল কোম্পানি ডেভিডসন ব্রাদার্সের অনুকূলে নিলামি হইয়াছে এই সংবাদের ফলে, ইহার দর একেবারে ৪৯, হইতে উঠিয়া ১১, হয়। চিটাগং পেয়ারের দরও বেশী ছিল এবং ১৯৯ অবধি উঠিয়া কাজ হয়, পরে অবশ্য এই দর পড়িয়া গিয়া ৯০৯ দরে কেনাবেচা হয়। অন্যান্যের ১৯৯ দরে যা ক্রেতা ছিল এবং ফ্রাঙ্কোস এয়ারওয়েজের ১৮৯ হইতে ১১৯ এই দরের মধ্যে অনেক কাজ হইয়াছে ভার্জিন ফেব্রাসন ১৯৯, ও ব্রাটিশবার্ড ১৮৯ দরে হাতবদল হইয়াছে। আলকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই

অপেক্ষাকৃত মন্দা বাজার

পাট ও তুলার বাজারে গত সপ্তাহে মন্দাভাব দেখা যায়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে উচ্চ পাটের দরের সুযোগে যে অতিরিক্ত জমা অবলম্বনের সময়ে করিয়াছেন তাহার ফলেই পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। বস্ত্র ও সুতার বিনিময়ের যে অবিধে পাওয়া যাইতেছিল তাহাতে তুলার বাজারেও ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্য-অধিকর্তার দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক শিল্প সম্মেলনে বর্ধিত শিল্প প্রসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে শিল্পের কাঁচামালের সম্ভাব্য চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। কিন্তু বিদেশে পাটের দাম কম হওয়ায় কাঁচা পাট রপ্তানি করিয়া সরকারের লাভ হইতেছে। সম্প্রতি এক খবরে বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই-এর প্রধান শ্রমিক-সংগঠন 'জিন-শ্রমিক' ও সরকারের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাৎসরিক বোনাস শ্রমিকরা কেবলমাত্র মালের প্রথম সপ্তাহে বন্ধ শ্রমিকদের দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় চাহিদা আশা করা কঠিন।

পাটের বাজারের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিবার জন্য সাম্প্রতিক সময়ের সরকারী হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৬২ সালের জুলাই—ডিসেম্বর মাসে পাট রপ্তানি ১৯৬০-৬১ সালের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে উচ্চ পাটের দরের সুযোগে যে অতিরিক্ত মাল অবলম্বনের সময়ে করিয়াছেন তাহার ফলেই পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। বস্ত্র ও সুতার বিনিময়ের যে অবিধে পাওয়া যাইতেছিল তাহাতে তুলার বাজারেও ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্য-অধিকর্তার দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক শিল্প সম্মেলনে বর্ধিত শিল্প প্রসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে

আলোচনা

দিল্লীতে ষ্টার্লিং প্রতিনিধিদল

ষ্টার্লিং পাওনা লইয়া আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হইবার কথা রহিয়াছে সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল সম্প্রতি করাচী হইয়া দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। এইরূপ স্থির ছিল যে, করাচীতে প্রাথমিক কথাবার্তা সমাপ্ত করিয়া উক্ত প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের লইয়া দিল্লী পৌঁছিবেন। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া এক প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়। মিঃ মহম্মদ আলী, মিঃ সি. ডব্লিউ লেস্টন টার্নার, মিঃ মহবুবুল্লাহসেন, মিঃ মহম্মদ ইস্মাইল, ওঃ এ. কে. ফুজলী এবং ডাঃ এল. নেবার্গী। ভারতের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হন শ্রী ডি. নন্দরাজ রাও, শ্রীবি. কে. বেহর এবং শ্রী সি. কে. রায়। এতদ্ব্যতীত স্থির হয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মিঃ ডি. কারে উভয়পক্ষেরই পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিবেন। কিন্তু এখনে জানা গিয়াছে যে আর্থিক চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহা অবিলম্বে পরিশোধ করিতে ভারত অস্বীকার করায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল দিল্লী আসিতে বিরত রহিয়াছেন।

আর্থিক চুক্তির সর্ত অপালন সম্পর্কে ভারতের উচ্চ যোগাযোগ করিয়া পাকিস্তানের এই অসহযোগ তাহাদের চিরাচরিত নিয়মের নাকি কাটিয়া পরের বাজারে নীতিরই এক নূতনতর পরিচয়। ভারতের প্রধান এবং উপপ্রধান মন্ত্রী উভয়েই সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে ভারতের পক্ষ হইতে আর্থিক চুক্তির ব্যাপারে কোনরূপেই অস্বীকার করা হয় নাই। যেহেতু কাশ্মীরের ব্যাপারাবলের সহিত বহুবলম্বক সম্বন্ধ রাখিয়া পাকিস্তান বন্ধ করিবে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের পাওনা প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া হইবে। ভারতের এই সঙ্গতে অস্বীকার করিয়া পাকিস্তান ষ্টার্লিং আলাপ আলোচনাতে যে অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয়, দেশের বাস্তব ব্যাপারে মূল্য প্রদান না দিয়া তাহাদের মানসিক আদর্শিক প্রভৃতিনৈতিক কার্যকলাপকে বাহবা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। যে যাহাই হউক ষ্টার্লিং-এর সমস্যা এই অবস্থায় যে আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অসহযোগ সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারাই ইহার আর্থিক ও সাময়িক মিমাংসা নাকি করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বিগত এই জানুয়ারী কয়েরো নগরীতে যে ইক-বিশ্ব আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তদনুসারে বর্তমান বৎসরে বিশ্ব মোট ১,১০,০০,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ভোগ করিতে পারিবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক এবং সাময়িক সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ১,১০,০০,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং তাহার প্রাপ্য থাকিবে। উপরন্তু বিশ্বের প্রাপ্য ষ্টার্লিং পাওনার বিনিময়সংক্রান্ত ঋণের আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে ঘাটতি টাকা মিটাইতে সক্ষম হয়, সেজন্য ১৯৬৮ সালে ৩০ লক্ষাধিক ডলার এবং ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ ব্রিটেন বিশ্বকে প্রাপ্য ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে সরবরাহ করিবে। ইহা ভিন্ন বিশ্বের আরব্ধনী পরিষদ এবং বিশ্বের করিয়া ইক-বিশ্ব ঠৈল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ভবনে আমদানীর যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন ব্রিটেন প্রস্তুত থাকিবে। বিশ্বকে এই ঔদার্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া ব্রিটেনকে নিজস্ব কম অর্থ ব্যয় করিতে হয় নাই। ব্রিটেনের মুদ্রা ঘর হইতে ব্রিটেন আরও ১২,০০,০১,০০০ ডলার ঘাটতিয়া লইয়াছে এবং বর্তমানে মাত্র ১০,০০,০০,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ প্রাপ্য রহিয়াছে। এত অর্থসংস্থান করিয়াও বিশ্বের যখন ব্রিটেন ভারত চীনের বৈদেশিক নীতি অনুমোদনের পরিচয় দিয়াছে, তখন ভারতের তাহার অনুসরণ করিয়া কি বলিয়াই আমাদের বিস্ময়। বিস্ময় যদি অনুচিত হয়, তবে পাকিস্তান ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এক ভাবে-সিদ্ধেরী সম্পর্কের বন্ধন সম্পর্কে যে সন্দেহের ভাব অনেকেরই মনে জাগরূক আছে, তাহাই বন্ধমূল হইবে।

* * * *

বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় কেন্দ্রেই ক্রমশঃ হার বাড়িয়া ৮ আনায় স্থির থাকিলেও চিনি, পাট, তুলা প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে কিছু অস্বচ্ছলতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। সরকারকে অবশ্য খুব একটা ব্যস্ত হোল করিতে হয় নাই। খাদ্যশস্যের আবেদনে পূর্ববারের ২১০ কোটি টাকা পরিশোধের আবেদনের স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৮ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্যের জন্য আবেদন করা হয় এবং পূর্ববারে যেখানে ১৩৩ কোটি টাকার খাদ্যশস্য মঞ্জুর হইয়াছিল, এবারে সেখানে ১ কোটি টাকার খাদ্যশস্য মঞ্জুর হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ২ কোটি টাকার খাদ্যশস্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

১৯৬৭ জানুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সাপ্তাহিক বিবরণ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৫৫০ কোটি টাকা, কিন্তু মোট নোট ও ব্যাঙ্কের মুদ্রার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ৭০৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোটের পরিমাণ ৪৯০১ কোটি টাকা হইতে ৫৮৭৬ কোটি টাকাতে হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সরকারের আমানত ৩১৭০৮ কোটি টাকা হইতে ৩৩৪৯৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়া যায় এবং বহির্দেশে আমার পরিমাণ ৩৩১৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১৪৫২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। যদি বাহিরে আমানতের এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে যায় আমদানী সংক্রান্ত যেসপাওনাকেই উপলক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থার প্রকৃত কোটি টাকাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত প্রদেশের অধিকতর প্রয়োজনের জন্য বিভাগ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত ১৮৮০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৮৫৪ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সপ্তাহের অবনতির পরিমাণে কেবলমাত্র বিনিময়েরই দায়ী কিন্তু উহাই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বন্ধ বিনিময়ের পরিমাণ ৯৩১৭ কোটি টাকা হইতে ৯৪৬৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে। সাময়িক ২৬ লক্ষ টাকা হইতে ৭১ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে। বহুদূরের হয়, পাকিস্তান-পাওনা চালু রাখার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ পাকিস্তানকে প্রদান করিতে হইয়াছে, তাহাই উপরিলিখিত অবস্থার প্রকৃত কারণ। পাকিস্তানের বিদেশ হইতে ঔদার্যিক বিমানের প্রয়োজন রহিয়াছে। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ মোট কোটি টাকা হইতে ৭৭১ লক্ষ টাকাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ মোট কোটি টাকা হইতে ৭৭৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করে। উপরি বর্ণিত অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির লঘুতাপ হইয়া উঠিবে। বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আন্তর্জাতী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালকদের যে সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অবিশ্বাস মুদ্রাস্ফীতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের বন্ধুরূপ অন্য বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে কঠিনের করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৬৭ সালের পাকিস্তান মুদ্রাস্ফীতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাপারে ১লা এপ্রিল হইতে ইংলণ্ডী এবং উহা পাকিস্তান সরকার ব্যাঙ্ক করিয়া পাকিস্তান ডলার ব্যাঙ্কগুলি দুই বাজারে ছাড়িবার অধিকার থাকিবে এই সম্পর্কে প্রকাশ তাহার সরকারের কোনরূপ লাভি থাকিবেন এবং বর্তমান বৎসরের ১০ এ সেপ্টেম্বর পর হইতে এই ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ঔদার্যিক বিষয় ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্বে পাকিস্তান সরকার কোন কারণেই মুদ্রা বাজারে ছাড়িতে পারিবেন না রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে পাকিস্তানকে যাহা কোন প্রদান করা হয়, তাহা আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের অফিসার এবং ব্যাঙ্কিং মিত্রকারণ অনুসারেই ক হইবে পাকিস্তান ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ৫ কোটি টাকার মত লাভন গ্রহণ করিয়াছে. এই তাহার সরকারাধীন হইতে ২৪ কোটি টাকার অধিক অর্থের মূল চাহিয়া বসিয়া আছে। অথচ ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে যে ব্যবসাকালাকালী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবসায়ীদের পক্ষে এইরূপ প্রদান বিধিবিরুদ্ধ। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অবশ্যই যদিও আমরা ষ্টার্লিং প্রতিনিধিদল ফিরে হইতে কতটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে যদি পাকিস্তানের অসহযোগের অজুহাতে ভারত আরও পাওনা ষ্টার্লিং-এর কোন অংশই প্রদান করা

বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

					কোটি টাকা

ফিরন্ত

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

কলিকাতায় অপরীত হইয়াছে।—সখা সেন আমাদের কাছে অনেকটা ডলকথার রাজপুরের গ্রায় হইয়া আছেন, যে-রাজপুর একাকী সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাতালপুরীর বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে, তেমনির রাজপুর অনাবৃত মুখের বিজয়া চিকোল মুখ বিষয়ে যা ঠাকুরমাদের নিকট হইতে সখা সেনের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী শুনিবে এবং বড় হইয়া অনিবে "রাজপুর" হওয়ার স্বপ্ন দেখিবে। দুঃখের সখা সেন অবশ্য বাঁচিয়াছেন। তিনি ত্যাগ, সৌম্য ও সংগ্রামের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে গলাদী ও ভারত-বাসীমাত্রেরই পৃথিবীর কাছে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

* * * * *

আর একটি তরুণ প্রাণের আত্মাহুতির কাহিনীও বর্তমান সপ্তাহে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাসের হত্যাকারী প্রফুল্লকুমারের মৃত্যুকালীন বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর। মিঃ আর, ডগলাসের হত্যাপরাধে ১৯শে জানুয়ারী ১৯০৯ সনে প্রফুল্ল-কুমারের ফাঁসি হয়। মিঃ প্রফুল্লনিক্ষিপ্ত গুলিতে কি ডগলাসের মৃত্যু হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে অত্যাবধি সন্দেহ আছে। প্রফুল্ল কিন্তু হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব সোনার ছেলের আত্মাহুতির উপর দাঁড়াইয়া আছে বলিয়াই শত বড় ঝাপটাতেও আমরা বঞ্চিত হইতেছি না।

—সত্যসন্ধী

বিশ্বজিতে ষ্টার্লিং প্রতিনিধিত্বিল

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

হয়, তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্যে ভারতকেও হ্রাস-সঙ্কটে পড়িতে হইবে। এই কারণেই আমদানী সপ্তাহের পরিসংখ্যান সাবধানে পরিলক্ষিত হইবে।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে হিসাববিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আমানতের পরিমাণ ৮৯'৭২ কোটি টাকা হইতে ৯০'৭৩ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঋণবিনিয়োগ ও ঋণের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সপ্তাহের ১৬'৮৭ কোটি টাকার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ঋণপ্রদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬'২০ কোটি টাকা এবং ঋণের পূর্ব সপ্তাহে ৭'১১ কোটি টাকা হইতে ৮'৩১ কোটি টাকাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৯৪৪ ডিসেম্বরে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ডলারভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের যে হিসাববিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আমদানি চাহিদাপত্রের প্রবেশ আমানত ১৭৩'২১ কোটি টাকা হইতে ৭৪৮'৩৩ কোটি টাকাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩৫'৭৭ কোটি টাকা হইতে ৩৬'১৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করে। পাকিস্তানে প্রথমোক্ত শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ ৭৫ লাখ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭'১৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩৮'১১ কোটি টাকা হইতে ৩৮'৩৪ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। সমস্ত ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণেও ১ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত জমাতে ১৪৪ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিলেও সমস্ত ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণ ৩৮'৪৪ কোটি টাকা হইতে ৩৮'৭১ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(বিশেষ প্রবন্ধ)

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

অর্থনৈতিক জগতের বিখ্যাত কিংবদন্তী আদে এমনভাবে পাক আছিলাম অন্তরতম ভাবা পাকিস্তানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। —এ বিষয়ে আরও দেরী করিলে পাকিস্তানের অপূরণীয় ক্ষতি হইতে পারে। বর্তমানের অনিশ্চয়তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় ভীতি ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রতিকূলভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, —পাকিস্তানের অক্ষমতা পাকিস্তানকে "অর্থনৈতিক বাজারে" সাহায্যে ক্ষমে করিবার চেষ্টা করিতেছে, এ ধরণের ইঙ্গিত রেহে নাকা, কারণ ক্রমবর্ধমান বিলম্বে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা বিকল্পব্যবস্থার দিকে পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে তরুণীভূক্ত ব্যবসায়ের আমদানি ও রাপ্তানির অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। করাচীর লোনা জলের বাজার একেবারে বন্ধ বলিলেই চলে। রেঙ্গুনের চালের ক্রয় ক্রমশ বন্ধ হইয়া আসিতেছে এবং কয়লা ও সরকার অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ বিলম্বিত ও অনিশ্চিত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোড়াতাসি সিল এই বিষয় অবস্থাকে কিছুকালের জন্য ঢাকিয়া রাখা চলে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। পাকিস্তানের পক্ষে তাড়াতাড়ি ডলার এবং অবিলম্বে এই উভয়বিধ প্রতিষেধের সমাবেশ লাভ করিবার একান্ত প্রয়োজন, কারণ পাকিস্তানের বিশ্বস্ত প্রতিবেশের শিল্পকারখানার উপযোগী কোন আকর এবং কলকব্জা, এই দুইয়ের একটাও নাই। অতএব নিজের পরেই পাকিস্তানকে তাহার অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় নীতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

বাজারের কথা

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

কটোলেদের তার বন্ধে প্রবল করার কল্পনা বাংলা সরকার উপযুক্ত ত্যাগ করিলেন এই ঘোষণার ফলে কাপড়োটা ইলেকট্রিকের দাম ৩।৩৫ হইতে নামিয়া ৬৮৫ হয়। বাদামের দাম ছিল ৮৮৫, আলকাতিরা কেরিকালের দাম ছিল ২১৬ গ্রামফলে উপাকো ছিল ১৩৫, ইণ্ডিয়া ইলিসিয়ের দাম প্রবেশ ১৩৯ অর্থাৎ ৩৫, পরে বাড়িয়া ১৪৯ অবধি বাড়ে ঘরে বেচাবেচা হয়।

চা—

চা পোরাকের বিক্রেতার অভাবে কাজ বেশী হইতে

আর সরকার পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা বি অবশ্যক হওয়ায় পাকিস্তান সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়াকে ৭৭৩ সরাসরি উক্ত টাকা বাবী করিয়া এবং অনুরোধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই অনুরোধ ক হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে উক্ত সরবরাহের মূলক যে সমস্ত টাকা রহিয়াছে পাকিস্তান সরকারের ব যোগবরাহের ব্যাপারে যেন ভারত সরকারের হস্তা

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

চাল আছিলেছে। কারণ, ইহার উপরই সেনাবাহী জীবন যাত্রার মান উন্নীত করিবার প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। প্রাথমিক সরকারসমূহ বিক্রির দ্বারা ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে, তার অর্ধেই নগদ। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। আমরা বাজেটেও অন্য কোন উপায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি না। অধিক অর্থসংগ্রহ করিবার নামে করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে অনেকের অনেক শ্রম বৃথা হইতে পারে বলিয়া বিশেষ নাই। এই অবস্থায় প্রস্তাবগুলিকে যে আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাদের কোনও উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিলে প্রস্তাবগুলির আকর্ষণীয় হইবার কথা ও ছিল।

সম্পাদক

(পূর্বপৃষ্ঠার শেষ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা

বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ বৎসর প্র ১৫ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বেসরকারি ১৫ শিক্ষক এবং বেসরকারের শিক্ষাকেন্দ্রে ৫০ জন মহি ও পুরুষ শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাদা করিতেছেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উহাদের সরে প্রবর্তিত ১টি নূতন শিক্ষাকেন্দ্রে বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর স্থলে পরিবর্তে শিক্ষিত করি হইবেন। নূতন শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও এরূপ ৫ পাঠচক্র ও অন্যান্য অঞ্চলের খোলা হইবে।

জানা গিয়াছে যে, আমাদের বৎসর শিক্ষা ব ছোট ছোটদের অঙ্কের বেশী টাকা শিক্ষা সম্প্র বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থাও করা হইবে।

বাথগেটের প্রথম হিসাবনিকাশ

ইক

১৯৮৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ছয়মাসিক সময়কালের জন্য বাথগেট টী-কোম্পানী লিমিটেডের কার্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বাথগেট কোম্পানী হইতে বাথগেট কোম্পানী লিমিটেড এই নূতন নামে রূপান্তরিত হওয়ার পর ইহা প্রথম হিসাবের পক্ষ হইতে এই প্রথম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইল। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এই প্রথমবার এই পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে কার্যবিবরণী প্রকাশে সক্ষম হইয়াছে।

আলোচ্য কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এই যে হিসাব দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে সকলে খুব সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। একদিকে ইহা বিগত বৎসরের ব্যবসায় মন্দিরের একটা সমাধান ঘোষণা করিয়াছে। তাহার উপরে আলোচ্য কোম্পানীর সমস্যার ঘটায় হিসাব অতিরিক্ত আশিয়া এই সন্দেহ দূর হয়।

কিন্তু কোম্পানীর হিসাবরক্ষী সেক্রেটারিদের সতর্কতার যে রক্ষণশীলতার নিদর্শনের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি তাহাতে বিশেষ কোনোকিছুই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া হিসাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। কলিকাতার বেশ অনিষ্ট সৃষ্টি করা হইতেছে এই বিক্রয়ের সম্বন্ধে সন্দিহানের উদ্রেক প্রকাশ করে। ফলে কোম্পানীর কোনোই দুঃখ পায় নাই, অসন্তোষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দুঃখের সালের প্রভাব ও তৎপরবর্তী সাময়িক প্রভাবসমূহের কে এই সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হয়। ফলে কোন দেশ পক্ষেই নির্দিষ্ট কাজ কারবার চালাইয়া যাওয়া হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য কোম্পানীকে ক্ষতি বর্তমান সেজন্যই হয়। ইহা সত্ত্বেও কার্যবিবরণীতে যে লাভ দেখানো হইয়াছে পরিচালকমণ্ডল অবশ্যই ধন্যবাদ করিতে। এই বৎসর ব্যাকডোরেশন এও কোম্পানী হইতে যে আর্থিক ব্যবসাটের পরিচালকমণ্ডল হয়, তাহা হইতেও প্রভূত লাভ হয়। বর্তমানে এই লাভকে অন্তর্ভুক্ত করা না হইলেও আগামী বার্ষিক হিসাবে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

বিগত বৎসরে আলোচ্য কোম্পানী সেনার্স মেসার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের অংশ ক্রয় করিয়াছে এই সেবোক্ত কোম্পানী সম্প্রতি লাভাংশ ঘোষণা করে। বিগত বৎসরে মেসার্স কোম্পানী মোট ৮'১০ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। অতএব এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনের ফলে বাথগেট কোং লিমিটেডের অধিকতর লভ্য হইবে তাহাতে আশা পোষণ করা অন্যায় নহে।

বাথগেট এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের কারবার সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে ৯ মাস-তিন মাস সময়ে মোট বিক্রয়লব্ধ ৮৮,০০০৲ টাকা পরিমাণের হেয় করা এবং মূল্যাদি বাবদ খাতে মোট ১,৭১২৲ টাকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এছাড়া অন্যান্য ব্যয়সমূহের মধ্যে প্রাথমিক খাতে ৯,৫২৯৲ সেক্রেটারিয়াল ১৮,০০০৲ এবং কর পাওনা খাতে ১১,০০০৲ টাকার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বৎসরের ক্ষেত্র হিসাবে ১১,৯৩৫৲ টাকা বাদে লইয়া নূতন খাতের আরম্ভ করা হইয়াছে।

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩০-এ জুন তারিখে হিসাবের বৎসরের জন্য ব্রাইসোর সেলার্স লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববৎসরের সহিত তুলনায় বর্তমান বৎসরে আলোচ্য কোম্পানীর ব্যবসায়ে অবনতি পরিলক্ষিত হয়। অত্যাবশ্যক কাঁচামাল ইত্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা, নির্দিষ্ট মূল্যমানের নিম্নতা, সাধারণভাবে উৎপাদন কাজের বৃদ্ধি প্রভৃতির

নিম্নমাবলী

—×—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছাব্বি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এডেলির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

বিলিত প্রভাবে আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানীর লাভের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়া যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ৬৭১ লক্ষ টাকা লাভ হয়, সেখানে আলোচ্য বর্ষে লাভ হইয়াছে ৫৭১ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে বের করে। পরিমাণ ১৭১ লক্ষ টাকা এবং মূল্যাপকর্ষের খাতে জমা করা হইয়াছে ১০৬ লক্ষ টাকা। পূর্ববৎসরে অবশ্য উপরিউক্ত উভয় খাতেই অধিকতর ব্যয় করা হইয়াছিল। বের ফলের পরিমাণ পূর্ব বৎসরে ছিল ২ লক্ষ টাকা এবং মূল্যাপকর্ষের খাতে জমা করা হইয়াছিল ২৭৩ লক্ষ টাকা। সন্তোষের পূর্ব বৎসরে সংরক্ষিত তহবিলে কোন অর্থ প্রদান করা না হইলেও আলোচ্য বর্ষে ৪৫,১২০৲ টাকা জমা দেখানো হইয়াছে। অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সন্তোষজনক আনা হারে অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরবর্তী বৎসরের জন্য ৫১,৮৭২৲ টাকার ক্ষেত্র টানা আলোচ্য বৎসরের হিসাবের সাথে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা নিতান্ত নগণ্য নহে। এই বৎসর বহুসংখ্যক প্রাথমিক প্রভাবিত, যেমন প্রকৃতি হইতে দুষ্প্রাপ্যতা উৎপাদন বাধাকে বন্ধায় রাখা বিশেষভাবে ব্যয়সাধ্য করিয়া তোলে। তবে নির্দিষ্ট মূল্যে নূতন কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ইহাতে উৎপাদনব্যবস্থাকে কার্যক্ষেত্রে চালু রাখা সম্ভব হয়। অবশ্য কোন কোম্পানী শ্রমিক-বন্ধুসুলভ উৎপাদনশৈথিল্য আলোচ্য প্রতিষ্ঠানকে সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন ব্যয়ভার যে হারে বর্ধিত হইয়াছে তাহাতে নির্দিষ্ট মূল্যমানের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি না হইলে উৎপাদন প্রচেষ্টা গুটাইয়া যাওয়া করিতে হইবে। দুঃখের এই কারণেই কাজকর্মাধ্যক্ষের কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হারে উৎপন্ন মূল্য-বৃদ্ধির প্রস্তাব সহিত সরকারের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব উৎপাদনকারী যে কর্তৃপক্ষের বৃদ্ধিকার জন্য ডাইরেক্টরের বাসনের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাকে বাজেটের মাধ্যমে বিচার করা হইতেছে। অবশ্য কাজকর্মাধ্যক্ষ মোটেই দুঃখিত হইয়া পড়িয়া যায় নাই। বর্তমানে কাজকর্মাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবসায়ে দুঃখ হইতেছে তাহার কারণ বিক্রয়লব্ধ বাজেটের বর্ধিত মূল্যমান। আমরা আবার সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে এই দুর্দিন কোনমতেই স্থায়ী নহে।

অপেক্ষাকৃত মন্দা বাজার

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

নূতন মূল্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। পাকিস্তানেও ইহাতে সর্বাধিক আপত্তি ব্যতীত পরাজয় নাই। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার পর গত আষাঢ়ের ৩ তারিখে কিংবদন্তিরূপে তিনি পূর্ববঙ্গে সফরে করা হয়। কিন্তু তিনি বিনিময়ের পর তাহাতে তিনি কারখানাগুলি পাকিস্তানে তিনি সফরের করিতে অস্বীকার করে। ফলে চিনির জন্য পাকিস্তানকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। তবে বাহির হইতে চিনি আমদানি করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে বলিয়াই মনে হয়।

যুক্ত প্রদেশের সরকার কর্তৃক ওজনে মূল্যের নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করায় ও চলাচলের বাধা নিষেধ সরাইয়া লওয়ায়, রাপুর বাজারে গুড় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওখে যে পাঠিয়া যাওয়ায় সম্ভাবনা ৫,০০০ মণ হইতে ১,০০০ মণে আসিয়া দাঁড়াইবে। রাপুরের বিকটে ইক্ষুর চাষও এবার উন্নত হইয়াছে। চিনির সরবরাহেও উন্নতি দেখা যাইতেছে। মূল্যও

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ৭ই মাঘ, ১৩৪৬ ; ২১এ জানুয়ারী, ১৯৪০ [মূল্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎপাদনবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক	১৮১	ভারত সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা	১৯১
অনধিকার প্রবেশ	১৮৩	সংবাদ	১৯২
প্রাসঙ্গিক	১৮৫	সাপ্তাহের কথা	১৯৩
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	১৮৭	পাটচাষীর দাবার	১৯৫
বিবিধ	১৮৮	অর্থনৈতিক	১৯৫
সংবাদলিপি	১৮৯	মৌখিক	১৯৬

উৎপাদনবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক

ভারতবর্ষে আজ যে গভীর উৎপাদন সংকট দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে দেশের প্রত্যেক স্তরের নরনারীর চিত্তে তীব্র উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের যে সঙ্কোচন সুরু হয়, এ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ দ্রব্যমূল্য ও জীবনধারণের ব্যয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে এই সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। যানবাহনের অসুবিধা, কাঁচামাল কাঁচা মালের অভাব, রাষ্ট্রবিপ্লবের সমস্যা প্রভৃতি এই জটিলতা বৃদ্ধির কয়েকটি প্রধান কারণ। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভারতীয় অর্থনীতি আজ এক সুগভীর বিপর্যয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা আজ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। অবিলম্বে উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার সাধন করিতে না পারিলে ভারতীয় অর্থনীতির এই দুর্গতিকে রোধ করা অসম্ভব।

একে তো ভারতবর্ষ কৃষি ও শিল্পে অত্যন্ত অনগ্রসর, তাহার উপর গত দুই বৎসরে প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শিল্পের উৎপাদনে ক্রমাবনতি দেখা দিয়াছে। সরকারী হিসাবানুযায়ী ১৯৪৭ সালে ত্রিশটির অধিক শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। আঠারটি নির্ব্বাচিত শিল্পের শতকরা উৎপাদন হ্রাস এইরূপ: ইস্পাত ৩৪, ঢালাই-করা লৌহ ৩৮, বাস্তু ১৯, সেলাই কল ২০, কষ্টিক সোডা ৭০, অ্যালকহল ৪৬, সালফিউরিক অ্যাসিড ৩৫, ঔষধদ্রব্য ৫৩, বৈদ্যুতিক মোটর ৭০, সুপারফসফেট ১৩, কাচ ৪০, চামড়া ৬০, কাগজ ১১, সুতীবস্ত্র ১০ রাসায়নিক সামগ্রীতে উৎপাদন হ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তুলনায় কাগজ, চা প্রভৃতি সামগ্রীতে এ ক্ষতি উৎপাদনের ক্ষতি সামান্য। উৎপাদনের অভাবে ধাতু ও বৈদ্যুতিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উৎপাদন ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন আবার অন্যতম প্রধান কারণ কয়লা ও কাঁচামালের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি। কাঁচামালের অভাবে ১৩টি শ্রমিক অসন্তোষের জন্য ১৮টি এবং যানবাহনের অসুবিধার জন্য শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বস্ত্র, সুতীবস্ত্র চিনি, কাগজ, বিভিন্ন খনি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

দেশব্যাপী উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ যে শ্রমিক-অসন্তোষ তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। ধর্ম্মঘট ও কাজ বন্ধ করার জন্য ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রথম তিন মাসেই ২০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৮, ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ১ কোটি ১৩ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। ইহা শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে কাজ করিবার নীতি অবলম্বনের জন্যও যে সময় নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ১লা আগষ্ট হইতে শ্রমের পরিমাণ সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৪৮ ঘণ্টা করা হইয়াছে। ইহার ফলে অধিকাংশ শিল্পেই শ্রমিকদের জন্যপ্রতি উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক তাহাদের সংগঠনের মারফৎ মজুরিবৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আন্দোলন করিয়াছে।

শ্রমিক সমাজের কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের পক্ষ

রিকভাবে জনসমক্ষের পরিমাণ সম্প্রতি ১ কটী করিয়া বাঁধিয়া দিলে অদূরভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা দুরা। যে সমস্ত খানায় তিন শিফ্‌টে কাজ চালু করা সম্ভব, সেখানে তাহার ব্যবস্থা তে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় রাত্রিতে কাজ করিতে া উচিত নয়, তথাপি বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে তাহা না করিয়া া নাই।

াক্তিসহ শিল্প প্রচেষ্টার মূলাকার আকর্ষণ না থাকিলে নাগরিক-যে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আশানুরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিবে না বলাই বাহুল্য। সুতরাং উৎপাদন প্রসারে সাহায্য করিতে সরকারকে দ্রব্য মূল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। বিষয় এ সম্পর্কে সরকারী নীতি মোটেই পরিষ্কার নয়। সাধারণ সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় না না করিয়া কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে মূলাকার আকর্ষণ করিয়া যাওয়ায় কতক শিল্পে উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে ন, সুতাবস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদনে যে ক্রমাবনতি ত তাহার অন্যতম প্রধান কারণ মূলাকার হ্রাস। এই সম্পর্কে তে সংশোধিত নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে নাগরিক-শ্রমিক বিরোধ রে ফলে এক সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। নাগরিক, ও সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিন বৎসরের জন্য শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি যদি কার্যক্ষেত্রে পালন করে, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারতের শিল্পোৎপাদনে লক্ষ্য দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ন উৎপাদন হ্রাস কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। দুঃখের ষয় স্বীকার করিতে হয় যে কৃষি-প্রধান ভারতে আজ খাদ্যশস্যেরও অভাব দেখা দিয়াছে। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ রাজেন্দ্র র মতে ১৯৪১-৪৩ সাল হইতে ১৯৪৮-৪৯ সাল এই পাঁচ বৎসরে গড়পড়তা বার্ষিক খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি ন, ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালের গড়পড়তা বার্ষিক া ছিল ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টন। এই উৎপাদন হ্রাসের ফলে আমাদের দেশে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পড়িয়াছে। বিদেশ এত অধিক মূল্যে খাদ্য ক্রয় করিতে হইতেছে যে, পাঁচ লক্ষ টনের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার জন্য মাত্র ১৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইত।

প্রতি খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় উৎপাদনের বিস্তৃতি ঘটাইতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করিয়া লইতে।

ব্যাপক উৎপাদন হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া চলিতেছে। পাইকারী দ্রব্যমূল্যের যুদ্ধপূর্ব সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪৮'০, ১৯৪৬-৪৭ সালে ২৭৫ ৪ এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ১৯১'৮৫ আসিয়া দাঁড়ায়। চোরাবাজারের দর যে ইহার অনেকগুণ বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। বোম্বাইয়ের শ্রমিক জন-সাধারণের জীবনধারণের ব্যয়ের যুদ্ধপূর্ব সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬ সালে ১৪১ এবং ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে ২৯০ পর্যন্ত উঠে। ইহার ফলে অতি-ধনীদের কথা বাদ দিলে অন্যান্য সকল স্তরের ক্রেতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতি এক বিষাক্ত চক্রের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে। উৎপাদন সঙ্কোচনের ফলে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে এবং জীবনধারণের ব্যয়ের উর্দ্ধগতির বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ফলে আবার উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে ও দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িতেছে। এই ভাবে দেশের অগণিত দরিদ্র জনসমাজের সম্মুখে অর্থনৈতিক দুর্গতির অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

একমাত্র উৎপাদনের মন্ত্রসাধন ঘটাইয়াই এই সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার ভেদ করা সম্ভব। নাগরিক-শ্রমিক বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি ছাড়াও ব্যাপক উৎপাদন প্রসারের জন্য বর্তমানে যাহা অপরিহার্য্য, তাহা হইতেছে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির আমদানি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ২৭'৫ লক্ষ টাকা, ৭১,০০০ টাঁত ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অবিলম্বে আমদানী করা দরকার। ইহা ব্যতীত পুরাতন যন্ত্রপাতিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। "সুগার প্যানেল"এর মতে ভারতের জন্য ১৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করিতে হইলে ৪৮,০০০ টন নূতন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু আমাদের লক্ষ্য ১৬ লক্ষ টনেরও অধিক চিনি প্রস্তুত করা, সুতরাং নূতন যন্ত্রপাতির সংখ্যাও তদনুযায়ী বৃদ্ধি করিতে হইবে। "ষ্টীল প্যানেল"এর হিসাবে ১০ লক্ষ টন শক্তিযুক্ত একটী ষ্টীল্‌ স্থাপন করিতে হইলে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী করা প্রয়োজন। এইরূপ অন্যান্য শিল্পেও উৎপাদন প্রসার ঘটাইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির আমদানি আবশ্যক।

কিন্তু ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশ হইতে দ্রুত যন্ত্রপাতি আমদানি করা খুব সহজ নহে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইতেছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিদেশে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। মার্কিন দেশ অবশ্যই একাকী অবিলম্বে সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রপাতির জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করিলে ভারতকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। তা ছাড়া যন্ত্রপাতির মূল্য এত অধিক যে উহা ক্রয় করিবার উপযোগী ডলার সামর্থ্যও আমাদের নাই। ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়ে পাওয়া ষ্টার্লিং সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন মীমাংসার পৌঁছানো যায় নাই। বৈদেশিক বিনিময়ের দাম আমদানি করিলেই

মূলধন সংগৃহীত আমদানি করিতে হইলে আমদানিকে রপ্তানি-দ্রব্যের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে রপ্তানি সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্বে রপ্তানি উপদেষ্টা কাউন্সিলের এক সভায় বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত ভাবা বলেন যে, গত যুদ্ধের ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন যদিও বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধপূর্ব যুগের অনেক রপ্তানি সামগ্রী আজও বিনা দ্বিধায় রপ্তানি তালিকাভুক্ত করা চলে, যথা কাঁচা পাট, পাট নির্মিত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, চা, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কার্পাসনির্মিত দ্রব্য, মেসিন, পিতল ও এনামেলের দ্রব্য সামগ্রী, হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্যাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদি, রঙ্গু, লাক্ষা প্রভৃতি সামগ্রীও আজ বিদেশে রপ্তানির চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিতে না পারিলে যন্ত্রপাতি আমদানির আশা সুদূরপরাহত। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে, উৎপাদন স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করিতে হইলে, উপস্থিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উৎপাদন প্রসারে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

জনশিক্ষার সমস্যা

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত সরকারকে যে সকল কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, জনশিক্ষার সমস্যা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বৃটিশ আমলে শাসক সম্প্রদায় শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা তো করেই নাই, অধিকন্তু জ্ঞানার্জনের পথে স্বেচ্ছায় নানা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ভয় ছিল যে এই বিরাট জাতিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে আনয়ন করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা। তাই তাহারা সযত্নে এ পথ পরিহার করিয়া চলিয়াছে। এ দেশে বৃটিশ শাসন বজায় রাখিতে হইলে ভারতীয়দের মধ্যে যে পরিমাণ শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন, তাহার অধিক সরকার অনুমোদন করেন নাই। ফলে ভারতে নিরক্ষরতার সৃষ্টি হইয়াছে অনেক কিন্তু প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

আজ কালের চাকা ঘুরিয়াছে। নানা অবস্থার বিপর্যয়ে বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে দেশের অর্থাগত নরনারীর সম্মুখে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা, কারণ দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার সাধন না করিতে পারিলে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া ভারতের পক্ষে কল্পনার অতীত। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটিশ আমলে ইংরেজী ভাষাকে এ দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত করা হয়, প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য ইংরেজী ভাষার ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন চিন্তাশক্তির গতিকে রুদ্ধ করিবার জন্য জোর করিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপানো হইত, জনশিক্ষাক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের ভাষা ভারত দেশ। সংস্কৃতকে বিভিন্ন ভাষার জননী হিসাবে ধরিয়া লইলে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য এত অধিক যে উহাদিগকে বিভিন্ন ভাষা হিসাবে গণনা করাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় শুধু মাত্র সর্বভারতীয় জনসংখ্যার বিচারে কোন একটি ভাষাকে সমগ্র দেশের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্থির করা গুরুতর অন্যায় হইবে। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী অথবা বাংলাকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বিভিন্ন ভাষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ যে কত দুর্নিবার, তাহা পূর্বপাকিস্তানের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যে মুসলমান সমাজকে ইসলামের ভিত্তিতে দুনিয়ার সবদেশে একত্র করা যায়, তাহা লইয়া যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন সে যে কঠিন ঐক্যও অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে, উর্দুকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্থির করিবার চেষ্টা করা হইলে, পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে এরূপ ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যে, মুসলমান-মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করিয়া লীগনেতৃত্ব রাষ্ট্রভাষার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্ন। যে দেশে বর্তমানে শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান সমস্যা যে কত জরুরী তাহা বলা বাহুল্য। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। জানা গিয়াছে যে, তিন বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ৫ জনের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য উক্ত কমিটি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে কাজ করা হইবে। কমিটি আরও স্থির করিয়াছেন যে পাঁচ কোটি প্রাপ্তবয়স্কের নিরক্ষরতা দূর করার কাজেই শতকরা ৫ ভাগ হাত দেওয়া হইবে না স্বাধীন দেশের নাগরিক হইবার যোগ্যরূপে সাধারণ শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। সাধারণ শিক্ষার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকিবে:- স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুশাসন—বিশেষ করিয়া ভারতের শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব প্রদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন সময়ের ভারতীয়দের জীবনী, পৌর-বিজ্ঞান ও নাগরিক জীবনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, নৈতিক শিক্ষা ও সমাজসেবা ইত্যাদি। উল্লিখিত সাধারণ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বয়সের কে

ভবদেবের মতো শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের সমস্ত শক্তি
ত করার সুপারিশ করিয়া ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই
র্ষ সময়, আর্থিক সময় ও স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করার
ও নিয়োগ করিতে হইবে। মিল ও কারখানার শ্রমিক এবং
র পরিবারবর্গের শিক্ষার ভার মালিকদিগকে গ্রহণ করিতে
সরকারকে এ জন্য সাধ্যমতো এক আনা ব্যয় করিতে হইবে।
জন, মালিকসম্প্রদায় ও ব্যবসায়ীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ
প্রস্তাবকদের মতো শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে অধিক
দিন বলিয়া মনে হয় না।

সময় ও শিক্ষকের স্বল্পতাও একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা।
দেশের রক্ষা বাবে ভবদেবের স্কুলে শিক্ষার্থী বালক বালিকার
ন্য তিন কোটি হইবে। সে তুলনায় শিক্ষালয় ও শিক্ষকের
র্তি নগণ্য। প্রতি একশত জন শিক্ষার্থীর জন্য তিন জন
: ব্যবস্থা করা হইলে, নয় লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।
অবশ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ১ লক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা কঠিন নহে
সম্প্রতি শিক্ষাসংকোচ কমিটির রিপোর্ট সমূলে রচিত বুনিয়াদির
নে পরিবর্তনের করা হইয়াছে যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে কমপক্ষে ৪০ বৎসর সময় লাগিবে।
এর অতি দীর্ঘ সময়। দেশের সমস্ত অবলম্বনীয় শিক্ষার জন্য
এর সময় অতিরঞ্জিত করাও কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ
কর্তব্য কি?

বল ভবদেব শিক্ষাসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে জাতির
ী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি এই সম্পর্কে কয়েকটি
াব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক নাগরিকের
ুনেতম অভিজ্ঞান পত্র পাইবার পূর্বে যথাক্রমে ১ বৎসর ও
া শিক্ষকতা করিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা করিলে আমরা সহজেই
ে শিক্ষয়িত্রী পাইতে পারিব। প্রতি বৎসর যদি ১ লক্ষ শিক্ষিত
হিলা এই কার্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ৭ বৎসরের মধ্যে
উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ন্যূনতম-প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও
ার ব্যবস্থা করিতে পারিব। এই ব্যবস্থা অবশ্য জরুরী
জন্য, ইহা চিরকাল চলিতে পারে না। সুতরাং ৭ বৎসরের মধ্যে
শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা যথাসম্ভব শেষ করিতে
হাতে স্বেচ্ছাসেবকভাবে যাঁহারা শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাদের
ীবিকা হিসাবে যাঁহারা শিক্ষব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রমশঃ

সম্পর্কেও মৌলানা আজাদ তাঁহার বক্তৃতায় মন্তব্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে বর্তমানে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আমাদের অর্থব্যয়ের কোন আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে শিক্ষার্থীরা বৎসরে নয় মাস কাল উন্মুক্ত আকাশতলে অনায়াসে পড়াশুনা করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। গ্রামাঞ্চলে ছেলে মেয়েরা বৃক্ষমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। শহরে বা গ্রামে যেখানে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণের প্রয়োজন হইবে, সেখানে পাকা বাড়ীর পরিবর্তে খড়ামাটি বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা মাটির ঘর নির্মাণ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের দেশে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

বর্তমান অবস্থায় মৌলানা আজাদের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব কিনা তাহা অবশ্য বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। তবে বাংলায় যেরূপ শিক্ষাকর ধার্য করা হইয়াছে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য প্রদেশেও ঐরূপ শিক্ষাকর ধার্য করিয়া বিদ্যালয় নির্মাণে সাহায্য করা যায় কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস
১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা ১,

প্রাসঙ্গিক

ডাঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

পশ্চিমবাংলার প্রবাসবন্ধু ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৭ই ফাল্গুনী তারিখে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসী পরিষদদলের এক সভায় ডাঃ ঘোষ পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতৃত্বের পদেও ইস্তফা দিয়াছেন এবং বিধানসভার নেতা হইতে সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদ সভ্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নূতন দলপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভা ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইবে।

মাত্র ছয়মাস কাল সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশে বহু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাংলার মসনদে ফুলিয়া নীচের ভিক্টোরী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে যাইয়া বাংলাদেশ খণ্ডিত হইয়া যায়। এই শুভদের দুষ্কার্যের প্রতি পূর্ণ ধিক্কার জানাইয়া ডাঃ ঘোষ তাঁহার অপর দশ জন সহকর্মীসহ অন্তর্বর্তীকালে মুসলমানী মন্ত্রিসভার ছায়া হিসাবে সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। আমেরিকার প্রবাসী থাকিলেও ডাঃ রায় উপযুক্তিক ছায়া মন্ত্রিসভার সভা হিসাবে ঘোষিত হন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর যে গতিপথে আজ ডাঃ রায় মূলী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন, তাহাকে প্রকৃতির পরিহাস বলিয়াই মনে হয়।

১৭ই অগাষ্ট তারিখে সুরাবর্দী সাহেব অখণ্ড বাংলার উজিরে আজমের কাজ পরিত্যাগ করিয়া যখন এবং পূর্ণ বঙ্গ পশ্চিম বাংলায় মিঃ নাজিমুদ্দিন ও ডাঃ ঘোষ পূর্ব পরবর্তী রূপ পরিগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ অকারণেই বাংলাদেশের একশ্রেণীর অধিবাসীর নিকট প্রথম হইতেই ডাঃ ঘোষ চক্ষুশূল হইয়া দেখা দেন। কিন্তু অসীম দেশপ্রেম, অকুণ্ঠনীয় ত্যাগ এবং সংগ্রামাতীত সাধুতার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভা কিলকে গত মাসে রাষ্ট্রপতির আইনে বলবৎকরিত করিবার চেষ্টা করিলে ডাঃ ঘোষের ইঙ্গিতে একটা বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। অথচ আজ যখন সেই আইন প্রত্যাহার ৪৯-১২ ভোটে পরিষদে গৃহীত হইল, সে সময়েই ডাঃ ঘোষ পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। ইহাই প্রকৃতির পরিহাস।

যে ডাঃ রায় আমেরিকা যাইবার একমাসের মধ্যে বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য এবং যুক্তপ্রদেশের ভাবী শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষিত হন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পরিষদ প্রবেশই আজ ডাঃ ঘোষের পদত্যাগের কারণ হইল। ডাঃ ঘোষের বিবৃতিতে প্রকাশ যে, পরিষদে ডাঃ রায়ের নির্বাচন ঘোষিত হইলে পরিষদের ২৭ জন কংগ্রেসী সদস্যের স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি ডাঃ ঘোষের নিকট প্রেরিত হয়। এই স্মারক লিপিতে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ইহার উত্তরে ডাঃ ঘোষ পত্রযোগে তাঁহার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত [illegible] পক্ষে কর্তব্যের পরামর্শ দান করেন। পরে তিনি মন্ত্রিত্বের পদত্যাগ পত্র বাংলার গভর্নরের নিকট পেশ করেন এবং পরিষদে কংগ্রেসীদলের দলপতি পদেও ইস্তফা দেন।

এইপ্রসঙ্গে দুইটী বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রিত্ব পরিবর্তনের মধ্যে সরকারী নীতির পরিবর্তন হওয়ার কোন কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, কোন দলগত বিশ্বাসের পরিবর্তে এই মন্ত্রিত্বের পরিবর্তন হইতেছে না। কংগ্রেসীদলের নেতৃত্বে ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য পরিবর্তন কোনক্রমেই ডাঃ ঘোষের প্রতি জনতার অনাস্থা সূচনা করে না। কারণ, ডাঃ ঘোষ কোন ভোটাধিক্যের দ্বারা না করিয়া, স্বমহিমায় রহিয়াই ডাঃ রায়কে আহ্বান করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, সংঘম ও উদারতার নিদর্শন হিসাবে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ডাঃ রায়ের নিকট প্রেরিত তাঁহার পত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমি নূতন মন্ত্রিসভার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ আমার কার্যকালে আমার প্রতি আস্থা ও প্রীতি দেখাইয়া আমাকে যেরূপ সম্মান দান করিয়াছেন সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

এইরূপ বিদায়সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা যেকোনও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই সম্ভব। পঞ্চবার্ষিক কর্মকালের কর্তা, নিখিলভারতে কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভ্যপদ, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীত্ব, কংগ্রেস কর্মপরিষদের সভ্য ডাঃ ঘোষের পক্ষে শেষ দেখা করিবার যে পন্থা উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। বংগভঙ্গের বাংলার মন্ত্রিসভায় তিনি যে, সাহস, নিষ্ঠা ও সততার ঐতিহ্য রাখিয়া গেলেন, তাহাও তিনি আমাদের শিক্ষিতের বস্তুবাদ্যভাজন।

আশঙ্কক ডাঃ রায় পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। ডাঃ ঘোষের সততার ভিত্তির উপর ডাঃ রায়ের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতা যুক্ত হইলে বাংলার ভাগ্য যে অচিরেই পরিবর্তিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রিত

সরকারী নিয়ন্ত্রণ মোটের উপর কমিটির বৈঠকে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার 'অ্যাড্ হক' কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চুক্তাকারে বিভিন্ন বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা চালু করেন এবং শুল্ক বোর্ডের নিকট মূল্য নির্ধারণের একটি প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার পর সরকার সাধারণভাবে তাঁহার বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিনিয়ন্ত্রণের উপর হইতে বিভিন্ন বাধা অপসৃত হইলেও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অবশ্য বিলুপ্ত করা হইলেও [illegible] পরিকল্পনা কার্যকরী করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণেই সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র উৎপাদনের যে আর্থিক বাধা চালু ছিল, তাহা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাজেটারে বস্ত্র উৎপাদন সম্বন্ধে করিয়া আর্থিক ব্যবস্থার বাধিয়া পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যেই যে সরকার বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রকাশের যে কোন ক্ষেত্রে বস্ত্র উৎপাদনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তবে টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতি যাতীত প্রদেশান্তরে চালান নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্ত্র বিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধের ফলে বস্ত্র ও সূতার মূল্য বৃদ্ধি যে আশঙ্কাজনক অধিনায়ক, সরকার যে সম্প্রতি সংবাদ বাহির হইয়াছে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বস্ত্রের বিলুপ্তিকারকের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহাদের স্বার্থের সুদূরে বর্ধমান হার বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় করেন, যে দুর্ভিক্ষপীড়িত বিক্রয়কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রথম বস্ত্র পাওয়া যাইবে। এ প্রতিশ্রুতির অর্থ কোন প্রকার মূল্য বাড়ান নয়, বরং তাহার ফলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন-অর্থনীতি সম্পর্কে অনুকূলতার জন্য সমস্ত দিকে উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা যাইবে। কিন্তু মূল প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইলে বাজারের বর্তমান চাহিদার সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানের উপর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আমরা আমাদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্য পরিকল্পনা

যোজনার বিভিন্ন অঙ্গ বিশ্লেষণের আগে সার্জেন্টের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার 'অ্যাড্ হক' কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চুক্তাকারে বিভিন্ন বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা চালু করেন এবং শুল্ক বোর্ডের নিকট মূল্য নির্ধারণের একটি প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার পর সরকার সাধারণভাবে তাঁহার বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিনিয়ন্ত্রণের উপর হইতে বিভিন্ন বাধা অপসৃত হইলেও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অবশ্য বিলুপ্ত করা [illegible] পরিকল্পনা কার্যকরী করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণেই সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র উৎপাদনের যে আর্থিক বাধা চালু ছিল, তাহা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাজেটারে বস্ত্র উৎপাদন সম্বন্ধে করিয়া আর্থিক ব্যবস্থার বাধিয়া পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যেই যে সরকার বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রকাশের যে কোন ক্ষেত্রে বস্ত্র উৎপাদনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তবে টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতি যাতীত প্রদেশান্তরে চালান নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্ত্র বিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধের ফলে বস্ত্র ও সূতার মূল্য বৃদ্ধি যে আশঙ্কাজনক অধিনায়ক, সরকার যে সম্প্রতি সংবাদ বাহির হইয়াছে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বস্ত্রের বিলুপ্তিকারকের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহাদের স্বার্থের সুদূরে বর্ধমান হার বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় করেন, যে দুর্ভিক্ষপীড়িত বিক্রয়কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রথম বস্ত্র পাওয়া যাইবে। এ প্রতিশ্রুতির অর্থ কোন প্রকার মূল্য বাড়ান নয়, বরং তাহার ফলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন-অর্থনীতি সম্পর্কে অনুকূলতার জন্য সমস্ত দিকে উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা যাইবে। কিন্তু মূল প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইলে বাজারের বর্তমান চাহিদার সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানের উপর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আমরা আমাদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্য পরিকল্পনা

যোজনার বিভিন্ন অঙ্গ বিশ্লেষণের আগে সার্জেন্টের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের তৎকালীন [illegible] ডাঃ জোসেফ ভোর দেশের জন্য একটি ব্যাপকতর স্বাস্থ্য পরিকল্পনার ভারগ্রহণ করেন। দুটি বছর পুনর্গঠনের জন্য এতদিনে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল পরিকল্পনার অধিকাংশের জন্য এখন উচ্চ আশা নিষ্ফল করা হয় যে, সেগুলি কার্যে পরিণত করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে প্রথমতঃ সার্জেন্ট পরিকল্পনার ও ভোর পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহার নিম্ন ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা ধরা হয়। অথচ প্রয়োজনীয় ভোর পরিকল্পনার জন্য ১০০০ কোটি টাকা ধরা হয়। সহজেই বোঝা যায় যে, উক্ত পরিকল্পনাগুলি যাহার জন্য এত টাকার আবশ্যক হয়। আমাদের দেশ কবে সেদের পক্ষে এই সকল পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করা একেবারেই কঠিন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, পরিকল্পনা রচনা করাই বড় কথা নয়। সর্বপ্রথমে বিচার্য যে, এই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা। অনেক

অনেক ক্ষেত্রেরে পরিবেশনের অভাব হয়ে না
ভাল। এই অবস্থায় যদি কর্মীদের মোটর সরবরাহ
করলেই দুই আনা হওয়া উচিত। তা মোটর
ছাড়া তাদেরকে আরও নানা পরিকল্পনা দিয়েছেন
করা হল। ফলে তাদের অনসাধারণের
ক ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি উল্লেখ
। যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে
করিয়া দেশের জাতির জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা
ন্না প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

: মোটা মতের যে, আমাদের ব্যবস্থা উন্নয়ন পরি-
নার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বাস্তব প্রয়োগ
। জন্য আরোগ্যমূলক ও প্রতিরোধমূলক
ন ব্যবস্থার মধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব দুর্বিয়া লাভের
করা। এই ফলের দুর্বিয়া আমের নাম
ও হইতে লোকের শারীরিক ও মানসিক
প্রয়োজন অনুযায়ী, প্রকার ব্যবস্থাও
করে। তা মোটা মতে, তাহে কর্মীদের
ন্তান আনে পরিবর্তন করিতে হইলে ১০
সময় কোটি টাকা দান হইবে। তাহাদের
মধ্যিক অবস্থার বিবেচনার জন্য তাহাদের
নের কর প্রদানের সময় হইতে না, কিন্তু
বিশেষ হইয়া দেশিয়া দাঁড়াইবে না
ন যে নূতন ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে
বিষয়ক সহকারী স্থান ও অন্যান্যের
জন্য যে বাড়ী ভাড়ার প্রয়োজন হইবে
জন্য বর্তমান স্থানে পরিবর্তে নূতন করিয়া
করা আবশ্যক। এবিষয়ে দুইটি কথা
করিতে হইবে। যে, কো চিকিৎসক ও
। সহায়কারীদের শিক্ষা দান এবং যে
ব্যবস্থা ও মানসিক ব্যাধি প্রকার জন্য জন-
মতো শিক্ষার প্রসার

দেক ও আনুষঙ্গিক সাহায্যকারীদের
সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তা মোটা বলেন,
কিৎসক নহে এইরূপ কর্মীদের চিকিৎসা
ক্ষিত করিয়া তোলার জন্য সর্বাধিক জোর
প্রয়োজন। জনব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি
হোয় এই সকল কর্মীকে চিকিৎসকদের
: আরোগ্যমূলক ও প্রতিরোধমূলক দায়িত্ব
গ্রহণে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

এবং শিক্ষা শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া
ন যে, কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে
। প্রত্যেক কলেজে যাহাতে আরও অধিক
র ভর্তি করা যায়, তজ্জন্য অধিকতর ব্যবস্থা
া প্রয়োজন।

যে চিকিৎসকের অভাবে শিক্ষা বিস্তারের
ধাবে বাধা না ঘটে তাহার জন্য চিকিৎসক ও
কর্মিদলকে দ্রুত শিক্ষিত করিয়া তুলিবার
ল করা হইয়াছে। ব্যয়বহুল হাসপাতাল
জন্য অপেক্ষা না করিয়া গ্রামের চিকিৎসালয়
র যাহে পুনর্নির্মাণ করিবার কথাও বলা
ছে পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা কার্যের জন্য
কিৎসক দল পাঠানোর প্রস্তাব করা হইয়াছে।

করা হিসাব মধ্য অবান্তর। বর্তমান রাজনৈতিক
পরিস্থিতিতে ইহা কোন কমিটির পক্ষে
কোন রায় উপস্থিত করা উচিত নয়। আশা করা
যায় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই মোটর
পরিবহনের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

উৎপাদন ও শ্রমিক

অধুনা জাতীয় অর্থনীতির প্রথম লক্ষ্য হইল উৎপাদনের পরিমাণে বৃদ্ধি সাধন করা। উৎপাদন-বৃদ্ধির দায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে শিল্পপতিদের সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু শিল্পপতিদের পক্ষ হইতে অনেক অভিযোগ করা হইয়াছে যে, যন্ত্রপাতি ও ইন্ধনের অনুপযুক্ততার জন্যই তাঁহারা উৎপাদনে প্রত্যাশিত বিস্তারসাধিত উৎপাদন হারকে উন্নীত করিতে পারিতেছেন না। এতদ্ব্যতীত জাতীয় সরকারের পক্ষ হইতে কয়েকটি আইন-প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উক্ত আইন-প্রণয়নগুলির সমালোচনা করিয়াছে। সরকার ও জাতীয় অগ্রগতিকে আমাদের তেই করিতেছেন। সরকারের পক্ষ হইতে শিল্পবিরোধ আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গার কথাটি অবশ্যই, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কারণ অবশ্যই শ্রমিকদের পক্ষে কথাটি আহ্বান করা অসিকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু মালিকদের আহ্বানও অসীকার নহে। বহু শ্রমিকদের কথাটি বেআইনী ঘোষিত হওয়াতে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া পূরণ করিবার দায়িত্ব অধিকতরভাবে মালিকদের উপর পড়িল। সম্প্রতি বিহারে অর্থনীতি পরামর্শ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে তাহাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা এই বিষয়ের প্রতি শিল্পপতিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহারা বলা যায় বিলেও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে শ্রমিকদের আবাস, স্বাস্থ্যের ও কর্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য, সে কথা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনপ্রচেষ্টার ফল তিন বৎসরে যে অবনতি দেখা দিয়াছে শ্রমিক অসন্তোষ তাহার একটি হিসাব রাখিল করেন। ১৯৩৩ সালে উৎপাদ হয়ার পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং উৎপাদ বন্ধের পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। অথচ ১৯৭১ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যথাক্রমে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ

এই অবনতির কারণ দেখাইতে যাইয়া শ্রমিক অসন্তোষের কথা বলিতে গিয়ে যে, শ্রমিক-মালিকের উৎপাদন বৃদ্ধির একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তবে নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন কোন অসন্তোষজনক না হইয়া যাহাতে শ্রমিকের নিজের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল সাধনের হেতু হয় তজ্জন্য আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে হইবে।

সরকারের পক্ষ হইতে শ্রমিকের অসুখ ও দীর্ঘ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ইতিমধ্যেই পরিবর্তে উন্নতিসাধন হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন কর্মক্ষেত্রের সহিতটে শ্রমিকের সম্ভাবক আবাসের ব্যবস্থার। এ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং সরকারী কমিটি সংশোধনের অবশ্য ঘটে এবং উৎপাদনের মান বৃদ্ধি করিবার জন্যও বটে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য আবাসের সুবিধা শিল্পপতিদের পক্ষ হইতেই সৃষ্টি করিতে হইবে

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস

মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
মজুত তহবিল ২৩,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। স্বল্প বেতনভোগী সাধারণের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সদা।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ৫০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ৩½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

বিশেষ প্রবন্ধ

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভারত বিভাগের পরে পরেই উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক হত্যার তাণ্ডব শুরু হয়। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখেরা এবং পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত উভয় অঞ্চলে আশ্রয়-প্রার্থীদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭ লক্ষ। ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসে হিন্দু ও শিখের সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষ। কিন্তু ভারতের সাধারণ ও পুনর্বসতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিতীশ চন্দ্র নিয়োগীর সাম্প্রতিক হিসাবে অনুসলমান নিষ্ক্রমণকারীদের মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিম পাঞ্জাব হইতেই আসিয়াছে ৪০ লক্ষ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, বাহাওয়ালপুর দেশীয় রাজ্য হইতে ২ লক্ষ এবং সিন্ধু প্রদেশ হইতে ৪ লক্ষ।

মুসলমানদের মোট সংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব পাঞ্জাবেই ১৩ লক্ষ উদ্বাস্তুকে স্থায়ী ভিত্তিতে পুনর্বসতি স্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের পক্ষে এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ১৪ লক্ষাধিক ভারতীয় মুসলমান এখনও শিবিরে দিন যাপন করিতেছে। শিবিরের অবস্থান এবং আশ্রিত উদ্বাস্তুদের সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করিলে, অথবা দাঁড়ায় মোটামুটি নিম্নরূপ :

স্থান	শিবিরের সংখ্যা	আশ্রিতের সংখ্যা
পূর্ব পাঞ্জাব	৪৮	২২১,৪৫১
পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য	...	৫৭,৫০০
সংযুক্ত প্রদেশ	৩১	৩০,০০০
দিল্লী	...	১৫,০০০
বোম্বাই প্রদেশ	৩২	১৩,০০০
বন্য প্রদেশ	...	১,৫০০
বাহাওয়ালপুর	৩	৬০০
মোট	১৪১	৮৩৯,৩৪১

এই সকল শিবিরের মধ্যে আবার পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত কুরুক্ষেত্রের শিবিরেই সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্বাস্তু (মোট)। এখানে কুরুক্ষেত্রের শিবিরেই ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক দুরবস্থার ব্যক্তি বর্তমানে বাস করিতেছে। সামরিক বিভাগের সহায়তায় ভারতসরকার স্বয়ং এই শিবির পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি বিভাগে ৫০,০০০ করিয়া অধিবাসীকে পৃথক করিয়া এই শিবিরকে ৪টি খণ্ডে বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উপরিউক্ত পঞ্চায় শিবিরের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাকার্যকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে পূর্বেকার শিবির ৬০জন করিয়া অধিবাসীর মৃত্যুর হার বর্তমানে অর্ধেক হ্রাস পাইয়া দিয়াছে। হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা(bed) বাড়াইয়া ৮০০ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রতি ১,০০০ জন শিবিরবাসীর জন্য একটি করিয়া শুশ্রূষাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং প্রতিদিন ৫ হইতে ৬ হাজার আহত, আঘাত-প্রাপ্ত এবং রোগাক্রান্ত শিবিরবাসী প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা ভোগ করিতেছে।

শিবিরবাসীদের অবস্থাকে কেবলমাত্র নিরুট অভিধায় চিহ্নিতই সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী পুনর্বসতির আশ্বাস হিসাবে উহাকে কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লেওয়া যায় না। পুনর্বসতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইতে শিবিরবাসীদেরকার ও মন্ত্রীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই শিবিরবাসের ব্যবস্থা বজায় রাখার বিরুদ্ধে আর্থিক যুক্তি পাওয়া যাইবে। নৈমিত্তিক ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ :

খাদ্য পদার্থ	পরিমাণ
আটা অথবা চাউল	পাঁচ ছটাক
ডাল	অর্ধ ছটাক
লবণ	অর্ধ ছটাক
তৈল, ঘি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ	সিকি ছটাক
চিনি	সিকি ছটাক
চা, শুকনা দুধ	সিকি ছটাক

ইহা ভিন্ন ৫ বৎসর অপেক্ষা নিম্ন বয়স্ক শিশুদের জন্য দৈনিক অর্ধ সের দুধ এবং চিকিৎসকের অভিমত অনুযায়ী রোগীদের জন্য মাংস, ডিম এবং দুধ শিবিরবাসীদিগকেই সরবরাহ করা হইতেছে। প্রত্যেক শিবিরবাসীর জন্য মাসিক পরিচ্ছদের বরাদ্দ করা হইয়াছে নিম্নরূপ :

পরিচ্ছদের বিবরণ	পরিমাণ
কম্বল বা গরমকোট	১ খানা
পায়জামা বা সালোয়ার	১ খানা

উপরিবর্ণিত তৈয়ারী পরিচ্ছদের বিনিময়ে শিবিরবাসীগণ নিম্নরূপ কাপড় পাইতে পারিবে :

পায়জামার জন্য	আড়াই গজ
সালোয়ারের জন্য	চারি গজ
এতদ্ভিন্ন	
শাড়ী	১ খানা অথবা ৩ গজ কাপড়
বহিরাবরণের ঘোমটার জন্য	আড়াই গজ মসলিন
শিখদের উষ্ণীষের জন্য	৫ গজ মসলিন

উপরিবর্ণিত এই হিসাব হইতে শিবির সংরক্ষণের খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভারের একটা আনুমানিক হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া সরকার এক দিকে যেমন অধিকতর ব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে নিষ্ক্রমণের স্থায়ীভিত্তিতে পুনর্বসতিকে বিলম্বিত করিতেছেন। ভারত বিভাগ হওয়ার পরে ভারতের আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাইয়াছে। তাহাতে অসহায় পুনর্বসতিকে সরকারী খরচে ঠেকাও, মোট লোকসংখ্যা এবং বিভাগযোগ্য ব্যয়বরাদ্দের জন্য ভারত সরকারকে যে টাকার অঙ্কটি স্বীকার করিতে হইয়াছে : তাহাতে আসল বিভাগযোগ্যের কি দাঁড়ায় দেখা যাক :

পাকিস্তান হইতে আসিয়াছে	৮,৪৯,০০০
রেল যোগে ,, ...	১,৩৯,০০০
মোটর যোগে ,, ...	৭,২৭,০০০
বিমানযোগে ,, ...	১,৭,৫,০০০
লোক ও উদ্ধারে ,, ...	১,৩৩,০০০

এই ব্যয়বরাদ্দসমূহে কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে এ বিষয়ে বিভাগসমূহে অনুসন্ধানের ফলে হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিভাগসমূহে অনুসন্ধানে যাহাই ব্যয় হইয়াছে ১১৭৫ টাকা এবং অতিরিক্ত পোষ্ট ব্যয় হইয়াছে ১,০০,০০০ টাকার। এ অবস্থায় অতিরিক্ত শিবির সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি এবং প্রতিদিন অতিরিক্ত পুনর্বসতির কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত।

এখন বিষয় হইতেছে যে সরকারের পক্ষ হইতে পুনর্বসতির প্রচেষ্টাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান পরিবার-সংখ্যা ছোট পরিবার ৪৫ লক্ষ এবং ভূমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর ভূমির ইতিমধ্যেই সরকার পুনর্বসতির কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল পরিবার পুনর্বসতি করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। এখনও প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার এবং ১১০টি টাউন কমিটির এলাকা পুনর্বসতির অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই সকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির বিশেষজ্ঞের যে সকল বিভাগ প্রকার শিক্ষা দিয়েছেন, তাহাদের মধ্যে কৃষক, পশুপালক, বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, কাঠের কাজ, পাথরের কাজ, সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি কয়েক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রায় ৪,০০০ উদ্বাস্তু বিভিন্ন বিভাগের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল শিল্পকে কাজে লাগাইবার জন্য মুসলমান কারিগর অধ্যুষিত বিভিন্ন শহরে সংগৃহীত প্রায় ৫০টি সুরক্ষিত ও পরিত্যক্ত কারখানা পুনর্বসতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকারের পক্ষ হইতেও পুনর্বসতির এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রথমে আশ্রয়প্রার্থীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে (১) কৃষিজীবি ও গ্রামবাসী এবং (২) শহরবাসী ও অন্যান্য। কৃষিজীবিদের জন্য সরকার পাকিস্তানপ্রত্যাগত মুসলমানদের পরিত্যক্ত কৃষিজমি ও পরিত্যক্ত কৃষিসমূহকে এক একটী উদ্বাস্তুদলের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। অনুরূপ কৃষিজমি অন্যান্য উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারের হস্তে হইতে পাওয়া যাইবে। শহরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতিকল্পে ব্যাপকভাবে ঋণ বিতরণ এবং ব্যবসাকেন্দ্রের উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাবের জন্য একটি পৃ

(শেষাংশ ১২৭ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

...ে ইতিহাসে ঘটিয়াছে। পর পার্লামেন্টের অন্য... এ অবশ্য এবং পাকিস্তানকে যাহা... কোটি ... এই দুই বিষয়ের মোকাবেলা সম্বন্ধীয়... তাঁহার অভিপ্রায় অধীন আইন অনুযায়ী ... সম্পূর্ণ করার দায়িত্বও তাঁহার অন্য... করিতে পারিয়াছেন এবং সেদিকে ... অনুরোধ ও নির্দেশ দ্বারা বিভিন্ন ... দেশের বন্দরে রক্ষা করিয়া উপনিবেশ ... ও এক বিশেষ ব্যাপার,—কেননা অন্যদিকে ... নিক্ষেপ করে, আবার অন্যদেশের দ্বারা ... ব্যাপার অন্যদেশের 'হেঁপলস ... ব্যাপারে কিন্তু আমি লিখিয়াছিলাম "আমরা ... করিয়া আছি পাকিস্তান আমাদের এইরূপ ... করিবে, তাহাকে কিরূপ সেবা করিবে, ... প্রদর্শনের কথা বলিব।" অন্য ... দেশের সঙ্গে আছে পাকিস্তানী দূতের ... দেশের পরিচয়ের যদি বিশেষ সম্ভাবনের ... করে, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব ... এবং তখনকার পরিস্থিতির।" এখানে ... এই যে, দূতের অধিকার এবং কর্তব্য সম্ব...

এই বক্তব্যগুলির অনেক ইতিমধ্যে কেহই ... জিন্নাহ্‌র প্রাথমিক ভাষণ হইতেই উদ্ধৃত ... করিতে পারিয়াছি এবং এই অধিকার অর্জনের জন্য আমাদিগকে এত ... দেশব্যাপীর রক্তিম বিপ্লবব্যাপার।

তখনই অনেকের মনে হইয়াছিল, ... প্রসঙ্গেই জিন্নাহ্‌জী এই জরুরী কথা ... কিন্তু আমাদিগকে ঠিক করিয়া বুঝিয়াছেন। ... যায়।

• • • •

... যত সহজের ঔচিত্য প্রমাণের এত পরে ... ইতিপূর্বে একবার আশা করিয়া আসিয়া ... পাকিস্তানী দূতির বিষয় আমাদের ... সহজই বলিয়া সহজীজনের আকার ধারণ ... করাচী ও অন্যান্য দেশাকাশের পর ... বিদেশের আকাশে অভিযানের একরকম ... বলিলেই চলে, পাকিস্তানকে এ কোটি ... এর সিদ্ধান্ত আজ সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। ... ঔচিত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

... আজ ১৪ই আগস্ট (৬ই শ্রাবণের) ... আমাদের দুঃখ ও আশা পাঁচজন বিদেশীর ... বলিয়া বুঝিয়া নিতে পারিতেছি আমাদের ... হইয়াছিল, "আমরা-পাকিস্তান দূতির বিষয় ... মনে এখনই কিছু কিছু সন্দেহ জাগিতেছে। ... কেহ আশঙ্কা করিয়া আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রের ... সম্ভাবনার উপরেও মাত্রাধিক্য করিতেছে। ... আমাদের 'ধর্ম' এখনও শেষ হয় নাই, ... এখন 'আচরণ' নিয়াও আলী করাচীর ... দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা চালিয়া দিবে ... প্রয়োজন করিয়া আমাদের উচ্চ-আদর্শের অবমাননা ... দূতির হেতু হইবে, সেদিকের উচ্চতরের উচ্চ পাকিস্তান ... আমাদিগকে সাবধান করিয়া রাখিবেন।

... তাই বলিয়া প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদেরকার ... পাকিস্তানকে কাজীর বীজমন্ত্র পূর্বে আর ... প্রয়োজন না করিবার সিদ্ধান্ত খুবই ভুল। ... রাষ্ট্রাধীনের ... সহিত আচারে আজ করিবার উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতির ... যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইয়াছে। অতএব এইসব ... আমার পাকিস্তানীকারা ইহার পরবর্তী ইতিহাসের জন্য ... অপেক্ষা করিতে পারিবেন অর্থাৎ তাহারা এইবার প্রস্তুতি ... বুঝিতে পারিবেন, দূত্য অধিকার এবং তদুপযুক্ত সর্ব-... ব্যক্তিত্বের।

• • • • •

আচ্ছা, সহজের কথা নহয় আজ নাই বলিলাম, কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক 'ফেল' একেবারে একটা সিদ্ধান্তকে যদি একেবারে ভাবিয়াছিলাম যখন করিয়া এর সঙ্গে উহাকে মেলানো যায়, এক ভয়ানক ... যদি কোন কোটি লোকের জন্মভিত্তির জন্য ... হয়, তাহা হইলে জিন্নাহ্‌জী এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে ... আজ কয়েকটি নিখিল করিয়া জিজ্ঞাসা করিব এই ... ভৈরবাসনের প্রয়োজন কি? জিন্নাহ্‌জীর নাম মনের ... পূজারীর এখন বেদনো যাহিয়া তাঁহা পরিত্রাসনারই ... অর্থ কি? তিনি সমুদয় আশিয়া খোলাখুলি ভাষা-... প্রয়ে করুন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত ... বর্জন এই দুই প্রকার যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। ... আর কিছু না হউক পাকিস্তান ও পৃথিবীর নিকট ... আমরা অন্তত আর একটু মান পরিমাণে হাস্যাস্পদ ... হইব। অন্তত জিন্নাহ্‌জী তাঁহার কৃতকার্যতার বিষয়ই ... একবার খুলিয়া বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাঁহার ... এমনকার আচরণের ফলে ভারতসরকারের ও কেন্দ্রীয় ... মন্ত্রীসভার সদস্য যে ক্ষমতার অপেক্ষাও অধিক হইয়া ... গেছে তাহা উপলব্ধি করার প্রয়োজনও তিনি অনুভব ... করিবেন না।

• • • •

... জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির যে কি বিপদ ... হইয়াছে তা তাঁহারাই জানেন, জাতীয়তাবাদী মুসল-... মানেরও তাই। কয়েকদিন পূর্বে আমরা উল্লিখিতভাবে ... সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় সরকারের প্রধানের কার্যকে-... হিলাম। এমন একটি বেদনাদায়ক মন্তব্য আমি যেন ... করি নাই যিনি ভারতসরকারের পাকিস্তানকে টাকা না ... দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমর্থনযোগ্য স্বীকার করেন নাই; ... এমন একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রও আমি পাঠ ... করি নাই, যে সংবাদপত্র সর্বান্তঃকরণে ভারতসরকারের ... পূর্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নাই। আজ তাঁহাদের ... সমস্যার সমাধান কুলায় লুটাইতেছে, আজ দেশের ... গঠন কোটি মানুষকে একেবারে বলিয়া যাহা তাহা ... হইতেছে, ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছিলাম, যাহা কিছু ... করিয়াছিলাম তাহা সব ভুল, সব মায়া, এইসব যাহা করা ... হইল তাহাই ঠিক!—সুতরাং সকল ঔচিত্য, সকল ...

... সমস্ত জাতিকে নতশির করিয়া রাখিবে, আজগুলার ... অবতারণায় সমস্যার করিয়া রাখিবে, যেহেতু, ... মহাত্মা আমার কাছেরও এ বলিয়াছেন। ইহা যদি ... বলপ্রয়োগ না হয় তাহা হইলে বলপ্রয়োগ যে কি ... তাহা আমরা জানি না।

• • • •

... আমার কথা ফুরাইয়াছে না, কিন্তু মুসল-... মানদের প্রজাবন্ধের প্রশ্ন ফুরাইয়াছে না। ... কারণ এযাবৎকার উপায়ের প্রশ্ন সমাধা হইয়া ... গেছে, যেহেতু কিন্তুতে মুসলমান করিয়া এখন কিছু ঘটে ... যাহাতে ওই সকল প্রশ্ন এই অবস্থায় উঠিতে ... পারে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার হতে বাহিরে বিশেষের ... স্থান করিতেছেন, যখন আমাদের হতে বিদেশে 'হেড্ ... মানুষের' অর্থাৎ দূতাবাস রহিয়াছে, যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে ... আরও অধিকতর যোগ্যতার যে পথে এবং পাকিস্তানী ... অধিকার করিয়াছেন, তাহা তাহাতে প্রতিষ্ঠারই ... উপযুক্ত ঘটে। মুসলমানদের আমরা দুই হাত বাড়াইয়া ... দিয়া দুইয়ের প্রশ্ন আছে, রহিয়াছে। তাহার ... জন্য অতিরিক্ত উপায়নের প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ ... করিয়া বলিবার কিছুই ছিল না। কাজেই সুভাষ-... চন্দ্রের কথা মনে পড়িতেছে, ফজলুর কথা মনে পড়িতেছে, মনে পড়িতেছে রাজকোট উপনিবেশের কথা। কত ... সাধের বাসনাই যে সেই উপনিবেশ ছিল! কিন্তু যে সুভাষ-... চন্দ্রকে "ত্রাস" করার প্রয়োজন জিন্নাহ্‌জীকে তখন ... অনুভব করিয়াছিল, সেই সুভাষচন্দ্রই উত্তরকালে ভারতের ... বীরত্বের প্রতীক নেতাজীরূপে যখনের চিত্ত পাঠক ... কালের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন।

"চাঁদাবাজীর সভাপতির আমারই পরাজয়" এই একরূপ ঘোষিত হইবে ঔচিত্য এখনিই যে মহা-... পুরুষের সর্বপ্রকার চেষ্টার বর্ণনা ঘোষণা করিয়াছিল, ... জানিনা আজ আমার বিদায়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ... তাঁহাকে "ত্রাস" করিবার প্রয়োজন অনুভব ... করিয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ... জিন্নাহ্‌জী সুভাষকারিনী অবশ্য ভাবিলে হয়ত সর্বনাশের ... সম্ভার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন।—ইতিহাসের ... শিক্ষা—হায় জিন্নাহ্‌জী!

• • • •

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ... গান্ধীজীর বর্তমান উপবাসের সমালোচনা করিতেছি ... বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে গান্ধীজীর ... প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন আগ্রহ আমার আছে। ... তিনি যে অসাধারণ তাহাকে সংশয় নাই। তাঁহাকে যে তিনি আত্মাকুল, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু ... তাহা সত্ত্বেও একথাও স্বীকার করি, তাঁহার আহার ... ও উপবাস পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক তাহাদের ... প্রত্যক্ষিক ফলও বিতোলনের আমার সমর্থন নহে। ... তাঁহার সহিত বিবাদে স্বীকার করি বলিয়াই, ... তাঁহার অনুরোধ অবশ্য রহিয়া করিয়াই আমার ... মতামত কিছুটা বলিবার প্রয়াস করিয়াছি এবং ... আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার এযাবৎকার উপবাস সম্বন্ধে ... দেশের অধিকাংশ মানুষই অনুরূপ মতামত ... পোষণ করেন। মহাত্মাজী বহু, কিন্তু তাঁহার সাধনের ...

সংবাদলিপি

লণ্ডন

নববর্ষের আশা ও আশঙ্কা—শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, উৎপাদনের সংকট ও জনসাধারণের উদ্বেগের বায় বৃদ্ধি—জেনেভা চুক্তি ও ব্রুটেনের বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১০ই জানুয়ারী,—নববর্ষে ব্রুটেনের আর্থিক অবস্থা কিছুটা আশাপ্রদ হইলেও বিগত বৎসরের দুর্দিন ও সংকটের কালো ছায়া এখনও তাহার সম্মুখে প্রসারিত। আর্থিক বিশেষজ্ঞগণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রমিক সরকার যে ভবিষ্যৎ সুযোগ কাটাইবার আশায় বুক বাঁধিয়াছেন যে আশা কতখানি সফল হয় তাহা এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে যেসব রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে ব্রুটেনের স্বার্থসংরক্ষণে সরকারী তাহা কতখানি আশিয়া লইতে পারেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রমিক জনসাধারণের অবস্থার মজুরী বৃদ্ধি হইলেও তাহারা যে কতখানি লাভবান হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কারণ বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মজুরী বৃদ্ধি সমান তালিতে পারে নাই। অতিরিক্ত বৃদ্ধি লক্ষ পাউণ্ড মজুরী বৃদ্ধি সাধারণ সময়ে কম কথা নহে, কিন্তু বিশ্বব্যাপারে অতিমূল্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষের এবোড় ওবোড় অবস্থার ফলে মজুরের মজুরী বৃদ্ধিতে কোন বিশেষ ফল হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল মজুরী বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে, সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব বিশ্লেষণে, বলা হয় যে মজুরী বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এক্ষেত্রে এই তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

যেসব কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণের পর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যে পূর্বকার মত সপ্তাহে ছয়দিনের মজুরী সপ্তাহে ৫ দিনের কাজের জন্য দেওয়া হইবে এবং এই বৎসরে দুই কোটি টন কয়লা উৎপন্ন করা হইবে, এখন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া শ্রমিকদিগকে দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে কিন্তু কেহই একথা উল্লেখ করিতেছেন না যে এই শ্রমিকদের সপ্তাহের কাজের মজুরী দেওয়া ছাড়া ও রাষ্ট্রবিপ্লবকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য বেশী হারে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়াছে। ফলে উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার হিসাব পাওয়া যায় লণ্ডন স্যাম্বরন ক্লিয়ারিং হাউসের নিরিখপত্রে। তাহারা বলিতেছেন যেখানে ১৯৩৮ সালে বাজারে চলতি পাউণ্ডের পরিমাণ ছিল ৩৯.৯১ কোটি পাউণ্ড : তাহা ১৯৪৭ সালে আসিয়া [illegible] কোটি পাউণ্ড।

খাদ্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সাধারণ মোকদ্দমা খরচ যে কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে খরচ মজুরের দেয় বিল হাতের হিসাবে। এই হিসাবানে খরচ হইয়াছে ১৯৪৩ কোটি পাউণ্ড আর তার পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ে খরচ হইয়াছে ১,৭১৮ কোটি। যাহাদের খরচ হইয়াছে ১১৭৬ কোটি পাউণ্ড, তাহাদের পারীর চলতি ১৮৬ কোটি ভাড়া ও কর ইত্যাদিতে ১৪৭ কোটি, মুদ্রাসামগ্রীতে ১৭৬ কোটি, কাপড় ইত্যাদিতে ১৮ কোটি জামানী ও আসবাব খাতে খরচ হইয়াছে ৬৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

মিঃ ওলিভার লিটলটন বাণিজ্যসচিব-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জেনেভাতে যে বহুপক্ষ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ফলে ব্রুটেনের বহির্বাণিজ্যের প্রসার অনিবার্য সম্ভাবনা দেখিয়াছে অনেক। কিন্তু তিনি বলেন যে দুঃখের বিষয় জেনেভাতে অবার বাণিজ্যের ভিত্তিতে আলোচনা হইতে পারে নাই। কারণ অবশ্য খুব পরিষ্কার। যেমন ব্রুকব্যাঙ্কের পর বৎসরে বাজারসামগ্রী ২০০ কোটি পাউণ্ড উপর হইয়াছে আর ব্রুটেনের বাড়িয়া হইয়াছে ৮০ কোটি পাউণ্ড। এবার অবস্থা আরও অনেক বেশের হইয়াছে। তাহাতে সোভিয়েত দেশ তাহাদের নিজ বাণিজ্য রক্ষিত করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অবাধবাণিজ্য সমর্থন করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভবপর জানিয়া কিন্তু এর ফলে ব্রুটেনের লাভ যেমন হইয়াছে ক্ষতিও হইয়াছে অনেক। যেমন জেনেভাতে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে পরে কতকগুলি দেশে ব্রুটেনের কয়েক প্রকার জিনিষ পরের আমদানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং সাধারণ ভাবে আমদানী করার লাইসেন্সের উপর বাধা নিষেধ ও কড়াকড়ি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে ব্রুটেনের রপ্তানী বাণিজ্যও অনেক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, যদি ব্রুটেনের সঙ্গে ব্রুকব্যাঙ্ক আসিয়া যা দাঁড়ায় এবং বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রুটেন যদি উপযুক্ত সাহায্য ব্রুকব্যাঙ্ক হইতে না পায় তবে ব্রুটেনের আর্থিক অবস্থার চরম সঙ্কট দেখা দিবে। এবং তিনি আশা করেন যে, ব্রুকব্যাঙ্কের সহযোগিতা হইতে ব্রুটেন বঞ্চিত হইবে না।

ওয়াশিংটন

রপ্তানী অনুমতির নূতন ব্যবস্থা ও মূল্য হ্রাসের প্রয়াস—বৈদেশিক ঋণ নিশ্চয়তার নূতন সুযোগ—অন্যান্য জিনিষপত্রের উদ্বেগজনক মূল্যবৃদ্ধি।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৭ই জানুয়ারী,—কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনে বাণিজ্য দপ্তরকে যে নূতন ক্ষমতা ও অধিকার প্রদানের ব্যাপারে নূতন [illegible] করিয়াছেন। এতদিন পর্যন্ত রপ্তানীর ব্যাপারে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবসায়ীরা বেশী পরিমাণে [illegible] করিবার অনুমতি পাইয়াছিল আর অবাধভাবে সাধারণ পরিমাণে রপ্তানী করিতে পারিত। যা সরকার এই সুযোগ ও অবাধ ব্যবসায়ীদের কোন [illegible] বাধা দান করার সঙ্কল্পে এখন এখন হইতে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য, উহার কোন দেশে পাঠান হইবে ইত্যাদি বিষয়ে [illegible] বিশেষভাবে করিয়া রপ্তানী করিবার নির্দেশ দিবে

বাণিজ্য দপ্তরের মুখপাত্রগণ এই নূতন ব্যবস্থার সম্বন্ধে ঘোষণা করেন যে এই নূতন ব্যবস্থা [illegible] উদ্দেশ্য হইতেছে রপ্তানী হ্রাসের দ্বারা [illegible] ও ব্যবসায়ীদের অবৈধ মুনাফা বন্ধ করা এই নূতন ব্যবস্থা ফলে বৈদেশিক ক্রেতাদের সহিত [illegible] যাইবে বলিয়া তাহারা আশাও [illegible] কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী হইবে [illegible] সম্বন্ধে সরকারী মুখপাত্রগণ কোন [illegible] দিতে পারেন নাই। ইহাদের অভিমতানুযায়ী [illegible] ইউরোপের দরিদ্র দেশগুলি প্রয়োজনের [illegible] হইবে।

বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন অংশ হইতে [illegible] ঘোষণা হইয়াছে যে যেসব [illegible] আমেরিকার বন্ধুদের [illegible] জিনিষপত্রের [illegible] বিষয়ে সাহায্যের [illegible] রাষ্ট্রের [illegible] সরকার [illegible] সরকার [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible]

...ত ভারতের উপর বিভিন্নের বর্তমান ...
...রের পক্ষপাতী।

...শিল্প দ্রুত হ্রাস করা ...ক ...রক দ্রুত ...
...র বাড়িয়া যাইতেছে। লেখক প্রমাণ ...
...করিয়াছে যে ১৯৩৮ সালে ...র বিভিন্নের ...
...ফলে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ...ার এক ...
...হইবে। শ্রমিক শ্রেণীর আর এক বিপ...
...মজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থ...
...বিনিময়ের হার বাড়িয়াই চলিয়াছে...
...এ অঞ্চলের হার হইবে শত করা ...
...নিষ্পন্নের হার শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি...

...মূল্যের মানের তুলনায় ১৯৪৯ সালের ...
...দেশজ দ্রব্য ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।...
...ব পণ্যদ্রব্যের তুলনায় শ্রমজীবীদের ...
...ছিল ...
...র মূল্যের হার ১৯৩৮ এ দাঁড়াইয়াছে

...রাষ্ট্রীয় ইনিং আলোচনা—এশিয়ার ...
...দেশগুলির আর্থিক প্রগতির পথ—...
...য় অর্থনৈতিক কমিশনের এশিয়ার ...
...শাখার সম্মেলন—বহু-মেয়াদী পরি...
...ও সুপারিশ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

...ই ১৯ই ফেব্রুয়ারী ইস্ট ভারতীয় ইনিং ...
...শুরু হইয়াছে। তার জেরের রেইসম্যান...
...টিশ প্রতিনিধিমণ্ডল এবং ঐযুক্ত নরসিং ...
...মধ্যে ভারত সরকারের প্রতিনিধিমণ্ডলের ...
...হইয়াছে ১৯ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৯ সালের ...
...ভারতের ১,৭৩৩ কোটি টাকার ইনিং ডলারে ...
...এবং ইহার পরিমাণ এখন প্রায় ১,৫০০ ...
...কা। এই ইনিং মারাত্মে কেমন ভারত ও ...
...র কাছে বাহির হইতে পারে তাহার ...
...র অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই ...
...নিং কিভাবে কত দ্রুত এবং কতদিন ভারত ও ...
...পাইতে পারে তাহার উপর উভয় দেশের ...
...ন ও বাণিজ্যের প্রগতি নির্ভর করিতেছে। ...
...এই আলোচনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তির ...
...র জনসাধারণ উদ্গ্রীব হইয়া আছে।

...র অন্যতম দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ...
...নিজ উদ্যমে ই, এম, এর যে আন্তরিক ...
...। সম্প্রতি আমেরিকা কানাডা সফরে গত ...
...স্থানে আলাপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে: ...
...ক্ষে আমার সঙ্গে ছিল মি, কে, আর, মি বাও ...
...। প্রসঙ্গে তাহাদের মনে হয়, অর্থনৈতিক কমিশনের ...
...ন ও দূর প্রাচ্যের সকল দেশেরই এমন ...
...ী পরিকল্পনার কথা মনে রাখা অল্প মেয়াদী ...
...কার্যকরী করার চেষ্টা করা উচিত। শিল্প ...
...ও অনগ্রসর দেশে যুদ্ধের ফলে অতিরিক্ত ...
...কারণেও যে শিল্প বেশী ক্ষতি হইয়াছে

ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি পরিকল্পনা

আমাদী এপ্রিল মাসের মধ্যে পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত প্রায় ৪৫ লক্ষ আস্তুপ্রার্থীর পুনর্বসতির জন্য ভারত সরকার দুই কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের প্রায় পরিত্যক্ত নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ লোকের আবাসস্থল নির্দেশে নির্দিষ্ট হইবে।

আজাদ হিন্দুস্তানের আন্তর্বাস্তুহারাদিগকে হইতে কেন্দ্রীয় সরকারী মাসের মধ্যেই আড়াই লক্ষ আস্তুপ্রার্থীকে স্থায়ী বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নগরের —বিশেষতঃ নগরের উপকণ্ঠে গ্রামাঞ্চলের পুরাদি সংস্কারের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে বেশুই কমিশনারদের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্বপাঞ্জাবের বিভিন্ন নগরের উন্নয়নের জন্য উপরন্তু প্রায় দশ হাজার একর জমি পাওয়া যাইবে। নূতন রাজধানী ছাড়া ও কোন এই সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমবেত হইবে।

দুঃস্থ পুনর্বসতি পরিষদ গঠন এবং পূর্বপাঞ্জাব সরকারের পুনর্বসতি পরিচালনা বিভাগ পুনর্গঠনের ফলে পুনর্বসতি পরিকল্পনার আরও উন্নতি হইয়াছে। মারাত্মিকভাবে ভারতে জমি দেওয়া হইয়াছে, এখন মারাত্মিকভাবে ভারতের বদলে ও চাষ বিনিময়ের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইতেছে।

গ্রামে ও নগরে পুনর্বসতি

বাস্তুহারা কৃষিজীবী আস্তুপ্রার্থীদের পুনর্বসতির সাহায্যার্থে সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী-সভার এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যাহারা গ্রামে পুনর্বসতি স্থাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে এবং যাহারা নগরে পুনর্বসতি স্থাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক ঋণ দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সরকার, চীফ কমিশনারশাসিত অঞ্চল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের কর্তৃপক্ষকে এই পরিকল্পনার সাহায্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আস্তুপ্রার্থীদিগকে জমিদানে অগ্রসর, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের অর্থ সাহায্যের আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত বাস্তুহারাদিগকে বিনা খরচায় সরকার হইতে খাদ্যসামগ্রী ও পশুর খাদ্য সরবরাহ করা হইবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বিনিময়হারে এই মালপত্র ক্রয় করিবেন।

যে সমস্ত বাস্তুহারা শিল্পী কোনও নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চায়, সরকারী অফিস হইতে তাহাদিগকে অনধিক পাঁচশত টাকা ঋণ সাহায্য দেওয়া হইবে। ব্যবসায়ী, দোকানদার, কুটীর-শিল্প অথবা কারখানা চালাইতে চাহেন এমন ব্যক্তি, চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতি এই পরিকল্পনার সুবিধা

বাস্তুত্যাগী কৃষকদের বসবাসের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে যে ৪৫ লক্ষ বাস্তুত্যাগী আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লক্ষই গ্রামাঞ্চলের লোক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমর লক্ষ পূর্বপাঞ্জাবের মুসলমান-পরিত্যক্ত ২৬ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে বসতি স্থাপন করিয়াছে। অবশিষ্ট পশু, যানবাহন, গরুর গাড়ী প্রভৃতি বিনা এবং কৃষি-সংস্কারের উপকরণাদি বিনা ইতিমধ্যে সর্ব-প্রকারে অগ্রসরই হইতে সাহায্য করা হইতেছে। আগামী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত কোনও কোনও আস্তুপ্রার্থীর খাদ্যশস্য ও পশুর খাদ্য সহ সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে এবং তাহা আর শোধ করিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাঞ্জাব সরকার গ্রামাঞ্চলে বাস্তুত্যাগী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যেককে মাথে তিন টাকা এবং বারো বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের প্রত্যেককে দুই টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কৃষি ঋণ বাবদ এক কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পশুখাদ্য ক্রয়ের জন্য ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, চাষের বলদ ক্রয় করিবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা; গরু-বাছুর ক্রয় করিবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং মুদ্রা ও কুপাদি সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত গ্রামে বাস্তুত্যাগীগণ বসবাস স্থাপন করিতেছে, সেখানে এই সব ঋণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হইতেছে।

গ্রামে শিল্পীদের এবং ভূত্যদের গ্রামে বাসস্থান দিয়া রাখিবার জন্য একটি পুনর্বসতি পরিকল্পনা পূর্ব-পাঞ্জাব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামে দোকানদার, ধোবি, নরু, ঠাঁতি, ছুতার, কামার, কুমোর, চামার, নাপিত, কাঁসারু প্রভৃতিকে সাহায্য দেওয়া হইবে। এইভাবে যাহারা কৃষিকাজ করে না, তাহাদেরও গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পরিকল্পনায় ৫০টি বহু-সমর কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব-পাঞ্জাব দেশীয়রাজ্য

পশ্চিম পাঞ্জাবের ৪০ হাজার এবং বাহাওয়ালপুর ও সিন্ধুর ৩০ হাজার হিন্দু পরিবারের জন্য পূর্ব-পাঞ্জাবের দেশীয়রাজ্যসমূহে অথবা প্রয়োজনের তাহিদে জমি সংগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। পাতিয়ালা রাজ্যে দুই লক্ষ ঘর হাজার একর জমিতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার বাস্তুত্যাগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট এক লক্ষ ঘর হাজার একর জমিতে আরও পনরো হাজার পরিবারকে স্থান দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু রাজ্যে ১ হাজার ১ শত ৬৩টি পরিবারকে বসবাস দেওয়া হইয়াছে এবং আরও ৫৬ হাজার পরিবারকে সেখানে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। নাভা রাজ্যে বার হাজার পরিবার স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে। কপূর্থলায় ছয় হাজার পরিবার বসতি স্থাপন করিয়াছে

অন্যান্য প্রদেশ

পাঞ্জাব হইতে অন্যান্য প্রদেশ এবং দেশীয়রাজ্যে বাস্তুত্যাগী কৃষক পরিবারগুলিকে বসতি স্থাপনের সুবিধা দিয়া আপন করিয়া লইতে চাহিতেছে। কলম্বুর, আলওয়ার, ইন্দোর, ধোলপির ও সংযুক্ত প্রদেশে ঐ সমস্ত পরিবারের বসতি-উপযুক্ত প্রচুর স্থান আছে। পাঞ্চনদাবাদের প্রস্তাবানুযায়ী পূর্বপাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান এবং বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষগণও অন্যত্র প্রদেশে এবং দেশীয়রাজ্যে বসতি স্থাপন করিবেন। ইতিমধ্যেই আলোয়ার রাজ্য পঞ্চাশ হাজার বাস্তুত্যাগীর ভার গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অলওয়ার চাহিয়াছেন পনের হাজার। বেওয়ানী রাজ্য দশ হাজার; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দশ হাজার, উদয়পুর আড়াই হাজার এবং বিকানীর তিন হাজার আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্যন্ত যেখানে আশ্রয়প্রার্থীরা রেলগাড়ী মোট ৩৩ হাজার ৩ শত ৩১ জন বাস্তুত্যাগী লইয়া কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়শিবির হইতে বিদায়পুর (বোম্বাই), ধোলাপির, আলোয়ার, বেরার (মধ্যপ্রদেশ), সাভার (বেওয়া), রাজপুর, (ইন্দোর), কোটা, বরদান এবং চাকলিয়া (বিকানীর) গিয়াছে।

সহর অঞ্চলে পুনর্বসতি

সহরের বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা হইবে বার হইতে পনের লক্ষ। পূর্বপাঞ্জাবের সহরগুলিতে যে সমস্ত ধনবান মুসলমানগণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেইগুলি বাস্তুত্যাগীদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, কিন্তু তবুও স্থান সঙ্কুলান হয় নাই এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বাস্তুত্যাগীর আশ্রয়স্থল পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাহাদিগকে আপাততঃ তাম্বুতেই থাকিতে হইবে। এপ্রিলের পূর্বেই যাহাতে তাহাদিগের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা যায়, সেইজন্য পূর্ব পাঞ্জাবের পূর্ত বিভাগের অধীনে একটি সহরে পুনর্বসতি প্রাধিকার স্থাপিত হইয়াছে। অম্বালা, লুধিয়ানা, গাজিয়াবাদ, পাণিপথ, সোনপথ, রোহতক, গুরগাঁওপুর এবং জলন্ধর প্রভৃতি পূর্ব-পাঞ্জাবের ৯টি সহরের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে। ইহার ফলে প্রায় তিন লক্ষ লোকের স্থায়ী আবাসের ও কর্মের সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সংস্থানের পরিবর্তন

পূর্বপাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য পূর্বপঞ্জাব সচিব শ্রীযুক্ত ভিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে সভাপতি করিয়া একটি যুক্ত-পুনর্বসতি পরিষদ গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে মন্ত্রী শ্রীবলদেবসিংজী আহ্বায়ক ও পাঞ্জাব সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর গোপীচাঁদ ভার্গব এবং আরও দুইজন—সর্দার সরণ সিং এবং সর্দার উধম সিং ঐ পরিষদের সদস্য আছেন। উক্ত পরিষদ পুনর্বসতি কার্যের গতি ও পরিণতি

চাকুরীতে নিয়োগ ও শিক্ষা

চাকুরীপ্রার্থী বাস্তুত্যাগীদের সাহায্যের জন্য অন্যান্য স্থানের তথ্যসরবরাহ নূতন কয়েকটি কর্ম-নিয়োগ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত কেন্দ্রে ৫৩ হাজার ৯ শত ২১ জন কর্মপ্রার্থী নাম লিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৯ হাজার ১ শত ৩৭ জন ইতিমধ্যেই চাকুরী পাইয়াছেন। যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আন্তরিক ইচ্ছানিয়ে চাকুরী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য একটি ট্রান্সফার ব্যুরো বা বদলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক সহর হইতে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাইবে না, এই বিষয়ে নিশ্চিত জানা গেলে তবেই অন্যত্রস্থানে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। নিয়োগের কেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে নিয়োগের সুপারিশের বেলায় পারিবহন সহিত আসন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে।

বাস্তুত্যাগী শিল্প ও শিল্প অধিকারদের বেলায় স্থায়ী প্রকৃতির নিয়োগের ব্যবস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সরকারসমূহ পরীক্ষা করিয়াছেন। ফলে অনেকেই উপযুক্ত চাকরী পাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। আসাম সরকার কর্মিদের শিক্ষার শিক্ষার লোক চাহিয়াছেন। শিল্পের আশ্রয়প্রার্থীদের, বিশেষতঃ শিক্ষকদের বেলায় সরকার গ্রহণ করিতেছেন। মাদ্রাজ সরকারও কারিগরি শিক্ষার শিক্ষিত লোক নিয়োগ করিবেন।

বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ

উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য একটি বিশেষ বিনিয়োগ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী সর্দার সিংজ বিবেচনা করিতে হইবে যে, কয়লাই বিদ্যুৎ সমস্ত বাস্তুত্যাগী কয়লাখনিসমূহের স্থায়ী অধিকার দেওয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বাস্তুহারা সাহায্যকারীদিগকে বিভিন্ন বিভাগ বিভাগীয় অথবা পাসন বিভাগীয় পদে গ্রহণ করা যায় কিনা, তাহা সমাজকল্যাণ সচিব বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কৃষিঋণ শিক্ষকশিক্ষণে বিভিন্ন সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে নিয়োগের জন্য শিক্ষা-মন্ত্রী সমস্ত বাস্তুত্যাগী শিক্ষকদের ঋণাত্মক বিষয় তালিকা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্বপাঞ্জাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারপরিচালিত অঞ্চলসমূহে তাহাদের নিয়োগের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

পাকিস্তান হইতে আগত শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমা টাকার পরিবর্তে অধিক টাকা জমানোর কথাও বিবেচনাধীন আছে।

বৃত্তিজাত রেজিস্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের স্থায়ী সমাজকল্যাণ সচিব বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বিভিন্ন সরিষিতে এবং মন্ত্রী-সভাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। পুনর্বসতি কার্যসূচীতে বিদ্যুৎ ও অর্থবিদ্যুৎ বাস্তিদের

হইয়াছে। অম্বালা সহর পরিত্যাগের পর কিছুসংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজধানী, কর্মকার, ছুতার, ধোবি কার্যের, লন্ডী প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শিল্পী, আলওয়ার, ধরোলাড় এবং পূর্বপাঞ্জাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ খোলা হইয়াছে। তাহাতে প্রায় আড়াই হাজার বাস্তুত্যাগী শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রায় মাস করিয়া শিক্ষা চলিতে থাকিবে।

শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতি শিক্ষার্থীর মাসিক ৩ টাকা ভাতা ও ৩০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে যাহাতে ১০ হাজার শিক্ষার্থী গ্রহণ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যে এবং অন্যান্য সহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারীদের সাহায্যে বাস্তুহারা কারিগর কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারে, সেজন্য যে সমস্ত পুনর্বসতি সহর কেন্দ্রে কারিগরদের কাজ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেখানে সেই সমস্ত কারিগরদের কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবং তাহাদের জন্য কাঠ, লোহা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে তাঁত, চামড়া, কাঠ ও ধাতুর কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রদের তৈয়ারী জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সরকারসমূহ ঐ সকল কেন্দ্রে তাঁত, কাঠের টেবিল, চেয়ার, পুস্তকাদি বাঁধান প্রভৃতির শিক্ষা দিতে পারিবে।

[illegible] পাকিস্তান হইতে আগত ছোটনিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিয়োগের বিষয়ে সুবিধাজনের জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

১। কারখানা আইনের উপযোগী আয়তন
২। [illegible] জন্য আবশ্যক [illegible]
৩। [illegible] সরবরাহ
৪। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সরবরাহ।

নারীদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র

[illegible] ৩২টি স্থানে মোট প্রায় [illegible] ১১১ জন বাস্তুহারা মহিলা ও নারীকে [illegible] ভাঁত বোনা, কাপড় ছাপান, জরি বোনা, টাই প্রভৃতি কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার উপর ৩০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার জন্য লইবে। তাহা ছাড়াও [illegible] তৈয়ার, চেয়ার তৈয়ার, জামাকাপড় বুনি তোলা, আচার তৈয়ার প্রভৃতি আরও কয়েক রকমের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এই শিক্ষার্থীদের সরকারী ভাতা ও শিক্ষণের একটি শিল্প কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহাতে স্ত্রী ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা খেলনা, জামাকাপড় বুনি প্রভৃতি কাজ করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন ও পারিবে। নারীদিগকে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদানের জন্য কুরুক্ষেত্রে আরও একটি কেন্দ্র

সঙ্কলন

ঃ লোক বৃদ্ধি

আসন কলিকাতা ও হাওড়া সহরে লোক-সংখ্যা এবং হুগলী, বালী, বেলুড় এবং শ্রীরামপুর কলিকাতার ছোট জমাগুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতা হাওড়া সহর, হুগলী, বালী, বরাহনগর এই শিরোনাম লইয়া পড়িব। এলাকের আদমসুমারির সংবাদের বিস্তৃত বর্ণনা আমি বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে এই দিয়াছে।

সুদূর এবং আশপাশের কলিকাতা ও হাওড়া ১,৩১৪ সালের লোক আমি বিভিন্ন করা ১৯৭ সালের ১৮৯৮ সিলেবের ঐ সংখ্যা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ের মধ্যে আমি কলিকাতা, হাওড়া সহর, বেলুড় এবং শ্রীরামপুরে এই সংখ্যা ইতে ২১,৯১,৮৭৪-এ বৃদ্ধি পায়।

সেন্সে এই আমুমারী হইতে ১৯৪৭ সালের পর্যন্ত প্রতি বছরে হাওড়া ও কলিকাতা লোক আমি বিভিন্ন করা হইয়াছে, তাহার —

১,৯১,৯১৮	ফেব্রুয়ারী
মার্চ ৯১,৭৩৪১৮	এপ্রিল
মে ৯১,১৯,৪৪১	জুন
জুলাই ৯১,৯১,১১৮	আগষ্ট
সেপ্টেম্বর ৯১,৯৩,৪৮০	অক্টোবর
নবেম্বর ৯১,৯৩,৮৪৯	ডিসেম্বর

নবম শুল্ক আইন

আমি আইনে ভিক্টোরিয়া পাসিলকের যে প্রস্তাব না যে কোন প্রদেশে আমদানী প্রতি মণে আড়াই টাকা হারে শুল্ক ধার্য। ইহা অধিবেশনে আলোচনা করা হইবে। যা অর্থ বিভাগের এক প্রেস নোটে বলা অধিকাংশ শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব সরল ও পাকী সরল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইলেও বিলাতী সরলের উপরেও অনুরূপ হারে হইবে। আরও, শুল্ক আদায়ের এইরূপ যে, সরলের উপর উৎপাদন শুল্ক যে হইবে, সমপরিমাণ আমদানী শুল্ক হইবে।

আছে যে, এই শুল্ক ধার্যের ফলে সরলের বিক্রি দেশে এক আমার বেশী না বাড়াই শুল্ক হইতে এক বৎসরে সর্বশেষের উপর এই আইন প্রযুক্ত হইবে না।

কয়লা চলাচল উপদেষ্টা সমিতি

কয়লা চলাচলের অসুবিধা দূরীকৃত করার উদ্দেশ্যে রাজ সর্বশেষে তার এল এন রায়ের সভাপতিত্বে কয়লা চলাচল সম্পর্কে একটী উপদেষ্টা সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির অফিস কলিকাতায় থাকিবে। প্রতি সপ্তাহে এক একবার করিয়া সমিতির বৈঠক বসিবে। তাহারা পূর্বাঞ্চলী সপ্তাহের কয়লা চলাচল ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবেন পরবর্তী সপ্তাহের চলাচল ব্যবস্থা স্থির করিবেন। তাহে সর্বশেষের কয়লা কমিশনার, ই আই রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারদ্বয়, কয়লা কোম্পানী, কয়লাখনি শ্রমিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গঠিত এক সভা ঐ সমিতিতে থাকিবেন।

লেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টসংক্রান্ত ব্যবস্থা

ব্যাঙ্কের হাত ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্থির করিয়াছেন যে, তাহে হইতে আমার যে সমস্ত আমদানীকারী লেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বই আছে উপযুক্ত প্রমাণের পর তাহার পাসিংয়ানের যে কোন সেই অফিস হইতে ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট যে অর্থ জমা ছিল, তাহার অর্ধেক পর্যন্ত তুলিতে পারিবে। কিন্তু উহা ২৫০৲ টাকার বেশী হইবে না। দুইজন সক্ষম জামীনদারের স্বাক্ষরে আমদানীকারী ঐ অফিসসমূহের জন্য ৫৩ বাধিক করিতে পারে, তবে উক্ত অর্থের পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের কৃষিশিল্পের পুনর্বহাল

স্বাধীনতার পর্যবিতে ব্রহ্মের কৃষিশিল্প পরিচালনা সম্বন্ধে এক নূতন আইন তোলা করা হইয়াছে। উক্ত আইনে কোন ব্যক্তির ১০ একরের অধিক জমির তার সর্বশেষকে হস্তগত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ তৈমাসিক এবং আগামী সর্বশেষে বিদেশগামীন অফিসসমূহ তাহের জন্য চালকের বিক্রয় লাভ দিতে পারিবেন।

যাহাদের জমি লওয়া হইবে তাহাদের ভাড়া দেওয়া হইবে এবং সর্বশেষে টাকা নির্ধারণ করিবেন, কিন্তু যে সমস্ত চালকের ৫০ একর অথবা তদপেক্ষা কম জমি আছে এবং যারা তাহারা নিজেরা চাষ করে তাহাদের উপর এই আইন প্রযুক্ত হইবে না।

মার্শাল পরিকল্পনায় কে কি পাইল

মার্শাল পরিকল্পনায় ইউরোপের যে সকল দেশ যুক্ত—১০৮৫০০ টন খাদ্যশস্য, কয়লা দেওয়া হইবে না, ইস্পাত ১৬৪০০০ টন, যন্ত্রপাতি ১২১৮০০০০০ টন, পেট্রোল ২১০০০০০ টন, ফসল—খাদ্যশস্য ১০১৮০০ টন, কয়লা ৮৭৪২০০০ টন, ইস্পাত ৪৪৯০০ টন, যন্ত্রপাতি ৯৫৫৩০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোলিয়াম ১১৬৯০০০ টন। ইতালী—খাদ্যশস্য ৪০০০০০ টন, কয়লা ১২৫৭০০০ টন, ইস্পাত ৬৯৮০০ টন যন্ত্রপাতি ১৬৮০০,০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ২১১৩৪০০০ টন।

বেলজিয়াম—খাদ্যশস্য ১৪১১০০০ টন, কয়লা ২৯৬৪০০০ টন, ইস্পাত১১১১০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৪১৫০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ৪৭১৪০০০ টন, হল্যাণ্ড—খাদ্যশস্য ১০০০০০ টন, কয়লা দেওয়া হইবে না, ইস্পাত ৮৭৪০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৪১২০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ১০২৮৮০০০ টন।

লুক্সেমবার্গ—খাদ্যশস্য ১৪০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৪৩০০০০ ডলার, পেট্রোল ১৬৯০০০ টন। নরওয়ে খাদ্যশস্য ২১৮৫০০০ টন, কয়লা ১৫১১৯০০০ টন, ইস্পাত ১২৭৩০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৫৯১০০৪০০ ডলার মূল্যের,পেট্রোল ৪৯৩৭০০০ টন।

গ্রীস—খাদ্যশস্য ১৪০৪০০ টন, কয়লা ৪৭০০০ টন ইস্পাত ২২৫০০০ টন, যন্ত্রপাতি ২৯৮০০০০০ ডলার মূল্যের।

তুরস্ক—ইস্পাত ১৬৮০০০ টন, যন্ত্রপাতি ১৮০০০০০ ডলার মূল্যের।

পশ্চিম জার্মানী—খাদ্যশস্য ৩৩৫০০০ টন, কয়লা ২৯২৬০০০ টন, ইস্পাত ৪০০০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৪২০০,০০০ ডলার মূল্যের।

আইসল্যাণ্ড—কয়লা ১৭১০০০ টন, পেট্রোলিয়াম ২১৮০০০ টন।

আয়ার্লিণ্ড—খাদ্যশস্য ১৮১০০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৩৪০০০০০০ ডলার মূল্যের। কয়লা, ইস্পাত ও পেট্রোল দেওয়া হইবে না।

ডেনমার্ক—খাদ্যশস্য ২৩৬০০০ টন, কয়লা ১৪০৮০০০ টন, ইস্পাত ৪৬০০০০ টন, যন্ত্রপাতি ২১৭০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ৪৩১০০০ টন।

অষ্ট্রিয়া—খাদ্যশস্য ৪৩৫০০০ টন, কয়লা ৪৪৭০০০ টন, ইস্পাত ৭০১০০০ টন যন্ত্রপাতি ৯০০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ১৩৩৫০০০ টন।

সুইজারল্যাণ্ড—খাদ্যশস্য ৪৩৫০০০ টন, কয়লা ৪৪৭০০০ টন, ইস্পাত ৭০১০০০ টন যন্ত্রপাতি ৯০০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ১৩৩৫০০০ টন।

সুইডেন—খাদ্যশস্য ৩০৪০০০ টন, ইস্পাত ৮৩৮০০০ টন, পেট্রোল ৪৪১১০০ টন, কয়লা ও যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে না।

আয়ার—কয়লা ১৮১২০০০ টন, যন্ত্রপাতি ৩৯০০০০০০ ডলার মূল্যের, পেট্রোল ১৩৬০০০ টন, খাদ্যশস্য ও ইস্পাত দেওয়া হইবে না।

এতদ্ব্যতীত খাদ্যশস্য ইত্যাদির অনুমোদন খাইট্রোজারসিলাইজার দেওয়া হইবে। উক্ত অনুদান ৩১০০০০০০

বস্ত্রবিনিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ণ—

গত রবিবার হিন্দু মহাজাতীর উপবাস উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকে। বাজার বন্ধ অবস্থাতেই বেসরকারী মহলে বাজারের উপর অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে আমদানি ৩৯৯ হইতে বাড়িয়া ৩৯৯ হয় এবং টাকা ডলারের ৩২৲ টাকায় অবস্থায় ৩৯৯ মহলে বেচাবেচা হয়। মহলের এই অবস্থার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই বাজারে কোনরূপ আশঙ্কার পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং ক্রেতার যেমন অভাব ছিল বিক্রেতারও তেমনি আধিক্য ছিল না। ফলে ব্যবসায়ের আবেগ কাহারও পরিবর্তন করা ব্যবসায়ের পক্ষে কঠিন হইয়া ওঠে।

এই সামান্য অবনতি স্থায়ী হয়। বস্ত্র ও সুতা বিনিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণার আর অধিক বিলম্ব নাই, এই বিষয় আমার বাজারে কিছুটা ভেজা হয়। ফলে শেষ অবধি আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকের হিসাবনিকাশের সহিত পূর্ব সপ্তাহের উঠতি-অবনতির বিশেষ কিছু তারতম্য দেখা যায় নাই।

সরকার যে শিল্পসমূহকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর তাহাতে আর সংশয় নাই। প্রয়োজন হইলে তাহারা ভ্রাম্যমূল্যবৃদ্ধি করিয়াও যে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করিবেন এবং শিল্পসমূহের মালিকের কোনরূপ ক্ষতি না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল্যবিনিয়ন্ত্রণ করিবেন, সেরূপ আশ্বাসও এখন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের বিষয়ে সুতাবস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণ সংসদের শিল্প পরিচিতির সিদ্ধান্ত আজ জানা গিয়াছে। বিনিয়ন্ত্রণমুক্ত ঘোষিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।

বস্ত্র ও সুতা বিনিয়ন্ত্রিত হওয়ার বাজার যে পথে যাইবে তাহা এখন সুনিশ্চিত, অবশ্য রাজনৈতিক অবস্থা যদি বাজারকে কিছুটা সাহায্য করে তাহা হইলেই সে উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে, নচেৎ বাজারের অনিশ্চয়তা আর শেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্ত্রবিনিয়ন্ত্রণের সংবাদে আজ বাজারে তেজী দিয়াছে। ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধির শুভ্র বাজারে কিছুকাল ধরিয়াই শুনা যাইতেছে। শীঘ্রই সেবিষয়ের পাকা-পাকিভাবে জানিতে পারা যাইবে। আশা করি ওই মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বাজারের উন্নতি ব্যাহত হইবে।

পাকিস্তানকে নগদ ভারত অর্থ প্রদান করার সিদ্ধান্তের ফলে বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই উন্নতির মিছামে যে যুক্তি কাজ করিতেছিল তাহা হইল এই যে এবার ভারত-পাকিস্তান বিরোধের অনেকটা উপশম হইবে। অবশ্য আমাদের মতে এ-ধরণের আশা একেবারে মিছক "বাজারে আশা" ছাড়া আর কিছু নয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ ভারতের পক্ষে একেবারে বিনাশ বিনাশ করি না,—কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান ইহা নহে। অতএব বাজারের আশা সার্থক হউক ইহাই কামনা করি।

কাপড়ের বাজারে গতির সংবাদ অবশ্য পাওয়া যাইতেছে। আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসম্ভার পাঠের অবাধ-সাধনীই ইহার জন্য দায়ী। তবে সংবাদের মধ্যে ইংরেজীতে যাহাকে "ফলস আলার্ম" বলে তাহা হইতেছে পিটারহেডের কাছে ভারতীয় ডেলিগেটের নেতৃত্বের অথবা তাহাদের শ্রেণির প্রতিনিধিদের বিদেশ যাত্রার এই বাজারে, অনেকদিন ধরে অবাধ সুবিধা হইয়াছে, তিনি ওই বন্দরের খুব একজনকে বন্ধুতা করিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই ফেরত আসিয়া করিয়েছেন। এই ফেরতদের সুবিধার সম্বন্ধে মিলনের ফেরত বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, কাপড়ের ব্যাপারের মীমাংসা যে খুব সহজে হইবে তাহা মনে হয় না। অবশ্য আমাদের ভারতীয় ডেলিগেট দের কাপড়কে পাকিস্তানের বাজে ঢুকিয়া দিয়া "সম্পর্কে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে সবচেয়ে সকল সেন্টেমেন্টের অবসান হইতে পারে। কাপড়ের পরিবর্তিত উপর বাজারে যে বরদাস্তে নিরীক্ষা করিতেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সরকার কাপড়ের কলকারখানার ব্যবসা করার সংবাদে বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং বাজার গরম হইয়াছে।—সাধারণ বিশ্লেষণের মধ্যেও লক্ষ্যের বহিরাগত অবস্থা ভোগিয়া আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে সামান্যতম ভালো খবরেও বাজারের উন্নতির যথেষ্ট আশা আছে। বিশেষ করিয়া একটা বিষয় যদি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতে পারা যায় তাহা হইলে বাজারের উন্নতি সুনিশ্চিত। তাহা হইল লাভের চতুর্থ ভোগ করার ব্যবস্থাটিকে সাময়িক ভিত্তে প্রত্যাহার করা। আজকাল কোন ভোগ, তা সে যত ভালো ভোগেরই হউক না কেন, ব্যক্তির হাত হইতে এক পয়সাও কর পাওয়া যায় না। ইহার ফলে অর্থোপার্জনে লাভালাভ ব্যাপারে পক্ষে আর কিছু করিতে পারে না, বাজার পত্রিকা লিখিয়াছে বলিয়াই মূলধনবাদীদের বোধ প্রতিক্রিয়াগুলির আশু যে একেবারে "মাটি" হইয়া গেছে, তাহা নয়। সরকারের সহিত সে সব প্রতিষ্ঠানের ভোগের জন্য রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় পরিমাণে ব্যবসা ভোগ চলিতে পারে এবং ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহাই করা পরিমাণোচিত উচিত। ব্যাঙ্কসমূহ "ব্যবসা ভোগা হইবে না" এই অজুহাত দীর্ঘদিন বাজারের দীর্ঘমেয়াদ উন্নতির অন্তরায় করিল।

• • • •

আমরা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের এক বিবৃতি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে ১৯৫৬ সালের ১৯,৩৩,৫৩৩ টাকা লাভের স্থলে ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে ৩৯,২১,৪১৫৲। ১৯৫৭ সালে আদায়প্রকার করের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ১৮ লক্ষ টাকা (১৯৫৬ সালে টাকা ব্যাঙ্ক হইয়াছিল ১৯৫৬ সালে) এবং সঞ্চয় তহবিলে স্থিতি করা হইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা (১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্ক হইয়াছিল ১৯৫ লক্ষ টাকা)। কর্মচারী পুরস্কার তহবিল (বোনাস) করা হইয়াছে ৯৫ লক্ষ। এবং কর্মচারীর দায় হইতে অংশীদারদিগকে আয় মূল অংশপত্র ১৯ ভাগে প্রথম লভ্যাংশ বণ্টনের ১১,১৫,১১৯৲ অবশেষ রে ফের টানা হইয়াছে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়ালকে পশ্চিম পা উহার পশ্চিম সীমার প্রসার ও ব্যবসায়ের বিশেষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিতে হইয়াছে,—এই অর্থ লক্ষ ও বিনিয়োগের অতিরিক্ত সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পূর্ব উহা ব্যাঙ্ক বাকি পশ্চিমের ব্যবসার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সম্পত্তি অবশ্য ব্যবহারের অসুবিধা অতিরিক্ত হইতে অন্যান্য সাহায্য করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ের পশ্চিম সমস্ত প্রসার ব্যাঙ্কের ব্যবসায় সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ব্যবসায়ের দরিদ্র ভাগ হয় নাই বলিয়া ব্যাঙ্কের ব্যবসা হইতে একটা মোটা টাকা সরকারী ফেরে টানা হইয়াছে।

[illegible] হইয়া [illegible] ব্যাঙ্ক [illegible] ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বিশেষকর সম্পদ করিয়াছে।

• • • •

কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জের আলোচ্য বর্ষের সভাপতি নির্বাচনের সময় এই ঐতিহ্য ১৯৫৮ইই পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এইবার লইয়া ইনি পাঁচবার একাদিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ইহা অবশ্যই কর্মকুশলতা ও কর্মপ্রচারের পরিচায়ক ঐতিহ্য স্টকএক্সচেঞ্জে অন্যান্য অ অধিবেশন করিয়াছে

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে কেহা অবশ্য বিক্রয়ের তেজী ছিল না। ১৯৫৯ সালের ২৲ টাকা ঋণের বন্ড বন্ধ ছিল এবং মোট ১৯৫৮ হইতে মেয়াদে ১৯৫৯৯ সনে ইহার ক্রয় হয়

ব্যাঙ্ক—

[illegible] মেয়াদের ঋণ সর্বশেষ ইস্যুতে হইয়াছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯৫৲ ব ব্যাঙ্কিং ১৯৫ অবধি আজ কাজ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের ১৫৫ কিছু বাড়িয়া ১১৯৲ হয়ে কাজ ক মেয়াদ ১৯৫টাকা ব্যাঙ্ক ১৮৲ ধরে অপরিবর্তিত

কাপড়ের কথা—

আমাদের আলোচ্য সপ্তাহের মোট্টা কাপড়ের ওজনে মেয়াদে বিশেষ কিছু

(মেয়াদে ১৯৭ পৃষ্ঠায়)

পাটের বাজারের অবনতি

গত সপ্তাহে পাটের বাজারে তেমন কোন নতুন পরিবর্তন ঘটে নাই। তাঁতা পাট ও চটের বস্তার জন্য সম্প্রতি ভারত যে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। সরকারী তরফ হইতে আগামী সরকার যেরূপ দুর্বিষহ প্রকৃতির মূল্য ভাতাদানের ব্যবস্থাই করুন না কেন, সাধারণের ধারণা এই যে, অধিকাংশ লোকের উপযোগী বিপুল পরিমাণ বস্ত্র বিতরণ সম্বন্ধে সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা দেখার জন্য তাঁরা বসিয়া থাকিবেন। আশা করা সিদ্ধান্তিল যে, কিছু পরিমাণে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইবে এই সপ্তাহে আরও কিছু অতিরিক্ত বাজার খোলা হইবে যে কিছু পরিমাণ তৈরি চটের বস্তা এই সময়ে আমদানী করা হইবে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে, ঘরের ভিতরে বিতরণ অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বলিয়া ঘরের মূল্য কিছু পাইবে, তথাপি সামগ্রিকভাবে বলিতে গেলে গত সপ্তাহেই যে বিক্রিবাটার হার নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সপ্তাহের প্রকাশ করা হইবে। কাঁচা পাটের বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। পাকিস্তানের সম্বন্ধে ভারত সরকারের ঘোষণা হইয়া যায়। ইহাতে চটের বস্তার মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে এখনও তেমন কোন অবনতি সূচিত হয় নাই।

শ্রেণী বিভিন্ন করিয়া ভারত সরকার প্রবর্তন করিবার ফলে যাঁহারা তুলার বাজারে ছিলেন তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তুলনায় স্থির হয় যে, ইহা বিভিন্ন রাজ্যের পরিবর্তে শ্রেণীভিত্তিতে বিভক্ত হইবে না। পাট সরবরাহে অসুবিধা, ভারত ও অন্য বিদেশের প্রকৃতির আমদানী কারণেই এই প্রথা করা হয়। তাহা ছাড়া পাট শ্রেণীভিত্তি সুবিধাজনক করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করা কিন্তু পরে যখন পাট ব্যবসায়ীদের এক বিবৃতিতে সরকারকে জানান যে, শ্রেণীভিত্তি যে বিভিন্ন করিয়া দিলে তাহার প্রস্তাব ও প্রতিকূল হইবে, তখন স্থির হয় যে, এই অবস্থায় বর্তমানের বিভিন্নের তাঁতা পাট ও তুলা শ্রেণীভিত্তি অনুসরণ করা হইবে। পাকিস্তানের অন্যান্য সরকারের সুবিধার ফলে বর্তমান শ্রেণীভিত্তি পরিবর্তন করিয়া সহজ শ্রেণীভিত্তি করা হয়। ফলে এই বৎসর প্রথম হইতে পাট শ্রেণীভিত্তি করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হইবে নাই। সরকার ও পাট ব্যবসায়ী ও পাট শিল্পের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। ইতিমধ্যে পাটের বাজারে বেশ তেজী আছে। চটকলগুলির হাতে যথেষ্ট পাট সঞ্চিত থাকায় বেচাকেনায় নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। আমদানির পরিমাণও খুব সন্তোষজনক নহে। পাইকারী চরের বাজারে ছিতোর দেখা যায়।

তুলা

গত সপ্তাহে তাঁতা তুলার বাজারে খুব তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান হইতে তুলা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় ব্যবসায়ী মহলে তুলা মজুত করিবার জন্য তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হয়। শুল্ক ও সুদের মূল্য পরিবর্তন সম্বন্ধে সরকার ঘোষণার দীর্ঘ দেরী করিলে বিলম্বটুকু সরকারের অনুকূলে পরিণাম বৃদ্ধি করিত।

আমাদের ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, সরকার বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী সিদ্ধান্তের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) বস্ত্রবন্টন প্রথা রহিত করা হইবে।

(২) প্রত্যেকের যে কোন ধরনের বস্ত্র চাহিদা অনুযায়ী হইবে, তবে প্রত্যেকবারে চাহিদা দিতে হইলে টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতি লাগিবে।

(৩) বস্ত্র ও সুতার নিয়ন্ত্রিত দর তুলিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) দর ঊর্ধ্বমুক্ত তুলা স্থানান্তরিত হইবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ঊর্ধ্ব ও ছোট ঊর্ধ্বমুক্ত তুলা স্থানান্তরের শুল্ক বিলুপ্ত করা হইবে।

(৬) চিনির ক্ষেত্রে যেরূপ করিয়াছে বস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেইরূপ মিল ও ব্যবহারকারীদের নিকট যে সকল লাভ মজুত আছে তাহার মূল্যবৃদ্ধিজনিত সকল লাভ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে।

জানা গিয়াছে যে, পূর্বাঞ্চলের তুলনায় বর্তমান বৎসরে তুলার উৎপাদন অনেক কম হইবে। তুলা ক্ষেতের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলেই তুলার উৎপাদন এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় তুলার সরবরাহ এবার যথেষ্ট কম হইবে। পাকিস্তান হইতে ভারতের জন্য কি পরিমাণ তুলা পাওয়া যাইবে তাহা এখনও নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়।

পাটই বস্ত্র বিনিময়ের হইবে বলিয়া নানারকম গুজব শোনা যাইতেছে। আন্তর্জাতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শুল্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা জানিয়া আসিয়া সূচিত করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নিম্ন পাকিস্তানে কিভাবে পাটের চাষ হয়, অনেকটা তাহার উপরই বস্ত্র উৎপাদনের অধিকাংশ নির্ভর করিতেছে। শুধু একটিমাত্র বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া

১৭ই ফেব্রুয়ারী							
সর্বোচ্চ—	১৩৩	৫	১৩৩	৪	১৩৪	৫	১১১
সর্বোচ্চ—	১১১	৮	১১১	১২	১১১	৮	১১১
সর্বনিম্ন—	১১১	৫	১১৮	১২	১১৬	১২	১১৫
১৪ই ফেব্রুয়ারী							
সর্বোচ্চ—	১১১	৮	১১১	৮	১১১	৮	১১৮

সোনার বাট

সোনার বাটের বাজারে গত সপ্তাহে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ফলে উন্নতি ঘটে। ইটালির মূল্য হ্রাস সম্বন্ধীয় গুজবের ফলে ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে অবনতি ঘটায় সোনার দরে এই উন্নতি সম্ভব হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিমাণও যথেষ্ট বড়।

	বর্ণ	রৌপ্য
	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
১৭ই ফেব্রুয়ারী		
সর্বোচ্চ—	১০৫ ১১	১৬৯ ৮
সর্বোচ্চ—	১০৭ ৩	১৬৯ ১২
সর্বনিম্ন—	১০৪ ৭	১৬৮ ১
১৪ই ফেব্রুয়ারী		
সর্বোচ্চ—	১০৭ ৩	১৬৮ ১১

চা

এক বৎসরের অধিক কালের জন্য সিংহল চুক্তিতে সহজে চায়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তবে সকলেই বিশ্বাস করে যে, সিংহল অপেক্ষা যে দরে আমদানি করে ব্রহ্মদেশের বিকট হইতেও ঠিক সেই দর চাহিলে ব্রহ্মদেশের সহিত সিংহলের চা চুক্তি সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিব। তাহার জন্য সিংহল অধিক মূল্য দাবী করিলে ব্রহ্মদেশ ভারতের অথবা পূর্ব-আফ্রিকার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে।

গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতায় চা বিক্রয়ের নীলামে আন্তর্জাতীয় ব্যবহারের জন্য প্রায় ১৬,০০০ বস্তা চা ছাড়া হয়। গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে অবিকার করেন ৩৮,০০০ বস্তার অধিক চা ছাড়া হয়।

জানা গিয়াছে যে, রামবাহাদুর অন্যান্যার হরণ বলদাইগুড়ির ভাইটাকলিসহ অনেক অধিকৃত চা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

চিনি

যুক্তপ্রদেশের ইক্ষুর শুভ উৎপাদন ক্ষেত্র বীরাট অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শুভ ব্যবসায়ে এক বিরাট সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর ও বর্তমান বৎসরের কয়েক শত মণ শুভ গুদামে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। চাষীদের অবস্থাও অনেক অসুবিধাজনক হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে ফসলাদির পরিমাণ খুব ভাল হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে যথেষ্ট শুভ রপ্তানী হইত, কিন্তু এবার সে আশা প্রায় নাই। ভারত হইতে রপ্তানী কমিয়া যাইতেছে। বাসুদেব

আর্থিক চুক্তির বিভ্রাট

বর্তমান সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘটনা হয়াহাজীর অনশন। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচিত হইয়াই হয়াহাজী এই অনশন অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অথবা ভারতের নাম করা হইতে আর্থিক চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা অবিলম্বে পাকিস্তানকে মিটাইয়া দেওয়ার নির্দেশ করায় হয়াহাজীর অনশনের ভিত্তিতে ব্যাঘাত করা যাইতে পারে। বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার পটেল ভারত সরকারের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে হয়াহাজীর বক্তব্যের সহিত সহমত হইবার জন্যই ভারতসরকার অবিলম্বে আর্থিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া সর্দার প্যাটেল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তকে গান্ধীজীর অনশনব্রতের সহায়ক হিসাবেই অভিহিত করা হইয়াছে।

গত ১২ই জানুয়ারী সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এবং অর্থসচিব শ্রীবসুধম চেট্টী এক বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তাঁহারা ভারতসরকারের পাকিস্তানকে সমস্ত টাকা না দিবার পূর্বতন সিদ্ধান্তে সমর্থন করেন। বস্তুতপক্ষে সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিবার নির্দেশ দিয়া ভারতসরকারের যে ইস্তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উপরিউক্ত বিবৃতির যুক্তিসমূহকে অস্বীকার তো করা হয়ই নাই, বরং তাহাকে মন্ত্রীসভার ঐকমত্য বলিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থসচিব শ্রীবসুধম চেট্টী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, "আলোচনা আরম্ভ হইবার প্রথম হইতেই পাকিস্তান সরকার জানিতেন যে, কাশ্মীর ও অন্যান্য সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হইলে তবে ভারত সরকার অর্থনৈতিক চুক্তির সর্তগুলি কার্যে পরিণত করিবেন।" অথচ পাকিস্তানের অর্থসচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ এই সম্পর্কে এক বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিতে বলিয়াছেন, "৫৫ কোটি টাকার বিনিময়ে পাকিস্তান কাশ্মীরকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে না।" অথচ প্রশ্ন হইতেছে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর সম্পর্কে এই মূল্যবিচারের মূল্যবিচারপূর্ণ তাৎপর্য সম্যক করা কঠিন। এই সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল তাঁহার স্বভাবসুলভ স্পষ্টোক্তিতে বলিয়াছেন "মিঃ গোলাম মহম্মদ ভাবিতেছেন যে কাশ্মীর যেন তাঁহার হাতেই আছে, যা ইচ্ছা যেন তাহাকেই সম্পত্তি। ভারত কাশ্মীর ত্যাগ করিতে চাহে না, কাশ্মীর ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীর সম্পর্কে কোন বোঝাপড়াই পাকিস্তান সরকারের সহিত করা হইবে না, উহা হইবে সেখানকার জনসাধারণের সহিত। কাশ্মীর ত্যাগ করিবার অধিকার কাহারো নাই।" এই প্রসঙ্গে স্বর্গত বাবা কর্তব্য সর্দার প্যাটেল যেরূপ বাস্তবজ্ঞানসম্মত ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঋণ ও সম্পত্তি বণ্টনের সংসদেও তিনি ভারতের এই প্রসঙ্গে অর্থসচিব যে বিস্তৃত বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে পাকিস্তানকে এবার অর্থ প্রদানে ভারতের স্বীকৃতির কারণ এবং তৎপরবর্তী অবস্থানে নানাপ্রকার বিবাদ নিষ্পত্তির যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বলেন, "৫৫ কোটি টাকার বিনিময়ে আমরা যদি কিছু ক্রয় করিতে চাহিতাম তবে তাহা হইল পাকিস্তানের সুরক্ষা ও সুখ। সুতরাং সর্বপ্রকারে বিবেচনা করিলে বহু অর্থ হইতে পাকিস্তানের জন্য আমরা যেরূপ ৫৫ কোটি টাকা বন্ধ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের লাভই হইয়াছে। নৈতিকতার দিক দিয়া

উন্নতির পথে ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ

...লের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বৎসরে ...ণ কোম্পানী লিমিটেডের কারবার হইয়াছে। এই বৎসর মোট ১১ লক্ষ ...। কয় এবং মূল্যাসবাবদে খাতে ইহা ...মে ৮৫ লক্ষ টাকা এবং ৩৭২ লক্ষ করিয়া লইলেও লাভের পরিমাণ খুব ...য় নাই। সন্তুষ্টচিত্তে আমরা আংশের ...প্রেফারেন্স শেয়ার) লভ্যাংশ প্রদান করা ...৭৫ টাকা। অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ টাকা ...রিবর্তে জমা রাখা হইয়াছে। ইহা ...য় যে, পরিচালকগণ উন্নত সংরক্ষণের ...সী হইয়াছেন।

...তীত কোম্পানীর বৃহত্তর বৃদ্ধির প্রয়োজন ...এবং ৯,৩২,৩৩৩৲ টাকা মূল্যের সাধারণ ...ন্তু ১৫ বন্টনের মূল্যে শেয়ারের জন্য ...ধার্য হয়। এই প্রস্তাবিত মূলধন অপেক্ষা ...ক বেশী অংশের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া

...সরে ১লা মার্চ তারিখে আলোচ্য ...নির্বিঘ্নের অধীনস্থ নিম্নোক্তরূপ ১০ ...টাকা মূল্যের সুদক্ষের আমানতী অংশী ...,০০০ শেয়ারের খাতে মূলধন আবার ...কোটি টাকা। ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ ...য়াছে ২২,০১,০০০৲ টাকা। মূলধন ...ধার মূল্য বাবদ পাওয়া গিয়াছে ১১৩ লক্ষ ...ত পরিবর্তে ৩৭৫ লক্ষ টাকা। সঞ্চয় ...পরিবর্তে ১৫ লক্ষ টাকা। মূল্যাসবাবদ ...য় দেখানো হইয়াছে ১৭৩ লক্ষ টাকা।

...ম কোম্পানীর বাণিজ্যতরীর মোট সংখ্যা ...টির কাছ আছে। টাকার হিসাবে এই ...মাট মূল্য ২৮৭ কোটি টাকা। ১৯৪৭ ...ন্ত বৎসরের পরে আলোচ্য কোম্পানীর ...ন জলযানের সংখ্যায় কিছু বৃদ্ধি সাধিত ...বেচ্ছাধীন সময়কালে ঠেকসমেত ২ খানা ...তরাং করিয়াছে। এই কোম্পানী ...ইবার লক্ষ্যেরও দেখা হইয়াছে। আশা ...যই ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপের বাণিজ্য তরীর ...খানা এবং যেগুলির কেতনগুলি সম্পূর্ণরূপে ...কর্মচারীদের পরিচালনাধীন হইবে। কিন্তু ...তবর্ষীয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগের পথে সমস্যা ...ধান অন্তরায় হইল শিক্ষিত নাবিকের একান্ত ...ভাব। পূর্ণ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষায় ...ন্তিয়া লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণকে ...য়া রক্ষণের সঙ্গে প্রয়োজনের জন্য বিদেশী ...র সাহায্য লইয়া তাহা ১৯ করা উচিত।

...বের বার্ষিক সভায় আলোচ্য কোম্পানীর ...র সমিতির সহ-সভাপতি জনাব অবশ্য ...ন্তব্যই যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা ...ধারণ নহে, বিটিশ মালবাহন বন্দরের সমিতির বিভিন্ন বিভাগের অধীনে উহাদের কাজ ভাগাভাগি করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ৮টি জাহাজের সব কয়টিই বিদেশে থাকিলেও মুষ্টিমেয় ভারতীয়কে ভারত সরকারের কাজ আমদানীর কাজই করিতে হইতেছে অধিক। এইরূপ কারণেই স্বভাবতই খুব বেশী মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব হয় না। ইহা সত্ত্বেও যে আলোচ্য কোম্পানী মুনাফা উপার্জন করিয়াছে তাহার জন্য পরিচালকবর্গ অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। ভবিষ্যতে আলোচ্য কোম্পানীর উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী, বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ভাবার যোগণাতেই তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন ভারত সরকার অতীব আবশ্যকী পণ্য ব্যবসায়ের ভারতীয় জাহাজে আমদানী করিবেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে উপযুক্তিক দাবি অন্যত্র হইলে ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মুখে উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইবে।

বিজ্ঞপ্তাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছুটি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

বিগত ১লা পৌষের "আর্থিক ভারতে-এ আমরা ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেডের কাজ বিষয়েই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। সে-সময়ে পূর্ণ বৎসরের সঠিক তুলনা করিয়া আমরা সন্তোষ বৎসর সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

আলোচ্য বৎসরের জন্য ও মূলাপকল বাদ দিয়া আসল লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫,৪১,০২৩৲ টাকা, ১৯৪৪-৪৭ সালে এই লাভের পরিমাণ ছিল ১,১৯,৪১,৯৩২৲ টাকা। বিভিন্নরূপ প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ব বৎসরে ছিল ৫৭ কোটি টাকা; আলোচ্য বর্ষে ইহার পরিমাণ হইয়াছে ৩৩৫ কোটি টাকা। বিবিধ খাতের ব্যয় পূর্ব বৎসরের ৩৩৮১ লক্ষ টাকা হইতে ছিল, এবার সেখানে ব্যয় ৪,১২,৩১২৲ টাকা ধার্য হইয়াছে। কর্মচারী ভাতাদের এবারে ৩৮০,৩৮০৲ টাকা বেশি করা হইয়াছে, পূর্ণ বৎসরে এই খাতে ৩,৩৬,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সাধারণ অংশীদারগণ অংশ প্রতি ৮৭ আনা হারে লভ্যাংশ পাইয়াছেন, বিগত বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১৮০ টাকা।

এই সন্তোষজনক অবস্থার অন্যতম কারণ যে ছিল শ্রমিকবিশৃঙ্খলা হ্রাসও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে আক্টিভ ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের অংশীদারদের বার্ষিক সভায় সভাপতি হিসাবে মিঃ লেসলী নাইটন যে অভিভাষণ প্রদান করেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরের মধ্যভাগে সংকারের পক্ষ হইতে যে সালিশ নিয়োগ করা হয়, সেই সালিশের সিদ্ধান্তানুসারে, মজুরীর নিম্নতম হার শতকরা ১৭½ হারে বর্ধিত হইয়াছে। বার্ষিক ছুটি-ভাতা ২৩৲ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বাগেরহাটের জন্য মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া আবাসভাতা দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া খাদ্যাদির উৎপাদন-প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য দুই মজুরীর শতকরা ১৫½ হইতে ১০৲ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইহা ভিন্নধর্মীদের প্রাপ্য সভ্যাংশের শতকরা প্রতি ১ টাকার জন্য শ্রমিকদের প্রাপ্য হিসাবে ২ হিসেবে মূল মজুরী স্থির হইয়াছে। ফলস্বরূপ শ্রমিকদের সন্তোষ করিবার জন্য মজুরীর শতকরা ৮৭½ হারে শ্রমিক ও মালিকদের নিকট হইতে সরকারে চাঁদা লইয়া এক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানেরই হাত গঠিত হইবে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের এই সব বিধি-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় আলোচ্য কারখানাকে শ্রমিকদের কল্যাণে ভরপাতার ও বিধানের স্থাপন করিতে হইবে। সাধারণী বৎসরে এই নিয়মের ফলে বর্ধিত হারকে টাকায় গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, মোট ব্যয়ভার ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অথচ পূর্ণ বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে যেসব জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে তাহাদের সরকার হাত ফিরাও মজুত মালের পরিমাণ ১৯৪৭ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে ছিল ১কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৭ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। কাঁচামাল এ ভাবে আটক পড়িয়া থাকায় জন্য প্রায়ক বিশৃঙ্খলাই প্রধানতঃ দায়ী। এ কারণেই আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

অর্থলোক

(পূর্বাংশ ১২৫ পৃষ্ঠায়)

অথবা পশ্চিমাঞ্চলে ভারতসরকারের কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মন্তব্যিতে বিরোধের মাত্রা যে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা খুব সঙ্গত এই কারণেই। নগদ জমার বাকী অংশ না পাইলে পাকিস্তান আমরা অন্য অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সমস্যা

বাজারের কথা

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

পরিলক্ষিত হয় নাই, কিন্তু আজ বহির্দেশের ব্যবসায়ের অবসরদের সংবাদ বাজারে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে বেশী ভাবের সঞ্চার হয়। এই বিভাগের প্রত্যেক শেয়ারেরই উঁচু দামে কাজ হইয়াছে। বাসন্তীর দর ছিল ১২৸০, কানপুর টেক্সটাইল ১৩৸০, চামরিয়ার ৩২৸০ (গত সপ্তাহের আরম্ভে চামরিয়ার দর ছিল মাত্র ৩১২৲) কেশোরাম ২২৲, বুইং ৩৮২৲ এবং মিউ সিমেন্টেরিয়া ৯৸০ উঠে লাভবদল হইয়াছে।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির শেয়ারের মধ্যে কেবল আজ ৩১৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে : ইণ্ডাইটেলের দর আছে ৪০৲, আসানসোয়েটের সামান্য কমিয়া ৪১৲, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১০৸০, সাউথ কাতারপুরা ১৯৸০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪২৸০, বরাকর ২৮৸০।

চটকল—

চটকলের শেয়ারের দর ছোটের উপর ভালোই গিয়াছে। হাওড়া ২৭৸০ হইতে বাড়িয়া ২৮৲ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহার দর আছে ২৩৸০। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া কেশোরাম হইয়াছে ১১৸৲ হইতে, বেঙ্গলের ৩৮৲ হইতে। বহরীহাট দর ১১৸৲ হইতে বাড়িয়া ১৪৸০ হইয়া গিয়াছিল, এখন পুনরায় বাড়িয়া হইয়াছে ১১৸৲। হিসাবমতনের দর আছে ২৯৲, শ্যামনগরের ৩৸৲।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর এক সময় মাত্র ৩৸০ অবধি হইয়াছিল, ইহা কর্পোরেশন হইয়াছিল ৩১৸০। বর্তমানে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর হইয়াছে ৩২৲, ইহা কর্পোরেশন কেশোরেশন হইয়েছে ৩২৸০ দরে। মার্শাল্‌স্ ৭৸০ হইতে বাড়িয়া ৯৸০ হইয়াছে। টেক্সটাইল মেশিনারীর দর সামান্য বাড়িয়াছে, ১১৸০ দরে উহা পাওয়া যাইতে পারে।

বিবিধ—

এরেলো ব্রাদার্স পাঁচকড়া সাড়ে-বারো টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অথরিত হইতে ১৫ লক্ষ টাকাকে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া প্রতি দুইখানা পুরাতন অংশের বদলিতে বিনামূল্যে একখানা করিয়া নূতন শেয়ার প্রদান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এরেলোর বর্তমান দর ৬৸০। সোন ভ্যালীর দর ১২৸০, অ্যাসক্যাসির দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল, এখন কিছুটা বাড়িয়া ২১৲ হইয়াছে। ভারাপুরার ৪৸০ দরেও বিশেষ কাজ নাই। মাখনেটের দর সাড়ে-সাত টাকার কাছাকাছি আছে। বার্টিন-বার্ণের দর ২০৲, জার্ডিন হেণ্ডারসন ১৮৸০, বাসনবাস টিয়াকো ৪০৲, ঈষণিপ ১২৲, অক্সার ১৩০ এবং ভ্যালকার্টা ট্রামওয়ে ২৩০ আছে। টিটাগড় পেপারের দর ৬৮৲ আছে। কাজ বিবিয়ানের সম্ভাবনায় টিটাগড় আরও দৃঢ় হইতে পারে। ভ্যালকার্টা ইলেক্ট্রিকের দর

ইয়াঙ্কের পুনর্নীতি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ্যে লিখিত হইবে এবং অন্যান্য ছোট বড় সব দর বিলাপ করা হইবে। এবারের নূতন যে সকল নিয়মের পরিচয় হইবে সে সকল বিষয় প্রতিপ্রাপ্তে আমাদের অধিকসংখ্যক উৎসাহী বিনুক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য "রিয়্যাবিলিটেশন ফিনান্স অ্যাক্ট-বিনিয়োগন" নামে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি নূতন দপ্তর খোলা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারেরও উৎসাহের প্রয়োজনের সম্পর্কে সতর্কদৃষ্টিপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারের পক্ষ হইতে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার সাফল্যের বিষয় বলিয়া আমরা এই পরিকল্পনার আশু সম্পাদনের প্রত্যাশা করিব। মানুষের কল্পনাই জটিল বলিয়াই যে সাফল্যের বিষয় সন্দেহজনক তাহা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি বাস্তব ব্যাপার আমাদের আর বড় নাই। এই কথাটা আমরাও যেন বুঝিতে পারিতেছি না—আমরা কবি মানুষের বহুশতাব্দীর তারাবিদ্ধ হইয়েও না বিশ্বের বিস্ময়ের অবাধবিধি পূর্বে মানবীয়ের ইন্দ্রজিতাদ্বন্দ্ব ও তৎপরবর্তী ভগবদ্গীতা চূর্ণের ফলে বণ্টিত রাষ্ট্রসমূহে যে অধিবাসী-বিনিময় সাধিত হয়, তাহার ভারতীয় সমস্যার বিচারে তাহা। সিন্ধুনদী মুক্ত-সংখ্যার বিষয়ের তো বটেই, আসামের সমস্যার সাম্প্রদায়িক অবস্থার অবাধবিচার দিক হইতেও ভারতীয় অবস্থার সহিত ইউরোপের আয়ারল্যাণ্ডের তুলনার কোন তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতসচিব বক্তৃতায় যে পরিকল্পনা করিয়াছেন বিলাত পরিত কাজ করিলে তাহা হইতেও পুনর্নীতির কাজে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। তবে একটা কথা সরকার এবং উহার অনুগত উদ্যোগীদের মনে রাখা দরকার,—তাহার সংস্কার উহাদের কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না, কারণ ইহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সঙ্কল্প বাধাইয়াছে। অপরদিকে উহাদের অতীত আভিজাত্য বিস্মৃত হইয়া আজির যাবে, প্রয়োজন হইলে, ইহাদের অধিকারও হরণ করার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিলাত

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

করেছে উহার চেয়েও বড়,—সেই কারণেই কর্তৃপক্ষের অধিকারে মহাত্মাজীকে রাখা, আর কথাটাই বলিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

* * * *

আসামী ১৩৫ আসামী ভারতের বিলাত অভিমুখে এই বিমানটি জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছে। বৃহত্তরাকারে বৃহত্তর এই বিমান ভারতের বৈমানিকের সাহায্যে আমরা পাইয়াছি আজ বিমান এই বিমানের জন্যই করিতেছিলেন। আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সৃষ্টি প্রেরণাদায়ক, অবিস্মরণীয়। বর্তমানের যেন আর, নিজের নিজের ভাগ্যের নির্মাণ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে পাই। ভারতের বিমান বাহিনীর, বিমান ভ্যাগ করা, প্রাণদানের জন্য প্রস্তুত হয় প্রাণের জন্য সংগ্রাম করা আমাদের সাধারণ ব্যাপারে সেই চেষ্টা পুরাতে হবে আমরা। আজ আমরা সকল হয়ে করি যে মুক্তির সন্ধানে চেষ্টাদেহদের আমরা আমাদের আমাদের আমাদের চেষ্টা উদ্ধার যে ভারতের প্রত্যেক ভারতীয় দিন না করে।

সম্পা

সংবাদলিপি

পূর্বপৃষ্ঠার পর

এবং কি ভারতবর্ষের যেন বেশে বেশে মুক্তির সংবাদপত্র সংগঠিত হয় নাই, মুক্তির পরে কিছুদিন সেইসব বেশের সঙ্গে প্রকাশ ও মিলনের জন্য পড়িয়াই রহিয়াছে। কাগজের যে প্রয়োজনের কথা বেশী পরিবেশনের কথা এখন করিয়া আর সমস্যা করিয়া দূর করা এখন পুনর্বার তথা যায় তাহার ঠিক করাই বেশী ভাল হইবে। বেশির ভাগ দুঃখই এখনও এখন হইতে যেন পুনর্বার অপ্রকাশ বেশের পুনরায় উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা পাওয়া যাইতে পারে কাজেই প্রত্যেক বেশের উন্নতির জন্য মুক্তকণ্ঠে। যদি সরকার কর্তৃপক্ষের করুণা না উদ্যম নিজের করিয়েছে।

ATTENTION MERCHANTS

Save money by dealing directly with United States manufacturers, through us, without large profits or commissions added. As purchasing Agents, we save you time, money and worry. Send your specifications, delivery required, brands preferred, prices, etc., and we will show you how our services will give you additional profits.

VICTOR ENGLAND AGENCIES . . .

444, MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

...ার: বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

সপ্তাহ	ইস্যুকৃত	বিক্রয়	পরিশোধ	বকেয়া (এখন পর্যন্ত ইস্যুকৃত বিলের মধ্যে)	ইস্যু বিলের মধ্যে বকেয়া বিলের শতকরা হার	বকেয়া বিলের শতকরা হার
১	১.২১	৯১	১.০০	১৪.৫১	১.৩০	৭.০
২	১.০৪	৯১	৯০	৩১.১১	৯.১৭	৭.০
৩	১.০৭	৯৭	৯১	১১.৩৮	৯.০৫	৭.০
৪	১.১৩	৯৪	৯৮	১৪.১৪	৯.১৫	৭.০
৫	১.১৪	১.০৯	১.০৭	১৪.১৩	১৩.১৮	৭.০
৬	১.১৫	১.০৪	১.০১	১১.৫৪	১৩.০৫	৭.০
৭	১.০৭	৯৫	১.০৭	১৪.১৩	৯.৩৩	৭.০
৮	৯৪	৯৩	১.০৩	১৪.১৩	৯.৫৪	৭.০
৯	১.১৩	...	...	১৪.১৩	৫৪	...
১০	৪৩	৪৯	...	১৩.১৭	৯.৭২	৭.০
১১	১.০১	১.০১	১.০১	১৩.৩৭	৪.৩৩	৭.০
১২	১.১১	১.০০	১.০০	১৪.০৫	১.১৫	৬.১৩
১৩	১.০১	১.০৩	১.০৯	১৪.০১	১.০৪	৬.১১
১৪	৯.৯৩	৯.৯৩	১.০১	১৪.১৩	৯৩	৬.১০
১৫	৯.৯৫	৯.৯৫	৯১	১৩.৩১	১.১৫	৬.১১
১৬	৯.৯৫	৯.৯৩	৯২	১৩.৯৪	৯.১২	৬.১১
১৭	৯.৯১	৯.৯৩	৯৩	১৩.৭১	৯.১১	৬.১১
১৮	৯.৯৩	৯.৯৩	৯৪	১৩.১৩	৯.৯৩	৬.৭
১৯	৯.৯১	৯.৯৩	১.০৩	১১.১৪	৯.১৩	৬.১১
২০	৯.৯৩	৯.৯৩	১.০১	৯১.৯৪	৯.৯৩	৬.৮
২১	৯৩	৯১	৯৭	১০.৯৩	৯.৭৩	৭.০
২২	৯১	৯৩	৯৩	১১.১৩	১.৯১	৭.০
২৩	১.০১	...	৯৩	১৩.৯৩	৯.১৩	...
২৪	...	...	১.১১	৯১.৯৩	৯.৯৩	...
২৫	...	...	৯.৭৩	১৩.৯৩	৯.৯৩	...
২৬	...	...	...	১৩.৯৩	৯.১৪	...
২৭	...	...	১.০৩	১১.১৩	৯.৯৩	...
২৮	...	...	১.০৩	১৩.১৩	৯.৯৩	...
২৯	...	...	১.০৩	১১.১৩	৯.৯৩	...
৩০	৯.১১	১.০৩	১.০৩	১১.১৩	১.১৩	৬.৮
৩১	৯.৭৩	১.০৩	১.০৩	১১.১৩	১.১৩	৬.৯
৩২	১.০১	১.০৩	১.০৩	১১.১৩	১.০৩	৬.৮
৩৩	১.১৩	১.০৩	১.০৩	১৩.১৩	৯.১৩	৬.৮
৩৪	১.১৩	১.০৩	১.০৩	১৩.১৩	৯.১৩	৬.৮
৩৫	...	...	১.০৩	১১.১৩	১.১৩	...
	৯.১১	১.০৩	১.০৩	১১.১৩	১.১৩	৬.৮
	৯.১৩	১.০৩	১.০৩	১৩.১৩	১.১৩	৬.৮
	১.০

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্রের সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	ঘরোয়া বাজারে	বিদেশে	বাজার দর					শেষ
						১৯৯১সাল	১৯৯২সাল	১৯৯৩সাল	১৯৯৪সাল	১৯৯৫সাল	
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইস্টার্ন মেশিন্স	...	১,২০,২০,০০০	১,২০,৯০,২১০	১০	১৯০(ব)	৬৫৩	...	৬৫১/-৬৬১/-	৬৭১/-৬৭৯/-	৬৭৯/-৬৮৯/-	...
ফেমস	...	৫১,০০,০০০	৩৮,২২,৩০০	১০	১৮০(ব)	১৮৫৩	...	২০৫/-২১২/-	...	১৯৩	...
ইস্টার্ন মেশিন্স	...	১,৬২,২০,০০০	১৯,৫৪,১১,১২০	১০	১৮৯০(ব)	৬৫৩	...	...	৬৭১	৬৭১	...
বার্ড ...	...	৩১,৯০,০০০	১,৩৮,৯৯,৩৫৭	১০০	১১৯০(ব)	৫৩৩	...	...	৬৮০	...	...
ফেরোকেম	...	৬৩,৩১,৩৫০	১৩,০৫,০০০	৭	১১৫(ব)	১২৫৩	...	...	...	১১৯/৩	১১/-১৯/৩
বাংলাদেশ	...	১৩,৫০,৩৯০	১৩,১৯,৩১১	১	৯৩(ব)	৬৫৯	...	২/৩-১৩	২৩	১৮৩	১৮০-১৯/-
ন্যাশনাল হাউসবিল্ডিং	...	৬,০৫,১১,৫৯০	৮৩,১৯,৫০০	১০	৮০(ব)	১২,৫৩	...	৯১/-৯৩/৩০	৭,৮০-৭৫/-	৭৫/৩-৭৬/-	-
কাগজ/আসবাব											
আজাদ পেপার মিল	...	১১,১৩,০০০	১৩,৩১,৫০০	১০	১৯	১২৫৩	...	...	...	...	১৮৯৫
ইস্টার্ন কার্টন	...	১৯,৯০,৭০০	১৯,৯৫,০০০	১০	১৯	৬৫৩	...	...	৯৩/-	১৯৯/-	১
ওরিয়েন্ট আর্কিটেক্চ	...	১,০০,০০০	১,১৩,০০০	১০	১৯	১২৫৩	...	...	৮১-৮১/-	...	...
কারাপদুয়া	...	১৩,৩১,৫৭০	... ...	১০০	...	৯৫৩	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল	...	১৩,৯০,০৭০	১,৮১,১৩৩	৯১০	৯০(ব)	৫৫১	...	৯৯০	৭৯/-	...	...
নর্থ বেঙ্গল	...	১,১১,১৩০	১,৩৩,০৩০	১০	১৯	৬৫১	...	...	...	...	১৯৯৫
নর্থ বেঙ্গল	...	১,১৩,০০০	১,১৩,৫০০	৯১০	৯০	১৫৩	...	...	...	...	১৯
সিমি রিবন্ধ	...	১৭,১৯,১৯০	১৯,৯১,৯৩৯	১০	...	১৯৫৬	...	...	...	...	১১৯
সিমি রাবন্ধ	...	৯,৩৩,০০০	৯,৯৯,৯৯৯	১০	১৩	৩৫৬	...	...	...	...	৩১৯
সোনারগাঁও	...	১,৯১,০০০	৩,৫৫,০০০	৫০	১৩	৫৫৭	...	...	...	...	১৯
বয়নকল	...	৪৩,৯৯,১৫০	১,১৯,৩৩,৩৩০	১০	৯৩	১২৫৬	...	১৯/-২১	১৯০-১১০	১৯/৩	
মেঘনা	...	৩০,৩০,০০০	১,৩৫,১৯,৩৯০	১০০	১১	৫৫১	...	৬৯৯	৬৫১	৬৫১-৬৬১	
আমান	...	৯০,৩০,০০০	১৩,১৮,৫৩০	১০	৯০(ব)	৯৫৩	...	৯৫৩	...	৯৫৩	
আমিন্তা	...	১১,০০,০০০	১৫,৩১,৩৫১	১০	...	৩৫৩	...	৩১৩-৩৫	৩১৫	...	
মেঘনা	...	১৩,৩০,০০০	৩,১৩,০০০	১০	১৯	৬৫৩	...	...	...	...	১৯
হরিণমারা	...	৮,০০,০০০	১,১৫,০০০	১০	৯০	১৫৩	...	...	...	...	১৫
শিবপুর	...	৯,৯০,০০০	৯,০৯,৯৫৩	১০	১১/৩	৩৫৩	...	...	...	...	৩১
বাটা কারাপদুয়া	...	১১,১৩,০০০	৩,৯০,০০০	১০	১০	১৫১	...	৯০-৯৯ (ব,ব)	৯৯৫ (ব,ব)	...	১৯৫/৩
সেন্ট্রাল হাউজিং	...	১৩,০০,০০০	... ...	১০	...	৩৫৩	...	১৫/৩	৯০/-১০	১৫/৩-১৩/৩	১৮৩
কাগজের কল											
এবিবি	...	১১,৩০,০০০	৩৫,৩০,০০০	১০	১৯	৩৫১	...	...	...	৩১৩	...
কাদমুস টেক্সটাইল	...	১১,৩০,০০০	১১,১৩,০০০	৫৯	১/৩	৩৫১	...	১১১/-১১৯/-	১১১	১১৯/-১২৫/৩	১২/-১১৯/৩
কেদোরায়	...	১৩,৩০,০০০	১৫,৯৯,১১০	১১০	১৩(ব)	৩৫১	...	১৫৯৩	...	১৩/-১৫/৩	১৯৩/-১১/৩
ক্রাফটস	...	১৯,৩০,০৩০	১৩,৭৯,১৯০	১০০	৭	৩৫১	...	৩১৫	...	৩৫৯	৬৯/-৩৩৫
ক্রাফটস্	...	৩৯,৩১,৯৯০	৩১,৩৫,০১৯	১০	৯(ব)	১২৫৬	...	...	...	...	...
ফাইবিস	...	৯,৩৩,০০০	১৯,৯৯,০১৩	১০০	১৩	৬৫১	...	৩১৯	...	...	...
- ফাইবিস	...	১৩,৩০,০০০	১,১৯,১৯০	১০	৯০(ব)	১৫৩৬	...	...	...	১১/-১৯/৩	১৯৩
বিক্রম	...	১৩,৩০,০০০	৫৩,৩০,০৩০	১০	১১(ব)	১২১৫	...	...	...	...	৩৯
মুন্নি	...	১৩,৩০,০০০	৮৯,১০,১১৯	৭০	১১(ব)	১২৫১	...	...	...	৬৫৯	...
									...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও অন্যান্য বিবরণ	প্রতি শেয়ারের আনুমানিক মূল্য	শতকরা হার লভ্যাংশ	সময়কাল	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	শেষ প্রদত্ত হার
বিমা												
ব্যাংক	---	১০,০০,০০০	৫০,০০,০০০৲	১০০	১৭৲	৯/৯৯	---	---	---	---	---	৭১৲(৪,৭১)
বিমা	---	১০,০০,০০০	৫৬,৫১,১৯০৲	১০০	১৭৫০	৯/৯৯	---	৪৯৲	---	---	---	---
বা	---	১০,০০,০০০	৫৯,৯৫,৯৯১৲	১০০	৯৬৫০	৯/৯৯	---	---	---	---	৯৯৲	---
বন্ধকী	---	১০,০০,০০০	৫৯,৪৯,০৯০৲	১০০	১৫০	৯/৯৯	---	---	---	---	---	৪৯৲
যৌথ ইজারা	---	১০,১৭,৭৭০	৯০,৯৪,৫৫০৲	১০০	৭৲	৯/৯১	---	৫১৲	---	৯৭৲	১৯৲	---
বন্ধকী	---	১০,০০,০০০	৭১,৯৪,৯০৯৲	১০০	১৭৫০	৯/৯১	---	---	১৯৲	---	---	---
ব্যাংক	---	৯০,০০,০০০	৯০ ৭১,০৭১৲	১০০	১৫৲	১/৯৯	---	---	৬০০৲	---	---	---
ব্যবসা	---	২,৯০,০০০	১৯,৯০,০০০৲	১	১০	১/৯৯	---	---	---	---	---	১১৫০
বন্ধন	---	৯০,০০,০০০	৯৯,৯৯,৫৯০৲	১০০	১৭৲	১/৯০	---	৯৯৲	---	---	---	---
বিমা	---	১১,০০,০০০	৫১,৯১,০০০৲	১০০	১৭৲	৯/৯১	---	---	---	---	---	৫৯০৲
ইন্সিওরেন্স	---	১,৭০,০০০	৯১,৯১,৭১৯৲	১০০	৯২৲	৫/৯৯	---	---	---	---	---	৫৯০৲
	---	১,১০,০০০	১১,৯৯,০০০৲	৫০	৯/১০	১/৯১	---	---	---	---	১৯৫০	---
ব	---	১০,০০,০০০	১৯,৯৭,১০০৲	১০	১৯০	৯/৯৯	---	---	---	---	---	৪৯৲
অন্যান্য	---	১০,০০,০০০	৫১,৯১,৫১৯৲	৫০০	৯১৲ (৭)	১১/১৯	---	---	---	---	---	১৯৯০৲
বিনিময়	---	১০,০০,০০০	৯৯,১৯,৯১০৲	১০০	১৯৲	৯/৯৭	---	---	---	---	---	১৯৯৲
ব্যা	---	৯৯,৯৯,১০০	১৯,০৯,৫১৯৲	৩০০	১১৫০	৯/৯১	---	---	---	---	---	৫৯৯৲
বন্ধী	---	৯১,১৯,৯০০	১,০১,৫৯,৯৯০৲	১০০	৪৲	৫/৯৯	---	---	৯৯০৲-১৪৯৲	---	---	---
ব	---	১৯,০০,০০০	৯৯,০১,১১১৲	১০০	১৫৲	৯/১৯৲	---	৯৯০৲	---	---	---	---
ব	---	৯০,১৯,০০০	৫০,০০,০৯৯৲	১০	৪৲	৯/৯৭	---	১৯৯৲	৯০৲	---	১১০৲	---
ঋ	---	১৯,০০,০০০	৫৯,৯৯,১০০৲	১০০	১০৲	৯/৯০	---	---	৯৯৯৲-০০০৲	---	---	---
বন্ধ	---	৫৫,০০,০০০	৯১,০১,৫৯১৲	১০	৭০	৯/ ৭১	---	০০৯/৩-৯৫/০০	৩৯৲	০৯/০	---	---
ব্যবসা	---	১১,০০,০ ০	৫,১১,০০০৲	১	৫০	৯/৭১	---	---	৫০০	---	১৲	---
ইন্সিওরেন্স	---	১৫,০০,০০০	১০,৯৯,৫০০৲	১০০	১০৲	৯/৯১	---	---	---	---	---	৪০৫৲
ব্যবসায়	---	১৫,০০,০০০	৯০,১১,১০০,০০০৲	১০০	১০৲	৯/৯১	---	---	৯১৫৲	---	---	---
বন্ধন	---	১,১০,০০০ ৩	৯,৯১,০০০ ৩৲	৩৩৲	৯/বিএস ৩৲	৯/৯৯	---	৯৯১৲	১৯৯,০০০৲	---	---	---
	---	১০,০০,০০০	৫০,৩১,১৫১৲	১০০৲	১০০	৯/৯১	---	---	---	---	---	৫০০৲
ব	---	৫০,৯৯,০০০	১০,০০,৩৩১৲	১০	৯(৯৯)	৯/৯৯	---	---	---	---	---	১৯৫০
ব্যাংক	---	১০,০০,০০০	৫১,৯১,৯০০৲	১০	১৫০	৯/৯৯	---	---	---	৪০৲	---	---
বন্ধন	---	১০,০০,০০০	১০,১৯,৯১০৲	১০০	৯৲	৩/৯৯	---	---	---	---	৫০৫৲	---
ব্যবসায়	---	১০,০০,০০০	১৯,০০,০০০৲	১০০	৯৲	৯/৯৯	---	---	---	৫০০৲	---	---
ঋ	---	১০,১০,০০০	১,০৯,১৯,০৯১৲	১০	১১০	৯/৯১	---	৯৫০-১১৫০	৯৯/০	৪৯৫০	১৫-১৯৫০	---
ব	---	৮,০০,০০০	১০,১৫,১০০৲	১০	৯৲ (৭)	৫/৯৯	---	---	---	---	---	৭৯৲
ঋণ	---	৯০,০০,০০০	১০,১৯,১০০৲	১৫০	৯১০	৫/৯০	---	---	---	---	---	৫৫৫০
বন্ধ	---	১১,০৯,০০০	১৯,০০,০০০৲	১০০	১৭৲	৫/৯১	—	---	---	---	৫৯৲	---
ব্যবসায়												
ইন্সিওর	---	১০,০০,০০০	৯,৯০,০০০৲	১০	১৯০০	১৯৯০	---	৯৯৲-১১/০	---	---	১৯৫০	---
ব	---	৯,৫০,০০০	৯,৯১,১৯০৲	১০	১৯০	১৯,৯৯০	---	---	---	---	---	৯৫৲
								---	---	---	---	১৯৯৫০

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪৭ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ [মূল্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুভাষচন্দ্র	১০১	সম্পাদ	১১০
বন্ধবিনিময়ের	১০১	বাজারের কথা	১১৩
প্রাসঙ্গিক	১০৫	পণ্যভাবের বাজার	১১৫
বাজেট ও আমরা—শ্রমের	১০৭	অর্থনৈতিক	১১৭
বিবিধ	১০৯	মৌখিক	১১৯
সংবাদপঞ্জি	১১০		

সুভাষচন্দ্র

বিগত ২৩এ জানুয়ারী স্বাধীনভারতে প্রথম নেতাজী জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইল। এতদুপলক্ষে দেশব্যাপী মহাসমারোহ উৎসবের ভিতর দিয়া উঠিলেও নেতাজীর দৈহিক অনুপস্থিতি সকলের মনকেই যে বেদনাক্লান্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। 'নেতাজী জীবিত নাই' কথাটি পুলিশ মেহর কর্তৃক সরকারীভাবে ঘোষিত হইলেও জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া নেতাজীর মৃত্যু হইতেই পারে না। কিন্তু যুদ্ধবিরতির দুই বৎসর পরেও নেতাজী দেশে ফিরিয়া না আসাতে দেশবাসী তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য একান্ত প্রার্থনা দেশের আকাশে-বাতাসে যেন বিষাদরূপে ধ্বনিত হইতেছে।

নেতাজী সুভাষ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। যে মহান আদর্শের প্রেরণায় 'সেবাব্রতী' সিভিল সার্ভিসের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র অসহযোগের প্রথম সংগ্রামে ১৯২১ সালে ঝাঁপাইয়া পড়েন, সে আদর্শের পরিপূর্ণ সফলতার জন্যই তিনি একদিন নিষ্ক্রমণের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাই মনে হয় যে, দেশ-বিভাগ করিয়া ব্রিটিশ প্রসাদে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা তাঁহার আদর্শের অনুরূপ না বলিয়াই হয়ত বর্তমানে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইতেছে না।

দেশপ্রেমে সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, দেশপ্রেম যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধী। দীর্ঘদিন নির্বাসিত এবং প্রায় আজীবন কারারুদ্ধ সুভাষের রাজনৈতিক জীবন চিত্তরঞ্জনের এই উক্তিরই যাথার্থ্য প্রমাণ করে। —চিত্তরঞ্জনের কাছেই আবার সুভাষ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন নেতৃত্বের। সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' পুস্তকে দেশবন্ধুর বহু বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের পর পঞ্চাশ বছর পরে সুভাষ কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তা চিত্তরঞ্জনের শিক্ষারই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। ১৯৩১ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পর্কে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনে যে মতভেদ তাহাতেই গান্ধীজীর নেতৃত্বের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সংশয়ের উদ্রেক হয়। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বের দুর্বলতা ও তাঁহার প্রতীতি জন্মে তখন, যখন ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজী আরউইন-চুক্তির মধ্য দিয়া আপোষের পথে পরিচালনা করেন। ইহার পরে আসে প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন। কংগ্রেসের উচ্চতন নেতৃত্বের পরিবর্তে যোগদান করিয়া শাসনতন্ত্রকে করিবার পরিবর্তে তাহাকে পুরাপুরি গ্রহণ প্রশ্নে এই সময় ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষ সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং বাহির হইতে শাসন গ্রহণের বিরুদ্ধে জাতির জনমত গঠন করিতে থাকেন। এ অবস্থার মধ্যেই আসে ত্রিপুরীর শোচনীয় সংঘর্ষ।

এইবার কংগ্রেসের কর্মপরিষদ তাঁহার সহিত অসহযোগ সুরু করিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র টলিলেন না। ভিতর হইতে কংগ্রেস শুধরাইতে পারিবেন না বুঝিয়া, তিনি দেশের বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সংগ্রামশীল মনোবল সাধন করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বস্তুত তখন হইতে আজ পর্যন্ত সুভাষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সেই বামপন্থী সংহতির প্রতিষ্ঠায়।

সমরণে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র নিজের সহকর্মীদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি :

hey (his followers) may win swaraj or they may not. But thing is certain. They will have the satisfaction of having done duty when others failed. They will be upholding the honour dian Nation both at home and abroad.

অর্থাৎ, 'আমার সহকর্মীগণ স্বরাজলাভে সক্ষম হইল আর না-ই , ইহা নিশ্চিত যে অন্যেরা যখন কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন আমার সহকর্মীগণ নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া প্রসাদ লাভ করিতে পারেন। দেশে এবং বিদেশে তাঁহারাই ভারতের সম্মানের রক্ষক-রক্ষক।'

এই বিশ্বাস লইয়াই নেতাজীর তরুণমন না থামিয়া মহাযুদ্ধের আরম্ভেই ক তিনি অসমসাহসিক সংগ্রামের পথে অবতরণ করিলেন। এই সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের হইতে বাহির র বিশ্বকর্ম পরে অসমসাহসিকতার সহিত আকস্মিকতের

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ..... লীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু তবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই র উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে ানতা বর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে । ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়ানৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের র দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় নের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় র সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীরই আছে।

—সুভাষচন্দ্র

ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিলেন। নিজের দেশপ্রেমে তাঁহার া আস্থা ছিল বলিয়াই তিনি সিঙ্গাপুরে আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ার গঠন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অমর ত্রমে আমরাও প্রত্যক্ষভাবে আজাদ্ হিন্দ বলিয়াই একথা বিশ্বাস তিনি আছেন, তিনি অমর, তাঁহার স্বদেশপ্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

ারা ভারতের জনগণন-অধিনায়ক এবং বিশ্বের ইতিহাসের = সেই সম্পদ হইলেও সুভাষচন্দ্র বাংলার একান্ত ভাবে নিজস্ব। ার পরিবেশ এবং বাংলার ঐতিহ্যের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাবের নিহিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিম-চন্দ্রের ধ্যান-ধারণা বাংলার তরুণ মনকে যে জীবনদর্শনের ত করে, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দের পৌরোহিত্যে জীবনদর্শনই স্বদেশীবিপ্লবের হোমাগ্নিশিখাকে আরও করিয়া দীপ্ত-হইয়া উঠে। তাহারই ফলে বাংলাদেশে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়।

সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শত শত বাঙ্গালী তরুণ দেশের জন্য আত্মাহুতি দেন। ফুদিরাম হইতে সুধীর সেন পর্যন্ত অগণিত বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন করেন। অসংখ্য বাঙ্গালী যুবককে কালাপানি পাড়ি দিয়া দ্বীপান্তরিত হইতে হয়। কিন্তু তবুও বাঙ্গালী বিপ্লববাদে আস্থা হারায় নাই। বাংলার কবি নিরন্তর শহীদদের জয় গান করিয়া নির্জিত দেশবাসীকে কোনক্রমেই আর নির্জিত থাকিতে দেন নাই। এই পরিবেশেই বর্দ্ধিত হইয়াছেন সুভাষচন্দ্র। দশটি বছরের তিলে তিলে মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। করাচী কংগ্রেসে তিনিই বলিয়াছিলেন, বৃটিশ শাসক এবং ভারতের মধ্যে রক্তরঞ্জিত সাগরের দুস্তর ব্যবধান বর্তমান।

নিজের জীবনে তিনি ভারতের বাহিরে নির্বাসিত হইয়া প্রথমে ব্রহ্মের মান্দালয় কারাগার এবং পরে ইউরোপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। এই কয়েক বৎসরেই বাঙ্গালী সুভাষ 'একের স্বপ্ন' দেখিয়াছিলেন, শুনাইয়াছিলেন দেশমাতৃকার আহ্বান 'মাতৃমুক্তিযজ্ঞের জন্য একদল তরুণ সন্ন্যাসী আজ চাই।' তাই সুভাষচন্দ্র বিদুরী তাপস।—স্বদেশদেশেই তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'মহাজাতি সদন'এর। দুঃখের কথা আজিকার স্বাধীন ভারতেও সুভাষচন্দ্রের আরব্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 'মহাজাতি সদন'এর নির্মাণ অসম্পূর্ণই পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা দেশবাসীকে এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের উপস্থিত কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

নির্বাসনে বসিয়া সুভাষচন্দ্র নিজেকে কহিয়াছিলেন একজন ভারতীয় তীর্থযাত্রীরূপে। তাইতো স্বামী বিবেকানন্দের বাংলাদেশে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। স্বামীজী ও নেতাজী যথাক্রমে ধর্ম এবং রাজনীতিক্ষেত্রের কর্মী হইলেও পরস্পরের পরিপূরক। স্বামীজীর মতই নেতাজী কর্মযোগী সন্ন্যাসী। স্বামীজী ভারতকে আহ্বান করিয়া যে সাম্য এবং ঐক্যের বাণী শুনাইয়াছিলেন, আজাদ্ হিন্দ ফৌজের ঐতিহ্যের ভিতর সুভাষচন্দ্র তাহারই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর ন্যায় নেতাজীও বাস্তব সাধনার বিশ্বাসী। আজ যখন বাংলাদেশ দুঃখদুর্দশার নিরন্ধ্র ঘেরে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং সর্বভারতীয় নেতৃবর্গ ভারবিচ্ছেদ ও তাহার ফলে যুদ্ধবৃদ্ধি, তখন ভারত-ভাগ্যবিধাতার কাছে বারংবার প্রশ্ন করি, আমাদের নেতাজীর পুনরাগমনের কি এখনও সময় হয় নাই!—জয় হিন্দ্।

অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ

গত সংখ্যায় আমরা ভারত সরকারের পরিবর্তিত অস্ত্রনীতির মূল বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। যদিও সরকার অবিলম্বে অস্ত্র-বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন নাই, তথাপি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা স্পষ্টই বিনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। সেই দিক হইতে সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তকে পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণের দিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলা চলে।

বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদুরায় এক জনসভায় ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মনুভাই শেঠী ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করিলে বস্ত্রবিনিয়ন্ত্রণ এখন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। মাননীয় অর্থসচিব কর্তৃক বস্ত্রবিনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এই স্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করার পর তিন সপ্তাহ অতীত না হইতেই সরকার কোন্ অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন বোঝা কঠিন। ভারতবর্ষে বস্ত্রের উৎপাদন পরিমাণ বর্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্য বস্ত্রসঙ্কটকে গভীরতর করিয়া তুলিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ১৯৩৯-৪০ সনে ভারতবর্ষে ৪২১ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০ কোটি গজে হ্রাস পাইয়াছে। অথচ এই কয়েক বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা বাড়িয়া ৩৮ কোটি হইতে ৪১ কোটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধপূর্বের মাথাপিছু বার্ষিক সাড়ে বোল গজ বরাদ্দের হিসাবে পৌঁছিতে হইলেও ভারতে কাপড়ের উৎপাদন অতিরিক্ত ১০০ কোটি গজ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ অবস্থায় বস্ত্রনিয়ন্ত্রণে শৈথিল্য জনসাধারণের দুর্গতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে।

অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রশিল্পের আশানুরূপ প্রসার সাধন খুব সহজ নহে। প্রথমতঃ দেশবিভাগের পাউন্সিলের ন্যায় বস্ত্রশিল্পেও ভয়ংকরভাবে অভিঘাত করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট তুলার খাঁটি তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ফলে কাঁচা তুলার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। গত পনেরোই আগষ্টের পর ভারতবর্ষে কাঁচা তুলার যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, ১৯৪৭-৪৮ সালের 'ইণ্ডিয়ান কটন রিভিউ' মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতীয় মিলগুলির বরাদ্দ চাহিদা পূর্ণ করিতে হইলে ভারতে অতিরিক্ত সাড়ে-সাত লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপাদন করা আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইজিপ্ট, প্রভৃতি দেশ হইতে কাঁচা তুলা আমদানি করাও খুব সহজ হইবে না। বৈদেশিক বিনিময়ের প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কাঁচা তুলা আমদানি করিয়া অতিরিক্ত বৈদেশিক বিনিময় ব্যয় করিলে বস্ত্রপাতি আমদানির আশা চিরকাল অধরাই থাকিয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বস্ত্রপাতি আমদানির সমস্যা। যুদ্ধের দরুণ বস্ত্রোৎপাদন-যন্ত্রপাতি অতি-কালের চাপে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, শিল্পের প্রসার সাধন ও দূরের কথা, উৎপাদন চালু রাখিতে হইলেও পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে, নূতন যন্ত্রপাতির আমদানিও অপরিহার্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এজন্য ২৭৫ লক্ষ চাকু, ৭০,০০০ তাঁত ও তদ্বতীত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অবিলম্বে আমদানি করা প্রয়োজন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়াই মনে হয়। স্যার জেম্‌স্ ওয়াচিয়ার মতে ১৯৫০ সালের পূর্বে বৃটেন হইতে যন্ত্রোৎপাদনের যন্ত্রপাতি পাইবার আশা নাই। অত্যধিক মূল্য ও ডলার সংকটের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও যন্ত্রপাতি আমদানির সম্ভাবনা কম। সুইট্‌জারল্যাণ্ড বিশেষ করিয়াও আমদানির আশা অবশ্যরূপ।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশ্ন। গত আগষ্ট মাস হইতে শ্রমিক পরিমাণ সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬৮ ঘণ্টায় আনা হইয়াছে। শ্রমিকসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমসময়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ১১ আনা করায়, উৎপাদন যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সংখ্যা হিসাব হইতে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮০ কোটি গজ। ১৯৪৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৮৭ কোটি গজে। বস্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে বস্ত্রোৎপাদনের মাসিক গড় পরিমাণ ছিল যথা ৪৩১ কোটি গজ ও ৩৯১ কোটি গজ। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা ৩১১ কোটিতে হ্রাস পায়। উৎপাদনের এই দ্রুত অবনতির অবশ্য দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ একটা কারণ, কিন্তু শ্রমসময় পরিমাণ হ্রাস করার ফলেও যে উৎপাদন অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিন শিফ্‌টে কাজ চালু করাও অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতে নাই। বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে তিন শিফ্‌টে কাজ চালু করার জন্য নির্দেশ অনুরোধ করা হইয়াছে, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহার তেমন প্রসার হইতেছে না। বোম্বাইয়ের শ্রমিক সমিতি ইহাকে এই বলিয়া যথোচিত ইংগিত প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। মালিকসংঘের সভাপতি শ্রমিক জানাইয়াছেন যে, তিন শিফ্‌টে কাজ করিবার প্রথা প্রবর্তন করিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে, ফলে অনুপস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন হ্রাস পাইবে। মালিকদের মুনাফালোলুপতাই তিন শিফ্‌ট চালু করিবার জন্য গভীর আগ্রহের মূল কারণ বলিয়া তাঁহারা করেন।

মালিক-শ্রমিক বিরোধ যেন যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে শীঘ্রই যে এ-সমস্যার মীমাংসা হইবে তাহার আশা ১৯৪৬ সালে বর্ষশেষের জন্য ৩৭ কোটি গজের উৎপাদন অতিরিক্ত হয়। আশা করা গিয়াছিল যে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু শিল্পে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরও কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। সম্প্রতি বম্বেতে অনুষ্ঠিত যে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন আহূত হয়, তাহাও পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হওয়ায়, অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রশিল্প প্রসারে শ্রমিক সহযোগিতা আশা করা যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এই অবস্থায় বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শিথিল করিবার পর বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকার যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একটি দিক বিচার করিলে সরকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইতে হয়। বিদেশ অভিজ্ঞতার পর এই [illegible]

ন্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন। এইদিন পরাস্ত সরকার বস্ত্র সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কোনক্রমেই ন করা চলে না। বস্ত্রসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য টির পর কমিটি গঠিত হইয়াছে, অথচ উৎপাদনের প্রসার দূরে ক, ক্রত হ্রাসপ্রাপ্ত ঘটিয়াছে এবং দেশব্যাপী বস্ত্রসঙ্কট অধিকতর আকার ধারণ করিয়াছে।

এখন হইতে বস্ত্রসমস্যা সমাধানের সমগ্র দায়িত্ব শিল্পপতিদের উপর হইল। মিলগুলিকর্তৃক বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণের অধিকার স্বীকৃত য়, সরকার এতদিনে শিল্পপতিদের দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষের একটি ন কারণ দূরীকরণে সমর্থ হইলেন। তবে প্রত্যেক মিল যাহাতে ল বোর্ড' কর্তৃক নির্দ্ধারিত সঙ্গত মূল্যের তালিকার প্রতি লক্ষ া তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করে সরকার মিলগুলিকে তদ্বিষয়ে : নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁতশিল্প যাহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষে রক্ষিত করিয়া বস্ত্রমিলের দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁকিয়া ত না পড়ে, তাহার জন্য কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ঃ স্থির করিয়াছেন যে, যে পরিমাণ ভারতীয় তুলা বিদেশে রপ্তানি ভারতের উপর বিশুণ হারে রপ্তানিশুল্ক ধার্য্য হইবে। আশা য় যে, ইহার ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প কাঁচা মালের অভাবে ক্ষতি হইবে না। তুলার রপ্তানি কমিয়া যাওয়ায় তুলার মূল্য হ্রাস এবং ফলে কাপড়ের দাম কমিয়া আসিবে। এই সঙ্গে বিদেশী উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারিত হইবে। ইহার ফলে হইতে কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় বস্ত্রসঙ্কট বহুল ে হ্রাস পাইবে বলিয়াই মনে হয়। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ঃ সরকার আরও একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সঙ্কট প্রতিরোধের জন্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলের প্রত্যেক মিল যাহাতে উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট ত রাখে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ শৈথিল্যের ফলে সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য হইলেও, সরকার যদি উপরিবর্ণিত বস্ত্রমূল্যনিয়ন্ত্রক নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে অদূর-তে ভারতের বস্ত্রসঙ্কট কথঞ্চিৎ লাঘব হওয়া সম্ভব।

স্থায়ী বস্ত্র সমস্যার স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহাই যথেষ্ট অনেকটি বিষয়ে সরকারকে সুপরিকল্পিত পন্থা গ্রহণ করিতে । প্রথমত কাঁচা তুলার সমস্যা। দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় ষ্ট্রে উৎকৃষ্ট স্তরের কাঁচাতুলার অভাব অনুভূত হইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ হিসাব অনুযায়ী, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৩·১২ লক্ষ গাঁইট দীর্ঘ ও া অতিদীর্ঘ তুলা ও ১১·৬৩ লক্ষ গাঁইট অতি দীর্ঘশ্রেণীর তুলা হয়। পাকিস্তানে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮৭ লক্ষ ও ১·৮৮ লক্ষ গাঁইট। সে তুলনায় ভারতীয় মিলগুলির একত্রিত র পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ গাঁইট। উহার মধ্যে দীর্ঘ ও অতিদীর্ঘ ক তুলার পরিমাণ ২·৮৮ লক্ষ গাঁইট ও অতিদীর্ঘশ্রেণীর তুলার পরিমাণ লক্ষ গাঁইট। দেশ বিভাগের ফলে মাত্র ১৪টি মিল ব্যতীত অন্য তুলার উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এজন্য অবিলম্বে সরকার কর্তৃক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, বিদেশ হইতে অদূর ভবিষ্যতে যখন বস্ত্রোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির সম্ভাবনা তেমন নাই, তখন বিদেশী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় ভারতে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা সরকারকে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে এক প্রতিনিধিদল এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটেনে প্রেরিত হন। 'বৃটিশ টেক্সটাইল মেশিনারী মেকার্স লিমিটেড'এর সঙ্গে বিস্তৃত-ভাবিক ধরণের একটি ব্যাপিচুক্তি আলোচনা করিয়া তাঁহারা ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও বৃটেনের আর্থিক সঙ্কটের জন্য এই আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভারত আর অধিক বিলম্ব করিয়া যদি এই ব্যাপিচুক্তি সম্পাদন করা চলে তবে সরকারকে অবিলম্বে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

তৃতীয়ত, শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তিক্ষেত্রে সরকারকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সুবিচারের শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করিয়া ও মালিকদের ব্যক্তিগত লিপ্সাচেষ্টার পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করিয়া, সরকার ধর্ম্মঘট ও তালাবন্ধের বিরুদ্ধে অবিলম্বে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে পারেন। এই ধরণের যুক্তফ্রন্ট ব্যতীত অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় মিলের সুষ্ঠু প্রসার সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা ১,

ও শাখাসমূহ :

প্রাসঙ্গিক

বাংলার নূতন মন্ত্রিসভা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বাংলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই নূতন মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য হইল সর্বসম্মতির অভাব। ডাঃ রায় উপরে ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে কোন দল-বিশেষের সভ্য নহেন, মন্ত্রিসভাকেও তিনি দল নিরপেক্ষ ভাবেই গঠন করিতে চাহেন। ফলে আইন-সভার সভ্য না হইয়াও অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের ভার শ্রীযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত মনিলাল মুখার্জি এবং শিক্ষাবিভাগে শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। পূর্বতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জী, শ্রীযুক্ত তুলসি মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত রেবতী বর্মণ ও শ্রীযুক্ত জোতিষচন্দ্র রায় বর্জন করিয়া বিধানের।

আইনসভার সভ্য অথচ ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভার ছিলেন না, এইরূপ দুইজন নূতন মন্ত্রী গ্রহণ করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্ত মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন। একটির শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত সভ্য তিনজন প্রথমে কোন মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকেও মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নামের এই তালিকা হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দলের পরিবর্তে ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতেই নূতন মন্ত্রীদের বাছাই করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রথায় মন্ত্রী নির্বাচনে যোগ্যতর হইবে আশা করা যায়। তবে ইহার এই বিপদ আছে যে, শাসনকার্যের গতি দ্রুততর হয় এবং নীতিবিশেষের বাস্তবায়নকল্পে অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু দুয়োরের সব বাহাদের আক্রমণ ও পার্লামেন্টারি বিধানের অভাব ঘটাও বিচিত্র নয়। এখানেই দলবিরোধী মন্ত্রিসভার ত্রুটি। কিন্তু ডাঃ রায় রাজনীতির লোক নহেন। বাংলাদেশের অনুরোধেই তিনি মন্ত্রিত্বের ঝুঁকি বহিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে বাংলাদেশের যদি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তিনি সাধন করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি মন্ত্রিত্বগ্রহণকে বৃথাই মনে করিবেন। এ কারণেই তিনি যথা বাছাই করিতে কিছুমাত্র সংকীর্ণতার পরিচয় দেন নাই। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাইলেই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রিসভাকে অধিকতর প্রসারিত করা হইবে।

তিনি এই প্রসঙ্গে মন্ত্রাজাতীর উপনেতা ও তাঁহার সাম্প্রতিক পাল্টা তা অনেকের অভিজ্ঞতা বিস্তৃত করেন। বিহারী পরিত্যাগ করিবার পূর্বে মন্ত্রাজাতী তাঁহাকে একটি শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্ব দলে বিভক্ত বাংলাদেশে দলবিশেষের প্রতি আনুগত্যহীন শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠনের পরিকল্পনা। আমরা মন্ত্রিসভাকে যদি মুখ্যমন্ত্রীর ভিত্তিতে বিচার করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে মন্ত্রিসভার আয়তনিক সংখ্যাধিক্য না থাকাই ভাল। কারণ, একটি মন্ত্রীর অধীনে একাধিক দপ্তরের থাকিলে আলোচনা করিতে কোন দপ্তরের কাজই গুরুত্বে সময় হয় না। অবশ্য মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী এই ভিত্তিতে বিভাগগুলি পরিকল্পিত হইলে শাসনকার্যের বহু উন্নতি হইবে। এই সম্পর্কে এখনই কোন মতামত জানাইতে আমরা বিরত রহিলাম, কারণ তাঁহারা নিজেই পরবর্তী প্রয়োজনের তাগিদে কার্যভার সম্পর্কে করিবার কাজ পরিবর্তন করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদের এই বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রার সাফল্য কামনা করিতেছি।

ধনিক শ্রমিক

বাসবাসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়লাখনি শিল্প-সম্মেলনে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান করিলে খনিজাত যে লাভ দেখা দিবে, তাহা বিশেষভাবে করা হয়। খনি শ্রমিকদের খাদ্য ও বস্ত্রসংস্থানে উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাদের খনি মালিকের সাহায্যের আবশ্যক। সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন সদস্যের যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করা হয় তাহা হইল খনির কাজে ১৮ বছরের নিম্ন বয়স্কদের নিয়োগ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সংরক্ষণ, প্রাথমিক শুশ্রূষা ও সাধারণ চিকিৎসার অন্যান্য সুবিধা বিধান এবং খনির উপরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ভাল আবাসন এবং শ্রমসংক্রান্ত কর্মিসভাদের পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা। এতদ্ভিন্ন আলোচনা, খনি বা খনিকেন্দ্রে যে কোন স্থানের যে কোন ধরনের দুর্ঘটনাই যাহাতে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে তাহার ব্যবস্থা করার কথাও বলা হইয়াছে। শিশু এবং মাতৃদের নিয়োগ সরকারী সতর্কতার অধীন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ যাহাতে অবশ্য খনির শ্রমিকেরাও পাইবে সেদিকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট কার্যকালের উপরে বাড়তি খাটুনির জন্য বৈধিক মজুরীর দেড়গুণ ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

শ্রমিকদের সম্পর্কে এইসব বিভিন্নমুখের প্রস্তাবগুলি খনিশিল্পের উৎপাদন ব্যয়কেও বর্ধিত করিবে। খনি শিল্পের এই ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে। এতকাল যন্ত্রের প্রয়োজন বেশী অনুভূত হয় নাই। কারণ, শ্রমিকের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় কয়লার এত চাহিদা ইতিপূর্বে আর দেখা দেয় নাই। তাহাতে ইতিপূর্বে লভ্যের অধিকাংশ শ্রমিক পাওয়া যাইত। এখনে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলির ফলে শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে। আমার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার অগ্রগতি প্রয়োজনে, বিশেষ করিয়া যাতায়াত ক্ষেত্রের পরিবহনের তুলনা খনির শ্রমিকদের মধ্যে তাহাদের দেখা দিতে পারে। এইরূপ পরিণাম চিন্তা করিয়াই ১৯৭১ সালে প্রকৃতপক্ষে কয়লার ব্যবহার যখন যে পরিমাণে খনি শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী ছিল তাহার অন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে খনন করিবার আয়োজন বিশেষ করা হয়। সরকারের এই সহযোগিতার ফল খনি সমূহের উৎপাদিত মূলধনের সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যার কর্মিক দেখা দিয়াছে। মূলধনের অন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে খনন করিতে হই প্রাথমিক ব্যয় ১০লক্ষ টাকা মূলধন। প্রতি বছরের ১১ টাকার প্রয়োজন হইবে। মূলধন বিষয় সরকারী কর্তৃ এই সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

সমস্যার পূর্বাভাস

সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি যে অর্থনৈতিক সমস্যা আ প্রেসিডেন্ট ট্রুমান পর্যন্ত সম্প্রতি তাহার কোন করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল এই সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যেই। অবশ্য তাহার পূর্বে তিনি প্রেসিডেন্ট মুক্তকণ্ঠের বর্তমান সমস্যার সমাধান প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কতিপয় প্রস্তাব অবশ্য আশু অর্থনৈতিক শক্তি সাধারণ বিশেষজ্ঞের উপর করিয়া দাবিদের যে, এই সমস্যার গোড়ার কথা এই তাহাকে যেটা বলা হয়ে পড়া কর্তব্য। তাঁর অর্থনৈতিকদের মত মুখের সঙ্গে উপরে তিনি ছিলেন যে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করিবার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হইলেও তাহার কোন কারণে সমস্যা দিয়ে না, তাহার মুক্তকণ্ঠের তাঁর কারণের সমাধান করিতে অর্থনীতির তাঁর পারেন বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আশু এখনো সমস্যা বোধ হয় যে, অর্থনৈতিক অর্থনীতির পরিণাম শক্তির মুক্তকণ্ঠের সাথে বিশ্লেষণ তো পারেন অভিমত করা সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের ১৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতি হইতে অনেকে বুঝিতে পারেন যে ইহা হইতে অধিক উৎসাহের সমস্যা। মুদ্রার মূল্যে যদি মুক্তকণ্ঠের উৎপাদন শক্তির বিপুল প্রসার ঘটে তবে ১৯৪৭ সালে মার্কিন দেশের স্বাভাবিক উৎপাদন মূল্যের মূল্য অপেক্ষা ১,০০০ কোটি ডলার বেশী হয়। এই পরিমাণের তুলনায় এই সামান্য ৩০০ কোটি ডলার অধিক। প্রেসিডেন্টের মতে এত বড় অঙ্কের বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিতে হইবে। কাজেই দেশের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, যেমন ১০ ভাগ, সরকারের ব্যয় বাড়িবে ১১ ভাগ, আমদানি রপ্তানির ব্যয় বাড়িবে ৩৯ ভাগ, বাড়ী তৈরির ব্যয় বাড়িবে ১৮ ভাগ ইত্যাদি করিয়া ধরা যায়। ব্যয়ের পরিমাণ ১৫ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। কর্মিকদের ব্যয় এইভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে মোট মজুরী পরিমাণও প্রায় ১৪০ কোটি ডলার বাড়িয়াছে। কিন্তু যখন ট্রুমানের মতে কর্মিকে নিয়োগের ব্যয় তুলনায় মজুরী বৃদ্ধি মোটেই বাড়ানো নয়। মুক্তক শ্রমিক আদায় করিবার ও মজুরীর তুলনায় অনেক বেশী বাড়ে। ১৯৪৭ সালে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ১১০০ কোটি ডলার, ১৯৪৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাই ২৮০০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

ই সকল সমাধানের জন্য বিশেষ বলেন যে, ন স্বল্পকে মার্কিন সরকার নিম্নটি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে নির্ধারণ করিবেন।

যেমন: মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা, বিদেশীদের, উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করা, উপরোক্ত, ই কয়েক বৎসরে মার্কিন অর্থনীতি যাহাতে ায় করিতে পারে, তাহার জন্য দূর ব্যবস্থা করা।

রেরিকায় অর্থনৈতিক সমস্যার ছায়া ফেলিয়া ইয়া আসিতেছে, তাহাতে মার্কিন সরকার অর্থনীতির এই দুরবস্থা যাহাতে দূরীকরণে সফল হইবেন, বলা কঠিন। যদি না হয়, তবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো অচলাবস্থার হইবে, কারণ মার্কিন ডলার যে,সমস্ত দেশ দিয়ে তাহা পরিশোধ হইতে থাকা।

পূর্ব এশিয়ায় রাজনীতি

ত্তর ক্রমশ পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের ঔপ ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে তৎপর হইয়াছে। ইন্দোচীন ন্দোনেশিয়া প্রশ্নে আমরা সাম্প্রতিককালে ও ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার অবিলম্বে সন্তোষ সন্তোষ করা আশ্বাস দেওয়া করিবার জন্য বৃটিশ-এক 'উপেক্ষা' নিক্ষেপ পাইবার সিদ্ধান্ত ন। এই উপেক্ষা বিশ্লেষণ তিন জন সম্প্র- এবং দুজনের এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ইহার ন ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান করিয়া দুইজনের সাথে এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে ন্স লক্ষ্য করিয়া বলা যাইবে যে ওলন্দাজ প্রতিনিধির হয় আনন্দক এতদিন যে মত ধরিয়া আসিতেছিলেন এই প্রস্তাবে সেই মত ও সম্পূর্ণরূপে ফাঁপর হইয়াছে। ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা সাইতে যাহাতে ক্ষেত্রের মধ্যে অভিযোগ তুলিয়া ইন্দোনেশিয়ার যে বাধা সৃষ্টি করিতে ই, ইত মার্কিন প্রস্তাবের সুযোগে সেই আশা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, ওলন্দাজ সাম্রাজ্য-

কিন্তু এদিকে বলা আবশ্যক যে, ডোচীনের এক বিরাট অংশ এই সর্তাবলী অস্বীকার করিয়াছেন এবং সংগ্রাম চালাইবার পণ করিয়াছেন। সুতরাং, সকল বিরোধ মিটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই স্থিতি-পরিবর্তন কি পন্থা অবলম্বন করেন তাহা ে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দিকে ইন্দোচীনের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্য রক্ষার চক্রান্তের জাল বুনিয়া । ফরাসী হাই-কমিশনার ও প্রাক্তন কি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রজাল চলিতেছে তাহা অনেকটা প্রকাশ্য হইলেও একথা সহজে অনুমান করা চলে যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চাৎ ও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের সহিত হাত মিলাইয়া ইন্দোচীনে তাহাদের সাম্রাজ্য ও কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতির জন্য ফরাসী ব্যবস্থাপরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সে প্রস্তাবের যে রকম বিরোধিতা করা হয় তাহাতে ফরাসী "কম্যুনী" ও "সমাজতান্ত্রিকের" মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে। যে কিভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া করাইয়া ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে ইন্দোচীনে। এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য জাতীয়তাবাদীরা প্রস্তুত হইতেছে এবং আমরা আশা করি তাই তাহার দেশবাসীর কাছে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য পুরস্কার পাইবে।

যে দুই ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইল তাহা যে মোটেই বিচ্ছিন্ন নহে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সম্প্রতি পার্লামেন্টে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব বেভিনের বক্তৃতা হইতে। বেভিন পশ্চিম ইউরোপ ও সেই সঙ্গে বেলজিয়াম লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সঙ্গে এই ঘটনাগুলির পরিষ্কার সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এশিয়ার জাগ্রত জনসাধারণকে ভুলাইয়া ফাঁকিয়া বাঁধিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা হইতে সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ চাপে পড়িয়া ইংরাজের ভক্তি-বিশ্বাসকে পরলোকে প্রেরণ করিতে বসিয়াছে। ইহা হইতে বেভিন ও তাহার সহকর্মী সাম্রাজ্যবাদীদের অনেকখানি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এশিয়ার পুনর্গঠন

ভারত ও পশ্চিম-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতালাভের সাথে সাথে রাজনৈতিক বিচারে এশিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংগঠনের বিচারে এশিয়া এখনও পরনির্ভর। কৃষিকে ভিত্তি ও শিল্পকে মেরু করিয়া, যেমনি ইউরোপ প্রাক্-অর্থনৈতিক পরিবেশেই অগ্রসর হয়। এই জন্যই এশিয়ার সর্বত্র বিরাট খনিজ আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে রহিয়াছে এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ইউনাইটেড নেশন্স কমিশন গঠন করিয়া এশিয়া প্যাসিফিক ইহা নয়ে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাই লেকসাকসের সভাপতিত্বে চীনের প্রধান কার্যালয় হইতে উক্ত সংস্থা কাজ করিয়া যাইতেছে। প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের যে মাসে দক্ষিণ ভারতের উৎকামণ্ডে এই সম্মেলন অধিবেশন হইবে। অন্যান্য সেক্রেটারীর মধ্যে এই অধিবেশনে এশিয়ার কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনা আলোচিত হইবে। এই কাজ হইলে তৃতীয়বারের জন্য ভারত বিভিন্ন এশিয়ার প্রতিনিধিদের মিলনক্ষেত্র হইবে। ইতিপূর্বে প্রথম আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন এবং এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থাও ভারত এশিয়ার প্রতিনিধিদের

আমাদের সম্মেলনের পূর্বেই আন্তর্জাতিক এশিয়া ও পূর্বপ্রান্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ হইতে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করা হইবে। ইতিমধ্যেই আলোচ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও কৃষি বিভাগকে (এফ. এ. ও) এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। আমাদের সম্মেলনে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্তের পেশ করিবার জন্য এই সংস্থা তাঁর সদস্যের অধীনে চারি জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি উপসমিতি গঠন করিবে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমগ্র এশিয়ার জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা হইবে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের পরম সরকারী কর্মচারী ও শিল্পপতিদের সহিত আলোচনা করা হইবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের কতটা অংশ লাভ হইতে পারে, তাহা সঠিক নির্ধারণ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিতও আলোচনা করা হইবে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে বাণিজ্যের পথে কি করিয়া সমগ্র এশিয়ার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য দেশগুলির চাহিদা, উৎপাদন-সম্ভাবনা ও আমদানী-রপ্তানীকে তুলনামূলক ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে। শেষ অধিবেশনে যাহাতে এশিয়ার একোনের উন্নয়ন অগ্রগতির অভাব দূর করিতে পারে, সেজন্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শিল্পবাণী বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতাতে অপরাধ প্রবাহ

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহানগরীতে অপরাধ প্রবাহ সম্পর্কে পোল্লেশ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত পি. কে. সেন একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবৃতি করেন। বিভিন্ন প্রকারের অপরাধের বিষয়টি ভিত্তিতে বিগত তিন বৎসরের অবস্থা বিশ্লেষণ দেখা যায়:—

অনুষ্ঠিত অপরাধ	১৯৪৪	১৯৪৬	১৯৪৭
ডাকাতি	১৪২	১১১	৩৩৫
বড়লা জাতিয়া দুরপ্রয়োগ—			
দিনের আলোতে	৭৬৭	৯৭০	১,১৮৩
রাত্রিযোগে	২,৪৭১	১,৫৪৬	৪,৫৪১
শিল্পের অলঙ্কার চুরি	৪৩	৬৪	১০৯
পকেটমার	৭৭৫	৯৬৪	৯৮২
সাইকেল চুরি	৪২৮	৯০৯	১,৭০০
চালকদের যান চুরি	১,৩০৮	১,২৪৭	১,৭০৭
যানের ইইতে চুরি	১৪৮	৮৭	১২৭
বিবিধ	৩,৩৪৭	৪,৪৩৩	৫৭১৭

মহানগরীর আন্তর্জাতিক পক্ষে উপরোক্ত বিবরণী মোটেই সন্তোষজনক নহে। অবশ্য মোটামুটি অপরাধ বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে মহানগরী মাত্রেরই অসুবিধা আছে। কিন্তু লণ্ডন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের

বাজেট ও আয়কর

— তৃতীয় পর্ব —

(শুরুতে)

পূর্বের প্রবন্ধ দুইটিতে আয়কর ও অতিরিক্ত কর প্রভৃতি পুরাতন করগুলি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে 'ব্যবসায় মুনাফা কর' (Business profits tax) ও 'মূলধন লাভ কর' (Capital gains tax) সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তৎপূর্বে বাজেট বা সরকারী আয়-ব্যয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"আয় বুঝিয়া ব্যয় কর" এই প্রচলিত বাংলা কথাটির অনুরূপ প্রবচন ইংরাজীতেও আছে, 'কাপড়ের মাপ বুঝিয়া জামা তৈয়ারী করিয়ো' (Cut your coat according to your cloth)। এই প্রবচন হয়ত অন্যান্য সভ্য জাতির ব্যবহারেও আছে। জাতী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতেই চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় ঠিক বিপরীত দিক হইতে, অর্থাৎ ব্যয় অনুসারে আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, আইনসভায় আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা পেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বিল উত্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণের অনুপাতে আয়ের পরিমাণেরও ন্যূনাধিক্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। মূলতঃ কর বসান, কোন কোন পুরাতন কর তুলিয়া দেওয়া অথবা স্থির করগুলির হারের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারাই ইহা সাধিত হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনার সহিত ১৯৪৭-৪৮ সালের (সংশোধিত আনের) পরিকল্পনা একত্রে মিলাইয়া দেখা যাক :—

১৯৪৬—৪৭

আয় (কোটি টাকার হিসাবে)		ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)	
আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক	৬৮·৫৫	দেশরক্ষা	১৪৩·৪১
কেন্দ্রীয় আবগারী আয়কর প্রভৃতি	৬৮·৭০ ৮০·৩১	দে-সামরিক বিভাগসমূহ	১১১·৯৫
যৌথ প্রতিষ্ঠান কর	৬৮·৪১	অন্যান্য	৭৩·৩
লবণ কর	১·৩০		
টাকশাল প্রভৃতি	১৮·৭১		৩৪৬·০৫
ডাকঘর ও তার বিভাগ	১·০০		
অন্যান্য	২·৫৪		
	২৯৯·৩৮		
ঘাটতি	৭৬·৯৬		
	৩৪৬·০৫		

আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আয়কর ও যৌথ প্রতিষ্ঠান করের অংশ দুইটিই সর্বাপেক্ষা সংকুচিত হইয়া যাইবে। ১৯৪৬-৪৭ সালের আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনায় এই দুইটি করের সম্ভাব্য ২৪৯·১১ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই বৎসরের আয়ের সমস্ত আয়ের শতকরা ৬৮·৫৫ ভাগেরও কিছিৎ বেশী, অথবা প্রায় অর্ধেক পরিমাণও হবে। তাহাতে দেশের সকলই আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন। ইহার মোট পরিমাণ ৬৮·৫৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমস্ত আয়ের শতকরা ১১·৩৩ ভাগের কিঞ্চিৎ কম, অথবা মোটামুটি এক সপ্তমাংশের একটু বেশী। ব্যয়ের দিকে দেখা যায় দেশরক্ষা খাতে ১৪৩·৪১ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমস্ত ব্যয়ের পরিমাণের শতকরা প্রায় ৩৮·১ ভাগ এবং সমস্ত আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম (৭৯·৩ ভাগ)।

এক্ষণে ১৯৪৭-৪৮ সালের আয়ব্যয়ের পরিবর্তনটি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাক।

১৯৪৭—৪৮

আয় (কোটি টাকার হিসাবে)		ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)	
শুল্ক খাতে—	৫০·৫০	রাজস্ব আদায়ের ব্যয়—	৫·৩৩
অতিরিক্ত শুল্ক—	১·৬৫	দেশ রক্ষায়—	৭১
কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক—	২২·০৮	ঋণ খাতে—	১০·৫৪
যৌথ প্রতিষ্ঠান কর—	৪২·৭১	পানের খাতে—	২·৭৪
আয় কর	৭৪·২৯	কাবেলী ও টাকশালে—	১·৯০
লবণ কর	৪০	পূর্ত বিভাগ—	৮·৫১
অহিফেন কর—	৮৭	পেনশন খাতে—	১·৮৯
মূল্য কর	৮৬	গবর্ণমেণ্ট সাহায্য—	১১·০০
লবণ খাতে—	১·১৬	কর মূলে খাদ্য সরবরাহ খাতে—	২২·৪২
টাকশাল প্রভৃতি—	১·৪১	অন্যান্য খাতে—	২·৩০
পূর্ত কার্যে	১৫	প্রদেশসমূহকে সাহায্য—	৪৫
ডাক ও তার বিভাগ—	৮·০৩	অতিরিক্ত ব্যয়—	১৯২
অন্যান্য আয়	৪·৭২	দেশরক্ষা খাতে—	২১·৭৯
	২৩২·৮৫		১৯৭·৩৩
আয়কর হইতে প্রদেশসমূহের প্রাপ্য (বাদ)	৩৪·৫৪		
	১৯৭·৩১		
ঘাটতি	১৪·৭২		
	২১২·০৩		

দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৭-১৯৪৮-এর আয়-ব্যয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত আয়ের শতকরা প্রায় ৬৮·৩ অংশ সংকুচিত হইবে আয়কর বিভাগের দ্বারা এবং তাহার পরেই শুল্ক বিভাগের আয় ৫০·৫০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমস্ত আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা শতকরা ২১ ভাগ পাওয়া যাবে শুল্ক বিভাগ হইতে। ব্যয়ের দিকে দেশরক্ষা খাতে ১৯·৭৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমস্ত ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৪৭ ভাগ দেখানো হইয়াছে।

প্রস্তাবিত ব্যয় ১৯৪৭ সালের সমস্ত আয়ের শতকরা প্রায় ৪০·১১ ভাগ ছিল, তাহাতে শতকরা ৩৩ ভাগ বর্ধিত করা হইয়াছে। বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব বৎসরের আয়ের তাহার শতকরা প্রায়

৬৩—৩৩·১১
———— = ৩৩·৬।
৩০·১১

শুল্ক বিভাগের আয়ের পরিমাণ যাহা সমস্ত আয়ের শতকরা প্রায় ২১·৫০ ভাগ ছিল। তাহার বৃদ্ধি ৫ যাইতেছে পূর্ব বৎসরের আয়ের শতকরা প্রায় ২ ভাগ। আয়ের দিকে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি আয় ৫ যাইতেছে দেখা যায়ে। যে আয় সমস্ত আয়ের শতক প্রায় ৩৩·৭ ভাগ ছিল, তাহাকে পূর্ব বৎসরের আ আয়ের শতকরা প্রায় ৩১·৭ ভাগ অনুমান করা সমস্ত আ শতকরা প্রায় ৪১ ভাগে পরিণত করা হইয়াছে।

অবশ্য অতীত হইতে দেখিতে গেলে ১৯৪১ সালের পরিকল্পনায় আয়কর প্রভৃতি হইতে সমস্ত আয়ের আয় ১৮৮ কোটি টাকা। তখনও ১৯ আ যা ১ বৎসরের আয় ৩৫ কিসাবে ধরা হ ১৮৮·৮ কোটি টাকা আর ১৯৪৬-৪৭ সালের বাবদ আয় ১৯ মাসে ১৪১·৯১ কোটি টাকা। প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৩১·৮ কোটি টাকা কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটি কথা বিবেচনা আছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের আয় ব পরিবর্তন উপলক্ষ্যকালীন সময় ছাড়াও সংখ্যার তুলনা ১৯৪৭-৪৮ অনুযায়ী বিভাগ ধরা হইয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগ-চতুষ্টয়ে বৃদ্ধি পূর্ণ বৎসরের অনুপাতে আয়কর ও বেশী অনুমান হইতে ৮৭৫ টাকা উচিত ছিল ১১১·১ কোটি অর্থাৎ সমস্ত বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২১ কোটি টা ওইরূপভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, শুল্ক হইতে শুল্ক আয়ের পরিমাণের ১ বৎসরের বি প্রস্তুত ৫·৯ বিয়াছে ১৪·১১ কোটি টাকা। শুল্ক আয়ে ৮২ অর্থ হইতেছে যে, প্রকারান্তরে আমদানি রপ্তানীর ক্ষতিকারিতার উপর করের বৃদ্ধি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের উপর যে ইহার প্রতিক্রিয়া নাই এরূপ নয়, কিন্তু বর্তমান সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

১৯৪৭-৪৮ সালের পরিকল্পনায় যে সকল বিভাগীয় সংস্থা ও বি পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ হয় হইতে পারে যে, তথাপি প্রায় ১৫ কোটি ঘাটতির কোন এবং ইহার প্রতিকার কিরূপ অনুমান করিতে গেলে যায়ে। দিকে দুইটি বি প্রতি করিলেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহা হই (১) বিদ্যুতের সাহায্যের জন্য ২১ কোটি ও (২) কর মূলে খাদ্য সরবরাহ বাবদ ২২·৪২ টাকা। তন্মধ্যে প্রথমকার খরচটি সাময়িকের। কল এবং অস্থায়ী রকমের। আমরা আশা করি যে, পরবর্তী বৎসরে হয়ত এই বাবদ খরচ ক হইবে না, অথবা হইলেও সে খরচ অল্পাংশে হইবে। আর দ্বিতীয় খরচটির অঙ্ক অস্থায়ী ব কিন্তু মনে হয় আরও অনেক বৎসর পর্যন্ত প্রয়োজন হইবে।

যেখানে অন্য ব্যবসায়ের পরিবেশে ১২ লক্ষের স্থলে ১৫ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় ইহা বে করিতে হইবে যে, ইহাকে অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বে মোট লাভ বলা হইবে, তাহার একটা বৃহৎ উত্তরাধিকার সম্পত্তির জন্য ধার্য করিতে হইবে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, বর্তমানে অবস্থানের ফলে উত্তরাধিকার সম্পত্তির প্রকৃত পার্থক্য আসে পরিবর্তিত হওয়ায় ওই অংকের বার্ষিক টাকা লওয়াই বাঞ্ছিনীয় যেন। কিন্তু তাহা নয়। এবং কারণটির বর্তমানেই তাহার প্রশ্ন

ব্যবসায়ের পরিবেশে বৃদ্ধি হওয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি, সুতরাং তাহার সরকার যদি নূতন কর করিলেন, তাহাকে লাভ-কর (Capital Gains Tax) বলে কেহ বলে 'মূলধন লাভ-কর' কিন্তু ইহাকে বলা "অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি-কর" বলা যাইতে

ব্যবসায়ের অর্থনীতির বহু কিছু জানা আছে, সকলেই "অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি" (unearned ment) কথাটির সহিত পরিচিত। অধিকাংশ ইহাকে অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু মূল সম্ভবতঃ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সর্বপ্রথম এই ব্যবহার করেন। অবশ্য রিকার্ডোর মতে ভূমিসহ অন্যের ক্ষেত্রেই (Ricardian ry of Rent) ইহার প্রয়োগ ও তৎসম্পর্কে এ সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছেন।

সাধারণের মতে কোন সম্পত্তির বাজারের পরিবেশ ব বাড়িবার ফলে সেই সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হয়, ইহাকে সেরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি (Unearnedincrement) relates to an ion to the worth of property which en brought about without labour rifice on the part of the owner of roperty—Chapman).

সহজ একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মনে করুন, ১ শিতাব্দীর ৫০ বছর পূর্বে কলিকাতার বর্তমান যেখানে সেক অবস্থিত, তাহার কাছাকাছি মূল্যে এক বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় আপনি বিঘা জমি ১,০০,০০০৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছেন আপনার অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০০৲।

বিগত পূর্ব হইতে অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতগণ (যে স্বাধীনতা বলতঃ অর্থনীতিবিদগণ) প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যে, এইরূপ অর্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর সম্পত্তির অধিকারীর করা ধার্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু এরূপ মত করিয়াছিলেন যে, ইহার উপর কর ধার্যের কথা কিন্তু দেশের অর্থ এ বিষয়ে আরও উহা বে করিলেন। তাঁহার মতে এরূপ অপার্জিত সমস্তটাই রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত করা

কিন্তু বৃদ্ধি বাস্তব অন্য প্রকার সম্পত্তির অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে। মনে করুন কোনও ব্যক্তি ১৯৫০ সালে ১০,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া কারখানায় ব্যবহার করিতেছিল এবং ওই প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে ১০ বৎসর হিসাবে মূল্যহ্রাস (Depreciation) ধরিয়া ৮ বৎসর পরে ১৯৫৮ সালে মূল্যহ্রাসের বলে হাতে তিনি ঐ যন্ত্রপাতির অর্জিত মূল্য হওয়া উচিত মাত্র ২,০০,০০০ টাকা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে পৌরবিশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিশেষ বাজারে উহার প্রকৃত মূল্য ৯,০০,০০০ টাকার অনেক বেশী হইবে। এখন মনে করুন কোনও কারণবশতঃ বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান ওই যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া দিল এবং মূল্য বাবদ ৭,০০,০০০ টাকা পাইল। সুতরাং দেখা গেল যে, ওই যন্ত্রপাতি—যাহার প্রকৃত মূল্য ৯,০০,০০০৲ হওয়া উচিত ছিল, তাহার মূল্যের অতিরিক্ত ৯,০০,০০০৲ অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বুক হইয়া উহা ৫,০০,০০০৲ মাত্র বিক্রয় হইয়া গেল। অবশ্য এরূপ অপার্জিত বৃদ্ধিকে আমাদের আয়কর আইনের আওতায় ফেলিবার বাসনা ১৯৫৯ সালের আইনের ১২ (১) ধারাতে পূর্ব হইতেই করিয়া রাখা হইয়াছে।

"মূলধন লাভ-কর" অথবা "অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি-কর" যাহা বলার যাহাতে সর্বপ্রকার সম্পত্তিরই ওইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে আইনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের আয়কর আইনের ১২ ধারার সহিত একটি নূতন 'খ' উপধারা সংযুক্ত করিয়া 'অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধিকর'কে আমাদের আয়কর আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই নূতন করের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি পাই আনা ও করের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রূপ :—

প্রথম ১৫,০০৲ পর্যন্ত কিছুই লাগে না
১৫,০০০ এর উর্ধ্বে ৫০,০০০৲ পর্যন্ত টাকা প্রতি ০ ০
৫০,০০০ এর উর্ধ্বে ১,০০,০০০৲ পর্যন্ত টাকা প্রতি ০ ৩
১,০০,০০০ এর উর্ধ্বে ৫,০০,০০০৲ পর্যন্ত টাকা ,, ০ ৩
৫,০০,০০০ এর উর্ধ্বে ১০,০০,০০০৲ পর্যন্ত " ,, ০ ৩
১০,০০,০০০ এর উর্ধ্বে ... ... টাকা প্রতি ০ ৩

এতদ্ব্যতীত যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অপার্জিত বৃদ্ধির উপর আরও যৌথিক অতিরিক্ত কর আছে।

এই বলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর 'মূলধন-লাভ কর' ছাড়া কোনরূপ আয়কর ধার্য করা হয় না। কারণ, আয়কর আইনের ৪ নং ধারা অনুসারে "আয়"এর যে ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহাতে পৌনঃপুনিক ও নিয়মিত (recurring and regular) অর্থাৎ ব্যবসা ও আর্থিক অর্থাগমকে "আয়" পর্যায়ভুক্ত করা হয় না "অপার্জিত বৃদ্ধি"কে কোনক্রমেই পৌনঃপুনিক ও নিয়মিত (recurring and regular) বলা চলে না বলিয়া ইহাকে "আয়ের" বলয় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে "ব্যবসায় লাভ-কর" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

"কমার্শিয়াল হাউস"

১৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর

(১) মিঃ এস, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর : ক্যালকাটা টীল কর্পোরেশন লিঃ : বালাজী কটন মিলস্ লিঃ : মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ ইত্যাদি।

(২) রায়বাহাদুর জি, ডি, সোরাইকা, প্রোপ্রাইটর : সোরাইকা অয়েল মিলস্ ; ডিরেক্টর : দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল এষ্টেট কোং লিঃ ; দি বেঙ্গল কাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ ; মাইসোরাবাদ ব্রাদার্স লিঃ ; ইউনাইটেড কোলিয়ারিজ লিঃ ; সোরাইকা ডলস্টাফ প্রডাক্টস লিঃ, ব্যাঙ্গালোর ডিরেক্টর :—সোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ ; সোরাইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ, সোরাইকা ট্রাক্ট অয়েল এণ্ড মার্কিন কোং লিঃ ; সোরাইকা কোল ওয়ার্কস লিঃ।

(৩) মিঃ জে, সি, মুখার্জী, এম ডীন এগ্রিকালচারাল অফিসার, কলিকাতা করপোরেশন ; ডিরেক্টর : আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং ইত্যাদি।

(৪) মিঃ কি, এল, বহু, পার্টনার, এ্যাসাদ কটন এণ্ড কোং।

(৫) মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর : কলিকাতা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ।

(৬) মিঃ এস, বসু, (ব্যাঙ্গালোর ডিরেক্টর)

(মোট অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	...	১৯,৭৫,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১৯,৩৭,০০০৲ টাকা
রিজার্ভ	...	...	৭,০০,০০০৲ টাকা

মিঃ জে, এন, সেন

জেনারেল ম্যানেজার।

দিগন্ত

বন্ধুজনেরা বলিতেছেন, তাঁহারা আমি মাসিক অভিধের "ভারতী" হইয়া উঠিতেছি;—গান্ধীজীর ভাষ বলিতে বাধ্যকরে—অর্থাৎ বৈষিক স্তরের দিক হইতে বলিতে বাধ্যকরে—লইয়া আমি মাসিক অভিধের ভারতী আলোচনা করিতেছি। এটা ঠিক তাঁহাদের আমার নিকট হইতে আশা করেন নাই। গান্ধীজীর মতিগতিবার কথা নয়, তাঁহারা বলিতেছেন, এই ভারতীর মাসিকের দেশে তুমি অন্তত মাসে মাসেও কিঞ্চিৎ লঘু হইয়ো। তাঁহাদের কথা বিচারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব।

• • • •

"আর্থিক ভারত"এর "দিগন্ত" বিভাগের মাসিক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা গত প্রথম সংখ্যার পত্রিকাতেই উচিত ছিল। তাহা বলা হয় নাই। এমনি করিয়া জীবনের আমরা উচিত কাজই আমি ইতিপূর্বে করি নাই। তাহাতে অন্তের যেটুকু অসুবিধা হইবার হইয়াছে, কিন্তু আমার নিজের অসুবিধা হইয়াছে তাহার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কিন্তু নিজের মাসিক অসুবিধা সৃষ্টির বিষয়ে আমার এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সফলতা আমাকে প্রায় 'মহাপুরুষ' পদাভিষিক্ত করিয়াছে। কাজেই আমি যে অন্যান্য নিজের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াই চলিব ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। এইপ্রকার 'মহাপুরুষ' হইতে যাইয়া "দিগন্ত" সম্পর্কে আমাকে অনেকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে হইয়াছে, "আর্থিক ভারত"এর সম্পাদক মহাশয়কেও ক্ষেত্রবিশেষে দুচার কথা বলিতে হইয়াছে। কাজেই আজ "দিগন্ত" বিষয়ে সামান্য কিছু বিশ্লেষণ করিয়া রাখিব।

প্রথমেই আমার পাঠকপাঠিকাদের জানা আবশ্যক "দিগন্ত" আমার "নিজস্ব" ব্যাপার, অর্থাৎ ইহা একেবারেই আমার নিজস্ব। ইহার সহিত "আর্থিক ভারত"এর সম্পাদকীয় নীতির কোন সম্পর্ক নাই। এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবেই আমার,—ইহাতে প্রকাশিত মতামতই বিষয়ে "আর্থিক ভারত" একান্তই নির্বিকার। ইহার নিন্দা পুরাপুরি আমার প্রাপ্য, তাহা হইতে তাহাকেও ভাগ দিতে আমি সম্মত নই। প্রশংসা যদি কিছু পাওয়া যায় তাহাও বিনীত মন চিত্তে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, উদারভাবে তাহা আমরা চতুর্দিকে বিলাইয়া দিতে পারিব না। "দিগন্ত" সম্পর্কে মাসিক সম্পূর্ণ আমার, ইহা বলিতে অবশ্য একথা বুঝায় না যে আমার লিখিত টীকা ও মন্তব্য সম্বন্ধেই পত্রিকাকর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রতিফল। একথার অর্থ এই যে, আমি আমার ভাষায় যাহাই কিছু বলি না কেন, তাহার সহিত সম্পাদকীয় নীতিনীতির মিল থাকুক আর না-ই থাকুক, আমার মতামতের সহিত তাঁহাদের মতামত মিলুক আর না-ই মিলুক, আমরা এই ব্যাপার সম্পর্কে "আর্থিক ভারত" সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। এই কথাটা পূর্বে বলা উচিত ছিল, তাহা না বলায় কিছু ক্ষতি হইয়া গেছে, সে ক্ষতি একটু

"দিগন্ত" বিভাগের উদ্দেশ্য ও সীমা সম্পর্কে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইতে যে, ভবিষ্যতে যেন কেহ কিছু দেখিতে পাই, আমার তরিবা ও অন্যদের আমি তাহা লইয়াই আলোচনা করিতে পারি। অর্থাৎ এ-বিভাগে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শাস্ত্রিতানীতি এবং অন্য যে কোন "নীতি" আলোচনা করার অধিকার এই "দিগন্ত" লেখকদের থাকাই আমি অক্ষুণ্ণ করিয়াছি। গান্ধীজী যদি "হরিজন" অথবা অনুরূপ "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকার বিভাগের ন্যায় কোন বিশেষ পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে সেই বিভাগটির সীমা ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাঁহার প্রবর্তিত মতামত দ্বারা হইত। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের কোন সীমা থাকিত না এবং মতবাদপ্রচারই হইতে বিভাগের উদ্দেশ্য হইত। মতামতের সহিত অসহিষ্ণুতা তুলনা করিলে, তফাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়েরই মূলে এক করিয়া এই তুলনার যার অসার কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত হইল।

• • • •

গত ১৭ই জানুয়ারী তারতবর্ষের সর্বত্র 'নেতাজী অন্তর্দিবস' বিশেষ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এই দিনটিকে যে উৎসাহ উদ্দীপনার প্রকাশ দেখিয়াছি তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া আছে। এমনতর স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রকাশ বাংলাদেশের বহুকাল দেখা যায় নাই। সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের, কীসের প্রাণবায়ুর চিরন্তনরূপ হইয়া রহিয়াছেন: তিনি চিরযুবা, তিনি চিরজীবী, তিনি বিশ্বিজয়ী দুরন্তচিত্তের অধীশ্বর। ইহার জানা, ইহারা বুদ্ধিমান, ইহারা বহুলোক ও মনোজ্ঞ এবং ইহারা বহুলোক না হওয়া সত্ত্বেও মনোজ্ঞ, ইহাদের সকলের অন্তরতম অভিমত এই যে, "সুভাষচন্দ্র যদি ভেদের পক্ষ লন তাহা হইলেও তিনি আর্য" আমাদের নেতাজী যে ভুল করার সাহস একবার এই আত্মপ্রসাদে তন্ময় হইয়া বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রকে সকল "ভুল"হইতে নিষ্কৃতি করার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কত প্রয়াস, কত সদুপদেশ, কত তোষণ! কিন্তু বাংলাদেশের এই অসাধ্য ব্রত হেলেই কেবলমাত্র ভুল করিতে করিতেই বিজয়ের জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কয়েকবৎসর পূর্বেকার উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা চাই the right to make blunders, অর্থাৎ ভুল করিবার অধিকার। তাই আমাদের সভাদের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট শঙ্কাদায়ক ও সন্দেহভাজন। ইহাতেই আমাদের আনন্দ, এখানেই আমাদের স্বর্গ! ভুল করি, ঠকে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু 'ভুলেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা সন্ধানপর হই না। আমরা

রক্ষা করিয়া চলি। আমরা সাধের ঘর ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিরোধ সৃষ্টি করিতে, সংঘর্ষের সাগর সিঞ্চনে, প্রলয়ের গর্জনা করিতে আমরা আসিয়াছি। আমাদের একমাত্র বাসনার বুকির পথ চিরকাল খোলা রাখা, যেন সে পথ দিয়া বুকির বেগে আমরা অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারি।"

সুভাষচন্দ্রের এই জীবনব্যাপী চিরন্তনধর্মের জীবন-দর্শন: যাহা এই চিরন্তন মতাদর্শের প্রতি অন্যদের উদ্দীপিত শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রয়োজন নাই করিয়া রহিয়াছে।

• • • • •

পরিস্থিতির বহুবিধার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা ঠিক জানি না। বন্ধুবান্ধবদের অনেকের মত জিজ্ঞাসিয়াছি, উদারের কারণ্যাদান করিয়া আমার নিজে জানাইয়া প্রতিশ্রুত করিয়াছেন "কেন লোক অকারণের উদ্ধারের মাসিকের বিরুদ্ধে করিয়াছি, কিন্তু উদারের এবিষয়ে উচ্চতর কোন জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। একজনে বলিয়াছেন, তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কুটুম্ব লেখক এবং তাঁর লেখার মন্দ্রিসভার নীতির করিয়া তাঁর বোধ হয় মন্দ্রিসভার নীতির মাসিক বিজ্ঞানের তাহারা হইতে না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কিনা আমি নিজে। ইহা বিশ্বাসের বিষয়, অথবা ঘোটাই হয় ইহা বিশ্বাস বিষয় নয়, তাহার প্রমাণাদিতে মাসিক এমনটি হইয়া যাবে একেবারেই হয় নাই বলিয়া আমি অন্তরে অনুভব করিতেছি। কারণ, হইলে পরে এবিষয় বুদ্ধিবৃত্তের বলে পরিয়া কি যে হইবে তাহার সন্ধান করিতে বসিয়া হয় তাহার চেয়ে এ একেবারে ভালো আছি।

• • • •

তবে বন্ধুর মহাশয়তা সম্বন্ধে আমি নিজে আশাবাদী। বিধানসভার মুসলিম প্রতিনিধি ও মন্ত্রিসভার অধিকারী, আমেন তিনি করিতে আসে এবং যে আলোচনাগুলি বাজ করাইয়া সংসারে তার তিনি রাখেন। এবারকার বিধানে এমন একটি মাসিক প্রয়োজন সে-বিধানের সঙ্গে আছে।

নূতন মন্ত্রিসভার বিধানসভার পরেই সর্বাপেক্ষা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার শ্রীযুক্ত কারকে কেন বলার তার দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রেস বিশেষ বলিয়াও মনে হয় না। উত্তরবঙ্গীনদের অবৈতনিক পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন বলিয়া। কেবলমাত্র ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে, সে সমস্যা উহার বিশেষ জ্ঞান ও তাঁর অভিজ্ঞতার সাহায্যে যদি সে সকল সমস্যার সুরাহা সমাধান করা উঠিতে পারেন, তাহা হইলে দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

• • • •

তবে দেশের মন্ত্রীসভার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া আমরা এই করিবার কারণ "আর্থিক ভারত"এর আছে। বিমল

(বাকীটুকু ২১৬ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলির আমানত ও ঋণ —মুদ্রাস্ফীতিজনিত সঙ্কট—ফ্রান্সের সরকার ও ব্যাঙ্কসমূহের পরিচালনার কলাকৌশল।

১৭ই জানুয়ারী—বর্তমান ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হওয়ার পূর্বে তুলনায় এই বন্ধের অধিক পরিমাণে লাভ হচ্ছে। সর্বশেষ হাতের হিসেবের অঙ্ক অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সোসাইটে জেনারেল, ক্রেডিট লিয়নেজ এবং ক্রেডিট ইন্ডাস্ট্রিয়েল এই বছরের ৩ মাসে লাভ করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হইয়াছে সোসাইটে জেনারেল। গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় লাভ করিয়াছে শতকরা ৩৩ ভাগ বেশী। ক্রেডিট লিয়নেজ করিয়াছে ১৮ ভাগ, ক্রেডিট ইন্ডাস্ট্রিয়েল ১৭ ভাগ এবং ক্রেডিট কমার্শিয়াল ১১ ভাগ। মোটামুটি এই তিনটি ব্যাঙ্কের সর্বশেষ হিসাব হইতে দেখা যায় যে, তুলনায় এদের ছোট লাভ অনুরূপ ১৩ হইয়াছে। গত বছরে এই লাভ করিয়াছিল ৪৮৮ মাইঠ আর এই বছরে লাভ হইয়াছে ৫১৫ মাইঠ। যদি এই হিসাবের সঙ্গে অন্য ৫ ব্যাঙ্ক সিটী ও সোসিঁএ জেনারেল বাদে অন্য ইংলণ্ডের ৭টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের লাভ লোকের তুলনায় ১৯৭৭ সালে লাভকরা ১৩৩০ হইয়াছে। হাতের কাছে হিসাব দেখিলে দেখা যে, মিঃ ভ্যালেরির গৃহীত মুদ্রার নীতি ব্যাঙ্ক পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। তাহা ছাড়া বৃহৎ সরকারী সংস্থাগুলিতে ব্যাঙ্ক গুলির যে ঋণ রহিয়াছিল তাহা শোধ করা যাইতে না।

এই ইতিহাস হইতে সহজে একথা বুঝিতে পারা যে ব্যাঙ্ক-এর আমানত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাভের মুনাফাটি ও বিশেষ বিস্তৃত। কারণ, ব্যবসার পরিচালনা আমানতী করিতে হইলে যে বিরোধ করিতে হয় তাহার পরিমাণ দিনের পর দিন পাইতেছে এবং বৃহত্তর সংস্থাগুলির অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই প্রকার সরকারের দিন ভাতীয়করণ না একটি ব্যাঙ্ক লইয়া খেলাতে পরিণত হইবে। এই জাতীয়করণের পরের মাসের হিসাবে যে অবশ্য উপর করিবার ব্যয় প্রতি দিনে প্রায় ৩ কৃতি পাইয়াছে। অভিজ্ঞতের দেখা যাইবে এ অবশ্যার উপরের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ ইহার কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সংস্থাগুলি সাধারণভাবে বিদ্যুৎ শিল্পকে গ্রহণ করা হইবে এবং সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এখন দেখা যায় সরকার যে রেল ও ব্যাঙ্কসমূহ ইত্যাদি জাতীয়করণ করিবার

ওয়াশিংটন

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

মার্শাল পরিকল্পনা ও ইউরোপ—বিশ্ব ব্যাঙ্ক এর প্রতিনিধি হ্রাস—পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের দাবী—মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তোড়জোড়।

ওয়াশিংটন, ১৭ই জানুয়ারী—বিশ্বব্যাঙ্ক ইউরোপে মার্শাল-পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার যিনি সরকার পক্ষ হইতে সহায়ের অধীনে একটি ব্যাঙ্ক গঠন করিবার যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেনেটে এবং হাউসে প্রচুর তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। আশ্চর্য মনে করেন বিলটি আমেরিকা করিবার পূর্বে সরকার পক্ষের উচিত ছিল পরিকল্পনার সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা করা। বিশেষ করিয়া হাউসে, যেখানে হাউস কমিটি মার্শাল-পরিকল্পনা পরিচালনা করিবার জন্য যখন একটি সাব কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সেখানে এই বিলের খুব বিরোধিতা করা হইয়াছে। মিঃ মার্শাল অবশ্য মিঃ ব্যারিয়াছেন যে, একটি সরকারের ছোটখাটো খরচা-খরচার ব্যাপারে পরে না কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার কিছু টিকিবে না।

অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধেও মার্শাল যে কিছু বলিয়াছেন তাহাও অনেক কংগ্রেস সদস্যের মনঃপুত হয় নাই। মার্শাল বলিয়াছেন যে ১৮ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করা হয় তাহা পরিকল্পনাটি পরিচালনা করার জন্য প্রথম ধাপে এই অর্থ অপরিহার্য। এদিকে মার্শালের বিরোধীদলের মধ্যে পাঁচ বিলিয়নই যথেষ্ট। প্রথমে সরকার পক্ষ প্রথম চারি বৎসরের জন্য যে ১৭ বিলিয়ন ডলারের দাবী করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বৎসরেই সেই টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা সে দাবী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কাজেই মার্শালের কিছু যে সকল সময় সমর্থন থাকিবে তাহা মনে হয় না। অনেকে মনে করেন মার্শাল এখনও যেসী সেনাধ্যক্ষই আছেন, সুতরাং কূটনীতিক হইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন যে রাষ্ট্রনৈতিক খেলায় ডলার তাঁহার ব্যতিরেকে দ্বারা আর কিছু নয়।

সবশেষ মার্শাল-পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে এবং ইহার বিশেষ বিশেষ ধারা সম্বন্ধে উভয় দলের সেনেটের সদস্যদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। রিপাব্লিকান পার্টির মধ্যে এই বিষয় মতানৈক্য ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদের আসন্ন সভ্যদের নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার উদ্দেশ্যে জন বুঢ়ি সেনেটর বরীয় সরকার খুব চেষ্টা করিতেছেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক মার্শাল-পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেছে। কারণ মার্শাল পরিকল্পনার সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক বিবেচনা করিতেছেন।

ডলার বিনিময় সমস্যা এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বর্তমান মূল্য সম্পর্কে এখানকার সংবাদপত্রে বিশেষভাবে আলোচনা শুরু হইয়াছে। ইতালীর লীরা মুদ্রা লিরার নূতন সরকারী বিনিময় মূল্য পরিবর্তন ও ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে ইত্যাদি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সম্বন্ধে নিউইয়র্কের সভ্য ওয়াল্টার ষ্যাণ্ড ও কানেডী কমিটির সভাপতি ডেভী ডলারই প্রভাবান্বিত বলিয়াছেন যে, যদি ইউরোপের মুদ্রাগুলির মূল্য হ্রাস করা যায় তবে মার্শাল পরিকল্পনার ব্যয় ভার কিছুকালের জন্য কমিয়া যাইবে। তিনি সেই উদ্দেশ্যে আর একবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উড সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের সভ্য ছিলেন এবং তিনি ব্যাঙ্কিং জগতে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁহার মতে ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্য বর্তমান সরকারী মূল্যের অর্ধেকের বেশী হইবে না এবং পাউণ্ডের মূল্য হইবে ৭০৩ ডলার অথচ ইহার সরকারী মূল্য এখন ২৮০ ডলার।

মিঃ ডলটনের কথা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য তাহা নানা কারণে ব্যর্থ হইয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক কোন প্রকার সাহায্যই সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এর সভ্য অনেক দেশই ব্যাঙ্ক-এর নিকট ঋণ করিতে চাহিতেছে না। এমনকি নিকট প্রাচ্যের দেশগুলি সরকারীভাবে ব্যাঙ্ক-এর ইচ্ছার বিরোধিতা করিতেছে। ফ্রান্সও ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক-এর আইন সম্বন্ধে করিতেছে। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর ব্যাপারে ও প্রতিনিধি বিশ্ব বিশ্ব করিয়া যাইতেছে।

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ডেমোক্রাট ও রিপাব্লিকান পার্টির কর্মপরিষদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও এখনও দুইপক্ষের প্রার্থী নির্বাচিত হয় নাই তবুও নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হইয়া গিয়াছে। ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে ট্রুম্যান যে প্রেসিডেন্টের জন্য প্রার্থী নির্বাচিত হইবেন এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের সদস্য অধিকাংশই ট্রুম্যান যে যাহা পারিষদবর্গের তাহাই বিশ্বাস করে ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মপরিষদ বোঝা যায়। এই জন্য রিপাব্লিকান পার্টির ভয় হইতেছে ডেমোক্রাটের সভ্য ট্রুম্যান ও গভর্ণর ডিউই ট্রুম্যানের সমালোচনা করিয়া বিপদে ফেলিবেন। রিপাব্লিকান দলের কর্মপরিষদগণও ট্রুম্যান-এর সমালোচনা শুরু করিয়া

মাদ্রাজ

মাদ্রাজের ঘাটতি—মাদুরাইয়া হাঙ্গামা—পাকিস্থানকে নিজস্বের অর্থ সাহায্যের প্রতিক্রিয়া—বস্ত্রশিল্পে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদ্রাজ, ১৪ই জানুয়ারী,—মাদ্রাজের উৎপাদন বৃদ্ধির সকল রকম চেষ্টা সত্ত্বেও পরিণামের অগ্রাহ্যযোগ্য ফলে এই বৎসরে গতবৎসরের তুলনায় শস্য কম উৎপন্ন হইবে।

গত ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত সরকারী শস্য উৎপাদনের পূর্বাভাসেও ঘাটতির পরিমাণের অগ্রাহ্যযোগ্য কথা উল্লেখ করা হয়নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪১ ভাগ বেশী জমি চাষ হইয়াছে, কিন্তু খামকাটা। ফলে দেখা গিয়াছে, যে প্রায় সব জেলাতেই আশানুরূপ শস্য উৎপন্ন হয় নাই; মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের তুলনায় কিছুটা বেশী শস্যই উৎপন্ন হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষাবস্থার কবলে কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলায় প্রায় সমস্ত শস্যই বিনষ্ট হইয়াছে। গতবছর যেখানে ৪১ ৯ লক্ষ টন শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল সেখানে এইবৎসর ৪১ লক্ষ টন মাত্র উৎপন্ন হইবে। আমন্ত্রী জমি বৃদ্ধির ফলে শস্য উৎপাদনে খুব বেশী ঘাটতি পড়িতে পারেনাই বলা। যা হইলে শস্য উৎপাদনের ঘাটতির পরিমাণ অনেক কমে দাঁড়াইতে পারিত।

বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষিত ভাণ্ডারের কাপড় আয়গায় যায় পাইয়া হাজা ভাঙ্গিয়া বিয়াছে, এইজন্য সরকার এখন সব জায়গায় বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। সরকারী কর্মচারীদের মতে মজুত শস্যের পরিমাণ খুব বেশী নহে কিন্তু সরবরাহের ব্যবস্থার দরুণ যেখানে উপযুক্ত পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে না সেখানেগুলি যোগান দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যোগানে চাউলের পরিমাণ যথেষ্ট নহে বলিয়া বেসরকারী মহল অভিযোগ করিতেছেন।

বিধান সরকার যে পাকিস্থানকে ২০ কোটি টাকা ধার দিয়াছেন ইহাতে সরকারের প্রতি ব্যাপকভাবে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইলেও অনেকের ধারণা আইনতঃ বিধান তাঁহার টাকা যে কোন সরকারের সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারেন। ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে ও বিধান সরকার ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা দাবী করার যৌক্তিকতা নাই বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল সেই কমিটির অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহাদের সুপারিশ যদি গৃহীত হয় তবে শ্রমিকদের ব্যাপক ছাঁটাই অনিবার্য হইয়া পড়িবে। এই বিষয়ে বিশ্বস্ত কারিগর মহল মনে যে, প্রায় ৪০।৪০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। কমিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মতামত পেশ করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিক নেতাদের মতে এই কমিটি নিয়োগের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ভারত সরকারের অন্য যত্র যাবে পরিবর্তনের অনেক টাকা কমিটির ইতিমধ্যে খরচ হইয়াছে। তাহাদের মতে এই সকল পরিবর্তনের ফলেই শ্রমিক নিয়োগের যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কথা বলা হয়ে করা হইয়াছে, অধিক চুক্তি করে সাথে মজুরীর পার্থক্যের প্রশ্ন আসে ও তাহার ফলে এখনও পাকিস্থানকে ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী অভিযোগ করা হইয়াছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় হইতেছে পাকিস্তানের। দুঃখ বড়ই আজ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্ক রক্ষিবার কথা বলেন অনেকে কথাকালে তাঁহারা তাঁহাদের দোষির মাঝে নিজ ভাগ্যের করেন।

শেষ সন্ধানের সময় সমাধান করিবার পর কর্তৃপক্ষ পাকিস্থান যে নিজের পর দিন তা করিয়া তাহার সঙ্গে নিকটের করিয়া চুক্তি তাহার পরিবর্তে পাকিস্থানের যেন ক্ষতি হয় অথচ যেন। একটী পাকিস্থানের ও যে পাওয়া সুযোগ হইবে তাহাদের পক্ষে এবং পেশিবিদ্যের সম্বন্ধানুসারে পক্ষে নিজের ভাল হইবে।

সিন্ধু হইতে বিদ্যুতের যাদের সরবরাহের জন্য প্রকার অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে যেন প্রকৃতপক্ষে কিছু মনোভাবের করে হইবে যে সম্প্রতি যদি তাহাদের ক্ষতিগ্রস্তের কারণ। পাকিস্থান হইতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা ও এই অজুহাত অযৌক্তিক মূল্যে টাকা ধার দেওয়া কারণগুলি নূতন সমস্যারও সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য সিন্ধু সরকারের সরবরাহের সুবন্দোবস্তের ও ধার হইয়া যাইতে পারে। কারণ সরকার যদি ভুল হয়ে টাকা ধার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা খুব সহযোগিতা করিয়াছেন।

করাচী

পাকিস্থানের অভাব কিসে—ভারতসরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—সিন্ধুর বিদ্যুতের সরবরাহে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা—সরকারের অনুরোধে কুড়কোটি টাকা ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ১৯এ জানুয়ারী—(ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্বোক্তের সমস্ত অভাব অংশ বিশেষে) পাকিস্থানের যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা ভারত সরকার পাকিস্থানকে কিছু দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে পাকিস্থান সরকার যে বিবৃতি বিধানসভার তাহাতে মনে হয় পাকিস্থান এখনও ভারত সরকারের পরিষ্কার কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের বিবৃতি হতে তাঁহাদের প্রাপ্য ৪৪ কোটি টাকা হইতে ভারত সরকার পাকিস্থানের অন্য নানা রকম খরচ বাবদ যে টাকা বাদ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে পাকিস্থানের কর্তারা বিস্মিত হইয়াছেন। তাহা পূর্বাপেক্ষা (অনুমানে) নগদ অন্যান্য প্রাপ্য অংশ হস্তান্তরিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের অন্য যত্র যাবে

ATTENTION MERCHANTS

Save money by dealing directly with United States manufacturers, through us, without large profits or commissions added. As purchasing Agents, we save you time, money and worry. Send your specifications, delivery required, brands preferred, prices, etc., and we will show you how our services will give you additional profits.

VICTOR ENGLAND AGENCIES

444, MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

সঙ্কলন

নূতন প্রদেশ গঠন

...রের রাজ্য বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ...ট হইতে জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জাবে একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হইতেছে। এই নূতন প্রদেশের সহিত যুক্ত হইতেছে ...ত রাজ্যে আমলী স্থানের রাজারা সকলকিছুকে লইয়া ইসলামে অন্তর্ভুক্তি ...ত হয়, সর্দার পাটেল তাহারই নির্দেশ ...ছোবণ্ডলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখা দিয়াছেন এবং ...রাজ্যে অবশ্য লইয়া প্রবন্ধাদী স্থির হইতে হয়।

...রাজ্য অন্যতমে একটি নূতন প্রদেশ ...ও করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ...ন্তরে মহীশূর ইসলামের অন্য ২৭টি ...প্রদেশ গঠিত হইবে।

সার্ভিস কেস

...ই, সোলাপুর সীট ও কলিকাতাস্থিত ...রিকার মুকদ্দমাই বেডিওম্যানে প্রেরণ ...। বেডিও-কর্তৃপক্ষ সর্বিস টেলস এখন ...লোহাতে সমাপ্তিতে হইয়াছে। ...ই কাজের জন্য ১৯৫০ সালে উক্ত ...। কিন্তু যুদ্ধের পর জনসাধারণকেও ...র সুবিধা দেওয়া হয়। সাধারণদের ...ই কটৌজাত ছাড়া কোনও কোনও ...নিক ব্যবসায়-সীট প্রেরণের অন্তত করা হয়।

...ই, সম্প্রতি লিখিত যে কোনও ...ক তাহে প্রদর্শিত করিয়া রেডিও ...া বন্ধুরা ইচ্ছা প্রেরণ করা চলে।

...অবস্থা সন্তোষজনক

পাকিস্তা উঁহাদের গ্রন্থে খাদ্যসংকট সম্বন্ধে ...হইয়াছে। ...-একটি জেলায় সাময়িক ...ছু বলিয়া জানা যায়।

...না গিয়াছে, কলেরা ও আমাশয় রোগের ...ণের অবস্থা ভাল। উক্ত ফলস্বরূপ ...ছায় নাই করিয়াছে।

...সর কিলেরে গভর্নমেন্ট ১০ হাজার টন ...চালের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া ...। তাহেন। কেন্দ্রীয় ভক্তিমিকারীদের ...ন করার ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত

...লের কৃষিজাত আইন কার্যকরী

কর্পোরেশনের অর্থ-সঙ্কট

"দশ কোটি টাকা কম্ব করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কমিটি কর্পোরেশনের নিকট উত্থাপন করিয়াছেন। কমিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, মেয়র অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কাউন্সিলার বা অন্যান্যদের করেও কর্পোরেশন যেন তাহার আর্থিক অবস্থার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোচরে আনার ব্যবস্থা করেন।

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্তপ্রদেশিক কমিটির প্রথা উল্লেখ কমিটির এক সভায় প্রস্তাবে ১১লক্ষ জমিদারের জন্য একশত কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হইয়াছে। যাহাদের আয় পাঁচশত টাকার উর্দ্ধে তাহাদের শতকরা আড়াই টাকা হারে ৫০ বৎসরের বণ্ড দেওয়া হইবে। যাহাদের আয় পাঁচশত টাকার নিম্নে তাহাদের ক্ষতিপূরণের টাকা একবারেই দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট প্রদেশকে অর্থ সাহায্য করিবে। যাহাদের আয় ২৫৲ টাকা তাহারা মাসে ১৫৲ ক্ষতিপূরণ পাইবে। যাহাদের আয় ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা তাহারা ৯লক্ষ ক্ষতিপূরণ পাইবে।

তুলা শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থা

১৯৪৩ সালের তাহাদীর তুলা শ্রমিক আইন বাধ্য করিতে ঘুলসুরী ছিল। সম্প্রতি ইহিয়া দেওয়েটের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ঐ আইন কার্যকরী হইবে। উক্ত গেজেটে প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে তুলা শ্রমিকদের রক্ষা সম্পর্কিত বিধিসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বিধিসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য বোম্বাই শহরে একজন, কলিকাতায় একজন এবং মাদ্রাজ বিভাগসমূহ ও কোচিন রাজ্যের জন্য একজন, এই তিনজন স্পেশাল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হইবে।

খনি শ্রমিকদের সুবিধা

কি-পক্ষীয় সিদ্ধ কমিটির প্রথম বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, খাদানের ভাতা খনি শ্রমিকরা সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা কাজ করিবে।

ভারতীয় খনি-আইন সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবও কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রমিকদের বিশ্রামাগার ব্যবস্থা করা, ভাতা বন্ধ করা ও অন্যান্য

কৃষক ও শ্রমিকে জল-সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। দুর্ঘটনা-মূলকভাবে দুর্ঘটনের ব্যবস্থা সংশোধন করা হইয়াছে। শ্রমিকদের হাত অনুযায়ী যাহাতে কাজ চালানো সম্ভব হয় তা প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা যাহাতে যথারীতি দেওয়া হয় তাহার সুনিশ্চয়তা যাহাতে রাখিতে বাধ্য করা হইবে।

বৈদ্যিক যে হারে সাধারণতঃ মজুরী দেওয়া হয় অতিরিক্ত খাটুনীর জন্য উহার দেড়গুণ হারে মজুরী দেওয়া হইবে এবং আইনে সেরূপ বিধান থাকিবে বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সরকার পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিবর্গের, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বম্বে প্রদেশ মন্ত্রিবর্গের বিভাগীয় ও রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

খনি মালিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

পাকিস্তানে ফেডারেল কোর্ট

পাকিস্তান গভর্নমেন্ট পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পাঁজাই একজন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।

পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রায় বরাবর আশা করিয়াই প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইলে তৎসম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও আইনসচিব শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট অব ইণ্ডিয়ার কোন বিচারপতিই পাকিস্তানে কাজ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন না করায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়াছে।

সুতা বন্টন পরিকল্পনা

টেক্সটাইল কমিশনারের এক প্রেস নোটে জানান হইয়াছে যে, সুতার বন্টন সম্পর্কে বর্তমান পরিকল্পনাই বলবৎ থাকিবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন।

সুতার মূল্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রত্যাবার কমিশনার পর বর্তমান প্রতিষ্ঠান নূতন মূল্য স্থির করিয়াছেন এবং গত ২৭এ জানুয়ারীর পর হইতে যে মাল মিলের জিম্মায় আছে, তাহার উপর উক্ত মূল্যের হ্রাস ধার্য্য দেওয়া হইবে। ছোট মোজার ও কারিগর এজেন্টগণের নিকট যে সুতা আছে তাহারা তাহার উপর কোন কমিশন দাবী করিতে পারিবেন না, কিন্তু মিলের মালিকগণ প্রয়োজনীয় ও বৈজ্ঞানিকভাবে অনুমোদিত এজেন্টগণ সুতা বন্টন ও নির্দ্ধারিত মূল্য আদায় করিতে পারিবেন।

মাদ্রাজ জমিদারী উচ্ছেদ বিল

জমিদারী উচ্ছেদ বিলটিকে যুক্ত সিলেক্ট কমিটির প্রেরণের জন্য রাজস্বসচিব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, মাদ্রাজ পরিষদে তাহা গৃহীত হইয়াছে। প্রাদেশিক

স্বল্পক্রেতার বাজার

কর্মিকলা, বেহালার অবদান

পাশ্চাত্যের উন্নয়নশীল এবং সমবিত্তশীল শিল্পবিন্যাসের সংস্পর্শে বাজারে যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা গত নোভেম্বরের শেষা অর্থাৎ একবিংশের অধিকাংশ সময়ই বহাল থাকে নাই। আমাদের আলোচ্য সপ্তাহে, অর্থাৎ গত মহলবার হইতে আজ পর্যন্ত বাজারে কোন সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সমবিনিময়নের সংবাদেও একপ্রকার ভোজন্দ্র বন্ধ হয় নাই বলিলেই চলে, অথচ এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এবিষয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত অন্ত ছিল না। সমবিনিময়িত হইবে, মাত্র এই গুজবে ইহার পূর্বে একাধিকবার বাজার অস্বাভাবিক গরম হইয়াছে, অথচ যখন সেই গুজব প্রকৃতই সত্যে পরিণত হইল তখন বাজার একটু নড়িয়া চড়িয়াই নির্জীব বাজার আবার নির্জীব হইয়া গেল!

খেয়াল বাজারের তলকারী যাদবের মতে, সেই সকল দূরদর্শী ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িনেতাদিগের উদ্যম ও কর্মপদ্ধতি বিচার করিলে অনেক সময়েই বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাংই খেয়াল বাজারের "স্লাম্প" বলা চলিতে পারে। সুতরাংই এখানে একাধিপত্য এবং ইহাই বাজারের সর্বদিক উন্নয়নসাধনের প্রধান কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুজব রটনার ফলে বাজারে যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়, গুজব সত্যে পরিণত হইলে আর বাজারের উপর তাহার কোন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সুতরাং খেয়াল বাজারে যে "ঘোলের আশে প্রাণ" এই রীতি প্রচলিত আছে, এমনও উক্তি করিলে অসঙ্গত হইবে না। অতএব সমবিনিময়নের গুজবে ইতিপূর্বে বাজারে সাধারণতঃ যে কর্মতৎপরতা দেখা যাইত, সমবিনিময়নের ঘোষণার পরে যে তাহার হ্রাস হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে খেয়াল বাজারের বিশেষত্বই রহিয়াছে।

• • • •

ইস্পাতের বহুপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা এখনও রহিত হয় নাই। অথচ যে কোন মুহূর্তে ওই ঘোষণা প্রকাশিত হইতে পারে, এমনও আভাস পাওয়া গিয়াছে। কোন্ তারিখ হইতে বর্ধিত মূল্য ধার্য করা হইবে তাহা এখনও স্থির না হওয়াতেই বোধ হয় এই ঘোষণা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।

• • • • •

জাহাজী "ধর্মঘট" নিষ্পত্তি না হওয়াটাও বাজারের এইরূপ অচল অবস্থার অন্যতম কারণ। আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এবং বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নজাতীয় প্রভৃতি বাদামের জন্য কলিকাতার বাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আফ্রিকায় বিশেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় প্রতিযোগিতায় যে ঠিক কতটা কি করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। আফ্রিকার বিষয়ে আলোচ্য কিছু ভরসা দিয়া লাভ নাই, তাহারই মত আমেরিকের বাড়া ভরসা দিতে পারিলে সুবিধা হইত। কিন্তু সেরূপ কোন আশার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, বরং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মঘট আরও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, আমেরিকার তুলনায় আফ্রিকার বাদামের দাম বাড়িয়াছে। অর্থাৎ আফ্রিকার বাদাম আমেরিকার বাদামের তুলনায় অধিকতর মহার্ঘ হইয়াছে। অধিকন্তু আফ্রিকার বাদাম আমেরিকার বাদামের তুলনায় নিকৃষ্টতর হইতেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে নূতন বাদাম আমদানির সম্ভাবনা সুরু হইবে। ইতিমধ্যে বাজার গরম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। নূতন বাদাম প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সাধারণ ক্রেতারা কেহই বাদাম কিনিবে একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে সহজ হইবে না। অতএব পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ বাজারে যে মন্দা পরিবেশের মধ্যে উদ্যমাবা করিবে, ইহা একপ্রকার জোর করিয়াই বলা চলে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহের শুরুতেই ক্রেতারা অনিশ্চিত উপলক্ষে বাজারে বড় বাজার আসরা মাত্র চার দিনের বাজার লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেছি।

ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি

ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের অনুমান সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ইস্পাতের বিভিন্নরূপ প্রতি টন ৮০৲ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া তাহার সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বৈশাখ মাসের ২১শ অনুযায়ী হইতে কার্যকর হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইস্পাত কোম্পানীগুলি উৎপাদন ও ব্যবহারের খরচ বৃদ্ধির ফলে টন প্রতি ৮৲ টাকা বাড়াবার ও এজন্যে টাকা করিয়া পাইবেন। বাকী ২৲ টাকা খাই আনার জন্যে "লেবর ডিফেন্সড"-এর জন্য নিযুক্তি ৭ টাকা ধরা হইয়াছে। ইস্পাত আকরিক সংগ্রহের জন্য টনপ্রতি ৭১ টাকা খাই আনা একটি কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করা হইবে। বলা হইয়াছে যে বিদেশী ইস্পাতের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য ও মূল্য সংকোচনের উদ্দেশ্যে এই নূতন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এখন ইহা উল্লেখ করে যে, এতদিনের তারতম্যের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে ইস্পাতের মূল্য টনপ্রতি ২০০ টাকা অধিক।—ইস্পাতের এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ফলে আজ (বুধবার) খেয়ে বাজারে প্রথমে যখন ইস্পাতের সন্ধান হয়, ইতিয়ান আয়রণ উপরে ৩৭৸৶ এবং ঈস্ট কর্পোরেশন উপরে ৩৯৶ অবধি কাজ হয়। পরে, বিক্রেতার আধিক্যবশতঃ পুনরায় মূল্যাবনতি ঘটে।

সরকারী ঋণ—

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানী কাগজের দর বাড়িয়াই ছিল। ৩ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের ঋণের দর ছিল ১০০৸৩, ৩৲ সুদের ১৯৭৮-৮৪ সালের ঋণ ছিল ১০১৷৵ এবং অন্যান্য দরও বরাবরই ছিল।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৭৬৲ হইতে বাড়িয়া ৭৭৲ হয়। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের দর বাড়িয়া হইয়াছে ৪৭৲, ব্যাঙ্কের দর ছাড়া টাকা বাড়িয়া হইয়াছে ১১২৲। ইন্সিওরেন্স শেয়ারের মধ্যে আছে ১১

কাপড়ের কল—

কাপড়ের কলের শেয়ারের দর আলোচ্য সপ্তাহে নীচে নামিয়াছে। কাশীপুর টেক্সটাইল বর্তমানে দর আছে ১৩৲, নীচে ইহার দর ১২৷৵ হইয়াছিল। এলগিনের দর আছে ৩৩৲; কেশোরাম দর ছিল ২৯৲, মুইরের দর ছিল ৩৮৲ হইয়াছে। বালুরীর দর ১৲ টাকাতে অপরিবর্তিত ছিল, বিটি ডিস্ট্রিক্টরির ৩৬৲ দরে ক্রেতা ছিল।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির শেয়ারের বেচাকেনা এ সপ্তাহে হয় নাই। বেঙ্গলের দর এক সময়ে ১৭৷৵ পর্যন্ত উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু ইহা ১৫৲ কাজ হইয়াছে। খরকের ২১৷৵৲ হইতে ২১৷৵৲ হইয়াছিল। বেঙ্গলীর ইণ্ডিয়ার দর ১৮৲৲, সাউথ করণপুরের কাজ ছিল ৯৲ বং, দর ছিল ১১ টাকার কাছাকাছি। ইণ্ডিয়ার দর ছিল ৪১৲, প্রেসিডেন্সীর দর ছিল ৩১.

চটকল—

চটকলের শেয়ারের দরও বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কলিকাতা ও কেন্দ্রী ইউনিয়নের অধিকাংশ কর্মচারীর সরকারের ঘোষণামত ডিয়ার এবং ঘাস হইতে শুনরায় ৭ই বৃদ্ধি বিবেচনা করিতেছে আলোচ্য-টিকায়। দর ছিল কলকাতা ছিল ১১৯৲, টিটাগড় ছিল ১১৫৲, ফোর্ট ছিল ১১৫৲, শ্যামনগর ছিল ৯৯৲, কামারহাটি ছিল ৯৫৲, কুমারহাট ছিল ৯৯৲, বৈদ্যবাটী ছিল ৯৫৲

ইঞ্জিনীয়ারিং—

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৯৩৲ অবধি হইয়াছিল, উঠিয়া হইয়াছিল ১০৮৲ বর্তমানে উহার দর ৯৯৲৲ আছে। টিস্কো ৩৭৲ আছে ১১৸৩,—টিস্কো অর্ডিনারীর উপরে ৩১৸৩ হইয়াছিল। ভেসরাজের দর আছে ১১৸৩, মার্টিন ৬৩, মার্টিন ইঞ্জিনীয়ারিং ১১৲। টেক্সমাকো ১১৸৩ অবধি হইয়া এখন হইয়াছে ১১৸৩, বুথ ইঞ্জিনীয়ারিং আছে ১১৸৵ এবং ভারতলক্ষ্মী ১১৸৵।

চিনির কল—

চিনির কলের বিশেষ কাজ নাই। কাশীপুর আছে ১৸৩, বেলসাণ্ড ৭৲ আছে বিভিন্ন কাশীপুরের দর পড়িয়া গিয়াছে, বর্তমানে ৯ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

বিবিধ—

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের বন্ধিত লভ্যের অংশ বেশী বাড়িয়াছে, বর্তমানে উহার দর ১১ টাকাকাছি আছে। অন্যান্য ১০ টাকায় স্থির

বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া

সপ্তাহে পণ্যমূল্যের বাজারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাহার সরকার কর্তৃক সুতীবস্ত্রের বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত। সরকারী সিদ্ধান্তের খুঁটিনাটি এখনও সংখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এই সম্পর্কে সাধারণ ভাবনা-চিন্তা করিয়াছে। সরকার কর্তৃক আংশিক বিনিয়ন্ত্রণের ঘোষণার পর হইতে ব্যবসায়ী মহল হইতে এই আশা করিতেছিলেন যে, শীঘ্রই বস্ত্রের বিনিয়ন্ত্রণ অপসারিত হইবে। কিন্তু এত শীঘ্র যে বিনিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইবে অনেকে তাহা ভাবিতে পারেন নাই। সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে কাঁচা তুলার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয় এবং শেয়ার বাজারেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে মূল্যের কোন ঘটনা না ঘটিলেও তেজী ভাব দেখা যায়। আকস্মিক পরিবর্তন হ্রাস পাওয়ায় ক্রয় কাজ ভাল চলায়, চটকলগুলি পাট ক্রয়ের তেজীভাব দেখাইতেছে। সোনার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয় এবং ইহার ফলে রূপার বাজারে তেজীভাব হয়।

বৎসরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পাট চাষ এখন পর্যন্ত নিরাপদ হয় নাই। পাট পরিস্থিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকার কর্তৃক আলোচনা করিবার পূর্বে এই ও কিছু জানা হয়তো সম্ভব নয়। কৃষকের স্বার্থরক্ষার অসুবিধা পাট-শিল্পের সঙ্গে ও সাধন করিতেছে এবং নিয়ন্ত্রিত কাঁচা পাট সম্পর্কেও অনেকের মনেই সন্দেহ রহিয়াছে। সম্প্রতি অঞ্চলের সহিত পাকিস্তানে মীর ব্যবসা দেখিয়া মনে হয় যে, দুইটি দেশ অতিরেই পাটের দর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। সে অবস্থায় পাকিস্তান হইতে কাঁচা পাটের তেমন কোন অসুবিধা না হওয়ার কথা। তবে গত কয়েকবারে বিনিয়ন্ত্রিত পাটের আমদানি না হওয়ায় এবং পাট সরবরাহ নিশ্চয়তা দেখা দেওয়াতে পাটের দরের সঙ্গে তফাৎ হইয়াছে। এই অবস্থায় একবার ই সাধন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়ন্ত্রিত হয় বাজার ব্যবস্থিতভাবে দাম সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে। পাট দেখা দিবে গত হাসিলে সকলেই বেশী (৪) পাটের দরে এই বৈষম্য কোনক্রমেই না যায়। বেচা কেনার সাধ ফিরিয়া আসা চলতি ও সরকার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে উচিত। এক্ষেত্রে ব্যবস্থিতকরণের প্রার্থিত ও করিয়া দেওয়াই সম্ভব।

পাটের বাজারে তেজীভাব আবহাওয়া সাময়িক বেচার তেমন চাহিদা দেখা যাইতেছে না। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়।

তুলা

সুতীবস্ত্রের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা সম্পর্কে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তত সপ্তাহে কাঁচা তুলার বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাজার বেশ সরগরম হইয়া উঠে। সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পূর্বেই ঘরে উত্তেজনা দেখা যায়। তখন হইতেই তুলা বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাজারে জোর গুজব রটিতেছিল। প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর বাজারে অধিক তেমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নাই, তবে তুলা উৎপাদনের ব্যাপারে মিল মালিকদের স্বার্থরক্ষা যখন স্বীকৃত হইয়াছে, তখন আশা করা যাইতেছে ঘরে উন্নতি দেখা দিবে।

জাত	মার্চ	মে	জুলাই	সেপ্টে:
১৪ই জানুয়ারীর				
সর্বনিম্ন ৪২১/০	৪০২/০	৪০৭০	৪১১/০	৪১০৫০
সর্বোচ্চ ৪৩০৲	৪১৮.০	৪৩০৲	৪৩০৲	৪৩০৲
সর্বনিম্ন ৪৩০৲	৪১৮৫০	৪১০৲	৪২৪/০	৪২৮৫০
১০ই জানুয়ারীর				
সর্বনিম্ন ...	৪২৪৫০	...	...	...

লোনার বাট

লোনার বাটের বাজারে বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে যখন পরিমাণ লোনা খরিদ করা হয়, তখন ১০০ টাকা আট আনার উঠে। ট্রাম্পি-এর দুর্ঘটনার ফলে করা সম্পর্কে যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা অমূলক হওয়ায় লোনার বাজারে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি অবিলম্বে করা সম্ভব হইয়াছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে লোনার বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, লোনা যাইতেছে যে ব্রীজ সরকার ছুলা বাধা বাতিলকরণের উদ্দেশ্যে 'সভারেন' বিক্রয় করিবেন ও কানাডার সরকার স্বর্ণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করিবেন। এইরূপ ঘটিলে লোনার দর আবার উন্নীত যাবে।

	স্বর্ণ	রৌপ্য
১৬ই জানুয়ারীর		
সর্বনিম্ন	১০৭১০	১৬৯৮০
সর্বোচ্চ	১০৭৯৫/০	১৭০৩০
সর্বনিম্ন	১০৮৯৫/০	১৭৭৮/০
১৯-এ জানুয়ারীর		
সর্বনিম্ন	১০৮৩/০	১৭৩৮/০

সুতীবস্ত্র

'এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এর এক বৈঠকে সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত পরিমাণ ইংরেজীতে বস্ত্র শিল্পের অন্তর্বর্তী বন্ধুর করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। অধিকন্তু পরিবর্তে বৈদেশিক বিনিময় উপার্জনের জন্য শিল্পের বাণিজ্যের বিস্তৃতি সাধন প্রয়োজন বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

বোম্বাই সরকার বস্ত্র বেগবিনিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ করিয়া তিনি বলেন যে বর্তমানে উহা এক প্রকারে দাঁড়াইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, গুদামে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র মাল পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ সাধারণ আবশ্যকের বস্ত্র পাইতেছে না। চোরাবাজারের ব্যাপক প্রসারের কথাও তিনি এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

মিঃ ই বোম্বাইয়ালী বলেন যে, শিল্পের পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে শিল্পের আর্থিকভাবে ক্রয়শক্তির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সাধন করা প্রয়োজন।

চা

গত বৎসর ভারতে ৬৮৪,০০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ইতিপূর্বে কোন বৎসর ভারতে এত চা উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৩৯-৩১ সালের সংখ্যা হইতে ইহা ১৮ কোটি পাউণ্ড অধিক। আশা করা যাইতেছে যে, বর্তমান বৎসর ভারতে ৬০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর সিংহলে ৪৮ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। বর্তমান বৎসরে সিংহলে ৫১ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়।

গত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতার চায়ের নিলামে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ১২,০০০ বস্তা ছাড়া হয়।

জানা গিয়াছে যে, সিংহলে চায়ের জন্য যুটেন গত বৎসরের হর অপেক্ষা পাউণ্ড প্রতি ২ পেন্স অধিক দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সিংহল তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সরকারী মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সিংহল যাহাতে যন্ত্র আমদানী ও অন্যান্য হরের অধ্য সমতা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক।

কফি

গত ডিসেম্বরের প্রথম পনের দিনে 'বোর্ড পুল' অতিরিক্ত ১৭৩ টন কফি ছাড়ে। সরদা এই পরিমাণ কফি ছাড়ায় কফির সরবরাহ সম্পর্কে অসন্তোষের আরও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গত বছরের প্রথমার্ধে মধ্যে 'বোর্ড পুল' কর্তৃক মূলধন বৎসরের মত মোট ১৮১ টন কফি সংগৃহীত হইয়াছে।

চিনি

জানা গিয়াছে যে, ইক্ষুর সরবরাহ লইয়া মীরাট অঞ্চলে মিলের পরিচালক এবং ইক্ষু উৎপাদকদের মধ্যে মতভেদ ক্রমশঃ প্রাধান্যলাভ করিতেছে। 'মীরাট কেন্দ্রীয় চেম্বারসমূহ এসোসিয়েশন-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত ভরত সিং রাণা, এম-এল-এ এক বিবৃতিতে

অর্থলোক

টাকা দিবার সিদ্ধান্তে পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আর্থিক চুক্তির বাকী টাকা পাকিস্তানকে প্রদান করিবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে পাকিস্তানের অর্থসচিব মিঃ গোলাম ফারুক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে কৃতজ্ঞতার কোনই চিহ্ন নাই। তিনি বলিয়াছেন "ভারত সরকার তাঁহাদের বিদেশের কিছু মুদ্রিত পরিসম্পদের এবং বিভক্ত অস্ত্রাগারের অংশের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কাঁকড়া উঠাইয়াছেন। পাকিস্তানের পক্ষ হইয়া ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছেন সে বাবদে তাঁহার সরকার ৭ কোটি টাকা কাটিয়া রাখিয়া হিসাব বাবদে ৫০ কোটি টাকা দিবার সিদ্ধান্ত বিবেচনা বিবাহিলেন। খুঁটিনাটি ব্যয়ের যথাযথ হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ভারত সরকার পাকিস্তানের হইয়া মোট যে ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা ৭ কোটি টাকা হইতে অনেক বেশী। কিন্তু ভারত সরকার গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ হইয়া পাকিস্তানকে যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল খুঁটিনাটি হিসাবনিকাশের কোনই স্থান নাই। কিন্তু আগে হইতেই এইরূপ কাটিয়া রাখিবার চুক্তিস্বীকৃত অর্থ প্রসঙ্গে, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ গোলাম ফারুক "বিজয়" প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি চুক্তির সর্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান তাহার অংশের টাকা পাইবার পূর্বে তাহার হিসাব হইতে কোন প্রকার কাটাকাটি করার কথা আর্থিক চুক্তির বিষয়ে কোথাও বলা হয় নাই। কিন্তু আমরা পাকিস্তানের অর্থসচিবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, পাকিস্তানের বিকট প্রাপ্য টাকা পরস্পর, বাজীবেকেরার আদায় করিতে পাওনাদারদিগকে যে দেখা পাইতে হইতেছে, সে কথা তাঁহার স্মরণ আছে কি? পাকিস্তানের বারম্বার হালচাল বেখিয়া যে ঊর্ধ্বতনের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গান্ধীজী পুনরায় অনশন না করা পর্যন্ত যে তাহা ফিরিবার নহে ইহা কি তিনি একবারও উপলব্ধি করিয়াছেন? সত্য কথা বলিতে গেলে পাকিস্তানের এই নির্লজ্জ কৃতঘ্নতায়, ভারত সরকারের উদারতা প্রদর্শন করাই আমরা লজ্জিত বোধ করিতেছি।

* * * *

ভারত সরকার পাকিস্তানকে টাকা দিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিবার ফলে, ইতিমধ্যে পাওনা সম্পর্কে দিল্লীতে যে আলাপআলোচনা বর্তমানে বিভাগী প্রতিনিধিবিবরণ এবং ভারত সরকারের অর্থ বন্টনের মধ্যে চলিতেছে, তাহাকে ঘোরদার করিবার জন্য পাকিস্তান হইতে এক প্রতিনিধিবিবরণ প্রেরিত হইয়াছে। এই যৌথবিবরণের মধ্যে তাহার কত প্রাপ্য হইবে, উহার যৌথবিবরণের দেনা পাওনার অবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া তাহা নির্ধারিত হইবে। পাকিস্তান তাহার জন্য ... কোটি টাকার ইতিমধ্যে দাবী করিয়াছে। আমাদের হিসাবে পাকিস্তানের চলতি খোটের পরিমাণের বিচারে পাকিস্তানের এই দাবী খুবই অসঙ্গত নয়। তবে ভারতেরও বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়ে বিবেচনা হইবে এই বরদাস্তির আবশ্যক করিবে হইবে। ভারতের পূর্ব বিভিন্ন মূলধন এবং অনেক বেশী ইন্ডিয়ে যুক্ত করিয়াছে হইবে। যে পরিমাণ ইন্ডিয়ে যুক্ত হইবে তাহাতে পাকিস্তানকে ১১৫ কোটি টাকা দিয়া যদি ভারতের প্রয়োজন মিটিয়ে হয়, তাহা হইলে ভারত পাকিস্তানের এই দাবীর বিরুদ্ধতা করিবে না।

* * * *

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেরের যথার প্রশ্ন যথেষ্টবিধই আছে। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানেই মূলের হার পাকড়া ১৫ আনায় অপরিবর্তিত আছে। তবে বস্ত্র বিনিময়নের ফলে এবং তাহা মূলার উন্নতির মূলধনের জন্য আশা করা যায় যে আমাদের কয়েক সপ্তাহে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। মূলধনের এই বর্ধিত চাহিদা কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের বর্ধিত মূলধনেই পূরণ করিবে। কারণ সাইকারী বহু ব্যাঙ্কের তহ অর্থ ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

বাজারী নোটের বাজারে কাজ কারবার এখনও সন্তোষজনক হয় নাই। পূর্ব সপ্তাহে যেখানে ১৮৫ কোটি টাকার জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যায়, সেখানে বর্তমান সপ্তাহে ১৩১৫ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রীত আবেদন পত্রের পরিমাণ পূর্ব সপ্তাহে ছিল ১৭৫ কোটি টাকা এবং আলোচ্য সপ্তাহে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩১৫ লক্ষ টাকা। বাজার পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন সরকার ৫০ আনাতেই অপরিবর্তিত রাখিবেন। আগামী সপ্তাহের জন্য ১ কোটি টাকার বাজারী পত্র বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৯ই জানুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য চলতীপত্রযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির যে সাপ্তাহিক হিসাব-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের আমানতের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলেও ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু বর্ধিত ঐ হিসাব বাবদে পাওনার মন্দ অবার পরিমাণে কোন হ্রাসবিবেচনার সাধিত না হওয়ায়, মহাজন অনেকের এই ঋণদানের টাকা বন্ধবিনিয়োগের সংস্থান হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী তারিখে তাহাদের চলতিপত্রযুক্ত যে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮৭৩ কোটি টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৮৭৩ কোটি টাকা। বিভিন্ন খোতের পূর্বতায় যে টাকার পরিমাণ পূর্ব সপ্তাহের ৩১৭৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৩১৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় প্রায় ১৬ কোটি টাকা। বর্তমানে সময় জমার পরিমাণ ৯৮১৭ কোটি টাকা হইতে ৯৮৮২ কোটি টাকায় বাড়িয়া যায়। কিন্তু বিভাগ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণ ১১ কোটি টাকা হইতে ১৬৯৯ কোটি টাকায় বর্ধিত হয়। ঋণদানের পরিমাণ ৫৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০৪৯ কোটি টাকার পরিণত হইলেও যাহা-হয় ৪৩৯ পরিমাণ ১৮৭৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৭৯ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসে।

পাকিস্তানে চলতিমাসের যেয় টাকার পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে দেখা যায় ৯৮৮৭কোটি টাকা আছে পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৮৭৩ কোটি টাকা বিভিন্ন খোতের মেয়ে যেয় টাকার পরিমাণ ৯৮৭৩ কোটি টাকা হইতে ৯৮৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বর্তমান সময় জমার পরিমাণ ৯৮৩ কোটি টাকা হইতে ৯৮৭ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসে এবং ঋণদানের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৯৮৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

১৭ই জানুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে পাকিস্তানের ... কোটি টাকা বিশেষ জন্য ভারত সরকারের নিকটে যে হিসাব বিবরণ করিবার দাবী করিয়াছিল তাহার কোন ... চলতি খোতের পরিমাণ ১১৮৮৮৮ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১১৮৯১৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাকির বিভাগে দৈনিক খোতের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ... কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মোট খোতের পরিমাণ ১১৮৮৮৮ কোটি টাকা হইতে ১১৮৮৮৮ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসে। এবং বাকির হ্রাসের পরিমাণ ১৮৮ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ভারত সরকারের আদায় ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পাকিস্তান সরকারের আদায় ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকা বাড়িয়া আসিয়াছে এবং ব্যাঙ্কেরিক সরকারের আদায় ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোটি কোটির পরিমাণ ১৮৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই বিবরণে দৈনিক বাজারী পাকের পরিমাণ ... কোটি টাকা হইতে ... কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে, বাকিতে জমা পরিমাণ ... কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া ... কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের আদায় প্রদত্ত সপ্তাহের বাকির পরিমাণ ১১ কোটি টাকায় স্থির থাকিলেও বা বিভিন্নখোতের পরিমাণ ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করে।

১৭ই জানুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের যে বিবরণী প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আমানতের পরিমাণ ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ঋণবিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৩ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসে এবং বাকের পরিমাণ ৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ৮৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। নগদ জমা পরিমাণ ৮৮৩ কোটি টাকা করিয়া ১৮৮৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

প্রকাশ যে, কোম্পানীর কাজ ইত্যাদির জন্য এবং বিভিন্ন সমবায়প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা তুলিবার জন্য সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কিছু নূতন ধারা প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। অমৃত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ও আরও অন্যান্যস্থানে পাকিস্তানের অফিসের জন্য

[পেছনের ২১৬ পৃষ্ঠায়]

গত বৎসরে ব্যাঙ্কব্যবসায়

[illegible] ১৯৪৭ সালে ব্যবসায়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হোক তাহাতে [illegible] দ্রব্যমূল্য এবং কর্মচারীদের [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কোম্পানী [illegible] এবং অন্যান্যের পরিণামে অবস্থিত হয়। ব্যবসায়ের দেখার দিকে যেমনিভাবেই না এই সকল ক্ষতি হওয়াকে বন্ধ করার উপায় [illegible] ফলে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহকদিগের [illegible] সকলেই খুব সন্তোষজনক ফলাফল পাবার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু প্রতিনিধির ব্যাপারে যে সন্তোষজনক ফল [illegible] পরিচালক, ইহা প্রণিধানযোগ্য।

* * *

[illegible] ইতিহাস এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদার যে [illegible] বর্তমান বৎসরে উহাদের উন্নতিযোগ্য [illegible] পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার [illegible] ১৯৪৭ সালে পুঞ্জীভূতের অঙ্কপাত প্রায় [illegible] ১১,১৯,৯০৩ টাকায় পরিণত [illegible] ব্যাঙ্ক অফ বরোদা [illegible] ব্যাঙ্কারের বিশেষ সুবিধার [illegible] করিতে বহিতেছে সভ্যগণের পরিমাণ [illegible] হয় নাই। এই বৎসরে অন্তর্বর্তী [illegible] শতকরা ২০ হারে একবার এবং [illegible] হারে দুইবারে আর একবার [illegible] হইয়াছে, প্রদত্ত সভ্যগণের পরিমাণে [illegible] টাকাতেই স্থির আছে।

[illegible] সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক অফ [illegible] পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টাকা কম [illegible] সভ্যগণে পুঞ্জীভূতের অঙ্ক এবারেও [illegible] টাকাতে স্থির আছে। এই প্রসঙ্গে [illegible] যে, আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানীকে [illegible] পুঞ্জীভূতের খাতে বিভিন্নদিকে লক্ষ টাকার [illegible] বহন করিতে হইয়াছে।

* * * *

[illegible] ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' ১৯৪৭ সালের ন্যায় [illegible] বৎসরেও বর্দ্ধিত লাভ করিতে সক্ষম [illegible] ১৯৪৬ সালে যেখানে লাভের পরিমাণ [illegible] ২০,১৯৩ টাকা, ১৯৪৭ সালে সেখানে লাভ [illegible] ২,৪২,৫৩,২১৩ টাকা। কর বাবত রাখা [illegible] লক্ষ টাকা (১৯৪৬ সালে রাখা হইয়াছিল [illegible] টাকা) এবং আসংকালীন সঞ্চয় তহবিলে [illegible] ৩৫ লক্ষ টাকা (১৯৪৬ সালে রাখা [illegible] ১০ লক্ষ টাকা)। কর্মচারীদের পুরস্কার [illegible] বাবদ) রাখা হইয়াছে ১৩৭ লক্ষ টাকা [illegible] টাকা—১৯৪৬ সালে) এবং আমানতী খাতে [illegible] হইয়াছে ১৮২৭ লক্ষ টাকা। অন্যান্য সভ্যগণে [illegible] করা হয় নাই। ব্যাঙ্ক অফিসের সভ্যগণের বিষয়ংশকে ১৯৪৬ সালে মূলধনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাহার ফলে ৩,১৫,০০০ টাকা মূলধন খাতে নূতন করিয়া প্রতি শত টাকা পুরাতন অংশের অধিকারে একখানি হিসাবে মূলধন অংশ [illegible] প্রদান করা হয়। এই বর্দ্ধিত মূলধনের উপরেও শতকরা ১৫ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

চিত্রপট

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

'আর্থিক ভারতে'র লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার কার্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই [illegible] ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। তাঁহার কর্তৃত্বে [illegible] যে যোগাযোগে পরিচালনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি 'আর্থিক ভারতে'র পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। —নবযাত্রী

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

বাজারের কথা

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

আদিম বেতারের কাজ হইয়াছে ১৮৬ টাকায়। ইণ্ডিয়ান ব্রাডকাস্টিং এণ্ড-করপোরেশন ৫৫ আছে ১৩৯৮, পতঙ্গে ডিভিডেণ্ড ২০১৩, বাউন-বার্ণ ২০৯। ভারতবাণী সিনেমাকোর ৫১ টাকা দরে কাজ হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান কেবলসের ৫৫ ছিল ৩৮৯, ভারতবাণী ব্রাডকাস্টিং ২১৯০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩৮৯ দরে কারবার হইয়াছে, মোহন্তাদী হোটেলের ৫৫ হইয়াছে ১১৮৯ দরে। ভালমিয়া সিমেন্টের ৫৫ ছিল ১২৯০, বামলেট ছিল ৭৯। ইণ্ডিয়া টিনপ্লেটের কাজের পরিমাণ ভালো থাকিলেও

অর্থলোক

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

কোন না কোন ব্যাঙ্কারের জন্য রাখিবার জন্য পরিচালিত করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। মনে করাইয়াই সময় আসে, হয়ত এই পরিবর্তন কেন? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বেসরকারী কর্মচারীদের সাধারণভাবীর দুর্বিধিক। ইহা কি তাহারই প্রভাব? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালকেরা এই নবতর বিধানের সমর্থন করিবেন কি না জানিবার। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ভারতীয় আইনপ্রণেতাকুল ইতিপূর্ব্বে প্রণীত এক আইনের কথা আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই আইন অনুসারে কেবলমাত্র সপ্তম শিল্প ভারতের বাহিরে আর কোথাও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক শাখা-প্রতিষ্ঠান করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিলাতে ব্যাঙ্ক করিবার কেবলমাত্র অধিকার লইয়াই কাজ করিবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতেও অবশ্য সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। আমরা তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিব।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

[illegible] হত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধের জন্য প্রয়োজনের পৃথক পৃথক শ্রেণী সংস্থান আছে। কলিকাতায় এ-ধরণের কোন ব্যবস্থা নাই। উপরন্তু বিচারের অবস্থা অতিক্রান্তের ফলে আট [illegible] অপরাধী হাজতের বাসীদের মধ্যে ১,০২০ জনকে ইতিমধ্যেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও বড় ভাবনার কথা হয় গত তিন বৎসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গেই এই বিশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বাধিক বৎসরব্যাপী কড়াকড়িতে যেমনটি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এবং হইতে পাহারা ও নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি শিথিল করা হয়। এই সুযোগে আমরা সমাজের [illegible] দুষ্টের বিভিন্ন স্তরে বিপুল লোকক্ষয় [illegible] বিনাশ হইতে রাহাই পাইয়া যায়। অথচ যুদ্ধের কাজ করের জন্য যিনা এই সব লোক মূলধন বিস্তীর্ণ [illegible] বহুসংখ্যক হইয়াছিল। ইহার সাথে আসিয়া জুড়িয়াছে রাজনৈতিক বিক্ষোভ এবং সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড।

[illegible] সালের প্রথমার্ধ সংগ্রামের তারিখ ১৯৪ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তাহার প্রায় সকলগুলি একসঙ্গে আসামী ও সাক্ষী ঘটিত বিচারপ্রণোদিত। ১৬ই আগষ্ট কলিকাতার উপর দুর্দান্ত পাশব প্রাণঘাতের অবসান হওয়ার [illegible] হইতে অপরাধগুলির প্রকৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অপরাধগুলি আর সাম্প্রদায়িকতার [illegible] সীমাবদ্ধ থাকে না এবং অপরাধীদের দলগুলির [illegible]

ট্রেজারী বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	তারিখ	অনুমানিত	বিক্রয়	পরিশোধ	বাকী (এক বছরের মধ্যে দেয়)	মোট বিক্রয়ের অনুমোদিত সীমা	অনুমোদিত অনুপাত
১৯৪১							শতকরা
ফেব্রুয়ারী	৮	১,০১	৯১	১,৩০	১৪,১১	১,৩৮	৭ ৩
	১৫	১,৩০	৯১	১৩	১৫,১১	১,১৪	৭ ৩
	২২	১,০১	৯১	৭১	১১,৩৮	৪,৩১	৭ ৩
	২৮	১,৩৪	৯১	৯৮	১৩,৩৪	৪,৯৫	৭ ৩
মার্চ	৭	৪,১৩	১,৯৪	১,৯৩	১৪,৯৩	১৩,৯৯	৭ ৩
	১৪	১,৯৩	১,৯৫	১,৩১	১১,১৪	১৩,৩৫	৭ ৩
	২১	১,৩১	৯৪	১,৩১	১৪,১৩	৮,৯৩	৭ ৩
	২৮	৫৩	১৩	১,৪৩	১৩,৪৪	৫,১১	৭ ৩
এপ্রিল	৪	১,৩৩	···	···	১৪,৪৪	১৫	···
	১১	৪৬	৪৬	···	১৪,১৭	৫,৩১	৭ ৩
	১৮	১,১১	১,১১	১,৩১	১৩,৩৮	৪,৩৩	৭ ৩
	২৫	১,১১	১,০৩	১,৩৩	১৩,৩৭	১,৩৩	৭ ১১
মে	২	১,১১	৪,৩৩	১,১৯	১৪,১৭	১,৩৫	৭ ১১
	৯	৪,৩৩	১,৩৩	১,১১	১৩,৩৩	৯৩	৭ ১৩
	১৬	৪,৩৩	৪,৩৩	৯১	১৩,৩১	১,১৩	৭ ১১
	২৩	৪,১১	১,৩৩	৯১	১১,১৩	৪,১৩	৭ ১১
	৩০	৪,৩১	১,৩৩	৯১	১৩,৩১	৪,১১	৭ ১১
জুন	৬	৯,৩৩	১,৩৩	১৪	১৩,১৪	৪,৩৩	৭ ৩
	১৩	৯,১৩	১,৩৩	১,৩১	১৩,৩৪	১,১৩	৭ ১১
	২০	৯,৩৩	১,১৩	১,৪১	৪১,৩৩	৯,৩৩	৭ ৩
	২৭	৯৩	১৩	৯৯	১১,৩৩	৪,১৩	৭ ৩
জুলাই	৪	৭১	৭৩	৪১	১৩,৩৩	১,৩১	৭ ৩
	১১	১,৩৩	···	৪৯	১৪,৩৩	৪,১৩	···
	১৮	···	···	১,৩১	১১,১৩	৪,৩৩	···
	২৫	···	···	৪,৩৩	১৩,১৩	৪,৩৩	···
আগষ্ট	১	···	···	···	১৩,৩৩	৪,১১	···
"	৮	···	···	৪,৩৩	১১,১৩	৪,৩৩	···
"	১৫	···	···	৪,৩৩	১৩,১৩	৪,১৩	···
"	২২	···	···	৪,৩৩	১৩,১৩	৪,৩১	···
সেপ্টেম্বর	৫	৪,১১	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	৪,১৩	৭ ৩
"	১২	৪,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৭ ১
"	১৯	১,৩১	৪,৩১	৪,৩৩	১১,১৩	১,৩১	৭ ৩
"	২৬	১,১৩	১,৩৩	১,১৩	১১,১৩	১,৩৩	৭ ১৩
অক্টোবর	৩	৪,৩১	১,৩৩	১৮	১৩,১৩	৪,১৩	৭ ৭
"	৯	৪,১১	১,৩৩	১৩	১৩,৩৩	৪,৩৩	৭ ৩
"	১৬	১,৩৩	৪,৩৩	···	১৪,৩৩	১,১১	৭ ৩
"	২৩	৪,১৩	১,৩৩	···	৩১,৩৩	৪,১৩	৭ ৩
নভেম্বর	৬	৪,৩৩	১,৩৩	···	৪১,৩৩	১,১১	৮ ৩
"	১৩	৪,১১	৪,৩৩	···	৩৮,৩৩	৪,৩৩	৮ ৩
"	২০	১,১১	১,১১	···	৩৯,১১	১৩,১১	৭ ১১
"	২৭	৭৩	৭৩	···	৩৮,৩৩	৪,৩৩	৮ ৩
ডিসেম্বর	৪	৭১	৭১	১,৩৩	৩৯,১৩	৪,১৩	৮ ৩
"	১১	১,১১	১,১১	৪,৩৩	৩৮,৩৩	১,১৩	৮ ৩
"	১৮	১,১৩	১,৩৩	৪,৩৩	৪৬,১৩	১,১৩	৮ ৩
"	২৬	···	···	৪,৩৩	৩৮,৩৩	১,১৩	···
১৯৪২							
জানুয়ারী	১	···	···	৪,৩৩	১৩,১৩	১,৩৩	···
"	৮	৪,৩১	৪,৩৩	৪,৩৩	১৩,১৩	৪,১৩	৮ ৩
"	১৫	১,৩৩	১,১৩	৪,৩৩	১১,১৩	৪,১৩	৮ ৩
"	২২	৪৩	৭৩	···	১১,৩৩	···	৮ ৩

পরিশোধ্য ট্রেজারী বিল

১৯৪৮					টাকা
ফেব্রুয়ারী	১৪	···	···	···	৪,১১,৩০,০০০
ফেব্রুয়ারী	৯	···	···	···	৪,৩৩,৩১,০০০
"	১৩	···	···	···	৪,৩৩,৩৩,০০০
"	১৯	···	···	···	১,১১,৩৩,০০০
"	১৬	···	···	···	১৩,৩৩,০০০
মার্চ	৪	···	···	···	৩১,১৩,০০০
"	১১	···	···	···	১,১১,১৩,০০০
"	১৪	···	···	···	১,৩১,১৩,০০০
এপ্রিল	৪	···	···	···	১,৩৩,৩৩,০০০
"	১৯	···	···	···	৭৯,১৩,০০০
				মোট	৩১,১৩,১৩,০০০

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়া—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
দায়—			
নোট বিভাগের দেনা	১৩,১১,৩১	৪১,১৩,৩১	১১,১৩,৩৩
অন্যান্য দেনা	১১৩,১১,১১	১১,৩৩,১১,১১	১৩৪,১১,১১
মোট	১১১৪,১৩,১১	১১১৪,৩১,১৩	১১১৮,১১,১৩
সম্পত্তি—			
ক। বেসের ও স্বর্ণ মোজা			
(১) ব্রিটেন ···	৩৪,৩১,১৩	৩৪,৩১,৩১	৩৪,৩১,৩৩
(২) ব্রিটেনের বাহিরে ···	···	···	···
ইণ্ডিয়া সরকারী	১১৩৩,৩৪,১৩	১১৩৩,৩৪,১৩	১১৩৩,৩৪,১৩
মোট (ক) ···	১১১৩,১৩,৩৩	১১১৩,১৩,৩৩	১১১৩,১৩,৩৩
(খ) রূপার মুদ্রা ···	৩৩,১১,১৩	৩৩,১১,১১	১৩,৩৩,১৩
মুদ্রাবলম্বী, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও			
অন্যান্য বাণিজ্যপত্র	৪১,৩৩,৩৩	৪১,৩৩,৩৩	৪১,৩৩,১১
মোট	১১১৩,১৩,৩১	১১১৩,৩৪,১৩	১১১৩,৩১,১৩

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অন্যান্যদের মূলধন ···	৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল ···	৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩
আমানত—			
(ক) সরকারী সরকার			
(১) তাহাতে ···	৩১,৩৩,১১	৩৩,৩৩,১১	৩৩৩,৩৩,১১
(২) পাকিস্তানের ···	৮,১৪,১৩	৮,১৪,১১	
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(১) তাহাতে ···	১১,১৩,৩১	১১,৩৩,১৪	১১,১১,১১
(২) পাকিস্তানের ···	১,১৩,৩৩	১,১১	
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৩৩,১১,১১	১১,১১,১১	১১,৩৩,৩৪
(ঘ) অন্যান্যের	৪১,১৩,১৮	৪৩,৩৩,১৩	১৩,১১,১১
(ঙ) অন্যান্য সরকারের	···	···	৩৩,৩৩
মোট তহবিল	৪,৩৩,৩৩	৪,১৩,৩৩	৪,৩৩,৩৩
অন্যান্য দেনা	১১,১৩,১১	১১,১৩,৩৪	৮,৩৩,৩৩
মোট	৪১৪,৩৩,১১	৪১৫,৩৪,১৩	৫৩৩,৩৩,১৪
সম্পত্তি—			
মোট	১১,১১,৩৩	৩৩,১৩,৩৩	১১,১৩,৩৩
বাজার হুণ্ডী	১৩,১১	১১,৩৩	১১,১১
স্বল্প মুদ্রতের হুণ্ডী	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩
অন্যান্য হুণ্ডী			
(ক) আমাদানীর	—	—	—
(খ) রপ্তানির	—	—	—
(গ) ভারত সরকারের			
ট্রেজারী বিল	১,৩৩,১১	১,৩৩,১১	১,৩৩,৩৩
বিনিময়ের জন্য	৩১১,১১,৩৩	৩১১,১৩,১১	৩৩৩,৩৩,১১
সরকারের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা	১১,১১,৩৩	৩,১৩,৩৩	৩,৩৩
অন্যান্য আমানত ও হিসাব	১,১৩	৫,১৩	১,১৩
অন্যান্য সম্পত্তি	৮,১৩,১১	৮,১১,১৪	১১,১৩,১
মোট	৪১৪,৩১,৩১	৪১৫,৩৩,১৩	৫৩৩,৩৩,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
দায়—			
প্রতিশ্রুত মূলধন	১১,১১,৩৩	১১,১১,৩৩	১১,১১,১১
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৩৩,১৩	৫,৩৩,১৩	৫,৩৩,১১
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৩৩	৯,১১,১৩	৯,১১,৩৩
স্থায়ী আমানত			
চেকযোগ্য হাল	১১৩,১১,১১	১১৯,১৩,৩১	১৩৩,১৩,১১
অন্যান্য আমানত হিসাব			১৩,১৩,৩৩
বিবিধ ···	৪১,৩৩	১,১৩,৩৩	১৩,১১,৩৩
মোট	১৩৩,৩৩,৩৩	১১১,১১,৩৩	১১৮,৩১,১১
সম্পত্তি—			
ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের	১১১,১১,১১	১১৩,৩১,১১	১১৩,৩৩,১১
অন্যান্য আমানতের			
বিনিময়	৪,৩৩,১৩	৪,৩৩,১৩	১৩,১১,১১
ঋণ	১৪,৩১,১১	১৩,১৩,১১	৩৩,৩৩,১১
ব্যাঙ্কার চেকযোগ্য	১৩,১১,৩৩	১১,৩১,১১	৩৩,৩৩,১১
অন্যান্য এবং মোট হুণ্ডী	৩,৩৩,১১	৩,১৩,৩৩	৩,৩৩,১১
CCG ১৩	১,১৩,৩৩	১,১৩,১১	১,১১,১১
বিবিধ—	১,১১,১৩	১,১৩,৩৩	১,৩৩,১১
অন্যান্য হাতের ঘরে	৩,১১,১৩	১,১১,৩৩	১,৩৩,১১
হাতে নগদ			
ও বিদেশী ব্যাঙ্কের দেনা	৩৩,১৩,১১	৩৮,১১,১৩	১৩,৩৩,১১
মোট	১৩৩,৩৩,১৩	১১১,১১,৩৩	১১৮,১১,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ওকশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
প্রতিশ্রুতির দেনা			
(ক) ভারতে	১১১,১৩,১১	১১১,১৩,৩১	১৩৩,৩৩
(খ) পাকিস্তানে	১৩,৩৩,১১	১৩,৩৩,১৩	
বিল্স সমাদরে দেয়			
(ক) ভারতে	৩১৩,১১,৩১	৩১১,৩৩,১১	১৩১,১১
(খ) পাকিস্তানে	১১,৩৩,১১	১১,১১,৩৩	
দেনা নগদ টাকা			
(ক) ভারতে	৩৩,১১,১৩	৩৩,১১,৩৩	৯,১৩,৩৩
(খ) পাকিস্তানে	৯,৩১,১৩	৯,৩৩,১১	
হিসাব বাবদ দেয়	১৩,১৩,১৩	১১,৩৩,১১	১১,১১,১৩
ঋণ			
(ক) ভারতে	১১৯,১১,৩৩	১১১,১১,১১	১৩১,১১
(খ) পাকিস্তানে	৩৩,৩১,১১	৩৩,১১,১৩	
অন্যান্য দেনা			
(ক) ভারতে	১৩,১১,১১	১৩,১১,১৩	৯,১১,১
(খ) পাকিস্তানে	১,১৩,১৩	১,৩১,৩৩	

মৌখ প্রতিষ্ঠান

ঘের নাম	আবাদীকৃত ক্ষেত্রফল (একরে)	গড় ও সম্ভাব্য ফলন	প্রতি একরে আবাদীকৃত বৃক্ষ	বয়স	সর্বমোট	বাজার দর					শেষ বছর
						১২/১/৯৬	১১/১/৯৬	১০/১/৯৬	৯/১/৯৬	৮/১/৯৬	
ব্লক-এ											
বাদাম	...	১,১১,২১,৮০০	১,১৪,৪৯,৩১৯	১৮	৬৯০(গ)	৩৪১	৩৯৯-৪০৯/০	৩৯৯-৪০৯/০	৩৯৯-৪০৯/০	...	৩৯৯-৪০৯/০	...
	...	৪১,৩৩,৭০০	৩৮,৪৪,৩৯৯	১৮	১৮০(গ)	১৩৩৩	...	১১৯০	...	...	১১২/৩-১১৬/০	...
ব	...	১,৩৫,১৩,৩০০	৯৯,৩৫,১১,১৯৯	১১	১৯৩০(গ)	৩৩১	৩৯৯	...	...	...	...	...
...	...	৪১,৩০,০০০	১,৩০,১৯,৩৩৯	১৩০	১৩৩০(গ)	১/৩৯	...	...	...	...	...	৩৩০/(গ ব
	...	৩৯,৩১,৮০০	১৫,৩৩,০০০	৯	৫৩০(গ)	১১/৩	১১৩-১১/০	...	১১/৩	...	...	...
	...	১৩,১১,৩০০	১৩,১১,১১৯	১	৯৫(গ)	৩৫৯	১৯০-১১/০	১৯০-১১/০	৮/০-১১/০	...	৯/০-১১/০	...
বাদাম	...	৬,৩৩,৩৩,৩৩০	৩৬,১৯,৩৩০	১০	৯০৩(গ)	১১/৩৩	৩১/৩-৩২/০	৩১/৩-৩২/০	৩২/০-৩১/০	...	৩১/০-১১/০	...
ব্লক-বি											
নারি	...	১১,১৩,৩৩০	১৩,৩১,৩০০	১৩	১৯	১১/৩১	...	...	...	...	...	৩৩৯৩
	...	১১,৩৩,১৯০	১৯,৩১,০০০	১০	১৯	৩/১৯	...	৩১/০-১৩৩৩	...	...	...	...
মা	...	১,৩৩,৩৩১	১,১৪,০০০	১৩	১৯	১১/১৩	...	...	...	...	...	৩১৯
	...	১৩,৩১,১৩৩	... ...	১৩০	...	১/৩৩	...	...	...	...	...	...
	...	১৩,৩১,১৩৩	১,৩১,০০০	১৩৩	৯০(গ)	১/৩১	...	...	...	...	...	৩১/৩
	...	১,১১,৩৯৯	১,৩০,০০০	১৩৯	১৯	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩৩৩
	...	১,১৩,০১৯	১,১১,৩৩০	১৫১	৯৩	১১৯	...	...	...	...	...	১৯
	...	১১,১৩,১৯০	১১,৩১,১৯১	১৯	...	১৩/৩৯	...	...	...	...	...	৩১৩৩
	...	৩,৩৩,৩৩০	৩,৩১,৩৩৯	১৩	১৩	৩/৩৩	...	...	...	...	...	৩১৩৩
	...	১,১১,১১১	৩,৩৩,০০০	১৩	১৩	১/১১	...	...	৩১/৩	...	...	...
	...	৩৩,৩১,৩৩৩	১,১১,৩৩,৩৩৯	১৩	৯০	১১/৩৩	৩১৩-৩১৯/০	৩১৩-৩১৯/০	৩১৩-৩১৯/০	...	৩১৩-৩১৯/০	...
	...	৯০,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,১১,৩১৯	১৩০	১১	৩/৩১	৩৩০	৩৩০	৩৩০-৩৩৯	...	৩৩০-৩৩০	...
	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১১,১৩,৩১৭	১৩	(১/৩/৩৯)	৩৩৩	...	৩১/০-৩১৩	...	...	...	...
	...	১১,৩১,৩৩৩	১৫,৩৩,৩৩১	১৩	...	৩/৩৯	...	...	...	...	৩১	...
	...	১৩,৩০,৩৩৩	৩,১৩,০০০	১৩	১৩৩	৩/৩৩	...	...	...	...	...	১১
	...	১,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩	১৩	১৩	৩/৩৩	...	...	...	...	...	১১ (১ ব
	...	১,১৩,৩৩৩	৩,৩১,১৫১	১	১১/০	৩৩৩	...	...	...	...	...	১১
চুল	...	১১,১৩,৩৩৩	১,১৩,০০০	১৫	১	১/৩১	...	...	...	...	...	৩/৩৩
ঘি	...	৩৩,০৩,৩৩৩	... ...	১৩	...	৩৩৩	১৩৯/০-১৩৯/০	১৩/০	১৩৯/০	...	১৩৯/০-১৩৯/০	...
ব্লক												
	...	১১,৩৩,৩৩৩	৩১,৩৩,০০০	১৩	১৫	৩৩১	৩১/০	৩১/০	৩৩-৩৯/০	...	...	...
বিল	...	১৩,০৩,৩৩৩	১১,১৩,০০০	১৫০	১/৩	৩৩১	১১১/০-১১৩/০	১১১/০-১১৩/০	১১১/০-১১৩/০	...	১১১/০	...
	...	৩৩,৩৩,৩৩১	১৩,১১,১৩০	১৫০	১৩(গ)	৩৩১	...	...	১৯	...	...	...
	...	১১,৩৩,০০০	১১,১৯,১৩০	১০০	৯	৩৩১	৩৩১	৩৩১	...	...	...	...
	...	৩৯,৩১,৩৩৩	৩১,৩৫,০১৯	১৩	১১(গ)	১১৯৩	...	...	...	...	...	...
	...	৬,৩৩,০০০	১৯,১৩,১৩৩	১৩৩	১৩	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩১
	...	১১,৩৩,০০০	১,৩৩,১৯১	১৩	৫০(গ)	১১৩৩	১১৯-১১৯/০	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	শেয়ার ও অর্থের পরিমাণ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	বন্ধ হওয়ার তারিখ	শেয়ারের	বাজার দর ১৯১১ইং	১৯১২ইং	১৯১৩ইং	শেষ বছর
চট্টগ্রাম										
অমৃতসাগর	...	১০,০০,০০০	৯৯,১১,০০০৲	১০০	১০৲	১৮ ৫১	...	...	৬৫৲	৩১২৲(৩১৫)
ইউনিয়ন	...	১৮,০০,০০০	৯৯,১১,১৮০৲	১০০	১১৳০	১৯৳	...	...	...	৩৯৲
ইন্ডিয়া	...	১৫,০০,০০০	৯০,৯৫,১১১৲	১১১	৯৫৳	৩৫১	...	...	...	...
ওরিয়েন্টাল	...	৯০,০০,০০০	৯৯,৯৯,০০০৲	১০০	৭১৳	৭৫১	...	...	...	৩৩৩৲
ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া	...	১০,১১,১০০	৭৯,১৯,০৫১৲	১০০	১৲	৩৫১	...	৫৯০৲-৬১০৲	...	...
ওয়েস্টার্ন	...	১,১০,০০০	১৯,৯১,০০০৲	১	৫৳	৭১৯৩	...	...	...	১১৫৳
কমার্শিয়াল	...	১৯,০০,০০০	৭১,৯৫,৪৯৩৲	১০০	১১৫৳	৩৫১	...	...	...	৩৩৫৲
কাঁসারিপাড়া	...	৯০,০০,০০০	৭১,৯১,৩৫৩৲	১০০	১১৲	১৯১	...	...	৬৫৲	...
কিনিমন	...	৬৯,৯০,০০০	৯৫,৯৯,১১৮৲	১০০	৯৫৲	৯৫৩	...	...	...	...
কেমেডিন	...	১১,০০,০০০	৯১,১৯,০০০৲	১০০	৯০৲	৩৫১	...	...	...	৬৯৩৲
কার্নিভালিয়াস	...	১,০০,০০০	১৮,৯১,৩৯২৲	১০০	১১৲	৭৫৩	...	...	...	৫৮৩৲
কোল	...	১,১০,৬০০	১১,৩৫,০০০৲	১০	৯১০	১৫১	...	১৪৳৩	১৫৳০	...
গ্রাইন্ড	...	১৯,০০,০০০	১৯,১১,১০০৲	১০	১৯০	৯৫৩	...	...	...	৯১৲
চৌমুহনীপাড়া	...	১০,১০,০০০	৭৫,৯১,৩৯৯৲	৩০০	৭১৲ (খ)	১১৫১	...	...	...	১৩৩৲
চৌরীপুর	...	১১,০০,০০০	৯৫,৯১,১১০৲	১০০	১০৲	৭৫১	...	১১৫৲	...	৭১৫৲
ন্যাংরেন্ড	...	১৯,৯১,১০০	১১,৩৫,৩১৯৲	৩০০	১১১৩	৭৫১	১১৯৲	...	...	১৯০৲
ইংলন্ডী	...	১৯,১১,৯০০	১,৭১,৯১,৩৫৩৲	১৭০	৯৲	৩৫১	...	১৯০৲	...	...
ফেন্সী	...	১৫,০০,০০০	১১,৩১,১১১৲	১০০	১৩৲	১১১৲	...	...	...	৯৯১৲
বর্মিয়া	...	৯৯,১১,০০০	৯৯,৯৯,৯৯৲	৫১	৯৲	৯৫১	...	...	১১৫৳-১০৫৲	...
ব্রিস্বাই	...	১৫,০০,৯৯০	৯৯,৯৯,১০০৲	১১০	১০৲	৯৫৯	...	...	...	৬৫৫৲
ভাসমান	...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১১,৯৯৫৲	১১	১৩	৫৫১	...	...	...	৩১২৲/৯০৩৯৳
মেসিয়েন্সী	...	৫১,০০,০০০	৯,১৫,০০০৲	৯	৯৩	৭৫১	৮৩৲/০	৮৩৩-৮৩৫/০	৮৳০-৮৩৩/০	...
মেসার্স ইন্ডিয়ানিয়ান	...	১৫,০০,০০০	৯৯,৯৯,৩৯৯৲	১০০	১০৲	৯১১	...	...	...	১৮৫৲
মেসার্স রাইটার	...	২১,০০,০০০	১,০৯,৯৯,৯০৩৲	১০০	১০৲	৯১১	...	...	৬৫৳	...
রয়েলবন্দ	...	৯,১১,০০০৲	৯,৫১,০০০৲	৫৭১	৭৫৳	৭৫৩	৭৫১-৭৮০৲	...	...	...
বার্মা	...	৯০,৯০,০০০	৯৫,৯১,১৫১৲	১০০৲	৯০০	৯১৫	...	...	...	৮৩০৲
বিজয়	...	৯০,১১,০০০	১৯,৯৫,৫৯১৲	১০	১১৲ (খ)	৭৫১	...	...	...	৩৯৯০
বিলাতাব	...	১৯,৯৯,০০০	৯১,১১,৩৯০৲	৯৯	১৯৩	১১৫	...	...	...	...
মেসার্সিয়ান	...	১০,০০,০০০	১১,১৯,১১০৲	১০০	৭৲	৯৫১	...	...	...	৩৯১৲
ব্যাঙ্কারিয়ান	...	৯৯,৯০,০০০	১৯,৯৯,০০০৲	১০০	৯৲	১১৫	৫১১৲-৫১৯৲	...	...	...
বাহরী	...	১১,১৯,০০০	১,০৯,১৯,৫১১৲	১৯	১৯০	৯১১	৯৫৩-৯৫৯/০	৯৫১-৯৫৯/০	...	...
বাহরী	...	৯,৯০,০০০	৯৯,১৯,৫৯৯৲	১১	৯৲ (খ)	৫৭৯	...	...	...	৩৯৲
বৃহস্পতির	...	৯০,৯৯,০০০	১১,৯৯,৯৫৩৲	৭৯	৯৫৩	৫৭৯	...	...	১৫	৫৫৩০
ভৈরবাণী	...	১১,৯৯,০০০	১৫,৯৯,০০৯৲	১০১	১০৲	৫৫১	...	...	...	৩৯৩৲
চট্টগ্রাম										
ছত্র ইন্ডিয়া	...	১০,০০,০০০	৯,৯০,০০০৲	১০	১৯০৩	৯৫৯	...	৫৩৯৩	১১৫	...
ডিনা	...	৯,১৯,০০০	৯,৯১,১৯৫৲	১০	৯৫৩	১১৩৯	...	...	...	৩৭৲
মুকুন্দ	...	১,১০,০০০	১,৯১,০০০৲	১০	১১৩	১৯৩৯	...	...	...	১৯৫৫৩
...	...	১১,১৯,০৯০	৯,১৯,০০০৲	১০	৯১৩	১১৯৩	...	...	১১/০-১১/০	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নাম												

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল, ক্ষমা করো সবে, বলে গেল, ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবু বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ-নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
কি ঘোরের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সহসা হারায়ে
মর্মবেদনার ভারে
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো॥

—রবীন্দ্রনাথ

আর্যিক ভারত

[বর্ষ ১২শ সংখ্যা] [illegible] [illegible] ১৩৪৮ মূল্য ।

বাপুজী

মর্মন্তুদ পরিবেশে বাপুজী লোকান্তরিত হইয়াছেন, যে বিশ্ববিধাতার নিকট তাঁহার জীবন একটি প্রথমের মত ছিল সেই বিশ্ববিধাতার স্নেহময় অঙ্কে বাপুজী এইবার স্থানলাভ করিলেন। তাঁহার সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনের চরমতম সেবার দ্বারা এই আত্মাহুতির দ্বারা অর্জ্জন করিলেন, কিন্তু চরমদানের সময়ে ভারত-ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া গেল।

আজ শত চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত শোক প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। দুই চারি, দুই বেলাতে হয়ত ছাপা কথা বাহির করা যায়, কিন্তু অন্তরের এই নিকট বিয়োগকে সাজাইয়া গুছাইয়া সাধারণে প্রকাশ করা তত সহজ নয়। জাতির জীবনে যেমনই করুণ আমাদের ইতিপূর্ব্বে কম ঘটে নাই, কিন্তু এমন সর্ব্বগ্রাসী শোকের জন্য ত আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। যে বিয়োগবেদনার সমস্ত জগৎ এমনভাবে চাহাকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, কেবলই মনে হইতে থাকে যুগের ইতিহাস যেন একেবারে নিটোল শূন্যতায় শেষ প্রান্ত অবধি পূর্ণ হইয়া গেছে তাহার পরিচয় ত আমাদের ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল না। কিন্তু ইহারই সাথে যখন একথাও মনে হয় যে আমাদের এযাবৎ উপলব্ধি সৃষ্টিমের জনসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ভাষিত ধর্মনিষ্ঠা, উচ্চনীচ, আবালবৃদ্ধবণিতা নির্ব্বিশেষে এই অনুভূতি সমবেদক ও সংক্রামিত তখন এই নিরাকার বেদনার মাঝেও গর্ব্বের সহিত ইহা স্মরণ করি, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি এতবড় আর কোথাও ছিল? তাই আজ বেদনাবিধুর চিত্তে কেবলই নিজেদের প্রশ্ন করিতেছি, পৃথিবীতে এমন করিয়া কে পাইয়াছিল, এমন করিয়া কে হারাইয়াছে? সব পাইয়া, সব হারানোর যে দুঃসহ শোক তাহাকে আজ আমরা কিরূপে অতিক্রম করিব?

কিন্তু এই মহাক্ষতির অনুভূতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের বক্ষক্ষীত হইয়া আত্মঘোষণা চলিবে না। এখন হইতে যদি আমরা নিজেদের শক্তিমান করিয়া না তুলিতে পারি, সত্যের সুদৃঢ় পথে যদি আমাদের যাত্রা অব্যাহত না করিতে পারি, প্রীতি ও প্রেমের সরণিতে যদি অবিচলিত পদে অগ্রসর না হইতে পারি, তাহা হইলে যেই মহাপুরুষ অহর্নিশ শিব ও সুন্দরের আরাধনায় আমাদের কোন অধিকার রচিবে না, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার নিজেদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না, মহাপ্রস্থানে লোকানুভূতি আমাদের নিরর্থক হইবে।

ইতিহাস ও ভূগোলের পৃথিবীর মতভেদী ভূমি, ভারতবর্ষের জন্য, আমাদের জীবনের সাধনাস্বরূপ যেই বিরাটকায় মহাপুরুষের অনুভূতিমুখী চিত্তে, জীবন্ত নেত্রে আমরা দেখিয়াছি আজ যাঁহাকে হারাইয়াছি, প্রার্থনা করি আমাদের জীবনে যেন তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, আকাঙ্ক্ষা করি আত্মাহুতির বিনিময়ে যে মহাসম্পদ তিনি বিশ্বের জন্য রাখিয়া গেলেন, পৃথিবী যেন তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে। আজ বেদনার চিত্তে বারংবার তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করি, তুমি ভূমাধিপ ছিলে না, তুমি ছিলে ভাবাধিরাজ যে আমাদের চরমতমের অধীশ্বর, কেবলোকে হইতে তুমি আমাদের পরিচালিত কর। পথ যেন না বিস্মৃত হই, তোমার প্রেরণিত বক্ষ হইতে যেন না বিচ্যুত হই। হে মহাত্মাজীর মহাত্মাপদ, আমাদের ঔদ্ধেলিত হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত প্রণাম গ্রহণ কর।

মহাত্মার শেষ ব্রত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগে যুগে বৈবাং এই সংসারে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই, কত পাঁজর কত বৈত্ত, কত লোক শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি, দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন আমরা ভালো করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অসাড়, অভ্যাস বিধিবদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। মনের সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো, উপরেই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

নিজ জ্ঞানী, গুণী, কবির তপস্যা তাঁদের কেউ সহজ নয়। কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এঁরা তিনি বুঝতে কঠিন লাগে না, কেউ ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা নিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসার অন্তর একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে, তিনি আমার। তাঁর ভালোবাসার উচ্চনীচের ভেদ নেই, মুখ-বিমুখের ভেদ নেই, বন্ধু শত্রুর ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে। সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন শুধু কথার নয়, বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত বার তাঁকে মৃত্যুর দ্বারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত বার পেয়েছেন, তিনি কিছু বলেন নি, কখনো ত্রাস করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, সহ্য দেখে। তাঁর সঙ্কট নিত্য হল, কিন্তু জোরজবরদস্তিতে নয়, ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে টেনিবার জন্য দেখা দিয়েছেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারো কারো হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জানো সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জানে, সমস্ত ভারতবর্ষ কী মন্ত্র করে তাঁকে ডাক দিয়েছে, একটি নাম দিয়েছে, মহাত্মা। কোন মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়ে তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আ ছোট, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি, ঘর সংসারের চিন্তায় যাদের মন আ তারা ক্ষীণাত্মা। মহাত্মা তিনিই সকলের সুখ দুঃখ তিনি আপ করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে তিনি আপনার ভালো জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থ আমাদের মাঝে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য আ বলা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য বৈবাং মেলে। সেই প্রেম যাঁর ম প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে নি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁধা হয়ে গেছে আমা মন। মহাত্মাকে স্বীকার করতে তাঁকেও দিবা সংসার আমাদের জা বিধি ভেঙে না মানতে পারি, তাই নাকি, তাঁকেও দূরে রেখে এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটিকে নিতে পারলুম এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

ইংরেজ পড়েছি, আচেরনিস্ট ছিলিয়ন বাঙলাটাকে শক্ত মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু মেরে? যিনি প্রাণ দিয়ে কথা পথ খুলে দিতে আসেন সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার সকলের চেয়ে বড়ো মার নেই। কী অন্ধ বেদনা অন্তরে করে নি আজকের দিনে মুষ্টি-ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেই ব্রতকে যদি আ স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না? আমা ছোট মনের সঙ্কোচ, তাঁকেও আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব গ্রহণ করতে পারব না তাঁর বল? এত সঙ্কোচ, এত ভীরুতা আমাদে সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের সেই তাঁর মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার লোহার শিকল দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারেনি। সেই তি এসেছেন আজ আমাদের দ্বারখানে। আমরা যদি ভয়ে পিঁ পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যু গ্রহণ করেছেন, ছোটোবড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সা তাঁর সেই শক্তি আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের বাক্যে। অ যেন আজ সভা ছেড়ে বলতে পারি, ভুমি যেয়ো না, আমরা কলঙ্কের তোমার ব্রত। তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে

আমরা এই কথাই বলে থাকি, যে বিদেশীরা আমাদের শ করছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার ম সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বি আমাদের জন্য শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, আপন মরণ দিয়ে আমাদের জয় হরণ করতে এসেছেন। সেই

বিদেশী মনীষীর চোখে গান্ধীজী

ইংলণ্ডে আপনার কণ্ঠস্বরের সংবাদ তুমিবার এই প্রান্তে আমাদের কাছেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্তমান সময়ে যেসব মহৎ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে তাদের মধ্যে ইঁহাকে সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়াই আমি মনে করি এবং কেবলমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপই অভিহিত নয়, সমস্ত জগতের পক্ষেও সে-কাজ অপরিহার্য বলিয়াই স্থায়ী হইবে। —কাউন্ট লিও টলস্টয়

• • • •

অনেকে গান্ধীকে সাধুর অবতার বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি কপট এবং টলস্টয়ের নব সংস্করণ, সত্যাগ্রহ পথ ও মার্গকে ছলে ভুলাইয়া তিনি মানুষকে প্রকৃতির কোলে আদিম জীবনে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন। আমলনরা তাঁহাকে অস্বীকার এবং ঘৃণা করিয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমি এই দুইটিভাবনাকে দেখিয়াছি, শহর এবং গ্রামের সকল চাষীরা তাঁহাকে ভক্ত ভালবাসিত। পশ্চিমের সকল মানুষের জন্য, তাহাদেরই বীভৎসিত দৃশ্যাবলীর মাঝে তিনি আসিলেন মহাত্মা গান্ধী। মনুষ্যত্বের সাধু সঙ্কল্পের সঙ্গে তাঁহার নাম গাঁথা রহিল, এই শতাব্দীর পুরুষের জ্যোতিষ্কিরণ হইল পৃথিবীর ঘোরে ঘোরে।

একটী কথা হয়তো সত্য যে গান্ধীর আদর্শ অসম্ভব করিবে, মন তার মাঝে মাঝে দুই এবং বুদ্ধ অবতারের মত নূতন নূতন অবতারের মতো মত প্রচার করিবে। অবশেষে এমন একজন অবতারের মধ্যে তার আদর্শের চরম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইব, যিনি অর্দ্ধেক মানব এবং অর্দ্ধেক দেবতা। যার মধ্যে মুর্ত হইয়া উঠিবে সেই জীবনের আদর্শ যারা নূতন মানবকে লইয়া যাইবে নূতন পথে।

—রোমাঁ রোলাঁ

• • • •

তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সাধারণ মানুষের মনের লইয়া ইউরোপের পরশক্তির সমুখীন হইয়াছেন এবং বিজয়ী মহত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছেন।

ভবিষ্যৎবংশীয়েরা হয়ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, তাঁহার মত শক্তি কখনও এক মানবের দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।

—আইনষ্টাইন

• • • • •

গান্ধী শুধু একজন মানুষ নন, তিনি একটী প্রাকৃতিক বিষয়। —বার্নার্ড শ

• • • •

ভক্তিমার্গের সেবা এবং ভালবাসার সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া ছাড়া ঈশ্বরপূজার আরো কোন বড় উপায় গান্ধী জানেন না। মানুষের মধ্যে মানবতা ও প্রেম সব চেয়ে সত্যকার সেই নিম্নস্তরের মানুষেরই তিনি একজন, তাই তিনি শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদলে ভ্রমণ করেন। তাঁহার জীবনের যেসব ভাগ সবল দুর্লভ

হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল আত্মপ্রসাদ সম্পূর্ণ জীবনের প্রেরণা হিসাবে সবাইকে দান করিলেন —তবুও। —ইয়োসেফ মোস্তাই

• • •

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি শক্তিমদে নিরস্ত্রকারে প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, যিনি তাঁর স্বীকৃত নীতির প্রয়োগে নির্ভীক ও আপোষবিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রেমের সাহায্যে ঘৃণাকে এবং ন্যায়ের সাহায্যে শক্তিকে জয় করা যায়, আর এই আদর্শের সহায়তে তাহাদের জনসাধারণ যাহাতে প্রবল হয়ে, তারই জন্য তিনি সকল শক্তি দিয়া পরিশ্রম করেন। —উইলিয়ম্ উইলিয়ম্ শিয়ার্সন

• • •

মহাত্মা গান্ধী ভারতের একজন আদমকর্তা। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অপেক্ষা তাঁহার শাসনকের অধিকতর বিস্তৃত। নূতন ভিত্তির প্রাসাদসদৃশ শাসক সম্প্রদায়ের নাম একদিন বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু গান্ধীজীর স্মৃতি যুগ যুগান্তরেও লক্ষকোটি ভারতের চিত্তে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

ডারবিশায়ার ও হোসকরাজের চতুর্দ্দশীর সমস্ত কটুতিক্ত ঘৃণার বিলীন হইয়া যাইবার অনেক পরেও অনাগত ভারতের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ যদি মহাত্মা গান্ধীর নামের সঙ্গে খ্রিস্টকিকে পরিচিত করিয়া তুলিবেন।

ইহার তাৎপর্য এই যে, শাশ্বত সত্যে ভিত্তি করিয়া মহাত্মা গান্ধী এক আধ্যাত্মিক সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভগবানের রাজ্যে ইহার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রবিবারকে পীড়ন করিয়া এই সৌধ গঠিত হয় নাই, ইহাদের প্রতি প্রেম এবং সেবাই ইহার প্রধান আশ্রয়। সাম্রাজ্যিক শক্তির আক্রমণের এখানে নাই। মানবাত্মার পক্ষে সমরে এমন পরিপূর্ণ। বর্ম অথবা কাঁটাবেষ্টনের স্থান ইহা নহে। কোন প্রকার বর্ণবিদ্বেষক মতবাদের এখানকার নীরবতা ব্যাহত করিতে পারে না। অন্তরের মধ্যে ইহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত।

সি. এফ. এণ্ড্রুজ

• • • •

গান্ধীর জীবিতকালেই তাঁর নাম ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া আমাদের সকলের বর্তমান সময়ে জীবনের একটি পরিবর্তনরূপে পরিচিত হইয়াছে। অন্যায় ও অন্যায় শক্তির মাঝখানে এই জীবনধারার মূল্যই আমার কাছে সব চেয়ে বেশী।

• • • •

ভারতবর্ষ কি ? এ প্রশ্নের উত্তর, গান্ধীজীর জীবন।

—পার্ল এস. বাক

• • •

যখন রোমাঁর কথা ভাবি তখন মনে হয় টলস্টয়ের কথা, যখন মেসিনের কথা ভাবি তখন মেসোলিয়াসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু যখন আমি গান্ধীর কথা ভাবি তখন আমার মনে উদয় হয়

প্রতিনিধিরই গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ দুদণ্ড আলাপের মনে আসে। যীশু খ্রিষ্টের অবতরণের প্রতিশ্রুতি তিনি প্রেমের ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকারে বিধান দিয়াছিলেন, তিনি ধরণীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের জন্য অর্থবৈভবকে নিরাসনমুক্ত করিয়া তপস্বীবেশে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজীও তাহা করিতে চাহিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সত্যের যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির অভাবে সর্বত্র তথা দিয়া আমি বলিতেছি, যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে গান্ধী একসঙ্গে বসিবার যোগ্য ব্যক্তি। এ উভয় প্রেম প্রেম ও সেবের অবতারদের জীবনী লিখিয়া বিয়াছেন কেহই করিয়া যদি এই দুটি মানুষের জীবনকাহিনী পাশাপাশি লেখা হইত, তবে কোথায় কি আসল মিল আছে উভয়ের জীবন-ধারার মধ্যে।

—বেভারেণ্ড ফোক্স্

• • • •

যদি কখনও যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়া যায়, তবে তাহা এই মানুষটির বিষয় ধারণা হইয়াছে। —লিউয়েলিন লাইয়েল

• • • •

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসের প্রথিত একজন মহান ব্যক্তি হইয়া থাকিবেন কারণ তিনি দুটি বিশ্বের মূলের ঠিক মাঝখানে আবির্ভূত হইয়াছেন একদিকে তিনি আছে ভারতের সমুদয় মূর্ত বিশ্বাস, অন্যদিকে তিনি আছে আধুনিক যুগোচিত মননশক্তি।

নূতন যুগের মানুষ বইতে যা জানে, যার মনে মর্ম এবং মর্মের দুই শক্তিই সম্মিলিত হইয়াছে অন্তরে কোন মানুষের চেয়ে এই নূতন শক্তির সম্ভব প্রথম করিয়া দিয়া দুই যুগের সন্ধিক্ষণে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন সেই মহাত্মাই নাম গান্ধী।

—কাউন্ট কেরোল কাইসারলিং

• • •

অনেক তাঁহাকে নিজের পর বিশ দেখিয়াছি তাঁহাকে দেখিয়াছি জেলের আসে বসিয়ে, অন্তরঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়াছি সভাস্থলে, যখন তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াছি নগরের—ছোট ছোট মেয়েদেরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, হরিজন পল্লী বসিয়া আছেন তিনি একজন মুসলমান প্রজাসাধারণ বসিয়ার ঘরে আঙ্গনের পাশে তাঁহাকে দেখিয়াছি সেই ছেলে পালেরে মধ্যে মহাত্মাজী এবং অন্তরঙ্গদের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি সব সময়েই তাঁহার সেই একই ভাব।

—মুরিয়েল লিষ্টার

• • • •

সমুদ্র পার হইতে আমরা মহাত্মাকে সর্বজনা জানাই আমাদের কাল সময়ে তিনি আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন, নিজের জীবন দিয়া এই যুগে পরিচয় করিয়াছেন—তার জন্য বন্দনায় দিই তাঁহাকে

—আর্থার জীব

ধরিত্রী একথা বলিতে আমার কুণ্ঠার সীমা নাই, তবু স্বীকার করিতেছি যে, মিঃ গান্ধীর অপেক্ষা ও মহত্তর এই যুগ প্রতিদ্বন্দ্বী, অসাধারণ কুশলী, তেজ কূটবুদ্ধি রাজনীতির এমনই দুটি প্রতিনিধি [illegible] আর কাহাকেও জানি না।

—মি রাইট রেমারেক রোমাইটিজেস

• • • •

সংসারের লোক মনে করে, শত্রু বাহিরেই থাকে। আর মানুষ যে শত্রু হইতে সেল তাহাকে বাহিরেই রাখিবে। শত্রু শত্রু এবং দুশ্চিন্তার—

মানুষ দুশ্চিন্তা আর অনেকের বিরুদ্ধে এই দুইয়ের একটা হিসাব দেখিতে পাই [illegible]।

—মেরিটা এলি

• • • •

[illegible] অন্ধকার ঘর অন্ধকারেরই যাদব-হিয়ে [illegible] ঘুম ভাঙিয়া অন্ধকারের দীর্ঘ অন্তরের ইঙ্গিতগুলি [illegible] অন্ধকার অন্ধকারের ঘুম [illegible] অন্ধকারের [illegible] অন্ধকারের [illegible] অন্ধকারের

মহাত্মাজীর শেষ রচনা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের সর্ব-প্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস অহিংস নীতি অনুসরণ করিয়া বহুবার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার পর বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইতে দেওয়া চলে না। একমাত্র নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস ধ্বংস হইতে পারে। প্রার্থনা বস্তু ক্রমবর্ধনশীল—অতএব ইহার ধ্বংস অবধারিত। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও ইহাকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাজনৈতিক বন্ধন হইতে মুক্তি অপেক্ষা, শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অধিকতর জরুরী। কারণ উহা সংগঠনমূলক—উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বাহ্যাড়ম্বর ইহার মধ্যে কিছুই নাই। প্রকৃত গঠনমূলক পরিবর্তনকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে নরনারী নির্বিশেষে দেশের সকলের সন্তুষ্টসাধন প্রয়োজন।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রাথমিক অধিকার মাত্র কংগ্রেস লাভ করিয়াছে। অগ্নিপরীক্ষা এখনও বাকী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুভকার্যের পথে যাত্রা করিয়া কংগ্রেস অনেকগুলি দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে—ঐগুলি নানেনায় জর্জরিত ও পরগাছাসদৃশ। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা কোনকালেই এক কোটির অধিক হয় নাই—এক কোটি নরনারী যে সদস্য হইয়াছেন, ইহাও অবশ্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করা চলে না—এজন্য কংগ্রেস সদস্য তালিকার সেই বিশেষ রেজিষ্টারটি অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। কোনদিন তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না, এইরূপ লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাত সদস্যের নামের তালিকাসম্বলিত রেজিষ্টারও আছে। তাহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর তালিকার অনুরূপভাবে এখনে কংগ্রেসের রেজিষ্টার তৈয়ারী হওয়া কর্তব্য। উহার মধ্যে যাহাতে কোন ভুয়া নাম না থাকে এবং কোন ব্যক্তির নাম বাদ না যায়, তৎপ্রতিই কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই রেজিষ্টারে জাতির সেবকদের তালিকা থাকিবে এবং উক্ত কর্মীদের উপর যখন যে কার্যের ভার প্রদত্ত হইবে, তাহা তাঁহারা সুসম্পন্ন করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুখ্যতঃ সহরবাসীদের লইয়া উক্ত তালিকা প্রস্তুত হইবে। তাঁহাদের অনেকেরই হয়ত ভারতের পল্লীগুলিতে কাজ করিতে হইবে। পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত কর্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উল্লিখিত দেশসেবকদের আইনসঙ্গতভাবে স্ব স্ব অঞ্চলে নরনারীর উপর আধিপত্য করিতে হইবে। বহু নরনারী ও বহুজন তাঁহাদের যোগাযোগে প্রস্তুত হইবেন। কর্মীরাই সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যেরূপ দ্রুতগতিতে কংগ্রেসের মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে, একমাত্র উল্লিখিত নীতি অনুসরণ দ্বারাই ইহা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস জাতির সেবক—ঈশ্বরের ভৃত্য ছিল। আজ কংগ্রেসকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ভৃত্যদের প্রতিষ্ঠান বাতীত ইহা অপর কিছুই নহে। কংগ্রেস যদি ক্ষমতা লাভের অবাঞ্ছিত কলাকৌশল ত্যাগ করে, তাহা হইলে অচিরাৎ দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

এই সম্পর্কিত আলোচনায় ইহা ভূমিকা মাত্র—শরীর ভাল থাকিলে এবং সময় পাইলে দেশসেবকগণ কিভাবে নরনারী নির্বিশেষে দেশের পূর্ণবয়স্ক সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইতে সমর্থ হইবেন, সেই সম্পর্কে 'হরিজনে' বিস্তারিত আলোচনা করিব।

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে"

[illegible] স্বাধীনতার মূল কথা। বিশ্বের যে জাতিরই সত্যের প্রয়োগের ইতিহাসকেই লিপিত করিয়াছেন। ইতিহাসে ও পুরাতত্ত্বে [illegible] ও প্রত্নকালে এবং সাধারণভাবে অন্যদের ব্যবহারে স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক স্বাধীনতার বিষয়ে ধারণাটির ব্যাপারটাই প্রচার করে। [illegible] স্বাধীনতা কথা হইতেই সত্যাগ্রহী।

স্বাধীনতা কথাটার সাধারণ অর্থ [illegible] হয়। সেই অবস্থা নামক কোনও প্রকার [illegible] যে বলিতের অবস্থার কথা লইয়া ১৯২০ [illegible] স্বাধীনতা প্রথম আলোচনা করেন। [illegible] আমরা দুটি শব্দই স্বাধীনতার বিষয়ে ব্যবহারকালে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে থাকে। [illegible] দেশবন্ধুর দুটি স্বাধীনতার সংকার বৈধব্যাপারে [illegible] করিয়ে [illegible] ফলে অবশ্য ভালোরা এবং [illegible] বিষয়ে ভারতবর্ষের নাবাবরণ [illegible] ভেদ করিয়ে রহিল। স্বাধীনতা কথিত [illegible] হইলেন, তাহাদের নিযুক্তি পাইলেন না [illegible] ভারতবর্ষের দুর্গতির আর [illegible] করিয়ে

[illegible] ভবিষ্যৎ

[illegible] সঙ্গে [illegible] এই অবস্থার [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] ইংরেজ [illegible] ভারতের [illegible] কথিত আছে [illegible] স্বাধীনতা [illegible] অধিকার [illegible] স্বাধীনতা [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] বিষয়ে [illegible] কোনও [illegible] ইহাকে দুইটি আসন দিল।

একটিতে বিসলেন কোনও এক লোক [illegible] বসিল সে বিস্ময়ে বসিল ও আমাকে [illegible] পাশে বসাইল। আমি বুঝিলাম যে [illegible] ইহা কোনও অপমান। কিন্তু এ অপমান [illegible] কেমন করিয়া বলে করিলাম। কেন [illegible] বিষয়ে বলা আমার দ্বারা হইবে না।

[illegible] তিনটার সময় বিসলেন গান্ধীজীর [illegible]। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইখানে [illegible] আমাকে উঠাইতে বলার ইচ্ছা হইল। আমার [illegible] দরকার—একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকা। সৌভাগ্য যে একটি বালক ছুটে চলকের নিকট [illegible] গান্ধিয়া লইয়া আমাদের উপর বিছাইয়া দিয়া [illegible] বলিল, 'আসুন'। [illegible] অর্থে তোমাদের কাছে [illegible] আমিকার সাধারণ নাম।) তুমি এইখানে [illegible] আমাকে চালকের পাশে বসিতে হইবে।

[illegible] অপমান আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। [illegible] ভয়ে ভয়ে আমাকে বলিলাম—তুমিই [illegible] এখানে বসাইয়াছ, সে অপমান আমি সহ্য [illegible]। ……এখন তোমার দুষ্ট যাওয়ার ইচ্ছা [illegible]। সৌভাগ্য তোমার পাশের কাছে আমাকে [illegible] বসিতেছে। আমি ভিতরে যাইতে প্রস্তুত [illegible] লোকটি আমার উপর দৃষ্টি চালাইতে লাগিল ও হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমি নীচের পাশের সিঁড়ির [illegible] আমার উপর এই ধরণের আরো দুর্ব্যবহার দেখিয়াছিলেন। সে আমাকে পাশে বসাইয়াছিল, উঠিতেছিল ও বসিতেছিল আর আমি চুপ করিয়া ছিলাম।"

এই দৃশ্যের বিস্তারই মনুষ্য যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পাদিত ব্যক্তিত্বের গান্ধীজীকে এইরূপ দুর্গতি আরও যে কতদিন সহিতে হইয়াছে। এই সম্পর্কে সকল ভারতবাসীদের মনেই একটা ক্ষোভ বর্তমানেও কেহই ইহার প্রকাশ প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। সকলেরই মনের ছিল অধীনতাপাশের জন্য যখন এই দুঃ প্রয়াসেই অধিকারে পারিয়াছেন, তখন এরূপ অবস্থায় বাসিয়া লইতে তাহাদের আপত্তি করার কিছু সঙ্গত ঠিক নয়। কিন্তু সত্যের সন্ধানী গান্ধীজীর নিকট এই ব্যবহারের অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। কোন কারণেই তিনি কোন অন্যায় মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রতিকারের পথ ঠিক করিতে লাগিলেন।

সংগঠন

গান্ধীজী প্রথমেই লক্ষ্য করিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী বেতনভুক ভারতীয় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে। একদল মুসলমান ব্যবসায়ী আপনাদিগকে আরব বলিয়া পরিচয় দেয় এবং আর একদল পার্সী ব্যবসায়ী নিজেদের পারস্য দেশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ব্যবসায়ী এবং কেরানীর ইহার অধিকাংশই [illegible] শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই তামিল-ভাষাভাষী অথবা তেলিগু ভাষার ভিন্নতর ভারতের একদল লোক আসার পিণ্ডারীরা নামে পরিচিত। ব্যবসায়ের প্রয়োজন ভিন্ন এই সকল ভারতীয়ের মধ্যে কোন আদানপ্রদান বা মেলামেশা নাই। মহাত্মা গান্ধী দেখিলেন ভারতীয় অধিবাসীদের এই সংকীর্ণতা বিদেশীর চোখে ভারতীয়ের অধিকতর হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। এই অসুবিধার দূরই আশায় ভারতীয়গণ স্বেতাঙ্গদের কোন অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন বা।

অতঃপর গান্ধীজী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বা 'ভারতীয় অভিমত' এই নাম দিয়া তিনি একটি সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পত্রিকার দ্বারা দিয়া তিনি ভারতীয়দের অন্তর অভিযোগ এবং সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভারতীয়ের ধারণা ব্যক্ত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ১৯০৪ সালে তিনি টলষ্টয়ের আদর্শে ফিনিক্সে এক কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই বৎসরই ভারতীয়ের জন্য তিনি একটি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে দুঃ দুঃ হওয়ায় তিনি ইংরাজদের পক্ষ হইয়া [illegible] —

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা এমনই অসাধারণ ও অতুলনীয় যে চিরকালের জন্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতবর্ষের যখন কোন আশা ছিল না, ভারতবাসীরা যখন জাতীয় সংগ্রামে নূতন পদ্ধতি ও নূতন মন্ত্রের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতে ছিলেন, ঠিক সেই শুভমুহূর্তে গান্ধীজী তাঁহার অভিনব অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া গেল, প্রত্যেক ভারতবাসীর বুক আশায় ও বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহার জন্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি যদি ১৯২০ সালে সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্র অনুহাতে আগাইয়া না আসিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোহ আজও ভাঙ্গিত না। ইতিপূর্বে কোনও একজন ব্যক্তি এরূপ প্রতিকূল অবস্থাতে এক জীবনে এতখানি সাফল্য অর্জন করেন নাই।

১৯২০ সাল হইতে ভারতবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট দুইটি শিক্ষা পাইয়াছেন, স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যে দুইটি অপরিহার্য। প্রথমতঃ তাঁহারা জাতীয় আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহাদের হৃদয় বিপ্লবাত্মক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সমগ্র দেশব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের দুর্গমতম গ্রামেও যাহার প্রভাব পৌঁছিয়াছে। স্বাধীনতার সোজা রাস্তায় গান্ধীজী আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। —নেতাজী

সিঙ্গাপুর, ২৩ অক্টোবর ১৯৪৩

এই কারণেই কি তিনি একই কালে মেরুদণ্ডের চোখে ভারতীয়দের সম্মান বর্ধিত করিলেন এবং ভারতীয়দের মনে সংগ্রামাত্মক দৃঢ়তার কথা তুলিলেন।

সত্যাগ্রহের পথে

ক্ষেত্র এইভাবে যখন প্রস্তুত, তখন দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার অথায় দলবাসকারী এশিয়াবাসীদের সম্পর্কে অধিকতর বৈষম্যমূলক এক আইন প্রবর্তন ঘোষণা করেন। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে ১৯০৬ সালে জোহানেসবার্গে ভারতীয়দের সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে গান্ধীজী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র প্রচার করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। অতঃপর যে সংগ্রাম সুরু হয় তাহা প্রায় ৮ বৎসর কাল স্থায়ী হয় এবং পরিণামে গান্ধীজীর, তথা সত্যাগ্রহের জয় হয়। এই সংগ্রামকালে বহুবার তাঁহার এবং একাধিকবার কারাবাস ঘটে। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল অগণিত। কারাগারগুলি ভরিয়া যাওয়ার পরে সরকারকে এই সত্যাগ্রহীদের দমিনদের আইন বাতিল করিতে হইয়াছিল।

১৯১৩ আন্দোলন আরম্ভ করার পরে বহুবার গান্ধী বিলাত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই ১৯১৪ সালের মহাসমর আরম্ভ হয়। পুনরায় গান্ধীজী ইংলণ্ড সরকারের পক্ষ হইয়া সেবাদল গঠন করিতে থাকেন। এই সম্পর্কে ইংলণ্ড কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইলেও যেন কিরিয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। ১৯১৭ সালে উত্তর বিহারের চম্পারণের নমুনা সত্যাগ্রহ পরিচালনা করা ভিন্ন এই সময় গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতির সংস্পর্শে বড় একটা আসেন নাই। তিনি এই সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিতেছিলেন।

অসহযোগ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভারতীয় আইন পরিষদে রাউলাট বিল উপস্থাপিত হয়। ইহার প্রতিবাদে অল্পকালের মধ্যেই জনমতের উপর সরকার নিষ্ঠুরভাবে গুলিবর্ষণ করে। সমস্ত দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ ঘনীভূত হইয়া পড়ে। এই সময় যুবরাজ সাম্রাজ্যের খলিফার সিংহাসনচ্যুতি ঘটায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও একটা অসন্তোষ দেখা দেয়। হিন্দুদের পক্ষ হইতে খিলাফতের দাবী সমর্থন করার বিনিময়ে গান্ধীজী মুসলমানদের পক্ষ হইতে গোহত্যা নিবারণের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ১৭ই আগষ্টের তারিখে খিলাফৎ দিবস অনুষ্ঠিত হয় এবং একমাস পরে ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট ভারত খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভ ... সালে ২৯-এ সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী নিম্নলিখিত আট দফার কার্যক্রম ঘোষণা করেন।

(১) খেতাব বর্জন, (২) সরকারী কর্মচারিদিগে অভিনন্দন না করা, (৩) আইন আদালত বর্জন (৪) সরকারী বিদ্যালয় বর্জন, (৫) পরিষদ বর্জন, (৬) সরকারী অনুষ্ঠান এবং কাজকর্মে সাহায্য না করা, (৭) সরকারী চাকরী গ্রহণে অস্বীকার করা, (৮) স্বদেশী গ্রহণের সঙ্গে বর্জন।

বাধি ও সংগঠন

এইভাবে যে আন্দোলন সুরু হয়, হিংসার পথে তাহার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় গান্ধীজী সেই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিষদ প্রবেশের নীতির ভিত্তিতে স্বরাজদল গঠন করেন এবং কংগ্রেসের সম্মুখে এক সমস্যার সমাধান উপস্থিত হয়। অন্যান্য গান্ধী এই সময় আবার রাজনীতি হইতে সরিয়া যান, অবশেষে, পল্লীউন্নয়ন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং লাইসন কমিশনের আগমনের সম্ভাবনায় দেশের রাজনীতিকে আবার বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। কংগ্রেসের লক্ষ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বরাজ ভোগ করা না পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা—ইহা লইয়া ১৯২১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে মতভেদের এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং পর বৎসর পণ্ডিত মোতিলাল সভাপতিত্বে নাগপুরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে পূর্ণ স্বরাজই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

আইন অমান্য

১৯৩০ সালে গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহকে উপলক্ষ করিয়া ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি করেন। আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডি পর্যন্ত হাঁটিয়া তিনি ডাণ্ডিতে যাইয়া প্রথম বে-আইনীভাবে লবণ উৎপন্ন করেন। সাথে সাথেই দেশের সর্বত্র বে-আইনীভাবে লবণ উৎপাদন করা সুরু হইয়া যায়। এই আন্দোলনের তীব্রতা দেখিয়া ভারতের তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড আরউইন গান্ধীজীর সহিত এক আপোষ চুক্তি করেন এবং গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাতযাত্রা করেন।—তাহাতেও ব্যর্থ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৯৩২ সালে তিনি পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন নীতির বিবর্তন দেখিয়া তিনি এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন এবং হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য একবিংশ দিবসব্যাপী অবশন অবলম্বন করেন। সেই হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত বহুবার গান্ধী হরিজন সংস্কারের কাজেই নিযুক্ত থাকেন। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যর্থতা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক রামসে ম্যাকডোনাল্ড লিখিয়াছেন:—"গত দুশো বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ নাবিতেছিল। গান্ধীজীর অভ্যুদয়ে সেই অবনতি বন্ধ হইয়া উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ রাজার মনে একটা নাড়িয়াছে, যে পরাধীনতার পঙ্কে, মানবজাতিকে নীচে টানিয়াছিল, সেই পঙ্ক হইতে মুক্তিলাভের অপেক্ষাও অধিক হইয়া দাঁড়াল, ইহাই গান্ধীজীর কাজ।"

যুদ্ধ ও ভারত ছাড়

ভারতবর্ষে গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহের ও অসহযোগের ভিত্তিতে তখন ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তোষণনীতির কাপুরুষোচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রোধ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে ইউরোপের বিস্তৃত ভূখণ্ডে হিটলারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আক্ষিকের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রমাদ গণিলেন। যাদের ও পয়ার উভয়েরই ক্ষয় সমবেদনার পথে পা বাড়াইলেন। ১৯৩৯এর মধ্যভাগে সমগ্র পৃথিবী বিপদের উপর হইয়া উঠিল।

সেপ্টেম্বর ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা এবং না করিয়া ভাইসরয় ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভারতের প্রতি এই নিষ্ঠাহীন অপমানে সমস্ত দেশ বিক্ষোভের তরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে ভারতবর্ষের কোনপ্রকার সহযোগিতা থাকিতে পারে না, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তবু কর্তৃপক্ষেরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। ভারতীয় নেতাদের সহিতির অপেক্ষা না করিয়া ভারতের সৈন্যবাহিনীকে বিদেশে প্রেরণ করা হইল। এই সকল ঘটনার ফলে ১৯৩৯ সালে ১৫ই নভেম্বর ধরাজ পার্টীর সমর্থনে ভারতে ভারতীয় কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। জাতির এই ডাকে সাড়া দিয়া গান্ধীজী মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতামূলক যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু চেষ্টা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, মি: জিন্না ও পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আলোচনার পর কিন্তু মি: জিন্নার নিকট জাতির ও কোনকিছুই বড় কথা নয়। ফলে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। ৪ঠা নভেম্বর মি: জিন্নার ঐক্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতিতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, কংগ্রেস শুধু মি: জিন্নার মুক্তি, সাধন করে নাই অথচ ৩০এ মার্চ মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে এক প্রবন্ধে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি কতগুলি সর্ত আরোপ করেন। প্রথম সর্ত এই যে, কংগ্রেস সত্যাগ্রহী তাঁহাদিগকে অহিংস হইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা কমিয়া হইবে, তৃতীয়তঃ সত্যাগ্রহীদের জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

পথ সংকট

১৯৪০ সালে কংগ্রেসের ওয়ার্ধা ও দিল্লী এর ... প্রস্তাব গান্ধীর ... সালে

এ অধিবেশনে পুনরায় গান্ধীজী কংগ্রেসের হাতে ইহাকে তুলিয়া দিবার জন্য বলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা কংগ্রেসের কার্য পরিচালনের এবং বিধানসভার সমস্ত দায়িত্ব হইতে গান্ধীজীকে রেহাই দেন। ওয়ার্ধা প্রস্তাবে বলা হয় যে, গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অহিংস নীতির দ্বারা অন্যান্যের প্রভাবিত করিবেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কংগ্রেস তাহার অবলম্বন করিবে, তাহার দায়িত্ব হইতে কর্মীরা গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিতেছেন। এই কারণে ওয়ার্ধা কমিটির কিছু প্রস্তাব করা হয় যে, ইহার সভ্যদের পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার কংগ্রেস ভোগ ও প্রচারে বেলগাঁও প্রস্তাব বাতিল করিবে এবং আন্তর্জাতিক নীতির বর্জিবে।

৩ সপ্তাহ

জুলাই পুনরায় বিভিন্ন ভারত কমিটির অধিবেশনে পূর্ণ প্রস্তাবের সে ঘটে এবং ৩রা পন্থী পুনরায় ও নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। গান্ধীজী সে প্রস্তাবোধ্য গ্রহণ করিবার অধিকার রাখি কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত হইবে এই অনুরোধে তাহার যে কর্মী কমিটির নিকট অব্যাহতি চাহিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করেন। ওয়ার্ধা কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, বাস্তবক্ষেত্রে সংগ্রাম ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সময় গান্ধীজী পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিবেন এবং কংগ্রেস কর্মীরা তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিবেন। গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মী এইভাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভোগ করেন। ভারতের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিবে কিনা এ সম্বন্ধে অহিংসাত্মক ভিত্তিতে গান্ধীজী সমস্ত বিষয়টি তাহা স্পষ্ট করিয়া তোলেন।

এই কার্য শেষ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রায় পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহী ভারতরক্ষা আইনের ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্ত করা হয়।

১৯৪২ ৩০এ ডিসেম্বর গান্ধীজিকে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সভাপতি গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অব্যাহতি দেন।

৪ প্রস্তাব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে বোম্বের পরবর্তে পরে পরে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠাইয়া ভারতের সহযোগিতা লাভের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রিপস্ ভারতে পৌঁছিয়াই বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করিলেন এবং ১৯৪২ মার্চ গান্ধীজীর সঙ্গে ক্রিপস্‌এর প্রথম আলোচনা হইল। ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া গান্ধীজী ইহাকে "Postdated cheque" বলিয়া অভিহিত করেন। কংগ্রেসও ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, ক্রিপস্ প্রস্তাবে যুদ্ধের মধ্যে ভারতের কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হইয়াছিল। অবশ্যই অবশ্য সম্বন্ধেও 'ক্রিপস্ প্রস্তাবে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা পরে অস্বীকার করেন। ইহার প্রতিবাদে মৌলানা আজাদ 'ক্রিপস্‌কে চাঁদ সদালোচক করিয়া এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে সমালোচনা করিয়া লিখিলেন পরিকার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এই প্রস্তাব এত ভালভাবে যে ইহা কোন ব্যাঙ্কেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

গান্ধীজী এই সময় শুরুতর রাজনৈতিক আলোচনা-আলোড়নের মধ্যে অধিকাংশ অন্যান্য সমাজ-সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে মনোযোগ প্রকাশ করেন নাই। তিনি এণ্ড্রুজ বলেন বলিয়াছেন, এ.এম. এককে পুনর্গঠনের জন্য টাকা তুলিতে বোম্বাই আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই এককে পুনর্গঠনার্থে পাঁচলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা ভারতবাসীর মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফলে যে কোন মুহূর্তে গণবিদ্রোহ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতবাসী বুঝিতে পারে যে, সংগ্রাম ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন সম্ভাবনা নাই—এবং যুদ্ধের বর্তমান দুর্বলতার সুযোগ ভারতবাসীকে এখন গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের মধ্যে এই সময়ের পরাধীনতার ও বিদেশী শোষণের অবসান করার যে দুর্বল আবেগ উপস্থিত, তাহা সকলেরই মনে হইল।

শেষ সংগ্রামের প্রস্তুতি

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে গান্ধীজীকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। দেশবাসী তখন গান্ধীজী কি নির্দেশ দেন তাহার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল এবং আসন্ন সংগ্রামের জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছিল।

গান্ধীজীও এই সময় 'হরিজন'এ অনেকগুলি প্রবন্ধে তাঁহার নীতি ও কর্মপন্থা বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সাংবাদিকদের একটি মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিলেন, "ভারতের হাতে ভারতকে ছাড়িয়া দাও অর্থাৎ যাহাকে আধুনিক ভাষায় বলা হয়, ভারতকে অরাজকতার মধ্যে ছাড়িয়া দাও—এই অরাজকতার জন্য রহিয়াছে ভারতবর্ষের জন্য রহিয়াছে।"

জুলাই-এর প্রথমভাগে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সংগ্রামের প্রয়োজন হইলে গান্ধীজী সংগ্রামের নেতৃত্ব করিবেন বলিয়া স্থির হইল। স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই বুঝি সংগ্রামের সংকেত আসিল। গান্ধীজী স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, বিদেশীর সৈন্য ভারতে থাকায় তাঁহার আপত্তি নাই কিন্তু ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির অবিলম্বে অবসান চাই-ই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন যে যদি বৃটেন যুদ্ধের হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা অর্পণ করিলে তবে ভারতেও তাঁহার আপত্তি নাই অবশ্য যদি তাহা প্রজাতন্ত্রের অনুমতি হয়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তখনও পর্যন্ত ভারতের ভাগ্যের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা বৃহত্তর সিঙ্গাপুরের পরিচালিত শাসন পরিষদ ভারতীয়তাবাদীদের উপেক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে তাহারা প্রস্তুত।

"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"

কিন্তু শাসক শ্রেণীর ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করিয়া নিখিল ভারত বাহিনী পরিষদের বোম্বাই-এর ঐতিহাসিক অধিবেশনে ভারতের গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন (৮ই আগষ্ট)। এই আগষ্ট তিনি সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসযজ্ঞের মত জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিল। পরদিন সকালে গান্ধী, নেহেরু, পাটেল, আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার করা হইল। তারিখিকে কংগ্রেস বেআইনী ও তাহাকে ধ্বংস করিয়া কার্যালয় করা হইল। কিন্তু দেশবাসীও তাহার সুচিন্তিত জবাব দিতে প্রস্তুত ছিল। গান্ধীজীর অমর বাণী "ভারত ছাড়" ভারতের মন্ত্রবাণী হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ শিখার মত এই বাণী দিকবিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গান্ধীজীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার ফলে জাতীয় সংগ্রাম আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ও সহরে যে সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল সিপাহী বিদ্রোহের পরে এতবড় সংগ্রাম আর কাহাকে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সরকারের আদালত, কোর্ট, কাছারি, থানা, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদিতে আক্রমণ হইল। দেশরক্ষার দেশীয়দের অনেকে প্রাণ বলি দিল। সাম্রাজ্যবাদীরাও একদিনকার শাসন শোষণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেশভক্তদের হাতে অনেকে প্রাণ হারাইল। সেই

না দিলেন তাহা হইলে তাহাদের প্রতিরোধ বহু অনাড়ম্বরভাবে সিদ্ধ হইবে। গান্ধীজী ইহার পরিবর্তে নীতির উপর আঘাত করিলেন এবং দেশবন্ধুকে এইরূপ বিদ্রোহাত্মক কার্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ জানাইলেন। তিনি কারাগার হইতে ব্রিটিশ সরকারকে এইরূপ হত্যাকাণ্ড ও অন্যায়ের কার্যকলাপের জন্য দায়ী করিয়া পত্র লিখিলেন। এই সময়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য যেসব বিলেতে তীব্র আন্দোলন হইতেছিল। লেবার আইনসভায় ও বাহির পরিষদেও এই সম্বন্ধে আলোচনা হয় কিন্তু সরকার সেইরূপ প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দেন।

কারাগারে অনশন

১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী আশ্রমে ২১দিনব্যাপী অনশন করেন। এই অনশনে সারা ভারতবর্ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে তাঁহার মুক্তির দাবী করিয়া সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নির্মল ভারত অনশনে বেরুসেশন অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি দেখিয়াও সরকারের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হইল না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেরণাকে প্রার্থনা বিফলে যেল না। গান্ধীজী তাঁহার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মার্চ মাসের ৩ তারিখে তিনি অনশনভঙ্গ করিলেন।

এই অনশন ভঙ্গের কিছুদিন পরে গান্ধীজী মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সরকারের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সরকার এই সাক্ষাৎকারে আপত্তি প্রকাশ করেন।

এই সময়ে মৃত্যু বড়যন্ত্র করিয়া আসিল সেই ভয়ঙ্কর। তাহাকে অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ অহিংস নীতির কোন পরিবর্তন করিতে দেখা যেল না। এমনকি রোগশিষ্ট অবস্থায় গান্ধীর মুক্তি দিতেও সরকার রাজী হইলেন না। ১৯১০এর ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখের সাপ্তাহে গান্ধীজী তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইলেন। এর পূর্বে গান্ধীজী তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মী মহাদেব দেশাইকেও হারাইয়াছিলেন। এইসব শোক ও বেদনায় যখন তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলেন তখন তিনি আবার নিজের আত্মায় ফিরিয়া আসিলেন। বিশের পর দিন তাঁহার সহকর্মীরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গান্ধীজীর মুক্তির জন্য আবার দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইল। সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন (৬ই মে)। গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের যখন একটু উন্নতি হইল তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে তিনি মিঃ জিন্নাকে বোম্বাইতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন (সেপ্টেম্বর)। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল

সব স্থির হয়। কিন্তু জিন্নার অন্যায় জেদের জন্যে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

এই সময় লোকিয়ো বাসিয়ার পরিকাতেলিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে প্রধান সচিব, তদানীন্তন আয়ার্লণ্ডের প্রেসিডেন্ট ডেভেলেরার প্রতিনিধি নার্ক হার্বী জানাইয়াছিলেন যে, আইনসিক সমর ভারতের পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার কোন প্রয়োগ করিতে ব্রিটিশদের চোখে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গান্ধীজী এই সম্বন্ধে বিলাতের "ডেইলি ওয়ার্কার" পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে এক বিবৃতিতে বলেন, "ব্রিটিশরা এখন সমস্যা ও অসুবিধার কথা ভাবিতে ঘোষণা করিতেছে কিন্তু আমার কাছে যা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। এই সব বুলির কোন মূল্য নাই, ঘোষিত জাতি বলিতে আমি এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের কথাই বুঝি। মৃত জাতিগুলির কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। যদি বিশেষজ্ঞরা সত্যাগ্রহের পক্ষপাতের জন্য সাহস করিতেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষপাতে নীতি পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীকে জাতিগুলির ভেদে প্রয়োগ হইত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমি দেখিতেছি যে, তাহার বিপরীত ঘটনাই ঘটিতেছে।"

মিলন প্রয়াসে

১৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে জিন্নার গৃহে দুইজন গান্ধীজীর সহিত মিঃ জিন্নার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য বৈঠক হয় কিন্তু সেই বৈঠকও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মিঃ জিন্না সাংবাদিকদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী হইতে একচুলও নড়িতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন। গান্ধীজীর ঐকান্তিক ভারতীয় ঐক্যের শেষ প্রয়াস এখানে ব্যর্থ হইয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সকল প্রয়াস এইভাবে যারে যারে বিফল হওয়ায় গান্ধীজী কিছুদিনের জন্য রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবেন স্থির করিলেন এবং কারাগারের বাহিরে কংগ্রেস কর্মীদের গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দিলেন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কারাবাসের ফলে এবং গান্ধী-জিন্না আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হইবার পরিণামে দেশে যে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহাতে বেশবাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চতুর্দিকে নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু হইল। ভাইসরয় বৃটিশ সরকারও ভারতবাসীর সঙ্গে আর একবার সংঘর্ষে এড়াইবার জন্য পথ খুঁজিতেছিলেন। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য নেতাদের মুক্তি ঘোষণা করা হইল। দীর্ঘ কারাবাসের পর নেহরু, প্যাটেল, আজাদ প্রমুখ নেতারা আবার দেশবাসীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

সিমলার শৈলাবাসে আবার কংগ্রেস, লীগ ও

আলাপ-আলোচনা শুরু হইল, বৃটিশ সরকারও ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ দাবির সঙ্গে আপোষ করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্য সিমলা বৈঠকও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

মন্ত্রী মিশন

ইতিমধ্যে সিমলায় প্রস্তাবিত মত সরকারী মন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং এই সরকার ভারতীয় জনসাধারণের দাবীদাওয়ার বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কংগ্রেসের উপর যে বিদ্বেষ ছিল তাহা তুলিয়া ধরিলেন এবং তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি মিশন পাঠাইলেন।

এই মিশনের সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি আলাপ-আলোচনা শুরু করিলে গান্ধীজী তাহার সহকর্মীদের হিসাবে যোগ দেন এবং সেই সময়ে তিনি সরকারের কংগ্রেস বিষয়ক তাহাদের ধারণা জানিয়া লইলেন। এবার জিন্নার মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীদাওয়া অনেকখানি সঙ্কুচিত করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে বৃটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতবর্ষের যৌথরাষ্ট্র ঘোষণা করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ১৬ই আগষ্ট লীগের সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড বিভীষিকা আরম্ভ হয়—লীগমন্ত্রিসভার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সারা সহর হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রক্ত ও অগ্নিস্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পারিলেন না। দুর্ভাগ্যের বৃত্ত ছুটিয়া গেলেন নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে একাকিনে—বিশের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পরিস্থিতি শান্ত করিবার সাধ্য প্রচেষ্টা করিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে নোয়াখালীতে শান্তি স্থাপিত হইল, কিন্তু আবার কলিকাতায় শুরু হইল। সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করার গান্ধীজী বিহারে গেলেন সেখানেও পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

স্বাধীনতা লাভ

১ বছর পরে কিছুদিন কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন,এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরাম হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা দাঙ্গা অবসানে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ফিরিয়া আনার কুকর্মের বিশিষ্টকল্পের আক্রমণের ভাঁ আকাশ মুখরিত হইয়া উঠে, কিন্তু আবার কিছু পরে কলিকাতার সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়। গান্ধীজী আর স্থির করিতে পারিলেন তিনি অনশন আরম্ভ করিলেন। তিন দিন অনশনের পর দেখা যেল। গান্ধীজী কলিকাতার অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়া তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিলেন। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

(বাকীটুকু ১৩৪ পৃষ্ঠায়)

গান্ধীবাদের ভূমিকা

[illegible] একদিক হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির [illegible] বলা চলে। আত্মসম্ভ্রমকে প্রাচীন ভারতে যে মর্যাদার আসনে বসানো হইয়াছিল তাহার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে একান্তই দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। তাহার ফল প্রথম দিকে ভারতীয় চিত্তাকাশে যতই বিস্ময় সঞ্চার করুক, তাহার ফলে দেশের যে বিপুলপ্রাণ অবাধ পুনর্বাসন [illegible]। ইউরোপের রেনেসাঁস আন্দোলনের [illegible] ব্যক্তির মর্যাদা সমাজের তোয়াক্কা [illegible] করিয়া ও দেবতার সংস্কারের বাধা ছিন্ন করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে প্রাচীন ভারতের আদর্শও [illegible] পুরাপুরি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই আমার ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমন্বয় এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিবে [illegible] ও রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ও গান্ধীজী এই [illegible] সমন্বয়ের প্রতিমূর্তি। এই সমন্বয়ে অন্তরাত্মার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে গান্ধীজী প্রথমেই সমস্যার সমাধান করিয়া, ভারতের রাজনীতিকে এক নূতন পথে পরিচালিত করেন। বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিরোধ-মীমাংসার আন্তর্জাতিক আদর্শের মাঝে বিলাইয়া। ভারতীয় মুক্তির সাধক গণ পথ [illegible] হইতে মুক্তিকে সমাজমুক্তির পথে [illegible] সমাজ জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি [illegible] সময় গান্ধীজী অহিংসার মধ্যে রাজনৈতিককে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। সোজা গান্ধী-বচনের মূল কথা। অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় গান্ধীজী জীবনের যেদিন চিন্তাধারায় বিশ্বাস করিতেন যে সামাজিক নরনেতৃত্বের দ্বারাই পরিবর্তন করা সম্ভব। তাহার মতে, সমাজবিপ্লবের বিরুদ্ধে সমাজকে নীতির বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উত্তেজিত করিয়া মূলের [illegible] ভারতের স্থান গান্ধীজীর নাই। [illegible] বক্তব্যান সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে আজীবন অভিযান চালাইয়াছেন, ইহাই জাতির প্রতি তাঁহার শেষ আবেদন। তিনি প্রধান করেন নাই। সমাজের আমোদ-আহ্লাদ নির্ভর প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে যে [illegible] নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রধান কথাই নৈতিক চাপের প্রয়োগে দুষ্টলোককে ভালো করিতে বাধ্য করা। যে-সাম্রাজ্যবাদকে [illegible] ভারতীয় জীবনকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করিয়াছে এবং যাহার আঘাতে পঙ্গু তাহার অন্তরে জীবনদীপ নির্বাপিত হইবার সম্ভাবনা কখনও অন্তরাল তাহে প্রকাশ করেন নাই। অন্যের আঘাত প্রতি এমন অবিচলিত বিশ্বাস একমাত্র তাহারই মানবিকের পক্ষেই সম্ভব। তাই গান্ধীজী যে রাজনীতির মধ্যে [illegible] রহিয়া থাকিলেন সেখানে বর্তমান সমাজের সকল শ্রেণীর অধিকার রক্ষার থাকিলেও মানুষকে শোষণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। অসুবিধা বিপ্লবাত্মক কোটি কোটি নরনারীর জীবনে যে দুঃখ জমিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া গান্ধীজী বলপ্রয়োগ দ্বারা বিপ্লবের প্রতি প্রচার তাহা সমর্থন করিতেন না। মানুষের আন্তরিক সহযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি বিপ্লবসাধন সম্ভব হয় তবেই তিনি অসুবিধা বিপ্লবের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত বলিয়া বার বার প্রচার করেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা হয় এমন আর কে আছেন? গান্ধীজীর ন্যায় মানুষও সমসাময়িক সমাজে বিরলদৃষ্ট। তবে সেই সঙ্গে দেখিবার জন্য তিনি যে সমাজে বিশেষ জন্মগ্রহণ করেন, ইউরোপীয় সমাজের পক্ষে তাহা যত সহজে সম্ভব, ভারতীয় সমাজের পক্ষে তাহা নয়। সমাজের সমাজের পতনের মুখে ইউরোপীয় সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিকাশের সুযোগ আসিয়াছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় প্রত্যেক সমাজের চেতনার মধ্যে ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তির সম্পত্তিগত ভাবে সুনাগরিকোপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া মার্ক্সের মনে এই বিশ্বাস [illegible] যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের আদুল উচ্ছেদ ব্যতীত প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সর্বাধিক করিবার জন্য সর্বাধিক রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথাও মার্ক্স উল্লেখ করিয়াছেন। তবে মার্ক্সের মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রশক্তি স্বাভাবিকভাবে অবলুপ্ত হইবে।

বলা বাহুল্য যে গান্ধীবাদের সঙ্গে এই ধরণের বিপ্লবোত্তর মৌলিক বিরোধ বর্তমান। মার্ক্স থেকেরে শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতীত যাহা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে গান্ধীজী আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, একবার শ্রেণী সহযোগিতার ভিত্তিতেই যথার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গান্ধীজীর মতে শ্রেণীসংগ্রাম শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাহাই নয়, ইহা একান্ত বিপজ্জনক। গান্ধীজীর বিশ্বাস যে ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে, তাহা সমাজদেহকে ভগ্ন বিভক্ত করিয়া ফেলিবে; সর্বাত্মক রাষ্ট্রশাসনের পরিকল্পনায় উহার বিনাশের পরিচয়। এই কারণের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়াই তিনি মনে করেন। গান্ধীজীর আদর্শ তাই বিকেন্দ্রীকরণ।

ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতিকে মর্মান্তিক বলিয়া গান্ধীজী উপলব্ধি করিতে পারেন যে, মানুষে মানুষে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত করিতে পারিলে একমাত্র আন্তরিক মিলনের ভিত্তিতেই তাহা সম্ভব। মূলধনিকতার অর্থনীতির সাহায্যে উৎপাদনের বিপুল প্রসার সম্ভব, সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন কঠিন নয়। কিন্তু তাহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই গান্ধীজীর সমাজিক দৃষ্টির। অহিংসা ও প্রেমের ভিত্তিতে যাহা সমাজ গঠনের যে পন্থা বারবার নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ধনের মূল্য নির্ধারণের সময় এখনও আসে নাই।

গান্ধীজীর তিরোধানের পর ভারতের সম্মুখে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গান্ধীজীর আদর্শ ভারতের ভবিষ্যতের কতটা প্রভাবিত করিবে। ইহার উত্তর নির্ভর করে ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীর উপর, আজ গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ করিবার দায়িত্ব তাহাদের প্রত্যেকের।

কেরলার ধান হতে যে আসিল জবে

(পূর্বপৃষ্ঠার ১০৩ পৃষ্ঠার)

সাক্ষরে সাম্প্রদায়িক রায়ের উদ্ভবের এবং রাজ্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্তনে কেরলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার কাজে নেতৃত্ব করিল। এখানেও সংখ্যালঘুদের বিষয়ে আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি গান্ধীজী অনশন শুরু করেন এবং দিল্লীতে নেহরুজীর আশ্বাসের প্রতিশ্রুতিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। যে মুসলমান সমাজের কাছে তিনি বারে বারে নিজেকে বাঁধিয়াছিলেন তাহাদের কথার ভঙ্গ তিনি অন্তরালের আবরণে দুইবার তাঁহার মহাপ্রয়াণে জীবন বিলয় করেন।

গান্ধীজী ১৯৪৭ আগস্টের অনশন ভঙ্গ করেন আর ৯০ জানুয়ারী তাঁহার প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরিত হয়। মুসলমানদের ভয় গান্ধীজীর এই ত্যাগ ও প্রেম বীকার, অনেক হিন্দু সাম্প্রদায়িক তাঁহাদেরই বন্ধুত্ব লাভ করে।

আত্মাহুতি

যেই বোমা বিস্ফোরিত হইবার মাত্র পরে ৩০এ জানুয়ারী মহাত্মাজী একজন আততায়ীর হাতে নিহত হন। এইটুকু কত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। যে মহাত্মার ভারতের স্বাধীনতার জন্য ও জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জীবনে সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, তিনিই একজন ভারতীয় আততায়ীর হাতে নিহত হইলেন ইহার চেয়ে অস্বাভাবিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? মহাত্মাজী বিশ্বের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বিশ্ব শোকে মুহ্যমান কিন্তু ভারতবাসী আজ কি হারাইল তাহা পরিমাপ করিবার অবসর আমাদের নাই। কিন্তু যে লৌকিকলোক মহাত্মাজীর মধ্যে বিশ্ব রহিল তাহা চিরকালের জন্য ভারতবাসীর অন্তর্মূল প্রেরণা হইয়া রহিল। আকাশের বজ্রবাণ রহিতে আজ যে আলো জ্বলিয়া উঠিল তাহার অভিঘাতে জ্যোতিতে অন্ধকার

গান্ধী-দর্শন

অহিংসা

অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, ইহা সবলেরই অধিকারে লোকের হাতিয়ার। অহিংসার বল বাহুবলের বল নয় এবং অহিংস লোকের পক্ষে বাহুবলের বলের প্রয়োজনও নাই। তাহার পক্ষে যাহা অপরিহার্য তাহা হইতেছে হৃদয়ের বল।

• • • •

যুদ্ধ পরকে হত্যা করা এবং পরজন্মে নিজে হত্যা হইবার পরিচায়ক, কিন্তু পরকে আক্রমণ না করা এবং নিজের প্রতিরোধও প্রবল না করা তাহার চেয়েও বড় সাহসের কাজ।

• • • •

অহিংসা সবলের পক্ষে অস্ত্র, দুর্বলের পক্ষে সবলেই ইহা অবলম্বনের আকার ধারণ করে। ইহা এবং অত্যাচার পরস্পর বিরোধী বস্তু। অত্যাচার ত্যাগ করিতে অত্যাচারী কিছা করে না, বিনিময়ে কি পাওয়া যাইবে তাহার স্পষ্টও সে নির্দিষ্ট। অত্যাচার দুর্বিনয়ের পথে এবং নিজের সঙ্গেও সংগ্রাম করে এবং অন্যের অন্ত সমস্ত সম্পদ্বৃদ্ধির উপর তাহার অন্তরাত্মা উত্তপ্ত করে।

অহিংসা আমার কাছে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য নয়, ইহা আমার ধর্ম। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, একমাত্র অহিংসার পথেই মানুষকে বাঁচান যায়।

• • • •

সত্যের ও অহিংসার পথ যেমন সোজা আবার তেমনি সঙ্কীর্ণও বটে—ইহা যেন অসিধারের উপর দিয়া চলা। যে খেলোয়াড় পূর্ণে দড়ির উপর চলার খেলা দেখায় সে একান্ত হইয়াই চলিয়া থাকে কিন্তু তাহার দৃষ্টি অপেক্ষাও সত্যের দৃষ্টি প্রখর, একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষা নাই, একদিকে পড়িয়া যাইতে হইবে। প্রতিপক্ষ সাধনা দ্বারাই সত্য ও অহিংসার মর্ম পাওয়া যায়।

• • • •

অন্তর না হইলে অন্ত কোনও সম্বল পাওয়া যায় না। অন্তর না হইলে সত্যের অনুসন্ধান কেমন করিয়া করা যায়? উপলক্ষের পর উপলক্ষ আসিবে, তাহার অন্ত নাই। 'সত্যই ঈশ্বর,' 'সত্যই ব্রহ্ম,' 'সত্যই মানুষের,' 'সত্যই মানুষের। তাই যে, সে ব্রহ্মে ভীত, আর তাই যে সে অভয়ত্ব। সে অন্যায়ের আগে অন্যে নতিস্বীকার করে। অন্যায়ের বীরত্বের পাশুর মরে, তাহারই জিত।

জীবনব্রত

আমার পক্ষে উপাসনার প্রয়োজন যতখানি, চলার পক্ষে খাদ্যের প্রয়োজন ততখানি নহে। কারণ, পরীক্ষার পর পরীক্ষার অগ্নি যাহে যাহে অনন্য আনন্দের, হয়, কিন্তু উপাসনাগারের প্রয়োজন তখন হয় না। মৃত্যু, বিপদ এবং অন্যান্য সকলের এই বিষয়ে যেন বন্ধোপলব্ধি নিরন্তর প্রখর রাখিয়া নিজেকে যে, ঈশ্বরে উপাসনার ভিতর দিয়াই আলো পেঁছিয়াছেন এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহারা নীতিতেও পরিচালিত হন।

• • • •

আমার ব্রত শুধু ভারতের অন্তরাত্মাকে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা নীতিবদ্ধ নয়। আমার সত্য শুধু ভারতের স্বাধীনতা নয়, যদিও সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমানে আমার সমস্ত জীবন ও সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু আমি আমার কর্মে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়া আমি বিশ্বমানবের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইব। আমার কেন্দ্রেই সংকীর্ণতা নাই, ইহা সর্বব্যাপী। যে কেন্দ্রের অন্ত জাতির ঘৃণা ও দ্বেষের উপর বিজয় করিতে চায়, সেই কেন্দ্রের আমার জন্ম নয়।

> মহাত্মাজীর জাতীয়ক্ত ভিরোধানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গত সপ্তাহে "আর্থিক ভারত" এর প্রকাশ আমরা বন্ধ রাখিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে পত্রযোগে আমাদের পাঠকপাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষকবিদকে আমরা এ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহা নিবেদন করিলাম। —কর্মাধ্যক্ষ "আর্থিক ভারত"

সত্যলাভ করিতে হইলে সবল ও নিরাভরণ যে অন্তঃকরণটীর একিবে কিছু নাই। তুলনায় ব্রত এবং নিজ অবস্থানুযায়ী যে সত্য সাধন করা যায় না, সেইরূপ সত্য গ্রহণ করা নিরাপত্তার ও বৈরাগ্যের অভাব সূচিত করে। সেইরূপ কোন সত্যাধীন সত্য গ্রহণ করিলেও উহার মাহাত্ম্য ও কার্যকারিতা বিষয়ে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যিনি অন্তরে একটী ঘৃণা করিবার প্রতিশ্রুতির ভঙ্গকালে ও অন্তর অবস্থা যাহাতে অন্তরঙ্গ হইয়াছে তখন ঘৃণা উৎপাদন করিবে এইরূপ সত্য গ্রহণ করিলে অন্যায় হয় না। ঐরূপ সত্যও সাধন রীতিবিরুদ্ধ ও হইবেই না, উপরন্তু সহায়তা হইবে। ব্রতপালনের প্রেরণাই ব্রত উদ্যাপনের সাধনে বহে। সকল ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সত্ত্বেও অন্তরিন্দ্রিয়ভাবে ব্রতসাধন অন্যের কোন প্রশ্নেই বলা যায়ই উহার সাধনে।

আত্মশুদ্ধিই ব্রত সাধনরীতির মূল ভিত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সুখে যাইব পরিষ্কার এবং ব্যবহারের করিব, এরূপ ব্রত গ্রহণ করা যায়ক। এই সকল বাহ্য উদ্যোগ করা প্রয়োজন, কেননা আমি আমি অনেক ক্ষেত্রে ব্রত পালনের নামে মন দুর্বলতি-মূলক উদ্দেশ্য সাধন করিবার প্রয়াস করা হয়। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে দুর্নীতি সাধন করিবার জন্য, অথবা উহা ত্বরান্বিত প্রতিপন্ন করিবার জন্য সত্যাধীন রীতি বাজার করা যাইতে পারে না। ব্রত সাধনে নিজেকে উজাড় করে, উহার দ্বারা অন্যায়ের কখনও হইতে পারে না।

• • • •

যে সত্য সব করে সে-ই অন্তরে হয়। এখানেই যে বাধ করিতে যাইবে সে দেখিতে পাইবে যে, সে যে সত্যের অনুসন্ধান করিতেছে উহা বাহিরে পাওয়ার জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস। সেইজন্য সে যেমন মনে করিতে থাকে, তেমনি সে পিছনে পড়িতে থাকে, সত্য দূরে যাইতে থাকে।

• • • •

আত্মা সর্বব্যাপক, স্বাধীনতা সিদ্ধের জিনিস ইহাকে পৃথিবীর আয়ত্তে কি এই সিদ্ধান্তে টানিয়ে এত অধীরই বা কেন করা এবং আমাদের ক্ষেম করা কর্তা এই বিচারের পূর্বে আমাদের করিয়া আমরা আত্মাকে যাবে নিয়া পড়িছ এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা তাহাকে ভেতরে সেবার জন্য উহার সাধনার করিতে শিক্ষা করি।

• • • •

অবশ্যকীয় করিয়া এই দৃষ্টিতে সবলে করিয়া আসিতেছি যে, মুক্তার আবিষ্কার করিবে এক মুক্ত সমুদ্রে আসিয়া যেন এবং মুক্তা যখনই আসিবে তা যখনই তাহাকে সাহসে গ্রহণ করা উচিত। সকল প্রকার ভীতি ও মুক্তাকে মুক্ত করার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও আমার মনে হচ্ছে সেই সব মুহূর্তের কথা যখন মুক্তার সন্ধানের আমি বেরিয়ের হইয়া উঠিয়াছি যেন করিয়া লোকে ধরিবেরকে সকলে পারে আমাকে ধরিয়া উঠে।

• • • •

আমরা যে কাজ কাজ করি তাহা নিয়া কখনও অহংকার হইতে নাই, উহাকে মূল আমাদের নিজের করিতে নাই, কেবল আরও বেশী ভাল হওয়ার, আর বেশী ভাল করার ইচ্ছা নিরন্তর করিয়া যাইতে হইবে এই ইচ্ছা নিষ্টাইবার চেষ্টার শেষ যখন আসিবে।

আর্থিক স্বার্থ

যে পর্যন্ত লোকে স্বার্থী থাকিবে, যে পর্যন্ত লোকে অন্যের দুঃখে সুখী না হইবে, ততদিন তাহারা সত্য ও অহিংসা তাহা হইতেও নিজে জীবন যাপন করিবে। মানুষকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা আমরা দেখিয়া থাকি, তখন সে নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সে যখন নিজের দেশকে অথবা নিজের সম্প্রদায়কে পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। তখন সে সম্প্রদায়ের জন্যই সে মুক্তি যথা করে, তখন পুরুষোত্তম উর্ধ্বে উঠিয়া যাবে।

• • • •

লোকের মূল্য তাহার ঐশ্বর্যব্যবহারের ব্যবহারে উ নির্ভর করে, কি কাজ করিতেছে তাহার উপর ন এই ঐশ্বর্যব্যবহার ফল তাহাকে পরিমাণ কর্তৃত পরীক্ষা করা যায় না, ইহা তাহার মূলে-মূর্তি তা পরীক্ষিত হয়। কেন পরীক্ষকে কাছ হইতে তাহার জন্য যদি একটা টাকা ফেলিয়া দেয়, ও একজন যদি সন্তানসহ হইয়া একটা আমি (হবে যে আমি বিয়াছে সে নীতিপরায়ণ, যে টাকা দিয়াছে সে পাপী।

[illegible] বিশেষ চেষ্টার দরকার হয় না। কারণের [illegible] ভাল করা ও অসৎকে ভাল করা দুই সমান বিরোধী।

• • • •

কথা হচ্ছে সমস্ত মুসলমানের কথা। প্রাইমারি বিলিতী হউক, সাথী লইয়াই মুসলমান ঈমানের সম্পর্কের সুবিধা হয়। এই সকল কথা আমরা মুসলমান বন্ধুদিগকেই আমাদের সহিত আমাদের কাছে অনিয়া পড়িয়াছি। [illegible] এই বিলিতী বিদ্বেষ সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। যতদিন সে-জাতিকে [illegible] যত দিন থাকিবে, ততদিন বিদ্বেষ [illegible]

• • • •

[illegible] পুরস্কৃত বিদ্বেষ করেন—করা উচিত। তাদের কথাই তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস করেন যে, যদি কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া অনাচরণ করে, তবে তাহাকে বিদ্বেষের ও ঘৃণার দ্বারা পুরস্কৃত করা হিন্দুর ধর্ম। তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস করেন, আর যদি কেহ এ কথা বিশ্বাস না করিয়া থাকে, তবে সমস্তকেও তাহাকে ব্রাহ্মণ [illegible]

• • • •

বিদ্বেষ অন্তরের এবং ইহা স্বভাবিক দোষ অনুভব [illegible] করে, যদি ঐ দোষ বিদ্বেষ না করে, যদি উহা কেবল আকস্মিক ভয়ই তবে উহার দ্বারা আমি একটা নূতন শক্তি সংগ্রহ করার কোন দরকার দেখিতে পাই না। আজ আমরা যে একটা শক্তিকে শক্তি জাগাইয়া [illegible] সেই কথাই অনেক হইয়া পড়িয়াছি।

• • • •

[illegible] আমার মুসলমান ভাইদিগকে ঘৃণা করিয়া অর্থে যাইতে [illegible] এবং ঘৃণিতদের বন্ধুত্বের কি [illegible] অনুভবিদিগকে ঘৃণা করিয়া স্বরাজ লাভের আশা করিতে পারে? যে সকল হিন্দুর অন্তরের ভয় আমরা আমাদের বিরুদ্ধী ভাসতকে সরাইয়া বলিয়া আসিতে করি, আমরাও কি আমাদের অন্তর বাহিরে এই সেই প্রকারের ভাবের করি যাই?

আমরা আমাদের ভাইদের সম্বন্ধে ভুল করিয়াছি, আমরা তাহাদের বুকে ইটিতে বাধা করিয়াছি, আমরা তাহাদিগকে মানুষের চেয়ে ছোট করিয়াছি, আমরা কোথে একজন করিয়া রেল গাড়ীর আমরা হইতে তাহাদের বাহির দিয়া ফেলিয়া দিয়াছি; তুর্কীর খলিফা ইহা অপেক্ষা অধিক কি অপরাধ করিয়াছে? আমরা তাহার এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যাহা অভিযোগ করিয়াছি, আজও, এমন কি আমাদের নিজেদের লোকেরাও, কি আমাদের বিরুদ্ধে সেই সকল অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারে? নিজেদের এই কলুষ হইতে মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য।

অসহযোগে আমি বিদ্বেষের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়া এসে করি। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা তাহাদেরই এক অংশের লোকদের স্পর্শ দূরে থাক পাশে বসিয়া [illegible] পারিবে না। এই কথা প্রচারের দ্বারা আমাদের সর্বপ্রথম বিদ্বেষ করিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা দুর্বল ও অসহায়দের রক্ষা করিবার এই শক্তি [illegible] যতদিন ইহাদের সাথে বিদ্বেষ। যখনই এমন কিছু কি এমন মুসলমান তাহাদের সাথের দুর্বলদের লোকগুলিকে এক মুহূর্তের জন্য সম্মান করিবার কথা চিন্তা না করিবে তখনই তাহাদের স্বরাজ আসিবে। সেইরকম অবস্থা আসিবার পূর্বে যদি স্বরাজ আমরা পাই, সেই স্বরাজ আমরা পর মুহূর্তেই হারাইবার যোগ্য হইব।

মায়ীর স্থান

আমি এই পত্রিকা খণ্ডে (ধরিয়াম) উল্লেখ করিয়াছি যে মায়ী অধিকারের মূর্তিবিগ্রহ। অধিকারের অর্থ অন্যের প্রেম এবং প্রেম অর্থে মুক্তবন্ধন করার বিপুল শক্তি মুক্তি। মায়ীজাতির মায়ী মায়ীর এই অক্ষয় পরিচয় এবং অক্ষয় পরিমাণে আর কে দিয়াছে? যে মায়ী কাল শিশুকে পর্বে বসিয়া করার ও পুষ্ট করার ক্লেশ সানন্দে বরণ করিয়া মায়ী হইয়া এই অক্ষয় প্রমাণ দিয়াছে। সন্তানপ্রসবযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক ক্লেশ আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু মায়ী এই যন্ত্রণাও ভুলিয়া যায় এবং নিজ নিজ সন্তানকে লালনপালন করিবার বেদনা মায়ীই বহন করে। যদি মায়ী তাহার এই প্রেম সমস্ত মানবজাতিকে অর্পণ করিতে পারে, যদি সে ভুলিতে পারে যে সে কখনও পুরুষের ভোগ্য হইয়াই ছিল অথবা থাকিতে পারে, তাহা হইলেই মায়ী পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যায়, মায়ী ও শিক্ষক যৌথভাবে তাহার সন্তান ঈমানের অধিকার রক্ষা করিতে পারে। মায়ীই এই বিদ্বেষের ও বাহ্যিকতাপূর্ণ জগতে বাহ্যিকতার কৌশল শিখাইতে পারে। মায়ীই সন্তানের পরিচালিকা হইবার অধিকারিণী, কেন না ভুলিয়া শিখার দ্বারা সন্তানের পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করা যায় না, সন্তানের করিতে হইলে বিশ্বাস ও সমবেদনাপূর্ণ হৃদয় অন্তঃকরণের প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

সাম্প্রদায়িক ঐক্য আমার সম্বন্ধে পরিষ্কার অন্তঃকরণেই আছে। আমি ও অন্যান্য গ্রাম্য নিজের কথা আমি যখন চিন্তাও করি নাই তখন হইতেই ইহা আমার অন্তরে জাগিয়াছে। আমি যখন বারো বৎসরের বালক তখন হইতেই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা আমার মন অধিকার করিয়া আছে। তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, হিন্দু, মুসলমান ও পার্শীগণ একই ভূমির সন্তান। অথচ নিজেদের পূর্ব ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারা ছাড়া একথাও সত্য যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনকল্পে আমার একটি অধিকার আছে। এই ঐক্যের জন্য আমি অনেক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতদিন সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন স্বরাজ কখনই আমাদের [illegible]

* * * *

কেবল দেশবাসীর নীতির উপর কোনও কাজ ছাড়া করিলে তাহা কাহাকে শাস্তি দেওয়া চলে না। ইহা উপরেই নির্ভর যে, টাকা পয়সার কম বেশীর হিসাবের উপর মানুষের ব্যবহার যাচাই করিতে যাই। ব্যবহারের ভিত্তি প্রাণের উপর।

* * * *

সাময়িকতার অর্থবায়ের মানে এই যে, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত কালে আবশ্যকের বস্তু উৎপাদন করা, উহা রক্ষা করা ও বিতরণ করা। যে কৃষক সময়মত শস্য উৎপাদন করে, যে গ্রাম ভাল করিয়া গাঁথুনির কাজ করে, যে ছুতার কাঠের কাজ ভাল করিয়া করে, যে দুই মিনিটের রাস্তার ভাল রাখে, সে সত্যকারে সত্য সত্য অর্থবাদী। সে সকল প্রকার ধন সৃষ্টি করে। ইহার বিপরীত যে পাপ তাহাকে সাময়িক বলা যায় না। ঊনিতে একজন ধনে টাকা জমায়, আর সে অপরকে অভাবের তিতর ফেলিয়া রাখিয়া সে টাকার ব্যবহার করে।

* * * *

আমার আপত্তি যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। বর্তমান সময়ে যন্ত্রের প্রতি যে আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে। আজ যন্ত্র মানব কর্মীদের আসন যেন মানুষকে বেশার ভাগ পাইয়া বসিয়াছে, ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক পথের ভিখারী হইয়া অনাহারে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্নের মানব আমিও করিতে চাই। বাড়ীনির মজুর আমিও জমাইতে চাই। কিন্তু শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য নহে, অপরপক্ষে সর্বমানবের জন্য। মানুষ বনস্পতির মতের মত, শুধু শ্রেণীবিশেষ নয়, সর্বমানব সেই সম্পদের অধিকারী হউক। আজ যন্ত্রের প্রসাদে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোষণ করিতেছে, অথচ এই শোষিতের দল তাহাদেরই ভাই। আজ ধনতন্ত্রবাদের পিছনে কোন সাধু উদ্দেশ্য নিহিত নাই, সকল মানুষ সুখে ও সম্পদে বাস্তুক এমন আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে শুধু লোভ এবং স্বার্থপরতা। আমরা সকল শক্তি দিয়া এই অসাম্যের বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলিতে চাই।

* * * *

ধর্মনীতি ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নাই, ইহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নই। যে অর্থশাস্ত্রে নীতিকে উপেক্ষা করা হয় তাহাকে সত্যকার অর্থশাস্ত্র বলা চলে না। অর্থনীতি অহিংসভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। তখন বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্র বাণিজ্যের সম্পর্ক সর্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

* * *

টাকার যার নিজের কোনো উহা দিয়া লোকেই পরিশ্রম করাটা পাওয়া যায় তাহার উপর। যদি বিনামূল্যে পরিশ্রম পাওয়া যায়, তবে ত টাকার দরকারই হয় না। কিন্তু পয়সার লোকের বাড়ীনি পাওয়া যায়, [illegible] হইলে কাহারও কাছ হয় এমন উদাহরণ ত আমরা পূর্বেই পাইয়াছি যেখানে টাকা দিয়া কাজ করানো যায়, সেখানেও যাহাতে সেখানে কাজ করানো যায়। ইংলণ্ডে অনেক স্থানে মানুষকে পয়সা দিয়া কুলানো যায় না

* * * *

সত্য অর্থশাস্ত্র ও ন্যায়নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে কোনও অবস্থায় পড়িয়া কেবল করিয়া ন্যায় আচরণ করা যাইবে, নীতি পালন করা যাইবে, এই শাস্ত্র সে জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়। তাহারই সুখী হয়, যাহা আর যাহা তাহা ঠকায়। তাহা বিনাশকালের বিপরীত বুদ্ধির মত উড়াইয়া যায়। জনসাধারণকে যেমন করিয়া লোক মত উৎপাদন করিতে শেখানো হবে তাহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধিই শেখানো

* * * *

পৃথিবীর কাজ চালাইতে পারেন ১০ জন লোকই ও চাষিকাজে নিযুক্ত আছে। বাকী ৯জন আর তাহাকে কত সুখ, কত শান্তি, কত স্বাস্থ্য দিয়া থাকে?

ভারতবর্ষকে আমি এমন ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিব যাহাতে এদেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিও ভারতকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে, যাহাতে নূতন ভারত গঠনে তাহাদের মতামত সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য হয়। এমন ভারতবর্ষ আমার কাম্য যেখানে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কিছু থাকিবে না, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় নিবিড় ঐক্যে বসবাস করিবে। এরূপ ভারতে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোন স্থান নাই, পানীয় নামক দ্রব্যের ব্যবহারও এখানে নিষিদ্ধ।—নারী এখানে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিবে ——ইহাই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ।

মুক্তিমান এই স্বপ্নকে যদি চক্ষের সামনে থাকিত তাহা হইলে অনেক দুর্গতি সহজেই দূর হইয়া যাইত। কবির স্বপ্নের এই বিশ্লেষণ নিয়তকে যদি সকলেই মানিয়া চলে, তবে উচ্চ নীচ ভেদ উঠিয়া যায়।

বাণি ও চাকা

'বণিক' শব্দের অর্থ এই হইয়াছে নিজের উপর অধিকার রাখিতে শিখা করা। একজন সেই করিতে পারে, যে নিজে নীতি পালন করে, অপরকে ঠকায় না, নিজের দাস না, নিজের স্ত্রী, সন্তান, চাকর ও প্রতিবেশী—এ সকলের প্রতিই নিজের কর্তব্য পালন করে। এই প্রকার বাণি যে যেশেই বাস করুক না কেন, সে স্বরাজ ভোগ করে। যে দেশের লোকের মধ্যে এই প্রকারের লোক অনেক আছে, সে দেশে স্বরাজ বিরাজ করিতেছে।

* * * *

একালে এই ভারতবর্ষকে স্বর্গভূমি বলা হইত। [illegible] বৃষ্টি ও এখনে প্রায়ই আছে কেবল মানুষগুলি বদলাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বৃষ্টি উহাও হইয়া গিয়াছে। ইহাকে আবার স্বর্গভূমি করিতে হইবে আমাদিগকে নূতন ভাবে স্বর্গ গড়িতে হইবে। এই স্বর্গ করার পরমপায় দুইটি অক্ষরের মধ্যে আছে, উহা সত্য। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী সত্যের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে ভারতবাসী ঘরে বসিয়াই স্বর্গ পাইবে।

* * * *

যাহার ভিতর যে সত্য আছে তাহা কেবল উপলব্ধি করিলেই চলিবে না, ইহাকে প্রকট করিতেও হইবে তাহার জন্য মোল-আনা স্বদেশী মনোভাব। আর দেশীয় জীবনযাত্রার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা সবই কিছুই এই ভারতবর্ষে পাইব—এই সত্যকে এ ভারতে প্রয়োজনের সত্যের ও বুদ্ধির সাহায্যে সত্য করিয়া সকলের সকলই হইল যান্ত্রিকতার দিন অন্ধ। যদি মনোবুদ্ধিতেই জীবনযাত্রার প্রয়োজনের সব কিছু উৎপাদন ও গঠন করিবার বিকেন্দ্রীক করিয়াছে।

* * * *

'শিক্ষা ও সাধনার ঠিক বিদ্যা এবং সব চাইতে মহান তাহার সহিত নিজেকে এক করিবার চি নিয়া চলবার মত এমন আর কিছু আমি জানি যাহা জীবনকে মহৎ করে, উন্নত করে। 'আমি বলিয়া সকলেই দেখা যাই। নিজের কাজেই বলিয়া সকলেই দেখা যাই। নিজের কাজেই বলিয়া সকলেই দেখা যাই। নিজের কাজেই

অন্য ভাষা হইতে

পল্লীর আহ্বান

[illegible] একদা বিবাহ করি এবং [illegible] যে তাহাদের একত্র হল উঁহাদে কতকগুলি অলই বুঝা যাইবে না। আমাদের হল [illegible] উঁহাদে সাত লক্ষ পল্লীগ্রামের প্রতি পল্লী-[illegible]

[illegible] হরেকের সকলকে পাঠাক্রম ভুল করিতেছেন। [illegible] ঐ করিতেছেনের প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্যে [illegible] অথবা অন্যের দ্বারা উঁহার অপসারণে [illegible]। তাহা হইলে আমাদের [illegible] আমলের [illegible] এরূপ বলিতে পারি না।

[illegible]ঁদের প্রতি ঘরের দরজায় আমরণের [illegible] করিয়াছি। ঐ গ্রামবাসীদের সুখ [illegible] সুখসাধন করিবে আমাদের ঐ [illegible]পদ্ধতির সাহায্যে কাজে বিঘ্ন [illegible] করিতে পারি, তাহা হইলেই [illegible] পারি।

[illegible] হইতে যে ঘর [illegible] পাকাপাকি [illegible] করিয়া উঁহাদে [illegible]দের ঘাসাতর [illegible] করিতে পারে। কিন্তু [illegible] পাক [illegible] একা করা হয় [illegible] গ্রামবাসীদের [illegible] করিয়া। [illegible] [illegible] [illegible]

যে কোন প্রকার বীমার জন্য
[illegible]
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আর্থিক ভারত

[illegible]
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ২৫ ফাল্গুন, ১৩৫৪ | [illegible] | মূল্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ	বিষয়	পৃঃ
রেলওয়ে বাজেট	১৩১	সম্পাদ	১৪১
বিশ্বে বর্ণবিনিময়ে	১৪১	বাজারের কথা	১৪৫
প্রাসঙ্গিক	১৪১	শেয়ারের বাজার	১৪২
ইস্পাতের পুনর্বণ্টন	১৪৪	অর্থনৈতিক	১৪১
বিবিধ	১৪৬	কৌতুক	১৪৫
সংবাদ-বিচিত্রা	১৪৭		

রেলওয়ে বাজেট

গত সোমবার ভারতীয় পার্লামেন্টে যানবাহন মন্ত্রী ডাঃ মাথাই রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাথাইয়ের বাজেটে যে আশার সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা যদি আগামী দিনের সঙ্কেত হয় এবং সে-সঙ্কেত যদি সত্য সঙ্কেত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে আমরা খুসী হইব, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্ন কবল হইতে এইবার যেন ভারতবর্ষ মুক্তি পায়। অবশ্য এত শীঘ্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবার মত বিশেষ কিছু ঘটে নাই কিন্তু তবুও আমরা আশা করিতেছি যে, নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদের বিষময় ফল আমরা এইবার উপলব্ধি করিব এবং সর্ব্বপ্রকার মতানৈক্য বিস্মৃত হইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল কাজে অতঃপর আত্মনিয়োগ করিব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে শীঘ্রই সুস্পষ্ট ঘোষণা আশা করিতেছি। সেরূপ ঘোষণা যে সাধারণ সকলের সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

রেলওয়ে বাজেট প্রসঙ্গে ডাঃ মাথাই মন্তব্য করেন, "দুর্ভাগ্যের এইবার বোধ হয় শেষ হইল।" শুধু রেলবিভাগ নয়, সর্ব্ব বিভাগেই যদি দুর্ঘটনা ও দুর্ভোগের সমাপ্তির আভাস দেখা যাইত এবং কাশ্মীরের স্বর্গীয় যদি চূড়ান্ত নীমাংসা হইয়া যাইত, তাহা হইলে দেশের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। রেলওয়ে বাজেটে ডাঃ মাথাই যাত্রীদের ভাড়া বাবত আর বকায় থাকা সম্বন্ধে যে-আশা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতদূর সার্থক হইবে বলা কঠিন। কিন্তু সাধারণ বাজেট সম্বন্ধে সাবধানতার বিনিময়ন্নের কথা বিবেচনা করিতে ও সরবরাহের পরিমাণ দুদের এ সামর্থ্যের তাহা দুদের সম্ভাবনার কথা হিসাব করিলে অর্থ-সচিবের প আগামী বাজেটে সুখপ্রদ উক্তি করা সম্ভব হইবে,—কারণ তখন বি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ততার সহিত তাঁহার জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাগু প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উদ্বৃত্তকারী অর্থও বরাদ্দ করিতে পারিবে রেলওয়ে বাজেটকে সাধারণ বাজেটের পূর্ব্বাভাস বলিয়া ধরিয়া লই আমরা এরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইতেছি। প্রকৃতপক্ষে, রেল বাজেট হইতে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের "স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে বেশ কি আভাস পাওয়া যায়। অতএব রেল বিভাগের পক্ষ হইতে পূর্ব-বর্ত্তিত বা যে উদ্বৃত্তির সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাওয়া গেল, উহা শুভ লক্ষ

১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাস শেষ হইতে সাড়ে-সাত মাসের বাজেট প্র করায় যে সকল অসুবিধা ছিল তাহা বিবেচনা করিলে, প্রদর্শি অনুমানগুলি যে স্থানবিশেষে সমাদৃত হইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এই আংশিক বর্ষের জন্য অনুমিত লোকসান অপেক্ষা প্রকৃত লোকসানের পরিমাণ অধিক হইয়া

১৯৪৮–৪৯ সালে যাত্রী এবং মালের বর্দ্ধিত মাশুল সমগ্র বৎসর ধ কার্য্যকরী হইবে এবং ইতিমধ্যে লাভজনক অন্যান্য ব্যবস্থারও যা বন্দোবস্তের সূত্রপাত করা হইবে, ইহার ফলে মূল্যাপচয়ের এবং অ সকল সমস্ত খরচ বাদ দিয়াও রেলের ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হ বলিয়া যানবাহন সচিব অনুমান করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় বাজেট উহা দের অর্থ সম্বন্ধে নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলে ওই উদ্বৃত্ত বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ হইবে। ১৯৪৮–৪৯এর সমগ্র আ পরিমাণ ১৯০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন খাতে এই আ

	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট	বাজেট বরাদ্দ
		(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
যাত্রীভাড়া হইতে আয়	৫২,১১	৪৪,১৮	৭২,৫৪
বিবিধ যাত্রীভাড়া বাবদ আয়	৫,৫০	৭,৮৭	১৩,৮১
মালের মাশুল বাবদ আয়	৫৭,২৫	৫০,৩৮	৯৯,১৬
বিবিধ আয়	১,০০	১,১৭	৪,৭৪
বিশিষ্ট খরচ বাবদ বাদ	-৫০	—৭০	—৯৬
মোট	১,১৬,১৫	১,০৮,০০	১,৯০,০০
রেলের লাইন পরিচালনার জন্য আয়	১,০৫	১,১০	৫,৮৭
রেল সরকার কর্তৃক পরিচালিত লাইনের আয়	১,১৪,১১	১,০৭,৮০	১,৮৪,১৩

১৯৪৮–৪৯ সালের কার্য পরিচালনা ব্যয় ১৪৭.১১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। অপৌনঃপুনিক ব্যয় বরাদ্দও ইহার মধ্যে আছে। মূল্যাপকর্ষ বাবদ ধরা হইয়াছে ১১.১৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিকের লাইন পরিচালনার জন্য ওই সকল প্রতিষ্ঠানকে মাল ও যাত্রীর ভাড়া বাবদ দেয় অংশ পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১.৭১ কোটি টাকা। বিবিধ খাতে মোট আয়ের পরিমাণ ৩.১৬ কোটি টাকা হইতে ব্যয় বাবদ ১ কোটি টাকা ও নিট লাভ ২.১৬ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। ১৯৪৮–৪৯ সালের শেষ অবধি মূলধন বিনিয়োগের ৬৭৮ কোটি টাকার এবং ১৯৪৯–৫০ সালের ১৪.৪ কোটি টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদের হিসাব করা হইয়াছে। অতএব লাভ এবং সুদ বাবদ আয়কারক নীট উদ্বৃত্ত ৩০.১১ কোটি টাকার সহিত বিবিধ খাতে ২.১৬ কোটি টাকা যোগ করিলে যে ৩২.৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে সুদ বাবদ ১১.১৩ কোটি টাকা ব্যয় বাদে যে শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকিবে ২.৮৫ কোটি টাকা। এই উদ্বৃত্ত অর্থ লইয়া সরকার কি করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

উন্নতির জন্য আজ যাহাই বর্তমানে যাত্রী ও মালপত্রের মাশুল হ্রাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় নাই। বাজেট বক্তৃতায় এই শুভ ফল হইলে যাত্রীসাধারণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে তাহা বলেন এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা ভাবিয়া দেখা দরকার। উত্তরে তা ভ্রমণসুখের লাঘবে সাহায্য করিতে পারে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহাড়া সর্বত্র একই প্রকার ভাড়ার প্রবর্তন কোন কোন রেলপথের ভাড়ার অত্যধিক বৃদ্ধির হেতু হইয়াছে। অতএব ইহা এখনই না করিলে যে যাত্রী ও মাল চলাচলের পরিমাণ অতঃপর আরও হ্রাস পাইত কিনা এবং কতকগুলি বিশেষ রেলপথের ক্ষেত্রে পরিচালনা ব্যয় ভাড়ার পরিমাণের আপেক্ষিক সম্পর্কের দৃষ্টি করাটাই কর্তৃপক্ষের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কিনা।

কিন্তু ক্ষেত্রেই ভ্রমণকারী রেলযাত্রীরা কোনদিনই কোন সুখ-সুবিধার ভিক্ষারী নহে। তাঁহারা তাঁহাদের টাকার বিনিময়ে এতাবৎ যথোচিত ব্যবহার পান নাই। ভাড়াবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের একাংশের ভ্রমণ করিতে পারার যেন্দ্রে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা হয়ত এইবার কিছুটা সুখী হইবেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ভাড়াবৃদ্ধির বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিলে যাত্রীসংখ্যা হ্রাস এবং তাহার ফলে আয়ের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এই "ভাড়াবৃদ্ধি করা হইবে না", এই সংবাদ অপেক্ষা "ভাড়া কমান হৈ" টুকু বলিতে পারিলেই সরকারের পক্ষে বেশী মঙ্গলের হইত।

হয়, তদ্বিষয়ে বর্তমান বাজেটের আলোচনা কালে প্রস্তাব করিয়া রেখা উচিত। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের ট্রেনভাড়ার বৃদ্ধি বেশী হয় নাই, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের এই দরিদ্র দেশের রেলওয়ের যাত্রীদের ভাড়ার শতকরা আয়ের শতকরা ৯০ ভাগই আসে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পকেট হইতে।

মার্চ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মাত্র-সাত মাসের হিসাবে প্রস্তাবিত ১১৪.১১ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০৪.৮ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অপ্রত্যাশিত কাল পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া এবং উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরিত করার কাজে রেলওয়ের একটা বৃহৎ অংশ ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হওয়ার এই আয় হ্রাস ঘটিয়াছে। যদ্রুণ খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় ৯৯.১১ কোটি টাকার স্থলে ব্যয় হইয়াছে ৯৩.৪০ কোটি টাকা। মূল্যাপকর্ষ তহবিলের জন্য ৬.১৮ কোটি টাকা রাখিয়া এবং অন্যান্য লাইনের গাড়ী চলাচলের জন্য সেই সকল লাইনকে যে ৬৩ লক্ষ টাকার হিসাব ধরিয়া, বিবিধ খাতের আয়সমেত নীট আয়ের পরিমাণ সংশোধিত হিসাবে দাঁড়াইবে ৮.৪১ কোটি টাকা। পূর্ব বরাদ্দে ইহার পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ১০.৭৪ কোটি টাকা। অতএব নীট আটতির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ২.৬৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ৫.০০ কোটি টাকা। ১৯৪৮–৪৯ সালের মোট মূলধন খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫৩.১১ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ১৪.৬৭ কোটি টাকা দেওয়া হইবে মূলধন হইতে, ৫.১১ কোটি টাকা দেওয়া হইবে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে এবং ১৩.৪৩ কোটি টাকা প্রদান করা হইবে মূল্যাপকর্ষ তহবিল হইতে। এই মূলধন খাতে যে সকল নূতন রেলপথ খোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংযোগসাধক রেলপথটি প্রধান।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা ১,

ও শাখাসমূহ :

আর্থিক ভারত

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট আলোচনী

অতিরিক্ত সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ২৪ মাঘ, ১৩৭৬ ; ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ [মূল্য

পশ্চিম বাংলার বাজেট

পশ্চিম বাংলার বিধানসভার সম্মুখে গত সোমবার মাননীয় অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপিত করিয়াছেন নানা কারণে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইহাই এই প্রদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। কিন্তু ইহার গুরুত্ব শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। বিভক্ত বাংলার প্রথা বার্ষিক বাজেট হিসাবেও ইহার মূল্য অসামান্য। এই সকল কারণেই শ্রীযুক্ত সরকারের বাজেট সম্পর্কে দেশবাসীর মনে বিগত কয়েক বৎসর হইতে বিপুল আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাদেশিক বাজেটের যে করুণ কাহিনী বাংলার জনসাধারণ দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার তুলনায় বর্তমান বাজেটে যে অনেকাংশে উন্নততর তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। তবুও আলোচ্য বাজেটকে আদর্শ বাজেট হিসাবে গণ্য করা সম্ভব নয়, তথাপি বর্তমান পরিবেশে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বাজেটের আশা করাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

অর্থসচিবের হিসাবানুযায়ী রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে চলতি বৎসরের শেষ সাড়ে-সাত মাসে আড়াই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবার এবং আগামী বৎসরে ৭৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া অন্যান্য খাতে বৎসরের শেষে প্রায় সওয়া-দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ঘটিবে এবং আগামী বৎসর এক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। এই ঘাটতি দেখিয়া বাজেট সম্পর্কে নিরাশ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। গত পনেরোই অগাষ্টের পর যে গভীর দুর্যোগের মধ্য দিয়া এই প্রদেশকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহার কথা মনে রাখিলে এই ঘাটতি তেমন বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। কেন্দ্রীয় পাটশুল্ক ও আয়করের অংশ বাবত অবিভক্ত বাংলায় রাজকোষে প্রভূত অর্থ পাওয়া যাইত। পরিবর্তিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ঐ দুইটি খাতে পাওনার পরিমাণ হ্রাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সংগৃহীত বিক্রয় কর সম্পর্কেও বর্তমান অবস্থা অনেকাংশে অনিশ্চিত। তবে অর্থসচিব আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি চালু হইলে এই খাতে আয় হ্রাস না পাইয়া সম্ভবতঃ বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্ব্যতীত রাজস্বের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণ এখন পর্যন্ত স্থির হয় নাই। সাদিন আদালতের রায় অনুযায়ী পশ্চিম বাংলাকে ঐ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

যদি জনসাধারণের বাস্তব সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টার উপর বাজেটের কৃতিত্ব নির্ভর করে, তবে শ্রীযুক্ত সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে অভিনন্দন পাইবার যোগ্য। বাজেট বিবরণী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-সমস্যা প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাজেট রচিত হইয়াছে।

অবিভক্ত বাংলার কৃষিখাতে ১৯৪৯-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট যথাক্রমে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পশ্চিম বঙ্গের আয়তন সমগ্র বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইলেও বর্তমান বাজেটে কৃষিখাতে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ এবে ঘাটতি অঞ্চল, তাহার উপর পূর্ব পাকিস্তান হইতে যে হারে হিন্দু জনসাধারণ এই প্রদেশে আগমন করিতেছে তাহাতে শীঘ্রই পশ্চিম বঙ্গে ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবার সম্ভাবনা। এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বাজেটে কৃষিখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শিক্ষার খাতেও সন্তোষজনক ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর খাতে যেখানে ৮.৩ লক্ষ ও ১৫ হাজার টাকা ছিল সেখানে বৃদ্ধি করিয়া ১৪.৫ লক্ষ ও ৪০ হাজার করা হইয়াছে। বিনিয়োগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১১ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতন বাবদ ১৪.৫ লক্ষ টাকা ও অনুন্নতদের শিক্ষার জন্য ১০.৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের খাতে যে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রসারকল্পে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ও অতিরিক্ত হাসপাতাল শয্যার জন্য ৭১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। কয়রোগ দমনের জন্যও বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পল্লীঅঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ও ম্যালেরিয়া নিবারণের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ও ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

গৃহ নির্মাণের জন্য বর্তমান বাজেটে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই খাতে আরও ব্যয় বৃদ্ধির দাবী উঠা অসম্ভব নয়। গৃহ-সমস্যা বর্তমানে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে এই সমস্যার সমাধান এখনই হওয়া আবশ্যক।

লীগ মন্ত্রিসভার আমলে যে সকল বাজেট রচিত হইয়াছে তাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কোন বরাদ্দ করা হয় নাই, অথচ উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্তমান বাজেটে উন্নয়ন পরিকল্পনার খাতে সাড়ে-ছয় কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ যদি যথাযথভাবে ব্যয়িত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বঙ্গের চেহারা যে আমূল পরিবর্তিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহা সংখ্যায় ১৯টিতে দাঁড়াইবে। এই জন্য পৌনে সাত লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। তফসিলী সম্প্রদায়, পার্বত্য অধিবাসী ও মুসলমানদের বিশেষ দরকারের জন্যই ইহা ব্যয় করা হইবে। শিক্ষাবিভাগীয় সাধারণ ১২ লাখের হইতে বাড়াইয়া ৪০ লাখের টাকা করা হইয়াছে এবং উহার মধ্যে পুরাতনের জন্য ১৫ লাখের দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষার উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে গ্রামের অনিয়মিত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ১১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৪ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য ৭ লক্ষ টাকা রাইসনস্ট্রের পরিত্যক্ত কৈবিক্যাল প্লান্টের ব্যবস্থার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য একটি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারিগরি ও বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদের বিশেষে আবশ্যকের জন্য ৭ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ টাকা, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রসারের জন্য ২ লক্ষ টাকা, ইডেন কলেজের জন্য অতিরিক্ত সাহায্য বাবদ ২ লক্ষ টাকা, সরকারী কলেজসমূহের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য মোট তিন লক্ষ টাকা ও পল্লী অঞ্চলে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

উন্নতি পরিকল্পনার এক কুড়ি ভাগ বিভাগে চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের প্রতি থানা ও ইউনিয়নে আস্থাকেন্দ্র থাকিবে। প্রতি কেন্দ্রেই একটি ছোট হাসপাতাল, আউট ডোর চিকিৎসালয়, প্রসূতিসদন ও একটি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধবাহিনী থাকিবে। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের হাসপাতালগুলির জন্য ৭৮ লক্ষ টাকা ও একটি গ্রামোদেবা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। কলিকাতার চিকিৎসা অনুসন্ধানসমূহের উন্নতি সাধনের জন্য মেডিক্যাল কলেজের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা, ১০০টি অতিরিক্ত বেডের ব্যবস্থার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকের কোয়ার্টার্সের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং সংক্রামক ব্যাধির একটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রাথমিক খরচের জন্য ১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুর্ঘটনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিষয়ে কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালের জন্য ১৩৮ লক্ষ টাকা, ডাক্তারদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য ৪৮ লক্ষ টাকা, বারাসত হাসপাতালের উন্নতি বিধানের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেসরকারী আয়া প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং বর্তমান রাষ্ট্রের যে সমস্ত হাসপাতাল আছে তাহাদের জন্য ১৮ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রামে, জল সরবরাহের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা এবং মিউনিসিপাল এলাকাসমূহে জল সরবরাহ ও নেতা নিষ্কাশন প্রভৃতির জন্য ১২৮ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাদেশিলে প্রতিষেধক ব্যবস্থার জন্য ১৪ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিমানযোগে ভূইনাইন ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কুষ্ঠ প্রতিষেধক পরিকল্পনার জন্য ৮ লক্ষ টাকা এবং প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের জন্য ৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষি

বাঙলাদেশের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষকদের বীজ ও সার সরবরাহ করাই কৃষি বাজেটের মধ্যে প্রধান বিষয়। এই খাতে মোট ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই কৃষকের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। একই উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে কৃষির যন্ত্রপাতির লৌহ ও ইস্পাত বন্টনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা, ইক্ষু কাটার জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্র বন্টনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা, কৃষি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার জন্য ৪ লক্ষ টাকা, সার উৎপাদনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং বীজাগার নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আরও গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সেচ কার্যের জন্য ব্যবহৃত পুরাতন পুষ্করিণীসমূহের পুনর্খননের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, বন্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩ লক্ষ টাকা, কৃষি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ৫০ হাজার টাকা, কৃষি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ৬৬ হাজার টাকা ও আলুর চাষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। উন্নততর কৃষিকার্যের উপর শিক্ষিত কর্মী পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি এগ্রিকালচারাল কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য কৃষি সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। একটি 'চাষী কার্ড সার্ভিসের কার্ড' বিতরণের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও সাধারণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংগৃহীত 'মুকলীন আইস ব্লাস্ট' ও 'কোল্ড ষ্টোরেজ ডেপো' পরিকল্পনার জন্য মোট চার লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সর্বশেষে হরিণঘাটার সরকারি পশুর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধাদি নির্মাণ সম্পূর্ণ করার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

সেচ

সেচ সংক্রান্ত বাজেটে মাত্র সেচ পরিকল্পনাই প্রধান এবং ইহার জন্য ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে, দাঁতোল পরগণার ঘরের মধ্য দিয়া নির্মিত একটি উচ্চ বাঁধের পিছনে একটি জল জমা রাখিবার স্থান নির্মাণ এবং দ্বিতীয় ভাগে সিউড়ীতে বারকা, ব্রহ্মানী কোপাই ও ব্রহ্মের নদী বরাবর একটি বাঁধ নির্মাণ করা এবং বীরভূম এবং বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের কোন কোন অংশে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য খাল নির্মাণ করা হইবে। বর্ধমানে কেরোনারে দ্বিতীয় খাতের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রায় ১ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা যাইবে এবং ইহাতে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রথম ভাগ কার্যকরী করিতে বর্ধমানের সহিত চুক্তির জন্য বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় যে, পরীক্ষা এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হয়। অন্যান্য ব্যয় করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সোনা পাথরে ডেমেজ ফীল্ড, ডাকরাম ফীল্ড ও মেদিনীপুর পরিকল্পনার জন্য ১৭ লক্ষ টাকা, খাল ও বাঁধকার সুরক্ষা ও নিচু পরিকল্পনার জন্য ৮ লক্ষ টাকা, সরস্বতী খাল পুনর্খনন ও হুগলী জেলায় ট্রেনেজ-খালের ইউরেখালে ডেমেজ জন্য ৮ লক্ষ টাকা, বিহার রিলিফ ইনকাম ট্যাক্স জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা এবং কৃষি সমিতির অঞ্চলের ডেমেজ পরিকল্পনার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

শিল্প

কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগে শিল্প সংক্রান্ত প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা এই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সেই অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারকে প্রধানতঃ কুটির শিল্প লইয়াই থাকিতে হইবে এবং কুটির ও বৃহৎ শিল্পের প্রতিই সমধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। অবশ্য ইহার দ্বারা ইহাই মূল উদ্দেশ্য নহে যে, প্রাদেশিক সরকারকে আবশ্যক হইলে বৃহৎ শিল্পে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই অনুযায়ী বিহারের সিন্দরীতে রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সাহায্য তাহাতে সহযোগিতা করার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। শিল্প উৎপাদন প্রসারের উন্নতির জন্য ১৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অসুবিধার প্রতিকারের সাধনের জন্য মোট ৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। নূতন উৎপাদনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিবার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। শিল্পের প্রসারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডিসার্ট সাধনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সর্বশেষে পরিবারে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বৈদ্যুতিক পরিকল্পনার জন্য ৩ লক্ষ টাকা, ইঞ্জিনিয়র নিয়োগের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ঋণের আরও ৩১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

আশা করা যায় কৃষি উপযুক্ত সময়ে পরিবর্তনের ফল ও বর্তমান আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য একটি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফাইন কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে।

রাস্তা সংস্কার

রাস্তা সংস্কার আয়াদী বৎসরের বাজেটে ১৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এবং কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত যে রাস্তা

। অংশে এই প্রদেশে পরিচয়ে তাহাদের
। সীমানা হইতে কলকাইগুড়ির
। যে লক্ষ নির্দিষ্ট হইবে তাহার জন্য
করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে যাতে
। সাধ্যেম লক্ষ করা হইবে।

নগরাঞ্চলের উন্নতি সাধন

। বাস চালু করিবার জন্য গভর্নমেন্ট
ন পাঁচের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।
শকগণের পরিবহনের ব্যাপারে ৫০ লক্ষ
হে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের দিকে গভর্নমেন্টের
বস্তিবাসী ও নিম্নবাসিক শ্রেণীর
উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে
সাধের দুঃ সাধারণের জন্য ৫০ লক্ষ
নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য দুই
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।
শের যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে
সম্পূর্ণ আদায় হইবে বলিয়াই আশা

উচ্চশিক্ষার স্তরে

অধিক ছাত্রের স্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থার
প্রয়োজন। এই কাজের জন্য
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই
ব্যবস্থার দ্বারা ১৩ হাজার এক
উচ্চতালিকার যে শিক্ষার্থিক বৃদ্ধি
লাভ করিবে এবং উহাকে পরি-
শিক্ষ প্রদান, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি
করা হইবে।

ছাত্রদের জন্য ভোজনাগার

বিদ্যালয়ের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে
ে কয়েকটি ভোজনাগার প্রতিষ্ঠার
ন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এ
ে হইতে যাতায়াতের ব্যবস্থার ও সস্তা
দরের করা হইবে।

রাজনৈতিক বন্দিগণকে সাহায্য

অপ্রেসিডেন্সি জেলের কল্যাণে দুঃখভোগ
। তাদ স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা
করা তুলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে
দুঃখভোগ ভোগ করিয়াছেন এবং
উপায় খুঁজিতেছেন, গভর্নমেন্ট সে
াছেন। তাহাদিগকে সাহায্যদানের
গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।
ই দুঃস্থ ছেলে মেয়ে বাহিরে উহাদের
নকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য
। এ ছেলেরা যিনারা স্বাধীনতার
াছেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে
ছেলের কর্তব্য।

শ্রমিক সমাজ

ছের ব্যবস্থার দিকে গভর্নমেন্টের বিশেষ
। ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, শ্রম ও
শ্রমিক শিল্পোৎপাদনের প্রধান সহায়ক।
উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি অংশ পাইতে
শ্রমিকের এই ন্যায্য অধিকার।

কলকারখানায় কর্মিদের রক্ষা ও শান্তির
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কথা বলা প্রয়োজন।
বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা ছেলের
জন্যে সাহায্য করা উচিত গভর্নমেন্টের কর্তব্য।

শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন
আন্দোলন পরিচালনা ও নূতন শ্রমিককল্যাণ কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা
হইয়াছে। চিকিৎসালয়, রোগিত ও শারীরিক বিষয়ক
শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার
টাকা ধার্য হইবে। কালেকটরী সেরেস্তা আর্থিক
প্রকাশের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন

বর্তমান অধিবেশনের মধ্যে জমিদারী প্রথা লোপ
করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এ সম্পর্কে
প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা
হইয়াছে। কি ভাবে জমিদারী প্রথা লোপ করা
হইবে, তাহার বিস্তারিত পরিকল্পনা অন্যান্য প্রদেশের
সহযোগিতায় স্থির করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই
এ কাজে আরম্ভও হইয়াছে, জমিপুরুষের
হার কিরূপ হইবে এবং উহা কি ভাবে দেওয়া হইবে,
বর্তমানে সর্বসাধারণের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে আলোচনা
চলিতেছে। জমিদারের প্রজা ও জমিপুরুষের স্বার্থ
নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা
বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি

অল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের বেতন
বৃদ্ধির জন্য আগামী বৎসরে আরও এক কোটি টাকা
বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের আয়-ব্যয়

[লক্ষ টাকার হিসাবে]

	অধিবেশন সাময়িক প্রকৃত আয় বা ব্যয়		পশ্চিম বঙ্গলা সরকারের আনুমানিক আয় বা ব্যয়	
	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭	গত ১৫ই আগষ্ট হইতে আগামী ৩১এ মার্চ	১৯৪৭-৪৮
কেন্দ্রীয় আদিবাসী শুল্কের অংশ	১,৩৬	২,৫১	৫০	১,০০
কেন্দ্রীয় আবকারের আয়	৬,৬৯	৬,৭৩	৮,৩৫	৪,০০
ভূমি রাজস্ব	৩,৮৭	৪,০৪	১,৩৭	১,৮৪
আবকারী	৮,১৭	৬,৫৭	৩,৫৩	৫,৮৮
ষ্ট্যাম্প	৪,০৩	৪,৪৫	১,৪০	১,৪০
বন	৮২	৬২	২৩	৩২
রেজিষ্ট্রেশন	৬৬	৭৮	১৯	৩৯
মোটর যান	২৫	৩৪	১৩	৩২
অন্যান্য প্রাদেশিক কর	৭.১৩	৬,৭০	৩,৩৯	৫,২৭
অন্যান্যিক আয়	৪৭	৩,০৩	২,০৯	৩,৪৮
রাজস্ব খাতে মোট আয়	৪৭,৪৬	৩৯,৯১	১৮,৮৮	৩১,১৯
রাজস্ব খাতে খরচ—				
সাধারণ শাসনকার্য	২,৭৪	৩,১৫	৯১	১,৬৯
বিচার বিভাগ	১,৩২	১,৪০	৫১	১,০০
জেল বিভাগ	৯৮	৮৫	৩৭	৬৩
পুলিশ	৩,৫৮	৪,৭৭	১,৯১	৩,৬৭
শিক্ষা	২,৭৬	৩,০২	১,১০	১,১৫
চিকিৎসা	১,১৪	২,৯৩	৭০	১,০৭
জনস্বাস্থ্য	১,৬৪	১,৩০	৮৮	৪৯
কৃষি	১,০৭	১,১১	১,০৮	২,৩১
সমবায়	২০	২৪	৯	১৩
শিল্প	৬০	৪৪	৫১	৪০
ঐ নিয়োগ ভাব	১০	২২	১৫	৩০
পূর্ত	১,৫৫	২,৭৮	৮৯	১,১২
বৃত্তিক সাহায্য	৩,৩১	৪,৯৯	৫৭	৮১
অন্যান্যিক খরচ	১,৩১	৩,৮৭	২,১৪	৩,৭৩
সাধারণ পরিচালনা সমবায়	...	—	—	—

শিল্পে ধনবিনিয়োগ

ভারতীয় শিল্পের জন্য একটি ধনবিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) স্থাপনের উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পূর্বে অর্থসচিব যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনান্তে তাহা সম্প্রতি আইনে পরিণত হইয়াছে। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের পূর্বে অর্থসচিব বলিয়াছিলেন, আলোচ্য শিল্পের উদ্দেশ্য হইতেছে বৃহৎ শিল্প পরিচালনার উপযোগী মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। তখন তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিলটি আইনে পরিণত হইবার পূর্বেই প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের গভর্নমেণ্ট স্ব স্ব এলাকায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানত ছোট-খাট শিল্পের মূলধন যোগাইবে। যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে তাহারা যাহাতে বিলটির সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয় সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রথমত স্থির হইয়াছিল যে প্রতিষ্ঠানটির মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি মত প্রকাশ করেন যে, এই সংখ্যা আপাতত যথেষ্ট হইলেও ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত যাহাতে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। ইহার ফলে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাঁচ কোটি টাকার অংশ এখন বিলি করা হইবে, অবশিষ্টাংশ প্রয়োজনানুযায়ী বাজারে ছাড়া হইবে। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিবেন, অবশিষ্ট শেয়ার তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং বিভিন্ন অর্থবিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারে। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশক্রমে স্থির হইয়াছে যে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহও শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে শেয়ারের মালিক হইতে না পারেন তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বিলটির ৩নং ধারায় বলা হইয়াছিল যে, শেয়ারের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি পূর্ব হইতেই এই ধরণের লভ্যাংশ স্থির করার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন শেয়ার বিলি করার সময় আর্থিক বাজারের অবস্থা যেরূপ থাকিবে, লভ্যাংশের হার তাহারই উপর নির্ভর করিবে। অতএব পূর্ব হইতেই এই হার স্থির করা উচিত হইবে না।

প্রতিষ্ঠানটির দেখাশোনা ও পরিচালনার ভার ম্যানেজিংডিরেক্টর-সহ বারোজন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাদের মধ্যে দুজনকে মনোনীত করিবেন, অবশিষ্ট দশজন অংশীদারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

কোন শিল্পকে অর্থসাহায্যের পূর্বে সেই শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেই জন্য স্থির হইয়াছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া কয়েকটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হইবে। অর্থদানের পূর্বে শিল্পের উপর সর্ব প্রকারের ক্ষমতা যৌথ প্রতিষ্ঠানটিকে দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সকল শিল্পের পরিচালক-মণ্ডলীতে ধনবিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তিকে স্থান দিতে হইবে।

দেশী ও বিদেশী যে কোন মুদ্রায় প্রতিষ্ঠানটি অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন। এই ধারাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন উৎপাদক দ্রব্য আমদানি করা আবশ্যক। কিন্তু বৈদেশিক বিনিময়ের অপ্রাচুর্যের ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। আলোচ্য প্রতিষ্ঠান যদি ভারতীয় শিল্পপতিদিগকে এই দিক হইতে সাহায্য করেন, তবে ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন পথের এক প্রচণ্ড অন্তরায় শীঘ্রই অপসারিত করা সম্ভব হইবে। যেহেতু ভারত সরকার স্বয়ং প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক, সেজন্য ইহার পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক অথবা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ও রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৈদেশিক বিনিময় সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন হইবে না।

সিলেক্ট কমিটির আরও একটি মূল্যবান সংশোধন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্থির হইয়াছে যে ধনবিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতীয় কোম্পানী আইন ও ভারতীয় আয়কর আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। ইহার ফলে সরকার প্রতিষ্ঠানটির নিকট হইতে কর আদায়ের ক্ষমতা লাভ করিলেন।

ভারতীয় পরিষদে বিলটির উপর বিতর্ক প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীর অনেকেই মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত কর্পোরেশনে ধনিক শ্রেণী অধিকতর সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই ধারণা একান্তই অমূলক। মাননীয় অর্থসচিব স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সিলেক্ট কমিটি শেষ পর্যন্ত সরকারের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন কোন দল বা ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানকে স্বকীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারিবে না। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বে শতকরা ৬০টি শেয়ার থাকিবে, সদস্য ব্যাঙ্কের হাতে থাকিবে শতকরা ১০টি শেয়ার ইন্ডিয়ান্যাল ব্যাঙ্ককে যদি রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হয়, তবে সরকার প্রস্তাবিত শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়াইবে শতকরা ৫১ অথবা ৫১ পরিচালকমণ্ডলীতেও সরকারী প্রাধান্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত স্থির হইয়াছে নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে সরকার বোর্ডকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিবেন। এই ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আলোচ্য

প্রাসঙ্গিক

...র দাম নিয়ন্ত্রণ

...পের মূল্যমানের ওঠানামা বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা ক... আমেরিকার বেন টেলিফোন ...টির অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াই, এ. স্মাই এই ...মের প্রবর্তক। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন ...রিয়া ১৮ই জুলাই ১৯২৯ সালে উৎপন্ন ...র প্রকৃতিক পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করেন। ...এই পরীক্ষা কেবলমাত্র উৎপন্ন পদার্থ ...ধা কি না তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ...ডাঃ স্মাইটের প্রবর্তনের এই পরীক্ষা এক ...গুরুত্বলাভ করে। উৎপন্ন পদার্থের মূল্য ...এবং কোন্ পথে তাহার সংশোধন সম্ভব— ...হারও পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া যায়। ...উৎপন্ন পদার্থের মূল্যমান কিরূপ করা ...হইয়া যায়। ডাঃ স্মাইটের এই নূতন ...ও আমেরিকার যে কয়টী পুঁজিবাদী অঞ্চলে ...কেন্দ্রগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। বৃটিশ ...ডাঃ ইন্ডাস্ট্রিটেরের নিকটে ডাঃ স্মাই ১৯৩১ ...হইতে ব্রিটেনে আগমন করেন এবং উৎপন্ন ...কার্য সম্পর্কে বাস্তবানুভূতায় বক্তৃতা ...ইহার পরে অতিরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ...আসে ডাঃ স্মাইটের আলোচনা ছড়াই পড়ে।

...ইহার পর ডাঃ স্মাইটের আলোচনা প্রবর্তন ...ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান ...ডি ইন্সটিটিউট সম্প্রতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ...ন। এই দুইটি সংস্থার পরিচিতির আনুকূল্যে ...স্মাইটের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কিছুদিন ...এক 'ভলমত মান নিয়ন্ত্রণ' সম্মেলনের ...ন হয়। দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও ...শিল্পান দুইতে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এই ...নে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ...য়ে, উৎপন্নের গুণমান বিজ্ঞানের কোন ...বিশেষ শাখার উপর নির্ভর করে না। শাখার যে সমস্ত আবশ্যক সংযোগের তাহার ...অন্তর্ভুক্ত হইলেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ...া এবং শিল্প সংগঠন প্রণালী ও সরকারী ...নীতি। আনুকূল্য না লাভ করিলে এই গুণমান ...ণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ডাঃ স্মাইটের ...ন্তির অভিভাষণ উল্লেখ করা যায়: বর্তমান ...ীন অবস্থার মধ্যে গুণমান নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা ...র করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, "দেশের ...উপায়ের ব্যবসায়ীর মধ্যে যাহাতে প্রবাহমান ...ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে চাই ...মানের সহযোগিতা। এই সহযোগিতার মূলত ...ন আমার মতে, বাজারে এবং মহাজনির ...নির্ভর করে: .....মহাজনির জন্য চাই ...ন যথেষ্টপরিমাণ সরবরাহের নিশ্চয়তা। এই সর- ...করা যায়, তাহা হইলে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ হইয়া উঠে।" এইরূপ নিশ্চয়তা লাভ করিতে হইলে দেশের সরকারী নীতির সহিত অর্থনৈতিক সংগঠনের সহিত সহযোগিতা এবং বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সাহায্যের আবশ্যক। আশা করি, উপরিউক্ত সম্মেলনের ফলে তাহা সম্ভব হইবে।

ন্যূনতম মজুরি

ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী। তার ন্যূনতম মজুরি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের শ্রমিক জনসাধারণের জীবনযাত্রার শোচনীয় মানের যে শিল্প প্রসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা বার বার করা হইয়াছে। বিদেশী শাসকশ্রেণী সরকারই এই সম্বন্ধে দৃষ্টি মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কতকগুলি শিল্প, কৃষি ও পশু পালনের ব্যবসায় প্রভৃতি মোট ১৯টি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উপরিনির্দিষ্ট যে কোন শিল্পে ও ব্যবসায়ে ন্যূনতম মজুরি স্থির করার জন্য উপযুক্ত পরিষদ নিযুক্ত করিতে এবং সেই সম্পর্কীয় অভিযোগ বিবেচনার জন্য ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিবেন।

বিলটি সম্পর্কে পরিষদে যে এতদূর মতের, তাহার প্রমাণ স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। অনেকের ধারণা যে ইহার ফলে ছোট ছোট শিল্পে ও কৃষি ব্যবসায়ে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিবে। অনেকে আবার আশঙ্কা করেন যে, উদ্বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি বাঁধিয়া দিবার ফলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিল্পের শ্রমিকশ্রেণী সামর্থ্য সত্ত্বেও অপেক্ষা বেশী মজুরি দিবেন না। ফলে নির্ধারিত মজুরি হারই কার্যতঃ সর্বোচ্চ মজুরিতে পরিণত হইবে। প্রথমোক্ত অভয় বিষয়ে প্রদর্শিত শ্রীযুক্ত অমলকান্তি রায় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলেন যে, শ্রমিক ও মালিকের সর্বাধুনিক বাঁধিয়া কোন শিল্প বা ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়, ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তাহাদের ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে আর্থিক ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। সমগ্র অর্থনীতির দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ, জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ যে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তবে ন্যূনতম মজুরির হার কখনও এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় একেবারে অধিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ক্ষুদ্র শিল্পে ন্যূনতম মজুরির হার উচ্চ করিয়াই কেবল এই আশঙ্কা দূরীভূত করা চলে।

বিলটির বিতর্কের সময়ে শ্রীবিশ্বনাথ দাশ বলেন, শুধু বিলটি উত্থাপনের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা কর্তব্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। সমগ্র ভারতে কর্মরত প্রায় ১৮ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৭ কোটি সম্বন্ধে এই বিলের আওতায় পড়ে। অবশিষ্ট এগার কোটি শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের জন্য এপর্যন্ত কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। ইহাদের জন্য অন্তত সাধারণ সংখ্যাধিক্যের জোরে আমাদের দুঃখিনী আবার কবিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কর্মীর অবস্থাই শোচনীয়। আশা করা যায় যে, অধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন, কারণ বহুদিন সর্বাধিক উন্নতির জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।

অসহায়া নারীদের উদ্ধার

ভারতবর্ষের নারীরা বরাবরই আশা করিয়াছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা নারী-প্রগতির নূতনতর সুযোগ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের সকল আশাই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। প্রগতি তো দূরের কথা ব্যবস্থাপার প্রাথমিক ধাক্কাই বর্তমানে ভারতের নারীদের পক্ষে প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধুর নারী এবং কাশ্মীরের রামলোভী জিঘাংসাপরে অসংখ্য নারী লাঞ্ছিতা ও অপহৃতা হইয়াছেন। এইরূপ নারীদের সংখ্যা কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই সর্বাধিক হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সম্প্রতি আবার জানা গিয়াছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাহাওয়াল-পুর রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু এবং শিখের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জানা গিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশ বা হইলেও প্রায় অর্ধেকই নারীলোক।

ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ইহা চরম কলঙ্কের। কিন্তু সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া এই অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। সমস্যাটি কেবলমাত্র মানবত্বের দিক হইতেই বিচার্য নয়। আক্রমণকারী শত্রুর সহিত রাষ্ট্রের একজন প্রজাকে বাঁচিয়া থাকার মৌলিক অধিকারও আজ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদ উপলব্ধি করিয়াই ভারত ও পাকিস্তানের উভয় ডোমিনিয়ন সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ বা বিবাহ স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে না। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত সেরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। ভারত অন্তত তাই আজ একথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে নারীত্বরণের মৌরাত্ম্যের যারা দান করিতে বাধ্যপর করিতে হইবে এবং এইরূপ সংকল্পানুসারে কাজ করিতেও হইবে।

বিশেষ প্রয়োজনীয়। উক্ত কোমিশনারের নানা ও নারীশিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী অনুসরণের জন্য তাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন :

(১) অনগ্রসর নারীদের শিক্ষাদীক্ষা আনিবার জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে হইবে।

(২) অনগ্রসর নারীসমাজকে কোথায় রাখা হইয়াছে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনিতে হইবে।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ও জনসভার মারফৎ প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।

(৪) জনমতকে আরও করিবার জন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন সপ্তাহ প্রতিপালিত হইবে।

(৫) বিভিন্ন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়শাসিত গভর্নমেন্টের উপর এমনভাবে চাপ দিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা নারী উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হন।

আমরা আশা করি উক্ত কোমিশনারের সরকার ও শিক্ষিত জনসাধারণ এই কর্মসূচীর মূল্য উপলব্ধি করিবেন এবং সর্বপ্রয়ত্নে এই উদ্যোগকে সহযোগিতা করিবেন।

বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের আলোচনা নূতন নহে। ছাত্রদের মানসিক দৃঢ়তা বিকাশের সাথে সাথে শারীরিক কর্মক্ষমতা এবং শৌর্যও যাহাতে অক্ষুণ্ণ উহা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পুনঃপুনঃ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সামরিক শিক্ষার যথোপযুক্ত প্রবর্তনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষানীতির উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশেই যুদ্ধের সময় দেশকে প্রস্তুত রাখিবার জন্য ছাত্রদের বিদ্যাভ্যাসের সাথে সাথেই সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করিতে হয়। ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন থাকায় বিদেশী কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বলে করেন নাই। ৪০ কোটি লোকের এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ হইতে বিদেশী কর্তারা যে তাড়াতাড়ি সৈন্যবাহিনী খালি করিয়াছিলেন, এমিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

আজ ভারত স্বাধীন হইবার সাথে সাথে পট পরিবর্তন হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল কাডেটকোর কমিটি' বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার প্রবর্তনকল্পে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে স্থল, নৌ ও বিমান এই তিনি সমরবিভাগেই 'সিনিয়র' এবং 'জুনিয়র' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিদ্যার্থীরা শিক্ষালাভ করিবে। সিনিয়র বিভাগে বিদ্যার্থীদের মোট সংখ্যা অনুমোদিত হইয়াছে ৬,০০০ এবং জুনিয়র বিভাগে ১৩৫,০০০। জুনিয়র শ্রেণীর এই সংখ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশ স্থির হইয়াছে ১২,০০০ জন। তবে সরকারের 'শিক্ষা-বিস্তারের প্রত্যেক সুযোগদানে অধিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। খুবই আনন্দের বিষয়, টেনিসকোয়েট ইত্যাদির পরিচালনা এবং তুলনামূলক উচ্চপদীয় কার্যকর্তৃদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু

পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রকাশ্যে তাঁহার বিকৃত মতবাদ পেশ করিয়া এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে ঐকান্তিক সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অবসান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে পাকিস্তান গণ-পরিষদে কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীযুক্ত ভিবেণশঙ্কর রাও দেও প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি মুসলিম লীগের স্থানীয় সাধারণ হিন্দু জনসাধারণকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে দেয় নাই। সুবিধা দৃষ্টি পাইবে মনে, এমনিতেও হিন্দুরা সচরাচর বড় একটা অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া নীরবেই অন্যায় জুলুম সহ্য করিয়া চলে। একটি পুরাতন রাইফেল প্রকৃত অবস্থায় ব্যবহারযোগ্য পরিষ্কার মূল্য যাইবে।

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটি কাঁসারীর দোকানে ঢুকিয়া একটি অ্যালুমিনিয়মের পাত্র খুলিয়া লইবার সময় বিক্ষোভকারী জনতাকে পাশের অধিকাংশ ৩৪ বৎসর বয়সের দুই শ্রীযুক্ত পলিস প্রহরীর হাত হাতকড়া টানিয়া ধরে। কিন্তু এই সময় একজন মুসলমান ভদ্রলোক এবং দুইজন মুসলমান পথচারী আসিয়া জনতার পুলিশ সহায়তায় একটি উত্তেজিত মুসলমান জনতা তাহার সমবেত হয়। পুলিশের সন্দেহেই এই জনতা পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং অধিকারের অন্যান্য ঢাকার খালি পাত্রাদি করে। পুরাতন পুরাণির অথবা বলিয়া ব্যবসায়ক সভার দুইপুরী সমর শ্রীযুক্ত বেবেন্দ্রনাথ হালের বসতবাটি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত অধিবাসচন্দ্র সেনগুপ্তের ভেষজালয় উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আজ দুঃখ দুর্দশাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বিভিন্ন কারণ তুলি উল্লেখ করেন :

(১) কায়েদ-ই-আজম জিন্নার মৃত্যু পরবর্তি করিয়া অর্থসংগ্রহ করা;

(২) বিদ্যুতের বন্ধুকের লাইসেন্স বাতিল করা;

(৩) বিদ্যালয়ে যাইবার পথে হিন্দু বালিকাদিগের ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করা; এবং (৪) বাড়ী ঘরদুয়ার লুট করা।

প্রবোক্ত জুলুম প্রত্যেক হিন্দুকেই যোগসূত্রের বিভিন্ন অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে। বন্দুকের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়াতে স্বাধীন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অসহায় বোধ করিতেছেন। ইহার উপরে আমরা যে সকল সরকারী কর্মচারী পূজাপার্বণের ছুটিতে অন্যায় করিয়া হিন্দু-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। সুবিধা করা যাইতে পারে যে, উহাদিগের নির্দিষ্ট অবস্থানে বিভিন্নবিরোধী বক্তৃতা দেওয়াইবার উদ্দেশ্যে তাহা দেওয়ার কোন হেতু নাই। বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং উহাতে কোন্ বলী করা হয়। উহার পক্ষ হইতে যে প্রচার কার্য চলিবার ফলে সরকার উহাকে ব্যবহার আনেক্ষণ দাঁড়াল করেন এবং স্থানীয় বহু উহার বিশেষপূর্ণ প্রচার কার্য চালাইয়া থাকেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের অনুমান আয় ব্যয় অনুসারে ১৯৪৯ সালের ৩১ মার্চ কর্পোরেশনের সিট ঘাটতি হইবে ১৯,৪৮,০০০ কিন্তু কর্পোরেশনের সংরক্ষিত তহবিলে ৫৫ লক্ষ টাকা থাকায় তাহার দ্বারা কর্পোরেশনের মোট ঘাটতির পরিমাণ ৯১,৮৮,০০০ টাকা। উক্ত ঘাটতি সম্বন্ধে

(বেতারের ২য় পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা ন্যাশনা

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস

বিবন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বন্ধুত্ব তহবিল ২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্ধ্বে

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল' একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের সহিত 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল' আপনার ব্যবসায়ের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ৫০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর সরকারী ২½ হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

(৩য় পৃষ্ঠা)

৩ লক্ষ অনুসলমানের পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইবার পর অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের শুরুদাসপুর জেলার বেদখলী রেলওয়ে ষ্টেশন ও আশপাশের কয়েকটি গ্রামের হিন্দু অনুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া আবার নূতন করিয়া সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলাহী পাকিস্তান হইতে বিনা বাধায় ও আক্রমণে ৪ ৭৮ হাজার জন অনুসলমান হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। এই হিসাবে ১৯৫১ জানুয়ারী ১ লক্ষের মত উদ্বাস্তু বেশী ও আশ্রয়প্রার্থী করিয়াছে। বর্তমান হিন্দু হইতে পারে এক কথা বোধ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেদখলকারীদের সংখ্যা এখনই নির্দিষ্ট ভাবে সরকার সমস্যা ও পুনর্বসতি দপ্তরের জন্য বিভাগের কোনোদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়াছেন। তাহাড়ীত বেদখল অসামরিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ১৯৫ জনকে পাকিস্তানে পশ্চিমপাঞ্জাব প্রদেশ হইতে ১ হাজার ৮ শত ৫১ ... করাচীতে পাঠানো হইয়াছে. হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার অনুসলমান ... পৌঁছিয়াছে. করাচী হইতেও ... হইয়াছে। ... হাজার হিন্দুকে এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৯ করাচীতে পাঠানকোট অঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

... এই অবস্থায় সরকারী মহলেও ... করিয়াছে। সরকার ইতিপূর্বেই গ্রামাঞ্চলে এবং বেতন বা বৃত্তিজীবী সহরবাসী ... উদ্বাস্তু জনসাধারণকে বিভক্ত ... করিয়া দেখা যায় যে, আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা লক্ষ করিয়া বাস্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য বিশেষ-বিশেষজ্ঞদের ডিফারেন্স অ্যাডভিসিবিলিটেশন ... বন্ধুর সুপারিশ প্রস্তাব করেন, কিন্তু বিভাগীয় অফিসার সিলেক্ট কমিটিতে ... কর্তৃপক্ষ সংশোধন করিয়া ডিফেন্সিবিলি-... ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করিবার জন্য ... হয়। পরিষদ কর্তৃক এই সংশোধন ... হইয়াছে।

... ব্যয় লইয়া এই বোর্ড গঠন ... সমস্যা ও পুনর্বসতি সাধারণ বিভিন্ন ... এই বোর্ডকে সাহায্য করিবার জন্য অর্থনীতি এবং ভাক্তারি প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা থাকিবে। যাহাতে দুর্নীতি নিবারণ সম্পর্কে পুনর্বসতি সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্তই এই বোর্ডই গ্রহণ করিবে। বোর্ডের এই ক্ষমতা আরও যাহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের অধিকারের উপর অযথা হস্তক্ষেপ না করে সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে, যে প্রদেশে দুর্গীত উদ্বাস্তুদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে এই বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। পক্ষান্তরে যেখানে প্রাদেশিক সরকার উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণভাবে ব্যয় করিবে, সেখানে এই বোর্ড কেবল উপদেষ্টা হিসাবের কাজ করিবে। পুনর্বসতির জমাকলাপকে সহজসাধ্য ও স্বরান্বিত করিবার জন্য বোর্ডকে কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই অর্থ প্রধানতঃ সহরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্যই ব্যয়িত হইবে। সহরবাসী হিসাবে স্থির হইয়াছে যে, জনপ্রতি ১,০০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিতে বোর্ড প্রস্তুত থাকিবে। গ্রামবাসী এবং কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের জন্য এই বোর্ড দায়ী থাকিবে না। তবে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও সমবায় বিভাগের মারফতে কৃষিঋণ এবং বীজধান সাহায্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। ইতিমধ্যেই ১৭০ কোটি টাকার এইরূপ সাহায্য পূর্বাঞ্চলে সরকারের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

এই বোর্ড গঠন হইবার পূর্বেই ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পুনর্বসতির এক বিস্তৃত পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ হইতে অগ্রসর যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রায় ১৭ লক্ষ বাস্তুত্যাগীকে পূর্বপাঞ্জাবে ইতিপূর্বেই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকিবে। বাস্তুহারাদের মধ্যে যাহাদিগকে কৃষিজমিজমা দেওয়া হইয়াছে বা যাহারা নিজেরা কিনিয়া লইয়াছে তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য পূর্বপাঞ্জাব সরকারকে তৎপর হইয়াছেন, নূতন বাস্তুহারাদের জন্য কৃষির ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাহাদের যাতায়াত ব্যয়ের জন্য অর্থসাহায্য করা হইতেছে। যাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিতেছে তাহাদের বলদ, লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধার্থে সরকারকে ঋণদানের জন্য ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। হিসার, রোহতক, আম্বালা, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, গুরদাসপুর ও অমৃতসর ও জলন্ধর-পুরের বসবাসকারীদিগকে দেওয়ার জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে সরকারের বৈনিতাল ভরাই অঞ্চলে ১০ হাজার একর পরিমিত জমি দিয়া কিছু সংখ্যক বাস্তুহারাকে বসবাস করাইবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে সরকার চাষ আবাদ করিয়া সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারই সিলা ঘরের বেড়া, লেপ, লাঙ্গল, বলদ, বীজধান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলায় চাষ আবাদের কাজে বাস্তুহারা-দিগকে নিয়োগের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাহাতে আনুমানিক ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াওয়াড় জেলায় কান্দেরীর ২ হাজার একর জমি চাষ আবাদের বাস্তুহারাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য জেলায় কান্দেরীবাসিকেও আবাদযোগ্য জমি সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল বাস্তুত্যাগীর কলকারখানার অভিজ্ঞতা আছে এবং পাকিস্তানে যাহাদের কলের বাগান ছিল তাহাদিগকে ৩০০ একর পরিমিত ১২৫টি কলের বাগান বিনা প্রবেশে ইজারা দেওয়া হইবে।

পাতিয়ালা রাজ্যে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩১১ জন বাস্তুহারাকে চাষ আবাদের কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। পাতিয়ালার মহারাজ উহাদের সুবিধার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহারা ৭০০ জন বাস্তুহারাকে তাহাদের গ্রামের বিভিন্ন বিভাগের কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও বহুলোককে কলকারখানা ও দোকান বসাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছে। চাষ-আবাদের কাজে যেখানে ২ লক্ষ পর্যন্ত বাস্তুহারাকে নিযুক্ত করা যাইবে। ঐ কাজে নিযুক্ত করার জন্য ১০ হাজার বাস্তুত্যাগীকে জমপুর পাঠানো হইয়াছে। আরও বাস্তুত্যাগীকে সেখানে পাঠানো হইবে।

পুনর্বসতি সম্পর্কীয় পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ পূর্ব পাঞ্জাব সরকারের এবং তাহাদের কেন্দ্রীয়রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধিবিশিষ্টকে লইয়া একটি যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। দিল্লী ও পাকিস্তানসমূহ হইতে আগত বাস্তুহারাদের মধ্যে যাহারা চাষ-আবাদের কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহার ও মিরপুরা এই দুইটি স্থানে তাহাদের বসবাস করানো যায় কিনা অথবা সাহায্য ও পুনর্বসতি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

সহরাঞ্চলের অধিবাসী বাস্তুহারাদের মধ্যে যাহারা ভারতের কোন সহরে বা অন্য কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া কোন ব্যবসায় চালাইতে চায় তাহাদিগকে অনধিক ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত ঋণদানের একটি পরিকল্পনা ভারত সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। চিকিৎসক ও আইনজীবী শ্রেণীর বাস্তুত্যাগীদিগকে অনধিক ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দান করা হইবে। মিষ্টান্নের ব্যবসা চালাইবে তাহাদিগকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও কেন্দ্রীয়রাজ্যের কর্তৃপক্ষ-দিগকেও সরকারের ঐ সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্তান হইতে আগত মোট বাস্তুহারাদিগকে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ৮ হাজার বাস্তুহারাকে ভর্তি করা যাইতে পারিবে।

বোম্বাইতে ইতিপূর্বে প্রায় আড়াই লক্ষ বাস্তুহারার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে সম্বলহারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিত।

বৃহত্তর বোম্বে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের এলাকায় ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর বাস্তুহারাকে নিয়োগের পরিকল্পনা করিয়াছেন। পশ্চিমপাকিস্তানের শিয়ালকোটে খাদ্যের খেলার সরঞ্জাম ও চামড়ার দ্রব্য তৈয়ারীর কারখানা ছিল, তাহাদিগকে নিয়া মীরাট ও আগ্রায় অনুরূপ কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। বাস্তুহারাদিগকে লইয়া এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে সুতা-বয়ন, টায়ার, বালতি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। বিভিন্ন জেলায় ঐরূপ সমবায় ও সাধারণ তৈয়ারী শিল্প কেন্দ্রের জন্য ঋণ খোলা হইবে।

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির কাজে সাহায্য করার জন্য ঔষধ কর্মিসমাবেশের সহযোগিতায় দিল্লীতে একটি পুনর্বসতি কেন্দ্র খোলা করা হইয়াছে। দিল্লী উন্নয়ন ট্রাস্ট একটি নগর প্রসার পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছেন। তাহার ফলে ৪টি ছোট ছোট নগর গঠন করা হইবে এবং বহু বাস্তুহারার পুনর্বসতি সম্ভব হইবে।

কৃষি মন্ত্রকের কলায় উন্নয়ন বিভাগ মহিলা বাস্তুহারীদের জন্য তাঁহাদের বাড় সংরক্ষণ স্কীমে ২০টি আসন পৃথক রাখিয়াছেন। যাঁরা প্রতিষ্ঠানগুলিও আয়ত গভর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে বাস্তুহারাদের প্রতি সদয় ব্যবহারে প্রদর্শন করিতেছেন। বহু রেলওয়ে রাজ্যের কর্তৃপক্ষ বাস্তুহারা ঠিকাদারদিগকে রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করার দাবী করিয়াছেন।

পুনর্বসতি ও নিষ্ক্রিয়ণ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলও বাস্তুহারাদিগকে বিভিন্ন প্রকার চাকুরী ও কায়িক পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন: এ পর্যন্ত ৬৩ হাজার ২২৪ জন বাস্তুহারার নাম ঐ বিভাগে রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখা হইয়াছে: তন্মধ্যে ১০ হাজার ৫৮৬ জনকে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ৪১ হাজার ৬৪১ জন পেশা আছে। অসবর, আগরা প্রভৃতি ৫টি ফাকিরির শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ৮৮১ জন বাস্তুহারাকে ভর্তি করা হইয়াছে।

গত ২৯এ আগষ্ট (১৯৪৭) হইতে গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৬৮) পর্যন্ত পাকিস্তান হইতে আগত ৫ লাখার ১৮০ জন উদ্বাস্তু ও বাস্তুহারা সরকারী চাকুরিয়ার নাম 'খালী প্রতিষ্ঠানে' রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখা হয়। উহাদের মধ্যে ১৭৮ জন সরকারী চাকুরীতে

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গে প্রধান কর্মকর্তা বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে অফিস পরিচালনার ব্যয় শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়া যাওয়াতে ৪০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে; অথচ এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রধান প্রধান খাতে শতকরা আট ভাগ আয়ও বৃদ্ধি পায় নাই।

প্রধান কর্মকর্তা অবশ্য মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি বাজেট বলা চলে না, কারণ কর্পোরেশনের আশাই বৎসরে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে ফাইনান্স চার্টারের অধীনে যাহা পাওনা সেই ঘাটতি হল লক্ষ টাকা, তদ্ভিন্ন খালের অবলম্বন কার্যের মোট ১৮ লক্ষ টাকা যাহার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টাকা এবং 'রিসিটার্স' বাবদ্রের যাতায়াতে বাবদ অতিরিক্ত হিসাবে ১১ লক্ষ টাকা পাওয়া গেলে, এই ঘাটতি সহজ হইবে।

বর্তমানে শতকরা মাত্র একুশ টাকা কর হিসাব করিয়া কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অনুযায়ী কলিকাতা অপেক্ষা কম হইলেও এই খাতে ইহার বাৎসরিক আয় তিন কোটি সাত লক্ষ টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় এই খাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্তমানে সম্পত্তির মূল্যের উপর কর নির্ধারণ করা হয়। এই করের হার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সম্পত্তির মূল্যের উপর সকল সময়ে একই হারে কর নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন ব্যবসায়ের লাইসেন্স, বাজারের আয়, জলকর প্রভৃতি খাতে আয় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। প্রকাশ, প্রস্তাবিত প্রাথমিক সরকারের আয়ের কতকগুলি কর্পোরেশন সরকারের হাতে করিতে পারে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে কর্পোরেশনের আয় বৎসরে এক কোটি টাকার মত বাড়িয়া যাইবে।

কলিকাতার উন্নতি বিধেয়কের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি পরিকল্পনার জন্য প্রধান কর্মকর্তা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন। এই সম্বন্ধে কমিটি উক্ত সম্পর্কে প্রতিবেদনে তাঁহাদের যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত প্রত্যেক বেসরকারী বাড়ীর উপর ১৫ টাকা একটি কর বসানো হইবে। এই করের হার বৃদ্ধি পাইবে যে সমস্ত বাড়ীর টায়লার উপর সাধারণের সুবিধার জন্য বিশেষ কর ধার্য করা হইবে। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিতে হইলে বিধানসভার নিকট হইতে আইনগত ক্ষমতা লাভ করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে আবেদন করা হইয়াছে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

"কমার্শিয়াল হাউস"

১৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর

(১) মিঃ এস, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর: বাসন্তী কটন মিলস লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি।

(২) রায়বাহাদুর জি, জি, সোরাইকা, প্রোপ্রাইটর: সোরাইকা অয়েল মিলস ডিরেক্টর: দি বেঙ্গল ইন্ডিগোতে এণ্ড বিহার প্রপার্টি কোং লিঃ দি বেঙ্গল ভাইম কেমিক্যাল এণ্ড ইন্ডিয়া মিলস লিঃ; বার্কলাহার ব্রাদার্স লিঃ; ইউনাইটেড কোল্ডস্টোরিজ লিঃ; সোরাইকা ম্যানেজিং প্রতাইজ লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—সোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ; সোরাইকা এষ্টেটস এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ; সোরাইকা ট্রাস্ট অয়েল এণ্ড মার্কিন কোং লিঃ; সোরাইকা মোদক ওয়ার্কস লিঃ।

(৩) মিঃ জে, সি, মুখার্জী, এম চাঁদ এক্সিকিউটর অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন: ডিরেক্টর: আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং ইত্যাদি।

(৪) মিঃ ডি, এম, বক্স, পার্টনার, এ্যাসাম ভ্যালি এণ্ড কোং

(৫) মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর: কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ

(৬) মিঃ এস, বক্স, (ব্যানেজিং ডিরেক্টর)

(মোট অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	...	১১,৭৫,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১১,৩৯,০০০৲ টাকা
রিজার্ভ	...	..	৭,০০,০০০৲ টাকা

মিঃ জে, এন, সেন

দিগন্ত

[illegible] ভারতবর্ষে প্রথম 'বিমান' নির্মাণের [illegible] এক অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদ :—আমাদের দেশে, জনসাধারণের দেশে, ভারতবর্ষের [illegible] দেশে, বিশ্বের দুর্ভিক্ষে, অন্তর্যুদ্ধে [illegible] বিদেশীয়ের দেশে এই মহাজনের এমনভাবে [illegible] বিশ্বাস্থিলেন যে, ইহাকে যদি দিয়া [illegible] ও জীবন তোমাদিগ সফল হইতে পারে, [illegible] সফল হইতে পারে, এমনতর অন্তরের [illegible] আমরা তাহাতে তোন দিন কল্পনা করি নাই।

* * *

[illegible] যে মহাত্মা গান্ধীজী ছিলেন প্রকাশ্য দিবালোকে [illegible] বিশ্বাস, প্রাণ-প্রতুল, কিন্তু একান্ত আধ্যাত্মিক। [illegible] আমাদের জাতীয় জীবনে এমনতর [illegible] ছিলেন যে, সে বিষয়ে আমাদের কোন [illegible] ছিল না। আমরা শুধু জানিতাম যে, তিনি মানুষের এবং আমাদের এতদেশের [illegible] ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ আমাদের তোমাদিগ [illegible] তাঁর মধ্যে তাঁহাকে চিনিয়াছি [illegible] মহাত্মাজী"। তাঁহার সম্বন্ধে যেসকল [illegible] সত্য হইয়া গেছে, তাহা দুরূহকল্পিত লোকোত্তরত্বে মণ্ডিত হইয়াছে। সেইজন্য [illegible] যে পর্যন্ত মহাত্মাজির [illegible] ও অন্তর তাঁর বিশ্লেষণ [illegible] করিয়াছে, যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার আমাদের [illegible] এবং—তাহার তেমন যাহা নাই [illegible] মহাত্মার প্রতি আমাদের ভালবাসার ছিল না। সেই মানবশ্রেষ্ঠকে কি আমরা বিশ্বাস করিব? তাঁহাকে কি পৃথিবী তোমাদিগ [illegible]। আততায়ীর কঠিন দুষ্কৃতির পরে [illegible] মাংসের পুঞ্জ, রক্ত, মুখ মুখে যিনি ভাষা [illegible] ছিলেন, আজ তাঁহার সব বিলুপ্ত হইয়া গেছে, [illegible] আমাদের কাছে কি অর্থ আছে? [illegible] তাঁহার কাছে কি অর্থ আছে? তাঁহার [illegible] কি শেষ আছে? —কখনই না।

[illegible] * * *

[illegible] তাঁর এমনই আততায়ীর মতন [illegible] আর কিছু করার মহাত্মাজীর পক্ষে যে কেমন করিয়া সম্ভব ছিল তাহা ত আমি ভাবিয়াই পাই না। তাঁহার জীবনের একমাত্র অস্ত্র ছিল অহিংসা, একমাত্র কোমল ছিল প্রেম। ইহাদের একটুও পক্ষপাত যেমন ছিল না, তেমনই একটু বিরুদ্ধ ভাব কেহ ছিল না। এবং ইহাদের সমস্ত সোজাসুজি সত্যের, প্রকৃতই মহৎ জাতি বলিয়া মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে ইহারা তোমাদিগ কার্পণ্য করে নাই। —প্রেম ও অহিংসার অতিরিক্ত মারার কোন অস্ত্র বা কৌশল নাই, যে যদি আততায়ীক না হয়, তাহা হইলে আর আততায়ীক কে হইবে!—সমস্ত মহাত্মাজীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করিতে পারি নাই,—পৃথিবী অনুসরণ করিতে পারে নাই,—কিন্তু সে জন্য আদর্শের নহে, [illegible] আমাদের, তাহা বিস্মরণের। "আদর্শ" চিরদিনই উঁচুতে থাকে, হাত বাড়াইয়া তাহার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। তাহা না করিয়া "আদর্শকে মাটিতে নামাইয়া কলুষিত করিলে আদর্শের অবমাননাই ঘটে এবং আমাদেরও মহত্ত্বলাভ নিষ্ফলই হয়।

সমস্ত প্রতিকূল ঘটনার চাপে পড়িয়াও মহাত্মাজী তাঁহার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই বলিয়াই আজ পৃথিবীর মানুষ তাঁহাকে এমন করিয়া শোক করিতেছে। একজন মানুষের জন্য পৃথিবীব্যাপী এমনতর দেবতাযোগ্য শ্রদ্ধার প্রাকট্য হইতে অতীতে যে আর দেখা যায় নাই তাহার কারণ, সমস্ত বিশ্বের অনুমোদিত রীতিনীতির বিপক্ষে একক দণ্ডায়মান হইয়া যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর, যাহা চিরন্তন তাহার প্রতি এমনতর অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় ইতিপূর্বে আর কাহারও মধ্যে এমন বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায় নাই। মহাত্মাজীর জীবনের জন্য পৃথিবীর কাছে আমাদের গৌরব, তাঁহার মৃত্যুর জন্য বিশ্ববাসীর নিকট আমাদের অজস্র দেবতাযোগ্য শ্রদ্ধা।

* * * * *

পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের—বৈদিক ভারতবর্ষের নয়, বর্তমান ভারতবর্ষের—পরিচয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর পরিচয়। "ভারতবর্ষ" বলিতে পৃথিবীমণ্ডলের সংযুক্ত হইয়া আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু এই দুজন মহা মহাপ্রাণ পূর্বেই বিদায়ের, মহাযাত্রার অজ্ঞাতবাসে; বাকী ছিলেন মহাত্মাজী, তিনিও এইবার চলিয়া গেলেন। পৃথিবীর কাছে আমাদের পরিচয় অকস্মাৎ অতীতকালের পরিচয় হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাত্মাজীর মহত্ত্ব, মহাত্মাজীর নিকার মূলমন্ত্রকে আমাদের জীবনের প্রতি কাজে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার প্রাণবানকে, তাঁহার আত্মোৎসর্গকে আমরা সার্থক করিতে পারি, মহাত্মা-জন্মের গৌরবকে পৃথিবীর কাছে সপ্রমাণ করিয়া তুলিতে পারি, অতীত মহাত্মাদের আবার আমরা যদি তাহা হইলে আমাদের করিতে হয় না।

* * * *

সংবাদে একবার রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া কিরাইয়া দিয়াছি অনেক।" মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও এই উক্তি আমরা বিশেষভাবে প্রয়োগ করিতে পারি। মনে হয়, পৃথিবীর নিকট আমাদের যে ঋণটুকু অবশিষ্ট ছিল, মহাত্মাজীর হাত দিয়া তাহার চেয়ে অনেক বেশী আমরা কিরাইয়া দিয়াছি। আর আমাদের ঐশ্বর্যভোগের প্রয়োজন নাই,—পৃথিবীকে আমরা অকপট মুক্ত মুঠাইয়া চলিতে পারিব। কিন্তু পিতৃহারার মহাশোকের কালিমায় ভারতবর্ষের সে-গৌরব, সে-মহিমাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

* * * *

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য এই অল্পকালের মধ্যে আমাদের দিতে হইল, সেরূপ অসাধারণ মূল্য অন্যাবধি অন্য কোন দেশকে স্বাধীনতার জন্য প্রদান করিতে হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই স্বাধীনতার স্বোদ্ধনে মহাত্মাজীর অমূল্য প্রাণ উৎসর্গিত হইল। মহাত্মাজীকে যদি আমরা সত্যই ভালবাসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, যেমন করিয়া হউক আমরা এই রক্তাক্তিত স্বাধীনতাকে সার্থক, শ্রীমণ্ডিত ও সুন্দর করিয়া তুলিব, তাহাতে যত দুঃখ আসেই প্রয়োজন হউক না কেন আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। সেই হইবে মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির সম্যক প্রদান, তাঁহার জীবনযজ্ঞের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তাঁহার আত্মাহুতির

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্যক্তিগত আয়কর এবং পণ্যশুল্কের "হোয়াইট পেপার"—শ্রমিক সরকারের জাতীয়করণ নীতির মূলকথা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৮ই ফেব্রুয়ারী—ব্যক্তিগত আয়-কর এবং পণ্যশুল্কের ব্যাপারে শ্রমিক সরকার যে "হোয়াইট পেপার" প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নানাকারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইদিক দিয়াও যে বন্ধুরা সম্প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর এই "হোয়াইট পেপার"ই তাহার প্রমাণ। সরকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আয়ের উপর বন্ধুদের সম্বন্ধে হইবার অধিকার আছে এবং কোন অবস্থাতেই তাহাদের সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাধারণভাবে সম্পদ বন্ধুরা বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, যদি না সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়। যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ধুরা বৃদ্ধি করে, তবে সাধারণ ভাবে উৎপাদন ব্যয়ের দরুণ বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হইবে না, শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে বন্ধুরা বৃদ্ধি সরকার সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু মুনাফা বৃদ্ধি করা কোন রকমে সঙ্গত হইবে না বলিয়া সরকার মনে করেন।

"হোয়াইট পেপার"-এ সরকার ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, আয়কর ছাড়া আর কোন প্রকারে সরকার ব্যক্তিগত আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং প্রত্যেক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী যাহাতে বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁহাকে যথোচিত মূল্য দেয় তাহার প্রতি সরকার দৃষ্টি রাখিবেন। এই "হোয়াইট পেপার"-এ আরও বলা হইয়াছে যে, জাতির অর্থনৈতিক সম্পদ নির্ভর করে প্রত্যেক শিল্পের উপর উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা ও মূলধনীর উপর। দেশের শিল্পগুলি যাহাতে ব্যাঙ্কের ঋণ পায় সেদিকে সরকার দৃষ্টি রাখিবেন, কারণ অর্থনৈতিক সাধারণ—কি মালিক, কি শ্রমিক—সকলেই যদি সরকারের অনুসৃত নীতি ও সরকারের নির্দেশ মানিয়া না চলে তবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কোন প্রতিকার হইবার আশা নাই।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কমিটি সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে প্রায় সব ক্ষেত্রে একমত হইলেও তাঁহারা বন্ধুরা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের নিকট হইতে আরও পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছেন, এই কমিটি সরকারী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় দুটোর অর্থনৈতিক অবস্থার খুঁটিনাটি বিচার দাবী করিয়াছেন। এদিকে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের বন্ধুরা বৃদ্ধির দাবী এই "হোয়াইট পেপার" প্রকাশিত হইবার পরে যে ঠিক কি হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সরকার বলিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে বন্ধুরা বৃদ্ধির দাবী গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু কোন্ বৃদ্ধি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে, তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকার ফলে অনেক সময়ই ভুল হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রমিক সরকারের জাতীয়করণ পরিকল্পনা যে সরকারের পক্ষে একটা গুরুতর বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে তাহার প্রমাণ ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে জাতীয় করণের ফলে সরকারের গত বৎসর প্রায় এক কোটি পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছিল, এই বৎসর আবার কয়লা জাতীয়করণ করিবার ফলে সরকারের প্রায় দুই কোটি পাউণ্ড ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয়, অবশ্য যদি সরকার কয়লার দাম আরও বৃদ্ধি না করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ডিসেম্বরে ১৯৪৭ সালের পূর্বে মালিকদের যেরূপ লাভই হইত, এখন এই শিল্প সরকারের হাতে আসার ফলে কয়লার মূল্য-বৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারের ক্ষতি হইতেছে। যদি অন্যান্য ও অন্যান্য শিল্প জাতীয়করণের এই ফল হয়, তবে যখন রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক এবং লৌহশিল্পগুলিও জাতীয়করণ করা হইবে, তখন সাধারণ দেশবাসীর কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

গুলাম্বিয়া

ব্যাঙ্ক-এর মূল্য-হ্রাসের ফলে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি হ্রাস—পাটের মূল্য হ্রাসের দাবী—দেয়ার বাজেটে মন্দার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৮ই ফেব্রুয়ারী—বিশ্বব্যাঙ্ক-এর ঋণ ও প্রতিশ্রুতি যে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ কলম্বো সরকারের নূতন মুদ্রানীতি। বিশ্বব্যাঙ্ক-এর বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও কলম্বো সরকার ব্যাঙ্ক-এর মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে অন্যান্য দেশগুলিও ব্যাঙ্ক-এর নীতি অমান্য করিয়া চলিতেছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কের মত এমন প্রকাশ্যভাবে ব্যাঙ্ক-এর আইন অমান্য করা হয় নাই। গত দুইমাস ধরিয়া ব্যাঙ্কের মূল্যহ্রাস করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক-এ আলোচনা হইতেছিল। ব্যাঙ্ক কলম্বো সরকারের প্রস্তাব কখনও অনুমোদন করিতে পারে নাই, কারণ তাহা হইলে ব্যাঙ্ক-এর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিও ঢালের পথ অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু এখন ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদন ব্যতীত কলম্বো সরকার যখন বিনা বাধায় ঢাউ-এর মূল্য হ্রাস করিয়া বিদেশ চলে অন্যান্য দেশগুলিও অবাধে ব্যাঙ্ক-এর নির্দেশ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

ব্যাঙ্ক বাণিজ্য ও কারেন্সি-কমিটির সভাপতি জেসী ওয়ালকট এবিষয়ে বলিতে গিয়া বলেন যে, "বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর কার্যকলাপ অনেকদিন হইতেই সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে না। ঢালের মূল্য হ্রাস করিয়া তাহাই করিয়াছে। আমার মনে হয় ফ্রান্সও এই পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।" কিন্তু ঢালের মূল্যহ্রাসের প্রস্তাব করিয়া [illegible] যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর প্রতিশ্রুতির সময় সর্ত [illegible] বলিয়াছিলেন যে, "যদি কোনদিন মূল্য মূল্যহ্রাসের প্রয়োজন হয় এবং তাহাতে এই আপত্তি করে তখন মুটলন কোন [illegible] ব্যাঙ্ক-এর আপত্তি গ্রাহ্য করিবে না।" কিন্তু [illegible] করেন যে, মুটলনের এই মানের [illegible] তাঁহার করা উচিত, কারণ এই ব্যাঙ্কের [illegible] প্রতিষ্ঠাতারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি [illegible] করিতেছে না।

বিশ্বব্যাঙ্ক-এর এক সভায় যখন [illegible] এই মুদ্রানীতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ হইতেছিল, [illegible] তখন সবচেয়ে কলম্বো সরকারের সমালোচনা করিয়া ইরানকেও আক্রমণ করেন এবং [illegible] যে ইরানও ঢালের অনুকরণে নীতির মূল্য কমিবার চেষ্টা করিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক-এর নির্দেশ [illegible] করিতেছে। ইহার প্রতিবাদে ইরানীয় প্রতিনিধি [illegible] ব্রেটনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন [illegible] ব্রেটনের চাপে অবশ্য করিয়া ও বাধ্যতা দি [illegible] করিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক-এর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া [illegible] বিরুদ্ধের সময় একথা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া [illegible] যে ব্যাঙ্ক পাউণ্ডের মূল্যও হ্রাস করা উচিত।

সিউইয়র্কের ব্যবসায়ী মহলে ঢালের মূল্য [illegible] করে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কলম্বো ব্যাঙ্ক মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ঢালের মূল্য হ্রাসের ফলে অ কোন বিশেষ পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কলম্বো সরকারের অবাধ অর্থনীতি [illegible] করিবার সঙ্গে সঙ্গে সিউইয়র্কে সোনার বা সোনার বেয়ারার সেকেণ্ডারীর চাহিদা দেখা দেয়, কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থার আবার পরিবর্তন দিয়াছে। সোনার ব্যবসায়ীরা এখন লঙ্কা করিয়া ঢালের নূতন অর্থনীতির ফলে সোনার দাম কোন বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা।

সোনার বাজারে কথা পড়ায় এখানে [illegible] উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উপর আন্তর্জা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়া [illegible] বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ আরও বাড়িয় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাতেও নানাপ্রকার বি দেখা দিয়াছে। তৃতীয় বন্ধুরা বৃদ্ধির [illegible] আরও অসন্তোষ আকার ধারণ করি [illegible] ব্যক্তিদেরও দৈনিক বিলের প্রতিবাদ ও বৃদ্ধির দাবী করিয়া ধর্মঘট দিয়াছে। [illegible] আরও খারাপের দিকে যাইতেছে। সব বৃদ্ধি বন্ধ-এর উপর সরকারী সমর্থন তুলিয়া সব বন্ধ-এর অবস্থা কি রকম হইবে তাহা সঠিক [illegible]

ইরান তেলের বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসে [illegible] উঠিয়াছে কারণ দেশের মধ্যেই তৈলের খুব অ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সরকার এই দাবী মানি [illegible] অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ তাহা হইলে ইউরো

সঙ্কলন

আমদানী বৃদ্ধির সুযোগ

বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট বিবেচনায় যে সকল আইটেম আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই বিশেষ করিয়া সম্প্রতি আমদানীর প্রধান অন্তরায় হইলেও বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে তন্মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আমদানী করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ বিশেষ সুযোগ বিবেচনা করিয়া আসিতেছে। এই সকল দ্রব্যাদি হইল—মোটর গাড়ী ও মোটর লরী, সাইকেল, টায়ার-টিউব, বেতার গ্রাহক যন্ত্র, কৌটাজাত দুগ্ধ, চুনের কাগজ, অর্থশাস্ত্রের যন্ত্রপাতি আলকাতরাজাত রং, ঔষধাদি, রং ও বার্ণিশ, বাদ্যযন্ত্রিক দ্রব্যাদি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজের টুকরা-আদ ইত্যাদি। চলতি বৎসরের বাকী এলাকা হইতে এই সব জিনিষ আমদানি করা হইবে। এই সকল দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য চালান অগ্রিম দেওয়া না হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে মূল্যের নিশ্চয় কিছু চড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আমদানীসম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ১৮ই সিপ্টেম্বর এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ অধিকাংশ আমদানীসম্পর্কে মেয়াদ উহা চালু হইবার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। যে সকল মালপত্র আমদানী করিতে প্রচুর সময় লাগে তাহাদের ক্ষেত্রে আমদানী-পত্রের মেয়াদ এক বৎসর থাকিবে।

বর্ত্তমান আমদানী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমদানী বলিতে সম্প্রতি তিনটি শ্রেণী বিবেচনা করা হইয়াছে—(১) চলতি অঞ্চল হইতে অবাধ আমদানী, (২) চলতি বহির্ভূত অঞ্চল হইতে অবাধ আমদানী; (৩) কোনও অঞ্চল হইতেই যাহা আমদানী করা হইবে না।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ১৯৪৮ সাধারণ আমদানীর আইটেম এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই বাতিল করা হইয়াছে। এই আমদানীসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত আমদানী করা চলিত থাকা।—

টুকরা যন্ত্রপাতি, কাপড় কলের তৈয়ারী, কৃষি-যন্ত্রাদি, সুতী ও পশমী কাপড়, নারিকেল শাঁস, নারিকেল তৈল, খনিজ তৈল, কাঁচা রেশম, সুতা, কাঁচা-পশম, কাঠের বস্ত, কাঁচা চামড়া।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনা

সর্ব্বসাধারণের বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্ত এবং যথাসম্ভব ও অপচয় নিবারণ সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ভারত সরকার একটি ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি গঠন করিয়াছেন। সরকারী ব্যয়ের কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরের সম্পর্কে আবশ্যকী নির্দ্দেশ প্রদান করিবার জন্য, সরকার কমিটিকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি গঠন করা হইয়াছে:—মিঃ কস্তুরভাই লালভাই—চেয়ারম্যান, সরকারী হিসাবের মহা নিঃ এ, জে, পাটিল সদস্যগণের মধ্যে মিঃ বালাসিন্হা চেট্টিয়ার, মিঃ ঈশ্বর দয়াল সেক্রেটারী, মিঃ সি এস রাও। বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন সম্পর্কে বিবেচনার ভার করাই সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা এবং এইজন্য কমিটিকে এরূপ সব লোক গ্রহণ করা হইয়াছে যাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইনজ্ঞতা ও সরকারী দপ্তরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

খেজুর ও তালরস হইতে গুড় তৈয়ারীর কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চিমবাঙ্গলা সরকার ১২টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে এ বৎসর ফেব্রুয়ারী হইতে ছয় মাসের জন্য ১২০ জন প্রত্যেক গুড় তৈয়ারী করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ৮০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইবে এবং শিক্ষা গ্রহণের সময় তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বাঁকুড়ায় একটী, মুর্শিদাবাদে দুইটি, বর্দ্ধমানে তিনটি, হুগলীতে দুইটি, ২৪ পরগণায় একটি, মেদিনীপুরে দুইটি এবং মালদহে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই ১২টি কেন্দ্রে সর্ব্বসুদ্ধ ৭২০ জন গুড় তৈয়ারী হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ৭২০ মণ গুড়ের মূল্য ১৪৪০০৲ টাকা। আগামী বৎসরও অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিমবাঙ্গলায় মোট ২৯,০০০ টন গুড় প্রস্তুত হয়। সরকার ১০ জন খাঁটি গুড় প্রস্তুত-কারক ও ১০ জন খেজুর গুড় প্রস্তুতকারককে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইতিমধ্যে কোন বৃদ্ধি দেওয়া হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে লোক গণনার সম্ভাবনা

বিক্রয়যোগ্য হিসাব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে নূতন করিয়া লোক গণনা করিবেন। ধান্য, পাট ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন, পানীয় জল ও বন্যা সরবরাহের সুব্যবস্থার জন্য প্রাথ-মিকী, সড়ক ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইবে।

এই কার্য্যে কয়েক হাজার মুবককে শিক্ষিত করিয়া নিযুক্ত করা হইবে। কাজ সম্পূর্ণ করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। ইহাতে সমস্ত দিক দিয়া ব্যয় ৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

তিসুয়ার তৈল ও পেট্রোলের সন্ধান

প্রাক মুঘলযুগীয় তুর্কি অধিপতি বাবা আদমের নামানুসারে তিসুয়ার তৈল ও পেট্রোলের সন্ধান করিয়া সফলকাম হয়। মুঘ থেকে নূতন তুর্কি অধিপতি পাকিস্তানের রেলওয়ে ঐশ্বর্য্যের প্রায় সাইল দূরবর্ত্তী স্থানে তৈল নিষ্কাশন ও শোধনের। যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইন পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট পক্ষ। তৈলের পাইপ লাইন দূরবর্ত্তী রেলওয়ে-আদ রেলওয়ে লাইনে নেওয়া হইবে। রাজোর সর্ব্বত্র নেওয়ার জন্য এ, পি, চার্টার্ডের উদ্যোগে রাজোর যে আয়তনে সুব্যবস্থা ও শোধনী নদীর উৎপত্তি-এলাকা সুবিধা কম-প্রসার হইতে ভিন্নভাবে লাইসেন্স-ইলেক্ট্রিক উৎপাদন করা যায় তাহা বেষ্টনের জন্য অতি ইতিমধ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। রাজোর ভাষা ও সংস্কৃত আমদানী রপ্তানীর জন্য প্রবল বাধা-বাধা হইতেছে।

জারহে পাই-চাষ উন্নয়নের ব্যবস্থা

জারহের কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগার ও কেন্দ্রীয় কৃষিখামার পাট গবেষণাগার খাদ্যের সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ গবেষণাগার কলিকাতা হইতে রেল লাইন দূরবর্ত্তী চুঁচুড়া নামে স্থাপিত হইবে। যাহাতে একর-পিছু পাট উৎপাদনের পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত পাট উন্নত শ্রেণীর হয় সেই ঐ গবেষণাগারে গবেষণা চালানো হইবে এবং উদ্দেশ্যে অধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সেখা রাখা হইবে।

চুঁচুড়া গবেষণাগার এবং গবেষক ও অন্য কর্ম্মচারীদিগের থাকার জন্য পশ্চিম সরকার পাট গবেষণাকে ৫০ একর জমি ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে গবেষণা গবেষণাগারে প্রয়োজন বায় নির্ব্বাহের জন্য ঐ সমিতি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ঐ সমিতি পূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণাঙ্গরূপে অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত গবেষণাকেন্দ্র ইতিমধ্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ATTENTION MERCHANTS

Save money by dealing directly with United States manufacturers, through us, without large profits or commissions added. As purchasing Agents, we save you time, money and worry. Send your specifications, delivery required, brands preferred, prices, etc., and we will show you how our services will give you additional profits.

VICTOR ENGLAND AGENCIES

444, MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

[illegible] কথা

ব্যাপক মূল্যাবনতি

[illegible]ত সপ্তাহে বাজারে পুনরায় প্রবল মন্দার সূচনা [illegible]। পরিবারে ছুটীওয়ালারাই বাজারে [illegible]নত করিয়াছে এবং বহুের নিয়ামক হইয়া [illegible]ছে। বিভিন্নশ্রেণিক ক্রেতা-বহুের মধ্যে যেরূপ [illegible]যোকাহীরা যে বিষয়ের পর বিষয়ের [illegible]ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা [illegible]লের হইলে বিশ্বের বিষয় হইবে না। বেশের [illegible]অর্থনীতিবাজার অবিশ্বাস সত্ত্বে কোন আশঙ্কার [illegible] থাকিলেও এই মূল্যাবনতি লক্ষ্যীকারকদের [illegible]ন ও চীতি ও চঞ্চলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

[illegible]াধিক আমেরিকারই শিল্পোন্নয়ন চলন [illegible]াভ করিয়াছে। ফলে শিল্পজগতে যুদ্ধের [illegible]আধিপত্য হইয়াছে, আমেরিকাকেই তাহার [illegible]পূরণ দেখা গিয়াছে। এরূপও তাহার কোন [illegible] পরিলক্ষিত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে [illegible]ে ইউরোপ ও জাপানের শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট [illegible]—অবশেষের কিছু কিছু এই সংঘর্ষে আজ এরূপ [illegible]ে আমেরিকা হইতে তৈরী মাল ক্রয় করার [illegible]সাহসী হইতেছে। অবশ্য আটলান্টিকের পরপারে [illegible]ষের এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমেরিকা [illegible]বের সমস্ত বৃদ্ধিকে পাইতেছে না। তদুপরি [illegible]ন ক্রয়শক্তির যে বিরাট আকার যুদ্ধ [illegible]ন হইয়াছে এই সকল দেশের ক্রয়ের ক্ষ [illegible]করিয়াছে। তাহা পণ্যমূল্যের বাজারে যে [illegible]সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অত্যাবশ্যক। এই [illegible]ার্থিক অবস্থাকেও আকুলভাবে করিবে আমদানি [illegible]বাজারে-কলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের এই অনু[illegible]া ধারণাই মনে হয়। কিন্তু বেশের বর্তমান পরি[illegible]ে এরূপ প্রতিক্রিয়ার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান [illegible]হয়। কারণ ভারতীয় শিল্পের বর্তমান উৎপাদন [illegible]ধীন অধিকা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। [illegible]। সরকারের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল [illegible]ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বহির্জগতের [illegible]নিতে হইবে না। এই কিছু দিন বিদেশ করিতে [illegible]ভারতীয় শিল্পগুলি যেরূপ বৃহৎ বিনিয়ন উপরে [illegible]ত, তাহাতে অল্প কতিপয়ের ক্রয়ক্ষমতার কোন [illegible]আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বেশের [illegible]বিষয় চিন্তাগ্রস্ত হইয়া কতিপয় করিয়াও [illegible]যে করিবার জন্য যে উৎসুকতা প্রদর্শন করিতেছেন [illegible]সঙ্গীন বলিয়া মনে হয় না।

[illegible]র এক দিক দিয়া বিচার করিলে বেশের মনে [illegible], এবংসর আমেরিকার যে সমস্ত পরিলক্ষিত [illegible]ছে তাহার উদ্ভব ও আকৃতি ১৯১৯ সালের সমস্ত [illegible]লক্ষিত। ১৯২১ সালের সঙ্কটের প্রকোপ ছিল [illegible]ণ, কিন্তু এবারকার সঙ্কটকে বিশেষ করিয়া [illegible]বিচার যথেষ্ট কারণে বলিয়াই মনে হয়। [illegible]ত্যক্ষ বেশের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইলেও [illegible]

[illegible]ন্তরে আমেরিকা হইতে ক্রীত [illegible]পণ্যের পরিমাণ বেশী পড়িয়া যাইতেছে। শিল্পজগতে একাধিপত্য করিতে যাইয়া আমেরিকা আজ এক অদ্ভুতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস পাইলে বেশী শিল্পগুলি যে বিশেষভাবে লাভবান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্নদের দিক দিয়া বেশিতে বেশেও এইরূপ পরিস্থিতি বর্তমান একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ ইহাতে টাকার অভিপ্রেত বিনিময় মূল্য সংরক্ষিত হইবে। অবশ্য অবিলম্বে বহির্জাগতিক ব্যাপারেও ইহা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য বর্তমানে বিদেশী পণ্যের তুলনায় অনেক কম। কাজেই ভারতীয় শিল্পের বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

> কাজী নৈরুল করিমুদ্দীনের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেন্টে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য তাহা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ-নীতি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা বর্তমানে ভারত সরকারের নাই। রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু সরকারী নীতির যে আভাস দিয়াছেন, বাজারের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অন্যান্য কারণেও ভারতের বেশের বাজারকে আমেরিকার বাজারের সহিত সংযুক্ত করিবার পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাস হইতে আমেরিকার বাজারে একোইয়রের যে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। অথচ ঠিক সেই সময়ে আমাদের বেশে বাজারে যে সব ঢালিওঁছিল তাহাও অতুলনীয়। তাহাদের বাজার যে আমেরিকার বাজার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা হইলেও বিচ্ছিন্ন ও তাহার সমবর্তী নয়, ইহা তাহারই প্রমাণ। প্রসঙ্গতঃ পুনরুক্তি করিতে যাইয়া হইতেছি যে শিল্প ও বাণিজ্যের কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে বেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা দরকার।

বাজারে আজ যে সব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে অবিলম্বে তাহার প্রতিরোধ করা একান্ত দরকার। বাস্তবিক উপরে ইহা সফলতার না হইলে বেশীয় সরকারকেই অন্তরায় হইতে হইবে। কারণ যে [illegible]অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হইবে তাহার [illegible]অন্যান্য ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে [illegible]সরকারের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। সরকারের উচিত যে হইলে এই সহযোগিতার আশা নিঃসঙ্কোচে পরিত্যাগ করিবে। আমরা করি এই সময়ে সুদক্ষ উপলব্ধি করিয়া আমদানী বাণিজ্যের বাজেট বেশ করিবার সময় কেন্দ্রীয় অর্থসচিব এই সময়ের সমাধানে সচেষ্ট থাকিবেন এবং শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সরকারী নীতির সম্যক পর্যালোচনা করিবেন।

সরকারী ঋণ—

সরকারী ঋণের দর প্রায় অপরিবর্তিত ছিল কিন্তু পরে বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৪৬ ১০০৸০, ৩½ সুদের ১৯৫০-৫৪ ও ১৯৪৮-৫২ যথাক্রমে ১০১৸০ ও ১০২।০ দরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারগুলির দর বেশ করিয়াছে। বেঙ্গল নেশনাল ১১।০, বিজয়া ১১২৲ ও ব্যাঙ্ক অব বরোদা ৪৯৲ দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির বেশী মূল্যের শেয়ারগুলির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। কিন্তু অন্যান্য শেয়ারের দরই কমিয়াছে। বরাকর ২৭৸০, ইন্ডিয়ান্স ৩৸০ ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৯৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

কাপড়ের কলের শেয়ারের মন্দা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেঙ্গোবাস ২১৸০ কাম্পুর কেন্দ্রটাইল ১১৸০ ও নিউ ভিক্টোরিয়া ৫৲ পর্যন্ত নামিয়াছে।

চটকল—

১৯বরের শেয়ারে মন্দার ঘর হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তবে এই বিভাগে কাজ অন্যান্য কম হইয়াছে। ইণ্ডিয়া ৩১৸০ এমলগো ইণ্ডিয়া ১১২৲ বেঙ্গলের ১১৫৲ কামারহাটি ৮৯২৲ ও টিটাগড় ৫১৸০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

বেশের ঘর হঠাৎ অত্যন্তভাবে কমিয়া যাওয়ায় ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও অস্বাভাবিক মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১।০ পর্যন্ত নামিয়া যায়, পরে অবশ্য কিছুটা বাড়িয়া ৩৪।০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার ডলার শুল্ক অনুসরণে আবার ৩১৸০-৩১৸০ পর্যন্ত কমিয়া যায়। টাল কর্পোরেশনও সেই অনুপাতে ২৮ টাকায় নামিয়া যায়। মার্সাল ৩৬৸০ ও ফুলাজুলী ১৭।০ দরে কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগে অসলাং ১১৬৲, মার্টিন বার্ণ ১২৲, ইণ্ডিয়ান কেবল ৩৬৸০, এজেন্সো ব্রাদার্স ৫০৸০, ব্রাসনাল টায়াকো ৩৬৸০, টিটাগড় ৪১৸০, আসাম ডি ৩৬৸০ ও ইণ্ডিয়া টেলিফি ১০০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চা—

চা শেয়ারের কাজ অত্যন্ত কম হইয়াছে। বলদিহা বাড়ী ৫১৲, জেলপাই ২৯৲, নিউ-ডুয়ার্স ৫৬৸০ পর্যন্ত

পণ্যদ্রব্যের বাজার

রৌপ্যের দরে অবনতি

গত সপ্তাহে পণ্যদ্রব্যের বাজারের প্রায় বিভাগেই দরে যথেষ্ট অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কট প্রতিক্রিয়া এখনও বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে। তুলার বাজার ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পণ্যের বাজারেই দর বেশ পড়িয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহের প্রথমদিকে রৌপ্যের দর বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের বাজারেও স্থিরতার ভিত্তিও পড়িয়া যায়। সরকার সমুদয় সোনা ক্রয় করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, বাজারে এই ধরণের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ায় যথেষ্ট পরিমাণ সোনা বিক্রীত হয়। কিন্তু পরে জানা যায় যে, 'মল সিণ্ডিকেট' কর্তৃক বাজারে সোনা ছাড়িয়া দিবার ফলেই রৌপ্যের দরে অবনতি ঘটিয়াছে। রৌপ্যের দর বাড়িয়া যাওয়ায় সোনার দরেও অবনতি ঘটে। তুলা অথবা পাটের বাজারে এই অবনতি তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু গত সপ্তাহের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যদ্রব্যের মূল্য পুনরায় অবনতি ঘটায় বাজারে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, পাটজাত দ্রব্যের জন্য আমেরিকা অধিক মূল্য দিতে রাজী হইবে না। বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন যেরূপ অধিকতর আছে, তাহাতে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশী দর দিতে স্বীকৃত না হইলে পাটজাত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইবে। এই আশঙ্কা কতদূর পরিণত হইবে কি না বলা কঠিন হইলেও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তৈল বীজের বাজারেও অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

পাট

গত সপ্তাহের প্রথম দিক পর্যন্তও পাটের দরে অবনতি ঘটিবে বলিয়া কেহ আশঙ্কা করে নাই। তবে ব্যবসায়ীগণ সাবধানতা অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরের আবির্ভাব ঘটার বাজারে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইহার প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের পাটের বাজারে কি ভাবে দেখা দেয়, তাহা এখনও নির্ণয় করিয়া বলার সময় আসে নাই। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমেরিকা হয়তো অধিক মূল্যে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইবে না। সে অবস্থায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যাদির দরে অবনতি ঘটার সম্ভাবনা আছে।

তুলার অভাব কতকাংশে দূরীভূত হওয়ায় পাকিস্তান হইতে সম্প্রতি পাটের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগামী বৎসরে পাট উৎপাদনের পূর্বাভাস সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্বে গুজব পাওয়া গিয়াছিল যে, পূর্বপাকিস্তানে পাট উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয় নাই। আশা করা যায় যে, অতঃপর শীঘ্রই পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে।

তুলা

তুলার দর আশঙ্কাজনক কম থাকায় ও চলতি অভাবে মাঝে মাঝে তুলার আমদানি কঠিন হওয়ায় তুলার বাজারে মার্কিন মন্দার প্রতিক্রিয়া তেমনভাবে অনুভূত হয় নাই। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়; পরে অধিক দরে অবনতি ঘটে তবে তাহা তেমন কিছু ভয়াবহ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজ-পত্র ও অন্যান্য পণ্যের দর যে হারে পড়িয়া গিয়াছে, তুলার দর ঠিক সেই পরিমাণ নামিয়া যায় নাই। পাকিস্তান হইতে তুলার সরবরাহ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় মুক্তিকারি বিক্রয় যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা হইতেছে।

সোনার বাট

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সোনার বাটের বাজারে গত সপ্তাহে বেশ চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। রৌপ্যের দর ১৮৪০ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৪৪০ টাকায় দাঁড়ায়। দরে এই অবনতি অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। যে কোন কারণেই হউক বাজারে রটিয়া পড়ে যে, সরকার সমুদয় সোনা অধিকার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে এই সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বাধ্যতামূলক সুদমুক্ত স্কীম এইরূপ দাবী করেন যে, অর্থের ব্যাপারে অতিরিক্ত কাটকাবাজী অনুষ্ঠিত. ইহা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। সোনাই সরকারের বিলুপ্তির যাবৎ এই পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন, তবে তাহাই এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য করা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সুতীবস্ত্র

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া ব্যবসায়ীগণ বেশ খানিকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। যদিও ইহা চূড়ান্ত রিপোর্ট নহে, তথাপি ইহা প্রধানতঃ ইহার অধিক সম্ভাবনা থাকায় ব্যবসায় মহলে অনেকটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছে।

যদিও সুতীবস্ত্রের বাজারের সঙ্গে সোনার বাজারের তেমন কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই, তথাপি সোনার বাজারে সম্প্রতি যে দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, তাহার প্রভাব সুতীবস্ত্রের বাজারেও লক্ষ্য করা যাইতেছে। সোনার বাজারের দুর্যোগের পরি পিয়াছে, ইহার ফলে সুতীবস্ত্রের বাজারেও ম হইয়াছে।

বিদেশ কাপড়ের উপর হইতে আমদানির হওয়ায় তাহাদের বিক্রয় পক্ষে অধিক সহায়ক হইয়াছে। সুতাকলের মালিকগণ সম্ভব হইবার সম্ভাবনা। আন্তঃপ্রাদেশিক বাধা অপসারিত না হইলে বিলম্বগতি পুনরায় কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া জানাইয়াছে।

সুতীবস্ত্রের বাজারে কেনা বেচার পরিমাণ পাইয়াছে। অনেক সময় মূল্যে ধারণের বাদ প্রবণে যে আগ্রহ প্রকাশ করিতে ছিলেন বর্তমানে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, পাকিস্তান এই বস্ত্রের বাজারে খুব সুবিধাজনক নয়। তৈরিবিনিময়ের অবস্থা বাদ চলাচলের অসুবিধা প বিলম্ব ঘটায়, অবৈধ উপায়ে বাদ চালান যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতায় এ এই ধরণের অনেক ঘটনার খবর পাওয়া গিয়াছে

চিনি

ভারতীয় চিনি উৎপাদক সমিতির বা সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মিঃ কি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এখন এক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যখন বিশ্ব চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। বলাবাহুল্য ও অভাবই বর্তমানে পণ্যের বিশ্বের ভবিষ্যতের ভ চরম বলা হিসাবে দেখা দিয়াছে।

সংবাদলিপি

(পূর্বাংশ ২১৮ পৃষ্ঠায়)

পোষেনের বায়েদল পরিকল্পনাই ইহার জন্য দায় সরকার ২৲ টাকা সাধারণ কর বৃদ্ধির যে প্র উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও মালিকমহলে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে সরকারের এই ঘাটতি পূরণ করিবার করপোরেশনকে অর্থসাহায্য করা উচিত।

ভারতীয় কাপড়ের বিক্রিবাটে পাকিস্তান হই কুলা পাওয়া যায় কিনা তাহার জন্য উভয় সরকা মধ্যে যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, তা কলকাতার জন্য বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবস্থা উৎকণ্ঠার চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। তা নাগি আহমদের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিনিধি দল বোম্বাইতে এই সম্পর্কে আলোচনা চালাইব জন্য আসিয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বোম্বাই সরকার ৎ বিনিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রদেশের বাহিরে যে চলে উপর বিধিনিষেধের ফলে মনে হ বোম্বাইয়ে মুখোমুখি হয় পাওয়া যাইবে। এখন যাহা বাজারে আসিয়াছে তাহার মূল্যও খু বেশী নহে এবং এই মূল্য চোরা বাজারের তুলনায় অনে কম। সকল রকম মাল বাজারে বাহির হইতে

ব্লাক

মার্কিণী অতিমন্দার প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধোত্তরকাল হইতে শেয়ার ও পণ্যমূল্যের [illegible] মূল্যবর্দ্ধিত ঘটার সময় একটা কিংবদন্তী জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিংবদন্তীটি ১৯৪৬ তালিকাভুক্ত [illegible] যেদিন শেয়ার ও দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বোচ্চ [illegible] এবং কলকাতে ৭৯টির বিক্রয়ের লোকসান [illegible] করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের অবস্থা এতটা [illegible] না হইলেও সেখানেও আসন্ন অবস্থার আশঙ্কা [illegible] শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিলেও ইংলণ্ড শতকরা ১০ ভাগ বর্দ্ধিত অর্থভাণ্ডার [illegible] আজিও পূরাইয়া দিতে পারে নাই।

নিকাগো ও মেলবোর্নের মেষ-মেষের বাজারে যুদ্ধ [illegible] অধিকার ও ফটিকও লাভ সম্ভব হইলেও [illegible] শতকরার ভাবে পরিলক্ষিত হয়। "ফলিত [illegible] নিকারা ও মেলবোর্ন উভয়েই শতকরা ১০ আট [illegible] অতিবর্দ্ধিত আছে। আমেরিকার [illegible] শতকরা পাইকার হারের মূল্য শতকরা ১৫ [illegible] বিক্রয় করিয়াছে।

[illegible] শেয়ার বাজারগুলিতে বেচাকেনা আশানুরূপ [illegible] হয় নাই। বেচা আদেশের পূর্ব্ব শেয়ারের ৩ কোটি টাকার পরিবর্তে [illegible] শেয়ারে ২.১১ কোটি টাকা হইয়াছে। অবশ্য [illegible] আমেরিকা ৭ কোটি টাকা উহা হইতেই করিতে পারিয়াছেন। আমেরী শেয়ারের কোটি টাকার বাজারদরের আদেশ আসন্ন [illegible] হইয়াছে।

কেলেন্ডারী তারিখে শেয়ার সপ্তাহের জন্য [illegible] যাহা, ইঙ্গিতার যে বিভাগ বিভাজন [illegible] হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরী [illegible] পরিমাণে পুনরায় প্রসার দেখা দিয়াছে [illegible] নেটার বিনিময়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকার নূতন [illegible] বাজারে ছড়ানো হইয়াছে। পূর্ব্ব শেয়ারের [illegible] ১৩ কোটি টাকার স্থানে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] আমেরী ঋণের পরিমাণ ১,১৭৯.৪৩কোটি টাকা [illegible] হইয়াছে। আমেরী এবং উহাদের পূর্ব্বপুরুষদের [illegible] ব্যবহারের ফলই যে এই ঋণাত্মকীতি [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কিং বিভাগে [illegible] নোটের পরিমাণ ১৮৭১ কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়া আসিয়াছে। ট্রাস্টি [illegible] ১,১৩৮৯৩ কোটি টাকার স্থির আছে এবং [illegible] ঋণের পরিমাণ ৯৭৮৭ কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

[illegible] বিভাগে আমেরী সরকারের জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হইতে ২৭৮৭৯ কোটি টাকাতে [illegible] হোয়াছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমেরী বৈদেশিক [illegible] বিক্রয়ের ঔচিত্য ঘটাতে মনে হয় যে, আমেরী [illegible] এই প্রয়োজনে এই টাকা ব্যয়িত না হইয়া [illegible] কর্ম্মচারীদের বর্দ্ধিত বেতনাদি আয়ত্তাধীন [illegible]

প্রত্যাবর্ত্তন তাহার সরকারের জমার পরিমাণে হ্রাস পরিলক্ষিত হইবার অন্যতম কারণ হইতে পারে।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমদানের পরিমাণ ১৭৭৯ কোটি টাকা হইতে ১৩৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্যয়ভারের আমদানীটের [illegible] ৮ কোটি টাকার অবলম্বি পরিলক্ষিত হয়। ব্যয় বিভাগ হইতে ১৫ কোটি টাকা ইহু বিভাগে পাইয়া সাধারণ ভাল ঘরবিনিয়োগের পরিমাণ ১৩৭৪৪ কোটি টাকা হইতে ১৪৭৯ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে বন্ধকদের এই মুনাফাকীতি [illegible] সরকারের পক্ষ বর্দ্ধিত মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে [illegible] ফিরিয়া আসিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ৭ই আগষ্ট [illegible] সপ্তাহে ১,২৩৮ কোটি টাকার স্থানে আলোচ্য সপ্তাহে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ১,২১৮৩১ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি লাভ করিলেও তাহার এবং পাকিস্থান উহার ঘোষিতনোটে আমদানের পরিমাণে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

গত ৩০এ আগষ্টারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের যে বিভাগ-বিভাজন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতে চলতিকারের মেয়াদ টাকার পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের ৬৬৮৩১ কোটি টাকা হইতে ৬৬৮৭৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের মেয়াদ মেয়াদ টাকার পরিমাণ ৩১৮৭১ কোটি টাকা হইতে ৩১৮৮৭ কোটি টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তফসীলভুক্ত নগদ জমার পরিমাণ ৬৮৮৩ কোটি টাকা হইতে ৩৮৫৪ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তফসীল তফসীল পরিমাণ ১৭৮৭ কোটি টাকা হইতে ১৭৮৭ কোটি টাকাতে হ্রাস পাইলেও মজুদের পরিমাণ ৪১৮৪৪ কোটি টাকা হইতে ৪১৮৭১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পাকিস্থানে চলতিকারের মেয়াদ টাকার পরিমাণ ৮৮৭১ কোটি টাকা হইতে ৮৯৭৬ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি পাইলেও নির্দ্দিষ্ট মেয়াদান্তে মেয়াদ টাকার পরিমাণ ২৩৭৭ কোটি টাকা হইতে ২১৮৭ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণ ৪১৮ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নগদের পরিমাণ ৪১৮৮ কোটি টাকা হইতে ৪৭১৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়া আসিয়াছে এবং অন্যান্য হাতীর পরিমাণ ৮৮৭১ লক্ষ টাকা হইতে ৮১৮৭ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্থান সরকার চলতি নূতন ঋণপত্রের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের কোথাও কোন ঋণসংগ্রহের মেয়াদের জানান না থাকায় উপরিউক্ত ঋণ প্রস্তাবে পাকিস্থান সরকার কতটা সফল হইবেন, তাহা বলা যায় না।

বিশ্ব সম্মিলিত আর্থিক সংস্থার অন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব ইন্টারন্যাশনাল বিকাশ কর্পোরেশন গঠন করিবার জন্য তাহাদের আইনপরিষদে যে আইন প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন সিনেট কমিটিতে সংশোধিত হইয়া তাহা গৃহীত হইয়াছে। ১০ কোটি টাকার মূলধন লাভ করিয়া এই কর্পোরেশন গঠিত হইবে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানেই সকলপ্রকার লেনদেন হইবে। স্থির হইয়াছে যে মোট অংশীদারীর শতকরা ১০টি শেয়ার হইবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিদেশ ব্যাঙ্কের। অবশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির জন্য সরকার ১০টি শেয়ার সংরক্ষিত রাখিয়াছে এবং ইন্সিওরেন্স আয় আটচল্লিশ সমান হইলে সরকারী অংশিদারের মোট অংশ শতকরা ৫১ হইতে ৫২টি শেয়ার হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে সরকারী কর্তৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বজায় থাকিবে।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :—মিশন রো, কলিকাতা।

ভারতের শ্রেষ্ঠতম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের স্থান গৌরবময়।"

বিগত ভ্যালুয়েশনে দেখা যায় শতকরা তিন টাকা চারি আনা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সেই ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস দেওয়া হইতেছে :

আজীবন বীমায়—হাজারকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা

মেয়াদী বীমায়—হাজারকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

শ্রীযুক্ত এস এস ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান — শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল রায় — শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিং সিংহী ও

শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় — শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য, ম্যানেজার

অন্যান্য অফিসসমূহ :

বোম্বাই : কালবাদেবী রোডস্থ ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, কিংসওয়ে ও মেট্রো সার্কল, বোম্বাই।

মাদ্রাজ : পাচিয়াপ্পা হল, জর্জ টাউন, মাদ্রাজ। | দিল্লী : মসজিদ বিল্ডিংস, ফেজ বাজার, দিল্লী।

বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ ৪ ৮২৫ হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্র ছাড়া	প্রতি শেয়ার অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	বাজার দর					
					শেয়ার					শেষ দর
ইঞ্জিনিয়ারিং										
ইস্টার্ন আয়রন	...	২,৫০,০০,০০০	২,১৫,৩৬,২১৫	১০	২৫লক্ষ(ম)	৩৫১	৩৫।-৩৬/০	৩৫৫-৩৬৬/০	...	...	...	...
মেসার্স	...	৫১,০০,০০০	৩৮,১২,৩৫৮	১০	১৯০(ম)	১৩৫৯	...	...	...	...	...	৫৯
টাটা আয়রন	...	১,২১,১৫,০০০	১৯,৪৮,১১,১৫৯	১৫	১৩৩০০(ম)	৩৩১	৩৩১৮	...	...	...	...	...
বার্ড ...	...	৩১,০০,০০০	১,৩৮,১৯,৩০০	১০০	১১৮০(ম)	৩১৬	...	...	...	...	...	৩১৫
মেসার্স	...	৬৯,৩১,৩৭০	১৫,০০,০০০	১	১১৭(ম)	১২৫৯	...	...	...	...	...	১১৯/০
বার্মাশেল	...	১৩,১১,০০০	১৩,১১,৫১১	১	৯৮(ম)	৩৭৩	৯৯৯-১,০	১/৩৩৩/০	...	...	...	...
ইস্ট করপোরেশন	...	৩,৩৯,৯১,৫০০	১৬,৭৯,৪০০	১০	৯০(ম)	১২৫৯	৩৩।৩-৩৩৩/০	১৯।৩-১৭৩/০	...	...	...	...
কয়লাখনি										
আমলাগোরাটিড	...	১২,১১,০০০	১৩,৩১,৩৩০	১০	১৲	১১৫৯	...	৪৫৲	...	...	...	...
ইন্ডাস্ট্রিয়াল	...	১৯,৩৯,১৯০	১৯,৯১,৩৩০	১০	৯৲	৩৫৫	...	...	...	...	...	৪১৲
এসো আর্থুরিয়া	...	১,৩৩,৩০০	১,১৫,৩০০	১০	১৲	১৫৯৩	...	...	...	...	...	৩১৲
জামাদপুর	...	২০,৩৫,১৩০	... ...	১০০৲	...	৯৩৩	...	...	...	...	...	...
জামান	...	১০,৩৩,১৩০	১,১১,১৩০৲	১১০	১৩(ম)	১৯১	...	...	...	...	...	৩৫৩
মেসার্স এসো	...	১,১৫,৫৩০	১,৩৩,৩০০৲	১০৲	১৲	৩৩৩	৩৩৲	...	...	...	...	...
মেসার্স বাদুলা	...	১,১০,৩৩০	১,১১,৩৩৩৲	১১০	১৮	১৫৯	...	...	...	...	...	৯৲
মিস্টার ইয়াকুব	...	১১,১৯,১৩০	১১,১১,৯৩১৲	১০৲	...	১৩৫৯	...	...	...	...	...	১৯৲
মিস্টার মাবুদ	...	৯,৩৩,৩৩০	৯,৯১,৩৩১৲	১০৲	১৮	৩৫৩	...	...	...	...	...	৪১৯৫
মেসার্স্যাসী	...	১,১১,১৩১	৯,৩৫,৩৩৩৲	১০৲	১৩	১৯১	...	...	...	...	...	৩১৮
যমুনার	...	৫৫,৯৯,১৮৩	১,১১,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	১৫৩	১৫৫৯	১৯৲-৯৯৲/০	১১৫৩-১১৩৩	...	...	...	...
রেজল	...	৯০,৩৩,৩৩০	১,৩৩,১৩,০১৩৲	১০০৲	১১৲	৩৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩৲
রাজার	...	৯৩,৩৩,৩৩০	১৩,১১,৩১১৲	১০৲	৫৩(ম)	৩৩৩৩	...	...	...	...	...	৯৩
রাবীয়ত	...	১১,৩৩,৩৩০	১৫,১১,৩৩১৲	১০৲	...	৩৫৩	...	...	...	...	...	৩১/৩
রেজার	...	১০,৩৩,৩৩০	৯,১৩,৩৩০৲	১০৲	১৲	৩৩৩	...	...	...	...	...	৯৩৲
৭ রহিমাবী	...	৯,৩৩,৩৩১	১,১১,৩৩৩৲	১০৲	৯৩	১৫৩	...	...	...	...	...	১১৲
শিবপুর	...	১,১৩,৩৩০	৩,৩১,১৩৩৲	১১৲	১১/৩	৩৩৩	...	৩৩৲	...	...	...	
সাউথ জামালপুর	...	১১,১৩,৩৩০	১,১৩,৩৩৩৲	১০	১৲	১৫৩	...	...	...	...	...	১১৩/৩
পেট্রোল ইন্ডিয়া	...	৩০,৩৩,৩৩০	... ...	১০	...	৩৩৩	১/৩-১১/৩	১১৩	...	...	...	...
কাগজের কল										
এশিয়া	...	১১,৩৩,৩৩০	৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০	১৫৩	৩৫১	...	...	...	...	...	৩৩৲
জামালপুর টেক্সটাইল	...	১৫,৩৩,৩৩০	১১,৩৩,৩৩৩৲	১১৩	৫/৩	৩৫১	১৩৩৩-১৩৯/০	১৯৯/৩-১৯৯/০	...	...	...	...
ফেনারায়	...	১০,৩৩,৩৩০	১১,১১,১১৯৲	১১৩	১৩(ম)	৩৩৩	...	১১৫/৩-১১৯/০	...	...	...	...
ডেমরা	...	১১,৩৩,৩৩০	১১,১৯,১১৩৲	১০০	৯৲	৩৩১	১৩১৲	...	...	...	...	...
মেঘনা	...	৩৩,৩১,৩৩০	৩১,৩৩,৩১৯৲	১০	১৲(ম)	১২৫৩	...	...	...	...	...	...
মাইজি	...	৯,৩৩,৩৩০	১১,১৯,১১৯৲	১০০	১৩৲	৩৩১	...	...	...	...	...	৯৯৲
যমুনা	...	১৫,৩৩,৩৩০	১,১৯,৭৩৯৲	১০	৫/৩(ম)	১১৯৯	...	...	...	...	...	১১৫/৩
সিলেট	...	১১,৩৩,৩৩০	৩৩,৩৩,৯৩৩৲	১০	১৲(ম)	১২৫৩	...	...	...	...	...	৩৩৩৩
সুরমা	...	১১,৩৩,৩৩০	১৩,১৩,৯৯১৲	১০	১৩৲(ম)	১১৩১	...	...	...	...	...	৯৩৲
হোসিয়ারী	...	৫,৩৩,৩৩০	১১,৩৩,৯৩৩৲	৫১৲	১৩৩(ম)	১১৯৩	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	মূলধন ও অন্যান্য উৎসসমূহ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	বন্টনযোগ্য	১৯৭১/৭২	১৯৭২/৭৩	১৯৭৩/৭৪	১৯৭৪/৭৫	১৯৭৫/৭৬	মোট আয় কর
[illegible]												
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও ঋণপত্রে প্রদত্ত মূলধন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	শতকরা লভ্যাংশ	মন্তব্য	বাজার দর				
						১৭/১/৬৮	১১/১/৬৮	১৭/১/৬৮	১৩/১/৬৮	১৬/১/৬৮
চা-শিল্প										
মৌলিবাজার	...	৪,১০,৫০০	৩,৯০,১৭৬৲	১০৩	৬৩৲(ব)	১১/১৬	...	...	...	...	...
সেলাই ও সার্কাইড	...	৬,৩১,১০০	৪,৯০,১৪০৲	১০৫	১১৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
বিই চুমটা	...	১,৩৩,৩৩৩	৪,১১,১০৯৲	১০	৩৮০ (ব)	১১/১৬	...	...	...	...	...
পাহাড়কোল	...	১১,৩৩,৩৩৩	৯৮,৩১,৫১৭৲	১০৩	৯০৲(ব)	১১/৩১	...	...	...	...	...
মধুটীব	...	৬,৩৩,৩৩৩	৬,৯৮,৫১৬৲	১০	৭৲(ব)	৬৪৪	...	...	...	...	...
মালাবারী	...	৪,৩০,৩৩৩	১১,৩৩,৩৩৩৲	১০৩	১৩৩৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
বিমাব	...	১৪,৩৩,৩৩৩	৮,১০,৩৩৩৲	১০	৩৪৩(ব)	১১/৩৩	৬৯৩ (ক্র ব)	...	...	...	...
মেলবাড়ি	...	১,১১,৩৩৩	২,১০,৮৩৩৲	১০	১৩৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ভালবেড়	...	২,৩০,৩৩৩	৩,৩৩,১৩৩৲	১০	১৩৩(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ডাবাড়	...	১০,৩৩,৩৩৩	৩,১১,১৩৩৲	১৩৩	১১৩(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
সুরমা	...	৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩১৲	১০	১৩৩(ব)	১১/৩৩	...	...	৭	—	...
মোহাই বিভার	...	১,৩০,৩৩৩	৩,৩১,১৩৲	১০	৩৩(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডাবাডোড়া	...	১,৩০,৩৩৩	১১,১১,১৩৩৲	১০৩	৩৩৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডাবিমারা	...	১৬,৭৭,৩৩৩	৪১,১১,৭১১৲	১০	১৩৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
চিনির কল										
ইউ-পি	...	১৩,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,১১৩৲	১০	...	৯/১৩	...	১৪৲-১৬৲	...	...	...
ডাবড	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১৫,১৯,৩৮১৲	১০	...	৩৪১	...	...	...	...	...
ডালডাব	...	১৮,৩৩,৩৭৩	১৩,৭১,১৩৪৲	১০	১১৩(ব)	৩৩১	২৩৲	...	...	...	...
ডালডাব বিভিন্ন	...	৮,১০,৩১৩	১১ ১৯,১১৩৲	১	১৩৩(ব)	৩৪১	...	...	...	...	...
ডালডাবপুর	...	৯,৩৩,৩৩৩	৬,১৩,৩৩৩৲	১০	৯৩(ব)	১৩/৩৩	...	...	...	...	...
ডাবড	...	১৩,১৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩৲	১০	১৲(ব)	৩৪৪	...	...	...	...	...
ডাবমাড	...	১৩,৩৩,১৩৩	৪,১০,১১৩৲	১০	১৲ (ব)	৩৩৩	...	১১৩-১১৬/৩	...	...	...
ডাবাব	...	৪,৩৩,৩৩৩	১০,৩৩,৩৪৩৲	১০	১১৩(ব)	৩৪১	...	...	...	...	...
ডাবিপুর	...	১১,১১,৩৩৩	১,৩১,১৩৩৲	১০	১০ (ব)	১১/৩৩	...	১৩৩	...	...	...
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল		৯,৩৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,৩৩,৩৩৩৲	৪০ (ব)	...	১১/১৩	৯১(-৯১)৩	...	...	...	...
ডুমিয়া ইউনিয়ন	...	১০,৩৩,৫৩,৩৩৩ ৫৫,৩৩,৩৩৩৭	৩১,১৩,৩৩৩৲	১৫৲	১১৩(ব)	৩৩৩	—	—	...	...	...
ডুমিয়া বাণিজ্য	...	৩৩,১১,১৩৩৲	৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০/১০ (ব)	১৩৲	...	...	...	...	...	...
সাধারণ ডাবমাল	...	১১,৩৩,৩১৩৲	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৩৲	৯৲	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডিমার্স বাবড	...	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	৩,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০১৲	৫৲ (ব)	৬৯৩	১১১৲-১১১৩	১১১৲	...	...	...
ডেলস সেন্ট্রাল বাড		১৪,১১,১১৲	১৩,৩৩৩৲	১০৲	১৯৩(ব)	১১/৩৩	১৩৩৫	১১১/৩	—	—	...
বাড অব ইন্ডিয়া	...	১,১৩,৩৩,৩৩৩৲	৩,৩৭৪,১১৩৲	৪০৲ (ব)	৪৯	১১/৩৩	১৪১৩	৪৫৲	...	...	...
বাড অব বরোদা	...	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১,১৩,১১,১৩৩৲	৪০৲ (ব)	৯৲ (ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডিন বাড	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,৩৩৩	৪০৲ (ব)	...	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডিনুয়াল কমার্শিয়াল	...	১,১৩,৩৩,৩৩৩	৪,৩৩,৩৩৩৲	৪০৲	৪৲ (ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল বাড অব ইন্ডিয়া	...	৩,১১,১১,৩৩৩৲	৩,৩৮,১১,৩৩৩৲	১১৲	৯৲	১১/৩৩	৬৭১৩	৬৭১৩	...	...	...
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
ইউ/ই	...	৪৪,৩৩,৩৩৩	১১,১৩,১৩৪	১০৩	১১	৩৩১	...	...	...	...	...

বাজার দর

বস্তু	আনুমানিক মূল্যের (আনুমানিক)	মোট ও খরচের উল্লেখ	এক অংশের আনুমানিক মূল্য	গড় পরিমাণ	সময়কাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শেষ হালে দর
ধান											
...	[illegible]	[illegible]	১০	৩ (গড়)	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০	...	...	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	১০ পা	১০ পি	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	...	১০	...	...	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১ পি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible] (গ)	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১	[illegible] (গ)	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
...	[illegible]	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	১ পি	[illegible] (গ)	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible] (গ)	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible] ...	[illegible]	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...
...	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ | ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ | মূল্য ।।

পৃষ্ঠাপত্র

বিষয়	পৃঃ	বিষয়	পৃঃ
পশ্চিমবঙ্গ বাজেটের পুনরালোচনা	১৫৯	সংবাদাদি	১৬১
পাট ব্যবসায়ে মন্দা	১৬১	সভাসমিতি	১৬২
প্রাসঙ্গিক	১৬৩	পণ্যদ্রব্যের বাজার ...	...
মুদ্রা ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের কথা	১৬৪	বাজারের কথা	১৬৫
বাজেট ও আমরা—সুধেন্দু	১৬৭	অর্থনৈতিক	১৭১
ভারতীয় খনি আইন সংশোধন—ইংরেজের দেন ...	১৭৭	বৈদেশিক	১৭৪
বিবিধ	১৮০		

পশ্চিমবঙ্গ বাজেটের পুনরালোচনা

চলতি বৎসরের শেষ সাড়ে-সাত মাসের উদ্বৃত্ত আড়াই কোটি টাকা হাতে লইয়া বৎসর আরম্ভ করিয়াও বাংলার আগামী বৎসরের বাজেটে ১ কোটি টাকা ঘাটতির আশঙ্কা করা হইয়াছে। লীগশাসিত অবিভক্ত বাংলার বাজেটসমূহের তুলনায় এই ঘাটতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও বর্তমান বাজেট একেবারে নিষ্কোষ নহে।

বাংলার বিভাজিত পশ্চিম বাংলাকে আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক হইতে অখণ্ড বাংলার এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিলেও রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎসসমূহ প্রায় সমস্তই পশ্চিম বাংলার ভাগে পড়িয়াছে। খনি, শিল্প এবং বন্দরের অবস্থিতির কথা বাদ দিলেও পশ্চিম বাংলার শহরবাসী জনসংখ্যা পূর্ববঙ্গের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ। ভূতপূর্ব বাংলার আয়করের শতকরা ৩৮৪ ভাগ অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার যে ২,০১,১০,০০০ জন অধিবাসী রহিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৫০ জন লোক কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত এবং ব্যবসায়ে শতকরা ১৬ জন কলকারখানার কাজে নিযুক্ত। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পশ্চিম বাংলার এই অবস্থাকে সন্তোষজনকই বলিতে হইবে। আগামী বৎসরের বাজেটের বিচারেও অবস্থাকে মোটেই হতাশাব্যঞ্জক বলা চলে না। কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ আগামী বৎসরে পশ্চিম বাংলার রাজস্ব বাবদ সাড়ে-চব্বিশ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক হইতে পশ্চিম বাংলা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অবিভক্ত বাংলা সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে রাজস্বের দিক হইতে পশ্চি বাংলাকে সেই অনুপাতে খুব বেশী ক্ষতিস্বীকার করিতে নাই।

এখন প্রশ্ন, এই অবস্থাতেও ঘাটতি কেন হইল। উত্তরে অর্থ-সচি শ্রীযুক্ত বলিনীরঞ্জন সরকার জানাইয়াছেন যে আয়তন ও পরিধি সঙ্কোচনের সাথে সাথে ব্যয়ভারেও অনুরূপ সঙ্কোচ সাধন করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু সরকারী কর্মচার সমূহকে নূতন প্রদেশের সরকারে স্থান দিতে হইতেছে। উপরন্তু প্রদে বাবচ্ছেদের ফলে পূর্ববঙ্গের ১২,০০ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধিবিচ্যুত হইয়া পড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ই স্কুলগুলিকে যথারীতি চালু রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠায়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নজুরী সাহায্য ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে এতদ্ভিন্ন কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলে বর্তমান মূল্যমানের বিবেচনায় নিম্নবেতনের সরকারী কর্মচারীদের বে বাবদ ১ কোটি টাকা ধরচ ধরা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমি বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির খাতে ১৪,৪১,০০০ টাকা উচ্চশিক্ষার জন্য বাহিরে ছাত্র প্রেরণের খাতে ৭,০৬,০০০ টাকা এ বনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তনকল্পে ১,১০,০০০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলে জলসরবরাহ এবং ম্যালেরিয়া প্র ৪০০ জন গ্রামবাসীর জন্য একটি করিয়া টিউবওয়েল স্থাপনে

রিকল্পনার জন্য ৩১,৪০,০০০ টাকা এবং গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ফরাক্কাপরিকল্পনার ১২,৬৮,০০০ টাকা ব্যয় কাঁচরাপাড়াতে একটি বড় হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রতি থানায় শুশ্রূষা শয্যা এবং প্রসূতি-সহ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ১,০৩,০০,০০০ টাকা এবং বেসরকারী সাহায্যকারী সরকারী হাসপাতালের খাতে ৭৬ লক্ষ টাকা হাসপাতালের সেবা-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ৫,৯২,০০০ টাকা ধার্য হইয়াছে। প্রদেশের জনবিরলপ্রায় অঞ্চলের বর্তমান অনিশ্চয়তা দূরীকরণার্থে পুলিশ বিভাগে ১ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

রাজ্যের উদ্বৃত্তবর্ষিত এই হিসাবে শিল্প এবং কৃষির ক্ষেত্রে পশ্চিম সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তদ্সম্পর্কিত ব্যয়বরাদ্দকে ধরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।—কেবলমাত্র উদ্বৃত্তবর্ষিত বাদের হিসাবে প্রদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করা যাইবে যে আগামী বৎসরের ঘাটতি কেবল অনিবার্যই আকাঙ্ক্ষিতও বটে। এই প্রসঙ্গে সেকালের ভারতীয় আইন সভার বাজেটের সমালোচনায় মহাত্মা গোখলের দূরদৃষ্টিপরিচায়ক উক্তিযোগ্য। কেন্দ্রীয় বাজেটে বিলাতী ধনবিনিয়োগ ব্যতীত কর্মচারীদের অবসর-ভাতার খাতে ৪৫ কোটি টাকা করিয়া অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্য উদ্বৃত্ত বাজেটের ঘোষণা প্রকাশ করিলে গোখলে বলিয়াছিলেন যে, উহাকে সাপ হইলে ব্যয়ের আধিক্যেও কিছু আসিয়া যায় না।

৩৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের 'নিউ ডীল'এর পরে উৎকৃষ্ট নীতি সম্পর্কে পাশ্চাত্যে যে মতের প্রচলন হইয়াছে তাহাতে সকলেই একমত মাসকাটি করা হইয়াছে। উদ্বৃত্তের নিরোদ্ধান হিসাবে বাজেটে ঘাটতি স্বীকার করা—কেবল যে মেয়ের কিছু দিনই পরিদর্শিত হইতেছে তাহা নহে, পাশ্চাত্যের মনীষিগণ ইহাকে কার্যা বলিয়াই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব প্রদেশের অধিবাসী-দিগের জীবনমান গঠন করিবার মানসে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সরকার পরিকল্পনার খাতে মানুষের অনুপাতে যে অপেক্ষাকৃত বিপুল ব্যয় করিয়াছেন—তাহাতে অভিযোগ করিবার কোনই কারণ

এই পরিকল্পনার মধ্যে শিল্প, বিদ্যুৎ, কৃষি, সেচ, রাস্তা সংস্কার, জমির উন্নতি, বাসযোগ্য গৃহ নির্মাণ, জমিদারী প্রথার উৎসাদন, শিক্ষার জন্য ভোজনাগার নির্মাণ এবং অন্যান্য কল্যাণ প্রচেষ্টা বিভিন্নখাতে প্রভূত ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানতঃ বৃহৎশিল্প হইতে কুটির এবং কুটিরশিল্পের পরিপুষ্টি অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী রেশম উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা, লবণ উৎপাদনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং শিল্পসহায়ক কারুকর্মের জন্য ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রেও কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রপাতি বণ্টনের জন্য সাড়ে-তিন লক্ষ টাকা, সার উৎপাদনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা, সবাদি পশুর উন্নতির জন্য ৮ লক্ষ টাকা, শস্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ৬ লক্ষ টাকা এবং বীজাগার নির্মাণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। উন্নততর কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত কর্মী পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি কৃষি-কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের খাতে ৩৭ লক্ষ, গৃহনির্মাণের খাতে ৭০ লক্ষ, রাস্তাসংস্কারের খাতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ, যানবাহন জাতীয়করণের খাতে ৫০ লক্ষ এবং কাঁচরাপাড়াতে নূতন পল্লী গঠন করিবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জাতির স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি সরসচেতন এই পূর্ণাঙ্গ বাজেট সর্বদিক হইতেই আশাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে কাজের মূল্য সম্পর্কে যে প্রবাদ আছে, এক্ষেত্রে তাহা যাহাতে মিথ্যা প্রমাণিত হয় সরকারের পক্ষ হইতে তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইলে এই আশা পরিণামে দুঃখের কারণ হইবে। বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে সরকারী কর্মচারীদের কর্মকুশলতার উপরে আমরা সহসা বিশেষ ভরসা করিতে পারি নাই। অবশ্য বাজেটের পরে সম্প্রতি শাসনব্যবস্থায় কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে এই শাসনব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হইবে তাহা আমরা সঠিক অনুমান করিতে পারিতেছি না।

তাহাড়া যে সকল নির্মাণমূলক কাজকর্মের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, কাগজপত্রে সেই পরিকল্পনাসমূহের অধিকাংশ পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এতকাল আবশ্যক সাজসরঞ্জামের অভাবের জন্যই ঐ পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই সব অসুবিধা দূর না হইলে বর্তমান বাজেটের মঞ্জুরীসমূহও সমভাবেই ব্যর্থ হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি।

পশ্চিম বাংলাকে অতঃপর পূর্ববঙ্গ হইতে পাট প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যাদির সরবরাহের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভর হইতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন হইলে পার্শ্ববর্তী আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করিতে হইবে। অর্থসচিবের বক্তৃতায় এই সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিহারের সিন্দ্রীতে রাসায়নিক

হইতে বর্তমানে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার সাহায্যদানের আদেশ প্রকাশ করা হইয়াছে।

সর্বশেষে রাজস্বের তারিখটের কথা আসে। ব্যবহারের ফলে আয়কর খাতে বিশেষ হ্রাস না ঘটিলেও পাটরপ্তানীশুল্কে পশ্চিম বাংলার প্রাপ্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। বাংলার শতকরা ৭০ভাগ পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং ঘটনাবলী দৃষ্টে মনে হয় পূর্ববঙ্গ সরকার চট্টগ্রাম বন্দর দিয়াই তাহা রপ্তানী করিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষেত্রে পাটের রপ্তানী-শুল্কের রপ্তানীকারী বন্দরের ভিত্তিতে বাঁটিয়া না দিয়া উৎপন্ন পাটের এলাকার ভিত্তিতে বিতরণের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে কেবল যে পাটরপ্তানীশুল্কে পশ্চিম বাংলার প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নহে, পাটের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। আয়কর সম্পর্কেও নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের পরিবর্তন আবশ্যক। কলিকাতা এবং বোম্বাই হইতে আয়করের তিন-চতুর্থাংশ আদায় হইলেও নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিকাতার প্রাপ্য শতকরা ২০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। পাট রপ্তানীশুল্কের শতকরা ৬২॥০ বাংলার প্রাপ্য ঘোষিত হওয়াতেই কলিকাতার পক্ষ হইতে আয়কর সম্পর্কিত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। আজ পাট রপ্তানীশুল্ক বিলক্ষণ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।—পরিশেষে, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে নীতির দিক হইতে মাদক বর্জন একান্ত আবশ্যক হইলেও রাজস্বের উপস্থিত প্রয়োজনের স্বার্থে এতৎসম্পর্কে কিছু ধীরতা অবলম্বন করাই মঙ্গলকর হইবে।

পাট ব্যবসায়ের সঙ্কট

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে বরাদ্দ প্রথা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার ফলে পাট ব্যবসায়ে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বরাদ্দ পাট ব্যবসায়ে নবাগতদের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে (যদিও পূর্বে বলা হইয়াছিল যে, ইহাদিগকে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ দেওয়া হইবে)। ইহা ছাড়া পাটশিল্পের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতার জন্য শতকরা মাত্র তিন ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে. পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই ও মাদ্রাজের জন্য অবশিষ্ট বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অতিজ্ঞ মহলে আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, ইহার ফলে বরাদ্দ লইয়া কাটাকাটি চলিবে, বৈদেশিক বিনিময় অযথা নষ্ট হইবে এবং পাট ব্যবসায়ে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।

গত যুদ্ধের পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার পাটের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় চটকল মালিক সমিতি এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পাট রপ্তানীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ অপসারণের জন্য প্রবল আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। পাটশিল্পের পক্ষ হইতে একাধিক-বার সরকারের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইলেও সরকার এই ব্যাপারে শিল্পপতিদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। এইভাবে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া মতদ্বৈধ চলিয়া আসিতেছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মতবিরোধ থাকিলেও পাটশিল্পপতিগণ সরকারকে বরাবর আন্তরিক সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পাট রপ্তানী হইতে অর্জিত বৈদেশিক বিনিময়ের সাহায্যেই বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানি সম্ভব হইতেছে।

পাট রপ্তানী সম্পর্কে সরকার যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন পাট ব্যবসায় ও শিল্পের পক্ষে তাহা মোটেই কল্যাণকর না সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পূর্বে যে জাহাজী নীতি প্রচলিত ছিল, তাহা স্থির হয় যে মাল প্রেরকগণ পূর্ববর্তী বৎসরের ভিত্তিতে প রপ্তানী করিতে পারিবেন। ১৯৪৭-এর জুন হইতে ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকরী থাকিবে বলিয়া প্রথমত স্থির হ কিন্তু তারপর ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পরিকল্পনা চালু রা সাব্যস্ত হয়।

গত জানুয়ারী মাসে অতিজ্ঞ পাট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার এক নূতন পরিকল্পনা ঘোষ করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, মাল প্রেরকদিগকে বিদে মাল প্রেরণের চুক্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে; শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃ ইহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর বরাদ্দ পত্র প্রদান ক হইবে। কিন্তু এই বরাদ্দ পত্র প্রদান করিতে এত বিলম্ব ঘটে যে, প ব্যবসায়ে এক তীব্র সঙ্কট উপস্থিত হয়। ভারতীয় চটকল সমিতি সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, পি, বিড়লা সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বরা নির্দ্ধারণে বিলম্ব ঘটায় গত জানুয়ারী মাসের পর হইতে কোন পাটজা দ্রব্য রপ্তানী করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। গত ছয় মাসের তুলনা জানুয়ারী মাসে পাট রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে তিনি বলেন যে, রপ্তানীর এই বিলম্বজনিত ক্ষতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতার এতই ক্ষুব্ধ হইয়াছে যে, তাহারা এ বিষয়ে ভারতের মুখাপেক্ষী না হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের জন্য যে পাট রপ্তানী বরাদ্দ করা হয়, তাহাতেও বিস্তর ত্রুটি চোখে পড়ে। অনেক দেশ তাহাদের প্রয়োজনানুযায়ী পাট পায় নাই; আবার এমন অনেকটি দেশ আছে যাহারা তাহাদের বরাদ্দের অনেক কম অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ডলার দেশগুলিতেই পাটের চাহিদা আপেক্ষাকৃত অধিক। যেহেতু সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশী এবং বর্তমানে পাটের উৎপাদনবৃদ্ধি সহজসাধ্য নয়, সেইজন্য বিভিন্ন দেশে পাটজাত দ্রব্যাদির সুষ্ঠু বন্টন বাঞ্ছনীয়। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাট সরবরাহ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় পাটশিল্পের সম্মুখে এক বিপদ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গত এক বৎসরে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে তেমন সঙ্কোচন ঘটে নাই।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্যের স্থান সর্বোচ্চে। ১৯৪৬-৪৬ সালে ভারতের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৪০ কোটি

ন; উহার মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য ছিল ১২১.৫ কোটি ন। এইভাবে দেখাই যায় যে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির মূল্য মোট রপ্তানির শতকরা ৩০.৮৭ ভাগ। নিম্নের তালিকা হইতে রপ্তানী বাণিজ্যে পাটের গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সরকার কর্তৃক ঘোষিত বরাদ্দ ব্যবস্থা পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, বৃটিশ আমলেও কখনো দেখা যায় নাই, ভারতীয় সরকারের সে ভরসাই সংকটাপন্ন হইয়াছে। পাট ব্যবসায়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতা। অথচ সরকার যে বরাদ্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতার কোন স্থানই নাই। বোম্বাই, আহমদাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি কিছু প্রদেশ পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে কোনরূপেই জড়িত নহে, বরাদ্দ ব্যবস্থায় তাহাদের অনেক সুবিধাই করা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার যে জনসাধারণের বৈদেশিক একটা দাবী আছে। ভারতীয় দল যদি বিদেশে পণ্য বিনা এই ধরণের পক্ষপাতদুষ্ট নীতির আশ্রয় করেন, তবে ভারতীয়দের সদিচ্ছা বৃদ্ধি আকৃষ্ট করিয়া জনসাধারণকে কিনিতে বাধ্য করা সম্ভব হইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বৃহত্তর বাণিজ্য কেন্দ্রের আসনে যেখানে মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে, ঠিক তেমনই বাণিজ্য কেন্দ্র বোম্বাইয়ের অধিবাসী বলিয়া বোম্বাই প্রদেশকে কতক বরাদ্দ দান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ব্যাপার একটা লজ্জাকর সংশ্লেষের সমান উহাতে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়াই মনে হয়।

প্রাদেশিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব দেখা যাইতেছে তাহার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, উহার ফলে অনেক নালায়েক ব্যক্তি চালাইতেছে। চটকলগুলির প্রাপ্য টাকা তাহাদিগকে দিতে ব. অথচ বপ্তানীর অধিকার না পাওয়ায় তাহারা বাহিরে মাল পাঠাইতে পারিবে না। প্রায় পনের কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাহারা মাল হইতে মাল লইবে, কিন্তু রপ্তানী অধিকারের অভাবে তাহারা সে-বিদেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না। ওদিকে আবার বোম্বাই, মাদ্রাজ ভি অঞ্চলে এমন অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাহিরে মাল প্রেরণের ছাড় লাভ করিয়াছে, যাহাদের আবার কোন মাল নাই। তাহারা উপার্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। এমন বিচিত্র ও দুরবস্থাজনক অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন।

এই ধরণের বরাদ্দ ব্যবস্থা বিদেশের নিকট ভারতের মর্য্যাদা বহুলাংশে খর্ব্ব করিবে। একেই তো বরাদ্দ ব্যবস্থা ঘোষিত হইতে অত্যধিক বিলম্ব ঘটায় ভারত সরকারের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বিদেশের শিল্পপতিরা প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ করিতেছেন। তাহার পর এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে ভারত হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় মাল পাইবার সম্ভাবনা আদৌ থাকিবে কিনা সন্দেহ। যে অবস্থায় তাহারা পাট-জাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে নিশ্চয়ই অন্য মাল ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবে। ফলে ভারতকে দুই কূলই হারাইতে হইবে—বাজার হারাইবে, জাতীয় সম্মান বিনষ্ট হইবে।

এখনও সময় আছে। ভারত সরকার যদি অবিলম্বে এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া রপ্তানীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্তত কলঙ্কের হাত হইতে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিবেন, দেশে ও বিদেশে তাঁহাদিগকে আরও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

সকল সময়ে
ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ
সঞ্চয়ের জন্য
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
হেড অফিস
১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা ১,
ও শাখাসমূহ :

প্রাসঙ্গিক

কেন্দ্রীয় সরকারের বদ্ধুই

আবক সরকারের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনকাল আসন্ন। ইতিমধ্যেই ইহা লইয়া চতুর্দিকে জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অবশ্যের নিয়ামক আলী সাহেব যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাজেট প্রস্তাবের সাহায্যে তাবতীয় শিল্পকে যে কঠিন আঘাত করিয়াছিলেন তখন একবাক্যে ধিক্কার দিয়া তাঁহার অভিনব প্রস্তাবের বহু নিন্দাবাদ আমরা শুনিয়াছি। আশা করি আগামী তাবতের আয়ব্যয়ের বাজেটে নিয়ামক আলী অনুসৃত সঙ্কটপ্রকার ত্রুটি সংশোধিত হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি যাহাতে তাবতের অধিবেশের পক্ষে অপরিহার্য। বাণিজ্যিক শিল্পসেবাকারী কর এবং অন্যান্য প্রমিকহারীর নামকরণে তাবতীয় বাণিজ্য বর্তমানে যেরূপ আবদ্ধ তাহাতে কর লাঘব এবং পরিবৃদ্ধি ও অপব্যয়ের প্রমিক যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি অসম্ভব, অর্থাৎ তাবত সরকারের অর্থনীতির আশু পরিবর্তন না হইলে তাবতীয় শিল্পের এবং তাবতবাসীর কাম্য অবশ্যকারী কেন্দ্রীয় সরকারও যে এবিষয়ে সজাগ আছেন পণ্ডিত জবাহরলালের সম্প্রতিক উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্যই আমাদের মনে হয় বর্তমান বাজেটে যৌথ প্রতিষ্ঠান সাধারণ কোনও নূতন কর আরোপ করা হইবে না, বরং কিছু কিছু করলাঘব করিয়া যৌথ-প্রতিষ্ঠান গুলিকে কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। যৌথপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উৎসাহিত হন, তাবতসরকার যে অতঃপর তৎসম্বন্ধে যত্নশীল হইবেন, তাহা একরকম জোর করিয়াই বলা চলে। শ্রীযুক্ত বসুমন চেট্টি বহু ইতিপূর্বে একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রচলিত কর-ভারের সঙ্কোচ-অসঙ্কোচের কথা তিনি বিচার করিয়া দেখিবেন এবং অন্যান্য ও অনাবশ্যক বুঝিলে তিনি প্রচলিত করনীতির পরিবর্তন করিতে দ্বিধা করিবেন না। তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসন্নপ্রায়, আর কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রতিশ্রুতি শ্রীযুক্ত চেট্টি কতদূর এবং কিভাবে পালন করিয়াছেন। সামান্যিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সঞ্চিত করের পরিমাণ কোনক্রমেই টাকাপ্রতি আট আনার অধিক হওয়া উচিত নয়।

তাবত-বৃটেন ট্রেডিং চুক্তি

বৃটেনের নিকট তাবতের পাওনা ট্রেডিং সম্বন্ধে পার্লামেন্টে তাবত-বৃটেন ট্রেডিং চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে সম্পাদিত অর্থনৈতিক চুক্তির মেয়াদ ১৯৫৮ সালের ৩০এ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রাপ্য অংশের জন্য পাকিস্তানের সহিতও বৃটেন প্রতিটানিধিবর্গের পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাবত-বৃটেন চুক্তির সর্তানুসারে তাবতকে বৃটেনের ৩ কোটি পাউণ্ডের সহিত যথ জুন মাসের অবশিষ্ট অংশ শুল্ক হইবে। বর্তমান বছর মহলের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং পরবর্ত অর্থ হইতে আর ১ কোটি পাউণ্ড যে কোন মুহূর্তে প্রত্যর্পিত করা চলিবে। তাবতের অবশিষ্ট অংশ হইতে পূর্বের শুল্ক সংশোধনের ফলে পাকিস্তানের প্রাপ্য এখনও বাকী আছে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

পাকিস্তানের সহিত সম্পাদিত চুক্তির প্রধান সর্ত হইল এই যে, তাহাদের অন্ত এবার পূরণকল্পে ১ কোটি টাকার তাবতীয় উপযুক্তির পণ্য করা হইবে এবং বর্তমান বছর হইতে মহলের মধ্যে তাহাদের ৩০ লক্ষ পাউণ্ড তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া পাকিস্তান তাবত সরকারের নিকট হইতে পূর্বের শুল্ক সংশোধনের ফলে অবশিষ্ট অংশ বাবদ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে। এইরূপে পাকিস্তানের সমগ্র প্রাপ্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি পাউণ্ড, ইহার মধ্য হইতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড যে কোন মুহূর্তে প্রত্যর্পিত করা চলিবে।

তাবত-বৃটেন চুক্তির অন্যতম বিষয় আপাতদৃষ্টে বাণিজ্য আমরা এখানে বিশেষভাবে একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। পূর্বতনের চুক্তিতে সমগ্র ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডই যে কোন মুহূর্তে বাজ করিবার অধিকার তাবতসরকারকে প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে আংশিকভাবে মাত্র ১ কোটি পাউণ্ড যে কোন মুহূর্তে প্রত্যর্পিত করিবার অধিকার তাবতসরকারকে দেওয়া হইয়াছে। বৃটেনের তরফ বিনিময় সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই যে তাবতসরকার এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাবতীয় বৃহদ্‌শিল্পের বর্তমান প্রয়োজনাধিক্যের সময় তাবতীয় বৃহদ্‌শিল্পও প্রকারান্তরে "ডলারোদ্ধারী" করিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই উদারতার বিনিময়ে বৃটেন তাবতসরকারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদের প্রয়োজন হইবে।

জাতীয়করণের নীতি

সরকারী স্তরে ভোটের পর কংগ্রেসের জাতীয়-করণের নীতি সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একদিকে যেমন শিল্প-পতিরা নূতন শিল্প সম্প্রসারণ সাময়িক করিয়া দিয়াছেন, অন্যদিক হইতেও বাণিজ্যিকারা তাদের আয় মনে করিয়া অধিকতর আরামের প্রচেষ্টায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে সুরু করিয়াছে। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পরে শিল্পিকদের মোটামুটি একটি নীতি সংঘত হইলেও বাণিজ্যিকারা এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে সরকার তথা জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব সঠিক জানিতে না পারায় নূতন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি সম্মেলনের আয় মূলধন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও বাণিজ্যকদের আশ্বস্ত করিয়া রাখে।

সুখের বিষয়, পরিবহনের সাম্প্রতিক প্রয়োজন মৌসুমি কর্মপুস্তিকের প্রস্তাবের অভাবে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজেরু যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই অনিশ্চয়তার একটা সুস্পষ্ট অবসান ঘটাইবে বলিয়া মনে হয়। তিনি জানাইয়াছেন, সৈন্য কর্মপুস্তিকা প্রকাশে দেশের মৌলিক শিল্পগুলির জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাঁহার আগাম সরকারের প্রকল্প ও ভবে উৎপাদন সম্প্রসারণকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়ন নীতির ভিত্তিতে তাবত সরকারকে অধিকতর মাত্রা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাঁহার পণ্ডিত জেরু জন যে, সরকার বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিকরা পরিবর্তন করা অপেক্ষা উৎপাদন পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাতে অধিক মনোযোগী হইবেন। "কিন্তু নূতন শিল্পসমূহ যাহা সর্বাধিক সরকারী কর্তৃত্বেই চালু হয় তাহাদি সরকার যাহাতে সহায়ক হইবেন।

পণ্ডিত জেরুর এই সুস্পষ্ট ঘোষণার দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে হইয়াছে তাহা বলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে শিল্প মহা আর্থিক তাঁহার ভাষণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীমহাশয় যে বিশ্ব অর্থনীতির উল্লেখ ও তাবতীয়করণ সম্বন্ধে পণ্ডিত জেরুর সাম্প্রতি ঘোষণা তাহারই আভাসিক বলিয়াছেন। পণ্ডিত জে শেষে আমাদের একমত যে, সমাজতন্ত্র প্রতি প্রথম ধাপ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

জরুরী প্রয়োজনে জমি সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদে গত ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে সাধারণ সংশোধনের ৩১ ৮ যে ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমি (জরুরী ক্ষেত্রে আইন) বিল গৃহীত হয়। জরুরী ক্ষ বর্ধমানের প্রয়োজনে যে সমস্ত জমি ও সম্পত্তি দখল করি আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা ১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ অ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঠিক বিলে অধিকৃতকে ফি প্রদান করা হইয়াছে। জরুরীকালের প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে অধিকৃতের বিভিন্ন বিভাগের ফি মোট ৭১৩ খানি বাড়ী আছে। তন্মধ্যে বিভি কলকাতার অঞ্চলে ২৪৪ খানি, দুর্গাপুর প্রকল্প অঞ্চলে ৭১ এবং কলিকাতা সম্প্রসারণের অধী ৪০ খানি বাড়ী আছে।

বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ১১ সালের রাজস্বকল্প আইন অনুসারে অধিকৃতে যে স জমি দখল করেন, ১৯৫১ সালের বন্ধকীকৃত ও (অন্যান্য পুনরুজ্জীবিত) আইন অনুসারে অধিকৃ তাহার উপর অন্যান্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে কিন্তু ঠিক আইনের মেয়াদ ১৯৫৮ সালের ৩১এ মে শেষ হইবে। এখনও অধিকৃতের বিভিন্ন বিভাগ অধীনে দখলীকৃত বহু সম্পত্তি আছে,

। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানসমূহের অধীনে রাজ
। সুতরাং ঔপনিবেশিক আইনের কাঠামোর
বংসরকাল ত্রুটি করা প্রয়োজন। সরকারকে
ার সম্মুখ পর্যবেক্ষণের পক্ষ হইতে ঔপনিবেশ
াদের প্রস্তাব অনুসারে বিদেশ উদ্বেগের
বে করা হয়। বিদেশে মুদ্রাস্ফে ঔপনিবেশিক
বাজের জন্য অত্যাবশ্যক সরবরাহ অব্যাহত
ত এবং রাস্তাঘাট ও যানবাহন চলাচলের
যথাসম্ভব সুবিধা দান করার উদ্দেশ্যে ব্রত
ত করা ও উহা সফল করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবটিতে জল নিকাশন ও সেচের
। সংক্রান্ত বিদেশে উদ্বেগের অন্তর্ভুক্ত করা

বিদেশের সংবাদপত্রসমূহে এক শ্রেণীর লোক এই
থাক করিয়াছে যে এই আইনের বিদেশ
ক্তমান ছিল না এবং ইহা অত্যাবশ্যক উৎপাদ
ে। কিন্তু এখন দেখা সরকার পরিবহনের
ারতেরও সীমান্ত, কাস্টমের অবস্থানে
য় তাহাদের এই সীমান্ত সম্বন্ধে সজাগ
থাকা যথেষ্ট করিয়াছে। সুতরাং সীমান্ত
বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত এবং সকল
অবস্থানের উপযোগী রাস্তাসমূহ রক্ষা পরিচা
ক একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন যাতায়ত
জন্য সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে
সাধারণের সহিত সংযুক্ত রাস্তাসমূহ নির্মাণ করা
। অধিক ক্ষেত্রে সরকার আইন অনুসারে
ব করিতে পেলে উহাতে বহু বিলম্ব ঘটিবে।
ধারণ হেয়ার রায় ও বলেন। সুতরাং এই
ত্রে মধ্যে অবশ্যই বিদেশ অপব্যবহারের
ন হেয়া যায়।

র খাদ্য পরিস্থিতি

াদের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোকপাত
। সম্প্রতি খাদ্য উপদেষ্টা কমিটির এক
াহাজের প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যসচিব প্রভৃতির
ে এক বিষয় বিবরণ প্রদান করেন। এই
াইতে জানিতে পারা যায় যে, বাজারে
০,০০০ টনাইজ বিশুদ্ধ তুলোর প্রায় দুই
অধিবাসী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই হইয়া-
প্রবেশের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ অন্যান্য
তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৪৬ সালে বাজারে
খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯,০০,০০০ টন;
হলে উহা ২,৪০,০০০ টনে বৃদ্ধি পায়।
কারের এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া
০০ টনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়ে-
লী ও রাজধানে ভেলে ভুলভ্রান্তিতে অভিযোগ
। বাজারের ঘাটতির কোন বৈধিক হ্রা
। করা হইয়াছে। বিদেশেরেলী ও রাজধান
কারের ভুলের সংবাদ আসিয়াছে।

অবস্থায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সর-
টনের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে
সম্প্রতি যে খাদ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার
কলেও ত্রুটি যাহাতে ঘটিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য
রাখা হইয়াছে। বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় এই
সরবরাহ যে যৎসামান্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ
নাই।

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তুলা বাহাতে ও
অধিক ফলন উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।
বাহাদুর শ্রীযুক্ত চৌধুরানী চাউলের পরিবর্তে চীনা-
বাদামখাইবার পরামর্শ প্রদান করিয়া কৌতুকের সৃষ্টি করিতে
বলিয়াছেন। কিন্তু বাজারে আজ চীনাবাদামও
প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। চীনাবাদাম পাওয়া
গেলেও, তাহা গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে জীবন ধারণ করা একেবারেই
অসম্ভব। যাহোক বাংলার প্রাদেশিক সরকারের বেতার
বিভাগ নীতির ফলেই রাজ্যে আজ খাদ্যের দুর্ভিক্ষের
সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। প্রদেশে বিশিষ্ট খাদ্যাভাব
অনিবার্য সরকার খাদ্য বিনিময়ের অর্থকারিক
ক্ষতির পরিচয় দিয়াছেন। প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে যে
খেলার ব্যবস্থা চালু ছিল তাহার ফলে প্রদেশের সমগ্র
জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য
সরকারী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিত। বিনিময়
অপসারিত করিয়া সরকার অন্য যেই তারিখ হইতে
মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান অবস্থা
সরকারী বাহিনীকে বিশ্লেষণে অনেকগুণ বৃদ্ধি
করিয়াছে।

মন্ত্রীসভার এই ভয়াবহ ব্যর্থতার ফলে কেন্দ্রীয়
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণ
গ্রহণ করিবার হইবে। আগামী মার্চ মাসের শেষে
আমিয়াও সরকার যদি বিনিময়ের নীতি অনুসরণ
করিয়া বাহির এড়াইতে চাহেন, তাহা হইলে অদূর
ভবিষ্যতে সাধারণকে যে অধিকতর বাহিরের সম্মুখীন
হইতে হইবে, পূর্ব হইতেই ইহা জানিয়া রাখা ভাল।

হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব

ধরণের খাদ্যের সম্বন্ধে ভারত সরকার
সাম্প্রদায়িক সংগঠন এবং বেসরকারী সমস্যা
পাকিস্তানীতি সম্পর্কে যে কঠোর মনোভাব অবলম্বন
করেন তাহার ফলে বৃটিশ লীগ এবং হিন্দুমহাসভার
সম্মুখে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়। মুসলিম লীগের
পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত
গৃহীত না হইলেও সরকারের বৃহত্তর মনোভাবের
কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় নাই।
হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে কলিকাতা পরিষদ কো
ইতিমধ্যেই মহাসভার রাজনীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত
ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর হিন্দুমহাসভার সুচিন্তিত
সংগঠন এবং উহাদের পূর্বঘোষিত প্রস্তাবের সমালোচনা
করিবার জন্য হিন্দুমহাসভা বিভিন্ন স্থানের সাধারণিক,
সাপ্তাহিক ও দৈনিক সভার অধিবেশন আহ্বানের
করিবেন।

করিয়াছেন, বিভক্ত ভারতের ভৌগোলিক সীমার
ঐতিহাসিকতা প্রদর্শনপ্রসঙ্গে কলিকাতা পরিষদে
বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, হিন্দু-
পরিষদ সরকার এই জন্য হিন্দু যদি নিজেরা রাজনৈতিক
আত্মরক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে
ভারতবাসীকে কোন সংখ্যালঘুর মধ্যে বিলীন করা
অথবা তাহার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত
করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না।..... মুসলিম পরিষদ
তাহাদের এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িকতা লাভের পর
যে প্রথম তৃতীয় পক্ষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ
সৃষ্টির ইহন যোগাইবেছিল, তাহা দূর হইয়াছে। হিন্দু
মহাসভা যে সকল মুসলীতির সমর্থক এবং বিশালপুর
অধিবেশনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে
ধর্মনিরপেক্ষ তাহা প্রমাণ করিয়াছে। সাধারণতন্ত্রের
জন্য সংগ্রামেতে অতিরিক্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা
পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রদেশসমূহে অতিরিক্ত
ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় ও
শক্তিশালী করিতে হইবে এবং বিচ্ছিন্নতাকারী
শক্তিসমূহকে রাজনীতিক্ষেত্রে হইতে দূর করিতে
হইবে বলিয়া হিন্দুমহাসভা যে দাবী করিয়াছিল,
ভারতের শাসনতন্ত্র রচনাকারিণী হিন্দুমহাসভার
এ সকল দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার এই সিদ্ধান্ত যে যথোপযোগী
হইয়াছে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস হইতেই
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বিগত সভাপতি প্রবর
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুসংঘকে রাষ্ট্রশক্তির উৎস
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাদের স্বাধীনতার জন্য
সংগ্রামকারী একদল প্রথম শ্রেণীর নেতা হিন্দু
মহাসভার যোগ দেওয়ার। প্রথমে ইহাকে একটি সামাজিক
ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলাই প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল। পরে নৈতিকতার আশ্রয় রাজ-
নীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং
মুসলিম লীগের প্রচারিত উহা সাম্প্রদায়িকতা
ভারতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার উহা হইলে
ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সাফল্যের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে
আগে প্রবল করিতে থাকে। আজকার স্বাধীন
ভারতে হিন্দুমহাসভার রাজনীতিতে আগ্রহের
কোন কারণই উপস্থিত না থাকায় মহাসভার প্রাদেশিক
কর্মসমূহ প্রত্যাবর্তন করাই সঙ্গত হইয়াছে। তবে
এই প্রসঙ্গে একটী কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া
দিতেছি। ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে
ছোট বড় অনেকগুলি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান
কাজে রত আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র, নীতি এবং
উপাসনা রীতিও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতে মহাসভা
যদি এই সব সম্প্রদায়কে সমবায়িত করিয়া

বিশেষ প্রবন্ধ

মৃত্যু বা উত্তরাধিকার কর

মৃত্যু বা উত্তরাধিকার কর মৃতের সম্পত্তির উপর ধার্য হয়। ভারতে এই করের প্রবর্তন সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কিছু আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা হইলেও এই করের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সরকারের প্রচেষ্টার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে এবং যে-সরকারের বিধিবদ্ধ আইনানুযায়ী মৃতের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীতে বর্তাইয়া থাকে, সেই সরকারের সহযোগিতা করে উত্তরাধিকারদের প্রাপ্য সম্পত্তির একটী অংশ উত্তরাধিকারীর পক্ষে প্রদান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত। বহুদিন পূর্বে ১৯২৯ সালে ইংলণ্ডে এই কর প্রথমে ধার্য করা হয়। এই করের প্রবর্তন-কালে তদা উইলিয়াম হ্যারকোর্ট বলিয়াছিলেন যে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে যে-সরকারের আইনের বলে সম্ভবপর হয়, সম্পত্তি কিভাবে উত্তরাধিকারীতে বর্তাইবে তাহার নির্দেশ দেওয়ার অধিকারও একমাত্র সেই সরকারেরই থাকা উচিত।

এতদ্ভিন্ন যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ বিধায় এই করের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ধনকুবেরের মূল উৎপাটন দ্বারা। অধিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কয়েকজন বিত্তবানের হস্তেই দেশের ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবাঞ্ছনীয় অসাম্যের উদ্ভব হয় তাহাতে এই করের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই কর অনুসারে মৃতের সঞ্চিত অর্থের একটি বিরাট অংশ সরকারে বর্তায় বলিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যরক্ষাকল্পে এই কর যথেষ্ট সহায়তা করে। রাজস্ব-বৃদ্ধির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই করের বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই কর মোট সম্পত্তির উপর ধার্য হয় বলিয়া মৃতের অন্যান্য সম্পত্তি ও ভাটকাজলির আয়ও ইহার আওতায় পড়ে। এই ধরণের সম্পত্তি ও আয় অন্য কোন করের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া উত্তরাধিকার কর বর্তমান ব্যবস্থায় মূল প্রায় প্রত্যেক দেশেই অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরকারের যে এক বেশী প্রভূত উপার্জন করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই যে আকস্মিকভাবে কাঁকি দিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে সরকারের কর আদায়ের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। উত্তরাধিকার কর প্রবর্তিত না হইলে সরকার চিরদিনের জন্যই এই বিপুল উপার্জনের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য-স্থাপনের ভিত্তিতে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের অগ্রগতি পরিকল্পিত, তাহাকে এই অবস্থাকে বজায় রাখিতে দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, পরন্তু দুর্নীতি। তাহাই আমরা এখন অগ্রসর হইতে এখন ভর্তব্য তাহা ১৯১৪ সালের বাজেট বক্তৃতায় তৎকালীন রাজস্ব-সচিব দুঃখী তাহার ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] সরকার আর কোন আলোচনা হয় নাই এবং পরিণামে প্রস্তাবটি ভাষাবলী হইতে পারে নাই।

আজ প্রায় আড়াই বৎসর হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। ১৯৪১ সালে বিশ্বের রাজস্ব-সচিবের ঔদ্যোগিক অবস্থানের পরে তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাই পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আজ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস ও তাহার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাই আশা ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট পেশকালে নূতন প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিবেন বলিয়া আশা করা অসঙ্গত হইবে না। বর্তমান কংগ্রেস দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অনুকূল কিনা সে বিষয়ে রাজস্ব সচিব অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আশা করি এবারকার বাজেট প্রস্তাবে সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

—ভারতে অনতিবিলম্বে যে উত্তরাধিকার কর ধার্য করা উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে যে মূলধনের পরিকল্পনা করিতে হইবে তাহা যথেষ্ট। তাই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে এবং অন্যান্য জাতীয় গঠনমূলক কার্যে ব্যয়করণ করিতে হইলে বর্দ্ধিত রাজস্বের প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত বেশী। জাতীয়-আয়ের (National Income এর) দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বসাধারণের নিকট হইতে ইতিপূর্বে যে কর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অধিক; কাজেই মূলধনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার অভিপ্রায়ে হয়ত অথবা বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন আহরণ করা কিম্বা অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা গ্রহণ করা উহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইবে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে উত্তরাধিকার কর যে কি পরিমাণ নূতন রাজস্ব আহরণ করিবে তাহা নিশ্চিত না বলিতে পারিলেও, ইহা যে রাজস্ব-বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কর শুধু ধনী সম্প্রদায়কে ধনহীন করিতে হয় বলিয়া ইহার জনপ্রিয়তাও বেশী।

অর্থনীতির একটি মোটামুটি কথা এই যে মূলধনীতিতে সঞ্চালন ধনীসম্প্রদায় অধিকতর ধনী হইয়া থাকে এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা বহুলভাবে বর্দ্ধিত হয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশের এই চিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে।

সাধারণতঃ কর্তব্যপরায়ণভাবে ধার্য করাই উচিত এবং প্রত্যেক উন্নত দেশেই বর্তমানে এই নীতিতে নির্ভর করিয়াই বাজেট সমালিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এই নীতির যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কারণ আমাদের পরোক্ষভাবে ধার্য করার (Indirect Taxation) করিবার নীতিই এযাবৎ [illegible]

উত্তরাধিকার কর প্রবর্তিত হইলে বাজেট যত পূর্বাপেক্ষা সরল ও আধুনিক ধরণের হইবে তা নাই। এই কর প্রবর্তনে ধনীসম্প্রদায়ের বিরোধিতা স্বাভাবিক হইলেও তাহা যথাসাধ্য দৃঢ়তার সহিত ধার্য। সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহা জাতীয় কংগ্রেস সাম্যের পরিপন্থী কোন নীতি পরিচালনার নিশ্চয়ই হইবে না।

এই কর প্রবর্তন করিতে গেলে কেন্দ্র সরকারকে নিম্নোক্ত বহু ব্যবস্থাদির সমুখীন হইতে হইবে। প্রথমতঃ কয়েদে বাষ্টিমিয়াদের আসামীর ব্যক্তিগত ভারতের ব্যবসায়ের সত্তা কতটা। দ্বিতীয়তঃ অথবা তাহাদের প্রতিকূলের ফলে কতটা প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং কার্যে মূল ধরিবার আগে এই কর প্রবর্তনকালে তাহারা যে তীব্র প্রতিবন্ধক করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বহু দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান এই কর যথেষ্ট বৈধভাবে ফলে তাহাদের অর্থনৈতিক বিভিন্নতার অন্যান্য প্রোভিন্সীয় অবস্থায় পৌঁছায় অথচ বিদেশের এলাকায় সার্বভৌমত্ব আছে বলিয়া ইহারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার আওতার বাহিরে। সুতরাং তাহাদের এই করের প্রবর্তন করিলে যেন রাজ্যসমূহের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে অন্যথায় তাহাদিগকেও কর হইতে অব্যাহতি না করিবার প্রচেষ্টায় যে কোন দেশীয় রাজ্য আপত্তি করা সন্তোষজনক অর্থ করিতে পারে।

এই কর প্রবর্তন বিষয়ে অন্যান্য দেশের যে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা বলে রাখিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ধনিক সম্প্রদায় বহুবিধ উপায় নিজেদের সম্পত্তি ও আয়ের সম্পত্তি এই করের কুপ্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস পাইতে পারেন। যেমন প্রতিষ্ঠানগুলি এই করের আওতায় বাখিবে বলিয়া ব্যক্তিরা সরকারের এই প্রকার কোম্পানীর সৃষ্টি করিয়া সম্পত্তি বেনামীতে রাখিতে সচেষ্ট হইতে পারেন। কাজেই যাহাতে বিনা আয়াসে নূতন কোন কোম্পানী রেজিষ্ট্রি না হইতে পারে সেজন্য তাহাদের কোম্পানী আইনের কিছু সংশোধন আবশ্যক। এই কর হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আরও কৌশলের অভাব হইবে। যে প্রকারে নিজ স্বার্থান্বিতভাবেই দেখা দিতে পারে তাহাদিগকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মৃত্যুর চার কিম্বা পাঁচ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত যে সকল দানের প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহার উপরেও এই কর ধার্য করা উচিত অবশ্য পরিবেষ্টনকারী কারণেও বিশেষ সরকার বিনা অথবা কোন ধারণা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যে সকল দানের ধরিতে পাওয়া যাইবে তাহা এই কর হইতে মুক্ত রাখাই সঙ্গত।

বিশেষতঃ বিভাজনী আইনানুযায়ী পরিবারের কর্তা সন্তানাদির পরিবেষ্টনকারী সদস্যদের দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া যেই সম্পত্তির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখেন, এই উপায়েও সাধারণ এই কর হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষের বেবিকের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কোন কোন সম্প্রদায়ের বিভক্ত

(বাকীটুকু ২১০ পৃষ্ঠায়)

কৃষক ও গৌরিক আইন

বাজেট ও আয়কর

—চতুর্থ পর্ব—

(মূলেন)

Business Profits Tax অর্থাৎ ব্যবসায়ের লাভের উপর ধার্য করের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যবসায়ের প্রসার করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের পরে Excess Profits Tax বা অতিরিক্ত মুনাফা কর নামক একটি করের অস্তিত্ব ১৯৪০ সাল হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে ব্যবসায়ের লাভ কর আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায়ীরা এই দুইটি করের প্রতিই অসন্তুষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ একজন বলিয়াছেন—"যার নাম জানা তার নাম দুই।"

অতিরিক্ত মুনাফা করের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে বিশেষ যুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এই করের সৃষ্টি হয় (United Kingdom Finance No. 2 of 1915). কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা কর বলিয়া ইংলণ্ডে যখন 'অতিরিক্ত মুনাফা শুল্ক' (Excess Profits Duty) নামে অতিরিক্ত কর ছিল উহার কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধ-বিরতির পরেই ১৯১৯ সালে আবার ইংলণ্ডের বর্তমান অবস্থা অতিরিক্ত মুনাফা শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ করের স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র এক বৎসর।

সকলেই জানেন যে যুদ্ধের সময় টাকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঐরূপ অতিরিক্ত বৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন কর স্থাপন এবং প্রচলিত করগুলির কিছুটা বাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইরূপ অবস্থায় সরকার প্রচলিত করগুলিকে আরও অধিক কর বসাইয়া অতিরিক্ত করিবে। অতিরিক্ত লাভের উপর এইরূপ অস্বাভাবিক কর প্রবর্তনের কারণ দুই। প্রথম উহাই যুক্তি সঙ্গত, অতিরিক্ত মুনাফাকারীদের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহার অপর একটি যৌক্তিক কারণও আছে, তাহা হইতেছে—অস্বাভাবিক সুযোগ নিবারণ।

৪০ সালের অতিরিক্ত মুনাফাকর আইন অনুযায়ী যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৯ সালের ৫ই তারিখে অস্তিত্ব ছিল, তাহাদের পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের আয়ের গড় হইতে একটী আয়ের মান (Standard Profit) স্থির করা হইবে এবং ঐ মান অতিরিক্ত আয়ের উপর মাত্র অতিরিক্ত কর ধার্য হইবে। কিন্তু যে সকল ব্যবসায় ঐ তারিখের পরে স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যপ্রকার নিয়ম ছিল। উহা আয়ের শতকরা হার অনুযায়ী অথবা কোন ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের মূলধনের নির্দিষ্ট লাভ ৩০০০০ টাকার নিম্নে হইলে অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য হইবে না। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিবার আছে। মনে করুন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের মান ৫০,০০০ টাকা এবং ঐ ব্যবসায়ের তৎকালীন মূলধন ছিল ১,০০,০০০ টাকা। বৎসরের ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট ঐ লাভ হইতে ১৫,০০০ টাকা প্রথম করিলেন, বাকী ১৫,০০০ টাকা ব্যবসায়েই খাটিতে লাগিল। পরবর্তী বৎসরের মূলধন ১,০০,০০০ টাকার স্থলে ১,১৫,০০০ টাকা হওয়াতে অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য করার সময় মূলধন বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত মুনাফার মানের বৃদ্ধিও ধরিয়া লইতে হইবে। অবশ্য কোন বৎসরের মুনাফার পরিমাণ যদি মানের চেয়ে কম হয় তবে ঐরূপ হ্রাস (Deficiency) ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য করার সময় বিবেচনা করা হইবে।

কিন্তু বর্তমান 'ব্যবসায় লাভ কর' আইনে পূর্বোক্ত 'অতিরিক্ত মুনাফা কর' আইনের এই সকল সুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলি নাই। এই আইন অনুযায়ী কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মুনাফা ১,০০,০০০ টাকার উপর হইলে যে কয় টাকার অতিরিক্ত আয়ের উপর শতকরা ১৫০৮ পাই হারে 'ব্যবসায় লাভ কর' দিতে হইবে। যদি কোন ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার থাকে তবে সেক্ষেত্রে করযুক্ত আয়ের পরিমাণ (Abatement) ১,০০,০০০ টাকার স্থলে ১,৫০,০০০ টাকা হইবে এবং চারিজন অংশীদার থাকিলে ২,০০,০০০ টাকা হইবে। যৌথ কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে করযুক্ত আয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকা। কিন্তু ব্যবসায়ীদের যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকার উপর হইলেই যে উহা ব্যবসায় লাভ করের গণ্ডির মধ্যে আসিবে তাহা নহে। মূলধনে যেই পরিমাণ ঐ যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের শতকরা ছয় ভাগের অধিক হওয়া চাই, মনে রাখা ১,০০,০০০ টাকার অধিক আয় হইলেই অতিরিক্ত আয়ের উপর ব্যবসায় মুনাফা কর ধার্য হইবে না।

ইতঃপূর্বে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে কর ধার্য করার বিষয়ে আমরা সমাজতন্ত্রী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। বর্তমান যুদ্ধের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম হিসাবে কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলস এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঙ্গেলস-এর মত সংক্ষেপে এই যে, ব্যবসায়ের আয় যত কম, অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য তাহাদের আয়ের যত বেশী এবং ব্যবসায়ের আয় যত বেশী অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য তাহাদের আয়ের তত কম; কিন্তু বিলাসিতা ও বাহ্যিকতার আয়োজন জন্য আয়ের বিভিন্ন করিয়া কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মতের এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আয়ের পরিমাণবৃদ্ধি অনুযায়ী যদি সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে, সঞ্চয়ের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বর্তমানে ২,০০০ টাকা ও তাহার বর্তমান সঞ্চয়ের (Savings-এর) পরিমাণ ১,০০০ টাকা অর্থাৎ আয়ের এক-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ২০ ভাগ, কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৪,০০০ টাকা হয়, তবে তাহার সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯০০ টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৮০০, না হইয়া অনেক বেশী হইবে, ধরুন ৪০০০, অর্থাৎ আয়ের অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ হইবে।

এই মতের বিষয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বের 'ফাকাল্টী থিওরি' (Faculty Theory কে) কেহই সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এম ই সীগ্‌ বিশের "সমপরিমাণ কার্যত্যাগ নীতি" (Equality of Sacrifice) দৃষ্টিভঙ্গি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সর্বাপেক্ষা কম কার্যত্যাগের সহিত ধনবণ্টনের অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে। ডাল্টন, ফ্রেজার, পিগু, ওয়াকার প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ এ বিষয়ে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে যাহাই হউক প্রায় সকল সভ্যদেশেই আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি অনুযায়ী করের হারের ক্রমবৃদ্ধি (Progressive Taxation) সমর্থন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার অপর একটি দিকও আছে। অতিরিক্ত করের চাপে যদি ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি হ্রাস পেয়ের আয়বৃদ্ধির উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায় করিয়া যায়, তবে সে দেশের অর্থনৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। করব্যবস্থার ব্যাপারে যদি সমাজতন্ত্রী মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হয় তবে অন্য অন্য উপায়েও পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কি প্রকারের হইতে পারে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

ভারতের যুদ্ধোত্তর আমাদী বৎসরের আয়-ব্যয় পরিকল্পনা উপলক্ষ্যে আমরা আলোচনায়। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝে এইটুকু মনে হয় যে, আমাদী বাজেটেও ঘাটতি পড়িবে, কিন্তু সেই ঘাটতি পূরণ করা যাইবে কি প্রকারে? বর্তমান আয়কর প্রভৃতির হার এত উচ্চ যে, ঐ সব হারের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে এবং তাহা উচিতও নহে। সুতরাং এইক্ষেত্রে কিছু কোন নূতন কর স্থাপিত করিবার সম্ভাবনা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার বর্তমানে যে পরিমাণ সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা অতিরিক্ত করের আবশ্যকতা। যে সকল 'ব্যবসায় লাভ কর' যদি একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। অবশ্য পূর্ণ স্বরাজ লাভের পূর্বে হইলেই ভারত

বিশেষ প্রবন্ধ

ভারতীয় খনি আইন সংশোধন

শ্রীদেবেশ সেন

ভারতীয় কয়লা খনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার সম্প্রতি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সরকার, খনি-মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে ভারত সরকার যে শিল্প-বিষয়ক কয়লা কমিটি গঠন করিয়াছেন, গত জানুয়ারী মাসের ১২ ও ১৩ তারিখে ধানবাদে এক বৈঠকে তাঁহারা মিলিত হইয়া ভারতীয় খনি আইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক সম্প্রদায় ও ভারতীয় সরকার উভয়েই বর্তমান শ্রমসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। খনি আইনের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হওয়ায় চীফ ইন্সপেক্টর অব মাইন্স নিঃসন্দেহে সন্তোষ বোধ করিবেন। কারণ প্রধানতঃ তাঁহাদের অধিকতর নিয়োগের জন্য কয়লার গুরুত্ব অপরিসীম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় খনি মজুরদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত খনিশ্রম বোর্ডের সুপারিশ মালিকেরা কার্যে পরিণত করায় কয়লা খনি শ্রমিকদের মজুরির হারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকই ইহার ফলে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। কয়লা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া ভারতের অন্য কোন শিল্পের মজুরেরাই সম্ভবতঃ বৎসরে চার মাসের বোনাস পায় না। কিন্তু এসকলই ছিল এই বিরাট সমস্যাকে ভিন্ন বিভিন্নভাবে সমাধানের প্রয়াস, কাজেই ভারতীয় খনি আইন (১৯২৩) আমূল সংশোধিত করিয়া সরকার যে এই বিপুল সমস্যার মোদ্দা স্থানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচলিত খনি আইনের ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত :

(ক) শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গল সম্পর্কে ব্যবস্থার অভাব

(খ) অধ্যধিকারী, ম্যানেজিং এজেন্ট ও ম্যানেজারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে অস্পষ্টতা

(গ) পরিদর্শন ব্যবস্থার অভাব

(ঘ) যথাবিহিত খাতাপত্র না রাখা

"এ সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান খনি আইনের মূল ত্রুটি এই যে, খনিতে যাহারা কাজের জন্য আসে তাহাদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অথচ খনির কাজে নিযুক্ত থাকিলে স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। খনিশ্রমিকদের স্বাস্থ্যসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে অকাল-বৃদ্ধ, অকর্মণ্যতা, অন্ধত্বরোগ, দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

১৯৪৭ সালে মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে কয়লা সমিতি এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

"কয়লা খনিতে যাহারা কাজের জন্য নিযুক্ত করিবে স্বাস্থ্যগত উপযোগিতার প্রমাণ স্বরূপ তাহাদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হইবে।"

ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রী এই নীতি গ্রহণ করিয়া এবং ইহাকে আইন পরিণত করিয়া উচিত কাজ করিয়াছেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরাও এই নীতি গ্রহণ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও প্রকাশ করে যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার অজুহাতে অনেক শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইতে পারে। এ ধরনের আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়, কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মালিকরা যে মজুরি বৃদ্ধির যে সুপারিশ করিয়াছে মালিকেরা তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইতেছেন এবং হাঁটাইয়ের রব তুলিতেছে।

শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা সেইজন্য দাবি করিয়াছেন যে জেনেভা প্রস্তাব অনুযায়ী আইনকে সংশোধিত করিতে হইবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ধারাটি আপাততঃ কার্যে পরিণত করা চলিবে না। —এই প্রশ্ন এখন তুলিয়া রাখা যাক, বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(রিজিস্টার্ড)

"কমার্শিয়াল হাউস

১৫নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর

(১) মিঃ এম. সি. চন্দ্র, ডিরেক্টর : প্রসপারাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, বসন্তশ্রী কটন মিলস্ লিঃ ইত্যাদি।

(২) রায়বাহাদুর জি. জি. সোরাইকা, প্রোপ্রাইটর : সোরাইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর দি বেঙ্গল ইন্ডিগোজেন এণ্ড কিমিকেল প্রডাক্টস্ কোং লিঃ, দি বেঙ্গল কাটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ : বার্ডমানার ল্যান্ডস্ লিঃ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল লিঃ, সোরাইকা কেমিক্যাল প্রডাক্টস্ লিঃ : ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ, সোরাইকা এগ্রেমেন্ট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, সোরাইকা ট্রাস্ট অয়েল এণ্ড মার্কেটিং কোং লিঃ, সোরাইকা সোপ ওয়ার্কস লিঃ।

(৩) মিঃ জে. সি. মুখার্জী, এম সি এস (রিটায়ার্ড), এক্স চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা করপোরেশন, ডিরেক্টর : আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং ইত্যাদি।

(৪) মিঃ পি. এন. বসু, পার্টনার, এ্যাসান কার এণ্ড কোং

(৫) মিঃ বি. সি. ঘোষ, এফ-সি-এ, ডিরেক্টর : কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ।

(৬) মিঃ এস. বসু, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

(মোট অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	...	১৫,৭৫,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১৫,৩৭,৫০০৲ টাকা
রিজার্ভ	...	..	৭,০০,০০০৲ টাকা

মিঃ জে, এন, সেন

দিগন্ত

আমাদের "স্বাধীনতা" যে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হাজির হয়েছে বলিয়া আমার ইতিপূর্বে ধারণা ছিল, তাহা যে যথার্থ এই কথাটাই আমার স্থির হইয়া মনে হইতেছে। চতুর্দ্দশীর রাত্রি-বিস্তৃত নৈঃশব্দের পানে তাকাইয়া একদা হইয়া পড়িতেছি। এ যেন বেদনাহীন অনাবৃত, অর্থহীন দৃশ্য এবং সংখ্যাতীত তর্কের ও ঝঞ্ঝাবর্ত্তের অবসর চলিতেছে। অথবা আমাদের মনে সাধারণ মানুষ হওয়ার কামনাকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে। এই কি এই আমাদের সে আকাঙ্ক্ষার ধন! এই যে আমরা সাধারণ পরিবারে—অথচ আমাদের আজ মানুষের কথা—"ইংরাজ মানুষের" "বেলজিয়ান" "ইণ্ডোনেশিয়ান," "ফরাসীর", "চীনের", "জাপানীর"—"ভারতবাসী" ও "সর্ব্বোপরি"—বুদ্ধিজীবীদের ও বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষ। এই জন্য ইংরাজ "সর্ব্বত্র" ভ্রমণ করিয়াছেন, যাই সেখ করিবার সাধারণের করিবার জন্য যে-কষ্টের ও অসুবিধাগুলোর পানে ইংরাজ চিন্তা প্রেরণ আছেন! শুধু যে প্রেরণ করিতে পারেন তাহাই নয়, প্রেরণ করিয়াছেনও। না দেখিয়াছি, তাহাতে দেখক হইয়াছে। ন্যায় "ইংরাজ ভোজনের" পরে বলার উপায় নাই। অথচ তাহাতে যে "ভারতবাসী ফলাহারের" আয়োজন করা আছে, তাহা নয়। পরের যা বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

• • • •

এই আমাদের কথাই, অর্থাৎ সাধারণ কথাই, তাহাকে কাজের লেখালেখি, যাহা চলার চলায়, তাহা নয়ে বিশাল বিপুল না। কন্ট্রোল পার্টিতে আমাদের কথা উল্লেখ হইয়াছে, ঘরে ও পাবীয়ের চৌকিদের লিখা—প্রচুর খাদ্য ও প্রচুরতর পাবীয়ের নয়—আমাদেরই জন্য অনুষ্ঠান। পাবীয়ের যখন জমজমাট বাড়িতে থাকে, আমাদের ঘরে মোমের পরিবর্ত্তে তখন মোমবাতি জ্বেলে তখন রাত্রিকালে পরিণত হয়। আমাদের নাকি যেমন প্রকাশের প্রাবল্যের কথা

• • • •

সত্যকার খাঁটি বন্ধু যে নাই, একথা বলিতেছি না। প্রকৃত মানবী, প্রকৃত প্রেমী আমাদের দেশে অনেক আছেন। তাহা যদি না হইত, তবে এতদিনে আমরা মোটে অস্তিত্ব হইয়াই, মোটে পাইতাম তাহার সন্ধান হইত না। কিন্তু ইহা ঠিক যে যত চেষ্টাতেও সেই খাঁটি বন্ধুগুলি কিছু করিতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না সে-কথা উল্লেখ করিতে গেলে বলার, উপলব্ধির এবং বেদনারও যে এক চরমের কথা উল্লেখ করিতে হয়, তাহাতে লজ্জার ও ঘৃণার বিষয়েরই কথা হইয়া পড়ে, অতএব সে কথা থাক। মোটের উপর আমার বিশ্বাস সহানুভূতির অভাব, আমার জন্য দরদের একান্তই অভাব। বিশেষ, যেমন অবস্থার জন্য বিধানের সর্ব্বজনগ্রাহ্য সমস্যা কেন সাধা যায়, উদাহরণ অধিকাংশ বন্ধুর আর যাই বন্ধুর উদাহরণ যেন এক পাশমুক্তের মতন দূরবিপাক যাইতেছেন এবং তাহারই অধিকাংশ পরিস্থিতিকরণ প্রকৃত কোন কাজের কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ফলে আমাদের "আজ, কাল, পরশু" সম্বন্ধীয় কোন সমস্যারই অধাবধি কোন মীমাংসা হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে যে যে সকল বিষয়ে মীমাংসা হইবার, এমনতর কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই। বস্তুতঃ সর্ব্ববিষয়েই অবস্থা দিনদিন অবনতির দিকেই যাইতেছে।

কোথাও কোনরূপ পরিকল্পনা নাই, এবং যদি পরিকল্পনা থাকে তাহার যথার্থ প্রয়োগের লোক নাই, আমার দেখিবার যেরূপ প্রয়োগের লোক আছে সেখানে অধিকাংশেরই কার্যকরী বুদ্ধি ও সমুদ্ধতা নাই। ইহারই ফলে আমরা হাজার হতাশার সহিত সর্ব্বসমক্ষে সমাধানের জন্য "বড় বড়" লোকদের বক্তৃতা শুনিতেছি, বাণী পাঠ করিতেছি, সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্যাবলম্বনের কাঁপ করে অবতারণা করিতেছি। "আজ, কাল, পরশু"র পরিবর্ত্তে বক্তৃতা ও বাণীই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র পাওয়া ও খাওয়া। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা এখন "বক্তৃতা" আমরা করিতেছি, "বক্তৃতা" পরিধান করিতেছি, "বক্তৃতা"তে বসবাস প্রাণপণেই আমরা বলবান করিতেছি। ইহারই আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন কতদূর মিটিয়াছে এবং "স্বাধীনতা"র জন্য আকুলি আমাদের কতটা আসিয়া কেবল এইটুকু মাত্র বলিবার পরিবর্ত্তে, অবশ্য আমাদের যাওয়া হইত না কেন, বক্তৃতাগুলির বন্দোবস্তটি ভালোই হইতেছে।" সাধিবার মানসকাটির বিস্তার করিলে অধিকাংশে বক্তৃতা, বাণী ও আশ্বাসনাম যে উদ্যমে হইতেছে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির ইহাও আমাদের জন্য যেরূপের ও আনন্দের বিষয় নয়।

• • • •

কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, আমাদের "স্বাধীনতা" একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়া গেছে। কথাটাকে অধিকতর আরও একটু বিশদ করিয়া বলার প্রয়োজন হইতে পারে, অতএব আজ এইখানেই এ-আলোচনা সমাপ্ত করিতে চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে "আর্থিক ভারত"এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "রাজনৈতিক চেতনার অর্থনৈতিক উদ্ভব করিলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই রচনার আমার ভুল সমর্থিত হইয়াছে, অতএব "আর্থিক ভারত"এর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া উহাঁহার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের একটিমাত্র অস্ত্র ছিল—গতিবাদ, সহযোগ, সক্রিয় অসহযোগ আমরা তাহাতেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, 'ইংরাজ তাড়াও'! বিজয়ী সেই অস্ত্র উদ্যত করার পূর্ব্বে আমাদের সকল শক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। ফলে স্বাধীনতার পর অন্য সমস্যার প্রবর্ত্তিই আমাদের ছিল না। যখনই নিজেদের অভিযান ও চরিত্রবল কোন বাধাবিঘ্নের দ্বারা উদ্যমিত হইয়াছে, তখনই আমরা কাতর কণ্ঠে বলিয়াছি, 'আগে ইংরাজ তাড়াও, পরে সব হইবে।'

"ইংরাজ আজ বিদায়োন্মুখ। কিন্তু আমাদের 'সব ঠিক হইয়া যাওয়ার' তোতাপাখী বিদ্যুৎবার সফল হয় নাই। চতুর্দ্দিকের অসংখ্য বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধিনায়ক সেই বাণীটির সার্থক হইয়া উঠিবার লক্ষণও আজ চোখে পড়ে না। আজ যেন কেন বিদ্যুৎ বন্ধ আশা করিতেই ভয় করিতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, ইংরাজের এত সহজে এমনতর আকস্মিক অন্তর্ধানে আমরা কিছুটা হতচকিত হইয়াছি; কেহ কেহ রসিকতা করিয়া এমন কথাও বলিয়াছেন, যাইতে অবশ্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে উদ্যোক্তাদের কি বুঝিয়াছিল যে এমন করিয়া মুখোমুখিই চলিয়া যাইতে হইবে! অন্য আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছেন, 'ব্যাটারের' এমন করিয়া আউট তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়ার জন্য যে দুঃখ হয়ত আছে তাহা আমরা বলিয়া ফেলিয়াছি। অতএব যে কারণেই হউক, আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এই 'ছিলাম না' ব্যাপারটা যত অল্পকাল, এবং যদি ভবিষ্যতে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহা আরও সময়কাল বেশী অল্পকাল।"

—উদ্ধৃতাংশের পরিমাণ একটু দীর্ঘ হইল, কিন্তু সমীচীনতা বিবেচনায় আমার পাঠক-পাঠিকা এই দৈর্ঘ্য মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ফ্রটেনের জাতীয়সেনবেষনের উপর "হোয়াইট পেপার"—আর্থিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত—সমাজতন্ত্রীদের সমালোচনা—শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির দাবী স্থগিত রাখিতে স্বীকৃতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—জাতীয় সেনবেষনের উপর সরকার যে "হোয়াইট-পেপার" প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। জনসাধারণ এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, ফ্রটেনের সমৃদ্ধ ও সোনা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকবছরের মধ্যে ফ্রটেন কেউলিয়া হইয়া পড়িবে। "হোয়াইট-পেপারের" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সরকারের এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ—ইলার এলাকার তিনিসপত্রের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি এবং উপনিবেশগুলিতে ফ্রটেনের অসাধারণ অর্থ-বিনিয়োগ। একথা অবশ্য সত্য যে উপনিবেশে অর্থবিনিয়োগের ফলে ফ্রটেন ভবিষ্যতে খুব লাভবান হইবে, কিন্তু এখন যখন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করার মত অর্থও ফ্রটেনের নাই সেই সময় এই প্রকার অর্থবিনিয়োগ সমর্থন করা যায় না। অবশ্য এই কথা স্বীকারযোগ্য যে এখন যে-কোন প্রকারেই হউক আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে এবং মূল্যমানের উপর কোনো নির্ভর করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

সমাজতন্ত্রীরা কিন্তু এই "হোয়াইট-পেপার"কে সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, সরকারের প্রকাশিত তথ্যগুলি হইতে অবশ্য একটি বিষয় দেখান হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা সাধারণের অসুবিধা সমর্থনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। তাঁহাদের মতে গত বৎসর শীতের অস্বাভাবিক প্রকোপে এবং দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধার জন্য ফ্রটেনের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইয়াছিল কিন্তু এই বৎসর অনুরূপ দুরবস্থার কোন সম্ভাবনা নাই। সমাজতন্ত্রীদের এই মত শ্রমিকদলেরও খুব সমর্থন নাই। শ্রমিকদলের অধিকাংশ সদস্যই রক্ষণশীলদলের মতই জানিতেছেন যে, আগামী বৎসরে ফ্রটেনের আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হইবে।

শ্রমিকদল অবশ্যই সরকারের কাছে এক আবেদন করিয়া ফ্রটেনের বর্তমান দুরবস্থার কথা জানাইয়াছেন এবং শ্রমিকদের, বেতনভোগীদের ও ব্যবসায়ীদের সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত আয় বা লাভ বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া দেশের অবনতি সাধন না করেন। অনেক চেষ্টার পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী স্থগিত রাখিতে সম্মত করান গিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অবশ্য জানাইয়াছেন যে, যে সকল দাবী দাওয়া সম্পর্কে মোকদ্দমা বা আলাপ-আলোচনা চলিতেছে সেই সকল দাবী তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না।

সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারেও স্থগিতের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে বিলাতেন এবং দেখান হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রমিক নেতারা চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া স্থগিতকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ফ্রটেনের প্রধান শিল্প হিসাবে গড়িয়া তোলা যায়। কিছুদিনের মধ্যে ইউনিয়নের নেতারা মিলিত হইয়া এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন যাহাতে মার্চ মাস হইতে পাট আসিবার পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ফ্রটেনের যন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

গ্লাসগো

নক্সার প্রতিক্রিয়া—মূল্য নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের দাবী—জাহাজ মূল্যমানের ফলাফল—ক্লাইড ষ্টীলিং এলাকার বাহিরে যাইবার গুজব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

গ্লাসগো, ৯ই ফেব্রুয়ারী—এই শহরে পণ্য-মূল্য ও খোরাক বাজারে যে মূল্যহ্রাস হইয়াছে তাহা গত ১৯২০ সালের মন্দার সময়ের মত মারাত্মক হইয়া উঠিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। তবে আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই মূল্য হ্রাস মোটেই অস্বাভাবিক বা মারাত্মক নহে। কারণ, পণ্যদ্রব্যের বাজার অস্বাভাবিকভাবে চড়া ছিল। কিন্তু খোরাক বাজারে এরকম ব্যাপার অবশ্য অস্বাভাবিক বটে; যেসকল জিনিষের দামের দুরবস্থার সেগুলির দর যে খুব বেশী পাইয়াছিল তাহা নহে। বিশেষজ্ঞদের মতামত যাহাই হউক না কেন বাজারে কিন্তু এই মন্দার খুব প্রতিক্রিয়া হইয়াছে।

বিউইয়ার্ক কাস্টমস্ সিটি ম্যাজের এক বিবৃতি বলা হইয়াছে যে, পণ্যদ্রব্যের অবমূল্যায়ন হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার হয়। বিবৃতিতে প্রকাশ হইয়াছে যে, তা অবশ্যের পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইতে জানিত যে, পণ্য যত বেশী মূল্য পায় তত তাড়াতাড়ি পড়িয়া ব্যবসায়ীদের মনে এই আশঙ্কার উদয় হয় যে অদূর ভবিষ্যতে আরও কম দামে বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও ভাটকারাজরা এখন অনেকটা সাহস পাইবে এবং মূল্যহ্রাসের ফলে সাধারণ ক্রয়শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

এখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে জনমত গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি সরকার, কি পার্লামেন্টারি পার্টি কেহই এ ব্যাপারে পরিবর্তন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কারণ, তাহারা আগামী নির্বাচনে ব্যবসায় সমর্থন হারাইতে রাজী নহে। গত প্রেসিডেন্ট ইলেকশান ঘোষণা করিয়াছেন যে কি পরিমাণ ঋণ যে ভাবে সংগৃহীত হইবে, তাহাতে যদি ইহার পরিবর্তন করা না হয় তবে ঋণসংগ্রহ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সরকার কি ঘোষণা করা ছাড়া আর কিছু এ পর্যন্ত করেন নাই।

ইউরোপীয় সাধারণতন্ত্রের প্রশ্ন লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগুলিতে আলোচনা চলিতেছে। ইহা এখানে একপ্রকার সম্ভব হইয়াছে যে, ইউরোপীয় সাধারণতন্ত্রে যে কারণেই থাকুক না কেন, মূল উদ্দেশ্য হইল সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে তথ্যমূলক সংগ্রহে লিপ্ত হওয়া। সেইজন্য এই আলোচনার ফলে ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কতখানি বাণিজ্যবিনিময় করিতে পারে, এই প্রশ্ন লইয়া কেহই এখন বিশেষ মাথা ঘামাইতেছে না। এখন শুধু কত টাকা দেওয়া যাইতে পারে, বা ঐ পরিমাণ ঋণ আদায় করা যায় কি না, এই সব আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলিতেছে।

মূল্য বিনিময়ের বাজারে ফ্রাঙ্ক-এর মূল্য প্রতিক্রিয়া এখনও লক্ষ্য করা যাইতেছে। অ আশঙ্কা করিতেছেন ফ্রটেনও ষ্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাস ক

ব হয়ে তের তের আমার মনে হয়েছিল যে হয়তো দুয়ার খুলা হবে করিবে না। অনেকদিন হইতে ভবন চলিয়াছে তাহা ইতিপূর্বে এলাকার বাহিরে চলিয়া যাইবে। যে এ ভবনে বিশ্বাস করেন না। কারণ, যেমন মুকদ্দমাটা বিলাট যত বেশী করে তার অনেক কম আনা মুকদ্দমাটার কাছে করে কাজেই যতদিন পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় যাইবে, ততদিন ভারতের প্রকাশের বাহিরে থাকা উচিত নয়।

ওয়ে বাজেট—পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায় হল নীতি বিশ্লেষণ—বিমান চলাচল

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ই, ১২ই ফেব্রুয়ারী,—গত সোমবার ১৮ কা অন্ত আমাই বেলওয়ে বাজেট ২৫ শিখ বাজেট সম্পর্কে এবং বেলওয়ের সম্পর্কে ১৮কার একটি বক্তৃতা দেন যে খুব উঁচুরে দেখা গিয়াছিল এবং তিনি বক্তৃতা অর্থের উন্নতি ও প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে আয় হইবে না বলিয়া তিনি যখন ঘোষণা করেন, ৪ কেহই তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ১. কারণ, তাহা প্রতি করার সম্ভাবনা নাই হইতে সকলেই জানিতেন। যখন তিনি ও চালকের আয় নিয়ন্ত্রণ সরকারের চিন্তিত দিয়েছিলেন, তখন সকল সদস্যই বিশেষ সরকার তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। ব ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধাবসানের পর যেন উন্নতি আসে তেই হয়, তখন অনেকেই ইয়া যান। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্পর্কে বলেন কিছু বলার নাই বলিয়া আবেদন আলোচনা করিতেছেন।

যাত্রীদের বক্তৃতার মধ্যে অবশ্য সামাজিক ই গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা। হিন্দুদিগের প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করিতে

তাহার অর্থনীতি সম্বন্ধে ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সাহায্যদানের জন্য সরকারের কাছে যাহা আবেদন জানান উত্তরে নেহরু বলেন, প্রস্তাবকের দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতি করিতেছি তিনি এ কথা না বলিলে পারিতেছেন না যে, আয়ব্যয়ক সম্পর্কে সরকারের সাধারণভাবে আমূলতি ধারণা ও অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, সরকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকিলেও বলিয়া সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সম্বন্ধে বিশেষ এতদিন কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু তা ইহার অর্থ নয়। তিনি বলেন। শিল্প সম্মেলনের বক্তৃতার পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, বর্তমানে তাহু শিল্পগঠনের যখন অন্যান্য পরিবর্তে সরকারী সমর্থনে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের সময় সময়, শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইহা ব্যক্ত করেন যে, দেশের বর্তমানে অবস্থার উপযোগী করে আয় প্রয়োজন এবং এই অবস্থার আয়ব্যয়কের বহু মূলনীতিক পরীক্ষা করিয়া সরকারকে তাহার অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের আমূল করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তবে সরকার যাহাতে সকল আয়ব্যয়ক করিতে সমর্থ হন। তাহার প্রয়োগ নূতন নূতন প্রয়োজনের বিষয়ে উৎপাদনের পরিমাণের ও বিকাশ ধারে ও ইন্সিডিয়ান ব্যাঙ্ক আয়ব্যয়কের বিকাশ ধীরে ধীরে এই প্রকার আয়ব্যয়করের জন্য সরকার অগ্রসর হইবেন।

তবে আয় সময় ও অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

তবি আয়ব্যয়কর সম্পর্কেও সরকার একই নীতি অনুসরণ করিবেন এবং যেমন স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার আরও পাঁচ বৎসর নিয়ন্ত্রণ-নীতি বলবৎ করিয়া যাইবেন।

সরকারের যানবাহন সম্বন্ধের পার্লামেন্টারী কমিটি আয়ব্যয়ক বিমান চলাচল ব্যবস্থা আয়ব্যয়করে করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে কোন একটি বিমানপথে সরকার এখনই কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াও তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা বা উত্তরাধিকার কর

(পৃষ্ঠাংশের ১৩৫ পৃষ্ঠায়)

সম্পত্তি বন্ধক, ঋণ দেওয়া ও অন্যান্য কার্যের প্রথা বর্তমান আছে। উত্তরাধিকার কর প্রবর্তিত হইলে এই শ্রেণীর লেনদেনের নিকট হইতে কিছু আদায় করা হয় হইবে। কারণ এইসব ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ করিবার জন্য সরকারের প্রতিনিধি আসিয়া পৌঁছানোর পূর্বেই মৃতের সম্পত্তি অবহিত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী এতদ্ভিন্ন দিন ও মুসলমান উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হস্তান্তর ও ওয়াক্‌ফ করিবার রীতির প্রচলন আছে। সেজন্য যাহা এই কর যে কি ভাবে আদায়ীকৃত হইবে তাহার সুস্পষ্ট বিশ্লেষ থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :—নিমন রো, কলিকাতা।

ভারতের শ্রেষ্ঠতম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের স্থান গৌরবময়।

বিগত অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর গড়পড়তা তিন টাকা চারি আনা করে হইয়াছে এবং সেই অনুসন্ধানের উপর বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

আজীবন বীমায়—হাজারকরা বার্ষিক ১৯৲ টাকা

মেয়াদী বীমায়—হাজারকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

শ্রীযুক্ত এন এন মুখার্জী, সোলমারান — শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত বিরেশ্বর রায় — শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিং সিংহী ও

শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় — শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন মুখার্জী, ম্যানেজার

অন্যান্য অফিসসমূহ :

বোম্বাই : ক্যালকোট স্ট্রীটস্থ নিজস্ব বিল্ডিংস, কিরোজ শা মেটা রোড, বোম্বাই।

মাদ্রাজ : পাসিয়াক্স হল, ওল্ড টাউন, মাদ্রাজ। দিল্লী : ফ্লাগ বিল্ডিং, কেজ বাজার, দিল্লী।

পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, লাহোর। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, শিলচর।

সঙ্কলন

ভারত সরকারের বস্ত্র নীতি

বস্ত্র বিভাগ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া আজ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে :—ভারত সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে কোন প্রাদেশিক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার সিদ্ধান্ত না করেন, তবে ব্যবসায়িকগণ বিনা রেশন কার্ডে বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে কোন প্রকার আইনসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকিবে না। যাহাতে পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে বস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নির্দ্ধারিত ও কাপড়ের উপর লিখিত দামে মূল্য কাপড় বিক্রয় করা হয়, সেজন্য মিল কর্তৃপক্ষগণ বাধ্য হইয়াছেন। ঐ ব্যবসায়ীগণ সাধারণ ক্রেতাদের নিকট হইতে মূল্যের অধিক দাম লইবেন না বলিয়া আশা করা যায়। মূল্যের বাদ বস্ত্রের উপর লেখা থাকিবে। গত জানুয়ারী মাসে মিল হইতে যেসব কাপড় বাজারে ছাড়া হইয়াছে, সেগুলির উপর একটা কর আদায় করা হইয়াছে। অবশ্য ঐ সকল কাপড়ের মূল্যের বাদ এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে—মোটা কাপড়ের উপর শতকরা ২২, মাঝারি ও মিহি কাপড়ের প্রত্যেক রকমের উপর শতকরা ১২। বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ইহার পরে যেসব মাল ছাড়া হইবে, সেগুলির উপর ঠিক দাম লেখা থাকিবে।

এই ব্যবস্থার ফলাফল সরকার ভালভাবে পরিবেক্ষণ করিবেন।

ইন্দ-ভারত ট্যারিফ চুক্তি

অর্থসচিবের বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ট্যারিফ বিষয় সম্পর্কে এক চুক্তির কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারতের প্রাপ্য ট্যারিফ বিষয় সম্পর্কে ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনৌপচারিক আলোচনা শেষ হইয়াছে। উক্ত আলোচনার ফলে ট্যারিফ বিষয় সম্পর্কে ১৯৬১ সালের ১৫ই আগষ্ট সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ ১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। উক্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ১৯৫ একাউন্টের উদ্বৃত্ত অর্থের মধ্যে ভারত সরকার যাহাতে ব্রিটেন হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ১৯৫ একাউন্টে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী ডলার হ্রাসের জন্য ভারত সরকার বর্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব হইতে ১ কোটি পাউণ্ড গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ডলারের ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকার আন্তর্জাতিক অর্থসচিব হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুমতি

সিকিউরিটি স্থানান্তর নিষিদ্ধ

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক প্রেসনোটে ১৯৫৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইনের ১৩ ধারা বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কোন সিকিউরিটি আমদানি বা ভারতের বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যাহারা ভারতের বাহিরে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের সিকিউরিটি স্থানান্তর করিতে হইলে পূর্ব হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী কোন অফিসে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনের সিকিউরিটির পরিমাণ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম কোন এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স না থাকিলে শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ সিকিউরিটি আটক রাখিবে।

পাকিস্থানের নূতন মুদ্রা

এই বৎসরের ১লা মার্চ হইতে পাকিস্থানে সর্বপ্রকার পাকিস্থানী মুদ্রা চালু হইবে। প্রত্যেক মুদ্রার পাকিস্থানী পতাকা ও 'লৌলত-ই-পাকিস্থান' শব্দগুলি অঙ্কিত থাকিবে।

পাকিস্থান ডোমিনিয়নে যে সকল ভারতীয় মুদ্রা ও নোট প্রচলিত আছে, সেগুলি পাকিস্থানী মুদ্রার সহিত বিনিময় করিবার জন্য অন্তর্বর্তীকাল হিসাবে পাকিস্থান সরকারের ৩ মাস সময় দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাকিস্থানের সমস্ত ট্রেজারীতে নূতন পাকিস্থানী মুদ্রা ইতিমধ্যে পাঠানো হইয়াছে।

রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা

রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানার জন্য (পরিকল্পনার 'সি' গ্রুপ) আবেদন প্রয়োজন হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্দ্ধমান জেলার দামোদরপুর বাজার অঞ্চলে আবশ্যকীয় প্রায় ৮৫০৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার আদেশ দিয়াছেন।

সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

সম্প্রতি ভারত সরকার ১৯৬৮ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর (ভারত) অর্ডিন্যান্স নামে এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, আয়কর বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সার্টিফিকেট সঙ্গে না থাকিলে সম্পত্তি হস্তান্তর-সংক্রান্ত কোন রেজিষ্ট্রারিং অফিসার রেজিষ্ট্রিকরণ অফিসার অথবা অন্য কোন অফিসার দলিল রেজিষ্ট্রি করিবেন না। যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে এবং যে সম্পত্তি পাইতেছে। ১৯৫২ সালের আয়কর আইন, ১৯৫০ সালের অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন এবং ১৯৫৭ সালের ব্যয়কর মুনাফা কর আইন অনুযায়ী তাহাদের

আয়কর দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহা দিয়াছে কিনা বা দিয়া থাকিলে কিভাবে কোন [illegible] করিয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত করিলে, অথবা অন্য কোন সন্তোষজনক [illegible] থাকিলে আয়কর বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এসিস্ট্যান্ট কমিশনার সার্টিফিকেট দিবেন। ১৯৫৭ সালের আগষ্টের পর কৃষি জমি ছাড়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে আয়কর বিভাগের অফিসার যে কোন সময় উক্ত হস্তান্তরের সংক্রান্ত উভয় পক্ষকে এতদসম্পর্কে সার্টিফিকেট বাতিল করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। কিন্তু হস্তান্তরের কোন সার্টিফিকেট বাতিল করা হইলে তিনি তাহাদের নিকট পাওনা কর বা অন্য কর ধার্য অনুরূপ অনুর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের নিকট আদায় করিতে পারিবেন। আদেশটির উদ্দেশ্য পাওনা [illegible] আদায় করার পথা অনুসরণেই আদায় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর-সংক্রান্ত যে কোন পক্ষের বি [illegible] হইতে উহা আদায় করিতে পারিবেন। ডোমিনি সরকারের, প্রাদেশিক সরকারের আর কর-বি [illegible] অধিকার বা এ সংক্রান্ত কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে [illegible] তাহাদের সমস্ত প্রয়োগে এই অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হ [illegible] পুরুষ-পরম্পরা, বিভাগ ও যৌথ-পরিবারে ইহা অধিবর্তন [illegible] হইবে এবং বাকি অংশে তাহাদের সরকারের [illegible] প্রয়োজন হয় করিবেন তখন ইহা প্রযোজ্য করি [illegible]

বন্দর উন্নয়ন চেষ্টা

বিশেষজ্ঞদের লইয়া "পশ্চিম উপকূল বন্দর উন্নয়ন কমিটি" নামক একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটি নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ের অনুসন্ধান চালাইবেন। (১) বৎসরের সব সময়ে বড় আ [illegible] এবং ছোট জাহাজ যাহা কান্ডিয়াবাড় এবং উপকূলে এমন একটি বন্দরের সাধ্যমত্তিক স্তরে এবং [illegible] দুটো ও কোচিনের মধ্যেও অনুরূপ একটি ব [illegible] সাধ্যমত্তিক স্তরের প্রয়োজন আছে কিনা, (২) প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে নির্মাণ, স্থান ও [illegible] বন্দরের বর্তমান প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কে [illegible] করিতে হইবে। (৩) বর্তমান বন্দরসমূহে [illegible] সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কি কি করা দরকার

বিহার-আসাম রাজপথ

বিহার-আসাম সংযোগ সাধক একটি [illegible] তৈয়ারীর জন্য বিহার সরকার এক পরিকল্পনা [illegible] করিয়াছেন। যাহাতে বর্ষার পূর্বে রাস্তা মেরা [illegible] মেরামত করিবার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, [illegible] ইহাতে অনুমান ৫০ লক্ষ টাকা লাগিবে। [illegible] প্রস্তাবের পক্ষে যানবাহন প্রবর্তন করা সম্ভব কি [illegible] পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে [illegible] একটি কোম্পানী গঠিত হইবে। এই কোম্পানী [illegible] সরকার ২৫ ভাগ দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং বা [illegible] মেরামতকারী বর্তমান যানবাহনের মালিক ও অন্যান্য [illegible]

পাটের দরে অবনতি

...বাজারে পাটের বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ... মুক্তাহারের জন্য বিশেষ আর কিছু ... পাওয়া যায় নাই এবং সবলেই অপেক্ষাকৃত ... বাজার কিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে। ... বাজারে মন্দার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা ... এবং মূল্যের কোন উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ... হইতে ৯ ইঞ্চি এবং ৯ হইতে মূল্য ... হইবে কিনা এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ... এবং আমদানীকারকগণ অপেক্ষা করিয়া ... ৯ ইঞ্চি লম্বের জাহাজের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ... ইহা বলিয়া মনে হয় না।

... পাটজাত দ্রব্যের বাজারে এই সপ্তাহের ... কিছু ভাল দেখা গেলেও সপ্তাহের শেষে ... নয়। কোটী বিশেষজ্ঞ সরকারী অভিমত ... বাজারে বিক্রয়ের গতি মন্থর এবং বিশ ... চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাটের দর আশিয়া ... কারণ কারখানার মালিক ও সরকারের মধ্যে ... ছিল, বর্তমান সপ্তাহেই অবশ্য কন্ট্রোল ... দিন ধরিয়া আলোচনার পর তাহারা ... মূল্য সম্বন্ধে কোনরূপ মীমাংসা ... বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত ... আমদানী বন্ধের সম্ভাবনা মূল্য ...

সপ্তাহে আবহাওয়া কেন্দ্রীয় পাট কমিটির এক ... ইউনিয়নের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ... করিবার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ... সম্বন্ধে আবহাওয়া ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় ... মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে সভ্য করা যায় ... কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য এই কমিটি ... পূর্বোক্ত সংবাদে আমদানী বৎসরে ... মালের পরিমাণ কমাইতে চেষ্টা করিলেও ... বুঝিতে পারেন যে, পাটের দর স্থায়ী

কিন্তু আশা করা যাইতেছে এই বৎসরে যে ... বন্ধুর আছে এবং পশ্চিম হলে যদি পাট ... পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে যতদিন যাইবে ততই ... করিয়া যাইবে, সেইজন্য বিক্রেতাদের মধ্যে ... বন্ধুর পাট বিক্রয় করিবার চেষ্টা লক্ষ্য ... পাকিস্থানের ব্যবসায়ীরা যদি বেশী দামে ... করিতে চান তবে তাহাদের পক্ষে এখনই

কাঁচা তুলা

পাকিস্থানের প্রতিনিধিবৃন্দ কোন বৈদেশ বিক্রয় ... করিয়া করাচীতে প্রত্যাবর্তন করিবার ফলে ... তুলার বাজারে উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ... বিক্রয় বন্ধুর তুলা বিক্রয়ের পর তিন বিক্রেতার ... বন্ধুত্বপূর্ণ বেশী মূল্য দাবী করিতে সমর্থ হইবে।

... হইতে ... বাজারে ... শেষ অর্থাৎ ... পরিমাণ ... বৎসরের ... অধিকতা ... পাইয়া ১৮৯,০০০ গাঁইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ... তুলার বাজারে পরিমাণও গত বৎসরের ... অধিকতা ৩০% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফেব্রুয়ারী ... হইতে ফেব্রুয়ারীতে ১০৯,০০০ গাঁইট তুলা ... ছিল।

সতীবস্ত্র

... বিক্রির হইবার ফল শুভ হইয়াছে দেখা ... বিক্রয়ের ও বাজারের অবস্থার ফলে ... তুলা বন্ধুর হারে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ... বিক্রির সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক বণিকদের ব্যবসায়ীদের ... যে আশঙ্কা ছিল তাহার অধিকাংশ এলাকাতে বস্তা ... হইবার কোন আশঙ্কাই বর্তমানে নাই বলা যাইতে পারে।

সরকার বিনিময়ের ব্যাপারে খুব সতর্কতার সহিত ... করিতেছেন। বিক্রেতারা বাজারে আমদানির ... তুলা বন্ধুর তুলা ... বাজারে বিক্রয় করে তাহার ... বিক্রয় করা সম্ভব ... হইতেছে। আন্তর্দেশিক সরকার ও বেসরকারী ... কাছ হইতে সময়ে সময়ে বন্ধ বিক্রয় ... সম্বন্ধে ... জানিয়া লইতেছেন।

সোনা-রূপা

... বাজারে অবস্থিতি ... ফলে সোনার ... কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় সোনার ... প্রায় ... আছে। সোনার চাহিদা ... পুঁজি পাইয়া দৈনিক ১৮,০০০ তোলায় আসিয়া ... রূপারও ... বিক্রয়ের পর ... আসিতেছে। ... পরিমাণ বাজি প্রায় ... তোলা এবং বাজার হইতে ৬০০০ হইতে ... তোলা আমদানি হইতেছে।

... ১৯৪৮-এর ... ৭০০০ হইতে ৮০০০ ... বন্ধ ... বিক্রয় হইতেছে। ইহার ফলে বাজারে ... সঞ্চার হইয়াছে এবং ... চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ... ১০০ বাজ পর্যন্ত হইয়াছে। ... বন্ধুর ... পরিমাণ প্রায় ১২,০০০ বাজ হইতে এবং ... হইতে ... আমদানি প্রায় ৫৫ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাজেট ও আয়কর

(পৃষ্ঠাপরে ১৬৬ পৃষ্ঠায়)

সরকারের একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কর প্রবর্তন ... বলিয়া ছিল, কিন্তু তাহাকে এযাবৎ কার্যে ... করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু ... সরকারের ... হইতে সংবাদের ... বলা হইয়াছিল' কিন্তু যে পক্ষে তাহার আর কোন ব্যবহারই হয় নাই। এই করের নাম Death duty অর্থাৎ ... বা ... কর। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ... এই কর ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত আছে অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া যাহারা ... বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের অনেকেই এই করটির সম্বন্ধে ... করিয়াছেন। ... এ বিষয়ে বিশদভাবে জানিতে ... চাহেন, তাঁহারা Colwyn Report (১০৮ হইতে ১২৬ পৃষ্ঠা) পাঠ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে বর্তমান ... 'আর্থিক ... ' বা উত্তরাধিকার কর'

... প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

ইহা ... যে, আমাদের দেশে ... লোকই ... নামে ... পরিবর্তে আয়কর যেন না, ... আয়কর ... বিষয় চেষ্টা ... এইরূপ ... যে ... হইতে ... হইবে, তাহার পরিমাণ বহু কোটি টাকা। এ সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি ... হইয়াছে এবং ... কমিটির কার্যের ফলাফল ... যে ... কোন নূতন কর স্থাপন না করিয়াই তাহার সরকারের আয়-ব্যয়ের সমতা ... পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ATTENTION MERCHANTS

Save money by dealing directly with United States manufacturers, through us, without large profits or commissions added. As purchasing Agents, we save you time, money and worry. Send your specifications, delivery required, brands preferred, prices, etc., and we will show you how our services will give you additional profits.

VICTOR ENGLAND AGENCIES

444, MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

বাজেটের কথা

বাজেটের পূর্বে

কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

বিগত সপ্তাহে বাজারে বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হইয়াছে। অন্তর্বর্তী বাজেট প্রকাশিত হইবার পরে বাজারে যে অস্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। কিন্তু পার্থক্য এই যে এবারে গতবারের ন্যায় বাজারে আতঙ্কজনক দুর্বলতা নাই, তাই পরিবারে এই ঘটনা ঘাতোলাভায়ী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আকস্মিকভাবে যে সব কারণে এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রথমতঃ সোমবার (১৮ই ফাল্গুন) রেলওয়ে বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই বাজারে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সুরু হয়। রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য নূতন কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া এবার প্রস্তাবিত মাটি-মাল বাজেটের পরিবর্তে উন্নয়ন-বাজেটের ঘোষণায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। এই উন্নয়ন বাজেট প্রকাশের ফলে ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় জীবন সম্পর্কে সর্বসাধারণের মনে যে হিমার সঞ্চার হইয়াছিল, পণ্ডিত জবাহরলালের সাম্প্রতিক উক্তিতে তাহা বিদূরিত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে বর্তমানে কোন শিল্প জাতীয়করণের অভিপ্রায় সরকারের নাই। সরকারের সমস্ত শক্তিই উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত হইবে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কোন শিল্পই জাতীয়করণের আওতায় পড়িবে না। অযৌক্তিক কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবেন না বলিয়াই সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

উল্লিখিত দুই কারণেই যে বাজারে উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কারণ ইহাতে সরকারের শিল্পসচেতনতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কংগ্রেস গুজরাত বিচার না করিয়া, কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া শিল্পের জাতীয়করণ ব্যাপারে এবারে অগ্রণী হইবে বলিয়া সর্বসাধারণের মনে যে প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পণ্ডিতজীর স্পষ্ট উক্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের বর্তমান অসুস্থ অবস্থায় জাতীয়করণ যে ঔষধের চেয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক তাহা যে ভারত সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে সুলক্ষণ। তাই প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাজার আজ সহজে স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিয়াছে।

শিল্পোন্নত আমেরিকা ও ব্রিটেন আজ যে সঙ্কটে মুহ্যমান, তাহার আধিক্যের যে ভারতে সম্ভবপর নহে তাহা সত্য সংখ্যাতেই বলিয়াছি। বহু স্থানে বাজারের গতি পর্যালোচনা করিলেও এবিষয়ে বিশদভাবে বলা যায়। কিন্তু জাতীয়করণের এই সম্ভাবনা অনেই যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ আছে। কারণ অযৌক্তিকভাবে কাহার সম্পত্তি বাজারের কতদিন পরে কোন পথে পরিচালিত করিবে তাহা নিশ্চয়করে বলিবার উপায় নাই। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারত সরকার এই সমস্যার সমাধানে কোন দুর্বলতার পরিচয় দিবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক শিল্পের সমস্যার যেরূপভাবে সর্বাঙ্গীণ ভার স্থির করিয়া দিবেন বলিয়া যে গুজব বাজারে শোনা যাইতেছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। কারণ সেক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত বৃদ্ধিকল্পে নিয়ন্ত্রণগুলিকে যে সমস্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা সাময়িকভাবে ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই গুজব সত্য হইলে ইহাতে সরকারের অদূরদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। কারণ প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠানগুলি লাভের টাকাটা সমস্যার নিকাশে ঘোষণা না করিয়া সুবিধাজনক সর্তে প্রতিষ্ঠানের নূতন অংশরূপে অংশীদারদের জন্য বিনিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন এই নীতি অধিকক্ষেত্রে অনুসরণ করিলে পরিণামে ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়াও দাঁড়াইতে পারে।

অতঃপরিবর্তে বাজারের গতি কোন পথ অবলম্বন করিবে তাহা সঠিক বলা সম্ভবপর নহে। তেজী ধারণা ও সুষ্ঠুলা অব্যাহত থাকিলেও আশু কেন্দ্রীয় বাজেট বাজারের অনুকূল না হইলে ফলের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-সচেতনতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে রেলের শিল্প ও যাতায়াতের উপরে শিল্পায়ন-বাজেট যে বিপুল করভার চাপাইয়া দিয়াছে তাহার কিছুটা লাঘব হওয়াই সম্ভব। বর্তমান অবস্থার সহিত সম্যক অনুধাবন করিবেন বলিয়া কেন্দ্রীয় অর্থসচিব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আশা করি আসন্ন বাজেটে তাহার সমাধান রক্ষিত হইবে। 'ব্যবসায় লাভ কর' ও 'কনসেশনের কর' উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ এই দুইটি করই রেলের শিল্প ও যাতায়াতের উন্নতির পরিপন্থী। শিল্পোন্নয়নের যে সুযোগ আজ সমুপস্থিত তাহার অপব্যবহার হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই সব কারণেই মনে হয় যে স্বাধীন ভারতের সপ্তমপ্রথম বাৎসরিক বাজেট রেলের শিল্প ও যাতায়াত সহায়ক হইবে এবং রেলওয়ে বাজেটের ন্যায় সর্বসাধারণের প্রশংসা লাভ করিবে।

ভারতের প্রাণা ইস্যু-এর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিবর্গের সহিত বিস্তারিত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলাফল সন্তোষজনক বলা গিয়াছে। বিদেশে এই রেলের একটা মোটা অংশ বণ্টিত করিবার জন্য আবেদন আসন্ন বিবেচনাধীন রহিয়াছে এই ব্যাপারে স্থির হইবার মধ্যে কাল বর্তমান। এদিকে বিশ্বাস যাহে বিশ্বাস রেখা যায় যে গত দুই সপ্তাহে কাজকর্মের পরিমাণ বিভিন্নদিনে ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং মুদ্রাস্ফীতি রুদ্ধ করিবার নীতি অবলম্বিত হইতেছিল বলিয়াই এই পরিস্থিতি লাভজনক সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত বাজারের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত আগামী ১লা জুন কেন্দ্রীয় সরকারকে ২৫০ কোটি ১৩৯৯ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ইহা পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যেও আমাদের সরকারকে কোটি কোটি টাকা ধার করিতে হইবে। সুতরাং জনসাধারণের নিকট হইতে বৃহত্তর ঋণ গ্রহণ ভিন্ন সরকারের গত্যন্তর নাই। কাজেই সফলকাম হইতে হইলে বাজারকেও উপযুক্ত ঋণ তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে বাজারে ঋণ গ্রহণ করিতে যাইয়া সরকার যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা ফিরে আসিবার কোন কারণ নাই। প্রকাশ যে, ১৯৮৭ সালে বাজার ঐ সময়ে বিক্রয়ের মাধ্যমে যাহা হইয়া ১০ কোটি টাকার ঋণপত্র ফিরিতে হইয়াছিল। এ অবস্থার পরিস্থিতির পুনরাবির্ভাব যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেজন্য সরকার বাজারের নীতি খুব জোরে শক্ত করিয়া ধরিয়াছি পরা অনুসরণ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং এই নীতি সফলতার সহিত বাজারের পক্ষে কল্যাণকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

সরকারী ঋণ—

বিদেশে ঋণ সংগ্রহ করায় এই বিষয়ে সাধারণ অবনতি হইলেও অন্যান্য বিভাগের উন্নতি হওয়ায় মনে মনে মনের বিশ্বাস উন্নতি হয়, তবে তা বেশী হয় নাই। ৭% সুদের ১৯৯৭-৯৮ ১০১, ৭, ৫ সুদের ১৯৯১-৯৪ ১০৯/০ ও ৩, সুদের ১৯৮৯-১০১৬ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

কাপড়ের কলের বিভাগে উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইল ১১৮০ মিল্স ইন্ডাস্ট্রিজ ৪৯/০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। বেলের বোম্বাই স্প্রিনারের ঘোষণা সত্ত্বেও ১১৮/০ দরে বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইলেও তা বেশী হয় নাই। তবে বিক্রেতার সংখ্যাও কম ছিল। তালচের ১২৩, ভারত ২৯, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ৩৯ ইষ্টার্নটেল ১১৮/০, কাঞ্চন ৩৯, বরিকার ১৯। সেক ভ্যালি ৩৯৯, বেঙ্গল ৪১৯, কারাণপুরা ১৯/ ট্রান্সভ ১২, ও ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৮৮/০ পর্যন্ত উঠিয়াছে।

পাকিস্তান সরকারের ঋণ প্রস্তাব

ঋণের ৬৭ হাজার পরিমাণ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে প্রথম প্রকাশিত মেয়াদ এবং সুদের হার পরস্পর ২৬০ আনা। যে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণীয় হইবে তাহার মেয়াদ ছিল যথাক্রমে ১৯৬০ এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। যে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সালের মেয়াদে সুদের হার শতকরা ২৫ টাকা হইলেও আমাদের আয়করের হারানুযায়ী হইতে দেওয়া হইবে। প্রতি ছয় মাসে একবার ঐ সকল ঋণের সুদের টাকা দেওয়া হইবে।

এই ঋণ প্রস্তাবের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবার পূর্বে পরিকল্পনা মূল্যায়ন কমিটির পরিকল্পনা পাওয়া দরকার। এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত কি কোনায় ব্যবহার যে সম্বন্ধে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে যে কাজের একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরিকল্পনা নাই উহাদিগকে ঋণ প্রস্তাবগুলির উপরে।

কোন সরকারের এই ঋণ করার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দেশবাসীর প্রকৃতি স্থায়ীর মূলধন বিনিয়োগ হইতে তাহার সরকারের অর্থনীতি ও কোম্পানীর কাজে মূলধনকে সুষ্ঠু এইরূপ পাকিস্তানের অন্তর্নিহিত ব্যাপার ও বীমা মূলধন পাকিস্তানের সরকারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে এই ধারণা পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে কোম্পানীর কাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিশ্চয় চলিবার হইবে।

যাহা হউক পাকিস্তানের এই ঋণ যে নয়া কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ঋণ প্রস্তাবগুলি কেবল মেয়াদের বিচারেই সুদের হার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার যে তারতম্যের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্তত ১০ বছরের আয়করমুক্ত সুদের পক্ষে। কিন্তু এই ধরণের ঋণের প্রতি যতদিন জনসাধারণের আগ্রহের সঞ্চার হয়, ততদিন এই প্রস্তাবের কোন মূল্য নাই।

* * * *

এ সপ্তাহে প্রকাশিত প্রধান প্রধান সকল বিদেশ-বিনিময় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মূলধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর ঋণবিনিয়োগের পরিমাণেও হ্রাস দেখা। তাহে সরকারকে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ হইলে দেনাদেনের বাজারের বর্তমান অবস্থার বিবেচনা করিতে হইবে।

কোম্পানী ও দেশীয় উভয়ই কলের হার শতকরা যে টাকা থাকিলেও বর্তমান বাজারে উহাদের অবমূল্যের সম্ভাবনা অধিক। এই অবস্থায় কিছু নাই, তবে এই পরিমাণ যে একেবারে ২০ কোটি টাকাতে গিয়া পৌঁছিবে তাহাও পূর্বে অনুমান করা যায় নাই। বিনিময়মূল্যের সঙ্গে বিদেশ, কানাডা ও ডলার অধিকতর চলাচলের অন্যান্য কারণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপরন্তু, ব্রহ্মদেশে রাজস্থানিয়া ফ্রাঙ্কিনে পরিণত অর্থ থাকিলেও বিদেশে যাহা কোম্পানীর কাজে ক্রয় করা বন্ধ করাতে যাহাতে কিছুটা সঞ্চয় হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিলাতী ব্যাঙ্কের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কাজকর্ম হ্রাসের পরিমাণ আবার বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সরকার লোনের পরিমাণ ৯৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৯৮৭৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ডলার লোনের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৮৬৯ কোটি টাকা। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তারে লোনের পরিমাণ মাত্র ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ ৩৮৬৮ কোটি টাকা হইতে ৩৭৬১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইলেও মূল্য অবনতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮২৮৪ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে বাণিজ্য বিস্তারে ভারত সরকারের অন্যান্য পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকার হ্রাস লক্ষিত হইলেও মুদ্রাপ্রসারণের হিসাব করিলে হ্রাসের পূর্ব পরিমাণ ৯৭১ কোটি টাকা হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানত পূর্ব সপ্তাহের ১৪২১ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১১৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান আকাঙ্ক্ষা সপ্তাহে পরিমাণ ৪৩৭ কোটি টাকা হইতে ৪৭৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং বৈদেশিক অর্থ পরিমাণ ৩৭৪ ৭১ কোটি টাকা হইতে ৩৭৬১ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কাজকর্মহ্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধিক্রমে প্রায় ২০ কোটি টাকার ঋণ মুদ্রাপ্রসারণী ইহা বিস্তারে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্ধনবিনিয়োগের পরিমাণ ২৩৭১ কোটি টাকা হইতে ৮৪৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্তান সরকারের আমানত ৪৩৭ কোটি টাকা হইতে ৯০৭৪ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে পাকিস্তান সরকার সাময়িক বাজেট অথবা বিশেষ প্রয়োজন সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থায় অর্থসংগ্রহ গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের আমানত ৬৮ ১১ লক্ষ টাকা হইতে ২০৮৭ লক্ষ টাকায় বাড়িয়া আসিয়াছে।

* * * *

৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে তাহিবাবাদ লোন টাকার পরিমাণ ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪৮৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। কোটি টাকা হইতে ৩১৩৭৭ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান সপ্তাহের পরিমাণ ৫৫ ৮৮ কোটি টাকা হইতে ৪ ১৯ কোটি টাকায় বাড়িয়া আসিয়াছে এবং বিদেশ বাণিজ্যে বর্তমান সপ্তাহের পরিমাণ ১০৩ ৭১ কোটি টাকা হইতে ৯৮৭৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কাজকর্মের পরিমাণ ৬১৫৩৯ কোটি টাকা হইতে ৪১১৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ ৭৭ কোটি টাকা হইতে ১৮৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্তানে, তাহিবাবাদ লোন টাকা ৮৯২৬ কোটি টাকা হইতে ৮৩৮০ কোটি টাকায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের লোন টাকার পরিমাণ ২১৬৯ কোটি টাকা হইতে ২১৫৪ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান সপ্তাহের পরিমাণ ৩৯৭ কোটি টাকা হইতে ৪০৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সপ্তাহে আমদানী রপ্তানী এবং আমদানী শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪০৫৩ লক্ষ এবং ১০৮৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

বিপণন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

সমুদয় তহবিল ২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমস্ত শ্রেণীস্থ শাখাসমূহের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ৫০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ৪½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

বেঙ্গল কোল কোম্পানীর বর্দ্ধিত লভ্যাংশ

টিটাগড় পেপার মিল্‌স্ কোম্পানী লিমিটেড ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কাগজকল। এই কোম্পানীর আলোচ্য বাণিজ্যিক হিসাবনিকাশ সন্তোষজনক হয় নাই। তৎসত্ত্বেও টিটাগড়ের লভ্যাংশ বন্টনের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত আছে। সকল অংশীদারের জন্য এবার কম টাকা ধরা হইয়াছে এবং তার কারণ অংশীদারের কম করিয়া হইয়াছে বলিয়াই গত বারের শতকরা ১০ টাকা হারে স্থির লভ্যাংশ এবারও বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে।

৩০এ সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের মধ্যে টিটাগড় মিল্‌স্ প্রায় আট সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে প্রস্তুত মাল ও মালের পরিমাণ যথেষ্টভাবে হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া শ্রমিক-সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিকদের ও কেরাণীদের বেতন ও শ্রম-বিভাগ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং বিশেষজ্ঞশ্রেণী কর্ম্মচারীদের বাড়ীভাড়ার জন্যও অনেক টাকা দিতে হয়। পাঁচ মালের ঘর বাড়িয়া যাওয়ায় এবং বেতনের অঙ্কে বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুষঙ্গিক খরচও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকলের অনিবার্য্য পরিণতিস্বরূপই টিটাগড়ের আলোচ্য ছয় মাসের হিসাব বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। কর এবং মূল্যাপকর বাবদ টাকা রাখিবার পূর্ব্বে লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০'১৩ লক্ষ টাকা (পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের পরিমাণ ছিল ৩৪'৮৩ লক্ষ এবং ১৯৩৮ সালের এই সময়কার লাভের পরিমাণ ছিল ৪৪'৫৪ লক্ষ টাকা)। অন্যান্য খাতে খরচ করিবার রাখিতে হইয়াছে মাত্র ৮'২ লক্ষ টাকা (১৯.৩০ লক্ষ টাকা)। মূল্যাপকর খাতে লওয়া হইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা (৩.৪৪ লক্ষ টাকা) এবং সেলস্ ও অন্যান্য অবিলে রাখা হইয়াছে ২'৬ লক্ষ টাকা (৪'১ লক্ষ টাকা)। সর্ব্বপ্রকার লভ্যাংশ বন্টনে ব্যয়িত হইয়াছে ৮.০২ লক্ষ টাকা। ১,৪৪,২৯৭ টাকা পরবর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

লাভের কথা বাদ দিলে, আলোচ্য সময়ের বিবিধপত্রে দেখা যায় যে কোম্পানীর চলিত সম্পত্তির পরিমাণ সমগ্র সম্পত্তির শতকরা হিসাবে প্রায় ৭০ ভাগ। বহু মূলধনের মোট পরিমাণ হইতে মূল্যাপকর বাবদ ২'৩২ কোটি টাকা বাদ দিয়া বর্ত্তমানে খাটি বহু মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৮০'৮৪ লক্ষ টাকা। যেখানে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১'০২ কোটি টাকা মাত্র, সেখানে সেলস্ ও অন্যান্য অবিলের পরিমাণ যদি ৯০'৩ লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে অবশ্য যে খুবই সন্তোষজনক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ঋণের পরিমাণ ১'০২ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ২,৪৪,২৯৭ টাকা।

ভারত সরকার যে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার ফল বর্ত্তমান ছয় মাসের আদায়ী হিসাবপত্রে প্রতিফলিত হইবে। এই সময়ে যদি কোম্পানী তাহার উৎপাদনব্যবস্থা পূর্ব্বাবস্থার চালু রাখিতে পারে, তাহা হইলে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩১এ আগষ্টের সমাপ্ত ছয়মাসে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সর্ব্বিধভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। যন্ত্রীকরণের প্রাথমিক ফল এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে অনুকূল পথে এই কোম্পানীর উন্নতি অব্যাহত হইবে, এরূপ আশা করা মোটেই অন্যায় হইবে না। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য আদায়কারীদের বদান্যতার ঐকান্তিক প্রশংসা করিতে হয়।

আলোচ্য ছয়মাসে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং মালগাড়ীর অপেক্ষায় থাকার অধিকতর পরিমাণ কয়লা প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও সিনাবলীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এডেলির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

ইহার পরিমাণ ১১৩ লক্ষ টন (১৮ লক্ষ টন)। এই বর্দ্ধিত কয়লা প্রেরণের ফলে বিক্রীত কয়লা বাবদ ১.২১ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়মাসে এই খাতে পাওয়া গিয়াছিল ১.০৯ কোটি টাকা। কর ও মূল্যাপকর খাতে টাকা রাখিবার পূর্ব্বে খাটি মুনাফা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৮২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে ইহার পরিমাণ ছিল ২১.০৪ লক্ষ টাকা। কর ও মূল্যাপকর খাতে যথাক্রমে ১২৫ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে এই দুইটি খাতে যথাক্রমে ৯'১ লক্ষ ও ৬'৫৫ লক্ষ টাকা রাখা হয়। এক্সট্রাঅর্ডিনারী সরঞ্জামের মূল্য হ্রাস খাতে দুই লক্ষ টাকা সকল অবিলে রাখা হইয়াছে। সাধারণ লভ্যাংশে শতকরা ১২ টাকা হইতে শতকরা ১৫ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, আলোচ্য অংশের লভ্যাংশে দিতে হইয়াছে শতকরা ২১০ হিসাবে। এই সকল খাতে এমনে ৭৮০,৯০৭ টাকা (৯,০০,০০০ টাকা) ৩,৫৫,৯৭৭ টাকা (২,১০,২২৪ টাকা) জের টা হইয়াছে।

বেঙ্গল কোল কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনে পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা, সকল অবিলে ও অন্য অবিলের পরিমাণ ১.৮১ কোটি টাকা। মোট বহু মূল ৩৩১ কোটি টাকা হইতে ১'১৩ কোটি টাকায় হ্রাস ক হইয়াছে। অকৃত ঋণ সম্পত্তির পরিমাণ ২'৯৮ কো

বাজারের কথা

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

চটকল—

চটকল বিভাগের বিশেষ উন্নতি পরি হইয়াছে। জানা যাইতেছে যে, প্রায় প্রত্যেক কোম্প বর্ত্তমান অধিষ্ঠানের ভিতরে যেমন দেওয়া করিবে। ক্যাপিটাল ইয়ার অন্‌ট্রোলারের বিবৃ প্রকাশ যে, কোট ফ্রাঙ্কার, হকমম, ক্যালিডোনি এবং বেলভেডিয়ার কোম্পানী প্রতি একখানা ে বুনন একখানা মোহার যেমন হিসাবে লুম বা অন্তর্ভুক্তি পাইয়াছে। আলোহেন ১১০৬ আ ইণ্ডিয়া ৩৯২, মজমদ ৫১০৬ টাপদানী ৫ গৌরীপুর ১০০, হুগলী ৩১৬০, বাউরিয়া ৩১০, কু ৩৩৮০ ও বিলাসের ৩৪০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও এই উন্নতির ধা হয় নাই। মার্চ ৩১০৬ ইণ্ডিয়ান আয়রন কেবল ১০৬০, হুকমচন্দ ১০৬৮০, মার্টিন ৭৮০ ও কলসোরেশন ১৯৬০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

বিবিধ বিভাগের উন্নতির বিশেষ লক্ষ যেমন দেওয়ার যেমনের ফলে ব্রিটিশ ই কলসোরেশন ১১৩০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অ ১১৬০, ইণ্ডিয়ান কেবল ৩৬০, ইণ্ডিয়ান গ্লাস এক্সচেঞ্জ ১২১০, মার্টিন-বার্ণ ১৭৬০, আর্মি কেব্‌ল ১৮৬, গ্রামোফোন ইনডাস্ট্রি ৩৯৬০, মোটার ১১ ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক প্রেস্ট্রস ৫০০, আসাম ল ৭৮০, ই ইনডিগো ১৪০, ডালমিয়া সিমেন্ট ১০৬৮০ ও (জ্যাসো ১০৮৮০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চিনির কল—

চিনির কলের যেমনের বর প্রায় অপরিবর্ত্ত ছিল। বেলসুক ৬৮০, ক্যাম ১৫০, চুনাপাথ ২৯১ বরে কাজ হইয়াছে।

চা—

চা যেমনেও বরের বেশ উন্নতি হইয়া প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীর ভিতরে আনে যেমন দেওয়ার ঘোষণা করিয়াছে। তবে বিভাগে কাজ বেশী হয় নাই এবং বিক্রেতার সংখ্য সামান্যই ছিল। বিশ্বনাথ ৪৬০, হাসিমারা ১২১০, জেকদুং ১৬০ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (পাঃরুপি)	বন্ধকী ও অন্যান্য ঋণদান	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল প্রদানকৃত	সঞ্চয়ন	বাজার দর				
						১১/১১/৯৯	১৩/১১/৯৯	১৪/১১/৯৯	১৫/১১/৯৯	শেষ বা
ইঞ্জিনিয়ারিং										
ইস্টার্ন আয়রন	...	২,১১,১১,৯০০	২,১৮,৭০,৩১২	১০	১৯(ব)	৭৯১	৯১/-৯২/০	৯৯,৮০০	৯৯/-৯৯/০	৯৯/-৯৯/০	৯৯,-৯৯/০	...
জেসপ	...	৫১,০০,০০০	৯৮,১১,১২৭	১০	১০৫(ব)	১৩৫০	১১,৯০	...	...	...	২৩৯০	...
ইস্টার্ন আয়রন	...	২,৯১,৫৯,৩০০	১৯,৯৯,১১,১৯৭	১১	১৯৩৩(ব)	৩৯১	...	৩৩৯০	...	৩৯৯০	৩৭৯০	...
বার্ন	...	৯১,০০,০০০	১,৩৩,১৯,৩৯৯	১০০	১১১৩(ব)	৫১৯	...	৩৯৯	৩৯৯	৩১৯	৩৯৯	...
জেসপ:ডো	...	৩৯,৯১,০০১	১৯,০০,০০০	১	১৯০(ব)	১১৯০	...	...	...	...	...	১১৯৯
বার্মা-শেল	...	৯০,৯৮,০০০	১০,১১,৯১১	১	৯৩(ব)	৯৭৩	৯৯/৩	৯৯৯/০-৯৯৯/৯	৯৯/৩-৯৯৯/০	...	৯৯৩	...
ইস্ট এশিয়াটিক	...	৩,১৯,৯০,৫০০	৯৩,১৯,৫৩০	১০	৩০(ব)	১১৩৩	৫৮,-৫৯৯৩	১৯৩-১৯৯	১১,-১৯৩	১১৩-১৯৩	১৯৩-১৯৩	...
কাগজ ও কাগজের মণ্ড												
আজাদ পেপার মিল	...	১১,৭১,০০০	১৭,৩১,০৯০	১০	১৯	১১৩৩	...	৯৯৯	...	...	...	...
ইস্পাহানী	...	১৯,০০,১৯০	১৯,৯১,০০০	১০	১৯	৩৩৩	...	৩১৯০	৯১০	...	১৯/৯-৩১/০	...
ওয়েস্ট আনুষিয়া	...	১,০০,০০০	৯,১৯,০০০	১০	১৯	১৯৯৩	...	...	...	...	...	৩১৯
কাগজপুরা	...	১০,০০,১৯০	... ...	১৯৯৯	...	৯,১৯	...	...	...	...	...	...
কাগজের	...	১০,০৩,০০০	১,৯২,১৯৯	১১০	৯৯(ব)	১৩৭	...	...	...	...	...	৯৯০
বর্ণ ওয়েস্ট	...	১,১৯,০০০	১,১০,০০০	১৯	১	৯৩৭	...	...	...	...	...	৯০
বর্ণ মুলুক	...	১,০০,০০০	১,১১,০০০	১১০	৯০	১ ১৯	...	...	...	...	...	৯
মিঠা পিরালুম	...	১১,১১,১৯০	১১,৯১,৯৩১	১০	...	১০৯৯	...	...	...	...	১০/৯	...
মিঠা হামলুম	...	৯,৯০,০০০	৯,৯১,৯৯০	১০	১/০	৯৯৯	...	...	...	...	...	৩১৯৯
পেকেজারী	...	১,৯১,০০০	৯,৯৯,০০০	১০	১৯	১৯৭	...	...	...	...	৯৯৯০	...
ফারুক	...	৯৯,৯১,১৯০	১,১৯,৯০,০৯০	১০	৯০	১১৯৩	১৯১/০	...	৯১,-১৯৯	...	...	...
বেঙ্গল	...	৯০,০০,০০০	১,৯৯,১০,৩১০	১০০	১১	৯৯৭	...	...	৯৯৯	৯৯৯	...	...
ভারত	...	৯০,০০,০০০	১৯,১১,৯৯৯	১০	৫/৯(ব)	৯৯৯	...	...	৯৯	১৯/০-১০	৯	...
চাদপুর	...	১১,০০,০০০	১৩,১১,০৯১	১৫	...	৯৯৯	...	...	...	...	১১৯০	...
বেঙ্গল	...	১৯,৯০,০০০	৯,১৯,০০০	১০	১৯	৯,৯১	...	...	...	...	৩৯৯০	...
ইন্ডিয়ান	...	১,৯০,০০০	১,১৯,০০০	১০	৯০	১,৯৯	...	...	...	...	...	৯৯
সিলেট	...	১,৯০,০০০	১,৯৯,৯৯১	১	৯১/০	৯৯৯	...	৯৯৯০	...	...	...	...
নাইস ভারতপুরা	...	১১,১০,০০০	৯,৯০,০০০	১০	১	৯,৯১	...	...	১৯৯৫	...	...	...
নেশনাল প্রিন্টিং	...	৫১,০০,০০০	... ...	১০	...	৯৯৯	...	১৯৯	১/০-১১০	১৯৯-১৯/০	৯৯৯-১০	...
কাগজের কল												
এমবিল	...	১১,০০,০০০	৫১,০০,০০০	১০	১৯	৯৯১	৫১৯০	...	...	৫৯৯০	...	
কাগজপুর টেক্সটাইল	...	১৫,০০,০০০	১১,১০,০০০	১৯০	১/০	৯৯১	১৩৩০	১৯৯,৯৯৯	১৮০,১০	১৩৩-১১/০	১১,-১১১০	...
কেরোয়ান	...	১০,০০,০০০	১৯,১১,১১০	১৯০	১৯(ব)	৯৯১	১০,-১১,-	১১,-১১৯০	...	...	১১৯৩	...
ইসলাম	...	১১,০০,০০০	১১,৭৯,১৯০	১০০	৯	৯৯১	১৯৯,-১৩৩,-	...	...	১১৯,-	...	...
ফারুকী	...	৯৯,৯১,০১০	৯১,১১,০১৯	১০	১(ব)	১১৯৯	...	...	...	...	...	...
পাকিজা	...	৯,০০,০০০	১৮,৯১,১১০	১৫০	১০	৯৯১	...	...	...	...	...	৯১৯
ফুলবাড়ী	...	১০,০০,০০০	১,৯১,১৯০	১০	৫০(ব)	১১৯৯	...	...	...	...	...	১১১৩
বিক্রম	...	১১,০০,০০০	১০,৯৮,০৯০	১০	১(ব)	১১৯৯	...	...	...	...	...	৯৯০০
বুয়েন	...	১৯,০০,০০০	৯০,১৯,০০০	১০	১১(ব)	১১৯৯	...	১৯৯	৯৯৯	...	...	...
...	...	৫,০০,০০০	১১,০৫,০০০	১১	১৯০(ব)	১১৯০	৫০০	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

ঠিকানা	নাম	অনুমোদিত মূলধন (পাকাটাকা)	শেয়ার ও অন্যান্য অবদান	প্রতি শেয়ার অনুমোদিত মূল্য	মোট শেয়ার সংখ্যা	শেয়ারধারী	আদায়কৃত	আদায়কৃত	আদায়কৃত	শেষ প্রদত্ত লভ্যাংশ
ক										
খ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
গ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঘ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঙ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
চ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ছ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
জ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঝ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঞ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ট	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঠ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ড	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঢ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ণ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ত	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
থ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
দ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ধ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
প	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ভ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ম	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
য	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
র	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ল	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
শ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ষ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ক্ষ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ত্র	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্রের বিবরণ	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	বর্তমান শেয়ার-মূল্য	মন্তব্য	বাজার ক্রয়				
							১৯৭১ইং	১৯৭২ইং	১৯৭৩ইং	১৯৭৪ইং	১৯৭৫ইং
চা-শিল্প											
ফেনিচাবাগ	...	৪,১০,০০০	৮,২০,১০২৲	১০০	৩০৲(ব)	১৯/৩৭	...	...	...	...	...
লেখাই ও পার্বতিয়া	...	৬,৩০,০০০	৪,৩৮,১৮০৲	১০০	২৯৲(ব)	১৯/৩০	...	...	...	...	...
দিঘি চুবরী	...	১,৩০,০০০	৩,৪৯,৬৩৲	১০	৮৫০ (ব)	১৯/৩৬	...	...	...	...	...
লাক্কাতারা	...	১১,৩০,০০০	৪৮,৪১,৫৭১৲	১০০	৮৩৲(ব)	১৯/৪১	...	...	...	...	...
ছুবরীঘ	...	৩,৩০,০০০	৩,৩৮,৩১৩৲	১০	৩৲(ব)	৩/৪৪	...	...	...	...	...
ধারবরকাট	...	৩,৩০,০০০	১১,৩০,০০০৲	১০০	১০০৲(ব)	১৯/৩৩	...	...	...	...	...
বিরাম	...	১৩,৩০,০০০	৮,১০,৩০০৲	১০	৩৮০(ব)	১৯/৩৩	...	৪৯৲-৫৯৲০	...	৪১।০	৫০৲
ফেলাবাড়ি	...	১,১৩,০০০	২,১৮,৮৪২৲	১০	১৩৲(ব)	১৯/৩৩	...	...	...	...	...
ছলাবেক্কা	...	৩,৩০,০০০	৩,৩৩,১০৩৲	১০	১৩০.৩৲	১৯/৩৩	...	...	...	...	...
ফেন্ট্রাল ফরার	...	১০,৩০,০০০	৩,৫৩,৩১৫৲	১০০	৩৮০(ব)	১৯/৪৪	...	...	...	...	...
মধুপুর	...	৩,৩০,০০০	৩,৩১,৩৯১৲	১০	১৩৩(ব)	১৯/৩৩	...	...	...	...	...
মোবারি বিজয়	...	৩,৩০,০০০	৩,৩১,৩৩৮৲	১০	৩৩(ব)	১৯/৩৩	...	...	...	১৯৩০	...
ছাড়াবেক্কা	...	৩,৩০,০০০	১১,৩৩,৩৩৩৲	১০০	৩০৲(ব)	১৯/৩৬	...	...	...	...	...
ছালিয়ারা	...	১৩,৩০,০০০	৪৯,৮১,১১১৲	১০	১০৲(ব)	১৯/৩০	...	...	...	...	১৪৩৲-১৪১৲
চিনির কল											
চুয়েন্ট	...	১৩,৩০,০০০	১৩,৩০,৩১০৲	১০	...	৩/৩৩	...	...	...	...	১১।৩
ঘাসাড়	...	৩৯,৩০,০০০	১১,১৩,৬৩১৲	১০	...	৩/৪১	১৪৯/৩-১৫৯৷৩	...	...	...	১৪৷৩-১৩৲
ছলাবেং	...	১৮,৩০,৩৩০	১৩,৩১,৩৪৪৲	১০	১৩৩(ব)	৩/৪১	...	৫১।৩০	৫৩৷৩	৫১৩-৫১৲	১৪৩৷৩
ছাড়ার চিনির	...	৯,১৩,৩১১	১১ ১১,১১০৲	৫	১৩০(ব)	৩/৪১	...	৮৩৷৩	...	...	৮১৷৩-৯৷৩
ধানসাগর	...	৯,৩০,০০০	৯,১৩,৬৮৮৲	১০	৮৩(ব)	১৯/৩৩	...	...	...	১১৲	...
ছাড়ার	...	১৩,৩০,০০০	১,৩০,০৩৩৲	১০	১৲(ব)	৩/৪৩	...	...	...	...	...
ধানসাগর	...	১৯,৩০,১৪০	৪,১০,৯৪৲	১০	৮৲ (ব)	৩/৩৯	...	...	...	...	...
ধানসাগর	...	৩,৩০,০০০	১০,০০,৩৩০৲	১০	১৩০(ব)	৩/৪১	...	...	...	...	...
সমবিপুর	...	১১,১৯,০০০	১,৩১,৩০০৲	১০	৯০ (ব)	১৯/৩৩	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল		১,৩০,০০,০০০	৩০,০০,৩৩০৲	৩০ (ক)	...	১১/৩৩	...	৬৯৲	...	৬৯৲-৭০৲	৬৯৷৩-৯০৷৩
ফুসিয়া ইউনিয়ন	...	১০,০০,১৩৩,৫ ৫৫,১০,১৩৮৫	১৯,৩৯,৬৩০৲	১১৲	৩৩০(ব)	৩/৩৩	...	...	...	...	...
ফুসিয়া বাজিং	...	৩৩,১১,১৩১৲	৩৬,০০,০৩০৲	১৲১০ (ব)	১৯৲	...	...	...	...	...	...
পাকার কাকলাল	...	৮১,১১,৩১১৲	১,৩০,৩০,০০০৲	১০৩৲	৯৲	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ডিস্ট্রি ব্যাঙ	...	৫,০০,০০,০০০৲	৩,৩০,০০,০০০৲	১০	৩৲ (ব)	৩/৩৩	১৩৯৲-১১০৲	১০১৲-১০৩৲	১০৩৷৩-১০৩৲	১০৩৷৩-১০৩৷৩	১০৩৷৩-১০৩৷
কেন্দ্র ফেন্ট্রাল ব্যাঙ		১৪,৩৯,১১৯৲	১০,০০০৲	১০৲	৯৲৩(ব)	১২,৩০	...	১৪৷৩	১১/৩-১১৷৩	...	...
ব্যাঙ অব ইন্ডিয়া	...	১,৩০,০০,৩০০৲	৯,১১৩,৩১৩৲	৩১৲ (ক)	৩৷৩	১১/৩৩	...	...	...	১৩১।৩	১৪১৲
ব্যাঙ অব বেঙ্গল	...	১,০৯,৩০,০০০৲	১,১৩,১১,১০৩৲	৩১৲ (ক)	৯৲ (ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...
ইন্ডিয়া ব্যাঙ	...	১৩,৩০,০০০	১১,৩০,০০০	১০৲ (ক)	...	১১/৩৩	...	৩৯৲-৪১৷৩	...	...	...
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল	...	১,৩০,০০,০০০	৩,৩০,০০০৲	১০৲	৯৲ (ব)	১৯/৩৩	...	...	...	৯৲	...
ফেন্ট্রাল ব্যাঙ অব ইন্ডিয়া	...	৩,১৭,১৯,০০০৲	২,৯৩,৯৩,০৩০৲	১১৲	২৲	১১/৩৩	...	৮৯৩	৮৯৲	৮১।৩	৯৮।৩

বোম্বে প্রেসিডেন্সি

বাজার দর

সাপ্তাহিক ভারত

নূতন ও পুরাতন

কেডারেশন বনাম ইউনিয়ন

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৫৬ ৫ই মার্চ, ১৯৫০ [মূল্য ।৷

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শাসনতন্ত্রের খসড়া	১৮১	বঙ্গ সমস্যা ও মেঃ সুরাবর্দী	১৮৮
প্রাদেশিক	১৮৩	রাজ্যের কথা	১৯১
সংবাদলিপি	১৮৪	পাকিস্তানের সংবাদ	১৯১
সম্পাদকীয়	১৮৭	সাহিত্যের	১৯২

শাসনতন্ত্রের খসড়া

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য গণপরিষদ হইতে ডাঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার খসড়া প্রস্তাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশটি অধ্যায়, তিনশত পনেরটি ধারা এবং আটটি তালিকা সম্বলিত এই খসড়া মোটামুটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতেই রচিত। সেইবারকার মত নূতন প্রস্তাবেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই ভারতের শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নামকরণ এবং শাসনতান্ত্রিক বিধানে যে পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে তাহা খুব মৌলিক ধরণের নহে। কিন্তু তাহাতে পরিবর্তনের গুরুত্ব কিছু লাঘব হয় নাই। বরং রাষ্ট্রিক পরিবর্তনশীলতার অন্তরালে রূপান্তরের প্রয়োজন সাধন করিয়া লওয়ার মধ্যে খসড়া প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) কথাটির স্থলে নূতন ভারতের নামকরণ হইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘ (ইউনিয়ন অফ্ ষ্টেটস)। এই পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক এমন কি ক্ষতিকর বলিয়া মনে হইতে পারে। ফেডারেশন কথার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধস্তরে যে কঠোরতা প্রকাশ পায় ইউনিয়ন কথাটার মধ্যে তেমনি অপেক্ষাকৃত শৈথিল্যের ভাব নিহিত। প্রদেশগুলির বেলাতেও 'প্রভিন্স' যেমন রাষ্ট্রি সরার অপেক্ষাকৃত ঋজুতার পরিচায়ক, তেমনি "ষ্টেট" বলিতে রাষ্ট্রির স্বয়ংসম্পূর্ণতাই বুঝায়। বিভক্তির পরে বর্তমান ভারতের অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে এই পরিবর্তনকে কল্যাণকর মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। অবশ্য খসড়া প্রণেতাগণ বলিয়াছেন যে আপাতঃ পরিবর্তন ঋজুতার দিক হইতে নিতান্ত বাহ্যিক হইলেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে খসড়া প্রণেতাদের এই আশাবাদিতার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভারতের জন্য যে কোন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ সংক্রান্ত দাবীসমূহ। মোসলেম লীগ এক সর্বাত্মক শাসনতন্ত্রের অধীনে স্বকীয় স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। অন্যান্য পূর্ণ অধীনতাদের দাবীসমূহ ছিল লীগ এবং দেশীয় রাজা হিসাবে প্রদেশের তুলনায় বেশী ক্ষমতা ও মর্যাদার দাবীদার ছিলেন নৃপতিবৃন্দ। আজ দেশ বিভক্তির ফলে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মোসলেম লীগ অনুপস্থিত থাকিলেও দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য সর্দার পটেল তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রথমে বিভেদের মধ্যে এবং তৎপরে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার চরম সাফল্য নির্ভর করিবে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের সহিত দেশীয় নৃপতিদের সহযোগিতার আন্তরিকতার উপর। মনে হয় এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াই খসড়া প্রণেতাগণ ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোকে প্রভিন্সের স্থলে ষ্টেটের ভিত্তিতে শাসন করিয়াছেন এবং ভিতরে এই বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিবার জন্য সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন না বলিয়া ইউনিয়ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক অপর এক সুবিধা হইবে এই যে প্রভিন্স এবং ষ্টেট এই দ্বিবিধ ভিত্তির মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক হইতে যে পারস্পরিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনারও অবসান হইবে।

ষ্টেটগুলির গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কেও একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ভাষার ভিত্তিতে ষ্টেটগুলি গঠন করিবার জন্য খসড়া প্রণেতাগণ গণপরিষদের কাছে বিভিন্ন কমিশনের বিস্তৃত মতো

ওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। এই সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাবে জানাইয়াছেন যে অন্ধ প্রদেশের পৃথক সত্তা লাভের দিক হইতে টাই অন্য যোগ্যতার প্রয়োজনের দিক হইতেও তাঁহারা দাবিদা ন। খসড়া প্রস্তাবের এই বক্তব্যের আমরা যেমন আনন্দিত ই, অন্যান্য ভাষাভাষীদের পুনর্গঠন সম্পর্কে অনুরূপ স্পষ্ট উক্তি না ই বলিয়া তেমনি হতাশ হইয়াছি। কেবল তামিলনাড়ুই অন্ধ বাতীত ন, জানাড়ীজ, মরাঠী ও গুজরাটি এই চারিটি ভাষার জন্য ন কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট এই চারিটি প্রদেশ রিতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং শের প্রাদেশিক দাবীদাওয়া ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের রে।

দেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে নীতির দিক হইতে তাহাতে কিছু হতাশ হওয়ার কারণ থাকিলেও প্রয়োজনের ধারকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। স্থির হইয়াছে একটি ওয়ার কমিশন" হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি প্রাদেশিক গঠনতন্ত্র করিবেন। প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর প্রায় সব ই বহাল রাখা হইলেও শাসনকার্যের কতকগুলি বিষয়ের দায়িত্ব থাকিবে ১৯৩৫ সালের আইনে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে ঐসব বিষয়ের শাসনতান্ত্রিক বিধানকে ভারতীয় জাতীয় প্রতি- কোন দিনই সুনজরে দেখে নাই। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ফয়সালা করিয়া মহাত্মা গান্ধী এই বিশেষ দায়িত্বগুলি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত পত্রালাপ করেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও লে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে গভর্নর ও মন্ত্রিসভার মধ্যে মত র ফলে দুই দুইবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। নূতন শাসনতন্ত্রেও ে যে গভর্নর উচিত মনে করিলে প্রদেশে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিতে ।। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কুখ্যাত ৯৩ ধারায় ই এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। নূতন বিধানে এই ক্ষমতা ইলেও নেহরুর দিক হইতে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হইয়াছে। গভর্নর শাসন মাত্র দুই সপ্তাহকাল স্থায়ী হইতে পারিবে নন্ত অবস্থা সাময়িকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতির তত্ত্বাবধানে

যদিও মনে হয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগে প্রদেশ- াহতে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের স্বার্থকে বিনষ্ট করিতে না পারে জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান ভারতের অনুন্ন ে এই বিধানের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও কোন মতেই ে ইহাকে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।।

ে প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রূপ এবং প্রকৃতির ও পরিবর্তন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বাভাবেই মন্ত্রীসভার অধীন ে এবং গভর্নর জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত হইবেন কেন্দ্রীয় ও বিধান পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট। ীয় সরকার ডাক, রেল, নদীপথ, খেলাধূলা প্রভৃতি কতকগুলি ার্থের জন্য সর্বদাই এক বা একাধিক প্রদেশের সম্পর্কে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপে বহু ক্ষেত্রের ভিত্তিতে

কেন্দ্রীয় আইন সভার সংগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচ হইতে সাড়ে-সাত লক্ষ লোকের জন্য একজন করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইবে। অপর একটি পরিষদ গঠিত হইবে ষ্টেট-সমূহের প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে। এই শেষোক্ত পরিষদের ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্য মনোনীত করিবেন। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি করিবার কিছু না থাকিলেও পুনর্বিবেচনা করিবার অবকাশ অবশ্যই আছে। সরকারী কাজকর্মের বৃদ্ধির ফলে আজকাল ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে দ্বিপরিষদ আইন সভাকে অহেতুক বিলম্বের কারণ হিসাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। বিলম্বের কারণ না হইয়া গণতন্ত্রের সহায়ক রূপেই দ্বিপরিষদ আইনসভার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে যদি একটি পরিষদ এমনভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত হয় যে আইনসভার পরিষদ বিশেষকে দিয়াই কমিটির কাজ সম্পন্ন করানো যায়। এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বরং কমিটিতে যে বিলম্ব হয় সেই বিলম্ব পরিহার করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। খসড়া প্রস্তাবে ভারতীয় পার্লিমেন্টের দ্বিতীয় পরিষদ বা কাউন্সিল অব ষ্টেটস-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রমিক এবং অপরাপর জাতীয় ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যাহা হউক কোন শাসনতন্ত্রই চূড়ান্ত নহে। দেশের রাজনৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষের সাথে সাথে শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হয়। সেই দিক হইতে নূতন প্রস্তাব স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক-প্রতিফলন মাত্র। এই হিসাবে খসড়া প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা ১,

ও শাখাসমূহ :

প্রাসঙ্গিক

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানা

আমার বিশ্বাসে প্রধানমন্ত্রী পূর্বঘটিত ভাষণে পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমারেখা বজায় বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষ যাওয়ায় বাংলার পরিত্র পুনরায় দুরু হয়, এরূপ দাবী করিবেন। কলিকাতার সবজন সমিতির পক্ষ হইতে আমার বিশ্বাসে পূর্বঘটিত পশ্চিম বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ভারতীয় সংবিধানের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমীপে ডঃ এস, কে, মুখার্জী এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। স্মারকলিপিতে ধলভূম জেলার ৭টি সরকারী, রাজোয়ারীয়াস জেলার ৩টি থানা, পূর্ণিয়া জেলা এবং সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ এবং উড়িষ্যার সেরাইকেলা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করার দাবী করা হইয়াছে।

বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত দাবীর এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির বিষয় উল্লেখ করিয়া স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে স্বাধীনতার সময় হইতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ইহার সহিত যুক্ত করা হইলে উহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন মাত্র ৮৮ হাজার বর্গ মাইলে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা প্রায় সওয়া কোটি। পশ্চিম বঙ্গ ইহাদের বসবাস স্থাপনের সুবিধার জন্য প্রয়োজন আয়তন বৃদ্ধির এর অত্যন্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবানুযায়ী বিহারের প্রায় ৮ হাজার বর্গমাইল পরিমাণ স্থান পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবে। উক্ত পরিমাণ স্থান যোগ করা হইলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সুবিধা হইবে।

বিহার উড়িষ্যার উল্লিখিত অংশসমূহ বাংলার প্রকৃত অংশ কিনা তৎসম্পর্কে বক্তব্যে এক বেদনাদায়ক অভাবের দেখা দিয়াছে এবং আলোচ্য অংশসমূহের বাংলাত্বকে দাবীকে সমর্থ প্রামেণিকতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে; কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। ১৯১১ সালে বিহারে বাঙ্গালী অঞ্চলগুলির বাংলাদেশের সহিত মিলিত হইবার যৌক্তিকতা নিবেদন করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরবর্তীকালে ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বিহারের বেতড়ন্দ বাঙ্গালী অঞ্চলগুলির বাংলার সহিত যুক্ত হইবার দাবী ঘোষণা করিয়া সভা হয়। অথচ ঐ বছরেরই বিহারী সাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন এ বিহারীকরণের উৎসাহের অভাবেই বিহারের বিভিন্ন বাঙ্গালী এমন ভাবে বিহারী সাজিল যে, বাংলার সহিত একটা সম্পর্ক আছে, ইহাও বিশ্বাসকে বাংলার সহিত একটা সম্পর্কজনিত আবেগ রাখার ফলে বিহারের ঐক্য অঞ্চল বাঙ্গালীরা হইয়া গিয়াছে।

এই যেখানে বাস্তব সেখানে আজ, ঐ প্রস্তাবের সমর্থন কেমনি দুষ্কর। ঐ প্রস্তাবের পাণ্ডিত্য আমাদের অজানা নহে বলিয়াই বর্তমান সীমানার অবতারিসিদ্ধে এবংসম্পর্কে যে ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে আমরা তদ্বিষয়ে এখনে পুনরুল্লেখ করিতেছি। মাইম-ই-আকবরীর উল্লেখ করিয়া স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে পাঁচরুম অর্থাৎ ধলভূম জেলা কোন সময়ে ছোটনাগপুরের অংশ ছিল না, অতি প্রাচীনকাল হইতে উহা অঞ্চলগুলি বাংলার অংশ বলিয়া গণ্য। আসা, সংস্কৃতি ইত্যাদির দিক হইতে এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসী সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী। ১৯৩৯ সালে ভেরেরেস কর্তৃক প্রদত্ত মানচিত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, মানভূম জেলা ও ধলভূম মহকুমা বাংলার অংশ। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতেও দেখা যায়, মানভূম জেলার শতকরা ৮৯ জন অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী।"

এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের এক বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা উৎসুক বোধ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁহার বিবৃতিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন দুরুহ করিয়াছেন এবং বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গকে প্রত্যর্পণ করার বিষয়ে তাঁহার আপত্তি নাই জানাইয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদে যদি ভুল না থাকে, তাহা হইলে ইহা যে শুভ লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান

পাকিস্তান পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকেও করিবার দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি এবং পাকিস্তান পার্লামেন্টে বিরোধী কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে আলোচনা ও বিতর্কাবলীর এ প্রস্তাবে অন্যতম ভাষা এবং পাকিস্তানের দূতা ও সরকারী দলিলপত্রাদির অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধ গৃহীত হয় নাই। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের এই বিদ্বেষাত্মক মনোভাব অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার এই দাবীকে যেরূপ জোর এবং আন্দোলনের মাধ্যমে অধিবেশনের অন্যান্য বোধ করা হইয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাষার স্বীকৃতিকে পাকিস্তানের মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বাংলার এই দাবীর পশ্চাতে পাকিস্তানের অকল্যাণকামীদের ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া প্রকাশ্যে অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু অপরাধী পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কি সিদ্ধান্ত আসরে এর মাতাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী উর্দু প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে পরিণত করিবার প্রস্তাবের বিরোধী।

খাজা নাজিমুদ্দীন যে সুরের কত বড় অপলাপ করিয়াছেন পাকিস্তানের উপরোক্ত বিবরণে তাহার যে প্রতিধ্বনি দেখা যাইতেছে, তাহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে সাইমন কমিশনের পক্ষে ১৮৫ কেন্দ্রীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রগণ স্বাক্ষর করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের জনাব মৈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা করেন। সভায় জনাব আবদুল মোমেন, কাজি মোতাহার হোসেন, জনাব আবদুল হাফিজ এম জনাব জহুরুল আহমদ চৌধুরীর পাকিস্তান গণ-পরিষদের ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের বিক্ষিপ্ততার তীব্র নিন্দা করেন। এই অধিবেশে জনাব নুরুল আমিন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :

(১) এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, (ক) কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদে পরিষদীয় ভাষা ও দুঃ, ডাক, টেলি, নৌ-পরিবহণ পরীক্ষা ইত্যাদি হইতে বাংলা ভাষা পরিহার করার প্রতিবাদে এবং (খ) কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সরকারী ভাষা হিসাবে অবিলম্বে ঘোষণা করার দাবীতে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী এক দাবিবস সফল পালন করা হউক।

(২) এই সভা বাংলাভাষা আন্দোলন ও উক্ত সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে সফল করিয়া তুলিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে জনাব আবদুল মোমেন প্রমুখ নেতার বিবৃতিতে তাহা অধিক হইয়াছে। অতএব আমাদের সঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমরা অত্র কোন প্রদেশে বা অন্য পাকিস্তানের উপর আমাদের মাতৃভাষা চাপাইয়া দিতে কখনও চাহি নাই। মোট ৭ কোটি লোকের ভাষা ও কেন্দ্রী

তাহা হইবে না, ইহা নিশ্চিত অনুমান করিয়া সরকার প্রস্তাবের মূল নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্যই পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেক আগে রায় দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে উপেক্ষা করিয়াই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রথম ধাপ। সেজন্যই বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই ইহাই জন্য উপদিষ্টের বর্তমানের প্রাথমিক উদ্যোগ যাহারা চিরদিনই শাসনযন্ত্র সংস্কারের বিরোধিতা করিয়াছে সেই পূর্ণ পরিকল্পনের অধিবাসীরা সমালোচনা করিতেছেন এই সময় হইতে ইহা পরিকল্পনের দুঃখ, দ্বারা ও অসম্ভাবের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণে একটি উপনিবেশের প্রয়োজন যে সংগ্রাম সর্বপ্রকার বড়যন্ত্র হয়।

গ্রামের শিক্ষা সংস্কার

এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের ছোটাধিকার রহিয়াছে। অধিকাংশের বেতনের ছোটাধিকার। বর্তমান সরকার অনেকের বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে আর পরিবর্তন করিতে পারেন না। এই কারণেই কংগ্রেসশাসিত দুই এই সম্পর্কে অধিকতর পরিচয় পাওয়া গেছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এ কারণে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগের ব্যবস্থা বিস্তারের যোগাযোগে প্রচুর সহায়ক হয়। সাধারণের একের দুর্ভাগ্যজনক বাংলার দুর্নীতি হইতে যে, শিক্ষা বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিবার পরিবর্তে এখানকার

শিক্ষা ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতাকে লইয়া অন্ধ পরিচালনার ফলে বহিরাগত ছাত্রদের সংখ্যা সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেবল সাম্প্রদায়িক করিয়াছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে অন্য ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বেতনের শিক্ষা সম্পর্কে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করিবার করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে পশ্চিম বাংলার ডাঃ রাধেশ্যাম চৌধুরী এক সাংবাদিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে, তথাপি সংগঠনের শিক্ষার যোগ্য হন। এই শিক্ষাদের যৌক্তিকতার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াছেন যে, বেতন শিক্ষা না শিক্ষার অন্য নিরপেক্ষ না করিয়া শিক্ষার পুনর্গঠনে বেতন করা উচিত নহে। শিক্ষা সুযোগ-সুবিধা—বিশেষ করিয়া যে অঞ্চলে যে সব অঞ্চলের অন্য, লোকসংখ্যা, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি প্রভৃতি সম্পর্কে সাহায্য করা হইবে। সংশ্লিষ্ট এই সকল বিষয়ের যথাসম্ভব ভিত্তি একটি পরিকল্পনা করা হইবে।

একটি কমিটি এর নির্ধারণ করা হইবে। এজন্যই যেমন প্রাথমিক শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক, শিক্ষার সম্পর্কটি করিতে হইবে তেমনি অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে কারিগরী শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবহিত আছেন দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। প্রস্তাবের শিক্ষাবিদদিগকে লইয়া সরকার একটি ব্যাপক প্রতিনিধিমূলক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিবেন। বিশ্ব ও প্রান্ত বয়স্কদের ব্যাপারে কিভাবে ব্যবস্থা ও প্রচারণী অবলম্বন করা প্রয়োজন তৎসম্পর্কেও কমিটি বিবেচনা করিবেন।

প্রস্তাবিত বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন

১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল (অস্থায়ী ব্যবস্থা) সম্পর্কে বিস্তৃত বিবেচনা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি সম্প্রতি তাহাদের সুপারিশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইয়াছিলেন। আইনটি কলিকাতা ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার অন্যান্য স্থানেও ইহা প্রবর্তন করিতে পারিবেন। এই আইনের মেয়াদ ১৯৫০ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত হইবে। তাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে; তবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশক্রমে সরকার আরও ৩ বৎসর পর্যন্ত ইহার মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত আইনের মূল বিশেষত্ব হল :—

"যে সকল বাড়ী বাসের জন্য, বা প্রধানতঃ বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই সকল বাড়ীর মূল ভাড়া নিম্নোক্ত হারে বৃদ্ধি করা হইবে :—(ক) মূল ভাড়া মাসে ৫০ টাকার বেশী না হইলে শতকরা ৯০ টাকা। (খ) মূল ভাড়া মাসিক ৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১৫০ টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা ১২½ টাকা। (গ) মূল ভাড়া ১৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা পৌনে ১৩ টাকা। (ঘ) মূল ভাড়া মাসিক ৩০০ টাকার অধিক হইলে শতকরা ১০ টাকা; যে সকল বাড়ী বাসের জন্য বা প্রধানতঃ বাসের জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল বাড়ীর ভাড়া নিম্নোক্তরূপে বর্ধিত হইবে :—(ক) মূল ভাড়া মাসিক ৭৫ টাকার বেশী না হইলে শতকরা ১১ টাকা। (খ) মূল ভাড়া মাসিক ৭৫ টাকার বেশী, কিন্তু ১৫০ টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা ১২ টাকা। (গ) মূল ভাড়া মাসিক ১৫০ টাকার বেশী, কিন্তু ৩০০ টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা ৩৬০ টাকা। (ঘ) মূল ভাড়া মাসিক ৩০০ টাকার অধিক হইলে শতকরা ৪০। কলিকাতার বাহিরে অন্যত্র স্থানের বাড়ী ভাড়ার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হইয়াছে :—যে সকল বাড়ী বাসের জন্য বা প্রধানতঃ বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই সকল বাড়ীর ভাড়া নিম্নোক্তরূপে বর্ধিত হইবে :—(ক) মূলভাড়া টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা ১০ টাকা। (খ) মূলভাড়া ৭৫ টাকার বেশী হইলে শতকরা ১১। যে সকল বাড়ী বাসের জন্য বা প্রধানতঃ বাসের জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল বাড়ীর নিম্নলিখিত হারে বর্ধিত হইবে :—(ক) মূল ভাড়া মাসিক ১০ টাকার অনধিক হইলে শতকরা ১০ টাকা, (খ) মূল ভাড়া মাসিক ১০ টাকার অধিক, কিন্তু ৩০ টাকার অনূর্ধ্ব হইলে শতকরা ৬০ টাকা, (গ) মূল ভাড়া মাসিক ৩০ টাকার বেশী হইলে শতকরা ৫০ টাকা।

আপাতদৃষ্টিতে বেসিকে বাড়ীওয়ালাদের স্বার্থের অনুকূল এবং অবশ্যকের পরিপন্থী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবের ভিত্তিতে একটু সুক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রস্তাবিত আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ। যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় বাড়ীভাড়া ৫০ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধ থামিবার পরেই বাড়ীওয়ালাদের অন্যায় অযৌক্তিক মুনাফার বাহার উঠিয়াছে। কাজেই ১৯৪১ সাল হইতে ভাড়া বৃদ্ধির ভিত্তিকে ১৯৪৯ সালে ফলাফলের করিবার সরকার যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিয়াছে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থেরই বাড়ীওয়ালাদের যথাসম্ভব কম উদ্বেগিত করিয়া আসরে অবিলম্বে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাড়াটিয়া ও উপভাড়াটিয়াদের স্বার্থে থাকিয়া সিলেক্ট কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির মতে ভাড়ার জন্য মামলা চালাইতে যাহা কালে, কোন ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। এতদ্ভিন্ন যে সকল ভাড়াটিয়া মূল বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে বাড়ী ভাড়া লন নাই, তাঁহারা যাহাতে পরবর্তী বাড়ীওয়ালার অধীন ভাড়াটিয়াত্বে গণ্য হইতে পারেন সেজন্য কমিটি 'ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত পরিবর্তনের' সুপারিশ করিয়াছেন। এই সকলের উপভাড়াটিয়াদিগকে আইনতঃ স্বীকার করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্তমান অবস্থায় ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব অন্যায় অযৌক্তিক বলিয়া মনে করি, কিন্তু ইহার দ্বারা যদি অন্ততঃ বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে সদ্ভাব স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই বিপ্লবাত্মক আইনও আমরা সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারা মূল চ্যাক সহেও যদি হইয়া লক্ষ লক্ষ কপর্দক করিয়া বাস্তু বাড়ীভাড়া পাইতেছেন না, তাঁহারা ইহাতে আরও বঞ্চিত হইতে পারিবেন না। এজন্য বেসামরী নিয়ন্ত্রণ আইন করিলেও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বাড়ী ভাড়াদাতাদের এই সকল লোকের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে চাহিয়া ও যোগানের বৈষম্য। অতএব এই অবস্থার সমাধান করিতে হইলে সাধারণকে অধিকতর আবাসযুক্ত বেসরকারী এবং নূতন গৃহাদি নির্মাণে অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে।

ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ দেশের শিল্পপতিরা অন্য কত ভারতীয় পুনর্গঠনের জন্য বিদ্যুৎ আহরণ পরি-

সংবাদলিপি

ওয়াশিংটন

চলতি ব্যবসা সম্পর্কে নানাপ্রকার মন্তব্য—এশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্ক—চীনে মার্কিন অর্থসাহায্যের পরিমাণ হ্রাসের সম্ভাবনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী—গত দুই তিন সপ্তাহ যাবৎ মার্কিন বাজারে যে মন্দার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার ফলে ব্যবসায়ীরা যতটা আতঙ্কিত হইয়াছেন তাহার চেয়ে বেশী আতঙ্কিত হইয়াছেন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ও রাষ্ট্র পরিচালকবর্গ। তাঁহাদের কাহারও এই সম্বন্ধে যে আলোচনা শুরু হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা-পরিষদের সভাপতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমেরিকানদের আয়ের অধিকাংশ ইতিমধ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সঙ্গে ৩০০ খৃষ্টাব্দের রোমান সাম্রাজ্যের তুলনা করা চলে। হার্পার্স ম্যাগাজিন এই সম্বন্ধে যে লেখা প্রকাশিত করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর খুচরা বাজারে মাল যোগাইবার জন্য আমেরিকা তাহার ক্ষমতাকে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করিতে যাইয়া আরও অভিশপ্ত করিয়াছে এবং আর্থিক সঙ্কটের আশঙ্কা আনিয়াছে। লেখক মার্কিন সরকারের এশিয়ার জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহ করার নীতিকে সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই খাদ্য সরবরাহের ফলে এশিয়ার জনের হার আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের খাদ্য যোগাইবার ক্ষমতার অতীতে গিয়া দাঁড়াইবে। তিনি এই সম্পর্কে চীন ও জাপানের কথা উল্লেখ করেন এবং খাদ্য সরবরাহ দ্বারা এই দুই দেশে শিল্প বিস্তারে মার্কিন সরকারের নীতিরও সমালোচনা করেন। তাহার মত এই যে, খাদ্য সরবরাহের ফলে এই দুই দেশে জনের হার বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশে শিল্পের প্রসার হইলে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হইয়া মূল্যের মান বাড়িয়া যাইবে। ফলে পৃথিবীতে খাদ্য সমস্যা কখনও কোন সময়েই থাকিবে না। মন্তব্যটি বিশেষজ্ঞ মহলে না হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য উৎপাদিকা শক্তি কিছু কিছু ভাবিতেছে এবং লেখক বলেন যে, আমেরিকা, রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা ইত্যাদি খাদ্য উৎপাদনকারী বড় বড় দেশ গুলিতে জমির উৎপাদিকা শক্তি যেরূপভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে পরিণতি পৃথিবীর পক্ষে মারাত্মক হইবে। লেখকের মতে এশিয়ার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক হইলেও এক দিক দিয়া ইহাতে পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।

মন্দার বাজার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ লেখক ওয়াল্টার লিপম্যান বলেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতির জন্য এবং লোভিয়েটকে তোষামোদ করিবার জন্য সরকার যখন আমেরিকার শিল্পপতিদের দোষ দেওয়াই বিধেয় মনে করিতেছেন সেই সময় দেশের সোশিয়ালিষ্টরা এই কথা বারবার পরিবর্তন করিয়া বলিতেছে যে, মার্কিন ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিয়া ধর্মঘট সৃষ্টি করিতেছে। তিনি চীন ও জাপানের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই দুই দেশে এই মার্কিন অর্থের বন্যা সত্ত্বেও সেখানে মার্কিন দ্রব্য যাইতেছে না, বরং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার মতে ইহা স্বাভাবিক যে, মার্কিন ব্যবসায়ীরা তাহাদের সরকারের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং ইহার অধিকাংশ পুঁজিই বিদেশের বাজারে খাটা বন্ধ রাখিয়াছে।

এই সম্বন্ধে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা অনেকটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা এই পরিভ্রমণকালীন সময় কি দেখেন ও কি পাইলেন তাহাতে বিস্তারিত। পরিভ্রমণকারীদের আর একজন সদস্য মিঃ ক্রাউলি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার পুঁজি বিদেশে খাটিতে যাইবে না বলিয়া যে ধারণা তাহা ভুল। তাহার মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

> অপারিহার্য কারণে এই সংখ্যায় "বিশ্বপুঁজি" প্রকাশিত হইতে পারিল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। আগামী সপ্তাহ হইতে পুনরায় ধারাবাহিক "বিশ্বপুঁজি" প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। —সম্পাদক

লেখকের দেশগুলি সম্বন্ধে মিঃ ক্রেন বলেন যে, তিনি বলেন তাহাকে বলিয়াছেন যে, কুইন বাজার পরিবেশনকারী প্রায় অর্ধ ব্যাঙ্কিং আফ্রিকা ও বন্ধ আফ্রিকার উন্নতিতে বিনিয়োগ করিবে। মিঃ ক্রেনের এই পরিকল্পনা এখনে অনেকেই সমর্থন করিতে পারে না। ওয়াশিংটন পোষ্ট কাগজের মতে সরকার চীনে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমাইতে বাধ্য হইবেন।

এই সম্বন্ধে মার্কিন ম্যাগাজিন এসোসিয়েশনের সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশে যতদিন যে সঞ্চয় দেখা যাইতেছে তাহা বেশীদিন থাকা যাইবে না কাজেই ব্যবসায় যেন খুব সতর্কতা অবলম্বন চালু রাখে যে যা বিনিয়োগ করে।

লিভারপুল

কাপড়ের বিরুদ্ধে আলোচনা— রেলওয়ে বিভাগের খুব তিক্তরসে ভরা মাথাইয়ের উক্তি— ভারতের নূতন শুল্কবন্ধের বহুত্ব সম্পর্কে দু-একটা মন্তব্যালোচনা।

( )—এর সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৯এ জানুয়ারী—ভারত পরিভ্রমণ হইতে আসিয়া প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাবর্তনের পর হইতে মোহন মাথাইয় সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নের ভারিফ কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে অত্যন্ত তিক্তরসে ভরপুর হইয়াছে। ঐক্য যোগাযোগী আবেদন, যেন আজকাল ও ভারতে প্রত্যাবর্তন অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের আলাপ আলোচনার ফলে সরকারী মহলে কাপড়ের সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার ফলাফল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যে কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে, তাহা বেশ আত্মপ্রত্যয় সহকারে তাহার ভাষণে বিশ্লেষণ করিয়া আমেরিকা পরিত্যাগের পূর্বে তিনি এবং ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়াছেন যে কাপড়ের ব্যবসায়ী ছোট ছোটের মাল্লা করা হইলে এ ক্ষেত্রে কাপড়ীরা ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষেই ছোট দিবে এবং এ আশ্বাসের সেই পরীক্ষা বিষয়ে তার সকল সময়েই প্রস্তুত।

ঘূর্ণি পরিবর্তে কাপড়ে সম্পর্কে চুক্তির সিদ্ধান্ত সুফল হইতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু সেইজন্য সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নের সর্বাধিক কার্যকলাপে যাহাতে কোনপ্রকার বৈধিতা প্রকাশ না পায় তাহার জন্য সর্বাধিক মহল সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিলম্ব হইলে যত ক্ষতি না হইতে পারে তাহার অনেক অধিক ক্ষতি হইবে যদি কাপড়ের ব্যবসা অযথা বিলম্বিত করা হয়। যেহেতু, সর্বাধিক কর্তৃপক্ষের মতে শতকরা ৫০ ভাগের ক্রেতাদের সাধারণ ভারতের ইংরেজদের ব্যবসায় ও অভিজ্ঞতা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকার ভারতবর্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ ভারতীয় হস্তে করিতে পারিলে সকল ব্যবসায়ীদিগকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্টিজনক করিতে সক্ষম হইবে। এখানকার সকলেই আশা করিতেছেন যে ভারতীয় বাজার ও চুক্তির নিশ্চিত ভঙ্গ আবার সরকার নূতন উদ্যমে পুরুষকার সহকারে অধিকার চালাইবে কারণ বিদেশ এবং দেশবাসীরা আবেদনের ও ইহার সরকর্তৃপক্ষের ব্যক্তি পরিবর্তনের উপরে ভারত হইতে আমার সরকার কাপড়ের সম্পর্কে কি নূতন পরিস্থিতির পত্তন হইল তাহার পরিচয় করিয়া আর এক পত্র লেখা করিবেন।

মাননীয় মিঃ ভাই এন. মাথাইএর কাপড়ে বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া ইউনিয়ন পার্লামেন্টে যে সব মন্তব্য করিয়াছে তাহার মধ্যে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান ও ইকো. ই, এর সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহারা বলিয়াছেন যে, "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান" কেন্দ্রের উপর পার্লামেন্টের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তাহাদের মতে, ইন্ডিয়া ফাইনান্স কমিটি কেন্দ্রের বিষয়ক ব্যয় ও খুঁটিনাটিগুলির জন্য করিয়া বিচার করা যায় না। তাঁহারা আরও বলেন যে ফাইনান্স কমিটি বাজেটে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রের সেটের হস্তক্ষেপ করিতে পারেন তাহার ক্ষমতা ও সম্ভব তাহাদের দেওয়া উচিত। তবে তাহারা এই সমালোচনার গুরুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, সংবিধানে কেন্দ্রের সম্পর্কে বৈধিক ক্ষমতা এত বড় যাহাতে যে তাহাদের পক্ষে ফাইনান্স কমিটির সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার মত সাহস মোটেই হইবে না। তাহাই ফাইনান্স কমিটির সঙ্গে একমত

...হাতে শুল্ক বোর্ডের সভ্য সংখ্যা আরও ...হইবে। মুদ্রীতি সম্পর্কে যে সাব্যেন্দ্রনা ...উঠিয়াছে তাহা বাবাই করিয়া বলেন যে, মুদ্রীতি ...রোধ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর সাহায্য ...কিন্তু অবসরপ্রাপ্তদের সমবেতভাবে ...কোন উপযুক্ত কাজ পাওয়া ...না। তিনি আরও বলেন যোগ্য, বিশেষজ্ঞ, ...প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের অভাবের ...কথার বিষয় বিবেচনা করিয়া মুদ্রাস্ফীতি ...রোধে সরকার এখন হইতে ব্যবস্থা ...করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

...মিশরের এ. আই. সি. সিং অধিবেশনে ...মুদ্রা সংকোচের নূতন পরিচয় ও তাহার ...ফল বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তদানীন্তন ...অবস্থাগুলির প্রতি মাত্র আরোপ করা হয়। ...কেহ কেহ প্রকাশ করেন যে সাম্প্রতিক ...মুদ্রা স্ফীতির ফলে অবশেষে অধিকের ...ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইবে বলিয়া ...করেন। আমাদের দেশে কেহ কেহ ...মনে করেন যে, সরকার যদি ...পরিমাণ নোট বাতিল করিয়া দেন ...তাহা হইলে মুদ্রা সংকোচের ...ফল ভাল হইবে। কিন্তু এই ...সম্পর্কে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ...এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ...ফল ভাল হইবে না। ...সরকার যদি ...পরিমাণ নোট বাতিল করিয়া দেন ...তাহা হইলে ...ফল ভাল হইবে না। ...সরকার যদি ...পরিমাণ নোট বাতিল করিয়া দেন ...তাহা হইলে ...ফল ভাল হইবে না।

...ডাঃ ডালটন ...সম্পর্কে ...মন্তব্য করেন যে, ...সরকারের ...রাজস্ব বিষয়ক ...ও ...করিবে। ...আরও উহার ...যে, ...ব্যক্তিগত ...যে ...ব্যক্তিগত ...ব্যক্তিগত ...ব্যক্তিগত

সঙ্কলন

ভারতে বিদেশী খাদ্যশস্য

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) পর্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ১২ হাজার ৪০০ টন গম, ১৪ হাজার ১০০ টন চাউল, ১৯ হাজার ৪০০ টন যুদ্ধ ও ১০০ টন ময়দা আমদানী হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান বৎসরে ভারতে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানীর মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—

গম ১৪ লাখ ৩০০ টন, ময়দা ৮ হাজার ১০০ টন, চাউল ২২ হাজার ৪০০ টন, যুদ্ধ ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮০০ টন, ময়দার ২ হাজার ৩০০ টন, যব ৩৭ হাজার ৮০০ টন ও মিলো ২৪ হাজার ৬০০ টন।

উভয় বঙ্গের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য উভয় প্রদেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করায় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারেই একমত হইয়াছেন যে, উভয় প্রদেশের যে কোন একটিতে যে সকল পণ্য নিয়ন্ত্রণাধীন আছে সেগুলি ব্যতিরিক্ত অন্য সকল পণ্য দুই প্রদেশের মধ্যে অবাধে আদানপ্রদান চলিবে।

নিষিদ্ধ পণ্য লোপাট আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চালানী পণ্যগুলি প্রায়শঃই পরীক্ষা করিয়া দেখাও চলিবে। এসম্পর্কে অভিযোগ আসিলে যাহাতে তাড়াতাড়ি মীমাংসা হইতে পারে এবং চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া সমস্যা দেখা দিলে যাহাতে উহার সুরাহা হইতে পারে, তজ্জন্য এক প্রদেশের সীমান্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অন্য প্রদেশের সীমান্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সরাসরি আলোচনা চালাইতে পারিবেন। তাঁহাদের দ্বারা যদি কোন মীমাংসা না হয়, তবে রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনারকে জানাইতে হইবে।

এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রেরিত অ-নিষিদ্ধ পণ্য যদি আটক করা হয় তবে ক্ষতিই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যথাযথ জানাইতে হইবে এবং তিনি পূর্বোক্ত উপায়ে বিষয়টির মীমাংসা করিবেন।

পতিত জমি ব্যবহারের আয়োজন

ভারতীয় ইউনিয়নে রেল লাইনসমূহের দুই পার্শ্বে যে অনাবাদী পতিত জমি পড়িয়া আছে তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার পরিকল্পনা চোর্দ্দিবিধন দূরি করার বিবেচনাধীন আছে। জানা গিয়াছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাহাতে দূরি আলোচনাকে সাহায্য করার জন্য ঐ জমি কতকগুলি সর্তে ভারত সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহকে তাহাদের এলাকার মধ্যে রেল লাইনের পার্শ্বস্থ পতিত জমি পরিষ্কার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সকল জমি কাজে লাগাইবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সাহায্যদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন নিয়ন্ত্রণ

ইতোমধ্যে বলা হইয়াছে যে, ১৯৬৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মিয়ন আইনের এবং আগার ১৯৫ উপধারার প্রথম অবস্থা বলে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত অঞ্চলে পণ্য প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যথা—(১)পাকিস্তানের বাহিরের কোন স্থানে,(২)উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পশ্চিম ও উত্তর সীমা বেষ্টন বাহিরে কোনও উপজাতীয় অঞ্চলে বা পাকিস্তানের বাহিরে। ঐ সকল অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রত্যাহি যাতীত সকল প্রকারের ঔদ্ভিদিক যাবতীয় পণ্য প্রত্যাবর্তন এই আদেশ দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে।

(ক) উপরিউক্ত প্রকাশের 'খ' অংশে বর্ণিত যে কোন পণ্য, যাহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিত প্রত্যাবর্তন বাণিজ্য কন্ট্রোলার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স আছে।

(খ) উপরিউক্ত প্রকাশের যে অংশে বর্ণিত যে কোন পণ্য— যাহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বাহ, চাঁদ ও আমদানিতের সময় হইতে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক লিখিত প্রত্যাবর্তন বাণিজ্য কন্ট্রোলার কর্তৃক দি, ই, অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

(গ) বিদেশস্থ কোন ব্যক্তির ব্যবহারের সাজ-সরঞ্জাম ও ঘর প্রত্যাবর্তন অথবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশদের ব্যবহৃত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক লিখিত কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে বাহিরে প্রেরিত প্রত্যাবর্তন।

পাকিস্তান গেজেটের যে অতিরিক্ত সংখ্যায় উক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূল্য ১০০ এবং সেই সংখ্যা পাকিস্তানের সরকারী জেনারেলের প্রেসের ম্যানেজার (করাচী) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

জমি মূল্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞান

জমি অধিগ্রহণ (১৯৬৮) সংক্রান্ত বিল ও অভিজ্ঞানের দ্বারা সরকারের যে সকল জমি ক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়ার মেয়াদ আরও দুই বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা সম্পর্কে বিল দুইটি পরিষদে বাজেট পরিষদে পুনঃ গৃহীত হইয়াছে। মেয়োক্ত বিলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুখ্য ও রাজস্বমন্ত্রী বলেন যে, ভারতরক্ষা আইনে বলে যুদ্ধের সময় সরকার যে সকল ঘর ও জমি ক্রয় করিয়াছিলেন আগামী ৩১এ মার্চ হতে সে অভিজ্ঞানের মেয়াদ শেষ হইবে। পূর্বক্রয় হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক হাইওয়ের উপর ক্রমিকরের ক্রমাগত সরলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(শেষাংশ ২৯৩ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

"কমার্শিয়াল হাউস

১৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর

(১) মিঃ এম, সি, চন্দ্র, ডিরেক্টর : কলকাতা টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ; হরিপদ্মা কটন মিলস্ লিঃ ইত্যাদি।

(২) রায়বাহাদুর জি, ডি, সোরাইকা, প্রোপ্রাইটর : সোরাইকা অয়েল মিলস্ ডিরেক্টর : দি বেঙ্গল ইন্ডিগোজেন এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ, দি বেঙ্গল ভাইন ম্যানিং এণ্ড ইরিগেটিং মিলস লিঃ, বাঙ্কারহাট ব্রাঞ্চার্স লিঃ, ইউনাইটেড কনস্ট্রাক্টর্স লিঃ; সোরাইকা কেমিক্যাল প্রডাক্টস লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ; সোরাইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ; সোরাইকা হাউস অয়েল এণ্ড মার্কিন কোং লিঃ, সোরাইকা সোপ ওয়ার্কস লিঃ।

(৩) মিঃ জে, সি, মুখার্জী, এম চাঁদ এডিশনাল এডভোকেট জেনারেল, কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর : আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং ইত্যাদি।

(৪) মিঃ কি, এল, রায়, সার্জন, এডমাস্ট কাঁচ এণ্ড কোং।

(৫) মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর : কলিকাতা ইন্ডিগোজেন কোম্পানী লিঃ।

(৬) মিঃ এস, রায়, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

(মোট অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	...	১৬,৭৫,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১৬,৫৭,০০০৲ টাকা
রিজার্ভ	...	...	৭,০০,০০০৲ টাকা

মিঃ জে, এল, সেন

জেনারেল ম্যানেজার

খাদ্য সমস্যা ও সেচ পরিকল্পনা

(প্রথম)

...ত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ...স্যার মতো বাস্তবধর্মী যে ...র্ণাঙ্গ ক্ষমতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

...র ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ...য়ার বাস্তু সরবরাহের সমস্যা আরও জটিল ...ন করিয়াছে। বাস্তু সরবরাহের দিক দিয়া ...বিদনে উৎপন্ন হয় ১,১১,১১,০০০ টন চাউল ...৮০ টন গম এবং পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় ... টন চাউল ও ৮৩,৩৫,১৬০ টন গম। ...ন অতিরিক্ত খেসের একটি ব্যবস্থার পরিচয় ...

এই সমস্যা সমাধানের দুইটি পথ উপায় একটি হইতেছে বিদেশ হইতে বাস্তুশস্য এবং অপরটি হইতেছে দেশে বাস্তুশস্যের বৃদ্ধি।

...ই বিষয় বিশ্লেষণ করিতে গেলে দুইটি বিষয়ের ...

অবশ্য অতীতের যে আকর্ষণ করে ...দেশসমূহে বাস্তুর হইতেছে ১ কোটি ৮০ ...হাদের বাস্তুর ঘাটতি পরিমাণ ৪০.৫ লক্ষ ...বাস্তুর অনুপাতে ঘাটতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ...ন্যথা আশঙ্কিত। ইহাতে উপর আমদানী ...করিতে বাস্তুশস্য অনুসন্ধানের প্রশ্নটিকে ...না পড়ে। বর্তমানে বিদেশ হইতে ১০০ ...া চালের বাস্তুশস্য ক্রয় করিতে হইতেছে এবং ...বাস্তুশস্য বিক্রয় মূল্যের অতিরিক্ত স্বল্প ...হাইয়া প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হইতেছে। উদ্বৃত্ত বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ...দেশগুলির কাছে চেয়ের ঘাটতি মাফা এবং ...ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে।

...ঘাটতের সমস্যা দূর করা ও বাস্তুশস্য ...র বহু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কলকারখানা ...মোদী যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে ...। সুতরাং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ...তিক কাঠামোকে সবল ও সুদৃঢ় করিতে ...দের বাস্তুশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি সজাগ ...তে হইবে।

...ক পরিমাণে বাস্তুশস্য উৎপাদন করিবার জন্য ...ুপারিশ করা হইয়াছে—জলসেচন ব্যবস্থা ...ধ্যে অন্যতম। বৃটিশ ভারতে মোট ২০ কোটি একর আবাদী জমির মধ্যে মাত্র ৪ কোটি ৮০ ...র জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে ...াদন বৃদ্ধি করিতে জল সেচন ব্যবস্থা প্রচলনের ইতিমধ্যে গবর্মেণ্ট কতকগুলি সেচ পরিকল্পনা ...য়াকরী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ...ে ভারত সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক ...র সম্ভাবনীয়তার বিবেচনাধীন নদীর উপর বাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বাঁধ পয়ঃপ্রণালী (স্লুইসেস) ও যান্ত্রিক উত্তোলনের সাহায্য করিবে।

পরিকল্পনা :—

১। দামোদর পরিকল্পনা
২। কৃষ্ণা "
৩। মহানদী "
৪। সিন্ধু "
৫। ঘোম "
৬। নর্মদা-তাপ্তী "
৭। গঙ্গা "
৮। রেহাঁ "
৯। পঞ্জ "
১০। পূর্বোপকূল " (মাদ্রাজ)
১১। কেরীর বাঁধসমূহ

দামোদর পরিকল্পনা

দামোদরের বন্যাপ্রবণতা নিবারণ করিয়া নদীর জলকে বিভিন্ন জনকল্যাণে নিয়োজিত করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। দামোদর ও তার উপনদী-গুলিতে আড়াআড়ি ৩টি বাঁধ নির্মাণ করা উপত্যকার দুটি জলকে আটকান হইবে। এই বাঁধগুলির সাহায্যে নদীর জলকে কিছু কিছু করে ধরে করিয়া নিয়া খালে খালে প্রবাহিত করান হইবে। জল যখন নিম্নের এলাকা হইতে সরিয়ে নিয়া পরিবে তখন সেই জলপ্রবাহ হইতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। আর এই জলকে নদীতে জলসেচ এবং নৌচলাচলের সুবিধা হইবে।

দক্ষিণের বিস্তীর্ণ শুষ্কাঞ্চলসমূহ অঞ্চলে ১৮০ মাইল এবং বাংলা দেশে ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহার জল-স্রোত অতি ক্ষুদ্র হইলেও বর্ষাকালে অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। কৃতকর্মিকদের মতে বাঁধের ২০ মাইল নিম্নে দুর্গাপুরে বাঁধ বাঁধা উচিত। সেখান হইতে ইহার উপত্যকার ৮,১০,০০০ একর জমিতে সেচের সুবিধা হইবে এবং সর্বাধিকের প্রমান বাদ্যি রাণীগঞ্জ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করিবে। পলি অপসারণপূর্বক দামোদরের নিম্নপ্রবাহের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় স্থান পাইবে। দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বাৎসরিক ৪,০০,০০০ টন বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিজাত উৎপাদনের সম্ভাবনা বর্তমানে না থাকিলেও ভবিষ্যতে বাৎসরিক ৫ কোটি টাকার বেশি শস্য উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে। ইহার-সাহায্যে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি অদূরভবিষ্যতে সরবরাহ করা হইবে এবং এই শক্তিকে শিল্পকার্যেও লাগান হইবে। এই বাঁধের ১০ লক্ষ লোক এবং ২০ লক্ষ বার্ষিক যাত্রি উপকৃত হইবে এবং এজন্যেই দামোদর উপত্যকা সমিতি (Damodar Valley Corporation) নামক একটি সমিতি গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমিতি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনশীল হইবে এবং বিভিন্নপরি-কল্পনা ও পরিচালনা স্বাধীনভাবে করিতে পারিবে। এই বাঁধ কার্যকরী করিতে মূল পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা কেন্দ্রীয়, বিহার এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বহন করিবেন। সেচ কার্যের ব্যয় বাংলা এবং বিহার সরকার যে পরিমাণ উপকৃত হইবেন সেই অনুপাতে সেচের ব্যয়ভার বহন করিবেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা সমানভাবে বহন করিবেন এবং উক্ত বন্যা রক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা কেবলমাত্র বাংলা সরকারই বহন করিবেন। উপত্যকার মূলধনগঠিত কার্যের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা বিহার সরকারই বহন করিবেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বাংলা সরকারকে ৬৮ কোটি, বিহার সরকারকে ১১ কোটি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

...র্পোরেশন পার্লামেন্টেই দামোদর উপত্যকা কর্পো-রেশন গঠন ও ইহার কার্যাবলী এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে আইনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার পর এই পরিকল্পনাটি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা এখন বিবেচনাধীন। যদি দেওয়াই স্থির হয়, তবে এই কাজে যথাসম্ভব ভারতীয় নিয়োগ করার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং দুই কিস্তি ঋণ প্রদত্ত করার পর ঐ প্রতিষ্ঠান যাহাতে যন্ত্রপাতিসমূহ তাহার সংরক্ষণের ভার অর্পণ করেন সেই সম্পর্কে চুক্তি করার প্রস্তাবও হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষমহল মনে করেন, এই উপায়ে পরিকল্পনাটি অল্পকালের মধ্যে সময়ের মধ্যে কাজে পরিণত হইবে এবং ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অধীনে এই প্রকার বিশেষ ধরণের কাজে শিক্ষা পাইবেন। ইহা ভিন্ন ভারত সরকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মহাজনি পাইবেন যাহা বর্তমানে সংগ্রহ করা দুরূহ। এই পরিকল্পনা ৫ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সুইডিশ শ্রীযুক্ত এল, ডি, স্যাডলিন দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন বাবদের জন্য কিছুদিন আলোচনা উপলক্ষে করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্যাডলিন বলেন যে, সিলেই কমিটি প্রস্তাবিত কর্পো-রেশনের জন্য একদল আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্যাডলিনের হিসাব অনুযায়ী এই কর্পোরেশনের কার্যারম্ভের জন্য মূলধন ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। কিন্তু আবশ্যকমত ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

সিলেই কমিটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ আদায় করিতে পারিবেন। সিলেই

...কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত পরিকল্পনা চলিবে না। ইহা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বন্যা পরিবহণও পেশ করিতে হইবে।

কৃষ্ণা

এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বেলগাঁও ও বিজাপুর জেলাগুলিতে সেচব্যবস্থা সম্ভব হইবে। ইহার বিশেষ ব্যবস্থায় ৭৫০ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ বেলগাঁও দুধ-গিরিবর্ত্মের উপর নির্মিত হইবে। ইহার দ্বারা সমুদ্রগামী অতিরিক্ত বারি আটকান যাইবে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ একর ফিট জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে ও ১০ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে। বেলগাঁও যেখানে কৃষ্ণা নামক নদ অতিক্রম করিয়া উহুক গহ্বরে পড়িয়াছে তাহার কিছু নিম্নে একটি বাঁধ এবং অন্য বাঁধ দুইটি খালসহ নির্মিত হইবে যেখানে বিজাপুর সীমানার নিকট। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বেলগাঁও ১০ লক্ষ একর এবং বিজাপুর ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য সম্ভব হইবে। কলিকাতা হইতে পম্বা এবং কৃষ্ণার সাহায্যে প্রায় কার্নাটক অবধি নৌকা চলাচলের সুবিধা হইবে। হোয়াংহো যেমন চীনের দুঃখ নামে পরিচিত, কৃষ্ণাও তেমনি বিজাপুরের দুঃখস্বরূপ। প্রস্তাবিত বাঁধ যে কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণে সুফল সেচকার্যের সহায়তা করিবে তাহা নহে—ইহা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং তাহার দ্বারা কয়েকটির কল চালানো এবং বর্ধ, রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি মূলধন যন্ত্রের কারখানায় সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করাও সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাড়ে-নয় কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে আশা করা যায়।

মহানদী

ইহার জলসংগ্রহের ক্ষেত্র আনুমানিক ৭১,০০০ বর্গ মাইলব্যাপী। এই পরিকল্পনায় তিনটি বাঁধ নির্মিত হইবে। প্রথমটি সম্বলপুরের নিকট হীরাকুদে, দ্বিতীয়টি তিকারপাড়ার এবং তৃতীয়টি কটকের নিকট নারাজে। হীরাকুদ সম্বলপুর হইতে মহানদীর ১ মাইল উর্ধ্বে এবং তিকারপাড়া ১৩০ মাইল নিম্নে অবস্থিত। ইহার দ্বারা বিহার এবং পূর্ব রাজস্থানে ১৫ লক্ষ একর জমিতে সেচব্যবস্থার সুবিধা হইবে ও ৪ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। হীরাকুদ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ৩০০ মাইল নৌচলাচল সম্ভব হইবে এবং ১৮৩ খানি গ্রামবাসীর পুনর্বসতি করা হইবে; এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩৭৮১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকার অংক নিম্নরূপ হইবে :—

বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য ৩.১১ কোটি, সেচকার্যের জন্য ১১.১২ কোটি, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ২৯.৫৮ কোটি এবং নৌচলাচলের জন্য ১ কোটি। বিভিন্ন কার্য ক্ষেত্রের জলসোত-সেচ-নৌচলাচল কমিশনের উপর অর্পণ করা হইবে। এই কমিশন উড়িষ্যা সরকারের একটি বিভাগে কাজ করিবেন এবং তাঁদের কাজ সন্তোষ হইলে উড়িষ্যা সরকারের সাথে চুক্তি অর্থ করিবেন।

তিস্তা

উত্তরবঙ্গের বন্যা নদীগুলির সহিত সংযোগ সমন্বয়ের দুইটি খাল খনন করা হইবে এবং জলপাইগুড়ির নিকট একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনায় ৭০ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইবে এবং ১,০০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহার দ্বারা নৌচলাচলের সুবিধা হইবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে পাট, চা এবং অন্যান্য বাগিচাগুলি, কালিম্পং এবং সিকিমজাত দ্রব্য সমূহের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

সোন

এই নদীর সাহায্যে বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং রেওয়া রাজ্যের জলসেচের জল নিয়ন্ত্রিত হয়। সোন এবং ইহার উপনদীগুলির উপর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সরকার বিহার সরকার উপর 'ডিহরী' বাঁধের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইহার সাহায্যে ১,৪০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। জিলার হইতে সোন নদীর খাল পর্যন্ত সেচ কার্যের সুবিধা হইবে এবং পাটনা অবধি নৌচলাচল সম্ভব হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে ইহা এশিয়ার বৃহত্তম একটি সেচ পরিকল্পনা বলা হইবে। ইহার উচ্চতা হইবে ৩০০ ফুট, বেড়ের বাঁধ হইবে ৮০ ফুট উচ্চ। ইহার জলসোত ৭,০০০ বর্গমাইলব্যাপী। এই বাঁধের জলভাণ্ডারের জল সংরক্ষণ করা হইবে ২০,০০,০০০ কিউবিক ফুট এবং ইহার বিস্তৃতি ১৫০ মাইল দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং আশা করা যায় যে, ১,৫০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে এবং প্রতি ইউনিটের খরচ পড়িবে ২ পাই।

রেওয়া সরকার এই বাঁধের সাহায্যে সিমেন্ট, কাগজ, কাচ, কাঠ, চিনি, অ্যালুমিনিয়ম, প্লাই উড, বিদ্যুৎচালিত কল প্রভৃতি শিল্প, কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থা এবং প্রচুর দুধের সাহায্যে বহুদূর চাষ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

নর্মদা-তাপ্তী

এই নদী দুইটি বোম্বাই প্রদেশের সমৃদ্ধি বর্ধন করিতেছে। ইহার উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া এই শক্তি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে ৫টি স্থান চিহ্নিত করা হয় এবং শেষে ৮টি স্থানে বাঁধ বাঁধিবার জন্য সুপারিশ করা হয়। নর্মদা-তাপ্তী, পম্বা এবং মহানদীর সমস্ত জল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বারোমাসই সেচের কাজ সম্ভব হইবে এবং তুলা, গম এবং অন্যান্য শস্য উৎপাদনের সাহায্য হইবে। এই পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনও সম্ভব হইবে। এই নদী দুইটির উপত্যকায় সিমেন্ট, লৌহশিল্প, রং, বস্ত্রশিল্প এবং কাগজশিল্প গড়িয়া তোলার সুবিধা হইয়াছে। এই নদী দুইটি নৌচলাচলের সহায়ক হইবে। এই কাজ সম্পন্ন হইলে বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও কতকগুলি শেষ্টরবাসী উপকৃত হইবে। ইহার দ্বারা ১,০০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চম্বল

এই নদী মধ্য-ভারতে এবং রাজপুতানার প্রায় ৩৯,০০০ বর্গ মাইল জল বহন করে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে সেচ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মোট পরিকল্পনা

ঘাটালার এই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণপূর্বক দুইটি খালের সাহায্যে উত্তর এবং দক্ষিণ তীরে কৃষ্ণার জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ঔরঙ্গাবাদ সরকার এই নদীর উপত্যকা যেখানটায় নামক স্থানে একটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের কালে তৎকালীন পুরুষোত্তম শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জি বিহারের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের সহিত এই পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করেন এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ১,২০০ বর্গ মাইল সেচ কার্যের সুবিধা হইবে এবং বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইবে এই বাঁধ নির্মাণ কার্যে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

গত ২২এ ফেব্রুয়ারী বীরভূমে শ্রীযুক্ত মুখার্জি মহাশয়ের উপস্থিতিতে সেচ-পরিকল্পনার প্রাথমিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে বাঁশটি দ্বারা সম্পন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা ১৩ মাইল দূর ১০২ ফুট উচ্চতা ও ১৫ ফুট পরিধি। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ৯ মাইলেরও অধিক স্থানে এই বাঁধ বিস্তৃত হইবে এবং প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে। ইহা ভিন্ন উহা হইতে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং সেচকার্য বন্ধ থাকিলে আরও এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে।

দামোদর পার্লামেন্ট কার্যের পরিকল্পনা মূলী হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতায় কৃষি, শোন, গঙ্গা এবং অন্যান্য উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য অর্থ ধার্য করা হইয়াছে।

গঙ্গা

সেচের উন্নতি ও জলাবতীর পুনরুদ্ধারের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গার উপর বাঁ বিহারের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন ভাগীরথীর পূর্বতীরের অধিকাংশ নদী, যেমন—জলাঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী, বাগাড়াঙ্গি, ইছামতী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধরাশায়ী নহে. এই সকল নদীর পুনঃ খনন করিয়া বন্যা-জলকে সমুদ্রাভিমুখে

...ছে উক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সরকারের অভিমত এই যে, পঞ্চাশ উপর ধীর না করিলে ভাখাড়ার উচ্চ হইবে, ফলে বন্যা বন্ধ হবে, কেবল উন্নতি হইবে না।

পাঞ্জাব (ভাকরা)

পূর্বাঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে সরকার ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে লিয়া ভাকরা এবং নাঙ্গল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে বিশেষ ...ছেন। এই পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলের কৃষি শিল্পে উন্নত হইবে। ইহা ভিন্ন আরও দুইটি ...ছনা (পূর্বাঞ্চলে) কার্যকরী করিতে আরও কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা ...ছে এবং ইহাতে ৫ হইতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে বলা হইয়াছে।

...

...ছোক সরকার ১৯৫৩-৫৮ সালে অধিক ফল ...ন পরিকল্পনায় ১৩টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া-

...ছেন যে ইহার দ্বারা ২৫,০০০ একর জমিতে ...য় সম্ভব হইবে। নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি ...লো :-

সেলম-পরিকল্পনা

...ই পরিকল্পনার সম্প্রসারণে [illegible] পুকুরগুলি সংস্কার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সিমেন্ট বাঁধ নির্মিত হইবে ...রার দ্বারা ১১,০০,০০০ একর জমিতে চাষ সম্ভব ...। ইহার দ্বারা তুতিকোরিন, তুতিকুডি, ...লেশ্বর, তিরুচেন্দুর এবং দক্ষিণ আর্কট জেলা বিশেষভাবে উপকৃত ... সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৮০ ...টাকা ব্যয় হইবে এবং ইহার দ্বারা ১২,৪০,০০০ ...কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইবে।

...রা

...ই পরিকল্পনায় সেলম এবং কুড্ডপা জেলায় ... একর জমিতে কৃষিকার্য সম্ভব হইবে এবং ... টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। ইহা কার্যকরী ... ১৭ কোটি টাকা খরচ হইবে।

...ম সাগর

...ই পরিকল্পনায় ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার একর ফুট ... চাষ আরও সম্ভব হইবে এবং বর্তমানে কর্ষিত ... একর জমিতে সেচের সুবিধা হইবে। এই ...না কার্যকরী হইলে ১৩,০০,০০০ টন খাদ্য ...হইবে এবং ইহা কার্যকরীকরিতে ৯০ কোটি খরচ হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

...ী (নিম্ন)

...ই পরিকল্পনায় কোয়াটুর জেলার ১,৮৬,০০০ ...জমিতে চাষ-আবাদ সম্ভব হইবে এবং ইহা ...ই জমিতে ৯ কোটি টাকা খরচ হইবে অনুমান ...

পাম্বাকোটী পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩ কোটি টাকা খরচ হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

মালামপুঝা (Malampuzha) পরিকল্পনা

পালঘাটের নিকট এই বাঁধ নির্মিত হইবে এবং ইহাতে ১১৯ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এই বাঁধের পালঘাট তালুকের সাহায্যে ৬০,০০০ একর জমি ... একর এবং ১৮,০০০ একর জমি ৩ ফসলি হইবে আশা করা যাইতেছে।

ভাইগাই (Vaigai) পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় ৩,০০০ একর অধিক জমিতে চাষ সম্ভব হইবে। ২১ মাইল লম্বা একটি খাল মদুরের দ্বারা তিরুমঙ্গলম তালুকে ১৮,০০০ একর জমি কৃষির উপযোগী হইবে।

গুজরাট

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গুজরাটের সেচের প্রয়োজন। ১৯৫১ সালে তাপ্তী বাঁধ-পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। প্রয়োজনের দাবিতে সরদার-সরোবর-নর্মদা পরিকল্পনার কাজ যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করা উচিত।

মহীশূর রাজ্য সাত্তারহী পরিকল্পনা

মহীশূর সরকার বাঙ্গালোর হইতে ১৮০ মাইল দূরে অনেকগুলি উপর সাত্তারহীতে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিম্নোক্ত তেরোটি তালুকের [illegible] কৃষিকার্য তালুক এবং চিতলদ্রুগ জেলার সমস্ত উন্নতি সাধিত হইবে। এই পরিকল্পনায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন করিয়া ১৮৫ ফুট উচ্চ এবং ৩৫০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট বাঁধ নির্মিত হইবে। ইহার সাহায্যে ১১,১০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট জল-ভাণ্ডারের উপযুক্ত একটি জলাধার নির্মিত হইবে। তদ্ভিন্ন উচ্চ ভূমি হইতে খাল খননের দ্বারা বর্তমানে ১৩১,০০০ একর জমিতে কৃষিকার্য সম্ভব হইবে এবং ভবিষ্যতে ৪,০০,০০০ একর জমিতে কৃষিকার্য সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা দ্বারা ১৭,০০০ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

...বাদুর

১৯৫০ সালে ...বাদুর পাটীয়ালায় (Patiyala) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ায় সেচ কার্যের সুবিধা হইয়াছে। ...বাদুর বাঙ্গলোর নিকট ...বা ঘাটটির নাম। সুতরাং লেচের (Lift) সাহায্যে ৩,০০০ একর এক ফসলি জমির জমিকে ২ ফসলি জমিতে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকার ছোট ছোট পরিকল্পনা ছাড়া ...বাদুর সরকার দক্ষিণ ...বাদুরে পেচ্চানীতে একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কোয়েম্বাটুর এলাকায় ১৮,০০০ একর জমিতে বার্ষিক চাষ সম্ভব হইবে।

...রোদা (নবরঙ্গপুর)

এই বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্যন্ত হইতে উঁচিয়া উক্ত পরিকল্পনা ১৯৫২ হইতে বোম্বাই সরকার ধারাইং (Dharoi) একটি জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বোম্বাই অপেক্ষা গুজরাটেরই বেশী উপযুক্ত হইবে এবং ...বোম্বাইয়ের পক্ষে সামঞ্জস্যের মধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাট সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী এখন ধারাই (Dharoi) জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সংরক্ষণ ক্ষমতা হইবে ১৮,০০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট। ধারাই বিজাপুর হইতে ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সবরমতীর উপর ৪,০০০ ফুট লম্বা করিয়া এই বাঁধ নির্মিত হইবে। বর্তমানে বোম্বাই সরকারও এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ধারোদা, ইহার এবং আরেকবারে ২,০০,০০০ একর জমিতে চাষ সম্ভব হইবে। ইহার দ্বারা ৩,০০০ কিলো-ওয়াট জলজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে। দুগ্ধ এবং অন্যান্য শস্যাদির আবহাওয়ার উন্নতি সাধন এবং মাছের চাষও এই পরিকল্পনায় সম্ভব হইবে। ইহার জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে এবং ধারোদার অংশে ৩ কোটি টাকা পড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

বিপন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

সদ্যুক্ত তহবিল ২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ভারতীয় ব্যবসায়ের জন্য "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমস্ত ভেদব্যাঙ্কী ব্যাঙ্কসমূহের সমস্যায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ৫০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

আজকের কথা

বাজেটের পরে

কলিকাতা, অফিসের সময়

বহু প্রতীক্ষিত বহুচর্চিত বাজেট গত সোমবার, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পরিবর্তে শেষ করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের ইহাই সর্বপ্রথম বাজেট বাজেট। কিন্তুকিমাকার হেতু বহুদের বাজেট বাজারে যে বিশেষভাবে পর বিশেষভাবে আকর্ষণ হইয়াছে তাহাতে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে এই বাজেট দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হইবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চেট্টি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করিবার সময় গত বছরের বহুদে যে ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি বিধানসভার তাহাতে অন্তরার বর্তমান বজায় পরিবর্তে লাভ হইবে বলিয়াই সকলের প্রতীত হইয়াছিল। তাই আমলাতা বাজেটে শিল্প ও বাণিজ্যের উপরে আরোপিত করভারের যে পরিবর্তন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার উনত নিকট করিয়াই বাজারে। তথাকথিত বিশ্ব করিয়ে হইবে

বাজেট যে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অনুকূল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত কারণে বাজারের উহাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে হয়:—

(১) প্রথমতঃ বাজেটে লভ্যাংশের সর্বোচ্চ সীমা ১৯৫৬ সাল হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত করের সর্বোচ্চ সীমা ছয় লক্ষ হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় উন্নীত হইয়াছে।

(৩) অতীত লাভের উপর আয়কর টাকায় এক আনা হ্রাস করা হইয়াছে।

(৪) রিজার্ভিলসাপ্লিমেন্টকে যে হারে টাকাটা আয়কর দিয়া অন্যান্য কর ধার্য করিবার সময় ধরে দেওয়া হইবে।

(৫) বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যান্য ব্যাপারে দান বিদায়ে যাহা অনুযোগ্য আয়ের সর্বোচ্চ ৫% অথবা ২৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেক কোম্পানীকে কর ধার্য করিবার সময় অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

(৬) ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বৎসরে ২০০০০৲ অথবা তাহার লাভ করিয়া থাকে তাহাদের নিকট হইতে যে হারে অর্থের আদায় করা হইবে।

উপরিউক্তভাবে শিল্পের করমুক্তি দেওয়ার সরকারকে বৎসরে বিভিন্নাধিক ৬ কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ আগামী বৎসরে ঐ পরিমাণ টাকা অন্যান্যভাবে আদায় করিতে পারিবে। এবারকার বাজেটের ইহাই বিশেষত্ব এবং একটী স্বাধীন দেশের সাধারণ বাজেটে শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য যেরূপ সুবিধাজনক সর্তের সন্নিবেশ থাকা আবশ্যক তাহা এই বাজেটে পরিলক্ষিত হয়। গত বৎসরের বিধানসভা বাজেটের সহিত তুলনা করিলে এই সর্তগুলির ফলপ্রদকারিত্ব বিশেষ উপলব্ধি হইবে। গত বৎসরের বাজেটে যে প্রস্তাবিত বৃদ্ধি, তাহা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই ছিল তাহার প্রমাণ সভা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে শিল্পোন্নয়নের উদ্যোক্তা হইয়া দেখানে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা এই বৎসরের বাজেটের উপরিউক্ত বাধাগুলির সামান্য আলোচনা করিলেই স্পষ্ট হইবে। কারণ ও ব্যক্তিগত মালিকানা বলিয়া কোন কিছু অবলম্বন কোন অনুকূল বাস্তবের করেন নাই, তাহার বিশ্লেষণের সাথেই যে দেশের বৈদেশিক সহায় পাওয়া যাইবে সে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাহার আছে।

কিন্তু অন্যান্য মূলের শিল্প বলিয়া যাহা স্বীকৃতি যে বাজারে বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা বিস্তারই অস্বাভাবিক। অধিকার সন্তায় বাজেট প্রস্তাবিত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই দরের অবনতি ঘটে। সোনার অবশ্য অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন ঘটে এবং দরের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে অনুসারের প্রস্তাবিত বাজেট মোটামুটি সন্তুষ্ট হইলেও ইহার অনেকের অনেক বেশী প্রত্যাশার আশা দোষন করিয়াছিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর করভার লাঘব করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে একাধিকবার যে প্রতিশ্রুতি বিধানসভার তাহারই এই বাজেটের আসরে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ পরিষদের অবস্থার যে সামান্য দেখা মনে হয় তাহা হইবে। তাই আশা সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হওয়ায় বাজেট প্রস্তাবিত হওয়ার পরে দরের অবনতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সোনার বাজেটের পরিবর্তনীয় সময়ে উপলব্ধি হওয়ার পরে আবার দরের উন্নতি হয়। এই মূল্যবৃদ্ধি বর্তমানে অবশ্যই থাকা উচিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু "মজবুতী" মনোবৃত্তি যদি সুবিধার মূল্যবৃদ্ধির ধারণ করা হইলে বিপদের হইবে।

ইন্ডিয়ান হোটেল অব কমার্স, বাঙ্গালোরী হোটেল অব কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি আলোচ্য বাজেটকে যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহাতে দেখা যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বাজারের উন্নতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আগামী বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত ১৫০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাতে সকলকার হইতে হইলে সরকারকে অন্তর্বিভাগে বাজারের সাহায্য আশ্রয়েই হইবে। তাই বাজারে স্থায়ী দরের আধিক্যে এতকের অবসর বলিয়াই মনে হয়। যেসারে বণ্টনবিশেষজ্ঞগণ বাজারে যে প্রস্তাব পাইয়াছেন তাহা অবহেলা করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কাপড়ের কলগুলির বিষয় উহার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সরকার সহায়তা না হইলেও তাহার সংকার সম্প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাহার কোন পরিবর্তন আসিবে না। পাকিস্তানের বাজেটেও ১০ কোটি টাকার উপর বাড়তি হইবে তাহাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তাহাদের ব্যাপারে আর বেশী কিছু অবশ্য হওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী বাজারের অবস্থা সন্তোষজনক হইলে যেসব কলগুলি বিশেষ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। এবারকার বাজেটে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সরকারী ঋণ—

৩% ঋণের ১৯৬৮ ১০৩৮/০, ৩% ঋণের ১৯৩৭ ১০১৮/০, ৩% ঋণের ১৯৫৭ ১০২৮/০।

কাগজের কল—

কাজ আশা করাযাই হইয়াছে, দরেরও কিছু পরিবর্তন হয় নাই। বুধে ০০২ কিন্তু ডিভিডেন্ড ১৯৫৫ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এই বিভাগের কাজ বিশেষ হয় নাই। তবে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। যেমন ৪৫০ ধরাকর ১০৮/০, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ১৮/০, ইস্টার্ন ১৯৯, ও ওয়েস্টার্ন যেমন ৬৮/০ পর্যন্ত হয় প্রতিপন্ন হয়।

চটকল—

কয়েকটি হেয়ারলসের কোম্পানীগুলি যেন সেয়ার বন্টন করিয়া বলিয়া বাজারে কিছুদিন যাবৎ আকর্ষণীয় ভাবে হয় বাড়িয়া রহিয়াছে। অন্যান্য যেন কলিকে কাজ বিশেষ হয় নাই, তবে লাভের উন্নতিই করিয়াছে। বরানগর ১১১৲ ডেলিভারী ফেব্রুয়ারী ১৮৮৲, হাওড়া১৮৮৲, উত্তরপাড়া যেন যেমন ১৫২৲, নৈহাটী ১৯৫৲, বিলাসের ৮৫৲ ইত্যাদি ৩১৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কাজ বেশী হয় নাই। বেঙ্গলমেট ১১৲, ডিটারিয়া ডিফার্ড ১৮৮/০, ১ ৬৮৲, ইন্ডিয়ান স্যালভেজ৪৫৲, ইন্ডিয়া আয়রন ৩৯৲, ইন্ডিয়ান টিন প্যাক প্রভৃতি ১৯৮/০ (অগ্রিম), যেমন ১৩৮/০, টিন কর্পোরেশন ১৯৮/০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

বিবিধ বিভাগের কোম্পানীগুলি সাধারণ হইয়াছে কেহ কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। যি, আই, ডেভেলপমেন্ট ১৯৫ এফ, সি, অফসার ১১৯৫ ইন্ডিয়ান টেলিফোন ৪৯৫ যেমন টিনপেন ১৮৲, আসাম 'সি' ৬৮/০, টিটাগড় যেন ৪৫৲, ব্রাডলি যেন্ডারসন ১৮৫৲, ব্রাডলি বার্ড ১৯৫ ব্রাডফুড টোবাকো ৩৮৫৲, ওয়ালফোর্ড ৪৮/০ ও বাজার বন্ধ হইয়াছে।

চা—

১৮ কোম্পানীর কাজ খুব কমই হইয়াছে। ইহা মাসের ১৮৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে

বোম্বাই বাজার

বরাদ্দ ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

ভূলা

গত সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী ঝোঁকের পরিচয় দিয়াছে। পাকিস্তান হইতে আমদানি তুলার উপর শুল্ক শতকরা ১ টাকা হইতে শতকরা ৫ টাকায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে এই ঊর্ধ্বমুখী ঝোঁক দেখা যায়। কলিকাতা বন্দরে ৪৫৮ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪৬৩ টাকায় উঠে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তুলা ও সুতার উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে পাকিস্তান আমেরিকা সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানি করিতেন। তাহার মধ্যে ৮ লক্ষ গাঁইট আমেরিকা হইতে আসিত। পাকিস্তান সরকার প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ গাঁইট আমেরিকা হইতে আমদানি করিবেন বলিয়া আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ গাঁইট আমেরিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে অস্বীকার করেন।

আমেরিকা সরকার বোম্বাই এবং তুলার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, সরকারের হিসাবমত ইং, তুলার উৎপাদনে হ্রাস অনুমান করা যাইতেছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, ১৬,৫০,০০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, ১৪,০০,০০০ গাঁইট পাওয়া যাইবে। পাকিস্তানের হিসাবমতো হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে ব্যবসায়ীদের অভিমত এই যে, পূর্ব্বে যেখানে ১৪,০০,০০০ গাঁইট আশা করা হইয়াছিল, সেখানে বর্ত্তমানে ৮,০০,০০০ গাঁইটের বেশী সম্ভবতঃ উৎপন্ন হইবে না।

	বম্বে	ভূলাই হেডিলস	ভূলাই হেডিলস	ভূলাই হেডিলস
	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
১৮ই ফেব্রুয়ারী				
সর্ব্বোচ্চ	৪৬১ —	৪৬৯ —	৪৬৯ ১১	৪৬৯ ১১
সর্ব্বনিম্ন	৪৫৯ ৮	৪৬১ ১২	৪৬১ ১১	৪৬১ ৪
২২এ ফেব্রুয়ারী				
সর্ব্বোচ্চ	৪৬১ ৮	৪৬৮ ১২	৪৬৯ ১১	৪৬৯ ১১

সোনার বাট

গত সপ্তাহের সপ্তাহান্তে সোনার বাটে খানিকটা উন্নতি দেখা যায়। ৪৮,০০০ হইতে ৪৯,০০০ তোলা বাটে মজুত বাড়িয়াছে। মফঃস্বল হইতে দৈনিক ২,০০০ হইতে ৩,০০০ তোলার আমদানি হইতেছে। রৌপ্যের দর ১২১ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

	স্বর্ণ	রৌপ্য
১৮ই ফেব্রুয়ারী	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
সর্ব্বোচ্চ	১৩৪ ১২	১৪৮ —
সর্ব্বনিম্ন	১৩৭ —	১৪৭ —
সন্ধ্যায়	১৩৯ —	১৪৮ ৮
২২শে ফেব্রুয়ারী		
সর্ব্বোচ্চ	১৩৮ ৮	১৪১ ৯

চা

গত ২৪এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা চা বোর্ড মিলাদে বন্টনের জন্য ৩০,০০০ বস্তা চা ছাড়া করে। ফলে খানিকটা উন্নতি ঘটে। আন্তর্জাতীয় বাজারের জন্য গত ২৪এ ফেব্রুয়ারী ১৪,০০০ বস্তা ছাড়া চা ছাড়া হইয়াছিল।

রবার

পুনর্গঠিত রবার বোর্ড ও সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতি আট বৎসরের হাল গত কয়েক সপ্তাহে পড়িয়া গিয়াছে। কৃত্রিম রবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ত্তমান মাসে পরিষদে যে বিল আনয়ন করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে অন্তর্প্রদেশে বাজারে রবার বিক্রেতা জনৈক ভদ্রলোক বলেন যে, বাজারে একটি রবার উন্নতকরণম মূল্য গঠন করিয়া ইহার যথাযোগ্য প্রচারের দিতে হইবে।

ATTENTION MERCHANTS

Save money by dealing directly with United States manufacturers, through us, without large profits or commissions added. As purchasing agents, we save you time, money and worry. Send your specifications, deliveries required, brands preferred, prices, etc., and we will show you how our services will give you additional profits.

VICTOR ENGLAND AGENCIES

444 ... SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্য

বর্তমান সপ্তাহে টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। "রেসেপ" হার আট আনাতেই রোয়াই এবং কলিকাতায় স্থির আছে। কিন্তু পাটকাত দ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে যে গোদামজাতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে আন্তঃ চালানের পরিমাণে বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সপ্তাহে হইতে বৃদ্ধি কোটি টাকা ইহার ফলে আটকাইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কারেকদের এবং সাংবাদিকদের পাটকাত দ্রব্যাদিজাত অভিযোগই যে বস্তা জানুয়ারী হইতে সরকারের পরিমাণে আকস্মিক বৃদ্ধি কোটি টাকা বৃদ্ধির হেতু, তাহাতে সংশয় নাই। যতদিন পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের এই বিরাট বর্তমান প্রথার রূপবদল করিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত টাকার টানাটানি বাজারে কিছুপরিমাণে থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য মাসম বৃদ্ধির ফলে এখনও ঠিক অর্থাভাব দেখা দেয় নাই, কারণ সরকার তাঁহার বাজাকীপদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পুরাপুরিই বাজার হইতে পাইয়া গিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে বাজাকীপদের জন্য আবেদনের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি টাকা গত সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকা। বর্তমান সপ্তাহে গৃহীত আবেদন পত্রের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা (৮৭ লক্ষ টাকা) এবং বাট্টার গড়পড়তা হার ছিল সওকড়া ।৹ আনা। আগামী সপ্তাহের জন্যও ১ কোটি টাকার বাজাকীপদের আবেদন গৃহীত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

• • • •

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২৩এ ফেব্রুয়ারী তারিখের সপ্তাহান্তিক হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে আলোচ্য সপ্তাহে নোটের পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় নাই, যদিও এটা ঠিক যে মার্চ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইতে মাল সামগ্রী আসিয়া পড়িবে, তাহাতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন খাতে কর আদায়ের পরিমাণ যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে নোটের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতে পারে।

"ইস্যু" বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল, ১২৮৯.২২ কোটি টাকা (১২৮৯.১০ কোটি টাকা) এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোটের পরিমাণ ছিল ৮.২৮ কোটি টাকা (১.৭২ কোটি টাকা)। বর্তমান সপ্তাহে মোট নোটের পরিমাণ ছিল ১২৯৯.৯০ কোটি টাকা (১,২৯৮.৭৩ কোটি টাকা)। ইস্যু ও টাকা জমানতীর পরিমাণ এই সপ্তাহে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮.১২ কোটি টাকা হইতে ৩৮.৩১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমা টাকার অবনতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সপ্তাহের ২৬৪.৪০ কোটি টাকার স্থলে বর্তমান সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৩.২১ কোটি টাকা। অন্যান্য সরকারের জমায় উন্নতি দেখা যায়। উহা ১১.৪০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১২.৩২ কোটি টাকা হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের জমায় বিশেষ

টাকা বৃদ্ধি পাইয়া গতবারের ১৭২.১৪ কোটি টাকা হইতে ১৮৭.২১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণসহিতে এই কথাই বলা যায় যে ব্যাঙ্কের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের হাতে টাকার অভাব নাই। বর্তমানে ব্যাঙ্কাকীপদের পরিমাণ ৪৫৭ কোটি টাকা হইতে ১.৮১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং রিডিসকাউন্ট জমার পরিমাণ ৩৯১.২৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখনে উল্লেখযোগ্য যে জানুয়ারী ৩০ তারিখ হইতে ফেব্রুয়ারী ২৮ তারিখ পর্যন্ত রিডিসকাউন্ট জমার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। বর্তমানে পরিমাণ ৩৯১.২৮ কোটি টাকা প্রার্থনিক পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ২.৫ কোটি বেশী।

ইহা হইতে স্পষ্টই এই কথা প্রতীয়মান হয় যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমদানী বেশী না হইলেও ব্যাঙ্কের অবস্থা সন্তোষজনক। অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের কোন বিলম্বের অজুহাতে এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারা শক্ত, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ববর্তী সপ্তাহ সমূহে যখন রিডিসকাউন্ট জমার পরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা সৃষ্টি লক্ষ্য করা গিয়াছিল তখন বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক বিনিময়ে যে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা হইতেছে, ইহা প্রকৃতই আনন্দের বিষয়। অবশ্য ইহা খুবই সম্ভব যে কয়েক সপ্তাহ পরে ব্যাঙ্কসমূহের

মিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(পৃষ্ঠা ১ —১৪ দ্রষ্টব্য)

১	১,৩১	৮১	১,৩০	১৪,১১	১,৩০	৭ ৮	
২	১,৩১	৯১	১৩	৪১,১১	১,১৪	৭ ৮	
৩	১,১১	৯১	৪১	১৪,৮০	৪,৩০	৭ ৮	
৪	১,৩১	৫৫	৮০	১৪,১৪	৬,৩৫	৭ ৮	
৫	৪,১১	১,১৪	১,৩৩	১৪,১৪	১৪,১৩	৭ ৮	
৬	১,৩৫	১,১৫	১,৩১	১৫,১৪	১৪,৩৫	৭ ৮	
৭	১,৩১	৯৫	৭১,৩১	১৪,১৪	৯,৩৫	৭ ৮	
৮	১৩	৪৩	১,১৫	১৩,১১	৬,১৫	৭ ৮	
৯	১,৩৩	----	----	১৬,১৩	৭১	----	
১০	৪৩	৪৩	----	১৬,১৫	৬,৩৫	৭ ৮	
১১	১,৩১	১,৩১	১,৩১	১৩,৩৫	৪,৩৩	৭ ৮	
১২	৬,৩১	১,৩৩	১,৩৩	১৪,৩৫	১,৩৩	৬ ১৩	
১৩	৬,১৫	৬,০৩	১,৩৩	১৪,৩১	১,৩৪	৬ ১১	
১৪	৬,৪৩	১,৩৩	১,৪১	১৪,৩৫	১৩	৬ ১৩	
১৫	১,১১	১,৩৫	৮১	১৩,৩১	১,১৫	৬ ১১	
১৬	৬,৩৪	১,৩৩	৮১	১১,১৪	৬,১১	৬ ১১	
১৭	৬,৩১	১,৩৩	৪৩	১৩,৪১	১,১১	৬ ১১	
১৮	৬,৩৫	১,৩৩	৭৪	১৩,১৫	১,১৫	৬ ৫	
১৯	৬,১১	৪,৩৩	১,৩৫	১১,১৪	১,১৩	৬ ১১	
২০	১,৩৫	১,৩১	১,১৫	৪১,১৪	৬,৩৩	৬ ৮	
২১	৭৩	১৩	৪৫	১১,৩৩	৩,১৩	৭ ৩	
২২	৭১	১৩	৪০	৬৩,৩৫	১,১৫	৭ ৩	
২৩	১,৩১	----	৩৩	৪১,১১	১,১৩	----	
২৪	----	----	১,১১	১১,১৫	৬,৩৩	----	
২৫	----	----	১,১৩	১৩,৩৫	৪,৩৩	----	
২৬	----	----	----	১৩,৩৫	১,১৪	----	
২৭	----	----	১,৩৩	১৫,৩৩	৬,৩৩	----	
২৮	----	----	১,৩৩	১৪,৩৩	১,৩১	----	
২৯	----	----	১,৩৩	১৩,৩৩	৬,১১	----	
৩০	----	----	১,৩৩	১৩,৩৩	১,১৩	----	
৩১	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	৪,৩৩	৬ ৮	
৩২	১,৩৪	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৩	১,৩১	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	৬,৩৩	৬ ৮	
৩৪	১,১৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৫	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৬	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৭	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৮	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৩৯	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪০	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪১	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪২	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৩	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৪	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৫	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৬	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৭	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৮	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৪৯	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫০	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫১	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫২	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৩	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৪	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৫	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৬	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৭	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৮	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৫৯	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	
৬০	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১১,১৩	১,১৩	৬ ৮	

পরিশোধ চেক্কারী বিল

				টাকা
	৫	...	...	... ৯৯,৯৯,০০০
	১৯	...	...	... ১,১৯,৯১,০০০
	১৯	...	...	... ১,১১,৯৯,০০০
এপ্রিল	১	...	...	... ১,০০,০০,০০০
	১৯	...	...	... ১,৪৯,৯০,০০০
	১৯	...	...	... ৮৯,৯১,০০০
	১০	...	...	... ১,০০,০০,০০০
মে	১	...	...	... ১,৯০,০০,০০০
	১১	...	...	... ১,০০,০০,০০০
	১১	...	...	... ৯১,০০,০০০
	১১	...	...	... ১,০০,০০,০০০
			মোট	... ১৫,৯৯,৯১,০০০

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

জমা—			
গ্রাহক বিভাগের মোট	১,১১,৯০	১,৯১,১৩	১৩,৯১,১৩
অন্যান্য দেনা	১১৯১,১১,১১	১১৯১,১৯,১৫	১১৯৫,৯৯,১৫
মোট	১১৯৬,৯৯,১১	১১৯৯,১১,১১	১১৯৫,৯১,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) হাতের ও ব্যাঙ্কে জমা			
(১) হাতের ...	৪৪,৯১,১৫	৪৫,৯১,৯১	৪৫,৯১,৯৫
(২) ব্যাঙ্কারের নিকটে ...	...	...	...
ইন্ডিয়া সরকার	১১১৫,৫৫,৯১	১১৯৫,৯৯,১১	১১১৫,৯৯,১১
মোট (খ) ...	১১১৯,১১,১৫	১১১৯,১১,১৫	১১১৯,১১,১৫
(গ) ব্যাঙ্ক মুদ্রা ...	৬৯,১১,৯৯	৬৯,১৫,১১	১৯,৯৯,৯১
মুদ্রাবদলকারী, আন্তর্জাতিক হিসাব পত্র ও অন্যান্য বাণিজ্যাগার	৯১,৯৯,১১	৯১,৯৯,৯৯	৯১,৯৯,১৯
মোট	১১৯৬,৯১,৯১	১১৯৬,১১,১১	১১৯৯,১১,৯১

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

জমা—				
অংশীদারের মূলধন ...	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	
সঞ্চয় তহবিল ...	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	
আমানত—				
(ক) চেক্কারী সমতার				
(১) ভারতের ...	১৯১,৯১,১১	১৯৫,৯৯,১৯	৪১১,১৯,৯৯	
(২) পাকিস্তানের ...	৯৯,১১,১১	৯৯,১৫,১১		
(খ) অন্যান্য সমতায়ের				
(১) ভারতের ...	১১,১১,৯৯	১১,৯৯,১১	১৯,১১,১৯	
(২) পাকিস্তানের ...	১,১৫,৯১	৯৯,৯১		
(গ) ব্যাঙ্কারদের	১৯৯,১১,৯৯	১৯৯,১৯,১১	১৯,৯৯,৯৯	
(ঘ) অন্যান্যে	৯৯,১৯,১১	৯৯,১৯,৯১	১৯,১১,৯৯	
(ঙ) বাকী সমতায়ের	...	...	৯৯,৯৯	
মোট স্থায়ী	৯,১১,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,১৯	
অন্যান্য দেনা	১৯,৯১,১১	১১,৯৯,১১	১৯,৯৯,৯৯	
মোট	৯৯৯,১৯,১৯	৯৯৯,১৯,১১	৯৯৯,৯৯,১৯	
সম্পত্তি—				
মোট	১,৯১,১৯	১,৯৯,১৯	১১,৯১,১৯	
হাতের মুদ্রা	১১,৯১	১৫,১৯	১৯,১৯	
পর মুদ্রার মুদ্রা	১,৯৯	১,৯৯	১,১৯	
আদায় স্থায়ী				
(ক) আমানতীর	...	—	—	
(খ) ব্যক্তিগত	—	—	—	

ব্যক্তিগতের জমা	৯৯১,১১,১৯	৯৯১,১১,১১	৯৯১,১৯,৯৯	
ব্যবসায়ের জমার জন্য হিসাবে	৯১,৯৯	৯৯,৯৯	...	
অন্যান্য জমার হিসাবে	১,১৯	১৯	১,১৯	
মূল বিনিয়োগ	১১,৯৯,১১	১১,১৯,১১	১১,১৯,৯১	
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,৯৯,১৯	৯,৯১,১৯	১১,১১,৯৯	
মোট	৯৯১,১১,১৯	৯৯৯,১৯,১১	৯৯৯,৯৯,১৯	

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

জমা—			
প্রতিনিধি মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,১১,৯৯	১১,১১,৯৯
অন্যান্যের মূলধন	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,১৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১১,১৯
স্থায়ী আমানত (চেক্কারী ছাড়া)	১৯৯,১১,১৯	১৯৯,১১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯
দেনা ও অন্যান্য হিসাব			
বিবিধ ...	৭১,৯১	১১,৯১	১৯,১১
মোট	৯৯৯,৯৯,৯১	৯৯৯,৯১,৯৯	৯৯৯,৯১,৯১
সম্পত্তি—			
ক্ষেত্রস্থায়ী জামিন	১৯৯,১৯,১৯	১৯৯,১৯,৯১	১৯৯,১১,১৯
অন্যান্য ঋণযোগ্য হিসাব	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
ঋণ	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,১১	৯৯,১৯,৯১
জমার ক্ষেত্রেই	৯৯,১৯,৯১	৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯১
অন্যান্য এবং ঋণের বাকী	৯,৯১,১১	৯,৯১,৯৯	৯,৯১,৯১
৫৫৫ বিল	১,১৯,১৯	১,১৯,৯১	১,১৯,৯১
বিবিধ—	১,১৯,১১	১,১১,৯১	১,৯৯,৯১
অন্যান্য খাতে জমা	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯	১,১১,১১
ব্যাঙ্কে জমা			
ও হিসাবের খাতের মোট	৯১,১৯,১৯	৯৯,৯১,৯৯	৯১,৯৯,১৯
(A.S	১৯৯,৯১,১৯	১৯৯,৯১,১৯	১১৯,৯৯,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ডুফলীলমুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

মূলধন ও দেনা			
(ক) [illegible]	৯৯১,১৮,৯১	৯৯৯,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,৯৯,১৯	১৯,৯৯,৯৮	
বিভিন্ন সমতার দেনা			
(ক) ভারতে	৯১৯,৯৯,৯৯	৯১৯,৯৯,১৯	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯১,৯৯,১৯	৯১,৯৯,১৮	
মোট বন্ধ টাকা			
(ক) ভারতে	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯১,১৯	৯,৯৮,১৯	
হিসাব খাতে জমা	১৯,৯১,৯১	১১,১৯,৯৯	১৯,৯১,১৯
আমানত			
(ক) ভারতে	৯৯৮,১৯,৯৯	৯১১,১১,৯১	১৯১,৯৯,১৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,৯১,৯৮	৯০,১৯,৯১	
ঋণদান স্থায়ী			
(ক) ভারতে	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	বন্ধক ও অন্যান্য ঋণাদি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল প্রদত্ত অংশ	বন্ধকী	বাজার দর ১২ই আষাঢ়	১৫ই আষাঢ়	২৬শে আষাঢ়	১৩ই শ্রাবণ	২০শে শ্রাবণ	শেষ বার্তা দর
ইণ্ডিয়ানাইজ											
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বেঙ্গল	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাটা আয়রন	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মার্ক [illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বেঙ্গলমেটা	[illegible]	[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বার্মাশেল	[illegible]	[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইস্ট ইন্ডিয়ান [illegible]	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কয়লাখনি											
আসানসোলমাইন্স	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিয়ান [illegible]	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] কোং লিমিটেড	[illegible]	[illegible]	১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		আদায়ীকৃত মূলধন (বাজারদর)	সভ্য ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল্য সংখ্যা	সময়কাল	বাজার দর					
ইস্পাত												
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	[illegible] (বি ব)	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---

আর্থিক ভারত

কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনী

অতিরিক্ত সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪৩ | ৫ই মার্চ, ১৯৩৭ | মূল্য

ভারত সরকারের বাজেট

ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মহম্মদ মোট্টি গত শনিবার ভারতীয় পার্লিমেণ্টে যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এই বাজেটে কোন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থে অর্থপ্রাপ্তির নহে। এই স্বার্থে বোধ হয় এ বাজেটের সর্বাধিক সার্থকতা। নিঃ লিয়াকৎ আলির অভিসন্ধিমূলক বাজেটের পর এই ধরণের পক্ষপাতশূন্য বাজেট রচনা করিতে সকল হওয়ায় সমস্ত দেশ শ্রীযুক্ত মোট্টিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে। গত কয়েক মাস ধরিয়া আমাদের দেশের অতি-উৎসাহী রাজনৈতিক দলগুলি কংগ্রেসের সাম্প্রতিক কার্যকলাপকে ধনিকপন্থী আখ্যা দিয়া যে সোরগোল তুলিয়াছিলেন, তাহা যে একান্তই অপ্রকৃত আশা করি এখন সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কংগ্রেস যে কোন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা যে সমগ্র ভারতীয় স্বার্থের প্রতিভূ, শ্রীযুক্ত মোট্টির বাজেটই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ইতিপূর্বে মিঃ লিয়াকৎ আলি যে বাজেট প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ চোখে পড়িলেও, তাহার মূল প্রেরণা ছিল সাম্প্রদায়িক। ফলে ওই বাজেটে ভারতীয় স্বার্থের নিরতিশয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে—শিল্পপতিরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, জনসাধারণের উৎসাহকেও কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয় নাই। এই পটভূমিকায় শ্রীযুক্ত মোট্টির বাজেটকে বিচার করিলে, ইহার কৃতিত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বর্তমান উৎপাদন সংকট দূরীকরণে শিল্পপতিদের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য বিবেচনা করিয়া তিনি শিল্পের উপর অত্যধিক করভার লাঘবের চেষ্টা করিয়াছেন। 'ব্যবসায় লাভকর' ও 'অতিরিক্ত কর' হ্রাস করিয়া তিনি শিল্পপতিদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সহযোগিতার অর্থ যে আত্মসমর্পণ নহে, শ্রীযুক্ত মোট্টির বাজেটেই তাহার একাধিক প্রমাণ মিলিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান বাজেট শিল্পপতিদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই—'ব্যবসায় লাভকর' হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই। 'নূতন প্রতিষ্ঠান কর' (Corporation tax) ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করা হয় নাই।—কিছুদিন ধরিয়াই ভারতবর্ষে পরোক্ষ কর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু যেরূপ কর যাহাতে জনসাধারণের কাহাকে আঘাত না করে তাহার প্রতি বর্তমান বাজেটে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

বস্ত্রের উপর রপ্তানীকর পণ্য হিসাবে আরোপ না করিয়া মূল্যের উপর টাকায় চার আনা হারে ধার্য করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে ভারতজাত কাপড়ের উপর রপ্তানীকর ধরা হইবে না। সুপারির উপর হইতে রপ্তানীকর প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তৈলবীজের উপর টন প্রতি ৮০ টাকা, উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর টন প্রতি ২০০ টাকা ও খনিজ তৈলের উপর টন প্রতি ২০০ টাকা হারে কর ধার্য করা হইয়াছে। এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাজেটের আয় বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পরিবর্তে বাণিজ্য বাধা বিপত্তিই, চা, কফি প্রভৃতির উপর শুল্কবৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীর উপরই এই নূতন 'পণ্যের ভেদ্য'। দরিদ্র জনসাধারণ এই শুল্কবৃদ্ধির ফলে খুব বেশী বিচলিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। লোহার পাতের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৫ টাকা হইতে শতকরা ৭½ টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ও টাকা টাকুরের উপর শুল্ক টাকায় ৭½ আনা ও ট্রাক-ট্রেলিকেশন সাধন বৃদ্ধির ফলে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই আঘাত লাগিবে। তাহা ছাড়া রেলওয়ের ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন। তবে এক্ষেত্রেও যে প্রধান আঘাত ধনীদের উপরেই আসিয়া পড়িবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।

দুইটি আমলে সরকারী ব্যয়ের অধিকাংশই সামরিক খাতে ধার্য করা হইত। বর্তমান বাজেটে তাহার প্রতিফলিত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের আনুমানিক ব্যয় ১৩৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার স্থলে ১৩১ কোটি ৮ লক্ষ সামরিক ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। অবশ্য দেশ রক্ষার্থে ইহা ছাড়াও ১৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বিশেষ ব্যয়ভার রহিয়াছে। ভারতের দুর্গম সীমান্ত ও আকাশ বিমানবহরকে সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ব্যয়ভারের ব্যবস্থা। আধুনিক যুদ্ধ পরিকল্পনা সামরিক খাতে ১৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। অনেকের মনঃপূত না-ও হইতে পারে। কিন্তু দেশরক্ষার বিস্তৃতি এবং কাশ্মীর আক্রমণ প্রভৃতির কথা স্মরণ রাখিলে এই ব্যয় বরাদ্দ অস্বীকার করা অসম্ভব।

বেসামরিক খাতে ১০৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বাভাবিক কাজের ব্যয় ছাড়াও কতক বিশেষ ব্যয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিশেষ হইতে চড়া সুদে যা আমদানি করিতে হইবে এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ শোধ বোনাস দিতে হইবে বলিয়া, এই দুই খাতে ১৯ ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ১০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাদ দিলে বেসামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬ কোটি ৩৯ টাকা। প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় অত্যধিক বলিয়া মনে হয়।

অত্যন্ত সংযত ভাবে ব্যয় করিয়া আয়-ব্যয়ে সমতারক্ষার চেষ্টা করা হয়। এবার কিন্তু তাহা না করিয়া ঘাটতি বাজেট করিবার প্রয়াস চোখে পড়ে। ইহা আশার লক্ষণ সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য ভারতের অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ এতদূর বিস্তৃতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে বর্তমানে আয় হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বাজেটে অনেক খাতির পণ্ডিতেও তাহাতে আঁতকাইয়া উঠিবার কারণ নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশ যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ফলে কোন কোন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আয়ের দিকে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি

বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর কোনো সময়ে বর্তমানের চেয়ে বড় সম্ভব। প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত করা হইয়াছে। বর্তমান বাজেটেও এই নীতি পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে-সকল ক্ষেত্রে যোগিতা প্রয়োজন আপাতত বাজেটে তাহাদের প্রত্যেকের তিই বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথম প্রধান শিল্প ব্যবসায়ীর য় আকর্ষণের জন্য 'ব্যবসায় লাভকর' ও 'অতিরিক্তকর' হ্রাস হয়েছে। আটটি মুনাফার উপর আয়কর এক-পঞ্চমাংশে বার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পাঁচশ হাজার টাকা উপর বিভিন্ন করের হার অর্দ্ধেক ধার্য করিবার ফলে ব্যবসায়ীকুলও লাভবান হইবেন। প্রয়োজনঃ বিলাস দ্রব্যের ক্ষ কর ধার্য করার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থকে রক্ষা করা হইয়াছে।

বাজেটের ফলে শিল্পের প্রসার যদি অব্যাহত হয় ও মূলক পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে কার্য্যকরী হয়, তবে দেশ ক্রয়শক্তির বিপুল বৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

বাজেট ও বাজার

(নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

বিত্ত সচিবের বক্তৃতার শ্রীমুখর শেষ হওয়ার পর বিকেলেই ১৯৩৮-৩৯ ইংরেজ বাজেট বিবৃতি করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় ইহার অপেক্ষা সন্তোষের । বাজেটের কল্পনা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু সত্য বিশ্বাসের বিষয় সেয়ার-য়ের কেতাদিকেরাও এই বাজেটের খুসী হন নাই। তাহাদিগের অভ । আকাঙ্ক্ষার ইহা পরিতৃপ্তি দেয় নাই, সম্ভবত ইহাই তাহাদের অভিমানের কারণ যে ইতিপূর্বে আয়করের হার শতকরা তিন ৩½, আর ৮ উদ্বৃত্তকর ৪ই প্রস্তাব অনুযায়ী পর পরিবার সম্প্রতি ৩৫। অর্থাৎ বাড়িয়া যায় এবং ৫ কারবেশে ৩৫ ৭ পর্যন্ত ওঠে। সেক্ষেত্রে তিন ইতিপূর্বে আয়করের হইতে ৩৯৯৭, ইহাই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ব্যবসায়ে বিশেষ বিঘ্ন ন। ব্যবসায় দুই বৎসর পূর্বে তিন ব্যবসায় লভ্যের পরে ১৫½ অর্থাৎ করিয়াছিল, কিন্তু পরিবার সম্প্রতি বাজেট ঘোষণার পর তাহার কর বাড়ার ঘোষণার অন্য এই বছরে সম্ভাব্য উন্নতি ধরিয়া ৮৯ টাকার আন্দাজমি । ল। ঘোষণার দিন ব্যবসায়ের কাজের পরিমাণ কিছু বেশী ছিল না। সাধারণ দিন ব্যবসায়ে বড় বড় সেয়ারের কেতাবিক্রেতাদের অধিক চিন্তে দেখিয়াছি এবং প্রত্যেকেই অপরকে প্রশ্ন করিতেছেন ইহা । ঘোষণার এবং প্রশ্নের বিষয় হইল বাজেট সবাই ভালো হইয়াছে ? যদি ভালো হইয়াই থাকে, তাহা হইলে আজ ভালো হওয়া উচিত না ? ইহাদের আলোচনা শুনিয়া আমার কেবলই মনে হইয়াছে, সেয়ার-এক শ্রেণীর লোকের লোহের কোন পরিসীমা নাই এবং নিষ্ঠুরিতারও ন নাই। এই শ্রেণীর লোকেরা অর্থনীতির অনভিজ্ঞতার নিকট ভাবের অপরাধ। ইহারা মূলধনীর অপরিসীম লোভের দ্বারা নিজেরা ও, দেশব্যবসায়ের ক্ষতি করে এবং আতীয় শিল্পবাণিজ্যের পায়াদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

এই মনে শ্রীযুক্ত চেট্টি বর্তমান বাজেটকে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবস্থায় বেটে না বলিয়া পারিবেন তাহার নিকটতম উপমা বলা চলিতে পারে। কথাও ভুলিয়া চলিবে না যে বর্ষাধিকারে করদাতা বিভাগের পক্ষে ন অবস্থাটা বিবেচনা করা করিলেই চলে না, তাহাকে যেরূপ নিরপেক্ষ-ভেরও বলার রাখিতে হয়, তাহারদের ন্যায় অন্যদেশের আয়ব্যয় পরিবর্তনের যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সমষ্টি রাখিলেই তাহা বলে। বলিয়া য় হয় না, যেমন সমষ্টির যে কোথাও ভাবভঙ্গী হইতেছে না, যেমন কোন দেশের প্রতি অন্যদেশের বিদ্বেষ যে কোন বিশেষ লক্ষণের প্রদর্শন করা । না, এবং সরকারের আয় যে জাতির সর্বশ্রেণীর নিকট হইতে প্রতি বছরের ন্যায়ী আদায় করা হইয়াছে এমন একটা ধারণাও সাধারণ মানুষের মধ্যে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি কোন লোকসমক্ষে দুই করেন নাই এবং দুই কিংবার তোগ করেন নাই। অবশ্য তাঁহার সরকার আয়ের বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। যৌথস্টক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তিনি যে নতুন উদ্যমের কথা বলিয়াছেন তাহাতে বর্তমান অবস্থায় সেয়ার বাজারের শুধু উন্নতি নয়, উন্নতি ব্যবসায় লাভকর শতকরা ১৯৯৬ পাই হইতে ১১ টাকায় আনা হইয়াছে এবং কর্মক আদের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা অথবা মূলধনের শতকরা ১ ভাগ আদায় হইবে, ইহাই স্থির হইয়াছে। পূর্বে এই কর্মক আদের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা অথবা মূলধনের শতকরা ভাগ টাকা, এই ভাগের মধ্যে যেটা কম তাহাই ধরিতে হইবে, ইহাই স্থির হইয়াছে। সুদের এই কর্মক আদের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা অথবা মূলধনের শতকরা ভাগ টাকা, এই ভাগের মধ্যে যাহা কম তাহাই। যৌথ প্রতিষ্ঠান কর (Corporation tax) অক্ষত রহে নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অন্যান্য লভ্যাংশের উপর অতিরিক্ত করের এক আনা হ্রাস করা হইয়াছে। ইহাতে সকল ব্যবসায়ের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইবে এবং তাহার ফলে যৌথপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপকার ঘোষণা করিয়াছে। যাহাদের মূলধন ১,৫০০৲ অনধিক প্রতিষ্ঠানের আয়করের পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগত করের ক্ষেত্রে ধনবান,নযোগকারীদের একটি উদ্বেগজনক ব্যবস্থার বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। করদাতা যে শ্রেণীতে যাহে "অতিরিক্ত কর" (Super-tax) দান বিষয়ে উপার্জিত ও অর্জনা অন্য আয়ের পরিমাণ মিলিত হইয়া করদাতা ১২ লক্ষ ও ১৫ লক্ষ টাকা। এই পরিমাণ করদাতা কারবা উপার্জিত ও অর্জনা অন্য উৎস প্রকার আয়ের অর্দ্ধেই সুপারিশ যাহে "অতিরিক্ত কর" প্রযোগ বিষয়ে অবশেষের পরিমাণ নিম্নে করা হইয়াছে ৩.৫ লক্ষ টাকা।

উপরোক্ত কয়েকটি পরিবর্তনের কথা বাদ দিলেও একটা কথা বিবেচনা করিবার বেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থার সাধারণ উন্নতি হওয়া উচিত। বাজেট পাঠকালে প্রতি মুহূর্তে যে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহা এই যে, শিল্পব্যবসায়ে সাধারণ করিতে হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, বেশির ভোগের ক্রয়ক্ষমতার মান উন্নত করিতে হইবে এবং অভাবের শিল্পদ্রব্যের উপর আর অধিক করভার চাপানো হইবে না। এই সকল প্রস্তাবই ব্যবসায়ের ঐতিহাসিক। তাহাতে শিল্পব্যবসায়ের আয়ের কথা বিবেচনা করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মাত্র হইতেছে বলিয়া মনে হইয়াছে। কাজেই একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার কোন চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, এবং যেসব বৃদ্ধিবৃত্তির সম্প্রসারণ ভারতবর্ষের ব্যবসায় করিতেছে প্রস্তুত থাকিবেন। যে-টুকু বৃদ্ধিবা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অপেক্ষাও কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুকূল মনোভাব যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে বেশ বিশেষ, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে তাহা পরিবার ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

আর একটা কথা ভুলে চলিবে না। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে প্রচুর টাকা জমা করিতে হইবে, এবিষয়ে কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। অবশ্য এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে দেশের শিল্পব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভেদ বেশী বিপজ্জনক, একথা মনে বেয়ার বাজারের কেতাবিক্রেতারা যদি তাহা হইলে যত পরিমাণ ব্যবসায়ের মূলধারার পুনরুজ্জীবন আর বেশী বাধিবে না, ইহাই আশা করা।

১৯৫৯-৬০ সালের প্রথমার্ধে বৈদেশিক মুদ্রার যে ৭৯ কোটি টাকা অবশ্য ছিল তা পাইয়ে খাইয়ে পাকিস্তান তার পূর্বের প্রায়ই আমদানি বজায় আনোয়ার-কে লক্ষ্য করিয়াছি। এইজন্য ছিল তিনি ব্যবস্থাই আমদের ১৯৫ হিসাবে ১৫০ লক্ষ পাউন্ড আমদানি করিবেন। এ হিসাব মতে যে অর্থ আছে তাহা দ্বারা বর্তমান মূল্যের সঙ্গে আমদানির ৫ মাস কিন্তু টাকা ধার করিলে ৬৫ দিন চালাইতে পারিবে।

১৯৫৯ সালে সম্পর্কে প্রথম যে অনুমান করিয়াছিল, তাহাতে ১৯৫ হিসাবে ৫৬০ কোটি টাকা আমদানি করা যাইবে। কিন্তু বাস্তবে ইহার কোনও দেশ হইতে মাল আসে নাই। কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে আমদানি ৭৫ কোটি পাউন্ড বা ১০ কোটি টাকা যে কোনও দেশ হইতে মাল কেনার করিতে পারিবে।

১ বর্ষের অর্থনৈতিক চুক্তি

পাকিস্তানের বর্তমান আর্থিক চুক্তির মূল কথা হইল ৭৫ কোটি টাকা ১৯৫৯ সালে আমদানি করিবার জন্য বৈদেশিক সরকারের নিকট হইতে আনুমানিক ৩,০০০ কোটি টাকা। তাহা ছাড়া সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ১৯৫

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	মূলধন ও সঞ্চয়ের বিনিয়োগ	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	শেয়ার	মালিকানা ১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫
বস্ত্র-শিল্প										
ইস্পাহানি ...	১,২৫,০০০	১,৯০,১৯১৲	১০০	৯৯৲(স)	১১।৬৩	...	...	...	...	...
লাহা ও পার্থিবিয়া ...	৯,৯০,০০০	৪,৯০,১৮০৲	১০০	৪১৲(স)	১১।৬৪	...	...	৪৭৯৲	...	...
ডি মুকী ...	১,৯০,০০০	৪,১৫,১৯৩৲	১০	৮৫০ (স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
মহাজোলা ...	১৯,৯০,০০০	১৮,৫১,৫১৯৲	১০০	৯৩৲(স)	১১।৬৫	...	...	...	...	...
কুমীর ...	৯,৯০,০০০	৯,৯৯,৪৪৯৲	১১	৯৲(স)	৯।৪৪	...	...	১৪৭৲	...	১১
মোহরাট ...	৪,৯০,০০০	১১,৯০,০০০৲	১৯০	১০৯৲(স)	১১।৬৩	...	...	...	...	...
ইমাম ...	১৫,৯০,০০০	৮,১৯,০০০৲	১০	৯৯০(স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
কলাচাঁ ...	১,১৯,০০০	৪,১৯,৯৩৯৲	১০	১৯৲(স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
লোহাড়া ...	১,৯০,০০০	৪,৯৯,১৩৩৲	১৯	১৯০(স)	১১।৬৩	...	...	...	...	...
মেট্রোপল আয়রন ...	১৯,৯০,০০০	৪,৫১,৯৫৲	১০০	৭৯০(স)	১৯।৬৭	...	...	...	...	...
গোপ ...	৯,৯৩,০০০	৭,৫১,৯১৲	১০	১৯০(স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
মন্দারী বিজনেস ...	৪,৯১,০০০	৫,৯১,৯৫৩৲	১০	৯৯০(স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
ডেকোরেড ...	১,৯৯,০০০	১১,১৫,৯৯৲	১০০	৯৯৲(স)	১১।৬৩	...	...	...	...	...
ট্রেডিংহাউ ...	১২,৯০,০০০	৫১,৫১,১১১৲	১০	১৯৲(স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
চিনির কল										
ইউ-পি ...	১৯,৯৯,০০০	১৯,৯৩,১৯৩৲	১০	...	১৪৯৯	...	১৯৲	...	...	...
ন্যাশ ...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৯৯১৲	১০	...	৯৪১৫	১১৲	...	১৯৯৲-২১৯০	১৯৯৲-১৯৯০	১৯৯৯
লক্ষ্মণ ...	৯৯,৯৯,০৭৩	৯৯,৯১,৯৪৯৲	১০	১৯৫(স)	৯৪১	...	...	...	...	৭৯
ন্যাশনাল বিভিন ...	৯,৯৯,০১৩	১১.১১,১৯৩৲	৫	১৯০(স)	৯৪১	১৯৯/৯৯১৫	...	৯৯৲-৯১৲	১৯৯৲-১৯৯	৯৫৲-৯৯৩
বিজয়পুর ...	১,৯৯,০০০	১,৭৯,৯৯৩৲	১০	১৯০(স)	৯৪১	...	...	...	...	১৯৯
ভারত ...	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,০০০৲	১০	১১৲(স)	৯৪১	...	...	...	...	...
রামপুর ...	১৯,৯৯,১৯০	৪,১৯,১৯৫৲	১০	১১ (স)	৯১৯৭	৯৯৲	...	১১৯৲-১১৯৫	...	...
ন্যাশনাল ...	৪,৯৯,০০০	১৯,৯৯,০৪০৲	১০	১৯৯(স)	৯৪১	৯৯১৫	...	...	...	...
সমস্তিপুর ...	১১,১১,০০০	১,৯১,১০০৲	১০	৯০ (স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
খনিজ										
ইন্ডিয়াইট কর্পোরেশন	২,৯৯,৯৯,০০০	৫৯,৯৯,৯৯৯৲	১০ (স)	...	১১।৬১	১৯৲	১১৲-১১৫০	১১৫৫	...	১১৲
কুইন্সা ইন্ডিয়ান ...	১৯,৯৯,৯৯০৲ (৯৯,৯৯,১৯৫ বি	১১,৯৯,৯৯০৲	১৯৲	১৯০(স)	৯।৬৯	...	...	...	...	...
কুইন্সা ব্যাঙ্কি ...	৯৯,১১,১৯৲	৯৯,৯৯,৯৯০৲	১০৲৯ (স)	১৯৲	...	...	...	...	...	...
পাকার ব্রাদার্স ...	৯১,৯৯,৫১১৲	১,০৯,৯৯,০০০৲	১০০৲	৯৲	১১।৬৯	...	...		...	...
বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ...	২,৯৯,৯৯,০০০৲	২,৯৯,৯৯,০০০৲	১০৲	১১ (স)	৯৯৩	১১৲	১৯৲	১১৩	১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৭৲
জেমস মেকুলাস ব্যাঙ্ক	১৯,৯৯,১৯৲	১৯,৯৯৯৲	১০৲	১০৲(স)	১১।৬৯	...	১১৯৲-১১৯৫	১১৯৲-১১৯৫	...	১১৫৲-১১৫০
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	১,৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯৯,৯৯৩৲	১০৲ (স)	৯৫	১১।৬৯	১৯৲	১৯৯৲	১৯১৲	১৯৯৲	১৯৯৲
ব্যাঙ্ক অব বরোদা ...	১,৯৯,৯৯,০০০	১,১৯,৯৯,১৯০৲	১০৲ (স)	৯৲ (স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ...	৫৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	১০৲ (স)	...	১১।৬৯	১১৲	...	৪৯৲	...	...
ব্রিস্টল কর্পোরেশন ...	১,১৯,৯৯,০০০	৫,৯৯,৯৯৯৲	১৯৲	১৲ (স)	১১।৬৯	...	...	...	...	...
মেট্রোপল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৯,১৯,০০০৲	১,৯৯,১৯,০০০৲	১০৲	৯৲	১১।৬৯	৯১৲	৯৯৲	৯১৯৲	৯৯৲	৯১৯৲

যোগ প্রতিষ্ঠান

ক্র নং	আলোচ্য মূল্যের (হাজার ৳)	সম্পদ ও পরিমাণ ভিত্তিক	প্রতি ইউনিট আলোচ্য মূল্য	বর্ষ অবস্থান	সময়কাল	২১/১/১৯	২১/১/১৯	২১/১/১৯	২১/১/১৯	২১/১/১৯	শেষ আয় বছর
[illegible]											
	...	১৮,৯১,৭৮০	৯,২৩,১৮০৲	১০	৪ (খ)	৩৭৭	১৩৮০	...	...	...	...
	...	১৯,৯৫,৯৫০	৯,৩৯,৯১৬৲	৯০	৯০	১১/৯০	১১৯০	...	...	...	...
	...	৯,৩৭,৩৭০	৯,৫১,০০০৲	১০	৮	১১/৯০	১৩৮০	...	৯৯৯	...	...
	...	৯,১১,৩১১	৯,৭৭,৯৮০৲	৯	৯/০	৯/৯৯	৭৫/০	৭৫/৯-৭৯/০	...	৭৫/০	...
পুঁজিবাজার		১,৯০,০০,০০০	১,৯১,০০০৲	১০০	...	...	...	১০০৲	...	...	...
[illegible]	...	৯,৫১,১৯০ পা	৯,৭১,৯৭৯ পা	১৯ পা	১৯ দি	১১/৯১	...	১৯৫/৩	১৯৫/৩	...	...
[illegible]	...	৩০,৩৯,০০০	১১,১৯,০০০৲	১০০	৯৯	৩/৯১	...	...	...	১৯৯-১৯৯৲	...
[illegible]	...	১,১৫,৩৭,৯১০	...	১০	...	...	৯৫/৯-১৯,৯০	১৯৯,৯-১৫/০	১৫,৯-১১৲	১৫৮-১৯৯০	১৯৫/৯-১১৲
[illegible]	...	৯,৯০,০০০ পা	৯,৯১,৯৯০ পা	১ দি	১ ৯৯ (খ)	৩/৯১	৩/০	৯,৩-৯,৩০	...	৫/৩-৯,৩০	৩,৯-১৯,৩০
[illegible]	...	১৯,১১,৩৯১	৩৯,১৯,১৩১৲	১০	১৯৩০ (খ)	৩/৯১	...	...	৩১/৯-৩১৯০	...	...
[illegible]	...	৩৯,৫৫,৭১০	১৯,৩১,১৭১৲	১০	৫০	৩৯৯	১১/৯-১৯৫০	১১৫-১৯৫০	১৯,৯০	১৯৫০	১৯-৯-১১/০
[illegible]	...	৯৯,৯৯,৯৯০	১১,৯৯,৫১৯৲	১০	১৯৯	৩৯৯	৯৯৩০	১৯/৯-১৯,৯০	...	৯৯৲-১১/০	১৯৯০
[illegible]	...	১১,৯৯,৯৯০	১,৯৯,৩১৯৲	১০	৫৯৭	৩৯৯৯	১৯৲-১৯৯০	১১৯০-১১৯০	১১৯০-১৯,	১৯/৯-১৯৯০	১১৯০-১৯৯০
	...	৯৫,৯৯,৯৯০	৯,৯৯,৯৯০৲	১০	৫৯৯০	৩৯৯৯	...	১৯৯০-১০,৯০	...	১৯৯-৯০,৯০	...
[illegible]	...	৯০,১১,১৯৯	১৯,৯৯,৯৯৲	১০	৯০	৩৯৯৯	...	...	...	৯৯৲	...
[illegible]	...	১,১০,১৯১	৩,৯১,৩১১৲	১	৯৯ (খ)	১১/৯৯	৩১/০-৩১/৯	৩১/০	...	৯৲	৩১/০
[illegible]		১৫,৯৯,৯৯০	১,৯৫,৩৯৲	১০	৫৯০	৩৯১	...	...	...	৩৯,৯০	...
[illegible]	...	৯৯,৯৯,৯৯০	...	১৯০	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	...	১৯০,৯৯,৯৯০	৯৯০,১১৯ পা	১ পা	১ দি (খ)	১১/৯৯	...	...	...	...	১৯৫/৯
[illegible]		৯,৯৯,৯৯০	১১,১৯,১১৯৲	১৯০	১৯৯	৩৯৯৯	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৯৯,৯৯,৯৯০	১৯,৯৯,৯৯৲	১০	৯৯ (খ)	১১/৯৯	...	৯৯৯০	১৯৲	...	...
[illegible]	...	৯৯,৯৯,৯৯০	...	১৯০	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৯৯,৯১,৯৯০	৯,৯৯,৯৯৯৲	১০	১১ (খ)	১১/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৯,৯৯,৯৯০	৯,৯৯,৯৯৯৲	১০০	৯৯

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
ভীমা সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা" "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৪৭

১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৪ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ [মূল্য ।৷০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূস্বর্গের শ্বেতহস্তী	৩০৩	সম্পাদক	৩১৪
ভারত-বিভাগের সম্পত্তিগত ফল	৩০৫	বাজারের কথা	৩১৫
প্রসঙ্গিক	৩০৭	কলিকাতার বাজার	৩১৭
ষ্টার্লিং পেমেন্ট সম্পর্কে	৩০৯	ব্যবসাক্ষেত্র	৩১৯
বিবিধ	৩১০	ব্যাঙ্কিং	৩২০
ভারত-সম্মিলনের মূল কথা	৩১১	কোম্পানী	৩২১
কলিকাতা	৩১৩		

ভূস্বর্গের শ্বেতহস্তী

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সমস্যা আজ প্রায় ছয় মাস যাবৎ ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই পাঠানদের উপজাতীয় হানাদারদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। অনভিবিলম্বে এই হানাদারী আক্রমণ কাশ্মীর রাজ্যের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলনয় তথা সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যকেই বিপন্ন করিয়া তোলে। এই অবস্থায় নিরুপায় হইয়া কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বিলম্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। এই সময় হইতেই কাশ্মীরের পক্ষ হইয়া ভারতকে যে সকল ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হইতেছে, তবে যে তাহার বিরাম হইবে তাহা জানি না। অথচ কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের এবং কাশ্মীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণ মানসিক উদ্বেগ এবং আর্থিক দুরবস্থার পীড়িত হইতেছে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরকে উপলক্ষ করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে যে জনধ্যাদাকর প্রহসন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ও হইতেছে এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শেষ বারের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে অনশন করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতেও কাশ্মীর সমস্যার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি আশঙ্কার ভাব নিহিত ছিল। উপরন্তু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী নিহত হওয়াতে এমনও মনে হইতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের কারণ উল্লেখ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান যে বক্তৃতা করেন তাহাও অনেকটা মহাত্মাজীর নিকট অসত্য উপাখ্যানের অনুরূপ শ্রবণ হইয়াছে। মার্কিন চিত্র হইতে কাশ্মীরের সমস্যা যেন এইরূপে ভারতীয় জনসাধারণকে বিস্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে—আর্থিক দিক দিয়াও যেমনি মানসিক দিক হইতে অধিকতর ব্যয় বরাদ্দ অপরিহার্য করিয়া কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতির সৃষ্টি করিয়াছে।

রাজ্যবিশেষের উপলক্ষে কোন-বিশেষ দিনে, মাসে, বর্ষে ভারতের এই স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিস্বীকারের যৌক্তিকতাকে লক্ষ্যে না করিয়া পারা যায় না। এ উক্তির দ্বারা অবশ্য আমরা কাশ্মীর সমস্যার গুরুত্ব লাঘব করিতে প্রয়াস পাইতেছি না। কাশ্মীরের বর্তমান দুর্বিপাকে মহারাজা ভয় অপসৃত হওয়া রাজনীতির দিক হইতে তো বটেই—মানবতার দিক হইতেও নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইল কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রকৃতি সম্বন্ধে। কাশ্মীরের সীমান্তে উপজাতীয় আক্রমণের তীব্রতা সম্পর্কে ভারত সরকারের পূর্ণ হইতে অবহিত থাকা উচিত ছিল অবশ্য এই দোষ মুখ্যতঃ কাশ্মীরের মহারাজা এবং তাঁহার শাসনযন্ত্রের। কিন্তু পাকার কাশ্মীরের পথে পাকিস্তানী চর ভারত অভিযানের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারত সরকার যে হুঁশিয়ার হন নাই—আইনের চোখে তাহা অযৌক্তিকতা না হইলেও ইহা কোনমতেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নাই।

কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকার উভয়েই যে যথাসময়ে সতর্ক সন্ধান না করিবার দায়ে কতটা দোষী কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতসরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রই সেপায় হইতে নিষ্প্রয়োজন অংশগুলিই তাহার প্রমাণ দিবে। হানাদারী আক্রমণের ইতিহাস

প্রসঙ্গে যোগাইট লেখায় বলা হইয়াছে, "১৪ই আগস্টের পরই ঈদ ও জম্মু আক্রমণের প্রাথমিক কার্যকলাপ আরম্ভ হয় এবং তাহার মহারাজা ও কাশ্মীরবাসী অনেকেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের দাবি গ্রহণে বাধ্য হন। ১৯৪৭ সালের ২৯এ আগস্ট হাজারা জেলার বালাদের তরফ হইতে রাজা ট্রিলোকুন খাঁর নামক জনৈক ব্যক্তি ঈদের মহারাজার নিকট একখানি তারবার্তা প্রেরণ করেন। উক্ত তারবার্তায় এই অভিযোগ জানান হয়, পুঞ্চের মুসলমানদের উপর দমন চলিতেছে। হাজারার মুসলমান সমাজ ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত পড়িয়াছেন। আপনার সৈন্যবাহিনীর সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ ন জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আপনাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে—অন্যথায় ইহার ফলাফল সকেই ভোগ করিতে হইবে। তারা সেপ্টেম্বর নাগ করিয়া ছানী জেলাগুলি হইতে বহুলোক খোপনে কাশ্মীর রাজ্যে ঢুকিয়া ছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পাকিস্থান কর্তৃপক্ষকে এই ' জানান করা হইলে তাঁহারা উহা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।"

খোনে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইল কাশ্মীর সীমান্তের উল্লিখিত । ভারত সরকার কবে সময়ে পাইয়াছিলেন কিনা। আমাদের এই জানা করিবার কারণ কাশ্মীরে সৈন্যপ্রেরণের পরিকল্পনা প্রস্তুতের রেত সরকার ১৪এ অক্টোবরে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন। এই সম্পর্কে টন লেখায় বলা হইয়াছে, "ডিফেন্স কমিটি অব্ দ্য ক্যাবিনেট কর্তৃক রত এক বৈঠকে জানিতে পারা যায় যে, গত ১৪এ অক্টোবর চর সেনাপতি সংবাদ পাইয়াছেন যে নিরাপত্তারক্ষার অধিকৃত ন্য। সেই সময় পর্যন্ত কাশ্মীরে সৈন্যপ্রেরণের কোন পরিকল্পনা না।" অথচ জম্মু ও কাশ্মীরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ৎশের ৫ই প্রকাশ যে গত ৬ষ্ঠ সেপ্টেম্বর শ্রীনগর মন্ত্রণাকক্ষে পুঞ্চ অঞ্চলে দস্যু ও ইংরি পরিহিত এবং চানড়া ও জলের বর্শে সজ্জিত ৫০০ তীয় লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। নৌশেরাতেও অনুরূপ সন্ধানের উল্লেখ করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে "প্রয়োজনীয় করার পর রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ১৫ই অক্টোবর উহা তাদের সমূহ ইউনিফরম্ পরিহিত ৪।৫ হাজার হানাদারকে এই বেলা যায়। ১৮ই অক্টোবর কোটলিপুক রাস্তা ভাঙ্গিয়া বেলা ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং চাম্বার হইতে পাকিস্থান সীমান্ত পর্যন্ত আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি বেলা যায়।" এত সব ঘটিবার পরেও । রাজা যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে ২৬এ অক্টোবর কেন বিলম্ব করিয়াছে তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্ময় বোধ রি।

ঃশের ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের পরেও ভারতসরকার কাশ্মীরের র যেরূপ মানসিক অনিশ্চয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহারও কোন ন্তা আমরা খুঁজিয়া পাই না। উপজাতীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে ার রক্ষায় কাশ্মীরে সৈন্যপ্রেরণ করার পরে পাকিস্থানের সহিত রকার আলাপ আলোচনার পথে যে আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা ছেন, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। ইহাতে একদিকে যেমন কাশ্মীরের ধানারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের নীতিগত ভিত্তি দুর্বল হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উপজাতীয় আক্রমণকারীগণ ভারত সরকারের মনোভাবে দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া উৎসাহিত বোধ করিয়াছে। ঠিক এই সময়েই আবার শেখ আবদুল্লা এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সংস্কারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্তকে ভারত সরকার কাশ্মীরের সংগ্রামের সমর্থনলাভের অন্যতম করেন। স্থির হয় রাজা হইতে হানাদারগণ বিতাড়িত হইলেই গণভোট গৃহীত হইবে এবং অন্তর্বর্তীকালে একটি জরুরী শাসন ব্যবস্থার অধীনে সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব দেওয়ান পণ্ডিত রামচন্দ্র কাককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কাশ্মীর ভারতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লার অধিনায়কত্বে জরুরী শাসন পরিষদ স্থাপন করা হয়।

সীমান্ত হইতে হানাদার বিতাড়নের পক্ষে অত্যাবশ্যকভাবে উপরিউক্ত ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শেখ আবদুল্লা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে থাকেন যে অবিলম্বে মহারাজার হস্ত হইতে পূর্ণ ক্ষমতা জরুরী শাসন পরিষদে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের নবনিযুক্ত দেওয়ান লালের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজনের পদত্যাগ দাবী করেন। এই সম্পর্কে দিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ আবদুল্লা কিছুদিন আগে যে হতাশাব্যঞ্জক উক্তি করেন তাহার উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝা যাইবে বলিয়া আশা করি। শেখ আবদুল্লা বলেন, "বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অধীনে কাশ্মীরবাসীদের অকথিত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। গত সতেরো বৎসর ধরিয়া আমরা এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। যে পর্যন্ত না আমি কাশ্মীরিদের কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসভার সমক্ষে 'দারিদ্র আনার' বলিয়া ঘোষণা করার কোন লাভ নাই। বর্তমানে দারিদ্র আনার নয়।"

বলা বাহুল্য, শেখ আবদুল্লার এই উক্তি কাশ্মীরের জনসাধারণ এবং তথায় অবস্থানকারী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা পারস্পরিক সন্দেহের ভাব সৃষ্টি করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে ভারতীয় কার্যকলাপের ভিত্তিকেও দুর্বল করিয়াছে। তাছাড়া হানাদারগণ, তথা মুসলিম লীগের প্রচারকার্যও, ইহাতে অযথা উৎসাহ লাভ করে। হানাদারদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রজাকুলের উপর হিন্দু রাজার অত্যাচারকেই দায়ী করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের নাই যে মহারাজার বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার অভিযোগের উদ্দেশ্য লীগের প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণই পৃথক ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে এবং অসময়ে এইরূপ অসতর্ক উক্তি করায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু উহার অপেক্ষাও অধিক ক্ষতির কারণ হইয়াছে কাশ্মীরের ব্যাপারকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করা। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হইতে পাকিস্তানকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিবার প্রস্তাব :

(১) পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদিগকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ সহায়তা করা হইতে বিরত রাখা।

(২) পাকিস্তানের অন্যান্য লোকদিগকে জম্মু ও কাশ্মীর আক্রমণ হইতে বিরত রাখা।

(৩) কাশ্মীরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য হানাদারদিগকে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া পথ ছাড়িয়া যাহাতে না দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে হানাদারগণের সহিত পাকিস্তানের যড়যন্ত্র সম্পর্কে ভারতের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করা হইলেও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোনদিনই এই অভিযোগ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যক্ষভাবে কাশ্মীরের ঘটনাবলীর জন্য দায়িত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এ অবস্থায় উপরিউক্ত অভিযোগ লইয়া আন্তর্জাতিক পরিষদের দ্বারস্থ হইবার যে কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। তাছাড়া ইতিপূর্বে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরকারীভাবে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে বোঝা হয় যে, কাশ্মীর সম্পর্কে স্থানীয় সামরিক সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করা হইবে। ইহারই অব্যবহিত পরে সমস্ত প্রশ্নটিকে নিরাপত্তা পরিষদের দরবারে উপস্থিত করা হয়। ভারত সরকারের এইরূপ অদূরদর্শিতাচ্ছিন্নতা কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজেদের দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনীর অপসারণের জন্য এবং পাকিস্তান ও উপজাতীয়দের সহিতএকটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছে যে সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হই নাই। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদ যে লীগ অভ নেশন্‌স্‌-এরই এক নূতন অভিব্যক্তি এবং সেই কারণেই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রবিশেষ, তৎসম্পর্কে আমাদের কোন ভ্রান্ত ধারণা কোনকালেই ছিল না। এখন দেখিয়া খুশী হইতেছি যে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অধুনাতন সাধারণ সম্পাদক মঃ লাই আদর্শ অনুসরণে কাজ না হওয়াতে আন্তর্জাতিক পরিষদ সম্পর্কে তাঁহার হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিলম্ব হইলেও ভারতীয় প্রতিনিধিদলও দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে তাঁহাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করেন। অতএব নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দল পুনরায় লেক সাকসেসে যাইতেছেন জানিয়া আমরা খুব আনন্দিত বোধ করিতে পারিতেছি না। মন্ত্রীবিশেষের মর্য্যাদার জন্য একটা ভুল সিদ্ধান্তকে আঁকড়াইয়া থাকা কোন মতেই সুবিবেচনার কাজ নহে।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরে যে আন্তর্বর্তীকাল শাসনব্যবস্থা সাধিত হইয়াছে তাহাতে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে যাওয়ার প্রয়োজন কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। এই নববিধান বংশপরম্পরাগত নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার অধীনে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছে। স্থির হইয়াছে বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই সকল কাশ্মীরবাসীকে সামরিক ও অসামরিক সর্বপ্রকার চাকুরীতে গ্রহণ করা হইবে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রারম্ভিক উদ্যোগ হিসাবে শেখ আবদুল্লার অধিনায়কত্বে এক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মহারাজার ঘোষণান অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভার একজন সদস্যরূপেই থাকিবেন। রাজ্য সংবিধান সভার সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র রচনাও পূর্বাহ্নেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হওয়ার পক্ষে যে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না।

ভারত-সিংহল বাণিজ্যের গতি

১৯৪৭ সালের ভারত-সিংহল বাণিজ্যের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঘরের সহিত এই বাণিজ্যিক তুলনা পাঠ করিলে সিংহল-ভারতের বিশ্বসম্পর্কে নৈরাশ্যজনক অবস্থাটির গত যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ভারতের পক্ষে বহির্বাণিজ্যের যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা যে ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে, ভারত-সিংহল বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি লক্ষ্য করিলে এই মনে করিলে অন্যায় হইবে না। যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ সিংহলের যে বহির্বাণিজ্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে স্থান ক্রমশই তাহার হাতের মুঠা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে।

সরকারী বাণিজ্যিক তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, সিংহলের বহির্বাণিজ্যে বৃটেন ক্রমে ক্রমে ভারতের স্থান দখল করিতেছে। ১৯৪৪ সালে বৃটেন হইতে সিংহলে যে সমুদয় মাল রপ্তানী করা হয় তাহার মোট মূল্য ছিল ৬৮,১২৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৩,৯৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে সিংহলে মাল রপ্তানীর পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪১ সালে সিংহল অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৬৯,১২৯ হাজার টাকা। ১৯৪৭ সালে উহা ১১৭,৮০০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে একদিকে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়া ক্রমশ সিংহলের বহির্বাণিজ্যের প্রধান আসন দখল করিতেছে, অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে সিংহলের বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিতেছে। ১৯৪৪ সালে ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৬৭,৩৩১ হাজার টাকা। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১১৬,৭০০ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসরের প্রথমার্ধে ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানী বাণিজ্য ২.৪ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে সিংহলের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৩৪.৩ ভাগ ভারতের করতলগত ছিল। ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শতকরা ১৯ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। সিংহল হইতে ভারতে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণও এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। মোটা রকমেরই অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বৃটেন সিংহলের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অধিকাংশ এইভাবে নিজের করতলগত করিয়া যে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ কোনক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং ক্রমশ যে তাহার রপ্তানী বাজার বন্ধুদের আশা বিসর্জন দিতে হইতেছে।

সিংহল মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। চা, রবার ও নারিকেল জাত দ্রব্যাদি সিংহলের প্রধান সামগ্রী। এই সকল

রপ্তানী করিয়া সিংহল বিদেশ হইতে নিম্নলিখিত পণ্য দ্রব্য আমদানী করে : খাদ্যশস্য, কয়লা, পাকসজী, তৈলবীজ, তুলাবস্ত্র, চিনি, তামাক, কফি, কয়লা, দুর্ভিক্ষাণ্ড দ্রব্যাদি, লৌহদ্রব্য, কাগজ্বব্য, পশুতন্তু, বস্ত্রপাতি ও অন্যান্য বস্তুনির্দিষ্ট দ্রব্যাদি। সিংহলের সমস্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পরে মোট বাণিজ্যের মূল্য ২৬৭,৮১৯ হাজার টাকা হইতে ১,২৫৭,১৮৭ হাজার টাকায় উন্নীত হইয়াছে। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পৃথকভাবেও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব কালে সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৩০৪,১৬৮ হাজার টাকা। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে যথাক্রমে ১৯৭,৯১৮ হাজার ও ৭১৭,৮৪৬ টাকায় উঠে। ১৯৩৯ সালে সিংহলের আমদানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৪৭,৯৫১ হাজার টাকা। এই সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে যথাক্রমে ৭৭১,৪৯১ হাজার ও ৬০১,০৮২ টাকায় উঠে। ১৯৪৭ সালের সিংহলের রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৮৫১,৩৯৮ হাজার ও ৯৯১,১৭৮ হাজার টাকা। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সিংহলের বহির্বাণিজ্যে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল অধিক। ১৯৪৭ সনে এই বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের মূল্য ছিল ১১৬,৮৫০ হাজার টাকা। পরবর্তী কয়েক বৎসরে উহা যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও ১৯৭৯ সালে উহার মূল্য ছিল ১৯১,১৮৮ হাজার টাকা। ১৯৫৭ সালে সিংহলের বহির্বাণিজ্যের রূপ অনেক পরিবর্তিত হয়, রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। এই বৎসর বাণিজ্যের ঘাটতির মূল্য দাঁড়ায় ৮৮,২৭২ হাজার টাকা। বাণিজ্যের গতির এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ এই যে, গত বৎসর আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। উহা ছাড়া ১৯৫০ সালে রবারের রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৯৪৯ সালে সিংহল হইতে বিদেশে যে পরিমাণ রবার রপ্তানী করা হয়, তাহার মূল্য ছিল ১১৬,৬৮২ হাজার টাকা। ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা ৫৭,০৮২ হাজার টাকায় হ্রাস পায়। এইভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের যথেষ্ট পরিমাণ সঙ্কোচ সাধিত হওয়ায়, সিংহলের সম্মুখে বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তৃতির সমস্যাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত যুদ্ধের পূর্ব হইতেই সিংহলের বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সালে সিংহলের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ১১.৭৭ ভাগ ভারতের দখলে ছিল। যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন সিংহল-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। ১৯৪৩ সালে সিংহলের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৪০.৯৭ ভাগ ভারতবর্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর এই শতকরা হার হ্রাস পায় এবং ১৯৪৭ সালে উহা ১২.৮-এ আসিয়া দাঁড়ায়। জাহাজে স্থানাভাব ঘটায় এবং যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন দিক হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, সিংহলকে ভারতের পরিবর্তে অন্যত্র নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষ এই সময় অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি যুদ্ধপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, সিংহলের অভাব পূরণের জন্য ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৪৩ সালে যখন বাংলা দেশে ৩৫ লক্ষ নরনারী খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করে, সেই বৎসরও ১,৪১৮ টনের চাউল সিংহলে রপ্তানী করা হয়। পূর্ববর্তী দুই বৎসরও সিংহলের জন্য ভারত হইতে যথাক্রমে ১৮৭৩ ও ৬,৭১৬ টন চাউল প্রেরিত হয়। অধুনা ভারতবর্ষকেই বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে খাদ্য ক্রয় করিতে হইতেছে, সুতরাং বর্তমানে সিংহলে খাদ্য প্রেরণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ডাল, মৎস্য, কলমূল ও পাকসজী সিংহলে রপ্তানী করা হয়।

সিংহলের বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষ কিরূপে ক্রমে উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করে, পশুতন্তুর ব্যাপারেই তাহা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। ১৯৩৮ সালে সিংহল বাহির হইতে যে পশুতন্তু রপ্তানী করা হয়, তাহার মধ্যে কোরা বস্ত্রের শতকরা ১.০৭ ভাগ, রঙীন বস্ত্রের শতকরা ৬১.১৮ ভাগ ও ধোলাই বস্ত্রের শতকরা ১৭.৫৫ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হয়। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৯৬.৭৮, ২৮.৪৫ ও ৫৭.৬১তে উঠে। কোরা বস্ত্রের রপ্তানীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ প্রধানত এই যে যুদ্ধের পূর্বে জাপানের হাতেই কোরা বস্ত্র সরবরাহের একচেটিয়া ভার ছিল। যুদ্ধের সময় জাপানী সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ভারতের পক্ষে সিংহলের বস্ত্রের বাজার দখল করা সহজ হইয়া পড়ে।

সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতবর্ষ কোনদিনই তেমন গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিতে পারে নাই। যুদ্ধের পূর্বে সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৩.৪১ ভাগ ভারতের দখলে ছিল। ১৯৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ৪.১৬৫ দাঁড়ায়। ইহার কারণ এখানেও এই যে, সিংহল কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সিংহলের পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই ভারতে উৎপন্ন হয়। সিংহল হইতে ভারতবর্ষে শুধু বারিফেলজাত দ্রব্যাদি, মশলা ও রবার সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি ইহার পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সর্বশেষ তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যের আট ভাগের তিন ভাগ ব্রটেনের দখলে। ব্রটেনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিংহলের রপ্তানী বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সিংহল-ভারত বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ কি? ভারতবর্ষ কি সিংহলের বহির্বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না? ভারতবর্ষ ও সিংহল উভয়েই সম্প্রতি স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। দুইটি রাষ্ট্রেই অদূরভবিষ্যতে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ের সম্ভাবনা। সুতরাং ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে যে শীঘ্রই সিংহল ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে খাদ্যশস্যের একান্ত অভাব, সুতরাং বিদেশে খাদ্য প্রেরণ এখন সম্ভব নয়। বেশ কিছুদিনের ফলে তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচা মালের অভাবও ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং উহাও রপ্তানী করা অসম্ভব। কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলিয়া এই সকল দ্রব্যও বর্তমানে সিংহলে রপ্তানী করা সঙ্গত নয়। তবে রেশম ও পশমজাত দ্রব্য, কাগজেট, কয়লা প্রভৃতি বর্তমানে সিংহলে প্রেরণ করা চলে। কফি, রবার, মশলা প্রভৃতি এখনও সিংহল হইতে আমদানী করা সম্ভব। বর্তমানে এইভাবে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সুদৃঢ়তর হইবার আশা আছে। "ভারতবর্ষকেই আজ এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে, কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ সিংহলের বাজারও যদি ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রের করতলগত হয়, তবে ভারতের পক্ষে চিন্তিত হইবার কারণ আছে।

প্রাসঙ্গিক

ভারত সরকারের শিল্পনীতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিল্পনীতি বা তাহাপ্রসঙ্গে মুখার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতেও সরকারী নীতির মূলতঃ কোন পূর্বের মতই মোটামুটি রহিয়া গেল। তিনি বলেন যে, বালিকানার ভিত্তিতে শিল্পসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী শিল্পের মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন আসিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী শিল্পসমূহে বর্তমান ব্যবস্থা বহাল থাকিবে কিন্তু পরে রাষ্ট্র তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন। তৃতীয় শ্রেণী শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার অথবা স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু সরকারের এই বিভিন্ন শিল্পনীতিতে কেবলমাত্র সরকারী মালিকানার প্রকারভেদ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে এবং একান্তভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন অথবা আংশিকভাবে ব্যক্তিগত এবং আংশিকভাবে রাষ্ট্রের মালিকানা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। অথচ 'মিশ্র অর্থনীতি' বা 'মিশ্রিত ক্ষেত্রীয় পন্থা' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা হইল মিশ্র ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের যুক্ত মালিকানা। লৌক্তিক সম্মেলনে সম্প্রতিকালে ভারতের মালিকানার প্রশ্নে তাহা সরকার একান্ত ভাবে সরকারী মালিকানার নীতি ঘোষণা করেন, তাহাতে মিশ্র অর্থনীতির রূপ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ডাঃ মুখার্জিও এই মিশ্র অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের শিল্পনীতির বিশ্লেষণ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ মুখার্জি বিনিয়োগ সম্পর্কে সরকারী নীতি এবং উৎপাদনের সমস্যা বিস্তৃত করেন। বিনিয়োগের জন্য বহুত বাস বাজারে অর্থের বিতরণ ভাগে প্রচুর হয় কিন্তু প্রকৃত সমস্যা অর্থের নয় একটি বিশেষ কাঠামো বিষয়ক হইয়াছে। এই বহুত বালের উপর প্রাদেশিক সরকারগুলির আয়কর হইলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন প্রবণে বিবেচনা করা হইবে স্থির হইয়াছে। উন্নত আমেরিকান যন্ত্রের ক্রয় সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি বলেন, পাঁচ কোটি ডলার পর্যন্ত বিদেশের অর্থ ভারতে থাকিবে। এতদ্ব্যতিত অর্থ ভারত ও আমেরিকার অথবা সরকারে বন্টিত হইলেও আমেরিকার অংশের টাকা আমেরিকায় যাইতে পারিবে না। ভারত সরকারের পরামর্শ অনুসারে ভারতেই কোন অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানে তাহা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইবে।

উৎপাদনের সমস্যা বিস্তৃত করিতে যাইয়া শিল্পমন্ত্রী মুখার্জি শিল্পে শান্তি বজায় রাখিবার উপর জোর দেন। উৎপাদন প্রচেষ্টায় শিল্পে শান্তির গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার জোরেই উৎপাদন বজায় থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় শ্রমিক এবং মালিকের দুষ্টুমিপূর্ণ ও মালিকদের অর্থনিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে অভাবে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা খনির উপরে অনেকদিন পড়িয়া থাকে এমনকি তাহার সম্ভাবনাকে কাটাইতে পারিলেই উৎপাদন পরিমাণ হয় তাহা বৃদ্ধি পাইবে। বাজেটের পরিচয় সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনে এই সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি করিয়া আমরা আলোচিত হইয়াছি। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয়—সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষকে নিশ্চয়ই শিল্পের দেশে পরিণত করা চলিবে। সঙ্কটকালে ভারতের উৎপাদন যতটা ভারতের তুলনায় অনেক কম। আবার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের চাহিদাও কম। দুইকালে জনসংখ্যাই বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সজাগ না হইলে উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে।"

পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু এবং ভারত সরকার

যে অবস্থার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আগমন ভারতে চলিয়া আসিয়াছে, পূর্ব বঙ্গে এখনও তাহার উদ্ভব হয় নাই। পূর্ব বঙ্গে কোনরূপ হাঙ্গামাও হয় নাই, অথবা প্রবল বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ ঘটে নাই। কিন্তু আর্থিক চাপ এবং মুখ্যতঃ মুসলমান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপন রাষ্ট্রের উৎকট রোগ যে নূতন সামাজিক সংস্কার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সরকারী কর্মচারি হিন্দুরা অকস্মাৎ ভীতিকাঠামোর একটি উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই হয় কর্মচারি হিন্দু পরিবারে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছে এবং আরও বেশী সংখ্যায় আসিতে বাধ্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের মোট সংখ্যা ৮ হইতে ১০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করেন। সম্প্রতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে মোট আগন্তুকদের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতাতেই দুই লইয়াই আড়াই লক্ষ লোক আসিয়াছে। সম্প্রতিকের প্রায় সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আগন্তুক অবস্থায় করিয়াছে।

পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের সম্পর্কে ডাঃ রায়ের অনুমানকে আমরা চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিলাম। আগন্তুকদের মোট সংখ্যা এরূপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। তাহারা যেরূপ মানসিক বৈধব্যযুক্ত আচরণ পাকিস্তান সরকার তাহাদের হিন্দুদের প্রতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে অচিরেই আরও প্রার্থীদের সংখ্যা যে বেশুমার বৃদ্ধি পাইবে সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। আমাদের আরও মনে হিন্দুদের নিকট হইতে বেশুমার অর্থ আদায়, যে সকল হিন্দু এখনও পূর্ব বঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে আতঙ্কের মাধ্যমে জন করিয়া বিপুল অর্থ আদায় ও তাহাদিগকে পীড়ন, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কর্তৃক ব্যাপকভাবে হিন্দুদের গাড়ী দখল, ব্যাপকভাবে হিন্দুদের বন্দুক লাইসেন্স ও বন্দুকের বাজেয়াপ্ত এবং সেই সকল বন্দুক মুসলিম আনসার বাহিনী ও মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীদিগকে প্রদান, বিভিন্ন প্রকারে মাতৃভূমি ত্যাগে অনুপ্রেরণা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ব্যাপারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের জীবনযাত্রা নির্বাহ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বসতি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্বঙ্গ সাধারণতন্ত্র নিউজলেটারে প্রকাশিত যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রস্তাবে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেন যে (১) সাধারণ পুনর্বসতির সমস্যার সমাধানকল্পে বিভাগের, এবং পাকা অধিকারে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করা হউক (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার ব্যবস্থা সুবিধা পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হউক, (৩) পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত পাকিস্তানের বেআইনীদের ব্যবস্থা করা হউক। (৪) কেন্দ্রীয় সরকার যা পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের যে সকল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে আসছে হইলেন পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত কতিপয়ের প্রতিনিধিদের ঐ সকল কার্যক্রমের যথাযোগ্য সঙ্গে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া করা হউক।

উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি পরিলক্ষীকান্ত মৈত্রের মন্ত্রিসভা ভারতের উদ্দেশে করিতেছি। উদ্বাস্তু পুনর্বসতি প্রশ্নের যাহে যথাযথ ও বহুত আলোচনা কালে তিনি বক্তব্য করেন, তিনি মন্ত্রিসভাকে আমাদের নিকট ভারতীয় মন্ত্রিসভাকে কোনরূপ বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায় আমার নাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য আমি মন্ত্রিসভাকে পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। তবে আমি এই কথা বলিতেছি যে, অবশ্য সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা পরিষদের ক্ষমতা। মন্ত্রিসভা অথবা এই পরিষদ ব্যাপারে অন্য কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে না। বস্তুতঃ দুঃখের ইতিহাস কুরু কুরু কালে যেরূপ যাইতেছে এখনও ইহা কুরুক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিতে কিন্তু কে বলিতে পারে—কখন ইহা প্রচণ্ড সন্তাপ করালমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? তখন এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে যে, তাহা ভারতে আসা আমাদের সকলে সাধ্যাতীত হইবে। আমি মন্ত্রিসভার অর্থসচিব এ উপলক্ষ্যে এই পরিস্থিতির বিষয় আমি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

[illegible] সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রদেশে উচ্চতর পশ্চিম প্রথম বার তা বিধান তত্ত্ব করা সম্ভব হইয়াছে। যে পশ্চিম বঙ্গে আসন্ন সমস্যা থাকায় সমাধি এখনে কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কথিত সবিশেষ যে তত্ত্ব পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতেও [illegible] একটি বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হয়েছে একটি জেলাকে একটি টাকা সেক্টর বা সাব্যস্ত সংগঠন করিবার একটি পরিকল্পনার [illegible] সরকারের অনুমোদনক্রমে করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে অবস্থান ও বিহার উৎপন্ন করার জন্যই করিবার তত্ত্ব পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াও [illegible]

কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। [illegible] যে এরূপ সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থাদির কথা [illegible] আসিয়া, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ইহাতে পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত বিহারাগতদের [illegible] তাহাদের সরকারের বাসিন্দা প্রকৃত [illegible] সম্প্রসারণের [illegible] করিবার তত্ত্ব [illegible] সরকারকে অনুরোধ করা। আমরা পশ্চিম [illegible] করিবার [illegible] প্রতি তাহাদের [illegible] করিতেছি।

খুলনার বিমানঘাঁটি

[illegible] হইতে সম্প্রতি যে করিবার তত্ত্ব [illegible] হইতে আরও করিয়া হইয়াছে, বিরোধের [illegible] করিবার একাধিক মেজর আলোচনা [illegible] কিন্তু [illegible] আমাদের [illegible] সরকারের [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য

যুদ্ধের ফলে বৃটেনের আর্থিক ব্যবস্থায় এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনের জন্য বৃটেনের পক্ষে বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণে গোলন্দাজ ও কামানের আমদানী অপরিহার্য। যুদ্ধপূর্ব যুগে বিদেশে বিনিয়োজিত মূলধনের সুদের বিনিময়ে বৃটেন প্রয়োজনীয় আমদানী করিত। তাহা ছাড়া অধিকাংশ উপনিবেশে বৃটেনের নিকট ঋণী ছিল। সুতরাং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের আমদানীতে তেমন কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটেনে উৎপাদনের গতি ছিল অব্যাহত। এই সকল কারণেই আর্থিক সঙ্কটের আবির্ভাব তখন এতদূর ব্যাপী রূপ লইতে পারে নাই।

কিন্তু যত যুদ্ধের মধ্যে উপনিবেশিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধের ফলে বৃটেনের বিদেশস্থ ব্যালকভাবে বিক্রীত হয়, বিদেশে বিনিয়োজিত মূলধনের অধিকাংশে বিক্রীত হয় এবং উত্তর্ব হইতে ইংলণ্ডের অবস্থানে পরিবর্তন হয়। এই ভাবে বৃটেন এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধপূর্ব যুগের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানীর পরিমাণ অব্যাহত রাখিতে হইলেও বৃটেনের পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্যের বিপুল প্রসার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। যুদ্ধাবসানের পর হইতে বৃটেনে আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য দাঁড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্যের বিস্তৃতি। বৃটেনের পক্ষে ইহা জীবন মরণের প্রশ্ন হিসাবেই দেখা দেয়।

১৯৪৭ সালে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে। গত বৎসর বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ১,১৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালের তুলনায় এই সংখ্যা আড়াই গুণ অধিক। ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে বৃটেনের রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব পর্য্যায়ের বেশী উপরে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উহা ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ১১৪ ভাগ ও ডিসেম্বরের মধ্যে শতকরা ১১৭ ভাগ উপরে উঠে। অধিকন্তু ডিসেম্বর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

গত বৎসর রপ্তানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য দাঁড়ায় ১৭,৭০০,০০০ পাউণ্ড, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদির মূল্য দাঁড়ায় ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড। যন্ত্রপাতি পমপী দ্রব্য এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে ৮,৬০০,০০০ ও ৮,০০০,০০০ পাউণ্ডে উঠে। ১৯৩৮ সালে বৃটেন ৩১,২৩১,১৭৪ পাউণ্ড মূল্যের ১,৩৩৩,২৩১,০০০ গজ সুতীবস্ত্র রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪,৪০০,০৪১ ও ৪৩১,১৪১,০০০-তে দাঁড়ায়।

বৃটেনের ১৯৪৭ সালের রপ্তানী বাণিজ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রপ্তানী তালিকার পরবর্তী দুইটি দ্রব্য প্রধান ৭টি অধিকার করে, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, লৌহ ও ইস্পাত, তুলা, রাসায়নিক দ্রব্য ও পরিধেয় বিলুপ্তরের তালিকা করে। ১৯৩৮ সালে বৃটেনের সমগ্র রপ্তানীর শতকরা ৬০ ভাগ ছিল এই দ্রব্যাদি। ১৯৩৮ ও ১৯৪৭ সালের সমগ্র রপ্তানীর মধ্যে এই দ্রব্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ও ৬৪ ভাগ।

যদিও ১৯৪৭ সালে বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্যের বিপুল বিস্তৃতি ঘটে, তবুও রপ্তানী আমেরিকা অত্যন্তই পরিমাণ অধিক বাকিয়া যায়। ১৯৪৭ সালের মোট রপ্তানীর মূল্য যেখানে ছিল ১,১৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড, সেখানে মোট আমদানীর মূল্য দাঁড়ায় ১,৮৭১,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই ভাবে দেখা যায় যে বৃটেনের বাণিজ্যিক পরিধি আরও বর্ধিত করিতে হইবে।

এই সমস্যার মূলে কারণ এই যে, বৃটেন আজ তাহার রপ্তানী বাণিজ্য প্রধানতঃ ডলার দেশগুলির জন্য সীমাবদ্ধ রাখিতে উৎসুক। রাজনৈতিক কারণে বৃটেন তাহার আর্থিক নীতি মার্কিন অর্থনীতির অধীনে করিতে চাহিতেছে। তাহার ফলেই সমগ্র বাণিজ্য প্রধানতঃ ডলার দেশগুলির সহিত সীমাবদ্ধ রাখিতে বৃটেন রাজনৈতিক কারণে বৃটেন তাহার আর্থিক নীতি মার্কিন অর্থনীতির অধীনে করিতে চাহিতেছে। তাহার ফলেই সমগ্র বাণিজ্য প্রধানতঃ ডলার দেশগুলির সহিত সীমাবদ্ধ রাখিতে বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না, কিন্তু তাহাতে প্রতি অতিরিক্ত আমদানির ফলে বৃটেনে বিভিন্ন উৎপাদক দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং যে সকল দেশ হইতে অত্যাবশ্যক আমদানী করিতে হইবে, এখন বিদেশের সেখানে তাহা উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃটেনের উপর আর তাহাদের বিক্রয় করিতে হয় না। এই ভাবে এই সকল দেশে বৃটেনের রপ্তানী বাজার বন্ধনমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার ফলেই যুদ্ধের পরে বৃটেন সমগ্র বাণিজ্য মূলত ডলারের বিনিময়ে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি হইয়াছে এই যে বৃটেনের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সমগ্র অর্থনৈতিক পৃথিবীর চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। আমেরিকার উৎপাদক দ্রব্যের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় উঁচুই। ফলে অধিকাংশ দেশই আমেরিকার সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহুক। এই ভাবে ডলার দেশগুলিতে সকল প্রকার দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটেনের সহিত তাহাদের ব্যবসা হ্রাস পাইবে। ইতিমধ্যেই বৃটেনে মালের অর্ডার হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং ইংলণ্ডের কিলার সমিতি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে গত কয়েক মাসের মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিদেশে মাল বিক্রয়ের অবস্থা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদি পণ্যের মূল্য কমানো হয় না, তবে ইহাই আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই বৃটেনের রপ্তানী বাজার বন্ধ হইয়া যাইবে। অতি প্রয়োজনীয় রপ্তানি আমদানীর জন্য ডলার যোগাড় করিয়া পাওয়া যাইবে না। এখন তাহা প্রয়োজন যে বৃটেনের বাণিজ্য আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং অর্থসঙ্কটের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। এই সকল কারণেই আজ শ্রমিক সরকার নতুন করে ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নির্দেশ অস্ত্রোপচার করিতেছেন।

বৃটেনের এই সঙ্কট ভয়াবহ। বৃটেন যদি আর্থিক পুনরুত্থানের রাজনৈতিক অস্ত্রের ভূমিকা হাল করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারে ও বিদেশে বিক্রয় হ্রাস করিয়া আমদানী খরচ উৎপাদ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে এ সঙ্কটের সমাধান কঠিন নহে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃটেন তাহা করিতে কতদূর সক্ষম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(রিজার্ভড ও লিমিটেড)

"কমার্শিয়াল হাউস"—১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

— ডিরেক্টর বোর্ড —

এস, সি, চক্রবর্তী, ডিরেক্টর, ক্যালকাটা টিল কারখানেশন লিঃ, বেঙ্গল কটন মিলস্ লিঃ, বেঙ্গল কটন ফিনিশিং লিঃ প্রভৃতি।

ডেঃ সি মুখার্জ্জী, ফুলপুর এগ্রিকালচারিষ্ট অফিসার, কলিকাতা করপোরেশন, ডিরেক্টর-ক্যালকাটা ফেডারেল সিমেন্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।

রায়বাহাদুর জি, জি, মোরাইকা, প্রোপ্রাইটর—মোরাইকা এণ্ড মিলস্ : ডিরেক্টর—দি বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড-রিয়েল এষ্টেট কোং লিঃ, বায়মেটিক ডিরেক্টর—মোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ, মোরাইকা এষ্টেটস্ এণ্ড ইন্সেট লিঃ, মোরাইকা ষ্টাফ বেনিফিট এণ্ড প্রভিডেণ্ট ফোং লিঃ।

জি, এল, বসু, পাটনার, এ্যাবাস কটন এণ্ড কোং।

বি, সি, মোহ, এম-এল-এ, ডিরেক্টর, ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ।

এল, বসু, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

(শুভাঙ্কের টাকার অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন	...	...	১২,৭৫,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১২,৩৭,৫০০৲
সঞ্চয়	...	...	৭,০০,০০০৲

কে, এল, সেন

দিগন্ত

গাহীরিক অসুস্থতার জন্য গত সংখ্যার "আমিক ও শিক্ষক" লিখিতে পারি নাই বলিয়া যথা ছিলাম করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, ঃ বোধহয়ের অভাবও ঃ লিখিতে পারিলে" তাঁহাদের মনে, একবার যখন একটা বিষয়ের ঘটকাইয়া দেছ, তখন কিছুতেই তাহা হইতে ত অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। মুক্তকণ্ঠে ও আন্তরিকতার আমার সম্বন্ধে প্রীতি বহ হইয়াছে, সংশয় নাই। কিন্তু আমি বঞ্চিত ছ। এই শুধু কথার কথা নয়। প্রকৃতই বঞ্চিত ছ' বন্ধুর এমনতর ধারণাটি নিছকভাবেই ঠা আমি মোটেই ঠিক বুঝি না। এতদিনের চেষ্টার কাজ করিবার অধিকারই যদি বন্ধুদের ক. তবে হইল কৈশোরবেলার সাহচর্য্যের অনুযায়ী ত উচিত ছিল। "শিক্ষক" হয়ে কিংবা "কিন্তু শিক্ষক" লিখিতে প্রকৃতি একটা শিক্ষাই কাজের কথা নয় ছন্দের ঐশ্বর্য্যসন্ধানে বিচলিত হইয়াছি এবং একটা ইঙ্গিতকে আর একরূপ বিশ্লেষ করিবার সম্ভাবনার কথা ভাবিতেছি।

• • • •

[illegible] বন্ধুর মনের অন্তর হইতে তাহা সাধে বিষয় ছাড়া অতিরিক্ত কিছুর প্রতি তাহার অন্তরঙ্গতার বিশেষ উপাদান করিবার মত সময় খুব বেশী ঘটে না। তাই একান্তের ঘটা অন্তরটির জন্য মনে মনে খুশী হইয়া সময় ভিন্ন বাঁধিয়া রাখে প্রচুর অবসর। তা নাই। বাঁধন কাটার খেয়া বাজিবার নাই। তাহার নিজেই অবসরবিহীন বাস্তবী শিক্ষক" লিখিবার অবসর নাই। সময় ভিন ন্য করিতে পারার জন্য সে কি আক্ষে ন আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া গেছি। বাস্তব অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা নয়। যদিও আমি াই, একেবারে "উদাসীন" নই, তবু উপকরণের কথা—"স্বাধীন" দেশের দুঃখ-দা বিধাতার মনে রহিয়াছে। দেশবাসের কথা, কথা, সাংবাদিকদের কথা, লেখকদের কথা ামের। অধিকের কথা, সব কিছুই আমার । ভিন্ন পরিচয়ে বিধাতার স্মরণ করিয়াছে। লেখাই আমাদের জন্য অযোগ্য জানিয়া া হইলেন—অসংখ্যজনের জন্য তাঁহাদের অসংখ্যজনের জন্যই তাঁহাদের আয়োজন। বিধাতে সজ্ঞানবিচারে কোথাও তাঁহাদের নাই, এমনই তাঁহারা আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ, যারা দেখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের করিয়া তাঁহারা বলিয়াছি, আমি আমার ক ভিন্ন [illegible]

ভুলিবেন, যদি সবাই একসঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়া দুয়ার করে আসিয়া বসিবেন, তাহা হইলে এই দুর্ভাগা দেশের নীতিবীর, কর্মবীর, সমাজহিতৈষীর বে-আব্রুগুলির সঙ্গে তাঁহাকে তুলাইতে পারিতাম, তাহাদের যে অল্প আয়তনটুকু তাহাতে তাহা সজ্ঞানবিচার সম্বন্ধেও অন্যান্য খুব বেশী সজ্ঞ করিতে পারেন নাই। ভুলিতে ভুলিতে পরিচয়ের রোমাঞ্চ হইত। কিন্তু তাঁহাকে কাছের কাছে পাইবার উপায় নাই, তাঁহাকে শুধু কেবল তাঁহার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিতে পারি, তাঁহার কাছে অভিযোগ করিতে পারি এবং সর্বশেষে উচ্চ চীৎকারে তাঁহার অবধান জাগাইতে পারি "হে ঈশ্বর, আমাদের দেশে অপূর্ণ এবং বিচিত্র যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারই প্রধান হইতেছে তোমার করুণা অন্ধ এবং তুমিই বন্ধ!"

• • • •

কিন্তু ইহা তো জানিতেছি, ঈশ্বর তোমার ও আমার অবধা হইতে পারিবেন। তাঁহা হইলে কি করিবেন। ইহার কিছুই করিবার নাই। "বিধাতার ও অসোমাহীন সংসারের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া নাকে দইল তৈল প্রদান করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি। আমার বিরুদ্ধে সংসার, কেন সংসার একান্তভাবে ইহার পরিচয় হইত না। কিন্তু অসাধ্য প্রতিপন্ন যে করিতে থাকিবার তাহাতে সংশয় নাই—আমাই হউক, অথবা যখন সবাই আরও খারাপ হয় নাই, তখন তখন নিন্দা নিশ্চয়ই। অন্তরে বর্ষাকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভাবরীর জন্যই তখনকার বিকট কৃষ্ণতা জাগন করিতেছি। তাঁহাকে বলিতেছি এই বিভাবরীকে যে তুমি আরও অন্ধকার করিয়া তোল নাই ইহাতেই তোমার করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। হে ঈশ্বর, তুমিই ধন্য।

• • • •

ইহার পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে জীবনের সর্বস্তরে খাঁটি মানুষের অভাব নাই। সেকথা সত্য। সংখ্যায় তাঁহারা হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু তাঁহারা হইলেও প্রবল করিবার ক্ষমতা তাই বলিয়া তাঁহাদের কম নয়। নেতাদের মধ্যে, মধ্যে, সাংবাদিকদের মধ্যে, লেখকদের মধ্যে সর্বত্রই তাঁহারা ছড়াইয়া আছেন। দুঃখ তাঁহারা পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদাও তাঁহারা করিতেছেন। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে বঞ্চনার অন্ধকারিমাকে বাস করিতে এত কল্পনাপ্রবণতা শুধু প্রকাশের জন্য কিছুতেই মেলিতে

• • • •

[illegible] দুয়ারে দুয়ারে তাহাদের একজন বি পুরুষের বিরোধের ঘটিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ব হইয়াছিল মাত্র ৭৮ বৎসর। "মাত্র" শব্দটি আ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি। তাঁর মৃত্যুতে শিল্পে "শিল্পকলা বেঙ্গল সার্বিক বিজ্ঞান" প্রতি করিয়া যে দূরদর্শিতায় ও সৌন্দর্যবুদ্ধির পরি দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সার্বিক শিক্ষার বি করিয়া তোলার জন্য জীবনব্যাপী যে অক্লান্ত পরি করিয়াছিলেন, সকল দেশে সকল কালের প্রতি জীবন দেশবিদেশ পরাস্ত তাঁহার যে আদর ছিল, তাহা ব করিয়াই মাত্র ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু দেশবাসী দেখিবারের করিবে। তাঁর মৃত্যুর তার সঙ্গেই এত বিশাল সার্বিক আবিষ্কার পরি ভার প্রাথমিক ও মাসিকের সার্বিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ভার সকল হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মেধির আত্মশক্তির গৌরবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা হইবে, রাজদরবারে গৌরবীয় আসনে পরিচয়ের জন্য বাঙ্গের মেধির আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে সীমা থাকিবে না, তাঁর মৃত্যু তাঁহার জীবনের ও চিরকাঙ্ক্ষার মিলটি দেখিতে পাইতেছেন। ইহাই দুঃখ। কিন্তু সেই অসাধারণ গৌরবের বিষয়টি তাঁহারই যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে এই বাস্তবটি সম্ভব করিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

• • • •

সংশোধনের সকল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈত শুধু যে কৃতী আইনজীবী ছিলেন তাহাই নয় তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল। তাঁহারই মূলত পালনের প্রবর্তনে তাঁর সমবেদনার মূলা দেশবাসী তরুণ ইতিমধ্যে বহু পরিচয় হইয়াছে। ব্যবসায় থেকে শ্রীযুক্ত খৈত প্রচুর পরিমাণে ধনার্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গেই প্রচুর সঞ্চয়ও লাভ করিয়াছিলেন দেবীপ্রসাদ বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন এ কলিকাতায় নিজস্বাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি কোনদিন নিজেকে স্বদেশপরিচয়ের লোক বলি মনে করেন নাই। বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার সাধন তাঁহার যোগ ছিল ও এই প্রচেষ্টার অন্যান্য সকল প্রচেষ্টার তাঁহার সমানুভূতি ছিল। ইহার জন্য দেবীপ্রসাদের মৃত্যুতে বাঙ্গালীমাত্রেই-

ভারত-পাকিস্থান শুল্ক সমস্যা

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য চলাচল সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থাদির আরোপ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী গত রবি বার এক সভায় বিস্তৃত আলোচনা করেন। বিষয়টি লেখা পর্য্যন্ত উভয় ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিবে বিবেচনা করিয়া উভয় প্রধানমন্ত্রী স্ব-স্ব গবর্ণমেণ্টের নিকট কতকগুলি চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে, অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই দুই প্রদেশের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, উভয় প্রদেশে ব্যবসায়িদের আর্থিক ক্ষতির যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয় এবং বাণিজ্য চলাচল সম্পর্কে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের নিকট বক্তব্য পেশ করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম বাণিজ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে এবং উহা পাঁচভাগে ভাগ করা হইবে। যথা—(১) যে সমস্ত দ্রব্য এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাতায়াত করা উচিত নয়, (২) যাহা প্রয়োজনীয় অনুমতি ও শুল্কের সাহায্যে যাতায়াত করা যায় (৩) যে সমস্ত দ্রব্য শুল্ক বিনা শুধু অনুমতির সাহায্যেই যাতায়াত করা যায় (৪) যাহা অনুমতি বা শুল্কের সাহায্য ব্যতীত যাতায়াত করা যায় এবং (৫) যে সমস্ত দ্রব্য লোকজন যাতায়াত স্বাধীন সমুদ্রে লইয়া যাওয়া হয়।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শুল্ক হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে

কলিকাতার কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কালেক্টরের তরফ হইতে এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের শুল্ক আদায় সীমানায় অবস্থিত শুল্ক সংগ্রহ কেন্দ্রে পাকিস্থান হইতে যাত্রীদের সহিত আমীত যে সব স্বকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবে, সে সম্পর্কে শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিম্নোক্ত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন :—

যাত্রীদের সহিত আমীত স্বকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। পরিবারের অন্যান্য ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্য এবং দুরন্তালীর নাবদরজায় স্বকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বলিয়া গণ্য হইবে, তবে ঐরূপ ডিক্লিয়রেশন দাখিল যাত্রীর নিজের ব্যবহারের উপযোগী হইতে হইবে অথবা তাহার সহিত জনৈকারী তাহার পরিবারভুক্ত অন্য লোকজনের হইতে হইবে এবং উহা বিক্রয় বা দান যাতায়াত অন্যের নিকট হস্তান্তর যোগ্য হইবে না। দুই বা দুই দুটা অথবা যেরূপ পরিবারের পক্ষ ভারতীয় ডোমিনিয়নে আগমন করিবার দুই মাস পূর্ব্বে পাকিস্থানে ক্রীত হয় নাই, তাহা স্বকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। যেরূপ যাত্রী শুল্ক ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহাদের 'স্বকীয় ব্যবহার্য' বলিয়া গণ্য করা হইবে না। যাত্রীদের প্রত্যাবর্ত্তনকালে অথবা তাহাদের আগমনের অব্যবহিত পর তাহাদের উপযুক্ত সাক্ষ্য ভিন্নিকল্পে যাহাতে শুল্ক হইতে রেহাই পাইতে পারে, সে সম্পর্কে অর্থবিভাগ হইতে উপদেশ 'প্রোফর্মের বিক্রয় ব্যবস্থা' আলাদা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নোক্ত প্রধানতঃ স্বকীয় ব্যবহার্য্য আলাদার পর্য্যায়ে পড়িবে না। যথা :—

(ক) ১৯৩৪ সালের ভারতীয় শুল্ক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রথম তপশীলের ৪, ১৭, ১৮ ও ২১ নম্বরে উল্লিখিত দ্রব্যের দ্রব্য উহার উপর শুল্ক ধার্য্য করা চলে এবং সাধুরিক শুল্ক আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী শুল্ক হইতে উহাদের রেহাই দেওয়া হয় নাই, (খ) আর পাউণ্ডের অতিরিক্ত বিলেতী মদ, যেমন: যা এক গ্যালনে দুই আউন্স ওজনের অধিক দুর্বল নিষ্যাস, কোলা বাদ দিয়া আরক ৪০% অধিক নিষ্যাস ও নিষ্যাসের ২ অংশের বেশী বিয়ার, চার আউন্স ওজনের অতিরিক্ত চকোলেট অথবা কোকো মিশ্রিত অতিরিক্ত দ্রব্য, (গ) পিয়ানো, সিয়ানোলা, গ্রামোফোন ও রেডিও রাইফেল, (ঘ) সোনার তৈয়ারীর উপযোগী অথবা আঙ্গুলবন্ধ বিদেশে ব্যবহার হইতে পারে এমন কাপড়-চোপড় (প্রতি বৎসরে ১০ পাউণ্ড মূল্য পর্য্যন্ত) এবং সূতা (প্রতি বৎসরে তিন পাউণ্ড সূতা পর্য্যন্ত) (ঙ) ক্যামেরা, অন্যান্য, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন রেকর্ড, ঘড়ি, মূল্যবান্ধন এবং অনধিক ছয় মাস পূর্ব্বে পাকিস্থান ক্রীত জন্য।

কোন যাত্রীর শুল্ক সংগ্রহ কেন্দ্রে পৌঁছিবার একমাস পূর্ব্বে বা পরে তাহার 'ব্যবহার্য' মালপত্র শুল্ক কেন্দ্রে উপস্থিত করা হইলে শুল্ক-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

১৯৩৪ সালের ভারতীয় শুল্ক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রথম তপশীলের ৭৭নং বিষয়ের (ক) সংখ্যক ১৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির ব্যবসার বা ব্যক্তিগত ব্যবহৃত কোন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আমদানি করা হইলে শুল্ক আদায় করা হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—ডাক্তিদের ডাক্তার, চিকিৎসক বা শল্যচিকিৎসকদিগের যন্ত্রপাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন যাত্রীর বাণিজ্য পরীক্ষা করিয়া কোন শুল্ক আদায় করা হইবার পর, অযৌক্তিক তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান দিতে হইবে।

পূর্ব্বে একবার ভারত হইতে পাকিস্থানে প্রেরিত দ্রব্যাদি পুনরায় ভারতে আমদানি করা হইলেছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। এরূপ আমদানি কোন যাত্রী আইনতঃ অধিকারী এমন সব অস্ত্র ও গুলীগোলাদ্রব্যাদি পাকিস্থানে চালান দিলে এবং যাহা পুনরায় তাহার আমদানি করিতে হইলে সে শুল্ক দিতে বাধ্য এবং ঐ সমস্ত পাকিস্থানে গমনের পূর্ব্বে উপযুক্ত প্রমাণাদি তাহাকে আমদানী করা হইবে বলিয়া যেসব ব্যক্তি পাকিস্থানে শুল্ক সংগ্রহ সীমানায় কর্ত্তব্যরত শুল্ক বিভাগীয় কর্ম্মচারী তাহাকে এজেন্সীকে বিশেষ বিবরণসহ চালানী ফরম দিবেন। ইতিপূর্ব্বে উপযুক্ত প্রমাণাদি পুনরায় আমদানি করার সময় শুল্ক বিভাগীয় কর্ম্মচারীর নিকট উক্ত ফরম দাখিল দেখাইতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারী নিকটে হইলে ফিরা যাওয়া বাতায় স্বাক্ষর দিবেন।

ভারতে অস্থায়ীভাবে বাসকারের জন্য অস্ত্রাদি গুলীগোলার আমদানি করা হইলে এবং আমদানির দুই বৎসরের মধ্যে পুনরায় ঐসব দ্রব্য পাকিস্থানে চালান দেওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক প্রত্যর্পণ করা হইবে।

কোন সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্থান শুল্ক সংগ্রহ সীমানা অতিক্রম করিয়া ট্রেণে প্রবেশকালে অথবা ট্রেণ হইতে বাহির হইবার সময় নিজ বিভাগীয় কর্ত্তব্য পালনরত সার্টিফিকেট অথবা অন্য বিভাগীয় কর্ত্তা হইলে প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারীর সার্টিফিকেট উপস্থিত করিলে তাহা মালপত্র শুল্ক আদায় না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের বৈদেশিক পণ্য-শুল্ক কর্ত্তৃপক্ষ এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ১৯৪ সালের ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে যে সব মাল ভেসেলে উঠিবার অথবা যে সব মাল পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভারতীয় ইউনিয়নে চালান দেওয়া হইবে সেগুলিকে ভিন্ন ভাষায় উদ্ধারের ও শুল্ক সংগ্রহে পৌঁছাইতে দেওয়া হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আরও বিবেচনা সাপেক্ষে আরও কয়েক, ফল, সব্জী, ফুল ও তিন অন্যান্য দ্রব্যাদি নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন।

পাকিস্থান হইতে আমদানী টাট্কা ও সদ্য পচা দ্রব্যের শুল্ক বিলিব্যবস্থার জন্য বিমানবন্দর ট্রেণে বৈদেশিক শুল্ক তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারতের ও পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াত বৈদেশিক পণ্য-শুল্ক প্রবর্ত্তন করায় বিমানবন্দর, অন্যান্য রেল এবং নৌপথে যাত্রী ও মালপত্রাদির যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য বিমানবন্দরে শুল্ক যাত্রীর শুল্ক কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং আশা করা যায়, কয়েকদিনের মধ্যে বিষয়টি সরল হইয়া আসিবে।

শুল্ক কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণভাবে ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের যেসব বিমান, যা ভারতীয় ইউনিয়নে মাল প্রেরণ করিতে চাহিবেন

(বাকীটুকু ৩১৩ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

ইউনিয়ন ও মজুরী হ্রাসের প্রস্তাব বৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির কারণ—ফ্রটেমের ভবিষ্যৎ—দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ঢাকোর্ড।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

৩রা জানুয়ারী—ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাতে ইউনিয়ন গুলিকে এই মজুরী হ্রাসের দাবী হইতে বিরত রাখিয়াছে, কিন্তু ইউনিয়নের নেতা এই মজুরী হ্রাসের প্রস্তাব সম্বন্ধে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ফলে এই প্রস্তাব আপনা হইতেই পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিবে। ইউনিয়ন নেতা সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, যে মূল্য ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার হ্রাস করা হয়। অনেকগুলি শিল্পসংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার তিনগুণ অধিক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। কাজেই এই ব্যবসায়ের লভ্যাংশ অপেক্ষা শ্রমিকের যে পরিমাণে কম তাহা সহজেই

[illegible] দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির [illegible] করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, [illegible] না হইলে ফ্রটেম দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির বাতিল করিবে। তাহারা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছে যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির সাফল্য সেই বিশ্বব্যাপী অবস্থার মধ্যে নির্ভরশীল নহে। যে ফ্রটেম অবশ্য দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির দ্বারা বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের পৃথকভাবে আলোচনার চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন দেশকে ট্রাফিক ব্যবসার বিনিময়ে ফ্রটেম বহুপাক্ষিক ব্যবসার সুযোগ [illegible]। অনেক দেশই সুবিধা বুঝিয়া ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। তার ঢাকোর্ড [illegible], যদি ইহার ফলে ফ্রটেমের সঞ্চিত স্বর্ণ [illegible] কোন ক্ষতি না হয় তবে ফ্রটেম ইহাতে আপত্তি করিবে না।

[illegible] সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, ফ্রটেম [illegible] উপর তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে বিশেষ [illegible] তাহার জন্য সরকার ব্যবসায়ীদের ক্ষেপাইয়া তুলিতে [illegible] এবং এই উদ্দেশ্যে ইহাদের, মুনাফাবৃদ্ধিকারী [illegible] সঙ্গে সঙ্গে সরোষবন্ধক চুক্তির সম্পাদিত ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে বেলজিয়াম, লোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ ও স্কেনরাজ্যের সঙ্গে পাক্ষিক চুক্তির কথাবার্তা সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। তাহার ও পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইহাও তার ঢাকোর্ড বলেন। তিনি সর্বশেষে বলেন যে "ফ্রট চুক্তির" দ্বারা অন্য দেশের এইসব বাণিজ্য চুক্তিতে বাধা দিতে পারিবে কিন্তু ফ্রটেমই এই সব চুক্তিতে কোন আপত্তি জানাতে যাবে।

ওয়াশিংটন

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা—লন্ডনের মধ্যেও লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৩রা জানুয়ারী—চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িগণ প্রতিক্রিয়া বোধ করিতেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীরা এবং ষ্টীল ও লৌহের ব্যবসায়ীরা অধিকতর প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্টীল ব্যবসায়ীরা অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহারা এতদিন নানাপ্রকার আপত্তি জানাইতেছিলেন এখন তাহাদের সুরও বদলাইয়াছে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সব বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের ঘোরতর বিরোধিতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া কংগ্রেসে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, পূর্বে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগুলির 'ইতিহাস' বিবেচনা করিয়া যাহারা পুরাতন ব্যবসায়ী তাহাদের প্রায়ই অনুমতি দেওয়া হইত। ৩রা জানুয়ারী হইতে সরকার সেই নীতি পরিবর্তন করিয়া এক নূতন আইন প্রবর্তন করেন, যাহার ফলে স্থির হয়, যেই ব্যবসায়ীরা যত কম মূল্যে জিনিষ রপ্তানী করিতে পারিবেন সেই ব্যবসায়ীরাই লাইসেন্স পাইবেন। ইহার বিরুদ্ধে এখন পুরাতন ব্যবসায়ীরা ও রপ্তানী ব্যবসায়ীরা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা, তাহাদের মতে এই নূতন আইনের ফলে উৎপাদনকারী মিল মালিকেরা নিজেরা রপ্তানী ব্যবসা শুরু করিবেন, ফলে রপ্তানী ব্যবসায়ীরা ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রপ্তানীকারীদের সর্বনাশ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাবিভাগের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই নূতন লাইসেন্স নীতির বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহাতে রপ্তানী ব্যবসায়ে অযথা বিলম্ব ঘটিবে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী এই প্রস্তাবে তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কংগ্রেসের ৩৫ জন কমিটির সভ্য যে সব বৈদেশিক ব্যবসায়ীর তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন, তাহাদের মনোভাবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিভাগ ব্যবসায়ীদের এই বিরোধিতাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। তাহাদের মতে সরকারের এই নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মুনাফালোলুপতা কমিবে এবং জিনিষের মূল্য কমিয়া বিদেশী রাষ্ট্রগুলির চলার সময়ে কম বাধার সৃষ্টি পড়িবে। বিশেষ করিয়া এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রয়োজনের ক্রমশ অনুসারে রপ্তানী দ্রব্য সীমিত হইবে।

লন্ডনাবাদে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেই চুক্তিতে পশ্চিমী-রাষ্ট্রগুলি অবাধ বাণিজ্য নীতি যাহাতে চালু হইতে পারে তাহার ভিত্তি গঠন করিবার জন্য সকল রাষ্ট্রই চেষ্টা করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু এখনকার এক প্রভাবশালী পত্রিকার মতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক "ব্লক" প্রস্তুত করিবার চেষ্টাচরিত্র পড়িয়া গিয়াছে, যেমন নিকট-প্রাচ্য ব্লক, (গ্রীস হইতে তাহার সাম্রাজ্য পর্যন্ত) ফরাসী আফ্রিকা ব্লক, বৃহৎ আফ্রিকা ব্লক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্লক, পশ্চিম ইউরোপীয় ব্লক ইত্যাদির কথা এখন খোলাখুলিভাবে বলা হইতেছে। যে সব রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে আন্তর্জাতিক বিনিময় করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের চারিপাশে বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে সেইসব রাষ্ট্রের একটি বিষয় তালিকাও একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে।

এই সম্প্রসারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের সেরাবেরাজ্যে অকস্মাৎ বলা পড়িবার ফলে সকলেই আশা করিয়াছিল যে, জিনিষপত্রের দাম কমিয়া যাইবে। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকারীর এই সপ্তাহে তাহাদের উৎপন্ন জিনিষের মূল্য শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে বাজারে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

বোম্বাই

বাজেটের প্রতিক্রিয়া—"ব্যবসায় লাভকর" রহিত না হওয়াতে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ—সোনা বাজারে মন্দা।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ৭ই মার্চ—সোনার বাজারের বর্তমান [illegible] সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে, যদিও তা এ সপ্তাহে অভিজ্ঞ মহলে খুব সাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করিতেছেন তার মোদি মোটের মত করভার সমানভাবে ভাগ হইয়াছে এবং শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কর উৎপন্ন করা হইয়াছে। মি. এ. ডি. গর বলে যে, অর্থমন্ত্রীর চেষ্টা প্রশংসনীয়। আর বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্সের মি. এ. এল. হাইসন বলেন যে

সঙ্কলন

ফ্লের ফল

ত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি যে পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশের মূল্য স্তর সতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে আর পর বৎসরের মাসের তুলনায় বাড়িয়াছে সতকরা সওয়া ৭৩ ভাগ বেশী। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সনের মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রয় বি-মিশ্রণের চিত হইবার পর জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে করিয়াছে সতকরা এগার ভাগেরও বেশী অর্থাৎ জানুয়ারীর শেষ স. পক্ষকাল প্রেরার পর বাড়িয়াছে যথাক্রমে ই এবং সাড়ে সাত, তবে তাহার পর সতকরা সেপ্টেম্বরে হ্রাস করিয়াছে। এই কমিটির ই আরও প্রকাশ যে, ৭১৫ জানুয়ারী যে হইয়াছে সেই এক সপ্তাহেই প্রত্যাহির র রাজার করা আট ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে শেষ সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়াছে সতকরা ৩ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে সতকরা সাড়ে পনের

ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বসতি

সিদ্ধান্ত যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অধিবাসীদের স্থাপন করে গ্রামের জন্য ১৮ কি করিয়াছেন টাকা সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ । প্রথমতঃ উক্ত অর্থ ৩৭ সিদ্ধান্তে বর হইবে অর্থ আসার হইবার পর অবশিষ্ট স্থানীয় সাহায্য হিসাবে দেয়া হইবে কিনা চনা করা হইবে।

ত্রদের আর্থিক সাহায্য

পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু অমুসলমান ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষাকালে সাহায্যের কি সাহায্যের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার ।। সম্প্রতি সাহায্য পাকিস্তানের কোন ত্রিত করা হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় সাহায্য ও ত্রদের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা যে সকল অমুসলমান ছাত্র পূর্বে হইতে । অধ্যয়নরত ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে বাস্তুহারা কিংবা অভিভাবক নিকট অথবা নিজে অবশ্যই পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাও পড়াশুনা জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী াহায্য লাভ করিবেন।

আসামে ফসল বৃদ্ধির পরিকল্পনা

'আরও ফসল, বাড়াও' অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে আসাম সরকারের প্রত্যেকটি নির্দ্ধারিত স্থানে আলু সংরক্ষণ ভাণ্ডার খোলা হইবে। যেসব কৃষক বাজারমূল্য দরে বেচিবার জন্য অধিক পরিমাণ উৎপাদন করা যাইতে পারে তাহা এখানে রক্ষা করিতে সিক্ত দেওয়া হইবে। জমি বীজ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও প্রকারান্তরে দেওয়া হইবে।

মধ্যপ্রদেশ সরকারও এরূপ একটি পরিকল্পনা করা হইবে।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের (১৯২৯) বাস্তবায়ন ব্যাপারে আরও সুযোগ করিয়া দিবার পরিষদে সরকার উক্ত আইন সংশোধনকল্পে সম্প্রতি ইবেন। বালবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধন করিবার ভার পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, ডাঃ সি এস রেড্ডি প্রভৃতি সদস্যগণ কয়েকটি বে-সরকারী বিল উত্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রেজেন আবেদনের এই ব্যাপারে আর অগ্রসর হইবেন না বলেন। ফলে ঘরে ঘরে আইনটির পরিবর্তন সাধন অপেক্ষা সর্বপ্রকারে কড়াকড়ি এমনভাবে যাহাতে ব্যাপক ব্যবস্থাদ্বারা অবলম্বিত হয়—ইহাই অধিকতর আজ।।

আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সরকারী বিধি ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ধারাগুলি সন্নিবিষ্ট হইতে পারে :—(ক) লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে (খ) পুলিশ বা অন্য কোনও ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গ্রেপ্তারি ওয়ারী জারী করা হইবে। প্রস্তাবিত বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স বালকের পক্ষে ১৫ বৎসর এবং বালিকার পক্ষে ১০ বৎসর ধার্য্য হইতে পারে।

ভারত ও পাকিস্তানে সমঝোতা

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনের ৩১এ মার্চের পর হইতে ভারত হইতে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান হইতে ভারতে পাসপোর্ট লাগিবে, এই অর্থ সংবাদ-পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবস্তুবাধিত ও অমূলক। ১৯৪৭ সালের ২৮এ আগষ্ট তারিখে পর্যন্তেই ও ১৯৪৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পাকিস্তান সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান ভারতের অধিবাসীদের পাকিস্তানে যাতায়াতে এবং পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভারতে যাতায়াতে কোনও পাসপোর্ট লাগিবে না এবং এই বিজ্ঞপ্তিতে আগামী [illegible] করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই বিজ্ঞপ্তির অনুরূপ তারিখ না করিয়া পরে উহা করিবার সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকারই আদৌ করিয়াছেন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পাকিস্তানে শিল্প ও ব্যবসায়

পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ সালের শেষ সাড়ে চার মাসে ১৪টি কোম্পানী খোলার জন্য ১ কোটি টাকা মূলধন মঞ্জুর করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই কোম্পানী-গুলির ৫টি পাকিস্তান পাওয়ার, ৫টি শিল্প ও খেলুচিস্তানে ৪টি পশুমাংস ও ১টি সীমান্ত প্রদেশে স্থাপিত হইবে।

সুতাকাটা, কল, জুট প্রেস, পাকিং বোর্ডিয়ারী, চিনির কল প্রভৃতির জন্য উক্ত কোম্পানীগুলি গঠিত হইবে।

পশু আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে লাইসেন্স বিভাগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত কতকগুলি সর্তাধীনে পশু আমদানী করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

এই মাসের গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে লাইসেন্স বিভাগ কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক সর্তাধীনে পশু আমদানির লাইসেন্স বিতরণ করার দেওয়া হইয়াছে :—

যে জাতের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তাহা লাইসেন্স বিভাগ কর্তৃপক্ষের কিংবা তাঁহাদের নিকট যথাযথি অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় বা অপর কোনরূপ হস্তান্তরিত করা যাইবে না।

আমদানী হইবার পর যাহা লাইসেন্সের সর্তের সংলগ্ন কোন বিবরণে লিখিত বয় অপেক্ষা অধিক বয়ে বিক্রীত বা হস্তান্তরিত হইবে না।

লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিবার সময়ে যে সমস্ত সর্তে লাইসেন্স দেওয়া হইবে তৎসমুদয় পালন করা হইবে বলিয়া একটি প্রতিশ্রুতি পত্র দাখিল করিতে হইবে।

লাইসেন্স বিভাগ কর্তৃপক্ষের কিংবা তাহাদের নিকট হইতে যথাযথি অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত লাইসেন্স হস্তান্তরিত করা যাইবে না।

লাইসেন্স বিভাগ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালের আমদানী রপ্তানি বিনিময় আইনের বিধানসমূহের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করে এরূপ যে সমস্ত সর্ত আরোপ করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তৎসমুদয় আরোপিত হইতে পারিবে।

কোন লাইসেন্স গ্রহীতা কোন সর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে ভিরিক্ষারের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পশু আমদানি করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। কোন আমদানিকারী আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলীর কোন বিধান অমান্য করিলে তাহার প্রতিও এই দণ্ড প্রযোজ্য।

বাজারের কথা

কলিকাতার কলঙ্ক, কাটনি বাজার

কলিকাতা সংবাদদাতা

এযাবৎকাল যতগুলি বাজারকে একটি "বিশেষ" বলা যাইতে পারে। বাজেটের ফলাফলের ফলে এবারের মূল্যবৃদ্ধির পরিধার ক্ষেত্রেও কলিকাতা শেয়ার বাজারের স্থান দুর্ভিক্ষীন অবস্থানের ফলের পক্ষেও ইতিপূর্বে যেমনটি সম্ভব হয় নাই। সেমনটিও এই বাজারে দিখাইয়া নাই। বাজেট পরবর্তী মন্দা আটদিন দিনের মধ্যে বোম্বাই এবং কলিকাতা বাজার ফেলিয়া যেভাবে বিরুদ্ধে ছোটখাট ধরনের প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। ফলে, সাধারণ মূলধনের বর্ধনিয়োগকারীরা প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়ার বাধিল হইয়াছে এবং যৌথ প্রতিষ্ঠান ও শেয়ার বাজার সম্বন্ধে অবাধিত মানুষের বিশ্বাস একপ্রকার নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে এই অবাধিত সন্ত্রাসই শেয়ার বাজারের উজ্জীবন। "বাঁচাও, বাঁচাও" বলিয়া আমরা যত চীৎকারই করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজারে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হয় তাহার অধিকাংশই এই অবাধিত সন্ত্রাসের পরেই হইয়া থাকে। এবং শুধু তাহাই নয়, যৌথ প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রকৃত অধিকারী চালাতে গেলেও ইহারাই। কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে প্রচুর অর্থের বাধিল হইতে পারেন কিন্তু অবাধিকদের সম্মিলিত অর্থের তুলনায় সেরূপ ধনিকের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বীমাধিত হইয়া থাকে। যে কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের তালিকা লক্ষ্য করিলেই এইটিকে সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে। সেরূপ তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে অংশীদারদের অধিকাংশকেই প্রচুর কষ্টকল্পনার সাহায্যেও কোন ক্রমেই অবাধিত আপেক্ষা অধিকতর উচ্চে (আর্থিক হিসাবে উচ্চে, অন্য বিষয়ে নহে!) পদার্থে স্থাপন করা সম্ভব নহে! অতএব শেয়ার বাজারের এই বহুল প্রচারিত সর্বনাশ যারা কিছু হইতেছে, তাহা যে কেবলমাত্র অবাধিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

• • • •

বাজেট সম্বন্ধে আশা খুব উঁচু স্তরে বাঁধা ছিল এবং শ্রীযুক্ত দেশাই যেরূপ উচ্চে ওঠে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়া বাজার পড়িয়াছে, এটিকে যথার্থ নহে। কারণ যেরূপ বাজেট যৌক্তিক কর-উপশম ঘোষিত হইয়াছে তাহা অনেক আমি এর বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। শুধু শুল্কভারের মধ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিতটুকু। ভারতীয় শিল্প বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা যত দ্রুত বেগে যে প্রায় আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই পরিবর্তনের বৃদ্ধি আতির সঙ্গে কল্যাণকর। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রয়োগবীতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অত্যধিক অসাবধানতার বলিয়াই নানাবিধ অসুবিধা ও গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি আশ্বস্ত, কিন্তু কি উপায়ে যে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত হইতে পারে, তাহা হইতে পারে, সেবিষয়ে তাঁহাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নহে। তাহারই জন্য একবার এ পক্ষকে আর একবার ও-পক্ষকে তোষাজ করিতে এবং কখনও বা রক্ত বিতে বিদ্যা সমস্ত শাসনযন্ত্রটাই অসাধিচূড়ী পাকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারেরও যে উদ্ভাবনের সীমা আছে এবং মূল করার শেষ আছে, পরিত অবাধবলালের বাজেটের উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বিদেশাগতদের সম্বন্ধে পরিত নেহরুর কয়েকদিন পূর্বেকার উক্তির এবং অর্থমন্ত্রীর বাজেটের অধিবেশন প্রকাশের পর আর বিদেশাগতদের বিষয়ে আমাদের আতীয় সরকার যে "ব্যাকলাশ" ভোগে পড়িয়া পুনরায় বিপরীত পন্থা অবলম্বনের দ্বারা ছাড়িবেন না, বজ্রাঘাতে আমরা জোর করে এরূপ আশা করিতে পারি। আর শুধু তাই নয়, বিশ্ব সমাজে সমাজতন্ত্রের জয়ের ফলে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইতেছে। নেহরুর বিশ্ব কর্মযজ্ঞের ধনিক-শ্রমিক বিরোধের প্রচার মীমাংসা করিয়া যেরূপেই হউক ভারতীয় শিল্পে বৃদ্ধি করার বিষয়ে তাহারা সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। এরকম আশ্বাস ও ভরসাসত্ত্বেও যদি বাজারের উন্নতি না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই বাজারের পরিবর্তনের ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও বিশেষ কিছু গলদ আছে। এবং সেক্ষেত্রে যত শীঘ্র সে প্রকার গলদ হইতে বাজারকে মুক্ত করিতে পারা যায়, দেশের যৌথপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং সাধারণভাবে দেশের মূলধনের বাজারের পক্ষে তত্ই মঙ্গল।

• • • •

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারের খনন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলে ভাল। এই খনন-পদ্ধতি সর্বপ্রকারেই দলীওয়ালাদের সহায়ক, ক্রেতা-ওয়ালাদের নয়। এই বাজারে আগে মাল কিনিয়া পরে বিক্রী করা অপেক্ষা, আগে মাল বিক্রী করিয়া পরে মাল কেনা ঢের বেশী সুবিধাজনক। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আজ বিশেষ কিছু না বলিয়া কলিকাতা বাজারের একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করিতে চাই। কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিল্ডিংএর সম্মুখ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে যে "কাটনি" বাজারটি তুমার আমরা কথা বলিতেছি। দুইভাগবিভক্ত এই ফুটপাথের অভিত্বের ফলে দলীওয়ালাদের বারো আনাই 'সোয়াবাজারে' অবস্থান করে। এই অবস্থার পূর্বে এই কাটনিওয়ালাদের পরিত পুলিশের একটা ব্যবস্থাবলম্বন বন্দোবস্ত ছিল। বিশেষত পুলিশ অন্যদিকের ফুটপাথে এক সার্জেন্টের বাড়ে ২৯ জনের ছিলেই তাহারা অন্যদিকে চালিয়া এক হয় ষ্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর সৌন্দর্য বেষিয়, না হয় কাটনি-ওয়ালাদের পরিবর্তে নিজের পদচারীদের তাড়া করিয়া নিজেদের দৈনিক কর্তব্যকর্মের পরিচয় দিত কিন্তু এই অবস্থার পরে পুলিশী চরিত্রের বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হওয়াতে এই ফুটপাথগুলি পুলিশ কর্তৃকগণের নিকট খুব সমাদৃত হইয়া থাকে এবং চার আনা ও এক টাকা ঢুকাইয়া যায়, যাহা অপেক্ষা ঢের বেশী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কাজ হওয়াতে, বহু লক্ষপতিদেরও কাটনিবাজারে ঝুঁকে পড়ার অপরাধে সোয়ার ফুটপাথের পাকা চক্ষি লালবাজারে কাজের পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়।

এইপ্রকার পুলিশী কড়াকড়ির ফলে কাটনিবাজার প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ আবার তাহা পুরোদমে চলিতেছে, দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্তব্য যথোচিত পালন করিতেছেন কিনা আশা করিতে পারিলে সুখী হইব। ইহা বলাবাহুল্য যে এক্সচেঞ্জের যে সভ্য নিজের পদত্ব এই কাটনি বাজারে কাজ করিয়া যাইবেন। অবশ্যকিন্তু শুধু এইরূপ ঘুষাঘেলা যত কয়েকটি সভ্যকে তাড়ানো হইয়াছিল, এখন সংখ্যায় বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে পুলিশ যদি কাটনিবাজার বন্ধ করার বিষয়েই

এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সাহায্যের হাত তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে শুধু সভ্যদের, কাজের জোরদার করিয়া কাটনিবাজার বন্ধ করা যেরূপ সহজ হইবে, তাহাতে সংশয় আছে। এই কাটনি বাজার বহুলোকের সর্বনাশ করিয়া দূর এবং টাকা বাজারে একটা অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রায় এক শতাব্দীর ও প্রথম শ্রেণীর স্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে কোন সভ্য যদি এই সমাজের দুরাবেলার স্থানে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভ্যপদ হইতে তাহার চিরতরে বঞ্চিত করা এবং তাহার টিকেট বাজেয়া করার তাহার পক্ষে উপযুক্ত শাস্তি হইবে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ এই কাটনিবাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ করিয়াছেন, কর্তব্য করিতে প্রস্তুত আছেন এ আশ্বাসও তাঁহারা দিয়াছেন, কিন্তু কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সেবাবাজারে বর্ধনিয়োগকারীরা আমাদের মারফতে আমরা জানিতে চাই এবিষয়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সত্বর সংবাদ পাইলে আমাদের ভবিষ্যৎ আলোচনা সুবিধা হইবে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের অবস্থার একটা অবশ্যম্ভাবী ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাটনিবাজারে মাল বিক্রয়ের ফলে এই অবস্থার আরও বৃদ্ধি হয়। গত মঙ্গলবার দিন ইণ্ডিয়ান আয়রনের ৮ শেয়ার ছিল, শুক্রবার (সোমবার) তাহার মূল্য পরিবর্তন দাঁড়াইয়াছে ৩৯৫০। ইহা হইতেই এ সপ্তাহের বাজারের পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যাইবে।

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

পাটের বাজারে বিশৃঙ্খলা

[illegible] পরিলক্ষিত হইতেছে। ফলে সরকার [illegible] যে যথাযথ ব্যবস্থা সম্প্রতি ঘোষিত হইতে পাট ব্যবসায়ে একটা সঙ্কটের [illegible]। অনুরূপ আশঙ্কা হইতে সরকার [illegible] বলিয়া গণ্য করায় বাজারে নূতন উদ্যম হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] বিদ্যমান চুক্তির আওতায় [illegible]। যে কোনরূপ নূতন চুক্তিতে পৌঁছার পূর্বে [illegible]-পাকিস্তান মাল চলাচল সম্পর্কে বিধি-[illegible] করা হইয়াছে। বর্তমানের এই সমঝো-[illegible] দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি [illegible] বাজারে একটা স্বাভাবিক ভাব [illegible]। সুতরাং বাজারের ক্রমবর্ধমান [illegible] ধারণা লইয়া যে ফোরকাষ্ট চলিতেছে [illegible] সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করা যায় না।

[illegible] সম্প্রতি কাস্টমসচিব মোহসীন আহমদ পাকিস্তানের মধ্যে নূতন চুক্তি সম্পাদনের বিশেষ [illegible] করেন, তাহার ফলেও বাজার [illegible] হইয়াছে। আশা করা যায় যে, আগামী [illegible] এ বাজারে মনোযোগ প্রদান [illegible] এই সমস্যা সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন জড়িত [illegible] চেষ্টা করিবেন।

[illegible] সম্প্রতি কতকগুলি পাটের উপর [illegible] করার বাজারে ইহার ফলেও নানা [illegible] হইয়াছে। আশা করা বিচারিত হইল যে, [illegible] পরিবর্তন করিয়া [illegible] বাজেটে [illegible] উৎপন্ন হইবে। যদিও কর্মসূচির পরিবর্তন করিয়াছে, [illegible] চাউল ও তৈলের উপর শুল্ক আদায়ের [illegible] সরকার বাজেটোত্তর বিবেচনাধীন [illegible] সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি জনসাধারণ [illegible] দাম বৃদ্ধি করিতে কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহাদের [illegible] ক্রয় করা হইতে বিরত হইয়াছে। তাহাদের হাতে ক্রয়ের যোগান থাকে [illegible] বলবৎ থাকিলে সাফল্যের [illegible]।

[illegible] পাটচালানের বাজারে বিভ্রান্তি [illegible]। কলিকাতা হইতে পাট ব্যবসায়ী [illegible] যে প্রতিনিধিবৃন্দটি বিভা মিত্রাছিলেন, [illegible] সম্প্রতি বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ [illegible]। জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাণিজ্য-[illegible] প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্য অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত [illegible]। তাহারা পরিষ্কারভাবে এক প্রশ্নের জবাবদিহি করেন যে, পাকিস্তান প্রত্যাশিত [illegible] বিদেশ অপসারণ বর্তমানে সম্ভব নয়। [illegible] হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিবৃন্দ মৃদুভাবে আপত্তি [illegible] উত্থাপন করিয়াছেন।

বাঙ্গিন ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয়ের চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ব্যাঙ্কগুলিকে চলতে মূল্য প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গিন ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশ হইতে বার্ষিক ১২ কোটি ডলার (অর্থাৎ প্রায় ৬০ কোটি টাকা) মূল্যের পাট ক্রয় করিয়া থাকে এবং বাঙ্গিন ডলার যে আমাদের উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য কতদূর আবশ্যক তাহা বলিয়া দিবার দরকার করে না।

এইরূপ অবস্থায় তত্ত্ব বাঙ্গিন ব্যাঙ্কার্স কিং হেমরী [illegible] উদ্যোক্তা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির করিবার অনুরোধ জানান। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই যোগাযোগের কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় নাই।

কাঁচামূল্য—

গত সপ্তাহে কাঁচামূলার বাজার প্রায় একরকম শান্ত ছিল। বেশীর ভাগ ক্রেতাই সরকার ঘোষিত নূতন দরের অপেক্ষায় ছিলেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কাঁচামূলার বাজার প্রায় একরকম শান্ত ছিল। বেশীর ভাগ ক্রেতাই সরকার ঘোষিত নূতন দরের অপেক্ষায় ছিলেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়।

১৫ ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহে—৫২১—৮ ৫৮০—১১ ৫৮১—১২ ৫৯০—১২

১৬ ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহে ৫৮৯ ৫৯৫—৮ ৫৮১ ৫৮৬—৮

১৬ ফেব্রুয়ারীর পর থেকে কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

সোনার পাট

গত সপ্তাহে সোনার পাটের বাজারে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয় ও ফলে উন্নতি ঘটে। অর্থ ও যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ীদের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। পাকিস্তান হইতে [illegible] আসা যাইবে না বাজারে এই সংবাদ রটায় কিছিমাটি জাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

	অর্থ	যৌথ
১৫-এ ফেব্রুয়ারীর		
সপ্তাহের	১০৮—৬	১৪১—৪
সপ্তাহের	১০৮—০	১৪৯—৮
সপ্তাহের	১০৯—৬	১৫১—০
পরের সপ্তাহের		
সপ্তাহের	১০৮—০	১৪৯—৮

চিনি—

সম্প্রতি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির বার্ষিক [illegible] ৩৫ লাখ-কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভূতের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে ৩৬ আনার [illegible] প্রয়োজন।

ইক্ষুপ্রধান অঞ্চলের জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করিয়া ইক্ষুর মূল্যনির্ধারণ ও নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন ইক্ষুকমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে স্যার দাতার সিং সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি চিনের বর্তমান সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, তাহার বিশ্বাসের ফলে তিনি উৎপাদন কিছু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবকে ভিত্তি করিয়া দেখা যায় যে, বর্তমানে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ১২১ টন তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং এই রাষ্ট্রে ঘোষণাকারী দেশীয়রাজ্যগুলিতে ১৫ হাজার ৮০০ টন তিনি উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্তানে উৎপন্ন হইয়াছে ১৩ হাজার ১২১ টন তিনি। অর্থাৎ সমগ্র উৎপাদনের ৮৭৭৯ পরিমাণ এখন ভারতীয় রাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ৭৫ লক্ষ টাকা বিশেষ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার করিতে রাজী হইয়াছে—তাহা তাহার নিজ ভাষণে জানান। তিনি আরও বলেন যে, ইক্ষু কমিটিকে কেন্দ্রীয় সরকার বার্ষিক ১১৭৯ কিংবা ১৯৫০ লক্ষ টাকা সাহায্যদান করিবার যে সিদ্ধান্ত পূর্বে করিয়াছিলেন তাহা বাড়াইয়া দিয়া বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যে ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ বেশী হয় সেইরূপ ইক্ষুর চাষ বাড়াইতে পারিলেই চিনির উৎপাদন বাড়িবে এবং দাম কমিবে।

ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে নানাপ্রকার কীটাণুর আক্রমণ হইতে ইক্ষুকে রক্ষা করা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে গবেষণা চালাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সভাপতি তিনি শিল্প সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনের উল্লেখ করেন যে জমি লওয়া হইয়াছিল তাহাতে বাড়ীঘর বাড়াইবার জন্য যুক্ত-প্রদেশ সরকার সাময়িকভাবে ঐ জমির ভার গ্রহণ করেন।

স্যার দাতার সিং বলেন যে, কোয়েমাটোরের ইক্ষু উৎপাদনের সরকারী কেন্দ্র এবং সংলগ্ন সাদা কেন্দ্রগুলি যাহা কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির হাতে হস্তান্তরিত করিতে সম্মতি দিয়াছে তাহাতে সকল দিক বিচারই বিশেষ সুবিধা হইবে এবং একটী কেন্দ্রীয় কমিটি ইহার পরিচালনা ভার লইতে পারিবেন।

চিনি-শুল্ক হইতে যে সাময়িক আয়ের সম্ভাবনা করিয়াছেন তাহা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা তিনি শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ বরিয়া রাখা হইয়াছে।

পরিশেষে তিনি শিল্পের উন্নতিকল্পে অন্যান্য পরিকল্পনা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার

ব্যাঙ্কসমূহের হস্তস্থিত অব্যবহৃত অর্থ

অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতায় ১৯৬৮-৬৯ সালের সরকারী ঋণগ্রহণ পরিকল্পনা বিষয়ে সংসদের উৎসুক থাকিবে বলিয়া আমরা ভরসা করিয়াছিলাম এবং ইহাও আশা করিয়াছিলাম যে "হস্তস্থ অর্থ" সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় যে কি তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিবেন। "হস্তস্থ অর্থ" বলিতে ঠিক কোন্ কোন্ শ্রেণীর কোন্ কোন্ টাকা বুঝায় তাহা ইতিপূর্বে কিছু কিছু আলোচনা ও বিতর্কের পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, অন্তত এ বিষয়ে বাজেট বক্তৃতায় জনসাধারণের বিভ্রান্তি অপনোদনে তাঁহার নিজের ধারণা ও প্রস্তাব ব্যক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত চেট্টির বক্তৃতায় ইহার কোনটারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। তিনি কেবল করিয়া আগামী উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বাজার হইতে টাকা ধার করিবেন এবং কেবল করিয়া রেজার্ভ ব্যাঙ্কের সরকারী ঋণের টাকা পরিশোধ করিবেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছুই জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত চেট্টি শুধু বলিয়াছেন প্রচুর টাকা ঋণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে সে ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে।

অল্প বাজারের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় সরকারের পক্ষে ঋণ পাওয়া খুব সহজ নহে। সাধারণভাবে বেসরকারী সংস্থা সমূহকে সাহায্য না করিলে এবম অতিরিক্ত টাকার বাজার হইতে এবং অন্যান্য দায়কারীদের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যে কতটা অসুবিধা হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। বর্তমান অবস্থায় সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে আলোড়নের সৃষ্টি হইবে, তাহার অনুমানমাত্রই অতিরিক্ত অর্থ সুদের হার কম রাখিয়া বর্তমানের মত বাজার হইতে টাকা তুলাইয়া লইতে হইলে অপরিসীম বুদ্ধি ও ধৈর্যের প্রয়োজন হইবে। আশা করা যায় শ্রীযুক্ত চেট্টির ক্ষেত্রে সেরূপ বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও ধৈর্যের অভাব হইবে না।

• • • •

১৯৬৮-৬৯ সালের ২৬০০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক তারিখ ১৯৬৮ সালের ১লা জুন। কিন্তু এই তারিখে ঋণপরিশোধের উদ্দেশ্যে থাকিলে ১লা মার্চ তারিখে তিন মাসের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হইত। কিন্তু ভারত সরকার সেরূপ কোন নোটিশ না দেওয়ায় একথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে প্রাথমিক তারিখে ওই ঋণ পরিশোধের কোন উদ্দেশ্য ভারত সরকারের নাই। বর্তমানে কোন সুস্থির নূতন ঋণ যোগাড় করিয়া বাজার হইতে টাকা পাইবার সম্ভাবনা না থাকাতেই যে ভারত সরকার ওইসব সিকিউরিটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, একথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করিলেও চলে। অবশ্য ইহার মানে এ নয় যে, আর কিছুদিন পরে এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাও করা হইবে না; কারণ সম্পূর্ণ নগদ টাকা না দিলেও "স্বাধীনতা ঋণ" যোগাড়ের জন্য ২৬০ কোটি টাকার জায়গায় "স্বাধীনতা ঋণ" পরে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব তো করা হইতে পারে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ৪ টাকা সুদের ঋণপত্রের মেয়াদকালের তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮ হইতে শুরু হইবে। অর্থাৎ ওই তারিখের পর হইতে ১৯৭০ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোন সময়ে তিন মাসের নোটিশ দিয়া ওই ঋণ পরিশোধ করা চলিবে। ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের ৪% সুদের ৪৭০ কোটি টাকার ঋণপত্রের তুলনায় ৪% সুদের ৪৭৯ কোটি টাকার ঋণপত্রের পরিমাণকে সামান্যই বলিতে হইবে। অতএব মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখেই ৪% সুদের ঋণ পরিশোধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫.৫ কোটি টাকার দুর্বিষহ সুদবাবদ ভারতকে পরিশোধকালেরও আর খুব বেশী বিলম্ব নাই, ১৫ই জানুয়ারী (১৯৭১) তারিখে অথবা তাহার পরেই উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

• • • •

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে যদি সেরাসরি ঋণ সমাক পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে নূতন করিয়া ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এখন হইতে কোম্পানী কাগজ ও সেভার বাজারে সর্বপ্রকার বিক্রয় উৎসাহন না করিতে পারিলে এবং ব্যক্তিবিশেষকারীদের মনে পূর্ণ আস্থার সঞ্চার করিতে না পারিলে নূতন কোন ঋণগ্রহণ পরিকল্পনা যে সার্থক হইবে না, ইহা এ বৎসরে বাজারে একটা অদ্ভুত অনুমানের বিরাজ করিতেছে এবং বাজারে কোম্পানী কাগজের প্রচুর ক্রেতাদের সন্তুষ্ট অবস্থানুসারে অন্য বিনিময়ের কোন বিকাশ ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থার আশু নিরসন না হইলে বহু সরকারী পরিকল্পনা যে টাকার অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে তাহাতে ভারত সরকারের এখনই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

• • • •

ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যে খোলা বাজারে তাঁহাদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না এবং বিগত বছরে যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে হইতেছে, ইহা একেবারেই পরিতাপের বিষয়। এরূপ অবস্থা চলে কিছুকাল পূর্বে বাজ মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে মোটের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করিতে হয়।

গত অনেক সপ্তাহ ধরিয়া প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কসমূহের যেসব হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নি করা বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ অনেক কমিয়া গেছে এবং এখন কি উদ্বৃত্ত অর্থ অন্যান্য লাভজনক খাতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করার বিষয়েও তাঁহারা খুব বেশী আগ্রহ নাই। এই সব বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে বর্তমানে এই অবস্থা বেশী দিনের যে তাঁহারা অল্পমেয়াদে ঋণের অথবা অন্যবিনিয়োগের উদ্বৃত্ত কোন পুঁজির সন্ধান পাইতেছেন না। অথচ ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অথেপযুক্ত সম্প্রসারণ হইতেছে না। ইহাতে অর্থনীতির অর্থ বিপর্যয় ঘটিতেছে এবং এই অবস্থার অবসান না ঘটাইতে পারিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাহা প্রত্যাশিত বহুল পরিমাণে ঘটিতে পারিত তাহা ঘটিতে পারিতেছে না।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে টাকার চাহিদা অথই বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়া খুব সহজ বলিয়া মনে হয় নাই। তাই তাহাদিগকে বাধিয়া ব্যবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ এবং কাগজ ও পাটজাত দ্রব্য জমা রাখিতে হইয়া থাক পরিশেষে টাকার চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। বি ব্যাঙ্কসমূহ হাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে অধিক প্রকাশ করায় তাহা হইয়া ব্যবসায়ীদিগকে কিছু বি বাদ কম দামে বাজারে ছাড়িতে হয়।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারকীলারের জন্য আদেশে পরিমাণ ছিল ২.৪৪ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রী সরকার তাহাদের অনুকূলে ২ কোটি টাকা ইহা বাড়ি প্রদান করিয়াছেন। বাড়ির অতিরিক্ত ঘাস পূর্ববর্তী সপ্তাহের সরকারী ঋণ অপেক্ষা সপ্তাহ কম ছিল বর্তমান সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল সরকারী ঋণ ৬০১ কোটি। ১৯৬৯ সালের সরকার আদেশ পুনঃস্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯৬৯ সালে যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের সরকারী ঋণ আদেশ পত্র হইয়াছে। পরবর্তী সপ্তাহের ২ কোটি টাকা ঋণকীলারের আদেশ দেওয়া হইবে।

• • • • •

কেন্দ্রীয় ১৭ তারিখে আগত সপ্তাহের ৫ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের যে বিভাগ-বিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে চলতি মোট পরিমাণ পর অনেক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ওই পরিমাণ ১৮৯.৮৯ কো টাকা হইতে কমিয়া ১৮৯.৮১ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগের মোটের পরিমাণ ৮.১৮ কোটি টা হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১২.৫৫ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। সময়ের মোটের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টা বাড়িয়াছে। বর্তমানে উহার পরিমাণ ১২২.৩৪ কো টাকা। গৌণ মুদ্রার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাই ৩৮.১১ কোটি টাকা হইতে ৩৮.১৯ কোটি টাকা পৌঁছিয়াছে। টাকা ও চলতি জমানতের পরিম অপরিবর্তিত আছে।

রেজার্ভ বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য ৯.৮ কোটি টাকার উদ্বৃত্তি দেখা যায়। অন্যান্য সরকারী অঙ্গের পরিমাণও সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কে অন্যান্য পরিমাণ ১৮৯.২১ কোটি টাকা হইতে ১৯.৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে এবং রেজার্ভের বাজারে পরিমাণ ২.৮১ কোটি টাকা হইতে ২.৩২ কো টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিদেশস্থ অন্যান্য পরিম ৩৮১.১১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৫.

(দেখান ৩১৩ পৃষ্ঠায়)

পাঠকীয়

কলিকাতায় বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —

কেন্দ্রীয় বাজেটকে অনেকে 'নিত্য নোকের বাজেট' বলিয়া অভিহিত করিয়া অংশতঃ লোক চক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের নিম্নোক্তির সময় করিয়া এই বাজেট যে দেশের মন সম্পদ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন করিবে ইহা তাঁহারা সর্বাংশে বাহিরেছেন কিন্তু নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই সকলের সুবিধা করিয়া দিতেছেন আমাদের প্রয়োজনীয় সরকার ও স্বার্থান্বেষী আমলারা। ইহা সকলের গোচরীভূত করাই আমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি করিবার জন্য যে বিল আনয়ন করিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা সহজ হইবে।

কলিকাতায় অনেক বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির কথা সকলেই জানেন এবং বাড়ীওয়ালারা সাধারণ ভাড়াটিয়াদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিভাবে শোষণ ও নিয়াতন করে তাহাও কাহারও অবিদিত নহে এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিল আনয়ন করিয়া মোটা অংশেরেরার কাজ করিয়াছেন এবং ইহার ফলস্বরূপ কংগ্রেসের যথাসাধ্য বিপদই ঘটিবে। আমি সেই জন্য আশা করি আপনারা এই বিলের কুফল সম্বন্ধে সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়া কংগ্রেসের মান রক্ষা করিতে সহায়তা করিবেন এবং দরিদ্র ও উৎপীড়িত নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিতে অগ্রণী হইবেন।

ইতি
অমলেন্দু বসু

বাজারের কথা

(পূর্ব্বাংশ ৩১৫ পৃষ্ঠায়)

সরকারী ঋণ—

বাজেটবক্তৃতার ফলে প্রথমে এই বিভাগে কিছু উন্নতি দেখা গিয়েও, পরে সাধারণ বাজারের সহিত সমভাবাপন্নতায় এই বিভাগে মূল্যাবনতি ঘটে। ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চের কাগজের দাম ছিল ১০০।০, ২ সুদের ১৯৫৩-৫৪ সালের কাগজের দাম ছিল ১০৫।০, ৩ সুদের ১৯৭১ ১০৮৶০ দরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের দরে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিলাতী ব্যাঙ্ক ১১১৲ হইতে নিচে ১০৯৲ অবধি নামিয়াছিল। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬৬৲ হইতে নামিয়া ৬৬৲ হইয়াছিল। ইম্প্‌ ব্যাঙ্ক ছিল ৪০৲, ন্যেশন্স নেশন্যাল ব্যাঙ্কের দর ছিল ১১৮৶০।

কাগজের কল—

এই বিভাগে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। কামারপুর টেক্সটাইলের দর ছিল ১০৪৶০, মিঠি ফিব্রিকেটিং ছিল ৫৲। কেশোরামের ১১৲ দরে কাজ হইয়াছে। বালসী ১১০ দরে ব্যবসায় করিয়াছে। ফুইয়ের দাম ছিল ৩০৲ টাকার কাছাকাছি এবং জামরার ছিল ১৯৮৲।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির দরের মধ্যে বুলাসকার্ডি সেরা 'সেকশন' এর কাজের পরিমাণও সাধারণ ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের ১৩১৲ টাকার স্থলে বর্ত্তমান সপ্তাহে ফেলেছে দর ছিল ১৯৮৲। অন্যান্য ১৭৲ হইতে বাসিয়া ১৪৲ হয়, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া হয় ৮৫০। কুণ্ডীবাজের দর ছিল ১৪৲, জামদের ৫।০, ওয়েষ্টের ফেলে ৭।০। সাউথ কারানপুরার কোন কাজ ছিল না

চটকল—

সাধারণ প্রবণতার পরে চটকলের শেয়ারের দর বরাবর পরিবর্তন পড়িয়া যায়। গত কলেবার ব্যাঙ্কার ছিল ৮৭৫০, বর্ত্তমানে ৭৫ হয় ৮৪ টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বরাহনগরের দরে সামান্য উন্নতি হইয়াছে, ২১৫৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এখন ২১৩৲ হইয়াছে। বিলসরাজ ১০ টাকাতেই স্থির আছে ঔকেনভ্যালি সামান্য বাড়িয়াছে, ১৩৭ টাকার পরিবর্তে ইহার বর্ত্তমান দর ৭৯০ টাকা। কেন্দ্রী হইতে ৮৪০৲, মহাদা ১২৲, গৌরীপুর ৬৬৲ দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর সপ্তাহের শেষের দিকে একটু ভাল করিলেও বর্ত্তমানে ২৲ পড়িয়া গিয়া ৩১৯০ দরে কেনাবেচা হইতেছে। ভাটপাড়া বাজারের 'অফুরন্ত' এই শেয়ারটির সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে এবং অবশিষ্টের সুদের সহিত ইহার অস্তিত্ববিলুপ্তির পরে নিম্নস্তরের কোন সম্পত্তি বা ব্যবসা সাধারণভাবে ইহার ঘরে থেকে বাজারের অর্থাভাবের ক্ষতি হইতেছে।—

অলোচ্য সপ্তাহে মিল কার্শারেক্সের মূল্য ২৯৲ হইতে পড়িয়া ২১৮৶০ হয়, কুমারসুখী হয় ১০৬০ হইতে নামিয়া ১০১০। বার্শাসুলের দর ছিল ৭৲, জেসপ ছিল ৪১৲, টেক্সটাইল মেশিনারী ৯৲। সারদা ইঞ্জিনীয়ারিং ১০৲ দরে কাজ হইয়াছে, মেশিনটুলস কেনাবেচা হইয়াছে ১০৮০ দরে।

চা বাগান—

চা বাগানের শেয়ারের কাজের পরিমাণ সামান্যই ছিল এবং দরেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার কারণ চা, বিক্রয়ের ব্যবস্থা, সিটেম চা, চাঁচা আলি ৩৭৲, চুণাভাটি ৪০৫৲, আসিলবাড়ী ১২৲ এবং পুনিবাড়ি ১৩০ দরে কাজ হইয়াছে।

চিনির কল—

চিনির কলের বেচাকেনার পরিমাণ অল্পই ছিল। কাজের দর ছিল ১৪৲। রামনগরের দর প্রায় ২৲ বাড়িয়া ২০৫০ হয়। চন্দ্রাহার ১৮৲, বলরামপুর ৯০ এবং মুলাও ১৯৲ দরে হাতবদল করে।

বিবিধ—

এই বিভাগের প্রায় সব শেয়ারের দরেই অবনতি ঘটে। বি, আই, সি ১৩০, অসলার ১৩৫০, জ্যেকজান টোবাকো ৩৯৩, জার্ডিন হেণ্ডারসন ১৮০৲, মাইন ব্যাঙ্ক ১৬০, মেসু ব্যালী ১০৲, ইণ্ডিয়া টিমশিপ ১৩৲ এবং ইণ্ডিয়া কপার ১৯০ দরে কেনাবেচা হয়।

শেক ভ্যালী ও চেতলার বস্তির লাভ

(পূর্ব্বাংশে ৩১৮ পৃষ্ঠায়)

আলোচ্য হুয়াসে উল্লিখিত বিলাধ্যায়ের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮১,৫১৮৲ (৮০,৪৩০৲)। এর মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে ৪০,০০০৲ (৪১,০০০৲) এবং বুলাসকার্ড খাতে দান হইয়াছে ১৫,০০০৲ (১১,৫৩১৲)। সভ্যাসের পরিমাণ করেরা ৭ টাকাতে অপরিবর্ত্তিত আছে। পরবর্ত্তী হুয়াসে যে টাকা হইয়াছে ১১,০৩১৲ (১,৭৭৩৲)।

"ব্রাডফোর্ড ইণ্ডিয়া লিমিটেড" সম্প্রতি সাধারণ লাইসেন্সের যৌথ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রাডফোর্ড সাহেবের সাড়ে-চার টাকা করিয়া ৪,০০,০০০ টাকার 'পি' অগ্রাধিকার অংশ বাজারে বিক্রয়ার্থ ছাড়িয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ বাড়িলে তাহা হয়। আলোচ্য অংশের মূল্য বেশ খুবের উপর হইবে ১৯৪৯-৫০ সালের অনুমিত লাভের হিসাব করিয়া উহার অগ্রাধিকারী অংশের মূল্য বেশ খুবের উপর হইবে। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার বাজার মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ১১০৲ টাকা উচিত। কিন্তু এই অগ্রাধিকার বর্ত্তমান অংশীদারদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তাব করা হইবে। সম্ভবতঃ এই সেয়ার সাধারণ একটা বিশেষ লাভের ব্যাপার হইয়া বর্ত্তমান কোন অংশীদার ইহা হস্তান্তর করিতে আপত্তি করিবেন বলিয়া মনে হয় না কাজেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই শেয়ার পাওয়া কোন সম্ভাবনা উপস্থিত এক রকম নাই বলিলেই হয়

ব্যাঙ্কসমূহের হস্তান্তরিত অবাবহৃত অর্থ

(পূর্ব্বাংশ ৩১৭ পৃষ্ঠায়)

কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কর্মনিয়োগের পরিমাণ সম্ভাব বৃদ্ধি পাইয়া ৮৭.৭১ কোটি টাকা হইতে ৮৮.৩০ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

* * * *

কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহের ২২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখ সমাপ্ত সপ্তাহের হিসাব নিকাশে দেখা যায় যে তারিখ মাত্র-এর বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই উভয়বিধ অর্থ পরিমাণেই উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ১৭দিনমান মেয়াদী অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৮২.৩৬ কোটি টাকা। ৮৮১.১৯ কোটি টাকা) এবং বিভিন্ন সময়ে দেয় অর্থের পরিমাণ ছিল ৩১৮.৮৭ কোটি টাকা (৩১৯.৭১ কোটি টাকা)। মফঃ অর্থের পরিমাণ সপ্তাহের ৩৫.০১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ৩৭.৩১ কোটি টাকায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ৯৯ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে উহার অঙ্ক ১০১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের পরিমাণ সম্পত্তির পরিমাণ ৪২৬.৭৯ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ৪২৮.৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ ১৫.১৫ কোটি টাকার স্থলে অল্প মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৫.৮৮ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

পাকিস্থানে চালিবার জন্য যে টাকার পরিমাণ সম্প্রতি বৃদ্ধি দেখা যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৭৮.৪৩ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ৭৮.৮৭ কোটি টাকায়। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে ছিল ২১ কোটি টাকা (২১.৩৩ কোটি টাকা)। রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ৩.৮৩ কোটি টাকা হইতে ৪.০৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমার এবং বাটাকর পরিমাণ ৪০.০৪ কোটি টাকা এবং ১১.১২ লক্ষ হইতে যথাক্রমে ৩৯.৩৭ কোটি এবং ৮৮.৩০ টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ইলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ $ এর হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	বন্ধ ও আদায় প্রদত্ত	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ অংশের সংখ্যা	সরবরাহ	বাজার দর					শেষ লেনদেন
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইস্টার্ন মেশিন্স	...	১,০০,১১,৯০০	১,১৩,৯৬,৯১৯	১০	১৯০(ঘ)	৩৪৭	৩৪৫-৩৫৯	৩৫৯-৩৬৫	৩৫৯-৩৬১	৩৫৯-৩৬৫	৩৫৯-৩৬৫	...
ন্যাশনাল	...	৩১,০০,০০০	৩০,১১,৩১৭	১০	১৯০(ঘ)	১৩৯৩	২৭	২৯৯৩-৩১৭৩	...	২৭৯-২৯১/৩	...	...
ইস্টার্ন মেশিন্স	...	১,৯৯,০০,০০০	১৯,৩৪,১১,১৩৭	১৫	১৯৩০(ঘ)	৩৪৭	৩৪৭	৩৪৯৩	৩৪৯	৩৪৯	৩৪৯৩	...
বার্ড ...	...	৪১,৩৩,০০০	১,৩৩,১৯,৯৩৫	১৩৩	১১৯০(ঘ)	৯,৩৩	...	৩৪৫-৩৪৯	...	...	...	...
ফুয়েলকেয়ার	...	৯৯,৯১,৯৫০	১৪,৩৩,৩৯৯	১	(১৩৫(ঘ)	১৯,১৩	১৩৫৩	১৩৯৩	...	...	১৩৯৩	...
বার্মাশেল	...	১৩,৩৩,০০০	১৩,১১,১১৯	১	৯৩(ঘ)	৩৪৩	১৬৩	৩৯৯৩ ৩৯৯৩	১৬৯৩৯৩	১৬৯৩৯৩	...	...
ইস্ট ফার্মাসিউটিক্যাল	...	৩,০৪,৯৫,৯৩০	৩৯,১৬,৪৩৯৩	১০	১৩(ঘ)	১৯,৩৩	১৯৯৩-১৯৯৩	১৯,৩৩৯৩	১৯৯৩-১৯৯৩	১৯৯৩-১৯৯৩	১৯৯৩-১৯৯৩	...
ফার্মাসিউটিক্যালস												
অ্যাবাসফার্মাসিউটিক্যাল	...	১৯,১৩,৩০০	১৩,৩১,৩৩০	১০	১৩	১১৩৩	...	...	৩৩৯৩	...	১১৯৩	...
ইস্টার্নফার্মা	...	১১,৯৯,১৯০	১১,১১,৩৩০	১০	১৩	৩৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৯৩
ওষুধ প্রশাসন	...	৩,০০,০০০	৩,১৫,০০০	১৩	১৩	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩১৩
ফারমাসুল	...	১৩,৩৩,১৩০	... ...	১০০	...	১৩৩	...	...	...	...	...	...
ফাস্কো	...	৯৩,৯৯,৩৩০	১,১১,১৩০	১৯৩	৯৩(ঘ)	৩৩১	...	...	৩৯৩-৩৯৩	৩৯৩-৩৯৩	১৩৩	...
বার্ড ওষুধ	...	১,১১,৩৩০	১,৩৩,০০০	১১৩	১৩	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩৩
বার্ড ল্যাব	...	৯,৩৩,০০০	১,১৫,৩৩০	৯৯৩	৯৩	১৩৯	...	...	...	...	...	৯৩
সিটি সিরাপ	...	১১,১৯,১৩০	১১,১১,১১১	১৩৩	...	১৩৩৯	...	...	...	...	...	১১৯৩
সিটি ফার্মা	...	৯,৩৩,০০০	৯,৩১,৩৯১	১৩৩	১৩	৩৩৩	...	...	৩৪৯৩	...	৩৩৯৩	...
সেফফার্মা	...	১,১৩,০০০	৩,৩৩,০০০	১৩৩	১৩	১৯১	...	৩৩৯৩	...	...	...	...
ফারমা	...	৩৩,৩৯,১৩০	১,১৯,৩৩,০০০	১৩৩	১৯৩	১১৩৩	...	১১৩-১৯৩৯৩	১৩৯৩	১৩৩৩-১৩৩৩	১৩৩৩-১৩৩৩	...
ফ্রেমস	...	৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,১৩,৩১৩	১৩০	১১৩	৩৩১	...	...	...	৩৯৩-৩৯৩	৩৯৩-৩৯৩	...
ফারফা	...	৩৩,৩৩,০০০	১৩,১৯,৩১৩	১৩৩	(১৩(ঘ)	৩৩৩	৩৩৩	...	৯৩	৯৩	৯৩	...
ফার্মাটেক	...	১১,৩৩,০০০	১৩,১১,৩১১	১৩৩	...	৩৩৩	...	১১৯৩	৩৩১৩	১৯৩	১১৩৩	...
ফেডারা	...	১৩,৩৩,০০০	৩,১৩,০০০	১৩৩	১৩	৩৩৩	...	...	...	...	৩৩	১১৩
ফারমাসী	...	৯,৩৩,০০০	১,১৯,০০০	১৩৩	৯৩	১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩
সিবাসুল	...	১,১৩,০০০	৩,৩১,১৩০	৯৩	১১৩	৩৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩
স্কাইফার্মাসুটিক্যা	...	১১,৩৩,০০০	১,১৩,০০০	১৩	১৩	৩৩১	...	...	...	...	...	১১৩
সেন্ট্রাল ফিউচার	...	৩৩,৩৩,০০০	... ...	১০	...	৩৩৩	...	...	...	১৯৩-১৯৩	১৯৩	...
কাগজের কল												
এশিয়া	...	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,৩৩০	১০	১৩৩	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩৩
কাগজ ইন্ডাস্ট্রিজ	...	১৩,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০	১১৩	১/৩	৩৩১	...	...	...	১৩৩-১৩৩/৩	১৩১৩	...
কেমপাক	...	১৩,৩৩,০০০	১১,১১,১১০	১১৩	১৩(ঘ)	৩৩১	১১	...	১১	...	...	...
ইস্পাহা	...	১১,৩৩,০০০	১৩,১১,১১৩	১৩৩	৯	৩৩১	...	...	...	১৩৯	...	...
লাফেসী	...	৩৩,৩১,৩৩০	১১,৩৫,৩১৯	১৩	১(ঘ)	১৩৩	...	...	...	...	...	...
মাইডিয়া	...	৯,৩৩,০০০	১৩,১১,১১৩	১৩৩	১৩	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩৯
মাসকো	...	১৩,৩৩,০০০	১,১৩,১৩৯	১৩	৯/৩(ঘ)	১৩৩	...	১৩৯/৩-১১৩	...	...	...	...
নিউজ	...	১৩,৩৩,০০০	৩৩,১৩,৩৯৯	১৩	১১(ঘ)	১১৩৩	...	...	...	...	...	...
যুবা	...	১৩,৩৩,০০০	৮৯,১৩,৯৩১	৩৩	১১(ঘ)	১৩৩	৩৩৯	...	...	...	...	...
রেকিট	...	৯,৩৩,০০০ ১৯,৩১,১৯	১১,৩৩,৯৩১	১১ ১০	১৯৯(ঘ) ১	১১৩৩	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	কত টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	কত টাকা আদায় হইয়াছে	সভ্য সংখ্যা	বাজার দর					
চট্টগ্রাম												
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---

প্রতিষ্ঠানের নাম							বাজার মূল্য				
চা-বাগান											
মেসার্স [illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
মেসার্স [illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
মিঃ [illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
চিনির কল											
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক											
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...

আর্থিক ভারত

[ষষ্ঠ বর্ষ ১৭ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৫৩ ; ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ [মূল্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রদেশসমূহের বাজেট	৩১৫
বাংলা ভাগ ও পাকিস্তান	৩১৭
প্রাসঙ্গিক	৩১৯
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুনাফাখোরি	৩২১
বিবিধ	৩২৩
কলিকাতার	৩২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
লন্ডন	৩২৫
বোম্বাইয়ের কথা	৩২৭
পণ্যদ্রব্যের বাজার	৩২৮
অর্থনীতি	৩২৯
বৈদেশিক	৩৩০

প্রদেশ সমূহের বাজেট

বিগত পক্ষকালের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাজেট প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। গড়পড়তার হিসাবে এই বাজেটসমূহ প্রায় সবগুলিই ঘাটতি বাজেট হইয়াছে। উদ্বৃত্ত হইয়াছে কেবলমাত্র মাদ্রাজ ও বিহারে। কিন্তু মাদ্রাজের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নিতান্তই অতিসামান্য, মাত্র ৭১,০০০ টাকা। এই সামান্য উদ্বৃত্তটুকু সৃষ্টি করিতে আবার মাদ্রাজ সরকারকে প্রদেশের মুদ্রাস্ফীতি পুনর্বিবেচনের জন্য রক্ষিত তহবিল হইতে ৫.৬১ কোটি টাকা চলতি শাসনকালের বিভিন্ন খাতে খাতের জন্য তুলিয়া লইতে হইয়াছে। বিহারের বাজেটের ৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত সম্পর্কেও খুব উৎসাহিত বোধ করিবার অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে মাথাপিছু প্রতি ১ হাজার জনের জন্য রাজস্ব আদায় হয় মাদ্রাজে ১৭,১৫০ টাকা, বোম্বাইতে ১৮,৪৩০ টাকা, উড়িষ্যায় ৬,৭৭৩ টাকা এবং বিহারে মাত্র ৪,৬০০ টাকা। অনুরূপ হিসাব অনুসারে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায় বোম্বাইতে যেখানে মাথাপিছু প্রতি হাজার জন অধিবাসীর জন্য ব্যয় ধরা ১৮,৫০১ টাকা, মাদ্রাজে ১৭,১৪৮ টাকা এবং উড়িষ্যায় ৭,৯৯৬ টাকা, সেখানে বিহারে ব্যয় ধরা মাত্র ৪,৫৫৭ টাকা।

ঘাটতি বাজেটগুলির মধ্যে আবার পূর্ব পাঞ্জাবের বাজেটেই সর্বাধিক ঘাটতি দেখা গিয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য এই নবগঠিত প্রদেশের রাজস্বখাতে আয় ধরা হইয়াছে ১১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় স্থির হইয়াছে ১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ ৬.৭০ কোটি টাকা, আসামে ১.৪৯ কোটি টাকা উড়িষ্যায় ৬১ লক্ষ টাকা।

উপরিউক্ত ঘাটতিগুলির মধ্যে পরিবর্তনসহ তারতম্য থাকিলেও ঘাটতি হইবার পশ্চাতে প্রায় সর্বত্র একই কারণ বর্তমান। দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এবং সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে জাতীয় সংহতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুদ্রাস্ফীতির পুনর্বিবেচনে প্রচেষ্টার অধিকতর উৎসাহ ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। জাতির চিত্তবৃত্তি বিকাশের জন্য জনশিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। জাতীয় সম্পদের অনুরূপ জাতীয় আয়ে বৃদ্ধিবিধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসহায় উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিতব্য সকল প্রদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যে, পূর্ব-পাঞ্জাবসরকার কেবলমাত্র পুলিশ বিভাগের জন্য ধরিয়াছেন ২.৬৯ কোটি টাকা এবং মাদ্রাজ সরকার মঞ্জুর করিয়া সাড়ে-চার কোটি টাকা। আয়বৃদ্ধিমূলক খাতেও অনুরূপ পূর্ব পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশকে সর্বাধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র আয়বৃদ্ধিমূলকের জন্যই পাঞ্জাব সরকার ৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টার জন্য বোম্বাই সরকার ৭৫ কোটি টাকা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি পুনর্বিবেচন তহবিল হইতে ১৯ কোটি টাকা, বিশেষ ঋণ হইতে ১ কোটি টাকা, ঋণ এবং আয়বর্ধনের উদ্বৃত্ত হইতে ১০ কোটি টাকা এবং ঋণ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য হইতে ৩৪ কোটি টাকা লইয়া এই তহবিল গঠিত হইবে।

রে , ব্যাপক পুনর্গঠনের প্রয়াস পাইবেন। মুখ্যমন্ত্রী নের ঘাড়ে মাদ্রাজ সরকার ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন কোটি টাকা। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খাতে মোটা । হইয়াছে ৩.৬৮ কোটি টাকা এবং জলসেচের খাতে ১.৭০ টাকা। এতদ্ভিন্ন কৃষিকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থাদির ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩.৫৪ কোটি টাকা। প্রদেশের শিল্পোন্নতিকে করিবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ধারে লইয়া নিজ সম্পর্কিত আর্থিক ন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবারও পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নিমূলক কাজের জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার প্রদেশের মোট বছরের ৪১.৭ জন ২৬২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার াস্থ্যের পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি .৬ লক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা। া আবশ্যিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যও প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার ধরা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্যের খাতে যুক্তপ্রদেশ সরকার গ্রাম এবং র অঞ্চলেই স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ন। রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার জন্য ১ কোটি ৮১ লক্ষ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রদেশে ১৩৫টি সা এবং ৭৩টি আয়ুর্বেদীয় ডেষজালয় ও হকিমী দাতব্যচিকিৎসা ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কানপুরে একটি রসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১.২ লক্ষ টাকার ব্যয় ধরা হইয়াছে। গরের উন্নতির জন্য বরাদ্দ হইয়াছে বন্যাত্রাণে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ .১০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। গরাখোদির, বৃক্ষরোপণ, জাবর ই প্রভৃতি জলাকীর্ণ অঞ্চলে জল বসতি স্থাপনের জন্য সরকার াবেন। শিল্পপ্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার জন্য জলবিদ্যুৎ উদ্দেশ্যে সরকার ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

র্ষিক পুনর্গঠনের জন্য বিহার সরকার ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন কোটি টাকা এবং আমান ৮.৪৭ কোটি টাকা। উড়িষ্যার ত্রবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ উড়িষ্যার মোট ৮ কোটি াকা বছরের মধ্যে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকাই কেন্দ্রীয় সরকারের াতে প্রাপ্ত। আমানের বরাদ্দের বেলাতেও প্রাদেশিক সরকার র মধ্যে কেন্দ্রসাহায্য ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বহন করিবেন। কোচিনা পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত াতে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা নির্ভরে হইবে। বাকীটা ৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকার জন্য আসাম ভারত সরকারের উপর নির্ভর করিয়াছে। কেবলমাত্র বিহার সরকারকর্তৃক ৩ কোটি টাকাই কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নহে। দমূহের বাজেটে এইরূপে যে ঘাটতি দেখা গিয়াছে তাহা া সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশই কেন্দ্রীয় সাহায্যের বিক্রয়করের উপর বিভিন্ন হার শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অগ্নিম এবং আয় (ফরওয়ার্ড আণ্ড স্পট) উভয়বিধ বাণিজ্যের প্রতি ৫০ বাঁইট তুলার জন্য চার আনা করিয়া ট্যাক্স-ভিউটি বসানো হইয়াছে। জুয়ার উপরে আরোপিত করের হার ৮ হইতে ১০ ভাগে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যোকুমেটের ঘাটে প্রবেশমূল্যের উপর নির্দ্ধারিত কর শতকরা সাড়ে-বারো ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে যে দুইটি নূতন কর ধার্য্য হইয়াছে তাহা হইল কৃষির উপর আরোপিত আয়কর এবং দুগ্ধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য বিক্রয়ের উপরে সাধারণভাবে টাকায় ৩ পয়সা করিয়া বেচা কর। বিহার সরকার প্রদেশের কৃষি আয়কর, কোর্ট ফি, ট্যাম্প এবং আবেদনপত্রাদি প্রভৃতির উপর প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। জুয়ার উপর নূতন কর বসাইলেও মাদ্রাজ সরকার বিক্রয় কর হইতেই অধিকতর রাজস্ব আদায় করিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকার অনাস্থা জ্ঞাপনের তারিখ আগামী ২রা অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত প্রদেশকে মাদক-নিরোধী করিতে মাদ্রাজ সরকার কৃতসঙ্কল্প হওয়ার ফলে যে ১৭ কোটি টাকা রাজস্ব এই প্রদেশের হ্রাস পাইবে, উপরিউক্ত করপরিবর্তনে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে কিনা তৎসম্পর্কে আমাদের গভীর সংশয় আছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বোম্বাই, বিহার, পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মাদক বর্জ্জনের নৈতিক যুক্তির প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক রাজস্বের প্রয়োজনে এই সম্পর্কে ধীর-গতির নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব পাঞ্জাব সরকার মাদক সম্পর্কে যে অভিনব নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—একই কালে মাদকের ব্যাপক ব্যবহারের বিরোধী এবং রাজস্বের অনুপূরক হওয়ার জন্য—তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নীতি অনুসারে প্রদেশের অঞ্চলবিশেষে মাদকের ব্যবহার বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে এবং যে অঞ্চলে মাদক বে-আইনী ঘোষিত হয় নাই, সেখানে মাদক ব্যবহারের উপর নির্দ্ধারিত করের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে হাতের কাছে ওঁড়ির আড্ডা না পাইয়া সাধারণ মাদকসেবী সরকারকে বিব্রত করিলেও মাদকের সন্ধানে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাইবে না। তেমনি আবার যে অঞ্চলে মাদক বে-আইনী ঘোষিত হয় নাই সেখানে মাদকসেবীগণ করভার বৃদ্ধির জন্য সরকারকে প্রকৃতপক্ষে বিব্রত করিলেও মাদকের ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইবে না। রাজস্বের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাদক বর্জ্জনের এই নীতি প্রচলন সম্পর্কে সকল প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ-সমূহেরই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

পরিশেষে কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের হ্রাস ও প্রকৃতি সম্পর্কে এখন আসি। কেন্দ্রীয় রাজস্বের উপর প্রদেশ বিশেষের প্রাপ্য সম্পর্কে বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের পক্ষ হইতে দাবী উত্থিত হইয়াছে। আয়কর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের জন্য

করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের আয়করলব্ধ রাজস্বের বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়োগ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন দাবী করিয়া আসা হইতেছে। সম্প্রতি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে অবশ্য আসাম, বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের পক্ষ হইতেও উপরিউক্ত পরিবর্তন দাবী করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাটরপ্তানী করমুক্ত রাজস্বের পুনর্বণ্টনের জন্য বাংলার পক্ষ হইতে এবং দেশীয় উৎপাদন শুল্ক সম্পর্কে মাদ্রাজ ও বিহারের পক্ষ হইতেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের পারস্পরিক আর্থিক লেন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বিধান না থাকাতে এই ব্যাপারের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। তবে এই কালে কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎসকে সঙ্কুচিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মুক্তহস্তে সাহায্য প্রত্যাশা করাটা নিতান্তই পরস্পরবিরোধী।

প্রদেশ সমূহকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজনীতি ক্ষেত্রের মত আর্থিক ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের তাৎপর্য সম্পর্কে তাহাদের মতিগতি পরিবর্তিত করিবার সময় আসিয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বৈরতন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার এবং গণতান্ত্রিক প্রাদেশিক সরকারের অস্তর্বর্তী কৃত্রিম প্রাচীর আজ বিলুপ্ত। আর্থিক ক্ষেত্রেও যেসকার দায়িত্ব কেন্দ্রের এবং জাতি সঙ্ঘের দায়িত্ব কেবলমাত্র প্রদেশের দায়িত্ব ইংরাজ আমলে আমরা যে অবহেলাভাবে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহার পরিবর্তন হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দায়িত্ব আজ প্রধানতঃ কেন্দ্রের। এক্ষেত্রে প্রদেশগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রতি বিরূপ না হইয়া পরিকল্পনার আবশ্যক ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অধিকতর সাহায্যের জন্য আবেদন করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রাদেশিক সরকারের আয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকেই নূতন নূতন উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অবশ্য পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাবের কথা স্বতন্ত্র। সেসবিভক্তিতে আয়ের উৎস তাহাদের কমিয়াছে বই বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আসাম উড়িষ্যা প্রভৃতি ঘাটতি প্রদেশের পক্ষেও কেন্দ্রের উপর পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব পাঞ্জাবের ন্যায় সমভাবে দাবী পেশ করা নয়।

বাংলা ভাষা ও পাকিস্থান

জাতীয়তাবাদের কবি বঙ্কিম যে বাংলাকে উদ্দেশ করিয়া একদিন গাহিয়াছিলেন "সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে", সেই সপ্তকোটি সন্তানের সুফলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ ভারতীয় রাজনীতির কবলে পড়িয়া দ্বিখণ্ডিত। ভারতকে সমপ্রকারে পরাধীনতা মুক্ত করিবার অদম্য আগ্রহ বশেই বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদের প্রিয় মাতৃভূমির এই বিচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছেন। তাই আজ সোনার বাংলার এক অঙ্গ ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বঙ্গে এবং অপর অঙ্গ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বঙ্গে পরিণত হইয়া বাঙ্গালী সংহতি বেদনার কারণ হইয়াছে। কিন্তু জাতিও "বাঙ্গালী" বলিলে অকপট ও সঙ্কোচহীন নির্দ্বিধাচিত্তে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালীই একাত্ম নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত বলিয়া মনে করিবে।

শাশ্বতবঞ্চিত ভাগ্যবিধাতার এই খেলা যেমন অকারণতাতা কোন বিকৃত মস্তিষ্কে সক্ষম হয় নাই, সুদীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর মুসলমান শাসনকালেও তেমনই বাংলা দেশকে ইসলামী ভাবাপন্ন সম্ভবপর হয় নাই। অপর পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম ও সুফী আন্দোলন উদ্ভবে বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমান নবীনতর স্বাতন্ত্র্য করে। অষ্টাদশে ভারতে ইংরাজের আবির্ভাবের সাথে সাথে রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম এবং ঠাকুর পরমহংস প্রচারিত ধর্মসমন্বয় তত্ত্ব বাঙ্গালীকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-সাধনের পুরোহিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

এই পটভূমিকাতেই আসে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বি বাঙ্গালীর সক্রিয় অভিযান। এই বিপ্লবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালীর ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধন। সেদিন বাঙ্গালী প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, হউক, এক হউক হে ভগবান!" তখন হইতে আজ পর্যন্ত ভাগীরথী পদ্মানদীতে তরঙ্গভঙ্গের আর শেষ নাই। 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া বাঙ্গ পুরস্কার করিয়াছে, বোমা তৈয়ারী করিয়াছে, নির্ভাসিত হইয়া ফাঁসির রজ্জুতে দুলিয়াছে। কিন্তু তবুও তাহার অঙ্গ নিয়ন্ত্রি বাঙ্গালী রোধ করিতে পারে নাই। ১৯০৯ সালের আইন অনুযা পরে আসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, ১৯৩৭ সালে আইন হয় মন্ত্রীসভা, ১৯৪১ হইতে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক লাভ, ১৯৪৩ স দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ও নোয়াখালীর শোচ বর্বরতা এবং ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভক্তি। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে মনেহয়ে বংশধরকাল সম্বন্ধে দুঃস্বপ্নের মত মনে হইলেও, ইহা নিষ্ঠ সত্য—প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম পরিহাসে অনুরঞ্জিত সত্য।

কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্থান এবং অবশিষ্ট ভারতের ব হইয়াও যে বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদের বাঙ্গা বিস্মৃত হয় নাই, তাহার জলন্ত প্রমাণ বর্তমান। আবার তিনি প্রদেশ পুনর্গঠনের যে দাবী পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হই সংবাদিসমস্তরূপে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে গভীর সঙ্কটের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সজীব আত্মসচেতনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রকাশ্য অধিবেশনে, নেতৃবৃন্দের ঘরে বৈঠকে, বচনায় ও বক্তৃতায় সাতকোটি বাঙ্গালীর মাতৃভূমি বাংলার বৃহত্তর রূপ স্বাধীন ভারতের অংশরূপে বিঘোষিত ও আলোচিত হইয়া তাহাতে বাঙ্গালীদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের এক শ্রেণীর নেতৃবৃ ঈর্ষাপ্রসূত বিরক্তি জন্মিয়াছে। বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্বীকার করাইবার জন্যও বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে অতীতের আন্দো বাঙ্গালীর জন্য যত শত্রু সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা কে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কেন না, শিক্ষাদীক্ষায় সু-উন্নত, জাত বিপ্লবের অগ্রিমন্ত্রী ভারতের এই বৃহত্তম প্রদেশকে তখনকার মত ন না করিয়া উপায় ছিল না।

কিন্তু আজ পটের পরিবর্তন হইয়াছে। অভাবিত শিক্ষাদীক্ষার জন্য বাংলাদেশ এক শ্রেণীর লোকের বিদ্রূপভাজন। সাম্প্রদায়িক দাবের জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর নেতৃত্ব আজ লুপ্ত। ন এবং জনসংখ্যার সম্পর্কে তো কোন দাবীই কায়েম নাই—পশ্চিম বঙ্গ ভূতপূর্ব বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। এইরূপ বস্থায় হইয়াও যে পশ্চিম বঙ্গ তাহার চিন্তিতে প্রদেশ ন্তের জন্য দাবী করিবার দায়িত্ব লইয়া নিজেদের মাতৃভাষার গৌরবরক্ষার প্রচেষ্টা করিতেছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ইহার চেয়েও আনন্দের বিষয় এই যে, পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ও পূর্ব বাংলার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন। তে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করাইয়া লওয়ার জন্য পূর্ব বাংলার পক্ষ হইতে যে আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে ও আনন্দের চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছি, বাংলাদেশের দিন কি সত্যই শেষ হইয়া আসিল? বিগত পনেরো বৎসরে যত "না" বা হইয়াছেন", তাহা কি "না" হইবেন", তাহার ঠিকানা নাই? সমস্ত ভ্রান্তির হইতে, সমস্ত বিক্ষেপ হইয়া বাঙালী যে ন পান করিয়াছে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় নাই,—কিন্তু সে কি ন নীলকণ্ঠের বিবর্তি ধারণ করিবে?

হাইবার চিন্তা করিলে আমাদের ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্রে সত্যই হৃদয় বিষণ্ণ করিতে সাহস হয় না। কিন্তু এই ভবিষ্যৎকে ক্ষা করিবার অধিকার যে আমাদের আছে—ইতিহাস সেই কথা করিতে পারিবে না। "বড় ভাঙ্গ ভাঙ্গা বড় কাজ হয় না" ানের এই নির্দেশ যদি ক্ষুণ্ণ সত্য হয়, তবে অবিশ্বাস্য ও আমরা আশা ছাড়িব না। প্রয়োজন হইলে বরং আরও কিছু প্রাণের রক্তলহরী" মাতৃপূজার অর্ঘ্য প্রদান করিতে আমরা আছি, কিন্তু মৃত্যু ভেদে সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে সংগ্রামকালে আমরা বলিবই "অজেনাভয়ন্"।

ই আশা যে আমাদের আকাশ-কুসুম নহে, পরন্তু বাস্তব ঘটনাবলীর মা, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের বাংলা পক্ষে আন্দোলনকারীদের সহিত যে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত য় তাহাতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। আন্দোলনকারীদের বিনাসর্তে ন প্রত্যাহার সম্পর্কে আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত উপরিউক্ত চ দিয়ে উল্লিখিত সর্ত দুইটিও স্বীকৃত হইয়াছে:—

যাহাতে উক্ত ভাষার সমান মর্যাদা দিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয়, তজ্জন্য সুপারিশ করা হইবে।

(খ) পূর্বঙ্গের সরকারী ভাষা হিসাবে যাহাতে উর্দুর স্থলে বাংলা ভাষা গ্রহণ করা হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটি বিল উত্থাপন করা হইবে এবং বাংলাকে শিক্ষার বাহন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে ইহা কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভ সন্দেহ নাই। কিন্তু সরল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা তাঁহাদের কিছু হইতে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পূর্ব বঙ্গের অন্যতম সরকারী ভাষা এবং সেখানকার শিক্ষার বাহনরূপে বাংলাভাষার দাবী খাজা নাজিমুদ্দীন করাচীতে পাকিস্থান পার্লিমেণ্টের সভাতেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যে প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক বিতর্ক প্রসঙ্গে খাজা সাহেব উপরিউক্ত স্বীকৃতি প্রকাশ করেন তাহার মর্ম ছিল পাকিস্থানের জনসংখ্যার বিভিন্ন ভাষাভাষীর আনুপাতিক বিচারে সমগ্র পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করা। কিন্তু এই দাবীর উত্তরে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী এবং পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী জনাব গজনফর আলী যে বিদ্বেষদুষ্ট মন্তব্য করেন তাহা আমরা এখনও বিস্মৃত হই নাই। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে পাকিস্থান পার্লিমেণ্টে উপস্থিত পূর্ব বঙ্গের মুসলিম প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে সম্প্রতির লক্ষণ-স্বরূপ কোনরূপ সৌজন্যই প্রদর্শিত হয়।

অতঃপর প্রবেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্থানের শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত বলিয়া যে হীন অপভাষণ সরকারী ইস্তাহারে তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র এই সকল নেতাদের মূঢ়তার কথায় বিষাদ স্থাপন করা সঙ্গত নহে। নির্যাতনকে তুচ্ছ করিয়া পূর্ব বঙ্গের বিদ্রূপী ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ সম্প্রতি যেরূপ প্রাণপ্রাচুর্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, আদর্শ পূর্ণভাবে জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সেই উৎসাহ যাহাতে অবিচলিত থাকে তৎপ্রতি জাগ্রত মনোযোগ রাখিতে হইবে। পূর্ব বঙ্গের ভাষা আন্দোলনকারীদের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবীকে অগ্রসর করিয়া তুলিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গও সচেষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ যদি আজিকার সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বকে নিষ্ঠার সহিত পালন করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের

প্রাসঙ্গিক

শ্রীযুক্ত রাজাধ্যক্ষের সুপারিশ

রেল বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী বর্ত্তমান ভারতের ধানবাহনসচিব মাঃ জন মাথাই তাঁহার উদ্ভূত বাজেট উপস্থাপিত করেন। বিগত বৎসরের অর্থাভাব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বৎসরের ২ কোটি টাকার উদ্বৃত্তকে বিচার করিলে রেল বিভাগের দিক দিয়াছে বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯,০০০ নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া রেলওয়ে সম্পর্কে বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের যে সুপারিশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। ইতিমধ্যে রেলের বেতন ভাতা কমিশনের যে সুপারিশ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাহাতেও রেল বিভাগের ব্যয় অন্যূন কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইবে রেল বিভাগের উদ্বৃত্তকে এইভাবে নিয়োগের পূর্ব্বে রেলের সমস্ত বিষয় তৎসম্পর্কে সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে। রেল বিভাগের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। বিশেষতঃ পাট ও তুলাজাত এবং লোহ ও ইস্পাতের (ফেরোমেন) কর, ব্যবসায় লাভ কর, আবকর, এবং অতিরিক্ত আয় কর (সুপার ও সার চার্জ) প্রভৃতি সকল খাতেই আয় কমিয়াছে। উপরন্তু বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক-মূলক যানবাহন কর্ম্মসূচী অবলম্বনের ফলে আমদানী রাজস্বের উপর কয়েই অধিকতর ব্যয়ভারের চাপ পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার রেল বিভাগের উদ্বৃত্তকে রাজস্বের একটি নিশ্চয়যোগ্য উৎস বলে না ধরিয়া পারেন না। সুতরাং নূতন ব্যয়ভারগুলির সম্ভাব্য ফলাফল পূর্ব্বেই সম্যক অনুধাবন না করিয়া এই সম্পর্কে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না।

রেলওয়ে নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা প্রকৃতপক্ষে রাজাধ্যক্ষ সুপারিশের বিষয়বস্তু নহে। বর্ত্তমানের কর্ম্মচারীদের ছুটির প্রয়োজনেই নূতন নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। মাত্র এই রেলওয়ে এক ভারতের কর্ম্মীদের মধ্যে কাজের সময়, বিশ্রাম, ছুটির বিষয় প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থা চালিয়াছিল তৎপরিবর্ত্তে সাধারণী ব্যবস্থা ভারতের অন্য সব ১৯৪৮ সালে বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রধানতঃ ১৯৩৭ সালের যে আইনে রেলের বেতন ভাতা কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করিবার সময়েই রাজাধ্যক্ষের সুপারিশ সংক্রান্তের বিষয়ও হইয়াছিল। এই সুপারিশে প্রথমতঃ কর্ম্মচারীদের নূতন কারিয়া শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী অনুসারে কাজের ঘণ্টা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে তিনটি শ্রেণীতে রেল কর্ম্মীদের বিভাগ করা হইয়া থাকে তাহার পরিবর্ত্তে চারিটি শ্রেণী প্রবর্ত্তনের সুপারিশ শ্রীযুক্ত রাজাধ্যক্ষ তাঁহার রায়ে পরিবেশন করিয়াছেন। যে কাজে বিশ্রামের কাজ, ঐখানের মোটর বিভাগের যান্ত্রিক কাজ, বন্ধ সময়ের প্রকৃতির (১) "প্রচুর পরিমাণে" শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। এক সঙ্গে অন্যূন ৯ ঘণ্টা বিশ্রাম যে সকল কর্ম্মী পায় না তাহাদের (২) "অধিকাংশ" শ্রেণীতে যাহারা মাঝে মাঝে বিশ্রাম পায় (অন্যূন মোট কমিয়ে ৬ ঘণ্টা কিংবা তার বেশী) তাহাদের (৩) "সুযোগক্রম সহিত" শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। যারা, চিকিৎসা এবং উদ্ধারকার্য্য সংক্রান্ত কাজ কিংবা সেন্সরের কাজে নিযুক্ত কর্ম্মীদের রাখা হইয়াছে (৪) "অধিকর্ম" শ্রেণীতে শ্রেণী অনুসারে কাজের সময় বিভাগে কাজেই ঘণ্টা স্থির হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ৬ ঘণ্টা করিয়া প্রথম শ্রেণীর অন্য ৪ ঘণ্টা, প্রতি সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য ৫ ঘণ্টা, তৃতীয় শ্রেণীর অন্য ১০ ঘণ্টা করিয়া ২ দিন এবং চতুর্থ শ্রেণী (অধিকর্ম) সম্পর্কে কোন সীমা বাঁধা নিয়মের উল্লেখ করা হয় নাই।

রেলকর্ম্মীদের নিত্য কর্ম্মচারীদের একটানা ১২ ঘণ্টার উপরে কাজ করা অনুচিত এবং সপ্তাহে অন্যূন ২১ ঘণ্টা একটানা বিশ্রাম আবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীদের জন্য সপ্তাহে অন্যূন ৩০ ঘণ্টা একটানা বিশ্রামের সুপারিশ করা হইয়াছে, একটি পূর্ণ দিন ও পূর্ণ রাত্রির বিশ্রাম তাহারা ইহাতে পাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীদের জন্য সপ্তাহে একটানা ২৪ ঘণ্টাটুকুর সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি পূর্ণ রাত্রির বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকিবে। নিম্ন পর্য্যায়ের (নিরিখর্ম) ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মীদের জন্য পক্ষকালের মধ্যে একটানা ২৪ ঘণ্টা অথবা মাসে একটানা ৩৮ ঘণ্টা বিশ্রামের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্রামভোগী কর্ম্মীদের ছাড়া রেল কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্রামভোগী কর্ম্মীদের জন্য ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া অন্যান্যকর কাজসমূহের জন্য শতকরা সাড়ে ৭ অতিরিক্ত কর্ম্মচারী প্রভৃতি রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

এই সুপারিশাবলী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে যথাযথই আমরা দ্বিধা বোধ করিতেছি। সরকারকে এই সুপারিশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিতে অনুরোধ করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতাম। কারণ, প্রায় একযুগের পরিবর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত রাজাধ্যক্ষ যেমনই, লাহোর, গোরক্ষপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনপল্লী ও দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়াছেন এবং রেলমেন, কারখানা শ্রমিক, অফিস প্রভৃতি রেল বিভাগের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দুইবছরিক কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বিধি উপরিউক্ত নিয়মের উপনীত হইয়াছেন। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া রেলকর্ম্মচারীদের পরিবেশ সম্পর্কে যদি আমরা নিশ্চেতন হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা রাজাধ্যক্ষের সুপারিশ মানিয়া লইতাম। কিন্তু ইহার কোনটিই বর্ত্তমান নহে। রেল বিভাগের কাজ যদি সত্যসত্যই কঠিন এবং বেশী অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয়, তবে পূর্ব্বে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষ ক আমাদের বক্তব্য এই যে, নির্দ্ধারিত কাজের ব যাহাই যে সময়ই কর্ম্মচারীদের অবশ্য বলিয়া ব তাহার সংশোধন না হইলে নূতন নিয়োগের বিশেষ হইবে।

ভারতের বাণিজ্য নীতি

ভারতীয় পার্লিমেন্টের সাম্প্রতি অধিবেশনে বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ম নূতন বিবেচনার দাবী হয়। এই বিতর্কের পর ব্যবসায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি, ভারত সরকারের সহিত আলোচনে বিভিন্ন উপস্থাপিত অভিযোগগুলির গুরুত্ব অধিকতর পাইয়াছে। তাঁহারি তাঁহার প্রস্তাবে উপর বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কেন্দ্রসরকার ভারত সরকার পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে অভিযো শ্রীযুক্ত বাণিজ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। সেক্ষেত্রে অভিযোগে বলা হয়, সরকারী নী অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাট ব্যবসায়ের কে কলিকাতা হইতে মোকাইতে স্থানান্তরিত ক পক্ষপাতিত্বের কথা তুলিয়া বিরোধী ভারতের আন্তর্জাতীয় বেসরকারির মন হইয়াছে আমেরি একাধিক ক্ষেত্রে প্রতিবাদও তাহাদের অর্থের বা করিয়া বিবৃতিও দিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরী পাটের পরিবর্ত্তে কাগজের থলিয়া ব্যবহার কা আদেশ করিয়াছে এবং আমেরিকায় পাটের চা ইতিমধ্যেই শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে

এই সংবাদ সত্য হইলে দুঃখজনক কথা ই ইতিমধ্যেই ভারতীয় পাটশিল্পকে ব দুর্বল করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে ১৫ ভাগ পাটের ব্যবহারের ক্ষেত্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাজার পাইয়াছে। তবে আমার বলা ছিল যে পূর্ব্ব বাজার কোন চটকল না থাকাতে পূর্ব্ব এই সংবাদে সংবাদের বড় হইবার কোন দুঃখের আ ছিল না। অন্তর্ভুক্তি কলিকাতা ও তাহার উপ ভারতের সমস্ত চটকলগুলি কেন্দ্রীভূত। উপ ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত পাট উৎপাদনকারী অঞ্চ অথবা অধিকাংশই আবার পরিবহনের পশ্চিম বঙ্গ এই অবস্থায় পাট রপ্তানীর ক্ষেত্রকে কলিকাতা হই ক্ষেত্রান্তরে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের তুলা পূর্ব্বাঞ্চলের কথা উল্লেখ করা যায়। কাঁচা আঁশ তুলা সংরক্ষণকারী অঞ্চলসমূহ অধিকাংশ আজ পা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কাপড়ের কল ও সমস্তই পড়িয়াছে পাকিস্তানের এলাকায় বাহিরে ও বিদেশান্তরে রেলাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে। আর এই রেলাই এবং আমেদাবাদ অঞ্চলের উপকণ্ঠে তুলার এবং ব্যবসায়ীদের তাহাদের অধিকাংশ তুলা উৎ হয়। এক্ষেত্রে তুলা ও বস্ত্রের স্থানীয় বাণিজ্যে কেন্দ্র যদি রেলাই হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরি

হইবে না। পাট রপ্তানী কেন্দ্র সম্পর্কে পরিবর্তন অবশ্য বিভিন্নভাবেই ভাল তাড়াতাড়ি হইবে। যাহাতে পাট রপ্তানী কারা হইতে ফলাফলটির ফল সকল হইবে যাহে পাট রপ্তানী শুল্ক লোকীকারী ব্যবস্থা অবিলম্বে তাহারই প্রায় বলিয়া স্থির আছে। কৃষিপণ্য সাংসেলনের আহ্বানের এক পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বাজেটের কথা আমার ভরা সুবিবেচনার জন্য

আমা করি, বাণিজ্যমন্ত্রিসভের পরবর্তীকালে সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত হইবে।

ইতিমধ্যে বাণিজ্য পরিষদের প্রস্তাব লক্ষিত হয় এই প্রশ্নে ভারতের সহিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আর তাহার প্রতি তাহার সরকারের

আছে এবং উহার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ নীতির সম্বন্ধে আলোচনা যে সকল ইহার অন্তর্ভুক্তকরণ আছেন। বহুসংখ্যক দেশগুলি এই প্রতিষ্ঠানের উপর এবং অন্যান্য দেশগুলি সহযোগিতা বাহাতে নিজে অন্যান্য হইতে পারে কেবলমাত্র যাহাতে উপযোগের সঙ্গে। এই ব্যবস্থার প্রধান যে ইহাতে যদি দেশগুলি আরও বলী হইবে দেশগুলি অন্তরঙ্গ করিয়া যাইবে। সংশোধন হইতে পারে যদি পরিবর্তে বিশ্ব-ব্যাঙ্কে দেশগুলিরও অধ্যক্ষ ব্যবস্থানীর থাকে থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সম্প্রতি ব্যবস্থায় যে বাণিজ্য স্থির হইয়াছে তাহাতে উহাকে কেবলমাত্র। ইহা এবং ইহার যাহাতে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের ব্যবস্থার পথ পাইয়া নিয়োগের দেশ-গুলি বলী হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রপ্তানীনীতি

যে ইন্দোনেশিয়া। যেখানে অন্ত অন্যান্য তাহা ব্যবস্থা বলিয়াছিলেন, ভারতের কৃষিপণ্যে ১২ ভাগ অন্তরঙ্গ করা উচিত। ভারতের সরকারী প্রায় ১৫ ভাগ এখন অন্তরঙ্গ তবে উহার বিশিষ্টভাবে জনসাধারণের পক্ষে ও কিনা তাহাদিগকে ভারতের বর্তমান। যাহাতে অন্যান্য সাধারণ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় বিষয়টির এক তৈরি করিয়া দিয়াছে। এই ভার সরকারের কৃষি বিকাশের সেক্রেটারী আর, সেন ভারতীয় অন্যান্য সম্পর্কে নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবী উপস্থিত বলিয়া মন্তব্য করেন। আইনে অন্যান্য ও কলকারী শুল্ক পরিচিত উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐরূপ সেনের মতে এখন যার ভারতে

(১) শুল্ক নিয়ন্ত্রণে, কৃষির অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, তাহার আন্তর্জাতিক সংস্থা শুল্ক (২) আন্তর্জাতিক শুল্ক নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন অন্যান্য শুল্ক (৩) উপরোক্তিক দুই নীতি পুনরায় পর আন্তর্জাতিক উপরে অন্যান্য সম্পর্কের সম্যাবহার।

উপরোক্ত দিক হইতে যে বর্তমানে উপরিউক্ত নীতিগুলি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। এখনও বন্যার ফলে এবং দুর্ভিক্ষাবস্থার অন্যান্য কৃষির ভারত পরিমাণ, পরিবার বিনাশ ও উপরোক্তার ফলে ভারতীয় কৃষির পক্ষে সর্বাপেক্ষা দূরে সম্ভব। পাকিস্তান অঞ্চলে ও মৌসুমী মেরোনার অধিক অন্যান্যের পরিবর্ত কৃষিতে ভারতীয় সম্ভাবনা বলিয়াছে অধিক। আন্তর্জাতিক সহযোগের জন্য অন্যান্য প্রয়োজন কৃষি পাইয়াছে বই করে নাই। বিশেষ মূল্যের সময় ও আন্তর্জাতিক সহযোগ অধিকে যাইয়া অন্যান্য পর অন্যান্য কৃষকদিগকে বাহির দিয়াছে। বাণিজ্যিক দিক হইতে ভারতের সম্ভাবনার বর্তমানে যে বেশীরভাগ লাইনের কাঠ এবং ব্যবসায়ীর আন্তর্জাতিকের সাথে সংস্কারের সহযোগিতা প্রয়োজন বলিয়াই দিয়াছে। তাহাতে ঐরূপ বেশ যে এখনও প্রতিনিধি ভারতীয় আন্তর্জাতিক নীতিতে বর্তমানের প্রয়োজনের ব্যাপারে অন্যান্য বলিয়া আমরা করিয়াছেন তাহা সকলই রহিয়াছে।

বর্তমানে যে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশব্যাপী অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রীসভার এবং কর্মিবর্গের দৃষ্টি স্থানে আবশ্যকতা বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই অন্যান্য এবং ভোজ ও আবশ্যকতা বিষয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান তাহা একজন ব্যবসায়ীর। অন্যান্যের আর উহা অন্তর হতে একেবারে অবশ্যের সমূহ অন্তরঙ্গ বিস্তারিত দিতে পারিলে পরবর্তী কালে এই অন্যান্য স্থানীয় পরিপালনের দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া আমরাও্যাকে প্রভাবিত করিতে পারে। বিশেষ সম্বন্ধ হইলে অন্যান্য উপরিউক্ত তবের অন্তর পৌঁছে। এই অন্যান্য ভারতের অন্যান্যবৃদ্ধি যেসব আমাদের অন্তরঙ্গে অন্তরঙ্গ না হইলেও উহা যে প্রকৃত পুনর্গঠনের আলোকে রাখে তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প প্রসারের প্রয়োজনে কাঁচের যাহাতে কেবলমাত্র আমদানি বা বেসরকারের সরকার সংস্থাগুলিই দায়ী থাকিবে না। কারখানা প্রভৃতির নির্মাণে লোহের অভাব মিটাইতেও ভবিষ্যতে আমাদের চাহিদা অধিকতর হইবে। সংসারের মূল্যের অন্তরঙ্গ উৎপন্ন করিবার অন্তরঙ্গ আমরা আশা বাস্তব হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমানে আমাদের যেখানে ৪১,০০০ টন পরিমাণ সংস্থার মূল্যের আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

উপরিউক্ত প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে কোন কেন্দ্রীয় অধিকারের অবশ্যই এ সম্বন্ধে ভিন্ন যেখানে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহার আমরা অধিকারের উপযোগিত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতি সম্বন্ধের পরিচয় যেমন রাজ্য এবং অধিকারীগুলিরও অধিক কাল করাইয়া আসিয়াছে। এই অবস্থায় অন্যান্যগুলিকে রাষ্ট্রীয় আসিকারার আমরা করা খুব কঠিনসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। আর সরকারী আলোকপাত ব্যাহতে অধিকারীর কলাফল না হইয়া প্রকৃতই কলাপ্রসূত হইতে পারে অধিকারে সরকারকে ইহিয়ার হইতে হইবে।

পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তরভাবে স্থির হইবার তাহার ফলই আমাইয়া আসিতেছে, পূর্বঙ্গ হইতে ভারতীয় প্রদেশের আগত বাস্তুহারাদের সংখ্যা তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে। আর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ভারতীয় পার্লিমেন্টে প্রয়োজনকালে ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতির সচিব শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী পূর্বঙ্গ হইতে আগত আন্তঃপ্রাদেশীয়ের সংখ্যা আড়াই-লক্ষের কাছাকাছি হইবে বলিয়া অনুমান প্রকাশ করেন। কিন্তু এই বাস্তুহারাদের সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি যে ঠিক করিয়াছেন তাহাতে এই বাস্তুহারাদের সংখ্যা ৮ হইতে ১০ লক্ষ হইবে বলিয়া প্রকাশ। কেন্দ্রীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রবক্ত বিশেষজ্ঞ হইতে এবং বিভাগসমূহের মূলত যেসব কেন্দ্র কাজ দিতে হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে আন্তঃপ্রাদেশীয়ের ঐ হিসাব করা হইয়াছে। যদি তিন মাসে বিভাগসমূহিতে প্রতি মাসে এক লক্ষ করিয়া মূলত যেসব কাজ বেশি করিতে হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিবেদন এক পত্রে স্থায় প্রাদেশিক ভাবের কার্যকর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ অন্তরঙ্গ অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন। কোন সঠিক হিসাব না দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতিসচিব শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই সম্পর্কে ভারত সরকারের

(বেসাথে ৩৯১ পৃষ্ঠায়)

"নবজীবন ইন্সিওরেন্স"
কোং লিমিটেড
হেড অফিস:—৮৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—
১৯৪৭ সালের মোট প্রস্তাবিত বীমা :—
১৫,০৪,৩০০ টাকার উর্দ্ধে
১৯৪৭ সালের মোট দাবির :—
১১,১৩,৭৫০ টাকার উর্দ্ধে
চেয়ারম্যান—রায় বাহাদুর এস, কি, রুদ্রটা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্—
এস, বসু ও এস, পি, আগরওয়ালা—

বিশেষ প্রবন্ধ

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিভাগ (Office of the Economic Adviser to the Government of India) ১৯৬৭ সালের পণ্যদ্রব্যের সাংগঠনিক পাইকারী মূল্যসূচী প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে এইরূপ একটি বিজ্ঞানসম্মত ও বহু সাংগঠনিক পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য হইয়াছিল। কারণ, এই প্রকার মূল্যসূচীর উপর ভিত্তি করিয়া জাতির অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি নির্ধারণ করা সহজ হইয়া থাকে। মুদ্রা ব্যবস্থা, বিনিময় সমস্যা, বহির্দেশের পাইকারী পণ্যদ্রব্যের মূল্য, উৎপাদন, মজুরী ও মূলধন মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণেও পণ্যমূল্যের এই সূচকসমূহ সহায়তা করে। কলিকাতার পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচী, অথবা বোম্বাইয়ের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচী, এমন কি অর্থনৈতিক উপদেষ্টার সাম্প্রতিক মূল্যসূচী হইতেও আমাদের ঔদ্যোগিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা অর্জিত হইতে পারে না। কারণ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মূল্যসূচী নির্ধারিত হয় স্থানীয় বাজারের বাজার হইতে যেকোন একটিমের দরের উপর ভিত্তি করিয়া অথচ সমগ্র দেশের নানান বাজারে নানান সময়ে যে পণ্যদ্রব্যের দর থাকে তাহার সহিত কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজার দরের কোনটির ভাল যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। ফলে কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত মূল্যসূচীর উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র দেশের পণ্যদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয় এবং বিজ্ঞানসম্মতও নয়। সরকারী উপদেষ্টা বিভাগও যে মূল্যসূচী এতদিন প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, মাত্র ২৭টি পণ্যদ্রব্যের দরের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র দেশের দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কাজেই এই নূতন ত্রৈমাসিক সাংগঠনিক পণ্যদ্রব্যের সাধারণ পাইকারী মূল্যসূচী প্রকাশিত হইবার ফলে আমাদের পক্ষে এখন বিগত বৎসরের পণ্যমূল্য সম্পর্কে নির্ভুলভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। ফলতঃ বৎসরের মুদ্রাস্ফীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে সরকার ও জনসাধারণের পক্ষে এই মূল্যসূচীর আনুপূর্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করিব। নিম্নে আমরা এই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

অনেকেই জানেন যে সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিভাগ প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচী প্রকাশ করেন। বর্তমানে এই পাঁচটি বিভাগ (খাদ্যদ্রব্য, শিল্পোপযোগী কাঁচামাল, আধা-শিল্পজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য ও বিবিধ) একত্রিত করিয়া বৎসরের একটি ত্রৈমাসিক মূল্যসূচী প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে এই মূল্যসূচী পর্যালোচনা করিলে সমগ্র বৎসরের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার সাংগঠনিক গতি নির্ধারণের জন্য মাসের একটি বিশেষ দিনকেই ধরা করা হয়, যেমন সপ্তাহের পণ্যদ্রব্য মূল্য নির্ধারণের জন্য সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনকেই ধরা করা হয়। সরকারী সাপ্তাহিক মূল্যসূচী প্রকাশের পর শুক্রবারের দরের উপর ভিত্তি করিয়া। এই "সাংগঠনিক সাধারণ মূল্যসূচী" যাহাতে যথাযথ সঠিক নির্ণয় করা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই বিষয়টিতে প্রায় ২০০টি বাজার দরের বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই দর ঠিক করা হইয়াছে উৎপাদনকারীদের ও সরবরাহকারীদের যে দর সাধারণ কার্যক্ষেত্রে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া। এই মূল্যসূচীতে যাহা বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে চাউল, আটা, জোয়ার, যবযব, ছোলা, ডাল কলি, তিসি, গুড় এবং নুন। শিল্পোপযোগী কাঁচামালের মধ্যে ধরা হইয়াছে তুলা পাট, সিল্ক, উল, পশম, চামড়া, তামাক, তিসি বেড়ী, তিল, রাই, তুলার বীজ, কয়লা, খামারবীজ, লাইকা, বিবিধ লৌহ, তাঁতা চামড়া, রবার, খাদ্য ইত্যাদি। আধা-শিল্পজাত দ্রব্যের বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সুতা, রঙিন বেড়া ও ছাপানোর চামড়া—কেরোসিন তৈল, পেট্রোল,—বাইসাইকেল, সবজি, বাহাদুর, বেড়ী, তিসি, তিলির তৈল ইত্যাদি। শিল্পজাত দ্রব্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে পাট, সুতীবস্ত্র, সিল্ক, পশম, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, ঘুড়ি, টায়ার, বিজলী, কাগজ, বিদ্যুৎলাইট, কাচ, দাবাদ, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট ইত্যাদি। বিবিধ বিভাগে আছে রবস্পতি, তামাকুট, তুলারি, কয়লা, ইট, টালি ইত্যাদি। মোটামুটি এই পণ্যমূল্য সূচীতে ১০০টি পণ্যদ্রব্যের হিসাব ধরা হইয়াছে।

এখন উপরিউক্ত তালিকা দেখিয়া বুঝা যাইবে যে এই নূতন প্রকাশিত মূল্যসূচীর উপর ভিত্তি করিয়া যদি দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তাহাতে ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ এই তালিকাতে প্রায় সব উল্লেখযোগ্য পণ্যদ্রব্যেরই হিসাব ধরা হইয়াছে এবং এই তালিকা প্রায় সব বিষয়েই একান্ত নির্ভরযোগ্য। ইহা অবশ্য জানা যায় নাই যে, কোন চোরাবাজারী দরের উপর ভিত্তি করিয়া এই ২০০টি পণ্যদ্রব্যের কোনটির মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে কিনা। তবে যেহেতু বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের গুরুত্ব অনুসারে মূল্যসূচী নির্ণয়িত হইয়াছে সেহেতু এই ত্রুটিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের "গুরুত্ব" নির্ধারিত হইয়াছে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বাজারে আসিয়াছে তাহার আর্থিক মূল্যের হিসাব গ্রহণ করিয়া এবং এই মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে ১৯৬৯-৭০ সালে যে পণ্যদ্রব্য বাজারে আসিয়াছে তাহার পরিমাণ ও বাজারদরের ১৯৬৭ সালে পণ্যদ্রব্যের মূল্য মাসে মাসে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত তালিকাতে।

পাইকারী মূল্যের সূচক

(১৯৬৯=১০০)

১৯৬৭	খাদ্যদ্রব্য	শিল্পোপযোগী কাঁচামাল	আধা-শিল্পজাত দ্রব্য
জানুয়ারী	১৯০.৬	৩৪৩.৩	১৭১.১
ফেব্রুয়ারী	১৯০.১	৩৪২.১	১৭১.১
মার্চ	১৯৬.২	৩৪৩.২	১৮৮.২
এপ্রিল	১৯৩.৯	৩৫৬.৮	১৮৩.৭
মে	১৯৮.৬	৩৪২.৬	১৭৩.৭
জুন	১৮৭.৪	৩৩১.৪	১৭৭.৭
জুলাই	১৯১.৪	৩৭১.৭	১৭৭.৭
আগষ্ট	১৯৭.৮	৩৮৮.৪	১৭৮.৩
সেপ্টেম্বর	১৯৬.১	৩৭১.৬	১৭৮.১
অক্টোবর	১৯৪.৩	৩৭৬.৬	১৭৬.৬
নভেম্বর	১৯৪.৮	৩৭৭.১	১৭৭.৫
ডিসেম্বর	৩১১.১	৩৪৬.৭	১৭৩.৭

পাইকারী মূল্যের সূচক

(১৯৬৯=১০০)

১৯৬৭	শিল্পজাত দ্রব্য	বিবিধ দ্রব্য	সাধারণ মূল্য সূচক
জানুয়ারী	১৭১.০	১৯১.৫	১৯০.৫
ফেব্রুয়ারী	১৭১.১	১৯৭.১	১৯১.১
মার্চ	১৭০.১	১৯৯.৮	১৯৩.১
এপ্রিল	১৭০.১	১৯৭.৬	১৯৮.৬
মে	১৭১.৬	১৯৩.২	১৯৮.৫
জুন	১৭৩.৫	১৯৪.০	১৯৩.৯
জুলাই	১৭৪.১	১৯৯.৮	১৯৭.৭
আগষ্ট	১৮০.৪	১৯৯.৮	৩০১.৪
সেপ্টেম্বর	১৮২.৬	১৯৭.৮	৩০২.৩
অক্টোবর	১৮০.৫	১৯৮.১	৩০৩.১
নভেম্বর	১৮০.২	১৯৭.৮	৩০২.০
ডিসেম্বর	১৮৪.০	১৯৬.১	৩১৪.১

উপরিলিখিত তালিকা হইতে ইহা দেখা যায় যে 'বিবিধ' বিভাগ ব্যতীত অন্য সব বিভাগে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৬৭ সালে বৃদ্ধির দিকে যাইতেছিল। সাধারণ মূল্য সূচক হইতে দেখা যে জানুয়ারী হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেকটা স্থির ছিল, কিন্তু যে মাসের পর হইতে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আমরা হইতে যে পণ্য বিশেষ দিকে যাইতেছিল। কিন্তু মুদ্রণের মাসে অবশ্য বৃদ্ধি পায়, তবিও তখন পর্যন্ত বিশেষ বাড়া প্রকাশ্যরূপ হয় নাই। শিল্পজাত দ্রব্য আধা-শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যেরও প্রায় একই অবস্থা কিন্তু এই বাজারে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় এ যে 'শিল্পোপযোগী কাঁচামালের দর ঐ আলোচ্য বৎসর প্রায় ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইলেও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ১২ হইতে ১৮ পয়েন্টের মধ্যে।

(বাকীটুকু ৩৩৩ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

কবির হইতে একটু সন্ধান পরিচয়াছি। হঠাৎ বন্ধুমহলে পরিচিত মহলে যেখানে যাহার দেখা হইয়াছে তিনিই প্রশ্ন করিয়াছেন, ও বিলাতিছেন?

প্রশ্নে একটু খটকার সৃষ্টি হইলে উত্তর দিতাম, না। প্রশ্ন শুনিতাম, কেন "না"?

না যাইবেরই বলিবার আমি যাই নাই, তিনার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তুকিন্তু করিয়া না-যাওয়াটাই একটা কারণ হইয়া উঠিয়াছে আমি কেন যাই নাই তাহার কারণ দর্শাইতে।

তবু প্রশ্নের বিরাম নাই। সকলে একই আমারও একই উত্তর। অবশেষে এমন অবস্থা হইল, কাহাকে প্রশ্নটা করিলে আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, আমি যাই নাই—তাহা হইলে সব কথা কিন্তু এই অবজ্ঞাপ্রকাশের মূলে একটা বড়ো কারণ ছিল, তাহা ক্রমে আমার নিজেরই মনে হইতে লাগিল, তবু একটা কথা বোঝাইবার জন্য আমাকে "প্রদর্শনী" শব্দটাকে সকলে যাহা বুঝাইয়া থাকে তাহাই বুঝিতে হইয়াছে। চিত্রের প্রতি আমার বিরাগ, তাই কলিকাতার প্রদর্শনী দেখিতে

• • • •

যখন মাসিক-পত্রিকায় আমার কবিতা বাহির হইতে আরম্ভ করে তখন আমি কলিকাতায় ছাত্র। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সাহিত্যিক মহলে আমার পরিচয় নাই, আমার কথা উঠিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই। তখন আমার কথা উঠিলে সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার হইত।

আমার সেবারের দিনগুলি আমার মনের মধ্যে বাঁধা রহিয়াছে। প্রথমে বাহিরের দিকে তাকাই,—মনে হইতেছিল অসময়ের বৃষ্টি, বন্ধ থাকিবে না। কিন্তু আকাশের দিকে দেখি, সেখানে বিশাল-বিপুল প্রলয়ঘনঘটার কোনো চিহ্ন নাই। বৃষ্টিদাস, এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। তারা বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল,—বাড়ীতে বসিয়া আছি, তাহাদের বারণ করিবার কথা নয়,—পথের আড়কাইয়া পড়িবার ভয়ও নাই, বিশেষতঃ তারা "বেয়াকেল" বলিয়া পরিচিত নয়।

ভিজিতে ভিজিতে তারা ঘরে ঢুকিলেন। বলিলাম, "সাইকেলে এলেন বলিয়া মনে হইতেছে।"

তিনি বলিলেন। কি পড়িতেছ, "এমন দিনে তারে এমন ঘনঘোর বরিষায়" ও কিন্তু বলিয়া তাহার সঙ্গী বন্ধু করিয়া পড়িতেছে তাহার বাহির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কবিতার এই স্থানে উপনীত হওয়ায় দুবিধা হইতে একটা অনুভব করিয়াছি এবং কত শীঘ্র তাহা এখনো তৈরী করা সম্ভব হইবে ও তাহার পরে আরও কোন উন্নততর সব সম্ভারের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারিতেছি কিনা, এবিষয়ে আমাদের আগ্রহ কৌতূহল আছে, পৃথিবীতে আমরা উঁচু করিয়া শির তুলিবার আছে। কেবলমাত্র অতীত গৌরবের স্মৃতিই নহে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য যে আমরা বর্ত্তমানকালে যাহাকিছু রহিয়া গিয়াছি, এবং এক মুহূর্তের তরেও তুলিলে চলিবে না।

আর একটা কথা। প্রদর্শনীতে, শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই হউক অথবা আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই হউক, যে ভাবে জিনিষ সেখানে রেখানো হইবে তাহাই সাধারণ মানুষের পক্ষে যথাসম্ভব সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করা দরকার। অর্থাৎ কঠিন বিষয়, কঠিন শিল্পকীর্তি বিষয়ও যাহাতে ঘরটা সহজ আলোয় সাধারণ মানুষ সহজে বুঝিতে পারে, এমন করিতে পারে, প্রদর্শনীতে সেরূপ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। এবং সকল প্রদর্শনীর সিদ্ধান্তেই একটি এমনতর সহজ আলোকের প্রকাশ থাকা প্রয়োজন যাহাতে আয়োজনযাত্রা নিষ্ফল ও আড়ম্বরহীন হইয়া ওঠে।

আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যত প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাদের ঠিক প্রদর্শনী বলা চলে না। সেগুলি মেলা ও হাটের উচ্চ-সংস্করণ মাত্র। ১৯২৮ সালের কলিকাতার কংগ্রেস প্রদর্শনী কিছুটা উন্নত ধরণের ও ভিন্নপ্রকারের হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। ওই সময়ে আমি আরাকানে ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম।

১৯২৯-৩০ সালে অর্দ্ধশতাব্দীর সংবাদপত্রের প্রদর্শনী আমি দেখিয়াছিলাম। সেটা আদ্যোপান্ত প্রদর্শনী ছিল না, শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জনসমূহের সাময়িক প্রদর্শনের জন্যই উহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখনকার দিনে উহার চটকে খুব হইলেও, আজ অনেকটা অসঙ্গত হইয়া আসিয়াছি, কাজেই পরিণত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া তখনকার অভিজ্ঞতাকে যথার্থ অভিজ্ঞতা বলিয়া এখন আর মনে হইতেছে না। বিশেষ করিয়া একটা কথা মনে করিয়া খারাপ লাগিতেছে। ওয়েম্ব্লির একটা যাদুঘরের ন্যায় আকর্ষণ ছিল। সব সময়েই মনে হইত যেন, প্রদর্শনীর সাহায্যে চমক লাগাইয়া দিব যান্ত্রিক দেখাইয়া দিব, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা ওয়েম্ব্লির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছে। প্রদর্শনী বিজ্ঞানের বড় সম্বন্ধ নাই, কিন্তু উহা বিজ্ঞানই যান্ত্রিক নহে।

ওয়েম্ব্লিকে সে সময়ে বিরাট ব্যাপার বলে হইয়াছিল। কিন্তু ওয়েম্ব্লির আয়তনকে আমাদের বর্ত্তমান প্রদর্শনী চারগুণেরও বেশী অতিক্রম করিয়া গেছে। ওয়েম্ব্লিতে যান ছিল মাত্র ২২০ একর, মিথিল ভারত প্রদর্শনীর আয়তন ৯৩০ একর, ওয়েম্ব্লির দর্শকমণ্ডলের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ছ'কোটী আশী লক্ষের কাছাকাছি। দীর্ঘকাল পূর্ণিমা রাত্রিতে মিথিল ভারত প্রদর্শনীর পথে যাই

অতিক্রম করার পূর্ব কারিম হইবে না। কিন্তু আর্থিক প্রীতি ও ব্যবহার করিয়া তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবান্তর। আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে, বাস্তবিক ভারতের নবীন প্রয়োজনে ঠিক যে ধরণের প্রদর্শনীর প্রয়োজন ছিল, বিভিন্ন ভারত প্রদর্শনীর পরিকল্পনা তাহা যথাযথভাবে মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহাকে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সার্বিক অনুষ্ঠানটির পিছনে যে সংগঠন ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ভাবিত প্রদর্শনী সম্বন্ধে দাবী করিতে পারে। ত্রুটি যে এই প্রদর্শনীতে ঘটে নাই তাহা নয়, কিন্তু গুণের তুলনায় তাহা নগণ্য। আর তাছাড়া এতবড় দুরূহ ব্যাপারে এবং এই ধরণের প্রদর্শনী এই প্রথম বলিয়া, এ-সকল ত্রুটি আমি মার্জনা বলিয়াই মনে করি না। অবশ্য প্রদর্শনী যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া চালানো হয় তাহা হইলে জনসাধারণের ব্যবহার অনুযায়ী যে সকল ত্রুটির কিছু কিছু সংশোধন সম্ভব হইতে পারে।—শ্রী একটু করিয়াছে বোধ হয়, উচিত হইবে। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার "নবযাত্রা জনে" স্থান করিবার আশায় আছে যাই।

প্রদর্শনীর শিল্পকীর বিষয় সম্বন্ধে বিশদ করিয়া বলিবার আজ আর সময় নাই।—শুধু কেবল বলিতে পারি, ইহা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে তাহা ভারতের বিপুল সম্ভাবনা গৌরবময়।

তুমি প্রদর্শনী দেখিয়া আসিতে আর বিলম্ব করিয়ো না। তুমি দেখিয়া আসিলে তোমার সহিত আমার মতামত মিলাইয়া দেখিব।

যাহারা ওখানে বিশদভাবে বুঝিয়াছেন সে সব প্রদর্শকদের মধ্যে কয়েকজনের কথা যদি তোমাকে ছিমছামভাবে না বলিয়া দিই তাহা হইলে তোমার প্রতি অবিচার করা হইবে। আমার ভালো লাগিয়াছে বলিয়াই, তোমারও ভালো লাগিলে আমি খুশী হইব। দেশী ও বিলাতী অনেক প্রদর্শকেরই প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা অভিনবত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশদ করিয়া এস, কি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, (M. B. Sirkar and sons), হীটলি অ্যাণ্ড গ্রেহাম, (Heatly and Greatham (Marshall Sons & Co.), স্কোডা (Skoda), ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিমিটেড (India Machinery Co. Ltd.) আটাস্ আয়রন ফাউণ্ড্রি (Atla's Iron Foundry) প্রভৃতির বিভিন্ন ধরণের হস্তসঞ্চালনেপযোগী আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। এ ছাড়া আরও অনেক কৃতী প্রদর্শক আছেন। সকলের কথা এখন বলিবার সময় নাই। তুমি দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়ো।—শ্রী বলিয়াছে, বলিবার চাহি। বাকী আমার একদিন আসিব,—তোমাদের বাড়ীর চা আজকাল বড়ই ভালো হইয়াছে।

গোধূলি-লগ্ন আসিয়া গেলেন। আমার লিখিতে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া দেখেন, বাকী প্রদর্শনী দেখিতে যাইব।

—অন্নদাশঙ্কর

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইহাদের মনে করা স্বাভাবিক যে কাঁচামালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইলেও শিল্পপতিরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

ঐ বিবরণীতে ইহাও দেখান হইয়াছে যে ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে মূল্যবৃদ্ধির গতি তীব্রতর হয় নাই। তবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বেশী হ্রাস প্রাপ্ত না হওয়ার প্রধান কারণ উৎপাদন হ্রাস ও বাজার চলাচলের অসুবিধা। তবুও মুদ্রাস্ফীতি এখন পর্যন্ত প্রায় সমানই রহিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ আয়কর ও অন্যান্য কর ধার্য করিয়া ও কালোবাজার চালু রাখিয়া যাহারা ব্যবসা চালাইয়াছে তাহারা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিয়াছে। এখন ১৯৫৮ সালের পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচী প্রকাশিত হইলেও আমরা এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ত দেখিতে পাইবই না, বরং আরও খারাপ অবস্থা দেখিতে পাইলেও বিস্মিত হইব না। কারণ ভারত সরকার চিনি ও কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং লৌহ, ফলাও ও সিমেন্ট ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কাজেই এবিষয়ে সন্দেহ করি কোন কারণ নাই যে, বর্তমান বৎসরে পণ্যমূল্য সাধারণ সূচী যখন প্রকাশিত হইবে তখন তাহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় পণ্যমূল্যের যথেষ্ট বৃদ্ধিই প্রকাশ পাইবে।

এখন কি প্রকারে এই মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তৎসম্বন্ধে বেসরকারী কি ধরণের সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। কারণ এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে যার বেশীর ব্যবসায়ীরা লাভবান হইলেও অন্যান্যদের পক্ষে, বিশেষতঃ স্থায়ীর চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তের পক্ষে এই অবস্থা অসহনীয় হইয়াছে। অবশ্য এই অবস্থার আমল ও সমাধান সরকার অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাহার পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কার্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে পণ্যদ্রব্যের কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মুদ্রাস্ফীতির আসল লক্ষণ হইতেছে যে বর্তমান সব লোকেই প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়া আছে। অর্থ বিনিয়োগ করিবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না পাইয়া বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন অন্য অর্থে এই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তাই আজ পৃথিবীর সব দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকেরা তাহার পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ এবং আমেরিকার ১৫ আইন করিয়া জমাইয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য দেশও ছাড়ার মূল্য হ্রাস করিয়াছে এ সঞ্চিত অর্থ হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চিন্তা করিতেছে। ভারত সরকারও এ প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া অন্যান্য কি প্রকারে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বিদায় করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার কি কর্মনীতি গ্রহণ করেন তাহার উপরেই আমাদের

সংবাদলিপি

...র উন্নত বাজেটের সম্ভাবনা—...
...র আশা—শ্রমিক দলের মার্শাল ...সমর্থন—সরকারী ঋণে অমিত...

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

এই মার্চ—কিছুদিন আগে কি ডালটন বিয়াছিলেন যে এই বৎসরের বাজেটে প্রায় ৮০ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত থাকিবে। তাঁহার এই ৮ কল্পনা ৫ কোটিতে পরিণত হয়, এবং এই উদ্বৃত্তের ফলে করভার লাঘব যে লোক উঠিয়াছে তাহা ক্রমিয়া লওয়া এমন কোন দুঃসাহসিক বক্তব্য তাহাতে যে সাহস করা হয় নাই তাহার ফলে আগা-বৈষয়িক বিপদ দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে, তিনিক দুর্ভাগ্য বৃদ্ধিতে সরকার আহতে পারেন। তবে সান্ত্বনার কথা শুনিয়াছেন যে ৫ কথাই করভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিন্তু ...সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নাই। এজন্য যে পরিমাণে ব্যয়সঙ্কোচ আছে তাহা অস্বাভাবিক ...ধরিয়া এই করভার লাঘব করা যায় এবং উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না পায় ...দেশের ঋণভার অধিকতর হইয়া পড়িবে।

তিক বাধিজাতিক সকল প্রকার সুবিধা ...ন্তিক বৃদ্ধিকর বসিয়া লাভ করা যায় ...সরকার যে চেষ্টা করিতেছিলেন বর্তমানে ...ফলিয়াছে। আর্জেন্টিনা ও নরওয়ের সহিত ...চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় অবশিষ্ট পরেই ...লগাত, বেলজিয়াম ও পোলাণ্ড-এর সহিত ...ও বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। ...তেই ফ্রান্স কয়লা, লৌহ, রাসায়নিক দ্রব্য ...পাতির পরিবর্তে বাস্তবতা ও কাঁচা মাল ...করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ফ্রান্স যদি ...বসা ও লৌহ উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছিতে ...এবং যে কোন কারণে বর্তমানে উৎপাদন ...হ্রাস হয় তবে তাহাকে খাদ্যাভাবে বিশেষ ...হইতে হইবে।

...ন্ত্রণ দল যদি মার্শাল পরিকল্পনাকে সমর্থন ...বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে। এই পরিকল্পনার ...যে সব সমালোচনা করা হয় তাহার জবাবে ...বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় ...ও নীতি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা ...কাহারও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। ...ছাড়া আরও বলা হইয়াছে যে রাশিয়া ও ...ত্র আজ বাস্তবিকের দুয়ারে একমাত্র রাজনৈতিক দলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং লোকেরই রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণের নিকটে লোকিয়েট ক্ষমতা বিস্তারের নীতি অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব ইউরোপের ও বহু ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফ্রান্স ও ইতালির লক্ষ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তাহা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সেইজন্য মনে হয় পার্লামেন্টে মার্শাল পরিকল্পনা প্রবর্তনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে তাঁহাদের আশা ঐক্য দৃঢ়তর হইবে এবং সম্ভবতঃ ফ্রান্স ও ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি এই পরিকল্পনার ফল লাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। পৃথিবী যে আজ পরিবর্তনের দুই শিবিরে বিভিন্ন বিভক্ত হইতে চলিয়াছে তাহার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে মার্শাল পরিকল্পনায়।

ফ্রান্সের পাইকারী দর যে মোটামুটি স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হইতেছে এ কথা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে ফ্রান্সের তালিকা করার হিসাব দেখিলে। ১৯৩১ সালে ফ্রান্সে যে পরিমাণ তালিকা আমদানী করা হয় তাহার পরিমাণ ১৯৩১ সালের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম হইলেও, মূল্যের হিসাবে তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশী হইয়াছে। ১৯৩১ সালের শেষ ভাগে দেখা গিয়াছিল যে ফ্রান্সের প্রায় ১৯ মাসের তালিকা মজুত আছে। কিন্তু কেন যে ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য তালিকা মজুত করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই বর্তমান ক্ষেত্রে ফলে কি যে লাভ হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না, শুধু ইহাই পরিষ্কার বলা চলে যে এই বর্তমান পরিমাণ তালিকা ক্রয় করা যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহাতে ফ্রান্সের মোটর আরোহীরা বাসে ও ট্যাক্সি হিসাবে পেট্রোল বেশ পাঁচ বৎসর করিয়া ভোগ করিতে পারিবেন।

করাচী

পাকিস্তানে নূতন রাজনৈতিক দল—লীগের শক্তিশালী বিরোধীদলের জন্ম—সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ ও লীগ কর্ম-নীতি—পূর্ববঙ্গে জিন্নার অভিপরীক্ষা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ১ই মার্চ—পাকিস্তানে দুর্বলতর লীগ সরকার একটি বিরোধীদলের সম্মুখীন হইবে। কমরেড, খান আবদুল গফুর খান ও মিঃ এম. এস. মৈয়দের নেতৃত্বে বিভিন্নদেশে যোগদান করিতে পারিবে। এই নূতন দলের লক্ষ্য হইবে সরকারী দুর্নীতি বন্ধ করা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা। বাস্তুত্যাগীদের যাহাতে তাহাদের স্ব স্ব সম্পত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহার জন্যও এই দল চেষ্টা করিবে। এই দলের অধীনে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইবে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতি-সম্বন্ধযুক্ত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহার উদ্দেশ্যে এই দল তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিবে।

পার্লিমেন্টের বহু অধিবেশনে খান আবদুল গফুর খানের বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। পাকিস্তান সরকার ও কৃষক সরকারের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই, তাহা তিনি পাকিস্তানের কর্তাদের বুঝাইয়া দেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি যে অবিচার করা হইতেছে, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপের সহিত সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁহারা যে প্রকার আচরণ-বাণী প্রচার করিতেছেন তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। বিশেষ করিয়া উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে সংখ্যালঘুদের কোন স্থান না থাকার ফলে সংখ্যালঘুদের মনে যে সরকারের প্রতি বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, ইহা সরকার যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন ততই মঙ্গল।

এদিকে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণে ও লীগ নেতৃবৃন্দের অত্যাচারে বহু হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। যে সব হিন্দু নেতাগণের প্রভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহারাও আর পাকিস্তানে থাকিবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন। সরকারের দৃষ্টি সংখ্যালঘুদের প্রতি অসদ্ভাব ও কার্যকলাপের পরিবর্তন না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে, অন্ততঃ হিন্দুপ্রধানে, আর হিন্দু থাকিবে না এবং পাকিস্তান সরকারেরও পরিশ্রম করিয়া আর "আমরা বাঁচি" প্রচার করার প্রয়োজন হইবে না।

বাংলা ভাষা লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহাতে এখনকার সরকারী মহল দৃঢ় অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী হইলেও লীগ দলের অনেক সদস্য সরকারী নীতি সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। সরকারী লীগদলের বিরোধিতা করিবার মত সাহস অনেক সদস্যের না থাকিলেও অনেকে একথা বলিতেছেন যে, পাকিস্তান সরকার পূর্বাহ্নে আঘাত লইয়া খেলা করিতেছেন। কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু যাহার জোরে বাংলাভাষাকে অবলুপ্তির করিবার চেষ্টা করিলে তাহার পরিণতি কখনও ভাল হইতে পারে না ইহা অনেক লীগ সদস্যের কানেই পশে। জিন্না সাহেব ঠিক এই সময়ে কেন ঢাকা সফরে যাইতেছেন তাহার কারণও সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা উপভোগ করিয়া পাকিস্তানের কর্তারা

...

...

...

সঙ্কলন

বের শিল্পনীতি অচিরেই প্রকাশিত হইবে

ধি ভারত প্রাদেশিক প্রচারকারী সম্মেলনের ভাষণে ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডাঃ মে মুখার্জি বলেন যে, শীঘ্রই ভারত সরকারের ত শিল্পনীতি ঘোষিত হইবে। তিনি আশা করেন মহাদেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নূতন যুগের উপযোগী সমস্ত সংস্থিতি বাস্তবে করিবেন। সরকার, শ্রমিক ও মালিক

যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মন্ত্রে ন্ত উদ্যোগের স্থির সঙ্ঘ ঘোষণা না হয়ে সুফল লাভ করা সম্ভবপর হইবে না। ঃ ডাঃ মুখার্জি বলেন যে, দেশের শিল্প-সংগঠন সম্বন্ধে বিশেষ সরকার ইতিমধ্যেই ই সিদ্ধান্তে।

ছের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাদেশিক শিল্পের বিগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন।

লাহের রেকর্ড মূল্য হ্রাস

ভিন্নীয় সরকারের মূল্যের মূল্য আজ আরও ইয়াছে ফ্রোরেন্সের মার্কিন ডলার ৫৭৯৫ টাকিয়াছে। জেনোয়াতে একটি ডলারের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার লার, ইংলিশ ডলারের এখন মূল্য হুল ৪ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক ৭৫ হাজার ৫৬ ফ্রাঙ্কের ন্ত আরও ১০ লক্ষ টাকা ডলারে বাড়িয়া । আজ এক আউন্স সোনার দাম দাঁড়াইয়াছে ২৫ লক্ষ টাকা ডলার। আমেরিকা হইতে বিমানে ৩৫ হাজার টন চাউল আনা সত্ত্বেও ল চাউলের দর পূর্ববৎ ১০ লক্ষ টাকা রহিয়াছে।

শিক্ষা বিস্তার সুপারিশ

তরে কৃষির উন্নতির জন্য উন্নততর ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর বক্তৃতা বলে এস. সিংহ আমেরিকা এবং কানাডার ন্যায় চাষীকে শিক্ষা বিস্তার সুপারিশ করেন।

সিং সিংহ ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা করিতে লেন যে, আমেরিকার চাষকরের কৃষির জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। জমিতে সার দেওয়া, কেমন, বীজ বপন, ফসল তোলা প্রভৃতিকেই ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতেও যদি ভোগ হইতে উহার পাওনা সম্ভব না হয়ে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বলিয়া

বিমান বিদ্যা শিক্ষা

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত কিরোদাই কেঙ্গীর আইন সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, যাহা-যাহী বিমান চালনা ও বিমান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রভৃতি বিষয়ইয়ের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, আগামী খীস্টাব্দে—কিংবা সম্ভবপর হইলে আরও আগেই—ঐ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে।

বিমান-পরিচালনা ও বিমান-ঘাঁটি সম্পর্কিত শিক্ষা এলাহাবাদে এবং বৈজ্ঞানিক যাবতীয় শিক্ষাদান বাঙ্গালোরে হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। অন্য কোথাও সম্প্রতি ঐসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া বোম্বাইয়ের জানান। শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকিবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

আমদানী-রপ্তানী বিষয়ক শুল্ক

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত বিয়াছেন যে, ১লা মার্চের আগে ভারত হইতে পাকিস্থানে অথবা পাকিস্থান হইতে ভারতে সরাসরি যে সমস্ত মাল পাঠান হইয়াছে সেগুলির উপরে কোন শুল্ক ধার্য করা হইবে না এবং সে সমস্ত মালের জন্য কোনরূপ লাইসেন্সও লাগিবে না। শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ করমাত পাইলেই এ-সমস্ত মাল খালাসের আদেশদান দিবেন। পাকিস্থান হইতে কিনিস আমদানীর জন্য কোনও লাইসেন্স লাগিবে না।

শিল্পপতি সম্মেলন

আগামী ২০এ ও ২১এ মার্চ তারিখে ঔদ্যোগ পার্লামেন্ট নিখিল ভারত প্রদর্শনীর বোম্বাই সেক্রেটারী কোর্ট তার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কারখানা মালিক সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন হইবে।

উক্ত সালেই ২৯এ মার্চ তারিখে বেঙ্গল কারখানা মালিক সমিতির উদ্যোগে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কারখানা মালিক সম্মেলন হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত বেঙ্গল কারখানা মালিক সমিতি ইতিমধ্যেই প্রদর্শনীতে একটি ভাল অধিকার করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গে কিটনার চিনি

নারায়ণগঞ্জে সম্প্রতি মুক্তি হাজার মণ কিটনার

বিনা শুল্কে পাট আমদানী বন্ধ

কলিকাতা শুল্ক বিভাগের কালেক্টর জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থান হইতে পাট অথবা পাটজাত দ্রব্যাদি ভারতে আমদানী করিলে কোন শুল্ক দিতে হইবে না।

রপ্তানীর জন্য লাইসেন্স লাগিবে না

কলিকাতার আমদানী ও রপ্তানী বিভাগের ডেপুটি চীফ কন্ট্রোলার জানাইয়াছেন যে, অতঃপর দ্বারা যে সমস্ত জিনিষের উপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ নাই সে সব জিনিষ পাকিস্থানে রপ্তানী করিতে হইলে কোন লাইসেন্স লাগিবে না।

ভারত-জাপান বাণিজ্য

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে-সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী জাপানে হইতে অন্যত্র তাঁহারা যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে জাপানের সহিত উভয়রূপে ব্যবসা চালাইতে পারেন সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—

ব্যবসা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা ভারতীয় ব্যবসায়িগণ জাপানী ব্যবসায়ী-দের সহিত সরাসরি চালাইতে পারেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর জাপানী ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের মাল রপ্তানি করিতে সম্মত হইলে তাঁহারা জাপানের বাণিজ্য বোর্ডের (বোয়েকি চোঁর) সহিত যোগাযোগ করিবেন এবং তাঁহাদের মাল রপ্তানির পরিমাণ ইত্যাদি ভারতীয় ব্যবসায়ীকে জানাইতে অনুরোধ করিবেন। ঐ বোর্ড অতঃপর জাপানস্থিত বিদেশিক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় ব্যবসায়ীকে উহা জানাইয়া দিবেন। ভারতের মাল জাপানে রপ্তানির ক্ষেত্রেও ঐ বোর্ড অনুরূপভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করিলে জাপানে তাঁহাদের নিজেদের একেন্ট নিযুক্ত করিয়া ঐ বাণিজ্য বোর্ডের সহিত আলাপ করিবার জন্য এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন। জাপানের কোন ব্যবসায়ীকার নিজের মাল সরবরাহ করার ব্যাপারে ভারতীয় একেন্টের কাজ করিতে পারিবেন না। জাপানস্থিত একেন্টগণ ঘাবিশ্বাসিবিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ভারতীয় নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

জাপানী রপ্তানি ব্যবসায়ীগণ মূল্যপূর্বকালের ন্যায় করিয়া ভারতের নিকটে তাঁহাদের মালের নমুনা পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু উহা কোনক্রমেই ৫০০ মার্কিন ডলার মূল্যের অধিক হইবে না। অধিক মূল্যের নমুনা পাঠাইতে হইলে জাপানস্থিত মিত্রশক্তির প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইবে। আমদানী লাইসেন্স না থাকিলে নমুনা আমদানী করা চলিবে না। অধিক ১০০ টাকা মূল্যের নমুনার জন্য লাইসেন্স

নিষ্প্রভ বাজার

কলিকাতা, সোমবার সন্ধ্যা

বাজারের কর্মতৎপরতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য আলোচ্য সপ্তাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে যখন বাজারে একটানা মন্দার স্রোত বহিতেছিল, তখনও এ-রকম কর্মতৎপরতা কচিৎ দেখা গিয়াছে। সত্যকারে বিচার করিলে বর্তমান বছরেই যে সব বৎসরের শেষেই হইতে অনেকটা উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া বাজারে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই আশাপ্রদ বলা যায় না। কয়েকটি লাভে হওয়ার শেয়ারের দরের উন্নতি হইবে বলিয়া যে আশা পোষণ করা গিয়াছিল, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। "বাজেয়াপ্ত লাভ সর্তের মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করায় বাজারে যে হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মন্দীওয়ালারা আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন তাহার উপর বাজারের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। এই সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য আমরা সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি এই নীতি ঘোষণা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কেন্দ্র ও শিল্পের উন্নতি উদ্দেশ্যেই এই ঘোষণার প্রচেষ্টা করিতেছে বলিয়াই বাজারে এই অনুকূলপক্ষ কর্মতৎপরতার উদ্ভব হইয়াছে। এই নীতি শিল্পোন্নয়নের পরিপোষক হইলে অনুকূলবশতে বাজারের পরিবেশ উন্নতি হইবে আশা করা অসঙ্গত হইবে না। অন্যথায় বাজারে অধিকতর নিরাশার আবহাওয়া বেশী। তবে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় যে, সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মূলমন্ত্রে বাজারের পরিপোষক হইবেন।

ডাইরেক্ট বিতরণ হওয়ার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ও ব্যাঙ্কগুলির যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত। করিক বিনিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যাঙ্কের হাতেও টিন পয় অবলম্বন করিয়াছে। ফলে দেশের ধনবিনিয়োগকারীরা বর্তমানে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রায় কোন সাহায্যই পাইতেছেন না। ফলার ফলে শেয়ারে লগ্নীকৃত অর্থও অনিশ্চিত কালের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-পত্রের মূল্য সত্বর পরিবর্তন করিয়া বাজারে নতুন করিয়া শেয়ার লগ্নী করিতে প্রস্তুত নহে। ফলে অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বর্তমান শ্রমিক অসন্তোষের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে সকলেই ভয় পাইতেছে।

বর্তমানে শেয়ারের মূল্য যেভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। দরের নিম্নগতির ইহাই শেষ সীমা কিনা তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। আর এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ব্যাঙ্ক ও সরকারী তহবিলের মূলধন বিগত কয়েক বৎসরে যতদূর হ্রাস পাইয়াছে শেয়ার বাজার তাহার অনুপাতে তত নিম্নগামী হয় নাই। অবশ্য একথা সত্য যে, সরকারী তহবিলের যে পরিমাণ হ্রাস পাওয়া যায়, তাহার অর্ধেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির বৈধতা যে কতদূর তাহা বলা যায় না। তবে সপ্তাহের বিভিন্ন বাজারের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমাদের মূলধন পরিমাণ ১৩০৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার মূলধন পরিমাণও ১৩০০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাজার বর্তমানে এই বাস্তব মূল্যকাঠামো হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেও অনুমান করিতে যে ইহার বাড় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না তাহা সুনিশ্চিত।

সরকার পাঁচ টাকার বেশী লভ্যাংশে ঘোষণা বিনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যেসব কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কতদূর তাহা গ্রহণ করিবে কিনা তাহা জানা যায় নাই। সিদ্ধান্তটির যে প্রয়োগ বর্তমানে সম্পূর্ণ এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইবে। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে আমাদের বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই তাহাদের লভ্য তহবিলের সমস্ত টাকাটা বোনাস শেয়ার হিসাবে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অতিরিক্ত হইলেও অংশীদারেরা এই নীতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই। কারণ লভ্য তহবিল অতিরিক্ত লভ্যাংশ ঘোষণার ব্যাপারে তাহা পরিষ্কার উঠিয়াছে। এরূপ কার্যাবলী নিবারণ সরকারের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরকার ও লভ্যাংশের মধ্যে আপোষ সম্বন্ধপর। সেরূপ আপোষ সম্পন্ন করিয়া সরকারকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দিয়ে অর্থনীতি সর্বাধিক বিবাদী প্রশ্ন এবং এই সঙ্কটে তাহাদের সহজ সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য। আশা করি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির ঘোষণায় ইহা পরিষ্কার-ভাবে ব্যক্ত হইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ ব্যাপারে গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা বিস্মৃত না হইয়া আগামী বৎসরের ঋণপরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বাজারের যে অল্প উন্নতিলাভের প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সরকারী ঋণ—

৩½ সুদের ১৯৬৯ ১০০।৹, ৩½ সুদের ১৯৪২-৪৪ ১০১৷৵০, ৩½ সুদের ১৯৪৭ ১০১।৹, ৩½ সুদের ১৯৪৩-৪৭ ১০১৷৵০, ৩½ সুদের ১৯৫০-৫৪ ১০৯।৹।

ব্যাঙ্ক—

বিলাত ১০৯৷৹, ভারত ৭১৲, হিন্দ ৩৯৷৹।

কাপড়ের কল—

কানপুর টেক্সটাইল ১০৸৹, ভারতের ১৫৹৲।

বেঙ্গোবাস ২৷৵০, মুইর ৩০৹৲, নিউ ভিক্টোরিয়া ৪৲।

কয়লাখনি—

ভারত ৮৴০, ধরাকর ১৯৸৹, ইষ্টইটেরন ৪৯৲, টাতাই ১৮৷৹, তালচের ৭৸৹।

চটকল—

আলেন ইণ্ডিয়া ১০০৲, টিটি ৩১৲, বা ৪৭৷৲, উলফার্ট ২১৯৲, কাঁকড়া ১৪৮৹৲, রেমন্ড ১৷ শ্রীরামপুর ২১৮৹, বজবজ ১৯৹, ফ্রেজিংমেন্ট ৭৮৹।

টাজিনীরাস্থিং—

ইণ্ডিয়ান আয়রণ ১১৹৹, মার্টিন ৹৹, কর্পোরেশন ১৮৲, টেক্সটাইল মেশিনারী ১১৹।

বিবিধ—

বার্মা কর্পোরেশন ৬৮৹, ইণ্ডিয়া কমার্স কানাসপুরা টেক্সলেদার্স ৪৹৲, খোসালী ১৯, কলিকাতা ইলেকট্রিক ১৫৷৹, টাবর আয়রণ ৭৮৹, বি. আই কর্পোরেশন ১৯৸৹, কলিকাতা সিকিউরিটি ৮৸৹, এল. আণ্ড টি. অরলার ১৭৷ ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ১৪৹৲, অরিয়েন্ট হোটেল ১৯৲, বাটলিবার্ণ ১৮৸৹, রোটাস ইণ্ডাস্ট্রীজ ১৹ ইণ্ডিয়া সেলাই ১৯৭৲, মেরিনার্স অফিসার্স ১৷ আলায়েন্স ১৮৸৹, ইণ্ডিয়া ইনসিওর ১৫৸৹।

চিনির কল—

বলরামপুর ১৮৸৹, বেলসণ্ড ৫৸৹, কানপুর ন্যাশনাল ১৯৸৹, রামনগর ২৷৹।

চা—

বিলাস ১৫৲, চোকাডাং ১৪৷৹, দলমোর নাসরী জর্জ ১৭৸৹, টুমসং ১৭৷৹।

ক্যালকাটা ন্যাশনা

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং

বিপণন রো. কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বহুত তহবিল ২৪,০০,০০০৲ টাকার উ

তারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতি প্রতিষ্ঠান। সর্বত্র দেশবাসী ব্যাঙ্কসমূহের সহায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার ব্যবসায়ের যা প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে এ অ্যাকাউন্ট খুলিতে পারেন যাহে টাকা জমা দিয়া একটি চেকিং বাক্স দেওয়া হয়। সেকিংসে ব্যাঙ্কের জন্য টাকা উঠান হইবার ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং সরকার ২½ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার এবং একাউন্ট রাখুন।

...টাকা হয়। ই

...টাকা করিয়াছে, তাহাদের

শ্রীযুক্ত ভাবার মত পরিবর্তন

বোর বাজারে বড় সমস্যা কেমন কিছু ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ের নূতন সরকারী আবেদনের এবং বেসরকারী আলোচনাপ্রসঙ্গে বাজারে যে কাপড় ছাড়িয়াছে ফলাফল হয় তাহা সকলে লক্ষ্য করিতেছে। বস্ত্র ও কারখানার মালিকদের প্রতিনিধিরা দেখাইয়াছেন, তাহার ফলে সরকারী মহল কুল বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে ছিল বস্ত্রপ্রস্তুতকারীদের দাবী মানিয়া লইবেন বলেই স্থির করিয়াছেন। বর্তমানে আমাদের পাওয়া যাইবে তাহার হস্তান্তরযোগ্যের বিষয় এবং তাহার জন্য সকলেই নির্দিষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোচনাপ্রসঙ্গে মজুত কাপড় বাজারে বাহির করিবার জন্য কতিপয় মজুতদারীর মজুত মাল তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। তাহা বাজারে ছাড়িয়া দিলে কুল কম করিবার যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

কলা বাজারের অবস্থা বিশেষভাবে করা যাইতেছে এবং সেখানকার যে সব আছে। সোনার উপর আমদানীর উপর বিশেষ না বসিলেও ইহা স্থির হইয়াছে কখন হইতে আবশ্যকীয় সোনার উপর হইবে। সোনার বিক্রয় পরিমাণ বাড়িবে এবং তাহাতে দেশীয় তাঁত সোনা পাকিস্তান মানে আবশ্যকী হওয়াতে এই শুল্ক হইবার ফলে বিক্রেতাদের পক্ষে বিশেষ হইয়াছে।

ব বাজারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, কারণ স্তানীর উপর অধিক পরিমাণ শুল্ক বসাইবার বী বাণিজ্য করিতেছে বলিয়া মনে। অবশ্যই শুল্ক লাঘব করিতে হইবেন বলিয়া আশা করিয়া সকলেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় উৎসাহ হইয়া আছেন।

ব বাজারের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। পাট ব্যাপার শুনিতে পারে বলিয়া যে আশা করা যাহা বজায়ের কুল প্রদর্শিত হইয়াছে। হইতে পাট আমদানী করিতে কোন শুল্ক দিতে হইবে না বলিয়া যে সরকারী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কেহই বিশ্বাস পড়িতেছেন। গত কয়েক সপ্তাহে আমদানী হইবার ফলে বিদেশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বাণিজ্য সচিব মাঝে মাঝে এবং তাঁহাকে পুনর্বিবেচনার সময় করিতেছেন, তবু ইহা আমাদের কথা যে তিনি এখন তাঁহার বক্তব্য যাহা সে ত্রুটিপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং এখন সেই সব ত্রুটি দূর করিয়া বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়ীদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন। একথা সত্য যে দেশীয় তাঁত পাট ব্যবসায় বর্তমান সময়ে অন্যান্যদের চেয়ে আছে এবং স্থানীয় বাণিজ্য ব্যাপারে তাহাদিগকে কিছু আসে তাহাদের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা সকলেরই সমর্থন করা উচিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে সরকার কুল পথেই অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাদের পুনর্বিবেচনার অভাবে তাঁহারা সম্প্রতি যে বিশ্লেষণ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সরকারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে যে বস্ত্র ব্যবসায়ীর বাড়ীতে খানা হইয়াছে ইহাতেই সরকারের নূতন ব্যাপ্ত ব্যবস্থার অসন্তোষের প্রকাশিত হইয়াছে এবং বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়ীরা যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, এই নূতন ব্যাপ্ত ব্যবস্থার ফলে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অবাধিতভাবে অর্থ উপার্জন করিবার সুবিধা পাইবে, তাহাদের সেই অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হইয়াছে। স্থানীয় বাজারে যে পরিমাণ মজুত মাল আছে এবং পাটের যেরূপ কুলা হ্রাস হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় সরকারের পক্ষে পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। কিন্তু সরকার এখনও উহাদের সে-নীতি পরিবর্তন করিতে কেন আগ্রহ বা বিলম্ব করিতেছেন তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা সকলের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

কুলা—

কয়েকদিন মন্দ থাকিবার পর কাঁচা কুলার বাজারে তাজকের হইয়াছে। তাবী সপ্তাহে উপর সরকার যে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার ফলে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল তাহার সুরাহাজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের সঙ্গে কুলার ব্যাপারে সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে বিক্রেতারা কুলার দর বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে না। আগামী মার্চ মাসের পর হইতে ভারতীয় কুলার অধিক পরিমাণে বাজারে আসিবে, অতএব মিলমালিকদের কুলার প্রয়োজনে বাড়তি পড়িবার সম্ভাবনা নাই। ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে মিল মালিকেরা বেশী দরে কুলা ক্রয় করিতে এই সময় রাজী হইবেন না, কারণ সাধারণ ক্রেতারা বেশী কুলা ক্রয় করিবে না। বর্তমান কুলার দর মার্চ মাসে ৫৯৯৲ টাকা হইতে ৫৯৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মে মাসের দর ৫৯৯৲ হইতে ৫৪ পয়সা নামিয়া ৫৯৯৲৲ হইয়াছে। পরিশেষে জুলাই মাসের দর ৫৯৯৲ টাকা হইতে নামিয়া ৫৯৫৲ হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের দর ৫৯৯৲ হইতে কমিয়া ৫৯৯৲৲ পৌঁছিয়াছে।

সোনার বাট—

ফোর্সিমিয়াম দুইটির মধ্যে সোনারূপা ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুগুলির চলাচল ব্যবস্থার উপর সম্প্রতি বিধিনিষেধ আরোপিত হইবার ফলে সোনার দর বাড়িয়া গিয়াছে এবং বাজারে খুব তেজীভাব লক্ষিত হইতেছে। এখন পাকিস্থান হইতে আবশ্যকীয় সোনার উপর শুল্ক ধার্য হইবার ফলে পাকিস্থান হইতে সোনা আমদানী একেবারে বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ পাকিস্থানের বর্তমান সোনার দরের উপর শুল্ক বসানো হইলে তাহাতে সেই দরে সোনা বিক্রয় সম্ভব নহে। ভারতীয় পার্লামেন্টে উত্তরাধিকারে কিনা উপার্জন হইবে বলিয়া ঘোষণা হইবার ফলেও সোনার বাজারে খুব তেজীভাব দেখা দেয়। বর্তমান মজুতের পরিমাণ ৫০,০০০ তোলা বলিয়া জানা গিয়াছে।

সপ্তাহে রৌপ্যের মূল্য অপরিবর্তিতই আছে (৪৪ পেন্স) এবং মুদ্রাস্ফীতে রৌপ্যের মূল্য চুক্তির পাঁচ-অষ্টমাংশ লেটেস্ট আছে।

সূতাবস্ত্র—

বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হইবার ফলে চোরা বাজার হইতে প্রচুর মাল বাজারে বাহির হইয়াছে। জুটমিল হইতেও মাল বাজারে আমদানী হইয়াছে কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হইবার সময় কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল অ্যাডভাইসরি বোর্ডের কাছে ৪৫,০০০ গাঁইট কাপড় মজুত ছিল এবং স্থানীয় মিলের মজুত মালের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬,০০০ গাঁইট। পশ্চিম বঙ্গের মাসিক চাহিদা প্রায় ১৫,০০০ গাঁইট, কিন্তু টেক্সটাইল অ্যাডভাইসরি বোর্ড এখন পর্যন্ত মাত্র ৫০০০ গাঁইট কাপড় কলিকাতার বাজারে ছাড়িয়াছেন এবং ৮০০০ গাঁইট কাপড় মফস্বলের জন্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সূতাবস্ত্রের বাজারে দেখা যাইতেছে যে ভাল কাপড়ের বাজার দর মিলদরের প্রায় শতকরা ৭০৯০ ভাগ বেশী। সরকার যদি ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করেন তবে এই অসাধু ব্যবসায়ের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

চা—

চায়ের উপর আবশ্যকী শুল্ক ধার্য হইবার ফলে চা ব্যবসায়ের কেহই বিশেষ বিচলিত হন নাই। তবে [illegible]

অর্থলোক

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিধিনিষেধ

আলুর বাজারে অতিযোগের এবং পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে টাকার বাজারের অবস্থা খুব সরল ও স্বচ্ছন্দ ছিল না। বর্ষিত হলের বার যোয়াই ও কলিকাতা উভয়ই আই আমাদের অনিবার্যভাবে ছিল। বহুত আটের সেপ্টেম্বরের এবং মাসের গোড়ার দিকের বাজের আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়া ব্যাঙ্কগুলি টাকার হাতের অবস্থক টাকা ব্যবহারে করা বিষয়ে সৌভাগ্যক্রমে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বাজারাপেক্ষের আবেদনে অস্বাভাবিক রকমের হ্রাস পরিলক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনীয় ২ কোটি টাকার জন্য ১৫ লক্ষ টাকায় আবেদন পাওয়া যায়। বড়দিনের বাজার হাতে সামান্য বাড়িয়া সরকারী বাণিজ্য বাড়ি আবার দাঁড়ায়। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার অথবা কোম্পানীর কাগজে লেনিদেনের সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না বলায়, বস্তুতপক্ষে আগামী সপ্তাহ হইতে বাজারাপেক্ষের জন্য ২ কোটির পরিবর্তে মাত্র ১ কোটি টাকার আবেদন দুষ্টই হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন।

• • • •

অর্থকরেক দিনের মধ্যে টাকার বাজারের অবস্থারও অনেকটা পরিবর্তন হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধের আরোপের ফলে প্রাথমিক অসুবিধার যে সম্ভাবনা ছিল, সে সম্ভাবনা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সময়োচিত দৃঢ় হস্তক্ষেপের পরিণামে অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিধিনিষেধের ফলে বিদেশে ব্যবসায়ী মহলের উপরোক্ত বক্তব্যের অনেকটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও তৎপরতার ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীরা এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে যাতায়াতের করার বিষয়ে অসুবিধা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে ভারত সরকার যখন ঘোষণা করিলেন যে, বাণিজ্য সম্পর্কে পাকিস্থানকে বৈদেশিক রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পাকিস্থানে মাল রপ্তানী করিতে হইলে তাহার সরকারের রপ্তানী বিভাগের বেসুটি কন্ট্রোলারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে, তখনই ব্যবসায়ী-মহলে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকল্প করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া বস্তুতঃপক্ষে বিধিনিষেধ প্রবর্তনের পর কিছুদিন ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীদের বড় দুশ্চিন্তে পারা উচিত ছিল যে, কর্তৃপক্ষ আবশ্যকীয় দ্রব্য অতিরিক্ত রপ্তানী চালাইবেন না এবং উৎপাদনের বৃদ্ধি করিবেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হাতেই মধ্যে মাঝে এমন সংবাদও রটিয়াছিল ভারত রকার পাকিস্থান হইতে পাট ও তুলা আমদানীর [illegible] বলপ্রয়োগ বিনা শুধু পাট আমদানী করা চলিবে। ইহাও জানা গিয়াছিল যে, পাকিস্থানের সহিত নূতন বাণিজ্যচুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার এবং নূতন বন্দোবস্ত বলবৎ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত পাকিস্থান হইতে তুলা আমদানীর উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য করা হইবে না। কিন্তু এই সকল সাময়িক ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় চুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের ইহাই মনে হয় যে, বর্তমান মাসের দ্বিতীয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে বন্ধুত্বভাবে আলাপআলোচনাসহ কোন বাণিজ্যচুক্তি যদি নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে মার্চ মাসের শেষে কিংবা এপ্রিল চুক্তির মেয়াদ অতীত হইয়া গেলে বাণিজ্য যোগাযোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

পাকিস্থানের নিকট ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় যে-সকল বিদেশী মালপত্র বিক্রয় করেন সে সম্পর্কে একটি গুরুতর প্রশ্ন আছে। বৈদেশিক বিনিময় বন্ধ করিয়া ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই বিদেশ হইতে মাল আমদানীপূর্বক পাকিস্থানকে সরবরাহ করিতে পারে না। অতএব সেরূপ ক্ষেত্রে স্বল্পপরিমাণে বৈদেশিক বিনিময় ভারতবর্ষকে প্রদান করার জন্য পাকিস্থানকে বাধ্য করা উচিত।

পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের যেরূপ দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে তাহার ফলে এবং যে সব মালগুদামজাত পুরাতন পাট বিক্রী করা আছে, অথচ যাহারা তাহা রপ্তানীর কিছুদিন পূর্বেকার উচ্চমূল্যের কৃষিকের নিকট কোন দাবী পান নাই, তাঁহাদের নূতন করিয়া দাবী করিবার বন্দোবস্তের পরিণামে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই টাকার বাজারের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই মাসের শেষের দিকে আর আবশ্যকীয় পরিমাণ বন্দোবস্তে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় এবং প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিতে পারিলে এবং আমাদের মাল প্রেরণের উপযোগী জাহাজের সময়ে সময়ে সরবরাহ করিতে পারিলে ফটের বলিবার সম্ভাবনা-কালে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

• • • •

এই মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বিধানবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় চলতি নোটের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ মাসের গোড়ার দিকের ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতিই ইহার জন্য আংশিক দায়ী। ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ বেশী বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় মুদ্রাকমিশনার চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ বাড়াইয়াছে ২,৩০০ কোটি, পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ২২৮৯.৩১ কোটি। ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ১৯.৫০ কোটি টাকা হইতে ৮.৩৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। সপ্তাহ [illegible] পরিমাণ ১.১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়া হ্রাস পাইয়াছে। বেসরকারী ব্যাঙ্কের পরিমাণ ৩৮.৫ কোটি হইতে ৩৯.১১ কোটিতে হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু মুদ্রা অমানতের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রাকমিশনার বন্ধনে মোটের পরিমাণ বৃদ্ধি এইবার পাইয়া বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন তারিখে এইরূপে মোট্রাক্ষিত মোট পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা।

ব্যাঙ্কি বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য টাকা উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা যায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ১৯৬.১৯ কোটি টাকার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে উহা ১৪৯.৫৭ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্য সরকার জমা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া একথা বলা কিছুতে সম্ভব হইবে না যে, বিভিন্ন সরকারের জন্য টাকাকড়ি লেনদেনের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ প্রত্যেকবর্ষের প্রাপ্য আয়কর ও অন্যান্য কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের অন্যান্য সরকারী জমা যে স্থলে ১১.১৪ কোটি টাকা ছিল, এ সপ্তাহে তাহা হ্রাস বিভক্ত বন্টিত হইয়া ১৪.৯১ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণে ২.১ কোটি টাকার হ্রাস দেখা গিয়াছে। বন্ধকির বাজার সমের পরিমাণ ২.৩২ কোটি টাকা হইতে ১.১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। ঋণদানের জমার পরিমাণ ৫৩৪.৭৮ কোটি টাকা হইতে ৬০৪.২১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ১০ কোটি টাকা ইহা বিভাগে ঘনোবাহির করার ও ঋণদানবিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬.৩৬ কোটি টাকা হইতে ৬৬.৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ৪৪.৫ কোটি টাকা হইতে ৪১.৪৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং অন্যান্য সরকারী জমা ২.৮৩ কোটি টাকা হইয়া সমাপ্ত জমা ১.৪১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

• • • •

২৭এ ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য যুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের যে বিধানবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলিতে চাহিবামাত্র দেয় ও মেয়াদী জমার হ্রাস দেখা যায়। চাহিবামাত্র দেয় জমা ৬৯১.৩৩ কোটি টাকা হইতে ৬৮৭.৪৪ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং মেয়াদী জমা বাড়িয়াছে ৩১৮.৬৪ কোটি টাকা হইতে ৩১৯.২১ কোটি টাকায়। [illegible] নগদ টাকা এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ৫৭.৩১ কোটি টাকা হইতে ৬০.১৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলিতে চাহিবামাত্র দেয় ও মেয়াদী জমার হ্রাস দেখা যায়। চাহিবামাত্র দেয় জমা ৬৯১.৩৩ কোটি টাকা হইতে ৬৮৭.৪৪ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং মেয়াদী জমা বাড়িয়াছে ৩১৮.৬৪ কোটি টাকা হইতে ৩১৯.২১ কোটি টাকায়। [illegible] নগদ টাকা এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ৫৭.৩১ কোটি টাকা হইতে ৬০.১৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য জমা ১১.১৪ কোটি টাকা হইতে ১৪.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ঋণদানের জমার পরিমাণ ৫৩৪.৭৮ কোটি টাকা হইতে ৬০৪.২১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ১০ কোটি টাকা ইহা বিভাগে ঘনোবাহির করার ও ঋণদানবিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬.৩৬ কোটি টাকা হইতে ৬৬.৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ৪৪.৫ কোটি টাকা হইতে ৪১.৪৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং অন্যান্য সরকারী জমা ২.৮৩ কোটি টাকা হইয়া সমাপ্ত জমা ১.৪১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

• • • •

২৭এ ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য যুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলিতে চাহিবামাত্র দেয় ও মেয়াদী জমার হ্রাস দেখা যায়। চাহিবামাত্র দেয় জমা ৬৯১.৩৩ কোটি টাকা হইতে ৬৮৭.৪৪ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং মেয়াদী জমা বাড়িয়াছে ৩১৮.৬৪ কোটি টাকা হইতে ৩১৯.২১ কোটি টাকায়। [illegible] নগদ টাকা এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ৫৭.৩১ কোটি টাকা হইতে ৬০.১৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য জমা ১১.১৪ কোটি টাকা হইতে ১৪.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ঋণদানের জমার পরিমাণ ৫৩৪.৭৮ কোটি টাকা হইতে ৬০৪.২১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ১০ কোটি টাকা ইহা বিভাগে ঘনোবাহির করার ও ঋণদানবিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬.৩৬ কোটি টাকা হইতে ৬৬.৭১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ৪৪.৫ কোটি টাকা হইতে ৪১.৪৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়া এবং অন্যান্য সরকারী জমা ২.৮৩ কোটি টাকা হইয়া সমাপ্ত জমা ১.৪১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

ীধিক.

বি, আই, সি'র বোনাস শেয়ার

আলেকজান্দ্রা, অ্যালায়ান্স, কেপ ও ওরেন্টার্ন ইন্ডিয়ার পরিচালক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে. কেপ ও ওরেন্টার্নি লাভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আলেকজান্দ্রা ও অ্যালায়ান্সের বেড়েছে। লভ্যাংশের পরিমাণ চারটি প্রতিষ্ঠানের এই অপরিবর্তিত আছে।

• • • •

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের যে হিসাবনিকাশ আলেকজান্দ্রা ফুট মিলসের লাভের হিসাব হয়েছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসের ১,৯০,৩৭৩ টাকার স্থলে আলোচ্য ছয় মাসে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,১০,৫৫৫ টাকা। এর মধ্যে রাখা হয়েছে ৯৯,৭৯৬ (১,১৮,৪৯৬), মূল্যাপকর্ষ খাতে রাখা হয়েছে ৩১,০০০ । সমস্ত তহবিলে রাখা হয়েছে ৪৪,০০০ (৪৪,৩৫৯)। লভ্যাংশের পরিমাণ ৭ সাড়ে-বারো টাকায় অপরিবর্তিত আছে। এ টাকায় অতিরিক্ত লাভ পরবর্তী ছয় মাসের ৪ জের টানা হয়েছে।

হুগলী হিসাবনিকাশের ছয়মাস কাল সম্বন্ধে ী হিসাবে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হয়েছে। ১৯৪ সে হইতে ৩১এ মে ১৯৪৭ পর্যন্ত "আইনানুগভাবে হিসাব" কাল বলিয়া ধরা হয়। "কর ফাঁকির ও পুনরায় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা এবং ১৯এ মে, ব্যক্তির কর্মনিযুক্ত থাকিবার অবস্থার ফে ভাতা ৫ হইতে সাড়ে-চার টাকায় হ্রাস হইবে ছয়টি আলাদা প্রকরণের ৮৮ ধারার সংস্কার করিয়া সাম্প্রতিক সংশোধনী বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এই সকলের ফলে পরিচালনা ও পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশতিতম কার্যবিবরণী আলায়ান্স, কেপ ও ওরেন্সজার্নি কর্তৃপক্ষের লাভ করিয়াছে এবং ফলে সেই মিলের ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হইয়াছে।

যায় যে এই মিল ইতিপূর্বে হুগলবন্দর ছলের এবং তাহার ফলে সরকারের নিকট ভাড়ার পাওনা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোনোরূপ হয় নাই এবং সরকারের নিকট হইতে পাওনাও পাওয়া যায় নাই।

৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে জের আবদাল ী লিমিটেড আলেকজান্দ্রা, অ্যালায়ান্স, ওরেন্টার্নি জুট মিলসের পরিচালনা ব্যাকলাণ্ড ী লিমিটেডের নিকট হস্তান্তরিত করেন।

• • •

লাভের ৩১এ জুলাই তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসে অ্যালায়ান্স জুট মিলসের লাভের উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববর্তী ১১,৮০,১৪৫ টাকার স্থলে এবারকার ৯০ এবার তার বাবত অনেক কম টাকা রাখিতে হইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসে এই বাবত রাখিতে হইয়াছিল ৩,১০,৯১৩ টাকা। এবার রাখিতে হইয়াছে মাত্র ৩,৯০,৯৬১ টাকা। মূল্যাপকর্ষ খাতে রাখা হইয়াছে ৬৯,০০০ । গত বারের ১,৩০,৩২১ টাকার তুলনায় এবারকার সমস্ত তহবিলে রক্ষিত ১৫,৭১৩ টাকাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ববৎ ১৫ টাকাতে অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তী ছয়মাসে জের টানা হইয়াছে ৩১,১৭১ টাকা।

অ্যালায়ান্স মিলস্ বৈশাখি পঞ্জিকার পরিচালিত বলিয়া আলোচ্য ছয় মাসে কলিকাতার অবস্থার কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

বিজ্ঞাপনাবলী

— x —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং সোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

অ্যালায়ান্স, কেপ ও ওরেন্সজার্নি জুট মিলসের বাষ্পচালিত হিসাবনিকাশের তারিখ অতঃপর পরিবর্তে প্রত্যেক ৩১এ জুলাই ও ৩১এ জানুয়ারীর পরিবর্তে যথাক্রমে ৩০এ জুন ও ৩১এ ডিসেম্বর হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

• • • •

১৯৪৭ সালের ৩১এ জুলাই তারিখে হুগলবন্দর জুট কেপ জুট মিলস লিমিটেডের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আট মাসের পরিমাণটি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হুগলবন্দর লাভের পরিমাণ ছিল ২,৭৫,৩১৩ টাকা, পরিমাণ তাহা ১,৮৭,৮৫৩ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এর মধ্যে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১,১৩,৩৫০ টাকা হইতে ১,০৩,৭৩১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য হুগলবন্দর মূল্যাপকর্ষ খাতে ৬৯,০০০ রাখা হইয়াছে। সমস্ত তহবিলে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সবসমেত এই খাতে ৭১,৯৩৯ রাখা হইয়াছিল, এবার রাখা হইয়াছে ৭০,০১৪ টাকা। বর্তমান লভ্যাংশের পরিমাণ হুগলবন্দরের হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১১,৩৮৮ টাকা।

• • • •

ওয়েস্টার্নি জুট মিলসের লক্ষ্যপ্রকাশিত বাষ্পচালিত হিসাবনিকাশে ৭টি লাভের পরিমাণে উন্নতি পূর্ণ হয়। পূর্ববর্তী ছয়মাসের লাভের পরিমাণ ছিল ৫,৯৬,২৪৫ টাকা, এবারকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫,৯১,২৬৫ টাকা। এর বাবত রাখা হইয়াছে ১,৯১,৪৯৬ (১,৯৩,৩১৬)। মূল্যাপকর্ষ খাতে রাখা হইয়াছে ৪১,০০০ । সমস্ত তহবিলে রক্ষিত অর্থের পরিমাণে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ববর্তী ছয়মাসের ১,০১,৩১৩ টাকার স্থলে বর্তমানে উহা ১,১৫,১২৭ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকাতে অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তী ছয়মাসের হিসাবে ১৩,১৩০ টাকা জের টানা হইয়াছে।

• • • • •

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের ১৯৪৭ সালের হিসাবের বছরে সমাপ্ত বর্ষের হিসাবনিকাশ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে। কর এবং মূল্যাপকর্ষ খাতে কোন টাকা জমা রাখিবার পূর্বে লাভের পরিমাণ বেড়ে যায় ১১,০৭,৭৪১ টাকা। ১৯৪৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১,০৬,৬৩,১৮৭ টাকা। বর্তমান বিক্রয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬.৬১ কোটি টাকা (২.১৯ কোটি টাকা)।

কর বাবত ৫৫ লক্ষ টাকা (৮৫ লক্ষ টাকা) এবং মূল্যাপকর্ষ খাতে ৩.৫ লক্ষ টাকা (৩.৫ লক্ষ টাকা) রাখিবার পর বর্তমান লভ্যাংশের পরিমাণ অবশিষ্ট ৮০ হইতে ৮০০০ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এখানে উহা উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৬ সালে পুরাতন অংশীদারদের যে বোনাস শেয়ার দেওয়া হয়, সেই বোনাস শেয়ারের এই বর্তমান লভ্যাংশের অধিকারী হইয়াছে। তাহাই ১৯৪৬ সালে সাধারণ অংশীদারদের যেখানে ছিল হইয়াছিল ১৩,৬৬,১১৫ টাকা, ১৯৪৭ সালে সেখানে দিতে হইতেছে ৩০,৬৫,৩০০ টাকা। সমস্ত তহবিলে কোন টাকা জমা রাখা হয় নাই। গত বৎসর এই খাতে ১৪,৩১,১৮৩ টাকা রাখা হইয়াছিল। পূর্ব বৎসর হইতে ২,৯১,০১৭ টাকা বর্তমান হিসাবে জের টানা হইয়াছিল। বর্তমান হিসাব হইতে আমাদী অংশের জের টানা হইতেছে ৩,৭৯,০৬৬ টাকা।

১,৭৫,৩১,৩১৩ টাকার সমস্ত সম্পত্তি তহবিল হইতে ১,৮০,৩১,৩১৩ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহা মূলধনে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ধিতবিস্তারে যে মূলধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে অথচ যে মূলধনবৃদ্ধি অদ্যাবধি হিসাবনিকাশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তাহাও ইহিবার এইবার গণ্য হইবে। এবং বর্ধিতবিস্তারের মূলধনবৃদ্ধি বাবত ২৯,৮৮,৩৬৩ টাকা ধরিয়া, সমস্ত তহবিলের ও বর্ধিতবিস্তারের মোট ১.৯ কোটি টাকাকে মূলধনে রূপান্তরিত করা হইবে স্থির হইয়াছে। প্রতি ১ টাকার শেয়ারকে ৫ টাকা মূল্যে শেয়ারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সমস্ত তহবিল হইতে এই অর্থগ্রহণ

সংবাদ

(পৃষ্ঠাংক ৩১১ পৃষ্ঠায়)

ভারতে শিল্প বাণিজ্যের অনুমতি

জানা গিয়াছে যে, গত জুন মাস পর্যন্ত তিন বছরে ভারত সরকারের ১০৭টি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে ৪৪ কোটি টাকার অংশ (শেয়ার) বিক্রয়ের অনুমতি দান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা বৈদেশিকী পরিকল্পনার ও ১৯ কোটি টাকা অন্যান্য খাতাভুক্ত ছিল।

অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে ৩০ কোটি টাকা অনিবার্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ। ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং, বয়লার, কারক রৈয়ন, বাণিজ্যিক ব্যবহার্য রেয়ন, পাওয়ার রেয়ন, রেয়নের বস্ত্রশিল্প, উদ্ভিজ্জ ঘৃত রেয়ন, খনি যন্ত্র, বিমান নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লোহের খনি, বস্ত্র, যানবাহন, রেয়ন, তুলা, পাকা রেয়ন প্রভৃতি শিল্পের জন্যও কিছু কিছু মূলধন অনুমোদন করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে অন্যান্য ছাড়া অন্যান্য ৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

আলোচ্য সময়ে বেসরকারী ব্যবস্থাধীনে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি টাকার মূলধন অনুমোদন করা হইয়াছে।

বৃটেনে পণ্যাদি রপ্তানীর সুযোগ

ভারত হইতে বৃটেনে বহুবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ব্যাপক সাহায্য (বোর্ড অব ট্রেড) একটি নতুন পরিকল্পনা বৈদেশী কারবারের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রপ্তানী করিতে পারা যাইবে—

চায়ের, সুতা ও বুটজুতা; খাদ্য ও তন্তুজাতীয় বস্তুর বড়াবেচা, ব্যাবসোপযোগী রোগাইড, কাচের আসবাবপত্রাদি, বহুপাতি এবং যানবাহনের টুকরা অংশ, —বাসন, পলস্তার, লাক্ষাজাত দ্রব্য, চামড়ার অন্যান্য জিনিস (বুট ও জুতা ছাড়া), আয়রন, চাটনি, কোকো ইত্যাদি, রেয়ন ও পশমের দ্রব্যাদি, ভারীকলকব্জা প্রভৃতি যেসব সরঞ্জাম ও যেসব আসবাবপত্রাদি ছাড়া কারখানার অন্যান্য কাজ (যাহাদের বাড়ীর এবং কারখানার কাজে) চলিতে পারে, তাহা আমদানী করা, ব্রাস ও ব্রাসের কাজ, চৌবল চামড়, যোকাস, চিকনী প্রভৃতি ফুটন জিনিসের দ্রব্য যোড় যোড়া ইত্যাদি।

এই পরিকল্পনার ফলে যে সকল পণ্যদ্রব্যাদি রপ্তানী করিয়াছে, বিশেষতঃ বৃটেনে যে সকল পণ্যের এখন বিশেষ প্রয়োজন, সে সকল পণ্যাদি রপ্তানীর সঙ্গে কোনও বাধা নাই। পাট, চা, বাণিজ্যিক, চা, কৈমনীক, চামড়া প্রভৃতি কারখানা নির্ম্মাণের পরিমাণ অনুযায়ী রপ্তানী করা চলিবে। ইহারা ১৯৫৬ হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে উহাদের আপেক্ষার অবশ্য কোনও পণ্যাদি সম্পর্কে বৃটেনের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালনের কেন্দ্রীয় তাহারাই এই নতুন পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৯৫৬-৫৭ সালের রপ্তানীর মাত্র ১০ শতাংশ পরিমাণ পণ্যাদি উহা-

প্রস্তাব করে রপ্তানী বাণিজ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষের নিকট জানানো হইতে পারে। উহাতে ১৯৫৬-৫৮ সালের রপ্তানী সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞাদি ব্যবসায়িগণকে লাভের করিতে হইবে।

পণ্যাদির মূল্য ও জাহাজ সম্পর্কে বৃটেনের আমদানীকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমুদয় তথ্যাদি সংগ্রহ না করিয়া পণ্যাদি রপ্তানীর চালান করা সম্পর্কে ব্যবসায়িগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভাষার মত পরিবর্ত্তন

(পৃষ্ঠাংক ৩৩৮ পৃষ্ঠায়)

এই করবৃদ্ধির ফলে সরকারের ২১ কোটি টাকা লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহার মেয়াদ আগামী সরকারী পরিবর্ত্তন বিবেচনের কর্তৃপক্ষাধীনের জন্য বাধ্যতামূলক হইয়াছে।

মার্চের ১ তারিখে ২১,০০০ বাস্ত্র চা রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত ছিল এবং মার্চের ১০ তারিখে বৈদেশিক বন্দরে ১১,০০০ বাস্ত্র কলিকাতার বাজারে ছাড়া হয়।

চিনি—

দেশাভ্যন্তরের চিনির কলগুলিতে আগামী মার্চের প্রথম ১৫ দিনে ১,৯১,৭০০ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ এই সময়ে গত বছরে ৩,০১,১১০ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধের পাক্ষিক্যাগের বিবেচনাধীনে চিনি রপ্তানী কারবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার জন্য চিনির কলগুলিতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। চিনির বর্ত্তমান মূল্য প্রতি মণে প্রায় ৩৮ টাকা পড়িতেছে। বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য চিনির মূল্য যাহাতে ২৫ টাকার বেশী না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৫ই মার্চ হইতে চিনির একটি দর ধার্য করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠাংক ৩৩০ পৃষ্ঠায়)

অবস্থিতি জানাইয়াছেন। অতঃপর উপায়ের সন্ধান যে কেবল পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং পূর্ব বাংলার রপ্তানীকারকগণ হিসাবের মধ্যে নিজে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয়, পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই পূর্বাঞ্চল হইতে আমত আমদানীকারীদের পূর্বসম্মতির ব্যাপারে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বাংলা সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত বিমল-বিহারী মাইতি পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, এযাবৎকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৩৫০ টাকা করিয়া সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৫০ টাকা পরিবারের মধ্যে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ সদস্যের জন্য এবং ২০০ টাকা পরিবারের মধ্যে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ সদস্য না থাকিলে পরিবারের মধ্যে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক মহিলা সদস্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫ বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম ৫ বৎসর কোনও কিস্তি দিতে হইবে না। তাহার পর ১০ বৎসরে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঋণের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ ধার্য করা হইয়াছে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী ঋণ গ্রহণের সময় যদি সাবালক না হন, তাহা হইলে তাহার নাবালক অবস্থায় ঋণের সুদ মকুব করা হইয়াছে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পরিবারের অন্য কোনও সাবালক সদস্য ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহার নিকট হইতে সুদ মকুব করা হইবে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পরিবারের অন্য কোনও সাবালক সদস্য ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহার নিকট হইতে সুদ মকুব করা হইবে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পরিবারের অন্য কোনও সাবালক সদস্য ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহার নিকট হইতে সুদ মকুব করা হইবে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পরিবারের অন্য কোনও সাবালক সদস্য ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহার নিকট হইতে সুদ মকুব করা হইবে।

এই সকল বেসামরিকদের প্রয়োজন সাধনে জমির সম্পর্কে কোন কাজ করা উচিত এবং বর্ত্তমানে যেসব বেসামরিকদের সরিয়া গিয়াছে সেগুলির পক্ষ সম্পর্কে আক্রমণকারীর কাজ সম্পন্ন হইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে পশ্চিম বঙ্গে যেসব পরিবার বেসামরিকদের আছে তাহাদের সাহায্যকল্পে ১০ লক্ষ লোকের স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ প্রয়োজনের পক্ষে কেবলমাত্র বেসামরিকদের বাসস্থানই অপর্যাপ্ত। সুতরাং আমার এই বেসামরিকদের ওপরে কার্যোপযোগী করিতে হইলে প্রচুর সংখ্যক সাধন করিতে হইবে। সুতরাং এই কথাই পশ্চিম বাংলার সরকার প্রয়োজনের পরিচয় করিয়াছেন সমর্থন করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ জমির কোন পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা হইতেছে ইহার মধ্যে অবশ্য আবাদযোগ্য উপযোগী যে সম্পর্কে মধ্যে সংখ্যা অল্প

উপরোক্ত বিবাহকে আমাদিগকে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তত্রই অবশ্য মনে হইলেও পরিণামে ইহার ফল ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। পূর্বাঞ্চল হইতে আগত বহুসংখ্যক আমাদের মধ্যে সরকারী ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অধিক হইলেও, সেই সঙ্গে যে প্রচুরসংখ্যক দুঃস্থ অবস্থায়, রোগ প্রভৃতি সকল সেবার বিষয়ে চলিয়া আসিতে হইতে পারে, তখন আমরা অন্য এতদ্ব্যবস্থায় প্রয়োজনের সময়ে পিছি করিবার ও সরকার যদি পূর্বে হইতেই কঠিন লাভে প্রস্তুত থাকিবার ভার করেন, তবে ক্ষুদ্রশিল্পাদি পরিচয় বিশেষ। পূর্বাঞ্চলে এতদ্বন্ধ ভারতীয় বেসামরিক বিমানের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের যে অনুরোধ করিয়াছেন এবং আক্রমণকারীর সম্বন্ধে ভার প্রবেশের জন্য পশ্চিম বাংলায় যে এক পৃথক বিমান কর্তৃপক্ষের বন্দর পুনর্গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, সরকার যদি ভিতরেই পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বিশেষভাবে করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পূর্বের সমস্ত কিছু অবস্থাবোধ এমন কি ক্ষুদ্রতা সরকারী আদেশের পূর্ব বাহির প্রবেশের পক্ষে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারী বলেই নহে উঠিয়া, বিহার ও আসাম প্রভৃতি সকল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা ও মণিপুরের প্রভৃতি পার্বত্য বেসামরিকদের যথাযোগ্য ভিন্ন বাস্তব ভিত্তিতে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে। আর আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্গঠন সচিব শ্রীযুক্ত ত্রিগুণসেন নিশ্চয়ই জানাবেন যে, ভারত সরকার এসম্পর্কে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সরকার কারণেই হাত থাকাই সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলা সম্পর্কেও আর উদাসীন প্রদর্শন করা বুদ্ধিযোগ্যের কাজ হইবে না।

॥ রিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	১.১৩	০১	১.৩৩	১৪.৭১	১.৫৩	১ ০
১৩	১.৩৩	০১	১৩	১১.১১	১.১৫	১ ০
১১	১.০১	০৩	০১	১৪.৩৩	৫.৫৩	১ ০
১৮	১.৫৩	০৫	০৮	১৪.৩৩	৯.৩৩	১ ০
১	১.১১	১.১৩	১.৩৩	১৪.১৩	১৩.৩৩	১ ০
১৪	১.৩৩	১.৩৩	১.০১	১৩.১৫	১৩.৩৩	১ ০
১১	১.০১	৩৩	১.০১	১৪.১১	৯.৩৩	১ ০
১৮	৩৩	১৩	১.৩৩	১৩.১১	৯.৩৩	১ ০
৯	১.৩৩	...	...	১৩.১১	৩১	...
১১	২৯	৯৩	...	১৩.১১	৯.৩১	১ ০
৭	১.১১	১.১১	১.১১	১৩.৩৩	৫.৩৩	১ ০
৫	৯.৯১	৯.৩৩	৯.৩৩	১৪.৩৩	১.৩৩	৯ ১০
১	১.১১	১.৩৩	১.৩৩	১৪.১১	১.৩৩	৯ ১১
৯	৯.৩৩	১.৩৩	১.১১	১৪.৩৩	৩৩	৯ ৩৩
৯	৯.১৩	১.৩৩	৯১	১৩.৩৩	১.১৩	৯ ১১
৯	৯.৩৩	১.৩৩	৯১	১৩.১৪	৯.৩৩	৯ ১১
১	৯.১১	১.৩৩	৩১	১৩.১১	১.১১	৯ ১১
৯	৯.৩৩	১.৩৩	১৫	১৩.১৩	৯.৩৩	৯ ১
১	৯.১৩	৯.৩৩	১.৩৩	১১.৭৪	৭.১৩	৯ ১১
১	৯.৩১	১.১১	১.১১	৯১.১৪	৯.৩৩	৯ ৮
১	৩৩	১৮	৩৩	১৩.৩৩	৯.৩৩	১ ০
১	১১	১৩	৫৪	১৩.১৩	১.১৩	৯ ০
১	১.৩১	...	৩৩	১৩.৩৩	১.১৩	—
১	...	...	১.৩১	১১.১৩	৯.৩৩	...
	—	—	৯.৩৩	১৩.১৩	৫.৩৩	—
	...	...	...	১৩.৩৩	১.১৩	...
	...	...	১.৩৩	১১.৩৩	৯.৩৩	...
	...	...	১.৩৩	১৩.৩৩	১.১১	—
	...	...	১.৩৩	১৪.৩৩	৯.১৩	...
	...	...	৯.৩৩	১১.১৩	৯.৩১	...
৯.১১	৯.৩৩	৯.৩৩	১১.১৩	৯.১৩	৯ ১
৯.৩৩	৯.৩৩	৯.৩৩	১১.১৩	৯.১৩	৯ ১
৯.১১	৯.১৩	৯.৩৩	১১.১৩	৯.১১	৯ ০
৯.৩৩	৯.৩৩	৯.১৩	১১.১৩	১.৩৩	৯ ১০
৯.১১	৯.৩৩	১৮	১৩.১৪	৯.১৩	৯ ১
৯.১১	৯.৩৩	১৫	১৩.৩৩	৯.৩৩	৯ ০
১.৩৩	৯.৩৩	...	১৩.৩৩	৯.১১	৯ ০
৯.১৩	৯.৩৩	...	৩৩.৩৩	৯.১৩	৯ ৯
৯.৩৩	৯.৩৩	...	৫৪.৩৩	৯.১১	৯ ০
৯.১১	১.১১	—	৫৪.১১	১৩.৩১	৯ ১১
৯৩	৯৩	...	৩৩.৩১	৯.৩৩	৯ ০
৯১	১১	৯.৩৩	৩৩.১৩	৯.১৩	৯ ০
৯.১১	৯.১১	৯.৩৩	১১.৩৩	৯.১১	৯ ০
৯.১৩	৯.১৩	৯.৩৩	৩৯.১৩	৯.১৩	৯ ০
...	...	৯.৩৩	৩১.১৩	১.৩৩	...
—	—	৯.৩৩	১৩.১৩	৯.১৩	...
৯.১১	৯.৩৩	৯.৩৩	১৯.১৩	৯.১৩	৯ ০
৯.৩৩	৯.৩৩	৯.৩৩	১৯.১৩	৯.১৩	৯ ০

ফেব্রুয়ারী	৯	৯.৩৩	৯.৩৩	৯.৩৩	১৩.৩১	৯.৩১	৯ ০
	১৩	৯.১১	৯.৩৩	৯.১১	১৪.৩৩	৯.১১	৯ ০
	২৩	৯১	৯১	৯.১১	১১.৩৩	৯.১১	৯ ০
	২৯	৯.৩১	৯.৩৩	৯১	১৩.৩৩	৯.১১	৯ ০
মার্চ	৯	৯.১৩	৯.৩৩	৯১	১৩.১৩	১৩.১৩	৯ ১১
	১৩	১১	১৩	৯.১১	১৩.১৩	...	৯ ০

পরিশোধ হেঁয়ারী বিল

				টাকা
১৯৩৩				
এপ্রিল	১৯	...	...	... ৯,৩৩,১৪,৩৩৩
	৯	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
	১৩	...	...	... ৯,১৪,৩৩,৩৩৩
	১৭	...	...	... ৯৩,১৩,৩৩৩
	২৩	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
মে	৯	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
	১৫	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
	২১	...	...	... ৯৭,৩৩,৩৩৩
	২৯	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
জুন	৫	...	...	... ৯,৩৩,৩৩,৩৩৩
	১৩	...	...	... ১৩,৩১,৩৩৩
				মোট ... ১৯,১৯,৩৩,৩৩৩

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ড বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
দায়—			
গ্রাহক বিভাগের মোট	১,৩৫,১৩	১১,১৩,৩৩	১৫,৩৩,৩৩
১৮'৯ মোট	১৩৩৩,৩১,১৯	১৩৩৩,১১,১১	১৯৩৯,১৩,১৩
মোট	১৩৩৯,১৫,১৯	১৩৩৯,৩১,৩৫	১৩৩৯,১৩,১৩
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার মোট			
(১) ভারতে ...	৯৫,৩১,১৩	৯৫,৩১,১৩	৯৫,৩১,১৩
(২) ভারতের বাহিরে ...	...	...	...
ইন্ডি পাউন্ড	১১৩৩,৩৩,১৩	১১৩৩,৩৫,১৩	১১৩৩,৩৩,১৩
মোট (ক) ...	১১১৯,১৫,১৫	১১১৯,১৯,১৫	১১১৯,১৩,১৫
(খ) রৌপ্য মুদ্রা ...	৩৩,৩১,৭৭	৩৩,১৯,৩৩	৯৯,১৯,৩৩
মুদ্রামানের টা, আন্তর্জাতিক হেফাজত পত্র ও আমার হেফাজতে	৯১,১৯,৩১	৯১,১৯,৩৩	৯১,১৯,১৫
মোট	১৩৩১,৩১,১৯	১১৩৩,৩৯,৩৩	১১৩৩,১৩,১৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আমানতীর মূলধন ...	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩
অন্য ব্যাঙ্কসমূহ ...	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩
অন্যান্য—			
(ক) দেশীয় সরকার			
(১) ভারতের ...	১৯৯,৩৯,১১	১৯৯,১৩,৩১	৯৩৩,১৫,১১
(২) পাকিস্তানের ...	৯১,৩৩,৩১	৯৫,৩৩,১৮	
(খ) অন্য সরকারসমূহ			
(১) ভারতের ...	৯১,৩৩,৩৩	১৯,৯৯,১১	৯১,১৩,৩৩
(২) পাকিস্তানের ...	৯,১৩,৩৩	৯,৯৩,১৩	
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	৯৯,৩৩,৩৩	৯৯,১৯,১১	১৫,১৩,৯৩
(ঘ) অন্যান্য	৩৩,৯১,৯৩	৩১,৯৩,৩৩	১৯,৩৩,৯৩
(ঙ) অন্যান্য দায়সমূহ	...	...	৩৩,১১
মোট ঙ'ঘ	৯,১১,৩৩	৯,১৩,৩৩	৯,৩৩,৩১
মজুত মোট	১১,১৯,৩১	১১,৯৯,৩৩	১১,৯৯,৩৩
মোট	১৯৯,৩৯,৩১	১৯৯,৯৯,৩৩	১৯৯,৩৩,৩৩
সম্পত্তি—			
ঋণ	১,৩৯,৯৯	১৯,৩৯,৯৯	১৯,৩৯,৯৯
বাট্টা	৯৯,৩৯,৯৯	৯৯,৩৯,৯৯	৯৯,৩৯,৯৯
অন্যান্য—			
(ক) সরকারী সিকিউরিটি	১৯৯,৩১,১১	১৯৯,৯৯,৩৩	১৯৯,৯৯,৯৯
(খ) অন্যান্য	৯,১৯,৩৩	৯,১৯,৩৩	৯,১৯,৩৩
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	৯,৯৯,৩৩	৯,৯৯,৩৩	৯,৯৯,৩৩
(ঘ) অন্যান্য—			
(১) ভারতে ...	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
(২) পাকিস্তানে ...	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
(ঙ) অন্যান্য সম্পত্তি	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
মোট	৯৯৯,৯৯,৯১	৯৯৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
দায়—			
মূলধন মূলধন	১১,১৩,৩৩	১১,১৩,৩৩	১১,১৩,৩৩
অন্যান্য মূলধন	৯,৯৯,৩৩	৯,৯৯,১৩	৯,৯৯,৯৩
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৩,৩৩	৯,১৩,৩৩	৯,১৩,৯৩
স্থায়ী আমানত, চেকের দ্বারা প্রদেয় ও অন্যান্য হিসাব	১১৯,৯৯,১১	১১৯,৯৯,৯৩	১৯৯,৯৯,৯১
বিবিধ ...	৯৯,৩৩	৯১,৩১	৯৯,৩৩
মোট	১৯১,৯৯,১৯	১৯১,১৯,১৯	১৯১,৯১,১৯
সম্পত্তি—			
ভারত সরকারের কাগজ	১৯৯,৩১,১১	১৯১,৯৯,৩৩	১৯৯,১১,৩১
অন্যান্য জামিনসমূহ			
বাট্টাকৃত বিল	১,১১,৯৯	১,১৯,১৩	১,৩১,৩৩
ঋণ	১১,৯৯,৯৯	১১,১৯,১১	৯৯,১১,৯৯
স্থায়ী জমাসমূহ	৯৯,১৯,৩৩	৯১,১৯,১১	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব	৯,৯৯,৩৩	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
নগদ—			
ব্যাঙ্কের হাতে	১,৯৯,১৯	১,৯৯,১১	১,৯৯,৩৩
ব্যাঙ্কের বাহিরে	৯,৯১,১১	৯,৯১,৯৯	১,৯১,১১
বিবিধ			
অন্যান্য সম্পত্তি	৯১,১৯,১১	১১,৯৯,১৯	১৯,৯৯,৯১
মোট	১৯১,৯৯,১৯	১৯১,১৯,১৯	১৯১,৯১,১৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—অকশীলচুক ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
তারিখমত দেয়			
(ক) ভারতে	৯৯৯,১৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,৯১,৯৯	
বিদেশী সরকারের দেয়			
(ক) ভারতে	৯১৯,১১,৯৯	৯১৯,১৯,৯৯	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯১,১১,১৯	৯১,৯১,১৯	
মোট দেয় টাকা			
(ক) ভারতে	৯৯,৯৯,৯৯	৯১,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯৯,৯১	৯,৯৯,৯৯	
হিসাব বছরে জমা	১১,৯৯,১৯	১৯,৯৯,৯৯	১৯,১১,১৯
গচ্ছিত			
(ক) ভারতে	৯১১,৯৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯	১৯১,৯১,১৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,৯৯,১১	১৯,৯৯,১৯	
অন্যান্য দেয়			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

পরিচালনের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	শতকরা ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি অংশের আংশিক মূল্য	বন্ধ হওয়ার তারিখ	অবস্থান	বাজার দর					শেষ বছর
						১৩৮৬	১৩৮৭	১৩৮৮	১৩৮৯	১৩৯০	
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইঞ্জিনিয়ার্স ...	১,১০,১২,৩০০	২,১০,৩৯,৩১৯	১০	১৯৮৫(ডি)	ঢাকা	...	৩১৯/-৩২৯/-	৩২৯/-৩৩১/-	৩৩/-৩৪/-	৩৫/-৩৬/-	...
ফেরদৌস ...	৭১,০০,০০০	৯৮,১১,০৭৮	১০	১৯৮(ডি)	চট্টগ্রাম	...	...	...	...	...	১৯৯/-
ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ...	১,১৫,৭০,০০০	১৯,৫৫,১১,১৯৯	১০	১৯৮৩(ডি)	ঢাকা	...	৩৫৯	৩৫১	৩৭১	৩৮৯/-	...
মার্স	৫১,৯৯,০০০	১,৯৮,১২,৯৮৫	১০০	১৯৮৫(ডি)	চট্টগ্রাম	...	...	৩৮৯	...	...	...
ফেনকোর্ট ...	৬১,৩১,৩৭০	১৯,৯০,০০০	১	১৯৭(ডি)	ঢাকা	...	১৯	...	...	...	...
মার্শালিং ...	১৯,১৭,০০০	১০,১৭,১১১	১	১৯(ডি)	ঢাকা	...	৩/৯-৩৩/৯	...	৩৩/-১/৯	১ ১/৯	...
ফ্রিন ফার্মাসিউটিক্যালস ...	৬,৫১,১৫,০০০	৯৯,১৬,৩৯০	১০	১৯(ডি)	ঢাকা	...	২১৫/-২১৮/	২১৫/-২১৮/৯	২৮/-২৯৯/৯	২৯/৯০	...
কয়লাখনি											
আমিনবাজার মাইনিং ...	১১,১১,০০০	১৩,৭১,৫৯০	১০	১	ঢাকা	...	৩৯	...	...	...	...
ইস্টার্ন কোল ...	১১,৯৬,১৯০	১১,৯৩,০০০	১০	১	ঢাকা	...	...	৩১/৯	৩৩৯	৩৯৯-৪০	...
ওয়েস্ট ওয়ুরিয়া ...	১,৯৩,৫০০	৭,১৫,০০০	১০	১	ঢাকা	...	...	...	...	...	৩৯
ফরিদপুরা ...	১৯,৯৯,১৯০	... ...	১০০	...	ঢাকা	...	...	...	...	...	...
ফালদার ...	১৩,৯৯,০০০	১,১১,১৯৯	১১০	৯(ডি)	ঢাকা	...	...	...	৩৯০/৯	১১,৯০/৯০	...
মর্ব ওয়েল ...	১,১১,১০৫	১,৯৯,০০০	১০	১	ঢাকা	...	...	...	...	...	৩৯
মর্ব মাইনস ...	১,১৯,০০০	১,১১,০০০	১১০	৯	ঢাকা	...	...	...	...	...	১
মিড ইস্টার্ন ...	১১,১৯,৫৯০	১১,১১,১১১	১০	...	ঢাকা	...	...	...	...	...	১৯৯
মিড মাসনুন ...	১,৯৯,০০০	১,১১,০০১	১০	১৯	ঢাকা	...	...	৩৯	...	...	...
নেপচুনাল ...	১,১১,১৯০	১,৯৯,০০০	১০	১	ঢাকা	...	...	...	১৯/৯ (ই, ডি)	...	...
যমুনার ...	৯৫,১১,৯৯০	১,১৯,৯৯,০৯৯	১০	১/৯	ঢাকা	...	১৯৯৯	...	...	১৯৯/-১৯৯/৯	...
যেমন ...	৯৯,৯০,০০০	১,৯৯,১১,৯১৯	১০০	১১	ঢাকা	...	১৯৯	...	...	...	...
যমুনা ...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১১,৫১১	১০	১/৯(ডি)	ঢাকা	...	৩৯/৯-১/৯	...	১/৯	...	...
রহিমা ...	১১,৯৯,০০০	১৫,১১,৩৩১	১০	...	ঢাকা	...	...	...	১৯৯	...	...
রেহানা ...	১৯,৯০,০০০	৯,১৯,০০০	১০	১৯	ঢাকা	...	...	...	...	...	৩১৯
রিলায়েন্স ...	১,৯০,০০০	১,১৯,০০৯	১০	১০	ঢাকা	...	...	...	১৯৯/-১১	...	...
সিলভার ...	১,১০,০০০	১,৯১,৯৯১	১	১১/৯	ঢাকা	...		...	...	...	৯৯৯
সাউথ আফ্রিকান্স ...	১১,১৯,০০০	১,৯৯,০০০	১০	১	ঢাকা	...	...	...	৩৯৯/-৩৯৯	...	...
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ...	১৯,০০,০০০	... ...	১০	...	ঢাকা	...	১/৯-১/৯	১৮/৯	৯৯/-১১	...	...
গার্মেন্টস ও বস্ত্র											
আমিন ...	১১,০০,০০০	৫৯,০০,০০০	১০	১৯	ঢাকা	...	...	...	...	...	১৯৯
আমান টেক্সটাইল ...	১১,০০,০০০	১১,১০,০০০	১৯	১/৯	ঢাকা	...	১৯৫/-১৯৯/৯	১৯১/-১৯৯/	১১	১৯৯	...
ফেরদৌস ...	১৯,০০,০০০	১৯,৯৯,১১৯	১৯	১৯(ডি)	ঢাকা	...	...	...	...	১১/৯	...
রিলায়েন্স ...	১১,০০,০০০	১১,৭৯,১১৯	১০০	৯	ঢাকা	...	...	...	...	১৯৯/-১৯৯	...
রেহানা ...	৯৯,০১,৯৯০	৯১,৯৫,০১৯	১০	১১(ডি)	ঢাকা	...	...	...	...	...	...
রহিমা ...	৯,৯০,০০০	১৯,১৯,৯৯৯	১০০	১৯	ঢাকা	...	...	...	...	...	৯৯৯
রানী ...	১১,০০,০০০	১,১৯,৯৯৯	১০	১/৯(ডি)	ঢাকা	...	...	...	...	...	৩৯৯
রিয়া ...	১১,০০,০০০	৯৯,৯১,৯৯৯	১০	১১(ডি)	ঢাকা	...	...	...	...	...	...
...	...	...	৯০	১৯(ডি)	ঢাকা	...	...	...	১৯৯ (ই, ডি)	৯৯৯	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিবরণের নাম		আদায়ীকৃত মূলধন (সরকার)	সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	গত বছরের	সরকার	ব্যাঙ্গালোর	বোম্বাই	মাদ্রাজ	দিল্লী	দেশী রাজ্য সমূহ
[illegible]											
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]

যোষ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	বর্তমান ও আদায়কৃত মূলধন	প্রতি শেয়ার অনুমোদিত মূল্য	বাজার মূল্য	মন্তব্য	বাজার মূল্য				
চা-বাগান										
ফেলিচাপাড়া ...	৯,০০,০০০	৮,৯০,১৩১৲	১০০	৯৯৲(ব)	১৯৷১৯	...	...	...	...	...
মেসার্স ও পার্টনারিয়া ...	৬,৩৮,০০০	৬,৯৮,৭৯৮৲	১০০	৯৯৲(ব)	১৯৷৫৫	...	...	...	৪৫৫৲	...
মিঠে চুকা ...	১,৯০,০০০	৬,৫১,৭৯৯৲	১০	৯৯৩ (ব)	১৯৷৯৬	...	...	...	...	...
পাতাকোলা ...	১১,৩০,০০০	৯৮,৫১,১১৭৲	১০০	৯৯৲(ব)	১৯৷৫১	...	...	...	...	...
আরীচি ...	৬,৩০,০০০	৬,৩০,৩১৯৲	১০	৯৲(ব)	৬৷৫৩	...	...	...	...	...
বাসাবাড়ী ...	১,৩০,০০০	১১,৩০,০০৩৲	১০০	১৯০৲(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	...
বিজয় ...	১৫,৩০,০০০	৮,১৩,৩০০৲	১০	৯৯৩(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	৪৯৲-৫০৲
বেলবাড়ি ...	১,১৩,০০০	১,১৮,৯৫১৲	১০	১৩৲(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	...
রাগাবেড়া ...	৯,৩০,০০০	৩,৩৯,১৩৩৲	১০	১৯৩(ব)	১৯৷৫৯	...	...	...	...	...
মেসার্স চাবাড় ...	১৩,৩০,০০০	৯,৯১,৩৫১৲	১০০	৭৯৩(ব)	১৯৷১৪	...	...	...	...	...
সমর ...	৬,৩০,০০০	১,৩৯,৩৯৯৲	১০	১৯৩(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	৫৯৩৩	...
মেসার্স বিজয় ...	৯,৩০,০০০	১,৩১,৩৩৲	১০	৯৩(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	...
বাসাবাড়ী ...	৬,৩০,০০০	১১,৯৯,৯৩৩৲	১০০	৯৩৲(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	...
বাহিনাড়া ...	১৯,৩০,০০০	৪১,৫৯,১৯১৲	১০	১৩৲(ব)	১৯৷৯৯	...	...	...	...	...
চিমির কল										
ইউ-পি ...	১৯,৩০,০০০	১১,৩০,৯৯৩৲	১০	...	১৯৷৯	...	...	...	১৫৷৩	...
ভাক ...	৯৯,৩০,৯৯৯	১৫,৭৯,৩০৯৲	১০	...	৬৷৫১	...	১৯৲-১৯৫৷৩	১৯৲	১৯৩৩-১৯৫৷৩	...
চুনারঘাট ...	১৯,৩০,০৭৩	৫৩,৫১,৯৫৯৲	১০	১৯৩(ব)	৬৷৫১	...	...	...	...	...
আসাম বিঙ্গল ...	৯,১৩,০১৫	১১,১৯,১৯৩৲	৫	১৯৩(ব)	৬৷৫১	...	...	...	...	...
এলাসপুর ...	৯,৩০,০০০	৬,৭৩,৫৯০৲	১০	...	১৩৷৫১	...	...	...	১৯৩	...
ভাক ...	১৯,৩০,০০০	১,৩০,০০৯৲	১০	৯৲(ব)	৬৷৫১	...	...	...	...	...
রামমাধব ...	১৯,৩০,১৯০	৪,১৩,৯৯৲	১০	১৲ (ব)	৮৷৯৯	...	...	১৯৲/৯-১৯৲ (৫ ম. ব)	১৩৲	১৯৲-১৯৩
রাজাম ...	৫,৩০,০০০	১৩,৩০,৩৯৲	১০	১৯৩(ব)	৬৷৫১	...	...	...	...	...
বর্ধিষ্ণুর ...	১১,১৯,০৯০	১,৩১,৯০৩৲	১০	৯০ (ব)	১৯৷৯৯	...	...	১৫৲	...	...
খাদ										
ইউনাইটেড অ্যাসিয়েশন	১,০৩,০০,০০০	৩৩,০০,০০০৲	৩০ (ব)	...	১৯৷৯৯	...	৯১৲-৯৫৷৩	৯৲	৬৫৷৩-৬৩৲	...
দুনিয়া ইউনিয়ন ...	১৩,৩০,০৩৩,৫ ৫৫,৩০,০০৮ বি	১১,৯৩,৩০৩৲	১১৲	১৯৩(ব)	৪৷৯৯	...	৩০	...	...	...
দুনিয়া ব্যাঙ্কি ...	৯৩,৯১,৯৫৫৲	৩৬,৩৩,৩৩০৲	১৫৷১০ (ব)	১৩৲	...	...	...	...	...	...
প্রভাত ভাণ্ডার ...	৯১,৩৯,৫১৯৲	১,৩৩,৯৯,৩৩৩৲	১০০৲	৯৲	১৯৷৩৩	...	...	...	...	...
ট্রিপার্ড খাদ ...	৫,৩৩,৩৩,০০০৲	৫,৩৩,৩৩,০০০৲	১০০৲	৩৲ (ব)	৩৫৯	...	১১৯৷৯৯	১৩৩৷৩-১৩৯৲	১৫৫৩-১৯৯৲	১৯৩৲-১৩৩৷৯
প্রভাত সেন্ট্রাল খাদ ...	১৯,৩৯,১৩৯৲	১১,৩৩,০০০৲	১০৲	৫৷৯০(ব)	১৯৷৩৯	...	৯০	...	...	...
খাদ ফল ইন্ডিয়া ...	১,৩৩,৩৩,০০০৲	১,০৩৫,৩১৯৲	১০৲ (ব)	৪৯৩	১৯৷৯৯	...	৫৩৫৲	১৩৷১৯	৫৩৩৲	১৫১৲
খাদ ফুল মহারাজা ...	১,৩৩,৩৩,০০০৲	১,১৯৯,১৯৯৲	১০৲ (ব)	৯৲ (ব)	১৯৷৯৯	...	৯০৯	...	৯০	...
হিল খাদ ...	৫৩,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০	১০৲ (ব)	...	১৯৷৯৯	...	...	৯১৲-১০৲	১৯৩-৩৯৯	৩৯৷৩
হিন্দুস্থান অ্যাসিয়েশন ...	১,৩০,০৯,০০০	৯,৩৩,০০০৲	১০৲	৫৲ (ব)	১৯৷৯৯	...	৯০	৫৫৲/৯০	...	৫৫৷৯-৫৩৲
সেন্ট্রাল খাদ ফল ইন্ডিয়া ...	৯,১৫,১১,০০০৲	১,৯৯,১১,০০০৲	১০৲	৯৲	১৯৷১৯	...	৯৯৲	৯৲	৯০৲	...
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

ব	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যুকরণ	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত ও মূল্য	যে পরিমাণ	সময়কাল	আয়					শেষ লভ্যাংশ
...	১১,১১,১৭৭	৮,১১,১৮৭৲	১৭	৪ (খ)	<৭১	...	...	...	...	...	১৭৯
...	১৯,৯৯,৯৯৯	৮,৯১,৯৭৯৲	৯৯	৯৯	১৯৯৪	...	...	...	...	...	১৯৯
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৭	৯	১৯৯১	...	...	...	...	...	১৯৯
...	৯,৯৭,৯৭১	৯,৭১,৯৯৯৲	১	৯/৯	৯৯৯	...	...	...	৯৲-৭৯	৭/৯	...
বিদেশ	১,৯৯,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯	...	...	...	...	৯৯১৯	৭৭১৯৲	৭৯৲	...
...	৯,৯৭,৭৯৯৭৲	৯,৭১,৯৭৭ ৭৲	১৯ ৭৲	১৭ টি	১৯,৯৯	...	...	১১৯-১৯৭৲	৯৭১৲	৯৯৯৭	...
ঋণ ...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৭,৯৯৯৲	১৯৯	৭৲	৭৯৯১	...	...	১৯৭৲	...	১৯৭৲	...
...	১,১১,৯৯,৯৯৯	...	১৭	...	...	...	১১৯/৯-৯৯৯	১৭/৯-১৭/৯	১১৭-১৯৯৯	১৯/৯-১৯/৯	...
...	৯,৯৯,৯৯৯ ৭৲	৯,৯৭,৯৯৯ ৭৲	৯ টি	৯৭৯ টে	৭৯৯	...	৭৯৯-৭৯/৯	৭৯/৯	৭৯/৯৯৯/৯	৭৯/৯-৭৯৯	...
...	১৯,১৯,৯৯৯	৯৯,৭৯,৯১৲	১৭	৯৯/৯ (খ)	৭৯৯১	...	...	৯৭৲	...	...	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৭৭,১১৲	১৭	৯৭	৯৯৯৯	...	১৯৯৯-১৯৯	...	১৯৯৯ ১৯৯/৯	১৯৯৯-১৯৯৯	...
...	১৯,৯৯,৯৯৯	১১,৭১,১৯৭৲	১৭	১৯৯	৯৯৯৯	...	...	...	১৯৯৯ ১৯৯৯৯	...	...
ঘাস ...	১৭,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৭৯৲	১৭	৯/৯	৭৯৯১	৯	১৯৯/৯-১৭৯	১৭৯-১৯৯/৯	১৭৯-১৯৯/৯	১৯৯-১৯৯৯	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৭	৯/৯৭	৯৯৯১	...	...	...	...	...	১৯৯/৯৯
...	৯৯,১১,৯৯৯	১৯,৯১,৯৯৲	১৭	৯৯	৭৯৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৲
চশমা	৯,১৭,৯৯৯	৭,১১,১৯৲	১	৯৭ (খ)	১৯৯১	...	...	...	...	...	৭১/৯
লবণাক্ত	১৯,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯৲	১৭	৯/৯৭	৯৯১৭	...	৭৯/৯-৭১৯	...	৭১৯৯	৯৯৲-৯৭৲	...
ম ...	৯৭,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	...
চশমা...	৭৯৯,৯৯৯ ৭৲	৯৯৯,১১১ ৭৲	১ ৭৲	১ টি (খ)	১৯৯১	...	৭১৲-৭১৭	...	১১/৯	...	...
ব'ড:	৯,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,১১১৲	১৯৯	৭৯৯	৭৯৯৭	...	...	...	...	...	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯,৯৯৭৲	১৭	৯৯ (খ)	১১৯৯	...	...	...	...	...	১৯৲
বুলেট	৯৯,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	...
ইঃ ...	১১,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,৯৯৲	১৯৯	১১৲	৭১১১	৯৯	...	...	...	...	৭৯৯৲
ঋণ ...	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯	৭৲	...	...	১১১৲-১৯৯৲	১৭৲	১৭১৲-১৯৯৲	১৭৯৲-১৯৯৲	...
...	১,১৯,৯৯৯	১১,৯৯৯৲	৯৲	...	...	...	৯৯	...	...	...	৭৯/৯৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯৲	৭৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৲	১৲ (খ)	১৯৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	৯৯,৯৭,৯৯৭	৯৯,১৯,৯৯৭	১৭	৯৯/৯ (খ)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	৯৯,১৭,৯৯৯	১১,১৯,৯৯৯	১৯৯	৯৯	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,১১,৯৯৯৲	১৯৯৲	১১ (খ)	১৯৯৯	...	...	...	...	...	৯৯১৲
ম	৯১,৯৯,৯৯৯	১৯,৯১,১৯৲	১৯৯	৯ (খ)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯১৲
	১,৯৯,৯৯৯	৯৯,৯১,৯৯৭৲	১১৲	৯/৯	৯৯৯১	...	...	...	...	...	১১৯৯

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৪৭৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৪৪ | ২৫ মার্চ, ১৯৩৮ | ৫ পয়সা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের দাবী	১৪৭
পূর্ব বঙ্গের বাজেট	১৪৯
প্রাসঙ্গিক	১৫১
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার	১৫৩
বিবিধ	১৫৪
সাপ্তাহিকী	১৫৫
সমাজ	১৫৭
ব্যাঙ্কারের কথা	১৫৮
অন্যান্যদের মন্তব্য	১৬০
মন্তব্যের	১৬১
ইন্সিওর	১৬২

কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের দাবী

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইল কেন্দ্রের সহিত প্রদেশের আর্থিক সম্বন্ধ নিরূপণ করা। যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন দেশগুলি সাধারণতঃ আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যার প্রকারভেদে বিচিত্র হয় বলিয়া, শাসনের দায়িত্বকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হয়। সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য, ডাক, মুদ্রা ও যানবাহনের দায়িত্ব সাধারণতঃ অর্পিত হয় কেন্দ্রের উপর। এবং জনসাধারণের জীবন যাপনের প্রয়োজনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দায়িত্বসমূহ ন্যস্ত থাকে প্রদেশগুলির উপর। এই শেষোক্ত দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রচুর ব্যয়ক্ষমতা থাকা আবশ্যক হয় বলিয়াই, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের শাসনকার্য্যের দায়িত্ব বণ্টনের সাথে সাথে দেশের রাজস্বকেও কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হয়। এই ভাগ কিভাবে করা নীতি পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু, কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশবিশেষ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের দাবীর কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে কিছু পুরাতন কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্দ্ধারিত হওয়ার, ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের পক্ষ হইতে দাবী উপস্থাপিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশসমূহে মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পরে এই দাবী তীব্রতর হইয়া ওঠে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে সমস্ত জাতিগঠনমূলক কার্য্যাবলীর দায়িত্ব অর্পিত হয়, যে কৃষি স্বাস্থ্য ব্যতীত তেমন কোন বিষয়ের আয়ের উপর প্রাদেশিক অধিকারভুক্ত হয় না। অথচ কার্য্যের দৃষ্টি অনুযায়ী যে সকল প্রদেশগুলির পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রক্ষিত হয়, জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সেগুলিকে প্রদেশগুলির মধ্যেই করিতে হয়। ফলে মন্ত্রীসভা গঠন হইবার পরে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশকেই শিক্ষকর, কৃষি আয়কর, শিক্ষাকর প্রভৃতি নূতন নূতন কর বসাইতে হয়। পক্ষান্তরে আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, লবণকর, তামাকবিক্রয় এবং খেলা বাবহার্য্য দ্রব্য কর প্রভৃতি সমগ্রভারতীয় আয়ের উৎসগুলি কেন্দ্রে অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির হয়। অথচ দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত জাতিগঠনের অন্যতম শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি দায়িত্বের কোন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

উহা বিবেচনা করিয়াই কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলিকে দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। উড়িষ্যা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি ঘাটতি প্রদেশগুলির জন্য বাৎসরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যে ঘাটতি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া কেন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির হইতে সকল প্রদেশ সমত হয় না। পরন্তু বাংলা এবং বোম্বে প্রদেশ এইরূপ আপত্তি তোলে যে, আয়কর প্রধানতঃ এই দুই প্রদেশ হইতে আদায় হয় এবং উহা আত্মসাৎ করিয়া কেন্দ্রীয় বন্টন প্রদেশ দুইটিকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন অন্যান্য প্রদেশের পক্ষ হইতেও অনুরূপ আপত্তি পৃথক ধুয়ায় উত্থাপিত করা হয়।

এই সকল আপত্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া

ইহার অর্থ নিম্নোক্তরূপে প্রকাশিত হয়। এক দ্বিতীয় কমিশন গঠিত এই কমিশনের সুপারিশানুযায়ী সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সে সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত লাভ করে। এই সিদ্ধান্ত যে দুইটি কর সম্পর্কে পরিবর্তন সুপারিশ করা হয় তাহা (১) তুলা ও পাট রপ্তানী কর এবং (২) আয়কর। তুলা ও পাট সম্পর্কে স্থির হয় যে, এই দুই পণ্যদ্রব্যের রপ্তানীকারী বন্দর যে অবস্থিত সেই প্রদেশ এই পণ্যের রপ্তানী শুল্কলব্ধ রাজস্ব হইতে অংশ পাইবে। প্রধানতঃ বোম্বাই হইতে তুলা এবং কলিকাতা পাট রপ্তানী হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা পরোক্ষে বোম্বাই এবং কে দুই করিতে প্রয়াস পায়। আয়কর সম্পর্কেও অনুরূপ-ভাবে স্থির হয় যে আয়কর যে প্রদেশ হইতে আদায় হইবে পরিমাণ ও জনসংখ্যা বিচার করিয়া সেই প্রদেশকে আয়করলব্ধ একটি অংশ প্রদান করা হইবে। তদনুসারে আয়করলব্ধ একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া হিসাবে প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের হার নির্দিষ্ট :

প্রদেশ	অনুমোদিত শতকরা হার
বোম্বাই	২০
বাংলা	১৩
মাদ্রাজ	১৫
যুক্তপ্রদেশ	১৫
বিহার	১০
পাঞ্জাব	৮
মধ্যপ্রদেশ	৫
আসাম	২
সিন্ধু	২
উড়িষ্যা	২
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১

সিদ্ধান্ত যে সকল প্রদেশকে সন্তুষ্টচিত্ত রাখিতে পারে নাই নাই বাহুল্য। প্রথমতঃ, যে সকল প্রদেশ ঘাটতি অঞ্চল কেন্দ্র হইতে আর্থিক সাহায্যের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত , তাহাদিগকেও রাজস্ব পুনর্বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত করিবার মধ্যে যুক্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দাবী নির্ধারণের স্বীকৃত বিচারে প্রদেশসমূহের জন্য যে হার নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারও যুক্তি-নাই। উদাহরণস্বরূপ বাংলা এবং বোম্বাই-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ হইতে পারে। আয়করের রাজস্বে বোম্বাই এবং কলিকাতার যে সম্পরিমাণ হইলেও তুলনীয়ভাবে বাংলার জনসংখ্যা বোম্বাই-এর ার ছিল দ্বিগুণ। কিন্তু দুই প্রদেশের প্রাপ্যের হার পরস্পরের নির্ধারিত হয়। এই ত্রুটি-অবসানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারত শাসনতন্ত্রের পুনর্গঠন অনুমোদন সাপেক্ষে এই সম্পর্কে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে যে পরিবর্তন প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা বাংলার পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইয়াছে বলা। প্রদেশ এবং বণ্টনের শতকরা হারের ভিত্তিতে নূতন প্রস্তাবের মর্ম বিশ্লেষণ।

প্রদেশ	প্রস্তাবিত শতকরা হার
বোম্বাই	১১
পশ্চিমবঙ্গ	১২
মাদ্রাজ	১৮
যুক্তপ্রদেশ	১৯
বিহার	১৩
মধ্যপ্রদেশ	৬
পূর্ব পাঞ্জাব	৫
আসাম	৩
উড়িষ্যা	৩

অর্থাৎ বাংলার প্রাপ্যকে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ কাটিয়া লইয়া সেই অর্থ অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু, বণ্টনবিভক্তির ফলে অধিকাংশ কাঁচাপাট পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাটরপ্তানী শুল্কেও প্রধানতঃ কেন্দ্রের অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে।

এই পরিবর্তনের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। পশ্চিম বঙ্গ আজ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইলেও বাংলা হইতে আদায়ীকৃত মোট বাৎসরিক আয়করের প্রায় সমস্তটাই বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ হইতে আদায় হইতেছে। যে ৫৫ লক্ষ টাকা পূর্ব বঙ্গ হইতে আদায় হইত, তাহা পশ্চিম বঙ্গের ৬ কোটি টাকার তুলনায় এতই নগণ্য যে, আদায় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিলে কেবলমাত্র কলিকাতা হইতেই যে উদ্বৃত্ত আয়কর লাভ হইবে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের সকল ঐ সামান্য ক্ষতি নিশ্চয়ই পূরণ হইয়া যাইবে। অতএব প্রদেশ হইতে আদায়-পরিমাণের ভিত্তিতে, আয়করলব্ধ রাজস্বে প্রদেশবিশেষের প্রাপ্যে যে তারতম্য নির্ধারণ সিদ্ধান্তে করা হইয়াছিল, সেই সিদ্ধান্তলব্ধ পশ্চিম-বঙ্গের প্রাপ্য অংশে নূতন পরিবর্তন সাধনের কোন কারণ ঘটে নাই। জনসংখ্যার দিক হইতেও পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা এখনও বোম্বাই-এর অপেক্ষা অধিক। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলেও পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্যে হ্রাস সাধনের কোন কারণ নাই।

তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গ একটি নবগঠিত সীমান্ত প্রদেশ। পূর্ব বঙ্গের সহিত মিলিত থাকার ভিত্তিতেই প্রদেশের অর্থনীতি এবং রাজস্ব ব্যবস্থা এতদিন অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। ব্যবচ্ছেদের আকস্মিকতায় এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী হওয়াতে পশ্চিম বঙ্গের রাজস্বের উপর ব্যয়ভার বৃদ্ধিই পাইয়াছে। এমতাবস্থায়

অসম্ভব বিবেচিত হয় তবে পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য অংশকে অন্ততঃপক্ষে যথাপূর্ব রক্ষা করিলেও কর্তৃপক্ষ মন্দের ভাল করিবেন।

নিজের সিদ্ধান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আবশ্যকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বজাবতই পশ্চিম বঙ্গের দুঃখকাহিনীর উল্লেখ করিতে হইতেছে। জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট এই নবগঠিত প্রদেশের উপর পূর্বতন অধিবাসী বাংলাদেশের সমগ্র জনভার বজাইয়াছে। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই—বিশেষ করিয়া বোম্বাই, বিহার, আসাম ও মাদ্রাজে—প্রতি বৎসরই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলাদেশে সেইস্থলে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষিত হইয়াছে। বিগত যুদ্ধে ভারতের পূর্ব সীমান্ত রক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যাপক সমরোদ্যমের ব্যবস্থা করা হয় তাহার ফলাফলের বৈষম্যই অবশ্য ঔপনিবেশিক ঘাটতির প্রধান কারণ। প্রদেশ হিসাবে আসাম রণক্ষেত্রের নিকটতর হইলেও বাংলার অন্তর্গত ব্যারাকপুরেই পূর্বাঞ্চলীয়ের প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং সমগ্র বাংলা দেশকেই একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। ইহারই আনুষঙ্গিক হিসাবে সরকার কর্তৃক যে খাদ্য সংগ্রহ এবং নৌকাদখলের নীতি অনুসৃত হয় তাহার পরিণামে বাংলায় ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জাতীয় চরিত্রে চোরাকারবারের কলঙ্ক প্রবেশ করে। তদুপরি অসামরিক শাসন ব্যবস্থা লীগের হস্তে ন্যস্ত থাকায় রাজকোষের যে অজস্র অপব্যয় চলিতে থাকে তাহার ফলেই আজ এক বিপুল ঘাটতির পশ্চিম বঙ্গকে বহন করিতে হইতেছে। অথচ এই সময়েই সরকারী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার পথে অন্যান্য প্রদেশে সমৃদ্ধির প্রসার হয় এবং তাহার ফলে ওই সকল প্রদেশে অধিকতর রাজস্ব আয় হইতে থাকে। সুতরাং এই অবস্থাতেও যদি পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য লাঘব করিয়া অন্যান্য প্রদেশকেই অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহা হইলে সত্যই পরিতাপের বিষয় হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম বঙ্গের এই দাবী কোনক্রমেই কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত অংশের উপর ভাগ বসাইতে চাহে না—কেবলমাত্র নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে আয়করলব্ধ রাজস্বে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাপ্যের যে হার নির্দিষ্ট হইয়াছিল—তাহারই পুনঃপ্রবর্তন প্রার্থনা করে।

পূর্ববঙ্গের বাজেট

নবগঠিত প্রদেশ পূর্ব বঙ্গের আসামী বৎসরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব গত সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিপুল ঘাটতিই পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই বাজেটে প্রদেশের সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য মোট প্রায় ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার রাজস্ব এবং ১৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকার ব্যয় সম্বলিত বাজেটে প্রায় ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পরিমাণের ঘাটতি দেখা গিয়াছে। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মপন্থার খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। এই ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে-পাঁচ কোটি টাকারও অধিক হয়। পূর্ব বৎসরের জের টানিয়া সহিত যোগ করিলে ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বাজেটের পূর্ববর্তী সাড়ে-সাত মাস কাল সময়ের হিসাবে দেখা যায় যে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আয় এবং ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ব্যয়সহ প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ঘাটতি সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব বঙ্গের আর্থিক দুর্গতির বিচারে এই ঘাটতির গুরুত্ব কত অধিক রাজস্বের বর্দ্ধিত হার হইতেও সম্পূর্ণভাবে ঘাটতি পূরণ না হওয়াতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর এবং কাঁচাপাট শুল্ক হইতে যথাক্রমে ১ কোটি ও ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্তি আশা করা হইয়াছে। একমাত্রাতীত প্রবেশ-কর হইতে ৬ লক্ষ টাকা, পাটের চাষের জমির উপর ধার্য শুল্ক হইতে ১০ লক্ষ টাকা এবং কৃষি আয়করের হারকে সাধারণ আয়করের তুলনায় কমাইয়া হইতে ৪০ লক্ষ টাকার আয় আশা করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার ঘাটতি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে,—ইহার পূরণের জন্য পূর্ব বঙ্গকে কেন্দ্রের সাহায্য ও ঋণের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। এখা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রায় ১০ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে।

এই ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্ব বঙ্গের অর্থসচিব জ হামিদুল হক চৌধুরী যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আক্ষে না যাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বাবজেটের মধ্য দিয়া প্রকৃ ভর, নবগঠিত প্রদেশের প্রাথমিক অসুবিধা ইত্যাদি হইতে অ করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গের প্রতি কলিকাতার শাসনকেন্দ্রের শু অবহেলা প্রদর্শন এবং তাঁহার নয়াব গ্রহণের পূর্ববর্তী বাংলা দে সমগ্র ইতিহাসকে আলোচ্য ঘাটতির জন্য দায়ী করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অন্য অনেক কথাও চিন্তা করিয়া উচিত ছিল। পশ্চিম বঙ্গের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ কর পূর্বে তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে বাবজেটের কলিকাতাকেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। পূর্ব বঙ্গ কলি বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি ছিল বলিয়া তিনি যে খেদ করিয়াছেন তা তিনি পরিণত বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। কলি বন্দর দিয়া পূর্ব বঙ্গ ব্যতীত উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উ যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের পণ্য আমদানী-র হইয়াছে। অতএব কলিকাতার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পশ্চাতে কে পূর্ব বঙ্গের সম্পদেরই দান রহিয়াছে, এরূপ চিন্তা নিতান্ত ভ্রা তাহাড়া বন্দরের সমৃদ্ধি বহুলাংশে বণিকদের কেন্দ্রীভূত অবস্থানের একালে খুব বিপুলকায় মনে হয়। সরবরাহের সূত্র ধরিয়া কি বণিকদের যোগাযোগ এবং কারবারের উৎসের হিসাব ধরিলে যায়, কোন একটি প্রদেশের বিশেষ পশ্চাদ্ভূমিতে ইহাদের সরবর আংশিকভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে মাত্র। আজ পূর্ব বঙ্গের আ পরেও যে কলিকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি অটুট রহিয়াছে তাহাতে উপা সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছকের বাজিয়ে যদি মন্ত্রী মহোদয়ের এই বেসোজিকে যথার্থ বলিয়াও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানের পক্ষ হইতেও অনুরূপ অভিযোগ আনয়ন করা সম্ভব। পক্ষে বাংলা দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় এই প্রদেশের রাজস্ব পাই অপ্রচুর ছিল। অধিকন্তু বৈদেশিক শাসনের দৃষ্টিতে পশ্চা-র সম্ভাবীন উন্নতিকে কোনদিনই খুব জরুরী মনে হয় নাই। ফলে দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যেও যে অবস্থা প্রদর্শিত ছিল, পূর্ব্বঙ্গের অনুন্নত অবস্থা তাহারই অনিবার্য্য পরিণতি মাত্র।

দেশের শতকরা ৯২ জন অধিবাসী কৃষিজীবি বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের রাজ-প্রবাহবলীলতায় যে অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহার উন্নতি ে একান্তিক আবশ্যক পরিকল্পনা আলোচ্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা ছ। কেন্দ্র হইতে প্রাপ্তব্য ঋণের ভিত্তিতে আগামী আলোচ্য বাজেটের দেশের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার খাতে ১৭ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ইয়াছে। একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনের অনুসরণে দুইটি

দুইটি আপাতঃ বড় ডিজেল প্রতিষ্ঠান, একটি সরকারী তা সম্বলিত কারিগরিনিয়ন্ত্রক ব্যাঙ্ক এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্যের উদ্যোগে অপর একটি প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে এই প্রদেশে স্থাপন ত্ত পূর্ব্বঙ্গ সরকার কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ন শিল্প সম্মিলনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার চাকাতে পাট সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সম্পর্কে যাবলম্বী হইবার জন্য চট্টগ্রামের উন্নতি বিধান করা ও পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার খুলনা অঞ্চলে অপর একটি আন্তর্জাতীয় াপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ফলে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া এই কৃষি-উদ্বৃত্ত প্রদেশকে কৃষি হইতে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করা ।। এতদুদ্দেশ্যে বর্তমান বৎসরেই কর্মপন্থার প্রোগ্রামিংয়ের । লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎসরবরাহের খাতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতিকল্পে সম্ভাব্য ার জন্য সেচব্যবস্থার খাতে ৫ লক্ষ টাকা, বৃক্ষরোপণ খাতে ১০ লক্ষ টাকা এবং ড্রেনেজ খাতে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার ন্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মপন্থার খাতে বর্তমান প্রায় তেড় কোটি টাকার ব্যয় ধরা হইয়াছে। উন্নয়নমূলক পরোক্ত ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকার একটি মূল অংশ র সরকারের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে প্রত্যাশা করা ছ।

ব্যতীত শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক র খাতে বর্তমান বৎসরে প্রভূত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষার খাতে আগামী বৎসরে মোট ৭ লক্ষ টাকার ব্যয় ধরা ছ। সরকারী শিল্প শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকার ব্যয় করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে জনস্বাস্থ্যের খাতেও ডুইনিং ও টাইফয়েড জ্বরের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খাতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা, হাসপাতালের জন্য ৩ লক্ষ এবং নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থার খাতে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ষোল-কটি থাকিলেও সবসুদ্ধ প্রদেশের প্রথম বাজেট হিসাবে পূর্ব্ব বঙ্গের এই বাজেট প্রত্যাশোদ্দীপ্ত হইয়াছে। অর্থসচিব জনাব হামিদুল হক যথার্থই বলিয়াছেন "অর্থনৈতিক নির্ভরের সন্ধানে এই শিশু প্রদেশকে যাটাপ্ত থাকার করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গ অর্থসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, পূর্ব্ব বঙ্গকে ঠিক শিল্পোন্নত দেশ বলিতে যাহা বুঝায়, কোনদিনই তাহা করা সম্ভব হইবে না। কারণ, লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতির উৎপাদন কিছুতেই পূর্ব্ব বঙ্গে সম্ভব নয়। জল-বিদ্যুতের সাহায্যে প্রদেশের পণ্যদ্রব্য পাটকে হয়ত শিল্পে পরিণত করা কোনদিন সম্ভব হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান বিদ্যমান থাকিবে। অথচ প্রাকৃতিক বিচারে শিল্পোন্নত পশ্চিম বঙ্গের সহিত সমভাবে তুলনা করিয়া চলিলে, পূর্ব্ব বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গ কেহই স্বাবলম্বী না হইলেও উভয়েই অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে পারিবে। "অর্থনীতির ক্ষেত্রে একা-ধিপত্যের স্থান নাই" বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আশা করি তিনি নিজেই তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

প্রাসঙ্গিক

পশ্চিম বঙ্গের জনস্বাস্থ্য

আগামী বৎসরের জন্য পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে জাতীয় স্বাস্থ্যের খাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়াছে। অঙ্কের দিক হইতে দেখা কিছু মোটা হইলেও প্রদেশের প্রয়োজনের বিচারে ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ইংলণ্ডে বৎসরে মাথাপিছু ৭৬৲ এবং আমেরিকায় ৩৮৲ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু বাংলায়, তথা ভারতে, এই খাতের পরিমাণ মাথাপিছু ৵৹ আনা। এই খাতে যে লক্ষ্যকরভাবে অল্প বরিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

এই অল্প খাতের অল্পই জনস্বাস্থ্যের বহুল ও উন্নয়ন ব্যবস্থায় একান্ত অপ্রাচুর্য দেখা যায়। এদেশের যক্ষ্মা চিকিৎসা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই প্রকৃত অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যাইবে। পশ্চিম বঙ্গে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বর্তমানে ৮৭,০০০, অর্থাৎ সমগ্র ভারতের যক্ষ্মা রোগাক্রান্তদের এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু বর্তমানে যক্ষ্মা চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে দৈনিক আরও ১০০০ রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেও ৭৭,০০০ অরোগী অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। এ ছাড়া সাধারণ চিকিৎসার ব্যাপারেও পশ্চিম বঙ্গের অন্ততঃ ৮ হইতে ১০ হাজার ডাক্তার এবং উহার দ্বিগুণ নার্স আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২,০০০ চিকিৎসক এবং ১,৮০০ নার্স আছেন।

প্রদেশের জনস্বাস্থ্যের পক্ষে উপরি-বর্ণিত চিত্র আশার সঞ্চার করে না। তবে আশার কথা, পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রদেশের জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এতৎসম্পর্কে এক ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ যে, জনসাধারণের সুবিধার জন্য আগামী ১০ বৎসরের মধ্যেই রাজ্যে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর সরকার ২০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। আগামী বৎসরের জন্য মোট যে ব্যয় ধার্য হইয়াছে তাহারও তিন-চতুর্থাংশ এই সম্পর্কেই ব্যয় করা হইবে। এতদ্ভিন্ন নার্স ও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি নূতন নার্স শিক্ষাকেন্দ্র এবং দুইটি নূতন মেডিক্যাল কলেজ খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য মৌলীগুড় ও উলুবেড়িয়ায় দুইটি নূতন কুষ্ঠাশ্রম খোলা হইবে বলিয়াও বলা হইয়াছে। কিন্তু যক্ষ্মা রোগের জন্য চিত্তরঞ্জনে একটি নূতন আরোগ্যকেন্দ্র খোলা হইলেও ডাঃ রায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুগ্নের সংখ্যা ২০০ হইতে ৩০০ শত বৃদ্ধি করা হইলেও মাত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের একাংশেরও [illegible] কিন্তু যক্ষ্মা হাসপাতালে মাত্র ২ জন রোগীকে গ্রহণ করা চলে।

ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা মোটামুটি সন্তোষজনক। উহার কার্যকরণতায় আমরা পূর্ণ আস্থাবান। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচ পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক মেডিক্যাল ষ্টাফ নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরিকল্পনার প্রতি উহার সরকারী এবং ব্যক্তিগত আন্তরিক যোগদান প্রসঙ্গে তিনি যে দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। যোর কমিটির পরিকল্পনা কার্যকর করিবার আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "যতদিন আমার উপর চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভার ন্যস্ত থাকিবে, ততদিন সম্ভব হইলে যোর কমিটির সমস্ত সুপারিশ নিখুঁতভাবে কার্যকরী করিতে আমি প্রয়াস পাইব।"

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

গত ডিসেম্বর মাসে কর্মবিরতিজনিত পথে সরকারী খাদ্যনীতি পরিবর্তিত হইবার পরে রাজ্যে ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। বাজারের আমদানী ও আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ উভয় দিক হইতেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং পরিণামে পুরাতন সঞ্চয় ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য সঞ্চয় করা সম্ভব হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সহিত চুক্তির ফলে ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে এবং অধিক খাদ্য উৎপন্ন করা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলির তৎপরতার ফলাফল বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উৎসাহের সংবাদ আসিয়াছে। আশা হইতে ৩৫ লক্ষ টন খাদ্যের সরবরাহ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বাড়তি অঞ্চলে প্রেরণ করার জন্য উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি প্রদেশ হইতে ন্যূনপক্ষে ১লক্ষ টন খাদ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন অবশ্য পরিবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশ হইতে ঘাটতির ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্য আশা করা যাইতেছে যথাক্রমে ৩১,০০০ টন এবং ৩৫,০০০ টন। উপরন্তু খাদ্যশস্য ভিন্ন অন্য কোন পণ্যদ্রব্যের বিনিময় বিষয়ের সূত্রে অন্তত ১৫,০০০ টন খাদ্যশস্য ভারতে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে, তৎসম্পর্কে ভারতসরকারের পক্ষ হইতে বিশ্ব সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্প্রতি যে সম্পর্কে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে আগামী অক্টোবর মাস হইতে ৪ বৎসরকাল ন্যূনপক্ষে মূল্য বৎসরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্য পাওয়া যাইবে।

[illegible] উপরি-বর্ণিত এই হিসাবের সময় প্রয়োজনের বিচারে অবস্থাকে খুব আশাপ্রদ বলা চলে না।—পশ্চিম বঙ্গ ও রাজ্যের ঘাটতি মিটাইবার জন্য দূরদর্শিতার সহিত আমদানীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে জনৈক বামপন্থি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ-রায় যে ভীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অবশ্যই যোগ করিতেছি যে, বৈদেশিক বিনিময়ের বর্তমান অবস্থায় যা আমদানীর মধ্যে যদি হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইলে চরম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। বস্তুতঃ এই কারণে আমাদের শিল্প-উন্নয়নের গতি মন্থর পরিমাণে [illegible] হইয়াছে এবং এখনো দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের [illegible] ভাগ যদি দেশের সমস্ত প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইত তাহা হইলেই সর্বাপেক্ষা মঙ্গল হইত। কিন্তু আমাদের দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক কৃষিব্যবস্থার [illegible] ও তার সংস্কারের অসুবিধা। এ অসুবিধার অবসান সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। ইতিপূর্বে কৃষিবাহী ভারতীয় ব্যবসায়িক কৃষির বদলে অধিকতর মানের আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের ভূতপূর্ব অধিকর্তা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার পরবর্তীর বর্তমান বাজেটেও কৃষির এ খাতে ব্যয় করা হইয়াছে মোট খাতের ১.৭৫ ভাগ মাত্র পাকিস্তান দেশগুলির সহিত তুলনা করিলে যে মাত্র যে অনুপাতে মাথাপিছু কৃষির জন্য ব্যয় [illegible] আমেরিকায় ৮ টাকা, কানাডায় ১০ টাকা, সুইডেন ২ টাকা এবং ভারতবর্ষে ১ আনা মাত্র।

ভারতের শিক্ষানীতি

আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত অবস্থা দুর্বিষহ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা দুঃখজনক হলে এ কোন বিষয়ে পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করতে বঞ্চিত করে অবশ্য অনেক। বিদেশী শাসনের অধীনে শাসনযন্ত্র সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য একদল জাতী সাহায্য কর্তাগণ এবং আইনজীবীকে উপযোগীরূপে সৃষ্টি করাই ছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই একদিকে যেমন জাতিকে বিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, তেমনি কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করার উপযোগী ব্যবস্থা করাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য বিদেশী শাসনের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রধান দোষ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে সকল আলোচনার সূত্রপাত হয়, সেগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থার সাথে সঙ্গে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন করার দাবী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে ভারত সরকার এই সকল আলোচনার ফলে [illegible] নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবার কর্মনীতি গৃহীত হয় এই সকল কর্মনীতি অনুসরণে ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা [illegible] সংস্কারের বিভিন্নতে এক বৎসরের শিক্ষা [illegible]

ার শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত এই পরিকল্পনা
ই শিক্ষা পরিবর্তনাবলে প্রতিশ্রুতিলাভ করে।
রেশে কয়েক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রবর্তনের পূর্বে
রেই এরূপ আশা করা হইয়াছিল যে, ভারত-
কর্তৃক এরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি
সম্প্রতি ভারতীয় পার্লিমেন্টে ভারতের শিক্ষা-
মোদার আলাপ যে নূতন শিক্ষানীতি ঘোষণা
ছেন, তাহা আমাদের কোনপ্রকারই বিস্ময় করে
যে প্রস্তাবেই হউক আগামী ১০ বৎসরের
মধ্যে ছাত্রে বিনাব্যয়ে পূর্ণভাবে নির্দ্ধারিত
। উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পাঁচ বৎসরের জন্য
ন শিক্ষাখাতে ব্যয় প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত
ছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিক্ষিত
ছেলে আবশ্যিকভাবে শিক্ষকতা করিতে হইবে।
সঙ্গে ভারত সরকার আগামী ৫ বৎসরের জন্য
৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছেন। এই শিক্ষা
রিকল্পনা শিক্ষাপরিষদের অনুসারী প্রস্তাব
এবং সরকারের পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ
ব্যবস্থা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা এই পরি-
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন
শিক্ষক ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হইবে
ক ও ছাত্রদের স্বতন্ত্র পাঠসূচিমত অনুসারী
শিক্ষাদানে যোগদান করিবেন। কারিগরী
জন্য কলিকাতা ও বোম্বাই সহরদ্বয়ের পরিবর্তে
ইহাঁর ও ওয়ালটেয়ার বাইবার টেকনিক্যাল
শন নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে।
ং "চীফ ইন্সীট্যুট অফ সায়েন্স"
টিকে সাহায্য প্রদান করা হইবে এবং
বেঁপাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিংএর একটি নূতন
খোলা হইবে।
তীয় ঐতিহ্যকে যথাযথ রক্ষা করিবার
ন্যসূচিকা, কলাবিদ্যা, সাহিত্য, সঙ্গীত,
নৃত্য শিক্ষা বিস্তার জন্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক
দ্যোগে তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে।
যে একটি সঙ্গীতের ঘরানা কায়েম এবং আর
খানার নিউ দেল্হীস্থ কলেজে প্রতিটির
পরিচালনায় বিভিন্নপ্রদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার
বেষণাকেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে। আমরা
ছেদের পূর্ব সংখ্যা বসুমতী করি।

াবাদ

বিরতির পরে হায়দ্রাবাদ হইতে পুনরায়
সংবাদ আসিতেছে। ইত্তেহাদুল মুসলিমীন
ভাগ দল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতা-
(?) রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যেই "নোংরা
ভাষায় গালাগালি করিতেছে। কুখ্যাত ও
হইতে আরম্ভ করিয়া নরহত্যা ও নারী-
পর্যন্ত কোন প্রকার পাপেই তাহারা বিরত
অথচ এ ব্যাপার কেবল আজিকার ঘটনা
ীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতে
এই অত্যাচার বর্দ্ধমানভাবে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে তোফির তালুকের অন্তর্গত বেদীবুল্লা নামক গ্রামে দুই পরিবারের 'রাজাকার' (ইত্তেহাদুল "স্বেচ্ছাসেবক") হানা দেয় এবং গ্রামের পুরাতন ঐক্যের সহিত তাহাদের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে উভয়পক্ষ একসঙ্গে অধিক লোক হতাহত হয়। আক্রমণে ঐক্যের স্বেচ্ছাসেবক প্রায় ৮০ জন আততায়ী নিহত হয় এবং কেবলমাত্র ঐক্যের বাড়ী হইতেই ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

এইরূপ ঘটনা ব্যতীত হায়দ্রাবাদের সীমান্তে, বিশেষ করিয়া মোসাই ও বম্বাই প্রদেশের সীমান্তেও উত্তেজনা ঘটিয়া থাকিবে। অথচ এই সম্পর্কে নিজাম গভর্নমেন্ট এবং তাঁহার অনুমোদিত সালমরের কর্তৃপক্ষ উভয়েই মৌন থাকিতেছেন। অবশ্য এইজন্য ইহা মনে করার কোন কারণ নাই যে, নিজাম সরকার নিষ্ক্রিয়ভাবে নিরপেক্ষ থাকিতেছেন। ইতিমধ্যেই নিজাম সরকার ১ হাজার হায়দ্রাবাদীকে সশস্ত্রপ্রহরীরূপে প্রেরণ করিয়া তাহাদের করিয়াছেন। কিন্তু ইত্তেহাদুলের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়া রাজ্যের যে সব গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ রাজ্য সরকারের কার্যকলাপের সহিত অসহযোগিতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজাম সরকার নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছেন।

নিজামের এই আচরণে আমরা মূল বিস্মিত হই নাই। কারণ, তাঁহার বিবৃতির পরে পাকিস্তানে যোগদানে অক্ষম হইয়া তাঁহার যে মনোবেদনার কারণ ঘটিয়াছে, তাহা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে সংযমের ঔদার্য প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহাতে আমরা কেবল বিস্মিতই নহে, পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছি। নিজামের সঙ্গে হায়দ্রাবাদের সম্বন্ধ চুক্তি, তথা আইনের ছাড়িয়াই বিলয়। কিন্তু পাকিস্তানকে সোজাসুজি অর্থ সরবরাহ করা হইতে থাকে করিয়া বিশেষে পৃথক দূতাবাস স্থাপনের আলোচনা আরম্ভ প্রভৃতি পর্যন্ত, নিজামের পক্ষ হইতে যে সকল ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারত সরকার আবশ্যক মনে করেন না? অথচ ভারতীয় পার্লিমেন্টে শ্রীযুক্ত খাপার্ডের প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ভারতীয় সেনানিবাস ও বিমানবন্দরগুলি বিলোপ করা হইয়াছে। জানিনা সেই না কাশ্মীর-যুদ্ধকালের মত আবিসিনিয়া ভোট লাভ করিয়া হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ভারত সরকার বিধা করিতেছেন কেন? তবে আমার কথা এই যে, "জনমতের তথাকথিত উদ্যমের ইতিহাসপ্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে হায়দ্রাবাদকে বাদ দেওয়া করিবার অবস্থা ভারত সরকারের আছে। কিন্তু শুধু তাহাই নয়, অবিলম্বে এই অবস্থার ব্যবস্থা প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া বিলম্বে হইলেও সুখের

পশ্চিম বঙ্গের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের এক সাম্প্রতিক উক্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিমের কাজের চাপ খানিকটা লাঘব হইয়া আসিলেই প্রথমোক্ত সরকার ব্রিটিশ অফিসের বিতাড়িত রাজনৈতিক কর্মীদের সাহায্যদান সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই সম্পর্কে সরকারের পক্ষ হইতে যে প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে সাহায্য প্রদানের পাত্রপাত্রীকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) পরলোকগত সাহিত্য রাজনৈতিক কর্মীর দুর্ভাগ্য পরিবার (২) বৃদ্ধ ও অক্ষম রাজনৈতিক কর্মী এবং (৩) বর্তমান আন্দোলনে আহত মৃত এমন সাহিত্য রাজনৈতিক কর্মী, যিনি শিক্ষিত অথবা শিক্ষিত নন, অথচ দুঃস্থ ও অসহায়।

প্রথম দুই শ্রেণীর সম্পর্কে সরকারের অভিপ্রায়, মাসিক সম্মান উপযুক্ত অঙ্কের মাসিক ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান ১৯২১ সালের আন্দোলনে সরকারী নিষ্পেষণের ফলে ধ্বংস, অথবা বন্ধ হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত সরকারের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই সাহিত্য সাহিত্য কর্মীদিগকে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

(১) কোন বিশেষ দলের জন্য কোন সাহিত্য রাজনৈতিক কর্মী অক্ষম বিষয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হইলে, তাহাকে ছাড়া বৎসর পর্যন্ত ঐ বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে।

(২) সরকারী চাকুরীতে বেসরকারী অভিজ্ঞতা কিছু বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, অন্যান্য গুণ থাকিলে তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

ঐতিহাসিক বিচারের জন্য আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ইতিপূর্বে সাহিত্য সাহিত্য কর্মীদানের চাকুরীতে যে ঘটেছে, বিভাগ সাধারণ কোরাণীগিরিতে তাহাতে সমপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করা হইত পুলিশের রায়ের উপর। কোন-প্রকারের রাজনৈতিক সংস্রব থাকিলেই পদ-প্রার্থী অযোগ্য বিবেচিত হইত। অন্যান্য প্রদেশে ইহার তীব্রতা অতটা অসহ্য না হইলেও মোটের দেশের যত মুক্ত এবং তাহার দান বিদ্যা বহুজন পরিবারকে সরকারী নীতির সমালোচনা তোলাইতে হইয়াছে। আজিকার স্বাধীন ভারতের যে পরাধীন ভারতের বিদ্যাবিধান চলিতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে কারাগার বন্ধুর পুনরায় বন্ধিত হইবার পরে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে সংযোগিতার অভিযোগে যে সব পাইকারী গ্রেপ্তার করা

বিশেষ প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার

১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে ব্রেটন উডস চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ওই চুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা না জানার ফলে সাধারণ উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে।—আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইতেছে, যাহাতে মুদ্রা-বিনিময় সমস্যায় জর্জরিত না হইয়া, পৃথিবীর বাণিজ্যব্যবস্থা স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। আর বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে যে, অনুন্নত জাতিগুলি ও দুর্বিষহ দেশগুলি বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্যে যাহাতে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির সমান হইতে পারে, তাহার জন্য সাহায্য করা। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার গুরুত্ব বিশ্বের পক্ষে এবং তাহাদের পক্ষেও সর্বাধিক বলিয়া এই সংখ্যায় আমরা মুদ্রাভাণ্ডারের বিষয়ে আলোচনা করিলাম।

গত ২১এ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার তাহার এক বৎসরের কার্যক্রম পেশ করিয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে তাহাকে প্রবল বাধা বিপত্তি ও সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মুদ্রাগুলির স্থায়ী বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাহাতে বিশ্বের বাণিজ্যিক জটিলতার ফলে মুদ্রাগুলির পৃথিবীতে যেন ঘোরা-ফিরির আধিক্য না ঘটে, তাহার স্থায়ী ব্যবস্থা করা। এই চুক্তিতে যে ৩৮টি দেশের প্রতিনিধি ছিল। তাহারা প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহারা তাঁহাদের মুদ্রার মূল্য স্থির রাখিবেন এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতীত সে-মূল্য পরিবর্তন করিবেন না। ৩৮টি দেশ তখনই তাঁহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়া দেন কিন্তু বাকী ১৭টি দেশ এখনও তাঁহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দিষ্ট করেন নাই। চুক্তিতে তাঁহাদের এইরূপ কিছু সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও অতিবাহিত হয় নাই। এই ৩৮টি দেশ ব্যতীত ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া পরে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে যোগদান করিয়াছে এবং পাকিস্তানও এই বৎসরে উহার সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

চুক্তিতে ইহা সকলেই মানিয়া লন যে তাঁহারা মুদ্রাভাণ্ডারের সম্মতি ছাড়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট মুদ্রার হার পরিবর্তন করিবেন না এবং বিনিময়ের ব্যাপারে তাঁহারা, বিশ্ব-ব্যাঙ্কের যে আইন-কানুন প্রবর্তন করা হইয়াছে, সেই নিয়ম বা আচরণ সকল সময় মানিয়া চলিবেন। মুদ্রার অত্যধিক পরে অনেক দেশের পক্ষে বিনিময় সম্পর্কে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে বলা হইয়াছিল যে, অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সব বিধিনিষেধের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে এবং বিদেশাগত অবাধ বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইবার পক্ষে তখন আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। এই উদ্দেশ্যে সকল দেশগুলি যাহাতে একটি ক্ষেত্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা পাইতে পারে, তাহার জন্য মুদ্রাভাণ্ডারে প্রত্যেক দেশই তাহাদের বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী চাঁদা জমা দিবে। (চাঁদার অর্ধেক মূল্য সোনা বা ডলার এবং বাকী অংশ তাহাদের নিজেদের মুদ্রা)। এই জমার পরিবর্তে মুদ্রাভাণ্ডারের সভ্য দেশগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কাজ সম্পন্ন করে। তবে কি পরিমাণ অর্থ এবং কি কি সর্তে এই মুদ্রা লওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য কতকগুলি বিধি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়, মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ইহার সদস্যভুক্ত দেশগুলিকে শুধু স্বল্প সময়ের জন্য বিশেষ মুদ্রা ধার দেওয়া হয় এবং ইহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কোন যোগ নাই,—সে-কাজ বিশ্ব ব্যাঙ্কের।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কাজ শুরু করিয়াছে মাত্র এক বৎসর। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে ইহাকে প্রবল বাধা বিপত্তি ও সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং কি ভাবে সে সকল সমস্যার আশু সমাধান করা যায় তাহা সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্স আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নিকেশ অবাক করিয়া ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং তাহার নিজের সুবিধামত অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে ফ্রাঙ্কের মুদ্রা বিনিময়ের হার স্থির করিতে বর্তমানে চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ ও ব্যবসাক্ষেত্রের কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দিষ্ট মুদ্রানীতি পরিত্যাগ করিয়া ইহার কার্যকারিতাকে উপেক্ষা করিয়াছে। বহুপতি এখন ব্রুটনের ষ্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাস হইবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহাতে মুদ্রাভাণ্ডারের সমস্যা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়াও ও ব্রুটনের অর্থনৈতিক মহল আশঙ্কা করে যারে যারে ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিতে কখনও দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া ইউরোপের দেশগুলিতে, মুদ্রা বিনিময় সমস্যা যেভাবে বিষম বিষম জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পাউণ্ডের বর্তমান উচ্চ মূল্য কেমনভাবে টিকিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের প্রভাব যখন উঠে তখন মুদ্রাভাণ্ডার, বিশেষ করিয়া ব্রুটেন, এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিল যে, এই একটি বার মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষতি করিয়া মুদ্রাভাণ্ডার ও তাহার অন্তর্ভুক্ত দেশের ক্ষতি পাইবে। ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর আপত্তির কারণ এই ছিল যে, সে ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস করিলে, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সম্পর্কে "অবমূল্যায়নের" সৃষ্টি হইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

সবচেয়ে ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের দুই মাসের মধ্যে এই আশঙ্কার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের ফলে অবাধ বাণিজ্যের সৃষ্টি পাওয়াতে, ছোট ছোট ও অবশ্যের যে আমদানীর পরিবর্তে রপ্তানী সম্ভাবিত হইয়া বিশেষ সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। এই জন্য ওইসব দেশ 'উচ্চ (Over-valued) মুদ্রার মূল্য হ্রাসের জন্য করিতেছে। বিশেষ করিয়া পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের মূলে রহিয়াছে ব্রুটেন ও মার্কিন আর কোন দেশগুলিতে এই দাবী আরও প্রবল। কারণ এই দেশ দুইটিতে ব্রুটেনের বেশীর ভাগ আমদানী ও তাহা বর্তমানে রপ্তানী বাজারে বিশেষ প্রতিযোগিতা বলিয়া সকলে চাহিতেছে না। কিন্তু মুদ্রা সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রপ্তানীর ব্যবস্থা একটু কমাইবার দেখা দিলে তখন ব্রুটেন অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে অধিকতর সচেষ্ট উদ্যোগী হইবে। এমন কি এখনও যদি ব্রুটেন হইতে ব্রুটেনের অর্থ-সাহায্য পাইবার আশা থাকিত এবং তাহাকে ডলারের বিনিময়ে ষ্টার্লিং ক্রয় করিতে হইত, তবে তাহার পাউণ্ডের বর্তমান মূল্য স্থির রাখা সম্ভব হইত বর্তমানে ব্রুটেনকে তহবিলের ক্ষয়ও চিন্তা হইবে, কারণ ব্রুটেনের রপ্তানীর উপর তাহার আশা নির্ভর করিতেছে। ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাসের ক্ষেত্রে যেখানে দিয়াছিল থাকিবে না। সুতরাং অন্যান্য দেশ মুদ্রার বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া—তাহাদের সুবিধা ও দেশ-অবাধের ফ্রাঙ্কের বিনিময় হার স্থির করা আলাপ আলোচনা চালাইতেছে। তাহাদের এই আলাপ আলোচনার সফল হয় তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা যে প্রতিশ্রুতি ও সম্মান এখনও আছে তাহা একবার কঠিন বা পড়িবে এবং যদি এই সকল দেশগুলিকে [illegible] ফ্রাঙ্কের বাকি করার পথ হইতে নিবৃত্ত করা পারে, তবে এই ভাণ্ডারের কার্য যে কতখানি সাফল্যে তাহাও নির্ধারণ করিবে। বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরি অবস্থাতেও যদি এই প্রতিষ্ঠানের কার্য বিশেষভাবে হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রুটেনের সঙ্কীর্ণ আর্থিক অবস্থা—সরকারের সুস্পষ্ট কর্মনীতির অভাব—মার্কিন অর্থ সাহায্যে নির্ভর করায় সমালোচনা—বেকার বৃদ্ধির আশঙ্কা।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৪ই মার্চ—ব্রুটেনের ১৯৪৮ সালের অর্থনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতে ব্রুটেনের ১৯৪৮ সালের প্রথম দুই মাসের অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও লক্ষ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণীতে অবশ্য বলিয়া সঙ্কেত করা হইয়াছে যে এই বৎসরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আর সাহায্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। যদি কোন কারণে এই বহুপ্রত্যাশিত সাহায্য হইতে ব্রুটেন বঞ্চিত হয় তবে তাহার চরম বিপর্যয়ের আশঙ্কা আছে এবং জনসাধারণের পক্ষে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার মিঃ স্টাফোর্ড ক্রিপস এক বেতার বক্তৃতায় দেশবাসীকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, "যদিও আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন না হই, তবে আমরা চরম বিপর্যয়ের ও অরাজকতার সম্মুখীন হইব"। ঠিক এই সময়ে বিবরণীটি প্রকাশিত করায় সরকার দেশবাসীর নিকট জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্বি তুলিয়া ধরিয়াছেন—এইরূপ সাবধান বাণী করার উদ্যোগ করিয়াছে কিন্তু তাহার ফলে কি লাভ হইয়াছে তাহা বুঝা শক্ত। রাজনৈতিক শ্রমিকদলের সভ্য ও অন্যান্য সরকারী বিরোধী দলগুলি সরকারের বারে বারে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করার জন্য তীব্র সমালোচনা করিতেছে। তাহাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া ব্রুটেনের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করা উচিত; তাহা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ব্রুটেনের পক্ষে ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

এদিকে এই বিবরণীটি এমন অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে যখন ব্রুটেনের সমস্ত মহল উদ্বেগ ও আশঙ্কায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময়ে জনসাধারণের উদ্দেশে সরকার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দেশবাসীর পক্ষে এমন কি করণীয় তাহার কোন নির্দেশ দিতে পারিয়াছেন না। ব্যবসায়ী মহলে এই বিবরণীর সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, সরকারী বিবরণীতে অনেক তথ্য থাকিলেও দেশবাসীর কর্তব্য ও সরকারী শিল্পনীতি কি হইবে সেই বিষয়ে কোন কর্মসূচীর আভাস নাই। রক্ষণশীল দলিলের মত এই যে, ব্রুটেন হইতে বলিয়া সরকার যে ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করিবেন বলিয়া সরকার এই বিবরণীতে বলিয়াছেন, তাহা বিদেশে কলপ্রসূ হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন না। কারণ অন্যান্য দিক হইতে যদি অধিকতর বরাদ্দ্রাস করিয়া আনিতে না হয় তবে সরকারের পক্ষে অবশ্য সামরিক ব্যয় হ্রাস করা উচিত।

অনেক বিশেষজ্ঞ হইলেও সরকার পক্ষের অনেকেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রমিকের কাজের সময় যদি সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা ও মজুরী বৃদ্ধির দাবী যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে ব্রুটেনের পক্ষে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর কোন পথ থাকিবে না। ইতিপূর্বে অন্যান্য সংবাদলিপিতে আমি বলিয়াছি, কয় কাজের ঘণ্টা কমা ও মজুরী বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ ক্রিপসও এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে এখন ব্রুটেনের একমাত্র কর্তব্য হইল বেশী উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই বিষয়ে মার্কিন হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস্ বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাদের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ব্রুটেনের সমাজতান্ত্রিক সরকার অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী করিতে পারিলেও কয়েকটি ব্যাপারে তাহাদের গুরুতর ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহারা অতিমাত্র মাত্রায় কাজ করিতে গিয়া ঐ ভুলগুলি করিয়াছেন। সাধারণ মুটিন নাগরিকদের অর্থের অনুপাতে হ্রাস করিবার মত তেমন মজুরী বাড়ানো হয় নাই। ফলে, শ্রমিকেরা কাজ করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিতেছে না। তাছাড়া সরকার সামাজিক কল্যাণের নামে যে সব ব্যয় করিতেছেন তাহা শ্রমিকদের বেশী রোজগার করিবার উৎসাহকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দাঁড়াইতেছে।—এই কথাগুলি সরকারের পক্ষে এখন বিশেষ প্রণিধানের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে আরও আলোচনা হইয়া গেলেও এখন যখন মার্কিনী বিশেষজ্ঞদের মতও এইরূপ, তখন সরকার এই ব্যাপারে আর উদাসীন থাকিতে পারেন না।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি—সাধারণ নাগরিকের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস—আন্তর্জাতিক ঋণ চুক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন সংবাদপত্রের জেহাদ—যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী হ্রাস।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৩ই মার্চ—"ফাইনেন্সিয়াল ইভনিং পোস্ট"-এর একটি প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের তুলনায় সমাজের যে অর্থাগমের অনেক বৃদ্ধি পাইলেও বিনিময়ের বৃদ্ধি ও উদ্বৃত্তের সরকারী কর বৃদ্ধির ফলে তার অনেক অংশই ১৯৩৯ সালের তুলনায় অনেক পাইয়াছে। মত সম্প্রতি পাইকারী পণ্যমূল্য যে সরকারী সূচক বাহির হইয়াছে তাহাতে এ ১৯৩৯ সালের পণ্যমূল্যের সাধারণ পাইকারী মূল্য বর্তমান বাজারে তাহার মূল্য ৩২৭% হইয়াছে। (বিভিন্ন ব্যবসার মালের জন্যকরের মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের মতে অন্তত দুই বছরের মুদ্রাস্ফীতি কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি তাঁহাদের উদ্বেগ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলিয়াছে যে ১৯৪৮ সালের প্রথম দুই ব্যবসায়ীদের নিকট মালের কর্মের পরিমাণ গতবারের দুই বৎসরের তুলনায় অনেক কম পাইয়াছিল যার ফিরে দুটা প্রকাশ করিতেছে এমনকি ব্যবসায়ীরাও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের উৎপাদনের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বদলাল করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব বৃদ্ধি পাইবার ফলে লাটিন আমেরিকায়, ইউরোপে ও নিকট প্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসাহায্যের বৃদ্ধি পাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে অতিরিক্ত ঐসব অঞ্চলে মাল পাঠাইতে হইবে। ফলে, এইবারের মত বাজারে মন্দাভাব পড়িবার আশঙ্কা করিয়াছে। এই বৎসরে সাধারণ নির্বাচন হইবে বলিয়া সব কারবার বৃদ্ধি করিতে সাহস করিবে না, কারণ সাধারণ এখন, বক্তৃতাদানে যে সব প্রতিশ্রুতি ও পরে বাস্তবে হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত সাহায্যে আ করিতেছে। এবারকার কংগ্রেসের উপর বা আরও কর বৃদ্ধি করিয়া কোন রাজনৈতিক নির্বাচনের মূলে অর্থপ্রেরণা হারাইবার ঝুঁকি না। এই সম্প্রতি ক্লাপলস অ্যাসোসিয়েশন ব্যাঙ্কারেরাও ব্যাঙ্কের সম্পর্কে গভীর আশঙ্ক করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যুদ্ধের সময় আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে আমি ব্যাঙ্কে হিসাবে ১০ হইতে ৮০ বিলিয়ন ডলার সঞ্চিত থাকিবে, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ব্য ভঙ্গ হইয়াছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বিষয়ে পূর্ব হইতেই সাবধান বাণী উচ্চারণ বলিয়া আসিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছিতে আসিতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। এখন ট্রুম্যান-নীতি ও পরিকল্পনা যখন অর্থনীতির দীমা ছাড়াইয়া পরিণত হইয়াছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা বলাই অ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, এই যখন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে উৎপাদনের পরিমাণ অতীত তুলনায় প্রায় দ্বিগুণই আছে। শুধু দেশের

সাধারণ করিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব দেশের দ্রুতবর্ধমান অর্থাভাব, বর্ধিত বা অস্বাভাবিক প্রয়োজন অনেকের ধারণা হইয়াছিল বাজেটে তখনের অভাব দূরীভূত হইবে।

বস্তুতঃ অর্থ বৎসরের মধ্যে যে সম্পর্কে যে হইয়াছে তাহা এখনও অনুমেয় মাত্রেই। ইতিমধ্যে এখানকার সংবাদপত্রগুলিতে এই বাজেট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কোন এই চুক্তিকে সমর্থন করিয়া মার্কিন সরকারের কর্তৃপক্ষের আর কোন কোন পরিকল্পনা চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিতেছে, এই চুক্তির অর্থাভাবের কার্যে করিয়াছে। তবুও ইহার তাদের সমালোচনাই অধিক করিতেছে যে, তাহাদের চুক্তি অনুমোদন না করে। তাহাদের মতে তা হলে যুক্তরাষ্ট্রকে যে সকল তৈলসম্পদ ও ধনের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে ও পরে অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার ফলে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইজন্যই এই। যেসকলির মধ্যে যে ওটি যেন এই ধরে সব তাহারা সকলেই এই চুক্তিরই মধ্যে আবদ্ধিত [।]

। আমেরিকা যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানী ছিলেন তুলনায় প্রায় সকলেরা এখার তাদ ছিল ছ এবং ১৯৩৬ সালে অধিবেশের পর হইতে এত ছাস আর কোন বারেই হয় নাই। প্রস্তাবী বর বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীরা তুমুল আলোচনা করিছে এবং বহু কারণে সভাপতি ট্রুমানের সমর্থন ও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাবী বাজেট একেবারে ফেলিয়া দিতে না পারিলেও বিধেয়ের কঠোরতা করকাংশে লাঘব সমর্থ হইবেন। সিনেটর টাইডিংস্-এর মতে সালের ট্যারিফ চুক্তি লইয়া যে তুমুল বিতর্কের হয়, তাহার মত আর একটি বিতর্কের ও হইবে বর্তমান সরকার যখন বর্তমান বাণিজ্য নোদ ছাঁটি করিতে চেষ্টা করিবেন। এই া চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ই জুন শেষ হইয়া ।

ঃ ভারত উচ্চ—সরকারের বাণিজ্যনীতির আলোচনা—ঘনি সম্পর্কে সরকারের ট কর্মনীতির অভাব—মুদ্রানিয়ন্ত্রণে সাফল্যের লা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সম্প্রতি হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই কঠোর সমালোচনা করিতে হইয়াছে। সমালোচকদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে সমস্তাবে সকলকে উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। পর মুহূর্তে বাণিজ্যমন্ত্রীকে তাঁহার নূতন পাই সমর্থন সংরক্ষণে দাঁড়াইয়া সমালোচকদের তীব্র আক্রমণের সম্মুখে খুবই স্থির ধৈর্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত নীতির সমর্থনে তিনি যে যুক্তির উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই : বরং তাহার ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচকদের আক্রমণ আরও তীব্রতর হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত ডালা তাঁহার সমালোচকদের প্রতি উষ্ণ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে ও যেরূপ প্রচারণা হইতেছে তাহার পিছনে পার্শ্বদেশীয়ের চক্রান্ত রহিয়াছে। কিন্তু পার্লামেন্টের সভায় যেসব সদস্য শ্রীযুক্ত ডালার প্রস্তাবিত সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই এবিষয়ে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে বলে করিবার কোন কারণ পাই। সদস্যদের অনেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত ডালার নূতন রাষ্ট্র বাজার ফলে বাজারে অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং পাই মূল্যমান বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহাদের চলার পথ হইয়াছে।

যদি ও পূর্ব পরিচয় শ্রীযুক্ত ডালার তাঁহার সমালোচকদের অনেকটা শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার তিন-তিনটি বক্তৃতার তার তাঁহার উপর বাণিজ্যমন্ত্রীর ফলে তিনি অন্তত একটি বিষয়ে কিছুটা ভাব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ের ক্রমপ্রসারমান দিন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ডালার চুক্তিমূলক ভঙ্গি, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পূর্ব পরিচয়কে অনুপস্থিত উৎপাদন কিরূপ বেশের সমালোচনা করিয়াছেন তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার সরকারের বর্ধিষ্ণুনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহা বেশমুখ বলেন যে ইটোমিয়াম, বাইরা, ম্যাঙ্গানীজ এবং নিকিলা প্রভৃতি যেসব খনিজ ধাতু আমাদের উন্নয়ন হইয়াছে তাহার যথোচিত ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ডালার মতের সেরূপই অর্থাভাব নয়। কেন্দ্রীয় খনি বোর্ড গঠন করিবার যে কথা উঠিয়াছিল তাহার কি হইল তাহাও তিনি জানিতে চাহেন, কিন্তু তিনি খনিজসম্পদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে তেমন তিনি খনিজদ্রব্য সম্পর্কে সরকারের নীতি ঘোষণা করিবেন।

শ্রীযুক্ত নিত্য শ্রীযুক্ত ডালার সরকারী বাজেট বিষয়ক নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, শুধু হ্রাসবর্ধন করিলেই সরকারের কাজ শেষ হয় না। সরকারের পক্ষে মূল্যবিধান করার যে নীতি আছে তাহা সরকার যথাযথ পালন করিতেছেন না। তিনি এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডালার সরকারের শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া পাকিস্তানের উদাহরণ দেখান। পাকিস্তান সরকার ডলারকে বেসরে মূল্যনির্ধারণ করিয়াছেন, ভারত সরকারেরও তাহা করা উচিত। কিন্তু ভারত সরকার সেইদিকে কোন নজরই দিতেছেন না বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। শ্রীযুক্ত ডালার তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই :

কিন্তু বিতর্কে সিনেটে কমিটিতে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে যে বিলের অবতারণা করা হয়, তাহার মুখবন্ধে অর্থ-সচিব বলেন যে, যাহাই সম্পর্কে সমালোচনা করিতে যাইয়া যে সব সমালোচক অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহার যাহোটের সঙ্গে কৃষিল রাজস্বের সম্পর্কের যাহোটের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন যে অবশ্য বৎসরের পরে এর আয় সম্বন্ধে যাহোটের মূল কাঠামো পরিবর্তন সাধন সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর সম্পর্কে যে তত্ত্ব উঠিয়াছে তদ্বিষয়ে তিনি বলেন, যিব যিন প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে পরোক্ষ করের বিস্তার বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে প্রত্যক্ষ করের ক্ষতির বিপূর্তি অবশ্যম্ভাবী। তিনি এই সম্পর্কে বলিবার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, ধনবৈষম্য বিদূরিত হইবার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ করের প্রয়োজনীয়তা বিলোপ হইয়া যাইবে।

অর্থ-সচিব আরও যখন বলেন যে, তিনি দেশের রাজস্বের দুর্নীতি নিবারণের প্রতি মনোযোগ দিবেন, তখন সমস্যম তাঁহাকে সমর্থন করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান আইন কংগ্রেসের অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার কথা উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি সমরসজ্জায় তাহার নিজ বাণিজ্যকে নিয়োজিত করে, তবে অন্যান্য

সঙ্কলন

সরকারী কাজে বক্তৃতা প্রদর্শনের সুযোগ

প্রকাশ, সরকারী কাজে অধিকতর দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন যাহাতে সরকারী কাজের উপযোগী নূতন নূতন প্রচার উপায় উদ্ভাবনে উৎসাহিত হইবেন। সরকারী কর্মচারীদের কাজে যেন আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকে, সেই উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিকদের উৎসাহিত করিবার জন্য পর্যবেক্ষণ উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল কর্মচারী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিবেন ও যাহাদের প্রচার গৃহীত হইবে, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি পরীক্ষার জন্য প্রাথমিক কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটি পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

পাকিস্থানে কলম বন্দর

কেন্দ্রীয় পাক-সরকারী কর্মচারী সমিতির এক বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্থান সরকার যদি তাহাদের দাবী মানিয়া না লন, তাহা হইলে সরকারীরা ২৭এ মার্চ কলম বন্দরে কর্মবিরতি করিবেন। কর্মচারীরা দাবী করিয়াছেন :

(১) পুরাতন পে-কমিশনের অসঙ্গতি দূরীকরণী করিতে হইবে এবং স্বাধীনতা পে-কমিশন গঠন করিতে হইবে (২) ছাঁটাই চলিবে না (৩) অতিরিক্ত লোকদের সকলের চাকুরী না হওয়া পর্যন্ত নূতন লোক নেওয়া চলিবে না (৪) কোন অতিরিক্ত লোককেই ছাঁটাই নোটিশ বা বিনোটিশে মাহিনা দেওয়া চলিবে না' এইরূপ কোন নোটিশ দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি পেশ করিয়া সমিতি দাবী করিয়াছে যে, ২৭এ মার্চের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে হইবে।

নিখিল ভারত উৎপাদক প্রতিষ্ঠান

২০এ মার্চ শনিবার হইতে নিখিল ভারত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ২০এ মার্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় এবং ২১এ মার্চ রবিবার বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় অধিবেশন বসে। পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২০এ মার্চ শনিবার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

মূল, মাননীয় মুখ্য সচিবের বিচার ও বহু প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়:—(১) উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) আমদানী নীতি, (৩) রপ্তানী নীতি, (৪) বিদেশ নীতি, (৫) শ্রমিক-সংক্রান্ত আইন।

কলিকাতায়, ইহার পূর্বেও, প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন

ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন স্থাপনের প্রয়োজনীয় বিনিময়রাশি সরবরাহের জন্য ভারত সরকার ওয়াশিংটনস্থিতে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদ এই যে, ঐ দলের শ্রীযুক্ত টি. কে. সি. নেয়ার ও বোম্বাই টেলিফোন সিস্টেমের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ব্যানার্জিকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে ট্রাক্টর চালন-উদ্যম

ট্রাক্টরের সাহায্যে অল্পায়াসী প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে শস্য উৎপাদন করার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী সেই ট্রাক্টর চাষের উদ্বোধন করিয়াছেন। রবিবার এই বিস্তৃত জমি শস্যের পক্ষে অধিকার আগাছায় পরিপূর্ণ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, আর, সেন উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় পাট নিয়ন্ত্রণ আইন

এই বিধান রহিত করার ফলে অধিকাংশে পাট উৎপাদনকারী অংশেই পূর্ববঙ্গের জমে পড়ায় চটকলগুলির চালিয়া মিটিতেছে না। অধিকাংশ চটকলই আবার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় কোমিনিয়নে পাট চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী বলে ও অন্যান্য বাদ চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির শুভ ইচ্ছা গ্রহণ না করিলে পাট চাষ বৃদ্ধির অসুবিধা আছে। এই সমস্ত কারণে যে সমস্ত জমিতে আমন ধান হয়, সেই সমস্ত জমিতে পাট চাষের জন্য ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাট বিক্রয় আইনের অনেকটি ধারার সংশোধন প্রয়োজন।

হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা

উড়িষ্যা রাজ্য পরিষদে প্রয়োজনের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা বলেন যে, ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে হীরাকুদ বাঁধ-এর পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার প্রাথমিক কাজ শুরু হইয়াছে এবং ভারতীয় কৃষক্যা পর্যবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদন আছে যখন যে, ধারাসভাকে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ কে. এল. রাওকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় বর্ণপ্রবাহের ও পূর্ত কমিশনের চেয়ারম্যান রাও সাহেব এ যোগদানে সুযোগ দিয়া পরিবহনের চলমান উন্নতির বর্তমান সমস্যার আছেন।

আয়কর সংশোধন বিল

১৯৫৮ সালের আয়কর সংশোধন বিল স বিশেষ কমিটি যে রিপোর্ট কোমিনিয়ন পার্লি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে ৫টি প্রধান পরিবর্তনে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কমিটি প্রথম বক্তা সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত কমিশন নিযুক্ত ক চাহেন। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ কমিশনের কা এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন। কমিটি উদ্ধ সাহিত্য বাবের পরিবর্তন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, কমিশন যখন মনে করিবেন যে অধিক তদন্তের প্রয়োজন আয়কর প্রদানে ফাঁকি পড়িবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তদ করা হইবে।

তৃতীয়তঃ, কমিশন যদি মনে করেন যে করদাতা মালপত্রে কোন ফাঁকি দিয়াছে বা দিয়াছে, তাহা হইলে কমিশন জরিমানের পরিমাণও কমিয়া করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ, কমিটি মনে করেন যে, অবা অফিসারের বহিল ও কাগজপত্রাদি উদ্ধার ব ক্ষমতা থাকিবে। তদনুযায়ী তাহাকে সেই দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, কর দায় সম্পর্কে কমিশনারদি দে দেওয়া কমিশনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে

পাকিস্থানের তীব্র বস্ত্র সঙ্কট

বস্ত্রাভাব দূর করার জন্য পাকিস্থান স কোন কোন মহল পাকিস্থানে বস্ত্রের প্রচলনে তীব্রভাবে চিন্তা করিতেছেন।

পাকিস্থানের চাহিদার তুলনায় পূর্ণ ও পাকিস্থানের মধ্যে প্রায় সমানভাবে ভ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে উহাদে অধিকাংশ উহাতেই কোন কাজ হইতেছে না। পূর্ব কাটার প্রচলন হইলে বিদেশ বস্ত্রের আমদানী অনেকটা হ্রাস হইবে এবং দেশের তুলাও করিতে পারিবে। পাকিস্থানের মিলে বৎস প্রস্তুত হয় মাত্র ৯ কোটি গাঁইট, কিন্তু প্রয়োজন ক ৩৬ কোটি গাঁইটের। বর্তমানে মিলে কাপড় প্র ৩১ কোটির ১ গজ ২০ গাঁইট, কিন্তু বাৎসরিক প্র ৭৬ কোটি গাঁইটের।

আণবিক শক্তি গবেষণা

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এস, এস, ভাটনা

অব্যাহত নিম্নগতি

অভিজাত কোম্পানির অবস্থা

গোলা সপ্তাহের বাজারের আলোচনা ছুটির দিনের জন্য। এই সপ্তাহে সমস্ত বিভাগেই ব্যবসা নিষ্প্রাণ ছিল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রতিকূল অবস্থার ছাড়াও এ সপ্তাহে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল, যেগুলির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের ৩৫ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়ের জন্য 'খোলা' রহিয়া যাইবে। অর্থাৎ এই টাকা সরকারের হাতে এসে গেছে বলে ধরা হয়েছে। বাজারে অবশ্যকভাবে এই আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া উপযোগী সর্বপ্রকার আলোচনা সপ্তাহে হইয়াছে।

• • • • •

এই সরকারের বিভিন্নমুখী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ অনেকেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নীতি ঘোষিত হইবার পূর্বে কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। বণিক ও বিনিয়োগকারীদের মনে নানা কারণে যে সন্দেহ ও সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছে তাহা দূরীকরণে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের কোন পথে পরিচালিত করিবেন এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা হইবে। এই কেন্দ্র করিয়াই হয়ত তাহাদের ভিন্ন দায়িত্বের গতি নির্ধারিত হইবে।

সম্প্রতি ও বিদেশ-প্রেরিত সাহায্যের সমস্যাগুলির ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার যে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিদেশের কোন নীতি গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয় বিশেষই ইহাদের আমেরিকাকে বৃহত্তরভাবে যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে আমেরিকার বিদেশ সম্পর্কিত হইবে বলিয়াই আশা। আমেরিকা হইতে নূতন ও আধুনিক শিল্প আমদানীর যে আশা তাহাও পোষণ করা, তাহার সাফল্যের সম্বন্ধেও সংশয়ের সৃষ্টি

এইরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কি শিল্পের সহায়তার সাহায্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমরা মনে করি। এবিষয়ে তাড়াহুড়া করিয়া ভবিষ্যৎ সর্বনাশের হেতু হইবে বলিয়া উচিত।

সমৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ যে প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিল বর্তমানে তাহা অপরিহার্য হইয়াছে। মুদ্রানীতির দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থসচিবের মনে আমার সঞ্চার করিয়া এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন নীতিই অবলম্বন মুদ্রাস্ফীতি করেই যে বিরাট আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। বিগত ১২ই ডিসেম্বরে বিভাগ ব্যাঙ্কের হিসাব পরিদৃষ্টে দেখা যায়, সপ্তাহকালের মধ্যে জনতা মুদ্রার পরিমাণ ১.৮৫ কোটি বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১৮.৮৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং চলতি মুদ্রার পরিমাণও ৩.৪১ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৩০৬.১৮ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। এই ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেশ অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নয়নের সহায়ক হইবে কিনা সন্দেহ। তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশের বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যকারকদের অনুকূল হইবে বলিয়াই মনে হয়।

• • • •

গত ১২ই ডিসেম্বরে (বৃহস্পতিবার) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব জানাইয়াছেন যে বাজারে কাইকারবারী মন্দা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শীঘ্রই একটি আইন প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলির সমবায় সমিতিগুলি তিনি বিশেষ ব্যবস্থা পরিবারে উপাপিত করিবেন। এই বছরে শুরুতর বাজারে অধিকতর মন্দার সৃষ্টি হয় এবং কেহ না থাকিলেও অভিজ্ঞতায় বিক্রেতার ধারণা পরিলক্ষিত হয়।

লাইকারবারের আশঙ্কা এবং সেবার বাজারের দুর্নীতি দূরীকরণকল্পে যে নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বর্তমান সময় সেরূপ আইন প্রণয়নের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। বর্তমানে বাজারের অবস্থিতির কোন ঠিক নাই, প্রাণের কোন স্পন্দন নাই। বাজারের ব্যবসা তরঙ্গায়িত, সেরূপ বহু প্রকৃত ব্যবসায়িবিরোধকারী আজ সন্দেহের। সাধারণ মানুষের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির অক্ষমতা ও নীতি সম্বন্ধে বিশ্বাসও খুব বেশী নয়। এরূপ অবস্থায় এই ধরনের নানা প্রস্তাবের বাজারের তীব্র একটানা অবনতির কারণ হইতে পারে এবং অর্থনীতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই নানা প্রস্তাবের সাহায্যে তাহাদের জীবনের চরম সুযোগ লাভ করিতে পারে।

আশাই এরূপ প্রস্তাবে দেশের ব্যবসায়িমহলের কারীরা আদৌ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বুলবন্ধ বন্ধিত হইবার যে কোন আশা তাহারা পোষণ করে তাহাও বিদূরিত হইবে। দেশের অর্থনীতি করিবার সাধারণ ভূমিকা তাহারা গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ এক পরিকল্পনাও এই আইন প্রণয়নে সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা সন্দেহ। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি যে বাজারে মন্দা দেখিয়া বিশেষ তাহা আদৌকরী হয় না। দরের উঠানামা বাজারের অর্থনীতির পরিচয় উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

অভিজাতদের কাছাকাছি সমতা সমাধানের যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে মনে হইতেছে যে উহা রাষ্ট্রই উহা প্রণয়ে সমস্ত হইবে। অতীতে বাজারের উন্নতি অবনতিই এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া ঘনীভূত হইয়াছে। পাকিস্তানের সহিত ভারতের সমস্ত ধরণের বিনিময় বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহা বাজারের পক্ষে যদি শেষ পর্যন্ত কিছুটা মঙ্গলজনক করিয়া আনে, তাহা হইলে আমরা খুশী হইব।

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানী কাগজের দরে প্রকৃত পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। বিশেষ করিয়া, অত্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির দিন পাকিস্তানের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের ঋণের পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ কলিকাতা ও বোম্বাই বাজারে বিক্রয়ের ফলে এই উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। ইহার ফলে অন্যান্য বিভাগেও মূল্যাবনতি ঘটে।

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে বিশেষভাবে মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। ৬% সুদের (১৯৫৪) ঋণ ছিল যত বছরের দিন ১০০।৩, তাহা ৮ পড়িয়া ৯৯৫০ হয়। বর্তমানে উহার দর ৯৯৫০। ১৯৫৩-৫৪ সালের ৩½ সুদের ঋণের দর আছে ১০১৮০।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের আজ কিছু কাজ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সেন্ট্রালের দর আছে ১১৮০। বিশ্বভারতী কলিন্সিয়াল আছে ৩১৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৭৫০। বিজয়া ব্যাঙ্কের দর ১০৩ টাকায়ে স্থির আছে।

কাপড়ের কল—

কানপুর টেক্সটাইল ১১ টাকায়ই স্থির আছে। এলগিনের দর ২ টাকা পাইয়া ৭৭৲ হইয়াছে। কেশোরাম ২৯৫০ দরে কেনাবেচা হইয়াছে। লক্ষ্মীরাম মিলের দর আছে ৩০২৲।

কয়লাখনি—

এই বিভাগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইন্ডাইটেলের মূল্য ৪৪ টাকা হইতে ১৲ কমে পাইয়া ৪৩৲ হইয়াছে। বেঙ্গলের দর ৪৪৲ টাকা হইতে সামান্য হ্রাস পাইয়া ৪৩৭ টাকা হইয়াছে। ভারতের দর আছে ৮৲, সাউথ করাণপুরা ১২৲, বরাকর ২৪৲, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৭৲, ভালডের ৪৮০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৯৮০।

চটকল—

এই বিভাগে প্রথমে সামান্য কিছু উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উৎসাহ স্থায়ী হয় নাই। হাওড়া সেক্সারের সাধারণ ৮৫ টাকা অবধি উঠিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে উহার দর আছে মাত্র ৮২৫০। ইণ্ডিয়া ২৪০ টাকা অবধি উঠিয়া পুনরায় ২৩৩ টাকায় নামিয়াছে। বজবজের দর আছে ২৮০৲, বেলিয়াঘাটার দর আছে ৩৪৮০। টাকাবাবী কেনাবেচা হইয়াছে ২২১ টাকায়। ভালভাসের দর আছে ৩৮৫০, প্রেসিডেন্সী ৭৮০, কাঁকিনাড়া ৪৪৪৲, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৩৩৫৲। নর্থব্রুর কাজ হইয়াছে ৯০ টাকায়।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইঞ্জিনীয়ান আয়রনের দর গত সপ্তাহে স্থির ছিল ৩৭৫০। শুক্রবার দিন এই দরের অবস্থিতি ঘটে ৩৮০০...

পড়ত। বর্তমানে উহার দর আছে ৩১৵০। ইঁদ অর্পারেষনের বর্তমান দর ১৬৵০, টেক্সটাইল সেক্সিনারী ৮৵০, কুমারতুলী ১০৲, বার্মাশেল ৯৸০, কেসল ১১৲। সেক্সওয়েট সভ্যাংশে যাহে ২।০।

চা—

চা-বাগানের সাধারণই কাজ হইয়াছে। লাগরের দর ছিল ২৬।০, লুমা ১২৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২০৲। হাতিকাঁদার দর প্রথমে ছিল ২৩৲, পরে দর ১৯৲। হাসিমারা কেনাবেচা হইয়াছে ১১২।০-র, বেঙ্গলস ৪৪ টাকায়। পাহাড়তলিয়ার দর ছিল ৪০৩ টাকা।

চিনির কল—

এ বিভাগে কাজ একরকম ছিল না বলিলেই হয়। ব্যালস দর ছিল ১২৪০, রাজসম ২৭।০, প্রতাপপুর ১৩৸০, কাশীপুর ২৭।০, চন্দারেণ ১২৲, বারভাঙ্গা ১৪।০।

বিবিধ—

এই বিভাগে বি, আই, সি'র আরও মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে। ১০৲ হইতে পড়িয়া বর্তমানে উহার দর দাঁড়াইয়াছে ৯৸০। অন্যান্য ১০।০ দরে একরূপ স্থির আছে। ভারত এয়ারওয়েজ আছে ৭৲ ইণ্ডিয়ান ফেরস্ ৩৸০। ন্যাশন্যাল উইাকো ৩৫৲, মার্টিন হেণ্ডারসন ১৭৯৲, ইণ্ডিয়ান ক্যাশকাল এয়ারওয়েজ ৯৲। ইণ্ডিয়া টীমশিপের প্রচুর কাজ হইয়াছে এবং সেয়ার মূল্য ১৫।০-তে বেচী আছে। অ্যাসোসেয়ার দর কিন্তু পড়িয়া ২৭৲ হইয়াছে। ক্যালকাটা ট্রামের দর ২১৪৵০ হইতে নামিয়া হইয়াছে ২০।০। ব-ক্যালেন্স ১৪৮৵০, ওয়াসকোর্ড ৫।০, মার্টিন-বার্ন লভ্যাংশে যাহে ১১।০। ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম বর্তমানে ২০৮৲ দরে পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশে ৫৫৩ পৃষ্ঠায়)

ধরিয়াছিল তাহা রদ করা তো হইয়াছেই, আদায়ীকৃত অতিরিক্ত অর্থও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধমানের পক্ষে এই বিলাসের কারণ অবশ্য লীগ অফ নেশনের ঔদাসীন্য। কিন্তু বিলাতে হইলেও আজ যে মন্ত্রীসভার সহিত সরকার এই সম্পর্কে উহাদের মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। পরিবর্তে সরকারী সিদ্ধান্তের ঘোষণাপ্রসঙ্গে প্রীযুক্ত বাসিলবিহারী সরকার বলেন, "অবশ্যই এইরূপ দেশপ্রেমিকের জন্য যাহাই অর্থ ও ত্যাগের পরিমাণ হইতে পারে না। অন্তত: যতটা করা উচিত, সরকারের সাধ্যমত সকলের মধ্যে তাহাও করা অসম্ভব। কেবল এইরূপ দেশপ্রেমিক জাতীয় কার্যকারিতার জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্বীকৃতির চিহ্নস্বরূপই সরকার এরূপ করিতে চাহেন।"

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও সাম্রাজ্যী চাল-চলনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া এক শ্রেণীর দেশবাসীর মধ্যে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়াছে, আশা করি ঐরূপ সরকারের ঔদিকে তাঁহারাও কিছুটা আশার আলোক দেখিতে পাইবেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার

(পূর্বাংশে ৫৫৩ পৃষ্ঠায়)

ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীষণ্মুখম চেট্টি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ব্রেটনের সঙ্গে ভারতের যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ফলে ভারত চলতি বৎসরে মাত্র এক কোটি পাউণ্ড (১৩ ৩৩ কোটি টাকা) ডলারে বা অন্য বিদেশী মুদ্রাতে পরিবর্তিত করিতে পারিবে। এই সামান্য অর্থে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিবিধ সংকার কাজকর্ম সম্পাদিত হইতে পারিবে না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার হইতে ভারতকে ঋণ করিতে হইবে। কি পরিমাণ ঋণের জন্য ভারত আবেদন করিবে তাহার সম্বন্ধে তিনি কিছু না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারি, তাহার পরিমাণ বেশী কম হইবে না। কারণ ভারতবর্ষ তাহার চলতির পরিবর্তে মুদ্রাতে যে ডলার অর্জন করে, তাহার তুলনায়—মুদ্রাতে হইতে ভারতের যে-পরিমাণ আমদানী করিতে হইবে—অনেক বেশী পরিমাণ ডলার ভারতবর্ষের প্রয়োজন। এখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার কি পরিমাণ ঋণ ভারতবর্ষকে দিতে পারে তাহার উপর ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। কারণ আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিদেশের যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে যে ডলার অর্জন করি তাহার বেশীর ভাগই যায় আমদানীতে বিদেশে রহিয়া যায়। অন্যান্য বিনিময়পত্রের আমদানী কমাইয়া-ছাড়ে বিস্তারিত করিয়াও আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিতেছি না। কাজেই এই মুদ্রাভাণ্ডার হইতে কি পরিমাণ অর্থ ভারতকে আমরা করিতে পারে সে-প্রশ্ন ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মুদ্রাভাণ্ডার এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর দুই একটি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) ছাড়া আর সকলেরই

নূতন মূলধনে সম্মতি

মূলধন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী গত বর্ষে যে সকল দেশ হইয়াছে তাহাতে সবর ১২টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪,৯২,৭১,২০০ টাকা মূল বিনিয়োগের অনুমতি দিয়াছেন। তাহার ম অধিকাংশ দেশের পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে তাহ মোট ২,৭৮,৭১,২০০ টাকা বিনিয়োগ করা হইবে দুই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে বম্বেয়া এবং ১৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইবে কাঁথরের পরিকল্পনানুযায়ী। নিম্নলিখিতভাবে মূলধন বিনিয়ো অনুমোদিত হইয়াছে।

বয়নের ও মুদ্রাঙ্কণ নিমাণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ৫০ লক্ষ টাকা, ছবি বিস্কুট বনস্পতি নির্মা জন্য আর একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ লক্ষ টাকা। বিনিয়োগকারী আর এক প্রতিষ্ঠানকে ১৪ লক্ষ টা চাউলের কলের জন্য ১৩,৫১,২০০ টাকা এবং দু অ্যালুমিনিয়াম আমদানীকারী ও পাই ব্যবসা প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন বিনিয়ো সম্মতি দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম মূলধনের পরিমাণ প্রদত্ত হইল—

ব্ল্যাকেট অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কানপুর	৮,৭৭,০
প্রতাপ স্পিনিং উইভিং অ্যাণ্ড ম্যাক্স কোং লিঃ, বোম্বাই	১৫,০০,০
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভলপমেণ্ট, সিউড়ীবাজার	১,০০,০০,০
সুবর্ণরেখা মিল লিঃ, মাদ্রাজ	১৫,০০,০
বি, আর সন্স লিঃ, বোম্বাই	১৭,০০,০
বোরাবাজার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও ডিভিলপমেণ্ট কোং লিঃ, বোরাবাজার	১,৪০,০
বম্বেয়ের আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস, লক্ষ্মীপুরি (কোলাপুর জেলা)	১১,০০,০
ভল্যাং স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিল, ৮১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৯,০০,০
অ্যালুমিনিয়াম রিক্রুয়াল লিঃ, বোম্বাই	৫,০০,০
(নূতন কোম্পানী)	
রবি ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বোম্বাই	৫১,০০,০
(নূতন কোম্পানী)	
মজুমদার ব্রাদার্স ফিল কোং লিঃ	
৯, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা	২৪,০০,০
জেনারেল অ্যাসেরেন্স কোং লিঃ কলিকাতা	২১,০০,০
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভলপমেণ্ট লিঃ, বোম্বাই	৯৫,০০
ফেইন ষ্টীট লিঃ, কলিকাতা	১৫,১০,
(নূতন কোম্পানী)	
বঙ্গলক্ষ্মী ইনভেষ্টমেণ্ট অ্যাণ্ড প্রপার্টি কোং লিমিটেড, কলিকাতা	২৫,০০
(নূতন কোম্পানী)	
ওয়েষ্টার্ণ ষ্টুয়ার্ট কোং কলিকাতা (ঐ)	৫,০০
শালিমার পেইণ্ট, কালার অ্যাণ্ড বার্নিশিং কোং লিঃ কলিকাতা	১৭,০০
ডি আর সাহন বোম্বাই (ইণ্ডিয়া) লিঃ বোম্বাই	৭,০০
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভলপমেণ্ট লিঃ, বাঙ্গালোর	২৫,০০
(নূতন কোম্পানী)	

বাজার

পাটের বাজারে উন্নতির লক্ষণ

[illegible] সপ্তাহের বাজারের বিশেষ উল্লেখ-[illegible] পাকিস্তান ও ভারত সরকারের মধ্যে তুলা ও তুলির সরকারী যোগসূত্র। গত [illegible] বিষয়ে তখন পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু [illegible] যোগসূত্র আবেদনের ছিলেন। নূতন [illegible] স্থির হইয়াছে যে, প্রতি ১৫ গাঁইট [illegible] মধ্যে পাকিস্তান ভারতবর্ষকে ১০ গাঁইট [illegible] করিবে। তবে মোট কি পরিমাণ মাল [illegible] হইবে তাহার কোন হিসাব এখনও [illegible] নাই। তবে মনে হয় পাকিস্তান এই গাঁইটের বেশী সরবরাহ করিতে সমর্থ [illegible] যোগসূত্র ফলে মোকাইয়ের তুলার [illegible] ভাব দেখা গিয়াছিল কিন্তু তাহার [illegible] মিলগুলির নূতন উৎপাদনশুল্কের সংবাদে [illegible] ভাব বিদূরিত হইয়া তুলার মনে দৃঢ়ি [illegible] অবস্থার আসিয়া দাঁড়ায় এবং মোট [illegible] সপ্তাহে বর্তমান দরের বিশেষ কোন [illegible] না।

[illegible] অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থা লক্ষ্য [illegible] মিলগুলি বাঁধাকপির অবর্তমানে [illegible] হইতে তুলা তাহাদের পাটের বস্তুত পরি-[illegible] জন্য আনে নেয়। বস্তুতপক্ষে [illegible] পুনর্গঠনের ফলে এবং এই মাসের শেষে [illegible] ছুটি করা হইবে বলিয়া যে সরকারী [illegible] করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে, পাটের [illegible] যে উহাই পরিবর্তিত হইবে বলিয়া [illegible]

[illegible] বাজারে এই উদ্বোধন করিয়া প্রায় [illegible] যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে [illegible] ফলে মোকাইয়ের চাহিদা বাড়িতে [illegible] সকলেই তাহাদের বস্তুত মাল [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য [illegible] করিয়া গত সপ্তাহে দরের সর্বনিম্ন [illegible] নাই।

[illegible] বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসি-[illegible] জোমিনিয়নের জন্য অধিকতর সং-[illegible] এবং রেলে পাট আমদানী বৃদ্ধি [illegible] বিভিন্ন মিলগুলি তাহাদের বস্তুত চাহিদা [illegible] প্রকাশ করিতেছে। কিন্তুকালের জন্য [illegible] বিশেষ পরিবর্তন হইবে না মনে করিয়া [illegible] পাট ক্রয় করা সুবিধাজনক মনে বিশেষ করিয়া, পাশ্চম বঙ্গ সরকার বাড়ন্ত [illegible] পাট চাষ বৃদ্ধি করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহা পাটের বাজার হইয়াছে। তবে ইহাও পরিষ্কার [illegible] কিন্তু দেশের বাজার ও অন্যান্য কারণে ১৯৪৯-৫০ সালের পূর্বে ভারতে মোট পাট চাষ বৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আশা করিবার কারণ আছে যে বর্তমান বছরের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় ইউনিয়নের পাটচাষ অনেক বৃদ্ধি পাইবে।—পাটের বাজারে এখন কিরকম লক্ষ্য করা যাইতেছে: অবাধ পুনর্গঠনের ফলে বাজারের অবস্থা কিছুটা সন্তোষজনক হইলেও অনেক নবাগতদের অভাব মিটিলে বস্তুতার পরিমাণে এবং বাজারে অভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয়ের করিতে পারিতেছে না বলিয়া, পাট বস্তুতীর কাজে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

তুলা—

আমী সরকার উপর সরকার যে ঢালাও কর ধার্য করিয়াছেন তাহার ফলে, তাঁহা তুলার বাজারে বিশেষ সতর্কতার সহিত বেচা-কেনা চলিতেছে। পাক-ভারতীয় তুলি ভারতের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে সরাহ হইলেও মনে হয় পাকিস্তান ভারতীয় ইউ-নিয়নের প্রয়োজনমত ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই ভারতীয় ইউনিয়নকে অন্যত্র দেশ হইতে তুলা আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত-পাক চুক্তির ফলে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, পাকিস্তানের তুলা আসিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবে। ফলে বাজারে কিছুকাল মন্দীভাব দেখা দিবে। কিন্তু পরে যখন জানিতে পারা গেল যে, পাকিস্তান হইতে ৫ লক্ষ কি সাড়ে-৩ লক্ষ গাঁইটের বেশী তুলা আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা নাই—তখন বাজারের অবস্থার উন্নতি হয়। এই পর্যন্ত পাকিস্তান হইতে মাত্র ১,১০,০০০ গাঁইট তুলা চালান হইয়াছে এবং যে পর্যন্ত লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মাত্র ১,১০,০০০ গাঁইট তুলা আর বিযুক্তিনের মধ্যে আমদানী হইতে পারে। সুতরাং পাকিস্তান সরকার গাঁইটপিছু ৩০৲ রপ্তানী শুল্ক ধার্য করিবার ফলে অনেকে মনে করিতেছেন যে, তাহাতে তুলার দর বাড়িয়া যাইবে। বর্তমান বস্তুত তুলার হিসাবে প্রতি কেজাবিকেতারা হিসেব নজর দিতেছে। বর্তমানে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় এই বৎসরের শেষে তাহাদের বস্তুত তুলার পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে অনেক কম হইবে।

সোনার বাট—

সোনার বাটের বস্তুত পরিমাণ কমিয়া যাইবার ফলে সোনার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। গত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাই বোম্বাইয়ের প্রধান ক্রেতা ছিল। সোনার বস্তুত পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ ভোলা বলিয়া জানা গিয়াছে এবং মাসিক হইতে বৈধিক আমদানী ও বিক্রয়ের পরিমাণও মাসিক প্রায় ৮,০০০ ভোলা হইতে ১০,০০০ ভোলা।

আন্তর্জাতিক সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চাহিদা আরও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বোম্বাইতে বর্তমানে ২০০০ বাট রপ্তা বন্ধ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মুক্তাবন্ধ—

কাঁচা মালের বাজারে কেরার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, যদিও এ আশা করা যাইতেছে যে, পাকিস্তানে কারখানা স্থাপনা করিবার পর অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। চালানীরা চুক্তিবদ্ধ তারাদের মাল বিভিন্ন স্থানে সময় চালান দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মুক্তা বিক্রয়ের অবস্থা সন্তোষজনক হইতেছে না। কারণ, কেরারা আরও মাল করিবার আশায় আছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পাইকারী ও খুচরা দরের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে। সুরাটের বস্তুতকারেরা তাড়াতাড়ি মাল বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে তাহাদের মাল কম দামে বহুদিন বিক্রয় করিয়া দিতেছে, কিন্তু খুচরা বাজারের দাম অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রেতাদের অবস্থার এখনও বহু উর্ধ্বে।

চা—

কলিকাতায় ১৫ই মার্চ প্রায় ২৫,০০০ প্যাকেজ চা রপ্তানী করিবার জন্য বাজারে আনা হয়। সকল প্রকার মালের জন্যই চাহিদা দেখা যায়। তাদের পাতা ও ভাল চায়ের দর টাকায় এক আনা হইতে দুই পয়সা বেশী ছিল। পরের দিন প্রায় ১১,০০০ বস্তা গুঁড়া চা ও ১১,০০০ বস্তা ভাঙ্গা চা আন্তর্জাতিক চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়। গুঁড়া চায়ের খুব বেশী চাহিদা দেখা যায় এবং দর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সাধারণ ও মাঝারির দরে দুই পয়সা হইতে এক আনা এবং উচ্চশ্রেণীর চায়ের দর এক আনা হইতে দুই আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় চা আসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আর, এল, বার্ডস আসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় দেশ বিভাগের ফলে চা শিল্পে যে কি প্রকার অসুবিধা ভোগ দিয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। বর্তমানে মাল চলাচলে যে বিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে তিনি তাহারও উল্লেখ করেন এবং বাংলা ও আসামের মধ্যে নূতন চলাচল পথের নৈরোধে জন্য মাল চলাচলের অযৌক্তিক বিলম্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবৃতি দেন। দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যে শুল্ক প্রাচীর তোলা হইয়াছে, তাহার কুফল সম্পর্কে তিনি দুই ডোমিনিয়নের শাসনকর্তাদের নজর দিবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এই শুল্ক প্রাচীর গড়িয়া উঠিবার ফলে ভারতের ও পাকিস্তানের চা শিল্পের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ আমেরিকা ও অন্যান্য চলার অঞ্চলে এই শুল্ক বাধ্যের ফলে চা রপ্তানীর কাজ ভয়ংকরভাবে ব্যাহত হইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়নেরই চলার সকলের অর্থনীতি ক্ষতি হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বোর্ডের কি হিসাবের মতে ১৯৫০ সালে চায়ের চাহিদার তুলনায় চায়ের সরবরাহ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই সেই অবস্থা আসিবার পূর্বে চায়ের মূল্য যাহাতে কমিয়া যায় তাহার জন্য

সরকারী ঋণপত্রের দুরবস্থা

২½% সুদের ১৯৬৬-৭১ সালের ঋণ যে ১৯৪৮ সালের ১লা জুন তারিখে শোধ করা হইবে না, তাহা ক্রমে। ইহাতে সরকারের সুনাম তখন যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা যদি কেন্দ্রীয় সরকার না বোঝেন তাহা হইলে সেটা বিস্ময়ের বিষয় হইবে। ২½% সুদের ঋণপত্রের পরিমাণ ৮৭.০২ কোটি টাকা এখন ১৯৪১ সালের ১লা জুন তারিখের মধ্যে তাহা নিশ্চয়ই পরিশোধ করিতে হইবে। কাজেই যে সময়ের মেয়াদে নূতন ২½% সুদের সরলপরিবাপ ঋণপত্রের সৃষ্টি করিয়া ১৯৬৮-৭১ সালের ঋণকে ওই নূতন ঋণপত্রে রূপান্তরিত করার জন্য ঋণদাতাদিগকে ঋণদাতাদের সুযোগ প্রদান করাই সরকারের পক্ষে বিধেয়। ওইরূপ প্রস্তাবের ঋণপত্র গ্রহণে যাহা এবং ঋণদাতাদের সরকারের তরফ হইতেও যথেষ্ট উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তবে, সরকার যদি মনে করিয়া থাকেন যে ২½% সুদে তাঁহারা ৪৫ কোটির বেশি টাকা তুলিতে পারিবেন না তাহা হইলে তাহা লজ্জার বিষয়। অন্তত ২½% সুদে টাকা না তুলিতে পারিলে ১৯৬৮-৭১ সালের ঋণপত্র বাজারে ছাড়া না করাই ভালো। কিন্তু 'ঋণের অর্থ' বিষয়ে সরকারী মনোবৃত্তির অনিশ্চয়তা ছাড়াও ইহার আর একটা দিক আছে। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন তারিখের পর যে কোন সময়ে শোধ করিতে পারার সর্ত বর্তমান থাকায়, ২½% সুদের ঋণপত্র এখন খাজাঞ্চী পত্রের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরবর্তী ঋণ পরিশোধের নিকটতম তারিখ যদি ১৯৪৮ সালের ১লা জুনের পরিবর্তে মনে করি তাহা হইলে ২½% সুদের এই ঋণপত্রকে আট মাস সাত দিনের খাজাঞ্চী পত্র মনে করার কোন বাধা থাকে না। সেক্ষেত্রে এই ঋণপত্রের বর্তমান বাজার দর বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বার্ষিক শতকরা ২ টাকারও বেশী সুদ এই ঋণপত্র হইতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা স্বচ্ছন্দে একথা বলিতে পারি সরকার যখন একদিকে তিন মাসের সাধারণ খাজাঞ্চীপত্রের জন্য বার্ষিক ১½ হারে সুদ দিতেছেন, তখন অন্যদিকে আট মাস সাত দিনের খাজাঞ্চীপত্রের বদলে তাঁহারই দেয় সুদের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ২ ২০ টাকা হইতেছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর এবং সরকারের তরফে বিচারই তাহাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পরিচায়ক। অতএব ২½% সুদের ১৯৪৮-৭২ সালের ঋণপত্র অবিলম্বে পরিশোধের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত কর্তব্য।

* * * *

কোম্পানী কাগজের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ধারা বহিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে বেচার বাজারের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অবশ্যই। কোম্পানী কাগজের এই আলোচ্য পরিমাণে পড়িয়া যায় যে বাজারের দরগুলি বসিয়া পড়ে। ১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চের কাগজের দাম ১০০৭ হইতে পড়িয়া ৯৯৯৭ হইয়া যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে (সোমবার, অপরাহ্ণ) উহার ক্ষতি কিছু পূরণ হইয়া ১৯৯০ আনা হইয়াছে। কোম্পানী কাগজের এরূপ ক্ষয়ক্ষতির অনেক প্রকার কারণ ইতিমধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার যে তাঁহাদের বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানী কাগজ বিক্রয় করিতেছেন তাহাতে সংশয় নাই—পাকিস্তানের অধিবাসীরাও যে তাহাদের কাগজ বেচিতেছেন তাহাও একেবারে মিথ্যা নয়। ইহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের মধ্যেও যে অনেকে সাময়িক আবশ্যক তাহাদের কোম্পানীর কাগজকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, বিক্রয়ের বিষয় ইহাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে এ বিষয়ে কোন স্থায়িত্ব অথবা ধারাবাহিকতা আছে, তাহার কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে না। পাকিস্তানের অধিবাসীরা এবং পাকিস্তান সরকার আজ ভারতবর্ষের টাকার বাজারের সঙ্কোচন সাধন করিতেছেন আমাদের তাহাতে সরকারের পক্ষে তাহা বন্ধ করিবার কোন প্রচেষ্টা নাই। তাহারা 'বাধ্যতামূলক ঋণ' লইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না যে, মূলধনের বাজার এবং সকলের অবলোকন করিয়া যদি এরূপভাবে নড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের যেটা বক্তৃতার পালকা উহার পরিবর্তনাদাস 'আরো' দ্বারা যাইবে এবং কৌশলবশে হইয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে 'আরো আরো' খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে। আমাদের ভরসা ছিল যে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী যখন কেন্দ্রীয় 'আলমারী বক্তৃতাবলী' রাজনীতিক নেতা বন, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে যখন তাঁহার সুস্পষ্ট জ্ঞান আছে, তখন ভারতীয় অর্থনীতি এরূপভাবে অনিশ্চিত হইয়া আসন্ন কলাবশপথে চালিত হইবে। কিন্তু তাহা এখন দুরাশা বলিয়াই মনে হইতেছে।

* * * *

পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে বিকার যাদব আগামী ৩০এ জুন পর্যন্ত কিস্তানের ব্যাঙ্কিংসাবে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের, পাকিস্তানের এবং বিকার যাদবের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া যে আলাপ আলোচনা চলিতেছিল, তাহারই ফলে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান সরকার ইহার পূর্বে স্থির করিয়াছিলেন, বর্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখের পর বিকার যাদব আর ইঁহাদের সহিত তাঁহারা কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এবং তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিবেন। তাহা হউক কিন্তু পাকিস্তান যে নিজেদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিষয় আবশ্যকমত করিয়াছেন, কি পোলায় হয়রতের সাম্প্রতিক ঠাঁক হইতে বিদিত হইতেছে।

বিকার যাদব যতদিন পাকিস্তানের ব্যাঙ্কিং করিবেন, ততদিন ভারত-পাকিস্তান মুদ্রা বিনিময়ের কোন প্রশ্ন উঠিবে না। অর্থাৎ আজ দুই পক্ষই এবিষয়ে চিন্তার আর কোন কারণ নাই।

* * * *

পাকিস্তান সরকার যে সকল ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় তিন কোটি টাকার মতন ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছে বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে কতখানি পাওয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়জনের ঋণগ্রহণই বা কি পরিমাণ হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা এবং বোম্বাই শহরের ব্যাঙ্কে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ব্যাঙ্কের দেখে অধিকতর আমানত আসিয়া কলে অধিক পরিমাণে ঋণদানের প্রয়োজন হয় তাহা পরে করিবার বিষয়। তখনকার কথা তখন পরিমাণ প্রত্যাহার কিছু না কিছু বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ব্যাঙ্কিংই কোন নীতির অভাবে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকবর্গেরা তাঁহাদের অর্থের প্রয়োগসম্বন্ধে স্থির করিতে পারিতেছেন না।

আলোচ্য সপ্তাহে খাজাঞ্চীপত্রের আবেদন দেখা গিয়াছে,—যদিও ন্যূনতম ১ কোটি খাজাঞ্চীপত্রের জন্য পুরাপুরি আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই। সপ্তাহশেষে মাত্র ৯৮ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহার সবটাই গ্রহণ করা হইয়াছে। সপ্তাহশেষে বাজার ধারণা ছিল যে, এই দিন এবং সোমবার মিলিয়া অন্তত ১ কোটি টাকার খাজাঞ্চীপত্রের জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

* * * * *

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার দেয় ঋণ ও দায়েরোধী ঋণগ্রহণ পরিচালনা বিষয়ে অত্যন্তের পরিচয় দিয়াছেন। ফলে, ১ ঋণ ও দায়েরোধী ঋণ পরিমাণ বাড়িয়াছে তিন মাস ধরিয়া পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের টাকার ঋণ সমাধান করিয়াছেন এবং তাহার সমস্যা পাইয়াছে ও চলিতে ঋণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে এই ভরসাহে ভারত সরকার টাকার দাম পড়িয়াছে ও নোটের পরিমাণ করিতে হইয়াছে। যার ছয় সপ্তাহের কি ঋণ মুদ্রাস্ফীতিকারী হওয়ার নোটের পরিমাণ বাড়িয়

প্রয়োগ ও যান আমদানীর বরাদ্দই যে হ্রাস পাইয়াছে এবং রাস্তার জন্য কারণে ঘটে নাই, সেকথা বিশেষভাবে বলা যে টাকারই অঙ্কটির ঠিক আছে, তাহা না যাইবে। বস্তুতঃ, পরিবর্তনীয় অবাধ পরিমাণ যে পরিবর্তে চার বছরের মধ্যে প্রায় টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * *

পঞ্চ পরিবর্তে প্রাদেশ বরাদ্দের জন্য বিভাগ বিভাগ-বিভাগ প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়, চলতি মোটের পরিমাণ কোটি টাকা হইতে ১৫০৯.৬৩ কোটি টাকা পাইয়াছে। বাকি বিভাগের বরাদ্দ মোট টাকাইয়াছে ১১.০১ কোটি টাকাতে। ইহার পরিবর্তে ছিল ৮.৬৬ কোটি টাকা। পরিমাণ ৩৬.১৩ কোটি টাকা হইতে কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে এবং বরাদ্দ মোট ২.৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ১০.১ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। ...দের পরিমাণ অন্তর্ভুক্তিত আছে। ...র পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি ... কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

...বিভাগে ভারত সরকারের অবাধ পরিমাণ ...১৮ কোটি টাকা (১৪১.১৬ কোটি ...অন্যান্য সরকারের অবাধ পরিমাণ ৪৪ কোটি টাকা (১৪.৬১ কোটি টাকা)। ...অবাধ পরিমাণ ১২.৩৮ কোটি টাকা ... কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে,— ...র পরিমাণ ১.১ কোটি টাকা হইতে পাইয়া ১.১৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ...মধ্যে ১০ কোটি টাকা অনাবর্তিত ... অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ ৭৮.৭৫ টাকা হইতে ৭৩.৪০ কোটিতে হ্রাস

* * *

... পরিবর্তে অবাধ বরাদ্দের জন্য রক্ষণীলমূলক প্রকাশিত হিসাবপরিকল্পে ভারতবর্ষে এবং জোগাযে সেচ এই উদ্দেশ্যকার ...মধ্যে আরও বৃদ্ধি পূর্ণ হয়। চাহিদাবাবার ... পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৩৯.৪১ ... (৩৩১.৫৮ কোটি টাকা)। যেরূপভাবে পরিমাণ পৌঁছিয়াছে ৩১০.৩৩ কোটি ১১.১১ কোটি টাকা)। অর্থাভাব অবধ ... ৩৯.৭১ কোটি টাকা হইতে ৩৪.৮৭ হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত ... ১১.১৩ কোটি টাকা হইতে ১৪.৭১

পাকিস্তানে চাহিদাবাবার মেয়াদ অবাধ পরিমাণে ৮৭.১৮ কোটি টাকা হইতে ৮১.১৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাই হয়। মেয়াদান্ত অবাধ পরিমাণও সামান্য কমিয়াছে। পূর্ববর্তী সরবরাহ ১১.১১ কোটি টাকার স্থলে বর্তমানে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০.১৪ কোটি টাকা।

বিবিধ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

ভারতরক্ষা কমিটিগুলির অন্যতম অন্যতম। ভারতীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁর বহুদিনের সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজস্ব মন্তব্যের বরাবর বাক্য করিয়াছিলেন।—অর্থসচিব প্রশ্ন, বৃদ্ধিহীন জবাবের।—উপস্থিত সকলেই ভদ্রলোকের প্রকৃতিভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও তাঁর বহুদূর অভাবে কিন্তু মুখের ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ পায় নাই। বিনয়ের তিনি ভদ্রিতেছিলেন এবং বৈদেশ পরিচয় ভদ্রলোকের প্রতি-প্রকাশ বাড়াইলার উত্তর দিতেছিলেন। পরিচয়ভক্ত-স্থিতীয় পরিচয় বাকির সৌজন্যের মেরুদণ্ড আমার ভীতকালে মনে থাকিবে।

—অন্তরাটী

মন্তব্য

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

সভায় বলেন যে, আর্থিক পরিচয় সম্পর্কে অবেদন চালাইবার জন্য ভারত সরকার বাঁহাই ফোর্ডিনিবন্ধ পার্লিয়েন্টে এক আর্থিক অবেদন বিল উত্থাপন করিবেন তার এস. এস. ভাটনগর আরও বলেন যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কলিকাতায় দুইটি এবং বোম্বাইয়ে একটি আর্থিক পরিচয় অবেদনাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমানে বিদেশ্বরে ফোরিয়ার ও ইউ-রোপিয়ান পাওয়া যিয়াছে এবং ভালভাবে অনুসন্ধান করিলে ভারতের অন্যান্য স্থানেও উহা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পাকিস্তানে মালপত্র রপ্তানী

এক প্রেসনোটে প্রকাশ ভারত সরকারই, অন্যান্য স্থানে মালপত্র প্রেরণের জন্য আবেদনপত্রগুলি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে, পাকিস্তানে মালপত্র প্রেরণের আবেদনপত্রসমূহ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, বিদেশের আমদানি ঘর করিবার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেন না, ঘর এলা মার্কের যেসব অনুযায়ী পাকিস্তানে মালপত্র প্রেরণের জন্য আবেদনপত্রসমূহ আন্তর্জাতিক স্থানীয় বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের নিকট পেশ করিতে হইবে। পেশ করিবার পরে বিবেচনাধীন আবেদন-পত্রসমূহ উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের নিকটই প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল মালপত্র অত্যাবশ্যক অতিমূল্য হিসাবেই প্রেরণ করা হইয়াছে, অথবা স্থানীয় বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্নিত যে সকল মালপত্রের ব্যয় উল্লিখিত হয় নাই, ঐগুলির জন্য একমাত্র লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

সরকার কৃষি পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা

মধ্যপ্রদেশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রদেশের একটি গ্রামে সমবায় কৃষি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবেন। রাজধানীর নিকট বালা বেতিয়াও-এর অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার জন্য মধ্যপ্রদেশের হাতে ১০ লক্ষ একর পতিত জমি আছে। সাহিত্য রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কাজ বিভাগ করা হইলে মধ্যপ্রদেশে এ পর্যন্ত ১০ হাজার আবেদন পাইয়াছেন। উপরোক্ত মধ্যে ২০ হইতে ৮০ একরের একর জমি বিলি করিতে হইবে, অর্থাৎ পতিত জমি চাষযোগ্য ও অনুরূপ সমবায় এবং অন্যান্য যোগ্য গ্রামীণ মধ্যে বিলি করা হইবে।

ভারতে বন্যায় মৃত্যু-হারে পাঁচ লক্ষ

ভারতের যাযাবরীয় রাজস্বসচিব অধ্যক্ষ ভাটিয়া ভারতীয় ফোর্ডিনিবন্ধ পার্লিয়েন্টে এক প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতে বন্যার পাঁচ লক্ষ লোক যথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

পাটের বাজারে উত্তরিত লক্ষণ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

চিনি—

চিনি সম্পর্কে মূল্যস্তরের ও বিদার সরকারের অনুসৃত নীতি চিনি শিল্পের মধ্যে অতি করিয়াছে। উক্ত প্রাদেশিক সরকারী আমদের চিনির মূল্য বাড়াইয়া দিবার ফলে পাকিস্তান হিসেব হইতে চিনি আনিয়া তাহার চাহিদা মিটাইয়াছে। ফলে, বাজারে প্রচুর চিনি মজুত হইয়া পড়িয়াছে এবং চিনি শিল্পে আবিল সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

এই সমস্যার দেখে "বাসুদ" বাজারে চিনির মূল্য পড়িয়া যায়। ইহার মূল কারণ অবশ্য চলাচলের অসুবিধা হইলেও কলিকাতার মজুতদারদের মনোভাবও ইহার জন্য কতকটা দায়ী। কারণ মজুতদারগণ ও বিক্রেতারা বর্তমানে কোন প্রকার মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা লইতে প্রস্তুত নহেন। গত ডিসেম্বরের পর হইতে চিনির মূল্য প্রায় অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। বৈশাখের ইক্ষুর মূল্য ৮৮/১ পাই-এ দাঁড়াইয়া গিয়া পরে ৮৫/০ আনায় আসিয়া দাঁড়ায়। কার্তিকের ইক্ষুর মূল্য আজ ৮/০ আনা মণ। অন্য অন্যান্য চিনির

ক্যালিডনিয়ান, শেভিয়াট প্রভৃতি চটকলের আয়ে উন্নতি

১৯৭৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের দুইটি মিলসের হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দুইটির মোট লাভের পরিমাণের বিশ্লেষক অবশ্যই দৃষ্ট হয়। আলোচ্য কালে দুইটির লাভের পরিমাণ দেখা যাইতেছে ১২,৮৩৩৭৩ টাকা। ১৯৭৬ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৩১,৪২,৩৩৩ টাকা; ১৯৭৫ সালে ছিল ৬৫,৫১,১৩১ টাকা। ইহা হইতেই দুইটির উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণের বিশ্লেষক সহজে উপলব্ধি হইবে।—আলোচ্য হিসাবে কর বাবদ রাখা হইয়াছে ৯,৫০,০০০ টাকা (১৯,০০,০০০৲)। মূল্যাবনতি ও সঞ্চয় তহবিলে এবার কিছু রাখা হয় নাই। পূর্ব বৎসরে এই দুই খাতে রাখা হইয়াছিল যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা ও ৪,০০,০০০ টাকা। সাধারণ অংশীদার্য ঋণের অন্তর্ধানের পরিমাণ গত বৎসরের শতকরা ৩০ টাকার পরিবর্তে বর্তমানে বাড়ে ২৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পরবর্তী বৎসরে দেয় টাকা হইয়াছে ২,১৫,৫০০ টাকা (২,৬১,৮৭৯ টাকা)।—হেড স্লিটনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটার কথা হইয়াছিল, সেসব ঘটনাই ১৯৭৭ সালের শেষের দিক হইতে আশিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় বাকী সমস্ত ব্যাপারই ১৯৮০ সালের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে।

বর্তমানে লাভের পরিমাণ হ্রাসের ধারা দিয়া দুইটির প্রতি অবহার সহজে বিচার করা উচিত নয়, দুইটির বিনিয়োগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলনের উৎস সন্ধানেই বুঝিতে পারা যায়। দুইটির মূলধন (শেয়ার ও আমানতী) ৮৩,০০,০০০৲ এবং স্থায়ী তহবিলের পরিমাণ ২৫,০০,০০০৲। ইহা ছাড়া অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ ৯৮,৩৯,৯২৯ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৪২,১০,৭১৫৲।—সম্পত্তির দিকে দেখা যায় যে মোট মূল সম্পত্তি ১,১১,৫৬০৫ টাকা হইতে মূল্যাবনতি বাবদ অবধারিত ১৯,৩৩,৫১৯ টাকা বাদ দিয়া, বর্তমান মোট মূল সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে বাদ ৯১,৪৪,২৮৬ টাকা। ইহা ছাড়া বাকী ৯,৪১,৯৮৭১ টাকার সমস্তটাই মূল সম্পত্তিরূপে রক্ষিত আছে। অবশ্য দুইটির আর্থিক সংস্থান যে অতিশয় সুদৃঢ়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

আলোচ্য ইউন কোম্পানীর পরিচালনাধীন ক্যালিডনিয়ান, শেভিয়াট, ডারিয়েট ও ফেলফিল্ডার এই মিলসের যে সম্মিলিত হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সন্তোষের কারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যালিডনিয়ানের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১৯৭৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত আলোচ্য বৎসর মিলে তাহার বিভিন্ন সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের ক্ষেত্রে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩,৩১,৯৫৩ টাকা, বর্তমান বৎসরে উহা বাড়িয়াছে ১৩,৩০,০০০ টাকায়। মোট লাভের পরিমাণ বর্তমান বৎসরে ৯,১০,০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৩,২৯,১৩৩ টাকা। স্থায়ী তহবিলে ৩,৫০,০০০ টাকা (১,৩০,০০০৲)। মূল্যাবনতি খাতে কিছু রাখা হয় নাই, সঞ্চয় তহবিলে রাখা হইয়াছে ১,২১,০০০৲। আমানতী ঋণ বাবদ সুদের টাকা হইয়াছে ২৩,১০৭ টাকা (২৩,০৯২৲)। সাধারণ অংশীদারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৩ টাকা হইতে শতকরা ২৮ টাকায়।

• • • •

শেভিয়াট মিলসের বাস্তবিক বিনিয়োগের লাভের পরিমাণবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। ১৯৭৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের বিক্রীত সামগ্রীর মূল্য পরিমাণ ১৩,৭৭,১৫৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে দেখা যায়। পূর্ববর্তী ছয় মাসের ৮০,৭৫,০০০ টাকার স্থলে আলোচ্য হিসাবে উহার পরিমাণ ৯৯,৮৮,১১৯ টাকা হইয়াছে। মোট লাভের পরিমাণ প্রায় ১,৮০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯,০৬,৩৮০ টাকায় (৩,৫৬,৩৮০ টাকা)। ঋণ শোধ অনেক বেশী টাকা রাখিতে হইয়াছে; স্থায়ী হিসাবে উহার পরিমাণ দেখা যায় ৩,৫০,০০০ টাকা (১,১০,০০০৲)। মূল্যাবনতি খাতে রক্ষিত ৩০,০০০৲ অপরিবর্তিতই আছে। সঞ্চয় তহবিলে কিছু রাখা হয় নাই। সাধারণ অংশীদারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ববর্তী বার্ষিক শতকরা ১৬ টাকার স্থলে বার্ষিক শতকরা ২৮ টাকা করা হইয়াছে। ইহাতে ১,৫০,০০০৲ বর্ধিত হইবে। পরবর্তী ছয়মাসের হিসাবে দেয় টাকা রাখা হইয়াছে ৫৭,৩০০ টাকা (৩৩,৫১৮ টাকা)। আলোচ্য ছয় মাসে ইউন সমিতির ব্যবসায়ের মজুত বৃদ্ধি শেষোক্ত প্রতি সম্প্রদায়ে ৯০ লক্ষ টাকা ছিল বলিয়াছে।

• • • •

ক্যালিডনিয়ান ও শেভিয়াটের ন্যায় ডারিয়েট বাষ্পীয় মিলসেরও উন্নতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ডারিয়েটের বর্তমান মোট লাভের পরিমাণ আলোচ্য ছয়মাসের মোট লাভের পরিমাণ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এ উন্নতি বিলক্ষণ লক্ষ্যে আসে। মূল সম্পত্তি-বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯০ টাকা হইতে ১,১১,৯১ লক্ষ টাকায়। ঋণ দাঁড়াইয়াছে ১১,৯৫,৩৯৯৲ (৩,৯০,১০১৲)। সাড়ে-চার লক্ষ টাকা বেশী রাখিতে পূর্বের ১,৫০,০০০ টাকার স্থলে এবার ৩ লক্ষ টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২,০০,০০০৲। ঋণের সুদ রাখা হইয়াছে ৬০,০০০৲ (৩০,০০০৲ তহবিলে কিছু রাখা হয় নাই। অন্যান্য তহবিল রাখা হইয়াছে ১,৫০,০০০৲। প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে। সাধারণ অংশীদারের বার্ষিক শতকরা ১০ টাকার স্থলে সাধারণ অংশীদারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা। ৮০,১৯৫ টাকা (২৫,০৯০৲) হুরমুজে দেয় টাকা হইয়াছে।

• • •

ফেলফিল্ডার দুই মিল্‌ কোম্পানীর ১৯৭৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত হুরমুজে বিভাগ দুই বৎসরীকালের। প্রথম বৎসরে তার এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন মোট লাভের অংশ উক্ত সময়ের বিবরণে লক্ষ্য করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রীবিক্রয়ের ৩৮,১৮,৫৪১ টাকা হইতে ৬৬,৯৩,৬৬৬ টাকায় পায়। মোট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় টাকা হইতে ১৮,১১,৫৪২ টাকায়। ঋণ বাবদ টাকার পরিমাণ ৬,৮৮,৩৩৩ টাকা। ১,১৫, সঞ্চয় তহবিলে কিছু রাখা হয় নাই, বি তহবিলের জন্য রাখা হইয়াছে ১,৮০,০০০ সাধারণ অংশীদারের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা বার্ষিক শতকরা ৪০ টাকায় বৃদ্ধি করা। পরবর্তী হুরমুজে দেয় টাকা হইয়াছে টাকা (৩,৪৩৬৲)।

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক জগৎ" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ" এবং এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক জগৎ", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫০৩৯ ও ক্যাল ৩৬১৪) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

বিদের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ ১৭১৪ হিসাবে)

৯,১১	১,৯৯	৯,৯৯	১৪,৯৯	১৩,৯৯	৯ ৩
১,৯১	১,৯৩	৯,৯১	১৭,৯৯	১৬,৯৯	৯ ৩
১,৯২	৯৯	১,৯১	১৩,১১	৯,৯৩	৯ ৩
৯৯	৯৩	১,৯৩	১৩,৯১	৯,৯৯	৯ ৩
১,১৩	...	...	১৩,৯১	৯৯	...
৯৯	৯৯	...	১৩,৯১	৯,৯১	৯ ৩
১,১১	১,১১	১,৯১	১৩,৯৯	৯,৯৩	৯ ৩
১,১১	১,৯৯	১,৯৩	১৪,৯৯	১,৯৯	৯ ১৩
১,১৯	১,৯৩	১,৯৯	১৩,১৯	১,৯১	৯ ১১
১,১৯	১,৯৩	১,১১	১৩,৯৯	৯৯	৯ ১৩
১,১৩	১,৯৩	৯১	১৩,৯১	১,১৩	৯ ১১
৯,১৩	১,৯৩	৯১	১৩,১৩	৯,১১	৯ ১১
১,৯১	৯,৯৯	৯১	১৩,১১	১,১১	৯ ১১
৯,৯৯	১,৯৯	৯৯	১৩,১৩	৯,৯১	৯ ৯
৯,১৩	৯,৯৩	১,৯৯	১১,১৯	৯,১৩	৯ ১১
১,৯১	১,৯৩	১,৯৯	৯৯,৯৯	৯,৯৯	৯ ৯
৯৯	১৮	৯৯	১১,৯৯	৯,৯৯	৯ ৩
৭১	৯৩	৯৩	১১,৯৯	১,১১	৯ ৩
১,৯১	...	৯৯	১১,৯৯	৯,১৯	...
...	...	১,১১	১১,১৩	৯,৯৯	...
...	...	৯,৯৩	১৩,৯৯	৯,৯৩	...
...	...	১,৯৯	১৩,৯৯	৯,১১	...
...	...	১,৯৯	১৩,৯৯	৯,৯১	...
...	...	১,৯৯	১৩,৯৯	৯,৯৯	...
৯,১১	১,৯৯	১,৯৯	১১,৯৯	৯,৯৯	৯ ৯
৯,১১	১,৯৯	১,৯৯	১১,৯৯	৯,৯৯	৯ ১
১,১১	১,৯৯	৯,৯৯	১১,৯৯	৯,৯১	৯ ৩
১,৯৯	৯,৯৯	১,৯৯	১৩,১১	১,৯৯	৯ ১৩
৯,১১	১,৯৯	১,৯৯	১৩,১১	১,১১	৯ ৯
১,১১	১,৯৯	১,৯৯	১৩,১১	১,১১	৯ ৯
৯,১১	১,৯৯	১,৯৯	১৩,১১	১,১১	৯ ৯
১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	বর্তমান পরিশোধিত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশসংখ্যা	বর্তমান	বাজার দর					শেষ দর
						১৯৭৯ইং	১৯৮০ইং	১৯৮১ইং	১৯৮২ইং	১৯৮৩ইং	
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...	১,১০,১৭,৭০০	১,১৩,৯৯,৩১০	১০	১১০(ন)	৬৫১	৩১৫-৩১৮	৩১৫-৩৪১/০	৩১৫-৩১৮/০	৩৪৫-৩৭১/০	৩১৫-৩১৫/০	...
জেসপ	...	৩১,৬০,০০০	৩৮,১১,৩৫০	১০	১১০(ন)	১৩৫৬	১১৫-১১৫	১১৫-১১৫/০	১১৫-১১৫/০	১১৫/০-১২০	...	...
ইস্টা আয়রন	...	১,৯১,১৭,০০০	১৯,৯৫,১১,১১৮	১৫	১৯৩১০(ন)	৭৯৭	৫৫১৯	৬৪৯৯	৬৫১	...	৩৯১	...
বার্ড ...	...	৫১,০০,০০০	১,৩৮,৯৯,৯৮১	১০০	১১৯০(ন)	৬৯৮	...	...	...	...	...	...
জেসওয়ে	...	৩৯,৯১,৯৬০	১৩,০০,০০০	১	১১০(ন)	১৯১৬	৯৩০ (ন. ন.)	...	৯৯৫ (ন. ন)	...	...	...
বার্ণলপ্	...	১০,০০,৫০০	১০,১৫,২১১	১	৯০(ন)	৬১৯	৬৫/৯৯৯৯	১১৭৯	...	৯১৯৯-৯৯১	...	...
ইন্ড মহম্মেডান	...	৩,৫৯,৯৯,৫০০	৩৬,১৬,৩০০	১০	৯০(ন)	১৯/৯০	১১৬-১১১৫	১১৬-১১৫/	১৮/৯-১৯৫/৩	১৯৯/১-২০০৩	২০০৯,১১/০	...
কয়লাখনি												
আদাবকাবাবাইড	...	১২,১৫,৫০০	১১,০৬,০০০	১০	১৲	১১৯৯	...	...	...	...	...	৫৫
ইন্ডিয়েটস্	...	১৯,৬৯,১৯০	১৯,৯৯,০০০	১০৲	১৲	৬৫৯	...	৫১৲ ৫৭৲/৩	...	...	...	...
ওয়েস্ট বার্নিয়া	...	১,০০,০০০	৯,১৫,০০০	১০	১৲	১৯১৩৩	...	...	...	...	...	৩৯
কারানপুরা	...	১০,০০,১০৩	... ...	১০৩৲	...	৯৯৩	...	...	...	...	...	...
কাল্যার	...	১০,০০,০০০	১,১১,১৩৩	১১০	৯০(ন)	১৯৭	১৲৩	৫৯৩	...	...	৯৲৩	...
বর্ণ ওয়েস্ট	...	৯,১১,৫০৩	১,০০,০০০	১০৲	১৲	৬৯১	...	...	...	...	...	৩
বর্ণ মজুমদার	...	১,০০,১০০	১,১০,০০০	৫১০	৯০	১/৩৯	...	...	...	...	...	৯
মিটে গিরমুন	...	১১,১৬,১০০	১১,১১,১১১	১০৲	...	১০৯৯	১০৲	...	...	...	...	...
মিটে বালমুন	...	৯,০০,০০০	৯,৯১,৯৯৯	১০৲	১/০	৫৩৯	৫৫৯৩-৫৫৯০	৯৯৲	...	...	...	...
শেলভ্যালী	...	১,৯১,১০০	৯,০০,০০০	১০৲	১৲	৮৩৫	...	...	...	...	...	৫৯
বয়ারলে	...	৯৫,৯৯,৫৯০	১,১৯,০০,০৯৯	১০৲	১/০	১১৯৯	১৯৯/৩	...	১৯৲	...	১১৯৩-৯৯৯/৩	৩
স্পেন্স	...	৯০,০০,০০০	১,০৫,১৫,৫১৩	১০৩৲	১১৲	৫৫১	৫৫১৲-৫৯০৲	৫৫১৲-৫৫৯৲	৫৫১৲	৫৫১৲	৫৫১৲-৫৫৯৲	৩
ভারত	...	৯০,০০,০০০	১৯,১৯,৫৯৯৲	১০৲	১/০(ন)	৬৫৯	৮/৩-৮/৩	৮৲	...	...	৮৲	৩
বার্টিন্স	...	১১,১০,০০০	১৩,৫১,৩৫১৲	১০৲	...	৫৫৯	...	১১৫৩	...	১১/৩	১১৯৩	৩
স্পেন্স	...	১৩,৫০,০০০	৯,১৩,৩৩৲	১০৲	১১০	৯৫৫	...	...	...	...	...	৫৫
বরিশালী	...	৮,০০,০০০	১,৯০,০০৲	১০৲	৯০	৯৫৯	...	১৮৲	...	১৯৲	...	৩
সিংহপুর	...	১,৯০,০০০	৯,৯৯,৯৯৩৲	৭৲	১১/০	৬৫৯	...	...	...	...	...	৫৫
নর্থ কারানপুরা	...	১১,১৩,৫০০	৯,৯০,০০৲	১০	১৲	১৫৫	...	৯১৩	...	...	...	
ইন্ডস্ট্রাল ইন্ডিয়া	...	৫৩,০০,০০০	... ...	১০	...	৬৫৯	৮৫৯৩-৮৫৩৩	৮৩৯৯৩	৮৫/৯৯৮ ৩	...	...	
কাগজের কল												
এশিয়া	...	১১,০০,০০০	৫৮,০০,০০০৲	১০	১৫৯	৬৫৯	১১৩-১১৫	১১৩-১১৯	...	১৯৲-১৯৫/৩	১৯৲	
কারপুরা টেক্সটাইল	...	১১,০০,০০০	১১,৯০,০০৲	৫১৩	৫/৩	৬৫৯	১৮/৯-১১৩	১৯৯/৩-১১৯	১১৩-১১৯/৩	১৯৫/৩-১৯৯/৩	১৮/৩ ১৯৯৩	
ফেনোগ্রাফ	...	১০,০০,০০০	১৫,৯৯,১১৲	৫১০	১৫(ন)	৬৫৯	১১৲	...	...	...	১৯৫	
জ্ঞানবার	...	১১,০০,০০০	১৯,১৯,১৯৲	১০০০	৫৲	৬৫৯	...	...	...	১৯৲	...	
ফরেস্টারী	...	৩২,৩১,৫০০	৩১,৯৩,৩১৲	১০	১৲(ন)	১১৫৩	...	...	...	...	...	
বার্টিন্স	...	৯,০০,০০০	১৮,১৯,১৩৯	১০০	১০৲	৬৫১	...	...	...	...	...	১
বালতী	...	১৫,০০,০০০	১,৫৫,১৯৯৲	১৫	৫/৩(ন)	১১৩৩	...	...	...	...	১১৩	
ফিলস	...	১১,০০,০০০	৯৯,৯৫,৫৯৯৲	১০	১৲(ন)	১১৫৫	...	...	...	...	...	১
ভূটান	...	১০,০০,০০০	৮৯,১৯,৯৯৲	১৯০৲	৯৲(ন)	১১৫১	৮৯৲	...	...	...	...	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্ষ	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	সভ্য ও অন্যান্য অংশীদার	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল লভ্যাংশ	সর্বোচ্চ	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	শেষ লেনদেন দর
ব্যাংক												
বাণিজ্য	৫	১৩,০০,০০০	৩৫,৩১,০০০	১০০	১৮%	২৫৯	৩৯৮	৩১৮-৩৫০	...	...	...	...
ইসলাম	...	১৮,০০,০০০	৩৫,১১,১৮০	১০০	২৫%	৩৮৯	...	...	...	...	...	৩৪৯
বি	...	১১,০০,০০০	৩৫,৩১,৩১০	১০০	৯৫%	৩৪১	...	৩৪১-৩৫০	৩৫১-৩৫৯	৩৬৮	৩৫৯-৩৬০	...
ন্যাশনাল	...	৫৫,০০,০০০	৩৫,৩৯,০০০	১০০	১৮%	১৩১	...	৩৮৯-৩৯৯	৩৮১-৩৯৯	...	...	...
দেশ ইন্ডিয়া	...	৯৯,১১,৩০০	৭৮,৩৯,০০৫	১০০	৫%	৩৪১	...	৩৯৯	...	৩৯১-৩৯৩	...	...
এশিয়া	...	১,৯০,০০০	১৯,৩৯,৩৩০	১	৯%	৩৪১	...	...	...	...	...	১৮৩
ওয়াই	...	৯৯,০০,০০০	৭৯,৩৫,৯৯৩	১০০	১১৫%	৯৯৩১	...	...	৭৯৩	...	...	...
পদ্মা	...	৩৩,৩৩,০০০	৭৯,০১,৩৫০	১০০	১৩%	১১৩৭	৩৩৭	৩৩৫-৩৩৯	৩৩৫-৩৩৯	৩৩৯	৩৩৫-৩৩৯	...
মধু	...	৩৯,৩৯,০০০	৩৯,৩৯,৫৩০	১০০	১৩%	৩৩৩	...	...	...	...	...	৩৯০
চন্দ্র	...	১৯,৩৩,০০০	৩১,১৯,০০০	১০০	১৩%	৩৩১	...	৩৩৭-৩৯০	৩৩১-৩৩৯	...	...	...
ইউনিয়ন	...	২,৩৩,০০০	১৯,৩১,৩৯৯	১০০	১৩%	১১৩৭	...	...	...	...	...	৩০০
	...	১,১৭,০০০	১১,৩৯,৩০০	১০	৯/১০	৩৩৭	...	১৩৩০	...	...	১১৩৯/১০	...
	...	১৯,৩৩,০০০	১৯৯,১০০	১০	১৯%	৩৩৩	...	...	...	...	...	৩৯১০
ন্যাশনাল	...	১৩,৩৩,০০০	৩৫,৩১,৩১৯	১০০	১৭% (বো)	১১/৩৫	...	...	...	...	১৩১০	...
সুপ্ত	...	১৯,৩৩,০০০	৩১,৩৯,৯১৯	১০০	১৩%	৩৩৭	...	...	...	...	...	৩৩০
ই	...	৯৫,৩৫,১০০	১৯,৩৯,৩১৩	৫০০	১১৩	৩৩১	...	...	৫৩৯	...	৩১৩	...
বি	...	৩৯,১৯,৩০০	১,৩১,৩৯,১৩৩	১০০	৪%	৩৩১	...	১১০	৩১৩	৩১৩-৩১৯	৩১৩-১১৯	...
	...	১৫,০০,০০০	১১,৩১,১১১	১০০	১৩%	১১৩৭	...	...	...	...	৩৩১	...
	...	৯৯,১১,০০০	১৩,৩৩,৩৩৯	৫০	৯%	৯৩১	...	...	৯০	৯১-৯০	৯০	...
	...	১১,০০,০০০	৩৩,০০,১৩০	১০০	১৩%	৯৩৯	...	...	...	...	...	৩৩১
ন	...	৩৫,০০,০০০	১৯,৩১,৩৯০	১০	১%	১৩৩৭	...	৩৩৯	৩১৯০	৩৩৯	৩৯৩০	...
ফা	...	১৭,০০,০০০	৩,১১,০৩৯	৫	৯%	৩৩১	১৫/৯০-১১০	১১/৯০-১৩০	১১/৯০	...	১৩৯-১১/৯০	...
ইন্ডিয়ান	...	১৫,০০,০০০	১৩,১৯,৩৯১	১০০	১৩%	৯৩১	...	...	...	...	...	৩৯০
ন্যাশনাল	...	১৯,০০,৩০০	১,০৯,১৯,১৯০	১০০	১৯%	৯৩১	...	...	...	...	...	৩৯০
ই	...	৯,১৫,০০০৭	৩,৩৯,০৩৩৭	৫৭	১৭৫৫৫ (বো)	৩৩৩	১১৯০	৩৩৫	...	৩১৯-৩৩০	৩৯০	...
	...	১৩,০০,০০০	১৯,৩৭,১৩১	১০০	৩৩৩	৯৩৭	৩১০	৩৫১	৩৫৩	...	...	...
	...	৩৩,৩১,০০০	১৩,৩৯,৩৩১	১০	৯(বো)	৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩৩
স	...	১৯,১৩,৩৩	৩১,৩১,৯৩০	১০	১৫%	৯৩১	...	...	...	...	...	৯৩
ন্যা	...	১৩,০০,০০০	১১,১৩,৯১০	১০০	৯%	৩৩৭	...	...	...	...	...	৩৩১
ইউ	...	৩৩,৩৩,০০০	১৫,০০,০০০	১০০	৯%	১,৩১	৫৯০	৬৯৯	৯৯০-৯১৩০	...	...	...
	...	৭১৯,১১,০০০	১,০৯,৩৫,৩১৯	১০	১৫%	৯৩১	৯৩/-৯৫৯০	৯৫৫-৯৬৫	৯৯/৯০-৯৯	৯০৯-৯১৫	৯১৯০-৯৯৫	...
	...	১,৯০,০০০	১৭,৩৯,৩৯০	১০	৯% (বো)	৩৫৩	...	...	৯৯৯ ৩৫৫	...	...	...
	...	৩০,০০,০০০	১৩,৩৯,৯১০	৭৫০	৩১০	৩৩৩	...	৫৫৫	...	...	...	...
	...	১১,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১০০	১৩%	৩৩১	৩৩৯-৩১৯	...	...	...	...	...
বন্ধ												
ই	...	১৩,০০,০০০	৩,৫০,০০০	১০	১৯০%	৯৯৯	...	...	...	৯৩-৯৩/৯	...	...
	...	৯,১০,০০০	৩,৩১,৩৫০	১০	১৫%	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৫৫
	...	১,১৫,০০০	১,৩১,৩৭০	১০	১%	১১৩৩	...	...	...	...	...	১৩৫

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সাধারণ)	শতকরা ও অগ্রাধিকার মূলধন	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মোট সদস্যসংখ্যা	সালতামামি	বাজার মূল্য				
						১৯৭৯ইং	১৯৮০ইং	১৯৮১ইং	১৯৮২ইং	১৯৮৩ইং
চা-বাগান										
চেলিসাগড় ...	৪,০০,০০০	১,২০,১০১৲	১০০	৬৯৲(ব)	১৯৪৩	...	...	...	...	...
সেনাই ও পার্শ্ববিত্ত ...	৯,৭৯,০০০	৪,৪৮,১৮৲	১০০	২১৲(ব)	১৯৪৫	...	...	...	...	...
বিট চুকা ...	১,৯৯,০০০	৪,৪১,২৩১৲	১০	৮৪০ (ব)	১৯৪৬	...	...	...	...	...
পরশতোলা ...	১১,৯৯,০০০	৫৯,৪১,১৭১৲	১০০	৬৯৲(ব)	১৯৪৮	...	...	...	...	...
ঝড়ীবি ...	৬,৯৯,০০০	৬,৯৯,৪১৭৲	১০	৭৲(ব)	৬৪৪	...	...	...	...	...
ফুলবাহাট ...	৭,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০৲	১০০	১৯৯৲(ব)	১৯৪৯	...	...	...	...	...
বিলাস ...	১৫,৯৯,০০০	৮,১৯,০০০৲	১০	৬৯৮(ব)	১৯৪৯	...	...	...	...	...
কেলবাড়ি ...	১,১৭,০০০	৫,১৯,৮৭৲	১০	১৭৲(ব)	১৯৫৬	...	...	...	...	...
ফলাহেড়া ...	৯,৯৯,০০০	৭,৭৯,১৯৲	১০	১৯৯(ব)	১৯৫৮	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ভ্যালে ...	১৯,৯৯,০০০	৭,৪৫,১৫৲	১০০	৭৮০(ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
বাগর ...	৯,৭৯,০০০	৯,৭৫,৪৫১৲	১০	১৯৯(ব)	১৯৫৯	...	২৭৯০	...	১৯৯০-২৪৯০	...
সেনাই বিলাস ...	৪,৯৯,০০০	৫,৭৯,১৪৮৲	১০	৬৭(ব)	১৯৬৯	...	...	...	...	...
ধারাগাছা ...	৯,৯৯,০০০	১৭,১৯,১৯৯৲	১০০	৬৯৲(ব)	১৯৬৯	...	...	...	...	...
ধানিয়াড়া ...	১৯,৭৯,০০০	৪৭,৫১,১১১৲	১০	১৯৲(ব)	১৯৬৯	...	...	...	...	১৯৫৲-২১১
চিনির কল										
ইউ-পি ...	১৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,১১৮৲	১০	...	১৯৪৯	...	...	...	...	...
আকে ...	৭৯,৯৯,০০০	১৫,১১,৯৮৲	১০	...	৬৪১৭	১৯৲	...	...	১৯.৯০	...
ন্যাশনাল ...	১৮,৯৯,৯৭০	২৯,৫১,১৪৫৲	১০	১৯৭(ব)	৬৪১৭	...	৭১৲	...	...	...
রাজস্থান বিলিস ...	৯,১৯,০১৪	১১.১৯,১৯৭৲	৫	১৯৭(ব)	৬৪৭৯	...	...	...	...	...
এলাহাবাদ ...	৯,৯৯,০০০	৯,১৯,০০০৲	১০	...	১৯৫৭	...	...	...	...	১৯৯৲
ভারত ...	১৯,১৯,০০০	১,৯৯,০০০৲	১০	১৲(ব)	৬৪৫	...	...	...	...	...
রামপুর ...	১৯,৯৯,১৯০	৪,১৯,১৯৫৲	১০	১৲ (ব)	৬৪৯	১০৯০-৯১৯০	১০৯০-১০৫৯০	১০৯০	৬৫৯০	১০৫৯০
রায়বাড় ...	৪,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৬৯০৲	১০	১৯০(ব)	৬৪৭	...	...	...	...	...
সমস্তিপুর ...	১১,১১,০০০	১,৯১,১০০৲	১০	৯০ (ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক										
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	৯,৯৯,৯৯,০০০	৬০,৯৯,০০০৲	৬০ (ব)	১৯০	১৯৮৭	৯০৲	...	৬৫৯০	...	৮১৯
কুমিল্লা ইউনিয়ন ...	১০,৯৯,৭৯,৯৫০ ৫৫,৯৯,৭৯৮	৫১,১৯,৯০৲	১৭৲	২৯০(ব)	৬৪০	...	...	...	...	...
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং ...	৯০,৯১,১৯৯৲	৯৯,৯৯,০০০৲	১০/১০ (ব)	১৯৲	...	...	...	...	...	...
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ...	৮৭,৯৯,১১৯৲	১,৯৯,৭৯,০০০৲	১০০৲	৯৲	১৯৫৯	...	...	...	...	...
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ...	৫,৯৯,৯৯,৫০০৲	৫,৯৯,৯৯,০০০৲	১০০৲	১৲ (ব)	৬৪৯	১৯১৯	১৯১৯	১৯১৲-১৯১৯	১৯৮৲-১৯৯৯	১৯১৲
স্টেল স্টেট্রাল ব্যাঙ্ক	১৪,৯৯,১১১৲	৪১,৯৯,০০০৲	১৭৲	৫৯০(ব)	১৯৫৯	...	১১৫৯	...	...	...
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	১,৯৯,৯৯,০০০	১,৯১৫,৫১৯৲	৫০৲ (ব)	৫৮০	১৯৮৯	১৫১৲	১৫১৲	১১০৯	...	১১১
ব্যাঙ্ক অব বরোদা ...	১,৯৯,৯৯,০০০	১,১৯,১১,১৯০৲	৬৭৲ (ব)	৬৲ (ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
সিন্ধ ব্যাঙ্ক ...	৫৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	১০৲ (ব)	...	১৯৫৯	...	...	৬৯০-৬১৯	...	...
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ...	১,৯৯,০০,০০০	১,৯৯,০০০৲	১০৲	১৲ (ব)	১৯৫৯	...	৬৯০-৬৯৯	...	...	৬৫৯
স্টেট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৬,১৫,১১,০০০৲	১,৯৯,৭৯,০০০৲	১০৲	১৲	১৯৫৯	১০০৲	১৬৯০	৬৫৯০	...	১০৲

ধরন	আনুমানিক মূল্যমান (আনুমানিক)	সময় ও অবস্থান অনুযায়ী	প্রতি আসনের আনুমানিক মূল্য	গড় সময়কাল	সময়কাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শেষ হালনাগাদ
বিমান											
...	১৮,৯৯,৯৯৯	৯,১৭,১৫৯	১৮	৪ (৪৪)	৬৪৭	---	---	---	---	১৮৯	---
...	১৯,৯৮,৬৪৪	৯,১৯,৯৭৯	৯৮	১৯	১৯৯৯	১৯৮	---	---	১১৯৯	---	---
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯	৯৮	১৯৯৯	---	---	---	---	১৯,৯৯৯	---
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	৯	৯/৯	৯৯৯	---	৯৯,৯--৯৯,৯	৯৯,৯--৯৯৯	---	৯৯৯--৯৯৯	---
বিমানবন্দর	১,৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯৯	---	---	৯১৯	---	---	---	৯৯৯,--৯৯৯	---
[illegible]											
...	৯,৯৯,৯৯৯ টা	৯,৯৯,৯৯৯ টা	১৯ টা	১৯ দি	১১/৯৯	১১৯,--১১৯	---	---	---	---	---
[illegible]	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯	১৯৯	---	৯৯৯	১৯১	---	---	---	---	---
...	১১১,৯৯,৯৯৯	---	১৯	---	---	১৯৯--১৯৯	১৯/৯ ১৯/৯	১১/৯--১৯/৯	১১৯৯-১৯	১১৯/৯--১৯৯	---
...	৯,৯৯,৯৯৯ টা	৯১,৯৯৯ টা	৯ দি	৯ ৯৯ টা	৯৯৯	৯১৯--১১/৯	৯৯/৯--৯১/৯	৯৯/৯	৯১/৯--৯১/৯	৯১/৯--৯৯৯	---
...	১৯,৯১,৯৯৯	৯৯,৯৯,৯৯১	১৯	১১/৯ (৯)	৯৯৯	---	---	---	---	৯৯,--৯৯৯	---
[illegible]											
...	৯৯,৯৯,৯১৯	১৯,৯১,১১১	১৯	৯৯	৯৯৯	১৯১/--৯৯/৯	৯,--১১/৯	৯১/৯--৯১/৯	১৯/৯ ১৯৯/৯	১৯৯--৯৯	---
[illegible]	১৯,৯৯,৯৯৯	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯	১৯৯	৯১৯	---	---	১১,৯	৯৯/৯	---	---
ইসলাম ...	১১,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯১৯	১৯	৯/১৯	৯৯১	১৯/৯ ১৯৯	১৯৯--১৯৯	১৯৯/৯--১৯/৯	১৯৯--১৯৯/৯	১৯,--১৯৯	---
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯	৯/১৯	৯৯১	---	১১৯৯	---	১১৯/৯--১১৯৯	১৯৯--১৯৯/৯	---
...	১৯,১১,৯৯৯	১৯,১১,৯৯৯	১৯	৯৯	৯৯৯	---	---	---	---	---	৯৯,৯
[illegible]	৯,১৯,৯৯৯	৯,১১,১১৯	১	৯৯ (৯৯)	১১/৯৯	৯১/৯	---	৯১/৯৯	৯১/৯	---	---
আন্তর্জাতি	১১,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,১৯৯	১৯	১/৯	৯৯১	৯৯/৯--৯৯/৯	৯১/৯	---	৯৯,৯--৯৯৯	---	---
[illegible]	১৯,৯৯,৯৯৯	---	১৯৯	---	---	---	---	---	---	---	---
[illegible]	৯৯,৯৯,৯৯৯ টা	৯৯৯,১১১ টা	১ টা	৯ দি (৯)	১১/৯৯	৯১৯	---	১১৯/৯--১১৯/৯	---	১৯৯/৯--১৯৯/	---
[illegible]	৯,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,১৯৯	১৯৯	১৯৯	৯৯১	---	---	---	---	---	---
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯১	১৯	৯৯ (৯)	১৯৯৯	---	---	---	---	---	১১
[illegible]	৯৯,৯৯,৯৯৯	---	১৯৯	---	---	---	---	---	---	---	---
ইস ...	১১,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,৯৯৯	১৯৯	১৯	৯১৯৯	---	---	---	---	৯৯৯	---
...	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯৯	৯	...	১৯১--১১৯৯	১৯৯	১৯১--১৯৯	১৯১--১৯৯	---	---
...	১,১৯,৯৯৯	১১,৯৯৯	৯	---	---	---	---	---	---	---	৯৯/৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯১	১৯	৯ (৯)	১১৯৯	---	১৯৯	---	---	---	---
...	৯৯,১১,১৯৯	১১,১৯,৯৯৯	১৯	৯৯	১১/৯১	---	৯,৯--১৯৯	৯৯--৯৯৯	১৯৯	৯৯/৯	---
হাউজ											
...	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯১১	১৯	---	---	---	৯--১৯৯	---	---	---	---
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯১,৯৯৯	১৯	১১ (৯)	১১৯৯	---	---	৯৯৯--৯৯৯	৯১/৯--৯৯/৯	---	---
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯,১৯,৯৯৯	১৮	১/৯ (৯)	৯৯৯	---	১---	---	---	---	১৯/৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯৯	১৯	৯৯	১১/৯	৯১/৯--৯১/৯	৯৯৯	---	---	---	---
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯,৯৯৯	১৯৯	১৯ (৯)	১১৯৯	---	---	---	৯৯৯	---	---
...	১১,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,১৯৯	১৯৯	৯ (৯)	১১/৯১	---	---	---	---	---	৯১৯
	১,৯৯,৯৯৯	৯৯,৯১,৯১৯	১৯	৯/৯	৯১/৯	---	---	---	---	---	১১/৯

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ১৯ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৪৯ ; ০১ মার্চ, ১৯৪৩ [মূল্য ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো	৩৭১	সম্পাদন	৩৭৭
পূর্ব বাঙ্গার শিল্প	৩৭১	কিংবদন্তী কর্পোরেশন	৩৮১
প্রাসঙ্গিক	৩৭৩	ব্যাঙ্কারের কথা	৩৮১
পাট সমস্যা ও সমাধান	৩৭৪	অর্থসংবাদ সমীক্ষা	৩৮৪
বিবিধ	৩৭৬	অর্থনৈতিক	৩৮৫
সংবাদপঞ্জি	৩৭৭	বৈদেশিক	৩৮৫

ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কি হইবে তৎসম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরবিরোধী ধারণা বর্তমান বলিয়াই শিল্পক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে এত বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মাথা নাই, তার মাথা বাঙ্গার মত মনে হইতে পারে, কাজেই এবিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্পনীতি যে পূর্ণাঙ্গ নহে—একথা বিশেষ করিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই। এশিয়ার মধ্যে অবশ্য প্রধান শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইউরোপ এবং আমেরিকার সহিত তুলনায় ভারতীয় শিল্পনীতিকে অপরিণতই বলিতে হয়। একমাত্র টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসকে হিসাব হইতে বহিষ্কৃত করিলে ভারতীয় শিল্পোন্নতির মান ইউরোপ আমেরিকা তো দূরের কথা এশিয়ার মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না। বস্তুশিল্পে ভারত সর্বাধিক উন্নত হইলেও জাপানের তুলনায় ভারতীয় সে-শিল্প যথেষ্ট অনুন্নত। অথচ জাপানের তুলনায় কাঁচামালের সরবরাহের ব্যাপারে ভারতের সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। আবার টাটাকে হিসাবের মধ্যে ধরিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, অপেক্ষাকৃত কম কাঁচামালের সরবরাহ লইয়া গ্রেটব্রিটেন যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের অপেক্ষা বহু অগ্রগামী হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকার সহিত কোন তুলনার কথাতো না তোলাই ভাল। কারখানাপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ, নানাপিছু শ্রমিকের উৎপাদন হার এবং বিভিন্ন কাঁচামালের নিজস্ব ব্যবহারের মাত্রায় আমেরিকার সহিত ভারতকে ভবিষ্যৎ কর্ম নির্ধারণ সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিক ও মালিকদের অত উৎসাহ পরস্পরকে ঘায়েলাহানি করিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে, তাহার কথা চিন্তা করিলে দুঃখার্ত কৌতুক বোধ করিয়া উপায় নাই।

আমাদের অর্থনীতির তাই আজ প্রধান সমস্যা দাঁড়াইয়াছে উৎপাদন ও উৎপাদন। এই কাজে সাফল্য লাভ করিবার পক্ষে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির অভাব এবং দুর্লভতার অপেক্ষা অধিক বর্তমান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সকল কারণ ছাড়া অন্যবিধ কারণেও শিল্পক্ষেত্রে অশান্তি ঘটিয়া প্রায়ই তো দূরের কথা, বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদনেও বাধা সাধন করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের শিল্প বিরোধের হিসাব লইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ১৯৪০ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠা সমূহে প্রায় ১৫ লক্ষ দিনের কাজ বন্ধ হইয়াছে এবং ১৯৪১ সালে হইয়াছে ১কোটি ১০ লক্ষ দিনের কাজ। ১৯৪২ সালের প্রথম নয়মাসে ১৯৪১ সালের অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া যদি সরকারিসূত্রের পক্ষ হইতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। বিগত এ সপ্তাহ কালে পশ্চিম বঙ্গে সংঘটিত শিল্প বিরোধগুলির হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে মোট ১৪টি শিল্প বিরোধ সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ৭টি ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘটের এবং ৭টি ক্ষেত্রে কারখানা তালাবন্ধের।

বস্তুত এই অশান্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যই বিগত একবৎসর যাবৎ ভারতসরকারের পক্ষ হইতে সরকারীভাবে এবং কংগ্রেস তরফ হইতে বেসরকারীভাবে চেষ্টা করিয়া আসা হইতেছে। শিল্পবিরোধ আইন প্রবর্তন করিয়া ভারতসরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি এ

শিল্পে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার স্থলে প্রতি কারখানাতেই শ্রমিক, মালিক ও সরকারের নি লইয়া শিল্প সংসদ গঠিত হইতেছে। সরকারের এই ত কমিউনিষ্ট প্রভাবিত অলইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বন্ধন ং করিতে না পারিয়া, সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রমিকদের হ উৎপাদন বাড়াইবার প্রচারকার্য করিতে থাকেন। এই বিপদ সঙ্কেতকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া আসেন জাতীয় ট্রেড ন। তাঁহাদের উদ্যোগে ভারতসরকারের শিল্পশ্রমের পক্ষ এক শিল্প সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং এই সম্মেলনে মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিগণ এক বৈধবিক সিদ্ধান্তে হন। এই চুক্তি অনুসারে মালিক ও সরকারের প্রতিনিধি তিন বৎসরের জন্য শিল্পে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হ'ন। ভিন্ন বক্তের উপরিউক্ত সাপ্তাহিক শিল্প বিরোধের হিসাব প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, সে-চুক্তি কতদূর পালিত হইতেছে

প্রশ্ন এই, উহার জন্য দায়ী কোন্ নীতি, অথবা কোন্ ব্যক্তি? অবশ্য মুদ্রাস্ফীতিই দায়ী। উৎপাদের সরবরাহের আর্থিক ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখিতে অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকাতে সাধারণ ভক্তের নাগালের বাহিরেই চলিয়াছে। এই উচ্চমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় বলিয়া বহু উপার্জনকারীগণ অর্থবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ অতীতের উৎপন্নের হইতে মুনাফা অপেক্ষাকৃত কম হওয়াতে এবং উচ্চমূল্যে উৎপন্ন পাদান ক্রয় করিবার ব্যাপারাধিকতার নিমিত্ত মালিকগণও মজুরী- ি করিতে সদাসচেষ্ট হইতেছেন। ইহা উপলব্ধি করিয়াই । পক্ষ হইতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ করিয়া আইন ইয়াছে। কিন্তু সরকারের ন্যূনতম মজুরী আইনের সার্থকতায় লা মালিক কর্তৃক মজুরীর উচ্চতর হার স্বীকার করিয়া লইলেই ইবে না, দ্রব্যমূল্যের মানও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। য় মানকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কেবলমাত্র উৎপন্নের অধিকতর । অথচ উৎপাদন প্রচেষ্টাকে অধিকতর জোরালো না করিলে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

। হইলে দেখা যাইতেছে সরকার মূল: মুদ্রাস্ফীতিতে নিহিত ঃ সমাধানের ক্ষমতা এবং আশু সুবিধায় শ্রমিক এবং মালিক- ভয়েরই আগ্রহের নাগো। এই সত্যটা শ্রমিক এবং মালিক ভয়কেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহারা নিজেরাও ইহা পলব্ধি করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে াধিত হইতেছে না তাহার কারণ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভাব এবং উভয় পক্ষ কর্তৃকই সরকারকে দায়ী করিবার পাইবার আকাঙ্ক্ষা।

ধীন হইবার বহু পূর্ব হইতেই ভারতের অধিকাংশ শ্রমিকশ্রেণির শ্রমিকদের দাবী ও ভারতের সমাজব্যবস্থাবিরোধী বিপ্লববাদকে তাঁহার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে জাতীয় বিপ্লবের চরমপন্থী মতবাদ বহুলাংশে গণতন্ত্র-বাদের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে অবশ্য এই অদ্ভুতত্ব ততটা প্রকট হয় নাই, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই দেখা গেল আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমর্থনপুষ্ট এই শ্রমিক আন্দোলন ভারতীয় অবস্থার পরিপন্থী। কিন্তু স্বাধীন ভারত সমাজতন্ত্রী হইবে, কৈফয়ৎ কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির আসন হইতে পণ্ডিত নেহরু এই ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে অলিখিত কেন সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইতেছে না, একথা বলিয়া শ্রমিকদের বর্তমান সরকারের "বিশ্বাসঘাতকতা" সম্পর্কে সহজেই বিশ্বাস করা চলে। এই "সুযোগ" গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রচার কার্যের জন্য। সম্প্রতি অবশ্য জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের নূতন রূপরেখা ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে অবস্থার কিছু উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাইবার পক্ষে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই আনুকূল্য যথেষ্ট নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনোবৃত্তির সহিত শ্রমিকদের মনোবৃত্তিতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে মালিকশ্রেণীর মনোভাবের অযৌক্তিকতার কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতেই তাঁহারা যুদ্ধের জন্য সমস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহারা যুদ্ধের সুযোগে অর্জিত ও সঞ্চিত প্রচুর মূলধনের বিনিয়োগ সম্পর্কে এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া তোলেন। অন্যপক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিবরূপে জনাব লিয়াকৎ আলীর বাজেট এবং কারখানা জাতীয়করণ সম্পর্কে পরিবর্তনশীল মন্ত্রিসভার অসতর্ক উক্তি তাঁহাদের সচকিত করে। কিন্তু ভারত বিভাগের পরে ভারত ডমিনিয়নের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ষড়মুখ চেট্টি যে দুইটি বাজেট আবহমান করিয়াছেন তাহার উভয়টিতেই জনাব লিয়াকৎ আলীর দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। ব্যবসায়ের উপর করভার লাঘব করা হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্টভাবে জাতীয়করণ করা হইবে না বলিয়া সরকার সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, তবুও ব্যবসায়ীদের অসন্তোষের শান্তি হয় নাই। তাঁহাদের এই মনোভাবের সমালোচনা করিয়া ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান করভার শতকরা ৫০৲ লাঘব হওয়া সত্ত্বেও যদি মালিক এবং ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হ'ন, তাহা হইলে যুদ্ধকালে টাকায় পনেরো আনা কর প্রদান করিয়াও কি অপূর্ব উপায়ে তাঁহারা কোটপতি হইয়াছেন!

মালিকদের এই অসন্তোষের কারণও হইল ভারতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন, ক্ষমতা এবং পরিমাণগত সম্পর্কে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা। এতকাল সরকারী কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাই তাঁহাদের সঙ্ঘ করিতে

সরকার কর্তৃক উহাদের সুযোগ সুবিধা বিধানের পরিবর্তে ভারতীয়করণের ফলেই তাঁহাদের মনোযোগদানের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু শ্রমিক এবং মালিক উভয় পক্ষের কাছেই আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে উদ্বোধন প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু যে ত্রিদফা ভারতীয়করণের নীতি ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মনুভাই শেঠ যে অর্থনীতি ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাঠামো-রূপে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উভয়পক্ষই যথোপযুক্ত স্থান পাইবেন। ত্রিদফা ভারতীয়করণের নীতি হইল এই যে, সরকার বর্তমান শিল্পগুলির মালিকানা রূপান্তরিত করিবার পরিবর্তে, স্বীয় তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ নূতন শিল্পগঠন করিতে প্রয়াসী হইবেন। মৌলিক গুরুত্ববিশিষ্ট নহে এমন কোন শিল্প ভারতীয়করণের বাসনা ভারতসরকারের নাই। অতএব ভারত সরকারের ভারতীয়-করণের নীতি সম্পর্কে মালিকদের শঙ্কিত বোধ করিবার কোন কারণ নাই। অনুরূপভাবে মিশ্র অর্থনীতির বিধি অনুযায়ী প্রতি কারখানা হইতে মুক্ত করিয়া, শিল্পবিরোধের নীমাংসায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী লেবার ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত সর্বত্রই সরকারী প্রতিনিধির সর্বব্যাপকতার শ্রমিক ও মালিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা করিবে। সুতরাং শ্রমিকেরও ভীত হইবার কারণ নাই।

এক্য সংঘের প্রেরণা অনুসারে চিন্তা না করিয়া জাতীয় স্বার্থ এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি ও প্রয়োজন স্মরণ রাখিলে, ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রস্তাবিত কাঠামো সর্বজনগ্রাহ্য হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

পূর্ব বঙ্গের হিন্দু

যুদ্ধোত্তর ভারতীয় রাজনীতির দ্রুত বিবর্তনের পথে প্রায় আকস্মিকভাবেই বাঙ্গলাদেশ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিভক্তির ফলে ১কোটি ৩০ লক্ষের মত হিন্দু পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত অংশ পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ভারতীয় বিপ্লবের অগ্নিহোত্রী-দের মাতৃভূমি হইলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দু সমাজ ইতিপূর্বেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। জীবর, শাঁখারী, মিস্ত্রী, ধরামি এবং অন্যান্য কৃষিজীবীদের অবস্থিতি ব্যতীত পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ নির্ভর করিতেন অপর কর্তৃক অর্পিত ভূমি হইতে খাজনার উপর। ইহাদের মধ্যে আবার একটি বড় অংশ ছিলেন গ্রামবাসী। অবশিষ্ট মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা শহরে বাস করিয়া ডাক্তারী ও ওকালতি প্রভৃতি পেশা, শিক্ষকতা ও কেরাণীগিরি প্রভৃতি চাকুরী এবং শহরের ফল বিক্রয় সংক্রান্ত কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এক কথায়, হাতে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য করা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের প্রায় সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হইত।

কিন্তু কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঢাকা ও বরিশালকে কেন্দ্র করিয়া যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন পূর্ব বঙ্গে গড়িয়া উঠে, অবশ্যম্ভাবিরূপে তাহা পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনকে মুখোমুখি রোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া সুচতুর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলা দেশে এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের দাবীকে সমর্থন করিবার জন্য লর্ড কার্জনের উৎসাহের তাগিদেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে যে মুসলিমলীগ ১৯০৬ সালে ঢাকায় জন্মলাভ করে, ১৯০৯ সালে মর্লিমিন্টো সংস্কারে শাসনতন্ত্র কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকৃতি করাতে তাহা বিশেষ বলশালী হইয়া উঠে। কিন্তু ১৯১৬ সালে কলিকাতায় এবং ১৯২৭ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে না। কিন্তু ১৯৩০ সালে সাম্রাজ্যবাদের সহিত বাঙ্গালী বুর্জোয়ার চূড়ান্ত সংগ্রামের ব্যর্থতার পরে দুঃখের কি রকমফের আসে। একদিকে দেশের বিপ্লবীভাবাপন্ন নেতা ও কর্মীকুল কারারুদ্ধ হওয়াতে এবং অপরদিকে নেতারা পন্থা কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রত্যাহৃত ও কংগ্রেস কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গৃহীত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে এক পরাজিতের মনোভাব প্রকট হইয়া উঠে।

অতঃপর কি কংগ্রেসে, কি সরকারে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন দিকেই যেন বাঙ্গালী তাহার আদর্শের ও স্বার্থের পরিপূরক কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পায় না। বাণিজ্য ও উৎপাদন ও ইহার সেবার গঠনমূলক কর্মসূচী এবং প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় গ্রহণ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় রাজনীতি পরিচালনা করিবার যে শিক্ষা কংগ্রেস গ্রহণ করেন বাঙ্গলার হিন্দু তাহাতে কোনমতেই নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না। ফলে বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাস বিভিন্ন দল বাঙ্গলা দেশে বিস্তৃত হইয়া জাতীয় সংগঠনকে দুর্বল করিয়া দেয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বাঙ্গলা কংগ্রেস যে পরবর্তীকালে দুর্বলতর প্রাদেশিক কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়, তাহার মূল কারণ এখানে নিহিত।

ইহার উপরে ১৯৩৭ সাল হইতে দৃঢ়ভাবে বাঙ্গলা মুকের উপর যে সাম্প্রদায়িকতা আসীন হয়—তাহাতে বাঙ্গলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের সমূহে নূতনতর অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সরকারকে যথোপযুক্ত বাধা প্রদান করিতে হইলে যে উগ্র জাতীয়তাবোধের আবশ্যক, পক্ষ বাঙ্গলা কংগ্রেস কোন ক্রমেই তাহাকে রূপ দিতে সক্ষম হয় না। বামপন্থীদল গুলি ও আন্তর্জাতিকতার মোহে এবং মুসলিমলীগ শাসনে গৃহীত সংগ্রামের প্রয়োজন অনুসারে রণকৌশল পরিবর্তিত করিতে অক্ষম হইয়া, আত্মঘাতী দলাদলির পথে শক্তি ক্ষয় করিতে উৎপর হইয়া উঠে।

এই অবস্থাতেই আসে বিশ্বযুদ্ধ। ভারতরক্ষার বিধানে অল্পদিনে
ে একদল নিষ্ঠাবান দেশকর্মী কারারুদ্ধ হ'ন এবং ১৯৪২ সাল
ে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অংশে—বিশেষ করিয়া ঢাকা জিলার
ে এবং গ্রামাঞ্চলে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কিন্তু
শের শেষ না হইয়া ইহা অধিকতর দুরবস্থার সূচনা করে
। ১৯৪৩ সালে ব্রহ্মের পতনের পরে যুদ্ধ আসিয়া বাঙ্গলার
শে উপস্থিত হয় এবং পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণ, পূর্ব এবং মধ্যপূর্ব
ন্তে সংঘর্ষও ঘটিয়া থাকে। এই যুদ্ধ অল্প বাঙ্গলার প্রবেশ করিল
কন্তু দেখা দিল দেশরক্ষার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা। পূর্ব বঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রের
কাছে নিকটবর্তী হওয়াতে সেখানে এই আঘাতের ফল হইল
ধিক। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ আবার অধিকাংশই মধ্যবিত্ত
া এই জন্যই অবস্থাজনিত আর্থিক অনটনে তাঁহারা একেবারে
ি হইয়া পড়িলেন।

ই অবস্থায় যুদ্ধকালীন দাঙ্গার হিন্দু কৌশের
কাহিনী প্রকাশিত হওয়াতে যাহা কিছু অবশিষ্টের
। অস্তিত্বটুকু, মুসলিমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং কলিকাতা ও
বাঙ্গলার বন্ধুতা তাহাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া দিল।
হোগুণ হিন্দুগণ ধৈর্য্য না হারাইয়া আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট
। কিন্তু এই সময় পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক আকস্মিকভাবে
বাবস্থার পরিবর্তনে গৃহীত হওয়াতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ
হ হইয়া পড়েন।

ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার সময় হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের
করিয়া মুসলিম জাতীয় রক্ষীদলের পক্ষ হইতে যেরূপ প্রচার
া হয় তাহাতে হিন্দুগণ বিচলিত বোধ করিতে থাকেন। এই
ারের সংবাদ আসিয়া হিন্দুদের আশঙ্কা অধিকতর বৃদ্ধি
ফলে সময় থাকিতে হিন্দুগণ পাকিস্থান পরিত্যাগ করিয়া
হইতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। তাহাড়া বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা
াকিস্থানের পূর্ব আতঙ্কের তারিখের অনেক পূর্বে সমস্ত বাঙ্গলা
বধান থাকাতে, সকল সম্পন্ন পরিবারই তাঁহাদের সম্ভ্রম ও
ভারতীয় এলাকায় স্থানান্তরিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।
রে এক কিন্তুত দেশত্যাগ সংঘটিত হয়।

ই এই সকল দেশত্যাগীদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।
ে হিন্দুই পাকিস্থানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ
া দেশত্যাগ করার মত গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে
নাই। বরঞ্চ পাকিস্থানের সরকার এবং তথাকার টীকাকারগণের
ধের সহিত সহযোগিতার পথে পূর্ব বঙ্গে বাস করা সম্ভব কিনা
তাহারই প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রথম
আসে পূর্ব বঙ্গ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত
সিদ্ধান্তের পথে। পূর্ব বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহকে কলিকাতা
বোর্ডের পরিধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। ফলে পূর্ব
বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু ছাত্রদের পক্ষে লেখাপড়া করা দুঃসাধ্য হইয়া

ার ব্যাপারে দুই ডমিনিয়নের একটিকে বাছিয়া লইবার
কারী কর্মচারীদের যে 'অপশন'এর সুযোগ দেওয়া হয় তাহাতে
ের প্রায় সকল হিন্দু কর্মচারীই ভারতে চলিয়া আসেন। এইরূপে
জীবিকা উপার্জনকারী সন্তানদের দেশত্যাগের ফলে পরিবারের
পূর্ব অঙ্গে পড়িয়া থাকা নিরর্থক হয়। ডাক্তারী, ওকালতি
পেশায় এবং সর্বপ্রকার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুসল-
সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার নীতি
ত হওয়াতে, এই শ্রেণীর হিন্দুগণও পাকিস্থান ত্যাগ

প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতেই লীগ মন্ত্রিসভার আমলে হিন্দু জমিদার-
দের পক্ষে খাজনা আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার উপরে সম্প্রতি যে সকল খুন জখমাদি হিন্দুদের উপর
আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অপরাধমূলক মনে হইলেও,
উহার পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে
বিগ্রহভঙ্গ, চুরি, ডাকাতি এবং নারীনিগ্রহণের মাত্রা ভয়াবহরূপে
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠিক এই অবস্থাতেই আবার পূর্ব বঙ্গ সরকার হিন্দুদের
বন্দুক রাখার অধিকার হরণ করিয়াছেন এবং শহর অঞ্চলে হিন্দুদের
বাসগৃহগুলিকে নির্বিচারে তল্লাসমূলক করিয়া লইতেছেন। এতদ্ভিন্ন
কায়েদ-ই-আজম কাণ্ডের জন্য বেসরকারী খুন এবং আহতের ও
বিবিধ শুল্ক আদায় করা সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের অযোক্তিক বাধ্যতা
পূর্ব অঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

পূর্ব বঙ্গের আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে এসম্পর্কে প্রতিকার-
মূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইবে, এই আশাই স্থানীয় হিন্দুদের শেষ
আশা ছিল। কিন্তু এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্থানের
রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবার জন্য বাংলা ভাষার দাবী সম্পর্কে যে
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তৎসম্পর্কে সরকারের পক্ষ হইতে পরোক্ষভাবে
হিন্দুদের লক্ষ্য করিয়া যে হীন অভিযোগ করা হয়, তাহাতেই হিন্দুগণ
তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভাষা আন্দোলন
রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত, এই ঘোষণার সাথে সাথেই পূর্ব বঙ্গের
অন্তর্গত খুলনার জেলায় যে দাঙ্গা হয় তাহাতে দুইজন হিন্দু নিহত
হন এবং তিনজন স্ত্রীলোকসহ সতেরো জন হিন্দু আহত হন। এই
আন্দোলনে হিন্দুদের কোনও সহযোগিতা নাই, ইহা ঘোষণা করা সত্ত্বেও
ঢাকাতে শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাশগুপ্তকে প্রহার করা হয়। অতঃপর ভাষা
আন্দোলন সম্পর্কে একটা আপোষ রফায় সরকারকর্তৃক ভাষা আন্দো-
লনের যৌক্তিকতা স্বীকার করাতে হিন্দুদের মনে একটু আশার
ক্ষীণালোক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কায়েদ-ই-আজমের প্রকাশ্য ঘোষণায়
পূর্বতন সরকারী ভাষ্য প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের
সুবিচার সম্পর্কে হিন্দুগণ সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

অবস্থার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই ভারতীয় পার্লামেন্টের
বাঙ্গালী সদস্যগণ ভারতসরকার কর্তৃক পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের দায়িত্ব-
গ্রহণের জন্য একযোগে দাবী জানাইয়াছেন এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারও
এতৎসম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবার জন্য একটি পুনর্বসতি দপ্তর
স্থাপন করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই নাকি পশ্চিম বঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গীয়
হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে,
এরূপ আরও অনেক আশ্রয়প্রার্থী আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি
পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে পূর্ববঙ্গের
হিন্দুরা আজ এক উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। যাঁহারা চলিয়া আসিয়া-
ছেন তাঁহারা উদ্বাস্তু জনসাধারণ মাত্র দীর্ঘদিনের আহারোপযোগী সংস্থান
তাঁহাদের নাই। যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন তাঁহারা অসহায়ের মত
বসিয়াই রহিয়াছেন এবং অসহায়ভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়াই রহিয়াছেন।
ইহা অতীব ভয়াবহ চিত্র।

এই সত্য যখন আজ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত যে
পূর্ব অঙ্গে হিন্দুদের জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য, তখন নীতির
দিক হইতে দেশত্যাগকে কেবল সঙ্গত মনে করিলেই যথেষ্ট হইবে
না; আবশ্যকবোধে ভারতসরকারকেই এই হিন্দুদের অপসারণের দায়িত্ব
গ্রহণ করিতে হইবে। আবার ভারতসরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হইবার পূর্বেই যাহাতে স্থানীয় হিন্দুদের নৈতিক সাহস
ভাঙ্গিয়া না পড়ে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই শেষোক্ত দায়িত্ব
সমগ্রভাবে বাঙ্গলা কংগ্রেসের এবং এই প্রয়োজনের প্রতি আমরা

প্রাসঙ্গিক

ভারত সরকারের শ্রমিক নীতি

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের অন্যতম শ্রীযুক্ত জসওয়ন্ত রায় ভারত সরকারের শ্রমনীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শিল্পক্ষেত্রে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে শিল্পপ্রচেষ্টার শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতার ব্যবস্থা করাই সরকারী নীতির বৈশিষ্ট্য, এজন্যেই ভারত সরকার তাঁহাদের অর্থনৈতিক এবং সংবিধানিক আনুষ্ঠানের মধ্যেই শিল্পবিরোধ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ধর্মঘট এবং তালাবন্ধ তালাবন্ধ করাকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। এই আইন যে নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল বিগত কয়েক বৎসরের ধর্মঘট এবং তালাবন্ধ জনিত উৎপাদন প্রচেষ্টার ক্ষতির হিসাব করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত জসওয়ন্ত রায়ের বিশ্লেষণে প্রকাশ, শ্রমিক বিরোধের ফলে ১৯৩৯ সালে মোটামুটি ৪০,৫০,০০০ দিনের কাজ বন্ধ হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে এই ক্ষতি অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং মনে হয় এবার ১,৫০,০০,০০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ক্ষতি অসহনীয়। বর্তমানে খাদ্য, বস্ত্র ও জোগ্য দ্রব্যের নিদারুণ অভাবের ফলে দেশে চলিতেছে মুনাফাখোরি ও চোরাকারবারের প্রাদুর্ভাব করিয়াছে এবং জীবনধারণের আবশ্যিক ব্যয়ের মানকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে লইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমবিরোধ ইত্যাদির ফলে ক্ষতির বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইবে। দেশবাসীকে বর্তমান অবস্থার এই গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করিতে যাইয়াই শ্রীযুক্ত জসওয়ন্ত রায় বলিয়াছেন, "স্বাভাবিক অবস্থাতেও শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার পক্ষে কঠোর এবং কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা বৈধ নয়। সেখানে কিন্তু এখন ত দেশের অবস্থা স্বাভাবিকও নয়।"

কিছুকাল পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনের অধিবেশনে শিল্পে শান্তি রক্ষার প্রশ্নটির উত্থাপন করিয়া শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তিটিকে, যাহাতে কার্যকরী হইতে পারে তাহার জন্য বর্তমানে শ্রমিক, মালিক ও সরকার—এই তিনপক্ষের প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শিল্প-সংসদ (ওয়ার্কস্ কমিটী) গঠন করা হইতেছে।

ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যে বাধিক সরকারী তদন্তের উপর পড়াইয়াছে—শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ দূরীকরণে তাহা অধিকতর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় ভারত সরকারও এবিষয়ে সম্যক সচেতনতা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জসওয়ন্ত রায় বলিয়াছেন, "শ্রমিকদের সম্পর্কে আমরা যে সকল আইন প্রণয়ন করিতে সবেমাত্র করিয়াছি তাহার অনেকগুলি বহু পূর্বে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রায় সমব্যয়ে হয়ে পাইব।"

এই উদ্দেশ্যে সরকার শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ বন্ধুরী এবং স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারেও মালিকদের সঙ্গে একটি শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আগামী ১০ বৎসরের মধ্যেই ১৪ লক্ষ শ্রমিকের বাসোপযোগী আধুনিক বাসগৃহের সংস্থান করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। মুক্তকণ্ঠে উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি সকল করিতে পারিলে জন-সাধারণের বলিষ্ঠ আশীর্বাদ যে হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

নেহরু প্ল্যান

ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স অব ওয়ার্ল্ড আফেয়ার্সের এক সভায় ভারতের মাকিন মহা দূত কেনেডী প্রেডী বলেন যে, ইউরোপের পুনর্গঠনে সহায়তা করিবার জন্য আমেরিকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে মিঃ হেনরী মর্গেনথাউ যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, এশিয়ার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা ভারতের পক্ষেও প্রণয়ন করা সম্ভব। ভারতের জন্য এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির তিনি নামকরণ করিয়াছেন "নেহরু প্ল্যান"। প্ল্যান দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইউরোপে "মর্গেনথাউ প্ল্যান" পরিকল্পিত হইয়াছে। অনুরূপ অবস্থা এশিয়াতেও বর্তমান।

ইউরোপ যেমনই শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। যুদ্ধ ইউরোপের কলকারখানা বিশেষ কিছুতে আমেরিকার মুনাফার ইউরোপের প্রথম প্রয়োজন যন্ত্রপাতির সরবরাহ। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলেও, তাহার উৎপাদন ক্ষমতা কোনক্রমেই কম হয় নাই। বরং যুদ্ধের পরোক্ষ প্রচেষ্টার ফলে তাহার উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই ইউরোপের আজ যাহা পাওয়া প্রয়োজন, আমেরিকার পক্ষে তাহা সরবরাহ করা শুধু সম্ভবই নয় আবশ্যকও বটে। এখানেই মর্গেনথাউ পরিকল্পনার পারস্পরিক প্রয়োজনের আসল ভিত্তি।

এশিয়ার দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যে ভারতের পক্ষে আরো সহজ হবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে ভারতের স্বীয় পরনির্ভরতা দুর্বিষহ। সুতরাং আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবের মাকিন্তিক মার্কিন পরিকল্পনা এশিয়ার ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র-সচিবের মাকিন্তিক করিলেই যে বিষয়বস্তুতে উহা পরিকল্পনা একরূপ হইবে তাহা আশা করা যায়। কিন্তু চাঃ হেরী সেকথা যে বলেন নাই তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এশিয়ার জন্য তাঁহার প্রস্তাবিত "নেহরু প্ল্যানকে" ইউরোপীয় মর্গেনথাউ প্ল্যানের সহিত তিনি আপেক্ষিক বিচারে তুলনা করিয়াছেন মাত্র। এশিয়া ভূখণ্ডের বৃহত্তর পরিধি এবং প্রকৃত ইউনিটের আসল রূপে পরিকল্পনা উহাকে করা যায়, যাহে ধনিক-পুষ্ট এশিয়ার উন্নয়ন সম্ভব হইলেও মূলধন ও পাইকার দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাদের সর্বাধিক। আর্থিক অবস্থার এই বিস্তারের মধ্যেই ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। অনুরূপ ভাবেই ভারতের পশু ও মৎস্য সম্পদ জাপানী শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং ভারতের একটী পারস্পরিক লাভ সহযোগিতার ভিত্তি সহজেই রচিত হইতে পারে এবং ভারতের উহা দেশেরই উপকার হইবে।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য "নেহরু প্ল্যান" নাম প্রদান করিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা খুঁজে পাইনা, বরং উহাতে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সৃষ্টি হইবার অবকাশ রহিয়াছে। অর্থাৎ প্ল্যানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিতে মার্কিনী মাতব্বরের এক সর্বনাশের ছোঁয়াচ রহিয়াছে, এশিয়াঞ্চলে পারস্পরিক ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহার অবকাশ কি বিশেষ কোথায় তাহাই, আলোচনার হইতে পারে।

পিছ-ভারত কোন্ পথে ?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে ভারতের বেকারত্ব সমস্যা এবং শিল্পের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ দেশকে এশিয়ার পুরোভাগে আসন করিয়া প্রসার পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য প্রকৃতই সিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক আবশ্যক উৎপাদনকে তাহারা কাম হইতে হইবে কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই এবং আমাদিগকে একরূপ বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা এশিয়ার দেশগুলির শিল্পবিকাশে ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধা যাহাতে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকূল হয় তাহারই চেষ্টা এবং আয়োজন করেন। কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ না হইলে যে শ্রমিক জীবনে আমাদের পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকূল হওয়ার আশা ও অবকাশ, সে কথাটা তাঁহারা সম্যক বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই।

সম্প্রতি কলিকাতায় ইউনে উদ্যোগে আয়ুত ভিবি ভারত শিল্পোৎপাদক সংঘের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অর্থনীতিবিশারদ শ্রীযুক্ত এ. বিভেদরা এই কঠিন প্রশ্নটির কতকগুলি দিক আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের তিনিতে বিচার করিলে ভারতে অর্থনীতি যে কত দুর্বল তাহা প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, কোন আবশ্যক যন্ত্রপাতির জন্য তাহার আমদানীর উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় এই অভাব পরিপূরণ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পরে যন্ত্রপাতির সম্পর্কে যে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের যথেষ্ট বন্ধুরাম, তাহাদের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং লেটেস প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সর্বক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক সরবরাহে উপর নির্ভরশীল, তাহার কোন বিকল্প আবিষ্কার তাহার সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ হইবেই অবশ্যে

প্রয়োজন বাবে আর্থিক সমস্যের এই । বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে। আমদানী-রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, বিমান, ও প্রভৃতি দ্বারাও কেবলমাত্র মোটর গাড়ীর ফেরী আমদানির বাবদ ১০ কোটি টাকা অথচ এই শিল্পকে স্বাবলম্বী হইবার বিশেষ ই করা হইতেছে না। বিমান নির্মাণের দোষে যে বিপুলায়তন এয়ারক্রাফট কারখানা ইয়াছে তাহাতে বিমানের মোলটাই কেবল । সম্ভব এবং সেখানে বিদেশ হইতে আমদানী ন্তের বিরাট অংশকে স্থায়ী করা হইতেছে। ইপ্রকার মোটর কারখানাতেও একই অবস্থা। শিল্পকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে চাই উহার বহুসংখ্যক দক্ষ শ্রমিক এবং প্রচুর চাহিদা। ন ইহার কোন ক্ষেত্রেই তাহাদের অবস্থা বিবেচনার মধ্যে লক্ষ্যস্থির এবং চাহিদার সম্প্রসারণের করিয়া ধরি যে কথা কেবল মাত্র তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে উপযুক্ত উৎপাদনের পরিমাণ আমাদিগকে । পক্ষে যাহার কোনক্রমে সম্ভব নহে। এই প্রতিকারের প্রতি বিশেষভাবে প্রভূত এক বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন । সমস্যা বিশ্লেষণের ও বিদেশ ন বার্ষিক ১০ কোটি টাকা এবং পঞ্চবার্ষিকী ৫ বাবে বার্ষিক ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় ন্তি বিনিময়কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। পরিকল্পনার অধীনে বর্তমান শিল্প সমস্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে কতটা উৎপাদনের ন কতটা বিদেশের সহযোগিতা, কৃত শিল্পের ও উপযুক্ত প্রতিরক্ষাশিল্পী গঠনের বিষয়ে হইবে। ইহার জন্য যেমন শিল্পে হার থাকা প্রয়োজন তেমনি সরকারী সহযোগিতাও একান্ত আবশ্যক। শিল্পকে আজ বিভিন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা ঘটতেছিল সম্পর্কে আলোচিত হইবার কারণ ই।

ন্ত রাজস্ব প্রস্তাব

বাজেটে অর্থসচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত করসমূহ হলেই কমিটি যে সমস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব ন, তাহার ফলে কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত টাকা সংগৃহীত হইবে। উৎপাদন শুল্ক, ও এবং আয়কর প্রভৃতি সকল খাতেই বৃদ্ধি করভারের হ্রাসসাধনের অনুকূলে করিয়াছেন। চা ও কফির উপর উৎপাদন ন্ত প্রতি ৵০ (দুই আনা) হইতে ৴০ না) করার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং চলের উৎপাদন শুল্ক ২৷৷০ (আড়াই টাকা) হইতে ২৲ (দুই টাকা) করিবার প্রস্তাব করা । সংশোধিত জাহাজী শুল্কের হার অনুসারে চলের জাহাজী শুল্ক টন প্রতি ২০০ টাকার বিদ্ধারণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সংশোধিত আয়করের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে কর নির্দ্ধারণযোগ্য আয়ের সিলভ অঙ্ক বার্ষিক ২,০০০ টাকা উপার্জনের বাদ হইতে বার্ষিক ৩০০০ টাকার আয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত লাভের যে অংশ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইবে তৎসম্পর্কে বাণিজ্যিক ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে প্রতি টাকায় আনা এবং কৃষকের কোম্পানীগুলিকে প্রতি টাকায় এক আনা হারে করপ্রদানের দায়দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

কমিটির উপরোক্ত সংশোধন প্রস্তাব সমূহের ফলে বাজেটের ১০৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। তাহার ভেতরে ১০ লক্ষ, কফির ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ এবং উপরি ঘাতের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব ঘাটতি হইয়া, উৎপাদন শুল্কের খাতে মোট ১১৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। লোনীশুল্কের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণের ইঙ্গিত হৈলের লোনীর খাতে ৩৩ লক্ষ এবং মাচিসের খাতে ৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। আয়কর সংশোধনের ফলে এককালিক ১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব কম আদায় হইবে। কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট কর এবং অবলুপ্তিকরের উদ্দেশ্যে অর্থবান সম্পদ বিক্রয়ের কমিটির প্রস্তাব অনুসারে রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অতএব ঘাটতির পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে, বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারত সরকারের আয়করের রাজস্ব হইতে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার দায়দায়িত্ব থাকায় ঘাটতি মোটমাটিভাবে দাঁড়াইবে ১০৩ লক্ষ টাকা।

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মৌলিক উপর উৎপাদন ও সন্তোষ—এই দুইটির হইতেই যাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা উৎসাহ লাভ করে, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। উৎপাদন ও রপ্তানী শুল্কের হ্রাস হেতু ভারতীয় এবং বহির্দেশীয় বাজারে ভারতীয় উৎপন্নের মূল্য নিম্নতর বাঁধিয়া, উৎপন্ন সামগ্রীর সন্তোষকে সহজতর এবং উৎপাদনকে লাভজনক করিয়া তুলিবে, সেদিক আয়করের অব্যাহতি বহু আয়কারী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও যথেষ্ট খুশি করিবে। সুতরাং এই প্রস্তাবগুলিকে কর পরিবর্তনার পথে সর্বপ্রকারের ভূমিকা বিবেচনাকারী এবং জাতীয় সম্পদের সহায়করূপে আখ্যায়িত করা যায়।

বাণিজ্য কর্পোরেশন

১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত সময়ের মেয়াদে পরিচালন সরকার আইনবলে কলিকাতা কর্পোরেশনকে বাণিজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়া পরে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করিবেন। এই পরিচালক যাহাতে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা সর্বসাধারণের স্বার্থানুযায়ী করিতে সেজন্য নির্দেশ দিবার ক্ষমতা লাভ করিবেন। তিনি নির্দেশগুলির তালিকা সংগ্রহ করিবেন এবং সংশোধিত তালিকা অনুসারে নির্দেশগুলির পর কর্পোরেশনের নিকট অবশ্য প্রদান করিবেন।

কর্পোরেশনের কার্যপরিচালনা অবশ্যকার্য বিষয়ে অসন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি ইহার শাসন ও সংগঠন জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় এবং আর্থিক অবস্থাও সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। কেবলমাত্র অভিযোগ বিষয় উঠিয়াছে। প্রতি অধিবেশনেই কর্পোরেশনের কার্যকলাপকে আলোচনার পরিবর্তিত করিবার দাবী জানানো হয় নাই, কিন্তু কর্পোরেশনের কার্যকর্ম সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকারকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গত বাজেটের আলোচনা কোন প্রকার অভাবের প্রতিকার আশা করা হয় নাই বলিয়া জনসাধারণের অভিযোগের তদন্ত করণ করা হইয়া আসে। আজ স্বাধীনতার দায়ীত্ব গ্রহণের আগামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর কার্যকলাপের কেন্দ্রগুলি দুর্নীতির আড়া সংগঠন সম্পর্কে বেসরকারী বিদেশকারে আন্দোলন হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ অসন্তোষের তীব্রতা উপলব্ধি করিয়াই বিধুভূষণ সুপ্রে মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী যায় কর্পোরেশনের ব্যাপারে সরকারী তদন্ত দাবী করেন এবং বর্তমান অবস্থার গতির শাসন করিবার ব্যবস্থা জোর করিয়া পরবর্তী অন্যে। প্রয়োজনের বিচারে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই তদন্ত প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে একটি আইন প্রবর্তন করেন। বর্তমান আইন তদন্তের সেই পূর্বতন সিদ্ধান্তের সমর্থনমাত্র। মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সম্মিলনে এই আইন প্রবর্তন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "কিছুকালের জন্য কর্পোরেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করা ব্যতীত কর্পোরেশনের সংগঠন ও শাসন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আমরা করা সমীচীন মনে করি নাই।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক অভিযোগ, বেনামী মালের প্রবর্তন এবং কর্মপ্রীতি ও সুবিধাবাদ যাহার সমর্থন করিয়া তৌহর ঘোষ করিয়াছেন, জাতীয় সরকারের বৈধানিক নিয়ন্ত্রণ সেই কর্পোরেশনকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত যে কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে খুব আশ্চর্যজনক হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। মেয়রের আমল হইতেই কর্পোরেশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ডাঃ রায় এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর অনোভাব ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কোন অপ্রোপাচারককে যদি অস্ত্রাঘাত হইতে কোন দুই জন অসাধারণ করিতে বলা হয় এবং তাঁহাকে যদি উহা অসাধারণের জন্য শাণিত ছুরিকার দ্বারা করা অস্ত্রোপচার। কল্পিত হয়, তাহা হইলে উক্ত অস্ত্রোপচারকের মনের ভাব

বিশেষ প্রবন্ধ

পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান *

(তন্তু-বিজ্ঞানতীর্থ)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বাংলা অসীম ত্যাগস্বীকার করেছে এবং বহু জীবন আহুতি দিয়েছে, স্বাধীনতার উষায় দেখা গেল সেই বাংলার নামমাত্র অস্তিত্বে ছিন্ন ও অনাহারে ক্ষীণ। বাংলার বহু-অংশ বিশ্বব্যাপী অর্থাভাবের আঘাতে আজ প্রায় পঙ্গু হয়েছে। যদি বাঙালী অন্নকালের জন্যে তার চাকিদের দৃষ্টি ও সংজ্ঞা ফিরে না পায়, যদি সে আপন ঘাম ও রক্তের প্রাচুর্য সম্পাদন করতে না পারে এবং তারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে অপারক হয়, তবে বাংলার চরম দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী। অপরাপর প্রদেশের তুলনায় কয়েক বৎসরের জন্যেই বাঙালী বহু পিছনে পড়ে যাবে। অতীত গৌরবের রোমন্থন ও বাস্তবারের অধিবাসীদের বর্তমান নৈতিক অধঃপতন বুঝি বাঙালীরও ভাগ্যলিপি। আজ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শুধু পুরাতন কীর্তির স্মৃতি-প্রবিষ্ট যে ভীরু আত্মবলিদান ভারতের স্বরাজের বাংলার জন্য এখনও নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই আত্মচুম্বিত ভবিষ্যতে অনিশ্চিত।

বাঙালীর চরিত্র আজ দুর্বল, লোভ ও ভাংসর্যে কলুষিত। বাংলার ঘরে ঘরেদের অনুমান এবং এখানের সর্বশ্রেষ্ঠ অতি দরদী। এই সত্যটার পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায়, তথা ভারতে, আরও একটি অর্থনৈতিক সমস্যা বিরাট মূর্তিতে আজ দেখা দিয়েছে। পাট এতদিন ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, প্রায় একচেটে ব্যবসায়-বস্তু ছিল। এই একচেটিয়া ব্যবসার ভিত্তি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে এতদিন প্রভুত্ব করে এসেছে। আজ বাংলার সেই বিরাট শিল্প মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখবার তীব্র হুংকারে তাদের স্বপ্নে সবই ধূলিসাৎ হ'ল। সমস্ত বিষয়টা সম্যকরূপে বুঝতে হ'লে একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

কাঁচাপাট এবং পাটজাত-দ্রব্য ১৯৩৮ সালের হিসেব থেকে ভারতে একেবারে দেশের সমস্ত রপ্তানি দ্রব্য-মূল্যের ২৩.৫%, অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই পাট বজায় রাখতে হ'লে সমস্ত ভারতের সঙ্গে রপ্তানির জন্য প্রায় ২০৪ লক্ষ মণ কাঁচাপাট ও প্রায় ২৭১ লক্ষ মণ পাটজাত-দ্রব্য উৎপন্ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য চাহিদা মেটাবার জন্যও প্রায় ১৩ লক্ষ মণ পাট প্রয়োজন। অতএব, দেখা যায় যে, বিশ্বের থেকে উপার্জন অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতকে প্রায় ৪০৪ লক্ষ মণ পাট জন্মাতে হবে। (প্রত্যেক সংস্থায় ১৯৩৯-৩০ সনকে ৫ বৎসরের ধারে এবং অন্যান্য চাহিদার সংখ্যা ১৯৩৯-৪৭ সনের পরিমাণের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে।)

১৯৪৬-৪৮ সালের পূর্বাভাস থেকে জানা যায় যে, সমস্ত ভারতে বর্তমানে পাট উৎপন্ন হবে প্রায় ৩১৭ লক্ষ মণ এবং তার পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৮০ লক্ষ মণ প্রায় জন্মাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। এইখানে বলা প্রয়োজন যে অতিরিক্ত ভারতের ৮০% পাট জন্মায় পাকিস্তানে। অথচ পাটজাত দ্রব্যাদি তৈরীর সমস্ত কারখানাই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। কাজেই এই কারখানা-গুলিকে পুরোপুরি সচল অবস্থায় রাখতে হ'লে ভারতকে পাকিস্তানের কাছ থেকে অনেক পরিমাণে পাট ক্রয় করতে হবে। বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থায় পাকিস্তান থেকে ভারতীয় পাটের জন্য ভারতকে উচ্চ মূল্য দিতে হবে। ফলে, পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বিশেষভাবে বর্ধিত হতে বাধ্য।

মুদ্রাস্ফীতি ভারতের নিজেই হয়ে প্রায়ই। ব্রিটেন এবং ইউরোপের কোন কোন দেশ কাঁচাপাট ক্রয় করতে আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ক্রয় করত ভারতে তৈরী পাটের দ্রব্যাদি। ব্রিটেনে পাটের কল আছে, কাঁচাপাটই সেখানে প্রয়োজন কিন্তু আজ ভারতের পক্ষে উঁচো পাট সরবরাহ করা অসম্ভব। শুধু আমেরিকার কারখানায় পাটের তৈরী দ্রব্যাদির চাহিদার ভারতের এই সংকটে চাহিদা যুগিয়ে বিদেশীরা।

কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমেরিকা বহু পূর্ব হতেই পাট-নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করছে। পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি আমেরিকাকে সেই কাজে নিশ্চয় আরও প্রবৃদ্ধ ও তৎপর করবে। আমেরিকার প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর তুলা জন্মায়, তাছাড়া অন্যান্য বহুপ্রকার বয়নোপযোগী তন্তুরও উৎপত্তিস্থান ঐ দেশেরই। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা যদি সেদেশে একেবারে বন্ধও হয়, কিংবা অল্প পরিমাণে হ্রাসও পায়, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার তা ভারতের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।

এই বিষম পরিস্থিতি যদি সম্যকভাবে অনুধাবন করা যায়, তা হলে মনে হয়, বর্তমানে ভারতে যে পাটচাষ বৃদ্ধি করার নির্দিষ্ট উচ্চ কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছে, তার বিরুদ্ধতা করতে হবে। অন্যথায়, ভারতের পক্ষে অর্থনীতির দিক দিয়ে এবং পশ্চিম বাংলার পক্ষে সকল দিক দিয়েই, পাটচাষবৃদ্ধি আত্মহত্যার সামিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আর পাটচাষ বন্ধ করাই বা যাবে কেন? বাজারের উৎপাদনের অতিরিক্ত না করে, বর্তমান জমির অধিক সারযুক্ত অংশেই পাট জন্মান সঙ্গত। ভারতে পাট জন্মায় প্রতি বিঘায় মোটামুটি ৪ মণ। কারখানা ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য ভারতের প্রয়োজন প্রায় ৩০০ লক্ষ মণ পাট। তার মধ্যে বর্তমানে জন্মায় প্রায় ৮০ লক্ষ মণ। এদিকে পশ্চিম বঙ্গে কৃষির উপযোগী অবশিষ্ট কৃষির পরিমাণ থেকে যদি সমস্তটাই পাটচাষে ব্যবহার করা যায়, তাহলে পাওয়া যেতে পারে প্রায় ১৯১ লক্ষ মণ পাট। সে জায়গায় মোট উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ২৭১ লক্ষ মণ। সুতরাং সমস্ত জায়গায় চাষ করে ১৪ লক্ষ মণ পাট পাকিস্তান থেকে আনতে হবেই। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অতিরিক্ত জমিটাই কি পাটচাষে ব্যবহৃত হবে? বিশেষ যখন খাদ্যশস্য বাড়ান অতীব প্রয়োজন—পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি প্রায় ৪০০ লক্ষ মণ, সেখানে মোটামুটি ৮ মণ চাউল পাওয়া যায় বিঘেতে, ঘাটতি পূরণ করতে প্রয়োজন প্রায় ৫ বিঘা জমি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিরাট সমস্যার কি সমাধান? উপায় কি? বর্তমানে, সাময়িকভাবে, আমরা বাংলার, তথা ভারতে সমস্যা থেকে কিছুদিন উদ্ধার পেতে পারি। মনে হয়, ভারতের পরিস্থিতিকে অন্তর থেকে লক্ষ্য করা গেলে, ভারতের পাট সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নই উদয় হতে পারে। যথা—

ভারতে বর্তমানে যে ৮০ লক্ষ মণ পাট হয়, তা থেকে ঘরোয়া ব্যবহারের ১৩ লক্ষ। কিন্তু, বাকী ৬৭ লক্ষ মণে যে কয়টী ও কারখানাকে চালু রাখা যায়, কেবলমাত্র সেই কারখানাগুলিই পাটজাত দ্রব্য তৈরী করবে। বাকী কারখানাগুলির যথাপ্রয়োজন সাধন করে, ভারতের যে সমস্যা সমাধান খুঁজতে উৎপন্ন অন্যান্য তন্তু ও বয়ন ব্যবহৃত হবে। ভবিষ্যতে, যখন বস্ত্রাদির পাটজাত চাহিদা বিদেশে আর থাকবে না, তখন সে দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলিতে পাট ব্যতীত উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যে তুলা অথবা অন্য কোনও তন্তুর তৈরী হবার বদল করে মানুষের উপযোগী কাপড় তৈরী হবে। এই জাতীয় বিদ্ব তুলা ও পাটের বর্তমানে বিদেশী বণিকগণ জাপান, মাইসোর ও ইজিপ্ট দেশের নাম ১৮৫ লক্ষ হিসাবে বিক্রয় করছে।

পাট ব্যতীত অন্যান্য প্রকার বৈদেশিক ভারতে, এমন কি বাংলা দেশেও প্রচুর উদ্ভিদজাত আঁশযুক্ত বা ফিলামেন্ট (Nettle, ঘাস করা যেতে পারে। তৈল-তিসি বংশোদ্ভবযোগ্য। সুইডেনে কাপড়ের জন্য চাষ হয়। বাংলাদেশে তা করা সম্ভব। ভারতের পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক উৎপাদন বৃদ্ধি হলে, ভারতে সকল দেশ কৃষির উপায়ে সস্তা তন্তুসূত্রের উৎপাদন করা করতে হবে। তাতে একদিকে যেমন এই অঞ্চলের ভারতের যে কোটি কোটি টাকা বাইরে বিদেশে যায়, তা দেশেই থাকবে, তেমনি অন্য বস্ত্রদানের পাটের কলগুলিকে কিছিৎ পরিবর্তন ব্যাপকভাবে কাজে লাগান করা সম্ভব হবে।

(বাকীটুকু ৩৬ পৃষ্ঠায়)

* বর্তমান প্রবন্ধের লেখক বিশেষী বৈজ্ঞানিক এবং পাটশিল্প বিশেষজ্ঞ। পশ্চিম বঙ্গে পাটচাষ সম্পর্কে তাঁহার মতামত গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে আরও দুইটি প্রবন্ধে এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পরিষদের অনুসন্ধান-সেবা বলিয়া আমরা মনে করি। ব. সা. ভা.

দিগন্ত

...রবর্তীর কলমের পশ্চিমের দাবা যে-আইনটা ...ইয়াছে'—আমি নিজে খবরটা জোরের ...।—কাজেরও নিয়া মনের জোর করিয়া ...ফাইয়া লইয়েছে, এজন্য মনে করিলে ...ুষিত হই. প্রতিলক্ষকে দৃষ্টিকর্ষ ও ...বিজ্ঞেষের সাহায্যে মনকে না আবিষ্টে ...ন অসার মন করিয়া তুলা যায়। আমি, ...ব অথবা নৈতিক বলপ্রয়োগে আমি এতে- ...বিশ্বাস করি না। কিন্তু কবিতার পৃথিবীতে ...মনের জোরে কাজ চালিয়া করিবার ...চেষ্টা, এজন্য নিজে কবিতে অন্তরে ভালো ...না। মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তির আমি ...করি, বিশ্বাস করি মানুষের স্বাধীন ...চিন্তার অধিকারে। অন্তরে অন্তরে ভুলিয়া ...ইচিত ছিল, মিথ্যা এবং ইচিত ছিল ...মানুষের। চীৎকার করিয়া লোক জড় ...ছিল ছিল, কি ভয়ানক অত্যাচার, কি ...অবিচার, স্বাধীনতার নিজের লেখার ...ধীনতায় কবিতা লেখানোর প্রাথমিক ...বিচারে কি হয়েছে তাহাদের। ...মি ঠাকুর করি নাই, লেখা করি নাই ...

• • • •

...তাদের কবিতাইটের পুরাতন ইতিহাস ...য়ে। এবার কালিদাসের অমর পৃথিবীর ...ন লেখে কোন এক অমর ইংরাজের মাথে ...লেন: "মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে ...ইহার নাম কিন্তু ছিল না, যারা ছিল তারা ...তখনও কবিতা ...গাহাতে লেখি ছিল না, ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে ইংরাজের ...ছিল, সেকালে ইহারা ছিল ...দের লেখার নিজের স্বাধীনতার। —সে-বিষয়ে কলমের সাধনা, কবিতার মনের ...কবিতার যৌবনের সাধনা। নিজের লেখা ...লেখা আছি করে, নিজের লেখার মুক্ত ...প্রকাশের সুযোগ প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার করে, ...ন" ইলিয়টের কিনে কল্যাণ হইবে ...

তবু ইহারা ওয়েলের বিরুদ্ধ প্রত্যেকের ...মনে মনে শ্রদ্ধা করে নাই, লেখের ...ন সংস্কারের সময় বিরোধ প্রকৃত আক্রমণীয় ...লিল হইতে সমাজ লেখে করে নাই। ...বিশ্বা, আমরা "ইতিহাস" ইলিয়ট: ...যা মনে বিউটারের মধু ছিল, তখন ইংরাজ ...ষ্টবিপ্লবের চোখে সমাজের প্রতিমূর্তি: পরে ...গিলিস-রাসলির বিজয়ী ঘোষণা,—পৃথিবীর ...ন বিপ্লবের বিজয়ী.—তখন ইংরাজের ...ত্র পরিবর্তনের মনে "সভ্য-রাজন" ইংরাজের ...ইহারা সমাজতন্ত্রে পরিণত হইতে বিলম্ব ...। বিপ্লবের বিজয়ী এবং বিপ্লবের পরিবর্তন: ...ভলিউশিয়ন মনে "অনুপ্রবেশনা" করিয়া "বিপ্লবে" ইলিয়টরা বলিতে লাগিল "এ যুদ্ধ শুধু ইংরাজের ...য়ে,—আমাদের, সারভ্যানীদের"—ইংরাজ ...ই লোক কবিতা ইহাদের নূতন লেখিতে লাগিল, ...মনে মনে তাহারা কি ভাবিতে লাগিল, কবিতার ইতিহাসের পাতায় তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে।

• • • •

...ুদ্ধ শেষ হইল,—ভলিউশিয়ানের মনে মনে পরিবর্তিত হইল: "People's War শেষ হিল People's Age-...মনে লোকের পর্যায়ে"—এবার ইংরাজ ইতিহাসের ...ন, শ্রেণির অন্তরালের ...ন, বিপ্লবিরোধিতার ...ত্রেণীর অধিকার ইংরাজের"—ইংরাজের সাথে, ...ইংরাজের সর্বহারাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা মনের অন্তরালে এই অভিব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জন ...করিলাম, ভারতীয় কলমের অন্তরে বৃদ্ধিতে ...ন্তরা যেন উঁচারা লেখের কিছু নয়, উঁচারা ...ভাতির কিছু নয়, উঁহারা সব অন্তরালবাদের ...কিছু নয়" —অর্থাৎ হইয়া, অভিব্যক্তির ফুরাইল।

...মনের পর হইল এই শিল্পাচারের সর্বাধুনিক ...র্বনাশ সাধনের বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা। কেমন করিয়া ...মনে আসে অন্তরের সৃষ্টি পাইবে, কেমন করিয়া ...লেখা মনের ভুল অন্তরে লেখিয়ে কেমন করিয়া ...এই মনের মধ্যের বিরুদ্ধে কবিতার ফুলনা করিয়া ...কবিতা মনের অভিব্যক্তির অন্তরালবাদের মধ্যে বিপ্লব ...করিয়া লেখা যাইবে, ইহারই জন্য ইলিয়ট ইংরাজের ...বিদ্রোহীর আসনে" কত অনৈতিহাসে যে ইহারা এই ...মনের ভাষা লক্ষ্য করিতে পারে পাইয়াছে, লেখনী ...ভিন্না করিয়াছে বিশ্লিষ্ট হইতে মন। এবিষয়ে ...ষ্টীর পর্যন্তির ইতিহাস স্বীকারে না করিয়া উপায় নাই। ...মন মনের ইতিহাস, অথচ তাহারই বলিয়া কি ...বিশ্লেষণেই না তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে! ইংরাজের "আমরা" হইল, "কবি আমাদের মন, কবি ইলিয়টের মন,—মেরিবীথিয়া (!) ইলিয়টের মন, ইইলিয়ট (!) ইলিয়টের মন"

• • •

আমাদের মনের স্বাধীনতার ক্রটি নাই, এজন্য ...ন্তা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সবাই ইহা ...বিশ্বাস করি যে, আমাদের এ স্বাধীনতা ছিন্নভিন্ন,—ঠিক যেন ইংরাজে আমরা কামনা করি নাই, আমরাই মন ইহাকে আমরা যেন গ্রাস করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না: কিন্তু তাহার বর্তমান আমি ইহাও ...বিশ্বাস করি যে, যৌথের মধ্যে, পরিপূরণের মধ্যে, যুদ্ধ ...বিগ্রহের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে ইহাকে সংযোজন করা ...সম্ভব। কিন্তু সেজন্য সংস্কার করা আমার লেখের ...কল্যাণের আশ্রিতেই হওয়া উচিত, বৈদেশিক কোন ...ইতিতে নয়, বৈদেশিক কোন দৃষ্টিকোণে নয়।

...এখন কিন্তু ইহারা আমাদের এক ...মুহূর্তে অন্তর মনে হয়ে যে, লেখের ...মানুষের ...মনের ...লিখনের লেখের ...প্রয়োজন নাই,—যে কোন মুহূর্তে বৈদেশিক ইংরাজ আমরা মনের অধিকার কাড়িয়া লইবে, বাহিরের মানুষকে অন্তরপুরে পরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

...কালেরে মধ্যে যে সব অমরা প্রবেশ করিয়াছে, লেখনী মনস্তাত্ত্বিক' ধরণ করিবার বলিয়াছেন: কিন্তু কালেরকে আমরা লোকমুখে করিব বলে এক তথ্য, আর তাহার বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া লেখকে রাখিবার মনে তুলিয়া লেখকের ...কোন প্রকৃত আমরা আন্তরীক্ষ করিয়া বলা, সম্পূর্ণ অন্য কথা। মনে তাহারা এজন্য বিশ্বাস লেখের পাঠকদের মনে লইয়াই কালেরে লেখকদিগকে ইংরাজে মনোযোগ ...আকর্ষিত করিতে পারে নাই বলিয়া আমরা আক্ষেপ ও অভিযোগ করিয়া লেখক এবং লেখা-আন্দোলনকে নিরক্ষর করিতেছে মনে পরিচয় করিয়া প্রচারপূর্বক নিজেদের ধর্ম উদ্ধার সাধনের প্রয়াস করে, তাহাদিগকে ইহা লেখের ...প্রতিষ্ঠার সংকার করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাহা যে কিরূপ মনের লেখক বুঝিতে ...পারা যায়।

...ধীন সরকারের লোপ পাচ্ছে, ক্রটি আছে, কিন্তু ইংরাজের দুই শত বৎসরের কুশাসনের কলঙ্কিত উত্তরা-...ধিকারে আছে এই উত্তরাধিকারের বাহিরে যুইয়া ...যুদ্ধিয়া পরিবার করিয়া লইতে সময় লাগিবে। সে-সময় আমাদের জাতীয় সরকারকে নিজের জন্য আবশ্যিকের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বন্ধ-বিশ্ব বৎসরের কথা বলিতেছি না, কিন্তু এক বৎসরের ও আমরা আলোচনা করিতে পারি, ইতিমধ্যে সমালোচনা আমরা করিব, কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা, আমাদের ...মনে। সংযোগিতার জন্য সকলের আমরা প্রস্তুত থাকিব,—সেজন্য যেটুকু ত্যাগ করিতে পারি আমরা আমাদের আনন্দের সঙ্গে তাহা প্রদান করার বিষয়ে আমাদের মনে কোনপ্রকার দ্বিধাই থাকিবে না।

...ধীনতা পাইয়া বিধাতি বলিয়া যে বিশ্বাসের "বিপ্লব, বিপ্লব" করিয়া ...ইবেশের সম্মুখে ভুলার মন্ত্র ঘুরাইতে থাকিব, এজন্য "সাধনা মেরের আলোর" বাহিরে আমি আসিতে রাজি। কিন্তু সেজন্য পাকা যদি কেহ থাকে এবং তাহার যে সাধনাধির বিপ্লবে যদি আমাদের উদ্দেশ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে যে অন্তত করা প্রয়োজন, ইহা আমি বিশ্বাস করি।—এবিষয়ে আমি যারান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

• • • •

...ীরক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের নামটি ...মনের বহুদে পরিচিত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ...ধ্যবর্তীর আন্তরিকতা যাহাতে ...মনের ...ধ্যে ...ইয়াইতে বন্দ্যোপাধ্যায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ...তাহা সর্বাংশে সার্থক হইয়াছে। ইহা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ...অক্ষয় কীর্তি। এই দশ বৎসরের অন্তরালের "তরুণ" ...সাহিত্যিক বাংলাদেশের সাহিত্যিকমাত্রেরই "দাদাঠাকুর"। সেই দাদাঠাকুরের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ...নিবেদন করিয়া ...

সংবাদলিপি

লণ্ডন

কুটেনের উৎপাদনবৃদ্ধি সমস্যা—কিসমস্ সম্পর্কে সন্তোষজনক মীমাংসা—বাজসংগ্রহে সঙ্কট।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১২ই মার্চ—গত সপ্তাহের ইংরেজদেশ বিষয় হইতেছে ১৯৪৮ সালে কুটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও চ্যান্সেলার মিঃ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে তাহাদের উৎপন্ন জিনিষের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন, তাহার উত্তর।

কুটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে, কিন্তু চারিদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ঘোষিত হইলেও কিভাবে যে এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব সে বিষয়ে কোন পরিষ্কার নির্দ্দেশ বা পরামর্শ কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রমিকদের যে অতিরিক্ত খাটিবার প্রয়োজন সে বিষয়েও কেহ কোন কথা উল্লেখ করিতেছেন না। অথচ ইহা ছাড়া সহসা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য যে আর কোন পথ নাই, সে সম্বন্ধে সকলেই অবহিত আছেন। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার খাটুনি স্বাভাবিক সময়ে ও সমৃদ্ধির যুগেই সম্ভব, কিন্তু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে কাজের সময়সূচী বাড়ানো প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অত্যধিক অবসর ভোগ করিবার জন্য সাধারণতঃ মাহিনা বৃদ্ধি পায়, ফলে মজুরী বৃদ্ধির দাবীও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতএব আবার সকল শিল্পদ্রব্যের দ্রব্যাদী বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় তাহা শতকরা ১৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তাহার সরকারী নির্দ্দেশ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু কয়লার ব্যাপারে সরকার ১৯৩৯ সালের তুলনায় মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ দ্রব্যাদী বৃদ্ধি করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ বুঝিতে ভুল হয়। ১৯৪৭ সালে আমাদের খাটুনির পরিমাণ ছিল ৯৭৩ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং যদি ১৯৪৮ সালে এই খাটুনি কমাইয়া ৯৭০ মিলিয়ন পাউণ্ডে আনিতে হয়, তবে আমাদের সমস্ত মজুত অভাবের দফা দিয়া দিন কাটাইতে হইবে, অথবা যে সব শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হয় সেইসব শিল্পে মজুরদের খাটুনির সময় আরও হ্রাস করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু কয়লা ও ষ্টীলের মধ্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কুটেন বিদেশী মুদ্রিতপিত আমের উপর শতকরা ৫০ টাকা কর ধার্য্য করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতিবাদে ষ্টীলশিল্পের মুদ্রি কুটেনে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই মীমাংসার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রের বাজিলেরা খুবই আশান্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গত অক্টোবর মাস হইতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে কুটেন যাবতীয় [illegible] কুটেনের মারা কিন্তু আজ আশিয়াছে কুটেনের কারবারী ইতি এক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডলার অর্জন হইতে যাহাতে অধিকতর কমাইতেও বর্তমানে যাহাতের জন্য যে ডলার দান করা হইতেছে তাহার কুটেনের পক্ষে বেসামরিক খরচ করা সম্ভব হয়। মার্শাল পরিকল্পনার কার্যকারিতা দেখা হইবার আগেই আমাদের ডলার অর্জন ছাড়া অন্য কোন হইতেও যাহাতে করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি উপনিবেশ ও কোমিনিয়নগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাহাদের যাহাতে ঐসব দেশেও আজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতেছে না।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রে সমরসজ্জা—যুদ্ধকালীন সৈন্যদল রদ্দ বিচারীর তোড়জোড়—মার্কিন ব্যাঙ্ক হইতে বেলজিয়ামের ঋণ গ্রহণ—ইউরোপে অর্থসাহায্য পরিকল্পনা আসলে কুটেনকে আরও অর্থসাহায্য করিবার কৌশল—মার্কিন লেখকের চাঞ্চল্যকর বিবৃতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১০ই মার্চ—ডেমোক্রাটিকদের কমিটিনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন দলের নাম্বির আমেরিকার ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটিয়া যিয়া যুদ্ধপূর্ব দলের রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের ভাব দেখা যাইতেছে। সমরসজ্জার জন্য জাতিকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাতে সাধারণ মানুষিকতে বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় নাই যে, পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার ভাল সঙ্কট দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্ত, প্রেসিডেন্টের সমরসজ্জা বিলের বক্তৃতা ও ব্যাপারসমূহ সামরিক নিম্নার বিল কংগ্রেসে পাস হইতে কোন বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া মনে হয়।

দুঃ বলি যায়, তাহা হইলে বর্তমানে যে যুদ্ধকালীন সাবধিক হইয়াছে, তাহা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কা করিয়া, ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সেটিংস্ বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য তোড়জোড় শুরু করিয়া দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থনৈতিক বিভাগ দেশের সমস্ত গুদামগুলির কর্তাদের এক তোড়জোড় আয়োজন করিয়া তাঁহাদের অতিরিক্ত কখানা নিষ্ক্রিয়ের জন্য এবং সেগুলির বস্তু বিক্রয় পূর্বের সরকারী মূল্য-কাঠামো বিবেচনা করিয়া সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া অর্থাগমনের সমস্যা করেন। এই সভায় প্রস্তাবের পক্ষেও দুইজন পরিবর্তন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রে সেটিংস্ বস্তু বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানলাভ করিতে আমেরিকার [illegible]

এদিকে ইন্দোচীন বাদে ও মাত্র ৩টি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক মিলিয়া বেলজিয়ামকে ৫০,০ ডলার ধার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই অর্থ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করিবার জন্য বেলজিয়াম সরকার চুক্তি করিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি মোট ১৮,০০০,০০০ বেলজিয়ামের আমদানী মূল্য হ্রাস করিবে, এবং মার্কিন এজেন্সী ইন্দোচীন ব্যাঙ্ক সরবরাহ করিবে।

মোকিল আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ৮,০০০,০০০ ডলার ধার চাহিয়াছে। কিন্তু কেহারা কথা বিবেচনা করিবার পূর্বে মুদ্রা তহবিলকে নানা বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের তদন্ত সম্পর্কিত বিষয় সরকারকে জানান নাই, তাঁহাদের নিকট নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের বিল বন্ধুর ধরিল বিক্রয় বিল বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই প্রস্তাব সম্পর্কে দুইই ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের অন্যান্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এই আলোচনার ফলাফল কোন সম্ভাব্য বিষয় যে কিরূপ যথেষ্ট সন্দেহের কারণ বিষয়ে করিয়া দুইটি সংস্থাকেই এ বিষয়ে আরোগ্যের করে বলিয়া মনে হয়।

ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য অর্থসাহায্য পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের উপর পরিষদে অনুমোদন হইতেছে। ডেকোয়োজেকিয়ার ঘটনার পর সরকার পরিবর্তনের বিরোধিতা করিতেছে সকলেই যে ইহার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখা তাহা নহে, তবে তাঁহারা কমিউনিজমকে ঠে জন্য সরকারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন তাহাতে তাঁহাদের সমর্থন দিতে দ্বিধা প্রকাশ পাইবেন না।

তবে এই অনুমোদনের বিরোধী আর এক অবতারণা করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধ ব্য তাহাকার মিঃ হার্বার্ট যে, হোভার। তাঁহার ম প্রোক্ত অর্থসাহায্য পরিকল্পনা আসলে ইউরো সাহায্যের আবরণে কুটেনকে অর্থসাহায্য বিশেষ সুবিধা দান। তিনি বলিয়াছেন যাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থন আশা উচিত যেন যে, কুটেনকে যারে যারে দিতে মার্কিন কংগ্রেসের সমর্থন মিলিবে না। ইউরোপীয় যুদ্ধে কমিউনিজম্ বিশেষ কমি কুটেনকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আবেদন তোলন গ্রহণ করিয়াছেন। কুটেন এই পরিকল্প মোট ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশী অর্থসাহায্য অবশ্য কুটেন, কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইব আশঙ্কা নাই। মিঃ হোভার আরও বলেন যে, আমেরী হইতে কুটেনের সৈন্য অপসারণের ঐ ক্ষেত্রে কুটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের আরও সাহায্য ক কুটেনের পরিষদ ঐ সকল প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রশ্ন হইতেছে এবং সমস্ত ব্যবহারও যুক্তরাষ্ট্রকে দান হইতেছে। হোভারের এই অভিমত যুক্তরাষ্ট্র [illegible]

তের খাদ্যাবস্থার উন্নতি—পঞ্চবার্ষিকী না—বাড়ির কোম্পানী বিল ও দুষ্কৃতকর মলীলা নিবারণে সামরিক ন্ত।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ন ১৯৪ সাল—ভারত সরকার যে সমস্যা ে বেগপাইবেন। মত বৎসর যাবৎ বাঙ্গেশ-কোর্টের পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, াক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কেটি নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ছে। এই পরিকল্পনা মতে ১,০০,০০০ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা রাখে। প্রধান অর্থসচিব কাঁহার পরিকল্পনা বিস্তৃত করিবেন বলিয়াছেন।

ত আগষ্টের পর বিভাগের একজন ন বিশেষজ্ঞের মতে ১৯৫০ সালের পূর্বে সমস্যার মীমাংসা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, মনে হয়ই বেশী করিয়া না কেন। ইহার ন্য ইউক আর না ইউক এবার আমাদের যে, আমরা আরও অনেক বৎসর আমাদের লোকের অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন ইবে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ সরকার খাদ্য-সংক্রান্ত সমস্যা বলিয়া মনে করেন না। ার খাদ্যসমস্যা সমাধান করিবার জন্য ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সেই াইবেন অনুবিধা আমাদের সরকারের ুলা করিতে পারে, তাহার জন্য সরকার োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু ে আমাদের খাদ্যাবস্থা যেরূপ আমদানির ত সরকার ও আন্তর্জাতিক খাদ্যসঙ্ঘের ক হইয়াছে সেই তুলি অনুসারে ১৯৫০ সাল হইতে আমাদিগকার বার্ষিক টন খাদ্য ক্রমে ক্রমে পাইবেন এবং ব্রহ্মদেশ হতে আমদের বার্ষিক প্রায় ৭০০,০০০ টন ব। এই পরিমাণ হয় মধ্যের মধ্যেই প্রায় হইতে প্রায় ৯,০০,০০০ টন খাদ্য সিয়ে বলিয়া আশা করা যায়। বাহিরে শস্য ও খাদ্য পাওয়া যাইবে যখনকার টন খাদ্য উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখানে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানী হইতেছে তাহার মোটামুটি পরিমাণকে এবং ১০,০০,০০০ টন খাদ্য প্রতি বৎসর আমদানী করিবার যে পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অসাধারণ কারণ না ঘটিলে, সে পরিকল্পনা কার্যকরী না হইবার কোন কারণ নাই।

ভাগবিভাগ পরিষ্কারে যেসবরের যে দুইটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার একটি হইতেছে বাণিজ্য কোম্পানী বিল আর দ্বিতীয়টি দুষ্কৃতকর বিল। এখানে ভারতীয় কোম্পানী আইনের একটি ধারা অনুযায়ী বাণিজ্য ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনের তাহা থাকে কোম্পানী আইনের মধ্যে না রাখিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য ঐরূপ একটি আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে এই বিলটি আনা হইয়াছে।

দুষ্কৃতকর বিলের উদ্দেশ্য এই যে, কৃষি সম্পত্তি ছাড়া আর সকলপ্রকারের উপর এই কর নির্দ্ধারিত করিলে, প্রদেশসমূহ তাহাদের পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে। দুঃখের বিষয় এই সম্পর্কে যে আইন আছে সেই আইনকে আগে করিয়া এই বিলের মসড়া করা হইয়াছে। এই কর কোথায় কতে সরকারের কত আয় হইবে, তাহা কিভাবে নির্দ্ধারিত হইবে তাহা এই বিলে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। পরে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার নির্দ্ধারিত করিয়া এই বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

দোষযুক্ত বাঙ্গলা ভাষায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক মুখপাত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা আশা করিয়াছেন। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু সৈন্যদের অভিভাষণ গ্রহণ করিবার সময় বলেন যে, ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। তাহাদের সকল সময়ে শান্তির জন্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবেও সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিবে।

পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান

(পৃষ্ঠাকার ৩য় পৃষ্ঠায়)

বিশেষে তাহা পাটের রপ্তানি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানকে ছেড়ে, নিজেই হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

হবে, তার অধিকাংশের মূল্য ধরচা পড়ে বিদেশে হবে। তবে কৃষির উন্নতি বিধানে যদি তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তাহারা উৎপাদন করা হয়, তবে সেই খাদ্য মূল্য বিদেশীকে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

ভারতে নতুন নতুন প্রকার যন্ত্রপাতি ও নানা রকম রেশম ও কৃত্রিম উপায়ে সূতা প্রভৃতির কারখানার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবশ্যই শুরু হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য নতুন অনুসন্ধানাগার স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় "ভারত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি" বর্তমান আছে, তার অনুসন্ধানাগারটিকে পাট সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার কৌতূহলের অনুসন্ধানাগারে সকলেই পরিণত করা যেতে পারে। দেশের এই সময় প্রয়োজনে, এই অনুসন্ধানাগারে সম্পূর্ণ সরকারী কর্তৃত্বাধীনে যাওয়া বিশেষ দরকার। কোন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর জন্যে অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার দেওয়া অসঙ্গত কল্পনা। বাস্তবিক যা দরকারের পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা কোন বৈজ্ঞানিকের—তা তিনি জনপরিবার যতই উচ্চ দেখে না কেন,—ভারতের জীবন-মরণের সমস্যাসংক্রান্ত এই কৌতূহল অনুসন্ধানের পরিচালনার কোন স্থান যেন না থাকে, সেই দিকে সরকার এবং জনসাধারণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তুলা, উদ্ভিদ, রাসায়নিক, বস্ত্র ইত্যাদির অনুসন্ধানাগারের কাজ পরিচালনার জন্য যদিও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের যদি অভাব না হয়ে থাকে, তবে কৌতূহলের অনুসন্ধানাগারের জন্য উপযুক্ত লোক যেন পাওয়া অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

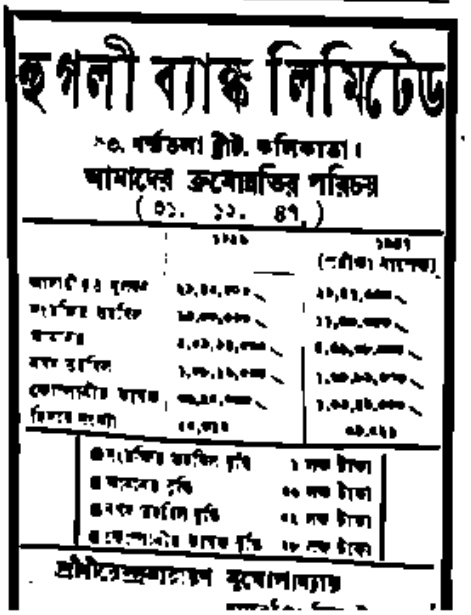

সঙ্কলন

জনব্যবস্থা ইঞ্জিনীয়ারিং

আগামী জুন মাস হইতে কলিকাতায় জনব্যবস্থা ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারগণ এই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। এই বিষয়ে ভারতে ইহাই প্রথম উদ্যম।

অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন ও পাবলিক হেলথ ভবনে এই শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের ১৬ জন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

উপরিউক্ত শিক্ষার্থিগণকে পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রার্থিগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা অব ইঞ্জিনীয়ারিং (পাবলিক হেলথ) ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

উপরিউক্ত শিক্ষার্থিগণকে এক বৎসরকাল পূর্ণসময় ও ধাত্রে কলেরা শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তৎপর তাহাদিগকে আরও ১২ মাস জনব্যবস্থা ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা লইতে হইবে। অবশ্য যেসব ইঞ্জিনীয়ার ইতিমধ্যেই জনব্যবস্থা কার্যাদিতে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগের জন্য ঐ ব্যবহারিক শিক্ষাকাল ৬ মাস করা হইবে।

পাকিস্থানের ডেপুটী হাই-কমিশনার

কলিকাতায় একজন পাকিস্তানী ডেপুটী হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। জানা গিয়াছে যে, এই সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতেছেন এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনার পর শীঘ্রই ডেপুটি হাই-কমিশনার নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হইবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে আরও জানা গিয়াছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঢাকায় একজন ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার নিয়োগ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে একখানি পত্র দিয়াছেন।

আসাম সীমান্তে ২০টি শুল্ক আদায় কেন্দ্র

১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে শুল্ক প্রাচীর স্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর ফলশ্রুতি বাণিজ্য ভারত শুল্ক আদায়ের জন্য আসাম সীমান্তে ২০টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্থান হইতে আমদানী বা পাকিস্থানে [illegible] ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এই কেন্দ্রগুলির মারফৎ আদান-প্রদান করিতে হইবে। পাকিস্থান হইতে কোন আমদানীর জন্য কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না, তবে ব্যবসায়ীর পাসপোর্ট থাকিলে তাহাকে আসিতে দেওয়া হইবে।

পাকিস্থানের নূতন নোট

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থানের জন্য ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় মুদ্রিত "ষ্টেটবেঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" নাম সম্বলিত নূতন নোট ছাপাইবার ব্যবস্থা না হওয়ায় আপাতত ঐ নোটগুলি পাকিস্থানে চালু করা যাইবে না।

ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় "ষ্টেটবেঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" নাম সম্বলিত বিভিন্ন মূল্যের ১ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ১০০ টাকার নোট ১৯৪৭ সালের পাকিস্থান (অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা ও বিধান) আদেশ বলে ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্থানে চালু হইবে। পাকিস্থানে এই নোটগুলি আইনতঃ সম্পূর্ণ নূতন হইবে।

বাঙ্গলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

১৯৪৮-৪৯ সালে বাঙ্গলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসর ১৮৩টি ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। বৎসরের আরম্ভে রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৪১৭, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সওদাগরী অফিসের কর্মচারীরাও ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। এইরূপ ২০০টি ইউনিয়ন লইয়া একটি ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। বলিতে গেলে এখন কোন ইয়োরোপীয় সওদাগরী অফিস নাই যাহার কর্মচারীরা ইউনিয়ন গঠন করে নাই। মোট সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৭৭ জন। ইহার মধ্যে কর্মচারী ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬১ জন। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮,৩৬৫। আগের বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেল শ্রমিকদের ক্লেশ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল

রেল শ্রমিকদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করায় উহাদের শ্রমিকদের দাবী অনুসারে তাহাদের ক্লেশ বিচার করিবার জন্য একটী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন ভারত রেল কর্মচারী ফেডারেশনের একজন এবং রেলওয়ে বোর্ডের একজন প্রতিনিধি ঐ ট্রাইব্যুনালের সভ্য থাকিবেন এবং চেয়ারম্যান থাকিবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। ফেডারেশনের সভাপতি সহকারী ঐক্য কমিশনার তাহাদের প্রতিনিধি এবং রেলওয়ে বোর্ডের শ্রী কে. রঙ্গচারী বোর্ডের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। বিষয়ে ফেডারেশনের দাবী শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

আলোচনার অধিবেশনের পর ঐ ট্রাইব্যুনাল দেড় মাস কাল বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিবেন তৎপরে রেলওয়ে বোর্ড আলোচনা এবং ঐ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুসারে মিটমাট বা শ্রমিকদের বেতন দিতে হইবে।

বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগ

স্বাস্থ্যহানির জন্য যাহারা, বার্ধক্য, শিরঃকর্ম কিংবা শারীরিক বিকৃতি ছিলেন এমন বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকারে পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা যাহা করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত কর্মচারীদের অধীনে একটী বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহারা সরকারী চাকুরীতে ছিলেন সেই ব্যক্তিদেরই এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্যও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রেল্‌ওয়ে, কাস্টমস্, কেন্দ্রীয় এক্সাইজ এবং সল্ট বিভাগের কর্মচারীদের স্থায় কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের অন্য কর্মচারিবর্গের কেত্রেও ইহা করা হইয়াছে।

যে সমস্ত বিশেষ নিয়োগ প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগ ও যোগ্যতা প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যোগ্যতা বিচারের জন্য কর্মচারীদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং পূর্বকর্মধারা সম্পর্কে বিবরণ সংগৃহীত হইবে।

কেন্দ্রীয় সার উন্নয়ন কমিটি

রেলের মাল পরিবহনের উন্নতি বা বন্ধায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সার (সপ্লাই ও উন্নয়ন কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে [illegible] ও অন্য সচিব শ্রীঅন্নদাশঙ্করণ লোলয়া সভাপতি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া [illegible] উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

[illegible] ধারার সিং (সহ-সভাপতি), শ্রীযুক্ত [illegible] রেল (যুক্ত-প্রদেশের অতিরিক্ত কৃষি উপদেষ্টা ডাঃ কে সি [illegible] (ওয়ার্কস সি ভারত প্রায় শিল্প সংঘের), কৃষি সংসদ পরি [illegible] সম্পাদক শ্রীনিবাসন্‌ বর্মা, যুক্ত-প্রদেশের বিভাগের ডাঃ বি, এন, লাল, বম্বেপ্রদেশের কৃষি বিভাগের মিঃ নিরঞ্জন, বিহারের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কাজোয়ার, ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রণের উপদেষ্টা কেরালের মিঃ এ, পি, এম, হাকিমের প্রমুখ এবং ভারত সরকারের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাণিজ্যমন্ত্রণের [illegible] একজন করিয়া প্রতিনিধি। ভারত সরকারের [illegible]

(শেষাংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়)

াজস্ব আইনের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ

ভারতীয় আইনসভার বিভিন্ন বিল সম্পর্কে ই কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে াদ্য করিবার প্রস্তাব বিষয়ে নির্ধারিত ন করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। চিনিবিষয়ক, তৈল বিদ্যুৎ পরিবহন এবং বেসামরিক ন লাই এইরূপ কার্য এবং আমোদপ্রিয়তার ার্থিক যে মূলধনের আয়ের উপর কর ধার্য করা া পারিবে, তাহার পরিমাণ ২০০০৲ হইতে া ৩০০০৲ টাকা করিবার সুপারিশ করা ে।

ন হইতে উপার্জিত অর্থবিমোচিত বাজে-উপর যে করভার শুল্ক ধার্য করিবার প্রস্তাব ইয়াছে, তৎসম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি এইরূপ ে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অপরিমোচিত মূলধন যদি একই ব্যক্তির একাধিক শুল্ক ধার্য া হয়, তাহা হইলে সর্বাধিক শুল্ক নিম্নে হেরোর মূলধনের পরিবর্তে উহার হেরোর ন্যায়সঙ্গত ণিত করা হইবে। সুতরাং সিলেক্ট কমিটি পরকল্পনা ২৫ লক্ষ টাকার ন্যূনাধিক উপর শুল্ক ধার্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ক্ষ টাকের উপর শুল্কের শুল্ক ধার্য করা হইলে ের উপর শুল্কের শুল্ক ধার্য করিবার সম্ভাব্য কিরূপ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া । পর সিলেক্ট কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, টের প্রস্তাবিত উৎপাদ্য বিষয়ের জন্য উহিক টনে উৎ প্রতি ২০০ টাকার স্থলে উৎ প্রতি া হারে শুল্কের শুল্ক ধার্য করা হইবে।

ক তৈল, চা এবং কফির উপর করের হারও া করা হইয়াছে। উহিক তৈলের উপর যদি ে ২৲ হিসাবে কর ধার্য করা হয় তাহা প্রতি গ্যালন হারে ধার্য এক আনা হইবে।

সিলেক্ট কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, তৈলের শুল্ক প্রতি ৭০ হিসাবে কর কফির শুল্ক প্রতি ৭ টাকা হারেই কর রহে রহিবে।

ার কফি সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি এই মর্মে করিয়াছেন যে, চা ও কফির উপর বর্তমানে শুল্ক ধার্য করা আছে তাহার পরিমাণ বিশুল্ক ত হইবে না। সিলেক্ট কমিটি চা ও কফির র পরিমাণ সরকার মাত্র ৫০ টাকা হারে ধার্য করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

সই কমিটি বিভিন্ন বিলের একটি ধারা বিষয়ে জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এই ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, উক্তরূপ আইনের নকল ধারা অনুসারে কোন আয় নির্ধারণের সময় ঐ ব্যক্তি কোন সম্পত্তির জন্য ডিউটি দিয়াছেন বলা থাকিলে, উহার আয় হইতে এই টাকা বাদ দিতে হইবে। সিলেক্ট কমিটি মনে করে, বিভিন্ন বিল বিবেচনার সময় এই সংশোধনের সময় এই ধারা বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

ভারত প্রতিষ্ঠানে কোন টাকা জমা করা হইয়া থাকিলে, তাহা আয়করের আওতা হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া যে ধারণা করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি এইরূপ অভিমত করিয়াছেন যে, যে টাকা রেহাই দেওয়া হইবে তাহার পরিমাণ মোট আয়ের অর্দ্ধেকের বেশী হইতে পারিবে না। সিলেক্ট কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, যে সব এপ্রিল তারিখে কিংবা তাহার পর যে সকল অর্থ জমা করা হইয়াছে, শুধু সেই সকল অর্থ আয়করের আওতা হইতে রেহাই পাইবে।

যে সকল বিদেশী কোম্পানী ভারতবর্ষে কোন প্রদেশে তাহাদের সম্প্রসারণে যোগদান করিবে, তাহাদের মূলধনীয়ানের পরিমাণ হ্রাসের জন্য কিরূপ "ক্ষয়জনিত ব্যবস্থা" করা হইবে, সিলেক্ট কমিটি, তৎসম্পর্কেও সুপারিশ করিয়াছেন।

যে সকল ছোট ছোট ভারতীয় কোম্পানীর মূলধন ১৫ লাখের টাকার বেশী নহে, সেই সকল কোম্পানীর আয়ের টাকাপ্রতি ১০ পয়সা হিসাবে টাকার ধার্য করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

যে সব প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ সরকারী হিসাব-নিকাশের বর্ষ অনুযায়ী হয় না, সে সব প্রতিষ্ঠানের "হিসাবনিকাশ বর্ষ" ধার্যের সময় কর প্রশাসকদের সাহায্য দিবার কমিটি একটি সংশোধনী প্রস্তাব করিয়াছেন।

যে সকল ছোট ছোট ভারতীয় কোম্পানীর অর্থনীতি সরকারের মূলধনে মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইবে, সেই সকল কোম্পানীকে কমিটি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে অব্যাহতি দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। অন্যান্য কোম্পানীকে এই জন্য টাকায় এক আনা হিসাবে অব্যাহতি দিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার, পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, শ্রীযুক্ত মুকুন্দ লাল ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম বাম সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সহিত একমত হইতে না পারিয়া স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

সরকার যে টাকা পূরণ আদায় করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

এই বিবাহ প্রথার শুল্ক সম্পর্কেও সরকার উদাসীন নহেন। এই আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভার বিচারাধীন থাকার কালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, তবে তিনি শুধু যে তিনি ছুটিকালীন ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন তাহা নহে, যাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ও আলোচনা এবং কমিটিরও তিনি সভাপতি থাকেন সেজন্য একটি স্থায়ী কমিটির ব্যবস্থাও করা হইবে। অন্যদিকে ডিউটি দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সমুদয় বিষয়ের একজন সরকারী সভাপতি অধীন থাকিবেন। কেবলমাত্র তাহার সহায়তা ব্যতীত কমিটি সংশোধনের প্রাথমিক ব্যবস্থাদিও এই সভাপতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হইবে। অতএব এই অবস্থায় সংশোধনের কয়েকটি প্রস্তাবের প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রয়োজনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ব্যাপারে প্রথমেই কর্পোরেশন কর্মচারীদের কর্মনৈপুণ্য, আর্থিক ব্যাপারে অনুমতি এবং কর্মচারীদের অনুপযোগী ব্যবহারের অবসান আবশ্যক। এইরূপ প্রয়োজন, কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাক্রমের উন্নতি এবং কর্পোরেশনের কর্মকুশলতা হইতে কর্ম পরিবর্তনের সুবিধাদির ব্যবস্থা। সংশোধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র ভোটের তালিকার পরিবর্তন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কলিকাতার কোন স্থায়ী সম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও যে সকল কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। এই সকল ব্যক্তির ভোটাধিকার থাকা আবশ্যক। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র পৌরস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষার নিম্নে সংস্কার এবং বাসস্থান উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করার ক্ষমতা কর্পোরেশনকে দিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বৃত্তির ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব না হইলেও, এই সকল কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক প্রতিনিধি কর্পোরেশনে থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া, বৃত্তিভোগীদের জন্য যথেষ্ট আসন সংরক্ষণ করা বৃদ্ধিমানের কাজ হইবে।

কমিউনিষ্ট দলের উপর নিষেধাজ্ঞা

সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইনবলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। এই নিষেধাজ্ঞাকে আদালতগুলিতে আজি যাবৎকাল উপর সরকারী হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কমিউনিষ্ট দলের কর্মধারার ইতিহাসের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আজোক্ত আদেশ হঠকারিতা ও ঘটেই, বরং তাহা বিলম্বিতই হইয়াছে। ক্রীপস্ প্রস্তাবের ব্যর্থতার পরে যখন যখন অন্যান্য পার্টীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন কমিউনিষ্টগণ কেবল দেশের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে অসহযোগই করেন নাই, পরন্তু যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল ভারতবাসীদের আন্দোলন, তাহাকে প্রগতিবাদী জনযুদ্ধ বলিয়াও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতেও আরও না হইয়া নেতৃবৃন্দের কারাবাসের সুযোগ লইয়া ওই আন্দোলনকে কংগ্রেসবিরোধী এবং সরকারবান্ধব সমর্থনাধিকারী জনসাধারণের কাছে বলিয়াও তাঁহারা প্রচার করেন। বেতারী

৭ই এপ্রিলের অপেক্ষায়

[অভিজ্ঞতা, কেরানির জবানী]

আলোচ্য সপ্তাহে (৩১ মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত) বাজার বাস্ত একদিন (মঙ্গলবার দিন) খোলা ছিল। ছোলপূর্ণিমা, গুড ফ্রাইডে ইত্যাদি উপলক্ষে বহু মুদ্রার হইতে আজ পর্যন্ত বাজার বন্ধ থাকায় এই সপ্তাহে বাজারের উন্নতি-অবনতি সম্পর্কীয় আলোচনা বিশেষ আমাদের স্বভাবতই সম্ভব, কাজেই আজ সাধারণভাবে বাজার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাজারের কথা মোটামুটিভাবে কিছু বলিবার পূর্বে প্রথমেই যৌথ প্রতিষ্ঠানের দেয়ার সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলির ব্যবহারের কথা বলিতে হয়। এক বৎসর হইয়া গেল, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি দেয়ারের উপর যখন একপ্রকার বন্ধ করিয়াছে বলিলেই হয়। ইহার ফলে তাহাদের সুবিধা হইল, দেয়ার-বাজারের অবস্থা যাহাই, অতএব দেয়ার রাখিয়া আমরা টাকা দিতে পারিব না—বাজার যে, যাহাই তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এইভাবে টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আরও যাহারা দেয়ার ছোলার ব্যবসায় করিত তাহারা বিশেষ কোন সাহায্য করে নাই।

আর তাহাড়া বাজার সুধীর বলিতে একথা নিশ্চয়ই বুঝায় না যে, বেশীর ভাগ যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশসমূহ কতকগুলি হেঁড়া কাগজের সমষ্টিতে পরিণত হইয়া গেছে। ভালো দেয়ার জমা রাখিয়া যদি বর্তমান বাজারদরের শতকরা ২০।২৫ ভাগ অর্থও মাসে দেওয়া যায় এবং তাহার পরের মাস বাজার পড়িতে থাকে তাহা হইলে সময়মত টাকার তাগাদা করিয়া আদায় না পাইলে, শেয়ারের দাম বিক্রী করিয়া যদি যাহার পাওনা টাকা শোধ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষ সম্ভাবনা যে কোথায় তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। অবশ্য বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় দেয়ার রাখিয়া টাকা ধার দিলে বাজারের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলিকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে, যাহাতে দেয়ারে টাকা দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে অবথা অতিব্রত না হইতে হয়। কিন্তু সে রকম সচেতনতা এদিনেও ব্যাঙ্কের অবশ্য কর্তব্য বিশেষ, কাজেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া টাকা না দেওয়ার সম্পর্কে কোন যুক্তি খাড়া করা চলে না। আর শতকরা ২৫ টাকা হারে রাখিয়া প্রায় পঁচিশ টাকা যদি ধার দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ফলতঃ যেই পঁচাত্তর টাকা পাইয়া যাইবে এবং বাজারের পঁচিশ দেয়ার বিক্রী করিয়া ২৫ টাকাও আদায় হইবে না, এমন কথা কোন বাতুলেও বলে না। বস্তুতঃ ইহাতে কিন্তুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই, অথচ যাহা যৌথ প্রতিষ্ঠানের বন্ধিত রাখিয়া খুচরায় টাকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সংবাদ বাজারে প্রকাশ পাইলে বাজারের সত্য বিশ্বাস পুনঃ-[illegible] ফিরিয়া আসিতে সময়ের অপেক্ষা করিবে না।

একটা সূত্রের বিষয় এখানে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। ইণ্ডিয়ান আয়রনের বন্ধমান দর ৩১ টাকা,—এখন ইণ্ডিয়ান আয়রনের দেয়ার রাখিয়া কোন ব্যাঙ্ক যদি কোন অংশগ্রাহককে ২০০৲ ধার দেয়, তাহা হইলে সে-ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই আশা করে না যে, ৩১০০ টাকা মূল্যের দেয়ার একদিনের মধ্যে ১৫০ টাকার নেচেও কিছু বাদে বাজারে বেচা-বেচা হইবে। কিন্তু যদি টাকা ধার দেওয়ার পরে ধার দেখিতে পায়, আয়রনের দাম নিম্নে নামিতেছে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রাহককে ধারের শতকরা ২৫ টাকা হারে মার্জিন বজায় রাখিবার জন্য তাগাদা দিতে পারে এবং সে তাগাদা অনুসারে গ্রাহক যদি টাকা জমা না দেয়, তাহা হইলে অংশের দাম খোলা বাজারে বিক্রী করিয়া দিয়া তাহাদের ২৫০ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। ৩১ টাকার আয়রন যদি ২৮ টাকা হয়, তাহা হইলে তাহার এক-চতুর্থাংশ হয় ৭ টাকা, অর্থাৎ সে অবস্থায় শতকরা ২৫ টাকা মার্জিনের হিসাবে ধার মাত্র ২০০ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে পারে। কিন্তু ইহার পূর্বে যদি প্রতি একশ' দেয়ারে ধার ৭৫০৲ হিসাবে অংশগ্রাহককে জমা দিয়া থাকে, তাহা হইলে আয়রনের দাম ৩১ টাকা হইতে নামিয়া ১৮৲ দরিয়ায় দাঁড়াইয়া তাহারা প্রতি একশ' দেয়ারের জন্য ধার ৪০৲ হিসাবে নূতন জমার দাবী করিতে পারে। কিন্তু তখনও আয়রনের দাম ১৮৲ থাকায় ব্যাঙ্কগ্রহক হালের পরিমাণ আয়রনের বাজারমূল্যের শতকরা ২১ ভাগ মাত্র। অতএব দেখিতেছি ব্যাঙ্কের টাকা যে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ সেকথা না বলিলেও চলে।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দেয়ার রাখিয়া টাকা না দেওয়ার যে নীতি বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সাধারণভাবে অনুসৃত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জনসাধারণের পরিচালনা এই ধরণের সাবধানতামূলক নীতি অনুসরণ করিবার কোন অধিকার ব্যাঙ্কের থাকা সমীচীন নহে। জনসাধারণের অর্থে যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, জনসাধারণের অধিকার কোন নীতি সম্পূর্ণ অনুসরণ-ভাবে অবলম্বন করিবার এরূপ অবাধ অধিকার তাহাদের থাকা উচিত নহে। যথাযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের দেয়ার জমা রাখিয়া অল্প পরিমাণে টাকা দেওয়ার বিষয়ে ইতস্ততঃ করিবার পরামর্শ প্রদান করা উচিত ও কর্তব্য বিবেচনা করিলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এভাবে ব্যাঙ্কসমূহকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহা বাজারের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে।

* * * *

বাজার আইনের পাবলিসিটি সম্পর্কে ডিরেক্টর কমিটির প্রস্তাবিতের ফলে বাজারের উন্নতির বিশেষ কিছু সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। বহুতঃ সিলেক্ট কমিটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান লইয়া মাথা ঘামাইবেন না, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য উহাদের কি মাথা ব্যথা হইবে? বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমাদের মোটামুটি কোন অভিযোগ নাই, বৃহৎ পরিচালকগণ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া মুখে বক্তৃতাই দিয়া থাকে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে নিজ "মুটির সিঙ্কাই" ব্যবসায়ীর সাহায্যে কি ভাবে উপায়ে যে উন্নত করিতে হইবে, তাহাদের বিরাট পরিকল্পনায় সফল করিয়া তোলেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার বিষয়। যাহাই হউক, আমরা খুবই আশা করি যে, আগামী বাজেটে তাহার সরকারের বিরাজনীতি ঘোষিত হবে কথা আছে। সেই ঘোষণায় তাহার সরকারের অন্যান্য সম্যক জানা যাইবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছেন। বাজারের এখন একমাত্র ভরসা সরকারের ৭ই এপ্রিল প্রদানের ঘোষণা। গতকল্য তারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য বক্তৃতাগুলিতে উত্তেজনাপ্রবণতা পরিহার করিয়া এবং কিছু বলেন নাই যাহা বাজারে আশার সঞ্চার হইতে পারে। অতএব এপ্রিলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই।

* * *

সপ্তাহের আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বাস্ত এবং (মঙ্গলবার ১৩৯ মার্চ) খোলা ছিল এবং অধিকাংশ বিভাগে মূল্যবৃদ্ধির পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সরকারী ঋণ—

২½ পার্সেন্ট ১৯৪৭) ঋণের দর পূর্বের ন্যা ৯২৲ পর্যন্তছিল পরে ৯২৷৹ দরে টাকা আছে।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বি ব্যাঙ্কের দাম বাড়িয়াছে ১৭৮ টাকায় উঠিয়া অবশ্যিষ্টাংশের দর আছে ৭১৲। সিলহাম ব ব্যাঙ্ক আছে ৩৯৷৹ টাকা।

কাপড়ের কল—

বসুমতীর দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৷ টা পরিবর্তে ২৫৷৹ টাকা হইয়াছে। মিঠে মিলের ৪৮৷৹-তে স্থির আছে।

কয়লাখনি—

বেঙ্গলের দর ৪১৲ (৪৩৲) হইয়াছে, ব হইয়াছে ২২৷৹ (২৪৲), ইষ্ট ইণ্ডিয়ান হইয়াছে (৩৷৹০), ডালখোলা, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ও কেন্দ্র ও মেসো দেব যথাক্রমে ১৷৹৹, ৮৷৹, ৭৲ ৷ দরে অপরিবর্তিত আছে।

চটকল—

এই বিভাগের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে। অ ইণ্ডিয়া হইয়াছে ৩৪৲, বরানগর হইয়াছে ৫৫৲০ হইয়াছে ৮৩৲। কেশোরাম দর বাড়িয়াছে। ১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে উঠিয়াছে ১১৲ হুকুমচাঁদ ও গুপ্তপাড়া যথাক্রমে ১০৲ ও ১৭৷৹ দরে আছে।

টাঙ্গাইলওয়ারি—

ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর বর্তমানে ৩১৷৹০ টাকা কর্পোরেশন আছে ১৭৷৹০। বার্মা ভাল হইয়াছে ৯৷৹ দরে।

[বাকীটুকু ৩৪ পৃষ্ঠায়]

তুলার বাজারে আকস্মিক উন্নতি

[illegible] সপ্তাহে তুলা ও সুতোর বাজারে অকস্মাৎ [illegible] উন্নতি দেখা যায়। বিদেশের তুলার মূল্য বৃদ্ধির ফলে এবং বিলাতের [illegible] ও জাপানের সুতা ক্রয় করিবার আগ্রহ দেখাইবার ফলে [illegible] উন্নতি হয় এবং ফলে তুলার মূল্য এক পাই [illegible] কিছুকালের মধ্যে বাজারে এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। [illegible] বহিত [illegible] কাপড়গুলির বিক্রয় সম্বন্ধে আশাপ্রদ [illegible] হয়ে এবং তৈলের উপর স্থানীয় শুল্কের [illegible] পরিবর্তন হওয়ায় তৈলবীজের চাষিরা [illegible] বৃদ্ধি পায়। উহা পাইকার বাজারে [illegible] দেখা দিয়াছে এবং পাইকার শ্রেণীর ক্রেতা [illegible] করিয়াছে। কারণ, বাঁধিবেষের চাষিরা [illegible] করিবার ফলে তিনগুলি বিক্রয় করিবার [illegible] কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। স্থানীয় [illegible] কিনিবার জন্য কিছু বেপারী-বেপারী [illegible] তুলার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। [illegible] বাজারে তুলার উন্নতি দেখা যায়। [illegible] ও [illegible] বাজারের তুলাসংক্রান্ত খবরে [illegible] করিয়া দিয়াছে। [illegible] পাকিস্তান [illegible] আমদানী করিবার না [illegible] আগ্রহ [illegible] করিবার সংবাদে [illegible] তা, [illegible] ক্রেতা করিয়া দিয়াছে [illegible]

[illegible]

[illegible] ফলে তার ফলনের সংবাদে এবং সুতা [illegible] নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই পরিবারে পাট আমদানীর [illegible] পাটের মূল্যে নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। [illegible] পাট চাষের উন্নতির সম্ভাবনা আছে [illegible] বিলগুলিতে প্রয়োজনীয় পাটের অভাব [illegible] কোন আশঙ্কা নাই। সরকার যদি বর্তমান [illegible] পরিবর্তন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের [illegible] না ফেলিবেন তাহা হইলে বর্তমানে বাজারে [illegible] আছে, তাহা চালান দিয়া আগামীর [illegible] পরিমাণে চলার সম্ভব করা সম্ভব হইবে।

সপ্তাহে তুলার মূল্যের অপ্রত্যাশিত লক্ষ্য [illegible] বিষয়। গত সপ্তাহে বাজেট বক্তৃতায় [illegible] ঘোষণা করিয়াছে, পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার মূল্য ছিল [illegible] টাকা। তুলাব্যবসায়ীরা আশা করিতেছেন [illegible] ও বিদেশের তুলার মূল্য পরিবর্তন করিবার [illegible] তাঁহারা তুলার এইরূপ হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি [illegible] সরকার এই অপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধি [illegible] করিতে আসেন হইবেন বলিয়া [illegible] হয়ে হয়, ফলে বহু লক্ষ তাড়াতাড়ি [illegible] ক্রয় করা হয়। এই অতর্কিত মূল্যবৃদ্ধির [illegible] তালিকলের অতায় অসুবিধায় পড়িতে [illegible] এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে বম্বের বাজারেও কি [illegible] প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। যদি তাহা তুলার বাজারে এইরূপ ঘটে এবং মিল মালিকেরা তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হন তবে তুলার সুবিধার অপূর্ব সুযোগ আসিবে।

ঐরূপ অভাবনীয় লাভজনক বিদেশের[illegible]কারকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে বিদেশের তুলার মূল্য কমাইতে চেষ্টা করেন,—তাহা না হইলে মিলের পরিবর্তে তাঁহাদিগকে অত্যধিক মূল্য আদায়কারী করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, কোন কোন মেল ইতিমধ্যে বিদেশের তুলা বাদ দিয়া অন্যান্যের তুলা দিয়া কাজ শুরু করিয়াছে। তিনি মিলে সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, বিদেশের তুলার এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিদেশের সাধারণ চলতিকেই যথেষ্ট হ্রাস পাইবে। তাহা আমেরিকান এবং বিদেশের তুলার সরকার পরিবর্তন করিয়াছে।

লোনার বাংলা—

পাকিস্তান হইতে তুলা আমদানী করা সুবিধাজনক হওয়ার ফলে এবং তুলা ও সুতোর বাজারে উন্নতি হওয়াতে লোনারপাল বাজারেও তেজীভাব দেখা যায়। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুই মাস পূর্বে কাপাস যে অত্যধিক মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে কাপাস মূল্য পূর্বেকার তুলনায় ১০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় দেখা গিয়াছে যে, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে লোনারপাল বস্তুতঃপক্ষেই সব সময়ে ক্রিয়া তোল করে বেশী। লোনারপাল বেপারীদের সাহায্যে এইরূপভাবে অনুমানিত লাভের আশ যাহাতে বাস্তবায়িত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে না, অথচ সরকারী সিদ্ধান্ত ও আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলেই ব্যবসায়ীরা এইরূপ অপ্রত্যাশিত লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে।

১৯৫ মার্চ হইতে লোনারপাল অফিস সপ্তাহের কাজ শুরু হইবে। ১৫ দিনের জন্য এই হিসাব নির্দিষ্ট করিতে হইবে। তখন দর যদি ১০ টাকা বাড়ে কি করে এবং সেইরূপ লোনার দর ৮৲ টাকা বাড়ে কি করে তখন যেরূপ ইচ্ছা করিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

চা—

১৯৫ মার্চ প্রায় ১৩,০০০ পাকেজ চা স্থানীয় বন্দর বাজারে ছাড়া হয়। মূল্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই, তবে ভাল চায়ের মূল্যে কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। এদিকে আসাম সাধারণ শ্রেণীর চায়ের ছাইঙ্গলা করিয়া মূল্যবর্ধন ঘটে। ১৯৫ মার্চ প্রায় ৩৩,০০০ পাকেজ উঁচু চা এবং ১,০০০ পাকেজ ভাঙ্গা ও পাতা চা স্থানীয় চাহিদা, মিটাইবার জন্য বাজারে ছাড়া হয়।

প্রাসঙ্গিক
(৮-কলমে ৩৮০ পৃষ্ঠায়)

৩ বাজার [illegible] ক্রেতাদের [illegible] বিদেশ হইতে [illegible] করিয়াছিলেন তাহা শুধু [illegible] আশ্চর্যজনক ঘটে। প্রকৃতপক্ষে [illegible] এই [illegible] করেন করা উচিত ছিল। কিন্তু [illegible] ব্যবসায়ী [illegible] কর্মপরিষদ [illegible] সুচিন্তিত [illegible] বিশ্বপুস্তক", [illegible] সরকার [illegible] [illegible] কোন্ [illegible]

আজ যে স্বাধীন [illegible] আমরা বিদেশ ও আজাদ [illegible] ফৌজের [illegible] সম্মানিত করিতেছি, তাহাদের কমিটিনীতের [illegible] প্রকৃত মনোভাব পাকেজ করিয়া [illegible] করা উচিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত [illegible] দুঃখের বিষয় [illegible] কারাযুক্তির পরে কংগ্রেস হইতে [illegible] হইয়া "পত্র-উপাধিধারী এবং [illegible] ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের [illegible] করিতে থাকেন। তাঁহারা একদিকে [illegible] বিদ্বেষের উদ্যোগ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে মুসলিমলীগের [illegible] সহযোগিতায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা শুরু করিলেন। বস্তুতঃ তাহার বিদ্বেষের পশ্চাতেও তাঁহাদের দান রহিয়াছে। [illegible] কারাগারসমূহে ঐরূপ রাজবন্দীদিগের [illegible] ও [illegible] 'আইন কারাগারে' ফিরিতে [illegible] সাধারণ কংগ্রেসের শুরু সম্বন্ধে বিষম ধারণা করিবার অনুকূলে তাঁহাদের প্রচারকার্য বহুল পরিমাণে পাকিস্থানের [illegible] সহায়ক হয়।

এতদ্ভিন্ন যে কমিটিনীতের এলাকায় কোন্ [illegible] ঘোষিত হয় নাই, তাহাতে সাধারণ স্বাধীনতার আন্দোলনে [illegible] কংগ্রেসের একাধ নিষ্ঠারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিষ্ক্রিয়তার [illegible] কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া পশ্চিম বঙ্গের [illegible] ঐরূপ বিদ্বেষপরায়ণ [illegible] তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন:

"কলিকাতার কমিটিনীর পার্টি কংগ্রেসে কারণে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, কংগ্রেস গবর্মেণ্টগুলির বিরুদ্ধে অধিকার সকল দিক হইতে আক্রমণ চালানো হইবে এবং জনসাধারণকে অহিংস সংগ্রাম করিয়া একটি গণ-পরিষদ গঠিত হোলা হইবে। গবর্মেণ্টের মনে করিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয়ভাবে অহিংস সংগ্রাম করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলন ব্যবস্থা বিফল দেওয়া হইয়াছে।—

সম্প্রতি যে কোন অজুহাতে বিক্ষোভকারী করিবার এক কমিটিনীতের মধ্যে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে ঐরূপ মতের সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়। যে বিষয়ে আজ দিন দিন নিকটতর হইতেছে, তাহাতে রাশিয়া সংগ্রামীতাদ্বারাই একপক্ষ হইবে। এতদবস্থায় ভারতের কমিটিনীতের সোভিয়েটপ্রীতি যাহাতে দেশের স্বাধীনতা না করে, তৎপ্রতি সকলই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ভারতের অন্য পশ্চিম বঙ্গই স্বাধীন কংগ্রেসের দুর্বলতার জন্য কমিটিনীতের প্রভাব বেশী এবং এই প্রদেশ এবন আবার পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ। এখনে কমিটিনীতের সাথে করার ভাগাভাগি পশ্চিমবঙ্গ সরকারই যে সর্বপ্রথমে অগ্রসর হইবেন, তাহা নিশ্চয়ই আশাকরি।

সরকারী ঋণপত্র ও ভারত সরকার

অধিকাংশ সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, সরকারী ঋণপত্রের বর্তমান দুরবস্থা বিশ্লেষণ করিলে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবেচনার কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। তাঁহারা সরকারী ঋণপত্রের অবিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না এবং চিন্তা করিয়া থাকিলেও কেমন করিয়া যে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যাইবে, তদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থসচিবের সম্মুখে যদি সমস্যা এই বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া চিন্তা করার মত লোকের অভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত অবিলম্বে বাহির হইতে অর্থনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সরকারী বিভাগে গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। ভারত সরকারের মধ্যে যেরূপ লোকের অভাব থাকিলেও ভারতবর্ষে সে ধরনের পণ্ডিতের নিশ্চয়ই অভাব নাই। সময় থাকিতে যেরূপ ব্যবস্থা না করিলে, সেখানে একটা বেদী হইয়া যাইতে পারে এবং তখন অর্থসচিব মুটঘট করিয়া বেড়াইতে হইতে পারে।

* * * *

এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পাকিস্তান অধিবাসীদের প্রত্যর্পিত কোম্পানী কাগজের সুদ ও আসল শুদ্ধকে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের একেন্টরূপে কাজ করিবেন। পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে কোম্পানী কাগজ হস্তান্তরিত করায় পাকিস্তান সরকারের কোন বাধানিষেধ না থাকিলেও বর্তমান ক্ষেত্রে হইতে ভারত সরকার কোম্পানী কাগজের স্থানান্তর বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। বিজ্ঞপ্তি হইতে অবশ্য এটা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না যে, ভারত সরকার পাকিস্তানের বিশেষ বিশেষ ধরনের ভারতবর্ষের বাজারে অভিনিবিষ্টমূলক কোম্পানী কাগজের ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন কিনা। অবশ্য ভারত সরকার কোম্পানীর কাগজ ধারণের প্রত্যাহরণের নিশ্চয়ই সম্মতি করিবেন না। কিন্তু তাহা হইলেও বর্তমান বিনাবাধায় দুই বাষ্ট্রের মধ্যে টাকা পয়সার আদান প্রদান চলিবে এবং মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রিত হইবে না, ততদিন অবধি যাহাতে পাকিস্তান হইতে কোম্পানীর কাগজ ভারতবর্ষের বাজারে সস্তায় বেচিয়া সেখানে কিনিয়া না লইতে পারে, সেজন্য যথোচিত ভারত সরকারের পূর্ব হইতেই করা উচিত।

* * * *

পাকিস্তানের বর্তমান যাত্রা যদি ১লা এপ্রিল হইতেই কাজ সুরু করিত তাহা হইলে ভালো হইত, তাহা হইলে ভারতীয় মুদ্রা ও কোম্পানীর কাগজ ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রচলিত থাকিত এবং বাহিরের স্থানীকিকিরের বিড়ম্বনা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না।—১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্তানের নিজস্ব পরিবর্তিত হইবে না। ভারতবর্ষের মোটর গাড়ির মালিকদের মোটের উপরে বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস অবধি পাকিস্তানে চলিতে থাকিবে। সেপ্টেম্বর মাসের পর ওই মোটর গাড়িগুলি মোটে ব্যবহারিত করিতে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাকিস্তান সরকার করিবেন বলিয়া অর্থনৈতিক বৎসরের শেষ সময় পর্যন্ত প্রচলিত হইবে।

* * * *

পাকিস্তানের নিজস্ব মোট বাজারে বাহির হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক বিধান কিরূপে পরিবর্তন করিবে: এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, নিশ্চয়ই বলে। কারণ, ভারত সরকারের কথা বিশ্লেষণ করিলে, পাকিস্তানে প্রচলিত নোটের মূল্য তাঁহারা কিছু কমিয়াছি নাই। কেবল ওই নোট প্রচলনের ফলে পাকিস্তানে প্রচলিত ভারতীয় নোটের পরিবর্তে ক্রমিক হ্রাস পরিলক্ষিত হইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্তান-প্রদত্ত ভারতীয় নোট বাতিল করিয়া, তদনুযায়ী সম্পত্তি পাকিস্তান সরকারের হিসাবে, অথবা পাকিস্তান ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিবেন মাত্র। অর্থাৎ, এই বন্দোবস্তের ফলে ইহা বিভাগের চলতি নোটের পরিমাণ যথেষ্ট করিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির সমপরিমাণে হ্রাস পাইবে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, বন্দোবস্ত যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষের বাহিরের কোন কোম্পানীর কাগজের মালিকের হাত ভারতবর্ষে স্থিত করিতে দেওয়া হইবে না। অবিলম্বে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

পাকিস্তান সরকারের হাতে এখন ৫৫ কোটির মত ভারতবর্ষের সরকারী ঋণপত্র আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতেছি। যদি উহার মধ্যে এই ৫৫ কোটি টাকার ঋণপত্র স্থিতির বিষয়ে একটা পরিষ্কার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্রের মূল্য পরিমাণ বিক্রয়ের ফলও যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহা আমরা গত সপ্তাহে দেখিয়াছি। ১০০৵০ হইতে মিটে নামিয়া ৯৲ মূল্যের (২৯৫৬) ঋণপত্রের মূল্য এক সময়ে ৯৮৵০ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৷৷০-৯৯৷৷৵০ হয়। কিন্তু এই সামান্য বৃদ্ধিতে আমরা বিশ্বাস আসে নাই। এই বৃদ্ধির মূলে কোন সরকারী নীতি বা পরিকল্পনা নাই। এই বৃদ্ধি সরকারী মালমাত্রাদের মনে। ব্যাঙ্কওয়ালারা তাহাদের পূর্বস্থিতিকে বাদ দেওয়া ফলে এবং মূলধন বিক্রয়ের অভাববশতই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অবশ্য এক সময়ে এইরূপ গুজব বাজারে রটিয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ কিনিতেছেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেইরূপ কোন যে অভিপ্রায়ের বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। কাজেই আমরা আশঙ্কা করিতেছি, সামান্য পরিমাণ বিক্রয়ের দ্বারাই সরকারী ঋণপত্রের চলন্ত দুরবস্থা ঘটানো অবশ্য যদি এরূপ সংকেত না হয়, তবে ইহাকে আমাদের ভুল ধারণা বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

* * * *

সেপ্টেম্বর ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা আমরা ঠিক না জানিলেও এটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন আছে। খোলা বাজারে পূর্ব সুযোগ সহিত ক্রয় বেচাকেনা করিয়া বাজারে ঠিক রাখিবার সর্বপ্রকার সুযোগই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে এবং সেপ্টেম্বর অন্য ব্যাঙ্কের পূর্ব সহযোগিতা যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাভ করিবেন তাহারও সংশয় নাই। কিন্তু ৩৯পূর্ব অন্য ব্যাঙ্ক বহন নির্দিষ্ট তারিখে তারিখে যে, তদ্বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে কোনরূপ অনাবশ্যকতাপ্রিয়তা পরিচয় দেওয়া হইবে না: যত তাড়াতাড়ি এই ব্যাঙ্ক ঘটিয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কসমূহ যে রিজার্ভ হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই: পুরাতন আমলের কোম্পানী কাগজ ব্যাঙ্কের ধরা আছে, তাহাদের নিম্নে অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, যেমন ধরা ১৯৩৮ সালের ৩ মাসে যে ১২ মাস সময়ে হইয়াছিল, সেই ১২ মাস তাহাদের সরকারী ঋণপত্রে ঘনবিনিয়োগের পরিমাণ বর্ধিত করিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা এই হইয়াছে। সরকারী ঋণপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মূলধনলব্ধ যা তাহাদিগকে টাকার মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

* * * *

ভারতবর্ষে অর্থসচিব বর্তমান সরকারী ঋণপত্র দুরবস্থার সুযোগ্যপ্রকারী অনাগতদের বিষয় সমাধ উদাসীন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সরকারী ঋণ বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হইতে বসিয়াছে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীরও এবিষয়ে অ বিষয়ের উৎসাহ নাই। এরূপ সময়ে যদি সহজ এবিষয়ে তাঁহাদের পূর্ব মনোযোগ না দেন তবে তাহা হইবে সুস্থ কোন ঋণপরিকল্পনা ও সফল হইবেই না। ই সকলেই সরকারের স্থায়িত্ব বহুকাল ঋণপত্র কিনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিবে এবং তখন কিন্তু বাজার সঙ্গেও সে-বাজা সামলান খুব সহজ হই না। এবিষয়ে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চেট্টী যতদূর উদাসীন যে তত দুরাগ্রহ তাহা তাঁহার এক সাম্প্রতি উক্তি হইতেই বুঝা যায়। পার্লিমেন্টে বক্তৃতা প্রস তিনি উক্তি করেন, অনুরূপক্ষেত্রে ভারতসরকার ঋণপ্রদান করিবেন তাহার বিশেষের এই হইবে অবাধিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই সেই ঋণপত্র সর্বাধিক আবেদন আসিবে। তিনি বলিয়াছেন এতদিন অবধি সরকার তাঁহাদের ঋণপ্রদানের জন্য দুই বড় ও ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করি আসিতেছিলেন,—এখন যে অবস্থার পরিবর্তন হ করিয়া সরকারী ঋণপত্র ক্রয়ের জনসাধারণের অ ছড়াইয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চেট্টী তাহা এখন ঠিক করিয়াছেন তা পূর্ব হইতে না জানা থাকিলে, মনে হইতে পারি যে একটি ভাওতাবাজীর মাফিক "অফিক" তাঁহা তুলিতেছি: আমাদের দেশের অর্থাধিক সম্প্রদায় লোকের এত উদ্বৃত্ত টাকা থাকে যে তাহার দ্বারা তাঁহারা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিতে পারেন এ

পর বিক্রয়লব্ধ অর্থে ভারত সরকারের পর পর কোটি টাকার পরিকল্পনা সফল হইয়া উঠিতে পারে, এমন সময়ে ঐক্তি বিনি করিতে পারেন তিনি ঐরূপ সুযশ নেন এবং ভারতীয় সরকারের অর্থসচিব না হইলে তাঁহার কথা বাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু ইহা ঐরূপ চেষ্টার বহরেই বলিয়াই আমরা ভারত সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণের অঙ্ক কথা মনে করিয়া এখন হইতেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। ঐরূপ চেষ্টায় বাধিক লোক নিয়া আমরা আছি,—তাঁহার ওই টাকি তিনি যেন বিবেচনাপূর্বক করিয়া থাকেন, আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে ডলের হারে কোন পরিবর্তন হয় নাই। —টাকার বাজারে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অধিক টানাটানি দেখা যায়। সরকারী ঋণের মূল্যবর্দ্ধনের ফলে এবং চলতি আর্থিক বৎসর সরকারের পরিবর্তে বাজারকে আগামী আর্থিক সপ্তাহে সংগ্রহকরণ হইবে বলে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছিল। কাজেই বর্তমান সপ্তাহে এক কোটি টাকার বাজারকীপত্রের জন্য মাত্র ২২,২৫ লক্ষ টাকার আবেদন পেশ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তার কিছু নাই। এখানে বলা দরকার যে, গত সপ্তাহে এই আবেদনের পরিমাণ ছিল ৯৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহের ২২.২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে পুরাপুরিই গৃহীত হয়।—মূল্যের হার গড়ে বার্ষিক ৪০ আনা। আগামী সপ্তাহেও ১ কোটি বাজারকীপত্রের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

* * *

১৮ সালের ১৯এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের হিসাবে ব্যাঙ্কের যে বিভাগওয়ারি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি মোটের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে পরিমাণ ছিল ১,৩০৩.৮৮ কোটি টাকা, বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ১,৩০৩.৪৭ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কিং মোটের পরিমাণ কিন্তু ১২.৭১ কোটি হইতে ১৫.৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত। সময় মোটের পরিমাণ ১,৩১৬.৯০ কোটি হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১,৩১৯.২৭ কোটি দাঁড়াইয়াছে এবং দেনা হুণ্ডির পরিমাণ বাড়িয়া ৯.৩১ কোটি টাকা হইতে ৩৩.৬৮ কোটি টাকি জমাবত ও হুণ্ডি জমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য সামগ্রিক প্রচুর পরিমাণে দেনার ফলেই চলতি মোটের পরিমাণ বাড়িয়া গেল বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমা টাকা যে ১৪০.১৮ কোটি টাকা হইতে ১৫৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই এই উন্নতির সমর্থন পাওয়া যাইবে। ইহাতে সপ্তাহের হিসাবনিকাশেও সাধারণী স্থিতি পরিলক্ষিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। মোটের পরিমাণ বিভাগে যে জমার পরিমাণ ১৮.৩০ কোটি টাকা হইতে ১৯.৪৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকার চাহিদা বাড়িয়াছে এবং বর্তমানে তার মতো অতিরিক্ত পরিমাণ আরো প্রয়োজন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সময় মোটের পরিমাণ ১৭.৬১ কোটি টাকা হইতে ১৭.৫১ কোটি টাকায় হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। বাজারকীপত্রের পরিমাণ ১.৪১ কোটি টাকা হইতে ১.২৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্নখাতে জমা ৩৮৫.৫৪ কোটি টাকা হইতে উহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯০.৪১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ২১.৪১ কোটি টাকা হইতে ২১.৯৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * * *

১২ই মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুরে প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে চলতিহাসের মোট দায়ের পরিমাণ ৩৬৯.১০ কোটি টাকা হইতে ৩৭১.০৩ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোকাবলা স্থল ৩২১.৪৩ কোটি টাকা হইতে ৩২৩.৩৭ কোটিতে হ্রাস পাইয়াছে। সময়িত জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৫.৮৭ কোটি হইতে ৩৬.৩১ কোটি টাকায়। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটিয়াছে প্রায় ১১ কোটি টাকায়। দায়ের পরিমাণ ৪১৬.৭৪ কোটি টাকা হইতে বিনের বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩০ কোটি টাকা হইয়াছে, কিন্তু কারেন্সে হুণ্ডির পরিমাণ ১৭.০৮ কোটি টাকা হইতে ১৬.৯০ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্তানে চাহিদাদায় মোট টাকার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই উহা ৮১.৩৪ কোটি (৮১.৪৯ কোটি) টাকাতেই একপ্রকার অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু মেয়াদের দায়ের পরিমাণ ১০.৯৫ কোটি হইতে ২১.১৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সময়িত জমা টাকার পরিমাণ ৩.৭১ কোটি টাকা হইতে ৩.১২ কোটি টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। দায়ের পরিমাণ করিয়াছে ৯০.১০ কোটি টাকা হইতে ৯৯.৩০ কোটি টাকায় এবং জামানো হুণ্ডির পরিমাণ ৮৯.১৯ লক্ষ হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৮.৭১ লক্ষ টাকায়।

৭ই এপ্রিলের অপেক্ষায়

(পূর্বাংশ ৬৮১ পৃষ্ঠায়)

চা—

চা-বাগানের কাজের পরিমাণ অবশ্য। পুনিমুদিং-এর হর ছিল ১৬৭, এবেলবাড়ীর কাজ হইয়াছে ১৬৮-৪।

চিনির কল—

চিনাতের হর দাঁড়িয়াছে ১৪৮৭ পয়েন্ট। অন্যান্য সেয়ার অপরিবর্তিত আছে।

বিবিধ—

বি, আই, সি ২৯ ধরে স্থির আছে। ইণ্ডিয়ান ক্যাবল এ্যাণ্ডওয়ের ৮ টাকায় দাঁড়িয়াছে, ব্রাউন-[illegible]মিলের হর ১৫ টাকার কাছাকাছি আছে অন্যান্যের কাজ হর মাত্র। কিন্তু হর আছে ১৭১ মোমবাসাটীর হর ১৯৭ হইতে ২ টাকায় দাঁড়িয়াছে। আসুরিমিলসের কর্পোরেশনের হর ৯৮ দাঁড়িয়া ৯৯৭ হইয়াছে। আর্ডিন হেয়ারের মেনাসের হইয়াছে ১৭৩ টাকায়। ইণ্ডিয়ান জমা ২৯০ ধরে পাওয়া যায়।

সমবায়

(পূর্বাংশ ৩৭৯ পৃষ্ঠায়)

বহুরোধী ডাঃ পি এম আচার্য কমিটির সেক্রেটারীর কাজ করিবেন।

ধানের পচাই সার উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক পরিকল্পনার অনুমতি পত্যালোচনা করিয়া দেখা, পচাই সার উৎপাদন বৃদ্ধির বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, প্রাদেশিক পচাই সার উন্নয়ন সংস্থাকে সংগঠিত করা এবং পচাই সার উৎপাদনের জন্য সর্বত্র স্থানীয় ব্যবস্থাদির পরিপূর্ণ ব্যবহার সুনিশ্চিত্রে প্রচার কার্যের ব্যবস্থা করাই হইবে উক্ত কমিটির কাজ।

পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতের পাট ও তুলার পরিবর্তে ভারত সিন্ধুর ২৫ হাজার টন চাউল পাইবে। জানা গিয়াছে, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে একটি অস্থায়ী বোঝাপড়া হইয়াছে যে, করাচী হইতে যে চাউল পাওয়া যাইবে তাহার পরিবর্তে ভারত সম পরিমাণ বস্ত্র দিবে এবং চাউলের দাম অনুযায়ী তুলার অঙ্কপাত স্থির করা হইবে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পাকিস্তান ১ হাজার টন পাটের পরিবর্তে ১ হাজার টন সিন্ধী চাউল এবং ১ হাজার টন তুলার পরিবর্তে ৮ হাজার টন সিন্ধী চাউল দিবে।

খাদ ও বিশেষ ইস্পাত শিল্পের সংরক্ষণ

ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্নদেশে প্রকাশ, খাদ ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈয়ার শিল্পের দাবী বিবেচনা করিয়া শুল্ক নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান স্থির করিয়াছেন যে, এই শিল্পের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কয়েক প্রকারের খাদ, যন্ত্রপাতি ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বৃদ্ধির জন্য ঐ প্রতিষ্ঠান সুপারিশ করিয়াছেন। ভারত সরকারও ঐ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুমোদন করিয়াছেন এবং ফুটবল তৈয়ারী ঐ সকল জিনিসের উপর সংরক্ষণ শুল্ক চলতি হারের উপর শতকরা

বৌথিক

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিবরণী

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে, সেই বৎসরের হিসাব-নিকাশ অন্তে বার্টন-মার্ক কোম্পানী আবশ্যিক দেখানো কোম্পানীর অংশীদারদের নিকট লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এবং ইণ্ডিয়ান ইমপায়ার ওয়াশিং কোম্পানীদ্বয়ের কার্যকলাপ একত্রে চলার ফলেই বার্টন-মার্ক কোম্পানীর পক্ষে কোনও লাভে লভ্যাংশ ঘোষণা সম্ভব হয় নাই। বলা বাহুল্য, বার্টন-মার্ক ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট কোম্পানীরই যাবতীয় এজেন্সি বলিয়া এই ব্যবস্থার ফলে বার্টন-মার্ক কোম্পানীরও যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

ঋণ এবং মূলধনের বাবদ অর্থ ব্যয়ের পূর্বে বার্টন-মার্ক প্রতিষ্ঠানের আলোচ্য বর্ষে মোট লাভ দেখা যায় ১৪,২৮,৪০৭ টাকা। ১৯৪৬ সালের ২৪এ এপ্রিল হইতে ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের মোট লাভের পরিমাণ ছিল ১২,৯৪,৮৭৮ টাকা। বর্দ্ধমান হিসাবে দেখা যায় ঋণ বাবদ ব্যয় হইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা (৫.৪ লক্ষ টাকা)। সাধারণ অংশের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে অংশপিছু ৮৩ (৮৩)। সরকারের হিসাব হইতে বর্দ্ধমান হিসাবে জের টানা হইয়াছিল ১,৮৯,১৩১ টাকা, পরবর্তী বৎসরে আলোচ্য বর্ষ হইতে জের টানা হইয়াছে ১,১১,৮৩১ টাকা।

শ্রীযুক্ত পি. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের ৩০এ এপ্রিল তারিখে অবসর গ্রহণ করার পূর্বে তুচ্ছ অজুহাতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁহার পক্ষেরা একত্রে বহু প্রতিষেধের পাঁচ লাখ টাকা বাজার মূল্যে বার্টন-মার্ক কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। অতএব অংশীদারদের লাভের অংশ বার্টন কোম্পানীর ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে, ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৪৭ সালের ৩০এ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য পাওনা ১১ আনা এবং ১৯৪৭ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪৭ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর অবধি সময়ের জন্য পাওনা ৯৮ আনা। বার্ড কোম্পানীর ক্ষেত্রে ওই লাভের অংশ দাঁড়াইয়াছে ১লা আগাই (১৯৪৬) হইতে ৩০এ এপ্রিল (১৯৪৭) পর্যন্ত সময়ের জন্য পাওনা ১১ আনা এবং ১লা মে (১৯৪৭) হইতে ৩১এ জুলাই (১৯৪৭) অবধি কালের জন্য পাওনা ৯৮ আনা।

* * * * *

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের ১৯৪৭ সালের ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসরের হিসাব-নিকাশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানের নূতন ও আধুনিক ধরণের বিমানের সংখ্যা এবং কাজের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও বিশেষ লাভ হয় নাই, বরং প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। বর্দ্ধিত ডাক ও যাত্রীভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে পরিচালনা খরচও সমান হয় নাই। বিশেষতঃ এপ্রিল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং এই দুই বিভাগেই বেতন এবং অন্যান্য ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে আলোচ্য বর্ষে মূলধনের ও ঋণ বাবদ অর্থ সংরক্ষণের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে —৪৬,১০১ টাকা (১,১৭,৭০৪৲)। মূলধনের খাতে ৭,৪১,৪৪৯৲ (১,১৪,৭৭৯৲) বাদিবার পর মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭,৮৭,৫৫০ টাকা। এই পরিমাণ হইতে পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট লাভের জের ৪২,২৬০৲ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের ও ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রস্তাবিত আয়কর ১,৩৭,৪০০ টাকা বাদ দিয়া জের অবধি লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭,৩১,৪০৪ টাকা। এই লোকসানের টাকা পরবর্তী বৎসরে জের টানা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

আলোচ্য বৎসরে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির প্রধান কারণ এই যে, যথেষ্টসংখ্যক বিমান থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাবের জন্য এবং বিমানের প্রয়োজনীয় অংশের অপ্রতুলতার জন্য প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ বিমানগুলিকে যথাযোগ্যরূপে কাজে লাগাইতে পারে নাই। ইহার জন্য উৎপাদক কারখানাগুলিই প্রধানতঃ দায়ী। তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে মালপত্র সরবরাহ করে নাই বলিয়াই বিমানগুলির অধিকাংশগুলি বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাড়া এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব 'ডাকোটা' ও 'ওয়েস্টল্যান্ড' শ্রেণীর বিমানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক চালক ও কারিগর পাওয়া যায় নাই, ইহাও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালের অসুবিধার অন্যতম প্রধান কারণ।

উড়িবার পূর্বে বাহিরে বেড়াইবার সময় কতকগুলি ছোটখাটো দুর্ঘটনার জন্য অনেকগুলি বিমান দীর্ঘকাল অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। কর্মচারী বিভাগের ইণ্ডিয়ান স্যুট সরবরাহের জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্নকালের মধ্যে কয়েক দিন 'এয়ারওয়েজ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের জন্য অতিরিক্ত বৈমানিক ও অন্যান্য কর্মীর চাহিদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলেই আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বেতন প্রচুর বৃদ্ধি করিতে হয়, অথচ যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। এই সব কারণেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের বিমানের সংখ্যা বর্দ্ধমান বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের ২১.১ লক্ষ টাকা মূল্যের বিমানের স্থলে বর্দ্ধমান বৎসরে উহাদের মূল্যসংখ্যা দেখা যাইতেছে ৭৪.৩ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনীয়ারিং সাজসরঞ্জাম ও স্টোর বাবদ মূল্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯.৩ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত অঙ্ক ছিল মাত্র ৪.১১ লক্ষ টাকা। অবিক্রিয়োগ্য অংশের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বিমান ও অন্যান্য জমার পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসরের ২১.৭৮ লক্ষ টাকার পরিবর্দ্ধনে বর্তমান বর্ষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬.০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানের মালের বিলি বিভাগ করিতে বর্দ্ধিত কাজে দেনার বিভাগের লভ্য অঙ্ক টাকা পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সভ্য ও অন্য অধিদের পরিমাণ ৩.৩ লক্ষ টাকা হইতে এবার ৪.৯ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ইমপায়ার মূল্যসংখ্যা বাবদ ৬.৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে বলিয়া পূর্বোক্ত অধিদের এইরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। বিভিন্ন বাবদে পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসরে ২১.৩ লক্ষ টাকার স্থলে ৩৭.৪ লক্ষ টাকা।

পরিচালকবর্গ স্থির করেন যে ৩,০০,০০০ আপি আয়কর দেয়ার অনাদায়ী অংশের টাকা ১ কিস্তিতে চারিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকার ১ ও ২ কিস্তির কিস্তীর হিসাব দেয়ারপিছু ১৫ ও ১ যথাক্রমে ৩১ মে, ১৯৪৭ ও ১৫ই জুন, ১৯৪৭ তারিখে দাবী করা হইয়াছে। বাকী দুই কিস্তী চারিয়া দেওয়া হইবে ১৯৪৮ সালের ১৫ই জুলাই ও ১৫ই অগাষ্ট তারিখে।

এই প্রতিষ্ঠান সরকারী এবং বেসরকারীভাবে ভারতবর্ষের সকল উড়োজাহাজ সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে চলাচল বাবদ বকেয়া রাখিয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সরবরাহকারীদের প্রদেয় এজেন্টদের কা কমিশনও দেয় রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশী ও বিদেশী অন্য অনেক কোম্পানীর ভারতীয় এজেন্টদের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বাকি রাখিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এ [illegible] দিবার জন্য টিকিট বিক্রয়ের [illegible]

ারী মিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

৭	৪.১১	১.৯৪	১.৯৩	১৪.৯৯	১৩.৬৮	৭ ৩
১৪	১.৯৭	১.৯১	১.৯১	১৭.৫৪	১৭.৬৪	৭ ৩
২১	১.৯৭	৯৪	১.৯১	১৪.১৯	৬.৯৪	৭ ৩
২৮	৯৪	৯১	১.৯৩	১৪.৯১	৫.৯৪	৭ ৩
৪	১.৯৩	...	...	১৪.১৯	৪১	...
১১	৪৯	৯৩	...	১৯.১৩	৫.৯১	৭ ৩
১৮	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১৯.৯৪	৪.৯৩	৭ ৩
২৫	১.৯১	১.৯৩	১.৯৩	১৪.৯১	১.৯৪	৬ ১৩
১	১.৯৪	১.৯৩	১.৯৪	১৯.১৭	১.৯১	৬ ১১
৮	৫.৯৪	১.৯৩	১.৯৭	১৪.৯৪	৯৩	৬ ১৩
১৫	৬.৯৪	১.৯৩	৯১	১৪.৯১	১.১৩	৬ ১১
২২	৬.৯৪	১.৯১	৯১	১৯.১৪	৬.৯১	৬ ১১
২৯	৫.৯১	১.৯৩	৯৩	১৯.১৭	৫.৯৪	৬ ১১
৬	৯.৯৩	১.৯৩	৯৪	১৯.১৪	৬.৯৪	৪ ৪
১৩	৬.১৪	৯.৯৩	১.৯৪	১১.১৯	১.৯১	৬ ১১
২০	১.৯১	৯.৯৩	১.৯৩	৪৯.১৯	৯.৯৩	৬ ৮
২৭	৯৩	১৮	৯৬	১৭.৯৩	৬.৭৩	৬ ৩
৪	৯১	৭৩	৯৩	১১.৯৩	১.১৪	৬ ৩
১১	১.৯১	...	৯৩	১৩.৯৫	৯.১৯	...
১৮	...	...	...	১.১১	১১.৯৩	৬.৯৩	...
২৫	...	...	...	৯.৯৩	১৯.৯৪	৪.৯৩	...
১	...	...	...	...	১৯.৯৩	৯.১৯	...
৮	...	...	...	৯.৯৩	১৭.৯৩	৬.৯৩	...
১৫	...	...	...	১.৯৩	১৩.৯১	১.১১	...
২২	...	...	...	১.৯৩	১৩.৯৩	৬.৯৩	...
২৯	...	...	...	১.১৩	১১.৯১	৬.৯৫	...
৫	৪.১১	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯১	৪.৯৩	৬ ৮
১২	৯.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	১.৯১	৬ ১
১৯	১.৯৫	৯.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৮.৯১	৬ ৩
২৬	১.৯৩	৯.৯৩	১.৯১	১১.৯৩	১.৯৩	৫ ১৩
৩	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯১	৬ ১১
১০	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
১৭	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
২৪	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
৩১	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
৭	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
১৪	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
২১	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
২৮	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
৫	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
১২	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
১৯	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩
২৬	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩	১১.৯৩	৯.৯৩	৬ ৩

পরিশোধ টেলারী মিল

১৯৯৬				টাকা
এপ্রিল	৪	...	...	... ১,৯৩,৯৩,৯৯৯
	১১	...	...	... ১,৯৩,১৯,৯৯৯
	১৯	...	...	... ৯৬,১৯,৯৯৯
	২৬	...	...	... ১,৯৩,৯৩,৯৯৯
মে	৩	...	...	... ১,৭৯,৯৩,৯৯৯
	১১	...	...	... ১,৯৩,৯৩,৯৯৯
	১৭	...	...	... ৯১,৯৩,৯৯৯
	২৪	...	...	... ১,৯৩,৯৩,৯৯৯
জুন	৪	...	...	... ১,৯৩,৯৩,৯৯৯
	১১	...	...	... ১৩,৯৩,৯৯৯
	১৮	...	...	... ৯৩,৯৩,৯৯৯
	২৫	...	...	... ১৯,১১,৯৯৯
			মোট	... ১৬,১৯,৯৯,৯৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-৮-৯৬	১১-৯-৯৬	১৮-৯-৯৬
দায়—			
নোট বিভাগের মোট	১৭,১৯,৯৯	১৭,৯৩,৯৩	১৭,৯৬,৯১
ইস্যুর মোট	১৩৯৬,১১,৯৩	১৩৯৬,৯৯,১১	১৩৯৬,১৫,১১
মোট	১৩৯৬,১৬,৯৭	১৩৯৬,৯৯,১১	১৩৯৬,৯৯,১৭
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও টাঁক সোনা			
(খ) ভারতে	৯৯,৯১,৯৬	৯১,১১,৯৬	৯৯,৯১,৯৬
(গ) অন্যান্য দেশসমূহে	...	...	...
ইস্যুর পাওনা	১১৯৬,৯৯,৯৯	১১৯৬,৯৯,৯৯	১১৯৬,৯৯,৯৯
মোট (খ)	১১৯৬,১৯,৯৯	১১১৯,১৯,৯৯	১১১৯,১৯,৯৯
(ঘ) রাজস্ব মুদ্রা	৯৯,৯৯,১৭	৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,১৭
মুদ্রাবাজারে, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও অন্যান্য বাণিজ্যপত্র	১৯১,৯৫,৯১	১৯১,৯৫,৯৯	৯১,৯৫,১৯
মোট	১৩৯৬,১৬,৯৭	১৩৯৬,৯৯,১১	১৩৯৬,৯৯,১৭

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অংশীদারী মূলধন	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
আমানত—			
(ক) সরকারী সরকার			
(১) ভারতে	১৯৫,৯৯,১১	১১৯,১৯,৯৯	৯১,৯১,১১
(২) পাকিস্তানে	৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯১,৯৯	
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(১) ভারতের	১৯,৯৫,৯১	৯১,৯৯,১১	৯৯,৯৯,১১
(২) পাকিস্তানের	৯,৯৯,১৯	১,১৯,৯৯	
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৯৯,১৯,১১	৯১,৯১,১৯	১৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯৯,১৯,১৯	৯৯,৯৯,৯৯	১১,৯৯,১১
(ঙ) বন্ধক সরকারের	...	...	১৯,৯৯
মোট জমা	৯,৯১,৯৯	৯,৯১,৯১	৯,১৯,৯৯
অন্যান্য (মোট)	১৯,১৯,৯১	১৯,১৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
মোট	৯৯৯,৯৯,৯৯	৯১৯,১৯,১১	৯৯৯,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
মোট	১১,১৯,১৯	১১,৯৯,৯১	১১,৯৯,৯১
বাটার মুদ্রা	১৯,৯১	১৯,৯১	১৯,৯৯
অন্য মুদ্রার মুদ্রা	১,৯১	১,৯৯	১,১৯
ভারতীয় হুণ্ডী			
...			

বন্ধকী ঋণ	৫৯৮,১১,১৯	৫৯১,১৯,৯৯	৯৯১,১১,৯১
সরকারকে প্রদত্ত অন্য ঋণসমূহ	৫,৯৯	১১,৯৯	...
অন্যান্য ব্যাঙ্কের হিসাবে	৯,৯১	৯৯	৯,৯৯
অন্য বিনিয়োগ	১১,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,১১
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,৯৯,১৯	৯,১১,৯৫	১৯,৯৯,৯৯
মোট	৯৯৯,৯৯,১৯	৯১৯,১৯,১১	৯৯১,১৯,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-৮-৯৬	১১-৯-৯৬	১৮-৯-৯৬
দায়—			
প্রদত্ত মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯
সাধারণ মূলধন	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,৯১,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১৯,৯
স্থায়ী আমানত, মেয়াদী ব্যাঙ্ক আমানত ও অন্যান্য হিসাব	১১১,৯৯,১৯	১১১,৯১,৯৯	১৯১,৯৯,১
হিসাব ...	১,১৯,১৯	১৯,৯৯	১,১৯,৯
মোট	১৯৫,৯১,১৯	১৯৯,৯৯,১৯	১৯১,৯৯,৯
সম্পত্তি—			
হোল্ডসবীর কাছে	১৯১,১৯,১১	১৯৭,৯৯,১৭	১৯৯,৯১,৯
অন্যত্র অবস্থিত			
অন্য বিনিয়োগ	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯	৯,১৯,১
ঋণ	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯১,১১	১৯,৯১,৯
অন্যান্য ব্রোকারী	৯৯,১৯,৯১	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯
ডাকাশ এবং ক্রীত হুণ্ডী	৯,৯১,১১	১,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯
বেঞ্চ টাকা	১,১১,৯১	১,৯১,১৯	১,৯৯,১
বিলস—	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯৭	১,১১,৯
অন্যান্য ঋণের জন্য	৯,১১,১৯	৯,৯১,১৯	১,৯৯,৯
ব্যাঙ্কের বাড়ির হিসাব	৯৯,৯১,১৯	৯৭,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,৯
মোট	১৯৯,৯৭,৯৯	১৯৯,৯৯,১৯	১৯১,৯৯,৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—অক্সিলিয়ারি ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১২-৬-৯৬	৫-৬-৯৬	১-৬-৯৬	
দায়িত্বসমূহ মোট				
(ক) ভারতে	৯১৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯		১৯৯,৯৯,৯
(খ) পাকিস্তানে	৯১,৯৯,১৯	৯৯,৯১,৯৯		
নিজস্ব সমস্যের মোট				
(ক) ভারতে	৯১৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,১৯,৯৯		১৯৯,১৯,৯
(খ) পাকিস্তানে	৯১,১১,৯১	১৯,৯১,৯৯		
মোট বন্ধক টাকা				
(ক) ভারতে	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,১৯,৯৯		৯,৯৯,১৯
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯১,৯১	৯,১৯,৯৯		
হিসাব বাবদ জমা	১৯,৯৭,১৯	১৯,৯৯,১১		১৭,১৭,১৯
বাবদ				
(ক) ভারতে	১৯৯,৯৯,৯৯	৯১৯,১৯,৯৯		১৯১,৯১,১
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,১১		

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	দত্ত ও আদায় মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য সমন্বয়ে	বাজার দর					
										শেষ দর
ডিভিডেন্ড:										
ডিভিডেন্ড আয়রন										
জেসপ										
টাটা আয়রন										
বার্ন										
বেঙ্গলেডে										
বার্ণপুর										
ইস্ট ভারতপাম্পস										
ফুলঝাড়ি										
ডালডাঙ্গাআয়রন										
ফুটবলবুল										
বেঙ্গল আকুরিয়া										
মহাদেবপুর										
লাহেরে										
বার্ণ ওয়েস্ট										
বার্ণ মানুল										
ইস্ট বীরভূম										
ইস্ট মালভূম										
সাকডাঙ্গা										
মাডরা										
মজন										
লাহড										
ডালিমা										
ডমরা										
বিলাসী										
পাকুড়										
ইস্ট ভারতপুরা										
কয়লাল ইন্ডিয়া										
লৌহের কল										
লডিম										
রাজপুর ডেভলপমেন্ট										
ভদ্রাবতী										
ভদ্রাবতী										
ভদ্রেশ্বরী										
ভিক্টরিয়া										
মাদ্রাজ										
মুকুন্দ										
ইন্ডিয়া										

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও ঋণপত্রে বিভাজন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ লেনদেন	শেয়ার	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	বাজার দর ১৯৫৭	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৮-৫৯	শেষ বাজার দর
বিমা													
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (পাউন্ডে)	বন্ধকী ও অন্যান্য ঋণদানী	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দেয় অংশের	সংখ্যা	বাজার দর					মন্তব্য
চা-বাগান												
মেসিয়ানাক্ষ	...	১,১০,০০০	৮,১০,১৮১	১০০	৬০ (ক)	১১।১১	...	...	...	...	...	৫
মেসার্স ও সাজরিয়া	...	৯,০০,০০০	৪,৯০,১৮০	১০০	১২ (ক)	১৯।১১	...	...	...	...	...	৪
মিঃ মুকটা	...	১,০০,০০০	৪,৪১,১৭৯	১০	৮৫০ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	২
সাজাহোলা	...	১১,০০,০৮০	৯৮,১১,১৪১	১৯১	৮৯ (ক)	১১।১১	...	...	...	...	...	১১
বড়বীথি	...	৩,৯৯,০৮০	৯,৩৮,৪১৯	১০	৭ (ক)	৯৪৪	...	...	...	...	...	১
রমারাহাটি	...	৯,৯০,০০০	১১,৯০,৯৯০	১০০	১৯৯ (ক)	১১।১২	...	...	...	...	...	৪
বিজনে	...	১১,৯০,০৯০	৮,১০,০৯৯	১০	৯৯০ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	৫
কেলবাড়ি	...	১,১৫,০৯০	৯,১৮,৮৯১	১০	১৯ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	৭
রণাহেল	...	৯,৯০,৯৯০	৩,৩৯,১৩৮	১০	১৯৩ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	১
সেন্ট্রাল ভায়রে	...	৯৯,৯৯,৯৯০	৩,৪১,১৫১	১০১	৭৯০ (ক)	১১।১১	...	...	...	...	...	১
বাগরা	...	৯,৯৯,০৯০	৭,৯১,৯৯১	১০	১৯৩ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	১
মেসার্স বিজয়	...	৪,৯০,০৯০	৪,৯৯,৯৫০	১০	৮৩ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	১
রাজাসাক্ষ	...	১,৯০,০৯০	১১,৯৪,৯৯৯	১০০	৯৯ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	১
বালিবাড়া	...	১৯,১১,০৯০	৪৯,১১,১১১	১০	১৯ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	
চিনির কল												
ইউ-পি	...	১৯,৯০,০০০	১১,৯৩,৯৯০	৯০	...	৯.১৯	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক	...	৪৯,৯৯,০৯০	১১,১৯,৯৯১	১০	...	৬৩১		...	...	...	...	
এম্পায়ার	...	১৮,৯৯,৯৭০	৯৯,৪১,৮৪১	১০	১৩ (ক)	৬৪১	...	...	...	...	...	
ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন	...	৮,১৯,৯১১	১১.১১,১৯৯	১	১৯৫ (ক)	৬।৫৭	৮৯৩-১২	...	...	...	...	
প্রতাপপুর	...	১,৯৯,০৯০	৬.১৯,৯৯৯	১০	...	১১।৯১	...	...	...	...	...	
ফারহে	...	১৯,৯৯,০১০	১,৯৯,০৯০	১০	১ (ক)	৬৪৯	...	...	...	...	...	
রাজবংশ	...	১৯,৯৯,৯৯৯	৪,১৯,৯৯৯	১০	১ (ক)	৮.৯৯	...	...	...	...	...	
বাজার	...	৪,৯৯,০৯০	১২,৯৯,৯৯৮	১০	১৯৩ (ক)	৬৪১	...	...	...	...	...	
মজিদপুর	...	১১,৯৯,০৯০	১,১১,৯৯৯	১০	৮৯ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক												
ইমপেরিয়াল অ্যাগ্রিকালচার		১,৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,০৯০	৯৯ (ক)	১৯৩	১১।১১	৯১	...	...	...	...	
কৃষিজ ইউনিয়ন	...	১৮,৯৯,১৯০ (৯৯,৯৯,৯৯৭)	১১,১৯,৯৯০	১০	৫১৩ (ক)	৯।৯৯	...	...	...	...	...	
কৃষিজ ব্যাঙ্কিং	...	৯৯,১১,১৯১	৯৯,৯৯,৯৯০	১০১ (ক)	১৯	...	...	...	...	...	...	
পাঞ্জাব ন্যাশনাল	...	৯১,৯৯,৫১১	১,৯৯,৯৯,০০০	১০০	৯৯	১১।১৯	...	...	...	...	...	
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	...	৯,৯৯,৯৯,০৯০	৯,৯৯,৯৯,৯৯১	১৯১	৯ (ক)	৬৫৯	১১৯,১৯৯	...	...	...	...	
স্টেট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক		৯৯,৫১,১৯১	৯১,৯৯,০৯৯	১০	৫৯৩ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	...	১,১৯,৯৯,০০০	৫,০৫৬,৫১৯	৯৯ (ক)	৯।৯	১১।১৯	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	...	১,৯৯,৯৯,০৯০	৯,১৯,৯৯,১৯৯	৯৯ (ক)	৯ (ক)	১১।৯৯	...	...	...	...	...	
বিন ব্যাঙ্ক	...	১৯,৯৯,০১০	১১.৯৯,০৯৯	৯৯ (ক)	...	১১।৯৯	...	...	...	...	...	
ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচার	...	১,১৯,৯৯,০৯০	৯.৯৯,৯৯১	১১	১ (ক)	১১।৯৯	৯১।৯	...	...	...	...	
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	...	৯,১১,১৯,০৯০	১,৯৯,১৫,৯৯০	১৫	১	১১।৯১	...	...	...	...	...	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ												
ক্যালি	...	৯৯,৯৯,৯৯০	১৯,১৯,১৯১	১১০	৯	৬৫১	...	...	...	...	...	

বাজার দর

[illegible] বাব	আলাচীত মূলধন (আদায়কৃত)	[illegible] ও অন্যান্য [illegible]	প্রতি অংশের আলাচীত মূল্য	মূল্য [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

আর্থিক ভারত

[illegible] ৩ নূতন ও পেরাম্যাড

[illegible] ৩ নূতন ও পেরাম্যাড

[illegible] বর্ষ ১০ সংখ্যা] [illegible] ১৭ই চৈত্র, ১৩৫৩ ... ৩১ এপ্রিল, ১৯৪৭ [মূল্য ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ	বিষয়	পৃঃ
ভারত ও পাকিস্থানের মিশ্র অর্থনীতি ...	৩২১	ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক অবস্থা ...	৩২৩
কেন্দ্রীয় বাজেট—পরিপ্রেক্ষিত	৩২৩	সংবাদ	৩২৫
প্রসঙ্গিক	৩২৪	ব্যাঙ্কারের খাতা	৩২৬
সংবাদ-বিচিত্রা	৩২৭	শেয়ার-বাজার	৩২৮
ভারতীয় বিত্তের পরিবর্তে অর্থনীতিতে বিশ্ব সম্পর্কে পাকিস্তানী ইস্যুদানের প্রস্তাব ...	৩২৯	অর্থনৈতিক	৩৩০
ভারত সরকারের শিল্পনীতি	৩৩১	মৌসুম	৩৩৮

ভারত ও পাকিস্থানের মিশ্র অর্থনীতি

ভারত ও পাকিস্থানের শিল্পনীতি সম্প্রতি এই দুই ডমিনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। যে শিল্পনীতির তাৎপর্য্য সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, এই ঘোষণাতে অবশেষে উভয় ডমিনিয়ন কর্তৃকই তাহা নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের অর্থসচিব মিঃযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত বদুদন চেট্টি বোম্বাইয়ের এক বণিক সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বহু পূর্ব্বেই ভারত সরকার কর্তৃক অনুরূপ নীতি গৃহীত হইবার আভাস দিয়াছিলেন। পাকিস্থানের সম্পর্কেও করাচীতে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় অর্থসচিব জনাব গোলাম মোহম্মদ এবং ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের অর্থসচিব জনাব হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্থানের বর্ত্তমান ঘোষিত নীতির প্রাথমিক আভাস বহুদিন পূর্ব্বেই প্রদান করেন। তৎপরে পাকিস্থানের পক্ষ হইতে বিশেষ উচ্চবাচ্য না হইলেও ভারতের পক্ষ হইতে ভারতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তির মালিকানা এবং শ্রমিক অথবা মালিকের প্রাধান্য সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া বহুবারই সরকারী কর্তৃপক্ষকে শিল্পনীতি সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে হইয়াছে। সেই সূত্রেও ভারতের বর্ত্তমান ঘোষণা পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান ঘোষণা কোনক্রমেই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব হয় নাই।

কিন্তু উভয় ডমিনিয়নের পক্ষ হইতেই মিশ্র অর্থনীতি স্বীকৃত হইলেও তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়ই একরূপ হয় নাই। ভারতীয় ঘোষণা ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তি ও সরকারী মালিকানার সীমা নির্দ্দেশ এবং মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ ভারতীয় মূলধনের সহিত বিদেশী মূলধনের সম্বন্ধের সুর আবিষ্কারে উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত হইয়াছে। মালিকানার রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তি এবং শিল্পে মালিকের সহিত শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রকৃতি নির্দ্ধারণের সমস্যাকে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সৌকর্য্যে বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর আয়োজনের এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় ঘোষণাই যে মিশ্র অর্থনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই উপরিউক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। এইরূপ অর্থনৈতিক বিধি ব্যক্তি মালিকানার উপর ভিত্তিহীন অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনে লালিত প্রাচীন অর্থনীতি (Classical economy) এবং হাল্নিনার্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাঝামাঝির স্থিতিতে পরিকল্পিত। প্রাচী অর্থনীতির আদর্শ অনুসারে দেশের আর্থিক জীবনযাত্রায় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই আদর্শ অচল। কারণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কোন পরিকল্পনাকেই সার্থক করা যায় না বস্তুত এই পরিকল্পনার সরঞ্জামে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেন এবং বিশ্বযোদ্ধে নেতিয়েট রাশিয়া এই বিষয়ের পক্ষের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদী না হইলেও আমেরিকা এবং জার্মানী তাহাদের জাতীয় শিল্প বিস্তার প্রথম হইতেই অবাধ বাণিজ্যের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ করিয়া ১৯২৯ সালের বিশ্বমন্দার পরে, মালিকানার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র-কাটেলের পথে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সফল প্রসার লাঘব করে। ইতিমধ্যে

ন, মালিক ও সরকারের যৌথ কর্তৃত্বের ব্যবস্থা হয়। পরিশেষে
য় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রাচীন অর্থনীতির পীঠস্থান গ্রেট বৃটেনেও খনি,
, যানবাহন, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন
লিকে জাতীয়করণ করা হয়। ইহার প্রতিক্ষেত্রেই প্রাচীন
তির আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণ সমাজতন্ত্রও
হয় নাই।

ই অবস্থায় প্রাচীন অর্থনীতি অচল প্রমাণিত হওয়ায় ভারতেও
ত এতৎসম্পর্কে অতিশয় বিতর্কমূলক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
তির অব্যবহিত পূর্বে বৃহত্তর অর্থনীতির প্রস্তাবিত রূপ সম্পর্কে
তর্ক প্রথম উত্থাপিত হয় এবং তখন হইতেই এই বিতর্ক অব্যাহত
ছে, শিল্পপতি ও শ্রমিক নেতা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ

অন্যদিকে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ব্যাপক জাতীয়করণের
হণ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয় এবং
দের পক্ষ হইতে ভারতের অপরিণত নৈতিক অবস্থায় প্রাচীন
তির কার্যকারিতা সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে বলা হয়।
ক ও সমাজতন্ত্রবাদের অধিকাংশই ইহার কোন না কোন পক্ষ
করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বহুবন চেট্টির দৃঢ়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে
ও মালিকদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য ভিত্তিতে
ভাবে মিশ্র অর্থনীতির সমাধান পন্থা কেহ বড় একটা সুপারিশ
নাই।

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ইতিপূর্বে জার্মানীতে নিজ
ত নামে আখ্যাত যে নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসৃত
ল তাহা শিল্প বা বাণিজ্যবিশেষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল—
হার অর্থনৈতিক কাঠামোটা কখনই তাহার অন্তর্ভূত ছিল না।
ভাবে ইহাতেও যে শ্রমিক, মালিক ও সরকারী প্রতিনিধির
ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে
নার রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে কোন সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই এবং
রূপ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বত্রই একরূপ ছিল। কিন্তু ভারতের
ত শিল্পনীতি যে ত্রিশাখী জাতীয়করণের আদর্শে অনুপ্রাণিত
কোন শিল্পে শতকরা একশত ভাগই রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন
এবং অবশিষ্টের মধ্যে একাংশ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি মালিকানার
পরাংশ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে পরিচালিত হইবে। এইখানেই
র মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। শ্রীযুক্ত চেট্টি সর্বপ্রথম এইরূপ
প্রদান করিবার পরে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পঞ্চাশিত শ্রীযুক্ত
ন ও শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার
তে বণিক সমিতি সঙ্ঘের সভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত
াল নেহরু ত্রিশাখী জাতীয়করণের নীতির ভিত্তিতে ভারতীয়
র কাঠামোরূপে মিশ্র অর্থনীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

নাবে ভারতের চূড়ান্ত শিল্পনীতি সম্পর্কে যে সরকারী ঘোষণা
সহিত শ্রমিকের সহযোগিতার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। জাতীয়করণ
ব্যাপারে শিল্পসমূহকে যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তা
হইল :—(১) যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন হইবে
(২) যেগুলি সরকারী মালিকানার অধীন না হইলেও সরকারী পরিচা
নার অধীন হইবে, এবং (৩) যেগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মালিকা
অধীন হইবে। এই তিন শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে যেসমস্তমূলক শি
সমূহকে প্রথম শ্রেণী, মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পগুলিকে দ্বিতীয় শ্রে
এবং প্রধানত ভোগ্যবস্তু উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে তৃতীয় শ্রেণী
অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এতদনুসারে স্থির হইয়াছে সোনাবারু
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথসমূ
সরকারের প্রত্যক্ষ মালিকানার অধীন হইবে। লৌহ, কয়লা, ইস্পা
বিমান ও জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও বেতারযন্ত্র নির্মাণ এবং খনি
তৈল প্রভৃতি ছয়টি শিল্পকে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সরকারী মালিকা
অধীনে আনয়নের অধিকার সরকার নিজ হস্তে রাখিলেও, সন্তোষজনকভা
শিল্পপরিচালনের সুযোগ হিসাবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও দ
বৎসরকাল সময় দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে
অবস্থা পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভু
হিসাবে লবণ, দেশলাই কাঠি, চামড়ার, অ্যালিজারীন পদার্থ, কৃত্রি
পশমজাত দ্রব্য, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, বিমান ও সামুদ্রিক যান এ
বন্ধি প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন হইলেও
জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনমত বা প্রয়োজি
সরকারের সহায়তায় এইসব শিল্পে আবশ্যকমত হস্তক্ষেপ করিতে
পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য শিল্প বিভাগে
কর্মকর্তার অধীনে একটি স্বতন্ত্র খুলিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে
মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা সম্পর্কে বর্তমান ঘোষণাতে প
ডিসেম্বর মাসের শিল্প সম্মেলনের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘোষ
করা হইয়াছে যে, সাধারণভাবে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী শ্রমিকদে
লভ্যাংশ নির্ধারিত হইবে। তাছাড়া শ্রমিকরা যাহাতে উপযুক্ত মজু
এবং মালিকরা যাহাতে উপযুক্ত লভ্যাংশ পান, তৎসম্পর্কেও পরাম
দানের জন্য সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শিল্পোৎপাদন সম্পর্কিত সম
বিষয়ে শ্রমিকদের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা করাই ভারতসরকারে
উদ্দেশ্য।

আশু জাতীয়করণের দিক হইতে পাকিস্থানের ঘোষণা আংশিক
ভাবে ভারতের অনুরূপ হইলেও শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্কে
ব্যবস্থা সেখানে এত তীব্র নহে। কারণ পাকিস্থান প্রায় শিল্প-বিবর্জিত
দেশ। অতএব এই রাষ্ট্রের শিল্পনীতি দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযো
সৃষ্টি করিতেই উদ্যোগী। এই শিল্পসৃজনের প্রারম্ভিক আবশ্যক মূলধনে
[illegible] পাকিস্থান সরকার মূলতঃ শিল্পনীতিতে বিদে

রাখিয়া অবশিষ্ট ৯২টি শেয়ারের বিলেপ্তিকরণের সহিত সরকারের সংযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাকিস্তান সরকারও তেমনি করুন। সিমেন্ট, বিদ্যুৎ-উৎপাদন, জাহাজ তৈয়ারী প্রভৃতি শিল্পে যাহাদের অংশ পঞ্চাশের ৫১টি অংশ সংরক্ষিত করিয়া অবশিষ্ট ৯২টি অংশ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার তালিকার ভিত্তিতে বিদেশী মূলধনের সহিত সহযোগিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত লঘু শিল্পগুলি সম্পর্কে সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, মূলধন ও ঋণস্বীকারপত্রে (Debenture-এর) অন্যূন ৫০ ভাগ মূলধন খাটাইবার সুযোগ পাকিস্তানের নাগরিকদের দেওয়া হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকার যদি দেখিতে পান যে, আবশ্যক নূতনতর মূলধন সংগৃহীত হইতেছে না, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মূলধনটাই বিদেশী কর্তৃত্বাধীন রাখিতে সরকার উৎসাহিত করিবেন না বলিয়া পাকিস্তানের শিল্পসচিব ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারত ও পাকিস্থানের এই শিল্পনীতি লইয়া কোন তুলনামূলক আলোচনা করিবার চেষ্টা অযথা হইবে। কারণ শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক অন্যান্য ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থা ভারত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানের শিল্পনীতি সম্পর্কে শুধু এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করাই আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, ভারতীয় ক্রোরপতিরা যেন বিদেশী মূলধন সম্পর্কে পাকিস্তানের এই নূতনতর নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া পাকিস্তানে অর্থবিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত না হন। শিল্প-পত্তনের জন্য অত্যাবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্থান সরকার এই উদারতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে পাকিস্তানের ব্যবহারেও যে পরিবর্তন দেখা দিবে, তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া ভারতের শিল্পোন্নয়নেও প্রচুর মূলধনের সরবরাহ আবশ্যক হইবে এবং এই মূলধনকে যে সরকার যথাসম্ভব দেশীয় নাগরিকদেরই রাখিতে চাহেন, বর্তমান ঘোষণায় তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। আপোষমূলক বলিয়া ভারতীয় শিল্পনীতি সম্পর্কে শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের পক্ষেই নিজেদের উপেক্ষিত মনে করিয়া কিঞ্চিৎ হতাশা বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু তৎসম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় শিল্পনীতি দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত অনুসৃত হয় তাহা হইলে বর্তমান ঘোষণাই যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতের জন্য যদি শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদনে সহায়তা করা সত্ত্বেও লভ্য ও সম্ভোগ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কোন বরাদ্দে সম্মত না হন এবং মালিকগণ মুনাফাহানি স্বীকার করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে কোন শিল্পনীতিই ভারতের উপকারে আসিবে না। একথা মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, একযোগে শিল্পায়ন ও অধিকতর উৎপাদনের লোভ সাধনের সাহায্যে সর্বপ্রকারে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করাই ভারতবর্ষের আশুকরণীয় একমাত্র উপায়।

কেন্দ্রীয় বাজেট—গতানুদর্শন

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটের কিছু আধিক বিশ্লেষণ বর্তমানে প্রয়োজন বলিয়া আমরা অনুভব করিতেছি।

"আর্থিক ভারত"-এর ১ম বর্ষ চতুর্থদল সংখ্যায় "বাজেট ও আয়কর" শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট সম্পর্কে যে সকল অনুমান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে মোটামুটি তিনটি কথা ছিল, অর্থমন্ত্রীকে (১) "বাজেটে লাভ করা" যদি একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাতে বিশিষ্ট হওয়ার কারণ থাকিবে না এবং (২) Death Duty বা মৃত্যু কর বাড়ান সম্বন্ধে ভারত সরকারের অবিলম্বে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই গত বৎসর ও তৎপূর্ব বৎসর আয়করের হার ছিল টাকা প্রতি ।/৬, কিন্তু বর্তমান বাজেটে ইহার কি পরিবর্তন হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ প্রতিষ্ঠান, যাহাদের বার্ষিক আয় ২৫,০০০ টাকার অনধিক, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়করের হার অর্ধেক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ টাকা প্রতি ।/৬ স্থলে ৵১০ এবং বৃহৎ যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়ের যে অংশ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হইবে না তাহার উপর আয়করের হার ।/৬ স্থলে ।০ করা হইয়াছে। ব্যবসায় লাভ করের করমুক্ত অংশের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা স্থলে ১,৫০,০০০ টাকা করা হইয়াছে এবং ঐ করের হার শতকরা ১৩।৮ পাই স্থলে শতকরা ১২৲ করা হইয়াছে।

"Estate Duty Bill" বা সম্পত্তি শুল্ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত চেট্টী মহাশয় পেশ করিয়াছেন তাহা মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর ধার্যীত্ত অন্য কিছুই নহে। বহুলাংশে খুব সম্ভব এই কর প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ভারত উহার সহিত এক অতিরিক্ত ধার্য সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহা কেন্দ্রীয় রাজস্বে প্রদত্ত হইবে এই নূতন কর স্থাপনের ফলে প্রাদেশিক সরকারের আয় বৃদ্ধি হইলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রদেয় অনুদানের জন্য যে অর্থনৈতিক চাপ পড়ে তাহা যথাসাধ্য কমিয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই মৃত্যু বা উত্তরাধিকার কর প্রবর্তিত আছে। অর্থনীতিবিদগণ এই করটিকে একটি আদর্শ কর বলিয়া সমর্থন করেন। কারণ ইহা অ্যাডাম স্মিথের সাম্যনীতি (Ability and faculty theory) দ্বারা সমর্থিত। কারণ, উত্তরাধিকারে পরিমাণ যত বেশী হয়, উত্তরাধিকারীর করদাতার বহনের সামর্থ্য তত বেশী হইয়া থাকে। এইরূপ কর অতি সহজেই সংগ্রহ করা যায় এ কর সংগ্রহের ব্যয়ও খুব কম। দেশের আয়কর ও উত্তরাধিকার কর উভয়ের দ্বারাই মূলধন বা সঞ্চয়ের হ্রাস হয়—তথাপি উত্তরাধিকার কর অধিকতর সমর্থনের কারণ এই যে, এই করের ফলে সম্পত্তি-অর্জনকারীর কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কেবলমাত্র উত্তরাধিকারীর নিকট হইতেই এই কর আদায় করা হয় এবং করের হার যদি অত্যধিকও হয় তথাপি সম্পত্তি-অর্জনকারীর তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোন যুক্তি কারণ নাই। ঐ করের হারও আয়করের ন্যায় ক্রমবর্ধমান (Progressive)। ইংলণ্ডে উত্তরাধিকার করের হার শতকরা ১ হইতে ৪০ পর্যন্ত।

কর ধার্যকরণ বিষয়ে আমরা সমাজতন্ত্রনীতি সমর্থন করি। এইরূপ মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর স্থাপনের অর্থ হইবে এবিষয়ে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, সমস্ত বিষয়টি কি যুক্তিতে এই করকে সমর্থন করেন।—কোনও ব্যক্তি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া, মৃত্যুকালে যদি তাঁহার সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অভাবগ্রস্ত ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কারণ, সৌভাগ্যবশে তিনি ধনী ব্যক্তির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি অন্য কোনও দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পিতার কোনরূপ পরিত্যক্ত সম্পত্তিও থাকিত না এবং তাঁহার নিজস্ব কোন অধিকারও থাকিত না। নিজের উপার্জন হইতে সারা জীবন উচ্চাঙ্গরূপ ভোগ বিলাসে ব্যয় করিবার পর পিতা

প্রয়াস বা পরিশ্রম করেন নাই। সুতরাং ঐ সম্পত্তিতে কেবলমাত্র
) সম্পূর্ণ অধিকার হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব ঐ সম্পত্তির
অংশে সাধারণের উপকারার্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত এবং
ই বা উত্তরাধিকার কর দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য যথাংশে সাধিত
পারে। সমাজতন্ত্রমতাবলম্বীদিগের উদ্ভাবিত প্রকার মূলধন
া সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। অপর দিক হইতে বিবেচনা
া করা যাইবে, কোন দেশে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন (Equitable
ibution) সাধনের উহা একটি সহজ উপায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে
ঁর উন্নতি লাভের নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা
অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক
ন্নতির সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তাশীল মনীষী অধ্যাপক
গ্যান বলেন, জনসংখ্যার সমস্যা যে কেবলমাত্র আয়তনের সমস্যা,
ায় ইহা কুশলী উৎপাদন এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের সমস্যাও
(Problem of population is not one of mere size, but of
cient production and equitable distribution.)।

– এবার ১৯৪৮–৪৯ সালের বাজেটে যে সকল নূতন কর স্থাপন করা
ছে এবং কিছু করহারের মধ্যে যাহাদের হারের হ্রাস সাধন করা
ছে তাহাদের মোট ফলাফল কি দেখা যায়। বাজেট বক্তৃতায়
ঃ শ্রীযুক্ত চেট্টি মহাশয় আনুমানিকের নিকট একটি সুসংবাদ
ঃ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চেট্টির অনুমানই বাজেটে আশা করা
ছিল যে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৪.৫৩ কোটি টাকা, কিন্তু
ঃ প্রস্তাবে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৮৫৩ কোটি
। অবশ্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

নূতন কর স্থাপনের ফলে নিম্নলিখিত রূপ আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা
ইয়াছে।

খাতে :—

টেলি বাজের উপর রপ্তানী শুল্ক—	১,৫০,০০,০০০৲
মাঙ্গানিজ ধাতুর উপর রপ্তানী শুল্ক—	৮০,০০,০০০৲
মোটর গাড়ীর উপর আমদানী শুল্ক—	৫০,০০,০০০৲
তামাকজাত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক—	১২,০০,০০০৲

ভ্যন্তর উৎপাদন শুল্ক খাতে :—

সিগারেটের উপর উৎপাদন শুল্ক—	৭,০০,০০,০০০৲
নিম্নশ্রেণীর তামাকজাত দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক—	১,০০,০০,০০০৲
চায়ের উপর উৎপাদন শুল্ক—	১,৮০,০০,০০০৲
কফির উপর উৎপাদন শুল্ক—	৬০,০০,০০০৲
উদ্ভিজ্জাত ঘৃতের উপর উৎপাদন শুল্ক—	৪০,০০,০০০৲
টায়ারের উপর উৎপাদন শুল্ক—	৪০,০০,০০০৲
লিনোলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্ক—	১,৫০,০০,০০০৲

ক বিভাগীয় খাতে :—

রেডিওগ্রাম ও ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাশুল বৃদ্ধি হইতে—	৪০,০০,০০০৲

করের হার হ্রাসের ফলে নিম্নলিখিতরূপ আয় হ্রাসের সম্ভাবনা।

ব্যবসায় লাভ কর—	১,০০,০০,০০০৲
অতিরিক্ত কর –	১,০০,০০,০০০৲
অবণ্টিত লভ্যাংশের উপর কর –	১,০০,০০,০০০৲
যুক্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর—	১১,০০,০০০৲
ব্যয়সঙ্কোচ বাদ দিয়া আয়কর নির্দ্ধারণের ফলে—	৭৫,০০,০০০৲
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স—	৭৫,০০,০০০৲
মোট করহ্রাসের পরিমাণ—	৬,৬১,০০,০০০৲

এই ৬,৬১,০০,০০০৲ টাকার মধ্যে যৌথিক কর ও যৌথ ব
প্রভৃতির খাতে যে বৃদ্ধির আশা করা যায়, তাহা হইতে এ
অন্যান্য প্রকারে ৪,২৬,০০,০০০৲ পূরণ হইবে এবং অবশিষ্ট রহিবে মা
১,৬৫,০০,০০০৲।

সকল দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত চে
দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বসাকল্যে নোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ম
১,১১,০০,০০০৲। পাকিস্তান হইতে সুদ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাই
তাহা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই—কারণ ঐ বাবদ কি পাও
যাইবে তাহা নিখুঁতরূপে নির্ণয় হয় নাই, তবে তাহা আনুমানি
১,০০,০০,০০০ টাকার মত হওয়া সম্ভব। এবং যদি তাহা হয় তবে ে
পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে হবহু ঘাটতির পরিবর্ত্তে কেন কিছু উদ্ব
থাকিবারই সম্ভাবনা।

কিন্তু সিলেক্ট কমিটির সংশোধন প্রস্তাবের ফলে উল্লি
হিসাবের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটিবে এবং মোটামুটি আ
১,১৪,০০,০০০ টাকা আয় কমিয়া যাইবে এবং ঘাটতির ে
পরিমাণ হইবে দুই কোটি টাকার কিঞ্চিদধিক। সুতরাং
দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীযুক্ত চেট্টির মুন্সীয়ানার প্রশ
না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু অন্য দিক হইতে বিচার কা
দেখিলে এই বাজেট পরিকল্পনার সোপানেই যে একটু গলদ র
তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

যে সকল খাতে রাজস্ববৃদ্ধি অনুমান করা হইয়াছে তা
সিগারেটের উপর উৎপাদন শুল্ক ৭,০০,০০,০০০ টাকাই সর্ব্বপ্রধ
এই ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর বিক্রয় মূল্যের (Ex-factory pr
উপর মোটামুটি শতকরা ২৫৲ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য
হইয়াছে। ইহার ফলে সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভা
কিন্তু ইহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক ধরণের (Elastic deman
সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির ফলে সিগারেটের বিক্রয় পরিমাণ হ্রাস পা
স্বাভাবিক। ইহার ফল হইবে মূলতঃ সিগারেট শিল্পের অবনতি

প্রাসঙ্গিক

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা

সিলেক্ট কমিটির দ্বারা সংশোধিত হইয়া ভারত সরকারের প্রবর্তিত ফ্যাক্টরি (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল কর্তৃক উপযুক্ত শ্রমিকদের সরকারী কর্মচারীরা আইন প্রবর্তনী ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই আইন অনুসারে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সহযোগিতায় একটি অর্থ ভাণ্ডার গঠন করা হইবে। এই বীমা ভাণ্ডারে প্রত্যেকটি শ্রমিকের চাঁদার জন্য মালিককে ও সরকারকে এককালীন কুড়িয়া টাকা দিতে হইবে। এইভাবে ধীরে ধীরে এবং কোন এক সময়ের মিলিত হইতে একবারে মোটা অর্থ না লইয়া এই ভাণ্ডার গঠিত হইবে বলিয়াই, উহার নাম করা হইয়াছে বীমা ভাণ্ডার। কিন্তু সাধারণ ব্যবস্থা হইতে এই শ্রমিক বীমা ব্যবস্থাতে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হইবে। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে চাঁদার বিনিময়ে প্রদত্ত কুড়িয়া টাকার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু শ্রমিকবীমার ক্ষেত্রে প্রদত্ত কুড়িয়া সহিত প্রদত্ত টাকার পরিমাণের কোনরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক থাকিবে না। নূতন আইনের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াই অনারেবল শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম আইন প্রবর্তনী উপলক্ষে বক্তৃতা করেন :—"এই বিল কার্যকরী হওয়ায় এই দেশে শ্রমিকের কল্যাণে আইন প্রবর্তনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।"

মূল আইন প্রবর্তন অনুসারে বৈমাসিক বেতন আড়াই শত টাকা এবং মাসিক চার শত টাকার অনধিক আয়কারী শ্রমিককে এই বীমার সুবিধার অধিকারী ও দায়দায়কতার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, উপরিউক্ত আয়ের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের অক্ষমতার ৮ সপ্তাহকাল পর্যন্ত বৈমাসিক হারে আধা হারে ভাতা দিতে সরকার প্রস্তুত থাকিবেন। কিন্তু কোন শ্রমিককে এই সুবিধার অধিকারী হইতে হইলে যেকোন কারখানায় তাহার ব্যবসাকে এক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন কাজের রত থাকা চাই। এই প্রমাণ থাকিলে বৈমাসিক বেতন আরো অনেক কম আয় করার জন্য যাহারা বীমাভাণ্ডারে টাকা দেওয়ার দায়দায়কতার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহারাও অক্ষমতা ভাতার সুবিধার অধিকারী হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল।

সিলেক্ট কমিটির বর্তমান সংশোধনের ফলে সুবেদার শাহের গণ্ডীভুক্তদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে উদারতর করা হইয়াছে। কারখানা শ্রমিকদের সহিত খনি ও বাগিচা ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং কর্মচারিবৃন্দও দায়দায়কতার বীমা সুবিধার অধিকারী হয়। অন্যদের বর্তমান আইনের সহিত একটি উপধারা সংযোজন করা হইয়াছে। এইজন্য টাকা হারের দায়দায়কতা ব্যতীত বীমা সুবিধার অধিকারীদের বিভাজন বৈমাসিক এবং টাকা উপার্জনের ভিত্তিতে স্থির প্রবর্তিত কলাণকেও সংশোধিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমাসী সময়ের দুই-তৃতীয়াংশ কালে টাকা হিসাব বিধানের কোনও পরিবর্তন সাধিত না হইলেও স্থির হইয়াছে যে, সর্বমিম সময়ের ১২ মাস টাকা দিতে হইবে এবং প্রবর্তিত কলাণের ক্ষেত্রে ৫২ সপ্তাহে মোট ২৬ মাস টাকা দিবার পরিবর্তে মোট ১২মাস টাকা প্রদানকেই যথেষ্ট বলিয়া গণিত করা হইয়াছে। সংশোধিত প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে যে, মাসিক ১৮০৲ বা তাঁর বেতনের শ্রমিকের অক্ষমতা অবস্থা কালে অক্ষমতার প্রথম অক্ষমতার ৮ সপ্তাহ-কাল পর্যন্ত মাসিক উপার্জনের হারে ভাতার সাত আনা পাইবে। সংশোধিত এই বীমা আইন পরিচালনা করিবার জন্য নূতন আইনে শ্রমিক-মালিক ও সরকারী প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি শ্রমিক বীমা কর্পোরেশন স্থাপন করা হইবে।

এই সকল সংশোধনের ফলে বর্তমান আইনটি অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ গার্হস্থ্যবীমার কোন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই এবং দ্বিতীয়তঃ বেকারত্বের দায়ভাগও কোন সুবিধা দিবার করা হয় নাই। অথচ এজন্যের সময় বর্তমান অর্থনীতির অন্তরে স্বাভাবিক সময়ের ও শ্রমিকের জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা, ও কর্মক্ষমতার উপর সর্বাধিক প্রভাবশালী। দীর্ঘকালস্থায়ি অক্ষমতার জন্য যে শ্রমিক অকেজো হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কোন সংস্থান না থাকিলে সে তাহার উপার্জনকারী পুত্র বা বৎসানীয় বুদ্ধাশ্রমিকের উপর নির্ভরশীল হইবে। সহযোগকারী শ্রমিকের পক্ষে এই বর্ধিত দায়িত্ব বহনই হইবে। তাছাড়া পরিবর্তনশীল বা ব্যবসায় উপর ভিত্তিশীল বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের সর্বদাই বেকারত্বের আশঙ্কা বর্তমান থাকে। এই অবস্থাতেও শ্রমিকের জীবনের পক্ষে অটুট রাখিবার জন্য বিশেষ সংস্থান থাকা আবশ্যক।

মাগ্‌গিভাতার নূতন হার

নিম্ন বেতনের সরকারী কর্মচারীদের মাগ্‌গিভাতার নূতন হার প্রবর্তন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনীতি চল্লিশ টাকা মাসিক উপার্জনকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই নূতন ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে এবং জন্যসমে প্রাদেশিক বাজেটে ১ কোটি টাকার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে। প্রস্তাব যে, তাহার নূতন হার তাহার সরকার এবং বোম্বাই সরকারের তুলনায় কিছু কম হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই বিহার মাদ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ কর্তৃক প্রদত্ত ভাতা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী নিয়োজনদের বেতন হইতে বর্তমান মাগ্‌গিভাতার হার নিম্নরূপ হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন :—

ফেব্রুয়ারিয়েট আপার ডিভিসন—১০৯৲ হ ১১৯৲, ফেব্রুয়ারিয়েট লোয়ার ডিভিসন—১৩১.৪ ১৭৭৲ ; ডিরেক্টরেট আপার ডিভিসন ১০২. ১৭৯.৪৲ ; ডিরেক্টরেট লোয়ার ডিভিসন—১১২.৪ ১৪৭.৮৲, সিক্রেটারিয়েট অফিস আপার ডিভিসন—১৪৮ ১৭৭৲, সিক্রেটারিয়েট অফিস লোয়ার ডিভিসন—৩৫ ১৪২৲ ফেব্রুয়ারিয়েট টাইপিষ্ট—১১১.৮৲—১৭

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরি শ্রেণীর কর্মচারিদের অনুপাতে পশ্চিম বঙ্গে ভারতের যে মাসিক বেতনে পাইবেন তাহা যাহাতে, যুক্তপ্রদেশ বিহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের সমযোগীয় কর্মচারীদের মাসিক উপার্জন হইতে অধিক। অন্যান্য প্রদেশের সরকার যেমন, চাপরাশি, দূত ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম ৪০৲ নির্ধারিত করিয়া মাসিক প্রথা নির্দিষ্ট করিয়াছে, তাহা বোম্বাই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় অধিক।

সম্প্রতি প্রাদেশিক হইতেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্তকে আরও সফল করিবার পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাদির উদ্ভাবনের জন্য সরকারী কর্মচারিদের বেতন সম্পর্কে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ সরকারী আধুনিক সিদ্ধান্ত যে কর্মচারীদের অন্তরে অতি কুটাভিসন্ধিরই করা হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান অর্থ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরীকরণের ব্যবস্থা করিতে সুদীর্ঘকাল হইবে বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী এরূপ বিনা পরিশ্রমে পশ্চি সরকারের বেতন ভোগ করিবেন। বাংলাদেশে প্রাদেশের কৃষি ও শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং রাজস্বে পশ্চিম বঙ্গের আয় সবচেয়ে কমিয়াছে। এ শিক্ষালয় এবং জাতিগঠনমূলক কার্যাদিতে অধিকতর ব্যয়বরাদ্দের দাবীদাবকতা পশ্চি সরকারের রহিয়াছে। এতাবস্থায় বাংলার ন কর্মচারীদের অধিক অর্থ অন্যায় প্রদান উচিতের করিতে আগ্রহে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ব্যয়ভার স্বীকার করিবেন, তাহা কখনই সন্তোষপ্রণোদিত হইলেও সমর্থনযোগ্য হয় নাই

কর্মচারীদের উপার্জন বর্ধিত হইত তাহা অসঙ্গত বলি না। বরং জাতির জীবনযাত্রার উন্নয়নে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা তাহা আ করি। কিন্তু আজ যে মূল্য বৃদ্ধির ফলে জীব দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল কারণ মূ মূল্যের মুদ্রাস্ফীতি। বর্ধিতউৎপাদনের দ্বারা মূ অন্তর্হিত করাই আজিকার সর্বাপেক্ষা গুরু প্রাথমিক প্রয়োজন। তাহা না করিয়া বেতনের বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি করিবে। এই সত্যটি আমরা কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপা আলোচনা বিবেচনা করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গ স এই নূতন সিদ্ধান্ত পূর্বকার সেই ত্রুটির স

হিন্দ কৌজ সম্পর্কে সরকারী নীতি

...ীয় পার্লামেন্টে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে সরকারী নীতির বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হইতে বরখাস্ত করিয়া যাঁহাদিগকে ইতিপূর্বে ইহাদের প্রতি প্রদত্ত ... দ্বারা বাধিত করিয়া জনসাধারণের ... দেওয়া হইবে। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে হিন্দ ফৌজের সরকার যে অপরাধী ... স্বীকার করা... বলা হইয়াছে, হিন্দ হিন্দুস্থানে তাঁহারা পুলিস বাহিনী, হোমগার্ড, ... ও অন্যান্য অসামরিক কাজে নিযুক্ত হইবেন এবং এই সম্পর্কে সর্বতোভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে হিন্দ বাহিনীর লোকদের মধ্যে যাহাদের ... আছে, সর্বপ্রকারে তাঁহাদের পেশা ফিরিয়া পাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকারে ... হিসাবে গ্রহণ করার জন্য হিন্দ ফৌজ ... করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ... লোকদের যে পুনরায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ... হইবে না—এই সিদ্ধান্তটিও এই সঙ্গে ... জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ... কোন ভাল যুক্তির প্রতি না হয় ... পণ্ডিত নেহরু পার্লামেন্টে সরকারী ... ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দ বাহিনীর লোকদের সেনা বলে ভুলচুক ... কারণ বিদ্যমান কোন রাজনৈতিক কারণ নাই, অথবা বিবেচনা করিয়াই তাঁহাদের সেনাতে পুনরায় গ্রহণ করা হইবে না। সেনাবাহিনীর তাহাদের সম্পর্ক কাটিয়া দিয়া হইয়াছে এবং ... সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।"

এই বিবৃতির সমালোচনা করিয়া আজাদ ... ভূতপূর্ব সমর পরিষদ প্রধান এবং আজাদ ... সহকর্মীদিগের কাউন্সিল গঠনকাল সভাপতি ... নেতাজী জন্মদিন রাত্রে ঘোষণা যে অধিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হিন্দ ফৌজ। সম্মেলনের ... ধন্যবাদ প্রকাশ ... তিনি পণ্ডিত নেহরুর অনুভূতিকে ... করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

... সরকারের এই সিদ্ধান্ত কিছুটা ...

আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা যে ... করিয়াছেন সরকার তাহা উপলব্ধি করিতে ... বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে সরকারী মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহ ... করিবার অবকাশ না থাকিলেও তাহাদের ... সংগ্রামে এই সব বীরদের সাহসিকতাপূর্ণ ... প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হওয়া ... ছিল।

কলিকাতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশনে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সেন্ট্রাল অর্ডিনেন্স এক্সটেনশন অর্ডিনেন্স এক্সটেনশন বিল উত্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বেই এই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় আমেরিকান লাইসেন্স হোল্ডের ২,০০০ কর্মচারী প্রায় ৩ সপ্তাহকাল পূর্ণ বন্ধটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই বন্ধটে এখনও চলিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ প্রকাশ যে, এ পর্যন্ত সারা ভারতে বিলিতী আকাউন্টেন্ট বিভাগে প্রায় ১২,০০০ লোককে ছাঁটাই করা হইয়াছে এবং আমেরিকান লাইসেন্স হোল্ডের মাত্র এক তিনেই ২,০০০ কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের অন্যায় সম্পর্কিত অভিযোগ, তেমনি যাহা কর্মচারীদের ব্যাপারেও জীবনযাত্রার আবশ্যক ব্যয়ভার বৃদ্ধির অনুপাতে বেতন কমিশনের সুপারিশের ফলে প্রাপ্ত বৃদ্ধিকার অপ্রাচুর্য সম্পর্কেও অভিযোগ করা হইয়াছে। বন্ধটী কর্মচারীদের আবেদনে প্রকাশ, "সরকারী হিসাব অনুযায়ী জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক (Cost of living index) আজ ৩২০, অথচ মাসিক ভাতা দেওয়া হয় ১০০-এর অনুযায়ী। তা ছাড়া সে-কমিশনের অন্যান্য অনেক সুপারিশ, যেমন চিকিৎসা খরচ, রেলওয়ে কনসেশন প্রভৃতি সরকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

কিন্তু এই বন্ধট সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উপরিউক্ত অভিযোগগুলি সরকারীভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বেতনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় বেতন-হার কমিশনের সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ফলে সরকারী ব্যয়ভার ৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেতনের বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে সরকার এরূপেক্ষা অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম। অবশ্য বেতন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীদের অভিযোগকে স্বীকার করিয়া লইলে বেতন ও ভাতার হার পুনরায় আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। অন্যায় কর্মচারীদের সম্পর্কে তিনি জানাইয়াছেন যে, বিভাগীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের কাজ আরও হইলে নিয়োগের ব্যাপারে এই সকল কর্মচারীদের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। যুদ্ধকালের নিয়ন্ত্রণাধি ব্যবস্থাদির ফিরিস্তে যে সকল স্তর খোলা হইয়াছিল, আজ যুদ্ধান্তে বিভিন্নস্তরের ফলে তাহারা কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় বাজার বাজার কর্মক্ষম ব্যক্তিকে অসদভাবে বলিয়া বলিয়া বেতন কোন করিবার সুযোগ দান কোনক্রমে হইতেই সমর্থনযোগ্য নহে। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীদের পক্ষেও এই সমস্ত সমস্যাটি উপলব্ধি করা কঠিন নহে।

পণ্ডিত নেহরু যথার্থই বলিয়াছেন, "কিন্তু বেতন এইরূপ অনেকগুলি দল আছে যাহারা অনুভবের চিন্তা ও কাজ করিয়া থাকে এবং তাহারা নিজেদের স্বার্থের ... ব্যাপার হইবে।" পণ্ডিত নেহরুর এই মন্তব্যে যে ... আমাদের মনে, কারণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ন্যায় প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কেও ট্রেড ডেমোক্রেসীর নেতৃত্ব বিবৃতি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই বন্ধটে তাঁহার মন্তব্যপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "আমি নিজে অবশ্য বন্ধটের উদ্যোক্তাদের সহিত দেখা করিয়া ইহার অসারতা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমি, ইহাদের নিকট এই প্রস্তাব করিব যে, আমি প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাঁহাদের এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমার এই প্রস্তাবেও কোন সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই।" সুখের বিষয় এই বন্ধটে বহুতর ... জন কর্মচারীই যোগদান করেন নাই। কলিকাতার অতিরিক্ত ... ডাকে সরকারের অফিসের মধ্যে প্রায় ... ডাকের যোগাযোগ বন্ধটে হয় নাই। অবশিষ্ট ... অফিসের কর্মচারী বন্ধটে যোগদান করেন নাই।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

বিবন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
মজুত তহবিল - ২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্ধ্বে

ভারতীয় সাধারণের জন্য "ক্যালকাটা কুপনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমস্ত দেশব্যাপী সাধারণের সহায়তায় "ক্যালকাটা কুপনাল" আপনার ব্যবহারের ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ১০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি

সংবাদলিপি

ওয়াশিংটন

সমরসম্ভার প্রত্যাবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি —কল-ইজারা পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা— রাশিয়া হইতে লোহা ক্রয় বন্ধের দাবী— অভিনব ধরিতে বর্ণবিভেদ ফলে ইউরোপ-সাহায্য-পরিকল্পনার বিঘ্ন সৃষ্টি।

(বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৬এ মার্চ—পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধের আলোচনের সভার এবং আলস সিদ্ধান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, এই দুইয়ে মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাবসা বাণিজ্যে ও অর্থলোকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে। পৃথিবী দিনের পর দিন আর একটি প্রলয়ের যুদ্ধের দিকে ধাবিত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র যে সমরসম্ভার জন্য জোড়জোড় করিতেছে, তাহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় যুদ্ধকালীন অবস্থার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গতবৎসরের ১,২০,০০০ জন লোককে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সম্প্রসারণ করিবার পরিকল্পনাও প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল রক্ষার সাবধানতা দেখা দিয়াছে বলিয়া যে সব প্রচারিত হইয়াছে তাহার ফলে অবস্থা আরও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক দিন দিন যেভাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের আশু হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্যই ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনা অতি দ্রুত কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে এখানকার সংবাদপত্রে যুদ্ধকালীন কল ও ইজারার পুনঃপ্রবর্তনের দাবীও উঠিয়াছে। তাহাদের মতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে সামরিক সাহায্য প্রদান করা উচিত। কারণ ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনার মধ্যে সামরিক সাহায্যের কথা নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করিতেছে। তাহাদের জন্য এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং বিশ্বব্যাঙ্ক যাহাতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মতেই সাহায্য করেন তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত।

রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য যে ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন প্রচারকার্য হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া কি রেলওয়ে শিল্প এই সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে দাবী করিয়াছেন যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া হইতে লোহা ক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহা কতখানি সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও মুদ্রাবিদ্যার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রে অর্থমূল্যমান পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, যদি অন্যান্য দেশ ডলারের সঙ্গে তাহাদের মুদ্রার মূল্য সমান করিয়া লয়, তাহা হইলে ডলারের মূল্য কমানো মোটেই অসম্ভব নয়, যদি সরকার বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে ভারসাম্য ঘাটতি ১৯৪৭ সালের ৬ মাসের তুলনায় সরকারী ৪ মাস ও ১৯৪৮ সালের ষষ্ঠপঞ্চমাংশ বাণিজ্য হিসাবের সরকারী ১১ মাস জন লোক উৎপাদন করিয়াছে। আমেরিকার যে প্রাকৃতিক সুযোগ দেখা গিয়াছিল তাহার ফলেই বাণিজ্য ঘাটতি উৎপাদনে এই ঘাটতি পরিমাণে।

ডলার বলিতে গত জানুয়ারীতে গত ডিসেম্বর মাসের তুলনায় সরকারী ৮ মাস ও গত বৎসরের ষষ্ঠপঞ্চমাংশ বাণিজ্য হিসাবের তুলনায় সরকারী ৮ মাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডিসেম্বর ৩১শে ফেব্রুয়ারীর বাণিজ্য বুলেটিন প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বায় ১৯৩৯ সালের তুলনায় সরকারী ৮৮ মাস বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু মজুরির উন্নতির ফলে প্রতি শ্রমিকের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র সরকারী ৮ মাস।

যুক্তরাষ্ট্রে ফলতা শ্রমিকদের ধর্মঘট চলার ফলে ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। অবশ্য এই বিষয়ে কি সরকার কি জনসাধারণ কেহই অবহিত নহেন বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

দিল্লী

সংশোধিত রাজস্ব বিল সম্পর্কে পার্লামেন্টে বিতর্ক—সরকারী কর্মচারীদের অপব্যয় —ধনিকদের প্রতি সরকারের মনোভাবের সমালোচনা—কৃষি ও কুটির শিল্পের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের দাবী।

(বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরিত)

দিল্লী, ৩১এ মার্চ—রাজস্ব বিল সিলেক্ট কমিটির কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলে পার্লামেন্টে যেন ঝোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বণিকসভা ও জনসাধারণের তরফ হইতে যাঁহারা বাজেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারা নিরস্ত হওয়ায় দেশে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হ্রাস করিয়া যাওয়াতে সম্ভব হইয়াছেন। কিন্তু তবু আজ সরকারের কর্মচারীরা যখন বিদেশে যাতায়াত করেন তখন তাঁহারা যে অপব্যয় করেন সে বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিক্রয় কর সম্পর্কে বলেন যে, বিক্রয় কর বাড়া করিবার অবস্থা ক্ষেত্রে হ্রাস করা উচিত, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ও বিলিসপত্রের মূল্যের পার্থক্য বুঝিতে যাইবে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কমিশন যাহাতে প্রদেশের রাজস্ব সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদেশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্র হইতে যে অর্থ পায় তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে কিন্তু তাহা অধ্যাপক কে. টি. শাহ বলেন যে, যদি অন্যের উপর সরকারের আয়ের বৃদ্ধি করা উচিত। তিনি বলেন যে, বর্তমান সংকটে বিদেশীরা কম করিবার জন্য সরকারের নিকট হইতে খুব প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। অধ্যাপক রঙ্গ বলেন যে ও কুটিরশিল্পের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য দান উচিত। তিনি সরকারের কর হ্রাস না করিবার জন্য সমালোচনা করিয়া বলেন যে, টাকার মান উন্নত সরকারের বেশী নিকট করা অনুচিত সরকারের কর প্রবর্তন ব্যবস্থার পরিবর্তন উচিত।

রাজস্বসচিব বিতর্কের উত্তরে বলেন যে পরিবর্তন দেখিয়া মনে হয়, সংশোধিত বাজেট পরিবর্তনের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন যে তাঁহারা বাজেটের মোট ঘাটতির কয়েকজনের কাছে টাকা সংগ্রহ করিবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে টাকার বাজারে ধনিকদের প্রভাব বেশী, তিনি আশা করেন যে ব্যবসায়ীরাও এই সরকারের সহযোগিতা করিবেন। তিনি বলেন যে, দেশরক্ষা বাজেটে আরও ব্যয় সঙ্কোচ এবং তিনি এই বিষয়ে দেশরক্ষা সচিবের সঙ্গে আলোচনা চালাইবেন প্রস্তাব। উপসংহারে বলেন, সরকার সাহায্য প্রদান সম্পর্কে সতর্ক থাকিবেন এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবশ্যক কাজ কিছু না পাবে ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতীয় বণিক সমিতি সংঘের বিশেষজ্ঞদের অধিবেশন দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতে এই প্রথম বণিক সমিতিগুলির সভা অনুষ্ঠিত হইল। সম্মেলনের সভাপতি মিঃ ঘনশ্যামদাস বিড়লা এইরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী হইবে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন এবং প্রতিনিধিরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সম্মেলনের শেষে সাত সভাপতি ও তার এক ঘোষণাপত্রে সমবেত প্রতিনিধিদের আস্থা জানান।

করাচী

পাকিস্তানের নূতন মুদ্রা—পাক-ভারত ব্যা —ভিপাদমের বিনিময়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা—পাকিস্তানে আশাতিরিক্ত উৎপাদন।

(বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরিত)

করাচী, ২৯এ মার্চ—ভারত সরকার, পাকিস্তান ও বিলার ব্যাঙ্কের অন্য এই মাসের বোম্বাইয়ে মুদ্রা সম্পর্কিত যে আলাপ আ

বঙ্গীয় বিভাগ পরিষদের অমীমাংসিত বিষয় সম্পর্কে সালিশী ট্রাইব্যুনালের রায়

বঙ্গীয় বিভাগ পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত ১৮ দফা অমীমাংসিত বিষয় সম্পর্কে ১৯৬৭ সালের সালিশী ট্রাইব্যুনাল আইনের অনুসারে গঠিত সালিশী ট্রাইব্যুনালের রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া উক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল:—তার প্যাট্রিক স্পেন (চেয়ারম্যান, বঙ্গ), বিচারপতি তার হরিলাল কানিয়া (ভারত সরকার-নিযুক্তের প্রতিনিধি) এবং বিচারপতি মিঃ ইফতিখার (পাকিস্তান সরকারনিযুক্তের প্রতিনিধি)।

বঙ্গের পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ বিভক্ত হইবার সময় প্রদেশের দেনা-পাওনা সম্পর্কে বঙ্গীয় বিভাগ পরিষদ যে সকল বিষয় ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করেন, ট্রাইব্যুনালকে সেই সকল বিষয়ে রায় দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে, একটি বিষয় অর্থাৎ রাজস্ব সম্পর্কিত ১০নং বিষয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অভিমত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনেক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে এবং ১ ও ২নং বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পশ্চিম বঙ্গ কর্তৃক প্রার্থিত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল। অধিকন্তু দেখা যায়, সরকারই যে পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঋণ হইতে সম্পদ বাদ দিলে যে ঋণ অবশিষ্ট থাকিবে, উহার শতকরা ৭৪.৮ ভাগ পূর্ববঙ্গ সরকারকে এবং শতকরা ৫৫.২ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করিবেন।

ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে নিম্নরূপ রীতি অবলম্বন করেন:—(ক) কোন বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের ২ জন সদস্য একমত হইলে তাহা ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং (খ) ২ জন সদস্য একমত না হইলে চেয়ারম্যান বিষয়টির মীমাংসা করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

বঙ্গীয় বিভাগ পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত সকল বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ২ জন সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরিত বিষয়সমূহ, তৎসম্পর্কে পূর্ব বঙ্গ সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বক্তব্যসহ এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১ম ও ২য় দফা বিষয়: ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গ প্রদেশের যে দেনা ও পাওনা ছিল, তাহা পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কি অনুপাতে বণ্টন করা হইবে?

পূর্ব বঙ্গের অভিমত: জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাওনা এবং উভয় প্রদেশের রাজস্বের ভিত্তিতে দেনা বণ্টন করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: দেনা ও পাওনা একই অনুপাতে বণ্টন করিতে হইবে এবং তাহা পূর্ব বঙ্গের [illegible] পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাগে

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত: গুলনার নয় উপজেলা যে ফৌজদারী উপবিভাগ লইয়া গঠিত ছিল, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেনা ও পাওনা একই অনুপাতে বিভক্ত হইবে স্থির হয়। এই অনুপাত মূলত প্রদেশদ্বয়ের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হইবে অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের ক্ষেত্রে হইবে শতকরা ৭৫.৮ ভাগ এবং পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে হইবে শতকরা ৫৪.২ ভাগ।

৩য় দফা বিষয়: ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত বঙ্গপ্রদেশ পর্যন্ত কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ঋণ কিভাবে ভাগ করা হইবে, তাহা:—তাহার সরকার হইতে নিম্নলিখিত খাতে গৃহীত ঋণ—(ক) অসামরিক রেলরক্ষা খাতে ১২১ লক্ষ টাকা, (খ) "জলল খাতাও" খাতে ২১ লক্ষ টাকা, (গ) চাষীদের বিকট লৌহ ও ইস্পাত বিক্রয় খাতে ১০ লক্ষ টাকা এবং (ঘ) উক্তরূপ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অনুরূপ পরিকল্পনা খাতে গচ্ছিত অর্থ মনে করিয়া ১১০ লক্ষ টাকা পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে ভাগ করা।

পূর্ব বঙ্গের অভিমত: (ক), (খ) ও (গ) ক্ষেত্রে সাধারণ রাজস্ব হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঘ-এর ক্ষেত্রে ৩১ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব এবং অবশিষ্ট ৮১ লক্ষ টাকা শুধু পশ্চিম বঙ্গের ভাগে যাইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাধারণ রাজস্ব হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত: প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাধারণ রাজস্ব হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

৪র্থ বিষয়: পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে আর্থিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা:—(ক) ইমারত ও তৎসংলগ্ন জমি, (খ) রেল লাইন ও (গ) নৌ চলাচল যোগ্য খালের মূল্য কিভাবে ধার্য করা হইবে।

পূর্ব বঙ্গের অভিমত: বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যায়ন সহিত মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা মোটামুটিভাবে খাতাপত্রে যে মূল্য ধরা আছে উহার বিভাগ হিসাবে ধরিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত-দায়ের হইলে খাতাপত্রের মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য করিতে হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মূল্য নির্ধারণের ইহাই একমাত্র উপায়। উভয়বিধ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিভাগ পরিষদ এবং পাঞ্জাব বিভাগ কমিটি উক্ত পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিভাগের কালে আমেরী ট্রাইব্যুনাল ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত: গাছপালা সম্পর্কে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাতাপত্রের বিবরণ বরাবর ক্ষেত্রে বলিয়া ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করেন।

৫ম বিষয়: (১) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, (২) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, (৩) কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, (৪) মূল অব ইণ্ডিয়ান (৫) কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জেনস্-এর আয়ত্তাধীন, ইমারত, সাজসরঞ্জাম ও যৌথ ইত্যাদির আর্থিক দায়-দায়িত্বের জন্য কত করিয়া কি মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হইলে কি ভিত্তিতে ঐ ঋণ করা হইবে।

পূর্ব বঙ্গের অভিমত: সমস্ত ক্ষেত্রেরই ঋণ বাদ দিয়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভাগ করা হইবে এবং আর্থিক দায় বাটোয়ারার জন্য আদালত ইত্যাদির মূল্য ধার্য করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাগের করা চলে না। সেজন্য আর্থিক দায় বাটোয়ারার জন্য আদালত ইত্যাদির মূল্য ধার্য উচিত হইবে না। ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে সওয়াল করার সময় পশ্চিম বঙ্গের তরফ হইতে ১, ২, ৪ ও ৫ প্রতিষ্ঠান এবং মেডিসিনের কলেজের যে সকল বিভাগের সম্পূর্ণ বিভাগ করিবার আদেশ দেওয়ার জন্য যে অনুরোধ করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়।

ট্রাইব্যুনালের রায়: ৫টি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি উহার সম্পর্কে যে দুইটি সম্প্রদায় রহিয়াছে, ট্রাইব্যুনাল উহাদের সম্পর্কে বিবেচনা করেন। ট্রাইব্যুনাল এ করেন যে, কাহারো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমস্ত প্রদেশের স্বার্থের খাতিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সেই কারণে আর্থিক দায় বাটোয়ারার জন্য উহার মূল্য ধার্য করা হইবে না। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেনেট হাউসের, আলবার্ট হল্‌ হোস্টেলের বিভিন্ন খাতের সাজসরঞ্জাম এবং কলেজ লাইব্রেরী সমেত ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যমান ধরিয়া মূল্য ধরা হইবে। যে অর্থের শতকরা ৫৯ ভাগ পশ্চিম বঙ্গ এবং ৪১ ভাগ পূর্ব বঙ্গ পাইবে।

৬ষ্ঠ বিষয়: বঙ্গীয় সরকার পরিষদ ও সরকারী সদর লাইব্রেরী তুলিয়া বিভাগের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে উভয়পক্ষ নিম্নোক্তরূপ বক্তব্য পেশ করেন:—একটি পুস্তকের দুইটি কপি থাকিলে অথবা বঙ্গীয় পরিষদ অথবা সরকারের সদর লাইব্রেরীতে একটি পুস্তকের দুই কপি পাওয়া গেলে উহা সমানভাবে ভাগ করা হইবে। দুই কপি পাওয়া না গেলে বইয়ের মূল্য ধরিয়া মোট অর্থ সমান ভাবে ভাগ করা হইবে।

৭ম বিষয়: বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক ক্রীত [illegible] বঙ্গ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত কলিকাতায় ছিল তাহা ভাগ করা হইবে কিনা,—যদি ভাগ করা হয়, তাহা হইলে কি ভাবে করা হইবে?

ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে উভয়পক্ষ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন এবং ট্রাইব্যুনাল উহাদের সম্মতি লাভ করেন। সমস্ত বই পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থিরের পর মোট অর্থ সমান ভাবে ভাগ করা হইবে।

৮ম বিষয়: ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত

লকাতায় ছিল উহা আর কত হইবে বিবেচনা করিতে হয় তবে কি হারে আয় করা হইবে?

ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উভয়পক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সমস্ত আয় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিক্রয়ের পর মোট আয় সাধারণ হারে ধার্য করা হইবে। ট্রাইব্যুনাল ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

৯ম বিষয়: ১৯৫১ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার আয় হইতে কোন্ কোন্ পাওনা অগ্রাধিকার দাবি করিতে পারেন?

ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উভয়পক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কয়লার এই কোম্পানির পাওনা অগ্রাধিকার দাবি করিতে পারে না। ট্রাইব্যুনাল উহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

১০ম বিষয়: আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য কত পরিমাণ কয়লা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে দেওয়া হইবে?—ঐ পরিমাণ কয়লার মূল্য কি হিসাবে ধরা হইবে?

পূর্ব বঙ্গের অভিমত: এখন বিশ্লেষণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য উহার মূল্য ধরিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: এখন সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দাবি—উহা সম্পূর্ণরূপে আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য উহার মূল্য ধরা হইবে না। এ প্রকার মোকদ্দমা খুব এত বেশী যে, উহা হাতে লওয়া কঠিন হইবে।

ট্রাইব্যুনালের রায়: এখন কয়লা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হইবে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য ধার্য করা উচিত। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়লার নিম্নতম খাদের হিসাব কোনক্রমেই গ্রহণ করা। সুতরাং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত এই যে, ৮ হিসাবের ভিত্তিতে অতিরিক্তের হিসাব ধরা হইবে।

১নং শ্রেণীর কয়লার নিম্নতম খাদ প্রতি টাইল ৩০ টাকা (বর্তমানে ৪৯,০০০); ২নং শ্রেণীর নিম্নতম খাদ প্রতি টাইল ১৯৮১ টাকা (বর্তমানে ৩০,০০০)। ৩নং শ্রেণীর কয়লা নিম্নতম খাদ প্রতি টাইল ৭৯৭৫ (বর্তমানে ২১,০০০) এবং নিম্নতমের ক্ষেত্রে প্রতি টন ২৮১ টাকা (বর্তমানে ৩৫০) হিসাবে ধরিতে হইবে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য উপরোক্ত ভিত্তিতে ১,১৩৫.৫ মিলিয়ন টাকার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গের ১,০৩১.৫ মাইল এবং পূর্ব বঙ্গের ১৪১ মাইল মূল্য একই হারে ধরিতে হইবে।

৪র্থ বিষয়:—(১) কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড, (২) বেঙ্গল কোল কোম্পানি, (৩) ডালহৌসি ইনস্টিটিউশন প্রভৃতির সম্পত্তি কি পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের বিভাজ্য যদি তাহা হয় তবে কোন্ ভিত্তিতে তাহা

পূর্ব বঙ্গের অভিমত:—এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর আদায় করা যাইতেছে। সেই

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত: এই সকল সম্পত্তি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দখলে এবং এই হেতু এই সম্পত্তি মূলত প্রবেশ দখলে আসা বিবেচনাযোগ্য নহে।

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত: তদানীন্তন সময় পূর্ব বঙ্গ সরকারের এই বিষয়টি প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। এই জন্য ট্রাইব্যুনাল কোন রায় দেন নাই।

১২শ বিষয়:- পার্বত্যের কয়লা অথবা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত "ট্রাই" ও "এলকাউন্টেন্টের" সম্পত্তিসমূহ আর্থনীতিক ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ভাগ করা হইবে কি না, যদি তাহা হয়, তবে উহা প্রবেশের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে?

পূর্ব বঙ্গের অভিমত:—সমস্ত প্রবেশের জন্যের জন্য এই সকল ট্রাইব্যুনাল পূর্ব বঙ্গে অবস্থিত, সেইজন্য তাহা ভাগ করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত:—এই সকল ট্রাইব্যুনাল সম্পত্তি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সম্পত্তি নহে, এইজন্য এই সকল সম্পত্তি উভয় প্রবেশের মধ্যে বিভাজ্যযোগ্য নহে।

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত: ঐ সকল ট্রাইব্যুনাল পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নহে, সুতরাং এই সকল ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রবেশের করা ট্রাইব্যুনালের নাই।

১৩শ বিষয়: কয়লাখাদ্যা বন্ধ রাখিবার ক্ষতিপূরণ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভাজ্যযোগ্য কি না? যদি বিভাজ্যযোগ্য হয় তবে কি ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ বিভাগ করা হইবে?

পূর্ব বঙ্গের অভিমত:—পূর্ব বঙ্গ ঐ সকল ক্ষতি বিভাগ দাবী করেন এবং পশ্চিম বঙ্গ তাহার বিরোধিতা করেন।

ট্রাইব্যুনালের রায়: ট্রাইব্যুনাল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ ভাগ করা যাইতে পারে না, বিবেচনা করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া সাধারণ হার অনুযায়ী তাহা বিভাগ করা হইবে।

১৪শ বিষয়—বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মোট ওয়ারেন্টস এবং কলিকাতা পুলিসের মোট ওয়ারেন্টসের ক্ষতিপূরণ বিভাজ্যযোগ্য কি না, যদি বিভাজ্যযোগ্য হয় তবে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ক্ষতিপূরণ ভাগ করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে?

পূর্ব বঙ্গের অভিমত:—পূর্ব বঙ্গ ক্ষতিপূরণ ভাগ করিয়া লইতে চাহে।

পশ্চিম বঙ্গের অভিমত:—পূর্ব বঙ্গে যাহাতে একটি মোট ওয়ারেন্টস হইতে পারে তজ্জন্য কলিকাতা ওয়ারেন্টসের অধিক না করিয়া পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে সম্মত হইয়াছিল, ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গকে বহু ক্ষতি দিয়াছে। ক্ষতিপূরণের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটিভেন ওয়ারেন্টস হইতেও অনেক ডিফিস দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গ পুনরায় দাবী করে যে, রাজাদের যে সকল ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ কাটা দিয়া হইবে না। তাহারা বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের

ট্রাইব্যুনালের রায়: ( ) ক্ষতিপূরণের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটিভেন ওয়ারেন্টস হইতে যে সকল যন্ত্রপাতি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হইয়াছে, তাহা অধিকৃত পূর্ব বঙ্গ সরকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে, (২) ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গকে (ক) যে সামরিক সরবরাহ বিভাগ একটি মোটর, (খ) বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের মোটর ওয়ারেন্টস হইতে একটি ট্রিপিং মেশিন ও (গ) পুলিশের মোটর ওয়ারেন্টস হইতে একটি সেল দিবে।

ট্রাইব্যুনাল এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছে যে, উভয়পক্ষের মধ্যে আর্থনীতিক মীমাংসার সময় উপরোক্ত কারখানা দুইটির যন্ত্রপাতির মূল্য বিবেচনা করিয়া সাধারণ হারে তাহা ভাগ করা হইবে।

১৫ শ বিষয়:—অধিকৃত রাজস্বের সরকারী কর্মচারিবর্গের পেনশন বিভাগ করে কোন্ হারে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বিভক্ত হইবে?

ক্ষতিপূরণ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে এ সম্পর্কে যে চুক্তি হয়, তাহার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ:—

আলোচ্য পেনশন আইনের ধারা এবং ১৯৫১ সালের ১লা অক্টোবর বা উহার পরবর্তী কালে যে পেনশন বিভাগ ব্যবস্থা হইতে পারে, সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হার প্রবেশের প্রযোজ্য।

পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে পূর্বের অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ:—

যেসব ক্ষেত্রে পেনশন দিতে হইবে, তাহা যে খাতায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার সম্পর্কিত হিসাব থাকিবে।

পেনশন

পেনশনের ব্যয় বিভাগের তারিখে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে পেনশনযোগ্য পরমাণুর মূল্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে। পরমাণুর তুলনামূলক মূল্য যার যে অনুপাতে ভাগ হইবে উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। যে সময়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পাওয়া যাইতে পারে, সেই সময়ে উভয় এলাকায় স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন খাতে প্রকৃত খাতের ভিত্তিতে পরমাণুর মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে। হিসাবের সুবিধার জন্য ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ১২ মাস সময় ধরিয়া এই মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

উভয় এলাকায় পরমাণুর মূল্য নির্ণয়ের বেলায় যে সমস্ত অফিসের ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ সরকার প্রবেশের জন্য কাজ করিয়াছেন, তাহাদের বেতন এই হেড খাত হইতে দেওয়া উচিত যে, উহা তাঁহাদের পরমাণুর মূল্যের অনুপাতে দুই প্রবেশের মধ্যে ভাগ করা যাইবে।

পেনশন খাতে মোট ব্যয় নির্ণয় করিবার সময় উহা পুঁজির আকারে প্রকাশ করিতে হইবে। একজন একচুয়ারী কর্তৃক পেনশন খাত আদেশে লিপিবদ্ধ সময় ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে উহা নির্ণীত

ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রিণ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে ভারত সরকারের শিল্প-নীতি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন

প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে যে, ইহার পরিচালনা প্রবর্তন ও বেসরকারী কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে গবর্নমেণ্ট একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করিবেন।

শিল্পের শ্রেণী বিভাগ

(১) যেগুলির উপর একমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিবে; (২) যেগুলির উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন করিবে এবং (৩) যেগুলি বেসরকারী প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এই তিন শ্রেণীতে শিল্পগুলিকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উৎপাদন, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও রেলপথ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে। তাহা, লৌহ-ইস্পাত, বিমান-পোত নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রপাতি নির্মাণ (বেসিনো বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদন করা) এবং খনিজ তৈলের নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই থাকিবে।

গবর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমানে যে সব প্রতিষ্ঠান এসকল কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আগামী দশ বৎসর উহাদের সুযোগ দেওয়া হইবে। রাষ্ট্র তাহা পরিচালনা ও লভ্যাংশের সর্বপ্রকার সুবিধা তাহারা পাইবে। দশ বৎসর পরে অবশ্য পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে যে প্রয়োজনবোধে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তগত করিবার অধিকার রহিত রাষ্ট্রের রহিয়াছে, তখনি অনতিবিলম্বে নির্দ্ধারিত মৌলিক অধিকার আদায় করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দেশের সম্মুখে আজ যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, গবর্নমেণ্ট তৎসম্পর্কে বহুলভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা আজ এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক লোকের প্রতি ন্যায় বিচার ও সমান সুবিধা-দানের ব্যবস্থা করা হইবে। সরকারের লক্ষ্য অবিলম্বে জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দান ও আরও ব্যাপকভাবে জনসাধারণ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সকলকে চাকুরীর সুযোগ-দান করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। উক্ত বিষয় সরকারের দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতির সমস্ত কর্মক্ষেত্রে সুসমন্বয় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। উহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাহা কাজে রূপায়িত করার জন্য ভারত সরকার একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠনের সঙ্কল্প

উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে কোনরূপ উন্নয়নের জন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার মূলকারণ হইল অপর্যাপ্ত উৎপাদন। অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন না হইলে এই সঙ্কট দিন দিন তীব্রতর হইতে থাকিবে।

সুতরাং বিদ্যুৎশক্তি সহ সর্বপ্রকার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন সামগ্রীর সম-বণ্টনের ব্যবস্থার জন্য একটি পরিপূর্ণ জাতীয় পরি-কল্পনা প্রবর্তন করিতে হইবে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় যখন অর্থাভাব জনসাধারণ কাঁধবরেণ্যের জন্য যথা প্রয়োজন তাহাও পাইতেছে না, তখন কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতি নির্মাণ, জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং যাহার দ্বারা ভৌতিক মূল্য বর্দ্ধনের আশা বৃদ্ধি পাইতে পারে, এরূপ দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার।

শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

শিল্পক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্কোচ এবং কিরূপ ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কার্যপরিচালনার সুযোগ দেওয়া হইবে তৎসম্পর্কে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে রাষ্ট্র অধিকতে কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার দ্বারাই বা কতখানি হইবে তাহা প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির অবস্থার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। রাষ্ট্রের হস্তে যে পরিমাণ সম্পদ ও ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাতে বর্তমান অবস্থায় অধিকতর ব্যাপকভাবে শিল্প-প্রচেষ্টা আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়, গবর্নমেণ্টের পক্ষে ইহাতে তাহা সম্ভব হইবে না। অবশ্য প্রতিবিধানের জন্য ভারত সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ব্যবসায়প্রণালী ও ব্যবসায়-পরিচালনা সম্পর্কে সুশিক্ষিত লোকের সাহায্য একটি বেসরকারী শিল্পের উন্নয় সম্পর্কে গবর্নমেণ্ট বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। তবে গবর্নমেণ্ট মনে করেন যে, বর্তমানে কিছুকাল চালু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধনের চেষ্টা না করিয়া গবর্নমেণ্ট ইতিমধ্যে যে সকল প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছেন তাহার সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন প্রচেষ্টা আরম্ভ করার কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারিলেই গবর্নমেণ্ট দ্রুত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিকতর সাহায্য করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে অবশ্যকরণে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্প

এই সকল বিবেচনা করিয়া গবর্নমেণ্ট স্থির করিয়া-ছেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও পরিচালনা কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে। অধিকন্তু কোন সময় অবস্থার বেসরকারের পক্ষে অত্যন্তপূর্ণ কোন শিল্প স্থাপনের অধিকার গবর্নমেণ্টের হস্তে থাকিবে। রাষ্ট্রের হস্তে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি এ বৎসর হইতে গবর্নমেণ্টের পূর্ণ অধিকারে থাকিবে :—

(১) কয়লা (জাতীয় কয়লা খনি কমিটির প্রয়োজনীয় সাধারণভাবে অনুসরণ হইবে);

(২) লৌহ ও ইস্পাত

(৩) বিমান নির্মাণ

(৪) জাহাজ নির্মাণ

(৫) টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারযন্ত্র (বেতার যন্ত্রপাতি ব্যতীত)

(৬) খনিজ তৈল।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্য সরকার এবং মিউনি-সিপালিটি ও কর্পোরেশন প্রভৃতি যে প্রতিষ্ঠানগুলি রহিয়াছে তাহাদের যাহাতে অধিকারে এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেসরকারী প্রতি-ষ্ঠানের সন্দেহ দূর করা হইবে।

বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রহণের প্রশ্ন

যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবার ক্ষমতা গবর্নমেণ্টের হাতে আছে, তাহা যথা-যথরূপে ব্যবহৃত হইবে এবং অবশ্যকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হইবে না। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা হইবে। তবে গবর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছেন উচিতমত শিক্ষানুযায়ী। ক্ষেত্রে যখন যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে, আগামী ১০ বৎসরের জন্য তাহাদের কাজ চালাইয়া যাওয়ার এবং শিল্প উন্নয়ন বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে।

(শেষাংশ ৬০৭ পৃষ্ঠায়)

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—

২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

চাকুরিয়া, লাইব্রেরী ক্যালকাটা, গোপালপুর, পোর্ট ক্যানিং, কোয়গর, আওরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, আরহারওয়া, রামপুরহাট ও সাহেবগঞ্জ।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

শ্রী ডি এম চ্যাটার্জী,

এম আর ই এস (লণ্ডন

ভারতের বীমা ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা

১৯৪৬ সালের বর্ষপঞ্জী ও বীমা-তত্ত্বাবধায়কের বিবরণী

ভারতের বীমাব্যবসায় সংক্রান্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির বিশেষ লক্ষণ আছে। ঐ বিবরণে বলিয়াছেন, ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রয়োজন, ও অর্থকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা চলিবে না। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অধো আর্থিক সংকট যে না দেখা দেয় তাহে অধিক অগ্রসিতা। বীমা তত্ত্বাবধায়কের ঐ বিবরণীতে দেখানো হইয়াছে, এরোপ্লেন ব্যবসায় ও শিল্পের উপর যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ও বিধ্বংসী আক্রমণের অস্ত্রিধা হেতু অর্থনৈতিক ব্যবসায়ের আঘাত হইয়াছে। চরিত্রিবর্ষী বলের পরিচয় করিয়া দিয়াছে। যদি এই আক্রমণের প্রতিরোধ করা না যায় এবং পরিণামে নিম্ন প্রদেশ না ঘটে তবে প্রাণগুলির আয়ের পরিমাণও নিম্নাভিমুখি

সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে বৎসরে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিমাণ পরবর্তী প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ বৎসরে অগ্নিবীমা ও বিবিধ প্রকার ক্ষতিপূরণ বীমা ব্যতীত পূর্ব বৎসরের তুলনায় পরবর্তী ১৪ ও ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বীমার ক্ষেত্রেও প্রিমিয়াম বাবদ আয় বৃদ্ধি।

প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্তমান বৎসরে বাজার ও মূলধন বাজারে অর্জিত অর্থের আয় কিন্তু বিভিন্ন প্রিমিয়াম বাবদ আয় কমিয়া যাই, অন্য বীমা-ব্যবসায়ের নূতন কাজ। পূর্ববর্তী বৎসরের সমপর্যায়ে চলিতে থাকিবে না করা যায় না।

ভোগের পরবর্তী অবস্থা

ঐ বিভাগের ফলে কোন কোন বীমা প্রতিষ্ঠান তাহা সমিতির পরবর্তীকে অনুমোদিত কার্যালয় সমিতির হইতে অন্য ডমিনিয়নে সরাইয়া লইয়াছে এবং ১৯৩৮ সালের বীমা আইন ১৯৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর (১৯৪৭) তারিখে ভারতীয় যুক্ত ডোমিনিয়ন, পাকিস্তান ডমিনিয়ন ও উভয় ডমিনিয়নের বাহিরে ১০১টি বীমা ও কারবার চালাইত। অন্যান্য লাভ করি- উহাদের মধ্যে শুধু জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের ৪৮; জীবন ও অন্যান্য প্রকার বীমা প্রতিষ্ঠানের হইয়াছে ৪৩ এবং জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪২। পাকিস্তানের ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৩, ৩, ৩ ও-ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইয়াছে

ঐ বিভাগের ফলে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মোট ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার নূতন ও পুরাতন পলিসি চালু ছিল। উহাদের প্রিমিয়ামের পরিমাণ ২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ঐ বৎসরে পলিসি, বীমার টাকা ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে ১ লক্ষ ১ হাজার, ৪৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা এবং ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অ-ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৮ হাজার, ১০০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।

১৯৪৬ সালে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের বাহিরে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৬ হাজার ২০০টি জীবনবীমা পলিসি চালু করে। ঐ বৎসরের শেষে ভারতের বাহিরে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির ১৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮৪ হাজার ২০০টি জীবনবীমা পলিসি চালু ছিল।

১৯৪৬ সালে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির জীবনবীমা খাতে ভারতে যথাক্রমে ২১ কোটি ২ লক্ষ ও ৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ঐ বৎসর উহাদিগে প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাইসেন্স ইত্যাদি বাবদে যথাক্রমে ১৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

মূলধন খাতে আয় হ্রাস

১৯৪৬ সালে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির জীবনবীমা তহবিল আয়কর দেয় বিষয় মূলধন খাতে আয় হইয়াছে শতকরা ৩১ ভাগ, পূর্ববর্তী বৎসরে উহা ছিল শতকরা ৫১৮ ভাগ। প্রিমিয়াম খাতে যে আয় হইয়াছে প্রতিষ্ঠান পরিচালন খাতে ব্যয় হইয়াছে উহার ৩১.১ ভাগ পূর্ববর্তী বৎসরে উহা হইয়াছিল ৩১.২ ভাগ। অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ঐ দুই খাতে ১৯৪৬ সালে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে শতকরা ৩.১৮ ও ১০.১ এবং ১৯৪৭ সালে উহা যথাক্রমে ৩.১১ ও ১৯.৩ হইয়াছিল।

জীবনবীমা ব্যতীত অন্যপ্রকার বীমা

আলোচ্য সময়ে জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার বীমা ব্যবসায়ে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রিমিয়াম খাতে ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা অগ্নিবীমা খাতে, এক কোটি ১৩ লক্ষ টাকা সামুদ্রিক বীমা খাতে এবং এক কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বিবিধ বীমার খাতে আয় হইয়াছে। ঐ তিন প্রকার খাতে অ-ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির আয় হইয়াছে যথাক্রমে ৮ কোটি ১৩ লক্ষ, ১ কোটি ১৯ লক্ষ ও ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় ও অ-ভারতীয় উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের ক্ষতির হিসাবে ঐ তিন খাতে প্রিমিয়ামের শতকরা ১১, ১৫ ও ১৪ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ঐরূপ হইয়াছিল যথাক্রমে ৪১, ১৮ ও ১৩ ভাগ। পরিচালনা খাতে আলোচ্য সময়ে ব্যয় হইয়াছে প্রিমিয়ামের শতকরা ২৬, ২১ ও ২১ ভাগ, পূর্ববর্তী বৎসরে ঐরূপ হইয়াছিল যথাক্রমে ২১, ২১ ও ২০ ভাগ।

প্রভিডেন্ট সোসাইটি

গত ১৫ই নভেম্বর (১৯৪৭) তারিখে মোট প্রভিডেন্ট সোসাইটির সংখ্যা ছিল ১১৮; উহার মধ্যে ১১০টি ভারতীয় তমিলিয়নে এবং ৮টি পাকিস্তান তমিলিয়নে ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৪৬ সালে এক কোটি ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা মূল্যের ২৪ হাজার নূতন পলিসি চালু করে। ঐ বৎসরের তুলনায় পূর্ববর্তী বৎসর ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের এক হাজার ৮০০টি পলিসি কম চালু হয়। ঐ বৎসরের শেষে চালু থাকা পলিসির সংখ্যা ও মূল্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮২ হাজার ৫০০ এবং ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

গবর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত অর্থ

পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর সময় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলি আইনানুযায়ী প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী টাকা গবর্নমেন্ট ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে নিয়োজিত করিয়াছে।

বীমা এজেন্টদিগকে লাইসেন্স প্রদান

১৯৪৬ সালে বীমা এজেন্টদিগকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ১১১টি অস্থায়ী লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ২১ হাজার ৭০০টি অস্থায়ী লাইসেন্স এজেন্টদিগকে মঞ্জুর করা হয়।

পরিশেষে বীমা তত্ত্বাবধায়কের পলিসিহোল্ডারের বিশেষ অভিযোগের যথাযথ প্রতিকারের দিকে মনোনিবেশ করিবার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

"নবজীবন ইন্সিওরেন্স"
কোং লিমিটেড
হেড অফিস:—৮৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—
১৯৪৭ সালের মোট প্রস্তাবিত বীমা :—
২৫,০২,৩০০ টাকার উর্ধে
১৯৪৭ সালের মোট পলিসি :—
২১,১৩,০৪০ টাকার উর্ধে
চেয়ারম্যান—রায় বাহাদুর এস, বি, দত্ত
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস—
এস, বসু ও এস, সি, আদরওয়ালা—

সঙ্কলন

বাস্তুত্যাগীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি

উভয় মন্ত্রিসভার সংবাদপত্রগুলি বাস্তুত্যাগের সময় যে সকল সম্পত্তি ফেলিয়া গিয়াছেন, ঐসকল সম্পত্তি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার জন্য আইন বিশেষজ্ঞদের এক আন্তঃ মন্ত্রিসভার কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহার ফয়সলা পরিবহনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লাহোরে যে আন্তঃ-মন্ত্রিসভার যুক্ত সাবকমিটির বৈঠক হয়, উহা একটি সর্বসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়াও জানা যায়। অবশ্য এই ফয়সলা পরিকল্পনা বহিরাগমীয় ব্যক্তিদের বৈঠকের অনুমোদন সাপেক্ষ। ফয়সলার বাস্তুত্যাগীদের স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বিক্রয়, বিনিময় বা অন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত বাস্তুত্যাগীরাই স্ব স্ব সম্পত্তির মালিক থাকিবেন।

চীনকে ৪৬ কোটি ডলার সাহায্য

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি চীনের কুওমিন্টাং সরকার সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হইবার এবং কমিউনিষ্ট আক্রমণের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, সেই আশঙ্কার বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের অন্যতম অংশীদার কুওমিন্টাং সরকার।

চীনের জন্য সামরিক ও অসামরিক খাতে ৬৬ কোটি ৩ লক্ষ ডলার সাহায্যের জন্য সিনেটার আর্থার ভ্যাণ্ডেনবুর্গ কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাইবার কয়েক দিনের মধ্যে এই ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে, যুদ্ধ প্রাচ্যের শান্তির জন্য অপরিহার্য যে চীন, সেই চীনের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা আজ বিপন্ন। ফলে বিপদ। যদি এখন যুক্তরাষ্ট্র কোন সাহায্য না দেয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, হয় চীন কমিউনিষ্ট প্রভাবিত তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইবে বা তথাকার কুওমিন্টাং আরও বেপরোয়া ধরিয়া আরও তীব্রতার সহিত চলিবে।

বাজারে মজুত লৌহ

পশ্চিমবঙ্গ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে এক শ্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রমুখ অতিথিগণও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীকানাইয়ে ঘোষ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, পাবলিট না পাওয়ায় প্রচুর লৌহ গুদামে জমিয়া আছে। অথচ লোক লৌহের অভাবে ক্রেশ ভোগ করিতেছে। অথচ লৌহ ও ইস্পাত বিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজন এবং ১৫ হাজার হইতে ১৭ হাজার টন লৌহ গুদামে মজুত আছে, ইহাও সত্য। কিন্তু অপর প্রয়োজন মিটাইতে একাকা বলিয়া বন্টনের বেলায় তাহা বিবেচনা করিতে হয়। মজুত লৌহ বন্টন করার জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। কোথা হইতে মজুত মাল পাওয়া যাইবে, তাহা বন্টনে পার্থক্য সাধিবে না।

শুল্ক বার্ষের ফলে ব্যবসায়ের অসুবিধা

ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িগণ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি কলিকাতা ডলফিন বিভাগের কালেক্টর রায় বাহাদুর ডি. এন. মুখার্জী এবং ভারত সরকারের বন্দরাদি বিভাগের ডেপুটি চীফ কালেক্টর মি. কে. রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সভাপতি আইনের খুঁটিনাটি বাদ দিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট অসুবিধার জন্য সাইলেন্স মজুর করিতে বলেন।

আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক সমতা বাতিল

ভারতীয় বণিজ্য ও শিল্প সমিতির সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে কাঁচামাল ও পণ্যের উপর যে কর ও শুল্ক আছে তাহা সর্বত্র সমান নহে এবং এই বৈষম্যের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কাঁচামাল ও পণ্যের অবাধ চলাচল ক্ষুণ্নভাবে ব্যাহত হইতেছে। ১৯৩৭ সাল হইতে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি আজও আন্তর্দেশীয় দ্রব্যের এবং দেশজ দ্রব্যের উপর প্রাদেশিক শুল্ক সম্বন্ধে একই প্রকার শুল্ক-নীতি প্রবর্তন করে নাই। সুতরাং প্রস্তাবে গভর্নমেণ্টকে দেশীয় আমদানীর ও দেশজ দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ও শুল্ক নির্ধারণ সম্পর্কে শিল্প সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে অবিলম্বে সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কমিটির অধীনে কার্যকরী প্রশাসনকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে সার্বে পর্যন্ত হইবে এবং তাহাতে বিকারে ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে না, এই মর্মে একটি অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে আনিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা এই ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার মূলে আঘাত করিবে এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা সম্প্রতি যে প্রকাশ করিয়াছেন, সভা তাহাতে অনেক প্রকাশ করিয়াছে।

ভারতীয় বিদ্যার ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না বলিয়া সভা সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছে. ভারত সরকার এখন ব্যাঙ্কারের ন্যায় কাজ করিতেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার উপর কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। অবশেষ ব্যাঙ্কসমূহকে রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিদ্যার ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ব্যাঙ্কের উপর, পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বাধীনতার কুণ্ঠ প্রকাশ করিতে হইবে। অতএব বিদ্যার ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা দেখিবার ও এই সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা থাকিলে তৎসম্বন্ধে কাজ না করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ বিল

পূর্ববঙ্গের বাস্তব পরিবেশে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিলের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছে তাঁহার অভিমত এই যে, চাষীগণ সরাসরি না স্বাধীন চাষিজীবী করা যাইতে পারে তজ্জন্য প্রকৃত মূলধনের আমদানীর ও ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। বিলে এই করা হইয়াছে যে, চাষীগণ জমির মূল্যবান কি অর্থ কয়েকটি কিস্তায় পরিশোধ করিলে জমির মালিকানা স্বত্বের দায়দায়িত্ব হইতে অ পাইবে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদকারে কিনে এই ব্যবস্থাকে বিকল্পরূপে গ্রহণ করা বিলটি রাজস্ব সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরি তাহার জন্য তাঁহারা পরিষদকে অনুরোধ ক আগামী অধিবেশনের পূর্বেই কমিটি এ সুপারিশ কার্যাবলী পেশ করিতে পারিবেন আশা করা যায় এবং তাহা হইলে বিলটি উহ বেশনেই আলোচনার জন্য উত্থাপিত হইতে পা

তিনি আরও বলিয়াছেন যে বর্গা চাষ, প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রথাই এই বিলে স্থায়ী হইয়াছে। বাস্তবিক প্রথা সম্পর্কে তাঁহারা বিভিন্ন অংশে আলোচনা-বীমাংসার দ্বারা উহার মধ্যে লোপসাধন করিয়াছেন। এ অন্যান্য জটিল সমস্যা। দেশের স্বার্থের জন্য

নিম্নতম মূল্য ?

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ণ

সপ্তাহের অন্যান্য বারে বাজারে যে জনসমাগম হয়, শনিবার তাহার পরিমাণ পূর্ণতর।

এই মূল্যাপকর্ষ সর্ব্বত্রিয়াপী ব্যাপক-ভাবে প্রকাশ পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রতি অনুমান, এবং কেন্দ্রাভিমুখে অর্থ ও অন্যান্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা, বাজারের সমর্থক বলিয়া সৃষ্টীত হয় নাই। তাই কোন পরিস্থিতির অভাবে ফোল সূচীর মূল্য আরও তীব্র না যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা বাস্তবে যায়ে :

বর্তমান সপ্তাহে বর্ষারম্ভে বিশেষ কিছু নাই : প্রায় দুইবৎসর যাবৎ যে সমস্ত হারে এই মূল্য সরবরাহ হইয়াছে তাহার না হইলেও, এই কয়দিন এই মূল্য বজায় রাখা বিক্রয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।—আশ্চর্যের যে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল হয় নাই। সাধারণ, ইস্পাতের প্রভৃতি কয়েক ব্যতিক্রম কেন্দ্রীয় সরকার শুরু বৃহৎ শৌল প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের ঋণ অর্থাদি প্রভৃতির ভার রাজ্যের বিশেষ নাই। ভারতের শিল্পনীতি কি হইবে ও সরকারের সম্ভবপরের উপরে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে শিল্পপতির' ধর্মঘটীগণোপকারীরা বর্তমানে শঙ্কিত হইয়াছেন এবং তাহাতে দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাহত হইয়াছে।

পরিস্থিতিতে শেয়ারে লগ্নীকারকরা যে হারে বাজার হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন ই যাইতেছে। পূর্বে ক্রীত শেয়ার বিক্রয় না এই বন্ধার বাজারে উহাদের সঙ্গে নূতন কি ক্রয় না করাই স্বাভাবিক। ব্যাঙ্কগুলি আইনে নূতন ঋণ বন্ধ করিয়া অবস্থাকে রোধক করিয়া তুলিয়াছে এবং বাজারের টেনী করার বিষয়ে উদাসীন হইয়াছে। বাজার একান্ত লক্ষ্যহীন ও দুর্বল হইয়া ।। - ওদিকে ফটকাওয়ালারাও এই সুযোগের করিতে বিলম্ব করে নাই। ফলে সমস্ত সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা যে-অধিকতা বিস্তার ল আজ তাহা ভয়ে উঠিয়াছে। নিম্নমুখীন আজ তাহারাই একটা অধিকতি হইয়া ছে। প্রকৃত বিক্রেতা না থাকিলেও আজ সাধের বিক্রয়ের ফলে বাজারে বিক্রয়ের নিরন্তর হইতেছে এবং পরিণামে মূল্যাপ-বিষাদাধিক্য ক্রমশ ভীতি ও বিস্ময়ের সৃষ্টি

আমাদের মনে হয়, বিশেষ মূল্যের সময় বাজারের অবস্থা, বিশেষ করিয়া কোম্পানী কাগজের অবস্থা, যখন সঙ্কটাপন্ন হয় এবং তখন যেরূপ দ্রুত সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে বাজারের ঊর্ধ্বগতি সাধিত হয়, বর্তমানেও সেরূপ হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু যে কোম্পানীর কাগজে বর্ষবিনিয়োগকারী ট্রাস্টগুলির এবং জমাদারগণের কিনিতে হইবে ইহা আবশ্যক তাহাই নয়, সরকারের নিজের পক্ষেও এবিষয়ে কম হইবার কথা নয়। বাজারকে এ বছরের সাহায্য প্রদানে আর অধিক দিন কালক্ষেপ করিলে, ফলিতে সরকারী ঋণপত্রের বিনিময়ন দুরবস্থা অনিবার্য।

এই সমস্ত কারণে মনে হইতেছে যে বাজারে ফটকাবাজী বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইক এক্সচেঞ্জ পরিচালনার জন্য যে আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যদি কার্যকরিত হয় তাহা হইলে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাজারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচালিত করিতে পারিলেই এই আইনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। অন্যথায় বাজারকে অধোগতির পথে অগ্রসর হইবে। প্রস্তাবিত উহার যেসেই দেখা যায় যে ইক এক্সচেঞ্জ-উদ্ভিদিত হইবে সাধারণই প্রত্যেক শিল্পের উৎপন্ন বিক্রয় করা হইয়া থাকে। আমাদের মনেও সৌহৃদ্যের অন্তরে অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতার ইক্যুইটি আমরা ও বোম্বাইয়ে চাঁচা ফেডারেশন বাজারের পরিচালনাদি নির্দ্ধারকের আসন গ্রহণ করিবেছে। প্রায়ই দেখা যায় যে ইহাদের উপরে পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে বাজারটী জড়িত। কোন সময় বাজুক বা না-ই বাজুক ইহাদের ঘরের উৎপন্ন বা অন্যদেরের সঙ্গে বাজারের সমস্ত বিভাগের ঘরটী সমানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়ে। ইহা একান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং এইরূপ ধারণা সর্বসাধারণের মন হইতেও বিদূরিত হওয়া প্রয়োজন।

* * * *

গত শুক্রবার বাজারে বিলাতী ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিলাত সরকার পাকিস্তান সরকারকে ইতিপূর্বে যে ২০ কোটি টাকার ভারতীয় ঋণদান বিবাহিলেন তাহা বিক্রয় করিতে বিবেচ করিয়া বিলাত বাজারে পাকিস্তানকে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন তাহা পালন করিতে পাকিস্তান সরকার সমত হইয়াছেন বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাজারের এই ঊর্ধ্বগতির অন্যতম কারণ। অনুরূপ ইক এক্সচেঞ্জ অ্যাপোয়িন্টমেণ্ট সেয়ারের ডেলিভারী ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও অনেকটা কার্যকরী হইয়াছে। সরকার তৃতীয় বিদেই ডেলিভারী দিতে হুঁহে বলিয়া ফটকাওয়ালারা অনেক অসুবিধায় পড়িয়াছে এবং পরে বিক্রীত সেয়ারগুলির মূল্য পাইয়াছে। এই ঊর্ধ্বগতি যায়ী হইবে কিনা তাহা বলা দুষ্কর। কারণ আগামী ৭ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার যে শিল্পনীতির বিবৃতি দিবেন তাহার উপর বাজার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিবৃতিতে সরকার কোন্ নীতির সমর্থন করিবেন বলা না গেলেও আমাদের ধারণা যে এবারও অনুরূপ শিল্পনীতিই সমর্থিত হইবে। বর্তমানে কেবল এই নীতি অবলম্বনেই তারতম্য স্বল্পকালের মধ্যে শিল্পোন্নতি যেরূপ পরিণত হইতে পারে।

সরকারী ঋণ—

সরকারী ঋণের দুরবস্থা আলোচ্য সপ্তাহে সমধাবেই ছিল। ৩½ সুদের (১৯৬৩) ঋণপত্রের দর মিটে ৯৭৷৷ অবধি হইয়া বর্তমানে ৯৬৷৷০ আছে। ৩½ সুদের (১৯৪১-৪৬) ঋণের দর আছে ১০১৷৷০।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যও কম গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দর ছিল ৩৯৷৷০, ইউকো ব্যাঙ্কের দর ছিল সপ্তাহের মধ্যে ৭৯৷৷০, যেখানে সেন্ট্রালের দর ছিল ১১৷৷০। বিজার্ভ ব্যাঙ্কের দর ১১০ টাকাতে স্থির ছিল।

কাপড়ের কল—

কানপুর টেক্সটাইল ছিল ১০৫৷৷০, এলগিন ছিল ৪১৷৷, মিঠে ভিক্টোরিয়া ছিল ৪৬৷৷০ : মুইর মিলসের কাজ হইয়াছে ২২৬ টাকায়। ভানবারের দর ছিল ১৫৪ টাকা।

কয়লাখনি—

এই বিভাগেও মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু আজ কিছু বেশী পরিমাণে কয়লাখনির শেয়ারের কেনা বেচা হইয়াছে। যেমনের দর আছে ৫৭৷৷, ধরাকদ ২১৷৷০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৮৷৷০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩৯৷৷০, ইষ্টার্নটেল্ ৩৯৷৷০, ওয়েষ্টার্ন কেলস ৭৬৷৷০।

চটকল—

আজ এই বিভাগে বেশ কাজ হইয়াছে এবং মধ্য-সপ্তাহের দর অপেক্ষা উঁচু দরে কেনা বেচা হইয়াছে। কোলসর দর পূর্ব সপ্তাহের দর অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ইণ্ডিয়া বর্তমান মূল্য ১৯৷৷০। ভাক্তার দর আছে ৭১৷৷, বজবজ ২৮৫৷৷, বালি ৩০৪৷৷, জাগদলটী ৬৯১৷৷, কাঁকিনাড়া ৪১৩৷৷, গারেন ৪০০৷৷, মহীয়া ৮৫৷৷, ক্যালিফর্নিয়ান সপ্তাহের মধ্যে ৪২৫৷৷, বেলভিডিয়ার সপ্তাহের মধ্যে ৬৩০৷৷, কোট উইলিয়াম ৩৩০৷৷, ল্যান্সডাউন ২৬৫৷৷ এবং ইণ্ডিয়া ২১৯৷৷।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইণ্ডিয়ান অয়রনের দর বর্তমানে আছে ২৯৷৷০। দর ফ্লাশক্তিবার মিল মিথের ইয়ার দর হইয়াছিল ৬৮৷৷০। মিল কর্পোরেশনের দর হইয়াছিল ২৩৷৷০, এবন উহার দর আছে ২১৷৷০। জেসপের দর আছে ১০৯৷৷, কুমারদুবী ১৭৫৷৷, বার্ণপুর ৭৮৷৷। টেক্সটাইল ডেলিভারী ৬৫৷৷০ দরে পাওয়া যায়।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

তুলার বাজারে অনিশ্চয়তা

গত সপ্তাহে পণ্যদ্রব্যের বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। পাউন্ডের তুলনায় ডলার কিছু চড়া থাকিলেও ঊর্ধ্বপাটের বাজারে স্থিরভাব লক্ষ্য করা যায়। তুলার বাজার কিন্তু অনেক উঁচা দাম করে। সুতীবস্ত্রের বাজারে তেজীভাব দেখা যায়, কারণ পাকিস্তান বহু বেশী সস্তায় কাপড় রপ্তানি করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে এবং ইহার জন্য মোকাবিলা মন ঘন আলোচনা চলিতেছে। চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা তুলাজাত প্রব্যসমূহের জন্য যে আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে তাহার ফলে সোনার বাজারে খুব তেজীভাব দেখা দেয়। বৈদেশীকের উপর শুল্কবৃদ্ধির ফলে এবং বিদেশযাত্রা হইতে যাত্রীর আসবাবপত্র হইবার ফলে রৌপ্যের বাজারে কিছুটা মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে।

পাট

বাজারে যথেষ্ট পাট আমদানী হওয়া সত্ত্বেও ঊর্ধ্বপাটের মূল্যহ্রাস হয় নাই। মিলগুলির পাট মজুত করিতে উৎসুক, কিন্তু পাটের মূল্যবৃদ্ধির আশায় মনে করিয়াই তাহারা বেশী পাট ক্রয় করিতে অগ্রসর হইতেছে না। আগামী বৎসর কলকের প্রচুর সম্ভাবনায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাট-চাষবৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে পাট সরবরাহে ঘাটতি পড়িবার আশঙ্কা নাই। পাকিস্তান সরকার বস্তুর মূল্য পাউন্ডে পাটের দর বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং চট্টগ্রাম বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে পাট অন্যত্র যেতে স্থায়ী করিতেছেন। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া, পাকিস্তান সরকার কলিকাতা বন্দর ব্যবহার না করিয়া পারিবেন না এবং যেসব আশ পাট যে কলিকাতা বন্দর হইতেই রপ্তানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরাদ্দ ব্যবস্থার ফলে পাটের বাজারে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তাহার ফল এখনও কিছু রহিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষুদ্রশিল্পীয় ব্যবসায়ী সরকারের কাছ হইতে পাট বরাদ্দী করিবার বরাদ্দ এখনও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সম্পর্কে সরকার কি স্থির করিয়াছেন তাহা এখনই ঘোষণা করা উচিত।

তুলা

তুলার দর গত সপ্তাহের দরের তাহাকাছি আছে। এই সপ্তাহে আশা করা গিয়াছিল যে, পাকিস্তান হইতে আমদানীকৃত তুলার উপর কি পরিমাণ শুল্ক ধার্য হইবে, অথবা শুল্কধার্য থাকে হইবে কিনা, সেই বিষয়ে সরকারী ঘোষণা প্রত্যাশিত হইবে। কিন্তু সরকার এই সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন ঘোষণা প্রকাশ করেন নাই। মিলগুলি তুলার মূল্য কমিবার ও বস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনায় উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্র মজুত রাখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। অথচ শ্রেণীর তুলা ভাল তুলার তুলনায় অনেক সস্তা বলিয়া মিলগুলিও অথচ শ্রেণীর তুলা ক্রয় করিয়া মজুত বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ফলে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মোট ২১ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন হইয়াছে। বাকী অংশের জন্য যে ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে, তাহাতে সরকার ১৫ শতাংশ মিলমালিকদের পাইবে এবং বাকী অংশ আবেদনকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

আমেরিকান ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা বস্ত্র রপ্তানির প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষেও এইদিক হইতে কিছু আশঙ্কা আছে, কারণ ইতিপূর্বে ওরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যবসায়ীরা জাপানী বস্ত্র যাহাতে এশিয়ার বাজারে সীমাবদ্ধ থাকে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে জাপানী বস্ত্র প্রবেশ বন্ধ হইলে জাপানী বস্ত্র এশিয়ার বাজারে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহার ফলে এশিয়ার বাজারে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

চিনি

এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় অনেক চিনি প্রস্তুত হইবে। বিহার, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশরাজ্যে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলেই গতবারে যেখানে ১.০১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেখানে এই বৎসর ১.২১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কানপুরের অন্যান্য বাজারে সাম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে পরিবহণ অসুবিধার জন্য গাড়ীর সাহায্যে মজুত মাল আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে না, ফলে, যে পরিমাণ গুড় রপ্তানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ গুড় বাজারে আসিয়া জমিতেছে।

নিম্নমান মূল্য :
(পূর্বাংশ ৪০৪ পৃষ্ঠায়)

চা—

সাধারণের খোরাকের বিশেষ কমে ৫ হাজার বাড়ী আছে ৪১।০, পুলিসবিং ১৩৮০, হোম ২৯।০।

চিনির কল—

মূলধনের মধ্য বাড়িয়াছে ১৫৮০ অবধি, ৫ বছরে ৮৫ আছে ২৬৮০, আছাড়ায় ৮৫ আছে ১৩০ রামনগর কেনা বেচা হইয়াছে ৪১।০ মধ্যে। ৩১ মধ্য আছে ১২৯, বলরামপুর ৮৮০।

বিবিধ—

বি, আই, বিঃ বর্তমান মূল্য ৮৫০, অংশ ৯৮০। ইণ্ডিয়ান ব্রাডলাল এয়ারওয়েজের ৫ ম ৯৯, কার্টিস রেডারসন ১৩৯০, আমেরিকা ৯৯ ৪২৯, মটিন-বার্ন ১৩০। ব্রাডলাল ইন্যাকো কেনা ৫ হইয়াছে ৩১০ মধ্যে। ইণ্ডিয়া টিমিশন ১২৮০। পাওয়া যায়, টিটাগড় পেপার পাওয়া যায় ৩১ টাকা ইণ্ডিয়ান কপারের মধ্য আছে ২৮০, শেম ব্যাঙ্ক

[illegible]

সরকারী ঋণপত্র বিষয়ে পরিকল্পনার অভাব

[illegible] সরকার [illegible]
সরকারী ঋণপত্রের বাজারে যোগদানের অধিকার [illegible] ছিলাছিল। পর পর তিনবার [illegible] তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পর পর তিনবার ১২৮৯ সালের [illegible] ঋণপত্র বিক্রি ১৭৮০ পর্যন্ত হইয়া যায়, [illegible] ইহার পর ১৭৮৭০ পর্যন্ত ওঠে। বাজারে [illegible] হাতে, সরকার অধিক কোম্পানীর কাগজের [illegible] রোধ করিবার জন্য কেবল বাধিয়াছেন। [illegible] বাজারে সামান্য কিছু আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ফলে বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

[illegible] সম্প্রতিকার তিনবারের কথা স্মরণ করিয়া [illegible] বিশেষ বড় অঙ্কের সম্ভার করিয়া বসা বলিয়াছি [illegible] যাহা তাহা পরিবর্তন করার কোন কারণ [illegible] দেখা যায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি এমন করিয়া [illegible] বসিয়া যায়, এমন করিয়া যদি, [illegible] বিক্রয় প্রভৃতি অবলম্বনের সম্ভাবিত অভাব, তাহা হইলে সেই অবধি সুদের পরিমাণও [illegible] যায়, সরকার যাহা পরিচালনার জন্য [illegible] সুদের হারের হইয়া উঠিবে। কেবলমাত্র [illegible] ঋণ যোগাড় করিলেই যদি রাজকার্য [illegible] তাহা হইলে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে [illegible] আনাই দুরূহ হইত। কিন্তু ব্যাপারটা [illegible] সহজ নহে।

[illegible] সুদের হেরফের বিষয়ে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বেলা বাড়িয়া [illegible] অবসরাভাবে বিস্তারিতভাবে লিখিতে [illegible]। এক এক সময় মনে হয়, তিনি যেন [illegible] ঋণপত্রের বিক্রয়বিষয়ে এত রকমের বিধির [illegible] করিয়াছেন, তাহার সঙ্গেই প্রস্তাবের [illegible] বাজার বাড়ে নাই বলিয়া তিনি যে [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible] বাজারের সঙ্কল্প তুলনা দেখিয়া তাঁহার [illegible] লোকের আশা একবার দেখিয়া লইবেন [illegible], দেনাকারী নিজে করিবার মত উপযুক্ত [illegible] পাওয়া যায় না। তেমন সময়ের দেনার [illegible] টাকা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি [illegible] সরকারী ঋণপত্রের বিক্রয়টা সম্পূর্ণই বুঝিয়া [illegible]। এবিষয়ে তাঁহার যে কোন অসতর্কতা [illegible] তাহাও মনে হয় না। কাজেই আমরা [illegible] বলি যে, ঐরূপ চেষ্টা যে-ভাবে বলিয়া [illegible] তাহাই বাড়িতে উচিত হইয়াছেন তাহা [illegible] তাহা অন্যায় হইবে না। কিন্তু টাকার [illegible] দেনা-পাওনের কথা বলা, আমাদের অর্থনীতিও [illegible]

[illegible] বাধা হইতে আমরা বলিবার [illegible], তাহা হইলে অল্প সংখ্যায় আমরা [illegible] পাঠ তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব, [illegible] বলা হইল।

• • •

[illegible] সরকারী ঋণপত্রের বাজারে যদি যোগ-[illegible] যোষিত হয় প্রকাশ্য ও বাজারেরো পরিমাণে তাহা সঙ্গেই টাকার বাজারে সঙ্গল অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। যাহা হইতে অঙ্কের অঙ্ক আদেশের পরিমাণ খুব বেশী হইলেও কোম্পানীর কাগজের বাজারে অধিকতর অবস্থার এবং সাধারণভাবে সরকারী উদ্দেশ্যসাধনের [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] টাকা যাহা কিছু বাজারে বাহির করিয়াছে। [illegible] যথাসম্ভব বেশী এমন টাকা [illegible] রাখাই [illegible] করিয়াছে। অর্থসচিব মহাশয়ের [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এত প্রকার [illegible] প্রকারে [illegible] বিচ্ছিন্নভাবে হইয়াছে, তাহাতে [illegible] আর একটা কথা খুব সহজেই বুঝিতে [illegible] যাইতেছে, সরকারী ঋণপত্র "দুষ্প্রাপ্য" [illegible] পরিণামে আমাদের অর্থসচিব মহাশয় [illegible] বিক্রয় বাদ দিলে [illegible] হয় নাই।

[illegible]

• • •

[illegible] সরকার ও পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে সরকারী ঋণপত্র বিষয়ে কিছু [illegible] হয়ে করা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। কিছু হইয়াছে বিক্রয়ের ব্যাপার উহার [illegible] সম্বন্ধেও [illegible] সংবাদের ফল আমরা [illegible] তাহাতে [illegible] ঋণপত্রের বিক্রয় [illegible] ঋণপত্রের [illegible] বাজারে [illegible] ঋণপত্র বিক্রয় [illegible] ঋণপত্র [illegible] ঋণপত্র [illegible] ঋণপত্র

পাইয়াছে। উহার অঙ্ক বর্তমানে ১,৩১৯.৮ কোটি (১,৩১৯.৭১ কোটি)। বেসামরিক সরবরাহ খাতে ব্যয়ও বাড়িয়াছে। সেখানে উহার পরিমাণ ধার্য হইয়াছে ৩৬.২১ কোটি টাকা (৩৬.৬৩ কোটি টাকা)।

সার্বিক বিচারে ভারতসরকারের ব্যয়ের উর্ধ্বগতি লক্ষিত হয়। সরকার সার্বিক ব্যয় অনুমোদনের ফলেই এই উর্ধ্বগতি সম্ভব হইয়াছে। পূর্ববর্তী সম্বৎসরের ২৭১.২৩ কোটির স্থলে ভারতসরকারের বর্তমান ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮৭.৪৭ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে সরকারের অনুদানের উর্ধ্বগতি দৃষ্ট হয়। ৩৮.৮৩ কোটি টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া বর্তমানে উহা ৪২.১৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় অঙ্গরাজ্য সরকারী অনুদান পরিমাণ পূর্ববর্তী সম্বৎসরের ১২.৫৫ কোটি টাকার স্থলে বর্তমানে পৌঁছিয়াছে ১৩.৭৪ কোটি টাকায়। পাকিস্থানের অঙ্গরাজ্য সরকারী অনুদান বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। ওই খাতে ৩.৩৩ কোটি টাকা হইতে ৩.৭৯ কোটি টাকায় বাড়িয়াছে। বিভাগীয় খাতে রক্ষিত সাধারণতহবিলের জন্য ৮২.৪১ কোটি টাকা হইতে ৭৮.১৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। রক্ষিত খাতসমূহের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮১ কোটি টাকা (১৪১ কোটি টাকা)। রক্ষিতকোষ জমার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার পরিমাণ পূর্ববর্তী সম্বৎসরে ছিল ৩২০.৪২ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা পৌঁছিয়াছে ৩৪২.৩৪ কোটি টাকায়। রক্ষিতকোষের জন্য ঋণ ও অগ্রিম বেসরকারী খাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩৩৫.৫৪ কোটি হইতে ৩৯২.৩৪ কোটি টাকায়)। ঋণদানে আমাদের দৃষ্টি প্রসারের কারণ আছে। আলোচ্য সম্বৎসরে ঘাটতি-মোচনের পরিমাণ আছে ৭১.৮১ কোটি টাকা (৭১.৬৮ কোটি টাকা)। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে খোলা বাজারে সরকারীভাবে অধিক পরিমাণে কোন কোম্পানীর কাগজ বেচা হয় নাই।

• • •

১৯৫ মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের ব্রহ্মদেশ-ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণ ৬৭১.৩০ কোটি টাকা হইতে ৬৭১.১৩ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা এবং ঘাটতির সময় টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে ২৮ লক্ষ টাকা। বিভাগীয় খাতে রক্ষিত জমার ৮২.৩৮ কোটি টাকা হইতে ৭৮.১৮ কোটি টাকায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। ঋণের পরিমাণ কিন্তু ৩৩৫.৫ কোটি টাকা হইতে প্রায় সাড়ে-তিন কোটি টাকা বর্ধিত হইয়া ৩৯২.৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। তাহাদের হাতের পরিমাণ কমিয়াছে ১৩.৮৮ কোটি টাকা হইতে ১৩.৭১ কোটি টাকায়।

পাকিস্থানে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণে ৪৪ লক্ষ টাকার হ্রাস দৃষ্ট হয়। মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হয় ৫২ লক্ষ টাকার। ঋণদানের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়াছে। বর্তমানে উহা হইয়াছে ৩৮.১৪ কোটি টাকা (৩৮.০০ কোটি)। তাহাদের হাতির পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া হইয়াছে ৮৭.১১ লক্ষ টাকা।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা

(পূর্বানুবৃত্তি ৪০১ পৃষ্ঠার)

সমর উদ্বর্তন হইলে পর সমস্ত বিষয়টি লইয়া নূতন করিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। রাষ্ট্র কর্তৃক কোন শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইলে শাসনতন্ত্রে যৌথ অধিকার ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলা হইবে এবং লাভ ও লাভের ভিত্তিতে কতিপূরণ দেওয়া হইবে।

রাষ্ট্র পরিচালন-ব্যবস্থা

যে বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক কর্পোরেশনের মারফৎ পরিচালিত হইবে এবং উক্ত কর্পোরেশনের গঠনে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যরা থাকিবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার সম্প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী উক্ত শিল্প নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অবশিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। এইসব শিল্প-ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ক্রমশঃ অংশ গ্রহণ করিবে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত যে শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যূনকল্পে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়োগ করিবে না, সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবে রাষ্ট্র বিনা ক্ষতিপূরণে।

নদী-উপত্যকার উন্নয়ন ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক কয়টি নদী উপত্যকার উন্নয়নের ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যাপকভাবে জল-উৎপাদন, বিস্তৃত এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা ও বন্যার গুরুত্বপূর্ণ উপশম সাধিত হইবে এবং ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে দেশের এক বি এলাকার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন সম্ভবপর। দামোদর পরিকল্পনা, হোয়াংহো পরিকল্পনা, কাবেরী নিম্নাঞ্চল পরিকল্পনা প্রভৃতি পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক যা অন্য যে কোন দেশের বহু পরিকল্পনার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভারত সরকার অতি ব্যাপক আকারে নদী উপত্যকার উন্নয়নের আয়োজন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম হ্রদ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার সরকার বিবেচনা করিতেছেন। অনেকগুলি প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের এই একই ধারণা রহিয়াছে।

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর তারতম্য গুরুত্বপূর্ণ মূল শিল্প আছে, কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় পক্ষে প্রয়োজন। সমস্যাগুলির আর্থিক গুরুত্ব বিশেষ অর্থবিভাগের অনুমান নির্ধারিত করিয়া অথবা সরকারের প্রচুর পরিমাণ অর্থবিনিয়োগ উৎপাদনের বাস্তবিক বিকাশ প্রয়োজন হইয়া তাহাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন হইবে: যথা—(ক) লবণ (খ) মোটর যান ও সাজসজ্জা (গ) বাণ্ডাদির ইঞ্জিন (Private mo (ঘ) ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট (ঙ) অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি (চ) মূল রাসায়নিক শিল্প, সার, রেচক ও ঔ (ছ) ইলেকট্রো কেমিক্যাল শিল্প (জ) লৌহবিহী (ঝ) বেতারযন্ত্র ইত্যা (ঞ) সিগারেট (ট) কাগজ ও সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ (ঠ) সি লেদার (ড) খনিজ তৈল এবং (ঢ) রেলওয়ে ও শ্রেণিভুক্ত।

পূর্বোক্ত তালিকা চূড়ান্ত নহে। তবে উ ব্যাপারে ভারতসরকার নিজের হাতের আয়ত্ত রাখিবার প্রয়োজন সরকার ও দেশীয় রাজ্য সহিত আলোচনা করিবেন এবং পরিকল্পনা বা কাজে পরিণত করিবার কালে তাহাদের সহযোগিতা করিবেন। এইসব ব্যবস্থাদি ব্রহ্মদেশ উপনেতা পরিবর্তে ও অন্যান্য প্রতি নিয়ন্ত্রিত ও অধিকরের প্রতিনিধি হইল।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম লভ্যাংশ

...লে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে ...রতে হয়। কাজ করিতে হইয়াছে। ...য় যে শুধু ইউনাইটেড কমার্শিয়ালেরই ...য়। কারণ, ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষের ...ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত

...পুঁজির ও সরের অস্বাভাবিক চাহিদা ...ত ও বেসরকারী অভিজ্ঞতার অভাবের ...ন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই ...ন ক্ষেত্রে করিতে পারে নাই এবং ...বসায়ের পক্ষেও আর্থিক বৈধ্য রক্ষার ...ব হয় নাই। ফলেই অধুনিকা শুধু ...কমার্শিয়ালের নয়, সকলেরই হইয়াছে। ...ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে বিশেষ ...এই যে ১৯৫৭ সালের ভয়াবহ ...ন ব্যাঙ্কারে মুদ্রাস্ফিতি নীতির প্রেরণাতেই ...তুলি নাম অঙ্কিত বন্ধ করিতে বাধ্য ...কো নাম শুধু যে জমার পরিমাণ ...ই সঙ্কল হইয়াছে তাহাই নয়, ...ও বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে ...ীর পূর্বে বর্ষিত বন্টনের ৭ ভাগে ...ও বিতরণ করিতেও পারিয়াছে। ...ঙ্কিত অবশ্যকালে পূর্ণ হইতেই তাহাদের

...ব্যবসায়ীদের পাশ্চাত্য প্রদান করিয়া ...সমস্ত এলাকা হইতে মূলধনের ঘনিষ্ঠ-...সম্পন্ন বিরাট এলাকায় ব্যবসায়ীদের ...ব্যবসায়ের অগ্রগতির ফলে যে সকল ...মাল ব্যবসায়ীদের করায় অসুবিধা দেখা ...ন তাদের আমলের লাভ ও সুবিধাসম্ভোগের ...দেয়া সর্বপ্রকারে কঠিন নয় হইতে ...বেন। ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানের এতবড় ...সত্ত্বেও ইউকোর আর্থিক ...ভাবে ক্ষতি দেখা যায় না। সবচেয়ে ...ই হইতেই যে লাভজনক অবস্থায় ...তাহাও ইউকোর এই বর্তমান প্রতিষ্ঠার ...অল্পকালের মধ্যে।

...সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ...র পরিচালকমণ্ডলীর রিপোর্টে জানা ...পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সমেত পাকিস্তানে ...দেনার পরিমাণ মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। ...লক্ষ টাকা যে সব জমানত রাখিয়া ...হইয়াছিল, সেই সব জমানত এখনও ...ই পড়িয়া আছে। ইউকোর কৃতিত্ব ইহা ...সিদ্ধান্ত হইবে যে, যে ক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালে ইউকোর সর্বাধিক ঋণের পরিমাণ ছিল ...কা, সে ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ...য়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৩০ লক্ষ টাকাতে। ...া যাইতেছে, তিন কোটি টাকার মধ্যে ...লক্ষ সঙ্কটেই সময় মত আদায় করিতে ...ছে, অথবা জমানত হিসাবাভিরিক্ত করিয়া

বুঝা যায় যে ঋণের ব্যাপারে ইউকো ব্যাঙ্ক যে নীতি অবলম্বন করিয়া আছে তাহা যেমন রক্ষণশীল, তেমনি বিপদকালে কার্যকরী। ঋণদেয় এইরূপ ঋণ অথবা ব্যাঙ্কের সততা ও দক্ষতার পরিচায়ক। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে সকল ব্যাঙ্ক সরিয়া যায় নাই এবং যে সকল ব্যাঙ্ক ঠিক অবস্থায় আছে কিনা জানিবার উপায় নাই, তাহাদের ব্যবসায়ের পরিমাণ ১১,৭৬,৬৮১৭। এই লাভের জমানত বীমাদ্বারা সুরক্ষিত, অতএব এই টাকা মারা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

১৯৫৭ সালের শেষে আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৩.৪৪ কোটি টাকা (৩৫.০১ কোটি টাকা)। বেসরকারে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১০.৩৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল ১১.১৩ কোটি টাকা। চাহিবামাত্র দেয় জমার পরিমাণ ৬৩ লক্ষ টাকা বর্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ২১.৬২ কোটি টাকায়। —ঋণদের বিষয়ে সতর্কতামূলক নীতি অনুসরণ হওয়ার ফলে বর্তমান অর্থের পূর্ব-ঋণদান সম্ভব হয় নাই। কাজেই সমস্ত ঋণদের পরিমাণ ১৬.৭১ কোটি টাকা হইতে ১২.৬৯ কোটি টাকায় হ্রাস পায়; বৈদেশিক্ষেত্রের পরিমাণে অবশ্য সবিশেষ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ১৯.৫১ কোটি টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২২.৯৪ কোটি টাকা। বৈদেশিক্ষেত্রের মূল্যপরিমাণ নির্ধারণকালে বাজার দরে অথবা বাজার দর অপেক্ষা নিম্নতর মূল্য ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছে। প্রতিটি নগদ টাকার পরিমাণে যে বেশী পরিবর্তন হয় নাই,—আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫.৭৭ কোটি টাকা (৫.৩১ কোটি টাকা)।

মূল ব্যবসা অর্থ সংরক্ষণের পূর্বে নীটলাভের পরিমাণ দেখা যায়, ৩৬,২১,৬১৫ টাকা। পূর্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ১২,৬৫,৫৬৩ টাকা। মূল ব্যবসা পাওনা দিয়াছে ১.৩১ কোটি টাকা (৬৭.১৬ লক্ষ টাকা) এবং বিবিধ, কমিশন, দালালি ইত্যাদির বাবদ পাওনা দিয়াছে ২১.৩১ লক্ষ টাকা (১৬.৩১ লক্ষ টাকা)। মূল ব্যবসা হিসাবে হইয়াছে ৩৩.২৪ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে দিতে হইয়াছিল ২৮.১২ লক্ষ টাকা। মূল ব্যবসা বাবদ হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা (১১.৫ লক্ষ টাকা)। সঞ্চয় অবিলেও ১০ লক্ষ টাকা দাবা হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ কিন্তু বেশী ছিল (১২.৫ লক্ষ টাকা)। কর্মচারীদের পুরস্কার (বোনাস) বাবদ ২.৫ লক্ষ টাকা (২.৫ লক্ষ টাকা) জমা হইয়াছে এবং বার্ষিক সভ্যদের তিন টাকা হারে অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাই ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের প্রথম লভ্যাংশ বিতরণ। পরবর্তী হিসাবে মেয়াদী ঋণের আলোচ্য হিসাবে মেয়াদী টাকা হইয়াছিল ৩,৮০,১১১ টাকা।

পরিচালকমণ্ডলীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, পাকিস্তান সরকার ব্যাঙ্কসমূহকে তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থিত শাখা কার্যালয়গুলি হইতে তাহাদের ঘাটতির ও দেনার পরিমাণ হ্রাসকল্পে ঋণদান করিতে যেরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন, ইউকো ব্যাঙ্ক সেইরূপ কোন নির্দেশ পালন করে নাই। ইহা ব্যাঙ্কের পরিচালনার বিষয় হইলেও, ইউকো ব্যাঙ্ক যাহাতে বিলাতে জমার পরিমাণ বজায় রাখার পাকিস্তান হইতে অপসারিত শাখাগুলির মূলধন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যেরূপে হিসাবভুক্ত তৈয়ারীর ব্যবস্থা করেন। তাহারই ফলে ইউকোর পক্ষে ১৯৫৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কালের জন্য পূর্ণ নিষ্পত্তিমূলক প্রস্তাব করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং অধুনালুপ্ত পাকিস্তান ব্যাঙ্কসমূহের আমানতকারী-দিগের টাকা তাহাদের সম্যক নিশ্চয়তাবিধির পর ভারতবর্ষে ইউকো অফিস হইতে চুকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও সম্ভব হইয়াছে। পাকিস্তানের যে সব আমানতকারীরা ইউকো ব্যাঙ্কের ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্তানস্থিত শাখায় টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, পাকিস্তানে তাহাদের জমা শতকরা ৭৫ ভাগ ইউকো ব্যাঙ্ক করিয়াছেন।

পাকিস্তানে মোলবাহুল্যের ফলে ব্যাঙ্কের লাহোর, শায়ালপুর, পেশোয়ার, কোয়েটা, করাচী এবং আরও কতকগুলি অফিস বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন পুনরায় স্বাভাবিক হইলে ইহার অধিকাংশ কতকগুলি স্থানে পুনরায় কার্যারম্ভ করার ইচ্ছা ইউকো ব্যাঙ্কের আছে। পাটনা সাহেবা সিটি, রাওলপিণ্ডি, জলপাইগুড়ি, ডেহুন এবং আরও কয়েকটি স্থানে ১৯৫৭ সালে ইউকো নূতন শাখা খুলিয়াছেন। ডেহুন শাখাই ইউকো ব্যাঙ্কের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শাখা।

পরিচালকবর্গ ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দের এবং বিশেষ করিয়া বোম্বাইস্থ ব্যাঙ্কের ঐরূপ বি. টি. চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ১৯৫৭ সালের ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে যেভাবে তাঁহারা কাজ করিয়াছেন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি যে আনুগত্য দেখাইয়াছেন তাহা সর্বাংশে প্রশংসনীয়।

ঐরূপ চক্রবর্তীর সম্বন্ধে পরিচালকবর্গ বলিয়াছেন যে, তাঁহার দূরদর্শিতার এবং একান্ত চেষ্টার ফলেই বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্তান এলাকা হইতেও ব্যাঙ্কের সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের হিসাবের কথা বাদ দিলেও, মাত্র চার বৎসরের মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল যে বিস্ময়কর সাফল্য প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছে, তাহার জন্য ঐরূপ চক্রবর্তীর প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার নিকট ইউকো ব্যাঙ্ক তথা পরিবার তথা তাহা আমরা ঋণী বলিয়াই ঐরূপ চক্রবর্তীকে এই উপলক্ষে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

• • • •

১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষ যাবতীয় হইয়াছে বলিয়া

...ঃ ঐ হারে প্রকাশ করি, তাহলে দিবাহে ১৯৭৭-৭৮ ছাড়া দুইবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে। এই বৎসরে দাঙ্গা, নরহত্যা প্রভৃতি অন্তর্বিপ্লবের ফলে এবং বৈদেশিকদিগে পরিপামে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন বেসরকারে বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেজন্য ছুটিলাভ ভারতবর্ষের অন্যুই ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই বলিলেই হয়। সাধারণ-বিমিয়োগের ক্ষেত্রে ইহার যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল তাহা নিয়ত অনুধাবনযোগ্য। এই প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে বেশীর ব্যাঙ্কগুলিও যে অব্যাহতি পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এমন অবস্থাতেও যে কালকাটা ব্যাঙ্কিং কোম্পানি ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের হিসাব-নিকাশে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে, ইহা প্রশংসার বিষয়।

আলোচ্য বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নীট লাভের পরিমাণ দেখা যাইতেছে ৭,১১,২১১ টাকা, ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসে উক্ত নীট লাভের পরিমাণ ছিল ৩,৮৮,১৭৮ টাকা। এই বর্ধিত লাভের অঙ্ক হইতে ইহা বুঝা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্ক তাহার আমানতী টাকার উচ্চতর সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে।—আমানতের পরিমাণ ৩,১০ কোটি হইতে ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,১০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বর্ধিত এই টাকার পরিমাণে ১.১০ কোটি টাকা হইতে ১.৩১ কোটিতে বর্ধিত হইয়াছে। বাহনের পরিমাণ কমিয়াছে ৩.১০ কোটি হইতে ২.৯০ কোটি টাকায়। ধারের জমি ও বাড়ীর মূল্য পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা যায় ৩৮.৭১ লক্ষ টাকা হইতে ৪১.১৮ লক্ষ টাকায়। দ্রষ্টব্য, সভ্যাংশে, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি বাবদ আয় হইয়াছে ২৪.১২ লক্ষ টাকা। দুষ্কৃতকারীদিগকে প্রদান করিতে হইয়াছে ৮.৩০ লক্ষ টাকা। কমিশন, দালালী ইত্যাদি বাবদ পাওনা দিয়াছে ৪.৪৩ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮.৪৩ লক্ষ টাকা। করবাবদ রাখা হইয়াছে ৩.১৪ লক্ষ টাকা। অংশপিছু ৮০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং পরবর্তী হিসাবে ৩৩,৭৬০ টাকা (৫১,৩৪০ টাকা) ফের টানা রাখিয়াছে।

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের ডানলপ রবার কোম্পানী (ইণ্ডিয়া, লিমিটেডের হিসাব নিকাশ সন্তোষজনক হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে রবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তরঙ্গ সঙ্গে এই সুবিধাটুই ছিল যে কাঁচা মালের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহের ও শ্রমিক বেতনবৃদ্ধির দায় হইতে কিছুই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশ অর্থাধিক উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু বৈদেশী মালের চড়া দরের মূল্য পাওয়ার ফলে এই উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি ততটা কাবু করে নাই। তাহারই ফল আলোচ্য বর্ষে নীট লাভের পরিমাণে বিশেষ দ্রুত পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব বৎসরে (১৯৪৬) নীট ...ঃ ৯,১৮,১১,১০০ ... করবাবদ অনেক কম টাকা রাখিতে হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে উহার পরিমাণ ৩১,১১,৩৪১ (অ, ১১,৪৪১,)। মূলধনখাতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বেশী জমা হইয়াছে —পূর্ব বৎসরে জমা হইয়াছিল ১১,১১,৫১০ টাকা, আলোচ্য হিসাবে জমা হইয়াছে ১৩,৩১,৮১৪ টাকা ১৫ লক্ষ (৮ লক্ষ) টাকা সঞ্চয় করিয়াছে সমীকরণ তহবিলে (Dividend Equalisation Fund) এবং ৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছে অপ্রচলন সঞ্চয় তহবিলে (Reserve for Obsolescence)। লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্বের মতই ৮০ টাকায় অপরিবর্তিত আছে। —বাস্তবিক কেন্দ্রীয় বাজেটে যে কর উপশমের প্রস্তাব আছে এবং পূর্ববর্তী বৎসরে কর বাবদ যে অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহারই ফলে ডানলপের পক্ষে আলোচ্য বর্ষে কর বাবদ ব্যয়ের অধঃপতন সম্ভব হইয়াছে। পরিচালকবর্গের মতে লভ্যাংশ পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখাই বিধেয়। পরিচালকবর্গ ইহাও মনে করেন যে, সমস্ত তহবিলের অধঃ দুই রাখিয়া লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে মতে অন্যান্য সর্বপ্রকার সঞ্চয় তহবিলগুলি একত্রিত করিয়া একটি সাধারণ হিসাবে রূপান্তরিত করাই সুবিধাজনক। এইরূপভাবে তাঁহারা অপ্রচলন সঞ্চয় তহবিলের ১১.৫ লক্ষ টাকা এবং আনুষঙ্গিক সঞ্চয় (Contingency Reserve) তহবিলের ২৫ লক্ষ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিলের সহিত যোগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই নির্দেশের ফলে সাধারণ সঞ্চয় তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৫ লক্ষ টাকা।—৫,১১,০১৫ টাকা (৪,৩৮,৩১১,) পরবর্তী বৎসরের হিসাবে বের টানা হইয়াছে। নূতন মূলধন বিলিকরণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিবরণীতে কোন উল্লেখ নাই এবারে ইহা অবশ্য রাখা প্রয়োজন যে, নূতন মূলধন বিলিকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

মালিক টাইব্যুনালের রায়

(পৃষ্ঠাংশের ৩০০ পৃষ্ঠার)

পাওয়া যাইবে না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যকের সেবা যাহা আদেশ হইতে মাসুলীর সমেত 'ডিক্রিতে ই নির্ধারিত করা উচিত।

১৯৯ বিষয় :—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে অ বৈষয়িক মীমাংসার জন্য বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট কর্তৃক বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান এঞ্জিনিয়ারগণের এ কলিকাতাস্থিত সোসাইটী অব ইঞ্জিনিয়ার্স ইহ দেওয়া যাওয়া ও অধিক মূল্য নির্ধারিত করা হা কিনা।

৩নম্বরের সম্বন্ধে এই বিষয় প্রস্তাবের ৫ ১৭নং বিষয়—(ক) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ ব কেন্দ্রীয়কে পৃথক পৃথকভাবে প্রকৃত হিসাব অন্ত বাঙ্গা হিসাব তদন্তগুলিকে কের অর্থ সাহায্য করত ই গবর্নমেণ্টের হুকুম হয় বলিয়া গণ্য হইবে কিনা, পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেণ্ট ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হা ৩০এ নভেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা কেন্দ্রীয় এলাকায় টা বিচ্ছিন্নভাবে যে লাভ করিয়াছেন উহা 'ভারত ই কেন্দ্র' খাতে হুকুম সম্পন্ন করিয়া গণ্য হইবে কিনা'

পূর্ব বঙ্গের বক্তব্য—পূর্ব বঙ্গ "না" উত্তর ১ পশ্চিম বঙ্গের বক্তব্য—পশ্চিম বঙ্গ "না" উত্তর ১ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত—প্রদানীর সময়ে উহার পা আছে যে দুটি বঙ্গ উহার হিসাবের ট্রাইব্যুনাল যে বাঙ্গল উত্তর দেন।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮৩, বর্ধমান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ক্রমোন্নতির পরিচয়

(৩১. ১২. ৪৭.)

	১৯৪৬	১৯৪৭ (পরীক্ষা করা)
আদায়ী মূলধন	২১,২৫,০০০৲	২১,৫১,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	১৩,৫১,০০০৲	১১,০০,০০০৲
আমানত	৪,০৯,১৪,০০০৲	৪,৯৬,৩৮,০০০
মোট তহবিল	৪,৮৩,৪৬,০০০৲	৫,০৮,৪৯,০০০
ঋণদানীয় তহবিল	৩৯,৯৯,০০০৲	১,০৩,১১,০০০
বিলের সংখ্যা	৪৫,০১২	৪৯,৭১১

◉ সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি	১ লক্ষ টাকা
◉ আমানত বৃদ্ধি	৯৬ লক্ষ টাকা
◉ মোট তহবিল বৃদ্ধি	৫২ লক্ষ টাকা
◉ ঋণদানীয় তহবিল বৃদ্ধি	৬৯ লক্ষ টাকা

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীহরি মোহন গোস্বামী
চীফ-একাউন্টেন্ট

হিসের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	মূলধন ও সঞ্চয়ের হদিস	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মুনাফার হার	সময়কাল	বাজার দর					মোট
ইন্ডিগো সিন্ডিকেট											
ইন্ডিগো আড়ত	...	১,৫১,১০,০৬০	১,১৩,৩৯,১১৯	১০	(১০:১)	৩/১১	৩১/-৩৮/০	৩৮/৮-৩৯/০	৩৮/০-৩৯/০	৩৮/০-৩৯/০	...
ফেরু	...	৫১,০০,০০০	৩৮,১১,৩১৯	১০	১০(খ)	১৩,১৯	...	...	৩১/০	৩১/০-৩৭/০	৩৯/০-৩৯১৫	...
ইন্ডি আড়ত	...	১,৩১,৫০,০০০	৪৯,৩৪,১১,১৯৯	৭৫	১৩৩১০(ঘ)	৩/১১	৩১৯	৩৫১	৩১১	৩১৪	৩১৪	...
মধু ...	...	৪১,০০,০০০	১,৩০,১১,৩৯৯	১০০	১১৩০(ঘ)	৩/৩৩	...	...	...	...	...	৫
ফেরুসেরা	...	৩৩,১১,৩৭১	১৫,৩০,০০০	১	১১৩(খ)	১৩/৩১	...	...	১৩	...	৩১৩-১৩.৩	...
বাগানবাড়ি	...	১৩,৩০,০০০	১৩,১৩,১১১	৫	৯৩(খ)	৩/৩১	...	৩/৩-৩৬/৩	...	৬/৩-৬৫/৩	৩৩৩-৩/৩	...
ইন্ড ভদ্রলোকদের	...	৩,০৪,১৫,০০০	৩৩,১৩,৫৯৯	১০	(৩:৩)	১১/৩৩	১৩৯-১৫৩	১৫৩/৩-১৫৩/৩	১৫/৩-১৫১/৩	১৫১/৩-১৫৩/৩	১৫১/৩-১৫৩/৩	...
কম্বলাবলি												
আবেলাবাদমহাট	...	১১,১৩,০০০	১৩,৩৩,০৩১	১০	১১	১১/১৩	...	...	১১/৩-১১/৩ (৩৫৫ সেরা)	...	১৫,০ (৩৫৫ সেরা)	...
ইন্ডাস্টেক্স	...	১৩,৩৩,৭৫৫	১৩,৫১,৩৩১	১০১	১১	৩/৩৩	...	৩১-৩৩	...	৩১/৩-৩৫১	৩৩৩৫	...
ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক	...	১,০০,০০০	১,১৫,০০০	১০	১১	১৫/১৬	...	...	...	৩১	...	...
আরাধনাপুরা	...	১৩,০০,১৩৩	... ...	১৩৩	...	১/১৬	...	...	...	...	...	...
ভদ্রলোক	...	১৩,০০,০০০	১,৩১,৩৩১	১০০	৩০(ঘ)	৩/৩১	...	...	১	৩১৫-৩৩১	...	...
বর্ণ ওয়ার্ল্ড	...	১,১১,৫৩৩	১,৩০,০০০	১০১	১১	৩/৫১	...	...	...	...	...	১
বর্ণ বসুধা	...	১,৩০,০০১	১,৫১,১৩১	১৭০	৯৩	১/৩৩	...	...	...	...	...	৯
মিষ্টি দীঘাপুর	...	১৭,১৯,১৩৩	১৯,১১,১৫১	১৫১	...	১৫/১৩	...	...	১৯১-১৬.০	১৯৩-১৯৩	১৯৩০	...
মিষ্টি মাধবপুর	...	১,০০,০০০	১,১১,১৩১	১০১	১৩	৩/৩৩	১১	...	৫৯/৩	...	...	...
শেফালালী	...	১,১১,৩০০	১,৩৫,০০০	১৩১	১১	১৫৫১	...	...	...	...	...	১
বরাভয়	...	৩৩,১৯,১৩৩	১,১১,৩০,০৩৩	১৩১	১৯৩	১১/৩-১১৯/৩	...	...	১৯.০	১৩৫/৩	১৫(১১১)৩	...
ফোম	...	৯০,০০,০০০	১,৩৩,১০,০১১	১০০১	১১১	৩৫১	৫৩১-৫৩১	৫১৩-৫১৫১	১৯১	৩৩৩১-৩১১১	৩১৯১-৩১৯১	...
ভাবর	...	৯০,০০,০০০	১৯,১১,১১১	১০১	১৩৩(ঘ)	৩৩৩	১/৩-১৩৩	৩৩৩	১/৩৩-১.০	...	...	...
রাজীবপুর	...	১১,০০,০০০	১৫,৩১,৩৫১	১০১	...	৩/১৩	...	...	১১১	১১১	১১/৩-১৯৩৩	...
মেঘলা	...	১৩,৩০,০০০	১,১০,০০০	১৯১	১৩	৩/৩১	...	...	...	৩৩১	...	...
বসিরহাট	...	১,০০,০০০	১,১৫,০০০	১০১	১৩	১/১৩	...	...	১৩১৩	...	...	...
শিবপুর	...	১,১০,০০০	১,৩১,১৫১	১১	১১/৩	৩৩৩	...	...	...	৩৩১	...	...
মাইল ভদ্রলোকপুরা	...	১১,৩০,০০০	১,৩৩,০০০	১০	১১	১/১৩	...	...	...	...	১৯১-১১/৩	...
মেট্রোপল বিচিত্র	...	৩৩,০০,০০০	... ...	১০	...	৩৩৩	১৩৩	৩৩৩/৩-৩/৩	১১-১৩৩	১১/৩-১৩৩/৩	১৩৩ ১১/৩	...
কাপড়ের কল												
এলবিন	...	১১,০০,০০০	৩১,৩৩,০০১	১০	১৩৩	৩৩১	৩৩/৩-৩৩৩	...	১১/১	...	১১১-১৩১	...
ভদ্রলোক টেক্সটাইল	...	১১,০০,০০০	১১,১০,০০১	৩৩৩	১৩০	৩৩১	১৩৩/৩-১৩৩৩	১৩৩-১৩.৩	১১/৩-১৩৩৩	১৩৩/৩	১১/৩-১৩৩.০	...
ফেলোরাম	...	৩৩,০০,০০০	৩,৩১,১১১	৩৩৩	১৩৩(ঘ)	৩৩৩১	...	...	...	...	...	৩৩
ইন্ডাস্ট্রাল	...	১৯,০০,০০০	৩,১৯,১১৩	১০০	৩১	৩৩৩১	...	...	১৩১১	...	...	...
ভদ্রলোকী	...	৯৩,১১,০০০	৩১,৩৩,০১৯	১০	১১(ঘ)	১১/৩৩	...	...	...	...	...	...
ভাটিয়ার	...	১,০০,০০০	১১,১৩,১১১	১০০	১৩১	৩/৩১	...	...	...	...	...	৩৩১
বাদলী	...	১১,০০,০০০	১,৩১,১৩১	১০	১৩৩(ঘ)	১১/১৩	...	...	১১	...	...	...
বিড়লা	...	১০,০০,০০০	৯৩,১১,০১১	১০	১১(ঘ)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
ভূইয়া		১৩,০০,০০০	১৩,১৩,১১১	১০০১	৯৩(ঘ)	১১/৩১	...	...	...	১৩১১	...	...
মোহিনী	...	৯,৩৩,০০০ ১৯,৩১,৩১১	১১,৩৩,১৯১	১১১ ...	১৩৩(ঘ)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্ধ ও অন্যান্য হস্তান্তর	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	সময়কাল	বাজার দর					শেষ বছর
						৩০/০৬/৯৮	৩১/০৩/৯৮	১ ৪/০৬	২৪/৩/৯৮	২/৩/৯৮	
চা-বাগান											
ডেভিডসাহাড় ...	৫,০০,০০০	৮,৯৯,১৯১৲	১০০	৩৩৲(শ)	১১/৩৯	—	...	...	...	...	৩৩০৲
লেমাই ও পার্শ্ববিত্তি ...	৯,৯৭,০০০	৪,৯৮,১১০৲	১০৭	১১৲(শ)	১১/৩১	...	...	...	...	...	১১০৲
নিউ মুকাই ...	১,৯৯,০০০	৫,৩১,১৯১৲	১১	৮৫০ (শ)	১১/৩৬	...	...	...	...	...	১১৯৲
পাথারকান্দি ...	১১,৯৭,০০০	৯৮,৬১,০৫১৲	১৯৮	৮০৲(শ)	১১/৩৫	...	...	...	...	...	১৯৮৩
মধুটিলা ...	৩,৯৯,০০০	৩,৯৮,৫১৩৲	১৭	৩৲(শ)	৩/১৫	...	...	...	...	...	১২১৲
পাথারকান্দি ...	১,৯৯,০০০	১১,৯৯,০৯৯৲	১৯৩	১৯৯৲(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	৪৭০৲
বিলাস ...	১৫,৯৯,৩৯৯	৮,১৭,৫৯৯৲	১৯	৩৫০(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	৫৯৲
বেলফারি ...	১,১৭,৩৯৯	১,১৮,৮৩৯৲	১৯	১৯৲(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	১৫৲
লালবেড় ...	১,৯৯,০০০	৩,৩৯,১৯৩৲	১৭	১৯৩(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	১৫৲
সেন্ট্রাল ফাহাড় ...	২০,৯৯,৩৯৯	৩,৪১,৮৩৯৲	১৯৩	৭৯০(শ)	১৯/১৩	...	...	...	...	...	১৯০৲
মাদব ...	৩,৯৯,৩৯৯	১,৯৭,৩১১৲	১৯	১৯০(শ)	১৯/৩৯	...	...	...	...	...	১৯৩৲
লেমাই রিজার্ভ ...	৩,৯৯,৩৯৯	৩,৩১,১৫৮৲	১৭	৯০(শ)	১১/১৩	...	...	...	...	...	১৮৭৩
বাহাদাড় ...	১,৯৯,৩৯৯	১১,১৫,১৯৯৲	১৯৩	৩৩৲(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	৩৩৩৲
হালিমাবা ...	১৯,৯৯,৩৯৯	৪১,৩১,১১১৲	১৭	১৮৲(শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	১১১৲
চিনির কল											
ইউ-পি ...	১৯,৯৯,৩৯৯	১৫,৯৯,৮৫৮৲	১৭	...	৯৫৭	...	...	...	...	...	১৯৯
ঘাঘ ...	৩৩,৯৯,৩৯৯	১৭,১৭,৯৫১৲	১১	...	৩৪১	...	১১১৲	১১৲	১১১৲৩	...	...
লক্ষ্মাণ ...	১৯,৯৯,৩৩৩	৯৭,১৭,৮৫৫৲	১৭	১৯৩(শ)	৩৪১	...	...	...	১৩৯৲-১৩৯৩	১৯৲-১৩৩৩	...
ঘাঘাব মিলিস ...	৮,৯৯,৩১৩	১১,১১,৩১৩৲	৩	১৯৯(শ)	৩৪১	৮৫৩-৮৮৩	...	...	...	...	...
এবাদপুর ...	১,৯৯,৩৯৯	৩,১৯,৯৮৮৲	১৭	...	১৯/১১	...	...	...	...	...	১৯৮৲
ঘাঘাব ...	১৯,৯৯,৩৯৯	১,৯৮,৩৯৯৲	১৭	১৲(শ)	৩/১৩	...	...	...	...	...	১৭৲
ঘাঘাবপুর ...	১৯,৯৯,১৯৯	৪,১৭,৯৩৩৲	১৭	১৲ (শ)	৮/১৩	...	৯৩/৩৩	১৯/৯-১৩/৩	১৩/-১৩/	১৩/৯-১১/৩	...
ঘাঘাব ...	১,৯৯,৩৯৯	১৭,৯৯,৩৫৮৲	১৭	১৯৩(শ)	৩/১৭	...	...	...	...	...	৩৩৩
বদরিপুর ...	১১,১১,৩৯৯	১,৩১,১৩৩৲	১৭	১০ (শ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	১৯৲
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০০৲	৫০ (শ)	১৫০	১২/৩১	...	৩৯৲ (৫. ৩)	...	১৮৩৩ (৫. ৩)	...	...
ভূমিজ ইউনিয়ন ...	২৩,৯৯,৩৯৯-৫৫,৯৯,৩৯৯-টি	২১,১১,৩৯৯৲	১১৲	১৫৩(শ)	৪/৩৭	...	...	...	...	—	...
ভূমিজ ব্যাঙ্কি ...	৩৩,১১,৯৯৲	৩৯,৩৯,৩৯৯৲	(৯১৩ (শ)	১৩৲	...	...	...	...	...	...	...
পাহাড় ব্যাঙ্কাল ...	৮১,৩৯,১১১৲	১,৩৩,৩৯,৩৯৯৲	১৩৩৲	৩৲	১২/৩৯	...	...	...	...	...	৩৭৫
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ...	৫,৩৯,৩৯,৩৯৯৲	৫,৩৯,৩৯,৩৯৯৲	১৩৭৲	৩৲ (শ)	৩/৩৭	৮৩৲-১৩৭৲	১৩৯৲	...	...	১৩৩-১১০৲	...
ন্যেম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৯,১৯,১৯১৲	১১,৩৩,৩৯৯৲	১০৲	৫৩০(শ)	১১/৩৯	১১৲	...	...	১১/-১১৩	...	...
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	১,৩৯,৩৩,৩৯৯৲	১,৩৫১,৩১৩৲	১৩৲ (শ)	৯/৩	১২/৩৩	১১১৩	১৩৯৲	১৩৭৲	১৩১৲	১৩১৲	...
ব্যাঙ্ক অব বরোদা ...	১,৩৯,৩৩,৩৯৯৲	১,১৯,১১,১৩৩৲	১০৲ (শ)	৯৲ (শ)	১২/১১	...	...	...	...	...	১৩৫৫
সিন্ধ ব্যাঙ্ক ...	৫৫,৩৯,৩৯৯	১১,৩৯,৩৯৯	১০৲ (শ)	...	১১/১৩	...	...	...	৩৫৩৩	...	...
বিদ্যুৎ কমার্শিয়াল ...	১,১০,৩৯,৩৯৯	৫,৩৩,৩৯৩৲	১০৲	১৲ (শ)	১১/৩৯	...	৩৯৲-৩৫৲	...	৩৩৫৩-৩৯৩৩	...	...
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৫,১১,৩৯৯৲	১,৩৫,১১,৩৫৯৲	১৫৲	৯৲	১১/৩১	৮৩৲	৮৩/৩	১১/৩	১১৩৩	১১/৩	...
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
ইউ-পি ...	৫৫,৩৯,৩৯৯৲	১৯,১৯,১৮৩৲	১৩৩৲	৭৲	৩/৩১	...	—	...	—	—	১১১৩

বোম্বে প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড

বিবরণ	আনুমানিক মূলধন (লক্ষ টাকায়)	সদস্য ও অন্যান্য বিবরণ	প্রতি সদস্যের আনুমানিক মূল্য	ঋণ আদায়ের হার	সদস্যপদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	মোট আয় ঋণ
বন্দরসমূহ											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

অগ্নি, মৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
চৌর্য সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলি ৩৭

১ম খণ্ড ১১ সংখ্যা কলিকাতা, বুধবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৫ ; ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৮ [মূল্য ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্ষশেষে	৫১৫	সঞ্চয়	৫২৬
আয়কর নির্দ্ধারণের মূলনীতি	৫১৭	ব্যাঙ্কারের কথা	৫২৪
প্রসঙ্গিক	৫১৯	পরলোকের যাত্রায়	৫২৭
বিবিধ	৫২১	অর্থনীতিক	৫২৮
সাময়িকী	৫২২	বৌথিক	৫২৯

বর্ষশেষে

পরম নির্ভরের একটি বৎসর মহাকালের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। —১৩৪৪ লইয়া আমরা গর্ব্ব করি না। ওই বৎসরে ভারতবর্ষ "স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে" বলিয়া আমরা প্রচারের কথা মনে করিতেও আজ যেন লজ্জাবোধ হয়। ১৩৪৪ সালের ভবিষ্যতের সম্বন্ধেও কিন্তু মনের ভাব ঠিক এমনটি ছিল না। সেদিন আশা ছিল, গর্ব্ব ছিল,—মনে হইয়াছিল এতদিন একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম ; আমাদের দুরন্ত সৌভাগ্য, এ আমাদের পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতির ফল। সেদিন মনে হইয়াছিল, অনেক কিছু ঘটিবে,—এই ত মোটে সুরু। স্বাধীন জীবন লইয়া, মুক্তমনে নিঃ লইয়া আকাশের দিকে হাত বাড়াইব, পৃথিবীতে মাথা উঁচু করিয়া পথ চলিব। দাসত্বের অপমানের লেখা ললাট হইতে আজ সত্যই মুছিয়া গেল। পৃথিবীতে কাহারও চেয়ে আমরা যে হীন, একথা মনে করিয়া লজ্জিত হওয়ার কলঙ্ক হইতে আজ বঞ্চিত হইলাম। অতঃপর "ভারতবাসী" বলিয়া বিশ্বসভায় পরিচয় দিতে অহঙ্কারে, আত্মপ্রসাদে হৃদয় বিস্ফারিত হইবে। বৈশ্বিক ভারতবর্ষের সম্মুখে, আমেরিকার সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, মহাভারতের পুণ্য কাহিনীর ধারক বাহক আমরা, স্বাধীনতা-সাধনার ব্রহ্মচর্য্য শেষে সেদিন যেন স্নান করিয়া উঠিলাম। এইবার আমাদের সংসার ধর্ম্মের সুরু,—এইবার আমাদের দেশের জন্য, জাতির জন্য জীবন সংগ্রাম আরম্ভ। সেদিন মনে ছিল আশা, আজ সেখানে দেখা দিয়াছে লজ্জা। সেদিন চোখে ছিল আলো, আজ আছে ধাঁধা,—আজ দেখা দিয়াছে ভবিষ্যতের জন্য আশার পাড় কালো ছায়া।

নীতিহীন বলবিলাসের নিকট বলি দিতে কুণ্ঠিত হই নাই। সহস্র নিষ্পাপ শিশুকে আমরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছি, সহস্র মা বাজনেনীকে আমরা দুঃশাসনের পশুত্বের হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই "স্বাধীনতার" পূর্ণচন্দ্রে আমাদেরই নেতৃস্থানীয় মনুষ্যত্বহীনতার কলঙ্করেখা পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা আজ মুছিয়া ফেলিব কি উপায়ে আমাদেরই পরম সৌভাগ্যের জন্য যে পরমাত্মীয়দের আমরা চিরতরে অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের প্রতি ব আমাদের করুণা নাই, প্রীতি নাই, করুণা নাই - নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের লক্ষ্যানুসারে যাহারা আমাদের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন সহজ করিয়া দেয়, নিজেদের অসীম দুর্গতির সম্ভাবনার কথা ভ পরিত্যাগ করিয়াও যাহারা আত্মবলিদান পূর্ব্বক মাতৃভূমির অপমানের আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের আজ আমরা পর করিয়াছি। তাহাদের প্রতি আজ অনেক প্রীতির জন্য নহে, পরম কৃতজ্ঞ জন্য নহে, গৌরবের জন্য প্রশংসার করিয়াছি। তাহাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি করণীয় কিছু নাই, কিন্তু আমাদের বন্ধুতা অ নিরাপদ নিশ্চিন্ততার বাস করিয়া তাহাদের প্রতি আমাদের দুরু নিঃসারিত বাণী আছে : আজ ১৩৪৫ সাল।

এই পরম স্মরণীয় বৎসরে ভারতবর্ষের ইতিহাস সকল নরনারীর চক্ষে অসম্মান ইত্যাদির কলঙ্কিত কাহিনীতে সমৃদ্ধ হ সেছে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা এই যে, পাপে পাপে প্র পাইয়াছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৌধেরা, সেখা গিয়াছে চিন্তাধারা কলঙ্কচিহ্নে সমাচ্ছন্ন বলিয়াছেও একেবারে অভাব। কোন অসম্মা আমরা অসম্মান বলিয়া মনে করি নাই, কোন লজ্জাকর ঘটনা

। কথা ভাবিয়া তাহা শুনিয়াছি,—চোখের সম্মুখে কিছু ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহাতে কেবলই মনে হইয়াছে 'এই রীতিমত'।

যে বৎসরটিকে এইমাত্র অতিক্রম করিয়া আসিলাম তাহার জন্য দোষের দায় নাই। কারণ ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্তার কারণ এই বৎসরে ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে যিনি ছিলেন আমাদের পরিচয়স্বরূপ, যিনি ছিলেন বিশ্বসভায় আমাদের আত্মমর্যাদার প্রতীক, তাঁহাকে যে বৎসরে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। পিতৃহত্যার মহাপাতকে ৪ মাস ভারত ইতিহাসে চিহ্নিতকৃত হইয়া রহিল।—মহাত্মাজীকে ত্যাগ করিয়াছি,—তাঁহার কোন শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করি । অথচ বাহ্যে ও বচনের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশেরও আমাদের নাই। তাঁহার নিকটতম যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও খুব অল্প ব্যক্তির জীবনেই মহাত্মাজীর জীবন-আদর্শ পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত হইতে দেখিয়াছি। বেশীর ভাগ নেতার মধ্যেই দেখিয়াছি দ্বৈত মনোবৃত্তি,—মনস্তত্ত্বকে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার একান্ত প্রয়াস। ক্ষুদ্র মহৎকুল জীবনকে হইতে প্রাপ্ত কিছুতেই নহে। গান্ধীজী সব । বুঝিয়াছি ভাবিতেছি পারিতেন, শেষ অবধি মৃত্যুর পর্যন্ত। ভুল যে করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু সেগুলা এড়াইবার কোন প্রয়াসই তিনি তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে আমরা সত্যই ভালোবাসিয়াছি, করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি নাই। এই বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, ভারতবর্ষ এই বৎসর জীবনের, অতবড় একটা মহাপ্রাপককে ব্যর্থ করিয়া ।—১৩৪৪ সালের শিক্ষা :

। পরিবর্তন ঘটিয়াছে ১৩৪৪ সালে, ঘটিয়াছে কোটি কোটি ত ভাগ্য পরিবর্তন। অথচ সমাজজীবনে তাহার অনুভূতি দেখি নাই। । জীবনে তৎসম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ্য করি নাই। এ পরিবর্তনের কোথাও প্রাণের স্পর্শ দেখিতেছি না। আমরা যে 'আধীন', পলব্ধির সম্যক স্ফূর্তি খুব বেশী মানুষের মধ্যে যি দেখিলাম না। স্বাধীনতা অর্জনের ফলে দায়িত্ব যে আমাদের । বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বার্থত্যাগের ও আত্মত্যাগের যে আমাদের সমাপ্তি হয় নাই, বরং নবপর্য্যায়ে তাহা এইবার আরম্ভ করিবার একথা চিন্তা করার মত লোক খুব বেশী দেখিতে পাইতেছি না। অন্তার তা সর্ব্বত্র পূর্ণ, নানার বিরাজ করিতেছে, পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু কোন দিক হইতে পথের নির্দ্দেশ পাইতেছি না। ন করিয়া কেহ ভাবিতেছেন না, পরিষ্কার করিয়া কেহ বলেন না। উক্তি ও বক্তৃতার প্রাবল্য দেখিতেছি, কিন্তু সারবত্তা দেখি না। দলীবাজিরা দেশের জন্য বিস্তৃনাশ চিন্তিত নয়, প্রধানত এরা দেশ উদ্ধারে ব্যস্ত : প্রথম পক্ষ নিজের কোলে ঝোল ও ব্যস্ত, দ্বিতীয় পক্ষ কাজ না করিয়া পরের রোজগারের রে ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে বিপুল ধৈর্য্যের প্রতীক আমাদের

হইতে যে কে-মন্ত্র তাহা জানিবে, সে-চিন্তায় তাঁহারা কাতর নন। একটা পরিষদের সংস্থান নাই, কিন্তু হস্তী তাঁহারা কিনিয়েছেন। তাহারই ফলে সদ্য স্বাধীনতা অর্থনৈতিক বাধনার অভাবে মুহ্যমানতার শেষ নাই এবং উৎপাদন হ্রাসের অন্ত নাই—১৩৪৪ সালের দান।

ওদিকে কাশ্মীরে যুদ্ধ চলিতেছে,—জীবন সংগ্রাম। দিনে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া খরচ। শুধু কাশ্মীরে যুদ্ধ নয়, কূটনৈতিক জগতেও কাশ্মীরী সংগ্রাম চালানো হইতেছে। ফ্লাইং ডলার কত যে খরচ হইয়া গেল আয়েঙ্গার মহাশয়ের কাশ্মীরবিধিতে—যেদিন তাহার পূর্ণ হিসাব প্রকাশিত হইবে, সেদিন যে আমরা বিস্ময়াহত হইয়া যাইব তাহাতে সংশয় নাই। কাশ্মীরে চলিতেছে যুদ্ধ, ইউ-এন-ও'তে চলিতেছে নাটক। মাঝখান হইতে আমাদের মূল্যবান অবস্থা। শেখ আবদুল্লা কিন্তু ইহার মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া ধমকিতেছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের সহিত ভারতীয় প্রায় আচরণ না করিলে, এর কাজের পরেও কাশ্মীরী মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র-অবলম্বিত নীতির সফলতার বিস্ময়কর পরিচয়।

যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন, ১৩৪৪ সাল এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে। কিন্তু তবু আমরা খুব কুণ্ঠিত যুদ্ধের কথা বলিব না। কারণ আমাদের অধিকাংশ চরিত্র যেরূপ ঘুঘুরু উক্তির দ্বারা ঝাঁ হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবী যদি অদূর ভবিষ্যতে বিশাল রণাঙ্গণে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে যে ভারতবর্ষ নিলিপ্ত থাকিতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব। সেক্ষেত্রে আমাদের দুই দলের মধ্যে এক দলের সহিত ভিড়িতেই হইবে। যেখানে আমাদের স্বার্থ, সেখানেই আমাদের দল। একথা পরিষ্কার করিয়া ১৩৪৪ সালে বলা উচিত ছিল। তাহা হয় নাই। আদর্শবাদের উক্তি করা হইয়াছে তৎপরিবর্তে। কিন্তু আমরা আর্থিক বোমার যুগে বাস করিতেছি একথা ভুলিলে চলিবে না। আর্থিক বোমা সম্ভবতঃ 'সংকথা' গ্রাহ্য করে না। যাহা গ্রাহ্য করে তাহার জন্য প্রস্তুতি ১৩৪৪ সালেই শুরু হওয়া উচিত ছিল,—কিন্তু হয় নাই। অতএব এদিক দিয়া ১৩৪৪ সাল উপেক্ষিত।

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা দশ-অতিক্রান্ত বৎসরটিকে লইয়া সেই জন্যই শোক করিতেছি না। ওই বৎসরে "স্বাধীনতা" অর্জন করা সত্ত্বেও উহাকে লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি না। আজ, কাল, পর—ইহার মধ্যে একটারও সন্ধান ওই বৎসরে পাই নাই। কোনদিক দিয়া কোন অবস্থারই উন্নতি ওই বৎসরে দেখি নাই। দেশের জনসাধারণের মনের গতিপ্রকৃতিতে স্বাধীনতার্জনিত কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করি নাই। জাতির জীবনের হিসাবনিকাশ করিলে ১৩৪৪ সালে প্রাপ্যশক্তি সঞ্চয়কল্পে ব্যয়িত হইয়াছে—অপব্যয়িত হইয়াছে—কিন্তু আয়ের হিসাবে কিছুই পাই নাই। এ-চিত্র দুঃখের। কিন্তু তবু আজ নববর্ষারম্ভে আশা করি। এইজন্য আশা করি যে, আমাদের এই নবীন রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার, ইতিমধ্যে অজস্র ভ্রম করিয়া থাকিলেও তাঁহারা যে সে-সকল

অবশ্য কথা এই যে, তাঁহাদের জীবনের পূর্ণ ইতিহাসে গৌরবময়। তাঁহারা সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেশের জন্য, জাতির জন্য তাঁহারা সর্বস্বপণ করেন। কাজেই মূলধনটি সত্ত্বেও তাঁহাদের সততায়, তাঁহাদের আন্তরিকতায়, জাতির দুঃখে তাঁহাদের বেদনাবোধে সংশয় প্রকাশ করি না। সেইজন্যই আজ এই নবযের শুভ প্রভাতে আশা করি সর্বত্র অন্তত অন্তে এইবার শুভ আসন্ন, এইবার কল্যাণ আসন্ন, এইবার গৌরব আসন্ন। ১৯৫৫ সাল ভারতবর্ষের জন্য শান্তি বহন করিয়া আসুক, বহন করিয়া আসুক প্রীতি, বহন করিয়া আসুক আনন্দ, আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

শিল্পনীতির পুনরালোচনা

ভারতের শিল্পনীতি ঘোষিত হওয়ার পরে সপ্তাহকাল অতীত হইতে চলিল। ইতিমধ্যে আলোচ্য ঘোষণা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই ঘোষণার সমর্থন ও সমালোচনা করা হইয়াছে। আমরাও বিগত সংখ্যায় প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণার তাৎপর্য লইয়া আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে ইহার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে আমরা পুনরালোচনা করিতেছি।

এই ঘোষণাতে জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই নীতির অন্তর্নিহিত অস্পষ্টতার উল্লেখ না করিয়াও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বর্তমানে আমাদের দেশের শিল্পের কি ইহাই প্রধানতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল? বস্তুত, নীতি হিসাবে দেশরক্ষা-মূলক এবং মৌলিক গুরুত্ব-সম্পন্ন শিল্পাদিকে জাতীয়করণের প্রস্তাব ইতিপূর্বে আরও অনেক স্পষ্ট করিয়া জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক ঘোষিত হয়। তৎপরে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাদলকর্তৃক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এই নীতি স্বীকৃত হওয়ার পরে এই সম্পর্কে আর কোনও সমস্যাই প্রায় থাকে না। কারণ জাতীয়করণের লক্ষ্য হইল কে-মালিকদেরই তাঁহাদের প্রতি নির্দিষ্ট বোম্বাই পরিকল্পনা রচনা করেন। অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তদানীন্তন অর্থসচিব জনাব লিয়াকৎ আলী খান তাঁহার বাজেট প্রস্তাবে আশু সমস্যা হয় (?) প্রতিষ্ঠার অভিসন্ধিমূলক উৎসাহে জাতীয়করণ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ, অবশ্যই সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিকূলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থল ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগতভাবে বরাবরই মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাড়া জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক এবং তদনুসারে বোম্বাই পরিকল্পনাতে স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকারের জাতীয়করণ সম্পর্কে যে নীতি স্বীকৃত হয়, তাহাতে কংগ্রেস-লীগ সরকারের অর্থসচিবরূপে জনাব লিয়াকৎ আলীর এই ভীতি প্রদর্শনের খোলাখুলি প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। ফলে মালিক শ্রেণীর মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারত সরকার হইতে লিয়াকৎ আলী সাহেবের বিদায় গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ কংগ্রেসরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই মালিকদের মন হইতে যেন জাতীয়-করণের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার কথা। বিশেষত ইতিপূর্বেই বিভিন্ন বণিক সভায়, পার্লামেন্টের প্রয়োত্তর কালে এবং বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে ভারতসরকারের শিল্প, শ্রম এবং রাজস্বনীতি সম্পর্কে যে সকল আভাস দেওয়া হয়, মালিকদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং এক্ষণে সেই জাতীয়করণের নীতি বিস্মৃত করিয়া, অথচ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্নিহিত রাখিয়া ভারত

বিস্তারিতঃ আলোচ্য ঘোষণাতে সরকারের শ্রমিকনীতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উৎপাদন প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার মাত্রা অনুপাতে উৎপাদন লভ্য মুনাফাতে মালিকের সহিত শ্রমিকও ভাগ-ভাগ করিয়া লইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা সৃষ্টি করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই নীতি সরকারের জনকল্যাণধর্মী সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু এখানেও আমরা সেই পুরাতন প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করিব—ইহাই কি আমাদের শিল্প অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা ছিল?

শ্রমিক ধর্মঘট ও শ্রমবিরোধজনিত নানারূপ কার্য বিরতির ফলে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা যে সর্বদিক পর্যুদস্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এই বিরোধ না হইলেই যে আমাদের উৎপাদন পরিমাণ খুব সন্তোষজনক হইত, তাহা মনে করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ কারখানা ও শিল্পসমূহে আধুনিক সাজসরঞ্জামের অভাব শ্রমিকের পূর্ণ প্রচেষ্টাকেও আশানুরূপ ফলপ্রসূ করিতে পারিত না। তাহাড়া শ্রমিক ধর্মঘটগুলি যে কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে রাজনীতির দিক হইতে দলাদলির উস্কানি, অর্থনীতির দিক হইতে উচ্ছৃঙ্খলা ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত দৈনন্দিন দুঃখ কষ্টই প্রধান কারণরূপে কাজ করিয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির অবসান এবং সেই সঙ্গে ছাঁটাই তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের বিকল্প সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই শ্রমিক অসন্তোষ পূর্ণমাত্রায় প্রশমিত হইত বলিয়াই আমাদের ধারণা। ইহা খুব কষ্টসাধ্য কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে মূল্যাবনতি ঠেকাইয়া শ্রমিকদের দুরবস্থার অবসান করা।

কিন্তু কয়লা খনির শ্রমিক এবং রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মচারীদের জন্য ভারত সরকার যে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করেন, তাহাতে উপরিউক্ত সমাধানের বিপরীতাচরণই করা হয়। কারণ এইরূপ বেতন বৃদ্ধির ফলে একদিকে উৎপাদনের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের সাধারণভাবে অসন্তোষবৃদ্ধি হয়। ইহার জন্য শ্রমিকদের উপর দোষারোপ করা সম্পূর্ণই নিরর্থক। কারণ একটি শিল্পে শ্রমিকদের বর্তমান উপার্জনকে যখন অপ্রচুর বলিয়া স্বীকার করা হইল তখন অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকগণ নিজেদের উপেক্ষিত মনে করিয়া যে বিরোধের পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। অথচ এই নীতির সর্বাপেক্ষা কৌতূকাবহ তাৎপর্য এই যে, ইহাতে ছাঁটাই বন্ধ করা অথবা ছাঁটাই তালিকাভুক্ত কর্মচারীদের জন্য নূতন কোন সংস্থান করা সম্পর্কে কোনই ব্যগ্রতা নাই। অর্থাৎ একযোগে সরকার বর্ধমান উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি করিলেন এবং সাথে সাথেই ছাঁটাইয়ের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া নূতন নূতন বেকার সৃষ্টি করিবারও সুযোগ রাখিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের জনাব লিয়াকৎ আলীর বাজেটের কথাই মনে পড়িতেছে। নূতন নূতন চাকুরী সৃষ্টি করিবার জন্য কোন সরকারী রাজনীতির ব্যবস্থা না করিয়া বর্তমানের আয়বৈষম্য দূর করিবার কপট উৎসাহে যখন লিয়াকৎ আলী সাহেব নিজেকে লেনিন বিশেষ মনে করিয়া গর্বিত বোধ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি এই কথাটা সম্যক বিবেচনা করেন নাই যে আমাদের অর্থনীতির সমস্যা প্রধানত আয়বৈষম্য নহে, সমস্যা বিকৃত কর্মহীনতা। এই কর্মহীনতা দূর করিবার জন্য আবশ্যক নূতন নূতন শিল্পের পত্তন এবং তজ্জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতা। সরকার যদি শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য মালিকদের জাতীয়করণের পক্ষকুল ভীতি প্রদর্শন না করিয়া, স্বীয় কর্তব্যবোধে নূতন শিল্প পত্তনের ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিকদের [illegible] বেতনবৃদ্ধির আশঙ্কা এবং উচ্চতরমূল্যজনিত আর্থিক দুরবস্থা দূর

করিতে পারিবেন তাহা হইলেই শিল্প-বিরোধ ঘটিত না। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, বর্তমান ঘোষণায় নূতন শিল্প পত্তন সম্পর্কে শুল্ক-উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও সরকারের অনিচ্ছা অথবা শিল্পপতিদের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার এক নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মতে এই সরকারের বিতর্কিতকে যদি মূলধনীর নিকের অধিক উৎপাদন প্রচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ (production bonus) ভোগ করা হয় তাহা হইলেই সর্বাধিক উপকার হইবে।

তুলার শিল্প সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট কিন্তু উৎসাহজনক আশ্বাস দান করা ছিল আলোচ্য ঘোষণাতে শিল্পের বিস্তৃত প্রয়োজনাদি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এই ঘোষণা হইতে জানিবার কিছু নাই তাহার সরকার কোন্ কোন্ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দান করিবেন এবং তদনুসারে সেই সব শিল্পসমূহ গঠনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই গুরুত্বকে ক্রমান্বয়ীকরণের ভিত্তি হইতে দেখা বিচার করিতেছি না, ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি অনুসারেই তার করিয়া দেখিতে বলিতেছি। লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্র, তৈল, সূতীবস্ত্র তুলা শিল্পেরই প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এই শিল্পগুলির যে প্রয়োজনটি প্রথম সম্পন্ন হইলেও ভারতের সম্পদ ও মূলধনীক বাণিজ্যের ভিত্তিতে ইহাদের মধ্যেও আবার অধিকতর লাভজনকগুলিকে বাছাই করিয়া লইতে হইবে।

এই কয়েক উদাহরণ উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। যে ৬০০টি মিলের বস্ত্রশিল্প বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। যন্ত্র অপর একটি প্রধান শিল্প পাট। কিন্তু আজিকার ভারতবিভক্তির ফলে আঁশের তুলা এবং শতকরা ৮০ ভাগ কাঁচা পাট পাকিস্তানের ভূক্তি হইয়াছে, অথচ পূর্বতন অবিভক্ত ভারতের অংশ হইলেও কিন্তুকালে কোনদিনেই ভারতের নজরকাড়া বস্তুরূপে বলিয়া আখ্যাত হয় নাই। এতদবস্থায় পূর্বের মত এখনও কি রপ্তানী বাণিজ্যের এই পাট ও বস্ত্রশিল্পের উপরেই নির্ভর করিবে, না জাতির অর্থনীতিতে এই শিল্পের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া লৌহ ও ইস্পাত এবং যন্ত্রাদি শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবে? এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যায় যে পাটের ক্ষেত্রে কাঁচা পাট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিদেশী ক্রেতা দেশগুলিতে পাটের কৃত্রিম বিকল্প সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জাপান ও বৃটেন যদি প্রাক্-যুদ্ধ কালের ন্যায় তাহাদের রপ্তানীর মান পুনরায় উন্নত করিতে পারে, তাহা হইলে বস্ত্রশিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা ক্ষীণতরই হইবে। অথচ অন্যান্য শিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। এই শিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে ভারত তাহা দ্রব্য বিনিময়ে রপ্তানী করিয়া, তথা হইতে যন্ত্রাদি শিল্পের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানী করিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রাদি আমদানীর সহিত আবার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অধিকতর উন্নতির একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। কারণ এই শিল্প গঠনের পথে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতাই প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে উন্নতি লাভের সুপ্রচুর রহিয়াছে এবং, রপ্তানির অধিকারভুক্ত এশিয়াতে হিসাবের মধ্যে না ধরিলে, জাপানদলের সমগ্র এশিয়াতেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এত বিরাট সম্ভাবনা আর কোথাও নাই।

কিন্তু এইরূপ সুস্পষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করিতে হইলে দেশের বিস্তৃত অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। সূতী ও পাটশিল্পের গুরুত্ব লাঘবের সাথে সাথে কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য হিসাবে তুলা ও পাটের চাষ কমাইয়া ইক্ষু প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং যবাদি, চা, কফি ও তামাক প্রভৃতি আবাদী শস্যের চাষ বৃদ্ধি করিতে হয়। অনুরূপ ভাবে বস্ত্রশিল্প রপ্তানীমুখী না হইবার জন্য, তুলা শিল্পের পরিকল্পনায় চরকা অপেক্ষা কৃষির আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সরবরাহদান এবং শিল্পক্ষেত্রের বেসামরী কেন্দ্রকরণেই পল্লীগুলিকে গড়িয়া তোলা উচিত। আবার লৌহ ও ইস্পাত এবং খনি ও রাসায়নিক শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি হওয়াতে এই সকল শিল্পে আন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা যাহাতে হ্রাস পায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সর্বোপরি দক্ষশ্রমিকের প্রচুর সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনাগুলির আশু সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হওয়া দরকার। কিন্তু উহার কোন কিছু প্রয়োজন সম্পর্কেই আলোচ্য ঘোষণায় কোন নীতি ঘোষিত হয় নাই। শিল্পসংরক্ষণ বর্তমান রাজনৈতিক মতবিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইলে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিলেই নয়, কেবলমাত্র সেই সম্পর্কেই শিল্পনীতি ঘোষণায় কিছু পক্ষপাতহীন উক্তি করা হইয়াছে।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা ১,

ও শাখাসমূহ :

প্রাসঙ্গিক

পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নীতি

কলিকাতার সরকারী জনসংযোগ সম্পর্কিত অফিসার ও সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম বঙ্গে যে বাস্তুহারাদের সম্পর্কে ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ভারতসরকারের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার একদিকে যেমন পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের নিজেদের এবং কেন্দ্রসরকার অর্থসাহায্য দিয়ে তাহাদের সাহায্য করিবেন, অন্যদিকে তেমনই পশ্চিম বঙ্গ সরকার বা ভারতসরকার এমন কিছুই করিবেন না, যাহাতে পূর্ব বঙ্গ হইতে হিন্দু জনসাধারণের দলে দলে আসিতে উৎসাহ পায়।

পাকিস্তানের তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য কেন্দ্রে যেরূপ একটি সালিশী বোর্ড গঠিত ও উহার যেরূপ কাজ করিতেছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারও একটি সেরূপ ইতিমধ্যেই গঠিত করিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ বোর্ডের ন্যায় পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন এবং অভাবঅভিযোগ উপলব্ধি করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ বোর্ডের একজন সদস্য কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্য হিসাবে ঢাকায় যাইবেন। আশ্রয়প্রার্থীদের বেআইনীভাবে উপরে বসিয়া কতকগুলি লাভ-কমিটিতে বিভক্ত হইয়া প্রাদেশিক পুনর্বসতি বোর্ড কাজ করিবেন। প্রত্যেক লাভ-কমিটি আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি ও কর্মসংস্থানের গ্রাম করার সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হইবেন। তাঁহার লাভ-কমিটি আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কাজ খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। এই ব্যাপারে উক্ত ঘটি প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারত সরকারের যে অফিসগুলি এতদিন কাজ করিতেছেন, সেই অফিসগুলির সহিত সহযোগিতা করিবেন। তৃতীয় লাভ-কমিটি আশ্রয়প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। তৎসম্পর্কে, প্রয়োজনীয় উপলক্ষে ইতোমধ্যে যে সুবিধা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইবার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

এই সকল আয়োজনকে আমরা কিছু মনের মনে করি। এই সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ঐরূপ অধিবেশন শীঘ্র যে হওয়া এবং বিস্তৃত ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত করিবেন। তৎপরতা ইহা কাম্য। এই সম্পর্কে আমরা কিছু মনের মনে করি। এই সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ঐরূপ অধিবেশন শীঘ্র যে হওয়া এবং বিস্তৃত ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত করিবেন। তৎপরতা ইহা কাম্য।

এইরূপ নীতি বিশ্লেষণের মুখবন্ধে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় "কোন কালেই পূর্ব-বঙ্গের সমস্ত হিন্দু জনসাধারণকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না" বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তৎসম্পর্কেও আমাদের আপত্তি আছে। আমাদের এই আপত্তির সমর্থনে "সংবাদের বাহিরে আর সমস্ত হইতে মুক্তবঙ্গের সমস্ত হিন্দু জনসাধারণকেই পশ্চিম বঙ্গে স্থান দেওয়া যাইতে পারে" বলিয়া তাঁর বেতার ভাষণে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যায়। তাঁর সমস্ত এই আশ্বাস সম্পর্কে তাঁর আমাদের বক্তব্য এই যে, বাস্তুহারাদের সমস্যাটিকে কেবলমাত্র উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে পূর্ব বঙ্গ এবং ভারতের বহু প্রদেশের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা সহজ হইয়া যাইবে।

পাকিস্তানের লাল মেঘ

করাচীর হইবার পূর্বে ও পরে এ পর্যন্ত ভারত নানা দিকের সম্মুখীন হইয়াছে: কলিকাতার দাঙ্গাকালে, বোম্বাইয়ের বন্দরের, নীলাখরাজের ও পাঞ্জাবের বাস্তু-সমস্যা এবং সর্বোপরি কাশ্মীরের যুদ্ধ বিগ্রহ ভারতীয় জনসাধারণকে ইতিমধ্যেই ক্লান্ত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে উপরে—এবং সেখানে সেখানে আজ যুদ্ধের রক্তে নিমজ্জিত হইয়া আছে ভারতের বহু নিরুপায় হইয়া আছে ভারতীয় সরকারের দিকে এবং এই সরকারের প্রধান এবং উপপ্রধান নায়ক পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের দিকে। ভারতীয় সরকারের অন্যতম জনসাধারণের মুখে মোহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত অর্ধকোটি নরনারীর পুনর্বসতি ভার গ্রহণ করিয়া আনিয়াছেন এবং কাশ্মীরের পরিস্থিতির প্রধানমন্ত্রীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই সকলই আমরা আশিয়া বুঝিয়াছি পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যা এবং এজন্যের আরও সরকার অধিকতর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

এই সব জরুরী প্রয়োজনে আরও ব্যস্ত থাকায় সম্প্রতিই ভারত সরকার রাজনৈতিক দলাদলিকে সমস্ত এড়াইয়া চলিয়াছেন বলে, হায়দ্রাবাদে নিজাম সরকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং ভারতবিরোধী কার্যকলাপ অবশেষে দমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদ প্রতিরক্ষার প্রধান অধীশ্বর কাসিম রাজভী, তাঁর সরকার বিশেষে ভারত হায়দ্রাবাদ রাজ্য সম্পর্কে নিজস্ব অধিকার স্বীকার করিয়া লন। নিজামকে ইতিহাস বিচারে বসাইয়া বলে করিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আভ্যন্তরিক প্রশাসনের প্রয়োজনীয় বিদেশী নিজাম সরকার প্রত্যেক রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। ভারত সরকারের এ কল্পনা সম্পর্কে আমরা প্রথম হইতেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সে-আশঙ্কা মর্মান্তিক ভাবে সত্য হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদের সরকারের,পরোক্ষ সমর্থনে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকগণ অস্ত্রশস্ত্রে ও বিপ্লবের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালাইতে থাকে। হায়দ্রাবাদের প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২,০০০ সত্যাগ্রহী এই কারাগারে হয়, হায়দ্রাবাদের বাহিরে সত্যাগ্রহীরা উহার সমর্থনে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

ইতোমধ্যে ভারতসরকার নিজের কোন দল আর অধিক অপেক্ষা করেন নাই। তিন হায়দ্রাবাদের রাজাকারদের সম্পর্কিত এক সপ্তাহের ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সভাপতি কাসিম রাজভী প্রতিশ্রুতি না পালন হায়দ্রাবাদের মুসলমানের উপরে উৎপীড়ন কোথাও করা হইবে না বলিয়া যে যে করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আর বাক্য অবলম্বন করা হইতে পারে কিনা অধিক বিলম্ব হইলে যাই কারণেরই ঐতিহাসিক কারিগরীর উল্লেখ করিয়া বিলম্ব বলেন, "সমর বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সাড়ে-তিন কোটি মুসলমান ইসলামের সংরক্ষণ উহা করিবার জন্য হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের বাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছে। মুসলমান সামন্তরাজারা প্রচুর অর্থ দেশ করিয়া মুক্তে রাজা খুন দিয়া এই বাহিনী গঠিত করিয়াছে। হায়দ্রাবাদের রাজ্যের সাড়ে-তিন কোটি মুসলমান মাথের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম ও ধার্মিকতার আর ধার্মিক রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক মুসলমান করিবে, অধিষ্ঠিত থাকিবেন ইহাই উদ্দেশ্য। ভবে ...এই মুসলিম রাষ্ট্রের কাজের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং অ সমস্ত হয়, তেমন দেখা হবে নহে। ... ও ... করিয়া আমরা রাজিয়াছি—আর পাকিস্তানে অধিষ্ঠিত হউক বা না হউক আমরা অ রাজিস্তানের পালনকর্তা চালাইয়া যাইব। ...অ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ও প্রস্তুত।"

নবম জেনেভাতে সম্মুখে ইত্তেহাদুল ... পরিচয় উপস্থিত করিয়া এবং ইহার পরেও কি সরকার কর্তৃক রাজাকারদের সম্পর্কে কোন বা অবলম্বন সম্পর্কে ঔদাসীন্য হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ও সরকারের অধিবেশে সাধারণ প্রস্তুতি করিবার ব ঘটেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার বিনম্রভাবে যে কার্য ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক কর্তৃপক্ষকে উপ

...হয়ের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, 'আপনারা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন। সময় বসিয়া ... পশ্চিম বেঙ্গল জোরালোভাবে ঘোষণা করেছে যে, ... দেশটি পৃথিবীর দ্রুতগতি বৃদ্ধিশীল দেশ। সেই প্রথম বৈদেশিকী উৎপাদন-পশ্চিম দীর্ঘায়ত ... দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন করিতে হয়। ... পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ... যে সকল মুসলমান সকলে জীবন পণ ... হয়েছেন সকলকারক ও অন্যায়ের পরিণাম ... এই অবস্থানের ফলেই একটা প্রবল বৈদেশিকীর বিরুদ্ধে সাকলোর সহিত ... আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে। ... দুকরাষ্ট্র এদের সাথের উপর আক্রমণ ... যে মনে রাখিবেন সাড়ে-চারি কোটি মুসলমান ... বিশ্বাসের মুখ দিকে আছে করিবে। ... দেশের মুকরাষ্ট্রকে সুচিন্তিত দিকা দিবে।"

... তাদের সাথে সাথে অবস্থানে ভারবিদ্ধ ... বিরোধের কাছ হইতে 'সি' ডেমোক্রাটীয় পার্টি ... কাউন্সিল সদস্য প্রতিনিধিদের টীম এই প্রথই ... দিনের উত্তরে অন্য পরিচয় নেতৃত্ব তাদের ... যে সব অর্থনীতিবিদ কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু ... যথেষ্ট নহে। এংলোস্যাক্সে সমাজতন্ত্রীদলের ... কাছে করিবার সম্প্রদায়ের শ্রীমতী অরুণা আসফ ... যে মন্তব্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা আমাদের ... মত জ্ঞাপন করিয়াছি। ভারতরাষ্ট্রের সমস্ত ... পরিচালনার ভেতর প্রবেশ করিয়া তিনি ... ব্রেন 'আসল এবং অসল দুষ্টদের দ্বারা ... দেশের সম্মুখে তুলে ধরিয়াছেন। তাতে সন্দেহ ... যেসব তাদের অবস্থান না করেন তবে এই ... বিশ্বাসই দূর হইতে না এবং ভারতরাষ্ট্রের ... যে বিদেশনীতির প্রসার করিয়েছেন, তাহা ... করিলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা-বিষয়ও ... হইবে।"

ট্রেড ইউনিয়নের সম্মেলন

...হইতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ... বেসরকারি অধিবেশনের জন্য বিভিন্নভাবে বাঙ্গলার প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিকাতায় হয়। এই সম্মেলন শ্রমিকদের স্বার্থ কার সম্পর্কে সরকার ও মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ... আলোচনা বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে শিল্পক্ষেত্রে যে ... বিরোধবিস্তৃতি চুক্তি বিলম্ব করা হইয়াছে, তখন করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ... দায়িত্ব মোক্ষ। সরকার ও মালিকগণ ... ও কর্তৃত্ব পালন না করেন, তবে কেবল শ্রমিক-... ই ভঙ্গের করা সম্ভব হইবে না। অপর ... একটি প্রস্তাবে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ... উৎপাদে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের এই আবেদন আলোচনা হয় যে, উহারা যেন ... উৎপাদি করেন এবং এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মুনাফার আনুপাতিক অংশ বণ্টন করাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের এই প্রস্তাবসমূহের প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কারণ শ্রমিকদের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করাইয়া লইবার মত শক্তি এই ইউনিয়নের উদ্যোক্তা ও কর্মীদের নাই। শ্রমিক জগতে অরাজনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং কর্মিষ্ঠতার বলে এই প্রতিষ্ঠান যে বিপুলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিবর্তন করিয়া শ্রমিকদের জাতীয়-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রয়াসী হন। এই কংগ্রেসের বয়স এখন পঞ্চাশ এক বৎসরও হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান প্রভাবশালী অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১লা জুন তারিখে ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে এই বৎসরের পর ১৭ই মার্চ পর্যন্ত ১০ মাসের যে কার্যবিবরণী এই সম্মেলনে উপস্থাপিত করা হয়, তাহাতেই এই অল্পদিনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যেই ১১৭টি ইউনিয়ন এই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাদের মোট সভ্য সংখ্যা ২,৭০,০০০। তত বিভিন্ন প্রকারের শিল্প যে ইতিমধ্যেই এই ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহারও একটা হিসাব এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রেণীগত হিসাবে ইউনিয়নগুলির সংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ ১৪জন কল, খনিজ ১১, ইঞ্জিনীয়ারিং ৩৭, কয়লা ১, সরকারী অফিস ১৩, পোর্ট ট্রাস্ট ২, অন্যান্য ৭, বিদ্যুৎ সরবরাহ ১, রেলওয়ে ৭, কাপড়ের কল ১৪, পেট্রোল ৩ এবং চা-বাগান ২।

মূলের বিষয়, সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বৈর উপায়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পশ্চিম মূলের প্রয়োজনটা তত বিস্তারের বার যে অতিরঞ্জন বলে করেন, তাহাতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের গতি বদল পরিবর্তে ঝোঁক হইয়াছে। বর্তমান দুর্ভিক্ষাবস্থাই তিনি দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা বলিয়া আখ্যায় করিয়া তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা বর্ণন করেন। কিন্তু এই সকলই উৎপাদন ও অর্থবীতিতে যে শ্রমিকদেরও একটা স্থান আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি যাহাই উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শ্রমিকের একটা অংশ আছে; সেখান হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা যায় না।"—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ডাঃ উৎপাদনলব্ধ মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার স্বীকার করিয়া সম্প্রতি যে সরকারী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারও ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের দাবীকে দাবিয়া সমর্থন করিয়াছে।

আন্তর্জাতীয় বৈঠক

যে সম্মেলনে সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের বিভক্ত করা হইল, বিভক্তির ফলে সেই সমস্যা আরও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে যেখানে সমস্ত বঙ্গদেশ সেখানে ভারতে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যালঘুর সমস্যা উভয় ডমিনিয়নেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে এবং কাশ্মীরের ফলে অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সকল হিন্দুদের অপসারিত করিয়া সমস্যাকে সহজতর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পূর্ব হতে প্রায় ১কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দু এবং তাহাতে প্রায় ৩ কোটি মুসলমানের অধিষ্ঠিত সমস্যাকে যথাপূর্ণ অবস্থায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর সমস্যা একরূপ নহে। ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কেন্দ্রীয় এবং কতিপয় প্রাদেশিক সরকারে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে একাধিক মুসলমানকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সর্বোপরি ভারতের সংবিধান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলমানদের গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান ঘোষণা করিয়াছে যে, ইস্লামের শাসিবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাই তাহাদের আদর্শ। বৈদেশিক বিভাগে নিয়োগ করা ও দলের কথা, কোনপ্রকার সরকারী কাজে বা মুসলিম লীগের সংগঠনে অমুসলমানদের গ্রহণ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেনা। উপরন্তু হিন্দু বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য লইয়াই তাহাদের রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া হিন্দুদের তাহারা কিছুতেই সহজভাবে মেনিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই আজ দলে দলে হিন্দু পূর্বপুরুষ পরিত্যাগ করিয়া যেখায় নিরাপত্তার বলে করিয়া লইতেছে।

হিন্দুদের এই দেশ ত্যাগ আজ এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা সহরেই উভয় ডমিনিয়নের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রিগণ এই বৈঠকে যোগিত হইবেন এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গও আসাদের প্রধানমন্ত্রী ও উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। একদিকে ভারত ডমিনিয়নের পক্ষ হইতে ভারতের উদ্বাস্তুসমস্যাসহ শরিক শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর নিয়োগী এবং পাকিস্তানের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের অর্থ সচিব জনাব গোলাম মহম্মদ এই সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করিবেন। সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রধান বিষয়বস্তু হইবে বর্তমান অবস্থায় আরও অগ্রসরান করা এবং তৎসম্পর্কে প্রতিনিধিদের নির্দেশ দান করা।

ঘোষণাকারীদের তালিকা হইতেই আলোচ্য বৈঠকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইতেছে। এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহাতেই বহু পূর্ব মধ্যের অধিবাসী হিন্দুদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভরশীল হইবে। আজ পূর্ব হতে উদ্বাস্তুদের সমস্যা বিশ্লেষণ বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তদনুসারে যে ১ কোটি টাকা ...

দিগন্ত

আজ প্রথমেই আমার পাঠকপাঠিকাদের শুভ নববর্ষ জ্ঞাপন করি। কামনা করি সমুখের সংঘর্ষটি উপরের ভীষণে আবহাওয়ায় হউক।—১৩৪৪ সালের কথা বলিয়া কল্পিত আমার ভালো লাগে না, ওটা সালটার বয়সের স্বাভাবিক লাভ করা সত্ত্বেও আমার ভালো লাগে না। কেন লাগে না সেকথা বলিতে গেলে বর্তমান সংখ্যার "আর্থিক ভারতে"র "বেসাতে" দীর্ঘতর হইয়া পড়িবে অনেক কথাই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। কারণ এই বইখানি আমার মনোভাবের বহন করিয়া থাকে, কাজেই এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতএব ১৩৪৪ সালের জন্য শোক প্রকাশ নহে, ১৩৪৫'র জন্য আশা লইয়াই বর্ষারম্ভ করিতে চাই। আজ এই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতে চাই, বিগত বর্ষের ভ্রমপ্রমাদের পুনরাবৃত্তির যেন বর্তমান বৎসরে না ঘটে। দেশের ও জাতির জীবনে এইবার যেন প্রকৃতই কল্যাণের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু ইহা যদি আমাদের নিজিয় শুভেচ্ছা প্রকাশ মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহা অবধারিত যে এ শুভেচ্ছা ১৩৪৫ সালে কিছুতেই সফল হইবে না। কারণ, আজ শুধু বাস্তবিক শুভলক্ষ্য থাকিলেই চলিবে না, সেজন্য সক্রিয় সাধনার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে দেশের জন্য, জাতির জন্য—প্রয়োজন হইলে—সর্বস্ব ত্যাগ করিতেও আমরা প্রস্তুত থাকিব। অন্যায় আমরা করিব না এবং অন্যায় যে করিবে তাহাকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিব। সত্যের কঠিন পথ হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না এবং অসত্যাশ্রয়ীর স্বার্থবিনাশের জন্য আমরা সর্বতোভাবে স্বার্থী থাকিব। দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ নিজেদের সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিব। এইরূপ সত্যাশ্রয়ী প্রয়াসের দ্বারাই ১৩৪৫ সালকে আমরা সুখ ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারি। সকলমিলিবিজ্ঞানের সকলের জন্য আমি ওইরূপ সার্থক নববর্ষ কামনা করি, আমার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ত বটেই।

• • • • •

নববর্ষে দুর্ভিক্ষগ্রহের কথার উল্লেখ না করিতে পারিলেই ভালো হইত; কিন্তু শুধু আমার মনে হইয়াছে একেবারে সর্বপ্রকার বাস্তব হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকাটা ভালো নয়, কাজেই যত শীঘ্র এবিষয়ে সতর্ক হওয়া যায় ততই মঙ্গল।—পৃথিবীর বিষয়ে গুজবের ছড়াইয়া উঠিয়াছে। সত্য গুজবগুলা এখনও সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে নাই, স্ফীত হয় নাই যাহা বস্তুভারে। আরও প্রবলতর গুজবের জন্য সম্ভবতঃ যেন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। আমেরিকার উপকূলে "অজ্ঞাতপক্ষ" সাবমেরিন, অষ্ট্রিয়ার বাম-মা-আমা বিমানের যোগাযোগ প্রভৃতি সংবাদের মূলে কোন সত্য যদি থাকও থাকে তাহা হইলেও আমরা শিহরিয়া উঠিয়া নূতন সর্বনাশের আগমনের বিধাতার নিকট যাচনার এই প্রার্থী করিয়াছি, "বিজ্ঞানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-শেষের আর কতকাল বাকী, হে ভগবান!"

• • •

আমার মুখের কথাকে আজ আর কুঞ্চন করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মেক্সিকোর সিক্রেট সার্ভিসের প্রতি বিশেষ ঘোষণা করিয়াছেন। গৌণতঃ, বিধ্বংসকারিণী ও বৈজ্ঞানিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য সরকারী নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে। রাসায়নিক গবেষণাগারে নব নব মারাত্মক প্রক্রিয়া হইতেছে আমরা যুদ্ধের প্রতীক্ষায়। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতকের অভাব প্রতিরোধের অভাব নাই। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ঠিক যে কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকিলেও, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পৃথিবীর নিষ্ক্রিয়ের সাধনের জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত হইতেছে সেখানের উচ্চ-সাধকেরা। বিশাল বিশ্বের সমস্ত চক্ষুলজ্জা উচ্ছেদ করিবার জন্য বেপরোয়া পৃথিবীর মোবিল জনগণের "মুক্তিসাধনা"।

• • • •

এই ভয়াবহ মৃত্যুলীলা নিবারণ করিবার যেসব প্রচেষ্টার কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছি, যেসব গুপ্ত-ইঙ্গিত লক্ষিতবাণীতে বিশ্বকে জ্ঞাপন করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই নাই, সেইসব উক্তি আজ নিম্নতর পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইউ. এস. ও কৃষিজাত হইতে না হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিপুল আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই সৌধীন বাজার হলটি পরলোকগত লর্ড অভ মেকলের প্রেতাত্মারা: ছায়া ও সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে ইউ. এস. ওঁর কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না, তাহা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারা গেছে।—ইউ. এস. ওঁর যেসব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয় অবরুদ্ধালী রাষ্ট্রের ইঙ্গিত অনুসারে। তাই আজ পর্যন্ত তাহার দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই আমার এ-উক্তি যে কতদূর সত্য তাহা বুঝা যাইবে।

শান্তিস্থাপন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল অধিকাংশের মতানুসারে, কোন দূরে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনকল্পে সেই অবধি তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কাশ্মীর সম্পর্কেও ওই একই কারণে আসল প্রশ্ন এড়াইয়া যত রাজ্যের অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। কাশ্মীরের দুরে দুরে যাহা ভারত-পাকিস্তান সাধনের সুযোগে নিজের কোন বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে কিনা, তাহারই অবসর খুঁজিতেছে! এমনও হইতে পারে, পাকিস্থানের নিকট হইতে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে বিশেষ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা সর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী উপেক্ষিত হইতেছে। ইউ. এস. ওঁর এইরূপ ব্যবহার ফলে পৃথিবীর বাস্তিকারীদের মনে সাধারণ যেটুকু আশা ইতিপূর্বে দেখা দিয়াছিল, তাহা একরূপ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার যে-লক্ষ্য সকলে পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছিল, সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া সেই লক্ষ্য-সাধনে রাষ্ট্র-পরিচালকদের আর বিশেষ আগ্রহ নাই। সম্প্রতি পারিসে যে গুরুতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল তার মোকাবেলা যে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় সকলেরই সাধনার করিয়া দিয়া গেল যে, পৃথিবী হইতে যা অন্তর্হিত হইয়াছে, ফিরিবার জন্য তা হইতে গেছে কিছুদিনের জন্য ত বটেই।

• • •

"কিন্তু প্রভু 'একে আর্টি' 'একে বিশ্ব' ইত্যা কবিওয়ালার বিরাম নাই" "একবিং" স্থাপন করিয়া ঘর বেয়াড়ে, বক্তৃতামঞ্চে, সংবাদপত্রে, দর্জিরই প্রভেদ আর অন্য নাই" বলা বাহুল্য, এবিষয়ে আমার কোন শিক্ষানবিশী ত বিস্তর পড়িয়া নাই, বরং যারা অগ্রগামীদের পথাগেই কেনা চলে" পাঁ অবান্তরভাবে যোগদান করা না হয় যাহাই বিবেচনা, রাজনৈক ভাগ্যবিধাতা কিছুদিন পূর্বে "বিশ্ব পঞ্চম ভাগের উদ্দেশ্যে ঐক্য সাংবাদিক সমি আহ্বান করিয়াছিলেন এবং এক সাধারণ যুদ্ধ সম্বন্ধে সাংবাদিক ও উপস্থিত পথাগত ব্যক্তি "ঘুম" করিয়া বিশ্লেষিলেন" কাইরে "একে বি সম্মিলন আহ্বানের সময় ব্যবহার যেন করিবার সম্ভাব্য যৌক্তি রাক করিয়াছিলেন"

সম্প্রতি পত্রিকা যেরূপ "একে বিশ্ব" বি উদ্যোগ নিজের ব্যবহার জন্য নূতন করিয়া ই করিয়াছেন এবং পক্ষান্তর অনেকে ঐ ফলের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করি জন্য আমেরিকানদের, তথা বিশ্বনাগরিকে, নি আবেদন জানাইয়াছেন" মহাত্মাজীর জীবনা কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, এ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় স্বাধিপ্রণোদিত একমাত্র ঈশ্বর, ধনতন্ত্রপ্রবর্তিত নয়—অধিনায় পণ্ডিতজীর আর্জি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় না থাকি

(বোধাংশ ৪২৩ পৃষ্ঠায়)

সভ্যান্ত্র
শাল ও সেগুন কাষ্ঠের
জন্য
বিজয় ভট্টাচার্য্য
এ্যাণ্ড কোং
অফিস—
৩, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট
(চিত্রা সিনেমার নিকট
কলিকাতা

সংবাদলিপি

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ও ডলার

ট—যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার

লা, যন্ত্র ও যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব রপ্তানী

—ফ্রান্সের উদ্বৃত্ত রাজস্বে আনন্দ প্রকাশ।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ন, ২৯ এপ্রিল—যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সরকার মর যে কোন সম্ভাবনাই বর্তমানে নাই প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীর ব দেখিলে। ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীর পরিমাণ ১৯,০০০ মিলিয়ন ডলার হইয়াছে, আর সে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী হয়েছে মূল্য ছিল ১ মিলিয়ন ডলার।

৭৭ সালের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৭,১০০ ডলার, আর ১৯৭৭ সালে আমদানীর হইয়াছে ৯,০০০ মিলিয়ন ডলারে। এবং এর থেকে যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত রপ্তানীর ১৯৭৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৭ দাঁড়াইয়াছে ১১,৮০০ মিলিয়ন ডলারে। ই বাজারে একমাত্র প্রতিযোগী হল, যদি কিনারা হইতে সোনা রপ্তানী করা যায় অথবা প্রচুর পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র ঋণ দানের করেন। তবে সোনা রপ্তানী করিয়াও যে ক্ষতিপূরণ লাভ করিতে পারা কথা মনে হয় না, কারণ এই সোনা আবার অতি কড়ই ফিরিয়া আসিবে। যদি অন্যদেশে শ্রমিকেরা যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ তখনই এই ডলার সমস্যার সমাধান হইতে

বর রাজস্বে যে প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছে কে বাজেট প্রকাশিত হইবার পূর্বে কিছু না। তবে গত বৎসরে যে পরিমাণ বাড়তি এই বৎসরে প্রায় সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত টেনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে করা চলে।

লীন ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ফ্রান্স দ্রব্য নৌশিল্পের প্রসার প্রয়োজনীয়। ফ্রান্সে পৃথিবীর শতকরা ১১.৪ ভাগ বাণিজ্য বাণিজ্য। ফ্রান্সের মোট জাহাজের সংখ্যা ১,০৭১ এবং ইহার মধ্যে বাষ্প শতকরা পুরাতন।

দেশ অর্থনৈতিক কমিশনের অফিস হইতে বিবরণীতে প্রকাশ, গত অক্টোবর সপ্তাহে ই ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে কয়লা রপ্তানী বর্তমানে যে পরিমাণ কয়লা রপ্তানী তাহার পরিমাণ ৪ মাস পূর্বের তুলনায় ৬৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে অক্টোবর মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৩১,০০০ টন, সেখানে বর্তমানে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩১,০০০ টনে।

এর রপ্তানীর ব্যাপারেও এই বৎসরের প্রথম দুই মাস অন্যান্য বৎসরের পরিবেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বস্ত্র উৎপাদক যন্ত্রপাতির এই বৎসরে যে পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে তাহা একমাত্র ১৯২১ সাল ছাড়া আর কোন সময়ে হয় নাই। যাবতীয় যন্ত্রপাতি রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরে যেখানে রপ্তানী হইয়াছে ১,৫১৪ টন, বর্তমানে সেইখানে রপ্তানী হইয়াছে ২,৮০০ টন।

ফ্রান্সের যে সব এজেন্টরা বাহিরে অনুসন্ধানের কার্যে প্রতিনিধিত্ব করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য পরিকল্পনা ছির করিবার জন্য হইবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলই সরকারের এই উদ্যোগের সমর্থন একমত। অবশ্য আলোচনা সত্ত্বেও গত ২৫ বৎসরে কোন অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয় নাই। বর্তমানে যে প্রস্তাবিত এই সরকারী বাহিনী প্রবর্তিত হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছে। ১৯১১ সালের ফুটের সময় দুরাশা নিয়ন্ত্রণ ছিল পাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা খুবই অল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং তাহা ছিল একটি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা মাত্র। অনুসন্ধানের দুরাশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে চাপ দিয়াছিল বলিয়া ঐ আইন পাস করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান ছিলে অনেক রক্ষণশীলী সমর্থন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ওয়াশিংটন

কয়লা শ্রমিকের ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ শিল্পে সংকট—মুদ্রাস্ফীতি নিবারণকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণবিনিয়োগ কমতা নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা—ঋণ লাঘব ও বিদেশে অর্থ সাহায্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের উদ্বৃত্ত ঘাটতিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৩রা এপ্রিল—গতসপ্তাহে আমি যে কয়লা খনির শ্রমিকদের ধর্মঘটের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে এখন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনে দারুণ বিঘ্নসৃষ্টি হইয়াছে। লৌহ শিল্পের একখানি মুখপত্র এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া করিয়াছে যে, এই ধর্মঘটের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করার যে পরিকল্পনা তাহা হইয়াছিল তাহা নাকচ হইয়া যাইবে। এই পত্রিকার মতে ধর্মঘটের ফলে লিটাইনের সঙ্গে লীমাংসা হইবার অনেক পরেও এই ধর্মঘটের ফল যেসকলকে ভোগ করিতে হইবে। এই ধর্মঘটের ফলে অন্যান্য একটি অন্যান্য আশঙ্কায় সরকারের নিজস্ব হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আসিতে। সরকার মুদ্রাস্ফীতির অবস্থার মত লৌহ উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও স্টীল করিবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে লৌহ উৎপাদনকারীরা জোর প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

গত সপ্তাহে ইউরোপ পুনর্গঠন সাহায্য বিল যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া গিয়াছে। চীন সাহায্য বিল এবং গ্রীস ও তুর্কিকে অধিকতর অর্থ সাহায্য বিল ইত্যাদিও পাশ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের দেশকে সাহায্য করিবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাও শুভ কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা, ক্রয় ক্ষমতার প্রতিরোধ অসন্তোষ ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অটোবতের করিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে স্থান করিয়াছে এবং ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবে সরকারের জন্য ট্রুম্যান যে আবেদন জানাইয়াছেন এবং তিন বিলিয়ন ডলার ৬০ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার ফলে শেয়ার বাজারে উন্নতি দেখা যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারও কতকটা বাজারের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। ব্যবসায়ীরা যাহাতে সরকারের নীতির অর্থের বল তাহার জন্য ব্যাপক সিটি ব্যাঙ্ক অত সিটি-ইউক সাবধান করিয়া বলিয়াছে যে, ব্যবসায়ের বাজারে জোয়ার আসিতে আরও এক বৎসর বিলম্ব আছে।

ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হাতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভবনা প্রবল এবং সেইজন্য এই বোর্ড ব্যাঙ্কের ঋণবিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সরকারের কাছে আরও বেশী ক্ষমতা দাবী করিতেছে।

ব্যাঙ্কগুলিকে সতর্কতাবী সরকারী কাগজ ক্রয় করিবার জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বোর্ড ১৯৫১ সালে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তখন কার্যকরী না হইলেও বর্তমানে কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বিদেশ করিয়া বিদেশে অর্থসাহায্য ও বেসামরিক ব্যয় বিপুল হারের সম্ভাবনার ফলে বিকার বোর্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনাই বেশী।

সরকারের বাজেটে যে ৭ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে এখন ৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশে সাহায্যার্থে ব্যয় হইবে এবং কর লাঘবের জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে আরও ৪৮ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে সরকারকে আঁট পাঁচই কর গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রিক অঞ্চলের একজন বিশেষজ্ঞের মতে আমামী জুলাই মাস হইতে সরকার কর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। আর একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের মতে আমামী বছরের মধ্যের পূর্বে সরকারের কর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হইবে না। অবশ্য কিভাবে বিদেশে সাহায্য প্রেরণ করা হইবে তাহার উপরেই কর গ্রহণের সময় নির্ভর করিতেছে।

দিল্লী

শিল্পনীতি ঘোষণা ও পরিষদের বিপুল সমর্থন—ডাঃ মুখার্জীর সাফল্য—কে, টি, শাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা—নেহরুর স্বাস্থ্য অবস্থার বিশ্লেষণ।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ৯ই এপ্রিল—ভারত সরকারের শিল্পনীতি ইউনিয়ন পার্লিমেণ্টে যেরূপ সমর্থন পাইয়াছে তাহা বোধ হয় আর কোন সরকারী প্রতিশ্রুতিরই ভাগ্যে জোটে নাই। বিরোধ করিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহারা শিল্পনীতির এইরূপ সমর্থনে অনেকেই আশা করেন নাই। কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে ভাবে ভারত সরকারের শিল্পনীতি পরিষদে পেশ করেন এবং ভারত সরকারের অভিপ্রায়ের আভাস দেন তাহাতে বিরুদ্ধবাদীরা অনেকেই নিরস্ত হইয়া যান। তিনি বলেন যে, এই নীতি মোটেই চূড়ান্ত নহে এবং ইহার যে বিশেষত্ব আছে বলিয়াও তিনি দাবী করিতে পারেন না। তবে পরিষদ এই পরিকল্পনা যতখানি সমর্থন করিবেন তাহার উপরেই যে এই শিল্পনীতির সাফল্য নির্ভর করিতেছে, তিনি একথা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সম্প্রতি এই পরিবর্তনের সাফল্য লাভে প্রায় সকল পরিষদই বিশ্বাস হয়, কারণ এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল কেমন করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানের বিভীষিকা সাময়িক ব্যবস্থার দ্বারা দূর করা যায়। এই উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের অর্থনৈতিক সাবকমিটির সভাদের প্রতি মধ্যে আনিয়াই রচিত হইয়াছে, একথা পরিষদে বুঝা যায়।

অধ্যাপক কে, টি, শাহা এই শিল্পনীতির একমাত্র সমালোচক ছিলেন। তিনি এই অভিযোগ প্রকাশ করেন, এই শিল্পনীতির ফলে মালিকদের মূলধন করিবার অবাধ সুযোগ মিলিবে। তিনি বলেন, যে সব শিল্পে লোকসানের সম্ভাবনা আছে সেই সব শিল্পগুলিই সরকার গ্রহণের করিতে মনস্থ করিয়াছেন, আর যে সব শিল্পে মুনাফার সম্ভাবনা আছে সেই সব শিল্প মালিকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কতকগুলি শিল্প দশ বৎসর পরে জাতীয়করণ করা হইবে বলিয়া সরকার যে ঘোষণা করিয়াছেন,ইহার ফলে সেই সব শিল্পের প্রসার বন্ধ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন সরকারের এইরূপ অনিশ্চয়তার নীতি গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই।

কিন্তু বাঙ্গালি সরকারের এই শিল্পনীতির তুমুল প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে তাঁহার নিজের এতদিনকার মতামতই যেন বহিয়াছে। তিনি তাহার অনেকদিন ধরিয়া অর্থনীতির সাফল্য সম্পর্কে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তবে কি বাঙ্গালী তাহার বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করিবার যে দাবী করিয়াছেন, তাহা পরিষদে আমলেই গ্রহণযোগ্য নয়? কি বাঙ্গালী? হয়ত যত বেশী বিদেশী মূলধন তাহার আসে তাহাতেই পক্ষে ভাল বলেন। পণ্ডিত নেহরু এই নূতন ব্যবস্থাটি লইয়া নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ও অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পগুলি, যেমন বিদ্যুৎ বিস্তার ইত্যাদি পরিচালনা করাই সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। পণ্ডিত নেহরু বলেন, এই বিষয়ে সরকার নিজেরা কতিপয় নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন। অবশ্য পাঁচটি বিদ্যুৎ বিস্তার ইত্যাদি পরিচালনা করাকেই তাহারা প্রাধান্য দিয়াছেন।

মিঃ নেহরুর ইহার মাঝেমাঝি একেলা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ও মিঃ অবনীপ্রসাদ আয়েঙ্গার মুনাফা-লোভীদের সমালোচনা করেন।

ডাঃ মুখার্জি বিরুদ্ধের প্রত্যুত্তরে বলেন যে, শিল্পের প্রসার ঘটাইবার জন্য শিল্পপতিদের অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সরকার নীতিবদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়া থাকিলে চলিবে না। তিনি বেসরকারী ও পরিষদ সভ্যদের কাছে আবেদন জানান, যেন তাহারা সরকারের এই নীতির ফল কি হয় তাহা দেখিয়া সরকারের সমালোচনা করেন।

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠার ১১১ পৃষ্ঠা)

মনে হয়ের আকাশ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার কতটা স্থিতিকে আশঙ্কার কারণ আছে। পাকিস্তান এখন পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পাকাপাকি উদ্বাস্তুদের অবস্থানের ও পুনর্বসতির সাক্ষাৎ ব্যবস্থার চাপে পড়িয়া ভেতর ভেতর একটি এক বিরাটাকার সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে যে, পূর্ব হইতে বিতাড়নের ফলেও যাহারা আসিয়াছে সরকারের অভিপ্রায় মতে তাহারা এই স্থিতি হইতে পর্যন্ত কবিতা কলিকাতা ইহাতে দমদমাপাতের পুনরায় ফলনে ফিরিয়া যাইবার অবশ্য ফেরত হইতে পারে। কলোনে কৃতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সহরের সরকারী সাহেব কো ইতিমধ্যেই এক সমাধানসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার অধিবাসিদের সাধারণতই যাহাতে নির্বিঘ্নে নিজ নিজ কর্তব্যিতে দান করিতে পারে তজ্জন্যই তিনি নিজে উদ্যোগী হন এবং সম্প্রতি এ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করিয়াছেন।

(১) সাধারণ সম্প্রদায়ের সকল ইত্যাদির যে কোন কর্তব্যিতে তাহা গ্রহণে সুযোগ দেওয়া উচিত, (২) সরকারী ও সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচালনে গ্রহণ করা উচিত, সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত উচিত (৩) প্রতিষ্ঠানের এক বা দুইজন সাধারণ সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণাধীন ব্যক্তিকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, (৪) জাতীয় সার্বিক ব্যাপারে কোনরূপ ব্যাপারে সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকের পরিচালনা পদ দেওয়া উচিত, (৫) সাধারণ সম্প্রদায় সুবিধার জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকদের বিবাদ করা কর্তব্য।

এই প্রস্তাবিতগুলি সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিয়া যদি কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা আমরা আশা করিতে পারি এবং সেক্ষেত্রে ইহাকেই সর্বোত্তম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হবে না। সম্প্রতি কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিকতা পরিচালনা এই সুযোগ বহুলাংশে উপলব্ধি করিয়া মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তনে আমল প্রকাশ করিয়াছেন। এই আমরা অধিকতর পরিচয় দেবে করিবেন্ত্র। ইহা ইহাতেও অনুরূপ বিষয়ে মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগিতাগুলিকে উহার অধিকাংশ সাধারণ্যের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত, ও প্রত্যেকটির অন্তরে ভিতরে বিচার করা হইবে যে, ইহাতে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে এবং ইহার ফলে কতটা বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি হইবে মূলধন ভারত প্রত্যেকের পথই উন্মুক্ত হইবে। সর্বশেষ কথা হইতে বিষয় তিন সম্পর্কে জোর যে এই ব্যাপারে মূলধনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মূলধনের যে সম্প্রতি ব্যবহারের বিদ্যুৎ বৃদ্ধি সংখ্যার তাহাতে আসিয়ে আরও করিবে, তাহা হইলে অবশ্যের অন্তরালের সম্ভাব্য উন্নতি করা যায়

ক্যালকাটা ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(লিমিটেড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

"কমার্শিয়াল বিল্ডিং—১৪, মেডাঙ্গী স্কোয়ার ইষ্ট এ রোড, কলিকাতা।

— ডিরেক্টর বোর্ড —

শ্রী এস. সি. চক্রবর্তী, ডিরেক্টর, ফ্রেজারস্ লীল এন্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।

শ্রী কে সি মুখার্জী, বৃহত্তর এক্সিকিউটিভ অফিসার, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।

রায়বাহাদুর বি, বি, মোদাইকা, প্রোপ্রাইটর—মোদাইকা ব্রাদার্স লিমিটেড—ডিরেক্টর—ডি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ, ব্যানেজিং ডিরেক্টর—মোদাইকা ব্রাদার্স লিঃ, মোদাইকা এগ্রোমেট এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি লিঃ, মোদাইকা ইন্ডাঃ আয়রন এণ্ড মার্বিল কোং লিঃ।

শ্রী, এস, ভট্ট, পার্টনার, এ্যাসান কটন এণ্ড কোং।

শ্রী বি. সি. ঘোষ, এক-এ-এস, ডিরেক্টর, ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ।

শ্রী এস, ভট্ট, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

(পুঁজীভূত টাকার অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲
বিলীত মূলধন	...	...	১৪,৭৫,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১৭,৫৭,০০০৲
বহুল	...	...	৭,০০,০০০৲

সঙ্কলন

...ত্ত ভূমিস্বত্বের সংস্কার

...ারতীয় ইউনিয়নে কর্মরত প্রবাসী ভারতের সংস্কার সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা ...ে সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি বলেন যে, সি, ...ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেস সভাপতি যে সংস্কার ...ান করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে ...ে ভিন্ন বিষয়ের জন্য সেই কমিটির এক ...ন হইতে বলিয়া জানা গিয়াছে।

...মির ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা তদন্তের কিরূপ হওয়া ...উচিত তাহা আলোচনার জন্য কমিটি ইতিপূর্বে ...ন্তে আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ...এক তালিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন: কমিটি ...করিবেন এই প্রশ্নাবলী সম্পর্কে প্রাপ্ত ...লি লইয়া আলোচনা করিবেন। কিন্তু ...মনের পরে কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের ...তথায় বসে কমিটির উদ্দেশ্যে প্রেরণগুলিতে ...করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যে এবং জুন এই সময় জমা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সফরকালে ...কমি সম্বন্ধে সম্পর্কে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-...না করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

...টি আশা করা যায় যে, আগামী ডিসেম্বর ...কমিটি কার্য শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা ...যে কমি ও ভূমিস্বত্ব প্রথার সংস্কার করিতে ...বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে ঐ রিপোর্ট মূল্যবান বিবেচিত হইবে।

খোলনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

...খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য কত ...ত আর বলেন যে, ১৯৪৮ সালে বিশ্ব-খাদ্য ...সমস্যা সম্ভব হইবে না।

...নি বলেন যে, এখনও পৃথিবীতে সকল খাদ্য অভাব অনুভব করিতেছে। প্রতি বৎসর জনসংখ্যা যেরূপ হইতে দুই কোটি বৃদ্ধি ...হ। উনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি হইয়াছিল, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ...নূতন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাদের সংস্থান ...ল। কিন্তু বর্তমানে খাদ্যশস্যের সকল উৎসই ...সাধন হইয়াছে।

...খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রীর তাই হইল খাদ্যশস্যের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, যাহাতে যে ...অধিক খাদ্য উৎপাদন করিবার কিরূপ করা যায়। বিশ্বব্যাপীর পরিধির আধার যোগাইতে উৎপাদন অবশ্যই বর্তমানের কিরূপ নহে।

...ত্য ও শিল্পাঞ্চলে সাপ্তাহিক রেশন

বিধান করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে সাপ্তাহিক চাউলের বরাদ্দ ১ সের ৪ ছটাক হইতে বাড়িয়া ১ সের ১২ ছটাক এবং আটা ১ সের ৮ ছটাক হইতে বাড়িয়া ২ ছটাক হইবে।

অন্তর্যোধিক প্রতিষ্ঠানে দান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তর্যাধিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দান হিসাবে প্রদত্ত অর্থের উপর আয়কর আদায় করা হইবে না বলিয়া ভারতীয় অর্থ আইনে (১৯৪৮) বলা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট পরামর্শক্রমে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যাহা আয়কর আইনের ৪(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই তালিকে অর্থপ্রদান করিলে ঐ অর্থের উপর আয়কর আদায় করা হইবে না।

ভারতে পাটচাষ বৃদ্ধি

ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে কয়েকটি রাজ্যের সেক্রেটারীদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ এবং পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে ঐ বৈঠকে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সরবরাহের অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় তন্তুনিবারণে বহুলাংশে অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা সম্ভব হইতেছে। ভারতীয় তন্তুনিবারণের অন্তর্গত পাটকলগুলির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আবশ্যক হইলে আরও অধিক পরিমাণ জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে।

এশিয়ার সর্বপ্রথম সাইক্লোট্রোন ল্যাবরেটরী

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগামী ১২ এপ্রিল আগার মার্কিনি রোডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রথম সাইক্লোট্রোন ল্যাবরেটরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন।

এই ল্যাবরেটরী ভবনের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এই ভবনে আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা হইবে। এই ভবন যাহাতে অধিবিজ্ঞানের সম্প্রসার করিতে পারে তজ্জন্যেই সাইক্লোট্রোনের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক লরেন্সের নির্দেশে উহার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ সাইক্লোট্রোন [illegible]

ব্রহ্ম রেডিয়ামও সাহায্য করা হয় এবং উহা সাহায্যে এলাইয়া ন সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ধ্বংস এবং নিরাময়ভাবে নিশ্চিহ্ন করে রাখা হইয়াছে

মৃত্যু দণ্ড ব্যবস্থা বাতিল

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দণ্ড সম্পর্কে বহুকালের যে বিধান প্রথা আছে তাহা বাতিল করা হইবে। টেরিটরিয়াল সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকের পর ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

মৃত্যুর দণ্ড বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারত সরকার বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যিনি খালিক-পদ থেকার যে দণ্ড নির্ধারিত করিতে ইচ্ছুক, যিনি খালিকদের ও তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে এবং প্রতি-প্রতি লইয়াই সরকারকে নিয়মন প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

পশ্চিম বাঙলায় বিভিন্নকলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্নকলে শ্রমিক-মালিক বিরোধী ভাবের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে মনে হয়। তথ্য এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ১৩টি নিম্ন প্রতিষ্ঠানে বিরোধের ফলে ১১,৮৮৩ জন শ্রমিক বেকার হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি পাটকল শিল্প, দুইটি চা-বাগান ও দুইটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে। মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাতটির শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে এবং ছয়টি মালিকপক্ষ বন্ধ করিয়া দেয়।

ইহার পূর্ব সপ্তাহে ১৪টি নিম্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে ১২,৬১৭ জন শ্রমিক বেকার

(দেখুন ৪২৯ পৃষ্ঠায়)

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স
লিমিটেড
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা।
মিঃ সি, সি, ঘড়, আই-সি-এস
(রিটায়ার্ড)
চেয়ারম্যান।
জীবনবীমা পত্রের ক্রেতা
ও বিক্রেতার পক্ষে

বাজারের কথা

শিল্পনীতি ঘোষণার পরে

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ণ

অবশেষে ভারত সরকারের যে প্রতীক্ষিত শিল্পনীতি ঘোষিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা উপমহাদেশের সহিত ইতিমধ্যেই বাজারের সকলের অনিশ্চয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অতএব বাজারের মুনাফাশেষ বিশ্লেষণ। যত সংখ্যার "আর্থিক ভারতীয় শিল্পনীতি প্রস্তাবের সকল অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব সেবিষয়ে বিস্তৃত মুনরায় শিল্পনীতির বিষয় আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক হইবে বলিয়াই মনে করিতেছি।

কিন্তু বাজারের উপর এই প্রস্তাবের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা বলিতে গিয়া একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যদিও শিল্পনীতি ঘোষণার পরে সকলেই বাজারের উন্নতি হইয়াছে, তবুও আমরা যেন ঠিক আশা অনুরূপ করিতেছি না এবং শিল্পনীতি ঘোষণার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিতেছি না। স্থির করিয়া বলিতে গেলে বাজারের পক্ষে কল্যাণকর বিশেষ কিছু যে এই শিল্পনীতি ঘোষণায় আছে তাহা মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রস্থানীয় ব্যক্তিরা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলেন নাই, এমন কোন নূতন কথা ইহাতে নাই। সমস্ত ব্যাপারটা পূর্বেই বহুল ঘোলাজলে করিয়া ফেলে এবং তাহার ফেনা দেখিয়া মনে হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার যথাপূর্ব এ-পক্ষ এবং ও-পক্ষকে তুষ্ট করার জন্য এখনও বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁহারা কখন্ কোন্ পক্ষের দিকে ঝুঁকিবেন সেটা এই ঘোষণার দ্বারা পরিষ্কার হইল না বলিয়া এবং যে রকম ঝুঁকিলেও কতটা ঝুঁকিবেন তাহার উল্লেখ থেকে কিছুমাত্র জানা যেন বলিয়া বাজারের পক্ষে ইহার কল্যাণপ্রসূ ফল সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। সমস্ত ঘোষণাটির মধ্যে যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রধানত এই, "এখন কিছু বলিতেছি না, পরে আমাদের আলোচনার সাহায্যে সব কথা পরিষ্কার করিয়া লব।"

• • • •

"জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া হয়ত কিছুটা উৎসাহ বোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু "পরিকল্পনা", "কমিশন" ও "অর্থনীতি" বিষয়ক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া মনের মধ্যে বিশেষ জোর পাইতেছি না। শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা এখনও পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই, কেবল আভাস প্রদান করা হইয়াছে "যে সকল প্রতিষ্ঠান কয়লা, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে আগামী দশ বৎসর উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হইবে। এই কাজ পরিচালনা ও সংগঠনের সর্বাধিক সুযোগ তাহারা পাইবে। দশ বৎসর পরে এখন কথা হইতেছে বর্তমান সরকারের উপর ভবিষ্যৎ সরকার বাধিবে যাহা কিনা। নিশ্চয়ই নয়। কাজেই এখন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মধ্যে কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নূতন করিয়া কোন ইতিহাস কথা বলা সম্ভব কিনা, সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। সমস্ত শিল্পনীতি ঘোষণার মধ্যে এই "দশ বৎসর" সময়ের উল্লেখটি বিষয়েই কোন স্থায়ীত্বের আশ্বাসদাতা নাই। অথচ বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, এখন কোন উল্লেখ দ্বারা ভবিষ্যৎ কোন সরকারকে বাধ্যবাধকতাযুক্ত করার কোন অধিকার বর্তমান সরকারের নাই। কাজেই শিল্পনীতি ঘোষণার ফলে যে খুব বেশী আশ্বাস ভরসা মিলিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে একটা ঠিক যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সরকারকে আরও পরিষ্কার করিয়া তাহাদের মনের কথা বলিতে হইবে এবং কিছুদিন স্থিতে পারিলে ও একাধারার সহিত কোন বুঝিবিধি পথে অগ্রসর হইয়া তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সেরূপ আশ্বাসের মধ্যেই দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সাময়িক অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই ধরণের প্রাক্তন চিন্তাধারার দ্বারাই ব্যাহতেছে কোন পরিকল্পনা সফল হওয়া সম্ভব মনে করিয়াই আমরা মনে করি যে, স্থিরই এই সম্প্রসারিত শিল্পনীতির পূর্বতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে এবং সেই ব্যাখ্যার মাধ্যমেই দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অসাধারণ দুর্বীকৃত হইবে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার জন্য শিল্পনীতি ঘোষণা কিছু-পরিমাণে দায়ী হইলেও, মুখ্যত কাল বিজয়ের তৃতীয় দিবসে আংশিক কলিকাতা সমর্থনের সাম্প্রতিক নিরাশাই ইহার মূলের হেতু বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার বাজারের সংগঠন পদ্ধতি যে ফাটকাওয়ালাদের অনুকূল, ইহা সর্বজনবিদিত। এখানে মাত্র দশ টাকার কারবার রহিলেও, ফাটকাওয়ালাদের দালালির সুযোগ সুবিধা আছে। সে রকম সুযোগ। সমস্ত প্রয়োগে বাজারের স্বাস্থ্য হয়ত অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু তাহার অকারণ অপব্যবহারে বাজারের সর্বনাশ সাধিত হয়। ফাটকাওয়ালাদের ওইরূপ অসময় চক্রান্তের বহু বিগত কলিকাতার বাজারে ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে এবং সেরূপ চক্রান্ত যে কেন অর্থাৎ কত প্রকৃত ধনবিনিয়োগকারীর সর্বনাশ করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

দালালদের ফাটকাখেলার হাতে যখন বাজারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সেখানে বাজারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অবনতির বাপকাঠি হিসাবে চিন্তা করা ও তদনুযায়ী তাহাকে কাজে লাগানো কঠিন হইয়া পড়ে এবং তাহাই ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস হারায় বাজারের [illegible] কলিকাতার স্টক বাজারে এরূপ দুর্ঘটনার [illegible] করিয়াছি এবং প্রতিবারই দেখা গিয়াছে যে কোনরকম দুরূহ দুর্ঘটনা ও চক্র অতি সহজেই ইহা একেবারে কম্পিউটার হারানের দুরূহ নিয়ন্ত্রণ হইতে আমাদের রক্ষা এবং "অতঃপর কথা করিব" বলিয়া সান্ত্বনা দিতে থাকেন। "ঘোর পালা দুষ্টি মাত্রে" এই প্রবাদবাক্য কলিকাতার ইক্ষু এই কথাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শুধু একবারের জন্য নয়, বারংবারের জন্য। তাহাদের দৃষ্টি প্রতিবারই ঘোরের পরে উচিত হয় এবং আবার যখন পরেই তাহা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন স্থিতি হইয়া পড়ে। এরূপ স্থিতিস্থাপক দৃষ্টি সংক্রমণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সচরাচর আর দেখা যায় না। এবারও কয়েকদিন পরে পুনঃ চৈতন্য ঘটিবে কিনা বলিতে পারিতেছি না, আমাদের তাহাদের কড়াকড়ি বন্দোবস্তের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের সর্বাধিকারেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। চটকল, কয়লার কলকব্জার জন প্রভৃতি সর্বাধিকারেই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেবল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে চা ও কাগজে। হিসাবের ভিন্ন পদ্ধতির সমস্ত ত্রুটি অনুযায়ী চা আমাদের প্রতিবছরে প্রায় কোটি টাকার রেজন বৃদ্ধি করিতে রহিয়াছে আমাদী বাদ হইবে এই রেজনবৃদ্ধি ভা হইবে বিশেষ বিশেষ বাজারের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া ঠিক কি হইবে, তাহা বলা যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চা বাজারের বে মূল্যবৃদ্ধির বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই।

• • • •

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে অন্যান্য ঋণের মূল্য কিছু হইলেও, কাঁপেরেশনী ঋণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন নাই ২½ সুদের (১৯৬৭) ঋণ আছে ১৯৮-০০ ৩½ সুদের (১৯৪১-৪৬) ঋণ আছে ১০২½।

ব্যাঙ্ক—

হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের মূল্য ছিল ১১০ টাকার কাছাকাছি ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের মূল্য ৭২ টাকা ৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৭ টাকা হইয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়াছে কানপুর উলেন্টাইনের মূল্য ছিল ১১০ (১৯৫০) ও ৭ টাকা বাড়িয়া মূল্য ৯৮½। সিঙ্গল ভিক্টোরিয়া বাড়িয়াছে, উহার বর্তমান মূল্য ৭৩০। কিন্তু পূর্ণ সমতুল্যের ২৯০ টাকার স্থলে ১২ টাকা পাইবে, বর্তমানে ৩৬৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

কয়লাখনি—

কয়লাখনির শেয়ারের কারও বর্ধিত হইয়াছে। কেবল ৪৯৮ টাকা হইতে বৃদ্ধি ৫৯৫ টাকা হইয়াছে। বাকির হইয়াছে ৮৫½

(পরবর্তী অংশ ৪১১ পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

ন ও পাকিস্থান-সরকারের যোগসূত্র ছিন্ন হতে সম্পূর্ণ করিয়া অসংলগ্ন সম্পাদকীয় হল, কিন্তু সেরূপ সরকারের অস্তিত্ব কি ছিন্ন অর্থনীতি বলা যায়?—সেরূপ পরিকল্পনার শিল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-প্রয়াস সম্ভবপর। বর্তমানে সমস্ত শিল্প ব্যক্তিগত ব্যক্তি ও সমবায় সরকারের নাই সরকার বহু ব্যবসায়ীদের কিছুটা অংশ বা নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু কয়েক বছর পরে প্রথম শিল্পগুলিকেই রাষ্ট্রীয়করণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা নাই। পরিকল্পনা যেরূপ সরকার মনে করেন, সমাজতন্ত্রই ব্যবস্থায় করিতে সক্ষম এবং শুধু সমস্ত ও ব্যবসার অধীনেই রক্ষণশীল সমস্ত শিল্পকে রাখিয়াছে না।

যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণাকার, তখন সে এই সেক্টর সরকারের এখন রহিয়াই তে যোগের অধীনে লইয়া আসা উচিত। সেক্টরে আসিয়া তুলিয়া শুধু মাত্র বন্ধ ও ব্যবসার ব্যবসার বিস্তার করিতে সক্ষম করা, যেটির জন্য কাঁচামালের যোগান ও ব্যবসার জন্য প্রায় ৮৫ বছরের সাময়িকভাবে বন্ধ এবং কাজ শুরু হইলেও আরও ৫ বছরে জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। যে অবস্থায় কোন শিল্পপতিই সেরূপ দীর্ঘমেয়াদি পরিচয় পাইয়া শিল্প গড়িতে করিবে না। ফলে ১০ বছরের সরকার ঐ সব শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবেন শিল্প বন্ধপাতির দিক হইতে অনেক ক্ষয় থাকিবে। শিল্পপতিরাও যেসব শিল্প বেশি লাভের আশে সেই সব শিল্প ত্যাগ করে ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করিবে ও মনোযোগ দিবে। ফলে, ভারতের রাষ্ট্রায়ত্তীয় শিল্পের উৎপাদন অনেক দিন পর্যন্ত বাড়িবে।

বেসরকারি অথবা বিবেচনা করিয়া একেবারে শিল্পে রাষ্ট্রকরণ করিলে ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের ক্ষতি, যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া দেশের মান উন্নতি হইতে পারিবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করিয়া সরকার যদি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে নিকট সুবিধামূল্যে ব্যবস্থা করিতেন। তাহলে সরকার সমস্যার সমাধান হইত। কিন্তু যে সময় ঐ সব দৌড়ে পরিকল্পনা ভাঙ্গ হবেন না, তখন অনেক এই সব বছরের কেন?

ব্যবসায় কোন পথাই নয়,—ইহার ফলে ভোগ বিতরণ করাই সার হইবে। কিন্তু যদি মুষ্টিমেয় আর্থিক বিপদমুক্ত হাত করিতে পারে নাই—একথা সকলের আগে বলা দেওয়া উচিত।

ইতি

সাময়িক

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

হয়; ঐ সময়ে সাধারণের মধ্যেই হয় ও সাধারণ অধিবাসিগণ ভয় করিয়া লেন।

আমাদের-ভারত সংযোগ

আমাদের কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের উদ্দেশে প্রেরিত পার্সেল, প্যাকেট ইত্যাদি ভারত সরকার ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য দিয়া চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা উন্মুক্ত হইতে যাইতেছে।

বহু কারণে বন্ধ করিয়া কলিকাতা হইতে বিমানযোগে আমাদের পত্র, পোষ্টকার্ড ইত্যাদি যাইতেছিল এবং পার্সেল প্যাকেট প্রভৃতি ঘোষণার পূর্বে পাকিস্থান অবশ হইয়া যাইতেছিল।

যে পথে এই সমস্ত চলাচল হইবে, তাহা সমস্ত হইয়াছে এবং বিদেশের তার পরিবর্তন করিয়াছেন।

আমরা শিখিয়াছি, পশ্চিম বাংলা হইতে আসামে যাইবার সময় পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ লালবিহারীতে অনেকগুলি ডাকের বস্তিয়া সন্দেহে আটক করেন। এই সময়ে লইয়া উচ্চমহলে আলোচনা হইয়াছে। দুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদলের দ্বারা এই বিষয়টি লইয়া বোঝাপড়ার আলোচনা চলিতেছে।

নিযুক্তিত রাজনৈতিক কর্মচারের সাহায্য

নিযুক্তিত রাজনৈতিক কর্মী অথবা তাহাদের পরিবারবর্গের সাহায্য প্রদানের আবেদনপত্রের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত ভাতা পশ্চিম বঙ্গের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অফিস, সেক্রেটারিয়েট অফিসার, কমিশনার ডিপার্টমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস হেডকোয়ার্স এবং ও এবং গ্রুপের অন্যান্য দপ্তরে প্রদান করা হইবে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত ভাতা পশ্চিম বঙ্গের জেলা হাইস্কুল সমিতির এবং কলিকাতা প্রাথমিক হাইস্কুল সমিতির অফিসেও পাওয়া যাইবে। আবেদনপত্রের ফরম দুই প্রস্থে যথাযথভাবে পূরণ করিয়া ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনপত্র ইতিপূর্বে সেক্রেটারিয়েট অফিসারের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

আসামের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব

পাকিস্থানের কুশাসন ফলে এবং সমস্ত যাতায়াত কঠিন পুরাপুরি অবরুদ্ধ হওয়ায় আসামের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। কেরোসিন তৈল, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বাজার হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় বিভিন্ন স্থানে ও দোকানে কর্তৃপক্ষ তল্লাশী করিয়াছে। কিন্তু কোথাও লবণ, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল প্রভৃতি মজুত পাওয়া যায় নাই।

ভারতে সুপ্রীম কোর্ট

আগামী অক্টোবর মাস হইতে ভারতে সুপ্রীম কোর্ট চালু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই আদালত ফেডারাল কোর্ট এবং ইংলণ্ডস্থিত প্রিভি-কাউন্সিলের যুক্তিসঙ্গত কার্যভার কলিকাতা হাতে চালাইবে।

নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় হাইকোর্টসমূহের বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বৎসরের পরিবর্তে ৬২ বৎসর করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবিত নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে ব্যক্তি হাইকোর্টের একবার জজ হইয়াছেন, তাঁহাকে হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত করা যাইবে না। কিন্তু বর্তমান ইউনিয়নের জজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খসড়া শাসনতন্ত্রে কোনপ্রকার উল্লেখ না থাকায়, অনেকে এইরূপ মনে করিতেছেন যে, যে সকল ইউনিয়নের ঐ স্থানে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের ৫ বৎসর বা তাহার পরবর্তী তাঁহাদিগকে চাকুরী করিতে দেওয়া হইবে, তবে তাঁহাদের বেতন খসড়া শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা নির্ধারিত হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের কর্মিগণ ও উদ্বাস্তু সমস্যা

পশ্চিম বঙ্গের কর্মিগণ ও উদ্বাস্তুদের দুইটিকে সমস্যা এক সেতু ও একটি ব্যয় নির্মাণ করিয়া যোগাযোগ ও রাজস্ব দিয়া সাহায্য করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্ধমান হইতে উদ্বাস্তুদের দিকে একটি রাজপথ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সিমরাজ্য ঐশব হইতে উত্তরমুখে বালুরঘাট-রিমাজপুরের জন্য দিয়া একটি রেলপথ নির্মিত হইবে এবং উক্ত রেলপথটি সিটারুমের সাইমে সিমলেস্ক জেলা ঐশবের সহিত সংযুক্ত হইবে। এই রেলপথটির সহিত আবার পশ্চিম দিনাজপুর বালুরঘাট পর্যন্ত একটি শাখা রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইবে। ঐ রাজপথ ও রেলপথ নির্মাণ করিতে বালুরঘাট ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে কোন এক স্থানে পদ্মার উপর বিরাট একটি সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন হইবে। প্রস্তাবিত এই সেতু ঠিক কোন্‌স্থানে হইবে তাহা ভারত ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের

তুলার বাজারে তৎপরতা বৃদ্ধি

সন্তোষজনক ফসলী সম্ভাবনায় আশায় এবং বাজারে যথেষ্টপরিমাণ বন্ধুক যোগানের সংবাদে চলতি বছরে তুলার বাজারে ক্রেতাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা পাটের বাজারের অবস্থা পূর্ববৎ আছে, বরিশু ও পাটজাত দ্রব্যের দামী সম্পর্কে উৎপাদকের অনাগ্রহে পাটের বাজার-দর কিছু কমিয়া যায়। সোনা-রূপার দাম প্রায় স্থিরভাবেই আছে, তবে সাধারণ উৎসাহ দেখা যায়। সপ্তাহান্তের বাজারে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং দর গতবার তুলোর চেয়ে বেশী হইলেও বিনিময়ের সময়কার হেরফের বারের চেয়ে অনেক কম।

পাট

কাঁচা পাটের সোমবার উলর টক্স ফরিদপুর ১লা এপ্রিল হইতে পরবর্তী তেরিম এক-চতুর্থাংশ হ্রাস শুল্ক ধার্য করিয়াছে। পাটের দর সেইজন্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা বলা শক্ত। এক সময়ে ইহা একপ্রকার স্থনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত যে, পাটের দর যাহাই হউক না কেন ক্রেতার অভাব হইবে না। কিন্তু বর্তমানে পাটের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে ক্রেতা আশঙ্কিত হইতেছে এবং অনেকেই যেন ইতিমধ্যে তাহাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সব পাট ক্রয় করে নাই। তাহাদের অনেকেই পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কয়েক মাসের আবশ্যকীয় অপেক্ষা করিতেছে এবং বর্তমানে মালিকদের জন্য কোন নূতন ঝুঁকিতে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। ফলে মিলগুলির অবস্থা যাহাতে দিনে দিনে খারাপের দিকে যাইতে পারে। তাহারা বন্ধুক মাল তাড়াতাড়ি বিক্রী করিতে না পারিলে দাম কমাইতে বাধ্য হইবে, অথবা উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইবে, যেন পণ্য আগের দিনে বন্ধক হইয়া যাইতে পারে।

কাঁচাপাটের বাজারের ভাল থাকিলেও চটের বলিয়ার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। বন্ধুক মাল তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিবার আগ্রহ দেখা যায়, কারণ প্রস্তাবী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। সকলের বাজারের প্রায় স্থিরভাবে আছে, কারণ, আমদানী হিসাব বৃদ্ধি পায় নাই। পাটের বীজ বপনের কাজ সন্তোষজনক এবং আবহাওয়ার অবস্থা না বদলিলে এই বৎসর পাটের ফলন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়।

সুতীবস্ত্র

ভাল কাপড়ের চাহিদা বেশী হওয়ার ফলে ঐসব কাপড়ের মূল্য কমিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মলাকাটা ধরে বস্ত্রমহল কাপড় বিক্রয় হইতেছে। স্থতির অবস্থাও অনুরূপ। যে সুতার মাঝারির উপর মূল্য দেখা যায় ১৮৮০ তাহা বিক্রয় হইতেছে ২০৲ টাকারও উপরে। সুতার অভাবে ভাল কাপড় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না ফলে বন্ধুত কাপড় বিনের [illegible]

অভাব অনেক দেখা যাইত যদি উহাদের কাপড় পাওয়া না যাইত। উহাদের কাপড়ের বাজারে খুব বেশী তৎপরতা দেখা না গেলেও মোটামুটি কেনাবেচা ভালই হইতেছে।

সোনা-রূপা

সোনা রূপার বাজারে ব্যবসায়ীদের সহিত বুলিয়ন ব্রোকার্সের মতানৈক্যের ফলে অদ্যাবধি সওদার কাজ হইতে পারে নাই। সোমবার সরকার সোনা-রূপার উপর যে বিক্রয়কর ধার্য করিয়াছেন তাহার ফলে বুলিয়ন সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারের এই কর ধার্যের প্রতিবাদে সোনা-রূপার বাজার ১লা ও ২রা এপ্রিল বন্ধ থাকে। ব্যবসায়ীরা সরকারকে এই বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি বোম্বাইয়ে সোনা-রূপার উপর বিক্রয়কর ধার্য করা হয় তবে সোনা রূপার বাজার বোম্বাই হইতে কলিকাতায় বা বিদেশে স্থানান্তরিত করা হইবে। কারণ, ঐ দুই স্থানে সোনা-রূপার উপর কোন বিক্রয় কর ধার্য করা হয় নাই কিন্তু সরকার এই সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করিয়া ১লা এপ্রিল হইতে বিক্রয়-কর প্রবর্তন করেন। ১লা এপ্রিল হইতে খুব সোনা-রূপা কেনা বেচা হয় এবং অলঙ্কার নির্মাতারা খুব বেশী পরিমাণে সোনা ক্রয় করে। তাহারা এই ভাবে সোনা ক্রয় করিয়া, পরে অলঙ্কারের উপর বিক্রয়কর লইয়া বেশী মুনাফা করিবার চেষ্টা করিবে। অলঙ্কার নির্মাতারা আজ ১১,০০০ তোলা সোনা ১লা এপ্রিলের পূর্বে ক্রয় করিয়াছে। ফলে বর্তমানে বাজারে কোন বন্ধুত সোনা নাই। পাকিস্থান হইতেও সোনা আসা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার ফলে সোনার দাম কমে পাইতেছে না।

চা

গত ৩১ এপ্রিল প্রায় ১৩,০০০ প্যাকেট চা বিক্রয়ার্থে বাজারে ছাড়া হয়। পাতা ও আধা গুঁড়া চায়ের চাহিদা বেশী ছিল বলিয়া ঐ চায়ের, গুঁড়া চায়ের মূল্যমান-এক আনা, দুআনা হার বেশী ছিল। বাদামী রংয়ের চায়ের তুলনায় কালো রংয়ের চায়ের চাহিদাই ছিল বেশী।

চায়ের উৎপাদনকারীদের প্রচেষ্টায় আগামী দুই বৎসরের জন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ভারত, পাকিস্থান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ স্বাক্ষর করিবে। ভারত ও পাকিস্থানের চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চুক্তি অনুযায়ী আগামী দুই বৎসরে স্বাক্ষরকারী কোন দেশ তাহাদের গতবৎসর দুই অংকের চেয়ে বেশী অংকের চা উৎপন্ন করিতে পারিবে না। ভারত ও পাকিস্থান সম্মিলিতভাবে ৮৮৯,০০০ একর জমিতে চা উৎপন্ন করিতে পারিবে এবং এই জমির দাম মত গতবৎসর পাঁচ আনা অর্থাৎ ১ বৎসরে বলিয়া যাইবে। যে পরিমাণ নূতন জমিতে চায়ের আবাদ হইবে সেই পরিমাণ পুরাতন

স্থতি

স্থতির যে [illegible] হইয়াছে তাহা এই [illegible] কেনের বিভিন্ন স্থানে স্থিতি পাঠাইবার যে পরি [illegible] হইয়াছে তাহাতে [illegible] বলিয়া আশা করা যাইতেছে [illegible] সময়ে মাঝারি ও [illegible] স্থতি চলিবে যাইবে, কিন্তু বর্তমানে সেই সব [illegible] যে স্থতি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তা [illegible] সাধারণ স্থতিই ঐ স্থলে পাঠান যাইবে। [illegible] ও তত উৎপাদনকারীরা অতি শীঘ্রই কাজ বি [illegible] কর্তাদের সঙ্গে এক সম্মেলনে [illegible] আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা গি [illegible] প্রতি সপ্তাহে রপ্তানির জন্য ২,৫০০ বেল কাপ [illegible] হইতে বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা [illegible] ৯৫টি বালেয়াড়ী স্থতিই করা হইয়াছে [illegible] ১০ খানি কলিকাতার জন্য ধরা হইয়াছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে রাজস্বসচিব এক উত্তরে বলেন যে, রাজ্যের ইক্ষুর মূল্য বাড়া করা [illegible] তিনি রাজ্যের সরকারের সঙ্গে আলোচনা ক [illegible] তবে কিছুকাল ধরিয়া রাজ্যের ইক্ষু উৎপাদ [illegible] বিলম্বিত এবং রাজ্যের সরকারের সঙ্গে [illegible] মূল্যবৃদ্ধি করার সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে [illegible] ফলে ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি করা একরূপ স্থির হই [illegible] এই বৃদ্ধির ফলে ইক্ষু উৎপাদনকারীরা প্র [illegible] হইবে ২,৫০০ টাকা বেশী মুনাফা করিতে

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমি

৺৫, বর্ধমান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ক্রমোন্নতির পরিচ

(৩১. ১২. ৪৭)

	১৯৪৬	(পরি
আদায়ীকৃত মূলধন	১৯,৯১,০০০৲	১৯,৯১
সংরক্ষিত তহবিল	১৯,০০,০০০৲	১২,০০
আমানত	৮,০৯,১৯,০০০৲	১,৪৯,
মোট কারবার	১,৩০,১৯,০০০৲	১,৩০,
হোম্পানীর আদায়	৩৯,৯১,০০০৲	১,০৫
শিলার ১২.৯৭	৫৫,৩১৩	

- ৩১.১২.৪৭ তারিখে বৃদ্ধি ১ লক্ষ টা
- ঐ আমানত বৃদ্ধি ১৯ লক্ষ টা
- ঐ মোট তহবিল বৃদ্ধি ৩৯ লক্ষ টা
- ঐ হোম্পানীর আদায় বৃদ্ধি ৩৮ লক্ষ টা

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরে
শ্রীহরি মো. ঘোষ
চীফ-এক

পরিবর্তনের সূচনা ?

কলকাতা, ১১ই চৈত্র

পাওয়া গেল টাকার বাজারের চালচলন বোঝার। বিশেষ করিয়া ডলারের বর্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সরকার আর্থিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিবেন। যে এতদিন কর্তৃপক্ষ চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু চিন্তিত হইয়াই যদি বসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমস্যার আবিষ্কার করিয়া কোনোরকম কাজকর্ম করিতে যে কতদিন লাগিবে, তাহার কোনো ঠিকানা নাই। অতএব শ্রীযুক্ত ডেই

নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ যে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরেও যদি কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করা যদি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন অন্তত একটি তথ্য বিবরণ, পরিবর্তনটি তুলিয়া আমাদের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু করিয়া তোলা আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনে যে যে-সকল পরিবর্তনের সকল সেগুলি পরিবর্তনাকুলতা (কল্পনাকুলতা) হয় আমাদের একজন বুদ্ধিমান বলিতেছেন যাই হউক, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির যে পরিবর্তনের ফলে আমরা সমস্ত দেশ মনে করিব, এইরূপ সমস্ত

ক্ষেত্রে টাকার বাজারের ক্ষেত্রে ঘটিবে তাহার সময় আসে নাই। কারণ, ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে তাহার পরিবর্তন হইতে গুরু করিলেও তাহা টানিয়া তুলিতে পারিবে. কোন পরিবর্তনটি যে সকল কথা সকল তাহা একেবারে বুঝিতেছি। এবং সেক্ষেত্রে আর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে কি তাহাতে, তাহা সমস্তের অনুমান। অতএব আমরা করি কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর এবিষয়ে তত্ত্ব করিবেন এবং বিস্তারিতভাবে সে-সিদ্ধান্ত বিবৃতিত করিবেন।

• • • •

লাভ সম্প্রতি টাকার বাজারে যে আশাতীত পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ী আমদের বাজারে কিছু কিছু সরকারী পাওনা মিটাইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। প্রকারে ডলারই যে সরকারী সাহায্য তাহা নহে। অন্যান্য ডলার এই সাহায্যের পরিমাণ বেশী বলিয়া হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের প্রতি ও অন্যান্যেও কিছু কৃপণ করিয়াছে। ডলারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বজায় রাখিবার সেই মধ্যে সেবার সত্ত্বেও বর্ধমানিয়োগকারীদের

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। বিদেশীরা যেখানে অনেক কিছুটা টানিয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণের সম্প্রতিকে তলেই আর্থিক বাজারের সাময়িক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু যাহা যে খোলা বাজারে খুব বেশী পরিবর্তন হয়ে কেনাবেচা করিয়াছেন তাহা নহে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভার যাহের অর্থবিনিয়োগের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ওই পরিমাণ যেমন পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৭১.৮০ কোটি টাকা, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭২.৮৩ কোটি টাকা। যাহাই হউক, সরকারী তহবিলে যে বর্তমানে মন্দা যাহের অবিকল্পিত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেই আমরা আশেক্ষাকৃত আশ্বস্ত অনুভব করিতেছি। ৩১ মার্চের ১৯৮৯ সালের তহবিলের বর্তমান হার আছে ১৮৮৮০ . ১৯৮০-৮১ সালের ৩১ মার্চের তহবিলের হার আছে ১৯৯৮০ . এক সপ্তাহ ইহার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছিল ১৯৮৪ অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালের ৩১ মার্চের তহবিলের ১৮৮৮০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ১৯৮৪ হইয়াছে। এইখানে একটা কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯৪৮ সালে সরকারী তহবিলের বাজার যখন তেজী ছিল, সেই সময় ১৯৮৮ সালের তহবিলের মূল্য ১৯৭০-৭১ সালের তহবিলের মূল্যাপেক্ষা অধিক ছিল এবং ১৯৭০-৭১ তহবিলের মূল্য আবার ছিল ১৯৮০-৮১ সালের তহবিলের বাজারে যা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু বিগত অর্থ সম্পর্কে আমাদের সরকারী অর্থসচিব তহবিলের উক্তি ও আচরণের ফলে বর্তমানে ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী তহবিলের মূল্য বাড়িয়াছে, বর্তমানের তহবিলের মূল্য কমিয়াছে। কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ওই তিনটি তহবিলের মধ্যে ১৯৮০-৮১ সালের মূল্য বর্তমানে সর্বাধিক (১৯৮৪)। ১৯৭০-৭১ সালের মূল্য তৎপরবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছে (১৯৮০) এবং ১৯৮৮ সালের মূল্য সর্বনিম্নে পড়িয়া গেছে (১৮৮০)। এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরকারী নূতন কোন তহবিল পরিকল্পনা যে কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে। তাহা বুঝিয়া ওঠা আমাদের পক্ষে দুষ্কর।

• • • • • •

আলোচ্য সপ্তাহে কলের হার গতকল্য ।০ পেন্সে অপরিবর্তিত ছিল।—এই সপ্তাহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে বাজারীপত্র-আবেদনের আকর্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে এক কোটি টাকার বাজারীপত্রের জন্য মাত্র ১০ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে আবেদন পাওয়া গিয়াছিল ১.১৯ কোটি টাকার। পূর্ববর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে এরকম প্রতিযোগিতা অন্যান্য বাজারীপত্রের ক্ষেত্রে আর ঘটে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে এক কোটি টাকার

হয়। সুতরাং বাজারীপত্রের সুদের অনুপাত হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের এক কোটি টাকার বাজারীপত্রের জন্য আবেদন ছিল

• • • •

২৯এ এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিভার যাহের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের নিজস্ব মোট ও মুদ্রা বাজারে বাধির হইয়াছে বলিয়াই এ অভিনবত্ব। পাকিস্তানী নোট ও মুদ্রার পরিমাণ এবং ভারতীয় নোট ও মুদ্রার পরিমাণ পৃথকভাবে দেখানো হইয়াছে, কিন্তু যাহের তালগোলা এবং অন্যান্যের পরিমাণ একত্রিতভাবেই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। সমগ্র নোটের পরিমাণে উভয় রাষ্ট্রের পৃথক্‌পৃথক অন্তর্ভাগের অনুপাত নির্ণয় করার পূর্ব পর্যন্ত ওই সকল সম্পত্তি একসঙ্গে হিসাব-নিকাশে পরিণত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশের এই নবীন পদ্ধতি ১৯৮৮ সালের ১০ই জুন তারিখ পর্যন্ত অনুসৃত হইবে। তার পর ওই তারিখ পর্যন্তই বিভার যাহ উভয় রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি তাহা কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র নোটের পরিমাণ ৩.৮১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে পাকিস্তানী নোটের পরিমাণ ১.২১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কিং বিভাগে মুদ্রিত নোটের পরিমাণ ১৪.১০ কোটি টাকা হইতে ৩.৩৯ কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১১.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই ১১.৮৭ কোটি টাকার মধ্যে ভারতীয় নোটের পরিমাণ ১১.৮৭ কোটি টাকা এবং পাকিস্তানী নোটের পরিমাণ ১.১ লক্ষ টাকা। সমগ্র নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১,৩১১.৫ কোটি টাকা হইতে ৫২.৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১,৩২১.০২ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৮.২১ কোটি টাকা হইতে ৩৭.৪ কোটি টাকায়। ইহার মধ্যে পাকিস্তানী মুদ্রার পরিমাণ ৩.৩৭ কোটি টাকা।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ২৮৭.৩৭ কোটি টাকা হইতে ২৩.৮৫ কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ২১১.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রাজস্বিক ব্যয়বরাদ্দ এবং ভারত-পাকিস্তান অর্থনৈতিক লেন-দেনের বিনিময়ের সম্ভবত এই প্রচুর পরিমাণে তারতম্যের কারণ। কিন্তু এই সময় প্রচুর পরিমাণে ব্যাঙ্কিং কর আদায় হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও এইরূপ বিপুল অবনমনের কারণটা খুব বেশী পরিষ্কার নয়।—পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের জমার কিন্তু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ওই জমা পূর্ববর্তী সপ্তাহে ২২.৫৭ কোটি টাকা হইতে ২৩.৩৪ কোটিতে বর্ধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণ ১০.১৪ কোটি টাকা হইতে ২১.০৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তানের অন্যান্য সরকারী জমায় বিস্ময়কর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের মাত্র ৩.৩৩ কোটি টাকা হইতে ২১.২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ ২১.৩৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। এই অদ্ভুত উন্নতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ সম্ভবতই

হিসাবের ফলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং তাহারই অনিবার্য ফলে পাকিস্তান সরকারের অর্থিক অবস্থা ক্রমশই উদ্বেগজনক হইয়াছে।

হিসাব খাতে রক্ষিত বাজেয়প্তকরণের জমার ৩.২৪ কোটি টাকার বৃদ্ধি দেখা যায়। উহার পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৮১.১৩ কোটি টাকা (৭৮.৯০ কোটি টাকা)। অন্যান্য জমার পরিমাণ ৫৬.১৮ কোটি টাকা হইতে ৬১.৯৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। রক্ষিত আমানতসমূহের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১.৩১ কোটি হইতে ১.৬৮ কোটি টাকায়। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমার পরিমাণে ১৫.১৭ কোটি টাকার সন্তোষজনক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই জমার পরিমাণ বর্তমানে পৌঁছিয়াছে ৩১৮.৯১ কোটি টাকায় (৩০২.৭৪ কোটি টাকা)। সরকার কিছুদিন পূর্বে সম্প্রসারিত আয়কর-রিবেটের টুকি অনুযায়ী টাকা আদায়ের ফলেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমার এই অত্যন্তপূর্ণ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

* * * *

১৯৫৯ সাল হইতে সরকার সঞ্চয়ের জন্য যে উৎসাহ-মূলক ব্যবস্থাসমূহের মে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আলোচ্য চারিবৎসরে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ৬২১.১৮ কোটি টাকা হইতে ৩.৯৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৮.৪৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। সেভিংসে মেয়াদী আমানতের পরিমাণও ১.৫৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৩১৮.০৮ কোটি টাকায় (৩১৯.৬২ কোটি টাকা) পৌঁছিয়াছে। তবে রক্ষিত মজুত টাকার অঙ্কের সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। বর্তমানে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪.৯১ কোটি টাকা (৩৪.৯০ কোটি টাকা)। হিসাব খাতে রক্ষিত জমার পরিমাণও ২ কোটি টাকার বেশী কমিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৭৭.১৮ কোটি টাকা হইতে মার্যিয়া উহা আলোচ্য সপ্তাহে ৭৫.৭১ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। লাভের পরিমাণ কিন্তু ৩৩৯.৪৯ কোটি হইতে ৩৪০.৩৭ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে ঘটতি পরিমাণও প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বর্ধিত হইয়াছে।

পাকিস্তানে চা-বিক্রয়ের মেয়াদ খাতে পরিমাণে সামান্য হ্রাস দেখা যায়। মেয়াদান্তে মেয়াদ খাতের পরিমাণ হ্রাসও পাইয়াছে। রক্ষিত মজুত জমার পরিমাণ সামান্য বাড়িয়াছে। বাজেনের পরিমাণেও অল্পস্বল্প উন্নতি দেখা গিয়াছে।

* * * *

ভারত সরকার পাঁচ বৎসর ও সাত বৎসরের মেয়াদে নূতন "জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট" (National Savings Certificate) বিক্রয়ের জন্য প্রচার করিবেন স্থির করিয়াছেন। একদিন ১২ বৎসরের মেয়াদে যে সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হইত তাহাও এই সঙ্গে চালু থাকিবে। ব্যক্তিগত ও যৌথ-ব্যক্তিগত শ্রেণীর ক্রেতাদের ব্যবহারে ঐচ্ছিক মেয়াদী সার্টিফিকেটে টাকা আটকাইয়া রাখিতে বাধ্য করা, তাহাদের সেরূপ সুবিধার জন্যই এই নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং এরূপ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে যে ইচ্ছা করিলে ক্রেতা, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের করিতে পারিবেন। ৫ বৎসর ৭ বৎসরের মেয়াদী সার্টিফিকেট কিনিতে সরাসরি ব্যাঙ্কারের প্রথম ক্ষেত্রে শতকরা ৪টাকা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শতকরা ৫.২ টাকার কিছু বেশী সুদ পাওয়া যাইবে। বর্তমান বৎসরের ১লা জুন হইতে এই নূতন সার্টিফিকেট ক্রয় করা চলিবে।—কিছুদিন পূর্বে সরকারী অর্থসচিব যে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের নিয়ম হইতে কতকগুলি পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নূতন "জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট" তাহারই পরিবর্তিত পরিচয় বলে মনে হয়। —ঐযুক্ত মেহতা এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, আমরা তাহা আন্তরিক সহিত কামনা করিব।

নিবন্ধ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

ব্যাঙ্কের ইনস্পেক্টরদের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা যে কাহারও নাই, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র।—দুর্ভাগ্যের বিষয় মুদ্রাস্ফীতিকে প্রশ্রয় করিবার ঝোঁক আজকাল পৃথিবীর বেশী পাওয়া যাইতেছে না।

যাহা হউক, মুদ্রা স্ফীতি বন্ধ পৃথিবীর কারণে অনেক দেশ। কিন্তু যাঁহারা বর্তমানকালে পৃথিবীকে সুদৃঢ় করিয়াছে, তোলন করিয়াছে, প্রতিষ্ঠিতকে জন্ম করিয়াছে এবং প্রয়োজনমতো নিজের অনেকাংশকেও বদলে বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই: মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় পুরাতনকে নূতনের পথ অবরোধ করিতে দ্বিধা করে নাই। আর আমাদের ও বলেন অমাবস্যার রাত্রেই আমাদের প্রদান করিতে হইল।

এবারকার প্রচুর খাদ্য আমিতে পারে কেবলমাত্র কতকগুলি খাদ্যের মূল্য উচ্চতর করিয়া নহে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপুল লোক ও অন্যত্র অঞ্চলের মধ্যেই খাদ্যের আদান-প্রদান সম্ভব। কেবলমাত্র মূল্যের প্রবর্তিত মাধ্যমেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যের মূল খাদ্যের মূল্য, এবার মাত্রকর। পৃথিবীর নিকে চোখ চাহিয়া আমাদিগকে এখন শক্তি-সাধনের আয়োজন করিতে হইবে,—উদ্বৃত্তনীতি অবলম্বন করা আর চলিবে না। পৃথিবী কেমনটি হইলে ভালো হইত, সেকথা লইয়া আমরা আমরকাল মাথা ঘামাইয়াছি,—কিন্তু পৃথিবী যেমন আছে, সেমন অবস্থাতেই তাহাকে লইয়া কি করিয়া কাজকারবার করা যায়, সেকথা আমরা চিন্তা করি নাই। কিন্তু অতঃপর যদি তাহা না ভাবি তাহা হইলে আত্মরক্ষার প্রয়াস করিবার জন্য এ-পৃথিবীতে যে আমাদের পাকে বেঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, একথাটা আমাদের রাষ্ট্রনায়করা যদি মনে রাখেন তাহা হইলে কিছিৎ উপকার হয়।—আজ বজেটে আমার "পেরাম্বুলেটর" অঙ্গুলিচালিত প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে।

* * * *

জাতীয় সঞ্চয় আসিয়া, চলিয়া গেছে। আমি টের পাই নাই।—আমার পাকে-পাকিটারা পাইয়াছেন

আর্থিক কর্মিসম্প্রদায়ের ইতিহাসে নূতন করিয়া পাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম,—উদ্বৃত্তিত হইয়া কেবলই মনে হইতেছিল, তাহাদের দুর্দিশা যেন আমার সেই পরীক্ষাগারে সেই অভিজ্ঞতাদের চারিদিকে চলিয়া বেড়াইতেছে, অতিশয় সাধারণভাবেই সকলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে!—"সাধারণ"কে আমরা সকলে উপলব্ধি করিয়াছি কিনা, ইহাকে আমাদের চিন্তলোকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি কিনা, এসম্পর্কে আমার পূর্বসংশয়ই ছিল,—বর্তমানে তাহা উদ্বেগে রহিল মাত্র।

—সওদাগরী

শিল্পনীতির ঘোষণার পরে

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

বাইশ হইয়াছে ১২৪ (১৩৩)। মেট্রোপলিটান ইণ্ডিয়ার বর্তমান বন্ধ আছে ১৮৩ (৮৮৩)। ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের ৩৮ (১১)। মিষ্টি বীরভূমের বন্ধ তিন টাকা দাঁড়িয়েছে,—বর্তমানে উহার বন্ধ আছে ১২৪ (১৩৩) ইষ্টার্ন টেলেসের ক্ষেত্রেরো হইয়াছে ৪০ টাকায় (৯০৲) নাইন কারপেন্টার বন্ধ তেরো টাকা দাঁড়িয়েছে,—এখন উহার বন্ধ ১৩৯। তালেরের বন্ধ আছে ১৪ (৫৲) তেরোর্ট কেমিক্যাল বন্ধ ১২৲ দাঁড়িয়া ১৩৪ হইয়াছে।

চটকল—

এই শিল্পগোষ্ঠীর বন্ধ তেরো আছে। সম্প্রতিকালে বাজারের উন্নতির অংশ লাভ করার জন্য যে বিশেষ সম্প্রতি প্রকাশিত কতকগুলি চটকলের মজুরীর হিসাবপত্রে যে লাভের পরিমাণবৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতেই এই বিশ্বাস সহজে বলিবিনিয়োগকারীদের নূতন করিয়া আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। ৭৬ ৫ এর চটকলের শেয়ারের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ারপ্রতি ২৮.৩৬ টাকা করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে।—বাজেন্ট বন্ধ আছে ৮২৲ (৭৯৲), আংলো ইণ্ডিয়া ৩৪৩ (৩১৮৲৬ এপ্রমন্ধ ২২৭৲ (২৩৫৲), আরে ৪১৫৲ (৪০০৲), নর্থব্রা ৯৩৲ (৮৫৲), কাঁকিনা ৪৭৮৲ (৪১৩৲), রামনগর ৩১৩৩ (১২৲), ইণ্ডি ২৫১৲ (২১৩৲)। প্রেসিডেন্সীর ৮৲ (৯৩৩ হয়ে কাজ হইয়াছে, কেসের বন্ধ ১৮৩ হয়ে অর্থ বর্তিত আছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

ইণ্ডিয়ান আয়রনের বন্ধ বর্তমানে আছে ৩৯ বছ সপ্তাহে উহার বন্ধ ছিল ২৯৩৩। টিন বন্ধ রেলের বন্ধ আছে ২৬৩ (২৪৮৩)। কেসপের প্রায় তিন টাকা বাড়িয়া ২৩৯ (১৯৩)। হাওড়া ব্রাদার্সের বন্ধ আছে ১১৩ (১৩৩). টেলার্স ইলেকট্রিকের বন্ধ আছে ৯৯ (৭৮৩)। বার্ণপুর বন্ধ ৩ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯৯ হইয়াছে।

চা—

চা বাগানের শেয়ারের কাজ একরকম বন্ধ বলিলেই চলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বন্ধ ২৮৮৩৫ অপরিবর্তিত আছে, তেজপুরের বন্ধ ৭৯৯ হইতে ২৬৩ দাঁড়িয়াছে।

[illegible]

ম্যাকলাউডের চটকলসমূহের উৎকর্ষ

[illegible] বছরে সমাপ্ত হয় মাসের শেষ ম্যাকলাউড [illegible] পরিচালনাধীন চিত্তাভাগড়, এম্পায়ার, [illegible], বেঙ্গিমাধুলা ও প্রেসিডেন্সী দুই মিলসের বার্ষিকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদে [illegible] এই সময়ের এম সমাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি [illegible]। ইহার মধ্যে আমার চিত্তাভাগড়া ও [illegible] উল্লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই [illegible] সালের পরিমাণ পূর্ববর্তী ছয় মাসের পরিমাণ হইতে বিশেষ অধিকতর। চিত্তাভাগড়া ও বেঙ্গিমাধুলা এই দুইটি [illegible] বাঙ্গালার বিশাখাপত্তন জেলায় অবস্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত [illegible] অবস্থিতি আছে, তাহার উপরে চটকল শ্রমিক মহলের মধ্যেও অবস্থিত [illegible] বিশেষ অনুবিধা আছে ছাড়া কথা না। যথোচিত [illegible] মহলের অভাব একটা বড় অভাব, এবং [illegible] সাধারণ শ্রেণীর উন্নতি অথবা নিম্ন [illegible] মধ্যে উপযুক্ত সময় পরিমাণে [illegible] আছেই চিত্তাভাগড়া ও বেঙ্গিমাধুলার উন্নতির বিশেষ তদারকেলার পরিচায়ক, [illegible] নাই।

* * * *

[illegible] সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত [illegible] বিবরণ-বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] যায় যে, চিত্তাভাগড়া দুই মিলস কোম্পানির [illegible] মূলধনপরিমাণ ৮৮,৩০,৪৭৩ টাকায় [illegible]। পূর্ববর্তী ছয় মাসে উহার পরিমাণ ৪২,৩০০ টাকা। নীট লাভের পরিমাণ [illegible] ৩,০২,৫৭৩ টাকা হইতে ৮,৭৬,১২৬ [illegible] টাকার বৃদ্ধি পরিমাণ অর্থ চলিতে পূর্ববর্তী ছয় মাসের ১,৭৩,০০০ টাকার [illegible] ছয় মাসে উহার অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে [illegible] টাকা। মূলধনঋণ খাতে জমা হইয়াছে [illegible] টাকা (৬০,০০০৲)। সঞ্চয় তহবিলে [illegible] ছয় মাসে কিছুই জমা হয় নাই, কিন্তু [illegible] খাতে সঞ্চয় হইয়াছে ৭৫,০০০৲। সাধারণ [illegible] পরিমাণ শতকরা বার্ষিক ১৫ টাকার [illegible] শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা করা হইয়াছে। [illegible] ছয় মাসের হিসাবে ডেড টাকা দাঁড়াইয়াছে [illegible] টাকা (১৯,২০০৲)।

[illegible] বিবরণী হইতে জানা যায়, [illegible] ছয় মাসে চিত্তাভাগড়া সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা [illegible] করিয়াছে। শ্রমিক নিযুক্তির সময় [illegible] সাধিয়াই ছিল, তথাপি মাসে মাসে [illegible] কোন কোন সময়েই কাজ বন্ধ করিতে [illegible] শ্রেণীর মজুরের জন্য কাজের

চিত্তাভাগড়ার মিরিখপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

দায়		সম্পত্তি	
আদায়ীকৃত মূলধন		মোট বন্ধ সম্পত্তি	৭৯,৩৯,৫২৯৲
(১) অগ্রাধারী	৪,০০,০০০৲	মূল্যাসকল্প	২৫,১৬,৫৫৪৲
(২) সাধারণ	১০,০৪,০০০৲	নীট বন্ধ সম্পত্তি	২১,১২,৭৪৭৲
ঋণসমূহ	১২,০০,০০০৲	মজুত	৬,৪৫,২৭৮৲
		বন্ধুত্ব দাম	৬৪,৪৩,২৩৭৲
সঞ্চয় তহবিল	১,৩০,০০০৲	বাকী পাওনা	১১,৪৬,৩২২৲
ঋণ	৫০,৯১,৪৩৬৲	ধর্মাধিনিয়োগ	৩,১১,২২৮৲
		"অতিরিক্ত লাভকর" জমা	৩,৪৫,১৭৮৲
অবণ্টিত লাভ (ডেড)	৩৩,৮১৯৲	হস্তস্থিত নগদ	২,২৪,১৭৫৲
মোট	৮৭,৪১,৩২২৲	মোট	৮৭,৪১,৩২২৲
		মূল সম্পত্তি	৬৬,৩৩,৬৮০৲

* * * *

[illegible] সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাস কালের এম্পায়ার দুই কোম্পানীর প্রকাশিত হিসাবনিকাশে যে লাভের পরিমাণবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, তাহা খুব বেশী নয়। পূর্ববর্তী ছয় মাসে যে স্থলে নীট লাভের পরিমাণ ছিল ৮,৪৩,১৭১৲, সে স্থলে আলোচ্য সময়কালে মাত্র ১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮,৫৩,২৯৬৲। কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। পূর্ববর্তী ছয়মাস কালের বার্ষিক শতকরা ১০ টাকার স্থলে আলোচ্য সময়ের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে বার্ষিক শতকরা ৩৫৲।

৬ষ্ঠ লাভের পূর্ববর্তীলোক অঙ্ক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই খাতে বরাদ্দের জমা হইয়াছে ১,১৫,০০০ টাকা, পূর্ববর্তী হিসাবে ধার্য হইয়াছিল ৩,১৫,০০০ টাকা। মূল্যাসকল্প খাতে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১,১১,০০০ টাকা হইতে ১,১৫,০০০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঞ্চয় তহবিলে ধার্য হইয়াছে ১,০০,০০০ টাকা (১,০০,০০০৲)। উৎপন্নবিক্রয়ের পরিমাণমূল্য ৪৭,১১,২৫৫ টাকা হইতে ৫৭,০৫,৩৬০ টাকায় বর্ধিত হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে ডেড টাকা দাঁড়াইয়াছে ৩৩,৮১৯ টাকা (৩০,০০০৲)।

এম্পায়ার দুই কোম্পানী বিদ্যুৎ-চালিত বলিয়া কলসার অত্যাবশ্যকীয় কোন অসুবিধা ইহাকে আলোচ্য সময়ে ভোগ করিতে হয় নাই। শ্রমিক সমবায়ের অবস্থা মোটের উপর আলোই ছিল, যদিও কোন কোন বিভাগে উচ্চশ্রেণীর কর্মকুশলতার অভাবে কাজের ক্ষতি হইয়াছে। এম্পায়ার আলোচ্য সময়কালে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করিয়াছে।

এম্পায়ার দুই কোম্পানীর মিরিখপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

দায়		সম্পত্তি	
আদায়ীকৃত মূলধন		মোট বন্ধ সম্পত্তি	৮৫,৩০,১৮৭৲
(১) অগ্রাধারী	১০,০০,০০০৲	মূল্যাসকল্প	২৬,৪৫,৪০০৲
(২) সাধারণ	২১,০০,০০০৲	নীট বন্ধ সম্পত্তি	২৮,৭৫,৪৮৭৲
সঞ্চয় তহবিল	৩২,৪৫,০০০৲	মজুত	৬,২৫,৬০১৲
ঋণ	১৯,৪১,৩০৩৲	বন্ধুত্ব দাম	২৪,০৫,০৭৩৲
		বাকী পাওনা	১৯,৭৪,৯০৫৲
অবণ্টিত লাভ (ডেড)	৫০,২১৩৲	ধর্মাধিনিয়োগ	১,৩৬,৭৪০৲
		"অতিরিক্ত লাভকর" জমা	৬,৫১,১৭০৲
		হস্তস্থিত নগদ	৭,৪৩,৫৮২৲
মোট	১৪,৭৪,৯০০৲	মোট	১৪,৭৪,৯০০৲
		মূল সম্পত্তি	৬৬,৪২,৩৩৮৲

ii) বিলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	সদস্য ও শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	যে সালে	বাজার দর					
ইন্ডিয়ানোরাবিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...	৯,৫১,১১,৯৯৯	৯,১৫,৯৯,৯১৯	১০	১৯৫৩	১৮৮/৩-১৯/৩	৩৯৯-৩৯৯/৩	৩৮/৯৯৯/৩	৩৯/৯৯৯/৩	৩১৭-৩৯৯/৩	...
হেমন্ত	...	৫১,৩০,৩৩৩	৩৮,১১,৩৩০	১০	১৯৫৩	১৩/৩	১৩৯-১১৭/৩	১১৩-১১/৩	১১/৩-১৫/৩	১৫/৩-১৫/৩	...
ইন্ডো আয়রন	...	১,৩০,১১,৩৩৩	১৯,৫৫,১১,১৯৯	১১	১৯৮৮-৫৩	৩১১	৩১৯/৩	৩৯৯	৩৯৯	৩৯৫	...
মার্ক ...	...	১১,৩০,৩৩৩	১,৩৩,১৯,৯৩৩	১০০	১৯৩৫(৫)	৯/৩১	...	...	...	৩১৩	...
হেমন্তমোট	...	৩৯,১১,১৩১	১৩,৩০,৩৩৩	৭	১৯(৫)	১১/১৭	...	...	...	...	...
বার্মাশিল্প	...	১৩,১০,৩৩৩	১৩,১৯,১১১	১	৯৩(৫)	৩৭১	৩৩৯-১৯৩	৭৯৩-১৯৩	...	৭৯৩-১৯৩	৭৯৩-৭৯৩
ইন্ডিয়া তামাকোম্পানি	...	৩,৩৫,১৯,৩৩৩	৩৩,১৯,৩৩৩	১০	৯৩(৫)	১১/১৩	৫৯৯-১৩৩	৫৩৯-১৩৩	১১৯-১১৯/৩	১৩৯-১৩৩	১৩৯-১৩৩/৩
কয়লাখনি											
আসানসোলমাইন	...	১৫,১৩,৩৩৩	১৩,৩১,১৩৩	১০	১৯	৯১৩	...	...	১১/৩ (১৯৯ সেপ্টেম্বর)	১৯৯/১৯৯	...
ইন্ডিয়েটেড্	...	১১,১৯,১৩৩	১১,৩৩,৩৯৯	১০	১৯	৩৩৩	৩৩৯-৩১	...	...	৩১/৩৩৩	১৯/৩-১৩/৩
অন্যে আয়ুষিয়া	...	১,৩৩,৩৩৩	৩,১৯,৩৩৩	১৫	১৯	১১/১৩	৩১	...	...	৯৫	৩৯৩-৩৫
আসানসুরা	...	১৩,৩৯,১৩৩	... ...	১০০	...	১৯৩	...	...	...	...	...
আসানমে	...	১৩,৩০,৩৩৩	১,১৩,৩৩৩	১৫৩	৯৩(৫)	৯৯১	...	...	১/৩৯৯/৩	৯৯৩-৯১/৩	১/৩৩৯/৩
বর্ধ অন্যে	...	৯,১১,৩৩৩	৯,৩৩,৩৩৩	১০	১৩৩	৯১৯	...	...	...	...	...
বর্ধ সন্মুল	...	৯,১৩,৩৩৩	১,১১,১৩৩	৫১৩	৯৩	১/৩৩	...	...	...	...	...
বিটি বীরমুখ	...	১১,১৯,১৩৩	১১,১১,১৯১	১০	...	১৩/৩৯	...	১১৩-১১৫/৩	১৭৯১	১৩৩-১৯	১১৩
বিটি বাবমুখ	...	৯,৩৩,৩৩৩	৯,৯১,৩৩৩	১০	১৩	৩/৩৯	...	...	...	৯৫	৩৫৩
দেশভারতী	...	১,১৯,৩৩৩	৩,৩৫,৩৩৩	১৫	১	৯৩৯১	...	৩৩৯৩	...	...	...
ধরাধর	...	৫৫,৩৯,১৫৩	১,১৯,৩৩,৩৩৯	১০	৫৩	১১/১৯	৭১৫-৭১	১১৫/৩-৩৩৯৩	...	...	১১৯/৩
হেমন্ত	...	৩৩,৫৯,৩৩৩	১,৩৩,১৩,৩১৯	১০০	১৯	৯৫১	৫৩৯-৫৩৯	৩৩৯-৩৫১	১৫৯-৩৩৯	৩৫১-৫৯৯	৩৫১-১৩৩
ভারত	...	৫৩,৩০,৩৩৩	১৩,১৮,৫১১	১৯	১/৩(৫)	৭৫৩	৮৫৩-১,৩৩	...	...	...	...
মাইকিন	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৫,৩১,৩৫১	১০	...	৩৫৩	...	১৩৩৩	১৩ ৩৯-১৩৩৩	১৩-১৯৩	১৩/৩-১৩/৩
হেমন্ত	...	১৩,১০,৩৩৩	৩,১৩,৩৩৩	১৯	১৫	৩/১১	...	...	...	...	...
বাঁকিমারী	...	১,৩৩,৩৩৩	১,১৩,৩৩৩	১০	১৩	১৫৩	...	১৮	১৩৩	...	...
শিবপুর	...	১,১৩,৩৩৩	৩,৩১,৩৫১	১	১১/৩	৩৫৩	...	...	...	...	...
নাইন আসানসুরা	...	১১,৫১,৩৩৩	৩,৩৩,৩৩৩	১০	১	৯৫১	...	৫৩৩-৩৩৫/৩	১৩/৩-১১/৩	...	...
হেমন্তোল ইন্ডিয়া	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	... ...	১৫	...	৩৫৩	...	১১৫-১৫/৩	৩৩৯-১৩	১৫/৩-১৫/৩	১৫/৩-১৫/৩
কাগজের কল											
এমপি	...	১১,৩৩,৩৩৩	৩১,৩৩,৩৩৩	১০	১৫	৩৫৩	৫১৩	৫১৩-৩১/৩	১১-৩৩৫	৩৫৫	৩১৩/৩৯৯
আসানসুর পেপারমিল	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৫,৩৩,৩৩৩	১৫	১/৩	৩৫১	১৩/৩	১৩/৩	...	১১/৩-১১/৩	১১/৩-১১/৩
হেমন্তোমাস	...	১৩,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৯,৩১৩	১১৩	১৫(৫)	৩৫৩	...	...	...	১১৩	...
ভারমার	...	১৯,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৯,১১৩	১০০	৩	১৯৫১	৭৯৯-৯৫৩	৯৫৯	১৩৩-১৩৩	...	...
ইন্ডিয়ানী	...	৩৩,১১,৩৩৩	১১,৩৩,৩১৩	১০	১(৫)	১৯৩৩	...	...	...	...	...
বাসীন্দ্রা	...	৯,৩৩,৩৩৩	১৯,১৯,১১৩	১০০	১	১১৫১	...	...	...	...	...
বাবরী	...	১৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৯,১৩৩	১০	৫৩(৫)	১১৫৩	...	৯৫৩	৯৫৩-১৩৩	...	...
বিড়লা	...	১৩,৩৩,৩৩৩	৫৩,৫৩,১৩৩	১০	১(৫)	১১৫৩	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

ক্রম নং		কারখানার মূলধন (বিবরণ)	শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা	প্রতি শ্রমিক কর্মচারীর মূল্য	বন্ধ কারখানা	মন্তব্য	বাজার দর					শেষ বার্ষিক মূল্য
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৭৪	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	গঠন ও অনুমতি তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট শেয়ার	সংরক্ষণ	বাজার দর					
						৩৫/৩৮	৩৫/৩৮	৩৫/৩৮	৩৫/৩৮	৩৫/৩৮	৩৫/৩৮
চা-বাগান											
মেসিডোনিয়া	...	৪,১০,০০০	৯,৩৩,৪৭১৲	১০৫	৩৩৲(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
লেসার্ট ও পার্থিভিয়া	...	৯,৩২,৩৩১	৪,৯৩,১৭৭৲	১১৩	২১৲(ব)	১১/১১	...	...	...	...	...	...
বিট ভ্যালী	...	১,৩৩,০০০	৪,১৪,১৩১৲	১১	৩৪০ (ব)	১১/১৬	...	...	...	...	...	...
সাম্রাজ্যেশ্বর	...	১১,৩৩,০০০	৩৩,১১,৩৩১৲	১৩৩	৩৩৲(ব)	১১/১৪	...	...	...	...	...	...
বড়ঈদ	...	৪,৩৩,৩৩৩	৪,৩৩,৩১৩৲	১৭	৭৲(ব)	৯.৩৩	...	...	...	...	...	...
বাবারহাট	...	৪,৩৩,০০০	১১,৩৩,৩৩৩৲	১০৩	১০৩৲(ব)	১১/৩৩	...	...	...	...	...	...
বিরাম	...	১৩,৩৩,০০০	৯,১৩,৩৩৲	১৭	৩৪০(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
বেলফারি	...	১,১৩,০০০	২,১৩,০০৪৲	৯৩	১০৲(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
ভগবতীচা	...	১,৩৩,০০০	৪,৩৩,১০৩৲	১৩	১২০(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
মেসার্স হাজারী	...		৪,৪১,১১৩৲	১০৩	৭৲০(ব)	১১/৩১	...	...	...	...	...	...
লাপথ	...	৯,৩৩,১১০	১,৩১,৩৭১৲	১৩	১৮৩(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
মেসার্স ইসাক	...	৪,৩১,০১১	৪,৩২,৩৩৮৲	১৩	৯৩(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
ফারাদাবাদ	...	৯,০০,০০০	১৩,৩০,০১৩৲	১০১	৩৩৲(ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	...
বাসিরহাট	...	১৯,১১,৩৩১	৪১,৩১,১৭১৲	১৩	১০৲(ব)	১১,৩১	...	...	...	...	...	...
চিনির কল												
ইউ-পি	...	১৯,৩৩,০০০	১৯,১৩,১১৲	১৩	...	৯৪৩	...	...	...	১	...	
ভাগড়	...	৪৪,০০,০০০	১৭,১৩,৩৩৲	১৭	...	৪৪১	...	১১/৩	...	১৩/৩	১৩/৩-১১/৩	
লক্ষ্মীবাই	...	১৮,০০,০৭৩	১৩,১১,৩৪৲	১৩	১১৩(ব)	৭৪৩	...	১১/৩-১১/৩	...	...	...	
জয়ন্তী বিক্রি	...	৮,১৩,০১৩	১১,১১,১৩৭৲	১	১৩৩(ব)	৭৪১	...	...	...	...	...	
প্রতাপপুর	...	৯,০০,০০০	৯,১৯,৩৩৭৲	১৩	...	১০।৪১	...	১৩/৩	...	...	...	
ভাগড়	...	১০,০০,০০০	১,০০,০০০৲	১০	১৲(ব)	৭৪৩	...	...	...	...	...	
রামনগর	...	১৯,০০,১৩৩	৪,১০,৩৪৲	১০	১৲ (ব)	৭।৩৩	১১।৩	১১৲-১১৷৩	...	১১।৩	১১৲-১২৲৩	
রায়াব	...	৪,০০,০০০	১০,০০,০৪৩৲	১০	১।৩(ব)	৭৪১	...	...	...	...	...	
সর্বজিৎপুর	...	১১,১১,০০০	১,১১,১০০৲	১০	৩০ (ব)	১১।৩৭	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক												
ইউনাইটেড ব্যাংকিং		১,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০৲	৫১ (৩৩)	১।৩	১১/১১	...	৪৫৲-৭৩৲	...	...	৪৪।৩-৪৩৲	
ভূমিজা ইউনিয়ন	...	১৩,০০,১৩৩-৫ ৫৪,০০,৭৩৩ বি	১১,১১,১০৩৲	১৩৲	১।৩১(৫)	৩।৩৩	...	...	...	...	...	
ভূমিজা ব্যাংক	...	৩৩,১১,১০৩৲	১০,০০,০০০৲	৫৩।৩ (ব)	১৩৲	...	...	...	...	...	...	
পাঞ্জাব ন্যাশনাল	...	১৭১,৩৯,১১১৲	১,৩৩,০০,০০০৲	১০০৲	৯৲	১১/৩৩	১৩৩৲	...	...	...	...	
বিজয়া ব্যাংক	...	৪,০০,০০,০০০৲	৪,০০,০০,০০০৲	১০৩৲	৪৲ (ব)	৭।৩৩	১৩৩৲	১৩৲	১৩১।৩-১৩১৲	১৩১।৩	১৩১।৩	
ন্যাশনাল ন্যাংক		১৪,১১,১৩১৲	১১,০০,০০০৲	১৭৲	৫৲(ব)	১১।৩৩	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	...	১,০০,০০,০০০	১,০৪৪,৩১৩৲	১৩৲ (ব)	৪।৩	১১।৩৩	...	১৪৭৲	১৩১।৩	১৩১।৩	১৩৩৲	
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	...	১,০০,০০,০০০	১,১০,১১,১৩০৲	১৭৲ (ব)	৭৲ (ব)	১১/১১	...	...	...	...	...	
সিটি ব্যাংক	...	৪৩,০০,০০০	১১,০০,০০০	১০৲ (ব)	...	১১/১৩	৩১।৩	...	৩১।৩	...	...	
ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল	...	১,১০,০০,০০০	৯,৩৩,০০০৲	১০৲	১৲ (ব)	১১/১৩	...	...	...	...	...	
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া	...	৯,১৪,১১,০০০৲	১,৩৩,১৪,৩৩৩৲	৭৲	১৲	১১/১৩	৩৪।৩	১৩৲	৩৩৲	৩৪	৩৯৲	
বিমান-সরবরাহ												

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ২২ সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৫৭ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫০ মূল্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত	৬৫৭		
পূর্ব বাংলার দুর্নীতি	৬৫৭	বাজারের কথা	৬৬০
প্রসঙ্গিকা	৬৬১		
বিশ্বস্ত	৬৬১		
সংবাদপঞ্জি	৬৬৪		
সমাজ	৬৬৭		

আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত

প্রচুর উদ্যোগ আয়োজনের ফলে কলিকাতায় সম্প্রতি যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠক বসিয়াছিল তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, সকল বিষয়ে দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে এবং অতঃপর আরও দুইটি বৈঠক শীঘ্রই আহ্বান করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে উভয় ডমিনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দই যেরূপ মিলিত কণ্ঠে সংবাদপত্রের আবশ্যিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, তাহাতেই আমরা নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতেও উভয় রাষ্ট্রের মতৈক্য প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইয়াছি। জানিয়া পুলকিত হইতেছি যে, উভয় রাষ্ট্রে যদি পারস্পরিক মতৈক্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তো যথার্থই নবযুগের সূচনা হয়। সেক্ষেত্রে বিভক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনতালাভ করিয়া আবার বিভক্তির ভিত্তিতেই ঐক্য ও লৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে!

কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের ভাগ্যপরিবর্তনের পথা এইরূপে উন্মুক্ত হইল, এই প্রসঙ্গে তাহার কথা বিস্মৃত হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। —কাশ্মীর সম্পর্কে লাহোরে ও দিল্লীতে নেহরু-লিয়াকৎ আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার পরে ভারত-সরকার কাশ্মীরের ব্যাপারে সুবিচারের প্রত্যাশা লইয়া আন্তর্জাতিক স্বস্তি পরিষদের দ্বারস্থ হওয়াতে এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ বুঝাপড়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বাস্তুত্যাগ যখন পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত নিরাশ্রয়দের [illegible] স্বীকার করাইয়া [illegible] তখন আমরা বাস্তুহারাদের পুনর্বসতিতে সহায়তা করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতে। এই অনুরোধই বহুদিন আগেই ঘটিত। ভারতসরকার হইতে পুনর্বসতি প্রচেষ্টার সহায়তাকল্পে কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠকের কথা ঘোষিত হয়।

সুতরাং পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা সম্পর্কে বৈঠক আ হওয়াতে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, আলোচনা এবং সিদ্ধ সমূহ কেবল পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সসম্ভ্রমে ভারতে আগমন করিবার সুবিধাদি করার জন্য যে এই বৈঠক বসানো হইতেছে আমাদের মনে প্রথমাবধিই এরূপ কোন ভুল ধারণা ছিল কারণ আমরা দুঃখের সহিত বর্তমান ভারতসরকারকে বা জানিয়াছি, তাহাতে বিভিন্নরকম বিচারে বর্তমান সরকারকে পুরাতন বি আমলাতন্ত্রের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপেই অভিহিত করা যায়। পরি যাহা হইয়াছে তাহা কেবলমা উদ্যোক্তের সাধুতায় এবং তদুপ রাজনৈতিক জ্ঞানের অনুপস্থিতায়।

অকস্মাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্যোক্তদের পূ স্বীয় বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য পাণ্ডিত নেহরুর আ হইতেই আমরা ভারতসরকারের ভাবগতি কিছুটা অনুমান ক পারিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান বৈঠকের অধিনায়করূপে ভারতসরকা পুনর্বসতি সচিব, পূর্ব বঙ্গের হিন্দু এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়া প্রতিবাদে নানভাই প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস জাতীয়দলের অন্যতম শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর নিয়োগী নিযুক্ত হওয়াতে আমাদের মনে কি আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, ভারতসরকার হয়ত বা বাস্তবক্ষে পূর্ব বা

হস্তান্তরের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক ঘোষিত নীতি মেনে নিবেন। আমাদের এইরূপ আশার উদ্রেক হইবার আর এক কারণ ছিল বৈঠকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতির ফলে এবং বিশেষ, কুচবিহার ও আসামের সংগে অবশ্য হইতে প্রতিনিধিদের আগমন। কিন্তু বৈঠকের সিদ্ধান্তের কোন কোন মহল আমরা হতাশ হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায় বিরোধী দলের নেতা প্রমান করিয়া এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়সহ ভারত ও পূর্ব বঙ্গের পক্ষ প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত থাকিয়া যে সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া প্রতীয়মান করাইতে চাহিয়াছেন, তাহা আসলে চূড়ান্তই অন্ত সংস্করণ নয়।

ঘোষিত সিদ্ধান্তকে একবার পরীক্ষা করিলেই আমাদের অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণিত হইবে। যে দুইটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ঐক্যের ভিত্তে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে তাহা হইল উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা এবং (২) ক্ষতিপূরণ চুক্তি সম্পাদনের অবস্থানে সেটুকুর কর্মপন্থা সম্পর্কে যুক্ত আয়োগের কাজে যে সময়ের প্রয়োজন হইবে তাহার সময়সীমা।

এই দুই বিষয় সম্পর্কে আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। যুক্ত সরকার পূর্ব বঙ্গ সরকারের কোনই প্রয়োজন না হইয়া দলত্যাগেই ঐক্য এবং আসামের উপরও প্রযোজ্য হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের ও আসামে পশ্চিম বঙ্গের মত পৃথক বোর্ড স্থাপিত হইল আর একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আসাম ও পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়া যাওয়া না করিতে সম্মত হইয়াছেন। অথচ এই আসাম ও অন্যান্য সংস্কৃতির দোহাই দিয়া পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের স্থান দান করিতে অস্বীকার করিতেছেন। তাছাড়া কেবলমাত্র বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ হইতে উদ্ভূত অবস্থা বিবেচনার জন্যই আহূত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গ বা আসামে সংখ্যালঘুদের কোন সমস্যা বর্তমান না থাকা সত্ত্বেও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে যে অবস্থাসাম্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানের পক্ষে হানিকর হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যে বিশেষ বোর্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার যে নীতির প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা হইল পাকিস্থানকে চূড়ান্ত স্বীকৃতির ভিত্তিতে বাস্তুত্যাগ করার পরিবর্তে কোন রাষ্ট্রের মূলের অবস্থানেই অবস্থান। বলা বাহুল্য যে, পাকিস্থানের হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ সম্প্রতি কলিকাতার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের গৃহে নিমন্ত্রণ সভায় ইহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং এই নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যেই জনাব শহীদ সুরাবর্দ্দি সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গে শান্তির সফরে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে সংখ্যালঘুদের হইবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের সংখ্যা হইবে ৩ জন এবং সমাজে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন, এই মোট পাঁচ জন সদস্য লইয়া একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর অধীনে এই বোর্ড সংগঠিত হইবে। এখানে জনাব শহীদ সুরাবর্দ্দীর কূটনীতির সাফল্যবিষয়ে উল্লেখ করা কর্তব্য। কারণ পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগের বিপদ রোধ করিবার জন্য পূর্ব বঙ্গে শুভেচ্ছা মিশনে যাইবার প্রাক্কালে উভয় বঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি যে সপ্তবিধ ব্যবস্থা সুপারিশ করেন 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উভয় বঙ্গে একটি করিয়া মন্ত্রীসভা গঠিবার ব্যবস্থা' তাহার অন্যতম। পূর্ব বঙ্গে এই বোর্ড স্থাপিত হইলে তাহা কিছু লাভ হইবার সুদূর সম্ভাবনা ছিল, পশ্চিম বঙ্গের সমপ্রকার বোর্ডের প্রতিযোগিতায় তাহাও বিনষ্ট হইবে। অথচ পূর্ব বঙ্গের বোর্ডের স্বার্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকার হয়ত এই প্রদেশের বোর্ডের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত দরদ প্রদর্শন করিবেন এবং ফলে পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিবার জন্য মুসলমানদের অধিকতর উৎসাহ পাইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মনে হইয়াছে, তাহা হইল উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নকল শান্তি বজায় রাখিবার জন্য ভারতসরকারের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ। উভয় বঙ্গের মিলনের জন্য প্রচার কার্য করা চলিবে না, এই সর্তে পূর্ব বঙ্গের সরকার তথাকথিত সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং শান্তি বজায় রাখিবার আন্তরিকতাস্বরূপ ভারতসরকারও এই সর্ত মানিয়া লইয়াছেন। পাকিস্থান কর্তৃক এইরূপ সর্ত আরোপে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি না। কারণ পাকিস্থান মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্র—ইসলামের শরিয়াৎ অনুসারে দেশ শাসন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জনাব জিন্নার একজাতিত্বে পাকিস্থানের বিদেশী চক্রান্তজাত এই রাষ্ট্রের পক্ষে নগ্নপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র তাহা আন্দোলনের সময় যারা নাজায়েজ হইতে সুরু করিয়া লিয়াকৎ আলী, কায়েদ-ই-আজম পর্যন্ত সকল দায়িত্বশীল পাকিস্থানী নেতাই পাকিস্থানের তাহা আন্দোলনের সহিত "পাকিস্থান রাষ্ট্রের শত্রু" ভারতীয় ইউনিয়নের যোগাযোগের কথা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভারতসরকারকে দিয়া এই সর্ত স্বীকার করাইয়া লইবার প্রয়াস পাকিস্থানের পক্ষে সর্বতোভাবেই হইয়াছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারত কোন্ যুক্তি বা জ্ঞানের প্রেরণায় এইরূপ মৌলভ্রষ্ট সর্ত স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

কিন্তু দুঃখ হইলেও ইহাই আমাদের চরম অভিযোগ নহে। পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সংবাদপত্রসমূহের নিকট যে অযৌক্তিক ভারতসরকারের প্রতিনিধিমণ্ডলের নেতা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। ইহাতেও শেষ অবধি কায়েদ-ই-আজমেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে এক প্রশ্নের

প্রচার করাই মূলত হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণ। তবধি পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন অত্যন্তভাবে নিরন্তর এই পয়লা সত্যটি (?) প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন এবং এক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নৈতিক উপরিউক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে পাকিস্থান নেতাদের অভিযোগই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের সমস্যা লইয়া যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে সে কথা ঘোষণা করিতেছেন জাতি সংঘে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এবং ভারতরাষ্ট্রে হায়দরাবাদের গণসংগ্রাম পরিষদের নেত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী!

এরূপ ক্ষেত্রে সত্যসংবাদ গোপন করিবার বা বিকৃত করিবার সম্ভাবনার আলোচনা না করিবার জন্য সংবাদপত্রসমূহের উপর নিষেধবিধি জারীর সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত এই চুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের জন্য "ইন্টারনেশনাল নিরাপত্তার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়! বস্তুত, এইরূপ ব্যবস্থাদির দ্বারা না করিয়া ভারতসরকার যদি সম্পূর্ণ নীরব থাকিতেন, তাহা হইলেও ইহার চেয়ে ভালো হইত বলিয়া আমরা মনে করি।

বস্ত্র ব্যবসায়ে দুর্নীতি

বিনিয়ন্ত্রণের পরে বাজারে বস্ত্র দিনের পর দিন অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহা সংগ্রহ করাই এক মহাদুর্ঘট ব্যাপার। কিন্তু যতটুকুও বা পাওয়া যায় দুর্মূল্যের জন্য তাহাও সংগ্রহ করা প্রায় সমানই কঠিন হইয়া পড়ে। কলিকাতার বাজারে দেখা যায় যে, কাপড়ের উপর মুদ্রিত মূল্যের শতকরা ৪০ হইতে ২০০ ভাগ অধিক মূল্যে কাপড় প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতেছে। লভ্যাংশই বিক্রেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ মূল্য না চাহিয়া, ক্রেতাদের নিকট 'মাল নাই' বলিয়া পশ্চাদ্দেশের ফেরিওয়ালাদের সহিত রফা করিয়া তাহাদের কাপড় সরবরাহ করিতেছে। এই প্রকাশ্য চোরাকারবার আবার বাকি পুলিসের পক্ষে দমন করা সম্ভব নহে। কাপড় নিয়ন্ত্রণের মূল্য-মানের বিস্তৃত জটিলতা হইতে অর্থোদ্ধার করা পুলিসের পক্ষেও নাকি একরূপ অসাধ্য; কাজেই তাহারা অপরাধীকে ধরে কি করিয়া! মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ই প্রচারিত বাণীর অপ্রচুর প্রচলনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া এবং দুষ্কৃতকারীদের প্রতি পুনঃনিয়ন্ত্রণের তীব্র প্রদর্শন করিয়া জনমতকে জাগ্রত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া উভয় পক্ষই দায়মুক্ত হইতে চাহিয়াছে এবং পাকিস্থানের সীমান্তে চোরাকারবারের আধিক্য ঘটাতে ভারত সরকার সোজাসুজি পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাবে বস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই নিজ নিজ দায়িত্ব এড়াইয়া অন্যদের ঘাড়ে অপরাধ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু 'দিলেরা' হইয়া নির্বাক হইয়াছেন কেবল অসহায় ক্রেতাসাধারণ। অথচ এই ক্রেতাদের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং উহাদের স্বার্থেই আবার নিয়ন্ত্রণ রহিতও করা হইয়াছিল!

বস্তুত বিনিয়ন্ত্রণের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটা অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, ব্যবসায়ীদের চোরা কারবারের লোভ সংবরণ করাইবার এবং কল মালিকদের উৎপাদনে উৎসাহ দান করিবার উদ্দেশ্যে, বিনিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চোরা কারবারের ধান্দাবাজ এই স্বল্প নৈবেদ্যে প্রসন্ন হইতে পারে নাই। বিনিয়ন্ত্রণের অব্যবহিত পরেই যখন কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ হইল, তখনও একদল বিনিয়ন্ত্রণ-সমর্থক চিনির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া, বস্ত্রের বাজারে স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ প্রায় তিন মাস পরেও অবস্থা অপরিবর্তিত থাকাতে তাঁহারাও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা নিজেরা বর্তমান অবস্থায় বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম এবং বিনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে "আর্থিক ভারতে" আমরা একাধিকবার লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাও এতটা খারাপ অবস্থার কথা কল্পনা করি নাই। আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে কতদূর শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে বস্ত্রবিষয়ক লজ্জাকর পরিস্থিতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পশ্চিম বঙ্গের ভিত্তিতে বিচার করিলে স্থানীয় বস্ত্র সংস্থার দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়—আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয়। আভ্যন্তরীণ সমস্যা হইল জনসাধারণের নিকট বস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে খুচরা বিক্রেতাদের সহিত কলমালিকদের প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যা হইল ভারত পাকিস্থান শুল্কবেষ্টনী ভেদ করিয়া চোরা পথে পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্ব বঙ্গে বস্ত্রের ব্যাপক চালান। নিয়ন্ত্রণের পূর্বে খুচরা বিক্রেতাদেরই কলওয়ালাদের নিকট হইতে বস্ত্র আনিয়া ক্রেতাসাধারণকে সরবরাহ করিত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতে কলমালিকদের সহিত খুচরা বিক্রেতাদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিন্ন হয় এবং মালিকদের সমবায়ে গঠিত কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের নিকট হইতে খুচরা বিক্রেতাদের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হয়। বিনিয়ন্ত্রণের কালে খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, তাহাদের অধিকার অনুযায়ী বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কলমালিক ও তাহাদের মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান—কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তি ঘটা উচিত এবং সেক্ষেত্রে কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের নিকট মজুত ৪০,০০০ গাঁইট কাপড় খুচরা বিক্রেতাদেরই প্রাপ্য হওয়া বিধেয়। পক্ষান্তরে মিল মালিকদের পক্ষ হইতে বিনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাদের নিজেদের পরিচালনাধীনে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করা হয়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী দাবীর মধ্যে রফা নিষ্পত্তি করিতে যাইয়া সরকার স্থির করেন যে, কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের মজুত মালের ৩,৩০০ গাঁইট পাইবে কলিকাতার খুচরা বিক্রেতাগণ, ৯,৭০০ গাঁইট পাইবে মফঃস্বলের খুচরা বিক্রেতাগণ এবং ৪০,০০০ গাঁইট কেবল

টাইটাইল অ্যাসোসিয়েশনেরই থাকিবে। এইরূপে কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের হাতে প্রচুর মাল মজুত থাকিবে এবং তাঁহাদের ছেড়ের কোন বিক্রয়কেন্দ্র না থাকায় এই সকলের প্রকাশ করা খুব যৌক্তিক হইবে না যে, বর্তমান চোরা কারবারের দায়বাহ কারো কল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশন একেবারে ছিল "সকলের মোরা নহে।

তবির একটি খুচরা বিক্রেতা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মোহনলাল বাসের অভিযোগে প্রকাশ যে, পাইকারী ব্যবসায়ীগণ ক্যাশমেমো, টোয় প্রভৃতি লিখিত কোন স্বীকৃতিপত্র না দিয়া, কাপড় সরবরাহের শতকরা ৫০ হইতে ১৫০ ভাগ বর্দ্ধিত মূল্য দাবী করিতেছে। হাং কেবল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশনের মজুত মাল এবং পাইকারী সাহায্যের সরবরাহ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ না করিলে বস্ত্র ব্যবসায়ের বর্তমান তি কিছুতেই দূর হইতে পারে না।

কলিকাতার নাগরিকদের বস্ত্র সংগ্রহের অসুবিধা দূরীকরণার্থে র মিল মালিক সমিতি বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে এক নূতন পরিকল্পনা ত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় কলিকাতাকে ১৯টি এলাকায় ক্ত করা হইয়াছে, যথা, বালীগঞ্জ, কালীঘাট, আলিপুর, ভবানীপুর, ালকাল, টালিগঞ্জ, ওয়েলেসলী, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, লেবাজার, নিউ-, নিউমার্কেটাঞ্চল, হাজরারাজার, কলেজষ্ট্রীট, বড়বাজার, মানিক-, লোয়ার সিকুলার রোড, বহুবাজার, হাতীবাগান, শোভাবাজার, ার সিঁথি, কাশীপুর, বিডিরপুর, দমদমরোড, বেলেঘাটা, নিউ-ট ও চৌরঙ্গী। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষ ত শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিবাদ প্রেসের শতকরা ৭৫ ভাগ বস্ত্র সরবরাহের কারিদের উপর নির্ভরতার উল্লেখ করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, "যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ কাপড় মিল-এজেন্ট অথবা স্থায়ী ব্যবসায়ীদের হাতে যাইবে সেখানে শতকরা ২৫ ভাগ কাপড় ারে বিতরণ করিলে বিশেষ কোন ফললাভ হইবে না।"

তাহাড়া কলিকাতার পাইকারী বিক্রেতাদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন প্রায় ২৮,৫০০ গাঁইট কাপড় জমা আছে। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের ক্রেতাগণ অধিকাংশই হিন্দু হওয়াতে এবং পাকিস্তান সরকারের তি তাঁহাদের আশঙ্কার উদ্রেক করাতে তাঁহারা এই প্রদেশকে বুক করিতেছেন না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বস্ত্রসংকট দিয়াছে এবং বস্ত্রের মূল্য বাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতেই রাষ্ট্রীয় চোরাকারবারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে হইতেছে পাকিস্তানের কোন বেপারী একসঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার না লইয়া একবারে ৩০০ বা ৬০০ টাকার কাপড় লইতেছে এবং ১ লোক এই ধরণের কারবার করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, রদার পূর্বে যে কাপড় ঘাটত বর্তমানে তাহার ২৪।২৫ গুণ বেশী যাইতেছে এবং রাণাঘাট হিলদহর প্রভৃতি স্থানে মাথে আলো আলিয়া কাপড় বিক্রয় হইতেছে।

সীমান্ত অঞ্চলের এই চোরাকারবার যে কত গুরুতরভাবে ভারতীয় বস্ত্রসরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিতেছে, বোম্বাই হইতে পশ্চিম বঙ্গ বস্ত্র প্রেরণের পরিমাণ হইতেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। পশ্চিম বঙ্গের জন্য নির্ধারিত মাসিক বরাদ্দ হইতেছে ৩হাজার ১ শত গাঁইট। অথচ হিসাবে প্রকাশ যে, কেবলমাত্র ফেব্রুয়ারী মাসেই বোম্বাই হইতে পশ্চিম বঙ্গে মাসের বরাদ্দেরও অধিক ৪২,০০০ গাঁইট বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে। অথচ দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের নির্ধারিত মাসিক বরাদ্দ হইতেছে ১৬ হাজার গাঁইট অথচ ফেব্রুয়ারী মাসে ওই প্রদেশে ৪৫,৮৭৪ গাঁইট বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহপ্রদর্শনতঃ যে বোম্বাই কলনালিকরা এইরূপ ঔদার্য অবলম্বন করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সীমান্তের চোরাকারবারজনিত মুনাফা হইতে প্রেরকগণ শতকরা ১৫০ হইতে ৪০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করিয়াছে। উঁচিড়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হইয়া যাইবে। উঁচিড়ার নির্ধারিত বরাদ্দ মাসিক ৫,৮০০ গাঁইট, অথচ মার্চ মাসে এই প্রদেশে বোম্বাই হইতে ৪১ গাঁইট, আমেদাবাদ হইতে ৫৮৭ গাঁইট ও শোলাপুর হইতে ২৫ গাঁইট মাত্র পাইয়াছে।

এই অবস্থার অবসান অবসান করিবার জন্য ভারত সরকার অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে সূতাবস্ত্র চালানের পারমিট বন্ধের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইলেও এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ অঞ্চলবিশেষে চোরাকারবার ঘটিবার কারণ দূরীকরণার্থে যে কোন ব্যবস্থাই সরকার অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু সমস্ত অঞ্চলকেই শাস্তি প্রদান করিবার পক্ষে কোনই যুক্তি থাকিতে পারেনা। বস্তুত ইহাতে নিরীহ ক্রেতাদের দুর্দশাই বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতার সমালোচনা না করিয়া পারা যায় না। চৈত্রপূর্বে যখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ চলিতেছে না—এই অভিযোগ করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ করা হয়, তখনও আমরা বলিয়াছিলাম যে, ব্যবসায়িদের প্রয়োজনসার্থক ক্রয়ের জন্য তাহাকে রহিত করা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। তদ্রূপ আমরা আজও বলিতেছি সরকারের পক্ষে সীমান্তের চোরাকারবার এবং আন্তরাজ্য বাজারে সূতা ও পাইকারী বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক অতি লোভের বেবারেবি নিয়ন্ত্রণ না করিয়া পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ অধিবাসীদের বস্ত্রহরণের এই কুপ্রথাকে বাধ্যত প্রদর্শন করা কোন ক্রমেই সুবিবেচনার কাজ হয় নাই।

প্রাসঙ্গিক

বাস্তুত্যাগের কারণ

উভয় ডমিনিয়নের সাধারণতন্ত্রের বিরোধক এবং এক ডমিনিয়ন হইতে সংখ্যালঘুর জন্য ডমিনিয়নে আসার প্রবণতার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় সম্প্রতি আন্তরাষ্ট্রীয় বৈঠক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্ব হইতেই সংবাদপত্রগুলির আলোচ্য বস্তু পরিবর্তন এবং কলিকাতা কেন্দ্রীকের ঘটনাস্থল হইতে বর্তমান সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে আমাদের মনে যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল তাহা যে খুব অমূলক নয় এখন তাহার প্রমাণ পাইতেছি। এই বৈঠকের অব্যবহিত পূর্বে স্বীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে উভয় ডমিনিয়নের প্রতিনিধিদের প্রীতি সম্মেলনে পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত প্রীপ্রকাশ যে সকল উক্তি করেন তাহাতেই আমাদের আশঙ্কার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ পাওয়া যাইবে।' পূর্ব বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্মীদের পূর্ব বাঙ্গলাতেই অবস্থান করিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, "পূর্ব বাঙ্গলার হিন্দুরা যদি দেশত্যাগ করাই স্থির করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা বিপুল সংখ্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন এবং তাহারা যে সরকারকে বিব্রত করেন, তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলিবেন।" উপরন্তু বাস্তুত্যাগের কারণস্বরূপ হিন্দুদের "অযৌক্তিক" ভয়-ভাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "পাকিস্তানের অনেক হিন্দুর ধারণা যে, ভারত সরকারই তাঁহাদের সরকার এবং তাঁহাদের কল্যাণাকল্যাণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই উপর। তাঁহাদের মনে রাখাই দরকার, বাস্তবক্ষেত্রে ভারতের কোন্‌ও বা যে-কোন প্রাদেশিক সরকারের পক্ষেই পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষাকল্পে কিছু করা সম্ভব নহে।"

শ্রীযুক্ত প্রীপ্রকাশ না বলিলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খানের সহিত যে যুক্ত আবেদন প্রচার করেন, তাহা হইতেই অনুরূপ একটা পূর্বাভাস আমরা পাইয়াছিলাম। তৎপরে জনাব গজনফর আলীর প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হইবার পরে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রগুলির সুর পরিবর্তনে আমাদের আশঙ্কা অধিকতর সত্য হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রীপ্রকাশ যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছেও-ই-আমাদের ঢাকা অভিজ্ঞতাদের মনের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহা আমাদের একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। অবশ্য সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের দুঃখ-কষ্টের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীযুক্ত প্রীপ্রকাশ উপরিউক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের কথা এবং বাস্তুত্যাগীদের আত্মীয়তার প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতির বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অধিকতর সতর্কতা [illegible]

পাকিস্তান বিরোধী, পূর্বকে জনকল্যাণে নিযুক্ত প্রভৃতি একাধিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আন্তর্রাষ্ট্রীয় বৈঠকের আগেই প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বীয় যে সকল অভিযোগ পেশ করা হইয়াছে তাহাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রীপ্রকাশের অধিকতর অবহিত থাকা উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করিতেছি।

এই সকল অভিযোগগুলির বিস্তৃত উল্লেখ না করিয়া আমরা কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গের কৃতকর্মা মন্ত্রী এবং পূর্ব বঙ্গে অত্যাচারিত হইয়া বঙ্গে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর উক্তি উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব বঙ্গের অভাবের বিষয়ের অবতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"আমি সম্প্রতি পরিদর্শন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। সেখানে আমি উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাবগুলি বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়াছি। পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অফিসারদের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই বুদ্ধিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করিতেও দেখ বিভাগের ফলে উদ্ভূত মানসিক ও আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের সমাজ ভাঙিয়া পড়িতেছে। শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নয়, আদালত, স্কুল ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রায়ই লাভ করিতেছে। হিন্দু বাঙ্গালীরা ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা ছাড়াইয়াছে: হিন্দু আইনজীবী, ডাক্তার ও শিক্ষকদের আয়ের পথ প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বিভাগ সত্ত্বেও অধিকাংশে ব্যবসায় হিন্দু হাতে ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীই স্থান ত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে গ্রামের কৃষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায় সম্প্রদায় নির্বিঘ্নের অভাব বোধ করিয়া এবং আর্থিক সঙ্কটে যারা হইয়া সহরে আসিয়া পড়িয়াছে।"—শ্রীযুক্ত রায়ের বিবৃতিতে যে অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়াও পূর্ব বঙ্গ সরকারের প্রবর্তিত কতিপয় নূতন লোপ আইন অনৈতিক বিক ভিন্ন হিন্দুদের পূর্ব বঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

অধিকন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক হইতে বাস্তুত্যাগের সমস্যাটি বিচার করা ঠিক হইবে না। আজ যাহারা 'পূর্ববঙ্গের বাস্তবিকই পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আসিতেছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাতেই নিজেরা বরণ করিয়া লইতেছেন। কংগ্রেস শাসিত স্বাধীন ভারতের আটার সরকার তাঁহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা না করিলেও সমাজের সহিত স্বাভাবিক অধিকার দান করিবে—এ বিশ্বাস বাস্তুত্যাগীদের আছে। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যদি তাঁহাদের অভ্যর্থনা না-ও করা হয়, রাষ্ট্রশক্তির সমান এবং স্বীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া। অন্য পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা আত্মনির্ভর হইয়াই [illegible]

সাহায্য পাওয়া বিষয়ে, পাকিস্থানীদের হাতেরদের হাই কমিশনার নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি পূর্বাপেক্ষা কঠিনের পূর্বে পূর্ব বঙ্গ সরকার কর্তৃক এবং বিহারে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল ব্যবস্থাদি বিবেচনা করিবেন এখনো আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী আশা। তিনি ইতিমধ্যে কলিকাতায় বসিয়া বলিয়াছেন পূর্ব বঙ্গ প্রত্যাবর্তনে যারা বাস্তিত্বহীনের কেন্দ্রীয় সরকার যদি তিনি বিবেচনাতেও তাহাই 'লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইলে বিহারই পরিত্রাণের কিন্তু হইবে এই ঘোষণা সম্ভাবনার প্রতি আমরা শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তার সরকার যদি বাস্তুত্যাগীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া করিতে ভাঁহা হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বে তাঁহাদের অবোধ যাওয়াই উচিত। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের সরকার বদলের প্রয়োগ যাদ কর্মে অবশিষ্ট যে বাঙ্গালীর প্রতি চরম অন্যায়। সরকারে ভারতীয় বিহারে পূর্বে সম্পূর্ণ পরিবর্তী যে বেসরকারি যারা বাঙ্গলার হাঁসিয়াতীতে নামে করা হইয়াছে, তাহা বঙ্গের বুদ্ধি সংস্কারের অর্থাৎ অন্তর্বর্তীর নিজের অন্ধকারেই নিক্ষেপ করা হইয়াছে। একারণে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি করি ভারত সরকারকে যত প্রদর্শিত করিতে হইয়াছে কিন্তু আজ বাঙ্গলার ব্যাপারে তাদের সরকারের ঐক্যে নিরাপত্তা অনুভব পূর্ব বঙ্গের যা বাস্তুত্যাগীদের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে তা অবাঞ্ছনীয় করাই কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। বাস্তুত্যাগী মনোভাবের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে তার সমস্যাটির মূলীভূতই পরিচয় দিবেন।

স্বদেশরক্ষী সৈন্যবাহিনী

দেশরক্ষার বিরাট অনুষ্ঠান কাজ করিবে। সর্বকালে নিয়মিত বাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ধর্মিত করিবে—এই বহুদের একটি অধ্যায় সৈন্যদল গঠন করিতে আমরা সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লইয়া এই সৈন্যবাহিনী গঠিত হইবে এবং ইহার সংগঠন পরিচালনা বর্তমান "এরিয়া কম্যাণ্ডে" অর্থাৎ সমতুল ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। অঞ্চল অনুযায়ী এইরূপভাবে স্থির হইয়াছে :—অঞ্চল—পূর্ব পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাবের রেখাচিত্র দল্লী ও দিল্লী প্রদেশের রাজপুতানা এবং অঞ্চল—রাজপুতানা ও পূর্বাঞ্চল রেখাচিত্রাবলম্বন; এবং অঞ্চল—বোম্বাই ও কাঠিয়াবাড় এবং অঞ্চল—মাদ্রাজ, মহীশূর ও বিজয়নগর অঞ্চল—বিহার ও উড়িষ্যা, এবং অঞ্চল—যুক্তপ্রদেশ পশ্চিমাংশ। ৮ম অঞ্চল—ত্রিপুরা ও মণিপুরসহ আ

এই বাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রিক সর্দার বলদেব সিং আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরিকল্পনা অ এক বৎসরের মধ্যেই মন্ত্রটৈনিকদের ই পদাতিক বাহিনী, নৌ ও রেলওয়ে ইউনিট

...ে হইবে। এই কমিটী সাধারণের প্রতিনিধিক
... সমাধান করিবার জন্য ইতিমধ্যেই চেষ্টা
...সরকারপক্ষের একজন অফিসারকে এবং
...ইনি অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ কথা
... অনেকগুলি বিশিষ্ট ইউরোপীয়
...রাধিকারের জন্য আপীলও
...মিটী হইলেই অফিসার নিযুক্ত করিবার
...ন সরকারীভাবে এই কমিটীর লোকদের
...ই অফিসার নিযুক্ত করা হইবে।

...ায় অনেকগুলি সৈন্যবাহিনীর সম্বন্ধের
...লিখিত কতকগুলি অসুবিধার কথা বলা
...ইয়াছে :—

...কার আরও সহজ উপায়ে হইলে এই
...যোগের নিযুক্তির ফেলোশিপকে সম্মানের
...করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইতে এই
...হইতে অতিরিক্ত ইউনিট যোগ করিয়া
...ন কমিটীর শক্তি বৃদ্ধি করিতে। (২)
...ত উপায় হইলে অনেকগুলি কমিটী
...কারের জন্য ঘরে ঘরে করিয়া নিযুক্তির
...ইতে এই কমিটী হইতে মুক্ত করিবে। (৩)
...কমিটী নিয়োগকর্তা কর্তৃক চালাইবার
...করার করিয়া দেওয়া করিবে এবং এই
...করিবার ব্যবস্থার ভারের মুক্তির অনুরোধ
...রা, এই কমিটী তাহার যোগ্য নিবে।
...করিবার নিয়ম করা হইয়াছে যে
...ন প্রত্যেকেরই বৎসরে এক বা দুইবার
...করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বারেই কিছু
...করিতে হইবে

...করিয়া তথা তাহার কমিটীতে
...করে এমনভাবে নির্দ্ধারিত হইবে যে,
...কমিটী ইহাতে যোগ দিতে পারিবে।
...মুক্তিকল্পে সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানের জন্য
...ওয়ার এবং কমিটির সহিত লেখের সেক্রেটারি
...র কর্মিগণ হইতেও কথা আলোচনা
... আধিকার আবেদনকারীদের এ বিষয়ে
...ছি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় নাই। অতএব
...হইবার পরে সরকারের এতৎসম্পর্কিত
...ীত হইতে এই বিষয়ের জন্য অনেকেই
...না বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু এই
...যেসকল যোদ্ধাদিগের সর্ব্বাধিক সাহায্য
...অধিকারের যে অভাবের কথা উল্লেখ
...আশা করি তাহাতে সরকারের পরিচালনার
...ন প্রকারের অবকাশ হত হইবে।

...িয়ন

...পাবনাবাসিনী রাজপুতানার স্বনামী রাজা
...ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। উদয়পুরের
...সংঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং গঠনপরিষদের
...বার্ষিকালে সভা প্রভাবতাই নিযুক্ত
...এই সংঘের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে পণ্ডিত
...ন করেন—"ভারতের অন্যান্য অংশের
...যে অধিকতর দুঃখ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে
...সংঘের সাহায্যে অবশেষে হইতে চলে নাই। সেখানের
...হয়। যে দৌড়ে দুর্ভিক্ষকার অবশ্য আছে সাধা নাই,
...ধারণা পূর্ব্বাহ্নে অর্থনৈতিক হইতে নিষ্কৃতি পাইতে
...দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং ইহাই তাহাদের দুঃখের হেতু।
...ভাবনের অন্যই শক্তি—যে সমাজ সমূহে অবশেষে হইতে
...অস্বীকার করে, অবশেষেই উহার অস্তিত্ব লুপ্ত
...ছাড়ে। এই আর্থিক দুঃখ দোষ করিতে হইলে
...দুর্ভিক্ষদের যে একমাত্র উপায় আছে তাহা হইল
...গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে পরিবর্তন সাধন। এই শ্রী-
...বৃদ্ধিতে যখন বিশেষপ্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন
..."শিক্ষিতের শ্রীবৃদ্ধিতে হইতে কোন বিভিন্নের ভাল
...ন বিচার করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে
...হইবে মূলের লাভ কি এবং এই লাভ সমূহের জন্য
...কি করা সম্ভব। কোনরূপ পার্থিবার্থিকের সহিত সম্বন্ধ
...করিয়া চলাই তাহাদের কর্ত্তব্য।"

এই সকল ইউনিয়ন গঠনের ইতিহাস হইতে
...যায় যে, দুর্দ্দিনের ঘরের ঘরে পণ্ডিত নেহরুর
...উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই
...প্রকার ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্ব্বে অন্যূন আরও
...দুইটী ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, কর্ণিয়ালের সৌরাষ্ট্র
...ইউনিয়ন এবং অযোধ্যার উত্তরে গোন্দেশ, ভরতপুর
...প্রভৃতি রাজ্য লইয়া 'মৎস্য' ইউনিয়ন। কিন্তু ও-
...প্রকার সংঘগঠনের কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ
...এবং ও কোটী টাকার রাজস্বের অধিকারী এই
...প্রকার ইউনিয়নই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এই
...সকল অর্থাৎ ইতিহাসের সাক্ষিগণ পুনরাবৃত্তি দোষ
...অনুসন্ধিৎসু হইবে না।

ভারতে স্বাধীন শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই
...ভারতের দেশীয়রাজ্যসমূহের অধিকার অক্ষুণ্ণ
...স্বীকৃতি ঘটে। অবশেষে দেশীয়রাজ্যসমূহের সম্মুখে
...হয় তাহার যে কোনরূপের যে কোন একটী সম্মিলনের
...যোগদান অথবা স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধ পন্থা উদ্ভূত
...হয়। ভূপালের নবাব প্রভৃতি একেন কয়েকটী দেশীয়
...নৃপতি এই প্রস্তাবের পূর্ব্ব সমাধানে অথবা অসম্মতিতে
...করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু দেশীয় নৃপতিদের
...সম্মেলনে ভারতের গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের দূরদর্শী
...পূর্ণ উক্তির এবং অধিকাংশ রাজ্যের যোগদানের ঐকান্তিক
...অভিপ্রায়ের নিকট বুদ্ধিমত্তার অভাবে ভূপালের প্রস্তাবের
...চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। কেবিনেট মাউন্টব্যাটেন জানাইয়া
...দেন যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে দেশীয় নৃপতিগণ
...নিজ রাজ্যের অস্তিত্ব হারিয়া ফেলিবেন, অপরদিকে
...ঐক্যবদ্ধ অভিপ্রায়ের অংশগ্রহণ করিলে রাজ্য ভারতীয়
...ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হইয়াই ঘোষণা করে। ইহার
...পরে কেবলমাত্র ভারতবাসীর ভিন্ন ভারতীয় ইউনিয়নের
...অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল দেশীয়রাজ্যই ভারতীয় ইউ-
...নিয়নে যোগদান করে, কিন্তু এই যোগদানেই সমস্যার
...সমাধান হয় না—বরং জটিলতা অধিকতর বৃদ্ধি পায়।
...বিভিন্ন আকৃতির এই অসংখ্য 'ক্ষুদে' দৈরতন্ত্রী রাজ্যের
...সমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ-অনু-
...প্রাণিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সমন্বয়
...কি হইবে, তৎসম্পর্কেই ঘোরতর জটিলতার সৃষ্টি হয়।
...এই সকল রাজ্যের প্রজাসাধারণ আশায় তাহাদের নিজ
...করিয়া অবশ্য ভূমিকা করিতে সমর্থনের হইয়া
...তাহার সরকারের সমক্ষে সহযোগিতা প্রদান
...করে। কিন্তু দেশীয় নৃপতিদের রাজনীতি ইতিমধ্যে
...যোগদান করার সম্ভাবনায় এই সকল রাজ্যের
...আন্দোলনের ব্যাপার তত্ত্বাবধান করিয়া। তাহার সরকার
...আইনসভাতে সমস্ত ক্ষমতা ও এ সরকারের
...ইউনিয়ন এবং দেশীয়রাজ্যসমূহের মধ্যে এই
...ব্যবধান দূর করিবার জন্য তাহার সরকারের
...দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে পরের এক নূতন বিধিব্যবস্থা
...ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে ভারত সরকার
...দেশীয় নৃপতিদিগকে তাঁহাদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে
...প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত করিতে
...বলেন এবং দেশীয়রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সহিত
...ভারতীয় ইউনিয়নের ঘোষণাদের দৃষ্টি করিবার
...আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে
...অল্পদিন, হোলকার প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্যে গণ-আন্দোলনের
...সহিত তাহাদের নৃপতিদের অনুপায়ে হেয় করিতে হয়।

কিন্তু যেসব রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে লইয়া।
...এই সকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সভা প্রকারের প্রজাসাধারণের
...আকাঙ্ক্ষাকেও যেমন নিষ্ফল করিয়া দেয়,
...তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিতে অন্য-
...উপায় পরস্পরবিরোধ লইয়াই দেখা দেয়। বিভিন্ন
...রাজ্যে ছোটনাগপুরের দেবোইকেরা ও বরদাওয়ার
...রাজ্যে তাহাদের নৃপতি, প্রজাসাধারণ এবং পার্শ্ববর্তী
...প্রদেশসমূহের মধ্যে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই
...এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থানের বিপজ্জনকতা প্রকাশ
...পায় এবং ভারতসরকার এই সকল দেশীয় রাজ্যের
...অস্তিত্ব লোপ করিয়া নৃপতিদের অবসরবৃত্তি
...দানের বিনিময়ে রাজ্যগুলিকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের
...অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষুদ্র এবং
...পরস্পর কলহপরায়ণ ছোটনাগপুরের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখাসমূহ
চাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, সোনারপুর,
পোর্ট ক্যানিং, কোন্নগর, আগরপাড়া,
রঘুনাথগঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট
ও সাহেবগঞ্জ।
—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
শ্রী ডি এম চ্যাটার্জী,
এম এস সি (লণ্ডন)।

এরূপ সমাধান সরকারের বহুদিনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও আজ সরকার আর একটি নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া অকস্মাৎ বিদেশে বিনিয়োগকারী অর্থাৎ খুব বাজারগুলিকে সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলির তিক্ততা এক একটি বাজারদরে আপসাদিকে ভগ্নাংশিত করিতে আজ্ঞা জানাইলেন। এই নীতির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যার পরিবর্তে এই সমস্যাটি সমগ্র দেশের দৃষ্টিকোণের নিকট একটি প্রশ্নস্তরূপে দেখা দিলেও এই সকল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তনশীল সমস্যা কাহার বাজারের অধিবাসীকে একজন বৃদ্ধিজীবী নির্বাচিত করিবে এবং এই নির্বাচনে আবার সংঘের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির বৃদ্ধিজীবীর সংখ্যার প্রভাব থাকিবে। বলা বাহুল্য, এখানে বৃদ্ধিজীবীর প্রতি কিছু পুরুষ ন্যায়ের প্রশ্ন করা হইলেও কেন্দ্রীয়রাজ্য-সমস্যার ওজন সংখ্যার হাল পাইবে।

পশ্চিম বঙ্গে কার্পাস চাষ

শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ইংলণ্ডে তুলা শিল্পের জন্য কাঁচামালের এবং কার্পাসের জন্য কোথাও বিখ্যাত। কারণ, কলিকাতা ও তাহার সমতলে যেমন চটকলগুলি অধিকেন্দ্রিত, সেরূপ বাজারে যেমনি পাটের চাষ বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। অন্যদিকে সুতা ও বস্ত্রের মিলগুলি যেমন বোম্বাই এবং আমেদাবাদে কেন্দ্রীভূত, তুলার চাষও তেমনি সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে বিস্তৃত। তবুও তাহা দ্বারা তুলনার সরবরাহের জন্য এই অঞ্চলে উৎপাদনের প্রকৃতি অনুসারে শিল্প-প্রসারও স্থির হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া এ ধারণা করিয়া রাখা ঠিক নহে যে, পাটের সরবরাহ অধিকতর সুলভ বলিয়া বাজলা-দেশে কার্পাস শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। কিন্তু এই ধারণাই আমাদের বহুদূর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাও একেবারে অমূলক নহে। বস্ত্রশিল্পে কার্পাস উৎপাদনের অর্ধেক এবং কোন কোন স্থলে টাকায় ৮৵০ আনা পর্যন্ত খরচ তুলা খরিদ করিতেই ব্যয়িত হয়। বাজলার তুলার ব্যাপক চাষ প্রচলিত না থাকাতে এ সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু বাজলার প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের কথা যখন স্মরণ করা যায়, তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, বাজলার মাটি তুলা চাষের অনুপযুক্ত হইতে পারে না। প্রাচীন বস্ত্রশিল্প নিম্ন চাকা অঞ্চলেই অধিকাংশ অনুর্বর জমি পরিত্যক্ত পড়িয়া থাকিবার কথা অবশ্য কাহারও জানা নাই। কিন্তু কার্পাস চাষের জন্য যে প্রকার উচ্চ জমি, যাহাতে, বাজারে জলের সহজ নিষ্কাশন হইতে পারে, তাহা বাজলার পশ্চিম বঙ্গে, দক্ষিণ বঙ্গে, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার জমিতে দেখিলে অনেক সময় অনেকেরই এরূপ ধারণা হয়, তাহাদের উৎপন্ন কার্পাস উৎপন্ন হয় বলিয়া অতীতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অতএব পশ্চিম বঙ্গে কার্পাস চাষ যখন সম্ভব তখন অন্য জমির অনুপযোগী জমিতে তুলা বিস্তার করিলে এবং তুলিবিদ্ধ ও কর্মিক সমস্যার সমাধানের সন্তুষ্টিজনক সুযোগ ও বর্ধিত পরিমাণ তোলা খুব কঠিনসাধ্য হইবে না। আজ যখন বিদেশীয় তুলা পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্নস্থানে বাজারের অতিরিক্ত কাটতিকে হাত ছাড়া করিতে হইবে তখন পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত পাটের জমি পরিপূরণ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সমাধান হিসাবে কার্পাসের চাষ প্রচলন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহাকে কার্পাসের চাষে সহায়তা করিবার জন্য যে ইন্ডিয়ান্ সেন্ট্রাল কটন কমিটি কাজ করে আছে, তাহাদের পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু চাকেশ্বরী মিলস-এর মেশিনারের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বঙ্গবিজ্ঞান মন্দিরে আজ প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া বাজলার জমি ও জলবায়ুর উপযোগী কার্পাসের প্রকার বিস্তারের জন্য গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। এই গবেষণার ফল প্রকাশ করা হইয়াছে ইন্ডো-আমেরিকান অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে চাকেশ্বরী কটন মিলসের "লং স্টাপল টেলি" চলিত পরদেশ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বাজলার বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট কার্পাস প্রদর্শিত হয়। বস্তুতপক্ষে যেন বিভক্তির ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা বঙ্গবিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইবার জন্য চাকেশ্বরী কটন মিলস-এর নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারকেই ব্যবস্থা করার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রদর্শনীর বক্তৃতা হক হইতে ঐক্য সাধনচরণ

১। কলিকাতার সিল্কটেক্স কোন স্থানে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবিজ্ঞান মন্দির উভয়ের কার্পাস চাষ

২। উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুইটির তত্ত্বাবধানের ভার চালাইয়া যাইবার জন্য বাৎসরিক হিসাবে অর্থ সাহায্য।

৩। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন অতিরিক্ত সার ও অন্যান্য অবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় চাষ।

৪। যেখানে যেরূপ জমি ও জলের অনুযায়ী জমিতে চাষ হইবে: মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এমন বহু উচ্চ জমি আছে, যাহাতে জল কখন জমা থাকে না। এই প্রকার জমিতে চাষ।

৫। বীজ সংগ্রহ ও এবংসর চাষ করিতে তাহা এবংসর জেলাগুলির মধ্যে বীজ বিতরণ।

৬। উৎপাদকদিগকে বিনামূল্যে সার প্রভৃতি ও তিন অত্যাবশ্যক পুরস্কার প্রদান।

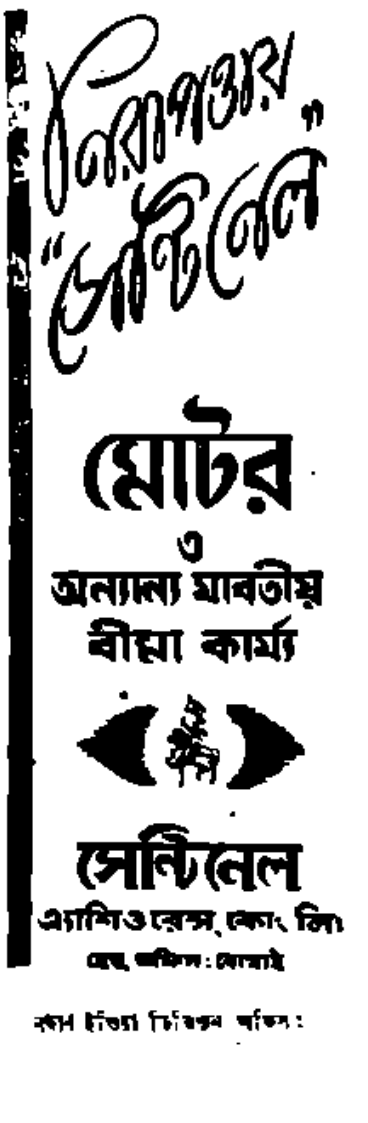

দিগন্ত

ন ভারতবর্ষ নহে, ছোট কবির আমার
। কথা ভাবিতেছি। আমার বাংলাদেশ,
অধিক বাংলা : চেয়ে কত আসিতেছে।
ছোট, কোন্ ধরনাতলের তলে
বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, এবনকার
হইয়া উঠিল। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের
ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিক,
জ্ঞানে, দারিদ্র্যে, বিত্তে, আমার বাংলাদেশ
ই সর্বভারতীয়ের যেন পরিচয়, বহুত একমাত্র

প্রথমের স্বাধীনতা লাভের প্রথম চীৎকা
এই বাংলাদেশে, সমস্ত ভারতের প্রথম
হরণের সঙ্গে করিয়াছিল এই বাঙালীরই
ই বিদেশ শাসনের, বুটিশের উচ্ছেদ, উহারই
ন্তির চরিতার্থতাতেই শেষ নাই, তাহারই
। দেশের স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের
র যে কত ইংরেজ, কত অপরিচয়ের অধিকারে
নী তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ স্বাধীনতার
ধাঙালীর এই চরম আত্মদানেই তাহার
সমস্ত রহিল। বাংলাদেশের বিপুল হইয়াছে,
য় হৃদয়ের উপর দাঁড়ায় রহিয়াছে ভারতীয়
শিক্ষালাভের আসন। বাংলাদেশের এক
কালই ভবন বাঙালীর ইতিহাসকে,
ন্তিয়ের ঐক্যকে নিশ্চিত করিবার
ভিত্তি অধিষ্ঠান চালাইতেছে, আর
অনিশ্চিত দেহতত্ত্বের কলাপে যে বাংলা
দেশের সঞ্জীবনে, সঞ্জীবনের পথপ্রদর্শক
বাংলাদেশ আজ সমস্ত বিশ্বের নিকটে ভারতের
অপেক্ষমান ঔপনিবেশিক বিদ্রূপভাবে
রহিয়াছে!—তাহার অন্ন নাই, তাহার বস্ত্র
। তাপ ও সংস্কৃতি পর্যন্ত আজ তাহার
বিকট অবজ্ঞাত অবহেলিত।

• • • •

র বাংলাদেশ বলিতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা
সকে বুঝাইত। আজ সেই ক্ষেত্রে অবশেষ
স্ত খণ্ডের বাংলেরিয়া অজ্ঞাতিত, অভাবগ্রস্তি
বানক জেলার সঙ্কীর্ণতায়। সাম্রাজ্যবাদী
ছাড়ে একদিন বাংলাদেশের যে অংশ
মবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া
ও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল বাংলা
ই সব অংশের স্বরাজতন্ত্রের নিজের কাছে
াপিত হয়, তবে বঙ্গভঙ্গের বেদনার
া সাধারণভাবে উচ্চারণ করেন, "আমরা
ধেনিকল্প সহ্য করা হইবে না"; যে-
ন পড়িয়া উঠিয়াছিল বাঙালীর ভাগ্যে
ই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন
নুষ যেন "বাঙালীস্মৃতিত অঞ্চলে
)।

প্রদেশের প্রথম উত্থান করে, তবে তাহা
হয় তাহা ও সমস্ত সমস্ত উপায়।—বাঙালীদের
যদি পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তবে তাহাদের প্রতি সরকারী
সমবেদনার হস্ত প্রসারিত হয়।—কিন্তু বাঙালী যদি
হিসাবে বাঙালীরাই সকল দাবী ছাড়
দেওয়ার প্রাদেশিকতা' বাঙালীদের প্রতি বাংলার
বাহিরে অধিবাসীদের যদি কোন প্রতিবাদও উত্থাপিত
হয়, তাহা হইলেই লাঞ্ছনাকেরা কই হইল।
বেদনা করেন, "তোমরা যে বাঙালী তাহা ভুলিয়া যাও।"

বাঙালী যখন বিহারে যাইবে সে তখন বিহারী,
যখন সে আসামে যাইবে তখন সে আসামী,
মহারাষ্ট্রী ও পাঞ্জাবী যদি বাংলাদেশে থাকে তাহারা
'হরিজন মহারাষ্ট্রীয়' ও পাঞ্জাবী বলিয়া গণিত হইবে—
ইহাই নিয়ম।

বাঙালী কোনদিন দাবী জানায় নাই, 'মাদ্রাজীরা,
তুমি "বাঙালী" হইয়া বলিয়া বলিয়া কর—না
হইলে তোমার বাংলা কাটিয়া লইব।—বিহারী,
তুমি যদি 'বাঙালী' না হও, কি করিলে ভাল হয়
বিদ্যা কর তাহা হইলে বাংলার তোমার চাকরী
করিবে না।' কিন্তু আসামে যদি বাঙালীর কোনোদিন
বাংলা ভাষার সাইন-বোর্ড থাকে তাহা টানিয়া ফেলিয়া
দেওয়া হয়, আর বিহারে চাকরী করিতে গেলে কোন
বাঙালীর অন্য হিন্দী জানিলেই চলে না, কোনদিন
যে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে নাই তাহাও
প্রমাণ করিতে হয়! কিন্তু বিহারীর বিশ্ববিদ্যালয়কে
বিদ্রূপ করে যে, বিহারের বঙ্গজান অধিবাসীদের মধ্যে
অধিকাংশই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

• • • •

—এ আমার অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, প্রাদেশিকতার অভিমান নয়। আমি ভারতবাসী,—কিন্তু আমি প্রথমে বাঙালী, পরে ভারতবাসী। নেতাজীর অমর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমি আজ বলিতে চাই,' যদি বাঙালীদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বাঁচিবে কে? যদি বাংলাদেশ বাঁচে, তাহা হইলে বাঁচিবে কে?—নেতাজীর এ বিশ্বাসের উক্তি প্রতি বাঙালীর প্রাণের কথা। এ উক্তি বাঙালী কোনদিন বিস্মৃত হইবে না, এমন কি আজিকার মুমূর্ষু বাংলাদেশের এ উক্তি বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু আমি আর প্রথম সঙ্গে এই কথাই বলিতেছিলাম যে, বিহার বাঁচিবার জন্যে তাহারা তাহাদের দাবীর দাবীকেও অবহেলা করে নাই বলিয়াই ও স্বাধীনতার ঘোল আনা সুখ-সুবিধা আজ তাহারাই ভোগ করিতেছে।—বাঙালী কখনও যখন নিজেদের ভোগ বর্ষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অসহায় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অন্ন জীবনের বরমাল্য পাইয়া গিয়াছিল, তখন পরিত্রা

সংগ্রামে নিজ অস্তিত্বের তখন কৈন সমবেত করিয়াছে! বাঙালী প্রদেশের ইংরেজের হাতে তুলিয়া দেওয়ার প্রতিবাদ করে অনেক ঘরাপুরুষ বলিয়াও সাড় করিয়াছে কাহারও কাহারও ভাগ্যে এতবড় রাজনৈতিক পুরস্কারস্বরূপ আসামীর ও ঘোটা পেন্সন দুইই জুটিয়াছে। তাই বলিয়া আজ তাহারা দেশপ্রেমে বাঙালীদের চেয়ে নিম্নে প্রমাণিত হয় নাই, বরং তাহারা বর্তমানে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশভক্ত।

• • • •

আমি একথাও একথা বলিতে চাহি না যে দেশপ্রেমের "একচেটিয়া বন্দোবস্ত" একমাত্র বাঙালীরই ছিল। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে অর্থাৎ ফলে অসংখ্য দেশভক্তী শহীদই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে জীবনোৎসর্গ করিয়া আমাদের চিরবন্দ্য হইয়াছেন, কিন্তু বাঙালী যেইভাবে মনে মনে সমস্ত মন করিয়া স্বাধীনতার সাধনাকে স্থির করিতে আসর হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে অন্য কোন প্রদেশের তুলনা চলে না। তাহারই জন্য বাঙালী জাতিকে শত্রু করিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে-প্রকার কলকৌশল পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহা অন্য কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে ঘটে নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙালীকে তাহাদের প্রথম ও প্রবলতম শত্রু বলিয়া জানিয়াছিল বলিয়াই তাহারা এবং যে সমস্ত বাংলাকে ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়াছে। ব্যতিক্রম তাহার কর্তব্য নির্দ্বিধাভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। বাঙালী জাতির উত্থানের পথে শত্রুতার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙালী বিদ্যুৎ ছাড়ে বাংলাদেশে প্রাইমারী শিক্ষা আসিতে না পারে তাহার জন্য বিদ্যা জোরদারের ঘুরোপে মুসলমানের অধিক সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ তাহাদের সেই সকল অনুচরদের হাতে বাংলার শাসনভার তুলিয়া দিয়াছে। একথা সাম্রাজ্যবাদীরা বিদ্বেষ গোপন রাখে নাই। ডায়ারের জোর শাহী ভাষায় হাউস অব কমন্সে একবার জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিল "বাংলাদেশ রাজকীয় মুসলমান দেশদ্রোহের দ্বারা শাসিত হউক, ইহাই আমরা চাই।"

সেইরূপ ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বৃটিশ জাতিকে যখন এদেশ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে, তখনও কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের চিরশত্রুকে ভুলে নাই। বাংলাদেশকে বিখণ্ডিত করিয়া বাংলার অঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পনার পূর্ববঙ্গের প্রতি প্রতিশোধ লইতে শেষ অবধি ইংরাজ ছাড়ে নাই। বাংলাকে শুধু বিদ্ধ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, বাঙালীকে চিরতরে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্তও পাকাপোক্তভাবে তাহারা করিয়া গিয়াছেন।

• • • •

আজ বিখণ্ডিত হইয়া, সর্বপ্রকারের কলাপ কাবলা করিয়া বাঙালী অধিবাসীরা আত্মশক্তিতে সন্দিহানচিত্ত করিয়া।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপ সাহায্য বিল ও বৃটেনের বাজেট—নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত—বৃটেনের উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি—রেল ও জলপথের যানবাহনের আয় বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৪ এপ্রিল—গত সপ্তাহের দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক ইউরোপ সাহায্য বিল পাশ ও বৃটেনের নূতন বাজেট কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতে পেলে প্রথমটী বৃটেনের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার সাহায্যের ফলে বৃটেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অধিকতর আমদানী করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন ভালভাবে মিটাইতে পারিবে এবং জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে সময় পাওয়া যাইবে। তবে একথা সকল সময়ে মনে রাখা উচিত যে আমেরিকার সাহায্য বৃটেনের অর্থনৈতিক সংকট কিছু উপশম করিতে পারে মাত্র—কিন্তু জাতির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করিতেছে উৎপাদনের অফুরন্ত উৎস, তাহাই সকল শিল্পক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পথে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া অনেকের ধারণা। এই মনোভাব দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া সরকার অনভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তাহার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি রহিত হয় তবে বিরাট সরকারী কর্মচারী বাহিনীকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নানাপ্রকার শিল্পে নিয়োগ করা যাইতে পারে। রপ্তানী বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ফলে এই বৎসর ১৯৩৮ সালের তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে অথচ বৃটেনের জনসংখ্যা ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় ৭ লক্ষ সরকারী কর্মচারী শিল্প বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহার পরিবর্তে তাহারা যদি শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত হইত তাহা হইলে জাতি অধিকতর লাভবান হইত। এই দিকে সরকারের অতি সত্বর মনোযোগ দেওয়া উচিত।

গত জানুয়ারী মাসে বৃটেনের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তুষের পরে গত মাসের লাভ ছাড়া কোন মাসেই এত শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় নাই। একমাত্র ফেব্রুয়ারী মাসেই যন্ত্রপাতির রপ্তানীর পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী। ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

বৃটেনের বিদ্যুৎশক্তির জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। গতবৎসর যে বিদ্যুৎ আইন পাশ হইয়াছে তাহার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ভার "ব্রিটিশ ইলেকট্রিসিটি অথরিটি" নামক কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বে দেশের বিদ্যুৎ শিল্প প্রায় ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ছিল আর অন্য ১০ ভাগের মালিক ছিল মিউনিসিপ্যালিটিগুলি।

বৃটিশ ট্রান্সপোর্ট কমিশনের বিবরণ হতে মার্চের ২১ তারিখে যে চার সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বৃটেনের রেলওয়েগুলির আয় মধ্যেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরীণ জল-যানের ক্ষেত্রেও মধ্যেই আয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। গত বৎসর এই সময়ে যেখানে আয় ছিল ১৪.২ লক্ষ টাকা, বর্তমানে সেখানে আয় হইয়াছে ১৮.৩ লক্ষ টাকার মত। এই বৎসরের প্রথম তিন মাসের আয় গত বৎসরের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

বৃটেনের রেলওয়ে আজ প্রায় ৫১,০০০ মাইল পথ অধিকার করিয়া আছে। এই রেলওয়ের অধীনে আছে কিঙ্কিদধিক ১০,০০০ রেলইঞ্জিন, প্রায় ১,৭৫০,০০০ মালবাহী এবং ৪১,০০০ যাত্রীবাহী গাড়ী।

দিল্লী

বিদ্যু উত্তরাধিকার আইন সংস্কার বিল—আঞ্চলিক সেনা বাহিনী—ভারত-হায়দারাবাদ সংঘর্ষের সম্ভাবনা—কাশ্মীরের ভারতীয় বাহিনীর অধিকতর অগ্রগতি দাবী—হায়দারাবাদের দুরভিসন্ধী হিসাবে গণ্য করা হয় কেন?

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ২৪এ এপ্রিল—গত সপ্তাহের শেষে ভারতীয় পার্লিমেন্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ঐ সময়ে পার্লিমেন্ট বিদ্যু উত্তরাধিকার আইন সংস্কার বিলটি বিশেষজ্ঞ কমিটিতে প্রেরণ করিয়াছেন ও সমরসচিবের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন সম্পর্কিত বিলটি আলোচনা করিয়াছেন। আইনসচিব ডাঃ আম্বেদকর বিদ্যু আইনের বিভিন্ন ধারা বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরে ডাঃ পট্টাভি সিতারামিয়া, মিঃ নাজিরুদ্দিন আহমদ, শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন সদস্যরা উপর বক্তৃতা করেন। ডাঃ আম্বেদকর তাঁহাদের বক্তৃতার পর বলেন যে, এই বিলটির বিষয় অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তাড়াতাড়ি পরিবর্তে অন্যান্যদিকের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিল পাশ করিলে কোন লাভ হইবে না, বিবেচকের উপরই বিচার করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে পরিবর্তন করিয়াছেন পরিবর্তে সেন করিয়া বলেন। এই পরিষদ সৈন্যবাহিনীকে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় সাহায্য করিবে এবং দেশের বি সময় সাধারণ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে হইতে পারিবে। ঐ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী হইবার ফলে যুবকদের সামরিক শিক্ষা সুযোগও মিলিবে। ঐ সৈন্যবাহিনীতে ১,৩০,০০০ লোক নেওয়া হইবে এবং ৮টি বিভক্ত করিয়া ইহাদের রাখা হইবে। আ বলিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত বাহি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে, তবু বাহিনী মা কয়েকটি অংশকে শিক্ষা দিতে কিন্তু সমস্ত লাগিবে দেশরক্ষামন্ত্রিক সৈন্যবাহিনী জাতীয় কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, জাতীয়করণের ফলস্বরূপ অনেক হইয়াছে এবং জাতীয় সংঘের অভিজ্ঞতা কম থাকিলেও তাঁহা উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতেছেন তাহার বিশেষ করিয়াছে। তিনি জাতীয় অভিনন্দনের কৃতকার্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কোরিয়ার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার ও কাশ্মীর রাজ্যের রক্ষীদের বর্তমান পরিবর্তনের ফলে কাশ্মীর নৈতিক বলের যে অবনতির সৃষ্টি হইয়াছে ফলে রাজ্যে-বিভাগ বিভাগের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বলিয়া মনে হয়। পার্লিমেন্টে পণ্ডিত কেরার সহ মেহেরচাঁদ মহাজন ও আয়েঙ্গার ও মিত্রদের প্রতি ও ভারতীয় মুসলমানদের প্র সংবেদনশীল উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে উপকার হইবে কিনা জানি না, তবে হায়দ্রা ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী পাঠাইবার এখনকার বাস্তবনৈতিক মহলে উদ্যম হইয়া উঠিয়াছে। সমাজতন্ত্রীরা হায়দারাবাদে ভ চালাইবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে সমর্থন করা হইবে না। এ দিকে আমর সরকারের হস্তক্ষেপনীতির ফলে হায়দারাবাদের অ জনসাধারণের মনে ভারত সরকারের প্রতি কমিয়া যাইতেছে এবং দিন দিন কমিউনি প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য প্রদেশ সরকারের মনোযোগ এ দিকেও থাকা উচিত, নিজাম রাজ্যের পরম হইলে যে লাভ কমিউনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব হইয়া যাইবে।

কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সেনাব্যূহ সাংগঠনিক সম্মেলন কাশ্মীর রণাঙ্গণে ভ সৈন্যদের সাফল্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐখানে ভ বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ ভাব পাই। সৈন্যবাহিনীর চরিত্র যাহাই না কেন, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে। বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র ও গোল

সঙ্কলন

কলিকাতায় রেলওয়ে তদন্ত কমিটির সভ্যগণ

ভারতীয় রেলওয়ে তদন্ত কমিটির সভ্যগণ ১৭ই এপ্রিল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু চেয়ারম্যান। কমিটির সভ্যগণ ১৭ই এপ্রিল অবধি কলিকাতায় অবস্থান করিবেন এবং আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ২২এ এপ্রিল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ২৩এ এপ্রিলের ভিতর তাঁহাদের কলিকাতার কার্য্যাবলী শেষ করিবেন। কলিকাতার অবস্থানের সময় সভ্যগণ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন, রেলওয়ে ও স্টীমার কর্ম্মিসমিতির অধিবেশন, প্রাদেশিক সরকার, কোল কর্ম্মিসমিতি এবং কোল ট্রান্সপোর্ট উপদেষ্টা কমিটির সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পণ্ডিত হৃদয় ছাড়াও মিঃ এম. গুপ্তমাহী, মিঃ কে বক্স, মিঃ কে. বি. রাম আয়ার, স্যার জর্জ্জ রুশি এবং সেক্রেটারী মিঃ এন. এন. সুরকর্ত্তী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কমিটির সভ্যগণ গত ১৮ই মার্চ হইতে সফর করিতেছেন এবং মোরাদাবাদ, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, গোরক্ষপুর, এলাহাবাদ, ঝিমাপুর, মোগলসরাই, আসানসোল, মালদহ এবং হউন প্রভৃতি সফর করিয়াছেন।

ভারত ইউনিয়নে নূতন প্রদেশ

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে বিহার প্রদেশ মধ্যে একটি নূতন প্রদেশের জন্ম হইল। এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ২৩টি পার্ব্বত্য রাজ্যের রাজন্যবর্গ স্বেচ্ছায় তাঁহাদের রাজ্যের শাসনভার ভারিয়েন্টের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের সেক্রেটারিয়েট হইতে রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই প্রদান কমিশনারই তাহার পরিষদের সাহায্যে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন। সিমলা এই নূতন প্রদেশের রাজধানী হইবে বলিয়া মনে করা যাইতেছে। এই নূতন প্রদেশের ভূভাগ ১২,০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৩০,৪০,৫০০ ইহার মোট রাজস্ব আনুমানিক ১ কোটি টাকা।

কল সংরক্ষণ ও কলাগাছ বাঁচান

যুদ্ধকালে ১৯৪১ সালের নৈরাজ্যের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য কল ও শাকসব্জি দীর্ঘকাল তাজা রাখিবার (সংরক্ষণের) জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়। তবে বিহারে কল-সংরক্ষণ বিভাগ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের পরিচালিত কল-সংরক্ষণ বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটিকে স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে। এখানে কল সংরক্ষণ ও ব্যবসায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সম্পর্কে জনসাধারণকে পরামর্শাদি দেওয়া, কলজাত বাহাদির কারখানা স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করিয়া দেওয়া এবং কলজাত ব্যবসায়ের জন্য নির্দ্দেশ ও বিষয়ের জন্যে গবেষণাকে সহায়তা করার কাজও এই প্রতিষ্ঠান হইতে করা হয়। ইহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গত দুই বৎসরে ৪১ জন ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্তান-ভারত নূতন ডাক মাশুল

চিঠির চিঠি—এক আউন্স পর্য্যন্ত ৩/১০ আনা, তদতিরিক্ত প্রতি আউন্স অথবা উহার ভাগ ৩০।

পোষ্টকার্ড—প্রতিখানা ৩/ আনা। রিপ্লাই কার্ড—১০ আনা।

মুদ্রিত কাগজপত্র—(রেজিষ্টার্ড ব্যবসায়ের সার্কুলার প্রভৃতি) প্রতি দুই আউন্স—০ পয়সা।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র—১০ আউন্স পর্য্যন্ত ৩/১০ আনা। তদতিরিক্ত প্রতি দুই আউন্স—১ পয়সা।

নমুনা প্যাকেট—৪ আউন্স পর্য্যন্ত—১০ আনা তদতিরিক্ত প্রতি দুই আউন্স ভিন্ন পয়সা।

পার্সেল—১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত—১৪/০, ৩ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ৩/০; ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত—৩৮/০; ১১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত—৪৯/০; ২২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত—৭০।

ডেলিভারী এক্সপ্রেস—৩/ আনা।

বিমান ডাকে প্রেরিত চিঠি এবং প্যাকেট—প্রতি অর্দ্ধ আউন্স অথবা উহার ভাগ—৩/০ আনা (অতিরিক্ত ডাক মাশুলসহ)।

বিমান ডাকের পোষ্টকার্ড—প্রতিখানা ভিন আনা। (অতিরিক্ত উপর মাশুল সহ)

বিমান ডাকে প্রেরিত প্রতি রেজিষ্টার্ড—প্রতি বুক-পোষ্টের জন্য—১০ আনা।

চিঠি ও পার্সেলের ইন্সিওর ফি—প্রতি ১০০৲ টাকা অথবা উহার ভাগ—১/১০ আনা।

১লা এপ্রিল হইতে ভারি-অর্ডারের নূতন মাশুল হার ধার্য্য করা হইয়াছে। ভারত-পাকিস্তান মিঃ মিঃ হইতে রেজিষ্ট্রি ডাকের উপর পোষ্ট ফি বাবদ ৩০ আনা এবং ডেলিভারী ফি বাবদ ১০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করা হইবে।

কলিকাতায় প্রবাসিত পরিবারের অবস্থা

কলিকাতায় প্রবাসিত পরিবারদের সাহায্য বিতরণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুইবার তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করা হইয়াছে। প্রথমবার হয় ১৯৪৯ সালে। উহা সাহায্য ১৬টি ডাকার্ডে নিবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়বার হয় ১৯৫০ সালে। তখন দেখা যায় কলিকাতায় প্রবাসিত পরিবারের অবস্থা এক বৎসরে উন্নত হওয়ার পরিবর্তে অবনতির দিকেই চলিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে প্রবাসিত পরিবারে মোট খরচের টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে যে সুবিধা ছিল তাহাতে খরচ বাড়িয়াছে। ইহাতে মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রবাসিত পরিবারের জীবনযাত্রার মান কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কিনা যাহারা কিনিবার মাল কমিয়াছে। যদি না হইলেও জীবনযাত্রার নিম্ন স্তরে নেমে গিয়াছে কিনিবার খরচ কমিয়াছে।

আরও দেখা গিয়াছে, ১৯৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে মাংস, মাছ, দুধ এবং ডিম প্রভৃতি পুষ্টিকর জিনিষে খরচ কমিয়াছে, পক্ষান্তরে চাউল ডালজাতীয় প্রভৃতি কিনিবার মাল বাড়িয়াছে। এই টাকা মজুরের বাড়িয়া আছে, পুষ্টিকর খাদ্য তাহাদের খরচ নাই বলিলেই চলে।

পাকিস্তান হইতে আমদানী তুলা

ভারতের বস্ত্র উৎপাদনকারীরা যাহাতে সস্তা দরে তুলা পাইতে পারে তজ্জন্য পাকিস্তান হইতে আমদানী তুলার উপর কোন শুল্ক ধার্য্য না করিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছে। পাকিস্তান হইতে আমদানী তুলার উপর ইতিপূর্বে যে শুল্ক আদায় করা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত মূল হওয়ায় তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। তাহা পাকিস্তান হইতে ইতিমধ্যে যে সকল তুলা আমদানী করিয়াছে।

কেরোসিনের বরাদ্দ হ্রাস

পূর্ব্ববাংলার যে সেক্টোর কর্তৃক কেরোসিন বিতরণ করিয়া ভারত সরকার ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সাধারণের ব্যবহার্য্য কেরোসিনের বরাদ্দ শতকরা সাড়ে তেইশ ভাগ, লাল কেরোসিনের বরাদ্দ শতকরা ১০ ভাগ কমা দিয়াছেন। ধনী ও মিলমালিক প্রভৃতি উপর অবশ্য কার্ডিবার উপরে কিরোসিন আমদানি এবং তা আমদানি করাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া তাহার জন্যই ভারত সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিমানযোগে আমার সরকারের বস্ত্র আমদানি

আসাম রাজ্যের অভাব দেখা দিলে আসাম সরকার যাহাতে বিমানযোগে বস্ত্র আমদানী করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কিছু কলিকাতা হইতে বিমানযোগে গৌহাটিতে পাঠান হইয়াছে। এসম্পর্কে আসামের সহকারী শ্রীঅমিয়কুমার দাস প্রকাশ যে, বেলপথে কলিকাতা হইতে আসাম আমদানী পূর্ণ করা সম্ভব হইবে একথা বিশ্বাস করিয়া বিমানযোগে বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুল্ক আদায় প্রবর্তিত হওয়ার আসাম আমদানী আরও হ্রাস পাইয়াছে।

শিল্পনীতির পরেও বাজারের অবনতি

কলিকাতা, সোমবার সন্ধ্যা

এ প্রশ্ন দুইদিনের বহিল কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এই নীতি ঘোষণার পর বাজারের যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা রক্ষা হয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে এখনও কিছু যে সিদ্ধান্তে নাই তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং এই কারণেই বলিতে যে সামগ্রিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইবার আশা করিয়া বিশেষ আশান্বিত হওয়া বোধ করিতে পারি নাই।

এ আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী ঘোষণাগুলির ফলে ব্যবসায়ী মহলে কিছুটা, পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল উৎসাহের। কেন্দ্রীয় সরকার যে ৮৭ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণের অবশ্য আগামী ১৫ই জুলাই পরিশোধ করিবেন বলিয়া যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন, তাহাতেই বাজারে যে সন্তোষ হইয়াছে এই বিষয়ে সরকারী যে কিছুটা পাওনা রহিয়াছে তাহা বিভিন্ন সাময়িক বিলি-বিকাশ দুইটি ঘোষণা সরকারী ঋণের হার উৎসাহী হইবে ২৫ টাকাতে হইবে এই খবরের ফলেই এ সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে।

দুইজন পরিচালনা কার্যকরী করিবার বিষয়ে সরকারের বাজার হইতে যে ঋণগ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে হইবেন যে বর্তমান বাজারের চলা সাধারণ ভাবে করিবার অভিপ্রায়ে এখন এই সিদ্ধান্তে সরকার সাময়িক বাজার

* * * *

এ বাজারের কার্যকলাপ বাজারের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সত্য করিতে না পারে সমস্ত বাজারে বাজার ও এ আশিনতা বিদূরিত হইবার কোন নাই। শেয়ারের বর্তমান দর যে শেয়ার ও উন্নতি-অবনতির যথার্থ প্রতীক নহে, ইহা সত্য। এতদ্ব্যতীত কাটনি বাজারের অস্তিত্ব এর স্বাভাবিক উন্নতির পরিপন্থী তাহাতে । বিক্রয়ের চুক্তির দিনে কলিল বাধিলের একেবারে কর্তৃপক্ষ যে নিষ্ক্রিয় থাকিবেন, তাহার জন্য তাহাও সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব যে নাই। তাই আমরা কাটনি বাজারের বন্ধনমুক্ত রাখা অবলম্বনের জন্য শেয়ার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পুনরায় বিশেষভাবে আকর্ষণ

* * *

চা সম্বন্ধে উৎপাদন ও অবসর ও অসময়ে ও মুদ্রার বাজার রক্ষা বাজার, তার হিসাবিদের ফলাফল লইয়া করিতে পারিতেছি। পর কৃষ্ণচন্দ্র (ত্রিপুরা) যে সামান্য মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত

হয় অবশ্য শুক্রবারের কাজের পরিমাণও বেশী হইয়াছে এবং দরেও আর অবনতি ঘটে নাই। পূর্বদিনের মূল্য বিক্রয়ই মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। —চাহিদা বেশী আরও একদিন কাজ করা হইবে এবং ফৌজ ও ইস্পাতের মত বৃদ্ধির কোন আশু সম্ভাবনা নাই বলিয়া বোঝাইতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে টাকা সোনার বিরুদ্ধের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। হাজরাবাদের খাদানেও কয়েই ফাঁসি আকার ধারণ করিয়েছে বলিয়া, কলিকাতার বাজারেও সেখানে ধনিবিমিয়োগকারীরা বেশী সতর্কতা অবলম্বন করে। ইহার পরিবর্তে বাজারে ধনের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখ আশা করা যাইতেছে তাহাতে ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ কয়েই যেন সম্বন্ধ হইয়া আসিতেছে তাহাতে হয়ত হায়দ্রাবাদ সমস্যা সন্তোষজনক মীমাংসা অন্তর্ভুক্তিতেই সম্ভবপর হইবে। কাশ্মীর কলহ প্রত্যেক যাহার উপরে বাৎসরিক ১৫ টাকা করিয়া আবার সরকার টাকা বসাইবেন বলিয়া সংবাদে যে-গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে কাপড়ের কলের শেয়ার-বিক্রেতার মধ্যেই প্রাচুর্য ঘটে। কাপড়ের বিরুদ্ধে সম্প্রতিকে উঠিয়া গেলে সরকার কাপড়ের কলগুলির অতিরিক্ত লাভে ভাগ বসাইতে পারেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়েও কোন নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এই সব কারণে বোঝাইতে কাপড়ের কলের শেয়ারের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং কলিকাতার বাজারেও ইহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণভাবে নিরাপত্তা সম্বন্ধে ও ভারতিকল্পে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যে যে হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার ফলাফল উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে হয়। এই বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহা বিবেচনার উদ্দেশ্যেই অনুরূপ কমিটির প্রতিটির সদস্য আমরা অভিনন্দন আমরা আশা এই আকাঙ্ক্ষাই জ্ঞাপন করিতেছি। বৈঠকের পরে অবশেষ হইলে তাহা যে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিক্রিয়া শেয়ার বাজারের পক্ষেও মঙ্গলজনক হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি।

* * * *

বিলম্ব চুক্তি অনুযায়ী কমিবন্দের নানাপ্রকার সুবিধাদানের জন্য কর্তৃপক্ষে বিভাগে যে সুপারিশের অধিবেশন হইয়েছে তাহা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে শুভ হইবে, সন্দেহ নাই। ইহা সর্বজনবিদিত যে শ্রমিক অসন্তোষের জন্যই উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং এই সমস্যার প্রতি সমাধানেই উৎপাদন বৃদ্ধি যে ভাবে দৃষ্টি পাইয়েছে, তাহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রসারের পরিবর্তে হইবে অবাধগতি সাধ করিতে হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া অন্যত্র নাই। এই সম্বন্ধে শুভ সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সজাগ ও দায়িত্বশীল আমাদের অধিকতর দৃঢ়তা অভিপ্রায়। অতএব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি যে ক্রমশঃ এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং তাঁহারা যে যথাসম্ভব তাঁহাদের পূর্বের ভুল ত্রুটি সংশোধনের উপায় অবিলম্বে করিতে হইয়াছেন, ইহাই বাজারের এই দুর্দিনে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়।

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে শুক্রবারী ঋণপত্রগুলির চাহিদা বেশী ছিল এবং পরিমাণে সেগুলির দরও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ঋণগুলির দরও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ৫৲ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ১১৸৫, ৩½ সুদের ১১১৲ ছিল ১১১৸৩ (১৮-৩)। ৩৲ সুদের ১৯৫১-৪৪ ১৯৲৪, ২½৪ সুদের ১১৬১ ১১৷৪, ৩৲ সুদের ১১৫৭ ১৯১৸৩, ৩৲ সুদের ১৯৬৮-৬৮ ৯১৮৸৩ ও ৩৲ সুদের ১৯৮৮-৭৫ ছিল ১১৪৸৩।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগের দরে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়ালের দর ছিল ১১৮৭৲। বিশ্বভারত ব্যাঙ্কটাইল ৩৮৲ দরে কাজ হইয়াছে। ক্যালকাটা ক্যাসবাদের দর ১৮৲ হইতে বাড়িয়া ১৯৲ দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়ের কল—

কাপড়ের কলের শেয়ারের কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে। চাহিদার অভাবে দরেরও কিছুটা অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ডামলার ২৮৫৲ ও বঙ্গেশ্বরী ৬৫৸৫০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

তৈলাবনি—

এই বিভাগে কাজ যথেষ্ট হইলেও দরের অবনতি ঘটিয়াছে। বেঙ্গল ৪৪৫৲ হইতে ৪৩৫৲ এবং বর্মার ২৩৲ হইতে ২৮৲ পর্যন্ত নামিয়াছে। রাশিক্স ১২৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৸৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে। বুলিয়া ৪৸৩৩, সেক্রা ১২৯, ওরেন্টাল বেঙ্গল ৭৸৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ হইয়াছে, কিন্তু দরের বিশেষ কোন উন্নতি অবনতি হয় নাই। হাওড়া ৮৩৸৩, ভারতলক্ষ্মী ২৮৯৲, টাপদানী ২৩২৲ বৈষ্ণবাটী ৩২৪৲, ওরিয়েন্ট ২১৭৲ ও ফ্রেজিবেলী ৭৮৸৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিবিধ—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ বেশী হইলেও দরের কিছুটা অবনতি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৮৸৩, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনের ২৩৸৩, জেসপ ২২৫৩, কুমারদুবী ১১৩, এঞ্জেলো ব্রাদার্স ৪৮৸৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৮৮৸৩, ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ২৩৲,

সপ্তাহের বাজার

পাটের ভবিষ্যৎ

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী মিঃ সি, মিত্র সেদিন কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট পাট ব্যবসায়ীদের বলিয়াছেন, সরকার শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে পাট রপ্তানীর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিবেন না। ঐরূপ বলার আগেকার সম্মেলনের সঙ্গে তুলিত হইলে কলিকাতার পাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্মেলন হইবার কথা ছিল তাহা হইতে পারে নাই। তবে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে মিলিত হইয়াছেন এবং পাট রপ্তানীর ব্যাপারে যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ রপ্তানী করিবার অনুমতি দিতে সরকার স্থির করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন। পাটের বাজারের মূলত সম্পর্কে আমরা সরকারকে যথার্থ পরামর্শ করিয়া বিবৃতিদিয়াছি এবং সরকার বিলম্বে হইলেও তাহা যে শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা সুখের কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল কেন তাহাই জানিবার বিষয়। আর এই বিলম্বের ফলে ভারতের পাট ব্যবসায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সরকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী হয় ও সরকার উহা হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইবেন এবং ডলারাঞ্চলে টাকা পিছু ১০০ টাকা কর ধার্য করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। বিদেশগামী প্রত্যাহৃত হইলে বিদেশগুলির যে লাভ হইবে তাহার একাংশ সরকার এইভাবে হস্তগত করিতে চাহেন। কাজেই ইহাকে শুল্ক বৃদ্ধি অপেক্ষাও খারাপ বলিয়া মনে হয়। যত সপ্তাহে ডলার নূতন "কারেন্সী" বাজার খোলা হইয়াছে, ইহাই সোনাবাজার বাজারের উল্লেখযোগ্য খবর। গত কয়েক সপ্তাহের বিশৃঙ্খলার পর বাস্তব বাজারে উন্নতি দেখা যায়। বীজের বাজারেও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

পাট

শ্রীযুক্ত সি, সি, দেশাই ও পাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সম্মেলন হইবার কথা আছে তাহার ফলাফলের জন্য বাজার উন্মুখ হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের সহিত ব্যবসায়ীদের যে সম্মেলন হইবার কথা ছিল, তাহা কিছুদিনের জন্য স্থগিত আছে। তবে ব্যবসায়ীরা শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের সুবিধামত যে কোন সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত পাট ব্যবসা ঠিকভাবে চলিতে পারে না। তবে এই সম্মেলনের সম্ভোষজনক ফলাফলের আশায় বাজারে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণের জন্য পাকিস্তান সরকার খুব তৎপর হইয়াছেন, এমনকি বিদেশজাত বন্দরে চট্টগ্রাম হইতে বন্দরে ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানী হইতেছে, আগামী ২৩ বৎসরের মধ্যে ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানীর ব্যবস্থা করা অবশ্য কিছু নয়। কাজেই ভারত সরকার অযথা কলিকাতার ব্যবসায়ীদের উপর বরাত যাহাতে চাপাইয়া কলিকাতার বন্দরের ক্ষতি করিতেছেন।

খোলা পাটের বাজারে স্থিরভাব লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন মূলোর তেরে ২৩ টাকা কম দরে পাট ক্রয় করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

গুটবস্তা

বাজারে প্রায় সবরকম আশ্বাসেরই চাহিদা রহিয়াছে এবং তুলিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী দরে বিক্রয় করিবার জন্য সাধারণ লোকের আগ্রহও আছে দেখা যাইতেছে। বাঁধিবেধে বস্তার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও রপ্তানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ফলে বেশী আমদানি করিবার চালান যাইবে না।

গুটবস্তা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সম্প্রতিকালে চুক্তি সম্পাদিত হইলেও বস্তার মূল্য সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। মূল্য নির্ধারণের সমস্যা ছাড়াও পাকিস্তান সরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্তার কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে না পারায় অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তাহার সরকার জানাইয়া দিয়াছেন, অর্ডারমাফিক রপ্তানী করিতে হইলে বাজার দরের চেয়ে অন্তত ৭ টাকা বেশী মূল্য ধার্য করার যে নিয়ম আছে তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ভারত সরকার পাকিস্তানে বস্ত্র রপ্তানীর উপর যে শুল্ক ধার্য করিয়াছেন তাহা রহিত হইতে পারে এই আশায় মিল মালিকেরা মাল রপ্তানী করিতে বিলম্ব করিতেছে।

চাহিদা প্রবল হওয়াতে সুতীবস্ত্রের উৎপাদনের বৃদ্ধি হইতেছে। বস্ত্র উৎপাদনের উপর কর ধার্য করিবার আশঙ্কা করিয়া ব্যবসায়ীরা মিল হইতে যত সম্ভব সত্বর তাহাদের মাল বাহির করিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে। অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে অনেকটা অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজমান। সরকারের নূতন শিল্পনীতি সমর্থন করিয়া কয়েকজন শিল্পপতি বিবৃতি প্রকাশ করিলেও শিল্পনীতি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ঘোষণা না করা হইলে বাজারে আস্থার সঞ্চার হইবে না।

সোনা-রূপার বাজার

সোনার বাজারে স্থিরভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। সোনার বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির ভাব সোনার দুষ্প্রাপ্যতা বলিয়া অনেকে মনে করেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অটিলতা ইত্যাদিও ইহার জন্য কিছুটা দায়ী। বর্তমানে সোনার দর ১১৮ টাকা [illegible]

রূপার বাজারেও অনেক উন্নতাবনা করিতেছে; এক সময় বাজার দর ১৭৪ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু করাচী হইতে অনেক রূপা আমদানী হওয়ায় দাম কমিয়া ১৭৩৷৷০ আনাতে নামিয়া যায়। সপ্তাহের শেষের দিকে আবার দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৭০ টাকাতে আসিয়া দাঁড়ায়।

বীজ

মাদ্রাজের চীনাবাদামের বাজারে তেজীভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাল ক্রয় করিবার চেষ্টা দেখা যায়। তাম্বুরের তৈলবীজের বাজারেও তেজীভাব বিরাজমান। সমস্ত যুক্তপ্রদেশের বাজারে প্রচুর পরিমাণ আমদানী হইতেছে, তৈল ও খইলের মূল্যও বৃদ্ধির দিকে

চামড়া

বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমদানি ও চামড়ার কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের ফলে চামড়ার বাজার স্তিমিত দেখা যাইতেছে। বেশির ব্যবসায়ী ছুটিতে মাল পাঠাইবার চুক্তি করিয়াছিল তাহারা মাল সংগ্রহ করিতে দিল্লী অনুবিধায় পড়িয়াছে। দামও বিভিন্ন পরিমাণের বেশী কমতি করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে পাটওয়ারি ১৬৷৷০ আনা হইতে ৩ টাকার মধ্যে পুরাতন দরে অল্প চামড়া ক্রয় করিতেছে। আর বর্ষিত যুক্তপ্রদেশ ছাগচর্ম ক্রয় করিতেছে প্রতি পাউণ্ড ১১ আনায় দরে।

পাকিস্তান সরকার চামড়া রপ্তানীর উপর যে শুল্ক ধার্য করিয়াছেন সেই সম্পর্কে যাহাতে আশু রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে আলোচনা হয়, সেইজন্য চামড়া ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কাঁচা চামড়ের শুল্ক যাহাতে আরও বেশী আদায়যোগ্য হয় তাহার জন্যও সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শিল্পনীতির পরেও বাজারের অনিশ্চয়তা

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

আর্ডিন হেরোইনস ১৮২৷৷০, ব্রাডমান ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রেড কেরে ১৯৯, ব্রাডমান টিয়াকো ১৪৫ পর্যন্ত দর উঠিয়াছে। টিটাঘর পেপার৪১৷৷০, মেসিনটুল কর্পোরেশন ১৪১৩, আসাম ৭ ১৷৷০ ও ব্রিটিশ বর্মা পেট্রোল ৯৷৷০ পর্যন্ত নামিয়াছে। বলাবাহুল্য ৮৯, বাটানগর ১৪৮৷৷০, ব্রাডমান ২১৩৩, ইন্ডিয়া টোবাকো ১৩৮৷৷০ পর্যন্ত দর হইয়াছে।

চা—

চা-বাগানের মেয়াদের কাজ অতি সাবধানে হইয়াছে; ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই মধ্যে অতা

১৯৪৮–৫২ ঋণ পরিশোধের ঘোষণা

বম্বেবার, ১৪ মৈশব

১৯৪৮-৫২ সালের পরবর্তী ১৫০ কোটি টাকার সরকারী দেনা আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে সবকলো কিস্তায় করা হইবে, এই মর্মে পত্র মুদ্রণের (১৪ই জুন তারিখের) সরকারী ঘোষণাই আলোচ্য সপ্তাহের মুখ্য ঘটনা। ১৪ই এপ্রিল তারিখের এই ঘোষণার দ্বারা সরকারী তপশিলের অন্তর্ভুক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় তিন মাসের নোটিশ প্রদান করা হয়।

"আর্থিক জগৎ"এর পাঠকপাঠিকারা জানেন আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ঘাবতীয় অর্থ-সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণার ও আচরণের সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, এবারের ঘোষণাও (অথবা অঙ্গীকারও) সেই নীতির ফলে তাহা সরকার টাকার বেশি বিশেষ করিয়া মূলধনের বাজারের, পরিশোধ করিতেছেন অতএব সে অন্তিকে বলাধিক করিবে, টাকার বাজারের বন্ধনকে সে পক্ষপূর্ণ অবস্থায় রাখা আরও সাহসের করিবে তাহে সরকারকে যে বহু বেশ সাহায্য করিতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমাদের এই ঐতিহ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক পত্রে প্রকাশ করিয়াছে।

ঋণের তপশিল বিষয়ে আমরা যে লিখিয়াছিলাম যে, ইহা যদি অধিকতর দীর্ঘ করা না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন অত্যধিক অস্থিতিস্থাপক হইবে। অবশ্য এ কথা পরিষ্কার করা প্রয়োজন—কারণ বিক্রয়ের সাময়িক বেশবার যে আমরা খুশী তাহা না বলিলেও চলে। এখন প্রশ্ন এই ১৯৪৮ সালের তপশিলের ৮৭.৫১ কোটি টাকা সরকার কি উপায়ে পরিশোধ করিবেন। এই ঋণ পরিশোধ করিলেই ও চলিবে না। ইহা ছাড়া ৩৲ সুদের ১৯৪৮-৫৩ সালের ৫৫.৫ কোটি টাকার তপশিল আছে পরিশোধের তারিখ তিন মাসের নোটিশে চলিবে ১৯৪৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৯৪৯) পরে পরিশোধ্য ১.৫৩ কোটি টাকার ঋণ পুরাতন তপশিলও আছে। আর এক কথা বলা যায় যে, সরকার আমাদের বাজারের টাকার মাত্রেই বস্তুতঃ বর্তমান বৎসরের পরিচালনার সম্ভাব্যরূপ যে ১৫০ কোটি টাকার দাবিদেন, সে-টাকাটাও আছে—কাজেই কথা বিস্তৃত হইয়া তাহে সরকার যেরূপ ঋণ আহ্বান করিতেছিলেন, তাহাতে যে বাজারের শক্তি সম্বন্ধে সকলেই বিশ্বিত হন, তাহা খুবই স্বাভাবিক।—যাহাই হউক বর্তমান পরিশোধের বর্তমান নিয়ম যাহা এখনও জানা যায় নাই, তাহা হইলেও ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, নিশ্চয়ই বেশী সুদে টাকা ধার করিয়া (বরং যাহা পরিশোধ করা হইবে ৩৲ সুদে) এই ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব করা হইবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে শুধু শুধু বাৎসরিক ১১৭৫৲ বেশী ধার নিয়া ১৯৪৮-৫১ সালের তপশিলকে ১৯৫১ সালের মধ্যে সুদ তারিখ পর্যন্ত চলতে তারিখেই চলিত।—অবশ্য অনেকে মনে করেন টাকার বাজারকে ব্যবহারকারী অথবা ঘোষণাকারী ৩৲ সুদের তপশিলের ঋণ প্রস্তুত করার চেষ্টা সুরু হইয়াছে এবং তাঁহারা বিশ্বাস করেন ২৲৩ সুদে কোন তপশিল জনসাধারণের নিকট ঋণ করিবার সাফল্যের সহিত বিক্রয় করার অবস্থা বর্তমান বাজারে নাই। এই কথার অন্তর্নিহিত সত্য আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার সরকার যদি এমনও ৪.৫ বৎসরের মেয়াদে ২৲৩ সুদে টাকা তুলিতে চেষ্টা করা হইলে বোধ ও ব্যবসায়িমহোদয়গণের অবাধ অর্থ সঞ্চিত হইবে এবং ১৯৪৮-৫২ সালের তপশিলকে ২৲৩ সুদের ১৯৫৩-৫৪ সালের (অথবা তাহার কাছাকাছি তারিখের) তপশিলে রূপান্তরিত করিয়া লইতে বর্তমান বৎসর মালিকদের পক্ষ হইতেও সম্ভবত বিশেষ আপত্তি উঠিবার হইবে না।

* * * *

২৲৩ সুদের তপশিল পরিশোধ করা হইলে এই ঘোষণার ফলে, কোম্পানী কাগজের বাজারে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় এবং সেখানে বাজারের তাহার ফলে কিছুটা দেখা যায়। সরকারী ও আধাসরকারী তপশিলের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ অত উল্লেখযোগ্য না হইলেও সরকারী তপশিল বিষয়ে বাজারের যা বিশ্বাস যে কিরূপ পরিবর্তনও ফিরিয়া আসিতেছে, ইহাই বলিলেও বলা। ৩৲ সুদের ১৯৬৬-৮০ সালের তপশিলের বর্তমান দাম আছে ১১৮৲৪, ৩৲ সুদের ১৯৬৮-৭৪ তপশিলের দাম আছে ১১৪৲৪ এবং ১৯৮৩ সালের ৩৲ সুদের দাম আছে ১১১৲৩। ১৯৫১ সালের ২৲৩ সুদের আদায় বর্তমান মূল্য ১১১৲, ৩৲ সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের মূল্য ১০১৲।

* * * *

গত সংখ্যায় "আর্থিক জগৎ"এ নূতন "জাতীয় সঞ্চয় নিদর্শনপত্র"(National Savings Certificate) সম্বন্ধে আমরা কিছু সংবাদ বিস্তারিতভাবে, এবার উহার পূর্ণতর বিবরণী প্রদত্ত হইল। ডুয়াল্যাবিল এবং নিরবধিকাল দেনী। জনসাধারণের জন্যই এই "নিদর্শনপত্র" প্রচার করা হইতেছে। পাঁচ বৎসর ও সাত বৎসরের মেয়াদে এই নিদর্শনপত্র প্রচার করা হইবে এবং সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সর্ত এই যে, যেকোন সময়েই এই উভয় নিদর্শনপত্র ভাঙানো চলিবে। পাঁচ বৎসর মেয়াদে, এক হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ১৫০০ টাকা মূল্যের পাঁচ নিদর্শনপত্র ক্রয় করা যাইবে, যেকোন সময়ে সেগুলিকে ভাঙানো যাইবে ৪৲, সেই সকল ক্ষেত্রে এই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে। আমাদের ১৫০ কোটি টাকার নিকট আসিবে। এই নূতন নিদর্শনপত্রের জন্য বর্তমানে প্রচলিত ১২ বৎসর কালের মেয়াদে প্রচারিত নিদর্শনপত্র ক্রয় কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। সে-নিদর্শনপত্রও এই সঙ্গে চলতে থাকিবে এবং যাহারা বীমাকারী কমিশনের সাহায্যে বেশী সুদ পাইতে চান তাঁহারা ওই পুরাতন নিদর্শনপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। নিম্নে ১০ টাকা আদি মূল্যের নিদর্শনপত্র পূর্ণপরিচিত তিন প্রকার মেয়াদান্তে কি অবস্থায় পৌঁছিবে, তাহা দেখানো হইল।

	পাঁচ বৎসরের নিদর্শনপত্র	সাত বৎসরের নিদর্শনপত্র	বারো বৎসরের নিদর্শনপত্র
পূর্ণ একবৎসর পরে অথবা তৎপূর্বে ভাঙাইলে পাওয়া যাইবে	১০৲	১০৲	...
পূর্ণ দুই বৎসরান্তে ভাঙাইলে পাওয়া যাইবে	১০৷৷	১০৷৷	১০৷
পূর্ণ তিন বৎসরান্তে ভাঙাইলে পাওয়া যাইবে	১১৷৷	১১৷৷	১১৷৷
পূর্ণ চার বৎসরান্তে ভাঙাইলে পাওয়া যাইবে	১১৲	১১৲৷	১১৲
পূর্ণ পাঁচ বৎসরান্তে	১২৷৷	১২৲৷	১২৷৷
পূর্ণ ছয় বৎসরান্তে	...	১২৲	১২৲
পূর্ণ সাত বৎসরান্তে	...	১৩৷৷	১৩৷৷
পূর্ণ আট বৎসরান্তে	...	...	১৩৲
পূর্ণ নয় বৎসরান্তে	...	...	১৪৲
পূর্ণ দশ বৎসরান্তে	...	...	১৫৲
পূর্ণ এগারো বৎসরান্তে	...	...	১৬৷৷
পূর্ণ বারো বৎসরান্তে	...	...	১৭৲

পূর্ণ মেয়াদান্তে ৫ বৎসরের নিদর্শনপত্রের সুদ প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক শতকরা ৩ টাকার কিছু কম হয়। ৭ বৎসরের নিদর্শনপত্রের সুদ হয় বার্ষিক শতকরা পঞ্চ আনেরও সামান্য কম এবং ১২ বৎসরের নিদর্শনপত্রের সুদ হয় বার্ষিক শতকরা পঞ্চ টাকা। এই সুদের হারকে চক্রবৃদ্ধি হারে ধরিয়া হিসাব করিয়াছি এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ নিদর্শনপত্রের সুদ প্রতি বৎসরে অবশ্য দেওয়া হয় না। কাজেই চক্রবৃদ্ধি হারে তাহার হিসাব ধরিয়া সেই অর্থাৎ যে তাহা দেয় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারী হিসাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের হিসাব করা হয় নাই বলিয়া একটি সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে এবং তপশিলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নিদর্শনপত্রে বাস্তবিক বার্ষিক শতকরা ৩৲, সাড়ে তিন টাকার সামান্য বেশী ও ৪ টাকার কিছু বেশী সুদ পাওয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

* * * * *

আমার অভিপ্রায় যায় যত ১২ই এপ্রিল তারিখের হইবে নূতন কোন আমানত গ্রহণ করিবে পারিবে না, তাহার সরকার অত্যন্তকিছু পরে এমন বিজ্ঞাপন

হওয়ালা ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য এক নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ ১৯১৭ সালের ব্যাঙ্কিং কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষাকালে কতিপয় অসঙ্গতির দরুন প্রদত্ত হইয়াছিল। বিভাগ হইতে প্রদত্ত পরীক্ষকের রিপোর্ট এবং তাঁহাদের হওয়ালা ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র বিশ্লেষণ করিয়া আরও সরকারের এই ধারণা হইয়াছে যে, আলোচ্যকালীনের ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে হওয়ালা ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্সের ৪ (১) (এ) ধারার প্রদত্ত অধিকারবলে ভারতসরকার ঘোষণা করেন এপ্রিল (১৯৬৮) তারিখ হইতে হওয়ালা ব্যাঙ্কের পক্ষে নূতন কোন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া এই আদেশ জারী করিয়াছেন।"

• • •

৩০ এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ৩১,৮৩,৯১,৮০০ টাকার ডলার বিক্রয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে ফলের বাজার অপরিবর্তিত ছিল। সরকারী ও বেসরকারী ব্যাঙ্কের সংখ্যা অনেক ছিল। বাজারীপত্রের আবেদনপরিমাণ সন্তোষজনক ছিল। ১ কোটি টাকার বাজারীপত্রের জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছিল সর্বসমেত ১,১৪,৭০,৪০০ টাকার। প্রয়োজনের চাইতে পুরাপুরি গ্রহণ করা হয়। পূর্বের বাজারীপত্রের বাট্টার গড়পড়তা হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৮৮১১ পাই। আলোচ্য সপ্তাহেও ১ কোটি টাকার বাজারীপত্র পূর্বের হারেই, বোঝা করা হইয়াছে।

• • • •

১৪ এপ্রিল তারিখের সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণে পরিবেশে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষীয় চলতি নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৩১৮.২৪ কোটি টাকার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ১৩১৪.৪৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। পাকিস্তানী নোটের পরিমাণ ২.২৯ কোটি হইতে ৫.১৭ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানী চলতি নোটের সমগ্র পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ১৩৯৯.১৪ কোটি টাকায় (১৩৭৩.৩১ কোটি টাকা)। গত পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া নোটের পরিমাণ বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বর্তমান সপ্তাহের অঙ্কটি "রেকর্ড" বলা যাইতে পারে। এই বিপুল মুদ্রাস্ফীতির সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে এখানে আলোচনা না করিয়া বর্তমানে আমরা শুধু এইটুকুই বলিব যে, সরকারের পক্ষে সতর্কতার প্রয়োজন প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহাদের তরফে সামান্য ত্রুটির ফলে, তাঁহাদের অসতর্ক মুদ্রাস্ফীতি পরিণামে দেশের লোক সুবিধার অতলস্পর্শ গহ্বরে বিলীন হইতে পারে। আমার কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকিলে এই দুর্ঘটনার হাত দেশের পক্ষে ঐকান্তিকভাবে এড়াইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

ইহু বিভাগে সংরক্ষিত মুদ্রাভাণ্ডারের পরিমাণ ৫১.৮৭ কোটি টাকা হইতে ৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮.৮৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগের ঘনঘিমিয়োগের পরিমাণে টাকা—৭২.৮২ কোটি টাকা)। অতএব ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে অন্যান্য ইউনিয়নের ঘনঘাটতির জন্য হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত হইবে না। ৯ কোটি টাকার মধ্যে বাকী ১.৮৭ কোটি টাকার কোম্পানীর কাছে বিক্রয় করা সপ্তাহে খোলা বাজার হইতে কিনিয়াছেন। ইহুবিভাগে রক্ষিত সোনা মুদ্রার পরিমাণেও আলোচ্য ৬.৮০ কোটি টাকার বৃদ্ধি দেখা যায় (৩৮.২১ কোটি টাকা—৩৯.৩১ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোটের পরিমাণে ১.৮৩ কোটি টাকার হ্রাস হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১১.৯১ কোটি টাকার স্থলে বর্তমানে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩.১৮ কোটি টাকা।

• • • •

বিভাগ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমার ১১.০৩ কোটি টাকার হ্রাস দেখা যায়। বর্তমানে এই জমার পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে ১১৮.৫৮ কোটি টাকা (১৪২.৯১ কোটি টাকা)। প্রাদেশিক সরকারসমূহের জমার পরিমাণও ৫.৮৭ কোটি টাকা কমিয়াছে (১৪.৭৬ কোটি টাকা—১১.৮৭ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমার বিশ্ব ৯.৪১ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই জমার বর্তমান পরিমাণ ১৮.৬৩ কোটি টাকা। অন্যান্য জমার পরিমাণও ৪১.৭৯ কোটি টাকা হইতে ৪৩.৩১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সপ্তাহের ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণ ১.১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩.৮৩ কোটি টাকা হইয়াছে। রক্ষিতমূল্যের জমার বিশ্ব ৭১ লক্ষ টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৯৮.৬১ কোটি টাকার স্থলে উহার বর্তমানে পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯৮.৮১ কোটি টাকা।

• • • •

বিভাগ ব্যাঙ্কের পাকিস্তানী হিসাব হইতে দেখা যায় যে, চলতি নোটের পরিমাণ ৩.৮৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। এই পরিমাণ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা প্রত্যাশিত। তাহা, পাকিস্তানে ভারতীয় নোটের পরিবর্তে ক্রমশঃ পাকিস্তানী নোট চালু করা হইবে। পাকিস্তানী রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩.৩৩ কোটি টাকার স্থলে বর্তমানে উহার পরিমাণ দেখা যায় ৩.২৯ কোটি টাকা।—বিভাগ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের জমার ৭১.৬৫ কোটি টাকা হইতে ৬৩.১৭ কোটি টাকায় উন্নতি দৃষ্ট হয়। পাকিস্তানের অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণও ২৯.১৩ কোটি টাকা হইতে ২৯.১৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়।

• • • •

ব্রহ্মদেশস্থ ব্যাঙ্কসমূহের ৮ই এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে দেখা যায়, তারতবর্ষে চালিবারার যে নোটের পরিমাণ ১৩.৭৩ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে (৬৮২.১৮ কোটি টাকা—৬৯৬.৫৫ কোটি টাকা)। মেয়াদান্তে যে নোটের পরিমাণে বিশ্ব ২.৮২ কোটি টাকার হ্রাস ঘটিয়া উহা আলোচ্য সপ্তাহে ৩১৪.২১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। সপ্তাহের অন্যান্য পরিবর্তনে ১.৮৯ কোটি টাকার উন্নতির ফলে উহা এখন ৪২.৭৮ কোটিতে পরিবর্তে ৪১.১১ কোটি টাকা। অন্যান্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২.১১ কোটি টাকা। সপ্তাহের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১.৮১ কোটি এবং ব্যাঙ্কনোট রক্ষিত পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ টাকা।

তরুণীবৃক্ষ ব্যাঙ্কসমূহের পাকিস্তানস্থিত ১৮টি শাখার মেয়াদ পরিবেশে ৫৩.১৫ লক্ষ টাকার সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (৮৯.১৭ কোটি টাকা—৮৯.৪৩ কোটি টাকা)। মেয়াদান্তে মেয়াদ আমানতের পরিমাণে কিছু ৪৩.১৭ লক্ষ টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। ওই শাখার বর্তমান অঙ্ক ২৪.১২ কোটি টাকা। সর্বশিষ্ট নগদ জমার কিছু পরিবর্তন হয় নাই। ঋণদানের পরিমাণ কমিয়াছে মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা।

সম্বন্ধে
(পৃষ্ঠাংশ ৪৪৭ পৃষ্ঠায়)

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও কৃষি প্রতিষ্ঠান।

ব্রহ্মদেশের সরকারী কৃষিবিভাগ কিছু কাল যাবৎ ই ব্যাঙ্কের জন্য বহুদের অংশে ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও কৃ প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ জেনারেল নিযুক্ত করিয়াছেন ব্যাঙ্ক জন্য সহায়তা করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালে অক্টোবর মাসে ব্যাঙ্ক ও কৃষি প্রতিষ্ঠান পরি ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ ব্রহ্মের জন্য বহুদের অং ইহার বিশেষজ্ঞের জেনারেল জন। ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কমিটি কিছু ভাবে। ব্যয় সুসাধ্য করিবে এবং পরিবেশ সর্বসমক্ষিতভাবে উহা ঋণ করে। কিছু ঋণ এই সাহায্য জন্য ১২,৫০০ ডলার দে পাইবেন। তাহাকে কোন টাকা ফিরে দিতে হইবে না

বিস্তৃত
(পৃষ্ঠাংশে ৪৪৪ পৃষ্ঠায়)

আন্দোলনের বিস্তৃতির কথা স্মরণ করিতে (কিন্তু লেকের এখন বাকি। ১৯৫০ সালে এক দুই কিস্তি টাকা এবং এক বছরে দুই কিস্তি বাকির হইল। এতদ্ব আন্তরাম করিয়া যে আশ্বাসিয়াছিল যে সরকারের উচিত ৬৪ বছরান্তরীর জীবনে বাকি খাজনার জন্য তাহার চলন আদায়কার বন্ধ করা যাইবে না এবং যখন আসিবে তখন আবার দুইবেশ মিলিত হইয়া সে বাংলার পুনরুদ্ধার প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আন্তরাষ্ট্রীয় বৈঠকে চুক্তির কোন কোন শর্ত যে বাঙ্গালী আজ একবাক্যে গঠিত হইয়া গিয়াছে।

দুই ইনিবিয়নের মেতারা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন বাংলা পুনরুদ্ধার একত্রিত করিবার জন্য কোন আন্দো করিলে সেটাকে রাজদ্রোহরূপে গণ্য করা হইবে। আমাদের জনসেবকেরা দেশবিভাগে সম্মতি প্র করিয়া তাহাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন, দেশবা কখনও বাঁধাবাড়ী হইবে না—দুই তারতবর্ষ, দুই প দুই বাংলা আবার মিলিত হইবে। যাহা দেখক এই ঘোষণাও করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা বিভক্ত তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই পু যুক্ত হইবে।

মেতাদের এইরূপ উক্তিতে যুক্ত অনেকেই দেশ বিভাগের প্রস্তাবে সায় দিয়াছি কিন্তু এখন আমরা সরকারী ভাবে অনিচ্ছুক, দুই পুনর্মিলনের জন্য দেশবাসীর সাথে শুধু তাহারা

(অবশিষ্ট ৪৪৩ পৃষ্ঠায়)

বেঙ্গল পেপারের মূলধন বৃদ্ধির প্রস্তাব

বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর পরিচালকবর্গ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে সমবেত হইয়া যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাব হইতে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। মাল বিক্রীর মূল্য বাবদ পূর্ববর্তী ছয় মাসের মূল্যসংযোগ অপেক্ষা ১,২০৫৲ বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য ছয় মাসে ৩,১৯৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তদ্ব্যতীত বর্দ্ধিত অর্থ হইয়াছে—১,৪৯,০০০৲ (১,১১,৯৬২৲) এবং লভ্যের খাতেও হ্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৯,৮৮৮ টাকা লাভ হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে পরিমাণ ছিল ১,৭৯,৭৭৬ টাকা। ইহা ছাড়া জমা খাতে ১১,৪০০৲ রাখা হইয়াছে। তদ্ব অতিরিক্ত জমায় ২৫,০০০৲ লইয়া মোট লাভের দাঁড়াইয়াছে ৪,১২,৫৬৬৲। পূর্ববর্তী ছয়মাসে পরিমাণ ছিল ৩,২১,০৭৯৲। লভ্যাংশে বার্ষিক ৮ টাকা হারের অতিরিক্ত আছে। পরবর্তী যে অর্থের লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ৲ (১৯,০৪২৲)।

স্থির হারে মজুরী দেওয়ায় শ্রমিক সরবরাহের ব্যয় বাড়ী এবং তজ্জন্য উৎপাদন ও প্রেরণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসের ৯২ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য ছয় মাসে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,১২,০৭৩ টন তন্মধ্যে প্রেরণের পরিমাণও পূর্ববর্তী ১,১৯,৫০৪ টনের স্থলে হিসাবে ১,১২,৫৭১ টন দাঁড়াইয়াছে দেখা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নত পরিচালনাপদ্ধতির বিকাশ কার্যে পরিচয় তাহা সকল অংশেই পূর্ণ হইয়াছে। কাজেই আশা করা যায়, ম্যানেজমেন্টের এই উন্নতি অব্যাহত থাকিবে।

ম্যানেজমেন্টের বিবরণপত্রের সারাংশ

(৩০.৯.৪৭)

ব্যয়		
স্থির মূলধন		১১,৭৫,০০০৲
রিজার্ভ		৯,৭৫,০০০৲
ঋণ		৮,৭১,৫০০৲
		১৩,৫১,৫৫১৲
লাভ (জের)		১৪,৯৮০৲
	মোট	৪৪,৯৪,১১৭৲
সম্পত্তি		
স্থির সম্পত্তি		৪১,৮৭,০০৮৲
ঋণ		১০,৫৫,০০৮৲
চলতি সম্পত্তি		১৯,৫০,৩৪০৲
		১,৪৯,৯৩৬৲
ঋণ		১১,৯১৫৲
তহবিল		১১,৪১,৪২৭৲
অগ্রিম		১,১৭,৩০০৲
অতিরিক্ত লাভ জের জমা		৩,১০,৪৭৪৲
লভ্যাংশ		৪৭০০৪৲
	মোট	৪৪,৯৪,১১৭৲

বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লাভের পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২০৫,৩০২৲ ধরিয়া এই পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে ৮,৫৪,৭৩৩৲ (১০,৪১,০৩৫৲) দাঁড়াইয়াছে। লভ্যাংশের পরিমাণ শেয়ারপ্রতি ১০৲টাই (বার্ষিক শতকরা বার, এক-লভ্যাংশে টাকা হারে) স্থির রাখা হইয়াছে। অবশিষ্টে নিম্নের অর্থসংস্থান করিতে হইয়াছে (৩,০০,০০০৲ ৪,০০,০০০৲)। মূল্যাস্থল খাতে বর্দ্ধিত পরিমাণ অর্থ রাখা হইয়াছে (১,০৯,৭০৫৲—১,৭৭,৫০৪৲) এবং সঞ্চয় তহবিলে রাখা হইয়াছে ১,০০,০০০৲ (১,০০,০০০৲)। অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ১,২৩,৭৫১৲ (৮০,৩৫২৲)।

আলোচ্য বৎসরের ইস্পাত সরবরাহের অভাব-বশতঃ ইঞ্জিনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। বর্তমানে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তির ইঞ্জিন যোগানের ও সুবাবস্থিত শ্রমিক সরবরাহের উপরেই প্রতিষ্ঠানের উন্নত লাভ-পরিমাণ নির্ভর করিবে।

বেঙ্গল পেপার মিলের বিবরণপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

ব্যয়		
অনুমোদিত মূলধন		৩১,৬১,৮৫০৲
সঞ্চয় তহবিল		১৯,৫০,০০০৲
ঋণ		১২,৪৮,১০৪৲
অবশিষ্ট লভ্যাংশ (জের)		১,১৩,৭৫১৲
	মোট	৭৩,৯৩,৭০৮৲
সম্পত্তি		
মোট স্থির সম্পত্তি		২১,৮১,৪৩৮৲
মূল্যাসঞ্চয়		১২,৫১,২৮০৲
নীট স্থির সম্পত্তি		১৯,৩০,৩১৮৲
সরঞ্জাম		৩,৬১,১২০৲
চালু কাজ		৩৭,৪৭,৭৩১৲
বাকী পাওনা		১৯,৫৭,৩৭৯৲
নগদ বিনিয়োগ		৮,৪৪,৮৩৮৲
অতিরিক্ত লাভ জের জমা		১,১০৩২৲
হস্তস্থিত নগদ		৪,৩৭,১৮৫৲
	মোট	৭৩,৯৩,৭৩৮৲
	নীট সম্পত্তি	৭১,৫৩,৩১৮৲

টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের (ম্যানেজিং এজেন্টস এণ্ড ইউল অ্যাণ্ড কোং লিঃ) ৩১এ আগষ্টের (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত বাণিজ্যিক হিসাব-নিকাশে নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২,৩৭,০৭২৲—২,২৫,৩৫৫৲) পূর্ব বৎসর। পরিমাণ বাড়তির এই লাভের পরিমাণ হ্রাসের কারণ। কিন্তু সন্তোষের বিষয় সঞ্চয়ের বৃদ্ধি টাকারেই অপরিবর্তিত আছে। মাল বিক্রীর মূল্য পরিমাণ বাড়িয়াছে (১৯,৩১,৫২০৲—১৭,১৫,৫৭০৲)। জমা খাতে ১,৫১,০০০৲ (১,০৫,০০০৲) এবং মূল্যাসঞ্চয় খাতে ৩,২২৩৲ (৩,১৩৫৲) রাখা হইয়াছে। বিশেষ সঞ্চয় তহবিলে ৪৫,০০০৲ ও লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ১৫,০০০৲ বার্ষিয়া অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ৩১,৩২৪৲ (৩৩,৪৮০৲)।

টাইড ওয়াটারের বিবরণপত্রের সারাংশ

(৩১.১০.৪৭)

দায়		
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১০,০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	...	৩,০০,০০৩৲
অন্যান্য তহবিল	...	৩৮১,০০০৲
ঋণ	...	১২,৪৭,৪০৩৲
অবশিষ্ট লভ্যাংশ (জের)	...	৫৯,৩১৪৲
মোট	...	৩১,১৩,১৩৩৲
সম্পত্তি		
মোট স্থির সম্পত্তি	...	৩,৪৭,১৬৩
মূল্যাসঞ্চয়	...	৮৩,৮০৩৲
নীট স্থির সম্পত্তি	...	২,৪৪,৩৬০৲
লগ্নীকৃত মাল	...	১৮,২৪,৪৩৩৲
বাকী পাওনা	...	৩,৬৩,৩৪৯৲
নগদবিনিয়োগ	...	৩,৪১,৪৯৭৲
অতিরিক্ত লাভ জের জমা		৮২,৩১২৲
হস্তস্থিত নগদ	...	৪১,৩০৩৲
মোট		৩১,১৩,১৩৩৲
নীট সম্পত্তি		৩৪,২০,২২৪৲

বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অংশীদারদের নিকট প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আশু পুনর্গঠন প্রয়োজন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ধরণের বিশেষ কার্যক্ষম যন্ত্রপাতি বসাইতে হইলে আনুমানিক ৩৬,০০,০০০ টাকার প্রয়োজন। ইহার মধ্যে নিজেদের সঞ্চয় তহবিল হইতে প্রতিষ্ঠান ২৭,০০,০০০ টাকা দিতে পারিবেন। এই অর্থের সাহায্যে ১,৭৮,০০০ সাধারণ শেয়ার সৃষ্টি করিয়া বর্তমান অংশীদারদের প্রত্যেক পোনাস শেয়ার হিসাবে ৩টি নূতন শেয়ার বিলি করা হইবে। প্রত্যেকটি পুরাতন শেয়ারের জন্য বিনামূল্যে তিনটি করিয়া নূতন শেয়ার দেওয়া হইবে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাকী ৯,০০,০০০ টাকা নির্ধারিতভাবে শেয়ার বিক্রয় করিয়া তোলা হইবে।

(১) ৩৬,০০০ বাকি অংশ, প্রত্যেকটি ১০ টাকা

বর্ত্তমান অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। বর্ত্তমান অংশীদারেরা উহাদের অধিকারের প্রত্যেক অংশি শেয়ারের জন্য এই নূতন শেয়ারের একখানা শেয়ার পাইতে পারিবেন। কোন অংশীদার যদি এই সকল নূতন শেয়ার না লেন, তাহা হইলে তখন সেই শেয়ার সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বিলি করা হইবে।

(২) নগদ মূল্যের বিনিময়ে ২০,০০০ খানা শতকরা ৬ টাকা (করমুক্ত) হারের সঞ্চয়শীল প্রথম অগ্রাধিকারী "বি" অংশ (20,000 "B" 6 per cent. taxable cumulative redeemable Preference Shares) বিক্রয় করা হইবে। এই শেয়ারের প্রতিটির মূল্য ১০০ টাকা এবং সমস্তগুলিই ইহা বিক্রয় করা হইবে। ইহা বিক্রয় করিয়া ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধন আছে ১৪,০০,০০০৲। মূলধন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করিলে নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ২১,০০,০০০৲ বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের মধ্যে ইহা নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত থাকিবে।

প্রতি অংশে ১০৲ হিসাবে ৬০০০ খানি শতকরা ৭ টাকা মূল্যের সঞ্চয়শীল অগ্রাধিকারী অংশ (Cumulative Preference Share)　　৬০,০০০৲

প্রতি অংশ ১০০৲ হিসাবে ৪০০০ খানি সঞ্চয়শীল অগ্রাধিকারী "বি" অংশ　　৪,০০,০০০৲

প্রতি অংশ ১০০৲ হিসাবে ১৬,০০০ খানি শতকরা ৭ টাকা মূল্যের সঞ্চয়শীল অগ্রাধিকারী "এ" অংশ　　১৬,০০,০০০৲

প্রতি অংশ ১০৲ হিসাবে ১,৯০,০০০ খানি সাধারণ অংশ　　১৯,০০,০০০৲

২১,০০,০০০৲

অধিকন্তু যদি আরও মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তখন আরও আদায় নূতন করিয়া অনুমোদিত মূলধনের জন্য মঞ্জুরী লা করিতে হয়, সেইজন্য এখনই অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জিজ্ঞাস্য
(পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৫২ দ্রষ্টব্য)

যে সব ভাই বোনের নিজেদের ব্যবসাবিষয়ে জন্য এক বিশেষজ্ঞের সম্পূর্ণরূপে যোগদানের ইচ্ছে আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাদের নিকটে আমার অনুরোধ ছিল—তাদের আজ বিজ্ঞাপন দানে বসিয়া ভোক্তাকে জানাইতেছি, "সমস্ত বিষয়ের ব্যাপার ভোক্তা অটল থাকিবে। তাহার সন্তুষ্টলাভ আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য। সন্তোষ করিতে না ভোক্তার অধিকার ছিল। কাজেই বিজ্ঞাপন দিবে না, উহার প্রয়োজন নাই।

ভোক্তার নাম বাহির করিয়া আনিতে হইবে, সত্য ভোক্তা যাহা জানিতে ভোক্তাদের কাছে বিজ্ঞাপনের ব্যয় অনাবশ্যক বোধ করিতেছে না। জানিবার যদি সকলপ্রকার পথ বন্ধ হয় তবে বুদ্ধিমান পড়িয়া থাকিবে। তাহার পরিবর্তে আসে ও পাকিস্থানে শক্তি আসিবে, উহার রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। ভোক্তা যখন একটা কার্যভাগে করিয়াছে, সেইটুকুই যে করিবে না কেন? অন্যত্র। ছোট যে লক্ষ ভাই ভোক্তার প্রতি এই আমাদের দরদী, উহারা যেন বিরক্তির না হয়, তাহার তাহা হইলে আমাদের ভারী অসুবিধা হইবে।

* * * *

কিন্তু তবু অন্তরে এই ঢুকিটুকু সঞ্জীবকরণে প্রবল করিবার সক্ষমতা। এখন মুখে ভোক্তার ফলে যে ঢুকিটুকু লাভ হইল, এইটা নির্ণীত্ব সময় সময় তাহার অধিক সর্ব্বদা সমস্যাদিতে করিয়া আমরা দেখিতে চাই, সত্যই তাহাতে ভোক্তা ফল হয় কিনা। তাহাতে ব্যবসায়ের পক্ষ হইতে আমাদিকের ভোক্তা ছাড়া এমনভাবে নাই। করিবার যে হইবে না, তাহা নয়। কিন্তু ভোক্তার যে ভোক্তার প্রতি আমার আমাদের উহার নাম নাই, উহাদের কাছে এই বিনীত অনুরোধ, যদি ভোক্তা করেন—ভোক্তা না করুন—এই ঢুকিটুকু যাক হয়, তাহা হইলে উহারা যেন আমাদিগকে নূতন করিয়া বিশ্লেষণভাবে পত্রের বিষয় প্রেরণ করিতে পারেন　　—সম্পাদক

ক্রমোন্নতির পথে—

নূতন কাজের পরিমাণ—

১৯৪৭	—	৪,১৯,৫৬,৫৯৬৲
১৯৪৬	—	৩,৫২,৮৫,২২৮৲
১৯৪৫	—	৩,২০,৭৭,৩৭৫৲
১৯৪৪	—	২,৯৩,৫২,৮২৫৲

দি

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতা।

জাপানের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

তারিখ	উপস্থাপিত	বিক্রয়	পরিশোধ	বন্ধকী / অন্য ব্যাঙ্কের চেক	হুন্ডি / বিনিময় প্রস্তুতকৃত (ডিমান্ড)	মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় সূচক
১	১,৩০	৯.৩০	...	৪৫.৩০	৯.১১	৮ ০
৮	৫.১১	৪.৮০	...	৩০.৩০	৫.৩৫	৮ ০
১৫	১.১১	১.১১	...	১৯.১১	২৩.১১	৭ ১১
২২	৭৩	৭৩	...	৪৮.৫১	৭.৩৪	৮ ০
২৯	৯১	৭১	৩.৩০	৫১.১০	৬.১১	৮ ০
৫	১.১১	১.১২	৩.৩০	৩০.৩৫	৭.১০	৮ ০
১২	১.১৩	১.৩০	৫.৭১	৩৬.১৭	৭.১৪	৮ ০
১৯	...	...	৭.৩০	৪৪.১০	১.১৩	...
২৬	...	...	৪.৩০	১৮.১০	১.৩০	...
৩	১.৫১	১.৩৩	৪.৩০	১৯.১৭	৫.১৭	৮ ০
১০	৯.৫৪	৯.৫৭	৪.৩০	৫১.১১	৬.১৫	৮ ০
১৭	৯৯	৯৯	...	১৯.১৪	৯.১৩	৮ ০
২৪	১.৫৪	১.৫৭	৪.৩০	২৩.১৪	১.১৩	৭ ১১
৩১	৯.৫৭	৯.৩৩	৪.৩০	১৮.১৪	৯.৭১	৮ ০
৭	১.১১	১.৩৩	৭১	১৩.৩৩	১১.১৩	৭ ১১
১৪	১৫	১১	১.১১	১১.১৩	১.৭১	৮ ০
২১	৯৩	৯৩	১.৩৩	১৯.৭১	৯.১৩	৮ ০
২৮	৭১	৭১	...	১৮.১৫	৯৫	৮ ০
৪	১৩	১৩	...	১৯.৩৩	৭৩	৮ ০
১১	৫.১৩	৯.৩৩	৩.৩০	১৩.৩৩	৬.৫৩	৮ ০
১৮	১.১১	১.৩৩	১.৭১	১৩.১৩	...	৭.১১

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

				টাকা
১১	...	...	...	১৯,১৩,০০০
৩৫	...	...	...	৫,০০,৩০,০০০
৭	...	...	...	২,৩৩,০০,০০০
১৫	...	...	...	১,০০,০০,০০০
২১	...	...	...	৮৫,৩০,০০০
২৭	...	...	...	৯,৩০,৩০,০০০
৫	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১২	...	...	...	১৫,০০,০০০
১৯	...	...	...	৯৮,০০,০০০
২৬	...	...	...	১৩,১১,০০০
২	...	...	...	১০,০০,০০০
৯	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৬	...	...	...	১,৩০,০০,০০০
			মোট	১৩,১০,০০,০০০

হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বন্ধকী—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১-৩-৮৯	১-৩-৯০	১১-৩-৯১
চলতি মোট			
মুদ্রা	১৩,১০,৩১	১১,১১,৯৯	১৯,১১,০০
মোট	১৩,১০,৩১	১১,১১,৯৯	১৯,১১,০০
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার মোট			
(১) ভারতে	৯৯,১১,৯০	৯৯,১১,৯০	৯৯,১১,৯০
(২) ভারতের বাহিরে	...	...	...
চলতি পাওনা	১১৯৫,৯৯,১৯	১৯৯৫,৯৯,১৯	১১৯৫,৯৯,৯৯
মোট (খ)	১১৯৯,১৯,৫৯	১১৯৯,১৯,৫৯	১১৯৯,১৯,৫৯
(গ) রুপার মুদ্রা			
(ঘ) ভারতের	৯৯,৯৯,১১	৯৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,৯১
(ঙ) পাকিস্তানের	৯,১১,৯১	৯,৯৯,৯১	
মুদ্রাবদলযোগ্য, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও			
অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ	১৯৯,১৯,৯১	১৯৯,১৯,৯১	৯১,১৯,১৯
মোট	১৯৯৯,১৯,১৯	১৯৯৯,৯১,৯৯	১৯৯৯,৯১,৯১

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

আমানতের মূলধন ...	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল ...	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯

আমানত—

(ক) দেশীয় সরকার

(১) ভারতের —	১১৮,৯৯,১১	১৯১,৯৯,৯১	৯৯১,১৯,৯৯
(২) পাকিস্তানের —	৯৯,১৯,৯১	৯৯,৯৯,৯১	

(খ) অন্যান্য আমানতকারী

(১) ভারতের —	১৯,১৯,৯৯	১১,৯৯,৯১	১৯,১১,৯১
(২) পাকিস্তানের —	৯৯,৯১,৯৯	১১,১৯,১৯	
(গ) অন্যান্য দায়সমূহ	৯৯,৯৯,৯৯	৯১,১৯,৯৯	৯৯,৯১,৯১
(ঘ) অন্যান্য	৯১,৯৯,৯৯	৯১,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
মোট দায়	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য মোট	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯১,১১	১৯,১৯,৯৯
মোট	১১১,১৯,১১	১৯১,১১,১১	১৯৯,১৯,১১

সম্পত্তি—

মোট

(ক) ভারতের	১৯,১৯,৯১	১১,১১,৯৯	১,৯১,৯৯
(খ) পাকিস্তানের	৯৫	১,১১	

বাকির ঋণ

(ক) ভারতের	১,৯৫	১,৯৯	১৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানের	১৮	১৫	

অন্য ঋণদান ঋণ

(ক) ভারতের	১,৯৮	১,৯১	১,৯১
(খ) পাকিস্তানের	...	...	

অন্যান্য দায়ী

(ক) আন্তর্জাতীয়	...	...	...
(খ) অভিযোগ	...	...	...

(গ) অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ

ট্রেজারী বিল	৯,৯৯,৯৯	১,৯৮,৯৯	৯ ১১,১৯
বন্ধকীকৃত ঋণ	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,১১,১৯	১৯৯,৯১,১১

সরকারের প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি

(ক) ভারতকে	১৯,৯৯	১১,৯৯,৯৯	...
অন্যান্য ঋণদান ইত্যাদি	...	...	১৯,১১
ঋণ বিনিময়	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,১৯	৯৯,৯১,৯৯
অন্যান্য সম্পত্তি	১,৯৯,১১	৯,৯১,৯১	১,১১,৯৯
মোট	১১১,১৯,১১	৯৯১,১৯,১১	৯৯৯,৯৯,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১-১-৮৯	১-১-৯০	১১-১-৯১
দায়—			
প্রদত্ত মূলধন	১১,১১,০০	১১,১১,০০	১১,১১,০০
আমানতের মূলধন	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,০০	৯,১১,০০	৯,১৯,৯৯
স্থায়ী আমানত, চেক/হুন্ডি বাবদ দেনা ও অন্যান্য হিসাব	১৯৯,৯১,১৯	১১১,১৯,১১	১৯৯,১৯,১৯
বিবিধ ...	১,৯৯,১৯	১,১৯,৯১	১,১৯,৯১
মোট	১১১,১৯,১১	১৯৯,১১,১৯	১১১,১১,১১
সম্পত্তি—			
ভেল্ট/নগদ আমানত	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,৯৯,১৯	১১৯,১১,৯৯
অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ বিনিময়ে	৯,১৯,৯১	৯,১১,৯৯	৯,৯৯,৯৯
ঋণ	৯১,৯১,৯৯	৯১,৯১,১১	৯৯,৯১,৯১
ভারত ট্রেজারী	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯১,১১	৯৯,৯৯,৯১
ভারত এবং তাঁর রাজ্য	৯,৯৯,৯১	১,৯১,১১	১৯,১১,১৯
১৫৫ টাকা	১,৯১,৯৯	১,৯৯,৯১	১,৯৯,৯৯
বিবিধ—	৯,১৯,১১	১,১৯,১৯	১,১৯,১১
অন্যান্য খাতে ঋণ	৯,১৯,১৯	৯,৯১,৯৯	৯,১৯,৯৯
মূলধন খাতে ঋণ ও বিভিন্ন দেনা	৯৯,৯১,১৯	৯১,১৯,৯১	৯৯,১১,১১
মোট	১১১,১৯,১১	১৯১,১১,১৯	১১৯,১১,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—অকশনিয়ুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১-১-৮৯	১-১-৯০	১১-১-৯১
পরিশোধের দেনা			
(ক) ভারতে	৯৯১,১১,১১	৯৯৯,১৯,১৯	১৯৯,৯৯,১৯
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,৯৯,১১	৯৯,১১,৯৯	
বিদেশী পরকারে দেনা			
(ক) ভারতে	৯১১,১৯,৯৯	৯১৯,৯৯,১১	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,১১,১৯	১৯,৯১,১৯	
মোট বন্ধ টাকা			
(ক) ভারতে	৯১,১৯,৯১	৯৯,১১,১৯	৯,৯৯,১১
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯১,১৯	৯,৯৯,৯১	
হিসাব খাতের অন্য	১৯,১১,১৯	১৯,১১,৯১	১৯,১১,১১
আমদানি			
(ক) ভারতে	৯৯১,১৯,৯১	৯৯৯,৯৯,৯৯	১৯১,৯১,১৯
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,১৯	
অন্যান্য দায়ী			
(ক) ভারতে	১৯,১১,৯৯	১৯,১১,৯১	৯,৯১,১৯

স্টক এক্সচেঞ্জ

বাজার দর

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	মোট ও অবশিষ্ট মূল্যমান	প্রতি শেয়ারের অভ্যন্তরীণ মূল্য	মূল্য পরিবর্তন	সর্বশেষ	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	ক্রয়	বিক্রয়	মোট লেনদেন
ইঞ্জিনিয়ারিং:										
ইস্টার্ন কেবল্স	...	১,১০,০০,০০০	১,১৮,১৯,১১৯	১০	৭৯০(ক)	৩৫৭	...	...	৩৭৯-৩৯০	...
জেমস	...	৭১,৯৯,০০০	৩৮,৭১,৩৬৭	১০	১৩৫(ক)	১৩৫	...	...	...	...
টাকা কেবল্স	...	১,২৫,১০,০০০	৪৯,৪৯,১১,২৪৭	৭১	১৮৯০(ক)	৩৫৭	...	...	৩৩৯	...
বাপা ...	...	৩১,৯৯,৩৯০	১,৯০,১৯,৮৩৫	১০০	১১৯০(ক)	৩৩৯	...	...	...	...
মেঘনা টেক	...	৭৯,১১,১৭১	১৯,৯৯,০০০	১	৫৭(ক)	১৯৭	...	...	...	...
বাপাসমূহ	...	১৩,১৯,০০০	১০,১৭,৩১৭	১	৯৩(ক)	৩৩৯	...	...	...	...
ইন্ডিয়া অটোমোবাইল	...	৩,৩৫,১১,৫৯০	৯৯,১৯,৩৯০	১০	৮০(ক)	১১৯	...	...	...	...
ফার্মাসিউটিক্যালস:										
আফতাবফার্মাসিউটি	...	১১,১১,০০০	১৫,৭১,৩৯০	১০	১৭	৯৫৭	...	...	...	...
ইন্টারফেক্স	...	১৯,৯৯,১৯০	১৯,৯১,০৯৭	১০	১৭	৩৫৬	...	...	...	...
এসেন্স ফার্মাসিউটি	...	১,৯৯,০০০	৩,১৫,৩৯৩	১০	১৭	১৯,১৯	...	...	...	...
ওষধশিল্প	...	১৯,৯৯,১৯৩	... ...	১০০	...	৩৭৯	...	...	...	...
ফারমাক্স	...	১৯,৯৯,০৯৩	১,৯১,১৯৩	৩১০	৯৩(ক)	১৩৭	...	...	৩৭৯	...
বর্ণ ওষধী	...	৩,৭১,১৯৫	১,৯৯,৯৯৩	১৯	১৯	১৩৭	...	...	...	১৩৫
বর্ণ সন্ধুলা	...	১,১৯,০০০	১,৭১,৩৯৩	৩১৯	১৯	১৫৯	...	...	...	৯
সিটি কেমিক্স	...	১১,১৯,১৯৯	১১,৯১,১৩১	১০	...	১৯,৩৯	...	...	...	...
সিটি ফার্মাক্স	...	৯,৯৯,১৯৯	৯,৩১,৩৯৯	১৯	১৯	৩৫৯	...	...	...	৩৩৫
সেফতাজী	...	১,১১,০০০	৯,৯৯,৯৯৯	১০	১	১৯৫৭	...	...	...	৭৭৯
স্কয়ার	...	৯৯,৩৯,৩৯৯	১,১৯,৯৯,৯৯৯	১৯	৯৯	১১,৯৯	...	...	৯১	...
হেক্সা	...	৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯,১৯,৩১৯	১০০	১১	৯৫৭	...	...	৩৩৯	...
আমরা	...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৩৯৯	১৯	১৯(ক)	৩৫৯	...	...	৮	...
ইস্টার্ন	...	১১,৯৯,০০০	১৯,৩১,৩১৯	১৯	...	৩৫৯	...		১৯৯	...
ইস্টার্ন	...	১৯,৯৯,০০০	৩,১৯,০০০	১৯	১৯	৩৩৭	...	...	...	৯৯
ইস্টার্নলাভ	...	৮,৯৯,০০০	১,৯৯,০০০	১৯	১৯	৩৫৯	...	...	...	১৯৮
ইন্দ্রপুর	...	৩,১৯,০০০	৩,৭১,১৯৩	৭	১১/৩	৩৫৯	...	...	...	৩৯
ইস্টার্ন ফার্মাসিউটি	...	১১,৭১,০০০	৩,৯৯,০০০	১০	১	৩৫১	...	...	১১/৩	১১৫/৩
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনি	...	১০,৫১,০০০	... ...	১০	...	৩৫৯	...	...	...	...
কাগজের কল:										
এশিয়া	...	১১,৫৩,০৯৩	১৩,৯৯,০০০	১০	১৯	৩৫৭	...	...	...	...
কাগজপুর ইন্ডাস্ট্রিজ	...	১১,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	৩১০	১৯	৩৫১	...	...	...	...
কুমারখোলা	...	১৯,৯৯,৯৯৩	১৯,৯৯,৯৩৯	৩১০	১৫(ক)	৩৫৯	...	...	...	...
খুলনা	...	১৯,৯৯,০০০	১৩,৭৯,৩১৯	১০০	৯	১১/৩১	...	...	...	১৯৭
গ্রামফোন	...	৯১,৯১,০৯৯	৯১,৯৯,৯১৯	২৯	১১(ক)	১৫/৩৯	...	...	...	...
চাইনিজ	...	৯,৯৯,০০০	৩৮,৭৯,৯৩৯	১০০	৯	১৯/৩১	...	...	...	৩৫৭
বাদশা	...	১৫,৯৯,০০০	১,১৫,১৯৯	২৯	(১৯(ক)	১১/৩৯	...	...	...	১৯৯
বিক্রয়	...	১১,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,৩১৭	১৯	১(ক)	১১/৩৯	...	...	...	৩৩৯৯
মুহিব		১৯,৯৯,০০০	৯৯,১৯,৯৯৯	১০০	১১(ক)	১৯/৩১	...	...	...	৫৯৯
এসোসিয়েটেড	...	১ ১,৯৯,০০০	১১,৯৯,৯১৯	১০০	১১/০(ক)	১১/৩৯	...	...	...	...

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৪৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড,
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

[৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৭ । ২৮শে এপ্রিল, ১৯৫০ মূল্য ।৷০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষা ব্যবস্থা	৬৫১	বাজারের কথা	৬৬০
ভারতের সমাজতন্ত্র	৬৬১	শেয়ারবাজার	৬৬১
প্রসঙ্গিক	৬৬৫	অর্থনৈতিক	৬৬৩
ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল ও তাহার	৬৬৫	বৈদেশিক	৬৬৭
সাময়িকী	৬৬৭		
সমবায়	৬৬৯		

স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষা ব্যবস্থা

দেশ স্বাধীন হইবার সাথে সাথে আমাদের পরিবেশের যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সেই পরিবর্তনের অন্যতম। ইংরাজ আমলে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমনির্ভর করিতে গিয়া এইরূপ একটি বিরাট কেরাণীকুল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই বিকশিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার আনুষঙ্গিকরূপে যেন দেশের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কিছু-কিছু ভারতীয়ের আহরণ করিবার যোগ দান করা হইত আমাদের তদানীন্তন শাসকবর্গের অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে মুষ্টিমেয় উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার স্বার্থ। কিন্তু স্বার্থকে উলঙ্গভাবে ব্যক্ত করা ইংরাজী ভদ্রতার বিরোধী বলিয়া মিল্টন, শেক্সপীয়র, বেকন, বায়রন, বার্ক, শেলী প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যের বিশ্বপালসমূহের রচনাও কিছু পরিমাণে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইল। তার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম হইতেই অবস্তুবতার ভিত্তিতে গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অথচ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে ইংরাজী স্বচ্ছন্দ আয়ত্ত করিবার জন্য যে প্রেরণা আমাদের দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইল সরকারী আদালতে ডেপুটি অথবা কেরাণী-গিরি, কিংবা ওকালতি প্রভৃতি আইন ব্যবসায়। অর্থাৎ জীবিকা

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার ত্রুটি মূল দৃষ্টিতে ধরা না পড়িলেও ইহার কুফল সম্পর্কে মনীষী অবহিত এবং তদনুসারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা বিরল নহে। ডেভিড হেয়ার ও মেকলের প্রস্তুত ক্ষেত্রে ডিরোজিও যখন পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের যুক্তিবাদী বিষয়ের প্রচার কার্য্য চালাইতে সুরু করিলেন, তখন শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে পরানুকরণপ্রিয়তা এবং স্বধর্ম্মবিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিল এবং মাইকেল নবসূদন দত্তের মত অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনব্যাপী অনুশোচনার মূলে তৎকালীন সংস্কারের তীব্রতা এবং পাশ্চাত্য আদর্শের কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই এই অশুভ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ ভাষার মাধ্যমে এবং হিন্দু সমাজের পরমারাধ্য উপনিষদের সূত্রাদির পুনর্ব্যাখ্যা ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমাদের প্রয়োজনের সহিত সমন্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অতঃপর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং বঙ্গভাষার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যুগ অতিক্রান্ত হইবার সাথে সাথেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়। স্বদেশী উৎপন্নের ব্যবহার, বিদেশী পণ্যে বর্জ্জন এবং অন্যান্য স্বাদেশিকতামূলক কর্ম্মতৎপরতার অন্যতম প্রধা অঙ্গরূপে শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সদ্য লোকান্তরিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ

যা সেই ১৯৫৭ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে আদর্শ ঘোষণা করেন যা মূলে সে-আদর্শ উদ্ভরোত্তর বাস্তবে রূপায়িত হইতে থাকে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শ ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন রক্ষণ। ইহার জন্য পরিষদ যে বিবিধ কর্মপন্থা অনুসরণ যার বিশেষ লক্ষ্য করেন তাহা হইল, (১) শিক্ষার বাহনরূপে ভাষার স্থলে মাতৃভাষাকে আসীন করা এবং (২) শিক্ষা হতে ঐকান্তিক ভারপ্রবণতার স্থলে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। এই আদর্শেই গঠিত হয় যাদবপুর টেক্সটাইল কলেজ, যাইকেল মেডিক্যাল কলেজ এবং জিম পরিচালনার অধীনে বেতাই মহাবিদ্যালয়। বলা বাহুল্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এবং হতী প্রতিষ্ঠানের উভয়কেই অর্থাভাব এবং সরকারী কুনার সম্পূর্ণ অভাব স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ইংরাজদের অনেক বিষয়ে এই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ছাত্রদের মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্বাচিত করেন এবং : আদর্শের প্রেরণায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যতালিকাকেই মূল ভাষার মাধ্যমে নির্ধারণ করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কারিগরী শিক্ষার আদর্শ—যাহা বর্তমানে নবা শিল্প বিষয়ক উহার বিভাগবর্তী প্রতিষ্ঠানের ক্ত করেন—মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ও কলিকাতা বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এপর্যন্ত গৃহীত ই। এক্ষণে আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে বিচারপতি শ্রীযুক্ত : বিশ্বাসকে সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্যতম সদস্য ঠিত করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কল প্রশ্নাদি এই কমিটির বিবেচনাধীন করা হইয়াছে তাহা (ক) প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষাদান ও ভবিষ্যৎ জীবিকার নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ। (খ) বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা- উদ্দেশ্য লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকার ও বিদ্যালয় লনার পরিকল্পনা প্রণয়ন; (গ) উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ী শিক্ষার স্থান। (ঘ) বিদ্যালয় এবং কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে রিক সম্বন্ধ রক্ষা। (ঙ) বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা কুল অথবা কলেজ বিভাগের সহিত সংযুক্ত থাকিবে তাহা নির্ধারণ (চ) নৈতিক এবং ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং সম্ভব হইলে তাহার পাঠ্যতালিকা কিরূপ হইবে তাহা স্থির হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত বসু বলিয়াছেন যে ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি বালকবালিকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে কারিগরী শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হইবে এবং কোন বালকবালিকার ১৪ বৎসর বয়সে সমাপ্ত এই প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষার মান লাভ করিবে। অতঃপর বেতন দানের বিনিময়ে কোন বিশেষবিশেষী ১৪ হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ১৭ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত বসুর এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা সমর্থনযোগ্য অংশ হইল শিক্ষার এই স্তরভেদ এবং স্তর অনুসারে বিশেষ ব্যবস্থার তারতম্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অবৈতনিক তো বটেই কারিগরী শিক্ষারও আধার হইতে হইবে। অর্থাৎ এই অবৈতনিক শিক্ষা প্রাপ্তির পরে যদি কোন দরিদ্র সন্তান অর্থাভাবে অথবা যদি কোন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর বালক মেধার দুর্বলতার জন্য অধিক পাঠোপযোগী না করিতে পারে, তাহা হইলেও সেই হতভাগ্যের শিক্ষা যাহাতে যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। বিশেষতঃ এই অবস্থাতেই যে আবশ্যিক প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষারূপে হিন্দী ও ইংরাজী প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা সফল হইলে সত্য জীবনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে সকল প্রকার শিক্ষাই ইহারা লাভ করিবে। অনুরূপভাবে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যতালিকাকে একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে ছাত্রদের উচ্চমের অথবা অপচয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবশ্যক জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। অবশ্য এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে, শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আর্থিক দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও যাহাতে পাঠাভ্যাস সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে তজ্জন্য মুক্ত হস্তে সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ, শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতিগঠনের যথার্থ যোপযোগরূপে সংগঠিত করিতে হইলে শিক্ষার যাবতীয় অংশ, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষকের পারিশ্রমিক এবং মহার্ঘভাতা, শিক্ষেতরজনের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন তদন্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পিত হওয়া উচিত।

আজিকার স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার হয়ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট হইবে না। জাতীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে শ্রীযুক্ত বসুর প্রস্তাবসমূহ অনেক কিছু প্রয়োজনকেই অন্তর্নিহিত রাখিয়াছে। প্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার কথা ধরা যাক। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য যে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা মানিয়া লইলেও, উত্তরবর্তী মাধ্যমিক এবং

কোনরূপ সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, শিক্ষার কোন স্তরেই যদি সাধারণ শিক্ষার সহিত ব্যাপকভাবে প্রদানীতে কোনরূপ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যেন প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবহিতেই আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক শুশ্রূষা বিষয়ে ছেলেদের এবং বিভিন্ন রোগের শুশ্রূষাপ্রণালী সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমস্যার পৃথক উল্লেখ এইজন্য করিলাম না যে, বাস্তবতার পথেই প্রয়োজন হিসাবে আমাদের জাতীয় সরকার শিক্ষাকে গ্রহণ করাতে এই সমস্যা সমগ্র জাতীয় সমস্যার মধ্যে মিলিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়কালেই যাহাতে এই সব হতভাগ্য ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিপন্ন না হন তৎপ্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকিতে আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

ভারতীয় সমাজতন্ত্র

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বামপন্থী দল-উপদলের পক্ষ হইতে, ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরে নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবের আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া, বিরোধহীন প্রচারকার্য চালানো হইতেছে। সম্প্রতি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক রূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত মিশ্রঅর্থনীতি* রাষ্ট্রীয় সমিতির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংসদের যে সুপারিশাবলী গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বামপন্থীদের চৈতন্যোদয় না হইলেও কংগ্রেসের আদর্শ ও তৎপ্রতি নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা সম্বন্ধে যেসকলের মনে যদি ইতিপূর্বে সংশয় উদিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এইবার দূর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থসমন্বয়ের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জন্য যে শান্তিস্বাধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যরক্ষী গণতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্তমান সিদ্ধান্ত সে-আদর্শের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এবং ত্রিবিধিক পরিকল্পনাকল্পে পূর্বে প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় সমিতির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংসদের সুপারিশ যোজনার সময়বর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারতের শিল্পনীতি বিঘোষিত হইয়াছে। বর্তমান শিল্পসমূহের জাতীয়করণের চূড়ান্ত সময় সরকারী শিল্পনীতির সুপারিশ অনুসারে ৫ হইতে ১০ বৎসরের প্রাক্কলনায় পরিবর্তন করা হইয়াছে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুপারিশসমূহ প্রায় সমগ্রভাবেই রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং সরকারী শিল্পনীতিও কোনদিক হইতে উক্ত সুপারিশসমূহের প্রতিকূল হয় নাই।

সুতরাং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুপারিশসমূহের পুনরাবৃত্তি এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোন্ প্রগতিদর্শনের ভিত্তিতে এইসব সমাজ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তৎপূর্বে আলোচনার সুবিধার জন্য নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রস্তাবসমূহের বিশ্লেষণ করা আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

যে চতুর্বিধ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এই সব প্রস্তাব পরিকল্পিত তাহা হইল, (১) উৎপাদন, বিনোদনের ও জীবনযাপনের স্তর ও জনিক উন্নয়ন সাধন, (২) অল্প ও শ্রেণীর প্রয়োজনের অসমতা অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণের সুবস্ত্র মজুরীর ব্যবস্থা করা (৩) সুবস্ত্র মজুরীর পরিমাণের অনুপাতে উচ্চতর আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ; (৪) শিল্পোন্নতির সাথে সাথে যাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি না পায় তৎপ্রতি সচেতন থাকা এবং সম্পদ ও আয়ের পরিমাণে বর্তমানে যে বৈষম্য আছে, যথাসম্ভব সময়ের ভিত্তিতে তাহা পুনর্বণ্টন করা। প্রথম উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থায়, এবং তথায় উৎপাদন ব্যবস্থায়, রূপান্তরের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শ্রমিক আইন এবং অন্যান্য শ্রমিকহিতকর ব্যবস্থাদির দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করাই যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ ও শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কার্যক্রম পরিষদ কেবলমাত্র রাজস্বের সাহায্যকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে না করিয়া, শিল্প সমূহের জাতীয়করণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

এই সকল পন্থার মধ্যে আবার বিঘোষিত সরকারী শিল্পনীতি জাতীয়করণ ও শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে, এবং সরকারী হাতে রাজস্বের পুনর্বণ্টন সম্পর্কে, যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ও যে সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি যথাকালে অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংসদের প্রথমোক্ত অন্যান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কৃষিশিল্প সম্পর্কে সরকারী শিল্পনীতি এবং কৃষি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্যনীতি নির্ধারণ সংসদের সুপারিশসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকারী তৎপরতার সূচনা করিলেও, এতৎসম্পর্কে পুনরালোচনা আবশ্যক। কারণ জাতীয় অর্থ, শিল্পবিরোধ, বৈদেশিক মূলধন ইত্যাদি প্রশ্নের অটিলতা মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ কৃষি ও শিল্পবিকাশের প্রকৃতি আমাদের মন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাছাড়া যে সামগ্রিক জাতী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমিতির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংসদ আলোচ্য সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমগ্র সমাজতান্ত্রিক জাতীয় আদর্শের সহিতও কৃষি ও শিল্প বিষয়ক সম্পর্কে কার্যক্রম সংসদের এই প্রস্তাবের সামঞ্জস্য দেখা দরকার। যা ও পশ্চাদপদের সরবরাহে যথাসম্ভব আবশ্যকতার উদ্দেশ্যে কৃষি সম্পর্কে যে প্রণালী অনুসরণের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাকে কৃষিক্ষেত্রে সমিতিকরণ, ভূমি রাজস্ব এবং উৎপন্নের বিক্রয় ব্যবস্থা, এই চতুর্বিধ দিক হইতে বিচার করা যায়। কৃষিক্ষেত্রসমূহ অতিবৃহৎ না হইলেও সমধিক উৎপাদনের আশে যাহাতে আয়ের একান্তই ক্ষুদ্র না হয়, তৎপ্রতি যথেষ্ট

হবে। এজন্যে স্থির হইয়াছে যে, গ্রামবাসীরা কুষকের কোনায় ভিত্তিতে একাধিক কুষকের যৌথ সমবায়ে এক একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। জমিদারবিলোপের দায়িত্বভারমুক্ত বিশাল আয়তনে ব্যবস্থাভিত্তিতে অট্টালিত ব্রিটিশ কৃষিক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রীয় কোনাখামে বিশাল ফুলত হইয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মত সংবদ্ধ যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা হইতে ভারতের বিত কৃষিক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ লক্ষণীয়। ন নূতনতর কৃষিক্ষেত্রের আর্থোপযোগী করিয়া কৃষি ঋণের যে নবীন ব্যবস্থা সুপারিশ করা হইয়াছে তাহা হইল, বর্তমান প্রথার বিলোপসাধন করিয়া কৃষি আয়করের প্রবর্তন। উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কেও ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে মধ্যবর্তী লের যে বিস্তৃত ব্যবসায় বর্তমানে প্রচলিত, কৃষিঋণের মতের ন মার্ফৎ এই ব্যবস্থার সমাপ্তি সাধন করিয়া উৎপাদক কৃষক এবং ন সমবায়ের সমবায়ে গঠিত ক্রয়-বিক্রয় সমিতিসমূহ স্থাপন ে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

হেতিকল্প সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে শিল্পের প্রকৃতির হইতে তাহাকে কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প এ সমবায় শিল্প হইতে তাহাকে সমবায় নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তি-মালিকানা গঠনতন্ত্রের অধীন, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভোগ্যবস্তু ন করিবার জন্য পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ এবং কেন্দ্রা-ষ্ট্রশক্তি, অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিবার হৎ শিল্পসমূহের উপর প্রাধান্য অর্পিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত প্র উৎপাদনকারী এই সব কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রশক্তিসহ হইতে হইবে। বৃহৎ শিল্পসমূহের ব্যাপকভাবে জাতীয়করণের নীতি অনুসরণ করিবার সুপারিশ ইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বর্তমান শিল্পসমূহকে যথাসম্ভব বর্তমান তই চালু থাকিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে এবং যাহাতে নূতন ও শিল্পসমূহের মধ্যেই জাতীয়করণের নীতি সীমাবদ্ধ রাখিবার করা হয়, সেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তপূর্বে ভারতের মিশ্র অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এইরূপ মিশ্র বিন্যাসের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছি। দরতীয় অবস্থা পরিবেশে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন অর্থনৈতিক সম্ভব নহে। কৃষি এবং শিল্প এই উভয়ক্ষেত্র সম্পর্কেই ক্ত সমন্বয় প্রয়োজন। ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক লোকের বেশ এবং র অর্থনৈতিক সমস্যা যন্ত্রের দ্বারা লোকের অভাব পূরণ করা যানকার সমস্যা যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক দেশবাসীকে কর্মনিয়ত এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কৃষি এবং শিল্পবিন্যাস সম্পর্কে

তাছাড়া গান্ধীজীর আদর্শের অনুসরণ হওয়ায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। গান্ধীজী ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শের নৈতিক ভিত্তি বজায় ব্যক্তির যথাসম্ভব স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতেন। আবার তিনি যে রামরাজ্যের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতে ধনবৈষম্যের স্থান ছিল না। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে আয়বৈষম্যের তিনি ছিলেন বিরোধী। বস্তুত এখানেই গান্ধী-র্শনের বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে সমন্বয়সাধন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিংশতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এবং বিশেষ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘে ব্রেট বৃটেন এবং বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার পরস্পরবিরোধী অনুসরণ সর্বাপেক্ষা বিস্তার সহিত অনুসৃত হয়। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন করিবার প্রয়োজনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র স্বৈরতন্ত্রী হইয়া উঠে এবং শিল্পায়নের স্বার্থে কেন্দ্রায়ত্ত অর্থনৈতিক বিন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হয়। ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আশু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা লুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ব্রেট বৃটেন রাজনীতির দিক হইতে ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং অর্থনীতির দিক হইতে উপনিবেশনির্ভর হইবার ফলে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজের দেশে শ্রেণীবৈষম্য দূর করিতে সক্ষম হইল না। ফলে বিলাতী গণতন্ত্র ধনতন্ত্রেরই নামান্তর হইয়া রহিল।

এই দুই রাষ্ট্রের ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করিলেন যে, জাতীয় অর্থনীতির অত্যধিক কেন্দ্রায়ত্ততাই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার পথে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অন্তরায়। সুতরাং তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে অহিংস সত্যাগ্রহ, অথবা গণতন্ত্রনীতিসম্মত শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের আন্দোলন, প্রবর্তন করিবার সাথে সাথে, গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি স্বরূপে জাতীয় অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে প্রচার কার্য সুরু করেন। বস্তুত এই বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই ব্যক্তির পক্ষে যথাসম্ভব উপলব্ধি করিবার অধিকার অধিকতর থাকাতে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন ও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত কম হওয়াতে, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ অনেক বেশী। আজ গান্ধীজীর এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইতে যাইতেছে দেখিয়া প্রকৃতই আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত বোধ করিতেছি। বিকেন্দ্রীভূত

প্রাসঙ্গিক

পশ্চিম বঙ্গের দাবী বিশ্লেষণ

ভারত বিভক্তিতে পশ্চিম বঙ্গের দাবী বিশ্লেষণের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর অসন্তোষ দানা বাঁধে নাই। অবশ্য সরকারি কোনরূপ প্রতিবাদের আওয়াজ শুনা যায় নাই। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীর প্রকাশিত মতামত অত্র প্রদেশের পুনর্গঠনের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে এইরূপ বিভেদের আওয়াজ ঘোর সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে।

ভারত বিভক্তিতে প্রদেশের পুনর্গঠন দাবী করা সর্বপ্রথম প্রাদেশিকতাই বলিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এক জোরালো যুক্তি-নির্ভরতার বেড়া যে উঁচু করিয়াছেন, তাহার বেড়ক্ষ কি যেন পর্যন্ত তাহাই মানিয়া লইলেন। যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী ভারতীয় কংগ্রেস নেতারা যে ভারত বিভক্তিতে ভাষা প্রদেশের পুনর্গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি অবশেষে পরিত্যক্ত হইল? কিন্তু প্রদেশের পুরুষ সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহা হয় নাই। তবে কি বাংলাদেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

সত্য বটে কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব একদিন বাংলাদেশের নিকট হইতে তীব্র বিরুদ্ধতা পাইয়াছে। কিন্তু তাহা অতীত রাজনীতি এবং সুদূর কতিপয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিরোধিতার বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবেই যে অসহযোগী ছিল না, বিভাগের পূর্ব ইতিহাস হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সংঘাতের ২ বৎসর পূর্বে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশে বিশেষ দাবী সত্ত্বেও আসিয়াও এই প্রদেশকে ভিন্নরূপ দাবী আলোচনা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ফলে পরিণামে কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পরবর্তী যুক্তফ্রন্ট দল ক্ষমতা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে কংগ্রেসী বিদ্বেষ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইল না। এই দীর্ঘ ইতিহাসই বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক বহুদলে পরিণত হইল এবং উত্তরকালে তাহাই ভবিষ্যতিকরণ সর্বনাশের হেতু হইল। ইহারও পূর্বে বাঁধ আইন পরিষদে তাহা মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ক্ষমতা করিবার জন্য হিন্দু আসন হইতে আসিয়া লইয়া মুসলমানদের জন্য অতিরিক্ত আসন সংরক্ষণ দাবীর যে সাম্প্রদায়িক ষাঁড়োয়ারা ঘোষিত হইয়াছিল বাংলাদেশের তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করেন।

কিন্তু পূর্ববর্তীর ঘটনা ধরিয়া ছাড়িয়া বিশেষ বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিদ্বেষাত্মক ব্যবহারের নিদর্শনের আর শেষ নাই। যেরূপ আকস্মিকতার সহিত এবং যে প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবা-দলির পরিবেশে বঙ্গভঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাতে বাংলাদেশের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ততায় বিপন্নপ্রায় হইয়াছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে পূর্বাঞ্চলের কৃষি সম্পদের সহিত পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প এবং কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভূতপূর্ব অখণ্ড বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত পশ্চিম বঙ্গে আয়ের পূর্ব বন্ধ হইতে বলে লোক আসত বন্ধতাবী কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরিণত হইতে বসিয়াছে। অধিকন্তু বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ পরদেশাগতদিগের কতকগুলি অসহনীয় দুর্বিষহতার সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য, খ্রীহট্ট ও সুরমা উপত্যকার বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের স্বাভাবিক, ভারত ও আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজ জীবন বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে পশ্চিম বঙ্গের জন্য কম কেন্দ্রিয়তার স্থানের আবশ্যক। ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান সীমারেখার ভিতর ও উহার অঞ্চলসমূহের পুনর্গঠনের মধ্যেই সেই সুযোগ অবশ্যই লাভ করা যাইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যেই প্রবল সমিতির পক্ষ হইতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বিভক্তির পশ্চিম বঙ্গের পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্নকাল ধরিয়া আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি দলীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতেও আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত সমিতির এই আন্দোলন সমর্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি অধিকন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পশ্চিম বঙ্গের এই দাবী স্বীকার করিয়া বাংলাদেশের প্রতি তাঁহাদের সুবিচার উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত সংশোধন করিবেন।

খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা

ভারতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা বহুকাল হইতেই খুব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষের এবং মৌসুমি বিপর্যয়ের পরই তারা এই উপর দিয়া বারেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষি প্রণালী প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য উৎপাদনে অসমর্থই। অধিকন্তু লোকের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকায় বহু ক্ষেত্রে উৎপাদকের পক্ষে সময়মত বিপণনে বিক্রি করিয়া আসিয়াও আবার আমাদের খাদ্যবন্টন ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত খাদ্য না হওয়ায় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে এবং এই খাতে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় হইয়া যাইতেছে। বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বাৎসরিক প্রায় ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। এবং এই ৩৫ লক্ষ টন আমদানী করিতে হইলে ভারতের মোট প্রয়োজন দাঁড়ায় ৪৪.৫ মিলিয়ন টন। অথচ ভারতে বর্তমান মোট উৎপাদন মাত্র ৩৯.২ মিলিয়ন টন। আর দুর্ভিক্ষের বছরে বিদেশ হইতে প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বার্ষিক ঘাটতি এই ৫.৩ মিলিয়ন টন অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে।

ভারতীয় খাদ্যপরিস্থিতির এই সমস্যা দূর করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে খাদ্য ও কৃষির খাদ্যশস্য কমিটি আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাতে খাদ্যের বর্তমান উৎপাদনের অধিকতর সদ্ব্যবহার করিয়া জোরদার এবং নূতন নূতন ভূমিতে চাষ-আবাদ প্রবর্তন করিবার কথা বলা হইয়াছে। উৎপাদনরত ভূমিক্ষেত্রগুলিতে বর্তমান উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য গুলক জলসেচ, উন্নত সারসংক এবং আগাছের বিরুদ্ধে প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কথা সুপারিশ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগের সমূহের বিলুপ্তির ফলে যে বাসকদের অবসরের সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহাতে কৃষির ভূমির পরিমাণ যাহাতে বর্ধিত হয় তৎপ্রতি সরকার দৃষ্টির আকর্ষণও কমিটি নিবেদন করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক ও মেসোয়ারাজ্যসমূহ হইতে ২৫ বছর প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কৃষি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং প্রাথমিক সাহায্য বাবদ এই পরিষদকে ৫০ কোটি টাকা দান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষির দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার-দের এলাকাভুক্ত হওয়াতে এই কেন্দ্রীয় পরিষদ কৃষিতে সময় ভারতই সাধন করিবে।

মের করমান

[illegible] সংঘের প্রস্তাব করিয়া [illegible] নূতন করিয়া বিবেচনার [illegible]। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার মোচনে এই [illegible] সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। [illegible] করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিবার জন্য [illegible]:—

[illegible] সম্পর্কে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক [illegible] নাই, তাহাতে নূতন প্রস্তাব প্রেরিত [illegible] সম্পর্কে মতামত [illegible] সম্পর্কে যোগদান করিতে পারিবেন এবং [illegible] সম্পর্কের সহিত [illegible] আসন গ্রহণ করিবেন।

[illegible] প্রস্তাবের [illegible] বিরোধ প্রসঙ্গে করমানে [illegible]। শিল্পবিরোধ [illegible] মিলাইবার যে ব্যবস্থা [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] শ্রমিকদের [illegible] করিয়া [illegible] শ্রমিক সম্পর্কের [illegible] করিয়া [illegible]। আমার [illegible] বিরোধের [illegible] করিবার [illegible]। প্রস্তাবগুলি [illegible] করিয়াছেন [illegible] করিয়াছেন যে এই [illegible] ফলে [illegible] শ্রমিকদের [illegible] হইবে। কিন্তু এই [illegible] উন্নতি সম্পর্কে যে গভীর দুঃ [illegible] রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। [illegible] সহযোগিতার অভাব [illegible] এই [illegible] উপর [illegible] প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা [illegible] করিয়া [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] বলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। [illegible] হইতে হইবে"। [illegible] এই [illegible] সরকার [illegible] কোন [illegible] করিবার আন্তরিকতা আমরা আর খুঁজিয়া পাই না।

[illegible] এই [illegible] রায়বাহাদুরের [illegible] ট্রেড ডিসপিউটস [illegible] সরকারের প্রস্তাবকে [illegible] করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ট্রেড ডিসপিউটস আইন বলবৎ থাকায় [illegible] একটি [illegible] সহায়তার অধীনে থাকিবে এবং [illegible] যোগাযোগে [illegible] তাহাতে [illegible] করিবে। [illegible] এই [illegible] অংশ [illegible] সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, আন্তর্জাতিক [illegible] ট্রেড ডিসপিউটস [illegible] সহযোগিতার দ্বারা [illegible] করিয়া [illegible] ব্যবস্থা [illegible]। সেজন্য [illegible] শ্রমিকের [illegible] কার্যে [illegible] হস্তক্ষেপ [illegible] ব্যবস্থা [illegible] সম্পর্কে যে [illegible] হইয়াছে, [illegible] ফলে [illegible] প্রস্তাব [illegible] হইবার পূর্বেই [illegible] সেই আশঙ্কায় [illegible] ইউনিয়নের [illegible] তীব্র নিন্দা [illegible] এই [illegible] হইয়াছে। আমরা আশা করি, ভারত সরকার এই [illegible] সংশোধিত [illegible] অবলম্বন করিবেন।

এশিয়ার পুনর্গঠনে নেহরু পরিকল্পনা

[illegible] পুনর্গঠনের [illegible] আমেরিকা যে মার্শাল-পরিকল্পনা [illegible] করিয়াছেন, এশিয়ার [illegible] অনুরূপ একটি নেহরু-পরিকল্পনা [illegible] ভারতের পক্ষ হইতে [illegible] এক [illegible] ভারতে [illegible] মূল ভাবধারা [illegible] বিশ্বাসের পূর্বে এক আবেদন জানাইয়াছিলেন। এই পরিকল্পনার তাৎপর্য [illegible] অন্যান্য অনুন্নতিশীল অঞ্চলে ইতিপূর্বেই আলোচনা [illegible] সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী [illegible] এক উচ্চক্ষমতা [illegible] এক [illegible] এই [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক কমিশনের যে [illegible] অধিবেশন বসিবে তাহাতে উপরিউক্ত নেহরু পরিকল্পনার এক বাস্তব রূপায়ণ রচনা করিবার চেষ্টা করা হইবে। কমিশনের ১২ জন সদস্য এবং ৬ জন সহযোগী সদস্য সহ রাষ্ট্রসংঘের কাজ ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রতিনিধিগণও অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ধিত হওয়াতে পূর্বতন সদস্যদের পক্ষে আমাদের নূতন কিছু বক্তব্য না থাকিলেও সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়াছি :—

(১) কারিগরি শিক্ষা বিস্তার অর্থাৎ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা।

(২) কারিগরের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশাসনিক ও বিশেষজ্ঞ

(৩) কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে আলোচনা

(৪) আন্তর্জাতিক খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রস্তাব এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহে উৎপাদন হ্রাসের বিরুদ্ধে সংস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা।

(৫) খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য উৎপাদক দেশ এবং রাষ্ট্রসংঘের কৃষি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা

(৬) খাদ্য বিতরণ প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে বিবেচনা।

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ও লিমিটেড ব্যাঙ্ক)

"কমার্শিয়াল হাউস —১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

— ডিরেক্টর বোর্ড :

শ্রী এস. সি. চন্দ্র, ডিরেক্টর, ফুলবাগান টিন কারখানেরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।

শ্রী জে. সি. মুখার্জী, ফুলপুর একসিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা করপোরেশন, ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।

রায়বাহাদুর জি. ডি. সোরাইকা প্রোপ্রাইটর—সোরাইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর—বি বেঙ্গল ইন্ডিয়েন্টেল এণ্ড বিল্ডিং প্রপার্টি কোং লিঃ, ন্যাশনাল ডিরেক্টর—সোরাইকা ব্রাদার্স লিঃ, সোরাইকা এষ্টেটস এণ্ড ইনভেস্ট লিঃ, সোরাইকা ট্রাস্ট অয়েল এণ্ড কর্পোরেশন কোং লিঃ।

শ্রী জি. এম. বক্সু, পার্টনার, এ্যাসাদ কটন এণ্ড কোং।

শ্রী বি. বি. ঘোষ, এক-অফিসিও ডিরেক্টর, কলিকাতা ইন্ডিয়েন্টেল কোম্পানী লিঃ।

শ্রী এস. বক্সু, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

(মূলধনের টাকার অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন	...	...	১২,৭৫,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	১২,৫৭,০০০৲
সঞ্চয়	...	...	৭,০০,০০০৲

জে. এম. সেন

ভারতবর্ষ রঞ্জন দ্রব্যের রপ্তানীকারক হইতে পারে *

রঞ্জন শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বর্তমান

ভারতবর্ষে রঞ্জনশিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণন করার সময় রেইনহার্টের তদানীন্তন সেই ডেমোন্সেরের পরিচালক ইয়ারের দেশের রঞ্জনশিল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলে যথেষ্টই সহজবোধ্য হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংরাজকে ঘোমাত করিতে হইলেই নানা সময়ে উহার হয়। ইহা অতীব দুঃখের কথা যে এদেশীয়ের বঞ্জনের অবস্থা, যুদ্ধকালীন চরম দুর্দশার দিকে ইহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইংরাজদের অবস্থার কথা ভিন্ন করিলেই ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইবে।"

আমদানিকারক অবশ্য দুইটেন। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের তবৈবচ। বাজারে রঞ্জনদ্রব্যের অভাব নাই, কিন্তু সর্বদাই ইংরাজদের অভ্য যোগাইতে হইতেছে, "আমাদের মাল যোগাও, আমরা ক্রিমিক বৈয়ারী করিয়া তোমাদের সরবরাহ করিব।"

ভারতবর্ষে রঞ্জনশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুইটি বন্দর এলাকায় কেন্দ্রীভূত। ইহাতে ইংরাজদের আমদানী ও তৈয়ারী মাল বন্টনের কার্য সহজে অনেক সুবিধা হয় এবং অন্যান্য রাজ্যসমূহের উন্নতি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় থাকিলে ইংরাজদের যোগাড় ও বন্টনব্যবস্থা অসুবিধাগুলিরও সহজেই সমাধান করা যায়। বিশেষতঃ কলিকাতা ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিজ অঞ্চলগুলির মধ্যে পরিচয়ই অধিক। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির অন্য যে পূর্বের ভুলত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার এবং বন্দর সম্পর্কিতাদের মনোবৃত্তির প্রয়োজন, বর্তমান উপযুক্ত দলে প্রয়োজনীয় ডিমি ও ডিমিং তেল পাওয়ার অসুবিধা দূরেই হাল বুঝিতে পারা যাইবে।

যা ও বার্নিশ উৎপাদনকার্যে ডিমির তেলই প্রধান শোষক তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়। এই তৈল ভারতে বৎসরে আনুমানিক দুই লক্ষ টন তৈয়ারী হয়। ডিমির তৈলজাত উৎপাদন পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টন এবং ইহার অর্ধেক বার্নিশে চালান যাইয়া থাকে। সকলে যারা আছে তারা এদেশের রঞ্জনশিল্পগুলির ডিমির-তৈলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলেছে। বিগত কয়েক বছরে দেখা গিয়াছে যে, রঞ্জনশিল্পের জন্য বৎসরে আনুমানিক সবচেয়ে বাজারে ডিমি তৈলের প্রয়োজন। কিন্তু যে কোন বৎসরে ডিমি উৎপাদন পরিমাণে যদি চলাচলের উপর বাণিজ্যিক বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, এই শিল্পের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় এবং ফলে ডিমির মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এখন আমরা সম্প্রতি যদি কাহার ঠিক করি, তাহা হইলেই বুঝিতে হয় যে ইহা সবচেয়ে পরিবর্তনের ছিল। রাজনৈতিক কারণে ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের যাবতীয়ের অন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগুলির এই সব বিভিন্নদিনে যে-কোন শিল্পের সর্বনাশকারী উদ্ভিদ পাশ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুতরাং এই বিষয়ে এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রাদেশিক ভূখণ্ডের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন না কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার ও আসন থাকা উচিত।

অন্যান্য দেশে আজকাল ডিমির তৈলের পরিবর্তে "নির্জলিত রেড়ির তেল (dehydrated castor oil) ও বার্নিশ পাত্রের তেল (tung oil) অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষে এই সকল তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে ইহাদের উৎপন্ন অল্প কোনকালেই সন্তোষজনক নয়। রেড়ির তৈল ও রেড়ির বীজের উৎপাদন বর্ধিতেই এই শোচনীয় অবস্থার প্রমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের ও ব্রেজিলই যে পৃথিবীর বাজারে অধিকাংশ রেড়ির বীজ সরবরাহ করে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অঙ্ক হইতেই পরিস্ফুট হইবে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলেও ভারতবর্ষের অবস্থা সুবিধাজনক বলিয়াই মনে হয়, কারণ, নির্জলনের (dehydration-এর) উদ্ভাবন যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই অবশ্য সমাজ উৎপন্ন মালের সরবরাহ।

রেড়ির বীজের উৎপাদন পরিমাণ (টন হিসাবে)

সন	ভারত	ব্রেজিল	ভারতের শতকরা অংশ
১৯৩৮	১০৪,০০০	১২৬,০০০	৪৫%
১৯৪১	১০৫,০০০	৪১১,৮১৩	৩৯%
১৯৪২	১৪১,০০০	২১৬,০০০	৩৭%

ভারত প্রধান উৎপাদক। সমগ্র ১৯৩৯ সালের ৫১.৫% ব্রেজিল ৩১.৫% ভারতীয় ১৯৪১ সালে ব্রেজিল ৩৯% ভারত ৩৭% বার্নিশ যন্ত্রে তেল করা সম্প্রতি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু এই সম্পর্কে যোগান পরিমাণ আরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সমগ্র প্রকার বার্নিশ পাত্রের তৈলের (Tung oil-এর) ব্যবহারের একটি বড় অংশ সাধারণ বার্নিশের পরিবর্তে পাত্র হইয়া থাকে এবং সেই জন্য এর উৎপাদন প্রতিষ্ঠার উপর সরকার উদ্ভাবক বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমস্ত শিল্প ও সর্বসাধারণ সম্পর্কেই আজকাল এই কথা বলা চলে যে, তাহাদের পরিচালন পদ্ধতি ও প্রণালী যদি নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তাহা হইলে শিল্পের সঙ্গে ইংরাজদের যোগাযোগের পরিবর্তন পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে কোন সম্পূর্ণরূপে পুরাতনের সরবরাহ বন্ধ দিয়া বৃদ্ধি পাবে না), সে ক্ষেত্রে শিল্পের উৎপাদন সম্বন্ধে আমদানী এবং ব্যবহারে উপর, বিশেষ করিয়া রঞ্জনে তৈরীর মাল বন্টনের কথা বলিতে, তাহাতে সম্পর্কিত শিল্পের পরিবারে উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া বেশীরে যদি মাল প্রয়োজনে ৩০ তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া সরবরাহ করা [illegible] শিল্পে বিক্রয় করে।

পূর্বের তুলনায় আমেরিকায় রঞ্জনে এর চাহিদা বহুল বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু এই সব শিল্পগুলি সরবরাহের এইরূপ ব্যবস্থাকে চালাইতে অভ্যস্ত হয়ের চাহিদা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে যে তৈয়ারীর উপাদান প্রস্তুতী ও বিক্রয় করিবার বিভিন্ন অধিকার [illegible] লিথোফোন (Lithophone) যে তৈয়ারীর একটি উপাদান এবং ভূমিজাত বিষয় ভারতবর্ষকে প্রধান করিয়া এই বিভিন্নটির আমদানীর উপরে নির্ভর করিতে হয়। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে ভারতে প্রায় প্রতি বৎসর ৫০০০ টন লিথোফোন প্রয়োজন হয়। আমেরিকাতে বন্দর সমস্যা, যুদ্ধের ও যুদ্ধোত্তরকালীন জাহাজের মাল সরবরাহের ভারতবর্ষের অবস্থা আরও ভারসাম্যই হইয়াছে।

অবশ্যেষে, লিথোফোন প্রস্তুত করিবার যে প্রধান উপাদান বারাইটই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের লিথোফোন উৎপাদন বা করিবার সমস্ত কোন

* [illegible] এই প্রবন্ধটি সহযোগী [illegible]

...ময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ...। কিন্তু ইতিমধ্যে এই সব উপাদানের ...র্ণমূল্যে এবং যোগানের অবস্থার ...। বার্নিশের আঠার (copal gum) জন্য ...বাহির হইতে আমদানীর উপর ...করিতে হয়। বার্নিশ তৈয়ারী জন্য ...ঘণ্টা এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি-উন্নয়ন ...সামগ্রী হইতে পাওয়া যায় এবং ...নি অনায়াসেই উহা প্রস্তুত করা যায়। ...কারখানাকে সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি কারবার ...হইয়া দাঁড়াইতে হয়। আমাদের পরিকল্পনা ...এই শিল্প যদি ইতিমধ্যে লাভ করে তাহা হইলে ...তে আমদানীর পরিমাণের অনেকই কমিয়া ...হয়ত সমস্ত আমদানি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যেতে ...উহার পরিবর্তে কারখানে আমদানীই ...নির্মিত প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যায় তাহার ...কারণে করা উচিত।

...তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনীয় ...সম্বন্ধে পরিচয় হইতে আমরা ...(Lead pigments) আমাদের ...হইতে করিবার জন্য কারখানায় অন্তত ...নির্মাণ করিতে হয়, কারণ আমাদের উপাদান ...খুবই সামান্য। কার্বন ব্ল্যাক (Carbon ...পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেট (Petroleum ...) ...আর্থ এই উপাদান আমদানী করিতে হয়। ভবিষ্যতে যে উহার উপাদানই আমাদের তৈরারী করিতে পারা যাবে তেমনি সম্ভব নাই। কিন্তু তাহার ...য়, তৈয়ার, উপযুক্ত পরিচালনা ও ব্যবসায়ের প্রয়োজন। এমন আশা করা যে সকল ...করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, ...নির্মাণ পাত্র ও ছুরি তিমির না পাওয়ায় ...চর্বিয়া মিশানো এক সমস্যা হইয়া ...। দেশীয় শিল্পের পক্ষে কাচ, প্লাস্টিক ...বাড়ানো অনেক পাত্র তৈয়ারী করা সম্ভব ...যারা যথেষ্ট পরিমাণে উহা সরবরাহ করিতে ...মনে হয় না।

...ভিতরে ব্যবহৃত চাহিদা এত বেশী তখন ...অবশ্য, যাদব উপাদানের কিছু ইতিমধ্যে ...চর্বিয়া রঙনির্মাণের পক্ষে বিশেষভাবে ...করিয়া অন্যান্য রঙ করার পরিবর্তে অধিক ...হইয়া উঠিবার কারণ ঘটিবেছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, ভবিষ্যতে কি হইবে

ভবিষ্যৎ

এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্তসমূহ আমরা যে এমন ...করা রঙনীতিজ্ঞ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে ...কেমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সম্ভা...ন আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বিদেশ হইতে ...প্রয়োজনীয় মাল আমদানীর অবাধ ব্যবস্থাতে ও ...দেশের মাল এদেশে প্রস্তুত করা সম্পূর্ণভাবে সরল না ...করাতে রঙনির্মাণের উপাদান বিশ্লেষণের বাধাপ্রাপ্ত ...হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় করিতে পারি যে, এই শিল্পের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান আমদানি হইতেই ...সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। কোন উপাদান যদি এখানে একেবারেই না পাওয়া যায় তাহা হইলে ...তাহার বিকল্প উদ্ভাবন করিতে হইবে। এখন করিতে হইলে কয়েকজন একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-পরিষদ ...গঠন করা খুবই দরকার।

এবিষয়ে আমরা যথাসম্ভব কিছু কাজ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ...উন্নতি সম্বন্ধে কাগজে পত্রে সমালোচনা (Paper survey) করিয়াছেন। উপায় এই বিষয়ে উপযুক্ত হইয়াছেন যে, ...তৈয়ারী করিবার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান আমদানি হইতেই পাওয়া যাইবে। তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও সাধারণভাবে ইহা বলা যায় যে, অধিকাংশ বিষয়েই আমরা আমদানী হইতে পারিবে, অন্তত...পক্ষে অন্য বর্তমান অবস্থা হইতে উন্নত হইবেই। যে ইল্মেনাইট হইতে ইল্মেনাইট ব্ল্যাক (Ilmenite black) এবং টাইটেনিয়াম সোনাইট (Titanium white) ...প্রস্তুত হয়, আমদানি বর্তমানে পৃথিবীর বাজারে সেই ইল্মেনাইটের একরূপ প্রধান ...আমদানীকারক। কিন্তু আমরা ...করে খুবই অভাব। সুতরাং ইল্মেনাইট আমদানী কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc oxide) ও লিথোফোনের (Lithophone) পরিবর্তে উহা বাজারে ...প্রচলন কেহ কেহ উপাদান করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি করিয়া এই শিল্পের ...সম্ভাব্য সফল প্রবন্ধে, পুরাতন ও নূতন সমস্ত ...শিল্পিদের কাজের চাপে যেসব ...অসুবিধা হইয়া ...আমদানির পরিমাণ ...ভারতের হইতেই বাজারে ...তাহাদের সাহায্য ...করা যায় তাহার ...প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ...প্রয়োজন মিটাইয়া যে পরিমাণ ...পাওয়া যাইতে ...করা সম্ভব নয়। কিন্তু উহার জন্য ...পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যথাযোগ্য স্থানে এখনই ...করার দিতে হইবে। ভবিষ্যতের ...যাহাতে এই সকল ...আমদানির ...পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় ...তাহার জন্য উপায় প্রস্তুত করিতে হইবে। পরিকল্পনা ...অনুসারে কাজ চালাইতে হইলে অভিজ্ঞতার প্রমাণ ...করিয়া তাহিদারী শিল্পা দিতে হইবে। বর্তমানে ...বিদেশ কারখানী ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান যাহা ছিল এ ...বিষয়ে বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ...শুধু পরিকল্পনা করিলেই হইবে না, ইহাকে কার্যে ...পরিণত করিতে হইলে সরকারের চেষ্টা চাই এবং ...তাহার জন্য কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার ও কেন্দ্রীয় শিল্প ...বোর্ড গঠন করা দরকার। কেন্দ্রীয় শিল্প বোর্ড, ...শিল্প ও সংশ্লেষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান ...বিশ্লেষকরূপে কাজ করিবে। অবশ্য এরূপ ...ব্যবস্থাদের মধ্যে বিপরীতধর্মী অনেক কিছু আছে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হউক না কেন, ...তাহাকে প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে, (১) দেশীয় বাজারে ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়া ...বাজারে মালের চাহিদা বাড়াইতে হইবে, (২) স্থানীয় ...বাণিজ্য বাজারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রঙ সেই উদ্দেশ্যে উপাদানের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ...ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা বুঝিতে, ...কোটিন চীন, পশ্চিম চীন, বার্মা, পারস্য ও ...আফগানিস্তানের বাজার দখল করিতে পারিবে ...বলিয়া মনে হয়। এই সব বাজারে শুধু যে রঙ-...প্রস্তুত যাইবে তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামগ্রী এবং সাধারণ মালও এই সকল দেশে ...রপ্তানী করা চলিবে।

১৯১৪ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য যে কিরূপ প্রসারলাভ করিয়াছিল, নিম্নলিখিত ...হইতেই তাহা বুঝা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালেই উহা সর্বাপেক্ষা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে ও রীতিমত প্রচারকার্য চালাইলে, রপ্তানী বাণিজ্য ১৯৩৮-৩৯ সালের উচ্চ অবস্থা অনেকদূর ছাড়াইয়া যাইবে। অন্য দেশ ও পাকিস্তান রপ্তানী-

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনের বাজেটে বিত্তশালীদের অসন্তোষ—লৌহ উৎপাদনে ব্রুটেনের রেকর্ড — ব্রুটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৭ই এপ্রিল—আর চ্যান্সেলর ব্রিটেনের হেরেট সাদারল্যাণ্ড অবসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছে যদিও বিত্তশালীরা এই বাজেটে বিশেষ খুশী হইতে পারেন নাই। করিত্র বছরের উপর যে কর ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার পক্ষে কোন সঙ্গত যুক্তি তাঁর চ্যান্সেলর দিতে পারেন নাই. তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, এই করধার্য্য শুধু একবারের জন্যই এবং ভবিষ্যতে ইহা আর প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু সরকারী নীতিতে এইরূপ অসঙ্গতির ফলে সরকারের উপর লোকের আস্থা নষ্ট হইয়া যায়। তাই চ্যান্সেলর একদিকে অবসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যোগ নিয়াছেন, আর অন্যদিকে এই ঘাটতির সময়ে তাঁর ধনীদের তুষ্টি হন নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু গরীবের সমর্থন লাভ করিয়াছেন বলিয়াই বেশী লাভবান হইয়াছেন. আর ধনীদের সমর্থন পরিত্যাগ করেই তাঁহারা পার্টি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলে বিত্তশালীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িবে এবং তাহা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইবে। সরকার উচ্চ আয়করদাতাদের সমর্থন করিবার আশায় এইরূপ অযৌক্তিক ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন. কিন্তু ইহার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সুফলের আশা আছে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

গত মাসে লৌহ উৎপাদনে ব্রুটেন নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিলেও তাহাকে স্বাভাবিক পরিমাণ ১৫ লাখের এক অর্দ্ধ বলাইতে হইয়াছে। কারণ, যন্ত্রপাতি ও মোটর প্রস্তুত করিতে তাহাদের এখন অনেক লৌহের প্রয়োজন। কৃষি যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ার জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ব্রুটেনের এখন অনেক বেশী। ব্রুটেন লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী পরিমাণ কমাইয়া কৃষির সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করিয়া তাহার বিনিময়ের সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে।

ব্রুটেনের অর্থমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ব্রুটেনের ৩টি ব্যাঙ্কের সুবাদে উদ্বৃত্ত বিনিময় করিতেছে" অর্থাৎ ব্রুটেনের তুলা ও পশম এবং অন্য সকল জিনিষের রপ্তানীর ব্রুটেনের মুদ্রা বিনিময় সমস্যা সমাধান করিতে অনেক বেশী পরিমাণে সক্ষম।

এই বৎসরের প্রথম তিন মাসের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ব্রুটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে এবং বৎসরের বাকী সময়টা ভালই কাটিবে। অবশ্য, লৌহ ও তুলা এই দুইটি জিনিষেই ব্রুটেনের প্রতিযোগিতা আশানুরূপ হয় নাই বলিয়াছে এবং তাহাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করাইয়া দিবার

ওয়াশিংটন

ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ—বোমোটা সম্মেলন ও লাটিন আমেরিকার অসন্তোষ—আর্জ্জেন্টাইনে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বাধা—আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের হোচকোড়—ট্রুম্যানের পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৭ই এপ্রিল—ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য যে এজেন্সির কো-অপারেশন অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার কাজ শুরু হইয়াছে মিঃ পল হফম্যানের উপর. মিঃ হফম্যানের নিয়োগের পর হইতে ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনা চালু হওয়াই থাকত কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক রূপ লইয়াছেন। যেমন, জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে বাদদিয়া পরিকল্পনা দ্বারাও থাকত কি উপায়ে সাহায্য করা যায় তাহার পরিচয় বাকিদিয়া দুইবার এবং ফলিয়াছে বলিয়া সরকারী মহল মোষণা করিয়াছেন।

লাটিন আমেরিকার জন্য সাহায্য বাদদিয়া যেন করা হয়, তাহার জন্য লাটিন আমেরিকার দেশগুলি দাবী জানাইয়াছে। বোগোটায় যে দুইজন আমেরিকার সম্মেলন হইয়াছে তাহাতে ঐক্য বিষয়ে দুইজন বিশেষ ভাবে ভাবে বলিয়া মনে হয়। আর্জ্জেন্টিনা লাটিন আমেরিকার নেতৃত্বের জন্য দুইজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে। আর্জ্জেন্টিনা বোগোটায় আন্তঃ-আমেরিকান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দাবী পুনরুত্থাপন করিয়াছে। ঐরূপ একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য লাটিন আমেরিকার দেশগুলি অনেকদিন হইতে দাবী জানাইয়া আসিতেছিল। দুইজনই মনে করিয়াছিল যে, ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ইক্সোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিয়া লাটিন আমেরিকার ঐ দাবী মিটান যাইবে. কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার বিপরীত কথাই শুনা যাইতেছে। লাটিন দেশগুলি ইউরোপ ও ব্রুটেনের প্রতি দুইজনেই "পক্ষপাতিত্বের" অভিযোগ আনিয়াছে এবং দুইজনই বলিতে লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে অধিকতর প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে তাহার জন্য আবেদন করিয়াছে।

এই সমস্যা সমাধান বিষয় এই যে আন্তঃ আমেরিকান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আর্জ্জেন্টিনা চাপ সৃষ্টি করিতে পারিবে কিনা, আর্জ্জেন্টিনা এই ব্যাঙ্কে দুইজনেরই সহিত বন্দিবিবাদের অবসান করিতে পারিবে। আর্জ্জেন্টিনা বড় ঋণগ্রহীতা বলিয়া দুইজনই বিত্তশালী বলিয়া উঠিয়াছে এবং দুইজনের ইউরোপ সাহায্য পরিকল্পনার যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহার বেশ মোটা অংশ আর্জ্জেন্টিনা ব্যয় করিতে পারিবে।

দুইজনের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ডামাডোল চলিতেছে তাহাতে, সব দিক বিবেচনা করিলে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিতীয়বার নির্বাচিত হইবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অধিকাংশ জনমতামতের মতে ট্রুম্যানের পরিবর্ত্তে যে রিপাব্লিকান প্রার্থীর মনোনয়ন আসিবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই দুইটি উচ্চ পদপ্রার্থী এবং মোটামুটি রিপাব্লিকান ও দুইজনের নীতি আরও অল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকের ধারণা যদি ইহাদের মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইজনের নেতৃত্ব আরও

[illegible]

শিল্পে শান্তি আসে নাই কেন?—মালিক শ্রমিক উভয়েই দায়ী।—শ্রমিকদের মূলাকার দাবীর সমর্থনে প্রস্তাবে শিল্পশান্তিরক্ষার আবেদন—আমাদী ধান্য সম্মেলন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৩এ এপ্রিল।—শিল্প সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকরী উপায় নির্ধারণের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গত সপ্তাহে শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত শিল্পশান্তি সম্মেলনের শ্রমিক সম্মেলন ও ট্রাস্টিয়া বোর্ডের যে সম্মেলন প্রত্যেকটিতেই এই মালিকের বিরোধ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্যই বলা প্রয়োজন যে, শিল্পে শান্তি যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা মালিক ও সরকারী প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত হইলেও শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথা রাখার পরিবর্তে শ্রমিক সরকারকে তাঁহাদের উপর নির্যাতন করিতে দেখিতেছেন। তিনি আরও বলেন সরকার যদি কোন পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন না বলিয়া জানাইয়া থাকেন তবে তাঁহাদের সকলই উচিত হইবে। কি মালিক কি শ্রমিক যদি শুধু তাঁহাদের যে কোন বিষয়ের জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিবার কোন কথা হইবে না। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, দুইপক্ষের বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের সাহায্য চাওয়া হয়, তাহা হইলে সরকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

শান্তি সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সকলাল। সভাপতির অভিভাষণে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ও করিয়া বলেন, শ্রমিকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্পে অশান্তি আনিয়া থাকে। তিনি সরকারী শ্রমিক তোষণনীতিরও নিন্দা করিয়া বলেন, বর্তমানে সরকার যে সকল কল্যাণমূলক আইন পাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে শ্রমিকের বিশেষ কোন [illegible] করিয়া [illegible] করিবে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলেও দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর ইহাকে বিশেষ উপযুক্ত হইবে না, শুধু এক শ্রেণীর শ্রমিকেরা এইসব সুবিধা পাইবে এবং কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি পাইবে।

শ্রমিকদের মূলাকার আংশীদার করিবার জন্য যে প্রস্তাব উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি শ্রমিকদিগকে মূলাকার অংশ দেওয়া হয় তবে শ্রমিকদের বর্তমানে যে মজুরী ও বোনাস দেওয়া হইতেছে তাহা অনেকখানি সঙ্কুচিত করিতে হইবে। তাহাদের মূলাকার অংশ বিলে শ্রমিকরা যেখানে লাভের বেশী পাইবে সেখানেই ঝুঁকিবে, ফলে শিল্পে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে মাত্র। ইহা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে সেখানে শ্রমিকদের মূলাকায় অংশীদার করিয়াও তাল ফল পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে তিনি সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন।

আমাদী ২৮এ এপ্রিল এখানে একটি ধান্য সম্মেলন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। পণ্ডিত জেরু সম্মেলনে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। ধান্য অনুসন্ধিৎসার নীতির অনুসরণ সম্পর্কে ও কৃষিজাত নীতি পরিচালনা কমিটির বিশেষ সম্পর্কে এই সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

রপ্তানি শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

(পূর্বানুবৃত্তি ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রস্তাবিত আয় ১৫,০০০ টন পর্যন্ত হইতে পারে, এমনও বলা হইয়াছে।

হাজার হন্দরের হিসাবে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ

১৩২৯-৩৪ হইতে ১৩৩৩-৩৪	১৩৩৪-৩৫ হইতে ১৩৩৮-৩৯	১৩৩৯-৪০ হইতে ১৩৪৩-৪৪	১৩৪১-৪২ হইতে ১৩৪৬-৪৭
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮	১৯	৮১	১৮০

১৩৪২-৪৩ হইতে ১৩৪৭-৪৮	১৩৪৮-৪৯ হইতে ১৩৫২-৫৩
(৫)	(৬)
৫০	১৫

সুতরাং আমরা যদি বর্তমান অসুবিধাগুলি অতিক্রম করিয়া এই শিল্পকে আগামীর পথে চালিতে পারি তাহা হইলে ইহার ভবিষ্যৎ যে খুবই উজ্জ্বল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক ও অন্যান্যভাবের বহুল চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং নিষ্ঠাসহকারে প্রচারকার্য চালাইলে সেই সকল চাহিদা উদ্রেককে বর্ধিত হইবে।

পাঠকীয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমান

"আর্থিক জগৎ" সম্পাদক সমীপেষু:—

মহাশয়,

আপনাদের গত সংখ্যার পত্রিকায় "সওয়াল" শীর্ষক লিখিত একস্থানে লেখা আছে "বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যেতে কোন বাঙ্গালীর জন্য বিশ্বী আসি হয় না। কোনদিন যে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে বাই মাত্রার প্রমাণ করিতে হয়।" কিন্তু প্রয়োজনবশতঃ বহু ছাত্রকে বিদেশে সরকার বাঙ্গালী প্রতি অনেক অভিযোগ আর কখনও শুনি নাই। কার এই অভিযোগের মূলে কোন সত্য আছে কিনা ? পত্রিকাযোগে জানাইবেন কি ?

ইতি

অবনীকান্ত সেন

—"আর্থিক জগৎ" সম্পাদক আমার অবসর সময়ের অভাব হেতু সমর্পণ করিয়া, এই বি আকারে লেখা লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছে তদনুসারে সংবাদটি অবনীবাবুকে জানাইতেছি আমার অনেক আত্মীয়স্বজন বহু বছর আগে পূর্বে বি কোন কলেজে অধ্যাপকপদপ্রার্থী হন। নূতন কা বলিয়া বিভিন্ন বিষয়ে চারিজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। চারিজনের মধ্যে একজন পাটনা, একজন ল আর একজন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ পূর্বোল্লিখিত অনুরোধটি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হ প্রার্থীকে পরীক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অবশ্য তিন অধ্যাপককে ইন্টারভিউ পরে যাহা চাকুরিকে বিষ করা হইবে বলিয়া বলা হয়, কিন্তু বাঙ্গালী অ পত্রটিতে বলা হয় যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনু দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে কিন্ত কোন কলেজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার অবস্থা হয় করা হইতেছে না। এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কি তা কলেজ কর্তৃপক্ষ বলিয়া দিতে পারেন নাই। ইতিম অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত অধ্যাপকদের চাকু স্থায়ী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক ব্য পূর্ণ যোগ্যতা সত্ত্বেও বাঙ্গালী অধ্যাপকটির চাকু স্থায়ী বলিয়া ধরা করা হয় নাই। চারিজন অধ্যাপ অথবা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে অধ্যাপকটি দ্বারা আর দুইজন শিক্ষকের অভিযো হয়। কিন্তু আমি যেমন বলিয়াছি তাঁর তিন পুরুষ বলিয়া শিক্ষকের অভিযোগ [illegible]

সঙ্কলন

ভারত ও পাকিস্থানে বিলাতী বস্ত্রসামগ্রি আমদানী

১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে ষ্টার্লিং হইতে ভারত ও পাকিস্থানে প্রায় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড বেশী মূল্যের বস্ত্রসামগ্রি আমদানী হইয়াছে। মূল্যের দিক হইতে ১৯৪৭ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় উহা শতকরা ৫৮ ভাগ বেশী। এই বৎসরের মার্চ মাসে যে তিন মাস পূর্ণ হইয়াছে সেই তিন মাসে ভারত ও পাকিস্থানে মোট ৮৫ লক্ষ ২১ হাজার ৮ শত ৩৮ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্রসামগ্রি আমদানী হইয়াছে। ৮৫ বৎসরের তিন মাসে ৫৩ লক্ষ ২১ হাজার ৭ শত ১১ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্রসামগ্রি আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে ভারত ও পাকিস্থানে ষ্টার্লিং হইতে কৃষি বস্ত্রসামগ্রি আমদানী হইয়াছে ২২ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৭ পাউণ্ড মূল্যের। ঐ সময়ের মধ্যে উহা রাষ্ট্রে ২৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৩৪ পাউণ্ড মূল্যের মোটর গাড়ী প্রভৃতি আমদানী হইয়াছে। মার্চ মাসে নিম্নলিখিত পরিমাণ মূল্যের বিভিন্নপ্রকার আমদানী হইয়াছে :—

লৌহ ও ইস্পাতের জিনিষপত্র — ১৪১,৮১৭ পাউণ্ড, বস্ত্র ফেব্রিক ব্যতীত ১২১,২৭৩ পাউণ্ড, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—৩১৫,৮৬৪ পাউণ্ড, পশম পোষাক ইত্যাদি—১৮৩,১০৮ পাউণ্ড, কেমিক্যাল ও ঔষধাদি—৪৩৪,৭০৭ পাউণ্ড।

পূর্ব্ব বঙ্গে পাকিস্থান বিজ্ঞান সঙ্ঘের আঞ্চলিক শাখা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এম, এম, হকের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় ৮৫ জন বৈজ্ঞানিকের এক সভায় ঢাকাকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে পাকিস্থান বিজ্ঞান সঙ্ঘের একটি আঞ্চলিক শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠন করা হইয়াছে :—অধ্যাপক, এম, এম, হক, ডাঃ মুহম্মদ-ই-মুমা, ডাঃ মোজাম্মেল হক, কার্পস কন্ট্রোলার, জনাব হাকিম আলী, ডাঃ পি, হাজেরী, ডাঃ এম, ও, গণি, ডাঃ এম, এ, মাজিদ, জনাব মকিম আহমদ, ডাঃ এম, আর, খাস্তগির।

পাক-ভারত খাদ্য চুক্তি

পাক-ভারত খাদ্য চুক্তি অনুসারে পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে এবৎসর ২৩৩ টন চাল পাইবে। জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার অদূর ভবিষ্যতে "জানারী" জাহাজযোগে এই চাল পাকিস্থানে প্রেরণ করিবেন। তবে এসম্বন্ধে কোন তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চলতি সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে ৩ হাজার টন চিনি পাইবে। [illegible] টন করা যাইতে পারে যে, বর্তমান পাক-ভারত খাদ্য চুক্তি অনুসারে ভারতকে পাকিস্থানে ১৮ হাজার টন চিনি সরবরাহ করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার নব উদ্যম

পাঞ্জাব বঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, পাঞ্জাব রাজ্যের মাধ্যমিক স্কুল সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটির সভাপতি, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রি শ্রীযুক্ত ফিরোজ খাঁন। সদস্যবর্গ—জনাব তালাকুক আহমদ, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ডাঃ প্রবোধ ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বসু, শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী, বিশ্বভারতীর শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীঅমূল্য কুমার বসু শ্রীনির্ম্মলেন্দু মোহন্তী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ লাহিড়ী, ডাঃ সরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীসরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকলিকাতা বসু, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ বীরেন্দ্রমোহন সেন, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বিমলাচরণ সেন, সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ঘোষ।

পাকিস্থানের ইন্সপ্যরেল এজেন্ট

পাকিস্থানে ইন্সপ্যরেল এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য লাইসেন্স সম্বন্ধে পাকিস্থানের বাণিজ্য, শিল্প ও পূর্ত্ত বিভাগ জানাইয়াছেন যে, যাহারা পাকিস্থানে ইনস্পারেল এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে উক্ত কাজের জন্য পাকিস্থানের ইন্সপ্যরেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। করাচীর হাইকোর্ট অফিস ইন্সপ্যরেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অফিস হইতে নির্দ্দিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে। ঐ ফরমে আবশ্যকীয় কি লিখিতে হয় তাহা সম্বন্ধে উপযুক্ত সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের বনজ ঔষধ

ভারত সরকারের ঔষধপ্রস্তুত তালিকা প্রণয়নকারী কমিটির কাযের জন্য কতকগুলি বনজাত ঔষধ এবং উদ্ভিজ্জ তৈল সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারতের মোটাবিভাগ সাপ্লাই ১৯৪৮-৪৯ সালের বিবরণীতে প্রকাশ যে, কমিটির অনুরোধ মতে ডিঃ এম, এস, বল উক্ত ঔষধগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতীয় বেভিক্যাল সার্ভিসের সংগ্রহকারী কলিকাতার বাহিরে অবস্থিত। এই কমিটির জন্য বন্য বস্তুগুলি উদ্ভিদ সংগ্রহ করা সম্পাদনের চালিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ [illegible] সিংহল বন্য-সম্পদের বন্য সংগ্রহের জন্য বাঙ্গলা পশ্চিম এবং সাঁওতাল জেলা, যুক্তপ্রদেশ উড়িষ্যা পরিভ্রমণ করেন। তিনি বহু ফলের প্রা প্রকার বন্য লতার সন্ধান করেন। এই বনে ফলে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় এবং উদ্ভিদের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ হইবে।

ভারতে পাকিস্থানের তুলা আমদানী

গত [illegible] মার্চ পর্য্যন্ত হইতে পাকিস্থান হি বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় পাকিস্থান হইতে ভ আমদানী তুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হি ভারতীয় আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছিল। ফলের ফলে পাকিস্থান হইতে আমদানী তুলার মূল্য পাকিস্থান ভারতে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলি তাহার সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আগামী আমদানী তারিখ পর্য্যন্ত পাকিস্থানে উৎপন্ন তুলা ও আমদানী করিতে কোন আপত্তি করা হইবে না।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তুহারাদের চাকুরী

ভারত সরকার পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আ বাস্তুহারাদিগকে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আ অবস্থাপন্নদিগের সমমর্য্যাদাযুক্ত অফিসে উচ্চ চাকুরীদানে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য যে সরকারের প্রচার বিভাগ এবম্প্রকারে এজেন্সীর নিম্নে বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আ বাস্তুহারাদিগকে [illegible] কুরীর জন্য নিম্নে এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় বোম্বেতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রকাশ শ্রমিকদিগের জীবন যাপনের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ১০০ ধরিয়া ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা ২৫ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমদাবাদে এই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৩৬-এ উঠিয়াছে। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক সম্পর্কে এই ধরণের তালিকা প্রণয়ন করিয়া এই তালিকা প্রণয়নের ফলে কর্ম্মচারীদের পরিবার পিছু মাসের গড় আয়ের পরিমাণ ধরিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বেতনের হার নির্দ্ধারণ করার সুবিধা হইবে ১৯৪৩-৪৪ সালে পরিবারের আয়ব্যয়ের হি সম্পর্কে তদন্তের ফলে ব্যয়ের যে ধারা পরিলক্ষিত হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই তালিকা প্র করা হইয়াছে। বাজার সরকার অন্যান্য বি

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের প্রতিক্রিয়া

[illegible] বোম্বাই অফিস

[illegible] সরকারের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন [illegible] সংশোধনের ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। ফলে পরিবর্তন যেমন ব্যাপক তেমনি ক্ষেত্রও বিস্তৃত। যত সংশোধন পূর্বে সরকার যাহা করিতে পারিতেন এই আইনে তাহা করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই আইনের [illegible] ইতিহাস আছে। [illegible] ইতিহাস আছে। [illegible] ইতিহাস আছে। [illegible] ইতিহাস আছে।

• • • •

[illegible] সরকার [illegible] সম্পত্তি বিক্রয় করিবার [illegible] সরকারের [illegible] ইহাতে [illegible] ইহাতে [illegible] ইহাতে

দ্রব্যের বাজার

তুলার ব্যাপক অভাব

পণ্য দ্রব্যের বাজারে সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও গতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। তুলার বাজার সপ্তাহে ১৫০ টাকার কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে এবং তুলার অভাবে ও মূল্যবৃদ্ধিতে চীন সিদ্ধান্তের সমস্যা দেখা দিয়াছে। এর ফলে তুলা আমদানী করিবার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা ছাড়া তুলা উৎপাদনকারী সকল দেশগুলিতেই তুলার অভাব দেখা যাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে দেশীয় তুলা উৎপাদন কমে। তুলা সরবরাহ করা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুদান ও ইরানের অবস্থা যে দুর্দশা হইয়াছে তাহে ইরান ছাড়িবে ১০,০০০ বাঁইট তুলা কম উৎপন্ন করিবে। ফলে, ইরান হইতে আমদানে তুলা বন্ধ সম্ভাবনা একেবারে নাই বলিলেই চলে। কোন সম্ভাবনা পরিবর্তনানুযায়ী আমিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে তুলা ক্রয়ের ও বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রেও তুলার বাজার গরম হইয়াছে। উদাহরণ, কয়েক মাসে ৮১,০০০ বাঁইট তুলা কিনিতে হইবে বলিয়া কয়েক সরকার লাভ পাইয়াছেন, চীনা সরকার ৫০০,০০০ বাঁইট তুলা ক্রয়ের নির্দেশ দিয়াছেন। এইসব সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বাজারে এক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে। ফলশ্রুতি যুক্তরাষ্ট্রে তুলার বাজারে আগামী তিন সপ্তাহের জন্য বিলম্ব হইবে বলিয়াও বাজারের অবস্থা এই হইয়াছে।

এই ইতিহাসে ঘটনা আলোচনাপ্রসঙ্গে যত যে আর্থিকভাবে অবস্থা অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ঐসব সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিবার কোন সময় আসে নাই। কর্মীগণালারা তথাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া পড়িয়াছে। এদিকে খোলা তুলার মূল্য যে মাসের ৩ তোলার ঘনচাকা বৃদ্ধি করিয়া ৩৩০ টাকা ধার্য করিয়া দিয়াছেন। কর্মীগণালারা ঘোষণার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনতির জন্য অবস্থা ঘোষণা করিবার ৪৭ ঘণ্টার মধ্যে তুলার মূল্য বাজার অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি এবং ৭৯০ টাকায় উঠে। পরে ৭৪৩ টাকায় নামে।

সোনা-রূপা

সোনার বাজারে তেজীভাব এখনও বিদ্যমান। অদ্য সকাল ১১৮০৫ মূল্যের লাইকাকাছি আছে, আর রূপা ১১৭ টাকাতে স্থির আছে। আন্তর্জাতিক মূল্যের অল্প পর সপ্তাহে কেনাবেচা বেশী হয় নাই। বৈদেশিক বিনিময়ের পরিমাণ ৩০০০ ডলারও কম। আন্তর্জাতিক মূল্যের অল্প বাড়ির হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। —বাজার বাজারের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই, কলে মূল্য ১৭৩৭০৫ কাছাকাছি স্থিতাবস্থা করিয়াছে। আর অদ্য কেনাবেচার মূল্যও ১১৭৩৫০৫ কাছাকাছি আছে। বেশী মজুত মালের পরিমাণ ৭,৫০০ তোলার মত হইবে।

গতীবস্ত্র

চলতিবছর বাজার বাঁচিয়া রহিবার সম্ভাবনায় সর্বশেষের মূল্য উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বেলাইনের বাজারে খুব কেনাবেচা হইতেছে। বেকেরেজগুলি হইতে কাপড়ের প্রচুর অর্ডার আসিতেছে এবং ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিবে চালানের বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশগুলির উপর সরকার যে শুল্ক ধার্য করিবেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে অনেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী তাহা সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে শুল্কমূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে কাপড়ের যে মূল্য বৃদ্ধি হইবে তাহা সর্বনাশের কারণ।

কাপড় কেনাবেচার বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব পাকিস্তানে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় ফলে ঐ উভয় স্থানে বস্ত্র সংকট দেখা দিয়াছে এবং বস্ত্রমূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাল কাপড়ের চাহিদাও সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী, কাজেই উক্ত শ্রেণীর কাপড়ের মূল্য পূর্বেকার তেজীভাবেই রহিয়াছে।

চিনি

ইণ্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ অব সুগার টেকনলজিস্ট বিশ্লেষণে যত ১৭ই মার্চ যে পক্ষ শেষ হইয়াছে তাহাতে মজুতাবস্থায় প্রায় ১৮,৬২,৩১৫ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। ঠিক এই সময়ে গত বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছিল ১৪,১১,২৪৩ মণ।

কাপড় বাজারে ওজনে কম মূল্য ঠিক আছে। বৎসর শেষ হইতে চলিল বলিয়া পরিষ্কার হইবে আসিয়াছে। ওজনে কম মূল্য মণপ্রতি ১১৮০৫ কাছাকাছি এবং বাজারে মজুত মালের পরিমাণ লাখ খানেক মণ হইবে।

অদ্য সপ্তাহ বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান,

বীজ

বাজারে বীজের বাজারে ৪৯৫ মূল্যেই স্থির করা হয়। চাঁদাবাজদলের তুলা বিক্রয়ের পরিমাণও পরিমাণ হৈল ৩ কৈলের মূল্য অনুরূপভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। বাজারেও বীজের মূল্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। সরকারী স্বার্থে বেসরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে বাজার বাঁধিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়, কলে মূল্য বাড়িবেই যাকে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের বীজ ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও মূল্য নির্ধারণ সরকার ক্রয় বাজারে তাহাদের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় করিতে পারিতেছে না। বিদেশ মূল্যের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় যে, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা সস্তা ১৫৫৭ ডলার পাওয়া যায় তাহা ক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশী মূল্যে মাল ক্রয় করিতে রাজি নয়। ফলে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হৈল ১৫০ পাউণ্ড মূল্যেও ক্রয় করিতে রাজী, সেখানে মিল কর্তৃপক্ষরা ১৩০ পাউণ্ডের বেশী দিতে রাজী নয়।

চা—

কলিকাতার বন্ধ সপ্তাহে প্রায় ১১,০০০ পাকেজ চা বন্দরের বন্ধ সপ্তাহে ছাড়া হইয়াছিল। আমদানীর বাজারের বন্ধ প্রায় ১১,০০০ পাকেজ চায়ের ওঠা বাজারে আসা হয়। মূল্য অপরিবর্তিত উঠানামা দেখা যায় এবং বেশীর ভাগ চায়ের দামই কম পাইবের বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

রপ্তানি শিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

(পূর্বাংশের ৫৬৮ পৃষ্ঠায়)

ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাগুলিই সবচেয়ের বেশী, কারণ তাহারা সব সময়ই আধুনিকতম প্রথার জন্য চলিয়াছে পক্ষপাতী। সুতরাং ইচ্ছার হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে আমাদের দিকেই হইবে। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদিগকে পরিপালী আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া করিতে হইবে এবং উহা ক্রমে ক্রমে বহুবিস্তৃত হইয়া দেশী ও বিদেশী বাণিজ্য বিস্তারের আয়ত্তে আনিবে।

পরিশেষে, প্রকৃতিদত্ত ফলপ্রাপ্তি হইতে আমাদের বিভিন্নতার রক্ষা করিয়া আমাদের যে কত উপকার সাধন করে তাহার বৎসামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুনিয়ার সব বড় উৎপাদনের পরিচালনা ও আমাদের অর্থবিশেষজ্ঞের কাছে স্বীকৃত, ইহা হইতেই ইহার উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশে রপ্তানী করিবার পূর্বে আমাদের নিজেদের বহু ও বাণিজ্য বাজার সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে—বর্তমানে সময়ে, প্রমে ও শিল্পে যেরূপ প্রচারকার্য চলিতেছে, ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিকতর প্রচারকার্য করা প্রয়োজন।

যে একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার ও বেসরকারীকে সমিতি মিলিত হইতে হইবে। যে স্থানীয় ব্যাপারে অবশ্যই বাজারে পৃথিবীর অন্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন যে কোন পরিকল্পনাই হউক শিল্পগুলি সমাধানকল্পে সমর্থন করিবে এবং সেরূপ পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য সর্বপ্রকার

সংগঠনপথে পাকিস্থান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

করাচী, ১৪ই সেপ্টেম্বর

ভারতীয় অর্থলোকের কথা আলোচনা করিতে বসিলেই আমাদের মনে হয়, বর্তমান ভারত সরকারের এই কোন "অর্থনীতি" আছে কিনা। বস্তুতঃ ইহা বলাচলে আমরা পাকা লোক বলিয়া মনে করেন কিন্তু এপর্যন্ত তিনি ভারতীয় অর্থনীতিকে সেরূপে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে ঠিক এরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্বে তিনি সম্প্রতি বসিয়াছেন তাহাকে একদম উদাসী (Isolationist) বলা চলিতে পারে। এই উদাসী মনোবৃত্তি বহুলাংশে ভেদ করা সম্ভব একটি মাত্র বহুলাংশে—কাজের কাজে

সরকার সরকারের একমাত্র হইতেছে, তাহা হইলে কারবারে একটিমাত্র শুধু ব্যবস্থাভাবী পরিকল্পিত দেখা যাবে, তাহার চেয়ে উচ্চতর কোন লাভের [illegible] কিন্তু সে সব আলোচনার কথা ইহা

[illegible] বলিতে পারি এবং জোরের সহিত বলিতে পারি যে ভারত সরকারের সর্বাধুনিক [illegible] অর্থনীতিজ্ঞতার উদ্দেশ্যমূলক অন্তর্ভুক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতে সৌখীন কারবারীদের কথাই বলা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ সৌখীন ভাবে কোন ও জাতির পক্ষে কিরূপ মারাত্মক হইতে পারে যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এখনও না বুঝেন, তাহা হইলে পরে বুঝিলেও আর তখন [illegible] ও সাবধানের উপায় থাকিবে না।

মিঃ [illegible] ইত্যাদির বেলায় যে চোখে অন্ধকার দেখিয়াছি, বিরাট বিরাট ব্যবসার কথা বিশেষের পাই করিতেছি,—অত বড় বড় ধাঁদের পক্ষে [illegible], কাল ওইখানকার বাসীর, সরকারিনে তুলিয়াছি এমন মিলাদের বাজার ভিত্তি স্থাপিত হইবে, তাহার দিন হইতে [illegible] অর্থনীতি' এইখানে উল্লেখযোগ্য আমাদের আজিম বয়সের মধ্যে কিন্তু মুহূর্তের এবং [illegible] ব্যবসা এবং বিনে উদ্দেশ্য থাকিবে না। [illegible] বন্ধুদের কথাতে, বাস্তবের আশ্রয় করিয়া [illegible] রচিত হইবে। আমাদের "ভারতীয়" সভ্যতার [illegible] ভালো।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? একজনে পারে না বহু কোন প্রকারে [illegible] পোক্ত হইল, কিন্তু তাহার উপায় ইহারই [illegible] পরনা জোগাইবে কে? বেহদ্দাদের কল [illegible] চলে না, ছোলেও চলে না, চলে শুধু ফেলে। [illegible] জোরের আশ্রয়ে জোরা হইতে [illegible] রোমান্টিক কথাবার্তার সাহায্যে এই [illegible] দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা [illegible] কাজ, বরঞ্চ একেবারেই অসম্ভব কাজ।

ইহারই বিরুদ্ধে বাস্তব সরকারী মন সম্বন্ধে যে প্রকার ধারণাদির পরিচয় দিয়েছেন, তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এ-বিষয়ে প্রকৃতই কোন "অভিমতি" আছে কিনা, তাহাই বুঝা যাইতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সরকারী তহবিলের মালিক হইবেন তাহা নয়, তাহা নয়, কিন্তু তবু পরে পরে বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সরকারী তহবিলের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রকার উচিত পরিচয়ে রিজার্ভিবাই অবতীর্ণ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখনই বাজারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই তাহা যেন পরিবেশ-আবহাওয়াকে করেন গিয়াছে, এরূপ একটি ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর এই ভীতি পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। কারণ ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য পরিশোধের বজেট বা ঘোষণা করিবার পর সরকারের পক্ষে আর তহবিলের নাজার লইয়া খেলুক খেলা চলিবে না।

১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য পরিশোধের ঘোষণাকে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ভূমিকার ব্যবসার পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা এই ঘোষণাকে যে খুসী হইয়াছি, তাহা পূর্ব সপ্তাহেই বলিয়াছি। এখন এই ঘোষণাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, মোদ্দা বাজারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা ছাড়া সরকারের আর অন্য কোন উপায় নাই। অর্থবিনিয়োগকারীদের এই বিশ্বাস ফেরানো হউক কিংবা না, সরকারী ঋণ পরিশোধ বাবদে লগ্নিকারী পরিবর্তন হইবে, সরকারের অর্থবিল পরিকল্পনা কার্যকরী পরিকল্পনাই থাকিয়া যাইবে, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, সরকারের প্রাপ্ত বাজারের বিকাশ না হইয়া যাইবে এবং প্রস্তাবিত অন্যান্য ন্যূন যৌথপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানও টাকার অভাবে গঠিত হইতে পারিবে না। কাজেই এবিষয়ে আর বেশীদিন সৌখীন বক্রমনোভাবের সুযোগ নাই, এখন অবতরণ করিয়া সরকারকে এইদিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং যেসকল তাঁহারা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের অধিকারে আমাদের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকার্য সাধন করিতে হইবে।

• • • •

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, ১লা জুলাই হইতে যাহা অত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়ন আগামী যে মাসের পাকিস্তান পার্লামেন্টে অধিবেশনে পাস করাইয়া লওয়া হইবে। ১লা জুলাই তারিখে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অত পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ইতিহাস বিকট হইতে পাকিস্তান ব্যাঙ্কের মোট প্রচলন, সরকারী ঋণ এবং বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এই ব্যাঙ্কের মূলধন তিন কোটি টাকা হইবে স্থির হইয়াছে [illegible] করা হইবে। ব্যাঙ্কের মূলধনের শতকরা ৭৬ ভাগ অবলম্বনকে দান করিতে দেওয়া হইবে। আন্তর্জাতিক পরিমাণের একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড ব্যাঙ্কের এবং করাচী, ঢাকা ও লাহোরে তিনটি স্থানীয় বোর্ড গঠিত হইবে। ব্যাঙ্কের সরকার তার টাকা হারে সাধারণ প্রয়োজন নিকাশ পূরণ করিয়াছে। ইহার ফলে তিন কোটি টাকা মূলধনের মধ্যে প্রতি বছরে অবশ্যকারে ১১ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদান করিতে হইবে। মিঃ জাকির হোসেন খান অত পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর অথবা প্রধান কার্যনির্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন।

• • • •

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেশের যৌ প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানে মূলধন বিনিয়োগ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সহিত লাভ করিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইয়াছে : সরকারের যে সব প্রতিষ্ঠান এই অনুমতি লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রস্তাবিত মূলধনের মোট পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা। অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বাধিক মূলধন ১ কোটি টাকা এবং সর্বাপেক্ষা অল্প মূলধন ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব হতে বাংলা করিবার জন্য ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা মধ্যে পাটশিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে ইহাদের পাকিস্তান ছুট মিলসকে ১ কোটি টাকা পর্য মূলধন বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে আ দিন আগে কোম্পানীকে (ছুটিলোন) অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকার। মাত্র ছুটি লোহ এবং ইহার ছুটি লোহা প্রত্যেকে অনুমতি পাইয়াছে ৫ লক্ষ টাকার, সোনাপুরা লোহা অনুমতি পাইয়াছে ৪ লক্ষ টাকার। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জ লিমিটেড কেমিক্যালস ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনের অনুমতি পাইয়াছে। চামড়া, পাট, কাচ, তা ইত্যাদি স্থান কারোর জন্য আমিন এজেন্সিজ ১০ লক্ষ টা মূলধন বিনি করিতে পারিবে। এম. এস. ইস্পাতী সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও হালালি কাজের জন্য লক্ষ টাকা মূলধন তুলিতে পারিবে। মূল যে এই সব প্রতিষ্ঠান হয় বিদে দেখা যায়, পাকিস্তানে অন্যান্য প্রয়োজনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিদে ক্ষেত্রেই। এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে উৎপাদক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সাধারণ ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উহাদের মধ্যে অধিক। ইহা পাকিস্তানের বিদেশী পরিচায়ক বটে।

• • • •

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ ১৯৪ এপ্রিল তারি পরবর্তী সময়কালের মধ্যে পাকিস্তান সরকার ৩৫ কোটি টাকার তথপর বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছে

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয়

ছিল না। এক কোটি টাকার বাজেট-পরের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র ৮৬,৩১ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া যায়,—আবেদনের পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় নাই। আবেদনের বাহিরে অতিরিক্ত ডাকে বাজেট সরবরাহ করা হয়। পরবর্তী সপ্তাহেও এক কোটি টাকার বাজেট-পরের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে।

* * * *

১৯শে এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নোট নোটের পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণ ১.৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪,১১,২৩ কোটি (১৩,১৪,৪৪ কোটি) টাকা হইয়াছে। পাকিস্তানী নোটের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩.০৩ কোটি টাকা। ইহার পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৮.১৪ কোটি টাকা (৫.১১ কোটি টাকা)। ভারতীয় নোট পাকিস্তানী নোটে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ৬৬.১৭ লক্ষ টাকা কমিয়াছে, পাকিস্তানী রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ১৫.৩৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ইহ বিভাগে গৌণ জমাসমূহের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ১১৩৩৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগ হইতে জমাসমূহ স্থানান্তরিত করার জন্যই যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্কি বিভাগে ভারত সরকারের জমার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়াছে। ৩২.১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া এই জমার বর্তমান পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১১.৩২ কোটি টাকা। প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত কর আদায়ের ফলেই এই উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতসরকার অন্যান্য সরকারী জমার কিন্তু ৫.১১ কোটি টাকার হ্রাস দৃষ্ট হয় (১.২৯ কোটি টাকা - ১৪.১১ কোটি টাকা)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমাও ৬.৪ কোটি হ্রাস পাইয়া ৪৯.১৪ কোটি টাকা (৬৩.১৭ কোটি টাকা) হইয়াছে দেখা যায়। পাকিস্তানের অন্যান্য সরকারী জমাতেও সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। এই জমার বর্তমান পরিমাণ মাত্র ১২.৯১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮.৪৮ কোটি টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে মনিবন্ধি-আদায়ের পরিমাণে প্রায় ৯ কোটি টাকার হ্রাস দৃষ্ট হয় (৬১.১৮ কোটি টাকা - ৬৯.৭০ কোটি টাকা)। বর্তমান বাজেট-পরের পরিমাণ ১.৩৩ কোটি টাকার আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৭.১৩ কোটি টাকা — ১৮০ কোটি টাকা)। বৈদেশিক জমার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ২.৩৩ কোটি টাকার (৩১.০৪ কোটি টাকা - ২৮.৭১ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমার ১.১১ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে।

* * * *

১৯শে এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রাজকীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, ভারতস্থ পরিবর্তনীয় দেয় দায়ের পরিমাণ ৫.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৮.১১ কোটিতে পৌঁছিয়াছে এবং বেসরকারী দেয় দায়ের পরিমাণও ১.৮৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩১.৮১ কোটি টাকা - ৩১.৯৯ কোটি টাকা)। বর্তমান নগদ টাকার পরিমাণ ২.৯৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। বিভাগ অনুযায়ী দেয় দায়ের পরিমাণে কিন্তু ৪.১১ কোটি টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে হুণ্ডি পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে, দেখা যায়।

তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পাকিস্তানস্থিত চলতি-দায়ের দেয় দায়ের পরিমাণে ৫১.১১ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, কিন্তু বেসরকারী দেয় দায়ের পরিমাণে ১১.৫২ লক্ষ টাকার হ্রাস দেখা গিয়াছে। বর্তমান নগদ টাকার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। ঋণের পরিমাণ কমিয়াছে ৩৮.১১ কোটি টাকা হইতে ৩১.৮১ কোটি টাকায়। তাহাতে হুণ্ডির পরিমাণে কিন্তু ২.৩৮ লক্ষ টাকার সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়।

সমাপন

(পূর্ববর্তী ৬৬১ পৃষ্ঠায়)

প্রদেশের ২৯টি কেন্দ্র হইতে এই বিভাগের জন্য প্রায় ১১০০০ আবহাওয়ার তালিকা সংগ্রহ করা হয়। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সম্পর্কে তাহাদের ফলে দেখা যায় যে, গড়ে পরকলা ১০টি ব্যবহৃত করা হয় ৪১ প্রকার প্রয়োজনের জন্য, অধিকাংশের ৮টি প্রতিনিধিস্থানীয় সূচনা বিক্রেতার নিকট হইতে এই ৪৪ প্রকার দ্রব্যের মূল্যও সংগ্রহ করা হয় এবং ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই-এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

সিমাতে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা

সিমাতে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত সরকার গতবর্ষ ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে যে অন্তর্বর্তী খসড়া বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়া সিমাতে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় অন্যান্য কর্পোরেশনের ন্যায় অন্যত্র হইবে, তবে কর্পোরেশনের আইন পরিষদ সিমাতে বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তরখানা স্থাপন করা হইবে।

ভারত-পাকিস্তান স্বল্পী বিনিময়

ভারতের স্বর্ণসচিব জেনারেল [illegible] সম্প্রতি এক বিবৃতিতে অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারত হইতে পাকিস্তানে স্বল্পী বিনিময় করা হইতেছে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে উহা কঠোরভাবে দমন করা হইবে। অন্যান্য প্রদেশ এবং ভারতে যোগাযোগকারী রেলওয়ে কোম্পানিগুলিকে ব্যবস্থাগুলি ইহা প্রযুক্ত হইবে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষা

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে হিন্দী ভাষা "ঐচ্ছিক পাঠ্য" হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ঐ সভায় আরও স্থির হইয়াছে যে, একটি হিন্দী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন সংশোধন সাক্ষাৎ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ইহাতে ছাত্রী-ভাষালোচনের পর পুনঃপ্রবেশ প্রস্তাব করা হইয়াছে। সভার শেষ বক্তারা যাব যুদ্ধাবসানে শেষ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন

ভারতে সাপ্তাহিক বিদেশী বাণিজ্য

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ৭৬ হাজার ২০০ টন চাউল, ৫১ হাজার ১৯৯ টন গম, ৭ হাজার ৫০০ টন চিনি, ৩ হাজার ৫০০ বস্তা ও ১০০ টন জোয়ার আমদানি হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে বিদেশে ভারতে আমদানীকৃত বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ:

চাউল ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৩০০ টন, গম ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৪০০ টন, চিনি ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১০০ টন, বস্ত্র ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ টন, বিলেট ৬০ হাজার টন ও বস্তা ৪৩ হাজার ৮০০ টন।

(অবশিষ্ট ৪৪৫ পৃষ্ঠায়)

বুলাও ও রাজা সুগারের বিস্ময়কর উন্নতি

রূপসী খরাদ কোম্পানী (রূপসুর) লিমিটেডের বাজেটে ৩১৫ সে (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত বছরে লাভ দেখায় কোম্পানী লিমিটেডের ও রাজা সুগার মিলস লিমিটেডের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হয় তাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় প্রভূত উন্নতি দেখা যায়।

আলোচ্য বৎসরে বুলাও সুগারের মোট লাভের অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ১১,৫৫,০৪৩ টাকা। পূর্ব বৎসরে পাওনার দিক বাদ যায় ৭৩,৪১৮ টাকা। সঞ্চয় ও ৩ তহবিলে পূর্ববর্তী হিসাবের কোন অর্থ জমা হয় নাই। কিন্তু আলোচ্য হিসাবে সঞ্চয় তহবিলে ৫০,০০০৲ ও অন্যান্য তহবিলে ৩,৩৩,৩৩৩৲ জমা হয়। মূলধনের খাতে ১,০১,৩১১ টাকা ১০৲ জমা হইয়াছে। আর্থিক সন্ত্যাংশের মোট হইয়াছে ১০১,৭০১৲ (৩৩,৯০১৲)। বৎসরে সন্ত্যাংশ একেবারেই দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে বার্ষিক সভায় অংশ পুনঃ সন্ত্যাংশ বিতরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৫ ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে হইতে মুক্ত ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৪৭) তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ ২ মাস ৭৩ দিনের উক্ত মূলে এবং ৩৩,৩৩,১৪৮ ৩২,৩১৫ মণ আখ মাড়াইয়া ৩,১৩,৪০১ মণ ১১৭ মণ) চিনি পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী বার ৭৭ দিন কাজ হইয়াছিল

৩৫ সুগারের নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.৫.৪৭)

ব্যয়

[illegible]	১৪,৩৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১৯,৩৩,৩৩৩৲
অন্যান্য তহবিল	৩,১৩,৩১১৲
ঋণ	২১,৩১,৪০১৲
আর্থিক সন্ত্যাংশ (মোট)	১,৩৫,৭৪৪৲
মোট	১৪৪,৭৩,৩৩৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৩৩,১৩৩৲
মূলধনের	১১,১১,৩১৩৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,৩১,১৩৩৲
সঞ্চয়ের	৩,৩১,৩১৩৲
বন্ধুর ঋণ	২১,৩৩,১১১৲
বাকী পাওনা	১৩,১১,৩৩৩৲
ফর্দিবিয়োগ	১,৩৩,৩৩৩৲
বর্তমান বন্ধ	১১,৩৩৩৲
মোট	১৪৪,৭৩,৩৩৩৲
মূল সম্পত্তি	৩১,৩১,১৩৩৲

১৯৩৬-৩৭ সালে বলরাও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য যে ১২,১৩৩ টাকা দেনা আদায় দেখান হইয়া বিবেচিত হয় যে টাকা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সেই ২১,১৩৩ টাকার হিসাব ধরিয়া পূর্ববর্তী বৎসরে মোট লাভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২,৫১৩৲। পূর্ববর্তী বৎসরে সঞ্চয় তহবিলে ও অন্যান্য তহবিলে কোন অর্থ জমা হয় নাই, কিন্তু আলোচ্য বৎসরে ঐ দুই তহবিলে যথাক্রমে ৩,৩০,০০০ টাকা ও ২,৩০,০০০ টাকা জমা হইয়াছে। মূলধনের খাতে ৩৩,১১৩ টাকা (৩৩,১১২৲) বাকিয়া অবশিষ্ট সন্ত্যাংশের মোট টাকা দাঁড়াইয়াছে ৩৩,৩০৲ (৩০,৩০২৲)। বুলাও সুগারের ন্যায় এই কোম্পানীও পূর্ব বৎসর কোন সন্ত্যাংশ দেয় নাই এবং আলোচ্য বৎসরে বার্ষিক সভায় ১০ টাকা হারে সন্ত্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছে। ১ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ই এপ্রিল

বিজ্ঞাপনাবলী

— × —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ফুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৮ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৩১৪ ও ক্যাল ৪০৩৩) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

(১৯৪৭) তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১১০ দিন, আখ মাড়াইয়ের কাজ চলে এবং ৩১,৯৩,৪১৮ মণ আখ মাড়াইয়া ৩,২৪,৪১৪ মণ চিনি পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী বৎসরে মাত্র ৯৩ দিন কাজ হইয়াছিল এবং ১৮,৪১,৫৩৩ মণ আখ মাড়াইয়া ১,৭৪,৭১৪ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল।

রাজা সুগারের নিরিখপত্রের সারাংশ (৩১.৫.৪৭)

ব্যয়

আবাসীয়[illegible]	৩৩,৩৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১৫,৩৩,৩৩৩৲
অন্যান্য তহবিল	১৩,৩১,৩৩১৲
ঋণ	১৩,৩৩,৩৩৩৲
আর্থিক সন্ত্যাংশ (মোট)	[illegible]

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১,৩৩,১৩৩৲
মূলধনের	১১,১১,৩১৩৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৩,৩১,১৩৩৲
সঞ্চয়ের	৩,৩১,৩১৩৲
বন্ধুর ঋণ	২১,৩৩,১১১৲
বাকী পাওনা	১৩,১১,৩৩৩৲
ফর্দিবিয়োগ	১,৩৩,৩৩৩৲
বর্তমান বন্ধ	১১,৩৩৩৲
মোট	১৪৪,৭৩,৩৩৩৲
মূল সম্পত্তি	৩১,৩১,১৩৩৲

রূপসী খরাদ কোং লিমিটেড পরিচালিত শিবপুর কোল কোম্পানী লিমিটেডের ৩১এ ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী ছয় মাস হইতে সব দিক দিয়াই বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। মোট বিক্রীর মূল্য পরিমাণ পূর্ববর্তী ছয় মাসের মূল্য পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসের ৪,৭১,৬৩৩ টাকার স্থলে আলোচ্য ছয় মাসে উহা ১,৩১,৯৭১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসে কর বাবদ, মূল্যাবনতি বাবদ ও সঞ্চয় তহবিলে কোন টাকা জমা হয় নাই, কিন্তু আলোচ্য হিসাবে ঐ তিন খাতে যথাক্রমে ১,১৯,৩৩৩ টাকা, ১৩,৩৩৩ টাকা ও ৯৩,৩৩৩ টাকা জমা হইয়াছে। ঋণের সুদ বাবদ পরিমাণ পূর্ববর্তী ছয়মাসের ঋণের সুদ বাবদ ৮৮,৩৩৩ টাকার স্থলে আলোচ্য ছয় মাসে ৮৮,৩৩৩ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য হিসাবে উৎপাদন পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১,১৭৩ টাকা। সন্ত্যাংশ কিন্তু আলোচ্য ১৩-হেই অপরিবর্তিত আছে। অবশিষ্ট সন্ত্যাংশের মোট টাকা দাঁড়াইয়াছে ১১,৩৩২৲ (১৩,৩৩২৲)। ফলল উৎপাদন ও প্রেষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসের ৪৪,১১৩ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য ছয় মাসে ফলল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৩,৫৩৩ টন এবং বাল প্রেষণের পরিমাণও পূর্ববর্তী হিসাবের ৩৬,১৩৩ টনের স্থলে বর্তমান হিসাবে ৩৮,১৩৩ টন দাঁড়াইয়াছে। শিবপুর কোলের এই উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবপুর কোলের নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

ব্যয়

আবাসীয় তহবিল	১,১৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	৩,৩৩,৩৩৩৲
ঋণ	৩,১৩,৩৩৩৲

সম্পত্তি	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	১,১১,১৮৭৲
মূলধনখাতে	১৮,৯৯,১১১৲
মোট চলতি সম্পত্তি	৫১,৫৬৲
মজুতমাল	৫১,৯১৭৲
হাতের নগদ	৬,১৭১৲
দেনাদার	১,৯৮,৯৮৩৲
বিনিয়োগ	১,১১,১৭১৲
অগ্রিম প্রদত্ত কর	৯৯,৫১৩৲
বিবিধ খাতে	১,০৫,১১৩৲
মোট	১১,৬৫,১৯৩৲
ঋণ সম্পত্তি	১১,১৯,৫৭৯৲

কেইলওয়েল মুলেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ১৫ ডিসেম্বর (১৯৬৭) তারিখে সমাপ্ত বার্ষিক হিসাবে দেখা যায় যে, বীট সাহেব পরিচালন পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা ১,৫৭,২৬৭ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অংশীদারী হিসাবের ৮৯৫,৮৫৫ টাকার স্থলে আলোচ্য বছরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,০৩,৮২১ টাকা। লাভলোকসান খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই, অংশীদারী হিসাবে এই খাতে ১০৭১৲ বাদ যাইবার পরে ১,১৯,০০০৲ (১,২৩,৪৪৬৲) বাকিয়া, অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে, ২৩,১৮১৲ (২২,৩৭২৲)। সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বার্ষিক সভায় ১০ টাকা হারে (১০) প্রদান করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সভাপতির কলিকাতা এবং তাহার আশেপাশে কোন সাম্প্রদায়িক গোলযোগ না হইলেও শ্রমিক বিরোধ ও তাহার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ফলে আনুষঙ্গিক নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কেইলওয়েল মুলেন কোম্পানী আলোচ্য হিসাবে যে সাফল্যের পরিচয় দান করিয়াছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য।

কেইলওয়েল মুলেনের বিনিয়োগের সারাংশ

(৩১.১২.৬৭)

ব্যয়

আদায়ী মূলধন	
সাধারণ	৯৯,৯৯,৯৯৯৲
অগ্রাধিকার	৯৯,৯৯,৯৯৯৲
সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	১১,১৯,৯৯১৲
ঋণ	১৯,৯১,৯৯৯৲
অবশিষ্ট লভ্যাংশ (জের)	১৯,১৯৯৲

সম্পত্তি	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	১৯,৯৯৯৲
মূলধনখাতে	১১,১৯১৲
মোট চলতি সম্পত্তি	১,১৯৯৲
দেনাদার	১,৯১,১ ৫৲
বিনিয়োগ	১১,১১,৯৯৯৲
অগ্রিম প্রদত্ত কর	১,১৯,৯৯৯
বিবিধ খাতে	৯,১১,১৯৯৲
মোট	১১,৯৯,৯৯৯৲
ঋণ সম্পত্তি	১১,৯৯,৯৯৯৲

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের প্রতিক্রিয়া

(পৃষ্ঠাদৃষ্টে ৪১০ পৃষ্ঠায়)

কাপড়ের কল—

কেন্দ্রীয় সরকার কাপড়ের উপরে মূল্যনিয়ন্ত্রণের হাল বাতিলের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাজারে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। দোসাইয়ের বাজারে এই খবর প্রচারিত হওয়ার পরে কাপড়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কানপুর টেক্সটাইল মিল, সরকার ১৯২৲ ও মিউ ডিস্ট্রিক্টরিয়া ৫৯/০ পর্যন্ত উঠিয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—

এই বিভাগে দরের অবনতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোকাইবের টাটা ইঞ্জি (ডেফার্ড) ১৯১৭/০ হইতে ১৫০০৲ পর্যন্ত নামিয়া আবার ১৯৯১/০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। ইন্ডিয়ান আয়রণ ৩৯/০ হইতে ২৯/০ পর্যন্ত নামিয়াছে। টিস অর্ডিনারিস ২৫.৯ হইতে ১৯৯/০ পর্যন্ত নামিয়াছে। মুম্বাজুরী ১৯৯৯ টেক্সটাইল মেশিনারী ৮৯/৯ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগেও মূল্যহ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া অক্সিজেনের ৮৮/৯, অ্যালকালি ট্রায় ১৯৲, চমবলস ১২৲, ইন্ডিয়ান কেবল ৩৯৲, ইন্ডিয়ান ইউ-প্রডাক্টস ৪১৯/৯, কার্ডিফ রেন্ট্রোবলস্ ১৭৲, মাইন্স কার্ব ১৯৯/০, রাসবাস ইন্ডাকো ৩২৲, টাইড ওয়াটার অয়েল ৩৯৯, টিকাফড় পেপার ৫৯৲, বেঙ্গলীপুর অভিনারী ১৯৯/০, আসাম ক্যা ৯৯৲, বুলাস সুগার ১৪৯/০, ভাম ১১১/৯, বারলাপা ১৫৲ ও রায়লসর কোম্প ২১৯৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

৪১

এই বিভাগে কাজ অত্যন্ত কম হইয়াছে। কেনা এবং বিক্রেতা উভয়ই বিরল ছিল। ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন ৭৯/৯, ভারিয়াবা, ১৪৲, হাবিবগঞ্জ ১৭৯ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

সংবাদ

(পূর্বদৃষ্টে ৪৭৪ পৃষ্ঠায়)

ভারতে জাপানী বাণিজ্য মিশন

এই মাসের শেষভাগে জাপান হইতে একটি বাণিজ্য মিশন ভারতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহারা কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এবং আহমেদাবাদ পরিদর্শন করিবেন এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ে ভারত সরকার ও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা করিবেন। এই মিশনের নেতৃত্ব করিবেন মিঃ টি. আই. ইউন এবং তুলা, পাট ও অন্যান্য সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করিবেন মিঃ আই. হোনকেনসন, কিমকো ইয়াই, ইয়োকি ফোর্ডিংগো, ইউনিকে সাকাই এবং কাওসেনকে ইউনিয়ান ইহার সদস্য থাকিবেন।

পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক বিরোধ

১৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক-মালিক বিরোধের সংখ্যা অনেক কম পায়। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ অপেক্ষা মালিক পক্ষই বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেয়। ঐ সপ্তাহে যে ১৭টি প্রতিষ্ঠানে বিরোধ দেখা দেয় তাহার সাতটিতে মালিক পক্ষ কাজ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পাঁচটিতে ধর্মঘট হয়। বিরোধগ্রস্ত কারখানা গুলির মধ্যে একটি অলঙ্কারের কোম্পানী, একটি সিমেন্ট, একটি চা-বাগান, একটি পাটের কল ও চারটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে। ইহার পূর্ব সপ্তাহে ১৭টি প্রতিষ্ঠানে বিরোধের ফলে ১৭,৯১৯ জন শ্রমিক বেকার হয়।

নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন

ওয়েস্টবেঙ্গল নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচক মণ্ডলীর খসড়া তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য পশ্চিম বাংলা সরকার সাড়ে তেরো ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগ বিষয়ে বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য কবে হইতে এই কাজ আরম্ভ হইবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই। প্রকাশ যে, এই কাজে ইউনিয়ন

কাঁপড়ের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

সপ্তাহ	উৎপাদন	বিক্রয়	পরিশোধ	বকেয়া (বিক্রয় ও পরিশোধের পার্থক্য)	মিল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বকেয়া	মজুত (উৎপাদন ও বিক্রয়ের পার্থক্য)
						লক্ষ গজ
১	৩.৫০	৩.৫০	...	৩৫.০০	১.২১	৮.০
২	৩.৭১	৩.৫০	...	৩৫.০০	১.৩৬	৮.০
৩	১.৭১	১.১১	...	৩৫.১১	১৩.১১	৯.১১
৪	৯১	৯৬	...	৩৫.৫১	১.৫০	৮.০
৫	৯১	৯১	১.০০	৩৪.১০	১.১১	৮.০
৬	১.৫১	১.১২	১.০০	৩৫.০০	১.১১	৮.০
৭	১.১১	১.১০	৪.০০	৩৪.১১	১.১১	৮.০
৮	...	...	১.০০	৩৪.১০	১.১১	...
৯	...	...	৪.০০	১৯.১০	১.৫০	...
১০	১.৫১	১.০০	১.০০	১৯.১০	৯.১১	৮.০
১১	১.৫১	১.৫৫	৪.০০	১৯.১১	৯.১১	৮.০
১২	৯৯	৯৯	...	২১.১১	৯.১১	৮.০
১৩	১.১৫	১.০১	১.০০	২১.১১	৯.১০	৭.১১
১৪	১.০০	১.০০	১.০০	২০.০১	৯.০০	৭.০
১৫	১.০১	১.০০	১.০০	২০.১১	৯.০১	৮.০
১৬	৯১	৯১	১.১১	২১.০০	৯.১১	৮.০
১৭	১.০১	১.০০	৭৯	২১.৯১	৯.১০	৮.০
১৮	১.১১	১.০০	৭৯	২০.৫১	১১.১০	৭.১১
১৯	১১	১১	১.১১	২১.১১	৯.১১	৮.০
২০	৯০	৯০	১.১১	২১.০১	৯.১০	৮.০
২১	৯৯	৯৯	...	২১.৯১	৯৫	৮.০
২২	৯০	৯০	...	২১.৫১	৯৫	৮.০
২৩	১.১০	১.০০	১.০০	২১.৫১	১.০১	৮.০
২৪	১.১১	১.০০	১.১১	২১.১০	৭১	৯.১১
২৫	৯৫	৯৫	৯৫	২১.১০	...	৮.০

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

				টাকা
৯০	...	...	...	১,০০,০০,০০০
৭	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৫	...	...	...	১,০০,০০,০০০
২১	...	...	...	৯৫,০০,০০০
২৭	...	...	...	১,০০,০০,০০০
৫	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৩	...	...	...	১১,০০,০০০
১৯	...	...	...	৯৯,০০,০০০
২৫	...	...	...	১১,১১,০০০
২	...	...	...	১,০০,০০০
৯	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৬	...	...	...	১,০০,০০,০০০
২২	...	...	...	৯৫,০০,০০০
			মোট	১৩,১৯,০০,০০০

হক হিসাব নিকাশ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

স্থান—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(ক) মোহর ও তার সোনা			
(১) ভারতে ...	৪৪,৫১,৯৯	৪৪,৫১,৯৯	৪৪,৫১,৯৯
(২) ভারতের বাহিরে ...	...	...	...
বৈদেশি পাওনা	১১৯০,৯৭,১৯	১১৯০,৯৪,১৯	১১৯৩,৯৮,১৯
মোট (খ) ...	১১১৯,১৪,৯৪	১১১৯,১৯,৯৪	১১১৯,১৪,৯৪
(গ) অন্যান্য মূল্য			
(১) ভারতের	৯৫,৯৯,৯১	৯৯,৯১,৯১	১৯,৯১,৯১
(২) পাকিস্তানের	৫,৫১,৯৯	৫,৫১,১১	
মুদ্রাসমতারী, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও			
অন্যান্য দায়িত্বসমূহ	১১৯,৫৫,৯১	১৯৯,৫৫,৯৪	৫১,৫৫,১৯
মোট	১৪৯৭,৫৪,৯১	১৪৯৯,৯১,১১	১৪৯৫,৯৯,১৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

আদায়ীকৃত মূলধন ...	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
সংরক্ষিত তহবিল ...	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,৯৯
আমানত—			
(ক) সরকারী আমানত			
(১) ভারতের ...	৯৯১,১১,৯১	৯১৮,৯৯,৪১	১৯৯,১১,৯৭
(২) পাকিস্তানের ...	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,১৯,১৯	
(খ) অন্যান্য আমানত			
(১) তফসিলী ব্যাঙ্কের ...	৯,৯৯,৭১	১৯,১৯,১৯	১৯,৯৯,৯৯
(২) পাকিস্তানের ...	১১,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯	
(গ) অন্যান্য	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	১৯,১৯,১১
(ঘ) অন্যান্য	৯৯,৯৫,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	১৯,১৯,১১
দেয় বিল	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,৯৯	৯,১১,৯৯
অন্যান্য দেনা	১১,৯১,৯৯	১৯,৯১,১০	১৯,৯৯,৯৯
মোট	৪১১,১১,৯৯	৯১১,১৯,৯১	৫৯৯,১৯,৯১

সম্পত্তি—

মোট			
(১) ভারতের	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯১	১৯,৯৯,১১
(২) পাকিস্তানের	১৯	৯৯	
বাট্টা মূল্য			
(১) ভারতের	৯,৯১	১,১১	১,৯৯
(২) পাকিস্তানের	১১	১৯	
ঋণ মূলধন মূল্য			
(১) ভারতের	১,১১	১,৯৯	১,১১
(২) পাকিস্তানের	...	...	
অন্যান্য ঋণ			
(১) ভারতবর্ষীয়	...	...	...
(২) বাকীদের	—	—	—
(৩) ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল	১৯,১১,১১	৯,৯৯,৯৯	৯ ১৯,১১
অন্যান্য প্রকারের বিনিয়োগ	১,১৯	...	১৯,
ঋণ বিনিয়োগ	৯৯,১৯,৯১	৯৯,১১,৯৯	৯১,১৯,
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,১১,৯৯	১,৯৮,৯১	৯,৭৯,
মোট	৪১১,১১,৯৯	৪১১,১৯,৯১	৫৯৯,১৯,

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
প্রতিশ্রুত মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৯৯,১৯	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯৯
সংরক্ষিত তহবিল	৯,১১,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১১,৯৯
স্থায়ী আমানত, চেকের মাধ্যমে দেয় ও অন্যান্য হিসাব	১৯৯,৯৯,১১	১৯৯,৯১,১৯	১৯৯,৯১,১১
বিবিধ ...	১,৯১,৯১	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯
মোট	১৯৯,৯১,১৯	১৯১,৯৯,৯১	১৯৯,৯১,৯
সম্পত্তি—			
হাতে নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত	১৯৯,১৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯
অন্যান্য অনুমোদিত বিনিয়োগ	৯,১৯,৯১	৯,৯৯,৯১	৯,৯১,৯
ঋণ	৯৯,৯৯,১৯	৯১,৯১,৯৯	১১,৯৯,৯
ক্যাশ সার্টিফিকেট	৯৯,৯৯,৯৯	৯১,৯১,৯৯	৯১,৯৯,৯
ব্যাঙ্কার্স এবং অন্যান্য দাবী	৯,১৯,১৯	৯,৯৯,৯১	৯,১৯,৯
চেক ও বিল	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯	১,৯১,৯
বিবিধ—	১,৯৯,৯১	১,৯৯,৯১	১,৯১,৯
অন্যান্য সম্পদ ও ব্যাঙ্কের বাড়ী	৯,৯৯,৯৯	৯,৯১,৯১	৯,৯৯,৯
মোট	১৯৯,৯১,১৯	১৯১,৯৯,৯১	১৯৯,৯১,৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়িত্বসমূহ দেয়			
(ক) ভারতে	৯৯১,১৯,৯১	৯৯১,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯১,১৯,১৯	৯৯,৯৯,৯১	
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেয়			
(ক) ভারতে	৯১১,৯১,৯৯	৯১১,১১,৯৯	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,১১,৯৫	১৯,১১,১৯	
মোট ব্যয় ঋণ			
(ক) ভারতে	৯১,১১,৯১	৯১,৯৯,৯৯	৯,৯১,৯
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	
বিভিন্ন আয়ের মধ্যে	১৯,১৯,৯৯	১১,১৯,১৯	১১,১১,১৯
মোট			

মৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (মাসিক)	সভ্য ও অংশের সংখ্যা	প্রতি অংশের আনুমোদিত মূল্য	মূল প্রদানকৃত	সভ্যত্ব	বাজার দর					শেষ দর
						১৭/১/৩৮	১১/১/৩৮	১৫/১/৩৮	১৭/১/৩৮	১৯/১/৩৮	
ডিবেঞ্চারাদি:											
[illegible] আয়রন	...	১,৫১,১০,৯৯০	১,১৩,৯৯,৩১৮৲	১০	১৯০(গ)	৩৪১	৩৩/৩৩১৯০	৩১০-৩৯/৩	১৩১/৩-৩১৯০	...	১৩৯-৩৯/৩	...
[illegible]	...	৫১,০০,০০০	৩,১৫,৩১৲	১০	১৩০(গ)	১৩,১৯	১১৯০	৩১৩-১১৲	...	...	১৩৩-১৩/৩	...
[illegible] আয়রন	...	১,৩১,৫০,০০০	১১,৫৫,১১,১৯৲	১১	১৯০(গ)	৩৪১	৩১৯৲	...	৩৩৯৲	...	৩৩১৲	...
[illegible] ...	...	৫১,০০,৩৩০	১,৩৮,১৯,৩৩৲	১০০	১১৩০(গ)	১৩৩	৩১৯-৩১৯৲	...	...	...	...	...
[illegible]ওয়ার্ক	...	৩৩,৩১,৩৩০	১৫,০০,০০০৲	১	১৩(গ)	১৫/৩১	...	...	...	...	...	৯৯৲
[illegible]পাল্প	...	১৩,৩০,০০০	১৩,১৫,১১১৲	১	৯৩(গ)	৩৯৯	১৲-১/৩	১৲-১/৩	৯৯৩ ১৯	...	...	...
[illegible] ফসফাসরাস	...	৩,০৫,৯৫,০০০	৯৯,১৯,৩০০৲	১০	৯০(গ)	১১৩৯	১৩/৯৯-১৫/৩	১৩৯-১৫৯/৩	১৯৯৲-১৫৯৩	...	১৩৯-৩১/৩	...
মুদ্রাস্ফীতি												
[illegible]বাদ	...	১১,১১,৩০০	১৩,৩৫,৩০০৲	১০	১৲	৯৫১	...	...	...	...	...	৯৩০
[illegible]পুর	...	১৯,৩৩,৭০০	১৯,১৫,৩০০৲	১৲	১৲	৩৫৩	...	...	...	...	...	৩৫
[illegible] আবুবিয়া	...	৭,৩০,০০০	৩,১৫,০০০৲	১০	১৲	১৫,৩০	...	...	...	...	...	৩৫
[illegible]পুরা	...	৫০,১০,১৩৭	... ...	১০৲	...	৯৫০	...	...	...	...	...	...
[illegible]স্টোর	...	১৫,০০,৩৩৭	১,৯১,১৩৲	৫১০	৯(গ)	৩১৭	...	...	৫৲/৩	—	৩৫/৩-৫০৩	...
[illegible] ওভেল	...	২,১১,৩০০	৩,৩০,০০০৲	১০৲	১০	৯৩৭	...	...	...	...	...	১৫
[illegible] পাল্প	...	৩,৩১,০০০	১,১৫,১০০৲	৫১০	৯০	৯১০	...	...	...	...	...	৯৲
[illegible] বাহাদুর	...	১১,৩০,২০০	১১,১১,০১১৲	১০৲	...	১০/৯৫৲	...	...	...	...	৩১৩	...
[illegible] বাহাদুর	...	৩,০০,০০০	৩,১১,৩৫৲	১০৲	১৩	৩৩০	৩৫৲	...	...	...	...	...
[illegible]ফাদী	...	১,১১,৩৩০	৩,৩৫,০০০৲	১০৲	১৲	৯৩৭	...	...	১১৩-১১৯/৩	...	...	...
[illegible]ম্বর	...	১১,৩১,১৫০	১,১১,৩৫,০৯৩৲	১০৲	৯০	১১৩৯	১১৩-১৩৩	৩১৩-৩১৲	১১৩-১১৯/৩	...	১৩১৩	...
[illegible]ফাদ	...	৯০,৩০,০০০	১,৩১,১০,৩১৩৲	১৩৫৲	১১৲	৩৫১	৩১১৲-১৩৩৲	৩১১৲	৩১৩-৩১৩৲	...	৩১৩৲-৩১৩৲	...
[illegible]ফাদ	...	৫০,৩০,০০০	১৩,১১,৩১১৲	১৫৲	৯০(গ)	৩৫৯	১৲-১১/৩	...	১১৩-১৩৯৩	...	...	...
[illegible]ডিফ	...	১১,৩০,০০০	১০,৩১,৩১১৲	১০৲	...	৩৫৯	...	১১৩-৩৩৲	১৫৩০	...	...	...
[illegible]ওয়া	...	১৫,৩০,০০০	৩,১৩,৩০০৲	১০৲	১৩	৩৫৭	...	...	...	...	...	৩
[illegible]ফিলাস	...	১,৩০,০০০	১,১৫,০০০৲	১০৲	৩০	১৫৯	...	১১৩০	১১৲	...	১১৲	...
[illegible]বাদপুর	...	৩,১০,০০০	১,৩১,১৫৫৲	৭৲	১১/৩	৩৯৯	...	...	...	...	...	৩
[illegible] আয়াদপুরা	...	১১,১৩,০০০	১,৫০,০০০৲	১০	১৲	৫৫১	...	...	...	...	১১/৩	...
[illegible]ফাদার ইন্ডিয়া	...	১০,৩০,০০০	... ...	১০	...	৩৫৯	...	...	...	...	...	১৲
লাভের অঙ্ক												
[illegible]দিন	...	১১,০০,০০০	১৯,০০,০০০৲		১৩০	৩৫১	...	...	...	—	...	৩
[illegible] ট্রেডার্স	...	১১,০০,০০০	১১,১০,০০০৲	১০০	৫/৩	৩৫৯	...	১৩১/৩-১৩৫৫	১১১৩	...	১৩৫৩	...
[illegible]ফোরাম	...	১০,০০,০০০	৯৯,৯৯,৯১৩৲	১১০	১৩০(গ)	৩৩১	...	১১৲	...	...	...	...
[illegible]মিনার	...	১৯,৩৯,০০০	৯১,১৯,১৩০৲	১০০	৭৲	১১/৫১	৫৩০৲	...	১৯৯৲	...	১৯৫৲	...
[illegible]ফোরাম	...	৩৩,৩১,৫০০	৩১,৩৩,৩১৯৲	১৩	১৲(গ)	১১/৯০	...	...	...	...	...	...
[illegible]ডিফিল	...	৯,৯০,০০০	১১,১১,১১০৲	১০০	৩৲	১১/১১	...	...	...	...	...	৯৫
[illegible]ফাদী	...	১০,৩০,০০০	১,১৩,৩৯৯৲	১৩	৫/৯(গ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	৯
[illegible]ফোরা	...	১০,৩০,০০০	৩৩,৯০,৩৯০৲	১৩	১১(গ)	১১/৫১	...	...	...	...	...	৯৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কোম্পানীর নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শতকরা ও অন্যান্য হারে টাকা	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	ঘর সংখ্যা	সংখ্যা	১৩৫৪	বাজার দর ১৩৫৩	১৩৫২	১৩৫১	শেষ আয় বছর
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্দ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১ ইন্ডিয়া	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সী	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সিয়ান	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সী	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সিয়ার	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স্টার	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সিয়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্সিয়ান্স										

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বর্তমানে প্রদত্ত ও আদায়ীকৃত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দেয় লভ্যাংশ	সভাপতি	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ				
চা-বাগান										
মেঘকান্দায়	...	৪,৫০,০০০	৯,৯০,৩৭১৲	১০০	৬৯৲(ব)	১১/৯৮	...	...	...	...
লেদাই ও লাউছড়ি	...	৬,০০,০০০	৪,৯০,১৪০৲	১০০	১১৲(ব)	১১/৯৫	...	...	...	...
মিঠা ঝুমুর	...	১,৯৯,০০০	৪,১১,২০৯৲	১০	৮৯০ (ব)	১১/৫৪	...	...	...	...
লংলাকোনা	...	১১,৯৯,০০০	৩৯,৭১,১৫৬৲	১০০	৮৩৲(ব)	১১/৯৫	...	...	...	...
আলীশি	...	৬,৯৯,০০০	৬,৩৬,৫১৯৲	১০	৪৲(ব)	৬৪৪	...	...	...	...
মনোহরটি	...	৫,৯০,০০০	১১,৯০,০০০৲	১০০	১৯৯৲(ব)	১১/৯৯	...	...	...	...
বিজয়	...	১১,৯০,০০০	৮,১৩,৩৭৩৲	১০	৩৯০(ব)	১১/৯৬	...	...	...	...
মেলবাধি	...	১,১০,০০০	৪,১৯,৮৭৬৲	১০	১৯৲(ব)	১১/৯৯	...	...	...	...
ছাপারেড়া	...	৪,৯০,০০০	৬,৬৯,১৯৩৲	১০	১৯০(ব)	১১/৯৯	...	...	...	...
লেপ্টোস ফায়ার	...	১০,০০,০০০	৯,৪১,১৫৫৲	১০০	৭৯০(ব)	১১/৯৪	...	...	...	...
সালম	...	৬,৬৯,০০০	৭,৬৯,৩৫১৲	১০	১৯০(ব)	১১/৯৯	...	...	...	...
মোবাই সিলাম	...	৪,৯০,০০০	৬,৬১,৮৪৲	১০	৮০(ব)	১১/৯৬	...	...	...	...
ওয়াপাড়া	...	১,৯৯,০০০	১১,৯১,৯৯৯৲	১৯০	৬৯৲(ব)	১১/৯৮	...	...	...	...
বাশিয়ারা	...	১১,০০,০০০	৪১,৭১,১১১৲	১০	৯৯৲(ব)	১১/৯৯	...	...	...	৮৯৲
চিনির কল										
ইউ.পি	...	১৯,৯০,০৯০	১১,৯০,৯৯৲	১০	...	৯/৯৬	...	...	...	...
আখ	...	৫৯,৯০,০০০	১১,১৯,৯৩১৲	১০	...	৬/৪১	...	১১৲	...	১১৲,১১৭/৩
ঈশ্বরদী	...	১৮,৯০,০৭৩	১৩,৬৭,৯৪৬৲	১০	১৩৩(ব)	৬/৪১	...	...	...	১৯০৩
ছাতার বিচিত্র	...	৯,১৩,৯১৩	১১,১১,১৩৩৲	৫	১৯০(ব)	৬/৪১	...	১,৩৯,৯৩৩	...	...
প্রতাপপুর	...	৯,০০,০০০	৬,১৩,৯০৬৲	১০	...	১০/৪১	...	...	...	...
পাহাড়	...	১৫,১৩,০৯০	১,৩৯,০০৬৲	১০	১৲(ব)	৬/৪৩	...	...	...	...
রহমান	...	১৯,৯০,১৯০	৪,১৩,৯৬৪৲	১০	১৲ (ব)	৮/৪৩	১১/৯৯-১১/৩	১১/৯৯-১১/৩	১৯/৯৯-১১/৩	১১৩৩
রায়াম	...	৪,০০,০০০	১৩,৯৩,০৪৮৲	১০	১৩৩(ব)	৬/৪১	...	...	...	...
সরদিপুর	...	১১,১১,০০০	১,১১,৯৯৬৲	১০	৯০ (ব)	১১/৯৯	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক										
ইন্দোসুইজ কমার্শিয়াল	১,৯৯,০০,০০০	৪৩,৯৯,০০০৲	৪০ (ব)	১।০	১১/৪১	৬১।০-৬৪৲	৬১।৩	...	...	৬৪।৯-৬৯৲
ফুসিয়া ইউনিয়ন	১৩,৯৯,০৯৩,৫ ৫৪,৯৯,১৯৮৫	১১,৯৯,৬৯৩৲	১০৲	১৯০(ব)	৫৪৩	...	...	...	...	...
ফুসিয়া ব্যাঙ্কিং	৯৯,১১,৯৬১৲	৯৬,৩৩,৩৯০৲	৫।১০ (ব)	১৩৲	...	...	...	...	...	...
পাঞ্জাব ন্যাশনাল	৩১,৯৬,১১১৲	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯৲	৯৲	১১/৯৯	...	...	...	...	...
ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	৫,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯৲	৪৲ (ব)	৬/৪৩	১৯৯৲	১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৲	...	১৯১৲-১৯৯৲
ন্যাশনাল গ্রেন্ডলেজ ব্যাঙ্ক	১৪,৯৯,১৯৲	১১,৯৯,৯৯৯৲	১৯৲	৷৷৩(ব)	১১/৯৩	—	...	১৯।৩	...	...
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১,৯৯,৯১,৩৯৩৲	৫৯৲ (ব)	৪।৩	১১/৯৬	৬৯৭।৩	...	১৯১৲	...	১১৩৲
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	২,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১,১৯,১১,১৯৯৲	১৯৲ (ব)	৬৲ (ব)	১১/৯৯	...	...	...	...	...
ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক	৯১,৯৯,৯৯৯৲	১১,৯৯,৯৯৯	১৯৲ (ব)	...	১১/৯৯	...	...	...	...	...
ইন্দোসুইজ কমার্শিয়াল	১,১৯,৯৯,৯৯৯	৪,৯৯,৯৯৯৲	৫৯৲	৯৲ (ব)	১১/৯৯	...	...	...	...	...
লেপ্টোস ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৬,১৯,১৯,৯৯৯৲	২,৯৯,১১,৯৯৯৲	১১৲	৯৲	১১/৯৯	১৯৲	...	৯৯৲	...	৯৯৲
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										

মোঃ প্রতিষ্ঠান

আর্থিক জগৎ

১ম বর্ষ ১৪ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৫৫ | ২১ এ মে, ১৯৪৮ | মূল্য ৫

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ	৬৯১
কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ	৬৯১
প্রাসঙ্গিক	৬৯৫
বিশ্ব	৬৯৭
সংবাদপঞ্জি	৭০৮
লক্ষ্মণ	৭১০
ভারতের আয় পরিবর্তন	৭১১
ব্যাঙ্কারের কথা	৭১১
পাকিস্তানের বাজার	৭১২
অর্থসংকট	৭১৫
বৈদেশিক	৭১৬

কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ

তৈল সম্পদহীন ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদে কয়লা শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করার প্রয়াস অনাবশ্যক। বাষ্পশক্তির ইন্ধনরূপে যানবাহন ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং গৃহে রন্ধন কার্যের সহায়ক জ্বালানীরূপে কয়লা-সরবরাহের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। অধুনা অবশ্য শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং গৃহের রন্ধন কার্যের জন্যও কয়লার স্থলে গ্যাসের সাহায্য লইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বহুবীধার পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হইবার পূর্বে ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হইবে না। অনুরূপভাবে গ্যাসের চুল্লী ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হইতে এবং দেশবাসীর পক্ষে তাহাতে অভ্যস্ত হইতেও যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হইয়া যাইবে। রন্ধনের জন্য এবং চাকেরবী কাপড়ের কলের ন্যায় কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাষ্পশক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য আরণ্য কাষ্ঠের যে বিস্তৃত ব্যবহার হইতেছে এবং যাহার ফলে ভারতের আরণ্য সম্পদ ক্ষয়িত হইয়া ভূমির উর্বরতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক আচ্ছাদনের অভাব ঘটাইতেছে, তাহা হইতেও জাতীয় অর্থনীতিতে কয়লা সরবরাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে।

ভারতীয় কয়লা শিল্পের সর্বপ্রধান সমস্যা হইল জাতির সমস্ত প্রয়োজনের তুলনায় খনিমধ্যস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রচুরতা এবং বাষ্পশিল্পের সহায়ক উৎকৃষ্ট কয়লার অপেক্ষাকৃত অভাব। ইণ্ডিয়ান কোলকিন্স্ কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এ পর্যন্ত যে সকল খনি খাত হইয়াছে তাহাতে সর্বসাকল্যে ৭৪০ বিলিয়ন টন উৎকৃষ্ট কয়লা মজুত থাকা আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যেই উৎকৃষ্ট কয়লার সম্পদ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা দিয়া উপরোক্ত বড় জোর আরও ১০০ বৎসর কাজ চালানো যাইতে পারে। কিন্তু একটা জাতির জীবনে ১০০ বৎসর কাল মোটে এমন একটা হিসাব কিছুই নহে।

অতএব কয়লা সম্পদের সদ্ব্যয় আবশ্যক এবং কয়লার ব্যবহারে কঠিন মিতব্যয়িতা অনুসরণ করা উচিত। এই নীতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রথম প্রয়োজন হইল বাষ্পশক্তি উৎপাদনের জন্য বাষ্পুশিরের সহায়ক নিকৃষ্ট কয়লা ব্যবহারে বিরত থাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেল ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যায়। উৎকৃষ্ট কয়লার সমস্ত তাপশক্তির মাত্র শতকরা ৫ ভাগ বাষ্প উৎপন্ন করিবার জন্য আবশ্যক হয়। এই সমস্যাই ইঞ্জিন কর্তৃক ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত বায়ুমণ্ডলকে ধূমে রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এইরূপ কয়লা অবলম্বন করিয়া একটি রীতিমত ব্যবসায় ও প্রচলিত আছে। রেল ইঞ্জিন কর্তৃক কয়লার এই প্রকার অপব্যয় বন্ধ করিয়া দিতে হইলে, প্রথমতঃ রেল কর্তৃপক্ষের নালিকানাধীন উৎকৃষ্ট কয়লার খনি সমূহের মালিকানা পরিবর্তন করা আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লা ব্যবহারের সহায়তা করিয়া রেল ইঞ্জিনসমূহের পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। ইণ্ডিয়ান কোলকিন্স্ কমিটির নিকট ১৯৩৭ সালে নৌবিক দাস্তা প্রদান করিবার সময় ইই ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টর মিঃ ডে, এ রেলের টাস্ক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদের নূতন ইঞ্জিনসমূহ যাহাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কয়লা ব্যবহারের উপযোগী হয়, ইঞ্জিন উৎপাদনকালেই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয় করা হইয়াছে।" কিন্তু তৎপরে কিভিবর্ষিক একটি পূর্ণ শুষ্ক অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে অথচ অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই।

অপেক্ষাকৃত নিম্নে কয়লাস্তরে খাদের গভীরতা ১৮ হইতে ২০ ফুট হওয়া উচিত বলিয়া মনে করা হয়। এই সম্পর্কে গবেষণা হওয়া একান্তই প্রয়োজন যে কি উপায়ে এই ব্যয়াধিক্যকে রোধ করা যায়। বস্তুত ভারত সরকার কোল মাইনিং কমিটি এইরূপ গবেষণা কার্যের আদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালের বিদ্যুতের ফলে অবস্থার আরও অবনতি হয়। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে যে-কোন প্রকার যে-কোন মূল্যে কয়লা উত্তোলন করিতে সরকার প্রস্তুত হওয়ার ফলে, কয়লার মজুরী বৃদ্ধি পায় এবং যে-কোন প্রকার সরবরাহই লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। ফলে কয়লা শিল্পের স্বার্থ বিঘ্নিত হইয়া যায়। উৎপাদনের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালে শ্রমিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭.৯ মিঃ টন, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে ঐক্ষ পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১২.৪ এবং ১১ মিঃ টন। অবশ্য ভারতের অন্যান্য সাম্প্রতিক ২০ মিঃ টনের তুলনায় এই উৎপাদন যথেষ্ট অধিক। কিন্তু ইংলণ্ডের উৎপাদনের পরিমাণ, কয়লা উৎপাদন পদ্ধতির যেরূপ ২ টনের ভিত্তিস্থাপন, বলা বাহুল্য যে যুদ্ধকালের অবশ্য ভৎপূর্বেও ঐ উৎপাদনে যেইরূপ কোন নীতি বা পরিবর্তন অনুসৃত হয়

স্বাধীনতার পর ভারতীয় কয়লা শিল্প যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইল প্রধানতঃ শ্রমিক ও যানবাহনব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই সকলের অধিকার আসিয়া পড়িয়াছে যে বিশেষভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার আবশ্যক ব্যয়বাহুল্যকে কমাইবার উদ্দেশ্যে কয়লার মূল্যবৃদ্ধি দাবী করেন। অবশ্য যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শ্রমিকগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের দাবীতে ধর্মঘট করিতে আরম্ভ করে। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সকল শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপারে ধর্মঘটের সময়ে

ও হানাদারদের সম্পর্কে আমরা আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি এবং ভারত সরকারের সংযমশীলতা ও দূরদর্শিতার ভিত্তিতে তাহার মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছি। বস্তুতপক্ষে নেহরু সরকারের 'শুরুমান ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সজাগদৃষ্টি এবং যে কোন অবস্থাতেই পাকিস্থানের সম্পর্কে আপোষমূলক মনোভাবের ফলে, ভারতকে দিন দিন অনর্থক কতকগুলি অবাঞ্ছিত ঝামেলার ভিতর জড়াইয়া পড়িতেছে এবং ঐসব সমস্যাও বহুই জিন হইতেছে তত্তই ভারতের আকার ধারণ করিতেছে। ফলে কাশ্মীরে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া ভারতসরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া যাইতেছে, দুর্ভাগ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছে অথচ ভারত সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতির ফলে হানাদারদের বর্বর অত্যাচার, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের হাত হইতেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেছে না। অন্য দিকে নিরস্ত্রপোষিত রক্তাক্ত বাহিনীর অবিরাম আক্রমণের ফলে শান্ত নিরীহ অমুসলমান নরনারীর রক্তে হানাদারদের দুরভিসন্ধি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সহস্র নরনারী প্রতিদিন বেলেঘাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আশায় কাতার হইয়া ফিরিতেছে। অপর পক্ষে রক্তাক্ত বাহিনীর আক্রমণে সহস্র সহস্র ভারতীয় মুসলমান নিরাপত্তার প্রবেশ করিয়া অমুসলমানদের স্থানটুকু পূরণ করিতেছে।

এত সব দেখিয়া শুনিয়াও পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সরকার এখনও স্থির করিতে পারেন নাই যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধান সম্ভব, না যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন আছে। মোট কথা এই যে, অবস্থা আজও যাহা ছিল বর্তমানেও তাহাই আছে তবে, তফাতের মধ্যে এই হইয়াছে যে, ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহসর্বস্ব হইয়া দেশান্তরিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে এবং অর্থিত জনসাধারণের 'প্রেস্টিজ' যে সম্মান তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অথচ ভারতের দীন দরিদ্র প্রজাদের নিকট হইতে আহরিত অর্থ কাশ্মীরের "মৃষিক বিবরে" প্রত্যহ নিক্ষেপ করা হইতেছে। এখনও দৈনিক দশ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইতেছে কাশ্মীর রক্ষার জন্য কিন্তু যে পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণের মূল; যাহার অপরাধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই, যাহার উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে হানাদারেরা কস্মিনকালেই উৎসাহিত হইত, সেই পাকিস্থানের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাবের সাহায্যে এই সংগ্রামকে যে প্রলম্বিত করা হইতেছে মাত্র, তাহা কর্তৃপক্ষের দল একবারও স্বীকার করিতেছেন না।

আপোষ মীমাংসার জন্য ইই, এন, ও'র যাবতীয় চেষ্টা ও কোন ফল না পাওয়ায় পণ্ডিত নেহরু যে ইই, এন, ও সম্পর্কে হতাশ হইয়াছেন তাহা তাঁহার উক্তিতেই সুপরিস্ফুট। কেবল প্রতিনিধি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে কাশ্মীর সম্পর্কে ইই, এন, ও যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে ভারত সরকার চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন এবং এ সম্পর্কে যে ভারত সরকার দৃঢ়তর মনোভাব দেখাইবেন তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেই দৃঢ়তর মনোভাবের চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়ার অপেক্ষায় থাকিব, কারণ কেবলমাত্র সেরূপ মনোভাবের সাহায্যেই হানাদারদের মনে ত্রাস ও পাকিস্থানের চিত্তে সন্ত্রমের উদ্রেক করা সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইই, এন, ও'র ব্যর্থ হওয়া যে সম্ভব হয় নাই, সে বিষয়ে আমরা প্রথমেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। ইই, এন, ও'র অতীত কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াও ভারত সরকার কেন যে উহার "নিরপেক্ষ" আচরণের উপর নির্ভর করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন তাহা বলিতে এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছেন, সেই প্রস্তাব ভারত পাকিস্থান কাশ্মীরে সম্পূর্ণ হয় নাই। বিশেষ করিয়া কাশ্মীর সরকারের আভ্যন্তরীণ শাসন ও কাশ্মীর হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের পরই ভারতসরকার যে কখনও সম্মিলন লইবেন না এরূপ পণ্ডিত নেহরু দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দের ইহাতে কতকটা আশ্বস্ত হইলেও, পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয়টির অপ অংশে যেরূপে এখনও পাকিস্থানের রক্তে নিষ্ঠুরী করিবার চেষ্টা প্রকাশ, পাইয়াছে তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।

শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার দ্বারা সমস্যার মীমাংসা করিয়া লওয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদেরই কাম্য। কিন্তু যে পাকিস্থান সরকার বিবেকহীন, নীতিহীন কতকগুলি দুষ্কৃতকে ভারতরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জনসাধারণের ধনপ্রাণ হরণের ও মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে সাহায্য করার এবং সম্ভবতঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করার চরম দায়িত্ব বলিয়া ভারতসরকার বিশ্বাস করেন, সেই পাকিস্থান সরকারের সহিত নিরঙ্কুশ আপোষ আলোচনা চালাইবার জন্য ভারত সরকারে কর্ণধারেরা কেন যে প্রতি বক্তৃতাতেই এই আগ্রহ প্রকাশ করে তাহা সাধারণ ভারতবাসী কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ভারতসরকার যখন আপোষ আলোচনার কথা বলেন, তখনও অবশ্য কিন্তু অপ্রতিহতভাবে তাঁহাদের পূর্ব পরিকল্পিত কার্যধারা চালাইয়া যান, আপোষ আলোচনার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না। এদিকে আমরা পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতাতে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে "আপোষ আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা বর্তমানে নাই।" সংবাদপত্রে "যুক্তিসঙ্গতভাবে আপোষ মীমাংসার কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকিলে পাকিস্থানের সহিত আপোষ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি" একথা বলার যে কি অর্থ প্রয়োজন আছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হেন কথা তালক্ষেপ করার মত প্রচুর সময় পণ্ডিত নেহরু অথবা তাঁহার সরকারের আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

সকলেই আজ একথা বুঝিতে পারিতেছেন, পাকিস্থানের সহযোগিতা না থাকিলে পাকিস্থান ভারত সরকারের সহিত কোন বিষয়ে সহযোগিতা করিবে না। আমদানী রপ্তানী চুক্তি না অন্যান্য বৈষয়িক ও বাণিজ্য চুক্তি ফলে ভারত সরকার অপেক্ষা পাকিস্থানের অনেক বেশী লাভ হইবে ইহা স্থির জানিয়াই পাকিস্থান ঐসব চুক্তিতে ভারতের সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থান ভারত সরকারের সহিত আপোষ আলোচনা করিতে উদ্গ্রীব হইলে কে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হইবে, কাশ্মীরের পাকিস্থানে যোগ দিবে কোন সম্ভাবনাই নাই; তাহাতে একেত্রে ভারতের সহিত কি স্বার্থের পাকিস্থান আপোষ করিবে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। বরঞ্চ হানাদারদের নৃশংস অত্যাচারের ফলে যদি কাশ্মীরের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং ভারত সরকারের দুর্বল মনোভাব ও কার্যকলাপের জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকিস্থানের কাম পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থান কোন্ লোভে ভারতের সহায়তা করিবে?

পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যার সমাধান না হইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই অনুসারেই আমরা এখন কাশ্মীর রণাঙ্গনে সংগ্রাম করিতেছি। যতদিন পর্যন্ত হানাদারদের কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত সেই সংগ্রামের বিরাম হইবে না।" কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, হানাদারদিগকে যতদিন পর্যন্ত পাকিস্থান সরকার অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যা সাহায্য করিবে এবং যতদিন পর্যন্ত পাকিস্থানের মাটিতে এই হানাদারদের ঘাঁ

[illegible] করা যাইবে না, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশের [illegible] হইতে মুক্ত করা খুব সহজ কাজ হইবে না। কাজেই ব্রহ্মদেশের [illegible] করিতে হইলে, পাকিস্থানের বর্তমান মনোভাব [illegible] পরিবর্তিত না হয় তাহা হইলে পাকিস্থানের সহিত ভারতবর্ষের [illegible] সাধন অসম্ভব।

প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার সেই পথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, সেকথা পরিষ্কার করিয়া জানিতে চাহিয়া দেশের জনসাধারণ কৃতজ্ঞ বোধ করিবে।

ইহা, এবং ওঁর প্রকাশ্য প্রস্তাবনার [illegible] যে, এবং ওঁর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াই হইবে, এমন কোন কথা [illegible]। দুষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আবদ্ধ সেক্টরগুলি পাকিস্তানের [illegible] সাথে ইহা, এবং ওঁর প্রকৃত অস্ত্রাগার করিতে কিন্তু ইহা, এবং, ও [illegible] হইয়া আসে নাই। যদি সংসদের প্রস্তাব অনুযায়ী করিয়া সরকারের সহিত বিরোধে প্রস্তুত হইলে পূর্বাঞ্চলে চক্ষু ভারতের [illegible] হইবে, এমন ঠিক আমাদের কোন কোন বেতা মনে করে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে [illegible] দিন হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার তত্ত্ব যে সরকারের [illegible] হয় নাই তাহাই নহে, বরং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। [illegible] সকলেই আওয়ামী লীগের তুষ্টিসাধন করিবার জন্য ব্যস্ত। [illegible] ও ইয়াহিয়া সেখানে এবং সর্বপ্রকার অসহযোগিতা সরকার [illegible] হইতে ধর্মঘট [illegible] করিতে হইবে। [illegible] সরকারের [illegible] করিবার জন্য [illegible] হইবে। [illegible] ভারত সরকারের [illegible] সাহায্য করিবার সুযোগ প্রদান করে। ভারত সরকারের এই নয় দফাদাবীর [illegible] তাহা [illegible] আর আজ কাহারও অবিদিত নাই। বিনা অনুমতিতে [illegible] আমাদের ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পার হইয়া [illegible] আক্রমণ [illegible] হইতেছে, কিন্তু [illegible] যে কোন ধারা লঙ্ঘিত হয়, সেই অজুহাতে সরকার [illegible] করিতেছেন, [illegible] করিতেছেন এবং [illegible] বিবৃতি করিতেছেন; অথচ নিজস্ব সেই [illegible] চুক্তিকে [illegible] কোনরকমেই মেনে নাই। চুক্তিকে সর্বতোভাবে লঙ্ঘন করিয়া তিনি [illegible] বৃদ্ধি করিতেছেন, সমুদ্রোপকূলে সংগ্রহে আক্রমণ [illegible] এবং শুধু তাহাতেই না, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করিবার [illegible] প্রজাদের ধরপাকড় [illegible] করার কাজেও [illegible] ব্রহ্মদেশের প্রতিটি [illegible] উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] ব্রহ্মদেশের পাকিস্থান [illegible] উপায়েই [illegible] করিতেছেন, অথচ ভারতবর্ষে বৈরতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে [illegible] গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে রাজনৈক ও নিজস্ব বৈরতন্ত্র রক্ষার [illegible] করিলেও সংগ্রামী জনসাধারণ ভারত সরকারের কাছ হইতে [illegible] সহানুভূতিটুকুও লাভ করিতেছেন না। কেবল মাঝে মাঝে বেতারের [illegible] রাজনৈতিক [illegible] করিতেছেন [illegible]

সরে, নিজস্ব ও তাহার অনুচর হিতৈষীদের [illegible] সরে [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। আজ [illegible] [illegible] সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, আর তাহারা এই কোটি লোকের অস্তিত্ব [illegible] ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা কোথা হইতে পাইতেছে তাহা [illegible] [illegible] নহে। পাকিস্থানীদের প্রেরণা ও নিজস্বের অনুচর অর্থ তাহাদের শক্তির মূল উৎস, একথা আর আজ কাহারও অবিদিত নাই।

কাজেই ভারত সরকারকে যদি ভারতের সমান অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনে ব্রহ্মদেশের [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে সরকারকে দুইটার এই দুই উৎসমুখ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। নিজস্ব যদি তাহার প্রভুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে না পারে অথবা না করেন, এবং ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত কিংবা পরোক্ষে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিজামী স্বৈরতন্ত্র অবসান ঘটাইয়া তাহার স্থলে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা [illegible] গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ, পাকিস্থান ও ব্রহ্মদেশের [illegible] ভারত সরকারের পক্ষে কঠিন, দুর্বলচিত্ত মনে হইবে অবশ্যই সমস্ত আলাপ আলোচনার আর কোনপ্রকার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, অধিকাংশ ভারতবাসীই মনে করেন না।

পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার [illegible] উত্তরের বিষয় জানা যায় নাই। প্রতিকারের জন্য কিন্তু যাহারা অবেদন করিবে তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। যা ভারতবর্ষ যে উত্তরের জন্য [illegible] করিতেছে, তা আমরা শুধু এই কথাই বলিতে পারি।

সকল সময়ে

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

সঞ্চয়ের জন্য
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

১২নং নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা ১,

ও শাখাসমূহ:

প্রাসঙ্গিক

পরিবর্তিত খাদ্য পরিস্থিতি

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রিদের সম্মেলনে ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মৌলবরাজ ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইবে। খাদ্য পরিস্থিতির মোটামুটি হিসাব উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে বিভিন্ন মোটা খাদ্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৩৩,৫৮৮,০০০ টন। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৩,৪২৪,০০০ টন। অর্থাৎ, পূর্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ১ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণের এই বৃদ্ধি অবশ্য দেশের সমগ্র প্রয়োজনের বিচারে যথেষ্ট হয় নাই। তাহা, অনাবৃষ্টির ফলে এই বৎসর মাত্রাতে ১,৮০০,০০০ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির ইতিহাসে রহিয়াছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, এবারকার হিসাবে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তাহার চেয়েও অধিক খাদ্যশস্য মজুত আছে।

ইহা বলাবাহুল্য মাত্র যে, যেসব এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা হইল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রদেশ, যেমন রাজ্য এবং উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে খাদ্য সরবরাহে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রসার। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করিবার জন্য আসাম হইতে ৩০,০০০ টন্ডিয়া ও অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে ১ লক্ষ, পূর্ব পাঞ্জাব হইতে ৩১,০০০ এবং গুজরাত হইতে ৩৫,০০০ টন উদ্বৃত্ত খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্য হইতেও অবশ্য খাদ্য পরিস্থিতির বর্তমান উন্নতি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার গমের চুক্তির ফলে ১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মৌলবরাজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করা কোনক্রমেই বুদ্ধিসঙ্গত নহে। ইহাতে একদিকে যেমন স্বাবলম্বনের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি অন্যদিকে বৈদেশিক বিনিময় অপচয়িত হয়। বিশেষ করিয়া ভারতের মত ক্রমবর্ধিষ্ণু দেশের পক্ষে ত খাদ্যের জন্য আমদানীর উপর নির্ভর করিবার কোন অর্থই হয় না। সুতরাং আত্মনির্ভরশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

কিন্তু এই আবশ্যকতা আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের অধিককাল সরকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এত দিন-দিনের পরে খাদ্য সরবরাহে মাত্র ১ লক্ষ টন বৃদ্ধি দাঁড়ি করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। উহার কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৌলবরাজ চাষীদের সমস্যাগুলির পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কমিটি এই অনুসন্ধানের ফল শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

শ্রমিক আদালত

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সরকার কর্তৃক আংশিক স্বীকৃতির আন্দোলন এখন আর সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলনেই নিবদ্ধ নহে, অধুনা ইহার যৌক্তিকতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ভক্তভোগীর বিভীষিকার পরিপূরণের জন্য ১৯৩৫ সনে এক শ্রমিক সনদ প্রবর্তন করিয়া এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভিটার বিপদ্ধুদ্ধের অব্যবহিত পরেও, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এই নীতি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। ১৯২৬ সালে যে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস করা হয়, তাহাতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়নকে বিধিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই আইন অনুসারে কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংঘাত শ্রমিকের আবেদনের উত্তরে এবং বাদিকের সম্মতি অনুসারে ট্রেড ইউনিয়নকে তালিকাভুক্ত করিবার জন্য সরকার ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শ্রমিকদের আন্তর্জাতীয় দলাদলির সৃষ্টি হয়। বাদিকগণও এই সুযোগে ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রচেষ্টায় বাধা দান করিতে থাকেন।

অবশেষে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পরে ১৯৫৮ সালে বোম্বাই সরকার কর্তৃক শিল্প বিরোধ সম্পর্কে যে আইন বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহাতেও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আবশ্যিক স্বীকৃতি সম্পর্কে কোনই বিধান করা হয় না। কিন্তু ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সরকার গঠন করার সাথে সাথে শ্রমিক কল্যাণ এবং শিল্প বিরোধ সম্পর্কে তাহার সরকার একাধিক আইন প্রণয়ন আরম্ভ করেন। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রসারে তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংবিধানের সকলের সরকারী-ভাবে স্বীকার করে হয়। এই সংশোধনের ফলে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নিবন্ধিকৃত সংবিধানকৃত পরিচালনার পরিবর্তন সাধন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রার তাহাদের ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ তালিকাভুক্ত করেন কিন্তু ইউনিয়নকে স্বীকার করার প্রশ্নটি সংশ্লিষ্টের ইচ্ছার অধীনেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের সংশোধন প্রস্তাবের ফলে কোন ইউনিয়ন একবার ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রার কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইলে তাহা পরবর্তী মালিক কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অবশ্য ইহা বলিয়া রাখা যে, এই সংশোধন ইতিমধ্যে হইলেও কোনক্রমেই সকল ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক স্বীকারে অনিচ্ছা সম্পর্কে শ্রমিকদের অভিযোগ এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সংশোধিত রূপে গঠন করিবার বলিয়া শ্রমিকদের অভিযোগ এই বিষয় প্রশ্নের মীমাংসার বিচারকের সময় হইবে অল্প কঠিন হইবে বটে। সম্প্রতি ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতির যে কোন দেশেই ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আংশিক স্বীকৃতির দাবী পূরণ হইয়াছে সকল সরকার এইরূপ বিচারের সময়ের মীমাংসার জন্য ট্রেড বোর্ড ধরণের পরিষদ গঠিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, এইরূপ বিচারের প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তাহার সরকারও শ্রমিক আদালত স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং আমরা শুনে খুশি হইলাম তালিকাভুক্ত শতাংশ শ্রমিক অঞ্চলের কাছে আসে করিতে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ঐ ইউনিয়নকে মালিক স্বীকার করিয়াছেন না, এই মর্মে কোন ইউনিয়নের নিকট হইতে আবেদন পাইলে শ্রমিক আদালত আবশ্যক তদন্তকার্য করিবেন এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন তাহাদের ঐ ইউনিয়ন সংশোধন আইনের (১৯৬৭) বিধি বলে অনুযায়ী শর্তাদি কিনা তাহা পরীক্ষা করিবেন উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব রায়ে উহার স্বীকৃতির জন্য তাহারা নিজেদের বিবেচনা যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন উপযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে শ্রমিক আদালত উহার স্বীকৃতি বাতিল করিয়া নির্দেশ জারী করিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্বতন্ত্র তফসীলি দল ?

সম্প্রতি সংসদের অনুষ্ঠিত বৃক্ষপ্রাদেশিক অন্ধ সম্মেলন সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাহার তফসীলভুক্ত সম্প্রদায়ের নেতা এবং বর্তমান তাহে সরকারে আইনমন্ত্রি ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে যে মন্তব্যটি উক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমরা গুরুত্ব হইয়াছি তাহা

[illegible] করিয়া [illegible] ও সমাজসেবী [illegible] করিতে পারে, এবং [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

দিগন্ত

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নিয়মানুযায়ী উহার সভ্য পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমেরিকা একটি সভায় বসিতে যোগদা করা হইয়াছে। ভারতের নির্বাচিত পার্লিয়ামেন্টের দ্বৈত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে বিদেশে পার্লিয়ামেন্টের প্রতিনিধিবর্গের এই বিষয়টির উপর জোর দিয়াছিলেন। অবশ্যের নেতৃস্থানীয় ডাক্তারের অভ্যর্থনায় সমবেত এই সভাকে ঘাঁহারা কবিয়া সম্বোধনের এবং বিশ্ব-শান্তিকল্পে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির উদ্যোগ উপলক্ষ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা সবাই বহিয়াছ। দেশের কিছু হইতেছে না। অবশ্যই অভ্যাগতদের বিবরণ জোলুস ছিনিয়া যাইতেছে। না হইলে বৈদেশী কূট বহিবে সংবাদপত্রসেবীরা বিস্ময়ভাবে প্রশ্ন করিতেন, "কিছু আর, কত সময় বহিবে" আমরা ত ইতিমধ্যেই ভারতেরকার্যের বিস্তৃতির প্রতিবিম্বিতে সমাধিত হইয়াছি। আরও সময় হওয়ার মত তথ্যবিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই!"

সেক্রেটারী বলিলেন: "না, ইহাতেও হইবে না। পার্লিয়ামেন্ট বসিয়া ক্ষান্ত না হোক, পার্লিয়ামেন্টে যতটাই মতুন না হোক, ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যা, আরও সংখ্যা চাই এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদেরও আরও সংখ্যা হইবে, কেবলমাত্র "ঠিক বাছা, ঠিক বাছা" করিয়া যাও আমাদের হইবে! ইহাই আসল বলেছো?"

তবিয়া পরায় সংবাদপত্রসেবীদের মনের অবস্থা ভারী খারাপ হইয়া গেছে। তাহারা ভাবিতেছেন, "বাহবে, এক কাঁড়ায় সব পাইলাম না!"

* * * * * *

কিন্তু, ব্যাপারটাকে সহজ, ভাবুকতার মুক্তাকাশে মুক্ত পুরুষোচিত যে যোগসূত্র তাহা ধরিয়া উঠিতে হইবে, সে-সংযোগটা ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ যদি না রাখিয়া যাইবেন, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে সেই কথাটা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিলে ভালো হয়। নির্বাচনে বিশ্বের জাতী গুণী আলোকবাহী মনীষীরা এই সোসাইটির প্রচার দিয়েছেন এবং সমবেতের মধ্যদিয়ে সেই প্রচারাধারাই তরঙ্গ উচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব, যে একদিন অগ্রাহ্যের ঘনাকর্ষিত হইবে না, আজ আর তেমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আমাদের বেতারে প্রতিধ্বনিত পরিবে চুকি করিয়া সংসার বুকের ঐক্যের যে কাঁপন বিশ্বেষের প্রাচীর তুলিতে চায়, তাহাকে বিশ্বাসতর প্রাচীর—যাহা মেঘে মেঘে, আজিকে আশ্রিত, মানুষে মানুষে বিশ্বের হাই করিয়া যাহা উঁচু করিয়া এতদিন দাঁড়াইয়া ছিল—পৃথিবীর চিন্তাধারায় নবীন আলোকের ফলে তাহাই ধূলিসাৎ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, যাহা উঠিয়াছে, সব সীমানার প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলা মনচিত্র হইতে সীমান্তের রেখা মুছিয়া ফেলা পড়িয়া তুলিতে পৃথিবীতে এক বিশ্ব, এক জাতি:—এই বিশ্বচিন্তাধারার তরঙ্গ আজ বোধ করিবে কে?

* * * * * *

সভার শেষে, মুক্তির পক্ষে এক বিশ্বরাষ্ট্রের জন্য যেসব প্রস্তাব আসে, সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা—ট্রুম্যান ডক্টরিনের বদ—সমিতিগুলি মুক্তির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সেক্ষেত্রে আমরা যদি ভারতবর্ষে কথা বলিতে এবং কথাগুলি সোজা কথা—এক বিশ্ব, এক জাতি বিষয়ক বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা হইলে কেবলমাত্র বাস্তবসম্পর্কযুক্তরূপ বন্ধুই হইতেন উঁচুতে আমাদের দাবী থাকা উচিত। ভারতবর্ষকে, যদি "এক বিশ্বের" বাণী সফল করিতে হয়, বিশ্বসভার মধ্যেকার আসন গ্রহণ করিতে যদি সেখানে তাহার নিজের বাণীকে অক্ষুণ্ণ করাইতে হয়, সেখানকে সার্থক করাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্বাগ্রে বিশ্বকে অন্যান্য পরিবারের অধিবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে। সঙ্ঘ হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিবার পরে কেন্দ্রে, আমাদের, জীবনযাপন, দেশপ্রেম কথাটা ঘুরিয়া যাইতে হইবে। "এক বিশ্ব" গড়িয়া বিরাট আকারে যদি একদিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের দেশে ফিরিয়া যাইবার প্রথম প্রয়োজন। এ আমাদের কথা কেবল পরিবারের সঙ্গেই বলা সম্ভব ও সহজ। ভারতবর্ষকে মেরুদণ্ড অর্জন করিতে হইবে আর তাহাতে, বর্তমানে পৃথিবী যেরূপ ছত্র পরিবেশের আসন সংবাদের বিকে যাইবে তাহাতে যদি প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা হইলে যে মানসিক সমরসজ্জার প্রয়োজন, প্রতি মুহূর্তে এখনও আমাদের তাহা রাখা আবশ্যক।

* * * * *

কিন্তু আমি যে "এক বিশ্ব" আন্দোলনের উদ্যোগ করিতেছি, তাহার মূল কতটাকাতে অগ্রসরিয়াই। আমার সংগঠনের বিস্তারাদী প্রস্তুতির তলে নানাদেশ মানুষের মনঃপ্রাণ মেলানীতির মন মাথিয়ে ও ঐক্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। একদিন তাহার এই ঐক্যিক সাধুতাকে সার্থক করিয়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই, বিতীয় মহাযুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপে যে-প্রীতি ও কল্যাণের হাত দিবিদ মানুষের চিত্তবৃত্তিতে উঁচু হইয়াছে, তাহা যে বিফলই একদিন পরমুখের গৌরবের এক হইয়া পৃথিবীতে শান্তি ও মিলনের সেতু হইবে, বিশ্বের শুভবুদ্ধিকার মানুষমাত্রেই আজ এই আশা অন্তরে পোষণ করিতেছেন। অবশ্যসাধারণের প্রচার, মধ্যযুগের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল অন্তরের শুভবুদ্ধিকে চিরদিন বিলাস করিয়া রাখিতে পারিবে না। মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক প্রাচীর, বিদেশ ও বিদ্বেষের দীমায় রেখা অন্তরেতরের প্রাণের কোথায় যে একদিন আসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। আজ বিশ্বাস উঠুক পৃথিবীতে মানুষ মানুষের অধিকারের পথে বাধা ও ঐক্যের অন্তরায় হইবে এবং ঐক্যের বাণী একদিন পৃথিবীতে [illegible] হইবে। ঐক্যের বাণী সকল মানুষের মধ্যে বহন ও সত্য বিশ্ব ইহা যে একদিন বিশ্বাসী সকল মানুষ, আমি সেকথা একেবারে বিশ্বাস করি।

* * * * *

যাই আমিতেছি, আন্তর্জাতিক ঐক্যের সম্বন্ধে যে বিরাট বিশ্বাস লইয়া আমার সমস্ত অন্তরিক পরিচয় আমিকার এই পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমি যুক্ত হইয়াছি। সাধারণের মনের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্রে যত সব অসম্ভাবনী আক্রোশের মূল রহিয়া গেছে, সেই সমস্তই কি বাস্তবিকের ব্যবহারিকে বিশ্বের মধ্যে বিরোধ ও দুর্ভিক্ষ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে? সাম্রাজ্যী কোনদিন প্রবৃত্তির তাকে মানুষ সব যাই সমস্তকে অতিক্রম করিয়া এমন অমোঘ সত্যকে বিশ্বে পারে না। ইহার কাজই মূল ও সত্যকার ব্যাপার সন্দেহ নাই।—কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহকারী যারা বিরুদ্ধাচারণ, যারা আজ তাহার জন্য সকলকে আক্রমণকরে সংগ্রাম করিতে মুখিয়ে হয়ে আছে, মুহূর্তে অন্তরিকে সন্তাকে বড়ের অধিকার বিশ্ব জোর করে নাই কোনদিন তাহাদের বিদ্বেষের সঞ্চিতা অধিকারের বিশ্ব বাঙ্গালী পায় নাই।—তাই আজ যে সেদিন বিশ্বাসের আহ্বান করাই আসিবে সেদিন সকলকে দিয়ে এ বাঙ্গালী মুসলমানের সাহসে সম্মুখ হইবে সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের পুরোভাগে। সেই অধিকারকে কোন করিবে কে?

* * *

এ বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্বের কথা মনে হইলে পরাধীনতা বিদ্বেষের আক্রোশহীনতা পরাধীনতার কথা আমার স্মরণ হয়।—পরাধীনতার এক দীর্ঘ অন্ধকার, যখন রাজার জন্য তাঁর সৃষ্টি হয়ে, পরাধীনতার অন্ধকারের অধিকারের সাথে বিশ্বের আজ বাঙ্গালীও, যখন প্রয়োজনের বন্ধ, অন্যায়ের ও অবিচারের পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশিকে নিঃশেষে দূরে দূরে ফেলিবার জন্য তাহাদের মোড়ে না আসাইয়া সে আবার সাথে সাথে আর এক দিকে পৃথিবী তেড়ে দিয়ে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এক বিরাট ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ সে-সাধনার মন্ত্র প্রাণের বিশ্বের অধিকারের হল সমস্ত পুরোপাড়া সহজ করিয়া আনে।—বড় আয়াসের বিষয়, প্রতিদিন আয়াসের চিত্র।

সৌভাগ্য—বাঙ্গালীর সহজপ্রতিভার, ঈশ্বর বন্ধুতা ও চুক্তিবন্ধনের [illegible] আবাসিক বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি এ-আয়োজন নিষ্ফলা হইবে না।—"এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ঐতিহ্যের অন্তরে যে জাতি গড়া" তাহাকে অতিক্রম করিবে কে?—পরিচয় [illegible] আমি বলিতে পারি, ইহা অন্যায়িক, প্রকৃতই ইহা অন্যায়িক।—তাই পুনরাবৃত্তিমোহ কথা বলি,—কোন প্রকার বিদ্বেষের কাঁকড়িই আমার নয় [illegible]।—"এক বিশ্ব, এক জাতির কথা আমি করি।—এক অবিচ্ছিন্ন, বিরাট, প্রাণবান, সৌন্দর্যপ্রাণ জাতির অন্তরের পরিচয় আমার যে "এক বিশ্বের" মন্ত্র

সংবাদলিপি

ই রপ্তানী বাণিজ্যে রেকর্ড—যন্ত্রপাতি, ত দ্রব্য, পশম, রেয়ন ও কয়লার রপ্তানীর রে আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি—ট্রাক্টরের ন বৃদ্ধি।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ন ২১এ এপ্রিল—গত মার্চ মাসে ব্রটেনের ত রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৪০ মিলিয়ন (১৪৩.০ কোটি টাকা) হওয়ায় গত তিন মাসে ত পরিমাণে ৫৯ নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে। সালের প্রথম তিন মাসের সহিত তুলনা করিলে যে, আলোচ্য তিন মাসে উহার পরিমাণ ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেকর্ড পরিমাণে রেকর্ড সৃষ্টি হইলেও আমদানীর তুলনায় অনেক বেশী। উহার পরিমাণ ১৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ড (১৮০.৩ কোটি টাকা), তাহা হইতে ৭ মিলিয়ন পাউণ্ডের মাল পুনরায় রপ্তানী হওয়ায় ফলে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য পাউণ্ড (৩৯ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। গত মেসেটের মাস হইতে দেখা যায় এত বেশী আর কোন মাসে হয় নাই। মূল্য রপ্তানী পরিমাণ বৃদ্ধি আশাপ্রদ কারণ, বর্তমান ব্রটেনের উৎপাদন পরিমাণে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবার কথা আছে, তত তিন ভাগ উহার অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানীতে

এই প্রসঙ্গে বলা যন্ত্রপাতি পূর্বেকার মতই মূল্য অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রপ্তানীর অন্যান্য বৎসরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উহার ভাগ পাইয়াছে যানবাহন রপ্তানী। এইদিক দিয়া তুলনায় রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণে বিশেষ বৃদ্ধি হয়। গত তিন মাসে যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে, তাহা ১৯৩০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত যে কোন ত্রৈমাসিক রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। কাপড়ের রপ্তানীও ১৯৩৭ সাল হইতে এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশম রপ্তানীও প্রায় ১৯৩৪ সালের সমান দাঁড়াইয়াছে। সূতা ও বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণও ১৯৩৭ সালের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধপূর্ব বৎসরে পশম রপ্তানীর ১৯৩৪ সালে ও রেয়নের সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ ১৯৩৭ সালে সবচেয়ে বেশী ছিল।

বিভাগ হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ব্রটেনের ত রপ্তানী বাণিজ্যের ফলে ইউরোপীয় দেশ-বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে। ইউরোপীয় তিন ভাগ সাম্রাজ্যভুক্ত ব্রটেনের ১৯৩৮ সালের তুলনায় গত এপ্রিল মাসের তিনটেই ব্রটেনের ৭৫ ভাগের নূন রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে সাত বৎসর করিয়া যে পরিমাণ রপ্তানী করা হইয়াছিল বর্তমান বৎসরে গত তিন মাসেই প্রায় সেই পরিমাণ রপ্তানী করা হইয়াছে। পারিস সম্মেলনের সর্ত অনুসারে ব্রটেন ট্রাক্টর উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৩৮ ট্রাক্টর রপ্তানীর পরিবর্তে অধুনা সাতাত্তরটি দেশগুলিতে রপ্তানী করা হইতেছে।

ওয়াশিংটন

যুদ্ধাস্ত্রসজ্জার বিপজ্জনক অবস্থা—ব্রটেন ও ফ্রান্সের অধিকতর ডলার সাহায্যের দাবী—শ্রমিক বিরোধের ফলে লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস—টায়ার প্রস্তুতের জন্য নূতন ধরণের রবার।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৪এ এপ্রিল—আমেরিকাতে যুদ্ধাস্ত্রসজ্জার বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। উহা দমন করিবার জন্য কি নীতি অবলম্বন করা হইবে তাহা আলোচনার জন্য জনসাধারণ, ব্যবসায়ীগণ ও জন-প্রতিনিধিমোকাবিলা সকলেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার অবসান, যেমোরাইট ফাউন্ড, ট্রেজারী ও ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মধ্যে অনবরোধিতা এবং এমন কি বোর্ডের সভ্যদের মধ্যেও মতানৈক্য লক্ষ্য করিয়া সকলেই হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। সভ্যদের আসন নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাট ও রিপাব্লিকান দল উভয়পক্ষই কাহারা অধিক লাভ করিতে পারিবে তাহা লইয়াই ব্যস্ত।

বর্তমান শিল্প-প্রসার তুলিয়া দিবার ফলেই দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ লোকই উহা পুনঃ প্রবর্তনের বিরোধী। তিনজন পরামর্শদাতা লইয়া গঠিত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ইকনমিক কাউন্সিল যুদ্ধাস্ত্রসজ্জা হ্রাস করিবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব যে বলিষ্ঠ কর্মপন্থা স্থির করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা অনুমোদন করেন নাই। যাহাতে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে অধিকতর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, উহা তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিঃ ব্যার্ন্স কেন ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সভ্য হিসাবে ডিসাপ্রোপ্রিয়েশন ও রিকনভার্শন বাহির হইয়া গেলেন। বোর্ডের একটারী মিঃ মার্টিনার্ড বলিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ের জন্য ট্রেজারী এখনও কোন ব্যবস্থা স্থির করে নাই এবং তাহারা বোর্ডের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে। এদিকে বাজের ক্রমবর্ধমান গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা বোর্ডের হাতে থাকা সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। তবে যে ধরণের গতি সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে তাহার কিছুই আভাষ পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই মনে হয়, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা না হইলে এ বৎসর আর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বলিত মুদ্রাস্ফীতি রুদ্ধ করিবার কার্যকরী আইনে পরিণত করা হইবে না।

ইউরোপে সাহায্য পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যে ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সৃষ্টি করা হইয়াছে, মিঃ পল হফম্যান তাহার কার্যভার গ্রহণ করিবার পর উহার সাহায্য ভাণ্ডার হইতে প্রথম বৎসর কোন্ কোন্ দেশকে কত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহার একটা সরীক্ষামূলক হিসাব বিবেচনার নিমিত্ত সভ্যদের নিকটে দাখিল করিয়াছেন। হিসাবে দেখা যায়, ফ্রান্স ১৩৩, ইটালী ১০৪, বেলজিয়াম ৬০০, জার্মানীর বৃটিশ ও আমেরিকা অধিকৃত অঞ্চল ৪৩১, জার্মানীর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ২৬, গ্রীস ১৫, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ ১৯৬, অষ্ট্রিয়া ১৮৯, ডেনমার্ক ১৩১, আয়ার ১১১, টার্কি ১০৩, নরওয়ে ৯৩, পর্তুগাল ২৮, আইসল্যাণ্ড ১১ ও ট্রুষ্টী ১৮ ডলারের কাছাকাছি সাহায্য পাইবে। কিন্তু ডলারের ঐতিহাসিক ব্যবধান সমস্ত দেশ পূরণ হইতে পারে নাই। বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা সাহায্যের পরিমাণ এত অল্প পড়িয়াছে যে নরওয়ে পূরণ আসন্ন হইয়াছে। ব্রটেন ও ফ্রান্সের আগে বেশী বেশী পরিমাণে ডলার যাহাতে আরও বেশী আয়ার করিতে পারে সেই চেষ্টা করিবার পরিকল্পনা করা হইতেছে।

"ফেডারেল ইউনাইটেড ষ্টেট্স্"-এর বাণিজ্য অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমেরিকার কৃষি, শিল্প ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে কতকগুলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া অন্যান্য দেশের সহিত ইহার যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছিল এবং যাহার মেয়াদ আগামী ১২ই জুন তারিখে শেষ হইবে, এই সমিতি সেই চুক্তিই আবার নূতন করিয়া সম্পাদন করিবার পক্ষপাতী। আমেরিকার বাজে জন্তু মালের পরিমাণ বাজারে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য ষ্টা, সি, এ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিতে সঞ্চিত আমেরিকান মুদ্রার দ্বারা আমদানীর পরিমাণ প্রচুর বাড়ান উচিত বলিয়া এই সমিতি মনে করেন। বিশেষজ্ঞের আমেরিকান বাণিজ্য সংরক্ষণ যে আমেরিকার আমদানী বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে তাহা এই সমিতি স্বীকার করেন। ১৯৩০ সালের শুল্ক আইন সংশোধন, আমেরিকান অসমকারিগণ বিশেষে বর্তমানে কিরূপ যে পরিমাণ মূল্যের মাল

সঙ্কলন

সরকারী নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগার

যে প্রতিষ্ঠানে সরকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের [illegible] সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম হইয়াছে ভূমি ও খনিজদ্রব্য ভোগোলিক ইন্টিটিউট ভূমি সম্পর্কে [illegible] জন্য ইহার প্রয়োজন এবং পরামর্শদিবার [illegible] ইহাদের প্রয়োজনেও এই বিজ্ঞানের [illegible] ভারতীয় ভূমি অনুসন্ধান কাউন্সিল কর্তৃক সরকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এই শাখাটি [illegible] ভূমির খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত সরকারের আদেশক্রমে [illegible] ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। [illegible] ভারতীয় ভূমি অনুসন্ধান কাউন্সিল কর্তৃক সরকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এই শাখাটি [illegible] ভূমির খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত সরকারের আদেশক্রমে [illegible] ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। [illegible] ভারতীয় ভূমি অনুসন্ধান কাউন্সিল কর্তৃক সরকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এই শাখাটি [illegible] ভূমির খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত সরকারের আদেশক্রমে [illegible] ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

চাঁদপুরের উন্নয়ন

[illegible] চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত ভারতীয় [illegible] কমিটির [illegible] অন্যান্য অনুসন্ধানকারীদের সহযোগিতায় [illegible] যে

চাঁদপুরকে আদর্শ ও স্বাস্থ্যের সমস্যা [illegible] করিয়া তুলিবার [illegible] কে. সহ সম্প্রতি [illegible] সহর সুষ্ঠু প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চালান [illegible] চাঁদপুরের স্বাস্থ্য-অধিকারের সাহায্যে [illegible] জন্য বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধান চালানো [illegible] এখানে সহর করিয়াছে।

[illegible] দেখিয়াছে যে, বিগত ১৮ বৎসরে এই অঞ্চলে [illegible] ৪০০০-এর বেশী নমুনা পরীক্ষা করা [illegible]

ইরাকে ইঞ্জিনিয়ার্স কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা

[illegible] পশ্চিম বঙ্গের অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সাংবাদিকদের বলেন যে, সরকারী একটি [illegible] কর্পোরেশন আইন, তার ব্যবস্থা অবলম্বন [illegible] করিতেছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই ১৯৯ জন বাঙালি [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল [illegible] ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এন, সি, যোগের হাতে [illegible] ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ার্স [illegible] কোম্পানির পরিচালনাব্যবস্থা কোন ব্যক্তিবিশেষের [illegible] নহে। তাহা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় সরকারের

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বিমানপথের স্মৃতিরক্ষার্থ নূতন ডাকটিকিট

[illegible] ও সপ্তাহে বিশ্বের আকাশ যুদ্ধ [illegible] প্রথম সপ্তাহ হইতে যে ডাকবিভাগীয় বিমানপথ খোলা হইবে তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ ভারত সরকার বিশেষ ধরণের বিমান ডাকটিকিট বাজারে ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই টিকিটগুলি বাণিজ্যিক বিমানের সাধারণ "অফিসিয়াল ডাক" টিকিটের প্রায় একই রং ও আকারের হইবে। ইহাদের প্রত্যেকটির মূল্য হইবে ১৮ আনা। এই সকল ডাক টিকিটে "এয়ার-ইন্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল লিমিটেড" যে জলযোগের বিমান ব্যবহার করিবেন, তাহারই ছবি থাকিবে। বিমানপথ খোলার দিন বিশ্ব পূর্ব হইতে প্রথম বিমান ছাড়ার দিন পর্যন্ত এই টিকিট বিক্রয় হইবে।

পাকিস্তানের ৩ লক্ষ হরিজন

ভারত সরকার পাকিস্তানের হরিজনের অবস্থান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। এই সকল হরিজন এখনও পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে পড়িয়া রহিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রায় ছয়লক্ষ হরিজন পাকিস্তানে সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছেন। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই তাঁহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৫ হাজার নির্বাচন পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা দশটি কলোনিতে বিভক্ত পাঁচ হাজার গৃহ নির্মিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব হরিজন আশ্রয়প্রার্থী পরিবার ভূমিহীনী তাঁহাদের ১৫ একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে। [illegible] ভারতের বিভিন্ন দিক এবং [illegible] সরকারের এই অর্থ আদায় [illegible] হরিজন কারিগর ও শ্রমিকদের [illegible] পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় [illegible] করিবার চেষ্টা করিবেন।

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর সাফল্য

[illegible] ইং মেসার্সের কোম্পানীকে ভারত কোম্পানীসমূহের ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কিংবদন্তি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের সরকারের গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে ঐ কোম্পানী ভারত ও ইউরোপের মধ্যে নিয়মিতভাবে জাহাজ চলাচলিবার এবং ভারতের পাকিস্তান, বার্মা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের কতকগুলিতে জাহাজ ভিড়িবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। কোম্পানী নিজের ৮টি আধুনিক জাহাজ ইহার চালাইতে থাকে করিয়াছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যাত্রাণ প্রচেষ্টা

ত্রিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ত্রিপুরার বেসরকার প্রয়োজিত নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চুক্তির সর্ত অনুসারে ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা দিবেন। রাজ্যের রাস্তা, বেল, ডিজেল প্রভৃতি পাইতেছেন লইবার জন্য ভারত সরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ত্রিপুরা রাজ্যের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় ভারত সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগ ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সংরক্ষণ বিভাগ কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের সঙ্গে কাজ চালাইয়া যাইবেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সমবায় ঋণদান সমিতি

আসাম সরকার ৩৮,৪৫,৫৭৬ টাকা ব্যয়ে গ্রামের ঋণদান পরিষদ পুনর্গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আসামের সমবায় শিল্প ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীবিমলপ্রসাদ চালিহা উক্ত পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, এই প্রদেশের সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন করা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন যে, গ্রামে উৎপাদন বিষয়ে ঋণদান করার কাজ গ্রাম ঋণদান সমিতি ও কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের হাতেই ন্যস্ত করা হইবে। গ্রাম ঋণদান সমিতি গঠনবিষয়ে বেসরকারী কর্মচারীদের সাহায্য প্রদান করিবে। সমবায় ব্যাঙ্ক ঋণদান সমিতিসমূহকে অর্থ সাহায্য করিবে। এই প্রদেশে পঞ্চাশটি কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত চালিহা

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

শ্রীরথ প্রামাণিক

ভারতের খাদ্য সমস্যা যে কিরূপ ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা বর্তমান বেসরকারি আমদানির পরিমাণ হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ভারত বর্ষের অন্ন সমস্যা চিরকালই আছে, পরিমাণে কম এবং বেশীর তফাৎ বিস্তর কিন্তু মূলের দিক দিয়া আমাদের আহার্য জীবনে এই জিনিষটি চিরকালই চরম সমস্যা পরিলক্ষিত হইতেছে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, খাদ্য সমস্যা আজ আর শুধু ভারতে নহে,—সারা পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভের পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। যুদ্ধপূর্ব ইউরোপে (রাশিয়া ছিন্ন) খাদ্যশস্যের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ টন। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে যাহা কিছু বৈদেশিক ১৯৪৯ আমদানিকারক দেশ সরবরাহের জন্য ৮৫ হইতে ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। পূর্বেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে এত বেশী খাদ্যশস্যের জন্য পররাষ্ট্রাপেক্ষী, কিন্তু অন্যান্য এমন কয়েকটি দেশ রহিয়াছে যাহারা বরং কোন কোন দেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। নিম্নের তালিকা হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। গত বছরের যুদ্ধ সকল দেশ তাহাদের স্বাভাবিক পূরণের জন্য আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদের নিকট যাচ্ঞাকারী হইয়াছিল।

দেশসমূহের নাম	আর্থিক খাদ্যশস্যের পরিমাণ টন	যাচ্ঞার জন্য সুপারিশ টন
গ্রেটবৃটেন	৫,৫১৯,০০০	৫,০৯৯,০০০
মাল্টা	১০০,০০০	১০০,০০০
গ্রীসভূমি	৪,৪০০,০০০	২,৫০০,০০০
সিরিয়া	১,০১১,০০০	৪৫০,০০০
বেলজী অধিকৃত		
উত্তর আফ্রিকা	৫৪০,০০০	১৯১,০০০
বেলজিয়াম	১,০৮১,০০০	৮০৪,০০০
লুক্সেমবার্গ	১,১৮৭,০০০	৭৮৫,০০০
হল্যাণ্ড	৩৬৩,০০০	৩৬৩,০০০
ডেনমার্ক	৪১,০০০	শূন্য
নিউজিল্যাণ্ড	৩৫৯,০০০	৩২১,০০০
নরওয়ে	১৩০,০০০	৭৫,০০০
সুইডেন	১৫০,০০০	৭৫,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	৭৭৩,০০০	৩৮৬,০০০
ইটালী	১,৭৩১,০০০	১,৩৪৯,০০০
চীন	৪৩০,০০০	৪১০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র-আফ্রিকা-কানাডা অধিকৃত আর্জেন্টাইনা	৩,১০৮,০০০	২,৩৪১,০০০

(Keesing's Contemporary Archives)

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বিভিন্ন অংশে নানা বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিয়াছে। সরবরাহের বর্তমান পরিমাণ ৫৫ লক্ষ টন ধরিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের প্রয়োজনের জন্য অধিক পরিমাণ দাবি করিয়াছেন।

পৃথিবীর সোনালীকারী দেশসমূহ ভারতবর্ষের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া যাহাতে অপেক্ষা চড়া দাম আদায় করিতেছে, এমন কি অন্যান্য আমদানীকারী দেশসমূহের যে হারে বিক্রয় করিতেছে ভারতবর্ষের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করিতেছে। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে ভারতের প্রতিমণ চাউলের মূল্য ১০ টাকা, তুলা বাবদ ১৬ টাকা ও ১৯৪১ সালের প্রথমে ১৮ টাকা পর্যন্ত অগ্রসর করিয়াছে এবং ১৯৪৮ সালে ২১ টাকা আদায় করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের যে হার প্রকাশ হইয়াছে প্রতি মাসে ১৩০,০০০ টন চাউল আমদানী হইতেছে। ব্রেজিল এবং মিশর প্রতিমণ গমের মূল্য যথাক্রমে ১৯৯ ও ১৯৫ আদায় করিতেছে। বর্তমান সংকটের আরম্ভকালে এবং ভেজালকারী মহলের চক্রান্তেই প্রতিমণ গমের জন্য ১১ টাকা আদায় করিয়াছে। অবশ্যম্ভাবি চুক্তির বলে তাহা অবশ্য হইবে আর্জেন্টিনা হইতে আমদানীকৃত গমের জন্য প্রতিমণ ১১৫ এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীকৃত গমের জন্য প্রতিমণ ১২৫ হিসাবে দিতে হইবে। ১৯৪৪ সালে যে গমের আমদানী মূল্য ছিল ৭ টাকা, ১৯৪৭ সালে তাহার মূল্য দাঁড়ায় ১৫ টাকা। ১৯৪৭ সালে মোট আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা। আন্তর্জাতীয় খাদ্যশস্যের মূল্য এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সমতা রক্ষাকল্পে ভারতবর্ষকে প্রায় বাৎসরিক ২৫ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

গত ৩০ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের চাষীজমি প্রায় একই পরিমাণ উৎপন্ন হইতেছে, অথচ লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধিত হইতেছে। মিঃ কে. ভোরা তাঁহার Pressure of Population and Economic Efficiency in India নামক পুস্তকে লোক বৃদ্ধিকে প্রাকৃত খাদ্যাভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গত পঞ্চাশ বৎসরের লোক বৃদ্ধির নিম্নলিখিতরূপ একটি তুলনামূলক তালিকা দিয়াছেন :—

বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি লক্ষ)	বৃদ্ধি (শতকরা)
১৮৯১	২৭১.৩	+ ১.৩
১৯০১	২৮০.২	+ ৩.৭
১৯১১	৩০৩.০	+ ৭.৯
১৯২১	৩০৫.১	+ ১.০
১৯৩১	৩৩৪.২	+ ১০.৬

কিন্তু লোক বৃদ্ধির কারণই যে আমাদের খাদ্যাভাবের একমাত্র কারণ একথা জোরগলায় বলা যায় না। কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের খাদ্য আমাদের তুলনায় অনেক নিম্নে। India Speaking নামক পুস্তকে মিঃ জন সীর Frozen Man-power of India নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশের লোক সংখ্যার তিনের সহিত লিখিয়াছেন "...If we compare the increase of population in India between 1870 and 1930 (as the figures of 1941 for Europe and America are not available at present) with the increase in some of the more important countries of the world for the same period, we find that the much advertised increase of population, to use the words of Jawaharlal Nehru, is at a much lower rate than in most western countries. During this period i.e., 1870–1930 while the population of India increased by 30.6 p.c., that of Europe (excluding Russia) increased by 64 p.c. Germany 60 p.c. Italy 60 p.c. England and Wales 77 p.c. Russia 115 p.c. U.S.A. 125 p.c. Japan 173 p.c." অর্থাৎ ... ১৮৭০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের (যেহেতু ইউরোপ এবং আমেরিকার ১৯৪১ সালের তালিকা পাওয়া যায় নাই) লোক বৃদ্ধির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অন্যদেশের তুলনায় ভারতের হার অনেক নিম্নে।

দেশের নাম	শতকরা বৃদ্ধি
আমেরিকা	১২৫.০
রাশিয়া	১১৫.০
জাপান	১১৩.০
ইংলণ্ড এবং ওয়েলস	৭৭.০
ইউরোপ (রাশিয়া ছিন্ন)	৬৪.০
জার্মানী	৬০.০
ইটালী	৬০.০
ভারতবর্ষ	৩০.৬

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আরও কতকগুলি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কারণ এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তুলিক বেশ করিয়াই লিখিত হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যাহার প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের ঘাটতি বাকির খাতে আমদানী করিয়া পূরণ করিতে হয়। ভারতবর্ষকে অবশ্য বাকির খাতে আমদানীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা সম্ভব নহে

...(There are many other countries the world producing far less of food- than their population needs, but they e up their deficit in local production mports of food material from abroad. in people are too poor to be able al- to rely upon foreign imports of in- mable supplies. Their prime neces- of life must be found within the try).

...ষ্ঠ বস্তু কমিশনের Final Report এর মত প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ...অনাবৃষ্টির জন্যই ঘটে নাই, ইহার জন্য প্রকৃতি ...দায়ী। (Famine in Bengal was famine due to the obvious causes of ht but was a calamity resulting from plicated series of events for which natural causes and human error were sible).

...dy Haring ...India in Outline ...পুস্তকে লিখিয়াছেন—"After forty 1943 saw the re-appearance of in Bengal and some other parts of This has been described as a man- famine. It was due to a variety of connected with the war and not to idespread failure of the crops.... ...ops grown in India....supply the with food, and more than 90 p.c. a's exports are of agricultural origin. in respect of rice (of which over ion tons used to be imported annu- om Burma) India provides almost own food supply....."

war has created new problems. mine was due less to any shortage food supplies (inspite of the rice y imported from Burma) than to of the administration at an early adopt a comprehensive policy of trol, and thus to check inflation. profiteering which followed in its

...সময়ে পরে বাংলা ও ভারতের আরও স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইহা পঞ্চাশতির ভিন্ন হয় নাই। ইহাকে অনেকেই পঞ্চাশী বলিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে অনেক উৎপন্ন ...ই (কেবলমাত্র ১৪ লক্ষ টন চাউল ভিন্ন) ...খাদ্য আমদানি হইত।

...হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ...দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায়। ...ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং আমাদের ...নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ...অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেন। ...দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতে দুর্ভাগ্যক্রমে এই ...কোনটিই করা হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশনের ...মূল্যবান রিপোর্টের জন্য প্রত্যেকটি ভারতের ...নাগরিক ৯০ টাকা মূল্য দিয়াছেন।

...ঘরে ঘরে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ...লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির এবং ...অবিশ্বাসের জন্য সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় কমিশনারের ...লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদনের উপযুক্ত ...করিতে পারে নাই। অধিকন্তু কয়েকটি দেশীয়রাজ্য ...এবং প্রদেশ, যেমন বোম্বাই এবং পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি ...অন্যান্য ভারতীয় কমিশনারের কাছে পড়াই ভারতীয় ...কমিশনারের কাছ হইতে সাহায্য আদায় করিয়া ...নিতেছে।

...পুলিশের হাতে ইউরোপের যুদ্ধে ...অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনের কথাগুলি ...লিখিয়াছে এবং ...বলিয়া পৃথিবীবাসীর ...হইয়া গিয়াছে। ...হইতে সরকারের পক্ষ হইতে ...উপায় : ...ভারতে মার্কিনমুলুক জীবন ...ভারতের ...

...ভারতীয় ...বাজারের আরও কতকগুলি ...আমদানি হয় আসবাব-পত্র, খেলা আসবাবের ...জিনিস ইলেক্ট্রিকের যন্ত্র, মদ্য শিল্প আর, কৃষির ...যান্ত্রিক ...।

...১৯৪০ সাল ...৮০ কোটি লোক পৃথিবীর ...বাসোপযোগী ...কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষির উপর ...করিত। পৃথিবীর ...লোকের কত লোক কৃষি-...কার্য্যে নিযুক্ত ...তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শতকরা জনসংখ্যার হার

	ভারতবর্ষ (১৯৩১)	ইংলণ্ড ও ওয়েলস (১৯৩১)	জাপান (১৯৩০)
১। কৃষি	৬৭.১	৫.৭	৫০.৪০
২। খনি ও শিল্প	১০.২	৪৪.৩	১১.৫০
৩। ব্যবসায়, ব্যবসায়ের যানাদি	২২.৭	৪৯.০	৩০.৪০

কৃষি অপেক্ষা শিল্প এবং ব্যবসায়ের আয় অনেকটা ...এবং কৃষি প্রধান দেশ অপেক্ষা শিল্পপ্রধান ...আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। শিল্প-...কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ...অন্ন ও ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে সক্ষম। ...দেশের লোকসংখ্যা তালিকা হইতে ইহার ...প্রমাণ করা যায়।

প্রতি বর্গ মাইলের লোকসংখ্যা (১৯৩০)

১। বেলজিয়াম	৬৩৯
২। জার্মানী	৩৩৭
৩। ফ্রান্স	৪৯২ (১৯৩১ সাল)
৪। ইটালী	৩৮১ (১৯৩১ সাল)
৫। জাপান	৪৪০
৬। ভারতবর্ষ	২৮৮

বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়

আমেরিকা	১,৪০৩ টাকা
কানাডা	১,০৩৮ "
অষ্ট্রেলিয়া	৯৮০ "
ফ্রান্স	৬১১ "
জার্মানী	৬০৩ "
জাপান	১৮১ "
ভারতবর্ষ	৩৫ "

কৃষিকার্য্যে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তালিকা

১। কানাডা	২০ টাকা
২। আমেরিকা	৮ টাকা
৩। ইংলণ্ড	২ টাকা
৪। ভারতবর্ষ	১ আনা

কৃষি খাতে বিভিন্ন দেশের বাজেটে শতকরা ব্যয় বরাদ্দ

আমেরিকা	৫.৩ অংশ
কানাডা	১.৪ "
ভারতবর্ষ	০.৭৫ "

...অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কৃষিউৎপাদিকা শক্তি অনেক কম। বিভিন্ন দেশের প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। নিম্নে একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল—

প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ (পাউণ্ড)

	যব	ভুট্টা	গুড়
মিশর	১৯১৮	২২৩৬	১৮৩১
জার্মানী	২০১৭	.....	২৮৭৮
ইটালী	১৬৮০	৪৭৬৮	২০৭১
জাপান	১৭১৫	৩৪৪৪	১৩৯২
আমেরিকা	৮১২	১১৮৫	১৪৭১
ভারত	.....	.....	.....
চীন	১৮৯	১৪৩৫	১১৮৪
ভারতবর্ষ	৭৯০	১২৪০	৮০৩

	তুলা	তামাক
মিশর	৩৩৫	.....
জার্মানী		১১৪৭
ইটালী	১৭০	১১৬১
জাপান	১৯৮	১৬৪৫
আমেরিকা	২৫৩	৮৮১
ভারত	.....	.....
চীন	১৯৫	১১৮৩
ভারতবর্ষ	৮৪	৯৮৭

বাজারের কথা

হাওড়ার বোনাস শেয়ার

[illegible], [illegible]

বিগত সপ্তাহের ইস্পাত আলোচনা সপ্তাহে বাজারে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাজেট পরিষদ অন্যান্য অন্য ছিল বলিয়াই যে এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে তাহা মনে হয় না। দরের বিশেষ বিভিন্নতা ছিল বলিয়াই বাজার অধিকতর বাঁচা করিবার অভিপ্রায়ে জনসাধারণ খুচরাদের নূতন কিনিতে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বঙ্গীয়ের বাজার যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, এখন পরীক্ষা অবসানের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং দরের অস্বাভাবিক পরিলক্ষিত হইবে।

কাগজের উপর মূল্যনিয়ন্ত্রণের হাত থাকিবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বাজারের মধ্যে উত্তেজনা হইতে বলিয়াই আশা করিতেছি। বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভোগ্যপণ্যের অসাধারণ বৃদ্ধিতে অন্যান্য শিল্পের মূল্যের তেমে উন্নতি কাগজ শিল্পের সাধ্য হইতেছে, বিলম্বিতভাবে তেমন এই অধিকতর লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত ছিল। অবশেষে জনসাধারণের নিকট ন্যায্যমূল্যে কাগজ বিক্রয় করিবার কাগজের কলগুলি কিছু বেশী লাভ করিতে পারিবে। এই কারণেই মনে হইতেছে যে, এই বিভাগে শেয়ারের চাহিদা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে এবং বাজারও উন্নতি হইবে।

কিছুদিন পূর্বে সরকারী তদন্তের সময়ে উন্নতি দেখে অন্যান্য সমস্ত বিভাগেরই উন্নতির পথে টানিয়া লইয়াছিল, বস্ত্রশিল্পের উন্নতির বাজারের অন্যান্য বিভাগকে অনুরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিবে, আশা করি। বঙ্গীয়ের এই বিভাগ সম্পর্কে বহির্বিনিয়োগকারীরা বিশেষ উৎসাহ দেখাইলেও বিক্রেতারাও যে একান্ত অসহায় ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনে হইতেছে, অধীকারালাভ লোকদানের আশঙ্কাতেই নূতন কেনা আরম্ভ চালাইতে ভরসা পাইতেছেন না।

• • •

ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়যোগিতা বাজারের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত দুই বৎসরে শেয়ারের দরের যে দ্রুতহারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে লগ্নীকারকরা এবং বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীদের লগ্নীকারকরা আজ বাজার অবস্থাটার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। দুর্বল যৌথপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার বাঁধিয়া রাখার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলি যদি কিছুটা উদারনীতি অবলম্বন করিত, তবে বাজারের উন্নতি অনেকটা স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হইতে পারিত। কাগজের অন্যান্য শেয়ারের আশাতীত উন্নতি হইলেও লগ্নীকারকরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন ও নূতন শেয়ার কেনা-বেচা করিতে সক্ষম হইতেন। ইহাতে বাজারে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সংস্থান হইত এবং চাহিদার সমন্বয় দরেরও উন্নতি হইতে পারিত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাদিতে এই দুশ্চিন্তে দূরীভূত হইতে চলিয়াছে বলা যাইতে পারে। সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাদিতে এই অসুবিধা দূরীকরণ করিয়া দিয়াছে যে এই ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে তাহাদের সরকারী দেনা আদায় করিতে পারে।

• • • •

জাতীয় ফেডারেশনের পরিচালনাধীনস্থ চটকল কোম্পানীগুলি অপরিবর্তিত ভাবে সপ্তাহে এবং শেয়ার খেলার ঘোষণা করায় চটকল বিভাগে দরের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে বর্তমান প্রতি দুইখানি পুরাতন শেয়ারের পরিবর্তে তিনখানি করিয়া নূতন শেয়ার দেওয়া হইবে এবং বিলায়েতের প্রতিখানি পুরাতন শেয়ারের জন্য দুইখানি, ভাদাবাটীর ৫ খানি পুরাতন শেয়ারের জন্য ৪ খানি এবং টিকেবাড়ার ৫খানি পুরাতন শেয়ারের জন্য ৩খানি করিয়া নূতন শেয়ার দেওয়া হইবে। ইহার পর হইতে সমস্ত নূতন ও পুরাতন সকল শেয়ারের লভ্যাংশ সমভাবে বণ্টিত হইবে। গত ৩১এ মার্চ (১৯৬০) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য হাওড়া ও বিলায়েতের অংশ-প্রতি যথাক্রমে ১৪০ ও ১৫০ লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাবেও অনুরূপ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

সম্প্রতি প্রকাশিত চটকলগুলির নির্বাচিত-কৃতিত্ব বেশ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। বাণিজ্যিকের অভাবে উঁচা পাটের আবহাওয়া যে ভাব ধরে পাইয়াছে তাহাতে অল্প পরিমাণ হইবার কারণ আছে। প্রকাশ, ৩১এ মার্চ অবধি কলিকাতায় ৫৬ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানী হইয়াছে। এপ্রিল হইতে জুন পর্যন্ত আরও ১৪ লক্ষ গাঁইট আমদানী হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে প্রায় ১৭ লক্ষ গাঁইট উঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় তবে চটকলগুলির অনুকূল অবস্থা অধিকদিন টিকিতে পারে।

• • • •

সরকারী তদন্তের বাজারে পুনরায় বিক্রিবৃদ্ধি ও দর পরিলক্ষিত হইতেছে। বিক্রয় বাড়ে যে বাজারে সম্প্রতি কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না তাহা নয়, কিন্তু বাজারের উপর তাহার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আমদানী তুলাই মাসেই ১৫৪ লক্ষ গাঁইট ১৯৬০-৬১ সালের তুল পরিমাণের তুলিতে সরকারকে ৮৭ কোটি টাকা দিতে হইবে। এই টাকাটা বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইলে অনেকে বিক্রয় নামকে পরিবর্তনাপূর্বক বাজারে ছড়াইয়া করিতে হইবে। আমদানী মনে আসামের অর্থসচিব মিঃ চেটনের বিলাত হইতে প্রত্যা ষ্টার্লিং-এর ব্যাপারে কথাবার্তা চালাইবার জন্য বিলাত যাইতেছেন। তাহার পূর্বেই টাকার বাজার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা ও তদনীয় কার্যাবলির বিষয়ে বাজারকে জানাইতে হইবে। তাই আশা করিতেছি যে, এই বিভাগেও শীঘ্রই আবার দরের কিছুটা উন্নতি দেখিতে পাইব।

• • • •

উৎপাদনবৃদ্ধিসম্পর্কে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর করিবার উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্বে যে ত্রিপক্ষ চুক্তি করা হইয়াছিল তাহা উদ্দেশ্য এই চুক্তিকে বলিয়া লইয়া কুটির হইতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমবিভাগ এক অনুমান করিয়া দিয়াছে যে এই চুক্তি কার্যকরী না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শ্রমিক অসন্তোষ এখনও বিদূরিত হয় নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পথে এই অসন্তোষই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

• • •

দেশের ব্যবসার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উন্নতির আশ্বাস পরিবর্তে বিদেশ ভাষা বিনিময়ের আশঙ্কা আছে। কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ আমেরিকা বিভাগের এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে চিঠি বিভাগের এসম্পর্কে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বাজারে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। বাজারের উদ্বিগ্নতা দূর করা বিশেষ দরকার। আমরা এইমাত্র জানিতে পারিলাম কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ডাকযোগে একজন প্রতিনিধিকে দিল্লী পাঠাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

• • •

বাজারে ইক এক্সচেঞ্জগুলির দূরার আজ পরিবর্তে বা দিয়া দুই সপ্তাহ পরিচালিত করিয়া উদ্দেশ্যে উন্নতি সম্বন্ধে যেই আশার নূতন আইন সকল করিবার বলিয়া যে স্থিরীকৃত হিসাবিলেন সেপ্রিন্ট এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। অর্থমন্ত্রীদের এই বিবৃতির পরেই কেন্দ্রীয় বাজার বিভাগে অতিরিক্ত উৎসাহ দিয়া মোম কলিকাতা আসিয়া অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবের অনুসন্ধান এখনও অবিদিত রহিয়াছে। বাজারে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বন্ধকগুলির দর কিছু উন্নতি হইয়াছে। কাগজের পরিমাণ অল্পতর বিভাগের তুলনায় মোটামুটি ভালই হইয়াছে ৩, সুদের ১৯৮০ সনের ইইতে ১৯৮০ পর্যন্ত উন্নীত ৩, সুদের ১৯৫১-৫৪ ১০৭৮ (১০৭৮০), ৩, সুদে ১৯৮০-৮১ ১৯৮০ (১৯৮০) ও ৩, সুদের ১৯৫৩ ১০১০ দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে ১০৭১ টি প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। মিত্র ৯০ (১৯৬০), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯৯৫।

কাগজের কল—

কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দরের উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। প্রেসিডেন্সি ৪৫৫ (৪২৯০), ডি ভিক্টোরিয়া ৪৯৫৫ (৪৮৫), বেঙ্গলমোম ১৪৯, বেঙ্গল ৯৯০ ও বার্ডপিয়া ৪০০ পর্যন্ত দাম হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এই বিভাগে কাজ মামুলী রহিয়াছে। কে এবং ডিক্রেমের উন্নতিই বিশেষ ছিল। আসানসোলে ১৯৯০ (১৯৯), বেঙ্গলের ৫১৫ (৫১৯) আকিয়ার ১, ওরেন্টে কামুরিয়ার ২৯৯ (২৯৫৫) দর ছিল।

তুলার দুর্ভিক্ষ

[illegible] সম্প্রতি তুলার যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সেরূপ মূল্যবৃদ্ধি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। অত্যাবশ্যকীয় তুলাবৃদ্ধির লোভে কয়েক ঘর ব্যবসায়ীর অত্যধিকের জন্য বাজার পরিচালনা [illegible] হইয়াছে। পৃথিবীর বাজারের [illegible]

তুলাবৃদ্ধি ঘটনায় এখানে দুর্ভিক্ষ মূল্য (low price) বজায়ের অনুপাতিক হয় না। সরকারী হার পাকা বাঁধিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এইরূপ হইয়াছে। সমবায়ের সভাপতিগণ পরিচালিত সব বাজারে হারাইলুটির হইতের মোহরে পূর্বেকার সম্প্রদায়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আছে। বাজারে তুলাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং ক্রেতাদিগের [illegible] উৎসাহ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি আমরা বলা দিয়াছিলাম যে, সরকার মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য ঘটনা এলাকার পাই [illegible] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যেরূপ প্রবর্তিত হইয়াছে এবং [illegible] পূর্ণ প্রবর্তিত সমস্ত করা হইয়াছে [illegible] অঞ্চলে চাউল ক্রয় বন্টনের জন্য প্রচুর [illegible] সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন [illegible] এবং এ অঞ্চলে পরিমাণে বিভিন্ন [illegible] আমরা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। [illegible] এবং যেসকল এলাকা ইতিপূর্বে [illegible] হইয়াছে, সেখানে [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] এবং ইহার ফলে আমরা [illegible] সম্প্রতি সরকারের পরিচালনায় [illegible] বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] হইতে [illegible] আশা করা যায় এবং [illegible] বিলুপ্তিটি তুলার আই ক্রয় করিয়া [illegible] বিক্রয় করিয়াছে। একটি [illegible] ১,৫০০ গাঁইট তুলা ক্রয় করিয়াছে। [illegible] তুলার ক্রেতাদের বিক্রয় করা নাই। [illegible] বিক্রয় করিবে চালান দিবার জন্য [illegible] চাহিয়া তার করা। আমাদের [illegible] এবং ঘর সম্প্রদায়ের কৃষিপাদের পরে আন [illegible] তুলার উৎপত্তি হইবে।

গাইটের বাজারের [illegible] ক্রেতা ছিল এবং [illegible] তুলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকা গাঁইটেরও [illegible]

[illegible] তুলাবৃদ্ধির আশা [illegible] বিক্রয়ের [illegible] বিক্রয়ের তুলার [illegible] চাহিতেছে এবং ঘোলাইয়ের তুলার [illegible] তার [illegible] বিক্রয়ের [illegible] বলা চলে। পূর্বেকার এই সময়ে ঘোলাইয়ের [illegible] যেখানে কাঁচা তুলার মাল ছিল ১৯.৫৪ লক্ষ গাঁইট সেখানে এখন [illegible] হইয়া দিয়াছে। ঘর অথচ সেখানে ৩ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানী হইয়াছিল, সেখানে এই বৎসরের আমদানীর পরিমাণ হইবে প্রায় ১ লক্ষ গাঁইট। এখন ইহার মূল্য হইয়াছে এই যে, সরকারী দুর্বলতার অভাবে ব্যবসায়ের অধিকাংশ ফিরে তুলার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অন্যদিকে অন্যান্য ঘর বাকির [illegible] হইতে তুলা আমদানী করার কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে এবং [illegible] হইতেও তুলা আমদানী করা যাইবে না। কারণ, ইতিমধ্যে যে ইহা তুলার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার অনেক তুলার হইতে পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক তুলা প্রায় সব গুরুতরই চলিয়া যাইবে। বিশ্বের তুলার মূল্যও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাকিস্তান হইতে যে তুলা আনিবে তাহাতে আমাদের চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। বিশেষ তাহাদের জন্য যে তুলা ক্রয় করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই নূতন জন্ম, কাজেই সেই তুলা আনিতে আরও অন্তত ৭৮ মাস সময় অতিবাহিত হইবে। কাজেই তুলার এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

গত শুক্রবার আই সি সি'র বাজার ৭৮৩ টাকা পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৭৬৮ টাকাতে আসিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যে দর ছিল ৬৭৩ টাকা। তুলাই মেটেরিয়ল তুলি প্রায় ৫৫ টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭৯- হইতে ৭৩৫ টাকার মধ্যে ছিল।

সুতাবস্ত্র

সুতা বস্ত্রের উপর মূল্য অধিক করিবার প্রথা এদেশে [illegible] সরকার বিভিন্ন বাজারের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ [illegible] প্রত্যাহার করার সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুতাবস্ত্রের বাজারে খুব তৎপরতা দেখা দেয়। বিলাতাগুলিকেরা বেশী মূল্যের লোভে তাহাদের মাল বিক্রী করা শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনদারী আড়তদারেরা কাঁচা মাল মুনাফায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। সরকার আমদানী দিন মাল এই বিষয় করের শুল্ক বাড়িবেন এবং কিছু তাহে এই মুনাফাখোরদিগকে। হাত হইতে সাধারণ ক্রেতাদের রক্ষা করিতে পারেন, সেই বিষয়ে নতেন বাঁধিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সোনা-রূপা

সোনার বাজারের গত সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, ঘোষাই সরকার ক্যাবিনেট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সোনা-রূপার আমদানী কেনা বেচা নিয়ন্ত্রিত করিতে স্থগিত হইয়াছেন। সেই অনুযায়ী বোম্বাই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন এপ্রিলের আদায়, যাহা উহারা কার্যবেটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪ জুলাই মাসে সোনারূপার বাজারের সাধারণ সাধন [illegible] হইলে, তবে সরকার সোনারূপার ব্যবসায়ীদের অত একটি আলাদা সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য আয়োজন করিবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানকেই শুল্ক সরকার কাজ করিবেন।

[illegible] হইতে এবং পরিমাণে সোনা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু কারিগর আগে বেশী থাকার ফলে বহুই সোনা-রূপা আসিতেছে আর বাজারে তাহাদের দাবী পাওয়া যাইতেছে না। তেজী ব্যবসায়ীদের মধ্যে বহুত মাল ছাড়িবার জন্য কেবল উৎসাহই দেখা যাইতেছে না। সোনার দর ১১৮ টাকার কাছাকাছি স্থির আছে, তবে উপরে দর ঘর সপ্তাহে ১৮০ টাকা হইতে ১৮৫ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

গুড়

বাজারসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজুরের বাজার হইতে অনেক পরিমাণে গুড় বাহিরে চালান যাইতে সুরু করিয়াছে। ফলতঃ গুড়ের আমদানী কম হইতেছে তবে বাহিরে চালানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে গুড়ের বাজারে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গুড়ের নমুনা বাজারে ১৩ টাকা মণ বরাবরের ঠিক এই সময়ে উহার মূল্য ছিল ১১০ আর [illegible] ক্ষেত্রে ১১৩ আনা হইতে ১২৩০ আনার মধ্যে চলার উপযোগী হইয়াছে ছিল।

চা—

কলিকাতার আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১২,৫০০ প্যাকেজ [illegible] চা বিক্রয়ার্থে বাজারে আসে। উহাই চায়ের চাহিদা বেশী ছিল এবং উহাদের মূল্যও দুই সপ্তাহ হইতে এক আনা বেশী ছিল। সাধারণ বাজারী ধরনের চা অনেকটা সস্তা ছিল। আন্তর্জাতিক চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রায় ১৩,৭০০ প্যাকেজ ভাঁড়া চা বাজারে ছাড়া হয়। এক্ষেত্রেও চাহিদা ভাল ছিল এবং সাধারণ ভাঁড়া চায়ের দাম ১৮৭ পাই হইতে ১৮৯ আনার মধ্যে ছিল।

বিবাহ

(পূর্বপৃষ্ঠার ৬৮১ পৃষ্ঠার)

একান্ত হইয়া আছে;—বর দেখিবেন কি?—হউক, কিন্তু একদিন যেদিন বিদায়ই সকল হইবে, সেদিনের জন্য!

• • • •

যত দিন যে তারিখে বাংলার প্রথম সহীদ প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুদিবস বিনা আড়ম্বরে কলিকাতায় অতীত হইয়াছে। প্রফুল্ল চাকী বাংলাদেশের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমদের প্রতীক। অবহে জীবন প্রদান করিয়া একদিন যে মৃত্যুকে প্রফুল্ল চাকী তাহার জীবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যেদিনের করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে সে-মৃত্যু বাংলাদেশের মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানদের জন্য যাহার পরাজয় ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের সন্তানদিগের জীবন এবং করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ীদিগের জীবনযাপনের অভিনন্দনীয় করিল প্রফুল্ল চাকীর, স্মৃতি বাংলার ঘরমান সন্তানদের। তাঁহাদের ভক্ত-অন্তর নমিত পদে করি, তাঁহার নমিত পদে করি।

মধ্যলোক

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ব্যাসকূট

মফস্বল, ১৫ ফৈশাখ

বহু দুঃখের মধ্যে আর্থিক বাজারের আর একটি দুঃখ দূর হইয়াছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের আমলের জাতের প্রায় অস্তিত্বলোপ ঘটিয়াছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জারি করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এই আইন জারি করা হইয়াছে ১৫ই মার্চ তারিখে হইতে। প্রকাশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ তারিখ হইতে এই আইন জারি হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে যে সব সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে, কোর্ট হইতে সে সকল ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযুক্ত হইতে পারিবে। এই আইনের ফলে সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি করার সময় বিক্রেতাকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, আসল, অতিরিক্ত লাভ বা অন্য যাবতীয় লাভ হইতে যাহাতে ক্রেতার নিকট হইতে কোন লাভের অংশ না পায়। অবশ্য কোন ইনস্পেক্টিং রেজিস্ট্রারই ক্রয়িনামাকে সার্টিফিকেটের সাহায্যে বিক্রেতাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এর চেয়ে তিনি বেশি দাম দিতে রাজি ছিলেন, আর না হয় ক্রেতার দলিলকে ভাল প্রমাণ করার জন্য তাঁর উপযুক্ত কারণ দেখাইতে হইবে। বিক্রেতা এই সার্টিফিকেট না দেখাইতে পারিলে সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি না করার জন্য রেজিস্ট্রারকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই আইনে আছে যে এক লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি হস্তান্তর করার সময়েই এইরূপ সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইবে।

যে সকল মুসলমান ভারতবর্ষে তাহাদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাকিস্তানে গিয়া পড়িয়াছে এবং গিয়া পড়িতেছে, তাহাদের নিকট হইতে কিনিয়া লওয়া বা আবার বন্ধক লওয়ার জন্যই নাকি এই বিচিত্র আইনটি প্রণীত হইয়াছে। এই আইনের ফলে এখনই অনেকে বলিতেছেন যে আইনটি শুধু ভাবে সম্পত্তির ক্রয় প্রযুক্ত হইবে, না অন্যভাবে সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ইহা বিক্রেতা হইবে তাহা এখনও যথাযথ বুঝিতে পারা যায় নাই। এসম্পর্কে ইহারই মধ্যে আইনজ্ঞদের মতামতও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে আইন করিয়া যে ফাঁক রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বিষয়েও ইহা যোগ্য হইবে কিনা তাহাতেই এক আশঙ্কার। যে শেয়ারের বিষয়েও ইহা প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে এই সার্টিফিকেট যোগাড় করিয়া শেয়ার বিক্রী করাইতে অনেকের যথেষ্ট ভাব সময় ব্যয় হইবে, বাজারে আর কেনাবেচা করিয়া তাহারা লাভ করিতে পারিবে না। অথচ প্রায় প্রত্যেক কারবারের উপরেই টাকার বাজারের প্রভাব নির্ভর করে। মুনাফার বাজার যখন "বুলিশ" ভাবে চলিতে থাকে, তখন ফেরার আশা করিয়া বিক্রয়ের মাল আমাদিগকে বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে নাকি কারবারের প্রসারকালে যথা সময়ের এগুলিকে অতি অবশ্য বাহির করিয়া আনিতে পারিব তাহা বিবেচনা করিয়া ঐরূপ বিক্রয় তাহাদের বিশেষ অর্থনৈতিক সমাধান করা উচিত বলে। এবিষয়ে তাঁহার যুক্তি বিশ্লেষণ করিবার যোগ্য। ভারতীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্যব্যবস্থার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া তিনি বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় জীবনের মান উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আরও টাকার প্রয়োজন, ভারতবর্ষে মূলধনবৃদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? ঐরূপ বিক্রয় হইলে, দেশবাসীর জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে এই বৈদেশিক সম্বল, তাহার সরকারের দেশ প্রকার কৃত্রিম-ভাবিত অর্থনীতির একরূপ অভাব সম্পর্কে ঐরূপ বিক্রয়ের তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের 'সম্ভাবনাময়' যখন বর্তমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া আনিয়া আমাদের ভাগ্যোন্নয়ন করা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আমাদের অবশ্য বর্তমানের দাবিদাওয়া লইয়া যেরূপ চুলচেরা বিচার করে এবং তাহার উপর ভাগ্য যেরূপ অপ্রসন্ন হইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের অবস্থা ব্যক্তিগত দাবিদাওয়া অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করিবার মত বিশেষ কোন দিন হয়ে হয় আর অবশিষ্ট থাকিবে না। বৈদেশিকিয়াবিরোধীদের ভয়ের এবং সরকারী অনুমোদনের আশ্বাসিতায়ের কথাও ঐরূপ বিক্রয় উল্লেখ করেন এবং সরকারী অনুমোদনেই ইহার জন্য দায়ী হইবেন। বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐরূপ বিক্রয় বিবেচনা করেন।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে কলের সুতা ও কলিকাতা উভয়ই স্টকের অপরিবর্তিত থাকিলেও কারবারের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় টাকার চাহিদা অনেকাংশে কম ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা স্টকএক্সচেঞ্জে আবেদনপত্রাদির উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক কোটি টাকার বাজারী সময়ের জন্য ১,৩০,৭৫,০০০ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে এক কোটি টাকার আবেদন গৃহীত হয়। গৃহীত আবেদনপত্রের বাট্টার হার বার্ষিক গড়পড়তা ৫/১৬ পাই, পূর্ব সপ্তাহে এই হার ছিল ৮/১৬। পরবর্তী সপ্তাহের এক কোটি টাকার বাজারী সময়ের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে।

* * * *

১৩৫৪ এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে ভারতবর্ষের হস্তস্থিত বিদেশি বন্ধকী নোটের পরিমাণ ২৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯ কোটি টাকা হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণে ৫.১১ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। পূর্বসপ্তাহের ১৩১.১০ কোটি টাকার স্থলে উহার পরিমাণ [illegible]

(পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৬২ পৃষ্ঠায়

বোম্বাই

এ. আই. সি. সি'র একনমিক প্রোগ্রাম—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন—আদেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মজুরী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৮এ এপ্রিল—সম্প্রতি এখানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার কার্যবিবরণী হইতে দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রথমতঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার ফলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিবর্তন সাধন ও দ্বিতীয়তঃ সেই সব উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেসের একনমিক প্রোগ্রাম কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে গ্রহণ।

উক্ত একনমিক প্রোগ্রাম কমিটি পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীনে বহু বৎসর যাবৎ এ. আই. সি. সি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটি তাহাদের পরিকল্পনা, তুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের রিপোর্ট প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কৃষি, মূলশিল্প ও গৌণ, কলা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়। যত শীঘ্র সম্ভব দেশে যাহাতে একটা স্থিতিশীল দাম নির্দ্ধারণ করিয়া যাহাতে আমাদের দেশের লোকের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করা যায় তাহাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটির পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করা হইবে, স্থির হইয়াছে। উহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন এবং সরকারী বিভাগ, ব্যবসায়ীসংঘ, শ্রমিক সঙ্ঘ, বৈজ্ঞানিক বাণিজ্য ও বিদেশী মুদ্রার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহারা খুঁটানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কংগ্রেসের পরিকল্পিত নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিতে যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহার জন্য পণ্ডিত নেহরু এক সভায় তাঁহাদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানান।

গত বৎসর আমেদাবাদ মিল মালিক সঙ্ঘ ও কাপড় শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী লইয়া যে বিরোধ বোম্বাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্টে বিচারার্থে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। উহাতে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৭৮ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

পূর্বাংশ ৬৬১ পৃষ্ঠায়

সমস্ত বহিতে দেখা হইয়াছেন যে অবশ্যকৃষ্ণিত বিক্রয়ের ব্যবস্থাদের কেবলমাত্র মুখের সাথী বাহিরা লইতে পারে।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে উল্লসিত হইয়া ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, অতঃপর ব্যবসায়ীরা সকলে জনসাধারণের চিন্তা করিবেন আর কারণ নাই। পরিত মেহরুর এই উক্তির উত্তরে সৈয়দ রিজভী মাঝেই বহু উক্তিসহ করিয়া তাঁহার অভিযোগের জবাবদিহি করিতে পারে।" অর্থাৎ কৃত্রিম ব্যবসায়ীদের পক্ষেও বিশ্বাসকতা ভারতবর্ষকে পরাস্ত করা সম্ভব।

পাকিস্তানের পক্ষ হইতে এসম্পর্কে কোন উক্তি করা না হইলেও ইহা নিশ্চয় বলা উচিত হবে যে, ভারত-পাকিস্তান আলোচনাকালে লায়েকআলীর প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী একাধিকবার করাচীর আশিয়া গ্রহণ করিয়া কায়দ-ই-আজমের উপদেশ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং লায়েকআলীর বর্তমান পাকিস্তান সফর যেমনা করিয়া মীর লায়েক আলী যে স্থিতি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পাকিস্তানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিত পাওয়া যায়।

লায়েকআলী আলোচনারই মূলে যে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া আন্তর্জাতীয় ইউনিয়নের সহিতই তাহাকে সহযোগিতা করিতে হইবে। আমরা ইহাও উপলব্ধি করি যে, দেশরক্ষা ও পরিচালনা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চতুঃশক্তির দেশের সহিত ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্য রাখা আবশ্যক। আমরা ইহাও অনবহিত নহি যে, এজন্য ভারত ব্রিটিশমিত্রদের বন্ধু হিসাবেই বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা সঙ্গত।

লায়েকআলীর মীর লায়েক আলীর এই উক্তি হইতে আশান্বিত হইয়া মনে করা স্বাভাবিক যে ভারত-পাকিস্তান সিরাজদ্দৌলা দূরীকরণ রাখিবেই লায়েকআলীর সরকার উদ্যোগী এবং ভারতের সহিত কোন প্রকার কলহ করিবার অভিপ্রায় লায়েকআলীর নাই। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনেই আমার তিনি বলিয়াছেন,

"আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্তান কর্তৃক তাঁহার গৌরবান্বিত বংশের ঘরে আদর্শের অনুসরণে কোনও ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।"

অতএব ইহা অতীব পরিতাপ যে লায়েকআলী সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে নিজামের অধীনে সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজ্যের বাহিরে ভারতকে একটি স্বতন্ত্রাষ্ট্রমণ্ডলে আক্রান্ত করেন। কিন্তু হেদ্রাবাদ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বর্ণন, ভৌগোলিক পরিবেশে হেদ্রাবাদের বৃদ্ধির ফেডারেশন অথবা প্রজাদের মতামতের ফলে রাজ্যের ভারতভুক্তি এসব রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রজাসাধারণ [illegible] পরিবর্তনে।

সাপ্তাহিকী

(পূর্বাংশ ৬৬২ পৃষ্ঠায়

৫

বোম্বাই

এ. আই. সি. সি'র একনমিক প্রোগ্রাম—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন—আদেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মজুরী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৮এ এপ্রিল—সম্প্রতি এখানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার কার্যবিবরণী হইতে দুইটি দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রথমতঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার ফলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিবর্তন সাধন ও দ্বিতীয়তঃ সেই সব উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেসের একনমিক প্রোগ্রাম কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে গ্রহণ।

উক্ত একনমিক প্রোগ্রাম কমিটি পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীনে বহু বৎসর যাবৎ এ. আই. সি. সি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটি তাহাদের পরিকল্পনা, তুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের রিপোর্ট প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কৃষি, মূলশিল্প ও গৌণ, কলা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়। যত শীঘ্র সম্ভব দেশে যাহাতে একটা স্থিতিশীল দাম নির্দ্ধারণ করিয়া যাহাতে আমাদের দেশের লোকের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করা যায় তাহাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটির পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করা হইবে, স্থির হইয়াছে। উহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন এবং সরকারী বিভাগ, ব্যবসায়ীসংঘ, শ্রমিক সঙ্ঘ, বৈজ্ঞানিক বাণিজ্য ও বিদেশী মুদ্রার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহারা খুঁটানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কংগ্রেসের পরিকল্পিত নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিতে যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহার জন্য পণ্ডিত নেহরু এক সভায় তাঁহাদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানান।

গত বৎসর আমেদাবাদ মিল মালিক সঙ্ঘ ও কাপড় শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী লইয়া যে বিরোধ বোম্বাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্টে বিচারার্থে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। উহাতে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৭৮ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

[illegible] বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১১.৮৫ কোটি—৮.১৫ কোটি) ফলে এই নোটের পরিমাণ এখন প্রতি সপ্তাহেই বাড়িবে। সাপ্তাহিক নোটের পরিমাণে (তারিখের হিসাব) ৪১.৮৩ লক্ষ টাকার সাপ্তাহিক বৃদ্ধি দেখা যায়।

সম্প্রতি হিসাবে ভারতবর্ষীয় ফৌপাড়ুয়ার পরিমাণে ৫৯.৫৪ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পাকিস্তানী ফৌপাড়ুয়ার ৮.৭১ লক্ষ টাকার হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে। মুদ্রাফলনের পরিমাণ ১১৩.৮৪ কোটি টাকা অপরিবর্তিত আছে।

গত হিসাবে ভারতবর্ষের সোনার মজুতের পরিমাণ ১.৪৪ কোটি টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান পরিমাণ ২৪৬.৮৭ কোটি টাকা (২৪৮.৩১ কোটি টাকা)। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ও ব্যাঙ্কসমূহের উদ্বৃত্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের জমার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ৯.১৯ কোটি টাকা (১৩.৫৮ কোটি টাকা—৯.১৯ কোটি টাকা) ব্যাঙ্কের জমার উদ্বৃত্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১.৪১ কোটি টাকায় (৮৯.৫৫ কোটি টাকা—৮৮.১৪ কোটি টাকা)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার [illegible] টাকার হ্রাস ঘটিয়া উহার পরিমাণ ১১.৫৮ কোটি টাকায় (১৭.২৮ কোটি টাকা) দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানী প্রাদেশিক সরকারের কিন্তু ১.৮৮ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৫ কোটি টাকা ১২.৭১ কোটি টাকা) ফলে জমার মুদ্রার উদ্বৃত্ত পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ সপ্তাহের ৪১৩.১৪ কোটি টাকার স্থলে ১.৮৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৪১৫ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। ব্যবসা-বিনিময়ের [illegible] সপ্তাহে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে,—এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৯৩ টাকা।

* * * *

৪ এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বুক ব্যাঙ্কসমূহের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণে ৪.৮৮ কোটি টাকার বৃদ্ধি দেখা যায় (৬৩২.৫৩ টাকা—৬৩৭.২১ কোটি টাকা)। বেসরকারী ব্যাঙ্কের হাতে পরিমাণে কিন্তু ১.৮৩ কোটি টাকার হ্রাস দেখা যায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ওই খাতে ছিল ৩১৪.৮৪ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে পরিমাণ দেখা যাইতেছে ৩১৩.১২ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কে বুকিত জমা ১.১৮ কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত ৮৯.৭৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে. কিন্তু বন্ধকিত ঋণ পরিমাণ ১.৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। সাধনের পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪১.৪৪ কোটি টাকা হইতে ৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে —ভাগুমজা ব্যতিত ৭.৩৯ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাকিস্তানসহিত ভারিবাসীর [illegible] পরিবোধে ১.২৯ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটি- ৮৩.৪৮ কোটি টাকা—৮১.৫৪ কোটি টাকা) [illegible] বেসরকারী পরিমাণে কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার [illegible] হয়। লাঙ্গলের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৮২.৩

সৌজন্য

ষ্টার পেপারের লাভের পরিমাণে অবনতি

ষ্টার পেপার মিল্‌স লিমিটেডের (আন্তর্দেশিক এজেন্টস ব্যাঙ্কোরিয়া অ্যাণ্ড কোং) ৩০এ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত হিসাব-বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসর হইতে ৮২,১০৭৲ হ্রাস পাইয়াছে (১,৯৯,১১১৲—১,১৬,৮১৮৲) দেখা যায়। কিন্তু সমালোচ্য সালের শেষাংশে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে (অর্থাৎ প্রতি ৴৯) অপরিবর্তিত আছে। আলোচ্য বৎসরে তহবিলে ১৫,০০০৲ (৮০,০০০৲) ও মূলধনখাতে ১,১২,১৭৩৲ (১,০৯,০০৬৲) স্থানান্তর করিয়া অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ১০,৮১৯৲ (৩৩,৪১১৲)।

আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। পরিচালকগণের বিবরণীতে দেখা যায় যে টানাপিলাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে। পাকাদের ষোলযোগে আক্রান্ত হইয়া কিছু কিছু সময় কারিগর ছাঁটিয়া ফেলিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মিনিষপত্রের অভাবে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করিতে হয়। যানবাহনের অসুবিধার জন্য বাণিজ্যিক স্থানের সরবরাহে বিশেষ ঘাটতি হয় ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে তুলা সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় মাসে পরিমিতভাবে কিছুদিন হইতে প্রয়োজনীয় তুলা যোগাড় করা যায় নাই। উপরন্তু শ্রমিকদের বর্দ্ধিত হারে মজুরী দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা উৎপাদনের দিকে বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় লাভের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আলোচ্য বৎসরের মধ্যে সরকারী অবশ্য বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের হুকুম কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে সরকারী সরবরাহের জন্য পাউণ্ড পিছু সাড়ে-পাঁচ পাই এবং বেসামরিক সরবরাহের জন্য পাউণ্ড পিছু ৩ পাই মূল্যবৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই সরকারী মূল্যবৃদ্ধি ১লা এপ্রিল (১৯৪৭) তারিখ হইতে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া এবং বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের হুকুম মূল্যবৃদ্ধি ১লা ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাহা সালের দুর্ঘটনাজনিত ১৯৪৯ সালের জুন মাস হইতে উৎপাদন ব্যয় অতিরিক্ত হুকুম বৃদ্ধি পাওয়ার কাজের নিয়ন্ত্রণ মূল্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া বা কাগজ সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ক্ষেত্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রিন্টিং পাইটার ও কটিক সোডার অভাব দূরীকরণার্থে বিলাসিকের নিজেরাই ঐসব জিনিষ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

টার পেপার মিলের নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩০.৯.৪৭)

দায়	
অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১০,৫৫,৩৩১৲
সাধারণ	১০,৩০,০০০৲
সাধারণ "এ"	১০,৫৫,৩৩১৲
তহবিল	১০,৩১,০০০৲
লভ্য তহবিল	৫,৩১,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১,৩১,০০০৲
ঋণ	১৯,৯১,১৮০৲
অর্জিত লভ্যাংশের জের	১০,৮১৯৲
জের	৯৯,৩৮,১৩৭৲

মিস্কমালুলী

— × —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৯,৩১,১১৪৲
মূলধনখাত	১১,৩৩,৩১৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৮৯,৩১,৩১৩৲
সরঞ্জাম	১,১৩,১৯৭৲
বন্ধুক ঋণ	৯,১৩,১৩৩৲
বাকী পাওনা	১১,৩১,১১৯৲
বেনিফিসিয়ারি	১,১৩,৩১৩৲
বর্তমান বন্ধ	১৩,১৯৩৲
জের	৯৯,৩১,১১৭৲
ঋণ সম্পত্তি	৯৯,৩১,১৩৭৲

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেডের ৩১এ ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত যে বাৎসরিক হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নীট লাভের পরিমাণে অতিরিক্ত হ্রাস দেখা যায়। পূর্ববর্তী হিসাবের ১,৬১,২০১ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৪০৬,১২১৲। কারণরূপে কোন অর্থ ধার্য হয় নাই। লভ্য তহবিলে ৩৫,৩১৯৲ (৫,৩৫,৫১৯৲) ও মূলধনখাত বাবদ ১১৭৲ বাদ দিয়া অর্জিত লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ১৯,৯১৭৲ (১,১৯,১৯৯৲)। সমালোচ্য পূর্ববর্তী হিসাবের মতন এই হিসাবেও কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নাই।

ধনবিনিয়োগের মূল্য পরিমাণ ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখের বাজার দর হিসাবে করিয়া ধরা হইয়াছে। তাহার ফলে বাজার দর পাওয়া যায় নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে এমনভাবে আনুমানিক দর হিসাব করা হইয়াছে যাহাতে মূল্য বিয়াল্লিশ যে, পূর্ববর্তী বাজার দর অপেক্ষা ধনবিনিয়োগের মূল্য পরিমাণ কম করিয়াই দেখানো হইয়াছে।

ইনডাষ্ট্রিয়াল ইনভেষ্টমেণ্টের নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

দায়	
অনুমোদিত মূলধন	১০,৯০,৩৩১৲
বন্ধ তহবিল	১০,১১,১১১৲
অন্যান্য তহবিল	১১,০০০৲
ঋণ	১,১৩,১১১৲
অর্জিত লভ্যাংশ জের	৯৯,১৩১৲
মোট	১,১১,৩১,৩৩৩৲
সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৩৩৲
মূলধনখাত	১,৩৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,০০০৲
বাকী পাওনা	৯১,৩১৯৲
ধনবিনিয়োগ ঘ	১,১১,৩৯,১১১৲
বর্তমান বন্ধ	১,৩৩,১১১৲
জের	১,১১,৩১,৩১১৲
ঋণ সম্পত্তি	১,১১,৩১,৩১১৲

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেঞ্জার্স পেপার্স

(পূর্ববর্তী ৪৩৫ পৃষ্ঠায়)

চটকল—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দরেরও কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। হাওড়া ৭৯৮৲ (৭৮৲), রায়নগর ২৯২৲ (২৯৫৲), টীটাগড় ২১৯৲ (২৩৩৲), ভালডোঙ্গী ৫৪৭৲, গৌরীপুর ৩০৬৲, বিলোমেরে ৮৭৩ ও ইউনিয়ন ৪৭৩ পর্যন্ত দরে হইয়াছে।

টেক্সটাইল—

উন্নতির দিকে রহিলেও বর্ষ প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কয়েকটি পরিচালক সালেছে হইয়াছে ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৯ (১৯৮৩), মেসার্স ২১৩ (২৩৩ বুধাকুলী ২৯৩ (২৯৩৩), ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট ৯৩ (২৯৲) ও টেক্সটাইল মেশিনারী ৮৯৩ (৮৩৩) দরে কাজ করিয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগে কাজ বেশী না হইলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই। বেঙ্গল ফেরোকেমিকেল ৩৲ (১৯৩৩), কার্বোরাণ্ডাম ডেভেলপমেণ্ট ৩৭৩৲, মোহনলাল ৮৮৩৲ (৮৪৩৲), ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই (২৯৩৲) দরে কাজ করিয়াছে। বি. আই. করপোরেশনের দর ৮৮৩৲। অপরিবর্তিত ছিল। আর্টিন ডেভেলপমেণ্ট ১৩৩৲ (১৩৩ বরাট কোক্ ৭৮৩৲, জাপলাল টয়লেট ৩১৩৲, সিমি বর্ধা লেদ্রোস ২১৲, ইণ্ডিয়া পেপার ১৩৩৲, টীটাগড় ৪০৩৲, আসাম ৯৩৩, ইণ্ডিয়া হোসিয়ারি ১৯৩ বলরামপুর সুগার ৮১৲, কানপুর সুগার ১৭৩৲, এই ধারণাতা সুগার ১৫৩ পর্যন্ত কাজ করিয়াছে।

ীপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(দশ টাকার হিসাবে)

সপ্তাহ	ইস্যুকৃত	বিক্রয়	পরিশোধ	বাকী (এক সপ্তাহ পরে দেয়)	মূল বিক্রয়ের অনুপাতে বাকী	মোট বাকী
						আনা পাই
১	৫,০০	৪,০০	...	১৪,০০	৩,১১	৮ ০
২	৪,১১	৪,০০	...	৩০,০০	৬,৬৪	৮ ০
৩	৯,১১	৯,১১	...	৪৯,১১	১০,৪১	৭ ১১
৪	১০	১০	...	৩৯,৪১	৭,৯৮	৮ ০
৫	৯১	১১	৯,৯৪	৪৯,১৯	৯,৯৪	৮ ০
৬	৯,১১	৯,১১	৯,০০	৩৯,০০	৯,৯০	৮ ০
৭	৯,১০	৯,৯১	৯,০০	৩৯,১০	৭,১৯	৮ ০
৮	...	...	৯,০০	৫৯,১০	১,১৩	...
৯	...	...	৯,০০	৯৩,১৯	৯,৯২	...
১০	৯,৯১	৯,০০	৯,০০	৯৩,১৯	৯,১৯	৮ ০
১১	৯,৯১	৯,৯৯	৯,০০	৯৯,১৯	৯,৯১	৮ ০
১২	৯০	৯৯	...	৯৯,১৯	৯,১৯	৮ ০
১৩	৯,১১	৯,০০	৯,০০	৯৯,১৯	৯,১৯	৭ ১১
১৪	৯,০০	৯,০০	৯,০০	৯৯,১৯	৯,১৯	৭ ৮
১৫	৯,১১	৯,০০	৯,৯১	৯৯,১৯	৯,৯১	৮ ৮
১৬	৯১	৯১	১,১৯	৯৯,১৯	৯,১৯	৮ ৮
১৭	৯,৯১	৯,০০	৭০	৯৯,৯৯	৯,১৯	৮ ৮
১৮	৯,৯০	৯,৯১	৭১	৯৯,৯৯	৯,১৯	৭ ১১
১৯	১৫	১৫	৯,১১	৯৯,৯৯	৯,৯৯	৮ ৮
২০	৯৮	৯৮	৯,৯১	৯৯,৯৯	৯,১৯	৮ ৮
২১	৯১	৯১	...	৯৯,৯৯	৯৯	৮ ৮
২২	৯০	৯০	...	৯৯,৯৯	৯৯	৮ ৮
২৩	৯,৯৯	৯,০০	৯,০০	৯৯,৯৯	৯,০০	৮ ৮
২৪	৯,১১	৯,০০	৯,৯১	৯৯,১৯	৯,১৯	৭ ১১
২৫	৯৫	৯৫	৯৯	৯৯,১৯	৯,১৯	৮ ৮
২৬	৯,৯৫	৯,০০	৯,৯০	৯৯,১৯	...	৭ ১৫

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

				টাকা
১	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৫	...	...	...	১,০০,০০,০০০
৯১	...	...	...	৯১,০০,০০০
৯১	...	...	...	৯,৯০,০০,০০০
১	...	...	...	৯,০০,০০,০০০
১১	...	...	...	১১,০০,০০০
১৯	...	...	...	৯৯,০০,০০০
৯১	...	...	...	৯১,১১,০০০
১	...	...	...	১০,০০,০০০
৯	...	...	...	৯,০০,০০,০০০
১১	...	...	...	৯,০০,০০,০০০
১৯	...	...	...	৯৯,১১,০০০
৯০	...	...	...	৯,০০,০০,০০০
		মোট	...	১৯,১৯,০০,০০০

ক হিসাব নিকাশ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দায়—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯-৪০ক	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১
মূল মোট			
(ক)	১১,১১,৯১	২৯,১১,০০	
(খ)			
মোট	১৯৯৯,৯১,১১	১৯৯৯,৯৯,৯১	১৯৯৯,১১,৯০

সম্পত্তি—

(ক) সোনা ও স্বর্ণ মোহর

(ক) ভারতে	৯৯,৯১,৯১	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯১,৯১
(খ) ভারতের বাহিরে	...	...	...
ইংরিজি পাউন্ড	১১৯১,৯৯,১১	১১৯০,৯১,১১	১১৯৯,৯৯,১১
মোট (ক)	১১১৯,১৯,৯৯	১১১০,১৯,৯৯	১১১৯,১৯,৯৯

(খ) ভারত সুদ

(ক) ভারতের	৯৯,৯১,০০	৯৯,০৯,৯১	১৯,১১,৯১
(খ) পাকিস্তানের	৯,১১,১১	৯,৯৯,১০	

ভুবনেশ্বরী, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও

অন্যান্য দলিলাদি	১১,৯৯,৯৯	১১৯,১৯,৯১	৯১,৯৯,১১
মোট	১৯৯৯,৯১,১১	১৯৯১,১৯,৯১	১১৯৯,১১,৯০

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়

অবলম্বিত মূলধন	৯,০০,০০	৯,০০,০০	৯,০০,০০
মজুত তহবিল	৯,৯০,০০	৯,০০,০০	৯,০০,০০

আমানত—

(ক) চেকযুক্ত সরকার

(১) ভারতের	৯১৯,৯১,৯১	৯৯১,৯১,৯৯	৯৯৯,০০,৯৯
(২) পাকিস্তানের	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯	

(খ) অন্যান্য সরকারের

(১) ভারতের	১৯,৯১,১১	৯,১৯,১১	১৯,৯১,১১
(২) পাকিস্তানের	১৯,৯৯,১১	১১,১৯,৯৯	
(গ) ব্যাঙ্কগুলির	৯৯,৯১,১১	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্যের	৯১,৯১,৯৯	৯১,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
(সেফ ডিপো)	৯,১১,৯১	৯,১৯,১১	৯,৯৯,১১
অন্যান্য দায়	১৯,৯১,১১	১৯,৯১,১১	১৯,৯১,৯১
মোট	৯১৯,১১,১১	৯১৯,৯৯,৯৯	৯১৯,১১,৯১

সম্পত্তি—

মোট

(১) ভারতের	১১,৯১,১১	১৯,১৯,৯৯	১১,৯৯,৯৯
(২) পাকিস্তানের	৯	১৮	

বাজার হুণ্ডী

(১) ভারতের	১৯,১৯	১,১১	১১,৯১
(২) পাকিস্তানের	৯	...	

ঋণ তুলোর হুণ্ডী

(১) ভারতের	১,১১	১ ৯১	১,১১
(২) পাকিস্তানের	৯	...	

অন্যান্য ঋণ

(ক) আদায়যোগ্য	...	...	...
(খ) বহির্দেয়	...	...	...

(গ) ভারত সরকারের

ট্রেজারী বিল	১৯,৯১,১১	১৯,১১,১১	৯ ৯৯,৯৯
বহির্দেয় অন্য	৯,১১,১১,৯১	৯,১৯,৯৯,১১	৯১৯,৯৯,৯৯

ব্যবসায়ের প্রথম ৫৭ ইস্যুর

(ক) ভারতের	১০,০০	১,১৯,০০০	

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
দায়—			
প্রতিশ্রুত মূলধন	১১,১১,০০০	১১,১১,০০০	১১,১৯,০০০
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,১৯	৫,৯৯,৯৯
মজুত তহবিল	৯,১১,০০০	৯,১৯,০০০	৯,১৯,৯৯
জমা আমানত, চেকযুক্ত হুণ্ডি ও অন্যান্য হিসাব	১৯১,১১,৯১	১৯১,৯৯,১৯	১৯১,৯১,৯১
বিবিধ	১,৯৯,৯৯	১,৯১,৯১	১,৯১,৯৯
মোট	১৯৯,১১,৯৯	১৯৯,১১,১৯	১৯৯,১১,৯৯
সম্পত্তি—			
হেফাজতীয় তহবিল	১৯৯,৯৯,১১	১৯৯,৯৯,৯১	১৯৯,৯৯,৯১
অন্যান্য অনুসন্ধান			
ঋণ বন্ধকযোগ্য	৯,১৯,৯১	৯,১৯,৯১	৯,৯১,৯৯
ঋণ	৯৯,১৯,১৯	৯৯,৯৯,১১	৯৯,১৯,৯১
জমা রেখেই	৯৯,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯১,৯১,৯১
ব্যাঙ্কার হুণ্ডি ও চেক	৯,৯৯,৯১	৯,১৯,১৯	৯,৯৯,৯৯
বেতন ইত্যাদি	১,১১,৯৯	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
বিবিধ—	১,৯১,৯১	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯১
অন্যান্য বন্ধকী দ্রব্য	৯,৯১,১৯	৯,১১,৯৯	১,৯৯,৯১
হাতে নগদ			
ও রেজার্ভ ব্যাঙ্কের (এজেন্ট	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,১১	১১,৯১,৯১
মোট	২৯১,৯১,১১	২৯১,৯৯,১১	২৯৯,১১,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
দায়িত্বের দেয়			
(ক) ভারতে	৯৯১,১১,১৯	৯৯১,১৯,৯৯	১৯৯,৯৯,১১
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,১১,৯৯	৯১,৯৯,৯৯	
বিভিন্ন সময়ে দেয়			
(ক) ভারতে	৯১৯,১১,৯৯	৯১৯,১১,৯৯	২৯১,১১,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	১৯,১৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯	
মোট ব্যয় টাকা			
(ক) ভারতে	৯৯,৯৯,১১	৯৯,৯১,৯১	৯,৯৯,৯৯
(খ) পাকিস্তানে	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,৯৯	
হিসাবনিকাশের অধীন	৯১,১৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯	১১,১১,১১
ঋণের			
(ক) ভারতে	৯৯১,১১,১১	৯৯১,১৯,৯৯	২৯১,৯১,১৯
(খ) পাকিস্তানে	৯৯,৯৯,৯১	৯১,১৯,৯৯	
অন্যান্য দায়			
(ক) ভারতে	১১,৯৯,৯৯	১১,১৯,৯৯	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

হিসাবের বছর	আদায়ীকৃত মূলধন (মার্চ'৮৭)	সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	বন্ধ সংখ্যা	সংখ্যা	বাজার দর					মোট লাভ বন্ধ
বীমাকারি											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	সভ্য ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	গত বছরের লাভ	সভ্যসংখ্যা	ব্যবস্থাপনা ব্যয়					
							২১।১।৮৯	১৩।১।৯০	১১।১।৯১	৩০।১।৯২	৩১।১।৯৩	শেষ হিসাব
চট্টগ্রাম												
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	গঠন ও কার্যারম্ভ তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	সভাপতি	বাজার দর					
						১৭ই মার্চ	১৮ই মার্চ	১৯শে মার্চ	২০শে মার্চ	২১শে মার্চ	শেষ লেনদেন
ঢাকা-বাজার											
ঢাকেশ্বরী কটন	...	৫,০০,০০০	১৯৪৮	১০০	৯৯,৫০০	১২৫৬	...	...	...	...	...	৩৬৯
ঢাকা ইলেকট্রিক	...	৯,৭৫,০০০	১৯৫৯	১০০	৫৫,৫০০	১৯৫৮	...	...	...	...	...	৪৫০
ঢাকা চুনাই	...	১,৫০,০০০	১৯৬৯	১০	৮৫০ (প্র)	১৯৫৭	...	...	...	...	...	১৯৮
ঢাকা সিমেন্ট	...	১২,০০,০০০	১৯৫৫	১০০	৮০,০০০	১৯৫৫	...	...	...	...	...	১১৫০
ঢাকা স্টার্চ	...	৩,০০,০০০	১৯৬৯	১০	৫০,০০০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১২০
ঢাকা ব্রুয়ারী	...	৫,০০,০০০	১৯৫৯	১০০	১৫০,০০০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	৪৯০
ঢাকা ডাইং	...	১৬,০০,০০০	১৯৫৮	১০	৩৫০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	৩৯০
ঢাকা পাট	...	৯,১০,০০০	১৯৬৯	১০	১০,০০০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১৯০
ঢাকা স্টীল	...	৩,০০,০০০	১৯৬৯	১০	১৫০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১৯০
ঢাকেশ্বরী ভাজার	...	১০,০০,০০০	১৯৫৯	১০০	৭৫০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	৯৫০
দাদর	...	৬,০০,০০০	১৯৬৯	১০	১৫০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১৯০
ঢাকেশ্বরী চিনার	...	৪,০০,০০০	১৯৬৯	১০	৯০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১৯০
ঢাকাপাড়া	...	১,০০,০০০	১৯৬৯	১০০	৩৯০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১৯০
ঢাকাবেল	...	১৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	১৯০	১৯৫৯	...	...	...	...	...	...
চিটাগং কল											
ইস্টার্ন	...	১৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	...	১৯৫০	...	...	১৯৫৯	...	...	...
আদি	...	৯৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	...	৯৯৫০	...	...	...	...	...	১১৯০
ইস্পাহানী	...	১৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	১৯০(প্র)	৯৫১	৯৯৯	...	১৯৫০	১৯৫০	...	...
করণফুলী পিকিং	...	৯,১৯,০১০	১৯৫৯	১	১৯০(প্র)	৯৫১	৯৯৯০	...	...	...	...	...
করণফুলী	...	১,০০,০০০	১৯৫৯	১০	...	১৯৫১	...	...	...	...	...	১৯৫
আজাদ	...	১৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	১০(প্র)	৯৫৫	...	...	...	...	...	১৯০
ইস্পাহানী	...	১৯,০০,১৯০	১৯৫৯	১০	১০ (প্র)	১৯৫৯	...	...	...	...	...	১১৯
ইস্পাহান	...	৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০	১৯০(প্র)	৯৫১	...	...	...	...	...	১৯০
সন্দ্বিপপুর	...	১১,১১,০০০	১৯৫৯	৯০	৯০ (প্র)	১১৯০	...	১৯৫৯	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,০০,০০,০০০	৯৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০ (প্র)	১১০	১২৫১	...	...	৯১১৫	...	৯৯৫-৯১০	...
দুনিয়া ইউনিয়ন	৯৫,০০,০০০/- ৯৯,১০,১০০/-	১১,০১,১১০	১৯৫৯	১০	১১৯(প্র)	৯৯৩	...	...	...	...	...	...
দুনিয়া ব্যাঙ্কিং	...	৯৯,১১,১৯১	১৯৫৯	১০/১১ (প্র)	১৯	...	...	...	...	...	...	...
পাকিস্তান ডমেস্টিক	...	৯১,৯৯,৫১১	১৯৫৯	১০০	১০	১২৫৯	...	...	...	...	...	...
বিদেশী ব্যাঙ্ক	...	৫,০০,০০,০০০	১৯৫৯	১০০	৯১ (প্র)	৯৫৯	১৯১	...	...	১৯১	১৯১-১৯১/২	...
চেজ ম্যানহাটান ব্যাঙ্ক		১১,৯৯,০০০	১৯৫৯	১০	৫/১৯(প্র)	১২৫৯	১১/৯	১১/৯	১১/৯-১১/৯	১১৯-১১৯	...	...
ব্যাঙ্ক অব টোকিও	...	১,৯০,০০,০০০	১৯৫৯	৯০ (প্র)	৫/০	১২৫৯	১৯৯	১৯৫/৯	১৯১	১৯১	১৯৯	১৯৫
ব্যাঙ্ক অব অমেরিকা	...	১,০০,০০,০০০	১৯৫৯	৯০ (প্র)	৯ (প্র)	১২৫৯	...	...	...	...	...	ব্যাঙ্কের
বিশ্ব ব্যাঙ্ক	...	৯৯,০০,০০০	১৯৫৯	১০ (প্র)	...	১২৫৯	৯৫১০	...	...	...	৯৯৫-৯৯৯	সরকারী
বিদ্যুৎ কমার্শিয়াল	...	১,১০,১০,০০০	১৯৫৯	১০	১ (প্র)	১১ ৯০	...	...	...	...	...	পাকিস্তান
চেজ ম্যানহাটান ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৯,১৯,১৯,০০০	১৯৫৯	১০	৯	১২৫৯	৯৫	৯৯৯	৯৯	৯৫৯	৯৫৫	ইয়া ভারত
বিদ্যুৎ-সরবরাহ												ব্যাঙ্কের সংখ্যা
									১৯৯	১৯১		

যোষ প্রতিষ্ঠান

						আভ্যন্তরীণ					
অভ্যন্তরীণ											

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৪৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ১৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৫৪ ১২ই এ, ১৯৪৭ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	৪১৩	পরিচয়	৪১৩
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৪১৪	সমাজের কথা	৪১৬
প্রসঙ্গিক	৪১৭	অন্তর্জগতের সন্ধানে	৪১৮
পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান	৪১৯	অর্থনীতির	৪২০
সংবাদলিপি	৪২০	নূতন মূলধনের জন্য সর্বশেষ দাবী—পাইকপক্ষ ...	৪২৮
দর্শন	৪২৩	বৈদেশিক	৪২৯

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

স্বাধীন ভারতের প্রথম সমস্যা উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা। ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইয়াছে দেশবিভক্তির পথে। আর দেশবিভক্তির পথে লক্ষ লক্ষ নিরীহ দেশবাসী হইয়াছে গৃহহারা। বিভক্তির পূর্বে স্বাধীন ভারত বলিতে অখণ্ড ভারতই বুঝাইত। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবকারী জাতীয় কংগ্রেস দেশবাসীকে এই আদর্শেই দীক্ষা দিয়াছিল। এমন কি ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে সর্বজনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে তাহাতেও স্বাধীনতার অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতেই কল্পনা করা হইয়াছিল। অবশ্য ১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগ ভারতশাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগ দাবী করে। কিন্তু এই দাবী অবাস্তব বলিয়া জাতীয় কংগ্রেস বরাবর ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। ফলে মুসলিম লীগের পরিকল্পিত পাকিস্থান অঞ্চলের অধিবাসী হইয়াও তথাকার অমুসলমান জনসাধারণ এবং কংগ্রেসপন্থী মুসলমানগণ ভারতের অখণ্ডতার বিধান অটুল রাখিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন। এমন কি ১৯৪৫ সালে কুপলাণ্ড সাহেবের নক্সা উপলক্ষ্যে ভিত্তিতে পরিকল্পিত আঞ্চলিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীমিশন কর্তৃক ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপিত করা হইলেও তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। কাজেই 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান'—এই বলপ্রয়োগের সাথে যখন মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে দুরন্ত আরম্ভ করে, তখনও মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহের হিন্দুগণ নিরাপত্তাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু মুহূর্তের তরেও তাঁহারা একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই কিন্তু তাহা আশঙ্কাতীত মনে হইয়াছিল তাহাই ঘটিল এবং নিদারুণ আকস্মিকতার সহিত ঘটিল। ভারতবিভাগের ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতার পূর্ণ হস্তান্তরের ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু, লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না এবং শিখদের পক্ষ হইতে সর্দার বলদেব সিং কর্তৃক গৃহীত হইল। যে আকস্মিক কারণ লইয়া দেশে এত রক্তপাত হইয়া গেল, তাহা যে একজন বিদেশীর মনগড়া এবং সহজে পরিত্যক্ত হইতে পারে তাহা যে ধারণারও অতীত ছিল! ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতালাভের দিবস নির্ধারণ করিয়া অখণ্ড ভারত বিভক্তির পথে স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিল, আর তাহা পাকিস্থানের রূপ কল্পনা করিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অমুসলমানগণ আশঙ্কাকুল অধীর হইয়া উঠিলেন।

ইতিহাসে উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়েরই নজীর প্রদর্শিত করিল। ১৫ আগষ্ট পাকিস্থানবর্জিত ভারতে সর্বত্র নিরপত্তাকা উড্ডীন হইল এবং মহা সমারোহে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল কিন্তু লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর ও মুলতানে যে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল তাহা প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভক্ত পাঞ্জাবের নূতন দুই সরকার এবং বিভক্ত ভারতের নূতন ডমিনিয়ন সরকারদ্বয় উভয় ডমিনিয়নের সামরিক কর্মচারীদের সহানুভূতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে অধিবাসী স্থানান্তরের বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এইরূপ সরকার তৎপরতার ফলে এবং নিজেদের প্রাণভয়ে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থান হইতে প্রায় সমগ্র হিন্দু ও শিখ জনসংখ্যাই বিতাড়িত হইয়া তার অভিমুখে চলিয়া আসিলেন। ইহারাই আজ উদ্বাস্তু এবং ইহাদের সংখ্যা

অনন্ত ভরসাস্থলের জন্য নির্দ্ধারিত ১৮ই মার্চ তারিখে সরকার পক্ষীয় তার দেখাবাদী দলের সঙ্গে কলিকাতার উদ্দিষ্ট আকাশে যোগাযোগে আসিতে কোন প্রকার গুরুতর সংঘটিত হইল না। সুতরাং ১৮ই মার্চের অবধারিত পথেই যখন উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে চলিয়া আসিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ তখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেলেন। অবশ্য প্রকাশ্য সংঘর্ষ না ঘটিলেও যে মুসলিম লীগ রাজত্বে তাহা সম্ভব নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া একশ্রেণীর হিন্দু উদ্বাস্তুগণ ভারতে চলিয়া আসিলেও কোনপ্রকার লক্ষ করা হয় নাই। কিন্তু সরকারী কাজের জন্য অবস্থানকারী লায়ন কর্ম্মচারীদের বিবেচনায়, বিহারী আক্রমণকারীদের নামে যত ফরিয়াদ মুসলমান মুসলমানী প্রভৃতি ব্যাপারে হিন্দুগণ পরিচয় গোপন রাখিয়া থাকেন। সুতরাং সংখ্যালঘুদের কথা তখনও তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল পূর্ব্ব বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-দীক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর হইবার পরে।

এই অর্দ্ধশিক্ষিতগণ পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দু ছাত্রগণের কলিকাতা বিদ্যালয়ের পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান করা হয়। তৎপরে আক্রমণের প্রশ্রয় এবং শিক্ষা ও চাকরীর ব্যাপারে হিন্দুগণ পূর্ব্ব বঙ্গ সরকারের আসন হইতে যথার্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। বাজারে মুসলমান দোকান সরকার অগ্রাধিকার, চাকুরীতে সরকার কর্ত্তৃক নাম-গ্রহণ, সমস্যার অনুকরণ, আক্রমণকারীদের জন্য আইনের রাখিবার অধিকার হরণ ও কাউন্সিল ধারা হিন্দুদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমিক উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয়ে, ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্বর্ত্তী বিভাগের ছুটির মেয়াদ ৩১এ মার্চ নির্দ্ধারণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দু ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি ভারতীয় ইউনিয়নের স্থান অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই এইরূপ আক্রান্তদের মোট সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক বলিয়া অনুমান প্রকাশ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ত্রিপুরা রাজ্য, আসাম, বিহার প্রভৃতি বাকী অঞ্চলেও প্রায় অনুরূপ সংখ্যক আক্রমণকারী পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগমন করিয়াছেন।

এইরূপে দেশের রাজনৈতিক-দুর্বিপাকের আবর্ত্তে পড়িয়া যে অসহায় ও জনসংখ্যা ভারতের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুই সন্তান এবং রাজনীতিতেও তাহারা চিরকাল কংগ্রেসকেই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। অথচ যখন পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার ক্ষ ঐপ্রকাশ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্গত পূর্ব্বঞ্চলেই বসবাস করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গের নিকট বিদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন আইনের বিচারে হয়ত কোন ভুল করেন না, কিন্তু মানবতার বিচারে ভ্রমাত্মক না প্রতিপন্ন হন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ত্তমানকালের সকল উদ্বাস্তুদের ত্যাগ ও দুঃখবরণ কাহারও অপেক্ষা কম নহে। দেশের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য তাহারা কিছুই দায়ী নহে। নাগরিকের অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করিবার অধিকার কাহারও থাকা উচিত নহে, এমন কি পণ্ডিত নেহরু-প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রধান শ্রেণীর নেতৃবর্গের পক্ষেও তাহা সঙ্গত নহে।

ভয়ে ভুলে যাহাদিগের যে প্রকার ভীতি বা সন্দেহই থাকুক না কেন, উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারত সরকার প্রথম হইতেই খুব সহানুভূতিশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরিত করা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার জন্য একটি বিশেষ দপ্তরের সৃষ্টি করেন। এই মহতের উৎপত্তায় বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সরকার কর্ত্তৃক এই সকল উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আশ্রয়-প্রার্থীদের ভরণপোষণের আনুষঙ্গিক ব্যয় বহনের ব্যবস্থাবলম্বন প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য সরকারসমূহের উপর অর্পিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন উপকেন্দ্রে কুরুক্ষেত্র শিবিরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে যে আশ্রয়প্রার্থী শিবির স্থাপন করা হয়, তাহাতে ৩ লক্ষ উদ্বাস্তুকে আশ্রয়দান করা হয়। কিন্তু উপস্থিত প্রয়োজন এইরূপে মিটানো সম্ভব হইলেও উদ্বাস্তুদের স্থায়ীভাবে পুনর্ব্বসতি করাইবার পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং পুনর্ব্বসতিতে স্থায়ীভাবে সহায়তা করিবার জন্য ১০ কোটি টাকার আর্থিক ভাণ্ডারসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুনর্ব্বসতি বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের ব্যবসায়ী হইতে সাহায্য করা। এতদুদ্দেশ্যে স্থির হয় যে, উর্দ্ধপক্ষে ৫,০০০৲ পর্য্যন্ত ঋণ উদ্বাস্তুদের প্রদান করিবার জন্য পুনর্ব্বসতি সংসদ প্রস্তুত থাকিবে।

কিন্তু কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতে সমস্যাটিকে বিচার না করিয়া পুনর্ব্বসতির বিভিন্ন প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির নিতান্ত প্রথম প্রয়োজনই এখনও মিটানো সম্ভব হয় নাই। স্থায়ী পুনর্ব্বসতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক আবাসগৃহ। কিন্তু এখনও কুরুক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ, দুর্গাপুরানায় ২৯,৬২১, ফিরোজপুরে ৫১,৫৯৫, আম্বালাতে ৩৮,৭০৫, গুরগাঁওতে ৪১,২৪০, রোটাকে ৮৭,৫২৭, কর্ণালে ১১,১০০, অম্বরসরে ১৩,৮০৭, জলন্ধরে ২১,৮১৭, এবং হোসিয়ারপুরে ১১,৫৮৬ জন উদ্বাস্তু শিবিরে কালাতিপাত করিতেছেন। এখন গ্রীষ্মের আগমে দেখা দিবার সাথে সাথেই জলাভাব ও রৌদ্রতাপের জন্য শিবিরে বসবাস অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই ভারতসরকার স্থির করিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্র শিবির সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং দিল্লীর উপকণ্ঠে ৪০,০০০ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া এই শিবিরবাসীদের পুনঃসংস্থাপিত করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড এবং হাউসিং কর্পোরেশন নামে দুইটী কমিটি গঠন করা হইবে। প্রথম কমিটির কাজ হইবে কিস্তীবন্দী টাকা দিবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের গৃহ সরবরাহ করা এবং দ্বিতীয় কমিটির কাজ হইবে করিয়া উদ্বাস্তুদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। অতীত তত্ত্বাবধানে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়াও প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ সরবরাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

সরকারের এই নীতিতে গৃহহারা উদ্বাস্তুগণ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই এবং অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু অচিরাৎ [illegible]

অধিক, তাহা হইলেও প্রামর্শদাতা উপাদানের অভাব বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধিবিনিময়কেন্দ্রের সাহায্যে যেমন ইহাদের জাতিকের সংস্থান করা সম্ভব নয়, তেমনি শহরের উপকণ্ঠে পুনর্নির্মাণ করিয়া ইহাদের জাতিকার সমস্যারও সমাধান করা সহজ নয়। ইংলণ্ডের শ্রম পরিচালন বন্ধ সরকার যে পরিত্যক্ত জমি চাষ করিবার এবং ব্যাপকভাবে কৃষিশিল্পের প্রবর্তন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে ক্ষেত্রেই অনুসরণ করিবার উপযুক্ত। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে মনোযোগ দিয়া যদি তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালন করেন, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

জাপ-ভারত বাণিজ্য

জাপানস্থিত মিত্র শক্তিবর্গের সর্বাধিনায়কের উদ্যোগে জাপানে যে জাপানী বাণিজ্য দল আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগমনের ফলে জাপ-ভারত বাণিজ্যের শুভ সূচনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে একটি ভারতীয় বাণিজ্য মিশনও জাপান ভ্রমণ করিয়া জাপ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বিবরণী দাখিল করিয়াছিলেন। এই বিবরণী-মতে জাপানের তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ বৈশিষ্ট্যজনক ছিল এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে জাপানের অনেক ঐতিহাসীল শিল্পও তৎকালে বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলির সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, জাপানের বর্তমান শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ সেই সব বৎসরের শতকরা ৪০ ভাগও নহে। জাপানী শিল্পের পুনঃসংস্থাপনের জন্য এখন জাপানের অনেক কিছু প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থ, বিদেশ হইতে আমদানী করা দরকার। এই বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তান জাপানকে কতখানি সাহায্য করিতে পারে, তাহা জানিবার জন্যই এই মিশন বর্তমান সফরে বাহির হইয়াছেন।

পারস্পরিক সুবিধা লাভের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ যে জাপানের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ করিতে অনিচ্ছুক নহে একথা ভারত-সরকারের বাণিজ্য দপ্তর ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জাপানী বাণিজ্য মিশনকে জানাইয়াছেন এবং মিশনকে ভারতবর্ষে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। স্বাধীন ভারত এশিয়ার আর একটি ঐতিহাসীল রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে যে প্রীতির হস্ত প্রসারিত করিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু জাপানী মিশন ও ভারত সরকারের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনার খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, এই দুইদেশের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পথে এখনও প্রচুর বিঘ্ন রহিয়াছে। প্রথমতঃ জাপানে মার্কিণী তত্ত্বাবধানে যে বাণিজ্য বোর্ড আছে তাহার হস্তক্ষেপের ফলে জাপানের সহিত বহির্বিশ্বের অবাধ বাণিজ্য আদৌ সম্ভবপর নহে। তাহাড়া মার্কিণ নিয়ন্ত্রণাধীনে জাপানে বর্তমানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে মিশন ভারতে আসিয়াছে তাহারও নেতৃত্ব করিতেছেন একজন আমেরিকান, মিঃ ইটান। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী হইলে আজ কোন ক্ষেত্রেই আমেরিকার সহিত জাপানের সহিত কোন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভবপর হইবে না, জাপানের সঙ্গে বিনা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অনেকগুলি ব্যবসায়ীকে সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে বলিয়াও বিশ্বাস করা যায়।

জাপানী শিল্পের ঐতিহ্য যুক্তরাষ্ট্র কামনা করে প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ জাপানের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে কিরিয়া আসিলে জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বাহিনীর অনেকখানি লাঘব হইবে, দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যের মাধ্যমে জাপানে আমেরিকার সংস্কৃতি রাখিবার সহিত যদি আমেরিকার সংস্কৃতি রাখে, তাহা হইলে জাপানী শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে আসিবে। কিন্তু জাপানের শিল্প সম্প্রসারণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্যাদির যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাহার প্রতিও মার্কিণ সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। তাহাই জাপানী শিল্প যাহাতে শুধু এশিয়া খণ্ডের বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। কারণ, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হয়, একদিকে জাপানের শিল্প সম্প্রসারণও হয়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ঠিক এইখানেই এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধ বাধিবে জাপানের সঙ্গে। জাপানী মাল আসিয়া এশিয়ার বাজার ছাইয়া ফেলিবে ইহা এশিয়ার কোন রাষ্ট্রই কামনা করে না, কারণ সকল দেশেই এখন বিভিন্নপ্রকার শিল্পোৎপাদনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং অনেকেই এবিষয়ে শিল্প অগ্রসরও হইয়াও হইয়াছে। এশিয়াতে জাপানী বস্ত্র শিল্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষ এবং এই বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে জাপানকে কোনরূপ সাহায্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে।

এই সকল বিষয় সর্বাধিক পরিষ্কৃত হইয়াছে এই মিশনের সঙ্গে ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পপতিদের আলাপ আলোচনায়। ভারতের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, জাপান পূর্বে যেসব বিভিন্নপ্রকার জিনিষপত্র ভারতে চালান দিত, তাহার প্রয়োজন এখন ভারতে নাই; কারণ ভারতীয় শিল্প এবিষয়ে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে এবং যেটুকু অভাব আছে, তাহাও যাহাতে এখনে প্রস্তুত হয় তাহার জন্যও ভারত চেষ্টা করিতেছে। ফলে ভারতের চাহিদা বর্তমানে ঐসব মাল নহে, কিন্তু ঐসকল জিনিষপত্র উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতিই তাহার পক্ষে এখন প্রয়োজন। ভারত জাপানকে কাঁচা মাল সরবরাহ করিবার পূর্বে জানিতে চাহে, জাপান ভারতবর্ষকে যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করিতে পারে কিনা। পক্ষান্তরে জাপান ভারত হইতে লোহা, তুলা, পাট ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা ইত্যাদি আমদানী করিতে চাহে। বর্তমানে ভারতের পক্ষে লোহা ও তুলা রপ্তানী করা কথা উঠিতেই পারে না কারণ ঐসব জিনিষের চাহিদা যথেষ্টই মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না। ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা, পাটজাত দ্রব্য, মালা, রেড়ি ও তিসির খৈল, চামড়া, হাড় ইত্যাদি ভারত প্রচুর পরিমাণে জাপানকে সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু পাট সম্পর্কে ভারতীয় শিল্পপতিদের মত এই যে, জাপান ভারত হইতে কাঁচা পাট লইয়া থলিয়া ইত্যাদি প্রস্তুত না করিয়া এখন হইতে পাটের পরিবর্তে তৈয়ারী থলিয়া লইলেই ভাল

, তাহা না হইলে চটকল ইত্যাদি পরিষ্কার তুলিতে জাপানকে আমার কথা বহুপরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে।

জাপানী মিশনের প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন যে, ভারতের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি করিতেও পক্ষে এক বৎসর, কারণ ইত্যাদি কাঁচা মালের অভাব হইবে। ঐসব কাঁচা মাল না পাইলে ভারতে যন্ত্রপাতি রপ্তানী জাপানের পক্ষে বর্তমানে একপ্রকার অসম্ভব। জাপানের পক্ষ হইয়াছে যে ৩০,০০০ টন লোহের বরাদ্দের পরিবর্তে মাল ভারতবর্ষের যন্ত্রপাতির জন্য এক লক্ষ টন লোহ বরাদ্দ করিতে হইবে। ভারতীয় যে মিশন ১৯৪৭ সালে জাপান পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতেও জাপান যদি উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা মাল ত্বরে ভারতের পক্ষে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ভারতের বস্ত্র ও চিনিশিল্পের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করা সম্ভব। যুক্ত পরিমাণ কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে পারিলে বস্ত্র শিল্পের গতি ছাড়াও ছোটখাট যন্ত্রপাতি, যেমন করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ও অন্যান্য প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার করিতে পারে। লাইসেন্স যে কারণে বন্ধ করিয়া জাপানের বিদেশ-বিনিময়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, ও সেইদিকে জাপানকে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। এ জাপানের তৈলবীজ ও অন্যান্য কাঁচা মালের অভাবও ত অনেকাংশে দূরীভূত করিতে পারে।

জাপানী মিশন মাসখানেক এদেশে ও পাকিস্তানে অবস্থান বেন এবং সকল অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের চতাশু বোঝাপড়া সম্বন্ধে করিবেন। এই মিশনের নেতা মিঃ ইটো বলেন যে, যদি জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি পুনঃসংস্থাপিত তে হয়, তবে দু'পক্ষেরই কিছুটা অগ্রসর হইতে হইবে। মি যাহা প্রত্যাশা করে তাহার সমস্ত কিছু যে ভারতবর্ষ তাহা প্রদান করিতে পারিবে না, তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে জাপানের নিকট হইতে যে সকল সামগ্রী আশা করে তাহার সব-কিছু ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই পাইবে না। কিন্তু দু'পক্ষেরই বজায় রাখিয়াও যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক পরিবর্তন আজ প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই অনুভব করেন।

উপসংহারে, আর একটা বিষয় সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের থাকা কর্তব্য বলিয়া আমরা উল্লেখ করিতে চাই। জাপানী তি ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া অনেকে করিলেও, দেশীয় তাঁত জাপানী যন্ত্রপাতি অপেক্ষা অধিকতর ও যন্ত্রপাতির তুলনায় অনেক নিম্নশ্রেণীর কৌশল। কাজেই নিম্নশ্রেণীর যন্ত্রপাতি অভাবের সময় খুব প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও, অদূরভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি সেখ পর্যন্ত ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে যাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রথম শ্রেণীর তাঁতই যন্ত্র নির্দেশ করার পূর্ব পক্ষতা যে জাপানীদেরই আছে তাহা নয়,—কাজেই চড়াদর কেনে বেশীদর করিবার পূর্বে যন্ত্রপাতির প্রকার, আনুষঙ্গিকতা ও কার্যক্ষমতার প্রশ্ন পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্তব্য।

ভারত্বা বর্তমানে মুদ্রা বিনিময়সংক্রান্ত ব্যাপারে জাপানে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাই এই বিষয়েও ভারতের প্রতিনিধিদের পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং জাপানী ইয়েন ও ভারতীয় মুদ্রা বিনিময় হার নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা উচিত। এই বিষয়ে জাপানের অবস্থা ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কারণ জাপান ইয়েন উপার্জন করিয়া ভারতের যতখানি সুবিধা হইবে, তাহার চাইতে ভারতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া জাপানের ঐশ্বর্যসঞ্চয় বৃদ্ধির সুবিধ হইবে অনেক বেশী। এইরূপ মুদ্রাবিনিময় নির্দ্ধারণের ব্যাপারে জাপানের নিকট হইতে ভারতের কিছুটা অতিরিক্ত সুযোগ আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

প্রাসঙ্গিক

বন্দের আঘিরে বাঙালী

বাংলাদেশের বাহিরে ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২১ লক্ষ বাঙালী আছেন। ইহার মধ্যে আসাম আন্দোলনে কয়েক হাজার বাঙালী এবং বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম এবং ছোট নাগপুর অঞ্চলেই সাধারণভাবে বাঙালীদের বসবাস বলা যাইতে পারে, এই সব অঞ্চল বঙ্গদেশের সহিত ভৌগোলিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত এলাকা এবং এই কারণেই সমস্ত ভারতবাসী অঞ্চলের ভিতরেও একটি ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ গড়িয়া তুলিবার জন্য আন্দোলন স্বাধীনতা হইতেই বাংলাদেশের কংগ্রেসকর্মিগণের পক্ষ হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গ বিভাজিত হইয়া প্রায় সাড়ে তিন কোটি বাঙালী অধ্যুষিত জনসংখ্যা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট আড়াই কোটি বাঙালী পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই জন্যই সম্প্রতি বাঙালীদের বঙ্গভাষার অনুকূলে আন্দোলনের ভীতিগ্রস্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনুমান করা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের মাতৃভাষারূপে বাংলাভাষাই হয় ত আজ তাহাদের অন্তরঙ্গ বাঙালীরূপে পরিচয় হইত।

ইহাদের জন্য যে সরকারের অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাদের অধিক কারণ হইয়াছে, এই সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের বাঙালীদের প্রতি সেই সেই প্রদেশের সরকারের নীতি ও কার্যক্রম। পৌরাণিকেরেল বর্তমান উৎসাহের সহিত বাংলা ভাষাকে বিহারে অধিকার চালানো হইতেছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। আসাম প্রদেশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে বাহির করিয়া আসিবার সময়ে প্রস্তাবে বলা হয় বিশেষ প্রকারে প্রবীণভাষের সম্পর্কে কটুক্তি এবং বাংলার লিখিত সাইন বোর্ড প্রভৃতির অপসারণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালীর দোকান ইত্যাদির প্রতি হীনোক্তি বর্ষণও করা হইয়াছে। কিন্তু অভাবিক লক্ষ্য এই যে, প্রাদেশিক সরকার তাহাতে বড় একটা বাধা প্রদান করেন নাই।

সম্প্রতি বিহার হইতে আরও উদ্বেগজনক সংবাদ আসিয়াছে। রামগড়ের জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির এক সভায়, বিহারী প্রচারের অনুরোধে বিহারের সরকারী কর্তৃপক্ষগণ যে কয়টি প্রস্তাবিত পরিবর্তন-স্থান করিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিহারের মন্ত্রিসভাপ্রকাশ যে, এতদসম্পর্কে সংবাদপত্র বাংলা সংবাদের জন্য যাহাতে সরকারের সমালোচনা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। আরও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রিগণ [illegible] করিতেছি।

সম্প্রতি বিহার সরকার বাঙালীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিবার সুবিধার্থে তাহার পরিধি বিস্তৃতর করিবার জন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সাহায্যে তাহার সমপরিমাণের বাঙালী সকল পণ্ডিত সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য প্রশংসনীয়। এই সংবাদে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, প্রথম হইতেই আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরাতেই অন্যান্য প্রদেশগুলিতে পাট চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সেজন্য অধিকতর যত্ন করা আবশ্যক।

১৯৮০-৮১ সালের বিলাত অনুযায়ী যদি এক বিঘা জমির ফলন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ভারতের জমির পরিমাণ না বাড়াইয়াও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জমিতেই ৩০ লক্ষ গাঁইট পাট অধিক উৎপন্ন করা সম্ভব। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যম হইলে ৪০ লক্ষ গাঁইট উৎপন্ন করাও অসম্ভব নয়। ১৯৮০-৮১ সালে বঙ্গদেশের ভারতীয় এলাকায় পাটের ফলনের পরিমাণ ছিল ১৯৮০-৮১ সালের প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে বিহার সহ বর্তমান ভারতীয় এলাকায় ফলনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪,৭৫,৫০০ গাঁইট। কাজেই আমাদের পক্ষে ১৯৮০-৮১ সালের সমান উৎপন্ন করিলেও আমরা অনায়াসে ৩০ লক্ষ গাঁইট যে উৎপন্ন করিতে পারিব তাহা মোটেই অত্যুক্তি নহে। শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় হইতে হইলে বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের মাত্র ১০ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করা আবশ্যক,—অথচ যেখানে পাট চাষ করা সম্ভব—যেমন পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা ও আসামে—সে সব জায়গায় ২০ লক্ষ একরের বহুগুণ অধিক জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। উপযুক্ত চেষ্টা ও যত্ন অবলম্বন করিলেই ঐ সব জমি পাট চাষের উপযুক্ত করিয়া তোলা যায়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বাদ ৩০ হইতে ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল; অথচ পাকিস্তান ঐ পাটের রাজনৈতিক অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবে, বিশ্বের অনুমিত আছে।

পশ্চিম পাটের মূলধনের পরে ১০০ [illegible] হইয়াছে যে আমরা নেপাল পাটের ও পাকিস্তান অপেক্ষা ভালো পাট উৎপন্ন করিতে পারিলেও সে পাটের বিশ্বে [illegible] বিক্রয় করিতে অনেকদিন লাগিয়া যাইবে। কিন্তু সরকার কাজে কিন্তু আজ বলিয়া পাটের বিক্রয় অনিশ্চিত হইয়া বিলম্ব ঘটিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার ইহাই বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্য হ্রাস না ঘটে তবে আমাদের একচেটিয়া অধিকার অচিরে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। সেই জন্য আমাদের যুক্তরাষ্ট্র যদি ইতিমধ্যেপ্রয়োজনীয় পাট উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়, তবে পাটের এই মূলধনি অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হইবে এবং বহু মূল্য পাট চাষের জমি অচিরে কোন কোন বিহার অধিকার করা সাধ্যতন্ত্র মনে করিবেন। এমন কি বিশ্ব অধিকতর হইলেও যে বিশ্ব প্রাকৃতিক পাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না, অনেক লোক সন্দেহ যে মূলধনের তাহা বিশ্লেষণের বলা যায়। ইতিমধ্যে পাটের কোন বহুমূল্য তাহার সকল করিয়া তাহাদের বিকল্পোক্তির পথ প্রশস্ত করা যাইবে এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া সরকারের এই পরিবর্তনের সম্ভাবনার জন্য যেখানেই সাধ্যে অপেক্ষা করিতে পারিবে।

ভারতে রাসায়নিক শিল্প

বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথে ভারতে রাসায়নিক উৎপাদনের আবশ্যকতা কমেই বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু এই সকল উৎপাদন সরবরাহ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। শুধুমাত্র বিহারই হইতে জানা যায় যে, অনতিকাল মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে আমাদের প্রতিবছর ২০০ টন পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের প্রয়োজন হইবে কিন্তু বর্তমান স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩০০ টন। সরকার অন্তত ১৫০ টন পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট উৎপন্ন করিবার উপযোগী এক কারখানা স্থাপনের জন্য সম্প্রতি চেষ্টা হইতেছে এবং সংবাদে জানা গিয়াছে। এইরূপ একটি কারখানা স্থাপনের যে বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজকাল পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের এক স্থানীয় উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ভারতের একটি ছোট কারখানার প্রস্তুত [illegible] সেখানে ১৭৯৬, আমদানীকৃত প্রতি ১ পারমাঙ্গানেটের মূল্য সেখানে ১৭৯৮/১০। এই উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া [illegible] পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের উপর আরোপ করিয়া ৩০ টাকা [illegible] রাজস্ব শুল্কের পরিবর্তে ২৫ হইতে ১৫ [illegible] করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

এই পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের বহু অ

...

...

...

পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান

—দ্বিতীয় খণ্ড—

(তত্ত্ববিজ্ঞানবাহী)

সম্প্রতি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশের নিমিত্তে "আর্থিক জগতের" হেডি অফিস বিশ্লেষিতসম্ভব। যেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় সম্পাদিকাটীকে জানিয়ে বিশ্লেষিতসম্ভব যে আমার নিশ্চিত মতামতের সঙ্গে তাঁহার মতের সঙ্গতি আছে। তা সম্পাদক মহাশয় কেন, যেকেন লোক যাহারা তাহার মনে হয় যে, আমার সরকার এবং স্থানীয় সরকারের একটানিক "হোয়াট হেপেন্স" লোকের মতের সঙ্গতিই আমার মতের খাপিল বিষয়ে। কিন্তু কেহেতিনের যে সম্পাদক মহাশয় বিষয়টার সম্বন্ধে তাঁর মতের সঙ্গতি কোথায় আমার মতের মিল নেই তা লিখিয়াছে আলোচনা করে আমার নিজের কুল বুঝতে কিংবা আমাকে তাঁহের কুল বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সম্পাদের পর সম্পাদ মাসের "আর্থিক জগতের" সংখ্যাগুলির পৃষ্ঠাগুলির পাটের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কিংবা অন্য কারও নিশ্চিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে "আর্থিক জগতে" যে পরিবর্তন করেছেন, তাহাতে আমার বর্তমান পাট প্রবন্ধটি বন্ধ সম্বন্ধে বিদেশী অভিজ্ঞদের প্রকাশিত মতি অনুযায়ী এর বিষয় বস্তুবাদের এই আলোচনা অবান্তর হবে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে আমার পত প্রবন্ধে যে সংখ্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলি যথেষ্টপযোগী নয়। সেটা যেমন হয়ে সেগুলি আর নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধের পাবলেখে দেওয়া ছিল। দুঃখের বিষয় মুদ্রাঙ্কনকালে তা সম্ভব আমাদের বর্জিত হয়েছিল। তবু পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছি যে পত প্রবন্ধের সংখ্যাগুলির 'ভবিষ' তাঁরা পাবেন নিম্নলিখিত কয়েকটি পত্রিকার সদ্যপ্রকাশিত সংখ্যাদুয়েরই কোনটায়:—

১। ইকোনমিস্ট অনালস অফ অর্থনিতা
২। ফুট বুলেটিন (ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি)
৩। রিভিউ অফ ইন্টারন্যাশনাল কোর সিমিটেডের বিশেষ টিন সংখ্যার পরিচয় আমার হাতের কাছে থাকলে না থাকায় নিয়ে অসমর্থ হ'লাম। সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাই।

আমার পত প্রবন্ধে আমি মূলতঃ যে তিনটি কথা বলতে চেয়েছি, তা এই :—

ক। ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে আমাদের সরকারকারী সর্বোচ্চ পরিমাণ পাট আমদানির সময় বিষয়গুলি ভালু রাখতে পাকিস্তানের কাছ থেকে বছ পরিমাণে পাট ক্রয় করতে হবে। [আর্থিক জগত—এপ্রিল, ৩য় খণ্ড]

খ। আমদানিকৃত পাটনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যেই সাধারণ ভূমির মালিকদের হাত আরও শক্তিশালী হবে এবং চাষীদের হাতে, সাধারণের অসুবিধার এবং অসাধু ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। [ঐ ঐ, ২য় খণ্ড]

গ। ভারতে পাটচাষের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাটের অসুবিধাগুলি দূর করার পাট সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। [ঐ ঐ, ৩য় খণ্ড]

ঘ। পাটের সংরক্ষণাগারে কৃষিজাত পণ্যের পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। [ঐ ঐ, ৩য় খণ্ড]

এইসব কথা বলে এই কথাগুলি আরও অধিক বক্তব্যবিস্তৃত করিনি।

আন্তর্জাতিক আর্থিক আর্গেনাইজেশনের কেন পাট সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করেছে তা এখানে—১৯৬৭ সনের ১২ই ডিসেম্বরের সংবাদে যেসব বেরোই বেরুচ্ছে। এই প্রেসের "আইএমএফ পলিসির ২৫ বছর [১৯৮৮] এর সংখ্যার ১১৯ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষিপ্ত বিবরণের ফোটোস্ট কপি দাখিল করেছি। "আর্গেনাইজেশনের তত্ত্বাবধি প্রতিনিধিগুলির সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল কৌশল সরকার তাদের কাছ আমাদের কাছ প্রকাশিত করার প্রয়োজন। আমরা যে সব কারণের [ঐ] জন্যই মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে বিশ্লেষিকির দুর্বিধাগুলি প্রকট হ'বে।—[১] প্রয়োজনীয় অসমর্থ হারের উপর শুল্ক লাগাবে না এবং [২] যে সব রপ্তানির ও উৎপাদন আর্গেনাইজেশনে প্রকাশ না উৎপাদ হয় না, সে সব রপ্তানির ও উৎপাদন বিশেষ ক'রে আমদানী করার জন্য প্রতিবাদকল্পে বিশেষ ধার দেওয়া হ'বে। [৩] যেসব সরকার দুর্বিধাগুলি এই দুর্বিধাগুলি উপযুক্ত করার প্রয়োজন [৪] সরকারকর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে আর্গেনাইজেশনে উৎপাদ করে যাবতার ক'রতে হ'বে, [৫] সরকারনির্দিষ্ট বন্দরের বন্দ তৈরী করতে হ'বে এবং [৬] সাধের বার্ষিক উৎপাদনের সরকারী এক্সপোর্টের অর্থেক আর্গেনাইজেশনে চাষীবন্ধুদের উৎপাদন ও সরবরাহ সম্বন্ধে অবহেলায় যাতে করতে হ'বে। এই চক্রের ব্যবসায়ের জন্য ব্যবস্থা থাকবে।" এই ঘোষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত আমার [৩] ও [৪] চিহ্নিত দুই দুটি প্রতিধ্বনিযোগ্য মনে করি।

"ফুট ও এগ্রিকালচার বিলিটিন—১৯শ খণ্ডের [১৯৮৮ সাল] ৬৩৭ সংখ্যায় বিভিন্নদিকের সংবাদ ও অভিমতগুলিসহ আমার পূর্বপ্রবন্ধে লিখিত [ক], [খ] ও [ঘ] চিহ্নিত মতামত কিরূপ সমর্থিত হয়, এবার দেখা যাক। উক্ত পত্রিকার ১৯ পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আছে—

"এ পর্যন্ত বিশ্বের দেশগুলিতে কৃষি পণ্যের প্রধান অংশ খাদ্যের প্রয়োজনই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু যদি পাকিস্তান হ'তে পাট সরবরাহ বন্ধ হয় [illegible] "তখন [illegible] পাট ক্রয়ের [illegible] ব্যবস্থা করে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে [illegible] ব্যবস্থা করা [illegible] অধিকাংশ পাটচাষ [illegible] ঘটি করা হবে [illegible] সরকার [illegible] নিশ্চিত উৎপাদনের [illegible] একটা মূল্য-সমর্থন করা [illegible] অথবা তাদের কাছ থেকে [illegible] অধিকাংশ পাটচাষ [illegible] হবে [illegible] যদি সরকারের সরকার পাট উৎপাদন বিক্রয় করে [illegible] তবেই [illegible] উৎপাদনের [বিশেষের সাথে] মূল্যায় [আরেকের] পাইকার [illegible] মূল্যের উপর [illegible] সরকারই প্রকৃত নিয়ন্ত্রিতকারে।"

"বিশ্বাস সংবাদপত্র ই পত্রিকার এই ৩ নং পৃষ্ঠা হতে সংবাদ করা হয়েছে—"ফাঠিয়ে পাটের গুদাম তৈরী করতে হয়েছে। কারণ অনেকগুলি কারখানা ফাইবার [কৃত্রিম রেশম—পাটের তন্তুবিশেষ] হ'তে সুতা তৈরী করার কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

"ভারতের পাটচাষীরা [illegible] উৎপাদন [illegible] ভূমিতে [illegible] প্রয়োজনীয় পাটের [illegible] নিয়ে উৎপাদন সরকার [illegible] কোনও পরিবেশন [illegible] কি পরিবেশন করেছেন তা আমরা জানতে পারি নি। তবে আন্তর্জাতিক [illegible] উৎপাদনগুলি [illegible] সাধ্য ও আমাদের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] আমরা [illegible] পাট [illegible] তাহলে [illegible] পরিবেশনের একটোনিক [illegible] [illegible] পারি।"

এই সব উক্তি [illegible] একথা [illegible] প্রবন্ধের পাটচাষ [illegible] সাহায্যের [illegible] পক্ষে পরিকল্পনানিয়োগের [illegible] অসুবিধা [illegible] [illegible] আন্তর্জাতিক উৎপাদনে [illegible] পা [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] আর্গেনাইজেশন ও [illegible] [illegible] পাটচাষীদের [illegible] [illegible] [illegible]

সংবাদলিপি

ঊন রাজস্ব বিল—যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াতে দ্বৈত পরিচালন—একচেটিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে ন তদন্তের জন্য কমিশন প্রতিষ্ঠা—যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে সরকারী সাহায্য—যুক্তরাষ্ট্র ও ন উৎপাদন বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

. এপ্রিল ১৫—যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিল এখন পেশ করা হইয়াছে। ইহার মারফতে [illegible] বেশে সরকারের অর্থ বিল করিবার জন্য যে ভেদ করা হইতেছে তাহা দূর করিতে হইবে। 'বিশেষ উৎপাদন' চলতি বছরের পরিমাণ ১৮০০ মিলিয়ন ডলার হইতে কমাইয়া ১৫০০ মিলিয়ন ডলার করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যেসব জিনিসের উপর যুদ্ধ-পূর্ব যুগে কোন শুল্ক ছিল না এবং যাহার উপর যে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে তাহার উপর শতকরা ১০ ভাগ হারে শুল্ক ধার্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মতে এই শুল্ক যথেষ্ট নহে। তাহারা বলেন যে, শুল্ক শতকরা ২০ ভাগ হারে ধার্য করা উচিত। তাহারা আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সকল জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে তাহার উপর শতকরা ১০ ভাগ হারে শুল্ক ধার্য করা হউক।

বিদেশবাণিজ্যে ইদানীং ব্রিটেনের ঐশ্বর্য বাড়িয়াছে, কিন্তু এখন সেই বিদেশবাণিজ্য ও [illegible] বিশেষ উপর ইত্যাদি আরোপ করা নীতি অনুসরণ করার কথা হইতেছে। [illegible] এই সে. যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় বহুত লোকসান হইয়াছে। পৃথিবীর বহুতের তুলনায় গত বৎসর ৯ পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়ায় মোট বহুতের উপরে ৬৬.৭৫ মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে যে বহুত পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। পাউণ্ড মূল্যের অর্থ যোগ করিলে বর্তমানে বহুতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৭৫০ [illegible] পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মোট ৯৫ দেশের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত।

কয়েকটি অভিযোগের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ [illegible] অনুসন্ধান করিবার জন্য গত বৎসর একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠান যেসব কার্যের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহাদের আইন করিবার অধিকার [illegible] এজন্য একজন বহুতের বিশেষ অধিকার আছে। ঐসব ইউনিয়ন কারখানা ও দোকান যেসব এই বিধি উপযোগিত করা [illegible] করিতে পারে সেজন্য ১৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের একটি সাহায্য-পরিকল্পনা [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সংঘবদ্ধ হয় সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য যে সব সংঘের অন্তর্ভুক্ত ৫ লক্ষ লোক আছে সেইসব সংঘের মুখপাত্রদিগকে লইয়া [illegible] বিশিষ্টজন পরামর্শদাতা করিবেন।

গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত সরকার উৎসাহদান পরিমাণে ১৮ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৩৫ মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে। [illegible] জানা গিয়াছে যে, আগামী সপ্তাহে উৎসাহদানী বিনিয়োগ পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভব সম্ভাবনা।

[illegible] সম্প্রতি বাণিজ্যের একটি প্রধান মূলধন বিভাগ দেখাইয়াছে যে, গত ১২ মাসে ব্রিটেনের [illegible] বৈদেশিক আমদানীর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৭ সালের উৎসাহদান পরিমাণ ১৫ মাসের বৈদেশিক হইতে বিনিয়োগ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] বৈদেশিক আমদানীর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালের শেষ তিন মাসে যে পরিমাণ মূল্য [illegible] হইয়াছে তাহা ১৯৪৯ সালের মূল মাসের তুলনায় [illegible] বিনিয়োগ উক্ত পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালের তিনমাস [illegible] বিনিয়োগ [illegible] [illegible] পরিমাণ ১৬৫১ হাজার পাউণ্ড (৩.৩১ কোটি টাকা) ধরা হইয়াছে।

ওয়াশিংটন

ই. সি. এ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিতে মাল সরবরাহের নীতি—বি. আই. এস-এর তহবিল সম্বন্ধে আলোচনা—ব্রিটেনের বাজারে রৌপ্যের দর বৃদ্ধি—সোনার অবাধ বাণিজ্য—মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের আতঙ্ক।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৮ই এপ্রিল—সেনেটের বাণিজ্য-কমিটি ই. সি. এ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিতে মাল সরবরাহ করিবার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহা সরকারীভাবে জানা গিয়াছে। ইহার ফলে তাহাদের প্রয়োজনীয় মালের যে তালিকা পেশ করিবেন তাহা কিভাবে পরিবর্তে ক্রয়প্রাপ্ত বিক্রয়কারী পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিচারের কাজে লাগান হইবে সেই বিষয়ে এই তালিকাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া সেই সব দেশকে মাল সরবরাহ করিবার অনুমতি দান করা হইবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তালিকা পেশ করার জন্য বা ই. সি. এ দেশগুলিকে চাপ দেওয়া হইবে।

প্রথম বৎসর ই. সি. এ হইতে যে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিবার কথা আছে উহার মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। কোন্ দেশকে কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইবে তাহা ই. সি. এ ঠিক করিবে এবং এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের মারফত তাহা বণ্টন হইবে। জানা গিয়াছে যে, যেসব দেশে পাকে এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, তাহাদের মাত্র শতকরা ২½ ঋণ দেওয়া হইবে। যদি সত্য সত্যই এই নীতি অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ খুবই কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

বি. আই. এস-এর যে তহবিল আইন পরিচালনা আছে তাহা কিভাবে ভাঙ্গিয়া লাভের ঘর কে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ডি. [illegible] এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ডলারে পরিবর্তে [illegible] পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় প্রয়োজন, সেইজন্য বি. আই. এস লিঃ যাহাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেছে, কিন্তু কি ব্যাপারে ধরে কোন হদিস্ পাওয়া যায়। সুতরাং ডলারের বিনিময়ে তাহাদের উহা ফিরিয়ে দিতে হইবে ইহার জন্য আনুমানিক ৮০ লক্ষ ডলার খরচ হইবে।

ব্রিটেনের বিদেশী রৌপ্যের বাজারে রৌপ্যের দাম আউন্স প্রতি ৪৮ সেন্টের কম হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮ সেন্ট পর্যন্ত উঠিবে বলিয়া মিশ্রিত মনে হইতেছে। সম্প্রতি মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কিউবা কিছু রৌপ্যকের রৌপ্য আমদানী করিয়াছে এবং রৌপ্যকে সর্বসাধারণ নিজেদের জন্য মূল্য হ্রাস করিতেছেন। রৌপ্যকের আইন অনুসারে রৌপ্যের মূল্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনকারী দিগকে বর্ধিত দরের কর দিতে হয় এবং শ্রমিক যেরূপ মজুরী বৃদ্ধি করিতে হয়। রৌপ্য উৎপাদনে পরিচালনা সংস্থাই আমেরিকার বাসিন্দারা আশা করিতেছেন যে, একবার শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করিলে রৌপ্যের দাম হ্রাস পাইলেও তখন আর মজুরী হ্রাস করা হইবে না। বাণিজ্য ইউক, উৎপাদন ও চাহিদার পরিমাণ কৃত্রিম উপায়ে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে না।

গত ১৮ই এপ্রিল সেনেটারে সোনার অবাধ বাণিজ্য প্রচলন করিবার জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়াতেও অনুরূপ একটি বিল উত্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত সোনা (আমাদানীকৃত সহ) ও আমদানী সোনা অবাধ বাণিজ্য প্রচলন করা উচিত বলিয়া এই বিলে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিল অনুসারে সোনা রপ্তানীর উপর বর্তমানের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। বিভাগীয় হইতে পাওয়া প্রাপ্তির

অর্থনৈতিক ও ব্যবসায় সম্পর্ক প্রসারের দিক থেকে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। বিভিন্ন দেশের বহু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ইতিমধ্যে ভারত পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতের শিল্পোন্নতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পথ সুগম হইবে। ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হইবে তাহার মধ্যে চা, পাট, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ, লৌহ ও ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, অভ্র, সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, কাচ, কাচের জিনিষপত্র, সুতী বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, রেশম ও কৃত্রিম রেশম বস্ত্র, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ও ট্রাম গাড়ী, ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী, ট্রাক্টর, সাইকেল, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, ছাতা, খেলনা, ক্রীড়া সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক পাখা, ফটোগ্রাফিক দ্রব্য, ঔষধ, রং, বার্নিশ, কাগজ, কাঠ, কাঠের আসবাবপত্র, কাঠের পেন্সিল, কাঠের দেশলাই, কাঠের পুতুল, কাঠের খেলনা, কাঠের ফ্রেম, কাঠের ছাঁচ, কাঠের বাক্স, কাঠের ঝুড়ি, কাঠের ব্যাগ, কাঠের ট্রাঙ্ক, কাঠের ব্যাট, কাঠের বল

সঙ্কলন

কিস্তান ভাক মাশুল

...লের ১লা এপ্রিলের পূর্বে উভয় দেশের ...ক মাশুল হ্রাস, ভারত ও পাকিস্তান ...সেবা ১লা যে তারিখ হইতে তাহা ...বিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা ...ছে নিম্নলিখিত হার ভাগাকরী হইবে—

...সাধারণ চিঠিপত্র।

...সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে ভারত-পাকি-...ন দেশদ্বয়ের মধ্যে মাশুলের হার সমান ...হইবে।

...সাধারণ চিঠিপত্র বলিতে বিমান ...

...মানের চিঠি: (ক) পোষ্ট কার্ড—...কোটা।

...ন্ত খামসহ, খোলা অথবা বাঁধাই করা ...কেট।

...রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্র—দেশভাগকারীর ক্ষেত্রে ...সংবাদ রেজিষ্টার্ড বলিয়া গণ্য।

...বিমান ডাক।

...ভারত-পাকিস্তান বিমান ডাকে সাধারণ ...ও পাসকার্ডের ডোলাপ্রতি সাধারণ ...ডিরিক্ত মূল্য লাগিবে।

...পোষ্ট কার্ডের ক্ষেত্রে প্রতি পোষ্ট কার্ডের ...করের অতিরিক্ত আরও তিন পয়সা ...।

স্থানী বাণিজ্যের হিসাব

...লের মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে ভারতের ...দ্যের খাতে ভারতের ২৭ কোটি টাকা ...। ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসের ...লোচ্য তিন মাসে পাটজাত দ্রব্য, চা, ...ক, গম, মাংস, তুলা, চামড়া, চীনা বাদাম, ...ম, মাখনবিহীন দুগ্ধ, তেল, কাঁচ ও পশমের ...রিমাণ বাড়িয়াছে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে ...সালের আলোচ্য মাসের মধ্যে পাকিস্তানের ...ও হইতে আমদানীকৃত মালের দাম ধরা হইয়াছিল। ...দেশের আমদানীও ফেব্রুয়ারী মাসে ...৪৫ হাজার টন হইতে বলে ভারত হইতে ...য় হয়। কিন্তু মার্চ মাসে আমদানীকৃত ঐ ...বের পরিমাণ ১৯ হাজার টন। উহার মধ্যে ...টন মাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চা মাসে খুব বেশী পরিমাণ চীনা বাদাম ...রে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ...যাছে। ঐ মাসে ৬ হাজার টন চা ফ্রান্সে, ...হাজার টনের, ৬০০ টন আসিল যুক্তরাষ্ট্রে ও ৩০০ টন ...নমার্কে চালান গিয়াছে।

ভারতের প্রথম মূলধনী বিমান

"রাজপুত প্রিন্সেস" নামে ভারতের প্রথম মূলধনী বিমান আগামী ৮ই জুন কলিকাতা এবং ঢেকেরডা হইতে আন্তর্জাতিক বিমানপথে যাত্রা করিবে। সরকার ভারতের অর্থসচিব মিঃ জন মথাই ঐ বিমানে ...ম যাত্রা করিবেন। "রাজপুত প্রিন্সেস" বিমান ...ত্র আগামী ৫ই তারিখের অপরাহ্ণে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশপথে চালিত করা হয়। "রাজপুত প্রিন্সেস" পৃথিবীবিখ্যাত লকহীড কর্পোরেশনের অন্যতম সংস্করণ এবং ইহাতে ৩৯ জন যাত্রীর বসিবার সুযোগ সুবিধা আছে। ১৪ হাজার অশ্বশক্তি সম্পন্ন ৪টি ইঞ্জিন ঘণ্টা লইয়া ঘণ্টায় ৩২০ মাইল বেগে ...ছিতে পারে। ইহার ফ্লেমেন্ডলিতে আরো ৩০০ ...মাইল যাইবার ক্ষমতা আছে। ইহা ২৫,০০০ ফিট উচ্চে উঠিতে পারে এবং ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে উড়িতে পারে। এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এই ...ধ্যে তিনটি বিমান চলাচলের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত একটানা বিমান পথটি পৃথিবীর অন্যান্য দীর্ঘতম বিমানপথের মধ্যে একটি বলিয়া প্রকাশ।

ভারত সরকারের কর্তৃক আমেরিকা ও ফ্রান্সে ৩টি টনার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সংবাদ

ভারত সরকারের আমেরিকা ও ফ্রান্সে সমুদ্রে যাত্রা করিবার উপযোগী দুইটি টনার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আবেদন ও সিকেরের ঘাঁস দুইটি দুর্ঘটনায় পতিত সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক টনার যন্ত্র বসিলে তত্ত্ব ...সন্ধানের অনিশ্চিতা কার্যকরী করিতে পারেন বলিয়াছে ভারত সরকারের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ঐ দুইটি টনার কিনিবে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ভারত সরকারের নিকট হইতে সম্প্রতি ঐ দুইটি ঘাঁসের চুক্তিতে সমুদ্রে যাত্রা বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের উক্ত দুইটি ঘাঁসের নিকট সমুদ্রে যাত্রা করা সম্প্রতি ১৯৪৯ সাল হইতে পর পর কতকগুলি দুর্ঘটনায় চালাইয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত দুই সমুদ্রাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ আশা করা যাইতে পারে।

ভারতে যন্ত্রচালিত টেলিফোন

...ারতে শীঘ্র ভারতে যন্ত্রচালিত টেলিফোন ...পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল এজন্য ইউরোপ গমন। ইংলণ্ডের অটোমেটিক টেলিফোন আণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানী ও ভারত সরকারের মধ্যে কথাবার্তার ফলে ১৯৪৮ সালের আগ্র যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৫ বৎসর পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার কোম্পানীর সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবেন।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সোনা-রূপা রপ্তানী নিষিদ্ধ

পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান হইতে সোনা ও রূপা রপ্তানী নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সোনা ও রূপা সম্পর্কে কোনও রপ্তানীর লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ঘোষণায় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। পাকিস্তানের অনুরূপ ভাবে আন্তর্জাতীয় অর্থনৈতিক চুক্তি হয় করা হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারও পাকাটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পাকিস্তানে সোনা রূপার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মিরাটে শ্রমসচিব সম্মেলন

...ত আ ও ঘা যে ভারত সরকারের শ্রম-...সচিব শ্রীজগজীবন রামের সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রদেশের ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের প্রতিনিধিদের ...ধ্যে মিরাট এক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ...হইয়াছে। মূলধন বিনিয়োগকারী মালিকদের ন্যায় প্রাপ্য কি হইবে এবং অতিরিক্ত মুনাফা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কি পরিমাণে বণ্টিত হইবে, এই কমিটি তাহা স্থির করিবেন। স্থির হয় যে, মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ হইতে তিনজন করিয়া মোট ছয় জন সদস্য একজন অর্থনীতিবিদ্ এবং ভারত সরকারের শ্রম বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও অর্থ বিভাগের এক একজন প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। আরও স্থির হয় যে, মূল আদেশ দেওয়ার পর পাঁচমাসের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে মালিক-শ্রমিক বিরোধ

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্নাঞ্চলে মালিক-শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯ এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের ফলে ৯,১৯০ জন শ্রমিক বেকার হয়। ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টি মালিক পক্ষ বন্ধ করিয়া দেন ও বাকি ১২টিতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। ইহা পূর্ব সপ্তাহে ৬টি প্রতিষ্ঠানে বিরোধের ফলে ৩,৭৩ জন শ্রমিক বেকার হয়।

বিদেশে মোটরের টায়ার ও টিউব রপ্তানি

...প্রতকারক ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট টায়ার ও টিউবের বাবসায়ীরা যাহাতে রপ্তানী ব্যবসায়ে ...

[illegible] সরকার স্থির করিয়াছেন যে, [illegible] টাকার টায়ার ও টিউব সংশ্লিষ্ট ভাবের [illegible] বাহীবাহী গাড়ীর টায়ার টিউবের পরিবর্তে [illegible] এবং সাইকেলের টায়ার ও টিউবের পরিবর্তে [illegible] প্রস্তুতকারক কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্তৃক [illegible] ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ থাকিবে। এই সুবিধা [illegible] সালের এপ্রিল হইতে ছয় মাস [illegible] দেওয়া হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে উপরিউক্ত [illegible] কিরূপ কার্যকর হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া [illegible] ব্যবস্থাদি স্থির করা হইবে।

ইরাকের জন্য বন্ধ

বাগদাদ বেতার সংস্থা জানাইয়াছেন, ভারত ও পাকিস্তান হইতে বহু আগা বস্ত্র রপ্তানির ফলে ইরাকের বস্ত্র যোগানদার হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসরের শেষার্ধ হইতে ভারত ও পাকিস্তান সরবরাহ বন্ধ করিয়াছে। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ঐ দেশদ্বয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ইরাক, চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও ইরাকে বস্ত্র চালান আসে। গত চার বৎসরে কর্তৃপক্ষ অনেক বস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিল, কিন্তু এখন বস্ত্র চড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের দাম আগ করিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে আটক নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা

সংসদে এই প্রশ্নের যে সকল নিরাপত্তা বন্দী আটক রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে সংবাদপত্রে [illegible] প্রকাশিত হওয়ায়, পশ্চিম বঙ্গ সরকার জনসাধারণের অবগতির জন্য এ বিষয়ে নিম্নরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইনের নয় ধারা অনুযায়ী ঘোষিত হইবার পর উক্ত সংস্থার মোট ১৩ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৫০ জনকে এ যাবৎ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ১০ জন এখনও আটক রহিয়াছেন। এই ৬০ জন সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে এবং শীঘ্রই আরও অনেককে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতীয় সাম্যবাদী পার্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে মোট ২১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ১৮৮ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানে মোট ১৪ জন আটক আছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত কাহারও পার্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে কোন ব্যক্তি নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক নাই।

পশ্চিম বঙ্গ সর্বদলীয় কর্তৃক চোরাকারবার বন্ধের অভিযোগ জানী করার অভিযোগ

উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "চোরাকারবার বন্ধ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সর্বদলীয় নিকট আমাদের সুপারিশগুলি পাঠাইয়া দিয়াছি।"

এই বিষয়ে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, বিরোধীদলগুলির নিকট আমার উত্তরে তিনি বলেন যে, ঐ বিবৃতির মূল বক্তব্য অনুযায়ী সর্বদলীয় একটি কমিটি গঠন করিতে তাঁহারা।

ভারতের নূতন বড়লাট

লর্ডসভার প্রধান হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সর্বদলীয়ের সুপারিশক্রমে রাজা বা ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের স্থলে পশ্চিম সমরের সর্বময় কর্তৃত্ব ইউরোপীয় রক্ষণাবেক্ষণ আডমিরাল আরভিনের হস্তান্তরে পদে নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগামী ২১এ জুন (১৯৪৮) ভারতের বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

শুদ্ধাঞ্জলি

(অনুবৃত্তি ৫১১ পৃষ্ঠায়)

বর্তমানে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় কাপড়ের সরবরাহ পূরণ হওয়া নিশ্চয়ই আশা করা যাইবে।

রাজ্যসভায় সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক সাম্পিক্ষা সংসদ গঠিত হইয়াছে তাহার অন্যতম প্রতিনিধি অধ্যাপক পি. এম. ব্লাকেটের বর্তমান সফরের সুযোগে সিমলা বোম্বাইয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বাধানিষেধের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য একটি সহজ পন্থা এই সংসদের উদ্দেশ্য ছিল। কমিটি ছাড়া একটি জাতি উহাতে যোগদান করিয়াছিল। উপস্থিত সদস্যদের দুই দলে ভাগ হইয়া বসে। কিছু সংখ্যক সদস্য বেশকতগুলি ও অন্যান্য বেশকতগুলির দ্বারা আমা দেশগুলির কতকগুলি অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। এক বছর সংসদের অধ্যাপকদের অবস্থার ব্যবস্থা যে সব বিশেষ সুবিধা হইয়াছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য কতকগুলি উন্নতিশীল আমদানী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির অবরোধ করিতে পারিবেন। কমিটির সদস্যদের সহিত কোন রাজনৈতিক কমিশনের বা কোন সরকার তারতম্য যে তাহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্কের স্থাপন করিবেন তাহা নয়, এই সাবধান বাণীও করা হইয়াছে। অধ্যাপক আরেকজন মনে যে, অধিকাংশ দেশ ইহা অনুসরণ করিলেই সমস্ত সুবিধাজনক হইবে। তিনি আরও বলেন যে, তাহার

দৃষ্টিকোণ *

FAMINE OR PLENTY——By Tillage

"দুর্ভিক্ষ না প্রাচুর্য" [কৃষিজ] প্রণীত লিখিত ও প্রকাশিকা হইতে প্রকাশিত এই ইংরেজী বই-খানিতে লেখক তাঁহার ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের হইতে দুর্ভিক্ষ চিরকালের জন্য দূর করা সম্ভব।

প্রথম অধ্যায়ে তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য, অর্থের অভাব, অধিকার ও পরিবেশের অনুন্নত অবস্থার জন্য তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলাদেশের বিরাট দুর্ভিক্ষের সময় এরূপ লোকের মুখে শুনা গিয়াছিল যে, ঐরূপ অবস্থা পুনরাবির্ভাব চিরকালের তরে অসম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তিন বৎসর যাইতে না যাইতে আমাদের দেশের লোক যেরূপভাবে সেই ঘটনা ভুলিয়া বসিয়াছে তাহা দেখিয়া লেখক যথার্থভাবে প্রশ্নের প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমরা সেই অবস্থার পুনরাবির্ভাব হইতে পারে, তাহারা কি বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য ?"

তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রয়োজনীয় বাজারে উৎপাদনে বাড়তির ফলে দুর্ভিক্ষ শুধু যে তাহাদের ঘটিয়া থাকে, তাহা নয়। অন্যান্য দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সেই সকল দেশে দুর্ভিক্ষ-সমস্যা কিরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে লেখক তাহা বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। যদি সেই সব দেশ কৃষি বাড়াইবার জন্য কৃষির দাম সাধারণ করিয়া দেয় নাই, নানারকম ফিকির ফিকিরের সাহায্য "প্রাকৃতিক" উপায় প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন না।

তাঁহার মতে প্রাকৃতিক সার প্রয়োগ, অনাবশ্যক নূতন কলা, উন্নত বেশকতের [illegible] সাহায্য [illegible] ইত্যাদি সম্পর্কে [illegible] সহায়তা [illegible] বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার [illegible] ও উন্নয়নের পর [illegible] করিতে পারে। ইহাই লেখকের আসল [illegible] আকারে পরিণত অনেক বাধাবিঘ্ন [illegible] হইবে, যেগুলি উন্নয়নের আওতার নয়। [illegible] স্থায়ী ভূমিকল্পে স্থায়িত্বের [illegible] করিয়াছেন তাহাতে বিস্তৃত [illegible] প্রশ্ন রহিয়াছে। যদি [illegible] সেচের [illegible] সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে [illegible] ও অন্যান্য [illegible] ও [illegible] কেন হওয়া সম্ভব হইবে না।

"দুর্ভিক্ষ অব্ ফ্রেন্টির" প্রতিটি ছত্র যদি অধিকারে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের আলোকে ধরা উচিত। সেইজন্যই চিরস্থায়ীর সম্পর্কে পাঠকে ইহার সত্যেতগুলি বিচার করিয়া দেখা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

---

* আগামী ডাকের সরবরাহের জন্য ফোর্ড গাড়ি

সম্পাদকীয়

পরিবর্ত্তনের সূচনা ?

অর্থনীতি ক্ষেত্রের কর্ণধার দুর্বিনিয়ন্ত্রণের সত্ত্বেও সমর্থ বিভিন্নশ্রেণীর লক্ষ্য ও অভিমুখে বাজারের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্যে আমরা গোড়ার দিকেই সন্দিহান ছিলাম। তাহার এই ঊর্ধ্বগতি আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক মনে হইয়াছিল। কারণ, বাজারে এবং ব্যাঙ্ক, ডাকঘর এবং লৌহ ও ইস্পাত এই ঊর্ধ্বগতি বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বমুখীনতা সত্ত্বেও বাজারে ঊর্ধ্বগতি বাজারের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বগতি হইয়াছে যে সমস্যার এই পরিবর্তনের [illegible]। এই ঊর্ধ্বগতি পরিবর্তন বন্ধনের অন্ত [illegible] হইতে না পরিবর্তি বিষয় ঘটি।

• • • •

[illegible] বিভাগ হইতে বাজারে হস্তক্ষেপ করে [illegible] করিয়া হইতে ঊর্ধ্বগতিকে দেখা যায়। [illegible] হইতে ফেব্রুয়ারির সর্বশেষ পরিসরে ১, শুক্রে (১৯৮৯) ১৮৮৮ হইতে [illegible] হয়। ডিসেম্বর ১৯৮ শুক্রে ১৯৮০, [illegible] ১৯৮১, ১, শুক্রে ১৯৮২-৮১, ৫, শুক্রে [illegible] ঊর্ধ্বগতি হয় ঊর্ধ্বগতিতে প্রথম [illegible] বিভাগ বাজার অধিকৃতি ১,০ শুক্রে ১৯৮৮ হয় ৫, শুক্রে ১৯৮০-৮৫ [illegible] ঊর্ধ্বগতিতে বিভাগসমূহের অন্তর্ভুক্ত [illegible] হয় নাই। ইহাতে মনে [illegible] ঊর্ধ্বগতিতে হয় এবং অনুমোদনের ইহার [illegible] বাজারে একটা বাজারের আন্তর্জাতিক [illegible] ১৯৪ শুক্রে ১৯৮৮ হয় ঊর্ধ্বগতি পরিসরে অধিকৃতির বাজার হইতে নূতন ঋণ গ্রহণের [illegible] হইয়াই যে বিভাগ বাজার বাজারকে এই [illegible] দেয়া বলা যায় না। ঊর্ধ্বগতিতে [illegible] হয়নবরত বিজারভাণ্ডারের এই প্রচেষ্টা যে [illegible] হইবে তাহারও সম্ভব নাই। সরকারী ব্যাঙ্ক অন্তত বলিয়ে, গ্রাহকবর্গের ঋণ [illegible] হয় এবং বাজার ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী [illegible] ঊর্ধ্বগতি ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করিতে এই পন্থা অনুসরণ [illegible] বিভাগ বাজার করা যায়।

• • • •

গত সপ্তাহে ঘর ও লৌহের বাজারে [illegible] দেখা গিয়াছে তাহাও বিশেষ [illegible]। স্বল্পকাল পরে ঘর সপ্তাহে অধিক [illegible] ঊর্ধ্বগতি দেখা ছিল। ইহাও দেখা [illegible] বন্ধ সপ্তাহে বাজারকারীদের [illegible] ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। [illegible] ঊর্ধ্বগতিতে বাজারের ঊর্ধ্বগতিতে ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

• • •

বিনিময়হারের পরে কাগজের কলের মেয়াদের [illegible] বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে বাজারের সকল বিভাগকে ঊর্ধ্বগতিতে পরে চালিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা দুঃখের বলে এখনও এই বিভাগের ঊর্ধ্বগতি সন্তোষ [illegible] সম্ভাই লক্ষ্যের রহিয়াছে। চালিত মেয়াদের [illegible] কাগজ প্রস্তাবিত ৮০ হইতে পরে এই বিভাগে আরও ঊর্ধ্বগতি হইবে বিলা সন্দেহ। কাগজ [illegible] সম্প্রতি মেয়াদের বাজারে যে অর্থতৎপরতা দেখা গিয়াছিল, আমোদা সপ্তাহে তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

অন্তর্বাণিজ্যিক কেন্দ্রীয় সরকার কাগজের বিনিময় মূল্য বর্দ্ধিত করিবেন সংবাদে এই বিভাগের মেয়াদের চালিত অনেক বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে সরের বিভাগ অনেকটা পরিলক্ষিত হয়। অন্তর্বাণিজ্যিক [illegible] চালিত মেয়াদের ৮৭.৩ পরে কাজ হয়। অন্তত কাগজের কলের মেয়াদগুলিও ক্রিকেটিক ঊর্ধ্বে কাজ করিয়াছে।

• • • •

বাজারে গুজব যে মেয়াদে বাজারের পরিচালন সম্পর্কে রাজার আইনের আওতায় করিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থিরই ঘোষণা করিবেন। ইহা সত্য হইলে অনিশ্চয় বাজারে যে অনিশ্চয়তার অনুভূতি দেখা যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারের পরিকল্পিত বিচক্ষণতির অভাবে মেয়াদে বিশ্ব ও বাণিজ্যে যে অভাবনীয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় বাজারে চলন-চলাচলের ঘটিয়াছে। তাই সাধারণে ঊর্ধ্বগতিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাজারকে এই নূতন আইনের অন্তর্ভুক্ত করিবেন বলিয়াই মনে হয়।

গত সপ্তাহে বাজারে যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে সর্বসাধারণের মূল বিভাগ ভিত্তিহীন আশ্বাসিত হয়। একথা সত্য কারণের কোন কারণ নাই। মেয়াদে বর্ধনশীলতাপ্রবাহীরা এখনও বাজারে কোন তৎপরতা দেখাইতেছেন না বটে, তবে বাজারের এই ঊর্ধ্বগতি সন্তোষজনক প্রতিপন্ন না হইলে, অনুভূতিক্ষেত্রে তাহারাও যথেষ্ট উৎসাহিত হইবেন বলিয়াই মনে হয়।

• • •

প্রমিক অসন্তোষ বিভাগের জন্য কয়লাখনি-গুলিকে যে বাড়তি করিতে হইয়াছিল তাহাতে এই বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। এই কারণে বাণ কোম্পানীগুলির মেয়াদের চাহিদা বেশী ছিল এবং আশঙ্কার উঠা পরের যথেষ্ট কাজ হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাতের বিনিময় বন্ধ বর্দ্ধিত হইবে বিলা এখনও চাহিদা মেয়াদের বিভাগ এ সম্বন্ধে জোর কাজ নাই। লৌহ ও ইস্পাত অধিকারে বিনিময়হারের বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের মিকট যে আবেদন করা হইয়াছে তাহা তাড়াতাড় হইবে বলিয়াই মনে হইয়াছে। এই বন্ধ এই বিভাগে কাজের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সরের কিছুটা ঊর্ধ্বে পরিলক্ষিত হয়

সরকারী কাগজ—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়াছে। বিভিন্নের মধ্যে ৩৭ আনার মধ্যের মেয়াদ ঊর্ধ্বে হইয়াছে ৩, শুক্রে ১৯৮৮ ১১৮৮, ৩, শুক্রে ১৯৮৫ হয় ১৯৮৮, ৩, শুক্রে ১৯৮৯ হয় ১৯৮৮, ১৮৮ শুক্রে ১৯৮৮ হয় ১৯৮৮, ৩, শুক্রে ১৯৮৯ ১৯৮৯, ৩, শুক্রে ১৯৮৮-৮৫ ১৯৮৮, ৩, শুক্রে ১৯৮৮ সমান কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগে কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে, পরিণামে হয়ও বিক্রিবাস হইয়া দাঁড়িয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮৮, মেসার্স ন্যাশনাল ১১, ব্রিজ ৩৮, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৮১ পরাস্ত কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল—

বালমুর পেপার মিলস ১৮৮, এবং বিড কিংস্টোরিয়া ৩, পরাস্ত হয়ে ক্রেতাদের হইয়াছে।

(বিস্তারিত ৫১৭ পৃষ্ঠায়)

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮৯, বর্ষতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ক্রমোন্নতির পরিচয়

(৩১. ১২. ৪৭,)

	১৯৪৬	১৯৪৭ (পরীক্ষা সমাপ্ত)
আদায়ীকৃত মূলধন	১৯,১৯,০০০৲	২০,৫১,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	১০,০০,০০০৲	১১,০০,০০০৲
আমানত	১,৬১,১৮,৬৮৮৲	১,৯৯,৩৮,০৮৮৲
মোট তহবিল	১,৮৮,১৮,৬৮৮৲	১,৯৮,১৯,০৮৮৲
কোম্পানীর আয়	৩৯,১৫,০০০৲	১,০৮,১৮,০০০৲
হিসাব সংখ্যা	১৯,৩১৯	২১,৫৯১

- ৩৫ সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি ১ লক্ষ টাকা
- ৩৫ আমানত বৃদ্ধি ৩৮ লক্ষ টাকা
- ৩৫ মোট তহবিল বৃদ্ধি ৫৯ লক্ষ টাকা
- ৩৫ কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পণ্যজগতের বাজার

ক্রমোন্নতির পথে পাটের বাজার

আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত পাট রপ্তানীর বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন করা সম্পর্কে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ফলে চটের থলিয়া রপ্তানী ব্যবসায়ে খুব চঞ্চলতা সৃষ্টি পাইবে। এমাসের ব্যবসায়ীরাও হয়ত অক্টোবর মাস অপেক্ষা করিয়া পাট বা থলিয়া রপ্তানীর যে সুযোগ পাইবেন তাহার ফলে আগামী কয়েকমাসে পাটের বাজারে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সুতাবস্ত্রের বেলা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভিন্ন করার ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করার ফলে ব্যবসায়ীমহলে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। বস্ত্রের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মূল্য এমন বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহার সঙ্গে একমাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী মাসগুলির মূল্য তুলনা করা চলে। বিল আমদানিকারক যোকাইরে এক সভায় মিলিত হইয়া বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির জন্য পাটের বাজারকে দায়ী করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যে যুক্তিতে পাটের মূল্য বৃদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন, তাহার ফলেই মিল মালিকদের মধ্যে হতাশের সঞ্চার হইয়াছে। সরকারই কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং কোন কি উপায়ে মিল মালিক ও কর্মচারীরা অন্যান্য লাভবান্বিত ব্যক্তিদের ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন তাহা দেখিবার জন্য সকলে আগ্রহে লক্ষ্য করিবে।

পাট

অন্যান্য বাজারের ন্যায় পাটের বাজারে যত সপ্তাহে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন পাটের অনেকগুলির খুব চাহিদা ছিল, কিন্তু যা উপলব্ধ তাহা হাতে আসা যাইতেছিল না। কাটকা বাজারে যখন দাম বাড়িবার লক্ষণ দেখা যায় তখনই বাজারে কিছু মাল বিক্রয়ার্থে আসিয়া পৌঁছে। তাহাতে মনে হয়, যে সব বহুজাবরের কাছে এখনও মাল আছে তাহারা, যে কোন কারণে যখনই দাম বাড়িতে থাকে, তখনই চিন্তিত হইয়া বাজারে মাল ছাড়িতে আরম্ভ করে, আগাম আমদানি হইতে আরম্ভ করিলে তাহারা মাল আটক রাখিয়া বেশী লাভ করিবার আশায় বসিয়া থাকে।

পাকা পাটের বাজারেও তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মিলগুলি পুরাতন মাল বেশী মাল কিনিতে আগ্রহ করিতেছে। মিল কার্ড ২২৮ টাকা এবং গাইটমিলের ২২৩ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। জাতি ছইটির (জুন জুলাই ডেলিভারি) দাম প্রথমে ১৮৬ টাকা থাকা উঠিয়াছিল কিন্তু কাটকা বাজারে হঠাৎ পাটের চাহিদার ফলে তাহা তেজীভাব দরুণ গাইটমিল দাম ১০ টাকা বাড়িয়া যায়।

চা

বিগত সপ্তাহের একটানা মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহে চায়ের দাম কিছুটা কমিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক চা চুক্তির প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া ভারতবর্ষ নিজেরই অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে ২১০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২১৩ টাকা পর্যন্ত উঠে। কিন্তু বিক্রীর বিভিন্নতে দেখা যায় নামিয়া ৯৩ টাকাতে আসিয়া পৌঁছে। যেন পর্যন্ত আরও উন্নতির সম্ভাবনা করিয়া যে সপ্তাহের দাম ৯৯৮ টাকার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায়। মুনাফা সপ্তাহের দর ২১৫৭ ও সেপ্টেম্বরের দর ২১৭৫ আনাতে আসিয়া পৌঁছে।

সুতাবস্ত্র

বোম্বাইতে সাধারণ শ্রেণীর বস্ত্রের দর সপ্তাহে ১০০ হইতে ১২০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎকৃষ্টশ্রেণীর বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি করিবার ফলে সপ্তাহে ১৫১ হইতে ২৫০ আনা বেশী। আর এই দাম বোম্বাই হইতে মফঃস্বল কেন্দ্রে পৌঁছিতে সাধারণ কেন্দ্রগুলির নিকট যখন পৌঁছিবে, তখন পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের প্রাপ্য যোগ দিলে শতকরা অন্ততঃ আরও ৫০ হইতে ৭৫ আনা দাম বৃদ্ধি হইবে। ফলে আশঙ্কা দিনাছে যে, বোম্বাইয়ের আমদানিকারীরা নিজ দর অযথাযথ করিয়া দাম বহুল করিয়াছে এবং দাম বৃদ্ধির এমন চড়াদরে সাধারণ ঐ মাল বিক্রয় করিতেছে।

সোনা-রূপা

বোম্বাই সাধারণে প্রচুর রৌপ্য আমিয়া হইয়াছে। 'ষ্টাণ্ডার্ড বিল' অভিধীর আন্তর্জাতিক আদেশ এবং এইজন্য উপস্থিতে সোনা বন্ধুর করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান। ব্যাঙ্কির হইতে সোনা আমদানীর সম্ভাবনাও ভিন্ন ভিন্ন সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে, ফলে সোনার দর উর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সোনার দাম যার যত সিঙ্গাপুরে ১২৮৫৭ আনায় পৌঁছিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১২৭৫৭ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সপ্তাহশেষে মূল্যের পরিমাণ প্রায় ৬০০০০ তোলার মত হইবে এবং বৈদেশিক ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১২,০০০ তোলার উপর।

রূপার বাজারেও খুব তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। মজুতদারী চাহিদার ফলে রূপার দাম ১৭৭ টাকা পর্যন্ত উঠে। রূপার বাজারে তেমন মাল বন্ধুর করিবার বিভিন্ন তেজ ছিল। বৈদেশিক ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১০০ কাট হইবে এবং বন্ধুর মালের পরিমাণ প্রায় ৫০০০ কাট হইবে মনে হয়। কিন্তু বৈদেশিক অনুসন্ধানের পরিমাণ মাত্র ৮০ কাট। ফলে রূপার মূল্য হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। গত সপ্তাহে রূপার শেষ দর ১৭৬৯০-তে পৌঁছিয়াছিল।

চা

চা ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞদের এক মতামত হইতেছে যে, আন্তর্জাতিক চা চুক্তির প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া ভারতবর্ষ নিজেরই অতিরিক্ত উৎপাদন মূলতুবি রাখিয়া চুক্তির আরও বাড়, তাহাতেই এবং উহার পূর্ণ অধিকার ঐ চুক্তিতে থাকার করিলেও চুক্তি অনুযায়ী চা উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, সিংহল ও ভারত ঐ চুক্তিতে ঐ চুক্তি বজায় রাখিবার পক্ষে মত, ফলে ঐ চুক্তি আন্তর্জাতিক চা ব্যবসায়েরই অতি সাধন করিতেছে।

গত বৎসরের চায়ের উৎপাদন পূর্ব-পূর্ব বৎসরের তুলনায় কম ছিল বলে জানা যায়। জানান, চীন ও পূর্ব আফ্রিকা ইত্যাদি-চায়ের চা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহার ফলে উহার দেশের উৎপাদনই পৃথিবীতে চায়ের বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করিবে। সেই জন্য এই বিষয়ে সরকার ও চা ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা না হইলে দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা বাদিয়া লইয়া বিশ্ব বাজারে দেশগুলির চায়ের বিক্রয় বেহাতে অতিরিক্ত হইয়াছিল, তাহার ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

গুড়

বাদুরে চায়ের মরশুমে উহার আগমন আরম্ভ হইতেছে। ১০০৪ মণের মত গুড় বাজারে আসিয়াছে আর তাহার প্রায় সিংহল বাদিয়াছে ব্যবসায়ীরা বেশের সব কারখানায় বাস চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। গুড় ও সন্দেশের দাম মূল্য ১ টাকাতেই আছে।

আইন সরকার বাজার অবশ্য তেজীভাবাপন্ন কার্যকলাপের ফলে খুব উন্নতির করিতেছে আজকের দাম ১২০ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৪৪ টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈশাখের দাম আর বৃদ্ধি পায় নাই, তবে মাঝে মাঝে প্রায় সমান দর দেওয়া হইতেছে।

চিনি

মার্চের ৩১ তারিখে যে পক্ষ শেষ হইয়াছে সেই পক্ষকালের মধ্যে ঘরে ঘরে ভারতের চিনির কলগুলি প্রায় ১,১০,০০,০০০ মণ চিনি উৎপন্ন করিয়াছে, ঐ বৎসরে গত ঐ সময় উৎপন্ন হইয়াছিল ১,১৮,৩০ মণ। পাকিস্তানে ১৯৬৭-৬৮ সালের ইক্ষুর ও পূর্বের পক্ষকালে অনুমান প্রায় পক্ষকাল ৭১ লক্ষ মে হইতে বর্ধিত হবে হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে বেলা ৬১৫,০০০ একর জমি হইতে বলিয়া পরবর্তে অনুমান ৮৫ হইয়াছিল, সেখানে ৬৯৫,০০০ এবং জমি ১৭৮ হইতে বলিয়া এমন অনুমান হইয়াছে। পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৬৭-৬৮ সালে

ব্যাঙ্ক

তফশীলভুক্তি খারিজের ফলে ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের অসুবিধা

করাচী, ১৮ ডিসেম্বর

ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের পরিচালকমণ্ডলীর তরফে সরকার ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের নাম তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের তালিকা থেকে খারিজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অবমানকারীরা আতঙ্কিত হইয়া একযোগে টাকার বাজার বিনা নাম অভ কমার্স, সম্প্রতি ব্যাঙ্কের আমানতকারী তাহাদের টাকা ফেরত লইতে আরম্ভ করায় ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের একমাত্র বিদেশস্থ শাখাটিও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিভিন্ন তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তিনটি অভিযোগ আছে, যে জন্য তাহার তফশীলভুক্তি খারিজ করিবার জন্য ব্যাঙ্কের বোর্ড অভ ডাইরেক্টরের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের তেরটি অভিযোগ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ব্যাঙ্ক অভ কমার্স সম্পর্কে ছয়টি অভিযোগ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের ক্রটি যতটা ছিল তাহার এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অনুসৃত সাধারণ নীতিকে ব্যাঙ্ক অভ কমার্স কোনক্রমে লঙ্ঘন করে নাই। —ব্যাঙ্ক অভ কমার্স ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অনুসৃত প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল। এক বিবৃতিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তাহারা কোন অন্যায় করেন নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা ব্যাঙ্কিং জগতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে নহে। —তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ করা হইল কেন? —সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের পরিচালকমণ্ডলী যে সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে সরকারের মনোভাব সুপ্রসন্ন নহে। ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের পরিচালকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য সম্পর্কে সরকার যে মনোভাব পোষণ করেন তাহা ব্যাঙ্ক অভ কমার্সের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের মনোভাব হইতে ভিন্ন

মার্কিন বিমানে ব্যবসমূহের জন্য ৫.১১ কোটি টাকার উৎপাদনের বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পরিমাণ বর্তমানে ১৯.৪৪ কোটি টাকা (৮২.৩৩ কোটি) হইয়াছে। রাজস্ব সরকারের জমা ১.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (২১৬.৪৯ কোটি—৪৭.৮৭ কোটি)। পাকিস্তান সরকারের জমার পরিমাণ ১.৯৮ কোটি টাকা বাড়িয়া ৫৩.১৪ কোটি টাকা হইয়াছে। রাজস্বখাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের জমা ১৩.৮৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭.১৯ কোটি টাকা হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ১৪.৩৭ কোটি হইতে ১১.২৯ কোটিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার নিকট প্রেরিত পূর্বতন পরিবর্তন অনুযায়ী পরিবর্তনীয় জমা ৩৪ জমা ২.৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি হইয়া ১৫.৪৯ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। বর্তমান বাজেটপত্রের বিবরণে ৬৮.১১ লক্ষ টাকার হ্রাস দেখা যায়। এই পরিমাণ বর্তমানে ১.৩৯ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনির্দিষ্টখাতের পরিমাণ ১.৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৭৩.৮৭ কোটি—৮৩ ৩৪ কোটি)।

* * * *

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চমাসে স্থায়ী সরকারের জন্য জনৈক নৈসর্গিক ব্যবসমূহের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে মার্চমাসে চাহিদাপত্রের মূল এবং মেয়াদান্তে মেয়াদী চাহিদাপত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। চাহিদাপত্র মেয়াদী খাতের হিসাব আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ৬৯.৮২ কোটি টাকায় (৬৯.১৯ কোটি) এবং মেয়াদান্তে মেয়াদী খাতের হিসাব দাঁড়াইয়াছে ৮৮.৯৯ কোটি টাকায় (৩১৪.১৯ কোটি)। হাতের পরিমাণে ৪.১৩ কোটি টাকার হ্রাস হয়। বর্তমানে মোট টাকার পরিমাণ ১.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭.১৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। চলতি খাতে রক্ষিত জমা ১.৮০ কোটি টাকা বর্তমানে ইহা৮৪.৩৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।

তফসীলভুক্ত সাধারণ পাকিস্তানস্থিত চাহিদাপত্রের মেয়াদী খাতের পরিমাণে সপ্তাহে ৪১ লক্ষ টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। মেয়াদান্তে মেয়াদী খাতের পরিমাণেও ৯ লক্ষ টাকার সপ্তাহে বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। হাতের পরিমাণ ২.৫১ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রক্ষিত জমা জমার ৮.৩ লক্ষ টাকার সপ্তাহে উন্নতি দৃষ্ট হয়।

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠাদেশ ৫০৮ পৃষ্ঠায়)

মুক্তকচ্ছ বিষয় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় উহার বিশ্লেষণ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রস্তাবিত সরকারের নিজস্ব বিদেশী মেল ধরা হয় এই মর্মে ১৯৫৩ সালের কলিকাতা কর্পোরেশন আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আর উদ্দেশ্য এই কর্পোরেশনের খামখেয়ালীপনার বর্তমান দুর্নীতি দূর করা ও এরূপ ঘোষণা আবশ্যক বোধ করিলে ১৯৫৩ সালের কলিকাতা কর্পোরেশন আইনের সংশোধন করা এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তদন্তের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যাবলী স্থির করিতে হইলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়া এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে জনসাধারণের নিকট সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন।

অতঃপর কলিকাতার নাগরিকদের কর্তব্য হইবে নিজ নিজ মহল্লার অবস্থা, জনশিক্ষা, সাধারণ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির প্রবর্তন করা ও নিজেদের প্রতিনিধিদের বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করা। যাহাতে এইসব অভিযোগ আবশ্যক করিতে কোন আর্থিক বিধা বোধ না করেন তজ্জন্য কমিশনের পক্ষ হইতে গোপন অভিযোগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং উহাও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কমিশনের নিকট প্রদত্ত কোন সংবাদের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিপূরণী বা ফৌজদারী আদালতে মামলা আনয়ন করিতে দেওয়া হইবে না। অথচ জনসাধারণের সহযোগিতা কর্পোরেশনের কোন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতেছেন না প্রমাণিত হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অসদাচরণ অথবা অক্ষমতা পাশ বিচার করিতে পারিবেন।

এইরূপ যেমন কর্পোরেশনের কার্যপদ্ধতির সংশোধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ঠিক তেমনি কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্রেও পরিবর্তন সাধনের কথা হইয়াছে। নূতন কর্পোরেশন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইবে এবং উহাকে কর্পোরেশনের একচেটিয়া অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পৌরী। যারা পৌর প্রতিনিধিদের একতৃতীয়াংশ সদস্যকে প্রতি এক বৎসর অন্তে আবর্তিত অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কেও জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে—তাঁহাদের মতামত প্রেরণ করিবার জন্য।

আমাদের গত বৎসরান্তে পরিবর্তনশীল

পরিবর্তনের সূচনা ?

(পূর্বপৃষ্ঠার ৫১৪ পৃষ্ঠায়)

কয়লাখনি—

অবশিষ্ট কোম্পানীগুলির মেয়াদের শেষ চারটি ত্রৈমাস এবং কাজও অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। বরকর ১৩৭, ইন্ডিয়ান ১২, সেন্ট্রাল ৮৮, লাইন কারানপুরা ৫১, ইষ্ট ইন্ডিয়ান ১১৯৭ ডানকুনি ৬৮৭ পয়েন্ট কাজ হইয়াছে।

চটকল—

আর্থিক বৎসরের পরিসমাপ্তির কোম্পানীগুলি বোনাস দেওয়ার ঘোষণা করায় এই বিভাগের কাজ সপ্তাহে বেশী হইয়াছে এবং দরেও বেশ অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। আলেকান্দা ১৮৭৭, বাঁশবেড়িয়া ৩১৯, টীটাগড় ১২১, ভাটপাড়া ৮৭৯, কামারহাটি ৮৪৭ কাঁকিনাড়া ৫১৯, অ্যাংলো ইন্ডিয়া ৩৫২, বেঙ্গল ১৫৬ ও বিরলাগ্রাম ৮৪৫ পয়েন্ট কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিবিধ—

ইন্ডিয়ান আয়রন ৩১৮, ইষ্টার্ন কর্পোরেশন ১৮৭ বুলাপুরী ১৩৯৭, বার্ণপুর ৭৯, টেলিটাইল মেশিনারী ৭৯৭ জেসপ ২৭, মোদক্সানী ৮৬৭, ইন্ডিয়া কপার ১৮৯, কলিকাতা ইলেকট্রিক ৩৮৮, ইন্ডিয়া স্টাই. কর্পোরেশন ৮৮৭৪, কলিকাতা ট্রাম ২১৮৩ ইন্ডিয়ান টাঁ প্রডাক্টস্ ৩১৮৭, আর্টিন ফেডারেল ১৬৯.. বার্নপুর ইয়াকো ৫৮৭৪, ফোটস ইন্ডাস্ট্রী ১৯, ন ওয়েলস ১৮৭ পয়েন্ট ওয়াকফোর্ড টাঁকশালী ৫৭ এক আনা ১৮ অনলাইন ১২৭ ডিফেন্স বান্ডা ফেডারেল ১১৭ বেঙ্গল লাম্প ৮৭৪, ইন্ডিয়া লেদার ১৮৮৭, ইন্ডিয়া লেদার ৭৭, টীটাগড় পেপার ৪৪৮৭, আসাম কাগজ ইন্ডিয়া টিনপ্লেট ১৭, বঙ্গ দুগার ১৮৭, বাটা ১১ ব্রাডফোর্ড ১৭ ১ পয়েন্ট কাজ হইয়াছে।

চা—

এই বিভাগে গত সপ্তাহের তুলনায় কাজ বেশ হইয়াছে। দরেও কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। সেন্ট্রাল

নূতন মূলধনের জন্য সম্মতি দান

[illegible] এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে [illegible] পরিচালনা অনুযায়ী যে সকলকাল সভা হয় তাহাতে সভাকে ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩১,২০০ টাকার মূলধন বিনি করিবার অনুমতি দান। অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। বেলেঘাটা কোম্পানী লিমিটেড, ব্যবসা ইমিটেশন, ইত্যাদির ইট, বেলেঘাটা। আদায়ের বিনি উৎপাদন (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১৫০০। অধিকতর মেয়াদে বিনি (মেয়াদ)।

ইণ্ডিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ কোং লিঃ বেলেঘাটা ষ্টোরেজ যন্ত্রপাতি ও রিফ্রিজারেটর তৈয়ারী (সাধারণ মোট প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ীরে)। আদায় হয়—১২,৫০,০০০৲ নূতন কোম্পানী।

৩। কমারহাটি কোম্পানী লিঃ ৪, ষ্ট্রাইড রোড, কমারহাটি (দক্ষিণ বঙ্গ)। পাট, পাট ও তুলার উৎপাদন, ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসা প্রভৃতি (সাধারণ)। অনুমতি—৩০,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি [illegible] মেয়াদে।

কাঁকিনাড়া কোম্পানী লিঃ, ৪, ষ্ট্রাইড রোড, কাঁকিনাড়া (দক্ষিণ বঙ্গ)। পাট, পাট ও তুলার প্রভৃতি [illegible] ইত্যাদি (সাধারণ)। পরিকল্পনা—১১,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে (মেয়াদে মেয়াদে)।

বাঙলা বিনস কোং লিঃ, ৪, ষ্ট্রাইড রোড, কলিকাতা (দক্ষিণ বঙ্গ)। পাট পাট ও তুলার সূতা ও বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি (সাধারণ)। অনুমতি—৩২,৩১,৪০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি [illegible] মেয়াদে)।

বারুইপুর ইট কোং লিঃ কলিকাতা (দক্ষিণ বঙ্গ) ইটের ভাটা ও তা প্রস্তুত করা (সাধারণ)। অনুমতি—১,৩৫,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি [illegible] মেয়াদে)।

ব্রুক বিল্ডিং আণ্ড কনস্ট্রাকশন কোং লিঃ বেলেঘাটা (বেলেঘাটা)। এই প্রতিষ্ঠান একটি সূতা ও বিল চালাইতেছে (সাধারণ)। অনুমতি—১,৩৭,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি [illegible] মেয়াদে)।

প্রভাত মিল আণ্ড কটন মিলস কোং লিঃ, [illegible]

১০। [illegible] কটন মিলস লিঃ, ১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা (দক্ষিণ বঙ্গ)। তুলার সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন এবং ও বেলাই করা (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১৩০০,০০০৲ (তিনকোটি বঙ্গ)। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১১। বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ, ভার ভিত্তোরিয়া মেমোরিয়াল হোম, কোর্ট, বেলেঘাটা। বীমা ব্যবসায় (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১২। কাঁকিনাড়া সিল্ক মিলস লিঃ, ভবানীপুর পাড়া, (ভবানীপুর হাট)। তুলার সূতা উৎপাদন, বস্ত্র বয়ন, ইত্যাদি (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১৩,৫৪৩০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি (মেয়াদ মেয়াদে)।

১৩। [illegible] লিমিটেড ২১ এ আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতা। [illegible] ও পরিচালন বৈদ্যুতিক উৎপাদন (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা ১৫,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১৪। মোটর ফুয়েল প্রোডাক্টস লিঃ, মোহিনীমোহন (ঘোলাট) বুক প্রোডাক্ট। বৈদ্যুতিক ব্যবহারে উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদন (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা ১০,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১৫। [illegible] কটন মিলস লিঃ, ৪৯ আপোলো ষ্ট্রীট, কোর্ট, বেলেঘাটা, তুলার সূতা উৎপাদন, চা তৈরী, বেলেঘাটা ইত্যাদি (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—৫০০০০০৲ অধিকতর মেয়াদে বিনি (মেয়াদ মেয়াদে)।

১৬। [illegible] ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ, [illegible] সিটি (পূর্ব পাকিস্তান)। মোটর গাড়ীর চাকা (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—৩,০০,০০০৲। নূতন কোম্পানী।

১৭। ক্যালকাস কাইনাল অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, ৫৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা (দক্ষিণ বঙ্গ)। ছোটখাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনা (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১৫,০০,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১৮। [illegible] মিলস লিঃ, [illegible] পাড়া, (ভবানীপুর হাট)। তুলার সূতা উৎপাদন, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি (সাধারণ)। অনুমতি পরিকল্পনা—১৯,৫৩,০০০৲। অধিকতর মেয়াদে বিনি।

১৯। [illegible] এঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ [illegible]

পাঠকীয়

[illegible]

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার কাগজে ৪, বাইরন লেন ও পার্শ্ববর্তী [illegible] অবস্থার সম্বন্ধে কয়েক দিন যে তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন তাহা বেহালার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা [illegible] আমি পূর্বে অনেক সময়ে সভায় করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু কিছুদিন পর দিন অবস্থা যে ভাবে দাঁড়াইতেছে তাহাতে আপনাদের সমর্থন না করিয়া [illegible] পাইতেছি না। আমাদের গ্রাম সভা [illegible] সাহায্য করা [illegible] অথবা সমাধান দুই একটি ব্যাপারে [illegible] সমালোচনা করিয়া উহাদের কর্তব্য সমাধা করেন কিন্তু আপনারা বেহালার আপনাদের মত সকলের [illegible] দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

এলাকা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আপনারা সরকারের [illegible] এবং বিশেষ করিয়া দুরাবস্থার [illegible] সমালোচনা করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত [illegible] বলিয়াই আমাদের প্রতীতি [illegible] পারে না।

[illegible] বাজার ও [illegible] বাজার সম্বন্ধে সরকার [illegible] কি করিয়া এবং আপনারা পূর্ব হইতেই [illegible] পারিয়াছেন এবং আপনাদের অবাধ [illegible] সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই জন্য আপনাদের এজন্য [illegible] পাঠ [illegible] আপনাদের প্রচেষ্টা [illegible] করিলে কর্তব্যচ্যুতি হইবে মনে করিয়া নিম্নলিখিত লিখিলাম—আশা করি [illegible] প্রকাশ করিবেন।

ইতি
৮ই মে, ১৯৪৮

বশংবদ
[illegible]

---

(২)

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি ইতিহাসের ছাত্র, কিন্তু অনেক এক অর্থনীতিজ্ঞ বন্ধুর মুখে আপনাদের কাগজের প্রশংসা শুনিয়া ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। প্রথম প্রথম আপনাদের 'অর্থলোক' ও 'বাজারের কথা' সম্বন্ধে উৎসাহ থাকিলেও অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিতাম না যে একদিন আমার পূর্বোক্ত বন্ধুকে 'অর্থলোক' দেখা আমাকে কিন্তু বুঝাইয়া দিতে হবে। বন্ধুর সাহায্যে যা এখন আপনাদের 'অর্থলোক' ও 'বাজারের কথা' সম্বন্ধে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি এবং ঐ দুইটি পড়িয়া দেশের অর্থনীতির গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে আমার এখন কষ্ট হয় না। সত্যের জানাতেও যে এমন অনেক বিষয় অন্তরালে রহিয়া যায় তাহা আপনাদের কাগজ পড়িলে বুঝিতে পারিবার না। এই জন্য কি আপনারা যে আমার মত অনেক অনভিজ্ঞ অথচ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দাবী উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা জন্য আপনারা আন্তরিক ধন্যবাদভাজন। সেই জন্য 'আর্থিক জগৎ'এর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সত্যের অনুরোধে

তুমসঙ্গের বন্ধিত লভ্যাংশ

বেঙ্গল আয়রন ইউনিয়ন আপন কোং লিঃ পরিচালিত বেঙ্গল ডলফিন কোল কোম্পানী লিমিটেডের ৩১এ ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের যে হিসাব বিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী ছয় মাস হইতে লাভের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু লভ্যাংশে বার্ষিক শতকরা ৫ টাকাহারেই (অংশপ্রতি ১০৫) অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। আলোচ্য ছয় মাসে এই লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৪,৬৬৬ টাকা। পূর্ববর্তী ছয় মাসে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮,১১৭ টাকা। অবলেখন ১৭,৫০০৲ (১৭,৫০০৲) ও মূল্যাপকর্ষ খাতে ৫০০০৲ (৬,৫০০৲) জমা হইয়াছে। সমস্ত তহবিলে কোন অর্থ জমা হয় নাই। অবন্টিত লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ৪৬৫৫৲ (৩,১৩০৲)। আলে উত্তোলন ও প্রেরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ছয় মাসের পরিমাণ যথাক্রমে ১২,৪১৮ টন ও ১০,১৩১ টন হইতে আলোচ্য ছয় মাসে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,৪৪১ টন ও ১১,১৭৯ টনে দাঁড়াইয়াছে।

বেঙ্গল ডলফিন কোল কোম্পানীর নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ (৩১ ১২.৪৭)

জমা	
আলোচ্য মূলধন	৩,৫০,০০০৲
সমস্ত তহবিল	৫৫,০০০৲
ঋণ	৫১,৩৪৯৲
অবন্টিত লভ্যাংশ (জের)	৪,৬৫৫৲
মোট	৭,৩১,৬৫৪৲
সম্পত্তি	
স্থায়ী ও অস্থায়ী	৩,৩৪,৮৮০৲
মজুদ	৪১৩৲
বাকী পাওনা	৪৪,৯৯১৲
হস্তস্থিত নগদ	১,৩৩,১৮০৲
মোট	৭,৩১,৬৫৪৲
ছয় মাসের	১৪৪,৩৪০৲

* * * *

নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ৩১এ ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য প্রকাশিত হিসাব বিকাশে (ম্যানেজিং এজেণ্টস বেঙ্গল ডলফিন কোম্পানি লিমিটেডের) লভ্যাংশের পরিমাণে কিছু উন্নতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের ১,৫৭৩৩ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮৭,৮০৮ টাকা। অবলেখন ও সমস্ত তহবিলে গত বৎসর কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। আলোচ্য বৎসরে এই খাতে যথাক্রমে ১ লক্ষ টাকা ও ২৫ হাজার টাকা জমা হইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ খাতে জমা হইয়াছে ১৮২৲ (১২৬৲)। লভ্যাংশ বরাবর মত দুই-তৃতীয়াংশ টাকারেই (অংশপ্রতি ৩৲) অপরিবর্তিত আছে।

অতিরিক্ত জল এবং নিছক দার্শনিকের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য পূর্ববর্তী হিসাবনিকাশের সঙ্গে বর্তমানের সামঞ্জস্য করা কঠিন হইয়াছে।

পূর্ণ বৎসর অবধারে এই প্রতিষ্ঠান কোন টাকা না রাখিলেও, আলোচ্য বৎসরে মূলধন লাভকর এবং অন্যান্য কর বাবদ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্বন্ধে পরিচালকবর্গের মধ্যে খুব পরিষ্কার মত। সেই জন্যই উহারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আলোচ্যবর্ষে অবধারে এক লক্ষ টাকা সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক জগৎ" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ" এবং এডেলির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক জগৎ", ১১৬ নং মোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৪২৪ ও ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্টের নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

জমা	
অনুমোদিত মূলধন	১৫,৩১,৩৫০৲
সমস্ত তহবিল	৯,৩১,৩৫০৲
ঋণ	৯,১৬,৯৩৮৲
অবন্টিত লভ্যাংশ (জের)	১৩,১৮১৲
মোট	৩৪,৪১,৩৫৮৲
সম্পত্তি	
হস্ত সম্পত্তি	৩৪৪২৲
মূল্যাপকর্ষ	১১৬৪৲
স্থায়ী ও অস্থায়ী	১৯৩৭৲
বাকী পাওনা	৩,৭১,৫১৩৲
বণ্টনবিনিয়োগ	১৯,৫১,৩১৩৲
হস্তস্থিত নগদ	১১,০৭৯৲
মোট	৩৪,৪১,৩৫৮৲

তুমসঙ্গ-এর নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

জমা	
অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১,৫০,০০০৲
পরাধীন	১,২৫,০০০৲
সমস্ত তহবিল	১,৪১,০০০৲
অবলেখন তহবিল	৪১,০০০৲
ঋণ	৭১,৬৭১৲
অবন্টিত লভ্যাংশ (জের)	১১,১৭১৲
মোট	৫,৭৫,৮৪৭৲
সম্পত্তি	
মোট হস্ত সম্পত্তি	১,২৭,৩০০৲
মজুদ	২৯,১৯১৲
মজুদ মাল	৪১,১৮৩৲
বাকী পাওনা	৩৩,৭৪১৲
বণ্টনবিনিয়োগ	২১,৩৭৯৲
হস্তস্থিত নগদ	৩১,৯৪১৲
মোট	৩,৭৫,৮৪৭৲
মোট সম্পত্তি	৩,৩৩,৮৪৭৲

কৌশলের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ ৫ নং হিসাবে)

ক্রমাঙ্ক	ঠিকানা	বিক্রি	পরিমাণ	প্রতি ১ একর ধরে ১৯ মণ হিসাবে	মূল্য বিক্রয়ের অনুমোদিত বিক্রি	মোট মূল্য
১১	১০	১৫	...	৯৯.৯১	৫.৯৮	৮ ০
১২	১১	১১	১.৯৯	৬৬.১৮	৫.১৯	৮ ০
১৩	১.১১	১.১১	১.৯৯	৬৮.৯৯	১.১১	৮ ০
১৪	১.১০	১.১০	৪.৯৯	৬৬.১১	১.১১	৮ ০
১৫	...	...	৪.৯৯	৬৬.১৬	১.১৫	...
১৬	...	...	৪.৯৯	১৮.১৯	১.৯৯	...
১	১.৯৯	১.৯৯	৪.৯৯	১৬.১১	১.১৯	৮ ০
১৯	১.৯৯	১.৯৯	৪.৯৯	১১.৯৮	৫.১১	৮ ০
১৯	১০	১০	...	১১.১৯	৫.১১	৮ ০
২০	১.১০	১.১০	৪.৯৯	১৮.১৯	৫.১৯	৭ ১১
২১	৩.৯৯	১.৯৯	৪.৯৯	১৬.৯১	৮.৯৯	৭ ৮
২২	৫.১১	১.৯৯	৪.৯৯	১৯.১৯	৫.৯১	৮ ০
২৩	৮৮	৮১	১.১১	১৯.৯৯	৮.১১	৮ ০
২৪	১.৯১	১.৯৯	১০	১৬.১৯	৮.১৯	৮ ০
২	১.১৯	৬.৯৯	১১	১৮.১৯	৫১.১৯	৭ ১১
২১	১৮	১১	১.১৯	১১.১৬	৬.৯১	৮ ০
২১	১৮	১৮	১.১১	১৬.৯১	৮.১৯	৮ ০
২১	১১	১১	...	১৬.৯৯	৮৮	৮ ০
২	১০	১০	...	১৬.৯৯	৮৮	৮ ০
২	১.১০	১.৯৯	৪.৯৯	১৯.৯৯	১.৯৯	৮ ০
২৯	১.১১	১.৯৯	১.১১	১৮.১৮	৭৯	৯.১১
২১	৮৭	৮১	৮৯	১৮.১৯	৮.১৯	৮ ০
৩০	১.১১	১.৯৯	৪.৯৯	১৮.১৯	...	৭ ১৮
৩১	১.৯১	১.৯৯	৪.৯৯	১৮.১৯	১৮	৭ ১০
৭	১.১১	১.১৯	১.১৯	১৮.১৯	...	৮ ৯

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

				টাকা
১২	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
১১	...	...	...	১১,৯৯,৯৯৯
১১	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
১	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
১২	...	...	...	১৯,৯৯,৯৯৯
১৯	...	...	...	৯৯,৯৯,৯৯৯
১৯	...	...	...	১১,১১,৯৯৯
২	...	...	...	১০,৯৯,৯৯৯
২	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
২৯	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
২১	...	...	...	৯৯,১৯,৯৯৯
৩০	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯
৭	...	...	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯

মোট ... ১৯,১৯,৯৯,৯৯৯

ইক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

স্থায়—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯৯-৯-৯৯	১৯-৯-৯৯	১-১-৯১
মোট			
ক্রয়	১৯,৯৯,১১	১৯,১৮,১১	১৯,৯৯,৯৯
ভাড়ায়	৯৯	৭	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্ধক ও দায়ের মোট	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল প্রদত্তকৃত	বন্ধক	বাজার দর				
						১৭/৫/৩৮	২৪/৫/৩৮	৩১/৫/৩৮	৭/৬/৩৮	১৪/৬/৩৮
ইঞ্জিনীয়ারিং										
ইন্ডিয়ান আয়রন	...	১,১০,১১,৮৪০	১,১৩,৩৬,৩১৯৲	১০	(১৫ ৩)	৩৩৭	১১/৩৩৯৲	১৮৯/৩৩১৲/৩	৯৯৲-৩৩৯৲	৩৩৬/৩-৩৩৯
ফেলপ	...	৫১,০০,৬৪০	৩৮,১১,৩১৮৲	১০	১১৩(৩)	১০৩৯	...	...	...	১৩৫/৩-৩৭৩৩
টাটা আয়রন	...	১,৬১,১৩,৩৪০	১৯,৩৪,১১,১৩৮৲	১১	১৮০৲১৩(৩)	৩/৩১	১১৩৲	৩৪৯৲	৩৯৩৲	৩৩৩৲/৩
বার্ন ...	...	৩১,৩৩,৩৩৩	১,৩৮,২৯,৩৩৩৲	১৩৩	১১৯৩(৩)	৩/১৩	...	...	...	১৯৩৲
বেঙ্গলমেটাল	...	৩৯,১১,৩১৩	১৩,৩৩,৩৩৩৲	১	১৩ (৩)	১১/৩১	...	...	১৩/৩-১১/৩	১৩/৩
বার্মাশেল	...	১৩,৯৯,৩৩৩	১৩,৯১,১১১৲	১	৩৩৲(৩)	৩/১৩	...	১৫/৩ (৫, ৩)	৯৩/৩-৩৯৩/৩	...
ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে	...	৩,৩৫,১৯,৫৩৩	৩৩,১৯,৩১৩৲	১১	(৩ ৩)	১১.১৩	১৫৲	১১ ৩৲১/৩	১৯৯/৩-৯১/৩	১১৯/৩-১৩৯৲১
কয়লাখনি										
আসাম ব্যালেটাই	...	১১,১১,১৩৩	১১,৩৫,৩৩৲	১১	১৲	১/৩১	...	...	...	...
ইন্ডিটেড্‌	...	১৯,৩৩,৭৩৩	১১,৯৯,৩১২৲	১০	১৲	৩/৩৩	...	...	৩১/৩	৩১৲
ওরো ফসুমিত	...	১,৯৩,৩৩৭	১,১৫,৩৩৲	১০	১৲	১৩/৩	১৩/৩	...	...	...
ঝরিয়াপুরা	...	১৩,১১,১৩৩	... ...	১৩৩৲	১৲	১/১৩	...	...	...	...
ঝরিয়া	...	১৩,১১,১৩৩	১১,১১,১৩৩৲	১৩৩	৩৩(৩)	১/১৩	১৫০-১৯৩/৩	৩৯/৩	১৯/৩	৩১৩/৩-৩৯৩/৩
বর্ধ ওয়ে	...	১,১১,১৩৩	১,৩৩,৩৩৲	১৩৲	১৩	১/৩১	...	...	...	...
বর্ধ লক্ষ্মণ	...	১,৯১,৩১৩	১,১১,১৩৩৲	২/৩	৩৩	১/৩১	...	...	...	...
বিউ বীরভূম	...	১১,১১,১১৩	১১,১১,১১১৲	১৩৲	...	১৩.৩১	...	১১৩৩	১৩৩৩	...
বিউ রাজমুর	...	১,৩৩,৩৩৩	১,১১,৩৩৩৲	১৩৲	১৩	৩ ১১	...	...	...	...
লোকরাণী	...	১১১,১৩৩	৩,৩৩,৩৩৩৲	১৩৲	১৲	৩/৩১	...	...	১৩,৯১৩/৩	১৩৲
সুরাকদ	...	৩৩,৩৯,১৩৩	১,১৩,৩৩,৩১৯৲	১০৲	১/৩	১১/৩৯	...	...	১৯৯/৩ ৩৯/৩	১১/৩-১৩/৩
ফেলপ	...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,১৩,৩১৩৲	১৩৩৲	১১৲	৩/৩১	৩৩৩/৩	৩১১৲	১১৩৲	...
ভারত	...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১৩,১১,১১৩৲	১০৲	৫/৩(৩)	৩৩৯৩	...	৩১/৩ ১১/৩	...	১৯৯/৩ ৩৯/৩
ভারিজা	...	১১,৩৩,৩৩৩	১১,৩১,৩১৩৲	১০৲	...	৩/১৩	১৩৩৩	১১৩-১৩৩৩	...	...
রেঙ্গল	...	১১,৩৩,৩৩৩	৩,১৩,৩৩৩৲	১০৲	১৩	৩/৩১	...	...	...	...
রক্তিয়ারা	...	১,৩৩,৩৩৩	১,১৩,৩৩৩৲	১০৲	১৩	৩/১৩	...	১১/৩	১১/৩-১১৲	...
শিবপুর	...	১,১৩,৩৩৩	৩,৩১,১৩৩৲	৭৲	১১/৩	৩৩৩	...	...	৫৫৲	...
সাউথ আয়রনপুরা	...	১১,১৩,৩৩৭	৩,৩১,৩৩৩৲	১০	১৲	১/৩১	...	১৩/৩-১৩৩	১৩৩/৩-১১৲	৩-৩১৲
ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া	...	১৩,৩৩,৩৩৩	... ...	১০	...	৩৩৩৯	...	...	১১৩	১৩৩/৩-৩৯৩
কাগজের কল										
এসটিন	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৯,৩৩৩৲		১৩	৩৩৭১	...	৩৯৲	১১/৩	১১/৩-৩ ১১/৩
কামপুর টেক্সটাইল	...	১১,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,৩৩৩৲	১৩৩	১/৩	৩৩৭১	১৩৲	৯৮/৩-১৩৲	১১/৩-১১/৩	১১৩/৩-৩
ফেলোরাম	...	১১,৩৩,৩৩৩	১১,১১,১১৩৲	১১৩	১৩(৩)	৩৩৩১	১৫৲	...	...	...
ইন্ডিয়ান	...	১১,৩৩,৩৩৩	১১,১৩,১১৩৲	১৩৩	৩৲	১১/১৩	১১১-৩১৩৲	...	১১১/৩	১১৩/৩
ন্যাশনাল	...	৯৩,৩১,৩৩৩	৯১,৩৩,৩১৩৲	১০	১(৩)	১১/৩৩	...	...	...	...
পার্টনিক্স	...	৯,৩৩,৩৩৩	১১,১৩,৩১১৲	১৩৩	৩৲	১১/৩১	...	৩১৭৲	...	...
বালটী	...	১১,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,১১৩৲	১০	১৩(৩)	১১/৩৩	...	...	...	...
বিড়লা	...	১১,৩৩,৩৩৩	১১,৩৮,৩১৩৲	১০	১(৩)	১১/৩৩	...	...	...	...
বুধৌ		১৩,৩৩,৩৩৩	৯৩,১৩,৩৩৩৲	১৩৩৲	১৩(৩)	১১/৩১	৩১৩-৩৩১৲	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন ও সঞ্চিতি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশসংখ্যা	বিবরণ	বাজার দর					মন্তব্য
						১৭/১৮	১৮/১৯	১৯/২০	২০/২১	২১/২২	
চা-শিল্প											
ফোকলন্দাড়ী ...	৩,৫০,০০০	৯,৮৩,২৭১	১০০	৩৫,০০০	১৯/২০	...	...	...	...	...	...
ফেলাই ও সাউথিয়ন ...	২,০০,০০০	৫,৯০,২১০	১০০	২০,০০০	১৯/২১	২১০	৪১০	...	...	...	...
মিঠু চুবরী ...	১,০০,০০০	৪,২১,১০১	১০	১৫০ (প্র)	১৯/২১	...	...	...	...	...	১৫
সন্তোষপাড়া ...	১১,০০,০০০	৩৮,১১,২৫১	১০১	৮০,০০০	১৯/২৩	...	...	...	...	...	১৫
মধুটিলা ...	৩,৩০,০০০	৯,৩৩,৫১৩	১০	৩,০০০	৯৫০	...	...	...	...	...	৯
মলয়বাড়ী ...	৭,৫০,০০০	১১,৩৩,৩৩৩	১০০	১৩৩,০০০	১৯/২৩	...	...	...	...	...	৯
লিমলাস ...	১৩,৫০,০০০	৯,১০,৩৩০	১০	৩৫০	১৯/২৩	...	...	...	...	...	
মেঘমাটি ...	১,১১,০০০	১,১৯,১৩১	১০	১০,০০০	১৯/২১	...	...	...	...	...	১
চাপাবেড়া ...	২,৫০,০০০	৩,৩৯,১৩৩	১০	১৫০	১৯/২১	...	...	...	...	...	১
মেঘটিলা অন্যান্য ...	১১,৩০,০০০	৩,৩৯,১১১	১০০	৭৫০	১৯/২৩	...	...	১৪১	...	১৩৯-১৪০	...
চন্দন ...	৩,০০,০০০	১,১১,৩২১	১০	১৯০	১৯/২৩	...	...	৪১৫-১৭০	...	...	...
মেঘাই বিভাগ ...	৩,৩০,০০১	৩,৩১,৩৫০	১০	৩৩	১৯/২৩	...	...	...	...	...	...
ঝাড়াবাড়ী ...	১,৫০,০০০	১৭,১৫,৩৩৩	১৭০	৩০,০০০	১৯/২৩	...	...	...	...	৪১০	...
ঝাউবাড়ী ...	১৯,৩০,০০০	৪১,৭১,১১১	১০	১৩,০০০	১৯/২৩	...	...	২১৫	১৩৩-১৯০	...	...
চিনির কল											
চুয়াডাঙ্গা ...	১৯,০০,০০০	১১,১০,৩১৩	১০	...	৯৭৩	১০	...	...	...	...	...
ভাদড় ...	৫২,০০,০০০	১৩,১৯,৩৮১	১০	...	৯৫১	১৯০	...	১১৯-১৯০	...	৯৯০	
চুয়াডাঙ্গা ...	১৩,০০,০৭৩	৯৩,৭১,২৫১	১০	১৩৩(প্র)	৭৫১	...	...	...	১৯৩-১৯১/৩	...	
ভাদার বিভিন্ন ...	১,১০,০১৩	১১,১১,১৩৩	১	১৩৩(প্র)	৩৫১	...	...	...	১৭৯৩	...	
মহাদেবপুর ...	১,০০,০০০	১,১৩,৩৩৩	১০	...	১৩৫১	...	...	...	...	...	
ভাদড় ...	১৩,১০,০০০	১,৩৩,০০০	১০	১/- (প্র)	৭৫৫	...	...	...	...	...	
রায়বন্দর ...	১১,০০,১৫০	৪,১১,৩৫১	১০	১/- (প্র)	৭৫১	...	...	...	...	...	
রায়গাম ...	৩,০০,০০০	১৩,০৩,০৩০	১০	১৫০(প্র)	৭৫১	...	...	...	...	...	
মহাদেবপুর ...	১১,১১,০০০	১,১১,৩৩৩	১০	৫০ (প্র)	১৯/২৩	...	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড ব্যাংকিয়াল	৫,০০,০০,০০০	৩৩,০০,০০০	১০ (প্র)	১৫০	১৯/২১	৩১৫-৩৩৯	...	৩১	৩১	৩১	
মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন ...	১০,০০,১৩০,৩ ৩৫,১১,১৩৩/৩	১১,১১,০০০	১০	১৫০(প্র)	৭৫৩	...	...	...	...	...	
মুন্সিগঞ্জ ব্যাংক ...	৩০,১১,১৫১	৩৩,০০,০০০	১০০ (প্র)	১৩	...	...	...	...	...	...	
পাতাব ব্যাংকার্স ...	১৭,৩৩,৩১১	১,০০,০০,০০০	১০০	৯	১৯/২৩	...	...	...	...	...	
বিজয়ী ব্যাংক ...	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০	১০০	৯ (প্র)	৭৫৩	১৩১	৩১	১৩১	১৩১-১৩৩	১৩১-১৩১	
কোম্পানি ব্যাংক ...	১৫,০০,১৩১	১১,০০,০০০	১০	১৫০(প্র)	১৯/২৩	...	১১৯	...	...	১১	
ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ...	১,০০,০০,০০০	১,০০০,৩৩৩	৩০ (প্র)	৩/৩	১৯/২৩	১৩১	১৩১	১৩১	১৩১৩	১৩৩৯	
ব্যাংক অব বেঙ্গল ...	১,০০,০০,০০০	১,১৯,১১,১০০	৩০ (প্র)	৯ (প্র)	১৯/২৩	...	...	...	...	...	
হিন্দ ব্যাংক ...	...	১১,৩০,০০০	৩০ (প্র)	...	১৯/২৩	...	...	৩১৩	৩৩-৩৩৯	৩৩	
বিদ্যুৎ অন্যান্যিয়াল ...	১,১০,০০,০০০	১,১০,০০০	১০	১ (প্র)	১৯/২৩	...	...	...	...	...	
মেঘটাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ...	৩,১১,১১,০০০	১,৩০,১১,৩৩০	১০	৯	১৯/২১	৩৭৯৩	৩৫৯৩	৩৫৩৩	৩৫৯৩	৩৫৯৩	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
				৯০	৩৩৩	...	...	...	...	...	

যোথ প্রতিষ্ঠান

বিবরণ		অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও ঋণপত্রে বিভাজন	প্রতি শেয়ারে অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা							শেষ মূল্য
১-এপ্রিল												
ব	...	১৫,৯৯,১৯৯	৮,১৩,১৮৯	১৩	১ (শূন্য)	৩৪১	...	...	...	...	...	১৩৩
	...	১৫,৯৯,৬৯৯	৮,৫১,১৮৯	১৩	১৩	১৯১৯৯	...	...	১৩	...	...	...
	...	৬,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৩	৩	১৯/৯৯	...	৯৯	...	১৯	...	...
	...	১,৯৯,৯৯১	৬,৯৯,৯৯৯	১	৬৯	১৯৯	৬,৯৯-৬৯	...	৬১/৩	১-১৬৩	১-৯৯	...
আনুষ্ঠানিকভাবে		১,৯৯,৯৯,৯৯৯	১,১৯,৯৯৯	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	৯৯১
অবস্থান (শহর	...	৯,৯৯,১৯৯৭	৯,৭১,১৯৯ শা	১৯ শা	১৯ টি	১৯/৯৯	১৯৯	...	১৯১	১১৯	...	...
শহর শাখা	...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯	১৯৯	...	৯৯১	১৯১৯-১৯১	১৯১	১৯৯	১৯১৯	১৯১৯	...
সংযুক্ত	...	১,১৯,৯৯,৯৯৯	...	১৯	—	...	১৯/৯-১১	১৯/৯-১১৯৯	১৯/৯-১১৯৯	১৯৯-১৯১/৯	১৯/৯-১১৯৯	...
অন্যান্য	...	১,৯৯,৯৯৯ শা	৯,৯১,৯৯৯ শা	১ টি	১৯৯ টো	৯৯১	৯৯-৯৯/৯	৯৯-৯৯/৯	৯১/৯-৯১৯	৯১ ৯-৯১৯	৯৯/৯-৯১৯	...
বেতন	...	১৯,৯১,৯৯৯	৯১,৯৯,৯৯১	১৯	১৯৯৯ (শূন্য)	৩৯১	...	...	...	...	...	৯৯৯
কার্যালয় ব্যয়	...	৬৯,৯৯,৯১৯	১৯,১৯,১১১	১৯	...	৯৯১	১৯৯-১৯৯	...	৯	১৯৯-৯৯	১৯/৯৯	...
ভাতা	...	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯	১৯৯	১১৯	...	...	...	১৯	...	...
১ টি অফিস	...	১১,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯১৯	১৯	৯৯৯	৯৯১	৯৯/৯-১৯	৯৯৯	৯৯৯	১৯/৯-১৯	১৯/৯-১৯	...
...	...	৯১,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯	১৯	১/১৯	৯৯১	১১-১৯১/৯	...	...	...	...	...
বেতার	...	১৯,৯১,১৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯	১৯	—	৯৯১	...	১১৯৯	...	১৯	...	...
১ টি ট্রান্সফরমার		১,১৯,১৯৯	৯,১৯,৯১১	১	৯/১ (শূন্য)	১১৯৯	...	...	...	...	৯/৯৯	...
৩ ইউনাইটেড		১১,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,১৯৯	১৯	১৯৯	৯৯১	৯৯/৯-৯৯/৯	...	৯৯/৯	...	...	...
১৮ টুলস	...	৯৯,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	...
১ ট্রান্সফরমার	...	১৯৯,৯৯৯ টা	১৯৯,১৯১ শা	১ শা	১ টি (শূন্য)	১১/৯১	৯৯৯	...	...	১৯	১৯৯৯-১৯৯/৯	...
১ ইন্ট কোং		৯৯১,৯৯৯	১১,১৯,১১১	১৯৯	১১৯	৯৯১	...	১৯৯	...	...	...	...
...	...	৯১,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯১	১৯	১৯ (শূন্য)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	১১৯
... ঘরটি ভূমিটি	...	১১,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	১	...	...	...	...	...	...	...
...	...	১১,৯৯,৯৯৯	১৯,১৯,৯৯৯	১৯৯	১১\	৯১১১	...	...	...	...	১	৯১৯
ডেভেলপমেন্ট	...	১,৯৯,৯১,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯	১৯৯	৯\	...	১৯১\	১৯৯/৯	...	১৯৯\	১৯৯\	...
...	...	১,১৭,৯৯৯	১১,৯৯৯	৬\	...	...	...	...	...	৯৯১—১/৯	...	...
	...	৬৯,৯৯,৯৯৯	৯৯,৯৯,১৯১	১৯\	৬\ (শূন্য)	১১/১১	...	৯৯\	...	৯১\	১৯১/৯	...
...	...	১১,১১,১১১	১১,১৯,৯৯৯	১৯	৯৯	১১/১১	...	১১৯৯	৯/৯	৯/৯	...	...
...	...	৯৯,৯৯,৯১১	৬,৯১,১১১	১৯	...	...	১১/৯	...	...	১১৯	...	...
...	...	১৯,৯৯,৯১৯	১,৯৯,৯৯,১১১	১৯	১\ (শূন্য)	১১/১১	৯১/৯	...	৫৯/৯-৯১/৯	১১/৯-১১/৯	৬৬/৯ ১৯/৯	...
...	...	১,১১,৯১৯	৬,১৯,৯১৯	১	১/৯ (শূন্য)	৫/৯১	...	...	...	...	...	১/৯
	...	৫১,৯৯,৯১১	১৯,১৯,৯৯৯	১৯	১৯	১৯/১৯	৯৯—১	...	...	...	...	...
...	...	৯৯,৯১,৯১১	১১,১৯,৯১৯	১৯৯	১১ (শূন্য)	১১/১৯	...	...	...	১৯৯	...	...
...	...	৯,৯১,৯১১	১১,১৯,৯১৯	১৯৯	৯/৯	৯৯১	...	১৯৯—৯/১৯৯	...	...	...	...
...	...	১১,১৯,৯৯৯	৯৬,১৯,১১৯	১৯৯	১ (শূন্য)	১১/১১	...	...	...	...	...	৯১৯
...	...	৯,৯৯,৯১৯	১১,১১,১১৯	১৯৯	৯/৯	৯৯১	...	১৯৯—৯/১৯৯	...	...	৯১৯	...
...	...	১,১৯,৯১১	১১,৯৯,৯৯৯	১৯৯	১\	৯৯১	...	...	...	...	...	...

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
১৯৬৬ অপেক্ষা ১৯৬৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
ম্যানেজার—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
(আই-সি-এস অবসরপ্রাপ্ত)

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
১৯৬৬ অপেক্ষা ১৯৬৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
ম্যানেজার—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
(আই-সি-এস অবসরপ্রাপ্ত)

৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪র্থ চৈত্র, ১৩৭৩ ১৮ই মে, ১৯৬৭ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাবিবার কথা	৭৯৫
ব্যাঙ্ক পরিচালন প্রসঙ্গে	৭৯৭
প্রাসঙ্গিক	৭৯৯
বিটেন ভারতে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছে— আর আমরা ? ...	৮০১
বিশ্ব	৮০৩
[illegible]	৮০৬
বৃটেনের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ প্রচেষ্টা —অন্ধ বিশ্বাসের ...	৮০৯
সমস্যা	৮১৫
বাজারের কথা	৮১৭
অন্তর্দেশের সংবাদ	৮১৯
অর্থনৈতিক	৮২৩
সাহিত্য	৮২৬

ভাবিবার কথা

গত-পূর্ব্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের ডাইরেক্টরদের পরে কলিকাতার বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সম্বন্ধে অহেতুক আলোড়ন হইয়া গেছে। সহসা বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি হইতে টাকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যায় এবং সে টাকা অবাঙ্গালী ব্যাঙ্ক অথবা বিদেশী ব্যাঙ্কে গিয়া জমাও হয়। বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যে একশ্রেণীর বাঙ্গালীদের একটি সুপরিকল্পিত অভিযান চলিতেছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে ষড়যন্ত্রের মূল বোম্বাই কিংবা দিল্লীতে প্রোথিত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ বিষয়ে দরবার করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান বড় কর্ত্তাদের মধ্যে বিশেষ কোন নেতা, মহানেতা যে বাঙ্গালী-প্রীতির অতিশয্যে কষ্ট পাইতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরক্ত বাংলাদেশের বাঙ্গালীর কোন প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহার দাবী লিলিপুটের দাবী। মাথা তুলিয়া পর দিকে চাহিয়া কিছু বলিবার প্রয়াস করিলেই মাথায় চাঁপড় মারিয়া ঘাড়-হাত বাঙ্গালীকে নিচুহাত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবুও চলিয়া বাংলাদেশেই নিজেদের নিজেদের মধ্যে কাড়া করিয়া মরিতেছি বং সারা ভারতের কিঙ্করবাহু মানুষদের জন্য প্রদেশের প্রধান রোজগার উন্মুক্ত রাখিয়াছি।

কেন্দ্রীয় সরকারে বাংলাদেশের হইয়া দুইটা কথা বলিবার কোন লোক নাই,—সেখানে মাড়োয়ারী আছে, বিহারী — [illegible] আমরা বিরক্ত "স্বাধীন" ভারতের বিচিত্র স্বর্গরাজ্যে বসবাসের অন্যে আত্মহারা হইয়া কিরিতেছি। নালিশ করিতেছি না, প্রতিবাদ করিতেছি না। নিজেদের প্রদেশের সর্ব্বনাশ হইয়া গেছে, বৃহত্তর সর্ব্বনাশ সম্মুখে মুখব্যাদান করিয়া আছে,—বাঙ্গালীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, অর্থনৈতিক অস্তিত্বও বিলুপ্তির পথে, তবুও আমরা অবিচলিত আছি; বাংলাদেশ সম্পর্কে উদাসীন, বাঙ্গালীর ন্যায় এক বিশাল জাতির প্রাণধারণের সম্পর্কে নিস্পৃহ, বাঙ্গালীর নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কে উপেক্ষাপরায়ণ, একশ্রেণী অপটু কয়েকটী তাঁবেদার ব্যক্তি প্রতি তন্ত্র আনুগত্যের অচলা ভক্তি, তবু তাঁহাদেরই পদরজঃ গায়ে মাখি তাঁহাদেরই কাছে আমাদের মুক্তকণ্ঠে নিত্য আবেদন-নিবেদন।

কিন্তু এত ব্যাপারের পরেও এখনও সময় আছে। বাংলাদেশের স্বা সম্বন্ধে, বাংলাদেশের অন্তরস্থ প্রয়োজন সম্বন্ধে, দাবী সম্বন্ধে দেশে লোককে সচেতন করিয়া তুলিতে হইলে, বাংলাদেশকে কেন্দ্রিত হইয় বাংলাদেশকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবের কিয়দংশেরও পুনরুদ্ধার করি হইলে, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর হাত মিলাইতে হইবে, বাংলার বহুসহ ভারত-মহাদেশের সর্ব্বজনকর্তিগোষ্ঠের করিয়া তুলিতে হইব ভারতবর্ষের জন্য ত্যাগ বহু হইয়াছে, এইবার দাবীর কথা তোলা অবশ্য স্বার্থের কথা এইবার উত্থাপনের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর সুস্থ অর্থনৈতিক জীবন আবশ্যক,— কোন অজুহাতেই কোন অবাঙ্গালী কর্ত্ব সে জীবনকে বিপর্যস্ত হইতে দেওয়া চলিবে না। বাংলাদেশকে অক্ষি তুলিতে হইলে, এই নির্দ্দিন, দুর্ভাগা প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠি করিতে হইলে, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃ নির্ভরশীল ও সুপরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালীকে অ

ভালো, পরে ভারতবন্ধু। ভারতবর্ষের প্রয়োজনেই বাংলাদেশের স্থিতি আবশ্যক, —সবল, সক্ষম, দৃঢ় বাংলাদেশের অস্তিত্ব আবশ্যক। দুই বাংলাদেশের মধ্যে আমি বিন্দুমাত্রই ফাঁক হইতে দিতে চাই না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলে আমি শত্রুপক্ষের চক্রান্ত দানা বাঁধিতে দিব এবং সেরূপ চক্রান্তকারীর সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার হইবে।

—বাঙালী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে বিতর্কের আভাস আমরা পাইয়াছি, তা একেবারে নূতন নহে। অতীতেও বাঙালী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে—বিশেষ করিয়া বাঙালী ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে—বিভিন্ন ব্যাঙ্কিংয়ের অবকাশ কম ছিল। কারণ, এ বিতর্কের সম্ভাব্য কারণটার পরিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু একেবারে তিরোহিত হয় নাই। অতএব বাঙ্কগুলিকে সতর্ক থাকিতে হইবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে উন্নততর সহযোগিতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, একের বিপদে অন্যের অকুণ্ঠ সহায়তা আহ্বান করিতে হইবে। আর একটা কথা, ব্যাঙ্ক পরিচালকদের তরফ হইতে যে তাঁহাদের কোন কার্যের কোন অর্থ করা যেন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর না হয়। তাঁহারা যে শুধু সৎ হইবেন তাহাই নয়, তাঁহারা যে সকল অসাধুতার উর্ধ্বে এরূপ ধারণাও জনসাধারণের মনে না হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা জাতির কাণ্ডারী। তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচ্যুতি ও লোভের ফলে সমস্ত জাতির সুনাম কলঙ্কিত হইতে পারে, সেকথা তাঁহাদের সতত স্মরণ রাখা উচিত। নিজের উপর তাঁহারা যে কাজে নিরাপদ নহে মনে করিয়া বেসরকারী ব্যাঙ্কে অর্থ ন্যস্ত রাখিয়াছে, পরিচালকবর্গের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস যে কত বড়, সে কথা যদি তাঁহারা সর্বদা মনে রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনদিন কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের ক্ষুদ্রতম আচরণের দ্বারাও বিশ্বাসের অসম্মান করিতে পারিবেন না, এরূপ ধারণা সকলেরই ছিল। বাঙালী ব্যাঙ্ক সবেমাত্র উন্নতি ও সম্মানের প্রাথমিক সোপানে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সর্বস্তরবর্তীয় সর্বাঙ্গীণভাবে তাহার এখনও বিলম্ব ছিল। অতএব বাঙালী পরিচালকদের পক্ষে যে কোন ব্যাঙ্ক চালনার সাধারণ দায়িত্বেরও অতিরিক্ত কতগুলি বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সেকথা যেন তাঁহারা কোন সময়েই বিস্মৃত না হন।

উপরে যে আদর্শের কথা উল্লেখ করিলাম, বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাঙ্ক চালকদের অধিকাংশই সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলিয়া আমরা মনে করি, তাঁহারা বাংলাদেশের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার ব্যতিক্রম আছে। সাক্ষাৎ অসাধু পরিচালকের অভাবও বাংলাদেশে নাই।

গত বৎসর বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক পড়িয়াছিল। আর্থিক সক্ষম পরিচালনা ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী হইলেও, সংশ্লিষ্ট পক্ষের অসাধুতা ও চৌর্যবৃত্তিও ওই সকল ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের জন্য দায়ী নয়। অবশ্য গত বৎসরের বহু ফেলের কারণগুলি ছোটোই ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যাঙ্ক ছিল, যাহারা এই আঘাতের কিছুদিনের মধ্যেই সুদৃঢ় হইতে বাধ্য হইত। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ফলে তাহাদের এই অতিরিক্ত সুবিধাটুকু হইয়া গেল যে, একটা উদ্রেককারী কৈফিয়তের সন্ধান পাওয়া গেল এবং সেই কৈফিয়তের অন্তরালে সুকৌশলে আত্মরক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল। —একটা কথা এইখানে পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ফেলপড়া ব্যাঙ্কগুলির সবগুলি ব্যাঙ্কই যে খারাপ ছিল, কিংবা সকল পরিচালকই যে অসাধু ছিলেন, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অনেক সুদক্ষ ও সৎ ব্যক্তি পরিচালিত ব্যাঙ্কও যে পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া গত বৎসর কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু দুঃখ এই যে, অপরের কৃত দুষ্কর্মের ফলে তাঁহারাও অযথা দুর্নামের ভাগী হইয়াছেন।

অসাধুর মধ্যে ব্যাঙ্কের অসাধু পরিচালকদের আদর্শ শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্তের পরিচয় খুব বেশী নাই। গত বৎসর যে সকল ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে, তাহাদের পরিচালকবর্গের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদেরও কোন বিচার অথবা শাস্তি হইয়াছে, একথা আমাদের জানা নাই।— এবার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে দর্শকমাত্র হয় দেশের নিরীহ নাগরিক অথবা দরিদ্র আমানতকারীরা।—কিন্তু প্রকৃত অপরাধী যাঁহারা অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের দল, তাঁহারা পরের পরদাকে নিজের পরদা মনে করিয়া ঢুঁ মারিতে বন্ধ করিয়া জনসাধারণের প্রবর্তিত করিবার কোনপ্রকার প্রয়াসেরই অভাব রাখেন না, এবং তাঁহাদের অপকর্মের ফলে যখন দেশের সহস্র সহস্র লোক সর্বস্বান্ত হয়, দেশের পুনা সুদূরে নূতন করিয়া জলের কল পড়ে, দেশের শিরোমণিরা এক এ রাজার বদ বিশ বছর সিংহাসন পায়, তখনও সেই সকল ছদ্ম অপরাধী দল হাস্যমুখে ছুঁড়িগাড়ী চড়িয়া, সর্বপ্রকার আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গু দেখাইয়া নিজেদের অবশিষ্ট অর্থের সাহায্যে নূতন পরিকল্পনা আয়োজন করে! অথচ বারংবার দেশে এই নির্মম দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্কারা, যাহারা প্রকৃত দেশোদ্ধারবোধে উদ্বুদ্ধ, দেশের প্রতিষ্ঠানের ন করিয়া যাহাদিগকে প্রবর্তিত করা একান্ত সহজ, হিসাবপত্রের গুরুত হাজারের মধ্যে যাহারা কোনদিনই প্রবেশ করিতে চাহে না,—যা তাহাকে বলে, কি তাহার কাজ, কি তাহার প্রতিষ্ঠা, কেমন তাহা অবস্থা সে সকল কথা লইয়া যে শ্রেণীর লোক বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না তাঁহাদের কাছে লভ্যাংশ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কনামধারী "সেট্টোলের দোকানও মধ্যে কোনই ভেদ নাই; যেহেতু দুইটি নামের শিরশ্চেদে "ব্যাঙ্ক" লো আছে, অতএব দুইটিই সমান! ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছি এবং দেশ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছি, এই কথা ভাবিয়াই তাঁহারা পরম পুলকিত দেশের নেতৃবর্গের এবং দেশের জন্য যাঁহারা দিবারাত্র বক্তৃতা করি প্রাণপাত করিতেছেন সেই সকল কর্মকর্তার, ও যাঁহারা প্রকৃত বিত্তশালী তাঁহাদের টাকা কিন্তু কিংবদন্তীর বিদেশী ব্যাঙ্ক, কিং

এইখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আচরণ ও ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলিলে অসঙ্গত হইবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে "ব্যাঙ্কারস ব্যাঙ্ক" বলা হয়, কিন্তু অদ্যাবধি ও রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাঙ্ক বিপদের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণসাহায্য পাইয়াছেন এমন শুনিবার বিষয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সযত্নে পালন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তবে একটি কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তারতীয় ব্যাঙ্কের প্রতি শাস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা। অবশ্য এই শাস্তি শেষ অবধি বহুলক্ষেত্রে আমানতকারীদের নিকটেই পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভ্রুক্ষেপ নাই। উহারা পরম নিশ্চিন্তভাবে সহিত কর্তব্য জারী করিয়া চলিয়াছেন, অমুক ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে না, অতএব উহাকে আর নূতন আমানত গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না,—তমুক ব্যাঙ্কের তরলশীলতা-চুক্তির মেয়াদকাল শেষ হইয়াছে, অতএব তাহার মস্ত কাটিয়া দাও।—এই দুইটি ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রয়োগই আছে এবং তাহার সদ্ব্যবহারও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন। ফলে, আমানতকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অবস্থায় ব্যাঙ্কও না পাইয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চুক্তিকালের "স্বার্থরক্ষার" জন্য ব্যাঙ্কটি প্রকাশ করার যে একেবারে শেষ দিয়াছে, উহা একাধিকবার দেখা গিয়াছে।—অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঐরূপ আশ্বাসের ফলে সর্বক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দেশের নিরপরাধ সম্ভাবিত ও দরিদ্র সম্প্রদায়। উহার ফলে আমানতকারীদের মনে ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে হওয়া একরূপ অবশ্যম্ভাবী এবং সাধারণভাবে দেশসাধারণের মনে দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের উপরেই আস্থাহানির সম্ভাবনাও যথেষ্ট। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একরূপ আচরণের ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতি যে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে, সেকথা বোধ করি না বলিলেও চলে।—এ-নীতির আশু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

কোন ব্যাঙ্কের পরিচালনা কার্যে আইনসঙ্গতভাবে ও আমানতকারীদের স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না, এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে অবিলম্বে সেই ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার গ্রহণ করিতে পারেন এরূপভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের অবিলম্বে সংশোধন আবশ্যক। প্রস্তাবিত ১৯৪৮ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রকৃত পরিচালনার কথা কোথাও নাই।

আর একটা কথা। ব্যাঙ্কসমূহের কার্যকলাপের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাহাতে কোন সময়েই অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে না যায়। কারণ ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখা গিয়াছে যে, সাত্তার বিকে কোন কোন ব্যাঙ্ককে দীর্ঘকাল ধরিয়া অবহেলার করিতে দেওয়া হইয়াছে এবং সহসা একদিন আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে সেই ব্যাঙ্কের প্রতি "শাস্তিবিধানের" প্রস্তাব করা হইয়াছে। এরূপ আকস্মিক, চিন্তাহীন আচরণের দ্বারা যে আমানতকারীদের ক্ষতি করিতে পারেন, অথচ তাহাদের নিকট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'দেবতাদের' নিকট উহাই প্রশংসা অর্জন করি।

খাদ্য পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

গত ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার নিমিত্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার এ যাবৎ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন তৎসম্পর্কে সম্প্রতি একটি বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণীটি পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য পরিকল্পনার একটি স্থূল আভাস দান পাওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু সরকার কর্তৃক কমিশনের নির্দেশে অন্যান্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের পরিমাণও এই বক্তব্য যে, পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে খাদ্যসমস্যার তুলনায় তাহা বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করাও চলিবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিবরণী ও বিবরণীবহির্ভূত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

কোন পরিকল্পনা রচনা করার পূর্বে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য নির্ভুলভাবে সংগৃহীত হওয়া অবশ্যক। দেখা যাইতেছে এই দু'বছরের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের এই প্রাথমিক কার্যটুকুও অসম্পন্ন রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে তৎকালীন খাদ্য সরকার কর্তৃক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। জমিতে জলধারণী ক্ষমতা পরিমাপ, অটুস, আমন ও পাটের প্রতি-একর ফলনের হার প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য হিসাবের উপরে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এই কার্যে ১৯৬৮-৪৭ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরে মোট ৩ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াও গিয়াছে। এই জরুরী কাজটি সম্পন্ন করিতে সরকার আর কত সময় গ্রহণ করিবেন, আলোচ্য বিবরণীটিতে তাহার হদিস পাইলাম না।

১৯১০ সাল হইতেই বাংলার খাদ্যসমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল বর্তমান বিভক্ত বঙ্গদেশের পশ্চিম বঙ্গের অধিক প্রদেশের জনসংখ্যার তুলনায় আবাদী জমির অল্পতা এবং বাস্তু খাদ্যশস্যের প্রধান প্রধান ফলগুলির অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিতির ফলে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যসমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারা জনসংখ্যাও অল্প নহে। ১৯৪১ সালের 'সেন্সাস' এবং রাজনৈতিক অনুসারে, পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৪ শত ২৭। ইহার সহিত লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সংযুক্ত করিতে হইবে ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ বৎসরে শতকরা ২ ভাগ। হারে হিসাব করিলে এবং ১৯৪১ ও ১৯৪৩ এই দুর্ভিক্ষ বৎসর দুইটিতে লোকসংখ্যার কোনপ্রকার বৃদ্ধি বিবেচনা না করিলে আমরা ১৯৪১-৪৭ সালের মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩ ভাগ ধরিতে পারি। পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারা

হইতে বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা। সুতরাং এমনকি লক্ষ টাকার পশ্চিম বঙ্গে আদায়ের সন্ধানে আসিয়াছে, টাকা না করা চলে। এইরূপ হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা মে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ।

কথা সত্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে সংখ্যালঘুদের প্রভাব উপর কিছুটা কমিয়াছে এবং তাহার ফলে আগেকার কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষ ও সুবিধাবাদী নীতি স্মরণ করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত ন করা যে, পাকিস্তান সরকারের তরফের সংখ্যালঘুদের ধনপ্রাণ পূর্ব আগের সমান পালন করিবেন। সুতরাং খাদ্য পরিকল্পনা ারী করার পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের পার্শ্ববর্তী লোকসংখ্যা যে স্ফীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করা । পরিত্যক্ত জমি ও লোকবসতী জমি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে পূর্বে যত সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে, সরকারী হিসাবে পরিমাণ কিরূপ নির্ণীত হয় তৎসম্পর্কে এবং এই সকল জমি ন করিয়া তোলার আবশ্যকতা বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে আমরা ন করিব। তবে এই প্রসঙ্গে সরকারকে একটি বিষয় রাখিতে বলি। পাট সম্পর্কে বাজারের একেটিয়া অধিকার ন এবং বাস্তবিক এইরূপ একটি প্রবল সম্ভাবনা যাবৎ যে বজায় হইয়া আসে। বর্তমানে পাটের অঞ্চলগুলির ংশই পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ায় পশ্চিম বঙ্গের পাটের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং পাটের ফলন বৃদ্ধির সেবভাবে চিন্তা করিতেছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতে পাটের অনিশ্চয়তা। অতএব আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রস্তাব সর্বতোভাবে সমর্থন করি। কিন্তু পাট উৎপাদন বিনিময় আন্দোলনের উৎপাদন হ্রাসের যেন ফলেই না হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যে। পাকিস্তানের সহিত নিম্নস্তর চুক্তির ফলে ন পাটঅঞ্চলগুলির চাহিদা অনুযায়ী কাঁচা পাট যাহাতে ন হইতে আমদানী করিতে কোনও বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য ন সরকার তথা ভারত সরকারের সর্বপ্রয়ত্নে চেষ্টা করা

ন উৎপাদন সমানে বজায় রাখিতে হইলে যে অঞ্চে ভূমিব্যবস্থার আমূল ন আবশ্যক এ সম্বন্ধে বর্তমানে সন্দেহের অবকাশ নাই। জমির নাতে তাহাদের অধিকার স্বীকার না করিয়া লইলে এবং য় মূল্যবৃদ্ধির না করিয়া দিলে কৃষক কখনই সাধ্যানুরূপ ফসল ন উৎসাহ বোধ করিবে না।

। উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত সরকারী তে খালোদর উপজাত, বোর প্রভৃতি পরিকল্পনা এবং আরও নূতন খাল খনন করার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই কয়টি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিতেছি না। সেচের পরিকল্পনার অনুমানিক ৩। কোটি টাকা ব্যয় হইবে। অন্যান্য পরিকল্পনাগুলিতেও আরও কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। এই টাকা জনসাধারণের উপর করধার্য করিয়া আদায় করা সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। সরকারী ঋণপত্রের সাহায্যেও খুব বেশী টাকা তোলা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের নানান অনিশ্চয়তার ফলে সরকারী আসনের প্রায়শঃই যে মন্দাপক্ষ হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত নহে। অধিকন্তু মন্বন্তরাক্রান্ত তথা সমগ্র পৃথিবীতে তৃতীয় মহাসমরের যে ঘনায়মান বিভীষিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। আন্তর্জাতিক অবস্থা সত্যসত্যই যদি এইরূপ দুঃখজনক হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেচের ও অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য আবশ্যকীয় বহুপাতি আমদানী করাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে, উন্নয়ন অস্বাভাবিক অবস্থার সকল অতিরিক্ত খাতে প্রয়োজনের কেন্দ্রীয়করণের অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকিবে। সরকারী উক্তি অনুযায়ীই দেখিতেছি, সকল অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে এবং কোনও ঝুঁকির বিষয় উপস্থিত না হইলেও অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের পূর্বে সেচের পরিকল্পনা হইতে কৃষির জন্য কোনও কার্যকরী সাহায্য পাওয়া যাইবে না। এই সময় ব্যবধান সম্ভবতঃ পূর্তি সৃষ্টি স্বাভাবিক প্রয়োজনের খাদ্য পরিকল্পনা স্থির হওয়া প্রয়োজন। অসতর্কতা এবং অতিরিক্ত আশাবাদিতা লইয়া অগ্রসর হইলে আপৎকালীন অবস্থার সহজেই যে সমস্ত কিছু খানচাল হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কৃষি ঋণ দানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবরণীতে মোট ১৪টি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, ৯৯টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ১টি কৃষি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং ৯৮১৪টি ক্রেডিট সোসাইটির তথ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। মোট কৃষি ঋণের প্রয়োজন কত তাহার একটা আনুমানিক তথ্যও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ১৯৩০ সালে 'রয়েল ব্যাঙ্কিং কমিটি' এই প্রকার ঋণের পরিমাণ ধার্য করিয়াছিলেন ২৬ কোটি টাকা। স্বর্গত স্যার আজিজুল হক তাঁহার 'মানি রিফাইণ্ড দি ল্যাণ্ড' শীর্ষক পুস্তকে (১৯৩৮) বার্ষিক কৃষি ঋণের পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছিলেন ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এই ঋণের পরিমাণ ধার্য করিয়াছেন মাত্র ১৪ কোটি টাকা। কিন্তু আধুনিক হিসাবে, এই ঋণের পরিমাণ ৪০ হইতে ৬০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া মনে করাই সঙ্গত এবং এই অনুপাতেই পশ্চিম-বঙ্গের কৃষি ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা দিবে।

পরিশেষে, পল্লী-অঞ্চলে অবস্থিত সরকারী দীঘিগুলার ও দীঘিবিতরণকারী সরকারী কর্মচারীগণের সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করিতে চাই। লীজ আমলের ন্যায় বর্তমানেও অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর দীঘ বিতরণ করা হইতেছে। সরকারী কর্মচারীগণের অধিকাংশই কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং কৃষকের প্রয়োজনে তাঁহারা সহানুভূতিহীন ও কৃষি কার্যে প্রকৃত সহযোগিতা প্রদান করিতে তাঁহারা অসমর্থ। সম্প্রতি পাট জমির তদারক নিযুক্ত 'পি, এল, এ'দের (Primary Licentiate Assistant) বাকি কৃষি বিভাগে লইয়া আসিয়া খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। সত্য হইলে

প্রাসঙ্গিক

ইসরাইল ও ভারত সরকার

যুদ্ধবিরতি বাতিল করিবার সময় ইসরাইল সরকার বলিয়াছিল যে, তাহারা ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেও এবং সরকারকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধবিরতি বাতিল করিলে যুদ্ধবন্ধ হওয়া দূরের কথা দেশবাসীর ঘোর দুর্দশা থামিবে না। আমাদের সেই আশঙ্কা যুদ্ধবিরতিবিরোধীদের জনসভাসমূহের মধ্যেও বার বারবারের আন্দোলনের ফলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতি বাতিল হইবার পর যে যুদ্ধের উপর যবনিকা অপসারিত হইবার সঙ্গে সেই অবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং আমাদের আশঙ্কাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের এখন দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন, কিভাবে এই যুদ্ধের প্রতিকার করা যায়। বিরোধিতা ও বিদ্রোহীদের অর্থলোলুপতার জন্য এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে যুদ্ধ হইবার ফলে আমেরিকা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সরকার এ বিষয়ে যেন কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং কেহ কেহ এমন মতও দিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরতি সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা হউক। যেদিন সরকার যুদ্ধবিরতি বাতিল করিবার সময় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যদি বিদ্রোহীদের শুদ্ধিত করিয়া না আসে, তাহা হইলে সরকার যুদ্ধবিরতি পুনঃপ্রবর্তন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

কঠোর হস্তে সরকার যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন, আমরা সমর্থন করি, যদিও করিয়া কিন্তু যুদ্ধবিরতি বন্ধ পুনঃপ্রবর্তন করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, কারণ যুদ্ধবিরতি প্রবর্তন করার সময় এখন নয়। যুদ্ধবিরতি যখন বলবৎ ছিল, তখনই তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছিল এবং সাধারণ লোকের যতখানি উপকার হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সরকারী মহলে পরিস্থিতির তুলনা করিলে দেখাই যায় যুদ্ধবিরতি বন্ধ পুনঃপ্রবর্তনের কথা করিতে পারেন না।

যুদ্ধবিরতি যখন বলবৎ ছিল, তখন আমরা বারবার দেখাইয়াছি এই ব্যবস্থাকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিতে, সরকারী ও বেসরকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে। কিন্তু তখন কিছুই করা হয় নাই। যুদ্ধবিরতির ফাঁকে তখন সুযোগ করা হইয়াছে এবং আক্রমণাত্মক তৎপরতা। তাই বলিয়া এই উপমহাদেশের যুদ্ধবিরতি বাতিলকে দায়ী করা হইয়াছে! এখন আবার কিছুদিন যুদ্ধবিরতির "প্রেসক্রিপশন" পর পুনরায় যুদ্ধবিরতির প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজনের কথা উঠিয়াছে। ইহার মানে অর্থ হয় না।

আমাদের মনে হয় সরকার অন্তর উপর হইতে [illegible] করিয়া যাহা করিতেছেন, তিনটি শাসনের সম্পূর্ণ অর্থহীন দুর্নীতির মধ্যদিয়া হইয়া গিয়াছে, এই ব্যবস্থাগুলি তাহাদের দেখাদেখি ও তদারকির ফলে ঘটিবে ইহা আশা করা ভুল হইয়াছে। কৃষি খাতে উৎপাদনের যে সম্ভাবনার কথা আলোচনা করিতেছেন তাহার মূলে রাজনীতির যদি যুদ্ধবিরতির ফাঁকে কাজ হয় তাহা হইলে তাহার পরিমাণ বড়ই হইবে না কেন, বর্তমান যুদ্ধবিরতির তুলনায় তাহা কিছুই নয়। আসলে যুদ্ধবিরতি যদি প্রয়োজন করে তবে নির্দিষ্ট করিয়া সরকার যদি আসল যুদ্ধ চিহ্নিত করিয়া দেন ও বিদেশগুলি যাহাতে সরকারি যুদ্ধ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধবিরতি অনেকটা কার্যকর হইবে। পুলিশ ও অন্যান্যদের যদি চিহ্নিত মূলোর দেখা করিয়া লইয়া তাহাদের ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেও বর্তমান অরাজকতার যুদ্ধবিরতি হ্রাস পাইতে বাধ্য। তাহাড়া অপরাধী ব্যবসায়ীদের শাস্তি দিবার উপযুক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারের তৎপর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বর্তমানে তাহার প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালোবাজারীদের জরিমানা যুদ্ধবিরতি প্রতিশ্রুতি করে মিলাইয়া দেখিলে তাহাদের অন্তরে কোন কারণের সুযোগ্যতা যদি সরকার না করিতে পারেন তবে দেশবাসীর দুর্দশা সমাধান করিবার অন্তর কোন পথ সরকার না জানেন।

দুর্নীতি নিবারণের উপায়

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তৎকালীন সরকারী আর যাহাতে সংঘটিত হইতে না পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডে দুর্ভিক্ষের কারণ ও দুর্ভিক্ষের আসল কোথা কিলে কি কি ভুল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল। আর দ্বিতীয় খণ্ডে কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য সরকারকে সুপারিশ করা হইয়াছিল।

বর্তমানে সেই সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গ ঐসব সুপারিশ অনুযায়ী কি কি কাজ করা হইয়াছে, তাহারও পৃথক পরিসংখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রদেশ এবং এই প্রদেশেই দুর্ভিক্ষের ফলে পড়িয়া ৩০ লক্ষ নরনারী অকাল বিসর্জন দিয়াছে [illegible] করিয়াছেন তাহার কতকগুলি অঙ্গের হইয়াছেন তাহা আমাদের পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সরকারী বিবৃতিতে অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি ও মোট পরিকল্পনার কথাই বিবরণীতে উল্লেখ, যাহা কার্যকর পরিকল্পনা কাজ সমাপ্ত হইলে বাৎসরিক প্রায় এক লক্ষ এবং নূতন জমিতে চাষ আরম্ভ হইবে এবং এই এক লক্ষ একর জমির মোট চাষ আগামী পাঁচ বছরে পশ্চিম বঙ্গ এবং প্রায় ছয় হাজার একর পতিত জমিতে মোট পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে ফসল ফলান যাইবে। এই দুই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে মোট প্রায় ৭ লক্ষ একর জমি চাষের উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সব ছোটখাট পরিকল্পনার কথা আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে দুই চার বছরের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

এখন এইসব কয়েকটি পরিকল্পনাগুলি সাফল্যের জন্য আমাদের অনেক বছর অপেক্ষা করিতে হইবে এবং সকলেই এই পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিবেন।

কিন্তু কয়েকটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা সরকারকে করিতেছি। সরকার অনেক কিছু করিতে যাইয়াছেন পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ের অর্থ নির্ভরতার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার ফলে কিছু উহা ফোন সমবায়ের সাহায্য কোন কিছুই দিতে পারিবে না। প্রশ্নোত্তরের জন্য বিনা আবশ্যকীয় প্রশ্নগুলি ফেলে সরাইয়া দেখা হইয়াছে এবং বিশেষভাবে যে দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে, তাহাতে এখনও জমিতে আমার ধরিয়া ধরিয়া ফেলানো কিছু সাফল্য লাভ করিবার সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের ফসলাদির বিষয় প্রয়োজনীয় যুদ্ধ, জমি ফসলিকরণে ফেলাদের সাধারণ লোক জনসাধারণের সাহায্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যাহাতে দুর্নীতির আশ্রয়ে না ফসিলে, পুরী যাহাতে অন্যায়ে বিনা বিনা পরিশ্রমীদ হইয়া পড়িয়া সরকার এই বিষয়ে যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কোন সাফল্য আশা করিবার কারণ প্রকাশ পাওয়া যায় নাই। সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমাদের জানান নাই। সরকার শুধু বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্লকে [illegible] যাহাতে আবশ্যকীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদির জন্য ও মোকদ্দমা বৃদ্ধির ফলে কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানে দ্রব্যের অভাব অভিযোগ রহিয়াছে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, পূর্ব [illegible] বেশী। তাহা বিক্রয়ের ৮০ ভাগ যায় কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া, বর্তমানে পূর্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে বিক্রির ফলে মালের সাপেক্ষ অভাব [illegible] করিয়াছে। মালের অভাব নিবারণের [illegible]

হিটলারের বন্ধুত্বলাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ বিস্ময়ের কিছু নাই। এই ভাবে শুধু যে প্রকৃত পরিস্থিতি অবহেলা করা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু মাঝের বছরে যে সকল কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যাহারা সরকার। ফ্রান্সে বাঁধ সংরক্ষণের দিকে সমর বিভাগের তাহারা বল এখনও রেখেছেন কিন্তু তাহাদের বাঁধ কিন্তু আমরা করিতে পারিলাম যে ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর বাঁধ বিভাগ করা হইয়াছে। ম্যাজিনো লাইনে যেমন কাঁধেরেখা দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিবার পূর্বে আমাদের ফ্রান্স যে বিশেষ উন্নতি হইবে তেমন আশা যে করেন তাহা সত্য সরকারী বিবৃতি পাইয়া যে আমাদের বন্ধুত্ব হইল সরকার যে ব্যয় হিসাবে তৈরিকরিল করিয়া আমাদের মনোবল ও ফ্রান্সে ট্রেঞ্চ হইয়াছে। চেম্বারলেন-পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে কাজ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

ফ্রান্স সরকার বিশেষ করিয়া ডালাডিয়ে দ্বিতীয় কাঁধ প্রশ্নে সরকারের বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছি

ব্রিটিশ বাঁধের বন্ধুত্ব :

ফ্রান্স বাঁধ বিভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং দুইটার এক দিকে করিয়াছে শুধু ও আজ হয় নাই আজ কিভাবে কি করিয়া তাহাদের নূতন কোন অর্থ বিনিময় করিয়া তাহাদের চিরস্থায়ী মিত্র সাহায্যের ঘোষণা করা যায়, তাহার জন্য মাথাব্যথার বিশেষ নাই। ফ্রান্স ও তুর্কিকে আমরা যেভাবে বন্ধু হিটলার বাঁধকে তাহার নাই। নিজেদের বাঁধের জন্য ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ফ্রান্সে ফ্রান্স ও তুর্কিকে কাজ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোনদিন ভুলে করে

ফ্রান্সে কাঁধকে বেচ্ছা করিয়া তাহার দল বিরোধের কাজ প্রমিক সরকারের বাঁধের ও নিরপেক্ষতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এইবার সুনজর অতি সতর্কতার পাকিস্তানের পক্ষে চাল চালিতে হয় ফ্রান্স এবং তাহার তাদের পূর্বে নাই মটেনের মেয় চাল যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে তুর্কির সাথে ব্রিটিশ প্রভুর চিরস্থিতির বন্ধু বেঁধে সে সুযোগ লাভ করিবেন। হয় হইয়াছে। লর্ড ষাউটহ্যাটন বাঁধি। মৈন বিভাগের পীড়ন আবহাওয়ার পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে ভুলাইয়া

করিতে যদি কোনো ফল হয় তাহা হইলে কাশ্মীরকে দুই টুকরা করিতে পুত্র, কাশ্মীর বিভাগটি ও কাশ্মীর উপত্যকার বিভাগের পাকিস্তানকে দিয়া দিলেই আপদ চুকিয়া যায়। পরিস্থিতি কি ভাবে দাঁড়াইবে তাহা এখনও আসে নাই, কিন্তু কাশ্মীর বিভাগের কথা বলার উঠিয়াছে তাহাতে প্রতিটি লোক (পাকিস্তানীদের বাদ দিয়া) এই আবহাওয়া অনুভব করিয়া মনে করিয়াছে যে প্রত্যেকে নিজের মেয় একটিমুখ বিভাগ কাশ্মীর বন্ধ করিবার জন্য বাক করিয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে পণ্ডিতজী আজি এই সম্পর্কে একজন লর্ড ষাউটহ্যাটনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না এই ব্যাপারে আলোচনার আবার কি প্রয়োজন আছে

সমস্ত ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বুঝিতে হইবে এবং এর সমস্ত তারের বিভাগের মধ্য দেখিতে হইবে। কাশ্মীর বিভাগের সমস্ত হইয়া গেলে তাহা হইলে হবন আর কোনোদিনই কাশ্মীরের ভোটগুলা পাকিস্তানের আসিবে না। কাশ্মীর বিভাগের ফলে ইসলামী ও রাষ্ট্রতন্ত্রের তাহার সেবক বিশ্বের হইয়া এই ভিন্ন হাতে হবে তাহা ভোটগুলিকে আগেই জানাইয়া রাখা উচিত তাহা ভোটগুলি কাশ্মীর বিভাগের ও পাকিস্তানীদের জানাইয়া দেওয়া উচিত কাশ্মীর সম্পর্কে যদি কোনো ফল হয় তাহা হইলে কাশ্মীরের অবস্থানের কোন মূল্য না থাকে তাহা হইলে যে কারণে আজও কাশ্মীরের বুকে অশান্তি রহিয়াছে, সেই কারণের পথেই তাহারা কাশ্মীর সমস্যা চূড়ান্ত সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

পাকিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবসা :

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের কাছে হারিয়া পাকিস্তানকে দুই করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুরা যেন যে এত বড়লাভ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ খোলসবার আড়াল হইতে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। ভারত ব্যবচ্ছেদের মূলে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ যে প্রধান প্রেরণা ছিল একথা অনেক সময় রাজনৈতিক তথ্যান্বেষীদের মধ্যে আমরা কুঁলিয়া ফেলেও ব্রিটেনের তরফ প্রকাশিত হইতে কাঁধ সরের প্রয়োজন হয় নাই তাহার ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, ধীরে পাকিস্তানকে সিন্ধুদেশে 'সুই' করিয়া তুলিবার জন্য বিদেশীদের বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছিল। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করের সোপনীয়তা অবলম্বন করা হইত বলিয়া অনেক কিছু বড়বাই লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হইত। পাকিস্তানের অবসায়ীরা তাহাদের সরকার কাঁধীবাহার-অধিকারে কালেই বিদেশী বণিকদের মেরুদণ্ডরাজ্যে সাহস আহ্বান জানাইতে স্বভাবতই প্রলিব্ধ প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া শাসকশ্রেণী তাহা এতদিন লুকাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন পাকিস্তানের সমৃদ্ধির নাম করিয়া বিদেশী বণিকদলকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারী প্রচারণা ও পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে।

(বেতারের ৭২পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(লিমিটেড ও রিসার্চ ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ৯০নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

"ন্যাশনাল হাউস"

কলিকাতা
১। কলিকাতা
২। বড়বাজার
৩। কলেজষ্ট্রীট
৪। কলিকাতা
৫। খালাসীটোলা
৬। বহুবাজার
৭। বালীগঞ্জ

বাঙ্গলা
৮। বর্ধমান
৯। কলেজষ্ট্রীট
১০। কৃষ্ণনগর
১১। বালেশ্বর
১২। কলেজ

বিহার
১৩। ভাগলপুর
১৪। চাইবাসা
১৫। ডেহরি
১৬। মুঙ্গের
১৭। পাটনা
১৮। হাজারিবাগ

১৯। জামশেদপুর
২০। ধানবাদ
২১। রাঁচি
২২। সুবর্ণরেখা
২৩। বরকাকানা
২৪। গোমিয়া
২৫। চাঁদিল
২৬। সাকচি

(ডালটনগঞ্জ)
২৭। ডালটনগঞ্জ
২৮। মহাদেবগঞ্জ

(উইদ ষ্টেট্স এজেন্সি)

আসাম
২৯। গৌহাটী
৩০। তেজপুর
৩১। শিলং
৩২। ডিব্রুগড়
৩৩। শিলচর

যুক্তপ্রদেশ
৩৪। বেনারস

পূর্ব পাকিস্তান
৩৫। ঢাকা
৩৬। রাজসাহী
৩৭। বিক্রমপুর

(মূলধনের অঙ্ক)

অনুমোদিত মূলধন ... ... ৫০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন ... ... ১৪,৭৫,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ১৪,২৪,০০০৲
রক্ষিত তহবিল ... ... ৭,০০,০০০৲

ব্রিটেন তাহার বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করিতেছে—আর আমরা?

আমাদের দেশে বাসস্থান সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কোন সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। এসম্পর্কে কোনরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, উপার্জনের অসমান ইত্যাদি কারণবশতঃ দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে,—অথচ আমাদের জন্য দুরের প্রয়োজন, কি কি প্রকারে ঘর হইতে চলিবে, কি পরিমাণ সিমেন্ট, লোহা ও ইট আমরা ব্যবহার করিতে পারিব এবং ওই সকলের অভাবেও কিভাবে ঘরবিশিষ্ট করা যায়, সে সকল বিষয়ে কোন কার্যকরিত্রি সাধারণতঃ চিন্তার আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। সম্প্রতি বিহারে প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইনানুযায়ী প্রজাদের সহিত সরকারী ঘরবিশিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আমরা একটা আভাস পাইয়াছি মাত্র। ঘরবিশিষ্ট সম্পর্কে এখানে-ওখানে যে একটু আধটু আলোচনা আমরা শুনিতে পাই তাহাতেও দেখা যায় যে, শ্রমিকদের বাসস্থানই যেন একমাত্র লক্ষ্য এবং ইহা কোনমতে সমাধান করিতে পারিলেই সরকারী কর্তব্যের শেষ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ৯০ লক্ষ শ্রমিকের অধিকাংশ যে ছোট ছোট মধ্যবিত্ত জমিদারদের প্রজা ও তাহার অন্যান্য লোক কি দুরবস্থার কালাতিপাত করিতেছে তাহা লইয়া আলোচনাও আমরা কখনই দেখা যায় না। ব্যবস্থাপরিষদে এরূপ ২ ইবাপন না করাই ভাল।

ঘরবিশিষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব, এই অজুহাত দিয়া জনসাধারণকে চিরকালের জন্য অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া জাতীয় সরকার নিজের হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভাব-অসুবিধা অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান-বাণিজ্য সহযোগে পড়িয়া তুলিবার প্রয়াসের সাথে সাথে ব্রিটেন সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে ঘরবিশিষ্টের কাজ যে কি প্রকার অগ্রসর হইতেছে তাহার একটি বর্ণনা দিলে, তাহার তুলনায় আমাদের জাতীয় সরকারের উদাসীনতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে।

হোটেল, সিনেমা ইত্যাদি বৃদ্ধির দিকে সজাগ না রাখিয়া প্রকৃত যথোপযোগী ঘরবিশিষ্টের জন্যই ব্রিটেন সচেষ্ট। ঘর প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব ব্রিটেনের আছে এবং সেই হিসাবেই তাহার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ঘরহারা শ্রমিক ও অন্যান্যদেরকে অবস্থিতিতে থাকিবার কাম দিবার জন্য সাময়িক ঘরবিশিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ঘর নির্মাণের চিরাচরিত প্রথা পরিবর্তন করিয়া নূতন উপায় উদ্ভাবন, যাহাতে কাঠ কম লাগে এবং ঢালাই কোঠা তৈয়ারী করিবার জন্য বিশেষ যান্ত্রিকীকরণের বেশী প্রয়োজন না হয়, সেই ধরণের ঘরটা বাসস্থান নির্মাণে। ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে ঢালাই কোঠা নির্মাণ—কিন্তু এবিষয়ে যাহাতে

সম্প্রতির পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম ১০০ রাজার ঘরবিশিষ্ট করা হইবে এবং উহার জন্য আনুমানিক ১০ কোটি পাউণ্ড (১৩৩,৩৩ কোটি টাকা) খরচ হইবে। ১৯৩৯ সালের শেষ পর্যন্ত সমস্ত মধ্যে ১৯,০০০ ঘর তৈয়ারী করা হইয়া গিয়াছে এবং ঘর বসাইবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,৭৬,০০০। এই সমস্ত ঘর সাধারণতঃ দশ বৎসর পর্যন্ত থাকার জন্য তৈয়ারী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যেসব ইস্পাতের ও লৌহ কাঠামোর কাজে এগুলি তৈয়ারী হইতেছে তাহাতে ইহা আরও বেশীদিন সচল করিবার ক্ষমতা থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কারখানা হইতে প্রস্তুত করিয়া এগুলি যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। এই ধারণার বশ, ১৩ লাখের ইস্পাতি সইয়া একখানি বাড়ীতে মোট ৬৪০ স্কোয়ার ফুটের মাঝে—আমাদের দেশের মত আলোবাতাসহীন কিলীম কেবানি ১০০ হইতে ১৫০ বর্গ ফুট ঘরে অন্ধকারের আবহাওয়ার মধ্যে আলোক লাভ করিবার সমস্ত সমাধান করে নাই। বাথরুম ঘর সাথে সাথে থাকে ১০ মিনিটে পরিবার ভাড়া দিতে হয়, অর্থাৎ আমাদের হিসাবে মাত্র ৬৬৮০ আনা। এইসব ঘরের জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটিগুলি জমিজমার ব্যবস্থা করে এবং সরকারী কিছু হিসাব হইতে ঘর নির্মাণ করিবার খরচ দেওয়া হয়। ইহার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটিগুলিকে সরকারী ব্যয় হিসাবকে বৎসরে কোন নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হয়।

সম্প্রতির ঘরগুলির মধ্যে আলুমিনিয়ামের তৈয়ারী ঘরই সবচেয়ে ভাল। এগুলি ব্যবহার করিবার পর কারখানা হইতে আলুমিনিয়াম লইয়া পাঁচটি কারখানায় এই ঘরগুলি তৈয়ারী করা হইতেছে। ঘরের সঙ্গে এই সব কারখানাগুলি নির্মাণ প্রস্তুত করা হইত। এক একটি ঘরের জন্য ৩.৫ টনের কিছু বেশী আলুমিনিয়াম প্রয়োজন হয়। ঘরের বেশী অভিজ্ঞতার ফলে ঘরগুলির আবহাওয়ার পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। নানা প্রকার সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সব ঘর ১০ বৎসরের অধিক বেশী দিন ব্যবহার করা চলিবে। সাময়িক পরিকল্পনার কিন্তু অবসান করিয়া আলুমিনিয়ামের ১৫,০০০ টনী বাসগৃহ নির্মাণ করিবার একটি পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার ঘর বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন।

উক্ত ১৫,০০০ হাজার নূতন পদ্ধতিতে আরও ৩৫ প্রকার ঘরটা ঘর নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব নূতন ধরণের ঘর তৈয়ারী করার পার্থক্য এই যে, ইহার জন্য যন্ত্র লাগে বেশী এবং বেশী কারিগরীর দরকার হয় না।

গত বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যে ১২,০০০ ঘরের বেশীর ঘরটা বাসযোগ্য তৈয়ারী হইয়াছে এবং আরও ৫০,০০০ বাড়ীর নির্মাণ কার্য চলিতেছে। ব্রিটিশ সরকার যদি শুধু ইটের বাড়ী তৈয়ারী করিবার কথাই বলিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অল্প সময়ে এত অধিকসংখ্যক ঘর নির্মাণ করা সম্ভবপর হইত না।

উপরন্তু ঘরবিশিষ্টের দুই বৎসরের মধ্যে ১,১৫,০০০ ইটের বাড়ী তৈয়ার করা হইয়াছে এবং বর্তমানে ১,০০,০০০ বাড়ীর নির্মাণ কার্য চলিতেছে। মোট কথা, গত দুই বৎসরের সর্বসমেত আড়াই লক্ষের বেশী তৈয়ারী-বাড়ীই লোকেদের বাস করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জন্য যে সব রাস্তা তৈরিও হইয়াছিল সেগুলিরও সংস্কার করা হইয়াছে এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় ও দুর নির্মাণ করিবার সরঞ্জাম যায় হইয়াছে তাহার দ্বারা আরও ১ লক্ষ বাড়ী তৈয়ারী করা যাইত।

ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্যম ও পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার বলিষ্ঠতা নাগরিক সচিত আমাদের জাতীয় সরকারের কর্তব্যসমূহ তুলনা করিলে ব্যথা হইতে হয়। প্রথমতঃ ঘরবিশিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিকল্পনা নাই তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য যে সব পরিকল্পনা এখন করা হইয়াছে তাহাও এত কালক্ষেপে সহিত নাগরিক নয় এবং ঘরবিশিষ্ট অগ্রসর হইতেছে যে আমরা কোন সুদূর ভবিষ্যতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিব বলিয়া ভরসা হয় না।

ঘর, বস্ত্র ইত্যাদি নানা সমস্যার দিকে যে আমাদের আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু দেশবাসীর দুঃসময়ের সমাধানের যে উদ্যমের এক প্রধান অংশীদার সে সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। ব্রিটেন অপেক্ষা বহু কম খরচে এবং সময়ে যথোপযোগী ঘর তৈয়ারী করা যায়। ব্রিটেনে যদি ঢালাই কোঠা সম্বন্ধে নানা সরকার মধ্যেও এইরূপ এত অগ্রসর হইয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে আমাদের যে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা তাহা সম্ভব হইবে না আশা করি তাহার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং দেশের সমস্ত লোক দুঃসমস্যা সমাধান করিবার জন্য একটি অঙ্গ যাহা অবশ্যই হইবে।—ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ

দিগন্ত

[illegible] এই কিংবদন্তী ভারতবর্ষের পুরাণবিদ্যা, বেদের মন্ত্র আমাদের মনে, বৌদ্ধধর্মের মত পৃথিবীর কাছে গৌরব। বৌদ্ধধর্ম কাছে পরম বিস্ময়, বিশ্বের কাছে পরম সত্যের কাছে পরম বিস্ময় বলিয়াই পরিচয়ের অপেক্ষায় রয়ে গেছে। বিশ্বপৃথিবীর [illegible] আসিয়াছে, একথা যখন মনে [illegible] হইবে আমাদের সকল কথা, সকল অভিমান হয়, পৃথিবীর মানুষ তাঁহার [illegible] আমাদের আমরা সন্ধান করি।

* * *

[illegible] বৌদ্ধধর্মের কথা মনে করিয়া [illegible] বিশ্বের [illegible] হইয়া [illegible] বৌদ্ধধর্ম [illegible] হইয়া [illegible] ইহাদিগের [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া

সংবাদলিপি

ওয়ার্দা

দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটের তদন্ত—ই, সি, এর কর্মকর্তা নিয়োগ—রসুলী লাইনের ব্যবস্থার দুর্নীতি—অষ্ট্রেলিয়া হইতে গমজাহাজের উপ ফিরে গেছে।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়ার্দা, ২রা মে—গত সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ রেলওয়ে কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের ধর্মঘটের মিটমাট। সরকার ও ইউনিয়নের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় যদি কোন ফল না হয় তবে ১১ই মে হইতে ধুকড়াটের রেল চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি সত্যই এই ধর্মঘট শুরু হয়, তবে শুধু যে ধুকড়াটের অধিবাসিদের যাতায়াত উপর আঘাত পড়িবে তাহা নয়, ইউরোপ সাদরা পরিবহনব্যবস্থাও ক্ষতি হইবে। তবে আশা করা যায় যে, সময় থাকিতেই পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এবং শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘটের প্রয়োজন হইবে না।

ইউরোপ সাদরা পরিবহনব্যবস্থা ধুকড়াট হইতে যে মাল পশ্চিমে যাইবে তাহার পরিমাণ ৮০ ভাগ ধুকড়াটে জাহাজী ব্যবসায়ীদের মাল ধুকড়াট হইতে এবং অন্য মাল অন্যান্য স্টেশন হইতে আসিবে বলিয়া একটি খোঁয়াশা হইয়া রহিয়াছে।

ইউরোপ সাদরা পরিকল্পনা চালু করিবার জন্য ই সি, এর উচ্চপদে আরও অনেক নূতন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাও ফেল অতিরিক্তে অনুসন্ধান হইতেছে। ই, সি, এ বর্তমানে শস্য, চিনি, চাউল, ময়দা তৈল ও কিছু ঔষধপত্র আর্জেন্টাইনে সাহায্যস্বরূপ পাঠাইবার জন্য ধুকড়াট হইতে জড় করিতেছে।

স্থানীয় লাইসেন্সের ব্যাপারে যে দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উপরোধের পাশের দরজায় খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অনেক দুই ব্যবসায়ী উপরোধের নাম করিয়া বহু বহু পার্সেল সরকারী বাধা-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ এড়াইয়া বন্দরের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিল বন্দরের সরকার এইদিকে কড়া নজর রাখিয়াছে।

বিউইয়কের রৌপ্যের বাজারে খুব তেজীভাব বিরাজমান এবং বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যত মাল মজুত আছে, তাহার সবটার যদি বাজারে আসে তাহা হইলেও রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকান যাইবে না।

বিউইয়ক টাইমসের মতে বন্দরাঞ্চলে জলপথে নিয়ে নিযুক্ত লক্ষাধিক অধিক শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে লিপ্ত আছে। শ্রমিকদের এই চেষ্টার ফলে মজুরী বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে যে সব অসুবিধা হইতেছে তিনিবসরের মধ্যেই সেগুলি দূর করার সব রকম চেষ্টা করা হইবে।

সিটিমি হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ধুকড়াটের কেন্দ্রীয় আর্টেসিয়া হইতে বন্দরের চারা পরে টেল এর করিবার অঙ্গীকার করিবার ফলে আর্টেসিয়ান সমস্যা সমাধান হইতেছে। ফলে ফলেই আর্টেসিয়া টেলের ফলে অন্য তিনিদিন স্থায়ী করিতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা করিতেছে।

দিল্লী

শ্রমিকদের মুনাফার অংশীদার করিবার সরকারী প্রয়াস—বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত—ভারতের জন্য জাপানী ইঞ্জিনীয়ার আনিবার চেষ্টা—বাস্তুহারাদের সমস্যা ও সরকারী ব্যবস্থা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১১ই মে—ভারতের অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের ন্যায় শ্রমিকদের ধনতন্ত্রের অংশীদার করিবার জন্য কেন্দ্র উহা পরিচালনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যার সদস্যদের বিভিন্ন শ্রমিকদের ও মালিকদলের প্রতিনিধি সম্মেলন। ভারত সরকার যখন শ্রমিকদের ব্যবসায়ের লাভের অংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন তখন বিশেষজ্ঞ কমিটির এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার কিছুই নাই। সেইজন্য ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করিবে কি ভাবে এবং কি অনুপাতে লাভের অংশ শ্রমিকদের দেওয়া বিভিন্ন হইবে, তাহাই স্থির করা। যদি বিরোধিতা সরকারী সিদ্ধান্তটি অনুসারে শিল্পে নিযুক্ত মালিকানাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে সরকার না চান, তবে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ হইবে কি ভাবে এবং কি অনুপাতে লাভের অংশ শ্রমিকদের দেওয়া বিভিন্ন হইবে, তাহাই স্থির করা। যদি বিরোধিতা সরকারী সিদ্ধান্তটি অনুসারে শিল্পে নিযুক্ত মালিকানাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে সরকার না চান, তবে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ হইবে শ্রমিকদের লাভের অংশ স্থির করিতে হইবে, যাহাতে কর্মক্ষেত্রে তাহা শিল্পের লাভ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ভবিষ্যতে নূতন শিল্প প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযুক্ত প্রেরণা বিলুপ্ত না হয়।

জাপানী শিল্প বিশেষজ্ঞ দল কয়েকদিন অন্তরে শ্রমিক বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আরও অনেক বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন। ভারত সরকারের বণিজ্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সি, সি, দেশাই দুরদর্শকালের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বন্দরাঞ্চলের যদি এই দুই বন্দর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংকোচিত করিতে পারে তাহাতে দুজনেই লাভবান হইবে। পণ্ডিত নেহরুর কথাবার্তা বিশেষজ্ঞে আশার কথা যে, ভারতের বিরোধিতার পথে যদি অন্তরায় না হয় তবে তাহার জাপানকে যুদ্ধকালীন সময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত। মাল বিনিময় ছাড়াও যুদ্ধ সাহায্য করিতে পারে, সেই সম্পর্কে ভারতীয় দল হইতে জাপানের যুদ্ধ কি ধরনের সেই কথা জানানো বিশেষ হইতে ই হয়ের কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নাই, তবে ভারত সরকার এই বিষয় অবহিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কমিটির পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত ও জাপান সরকারের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ হইতে যেই চলিতেছে। তাহারা এ বিষয়ে আর ও বা ইতিমধ্যে ভারতে আর বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে জাপানী রেল হইতে রোলিংস্টক, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাইলে ভারতের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে যদি জাপানী-ভারতে বাণিজ্যচুক্তি কার্যকরী হয়, তা ভারত সরকার জাপানী প্রত্যেক আমদানীর উপর হইতে বাণিজ্যিকের তুলিয়া লইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন। ভারতের পক্ষে এখন ডলার অর্জন করা খুব কঠিন হইতেও বাণিজ্যের জন্য ভারতের চেষ্টা করা উচিত কারণ ভেবেলার ডলারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই পথে বেশীর ভাগের হইতে সরিয়া যাইব না।

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির কাজে সরকার যে খুব বেশী অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ধুকড়াটের ও অন্যান্য শিবিরে অবস্থা দুর্বহ, অতীব অসহ্য এবং সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। তাহারা শিল্প হইতে যেসব বাস্তুহারাদের ভারতীয় ইউনিয়নে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তাহাদের অন্যত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এখনও সম্ভবপর হয় নাই। বিভিন্ন গ্রামে কিছু কিছু বাস্তুহারাদের আসন দেওয়া হইলেও তিন্নী ও ভূমি পাওয়ার সম্ভাবনাই তাহাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিতে রহিয়াছে। ফলে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি ও অন্যান্য সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

বোম্বাই

জাপানী বাণিজ্য মিশনের বোম্বাই আগমন—তুলার বদলে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে জাপানের আগ্রহ—জাপানী মালের ইস্তিক চেষ্টা—বোম্বাই সরকারের বাস্তু পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১২ই মে—এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ জাপানী বাণিজ্য মিশনের বিনা হইয়া বোম্বাই আগমন। মিশন বোম্বাইয়ে পৌঁছানোর পর হইতেই এখানকার বৃহৎ বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনায় লিপ্ত আছেন। তাঁহারা বিনা জাপানী মিশন ভারত হইতে কাঁচা তুলা আমদানী করিতে উৎসুক এবং তুলার পরিবর্তে তাঁহারা ভারতের যন্ত্র শিল্পের উন্নয়নের যন্ত্রপাতি প্রেরণ করিতে আগ্রহশীল।

ইউইয়ান কটন অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মিশনের যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মিশন ভারত

প্রবন্ধ

বৃটেনের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ প্রচেষ্টা

লেখক : জন সিসেলি

[illegible] বৃটেনের মুদ্রাস্ফীতি [illegible] ব্যয় [illegible] ব্যয় [illegible] ব্যয়

সঙ্কলন

বাঙ্গালী বাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা সম্পর্কে পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, অন্য এক শ্রেণীর লোকের ঘৃণ্য কুৎসা হইতে বাঙ্গালী কেরাণী সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গীয় কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, অন্যান্য বাঙ্গালী কর্মচারীদের মতোই বাবুরা অত্যন্ত কাজ করিয়া এবং নিজেদের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া যে সামান্য অর্থ উদ্বৃত্ত রাখিতে পারেন, তাহা দিয়া অনেক ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদার, ব্যাঙ্কওয়ালা এবং এমন কি সরকারও নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ চালাইয়া থাকেন। এ সংবাদে কুৎসার কোনো ভিত্তি নাই। তবে কিছু অসাধু, অতিরঞ্জনকারী, স্বার্থান্বেষীরা এবংবিধ কুৎসার জন্য দায়ী বলা যাইতে এবংবিধ কুৎসা চলিতে থাকিলে দেশ পরাস্ত পশ্চিম বাঙ্গলার যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা হইবে এবং প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হইয়া পড়িবে। অবশ্যম্ভাবীরূপে, বিদেশ হইতে বাঙ্গালী কর্মচারী সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এ সংবাদের গুজবে কান না দেওয়া উচিত। এই গুজব যথাসম্ভব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের ডেপুটি হাই-কমিশনার পদে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিয়োগ

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারই পাকিস্তানে ভারতের একজন ডেপুটি হাই-কমিশনার রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণক্রমে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উক্ত নূতন পদ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ডেপুটি হাই-কমিশনার পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবেন এবং ঢাকাতেই তাঁহার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার পদ পাকিস্তানে ভারতের হাই-কমিশনারের পদের সমমর্যাদাসম্পন্ন হইবে এবং তিনি ভারত সরকারের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা

পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদিগকে এখন বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারই করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পুনর্বসতি ডিরেক্টরের অধীনে পশ্চিম বঙ্গে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র আছে, সেগুলিতে ঐরূপ বাস্তুহারাদিগের মধ্য হইতে ৫০০ জনকে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ঋণ সরবরাহ মন্ত্রণালয় করিয়াছেন। আরও বাস্তুহারার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা গণনা

যে সকল বাস্তুত্যাগীরা এই প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য এবং পুনর্বসতির সুবিধার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা গণনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গে রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পর্কে ডাঃ রায় মাথাই ও ডাঃ রায়ের মধ্যে আলোচনা

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়, পূর্তসচিব শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, সেচসচিব শ্রীভূপতি মজুমদার এবং ভারত সরকারের যাতায়াত, বিমানের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ জন মাথাই-এর মধ্যে সম্প্রতি একটি আলোচনা বৈঠক হয়। যাতায়াতের জন্য রেল, ইস্পাত এবং অন্যান্য যানবাহনের জন্য যে সব রাস্তাঘাটে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ভারত সরকার যানবাহন সরঞ্জামাদির উপর যে শুল্ক ধার্য করিয়াছেন তাহা হ্রাস করিতে আলোচনা হইয়াছে। কয়েকটি পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয় বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিম বঙ্গের বস্ত্র যেমন যাইবে অন্যত্র তাহা কমাইবার সম্ভাবনা নাই

পশ্চিম বঙ্গে অবিলম্বে বস্ত্র যেমন যাহাতে অন্যত্র চালু করার সম্ভাবনা নাই

পশ্চিম বঙ্গে অবিলম্বে বস্ত্র যেমন যাহাতে অন্যত্র চালু করা হইবে বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে যে গুজব প্রকাশিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র সেন তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে, বস্ত্র যেমন যাহাতে খুব তাড়াতাড়ি করিবার জন্য সরকারের দরবারে কোন আবেদন করা হয় নাই। তবে সরকার পশ্চিম বঙ্গের এ সম্পর্কিত দাবী বিবেচনা করিতেছেন। প্রয়োজন হইলে অবশ্যই সত্বর পুনরায় বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইবে। তাহার সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ এবং অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ও অবিলম্বে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেশ হইতে ভারতে চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা

ভারতের ও বিদেশের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্তানুযায়ী ভারতের ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫৯ সালের ৩ মার্চ মাস পর্যন্ত ৩ লক্ষ টন চাউল পাইবে। ইহার কিছু পরিমাণ চাউল ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনের ফলে বিদেশ সরকার ভারতের দেনাদার উহার চাউল হইতে ঘাটতি অর্থ কাটিয়া লইবেন বলিয়াছেন। ইহাতেও ভারতের কিছু পরিমাণ চাউল পাওনা থাকিবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য চাউল আগামী বছর পরিবর্তে বারবার বিদেশ হইতে প্রাপ্য চাউলের সঙ্গে যুক্ত হইবে না।

উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী চাউলের দাম ভারতের ২৬ টাকায় হাজি পর টন অর্থাৎ প্রতি মণ ১ টাকা ৩ আনা হারে ভারত বিদেশকে পাঠাইবে।

এপ্রিল ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্য আমদানীর হিসাব

১৯৫৮ সালের যে মাসের ৮ তারিখে যে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে পূর্বাঞ্চলের ৪ বন্দর ভারতে ২ লক্ষ বাহকসমেত খাদ্য বোঝাই আসিয়াছে।

'মাউন্ট গ্যাব্রিয়েল' এবং 'সী ট্রেডার' জাহাজ দুইটি যথাক্রমে ৫,৩৫০ ও ১,৫০০ টন চাল আনিয়াছে। উক্ত সপ্তাহে

[illegible] ৪,৫১০ টন অতিরিক্ত কোয়াই প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৮ সনের এপ্রিল মাসে ১২ খানা জাহাজে মোট ৮৮,৫৭৪ টন খাদ্যশস্য বোম্বাইয়ে পৌঁছায়। উক্ত আমদানী খাদ্যশস্যের মধ্যে [illegible] হইতে ৪৭,১৮১ টন গম, আমেরিকা ১৮,৫৭১ টন আটা-ময়দা ব্রহ্মদেশ হইতে [illegible] টন চাউল, সিংহল হইতে ১৩,৫৮১ টন চাউল, ইটালি হইতে ৭,৩৮৫ টন চিনি, এবং অস্ট্রেলিয়া [illegible] টন কোয়াই আসিয়াছে।

মাসে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১,৫৬,৬৮৭ [illegible],৮৮৮ টন আটা-ময়দা ৬৮৭৭ টন চাউল [illegible] বাজারের খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

[illegible] ৮৪,৯১৮ টন গম এবং ৯০,১৮৭ টন [illegible] ৪৭৭৭ টন চিনি, অবশিষ্ট ১৬,৮১৭ টন গম টন চাউল এবং ১৪৭১ টন চিনি এবং ১৭,১৮৭ টন চাউল হেপাজত করা হইয়াছে। [illegible] বিভিন্নস্থানে এবং বোম্বাই অঞ্চলের [illegible] আরও বেশী পরিমাণ গম, চাউল, বার্লি [illegible] প্রেরণের জন্য ১২ খানা ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[illegible] ১৫ হাজার টন ভারতীয় পাট সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত

[illegible] ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সনের জন্য [illegible] ১৫,০০০ টন পাট ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। [illegible] করিয়া এই বাবদ সরবরাহ করা হইবে। [illegible] কমিটির প্রতিনিধি এবং ভারতের [illegible] সম্পর্কে আলোচনার ফলে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] রেজেস্ট্রীকৃত প্রথম জাহাজ "আহমদী"

[illegible] করাচী ও চট্টগ্রাম বন্দর দুইটিকে [illegible] অনুমোদনক্রমে রেজিষ্ট্রারী করিবার পর গতকল্য পাকিস্তানের অনুকূলে [illegible] রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে।

[illegible] জাহাজটির নাম "আহমদী"। [illegible] টনের জাহাজ। আরও উল্লেখযোগ্য [illegible] ইহাই একমাত্র জাহাজ যাহাতে কেবল [illegible] হইতে নিয়োজিত পাকিস্তানীগণই কাজ [illegible]

জানা গিয়াছে যে, "আহমদী" একটি [illegible] পাট এবং চিনি করাচী ও চট্টগ্রামের [illegible] করিবার এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের [illegible] হইতে ভাড়া করিয়া লইয়া [illegible]

[illegible] ইহাও উল্লেখযোগ্য যে উক্ত [illegible] জাহাজী কোম্পানী হয় [illegible] একটি যাত্রীবাহী লোকের জন্য [illegible] অর্ডার দিয়াছেন। এই লোক [illegible]

পাকিস্তানে সিমেন্টের বিলম্ব—কিছুদিনের ভিতর উহার অতি উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য্য

পাকিস্তান সরকারই ভারতীয় সিমেন্টের উপরে প্রতি মণ দুই আনা করিয়া এবং অন্য বিদেশী সিমেন্টের উপর প্রতি মণ দুই টাকা আনা করিয়া আমদানী শুল্ক ১লা এপ্রিল হইতে ধার্য্য করায়, পূর্ব বাঙ্গলার সমস্ত সিমেন্ট-গুলি বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। পূর্ব বাঙ্গলাতে মোট ১১টি সিমেন্ট আছে। তন্মধ্যে ১টি আছে চাকায়। অবশ্য বলিবার পারে যে, ভারত সরকারই গত ১লা এপ্রিল হইতে সিমেন্টের উপর রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করেন। কিন্তু ভারতীয় মিল প্রতিষ্ঠানগুলি উহার বিরুদ্ধে আবেদন করিলে ঐ শুল্ক আদায় স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারই শুল্ক বিষয়টির উপর নিষ্পত্তি দিয়াছেন যে, উপরোক্ত হারে এখন হইতে যে সব সিমেন্ট আসিবে তাহার উপর শুল্ক আদায় করা হইবে। শুধু তাহাই নহে, যে সব মিল ১লা এপ্রিল হইতে ইতিপূর্বে আমদানী করা হইয়াছে তাহার জন্যও উপরোক্ত হারে শুল্ক আদায় করিতে হইবে।

পাকিস্তানের মাত্র একটি মিল হইতেছে আছে, তাহা লাকেছে অবস্থিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন মিল তৈয়ারী হয় নাই। ফলে সিমেন্টগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ও বৈদেশিক সিমেন্টগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক সিমেন্টের গড়পড়তা বৈদেশী প্রায় ১৮০০ মুট। সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় সিমেন্ট বস্তা সিমেন্টকে প্রায় ১৪০০, টাকা এবং মুটিশ ও আমেরিকান সিমেন্টের জন্য ৪৪০০, টাকা আমদানী শুল্ক দিতে হইবে। তাকার সিমেন্ট প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক বলিয়াছেন যে, এত অধিক হারে আমদানী শুল্ক দিতে হইলে প্রত্যেক সিমেন্ট বস্তা করিয়া কেহই মিল গড়িতে চাহিবে না। কারণ, তাহাতে সিমেন্টের দাম কমা দূরে থাকুক, অত্যধিক হারে মোকসান দিতে হইবে। এইজন্য যদি সিমেন্টগুলিতে বন্ধ করিয়া দিতে বলা হইতে হয়, তবে পূর্ব বাঙ্গলা সরকারকেই অবশ্যকের জন্য বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের রপ্তানি পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে। অত্যধিক হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করায় আমেরিকান ও মুটিশ প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের সিমেন্টগুলিকে পাকিস্তানে প্রেরণ করার কাজ ইতিমধ্যেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পাকিস্তানে খনের হার বৃদ্ধি—প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির হেতু

পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিট হইতে [illegible] মূল্য (সংগ্রহ করার সময়ের মূল্য) বৃদ্ধি করার জন্য দাবী জানায় পাকিস্তান সরকার সিন্ধু ও খয়েরপুর সংগ্রহ-কেন্দ্রের বর্তমান মূল্য ১ টাকা ৭ আনা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুর কেন্দ্রে ১ টাকা ১০ আনা নির্ধারণ করা [illegible] ধার্য্য শুল্ক ও উৎপাদন কর বাবদ ব্যয় ধরিয়া এ মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে।

পাকিস্তানের খাদ্য, কৃষি ও আয় সচিবের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, যাহারা তাড়াতাড়ি পাট সংগ্রহ করিবে তাহাদিগের জন্য সিন্ধুতে ১ আনা ও পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুরে ২ আনা করিয়া বেশী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অমুসলমান অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাইবেন না

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত ১৯৩৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত সকল কোম্পানীকে উহাদের অমুসলমান অংশীদার-দিগের দেয় লভ্যাংশ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐসকল দেয় লভ্যাংশ রাষ্ট্রত্যাগীদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং উহার লভ্যাংশে দোর করা হইবে না। এই কার্যক্রম কলিকাতা অবস্থিত আন্তর্রাষ্ট্রীয় চুক্তির বিরোধী এবং ভারত সরকার এবার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

অমুসলমানদের বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া সিন্ধু সরকারের লাভ

করাচীর কর্মাধ্যক্ষ হইতে অমুসলমান আবেদনকারীদের নিকট হইতে যে সকল অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, সেগুলি নিলামে বিক্রয় করিয়া সিন্ধু সরকার ২৬ হাজার টাকা পাইয়াছেন।

আরও দুইটি মাল বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্রে পূর্ণ রহিয়াছে। অনেক এজেন্সীসমূহই অভিযোগ জানাইয়াছেন, এই সকল জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া আরও ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে।

মিটার গ্রিপ্টের মূল্য বৃদ্ধি

মিটার গ্রিপ্ট আমদানীতে বাধ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ ১৯৪ সে ইস্তাহার মোতাবেক এক বিজ্ঞপ্তিতে মিটার গ্রিপ্টের সর্বোচ্চ মূল্য নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করিয়াছেন—

(ক) মিটার গ্রিপ্ট রীল হিসাবে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য

(১) শুল্ক খাঁটিতে	৵৸৹
(২) অন্যান্য স্থানে	৸/১০

(খ) মিটার গ্রিপ্ট স্কীট হিসাবে

(১) শুল্ক খাঁটিতে	৸/৹
(২) অন্যান্য স্থানে	৸৹

(গ) কাটা, ছাটা ও টুকরা মিটার গ্রিপ্ট ।৹

ইউরোপের কোন স্থান হইতে মিটার গ্রিপ্ট

বাজারের কথা

বম্বাই শেয়ারের আকস্মিক উন্নতি-অবনতি

আলোচ্য সপ্তাহে পুনরায় শেয়ারের দরের অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে যে তেজীভাব বিদ্যমান ছিল তাহা স্থায়ীত্বলাভ করে নাই। উহার পরিবর্তে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইলেও সপ্তাহ শেষে এইটা অবনতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েকটা কোম্পানীর অতীত ও অদূরভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামতের উদ্ভব হওয়ায় সপ্তাহের প্রথমার্দ্ধে বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয়। পরিণামে বাজারের অবস্থা শান্ত হয়।

* * *

বম্বাই ও বেঙ্গলের দরের তুলনামূলক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। সপ্তাহের টাকাটা মন্দার বলাবলির জন্য সপ্তাহ বলাবলির ব্যাপারে সপ্তাহের দরেই তেজীভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিগত কয়েক সপ্তাহের কোন সপ্তাহেও না বাজারে ডুবিলাম্বারী তোমার বম্বি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থাসংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির জন্য অদূর ভবিষ্যতে বাজারে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

* * * *

সরকারী তত্ত্বাবধানে বাজার হেন তেজী হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সাহায্যের ফলে তেজীভাব বজায় থাকা সম্ভব হইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষও এই বিষয়ে যথেষ্ট কর্মতৎপরতা দেখাইতেছেন। এই বিভাগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্য দেখিয়া মনে হইতেছে যে ২৯৩ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের ডিসেম্বর পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে নূতন ঋণ গ্রহণ করিবেন তাহার শেষ হইতে তার ২৯৩-এ বেশী হইবে না। বাজারে এই ঋণের বেচাকেনা হওয়ার ফলে এই বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হইয়াছে এবং সকলেই বর্ত্তমানে নিম্ন দরের সুযোগ গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন ঋণের বর্ত্তমানে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ডিসেম্বর পরিশোধের অবস্থার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অবশ্য ঠিক সরকার ঋণ বাজারে যে এক বিভাগের উন্নতি সেখানে অন্যান্য বিভাগেরও উন্নতি হইয়া থাকে।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের দরে কিছু তুলাসক পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক শেয়ারগুলির চাহিদাও অতি সামান্যই ছিল। বস্তুতঃ তেজী কাপড়ের অবোধারির প্রতিক্রিয়া এই বাজারে মোটেই কার্য্যকরী হয় নাই। ইন্সিওরেন্স শেয়ার ২০১৯৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের দরের অবনতি স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন ঋণ আইনের প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহাও বলা যায় না। কারণ ইতিমধ্যে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয় নাই। সরকারের ঋণগ্রহণ ব্যাপারে বাজারগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাও থাকিতে পারে।

* * * *

বোম্বাইয়ের বাজারে কাপড়ের কলের শেয়ারগুলির দরের উন্নতি প্রায় অব্যাহত রহিয়াছে। অধুনা শেয়ারের ক্রয়ের সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া পড়ায় উহাদের দরের সাময়িক অবনতি ঘটিলেও পুনরায় দরের উন্নতি হইতেছে। গত আই ১১১৫ হইতে ১১১৯৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া ১১৪৯৲ হইলেও ১১৫৲ হইতে ১১১৯৲ পর্য্যন্ত দরবৃদ্ধি পাইয়া ১১৯৲ এবং কোহিনুর ১১৫৲ হইতে ১১৭৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া পরে ১১১৲ পর্য্যন্ত কমিয়া সপ্তাহ শেষ হয়। মুনরার যে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সরকার কর্তৃক ধার্য্য মেয়াদের নির্দ্ধারিত হইবে না জেন, সে বিষয়ের উপরই কাপড়ের ব্যবসায়ীরা অবশ্যই নির্ভরশীল। পরিণামে মিলগুলি যে অধিকতর লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতালি যোদ্ধের অবসানের ফলে তুলিয়ের উপরে নূতন কোন কর আরোপিত হইলেও মিলগুলি উচ্চতর হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে। এদিক কারণে অদূর শেয়ারের মূল্যাসক্ত হইলেও এই বিভাগে দরের উন্নতি যে অব্যাহত রহিয়াছে, তাহাতেই অবশ্যের আশা যে যথেষ্ট হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর উত্থানপতন ঘটিয়াছে বর্ম্মা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে। গত সপ্তাহের ৫০৲ হইতে বর্ত্তমান সপ্তাহের এক সময়ে বর্ম্মা কর্পোরেশনের মূল্য ৫১৲ অবধি ওঠে। সপ্তাহ ২ দিন, ৩ দে. হইতে বর্ম্মা কর্পোরেশনের মূল্য ১১৫৲ ৫.৪ দে. পর্য্যন্ত উঠিয়া হঠাৎ কলেই ডিসিলাভের বাজারে এই উন্নতি দেখা দেয়। সপ্তাহ বাজারে আমেরিকার তরফ হইতে বেশার কেনার ফলেই সপ্তাহে এই দরের উন্নতি লক্ষ্য করা। তবে হইতে, পরে সপ্তাহ বাজারে পুনরায় ১৭৲. ৮৫৲. অবধি নামিয়াছে এবং ফলে এককালীন দরের অবনতি ঘটিয়া গিয়াছে। বর্ম্মা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান দর ৭৮৲ আছে।

* * * *

বিভিন্ন বিভাগে নিষ্ক্রিয়তা হ্রাস ও ইতিমধ্যে উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নূতন ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট সংগঠনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন সমস্যাসমাধানের যে আশ্বাস জানাইয়াছেন তাহাতেই এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এই বিভাগে [illegible] কোন কোন কোম্পানি যে নিম্ন ও মাঝারি নিম্ন উন্নতিলাভ করিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছে বোঝা যায়। বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ কাউন্সিল বাজারে বন্ধ করার দিয়ে পুলিসের সহযোগে পুলিস কর্তৃপক্ষের। দুই ব্রোকারের মধ্যে কাউন্সিল-বাজার আসা করি বিবেচনের জন্য, অবশ্যিত হইবার উদ্দেশ্য পুলিস কর্তৃপক্ষকে আবেদন করিয়াছি

সরকারী ঋণ—

৫. সুদের ১৯৮৯ ৯৯৲ (১১৯৲), ৫. সু ১৯৫৭ ১০১৮৲, ৫. সুদের ১৯৫৩-৬১ ১০১৮৲, সুদের ১৯৫৫-৫৫ ৯৯৮৲ (১১৭৲) দরে কাজ ও সপ্তাহ শেষ হইয়াছে

ব্যাঙ্ক—

বেঙ্গল ৯৩৲, ইম্পিরিয়াল ১১১৭৲, ন্যাশনাল ১৮৮৲, সিন্ধুদের সমর্পণ ১৮৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কাপড়ের কল—

বম্বাই ৭৭৲, কানপুর মেজরিটি কোম্পানি ১৮৮৲, মিউ সিন্ধুদেশিয়া ৭৭৲ পর্য্যন্ত হইয়াছে এই বিভাগে কেনা অপেক্ষা বিক্রয় সংখ্যা বেশী ছিল

ভারতবর্ষিন—

কয়েকটি শেয়ারগুলিতে চাহিদা খুব বেশী থাকায় এগুলির দরের অবনতি হইতে পারে নাই। তবে কুরু পরিমাণের কারণে উহাদের পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বাজারগুলির অবস্থার ও পরিবর্তনে বিশেষ হইয়াছে। বেঙ্গল ৭৯৲, ইষ্ট ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৭৪৲, মেক্সো ১১৲ দুরেই কাজ করিয়া ৩৮৲, কাপড়ের কলিকা ৩৮৫৲, ন্যাশনাল ১৮০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

ইউনিয়ন—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। দরও সাধারণতঃ উঠানামা করিয়া বাদী ১১২৲ ব্রাহ্মণ ১১৲, ডিস্ট্রিবিউটার্স ১৯৲, ৪৯৲, ইন্ডিয়া ১২৫৲, ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৪১৯৲, ৪৯৲ প্রোপ্রাইটারী ৭৲, ব্যাঙ্কার্স ৩৮৲, ইন্সিওরেন্স ১১ ফ্রাঙ্কলিন ৩৮৯৲, ফ্রেন্ড প্রাইস ৪৮৲, কাপড়ের ৬৮৲, ও পরিশেষে ১৮৮৲ পর্য্যন্ত কাজ হইয়া শেষ হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগে সর্ব্বসাধারণের বেশ উৎসাহ দিয়াছে এবং কাজের পরিমাণও অবশ্য কম নহে। ব্যাঙ্ক ডুবারটাইজের প্রয়োগ শেষের দিকে দরের দি [illegible]

মূল্যবৃদ্ধির প্রাবল্য

চীন বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে খুব চেষ্টাভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বন্দরে সকল পুরাতন ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে পাটের অনুকূলে সমুদয় পাটের পরিমাণ খুবই কম এবং সব কিছুতে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখেন। সৌজন্য তাহারা কোন ঝুঁকি গ্রহণ করেন। বর্তমানে কলিকাতার যেরূপ চাহিদা উহাদের ঘর পাইবার যথেষ্ট কারণ হয়ে ১৯৬৭-৬৮ সালে উহা বাদের অভাবে যে বিলম্বটি যে সময়ে সমুদয় হইয়াছিল, তাহাতে হইবে না বলিয়া আশা করা যায়।

ঢুলির মূল্যের এঁচল বলে পাওয়া যে ছিল, তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ১ ৫৩,৬৫৮ টন পূর্বাহ্নে বলে ছিল ১,৫১,০০০ টন। এই বিলম্বের সঙ্গে এবারের সাবলম্বীদের বহিরাগত জানানো এই বছর ৫ লাখ গাঁট বেশী হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। অধিকন্তু এই সময়ে জাহাজের ৫২ বাজারকরণে বাহিরা চুক্তি সম্পাদিত হিসাব করা হয়। বর্তমানে যে মাল পাইন বিলা সংগ্রহ হইতেছে, তাহার ফলে আহাজের চাহিদা অধিকতর হইবে, কারণ জাহাজ মূল্যবাহীর ও বৃদ্ধি হইতেছে।

বস্তুর মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিল মালিক ও বা সরকারকে দায়ী করিতেছে। বিল অভিযোগ করিতেছে যে ব্যবসায়ীরা বিল না লইয়া পিছা মাল বন্ধ করিতেছে এবং চক্রা করিতেছে। ব্যবসায়ীরা বলিতেছে যে, চালের মোকাম বিলগুলি তাহাদের বন্ধ করিতেছে না। তবে তাহারা সকলেই এজন্য করিতেছে যে, বেশাই ও আমদানীকারক পক্ষ বন্ধ করিতেছে। অনেকের মতে বিলের চাহিদাপাট লক্ষ গাঁইটের বেশী।

যে-ই বেশী হউক না কেন সরকার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের এখনও পর্যন্ত করেন নাই আফসোসের বিষয়। অধিকতর মুনাফা-খোরদের ফলে সমগ্র দেশবাসী দুরাবস্থার যে ইহা কখনও চলিতে পারে না। সরকারের দৃষ্টিতে যখন কোন ফল হয় নাই তখন এক্ষণে জনের মধ্যে মুনাফাখোরদের সাহায্য বন্ধ করিবার পক্ষের হওয়া উচিত। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, সরকার যদি ব্যাঙ্কগুলিকে সমুদয় বিলিময়ে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিতে বলেন তাহা হইলে মুনাফাখোরদের সাহায্য বন্ধ করিবার পক্ষের হওয়া উচিত। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, সরকার যদি ব্যাঙ্কগুলিকে সমুদয় বিলিময়ে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিতে বলেন, তবে মোকার ঘর বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই।—এদিকে আরও ঘর পাওয়া গিয়াছে যে ইতিমধ্যে পাকিস্তানে প্রায় ৪৯,০০০ গাঁইট জালের বোঝাই হইয়া চালান গিয়াছে, অথচ পাকিস্তানের বরাদ্দ অনুযায়ী ৯০০০ গাঁইটের বেশী জালের যাওয়া উচিত ছিল না। বর্তমানে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সরকার যদি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না করেন তবে আগামীর বাজারে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

তুলা

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বেশী চঞ্চলতা দেখিয়াছে। পূর্বেকার সপ্তাহে আই, সি, সি তুলাটের যে বেলেনে ৬৯২ টাকা ছিল, গত সপ্তাহে সেখানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০৪ টাকাতে উঠিয়াছে। আই, সি, সি তুলাটের জোর তেজী দেখা গিয়াছে।

ইহা ইতিমধ্যে কটন অ্যাডভাইসরি বোর্ডের এক সভায় গত বারে তুলার বাজারে যে "ডিলে" অবস্থা দীর্ঘ তুলা লক্ষিত হয় তাহাতে। ফলে তেজী ওয়ালাদের আরও খুশিয়া হইয়া যায় এবং আই, সি, সি তুলাই ক্রয় করিতে বিশেষ পরিলক্ষিত যায়। অবশ্য মাল ওয়ালাদের খুশিয়া আসিলে বর্তমানে বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার খুব অভাব হইত না, কারণ উৎপাদন ক্ষেত্রে যথেষ্ট তুলা জমিয়া আছে।

আমাদের বিদেশ ইই ইতিমধ্যে কটন অ্যাডভাইসরি বোর্ডের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা তাঁহা তুলা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, আমরা মাল তুলা দিতে পারিবে আমরা তখনই ক্রয় করিতে রাজী। অবশ্য সরকার কিছু কটনের কি পরিমাণ মাল তুলা আমরা ক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তবে আমাদের বর্তমান প্রয়োজন এর সমুদয় তুলা আমরা পর্যায়ে পরিমাণে লইতে করিতে পারিবে বলিয়া জানাইয়াছেন।

বীজ

তুলার বাজারে অনুরূপ মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বীজের বাজারেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ফলে সরকারী পারমিট পাইয়াও ব্যবসায়ীরা বাহিরে মাল চালানী করিতে পারিতেছেন না। কারণ বর্তমানে তাহাদের বীজের যে দাম হইয়াছে তাহা আর্জেন্টিনা ও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। তাই উৎপাদনকারী ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ে অনুবিধা হইলেও দেশের বাজারে বেচাকেনা বিস্তার থাকিবে।

জোর-জুলা

জোম-জুলার বাজারে বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে, সস্তা জোম-জুলার মূল্য হ্রাস হইবে। পাকিস্তান হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় দেশিয়ের এই জোয়া মজুত করিবার চেষ্টার ফলেকাতার চেষ্টাভাব অনেকদিন ধরিয়া বিদ্যমান থাকিবে বলিয়া মনে হয়। গত সপ্তাহে জোয়া ১১৮ টাকার কাছাকাছি উঠানামা করে। গত সপ্তাহের বুধবারে জোয়ার মণ মূল্য ১১৭৯/০ আনা, আর অগ্রিম সপ্তাহের মূল্য ১১৮৮০ আনা ছিল।

বাজারে সরবরাহের খুব অসুবিধা দেখা যায় এবং মফস্বলে চাহিদার জন্য কলার বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। উহার মণ মূল্য ছিল ১৮৭৩ আর অগ্রিম সপ্তাহের মূল্য ছিল ১৮৭৮/০ আনা। কলার মোট মজুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,০০০ বাই আর দৈনিক বেচা বেচার পরিমাণ প্রায় ৪০০ বাই।

চা

গত সপ্তাহে প্রায় ২১,৫০০ পাকেজ চা রপ্তানীর জন্য বাজারে ছাড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর বাদ বাজারে প্রায় সকল প্রকার চায়েরই খুব চাহিদা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক চাহিদা বিটাইলের জন্য প্রায় ১৯,০০০ প্যাকেজ চা বাজারে আসে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাকিস্তানে চা রপ্তানী বিমানের ব্যবস্থা করে চায়ের বাজার হিসাবে কলিকাতার আরও বেশী গুরুত্ব হইয়াছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যে চা রপ্তানী হইত তাহার বেশীর ভাগ অংশ এইবার কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ফলে আফগান অনেক ব্যবসায়ী মাল লইয়া ফিরত হইয়া পড়িয়াছে।

চিনি

বিদেশায়নের ফলে চিনি ও গুড় বাজারে সহজলভ্য হইলেও চিনির মূল্য কমিতেছে না, অথচ গুড়ের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে পড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ নির্ধারিত মূল্যে চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় না করিয়া উৎপাদকেরা গুড়ের জন্য ইক্ষু সরবরাহ করিতেছে বেশী। ফলে গুড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে, অথচ মাল চালানের অসুবিধার জন্য উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে বাহিরে চিনির মাল [illegible]

আলোচনা

পাকিস্থান সরকার ও অমুসলমান অংশীদার

অমলেন্দু, এম কম

গত সপ্তাহে সরকারী মালগুলি হইতে টাকা তুলিয়া লইবার যে প্রবণতা দেখা দিয়াছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ও লক্ষ্যের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে। গত এক সপ্তাহে ক্রমিলকারের সাথে সমস্ত সংবাদপত্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মপন্থা ও তাহার সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মহল হইতে যে মতের উত্তর এখন পর্যন্ত কোন বিবৃতির প্রকাশ হয় নাই। বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া কিছু প্রকাশ করেন নাই। ইহা সঙ্গত হয় নাই। স্বাধীনতা-পূর্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষিক ভাবে পরিচালিত হইত, তাহাতেও বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্য ব্যক্তির কি দোষ তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন তখনকার বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুভব করে নাই। কিন্তু বর্তমান জগতের পরিবর্তিত অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে তাহার অধিক্ষিত নির্দেশ করে যে কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে কথা প্রয়োজন। অতএব তাঁহাদের এতদকার অমূল আচরণের কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক এবং সে ব্যাখ্যা যত শীঘ্র সম্ভবপর হইতে প্রকাশিত হয়, তত্ত্বই মঙ্গল।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী ঋণপত্রের দর অস্থির। অপরিবর্তিত ছিল। দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রের কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেও স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৮৬ সালের ৫½ সুদের ঋণপত্রের দাম বর্তমানে আছে ১০৮/০ (১০৪/৩), ৫½ সুদের ১৯৮৮ সালের ঋণপত্রের বর্তমান মূল্য আছে ৯৯৮/০ (৯৯৮/০)। আলোচ্য সপ্তাহে স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রের প্রতিই বিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকতর মনোযোগ দৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৮-৫১ সালের জন্য পরিশোধের জন্য নূতন ঋণের যোজনা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতেছিলাম। ১৯৪৮-৫২ সালের ২½ সুদের ঋণপত্র বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে লিখিয়াছিলাম, ইহা কিভাবে পরিশোধ করা হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই বলিলেও, এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গতীন হইবে না যে, বেশী সুদে টাকা ধার করিয়া এই ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব করা হইবে না। কারণ, অবস্থা যদি সেইরূপই হইত, তাহা হইলে ওই ঋণ এখনই পরিশোধ না করিয়া আরও চার বৎসর অপেক্ষা করা চলিত। যাহাই হউক, অনেকে এখনও বিশ্বাস করেন না যে বর্তমান ভারত সরকারের পক্ষে নূতন করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ২½ সুদে কোন ঋণ পাওয়া সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন, বিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক সংবাদের ফলে বর্তমানে যে সাহসের চিহ্ন দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এই সাহসও যদি যথাযথভাবে পরিচালিত হয় এবং অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে ২½ সুদের স্বল্পমেয়াদী ঋণসমূহে টাকা খাটাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে খুব বেশী কঠিন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। "দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের যদি বর্তমান অবস্থায় সাড়াচাড়া দিয়া একটা সুপারিশের সৃষ্টি না করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবে যদি পুরাতন ঋণপত্রে নূতন ঋণপত্রে রূপান্তরিত করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নগদ টাকা ফেরৎ চাহে তবে সেই সময়ে সেই নগদ টাকা ধারেই করা পড়িবে এবং ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে সাধু তাহার প্রদত্তিত নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন, নূতন ঋণ টাকার একটা নির্দিষ্ট অংশ স্বল্পমেয়াদী ঋণ ঋণপত্র অথবা ব্যাঙ্কারী সদে বিনিয়োগ করা হইতে পারে আর নগদের ধারিবে না অন্তত বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ যাহাতে স্বেচ্ছায় ঋণ অনিচ্ছুক হইবে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এমন সুদের স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রে প্রবর্তিবিনিয়োগ করিতে বাধ্য হয়, সাধারণ কৌশলেই সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব।

• • • •

পাকিস্থান সরকারের সাম্প্রতিক দুইটি ঘোষণাপত্রের কথা উল্লেখ করিলেই এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারিত যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত সরকার সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই, তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম ঘোষণা পাকিস্থান সরকার পাকিস্থান হইতে সোনা ও রূপা রপ্তানী নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এরূপ সিদ্ধান্তের কথা আন্তর্জাতীয় অর্থনৈতিক চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া পাকিস্তান সরকারের ভারত সরকারও ভারত হইতে পাকিস্থানে সোনা রূপা রপ্তানী বন্ধ করিয়াছেন।—দ্বিতীয় ঘোষণায় পশ্চিম পাকিস্থানে অবস্থিত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অমুসলমান অংশীদারদিগকে সম্পর্কে প্রদান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারত সরকারের মতে, উভয়ের আন্তর্জাতীয় চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে এতদ্বারে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই তীব্র প্রতিবাদের ফলাফল জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

• • • •

অবশ্য হইতে প্রকাশিত পাকিস্থান সরকারের অর্থমন্ত্রিসভার সম্মেলনের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, চলতি আর্থিক বৎসরে সমস্ত ঋণের মধ্যে পাকিস্থান সরকারের ঋণের পরিমাণ ১৪৮.৮ কোটি টাকা হইতে ১৫১.৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলা যায়। পাকিস্থানের চলতি বৎসর পরিমাণ ৩.৫০ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৯.১৮ কোটি টাকা—১৬.১৩ কোটি টাকা)। উন্নয়নের ক্ষেত্রেই বাজেট বিভাগে নির্দিষ্ট মোট পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হয়। সমগ্র মোটের পরিমাণ ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৩৯৯.১০ কোটি টাকার স্থলে ১৪১৮.১০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

মূলধনীয় সংগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে কোটি টাকার যোজনা অবশ্যই উহা বিভাগ অসম্ভাবিত করার ফলে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ও বিনিয়োগের পরিমাণে ১.৭ কোটি টাকার হ্রাস হয়। ফলে উহা বিভাগের সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে অসম্ভবের পরিমাণে ১০ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, দেখা যায়।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী জমার হ্রাস দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ ক্ষেত্রে ওই হ্রাসের পরিমাণ ১০.৫১ কোটি টাকা, পাকিস্থানের ক্ষেত্রে ওইরূপ হ্রাসের পরিমাণ ১৪ লক্ষ। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সরকার জমার কিন্তু ২.১১ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়া পাকিস্থানের প্রাদেশিক জমার বৃদ্ধি ঘটিয়া ১.১০ কোটি টাকার। ব্যাঙ্কসমূহের জমা পূর্বের সপ্তাহের ১৭.৪৭ কোটি টাকা হইতে ৮৮. কোটিতে দাঁড়াইয়াছে, দেখা যায়। অন্যান্য জমা ৯১.১৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩.১১ কোটি টাকা পৌঁছিয়াছে। সর্বমোট ব্যাঙ্কারী জমার পরিমাণ ২.১১ কোটি টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। বহির্দেশীয় ৪১৫.৫৯ কোটি টাকা হইতে অল্পবয় বৃদ্ধি পাই ৪১৮.১৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর জুলাই মাস হইতে যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং রপ্তানীবৃদ্ধির যে বিশেষ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে, এই বহির্দেশীয় জমা উদ্বৃত্তের বৃদ্ধির সাহায্যেই তাহার বাস্তবে পরিচয় পাওয়া যাইবে। কোন কোন মহল এই [illegible]

বঙ্গল সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি

বাংলার ব্যবসায়ের সাধারণ অবস্থা, হরতাল, লক্ষ্যাকাণ্ড, আন্তর্বিভাগীয় ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একরূপ কথা বিবেচনা করিলে ১৯৩৭ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে সমাপ্ত বর্ষের জন্য বেঙ্গল ব্যাঙ্কের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতিশয় সন্তোষজনক বলিতে হয়। বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার্য ব্যাঙ্কের হওয়ার এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং হৌসিংয়ের সর্বাধিক সভ্য হওয়ার এ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আজ এই দুই বৎসরেরও অধিককাল সময় হইল যে সময়ে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এই সময় আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ইহা ছিল অঙ্কুরাবস্থার শেষ বেঙ্গল সেন্ট্রালের ও অনেকদূর সরল হইয়া উঠিয়াছে ও অনেক বাধা বিঘ্ন ছিল তাহা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর বিদায় নিয়াছে—তাহা ব্যাঙ্কের বেঙ্গল সেন্ট্রালের এই অল্প প্রতিষ্ঠানটির প্রতি দৃঢ় বোধ করিবেন। ব্যাঙ্কের ১৯৩৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে হিসাবে নিকাশে জমার পরিমাণে ৯৫ লক্ষ টাকা। এই পরিমাণ পূর্ববর্তী বর্ষে কোটি টাকা বর্তমান হিসাবেউন্নীত হইয়াছে ১০.১৫ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধিতে ব্যাঙ্ক ও ফার্ম হিসাবের ৫ লাখ অর্থের পরিমাণ ৭১ লাখ হইয়াছে, বাকী টাকা সাধারণ হিসাবে হইতে, মেয়াদের জন্য উত্তোলিত খাতে। হইতে, মেয়াদের জন্য উত্তোলিত হইতে রেখা যায় ১.৪৪ কোটি টাকা। সম্পত্তির বিভাগে, মৌল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিবৃন্দের পরিমাণ ৫.৯৯ কোটি হইতে সমস্ত এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার ১ কোটি টাকা। বলা হইয়াছে যে ৫ বাজারের হিসাবে প্রকাশিত মূল্য লক্ষ টাকার অধিক। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে একটি বৃহৎ অঙ্কের মূল্য তহবিল রক্ষিত হইয়াছে।

হিসাবে বর্ধনশীলতার ও লক্ষ টাকার ৬৫ কোটি, বর্তমান হিসাবে উহার ৭৭ ৬.৯৯ কোটি টাকা। বেঙ্গল ব সম্পত্তির পরিমাণ তাহাদের সমস্ত ৯৯ তাহার জন্য তাহাদের দেনা। বর্ধিত আমিনা প্রতিষ্ঠান এবং আমিনা যে যথাসম্ভব লাভ করাই তাহার

সম্পূর্ণ পরিচালনার ব্যয় অংশীদারদের অর্থে কিন্তু ব্যাঙ্কের পরিচালনা বিষয়ে অংশীদারদের মতিগতিরও কৌশল আজও ব্যক্তিগত বলিয়ে দেখে আমাদের। এজন্য অন্যান্যদের অর্থেই ব্যাঙ্কের কাজ করিবার মূলে বলিয়া মূলধন অর্জন নয়, বিশ্বাসভাজন ব্যাঙ্ক প্রথম সমস্যা হওয়া উচিত। কোন অবস্থাতেই যেন অন্যান্যদের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূলধন অর্জন অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু সে মূলধন বিশ্বাসভাজন করিয়া ব্যাঙ্কের আদর্শ হওয়া উচিত। এই আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে বেঙ্গল সেন্ট্রালের গত সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ব্যাঙ্কের সমস্ত আমার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পরিচালিত হইতে সকল আম

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৮ নং মোহার সার্কুলার রোড, (ফোন—আপিস ৫৫২৪ ও ভাল ৫০৫৯) এই ঠিকানায় আলাপ করিতে হইবে।

ছত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কর্মপরিচালনা প্রমাণ করে, কিন্তু বেঙ্গল সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে উহার পরিমাণ ৬৫ তাহাদের অধিক হওয়ার অন্যান্যকারীদের যে কোন সময়ে যে কোন দাবী মিটাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা যে এই প্রতিষ্ঠানের আছে, এরূপ প্রমাণ পাইয়াছে। আলোচ্য হিসাব-নিকাশে লাভের পরিমাণ দেখা যায় ১.৩৮ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী হিসাবে উহার পরিমাণ ছিল ৫.৭৯ কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালের জন্য ঘোলআনার হারের বেঙ্গল সেন্ট্রালের কর্তৃপক্ষ যে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের বর্তমান মূলধন ৭১.৭ লক্ষ টাকা, বিশেষ তহবিলের পরিমাণ ৮৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের পরিচালন লভ্যের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরে মূলধনের খাতে রাখা হইয়াছিল ১১,৫১০ টাকা এবং তাহার মোট লাভের পরিমাণ ছিল ৭.৩৭ লক্ষ টাকা। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে লাভের পরিমাণ পরিচালন খরচের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১.৪ লক্ষ টাকা (১.৫ লক্ষ টাকা) লভ্য তহবিলের জন্য রাখা হইয়াছে, তার রাখা হইয়াছে ৫.৭ লক্ষ টাকা (১.৪ লক্ষ টাকা)। আলোচ্য বর্ষে কর্মচারীদের বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা প্রদান করা ছাড়াও বোনাসরূপে আড়াই মাসের বাড়িয়া অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার অংশপিছু ৮৮০-তে (পূর্বকার ৬০ হিসাবে) অপরিবর্তিত আছে।

* * * *

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত বর্ষের জন্য আদায় সং হিন্দ্ অ্যাণ্ড ব্রিটিশ কোম্পানীর যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট লভ্যের পরিমাণে ১.৭৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২.১২ লক্ষ টাকা, পূর্ববর্তী বর্ষে ঐ অঙ্ক ছিল ১.৯৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে রাখা হইয়াছে ৩,১০,০০০ টাকা (৩,১০,০০০৲)। মূল্যাপকর্ষ খাতে বর্ধিত পরিমাণ অর্থসংস্থান করা হইয়াছে। আলোচ্য হিসাবে উহার পরিমাণ ১,৩৫,৮৯৪ টাকা (১১,৩০১ টাকা)। পুনর্গঠনের জন্য ১,০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য তহবিলের জন্য ৭০,০০০ টাকা রাখা হইয়াছে। লভ্য তহবিলের জন্য ১৯৩৬ সালের হিসাবে ৪৯,০০০ টাকা সংরক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু এবারে কিছু রাখা হয় নাই। সতকরা ৫৫৮ হিসাবে বর্ধিত হারে (৫৬০) লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে ২১,৩২৪ টাকা (৩,৮০৭৲)। দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে বর্ধিত লভ্যাংশের পরিমাণ বেশী বলিয়া মনে হইলেও, স্মরণ রাখা আবশ্যক যে "আসল ন কোম্পানী"র অংশের প্রাথমিক আদি মূল্য ছিল ১০৲। ১৯২৯ সালে ঐ মূল্য হ্রাস করিয়া ৫ টাকায় দেয়ারে রূপান্তরিত করা হয় এবং পুনরায় সেই ৫ টাকার দেয়ারকে ১৯৩৩ সালে ১ টাকার দেয়ারে পরিণত করা হয়। অতএব বর্তমানে সতকরা ৫৫৮ হারে লভ্যাংশ বিতরণের ফলে, সেই আদিমূল্যের হিসাবে লভ্যাংশ বন্টনের পরিমাণ হার মাত্র সতকরা ৯.৩০ হয়।

আলোচ্য বৎসরের কার্য পরিচালনার ফলাফল খুব সন্তোষজনক বলিয়া পরিচালকবর্গ মনে করেন। বিগত বর্তমান বর্ষের সমস্ত মাল বিক্রী হইয়া গিয়াছে; মালমাড়ীর অভাবে মাল প্রেরণে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া পরিচালকবর্গ তাহারও বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রোল এবং অধিকতর সংখ্যক বন্দরে জাহাজের মাল উপঢ়ৌকনের ও

[illegible] বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের মূল্য ১২ কিস্তিতে পূর্ণ আদায়ীকৃত ১৮,৭৭১ টাকা।

বিশ্বব্যাঙ্কের আয়ব্যয় (৩০.৯.৪৭)।

আয়	
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৯১,৭৭১ ৲
অন্যান্য	৯১,৭৭৩ ৲
মজুত তহবিল	১,১১,৭৭৭ ৲
অন্যান্য তহবিল	১,৯১,৯৭৭ ৲
ঋণদানে তহবিল	১৩,৯৯,৭৭৭ ৲
সুদ	৯৯,৩৩৩ ৲
অন্যান্য লাভ (নেট)	৭১,৯৭৭ ৲
মোট	২৬,৭১,৩৭৭ ৲
ব্যয়	
মোট ঋণ সম্পত্তি	১৩,৯৯,১৭১ ৲
মূলধনজাত	১১,৯৯,৩৭৭ ৲
বীমা ঋণ সম্পত্তি	১,৭৯,৭৭৭ ৲
সরঞ্জাম	১,৭৯,৯৭৭ ৲
বন্ধুক ঋণ	১,৭৯,১১১ ৲
বাকী পাওনা	৯,১৯,৭৭৭ ৲
অতিরিক্ত লাভ ও অন্য	৯৭,৩৩৩ ৲
তহবিল সমূহ	১,১৯,৩৩৩ ৲
মোট	২৬,৭১,৩৭৭ ৲
ঋণ দায়	১৩,৯১,৭৭১ ৲

সংবাদলিপি

(পূর্বাংশে ৫৩৩ পৃষ্ঠায়)

ক পরিবার মূলা আপাতকে ফিরে যাচ্ছে আরও দাবিতে চাইলেন এবং বিদেশ ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ীরা লাভ যে, তাঁহারা ইলিশের বিনিময়ে ভারতীয় মূলা দেশ করিবেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশকে চাহিদের মতামত পরে আনাইবেন বলিয়া গিয়াছেন।

বিদেশ অতিথির বহুবিধের বাসিকদের ও বন্ধুগুলি ভদ্রলোকদের কাছে আসিতে চাহেন তাঁহারা লাগানের কাছ হইতে কি কি প্রকার বাসলয় কি বিবাদে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। আগাম বর্তমানে ৫০,০০০ টাকা প্রস্তাবনা করিতে পারিবে বলিয়া বিদেশ চাহাদের আনান। বিদেশ ব্যবসায়ীদের বলেন যে, চাহাদের চাহিদার বিস্তারিত বিবরণ পাইলে আগাম চাহাদের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিতে পারিবে।

বিদেশ বিনিময়ার্থ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলোচনা করেন। তাঁহারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ই আশ্বাস দেন যে, আগাম মূলধনের বিনিময় হারে প্রদানি প্রস্তুত করিবার দাবি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বর্তমানে আগামী মাল যাহাতে তুলনায় অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়ের দেশগুলির মালের চেয়ে কোন অংশে নষ্ট না হয় তাহার জন্য চেষ্টা চালাইতেছে। বিদেশের প্রতিনিধিরা দেন যে ইহাও অনেক যে, আগাম ও চাহাদের উভয় দেশেরই প্রয়োজনীয় মালপত্রের

[illegible] দুই সরকার জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। মূলধন বাড়ী তখন আইনের ফলে সরকার যেখানে যাহা ১০০৭৭ বা বাড়ীর হলেও করিতে পারিবেন, সেখানে বাড়ীর জন্য সরকারের কাছে সমস্ত জমা হইয়াছে প্রায় ১১,০০০৭৫ টাকার। তবে এই আইনের ফলে একটি লাভ এই হইয়াছে যে, বর্তমানে যেসকল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে,—কারণ যার খালি হইলে বাড়ীওয়ালা সেই ঘর সরকারকে ফিরে দিয়া থাকিবে। ইহার ফলে আর একটি লাভ হইয়াছে, বাড়ীওয়ালারা এখন আর ভাড়াটিয়াদের বিরক্ত করে না। কারণ সরকারের মতে ভাড়াটে তখনই ভাড়াটিয়া টিকিয়া থাকা বাড়ীওয়ালার সঙ্গে অবশ্য ঠিক দিয়া মেয়ে বলিয়া বাড়ীওয়ালারা মনে করে।

অন্যদিকে সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী তের কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণের কাজ ক্রমবর্ধিতে অগ্রসর হইতেছে। সরকার মালবাহনের ছোট ছোট ঘর সহরে ও সহরের আশপাশে এলাকায় প্রস্তুত করিতেছেন এবং যাহারা নূতন বাড়ী করিতে চাহেন তাঁহাদেরও সকল প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাকিস্থান সরকার ও জনসাধারণ

(পূর্বাংশে ৫৩১ পৃষ্ঠায়)

প্রদেশী বিনিময় ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণে নির্দিষ্ট করিতে পারে।—কিন্তু আমরা বর্তমানে এমন যুক্তির কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমাদের এখনও বেশ কিছুকাল হিসাব করিয়া চলিতে হইবে এবং টার্গিং পাওয়ার আমরা আলোচনা যদি আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও প্রদেশী বিনিময় ব্যবস্থা করিবার কথা না হইলেও, বর্তমান অবস্থায় বিনিময় কথা কোনপ্রকারেই সম্ভব হইবে না।

* * * *

০১এ এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের প্রদর্শিত হিসাব-বিবরণে দেখা যায় ভারতবর্ষের চাহিদাসমূহ মেয়াদের পরিমাণ ৩৩.৯১ কোটি টাকা হইতে ৩৩.৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থানের অনুরূপ মাসের পরিমাণে ১১ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মেয়াদোত্তে মেয়াদের পরিমাণ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বাড়িয়াছে (৩১১.১৩ কোটি টাকা—৩১০.১৯ কোটি টাকা), পাকিস্থানের ক্ষেত্রে কমিয়াছে (১২.০৯ কোটি টাকা—১২.১৩ কোটি টাকা)। অন্যান্য মেয়াদ জমার পরিমাণ কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ৩৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে (৩১.৮০ কোটি টাকা—৩১.৭৪ কোটি টাকা) এবং পাকিস্থানের ক্ষেত্রে ৪.৩১ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত আছে। ভারতবর্ষে বাবদের পরিমাণে সামান্য ২৫ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৪১.৭৯ কোটি টাকা—৪০.৫৪ কোটি টাকা), পাকিস্থানে হ্রাস পাইয়াছে ০.৮০ কোটি টাকা (৩৩.১৩ কোটি—৩২.১৩ কোটি)। বিদেশী ব্যাঙ্কে চলতি জমার পরিমাণ পূর্ববর্তী

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশে ৫৩৩ পৃষ্ঠায়)

পাকিস্থান সরকারের বিদেশী বিনিময় বিষয়ক বিভাগের আরও উন্নতি দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে পরিষ্কারে আন্তর্জাতিক আদায়ের আরও একটা কাজ এই যে, এই সব অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষকে বিদ্বেষ করিবার ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারিতা ও ব্যক্তিগত বিলিয়ে।

এই পরিবেশের অনুসারে পাকিস্থান সরকার অনেকগুলি বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্থানের বৈদেশ আহরণের ভার দিয়াছেন। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা পাকিস্থানে অনেকগুলি কারখানার জন্য মালপত্র করিবার অনুমতিপত্র পাইয়াছেন বলিয়া জানা গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তিন চার কোটি ডলার মূল্যের মালী আমদানী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা পাকিস্থানে বাজার তৈরিতে খরচ করিতেছেন বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীরা পাকিস্থানের পাট, কাপড়, রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ও অন্যান্য ইত্যাদি বড় বড় সমস্ত শিল্প সম্প্রসারণের ভার লইবার একটা ঠিক অধিকারও মার্কিন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সিন্ধু বাঁধ ও বন্দর অবস্থিতি উৎপাদনকেন্দ্রের বিস্তারকার্যে যুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারদের নিযুক্ত করিবার সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে। এর কিছুদিন আগে সোনাবাজার অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে কি পরিমাণ ইঙ্গ-মার্কিন মার্কিন পাকিস্থানে বিনিয়োজিত হইবে তার এখনও ঠিক মূল্য পাইতেছে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাহা। পরিষ্কার হিসাব পাওয়া গেল যে, ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবসায়ীদের স্থানীকরণে পরিণত হইয়াছে কিনা। ইহার বিস্তারের মূল কথা হইল, পাকিস্থান সেখানে অনুসরণ করে এই বিষয়ের মূল মূলধারে বিস্তারে ছেদ করিবে, কিন্তু ব্যবহারের ইসলামী সেখে মার্কিন অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা তুলিতেছে তাহা প্রভাব হইতে পাকিস্থানী মুসলমানের দীর্ঘদিন মুক্ত রাখিতে পারা সহজ হইবে না।

বর্ষা ঋতুর আকস্মিক উন্নতি অবনতি

(পূর্বাংশে ৫৩৭ পৃষ্ঠায়)

বম্বে ১৫%, কানপুরে চেরাপুঞ্জি ৩৯%, ইডি ১৯%, পোরবন্দরে ১৩%, কলিকাতা ইলেকট্রি ২৮%, ইডিয়ান আয়রন ৩%, ইন্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট ৩৯% লাভ ইন্ডিয়ান্সাইট ১০%, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ২৯৮%, ইন্ডিয়ান এলুমিনিয়াম এসোসিয়েশন ৬৯% ইন্ডিয়ান টুল প্রডাক্টস ৪২%, আন্ডিল ফেডারেশন ১৯% ব্রাউন বোভেরি ১৯৪%, ভালকান ইন্সিওরেন্স ৩৪৮% বোম্বে ইন্ডাস্ট্রিজ ১৮%, আলেম ল ৬৯%, টিটাগড় পেপার ৪৩%, মেসার্স-আলায় ইন্ডাস্ট্রিজ ১০%, ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ ১২৬%, বলরামপুর চুয়ার ৯৮%, মেক ১৫, টাটা ২৭৮%, এবং রেজো ১৭৯% বৃদ্ধি হইয়াছে।

টা—

এই বিকাশে কাজের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পা যাই. বরং প্রায় ক্রিয়াশীল হইয়া পড়িয়াছে। বালসার্কি ৪২%, ইই ইন্ডিয়ান ১৯%, ব্রাইটম্যান

গোপনের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

তারিখ	চাহিদা	বিক্রয়	পরিশোধ	বাকী (গত সপ্তাহের বাকীর সঙ্গে যোগ করিয়া)	মোট বিক্রয়ের শতকরা পরিশোধ	বাকীর শতকরা হার
						আঃ পঃ
১	৮১	৭১	৫.৫৮	৬৫.১৬	৯.৭১	৮ ৩
৭	৯.১১	৯.২১	৫.৬০	৬৮.৩৩	৯.১১	৮ ৩
১৪	৯.৫৩	৯.৬০	৫.৫৩	৭৯.১১	৯.২৪	৮ ৩
২১	...	...	৫.৭৩	৬৯.২১	৯.৫১	...
২৮	...	...	৫.৫৩	৬৯.১৪	৯.৬৩	...
৪	৯.৬১	৯.৫৩	৫.৫৩	৬৯.১৬	৯.১৬	৮ ৩
১১	৯.৩৩	৯.৪৩	৫.৫৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
১৮	৯.৩১	৯.৩৩	৫.৫৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
২৫	৯১	৯৩	৫.৫৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
১	৯.৩৩	৯.৩৩	৭৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
৮	৯.৩৩	৯.৩৩	৭১	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
১৫	৯৩	৯৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
২২	৯৩	৯৩	...	৬৯.৩৩	৯৩	৮ ৩
২৯	৯৩	৯৩	...	৬৯.৩৩	৯৩	৮ ৩
৬	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
১৩	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯৩	৯.৩৩
২০	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯৩	৯.৩৩
২৭	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	...	৯ ৩৩
৪	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯৩	৯ ৩৩
১১	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	৯.৩৩	৮ ৩
১৮	৯.৩৩	৯.৩৩	৫.৩৩	৬৯.৩৩	...	৮ ৩

পরিশোধ খাজাঞ্চী পত্র

				টাকা
১১	...	...	...	৯৯,০০,০০০
৭১	...	...	...	১,০০,০০,০০০
৮	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৪	...	...	...	১৮,০০,০০০
১৯	—	...	...	৯৮,০০,০০০
২৬	—	...	...	১১,১০,০০০
৯	...	...	...	১৯,০০,০০০
৯	—	...	...	১,০০,০০,০০০
১৬	—	...	...	১,০০,০০,০০০
২৩	...	...	...	৯৮,১০,০০০
৩০	...	...	...	১,০০,০০,০০০
৭	...	...	...	১,০০,০০,০০০
১৭	...	...	...	১,০০,০০,০০০

মোট ... ১৬,১০,০০,০০০

ক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

আয়—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-০-৯৯	৯৫-৯-৯৯	৯-৯-৯৭
(১) চাহিদা দেনা	৯৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,৯৯,৯১	১৯১,৯৭,৯৯
(২) পরিচালনের	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,১৯	
মোট	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,৯৯,৯১	১৯১,৯৭,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও রূপা সোনা			
(১) ভারতে ...	৯৯,৯১,৯১	৯৯,৯১,৯১	৯৯,৯১,৯১
(২) ভারতের বাহিরে ...	...	...	...
ইংলিশ পাউণ্ড	১১৯,৯৯,১৯	১১৯,৯৯,১৯	১১৯,৯৯,১৯
মোট (ক) ...	১১১৯,১৯,৯৯	১১১৯,১৯,৯৯	১১১৯,১৯,৯৯
(খ) রূপার মুদ্রা			
(১) ভারতের	৯৯,১১,১১	৯৯,১৯,৯১	৯১,৯৯,৯৯
(২) পরিচালনের	৯,১৯,১৯	৯,৯১,৯১	
হুণ্ডীকরণে দি, আন্তর্জাতিক বিনিময় পত্র ও			
অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ	১১৯,৯৯,৯৯	১১৯,৯৯,৯৯	১১,৯৯,১৯
মোট	১১৯১,৯১,৯৯	১৯৯৯,৭১,১১	১১৯১,৯৯,৯১

ব্যাঙ্কার বিভাগ—

দায়—

আমানতীর মূলধন ...	১,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
সরকার হইতে ...	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য—(ক) চেকারী আমানত			
(১) ভারতের ...	১১৯,১৯,১১	১১৮,১৯,৯৯	১১৯,১৯,১১
(২) পরিচালনের ...	৯৯,৯৯,৯১	৯৯,১৯,১৯	
(খ) অন্যান্য আমানত			
(১) ভারতের	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯১,৯১
(২) পরিচালনের ...	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,৯১	
(গ) সেকারী	৯৯,১৯,১১	৯৯,৯৯,৯১	১১,১১,১৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,১১,১৯	৯১,১৯,৯৯	১৯,৯১,৯৯
মোট দায়	১১৯,১১,১১	৯৯১,৯৯,৯১	৯৯৯,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
মোট			
(১) ভারতে	১৯,৯৯,৯১	১৯,১৯,১৯	১১,৭৯,১১
(২) পরিচালনের	১৯	১৯	
বাকর মুদ্রা			
(১) ভারতের	৯,১৮	১৯,৯৯	৯,৯১
(২) পরিচালনের	৯	৯	
বন্ধ হুণ্ডীর মূল্য			
(১) ভারতের	১,৯৯	১,৯৯	১,৯৯
(২) পরিচালনের	৯	৯	
অন্যান্য হুণ্ডী			
(ক) আভ্যন্তরীণ	—	—	—
(খ) বাহিরের	—	—	—
(গ) ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল	৯,৯১,৯১	১,৯৯,১১	৯,৯১,১৯
অন্যান্য সম্পত্তি ইত্যাদি	...	...	১৯,৯৯
বন্ধ বিনিময়	১৯,৯৯,১১	৯৯,১৯,৯১	১৯,৯৯,৯১
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,১১,১১	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,১১
মোট	১৯১,১১,১১	১৯১,১৯,৯১	১৯১,৯১,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-১-৯৯	৯৯-৯-৯৯	৯-৯-৯১
দায়—			
প্রতিশ্রুত মূলধন	১১,১১,৯৯	১১,১১,৯৯	১১,১১,৯৯
আদায়ীকৃত মূলধন	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,৯৯
মজুত তহবিল	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯
জমা আমানত, চেকারী প্রাপ্য এবং অন্যান্য হিসাব	১১১ ১১,১৯	১৯১,৯১,৯৯	১৯৯,১৯,১৯
বিবিধ ...	১,৯১,১৯	১,১৯,১১	১,৯৯,৯১
মোট	১৯৯,১৯,১১	৯৯১,৯৯,১৯	১১১,৯৯,৯১
সম্পত্তি—			
ভেলস্থায়ী তহবিল	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯১,৯১,৯৯
অন্যান্য অস্থাবরাদি			
বন্ধ বিনিময়	৯,১৯,১১	৯,১৯,১১	৯,৯৯,৯৯
ঋণ	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,১১	১১,৯৯,১৭
অন্যান্য চেকারী	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,১১,৯৯
অগ্রিম এবং ঐ'র সুদ	৯,৯৯,১৯	৯,৯১,৯৯	৯,৯৯,১৯
বেঙ্গল ঐ	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,১১	১,৯১,৯৯
বিবিধ—	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯৯	১,৯১,৯৯
অন্যান্য সাহে স্থায়ী	৯,১৯,৯১	৯,১১,৯৯	৯,৯১,৯৯
ব্যয়ের বন্ধ ও হিসাবী সাহেব বিলী	৯১,৯১,৯৯	৯১,৯৯,৯৯	৯৯,১১,৯৯
মোট	১৯৯,১৯,১১	৯৯১,৯৯,৯১	১১১,৯৯,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-১-৯৯	৯৯-৯-৯১	১-৯-৯৯
দায়িত্বের দেনা			
(ক) ভারতে	৯৯৯,১৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,১৯	৯৯৯,৯৯,৯৯
(খ) পরিচালনে	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯	
বিনিময় সমতার দেনা			
(ক) ভারতে	৯১১,১১,৯৯	৯১৯,৯৯,১৯	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পরিচালনে	১৯,১৯,৯১	১৯,১৯,৯৯	
মোট নগদ টাকা			
(ক) ভারতে	৯,৯৯,৯৯	৯,১৯,৯১	৯,৯৯,৯৯
(খ) পরিচালনে	৯,৯১,৯৯	৯,৯৯,৯৯	
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা	১,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯১,৯৯
ঋণ			
(ক) ভারতে	৯১৯,৯৯,৯৯	৯৯১,৯৯,৯১	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত ও বুনিয়াদ মূলধন (লাখ টাকা)	সভ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	বাজার দর					
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইস্পাত আয়রন	...	৯,৫১,১১,৯৯০	১,১৩,৯৯,৯৭০	১০	(৯৯৫৫)	৯৫৭	৩৮,৯০-৪৫,৫০	৫১,০০-৫১,৯০	৪৫,৯০-৫১,৯০	৪৫,৯০-৫০,৯০	...
ফেরো	...	১১,০০,০০০	৫৯,১১,৫১০	১০	১১৫(৫)	১৩,১০	১৯,৯০	১৯,৯০	১১/৯০-৯,৯০	১১,৯০-১১,৯০	...
ইস্পাত আয়রন	...	১,৯৯,১৩,০০০	১৯,১৩,১১,১৯০	১১	১৯০/৫৫	৫ ৫১	৫১১৯	৫১৯০	৫০৯৯	৫৯০	...
ধাতু ...	...	৯১,০০,০০০	১,৯০,১১,৯৫০	১০০	১১৯০(৫১)	৫ ০৯	...	...	...	...	...
ফেরোক্রো	...	৩৯,৯১,৯৫৯	১৯,০০,০৭৭	১	(৯৯৫)	১১৯১	৯৯০	৯৯৩-৯৯০	...	...	...
মর্ণালয়ন্ত্র	...	১৯,১৯,০৯০	১৯,১১,১১৯	১	৯৯(৫)	৯৯৯	...	...	৯০-৯০,০	...	...
ঢালাই কারখানার	...	৯,৯৯,৯৫,০০০	৯৯,৭৯,৫৯০	১০	১৯৯(৫)	১১.৯৯	১১১,০-১১৯৯	১৯৯-১৯৯/০	১৯,০-১১১৯৫	১৯০-১৯৯,০	...
কাগজ/কাগজি											
আসোসিয়েটেড	...	২১,১১,০০০	১১,৯১,০০০	১০	১৯	৯৫৭	...	...	৯১৯	...	...
ইস্টার্ন	...	১১,০০,১৯০	১১,০০,০০০	১০৯	১৯	৫৭৯	৯১৯	৫৯৯-৫০০৫	...	৫১,০-৫১,০	৫০৯০ (৯ ৫)
ওয়েস্ট পাকিস্তান	...	১,০০,০০০	৯,১৯,০১০	১০	১৯	১১৯০	...	৯৮	...	...	৯০৯
কাগজপুরা	...	৯০,৯১,১০০	... ...	১০০৯	...	৯৫৯	...	...	...	...	...
কাগজের	...	১০,৯১,০০০	১,৯১,১১৯	১১০	৯০(৫)	১৫৯	৫৯০	৫/০	১৯৫৯	১/০	...
কর্ণ প্রডাক্ট	...	১,১৯,৫৯০	১,৯৯,০৫১	১০৯	৯০	৫৫৯	...	...	...	...	...
কর্ণ স্টার্চ	...	১,১৯,০১৯	১,১১,১০১	৫১০	৯০	১৫৯	...	...	...	...	...
ডব্লিউ রিয়াজ	...	১১,১৯,১৯৯	১১,৯১,৯৫১	১০৯	...	১০৫৯	১১৯	...	...	১১৯৯—১৯৯৯	...
রিচ ব্যবসায়	...	৯,০০,০০০	৯,৫১,৯১৯	১০৯	১/০	৫৫৯	...	...	৫১৫০	...	...
সোডাফার্মী	...	১,১১,০০১	৯,৫১,০০০	১০৯	১৯	৯৫৭	...	...	৯১৯	...	...
ব্যবসার	...	১৫,০৯,২৫০	১,১৯,০০,০৯০	১০৯	১/০	১১৫০	১১৫০-১১৯৯	...	১৯	...	...
ফেরো	...	৯০,০০,০০০	১,০০,১৯,০১৯	১০০৯	৯৯	৫৫৯	...	...	...	৫৯৯-৫১১	১০০৯
ব্যাংক	...	৯০,০০,০০০	১৯,১৯,৯১১	১০৯	১/০(৫)	৭৫৯	...	...	৯.০-১১০	৭১০	...
ব্যাটারি	...	১১,০০,০০০	১০,৯১,০১১	১০৯	...	৫৫৯	...	...	...	...	১৯০৯
বেঙ্গল	...	১৫,০০,০০০	৫,১৫,০০০	১০৯	১০	৫৫৯	...	...	...	...	...
বরিশাল	...	৯,০০,০০০	১,৯১,৯৭৯	১০৯	১০	৫৫৯	...	...	৫৯০৯	...	...
বিদ্যুৎ	...	১,৯০,০০০	৫,৯১,৯৫৯	৯৯	১১/০	৫৫৯	...	...	৯৯০৯-৯৫৯	...	...
বাটা আমদানী	...	১১,০০,০০০	৫,০০,০০০	১০	১৯	৫৫৯	...	...	...	১৯০০	...
বেঙ্গল ফিনিক্স	...	১০,০০,০০০	... ...	১০	...	৭৫৯	...	৯৯৯০-৯৯৯	৮	৭৯৯০	৭০০৯
কাপড়/সুতা কল											
এশিয়া	...	১১,০০,০০০	৫৯,৯৫,০০০		১৯০	৫৫৯	৭০৯	৫৫৯০-৯৯৯	...	১১৫৯০	...
করমপুর টেক্সটাইল	...	১০,০০,০০০	১১,০০,০০০	১১০	১/০	৫৫৯	৯৯৯০-১৯৯০	১০৯৯	৯৯/৯০৯৯	৯৯৯০	১০৯৯
কেশোরাম	...	১০,০০,০০০	১৫,৯১,০১১	১১০	১০(৫)	৫০১	...	...	...	১১১৯০	১৯০৯০ ১৯০৯০
টাঙ্গাবার	...	১৯,০০,০০০	১৯,১৯,১১০	১০০	৯৯	১১৫১	...	...	...	...	...
ওয়েলকো	...	৯০,৯১,৯৯০	১১,০০,৯১১	১০	১১(৫)	১১৯৯	...	...	...	...	...
ঢাকাটেক্স	...	৯,০০,০০০	১৯,১৯,১১৯	১০০	৯৯	১১৫১	...	...	...	৫৫৯৯	...
বাসরী	...	১০,০০,০০০	১,৯৫,১৯৯	১০	১০(৫)	১১৫৯	...	...	...	...	...
বিক্রয়	...	১০,০০,০০০	৯৯,৯০,০১১	১০	১১(৫)	১১৫৭	...	...	...	...	...
বুইং		১১,০০,০০০	১০,১০,১১১	১০০৯	১৯(৫)	১১৫৭	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক নং	নাম	কারবারীর মূলধন (লাখ টাকা)	সদস্য ও অন্যান্য উৎসের মূলধন	প্রতি অংশের কারবারীর মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	সদস্যপদ	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	শেষ বছর লাভ
	---	১০,০০,০০০	৩৫,২১,০০০	১০০	১০	১৮৯	৩৪১	---	---	---	---	---
	---	১০,০০,০০০	৩৫,২১,৫৮০	১০০	১১৮	১৮১	৪১৭	---	---	---	---	---
	---	৭৫,৬০,০০০	৩৩,৬৪,৪২১	১২৫	৯৫৩	৩৪১	১৪৭	১৪৭	১৪৭	১৪৭	১৪৭	---
১	---	৩৩,০০,০০০	৩৩,৭৯,০০০	১০০	১১০	১৭১	---	১৯১-২৯৭	১৮৭	১৯৭-২৩৭	---	---
ইন্দি	---	৪৯,১৮,৭০০	৭৯,১৩,০০০	১০০	৫১	৩৪১	৩৫৫	---	৪৯১-৫১৭	৩৩৭	---	---
ট	---	১,৯০,০০০	১৯,৪০,০০০	১	৯	১৪১	---	---	---	---	---	৯১
ই	---	৪৪,০০,০০০	৭১,৩৪,৯০	১০০	১১৯	১৯৪৭	---	১৯৫-১৭৫	১৭৫	৩৩৭	৩৪৩	---
	---	৩০,৩৩,০০০	৩০,৭১,০০০	১০০	১৭১	১৯৪৭	৫১৩-৫৩১	---	৩৭০-৩৪৭	---	৩৫৩	---
	---	৬০,৩৩,০০০	৬১,৩৯,২৪০	১০০	১৭১	১৯৬	---	---	৯৩১	---	---	---
	---	১২,৩৩,০০০	৭১,৩১,০০০	১০০	১৯৯	১৯৪৭	৩৯৭	---	---	---	---	---
ন্দ্র	---	১,০০,০০০	১৮,৩৯,৩৪০	১০০	১৩	১১৪৭	---	---	---	---	---	১৭১
	---	১,৭১,০০০	১৯,৩৩,০০০	১০	৯৯০	১৪৭	১৯৯০	১৮৩৩	---	---	---	---
	---	১৯,৩৩,০০০	১৯,৭১,৯০০	১০	৯৯	১৪৭	৩৭১	---	---	---	---	---
১	---	৯০,৯৭,০০০	৬৫,৭১,০১৯	৩০০	৯৯১ (খ)	১২৪৭	---	---	---	---	---	১৪৩৭
	---	১৭,৩০,০০০	৩৫,৩৯,৯১০	১০০	৯৯	৩৫১	---	---	---	---	---	৩৩০
	---	৮৮,৩৯,১৭০	১৯,০৩,৫১০	৩০০	১১৩	৩৪৭	---	৪১৯	৩৯৭	১১৭	---	---
	---	৪৯,১৯,৯৯০	১,০৯,৯৯,৫৩০	১০০	৯	৩৪৭	১১৫৭০	---	১১৯	---	১১৮৭০	---
	---	১৯,৩০,০০০	১১,০১,১১১	১০০	৯৯	১১৪৭	---	---	---	---	১৯১	---
	---	৯৩,১৯,০৭০	৯৩,৩০,৩৪৯	৪০	১	১৪৭	৮৭	৪১-৪১৩	---	---	৯১-৯৯	---
	---	১৩,০০,০০০	৩৫,৯৯,১৯৯	১০০	১৯	৯৪৩	---	---	---	---	---	৩১
	---	৩৯,৯০,০৭০	১৯,১১,৩৯৯	১০	১	১৭৪৭	১১৯০-১১৯০	১১৭০	১১৫৩-৩০০	৩৩	---	---
	---	১১,০০,০৭০	৩,১৫,০০০	৪	৯০	১১৪৭	৭	১৭	১৭-১৯০	১৭-১৯০	১৯০-১	---
ন্যাশ	---	১৯,০৩,০০০	১৯,৯৯,৫৯৯	১০০	৯৯	৯৪৭	---	৩৩১	---	---	---	---
ন্	---	১১,০০,৩৯০	১,৭৯১৯,১৯০	১০০	১৯	৯৪৭	---	৩৩০	---	---	৫৯১	---
	---	৯,১৯,০০০ পা	৩,৩১,০৩০ পা	৩পা	৭পিছ(খ) (খ)	৩৪৩	৩৩১-৩৩৯	৩৩৯-৩৩৭	৩৩৯-৩৩৭	৩৩১-৩৩৩	৩৩১-৩৩৯	---
	---	১৯,৩৩,০৩০	৩৯,৩৭,৩৩৯	১০০	১০০	৯৪৭	---	---	---	---	৩৩১	---
	---	৩৩,৯১,০৩০	১৯,৩৯,৯৯১	১০	১(খ)	৩৪৭	---	---	---	---	---	১১৩
	---	১৯,১০,০০	৯৯,১১,৫৩০	১০	১১০	৯৪৭	৩৩৯০ (ঘ. ব)	---	৩৩১/৩-৩৩	---	---	---
	---	১৯,৩৩,০৩৭	১৯,১৯,১১৯	১০০	৯	৩৪৭	---	---	---	---	---	৩৩১
	---	১৭,৯০,০০০	১৯,৩০,০০০	১০০	৯	৯৪৭	---	---	---	---	---	৩৩৯
	---	১৯,১৯,০৩৩	১,৭৯,১৯,৩৯১	১০	১১০	৩৪৭	৩৩১/০	৩৩৯-৩৩০ (ঘ. ব)	৩৩৯/০ (ঘ. ব)	৩৩৯/৩-৩৩৯/০	৩৩৯-৩৩৯	---
	---	৯,১৭,০৩০	৩৯,৯৯,১৯০	১০	১১ (খ)	৩৪৩	---	---	---	---	---	৩৩১/০
	---	৩০,৯০,০০০	১৯,৩৯,৫৯০	১০০	১১০	৩৪৩	---	---	---	---	---	৩৩০
	---	৯১,৩৩,০৩০	১৯,০০,০০০	১০০	১৯	৩৪৭	---	---	---	---	---	---
	---	১০,৩৩,০০০	৯,৯০,০০০	১০	১৩৯০	৩৪৩	---	---	---	---	১৯	---

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		বাজারীকৃত মূলধন (লাখে)	ঋণের ও অগ্রাধিকার ইত্যাদি	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	লভ্যাংশ	সংখ্যা	বাজার দর					
							১১/১/৯৯	১৪/১/৯৯	১৭/১/৯৯	১৯/১/৯৯	১১/১/৯৯	যে
চা-বাগান												
ফেলিসাগড়	...	১,০১,০০০	৮,৯৮,১৭১৲	১০০	৬৯৲(ব)	১২/৯৯	---	...	...	...	---	
বেলাই ও পার্শ্ববিত্তি	...	৬,৯০,০০০	৫,৯৮,১৪০৲	১০০	১৫৲(ব)	১১/৯৫	---	...	৪৫৫৲	...	...	
১৪ ঘন্টা	...	১,৯০,০০০	৫,৫১,১০৯৲	১০	৯৮০ (ব)	১২/৯৯	---	...	---	...	...	
সাজানকান্দ	...	১১,৯৮,০০০	৯৯,৯১,১৫১৲	১০০	৯৯৲(ব)	১২/৯৯	---	...	---	...	...	
বড়দীঘি	...	৫,৯৩,০৫০	৬,৯৩,৫১৩৲	১০	৭৲(ব)	৬৫৫	৪৯৲	৪৯৲	---	...	...	
বালাগড়ী	...	৫,৯০,০০০	১১,৯০,০০০৲	১০০	১০০৲(ব)	১২/৯৯	---	...	...	...	...	
বিজয়	...	১৯,৯৯,০০০	৮,১৯,০০০৲	১০	৬১৫(ব)	১২/৯৯	---	...	...	৫৯৲-৫৯৯০	...	
বেলবাড়ি	...	১,১১,০০০	১,১৯,১৫৯৲	১০	১৯৲(ব)	১২/৯৯	---	...	...	...	...	
ঝাড়বেড়া	...	১,৯৯,০০০	৬,৯৯,১৯০৲	১০	১৯০(ব)	১১/৯৯	---	...	...	...	...	
মেঘুয়াল ভাবাল	—	১০,০০,০০০	৬,৫১,১৫৬৲	১০০	৭৯০(ব)	১১/১২	---	...	...	...	---	
সাগর	...	১,৯৯,০০০	১,৬১,৯১১৲	১০	১৯৫(ব)	১২/১৯	---	...	...	...	...	
মোলাই বিজয়	...	৯,৫৭,০০০	৯,১১,১৫০৲	১০	৮০(ব)	১১/১৬	---	...	...	...	...	
ওয়াগাড়া	...	১,৫৯,০০০	১১,১১,৯৯৯৲	১০০	৯৯৲(ব)	১১/১৯	---	...	...	...	...	
ছালিমা	...	১৯,৯৮,০০০	৪১,৫১,১১১৲	১০	১৯৲(ব)	১২/১৯	---	...	...	১৯০৲	...	
চিনির কল												
ইউ.পি	...	১৯,৯৯,০০০	১৫,৯৯,১১৯৲	১০	...	৯/১৯	---	...	...	...	১৯০০	
ন্যাক	...	৫১,৯৯,০০০	১১,১৯,৯৯১৲	১০	...	৬/১১	১৯৲১০	১৯৲৯	...	৯৯৲৯ ৯৯৲৯	৯৯৲৯-১০/৯	
ন্যাশনাল	...	১৯,৯৯,০৭৩	১৯,৫১,১৫১৲	১০	১৯৫(ব)	৬/১১	---	...	...	৫১৲-৫১৫/৯	৫১৫৯	
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	...	৯,১৯,৫১৫	১১.১১,১৯০৲	১	১৯০(ব)	৬/১১	---	...	...	...	...	
প্রতাপপুর	...	৯,৯৯,০০০	৬,১৯,১৯০৲	১০	...	১৯/১১	---	...	...	...	...	
ভাগড়	...	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯৯৲	১০	১৲(ব)	৬/১৭	---	...	...	...	...	
রামনগর	...	১৯,৯৯,১৯০	৪,১৯,৯৯৯৲	১০	১৲ (ব)	৮/১৯	---	...	১৯৫৯	...	...	
রায়াব	...	৯,৯৯,৬৯৯	১৯,৯৯,৯৯৲	১০	১৫০(ব)	৬/১১	---	...	...	...	...	
সর্দিপুর	...	১১,১১,৬৯০	১,১১,১৯৯৲	১০	৮০ (ব)	১২/১৯	---	...	...	...	...	
ব্যাঙ্ক												
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল		১,৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,৯৯৲	১০ (ব)	১১০	১১/১১	---	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	...	...	
তৃতীয় ইউনিয়ন	...	১৯,৯৯,৯৯৯,৫ ৫৯,১৯,৯৯৭৲	১৯,৯৯,৯৯৲	১০৲	১৯০(ব)	৬/১৯	---	...	---	...	...	
তৃতীয় ন্যাশনাল	...	৯৯,১১,১৯৯৲	৯৯,৯৯,৯৯৲	৳১০ (ব)	১৯৲	...	---	...	---	...	...	
পাঞ্জাব ন্যাশনাল	...	১১,৯৯,১১১৲	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১০০৲	৯৲	১১/১৯	---	...	---	...	...	
সিটিজ ব্যাঙ্ক	...	১,৯৯,৯৯,০০০৲	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১০০৲	৪৲ (ব)	৬/১৯	১৯১৲-১৯১৯	১৯৯৲	...	১৯১৲-১৯৮৲	...	
ষ্টেট মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক		১১,৯৯,১৯১৲	১১,৯৯,০০০৲	১০৲	১.৯০(ব)	১২/১৯	১১.৯০-১১.৯৫	...	...	১৯৯/৯-১৯০.১০	...	
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	১,১৯,৯৯,০০০৲	১,৯১৫,৯১৯৲	৯০৲ (ব)	৯১০	১১/১৯	১১১.১০	১১১.১০	১১১৲	১১১৲	১১১৲	
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	...	১,৯৯,৯৯,০০০৲	১,১৯,১১,১৯৯৲	১০৲ (ব)	৯৲ (ব)	১১/১৯	---	...	...	...	...	
হিন্দ ব্যাঙ্ক	...	---	১১,৯৯,০০০	১০৲ (ব)	...	১১/১৯	...	...	...	...	...	
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল	...	১,১৯,৯৯,০০০	৫,৯৯,০০০৲	১০৲	১৲ (ব)	১১/১৯	১১৲	১১৲-১৫৲	...	১৯৲-৯৯৲	১৭৲	
মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৬,১১,১১,০০০৲	৯,৯৯,১৯,১৯৲	১১৲	৯৲	১১/১৯	৮৫৯০	৮৭৯০	৮৮৯০	৮৯০০	৮৯১০	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ												
							১৯০৲	—	...	...	...	

মোঃ প্রতিস্থাপন

বিবরণ												
রক্তচাপ												

যোজনা
নূতন ৩ মেরামতি
কেন্দ্রিয় সরকার মুখপত্র

আর্থিক ভারত

যোজনা
নূতন ৩ মেরামতি
কেন্দ্রিয় সরকার মুখপত্র

১৪ বর্ষ ২৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১১ই জৈষ্ঠ, ১৩৫৫ [২রা জুন, ১৯৪৮] [৩ পয়সা

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
লভ্যাংশ	৫৭১
প্রাসঙ্গিক	৫৭২
ভারত রাষ্ট্রক্ষেত্রের অর্থনীতি	৫৭২
শিল্প	৫৭৬
সাময়িকী	৫৭৮
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি	৫৭৯
সমবায়	৫৮১
বাজারের কথা	৫৮৩
শস্যক্ষেত্রের বাজার	৫৮৬
অর্থনৈতিক	৫৮৮
বৈদেশিক	৫৯০

লভ্যাংশ

শিল্পজাতদ্রব্য লাভের অংশ শ্রমিকদেরও দিতে হইবে, তথা হিয়াছে। ইহাতেই নাকি শ্রমিক অসন্তোষ দূরীভূত হইবে উৎপাদন মস্যার সমাধান হইবে এবং দেশের মূলধনীর্তি দ্রুত পাওয়ার ফলে ধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হইবে। শ্রমিকদিগকে লাভের অংশ-দানের বন্দোবস্তের কথা এখন কিছু নূতন করা নহে। পাশ্চাত্য ণ্ডে বহু ক্ষেত্রে ইহার পূর্বেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং র্থত্রই সমান বিফলতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু াশ্চাত্য জগতের পরিত্যক্ত চিন্তাধারাকে কিরূপ আধুনিকতম চিন্তাপদ্ধতি লিয়া আমাদের দেশে চালাইবার যে চিরপরিচিত রীতি প্রচলিত াছে, সম্ভবত সেই রীতির ফলেই ইউরোপ আমেরিকা বহু পরীক্ষার র যাহা অচল বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং ত্যাগ রিয়াছে, সগর্বে দুই হাত বাড়াইয়া আমরা তাহাকে গ্রহণ রার উদ্যোগ করিতেছি। দেখিয়া শেখার মত বুদ্ধি আমাদের হয় ই, আমরা যদি কিছু শিখি তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিব এবং হাও শিখিবার মত সংসাহস আমাদের ভারতীয় সরকারের হইবে না সন্দেহ। অতএব শিল্পজগতে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের অক্ষম ং অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগের জন্য ভারতবর্ষের হায় জনসাধারণকে আর একবার প্রস্তুত হইতে হইবে।

—শ্রমিকদিগকে মুনাফার অংশ প্রদান করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের হকর্মীর মধ্যে সর্বাধিক জোলাহল করিয়াছেন শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম। ত সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে তিনি বিস্ময়কর লতার সহিত যে সকল প্রকাশ্য উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে ত সরকারের শিল্পনীতিবিষয়ক কর্তব্যনির্ধারণের কঠিন কাজকে নেতর করিয়া তুলিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভারত সরকার াদের শ্রমমন্ত্রীর এইসব দায়িত্বহীন উক্তির ফলে যে বেশ কিছুটা অসু-বিধায় পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন বলিয়াছেন এবং বিভিন্ন সভায় আরও গরম গরম এরূপ সব অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন, যাহাতে আমাদের পক্ষে এই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভবপর যে ভারত সরকারের অন্তরস্থলের মধ্যে সাধারণের আর অন্য নাই। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও মানুষ শ্রীযুক্ত জগজীবন রামের নানাবিধ ভাবাবেগের পরেও শ্রমিকদিগকে মুনাফার অংশ প্রদান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক লিখিত পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে বলে বলা হইতেছে, ইহাই আমাদের একমাত্র আশার কথা।

বর্তমান ক্ষেত্রে মুনাফার অংশ বলিতে যাহা বুঝান হইতেছে তাহা হ শ্রমিকদিগের নির্দিষ্ট হারে বেতনক্রমের পরবর্তী অতিরিক্ত মুনাফা। আ উহার ফলে শ্রমিকরা তাহাদের মাসিক অথবা সাপ্তাহিক বেতন পাইবেই, তদতিরিক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৎসরশেষে লাভের এক পূর্বনির্দিষ্ট অংশেও তাহাদের সম্মিলিত অধিকার জন্মিবে। এ লাভের অংশ নানাভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে, নগদ টাকা প্রদানের দ্বারা, ভবিষ্যৎসংস্থান তহবিল (Provident Fund) সৃষ্টির দ্বা বার্ষিক বৃত্তিপ্রদানের বন্দোবস্তের দ্বারা, অথবা প্রতিষ্ঠানের অং বিতরণের দ্বারা। এই প্রথার বহুকথিত বহু-পরীক্ষিত অসুবিধা আছে প্রথমত, প্রতিষ্ঠানের মালিকশ্রেণীদের অত্যন্ত ঈশ্বরভীরুপের সাধুপ্রকৃতি হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই প্রথা প্রচলন করা সময়ে ধরিয়া লইতে হয় যে, সাধারণ শ্রমিক তাহার কর্তব্যকার্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতেছে না এবং এই প্রথার ফলে তাহাদের দক্ষতা কর্তব্য পালনের বিনিময়ে তাহারা যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে, একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী কার্যকরী নির্দেশদানের ক্ষমতা অথবা বুদ্ধি ও সচেতনতা প্রত্যেক শ্রমিকেরই আছে। তৃতীয়ত ধরিয়া লইতে হইবে যে সকল শ্রেণীর সকল আয়তনের প্রতিষ্ঠানেরই পক্ষে সমভাবে মুনাফা অর্জন সম্ভব। চতুর্থত, এই প্রথার প্রবর্তনের ফলে বেতনের হারে একটি নূতন গোলযোগের সূত্র যোগ করা হইবে

তা কিছুদিন পরে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে মুনাফার হার সাধারণ ও অস্থায়ী হইয়া যায় এবং তখন তাহার কার্যকরিতার পুনরায় ঘটে। সে তখন নূতন করিয়া "আকাশের চাঁদ" চাহিতে ও করে। ফলে মনস্ত প্রত্যেকটি চাহিয়া পাওয়ার জন্য আবার হইতে আসল আলোড়ন সুরু করিতে হয়।

শ্রমিকদিগকে মুনাফা বণ্টনের সম্পর্কে যে সকল যুক্তি সাধারণত হইয়া থাকে, তাহা হইল, শ্রমিকরা পরিশ্রম করিয়া যে সম্পদ সৃষ্টি করে তাহার মুনাফায় তাহাদের অংশ থাকা উচিত। তাহারা প্রকাশের দ্বারা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হইতে থাকে এবং শ্রমিক মনে করে যে তাহার নিজের কার্য-ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, নিজের মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রম করিতেছে, ফলে তাহার পরিশ্রম সংশোধিত হয়, মালিক-শ্রমিক বিরোধের মূলে তাহার ফলে মূলোচ্ছেদ হয় এবং শিল্পে সহযোগিতার শান্তি ফিরিয়া আসে। ইহা ছাড়া শ্রমিক কাঁচা মালের সদ্ব্যবহারের অধিকতর মনোযোগী হয়, মালের অপব্যবহারের সম্পর্কে সজাগ থাকে, দক্ষতার সহিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সর্বোপরি তাহাতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সততা চেষ্টা করে। কর্তৃপক্ষের সেও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সর্বতোভাবে চেষ্টার অভাব করে।

এইগুলি আদর্শ অবস্থার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাস্তব অবস্থার ইহার কোন যোগ নাই। এই কল্পনার সম্পর্কে বেশীদূর এইটুকু বলিতে পারে যে এইরূপ হইলে ভাল হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ নাই, হয় না এবং অদূরভবিষ্যতে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। মুনাফাভাগের নির্ভুলভাবে সকল করিতে হইলে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই যে অসঙ্গত ব্যবহারের ফলে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্ভব তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া মালিক যে প্রশ্ন করিতে পারেন, লাভের ভাগ না হয় দিলাম, কিন্তু লোকসানের বেলায় কি হইবে? তাহার অংশ কে গ্রহণ করিবে? না হইলে শ্রমিক সম্প্রদায় এরূপ প্রশ্ন তুলিবার জন্য এবং উহার প্রদানের জন্য মোটেই প্রস্তুত নহে।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের সময় দেশের বৃহত্তর কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ভারতবর্ষের শিশুসংখ্যা সংখ্যা প্রায় ৭০,০০,০০০। উহার সাহিত্যে ভারতের বিশাল কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ চাহিয়া আছে,—তাহাদের অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, গৃহ চাই, উন্নততর জীবনমান চাই। এই সকলের জন্য ন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দুই শ্রমিকের নীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু শ্রমিকদিগকে দুই করা ও তাহাদিগকে করা নিশ্চয়ই এক জিনিষ নয়। এইরূপ ভোজনের বিষয়ের অভিজ্ঞতা গত কয়েক বৎসরে বহুবার দেখা গিয়াছে। ী শ্রমিকদাবীর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রানির্বাহের ব্যয় নিম্ন হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই মের স্তরকে নূতনতর দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপে পচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কেহ আজও আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শ্রমিকরা তাহাদের সমাজহীন দাবীর জনসাধারণের সহানুভূতি হারাইতে বসিয়াছে। কথায় কথায়

দুইতর স্বার্থে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষকেই স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে আন্তরিক সততা রক্ষা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সরকার উপরে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকের ত্রুটি এবং সম্বন্ধে শ্রমিকের ন্যায় প্রদর্শনকে সম্মানের অন্যায় করিয়া কঠোর হস্তে উভয় পক্ষকেই আয়ত্তে রাখিবেন এবং কর্মবিরোধের মীমাংসা ও মতপ্রভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকিবেন।—এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজনীয় হইবে না। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিবর্গ ও দায়িত্বশীল কর্মচারিবর্গ যদি আর একটু কম কথা বলেন এবং হাতের নিজস্ব নানাবিধ উৎকট মতামত বন্ধ করিয়া ভারত সরকারকে সম্মিলিতভাবে বিশ্বে না ফেলেন, তাহা হইলে ভালো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু মহাশয়েরই যদিবার সম্বন্ধের মধ্যে নিজস্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা নয়, সেইজন্যই সম্ভবত তিনি যদি অপর সাধারণের কম কথা বলিতে বলেন তাহা হইলে সেটা একটু অস্বাভাবিক শুনায়, কিন্তু তবুও তাঁহার পক্ষেই তাঁহার সহকর্মীদের বাক্‌সংযত রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

—মুনাফাভাগের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নিহিত নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, ইহার দ্বারা যে আশাতীত উৎপাদন বৃদ্ধি করানো সম্ভব হইবে, অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিয়া আমাদের তাহা মনে হয় না।—মুনাফা বৎসরান্তে একবার পাওয়া যায়, সাধারণ শ্রমিক এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিত পরিমাণ লাভের সম্ভাবনায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ করে না। কাজেই মুনাফার পরিবর্তে যদি প্রতি-শ্রমিকের কাজের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া বৎসরের মধ্যে কয়েকবার উৎপাদন পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়, তাহা হইলে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইতে পারে। এই উপায়ে সৎ ও অসৎ এবং পরিশ্রমী ও অলস কর্মীর মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যাইতে পারে, মুনাফাভাগের ন্যায় ভালোমন্দনির্বিশেষে সকল শ্রমিককেই একই শ্রেণীভুক্ত করার ন্যায় অসঙ্গত আয়োজন করিতে হয় না।

গত ১০০ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশে অন্ততপক্ষে ১২০০ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদিগকে মুনাফার অংশপ্রদানের সাহায্যে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়াস করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অধিকাংশকেই আশাতীত ফলাভাবের অভাবে কিছুকাল পরেই এই প্রথা বর্জন করিতে হইয়াছে। একথা স্মরণ রাখিলে আমাদের উপরিউক্ত মতামতের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

—আর একটা কথা। মালিক-শ্রমিক মুনাফাভাগের বিষয়ে বারংবার বলা হইতেছে যে, উভয় পক্ষই তাহাদের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলভোগ করিবার অধিকারী হইবে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন প্রদানের, নিয়োজিত মূলধনের ন্যায়সঙ্গত লাভ গ্রহণের এবং প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য ন্যায্য সকল তহবিল বজায় রাখিবার পরে মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষ তাহাদের এই অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এখন এই "ন্যায্য" ও "ন্যায়সঙ্গত" কথা দুইটির মধ্যেই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ বিবাদ বিসংবাদের বীজ সংগুপ্ত রহিয়া গেছে। মালিকের "ন্যায্য" ও শ্রমিকের "ন্যায্য" এক বস্তু নহে,—এবিষয়ে তর্কযুক্তির কোনদিন শেষ হইবে না এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কলহ বিবাদেরও অন্ত থাকিবে না। অতএব যে বিরোধ মিটাইবার জন্য এত আয়োজন, শেষ পর্যন্ত সেই বিরোধেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।—পরিশেষে, মালিক সম্প্রদায়ের একটি কারসাজীর উল্লেখ করিতে পারি। আজকালকার দিনের যৌথ-প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র জটিল জিনিষ, কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহার হেরফের করা তাই বলিয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। প্রতিষ্ঠান-

প্রাসঙ্গিক

নূতন আলোচনা

ভারতের অর্থনীতির ঐতিহ্য বহুদূর হইতে আসিতেছে। প্রতিনিধিত্ব লইয়া ভারতের ঋণদান পাওনা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দুইবার দেনাপাওনা করিবার জন্য যে উপস্থিত হইয়াছেন ভারতের প্রতিনিধিদের ও ব্রিটিশ সরকারের প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী নানা আলোচনা ও বৈঠক হইবে। এই সেদের ফলাফলের উপর ভারতের অর্থনীতিক ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভারতের মোট পাওনার পরিমাণ হইবে প্রায় ১৮০ কোটি পাউণ্ড। তাহার মধ্য হইতে ভারতকে যেসব বিষয় বাদসাদি ব্রিটেন দাবিয়া বসিয়াছে তাহার টাকা ভারতের হিসাবে হইবে প্রায় ৩ কোটি পাউণ্ড, আর ভারতের পূর্বতন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেনসন প্রভৃতি বাবদ প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্রিটেন ভারতের কেটে পাইবে। এখন ব্রিটেনের এই সব পাওনা বাদে ভারতের কাছে ব্রিটেনের যে পাওনা তাহা মিটাইতে ভারতের পরিমাণ অনেক।

কি করিয়া ভারতের এই বিপুল ঋণ শোধ করিবে সেই ভাবনার ইতিহাসের সূত্রপাতের পাত্র নাই। তবে কাজ সহজ করিবার জন্য সুদ কমাইয়া ও আসল কিছু কিছু করিয়া শোধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, যে আয়ব্যয়ের কথা সম্প্রতি হইয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সব দিক বিবেচনা করিলে ঋণের পাওনাদারের ব্যাপারে ব্রিটেনের প্রতি আমাদের কোন ক্ষোভ উদ্রেক হওয়া প্রথমে সম্ভব নয়। তবুও ভারতের সম্বন্ধে স্বাভাবিক সৌজন্যসত্ত্বেও ব্রিটেনকে অনেক সময় ঠকাইয়াছে এবং ইতিপূর্বে যেসব আপোষের চুক্তি হইয়াছে তাহাকে নিজের অনুকূলে করিয়াও ভারত সরকার ব্রটেনকে অনেক সুবিধা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এবারে যে সম্মেলন হইতেছে তাহাতে ভারতের যাহা আর বাকি রহিয়া গেল তাহা যেন আর না হয় এবং ব্রিটেনও যেন সেরূপ কোন দাবী উত্থাপন না করে ইহাই দেখিবার বিষয়। প্রচুর রক্তের ও প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত ভারতবর্ষের যে অর্থ ব্রিটেনের রাজকোষে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা হইতে এক কপর্দকও যেন ভারতকে বঞ্চিত করা না হয় সেদিকে ভারতের প্রতিনিধিদিগের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সম্প্রতি ব্রিটেনে অনেকের মনে হইয়াছে যে, যত যুদ্ধের সমস্ত ব্রিটেন বহন করিয়াছে এবং তাহাদের এত প্রচুর অর্থ দিবার সামর্থ্য নাই।

অনেকেই খোলাখুলি এই টাকা ভারতের ঋণ বলিয়া দাবী করিতেছে ব্রিটেনে এই উদ্দেশ্যে আন্দোলনও হইতেছে। তদুপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আজকাল অনেকে ভারতের এই পাওনা আদায়ের জন্য উপায়ন করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই আন্দোলনের কারণ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যুদ্ধের ব্রিটেনকে যে সাহায্য করিতে হইয়াছে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সেইজন্য যুদ্ধান্তে যেসব চালান ব্রিটেনকে দেওয়া হইয়াছে তাহা যেন ইহার জন্য পরিশোধান্তে পরিণত না হয় তাহার জন্য ব্রিটেনকে যে পূর্ব হইতে সর্ত দিয়া রাখিয়াছিল। তবে তাহাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ব্রিটেন কিছু অর্থ ভারতকে দিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে এমন কিছু দিবার জোর তাহার নাই যে ব্রিটেন তাহাদের দেনা শোধ করিতে অক্ষম। ব্রিটেন যদ্রপ্রকারে তাহাদের এই পাওনা শোধ করিতে পারে। তাহাদের নিজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ধন, বিদেশ করিতে যাহাদি, তাহার সরকারের এখন প্রয়োজন। ব্রিটেন ঐসব যাহাদি দরখাস্ত করিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে পারে। তাহাতে যে সব ব্রিটিশ কারবারী প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও এই পাওনার কিয়দংশ ব্রিটেন শোধ করিতে পারে। তাহারা তাহাদের এখন প্রচুর লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার —ব্রিটেনের লৌহ-শিল্প প্রচণ্ডভাবে উৎপাদন বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ঐ বাড়তি অংশ যদি প্রতি বৎসর কিছু আদায় তাহাদের দেনাই করা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের অনেক করিয়া আসে এবং তাহাতে ভারতের উপকারও হয়। ব্রিটেনের দরিদ্র থাকিলে পাওনা দিবার উপায়ের অভাব হইবে না, কারণ তাহার এখনও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। ব্রিটেনের অন্যান্য পাওনাদার, যেমন আর্জেন্টিনা ও পারস্য, তাহাদের প্রাপ্য পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়াছে, কিন্তু ভারতের ব্যাপারে নানা প্রকার ছুতা ও উপলক্ষ্য বাহির করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বাস ভঙ্গের নিদর্শন।

প্রীযুক্ত সুভাষ বোস সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে ভারতের পাওনা আদায়ের কোন প্রশ্নই উঠে না, তাহা ভারতের পাওনা বন্ধ করার পক্ষাবলম্বন নহে। ভারতীয় বিভাগ যাহা যাহা অস্ত্র ইংলাণ্ডে রহিয়া সরকার আসলে হিসাব করা রহিয়াছে। সেইজন্য যুদ্ধের বেলাতে যাহিল হয় না তখন হয় এই আসলের সেইরূপ কিছু সম্ভব নহে। বিভাগ যাহা সম্প্রদায়ে ইচ্ছা করিলেই যাহা অস্ত্র ইংলাণ্ড হইতে তাহার সঞ্চিত হিসাব তুলিতে পারে, যাহা অস্ত্র ইংলাণ্ড তাহাকে আপত্তি করিতে পারে না। প্রীযুক্ত সুভাষের এই উক্তিতে ব্রিটেনের অনেকে নাকি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি ভারতের নাই, কাজেই আমরা পাওনা হইতে যে এক কপর্দকও কমাইতে ভারতকে বাধ্য হইতে হয় এরূপ বিবেচনা করিয়াই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাহাদের ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত।

বিহারে জমিদারী প্রথা লোপ

অথবা হইতে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টার পর বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য আইন পাসের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া জমিদারী প্রথা লোপ করিবার উদ্যোগ আইন পাস করিয়াছেন।

১৯৩৩ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসমন্ত্রিসভা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে যে চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ প্রায় পাঁচবৎসর পরে তাহাদের একটি প্রস্তাবে তাহার অবসান ঘটিল। অবশ্য প্রস্তাবগুলিও অযৌক্তিক ঐ সব প্রস্তাব করিবে এবং এতবৎসরের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারে এই ব্যবস্থার মেরু ডিস্টর্টেড বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

জমিদারী প্রথার মূলনীতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থার সমর্থনে কাহারো অযৌক্তিক ছাড়া আর যে বিশেষ কোন অস্ত্র তাহার প্রমাণ নাই। ফাউ কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের কৃষি রাজস্ব সম্পর্কে ও ভারতের কৃষি ব্যবস্থার ইতিহাস করে যে সব অনুসন্ধান বা গবেষণাদি করিয়াছে, তাহারা সকলে একবাক্যে এই প্রথা বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন এবং ভারতের প্রগতিশীল জননায়ক পুরোধার এই প্রথার উচ্ছেদ কামনা করিয়াছে কিন্তু কিভাবে ও কি সর্তে যে জমিদারী লোপ করা যাইবে সেই সম্পর্কে অনেকগুলি মতভেদ দেখা দিয়াছিল। কাহারও মতে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, আর কাহারও মতে জমিদার আজিম হইতে জমিদারী লোপ করিবার সময় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ সঙ্গে করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সেই বিষয়ে অবসান ঘটিয়াছে এবং কত প্রদেশই কি কি সর্তে কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় সেই বিষয় বিবেচনা করিতেছে।

বিহার সরকার স্থির করিয়াছেন যে, জমিদারী হস্তান্তর ক্ষতিপূরণের টাকা ৩০ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের বদলে জমিদারীর আয়ের আর অনুপাতে কৃষি হইতে নিষ্কর খাজনা বাবদ ১৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং ৩০ বৎসর পরে সরকার ঐ টাকা শোধ দিবেন।

বিহার সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেমন জমিদারের স্বার্থের, সাধারণের এবং সমস্ত দিক বিচার করিতে গেলে এই ব্যবস্থা জমিদার ও সব উপরে পক্ষেই লাভজনক হইয়াছে। সমস্যা ক্ষতিপূরণের এই আসল অন্তরায় প্রদেশও হইল এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রতিপ্রতি রক্ষিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে বিহারের জমিদার ঘনি ও খনি মালিকের অধিকার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, বিশেষভাবে বিবেচ্য। এইগুলি সম্পূর্ণভাবে কে আইনবিদ দ্বারা প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকার বন্ধুভাবে এখানে অবাঞ্ছিত ও অসমীচীন। সরকারের পক্ষে অধিকাংশ এইবিষয়ে সুস্পষ্ট ম

ভারত ব্যবচ্ছেদের অর্থনীতি

(প্রাপ্ত)

। অংক কষিতে। যারা একদিন আমাদের দুঃখে অংশভাগ ছিল, আজ তারাই ভাগিয়াছে। দেশের বুকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং তার ফলে সুদূরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেওয়া বিচারের ফলে উভয় রাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে প্রবন্ধে সেই বিষয়েই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

ভারত হইতে পশ্চিম পাকিস্তান, উভয় পশ্চিম বেঙ্গল, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১,৭৯,০০০ বর্গ মাইল এবং ইহাই ভেঙ্গে লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৪৬,১০০ বর্গ মাইল।

পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ১১৮ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা ৪১৮ লক্ষ। এবং এই ভারত-বিভাগ এবং পাকিস্তানের বিভাগের ফলে অধিকাংশ ভারতের সমস্যার অধিক পরিমাণ ১৮৭১ অংশ এবং হিন্দুর ১৮৭৪ অংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। তাই মুসলমানের আয়তন এবং লোক সংখ্যার অস্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন অবিভক্ত ভারতের ১৮০ কোটি অনাবাদী জমির মধ্যে ১৩০ লক্ষ একর পাকিস্তানে পড়িয়াছে. অবিভক্ত ভারতের যে জমিতে বেশের ব্যবহৃত ছিল তাহার ৩১৮১ ভাগের পাকিস্তানে পড়িয়াছে।

৮৪১ সালের অবিভক্ত ভারতের হিসাব ধরিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানে যথাক্রমে নিম্নরূপ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল :—

	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্তান
..	৩১.....	৩৩
	৮৩.....	৩৪
....	১১.....	৩
	৮৮.....	১১
	১১.....	৩
	৮১.....	১১

১৮৪ সালের (অবিভক্ত ভারতের) হিসাবে পাকিস্তানে মোট ২৪০ লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৪ লক্ষ টন। যে ফলের স্বাভাবিক ফলন ফলে সেই হিসাবে ২,০০,০০০ টন চাউল উৎপন্ন হওয়া জমিতে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাভাবিক বৎসরে ৪,৩০,০০০ টন উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে ১,৫০,০০০ টন রপ্তানী-যোগ্য থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯-৫০ হিসাবে মোট উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ৭১ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বাৎসরিক ১,৫০,০০০ টন ছোলা রপ্তানী করা হইয়া থাকে। পাট, তেলবীজ, তামাক প্রভৃতি পাকিস্তানে অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজের দিক দিয়াও পাকিস্তানের অবস্থা উন্নত নহে। ১৯৪৬-৪৭ সালের অবিভক্ত ভারতের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বর্তমান পাকিস্তানে উক্ত বৎসর ১৭৮৭,১০০ একর জমিতে চাষ করার ফলে ১১,৫৫,০০০ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তৈলবীজের দিক দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। চীনা বাদাম উৎপাদন বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়।

১৯৪৮-৪৯ সালের (অবিভক্ত ভারতের) হিসাব হইতে দেখা যায় ভারতবর্ষের ১৮,৮০,০০০ একর জমিতে তুলা পাকিস্তানে ১৩,৫৮,৮০০০ একর জমিতে, অর্থাৎ মোট পাট চাষের শতকরা ১২.৩ অংশ জমিতে পাট চাষ করা হয়। উক্ত বৎসর উৎপন্ন কাঁচা পাটের পরিমাণ ৪০,৭৬,০০০ গাঁইট (১ গাঁইট=৪০০ পাউণ্ড)।

১৯৪৮-৪৯ সালের অবিভক্ত ভারতের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পাকিস্তানে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ১৭ লক্ষ গাঁইট (এক গাঁইট=৪০০ পাউণ্ড)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। একমাত্র পাকিস্তানেই লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবে ৩০ কোটি এবং সিন্ধুপ্রদেশে ১৪ কোটি টাকা মূল্যের তুলা উৎপন্ন হয়।

১৯৪৪ সালের হিসাবে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে ৮৮,০০০ একর জমিতে তামাকের চাষ করা হয় এবং ৪১,১১,০০০ পাউণ্ড তা উৎপন্ন হয়।

১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে বর্তমান পাকিস্তানে ৩,৮০,৭০০ একর জমিতে তামাকের চাষ করা হয় এবং ১,৪৩,৩০০ টন তামাক উৎপন্ন হয়।

পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ ভূগর্ভে লুক্কায়িত আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পাকিস্তানে বর্তমানে কয়লার অভাব অত্যন্ত। ১৯৪৪ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং সিন্ধু প্রদেশে যথাক্রমে ১,১৫,০০০ টন ও ৭০,০০০ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্প্রতি চট্টগ্রাম এবং সেখোয়াবে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৪ সালে পাকিস্তানে ১২০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল উৎপাদন করা হয়। কাচ তৈলখনিই (Karu, in the West Punjab and Dhulian) একমাত্র উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট জেলায় তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] তৈলখনি।

কোয়েটার নৈঋত কয়লার খনি পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি ক্ষেত্রে খনিজ বালুকা পরিচিত।

* * * *

খনিজের দিক দিয়া ভারত রাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থা অনেক উন্নত। ভারত রাষ্ট্র খাদ্যে অভাব এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত অঞ্চল।

	ভারত রাষ্ট্র (শতকরা পরিমাণ)	পাকিস্তান রাষ্ট্র (উদ্বৃত্তের পরিমাণ)
চাউল	১,৭১,১৯,০০০ টন.....	১৩,৭৬,০০০ টন
গম	১১,২২,৭৮০ টন.....	১৭৮১,৮৭০ টন
চিনি	১৯৩১০০০ টন.....	১,১৭,০০০ টন

চা'র দিক দিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের খনিজাত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খনিজাত অপেক্ষা দৃঢ়তর হইলেও খনিজ সম্পদ এবং শিল্পের দিক দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান রাষ্ট্র অপেক্ষা উন্নত। পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থার সুবিধা থাকায় এবং জমির আভ্যন্তরীণ উর্বরতার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে কিন্তু এই উদ্বৃত্ত এমন কিছু নহে যাহার দ্বারা অন্য প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্যের বিনিময়ে পাকিস্তান নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

কৃষির দিক দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সন্তোষজনক না হইলেও ইহার অর্থনৈতিক কাঠামো যে পাকিস্তান অপেক্ষা দৃঢ়তর তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। ১৯৪৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে (জেমীরাজ্য বাদে) ৪৭৬ লক্ষ টাকার এবং পাকিস্তানে ১৪০ লক্ষ টাকার খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। কয়লা,লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, তামা প্রভৃতির খনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। কৃষি পাথরের প্রাচুর্যহেতু এখানে সিমেন্টের প্রাচুর্য রহিয়াছে। নানা শ্রেণীর শিল্প কারখানা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কম নহে, যথা—কাপড়ের কল, চিনির কল, ইস্পাতের কারখানা, রৈলের কল, কাগজের মোট বহ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কারখানা। এই সকল কারখানার বিষয় ভারতরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (সংখ্যা)		পাকিস্তান রাষ্ট্র (সংখ্যা)
কাপড়ের কল	৪৭০	১২০
পাটকল	(পশ্চিম বাংলায় সীমা)	৩
চিনির কল	১৪২	১১
সিমেন্টের কারখানা	১৮	৩
ঝাড়াইয়ের কারখানা	১১	২
কাগজের কল	১৮	৩

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক খনিজ উৎপাদনের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্তান রাষ্ট্র
কয়লা	১৭০ লক্ষ টন	১ লক্ষ টন
লৌহ	১৪ লক্ষ টন	•
তাম্র	৩১,০০০ " টন	•
ম্যাঙ্গানিজ	৮১১ " টন	•
ম্যাগনেসাইট	১৩,০০০ " টন	•
ক্রোমাইট	৭,১০০ " টন	২১,৬৯১ লক্ষ টন
অভ্র	১২৩,০০০ " হন্দর	•
খনিজ তৈল	৭৯০ লক্ষ গ্যালন	১৮০ লক্ষ গ্যালন

পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারখানার একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

পশ্চিম বঙ্গ	(সংখ্যা) পূর্ব পাকিস্তান (সংখ্যা)
চটকল	১১৩ •
কাপড়ের কল	৩০ ৭ হইতে ৮টি
ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা	২০০ ১৮ হইতে ১৯টি
অস্ত্রনির্মাণের কারখানা	৫ •
তৈল কল	২৪ হইতে ২৬টি ৭ হইতে ৮টি

পশ্চিম বঙ্গের কটকিলি, চুরুট, বৃহদিকার এবং জাহাজ নির্মাণ বাদে আর সবই আছে, কিন্তু তাহার বিস্তারিতের তালিকা নাই। পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাক্টর কারখানা ও চুরুটের কল, কিন্তু একেবারে বিস্তারিতের তালিকায় আছে।

১৯৬৭-৭১ সালের বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানে ২টি সাইকেল এবং ২টি কাপড়ের কল স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু বাজেটে কোন টাকা ধার্য করা হয় নাই।

এই বিভাগের পর দুই বাংলার কারখানার সংখ্যা ফ্যাক্টরীর অধিসের তালিকা অনুসারে) নিম্নে দেওয়া হইল।

	পশ্চিম বাংলা	পূর্ব বাংলা
সাইকেল রাইট ব্রাদার্সের কারখানা	৫৪	•
সাইকেল	১৭	১১
চাউল কল	৩০০ (অধিক)	৭৫
তৈল কল	৪০	১
চা বাগান	১৮৯	১৮
দেশলাইয়ের কল	৮	৪
জাহাজ কারখানা	২৪	১
পেন্সিল কল	৩১	৮

এতদ্ব্যতিরেকে পশ্চিম বঙ্গে রেশম, পাতা, কাগজ, চামড়া, রবার ইত্যাদি অন্যান্য বহু প্রকার কারখানা স্থাপনের জন্য প্রতিনিয়ত রেজিষ্টারী করা হইতেছে।

* * * *

কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য ভারত রাষ্ট্রের অবশ্য কৃষিজাত না হইলেও শিল্পপণ্যের বিনিময়ে তাহা-রাষ্ট্র কৃষিপণ্যের অভাব মিটাইতে সক্ষম হইবে কেবলমাত্র কৃষি পণ্য সস্তা করিয়া কোন দেশ গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু শিল্প পণ্য অল্পমূল্যে করিয়া প্রথম সম্ভবপর হয়। কৃষি পণ্যের তুলনায় শিল্প পণ্যের — ভারতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং দেশ সমৃদ্ধ অবস্থা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশ লাভের দিকে এগোইলেই দেখিতে পাই।

শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির উপর সরকারী আয় অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে যেন বাধা থাকিয়া যায় এবং সরকারী আয় বাড়াইবার জন্য বর্ধিত জনসাধারণের উপর নূতন নূতন কর চাপাইতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৮-৬৯ সালের রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। ইহার পূরণের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে যার ৬৮ লক্ষটাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রকার নূতন করধার্য বা করবৃদ্ধি করিবেন না স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পাকিস্তানে নূতন কর ধার্য করার এবং করহারের প্রস্তাব হইয়াছে। বর্ধিত হারে বিক্রয় কর হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। করবৃদ্ধির ফলে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা এবং চলতি আয়ের উপর করবৃদ্ধির ফলে ৪৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রত্যেকের লক্ষ্যে যে সকল বিষয়ে সুবিধাজনক ছাড় দেওয়া হইত তাহা বাতিল করিয়া দিয়া ঐ খাতে অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হইবে, স্থির করিয়াছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখের সীমা থাকিবে না।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ভারতবিভাগটা রাষ্ট্রের মতো কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই লাভজনক হয় নাই। কারণ বিভিন্ন এলাকার প্রাকৃতিক ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক প্রাচুর্য ও সম্পদ বাড়িয়া উঠে। অথচ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব নষ্ট হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রদেশ একে অন্যের অভাব অনুভব করিয়াছে। কিন্তু কোথায় কত বাড়ী নির্মাণে মিল মিল অঞ্চলের লোকদের অভাব অভিযোগ পূরণের ও তাহাদের উন্নতিবিধানের দায়িত্ব আজ দুই সরকারকে বহন করিতে হইতেছে। দুই রাষ্ট্রের জন্য শুল্ক প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুর উন্নয়ের জন্য এজেন্সি বিদেশের ধার দেখা যাইতেছে। বহুদিন পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্র পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না শিখিবে এবং মিলনের জন্য সহযোগিতার দ্বারা দুই পরিবারভুক্ত অঞ্চলের হইতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রের সমস্যাই অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

নূতন কুলধনের জন্য সম্প্রতি দান

গত ১৯৬৯ এপ্রিল অবধি বৃদ্ধন বিভাগ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পঞ্চকাল সমাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সরকার ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৮,৩৮,৮৭,৩০০ টাকার অনুমতিপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও উহাদের বিষয় বর্ণিত হইল—

১। পাবলিক সাপ্লাইজ আয়রন ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ—লক্ষ্ণৌ (যুক্তপ্রদেশ)। ফলমরধারের সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—১০,০০,০০০৲, নূতন প্রতিষ্ঠান।

২। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ—১৪০ নং বন্ধবন্ধু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ (পশ্চিম বঙ্গ)। খনি জল ও বাষ্পোদ্গমনী দুরের উপযুক্ত করিয়া দে ফার্মের ইতিহাসাধন (প্রাইভেট)। আশু পরিকল্পনা—১০,০০,০০০৲। নূতন প্রতিষ্ঠান।

৩। ইউনাইটেড মোটরস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড—ভিক্টোরিয়া রোড, বোম্বাই। মোটর গাড়ী, মোটর ট্রাক, মোটর গাড়ীর সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি বিক্রয় (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—৫,১৫,০০০৲। নূতন কারখানা খোলার বিলি (বিদেশী খোলার)।

৪। সিমেন্ট মার্কেটিং আণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ—লালবাগ মঞ্জিল, লক্ষ্ণৌ (যুক্ত প্রদেশ)। যুক্ত প্রদেশের কোন কোন জেলার অংশবিশেষে এক বা একাধিক নূতন গুদম নির্মাণের উদ্দেশ্যে (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—১,৪৫,০০০৲। নূতন কারখানা খোলার বিলি।

৫। ব্রাডফোর্ড জ্যানসেন্স্ লিমিটেড—৩৮৫ পাক ভিউ রোড, কারলবাদ, বিহার। সাবানের নূতন ৫ প্রকার (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—১২,০০,০০০৲, নূতন প্রতিষ্ঠান।

৬। কোচিন ইনডেরাল কোম্পানী লিমিটেড—এলাকুলম (কোচিন ষ্টেট)। ক্যাথর ও সাবান বীজ (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—১৮,০০,০০০৲, নূতন প্রতিষ্ঠান।

৭। ভিমাপুর সিমেন্টস লিমিটেড—ভিমাপুর (রাজ্যাঞ্চ)। সিমেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নানাবিধ উৎপাদন (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—২৪,০০,০০০৲, নূতন করিয়া খোলার বিলি।

৮। রাম কার্বারপুরা কমিয়ারিয়ল লিঃ—৭৯ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা (পশ্চিম বঙ্গ)। এক কয়লাখনির ইতিহাসাধনের জন্য (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—৯,০০,০০০৲। নূতন করিয়া খোলার বিলি।

৯। বালালকট কটন মিলস্ লিমিটেড—বোম্বাই সূতা ও সুতীবস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা (সাধারণ) ঘোষণাকারী পরিকল্পনা—৫৩,০০,০০০৲। নূতন করিয়া খোলার বিলি।

১০। সাহুরা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড—বোম্বাই জাহাজ কোম্পানী খোলার উদ্দেশ্যে (সাধারণ) ঘোষণাকারী পরিকল্পনা—১,৫০,০০,০০০৲। নূতন করিয়া খোলার বিলি।

১১। পাইরোমেটার ব্যালেন্সিয়া ওয়ার্কস লিঃ—চাটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, বোম্বাই। ব্যালেন্সিয়া জোয়ার্ড এবং অন্যান্য শিল্পসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উৎপাদনের জন্য (প্রাইভেট)। আশু পরিকল্পনা—৮,০০,০০০৲। নূতন করিয়া খোলার বিলি।

১২। খাসওয়ার্থ মিলস্ কুমার ফ্যাক্টরী লিঃ—খাসিনগর (আকলুজ) শোলাপুর জেলা, বোম্বাই। চিনি কল (সাধারণ)। আশু পরিকল্পনা—১৯,৫০,০০০৲,

দিগন্ত

অর্থাৎ আমিই লিখিয়াছি অর্থাৎ মাঝে মাঝে লেখা বাদ দিতে পারিয়াছি। অবশ্য বন্ধু-প্রবর পরিষ্কারে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ ক, সম্পাদক মহাশয় কঠিন ভাষায় বহু প্রয়োগ ক, কিন্তু আমি আমার চিত্ত বিশ্লেষিত করিতে এবং তাহা সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছি;

: আপনারাই বলুন ত, ইস্কাপ অফিসার, হরতনের, ক্লাবের ও রুহনে, তাহার ও হুকুমে, যদি ব্যক্তির কাটা করিয়া "বিলম্ব" লিখিতে হইলে এই যে বিলম্ব করিবে। আমাদের দেশের মুখর ও কর্মিষ্ঠ বন্ধুরা, ইহা কি যে কল্পনাবিলাস করিতে পারে না?—সত্য ই বলি, আমি একথা একেবারেই বিশ্বাস করি না। তাহার কোন লেখক লিখিবার সময় বিলাস ভোগ করিয়াছেন। এ যে কতবড় মিথ্যা তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। লেখার আনন্দ হয়ত তাহার সমাপ্তিতে, কিন্তু সে-আনন্দে নয়। ম বিশ্বে ও লিখিবার সময় বিলম্বের আমার তাহা কিছু করি। প্রতিটি লক্ষ লিখিবার পর মনে হয় আর কখনো এমন লেখা লিখিব না। সম্পাদকের তাগাদা যতই লেখনী চলিতে থাকে; আর্থিকতা ও বোধ হয় একটি কারণ নয়। কারণ, তা ঠিক লেখার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি,—াই। নির্দিষ্ট দিন-তারিখের মধ্যেই লেখা সমাপ্ত হইয়াছে। এ ধরনের লৈখা দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত এত অল্প সময়ের মধ্যে এত লিখিয়াছি! ঠাকুর কাছে আমার চিরঋণ উপলক্ষে

া গ্রাস করিতেছেন,—সম্পাদক মহাশয় খুশী তাঁহাদের সকলকেই ধৈর্যহীন ও বিরোধক া জানিতাম। কিন্তু তাঁহারা যে আমার ধরণটা বুঝিতে এত অসুবিধায় পড়িবেন াই আমি বুঝিতে পারি না। উহাদের া সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্তন করিতে ছেন।

• • • •

ি খেলোয়াড় দল অসিদ্ধিতে যাইতেছে, ি, সাধারণ খেলোয়াড়, মজুত, ফুটবল। খেলোই ভারতীয় খেলোয়াড়রা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। তথা হইতেছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে দলের আয়োজন, খেলুড়ি বাছাবাছি, ট্রেনার ইত্যাদির 'ইত-লির বিস্তৃতি পড়িতেছি, অর্থ সংগ্রহের আয়োজনও ন ন প্রকারের হইতেছে দেখিতেছি,—খুশিতেছি খেলার জন্যের অপেক্ষায় আসিতেছে।

আর খেলার আসিবেই বা না কেন? শত শত খেলোয়াড়ের একটি দলের জন্য যদি দুইজন ম্যানেজার আর একজন ট্রেনারের "প্রয়োজন" হয়, খেলার কর্তৃপক্ষগণের যদি দলের ধরচায় বিলাত ঘুরিয়া আসিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ত একদল ফেরার অবশ্যম্ভাবী। এই অসিদ্ধিতের পর ও আর চার বৎসরের মধ্যে অসিদ্ধিক প্রতিযোগিতার যোগদানের সুযোগ হইবে না, কাজেই যা করা যায় এইবারই করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু খেলোয়াড় যদি কর্তৃপক্ষের নিকট আবিষ্কার চাহেন তাহারা কি করিয়াছেন খেলার ফলাফলের যাচাইতিতে তত্ত্ব, কি করিয়াছেন খেলার উন্নতির জন্য, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রশ্ন উত্তর সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিয়া ফুরিবার মত উত্তর হইবে না।

• • • •

কলিকাতার মত সহরে, যেখানে একটা খেলা দেখিতে যাইবে ফিরিতে সন্ধ্যা লোকের সময়ের হয়, প্রতি ম্যাচটি খেলার দিন খুব আগে পঞ্চাশ-টিকিট চাহার টাকার টিকিট বিক্রী হইয়া যায় সেখানে অন্যূন একটা ট্রেঞ্চারে তৈরী হইল না ম্যাচটি খেলার দিন পুলিশের লাঠির ঘরাঘরম মিছিল লোক যখন আসে তখন ঠিক সেই সময়েই কাগজে কাগজে 'খুন' সংবাদ প্রকাশিত হয়—"ট্রেঞ্চিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা আমরাকরী করিবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে" চারশত অন্তত আবার সব ভুল চাল' সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গের ভিতরে আসনে বসিয়া খেলা দেখেন, বাহিরের সমস্ত লাঞ্ছনাকারী দর্শক অনন্যপায় হইয়া হাতভালি দিয়া চীৎকার করে। কোন দিনই কি এই মিছিলের নিষ্ক্রিয় হইবে না?—ঠিক পরের বৎসর আবার বড় খেলার ছুটিতে শুরু হইবে, সংবাদপত্রে প্রকাশ করকে ট্রেঞ্চিয়ামের সংবাদ পরিবেশিত হইবে, আর ভাবনা নাই, ট্রেঞ্চিয়াম এই বার বসিয়া। টিকিটের চোরা-কারবার চলিবে পুরাদমে: তিন টাকার টিকিটের জন্য যদি পনেরো টাকা দিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে সুবেন খুঁজিয়া অনায়াসেই আপনাকে টিকিট সরবরাহ করিতে দিধা বোধ করিবে না;

এই ত খেলা মাঠের অবস্থা। খেলোয়াড়দের অবস্থার কথা যদি কিছু বলা যায় তাহা হইলে মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বলা বলিয়া একটা "কুচ্ছ" পদার্থ যে খেলোয়াড়দের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেকথা কি ক্লাব কর্তৃপক্ষ, কি ট্রেনার, কি খেলোয়াড় কেহই স্মরণ রাখেন না। হাজার টাকা দিয়া খেলোয়াড় ক্রয় করিয়া তাহার কাছেও দক্ষিণাটা বাদ দিলেরে কিছেই নয় যখন অষ্ট্রেলিয়ার যান তখন তাহারা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, আর অথো ব্রাইনকে যখন লওনে আনে তখন খেলোয়াড়ের যাতায়াতের অনুকূলতার জন্য তৈ তৈ শুরু করিয়া দিয়াছিল। ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলায় ইংলণ্ডের অসাধারণের জন্য বিলাতের বেশন ব্যবস্থাতে করা করা হইয়াছে এবং সেই অনুসারে খেলোয়াড়দের শুরু পরিধানে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য পরিবেশনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ 'বিশেষজ্ঞদের' মনে এই সকল 'সামান্য' প্রশ্ন বোধ করি মুহূর্তের তরেও স্থান পায় নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অথ শ্রেণীর খেলোয়াড়গুলি অসিদ্ধিতে নিজ নিজ দেশ হইতে যাত্রারম্ভ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই ব্যবস্থাগুলির উপর আমাদের কোন হাত নাই বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কর্তারা এই বিষয়ে কিছু যে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে তাহাও অনুভব করেন নাই। যাঁহাদের সঙ্গে শুধু কেবল অন্যান্য স্থানীয় সম্বন্ধনাদের জোরজবরে আমাদের উচ্চ বিলাতে পৌঁছিতে পারিলেই হয়।

আমাদের প্রতি এই অবহেলার যথাযোগ্য জবাব যথাসময়ে ফলাফলে বলিয়া আমরা করিতেছি। এখানে যাঁহারা সকলে বিনিট খেলিতেই বিবমিষ যাইয়া বসে, তাহারা বিলাতে সমস্ত বিনিট খেলিবেন কি প্রকারে?—কি প্রকারে যে খেলিবেন এক কি প্রকার যে খেলিবেন, তাহার প্রমাণও এখানেই পাইতেছি। বিলাতে কি ফলাফল হইবে এখন আর সে বিষয়ে আলোচনা বিশেষ লাভ নাই;—আমরা চাই যে আমাদের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়গণ বিদেশী দল-গুলিকে পরাজিত করিয়া আমাদের শুভ বিজয়বার্তা যখন করিয়া আনেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করিতে প্রস্তুত নই। চমৎকার ব্যবস্থা!

• • • •

ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ আজও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠার স্থান পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এই ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্য কি কর্তৃপক্ষ, কি জনসাধারণ অদ্যাবধি কোন সক্রিয় চেষ্টাই করেন নাই। দেশপূজ্য লোক শুধু ব্যাঙ্কের কর্পোরেশনের গৌরবে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে যায়। কিন্তু দেশবাসী ও কর্তৃপক্ষ এই বিষয় সজাগ না থাকিলে, এই খেলাতেও ভারতের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা সন্দেহ।

• • • •

খেলোয়াড়দের জীবনযাত্রা স্বাস্থ্যসম্মত করিতে হইবে এবং তাহাদের খাদ্যতালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাদের পারীরিক শক্তির দিকে যখনই যাহাতে প্রখর শ্রেণীর থাকে সেইদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। অল্প খাইয়া বেশী দুধ খেওয়ার মত এক নৈমাত্রিক ভুল বিলিয়, বর্তমান কালে তাহা সত্যই দুর্লভ।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

জাতীয়করণের বিরুদ্ধে সমালোচনা—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই আরও পরিশ্রম—কানাডায় ব্রিটিশ যন্ত্রের চাহিদা হইতে শুভ প্রত্যাহৃত—বি, আই, এস-এর ভারতীয় দান।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৩ মে—সমাজতন্ত্রী সরকারের জাতীয়করণ পরিকল্পনা ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহে মিঃ সিনক্লেয়ারও বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাতীয়করণের ফলে জনসাধারণের লাভ হইয়াছে, কি ক্ষতি হইয়াছে এই প্রশ্নের তিনি কোন জবাব দেন নাই। কিন্তু সকলের ধারণা এখন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, জাতীয়করণের ফলে লোকের ক্ষতিই হইয়াছে বেশী। যেমন জনসাধারণ জাতীয়করণের ফলে, সাধারণ লোক পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় কয়লার জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ যে ৭,৫০,০০০ জন লোক কয়লা খনিতে কাজ করিতেছে তাহাদেরই মাত্র সাপ্তাহিক ভাতে লাভবান হইয়াছে। তাহা অনসাধারণের ও যে সব শিল্প কয়লার উপর নির্ভরশীল তাহাদের কিছু কয়লার ব্যবহারের ফলে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎশিল্প সম্পর্কেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

সরকার এখন শ্রমিকদের যাহাতে অধিকতর পরিমাণে পরিশ্রম করে তাহার জন্য প্রচারকার্য শুরু করিয়াছেন, ইহাই এখানে লাভবান কথা। সরকারের একজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে আমাদের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের চেয়ে বেশী প্রয়োজন অধিকতর পরিশ্রমের। তার চার্লস রীড কয়লা কোর্ডের উৎপাদন পরিচালক করিয়া বলিয়াছেন যে, কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সব ব্যর্থ হইয়াছে। যে অধিবেশনে লেবার পার্টি জনসাধারণের এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অধিকতর বেতন ও জীবনের মান মোটা রিজার্ভ করে কেবলমাত্র অধিকতর উৎপাদন ও উৎপাদনের ব্যবস্থাপনের উপর।

যানবাহনের কথা ধরিলে। রাশিয়ার জাহাজের জন্য বাজেটে ব্রিটিশ যন্ত্র ও লোহের উপর হইতে যে প্রত্যাহার করিবার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা প্রকাশ করিতেছে। ট্রান্সপোর্টের চেয়ার অভ ফরেনের ইনস্টিটিউশন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এইচ, ফিল্ড মার্টেন বলেন, আমাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে আমরা বৎসরে ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড স্থায়ী করিতে পারিব এবং ইহার ফলে বেকার ক্ষেত্রের পরিমাণ ১০ লাখ সমাধানে আসিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত ৩৫ এক বৎসরের জন্য করা হবে কলকাতা আরও সময় বাড়াইয়া দিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

আমেরিকায় ব্রিটেনের লেবার পার্টির যে সম্মেলন হইয়াছে সেখান হইতে আসন্ন প্রতিনিধিবর্গের নিকট করিতে পারিলাম, ব্রিটেনের সরকার যদি কিছু ইস্পাত ও ইস্পাত শিল্পকে জাতীয়করণের জন্য নির্দেশ করেন তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নির্দেশ বলবৎ করিবার নিকট উপস্থিত হইবে এবং অধিবেশনে অনুমোদন লাভ করিলে পার্লামেন্টে পরবর্তীকালীন অধিবেশনে উত্থাপিত করা হইবে।

ব্রিটিশ শিল্প মেলায় ভারতীয় ডিভিশনের বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। বিশেষ করিয়া লোহের ডিভিশন ও কার্পেটের ডিভিশনের খুব চাহিদা লক্ষ্য করা গেল। ভারতের চা সাপ্লাইয়ের বন্দর খুব আকর্ষণীয় হইয়াছিল। উচ্চমানের শিল্পের ও পদার্থের আমদানির জন্য ভারতের অনেকদিন হইতে খ্যাতি আছে কিন্তু ইহার ডিভিশনে চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশী আছে বলিয়া মনে হইল না। অনেক ক্রেতাই সরাসরি নিজের দেখা করিতেছে, কিন্তু পাস নাই। তাদের ইহার ডিভিশনের স্থায়ী করার উপর অনেক নির্ভরশীলের আছে বলিয়া মনে হইল। পাকিস্তানের ষ্টলটা খুব ছোট ছিল এবং সেখানে প্রবেশের বেলিয়ার সবসময়ই বেশী ছিল।

ওয়াশিংটন

সমরিক প্রস্তুতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তেজীভাব—আর্জেন্টিনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা—শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি ও ধর্মঘটের আশঙ্কা—যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়-বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১০ মে—পরলোকে আক্রমণ করিয়া এক আমেরিকানে প্রচারকার্য বৃদ্ধি পাইলেও, এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না যুদ্ধ আসন্ন কিনা। এদিকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি, টাকার দ্রুত ফলে ইতোমধ্যে ফলে ব্যবসায়ে কিছুটা তেজীভাব দেখা যাইতেছে।

ই-সি-এ (Economic Co-operation Administration) আর্জেন্টিনা হইতে প্রত্যর্পণ করিবার আশ্বাস দিয়া আর্জেন্টিনাকে তাহার অবাধ পুরণের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। যদিও ঐরূপের সমাধান যে বিশেষ আশাপ্রদ হইবে তাহা নহে। তথাপি যুক্তরাষ্ট্র আর্জেন্টিনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অন্যান্য দেশের

তাহাদের ব্যবসায়ের ও কি আই ও-র দেয়া মধ্যে সেকেন্ডারে চেয়ে বার্থ হইবে বলিয়া আশা করেন। আর্জেন্টিনার ডিপার্টমেন্ট আমেরিকা প্রতিনিধি বিভাগে আলোচনা করিতেছে। তাহা ছাড়া ও ফলা প্রতিনিধির অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র আই ব্যবসায়ের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগের চেষ্টায় বার হইয়াছে। ফলা বিশে বর্তমানে অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তুদিন পূর্বে বর্তমানে ব্যবস্থাদির ফলে ১৩,৫০০০ লোক উৎপাদন দূর পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে ফলা ও লৌহ শিল্পের ফলে প্রায় দুই কোটি টন লৌহ উৎপন্ন করিয়াছে। ফলেই মার্শাল পরিকল্পনা চালু হইবে সঙ্গে সঙ্গেই যদি যুক্তরাষ্ট্রে বন্দরের বিভিন্ন স্থানে তাহা হইলে তাহার ফল মারাত্মক হইবে।

রাশিয়া রাশিয়া চুক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য ও আন্দোলন চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি প্রচারকার্য শুরু হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত ইয়েভস এন্ড্রিস এই সব এক বিবৃতিতে ইউরোপের দেশগুলির মুদ্রাস্ফীতি দূরীকরণে আশ্বাস দিয়াছেন এবং ঐসব দেশে অবাধ বাণিজ্য ও যাতায়ত অবাধ-করণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা করিয়াছেন। তুর্কে বিনের ব্যয়ে ইতি-এর কর্তারে মিউইয়র্ক ও শিকাগোর বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক বীজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন ইউরোপের দেশগুলির মুদ্রাসংকোচ ইত্যাদি ব্যাপারে ই-সি-এর ব্যবসায়ীদের নিকটই পরামর্শ করিবেন।

এই বৎসরের প্রথম তিনমাসে যুক্তরাষ্ট্রের আ উৎপাদনের মূল্য পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় বি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল তিলিয়ন ডলার, এই বৎসরে হইয়াছে ৪১১ বিলি ডলার। গত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরি করিবার কারণ ১৯৫০ সালের ব্যাপকাকি ও মুদ্রাস্ফীতির উদ্ধারের হার বলিয়াই মনে করা

বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং সমস্যাসমূহ অনেক ব্যবসায়ীরা বেসরকারি অর্থনৈতিক অবস্থা স বিশ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন। মোটামুটি ১৭টি ব্যবসা করিয়াছে। তাহারা আছে বলিয়া ফ্রেঞ্চ, কলাম্বিয়া, চেকোস্লোভিয়া, ফিনল ইরাণ, ইটালী, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ড, । ফিলিপাইন, পোল্যাণ্ড, তুর্কী ও যুগোস্লাভি ইহা ছাড়া,কতগুলি পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশ কাই করিবার জন্য তব প্রার্থনা করিয়াছে। নেদারল ব্যবসায়ী জাহাজ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলাপ চালাইতেছে, জানা গেল।

বিশ্ব মুদ্রাভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ মনে করেন ভারতের চোর কলে সোনার চোরাবাজার অনে বন্ধ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বণিক ব্যাঙ্কিকরা অ লোক আইনত স্বর্ণাধী করা যায় কিনা বিষয়ে সরকারী বক্তব্যের অভিমত চাহিয়াছে বিশেষজ্ঞ মহল হইতে জানা গেল ১৯৩৪ সালের '৫

আলোচনার বিষয়ের ভারতের সরকার গঠনের ভার—ট্রাস্টিং, ফিনান্স হোমরুল—বাঙ্গলা সম্পর্কে গুরু বোর্ডের নিজ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

১৯৪ এ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের পক্ষে ইণ্ডিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাজ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁহাদের মতামত পেশ করিয়াছেন। সকলে বিষয়ে পূর্ণ পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ও জি, ডি, বিড়লা সাহেবের আলোচনা সমাধানের ভার হইলেন। ইণ্ডিয়া বিজনেস কমিটি একমাত্রাই ইহার এই সাম্প্রতিক কাজে তিনি সাহায্যের জন্য সরকারের পুনর্গঠিত আলোচনা হয়। ইহার অনুপস্থিতির এই পুনর্গঠনে কমিটি প্রস্তুত দান করেন বাস্তবিক এবং কমিটি করিয়াছেন যদিও

ভিত্তিক কমিটি সাহায্যের একটি সাব-কমিটি টেলি আলোচনা বিষয়ের আলোচনা করেন এবং ভারতীয় ও বৈদেশিক বিশেষ করিয়াছেন

ইহা খুব দুঃখের বিষয় যে, ভারতীয় সংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক ও অধিক ভাবে পরীক্ষা হইয়াছে

ট্রেনিংবিদগণের কাজের ও দুর্ঘটনার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিষয়ে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ হয়ে করিবার করার সেগুলি লইয়া কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী জোরের প্রশ্ন নির্ভরিতে হইবে।

প্রশ্ন ইণ্ডিয়ার পরিমাণ প্রায় ১৪০০ হইবে। দুইবে আলোর ইতাদির মাল ৪০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রয়োগ হইবে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। এইগুলি ভারতের মাটি সাধন হইবে প্রায় ৪ টাকা। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা । অবশ্য হইয়া ব্রিটেনের সঙ্গে কাজ প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত হইবে। দুই বছরে আলোচনা শুরু হইবে এবং মধ্যে এই আলোচনার অবসান হইবে এবং প্রথম বিদেশী ভারতের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান করিবেন।

। শুল্ক বোর্ড সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শুল্ক বোর্ড সম্বন্ধে অনেক । সংস্কার করিতে দাবি করিয়াছেন বলিয়া বোর্ডের অভিমতের ফলে দাবি জানা-

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি

শ্রীযুক্ত বিড়লার পরিকল্পনা

গতকাল মিঃ জি, ডি, বিড়লা ভারতের অর্থনৈতিক ও শিল্পসম্পর্কিত উন্নতি সম্পর্কে এক পরিকল্পনা পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মোট ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং পাঁচ বৎসরের ইহার কাজ আরম্ভ করিয়া ১১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। পরিকল্পনাটি তিনি এক পুস্তিকাকারে অবলম্বনের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ বিড়লা বলেন পাঁচ বৎসরে বিভিন্ন কারণ সাহে ১১০০ কোটি টাকা খুব বড় অঙ্ক নয়। প্রতি বৎসরে গড়ে ২৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। যেভাবে পরিকল্পনার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের সুপারিশ করা হইয়াছে, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক কম

১১৪৩-৪৪ সাল এই তিন বৎসর সম্বন্ধে মিঃ বিড়লা বলেন, এই তিন বৎসরে ভারত ১৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার অর্থাৎ প্রতি বৎসরে গড়ে ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। বিদেশে যে সকল রহিয়াছে তাহাদের দাবির আর ৪০০ কোটি টাকা হইবে আশা করা যাইতেছে। এই অর্থের মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাও বেশি কিছু নয়।

যে সকল বিভিন্ন খাতে অর্থবিনিয়োগ করা হইবে এবং টাকা হইবে যে খাত হইতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া মিঃ বিড়লা বলেন, পাঁচ বৎসরে প্রস্তাবিত ১১০০ কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ সরকার বিভিন্ন এবং বেসরকারী খাত হইতে আর শতকরা ৩৮ ভাগ বিনিয়োগ করিতে হইবে।

মিঃ বিড়লা প্রস্তাবিত ১১০০ কোটি টাকা বিভিন্নবিভাগে ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন :—

কৃষি ৩৪০ কোটি টাকা, বনবিভাগ ৭ কোটি টাকা, শিল্প ও খনি ৪৮০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০ কোটি টাকা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ২৩০ কোটি টাকা, সমাজব্যবস্থা ১১৪ কোটি টাকা, সমাজসেবা ৫ কোটি টাকা। মিঃ বিড়লা বলেন, এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে এবং এজন্য বিদেশী অর্থের প্রয়োজন। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, এজন্য ৫১০ কোটি টাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠিতে হইবে কি পাওয়া যাইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে যে অর্থ আমরা পাইবো, তাহাও জানা যায় নাই। পাওনা উঠিলে এখন আমাদের মজুত অর্থে কুলাইতে হইবে। বিদেশের অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের রপ্তানির উন্নতি প্রভৃতি ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। এ সম্পর্কে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহাও অতি সতর্কতার সহিত অতি অল্প ক্ষেত্রেই কাজে লাগাইতে হইবে। যেন পরের আমাদের মালুকে প্রচুর যন্ত্রপাতির উপরই আমরা নির্ভর করা হইবে। এই টাকার অঙ্ক খুব বেশী নহে। গড়ে প্রতি বৎসর ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়াছে ইহাদের পক্ষে ইহা যাহাতে করা আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু অন্য দেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, ১৮০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা কল্পনায় হইবে না। এজন্য যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের প্রয়োজন। কারণ, যন্ত্রপাতি ভিন্ন ভারতের শুধু ইস্পাত ও বিদ্যুতের আবশ্যক। ইহা ভারতেই পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে। ভারতের প্রয়োজন সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, ইহার পর প্রয়োজন হইলে আমেরিকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য একটি মিশন পাঠাইতে হইবে।

মিঃ বিড়লা বলেন, অধিবাসের জীবনযাপনের উপযুক্ত ঘর নির্মাণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্যই মজুরী বৃদ্ধি করিতে হইবে। অধিক কার্যকরী যোগাযোগ এই নীতি হইতে বিচ্যুত না হয় এই দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিন বৎসর কাজ চালাতে হইবে।

যেসব পরিকল্পনার ৫ বৎসরে ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করা হইয়াছে। বর্তমান মূল্যমানে এই অর্থে পরিমাণ ৪১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। যেসব পরিকল্পনায় সাধারণকারীদের মধ্যে মিঃ বিড়লাও আছেন।

মিঃ বিড়লা তাঁহার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন পরিকল্পিত কাজের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা সর্বাধিক প্রয়োজন। তাহাতে ভারতে ও বিদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার এবং এজন্য উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী রক্ষার যথাযোগ্য অর্থ ব্যয় প্রয়োজন। কোন ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা শেষ করিয়া ফেলিয়া যাইতে হইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়সাধ্য প্রতিটির করা প্রয়োজন।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৩, বর্ধমান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ক্রমোন্নতির পরিচয়

(৩১. ১২. ৪৭)

	১৯৪৬	১৯৪৭
আদায়ীকৃত মূলধন	৪৯,৯১,০০০৲	৫৯,৯১,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	১৩,০০,০০০৲	১৩,০০,০০০৲
আমানত	৫,০৯,১৪,০০০৲	৫,৩৬,৩৮,০০০৲
মজুত তহবিল	১,৩৩,১১,০০০৲	১,৩৩,৯১,৩৭০৲
দেশোন্নতির তহবিল	৩৯,১৩,০০০৲	১,০৫,১৩,০০০৲
হিসাব সংখ্যা	১৪,৩১৬	৫৯,৩৭১

- সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি ১ লক্ষ টাকা
- আমানত বৃদ্ধি ৩৬ লক্ষ টাকা
- মজুত তহবিল বৃদ্ধি ২৯ লক্ষ টাকা
- দেশোন্নতির তহবিল বৃদ্ধি ৩৮ লক্ষ টাকা

শ্রীবিজয়প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সঙ্কলন

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও সেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারত সরকার শীঘ্রই দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে বিল প্রবর্তন করিবেন। এ সম্পর্কে অভিনিবেশ পার্লামেন্টের গত অধিবেশনে সরকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবার ও তদ্বিষয়ক অধিকতর অর্থ বিভাগে একজন যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই কার্যের জন্য শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের আর্থিক ব্যাপারে উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত পি. সি. চট্টোপাধ্যায়কে যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বাজেটের পূর্বাহ্নে এই কার্য সম্পাদন করিবেন। ইহা আইন পরিষদের অনুমোদনাধীন আছে।

প্রকাশ, হোয়াইট-এর নিকটস্থ টাকা কমিশনার মিঃ এ কে রায় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের আর্থিক ব্যাপারে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবেন।

রাঁচিতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রণের ব্যয়মান নির্ধারণ

এক সংবাদে প্রকাশ, জীবনযাত্রণের ব্যয়মান নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর আদেশে পৌরাণি, রিকাশে করিয়া, সিন্দ্রী ও আজমীঢ়ের শ্রমিকদের জীবনযাত্রণের ব্যয়মান নির্ধারণ করিয়া সম্প্রতি রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সালে পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহারই ভিত্তিতে এই ব্যয়মান নির্ধারণ করা হয়। তাহাতে দেখা যায়, পৌরাণিতে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে উহা ১৫ ছিল এবং ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে উহা হ্রাস পাইয়া ৮৮ হয়। ১৯৭ সালের জুন মাসে ঐ ব্যয়মান বাড়িয়া ১০০ হইতে অধিক হয় এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তা ১০৩ হয়।

রিকাশ

উপরিউক্ত তিথিতে রিকাশে শ্রমিকদের জীবনযাত্রণের ব্যয়মান ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০০ ধরা হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে উহা যথাক্রমে ১৪১ ও ১৩৩ হয়।

সিন্দ্রী ও আজমীঢ়

ঐ তিথিতে সিন্দ্রীর শ্রমিকদের জীবনযাত্রণের ব্যয়মান ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০০ ধরা হইলে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে উহা ১৩৮, ১৯৮, ১৯৯ ও ১২৩ হয় এবং আজমীঢ়ে ঐ সময়ের জন্য ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৮, ১৯৭, ও ১৯১।

ভারতের কার্পাস পরিস্থিতি

গত ১লা হইতে ৮ই এপ্রিল (১৯৫৮) পর্যন্ত কলম্বো ও আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আন্তর্জাতিক কার্পাস উপদেষ্টা সমিতির যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের পক্ষ হইতে শ্রীআর. ভি. ভরাইয়া সি.বি.ই., শ্রীএস. পটেল, ডঃ ডি. বি. পাদুরে শ্রীএস. ভি. অয়ঙ্গর (সদস্যরা) যোগদান করেন।

ঐ প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের নিকটে যে বিবরণ পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বেশির ভিন্নুক্তির ফলে বিশ্বের কার্পাস সরবরাহ সন্তোষজনক অনুবিধাজনক থাকিবে এবং যে বিষয়ের ফলে ভারতকে সম্ভবতঃ অনেক পরিমাণে বিদেশী তুলা আমদানী করিতে হইবে।

ভারতের কার্পাস পরিস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তুলার মূল্য সম্পর্কে কথা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদল এদেশে বর্তমানের তুলনায় অধিক পরিমাণ কার্পাস উৎপাদনের সুপারিশ করিয়াছেন। অধিক পরিমাণ কার্পাস এদেশে উৎপন্ন হইলে তাহা তুলার বন্টনাদি করা সহজ হইবে এবং তাহাতে বিদেশের সহিত বিনিময় ব্যবস্থার সুবিধা থাকিবে।

প্রতিনিধিদল আরও বলিয়াছেন, উৎপন্ন জাতীয় কার্পাস সহজে করিয়া আনিবার জন্য একদল উন্নত-ধরনের গরুর ইকোয়েডর, পেরু প্রভৃতি কার্পাস উৎপাদক দেশে প্রেরণ করা দরকার।

বিদেশে পাট, রিবি, চা ও অন্যান্য পণ্য চালান দিতে পারিলে দেশের হইতে উহার বিনিময়ে এদেশে কার্পাস আমদানী করা যাইতে পারিবে।

আগামী ১৯৫৯ সালে ব্রাসেল্সে উক্ত কার্পাস উপদেষ্টা সমিতির আর বৈঠক বসিবে।

ভারত-ইংলণ্ড বিমান চলাচল

ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যাত্রী-বিমান চলাচলের জন্য "এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে" অনুমতি দিয়াছেন। এয়ার কমোডোর জেনেরাল্লাল হইয়া এই বিমান সংস্থার কর্তৃত্ব এবং পরিচালনা করিবেন, যাহারা এই বিমানে বসিয়া বিমানে চলে লইতে পারিবে। এই বিমানগুলি যে সিট সংরক্ষণ করিবে, তাহাতে চল্লিশজন যাত্রীর স্থান থাকিবে। প্রথমে সপ্তাহে একবার এই বিমান যাইবে এবং আসিতে পারিবে। আমদানী হই মূল হইতে চাল, গমাদি, বালসর উলাদি মূলধার ইংলণ্ডে পৌঁছাইবে এবং ইংলণ্ড হইতে ওষধপত্র যাত্রিরা বহিয়া দেশেই পৌঁছাইবে।

ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য কমিশনার নিয়োগের সংবাদ

ভারত সরকার শীঘ্রই ব্রহ্মদেশে একজন বাণিজ্য কমিশনার নিযুক্ত করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বাণিজ্য কমিশনার ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ব্যবসায়িগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং উভয় দেশের বাণিজ্যের প্রসার সাধনের জন্য চেষ্টা করিবেন। ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের প্রভূত সম্পত্তি রহিয়াছে।

ভারত বাইটের মারফতে এদেশে বৃটিশদিগের ঋণ দিয়া ভারতের ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। উক্ত বাইটের ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা

এই বলে এক সংবাদে প্রকাশ যে, লন্ডন ব্যাঙ্কারদের এক সিণ্ডিকেট ভারতে ও পাকিস্তানে পাটের ক্রয়ের জন্য ১,৬৬,০০,০০০ টাকা ঋণ দিয়াছে। এই ঋণের ব্যবস্থা হয়ে ভারত ও পাকিস্তান হইতে অধিক পরিমাণ পাট আমদানী করিতে সক্ষম হইবে। ভারত ও পাকিস্তান পাটশিল্প ও লন্ডন বাজারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার এই আর্থিক যোগাযোগে পুনরুজ্জীবিত হইবে।

ভাগড় বিনিয়ন্ত্রিত হইল না

কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভাগড় নিয়ন্ত্রণমুক্তি বাঁধা অনুযায়ী বাণ্ডলকে বস্ত্রমানে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা যায় কিনা তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিলে কাপড়কে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার সময় এখনও হয় নাই।

৭২ ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বেকরে কাপড়ে ব্যবহৃত বেশম কাপড়ের মূল্য পরিবর্তিত করা হয়। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কি আর্থিকপন কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। সরকার এ বিষয়ে কয়েক তুলি কাপড়কলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছে এবং মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন মূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত বোর্ডের সিদ্ধান্ত মাফিক সরকার অবশ্যপ্রয়োজনের জন্য নির্ধারিত মূল্য উপরে শতকরা প্রতি ছয় পয়সা হারে কাপড়ের মূল্য বাড়াইবার অনুমতি দিয়াছেন। উহা ১৯৪৮ সালে ১লা জুন হইতে কাপড়ের উপর ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু মূল

...স্থানে রপ্তানী বস্ত্রের পরিমাণ

...ন বিবাহে যে, আফগানিস্তান চুক্তি অনুযায়ী ...পাকিস্তান হইতে এপর্যন্ত ৩০১৩১ গাঁইট ...পাইয়াছে।

...ধের পরিমাণের বিকল্প হইতে মোট ছয় ...পাট দূরে পাইবে।

...ধের প্রধান বাণিজ্য বিমানটির জন্ট্রোলার ...মোট ২০০০ গাঁইট কাপড় ও সুতা রপ্তানীর ...ন হইয়া করিয়াছেন।

...ধের বন্দরে অত্যধিক রপ্তানীর পাকিস্তান ...ন ও সুতা এর ওপর ধার্য করিয়াছেন। ...ন ভিন্ন ইহাদিগে নেইটি পাকিস্তান হইতে ...ন বিদেশ বিনোদনের যে প্রেরণ করার ...রপ্তানী চুক্তি পাইয়াছে

...হরের কর্মসংস্থানের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উদ্যম

...ন চটকলগুলির কর্মকর্তা কিছু আশ্ব ...বিধান হইতে আশ্ব প্রার্থীদিগের যাহা ...বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ...কর্মসচিব মিঃ এ, সি, মজুমদার কলিকাতায় ...আগত কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটির এক ...বৈঠক করেন

...ক মজুমদার এই বৈঠকে বিশেষভাবে নির্বাচিত ...ছেন। তিনি রাজ্যকে আশ্বপ্রার্থী ক্ষুদ্র, ...ও ছোটখাট ব্যবসায়ীদিগের পুনর্বসতির বিষয় ...র বিষয় বিস্তারিত সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত ...বিষয় হয়ে যে, বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্য ...দিগকে যাহাতে কর্মচ্যুত করিবার জন্য এক শিল্প ...ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। অর্থাৎ ...শ্রেণীর পুনর্বসতির সমস্যাই অধিকতর ...গুরুত্ব সম্পন্ন বলেন যে, এই সমস্যার ...অনুরূপেই এজন্যেগুলির প্রচেষ্টা এবং এই ...সকল বিরোধকর্তাদিগের যেচ্ছাকৃত সহ-...যোগিতা সম্ভব। বৈঠকের সভাপতি, আর্থিক ...মিঃ এস বলিক বলেন যে, ভারত সরকার ...বিচারিত পুনর্বসতি ও কর্মসংস্থানের আংশিক ...ভার অধীনে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কারিগরী ...বা ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ৫০০০ ...ধর্মী আশ্বপ্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। ...এইরূপ শিক্ষার জন্য মাত্র ৫০০টি আসনের ...ছে। শ্রীযুক্ত বলিক অবশ্য আশা প্রকাশ করেন ...বিভিন্নেই আরও ১৫০০ আসনের বন্দোবস্ত ...অবহিত পাওয়া যাইবে।

...আশ্বপ্রার্থীদিগের সমস্যা বিবেচনা করিয়া ...সমাজের ভিত্তিস্বরূপ শিক্ষা বিস্তার যাহা ...একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেন। এই স্কীমের দ্বারা ২১০০০এর মেয়ে কর্মপ্রার্থী এপ্রেন্টিসশিপে যাহা নিযুক্ত এবং যাহার ভিতর ৬০০০ প্রার্থী কর্মলাভ করেন।

পূর্ত বজের সংখ্যালঘুদের অভিযোগ প্রেরণ করা সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পূর্ত বজের সংখ্যালঘুদের এবং বাস্তুত্যাগীদের উপর নিষ্ঠাচরণ করা হইতেছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে। সম্প্রতি উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে স্থানে বসবাস করিতেছে, সেখানকার সরকারের উপরই তাহাদের রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। অভিযোগকারীদের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন ঘটনার পূর্ব বিবরণসহ পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানান। মানবীয় জেলাশাসনের ছোটবাটো ঘটনার মীমাংসা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ পূর্ববঙ্গের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত আলোচনান্তে করিবেন। যে সমস্ত অভিযোগের কোন কিনারার পাওয়া যায় নাই, তাহা সরকারের নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে। সরকারের কোন বিভাগে অভিযোগ জানাইতে হইবে, যে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহারা চীফ সেক্রেটারী, অথবা আডিশনাল চীফ সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট পাঠাইতে পারেন। অভিযোগের দুখানি করিয়া নকল পাঠানোই যুক্তিযুক্ত।

নকল শিল্প উন্নয়নের উদ্যোগ

নকল প্রব্যের সম্পর্কে পশ্চিম বাঙ্গলা সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, সংগঠন বিশেষজ্ঞ কমিটি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির বর্তমান আলোচনা কয়েক দিন পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে তিন বৎসর পরে পশ্চিম বাঙ্গলায় ৪৯,০০,০০০ হস্ত শাঁখ তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় বেলিয়াঘাটা ও সুন্দরবন অঞ্চলের নকল তৈয়ারী করার অঞ্চল-সমূহ উন্নয়নের কথা বলা হইয়াছে।

উক্ত অঞ্চলসমূহের মোট পরিমাণ ১০ হাজার একর হইবে। কমিটির সভ্যগণ ২৪৫ মে তারিখে কলিকাতার উপকণ্ঠে যান। প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত প্রারম্ভিক আলোচনায় যা ওয়ারা বেলিয়াঘাটার সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রাম পুনর্বাসের পুর পরিবর্তন করেন। বর্তমানে ঐ গ্রামে নকল প্রস্তুত করা হইতেছে। কমিটির সভ্যগণ আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ নকল ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এক প্রতিনিধিস্থানীয় কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কমিটির নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন। নকল শিল্পের উন্নয়ন বিভিন্ন উপায় কখন করা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটির সভ্যগণ ইতিপূর্বে বোম্বাই পরিদর্শন করিয়াছেন।

টাটা লন্স লিমিটেডের ডিরেক্টর মিঃ পি এ নারিয়াল ওয়াল কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিতেছেন। কমিটির সদস্যগণের মধ্যে মিঃ কে এ মৌলভীওয়ালা, রায়বাহাদুর বিশ্বেশ্বর দাস, মিঃ বিমল ও মিঃ বি দাস (সেক্রেটারী) আছেন।

উক্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠান বহরমপুরের নিকটবর্তী হিজলী বন্দী শিবিরে স্থাপিত হইবে

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে যে কারিগরি প্রতিষ্ঠান পত্তন করিতে চাহেন তাহা বহরমপুরের নিকট হিজলী বন্দী শিবিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। চলতি বৎসরের পূজোই এতৎসংক্রান্ত নির্মাণকার্য সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আরও জানা গিয়াছে যে, বিমান, নৌ, বস্ত্র, রাসায়ন ও কৃষি প্রভৃতি উক্ত কারিগরি বিষয় লইয়া এ প্রতিষ্ঠানে আলোচনা হইবে।

নাবিকের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক ১০টি বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসাধারণ বিভাগ নাবিকদের ৪টি পোর্ট-গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি এবং নাবিক-বি-এস-সি ট্রেনিংএর জন্য আরও ৬টি বৃত্তি দেওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১০টি শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী বর্তমানে নাবিক কলেজে শিক্ষালাভ করিবে।

যাহারা পোর্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি পাইবে তাহাদে নিম্নতম যোগ্যতা হইবে ম্যাট্রিক পাশ, কো অনুমোদিত নাবিক স্কুলে ৩ বৎসর শিক্ষালাভ এ উক্ত মাদ্র বিদ্যালয়ে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। শিক্ষা বা শিক্ষার্থিনীকে পশ্চিম বঙ্গ নাবিক আইডেন্টিফে রেজিষ্টার্ড হইতে হইবে।

নাবিক-এ যাহারা বি-এস-সি পড়িতে তাহাদিগকে আই-এ বা আই-এস-সি পাশ করিতে হইবে আই-এস-সি পাশ হইলেই ভাল হয়।

পোর্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং-এ প্রায় দেড় বৎসর এ বি-এস সি ট্রেনিং-এ ৩ বৎসর সময় লাগিবে।

রেলপথ প্রতিষ্ঠিয়াল রেলওয়ের ভার গ্রহণের জ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট প্রস্তাব

বিহারসরকার জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার

প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

কলিকাতায় নাইলন সহ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স

শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে আগামী সপ্তাহে ভারত সরকার এই দেশে প্রথম নাইলন সহ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কোর্স প্রবর্তন করিবেন। অনুমোদিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা অধিকারীরা এই ব্যবস্থার সুবিধা লাভ করিতে পারিবেন। ১৯৫৯ সাল হইতে কলিকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথে এই কোর্সের শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে।

জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারদিগকে জ্ঞানদানই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেখা গিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন অংশে সেতু, বাঁধ, রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণের সময় জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে জ্ঞানের অভাবেই ঐ সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার আধিক্যের কারণ।

নির্মাণ কার্য্য সম্পর্কে এই বিশেষ শিক্ষাদানের ফলে ইঞ্জিনিয়ারগণ, যেমন, বাঁধ, রাস্তা বা ঐরূপ কিছু নির্মাণের সময় জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। বিদেশের বিশেষজ্ঞগণ, বিশেষ করিয়া আমেরিকার, এই ধরণের শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ও ব্যবহারিক, উভয় প্রকার শিক্ষাই এই কোর্সে বর্ত্তমান। প্রথম অংশে ৮ মাস পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা গ্রহণের পর একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। উহাতে উত্তীর্ণ হইলে দ্বিতীয়াংশে ছাত্রদিগকে কয়েকটি বাছাই ক্ষেত্রে ১২ মাস ধরিয়া ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

গঙ্গার উপরে বৃহৎ সেতুনির্ম্মাণের পরিকল্পনা

গঙ্গাবক্ষের উজানে গঙ্গার উপর দিয়া প্রস্তাবিত রেলসেতু নির্ম্মাণের বিভিন্ন একটি যথাযোগ্য স্থান নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একদল সার্ভেয়ার হইতে লালগোলাঘাট রেল পথের তথাকথিত ৪০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া হেলিকপ্টার সহকারে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কার্য্য অল্পদিন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ কার্য্য সমাপ্ত হইতে প্রায় ২ বৎসর লাগিবে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ের মধ্যে যে দুইটি যথাকাল পড়িবে সেই দুইটি কাল উক্ত এলাকার যথাযথের সঠিক অবস্থা ও পরিমাপ যথা অতিরিক্ত যথাযথি জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

এতৎসম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গত বৎসর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার সীমান্তের কিয়দংশে কোন স্থানে গঙ্গার উপরে রাস্তা-রেলের আকারে একটি বৃহৎ সেতু তৈয়ারী করা হইবে, উক্ত রাস্তা-রেলের উপর দিয়া রেল ও অন্যান্য যানবাহন চলিবার সমস্ত নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেতু ও তৎসহ যানবাহন চলাচলের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা বিধান করিবার জন্য গঙ্গার জল অধিক মজার হাসপাতাল করিয়া পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং কলিকাতা ও উত্তর বঙ্গ ও আসামের মধ্যে সরাসরি রেলপথ ও রাজপথের সংযোগ স্থাপনের জন্য উক্ত স্থানে সিদ্ধান্ত করিবার পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

মৌহাটি-শিলং রোডের বাস সার্ভিস

জানা গিয়াছে যে, আসাম সরকার কমার্শিয়াল কার্যাদির কোম্পানী লিমিটেডের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, মৌহাটি-শিলং রোডে উক্ত কোম্পানীকে একচেটিয়া বাস চালাইবার অধিকার দিয়া যে চুক্তি করিয়াছিল, তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পুনরায় আর চুক্তি করিবে না। উক্ত চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩১এ ডিসেম্বর উত্তীর্ণ হইবে।

চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর প্রাদেশিক সরকার ঐ রাস্তায় বাস চালাইবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার এই প্রস্তাবের যানবাহন জাতীয়করণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মীসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি এক প্রস্তাবে সম্প্রতি সরকারের নিকট এই দাবী জানাইয়াছেন যে, কোম্পানীর লীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর সরকার যদি স্বহস্তে উক্ত রাইনে বাস চালাবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোম্পানীর কর্ম্মীদিগকে (শেষাংশ প্রায় ৯ পৃষ্ঠা) যেন বহাল রাখা হয়।

পূর্ব্ব বঙ্গে তুলাজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি

তুলা ও বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য কাঁচা মালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বস্ত্র প্রস্তুতের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব্ব-বঙ্গ সুতাকল মালিক সমিতি বস্ত্রের মূল্যনিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যের পূর্ব্ব বঙ্গ প্রাদেশিক ও পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করার পর পাকিস্তানের টেক্সটাইল কমিশনার পরিচালিত বিকেট এক তারযোগে বিক্রেতাদের হাতে তুলাজাত দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে অনুমতি দিয়াছেন।

(ক) বস্ত্র :—১। ধোয়া—পরকলা ২৫ ভাগ, ৩০নং—পরকলা ৩০ ভাগ ও (খ) ৪০নং হইতে তদূর্দ্ধ পরকলা ৫০ ভাগ।

পাকিস্তান পাট সম্মেলনে পাট রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ

পাকিস্তানের যানবাহন সচিব জনাব আবুল হুসেনের সভাপতিত্বে সম্প্রতি যে প্রথম পাকিস্তান পাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল যাহাতে ও বিদেশে বিনা শুল্কে পাট রপ্তানির দাবী জানান।

পাকিস্তানের সরকারী কর্ম্মকর্তাদের ও যে সব প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই বলিয়াছেন যে, ভারতে পাট উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বিদেশে পাটের যে চাহিদা রহিয়াছে তাহা মিটাইতে পাকিস্তানের পক্ষে অসুবিধা হইবে না। সুতরাং পাকিস্তান যে সমস্ত রপ্তানিকর ধার্য্য করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন।

বলা হয় যে, বৃহত্তর পাট উৎপাদন করিলে কৃষকরা ২০ ভাগ মূল্য পাইবে। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে পাট চোরাই বৃদ্ধি করিবার জন্য বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনা যে সমস্ত সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে চোরাচালান বিষয়ক কতকগুলি বিষয়ে প্রস্তাব করে পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

[illegible] হইতে [illegible] জন্য [illegible] করিবার জন্য [illegible] কোম্পানী ও [illegible] [illegible] চালানে উৎসাহ দান, অন্যান্য [illegible] [illegible] সম্মেলন সুপারিশ করিয়াছে। [illegible] প্রভৃতি [illegible] উন্নয়ন এবং উহা [illegible] ও ব্যবহারযন্ত্র [illegible] জন্য এক কমিটি নিয়োগেরও সুপারিশ করা হইয়াছে।

ছোট বাস ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

পাকিস্তান সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে [illegible] ছোট বাস ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বোর্ড পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন—জনাব [illegible] [illegible] জনাব এস, এ, আলভী, জনাব [illegible] আলী, জনাব [illegible] এবং [illegible]।

[illegible] দুইজন পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী। তাঁহারা [illegible] প্রথম সভা আগামী ১২ই জুন করাচী হইতে ধরিয়া আনা হয়।

টাঙ্গাইলে এক টিন কেরোসিন তেলের দাম আঠারো টাকা!

খুলনার এক সংবাদে প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় এক টিন কেরোসিন তেল আঠারো টাকা দরে 'বিক্রী হইতেছে' এই অভিযোগের

কথা

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সরকারী ব্যাখ্যা

[illegible] দোষের অপরাধ

[illegible] যে কম্পানীরা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু [illegible] হবে হবের অবনতি হইতে পারে নাই। [illegible] এই অপরাধ আরও অবনতি [illegible] বাজারে [illegible] সরকার পক্ষী হইয়াছে তাহাতে ক্রেতা ও [illegible] উহারই যৎপরোনাস্তি সতর্কতা অবলম্বন [illegible] বাজারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহাল না [illegible] দেশ কতদূর পরিবর্তনই করিয়া দিয়াছে [illegible] বিদেশ প্রকট হইতে পারে নাই।

• • • •

[illegible] হস্তান্তর আইনের আওতায় পড়িবে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন [illegible] তাহাই এই সম্পর্কের সর্বশেষ কথা নয়। অবশ্য বিগত বৎসরের সরকারের বিবেচনার জন্য সংশোধনের প্রস্তাবগুলি এই আইন প্রবর্তনের পর হইতে বাজারে [illegible] বেচাকেনার হাল পাইবার আশায় তাহাতে কোন উৎসাহ আশা করিতেছিল তাহাদের [illegible] হইয়া ছিল। তবে আশা করা যাইতেছে যে, এখন কাজের পরিমাণের দিক দিয়া [illegible] যথেষ্ট উন্নতি হইবে। বাজারের উন্নতির [illegible] অবনতি হইল তাহাতে সন্দেহ

• • • •

[illegible] সরকারের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের ফলে [illegible] বিশ্বাসিত যে অচিরেই বাজারের চেহারা [illegible] পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু তাহা সত্যে হয় নাই। [illegible] হইয়াছিল তাহাও পক্ষী হইতে পারে [illegible] সেজন্য প্রকৃত বসতিনির্মাণকারীরা যে কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না, ইহা তাহাদেই [illegible] যায়। বিগত দুই বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বিভাগে বাজারের উপর সরকারের [illegible] ফলে বিশেষ বিরূপ হইয়াছে, সাধারণ তাহা পুনরুদ্ধার হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ [illegible] হয় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করি। এই ঘোষিত [illegible] পরে ব্যাঙ্কগুলি মেয়াদ বৃদ্ধির [illegible] বাজারে যে অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়া [illegible] আশা করা যাইতেছে তাহার পরিবর্তন [illegible] হয়া যে বাজারের পক্ষে কল্যাণকর হইবে [illegible] সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্ক ও মেয়াদে বন্ধ [illegible] মোদকারীদের সংযোগিতা ভিন্ন যে বাজারের [illegible] কোন সম্ভাবনা নাই তাহা বলাই বাহুল্য। [illegible] সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকার যে নীতি

প্রমিক অসন্তোষ বিবেচিত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (Expert Committee) নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সমিতি প্রত্যেক শিল্পে বিভিন্ন শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে কিরূপ ভাগ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিবার কাজ করিবে। উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পে সরকারের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রমিকবিক্ষুব্ধ লাভের অংশ হ্রাসের পরিবর্তে অন্য কোন উপায়ে তাহাদের দাবীর যুক্তি সমাধান করা যায় কিনা তাহাও সরকার এই সমিতিকে ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে "আর্থিক অবস্থা"র পক্ষপাতী সাধারণ "লাভাংশ" নীতির সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি।

শ্রমিকবিক্ষুব্ধ লাভের অংশ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রত্যেক শিল্পেই যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমিকদের লাভের অংশ হ্রাসের প্রশ্ন নূতন নহে। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশেও এই নীতি সাময়িকভাবে অবলম্বন করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যকরী হইতে পারে নাই। কাজেই শিল্পে অনুরূপ ব্যবস্থার যে ইহা বাস্তবক্ষেত্রে পরিণতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্যের বিভাগে শ্রমিকের পারিশ্রমিক উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল করা উচিত, শিল্পের লাভের উপর নহে। সাধারণের এই কমিটির কার্যাবলী একান্ত আগ্রহের সহিত পর্যবেক্ষণ করিবে সন্দেহ নাই।

• • •

সরকারী অংশের বাজারে এই সপ্তাহেও কোন উন্নতির পরিলক্ষিত হয় নাই; বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তাহার নিম্নিলিখিতরূপে কোন রাখিয়াছে। অংশের বাজারে গতির ধার বর্তমানে উদ্যমহীন বলিয়াই মনে হয়। তাই ১৯৩১ সালের ১৯০ গতের বিভাগীয় বিভিন্নকরণের সাময়িক হ্রাসেতে পরিলক্ষিত হইবে, যত সত্বরে বাজারের কর্মতৎপরতা সুস্পষ্ট কোন ধারণা [illegible] হয় নাই। এই নূতন ঘর পরিকল্পনা ঘোষিত হইবার পর হইতেই ৩, গুণের (১৯৫৭) কাগজের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহাদের অর্থাৎ ১০১৮০ হইতে ১৪১৮৫৩ পর্যন্ত ক্রেতার যথেষ্ট প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই মনে হয় যে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের বর্তমান ১৯০ গুণের ১৯১৮-৩১ কাগজগুলিকে ২৯০ গুণের ১৯৩৯ কাগজে পরিবর্তিত না করিয়া নবাব তাহাদের করার জন্য, অথবা অন্য কোন কাগজে লাভ করার জন্য আরও প্রকাশ করিতেও করিতে পারে। এই

চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের চাহিদা অত্যন্ত বেশী ছিল এবং বর্তমানে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে।—তাহের চাহিদা খুব প্রবল রহিয়াছে এবং রপ্তানী কোটা (Export Quota) সম্বলিত চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি প্রায় চার আনা বেশী।

• • • •

ব্যাঙ্ক শেয়ারের কাজ বন্ধ হয় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরের কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। কাশীপুর কলের শেয়ারেরও বেশী কাজ হইয়াছে। দরেরও বেশ উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় রাখিতে পারে নাই। কলমাধনি শেয়ারের কাজ অতি সামান্য হইয়াছে এবং সামান্যরূপ উন্নতিরেরও অভাবে দরের বেশ অবনতি হইয়াছে। কোকেটারী অব বেঙ্গলের সাধারণীকৃত শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল, কিন্তু বিক্রেতার অভাবে কোন কাজ হইতে পারে নাই। বিবিধ বিভাগে এবারও কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। পরিণামে দরেরও কিছুটা অবনতি দেখা গিয়াছে। এক এণ্ড বি অয়েলস, ইণ্ডিয়ান কপার, ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ও কুশবেলা টবাকো শেয়ারের কিছুটা চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সরকারী ঋণ—

৫৲ সুদের ১৯৫৫ ১০৸৵ (১৯৫৭), ২৯৲ সুদের ১৯১৮ ১১৸৵১৯, ৫৲ সুদের ১৯৪৩-৪৫ ১০৸৵৩ ৩৲ সুদের ১৯৫৭ ১০১৸৵১, ৫৲ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০১৸৵ এবং ৩৲ সুদের ১৯৬-৪৭ ৯১৸৵৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ইম্পিরিয়াল ১১৯৲ (১৯৫৲), বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৪৸৵, ইণ্ডিয়ান ফ্যাসিয়াল ৩২৲ টাকা পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে এই সপ্তাহের কাজ বেশ হইয়াছে শেষ মুহূর্তে বিক্রেতার প্রাচুর্যের জন্য দরের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই। কানপুর পেপারই ১০৸, টীটাগড় ২৭১৲, এবং বিউ ডিস্ট্রিক্টরিয়া ৪৷ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এই বিভাগে কোন উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় নাই ফ্যাকুমদা, কাটারা কলিয়া ৩১৸৵, সেক্ট জালী ২৩৷ বরাকর ১০৸৵, ও সাউথ করোপুরা ২৩৷ পর্যন্ত ক হইয়াছে।

চটকল—

আগলো ইণ্ডিয়া ৩১০৲, বাউড়া ৬৮৸৵, কাম

সপ্তাহের বাজার

খাদ্য শস্য এবং বাণিজ্য শস্য

অকস্মাৎ পরিবর্তনে কাঁচা পাট, তুলা ইত্যাদির পরিবর্তে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা না হইলে তাহাদের পক্ষে দেশের সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব হইবে বলিয়া তাহারা মনে করেন। অবশ্য কাঁচা তুলা ও পাটের ন্যায় সরকার পরিকল্পনাকে উপর ভিত্তিকালের ন্যায় নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার পরিচয়ের পর একথা এখনি বলা যায় না যে, চাষীদিগকে সরকারী ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করান যাবে। যেমনভাবে পত্র করিলে এক শ্রেণীর বেশী লাভ করা যায় চাষীরা ঐ ফসলই উৎপাদন করিতে চাহিবে। বর্তমানে চিনি এবং বিশেষ করিয়া তুলার যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে চাষীরা ঐসব ফসল অধিক উৎপাদন করিতে যে আগ্রহী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্য কেন্দ্রীয় কিংবা যদি এই বিষয়ে কোন কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে চাহেন তবে প্রাদেশিক সরকার সমূহের বাজেট অধিবেশন বন্ধ হইলে সরকারের প্রতিনিধি আলোচনা করা উচিত।

তাঁতবস্ত্র

লণ্ডনস্থ বস্ত্রে বিল বার্নিস কমিটির সভাপতি মিঃ চার্চিলপ্রমুখ বলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় বস্ত্র কিছু পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক। কারণ, তুলার যে অগ্নিমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার মতে সাধারণ উচ্চমূল্যের জন্য বস্ত্রের ব্যাপক অভাবই দায়ী। বর্তমানের এই সংকট সমাধানের জন্য বিল লিক নিবিড়ি স্থির করিয়াছেন যে, এখন হইতে উক্ত মিলের সমস্তরূপ বিলগুলি তাহাদের উৎপন্ন মালের যে মূল্য চিহ্নিত করিয়া দিবে তাহাতে ব্যোকানদারেরা তাহার মূল্য বাড়ী করিতে না পারে। বিলের মূল্য হতে মূলের মূল্য পরকার অধিকার বেশী হইবে। সূক্ষ্ম বস্ত্রের মিলগুলি এই প্রদেশের প্রয়োজনীয় শতকরা ৫০ ভাগ কাপড়ও উৎপাদন করিতে পারে না, সেই এই সিদ্ধান্তের ফলে যে কাপড়ের ব্যাপক ঘাটতি ঘটিবে তাহা আশা করা যায় না। তবুও মোটা পরিধান কাপড়ের দাম কিছু সুলভে জনসাধারণ যে করিতে পারে তাহাও অনেক সান্ত্বনার কারণ হবে এবং জনসাধারণ দেশজ বস্ত্রের বিক্রয়ের ব্যাপ্ত হবে।

গলা-রূপা

সোনার মূল্য কিছুটা অবনতি দেখা গিয়াছে। ৯ সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ইহা ভালই ছিল। রাজস্বরাজের সোনাযোগের ফলে সোনার দাম কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং উহার ঘর ওজনার ১১৫৮০ ও অক্সিজ ফর ১১৬৬৮০-তে স্থির ছিল। তখন মক্ষ মূল্য ১৫ টাকা হইতে ১৩৯৯০-তে নামিয়া আসে। সোনার মজুত পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ তোলা বৃদ্ধি অনুমান করা যায় এবং বৈদেশিক আমদানীর পরিমাণও ৫,০০০ তোলার মত হইবে। বৈদেশিক বিনিময়ের পরিমাণ হইবে প্রায় ৯,০০০ তোলা। তখন মজুত মালের পরিমাণ হইবে প্রায় ৯,০০০ বার এবং বৈদেশিক আমদানী ও বিনিময়ের পরিমাণ হইবে যথাক্রমে ৫০ ও ৫১ বার।

রূপা

বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত ১৮,০০০ আউন্স রূপা সরবরাহ করা হয়। কিন্তু তাহাতে বাজার চাহিদা সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আগামী জুলাই ও অগস্ট মাসের জন্য বাজারে ছাড়া হয় এবং এইজন্য বিলুপ্ত শ্রেণীর মালের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি ছিল এবং একটু উচ্চ শ্রেণীর মালের বেশী চাহিদার জন্য ঐ সব মালের মূল্যও বেশী ছিল। ফলে মূল্য ভাবের মাস বাড়িয়া ১৮০ পর্যন্ত হয়।

তৈলবীজ

কলিকাতার তৈলবীজের বাজারে মালের বিশেষ টানাটানি হয় নাই। বৈদেশিক ৫০০ মণ মাল আমদানী হইলেও খামীর চাহিদা বেশী ছিল বলিয়া বাহিরে বিশেষ চালান হয় নাই। ফলিতে অবশ্যকটা অনিশ্চিত বলিয়া অগ্রিম সরবরাহ বাজারে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সরকারী ব্যাখ্যা

(পূর্বাংশ ৫৮০ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ—

বাঙ্কা করপোরেশন ৩৮/৬, ভারতপুরা কেমিক্যালস ৩১৮/০, মোম ভালী ৮৪৸, কলিকাতা ইলেকট্রিক ১৯৮/৩, ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৸/৬, ইণ্ডিয়ান ষ্টোরেজ ওয়াগন ১৫৲, মেসর্স ১৮৭৸৯, ষ্টীল করপোরেশন ২৪৲, ষ্টেনফাইল মেশিনারী ৭৮/০, আয়রোলো মাকার্স ২১৯/০, বি-আই করপোরেশন ৪১/০, কলিকাতা ট্রাম ১৮৩/০, এফ আর সি অলদার ১৪৪/০, ইণ্ডিয়ান মেসর্স ৩৪৪/৩ আর্টিস মেকারেশন ১২৭৲, বাটার মার্ক ১২৯/৬, ভাসবাল ষ্টোরেজ ৩৩৯৸ ষ্টীলস্ট মেসার্স ৪৩/০৬, ইণ্ডিয়া সিমিলিন ১২/০, মেক ২৫/০, ভালুর সুগার ২৩৪৸ চন্দ্রাবর ১৪৪৸ রাইবাজা ১৫৮/৬, এবং রাজবর্মা ২১/৩ টাকায় বন্ধ হইয়াছে।

বিস্মৃত

(পূর্বাংশ ৫৭৯ পৃষ্ঠায়)

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেছেন, তখন আমরা বিস্মৃতই আশা করিব যে, তাঁহারা ভারতের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবেন। ভারতীয় ডিলেগেট যে অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কার্যে পরিণত করিতে উহাদের যোগাযোগোচিত আগ্রহের দ্বারা অন্তত কিছু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া তাহাদের এগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে আসিবেন—যেমন উদ্দেশ্য যে শুধু ভারতের তাহা নয়, তাহাতে যে অনেক কিছু দেশী, তাহাদের যোগাযোগের দ্বারা প্রকাশ করিবার সময় হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা আশা করিয়া আছি। তাঁহারা ভারতবর্ষের বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের পূর্বাপর মৈত্রীর যোগসূত্র। আশা করি তাঁহাদের কাজ প্রসঙ্গে দেশের মালের বিক্রয়ে এবং দেশের মালের বাহিরে সম্ভাবনার সমস্যা ও দেশের কথা বলিবেন।

—সওদাগরী

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
আর্থিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

কি

লণ্ডনে ষ্টার্লিংপাওনার আলোচনা

করাচি, ১৯শে মার্চ

বিগত ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত ও পাকিস্তান ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল তাহার মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন তারিখে শেষ হইবে। এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হইতেছেন ভারতীয় অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চেট্টি। পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব মুহম্মদ আলী।

• • • •

১৯৪৯ সালে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে লণ্ডনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সহিত ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদল পাওনার উপরেই, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে অর্থ পাওনা আছে তাহার উপরেই, এতদিন দাবি করিয়া আসিতেছিল। ভারত ও পাকিস্তান বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে অর্থ পাওনা আছে তাহার উপরে দাবি করিতে সম্মত হয় নাই। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই দাবি সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের মনোভাব কি ছিল তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তাহার দাবির ভারতের পাওনা বিষয়ে চূড়ান্ত অধিকার অর্জনের উপরেই, এরূপ দাবি করিতে গেলে, স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সন্দেহ ও সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার কথা। সেইজন্য মনে হয়, সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের অধিক অসুবিধার সৃষ্টি না করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদল ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে যে কোন মনোভাব প্রকাশের যে প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল তাহা আমরা করি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের তাহার সঙ্গে ষ্টার্লিংকে দেখিবার উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চেট্টি লণ্ডনে পৌঁছিয়াই পাওনা সম্পর্কে যে প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহার প্রতিটি বক্তব্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন, ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ভারতের মনোভাব এই যে, ইহা অর্থনীতিবিদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ইহা ভারতীয় জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারত সরকার ষ্টার্লিং পাওনার ক্ষেত্রে যেরূপে পরিমাণ ক্ষমা উহাদের উহাদের পারে, এক্ষেত্রে সেরূপ ক্ষমা উদারতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই কথাটাই ইংলণ্ডের জনসাধারণ যাহাদের উপলব্ধি করা তাহারা ষ্টার্লিং পাওনাকে সমর-ঋণ বলিয়া মনে করিয়াছে। ভারত ষ্টার্লিংকে ও প্রয়োজনের সময়ে বাস্তবিকই ডলার হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যেই ৩৫ কোটি ডলার আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু ১৯৫১ সালের মধ্যেই ৩৫ কোটি ডলার আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু ১৯৫১ সালের মধ্যেই ৩৫ কোটি ডলার আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু ১৯৫১ সালের মধ্যেই ৩৫ কোটি ডলার আদায় করিয়া লইবে।

• • • •

ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে ভারতের মনোভাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন, ষ্টার্লিং পাওনা ভারতের ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ইহা ভারতীয় জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারত সরকার ষ্টার্লিং পাওনার ক্ষেত্রে যেরূপে পরিমাণ ক্ষমা উদারতা দেখাইতে পারে, এক্ষেত্রে সেরূপ ক্ষমা উদারতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই কথাটাই ইংলণ্ডের জনসাধারণ যাহাদের উপলব্ধি করা তাহারা ষ্টার্লিং পাওনাকে সমর-ঋণ বলিয়া মনে করিয়াছে।

• • • •

শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন,

৯১৮ কোটি টাকার উর্ধ্বে উঠিবে বলিয়া মনে হয় (১৮.৭১ কোটি টাকা — ৯৪১ কোটি টাকা)। চলতি বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ৪১১ কোটি টাকা হইতে ১.৭৮ কোটিতে হ্রাস পাইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের ৪১৮.৩৩ কোটি টাকা হইতে ৩১৭.৯৮ কোটি টাকায় অবনমিত হইবে। মূলধনি বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১৩ কোটি টাকায় (৫১.১১ কোটি টাকা) এরূপ অপরিবর্তিতই থাকে।

• • • • •

১৬ই মে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ভল্টলস্থ ব্যাঙ্কসমূহের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য তারিখান্তে মোট জমার পরিমাণ ৯৩৩.৩৩ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত আছে। এলাহাবাদে মোট জমার কিছু ২৮ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩১৪.৮৪ কোটি টাকা—৩১৩.৭১ কোটি টাকা)। চলতি নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৭ কোটি টাকা হইতে ৩৮.১১ কোটি টাকায়, বাজেটের পরিমাণ কমিয়াছে ৯৩৬.১৫ কোটি টাকা হইতে ৯৩৭.৯৬ কোটি টাকায়, তহবিলে রক্ষিত পরিমাণ ১৮.১১ কোটি হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৮.২১ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।

ভল্টলস্থ ব্যাঙ্কসমূহের সাপ্তাহিকপত্রিত চাহিবা-মাত্র দেয় ঋণের পরিমাণে ১.০৩ কোটি টাকার হ্রাস দৃষ্ট হয় (৮১.৭১ কোটি—৮৩.৭৩ কোটি)। মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণেও সামান্য ১৩ লক্ষ টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে। চলতি নগদ টাকার পরিমাণ কমিয়াছে ৩.১৮ কোটি হইতে ৩.১০ কোটি টাকায়, বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৩.১৮ কোটি হইতে ৩৩.৬৩ কোটি টাকায়। তহবিলে রক্ষিত পরিমাণ ৭৯.১৩ লক্ষ টাকা হইতে ৫৯.৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব খাতে রক্ষিত জমার পরিমাণ ৮৩.৩৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩.২১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার ৫৮২ পৃষ্ঠায়)

উদ্বৃত্ত তাহাদের শিল্পনীতির সাফল্য যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, সেকথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ভারতে বিকল্প লৌহ উৎপাদন

লৌহ শিল্পের উন্নতির উপর ভারতের শিল্পোন্নতি নির্ভর করে, অথচ লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ভারতের বার্ষিক লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা ন্যূনপক্ষে ১৫,০০,০০০ টন বলিয়া অনুমান করা হয়, অথচ ১৯৬৭ সালের উৎপাদন পরিমাণ মাত্র ৮,৩১,০০০ টন। এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ প্রধানতঃ দুইটি, কয়লার অভাব ও কয়লা পরিবহণের অসুবিধা।

তাহাড়া খনিজ লৌহের পরিমাণও পর্যাপ্তপরিমাণে নির্ধারিত হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে ভারতে ১৮,০০০ টন লৌহ আকরিক রপ্তানী করা হইবে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী ভারতের হাতে থাকিবে ১২,০০০ টনেরও কম। ফলে লৌহ ও ইস্পাতের এক প্রকার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। লৌহের অভাবে ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অচল হইয়া উঠিয়াছে এবং মূলধনের সাহায্যও অসুবর হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার লৌহ আকরিকের জন্য আপাতঃ তেমন কিছু করিয়াও কোন ফল পান নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে পাইবেন তাহার সম্ভাবনাও খুব কম। কারণ খনিজ দুষ্কৃতাই একমাত্র যেখানে লৌহ রপ্তানী করা সম্ভব, কিন্তু দুষ্কৃতাই এমনভাবে লৌহের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে যে, সেখান হইতে প্রয়োজনীয় লৌহপ্রাপ্তি দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্কৃতাই নিকট হইতে সরকার ১৯৬৮ সালে ৬৭১,০০০ টন লৌহ আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুষ্কৃতাই স্থির করিয়াছে তাহাকে মাত্র ৬৭,০০০ টন লৌহ পাঠানো হইবে মাত্র ১১,১০০ টন। এরূপভাবে আলোচ্য হইতে ১৯৭০ টন রেলের লোহা পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। ব্রিটেন প্রতি তিন মাসে ১৫০ টন লৌহ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছে জানা গিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যাকিন দুষ্কৃতাই যতদিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে লৌহ ভারতে রপ্তানী করিতে রাজী না হইবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের নিজ সম্প্রসারণ আশানুরূপ ভরসার সহিত বৃদ্ধি পাইবে না।

সেইজন্য আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ভারত সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জাপানে বক্সাইট ও বক্সাইট কলিয়া পাঠাইতে বিবিধ বিশ্লেষণকার্যে ব্যবহার করা যায় যে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শীঘ্রই প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গ ও খেলার রাজ্যের মন্ত্রিবর্গকে লইয়া ভারত সরকারের একটি বৈঠক হইবে।

সরকারের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কাজে কাজে সাধ্যমত হ্রাস করা যাইবে। ইউরোপের অনেক দেশে এই ব্যবস্থা যথেষ্টভাবে চালু হইয়াছে. কাজেই ভারতবর্ষেও এই পথা সাফল্যজনকভাবে অনুসরিত হওয়ার পথে কোন বাধা নাই। আমরা জানিয়া আরও সুখী হইলাম যে, সরকার এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ যুক্ত অংশীদার হইয়া একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর্পোরেশন ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ভার লইবেন।

ভারতবর্ষে যেখানে ন্যূনপক্ষে ১০,০০,০০০ টন লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন, সেখানে ভারতের উৎপাদনশক্তির পরিমাণ খুব বেশী হইলেও ১৫,০০,০০০ টন পর্যন্ত। তাহাই যদি যথা যথা কিছু পরিমাণেও লোহার অভাব পূরণ হয় তবে ভারতের শিল্পবাণিজ্য তাহা প্রকৃত পরিমাণে সহায়ক হইবে। কাজেই সরকার এই পরিকল্পনা সফলভাবেই কার্যকরী করিতে পারিবেন কিনা সেইটের প্রধান

ব্রিটেনের মত নির্মাতাদের সংস্থিতের পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তুদিন পূর্বে আমাদলাদের নির্মাতাদের উহা কি ভালোর জন্য সংস্থাপনের পরিবর্তে পরিবর্তে হইবার ফলে কি ভালোর জন্য হইতে পারিতেছে চলিয়া যায়; কিন্তু বর্তমান আফ্রিকার নির্মাতাদের মধ্যপ্রদেশাধিপতি মার্শাল স্যাটেন্স মনে যে তবু পরাজিত হইয়াছে তাহাই নয়, মার্শাল নয়ং পার্লিমেন্টে প্রবেশও করিতে পারিলেন না—ক্ষমতাসীন পার্টির বেতা ডাঃ মালানের নিকট পরাজিত হইলেন।

ভারতীয় বিদেশ ও কর্মীসংঘের প্রধান সিনেটার মার্শাল স্যাটেন্স পূর্বদেশাধিপতি যে কলহ অর্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্ত সমস্ত কৃতিত্বকে ম্লান করিয়া দিয়াছে. তিনি ইউনাইটেড সমর্থনের জোরে ও প্রতিরক্ষাবাহিনীর অধিকারের প্রয়োজনের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়োগের এই বিরাট ক্ষেত্র বিসর্জনে পরিবর্তিত হইয়াছেন। ইহাই তাঁর এই কারণেই তাঁহার পক্ষে হইল।

ক্ষমতাসীন পার্টি যত বেশীর ও ডঃ মালানের নেতৃত্বে তুলিল ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া শ্বেত আফ্রিকার সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী জানাইয়াছে এবং কৃষ্ণকায় আফ্রিকা যাহাতে চিরকাল ব্রিটেনের বন্ধু ও গ্রাহক হিসাবে না থাকে তাহার জন্য আলোচনা করিতেছিল। কিন্তু মার্শাল স্যাটেন্স তাঁহার অভিযোগে এতদূর অন্ধ হইয়াছিলেন যে, বেশবাসীর মনের পরিবর্তন বুঝিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। বেশবাসী বিশ্ব ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার চালাইয়াছিলেন এ যে অন্যায় এখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের উপর চলিতেছে তাহার অবসান নিশ্চয়ই একদিন কৃষ্ণকায় আফ্রিকা জাতিবিদ্বেষ-উদ্ধৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে হইবে আমরা আশা করি স্যাটেন্স ভারতীয় জাতির মনে তাঁহার প্রতিক্রিয়ার ফল যতদূর সম্ভব দেখিতে পাইবেন। ডঃ মালান ও ক্ষমতাসীন পার্টি স্যাটেন্সের চেয়ে প্রগতিশীল তাহা আমরা বলিতে চাই না, তবে ডঃ মালানের বল আরও উগ্র ভারতীয়বিরোধিতার কিন্তু এই বল ক্ষুণ্ণ উহার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, অন্যায়ের অত্যাচারে ইতিহাসের আবর্তনেবারে পরিণতি হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের যতই প্রবল হয় না কেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশা ছাড়িব না।

ম্যাকনীল কোম্পানী পরিচালিত কয়লার খনি

[illegible] সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখের বাস্তবিক হিসাবে দেখানো হয় কলিয়ারিক কোম্পানীর লাভ উত্তোলনের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের তুলনায় এতদূর অপরিবর্ত্তিতই আছে বলিতে পারা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়মাসে উহার পরিমাণ ছিল ১,১৫,৯৬৩ টন, আলোচ্য সময়কালে ওই পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,১৪,৩৬৮ টন। মাল প্রেরণের পরিমাণে কিন্তু বৃদ্ধি ঘটিয়াছে: ১,০৭,৫৪৪ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান হিসাবে উহা ১,১৪,৩৩৭ টনে দাঁড়াইয়াছে। নীট লাভের পরিমাণের সবিশেষ উন্নতি দেখা যায়,—ওই পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের লাভের পরিমাণ অপেক্ষা বিশেষরূপ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে নীট লাভের পরিমাণ ছিল ১,১৫,৫৮৩ টাকা, বর্ত্তমানে উহা পৌঁছিয়াছে ১,৩৮,৩২৪ টাকায়। তরবারত বর্দ্ধিত পরিমাণ অর্থ দ্বারা করা হইয়াছে (১,১৮,০০০৲—৪২,০০০৲)। মূলধনের অংশের মূলধন পরিমাণ অর্থ দ্বারা করা হইয়াছে (৪৪,১০৯৲—১১,৪০৯৲)। সঞ্চয় তহবিলে ১২,০০০ টাকা জমা হইয়াছে, অন্যান্য অংশের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ছয় টাকা করা হইয়াছে। পাওনা হিসাবে জের টানা রহিয়াছে ১৪,৫০০ টাকা (১৩,৩২৯৲)।

মালমাড়ার অনুবিধাই আলোচ্য ছয় মাসে সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা ছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি সরকার উহাদের মাল চলাচলের বন্দোবস্ত না করিতে পারেন, তাহা হইলে মাল উত্তোলনের পরিমাণ হ্রাস করা ছাড়া অন্যান্য পরিচালকদের আর অন্য উপায় থাকিবে না।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ তাঁহাদের আলোচ্য সময়কালের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিকের বিবরণ পেশ করিয়াছেন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—ম্যাকনীল অ্যাণ্ড কোম্পানী। আলোচ্য হিসাবের [illegible] মূলধন—প্রতিমাসে ১০৲ হিসাবে ১,৩০,০০ মাসিক [illegible] সমেত মোট ৪৯,৩০,০০৲।

নিরীক্ষকের সার্টিফিকেট (৩১.১২.৪৭)

আয়

[illegible]	১৯,৩০,০০০৲
[illegible]	১,১৬,৭০০৲
[illegible]	১৩,০০০৲
[illegible]	১৩,৪৭,৬৯৯৲
[illegible]	১৪,৩৬,৩৯৯৲

ব্যয়

[illegible]	৪৪,৫৩,১৯৭৲
[illegible]	১,৪৫,৪৪৫৲
[illegible]	১,১৪,৩৩৭৲
[illegible]	১৪,৩৬,৩৯৯৲

নিরীক্ষকের সার্টিফিকেট (৩১.১২.৪৭)

আয়

[illegible]	১৯,৩০,০০০৲
[illegible]	১,১৬,৭০০৲
[illegible]	১৩,০০০৲
[illegible]	১৩,৪৭,৬৯৯৲
[illegible]	১৪,৩৬,৩৯৯৲
মোট	৪৯,৩৩,১৯৭৲

ব্যয়

[illegible]	৪৪,৫৩,১৯৭৲
[illegible]	১,৪৫,৪৪৫৲
[illegible]	১,১৪,৩৩৭৲
[illegible]	১৪,৩৬,৩৯৯৲
[illegible]	১৪,৩৬,৩৯৯৲
[illegible]	১৩,০০০৲
[illegible]	১,১৮,০০০৲
[illegible]	৪২,০০০৲
[illegible]	১২,০০০৲
[illegible]	৬০৲
[illegible]	১৪,৫০০৲
মোট	৪৯,৩৩,১৯৭৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ "আর্থিক জগৎ" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাষ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক জগৎ", ১১৬ নং চোরঙ্গী রোড, (ফোন—কাল ৩৪২৪ ও কাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

[illegible] আছে। (১৯,৭১৫৲—১৯,৭১৭৲)।
সভ্যগণের পরিবার বিস্তৃতির জন্য হইয়াছে
[illegible] শতকরা ১৫—বার্ষিক শতকরা ১০৲)
৪ সালের জের টানা হইয়াছে ৩ ৮৮৮ টাকা
১ টাকা)।

ই ফেব্রুয়ারির [illegible] ব্যাঙ্কশাল কোম্পানী
[illegible] সাধারণের বিবরণে যোগ্যতা আছে
[illegible]।

[illegible] ১ ফেব্রুয়ারি—ব্যাঙ্কশাল ব্যাঙ্ক কোম্পানী। অনুমোদিত
[illegible] ও বিক্রীত মূলধন—প্রতিটি ১০৲ হিসাবে ৪৯,৯১৯
[illegible] সভ্যগণের পরিবার বৃদ্ধির জন্য মোট ৩,৯৯,৯১৯৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	১,৯৯,৯১৯৲
মজুত তহবিল	১৯,৯৯৯৲
ঋণ	১,৯৯,১১৯৲
অনির্দিষ্ট লাভ (মোট)	১,৯৯৯৲
মোট	১৯,৯৯,১৯১৲

সম্পত্তি

মোট নগদ [illegible]	১৯,১৯,৯১৯৲
মুদ্রাসম্পদ	১,১১,৯৯৯৲
ঐচ্ছিক ও সম্পত্তি	১,৯১,১১৯৲
দাবিদার	৯৯,৯১৯৲
মজুত ধন	১,৯১,৯৯১৲
বাকী পাওনা	৯,৯৯,৪৯৯৲
অতিরিক্ত লাভ তহবিল জমা	৯৯,১১৯৲
প্রথম	৯১,১৯৯৲
মোট	১৯,৯৯,১৯১৲
মূল সম্পত্তি	৯,১১,১৯৯৲

* * * *

"হিন্দুস্থান কোল কোম্পানী"র ৩১৫ ডিসেম্বর (১৯৭) তারিখে সমাপ্ত বাণিজ্যিক হিসাবে বাদ লাভ ও মালপ্রেরণ পরিমাণে, বাঁচ লাভে এবং টন সভ্যাংশের অঙ্কে দর্শনীয় উন্নতি দৃষ্ট হয়। বাদ লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী ছয়মাসের ১,৮৯,১৩১ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৯৯,১১৯ টনে দাঁড়াইয়াছে। [illegible] প্রেরণের পরিমাণ পৌঁছিয়াছে ১,৯৯,১৯৯ টন হইতে ১,৯১,৮৯১ টনে। বাঁচ লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে ১,১১,৯৯১ টাকা হইতে ৯,৯১,৪৯৯ টাকায়। ১ টন নির্দিষ্ট সভ্যাংশের মান বৃদ্ধি পাইয়াছে অতিরিক্ত বোনাস ১৯ টাকা হইতে বার্ষিক শতকরা ১০ টাকায়। [illegible] বার্ষিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে ১,৯৯,৪৯৯৲—১,৯৯,৯৯৯৲)। মূলধনজনক খাতে পরিমাণ অর্থ (৯৯,৯৯৯৲—১৯,৯৯৯৲) জমা রাখা হইয়াছে, অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১৯,৯১৯

[illegible] কোম্পানী—ব্যাঙ্কশাল ব্যাঙ্ক কোম্পানী। অনুমোদিত
[illegible] বিক্রীত মূলধন—প্রতিটি ১০৲ টাকার হিসাবে
[illegible] মূল সম্পত্তির সমান অঙ্কে মোট ৯,৯৯,৯৯৯৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	৯,৯১,৯৯৯৲
মজুত তহবিল	১,১১,৯৯৯৲
অন্যান্য তহবিল	১১,৯৯৯৲
ঋণ	৯১,১৯,১৯৯৲
অনির্দিষ্ট লাভ (মোট)	৯১,৯৯৲
মোট	৯৯,৯১,১৯৲

সম্পত্তি

মোট নগদ সম্পত্তি	৯১,৯৯,৯১৯৲
মুদ্রাসম্পদ	১৯,৯৯,৯১৯৲
ঐচ্ছিক ও সম্পত্তি	১৯,৯১,৯৯১৲
ঋণদাতা	৯,১১,৯৯৯৲
মজুত ধন	১,৯৯,৯৯৯৲
বাকী পাওনা	১১,১১,৯৯১৲
অগ্রিম দেয়	১১,৯১৯৲
অতিরিক্ত লাভ তহবিল জমা	১,৯৯,১১৯৲
প্রথম	১৯,৯৯৲
মোট	৯৯,৯১,১৯৲
মূল সম্পত্তি	১১,১৯,৯৯৲

* * * *

ব্যাঙ্কশাল কোম্পানী পরিচালিত ইস্টইন্ডিয়ান, [illegible] কর্মীবৃন্দ... [illegible] মজুরদের কর্মীসংঘের সভ্য হিসাবে ইহার দেখা যায় পূর্ববর্তী ছয় মাসের দু [illegible] সভ্যগণের বাদ উত্তোলনের পরিমাণ [illegible] লক্ষ ইস্টইন্ডিয়ান ১৯.৯ লক্ষ টনে দুই ধাপে দাঁড়া বাদ প্রেরণের সম্মতিক্রমে পরিমাণের হেরফের হয় [illegible] ১৯ লক্ষ টন ১১.৯ লক্ষ টন)। কিন্তু [illegible] সালের শেষার্ধে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে ([illegible] লক্ষ টাকা—১৯.১৯ লক্ষ টাকা)। ইহার একমাত্র ১৯৪৯ সালের মেয়াদে সরকার অনুমোদিত [illegible] অনুসারে সভ্যগণের বন্টনের জন্য টন পিছু হিসাবে বর্ধিত হারে বাদ সাধারণ বিবেচিত। এই বর্ধিত মূল্যের বেশীর ভাগ অংশই [illegible] শ্রমকল্যাণ খাতে মিটাইতে এবং [illegible] সুবিধার ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করিতেই হইয়া [illegible]—তাহা না হইলে লাভের পরিমাণে কিছু উন্নতি দেখা যাইত। অবশিষ্ট বাদ [illegible] ১,৯৯ লক্ষ টাকা (৯.৯ লক্ষ টাকা), মূলধনের খাতে রাখা হইয়াছে ৯,১৯ লক্ষ টাকা (৯,১৯ লক্ষ [illegible] সভ্য ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পূর্ববর্তী ছয় মাসে রাখা হয় নাই। এবার রাখা হইয়াছে ১.৯১ লক্ষ সভ্যাংশে বিতরণে খরচ হইয়াছে ৯.৯১ লক্ষ (৯.৯৯ লক্ষ টাকা) পরবর্তী হিসাবে যে অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ১.১ লক্ষ টাকা (টাকা)

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড ও চিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৯নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের
বিশেষ সুবিধাজনক সর্তাবলী :

- মাত্র ১৯৲ টাকা নিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ১৷৷৹ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আনানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৪০৲ টাকা মূলমজুত জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়

বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম
শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

)পত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ) কার হিসাবে)

মৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	মূলধন ও মজুদের মোট পরিমাণ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মূল্য সংখ্যা	তারিখ	বাজার দর					
ইঞ্জিনীয়ারিং											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
লাখনি											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চিনির কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (সম্ভাব্য)	সভ্য ও অন্যান্য হার/শ্রেণি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	পর অনুমোদন	সদস্য	ব্যবস্থাপনা	লাভ ও ক্ষতি				মোট ঋণ
চট্টগ্রাম												
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	---	[illegible]	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	[illegible]	---
[illegible]	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	---	---	---

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (কোটিতে)	বর্তমান পরিশোধিত মূলধন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	সমবায়	বাজার দর					মন্তব্য
							২১/৭/৯৮	১৯/৭/৯৮	২১/৭/৯৯	১৮/৭/৯৯	৩১/৭/০০	
চা-বাগান												
ডেপিরামাড়া	...	৫,১৮,০০০	৮,১০,১৩১৲	১০০	৩০৲(গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	৫
জোড়াই ও সার্কাডিয়া	...	৯,৭৮,০০০	৪,৯৮,১৭০৲	১০০	১১৲(গ)	১১/৯৫	৪৭১৩	---	---	---	৪১১৲	৯
সিলি ভ্যালী	...	১,৩০,০০০	৪,৫৪,১০৩৲	১১	৩৫০ (গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	৮
লাক্কাতোলা	...	১১,৩৭,০০০	৩৮,৭১,৫১৭৲	১০০	৮০৲(গ)	১১/৯৯	৩৫০৲	---	---	---	---	৯
মাধবপুর	...	৩,৩০,০০০	৩,৩৮,৩১০৲	১০	৫৲(গ)	৯৩৪	৫৩৲	---	৫৫	---	---	৯
মনমরাজাই	...	৩,৩৩,০০০	১১,৩০,০০০৲	১০০	১০০৲(গ)	১১/৯৯	---	---	---	---	---	৫
সিলেক্ট	...	১৫,০০,০০০	৮,১০,০০০৲	১০	৩৫০(গ)	১১/৯৯	---	---	---	৪৮৫৩-৪৯৯০	---	৯
জেলধারী	...	১,২১,০০০	১,১৮,৮৩১৲	১০	১০৲(গ)	১২/৯৬	---	৭৪৪৯-৭১৯০	---	---	---	৯
ডানাবেড়া	...	১,৯০,০০০	৩,৩৯,৮৩০৲	১০	১২৩(গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	
মেন্ট্রাল আসাম	...	৯০ ০০ ০০০	৬,৫১,১৩১৲	১০০	৫৫০(গ)	১২/৯৪	---	---	---	---	১৪৮৲	
আলম	...	৬,৩০,৩০০	১,৩১,৩১১৲	১০	১৯৩(গ)	১২/৯৬	---	---	---	---	---	
মেজবী ভিলেজ	...	৪,৯৮,০০০	১,৩১,৮৪৮৲	১০	৯৩(গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	
বাগডোগরা	...	১,৩০,০০০	১১,১১,৮০৩৲	১০০	৩০৲(গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	
হাসিমারা	...	১৬,৩০,০০০	৪১,৭১,১১১৲	১০	১৩৲(গ)	১১/৯৯	---	---	---	---	---	
চিনির কল												
ইউ-পি	...	১৯,৯৮,০০০	১৯,৯৮,৮৮০৲	১০	...	১৩৬	---	---	---	---	---	
বলরামপুর	...	৩৪,৩০,০০০	১১,১১,৩০১৲	১০	...	৩৫১	২৮০	৯৫.০-৯৬.৩	২৮০	৯০	৯০-৯৯০	
গণ্ডকরা	...	১১,৩০,৯৭০	৩৩,৭১,৮৪৯৲	১০	১৯০(গ)	৩৫১	---	---	---	---	৩৮৫০	
ডালমিয়া সিমেন্ট	...	৮,১৯,৫১৫	১১,১১,১৮০৲	৫	১৩৩(গ)	৩৫১	---	---	---	---	---	
প্রতাপপুর	...	৯,৩০,০০০	৯,৭৯,৩৩৩৲	১০	...	১৩৫১	---	---	---	---	---	
ডালমিয়া	...	১৩,১৯,০০০	১,৩০,০০০৲	১০	১৲(গ)	৩৫৫	---	---	---	---	---	
রামেশ্বর	...	১৬,৩০,১৫০	৪,১০,৯৯৲	১০	১৲ (গ)	১৩৫	---	---	---	---	১১৯০-১১৫০	
ডালমিয়া	...	৯,৩০,০০০	১৩,৩৩,৩৮৲	১০	১৫০(গ)	৩৫১	---	---	---	---	---	
নরসিংদী	...	১১,১১,০০০	১,৩১,১৩০৲	১০	৫০ (গ)	১১/৯৬	---	---	---	---	---	
ব্যাঙ্ক												
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল		১,৩০,০০,০০০	৯৩,৩০,০০০৲	১০ (গ)	১৫০	১১/৯১	৬৫৲০	৬৯৲	...	---	---	
কুমিল্লা ইউনিয়ন	...	১৩,৩০,১৩৮,৫ ৫৫,১৩,৭৩০ বি	১৯,৯৮,৯৮০৲	১১৲	৩১০(গ)	৫/৫০	---	---	---	---	---	
কুমিল্লা কমার্শিয়াল	...	৬৩,১১,৩৩৯৲	৩৩,৩০,০০০৲	[৯১০ (গ)	১০৲	---	---	---	---	---	---	
পাকুয়া কাশফাল	...	৮১,৩৩,৩১৯৲	১,৩০,৩০,০০০৲	১০০৲	৯৲	১১/৯৯	--	---	---	---	---	
বিআরডি ব্যাঙ্ক	...	৫,৩০,৩০,০০০৲	৩,৩০,৩০,৩০০৲	১০০৲	৪৲ (গ)	৭/৫৯	১০১৲	১০১৲	১০৯৯-১০১৲	---	---	
সেকেন্ড মেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক		১৫,১০,১৮১৲	১৯,৩৩,০০০৲	১০৲	১,৯০(গ)	১১/৯১	১০১৫	১০৯৯-১০১৯ (ই. গ)	---	১১৫৯-১০৫৯ (ই. গ)	১১১৯	
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	১,১০,৩০,০০০৲	১,৩৩৪,৫১০৲	১০৲ (গ)	৪১৯	১১/৯৯	৫১৫৲	১১৪৯	৫১৫১	---	৫১৭৲	
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	...	১,৩০,৩০,০০০৲	১,১৯,১১,১৩৩৲	১০৲ (গ)	৯৲ (গ)	১১/৯৯	---	---	---	---	---	
সিন্ধ ব্যাঙ্ক	...	--,--,---	১১,৩০,৩৩০	১০৲ (গ)	---	১১/৯৬	---	---	---	---	---	
সিন্ডিকেট কমার্শিয়াল	...	১,১০,৩০,০০০	৩,৩০,০০০৲	১০৲	১৲ (গ)	১১/৯৯	---	---	---	৫১৯৩	---	
মেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৩,১৫,১১,০০০৲	১,৩৫,১৫,০০০৲	১১৲	৯৲	১১/৯৭	৮৩৲০	৮৩১০	৮৩৲৮	---	৮৩৩০	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ												
ইউপি	...	৩৫,০০,০০০,৲	১৯,১৬,১৩৩	১০০	৯৲	৩৫১	৫০০	---	---	---	১৩১ (ই. গ)	

যোথ প্রাতিষ্ঠান

উৎপাদের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও অন্যান্য অংশীদার	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট শেয়ার সংখ্যা	শেয়ারের	বাজার দর				শেষ লেনদেন
বস্ত্র-সরবরাহ										
সুতা ...	১৪,৯৯,১৯০	৮,১৭,১১৯	১০	১ (খ)	৩৪৭	১৭৯০	১৩৯০	...	...	...	...	...
...	১৯,৪০,০০০	৮,২১,৯৭৯	১০	১০	১৯৪৭	...	...	...	...	...	...	১৭৯
...	৬,৩০,০০০	৫,১৭,০০০	১০	৫	১৯৪৭	...	...	১৭৩	...	...	...	...
...	১,৯৮,০৭১	৬,৭১,৪০০	১	৫/৩	৯৪৭	...	...	...	৭৯/৩	...	...	...
... আলুমিনিয়াম	১,৩০,৩০,০০০	৫,৭০,০০০	১০০	...	...	...	...	...	...	১৭০	...	...
... কেমোফোল বিস্ফোরক ...	৯,১৭,১৯০৭	১,৭১,৯৭১ শা	১০ শা	১০ শি	১১৯৭	১১১	...	...	১৯৯-১৯৯	...	...	...
... সেলাই সামগ্রী ...	৩০,৩০,০০০	১৭,৯৭,০০০	১০০	...	৯৯৭	...	...	...	...	...	...	১৯৩৫
... ইস্পাত ...	১,১৩,৩৬,৩১০	...	১০	...	...	১১৯৩-১১/১	...	১১৯-১১৯৩	১১৩-১১৩	১১৯-১১৩	...	...
... কাগজ ...	১,৩০,০০০ শা	৫১,৯৯৯ শা	১ শি	৭৭৯ টা	৩৭৭	১৯৩-৩১৯/৩	১১৯-১৩০	১৯৯-১৯০	১৯৩-৩১৯/৩	১১৯৩	...	...
... কেমিক্যাল ...	১৯,১১,৩০০	৩১,১৯,৩১১	১০	১৯৩ (খ)	৩৭১	...	৩৩৯০	...	৩৩/৩-৩৩৯	৩৩৯-৩৩৯৩	...	...
... ফুটবলের পাওনের ...	৩০,৩৫,৩১০	১৯,৩৩,১১১	১০	...	৩৩৭	৩১০	৭৯০	১৯০	১৯-১৯৩	১৯৯-১৯৩	...	...
... ডাবার ...	১৩,৩০,০০০	৭৫,৯৯,৫৩০	১০	১৯০	৮১৯৩	১১৯৩-১১১৩	...	...	১১-১১৯৩	১১/৩-১১৯৩	...	...
... কি ডাবার ...	১০,৩০,০০০	১,৯৩,৩১৩	১০	১৩৭	৩৭৭	১১৩৩-১১১৩	১১৯৩-১১/৩	১১-১৩৯০	১১৯৩-১৩৯৩	১৩৯৩-১৩৯৩	...	...
... চিনি ...	৩৯,৩০,০০০	৯,৩৩,৩৩০	১০	১/১০	৩৭১	...	...	...	১৩৯/৩	১১৯৩	...	...
... কি সেলাই ...	১৩,১১,০৩০	১৩,৩৩,১৩১	১০	...	৯৭৭	...	...	...	...	...	...	১৯৯৩
... ফার্ম টাকাপয়সা	১,১০,১০০	১,১১,৭৭১	১	৩৭ (ঘ)	১৯৩৩	...	...	৯৯৩	৫৯৩	...	...	...
... পুরা ফেব্রুয়ারী	১১,৩০,০০০	১,৩৩,৩৩৯	১০	১৯৩	৩৭১	৩৩৩৩-৩৩৯৩	...	...	...	৩৩৯৯৩	...	...
... ফ্লোর মুলধন ...	৯০,৩৩,০০০	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...	...
... টাকা টাকাপয়সা ...	১৩০,০০০ শা	৯৯,১১১ শা	১ শা	১ শি (খ)	১৯/৯১	১১৯-১১৯৩	...	১১/৩	...	৯৩/৩-১৯৯৩	...	...
... ফার্ম ফ্রি সেন্টার ...	৯,৯০,৭০০	১১,১৯,৭১১	১০০	৭৯৩	৩৭৩	...	...	...	...	...	...	১৯৩
... সিমেন্ট ...	৯০,৩০,০০০	১৯,৯৯,৩৭১	১০	৯০ (খ)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	...	১৩৩
... ফুড অয়েলমিল ...	৩৩,৭০,০০০	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...	...
... মোটর ...	১১,৩০,০০০	৭১,১৯,৩৩	১০০	১১	৩৭৭	...	...	...	...	...	...	৩৩৯
... ফেব্রুয়ারী ...	২,৩০,৩০,০০০	১,৩৩,০০০	১০০	৩	...	১৯৯	...	১৩৩	১৯৯-১৯১	১৭১	...	...
... ফার্মেসী ...	১,১০,০০০	৯৯,৩৩৩	১০	...	...	...	...	...	...	...	...	৩৯৯
... ...	৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,০০০	১০	৩ (খ)	১১/৯১	...	...	৭৭/৩	...	...	...	...
... সিমেন্ট ...	৬৯,১১,৯৯০	৭১,৯৩,৩৯৯	১০	৯৯	১৯/৯৩	...	৯৯	...	...	...	...	...
... ইলেকট্রোটেক্স ...	১৩,৩৩,০০০	৩,৯৯,৭১১	১০	...	...	...	...	...	...	১৯০	...	...
... ইনোভেটা ...	১৩,৩৩,০০০	১,৩৯,৭১,৩৭৯	১০	১ (খ)	১১/৯৩	৩৩৯-৩৩৯৩	...	৯৯,৩৩৯/৩	...	৩৯১/৩-৩৯৩৩	...	...
... ইন্ডাস্ট্রিজ ...	৮,৩০,০০০	৩,১৯,৩১৩	১০	১/১০ (খ)	৩৭৯	...	...	...	...	...	...	১৯০
... ...	৯০,৯৯,০০০	৭১,০০০	১০	৯০	১১/৯৩	৩৯	...	...	...	...	...	...
... লাফি ...	৩৫,৩৩,১০০	১৩,৯৯,৩৩৩	১০০	১৫ (খ)	১৯/৯৩	...	...	...	৩৯০	...	...	...
... ফেব্রিক্যাল ...	১১,৩৮,১০০	৯৩,১১,১১৩	১০০	৫ (খ)	১৯/৯৭	...	...	...	...	...	...	৩১৩
... সেমেন্ট ...	১,৩০,০০০	১৯,১৯,৩১৩	১০	১/৩	৩৭১	...	...	...	...	...	...	৯৯৩
... বিস্তা বিস্কিট ...	১৬,১৯,৩১০	১১,৩৩,৯৩৩	১০	১	৩৭১	...	...	...	...	...	...	৯৩
... ইন্ডিয়া লেদারবোর্ড	১,১৩,৩১,৩১০	১,১১,৩৩৩১	১	১/৩	১১/৯১	৯৩৩-৯১/৩	...	৮/৩-৯১/৩	৯৯০-৯৯	৯৯/৩-৯১/৩	...	...

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
'জীবন', 'অগ্নি', 'সামুদ্রিক'
'দুর্ঘটনা', 'মোটরগাড়ী' ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৭১

আর্থিক ভারত

অগ্নি, জে, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ২৯ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৭ [৩রা জুন, ১৯৫০] মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বাজারের কথা	
একেক	৭৩১	টায়ার্স ও রাবার	৭৭১
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
অমিয়রেখা বিদেশে ও বিদেশীরা ভারতে খনি, বন সম্পদ ও শক্তির, বাঙ্গালী রেজিস্টার্ড, ভারত বিক্রয়ের সঙ্গে ...	৭৩৪	পাটের মূল্য হ্রাস হইবে কি?	৭৭৩
সংবাদলিপি		অর্থলোক	
সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কোম্পানী ...	৭৩৫	চেষ্টা ও ফিলস্	৭৭৪
সংগঠন ...	৭৩৭	বৌথিক	
ব্যাঙ্কের আরেক সম্পাদ ...	৭৩৯	৫০টি চটকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব ...	৭৭৬

একেক

এই প্রবন্ধের একটি অদ্ভুত নামকরণের প্রয়োজন হইল। বর্তমানে উটাকামণ্ডে যে অর্থনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হইয়াছে, আমাদের পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই তাহার ইংরেজী নাম 'একনমিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড দ ফার ঈষ্ট (Economic Commission for Asia and the Far East) অথবা ইংরেজী অদ্য অক্ষরের হিসাবে সংক্ষেপে ECAFE— ইহাদেরই আমরা বাংলা করিয়া 'একেক' লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধের মধ্যে আমরা 'এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক সভার (একনমিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড দি ফার ঈষ্ট-এর) পরিবর্তে 'একেক' শব্দটি ব্যবহার করিব। ইহাতে কালাও বাঁচিবে, সময়ও বাঁচিবে। অবশ্য আজকাল ইংরেজীতে এই ধরনের আদ্যক্ষর ব্যবহারের কিছুটা আতিশয্য দেখা যাইতেছে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান ইহা নহে।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এশিয়ার পক্ষে কিছু সুবিধার কারণ হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধেরই ফলে এশিয়ার অধীন জাতিগুলি পরাধীনতার নাগপাশ হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছে। কিন্তু এই সুবিধার বিনিময়ে হীন এশিয়া হীনতর ভাবে নানার পরিচয় দিতেছে। এশিয়ার এই নবজাতকের সময় নাই, সহ্য নাই, ঐশ্বর্য নাই, পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার মত কোন সম্বলই নাই।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর একটি 'সুফল' সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টি। পৃথিবীতে যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোনদিন এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ না বাধে, সকল বিরোধ বিসংবাদ যাহাতে সুমধুর আলাপ-আলোচনার সাহায্যে প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মীমাংসিত হয়, সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে,—এইরূপ নানাবিধ একান্ত সাধুসঙ্কল্প অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এই বিশ্বসভার আবির্ভাব। এই সকল সাধু সঙ্কল্পের কি ফল যে ইহাতেই দেখা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র 'কাশ্মীর' প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াই আমরা এই টুকু বলিতে পারি, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর 'পরলোকগত' জাতিসঙ্ঘের (League of Nations-এর) সহিত এই বিশ্বসভার একটি সাদৃশ্যের সন্ধান আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করিয়াছি এবং এই বহু-প্রচারিত যুক্ত-জাতি সংঘটিও যে ইহার পূর্বগামী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির পথে অগ্রসর হইবে একথা নিশ্চিত লক্ষণ এই অল্পকালের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতেছি!

কিন্তু 'পরলোকগত' জাতিসঙ্ঘ রাজনীতিক্ষেত্রে যৌবনকাল কাটাইয়া অবশেষে একদিন মৃত হইলেও, সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাহা মরণোত্তরের স্বর্গ রাখিয়া গেছে। বর্তমান বিশ্বসঙ্ঘ রাজনীতিক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অপরাধ নিষ্ক্রীয়তার পরিচয় প্রদান করিলেও রাজনীতি অতিরিক্ত ক্ষেত্রে পৃথিবীর অল্পোন্নত সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং সেই কাজে কিছুটা অগ্রসর

শিয়া ও সুদূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সভা এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মূলে এই সভার আরও ধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ওই দুই অধিবেশনে প্রধানত তথ্য কাজ হইয়াছিল। এবারকার এই তৃতীয় অধিবেশনে সেই সকল ত তথ্য কি করিয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা ছে। এই সভা তাহাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করার সময়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগস্থাপনা করিয়াছে। এই পনার ফলে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি লাভবান হইবে বলিয়া া বিশ্বাস করে। এই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঃ কৃষি সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য।

ক ও কৃষি সংগঠনের সহিত একেক এর যনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত । কারিগরি কাজ ব্যবহার সমবে সাধনের ব্যাপারে এবং ব্যাঙ্ক ও কৃষি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাঙ্ক ও কৃষি সংগঠন ে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ কাজকরী ক করিতে সমর্থ হইবে। বর্তমানে এশিয়ার বহুস্থানেই খাদ্য-শিয়া সাধারণত কৃষিপ্রধান মহাদেশ অথচ অতীতে বিভিন্ন এই কৃষিপ্রধান মহাদেশের খাদ্যের জন্যই বর্তমানে পশ্চিমের দিকে তাকাইতে হইতেছে।

া বাহুল্য হইবে, এশিয়ায় খাদ্যসমস্যা যথাযথভাবে না মিটিলে র্থনৈতিক কোন উন্নতি সম্ভবের নহে, অতএব প্রথমেই এশিয়ার াদ্য সরবরাহের কথা চিন্তা করিতে হইবে এবং আশা করা যায় যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। লনায় বিশ্লেষণে যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা হল।

র্ন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের র্যকারী পাঠাইয়া একেক-অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতিরোধের, মুদ্রাবিনিময়ের ও প্রয়োজনীয় মূলধন-বন্দোবস্তের কার্যে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্যের দেশের পরস্পরের মধ্যে এবং এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন র ও বাহিরের পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত । সম্প্রসারণের পন্থা আবিষ্কার করার কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে । অধিবেশনে এতৎসম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করা হইয়াছে বহুমূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছে, এই অঞ্চলের জন্য ত স্থায়ী ভিত্তিতে এইটি বাণিজ্য সম্প্রসারণ কার্য বিভাগ পরামর্শ প্রদান করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন মধ্যে শিক্ষার্থী আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যেও একটি পরিকল্পনা য়া হইয়াছে।

যাতায়াতের উন্নতি যে বাধাগ্রস্ত হইতে বাধ্য এবং খাদ্যসামগ্রীও যে এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত করা আয়াসসাধ্য, একথা বিশেষ করিয়া বোধ হয় না বলিলেও চলে। অতএব এশিয়ার যানবাহন সমস্যা সম্বন্ধে বিচারের জন্য কতিপয় যানবাহন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

দেশের ও জনসাধারণের অবস্থাবহিত বিবরণ সংগ্রহে ও অর্থনৈতিক কাগজপত্র প্রণয়ন কার্যে একেক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কোন নির্দিষ্ট স্থানে একেকের স্থায়ীভাবে কিংবা অস্থায়ীভাবে প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হইলে এই ধরণের সংখ্যাতত্ত্ববিষয়ে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হইবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী সাহায্য প্রদানের জন্য একেকের সৃষ্টি। আপাতত একেকের পরমায়ু মাত্র তিন বৎসর, কারণ একেক সৃষ্টির উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে তাহা ১৯৪৮ সালে বিচার করিয়া দেখা হইবে এবং সেই বিচারের ফলাফলের উপরেই একেকের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করিবে।

একেক এশিয়ার দেশগুলির পুনঃসংস্কার কার্য ত্বরান্বিত করিতে পারিবে এবং একেকের সে-সংস্কার কার্যের পরিমাণও যথেষ্ট বেশী হইবে বলিয়াই একেক বিশ্বাস করে। একেকের পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করা হইলে, তাহার দ্বারা যে এশিয়ার প্রচুর সংস্কার সাধিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্দেশ্য হইল রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সাহায্যে এশিয়ার দেশগুলির জন্য প্রয়োজনীয় আমদানীর সংস্থান করা। এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা পুনঃসংগঠনেরও সাহায্য হইবে।

কর্মীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিলে, শিল্প সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার কাজে তাহা সাহায্য করিবে। অল্পকালের মধ্যে পুনঃসংগঠন ও সর্ববিধ উন্নয়নের জন্য কি কি প্রয়োজন এবং কতটা পরিমাণ প্রয়োজন, তাহা অবিলম্বে নির্ণয় করার নিমিত্ত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে সেই প্রয়োজন নির্ণয়ের ফলাফল অনুসারে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইবে।

উন্নয়ন ও সংগঠনের ব্যাপারে কতকগুলি জোগাযন্ত্র ও মূলযন্ত্র অতি-প্রয়োজন অপরিহার্য। এবং শুধু রপ্তানীবৃদ্ধির সাহায্যে তাহার সবগুলি আমদানী করার বন্দোবস্ত সম্ভব না-ও হইতে পারে। কয়লা, ইস্পাত, যানবাহনের সরঞ্জাম, সার এবং কতগুলি উৎপাদক যন্ত্রপাতির অংশবিশেষের ন্যায় অত্যাবশ্যক সামগ্রী ও সরঞ্জামের অভাবে বহু পুনঃসংস্কার পরিকল্পনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এবিষয়ে জাপান একেককে সর্বাধিক সাহায্য করিতে পারে, বিজয়ী রাষ্ট্রকর্তৃক জাপানের শিল্পসংক্রান্ত স্বাধীনতার মাত্রা বর্তমানে যাহাই নির্দিষ্ট করা হউক না কেন, তাহার দরুণ হইতেই এশিয়ার পুনর্গঠন কার্যের জন্য আবশ্যক তৈয়ারী দ্রব্যসামগ্রী যে জাপান সরবরাহ করিতে পারে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। যদি জাপানের সহিত এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব

পূর্বে একবার সম্মেলন বসিয়া যাহা স্থির হইয়াছিল তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এখন পর্যন্ত একেকের-অনুষ্ঠিত কার্যকলাপ তদারক ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে তদারকের ও পরিকল্পনা প্রণয়নে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির নানাবিধ স্বার্থের সমন্বয় সাধনেও যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু তবুও আমরা এরূপ আশঙ্কা না করিয়া পারি না যে বর্তমান অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গে মাদ্রাজের গবর্ণর স্যার আর্চিবল্ড নাই (Sir Archibald Nye) পূর্বেকার সম্মেলন-প্রস্তাবিত বহু কমিটি ও দল সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত একের সম্পর্কেও না ফলিয়া যায়: স্যার আর্চিবল্ড বলিয়াছিলেন, "সাধারণ মানুষের মনে এইরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, এই ধরণের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খুব ভালো ভালো বক্তৃতা শোনা যায়, —অনেক বক্তৃতা শোনা যায়—কিন্তু এই সকল সম্মেলনের ফলে জনসাধারণের ইপ্সিত কোন সত্যকার কাজ হয় না। অবশ্য আমি আশা করি একেকের এই সম্মেলন নিশ্চয়ই সার্থক হইবে।"

একেকের এই অধিবেশন সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা সঙ্গত যে ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, ইহার কার্য্যক্রম সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, ইহাকে সাহায্য করিবে কে? এবং সাহায্য যে করিবে, সে কি উদ্দেশ্যে সেরূপ সাহায্য করিবে?—একেকের তারতীয় প্রতিনিধিবর্গের বক্তৃতা পাঠ করিয়া, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরুর উদ্বোধন বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিয়া, এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিঃস্বার্থ সাধু ইচ্ছা ও মহত্ত্বের উপর বড় বেশী নির্ভর করিয়াছেন: পৃথিবী এখনও স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় নাই। দুই মহাযুদ্ধ, জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) যুক্তরাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations Organization) ইত্যাদি সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য, নিছক ভালবাসার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব আছে। কাজেই সাহায্য চাহিলে প্রতিদানে তাহাকে কিছু দিতে হয়। ইহাতে ভোজ করিয়া লাভ নাই। আমাদের যদি সেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শুধু তারার শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, মূল্য প্রদানের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যতদিন পৃথিবী বর্তমান স্বার্থসঙ্ঘাতে পৃথিবী থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাই নিয়ম। একেকের কর্তৃপক্ষ একথাটা যদি সম্যক উপলব্ধি না করিয়া থাকেন, অথবা অধিবেশনে যদি তাঁহারা এই প্রণালীতে তাঁহাদের চিন্তাধারা পরিচালিত না করিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীর আর একটি শুভ প্রচেষ্টা যে শুধুমাত্র "অনেক ভালো ভালো বক্তৃতার লজ্জাকর অসাফল্যে পরিণত হইবে, এখন হইতেই সেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা চলিতে পারে।

বর্তমানে এশিয়ার দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যে পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহা কোনক্রমে সহানুভূতি স্বীকার করিয়া লইলেও, আমরা আমি ব্রিটেনের পক্ষে কার্যকরী কোনরূপ সহায়তা করা বর্তমানে সম্ভব নয়। সে তাহার নিজের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত। বাকী রহিল আমেরিকা,—তাহার সহানুভূতি আছে, কিন্তু স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যও আছে।

আমেরিকা ইউরোপকে সাহায্য করার কাজে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে এবং অবশ্যম্ভাবী রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্মিলনের প্রস্তুতির কাজে এরূপভাবে ব্যাপৃত যে, বর্তমান সময়ে তাহার কাছে হয়ত স্বাধীন এশিয়ার ইপ্সিত সাধন করিতে হইলে আমেরিকার সঙ্গে, এমন কি প্রয়োজন বোধ করিলে রাশিয়ার সঙ্গেও, বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কথাটা শুনিতে জাঁৎকাটায় ইটিবার প্রয়োজন নাই। ছুপ ছুপে এক স্বাধীন দেশের সঙ্গে অন্য স্বাধীন দেশের নানাবিধ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, নানাপ্রকার সর্তাধীন আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন্ জাতি কতটা আদায় করিতে পারিয়াছে, তাহা সেই জাতির রাষ্ট্রনায়কদের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার উপরেই নির্ভর করিয়াছে। অতীতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীকে চলিতে হইয়াছে এবং আরও কিছুকাল এই পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীকে চলিতে হইবে।

জগতে কোন জাতিই—তা সে যত বৃহৎ, যত শক্তিশালী, বা ঐশ্বর্যবানই হউক না কেন—সম্পূর্ণ অন্যনির্ভর, অন্যকৌশিক নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাতিকেও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির সাহায্য আদায় প্রদান করিতে হয়, চুক্তি করিতে হয়। ইহাতে লজ্জার কিছু নাই, অপৌরুষের কিছু নাই। অতএব এশিয়ার পক্ষে যদি কোন বিশেষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সেরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এশিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ যদি সুবিধাজনক সর্তে সেরূপ সাহায্যের বন্দোবস্ত না করিতে পারেন তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের কূটনীতিজ্ঞানের এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব প্রমাণ করিবে। সেক্ষেত্রে যে-যেদেশে রাষ্ট্রনায়ক সেরূপ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে পশ্চাদপদ হওয়া সঙ্গত হইবে।

এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপ রক্ষা করিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করিয়া বাহিরের সাহায্য পাওয়া সম্ভব,—অবশ্য এই বন্দোবস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কূটনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহাদের যে সেরূপ কূটবুদ্ধি আছে, আমি তাহা ধরিয়া লইতে পারি।

—বাহিরের সাহায্যের জন্য মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সে মূল্য যাহাতে যথাসম্ভব অল্প হয়, তাহা দেখিবার ভার এবং সেই অবস্থা সৃষ্টি করার ভার সাহায্যগ্রহণকারী রাষ্ট্রনায়কগণের। বৈদেশিক সাহায্য যদি সর্তাধীন হয়, তাহা হইলে তাহা 'আনুষ্ঠেই না করিব না, এরূপ অনাবশ্যকভাবে গুচিবায়ুগ্রস্ত হওয়াটা কোন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই কাজের কথা নয়। মনে করিয়া লইতে হইবে যে, কোন সাহায্যের পক্ষে সর্তাধীন হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সর্ত স্থির করার সময় দর-কষাকষি করা প্রয়োজন, সাহায্যের মূল্য যাহাতে বেশী না পড়ে।—আদর্শবাদের সহিত, শুভ সঙ্কল্পের সহিত বাস্তব বুদ্ধির মিশাইতে পারিলেই একেকের ভবিষ্যৎ সার্থকতার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এশিয়ার ভবিষ্যৎ রমণীয় হইয়া দেখা দিবে। আর তাহা যদি না

প্রাসঙ্গিক

ী বিরোধ ও বিহারের খনি

রে কর্তৃপক্ষ এবং বিরোধ করিবার জন্য আইনতঃ উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা মিটিয়া যুক্ত নিষ্পত্তির পর পাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ফলে বিহারের খনিমালিকদের সামনে ল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সমস্যা মিটি য়া হইয়াছিল তখন তাহার একটি আশার ল যে আইনসঙ্গতভাবে খনি ও খনিজ হার উপরে সরকার হইয়াছে তাহা এই আওতায় আসিবে না। কিন্তু মিটিয়া ার কথাটি বার বার বলিয়া বিরক্তিকর, কারণ কথা বলা আমাদের পেশা হইয়াছে। ং ইতিমধ্যে তেমন অর্থ আসে, যেমন ওয়া, খনি চালাই ও তেল তোলে যত ষ্ট আমদানিকারীদের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ ত সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন । তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে মূল্য স্থির হইবার পূর্বে অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ার সমর্থনে তেলক্ষেত্রে একটি আবেদ- খনি ও খনিজ তথা কেন্দ্রীয় সরকার করিয়া থাকেন।

ঁ শিল্পমন্ত্রীর আশ্বাস যে যুক্তিপূর্ণ একথা হইবার কথা নহে। তাহার সরকার তোলা করিবার সময় একথা স্পষ্ট জানাইয়া ছেন যে তেলক্ষেত্রগুলি কমিটির সুপারিশ উদ্ধার কাজ করিবেন। তেলক্ষেত্রগুলি প্রধানতঃ ছিল যে জমির অধিকাংশ খনি ও খনিজ পদার্থের উপর সংরক্ষণের সরকারের কড়া নজর রাখা উচিত। কিন্তু সরকারের যে ঘনত্ব ধরিয়া হইয়াছে তাহাতে প্রদেশগুলিকে তাহাদের ইচ্ছামাফিক জমি তা তোলা হইয়াছে। কাজেই এই বিষয়ে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহার ফলে বিহারের লক্ষ্মী তোলা দিতে পারে এবং উদ্যোগের পরিকল্পনা ক্ষিপ্রগতিতা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি ব্যাহত হইতে পারে।

। শিল্পনীতির মধ্যেও এই সমস্যার রিয়াছে এবং সেই অস্পষ্টতার সুযোগেই সরকারগুলি সময় তাহাদের স্বার্থের প্রদেশের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। শিল্প- ইই বলিতে যাহা বুঝাইয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় কেন্দ্রিক সরকার, প্রদেশের রাজ্য সরকার সমাজতন্ত্রী মত কিছুতেই বুঝাইতেছে। শিল্পনীতির বলিতে কেন্দ্রের কতৃত্ব কি ছুই তাহা ঠিক করা যায় না। সেইজন্য নতুনদিল্লি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে । তাহার কোনো সমাধান এখনই পাওয়া অসম্ভব থাকিবে না। তাহা যাহাইনে বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থের সমন্বয়ে তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য যাহাতে বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে।

অন্যান্য বিহারের খনিজগুলি সম্পর্কে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। আজ যা ঘটিল কিছুদিন পরে, অর্থাৎ শিল্পনীতি আমাদের হল বহু পরে, তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তখন ঐসব খনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসিবে। সেই হিসাবে নির্দ্ধারণের জন্য প্রাদেশিক সরকার যাহাতে বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অযথা ক্ষিপ্ত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় না হন সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত।

বস্ত্র সমস্যা ও সরকার

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কোয়েম্বাটুরের এক অভ্যর্থনা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "যদি বর্ধিত জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা পর্যাপ্তভাবে না বৃদ্ধি পায় তবে উৎপাদিত বস্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস করিয়া বিক্রয় করা উচিত।" বস্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস করিয়া বিক্রয় করা উচিত কিনা সেই "কোন সরকার জনসাধারণকে এইরূপ নিশ্চয়তার মোদক করা করিতে পারে না।" পণ্ডিত নেহরুর এই ধারণা চটিয়া যে কালোবাজারীরা অধিকার করা পাইবে জনসাধারণ যে খুব আনন্দ হইবে তাহা মনে হয় না। বস্ত্রের এই বিভিন্নতে যাহা ঘোষণা করা হয় তাহার পরিণতি যদি কালোবাজারী হইত তবে কোন আসিত। কারণ বর্তমান ব্যবস্থায়, পরিমাণে ও বিক্রয় অভাবে যেসকলকে এইরূপ সাহায্যের কবিল দাসন করিতে হইত না।

বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রথা বর্জিত হওয়ার বিষয়ে আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রমূল্য সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার সীমার বাহিরে চলিয়া যাইবে বলিয়া আমরা সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সরকার ব্যবসায়ীদের "প্রেরণা ও শুভবুদ্ধি"র উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জনসাধারণ সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে, সেইজন্য আবার সরকারী মহল হইতে নানাপ্রকার পরিকল্পনার অসম্ভাবনা করা হইতেছে।

আজ সরকার নাকি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে জানাইয়াছেন যে, বস্ত্রমূল্য কমাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইবে, অথবা সরকার সরাসরি অনুরোধ আটক করিয়া সরকারী পরিচালনায় বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইসব কথাই বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীগণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক বৈঠকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ঐ বৈঠকে আরও সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিয়া তুলিবেন এবং বিদেশে উৎপাদনের হিসাব রাখিবার জন্য তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। সরকার কিছু বস্ত্র যদি বিতরণের ব্যবস্থা করেন তবে উৎপাদন মূল্য হইতে যেসকল ১০ ভাগের বেশী লাভ অসাধারণকে দিতে হইবে না, একথাও সরকারী মহল হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে বর্তমান বস্ত্রসমস্যার জন্য মিল মালিক ও কাপড়ের ব্যবসায়ী উভয়েই দোষী এবং তাহাদের পাইকারী করিলে সকলেই খুশী হইবে। কিন্তু অবশ্য যদি আবার আনিয়া এক বস্ত্র জন্য মিল মালিককে লাগাইলে বা বিতরণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিলে কোন ফল হইবে না। সরকার যদি মিলমালিক- দের বিতরণের ভার দেওয়াই স্থির করিয়া থাকেন তবেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতে পারে। সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া লাইসেন্স প্রথা তোলেন, সমবায় সমিতি বা পল্লী- সমিতির মারফৎ যদি বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে যে এই ভীষণ সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সরকারী মহলে এই বিষয়ে আলোচনা চাহিব। কিন্তু তাহার সরকারের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এটি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা পরিষদ হয় কিনা তাহাই দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালী রেজিমেন্ট

পঞ্জাব হইতে সরকার বাঙ্গালীকে ভারতীয় সৈন্য- বাহিনীতে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়োগ করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী জানাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে স্বতন্ত্র একটি বাঙ্গালী বাহিনী গঠন করিবার জন্যও দাবী জানান হইবে। এই দাবী যে ন্যায়সঙ্গত এবং অবিলম্বে যে ইহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা উচিত সে বিষয়ে কাহারও অমত থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালীরা লেখায় বীরত্বে অন্যান্য কোন প্রদেশের বা পৃথিবীর কোন জাতির চেয়ে যে কোন অংশে তাহা বহুবার বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্য- বাদ বাঙ্গালীকে কেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হইতে দূরে রাখিয়াছিল তাহা বুঝা কিছুই কাহারও পক্ষে দুষ্কর নহে। বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা বাদ দিলেও ভারতীয় সামর্থ্যের বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রদে- শের লোকের চেয়ে যে বাঙ্গালী উন্নত তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাহাড়া বাহু দুই তিন লক্ষ সৈন্য লোক সংগ্রহ করা অতি সহজ ব্যাপার। তত দূরে ও বাঙ্গালী নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মৌলিক সাম- র্থ্যের এবং সাহসের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ মহলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বৈমানিক হিসাবে বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। অ-

সংবাদলিপি

লণ্ডন

আন্তর্জাতিকরণ সম্পর্কে শ্রমিক মহলে গভীর আগ্রহ—আমদানীর ব্যয় বৃদ্ধির কারণ—ব্রাজিলের আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৮এ মে—শ্রমিক সরকারের উপর রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন করা হইবার পর হইতে শ্রমিক মহলের মধ্যে কিছুটা বাস্তবতা বোধ ফিরিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। আন্তর্জাতিকরণের জন্য যাহারা খুব সরগরম করিতেছিলেন তাঁহারাই এখন আন্তর্জাতিকরণ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। লৌহ শিল্প আন্তর্জাতিকরণ করিবার সিদ্ধান্ত হইবার পর বহু সপ্তাহ তাঁহারা এখন উহাকে অবিলম্বে রাষ্ট্রের অধীন আনিবার ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক। আন্তর্জাতিকরণ করিবার ফলে কয়লা শিল্পের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং ব্যক্তিমালিকানার অধীনে লৌহ শিল্পের যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহার তুলনা করিলে লৌহ শিল্প আন্তর্জাতিকরণ করিবার বিশেষ উৎসাহের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। দুইবার কথাইবার জন্য যাঁহারা আন্তর্জাতিকরণ করিতেছেন তাঁহারা অন্ততঃ কথাইবার কথা কিন্তু ভাবিতেছেন না। কলভিলস কোম্পানীর সভাপতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ, এক পাউণ্ড মূল্যের মাল উৎপাদন করিবার জন্য যন্ত্রপাতি কিনিতে ১৯৩৯ সালে যেখানে ১ শিলিং ৩ পেন্স এবং লাভ হয় মাত্র ডুপেনি। সেই ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি না কিনিলে মূল্য কি প্রকারে কমিবে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

রেলভাড়ার মালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ফুটবের আমদানীর খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে আমদানীর পরিমাণ এত কমিয়া যাওয়ার কারণ যে ফুটবের এত চড়ার ব্যয় হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে যে আমদানী পরিকল্পনার মধ্যে কোন গলদ রহিয়াছে। তবে সুখের কথা ১৯৪৭ সালের শেষ ত্রৈমাসিকের তুলনায় এই বৎসর জানুয়ারীর অবস্থা অনেকটা কমিয়াছে।

প্যারিস হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে ফ্রান্স তাহার রপ্তানী বৃদ্ধি করিবে এবং ইতালি এলাকা হইতে আলসাস জয় করা যথাযথ সম্প্রতিষ্ঠিত করিবে। ফ্রান্সের আমদানী-রপ্তানীর মধ্যে যে বিরাট ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা কমাইবার জন্য ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক কমিটি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কমিটি এক বিবৃতিতে বলেন যে ফ্রান্স এলাকায় ঘাটতি হ্রাস করিবার জন্য ফ্রান্স ও ফরাসী প্রতিনিধিরা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফ্রান্স হইতে ফুটবে যে সব মাল রপ্তানী হইতে তাহার মধ্যে রহিয়াছে পটাশ, লৌহ, ইস্পাত ইত্যাদি। ইহার বদলে ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম হইতে ফুটবে আসিবে কয়লা এবং কোকাস্থ প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা ও কোকের ঘাটতি হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

ওয়াশিংটন

কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি—লৌহ উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ রাখার সুপারিশ—বিদ্যুতের বি, আই, এসের নিকট কর্জ গ্রহণ।

(নিজস্ব সংবাদবাহক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৭এ মে—কয়লা উৎপাদন ও সরবরাহের উন্নতি করিবার ফলে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন যে মাসে এপ্রিলের তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। উহাদের জন্য সাধারণ যানবাহনের বিস্তৃতি ঐ মাসে বৃদ্ধি পায় এবং মালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়।

ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের পরামর্শদাতা বহু এপ্রিল মাসে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৫-৩৯ বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৭ করিয়া যায়। এই শিল্প উৎপাদন হ্রাসের কারণ বহু মার্চে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাস। কয়লা খনিগুলির অলস ইস্পাতের উৎপাদনের পরিমাণ সরকার মাত্র ৭১ ভাগে স্থির রাখায়। পর্যাপ্ত ইস্পাতের অভাবে মোটর শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং একটি প্রধান মোটর কোম্পানীকে বন্ধও করিতে হয়। অন্যান্য শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণও মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে কম হয় এবং ইহার ফলে, ব্যবসায়িক মহল ইতিমধ্যেই প্রায় সেই অবস্থা।

ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মতে পণ্যদ্রব্যের গুদামজাত বহু অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে করিয়াছে। মাসের মাঝে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু শেষের মাসের যে মাসের তুলনায় প্রায় ১০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বুকানের আয়রন ও ষীল ইনষ্টীটিউটের বিবৃতিতে জানা যায় যে, বুকানের লৌহশিল্প মালের অভাবে প্রায় ১৭০ ভাগ উৎপাদন করিতেছে এবং এই উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব বৎসরের রেকর্ডকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লৌহ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা হইবে কিনা এই বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান, শিল্পপতিরা অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন। সিউইয়ের একটি বক্তৃতায় ট্রুম্যান সিউইয়ের চাইবলের এক প্রতিনিধিদিকে বলিয়াছেন যে, বেলজিয়াম ও সিয়ামের রাজধানীরা লাটিন আমেরিকাকে প্রচুর পরিমাণে লৌহ সরবরাহ করিতেছে, ফলে বুকানের মালের বাজারে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। সেই জন্য ষীল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক লেনদেন মিটাইবার জন্য যে ব্যাঙ্ক খুলিয়াছে (Bank of International Settlements) তাহাকে তুলিয়া দিবার জন্য প্রেসিডেন্ট সরকারের প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে দেখা যাইতেছে ঐ ব্যাঙ্কটির আরও প্রসার লাভ হইতেছে। ঐ ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ মরিস হার ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি ঐ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্ক উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া লোহা ও লোহাজাতীয় দ্রব্যের জন্য ঋণ করিবে এবং উহা হইতে রপ্তানী ও লেনদেনের ব্যয় মিটাবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যি, আই, এসের নিকট সরকার আড়াই কোটি ডলার মূল্যের ১২,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিবে। এই প্রথম কিন্তু ব্যাঙ্ক বুকানের সঞ্চিত হইতে ঋণ গ্রহণ করিল কিন্তু অবশ্যভাবে এই ঋণ বড় করা করিতে পারিবে না।

দিল্লী

লৌহ ও ইস্পাতের বদলে রাসায়নিক কাঠ উৎপাদনের পরিকল্পনা—সমাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা—দিল্লীর বাস সোসাল ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকরণ—কাগজ নিয়ন্ত্রণ—ব্রহ্মের পূর্ণ রপ্তানী বৃদ্ধির প্রস্তাব।

(নিজস্ব সংবাদবাহক প্রেরিত)

দিল্লী, ২রা জুন—লৌহ ও ইস্পাতের অভাব ভারতের ক্ষুদ্র ও বিরাট সকল প্রকার শিল্প পরিকল্পনা ব্যাহত ও দুরূহ নির্মাণের সরকারী ও বেসরকারী পরিকল্পনা সফল কিছুই আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভারতের যেখানে ১৩ মিলিয়ন টন লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে সেখানে গত বৎসর মাত্র ৩,৪০,০০০ টনে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেখানে বৃদ্ধি হইতে ৩,৫১,০০০টন লৌহ আমদানী করা যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সেখানে তাহার এক পঞ্চমাংশও পাওয়া যায় নাই। ভারত সরকারের অন্য লৌহ বদলে কাঠ দ্বারা অধিকতর পরিমাণ লৌহ বদলী করিতে কার্যকরী প্রয়াস করিতেছে।

লৌহের এই অভাব কাঠের দ্বারা কি পরিমাণ কমানো যায় সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অদ্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঠের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাহা দিয়া লোহার পরিবর্তে কাজ চালানো হইতেছে। ভারতের বেলগাঁও ফরেষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বহুমুখী করা ঐ সম্মেলনে কাঠের অধিক বৃদ্ধি সম্পর্কে ও লোহ পরিবর্তে কাঠ দিয়া কিভাবে কাজ চালানো যায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইবে এবং সরকার বিষয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এই ঘোষণা করিয়াছেন।

সঙ্কলন

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্পর্কে পরিকল্পনা

রচনা সমাপ্ত

পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বঙ্গে পুনঃ বসতির জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা রচনা-কার্য অবশেষে সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইবে। ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া মাত্রই পুনর্বসতি পরিকল্পনার কোন কোন অংশ কার্যকরী করার কাজ সুরু হইয়া যাইবে। পুনর্বসতির জন্য ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত কোন অর্থ মঞ্জুর করেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের নিকট যে দাবী করা হইয়াছে তদনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রথম কিস্তি হইতে উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করিবেন। এই ব্যয়ের ফলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার কিছু অংশ মিটাইয়া দিবেন।

রাস্তত্যাগীদের অসুবিধা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন,—সম্প্রতি রাস্তত্যাগীদের বাড়ীঘরের পূর্বে কয়েকটি ঘর দাঙ্গার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ভারতের বর্তমান জেনারেল ১৯৮ সালের সম্পত্তি রক্ষার (ভারত) অর্ডিন্যান্স জারী করায় রাস্তত্যাগীদের রেজিষ্টারী আফিসে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার সে বিষয় অবহিত আছেন।

বিশেষ অসুবিধার বিষয় এই যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার রাস্তত্যাগীদের পুনর্বসতির জন্য যে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন, রাস্তত্যাগীরা তাঁহাদের ভাঙ্গা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

সাহায্য দান ও পুনর্বসতি বিভাগ এ সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছেন। পরে আলোচনা করিতেছেন। পরে রেজিষ্টারী সম্পর্কে যে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে খুব শীঘ্রই তাহার সমাধান হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ধমান অর্থনৈতিক সাহায্য পরিচালনা আইন

১৯৪৮ সালের ১লা জুন হইতে পূর্ববর্ধমান ইকনমিক সাহায্য পরিচালনা আইন বলবৎ করিয়া ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জন সমস্ত লইয়া পরিচালনা প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে—কি এম এস রায়পন, প্রধান পরিচালক, ডোমোদার) কি বিজনারায়ণ, ভারত সরকারের ইকনমিক উপদেষ্টা (সরকারী সভ্য) কি পি এস নায়ার, পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সভ্য (সরকারী সভ্য), জনৈক যুগ্ম সচিব পূর্ববর্তীদের সভ্য (সরকারী সভ্য), শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুর, তাহার দেবক সমিতির সভাপতি (বেসরকারী সভ্য)।

ভারত সরকারের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত আত্মত্রাণী ভারতে ফিরে ও সংসারে নিযুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করা পরিচালনা কমিটীর উদ্দেশ্য। শীঘ্রই মহানিরীক্ষে পরিচালনা কমিটীর অফিস খোলা হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী জুলাই মাস হইতে পরিচালনা কমিটি ঋণের আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

পশ্চিম বঙ্গ টাটার শতকরা দশভাগ মাত্র ইস্পাত পাইবে

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, টাটা কোম্পানী বৎসরে যে পরিমাণ ইস্পাত প্রস্তুত করিবে তাহার মাত্র শতকরা দশ ভাগ পশ্চিম বঙ্গ প্রয়োজনের জন্য ধার্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিবে। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য প্রয়োজনের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিবেন। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ইস্পাতের কোন অংশ পশ্চিম বঙ্গকে দেওয়া হইতে পারে, তবে টাটা কোম্পানীর বাৎসরিক উৎপাদনের শতকরা দশ ভাগের ভিত্তিতে যে পরিমাণ ইস্পাত পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য তাহার অধিক কোনক্রমেই ধার্য করা হইবে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ বিদেশী ইস্পাত পশ্চিম বঙ্গ পাইবে সেই পরিমাণ ইস্পাত টাটা কোম্পানীর ধার্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

পশ্চিম বঙ্গ আঞ্চলিক নেবাবাহিনী

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, পশ্চিম বঙ্গে তাঁহারা আঞ্চলিক নেবাবাহিনীতে মোট ১০ হাজার এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে (আর্মার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী) ১০ হাজার লোক লইবেন।

ডাঃ রায় আরও জানান যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্ট যদি আঞ্চলিক বাহিনীতে আরও লোক লইতে চাহেন তবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট তাহা মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা ইংলণ্ডের হোম গার্ডের ন্যায় হইবে এবং এই বাহিনীর লোকজনকে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগের সময় সরকারী প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা হইবে। ইহাদের কার্যকলাপ ছোট এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রহিবে। অন্য পক্ষে সীমান্ত অঞ্চলে যে এক হাজারেরও বেশী লোক রহিয়াছে, সেই বাহিনীর সেনা-সংখ্যা হ্রাস করার কথাই বিবেচিত হইতেছে।

শিশু অপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের আইনমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, শিশু অপরাধীদের সম্পর্কে সুব্যবস্থা এবং সমাজজীবনে তাহাদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য সম্প্রতি এক সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মজুমদার কলিকাতার বা শিশু সংশোধন ও ফেরারী শিশু বিচারালয় সম্পর্কে এক হাজার বিদেশী উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি বালক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শিশু অপরাধী সম্পর্কে আশা করিতেছেন যে, তাহাদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা করিবার আগে সমাজের সহায়তা তাহারা করেন।

তিনি এও বলেন যে, ফেরারী শিশু অপরাধীদের তাহাদের আত্মীয়স্বজন এবং কেন্দ্রীয় শিশু বিচারালয় সম্পর্কে বলেন করিয়া উপরোক্তরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন।

দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিবরণে জানা যায় যে, ১৯ খানা দৈনিক এবং ১৫১ খানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ভাষার দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে—বাংলা দৈনিক ১১, ইংরাজী দৈনিক ৮, হিন্দী ১, উর্দু ১, গুজরাটী ১, বাংলা সাপ্তাহিক—১, বাংলা সাপ্তাহিক—৩১, বাংলা পাক্ষিক ১১, বাংলা পাক্ষিক—১২, ইংরাজী সাপ্তাহিক—১৫, ইংরাজী মাসিক—১৩, ইংরাজী পাক্ষিক—১, ইংরাজী ত্রৈমাসিক—৩, উর্দু সাপ্তাহিক—১, হিন্দী সাপ্তাহিক—৮, হিন্দী পাক্ষিক ১, হিন্দী মাসিক—১, গুজরাটী সাপ্তাহিক—১, গুজরাটী মাসিক—১, উড়িয়া সাপ্তাহিক—১।

রেলপথে আসামের সহিত যোগাযোগ বাড়াইবার আয়োজন

ভারতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়া আসামের সহিত অবশিষ্ট ভারতের সংযোগ সাধনের জন্য রেলপথ যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে এবং যাত্রী ও মাল যাতায়াত সুরু হইবে।

প্রস্তাবিত রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল, ইহা শিলিগুড়ি জিলাপথ হইতে কিষণগঞ্জের নিকট

ে তারা সকলের জন্য উন্মুক্ত হইবে বলিয়া
া যায়।

ে আশা করা যায় যে, টাকুরগাঁ হইতে
ঁ পর্যন্ত যে "ন্যারো গেজ" আছে, তাহা
গেজে পরিবর্তন করার পর জুলাই মাসের
শেষ ও আগস্ট মাসের প্রথম হইতে যাইবে।

ই ১৮ মাইলে নূতন রেলপথ পাতিতে হইবে;
ইতিমধ্যে মাটি ফেলার কাজ চলিতেছে।

বিত রেলপথটি নির্মাণের কিছুদিন পূর্ব
এবং জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কুচবিহার
আসাম রেলপথের অধিকারভুক্ত আসিয়া
ইয়েছে। সর্বপ্রথমেই হইতে অধিকারী-
র একটিমাত্র ছোট স্টীমারের সাহায্যে
যাদি বাবদ একটি আয়েরও নির্ধারণ করা

প্রথা উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিম
এক সহকারীর উদ্যোগ

নিযুক্ত, পশ্চিম এক অধিকার অধিকারী
ও অন্যান্য বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য
নিযুক্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। সহকারীর
ন হইলে সর্বপ্রথমে তাঁহাকে নিযুক্ত

ন্য ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল

পড়িয়াছে যে, ভারত সরকার বিদেশে একটি
তিনিধিদল পাঠাইতেছেন। অধিকাংশ
ন অধিকারে। তাঁহারা ১৯টি মূল বিষয়
ন বলিয়া আশা করা যায়।

ে, প্রতিনিধিদলটি ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্য
। করের হার করিবেন। তুলার পরিবর্তে
হতে উৎপন্ন অন্যান্য তন্তুর ব্যবহার বেশী হইবে।
ভারতে বেশীর ভাগ কাঁচা তুলা এবং লম্বা
ন। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পাটের
াক, আমার কাপড় এবং চা রপ্তানী হয়।
বিদলের নেতা হইতেছেন শ্রীযুত কস্তুর-
। প্রতিনিধিদলটি অন্যান্য সভ্যগণ
শ্রীযুত যেদেবতা ঘোষ, শ্রীযুত কি, এল,
ও আনোবিয়া, বোম্বাইস্থিত ভারতের
বিদলার শ্রীযুত তারাপদ মুখার্জি প্রতিনিধি-
ঠাতার কাজ করিবেন।

রেলওয়ে কর্তৃক বৈজ্ঞানিক গবেষণা
বিভাগ প্রতিষ্ঠা

সাধী উদ্যোগের প্রকাশ, গত ১লা জুন
। ভারত সরকার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা
। করিয়াছেন। এই বিভাগটি প্রথমে

ইহা ভেষজীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগের
বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী সাধন করিবে এবং এই কার্যে
যিনি বৈজ্ঞানিকবিদকে লইয়া গঠিত একটি কো-
অর্ডিনেশন কমিটি এই বিভাগকে সাহায্য করিবে।

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অধ্যাপক ও ছাত্র
বিনিময়

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যাহাতে অধ্যাপক ও
ছাত্র বিনিময় হয়, তজ্জন্য দুইটি সরকারের মধ্যে
সম্প্রতি এক চুক্তি হইয়াছে। উপরিউক্ত ব্যবস্থা
অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই দুই দেশের মধ্যে
সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা। ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার
সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনও এই পরি-
কল্পনার উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় অধ্যাপক
কি এক পরিষদ অর্থনৈতিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়
অধ্যয়নের জন্য অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া সরকার অষ্ট্রেলিয়ার অধ্যয়নরত কতিপয়
ছাত্রকে কয়েকটি বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

উপরিউক্ত পরিকল্পনানুসারে অষ্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক
ও ছাত্র শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিবেন বলিয়া আশা
করা যায়।

জাতিসঙ্ঘের বিজ্ঞান পরিষদের ভারতীয় শাখা

জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত
প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কতিপয় বিশেষজ্ঞের এক কমিটি
সহযোগিতায় নূতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক
গবেষণা ও উচ্চ ধরণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যাপারে
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি করাই এই প্রতিষ্ঠানের
উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সংশ্লেষের
মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান প্রদানদ্বারা সমস্ত
জগতে একটি বৈজ্ঞানিকসেবী স্থাপন করিবার আশা
রাখে।

বৃহৎ প্রাচ্যের জন্য নানকিং-এ এবং মধ্য প্রাচ্যের
জন্য কায়রোতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া-
ছিল। ইহা ছাড়া রিয়ো ডি জানিরোতে লাটিন
আমেরিকার জন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।

ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও চীনে
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ পরি-
লক্ষিত হয়। বিশ্ব এবং দেশগঠনের বৈজ্ঞানিকগণ
কৃষি গবেষণা সম্পর্কেই সর্বাধিক আগ্রহান্বিত। আমার
ভারতের সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে চীনের বেশী আগ্রহ
দেখা যায়।

অন্যদিকে ভারতবর্ষ, চীনের ন্যায় যে সমস্ত দেশের
পক্ষ ছিল, বিশেষভাবে দেখন আবশ্যক। সেই সমস্ত
দেশের বৈজ্ঞানিকদের সহিত পূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন
করিতে আগ্রহান্বিত। একিন এখনও পর্যন্ত ইহা সমস্ত

জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার
ন্যায় ইহার অগ্রগতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন
বিদ্যাবান আরম্ভ হইলে অল্প এবিষয়ে খুব সুবিধা
হইবে। ভারতের কতকগুলি বিজ্ঞানক্ষেত্রে (যেমন
জলিকাহা, ভূমোদার প্রভৃতি) ইহার শাখা অফিস
স্থাপন করার কথা চলিতেছে।

ভারতের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস

ভারতীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের মাইনি
পূরণের জন্য ভারত সরকার তিন উপায়ে লোক সংগ্রহ
করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রথমতঃ প্রাদেশিক
সিভিল সার্ভিস, দ্বিতীয়তঃ আই, সি, এস
পরীক্ষাসমূহে যে সকল পরীক্ষার্থী ভাল ফল
করিয়াছেন এবং তৃতীয়তঃ ২১ হইতে ৪৫ বৎসর
বয়স্ক বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে
লোক গ্রহণ করা হইবে। শীঘ্রই বিশেষ রিক্রুটমেন্ট
বোর্ড গঠিত হইবে।

ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে
১,০০০ লোক ছিল। তন্মধ্যে শতকরা ৫০ জন ছিল
ইংরেজ। বর্তমানে ভারতে এই সার্ভিসের লোক সংখ্যা
৪৫০ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ১১ জন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভারতীয়
পুলিস সার্ভিসে লোক সংখ্যা ৪৭১ জন ছিল বর্তমানে যার
১৬৮ জন এবং ভারতীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের
লোক সংখ্যা ১২ জন আছে। বর্তমানে ভারতীয়
সিভিল সার্ভিসে যার ৩৭ জন ইংরেজ আছে, তাহাও
প্রতিবৎসরই কমিয়া যাইতেছে।

ভারতীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের জন্য ২৪০
জন এবং ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের জন্য ২৬০ জনকে
গ্রহণ করা হইবে।

ভারতে রপ্তানী ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি

বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ—ভারতের এই
তিনটি প্রধান বন্দর হইতে গত এপ্রিল মাসে যে সমস্ত
মাল রপ্তানী করা হইয়াছে তাহার হিসাবে দেখা যায়
যে, ঐ এক মাসে মোট প্রায় ৩১ কোটি টাকা মূল্যের
মাল বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। আমেরিকায়
রপ্তানী প্রায় ছয় কোটি টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে
এবং অন্যান্য দেশও অনেকে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের
মাল প্রেরিত হইয়াছে।

এই বৎসরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানী বাবদ
মোট ৯১ কোটি টাকা আয় হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের রপ্তানীর সঙ্গে তুলনা
করিলে দেখা যায় যে, এপ্রিল মাসে তাঁতা পাট, পশম,
রাবার, লোহ প্রভৃতির রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
চা, তাঁতা পশম, পাটের জিনিষ, অভ্র, বীজ প্রভৃতির
হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের
অধিকাংশ ভারতের রপ্তানীর চেয়েও এপ্রিল রপ্তানী
গত এপ্রিল মাসে বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে
প্রথম তিনমাসে ২ লক্ষ ৬০ হাজার মণ পাটজাত দ্রব্য

ভারতের আরণ্য সম্পদ

ডেরাডুন আরণ্য-অন্বেষণ বিদ্যালয়ের পরিচয়

(ডেরাডুনের আরণ্য-অন্বেষণ বিদ্যালয়ের পরিচয়ন' হইতে বিশ্লিষিত তথ্য সংকলিত হইল)

হিমালয়ের উচ্চভূমিকায়

আমির অধিবাসীদের নিকট কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। শিল্প ব্যবসায়ে উচ্চ শ্রেণীগুলি কাষ্ঠের পরিবর্তে অন্যান্য অন্যান্য প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইলেও কাষ্ঠের ব্যবহার হ্রাস পায় নাই বা কাষ্ঠের উপর যে রাজ্যগুলি বহু বিষয়ভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে তাহাও নহে, জ্বালানী কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। যানবাহন পাল্কি করা, কাগজ, কাপড় ও রাসায়নিক তৈয়ার করা, বাড়ী-ঘর নির্মাণ করা প্রভৃতি বহু ব্যাপারে আজকাল কাষ্ঠের প্রয়োজন হইতেছে।

হিমালয় ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জঙ্গল ছিল। ঐ সকল জঙ্গল হইতে অবাধ পরিমাণে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে অনেক অঞ্চল বৃক্ষশূন্য হইয়াছে বলিলেই চলে। ভারতের কৃষি-জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে এখনও অপ্রাকৃতিক আছে। ভবিষ্যতের সাধারণ এইসব অরণ্যের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ প্রয়োজন ভারতবাসীর কর্তব্য। এ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডেরাডুনে কেন্দ্রীয় অরণ্য সদ্ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের বৈঠকে এবং কৃষি মন্ত্রী কি জয়রামরাম চৌধরিমান ভারতীয় অরণ্য বিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বৃক্ষের জীবন সংগ্রাম

অরণ্যের সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন কিছু ব্যবস্থা করা দীর্ঘ সময় ও বহু অর্থসাপেক্ষ। সকলে অর্থে শুধু বৃক্ষপুঞ্জ বুঝায় না। ইহার সহিত কৃষি, উৎপাদন, জীবজন্তু, পোকা-মাকড়, অরণ্যবাসী মানব প্রভৃতিরও সম্পর্ক আছে এবং তাহাদের কথাও অরণ্যের সহিত চিন্তা করিতে হয়। সমাজে বাস করিতে গেলে মানুষের সহিত মানুষ যেমন প্রতিযোগিতা করে এবং তাহার উপর আঘাত নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি অরণ্যে বৃক্ষাদি একে অন্যের উপর নির্ভর করে, আঘাত করে, রস ও আলোকের জন্য একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করে। জীবনধারণের জন্য এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রতি একর জমিতে ১০ হাজার চারা গাছ হইতে যেন পথাত যায় ১০০টি বৃক্ষের উদ্ভব হয়। বাস্তবিকপক্ষে আলোচনা করিলে কৃষির ব্যবহার ও উহার অন্তর্নিহিত কথাও আসিয়া পড়ে।

সর্বাধিক পরিমাণ কাষ্ঠ আসামিকদেরই ব্যবহৃত হয়। আসামিকদের কাষ্ঠের ব্যবহার আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং এই ব্যবহার কাষ্ঠ খুব বেশী পরিমাণে অপচয় হয়।

পোকামাকড়ের উপদ্রব

অনেক একেবের অনেক বেশী টাকা নষ্ট হয়। ঘুণ, আরাশ ও বহিপুর অঞ্চলের চন্দন গাছে একবার এক প্রকার রোগ দেখা দেয়। তাহার ফলে প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের চন্দন কাঠ নষ্ট হইয়া যায়। কীটভক্ষি বিভিন্ন বৃক্ষের কীট ও রোগের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে এখন বৃক্ষাদির রোগ নিবারণ অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। আশ্চর্যজনক রোগের কারণ সম্পর্কে কীটতত্ত্ববিদের কোন কিছু করিবার নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আসবাবপত্র তৈয়ার, প্লাইউড, দেশলাই-এর কাঠ, লাক্ষাকরাম প্রভৃতি তৈয়ারীর ক্ষেত্রে পোকামাকড়ের উপদ্রব দেখা যায় এবং সেগুলির প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। কাজেই কীটতত্ত্ববিদের উপদেশের প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি কীটতত্ত্ববিদের উপদেশানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে (১) আসামের প্লাইউড শিল্প একেবারে রক্ষা হইয়াছে, (২) বক্সল, বন্যপ্রদেশ ও দেরাদুন এই তিনটি স্থানের দেশলাই ও প্যাকিং কেস তৈয়ার শিল্প নিষ্কণ্টক হইয়াছে, (৩) সৈন্যবাহিনীতে ব্যবহৃত বাঁশের লাঠি ও পুলিশের লাঠি সম্পর্কেও আর কোন অভিযোগ শোনা যায় নাই।

কীটতত্ত্ববিদের ঘরে ১০০ রকমের উইপোকা আছে এবং উহাদের উপদ্রব নিবারণ করা একটি দুরূহ সমস্যা। গত কিছু বৎসরে ডেরাডুনের আরণ্য অন্বেষণ বিদ্যালয়ে উইপোকা বংশ বিস্তার, উহার জন্য ক্ষতিকর প্রভৃতি সম্পর্কে অন্বেষণা চালান হইয়াছে।

আড়াই লক্ষ গাছের নমুনা

ভারতীয় আরণ্য অন্বেষণ বিদ্যালয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতের গাছ গাছড়ার নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক হইবে।

বনজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার

অর্থনৈতিক লাভের দিক দিয়া ভারতে এত বেশী একরের এবং এত বেশী পরিমাণের বনজ দ্রব্য আছে যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ নাই। ভারতের অরণ্যের প্রধানীয় সম্পদ ছাড়া প্রায় তিন হাজারেরও বেশী রকমের গাছ গাছড়া ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পে ব্যবহারের কাজে লাগে। অরণ্যের বিভিন্নরকমী লক্ষ লক্ষ লোক তৈল, ঘৃত, আঠা, উদ্ভিজ চর্বি, রেজ, রঙ, বার্ণিশ প্রভৃতির সাহায্যে জীবনধারণ করে। এই সকল জিনিস বহু প্রকার শিল্পের কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশেও রপ্তানী হয়।

১৯৬৯-৭০ সনে ভারত হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। তাহা ছাড়া এমন আরও অনেক জিনিস আছে যেগুলির সদ্ব্যবহার করিলে এদেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভব হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৫ বছরের আমের ঐ বীজের গাঁদ বাড় হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সেলুলোজ ব্যবসা সম্পর্কে আমে ও কোলে তৈয়ারের কাজে সবুজ কেঁচুল বীজের গাঁদ ব্যবহার করিলে অর্থ বাঁচবে সেলুলোজ তৈয়ারী হয়। অনুসন্ধান করিলে এইভাবে আর্থিক লাভের অন্যান্য অনেক দিকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। যে গাছ হইতে কর্পূর তৈয়ার করা হয় তাহা পূর্বে ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। কিন্তু উহা বর্তমানে বেশী না পাওয়ায় অন্য এক প্রকার গাছ হইতে কর্পূর তৈয়ার করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। পরীক্ষায় ফলও পাওয়া গিয়াছে। এখন যে কর্পূর তৈয়ার করা হইতেছে তাহা আসলিক কর্পূর অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সম্প্রতি ৬ মাসের অবাধ এই গাছ হইতে কর্পূর পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতি বৎসর একর প্রতি ১০ লক্ষ পাউণ্ড কর্পূর আহরণ করা যায়। বিশ্লেষণের ফলে জানা যায় ভারতে কর্পূরের চাহিদা মিটিয়া যাইবে।

ভূমির ভঙ্গুরতা রক্ষা

ডেরাডুনের আরণ্য অন্বেষণা বিদ্যালয় অন্বেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, কৃষি প্রভৃতি করা ও বনসৃজনায়নের সুফল করিয়া রাখার ব্যাপারে কোন কোন বনজ দ্রব্যের বিশেষ গুণ আছে। ভারতের পল্লী অঞ্চলে লোকেরা মাটির ঘরে বাস করে। বর্ষাকালে মাটীঘর পচন ধরিয়া যায়। তাহাদের পক্ষে ঐ গবেষণা ফলাফল বিশেষ কাজে লাগিবে। তাহারা মাটি ভেজাল ও ঘরে খুব মজবুত করিয়া লইতে পারিবে। মৃত্তিকা-ব্যবসায় কোন ক্ষতি হইবে না। বাসস্থানে থাকিতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বিমান ও জাহাজ তৈয়ারীর কাঠ

ভারতে প্রায় ৩ হাজার রকমের আরণ্যবাসী বা উদ্ভিদ হয়। তবে উহার সবগুলি হইতে আর্থিক লাভ হয় না। কাঠের আন্তর্জাতিক মানে জানিলে ভাল কাঠ শিল্পের চর্চা করা যায়। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উচ্চ আবহাওয়া বিমান নির্মাণের জন্য প্রধান নামে এক প্রকার কাঠ ব্যবহৃত হয়। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে উহা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পরীক্ষার ও ফলে প্রমাণ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, এ দেশেই বিমান তৈয়ারীর উপযোগী কাঠ আছে। ভারতের কোন কোন বনে তৈয়ারের উপযোগী এক প্রকার কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের সময় ভারতে উহা পাওয়া যায় নাই। অথচ বিমান নির্মাণের জন্য উহা প্রতি ঘন ফুটের দাম ছিল ১৫ টাকা কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রতি ঘন ফুটের দাম উঠিয়াছিল ৫০০ টাকা অর্থাৎ। বোম্বাই ও বাঙ্গালোরে অনুসন্ধানের ফলে এ প্রকার কাঠ পাওয়া গিয়াছে। তাহা বোম্বাইয়ে আমদানি কাঠের সমান দামে বিক্রয় হইতেছে। উহা প্রতি ঘন ফুটের মূল্য ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা।

সেগুন কাঠ গত গত বৎসর ধরিয়া জাহা

...য়া প্রয়োজনীয় বস্তু এবং আংশিকভাবে ...ন্তু লোহার কাঠের পরিবর্তে অন্য কাঠের ...ব্যবহার।

কাঠের শ্রেণী বিভাগ

...যে কাজেই প্রয়োগ করা হউক না কেন ...পূর্বে উহার শ্রেণী নির্ধারণ করা উচিত। ...বিশেষজ্ঞ আসবাবপত্র কাঠ এদেশে ...ন্তু প্রকৃতির এদেশজাত কাঠ কোন্ কাজের ...যোগ্য তাহা সঠিক পরীক্ষা করা হয়। ...মনে হয় যে, ভারতীয় আসবাবপত্র কাঠ ...ন, শাটের রজ্জু প্রভৃতির বর্ণনে, রাবার এবং ...তেলের বিশেষ উপযোগী। ছাতার বাঁট, ...ন্তু সরঞ্জামের এবং টেনিসের কাঠের আসবাব ...পক্ষে ভারতীয় কাঠ কিরূপ উপযোগী তাহা ...করা প্রয়োজন। এখন এই পরীক্ষা ...প্রয়োজন এই জন্য যে, বে-বিজ্ঞান-...সম্মতভাবে তৈরী হইলে ভাল এবং ...বর্জনীয় হইবে।

তেল ধরা ইস্পাতের ঘাটতি পূরণ

...যে সকল কাঠে তেল অধিক থাকে তেল ...তৈরী যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যায়। যুদ্ধের ...সময়ে অধিক পরিমাণে কাঠের উৎপন্ন বৃদ্ধি ...করিয়া ইস্পাতের ঘাটতি পূরণ করা হয় ...এবং সফলও হইয়াছে। ভারতে ...১০ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন ...পাওয়া যায় ১০ লক্ষ টন। ফলে ...প্রয়োজন ও যোগানের পরিমাণ ...বিপর্যস্ত হয়, অথবা অনেক ক্ষেত্রে ...পরিবর্তে উৎপন্ন নিকৃষ্ট কাঠ ব্যবহার ...করা। রেলওয়ে কারখানা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ...লঞ্চ শিল্প প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারে ঐ ...ব্যবস্থা চালান বিশেষ দরকার। ঐরূপ ...বৎসরে ১৫ কোটি টাকার আসবাবী কাঠের ...হয়।

রেলওয়ে স্লীপার

...১০ বৎসর পূর্বে ভারতে কাঠ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ...আরম্ভ হয়। সাধারণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ...সংরক্ষণ করার কারখানা স্থাপিত হয়। ...যে কয়েক বৎসরে আনুমানিক ৩০ লক্ষ ...লোহ এবং ৮৫ লক্ষ ছোট মাপের স্লীপার ...হইবে এবং সেজন্য বৎসরে ৪ কোটি টাকা ...। বাস্তবিক বহুমূল্য স্লীপারের অভাব ...বৈজ্ঞানিক উপায়ে নষ্ট করা স্লীপার ব্যবহার ...প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মৌ-জাহাজ ...তৈরীর ব্যাপারেও বহু লক্ষ ঘন ফুট ...প্রয়োজন হয়।

...ব্যবহার করা হইত। ...বাম ৯ হাজার টাকা। এখনে চীনা বাদাম, অড়হর ...তৈল বীজের খইল, খেসারী প্রভৃতি অনেক রকম ...সার হইতে কেমিক্স তৈয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

...কাঠের অন্য খাঁটি প্রকৃতি কতকগুলি অসুবিধা ...থাকে থাকে। সে সব ক্ষেত্রে কাঠ হইতে ...রকম তৈয়ার করিয়া খাঁটি বস্তু দিয়া খুসরাতে মিশিয়ে ...দিয়া জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া অনেক ...প্রকারে কাঠের অসুবিধা দূর করার উপায় ...উদ্ভাবিত হইয়াছে।

...আনুমানিক ৭ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ কোটি ...খাঁটি প্লাই-উড তাহাতে প্রয়োজন আছে। এদেশে ...বিগত যুদ্ধের সময় এদেশে প্লাই-উড শিল্পের কিছু ...শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি উহার ক্রমবিকাশের প্রয়োজন ...আছে। এদেশে প্রচলিত আসবাবী কাঠ ছাড়া ...অন্যান্য কাঠ হইতেও প্লাই-উড তৈয়ার করার ...বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

...আসবাবপত্র এক প্রকার শিল্পে সেলুলোজ আবশ্যক ...হয়। তাহার ব্যবহার বহুবিধের সম্ভাবনাময় চলিতে ...পারে না, যাহাদের বৈজ্ঞানিক জীবনে নানাকারের ...রেয়ন, প্লাষ্টিক, বার্নিশ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে, ...এইসব জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইলে সেলুলোজ ...প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। মজার ব্যাপার এই যে, ...কাই, বাঁশ ও ঘাস হইতে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ ...পাওয়া যায়। ঐসব জিনিষ বিশেষ কাজের, যেমন ...প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজেও লাগে।

...বর্তমানে ভারতে ১৫টি কাগজের কল আছে। ...ঐগুলির অংশে আনুমানিক ১ লক্ষ ১০ হাজার ...টন কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৯৩৯-৪০ সনে বিদেশ ...হইতে এদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন কাগজ ...ও বোর্ড আমদানী হইয়াছিল। ভারতে ব্যবহৃত ...কাগজ ও বোর্ড ব্যবহারের পরিমাণ ১.৪ পাউণ্ড ...জিনিষের ১৫০ পাউণ্ড, কানাডায় ১৭৫ পাউণ্ড এবং ...বার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ পাউণ্ডের উপর। ভারতে ...শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে অন্ততপক্ষে লিখিবার ...ছাপাইবার কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইবে।

...যুদ্ধের সময় এদেশে সংরক্ষণের মূলের কাগজের ...ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছিল তাহাতে অভিজ্ঞতা ...এদেশকে ঐ কাগজের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করা ...প্রয়োজন। সুখের বিষয় এই যে, আসবাব গবেষণা ...জিনিষের উদ্ভাবনে এখানে বাঁশ ও অন্যান্য জিনিষ হইতে ...কাগজের মণ্ড তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে এবং ঐ মণ্ড ...হইতে তৈয়ারী কাগজে মুদ্রণ কাজও সন্তোষজনক ...হইয়াছে। এখন কি রোটারী যন্ত্রেও ঐ কাগজ ...ব্যবহার করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছে।

অভিজ্ঞতা শিক্ষা

...আসবাব গবেষণা জিনিষের কর্তৃপক্ষ বর্তমানে মণ্ড ও ...কাগজ তৈয়ারী শিল্প সম্পর্কে কতকগুলি যুবককে ...বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষাদানের একটি প্রকার ...বিদ্যমান করিয়া রেখিয়াছেন। শিক্ষা আসবাবপত্র ...শিক্ষালয়ে তাহাদের শিক্ষানবিশের কাজ করা অবশ্য ...প্রয়োজন ব্যাপার। তাহাতে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া ...শিক্ষার্থীদিগকে বিদেশে না পাঠাইয়া এদেশেই ...তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। ...আপাততঃ বৎসরে ১৫ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা ...করা হইয়াছে। পরে কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ...চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির ...ব্যবস্থা করা হইবে।

...উপরে আসবাব গবেষণা ও কাঠের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ...যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় ...যে, অযথার সদ্ব্যবহারের দিক দিয়া অন্যান্য বিজ্ঞানের ...সঙ্গে ও তাহাদের মধ্যে অনেক তফাৎ—আকাশ-পাতাল ...তফাৎ রহিয়াছে। তবুও একথা বলা বাহুল্য প্রয়োজন ...যে, ভারতের অন্যান্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ...এদেশে অনেক উচ্চ শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। ...বর্তমানে একমাত্র ভারতীয় ফরেষ্ট আফিসার, ঐ ...সম্প্রদায়ের সেক্রেটারীই ভারতীয় আসবাব গবেষণা বিভাগে ...এই সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় প্রধান কর্মকর্তারূপে ...নিযুক্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় এদেশের কর্মপদ্ধতি ...প্রয়োজন সম্পর্কে সর্বপ্রকার পরিকল্পনা পূর্বাপেক্ষা তুলনায় ...অধিকতর ব্যাপক এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে তৈয়ারী ...করা যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস

বাজারের কথা

উদ্যমহীন বাজার

কলিকাতা হেডঅফিস অপরাহ্ণ

আলোচ্য সপ্তাহের বাজারে কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল। কেবল ৭ দিবসের উৎসবেই এজন্য অবসর পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং পরিণামে বাজার উৎসাহও সপ্তাহ পূর্বের মতোই মন্দাবস্থ রহিয়াছে। সামান্য কাজ যাহা হইয়াছে তাহা তাল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের অথবাই আবদ্ধ ছিল। বিগত দুইবৎসর যাবৎ ফেব্রুয়ারীমাসে যেরূপ অপূর্বের ভাব খানায় করিয়া বাজার হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, বর্তমানে বাজারের স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করিয়া মনেহয় ঘুঘাড়ীরাও ফেব্রুয়ারী প্রতিকূল অবস্থার আশঙ্কায় যথেষ্ট ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছে। এই কারণে বাজার স্থিতিশীলতা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, যেকোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণে বাজারে পুনরপি কর্মতৎপরতা ফিরিয়া আসিবে।

• • • •

রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতায় পরিস্থিতি বাজারে যাহা পরিস্থিতি হইয়াছে যে তাহা অপরিমিত সত্য করিয়াছে, তাহা খুবই স্বস্তিদায়ক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভারত সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান সরকার এই অপরিমিত ব্যবস্থাকে যেরূপ গুরুত্ব বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে এই সমস্যার আশু মীমাংসা অপরিহার্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। রাষ্ট্রপ্রধানের পরিস্থিতি অতীতে বহুবার বাজারের পতন ঘটাইয়াছে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কটকের অস্তিত্বের ফলে কোন সুখবরই বাজারে কোন উন্নতি ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। তাই আশা করা যাইতেছে যে এইবার সত্যই যদি রাষ্ট্রপ্রধানের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় তাহা হইলে বাজারের উন্নতি ঘটিবে। কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সমস্যাই বর্তমানে বাজারের উন্নতির সর্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাছাড়া সমস্যা জটিল হইলেও বাজারের পক্ষে তাহার গুরুত্বের অনেকটা লাঘব ঘটিয়াছে। বাজারের মতে রাষ্ট্রপ্রধান সমস্যা ভিন্ন বর্তমানে এমন কোন সমস্যা নাই যাহাতে বাজারের গতি রুদ্ধ হইতে পারে।

• • • •

২৮০ কুরের (১৯৫৭) জন্য দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক লাভ্যাংশ ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য বিস্ময় হইবার কিছু নাই। কারণ এই অপপ্রচার অধিকাংশে আগেই রিলায়েন্স গ্রুপের হাতে ছিল। সর্বসাধারণে ইহাতে যে অতটা উৎসাহ দেখাইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই কারণেই স্থানীয় সরকারের এই অপপ্রচারে লাভ্যাংশিত হইলেও ইহার প্রতিক্রিয়ায় বাজারে সরকারী অপপ্রচারের মধ্যে কোন [illegible] পরিলক্ষিত হয় নাই। [illegible] অবশ্যই হয় নাই বলিলেই চলে। এ শেয়ারের প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ফেব্রুয়ারীর ফেব্রুয়ারীর শেয়ারই সীমাবদ্ধ ছিল। [illegible] বিভাগের প্রবর্তন বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইস্পাত কুলমান প্রোডাক্টের কোন আকর্ষণকরণের পরিমাণযুক্ত হইবে সাধারণে ইহার কোন উৎসাহ নাই। এবিষয়ে অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায় নাই। তুঙ্গ সংবাদের (টা মোটর) অন্তর্ধানে সেই সাধারণ সমস্ত অপূর্ণ শাটর প্রতি ছয় পয়সা বৃদ্ধি করার বিষয়ে শেয়ারের বেশ অস্থির ছিল। কারণ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই শেয়ারেরও খুব চাহিদা ছিল প্রতিষ্ঠানের কাজ সন্তোষজনক হইবে বলিয়া বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিমবাংলা সরকার এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন না বিশ্বাস কোম্পানী তাহাদের মূলধন বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে

• • • •

দেশী কিছু প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারে কাজও সপ্তাহ কম হইয়াছে। তবে উৎসাহও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ ছিল। এই বিভাগে উৎসাহ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত বিবেচিত হইয়া পড়িয়াছেন যে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বহুৎ প্রকাশ যে ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১০ কোটি ও ১৫ কোটি টাকা অনুদান চাহিয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য এই টাকাটা তাহাদের আবশ্যক। এই অর্থ তাঁরা পাইলে প্রতিষ্ঠান দুইটি যথাক্রমে ৯,০০,০০০ টন ও ৩,০০,০০০ টন উৎপাদন বর্ধিত করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্তমানে ১০,০০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নূতন প্রতিষ্ঠান চালু করিতে ১৮০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তাহাই মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকাটা প্রতিষ্ঠান দুইটিকে দেওয়াই সমীচীন মনে করিবেন। ইহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যে শুধু উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

কয়লাখনির শেয়ারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই, তবে দরের কোন অবনতি ঘটে নাই। পূর্ব সপ্তাহে যে দর ছিল সেই দরেই কাজ হইয়াছে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডের দরে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য কোম্পানীর দরে সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে বেশ কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। কেবল শেয়ারের সংবাদে কানপুর টেক্সটাইলের শেয়ারে কিছু উন্নতি হইয়াছে এবং চাহিদাও দরের বৃদ্ধি পাইয়াছে। চটকলের শেয়ারে সর্বসাধারণের কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। কাজও অত্যন্ত কম হইয়াছে এবং দরেরও কিঞ্চিৎ অবনতি হইয়াছে। খুব তাড়াতাড়ি লভ্যাংশ ঘোষণা করা সত্ত্বেও মৌটুসুর এবং বরাহনগর শেয়ারের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও জীরা পাটের যোগানের ব্যাপারে যে ঠিক কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

• • • •

ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগেও কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে উৎসাহও এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে যা প্রায় অবনতি হয় নাই বলিলেই চলে।

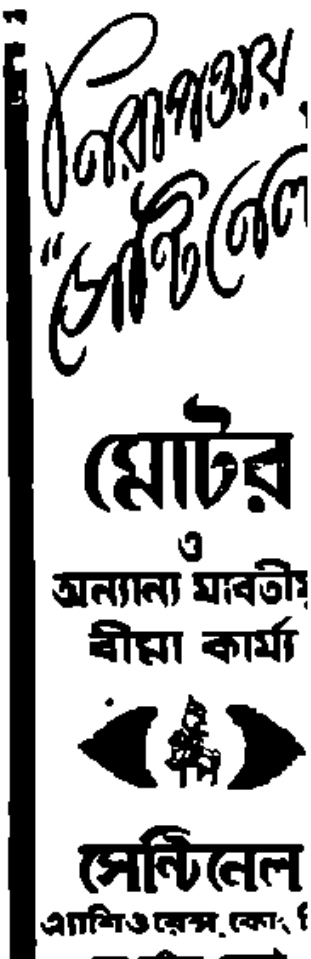

ী আমন্ত্রণের মেয়াদ শেষের পাঁচদিন পেয়াদে
ত করা হইবে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে
কি হইলে আমরা সুখী হইব। এই মেয়াদ
। অতিরিক্তকী চলিয়া যাবে তাহাতে ইহার কত
ে অনুমানের চেয়ে অনেকগুণই বেশী হইয়া
আশা করি অতঃপর উৎসাহের প্রয়োজন নাই
। প্রয়োজন হইলে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট
। সাহায্যের আবেদন করিলে
সাহায্য পাইবেন।

* * * * *

পা ইণ্ডিয়া অর্গানের সাম্প্রতিক সংখ্যায় ভারতের প্রাক্তন
বিলাতের সেনানায়ক কর্তৃপক্ষের মনে যে
ন্ত ধারণা জন্মিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনার উপর যথেষ্ট
। নির্ভর করিতেছে। নিম্নের প্রস্তাবের বিষ
ষয়ে যোগ দেওয়া যেন ইণ্ডিয়ান আর্মির
নিকট। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যে সাহেবদের আমন্ত্রণ
করা আমি বলিয়াই অনেকটা আশঙ্কা হয়
। তাহারা অবশ্যই ভবিষ্যতের সঙ্গে
ত ইণ্ডিয়ার যে অধিকতর যোগাযোগ
। করা দরকার, তাহাই মনে করেন। অতএব
তাহা অপেক্ষা ভাল ফৌজ ভারতে
রাখা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এবং আমরা
মনে করি এই দাবীটিকে ভিত্তি করিয়া
ভূমিকা চালাইতে।

ী অপ—

বিভাগে গুরুতর পরিমাণ কোন উৎসাহ দেখা
যায়। আসাম (৭টি জুট) কাজের পরিমাণ
৬ লক্ষ এবং বাংলার কিছুটা উন্নতি পরি
লক্ষিত। ৫ জুনের সপ্তাহে ১৮৩৯ ১৯৫৩ (১৮৬৬৩), ১৮৩
১৮৩ ১৮৮৯, ৩ জুনের সপ্তাহে ১৮৫৭ ১৮৬৮
, ৭ জুনের সপ্তাহে ১৮৬৯৮৪ ১৮৬৮ পর্যন্ত
ি হইয়াছে।

মেয়াদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং কোন
নূতন অর্ডারের উল্লেখ নাই। অধিকতর
ঘোষিত হইলেও সন্তোষজনক ইন্ডিয়ানের
মেয়াদের তারিখ খুব বেশী দূরে, পরিমাণে
কোন উন্নতি নয়। আমেরিকানদের ব্যাপারে
নের মনে কিভাবে নির্ণীত হইবে তাহা
জানা নাই। ইন্ডিয়ানের ১৮৮৮,
, কিনারে ব্যাগ ১৮৮, আসন ১৮৮, ও ইউ
ন্ডার্সক্যাম ৩৯৯ (৯৮,) পর্যন্ত কাজ

ন্নি—

বিভাগে ডেলিভারির একান্ত অভাব দেখা
। কাজও সেইরূপ নিরানন্দই হইয়াছে।
৫/০ (১৮৮৭), মেসন ৩২১, মেসার্স ইন্ডিয়া
মত সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত আছে, যদিও কোন কোন
ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইল
১১/০ (১৪৮০) বন্টনিয়া ৪৭০, ও নিউ ভিক্টোরিয়া
৪৫/০ পর্যন্ত উঠিয়াছে।

চটকল—

চটকলের মেয়াদে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই।
অল্প কয়েকদিনে উহা পাটের অভাবে বিপর্যস্ত হে
সম্ভাবনা সম্মুখীন হইতে পারে তাহার মীমাংসা বা
করা পর্যন্ত এই বিভাগে বিশেষ কোন উন্নতি হইবে
বলিয়া মনে হয় না। আমলো ইন্ডিয়া ৩০৯, (৩১০),
বাউরিয়া ৬৯০ (৭৯৫/০), মেসার্স ১৪৯, ফোরম্যান ৭৯৪,
ম্যাক্লেয়ড ৩১৫, ও ওয়েবার ১২৯/০ পর্যন্ত কাজ
হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগের বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায়
নাই এবং কাজের পরিমাণও সামান্যই হইয়াছে। দক্ষ
করপোরেশন ৪, (৩৮০) ইন্ডিয়ান জলার ১৮৫০,
মোকামালী ৯৮০, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক ১১০,
ইন্ডিয়ান আয়রণ ১৯৮/০, মেসার্স ১৮৪৯ ফ্লাডমুখী
১৪০, বার্মান ৯৮৫, টাল করপোরেশন ১১৮/০, রবি
মেকেঞ্জে ১১০, কিংসলী করপোরেশন ৯৮/০, চামরদল
৯৮, এন অ্যান্ড টি অকলার ১১৮০, ইন্ডিয়ান অ্যালবাম
এসোসিয়েশ ৭০, জার্ডিন হেন্ডারসন ১৮৮, মেসার্স
সেসার্স ১১, টীটাগড় সেসার্স ১১১০, আসাম 'ক' ৯৮/০,
ইন্ডিয়া ইমপিরিয়াল ১১০, বলরামপুর চুনার ৯৮/০,
চুনার ভিক্টর ১১০, ঢাকা ১৪০, সন্তোষপুর ১৮৮/৪
পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ন্ন

এই বিভাগে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। মেটুই
কাজ হইয়াছে তাহা আল কোম্পানীর মেয়াদেই
সীমাবদ্ধ ছিল। কাটল ৩০২, সিংহো ১৮৮,
বাসাইগুরী ৯৮৮, এবং টুকডার ১৪৮/০ পর্যন্ত
ঘোষণা করা হইয়াছে।

সংবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৭১৮ পৃষ্ঠায়)

১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ৪৭ হাজার টন ঢালা
পাট তৈরী হয়। উহার আগের মাসে হইয়াছিল
৩৪ হাজার টন। বোম্বাই হইতে প্রায় ৮০ লক্ষ গজ
সুতী কাপড় রপ্তানী হয়—পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায়
১২ হাজার গজ প্রেরিত হয়।

আলোচ্য মাসে ৭ হাজার ৮ শত ৫০ টন তুলা
আমদানী হয়—গত মার্চ মাসে হইয়াছিল ৫ হাজার
৮ শত ৮০ টন এবং ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে
৪ হাজার ১ শত টন। এপ্রিলাতীত ৫ হাজার টন
বাকায় ছৈল, ৪ হাজার টন চীনা-বাদাম, ৩ শত ৪০
টন সিমি, ৭ হাজার ৭ শত টন চা, ১ হাজার ৯ শত
ঘড়িওলী প্রভৃতি ৩ হাজার ৪ শত ৩৪ টন এবং উহার
মূল্য প্রায় ৩ হাজার ১ শত টন স্থানীয় হয়।

ইউরোপীয় লক্ষী উৎপাদনের জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় সরকারের ইউরোপীয় লক্ষী উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের তুলা উৎপাদনের ও পশ্চিম অঞ্চলে তাপিপ্রধান উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এই কার্যের জন্য ইতোমধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে খামার করিবার প্রস্তাব হইলেও তাপিপ্রধানে অর্থসাহায্য দানের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে অতির জন্য নিজ নিজ প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ভারত সরকারের লক্ষী বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা

কোয়েটায় লক্ষী বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকায়, লক্ষী বীজ সাধনের নির্দ্ধারণ অনুসারে ভারত সরকার কোয়েটায় অনুরূপ একটি লক্ষী বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্র খামার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদের কাশ্মীর কমিশন

নিরাপত্তা পরিষদের কাশ্মীর কমিশনের এক সভায় বৈঠকে আগামী ১৫ই জুন জেনেভায় কমিশনের প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সভায় কমিশনের গঠন ব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচনা হইবে। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, কলম্বিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিরা যোগদান করিবেন। জেনেভা হইতে কমিশনের সভাপতি যথাসম্ভব শীঘ্র আসিয়া যোগ দিবেন। এতদ্ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর কমিশন নিয়োজনের সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর্জেন্টিনা—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সভাপতি আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত, বেলজিয়াম—মঃ পারমিনি, কলম্বিয়া—ডক্টর আলফ্রেড ফার্নান্ডেজ, চেকোস্লোভাকিয়া—ডক্টর জোসেফ কুরুসেলকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির নাম শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কমিশনের একজন প্রধান সম্পাদক, একজন সহকারী প্রধান সম্পাদক, দুইজন সহকারী সম্পাদক, আইন বিষয়ক কর্মচারী, প্রেস অফিসার,

সাময়িক

চেট্টি ও ক্রিপস্

আনন্দবাজার, ১৩ই জুলাই

১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য ভারতের প্রত্যক্ষ করদাতাদের ৩৫ হাজার কোটি টাকার আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা হয়েছে। এই ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৮৪-৮৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। ১৯৮৪-৮৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৮২-৮৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৮২-৮৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৮১-৮২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৮১-৮২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৮০-৮১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৮০-৮১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৯-৮০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৯-৮০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৮-৭৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৭-৭৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৬-৭৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭২-৭৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭১-৭২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৭০-৭১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৭০-৭১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ০ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৫-৬৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৪-৬৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬২-৬৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬২-৬৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬১-৬২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬১-৬২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯৬০-৬১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৮-৫৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৭-৫৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৪-৫৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫৩-৫৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫২-৫৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫১-৫২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯৫০-৫১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৯-৫০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৮-৪৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৭-৪৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২০ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৫-৪৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২১ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৪-৪৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২২ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪৩-৪৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪২-৪৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪১-৪২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪১-৪২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯৪০-৪১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৭-৩৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ২৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৬-৩৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৫-৩৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩১ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৪-৩৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩২ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩৩-৩৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩১-৩২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩১-৩২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯৩০-৩১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯৩০-৩১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৯-৩০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৯-৩০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৮-২৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৮-২৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৭-২৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৩৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৭-২৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৬-২৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৫-২৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪১ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৫-২৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৪-২৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪২ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৪-২৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২৩-২৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯২৩-২৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২২-২৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯২২-২৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২১-২২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯২১-২২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯২০-২১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯২০-২১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৯-২০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৯-২০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৮-১৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৮-১৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৭-১৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৪৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৭-১৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৬-১৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫০ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৬-১৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৫-১৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫১ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৫-১৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৪-১৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫২ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৪-১৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১৩-১৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯১৩-১৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১২-১৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯১২-১৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১১-১২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯১১-১২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯১০-১১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯১০-১১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৯-১০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৭ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৯-১০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৮-০৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৮-০৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৭-০৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৫৯ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৭-০৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৬-০৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬০ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৬-০৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৫-০৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬১ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৫-০৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৪-০৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬২ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৪-০৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০৩-০৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৩ শতাংশ কম ছিল। ১৯০৩-০৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০২-০৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৪ শতাংশ কম ছিল। ১৯০২-০৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০১-০২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৫ শতাংশ কম ছিল। ১৯০১-০২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৯০০-০১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৬ শতাংশ কম ছিল। ১৯০০-০১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৯-০০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৯-০০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৮-৯৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৭-৯৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৬৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৭-৯৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৬-৯৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৫-৯৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৫-৯৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৪-৯৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯৩-৯৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯৩-৯৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯২-৯৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯২-৯৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯১-৯২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯১-৯২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৯০-৯১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৯০-৯১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৯-৯০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৯-৯০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৮-৮৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৮-৮৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৭-৮৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৭৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৭-৮৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৬-৮৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৬-৮৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৫-৮৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৫-৮৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৪-৮৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৪-৮৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮৩-৮৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮৩-৮৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮২-৮৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮২-৮৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮১-৮২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮১-৮২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৮০-৮১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৮০-৮১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৯-৮০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৯-৮০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৮-৭৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৮-৭৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৭-৭৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৮৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৬-৭৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৬-৭৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৫-৭৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৫-৭৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৪-৭৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭৩-৭৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭৩-৭৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭২-৭৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭২-৭৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭১-৭২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭১-৭২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৭০-৭১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৭০-৭১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৯-৭০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৯-৭০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৮-৬৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৮-৬৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৭-৬৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ৯৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৭-৬৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৬-৬৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৫-৬৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৫-৬৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৪-৬৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৪-৬৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬৩-৬৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬৩-৬৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬২-৬৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬২-৬৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬১-৬২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬১-৬২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৬০-৬১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৬০-৬১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৯-৬০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৯-৬০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৮-৫৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৮-৫৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৭-৫৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১০৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৭-৫৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৬-৫৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৬-৫৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৫-৫৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৫-৫৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৪-৫৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৪-৫৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫৩-৫৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫৩-৫৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫২-৫৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫২-৫৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫১-৫২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫১-৫২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৫০-৫১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৫০-৫১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৯-৫০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৭ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৯-৫০ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৮-৪৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৮ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৮-৪৯ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৭-৪৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১১৯ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৬-৪৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২০ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৬-৪৭ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৫-৪৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২১ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৫-৪৬ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৪-৪৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২২ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৪-৪৫ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪৩-৪৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২৩ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪৩-৪৪ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪২-৪৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২৪ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪২-৪৩ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪১-৪২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২৫ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪১-৪২ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮৪০-৪১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণের তুলনায় ১২৬ শতাংশ কম ছিল। ১৮৪০-৪১ সালের ৬ মাসের জন্য ধার্য করের পরিমাণ ১৮

কিন্তু শর্ত এই কিনির মূল্যমান বেড়ানোর আশঙ্কা সত্য হয় তাহা হইলে সমস্ত ক্রেডিট আটিং পক্ষে তাহা গুরুতর কারণ হইবে।

• • • •

ট্রেজারি চেঞ্জ সংবাদে পৌঁছিয়াছে যে, ষ্টার্লিং পাকিস্তান ব্লকের কোন প্রস্তাবই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। ইহা সত্য হওয়া,—ইহা ভারতবর্ষের মনের কথা। ওইরূপ অসম্মত প্রস্তাব উত্থাপনের কোন ফেরে যদি ব্রিটেনের তরফ হইতে করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সর্বসমক্ষে তাহাকে বাধা প্রদান করা কর্তব্য। তাহাতে ভারতবর্ষ ও বৃহৎ টাকার জন্য লালায়িত নহে। উৎপাদক ব্যয়বৃদ্ধি এবং রাজস্বের সংকোচের দায়ে ব্রিটেন যাহাতে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, সেজন্য অবস্থার সৃষ্টি করার জন্য ভারতবর্ষ উৎসুক। এই পন্থা অবলম্বনের দ্বারা ব্রিটেনের বাণিজ্য প্রচেষ্টার যে বিঘ্নের সম্ভাবনা করা হইবে, তাহা বা বিশ্লেষণ হলে। কেবল ডলার ও ফ্রাঁ অঞ্চলে মাল রপ্তানির জন্য কিছু পরিমাণ ষ্টার্লিংকে ডলারে ও ফ্রাঁতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন থাকা প্রয়োজন। মোটের উপর ইহার পূর্বে যেরূপ চুক্তি চুক্তিবদ্ধভাবে ষ্টার্লিং পাকিস্তান সম্পর্কে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, "অগ্রহর পুরস্কার" বাবদ মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছে, এবার সেরূপ বন্দোবস্ত হইলে চলিবে না। এবারকার বন্দোবস্ত পাকা এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়া প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাটা ভালো করিয়া আলিয়া লওয়া প্রয়োজন; তাহা না হইলে ভারতবর্ষের বিদ্রোহজনক পরিবর্তনের কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হইতেছে না।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে টাকার সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু গ্রহণ করিবার লোক ছিল না। বোম্বাই ও কলিকাতার ক্লিয়ার ব্যাঙ্কে ৪০-বেই দিন ছিল ব্যাঙ্কগুলির আবেদন পরিমাণ যথেষ্টাপেক্ষা হইয়াছে। ১ কোটি টাকার ব্যাঙ্কগুলির জন্য মাত্র ১৩ লক্ষ টাকার (১৪ লক্ষ টাকা) আবেদন পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কসমূহ বার্ষিক শতকরা ১০ হারের ব্যাঙ্কগুলির পরিবর্তে ১৯৬৫-৬৬ সালের ২৫০ হারের ওপর (আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে পরিশোধ্য) ঋণ করা অধিকতর লাভজনক বলিয়া বিবেচনা করায়ে ব্যাঙ্কগুলির আবেদন পরিমাণের এইরূপ হ্রাস হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ১৩ লক্ষ টাকার সমস্ত আবেদনই পুরাপুরি গৃহীত হয়; গৃহীত আবেদন-গুলির মধ্যে ৫টি বার্ষিক শতকরা ৩০-তে অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তী সপ্তাহের এক কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলির জন্য আবেদনসমূহ গৃহীত হইবে, ঘোষণা করা হইয়াছে।

• • • •

১৯৪ দে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ক্লিয়ার ব্যাঙ্কের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে টাকা—১৩৩.৫৫ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে নিট মেটের পরিমাণ ১১.০৩ কোটি টাকা হইতে ৫১.৬৩ কোটিতে বৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছে, দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ঋণের পরিমাণে ৫৪ লক্ষ টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে।—পাকিস্তানের নিট মেটের পরিমাণ ২৫.৯১ কোটি টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া ২৮.৫৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। পাকিস্তানী রেলওয়ের পরিমাণ ৩.৯৩ কোটি টাকা হইতে সামান্য হ্রাস পাইয়া ৩.৮১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকারের ঋণমানের পরিমাণ ১২৭.৬৫ কোটিতে অপরিবর্তিত আছে। সমস্ত মেটের পরিমাণে ৪.১৪ কোটি টাকার সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায় (১,৩৪০.৪৮ কোটি টাকা—১,৩৪৫.০০ কোটি টাকা)।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ২০৪.৫৪ কোটি টাকা হইতে ২০০.১ কোটিতে হ্রাস পাইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সরকারের জমায় ৩.৩৪ কোটি টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১০.৩৮ কোটি টাকা—১৪.০৪ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমা ৪.৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৭.৩৯ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমানে টাকার বাজারে একটা প্রাচুর্যের অবস্থা বিরাজ করিতেছে। বহির্দেশীয় জমা ৪১৭.৩৮ কোটি টাকা হইতে ৩১৫.৩৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। বহির্বিনিময়ের পরিমাণ ৩১.৩০ কোটি টাকা হইতে ৪১.১৪ কোটিতে বর্ধিত হইয়াছে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারী জমায় ১.০৩ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩১.৩৮ কোটি টাকা—৩২.৩০ কোটি টাকা)। পাকিস্তানের অন্যান্য জমাতের ১.৩৬ কোটি টাকার বৃদ্ধি (৬.০০ কোটি টাকা—৭.৩৬ কোটি টাকা) পরিলক্ষিত হয়।

• • • •

১১৫ মে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিদাজমার মোট জমার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩৮২.০৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৯.০৯ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। মেয়াদান্তে মোট জমার পরিমাণে কিন্তু ৪.১২ কোটি টাকার হ্রাস ঘটে হয় (৩১৭.৬৩ কোটি টাকা—৩১৩.৯৯ কোটি টাকা)। বর্তমানে নগদ টাকার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই (৩৮.১৩ কোটি টাকা—৩৮.১২ কোটি টাকা)। ঋণদানের পরিমাণ ৩৩৭.৩৮ কোটি টাকা হইতে ৩৩৫.১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে এবং তাদাবো ছণ্ডির পরিমাণ ১৭.৪৮ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১৮.৭৩ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পাকিস্তানস্থিত চাহিদা-জমার মোট জমার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই (৮২.৪১ কোটি টাকা—৮২.৫৩ কোটি টাকা)। মেয়াদান্তে মোট জমার পরিমাণ একরকম ৩.৩৩ কোটি টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকায় পাইয়া ৩.৮০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। নগদ পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টাকা কমিয়া ৩৩.১৫ কোটি (৩৩.৮০ কোটি টাকা) পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্ক ছণ্ডির পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৩৩.৭০ টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৯.৩০ লক্ষ টাকায়।

ব্যাঙ্কসমূহের বিভিন্ন খাতে রক্ষিত জমার পরিমাণ ২.৮১ কোটি টাকার প্রকৃতপক্ষে উন্নতি ঘটে (৮৩.২১ কোটি টাকা—৮৬.০১ কোটি টাকা)। উক্ত টাকার বাজারের সচ্ছলতাই প্রমাণিত হইতেছে।

• • • •

ভারতবর্ষের মোট পাকিস্তানে আমদানী সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের পর আর আইনসঙ্গত প্রশ্নই উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু পাকিস্তানের যে ও তাহাদের ভারতবর্ষীয় মোটের অবশিষ্ট পাকিস্তান মোটে পরিবর্তিত করিয়া লয় নাই। পাকিস্তান সরকার এই বিষয়টিকে পাকিস্তানের অধিবাসী পরামর্শ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন অবশেষ ও সরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্বে জমা রিসের সমস্ত ভারতবর্ষীয় মোট টাকা জমা এবং পাকিস্তানী ক্রেতাগুলি বিক্রেতাদের কাছে তাহা আর সওদাচা লাগেয়ে, অবাঙালী, চাকা প্রভৃতি ব্যবসায়ী সংঘের অধিকাংশ হইতে তাহারা যেন অবিলম্বে তাহাদের ভারতবর্ষীয় মোট পাকিস্তানী পরিবর্তিত করিয়া লন। এখন হইতে বৎসর শেষে সেপ্টেম্বর মাস নিকটতর হইলে, বিনিময় হার পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ অনুবিধা দেখা দিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠাশেষে ৫১১ পৃষ্ঠায়)

বাঙালী বৈজ্ঞানিক, নাবিক বা সমরবিদ অধিক সংখ্যা কিছুটা করিয়াছে, কিন্তু তুলনায় তার সংখ্যা এখনও অল্প রয়ে।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেলায় বাঙালী বিদ্বে পক্ষে কোন বাধা বা অসুবিধা নাই। বিশেষতঃ পক্ষে কেন বাধা বা অসুবিধা তাহা বুঝা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পার্থিবিক সাধ যে কঠিন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয় তাহা সমে বহু বাঙালী নির্বাচিত হইতে পারে তবে সা সৈনিক বিভাগে বাঙালীর অনুপযুক্ততার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

স্বাধীন ভারতে নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী সমর নীতি অনুসৃত হইবে না এবং ভারত সরকার ভবিষ্যৎ সমর এই বিষয়ে অবহিত হইয়া বাঙালী যুবকদের একটি অভিযোগের কারণ দূর করিবেন। শিখ, রাজপুত ডোগরা বাঙালী, যা আধুনিক সমরক্ষেত্রে বিশেষ সৈন্যবাহিনী বাহিনীতে বাঙালীর থাকিবে না, এমন দুঃখিত পার্থক্য ও উপেক্ষাজনক আচরণ বাঙালী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

তিনটি চটকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব

৮০ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক হিসাবনিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিল্স কোম্পানী লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫,৮৭,৫৬৮ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল ১৪,১৯ লক্ষ টাকা, আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৯,০৩ লক্ষ টাকা। এই পরিমাণ হিসাবে বৎসরান্তে ডিভিডেণ্ড বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ডিভিডেণ্ডের হার পূর্ববৎ শতকরা ৫০ টাকা (অর্থাৎ ১০ টাকার শেয়ারে ৫ টাকা) বজায় রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ডিভিডেণ্ড বাবদ মোট ১৫,০০,০০০ টাকা (গত বৎসরে ১৫,০০,০০০ টাকা) দেওয়া হইয়াছে। ডিভিডেণ্ড বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা ব্যতীত ৫,৮৭,৫৬৮ টাকা লাভ হইতে ১,৫০,০০০ টাকা লাভ-লোকসান খাতে স্থানান্তরিত করিয়া ৩৭,৫৬১ টাকার লোকসানকে ৯৭,৫১৮ টাকার লাভে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার পরিণত পূর্ববর্তী হিসাবের জের ১৬,০৩ টাকা যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে ১,১৩,৫১৩ টাকা। এই টাকা হইতে মূলধনের খাতে রাখা হইয়াছে ৩৭,০০০৲। সাধারণ অংশীদার আরব্ধমূল্য বাবদ শতকরা পাঁচ টাকা (বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা) হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের জের টাকা রহিয়াছে ১৩,৫১৩ টাকায়।

আলোচ্য বৎসরকালে বিক্রয় শ্রেণীর করলা বিয়া কাজ চালাইতে হইলেও করলা ব্যবহারের পরিমাণ প্রচুর ছিল। অতএব শ্রমিক বিয়া বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভে প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি ঘটনার ফলে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পাঁচ সপ্তাহ কালের জন্য কল বন্ধ রাখিতে হয়। এই সব কারণেই আলোচ্য বৎসরে কোর্ট উইলিয়াম জুট কোম্পানীর লোকসান হইয়াছে।

ডাইরেক্টরদের মতে মূলধন খাতে লাভটা সরকারের হাতে যে অর্থ রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে মাসিক সুদসহ ফেরত দেওয়ার যখন যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ ১.১৫ লক্ষ টাকা।

মাসেলিস এজেন্টস—হেস্টিংসের মুলজি আত্মা কোং। অফিসেস, বিল্ডিংস, মিলিস ও আনুষঙ্গিক মূলধন—১৪,০০,০০০৲।

ব্যয়

আনুষঙ্গিক মূলধন	
অফিসারী	১৩,০০,০০০৲
সাধারণ	১৪,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩৩,১১,৪৪১৲
অন্যান্য তহবিল	৭,১০,৩৬৩৲
ঋণ	১৪,১৯,৩৩৩৲
অর্থসঞ্চিত লাভ (জের)	১৩,৫১৩৲
মোট	৯১,৬৬,৭৬৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯,১৮,৩৩,১১১৲
মূল্যহ্রাস	১,৬৪,৩১,৩৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৩৩,১১১৲
মজুত	১৩,৫৪,৩১১৲
মজুত মাল	১৪,১৩,১১৩৲
বাকী পাওনা	১১,১১,৩৩১৲
অগ্রিমব্যয়	১,১৩,৩১৩৲
অতিরিক্ত লাভ করা বাবদ	৯,৩১,১১৩৲
নগদ	৩,১৩,৩৩৩৲
মোট	৯,৩১,১১,৩৩৩৲
ঋণ সম্পত্তি	১,১৩,৪৪,৩৩৩৲

বিজ্ঞাপনাবলী

— x —

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কাল ৩৬১৪ ও কাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে হইবে।

৯ই লাভের পরিমাণ ছিল ৩,৮৮,৫০৩৲। লভ্য অর্থের হইতে ১,৫০,০০০ টাকা লাভ-লোকসান খাতে স্থানান্তরিত করিয়া ৩৭,৫৬১ টাকার লোকসানকে ৯৭,৫১৮ টাকার লাভে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার পরিণত পূর্ববর্তী হিসাবের জের ১৬,০৩ টাকা যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে ১,১৩,৫১৩ টাকা। এই টাকা হইতে মূলধনের খাতে রাখা হইয়াছে ৩৭,০০০৲। সাধারণ অংশীদার আরব্ধমূল্য বাবদ শতকরা পাঁচ টাকা (বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা) হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের জের টাকা রহিয়াছে ১৩,৫১৩ টাকায়।

আলোচ্য বৎসরকালে বিক্রয় শ্রেণীর করলা বিয়া কাজ চালাইতে হইলেও করলা ব্যবহারের পরিমাণ প্রচুর ছিল। অতএব শ্রমিক বিয়া বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভে প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি ঘটনার ফলে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পাঁচ সপ্তাহ কালের জন্য কল বন্ধ রাখিতে হয়। এই সব কারণেই আলোচ্য বৎসরে কোর্ট উইলিয়াম জুট কোম্পানীর লোকসান হইয়াছে।

ডাইরেক্টরদের মতে মূলধন খাতে লাভটা সরকারের হাতে যে অর্থ রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে মাসিক সুদসহ ফেরত দেওয়ার যখন যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ ১.১৫ লক্ষ টাকা।

মাসেলিস এজেন্টস—হেস্টিংসের মুলজি আত্মা কোং। অফিসেস, বিল্ডিংস, মিলিস ও আনুষঙ্গিক মূলধন—১৪,০০,০০০৲।

ব্যয়

আনুষঙ্গিক মূলধন	
অফিসারী	১৩,০০,০০০৲
সাধারণ	১৪,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩৩,১১,৪৪১৲
অন্যান্য তহবিল	৭,১০,৩৬৩৲
ঋণ	১৪,১৯,৩৩৩৲
অর্থসঞ্চিত লাভ (জের)	১৩,৫১৩৲
মোট	৯১,৬৬,৭৬৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯,১৮,৩৩,১১১৲
মূল্যহ্রাস	১,৬৪,৩১,৩৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৩৩,১১১৲
মজুত	১৩,৫৪,৩১১৲
মজুত মাল	১৪,১৩,১১৩৲
বাকী পাওনা	১১,১১,৩৩১৲
অগ্রিমব্যয়	১,১৩,৩১৩৲
অতিরিক্ত লাভ করা বাবদ	৯,৩১,১১৩৲
নগদ	৩,১৩,৩৩৩৲
মোট	৯,৩১,১১,৩৩৩৲

লাভ বিভাগে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮,০৮,১১৯ টাকা। তন্মধ্যে রাখিতে হইয়াছে ১,৫০,০০০ টাকা, লভ্য বণ্টনের জন্য ব্যাঙ্ক হইয়াছে ৯,১১,০০০৲। পূর্ববর্তী বছরের হিসাবে এই দুই খাতে অর্থ বরাদ্দের কোন প্রশ্নই ছিল না। [illegible] হিসাব এবং এক্সচেঞ্জ বিভাগের হিসাব হইতে ৫০,০০০ টাকা তুলিয়া লইয়া মূলধনকে বাড়তে জমা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ শেয়ারধারীদের বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে (বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা) লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৪১,৫১৯৲ (১৯,৩৫৫৲)।

ব্যালেন্স এক্সেস্—ডিরেক্টার্স রিপোর্ট অনুযায়ী মোট সম্পত্তি বিভাগ। অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০ টাকা। বিলি-কৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯৯,১০,৫৮০ টাকা।

নিউজপ্রিন্টের সাপ্লাই (৩১.৩.৫৮)

লাভ

আদায়ীকৃত মূলধন	
আমদানী	৯৯,০০,০০০৲
সাধারণ	৯৯,১০,৫৮০৲
সঞ্চয় তহবিল	৯৯,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১১,৯৯,১৯৯৲
ঋণ	১,৯৯,৯৯,৯৯০৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৫,৪১,৫১৯৲
মোট	৯,৯৯,৯৯,৯৯১

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	১,৯৯,৯৯,৯৯১৲
মূলধনখাতে	১,৯১,১৯,৯৯০৲
মোট চলতি সম্পত্তি	৯৯,৯৯,১৯১৲
মজুত	১১,৯৯,১৯০৲
মজুত মাল	১,৯১,১১,১৯০৲
বাকী পড়তা	১৯,৯১,৯১৯৲
ব্যাঙ্কব্যালেন্স	৯১,৯৯,৯৯১৲
অতিরিক্ত [illegible] জমা	৫,১৯,৯৯০৲
অন্যান্য	১,৯৯,৯৯০৲
মোট	৯,১৯,১৯,৯৯১৲

সংবাদ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

পাকিস্তানের সর্বত্র চেকা-কেন্দ্র স্থাপন

করাচীতে পাকিস্তান চেম্বার সংঘের সংবর্ধন সভায় ভাষণ দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ নুন বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান মন্ত্রিসভাকে আর একবছরের জন্য পাকিস্তানের সর্বত্র চেকা ও ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং এই সকল কেন্দ্রগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাকিস্তান বেতারকেন্দ্রে ব্যবসায়িক ব্যাপারীদিগকে ও ব্যাঙ্কার কর্পোরেশনকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বোম্বাই, কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানা হইতে ১০ লক্ষ লোক সিন্ধুতে আসিয়াছে। সিন্ধুকে তের লক্ষ এবং পূর্বপাকিস্তানে ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যেককে ১০ হাজার করিয়া চেকা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল রাজা পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে, তাহাদিগকেও চেকা দিয়াছে। বাহাওয়ালপুর, কাইরপুর, জুনাগড়, লাসবেলা, খায়রপুর ও মারওয়াসের প্রত্যেককে ১০ হাজার চেকা দেওয়া হইয়াছে।

কাইরাস্কিনাল ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন হইতে আরও বহু ব্যাঙ্কার চেকাকেন্দ্রগুলি আরম্ভ হইবার পূর্বেই সুযোগ পাইবে। তাহার পাকিস্তানের জন্য সম্প্রতি যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার বছরের শেষের পাকিস্তানকে হাজার পাঁইট দুধ দিতে রাজী হইয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

পাকিস্তানে বিদেশী কয়লা আমদানী

পাকিস্তান গবর্নমেন্ট কয়লা সরবরাহের জন্য সোভিয়েট ও ইউরোপের অন্যান্য অনেকটি দেশের সহিত সলাপলাপ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমানে পাকিস্তানের বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন কয়লার প্রয়োজন। গবর্নমেন্টের নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিশেষ করিলে উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। বার্ষিক মুজরাই পাকিস্তানকে প্রতি মাসে ৮০ হাজার টন কয়লা দিবে বলিয়া প্রকাশ। মুটন গবর্নমেন্ট পাকিস্তানকে ৫০ হাজার টন কয়লা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। চেকো পাকিস্তান প্রথম বছরে ৯ হাজার টন পাইয়াছে।

ভারত-পাকিস্তান ডাক চলাচল

পূর্বাঞ্চলের ডাক সাহেবের সোহরাওয়ার্দী বেনারসে নিম্নোক্ত মর্মে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে ডাক ডাক চলাচলের বন্ধ পর হইতে ডিটেনশন সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে : যে সকল কর্মচারী, ডিটে ও কনস্টেবল এপ্রিলে পাকিস্তানের মাসকর ছেড়িয়া গিয়াছিলেন ঐভাবে আর ঐদেশে আসিবে না। একদে উপরোক্ত উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সমসংখ্যক বিনিময় করা হইবে। এপ্রিলে অফিস একদে কেবলমাত্র [illegible] বছরের ডিটেনশন সম্পর্কে বলোবস্ত করিবে।

বিনিময়-ব্যাপারে সম্প্রতি যে ব্যবস্থা অবলম্বিত

প্রাদেশিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

স্বরাষ্ট্র বিভাগ বজায়

করাচীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উন্নতি ও দেশ সাধারণের জন্য স্বাস্থ্যের সরকার একটি সভায় যা পুলিসের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানি অনুসন্ধান উন্নতির জন্য পূর্বাঞ্চলীয় সব শিক্ষাবিদ অনুরূপ কেন্দ্রগুলিতেই আলাদা বন্দুকের ব্যবস্থা আ কিন্তু বিদেশী সরকার ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রতি যে সময়েই এক দৃষ্টিকোণ করিয়া আসিতেছি সেই বিষয়ে তাহার সরকারের এই ঘোষণায় সকা আশান্বিত হইবেন।

দুঃখ ঘোষণায় যেই অত্র মহাবীক্ষণ ও ইওক্টীয়াল বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হইলের মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া কোন কাজই যে সফল তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। সর এখন ভারতের শিল্পবিস্তারের দিকে বিশেষ বিয়াছেন, অতএব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান উন্নতির জ তাঁহার সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে অবিলম্বে ভারা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে প্রতিভার কোন দিন অভাব নাই, কেবলই সরকার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা ক পারেন তবে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানক্ষেত্রে পৃথি শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা ক পারিবে। অত্র বিজ্ঞানে যদি উপযুক্ত পরি আমরা অনেক হইতে বাণাদি তবে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা শক্তিশালী যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকিব।

বর্তমান পরিবর্তিত ব্যবস্থায় এক ডমিনিয়ন অন্য ডমিনিয়নে যাইবার সময় পরিবারে দি আইন বাতিলের সম্ভাবনা নাই আরোই অবস্থা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের পূর্বাভাস

পশ্চিম বঙ্গের ১৯৫৭-৫৮ সালের বৈষয়ী ফসলের পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ ৮০,১৫,০০০ একর জমিতে বৈষয়ী ফসলের চাষ (১৯৫৮-৫৯ সালে চাষ হইয়াছিল ৮৩,০১,০০০ জমিতে। কার্তিকদিন জেলায় কোনরূপ বিশে ব্যবস্থাকে নতুন চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হই এই হিসাবের বিশেষত্ব, নিম্নলিখিত ছয়টি জে ফসল সম্পর্কে ১৯,৭৯ একর জমিতে হইবে। উপরোক্ত দুই হিসাবে এই সংখ্যাটি উঠিবে

এ যাবৎ সমস্ত অঞ্চলে একর প্রতি উৎপন্ন পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ সালের মতই ধরিলে আলোচ্য সময়ের ৮৫, (প্রতি একরে ১৯৫ এই হিসাবে ধরিলে ৯ বছর সময় ৩৯,৩৯,৩০০ টন ধান হইবে, পর বছরে এই ৩১,৯০,০০০ টন। এই হিসাবের সহিত মিলি

পত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	৫.৫০	১.৫০	৪.৫০	১৯.৫০	৯.৫০	১.৫
২	৬.২১	১.৬০	৪.৮০	১৯.৫০	৬.৯১	৬.৩
৩	৬১	৬১	১.১১	১১.৬৯	৯.১১	৬.৩
৪	১.৫১	৯.৯০	৬১	১৯.৯৯	৯.১৯	৬.৩
৫	১.৫৫	৯.৯০	১১	১৯.৯৯	৯১.১৯	৭.১১
৬	৯৫	৯১	১.১১	১১.১৯	৯.৫১	৬.৩
৭	৯৮	৯৮	১.৯৯	১৯.৯১	১.১১	৬.৩
৮	১১	১১	----	১৯.৫৫	৯৩	৬.৩
৯	১৯	১৩	----	১৩.১৯	৩৫	৬.৩
১০	১.১৩	১.৭৩	১.৩৩	১৫.৩৩	১.৩৩	৬.৩
১১	১.১১	১.৩৩	১.১৩	১৫.১৩	১৫	৭.১১
১২	৩৫	৩৫	৩৯	১৩.১৯	১.১৩	৬.৩
১৩	১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩	১৫.১৯	----	৭.১৩
১৪	১.১৩	১.৩৩	১.১৩	১৫.১৯	৯৩৫	৬.৩
১৫	১.৯১	১.৩৩	১.৩৩	১৩.১৩	৯.৯১	৬.৩
১৬	১.১৩	১.৩৩	১.৩১	১১.১৯	১.১১	৬.৩
১৭	১১	১১	৩১	১১.৩৯	৯.৯৯	৬.৩
১৮	৯১	৩৪	১.৩৩	১৫.৩৩	৯.৩১	৬.৩
১৯	১৯	১৯	১.৩৩	৬.১১	----	৬.৩

পরিশোধ্য ঋণপত্র

টাকা

১	----	----	----	১০,০০,০০০
২	----	----	----	৯০,০০,০০০
৩	----	----	----	৪৯,৫০,০০০
৪	----	----	----	১০,০০,০০০
৫	----	----	----	১,০০,৫০,০০০
৬	----	----	----	১,৫০,০০,০০০
৭	----	----	----	৯৫,১১,০০০
৮	----	----	----	১,০০,০০,০০০
৯	----	----	----	১,০০,৯০,০০০
১০	----	----	----	১,০০,০০,০০০
১১	----	----	----	১৯,৯০,০০০
১২	----	----	----	৯০,৫০,০০০
১৩	----	----	----	১৯,০০,০০০
মোট		----	----	৯,১১,০০,৫০০

[illegible] হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বন্ধাদ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(হাজার টাকার হিসাবে)

স্থায়ী মোট			
(ক) আসবের	১০০০,০০,১১	১০০১,১১,০০	১১,১১,৭৭,১১
(খ) পরিমাণের	১১,১১,১১	১১,১১,১১	
মোট	১০০০,৯৯,৯১	১০০০,০০,১০	১১৯৯,১১,১১
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও তার মোল্য			
(১) আসবে ...	৯৯,৯১,৯১	৯৯,৯১,৯১	৪৯,৯১,৯১
(২) আসবের বাহিরে ...	...	...	...
বৈদেশি পাওনা	১১১০,০৯,১১	১১১০,০৯,১১	১১৭৯,৯৯,১১
মোট (ক) ...	১১১৯,১০,০৫	১১১৯,১০,০৫	১১১৯,১৯,৫৫
(খ) বন্ধক মুদ্রা			
(ক) আসবের	৫৯,১১,১০	৯৯,১১,১১	১৯,১১,১১
(খ) পরিমাণের	৯,১০,১৫	৯,১০,১১	
মুদ্রাসমূহের টী. আভ্যন্তরীণ বিনিময় পত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি	১১১,৯৫,১৫	১১১,৯৯,১১	৫১,৯৫,১১
মোট	১৯৯১,১০,১১	১৯৯১,০০,১১	১১৯৯,১১,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

ব্যাঙ্ক—

আদায়ীকৃত মূলধন ...	৫,১০,০০	৫,০০,০০	৫,০০,০০
সঞ্চয় তহবিল ...	৯,৯৫,০০	৯,৯৯,৯০	৯,৯৯,০০
আমানত—			
(ক) চেকযোগ্য আমানত			
(১) আসবের	৯৯৯,১০,১০	৯৯৯,৯১,১০	৯১৯,৯১,১৯
(২) পরিমাণের	৯১,৯০,৯৫	৯১,৯৯,৯৯	
(খ) অন্যান্য আমানত			
(১) আসবের ...	১৯,৭৯,০৯	১৯,৯৯,১১	১১,১৯,০০
(২) পরিমাণের ...	৯,৯১,৯৫	৯,০০,১১	
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯৯,৯১,১৯	১১,১০,০০	১৯৯,৯১,১৯
(ঘ) অন্যান্য	৪৯,১১,০৯	৪১,১০,৯১	৪৯,৯১,১৯
দেয় বন্ধকী	১,১১,০৯	১,০০,১১	১,১১,১১
অন্যান্য দেনা	১৯,৯১,১০	১১,১৯,৯১	১৯,১০,৯৯
মোট	১১৯,১৯,১০	৪১১,১১,৯১	৫৯৯,১০,০৫

সম্পত্তি—

মোট			
(১) আসবের	১১,১১,১৯	১১,৯৯,১১	৫১,১৯,০১
(২) পরিমাণের	১১	১৫	
বন্ধক মুদ্রা			
(ক) আসবের	১১,০৫	১৯,০০	১,১৫
(খ) পরিমাণের	৯	৯	
পত্র মুদ্রণের মুদ্রা			
(ক) আসবের	১,০৫	১,১১	১,১৯
(খ) পরিমাণের	৫	৫	
অন্যান্য বন্ধকী			
(ক) আভ্যন্তরীণ	৯,৯৩	৭,৫০	...
(খ) বাহিরের	...	...	...
(গ) অন্যান্য সম্পত্তির			
ট্রেজারী বিল	১৯৭১,১১	১,১৯,৯৯	৫,১১,১৯
বাহিরের দেনা	৪১৯,৯৯,১১	৪১১,১১,৯১	৫৯৯,৯৯,১১
ব্যাঙ্কসমূহের আমানত এবং ইস্যুকারী			
(১) আসবের ...	১৯,৯৯		
(২) পরিমাণের ...	১৯,৯৯	...	১,১১,৯৯
অন্যান্য দায়ের ইস্যুকারী		১,৯৯	১১,১৯
মূল বিনিময়ের	৫১,১১,৯৯	৫১,৯৯,১৯	৯১,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

ব্যাঙ্ক—			
প্রতিষ্ঠিত মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,১১,৯৯	১১,১৯,৯৯
আদায়ীকৃত মূলধন	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,১৯	৯,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৯,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১৯,৯৯
স্থায়ী আমানত, নোটিশ্ ব্যাঙ্ক সমূহ ও অন্যান্য হিসাব	১৯৯,১৯,১১	১৯১,১৯,১৯	১৯৯,১৯,৯৯
বিবিধ ...	১,১৯,১১	১,১৯,৯৯	১,৯৯,১১
মোট	১৯৯,১১,৯৯	১৯৯,১৯,১১	১৯১,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
হাতে নগদ ও ব্যাঙ্কে	১৯১,১৯,৯৯	১৯৯,১১,১১	১৯১,৯৯,১১
অন্যান্য অনুমোদিত ঋণ ও বিনিয়োগ	৯,১৯,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১১,১১
ঋণ	৯৯,৯৯,৯১	৫৫,৯৯,১১	১৯,১৯,১১
স্থায়ী মোট	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,১৯,৯১	৯৯,১১,৯৯
অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও ঋণী ব্যক্তি	৯,৯১,৯৯	৯,১৯,৯১	৯,১৯,১১
মোট মূল্য	১,১৯,৯৯	১,১৯,৯১	১,৯৯,৯৯
বিবিধ—	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯১	১,৯৯,৯৯
অন্যান্য দেনা	৯,৯১,৯৯	৯,৯৯,১৯	১,১১,৯১
ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণপত্রের মোট	১৯,১৯,৯১	১৯,১১,১১	১৯,১৯,১৯
	১৯৯,১১,১৯	১৯১,১৯,১১	১৯১,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—অফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়িত্বের মোট			
(ক) আসবের	৯৯৯,১১,১১	৯৯৯,৯৯,১১	১৯৯,৯৯,১১
(খ) পরিমাণের	১৯,৯০,১৯	১১,১৯,৯৯	
বিদেশি সম্পত্তির দেয়			
(ক) আসবের	১১৯,৯৯,১১	১১৯,৯৯,৯৯	১৯৯,১৯,৯৯
(খ) পরিমাণের	১৯,৯১,৯৯	১১,১৯,১১	
মোট প্রদত্ত টাকা			
(ক) আসবের	১৯,১৯,১১	১৯,১১,১৯	৯,১১,১১
(খ) পরিমাণের	৯,১৯,১১	৯,০৯,৯৯	
বিবিধ দায়ের মোট	১৯,১৯,১১	১৯,১১,১১	১৯,১১,১১
ব্যাঙ্ক			
(ক) আসবের	৯৯৯,১৯,১১	৯৯১, ১৯,৯	৯৯১,১১,১১
(খ) পরিমাণের	৯৯,১৯,১১	৯৯,৯১,১১	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ টাকা)	সভা ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল্য লভ্যাংশ	লভ্যাংশ	বাজার দর					শেষ বন্ধ
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ঢাকা আয়রন	...	৪,৭১,১১,১৬৫	৪,১৭,৪৯,৯১৯৲	১০	১৯০(গ)	৬৭৭	৫৭৯.৯০-৫৯১/০	৫৯৯/০-৬১৯/০	৫৯৩-৬১৯০	১১/০-১৯৫০	১৯৫-৬২৫/০	...
ঢাং	...	৪১,৩০,০০০	৩৮,৪১,৫১৮৲	১০	৮৫০(গ)	১৩১১	...	১৮৫৯/০-১৮৬০	১৮৬০ (ম. গ)	...	১৮৫৯-১৯৫০	...
ঢাকা আয়রন	...	১,৬২,৫৬,৬০০	১৯,৪১,১১,১৯৯৲	১১	১৯০৫(গ)	৬১১	৬৫৯৲	৬৯৯৲	৬৫৯।৩	৬৯৯।৩	৬৯৫।৩	...
...	...	৪১,০৩,৩০০	১,৩৮,১১,৩৬৩৲	১০০	১১।৫(গ)	৯৫৬	...	...	...	১৯৩৲	...	...
ঢাকেরী	...	৬৯,১১,১৫০	১৯,০০,০০০৲	১	১০(গ)	১১।১১	১।৩	১।৩	...	...	১।৯৫-৩৯/৩	...
ঢাকিন্	...	১৩,৩৩,৩৩০	১৯,১৫,১১১৲	১	৯৯(গ)	৬৯৯	৬৯৫৩	৬১/৩৯৫।৯৩	...	...	৬৯/৩-৬৯৫৩	...
ঢাকুলোরেক্স	...	৬,৩৪,৯৪,৫০০	১৯,১৯,৪০৩৲	১৩	১৩(গ)	১১।১৯	২৯৫।৯-২৯৯।৯	২৯৫/৩-২৯৫।৩৩	২৯৫৩	২৯।৯৩	২৯৫।৯-২৯৯/৩	...
আখনি												
২৫ঢাকাআইরন	...	১১,১১,৩৩৩	১৩,৩১,১০০৲	১৩	১৲	৮৫৭	...	১১।৩-১৯৲	২৩১৯-১৯৲	...	...	...
ঢাকেন্দ্র	...	১১,৩৩,১৩৩	১১,৩১,৩০০৲	১০৲	১৲	১৫।৭৭	৫১/৩	...	...	...	...	...
ঢা আদুর্নিয়া	...	১,০০,৩৩৩	১,১৫,৩৩০৲	১০	১৲	১৫।৩৭	...	...	...	...	...	৭১
ঢাকাপুরা	...	১৩,৩৩,১৩১	... ...	১০০৲	...	৯।৯৬	...	...	...	...	...	...
ঢাকেম	...	১৩,০০,০০৩	১,৯১,১৭০৲	১১৩	৯০(গ)	৬।৯৫	...	৯।৩	৯৩৯।৩/৩	৯৯৯-৩৩	...	...
ঢাকেরী	...	৪,১১,৫০০	৪,৩০,৩৩০৲	১৭৲	৯৩	৯।৩৭	...	...	...	...	...	৫
ঢাকুল	...	৪,১০,০৩০	১,১১,৫০০৲	১১৩	৯৩	৯।৩৯	...	...	...	...	...	৯
ঢা বীরকুল	...	১১,৯৯,১৩৩	১১,৯১,১৭১৲	১৯৲	...	১৭।৩৯	১৬/৩	১৯।৯৩	...	...	১৬।৩	৯
ঢা বাসকুল	...	৯,৩৩,০০০	৯,৩১,৬৯৯৲	১০৲	১৩	৩।৩৯	...	...	...	...	...	৫
ঢাকাদেশী	...	১১১,৩৩৩	৬,৩১,৩৩৩৲	১৩৲	১৲	৯।৩১	...	...	...	...	...	৫
ঢাকেন্দ্র	...	৯৩,৯৬,১৩৩	১,১৯,৩৩,৩৩১৲	১৩৲	৯৩	১৭।৩৭	১৩/৩৩	...	...	...	৯৩/৩৩	৯
ঢাকা	...	৯৩,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,১০,৩১৩৲	১৩৩৲	১১৲	৫৩১	...	৫৯৯৲-৫৯৯৲	...	৫৯৩৲	৫৯৯৲-৫৯৯৲	৯
ঢাকা	...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১৯,১১,৫১৩৲	১৩৲	৯৩(গ)	৯৫৯	...	...	...	৯৩৯-১৩	...	৯
ঢাকেন্দ্র	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৩,৫১,৩৫১৲	১৩৲	...	৩৩৯	১৯৲	১৭৯৩	১৭৲	১১	১৭৩-১৯৯৩	৯
ঢাকা	...	১৯,৩৩,৩৩৩	৯,১৩,৩০০৲	১৩৲	১৩	৩।৩১	...	...	...	...	...	
ঢাকাস্	...	৯,০০,০০০	১,৯৩,০০০৲	১৩৲	৯৲	১৯।৯৯	...	...	...	৯৩৲৩-১৩৲৩	...	
ঢাকুরা	...	২,৯০,০০০	৯,৩১,৯৯৩৲	৭৲	১১/৩	৭৩৯৩	...	...	...	...	...	৭
ঢাকা আয়রনপুরা	...	১৭,৩৩,৩৩৩	৯,৯৩,০০০৲	১৩	৯৲	৯।৩১	৯৩/৩	...	৯৩৲-৯৯৲	...	...	
ঢাকাল ইন্ডিয়া	...	৪৩,০০,০০০	... ...	১৯	...	৩।৩৯	১৯৩-৯৯/৩	১৯৩-৯৯/৩	৯৩৩-৯৯৩	...	৯৯৩-৯৯৩	
লেদের কল												
ঢাকিন	...	১১,৩৩,০০০	৯৯,৩৩,০০০৲	১১	১৩	৩।৩১	...	...	...	...	...	
ঢাকুল ট্রেডার্স	...	১৩,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০৲	৯৩	৫৩	৩।৩১	১৩/৩-১৯৯৩	১৭৯৩-১১/৩	১৩৫/৩-১৩৩৩	১৩৫৩-১৯৯৩	১৩৯৩-১১/৩	
ঢাকোরাব	...	১৩,৩৩,০০০	১৯,৯১,৯১৩৲	১৫৩	১৩(গ)	৩।১১	...	১৩৫/৩	...	...	...	
ঢাকাস	...	১১,৩৩,০০০	১৩,১৯,৯১৩৲	১৩৩	৯৲	১১।৩৩	...	৯৯৲	...	১৩৫।৩	...	
ঢাকারী	...	৯১,৩৩,৯১৩	৪১,৩৩,০৯৯৲	১৩	১৲(গ)	১১।৩৯	...	...	...	...	...	
ঢাকিন্ত	...	৯,৩৩,০০০	৯১,৯৯,৯১৩৲	১০০	৯৲	১১।৩১	...	...	...	...	৫১৩৲	
ঢাকী	...	১৫,৩৩,০০০	১,৯৯,৩৩৩৲	১৩	১৩/৩(গ)	১১।৩৩	...	...	...	...	...	
				১৩	১৲(গ)	১১।৩৩	...	...	...	...	...	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		বাজারদর মূল্য (আনুমানিক)	মূলধন ও সঞ্চয়ের তারিখ	প্রতি অংশের বাজারদর মূল্য	মোট অংশ	সমবায়	বাজার ১৯৪৩	১৭ই জানুয়ারী ১৯৪৪	২৪শে জানুয়ারী ১৯৪৪	৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৪	৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪	মোট লাভ
টাকার												
ব্যবসায়	—	১৯,৩০,০০০	৩৫,১১,০০০	১০০	৯৭	৭৬৮	১১৭	—	...	...	—	...
ইন্ডিয়া	—	১৮,৩৭,০০০	৩৫,২১,৫১৭	১০০	১১৫	৭৬৮	১১৫	—	...	...	—	...
ডিপ্তি	—	১২,৫৭,৩০০	৩৯,৬৫,১১১	১০০	৬৯৫	৬৯১	১৭১[৯৯-১৭৩]	১৭৯-৭৩৬	১৮১-১৮৩	১৮৯-৩৩৩[৫]	...	...
ব্যবসায়ের	—	৬৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৬,০০০	১০০	১৫৩	১৪১	...	১১৬	...	...	...	...
ব্যাংক ইন্ডিয়া	—	৩১,১৭,৩৩০	৩৯,১৩,০০০	১০০	১৭	৩৩৮	৩৩১ (৫ ৫)	৩৩৯-৩৩৯	...	৩৩১	৩৩৯	...
ডেভেলপী	—	১,৩৩,০০০	১৭,৩৯,৩৩৩	১	৫	১৪১	...	—	...	...	—	১৫৫
ব্যাংকার্স	—	১৪,৩৭,০০০	১১,৩৫,৪৯৭	১০০	১১৫	১৭১৩	...	—	...	...	—	১৩৭
ব্যবসায়	—	৩৩,৩৩,০০০	৩৯,৩১,০৩১	১০০	১৭	১৭১৩	—	—	...	...	—	১১৯
বিক্রয়	—	৩৩,৩৩,০০০	৩৫,৩৫,১৭৯	১০০	৭	৭৩৮	—	—	...	...	—	৩৩৯
প্রতিষ্ঠা	—	১৫,৩৩,০০০	৩৭,৩৩,৩৩৩	১০০	১৫১৫	১৭১৩	—	৩৩৯	৩৫	...	...	...
লন্ডিয়াবাস		৯,৩৩,০০০	১৯,৩৯,৩৫১	১০০	১৩	১১৩৩	—	—	...	...	...	১৩৩
লা	—	১,৩৩,৩৩৩	১১,৩৫,০০০	১০	১/১০	১৪১	—	—	...	...	—	১৩৫/১০
লিড	—	১৭,৩৩,০০০	১৫,৩১,১০০	১০	১/১০	৩৩৩	--	—	...	...	—	৩৩
ব্যবসায়ের	—	১৩,৩৩,০০০	৩৫,৩১,৩১৯	৩০০	৩৯ (৫)	১৫৩৩	...	—	--	--	—	১৩৩৩
ইন্ডিয়ান	—	১১,৩৩,০০০	৩৫,৩৩,৩১৯	১০০	১৩	৩৩৮	১৫১-১৩৩	৩১১	৩৩৩	...	—	...
লন্ডন	—	৩৩,৩৫,১৩০	১৯,৩৩,৩১৩	৩০০	১১৩	৩৩১	৩৩৩	৩৩৩	৩৩৩	৩৩৩	৩৩৩-৩৩৩	...
লন্ডনী	—	৫১,১৯,৩৩০	১,৭৫,৩৫,১৭৩	১০০	৯	৩৩১	—	৩৩৩-৩৩৯	১৭১[৩]	৩৩৩	৩৩৯	...
লীড	—	১৯,৩৩,০৩৩	৩৫,৩৩,১১১	১০০	১৩	১১৩১	...	৩৩৯	...	...	...	...
লিড	—	৩৯,১৯,০৩৩	৯৩,৩৩,৩৩৩	৩৩	৩৯৩	৩৩৩	...	৯৫	৩৩	...	...	...
বর্তী	—	১৩,৩৩,০০০	৩৫,৯৩,৩৩৩	১০০	৭	৩৩৩	...	...	...	...	...	১৩৫
ব্যবসায়	—	৩৫,৩০,০০০	১৩,৩৫,৩৩৫	১০	১	১৩১৩	...	...	...	...	১৯৩	...
লিমিটেড	—	১১,৩৩,০০০	৩,১৫,৩৩৩	১	৫	১৪১৭	...	৩৩/৩	৩৩,৫	...	...	...
লী ইন্ডিয়ান	—	১৩,৩৩,০০০	৩৩,৯৯,৩৩৩	১০০	১৫৩	৩৩৩	৩৩৩ -১৩৩	—	...	১৩৩-৩৩১	...	...
লী ডক্টর	—	১১,৩৩,০০০	১,৩৩,৯৯,১৩৩	১০০	৩৩	৩৩৩	...	৩৩৫	৩৩১	৩৩৩-৩৩১	...	...
লন্ডন	—	১,১১,০০০[৩]	৩,৩১,০০০[৩]	৩০০	১লিমিটেড (৫)	৩৩৩	৩৩৩	৩৩১-১৭৯	১৭১-১৩৩	—	...	...
ডি	—	১৯,৩৩,০০০	৩৩,৩৭,১৩৩	১০০	৩৩৩	৩৩৩	—	—	...	—	—	৩৩৯
ডিড	—	৩৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০১	১০	১১(৫)	১৪১	...	—	...	...	—	১৩৩
ব্যবসায়	—	১৩,৩৩,০৩	৩৩,১১,১৩৩	১০	১৩৩	৩৩৩	...	৯৯	১৭৩	৩৩	—	...
লন্ডনের	—	১৩,৩৩,০০০	১৯,৩৯,৩১৯	১০০	৯	৩৩১	...	...	...	...	—	৩৩৩
লন্ডনের	—	১৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০০	১০০	৯	৩৩৩	—	—	...	...	—	১৩৩
ব্যাংক	—	১৯,১১,০০০	১,৩৯,১১,৩১১	১০	১৩	৩৩৩	১১৯-১৩৩	৩৩১৩ ৩৯	১১১৩	১১৩-১৩৯	১৯৩-১৯৩	...
ডেট	—	১,৩৩,০০০	৩৩,৩৫,৩৩৯	১০	৯ (৫)	৩৩৩	—	—	...	...	...	৩৩৩
ডেভেলপ	—	৩৩,৩৩,০০০	১৯,৯৩,৩৩৯	১৫৩	৩৩	৩৩৩	...	—	...	...	...	৩৩৩
ব্যাংক	—	১১,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০৯	১০০	৯	৩৩৩	—	৩৩৩৩	—	...	...	...
১-আনার												

বৈ ব প্র বিজ্ঞাপন

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান মূলধন (লক্ষ টাকায়)	লভ্যাংশ ও মজুদকৃত মুনাফা	প্রতি শেয়ারের সমতাভিত্তিক মূল্য	মূল্য-আয়ের হার	বাজারদর	ক্রয় মূল্য		বিক্রয় মূল্য		মন্তব্য	
ব্যাংক-বাণিজ্য											
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঢাকা ট্রেডিং কোম্পানি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ইস্ট ইন্ডিয়া	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
গঙ্গা ব্যাংক	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মধুমতি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সোনারগাঁও	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হিমালয়	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফেনসিডি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ব্যাংক	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বাসব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফেনসি হিমাগার	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ট্রেডিং ফার্ম											
ইস্ট-ট্রেড	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঢাকা	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ট্রিডিং	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বাসব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বীমা											
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফুলিয়া ইন্সুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফুলিয়া ফায়ার	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
পাহাড় ইন্সুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হিমালয় লাইফ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন লাইফ ইন্সুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ন লাইফ ইন্সুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ইস্ট লাইফ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

বোধ প্রতিষ্ঠান

বাজার দর

দ্রব্যের নাম	আমদানির মূল্যমান (বাজার)	সময় ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি ইউনিটের আমদানির মূল্য	গড় সরবরাহ	মন্তব্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শেষ বছর
সরবরাহ											
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ...

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৫৪ | ১৭ই জুন, ১৯৪৮ | মূল্য ৫০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		সমবায়	৬৯
বিড়লা পরিকল্পনা	৬১৩	বাজারের কথা	
প্রবেশ (১) ...	৬১৪	ঘরোয়া	৬৯
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ঘাস ও সারের সরকার, সরকার পরিচালনার বাণিজ্যিক চুক্তি, ভারতের সাধনা বেগম, সাপ্তাহিক কবিতা, পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজ, কর্মিক প্রবৃত্ত বিস্তারের চেষ্টা	৬১৫	ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যিক চুক্তি ...	৬৯
সংবাদলিপি		অর্থনৈতিক	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, বোম্বাই	৬১৯	সরকারী ঘোষণাবলি	৬৯
১৯৪৬ সালের ব্যাঙ্ক	৬২১	বৈদেশিক	
ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি ...	৬২২	আন্তর্জাতিক ইলেকট্রিকের নূতন ব্যবস্থা	৬৯

বিড়লা পরিকল্পনা

১৯৪৪ সালের বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার ফলে দেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ওই পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত জি ডি বিড়লা সম্প্রতি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য জনসাধারণের মনে কোন উৎসাহ ত দেখা যায়ই নাই বরং তাহার প্রতি উপেক্ষার ভাবই সাধারণের মনে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। স্বাধীনতা পাইবার অব্যবহিত পূর্ব হইতে গত নয় মাস ধরিয়া আমরা পরিকল্পনার প্রাবল্য দেখিতেছি এবং আমাদের জাতীয় জীবনের এমন কোন দিক নাই যে-সম্পর্কে আমাদের দেশনেতারা তাঁহাদের বিস্তৃত ও বিরাট পরিকল্পনা ঘোষণা করেন নাই। বলা বাহুল্য ঐসব পরিকল্পনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন উচ্চাশা কেহ এখন আর পোষণ করে না। বর্তমানের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ খুঁটিনাটি সমস্যা সমাধান করিতে গিয়াই যাঁহারা হিমশিম খাইয়া যাইতেছেন, যাঁহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও দুঃখের অন্তরালে দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও দুঃখের অবধি নাই, তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে ধরাতলে স্বর্গ রচনা করিবার পরিকল্পনার মধুর বাণীতে দেশবাসী যে বর্তমানে আর উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই!

তবুও এই বিরাট দেশে সুদীর্ঘ পরাধীনতার ফলে যে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের আবর্জনা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি অপসারিত করিতে হয়, একথা ঐশ্বর্যশালী ও শিক্ষায় সমুন্নত এই জাতিকে অতি দ্রুত যদি তাহার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাত্মক পরিকল্পনা ছাড়া যে আর গত্যন্তর নাই, সে কথাও সত্য।

বোম্বাই পরিকল্পনায় ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা [illegible] কিন্তু যে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণেই হউক এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই।—ভারতের পক্ষে অত প্রচুর ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা সম্ভব নয় বলিয়া তখনই অনেক প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক বর্তমানে শ্রীযুক্ত বিড়লা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহাতে পাঁচ বৎসরে ১,১১০ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং সেই হিসাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী ব্যয় হইবে বাৎসরিক ২৪৪ কোটি টাকা। শ্রীযুক্ত বিড়লা ভারতবর্ষের জনসাধারণের ১৯৪৩-৪৬ এই তিন বছরে গড়পড়তা যা ধনবিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা এবং বর্তমানে আমাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৫,১৮০ কোটি টাকা, সেই হিসাবে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গেলে জাতীয় আয়ের শতকরা নয় ভাগ ব্যয়িত হইবে। এই হিসাবে শ্রীযুক্ত বিড়লার এই নূতন পরিকল্পনা বোম্বাই পরিকল্পনা অপেক্ষা যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তাহা স্বীকারই করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বিড়লার পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, পরিকল্পনানুসারে ১,১১০ কোটি টাকার মধ্যে সরকার শতকরা ৬২ ভাগ মূলধন বিনিয়োগ করিবেন এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের অংশে পড়িবে বাকী ৩৮ ভাগ মূলধন বিনিয়োগের দায়িত্ব। প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি বিড়লা নিম্নলিখিতরূপে ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। কৃষিকার্যে ৩০ কোটি টাকা, বনবিভাগে ৭ কোটি টাকা, শিল্প ও খনি ৪১৮ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ শক্তি ৫০ কোটি টাকা, যানবাহন ১৬০ কোটি টাকা, সমাজ সংগঠনমূলক কাজের জন্য ১১০ কোটি টাকা এবং প্রশাসন ব্যয়ের জন্য ৪ কোটি টাকা।

উপরিউক্ত হিসাব দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শ্রীযুক্ত বিড়লা পরিকল্পনার সঙ্গে আর একটি ক্ষেত্রে বোম্বাই পরিকল্পনার তফাৎ আছে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই নূতন পরিকল্পনায় অধিকতর পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে। বোম্বাই পরিকল্পনায় কৃষি ব্যবস্থার [illegible] অবহেলা করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল

চলা তাহা স্বরণে রাখিয়াই এই খাতে বর্দ্ধিত ব্যয়ের প্রস্তাব
।

া শ্রীযুক্ত বিড়লা ক্রমিক মানিক বিরোধের সাহায্যে অবশ্যই
বিষয়ে উৎসাহদান বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন যাহাতে দিনে দিনে
রণ করা যায়, এই দুই বিষয় সম্পর্কেও বিশেষ জোর দিয়াছেন।
। প্রাথমিক ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও উচ্চপদস্থ
যাহাতে প্রকৃতই জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে পারেন
ক সরকার সৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও শ্রীযুক্ত বিড়লা
বলিয়াছেন।

উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমারও বিশেষ কোন মতভেদ
করা নাই। কারণ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের জন্য কোন
পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত
ং কি তারতম্যের বেশী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার
ইবে: কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে?
টাকার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই টাকার সাহায্যে
স্থির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে কিনা?
না যেভাবে ধরিয়া লইয়াছেন যে টাকা ফেলেই যন্ত্রপাতি হইতে
পাতি পাওয়া যাইবে, সেই সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ
য়ছে। ইতি সম্মেলনে মিঃ গ্রেচির বক্তৃতা ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের
ষ্টিকণ এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, যুক্তরাষ্ট্র
পন্নোন্নতির জন্য সব সময়েই বিনা সর্তে সাহায্য করিতে
।

ত, পরিকল্পনাকে চালু করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিড়লা বিদেশ
থেকে করিয়া আমেরিকা হইতে, তথা গ্রহণের যে পথ
ন সে পথে পা দিতে আজকালকার দিনে অনেকেরই
াবে। অবশ্য আলাপ-আলোচনার সাহায্যে এবং ভারত-
ন সুবিধাজনক সর্তে সমাক রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত রাখিয়া,
হইলে, এরূপ ঋণগ্রহণে আমরা আপত্তির কোন কারণ
আমেরিকা হইতে অর্থ সাহায্যের জন্য যে সর্ত দেওয়া
ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে
আমরা নিশ্চয়ই তাহা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে
স্বরে আলাপ আলোচনা চালাইয়া দেখিতে নিশ্চয়ই কোন

। শ্রীযুক্ত বিড়লার হিসাবমতে তাঁহার পরিকল্পনার
রিক ১৪৪ কোটি টাকার প্রয়োজন তাহা দেশের টাকার
ত সংগ্রহ করা যাইবে না, একথা বিশ্বাস করিতে আমরা
। যুদ্ধের সময় বিদেশী মালমের প্রয়োজনে যদি ভারতবর্ষ
রিক ৩০০ কোটি টাকার ডিফেন্স বণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভব
য়, তবে ভারতের শিল্পোন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তদপেক্ষা অল্পতর
র্থ সংগ্রহ করা যাইবে না কেন, এ প্রশ্ন উত্থিত হওয়া
। অবশ্য ভারত বিভাগের ফলে টাকার বাজারের ক্ষেত্র
ইয়াছে, কিন্তু তাহা বর্জ্জনের মধ্যে নহে। বর্তমানে মূলধনের
বিশেষ অবনতি দেখা গিয়াছে, কিন্তু সরকারের সক্রিয়
প্রস্তুত প্রয়াসের ফলে তাহার পরিবর্তন সাধন কঠিন হইলেও
নহে, আমরা তাহাই মনে করি।

ইহা ঠিক যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানী করিয়া ভারত
ল ডলার অর্জ্জন করে, তাহা হইতে আমদানীর খরচ
যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষের প্রয়োজ-

যে ৯০০ লক্ষ ডলারের মাল আমদানী করিয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র যন্ত্রপাতির জন্যই ব্যয় হইয়াছে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু ভারতের যন্ত্র সমস্যা যদি সঠিক সমাধানের চেষ্টা হইত, তাহা হইলে ভারতের যন্ত্র আমদানীর জন্য ঐ পরিমাণ অর্থ কিছুতেই ব্যয় হইত না। পরিমাণের দিকে নজর না দিয়া যন্ত্রের গুণের দিকে যদি নজর দেওয়া হইত, তবে ভারতের যন্ত্রাভাব বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হইত এবং ডলার ব্যয় অথবা অপব্যয়ও অনেকাংশে হ্রাস পাইত। যন্ত্র আমদানী যদি বর্তমান আমদানীর পরিমাণ হইতে অর্দ্ধেকও করা যায় তাহা হইলে—এবং আশা করা যায় তাহা শীঘ্রই সম্ভবপর হইবে—প্রতি বৎসর আমাদের অন্ততঃ ১০০০ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত থাকে এবং বাৎসরিক এই পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারিলে ভারত অনায়াসে পরের কাছে হাত না পাতিয়াও নিজের শিল্প বিস্তারের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বিড়লা অবশ্য আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহ সমাধানের সহজ পথ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন,—কিন্তু আসলে তাহা নহে। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে বলিয়াই একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অথবা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমান ব্যবহার পাইবে।

অতএব পরের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার পূর্বে নিজের শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। সেরূপ প্রচেষ্টার ফলে ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যের এবং বিদেশের চোখে মর্য্যাদা ও সম্মানের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেরূপ প্রয়াসের পরেও যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাদের সর্তে বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণে অথবা সাধ্যমত অবস্থায় বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে আমরা সম্মত হইতে পারি। কিন্তু নিজেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখার পূর্বে অথবা এবিষয়ে সম্যক বিবেচনার পূর্বে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিশ্চয়ই সমীচীন হইবে না। সাধ্যমত বিদেশী মূলধন সম্পর্কে আমরা নিজেরা কোন পন্থা পোষণ করি না,—কিন্তু তাহার অপরিহার্য্যতা বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত বিড়লার এই পরিকল্পনায় টাকার যে অঙ্ক দেখিয়াছি তাহাতে কিন্তু এক্ষেত্রে বিদেশী ঋণের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই।

সাধারণভাবে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে তদ্দ্বারা যদি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া সেরূপ মূলধনের সমাক বিনিয়োগে আমরা মুক্ত কিন্তু দেখি না। অবশ্য সেক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে সতর্কতার ও সকল সময়েই প্রয়োজন।—এ সম্পর্কে ভারত সরকার কি নীতি অবলম্বন করেন, তাহা অবগত হওয়ার জন্য আমরা কৌতূহলের সহিত অপেক্ষা করিব।

একেক (২)

দক্ষিণ ভারতের মনোরম শৈলনিবাস উটাকামণ্ডে 'একনমিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যাণ্ড দা ফার ইষ্ট' অর্থাৎ 'এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক সভা'র তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি এশিয়ার ১১টি এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি সাতটি সদস্য

যুদ্ধবিধ্বস্ত ও যুদ্ধক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপ অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার পুনর্গঠনকল্পে ১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন' সৃষ্টি করা হয়। ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত ১৭টি ও ইউরোপের বহির্ভূত আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি ৪টি এই মোট ২১টি স্থায়ী সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন হইতে ২৭এ জুন পর্যন্ত জেনিভাতে কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থান ছিল ফিলিপাইনের রাজধানী মহরে। পূর্বোক্ত বৎসরের ২৪এ অক্টোবর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা পূর্ব সংখ্যার 'একেক' শীর্ষক প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একেকের প্রথম দুইটি অধিবেশনের কার্য প্রধানত কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক বিষয়ের তথ্যসংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচ্য তৃতীয় অধিবেশনে এই সকল তথ্য অবলম্বনে এশিয়ার উন্নয়ন কার্য সম্বন্ধে করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করাই ছিল মূল কার্যসূচী। সুতরাং সেই-দিক হইতে এই অধিবেশনটির একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল সন্দেহ নাই। সম্মেলনে খাদ্য ও কৃষি, শিল্পোন্নয়ন, বাণিজ্য-সম্প্রসারণ, বন্যা-নিরোধ ও খনিজসম্পদের উন্নতি সাধন প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্য-সংগ্রহকারী কমিটিসমূহের কার্যবিবরণী ও সুপারিশ আলোচিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি কমিটি কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেন এবং সংশোধনান্তর এই সকল প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

খাদ্য ও কৃষি কমিটির মুখপাত্ররূপে পাকিস্তানের প্রতিনিধি কমিটির প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন। প্রথম প্রস্তাবে বিশ্বসরকার খাদ্য ও কৃষি সংগঠন এবং এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক সভার মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপ পূর্ণ সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়। উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত-কর্মপরিষদ গঠনের প্রস্তাবে একমাত্র রাশিয়ার প্রতিনিধি বিরোধিতা করেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী দেশগুলির এবং 'খাদ্য ও কৃষি সংগঠন'এর নিকট খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য একটি প্রস্তাবে আবেদন জানানো হয়। উক্ত প্রতিনিধি একটি সংশোধন উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, শুধু খাদ্যশস্যের মধ্যে অন্যান্য সকল প্রকার অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদনকারী দেশ ও সংগঠনগুলি সম্পর্কেও এই সুপারিশ প্রযোজ্য হওয়া উচিত। উক্তরূপ সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এশিয়ার খাদ্যসমস্যাকে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা হইতে পৃথকীকরণের কোন যুক্তি নাই, সুতরাং আন্তর্জাতিক 'খাদ্য ও কৃষি সংগঠন'এর সহিত ইহার পূর্ণ যোগাযোগ থাকা এশিয়া ও এশিয়াবহির্ভূত সকল দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। এশিয়ায় যখন চরম খাদ্যসঙ্কট চলিতেছে তখন আমেরিকা মানুষের খাদ্যোপযোগী গন্ধাদি সবাদি পশুর খাদ্যরূপে বা অন্যপ্রকার অপচয়করসম্পন্ন কার্যে ব্যবহার করিতেছে; ইহা হইতেই এশিয়ার দেশগুলির প্রতি আমেরিকার হৃদয়হীনতা ও নিরপেক্ষ মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 'আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংগঠন'এর সহিত যুক্ত থাকিয়া এশিয়ার অর্থনৈতিক সভার 'খাদ্য ও কৃষি সংগঠন' যাহাতে ন্যায্য মূল্যে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে পারে তজ্জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সম্মেলনের কার্যসূচীতে 'শিল্পোন্নয়ন কমিটি'র প্রস্তাবই যে ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কমিটি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'এশিয়ার পুনর্গঠন ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত খাদ্য ও যন্ত্রসম্ভারাদি প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলি হইতে শিল্পপণ্য ও কলকব্জা প্রভৃতি অধিকতরে আমদানীর জন্য দেশগুলির নিজস্ব প্রচেষ্টায় আয়ের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা এবং এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে অন্তরের বহু ও উন্নয়ন খাতে তাহাদের স্বদেশবাসী ও সরকারী সম্পদ পরিচালনার বিষয় বিবেচনা করিতে হবে। এশিয়ার শিল্পোন্নয়নে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন এশিয়ার রাষ্ট্র ও অন্যবিধ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধন করিয়া সুগঠিত অর্থনীতির সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 'ওয়ার্কিং কমিটি' বা কর্ম-সভাকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। বিদেশ হইতেও কি প্রণালীতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের অন্তরায় কিরূপে দূরীকরণ সম্ভব সে সম্বন্ধেও বিবেচনার জন্য 'কর্ম-সভা'র উপর ভারার্পণ করা হয়। প্রস্তাবে আরও মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, সুসংহতরূপে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটীরশিল্প এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উন্নয়নের সমন্বিত চেষ্টা করা উচিত।

শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে আমরা ইন্দোনেশিয়া ও করাচী ইন্দোচীন এই দুইটি দেশের বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এই দুইটি দেশেই যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রভু জাতীয়তাবাদী শক্তির সহিত বর্তমানে যেরূপ ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামের অবসান না হইলে এই দুইটি রাষ্ট্রের যথার্থ উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে একেকের অন্যতম কর্তব্য হইবে বিশ্বসভা যাহাতে যত দ্রুত সম্ভব এই ঔপনিবেশিক ও এশিয়ার স্বার্থবিরোধী অর্থনৈতিক প্রভুত্বের অবসান করা। এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রগুলি যদি স্বাধীন সত্তা লইয়া সকলের সহিত সমান পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত বা ইহা একেবারেই অনর্থক প্রতিপন্ন হইবে।

'বাণিজ্য সম্প্রসারণ কমিটি'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইতেছে 'এশিয়া অর্থনৈতিক সভার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কর্ম পরিষদকে সভার একটি পৃথক বিভাগরূপে গ্রহণ করতঃ এই বিভাগের হস্তে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কিত দায়িত্ব ন্যস্ত করা। প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করিতে পারি, সভার কর্মসচিব ডাঃ পি এস, লোকনাথন সভার কর্মপরিষদের দিকে এইরূপ একটি প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রে একজন করিয়া সংযোগরক্ষাকারী অফিসার বা একটি ক্ষুদ্র যোগাযোগ-সংগঠন স্থাপন করিলে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্য সহজতর হইবে। অপর একটি প্রস্তাবে বাণিজ্য সম্প্রসারণ কমিটি এইরূপ সুপারিশ করেন যে, সভার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রে গভর্নমেন্টসমূহ পরস্পরকে আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে অবহিত রাখিবেন এবং প্রয়োজনমত এই সকল রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্য চুক্তিতেও আবদ্ধ হইতে পারিবে। তৃতীয় একটি প্রস্তাবে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এশিয়ার দেশগুলির বাণিজ্য সম্প্রসারণ যে ব্যাহত হইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বস্তুত উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাবে এশিয়ার বাণিজ্য-সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকসমূহকে সামগ্রিকভাবেই বিবেচনা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বর্তমান এশিয়ার প্রধান সমস্যা খাদ্যসঙ্কটের অপ্রতুলতা। কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এশিয়ার কৃষিপ্রধান দেশগুলিতেই খাদ্যাভাব চরম আকারে দেখা দিয়াছে। সুতরাং সর্ব প্রকারে কৃষির উন্নতি বিধান, তথা খাদ্যসঙ্কটের পরিমাণ সর্বাধিক হ্রাস করাই এশিয়ার প্রধানতম সমস্যা। বলা বাহুল্য তাহার পরেই শিল্পোন্নয়নের প্রশ্ন দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত হইলে বিদেশ হইতে অল্পমূল্যে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যয় হইতে

করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া
ন ডিভিডেণ্ড' বা 'জাতীয় মুনাফা'র হার বৃদ্ধি করিতে
। কিন্তু কৃষি ও শিল্পের এই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করিতে
প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তজ্জন্যই আলোচ্য অধিবেশনে কৃষি ও
ছের আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহের প্রশ্নটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি-
নিধিদের আলোচনা করিয়াছেন। এশিয়াবহির্ভূত দেশগুলি
লধন আমদানী করিয়া উহাকে কার্য্য ক্ষমতায় করার যৌক্তিকতা
কতা কোথায়, অথবা এই মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে এশিয়া
শ নিজের উপর নির্ভরশীল হইতে পারে কিনা, যা পারিলেও
হার স্বার্থের বিবেচনায় বাঞ্ছনীয় কিনা আমরা এইবার তাহা
বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

দেশী মূলধন আমদানী ও বৈদেশিক মূলধনের সংগে পরিচিত হইয়া
রূপ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে ভারতের ও
অন্যান্য দেশগুলিতে অন্যান্যে বিদেশী বণিকগণ যে ভূমিকা
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া চিন্তিত বোধ করা যে
স্বাভাবিক নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু
ই অবস্থার সহিত বর্তমানের অবস্থার
পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই
বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব
: সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিল,
প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করিয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের
জন্মদাতাদের সংগোপনে আরম্ভ করে এবং জনকল্যাণকর
রাষ্ট্রগুলির কর্তৃপক্ষের বিদেশীয় নিয়ন্ত্রণ প্রায়শঃ চলিতে থাকে।
শাসন ও অর্থনীতির যোগসূত্র, সাম্রাজ্যবাদের এই দুই হাত
পরে অগ্রসর হইয়া যে ভারতকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল এই
ত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা অবহিত করি না। কিন্তু ইহা
লবে না যে, বর্তমানের পরিবর্তিত আবহাওয়া ও অবস্থায় ভারত
অন্যান্য দেশগুলির আজ পুনর্গঠনের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া
পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বাস্তবতার বিচারে বিদেশী
মূলধনের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।
।ত সংখ্যার আলোচনাতেই বলিয়াছি, 'জগতে কোন জাতিই
র বৃহৎ, বত শক্তিশালী, বত ঐশ্বর্যশালীই হউক না কেন—
নির্ভর, স্বাবলম্বিত্বের মধ্য। পৃথিবীর বৃহত্তম জাতিকেও পৃথিবীর
তির সহিত আদানপ্রদান করিতে হয়, চুক্তি করিতে হয়।
য় কিন্তু নাই, অগৌরবের কিছু নাই।—এই যুক্তির জের
আমরা বলিতেছি, এশিয়ার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন
বর্তমানে এতই জরুরী যে, কেবলমাত্র আদর্শবাদের
। অযৌক্তিক আবেগের বশীভূত হইয়া বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য
ও বিরত থাকিলে তদ্দ্বারা কল্যাণের স্থলে অধিকতর
। উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বেই এই কথাই
বিদেশী অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার একান্তভাবে রাষ্ট্রনায়কগণের
র, দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করিবে।
ই দক্ষতার সহিত সুবিবেচনার সহিত বিদেশী মূলধনের
করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও ভয়ের কোন
। পড়িবার কারণ নাই।

চা অধিবেশনে বন্ধুবরের বার্ত্তিনের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ হেলমুট
বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আগ্রহ হইলেও আন্তর্জাতিক
ধারা অবশ্যই তাহা মুনাফার সম্ভাবনা বিচার করিয়াই লগ্নী করিবে
তাহাদের শিল্পগঠনের স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতি সম্পর্কে সরকা
ঘোষণার জন্য এই কারণেই পুনঃপুনঃ চাপ দিতেছিলেন এবং এ
দুর্নিদিষ্ট শিল্পনীতির দাবী জানাইতেছিলেন। অন্যত্র বল বৎসর
জন্য তাঁহারা তাঁহাদের শিল্পবাণিজ্যসংক্রান্ত মূলধন সম্পর্কে নিশ্চয়ত
লাভ করিয়াছেন। অতএব বিদেশী মূলধন স্বাভাবিক সর্তে আনবা
ব্যবস্থা হইলে তাহাতেই বা আপত্তি করার বা আতঙ্কিত হওয়ার কি কা
থাকিতে পারে! উদ্বোধনের বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু এই ব্যা
বিষয়টির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তাহাদের ধার
অধিকতর পরিচালিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান এশিয়ার অধিকাংশ দেশই অত্যন্ত দরিদ্র ও অনুন্নত। এ
ইহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজ
ইহাদের অধিকাংশই আজ পরশাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে,
দেশের জনগণ ও তাহাদের অভিজ্ঞ রাজনীতিকগণ এই সকল দেশের রা
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় বিদেশী বণিকে
পক্ষে বর্তমানে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাসিকা প্রবে
করানোর কোন অবকাশ নাই। তবে, সেই সকল বিদেশী বণিকেরা নি
দেবব্রতীর ন্যায় কেবলমাত্র এশিয়ার কল্যাণার্থে অর্থ ঢালিয়া দিবেন এ
রূপ আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কাজেই বাস্তবতার জগতে এই ধরণ
আদর্শবাদ মূলধন করনা করা অবহীন।

বিবেচিত মূলধনের স্বাধীন মুনাফা সম্পর্কে ডাঃ হেলমুট যে প্রতিশ্রু
দাবী করিয়াছেন, তাহা ডাঃ হেলমুটের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ন
কিন্তু ডাঃ হেলমুটের সহিত আমাদের সর্বে রূপান্তরিত করিয়া লই
হইবে,—তাহার জন্য আবশ্যক আলাপ-আলোচনা, অর্থনৈতিক
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং একান্ত সজাগ, সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির
সে-বুদ্ধিরও ও দূরদৃষ্টি ডাঃ প্রসাদের প্রভুত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ
আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কগণ বু
নীতিজ্ঞান ও দৃঢ়তার দ্বারা অবশ্যই এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারে
দ্বারা বিদেশী মূলধনের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াও জাতীয় অর্থ
দ্রুত উন্নতি সাধন করা সম্ভব। অতএব পূর্ব্ব হইতেই এ
শঙ্কাকুল হওয়ার যে কি কারণ আছে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

আর একটা কথা। এশিয়ার পুনর্গঠনের জন্য যেমন অর্থ
বহুলাংশে প্রয়োজন, তেমনই দক্ষ কারিগরেরও প্রয়োজ
এশিয়ার লোকজনদের শিখাইয়া লইতে হইলে বাহির হইতে দুর্নি
শিক্ষক আমদানী করা অত্যাবশ্যক,—ইহার জন্যও আমাদের বি
বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং এ-সাহায্যও যদি সর্ত্তাধীন সাহায্য হ
তাহা হইলে আমাদের 'সোদা' করিলে চলিবে না। বর্তমানে যত
সম্ভব সুবিধাজনক সর্তে এশিয়া মহাদেশের মানুষদের দ্রুত শুভ্রুষা কা
তুলিতে হইবে,—স্বাবলম্বিত্ব পশ্চিমী ব্যবহারের জন্য আজিকার ধ
পরে চিন্তা করিলেও চলিবে। আমাদের দেশনায়কদের প্রতি, এশি
মহানায়কদের প্রতি আজ ভারতবাসীর,—এশিয়াবাসীর—পরম বিশ্ব

প্রাসঙ্গিক

বাস্ত ও ভারতসরকার

ভারত সরকারের বাস্তসচিব শ্রীযুক্ত অবনীকুমার চৌধুরী তাঁহার সম্প্রতিক এক বিবৃতিতে আশ্বাস দিয়াছেন, মজুতদের মূলা বাড়াইতে অধিকমূল্যে চালানের ব্যবস্থা এবং বাড়তি অঞ্চলে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বাস্তশস্য চালান যায় তাহার সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন বাস্তব্যবসায়ের অজুহাতের বস্তা বাদ চলাচলের অসুবিধা, দেখা দেয় পাইবার জন্য চলাচলের বাদ রহিয়া যাইবার ইচ্ছা, স্থানে স্থানে গুদামাদি, ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক বাদ লইয়া ফাটকা খেলিবার চেষ্টা প্রভৃতির ফলে বাস্তশস্যের অনেক স্থানে অসংগতি ঘটিয়াছে।

বিদেশ হইতে বাস্ত আমদানী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, অতি সত্বর বাহির হইতে ভারতে প্রায় লাখে-লাখ টন বাস্ত আসিবার সম্ভাবনা আছে এবং বাড়তি মূল্যের জন্য যে পরিমাণ বাস্তশস্য বাজারে ছাড়া হইবে সেই পরিমাণ মালই সরকার আমদানী করিবেন। তিনি আশা করেন যে ঐ পরিমাণ বাস্ত আমদানী করিলেই বাস্তশস্যের বাড়তি মূল্য কমিয়া যাইবে।

বিদেশ হইতে বাস্ত আমদানী করিবার ফলে ভারতের সঞ্চিত রৌপ্য বাহির হইয়া যাইতেছে এবং তাহাতে ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। তাহাতে বাস্তশস্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য জিনিষের দামও কমিতেছে না। কাজেই সরকারের বাস্তমূল্য হ্রাসের চেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় উহার সুফলই তাহার একটি গুরু প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাই থাকিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই যে সরকার করিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ আমরা চতুর্দিকে দেখিতেছি। 'কলম বাড়াও' আন্দোলন যে রকম শেষ পর্যন্ত কাগজী আন্দোলনই রহিয়া গিয়াছিল তাহা কাহারও অজানা নাই। আবার একদিকে দেশের বাস্ত বাড়াইয়া বাহির হইতে আমদানী কমাইবার জন্য সরকার আবাদের খরচাদির প্রচার করিয়াছেন অন্যদিকে আবার সেচেরই সরকারী পরামর্শদাতারা বাস্তশস্যের স্থলে বাণিজ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষকদের উপদেশ দিতেছেন এবং সরকার যাহাতে এদিকে অধিকমূল্যে দৃষ্টি রেখে তাহার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিতেছেন।

বাস্তশস্য লইয়া ফাটকাবাজী অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছে এবং সরকার ঐ দুর্নীতি দমন করিবার প্রচেষ্টাই কোন চেষ্টা করিয়াছেন এমন কোন পরিচয় দেখানো আজপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কলম বাড়াইবার যে হজুগটি প্রচারকার্য হইয়াছে ও তজ্জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার ফলে লাভ যাহা হইয়াছে তাহা কোন জোড়াতালি নয়, তাহা স্বাভাবিক উপায়ের বিস্তারের ব্যয়।

আশিয়া ১৯৪ করার যে সব পরিকল্পনা আমরা শুনিয়াছিলাম সেই সম্বন্ধে কি প্রাদেশিক সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকার কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই বা করিবার চেষ্টা করেন নাই। ফলে বাস্তাবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সরকার দাবী করিতে পারেন না। এদিকে বাড়তি এলাকাগুলিতে বাস্তশস্যের দিন দিন যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে বহির্ভূত হইয়া উঠিতেছেন, কাজেই আমরা আশা করি সরকার যেন কৃষিবিভাগের পরিকল্পনার বড় বড় কথা বাদ দিয়া অধিকমূল্যে কি ভাবে বাস্তোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং তাহাতেই 'দৌলতখাঁ-খেজর খেলজী' অধিকতর উপযুক্ত কোন করিবে।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি

সম্প্রতি করাচীতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুসারে উভয় ডমিনিয়ন পরস্পরের মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আলোচ্য ১৮ প্রকার দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে চুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে এবং এই চুক্তি বর্তমানে আগামী এক বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকিস্তানের তরফ হইতে ভারতীয় কৃষকগণ যাহাতে পাকিস্তানে এক বৎসরে অন্যূন পঞ্চাশহাজার মণ অর্থাৎ ১ লক্ষ পাইট কাপাস, ২০ হাজার টন পরিমাণ তৈল, তরিতরকারি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন কয়লা, প্রতি তিন মাসে ১৫ হাজার টন ইস্পাত, ৯ হাজার টন ঢেউতোলা লোহার চাদর ৪ হাজার টন গালাই লোহার চৌবাচ্চা এবং প্রতি বৎসরে ১ হাজার ৫ শত টন কাচ ও বোতল রপ্তানী করা হইবে। বিনিময়ে পাকিস্তান হইতে কাপড়, কাঁচামাল, লবণ, পটাশিয়াম নাইট্রেট, প্রভৃতি ভারতীয় কৃষকদিগকে সরবরাহ করা হইবে।

ভারতের মোকদ্দমীয় বাস্তাবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় কৃষকদিগের প্রতিনিধিবর্গ পাকিস্তান হইতে অধিক পরিমাণ বাস্তশস্য আমদানীর উপরেই জোর দিয়াছিলেন। বৎসরে এক বৎসরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চাউল ও বাস্তশস্য ভারতে সরবরাহ করিতে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন। পাকিস্তান যখন যেরূপ বাস্তশস্য উদ্বৃত্ত থাকিবে তদনুরূপ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পাকিস্তান সম্মত হইয়াছে। পাকিস্তান হইতে ভারতে কাঁচা পাট রপ্তানী হইবে বার্ষিক ৫০ লক্ষ গাঁইট। পরিবর্তে ভারতের আবশ্যকীয় চাহিদা সম্পূরণে বিলাইতে হইলে ১ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানী করা আবশ্যক। পাকিস্তানে চরকা ও তাঁতশিল্পের যে বাসক পরিকল্পনা করা হইয়াছে তজ্জন্য পাকিস্তানে উৎপন্ন তুলার অতিরিক্ত পরিমাণ ভারতের বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার আশ্বাসও প্রতি বৎসরে পাকিস্তান ভারতকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইটের অধিক কাঁচা ও আংশিক উৎপন্ন তুলা সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে না। ইহা ছাড়া পাকিস্তান ভারতকে প্রতি বৎসর তৈরী লবণ ১০ লক্ষ মণ এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট ১ হাজার টন রপ্তানী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

অবশ্যম্ভাবী রপ্তানীর বাধা-বিঘ্নের সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ভারতীয় কৃষকগণ বিদেশজাত কয়লা বন্ধ হিসাবে হইতে পেট্রোল ও কেরোসিন আমদানী করিতে পারিবে, কলিকাতা বন্দর দিয়া পূর্ব অঞ্চলে জন্য তাঁদের আমদানীকৃত উপকরণ কোন শুল্ক বাধা হইবে না। পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ যথাক্রমে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বিদেশজাত পাট ও চা রপ্তানী করিতে পারিবে।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য-চুক্তির প্রথম প্রস্তাব সর্বপ্রথম আমরা উত্থাপন করিয়াছিলাম। গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ভারত-পাকিস্তান সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতেই এইরূপ একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল।—সম্মেলন অবশ্য সম্মেলন শেষ হইয়াছিল, সম্মেলনের পরিণতির সময় নাই। কিন্তু চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় এই অধিবেশনের অবসান সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী ভারত সম্বন্ধে যে সকল বিষ অভিযোগ প্রচার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাতে এই চুক্তির ফল ইতিমধ্যে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা সম্মেলনে অবশ্যই পরেই মিঃ লিয়াকৎ আলী সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে আশা ও আনন্দের প্রচার করিয়াছিলেন অথচ সম্প্রতি করাচীর সরকারী মুখপত্র "ডন" পত্রিকা উহাদের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের যে সকল বিভিন্ন বিষ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও চুক্তিপত্রে আসল উদ্দেশ্যের প্রতি পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আস্থা বা বিশ্বাসের আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে না "ছুঁচ এক মনে আর' পাকিস্তানের এই অনাস্থা দৈত অভিনয় অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের পাওনা রৌপ্য

ষ্টার্লিং পাওনা সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে উঠিয়া প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়লাল বলেন যে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ছাড়াও ব্রিটেনের কাছে ভারতের বহু পাওনা রহিয়াছে, সে বিষয়েও আশু মের প্রতিবিধানের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বিক্রয় হ্যাণ্ডের মধ্যে ষ্টার্লিং ছাড়াও যাহা অন্য ইংলণ্ডের কাছে আমাদের প্রায় ১৭০ কোটি টাকার রৌপ্য পাওনা আছে। পাকিস্তানের সহিত যাহাতে পাট ১৯৪৮ সালে খুব কম দরে ভারত হইতে ব্রিটেন রৌপ্য লইয়া গিয়া ব্রিটেনে বন্ধুত্ব করে। ভারতের পক্ষে উহা বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। স্বাধীন ভারতের পক্ষে নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে যার

...ন আমার করিতে যাইতেছি তখন ই...
...কে উল্লেখের প্রয়োজন আছে। ঐ রৌপ্যের...
...য করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে...
...যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাওনা পরিশোধ করা নিয়...
...র আসল পাওনা তাহার চেয়ে অনেক বেশী...
...র মধ্যে বিশ্বাসে হাতিয়ে ফাইনান্স কমিটির...
...সময়ে আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার...
...কি মতামত করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।...
...ন তাহাদের মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার...
...বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইজন্য আমাদের কাছ...
...। রৌপ্য সিলভার বাজারে দাম লইয়া বিবা...
...য়া সিলভারের প্রচলন করা উচিত।...
...তাহার মূল্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ঐ...
...তের সঙ্গে একত্র আবদ্ধ। এই সকল...
...করিয়াই ঐরূপ মত অবলম্বন করিয়াছেন...
...তর অর্থসচিব তার বক্তৃতায় যেটি যেন ঐ...
...তের আলোচনার একটি পাকাপাকি...
...রণ করেন।

...ঐরূপ মতের এই সমালোচনা উচিত...
...র করি। সিলভার যদি তাহাদের প্রতি...
...বিদ্বেষ সহকারে প্রবল ভিন্ন তাহা...
...তের হইতে একেবারে নির্দিষ্টভাবে মুছিয়া এই...
...ন তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া যায়।

কমিশন

...পক্ষ পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটির জাতি...
...য়ার কমিটি পরিবর্তনে আপিয়াছেন...
...তাদের প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা শু...
...সম্পর্কে তথ্য করিতেই আপিয়াছেন না,...
...সমস্যা ছাড়াও (১) ভূমিকর (২) জাতি...
...তাহাদের মুক্তিযোগে দুরবস্থা করা এবং...
...ন পাকিস্তান চুক্তি এই তিনটি সমস্যার...
...সা করার ক্ষমতা ইহাদের উপর অর্পণ...
...য়াছে।

...র প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত...
...ইতিপূর্বেই ভারত সরকারের পক্ষ হইতে...
...ীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কমিশন...
...র পর্যবেক্ষকরাইছেপেই কাজ করিতে...
...কিন্তু তাঁহাদের কোন নির্দেশ জোর করিয়া...
...সরকারের উপর চাপাইয়া দেওয়ার...
...বিকার কমিশনের নাই। পূর্বে পাকিস্তান...
...। কমিশনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করার...
...অঙ্গীকার প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাকি-...
...প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলীর সাম্প্রতিক...
...পূর্ণের মূলের উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন...
...পাইতেছে, সম্ভবতঃ তাঁহার অন্তর্ধানের...
...ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ হইতে ভারত পলায়নপরতার...
...এই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ।

...ছাই হউক,নিরাপত্তা পরিষদের বিষয় অবতার...
...করা আমরা বিশ্বয় ও কৌতুক বোধ করিতেছি।...
...অথচ বিগত আগস্ট মাসে কাশ্মীরের তার গ্রহণকে...
...অবতার অনীহ হয় অথবা বিনা দ্বিধায় দ্বারা আর...
...কি বলিব? যখন নিরাপত্তা পরিষদে 'কাশ্মীর...
...কমিশন' যাইবার প্রস্তাব হয় তখন উক্ত অপর তিনটি...
...প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।...
...উপরন্তু এই তিনটি বিষয়ের সহিত কাশ্মীর বিবাদ...
...আন্তর্জাতিক মর্যাদা অপরিসীম বিস্তৃতির সম্পর্ক নাই;...
...এই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষ হইতে...
...অসারতা যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে।...
...তাহাদের কাশ্মীর কমিশনকে এই তিনটি অপ্রাসঙ্গিক...
...বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার ভার দেওয়া নিশ্চয়ই অহেতু...
...ও অসঙ্গত হইয়াছে; সুখের বিষয়, এইরূপ একটি...
...গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সরকার তাঁহাদের চিরাচরিত...
...যৌক্তিকতা পরিহার করিয়া বিবেক ও বিবেচনার...
...পরিচয় জানাইয়াছেন। প্রথম বহু পণ্ডিত প্রেরক...
...নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট এক তারবার্তা...
...প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাহার সরকার...
...যে অসন্তুষ্টি উদ্যাপন করিয়াছেন, সম্মেলনকক্ষতার...
...উহার কৌশলে না হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদের...
...কাশ্মীর সম্পর্কীয় প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য...
...কমিশনের তারতে আসনের প্রশ্নই উঠিতে পারে...
...না। আমরা আশা করি ভারতবর্ষকারের এই দৃঢ়তা...
...কোন কারণেই শিথিল হইবে না।

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের আপত্তিগুলি তো অগ্রাহ্য হইয়াছেই, অধিকন্তু তাহাদিগকে কয়েকটী গুরুতর সমস্যার অনুসন্ধানের ভারও কমিশনকে অর্পণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধান ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বজায় রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সহিত যুক্ত থাকা সম্ভব কিনা তাহা যথাযথভাবে করিয়া দেখা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

পৌর প্রতিষ্ঠানের দাবী

সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশন ভবনে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ পৌর প্রতিষ্ঠান সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে সরকার যেন অবিলম্বে এমন একটি আইন প্রণয়ন করেন যাহার সাহায্যে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি আবেদনকর, বিজ্ঞাপনকর, মোটর কর ইত্যাদি করের কিছু অংশ পাইতে পারে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যতদিন ঐরূপ আইন প্রণীত না হইতেছে ততদিন সরকার ঐসকল করের অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে প্রত্যর্পণ করিবেন। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যান্য কর ধার্যের অধিকারের সঙ্গে বিদেশী পণ্যদ্রব্য এবং কলকারখানাজাত দ্রব্যের উপর কর ধার্যের অধিকার প্রদানেরও অনুরোধ জানানো হয়।

আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাঁহারা ওয়াকিবহাল আছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন না করিয়া পারিবেন না। অর্থাভাবে দেশীয় ভাগ পৌর প্রতিষ্ঠানই নাগরিকদের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্য পালনে অসমর্থ পড়িতেছে। রাস্তাঘাট, জল ও জনস্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। এবং এই বর্ধিত জনসংখ্যার স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ তদনুপাতে আয় বৃদ্ধি পায় নাই। জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয়—বলা বাহুল্য, ঐরূপ বাড়িয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফলে ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ প্রাণের দায়ে কলিকাতায় আসিয়া মফস্বলের সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে।

বাংলার প্রাদেশিক সরকার সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের রদবদলের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা আশা করি সঙ্গে সঙ্গে পৌর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া এবং প্রয়োজনীয় সৌকর্যসাধন ব্যবস্থার মধ্যে একটি ঘটাইয়া, দুর্বার্থ ঘটাইয়া অনুসরণ করা সরকারের পক্ষে কর্তব্য থাকিবে তাহার পরীক্ষা হল, বিজ্ঞান আমাদের রোগমুক্ত করেন, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী পরিচিতির জন্য প্রসার ও পানীয়ের পরিষ্কার, প্রাণি জন্মানোর ও খেলাধূলার জন্য উদার উন্মুক্ত করিয়াছে—তবে সমাজের এই বৃহত্তর দাবীগুলিকে উপেক্ষা করিয়া কোন সভ্য সমাজ টিকিতে পারে না, উহা করিতে পারেনা।

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি উপযুক্তভাবে কার্যকর করিতে হয় তাহাদের আয় বৃদ্ধি ও আয়ের উপায় বৃদ্ধির জন্য বিবেচনা করিতে হইবে। সেই হিসাবে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ সম্মেলনে যে দাবী উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা সর্বাংশে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। তাছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি যে আবেদনকর, বিজ্ঞাপন কর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়াছে সেইগুলি মূলের প্রায়ী অধিবাসীদের নিকট হইতে আদায় হইলে কাজেই উহার এক অংশ এবং মূলতঃ অংশে ঐসব স্থানের জনসাধারণের কল্যাণেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার যে আবেদনকর ইত্যাদি সংকলন ১০ ভাগ পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্য ধার্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে তাহা হইতেছে এই যে আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে যে দুর্নীতি ও অক্ষমতা বিকাশ করিতেছে তাহা যদি বিদূরিত না হয়, তবে সরকারী সাহায্যবৃদ্ধি পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি হইবার ফল যে জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিবে তাহা বলা চলে না। পৌর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান আছে তাঁহারাই একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধির যা যেমন আমরা সমর্থন করি তেমনি পৌরশাসন ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারাও যাহাতে জাতি প্রতি, নাগরিকদের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন

সংবাদলিপি

লণ্ডন

সরকারী অপব্যয়—অনাবশ্যক আমদানী ও মূল্যবৃদ্ধি—ইঙ্গ-ফ্রাঙ্কো বাণিজ্য চুক্তি—ফ্রান্সকে ১০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দান—ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের রাশিয়া ভ্রমণের প্রস্তাব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৯ই জুন—সরকার আমদানী আইনের জন্য "দুঃ সাধ্যের" কথা যার যার প্রচার করিতেছেন, অথচ গত এপ্রিল মাসে ব্রিটেনের আমদানীর পরিমাণ সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে আমদানীর মূল্য কিছুটা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সরকারের কাছে উপযুক্ত মূল্যমান অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অনাবশ্যকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার একদিকে জনসাধারণকে ঘরে তৈরারী সকল করিবার উপদেশ দিতেছেন, অথচ অন্যদিকে সরকার নিজে অপব্যয় রোধ করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন না। এপ্রিল মাসে গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় সরকারী ৫০ ভাগ বেশী মূল্য আমদানী করা হইয়াছে. উল আমদানীর পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈলবীজ আমদানীর পরিমাণ অবশ্য গতের রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং অন্য আমদানীর পরিমাণ অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার যেসব কথা ঘোর ঘটায় প্রচার করেন—তাহার অর্থ মূল্য কুছ। তাহারা "কোন ফাঁকি" স্বীকার করিয়াছেন যে গত বৎসর অনাবশ্যক বহুসংখ্যক আমদানী করার ফলে সরকারের প্রায় ৮০ লক্ষ ডলার অপব্যয় হইয়াছে। কাজেই আমদানী বন্ধানীর ভার সরকার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া ফলে যেসবদানীর যে কি উপকার হইয়াছে তাহা সরকার বুঝাইতে পারিবেন না। সরকার যে পরিমাণ অপব্যয় করিতেছেন ব্যবসায়ীদের হাতে তাহা কখনও সম্ভব হইত না।

ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ বাণিজ্য আলোচনা সাফল্যজনকভাবে শেষ হইয়াছে। দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ফলে এই দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এই বৎসরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত হইবে এবং ইহার দুই দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যের রেকর্ড। এই চুক্তির ফলে ব্রিটেন ফ্রেঞ্চিদেশে লৌহ, কয়লা, টিন, পেট্রোল, সিমেন্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে এবং ইহার পরিবর্তে ফ্রেঞ্চিদেশ হইতে আসে, চিনি, চাউল, কফি, কাঠ এবং রেশম ইত্যাদি আমদানী করিবে।

কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্স ব্রিটেন হইতে "ঋণ" করিবার জন্য অনিচ্ছা হইতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আবার সরকারী কাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ঋণের কাজের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও তিনি মনিসাহাতে সাহায্য করিতে পারিবেন এবং অনিচ্ছার মনোভাবের জন্য কাজের জন্য ইহাকে পাওয়া যাইবে।

এক নূতন চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ফ্রান্সকে ৩০০ লক্ষ ডলার ঋণ দান করিবেন বলিয়া এক সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্রান্স যাহাতে ইহার এলাকা হইতে বিনিময়ের জন্য করিতে পারে তাহারই জন্য এই ঋণ দান করা হইবে। ইহা ফলে কমিটির এক বৈঠকে ইহা স্থির হয় যে ফ্রান্স ব্রিটেন হইতে মাল ক্রয় করা বৃদ্ধি করিবে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স হইতে মাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে।

বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট মিঃ লরেন্স উইলসন ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি মোটামুটি সরকারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গত বিশ্বের মধ্যে যে ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ চুক্তি হয় সেই বিষয়ে তাহার সরকার কোন বিবেচনা করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের রাশিয়ায় যাওয়া উচিত। এই বিষয়ে এখনও কোন কিছু স্থির করা যায় নাই।

গ্লাসগো

রেল শ্রমিক বিরোধ ও সরকারের কর্তব্য—ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির সম্ভাবনা—ই-আর-সি'র বায় সম্পর্কে রিপাব্লিকান পার্টিতে বিরোধ—স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তনের দাবী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রেলওয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের বিরোধ মিটিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। ফলে, সরকারকে বেল চলাচলের ভার আরও অনেকখানি গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য অনেকেই এখন সরকারকে শ্রমিকদের প্রতি কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ফাশবাস মিটি মাসের মূল মাসের বিবরণীতে প্রকাশ, যে মাসের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ দেখিয়া মনে হয় ব্যবসা বাণিজ্যে আরও অনেকখানি উন্নতি দেখা যাইবে, কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়াই যাইতেছে। এক মোটর শিল্প ছাড়া কয়লার অভাবে যেসব শিল্পের কাজ বন্ধ হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। লৌহের অপ্রতুলতার জন্য এবং জাইলসার জোগানীতে বন্ধ হইয়া জন্য যে মাসের মোটর উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস হইবে। সম্প্রতি নূতন ধরণের গাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য কোন কোম্পানীর কিছুটা কাজ বেশী পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য মনে হয় এই বৎসর মোটর শিল্পের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

[illegible] হইয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের দুরবস্থার যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বেকারদের ভোটের শ্রমিকদের অবস্থার তুলনা করিয়া। অনাহারক্লিষ্ট যে দল হইতে বেকারদের জন্ম হইয়াছে এবং এক অবস্থা দুই পাইবার আশায় সরকারের প্রতি তাহাদের মনে তাহাদের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

ই, আর, সি'র ব্যয় সম্বন্ধীয়ের জন্য যে বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে ও প্রতিনিধি পরিবর্তে দুই হইয়াছিল, সেবেটো একদল সদস্য তাহাদেরকার সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন তাহার ফলে রিপাব্লিকান দলের মধ্যে গুরুতর বিরোধ দেখা দিয়াছে। মূল প্রস্তাবে যে অর্থ সাময়িক ভাবে লাভী করা হইয়াছিল মার্চিন কংগ্রেসে তাহা হইয়া ১০০০০ লক্ষ ডলার হ্রাস করা হইয়াছে এবং যেসব ১৮ মাসে ঐ অর্থ ব্যয় করার কথা ছিল সেখানে সেসব ১৫ মাসে তাহা ব্যয় করা মঞ্জুর করিয়াছে। তাহাতে মার্চের সেক্রেটারী একদল সেনেটর সদস্য সেই আমেরিকা ইউনিয়ন কমিটি বারাতে মূল প্রস্তাব অনুযায়ী যাহা হয়ত ভাবে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন রিপাব্লিকান পার্টির মধ্যে এই বিরোধ কি ভাবে মিটান যায় তাহার জন্য অনেকে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহারা কতখানি সফলকাম হইবেন তাহা এখন বলা কঠিন। তবে অনেকে আশা করেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত দলের অন্তর্বিরোধ এমন আকার ধারণ করিবে না যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে।

বোম্বাই

বোম্বাইয়ের মফস্বলে আবার রেশনিং ও অনুপস্থিত জনিকারদের উচ্ছেদ করার পরিবর্তে —চারভোলের (charcoal অত্যাবশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১২ই জুন—বোম্বাই সরকার মফস্বল এলাকায় প্রায় ১০০০ জোয়ান পুলিস প্রায় মূল্য বন্ধন বিক্রয় করিবার ভার লইয়াছেন। সরকারের মতে এ জোয়ানগুলি পুলিস সরকার কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণাদি রোধ করিতে পারিবেন। বোম্বাই, পুনা আহমদাবাদ এবং শোলাপুর সহরে রেশনিং ব্যবস্থা

যে আদের বেশিদিন চালু করা হইল বলা যায়।

পূর্বের মত এইবারও প্রত্যেক পরিবারে ঘরি করা হইবে এবং ঐ কার্ডের সাহায্যে কোথায় কাহার কতটা চাল কিনিতে হইবে।

কিন্তু বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা অত্যন্তই বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪২ সালে কলিকাতায় যে সংখ্যক লোক ছিল, ১৯৪৩ সালে তাহার চেয়ে ৩০ ভাগ, ১৯৪৪ সালে ৪০ ভাগ এবং ১৯৪৫ সালে ১১৮ ভাগ বেশী লোক কলিকাতায় বাস করিতেছে। কাজেই সরকার যাহা ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা ধরিয়া চাউল সরবরাহ করিতেছেন তাহার চেয়ে ১৯৪৫ সালে কলিকাতায় লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এই সরকার কৃষি সংকটের প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অনেক অর্থনীতিক মনে করিয়াছেন। ব্রিটিশ বি. পি. সি. সরকার এক সময়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কৃষিজাতের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আগামী বৎসরে একটি বিশেষ আয়োজন করিবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কোন কৃষিজাত ১০ লক্ষ একর জমিতে উৎপন্ন হইবে না এবং ১০ লক্ষ একর জমিতে একজন চাষী একা কাজ করিবে এবং ঐ জমির মূল্য সরকারের তরফ হইতে দিয়া করিয়া দিবেন। অনুরূপ ভাবে ভারতের কয়েক সরকার কিছুদিন হইতে এবং ঐসব জমির জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে সে কিছু টাকা ঋণ হিসাবে তাহা কৃষিজাতকে দিবেন। এবং জমিতে এখনও চাষ হইতেছে ইহার জমির ঘাস নিজ খরচে চাষ করিবেন বলিয়া তাহা করকের নিকট বিক্রি অনুরূপভাবে নিজেই জমি বিক্রয় করা এবং সরকার কৃষকদের জমি বন্দোবস্তী ও হইতে অর্থ সাহায্য করিবেন।

সরকার মনে করেন যে, এই সংস্কার কার্য-অনিবার্য্য। কারণ, বেসরকারি অনুমিত সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভাগ লোক সরকার ৫০ ভাগ জমি যখন হ। অনুরূপে সরকার ৭১ ভাগ লোকের যায় সরকার ৫৫ ভাগ জমি এবং তাহাদের কাহারই ৫ একরের বেশী জমি নাই। তবুও সরকারই এইরূপ অবস্থা সহ্য করিতে

সরকারের এই কৃষিকল্পনার বিস্তারিত বি অঙ্ক সমর্থন পাওয়া যাইবে এবং বলা যায়। সরকারের এই পরি-রাষ্ট্রসচিব সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ে তাঁহারা খোলা কাজ করিবেন এবং বেসব প্রস্তাব সেইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা

চারকোলের (charcoal এর-এর অন্যান্য ন্ত্র। যে চারকোল সম্প্রতি (বোম্বাই বন টাকা ঋণ ও বাকলদের দুর্দান্তির দর ইংরাজ সরকারের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে কথা। তাহাদের দুরের সময় নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ১৮ সরে বিক্রয় হইত। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার হইবার পর গত দুই বার সরের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই। কারণ, যুদ্ধের বিক্রেতাদের নিকট প্রচুর মাল জমা ছিল। কিন্তু যখন দুরের সরে যুদ্ধের বিক্রেতাদের যখন মাল নিঃশেষ হইল তখন পাইকারেরা নানা প্রকার অজুহাতে দর বাড়াইতে লাগিল। প্রতিদিন এক আনা করিয়া দাম বাড়িয়া বর্তমানে তাহার দর আসিয়া ঠেকিয়াছে ৩ টাকায়।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বানুবৃত্তি ৩১৮ পৃষ্ঠায়)

মার্কিন প্রচুর বিস্তারের চেষ্টা

বেটারের এক সংবাদে প্রকাশ, যে কোনটি ইউ-কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি পরিবহনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছিল, তাহারা মার্কিন দক্ষিণ চুক্তির খসড়া দেখিয়া গ্রহণ আপত্তি তুলিয়াছে। ঐ চুক্তির খসড়া সাধারণে প্রকাশ করা হয় নাই, তবে ঐ চুক্তির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর-মনোভাবের প্রকটিত হইয়াছে এবং তাহা ছাড়াও এমন সব আপত্তিজনক শর্ত মার্কিন ঐ খসড়ায় রহিয়াছে যাহা কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারে না। যেমনে চুক্তির খসড়া রচিত হইয়াছে তাহাতে কোনটি রাষ্ট্রের দ্বারা একটি রাষ্ট্রও মার্কিন চুক্তিভঙ্গ হইলে সে ব্যক্তির এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ওয়াশিংটনের তাহা-হেতে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাইতেছি মার্কিন এজেন্সে মার্কিন সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবে।

মার্শাল পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন মহল হইতে ঐ পরিকল্পনাকে মার্কিন প্রচুর বিস্তারের চেষ্টা বলিয়া মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাশিয়া ও তাহার প্রভাবাধীন দেশগুলিতেই ইহার বিরুদ্ধে প্রচারণা হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ঐরূপ প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেশপ্রেমীক ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সরকারকে আসান দিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তার করার কোন অভিপ্রায় যুক্তরাষ্ট্রের নাই, পারস্পরিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করিয়া সংগ্রামবিধ্বস্ত ইউরোপের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্যই যুক্ত-রাষ্ট্রের এই মার্শাল পরিকল্পনা।

ইহা স্বাভাবিক যে, যেসব অর্থ দান করিবে সে পক্ষ তাহাদের অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হইবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিবার অথবা অভিযোগ অধিকারী থাকিবে,—কিন্তু ইহা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত মনে যে বিশেষজ্ঞ যেসকলের অতিরিক্ত সাধারণ সংবাদে লইয়া যেসব বিদেশী রাষ্ট্র তাহার প্রচুর আমেরিকা কারখানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিজয় হইয়াছে এবং যদি তাহারা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব সংরক্ষণে প্রস্তুত না হইত, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিপদ হইত। এবং যেরূপ অবস্থার প্রবন্ধের ফলে যে কোন অভিজাত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করিতে পারিত না।

মার্কিন সাহায্য সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি একেবারে যে সকলের বিরোধিতার তাহাও এ সম্পর্কে প্রতিবাদ-যোগ্য। কোন কোন রাষ্ট্রবিদ্যালকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রার্থী হইলেই তাহাকে "ডিক্টেটর" বলিয়া গণ্য করা চলে না এবং কোন স্বাধীনরাষ্ট্রই অপমানজনক সর্তে বিদেশের নিকট হইতে সাহায্য লইতে সম্মত হইতে পারে না। তাছাড়া একথাও ভুলিলে চলিবে না যে বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধিশালী পার্টিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মনোভাবের সুযোগে জনসাধারণের মনে মার্কিনবিদ্বেষ প্রচার করিয়া নিজেদের অনুকূল জনমত গঠন করিতে সচেষ্ট হইবে এবং নিজেদের দেশের পররাষ্ট্রনীতি উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সরকারকে দেশের মধ্যে ও প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাইবে। অনুরূপ ব্যবস্থার কার্যের সমর্থনে অর্থ প্রদান করার ফলে চীনের অর্থনীতিতে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, মার্কিনী লোকের অভিযোগ পূর্ণমাত্রায় অস্বীকার করেও যদি তাহার বিস্তার ঘটে, তাহা হইলে তাহা মার্কিন সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক হইবে না।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়:— ৪৩ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কেন্দ্রীয় কার্যালয়:— ৪২ চৌরঙ্গী,

ফোন ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন) | ফোন পি কে ৪৯৮২ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ২১ টাকা অবধি আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম. এস. সি

১৯৪৬ সালের ব্যাঙ্ক

১৯৪৬ সালের ভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধে ভারতীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্য সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের যেন একটা নবজন্ম হইয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলাফলে তাহাদের আমানত পরিমাণ বহুল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যুদ্ধের ঋণ বিক্রয়ের টিকাদারের "অনুগ্রহে" ব্যাঙ্কের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল, ঋণ তাহাদের কাছ পূর্বের তুলনায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ব্যাঙ্কসমূহের সর্বত্রই একতরফা উন্নতি দেখা গিয়াছিল ফলে, যুদ্ধের টিকাদার-অনুপ্রাণিত অনেক নূতন ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের ছাতার মত এখানে ওখানে গজাইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই যেমন তাড়াতাড়ি আবির্ভূত হইয়াছিল তেমনই আবার বেমালুমভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। কয়েকটা হয়ত এখনও আছে। কিন্তু যে একেবারে নাম-কাজের মত ফাঁকা আছে তাহাই হউক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এই সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে তাহা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে তফশীলভুক্ত, তফশীলবহির্ভূত এবং সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের বিভিন্নভাবে বিশদ বিশ্লেষণ আছে, ব্যাঙ্কসমূহের শাখা কার্যালয়ের স্থানের নামোল্লেখ আছে এবং হিসাবের তারিখের সময় ও উপসময় ব্যাঙ্কের বিভিন্নতা আছে। এই রিপোর্টে ব্যক্তিগত ও মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের সংখ্যা সংক্ষেপে ব্যাঙ্কারদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাতথ্য বুঝাইবার প্রয়াস আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ভারতবর্ষীয় (ব্রহ্মদেশ বাদে) ৮৮৩টি ব্যাঙ্কের বেণ্ডিভূত অফিস কোন প্রদেশে অবস্থিত, আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ কত, সঞ্চয় তহবিলের আয়তন কিরূপ এবং মোট অফিসের সংখ্যা কত, তাহা জানা যাইবে।

ব্যাঙ্কের উন্নতি বিশ্লেষণ করিলে বিশেষভাবে বুঝা যায় যে, যুদ্ধপূর্বের প্রথম দিকে ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি অব্যাহত ছিল। মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস পাইলেও ব্যাঙ্কের আমানত ক্রমবর্ধমান ছিল। নগদ জমার পরিমাণের সামান্য কমিতে দেখা যায়। কিন্তু ঋণ ও তাহাদের ছাঁটাই পরিমাণে বিনিয়োগের উন্নতি হয়। অবিনিয়োগের পরিমাণেও ১৯৪৬ সাল অপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। বিস্তারিত তালিকা হইতে ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬
ব্যাঙ্কের সংখ্যা	৬৮৮	৬৯৯	৭৭১	৮৮৩
আদায়ীকৃত মূলধন এবং সঞ্চয় তহবিল (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১৮,৬৩	২০,৩৮	২৪,১৮	২৮,৬৬
আমানত পরিমাণ (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১,৩৬,৫৯	১,৪৯,৬৪	১,৭৮,৬১	১,৯৯,৬৩
ঋণ (লক্ষ টাকার হিসাবে)	৬৩,৩৮	১,০৪,৬৯	১,২৬,৭৭	১,৬৮,৬৩
ঋণ ও তাহাদের ছাঁটাই (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১,১৩,৩৩	১,৩৩,৬১	১,৬১,৩৩	১,১১,১৯
অবিনিয়োগ (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১৯,৬৬	৩৩,১৯	৩৬৭,১৮	৪১৬,১১
শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা	১,৩৭৯	১,৫৮৩	২,১১৩	২,৬৬৩

* ১৯৪৩ সালে শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা

** ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্কের শাখা কার্যালয়ের হার

ভারতবর্ষীয় তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের নাম	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (হাজার টাকার হিসাবে)	সঞ্চয় তহবিল (হাজার টাকার হিসাবে)	মোট অফিসের সংখ্যা
আসাম ...	১	৩,৬০	...	১১
বাংলা ...	১১	১৬,১১,১৭	৮,৯১,৩৮	৩৩৩
বিহার ...	২	৩৩,৭৮	১৯,৬৭	১৩১
বোম্বাই ...	১৬	১,০৩,৬৯	৬,৫৮,৬৯	৩১১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২	৩৫,৬৭	১,৯৭	১৭৩
মাদ্রাজ ...	১১	১,০৩,৩৩	১,১১,৭৩	৩১১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১	...	...	১১
উড়িষ্যা ...	৩	...	...	১৮
পাঞ্জাব ...	১১	১,৩১,৩১	১,৩৬,৭৩	৩৩৩
সিন্ধু ...	১	১৬,৩৩	...	৩৩
যুক্তপ্রদেশ ...	১	১,১৯,৩৩	৩১,৩১	১১১
অন্যান্য স্থান ...	১	১,১৬,১১	৩৩,৩৩	১৬
তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক	১	৩,৩৩,৩৩	১,১৬,১১	৩১৩

ভারতবর্ষীয় তফশীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের নাম	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (হাজার টাকার হিসাবে)	সঞ্চয় তহবিল (হাজার টাকার হিসাবে)	মোট অফিসের সংখ্যা
আসাম ...	১১	১১,১৩	১,১১	১১১
বাংলা ...	১৯৯	১,১৯,৩৮	৩৩,৩৩	১৯১
বিহার ...	১১	৬,১৮	৯,১৩	১৮৮
বোম্বাই ...	৩৩	১৬,১৩	৩,৩৩	১১১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩	১১,৩৯	১	৩১
মাদ্রাজ ...	১৯১	১,১৩,৩৩	১১,৩৩	৩৩৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩	৩,১১	৩,১৩	১৩
উড়িষ্যা ...	২	৩৩	১১	১১
পাঞ্জাব ...	৩৩	১,১১,৩৩	১১,১৩	১১৩
সিন্ধু ...	১	৩,১৩	১৩	১
যুক্তপ্রদেশ ...	১১	১১,১৩	১,৩৩	১৩৩
অন্যান্য স্থান ...	৩	১,১৬	১১	১১
তফশীলবহির্ভূত ব্যাঙ্ক	১৯১	৩,১৩,১৩	১,৩৫,১১	৩৩৩

১৯৪৬ সালে ১৭টি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কারবার গুটাইয়া ফেলে। ১৯৪৫ সালে এই বৎসরে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৯ এবং ১৯৩৯ সালে ছিল ১০)। এই ১৭টি ব্যাঙ্কের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ টাকা। এই ২৯ লক্ষ টাকার মধ্যে এক মিউ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের মূলধনই ছিল ১৭ লক্ষ টাকা। মিউ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তাহাদের কারবার গুটাইয়া বৃদ্ধির ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সহিত যুক্ত হয়।

পরিশেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই রিপোর্ট সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালের ব্যাঙ্কিং তথ্য যদি ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহার গুরুত্ব ও উপকারিতা যে যথেষ্ট হ্রাস পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল তথ্যাদির ও তাহাদের যথাযথ পরিবেশন ও প্রকাশ যেরূপ বিলম্ব অপরিহার্য, ইহার প্রকাশকালে তাহার এত দেরী হওয়া উচিত নয়। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়টির প্রকাশ শীঘ্র হইবে।

ইণ্ডিয়ান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি

ও পাকিস্তান উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যে আমদানি রেখে সম্পর্কে গত ১৯৪৮ সে যে চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহা উভয় গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে শ্রী সি, ও পাকিস্তানের পক্ষ হইতে মিঃ মহম্মদ ইসলাম স্বাক্ষর করেন।

ডমিনিয়নের মধ্য ডমিনিয়ন হইতে যে সকল মালপত্র হইবে তাহা বিদেশী করিয়া উভয় ও প্রতিনিধিরা স্ব স্ব গভর্নমেন্টের নিকোশন অনুযায়ী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

কি কি দ্রব্য সম্পর্কে চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার পরিমাণের তালিকা দেওয়া হইল।

পরিশিষ্টে প্রকৃত তথ্যাদি দ্বারা এক ডমিনিয়নে অন্য ডমিনিয়নে তথ্যাদির স্বাভাবিক প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং উভয় এই সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সমর্থ ১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বরের পূর্বে ভারতের অন্য বিদেশ হইতে যে তথ্যাদি হয় তাহা হইয়াছিল তৎসম্পর্কেও আলোচনা এ ডমিনিয়নসমূহ এলাকার অন্য উক্ত সরকারী করা হইয়াছিল তাহা উক্ত ডমিনিয়ন নিজস্ব চুক্তি হইয়াছে।

স্বাক্ষরের দিবস হইতে ১৯৪৮ সালের ১লা হইতে ১৯৪৯ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (খ) ঐরূপ চুক্তি ও তৎ সম্পর্কিত ৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৯ ৫ অথবা পরবর্তী বলবৎ থাকিবে। (গ) সম্পর্কিত চুক্তি ১৯৪৮ সালের ১লা জুন ১১ সালের ৩১এ অথবা পরবর্তী কার্যকরী

যোগের ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠান থাকিবে, বিনিময়ের স্থানেই চলিতে থাকিবে। অবশ্য সম্পর্কে উভয় গভর্নমেন্ট চুক্তিদ্বারা অন্য বিধান করিতে পারেন। যে সকল দ্রব্য রাজস্বকারীর নিয়ন্ত্রণ আছে অথবা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য সেগুলি লইয়া কোন সকল এ সকল দ্রব্যের উপর আমদানীর নিয়ন্ত্রণ যে কিন্তু রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, স্থানীয়কারী ডমিনিয়নকে তৎসম্পর্কে ৭৫ দিবস লাইসেন্স দিতে হইবে। যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী হইবে উক্ত ডমিনিয়ন সেই পরিমাণ অন্য লাইসেন্স দিবেন। যে সকল দ্রব্যের রাজস্বকারীর নিয়ন্ত্রণ আরোপ অথবা স্থানীয় ব্যবহার আছে, সেইগুলি গভর্নমেন্ট হইতে আমদানী স্থানীয় করিবেন অথবা যে লাইসেন্সও মঞ্জুর করিতে পারিবে।

কাঁচা পাট সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে যে পাট রপ্তানির করা যায় না, তাহাই বিশেষে প্রেরিত হইয়া থাকে

(ঘ) এক ডমিনিয়ন হইতে অন্য ডমিনিয়ন যে দ্রব্য আমদানী করিবেন, প্রত্যেক ডমিনিয়ন তাহা অন্য কোন দেশে রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(ঙ) পাকিস্তান উহার ঘাটতি প্রদেশে যে মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকেন, সেই মূল্যেই ভারতকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সমত হইয়াছেন। ভারত পাকিস্তানকে ইস্পাত সরবরাহ করিবেন। ক্রেতাকে মালপত্রের ধরচা দিতে হইবে। ভারত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাকিস্তানকে কয়লা ও কয়লা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। দ্রব্যাদির পূর্বোক্ত মূল্য ভিন্ন উভয় ডমিনিয়ন আমদানী ও রপ্তানীর উপর তাহাদের ডমিনিয়নের শুল্ক ধার্য করিতে পারেন।

(চ) বিভেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ভিন্ন উভয় ডমিনিয়ন তাহাদের চুক্তিবদ্ধ নীতি অনুসরণ করিবেন।

(ছ) চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কার্য চালাইবার জন্য উভয় গভর্নমেন্ট সম্পর্কের প্রতি মাসের কার্য বিবরণী বিবেচনা ভিন্ন বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি দুই মাসে উভয় ডমিনিয়নের প্রতিনিধির মধ্যে বৈঠক হইবে।

(১০) আলোচ্য চুক্তি কার্যকরী অবস্থাকালীন উভয় ডমিনিয়ন পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা দ্রব্যাদির তালিকা বাড়াইতে কোন দ্রব্য বাদ দিতে অথবা তালিকার কোন বৃহৎ দ্রব্য ক্ষুদ্র করিতে পারেন।

পাকিস্তানের প্রয়োজন

কয়লা—৫৪ · ৩ টন। তাহার প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সরবরাহ করিবে। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়াছে, অবশিষ্ট ২০ হাজার টন সরবরাহের অন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

কাঁচা তুলা—প্রয়োজন চল্লিশ হাজার গাঁইট। তাহার চল্লিশ হাজার গাঁইট সরবরাহ করিবে তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ তুলা হইবে।

ইস্পাত, লোহা—প্রয়োজন ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৭০০ টন। তাহার তিন ধাপ অন্তর মোট ২৫ হাজার টন সরবরাহ করিবে।

রাসায়ণ ও রেচক—প্রয়োজন ১০ হাজার ৬০০ টন। তাহার মোট সাড়ে-সাত হাজার টন সরবরাহ করিবে।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি

সালফিউরিক অ্যাসিড—প্রয়োজন দুই হাজার টন—ভারত বর্তমানে কিছু সরবরাহ করিতে পারিবে না। বিস্তারিত পরে এই বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

অ্যালুমিনিয়াম সালফেট—প্রয়োজন ২০ হাজার টন। ভারত বর্তমানে কিছুই সরবরাহ করিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে পরে বিস্তারিত বিবেচনা করিবে।

নাইট্রোজেনিক অ্যাসিড—প্রয়োজন—২৬ টন,

ক্যালসিয়াম কার্বনেট—প্রয়োজন ৮০০ টন, তাহার আটশত টনই সরবরাহ করিতে সম্মতি দিয়াছে।

কোরাস সালফেট—প্রয়োজন ১০০ টন—ভারত কিছুই সরবরাহ করিতে পারিবে না।

তামার তার—প্রয়োজন এক হাজার টন, ভারত কিছুই সরবরাহ করিতে পারিবে না।

অ্যামোনিয়াম সিলফেট—প্রয়োজন ৪ হাজার টন—ভারত বর্তমানে আড়াই হাজার টন সরবরাহ করিবে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

বং ও বার্নিশ—প্রয়োজন ১১ শত টন—ভারত আড়াই হাজার টন সরবরাহ করিবে।

রেলওয়ের তথ্যাদি—প্রয়োজন ৩১ লক্ষ ৩ হাজার টাকার—ভারত বর্তমানে কিছুই সরবরাহ করিতে পারিবে না—পরে সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

টায়ার ও টিউব—১৩ লক্ষ টন—ভারত সরবরাহ করিতে পারিবে না।

চামড়া ও জুতা—প্রয়োজন ৩০ লক্ষ টন বর্গ ফুট—ভারত চামড়া পাইলে পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। পাকিস্তানের জুতা বা জুতার মোল সম্পর্কে যে চাহিদা আছে, ভারত বর্তমানে তাহা মিটাইতে পারিবে না।

পাটজাত দ্রব্য—প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টন—ভারত পঞ্চাশ হাজার টনই সরবরাহ করিবে।

পশম ও পশমজাত দ্রব্য—১১ লক্ষ পাউণ্ড—ভারত শুধু পাকিস্তানই সরবরাহ করিবে।

তৈল

খনিজ তৈল :—প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টন—ভারত কুড়ি হাজার টন সরবরাহ করিবে।

বনজ তৈল :—প্রয়োজন ৩০ হাজার টন—ভারত ৪ হাজার টন সরবরাহ করিবেন।

তামাক—প্রয়োজন সাত লক্ষ পাউণ্ড—ভারত সাত লক্ষ পাউণ্ড তামাকই সরবরাহ করিবে।

চায়ের বাগ—প্রয়োজন তিনশত বস্তা—এই সম্পর্কে ভারতের বিষয়ই কোন বাণী শেষ করা হয় নাই।

ভারতের প্রয়োজন

পাট—বস লক্ষ টন অথবা সাড়ে-পাঁচ লক্ষ গাঁইট। পাকিস্তান পাঁচ লক্ষ গাঁইট সরবরাহ করিবে।

তুলা—প্রয়োজন বস লক্ষ গাঁইট, পাকিস্তান সাড়ে-তিন লক্ষ গাঁইট সরবরাহ করিবে।

খাদ্য দ্রব্য

চাউল—প্রয়োজন দশ লক্ষ টন—পাকিস্তান এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন সরবরাহ করিবে। পাকিস্তানে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি হলে বা পায় তাহা হইলে পাকিস্তান ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণ চাউল সরবরাহের চেষ্টা করিবে। পাকিস্তানে বৃদ্ধি অবস্থা হয় তাহা হইলে পাকিস্তান চুক্তি অনুযায়ী চাউল

সঙ্কলন

বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে গবেষণাগার

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার এই দেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে গবেষণাগার স্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমর তুলার কারখানার মালিক এবং কল-মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

১২২ জুন দিল্লীতে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের গবেষণার জন্য ভারত সরকারের দুইটি গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। একটি বোম্বাইয়ে এবং অপরটি আহমদাবাদে স্থাপনের কথা আছে। বোম্বাইয়ে যে গবেষণাগারটি স্থাপনের কথা আছে, তাহার যাবতীয় কঠিন টেক্সটাইল জাত কাঁচামাল ধরণ করিবেন। আহমদাবাদের গবেষণাগারটি আহমদাবাদ টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক স্থাপিত হওয়ার কথা আছে। এতৎসম্পর্কে আহমদাবাদ কল-মালিক সমিতি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ভারত সরকার ১৯ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কোয়েম্বাটুরের দক্ষিণ ভারত মিল-মালিক সমিতি কোয়েম্বাটুরে অনুরূপ একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত গবেষণাগার স্থাপনের জন্য তাঁহারা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মূলে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ ভারত সরকার যাহাতে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রকাশ যে, ভারত সরকার এই সব গবেষণাগার অবশ্যম্ভাবে চলুক ইহা চান না; কারণ, ইহার ফলে, বিভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা সম্ভব হইবে না এবং কাজেরও সুবিধা হইবে না। ইহা ছাড়া আরও প্রকাশ যে, যে দুইটি পরিকল্পনা আছে, সেখা বিশেষজ্ঞ উহাতে বিশেষজ্ঞের অভাব আছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাগারের মধ্যে যোগাযোগ না থাকিলে দেশের স্বার্থের পক্ষেও তাহা অনুকূল হইবে না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

ভারত সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্বশ্রেণির প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐ সব অঞ্চলে এই ধরণের গবেষণাগার যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য অর্থদান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

স্থানীয় মিল-মালিক সমিতির প্রতিনিধিদলে কিং এন্ড, এল, বা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

তাঁতবস্ত্র রপ্তানি

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অন্নের মাস না থাকিলে তাঁতবস্ত্র রপ্তানীর জন্য কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে না। যে সমস্ত লাইসেন্স আগে দেওয়া হইয়া যাইবে এবং নূতন করিয়া কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গত এপ্রিল মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত তাঁতবস্ত্র রপ্তানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে। তাঁতীদের নিকট যে সব কথিয়া বিক্রয়াছিল এবং বিদেশ বন্দরের উপর হইতে বিক্রয়ার্থে প্রত্যাহৃত হইবার ফলে তাহারা উপযুক্ত মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে না পারিবার জন্যই উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

এই ঘোষণা অনুযায়ী যে সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, তাহা মঞ্জুর তাঁতবস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা ছাড়া সম্প্রতি বিদেশে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে তাঁতবস্ত্রের চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেক যে-পরিমাণ বস্ত্রের জন্য পূর্বেই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, সেই সমস্ত বস্ত্র জুলাই মাসের শেষভাগের আগে রপ্তানী করা হইবে না।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অন্নের মাস ছাড়া আর কোন নূতন আবেদনপত্র গৃহীত হইবে না। সমস্ত লাইসেন্সের মেয়াদ ৩১ জুলাই উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে এবং নূতন করিয়া কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

গভর্নরেই কর্তৃক বস্ত্র বন্টন নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বোম্বাইয়ের গভর্নর শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই বলেন, বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট হ্রাস পাইলে বন্টন ব্যবস্থা পূর্বে-কোটের মতের প্রবর্তনের ইচ্ছা তাঁহার নাই।

তিনি আরও বলেন, পুনরায় বেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও বন্টন ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে যাবতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের পরিবার হ্রাস পাইবে, ফলে অসাধুভাবে চোরাবাজারে বহুমূল্যে বস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা ক্রয় অভাব পূরণে সক্ষম হইবে।

তবে মূল্য বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দোকান খোলা হইলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে বলিয়া, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, হাঁ—তাঁহারা সহযোগিতা করিলে তাহা পরিচালনা করিলে তাহা সম্ভব হইবে।

তিনি আরও বলেন, "বন্টন ব্যবস্থা পুনর্বার প্রবর্তন করিলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা তথা করিবে। আমি বলতে পারি, বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থার কোনরূপ অবনতি ঘটে নাই। বন্টন ব্যবস্থার পক্ষে করিয়াছে বলিয়াই বস্ত্রমূল্য সস্তা দেখা দিয়াছে।"

ভারতের সহিত বাণিজ্য চুক্তি

বাণিজ্য বন্ধুত্বের এক ইতিহাসে বলা হইয়াছে প্রতিবিনিময়ে ভারতের পক্ষ হইয়া শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে যে সাময়িক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে ভোজনকালে এই চুক্তির মেয়াদ অবশ্যম্ভাবী হয়

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার ৩০ দিন পরে শুল্ক সম্পর্কে আরও যে সুবিধা দান করিবে তাহা বলবৎ হইবে এবং সম্পূরক বাণিজ্য আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী শুল্ক সম্পর্কে এইরূপ সুবিধা দানের কথা উল্লেখ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে।

চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ভারত কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা দানের পরিবর্তে ভারত অন্যান্য দেশে শুল্ক সম্পর্কে যে সুবিধা লাভ করিবে তাহাও অনুরূপভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার ৩০ দিন পর বলবৎ হইবে। অবশ্য পত্র সম্বন্ধে বাদ হইলেই ভারত এই ধরণের সুবিধা কিছু কিছু পাইয়া আসিতেছে।

ভারতের জন্য তিনটি যুদ্ধ জাহাজ

ভারতের যে তিনটি যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিবার কথা আলোচনা করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় লইবার জন্য মন্ত্রণা তথ্যের ১৫০ জন বিশেষজ্ঞ ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, যুদ্ধ জাহাজগুলি ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ভারতের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। ভারতের যুদ্ধ জাহাজগুলি সম্প্রতিকার আধুনিক ব্যবস্থায় গঠিত যুদ্ধ জাহাজগুলির তারতীয় নাবিক হইবে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ করা হইয়াছে। "বিক্রী" নামক যুদ্ধ জাহাজে বিদায়ীরা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতের নিকট সমস্ত করিয়া আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতের জন্য দুইখানি রেল-এঞ্জিন

ভারতীয় সাধারণ বিভাগের তরফ হইতে মোট হইয়াছে যে, ফিলাডেলফিয়ার বলডুইন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর নিকট ভারতের জন্য একখানি বৃহৎ বরফের ব্যবহৃত ইঞ্জিন সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হইবে। উহার মূল্য আনুমানিক ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার হইবে।

মোট দুইখানি ইঞ্জিন ভারতে আমদানী হইবে। অবশিষ্ট এক খানি ইঞ্জিনের অর্ডার আমেরিকার দুইটি প্রতিষ্ঠানের নিকট দেওয়া হইয়াছে। উহা মূল্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার।

শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয় ১৩৩৮ সালের তুলনায় কলিকাতায় ৩ গুণ বাড়িয়াছে

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগ হইতে কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী পরিবারের পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সম্প্রতি অনুসন্ধান করা হইয়াছে দেখা যায় যে, শ্রমজীবীদের জীবনধারণের

জাহাজের জন্য সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে দেখা যে, সরকার এরূপ প্রস্তাবিত শ্রমিকদের সমস্ত সাধারণ খাদ্যের মাথা পিছু বিশেষ ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখনে অতিরিক্ত প্রায় ৫ এবং বাকি সকলে আড়াই গুণ বাড়িয়া

জাহাজে একটি প্রস্তাবিত পরিবারে মোট শিশুরা ৪১৮ আমাই খাদ্যের জন্য দেয় তথা শিশুদের অতিরিক্তের জন্য খাদ্যের জন্য ৯৮ সালের অবস্থার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি ।।

৮। অবশ্যে শ্রমিক সম্পর্কিত হিসাবে দেখা যায় তার শ্রমিকের খাদ্য খাদ্যে মোটামুটি ৫৫ ও পুরুষের খাদ্যের প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, উক্ত একটি শ্রমিক পরিবারের মোট খাদ্যের পরিমাণ যে খাদ্যের জন্য বাড়িত হইয়াছে।

উক্ত হিসাবে আরও প্রকাশ যে, জাহাজের ৫টি অন্যান্য শ্রমিকে তাহার খাদ্যের পরিমাণ জানানী হয়, ৩ ভাগ কাপড়োপাড়, ১১ বস্ত্র বিষয়ে এবং ১৮ ভাগ বাড়ী ভাড়ার যে হয়। ৮৩৯। অবশ্যে এইরূপ শ্রমিকে খাদ্যের পরিমাণ ১৫ গুণ জানানী হয়, কাপড়োপাড়, ৮১ ভাগ বিভিন্ন বিষয়ে। ১৩ ভাগ বাড়ী ভাড়ার জন্য ব্যয় করিতে

যে আয়া বৃদ্ধি আইন অনুসারে প্রাথমিক হ্রাসন্ত

ন ভাগ বিষয়ে যে, শ্রমিকদের আয়া বি অনুসারে প্রাথমিক ব্যয়ভাগ্যের জানা যাবে।

'A'কলের শ্রমিকদের আয়া মোটের প্রধান ই অধিকার চাও এল মেন এই সম্বন্ধে স্পেশাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩ চা-বাগানের সম্বন্ধে শিল্পাঞ্চলে ব্যয়ানুসন্ধান ব. এসম্পর্কিত রিপোর্ট ১৫ই আগষ্টের ব করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

। উপর হইতে বিমান প্রত্যাহারের দাবী

ত্তি সভার জনৈক সদস্য বলেন ৷ জাহাজ নালেরী সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির সভাপতি ি, দুর্ঘটনা অধিকাংশ জাহাজের উপর হইতে প্রত্যাহারের দাবী জানান।

এ মতের যে, বড়ই দুঃখের বিষয় আজ জাহাজের উপর হইতে বিমান প্রত্যাহার না

দুঃখ করে জাহাজের কাজের সম্বন্ধে তথা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন সরকার এবং জাহাজ মালিকদের সমিতির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সরকারী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেন।—জাহাজ সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি একটি বোর্ড গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করেন। উক্ত বোর্ডে জাহাজের কল, জাহাজ মালিকগণ এবং সরকারের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন।

জাহাজের প্রকৃত মালিকদিগকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয় কি না, উক্ত বোর্ড তাহা লক্ষ্য রাখিবেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে বে-আইনীভাবে মালপত্র রপ্তানী

১৩ই মে হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক চোরাই মালপত্রাদি রপ্তানী সম্পর্কে লিপিবদ্ধ ২৩টি ঘটনা ধরা পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিশ প্রায় ১২,৭০০ টাকার মিলের মালপত্র আটক করে।

কাঁচড়াপাড়ায় সহর নির্মাণ

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৭ সনের জমি দখল আইনের বলে কাঁচড়াপাড়ায় ১৮ হাজার একরের কিছু বেশী জমি দখল করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একটি সহর নির্মাণের জন্য এই জমি দখল করা হইতেছে।

এজন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মালোপযোগী ঘর নির্মাণ করা হইবে। সরকারীভাবে ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল প্রবর্তন করা হইলে কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে ষ্টেশন হইবে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণাধিকার বিল

সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গ কৃষ্ণাধিকারী সমিতি এবং ঐরূপ কৃষ্ণাধিকারী সমিতির পক্ষ হইতে এক যুক্ত প্রতিনিধিদল পূর্ব্ব বঙ্গের রাজস্বমন্ত্রির সমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গ কৃষ্ণাধিকার ও প্রজাস্বত্ব বিল (১৯৪৮) সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানান। প্রকাশ যে, তাঁহারা বর্ত্তা সাহেবের নিকট দাবী তাঁহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবী জানান এবং বলেন যে, যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে ক্ষতিপূরণ বাবত যেসব বড় দেওয়া হইবে তাহা হইতে যেন শতকরা ৩ টাকার পরিবর্তে ৬ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণাধিকারী সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত জেলায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের বাবোরত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য বলা হয়। এই ব্যাপারে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ব বঙ্গ কৃষ্ণাধিকারী সমিতির পক্ষে এবং ঐরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অমর আজহারুদ্দিন চৌধুরী প্রভৃতি ঐরূপ সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

সরকার যুক্তপ্রদেশ সরকারকে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুক্ত প্রদেশ সরকার কৃষ্ণার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

যেরূপ হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সরকারের এই অভিমতির কারণ এইরূপ বলিয়া মনে করেন যে, যুক্তপ্রদেশে খাদ্যের মূল্য হ্রাসিয়াছে চলা, এখন সরকারে যদি এর জন্য অর্থের আদেশ তবে এই মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির অসন্তোষের আশঙ্কার বাড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে যাহাতে ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক খাদ্যের মূল্য হ্রাসের জন্য অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অনুরোধ জানিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিভিন্ন ঔষধের সাপ্তাহিক পাইকারী দাম শতকরা ৪.৯ হারে বৃদ্ধি

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের অর্থিক উপদেষ্টা সপ্তাহখানেক বিভিন্নের ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ—১০০টি বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক দাম নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গত ১৭ই মে সপ্তাহ উহা শতকরা ৪.৯ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ওজনপুর দর, রায়বেরাদারে জোয়ার এবং ছোলা, ঘৃত ও তৈলের দর বাড়িয়া যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সপ্তাহে তুলাবীজ ও কাঁচা চামড়ার দর কিছু কমে, কিন্তু কাঁচা তুলা, রেড়ীবীজ ও লাক্ষার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্যের কাঁচা মালের মূল্য বাড়িয়া যায়। সুতা, তেজার চাদর, নারিকেল তৈল, লবণ, চামড়া, তিসি তৈল ও কাঁচার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত সপ্তাহে অর্থশাস্ত্রের আধা-তৈয়ারী মালের মূল্যও বাড়ে।

ঐ সপ্তাহে অর্থশাস্ত্রের তৈয়ারী মালের মূল্য বাড়িবার কারণ হইয়াছে সুতা কাপড়ের দর অল্প বৃদ্ধি। তাহা ছাড়া ঐ সপ্তাহে তামাক, তুলাবী ও রসায়ন দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন দ্রব্যেরও মূল্য বাড়িয়া যায়।

মোটর নির্মাণের নূতন কারখানা

সরকারী ১৮ মাসের মধ্যে বোম্বাইয়ে প্রতি মাসে ৩ হাজার ক্ষিকাযো যানবাহন মোটর নির্মাণের উপযোগী একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত সপ্তাহে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

বোম্বাইয়ের এক্সেলিয়া লিঃ-এর ডিরেক্টর মিঃ বি. এস. ভাটনগর সম্প্রতি এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইলেকট্রিক কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর সাথে

বাজারের কথা

যথাপূর্ব

কলিকাতা কেরানীর আশা

বিগত পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া বাজারে যে কর্মহীনতা পরিলক্ষিত হইতেছিল এখনও তাহার অবসান হয় নাই। সামান্য যেটুকু কাজ হইয়াছে তাহা প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীর শেয়ারেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। বাজারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল হওয়ায় বিক্রেতার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এই কারণেই কোন মূল্যহ্রাসও ঘটে নাই এবং বাজারের স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণভাবে বজায় রহিয়াছে।

• • • •

রায়রায়াবাদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি মূলাপকর্ষ পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বাজার এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাবৃত্ত রহিয়াছে। সর্বসাধারণের ধারণা যে, শেয়ারের দর একটা নামিয়া গিয়াছে যে তাহার পক্ষে আরও নামিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া সরকারী ঘোষণা এবং শেয়ারে বিনিযুক্ত অর্থের প্রাপ্য হ্রাস কিংবা লভ্যাংশের হারের কথা বিচার করিলেও শেয়ারের মূল্য যে নিম্নতম প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। কাজেই আলহীন মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট সহজতা অবলম্বন করিয়াছে এবং বাজারে নূতন কোন অভিঘাত চাপাইতে সাহস পাইতেছে না। প্রত্যেকেই অন্তরঙ্গচিত্তে দরের উন্নতির আশা পোষণ করিতেছে বলিয়া বিক্রেতার সংখ্যা স্বভাবতই কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য শেয়ার, প্রকৃত বন্দবিনিয়োগকারীরা এখনও বাজার হইতে দূরে সরিয়া থাকায় ক্রেতারও কোন প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না।

• • • •

বাজারে অর্থের অভাবই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দুই বৎসরের ক্রিক অভিজ্ঞতার ফলে প্রকৃত বন্দবিনিয়োগকারীরা বাজারে কোন উৎসাহ দেখাইতেছে না। কাশ্মীর ও রায়রায়াবাদ পরিস্থিতির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাজারে তাহাদের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তাছাড়া শেয়ার হস্তান্তর ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলি যে অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাও বাজারের উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস অথবা কোনরকমেই খারাপ বলা চলে না—শ্রমিক বিশৃঙ্খলাও বজায় অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির এই অনুদার নীতি কোনপ্রকারেই সমর্থন করা চলে না। শেয়ারের বর্তমান দর একেবারেই বেশের নিম্নোর্ধ্বের বাহিরে। আশা করি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বল এইবার তাঁহাদের এবারে অনুসৃত নীতির যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিবেন।

• • • •

[illegible] গত পাঁচ বৎসরে কোন বিশ্ব [illegible] ও ১৭ কোটি টাকা বন্ধ চাহিয়াছে, এই সংবাদের সত্যতা আমরা এখনও নির্ধারণ করিতে পারি নাই। কিন্তু যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহারা যে সম্প্রসারণের ফলে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা উৎসাহের সহিত এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করিতেছি।—চাঁচা আয়রণের কেন্দ্রার শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা এখনও সফল হয় নাই। খবরে জানা গিয়াছে, বর্তমান মূল্য অনুসারে প্রতি কেন্দ্রার শেয়ারে ৫খানা অথবা উর্ধ্বসংখ্যা ১। খানা সাধারণ শেয়ার দেওয়া হইতে পারে।

• • • •

ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের দরও প্রায় স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। তাহে ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের মধ্যে কাঁচা পাটের যোগানের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তদনুসারে পাকিস্থান সরকার ভারতকে ৫০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট সরবরাহ করিবে। ইহাতে মিলগুলি কাঁচা পাটের যোগান বন্ধ হইবার সম্ভাবনার যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরেই এই বিভাগে শেয়ারের দরের বেশ উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। তবে এই বিভাগে আরও উন্নতি হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

• • • •

কয়লাখনির শেয়ারে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। তবে মোকারো রামগড় কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে চাহিদা ছিল। অকারণের কোন বন্দবিনিয়োগকারীর কর্মতৎপরতার ফলে মোকারো রামগড়ের দর ২১ টাকা হইতে ৩১ টাকা পর্যন্ত উঠে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে সাতপুকুরিয়া আদানসোল-এর বেশ চাহিদা ছিল এবং পরিশেষে ২৲ পর্যন্ত উঠিয়া কাজ বন্ধ হয়।

• • • •

কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। শুনা যাইতেছে যে শীঘ্রই পুনরায় কাপড়ের উৎপাদন অথবা বিক্রয়করের নিষ্পত্তি হইতে পারে। বিক্রয়করের পর হইতে কাপড়ের দর যে রকম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে জনসাধারণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিক্রয়কর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিভাগে মূল্যের সামান্য অবনতি হইলেও হইতে পারে। শুল্ক সংসদের (Tariff Board) রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই মনে হয়।

• • • •

[illegible] পাওয়া গিয়াছে যে, কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ [illegible] করিয়াছেন। প্রকাশ যে তাঁহারা এজন্য আবেদন করিয়াছেন যে এই সপ্তাহেই যেন ঘর বন্দলের কাজকারবার করা যাইবে। যে সব শেয়ারের কাজ বেশী হয় সেগুলি সবই ক্লিয়ারিংএর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা শুভ সংবাদ এবং আশা করা যায় যে সপ্তাহে দুইটি দিনে ক্লিয়ার সার্কিসের যে আইন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা ক্লিয়ারিং এর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে।

• • • •

বাজারে ঘরের স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, যে-কোন শুভসংবাদেই ঘরের উন্নতি ঘটিবে। বর্তমানে বাজার যে কর্মহীনতার বাজারে পরিণত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও বর্তমান রহিয়াছে। কাশ্মীর এবং রায়রায়াবাদের সমস্যা ছাড়াও দেশী বহিবাণিজ্যের সম্ভাবনার আশঙ্কাজনক উন্নতি বাজারে বর্তমান দুরবস্থার জন্য কম দায়ী নহে। দেশী সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা মূলধনের বাজারে ভো আছাই। সঞ্চার করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবার কমা হইলেও সরকার তাহার সম্প্রসারণের যাহা করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

• • •

সরকারী ঋণ—

এই বিভাগে কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে পরিবর্তে ঘরেরও কিছুটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৮৯ ১০৫৷৩০ (১১)। ৩½ সুদের ১৯৪১-৪৭ ১০১১০, ৩½ সুদের ১৯৪৬-৫৮ ১০১৷৷, ৩½ সুদের ১৯৬৯-৭০ ১০৩৷০, ২½ সুদ ১৯৬৭ ১০১৷৩ (১০১৷৩০) ঘরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চাহিদা খুব বেশী ছিল এবং ঘরে বেশ উন্নতি হইয়াছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ঘরের কিছু অবনতি হইয়াছে। বিজয়া ব্যাঙ্ক ১০৫৲ (১০৫ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২০৪৲ (২০২৲) হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ৩৸৩, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯৸৩ (৯২ এবং সেন্ট্রাল ৮২৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লাখনি—

বাজার বিভাগে বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং ঘর পরিশেষে অত্যন্ত কম ছিল। চুকলিয়া ১৫৲ কেন্দুদি ২৲, ঈষ্ট ইন্ডিয়া ৩০৷০, সাতপুকুরিয়া সিমারেণ্ডোল ১৯৲ সাউথ কাশীপুরা ২১৲ ও ১ আদুনিয়া ১৮৷০ পর্যন্ত কাজ হইয়া বন্ধ হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

বা প্রায় স্থিতিশীল রহিয়াছে। কামদুর। টাইল-এর যোগান দেওয়ার সময়ে এখনও কোন ঘরে পাওয়া যায় নাই, এজন্য ঘরেরও বিশেষ অবনতি হইয়াছে। বেঙ্গল কামদুর ২৩৸০, ঢা

ভারত-পাকিস্থান পারস্পরিক সহযোগিতা

...তীতে পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত সপ্তাহে ঘোষণা হইয়াছে। এই চুক্তির বলে পাট ও বস্ত্রের যে অভিযোগ দেখা গিয়াছিল তাহা বিদূরিত হবে, পাকিস্থান ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় ন ও পাট উৎপন্ন পরিমাণে সরবরাহ করিবে হইয়াছে। এই চুক্তি ১৯৫৯ সালের ১লা হইতে ১৯৬১ সালের ৩১এ জুন পর্যন্ত বলবৎ । তবে কাঁচা তুলা ও বস্ত্র সম্পর্কে যে চুক্তি তাহা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখ ১৯৬১ সালের ৩১এ অগাষ্ট পর্যন্ত বলবৎ ।

চুক্তি অনুসারে পাকিস্থান ভারতীয় ইউনিয়নে পাট কাঁচা পাট রপ্তানী করিবে (ভারতের ৫৫ লক্ষ গাঁইট) এবং ভারতীয় ইউনিয়ন লক্ষ গাঁইটের বেশী পাট বিশেষ অনুমতী ব্যতিরেকে পাকিস্থান ভারতীয় ইউনিয়নে ৪ গাঁইট কাঁচা তুলা রপ্তানী করিতেও পারিবে

কাঁচা তুলা ও বস্ত্রের আমদানী রপ্তানী বিষয় বাদ দিলে পাকিস্থান যে সব ইতি এলাকার মারফত সংবরাহ করে ভারতীয় ইউনিয়ন সাধারণ সংবরাহ তার অধিক পরিমাণের জন্য কিনিতে হইবে না বলা হয় নাই।

তীয় ইউনিয়ন পাকিস্থানে ঐসব মালের জন্য, লৌহ, বস্ত্র, রাসায়ন ও অন্যান্য শিল্পজাত রপ্তানি করিবে। সমস্ত সংবরাহ ধরা হইবে ১০,০০০ টন হিসাবে, বস্ত্র ও সুতা সরবরাহ ৪ ৪ লক্ষ গাঁইট, (সুতা ১লক্ষ গাঁইট) যোগান করা হইবে ১৫,০০০ টন, এবং লৌহ করা হইবে প্রতি তিন মাসে ৪,০০০ টন। কি পরিমাণে সরবরাহ করা হইবে তাহা া নাই। মোটামুটি শর্তাদি ও অর্থনৈতিক ন ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনার সঙ্গে যোগাযোগ তেছে করিয়াছে ইহাই সংবরাহের আশার

বাজারে যে ব্যাপক-ভাবে বেচা কিনা হইয়াছিল তাহার কিছুটা ইতি হইয়াছে। বেচা-একটী সমিতি গঠিত হইবার ফলে মূল্য সন্তোষ হইয়াছে,—বৃহস্পতিবার তারিখে মোট গাঁইট তুলা ক্রয় করিয়াছে। আই সি, সি, ১ টাকা হইতে ৭০৫ টাকায় উঠিয়াছিল পর্যন্ত ৭০৯।০-তে নামে। পূর্বের সপ্তাহে সি, মূল্যবৃদ্ধির ফলে খুব উৎসাহ দেখা হইয়াছে, হইতে ৭১২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

আরম্ভ করিয়াছে। গত সপ্তাহে হইতে মেসার্সে অধিকতর পরিমাণে তুলা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বোম্বাইয়ের তুলার মজুত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১০,৪৮,০০০ গাঁইট হইতে ১০,৯৭,০০০ গাঁইট হইয়াছে। আশা করা যায় আগামী এই বৎসর (১৯৫৮-৫৯) তুলার উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইবে, কারণ এই বৎসর অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়াছে।

সোনা-রূপা

সোনা-রূপার বাজারে কিছুটা তৎপরতা দেখা গত সপ্তাহে সোনার নগদ মূল্য ছিল ১১৮৫০ কাছাকাছি, কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সংবাদপত্রে বৈদেশিক আদান সম্বন্ধে আশা মিলিয়া মিলা ১১৮৬০-তে পৌঁছায়। কিন্তু বাজার বন্ধের পরে আবার চড়িয়া মূল্য ১১৮৮০-তে পৌঁছায় এবং শুক্রবারের বন্ধ হয় যে, রাজধানীর সরকার সরকারের কোন সম্ভাবনা নাই দেখে বলে ফলে চড়িয়া ১১৮৫০ মিলা দাঁড়ায়। সোনার মজুত মাসের পরিমাণ কমিয়া ১৪,০০০ ডোলার আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমদানীর পরিমাণ ৮,০০০ ডোলা বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ ১২,০০০ ডোলার কাছাকাছি।

সোনার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপার দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রূপার নগদ মূল্য পূর্বে যেখানে ১৭৯০ ছিল গত সপ্তাহের শুরুতে তাহা ১৮০ টাকাতে আসিয়া পৌঁছায় কিন্তু বৃহস্পতিবার আসার তাহা কমিয়া ১৭৯৫০-তে মিলা দাঁড়ায়। বৃহস্পতি চীন আবার রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুতকরণ করিবে বলিয়া বাজারে গুজব রটিবার ফলে রৌপ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

চা—

কলিকাতার চা নিলামে ও মুখবার প্রায় ১৪,০০০ পাকেজ চা বিক্রয়ার্থ বন্ধ বাজারে মিলাম করা হয় এবং ফলাফল প্রয়োজন মিটাইবার মতন ১৪,০০০ উঁচা চায়ের পাকেজ ও ১১৩০০ পাতা চায়ের পাকেজ বাজারে ছাড়া হয়। বেচা বাজারে ভাল চায়ের চাহিদা ভালই ছিল কিন্তু নিচুই শ্রেণীর চায়ের একেবারে কোন চাহিদা ছিল না।

আন্তর্জাতিক চা চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩১এ মার্চ শেষ হইয়া যাইবে এবং সেইজন্য নিখিল সরকার ভারত, পাকিস্থান ও সেরোলোনের সঙ্গে নূতন চুক্তি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্থান সরকার এই চুক্তিতে যোগদান করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন পাকিস্থানের বাহির এমনি যোগ থাকিবে, তাহা চায়ের বাজার পাকিস্থানকে সাহায্য করিতে হইবে এবং পাকিস্থানে উপযুক্ত পরিমাণ

গুড় ও চিনি

রসুল বাজারে গুড়ের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং উহার নগদ মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১০ টাকা। আখচাষের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে আশা করা হইয়াছে কিন্তু চলতির পরিমাণ খুব বাড়িয়াছে। ফলে চলতি ব্যবসার উন্নতি হইবার ফলে বিভিন্ন বাজারে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সুগার টেকনোলজিস্ট হিসাবে করা ভারতে চিনির উৎপাদনের পরিমাণ আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০শে এপ্রিলের শেষ ভাগে যেখানে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩,০৩৬ টন দাঁড়াইয়াছে সেখানে হইয়াছে ১১,১২,১৬৫ টন।

চামড়া

বাজার হইতে প্রচুর চামড়া আমদানী হইবার ফলে স্থানে করা চামড়ার খুব অভাবনা হইয়াছে, কিন্তু বিদেশী ক্রেতার অভাবে ব্যবসা বাড়িতে পারে যাইতেছে।

তৈলবীজ

তৈলবীজের সম্পর্কে কোন মীমাংসা না হওয়ায় তৈলবীজের বাজারে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—ফলে বাজার খুব উৎসাহের বন্ধ: বহুপতি স্থানীয় করিবার লাইসেন্স নব দিবসের হইবার ফলে বাহিরে রপ্তানী করা যাইতেছে না। ফলে ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তৈলবীজ সরবরাহ করিতেছে এবং তাদের বাজার দখল করিতেছে। তাছাড়া ভারতীয় বীজের মূল্য বর্ধমানে ব্রেজিল কিংবা আর্জেন্টিনা হইতে অনেক বেশী অবশ্য সংবাদের এইদিকে কোন দৃষ্টি যায় বলিয়া মনে হয়। বৃহস্পতিবার যেখানে ১৭,০০০ টন তৈলবীজ সরবরাহ করার কথা ছিল সেখানে তাহার অর্ধেকও সরবরাহ করা হয় নাই, ফলে আমরা অতি-প্রয়োজনীয় ডলার অর্জন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সরকার যদি তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে অবহিত হইয়া কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে অদূরভবিষ্যতে আমাদের তৈলবীজের ব্যবসায়ে প্রচুর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি

(পূর্বাংশ ৩১২ পৃষ্ঠায়)

পাট—প্রয়োজন চুক্তি বাজার টন। পাকিস্থান চুক্তি বাজার টন সবই সরবরাহ করিবে।

তিসিবীজ—প্রয়োজন প্রতিবছর এক বাজার টন। পাকিস্থান ভারতের প্রয়োজন সরবরাহ করিবে।

কাঁচা চামড়া

প্রয়োজন—চল্লিশ লক্ষ পঞ্চ—ভারতকে সরবরাহ লক্ষ পঞ্চ সরবরাহ করা হইবে।

তৈলবীজ—প্রয়োজন চুক্তিলক্ষ মণ—পাকিস্থান ভারতের সমস্ত চাহিদা মিটাইবে।

অর্থলোক

সরকারী ঋণপদ্ধতি

অধ্যাপক ...

মধ্য সম্পাদিত ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি লইয়া কিছু হৈ চৈ হইতেছে। গত মার্চ মাসে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থের বাণিজ্য বন্দোবস্তের বিষয় করা হয় এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মালপত্রাদির উপর নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞার আরোপ করার ফলে যখন দুই রাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা অর্থের পরিমাণ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে, তখন হইতেই এইরূপ একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল, তিনমাস পরে এতদিনে সেই চুক্তি সম্পন্ন হইল। এই চুক্তি আগামী এক বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।

পাকিস্তানের প্রধান প্রয়োজন ছিল কাপড়, সুতা, ইস্পাত, ঢালা লোহার চোপল, পাইপ্রাক অর্থাৎ লোহার চুল্লী, কাগজ, ওষুধ ইত্যাদির। ইহার মধ্যে পাকিস্তান তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন কাপড় ও সুতা ভারতবর্ষের নিকট হইতে পাইবে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যগুলি পুরাপুরি কিংবা প্রায়প্রায় ভারতসরকার প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই।

ভারত সরকারের প্রধান প্রয়োজন ছিল কাঁচা পাটের, কাঁচা তুলার এবং খাদ্যশস্যের। ইহার মধ্যে কাঁচা পাট প্রার্থিত পরিমাণ প্রায় পুরাপুরি পাওয়া যাইবে, কাঁচা তুলা প্রয়োজনীয় পরিমাণের দুই-চতুর্থাংশের কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে, খাদ্যশস্য প্রার্থিত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যাইবে। তবে পাকিস্তান কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য বাড়তি করিয়া দেয়, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

উক্ত রাষ্ট্রই যাহাতে পরস্পরের প্রয়োজনীয় মালপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে পারে এমন প্রয়াস করিবে বলিয়া স্থীকৃত হইয়াছে। এই চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন অবস্থায় আবশ্যক যে কোন মূলধন জিনিষের নাম উল্লেখে প্রকাশিত তালিকানুযায়ী মাসের সাধিক মূল্য করা যাইতে পারিবে। এই চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতি মাসে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবরণী বিনিময় করা হইবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করিয়া দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক বসিবে। এই সকল ব্যবস্থাবলম্বনের ফলে এই চুক্তিকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সাধক করিয়া তোলার কাজে বিশেষ সাহায্য করা হইবে বলিয়া দুই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন।—ভারতবর্ষের তরফ হইতে এই চুক্তির যে কোনরূপ খেলাপ হইবে না, তাহা অবধারিত। কিন্তু দুরভিসন্ধিপরায়ণ পাকিস্তান এই চুক্তির অন্তর্নিহিত দুরূহতা ও আন্তরিকতার অভাব কতদিন অবধি বজায় রাখিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। যাহাই হউক, আমরা আশা করিব যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এবার তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থেই সর্বপ্রকার অসহযোগিতা বন্ধ করিবেন এবং ভারত সরকারের "তিরস্কার" করিবেন না। কারণ, গ্রহণ ভারতসরকারের অবশ্যম্ভাবিত "পঞ্চশিলা"র মেরু ভাঙিবার পরে এবং সে অবধি ঘটিয়া গেলে অনিবার্যিক ক্ষেত্রে অনুবিধাটা পাকিস্তানের পক্ষেই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। ভারত ও পাকিস্তানের উভয়ের কাছেই যে উভয়কে প্রয়োজন এবং তৈয়ারি নয়ই যে এরূপ বাণিজ্যিক পথ, ইহা পাকিস্তান সরকারকে ভারত সরকারকে এরূপ বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা ইহা বহু পূর্ব হইতেই বুঝিয়া বসিয়া আছেন। বরং একটু অধিক পরিমাণেই বুঝিয়া বসিয়া আছেন। যত শীঘ্র উভয়ই এই কথা তত শীঘ্র মঙ্গল—আমরা আশা করি পাকিস্তান সরকার অচিরেই সেই গ্রহ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবেন।

* * * *

ভারত-পাকিস্তান চুক্তির ফলে ভারতবর্ষের কাঁচা পাট সমস্যার যদি সমাধান হয়, তবে হইলে ভারতবর্ষের একটি প্রধান চিন্তা সম্পর্কে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়ার অবকাশ ঘটিবে। কাঁচা পাট সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান চুক্তির মর্মার্থ হইল এই যে, ভারতের বর্তমানে ৯ লক্ষ গাঁইটের অধিক পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি করিতে পারিবে না। এই পাট ভারতের বাহিরে ভারতীয় চটকলে ব্যবহারের উপযোগী নহে। ইহার পূর্বেও এই শ্রেণীর পাট রপ্তানী করাই ব্যবস্থা হইত।—ভারত সরকার তাঁহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ৪৫ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট পাকিস্তানের নিকট হইতে আদায় করিবেন, তদুপরি ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্তান ভারতবর্ষকে সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। এই সরবরাহের প্রতিশ্রুতি যদি পাকিস্তান সরকার ভঙ্গ করেন অথবা প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের চটকলগুলিতে কাঁচা পাট সরবরাহ বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে।

দুরপূর্ব কালের পাঁচ বৎসরের হিসাব (১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত) হইতে দেখা যায় যে, তখন চটকলগুলির কাঁচা পাটের বাৎসরিক গড়পড়তা প্রয়োজন-পরিমাণ ছিল ৭৭.৫ লক্ষ গাঁইট এবং রপ্তানী পরিমাণ ছিল বাৎসরিক গড়পড়তা ৩১.১ লক্ষ গাঁইট। দুরবর্তী কালের পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা হিসাবে (১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত) উক্ত পরিমাণ যথাক্রমে দাঁড়ায় ৬৩.৬ লক্ষ এবং ১৩.৬ লক্ষ গাঁইটে। কাজেই বর্তমান সময়ে পঞ্চাশ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাটের সংস্থানের সম্ভাবনায় যে ভারতীয় চটকলগুলি উৎসিত হইবে, তাহা আতিশয্য :—এখন এই প্রাক্‌যোগ যেন অবধি সফল হইলেই মঙ্গল।

* * * *

১৯৪১ সালের ২৯শে জুনের ৩৫ কোটি টাকার ঋণপত্র ১লা জুন তারিখেই পাইট্টা যাওয়ার পরে ভারত সরকারের নূতন ঋণগ্রহণ বন্দোবস্তের কি হইবে এ-প্রশ্ন সকলের মনেই উদয় হইতেছিল। ১৯৪১ সালের ঋণপত্রের ৮৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩৫ কোটি টাকা অপেক্ষাকৃত সহজে নূতন ঋণপত্রে অন্তর্ভুক্তি করিয়া লওয়ার সরকারী চেষ্টাতে আমরা যে খুব বেশী বিস্মিত বা মুগ্ধ হইয়া যাই নাই, সেকথা আমরা গত সপ্তাহেই বলিয়াছি।

কিন্তু সেকথা ছাড়িয়া দিলেও ভারত সরকারের উচিত উহাদের অবিলম্বে ঋণগ্রহণের পরিকল্পনা আলোচনা প্রস্তুত করা এবং বাজারকে সেই পরিকল্পনার পথে টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এখন হইতেই সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করার চেষ্টা করা। কারণ, গত ঋণ-পরিকল্পনার "সাফল্য" হইতে ভারত সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণসম্পর্কিত ব্যবস্থাদির জন্য আহ্বান করিলে তাহা নিছক বাতুলতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ৩৫ কোটি টাকার অবশিষ্টের পরেই বাজারে ১০০ টাকা অপেক্ষা নিম্নতরে ১৯৪১ সালের ২৯শে জুনের ঋণপত্রের ক্রেতারেরা হাত দেয়, পরে অন্য তাহার দাম ১০০৲ পর্যন্ত উঠে। কাজেই ওই ঋণপত্র সম্পর্কে কিছু করিয়া অর্থাৎকে উৎসাহিত করিবার কারণ নাই।

একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের বর্তমান বাজারের জন্য ভারত সরকারকে ১৫০ কোটি টাকার ঋণ বাজার হইতে তুলিতে হইবে। কিন্তু এই কোটি টাকার ঋণপত্র কতদূর সাফল্যের পরিচয় দিবে এবং পূর্ব হইতেই ইহার কতকার্যতা সম্পর্কে সরকার কতদূর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন, তাহার উপর সমস্ত টাকার ঋণপত্র গ্রহণ করিতে বাজার সমর্থ হইবে কিনা, তাহা নির্ভর করিতেছে। অতএব এ-সম্পর্কে একটু সাবধানী হওয়া দরকার। দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রের জন্য যদি ৩, ৪ বৎসর বন্ধ এবং সেরূপ দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রগুলির কোন উদ্দেশ্যে যদি ভারত সরকারের হাতে তাহা হইলে সে-বিষয়ের এখন হইতে তৎপর হইয়া পূর্বাহ্নে জনসাধারণের নিকটে বাজারকে অনুকূল পথে পরিচালিত করা আবশ্যক।

* * * *

১৯৪১-৪২ সালের ঋণপত্রের অবশিষ্টাংশে ব্যাপারটা আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে মিটিয়া যে ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট তারিখের পূর্বে আর সরকারের আর কিছু ঋণ পরিশোধের দায় থাকিবার ব্যাপার নাই (ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে ৩ টাকা সুদের ১৯৪৩-৫৫ সালের ঋণপত্র কিন্তু যাহা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট তারিখেও যে ফিরাইয়া লইতে পারেন, অথবা ১৯৫৫ সালের ১লা জুন পর্যন্তও অপেক্ষা করিতে পারেন। এ ঋণপত্রের পরিশোধ ৬৩.৬৫ কোটি টাকা), আর ঋণপত্রের ৩ টাকা সুদের ১৯৪৮-৫৩ সালের ৫.৩১ কোটি টাকার (প্রথম পরিশোধের তারিখ কিন্তু আগে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ কিংবা ১৯৫৩) এবং ২৫ই জানুয়ারী (১৯৪৩) তারিখের পরে পরিশোধ ৫.২১ কোটি টাকার মুদ্রাবিধান পুরস্কার ঋণপত্রের ছুটি ছোট বাকি আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে ভারত সরকার হাতে এখন প্রচুর সময় আছে। অধিকন্তু প্রতিটি পরিশোধ অবশ্য হইলে এবং সমস্যের বাজারটিকে যে

[illegible] ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া [illegible] ১৯৯ হইতে ক্ষমতাসীন [illegible] অথবা ৯ হইতে বিরোধীদলীয় [illegible] হইল, তাহাদের প্রয়োজনের সময় পরিবর্তন [illegible]

তাঁহাদের বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সক্ষম [illegible]—কিন্তু অর্থমন্ত্রালয়ের মনে এই বিষয়ে [illegible] বক্তব্য রাখা প্রয়োজন যে, ঋণ হইতে [illegible] সাহায্য লইয়া যাবতীয় [illegible] অর্থসংগ্রহ করা [illegible] এবং সরকারী কর্মচারীদের [illegible] নিয়ন্ত্রণকারীদের 'ফি-হাতি [illegible] হইবার [illegible]—ছোট ছোট নগদ টাকার [illegible] কলম। [illegible] ১০০ কোটি টাকার [illegible] বাজার ঘুরিয়াও তাহার সরকার [illegible] তাহার প্রতিটি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন [illegible] সঙ্গে অর্থমন্ত্রালয়ের হিসাব [illegible] ও বিভাগ [illegible] বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। [illegible] না কেন, আমাদের মনে হয়, তাহা সরকারের [illegible] করা প্রয়োজন।

• • • •

[illegible] সপ্তাহে মোটা ৬ কর্মকর্তার তলে [illegible] ছিল সপ্তাহের শেষার হিসে [illegible] ছিল কিন্তু শেষের দিকে টাকার [illegible] দেখা যায়। [illegible] তারিখে সমাপ্ত [illegible] হিসাবে দেখা যায় ১ কোটি [illegible] ৩ কোটি টাকার আবেদন [illegible] ছিল। পূর্ব সপ্তাহে এই আবেদনের [illegible] ছিল মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ১ কোটি টাকার আবেদনের পুরাপুরি [illegible] আবেদনকারীর অনুকূলে ছাড়ে যায় [illegible] সবকয়টি ৯০ হাজার ছিল আছে, সবকয়টি ৩ ১ কোটি টাকার আবেদনের [illegible] লক্ষ [illegible] হইতে দেওয়া করা হইয়াছে।

• • • •

[illegible] সরকারের যে পাঁচটি [illegible] প্রবর্তন করিবেন, এখন [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] আর্থিক প্রয়োজনের দিক হইতে বর্তমানে [illegible] বাজারীদের প্রবর্তনের আবশ্যকতা [illegible] হয়, পাকিস্তান সরকার মনে করেন যে অবিলম্বে [illegible] শেয়ার বাজার স্থাপন প্রয়োজন আছে। [illegible] তাঁহারা প্রতি [illegible] সপ্তাহে ১৫ লক্ষ টাকার [illegible] শেয়ার ক্রয় আবেদনের আহ্বান করিবেন বলিয়া [illegible] বিয়াছেন।

• • • •

[illegible] আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ৩০০ ডলার ঋণ করিয়াছে। ভারত সরকার [illegible] কোটি টাকা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে [illegible]—এইবারকার ঋণের হিসাব করিলে [illegible] মিকট আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নিকটে [illegible] মোট পরিমাণ দাঁড়াইল ৩,৬৩,৩০,০০০। [illegible] আর্থিক বৎসরান্তে ভারতবর্ষকে যেমনভাবে [illegible] করিতে হইবে, তাহা পরিপূরণের জন্যই এই [illegible] অন্য ইঁহারা প্রকৃতির হিসাবনিকাশে দেখা যায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই উভয় দেশেরই [illegible] নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতবর্ষের [illegible] নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৮০১.৮৮ কোটি টাকা (১,৮০০.৮০ কোটি টাকা) এবং পাকিস্তানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩১.৪১ কোটি টাকা (২৯.২৫ কোটি টাকা)। ভারতবর্ষে বক্ষ ব্যাঙ্কিং বিভাগে ব্যাঙ্কের নোটের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ১১.৭৩ কোটি টাকা হইতে ১৮.৫৫ কোটি টাকায় এবং পাকিস্তানের বক্ষ ব্যাঙ্কের নোটের পরিমাণে সমান বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ১১,৪৪৪ টাকা হইতে ১১,৪৪৪ টাকায়। সমগ্র নোটের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই (১,৩৫০.১৮ কোটি টাকা—১,৩৫০.৪৮ কোটি টাকা)। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানী রৌপ্যমুদ্রা এই উভয়ক্ষেত্রেই হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষীয় রৌপ্যমুদ্রা আলোচ্য সপ্তাহে ৩২.৩ কোটি টাকা হইতে ৩৮.১৬ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং পাকিস্তানী রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ৩.৮১ কোটি টাকা হইতে সমান হ্রাস পাইয়া ৩.৭১ কোটিতে অবস্থিত দাঁড়াইয়াছে।—মুদ্রাভাণ্ডারের পরিমাণ ১১৮.৮৭ কোটি টাকাতে অপরিবর্তিত আছে।

• • • • •

[illegible] হিসাবে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] ১৩৯.৩ কোটি টাকা হইতে ১১০.৭৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য সরকারী জমার প্রায় তিন কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, দেখা যায় (১৩.৫৩ কোটি—১৩.৮৮ কোটি)। বিভাগে ব্যাঙ্কে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমার হ্রাস ঘটিয়াছে (১০১.৪৬ কোটি টাকা—১০২.০২ কোটি টাকা)। প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কাদের হিসাব পরিবর্তন ঘটে নাই। বহির্দেশীয় জমার কিন্তু বর্ধনের অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে (৪১১.০৩ কোটি—১২৭.৭১ কোটি)। অনিবাসিদের পরিমাণ পূর্বেকার সপ্তাহের ৪১.৫৫ কোটি টাকার স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৪১.৫৭ কোটি টাকা হইয়াছে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার ৯২.৬৮ কোটি টাকা হইতে ৫৯.১৮ কোটি টাকায় হ্রাস দেখা যায়। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারী জমার ৬.০৩ কোটি টাকা হইতে ১০৫ কোটি টাকায় উন্নতি দৃষ্ট হয়।

• • • •

১৯৪ মে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ঋণদানের মোট অঙ্কের পরিমাণ ৬৩১.৫৬ কোটি টাকা হইতে ৬২১.৭৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোটামুটি অঙ্কের পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩১৭.৬৩ কোটি টাকা হইতে ৩১৩.৪৭ কোটি টাকায়। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত টাকার পরিমাণ ৬১ লক্ষ টাকা বর্ধিত হইয়া ৩৯.১৩ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। বিভাগে ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৫.২৭ কোটি টাকা হইতে ১২.৭১ কোটি টাকায়। ঋণদানের পরিমাণ ৭৫৮.১৮ কোটি টাকা হইতে ৭৫৮.৮১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে এবং তফসিলে বর্ধিত পরিমাণ ১৮.৭৯ কোটি টাকা হইতে ১৯.১৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পাকিস্তানস্থিত চলতি-আয় মেয়াদের পরিমাণ ৮৮.৫৯ কোটি টাকা হইতে ৮৯.৮৩ কোটি টাকায় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়াদান্তে মেয়াদের পরিমাণে সামান্য ৫ লক্ষ টাকার হ্রাস সংঘটিত হইয়া পরিমাণে উহা ১৮.৩১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। জমানের পরিমাণ ৩৩.১৫ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১.৩৫ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। তলানো ঘরিত পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৮১.৩১ লক্ষ টাকা—১২.৬৮ লক্ষ টাকা)।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৫নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের
বিশেষ সুবিধাজনক সর্তাবলী :

- মাত্র ১০৲ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৫০৲ টাকা ন্যূনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম
শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

এস. দত্ত

বৌথিক

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিকের নূতন মূলধন

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ১৯২১ সালের প্রকাশিত হিসাবনিকাশে আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। আলোচ্য বৎসরে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে ৬৩৯০ লক্ষ ইউনিট পরিমাণ বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হইয়াছিল,—১৯২০ সালে বিক্রয় করা হইয়াছিল ইহার অপেক্ষা ৭০ লক্ষ ইউনিট বেশী। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ২৪.৩ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২১৮ লক্ষ পাউণ্ডে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ব্যয়ের পরিমাণও ১৮.৩ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯ লক্ষ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হেতু বৃদ্ধি, পুরাতনো যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং বর্দ্ধিত হারে সাধারণতঃ, কয়লা ইত্যাদির মূল্য-প্রসারের ফলেই পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১ সালের মোট লাভের পরিমাণ যেখা হয় ১৪৩,৬২১ পাউণ্ড. ইহার মধ্য হইতে কর বাবদ ৪০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। "অবসর কালে একালীন দান" তাতারে (রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি ফাণ্ড-এ) ৩০০০০ পাউণ্ড জমা হইয়াছে এবং পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য ১২৫,০০০ পাউণ্ড ধার্য্য করা হইয়াছে। সাধারণ অংশের জন্য বার্ষিক শতকরা ৬ পাউণ্ড হারে মোট লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৮৭,৯৬১ পাউণ্ডের।

এই প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ সম্পর্কে বার্ষিক সভায় সভাপতি তার ঘোষণা তোলাপাড়ে যে কয়টা প্রশ্ন অবিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার (বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সরকার) ক্যালকাটা ইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার বন্ধে গ্রহণ করিবার অধিকার প্রয়োগ করিবেন কিনা, কয়েক মাস পূর্ব্বেও সে বিষয়ে সন্দেহ থাকাতে, এই প্রতিষ্ঠানের ছোটখাট উন্নতির কাজগুলি মনিবিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অথবা বন্ধ করিয়া চালান হইতেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে আপিষার পরে আর এখন ওবিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ সরকার আসামত তাঁহাদের ওই অধিকার প্রয়োগ করিবেন না জানাইয়া দিয়াছেন। কাজেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সুবিখ্যাত লভ্যাংশের উল্লেখ (এইখানে উল্লেখযোগ্য যে এই লভ্যাংশ কাল যথাযথ কর্পূর্ণ ভাবে ১৩ বৎসর কাল লভ্য দাঁড়াইবে) যে বিপুল নূতন মূলধনের প্রয়োজন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সে মূলধনের সমাক সংস্থান করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বর্দ্ধিত করার এবং তন্মধ্যে অগ্রাধিকার পরিমাণ ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে বর্দ্ধিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাইসেন্সের সর্ত্তানুসারে নূতন মূলধন বিনিয়োগের পক্ষতা এবং তাহা বন্টনের অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা প্রয়োজন এবং —এই প্রস্তাবিত নূতন মূলধন কবে এবং কি সর্ত্তে বিনিয়োগ হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

এই নূতন মূলধনের অংশবিশেষ কাশীপুর ষ্টেশনের বাকী বিদ্যুৎকারী সমাপ্ত করার জন্য ব্যয়িত হইবে। ১৯২৩ সালের প্রথমার্দ্ধে কাশীপুর ষ্টেশন কার্য্যক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্তের সম্প্রসারণের জন্যও এই মূলধন প্রয়োজন। নূতন সাবষ্টেশনের পত্তিয়া তোলার জন্যও বিস্তৃতির পরে অর্থের প্রয়োজন হইবে।—সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ সহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিককে অগ্রসর করা হইবে এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে বৈদ্যুতিক রেলপথের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তদনুযায়ী ক্যালকাটা ইলেকট্রিকের সাধারণ অপরিবর্ত্তন:—অতএব এই

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনাবলীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এতদ্ভিন্ন জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং সোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কাল ৩৬২৪ ও কাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের কাজ জন্য সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা তাড়াতাড়ি মিটানো সম্ভব নয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় এবং তাহা সময়সাপেক্ষ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত সম্প্রসারণের অজুহাতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিককে যখন চাহিদা মাফিক সরবরাহ করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না, তখন বিদ্যুতের সরবরাহ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে।—সর্ব্বাধিক উন্নত পরিকল্পনা এবং সম্ভাবিত সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করা বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমানে এরূপ ঠিক করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের

যথাপূর্ব্ব

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

টেলিফোন ১০৮৮০ (১১৮০) তারবার্তা ১৭৯, এলিফ ৫১৮০ ও মিউ ডিস্ট্রিবিউটরি ৪১০ (৪৮০) পাউণ্ড কাজ করিয়াছে।

চটকল—

ইহা সাউথ মোকামের মাসাবে আয়ের ৪ পার্সেন্টের বাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধি সম্পাদিত হওয়ার জন্য এই বিভাগে কাজ অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছে। বন্দের উন্নতি সর্ব্বক্ষেত্রে মেয় অবধি রক্ষিত না হইলে মোটামুটি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩১১৲ (৩০৬), টিটাগড় ১১০৲, ফেটা ১৮২৲, কো ফ্রাটার ১৮৭৲ বাওড়িয়া ৮০৲, (৭৯০), ইণ্ডিয়া ৪০১৲, মহীয়া ২১৲, ফুলেশ্বর ২৮৫ ও বিলাতে ৮৫০ পাউণ্ড কাজ করিয়াছে।

বিবিধ—

কাজের পরিমাণ মন্দা বলিলেই হয়। কেহ এবং বিক্রেতা উহাতেই অল্প ছিল। এই কারণে বন্দের সামান্য অবনতি হইয়াছে। বন্ধ কর্পোরে ৩৮৭০ (৪৲), ইণ্ডিয়া কপার ১৮৭৲, ভারতেশ্বর ফেডারেশনে ২১৮৭৲, মোবারাণী ৩৭৲, কলিকা ইলেক্‌ট্রিক ১১৮৲ (১২৪৲), ইণ্ডিয়ান আয়রণ ১২ (১১৮৲), ফেলস ১৭৮৲ (১৮১৲), ফুলাবুদী ৯৷ বার্মাস ৩২৲, টিন কর্পোরেশন ১৪৲, টেমটা মেসিনারী ৭৩৲, অ্যাসুমিনিয়ম কর্পোরেশন ৬ বড়াই কোক ২৩৲, বামার লরি ৩৪২৲, বি অ কর্পোরেশন ৮৩৲, এক অ্যাণ্ড সি অফসার ১১০ ইণ্ডিয়ান প্রসেনাস এয়ারওয়েজ ৭৮৲, আই ফেডারেশন ১৬৩৲, ব্রাউন বার্ব ১৬৩, ইণ্ডিয়া লেদ ১৮২৲, মহীপুর লেদার ১৭৬৲, টিটাগড় ৪৯৷ মেসিনারী ফ্রিবিল্ডী ১২৲, আসাম 'বি' ৩৬৩, ইণ্ডি টিনপ্লেট ১১৩৲, ফলতাবুদ ১২৲, ফেড ২৩, কার মুদার ৩১৲ পাউণ্ড কাজ করিয়াছে।

চা

অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও ক অর্থাভ লক্ষিত হইয়াছে। আসাম ৩৩১৲, ইষ্ট ইণ্ডি ১২৩, দার্জিলিং ২৭৭৲, ডুয়ার্সচন্দ্রী ১৮১৩, সিং ১৮১৲ ও ট্রেজারপুর ২২৩৩ পাউণ্ড কাজ হইয়া যায়

...পত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(... হাজার টাকার হিসাবে)

...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (আনুমানিক)	শতকরা ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	বর্তমান অংশ/শেয়ার	বাজার দর						
ফিলীয়ারিং											
ফিলার আয়রন	...	১,৫৫,১১,৮০০	৯,১৩,৯৯,৩১৯৲	১০	(৯০/৫৫)	৩৪৫১	১১৫৲-৩৪৫৲	১১৯/-৩১৫৲	...	১১১/-৩১৯/৩	১৩৯/-৩১/৩	...
ফ্রেম	...	৫১,৩৩,৩০০	৩৩,৩৩,১৮৯৲	১০	১৯০(৫)	১৩১১	১৮/-১৩১/৩	১৩৯/৩	...	১১১/-১৭৯/৩	১১৯/৩	...
টী আয়রন	...	১,৯১,১০,৩০০	৯৯,৪৯,১৯,১৪৯৲	১১	১৩৩৩০(৫)	৩৪৫১	...	৩৩১৯৩	...	...	৩৩৯৲	...
ডি ...	...	৯১,৩৩,৩০০	১,৩৩,১৯,৯৩৫৲	১০০	১১৯৩(৫)	৩১৩৯	...	...	...	...	...	৫৮৩৲
ফ্রেমটেরী	...	৩৯,১১,৯১০	১৯,১৩,৩৩০৲	১	১৩(৫)	১৯১১	১৯-১৩৩	...	...	...	৩ ...	...
পাইপ্স্	...	১৩,৩৩,০৩৩	১,৩১,১১৯৲	১	৯৩(৫)	৩৪১১	৩৩৩	...	...	৩১/-৩৩,৩৩	৩৩,৩৩	...
ব ফাউন্ডেরিজ	...	৩,৩৯,৪৪,৩০০	১১,৩৩,১১৯৲	১০	৯৩(৫)	১১৫৯	৪৯৩৩-৫৪১৩	৩৩১৯৩	...	১৯৩	১৪১৯-৩৪/৩	...
রসায়নিক												
ফরমালডিহাইড	...	১৩,১৩,৩০০	১৩,৩৪,৩০০৲	১০	১৲	১৯৫১	...	৩৩৯৩	...	১৩৲	...	...
হাইড্রোজ	...	৩৯,৩৩,৭০০	১১,৪৫,০০০৲	১০৲	১৲	১১৫১	...	৩৩৯৩	...	...	...	...
বৈদ্যুতিক	...	৩,০০,০০০	৩,১৫,০০০৲	১০	১৲	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফসফরাস	...	১৩,৩৩,৩০০	... ...	১০০৲	...	৩৩৯৩	...	...	...	...	...	...
ক্লোরাইড	...	১০,৩৩,৩০০	১,১১,১০০৲	১১০	৬৯০(৫)	১৩৫১	...	...	...	...	...	৩৩৩
কস্টিক	...	১,১১,৩৩০	১,৩৩,০০০৲	১১৲	৯০	১৯১১	...	...	...	...	...	৫৯৯৩
কার্বন	...	৩,৩৩,০০০	১,১১,১০০৲	৩১০	৯৩	৩১০১	...	...	...	...	...	১৲
; বিদ্যুৎ	...	১১,১৯,১৩০	১৯,১১,১০১৲	১৯৲	...	১৩১৯১	১৯,৯৩	১৯৩৩	...	১৯৩৩	...	...
; রাসায়ন	...	৩,৩৩,৩০০	৩,১১,১৯৯৲	১৩৲	৯৩	১১৫১	...	৩৩৯৩	...	...	...	...
সোডালী	...	১৯,১৩,০০০	১১,১১,০০০৲	১০৲	১৲	৩৩৫১	...	...	...	...	...	৩৫১৩
ফিল	...	৪৯,৯৯,৯৩০	১,১৯,১৯,৩০০৲	১৯৲	৫৩	১১,৫১	৩৩১৩	...	...	...	...	...
গ্ল	...	৫৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩,৩০০৲	১০০৲	১০৲	১৯,৫১	৫৯৯৲	৯৯৯৲-৯৯৯৲	...	৩৯১৲-৯৯১৲	...	...
চি	...	৯০,৩৩,০০০	১৯,১৩,৫১১৲	১০৲	৫/৯০(৫)	৩৫১১	১১/৯-১৩৩	৯৲	...	১৩৯-১২৩	...	...
পিচ	...	১১,৩৩,০০০	১৩,১১,৩৫১৲	১০৲	...	১১৫১	১১.৯-১১১/৯	...	...	১১৯৩	...	...
গ্ল	...	১৯,৯০,০০০	১,৩৩,০০০৲	১০৲	১০০	১১/১১	...	...	...	...	...	৯৩৲
রজন	...	১,৩৩,০০০	৩,১০,০০০৲	১০৲	১৲	১১৫১	...	...	...	...	...	৫৩১৩৩
সুরা	...	১,১০,০০০	৩,১১,৩১০৲	৭৲	১০০	১১৫১	...	...	...	...	...	৩৩৩,৩৩
ব ফার্মাসুটা	...	১১,৩৩,০০০	১,১০,০০০৲	১০	৫০	১৩৫১	১৩৩৩	...	...	...	১৩/৯-১১৲ (৫ ৫)	...
ট্রান্স ইন্ডিয়া	...	৪১,১১,৩৩০	১৯০৲	১০	...	৩৫১	৭৯০-১১৩	১১৯-৭১/৩	...	৭১৩	...	...
ইস্পাত কারখানা												
ইস্পাত	...	৭১,৩৩,০০০	৯৯,৩৩,০০০৲	১০	১০০	৩৫১১	৩৩৩৩	...	...	...	৯৩৯/৯-৭১১/৩	...
ষ্টীল টেকনোলজি	...	১১,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০৲	১১০	৯৯	৯৩৫১	...	১৩৩৯৯৩	...	১৩৯/-১১৲	৯৩৯/৩	...
ফ্রেমস	...	৩৩,৩৩,০০০	৩৫,১১,৩১৲	৭১০	১০০(৫)	৩৩৫১	...	...	...	...	...	৯৩৯/৩
ষ্টীল	...	১১,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০০৲	১০০	৯৲	১১৫১	...	১৩৯৲-১৩৩৩	...	...	৭১৩৲	...
রডস	...	৪৩,৩১,৫০০	৩১,৩৫,৩১৲	১০	১৲(৫)	১১৫৩	...	...	...	...	...	...
ফ্লেম	...	৯,৩৩,০০০	১১,১১,৩৩৲	১০০	৯৲	১১৫১	...	৫০০৲	...	...	...	...
টী	...	১৩,৩৩,০০০	১,৩৫,১০০৲	১০	৫০(৫)	১১৫৩	...	...	...	১১/৯-১৯/৩	...	...
৲	...	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,৩৩৲	১০	১৲(৫)	১৩৫৩	৩৩৲	...	...	...	...	৯৯৩৩
		৩৩,৩৩,০০০	৫৩,৩৯,১৫৲	১৩০৲	১১৲(৫)	১১৫১	...	...	...	...	...	...

বেশ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		আদায়ীকৃত মূলধন (টাকায়)	সদস্য ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মন্তব্য	সদস্য					
চট্টগ্রাম											
[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	অনুমোদন	অংশের ধরন				
কৃষি-শিল্পভিত্তিক										
ফেডারেশন										
ফেডারেটেড ফার্মার্স										
মিল্ক কুইন										
শাহাদাৎ										
আইসি										
ফার্মারস										
মিলার্স										
ফেডারেটি										
ফার্মারস										
ফেডারেটেড ফার্মার্স										
ফেডারেটি মিলার্স										
ফার্মারস										
ফার্মারস										
বিভিন্ন খাত										
ইউ-টি										
ফার্ম										
ফার্মার্স										
ফার্মার্স ট্রেডিং										
ফার্মারস										
ফার্মার্স										
ফার্মার্স										
ফার্মার্স										
ফার্মার্স										
খাদ্য										
ফেডারেটেড ফার্মার্স										
ফুডস ইন্ডাস্ট্রিজ										
ফুডস ফার্মি										
শাহাদাৎ ফার্মার্স										
ইন্ডাস্ট্রি ফার্ম										
ফুডস ফেডারেশন ফার্ম										
ফুডস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি										
ফুডস এন্ড ফার্মার্স										
ইন্ডাস্ট্রি ফার্ম										
ফেডারেটেড ফার্মার্স										
ফেডারেশন ফুডস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি										
বিভিন্ন-শ্রেণীভুক্ত										
ফার্ম										

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নামের শেষ	অনুমোদিত মূলধন (কোটিতে)	মোট ও আদায় হয়েছে	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মত পরিবর্তন	অবস্থান	১৯৬৯	১৯৬৯	ব্যালান্স শীট ১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯	শেষ ব্যালান্স শীট
-অরবরাহ											
...	১৭,৯৯,৯৯৯	৯,৯১,১৯৯৲	১৯	৪ (খা)	৯৯৭	৯৫/৯৯-১৯/৯	১৭১/৯	...	...	১৯১৯	...
...	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,১১,৯৭৯৲	৯৯	৯৯	১৯/৯৯	...	...	...	...	...	১৯৲
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯,৭১,১৯৯৲	১৯	৭৯	৯৯১৯	...	...	...	...	...	৯৯/৯
...	১,৯৭,৯৭১	৯,৭১,৯৯৯৲	৯	১/৯	৯৭৯	১/৯	৯৯৲৯-৯৲	...	৯১৯·৯৯৯	৯১৯·৯৭৯	...
...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯	...	...	১৯৯৲	১৭৯৲	...	...	১৯১৲-১৯৭৲	...
...	৯,১১,৯৯৯৲	৯,১১,১১১ শা	১৯ শা	১৯ শি	১১,৯৯	...	...	...	১৯৮৲	১১৯৲-১১১৲	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯	...	৯৭৯১	...	১৯৮৲-১৯৯৯	...	...	১৯৯৲	...
...	১,১১,৯৯,৯৯৯	...	১৯	...	...	৯৭৲ ৯-১১৭৲	১১৲৯-১১১/৯	...	১১৲৯-১১৯৯	১৯/৯·১১৲/৯	...
...	১,৯৯,৯৯৯ শা	৯,৯১,৯৯৯ শা	১ শি	১ ৯৯ শি	৯৯১	৯১৯	৯৲৯-৯৯/৯	...	৯১৯-৯৯৯	৯৲৯-১১/৯	...
...	১৯,১১,৯৯৯	৯১,১৯,৯১১৲	১৯	১৲৯ (খা)	৯৯৭	...	...	...	...	...	৯৲/৯
...	৯৯,৯১,৯১৯	১৯,১১,১১৯৲	১৯	...	৯৯১	...	৯৯/৯-৯৯/৯	...	৭৯৯	৯৯৯-৯৯/৯	...
...	১৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯১,৯৯৯৲	৯৯	১৯৯	৯১৯৯	৯৯৲৲-৯১৲	...	...	...	৯৯৲-৯১৯৯	...
...	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	৯৯	৯৯৯	৯৯৭১	৯৯/৯	৯১/৯-৯১/৯	...	১১/৯	১৯৯/৯-১১৯৯	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯	৯/১৯	৯৯৭	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	১৯,৯৭,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯	১৯৯	৯৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৲/৯
...	১,১১,৯৯৯	৯,৯৭,১৯১৲	৯	৯৯ (খা)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯	১/১৯	১৯/১৯	...	...	...	...	৯৯/৯	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	৯৯,১১১ শা	৯ শা	৯ শি (খা)	১১১১	...	৯৯৲	...	...	...	...
...	৯,৯৯,৯৯৯	১১,১৯,১১৯৲	১৯৯	৭৯৯	৯৯৯	...	...	...	...	...	১৯৯৲
...	১৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৭৲	১৯	৯৯ (খা)	১১৯৯	...	...	...	...	...	১৯৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	...	১৯৯	...	...	...	...	...	...	...	...
...	১১,৯৯,৯৯৯	১৯,৭৯,৯৯৲	১৯৯	১৯৲	৯,৯১	...	...	...	...	...	৯৯৯৲
...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯	৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯	৯৲	...	...	১১১৲-১৯৯৲	...	১১৯৲-১৯৯৲	১৯৯৯	...
...	১,১৯,৯৯৯	৯১,৯৯৯৲	৲	...	...	...	...	...	...	...	৯১/৯
...	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৲	৯৲ (খা)	১১ ৯১	৭৭৯৯	...	...	...	...	...
...	৯৯,১১,৯৯৯৲	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯	৯৯	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯/৯
...	১,৯৯,৯৯৯	৯,১১,৯৯৯৲	১৯	...	...	...	...	...	...	...	...
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯৲	১৯ (খা)	১১১৯	...	...	...	...	...	৯৯৯৯
...	১,৯৯,৯৯৯	৯,১১,৯৯৯৲	১	১৯ (খা)	৯৯৭	...	...	...	...	...	১৯৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯৯৲	১৯	৯৯	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯,৯৯
...	৯৯,৯৯,৯৯৯	১৯,১৯,৯৯৯৲	১৯৯৲	১৯ (খা)	১৯/৯৯	...	...	...	৯৯৲	...	...
...	১১,৯৯,১৯৯	১৯,৯৯,১৭৯৲	১৯৯	৯ (খা)	১১/৯৭	...	...	...	...	...	৯৭৯৲
...	৯,৯৯,৯৯৯	৯৫,৯৯,৯১৯৲	১৯৲	৯৯৯	৯৯৭	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	১৯,৯৯,৯৯৯	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৲	১৲	৯৯৭১	...	...	...	...	...	৯৯৲
...	১,১৯,৯১,৯৯৯	১,৯৯,৯৯৯১৲	১	৯৯৯	১১৯৯	...	...	...	...	...	...

শ্রী বে. মুরলিধর মোটরওয়ালা ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

* যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৪৭

১৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৪৯ | ১৬ই জুন, ১৯৪২ | মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃঃ	বিষয়	পৃঃ
সম্পাদকীয়		সমবায়	৬৫৮
আড়াই মাস পরে	৬৫৫	বাজারের কথা	
যুদ্ধের খরচ কমাও	৬৫৬	৯ মাসান্তের ব্যবসার পর	৬৫৯
প্রসঙ্গ		পণ্যমূল্যের বাজার	
ব্যাঙ্কিংয়ের [illegible]		সরকারী পাট নীতির প্রতিক্রিয়া	৬৬০
[illegible]	৬৫৭	অর্থালোক	
চিত্রে	৬৫৭	উন্নতির প্রাথমিক সরকার গান	৬৬০
সংবাদ-সিনি		যৌথিক	
[illegible]	৬৬৩	ব্যবসার বর্দ্ধিত হারে সরকারের [illegible]	৬৬২
ব্রটেনে মার্শাল সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা —ডক্টর কিনলি	৬৬৪		

আড়াই মাস পরে

ভারত সরকারের শিল্পনীতি প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় আড়াই মাস এবং এই স্বল্প কালের মধ্যে সরকারের শিল্পনীতির ফলাফলের স্থায়ী বিচার সম্ভব নহে। তবে এই শিল্পনীতি ঘোষিত হইবার ফলে ভারতের শিল্প সংস্থায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারের শিল্পনীতির যে সমালোচনা আমরা করিয়াছিলাম তাহা এই দুই মাসের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। টাকার বাজারে উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না এবং ভারতের শিল্প বিস্তারেও শিল্পপতিদের কোন বিশেষ উৎসাহের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অনেক উৎপাদক সামগ্রী বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী করার অসুবিধা থাকিলেও বর্ত্তমানে যেসব লাভ পাওয়া যাইতেছে তাহাও আমদানী করার চেষ্টা বিশেষ কোথাও হইতেছে বলিয়া আমরা জানি না।

যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধপরবর্ত্তী কালে বন্দর হইতে বহুপাতি আমদানী করিবার জন্য বিশেষ পরিচালন সমবায়ে নানাপ্রকার আবেদন নিবেদন ও তদ্বির-তাগাদের সাহায্যে যাঁহারা বহুপাতি আমদানীর 'পারমিট' যোগাড় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন এক হয় প্রবল মালপত্রের অর্ডার বাড়িল করিয়া দিতে ব্যস্ত, আর না হয় সুদিনের অপেক্ষায় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী; বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া, বিরাট বিলাস বিজ্ঞাপন দিয়া একদিন যেসব যৌথপ্রতিষ্ঠান চোখের নিমেষে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং মূলধন সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের এখন অস্তিত্বের পরিচয় অবধি পাওয়া যাইতেছে না। তাছাড়া যেসব শিল্প চালু অবস্থায় ছিল এবং যাহাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাদের অবস্থাও বর্ত্তমানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

১৯৪৭ সালে ভারতের বিভিন্ন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করিলেই আমাদের উপরিলিখিত উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। যেখানে ভারতের বার্ষিক লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা ১১,০০,০০০ টন, সেখানে উৎপন্ন হইয়াছে ৮,০০,০০০ টন,—সিমেন্ট উৎপাদনের ক্ষমতা আছে যেখানে ১৫,০০,০০০ টন সেখানে আমাদের উৎপন্ন হইয়াছে ১৮,০০,০০০ টন,—টিনের উৎপাদনের অবস্থাও প্রায় এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থা হইয়াছে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে,—১৯৪৪ ৪৫ সালে যেখানে ৪৮,০০০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯৪৬ সালে সেখানে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৩৮,০০০ লক্ষ গজ। ১৯৪৬ সালের বৎসরান্তের হিসাব যখন পাওয়া যাইবে তখন যে অবস্থায় আরও অবনতিই ঘটিয়াছে দেখা যাইবে, এখন বিভিন্ন শিল্পের বর্ত্তমান চিত্র দেখিয়া একপ্রকার নিশ্চিতই বলা চলে।

এখন মোটকথা এই যে, একদিকে যেমন শিল্প সম্প্রসারণের কাজ স্থগিত আছে অন্যদিকে তেমনই উৎপাদনের পরিমাণও বৎসরের পর বৎসর হ্রাস পাইতেছে। ভারত সরকারের শিল্পনীতির ফলে এই সঙ্কটের সমাধান হওয়া দূরের কথা, সরকারের অবাবস্থিতচিত্ততার ফলে এবং কয়েকজন সরকারী মুখপাত্রের অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার ও উক্তির ফলে অবস্থা দিন দিন আরও আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণের নিকট একদিন উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে আবেদন করা হয়, তাহাদিগকে পরবর্ত্তী দিনে অচিরেই উৎসাহিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। সুতরাং সরকারের নীতিগতির প্রকৃত ইঙ্গিত না পাওয়ায়, সরকারের উপর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আস্থা একপ্রকার নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে বলিলেই হয়। ফলে আজকাল কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচনার ব্যবসায়ীদের কাছে ভাল ভাল শিল্পের শেয়ারের কদর বেশী।

ঔদাসীন্যে ব্যাহত হইতেছে। অবশ্যই আমরা স্বীকার করি যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করিতেছেন, এই অভিযোগ সত্য নহে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সাধ্যের একটা সীমা আছে এবং সমস্যাগুলি এত জটিল যে, সেগুলির সমাধান করিতে সময় লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইতেছে উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কার্যকরী হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কার্যকরী হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কার্যকরী হইতেছে না।

বৃহত্তর বঙ্গের দাবী

[illegible] দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ততই নানাভাবে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত [illegible] প্রকাশ ও গোপন ব্যবস্থার দ্বারা এই আন্দোলনকে [illegible] করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাংলার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায় ও [illegible] যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আজ কোন যুক্তির এই দাবীকে দাবাইয়া রাখা যাইবে না বুঝিয়াই কতকগুলি বিশেষ [illegible] হীন কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশ [illegible] পুনরায় বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, এই প্রতিশ্রুতি [illegible] নির্বাচনে বৈতরণী পার হইবার অন্যতম সহায় হইয়াছিল, আজ [illegible] বাংলার দাবীকে পণ্ড করিয়া রাখিবার চক্রান্ত তাঁহারাই [illegible] করিতেছেন যাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। [illegible] ও সুবিধা ভোগের জন্য বাংলার জাতীয়তাবাদী [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিভক্ত ও পরিত্রাণের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন [illegible] নেতৃবৃন্দের মধ্যে [illegible] ও প্রেরণার অভাব দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সম্পর্কে [illegible] বিহারের অধিবাসী ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অর্থপূর্ণ নীরবতা ও অক্ষম কংগ্রেসী নায়ক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সাম্প্রতিক উক্তি আমাদের এই অভিযোগকে সমর্থন করিতেছে।

যে কোন প্রকারে মুসলিম লীগের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য যাঁহারা পূর্ণ বাংলাকে চিরতরে বাঙালী হিন্দুর সহিমময় ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না, একটা অলীক স্বপ্নের মোহে যাঁহারা সর্বজনগ্রাহ্য সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, আজ পশ্চিমবঙ্গের বিহারের ৩৫ জাবাভাষী জিলা ও নয়নুনা কয়টি পাইবার দাবীতে তাঁহাদের সেই ঔদ্ধত্য ও উৎসাহের একান্তই অভাব। শুধু নিষ্ক্রিয় হইলেও আমরা তাহা লক্ষ্য বোধ করিতাম না, কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রকাশ্য পরস্পরবিরোধী অনৈতিহাসিক যুক্তি ও উক্তি আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে।

কোন প্রদেশের অধিবাসীরা তাহাদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন হইলে, তাহাদের মূল অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির দাবী জানাইলে, তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইলে, তাহা 'প্রাদেশিকতা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী নায়কগণের এই নূতন সৃষ্টিতত্ত্ব বিস্ময়ের চমকপ্রদ। অবশ্য এই চমৎকারিণী সৃষ্টিতত্ত্ব শুধু পশ্চিম বঙ্গের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে তাহাকে সযত্নে পরিহার করা হইয়াছে!

পশ্চিম বাংলার 'সাম্প্রতা বিস্তারের' প্রচেষ্টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে সর্বতোভাবে বাধা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা তাহা ২৭শ সংখ্যা 'আর্থিক ভারত'এই উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি উত্তাকামণ্ডে পণ্ডিত নেহরু যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের এই পৃথকীকরণের প্রয়াসকে এক কঠিন বিপদের সৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং যে-কোন প্রকারে এই প্রয়াসকে স্তব্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য, সে বিষয় সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারে প্রকৃত বৈষম্য ও বিভিন্নতা রহিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। অথচ এক অযৌক্তিক এবং অবাস্তব যুক্তি দ্বারা করিয়া ও নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদের নামে বাংলাকে ক্ষুব্ধ হইতে নিষেধ দেওয়া হইতেছে। উত্তাকামণ্ডে পণ্ডিত নেহরুর উক্তি আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিম ভারতের বিদ্যমান প্রদেশগুলির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও আসলে পশ্চিম বাংলার 'পৃথকীকরণ' মনোভাবে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াই তিনি যে এই উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জওহরলাল বলিতেছেন, "সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবে বাধা দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ এমনভাবে ব্যবহার করিতেছে যেন সে স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহারা আপনাদিগের সীমারেখা নূতন করিয়া অঙ্কিত করিতে যাইতেছে। কোন কোন প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন অংশ দাবী করিতেছে। কোন জিলা যদি এক প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রদেশান্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাহাতে অধিবাসীদের জীবনের কি পরিবর্তন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এইরূপ প্রস্তাব অবশ্য পরে বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু বর্তমান

বিহারে বাঙালীদের অবস্থা যে কিরূপ তাহা পণ্ডিত জবাহরলালের অবিদিত থাকার কথা নহে। বাঙালীরা যে কারণে কতকগুলি মৌলিক সুযোগ অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং অন্যায়ভাবে অবজ্ঞাত হইতেছেন, তাহা কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে প্রদেশের অধিবাসী সেই বিহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিহারে বাঙালীর উপর যে অবর্ণনীয়মূলক নিষেধ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে আমাদের শত বৎসরের মধ্যে সেখানে বাঙালী বলিতে কেহ থাকিবে না। বিহার তাহাই আমরা করে এবং তদনুযায়ী সরকারী ও বে-সরকারী কর্মপন্থা অবলম্বনে সে ইতিমধ্যেই বহুদূর অগ্রসর হইয়াও গিয়াছে।

সম্পত্তি ক্রয়, শিক্ষালাভ, কলকারখানায় চাকুরী, হাসপাতালে চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাংলার বিহারিগণ যে সমান অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন, বিহারে বাঙালীরা তাহা হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত। হিন্দী প্রচার সমিতি হোর আন্দোলন চালাইয়া প্রবেশের ষোল আনা লোককে হিন্দীভাষী করিতে পারে নাই বলিয়া রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহারের এই সমিতিকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। অতঃপর বিগুণ উৎসাহে সমিতির আন্দোলন চলিতেছে এবং যে সব অঞ্চলের চৌদ্দআনা অংশ বাংলা-ভাষাভাষী ও পূর্ববাঙ্গলে বাঙালীরাই অধিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তৎ-তৎ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে আবশ্যিকরূপে হিন্দী শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিহারে বিহারীদিগের এই মনোভাব যে সম্পূর্ণরূপেই কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রশ্রয়ের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে আমরা নিঃসন্দেহ। বিহারে বাঙালীদিগের সম্প্রতি যে সরকারী ও বেসরকারী বিহারী গুণ্ডারা যেভাবে হামলা দিয়াছে তাহা আমরা অবগত আছি। মাত্র কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে যে ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে একদল বিহারী লাঠিসোঁটা, লোডার বোতল ইত্যাদি লইয়া হামলা দেয় এবং নির্বিচারে ছাত্র প্রতিনিধিদের উপর অত্যাচার চালায়। অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিহারের কোন কংগ্রেস নেতা অথবা নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদের পুরোহিত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ কি আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ সম্বন্ধে কোন বিবৃতি দিয়াছেন বা এই গুণ্ডামির মূল উৎস কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

শুধু তাহাই নহে, সংবাদপত্রের মারফৎও বিহারীদিগকে বাঙালীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বিষবর্ষণের প্রচার চলিতেছে। অ-বিহারী মালিকানাধীন 'সার্চ লাইট' পত্রিকা কিরূপ অরুচি উদ্রেকের সহিত "বিহারী" প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছে এবং মিথ্যা ও বিকৃত প্রচারের দ্বারা বিহারীদিগকে কিরূপে বাঙালীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিতেছে তৎসম্পর্কেও রাজেন্দ্র প্রসাদের সুকৌশলী বাংলার জনমনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। গত জুলাই মাসে টাটানগরে বাঙালীদের সভায় বিহারী গুণ্ডার দল যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালায়, এই পত্রিকাটি তাহার বিকৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বাঙালীদিগকেই দোষী প্রতিপন্ন করিয়া বিহারীদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে থাকে, বাঙালীর সকল প্রকার আন্দোলনকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্তব্ধ করার প্রয়াস করিতে থাকে। বিহারী গণতন্ত্রের এই নমুনা রাজেন্দ্র প্রসাদকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নাই। অধিকন্তু তিনি যে পশ্চিম বাংলার দাবীকে আদৌ আমল দেন নাই তাহা তৎকর্তৃক গঠিত প্রদেশবিভাগের প্রশ্নে পুনর্গঠন কমিটির রিপোর্টের দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। প্রশ্নে পুনর্গঠনের দাবীতে পশ্চিম বাংলার দাবী অন্যান্য সকল প্রদেশের দাবীর, মধ্যে ইতিপূর্বে দেখবার পশ্চিম বাংলার দাবীরই বিশুদ্ধতম। উল্লেখ নাই। ন্যায়সঙ্গত হইলেও পশ্চিম বাংলার দাবী বারবার অবজ্ঞার অন্ধকারে প্রত্যাখাত হইয়াছে।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী শঙ্করও যেও নয়া প্রদেশ গঠন ও সেই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্তির দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার চিন্তাতে প্রদেশ পুনর্গঠনের মূলনীতি অনুসারেই তিনি এই দাবী পেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তি ও মহারাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পশ্চিম বাংলার দাবী সম্বন্ধে প্রযোজিত করিলেই কি শোভন ও সঙ্গত হইত না? কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হইয়াও যখন তিনি কোন প্রদেশবিশেষের পক্ষে ওকালতি করিতে পারেন, তখন সর্বাগ্রে বিবেচ্য পুনঃ পুনঃ কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত পশ্চিম বাংলার পুনর্গঠনের প্রশ্ন প্রকাশ্যে উত্থাপন করিবার সংসাহস ও উদারতা তাঁহার দেখি না কেন? তাঁহার চিন্তিতে প্রদেশ গঠন বলিতে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ শুধু কি অন্ধ আর বর্ণান্ধই বুঝিয়া থাকেন? তাহা হইলে সে সোজন কথাটাই বা তাঁহারা খুলিয়া বলেন না কেন! ডাঃ পট্টভী সীতারামাইয়াও সম্প্রতি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও মূলনীতির সহিত ইহা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নিজের কোলেই ঝোল টানিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে পশ্চিম বাংলার দাবী সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনিলাম না। সুতরাং আমাদের মনে এই বিশ্বাসই বলবান হইয়াছে যে, কেন্দ্রের কংগ্রেসী নায়কগণ পশ্চিম বাংলার দাবীকে আমল দিতে নারাজ।

কেহ কেহ বিহার ও পশ্চিম বাংলার নেতৃবৃন্দের সমবেত আলোচনা দ্বারা প্রশ্নটির মীমাংসা করিবার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কতটুকু সুফল পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে। বিহার পরিষদে আমরা যে 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, বিহার যদি তাহার মনোভাব পরিবর্তন না করে তাহা হইলে তাহার সহিত আলোচনা-মীমাংসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বিহারের রাজস্ব সচিব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় ঘোষণা করিয়াছেন পশ্চিম বাংলাকে বিহারের কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংকেও বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ছাড়িবেন কেন না এককালে এই দুইটি জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকল অর্বাচীন ইতিহাস-অনভিজ্ঞ 'নেতাদের যে বুঝাইয়া দিবে এককালে সমগ্র বিহারই বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তবুও পশ্চিম বাংলার মধ্যে সমগ্র বিহারের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন সে তুলিতেছে না।

শ্রীযুক্তশঙ্করের প্রস্তাব ও ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের পরিবর্তে রসজ্ঞতার তুলিয়াছেন, তাহাতে আলোচনা-মীমাংসার মনোভাব দূরের ব সাধারণ শিষ্টতা ও সৌজন্যবোধের পরিচয়ও নাই। উক্ত বলিয়াছেন, বিনা যুদ্ধে পৃথার পরিবার ভূমিও তাঁহারা পশ্চিম বাংল ছাড়িয়া দিবেন না! ডাঃ সচ্চিদানন্দ একজন প্রবীণ পা যেখনায়কস্বরূপেও তিনি বিহিতজ্ঞ পুরুষ! স্বাধীন ভারতের সম্প দলের ঊর্ধ্বোধনে প্রথম সভাপতির করিবার জন্য তাঁহাকে না নোমান্বিত করিয়া আনা হয়। তাঁহার নীতিবোধ এবং যুক্তি ও ইতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আমরা বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়াছি।

ই হইল কেন্দ্রে ও প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের মনোভাব। পশ্চিম বাংলা কি করিবে? বৃহত্তর বঙ্গের দাবীকে তাহারা বর্জিত হয় সাথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য কোন্ পন্থা যে অবলম্বন যথোচিত তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বাংলার কংগ্রেসে ইহাদের যাহারা আসা করে দীর্ঘ বৎসরের উত্তেজ- ও ক্ষমতালাভের মধ্যে কর্তৃত্বাধীন। এতদিন কংগ্রেসী ও ধারী তাঁহার কংগ্রেস পড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয় কাজে উঠিয়া পড়িয়া লেন। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও 'পূর্ব- কংগ্রেসীগণ পশ্চিম বঙ্গীয় কংগ্রেসে অবস্থান করিতে পারিবেন এই ঘোষণার আইনসঙ্গত প্রশ্ন লইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তা- গ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং 'পূর্ববঙ্গীয়' নামক বিতাড়িত করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস সংগঠনে বর্তমানে তাঁহারা সর্বশক্তি ও সর্ব কৌশল করিতেছেন।

যে যেমনই চিন্তে তাই এক একবার ভাবি, আমাদের ই মধ্যেই যদি আজ ভাইয়ে ভাইয়ে এই ভেদ ও ঈর্ষা সাম্প্রদায়িক আজ ইংরাজের ইঙ্গিতে, মুসলিম লীগের লাঞ্ছনে এবং ও অকাঙ্ক্ষনীয় দুর্ঘটন বিচ্ছিন্নতার ফলে বিধৃত হইয়াছে যদি বঙ্গভাগে বাঙ্গালাতে এই অশুভ বলয়ের সৃষ্টি হয়, ইলে কাহাদের কোন অঞ্চলের উপর আমরা কেমন করিয়া একার শুভেচ্ছার দাবী উত্থাপন করিব? আর সেক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি বা কতটুকু সাড়া দিবে?—যাহাই হউক, বঙ্গীয় র অসুর্যম্পশ্য ফলে একদল একশ্রেণী কংগ্রেসকর্মী নাকি তাঁহা- দের নিজের উদ্যোগে বিহারে ঘন ঘন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারে যেছেন। এখন চিন্তার কথা এই যে, এই সকল কংগ্রেসসেবী দানের উপরওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহায়তা লাভ উদ্যোগে বিহারের অংশগুলি উপরে বাংলার ন্যায্য দাবীকে করিবেন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের চরম সর্বনাশের বে। অতএব এখন হইতেই সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া এবং যদি কোন কংগ্রেসকর্মী বৃহত্তর বঙ্গের জন্য এই ন নিষ্ঠাকল্পে অগ্রসর হইয়া না আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে করা প্রয়োজন যে, কেন তিনি ওইরূপ আচরণ করিতেছেন।

ন বঙ্গের মন্ত্রিসভার ও তাঁহাদের বলিষ্ঠ বক্তার রাখিতেই হইতেছে। জনসাধারণের দাবী যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া ন তাঁহারা নিজস্ব মুখপাত্রের অভিপ্রায়ে কেন্দ্রে একটি "ব্লকীয়" পেশ করিলেন এবং সংবাদপত্রে সাক্ষরে তাহা ঘোষণা । আসলে তাঁহাদের দাবীতে কতটুকু নিষ্ঠাকতা ও একনিষ্ঠতা পশ্চিম বাংলার দাবীর কি ভাষ্য করিয়া তাঁহারা পাঠাইয়াছেন, সংবাদে কিন্তু কিছুই জানা গেল না। হয়ত জানাইবার ই বলিয়াই তাঁহারা জনসাধারণকে সেকথা জানান নাই। ইক না কেন, পণ্ডিত নেহরুর টীকা ও 'মুক্তি' এবং বাবু রাজেন্দ্র নীরব শাসানি যে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভাকে ভীত করিয়া তাহা যে পশ্চিম বাংলার এই যুক্তিতে আলোচনা লইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইয়া কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের বিরোধাচরণ হইতে চাহেন না, ইহা বলাবাহুল্য বুঝিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া বাংলার এই দাবী স্বীকার করানোর ভার বাংলার জনসাধারণকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এই দাবীকে অবিলম্বে মুখর ও অভিনব করিয়া তোলা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাঙ্গালী যে দুইজন মন্ত্রিত্বের তাঁহাদের একজন যে প্রবীণ জ্ঞানী 'পালিমেন্টারিয়ান' তাহাতে সংশয় নাই,—কিন্তু বাংলার কোন বিশেষ দাবীর সহিত যুক্ত হইয়া তিনি দিল্লীতে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি কতটা খুন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আমাদের সংশয় আছে। দ্বিতীয় বাঙ্গালী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের উপর আমরা কিঞ্চিৎ ভরসা রাখি। বলিষ্ঠভাবে তিনি বাংলার দাবীকে সমর্থন করিয়াছেন এবং অযৌক্তিক তাহা ধীকার করিয়া লইবার শুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্যার জন হার্বার্টের গভর্নরী ও লীগ মুসলমানের অনাচারের প্রতিবাদে তাঁহার নিষ্ঠীক ভাষণ ও পদত্যাগ বাঙ্গালী হিন্দুর মনে একদিন প্রেরণা দিয়াছিল। আমরা আশা করি দিল্লীর সরকারী বন্ধুত্বের 'জলাপে' তাঁহার সেই বাক্তির ও নির্ভীকতা লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

কংগ্রেসের নামে বাঙ্গালী বরে নাই এমন ত্যাগ নাই। প্রকৃত দেশহিতের কাজে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কাজে বাঙ্গালী আজও যে-কোন ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার ন্যায্যতা ও যুক্তি না বুঝিয়া নহে। আর তাছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের স্বার্থরক্ষার পবিত্র কর্তব্যপালনের জন্য বাঙ্গালীই কেবলমাত্র আত্মহত্যার সম্মত হইবে, নিজের জিনিষকে সে কিছুতেই নিজের বলিতে পারিবে না, কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের এরূপ সহ ও নিরপেক্ষ নীতিতে বাঙ্গালী বর্তমানে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করিতেছে। অতএব ইহা আর চলিবে না।

পশ্চিম বাংলার দাবী দুর্নিবার ও অপ্রতিরোধ্য দাবী। চাটার কারখানা আর করিয়া অঞ্চলের অবলার ধনির লোভে কিম্বদন্তী নহে, ঐ সকল অঞ্চল বাংলারই একান্ত নিজস্ব অঞ্চল বলিয়াই পশ্চিম বাংলা উহা দাবী করিয়াছে। নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদের নামে অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলিয়া এই দাবী প্রতিহত বা সমূলে উৎপাত করিবার প্রচেষ্টাকে বাঙ্গালী কোন মতেই বরদাস্ত করিবে না।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বাঙ্গালী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যে-ঘর তাহাদের সমারোহ করিয়া পুড়িয়া গেছে, তাহার পুনর্নির্মাণ আজও বাঙ্গালীর প্রাথমিক কর্তব্য। সে-কাজে বাঙ্গালী সারা ভারতবর্ষের সহযোগিতা প্রার্থনা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃবিশেষ যদি সে-সহযোগিতা ও সহানুভূতির পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালীর চোখ খুলিবে এবং সাধু উপায়ের ও সাধু অনুষ্ঠানের নামে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, তাহা তাহার চোখে পড়িবে; সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বাঙ্গালী যদি একদিন তাহারই বক্ষরক্তে যে-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদেরও একদিন একান্ত দুঃখের সহিত পরিত্যাগ

প্রাসঙ্গিক

বাইটব্যাটেনের বিদায়

গত ১৯৪ জুন ভারতের শেষ ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় ডমিনিয়নের ষষ্ঠ গভর্নর পদ হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শেষ চিহ্নটুকুও মিলাইয়া গেল। ১৯৪ অব্দে অযাচিতভাবে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ভারতে উপস্থিতি আমাদের মনের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব স্তিমিত করিয়া রাখিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই এবং যে পরিবেশ অবলম্বন করিয়া তিনি ভারতবর্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করিয়াছিলেন তাহা আর কোন ব্রিটিশ লাটের ভাগ্যেও জুটে নাই। একদল লোকের এক জনসভায় বিদায়ে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষিত স্বার্থের আজীবন সংরক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারই লর্ড লুইয়ের প্রতি অজস্র ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

কিন্তু লর্ড লুইকে প্রশংসা করিতে যাইয়া আমরা যেন স্মরণ হইয়াছি ভারতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে আর একবার পদানত করিল: যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, এতকাল ধরিয়া বিদেশবাসীদের প্রভুত্বকে ও সমর্থন করিয়াছে, আমাদের প্রতিনিধি হইয়াও লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন আমাদের প্রভুর অধিকারী হইলেন, ইহা দুঃখই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ ভারতের পরেও কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের যে বিদেশনীতির সুযোগে ব্রিটেন ভারতের সর্বনাশ সাধনের শেষ চেষ্টা করিতেছিল, লর্ড লুই সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না বা সেই চক্রান্ত সমর্থন করিতে না, এরূপ বিশ্বাস করা বাতুলতা মাত্র।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাহা হইয়াছে, তাহার ভারতের জাতীয় জীবনকিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যে আর কোথায় টিকিতে পারেনা সেকথা ব্রিটিশ যুদ্ধবেরা বুঝিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া দুর্বল করা হয় তবে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ প্রভাব লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। তাই একদিকে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ঐকান্তিক ভারতের শেষ কৃতী সন্তান করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। লর্ড লুই তাড়াতাড়ি কাজটা সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রতি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি—ব্রিটিশ কূটনীতির জয় এইখানেই। তবুও আমরা বিদায়ী বড়লাটের প্রতি অভিনন্দনবাদ জানাইতেছি, অন্ততঃ স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট হইবার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করিয়াছেন এবং ইংরাজ লাট হইয়াও পাকিস্তানের মহাত্মাদের অন্যায়ের হইতে ও তিনি আপনি করেন নাই।—তাহার নির্দ্ধারিত কর্ম যে তিনি অপূর্ণ রাখিয়া ও নিজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পাকিস্তানের ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি এবং তাঁহার যোগ্য সহধর্মিণী যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। রাজনৈতিক প্রশ্নের অতিরিক্ত ক্ষেত্রেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রতি আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃতজ্ঞতা। উচিত বলিয়াই আমরা বিশ্বেষণ করি।

মার্কেটিং বোর্ডের সুপারিশ

এক্রিকালচার পলিসি কমিটির মার্কেটিং সাব কমিটি ট্রাস্টের বিবরণীতে যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা যদি প্রতিপালিত হয়, তবে ভারতের আর্থিক অবস্থার আমূলপরিবর্তন ঘটিবে। একথা এখনও আমাদের সরকার কিংবা জনসাধারণের উপলব্ধি হয়তো হয় নাই যে, যোগ্য বিক্রয় ক্ষেত্রের অভাবে ভারতের প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—অথচ সেইসব জিনিষের উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইলে তাহার প্রচুর পরিমাণে আয় বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকেরও লাভ অবস্থা ঘটিতে হয়।

বর্ত্তমানে মূল উৎপাদকেরা উপযুক্ত বাজারের অভাবে দালালদের দ্বারা শোষিত হইতেছে এবং দালালেরা নানা প্রকারে ৪০ ভাগ লাভ নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেছে। মার্কেটিং কমিটির দ্বারা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে সমবায় সমিতি গঠিত করা হয়, আধুনিক প্রণালীতে গুদাম নির্মাণ করা যায় এবং গ্রামের রাস্তা-ঘাট ও যানবাহন চলাচলের উন্নতি বিধান করা যায় তবে ভারতে খাদ্যাভাব অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয় এবং পণ্যমূল্যের দামও অনেক কমিয়া যায়।

এই কমিটির আর একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ এই যে, বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন গবেষণা হইতেছে এবং উচ্চ ধরণের ফসল ফলাইবার জন্য যেসব প্রচার কার্য্য করা হইতেছে তাহার সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় মার্কেটিং বোর্ড গঠন করা উচিত। এই বোর্ডের হাতে ফসলের গুণাগুণ নির্দ্ধারণের ও মূল্য স্থির করার ভার থাকিবে এবং সমস্ত ক্রেতা বাজারের বাজখরচ যোগান দেওয়া হয় তাহার ভারও এই বোর্ডের হাতে থাকিবে।

কমিটির উপরিউক্ত সুপারিশগুলি কোন দিক দিয়া বিচার নহে। অর্থনীতির সাধারণ জ্ঞানও তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে ঐরূপ মতামতের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আমাদের যেসব সরকার ঐসব বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করিতেছেন কিনা? অথচ দেরী করিবার দিন, উক্ত কমিটি যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশগুলি কাজে পরিণত করা যেমন কিছু কঠিন নয়ে এবং উহার জন্য সরকারের পক্ষে বিশেষ অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে কার্য্যে সরকার এই কার্য্য সফল করিতে পারেন। কিন্তু তাহার জন্য যে কিছু মাত্র প্রয়োজন তাহারই অভাব। তবে কৃষকের অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহিত বোধ করিবে না এবং গ্রামে গ্রামে ঐক্য সমিতির গঠনকার্য্য দিবে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও গ্রামে গ্রামে সমবায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুলকদল বিদ্রোহ প্রদর্শন করিয়াছিল। সমবায় সমিতি যাহা তাহা পক্ষে কোন গ্রামে অগ্রসর হইলে মহাজন ও সুদ গ্রহণের মত যাবতীয় ক্রয় সমিতি গঠন করা উচিত বলিয়া থাকেন: কমিটি সে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মালয়ে বিদ্রোহ

কিছুদিন পূর্ব্বে এশিয়ার আর একটি ব্রিটিশ ঘাঁটিতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। বিশ্বের পথে প্রায় সাগর হইতে মালয়ের অবস্থান পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ স্থানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলিতেছে মালয়ের সংগ্রাম তাহারই এক অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্রিটিশ কি প্রকার রক্ত পিপাসু হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। কখনও বা ফ হইতেছে চীন দখলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পু করিতেছে, কখনও বলা হইতেছে বিপক্ষ সুবিধা করিবার জন্য এক শ্রেণীর গুণ্ডা উসকাইয়া দিতেছে, আ কখনও বলা হইতেছে চীনের কম্যুনিষ্টরা মাল মোকাবেলা পাকাইতে চেষ্টা করিতেছে। কম্যুনিষ্টরা এ রূপ একটি সুযোগ পাইলে ছাড়িবে না সত্য কিন্তু একথাও এই প্রচণ্ড অগ্নিস্ফোরক কখনও মুষ্টিমে লোকের ক্ষমতালাভী ও দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবা কোনরূপ প্রচেষ্টার ফল নহে। তাহা হইলে পুলিস ছাড়াও সৈন্য-সামন্ত, কড়াকড়ি আইন নিষেধ এ সকল আইনের প্রয়োজন হইত না এবং বিনা বাধায় পাঠাইবার জন্য হাউস অব কমন্স হইত পরামর্শও দেয় নিত না।

আসলে বর্ত্তমান এই অশান্তির মূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ব্রিটিশ শাসকদের কৃপায় যে সকল কোয়ালেশন গঠিত হইয়াছে তাহা মালয়ের ও পদস্থদের জমিদারদের সমর্থন পাও যায় নাই ব্রিটিশরা তিরিশ যে মালয়ের বাসি অন্তরে ধনিকশ্রেণীর উপভোগ করিবে বলিয়া ব্রহ্মা রাজ থাকা তাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না। ব্রিটি সাংবাদিকের ভাষায় বলিতে গেলে "ব্রিটিশ কমনওয়ে দেশের মধ্যে মালিক উদার আচরণের দৃষ্টান্ত (কারণ এখান হইতে আফ্রিকায় প্রভু কায়েম হইয়া ব্রিটেনের ক্ষমতা সুদৃঢ় হয় এই মালয় পরাধীনতাজনিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। যাহারা আজ মালয়ে হ আমাদের মালিকবিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ মালয়ের সেই সত্তা সম্বন্ধেই আমাদের আছে। মালয়ের খনি খাদিজা, চীনা, এমন কি ভারতীয় পর্যন্ত আছে। মালয়ের সমস্ত খোলযোগের মূল কার

দিগন্ত

ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে।—সেখানে বিদায় নিবার সময়ে ইচ্ছাকে দৃঢ়মুষ্টির করিয়া, মনে মনে নিশ্চয়ই এই উক্ত আশা পোষণ করিতেছি,—কিন্তু সেই আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিয়া এরূপ আশ্বাস দিবার কোনদিনই ছিল না, অতএব "নিশ্চয়" হয়তো আমার ব্যক্তিসত্তার জন্য সম্পাদক মহাশয় এবং আমার পাঠকপাঠিকাদের নিকট প্রার্থনা ভিক্ষা করিতেছি। আমার দৈহিক অসুস্থতার সংবাদ যখন তাঁহাদের কানে পৌঁছিবে (এবং যখন তাঁহাদের এই একান্ত সত্য উপলব্ধি হইবে যে এটা দুর্জনের ছলনায় নহে) তখন আমার পক্ষে তাঁহাদের মার্জনালাভ সহজ হইবে আমি আশা করিয়া আছি তাঁহাদের সে-ক্ষেত্রেও শীঘ্র অগ্রসর হইবে এবং সাধু-সজ্জনের উক্তিকে সাধু-সজ্জনের উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিবার জন্য অভিলাষিত উদারতার অধিকারী করা যাবে।

* * *

সন্ধ্যের সময়ে ফিরিয়াছে। কিছুক্ষণ বারান্দার আরামকেদারায় পা তুলিয়া পথ আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। বেয়ারা বাতি দিবার সময়ে—ছাড়ি, ফাইল, চৌকিদার, কিছু নাই, নিশ্চিন্ত। আজ সকালে আমি আমার অনুজ অপূর্বকে বোলপুরে যাইবার টিকিট কাটিয়া আনিতে বলিয়াছি,—মনে করিতেছি যে সন্ধ্যাবেলার স্নানাহারাদির পরেই ট্রেনে উঠিয়া পড়িব। একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে প্রশ্ন করিলেন, "পালোয়ানপ্রবর, অসুখে পড়িয়াছ নাকি শুনিলাম?"

এরূপ সকলের যোকিন্দার আগমনে বিস্মিত হইয়াছিলাম, প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "এত জোরে জোরা হইতে আসিলেন যোকিন্দা?"

"আপাতত রাজা হইতে,—তাহার পূর্বে রাজিবাসে বাড়ীতেই ছিলাম।—সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, শরীরটাকে ঠিক করিতে হইবে। দেশের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি,—অর্থাচীনের সংখ্যা প্রতিদিন চারিদিকে বেশকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতেআমাদের ন্যায় বৃদ্ধিমান ব্যক্তিদের কিছু দীর্ঘদিন জীবনধারণ করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেছি। কিছুকাল পূর্বে অমল বীরলেটিয়ার বাসাটে আমার ভাব খারাপ হইয়াছিল,—তখন কেবলই মনে হইত এই রোমশবীর আর্যিমিস্টিকে একবার ডুবার হইতে ভুলাইয়া আনি।—কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে বেয়ারের বেয়ারের সাম্প্রতিক বক্তৃতাদি সংবাদপত্রে পাঠ করিবার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকর্ণে শুনিবার পর মত পরিবর্তন করিয়াছি, না এখন যাওয়া হইবে না।—আরও কিছুকাল, যতদিন বেশুকাল করিতে হইবে, এবং তাড়াতাড়ি বিদায় লইলে চলিবে না।—তাই প্রাতর্ভ্রমণ করিতেছি,—ধর্মটাকে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আর কয়দিন পরে সম্ভবত দেখিবে যে আমি মনোবৈকল্য ঠিক করিয়াছি'—মনে বেটাকে পুনরায় মজবুত করিয়া লওয়া দরকার।—তার শুনিলাম, তোমার শরীর খারাপ,—সময় হলিডেছিল। কিন্তু তাহার যাবতা দেখিলাম, তুমি নিশ্চিন্তের ভয়ে শরীর খারাপের ভাণ করিতেছ! বিশ্বাস করি নাই, তাই যতদূর দেখিতে আসিলাম।—কি হইয়াছে?"

বলিলাম, "রাজত্বের ব্যাপার যোকিন্দা, সর্দি, কাশি, পিত্তমাথা, বুকব্যথা, এর ইত্যাদি—"

"ডাক্তার দেখাও নাই তা?—দেখাইবে'—সর্বনাশ করিয়াছ,—সারিয়া উঠিতে দেরী হইবে তাহা না হইলে ভয় আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে।—আমাদের চতুর্দিকে এত ডাক্তার কবিরাজ ঘুরিয়া বেড়ানো সত্ত্বেও যে আমরা বেঁচে করিয়া বাঁচিয়া আছি, সেকথা ভিন্না করিয়া আমার এত এরূপভাব বিস্ময় বোধ হয়।—তবে তোমার যদ্যপি বেরূপ ভালো বলিয়া ধারণা, তাহাতে অসুখ এবং ডাক্তার এই উভয় সঙ্কটেই মুক্তাকুরী দেখাইয়া তুমি শরীর সুস্থ করিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি।"

একটু থামিয়া যোকিন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলে ভালোয় তো আছ?"

"এই সময় হইল বলিয়া, এখনই আসিবে—"

"ও, একটু আশ্চর্যান্বিত হলে হইবার। প্রাতর্ভ্রমণে বের হবার উদ্দেশ্যে তো দেখিতেছি,—এতটা ঘুরাও আমার আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থার পক্ষে বিলাসিতা! লোক সকালে ভ্রমণভ্রমির জন্য এখানে-ওখানে কুলনগর বিজ্ঞাপন করিয়া বেড়াইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রতিদিন একজনার যাওয়াটা উচিত হইবে না, কি বল?"

লোচন চা ও জলখাবার লইয়া উপস্থিত হইল। যোকিন্দা চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ফলের মন সম্বন্ধে কি মনে হইতেছে?"

"মনে হইতেছে কিছুই হইবে না—"

যোকিন্দার শীর্ণ মেরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অবশ্য ধীরে ধীরে বিশি যে প্রশ্ন করিলেন তাহা অভিনয় নহে এবং হাস্যকর নহে নাই। কিন্তু যে-প্রশ্নের জন্য তিনি মনে হইল যে তাহা হইতে বিরক্তি ও উত্তেজনা যেন একেবারে ভাসিয়া পড়িতেছে। যোকিন্দা কহিলেন, "কেন হইবে না?"

"দেখিতেছেন না কর্তৃপক্ষ কিছু উচ্চবাচ্য করিতেছেন না,—আমরা বিদ্যা চীৎকার করিয়া মরিতেছি।"

"কর্তৃপক্ষ কে?"

"কেন, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার—"

যোকিন্দা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল,—সেই ক্রোধ সংযমের জন্যই তিনি কথা থামিলেন, বলিলেন, "প্রাতর্ভ্রমণের যাত্রা স্থগিত রেখিয়াছি যে। তুমি পাইলে কোথা হইতে। এই রকমের তোমরা ও খবরের রেখি নাই।"

উত্তরে বলিলাম, "আমাদের কাগজের মতে, মাসিকী। —টাকা তাহি হইয়া আমাদের কেন্দ্রে রাজনীতিক মত গড়ে তুলিয়া আসিতেছিল। অধিকের জন্য খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহাই সংবাদ করিয়াছিলাম—"

"উহা করিয়াছিলে,—তোমাদের এখানে প্রত্যহ আসিবার কাগজ প্রবলতর হইয়া উঠিল, দেখিতেছি।—দেখ, তোমার মতের ভ্রান্তি সম্পর্কে আমার মনে হইয়াছে ইহা এই সময় ও সত্য, প্রাথমিকভাবে সকল বৈ মৌলিকভাবে সত্য যে এই সময়েও যদি তোমরা কর্তৃপক্ষ "কর্তৃপক্ষ" অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করিয়া কিছু না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যে-কারণের জন্য আমরা প্রাণ দিয়াছি, দুঃখ বরিয়াছি, যারা লইয়া আমরা পৃথিবীর দরবারে প্রস্তুত তৈরেতি করিয়া দর্শকপ্রকাশ করিয়াছি, তার বরিয়া দূর হইয়া গেছে'—এমন যাহা পরিয়া আমি তাহা কেবল একটা প্রাথমিক ভাবি ভোগ মাত্র, যে ঘোলাটা ফুরাইয়াছে তাহার পরে আসল ছবি আঁকা বাকি রহিয়াছে।"

"অন্য ভারতবিদ্বেষে সর্বভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের মনের কংগ্রেসের, সকল সংস্থা উপর তাদের কংগ্রেসের সৌধকর্মীর অবস্থা ঘোরাতে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের ও সংস্থা ধারা একমাত্র আশ্রয় ছিল,—বস্তুত পৃথিবীর যত যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা না এবং অপর কাহারো জানা নাই।—ব-ক্রীতদাস মহাত্মাজী কেন্দ্রের সংঘের উপরেই সংস্কারের ভরিয়া ভরিয়াছিলেন এবং যে মুক্তি সাধনায় তিনি নিজে লইয়াছিলেন, তাহার সেই লোকোত্তর মহিমাকি কংগ্রেসের স্বাধীনতাসংঘই অবোধগিত করা কি করিলে আমাদের আর লজ্জা ও ক্ষোভের পরিসী থাকে না।—এই অবোধগিত প্রথম উপলব্ধে সুসম্পাদ্য ও সতর্কতাবলে সম্ভাব্য প্রসারের উদ্ধ প্রকাশের দ্বারা।

"অবশ্য ভারতের মৌলিক সমাধানে যেই কংগ্রেস পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল, আ তাহার জন্য দেশের আমাদের জনসাধারণের সর্বশ প্রয়োজন অনুভব করিল না, যেন বিদেশের বিভিন্ন যে কংগ্রেস কমিটিগুলির এবং কংগ্রেস কার্যপরিচা পুনর্নির্দেশ আবশ্যক, সেকথা যেমন যে একবা অনুভব করিল না, সেই দিন হইতেই কংগ্রেস "কৃষ্ণ দিবসের" শুরু,—তাহার পরবর্তী ইতিহাস বিকর্ষণের অযৌক্তিক ইতিহাস।—কার্যনির্বাহকমি অনুকূলীর কমিটির কথা যখন আমি উল্লেখ করি, তখ আমি তাহার কমিটি আলোচনা মৌলিক কমিটিকেই ধরিয়া দেখি। আর তাহাড়া এই কমিটির সদস্য যে-সকল নেতার উপলব্ধি করার সামর্থ্য ছিল ব উহার। যে কিরূপ প্রকৃতিবিশ্লেষণ মেরু, সেকথা বুঝি কই হয় না।

"কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্যার কথা গল্পে কথা হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের অন্তরের কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে

[illegible] ছোটোই সুবিধাজনক ছিল না। [illegible] একজন দুর্বৃত্তের ছোটুই সকলের ছিল [illegible] সেজন্য সাহসে [illegible] করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বিপদের সময়ে তাঁহার প্রয়োজন অনুভব করার [illegible] সময়ের মধ্যেও নিজেকে ফেলে [illegible] করিতে পারি না বলিয়া নিজে [illegible] অনুভব করিতেছিলেন অনুভব দুর্বৃত্তের আক্রমণ

আসল, আর সকল মুসলমানই কিছু [illegible] নিজেকে সঙ্কিত না।—মুসলমানদের [illegible] আজ ঠিক বিপরীত দৃশ্যই দেখা যাইত ছিল, তাহাদের সকলে ইসলাম ও ইজ্জত আজ ছিল এক বলিয়াই মুসলমান একজন বন্ধে করিতে সকলেও কোন [illegible] প্রকাশে অনুরোধের ও আবেদনের [illegible] করিতে আসে লাগাইলে অনেক [illegible] সাম্প্রদায়িক পুলিসপুরীই পাওয়া যাইত। [illegible] ঘোটাও সেখানে অবস্থানকে বুঝিতে পারেন [illegible] সম্বন্ধে কোন কঠিন ইঙ্গিত করিলেন [illegible] না হয়।

আমি একটু বেশী ভয়ে ভিন্ন [illegible] করিয়া তুমি বিলম্বই ভয়ে করি [illegible] প্রধান বক্তা ছিল বিদেশের [illegible] সম্বন্ধে বাংলার ভাবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে— কথাটা তুলিয়াছি তাহে বিদেশের [illegible] সম্বন্ধে: দুইটা জিনিষকে তুমি বড় [illegible] ভয় করিতেছ, কিন্তু ঠিক তাহা নয়। বক্তব্যটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা [illegible] তুমি একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শোন।" [illegible] কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার মত সহিষ্ণুতা [illegible] করিতে হইল।—কিন্তু আজ ইহার [illegible] অর্থে "আর্থিক ভারত"ই পরিবেশন [illegible] করিল না।—আমার বৈষয়িক অভিজ্ঞতা [illegible] নাই। আমারই সংখ্যার উহার বক্তব্যের [illegible] পরিষ্কার করিয়া, প্রতিপন্ন হইলাম।

• • •

[illegible] ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর [illegible] সি. লাল ব্রজবীলভূক ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষ [illegible] ব্যাঙ্কিং কমিশনের অন্ত ইণ্ডিয়ার [illegible] শিল্পীয় অর্থসংস্থান তাহাদের)

ব্যাঙ্কিং প্রসারে সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় করার জন্য ঐরূপ কথা বলিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। একদিকে বিদেশী ব্যাঙ্কের ভূতী এবং অন্যদিকে দিন প্রত্যেকের ব্যবসায়ের অবস্থা। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ একক অবস্থায় তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাঁহারই একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আজ বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক সারা ভারতে মর্য্যাদার আসন লাভ করিয়াছে।—ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্যতা আজ আর তাহার পক্ষে লজ্জা নয়।

• • • •

স্যার্থের কথা ক্লিয়ারিং হাউসের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি এই জন্য যে, এক সময় উহা ইংরেজী ইন্সটিটিউশনের একচেটিয়া ছিল। বেঙ্গল প্রভৃতির ব্যাঙ্কসমূহকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই বসিয়া থাকিতে,—কিন্তু বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহাও সম্ভব ছিল না।—ক্লিয়ারিং হাউসের প্রতিষ্ঠার "বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিং কমিশনের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ঐরূপ ভাব তাঁহার অবজ্ঞার ও ঈর্ষ্যার ফলে ইংরেজের এই অসঙ্গত গুরুত্বকে দূর করেন এবং বিদেশী প্রভুর ভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রবেশের বাঙ্ক-সমূহের মধ্যে সমানের সহিত দৃঢ়ীভূত হয়।—ইহা ছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহাকে যে কত অতিরিক্ত কঠিন হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐরূপ সময়ে বাংলাদেশের আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

• • • •

ঐরূপ যখন কলিকাতার প্রবীণতম হিসাব পরীক্ষকদিগের অন্যতম এবং এক সময় তিনি বেঙ্গিষ্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টস অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও হিসাব-পরীক্ষকরূপে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যে শিল্পীয় অর্থসংস্থান ভারতের-এর বিশেষ কাজে লাগিবে তাহাতে সংশয় নাই। ভারতবাসী যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য এই অর্থসংস্থান ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইবে তাহারা যে ঐরূপ লোকের নিকট হইতে একান্ত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার লাভ করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। ভারতীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে ঐরূপ লোকের আগ্রহ

প্রকাশিত

পূর্ণিমা বন্ধের নূতন সঙ্কলন

রাজাজী ভারতীয় ইউনিয়নের সহকারী জেনারেলের কাজকারে গ্রহণ করিবার জন্য সংবাদের পর হইতে কংগ্রেস ইহার সম্পাদকীয় রহিলেন তবে ইলেকশনের কাটুন্ যার কাটুনের মান আইনজ্ঞ ও দেশনেতৃক হিসাবে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট পরিচিত এবং উচ্চপদার সহকর্মী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি রাজাজী সম্পাদিত করিবার রাজাজীর নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, যেন তাহারা তাঁহাকে সম্বন্ধ দিয়া মনে করে। যার কাটুন্ পাঠই সংবাদের সম্পাদকীয় পরিবর্তন করিতে যাইবেন বলিয়াও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহাকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি তিনি তুলাধারের স্বাধীনতা লাভের মোহনে তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করিবেন। তাহা হইলে বাঙ্গালী তাহাকে আপনার জন বলে করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রেফারেন্সেস বন্ধ করিবার চেষ্টা—মার্কিন-ব্রিটিশ বাণিজ্য যুদ্ধ—ইহুদী ষ্টেটের জন্য ইজরায়েল রাষ্ট্র মনোনয়ন—ভারতীয় পাট শিল্পের বিরুদ্ধে চক্রান্ত—ব্রিটেনের রেলইঞ্জিনের প্রবল চাহিদা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৩ই জুন—সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যে মন-কষাকষি আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মহলে একটু উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা ই, আর, পি'র ব্যয় কমাইতে (প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ) সক্ষম হইয়া এবং প্রেসিডেন্টের বাণিজ্যশুল্কের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা অধিকতর ক্ষমতালাভের চেষ্টা করিতেছে : ই, আর, পি'র ব্যয় যাহাতে পূর্ব-প্রস্তাব অনুযায়ী করা যায় তাহার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিবে সত্য, কিন্তু তাহাতে সরকার পক্ষ কতখানি সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহা বলা শক্ত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রেফারেন্স অনুযায়ী ব্রিটেন যেসব বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা হইতে তাহাকে যাহাতে বঞ্চিত করা যায়, তাহারও চেষ্টা করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত এই সব সমস্যা লইয়া যুক্তরাষ্ট্র কোনই বিশেষ কিছু করিবে না, কিন্তু নির্বাচনের পরে ব্রিটেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কিরূপ মনোভাব তাহার উপর ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিবে। তবে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন দলই কোন সমস্যা লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহিবে না।

প্যালেস্টাইনের ইজরায়েল সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে একটা যাদার পরিচয় হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে নিউইয়র্কে ইহুদীদের যে প্রভাব আছে পৃথিবীর আর কোন সহরে তাহা নাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আসনপ্রার্থীদের মধ্যে সকলেই নিউইয়র্ক এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের ভোট হারাইতে কখনও প্রস্তুত হইবে না—সেইজন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুমান অতিমাত্র ইহুদীদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে বিষয় প্যালেস্টাইনকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

ষ্ট্রাটেজিক ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় পাটজাত শিল্প দ্রব্যের আমদানীর উপর যদি কোন বাধানিষেধ আরোপ করা না হয়, তবে ভারতীয় পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক। কারণ, ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয় ভারতের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। ওয়ার্কিং কমিটির এই সুপারিশের উপর টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রেফারেন্স অনুযায়ী ভারতের সুতীর আমদানীর উপর কোন শুল্ক বসাইতে ব্রিটেন আইনত অসমর্থ। তাছাড়া ব্যাপারা চুক্তি অনুসারেও ব্রিটেন ষ্ট্রাটেজিং কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে পারে না।

বেলজাড়ীর ইঞ্জিনের জন্য ব্রিটেনের কারখানাগুলি অফুরন্তভাবে অর্ডার পাইতেছে। যেসব চাহিদা বাদ দিলেও বিদেশের চাহিদা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ব্রিটেনের ব্যবসায়ীরা খুব ভাল কারবার করিতে সক্ষম হইতেছে। ভারত একাই অর্ডার দিয়াছে ৩০০ খানা ইঞ্জিনের জন্য আর দক্ষিণ আফ্রিকার অর্ডার ১০০ খানি ইঞ্জিনের জন্য। তাছাড়া রাশিয়া অর্ডার দিয়াছে ১,০০০ খানি মিটার গেজ বেলওয়ে ইঞ্জিনের জন্য। আর্জেন্টিনাও ৩১৩ খানি ইঞ্জিনের প্রার্থী এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ১০ খানি ইঞ্জিন আর্জেন্টিনার চালান দিয়াছে। কারণ, ব্রিটেন আর্জেন্টিনার দাবী অনুযায়ী সমস্ত ইঞ্জিন যোগান দিতে অসমর্থ।

দিল্লী

কাশ্মীর সমস্যার শেষ অধ্যায়—কমিশন গঠন, না সালিসীর সহযোগিতা ?—ভারতের লাক্ষা শিল্পের সংকট—শিল্পীর জন্য বোটানিক্যাল উদ্যানের পরিকল্পনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৭ই জুন—কাশ্মীর সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। জেনেভায় কাশ্মীর কমিশনের প্রাথমিক আলোচনা, ভারত সরকার ও অভি-সংসদের মধ্যে পত্রালাপ, পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, শেষ আবদুল্লার দিল্লী আগমনের সিদ্ধান্ত, বেতার ঘোষণায় ভিন্নমতের সাক্ষ্য, এই সমস্ত একত্রিত করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, কাশ্মীর সমস্যা চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় আসন্ন হইয়াছে। এখানকার রাজনৈতিক মহল ভারত সরকারের দৃঢ়তর অবস্থানের সমর্থন করিতেছে। কাশ্মীর ভবিষ্যতের সঙ্গে কাশ্মীরের জনসাধারণ ও ভারত সরকার কতখানি সহযোগিতা করিবেন তাহা নির্ভর করিতেছে কাশ্মীর ভবিষ্যৎ কি ভাবে তাহার কার্য পরিচালনা করেন তাহার উপর। কাশ্মীর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে কাশ্মীর কমিশন সম্পর্কে মতভেদ হইয়াছে,—শেষ আবদুল্লা দিল্লী আসিলেই তাহার মীমাংসা হইবে। ভারত সরকার কাশ্মীর কমিশনের কতগুলি ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্পর্কে আপত্তি জানাইয়াছেন এবং কাশ্মীর কমিশনকে উপেক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কাশ্মীরের জাতীয় জনতাদলের কাশ্মীর কমিশনের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতাই করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে ভারত সরকার যদি কাশ্মীর কমিশনের সদস্যদের সম্পর্কে প্রতিরক্ষার না দেন তবে ঐ কমিশনকে কাশ্মীরে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া কাশ্মীর সরকারের ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় যে আবদুল্লা দিল্লী আসিলেন তখন এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে।

অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কাশ্মীরে ভারতের যে একচেটিয়া প্রতিপত্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া প্রায় উৎপাদন করা হইয়াছে এবং এখন পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক সৈনিকরাই কাশ্মীরের যুদ্ধ চালাইতেছে। কাশ্মীর কমিশন কার্যক্ষেত্রে পৌঁছিবার পাকিস্তান সরকারের দরুণ প্রমাণ করিবার যে কাশ্মীর প্রশাসন হইতে তাঁহাদের সৈন্য সরাই লইতে হইবে, অথচ পাকিস্তানী সৈন্য সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল 'আজাদ কাশ্মীর সংবাদের 'সংগ্রামী বাহিনী' লইয়া যাইবে' সেইজন্য পাকিস্তান সরকার অবশ্যই কাপড়ে পড়িয়াছেন।

লাক্ষা উৎপাদন শিল্পে ভারতের যে প্রায় একচেটিয়া ছিল তাহার জোরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। বৃক্ষের পূর্ণ পরিপক্ক পৃথিবীর পতন ১০ ভাগ লাক্ষা উৎপন্ন করিত ভারত এবং বাকি ৯০ ভাগ উৎপন্ন হইত শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীন। তাহারা ঐসব দেশে যেসব লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাহাকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য পৃথিবীতে একমাত্র ছিল ভারত। এখন জানা গিয়াছে যে, শুধু শুধু লাক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধিই করে নাই—তাহা উৎপন্ন লাক্ষা যাহাতে গ্রাম হইতেই পরিষ্কৃত করা যায় তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছে। ইহার ফলে এখন সোজাসুজি গ্রাম হইতেই পাওয়া যাইবে,—তাহাতে ভারতের উৎপাদন ব্যয় অর্ধেক হইয়া যাইবে।

ভারতের লাক্ষা পরিষ্কার করিবার যে প্রায় ৩০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ লোক লাক্ষা সংগ্রহে কর্মী হিসাবে অর্জন করে। সেইজন্য আশা করা যায় ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটি কি ভাবে লাক্ষা উৎপন্ন লাক্ষার ব্যয় কমান যায় সেই বিষয়ে বিবেচনা এবং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যা ভারতের এই মূল্যবান শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতা হিসাবে না পড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

বোটানিক্যাল সার্ভে কমিটির ১৯৩৮-৪০ সালের রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার পুরানো কেয়ার নিকট একটি প্রস্তাব করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ঐ জরিপের অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উদ্ভিদবিদ্যার উন্নতির চেষ্টা হয় সেই জন্য অরণ্যবিদ্যার ও পুষ্পবিদ্যার প্রতিষ্ঠাও করা হইবে। কলিকাতার শিবপুর উদ্যান এবং দিল্লী ও ঊটকামণ্ডের অরণ্যবিদ্যালয়ের অভাবে বিশেষ উচ্চ অরণ্য শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে নাই। দিল্লীর উদ্যানকে বাগানের সব দিক দিয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইলে তাহার জন্য ১ সুপারিশ করিয়াছেন।

(পরবর্তী অংশ ৬৪৭ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ প্রবন্ধ

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য বৃটেনে মার্শাল সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

লেখক : জন মিনেস্‌লি

১৯ বৎসর যুদ্ধের সময় বৃটেন উপলব্ধি করিল যে, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য নিজেকে রিক্ত হইতে হইবে। তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট নাগরিকদের উপর ও ব্যবসায়ের মালিকদের ও অন্যান্য ব্যবসায়ের উপর কঠিন করভার নূতন করিয়া ধার্য করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ব্যক্তিগত আয়ের উপর যুদ্ধকালীন করভার ছিল অত্যন্ত অসহনীয়। যদি কোন আয়কর দাতার এক চতুর্থাংশ আয় বৃটেনের বিনা মূল্যে দেওয়ার দাবি, তাহা হইলেও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশেষ সাহায্য করিতে প্রত্যেক বৃটিশ নিশ্চিতই একমত

যে বৎসর বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে বৃটেনকে প্রায় ৩০ কোটি টাকার মূল্য পরিশোধ স্থগিত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তখন হইতে অতিরিক্ত প্রায় ৩ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন

এই বৎসরের মধ্যে সাহায্যের মূল্য পরিশোধ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল না, তথাপি ১৯৫ টাকা প্রায় ৪৭৫,০০০,০০০ পাউণ্ড বা কোটি টাকা হইবে। অতএব বৃটেনের ব্যবসায়ের যে ঘাটতির জন্য অর্থাভাব দেখা দিবে তাহা আরও বিস্তৃতির হইতে থাকিবে।

প্রথম সমস্যা সমাধানের মার্শাল-সাহায্য (Marshall-Aid) পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। বৃটেন হইতে ১৫টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র যাহাতে ১৯৫১ সালে ডলার কোনরূপ ঘাটতি-সাহায্য না লইয়া চলিতে পারে, সেই জন্যই মার্শাল পরিকল্পিত হয়।

সালে বৃটেনকে দুইটি অসুবিধা বিশেষ সম্মুখীন হইতেছে—প্রথমতঃ, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি, ২য়, ডলার ঘাটতি পূরণ। শেষোক্ত বিষয়টি বিশেষ জটিলতর সমস্যা। মার্শাল-সাহায্য এখনও ত। বৃটেনের ঘর এবং ডলার তহবিলে যে হইতেছে, তাহা মার্শাল সাহায্য না আসিয়া পড়া ইহাই চলিতে থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। মেন্টের অর্থনীতিবিদের মতে ১৯৪৮ সালের তহবিল হইতে ২২৫.৪৮ কোটি টাকা অর্থাৎ অনুমান ৫৯৮.২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সাহায্যের অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ হইল ১,০০০ পাউণ্ড বা ৩৯১.৮৭ কোটি টাকা, সালে তহবিলে ১,৪৪,০০,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে এবং বৃটেনের সোনাসহ এই ঘাটতি পরিমাণ অত্যধিক। হয়ের প্রথম তিন বছরেই তহবিল হইতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা নিতান্ত বৈরাজনক। ব হইয়াছে ১৯৫.৩৩ কোটি টাকা। এই অনুপাতে ব্যয় হইলে শেষ বছরের পরিমাণ ৩৯৮.৩৩ কোটি টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে ৫৯৮.২৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে। এই কারণেই খাদ্যশস্য ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বৃটেনের সমস্ত শক্তি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছে এবং এই জন্যেই অসামরিক বৈদেশিক কর্মীবৃন্দের যে ব্যয়-হ্রাস করিয়াছে তাহা সকল দিক দিয়া অত্যন্ত কর্তব্য।

মার্শাল সাহায্য না পাইলে বৃটেনের পক্ষে এই অর্থনৈতিক সংকট কাটাইয়া উঠা কখনও সম্ভবপর হইত না, তাহার ফলে সমস্ত ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্র-এর সুবিধার অজুহাতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া উঠিত। ইহার ফলস্বরূপ বৃটেন ফ্রান্স, ইটালি, পশ্চিম এবং দক্ষিণ জার্মানির বৈদেশিক পরিশোধের এক-চতুর্থাংশ মূল্য করিতে হইত। এমন কি ঘাস এবং তিন পয়সা বন্ধনের তারে পাওয়া যাইত না—সাহায্যের পরিশোধের তিন-চতুর্থাংশ মূল্য করিতে হইত। পরিণামের জন্য দুঃখ এবং সমস্ত অন্যান্য দেশের হইত, যাহার ফলে ৫৫,০০০ দুঃ বিশ্বাসের জন্য হইত এবং সর্বোপরি চতুর্দিকে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তাহার ফলে ১৫ লক্ষ যে ভবিষ্যৎ দেশে কর্মচ্যুত হইয়া বেকার সমস্যাকে প্রকট করিয়া তুলিত।

মার্শাল-সাহায্য যে কেবল এই সকল দুর্ঘটনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে, পরন্তু মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ প্রচেষ্টার অপরিহার্য। এই মার্শাল পরিকল্পনানুযায়ী আমেরিকার সাহায্যের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার অন্যান্যের পণ্যদ্রব্যের অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিবে—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির এই সম্ভাবনা বিনাশের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই সকল ভয়ের বিরুদ্ধতার অর্থের ব্যবহারে বিশেষ বৃটেন আয় দ্বারা সম্প্রসারণ নিয়োগের অবকাশ পায়। ইউরোপীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার ব্যবস্থানুযায়ী বৃটেনকে এই অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে বৃটেন বিশেষ বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আমেরিকার মূল্য স্থায়ীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন কার্যাবলী ইহার অন্তর্ভুক্ত।

মূল কথা, বেচার দিকে এই বিরুদ্ধতার অর্থের দেশের আয় এর পরিশোধের জন্য আমেরিকাকে দেওয়া হইবে, এই ভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ প্রচেষ্টার বৃটেন আর এক বার অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বৎসরের মার্চেতে বৃটেন রাজস্বখাতে ১,০৫১.৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহা হইতে আংশিক উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করিলেও তাহার মাত্র ৩৩১.২৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ-পরিশোধের সহিত অতিরিক্ত মার্শাল সাহায্য যুক্তভাবে বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির পথে লইয়া যাইবে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

(লিমিটেড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৫নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের
বিশেষ সুবিধাজনক সর্তাবলী :

- মাত্র ১০৲ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৫০৲ টাকা ন্যূনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম
শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কে, এম, সেন
জেনারেল ম্যানেজার

সঙ্কলন

অন্ধ, কেরালা প্রভৃতি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে

কমিশন নিযুক্ত

ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত ধরদা প্রদেশকারী কমিটির সুপারিশক্রমে গণপরিষদের সভাপতি একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশন অন্ধ, কর্ণাটক, কেরালা এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নূতন প্রদেশ গঠন এবং তাহাদের আর্থিক ও শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবেন।

এই সম্পর্কে ভারতীয় গণপরিষদের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কিছুদিন যাবৎ কতকগুলি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রশ্নে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত ধরদা প্রদেশকারী কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করা উচিত। এই কমিশনকে এই সম্পর্কে সমস্ত বিষয় তদন্ত ও বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

ধরদা প্রদেশকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গণপরিষদের সভাপতি অন্ধ, কেরালা, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী বিচার ও বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দানের জন্য এক কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কমিশনে কতগুলি সদস্যও থাকিবেন। তাঁহারা কমিশনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু মতামত বা রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে :—(১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ এস, কে, দার—(২) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য ডাঃ পান্নালাল, (৩) গণপরিষদ সদস্য শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, (৪) বিহারের অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী বি, সি, মাথুর—ইহাঁরা তিন জন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

এছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাজ হইতে সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন (১) শ্রীসোমেক্ক রাজু—(অন্ধ), (২) মিঃ রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার—(তামিলনাদ), (৩) শ্রীনারায়ণ মেনন (কেরালা), (৪) শ্রীহরপ্পানায়—(কর্ণাটক)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বোম্বাই হইতে সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন :—(১) শ্রী কে, এম, মুন্সী—গুজরাট, (২) শ্রী আর, আর দিবাকর—কর্ণাটক, (৩) মিঃ এইচ, পি, প্রাতালকর,—মহারাষ্ট্র। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যুক্তপ্রদেশ ও বেরার হইতে সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন :—

(১) মিঃ কে, এম সেওয়ে—মহারাষ্ট্র, (২) শ্রীগোপাল শ্রীবাস্তব—মধ্যপ্রদেশ।

কমিশনকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে : (ক) প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঞ্চলের জন্য কোন্ কোন্ অঞ্চল নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে এবং সেইরূপ উহার সীমানা কি হইবে। (খ) এই জাতীয় প্রদেশ গঠনের ফলে অর্থনৈতিক আর্থিক এবং শাসন সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি কি দাঁড়াইবে? এবং (গ) তাহাদের পার্শ্ববর্তী আর্থিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরই বা উহা কি প্রভাব বিস্তার করিবে।

অতিরিক্ত খরচের দায় কঠিন

কলিকাতার মেয়র ষ্টাটোয়ারী পরিষদের বৈঠকের পর নিম্নলিখিত সরকারী প্রেসনোট জারী করা হয় :—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে ১৩ই ও ১৪ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিমন্ত্রিসভার অধিবেশনে সরকারের বাসভবনে মেয়র ষ্টাটোয়ারী পরিষদের বৈঠক হয়। বৈঠকে পূর্ব বঙ্গের প্রশ্নে যাঁহারা আলোচনা করেন, মিঃ হরিসাধন দত্ত চৌধুরী, শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন। যে সকল বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে ঐ বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে :—

সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত খরচের সমস্ত ১৫ কোটি অতিরিক্ত আয় করিতে হইবে। অপরিশোধিত বিল পরিশোধের জন্য আবেদন—নিয়োগকারী কমিটির সদস্যগণ প্রত্যহ কাজ চালাইয়া অপরিশোধিত বিলসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত কমিটি যে সকল বিল পাশ করিবেন, পূর্ববঙ্গ অধিবাসে সেগুলি শোধ করিতে আরম্ভ করিবেন। বর্তমান ব্যবস্থানুসারে পূর্ব বঙ্গ সরকার যে মুহূর্তে পাওনাদারগণকে ১ কোটি টাকা দিবেন সেই মুহূর্তে পশ্চিম বঙ্গ সরকার পূর্ব বঙ্গ সরকারকে ৩৪ লক্ষ টাকা দিবেন। যে পর্যন্ত অতিরিক্ত অঙ্ক সমস্ত দায় না শোধ হইবে সে পর্যন্ত এই প্রথায় কাজ চলিবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের অর্থসচিবগণ প্রত্যেকে লালিশ ষ্টাইলিংয়ের দায় পর্যালোচনার জন্য অধিবাসে একজন করিয়া উচ্চতন পদাধিকার অফিসার মনোনীত করিবেন, এই সকল রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করিবেন ও তদনুযায়ী সমস্ত অধিবাসে সেগুলি কার্যকরী করিবেন।

টাকার অঙ্ক নির্ধারণ না করিয়া সমস্ত বিল পাশ করিবার জন্য অপরিশোধিত বিল শোধের জন্য আবেদনকারী বিবেচনাকারী কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

রাধোজীর উপত্যকা কর্পোরেশন

জানা গিয়াছে যে, ডাঃ সুধীর সেন রাধোজীর উপত্যকা কর্পোরেশনের পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা সরকার তাঁহাকে বাঁধ নির্মাণের উচ্চতর ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য রাশিয়া ও আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মার্কিন মুলুক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন কিছুকালের জন্য কলিকাতায় তাঁহার প্রধান কার্যক্ষেত্র অবস্থিত হইবে।

ডাঃ সেন দুই মাস কাল রাশিয়ায় অবস্থান করিয়া নদীর বাঁধ ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। রাশিয়া হইতে তিনি আমেরিকায় যান এবং সেখানেও উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। আমেরিকা হইতে তিনিসপত্র ও কর্মচারী সংগ্রহ করা সম্ভবপর কিনা তাহা অবশ্য করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ডাঃ সুধীরঞ্জন মুখার্জির রাধোজীর উপত্যকা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ বি, সি, গুহ আমেরী সহকারের প্রতিনিধিরূপে কর্পোরেশনের সদস্য হইবেন। বিহার হইতে সম্ভবতঃ শ্রীযুত ললিতপ্রসাদ ঝা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবেন।

কর্পোরেশনকে সরকার কর্তৃক ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দান

জানা গিয়াছে যে, সিভিলিসিভাসিটির বৈদেশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

এই টাকা হইতে ৫,১৮,০০০ টাকা কলকারীদের প্রতিপ্রদ, যে ৩ জুন মাসের মধ্যে তাহা যথাযথ সর্বত্র বেতের সহ আদায় করিয়া দেওয়া হয়, সেই হারে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ভাতা দেওয়া হইবে। সরকার কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে উপরিউক্ত অর্থ বাদ দিয়া হইবে। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী সরকার যখন ভাতা বাবদ ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ কর্মচারীদের দিয়া থাকেন।

রাজা-দুর্গাপুরের রাস্তে-পনেরো লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা

প্রকাশ, কলিকাতার রাজা বিহীন লোকদের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার রাস্তে-পনেরো লক্ষ টাকা দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিভিন্ন জায়গা আলাপ করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ছাত্র এবং যাহারা আহত হইয়া এবং যাহারা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারাইয়াছে তাহারা এবং তাহাদের আশ্রিত স্ত্রীলোক—যেমন কারিগর, ফেরিওয়ালা, মুচি ও বিভিন্নরাজ্য—তাহারা দানের টাকা পাইবে।

১৫ হাজার দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সরকারকে প্রায় ১৫ হাজার লোককে সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাস্তুহারাদিগের প্রত্যেককে ৫০ হইতে ৫০০ টাকা দেওয়া হইতেছে।

যাহারা পূর্ব বা পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া এ স্থানে তাহাদের পুনর্বসতি করা করিবার ও সরকার একজন কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন ইতিমধ্যে ১৮ হাজার কাজ বিতরণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বৃত্তিজীবী আন্দোলনকারী

পূর্ব্বঙ্গ হইতে অন্যূন ত্রিশজন বৃত্তিজীবী আন্দোলনকারীর পুনর্ব্বসতিকল্পে একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপরোক্ত আন্দোলনকারীদিগকে সাহায্য করা যাইতেছে :—

শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ঘোষ, ১১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসকদের সম্বন্ধে শীঘ্রই পৃথক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইবে।

বাঙ্গলা টাইপরাইটারের অক্ষর-বিন্যাস

বাঙ্গলা টাইপরাইটারের ব্যবহারোপযোগী অক্ষর-বিন্যাস স্থির করার জন্য এবং এই সম্পর্কে ভারতীয় ভাষা বিশেষজ্ঞের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগে কর্ম্মরত ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা লাইনোটাইপের ব্যাপারে, তাহার টাইপরাইটারের বাঙ্গলা অক্ষর বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে ভাতিপুরের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ

ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব ভাতিপুরের অন্যতম খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকট ভারতে ও সারাবেশে অন্যান্য কেন্দ্রগুলির প্রয়োজন বিচারের জন্য উক্ত সংস্থানের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আগামী ১৯৫৫ সন হইতে কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বিদেশে প্রেরণ করা হইবে। ঐ সকল ভারতের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি দল যাইবেন তাঁহারা ভারতে অনুরূপ স্থাপনের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ে তাহাদের সরকার বিবেচনার উদ্যোগ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত সরকারের কথা হইলে যদি রাজকুমারী অমৃত ভারত হইতে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা বিজ্ঞানীদের সংস্থাসমূহের কেন্দ্রিক কেন্দ্রটি নিজের স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং এই কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যেই নিম্নে কয়টি বৃহৎ ভবন নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া জানা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা গঠন উহার কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় কতকগুলি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অনুসন্ধানকার্য্য ও গবেষণাকল্পে জন্য পৃথক প্রস্তাবও রচিত হইয়াছে। বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকটে প্রস্তাবগুলি জন্য পাঠাইবার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রস্তাবগুলি চাওয়া হইয়াছে—তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

ঐ সকল প্রস্তাবের উল্লেখ ও অন্যান্য সংক্রান্ত আবেদন এই জুলাইয়ের মধ্যে বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকটে বা পৌঁছিলে উহা বিবেচিত হইবে না।

শ্রমিকদের জন্য সরকারী বীমা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা

ভারত সরকার শ্রমিকদের জন্য সরকারী বীমা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গড়িয়া তাহাকে চালু করার আয়োজন করিতেছেন, বিহারে ৪০ হাজার শ্রমিক সর্ব্বপ্রথম তাহার সুবিধা লাভের সুযোগ পাইবে।

ভারত সরকার বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী বীমা কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যালয় গঠন সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলির সহিত আলোচনা করিতেছেন।

জানা গিয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ে বিচারবিবেচনা করিয়াই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ প্রথমে আরম্ভ করা হইবে এবং এইজন্য বিহারে মেডিক্যাল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কি প্রকার পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে বিহার প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতা পাওয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা হইবে।

বিমান ডাকের নূতন ব্যবস্থা

বিমানে চিঠিপত্র প্রেরণ সংক্রান্ত আরও কতকগুলি সুবিধার ব্যবস্থা ডাকবিভাগ স্থির করিতেছেন। ভারতীয় ডাকবরগুলিতে আন্তর্জাতীয় বিমান ডাক ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরণের চিঠির কাগজ ও লেফাফা পাওয়া যাইবে। চিঠির কাগজগুলি নানা রংয়ে ছাপা থাকিবে এবং প্রতিখানা দুই আনা করিয়া বিক্রয় হইবে। লেফাফাগুলি হইবে কিছু ছোট মাপের এবং প্রত্যেকটির দাম হইবে ৵১০ পয়সা। চিঠির কাগজগুলিকে, ভিতরে লিখিয়া ভাঁজ করিয়া দিলে, লেফাফার মত দেখাইবে।

আমেরিকার নিকট ভারতের সাহায্যের আবেদন

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ডাঃ পি. পি. সিঙ্গাই এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী জাতি হিসাবে অন্যান্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে।

আমেরিকার বিশিষ্ট শিল্পপতি, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া ডাঃ সিঙ্গাই বলেন, ইউরোপের জন্য আপনারা যখন মার্শাল-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন আপনারা যে এই বিষয়টি ভাবেন নাই, তাহা নয়; কিন্তু আমরা যে "পুরাতন পৃথিবীতে" বাস করিতেছি, সেখানে ইউরোপের দায়িত্বের অন্যান্য দেশগুলিরও সমান গুরুত্ব আছে। এই কারণেই আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনাদের সিদ্ধান্তের ফলের দায়িত্বই অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতকে আপনাদের সাহায্য করা উচিত।

বাঙ্গলোর চোলেরা জীবাণুর করিয়া তোলার ব্যবস্থা

ঘরে ও ফুটে সঁড়ক বিদ্যুৎ অনুসন্ধান হোলেরার ঘাম বন্ধের চাপিয়ে আন্তর্জাতীয়ী কমিটির বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, ঘাম বন্ধের ঘানবাহন বন্ধের সহিত আলোচনা করিয়া বাঙ্গলোর চোলেরার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে অন্যান্যের মৃত্যু হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কমিটির সভাপতি ঘোষের সহিত একমাই বলেন যে, পরিকল্পনাটি যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদেশ হইতে আগত আগন্তুকদের সম্পর্কেও কমিটি আলোচনা করেন। প্রকাশ, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমানে অবস্থা অনেক ভাল। কিন্তু তবুসত্ত্বেও কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজন হইলে এবং প্রয়োজন মূলা সংগ্রহ করিতে পারিলে বিদেশ হইতে আরও যথেষ্ট আমদানী করা উচিত।

শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ :—

বিভিন্নদের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিকে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তিপত্র সই করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে জেনেভায় চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

ভারতের কতৃক যে সমস্ত শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান করা হইবে তাহা চুক্তিপত্র সই করার ৩০ দিন পর হইতে কার্য্যকরী হইবে এবং ঐ সকল সুবিধার উল্লেখ করিয়া শীঘ্রই শুল্ক আইনের ১৩শ ধারা অনুসারে একটি বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। কোন কোন সুবিধা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। আইনসভার আগামী অধিবেশনেই এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

অন্যান্য যেসব ভারত যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবে তাহার চুক্তিপত্র সই করার ৩০ দিন পর হইতেই কার্য্যকরী হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত অবশ্য বহু বৎসর যাবৎ হইতেই সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

যে সমস্ত প্রধান প্রধান দ্রব্যে ভারত শুল্ক সম্পর্কিত সুবিধা দান করিবে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ, নিম্নমানের খাদ্য, ফল ও তরিতরকারী, নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ, নির্দ্দিষ্ট রং, নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর কলকব্জা, মোটরগাড়ী, রেডিও-সেট, টাইপরাইটার, চক্ষুসংক্রান্ত ঔষধাদি, কাঁচা পশম, সার এবং পারিবারিক কাজে ব্যবহারোপযোগী রেকর্ডবিক্রেটর।

যে সমস্ত প্রধান প্রধান দ্রব্যে ভারত শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধালাভ করিবে তাহাদের নাম পরে দেওয়া হইল।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য, কাচ, কাচের, এবং নানা ধাতুনির্মিত বস্তুর তালিকা, কাঁচামালসমূহ, চিনি, চা ও ইত্যাদি।

অনুসন্ধানের এবং যাবতীয় সুযোগের সুবিধার জন্য উক্ত তুলিকাদের এবং তাহার উপর আমদানীকারক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যাহারা সমস্ত ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া থাকেন এরূপ একটি বিস্তৃত তালিকা প্রকাশিত হইবে।

ভারতের বৈদ্যুতিক মোটর শিল্প

কর্তৃপক্ষ ও সেই বিষয়ক যে সকল মূল্যবান পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা কার্যকরী করার সময়ে বৈদ্যুতিক মোটরের চাহিদা দূর করিতে পারিবে এবং উহার সাহায্যে ভারতকে স্বাবলম্বী হইতেই হইবে—বৈদ্যুতিক মোটর শিল্প সংরক্ষণের দাবী সম্বন্ধে ভারতীয় শুল্ক সংসদ তাঁহাদের রিপোর্টে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

যদিও সরকারী সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত অবস্থা উক্ত শিল্পের রহিয়াছে, তবুও কেবলমাত্র এই মূল্য পরীক্ষা দ্বারাই সংরক্ষণ দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না বলিয়াই উক্ত সংসদ মনে করেন। কারণ, এতদ্দেশীয় বৈদ্যুতিক মোটরের মূল্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমদানী-শুল্কবিহীন বিদেশী মোটরের মূল্য হইতে কম হইবে তাহা ছাড়া বর্তমান বাজার মতে ভারতীয় শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রায় নাই এবং তাহাদের চলতি মূলধনও কম নয়। এই সকল কারণে সংসদ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শুল্কের শুভের হারেই আগামী ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত উক্ত শিল্পের উপরে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য থাকুক। তাহার পরবর্তী শুল্ক ১২½ এপ্রিলের এক যোগপাঞ্চায় শুল্ক সংসদের উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতীয় বৈদ্যুতিক মোটর শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধকালেই এই শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। মাত্র ১৯৩৯ সালে এই শিল্প ছোট প্রকারের পাঁচ হাজার হর্সপাওয়ার ছিল, কিন্তু এখন ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। কয়েক প্রকার মোটর এখন ভারতে তৈয়ারী হইতেছে। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাঁচামাল ভারতের বাজারেই পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে বাৎসরিক এক লক্ষাধিক অশ্বশক্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ ছোট ছোটার বহু-সংখ্যক পাওয়ার মোটর ভারতের মাত্র পাঁচটি বৃহৎ কারখানায় নির্মিত হইতেছে। দেশের ছোট ছোট কারখানাগুলি নির্মাণ করিয়া উহার সহিত যোগ করিলে ভারতকে এ বিষয়ে স্বাবলম্বী বলা চলে। দেশে বর্তমানে যে সকল কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে ঐগুলিতে কাজ করিলে ভারতের বাৎসরিক মোটর উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়া ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫০০ অশ্বশক্তিতে দাঁড়াইবে।

ভারতীয় মোটর শুল্কে বিদেশী মোটরের সহিত উহা ব্যবহার করিয়া কারখানেও আকর্ষণ করিতে হইবে। শুল্ক সংসদ আগামী ১৯৫১ সালের শেষ ভাগে উক্ত শিল্প সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করেন। ঐ সময়ের মধ্যে সরকারের সামুদ্রিকতর বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইবে।

চীনা তুলাচাষ ও চিনিকলের সহিত ভারতের সম্পর্ক

চীনা তুলাচাষ ও চিনিকলের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হইয়াছে। চীনা সরকার লাহোরে প্রবেশ করিয়াছে বিদেশ করিয়া তুলিলে এই যোগাযোগ বাড়িয়া যায়। এক লক্ষ মণ তুলো চীনা তুলাচাষের একদল ব্যবসায়ী বহু বাদানুবাদ পর হইতে আনা আছে তার চীনা তুলাচাষ ও চিনির হইতে ভারতের সহিত যে বাণিজ্যিক বিনিময় হইয়াছে তাহা সে হইতে আসিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের তুলা ও মহাদেশ দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় বস্ত্রকলগুলির নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা সাহায্য লইয়া একদল ব্যবসায়ী চিনিকলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনকল্পে সে হইতে লাল হওয়া হইয়া গিয়াছে।

মার্কিনীদের নিকট পশ্চিম বেলাল ইজারা দান

বেলালের বিশিষ্ট জনসেবক শ্রী হি, আর. কেরী সাংবাদিকদের এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বেলালের নূতন প্রধানমন্ত্রী লাহে পশ্চিম বেলালকে তিন বৎসরের জন্য কতকগুলি মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা দিয়াছেন।"

শ্রীকেরী আরও বলেন যে, অন্যান্য বিদেশী বসতবাসীকে অবাধে ঘোরা করিবার অনুমতি দিয়া বেলালের জাতীয় স্বার্থের অবিশ্বাস করিয়াছেন ও বেলালকে মার্কিন বসতবাদের আওতায় লইয়া গিয়াছেন।

শ্রীকেরী বেলালের সামন্তরাজদের এই নীতির প্রতি ভারত সরকার ও জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, বিদেশী শক্তিকলের কাছে বেলালকে অস্ত্র বেচিবার ফলে ভারতের পক্ষেও উহা বিপজ্জনক হইবে। তিনি ভারত সরকার ও জনমতের নিকট এই পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য আবেদন করেন।

ভারতের জন্য পাঁচখানি মার্কিন জাহাজ

শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাঁচখানি জাহাজ ভারত অভিমুখে রওনা হইবে। এই পাঁচখানি মধ্যে ৩ খানি মার্কিন উপকূল জাহাজ বরোদার পাইকোয়াড় ক্রয় করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের উত্তরে ওজা বন্দরের একটি খাল খননের জন্য এই তিনখানি জাহাজ ব্যবহৃত হইবে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন

ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে ১লা জুলাই হইতে ভারতের শিল্পের "ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন:

মিঃ বে, পি, আয়েঙ্গার, মিঃ বি, ই, মিঃ কানুগো, মিঃ বি, কে, দত্ত, মিঃ এ, ডি, শ্রফ, মিঃ কানিংহাম, মিঃ টি, এ, রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার ও মিঃ বি, সরকার।

অবশ্যকার আগামী বিভাগ বাদ অন্য ইণ্ডি মেম্বারের দায়িত্ব হইবেন তার প্রিবার ও অন্যান্য কি আর ব্যবস্থিত। বিভাগে বাদ মিঃ বরদাচার্য কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সংবাদলিপি

(পৃষ্ঠাংশ ৯৬৩ পৃষ্ঠায়)

বোম্বাই

বোম্বাইয়ে তি ভালেরা—দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য—পাকিস্তানের কুটনীতিজ্ঞদের অদ্ভুত সমর্থন—বোম্বাইয়ে বস্ত্রকলের সিকায় ভাবী—কর্পোরেশনের সংস্কার সাধন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ৭ই জুন—দেশে প্রত্যাবর্তনের প আয়ারল্যাণ্ডের বেতারের উদ্দেশ তি ভালেরা বোম্বাই কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করেন। তিনি মাত্র কয়ে বোম্বাইয়ে ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে বোম্বাই কংগ্রেস নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত তিনি দে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিমানবন্দরে অল্প সময় বোম্বে হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গেও বক্তৃতা করেন এ বক্তৃতা করেন যে, বেলফিল্ডের মধ্যে অল্প সংখ্যালঘুদের সমস্যা মিটানো যায় না। দেশ বিভ করিবার নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবশিষ্ট একটি চাল মাত্র। তিনি ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে আয়ারল্যাণ্ডের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলে আলস্টারের অবসাধারণের মধ্যে এক অংশ দেশ বিভ কামনা করিলেও তাহা সংখ্যাগুরুদের কখনো কখনো নয় নাই। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতি ফলে আলস্টার এখনও আয়ারল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত হইতে পারে নাই।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের গান্ধীর যুগ কীর্তি কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি মহাত্মার কুটীরশিল্প পরিকল্পনার সমর্থক। তাঁহা মূল উদ্দেশ্য সব ঘরে ঘরে যন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং তাহা মনে করেন যে, বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা না করিয়া কখনও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত ক যায় না। তাহারা একেবারে অসহায় হন। তাঁহা মনে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কুটীরশিল্পের প্রসা সাধন করিলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যায়। উন্নয়ন এবং দেশে শক্তির হইতেও মুক্তি পাওয়া যায় উন্নত প্রণালীতে কুটীরশিল্প প্রসারে বৃহৎশিল্প প্রতিযো হয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অথচ বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে লাভ হয় তাহাও পাওয়া যায় অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, অনেকেই হয়ত তাঁহার এরূপ মত সমর্থন করিবেন না।

হায়দ্রাবাদের ব্যর্থতার পর

[illegible] সপ্তাহের শেষভাগে সরকার সরাসরির আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদে স্বভাবতঃই বিভিন্ন বাজারের উৎসাহের যে আশা পোষণ করা ছিল তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হইয়াছে। আলোচনার সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন মাল বাজারে যে তেজী দেখা গিয়াছিল তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে সেয়ারের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে মিশ্রভাব বিরাজ করিতেছে তাহাতে মূল্যসূচক রেখা উর্ধ্বে যাইতে পারে নাই।

এ সপ্তাহের মাঝে কাপড়ের বস্ত্রা বাজারে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, হায়দ্রাবাদের বর্তমান বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিবে। পরিণামে সূতার ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইতে পারে নাই এবং বাজারের প্রায় [illegible] অধিক পরিমাণে না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছে।

লেভেলের অবাধালের প্রতিক্রিয়া যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে সৃষ্টি করিবে ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাহাই সেয়ারের ক্ষেত্রে ১৯৩৭ সালের মতো এই কিছু ঘটে বিক্রেতাদের পরিলক্ষিত হয়। আলোচনার বন্ধকালে পরে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কি না তাহা অজানা থাকায় বাজারে ভয় সৃষ্টি হয়। অধিকাংশের বাজারের ইহাই না হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ইণ্ডিয়ান ও ইস্ট করপোরেশনের এই প্রতি ক্ষেত্রে তাহা হয়। মুখ্যতঃ সংবাদিক মূল্যসূচক হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রের পরে অবশ্য বাজারে হয় অবশ্য ঘটে এবং ফলের বিপদ পরিলক্ষিত না হইলেও কিছু ঘরে বাজারে ভিড়িয়া আসে। যদ্ধ ব্যবসার ফলের সমস্ত ক্ষেত্রে বিপদাশঙ্কিত ঘটিত ক্ষেত্রেরও অবাধ [illegible] ঘটনার ঘটেছে সাধারণ ছিল এবং এখনও ঘটিয়াছে।

* * * *

ধর্মঘটসমাধানকারীদের নিকট হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল, হায়দ্রাবাদের সিদ্ধান্ত তা হওয়ায় তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে। তবে নূতন কোন অভিযান চালাইতে সময় হবে আজ কোন চৈতন্যের লক্ষণ দেখা যায়। তাহার পরিবর্তে যদ্ধে কমিয়া সেয়ারে কেনাবেচা সাধারণ কয়েকটি মূল্য ও প্রতিষ্ঠানের দেয়াদেই আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত উন্নতিকারী বিশেষ কোন মূল্যবর্ধন বা তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা ফলের কোন [illegible] হইবে বলিয়া মনে হয় না।

* * * *

[illegible] ইন্সিং আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। যে আন্তরিকতার সহিত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আলোচনা অনিশ্চিত কালস্থায়ী হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। এই আলোচনার পরিবর্তিত উন্নতির বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থানে বিশেষ করে। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে উৎপাদক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির আমদানী করিবার জন্য এই সঞ্চিত ইন্সিং বিক্রিয়া পাওয়া একান্ত দরকার। আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহার সদ্ব্যবহার করা আশু প্রয়োজন।

* * * *

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্গঠন বাবদায় সাহায্য দানের অভিপ্রায় সৃষ্টি করিয়ে আমাদের সভ্যের বাজারে যে সাময়িক সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্তি হইয়াছে। আমেরিকার আইনসভার সবচেয়ে আইনের ফলে পুনরায় আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে সাহায্যদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবে। সভ্যের বাজারের ইহার প্রতিক্রিয়া ভালই হইয়াছে এবং সপ্তাহে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সভ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ইন্সিং আলোচনার ভবিষ্যতের কিছু সুবিধা হইতে পারে এবং তাহাতে সেয়ার বাজারের অবস্থারও স্বাভাবিক উন্নতি হইবে।

* * * *

সরকারী ঋণ—

হায়দ্রাবাদের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিভাগে দরের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ৩½ সুদের ১৯৪৮ সালের (১৯৪৭-৪৮) ৩½ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০১, ৩, ৩½ সুদের ১৯৫৮-৬৮ ১০০/০, ৪½ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১০/০, ৫½ সুদের ১৯৪৭-৫০ ১০৯৯/০, ৩½ সুদের ১৯৫৫ বা তদুর্ধ্ব ১০৩/০ পর্যন্ত ক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগে কিছুটা কারবার হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কেন চাহিদা ছিল এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারেরও বেশ ক্রয় হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব, ইম্পিরিয়াল ১৯৩৭, বিলাস ১০৫৩ এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬২½ পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

কয়লাখনি—

এই বিভাগে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই, কারবারও অত্যন্ত কম হইয়াছে। আসানসোলের ২৯৮/০, বেঙ্গল ৬৩½, ভারত ৭½, বরাকর ১২৬/০, ইকুইটেবল ৩৮½, সাউথ করণপুরা ২০৲ ও জামুরিয়া ৪৲ পর্যন্ত ক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে ক্রয় বেশী [illegible] হইয়াছে। বেঙ্গল ২৭৲ (১৭৩৲), বেঙ্গলেশ কটন ৯৩, কাশিপুর ইয়ার্নস ১০৮৩, ডানবার ২১৩৲ (২১৩৲) ও মিঠা মিউনিসিপাল ৪৲ পর্যন্ত ক্রেতা দেখা গিয়াছে।

স্টীমশিপ—

ভারত-পাকিস্তান চুক্তির পরে ভাড়ের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা বজায় থাকিতে পারে নাই,—দরের সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আরবো ইণ্ডিয়া ৩১৩৲ (৩১৯৲) বালি ২১৭৲, বরোদার ২৮৩৲, বেঙ্গলেন্টিয়ার ৫০৭৲, ঈগলষ্টার ১০১৲, জোট ব্রাদার্স ৪১৩৲ (৪৮৫৲) কোলাপুর ১৪১৲, ইণ্ডিয়া ১৯১৲, কাঞ্চনজঙ্ঘা ১০২৲, কুলদানা ১৯৫০ (১৯৮০) নর্থমা ১০৲ (১১৲), রিপাবেশ ১১৲ (নূতন) ও ইউনিয়ন ৬৮৭০ পর্যন্ত দরে ক্রয় হইয়াছে

বিবিধ—

কাগজে পরিমাণ অতি সামান্য হইয়াছে, দরেও কিছুটা অবনতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ক্রেতার সুলভায় বিক্রেতার বিষয়ে প্রাচুর্য দেখা যায় নাই। বর্মা করপোরেশন ৩০ (২৮৴০), ইণ্ডিয়ান কপার ১৮৲ (২৯৴০), গোল ডালী ৮৴০ (২১৲০), কালেকটী ইলেকট্রিক ২৪৴০ (২৫।৴০), ইণ্ডিয়ান আয়রণ ১৮৴০ (২৩৴০), কুমায়ুন ২৯৲, মার্শাল ৬৴০, ইস্ট করপোরেশন ২৩৲ (২৪৴০), ট্রেজারী বোম্বাই ৭৲, হিন্দুস্থান করপোরেশন ৬৮৴০, ভারতম রাবার ৮৯৲, এস আর সি অবসার ১২৲, ইণ্ডিয়ান কাশমোস এয়ারওয়েজ ৭৴৩, ভারত ফোরজেস ১২৲ মার্টিন বার্ন ১৫৮৴০, ইণ্ডিয়া পেপার ১৯৭৲, টিটাগড় পেপার ৪১৷০, মেদিনীপুর জমিদারী ২৯৲, ইণ্ডিয়া হোটেলস ১২৷০, গোট সিমিং ১৯৷০, কাশমুর ইয়ার ৩১৲, রাজমন্দর ১৯৮৴০, রাজা সুগার ১৫৮৴০ পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগান—

গত বৎসরের বিক্রিবাটার প্রায় সমস্ত কোম্পানীরই লাভ হইয়াছে এবং লভ্যাংশের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই এবং দরেও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ১২৲ (১৩৷০), বেঙ্গলাত ৩৫৷৩, ব্রাইটনবাড়ী ১৯৷০, সিংটাং ৪৷৩ ও টিন-আলি ২২৷৩ পর্যন্ত ক্রয় হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

সরকারী পাট-নীতির প্রতিবাদ

বর্তমান বছরে পাট বপনের পরবর্তী এবং চট্টগ্রাম ও কলিকাতা বন্দর হইতে পাট রপ্তানীর আধিক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, বিলম্বিত যে পাট উদ্বৃত্ত রহিয়াছে তাহা পাট বিক্রয়ের নিরাপদ মানেরও নিম্নে পড়িয়া যাইবে। সেই জন্য চটকল মালিকগণ তাঁহাদের সরকারের নিকট কাঁচা পাট রপ্তানী অনুমোদননীতির অবসানের প্রতিবাদ জানাইতেছেন।—তাঁহারা জানাইয়াছেন যে বর্তমানে এই নীতির অর্থ হইবে চটকল শ্রমিকদের বেকারত্ব, শিল্পের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি এবং তাহাতে অতি প্রয়োজনীয় তহবিল সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস।

৩১এ যে তারিখে কলিকাতার বিলম্বিত যে প্রায় ১৪ লক্ষ গাঁইট পাট মজুত ছিল, আশা করা যাইতেছে যে, ৩০এ জুন তারিখে যে বছরের শেষ হইবে তাহাতে উহা কমিয়া ১১ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমান বছরের স্বাভাবিক মজুত বজায় রাখিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে ১৪ লক্ষ গাঁইটের দরকার। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনাপূর্বে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কলিকাতার পাট সরবরাহকারী কমিটির এক বৈঠক হইবে। সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা জানিবার জন্য চটকল মালিকগণ উদ্গ্রীব হইয়া আছেন।

তুলা

শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাইয়ের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হইয়াছেন। প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য মিশরীয় সরকারের নিকট প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁইট দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট তুলা ক্রয় করিয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের বদলে ঐসব তুলা ভারতকে দিতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি মিশর সব ও রাজস্থান মেলে রাশিয়াকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট তুলা সরবরাহ করিয়াছে। মিশরের পক্ষে এখন কাঁচা পাট, শিল্পজাত পাট, চা, তামাক ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। কাজেই মিশর ভারতের নিকট হইতে ঐসব মাল পাইলে তুলা রপ্তানী করিতে রাজী হইবে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ভারতের বর্তমানে ৫০ হাজার গাঁইটের বেশী তুলা আমদানী করিবার সামর্থ্য নাই, যদিও বা প্রতিনিধি দলের নেতা ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারত প্রয়োজন হইলে ২০ কোটি টাকার মত মাল ক্রয় করিবে।

আশা করা যায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের দ্বারা লাভজনকভাবে হইবে এবং ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় তুলা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে এবং ভারত পাট ও চায়ের ন্যায় অন্যান্য বিষয়ের নিকট হইতে আমদানী করিতে পারিবে। আমেরিকা হইতেও ভারত প্রায় ৪৪,০০০ গাঁইট তুলা আমদানী করিবে এবং ইতিমধ্যে ১২,০০১ গাঁইট তুলা ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোম্বাইয়ের মজুত মালের পরিমাণ জুন ১০ তারিখে ছিল ১০,৫৫,১৯৮ গাঁইট, অথচ গত বৎসর ঠিক এই সময় [illegible] গাঁইট। অবশিষ্ট [illegible] হইতে আমদানী হইয়াছিল ১৮,১৭,৫১৭ গাঁইট এবং ১৯৫৭ সালে আমদানী হইয়াছিল ১৮,৩৮,২০৭ গাঁইট।

আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে ব্যাপক মূল্যহ্রাস হইয়াছে। সিকেতার প্রাদুর্ভাবের ফলে আই. সি. সি'র মণ ৩০০ টাকা হইতে ১০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। তেজী-ব্যবসায়ীদের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মেজাজটা এখন বিক্রেতাদলে যেয়া গিয়াছে এবং সকলেই দুহাতে বিক্রয় করিতে ব্যস্ত। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মিশর যাত্রার ফলে বাজারে মন্দাভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও বা বিদেশ হইতে তুলা আমদানি ভারতীয় তুলার বাজার খারাপ হইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। তাছাড়া তুলার চাষ বৃদ্ধির ফলে অনেকেই আশা করিতেছেন যে আগামী বৎসরে তুলার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, যদিও সব কিছুই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে।

তৈলবীজ

সপ্তাহান্তের অপ্রত্যাশিতভাবে তৈলবীজের বাজারে তেজীভাব দেখা যায়। চীনা বাজারের ঘর যে পর্যন্ত চড়িয়াছে প্রথম সপ্তাহের পর এমন আর হয় নাই। তাহাদিগের অতিরিক্ত পরিস্থিতি অবশ্য আরও ঘোরালো করিয়া তোলিয়াছে। ক্রিচিলেও নাকি তৈলবীজের অভাব দেখা দিয়াছে।

চা

চায়ের আমদানী কমিয়া যাওয়াতে প্রতি সপ্তাহের হিসাবে প্রতি ১৪ দিন অন্তর চায়ের নীলামের কাজ হইবে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কন্ট্রিবিউটিং-এর ভাল ও আধা ভাঁড়া চায়ের চাহিদা ছিল বলিয়া ঐ সব মালের দর বিক্রেতাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, তবে কোচিনের বাজারে সাধারণ চায়ের চাহিদাই ছিল বেশী এবং ভাল চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে দরও কিছু আমদানী হইয়াছিল প্রচুর। কলম্বোর বাজারে প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানীর জন্য বাজারে ছাড়া হইয়াছিল, তবে মাল অতি নিম্নশ্রেণীর ছিল বলিয়া বিশেষ কাজ কারবার হয় নাই।

গুড় ও চিনি

মধুপুরের গুড়ের বাজারে দরের তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নাই। বাহির হইতে মাল তেমন প্রচুর আসিতেছে রপ্তানীর পরিমাণও তেমনি প্রচুর। সেইজন্য দরের অবনতি হইতে পারে নাই। সরকার চিনি রপ্তানীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়াছেন এবং রপ্তানীর জন্য কোন লাইসেন্স লইতে হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কারণ জানা যায় নাই, তবে সম্ভবতঃ প্রায় যে ৩ লক্ষ টন চিনি উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় চিনির বর্তমান মূল্য এত অধিক যে, বাহিরে ভারতীয় চিনি কত পরিমাণ চালান হইতে [illegible]

সংবাদলিপি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

মিঃ চি ছাড়াও বর্তমান সফরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিশেষ আলোকপাত করেন এবং বলেন যে বিশ্বের বেশের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচিবার ইচ্ছা আছে কিনা সেই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি সাংবাদিকদের সহিত আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সকলের শেষে "অল ফিল্ড" অর্থাৎ কমিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

বোম্বাই সরকারের প্রাথমিকস্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার কাজ অনেকদিন হইতে আরম্ভ হইলেও রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়িয়া ভাল বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখনই বম্বেতে শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। তাহাতে কংগ্রেস অবশ্য ব্যাপ কমিশনে বিরোধী পার্শ্বকর্মে যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্য না করার জন্য কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত বে, বি. যদী বলেন যে তাঁহার নিজের চেষ্টায় জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে একদিন কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে বিলাস করিয়া জমা হেল ১,১০,০০০ জন ছাত্রের (তাহার মধ্যে ৪৫,০০০ মারাঠী)। শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের গড় মাসিক্ষিপ্ত ব্যয় হইয়াছে ৫৬/০ আনা। শ্রীযুক্ত যদী ১১ বৎসর কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, বোম্বাই সরকার এখন বম্বেতে শিক্ষা প্রসারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালে হাউসিং কমিটি কর্পোরেশন বাজারে অধিকতর জন্য বছরে যথাসময় কমবেশী কর্মচারী লইয়া কার্যান্বিত করিতে পারে তাহার জন্য কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি বিভাগ নূতন করিয়া চালু করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীযুক্ত বি. বে, পটেল হাউসিং কমিটির নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ১৯৫১-৫২ সালে কর্পোরেশনের বেখানে ব্যয় ছিল ১,১০,৮১,৬৮৭ টাকা ১৯৫৮-৫৯ সালে সেখানে বরাদ্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩,৪১,০৫,২২৭ টাকা। তাই তিনি বলেন যে, কোন কর্মচারী ছাঁটাই না করিয়া যাহাতে ঐ কর্মচারীদের দ্বারাই কর্পোরেশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় তাহাই কর্পোরেশনের লক্ষ্য।

অস্ট্রিয় সরকার উপর সরকার যে শুল্ক বোর্ডেরে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে বাজারের বাজারে বেশ ভাল প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। কারণ এই শুল্ক নির্ধারণের ফলে কাটতাকারী দল হইয়া বাজারে ক্রয় আরম্ভ করা দেখা দিবে।

চিনি

সম্প্রতি চিনি কমিটি বিভিন্ন বেশের জন্য যে মাল বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ ১,৮০০ টন চিনি পাইবে এবং ব্রহ্মদেশ পাইবে ২০,৫০০ টন। এর মানে মোট ৩৩,৪০০ টন চিনি বেদেশে সারা পৃথিবীর জন্য বিদেশ [illegible]

উড়িষ্যা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক

জনসাধারণের মধ্যে ইহার শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন ১ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা সরকার ও ৫০ লক্ষ টাকা সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনার জন্য ১৫ জন ডিরেক্টর লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইবে। ইহার মধ্যে ৭ জন ডিরেক্টর সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ৩ জন ডিরেক্টর সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ১ জন ডিরেক্টর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ১ জন ডিরেক্টর ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বোর্ডের পদাধিকার বলে ডিরেক্টর হইবেন।

ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন ৫ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি টাকা শেয়ার মূলধন, ১ কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল, ১ কোটি টাকা সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের আমানত এবং ২ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে।

ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন ৫ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি টাকা শেয়ার মূলধন, ১ কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল, ১ কোটি টাকা সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের আমানত এবং ২ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে।

• • • •

১১ই জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১,০০১.৮৮ কোটি টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,০০২.১৬ কোটি টাকা। পাকিস্তানের চলতি নোটের পরিমাণে কিন্তু ০.৯১ কোটি টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩৫.৯১ কোটি—৩১.০৩ কোটি)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত ভারতবর্ষীয় নোটের পরিমাণ ১৮.৫৫ কোটি টাকা হইতে ১২.৯৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে এবং পাকিস্তানী নোটের পরিমাণ ৭১,০০০ টাকা হইতে ৯,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সরকারী নোটের পরিমাণে সামান্য ১৭ লক্ষ টাকার অবনতি ঘটিয়াছে (১,৩৫৩.১১ কোটি টাকা—১,৩৫৩.২৮ কোটি টাকা)। ভারতবর্ষীয় রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ পৌঁছিয়াছে ৩৮.৮২ কোটি টাকায় (৩৮.২৩ কোটি টাকা)। পাকিস্তানী রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩.৩৮ কোটি টাকায় (৩.২৪ কোটি টাকা)।—মুদ্রাভাণ্ডারের পরিমাণ ১২৭.৩৪ কোটি টাকায় স্থির আছে।

• • •

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এডেলির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং জোয়ার সাকুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৯২৪ ও ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

৩১ জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিদামাত্রে দেয় ঋণের পরিমাণে সামান্য হ্রাস ঘটিয়াছে (৪২১.৮২ কোটি টাকা—৪২১.৭৬ কোটি টাকা) এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণ ৩১৩.৫৪ কোটি টাকায় (৩১৩.৪১ কোটি) একরূপ অপরিবর্তিত আছে। অন্যান্য মদের টাকার পরিমাণ আছে ৩৮.৮৪ কোটি টাকা (৩৯.২৩ কোটি টাকা) এবং ঋণদানের পরিমাণ আছে ৪৩১.০২ কোটি টাকা (৪৩১.৮১ কোটি টাকা)। আদায়ী বিলের পরিমাণে ১৬.১৩ কোটি টাকা হইতে ১৫.৮৭ কোটি টাকায় হ্রাস সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

পাকিস্তানে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণে ১.৭৩ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৮৩.৬৭ কোটি টাকা—৮৫.৪০ কোটি টাকা) এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণে সামান্য হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে (১৭.৮৩ কোটি—১৮.০২ কোটি)। অন্যান্য মদের টাকা ৩.৮১ কোটি টাকা হইতে ৩.৭৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে দেখা যায় এবং ঋণদানের ও আদায়ী বিলের পরিমাণে যথাক্রমে ৩১.১৪ কোটি টাকা ও ৮৮.৩১ লক্ষ টাকা হইতে ৩১.৩৭ কোটি টাকা ও ৫৫.১৮ —

জমার পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই (১১৮.৮১ কোটি টাকা—১১৮.৭৭ কোটি টাকা)। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারসমূহের জমার বিলম্বন হ্রাস ঘটিয়াছে (১২.৩৮ কোটি টাকা—১৬.৫১ কোটি টাকা)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার ৫৯ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটে হয় (৫২.১৬ কোটি—৫২.১০ কোটি)। কিন্তু অন্যান্য সরকারী জমার অবনতি ঘটিয়াছে দেখা যায় (৮.৭৫ কোটি টাকা—৭.৩৩ কোটি টাকা)।—বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমা পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১০১.৬৩ কোটি টাকার স্থলে হ্রাস পাইয়া ১৮.৩০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।—সম্পত্তির দিক বিচার করিলে, রক্ষিত ব্যাঙ্কাগারের পরিমাণে ১.৮১ কোটি টাকা হইতে ৮৮.৮৭ লক্ষ টাকায় হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। বিদেশীয় জমাতেও পূর্ববৎ অবনতি দৃষ্ট হয় (১০৮.৫৩ কোটি—৩১১.০৩ কোটি), ঋণবিনিময়ের পরিমাণ ৫৫.৩৯ কোটি টাকাতেই অপরিবর্তিত আছে, দেখা যায়। বিদেশীয় জমার পরিমাণ বিগত চার সপ্তাহ যাবৎ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে—১৯ই মে তারিখের হিসাবে যে জমার পরিমাণ দেখা গিয়াছিল ৮২০.৩৩ কোটি টাকা আলোচ্য হিসাবে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০৮.৩৩ কোটি টাকায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই জমার পরিমাণ ছিল ৩১১.০৩ কোটি টাকা। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্যাঙ্কসমূহের রক্ষিত পরিমাণ আবশ্যকীয় হওয়াই বিদেশীয় জমার এই প্রকার হ্রাস ঘটিয়াছে।

• • • •

৭ই জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিবামাত্রে দেয় ঋণের পরিমাণে সামান্য হ্রাস ঘটিয়াছে (৪২১.৮২ কোটি টাকা—৪২১.৭৬ কোটি টাকা) এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণ ৩১৩.৫৪ কোটি টাকায় (৩১৩.৪১ কোটি) একরূপ অপরিবর্তিত আছে। অন্যান্য মদের টাকার পরিমাণ আছে ৩৮.৮৪ কোটি টাকা (৩৯.২৩ কোটি টাকা) এবং ঋণদানের পরিমাণ আছে ৪৩১.০২ কোটি টাকা (৪৩১.৮১ কোটি টাকা)। আদায়ী বিলের পরিমাণে ১৬.১৩ কোটি টাকা হইতে ১৫.৮৭ কোটি টাকায় হ্রাস সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

পাকিস্তানে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণে ১.৭৩ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৮৩.৬৭ কোটি টাকা—৮৫.৪০ কোটি টাকা) এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণে সামান্য হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে (১৭.৮৩ কোটি—১৮.০২ কোটি)। অন্যান্য মদের টাকা ৩.৮১ কোটি টাকা হইতে ৩.৭৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে দেখা যায় এবং ঋণদানের ও আদায়ী বিলের পরিমাণে যথাক্রমে ৩১.১৪ কোটি টাকা ও ৮৮.৩১ লক্ষ টাকা হইতে ৩১.৩৭ কোটি টাকা ও ৫৫.১৮ —

[illegible]

খড়দহের বর্দ্ধিত হারে লভ্যাংশ বণ্টন

[illegible] বেলার্স আর্কার্টাইল [illegible] কোম্পানী [illegible] বরাহনগর [illegible] কোম্পানী লিমিটেডের ৩১৫ মার্চ ১৯৮৮) তারিখে সমাপ্ত [illegible] বছরের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মোট বিক্রয় ৬ কোটি [illegible] টাকার পাওয়ানোর সাথে [illegible] উহার পূর্ব বছর [illegible] বিক্রয় [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] ছয়মাসের ১·৬ কোটি টাকা হইতে ৬ পাইয়া ১·৭২ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং কোটি [illegible] টাকা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ১·৮০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। [illegible] বর্দ্ধিত [illegible] অর্থ [illegible] করিতে হইয়াছে (২·৮০ লক্ষ—৮০ লক্ষ টাকা) এবং মূল্যাগত খাতেও বেশী টাকা [illegible] হইয়াছে (১·১১ লক্ষ টাকা—৩·১৬ লক্ষ টাকা)। [illegible] হারে লভ্যাংশ বণ্টনের (বার্ষিক শতকরা ৩০ [illegible]—বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা) প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট লাভের [illegible] টাকা হইতেছে ১,৭১,৪৪০ টাকায় (১,৭১,৪৪০ টাকা)। আলোচ্য বৎসরে সম্প্রতি ৬৮ লক্ষ কাজের হিসাবে বিল পাওনা হইয়াছে এবং কোম্পানি প্রমিক অশান্তির ফলে [illegible] কাজ [illegible] পায় নাই।—প্রতিষ্ঠানকে [illegible] ছুই মিনিট আলোকসিঞ্চনের প্রবর্তিত রীতি [illegible] অনুসরণে কাজ সম্বরবাহ করা হইয়াছে এবং [illegible] প্রতিষ্ঠানের মোট ৩,১৩,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্যাবেক্ষিং এজেন্ট—অ্যাডামস ব্রাইট অ্যাণ্ড কোম্পানী।

অনুমোদিত মূলধন—৫১,০০,০০০৲। বিলিকৃত, [illegible] ও আদায়ীকৃত মূলধন—৪৮,০০,০০০৲ (আগুরাধী ও সাধারণ, প্রত্যেকটী শেয়ারেরই পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্য ১০০ টাকা হিসাবে)।

বিবিধপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
আগুরাধী	১,৩০,০০০৲
সাধারণ	৩৬,৩০,৫০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১১,৯০,০০০৲
জন	৩১,৩৬,১৭৫৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১,৩১,৩৪৫৲
মোট	১,১৩,১১,৩১৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,১২,৩১,১৩৩৲
মূল্যাগত	৩০,৩১,৩১৯৲
ষ্টোর বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৩৩,৩৩৭৲
সরঞ্জাম	১৩,৩১,১৩৫৲
মজুত মাল	৩১,৩৬,১৪৫৲
বাকী পাওনা	১৯,১৮,৩৩১৲
ব্যাঙ্কিবিলোপ	১,৩৯,৩১২৲
"অতিরিক্ত লাভকর" বাবদ	১,৩৩,০৩১৲
নগদ	১৫,১৩১৲
মোট	১,১৩,১১,৩১৯৲

১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য ৩১৫ মিলুসের প্রকাশিত হিসাবেও মোট লাভের পরিমাণবৃদ্ধি [illegible] হয়। পূর্ব্ববর্তী ছয়মাসে উহার পরিমাণ ছিল ৭,১৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ছয় মাসে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮.১১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময়কালের মধ্যে অধিক বিদ্যুৎশক্তি ক্রয়ে এক মাসের বেশী সময় মিল বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে বাড়তা মিলুসের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা বিশেষ [illegible] বিষয় সন্দেহ নাই।—করবাবে রাখা হইয়াছে ৩,১৭,৫৪৯৲ (৩,১৬,০০০৲) এবং সাধারণ অংশগুলি বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী ছয়মাসের লভ্যাংশের পরিমাণ ৩৫ একই ছিল।—বিবিধপত্রের সমাবেশের পরে বাড়তা ছিল প্রতি ছইমাসি পুরাতন শেয়ারের জন্য তাহার অংশীদারদের বিনামূল্যে হিসাবমি নূতন শেয়ার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্যাবেক্ষিং এজেন্ট—বেলার্স আর্কার্টাইল [illegible] লিমিটেড।

অনুমোদিত, বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন — ৫১,৩০,০০০৲ (আগুরাধী ও সাধারণ, প্রতি শেয়ারের পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্যই ১০০ টাকা হিসাবে)।

বিবিধপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
আগুরাধী	১৩,১৩,০০০৲
সাধারণ	১৬,১৩,৩০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩১,১৩,১৩০৲
অবণ্টিত তহবিল	৩১,৩৩,৩১৯৲
জন	৩৩,১৭,১৭৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	৩১,১৩৩৲
মোট	১,৩৩,৩১,৩১৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩১,৩৯,১৩৯৲
মূল্যাগত	৩৯,৩৩,৩১৯৲
ষ্টোর বন্ধ সম্পত্তি	৩১,১৩,১৩৩৲
সরঞ্জাম	১৩,৩১,১৩৫৲
মজুত মাল	৩৩,১৩,১৩৩৲
বাকী পাওনা	৩৩,৩১,৩৩৩৲
ব্যাঙ্কিবিলোপ	১১,৩৯,৩১৩৲
"অতিরিক্ত লাভকর" বাবদ	১৩,৩৩,৩১৩৲
নগদ	১৯,১৩১৲
মোট	১,৩৩,৩১,৩১৯৲

১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত ছয়মাসের লভ্যাংশের হিসাবনিকাশে বিলাসরায় ছুই মিলুস কোম্পানী লিমিটেডের মোট লাভের পরিমাণে সামান্য উন্নতি দেখা যায় (৮.৫০ লক্ষ টাকা—৮.৬৯ লক্ষ টাকা)। কারবারে রাখা হইয়াছে ৩.১৩ লক্ষ টাকা (৩.৩৪ লক্ষ টাকা)।—বন্টিত লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৩৫ টাকাতে অপরিবর্ত্তিত রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবণ্টিত লাভের জের টানা লইয়াছে ৩১,৩৩৩ টাকায় (৩৩,৩১১ টাকা)।—মূলধন বহুলাংশে বাড়ানোর এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি বেশীমাত্র কারবার করার কাজ সতর্কতাসহকারে সম্পন্ন করা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন বিলাসরায় ছুই কারখানা মিলের পরিচালকমণ্ডলী কাজ করিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

বিবিধপত্রের সমাবেশের পরে বিলাসরায় ছুই মিলুস তাহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাসি পুরাতন শেয়ারের প্রতিটিকে ছইখানি নূতন শেয়ার বিনামূল্যে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্যাবেক্ষিং এজেন্ট—বেলার্স আর্কার্টাইল [illegible] লিমিটেড।

অনুমোদিত, বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৩৩,৩০,০০০৲ (আগুরাধী ও সাধারণ শেয়ারের প্রতিটিরই পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্য ১০০ টাকা হিসাবে)।

বিবিধপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
আগুরাধী	১৩,৩০,০০০৲
সাধারণ	১৯,৩৩,৩০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩৯,১৩,৯৩০৲
অবণ্টিত তহবিল	১১,৩৩,০০০৲
জন	৩৩,১৩,৩৩৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১১,৩৩০৲
মোট	১,৩৯,৩১,৩১৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১,১৩,৩৩০৲
মূল্যাগত	৩৩,৩৩,১৩০৲
ষ্টোর বন্ধ সম্পত্তি	৩১,১৩,৩৩০৲
সরঞ্জাম	১৩,১৩,১৩১৲
মজুত মাল	৩৩,১৩,৩৩৩৲
বাকী পাওনা	৩১,৩৩,৩৩৩৲
ব্যাঙ্কিবিলোপ	১,৩৩,৩৩১৲
"অতিরিক্ত লাভকর" বাবদ	৯,১১,৩৩০৲
নগদ	১,৩১,১৩৫৲
মোট	১,৩৯,৩১,৩১৯৲

...ত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	মোট ও অনুমোদ ফার্মের	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল প্রদানকৃত	সর্বশেষ	বাজার দর ১৯৭৯	১৯৭৯	১৯৭৯	১৯৭৯	১৯৭৯	মোট প্রদত্ত মূল্য
ডিজেলরাহিং											
ইন্ডিয়ান ব্যাংক	...	১,১১,১৭,০০০	১,১৯,৯৯,৯১৯	১০	৬৯(৩)	৫ ৫১	১৯৯	...	১৯১/-১৯৯/-	১৯৯/-১৯৯/-	১৯৯/-১৯৯/-	...
ফেনা	...	৭১,০০,০০০	৩০,৭৭,১৭৭	১০	১৯(৩)	১৯৭১	...	...	১৭	...	...	...
ইস্টার্ন ব্যাংক	...	১,৯১,১০,০০০	১১,৪৪,৯১,১৭৭	১০	১৯৯০(৩)	৬৭৭	৭১৯	...	...	৯১৭০	...	...
ব্যাংক ...	...	৪১,০০,০০০	১,৩০,১৯,৯৮৯	১০০	১১৯৫(৩)	৫ ৩৯	...	...	১৯৮/-১৯৯/-	...	...	...
ইস্পাহানী	...	৯৯,৯১,৯১৫	১৯,১০,০০০	৯	১০(৩)	১৯/১৭	...	...	...	...	...	১৯৯৫
ন্যাশনাল	...	১৯,১০,০০০	১,৯১,১৭১	৯	৯৯(৩)	৯/৯৯	৯৯৯৯,৯৯	...	...	৭ ১-১৯৯	৭১/১/৯	...
ঈস্ট করপোরেশন	...	৯,০৯,১৯,০০০	১১,৯৯,৯১১	১০	৯৫(৩)	১৭/৯৯	১৯ ১-১৯/৯	...	১৯৫/-১১৯/৯	১৯৮/-১৯৯/৯	১৯৯৯	...
চুলাখালি												
আমলসমাবাইট	...	১১,১০,০০০	১১,৭১,০০০	১০	১১	৯/৫১	...	...	১৯৯৯-১৯৯	১৯৯	১১৯/৯৯	...
ইন্ডাস্ট্রিজ	...	৭৯,০০,১৯৯	১৯,৯১,০০০	১৯১	১১	১১/৫১	...	...	৯৯১	...	৯৯১	...
ওয়েস্ট আফ্রিকা	...	১,০০,৯৯৯	৭,১৯,০০০	১০	১১	১৯/৫১	...	...	...	...	...	১৯১৯
কাশফুল	...	১০,০৯,১৯৯	... ...	১০০১	...	৯/৯৯	...	...	...	...	...	...
কাস্টমস	...	১০,০০,০০০	১,৭৭,১১৯	১৭৯	৬৯(৩)	৯/৫১	৯ ১-৯৯	...	...	৯৯৯-৯১	৯১	...
কৃষি ব্যাংক	...	৯,১৯,০০০	১,০০,০০০	১৯১	১০	১৯৫১	...	...	...	...	...	১৯১৯
কৃষি করপুল	...	২,১০,০০০	১,১১,১৯৯	৯১৯	৯৯	১/৫১	...	...	...	...	...	১১
কিট ইন্ডাস্ট্রিজ	...	১১,১৯,১৯০	১৯,৯১,১৫১	১০১	...	১০৫১	...	...	১৯৯৯-১৯৯০	১৯১৯	...	...
কিট করপুল	...	৯,০০,০০০	৯,৯১,৯৯৯	১০১	১৯	৯/৫১	...	...	৯১	৯১০৯	...	...
কেডারালী	...	১১,১০,০০০	১৯,৯১,০০০	১০১	১১	৯৫৯	...	...	১১৯/-১১৯	১৯৯/৯	...	...
খাদেম	...	৯৯,৯১,৯৯০	১,১৯,৯৯,০০০	১০১	১৯	১১/৫১	...	...	...	১৯৯/৯	১৯৯/৯	...
খোকন	...	৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯,১০০	১০০১	১৯১	১০৫১	৯৯১	...	৯৯১	৯৯১	৯৯১/৯১	...
গাজী	...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯১৯	১০১	১৯(৩)	৯৯৯১	৯৯৯	...	...	...	১১	...
গ্রামীণ	...	১১,০৯,০০০	১১,৯১,৯৯১	১০১	...	৯/৫১	...	...	১১৯/-১১৯৯	১১/৯-১১৯/৯	...	...
চেরকা	...	১৯,১৯,০০০	১,০০,০০০	১০১	১৯	১১/৫১	...	...	...	...	...	৯১
চাঁদপাই	...	৯,৯৯,০০০	৬,১৯,০০০	১০১	১১	১১/৫১	...	...	...	৯৯৯৯	...	...
ছিলপুর	...	১,১৯,০০০	৯,৯১,১৯০	১১	১৯	১১/৫১	...	...	...	...	...	৯৯৯/৯
সাউথ আমলসমূহ	...	১১,১০,০০০	৯,৯৯,০০০	১০	৯৯	৯/৫১	১৯/৯-১১	...	...	১১	১১৯-১৯/৯ (ই, ব)	...
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	...	২৯,৯১,০০০	১০০১	১০	...	৬৯৫১	...	...	৯৯৯-১/৯	৭৯	৯৯৯	...
কাগজের কল												
এশিয়া	...	১১,৯৯,০০০	৩১,৯৯,০০০	১০	১৯	৯/৫১	৫১৯	...	...	...	...	...
কাগজ টেক্সটাইল	...	১১,০০,০০০	১১,৫১,০০০	৯৯	৯৯	৯/৫১	১৫/৯-১০০০	...	১৯৮/-১৯৯/-	১৯১/৯-১৯৯/৯	১৯৯/৯-১৯৯/-	...
কেদোয়ান	...	৯৯,৯৯,০০০	১১,১১,১১০	৯১০	১৯(৩)	৬৯৯	...	...	...	১৫৫/৯	...	...
কাগজ	...	১৯,৯৯,০০০	৯০,৯৯,৯৯০	১০০	৯১	১১/৫১	৯৯১	...	১৯৯-১৯১	১১৫৯-১৯৯	১৯১-১৯১	...
ফ্রন্টেরী	...	৯৯,৯১,৯১০	৯১,৯৯,৯১১	১০	১(৩)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
বাইসিক্ল	...	৯,৯৯,০০০	১১,৯১,৯৯৭	১০০	৯১	১১/৫১	...	...	...	...	...	৯৯১
বাদশা	...	১৯,৯৯,০০০	১,১১,১৯৯	১০	৯০(৩)	১১/৯৯	...	...	৯৯৯	৯৯৯	...	...
বিজলী	...	১৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,১৯০	১০	৯১(৩)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৯৯৯
বুইক		৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,১৯১	১০০১	৯৯(৩)	১১/৫১	...	...	...	...	...	১৯১১
...	...	...	...	...	... (৩)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	...

মৌখিক প্রতিক্রিয়া

প্রতিষ্ঠানের নাম		আদায়ীকৃত মূলধন (সাধারণ)	সদস্য ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	ঋণ সদস্যগণ	সদস্যগণ	১৮৮৮-৮৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	মোট পরিমাণ
বিক্রয়											
সমবায়	---	১০,০০,০০০	৪৫,১১,০০০৲	১০০	৮৲	৭/৯৮	২.৮৲	---	২১১৲	---	---	---
বিক্রয়	---	১১,০০,০০০	৪৫,১০,১৮৲	১০০	১৫৮০	৭৫৮	---	---	---	৪৮০৲-৪৮৫০	---	---
বা	---	৮৭,৯০,০০০	৬০,৮১,১৭৲	১০১	৯৫০	৭৩৫১	২.০০৲	---	২৯৯৲-৩০০৲ (৪, ৭)	১৯১৲	---	---
সাহায্য	---	৩০,০০,০০০	৬০,১১,০০০৲	১০০	৭৯০	১৯১	২.৭১৲-২.৭৫৲	---	---	---	---	---
ভোগ ইউনিয়ন	---	৪১,১৭,১০০	৮১,১৯,৮০৲	১০০	১৮৲	৩৯৮	---	---	৩৫৲	৩১৮৲	৩১৩৲-৩২৫৲	---
সমবায়	---	৪,০০,০০০	১৯,৬৫,০০০৲	১	৯০	১১৫১	---	---	---	---	---	৪৯৯০
সমবায়	---	১৫,৭৯,০০০	১১,৯১,৩৭৲	১০০	১১৯০	১১/৯১	---	---	---	---	---	৩৫৲
সাড়া	---	৩০,৩৫,০০০	৭৬,১৬,১১৲	১০০	১৮৲	১১/৯১	---	---	৩৩৩৲-৩৩৭৲ (মূল্য)	৩৩১৲-৩৩২৲	৩৩১৲-৩৩২৲	---
বা	---	৩০,০৬,০০০	৩৫,১৩,১৮৲	১০০	৮৲	৩৫৩	---	---	---	---	---	৩৫৯৲
উন্ন	---	৪১,০৮,০০০	৩৮,৫৫,১০৩৲	১০০	১৯১০	১৯/৯১	৩৩১৲-৩৩২৲	---	৩৫৯৲-৩৫১৲	৩৫৯৲	---	---
মহীয়ান		৯,৩৫,০০০	৩৩,৫১,০৩৮৲	১০০	১৯৲	১১/৯১	---	---	---	---	---	১৮৩৲
	---	১,১০,০০০	১১,৯৮,০০০৲	৫০	৯/১০	৯১৯১	---	---	---	---	১৮৲	১৩৲
	---	১১,৩৩,০০০	১৪,১৭,১০০৲	১০	১৮	১৯৯১	---	---	---	---	---	৪০৲
	---	১১,০০,০০০	৩৪,৯০,৩৩৲	৩০০	৪০৲ (৭)	১৯/৯১	---	---	---	---	---	১৩৩৲
সূত্র	---	১৩,০০,০০০	৩৫,৯১,১৫৲	১০০	১০৲	৩৫৮	৩৫১৲	---	৩৩১৲-৩৩৯৲	---	৩৫০৲-৩৫১৲	---
ব	---	১৩,৩১,১৭৭	১১,১৯,৩১৩৲	৩০০	৯৲	৯৯১	---	---	---	---	---	৪০০৲
গ	---	৪১,১৩,৫০০	১,৩৫,৯১,১৩৲	১০০	৪৲	৯৯১	---	---	২৯৭৲	---	২৯১৲	---
	---	১৫,০০,০০০	৫১,৩৯,১১৩৲	১০০	৭৯৲	১১/৯১	---	---	১৯২৲-১৯৩৲	---	---	---
	---	৩৩,১১,৩৭৩	৪১,৩৩,৩৫৲	৫০	৩৫০	৩৫৮	---	---	১৮৲	---	১৫৲	---
	---	১১,৩৩,০০০	৩৫,১৯,১৩৭৲	১০০	৭৲	৩৫৮	২৯৫৲	---	---	---	---	---
ম	---	৩৫,৩৩,০০০	১১,৫৫,১৫১৲	১০	১৲	১৯/৯১	---	---	১১৮০	১১[৩৯১]৲	১১৯/০	---
সমিতি	---	১৩,০০,০০০	৯,১৭,০০০৲	৪	৯০	১৯/৯১	---	---	---	১৲-১/০	১৲-১/০	---
ইনিস্টিটিউট	---	১৫,০০,০০০	১১,৫১,৩০০৲	১০০	১১০	৭৫৮	---	---	---	---	---	৩৮১৲
[ভূতীয়]	---	১০,০০,০০০	১,৩১,৩৫,১১৩৲	১০০	১৩৲	৩৫৮	---	---	---	---	৩৯০৲-৩১০৲	---
ব	---	১,১১,০০০[৭]	৯,৩১,১৩৭[৭]	৫৭৲	৫শিক্ষণ (৭)	৩৫৩	১৯০৲-১৯৫৩	---	---	---	১৯৫৩-১৯৮৩	---
	---	১০,০০,০০০	৩৩,১৫,৩১৩৲	২০০৲	১০০	৩৫৮	---	---	---	---	২১১৲-২১১৲	---
	---	৩৩,৫১,০০০	১১,৩৩,১৩১৲	১০	১৯০(৭)	৩৩১	---	---	---	---	---	৩১৩০
সম	---	২৯,৩৩,০০	৩৩,৫১,৩১৲	১০	১৮০	৩৫৮	১৩৲	১৫৯০	৩৯৩০-৩৯৩০ (মূল্য)	২১৲ (মূল্য)	---	---
সম	---	১০,৩৩,০০০	১৩,১৯,১৩৲	১০০	১৯০	১৯৫১	---	---	---	---	---	৩৩১৲
উন্ন	---	১০,৫৫,০০০	১৯,১০,৩১৲	১০০	৯৲	৩৫৮	---	---	---	---	---	৩৩৫৲
	---	১৯,১১,০০০	৩৯,১৯,৩৯৲	১০	১৯	৩৫৮	১৩৩৲/১৩৩৯	১৯৯৯৩৯০	৩৯,৯৩৩৯/০ (মূল্য)	৩৯,৯৯৯/০ (মূল্য)	---	---
	---	১,৯০,০০০	১১,১৫,১৯৲	১০	১১ (৭)	৩৩১	---	---	---	---	---	৩৩৫৲
ব	---	৩৩,৩৩,০০০	১১,১৯,১৭৲	১৫০	১৯০	৩৫৮	---	---	---	---	---	৪৯৩৲
	---	১১,৩৯,০০০	১৪,৩৩,০০০৲	১০০	৯৲	৩৫৮	---	---	---	---	৭৫	৩৩৯০
বাজার												
ম	---	১০,৩৯,০০০	৯,৩৯,০০০৲	১০	১৩০	১৯/৯১	১১৲	---	---	১১৲	১১৲	---
	---	৯,১০,০০০	৯,৩৯,১৯৲	১০	১১০	১৯৩১	---	---	---	---	---	৩৩৫
	---	১,১১,০০০	১,৩৩,১১৲	১০	১৫০	১৯৩১	---	---	---	---	---	১৩৫

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	অফার ও অফারের তারিখ	শেয়ার অফার করা হয়েছে কিনা	ফেস ভ্যালু	শেয়ার	বাজার দর				
ঢাকা-বাজার										
ঘোলিয়াপাড়া ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মেসার্স ও পার্টনিক্স ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মিঠা কুমার ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
পাহাড়তলা ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
গড়দীঘি ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মাদারহাটী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিনোদ ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফেলানী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপসেরা ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ফার্মাস ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
নাগর ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সোনালী চিকন ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রাজাপাড়া ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রাশিমাত্র ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
চিনির কল										
ইউ.পি. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফাড ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রূপায়ণ ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
অমৃত বিস্কিট ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
প্রভাসপুর ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
অমল ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রাজমল ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
রাজার ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
নবীনপুর ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক										
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
তুলিয়া ইউনিয়ন ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
তুলিয়া ব্যাঙ্কি ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
পাকার রাজমল ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিহার ব্যাঙ্ক ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফেলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক অব বরোদা ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিশ্ব ব্যাঙ্ক ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিশ্বনাথ কমার্শিয়াল ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
ডি.ই.সি ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিনিয়োগের খাত	বাজারীকৃত মূলধন (অনুমোদিত)	বিক্রয় ও অফার হয়েছিল	প্রতি শেয়ার আবেদনের মূল্য	বন্ধ হয়েছে	সময়কাল	১৫.৯.৮৮	১৩.৭.৮৯	১১.৬.৯০	১৮.১.৯১	১১/৬/৯২	শেষ আয় বছর
চিনি-শক্তিসমূহ											
বন্ধু ...	১৫,৪৫,১০০	৮,৩৩,১০০	১০	৪ (৪৪)	৯৭১	---	---	...	১৭৮-১৮১/৩	১৩১৪	...
...	১১,৯৫,৭০০	৫,১১,১৫০	১০	১৩	১৯৯৩	১১১৯	...	...	...	...	...
...	৯,৩০,০০০	৩,১১,১০০	১০	৩	৯৭১	---	...	...	...	---	১৩১৩
বস্ত্র											
...	১,৯৮,০০০	৯,৭১,৪৪০	১	১৩	৯৭১	---	...	৯১৩-৯৪৩	...	...	...
... আন্তর্জাতিক	১,৯৩,০০,০০০	১,৯৩,০০০	১০০	...	...	---	...	...	১১৭	---	...
... ফোকাল ডিপোজিট	৯,১৭,১৯০	৯,৭১,৫১৩	১০	১৩	১১৯৩	---	...	১৫১	...	...	...
... ফোকাল ফান্ড ...	৩০,০০,০০০	১৩,৩৩,৩৩০	১০০	...	৯৪৩	---	...	১০০	...	১৯১-১৯৯	...
... ইনভেস্ট ...	১,১৭,০৩,৩৭০	...	১০	...	...	১১৯-১১১	...	১৯-১১	১১/৩-১১/৩	১১/৩-১৯৩	...
... ডায়ার ...	৯,৩৩,০০০	৯,৩৭,৫০০	১	১ ৯৩	৩৪১	৯১/৩-৯৯৩	...	৯১/৩-৯১/৩	৯৯৩-৯১/৩	৯১/৩-৯৯৩	...
... কেমিক্যাল	১৩,১১,০০০	১১,১৯,৯১১	১০	১৯৩ (১৯)	৩৪১	৩৯/৩-৩৯১/৩	...	৩৯৩ ৩১	...	৩৩৯/৩ ৩৯/৩	...
... ফার্মাসিউটিক্যালস	১১,১১,০০০	১৩,৯১,৯১১	১০	...	৩৪১	১১৩	...	...	...	১/৩	...
... ফার্মা	৯৩,৩০,০০০	৩১,৩১,১৩৩	১০	১৩৩	৯৪১	---	...	১৯৭-১১৯/৩	৯১৩-৯১৯/৩	...	...
... পি ফার্মাসু ...	১০,০০,০০০	১,৯৩,৩১৩	১০	৫৩	৩৪১	১১/৩-১১১/৩	...	১১৩/৩-১৩৩/	১৩৩/৩-১১	১৩৩/৩-১১	...
...	৩৫,০০,০০০	৯,৩৩,৩৩০	১০	১/১০	৯৪১	---	...	...	১১৩	...	...
... সেমিকো ...	১৩,১১,০০০	১৩,৩৩,৩৩৩	১০	...	৯৪১	...	...	...	...	...	১৯১/৩
... ইন্ডাস্ট্রিজ	৩,১১,০০০	১,৩৩,০০০	১	৩৩ (৩)	১১৪১	...	...	...	...	...	১৩
... ফুড ফ্রোজেনফুডস	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩১৩	১০	১/১০	১১৪১	১১,৩৪১/৩	...	...	...	...	...
... ফুড ফুডস ...	৯৩,৩৩,০০০	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...
... টেক্সটাইল ...	৭০০,০০০	৩৩৩,১৯১	১	১ (৩)	১১৯৯	...	...	...	...	...	১৩
... ইন্ডি সেক্টর	১,৩৩,০০০	১১,৭৯,১১৩	১০০	৩	৩৪১	...	...	...	...	...	১৩০
... সিমেন্ট ...	৯৩,৩৩,০০০	১৯,৩৩,৩৭১	১০	৯০ (৩)	১১৯৩	...	...	...	...	...	১৯৯৩
... ফার্মাসিউটি ...	৩৩,৩৩,০০০	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...
... ফার্মাসিউটিক্যাল ...	১,৩৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০	১০০	৩	৩৪১	১৩৩	...	১৯৩-১১১৩	১৯৩	১১১	...
... ইন্ডাস্ট্রি	৯,৩৩,০০০	৩৩,০০০	৭	৫	১১ ১১	...	...	...	...	...	৩১/৩
...	১,১৩,৩৩,০০০	১৩,৩ ১,০০০	১০	৫ (৩)	১১ ১১	...	...	১৩	...	৯৩	...
... সিমেন্ট ...	৯৯,১১,৯৩০	১১,৩৩,৩৯৩	১০	৯৩	১৮ ৭৯	৮৩৩ ৮৩	...	৯৩৩ ৯৮৩	৯	৮ ৮৩৩	...
... ইন্ডাস্ট্রিজ ...	১৩,৩৩,০০০	৩,৩৩,৩১১	১০	১৩	৩ ১৮	৯৩৩ ৩১/৩	...	৯৩৩-৩১/৩	...	...	...
... ইন্ডাস্ট্রি ...	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩১,৩৩৩	১০	...	১৩৩৩	...	...	...	...	...	৩১৯৩
ইন্ডাস্ট্রি	৯,৩৩,০০০	৩,৩৩,৩৩০	৯৭	৯৩ (৩)	৩৩৭	...	...	...	...	...	৯৩
...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,০০০	১০	১৩	১১৩৩	...	...	৩৯৩ ৩১৩	...	...	...
...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১৩,১১,৩৩৩	১০০	১০ (৩)	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩১
... ফার্মাসিউটিক্যাল	৩৫,৩৩,৩৩৩	১৩,১১,১৩৩	১০০	১১ (৩)	৯৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩
... সেমেন্ট	৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩১,৩১৩	১০	৯৩	৩৩১	...	...	...	...	...	৯১
... ইন্ডি ডিস্ট্রিবিউ ...	১৩,৩৩,৩১১	১১,৩৩,৩০৩	১০	১১ (৩)	৩৪১	...	...	...	...	...	৩৩
... সিমেন্ট ...	৯,১১,৩৩,৩৩৩	১,১৩,৩৩,১৩০	৭	৫৩	৩৩১	১৯৩	...	১১৩-১৯৩	১৯৩-১৯৩	৯৩৩-৯৯৩	...

আর্থিক ভারত

১ম বর্ষ ৫১ সংখ্যা] [illegible] ১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭ ; ৩০এ জুন, ১৯৫০ [মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ করা প্রয়োজন ...	৯৭৭
প্রাসঙ্গিক	
নির্ধারিত সময়ে, সৃষ্টি হচ্ছে বাস্তবায়ন, মহাপাট বিনিময় না, ভারতে বিমান চলাচল, বেকার ও কর্মসংস্থান	৯৭৯
বিবিধ	৯৮১
সংবাদলিপি	
সপ্তম, দিল্লী, বোম্বাই	৯৮৩
ষ্টেটের আর্থিক অবস্থা—অন্ধ বিশ্লেষণ	৯৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমবায়	৯
অর্থলোক	
একটি চুং সম্ভাবনা ?	৯
পণ্যদ্রব্যের বাজারে	
ভারতের রপ্তানির উন্নতি ...	৯
বাজারের কথা	
অপরিবর্তনীয় ? ...	৯
বৌথিক	
ইংরাজের লাভের পরিমাণে অবনতি ...	৯

কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ করা প্রয়োজন

পার্টাশনের পুনরায় সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

সদ্য সম্পাদিত ভারত-পাকিস্থান চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ ১,০০,০০০ গাঁইট কাঁচা-পাট বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই পাট সাধারণত উত্তর বঙ্গে জাত এবং ভারতীয় চটকলসমূহে ব্যবহারের উপযোগী নহে। পাকিস্থান ভারতকে ৫০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। এখন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জাত পাটের পরিমাণ ২১ লক্ষ গাঁইট বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহার সহিত পাকিস্থানের মিলগুলি হইতে ৫০ লক্ষ গাঁইট যোগ করিলে মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭১ লক্ষ গাঁইট। ইহার সহিত বর্তমান জুন মাসের শেষে মিলসমূহের হাতে মজুত ১১ লক্ষ গাঁইট পাটের পরিমাণ যুক্ত হইলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে ৮১ লক্ষ গাঁইট। ইহা ছাড়া বেলেঘাটা (Baler) ও পাট-ব্যবসায়ীদের হাতে আরও চার লক্ষ গাঁইট পাট আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অতএব মোট ৮৬ লক্ষ গাঁইট পাট শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, পাকিস্থান যাহাদের প্রতিশ্রুত মাল যথারীতি পাঠাইবে এবং ইতিমধ্যে তাহাদের সহিত আমাদের কোনরূপ গোলযোগ হইবে না। পাকিস্থান হইতে মাল চলাচলের বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না—এও আমরা মনে করিয়া লইয়াছি এবং আমরা আশান্বিত হইয়া তাহারা সকলেই এইরূপ ঈপ্সিতকর্মী এবং সাধু প্রকৃতির লোক হইবে। ভারতবর্ষে যথারীতি মালপ্রেরণে তাহাদের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না; উপস্থিত এইরূপ আদর্শ অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়াও শেষ পর্য ব্যাপারটা কি দাঁড়াইতে পারে, সেকথা একবার বুঝিবার চেষ্টা করা যাব

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষীয় চটকলগুলির প্রয়োজন পরিমাণ লক্ষ গাঁইট বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং দেশাভ্যন্তরস্থিত প্রয়োজন ৩ গাঁইট বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বর্তমানে মিলসমূহের দৈনি প্রয়োজন ৫.২৫ লক্ষ গাঁইট দেখা যাইতেছে এবং মিলসমূহের হা সাধারণত চার-পাঁচ মাসের মত কাঁচা পাট সর্বদাই মজুত রাখা এক আবশ্যক।—কাজেই সেই দিক দিয়া হিসাব করিলে মিলগুলির অন্ততঃ চার মাসের প্রয়োজনানুযায়ী কাঁচা পাট মজুত রাখিতে গেলে ২১ লক্ষ গাঁইট কাঁচা মাল আবশ্যক। অতএব শেষ পর্যন্ত ৮৬ ল গাঁইটের মধ্য হইতে মাত্র ২ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানির জন্য পাওয়া যাই পারে। অথচ ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে ভারতবর্ষ হইতে ১ ল গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানির প্রস্তাব করা হইয়াছে!

বর্তমানে, অর্থাৎ জুন মাসের শেষে, ভারতীয় চটকলগুলির হাতে যে পরিমাণ মজুত কাঁচা মাল আছে, এত অল্প পরিমাণ কাঁচা মাল ইহার পূর্বে কোন সময়েই মিলসমূহের হাতে মজুত থাকে নাই। সাধারণত মিলগুলি সকল সময়েই তাহাদের হাতে অন্ততঃপক্ষে ২৫ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট মজুত রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু এইবার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে

গুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই পাট রপ্তানির যে বর্তমানে আমাদের বিশেষ কড়াকড়ি করা প্রয়োজন তাহাতে নাই। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না যে পাটজাত দ্রব্যের বৃহত্তম ক্রেতা-সংগ্রাহক এবং এই বিরাট সুসজ্জিত পাট শিল্পের উপর নজরভাবে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবিকা নির্ভর করে। একটা কথা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, যে বিরাট উপর ভারতবর্ষের ইতিহাস এমন সম্ভাবনাময়ভাবে নির্ভরশীল, তাহার লইয়া লাভিয়হীনভাবে এমনভাবে ছেলেখেলা করা হয় কেন?— নাস পূর্বে শ্রীযুক্ত ভাবা 'পাট রপ্তানি বরাদ্দ' বন্টন সম্পর্কে যে রণালের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজও সকলের মনে আছে। ই পরিণয় ভাবা মহাশয়ের সে-বাজা কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই, পাট রপ্তানির প্রথম উদ্যাপনের ফলে আবার নূতন করিয়া সমস্যার উদ্ভব ে: ভারতবিভাগের পরিণামে ভারতীয় চটকলগুলির সমস্যা তেই যথেষ্ট জটিল ছিল, কাঁচা পাট রপ্তানির কথা তুলিয়া তাহাকে ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া আমরা নিশ্চয়ই ধরি না।

আমরা বাহিরে পাটও রপ্তানি করিব এবং পাটজাত দ্রব্যও রপ্তানি ইহা প্রস্তুত খাইব এবং তাহাও খাইবার ন্যায় মত, এ-অবস্থাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, যদি বুঝিতে পারি যে, কেবলমাত্র ভারতীয় চটকলগুলির সর্বপ্রকার নিটানোর পরেই এই কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি করা হইতেছে। আমাদের দেশের চটকলগুলির প্রয়োজনের দিকে সজাগ দৃষ্টি না রাখিয়া যখন খুশী এবং যেমন খুশী পাট বিদেশে রপ্তানি শুরু হইবে, এ-প্রথা কোন ক্রমেই চলিতে দেওয়া উচিত নয়। পাকিস্থান হইতে কাঁচা পাট বাহিরে রপ্তানি করা হইবেই,— তাহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কথা নয়। আমাদের চুক্তি অনুযায়ী কাঁচা পাট যদি পাকিস্থান যথাকালে সরবরাহ তাহা হইলে তাহাদের উদ্বৃত্ত পাট তাহারা রপ্তানি করুক অথবা ই ফেলিয়া দিক, সেকথা লইয়া আমাদের চিন্তিত হওয়ার ন নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের কাঁচামালে ভারতীয় শিল্পের দাবী সর্বাগ্রগণ্য, সরকার অবিলম্বে এই নীতি যে কেন মানিয়া লইবেন না, তাহা বুঝিতে অসমর্থ। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এই নীতির পুনরুক্তি প্রয়োজন এবং তাঁহাদের তরফ হইতে অবিলম্বে এই ঘোষণা হওয়া যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত অবস্থাটা পুনরায় বিচার দেখার পূর্বে কাঁচা পাটের একটিমাত্র আঁশও রপ্তানি করিতে হইবে না।—এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, ভারত-পাকি-ক্তিতে যে ৯,০০,০০ গাঁইট কাঁচা পাট বাহিরে রপ্তানির কথা আছে, সাধারণত ভারতীয় চটকলগুলিতে ব্যবহারের উপযোগী নহে। কিন্তু জানি, যেমন দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য বিচারের পাটজাত দ্রব্যের জন্য বর্তমানে বাহিরের চাহিদা প্রবল এবং সেরূপ প্রবল চাহিদা ভারতবর্ষ যত উৎপন্নতার সহিত মিটাইতে সক্ষম হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে ততই মঙ্গল।

গত রবিবার দিন কলিকাতায় পাট রপ্তানি পরামর্শদাতা কমিটির সভায় ৩১এ ডিসেম্বর (১৯৪৮) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য কি পরিমাণ কাঁচাপাট রপ্তানি করিতে অনুমতি প্রদান করা হইবে এবং চটকলগুলির প্রয়োজনের পরিমাণ যাহাতে সন্তোষজনকভাবে হ্রাস না পায়, তাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হয়। বস্তুত কাঁচাপাটের পরিমাণ সম্পর্কে ভারতীয় চটকল কমিটির প্রতিনিধিদের সহিত বেলায় (Baker) ও মালগ্রেরকদের প্রতিনিধিদের মতভেদ উপস্থিত হয়। ভারতীয় চটকল কমিটির তরফ হইতে তাঁহাদের হস্তস্থিত মজুত কাঁচা পাটের পরিমাণ বিশদভাবে অল্প বলিয়া মত প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধের জন্য দাবী উত্থাপন করা হয়। কিন্তু বেলায় ও মালগ্রেরকদের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, অবস্থা তত খারাপ নয় এবং অবাধে বরাদ্দ মাল রপ্তানি করিলে কাঁচা পাট সরবরাহে অবনতি ঘটিবে না। যাহাই হউক, চটকলগুলিতে যে উপবাসী রাখা চলিবে না, সে বিষয়ে সকলেই একমত হন এবং বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় কাঁচা পাট রপ্তানি যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়, সে বিষয়েও বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না। তবে উন্নত ধরণের পাট সাধারণত ভারতীয় চটকলগুলিতে ব্যবহৃত হয় না বলিয়া উহার রপ্তানি সম্পর্কে যে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত নহে, সভায় এইরূপ একটা মন্তব্য শোনা যায়। ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সি, সি, দেশাই ভারত সরকারের তরফ হইতে চটকল কমিটির প্রয়োজনের গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চটকল কমিটিকে আশ্বাস দেন।

১৯৪৭-৪৮ সালের ফসলের পরিমাণ এবং তাহা হইতে কতটা উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যাইবে, সেকথা চিন্তা করিয়া এবং বাজারের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে, আগামী তিন মাস পর্য্যন্ত বাজারে যত কাঁচা পাটই আসুক না কেন, তাহার সমস্তটাই চটকলগুলির জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন।—ইহা ছাড়া যাহাতে পাকিস্থানের নিকট হইতে চুক্তি অনুযায়ী মাল পাইতে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা অথবা অযথা বিলম্ব না হয়, সেজন্য পাকিস্থানের সহিত যথাসত্বর পাট সকল প্রকার বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিয়া ফেলাও আবশ্যক।

পাকিস্থান যে কাঁচা পাটকে সুযোগ সুবিধা আদায়ের একটি প্রকাণ্ড অস্ত্র হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ব্যবহার করিতেছে তাহা একেবারে অর্থহীন নয়। পাট ব্যবসায় যাহাতে পাকিস্থানের অধীনেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহার জন্যও পাকিস্থানের চেষ্টার ত্রুটি নাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে পাকিস্থান সরকার বাকি ইউনিটগুলি পাট রপ্তানি বরাদ্দ বন্টন শুরু করিয়া দিয়াছেন এবং এমন কি ভারতবর্ষের চটকলগুলি যে পাট ব্যবহার করিবে, তাহার জন্যও নাকি রপ্তানি বরাদ্দ বন্টন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থান এ-পর্য্যন্ত কেবলমাত্র গ্রহণকারক মনোবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পাটের ব্যাপারে তাহার স্মরণ রাখা ভালো যে তাহাদের নিজেদের গরজেই— এবং আমাদের গরজে ও বটেই—ভারতবর্ষীয় চটকলগুলিকে চালু রাখা দরকার।—অতএব কাঁচা

প্রাসঙ্গিক

নির্বাসিত বাঙালী

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৭ই জুন এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন, "১৯৪৮ সালের ১৪ই জুনের পর যাহারা পূর্ব পাকিস্তান হইতে এই প্রদেশে আসিয়া তাহারা আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবে না, কিংবা আশ্রয়প্রার্থীদের বিশেষ সাহায্যের জন্য সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার সুযোগও তাহাদের দেওয়া হইবে না।" ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে পশ্চিম বঙ্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। সরকারী কলমের একটি খোঁচায় পূর্ববঙ্গের এক কোটি বিপন্ন লক্ষ হিন্দু পশ্চিম বঙ্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া গেল।

সরকারের এই আচরণে সমস্ত বাঙালী জাতি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আত্মত্যাগ ও অসীমতম দুঃখবরণ কাহারও অপেক্ষা কম নহে, তাহাদের প্রতি বাংলাদেশের আর এক অংশের লাঞ্ছিত কর্ণধারদের এরূপ আচরণে সাধারণভাবেই যে বিস্ময়স্তম্ভিত হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃপক্ষে আজো-লনের সময় বাংলা ও ভারতের নেতৃবৃন্দ বারবার এই আশ্বাসই দিয়াছিলেন যে ভারতে হিন্দুর মাতৃভূমি পশ্চিম বঙ্গ বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র হইবে। কিন্তু আজ ক্ষমতায় আসীন হইয়া নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া নিজ বাঙালী হিন্দু-দের সম্পর্কে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের আর কি হইতে পারে! সেইজন্য সরকারী প্রেসনোটটি প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও জনমত সরকারের এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন এবং জনসাধারণের মধ্যেও বিক্ষোভের ঝড় উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ও পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অধিনচন্দ্র দত্ত যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কারণ তাঁহার বাণী পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দু সহনাগরিক আর্তকণ্ঠেরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

তিনি বলিয়াছেন, "আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে এক প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।" অর্থনৈতিক কারণে বাসত্যাগ করিতেছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণাতে এই কারণটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু একথা মনে রাখা এই অর্থনৈতিক উচিত যে, বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দুদের বেলাতিকেরা কথনই তাহাদের উপর হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ব-বিদ্বেষের ফলে সর্বস্বান্ত হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ কেহ পারিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এপর্যন্ত তাহাদিগকে বিশেষ কোন সাহায্য করেন নাই। [illegible] করিতে পারিতেছে, আজ তাহাও তাঁহারা বন্ধ করিয়া দিলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে এইরূপ অসহযোগ ও শত্রুতামূলক মনোভাব পরিচয় দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মেরুদণ্ডকে সরকারের সজোর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নীরবে পরিত্যক্ত করিয়া আশ্রয় লাভের আশা অন্ত তাহাদের বলিয়া না। বিশ্বের অন্যান্য দেশের, এমন পশ্চিমবঙ্গও আজ পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট বিদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

শুধু পূর্ববঙ্গবাসীদের অন্তরের ক্ষতিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই, আশ্রয়-প্রার্থীদের প্রতি ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক প্রকাশ করিতেও তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাহাদের মন্ত্রীগণেরা যখন বলেন যে পাকিস্তানে তাঁহাদের পক্ষে সত্য কথা বলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং সাংবাদপত্রগুলিও যখন সত্য অথবা সত্যালোকপ্রা করিয়া বাস্তবাগীদের মন স্বপক্ষে করেন, তখন তাঁহাদিগকে বিশ্বাসঘাতী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে "সরকার মনে করেন যে অতীতে আশ্রয়প্রার্থীদের ফলে বলে আসিবার যে কারণই থাকুক না কেন এখন আর সেইরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নাই। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সোহার্দ্যের ভাব ফিরিয়াই আসিয়াছে এবং সংখ্যালঘুদেরও এইরূপ ধারণার জন্য অনুপ্রাণিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। সুতরাং বস্তুতঃপক্ষে মনে মনে যে লোকজন আসিতেছে তাহার কারণ অর্থনৈতিক।"

সরকারী এই প্রেসনোট পড়িলে মনে হইবে, ইহা ভারতের ইউনিয়নের কোন প্রাদেশিক মন্ত্রি-সভার দ্বারা রচিত নহে, ইহা পাকিস্তানের প্রচার সচিব কর্তৃক প্রচারিত বিবৃতি বাং! কংগ্রেসী মনোবৃত্তি যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে মুসলিম লীগের কোন লোকই আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারেন না। বাংলাদেশের পক্ষে এ কি আত্মঘাতী নীতি তাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন!

আমরা আশা করি সরকার এখনও তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার ব্যবস্থার পথ খোলা রাখিবেন।

পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগী

পশ্চিম বঙ্গের রিলিফ কমিশনার শ্রীযুক্ত এ. বি. পাকড়াশী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এখন লক্ষেরও অধিক ছাড়াইয়া গিয়াছে। একমাত্র কলিকাতা সহরেই লাখি আশ্রয়-প্রার্থীদের সংখ্যা দুই লক্ষেরও অধিক। বাকী অংশ বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত পাকড়াশী বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঐ সব আগন্তুক বাস্তুত্যাগীদের [illegible] করিয়াছেন। তাহার বিবরণীতে [illegible] কার্যিবরণের মধ্যে পর্যন্ত ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় মঞ্জুরী করা হইয়াছে এবং ঐ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাড়া ঐসব আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা মঞ্জুরীর

[illegible] করা হইয়াছে, - তাহার ঐ লোকের [illegible] যাহাতে যাত্রা করা ও অবতরণ করিতে [illegible] করিতে হইতেছে।

[illegible] এই উদ্দেশ্যে যে এখনও অনুমতি [illegible] করিতে দেখা যায়। কারণ, ভারতের [illegible] একমাত্র পথ বৃহত্তরই ও ব্রহ্মদেশের মিকট [illegible] আনয়ন করিয়া এখনে শিল্প [illegible] শিল্পকারগণ আমরা যত খুশী আমদানি করি, কিন্তু আমরা যন্ত্রপাতি আমদানির [illegible] পথ আমাদের জন্য বন্ধ করিয়া [illegible] ব্রহ্মদেশের যে নীতি পাশুক করিয়া [illegible] কারণ হইতে ভারতের [illegible] করিয়াছিলাম [illegible] করিতে হইতেছে। কারণ ব্রহ্মের [illegible] করিতে না পারে, তবে [illegible] আমরা যন্ত্রপাতি আমদানি [illegible] যে অজুহাতে তাহা করিয়াছিলাম [illegible] করিতে হইতেছে। কারণ ব্রহ্মের [illegible] করিতে না পারে, তবে [illegible] আমরা যন্ত্রপাতি আমদানি [illegible] এর করিতে পারিব না,—কারণ আমাদের [illegible] তাহার সংগতি করা সম্ভব নহে। এদিকে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে [illegible]

[illegible] করা হইল না, তবে [illegible] ভারতের আজ কোন সম্ভাবনা নাই এবং [illegible] সালের অবস্থার অবস্থা দেখিয়া যে [illegible] করিয়াছেন তাহাতে ভারতের [illegible] প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের [illegible] করিয়াছে।

বিমান চলাচল

[illegible] করা সত্ত্বেও ভারতের অসামরিক [illegible] শিল্পের প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে [illegible] কোনের যাবতীয় তথ্য ঘোষণা করিয়াছেন। [illegible] বৎসরে ১৯৫৭ সালে মোট ৬২.৯ কোটি [illegible] যে লইয়া যে ৮৩টি বিমান চলাচল কোম্পানী [illegible] যাহাদের মধ্যে ৮টি কোম্পানীর বিমান [illegible] ৩ হাজার মাইলব্যাপী ৮২টি পথ পরিক্রমা [illegible] ঐ কোম্পানীগুলির মোট ১৬৩ খানি [illegible] ১৪২ জন পাইলট নিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] বৎসরে আর আটটি ব্রহ্মবিমান সংগ্রহ পাওয়া [illegible] এবং মোট ১ লক্ষ ৩৮ হাজার যাত্রী, ১১৯০ [illegible] ২১৯ টন ডাক ও ৮০৬ টন বস্তুরের ভাষণ [illegible] হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তান, [illegible] ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর হইতে প্রায় ৩০ হাজারের [illegible] ভারতীয় যাত্রীদিগের ঐসব বিমানযোগে [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] পথে ভারতীয় বিমান চলাচল [illegible] উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীর উদ্যোগে একটি বিমান [illegible] গঠন করিবার আয়োজন করা হয়। [illegible] এই উদ্দেশ্যে বেসরকারী বণিকদের মধ্যে শেয়ার [illegible] করা হইয়াছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় [illegible] মোট মূলধন [illegible] করিয়া কোম্পানীর [illegible] করিবার অধিকার সরকারের [illegible] এই কোম্পানী আগামী মোটে [illegible] নূতন পথে বিমান চালাইবেন এবং [illegible] পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য দেশে বিমান চালাইবার [illegible] করা হইতেছে।

বিমান যাতায়াতে ভারত অন্যান্য [illegible] দেশের তুলনায় একেবারে নগণ্য। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে [illegible] কোম্পানী ভারতে প্রথম ভারতীয় কর্তৃত্বে বিমান [illegible] করিবার অনুমতি পায় এবং [illegible] এয়ারওয়েজ-এর পরিত্যক্তস্থান করায়, [illegible] ও যাত্রীদের [illegible] যাত্রী ও মালপত্র বিমান চলাচলে [illegible] করেন। টাটা ইহার কিছুদিন পরে [illegible] আর একটি কোম্পানী কিছুদিন [illegible] যাত্রীদের [illegible] করেন, কিন্তু ১৯৫০ সালে উক্ত [illegible] করিয়া দেওয়া হয়। [illegible] সাল হইতে ১৯৫৮ সালেই ভারতে বিমান [illegible] প্রায় [illegible] হইতে থাকে এবং নূতন নূতন [illegible] কোম্পানীর [illegible] যাত্রী ও মালপত্র বিমান চলাচল [illegible]

ভারতে এইভাবে বিমান চলাচলের প্রসার ঘটিলেও [illegible] বৎসরে বিমান কোম্পানীগুলির ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় সব কোম্পানীই ঐ বৎসরে কোন লাভ করিতে পারে নাই এবং [illegible] কোম্পানী প্রকৃত ক্ষতি কাটাইয়া করিতে [illegible] হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে নূতন বিমান চলাচলের জন্য নূতন নূতন বহু কোম্পানী গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিযোগিতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে তাহারা কোন লাভ করিতে পারে নাই। তাহাড়া ভাড়া ও মালের হার বৃদ্ধি হইবার ফলে বিমানযোগে ভ্রমণ করা ভারতের জনসাধারণের সামর্থ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে,—ভারতের যাত্রীসংখ্যা সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের মনে হয় সরকার আইন করিয়া কোম্পানী-গুলির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে, ভাড়া ও মালের হার কমাইলে যাত্রীদেরও যেমন সুবিধা হইবে, তেমনি অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবার ফলে কোম্পানী-গুলিও লাভবান হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে বিমান বিমানের ভারবাহন সম্পর্কে সরকার যে কঠোরভাবে প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাও দেশের পক্ষে বিশেষ অভিশাপ। কারণ বিদেশ হইতে দ্রুত যানে যন্ত্রপাতি আনা করার ফলে বিমান কোম্পানী-গুলির ব্যয় আরও বাড়িতেছে। সরকারের পক্ষে উচিত তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিমান নির্মাণের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বর্তমানে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যে একটি বিমান নির্মাণের কারখানা আছে তাহাতে শুধু সামরিক জেট্‌ বিমান তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় [illegible] বিমান চলাচল সংক্রান্ত [illegible] পরিবর্তে অবশ্যই [illegible]

নেহরু ও রাধাকৃষ্ণান

[illegible] পণ্ডিত নেহরু [illegible] এক অনুষ্ঠানে [illegible] যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কেবল তাহাদের [illegible] করিয়া বিরোধের বিরুদ্ধে [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। তাঁহার এই বক্তৃতার সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে দেশবাসী বিস্মিত না হইয়া পারিবে না কারণ, দেশবাসী নেহরু সরকারকে তাহার [illegible] করিয়া রাষ্ট্রপতিশাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে [illegible] করিতে বলে নাই। দেশবাসীর অনুরোধ এই যে, বিদেশ [illegible] বিরোধের পুরোপুরি সুযোগ লইয়া [illegible] সাম্যবাদী বিদ্রোহের উপর যে ঔষধ প্রয়োগ চালাইতেছে, [illegible] যে বিদ্রোহের [illegible] করিতেছে, রাষ্ট্রবিরোধী [illegible] দুষ্কার ও সুবিধাবাদের ফলে যে সমস্ত সমস্যা [illegible] করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে [illegible] হইতেছে, ইহার যেন অন্য প্রতিকার কেন্দ্রীয় সরকার করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন তাহাদের দুষ্কর্মে সম্মুখে এইরূপ অন্যায়ের বাকেটার অত্যাচার পরিষ্কার হইতে দেখিয়াও কি মনে করিতেছেন যে, বিধানকে আরও সময় দেওয়া উচিত? কেন্দ্রীয় সরকার কি মনে করেন যে, রাধাকৃষ্ণানের অনুসন্ধান সম্পন্ন হইবার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য পাইবার অধিকারী হয়?

প্রধান মন্ত্রীর এই সব ঔষধি বক্তব্য [illegible] করা আমাদের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন [illegible] হইয়া পড়িতেছে। [illegible] যে রাষ্ট্রপতির অত্যাচার চালাইবার [illegible] করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নের লোকদের পরাস্ত আক্রমণ করিতেছে, ভারতীয় যাত্রীর [illegible] করিতেছে, ভারতীয় প্রজাদের হত্যা করিতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে, এমন কি ভারত সরকারের রেলগাড়ীগুলিকেও পর্যন্ত তাহাদের আক্রমণের হাত হইতে রেহাই পাইতেছে না। অথচ ভারত সরকার এই সব অন্যায় অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করাকে এখনও অবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে করেন।—ইহা আশ্চর্যের বিষয়—না দুঃখের বিষয়—না বিস্ময়কর বিষয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। যেহেতু ঐ সভায় আরও বলিয়াছেন "আমি নৈতিক ব্যাপার করিতে অক্ষম নই, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার জন্য কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।"

আমার দেশের এক অংশের জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার চলিবে, হত্যা কার্য চলিবে, আমি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমে বাহিরে কি প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা দেখিতে হইবে এবং বাহিরের লোকদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আমার সকল কাজ নির্ধারিত হইবে, এইরূপ অদ্ভুত নীতি পৃথিবীর আর কোন দেশের রাজনেতা কখনও করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা

দিগন্ত

বর্ত্তমান সংখ্যার "বিষয়" বিভাগের অন্তর্গত কবিতে হইলে গত সংখ্যার "আধিক ভাবে" একবার দেখিয়া লওয়া দরকার। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা যায়।

• • • •

সোফিস্তা বলিলেন, "ভারত বিভাগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া আমি এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, ইহার পিছনে ভারতের জনগণের সুদূরতম আগের কোন সমর্থন ছিল না এবং মুষ্টি এক-জন নেতার অদূরদর্শিতার ফলেই কংগ্রেসের এই ধ্বংসাত্মিকতা (আমি এখানে কংগ্রেসের বিজয় বর্ষের কথা বলিতেছি) অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে মন্তব্যকারীর ইংরিজি অংশ কবিতে পারি, তিনি বলিয়াছিলেন, "Division of India is a sin")—যাহাই হউক, সেদিবর্ত্তিকার ফলে যেসব ভয়াবহ রক্তক্ষয় প্রবাহিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে, কোটি কোটি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বলিয়াছে যে বিশাল পরিকল্পনা গত হইয়াছে, তাহার আশার ও সুদূরপ্রসারী ফলের অবলোকের কথা চিন্তা করিলে আমাদের নেতৃবর্গের যে বিশেষিত দুরদৃষ্ট—যে দুরদৃষ্টের আশ্রয়ে তাঁহারা আত্মবিশ্বাসে বিভক্ত ভারতের কর্ণধারের চাবিটা আবিয়াছেন—সেই দুরদৃষ্টকে ইহার তুলনায় 'কিছু না' বলিয়া মনে হইবে। একথা বুঝিলে চলিবে না যে পৃথিবীর বহুজন মানুষের আশা-ভরিত এই সেদিবর্ত্তিকাই প্রজ্বলিত করে।

• • • •

"এই দেশ বিভাগে সর্বাধিনায়কের ভূমিকা যাহার পণ্ডিত জবাহরলালের। ইহা যে ভুল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এতবড় ভুলের জন্য তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থনার মহিমা নাই। এই সেদিনও তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছি ঠিকই করিয়াছি, ইহার চেয়ে ভালো কেহ করিতে পারিত না। অন্নাচীনের মন অবশ্য আমার সমালোচনা করিতেছে, কিন্তু আমি শুধু ভারতবর্ষের জনের জন্য এই আসনে বসিয়া আছি, তাহা না হইলে এক ঘণ্টা সময় করিয়া আমি কিছুতেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রবাস বরণ করিয়া থাকিতাম না।' চলিকতা করিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল লেখিম এক সভায় বলিলেন,—একান্ত স্বেচ্ছাবর্ষিত চলিকতা—"যাহাকে আপনারা ভালবাসেন, শ্রদ্ধাকে আর যাহাই করুন প্রধানমন্ত্রী করিবেন না।" —অর্থাৎ বুঝিয়া দেখ, কি বিশাল ত্যাগ পণ্ডিতজী আমাদের জন্য করিয়াছেন ও করিতেছেন!

• • • •

"আমাদের নেতাদের আমরা কিছুদিন পূর্বেও যে-ভাবে ও আসনে বসিয়া সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহেন। অথচ আমাদেরই অদূরদর্শিতার ফলে বিভাগের পরিণামে ইতিমধ্যেই নাকি ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে! জবাহরলালের সাম্প্রতিক চুক্তির দেখিয়া মনে হইতেছে ইহাকে লইয়াই আমরা এত মুষ্টামারি করিয়াছি! একটি সাময়িকীর রাজনৈতিক মুখপাত্রীয় মন্তব্য—বিভাগজনিত ক্রমের পরেও ইহার অধিকাংশই পরিলক্ষিত হয়,—ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন সমাধানে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান দ্বারা সম্ভব হইল না, অথচ ইহাকে প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আজও বিশেষিত প্রকাশিত হইতেছে, এই আমাদের পরবর্তীর আমলের দেবতা'

—"দেখ, আমি নিজে একটু ভারতবর্ষ মানুষ, —পণ্ডিত জবাহরলালের সম্পর্কে আমার মনে শ্রদ্ধার বেদনা। এই মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমাধীন বিষয়ের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন' অথচ এখন দেখিতেছি ইংরেজের মেলধারার বলিয়া সাহিত্যরচনা ছাড়া ইহার দ্বারা আর কোন কিছুই সম্ভব নয়! অথচ মজা দেখ, এই পরে রোমান্টিক মনটিকেও অক্ষত রাখিতে পারিয়া বলিয়াছে:—পণ্ডিতজীর অপেক্ষা কেহ এত ভালো করে যে দেশের যে প্রয়োজন মিটাইতে পারিত তাহা নহে। এক কথা সব সময়েই মনে রাখিবে,—কুল করিবার অধিকার আমাদের সকল মানুষের, দেবতার নহে। ইহা সাধারণ মানুষ হওয়ার অসামান্য সুবিধা,—কিন্তু কুল করার পর আর সিংহাসন আঁকড়াইয়া থাকা কোন দূরং মানুষের পক্ষে সম্ভব অথবা উচিত নহে। দেবতুলের সকল সুবিধার অথচ এইটুকুই সামান্য অসুবিধা!

"কিন্তু আমাদের দেশে অন্যরূপ ব্যবস্থা।—শুধু একবার কাজীনের কথাটা আবিয়া দেখ। ইউ, এন,ও'র মধ্যে আমাদের মুখে এমন করিয়া ছুপকালি লেপন করা হইয়াছে যে, ওইরকম একটা আন্তর্জাতিক অপমানের পর যে প্রধানমন্ত্রীর বিদায়ের ফুলে ওইরূপটি ফুটিয়াছে, তাঁহার আর কোনরকমেই রাষ্ট্রনিষ্পত্তির "চরম ফেলস্বীকারের" ব্যাপারে বিশেষে ব্যাপৃত থাকা উচিত নয়। বিশ্বের চোখে দেশের এবং জাতির মর্যাদা সম্বন্ধে কথা করিতে হইলে আরো উচিত নয়, মহাত্মাজনের বিজয় মর্যাদার পক্ষেও তাহা সঙ্গত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে তেমনটি হইবার যো নাই,—পণ্ডিতজী বলিয়া ছাড়িলে ভারতবর্ষের অধিকার আমি অন্তরাত্মা,—ইহা আমাদের দেবতাদের বিশেষই ধারণা: অন্তত তিনি বিশাল ত্যাগ করিয়া এবং বিশালতর দুঃখ সহিয়া আমাদেরই জন্যাদের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী না থাকিয়া কিছুতেই পারেন না।

—"অবিশ্যি না যে ইহা অবশ্যের কথা। চার্চিল হিটলারের বড় উপকার করিয়াছেন 'হিটলারের যেরূপ উপকার তুলা হিটলারের আবির্ভাবের পর হইতে আজ-অবধি আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া পৃথিবী জানে না। কিন্তু সেই চার্চিলকেও অবলীলাক্রমে প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইহাই যথেষ্ট।—আমাদের যেসব যথেষ্ট নাই,—দুঃখ আমরা যতই কেন না 'যথেষ্ট যথেষ্ট' বলিয়া চীৎকার করি আমরা এখনও ব্যক্তি-তন্ত্রের অধীনেই বসবাস করিতেছি।—আমাদের অন্তর জবাহরলাল যদি তাঁহার পূর্ণ গৌরব ও কীর্তি লইয়া পুনরায় আমাদের সম্মুখে যেন যেন তাহা হইলে আমরা কত যে খুশী হইব, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অথচ প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করিয়া আছি, এইবার যোর যর জবাহরলালের মধ্যে বিশ্বত বিশেষ তাঁহার গৌরব ও দুরদৃষ্ট দৃষ্টির পুনঃপ্রকাশ দেখিব। কিন্তু বিশেষ পর বিশেষ তাহার কাটিতেছে, আমাদের দেবতা এখন সাধারণ রাজনীতিক মাত্র।

"ভারত বর্ষের সামী সম্পর্কে পণ্ডিত যেরূপ রাষ্ট্রনিক ইঙ্গিত বর্ষাস্ত ভালো করিয়া বুঝিয়ে হইবে, দেশের সরকারে পণ্ডিতজীর বর্তমান আসনে কমাটে বসে রাখিতে হইবে। সেইজন্যই আমার পূর্বে উদ্ধারটুকুতে অবাক্ত বলিয়া মনে করিয়া না:—একদা সমস্ত রাখিয়ে কংগ্রেস এবং আর নৈতিক প্রতিষ্ঠা আছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্রিকদের সহিত এখন অন্ত—বিশেষ করিয়া মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে-কংগ্রেসের যোগ সম্পর্ক নাই।—কাজেই পণ্ডিত জবাহরলালের মুখে যখন কংগ্রেসের ঐতিহ্যিয়ের ভাবধারাকে সম্বলিত প্রদান একেবারে সম্ভব হইয়া ব্যক্তিস্বরূপে অনুবিধা বুঝিলে তখন আমার ভিন্নি প্রশ্ন সম্পর্কে কংগ্রেসের স্বাধিনেতিক নীতিকে যা অগ্রাহ্য করিতে এবং অস্বীকার করিতে তাঁর বাধিবে কেন?—এখন তাঁহার ব্যক্তিগত অধিকার কথা আমি যেটুকু বুঝিয়াছি, তাহা বলিতেছি। দু আর কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করিয়া অবশ্য করে।

• • • •

"অবশ্য কংগ্রেস আমাদের চির অধিকার কী আছে, ইহা ঠিক। কিন্তু যারা শুধু পূর্ণ ইচ্ছা করিয়াই, কংগ্রেসের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ-ন ইহা অন্তরাত্ম যায়।—কেন যে ইহা অন্তরাত্মক অন্তরাত্ম বলিতেছি তাহা বুঝিতে হবে যাহারা সর্বত্যাগী, যেন সেবায় যাহাদের কি পরিবার নাই, যাহারা কোনদিন কিছু চাহেন নাই এমন কি যাহারা পর্যন্ত নয়,—লোকচক্ষে অন্তরালবর্তী সেই সকল নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণ কংগ্রেস কর্মীর দল যাবীনতা পরবর্তী কংগ্রেসী 'প্রতিষ্ঠা (ফেডারেল ও প্রাদেশিক) তথা গঠন করিয়া কেন এমন করিয়া সন্তায় অযোগ্যের হাঁ, তেমনি ন উপাদান করিতে হইবে।—এই সকল মানুষের অধিক আমরা অবশ্য ভাঁড়ি বলিয়াই আজিও এ কংগ্রেসের মাঝে অন্তর্ভুক্তরহিয়াছি। কিন্তু পূ বলিয়াছি আমাদের এ অন্তরাত্মিক অন্তরাত্মের ন যায়,—কারণ, অধিকারমুক্ত মেহমর্ণের কর্তব্যপূর্ণ

। এ প্রশ্ন অবান্তর—ইহার সমাধির আর বলম নাই।

ার এ-উক্তি শুধু আমার একারই উক্তি ন্ন করিয়া না.—এই উক্তি ভারতবর্ষের নুষের উক্তি।—যাহারা সাধারণ, যাহারা ক্ষুদ্র. মতা নয়, যাহারা স্বেচ্ছাবিলাসী নয়, এ-উক্তি সকলেরই উক্তি। ভারতবর্ষের পথে, পল্লীতে, জনসংঘে যাহারা ছোটখাট দুঃখ, দুঃখ সহিয়া বাস করে, এ উক্তি তাহাদের উক্তি: অর্থাৎ এটা ঠিক আন্দিয়ার সরকার ও সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে আর কোথাও সাধারণের বাসাল ও বাষক-কুমীর ব্যতীত রও কাছে তুমি আমাদের "আতীয়" পক্ষে বর্তমানে কোনও প্রশংসাসূচক উক্তিও হইবে না।

• • •

একবার চাই মনে হয়, এই যাবতীয় ত আমাদের পর কেন, ইহারই জন্য আমরা সাহী জন্য আমাদের অঙ্গজন, ইহারই জন্য মুখ প্রাচ্যের 'বিদেশী' হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো? পক্ষা মর্মান্তিক বেদনা আমি অনুভব করি, করি, এই কি আমাদের দেশের লোকের ঠি' সম্পর্কের প্রতি আমরা এত নিষ্ঠুর, হইতে পারি? এত নিষ্ঠুরচিত্তীন, অন্তর কাহিতে পারি? অন্যদিকে এত নাতবর্ষের আমরা পরিচয় প্রদান করিতে রোপীয়দের আমলেও ও আমাদের এই ও এত দুর্বলচিত্ত আকারে অনুপ্রকাশ করে কি হইল? আমাদের কোন্ ব্যবহারের ফেন মেলিয়া দেখাপাই চারিত্রিক বৈষম্যের ীলার এমনিধারা প্রকাশ দেখিতেছি? ব সহায়ই বিস্ময় ও আমাদের বিদ্রূপ হইয়া

অকাশে আমি যত আকাশ ঘুরিয়া মার ভিতরকার অন্ধকারে মানুষটিকে ত —আজও সেই মানুষটির অথাত্ত চিত্তের সন্ধান মিলিল না। যাহারা আমাদের অন্ত া বলিয়া ছিলাম, কিন্তু মনে হইতেছে যেন া নিজেরই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম,—

অন্ধকারে প্রতিটি আকাশে যত আকাশ ছায়া বেড়ায়, তার সেকের সহিত আমার —সামান্য সামান্য লোক, সাধারণ লোক, দুঃখ যাহারা "জনসাধারণ" মাত্র—সকলের ওই একই প্রশ্ন, এই যাবতীয়রা?

জনীয় প্রশ্নের কথা মনে রাখিলে সহজেই ঝিতে যে, পরিত্র জনসংঘলনের পক্ষে া যাহা কত দরকার। বিহারের কংগ্রেস ীদের জন্য অর্থাভি অর্জন করিতেও

রাখিয়া ইতিমধ্যে একমাত্র প্রশ্নে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে অন্যথায় কোনরূপ নাই।—বিহারের অন্যত্রে এ সংখ্যা বহু লক্ষেত্রপ্রদান কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা। বর্তমান ভারতবর্ষে বিহারকে যত 'মহা' মহা আইডি প্রয়োগেই কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু বিহারে তাহা হয় নাই। অন্তত অন্যান্যদলের পক্ষে বিহারের সাধারণ অন্যায়কর, তাহাই বাংলার যাবতীয় তিনি কিছুতেই বর্তমানে স্বীকার করিবেন না। কারণ বর্তমান অবস্থায় রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তিনি কোনমতেই অসন্তুষ্ট করিবেন না।

"পরিত্র নেতৃত্ব যে বাংলার কথা যাবতীয় পুরাপুরি অস্বীকার করিয়া মুখ বোজ করিয়াছেন তাঁহার সাম্প্রতিক উক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়। একাধারে যৌক্তিকতা তাঁহার পক্ষে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।—সেইজন্যই তিনি বাংলাকে উপযুক্ত স্থান দিতে চাহিলেও বাংলার বলিতেছেন, এখন চুপচাপ থাক, পরে যা ঠিক করিয়া দিব।—ইহা রাজনীতি হইতে পারে, কিন্তু ভারতনীতি নহে। আমাদের সকলে কিন্তু নিছক ভারতবর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজনীতির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, —অতএব দুইটি কথা বলিয়া আমাদের বাণী শেষ করিবার প্রয়োজন নাই।

• • • •

"বাংলাদেশ চিরদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল, নিজের ঘরের কথা না ভাবিয়া সব সময়েই সে ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়াছে.—তাহা যদি না ভাবিতে তাহাহইলে ভারতবাসীর আত্মত্যাগের মহিমা এমন করিয়া সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারিত না। "ভারত-বাসী"কে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য বাঙ্গালীর প্রতি বিশেষ আহ্বানের প্রয়োজন নাই,—বাঙ্গালীর ন্যায় প্রাদেশিকতা-বোধবিহীন জাতি ভারতবর্ষে আর নাই। বাঙ্গালী নিজেকে যত গৌরবের সহিত "ভারতবাসী" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসী আজও তাহা করে না। কাজেই বাঙ্গালীর মিষ্টান্ত ও সকল ভোলাইবার প্রয়োজন নাই।

• • • •

"বাংলার স্বাধীনতার উপায় নহে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর। বাংলার, বাংলার শিক্ষিতসমাজ পরিবার, পুরিবার ইত্যাদি সকল সম্পর্কে তাহার দাবী, তাহার নিজস্ব সম্পত্তির দাবী। এ সম্পত্তি একদিন ইংরাজ সরকারের সাময়িক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ভাবনা বিলাইয়া ভাঙ্গিয়া বিলাইয়া। আমি দেখা হইলেও, ইহার সুদূরপ্রসারী সম্পর্কে ইংরাজের প্রতিশ্রুতি ছিল, কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ছিল, এমন কি এ সম্পর্কে বিভাগের খাতাখানা নেতাদের নিজস্ব প্রচার পর্যন্ত ছিল।"

• • • •

বাংলাদেশ আজ ভারতীয় স্বরাজ্যের পূর্ণ সীমায় প্রবেশ। সীমায় প্রবেশ বিভাগে তাহার তুল্য সবল দাবী প্রয়োজন। কিন্তু ইংরাজের প্রতিহিংসা, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ,, মহামারী, মুসলিম লীগের সংঘির আঘাত এবং [illegible]

ভারতবর্ষ কিন্তু পথে দেখিয়া বিহার কংগ্রেসের দাবী ভারতবর্ষের উচিত, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশের সর্বাত্মক সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সেরূপ কিছু হইতেছে না। তাহার পরিবর্তে আমরা "অখণ্ড" ভারতের দোহাই শুনিতেছি এবং বিদেশের "বাঙ্গালী" বলিতেছি বলিয়া আমরা যে অতিশয় ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি, আমাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রবলে এইরূপ প্রচারকার্য চলিতেছে।

"বাংলাদেশকে তাহার নিজস্ব ভাষা অংশ, প্রতিষ্ঠান অংশ, প্রভাবশীল করিলেও ঘটিত ভারতের "অখণ্ডতা" সম্পর্কে ভারতও আশঙ্কার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বাংলাদেশ এই সব অঞ্চলগুলি সম্পর্কে করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে বিচ্ছিন্ন প্রদান করিতেছে না। কাজেই সেই পথাত্ত তাহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া যাইবে। অতএব এই সকল অঞ্চল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকুক, কি বাংলার অন্তর্ভুক্ত হউক, "অখণ্ড" ভারতের অখণ্ডতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভারতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়।

• • • •

"বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে, বাংলাদেশ দ্বারা ভারতবর্ষের সত্তা ও কল্যাণ যাহা করিতে পারে। এই বিশাল ব্যবহারের যাবতীয় আলোকনকে যদি নিজের সমস্ত অঙ্গে কোন প্রকারে ধরণ করিয়া থাকে ত সে এই বর্তমান ভারতের "স্বাধীনচিত্ত" বাংলাদেশ। ভারতবর্ষের বর্তমান গভর্ণর জেনারেল যখন বাংলাদেশের গভর্ণর ছিলেন, তখন সে কথা সভাসমিতিতে অকপটভাবে স্বীকার করিয়াছেন।—কিন্তু বাংলাদেশে থাকিয়া যেকথা তিনি শতমুখে বলিয়া আসিয়াছিলেন, এখন বিহারে বসিয়া সেকথা ঠিক সেই রকম ভাবে তিনি বলিবেন কিনা, আমি জানি না। রাজ্যটা যে চতুর ব্যক্তির তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি প্রকৃত্তই সৎ ব্যক্তি, অতএব আশা করি রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার বিশ্বাসের পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রতি ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতার ঋণের যৌক্তিক স্বীকৃতিই নয়, সেরূপ কৃতজ্ঞতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রতি যাহাতে অবিচার না হয়, বাংলার মূলগত দাবী যাহাতে অস্বীকৃত বা ক্ষুণ্ণ না হয়, রাজ্যটী সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন, আমরা তাঁহার নিকট এইরূপ ব্যবহারই প্রত্যাশা করি।

"কিন্তু এবিষয়ে বাংলার অন্যান্য অধিবাসীদের আরও সজাগ হওয়া দরকার এবং বাংলাদেশের জনমতকে সুসংগঠিত করিয়া বাংলার রাজনীতির গতির ও নীতির ধারা আবশ্যক। বাংলার অধিবাসী যেন বাংলার দাবীকে "দাবী" বলিয়া প্রকাশ করেন, ইহাকে যেন "ভিক্ষা"র রূপ প্রদান না করেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ। আমরা অন্তরে প্রার্থনা করিতেছি, এরূপ দাবীও যেন কেহ কর্তব্যের না হয়। আশোর মীমাংসা ও আলোচনার পথে আমরা নিশ্চয়ই [illegible]

সংবাদলিপি।

লণ্ডন

ইউরোপকে সাহায্য করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বৃদ্ধি করিতে হইবে—বৃটেনের রেকর্ড উৎপাদন বৃদ্ধি—স্যার স্টিফ কার্টহাউসের বিদায়—ডক শ্রমিক ধর্মঘটের গুরুতর অবস্থা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৭এ জুন—কংগ্রেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কমিটি ইউরোপ ত্রাণ সাহায্যের মূল অর্থসংস্থান হইতে যে পরিমাণ অর্থসংস্থান হ্রাস করিয়াছেন, তাহা পুরণের বিবেচনার জন্য হাউস অব রেপ্রিজেন্টেটিভ ও সেনেটের মধ্যে যোগাযোগ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সভাপতি পদপ্রার্থিতা লইয়া দুইজনই ইউরোপে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য পাঠাইবার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসীই উহার পক্ষপাতী। সেইজন্যই যে বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও আজ স্মরণযোগ্য বিষয় যে, শুধু ইউরোপে মাল পাঠাইলেই ইউরোপের অবস্থার উন্নতি হইবে না, যদি না যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ হইতে মাল কিনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইউরোপে যতখানি যে মালাদি পাঠান হইবে তাহার ফলে ইউরোপের নিঃস্বতাই বাড়িবে। কিন্তু ঐ নিঃস্বতাকে যদি ইউরোপে যে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হইবে, তাহার একাংশে বদলি যুক্তরাষ্ট্র ক্রয় না করে তাহা হইলে ইউরোপের বাজারে খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি না করে তাহা হইলে অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এইদিক দিয়া অনেক কিছু ভাবিবার আছে এবং 'লৌহ পর্দার' বাহিরের একমাত্র মহাজন হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের যে দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে এখন হইতে তাহাকে সচেতন হইতে হইবে।

বৃটেনের উৎপাদনের পরিমাণ ইউরোপে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র কয়লা ছাড়া ইউরোপের যে সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ফসিয়া ও জার্মানীকে বাদ দিয়া সমগ্র ইউরোপের উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্বকালের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বৃটেন অবশ্য যুদ্ধপূর্বকালের উৎপাদনের চেয়ে আরও শতকরা ৮ ভাগ বেশী উৎপাদন করিয়াছে। ইউরোপের যতগুলি দেশ যুদ্ধে যোগ প্রদান করিয়াছিল তাহাদের সকলের চেয়ে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ এখন বেশী। বৃটেন ও সুইডেন ছাড়া আর কোন দেশ যুদ্ধপূর্বকালের খাদ্যের পরিমাণ ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

তাছাড়া বৃটেনের উৎপাদনের গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু আমদানির পরিমাণও অনেক অবশ্যই বেসামরিক উপার্জিত পারিবে না, সম্প্রতি একজন পার্লামেন্ট প্রতিনিধি হইতে তিনি যে ভাবে তাহাদিগকে চিত্ত জয় করিতে পারিয়া একজন আদর্শবাদী সাধক। সত্য তাঁহার বক্তৃতার বলিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই কিন্তু যে সাধারণ মানুষের নিকট হইতে বিদায় পাইয়া সেই জন্য তাঁহার বিদায় সর্বত্রই শুদ্ধ মনে স্মরণের হইয়াছিল।

চার্চিলের শেষ প্রচারের অনুষ্ঠানও বি স্মরণীয় হইয়াছিল। চার্চিলের বক্তৃতার খুব বেশী হইয়াছিল। তিনি এটি দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহাদের প্রায় সব সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনীতির আলোচনার ক্ষ প্রয়োজনীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বেশী করেন। আশা করা যায় তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ও স্বাস্থ্যের দৃষ্টি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযো আসিবে।

প্রেস ক্লাব সাংবাদিক সম্মেলনে ব সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা যায় যে, তাহার সরকার সাম্রাজ্যবাদের সম্প্র প্রকার বৃদ্ধিতে প্রদান করিবে বলে এক সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে সরকার বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অধিক প্রকাশ করিতেছেন এবং বিলাতের উদ্বে দিতেছেন। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত পণ্ডিত নেহরু দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি যে-আইনি প্রতিষ্ঠানে হিসাবে যোগদ ও রাষ্ট্রিসঙ্ঘীয় সদস্যতা গঠিত ব ঘোষিত হইলে বিলাতের সঙ্গে তাহাদের যে আলোচনা হইতে পারে না। সরকারের এই ঘো কর্মকিৎ আশ্বস্ত হইবার কারণ থাকিলেও প্রতি কথিকের তাহার সরকারের নীতি বি তাহা তাহাদের প্রধান মন্ত্রী আমান যাই সাধারণ লোকের মনে আশা প্রবল উঠা স্বাভাবিক। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে যখন যেরূপ অবস্থা তখন সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং ভারত সরকার নিজস্ব স্বার্থের জন্য কাজের চলাফে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু হায়দরাবাদে যে অমানুষিক ও সংখ্যালঘুদের হত্যাকারিনীর যে নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হ তাহা বন্ধ করার জন্য তাহার সরকার কি ক' তাহার কোন ইঙ্গিত পণ্ডিতজী দেন নাই। অ রাজনৈতিক মহলের ধারণা আমাদী সম্মেলন বিফলতা চুক্তি দেন হইলে বিলাত হায়দরা সার্বভৌম রাষ্ট্র করিয়া ইউ-এন-ও'র সভ্য ক করে সেই করিবেন এবং ভারতীয় ইউনিয়ন হায়দরাবাদে সামরিক হস্তক্ষেপ করে, তবে বিলাত ঘোর সংকটের মধ্যে পড়িবেন।

বিলাতে সাঁসলিত বাণিজ্য পক্ষের পক্ষ অধিবেশনে ভারতের শিল্প সম্পর্কে ঐরূপ আশঙ্ক

দিল্লী

ব্রিটিশ বড়লাটের বিদায় ও নূতন ভারতীয় বড়লাট—হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ—ভারত সরকারের শিল্পনীতি কার্যকরী করার আশ্বাস—আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ২৭এ জুন—ভারতের শেষ ব্রিটিশ বড়লাট মাউন্টব্যাটেনকে যেরূপ বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া ভারতের

সংকলন

জুলাই পর পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদের অবস্থা

...ন সরকার পূর্ব পাকিস্তান হইতে এই ...ত্যাগীদের আগমন সম্পর্কে ...ন করিয়া দেখিতেছেন। সরকার লক্ষ্য ...ন যে, কলিকাতায় অস্থায়ী উদ্বাস্তু ...ক্ষেপের পর যাহারা পশ্চিমবঙ্গে আগমন ...রিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ইহাদের পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া ...ন। সরকার মনে করেন যে, অতীতে ...ন তাহা যাহাই ঘটুক না কেন বর্তমানে সেই ...না যায়। পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় কোন ...ন বন্ধ করে নাই, সেই হেতু সংখ্যালঘু ...লোকদের ইতস্ততঃ ভাবের কোন কারণ ...ন বঙ্গদেশে বসবাসের প্রধান কারণ ...ঠক। সেই জন্য সরকার জানাইয়াছেন ...ন ১৯৫০ সালের ২৬এ জুলাইর পর পূর্ব ...হইতে যে সকলে চলিয়া আসিবেন, ...ঁহাদিগকে উদ্বাস্তু বলে গেজেটেড হইবে ...সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগস্ট-সেপ্টে...দিনের জুলাই পূর্বে ফেরত হয়, তাঁহারা ...ক্ষেত্রে পুনর্বাসন অধিকারী হইবেন না।

...ন ১৯৫০ সালের ২৬এ জুলাইর পূর্বে ...গেজেটেড কেন্দ্রগুলিতে উদ্বাস্তুদের নাম ...হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইবে, তবে ...নিম্নলিখিত সর্ত পূরণ করিতে হইবে:—

...ন এলাকা—যে সব ব্যক্তিদের ১৯৪৮ ...২৬এ জুলাইর পূর্বে যেসব স্থায়ী সরকারী ...নাম রেজিস্টারী করিবার সময় তাঁহাদের ...করিতে হইবে।

...ন বহির্ভূত এলাকা—১৯৪৮ সালের ...র পূর্বে এই অঞ্চলের ব্যক্তিটি এখানে ...ন—এই মর্মে তিনি ব্যক্তিটুকু অথবা অন্য ...প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিদর্শন দাখিল ...করিবার সময় দাখিল করিতে হইবে।

বঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

...ন, অধিক খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার অধীনে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বঙ্গের সাহায্যে কৃষি ও সেচের একটি পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

...ত জমি আবাদের জন্য অনেকগুলি ট্রাক্টর ...টি আনিয়াছে। তাহার দ্বারা ১ হাজার একর জমি আবাদ করা যাইতে পারে। এই সকল কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হইবে। এই ট্রাক্টর ও পুঁজি অন্য প্রদেশের বঙ্গের জন্য বঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ ...৪ বৎসরে প্রতি বৎসর পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৩০টি করিয়া ট্রাক্টর আমদানী করিবেন। ইহা ছাড়া পূর্বাঞ্চলের পাশ্চাত্য মহকুমাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিদের সেচের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক ৮ হাজার একর জমিতে ১০টি করিয়া নলকূপ বসাইবার প্রস্তাবও পূর্বাঞ্চলে করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ জমিতে বন্যাতে যদি জমল পাওয়া যায় পূর্বাঞ্চলে তাহারও পরিকল্পনা করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলের কৃষি বিভাগ ছোট ছোট সেচের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন।

পাকিস্তানে মাল প্রেরণের তথ্যাদি জানানোর জন্য ১টি ঘাঁটি স্থাপন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে মালপত্র মাল প্রেরণের জন্য সম্পর্কে তথ্যাদি জানিবার জন্য কাইমস হাউস এবং শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে দুইটি ঘাঁটি খোলা হইয়াছে। ঐ সকল ঘাঁটি হইতে শুক্রবার সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা অবধি এবং শনিবার সকাল ১০টা হইতে মধ্যাহ্ন ১টা অবধি খোলা থাকিবে।

পশ্চিম বঙ্গে "ডন" পত্রিকা নিষিদ্ধ

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে করাচীর ইংরাজী দৈনিক "ডন" পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে "মারাত্মক ও মিথ্যা প্রচার" বন্ধ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিশ্বাস করেন এবং লক্ষ করিয়াছেন যে, করাচীর ইংরাজী দৈনিক "ডন" পত্রিকায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্পর্কে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক বিবৃতি নিয়মিত প্রকাশ করা হইতেছে। ইহার ফলে এই প্রদেশে এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিক্ষুব্ধতা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। উক্ত পত্রিকার এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের এই জুন "ভারত-পাকিস্তান চুক্তির পর মুসলমানদের আসা পূর্বের মতই" শীর্ষক একটি বিদ্বেষী প্রকাশিত হয়। এই জুন উক্ত রিপোর্টের উপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৪ই জুন "মুসলমানের অধিকারের অবহেলের সম্মুখীন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সব রিপোর্ট ও প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। এইরূপ অভিযোগ ও মিথ্যা প্রচার বন্ধ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গে ডনের সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া এক আদেশ জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ কমিশন নিয়োগের দাবী

অন্ধ, কর্ণাটক, কেরালা ও মহারাষ্ট্রের নূতন প্রদেশগুলি গঠনের পর সম্প্রতি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গের জন্যও সেইরূপ একটি কমিশন নিয়োগ করিবার জন্য ভারতীয় গণপরিষদের পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণ গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট অনুরোধ জানাইতে স্থির করিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় যে মাসে মোট ২৪ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্সটার্নাল রেলওয়েজ বলা হইয়াছে যে, যে মাসে ঈদ উপলক্ষে রেলওয়েতে ২১ ঘণ্টা ধর্মঘট করা হইয়া প্রায় ১১,১৩৬ টন চাউল গম, ডাল ও অন্য কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী রেলযে ৩১৭ ঘণ্টা ধর্মঘটের প্রায় ৮,৫৭৯ টন চাউল, গম, যব, অন্যান্য ডাল ও আলু এবং মোট ২৭৬ ওয়াগন বোঝাই ১,৩১০ টন চাউল, গম, ডাল, ছোলা ও ময়দা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমদানীকৃত গম, বার্লি, ময়দায় মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

জানা গিয়াছে, বিদেশ হইতে আমদানি করা গম বার্লি ও ময়দা যে দরে ক্রয় করা হয়, তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করার ফলে গভর্নমেন্টের প্রায় ৯৫ লক্ষ লোকসান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বাৎসরিক প্রায় ১ কোটি টাকা লোকসান হয়।

সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর্জেন্টিনা হইতে গম ১১ টাকা, বার্লি ১৭ ও ময়দা ২১ টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়া ভারত বিদেশ হইতে আমদানি ১৪ টাকা মণ দরে গভর্নমেন্ট বিক্রয় করেন।

ভারত সরকার এই ক্ষতি আংশিকভাবে পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। খুব সম্ভব আমদানি করা খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে।

ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা

রেলওয়ে চীফ কমিশনার ঐঃক যে, সি, গাড রেল ইঞ্জিনের অংশ এবং ভারতীয় রেলওয়ের ... স্বাধীনতার ইঞ্জিনের ঢালাই আমিবার সম্ভাবনা সম্প... তাহার জন্য কয়েকটির পূর্বোদ্যোগ করিয়াছে ... তিনি রাজা রাজী গড়ী নির্মাণ সম্পর্কে ...

হইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে ইঞ্জিন এবং যাত্রী নিবহনের কামরার সংখ্যা সম্পর্কে এই সকল লোকের সাহায্য লাভের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি আইসেনহাওয়ার সফরকালে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি তথাকার সমরাস্ত্র কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তালিকাটী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের জন্য অতিরিক্ত আরও ২০০টি ইঞ্জিনের প্রয়োজন। বর্তমানে বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে সিত্তিজাম স্থানের নিকটবর্তী যে নূতন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা ১৯৫০ সালে সম্পূর্ণ হইবে। এই কারখানায় বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন এবং ১৮০টি বগীসহ তৈয়ারী হইতে পারিবে। টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী বর্তমানে বৎসরে এগার শতাধিক ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতেছে। তাহার ১৯৫০ সালের মধ্যে ইঞ্জিন তৈয়ারী শুরু হইবে।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিমান চলাচল

এক প্রেস ইস্তাহারে প্রকাশ যে, করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পাকিস্থানস্থিত ভারতের হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ এবং পাকিস্থান সরকারের তরফ হইতে সচিব আলতাফ হোসেন উক্ত চুক্তিতে সহি করিয়াছেন।

১৯৮০ সালের ১লা জুলাই হইতে এই চুক্তি কার্যকরী হইবে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত বিমান লাইন বিভিন্ন স্থানগুলির মধ্যে বিমান যাত্রিক পরিচালনা করিতে পারিবেন—

(১) দিল্লী-করাচী, (২) যোধপুর-করাচী, (৩) দিল্লী-লাহোর, (৪) বোম্বাই-করাচী, (৫) আমেদাবাদ-করাচী, (৬) কলিকাতা-ঢাকা, (৭) কলিকাতা-চট্টগ্রাম, (৮) বোম্বাই বা দিল্লী-করাচী-ঘন্টা-পাওয়া উপসাগরের কয়েকটী স্থান—ইরাণ ও ইরাকের কয়েকটী স্থান—মধ্য-প্রাচ্যের কয়েকটী স্থান হইয়া ইউরোপের কয়েকটী স্থান, (৯) বোম্বাই বা দিল্লী-করাচী-মালিয়া—অন্তর্বর্তী ষ্টেশনসমূহ লইয়া বাহ-এস-সালেম, (১০) কলিকাতা-চট্টগ্রাম-ব্রহ্ম স্থান-ইন্দোচীন-হংকং হইয়া চীন।

পাকিস্থান সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত বিমান লাইন পরবর্তী স্থানগুলির মধ্যে বিমান যাত্রিক চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। (১) করাচী-বোম্বাই, (২) করাচী-আমেদাবাদ-বোম্বাই, (৩) করাচী-বোম্বাই কলম্বো (৪) করাচী-দিল্লী-কলিকাতা-ঢাকা বা চট্টগ্রাম; (৫) করাচী-কলিকাতা-রেঙ্গুন, (৬) করাচী-দিল্লী, (৭) লাহোর-দিল্লী, (৮) ঢাকা-লাহোর, (৯) চট্টগ্রাম-কলিকাতা।

চুক্তির অন্যান্য সর্তাবলী ভাড়া হারা ও মালপত্রের ওজনী নির্ধারণ, বিমান লাইনের পরিচালনা, বিমানক্ষেত্র ব্যবহার, শুল্ক নির্ধারণ, একই পথে বিমানের শ্রেণী পরিবর্তন তথা বিভিন্ন এবং বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে এই বৎসরের মার্চ-এপ্রিল মাসে করাচীতে এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল।

উক্ত আলোচনায় ভারতের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন বৈমানিক এবং পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন মিঃ এম এইচ খুরেশী।

ভারত-সুইস বিমান-চুক্তি

ভারত সরকারের যোগাযোগ দপ্তর হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ :—

ভারত সরকার ও সুইস সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে দুই দফায় বিমান চলাচল চুক্তি সম্পর্কে বর্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে অনেক বিষয়েই ঐকমত্য একমত হইয়াছেন। বিমান চলাচলের পথ এবং আরোহীর সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। জানা গিয়াছে যে, সুইস সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সুইস প্রতিনিধি দলের নেতা বিলাত যাইতেছেন। চুক্তি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

ভারত ইরাণ-বাণিজ্য

গত ১০ই মে তারিখে ভারত পর্যবেক্ষক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে সকল জিনিষ ইরাণ হইতে এদেশে আমদানি করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না, তাহা ছাড়া অন্যান্য জিনিষের জন্য পর্যবেক্ষক বিনামূল্যে লাইসেন্স দিবেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উপরিউক্ত ঘোষণা ইরাকের পণ্য তালিকা উপরও প্রযোজ্য হইবে।

কয়েকটি শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রেসনোট

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রেল, ছোট-খোপিল, হাইড্রলিক ব্রেক, কয়িল স্প্রিং ও কুণ্ডলী বিভিন্ন ও কয়িল স্প্রিংয়ের দ্রব্য এবং তিনি শিল্প সম্পর্কীয় কেন্দ্রীয় শুল্ক নির্ধারণ বোর্ডের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানিক ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা বিভিন্নের জন্য তৈয়ারী করা হইয়াছে। ঐ সকল শিল্প উন্নয়নের কোন প্রকার সাহায্য করিয়াছে, এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘ অথবা ব্যক্তি তাঁহাদের বক্তব্য উক্ত বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট হইতে (কন্ট্রোলার বিভিন্ন, বিকল রোড, দেহরাদুন) ঐ প্রশ্নাবলীর নকল পাইবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিল্লী শাখায় ১০০ টাকার নোট

দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পূর্বাঞ্চল "ইস্থ অফিস" খোলা হইয়াছে। দিল্লী অফিস হইতে ১০০ টাকার যে সব নোট ছাড়া হইবেছে তাহাতে "দিল্লী" কথাটী থাকিবে। দিল্লী অফিস এই নোট ছাপিতে আর করিয়াছেন।

পাশে টারবাইন টেক্‌নলজি স্কুলের বিশেষ শিক্ষা

ভারতের তিনজন প্রতিনিধি গ্যাসের বা টারবাইন টেক্‌নলজি স্কুলে তিন সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষা দেন করিয়াছেন। এই ধরণের স্কুল পৃথিবী আর অন্য কোথাও নাই।

ভারতীয় প্রতিনিধি তিনজন হইতেছেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযোগিন্দ্র পল, আসাম সরকারের যুক্তিপ্রাপ্ত শ্রী আর, এল, বোরা এবং বাঙ্গালোর সরকারের যুক্তিপ্রাপ্ত শ্রী আর, ডি, নারায়ণ মূর্তি ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এই শিক্ষা লাভ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বি, এন, চক্রবর্তী টেকনিক্যাল ভারতী সংযোগরক্ষা মিশনের কর্মকর্তা নিযুক্ত

ভারতের খরচায় ও কলম্বোপ্লান বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ শেষ হইতে প্রত্যাবর্তন একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ডাঃ বি, এন, চক্রবর্তী তাঁহার বর্তমান নিযুক্ত ওভারসিয়ার ইরাকে ৭ মাসের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বভার তাহাতে হস্তান্তরের। তাঁর উপরেও শ্রীযুক্ত বি, এন, চক্রবর্তীকে টেকনিক্যাল ভারতীয় সংযোগরক্ষা মিশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কাজ করিবার সময় শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে ভারত সরকারের সহযোগী বলে গণ্য করা হইবে।

যুক্ত-প্রদেশে শস্যহানি নিবারণের চেষ্টা পঞ্চবার্ষিক ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়

প্রত্যেক বৎসর যুক্ত প্রদেশে যে পঙ্গপাল প্রভৃতি প্রচুর ধান ও শস্যের নষ্ট করিয়া ফেলে; এই ক্ষতি নিবারণের যুক্তপ্রদেশ সরকারকে ১০,৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে অনুমতি করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

এই প্রদেশে পঙ্গপালের ডিম হইতে বাচ্চা হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। পঙ্গপালের অভ্যাসের ও বাসস্থানের বাকি নিয়া তত্ত্ব যে সকল অনুসন্ধান করা হয়, তাহাতে এই পাওয়া গিয়াছে। এই কমিটি অনুসন্ধানের অভিজ্ঞ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

ইউ-পি-টেক প্রেস জানিয়ে পাঠিয়াছেন যুক্তপ্রদেশ সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিশ্ব অধিক ব্যয় বহন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশে কৃষি আয়কর বাবোর সিদ্ধান্ত

বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, যুক্ত প্রদেশ সরকারকে অধিক ২,৪০৫ টাকার অধিক আয়

স্থান ষ্টেট ব্যাঙ্ক আগামী ১লা জুলাই হইতে চালু হইবে

কিছুদিন পূর্বেই পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের আদি [illegible] কার্যারম্ভের জন্য ৭ই জুলাই তারিখ [illegible] ধার্য করিয়াছিলেন। [illegible] ৭ই জুলাই তারিখে পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

কিয়ানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের [illegible] রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। নিকট হইতে টাকা [illegible] যে জন্য টাকা থাকে আগামী ১লা তারিখে পাকিস্তানের ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রায় ৭০ কোটি পাইবে। পূর্বপাকিস্তানে বর্তমানে যে সকল নোট চলতি আছে সেগুলিও পাকিস্তানের [illegible] গ্রহণ করিতে থাকিবে।

ও প্রকাশ পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্ক একটি [illegible] ও টাকার নকসা পরিবর্তন করিবে এবং শীঘ্রই ও [illegible] এই ব্যাঙ্কের শাখা খোলা

পাকিস্তানের মোট অর্থ স্থানান্তরিতকরণ

[illegible] ও ভারত এই মর্মে এক চুক্তি করিয়াছে যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে [illegible] সম্পর্কে কোনরূপ বিধিনিষেধ [illegible] ইহা বিনিময় সম্পর্কে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবে না এবং মূলধন বা অন্য টাকা লেনদেনের ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না।

[illegible] ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই সম্পর্কে প্রকাশিত [illegible] প্রকাশ যে, ভারতীয় ও পাকিস্তানী [illegible] স্থানান্তর করিতে এবং ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান কিংবা [illegible] মূলধন ক্রয় ও বিক্রয় করিতে, পারিবে না বা [illegible]

ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থ প্রেরণের জন্য [illegible] ব্যয় হয়, তাহা যথাসম্ভব কম রাখিবার [illegible] পাকিস্তান বিনিময়ের হার নির্ধারিত

ডাকিয়া কর্তৃক পাকিস্তানে ৫০ লক্ষ [illegible] রপ্তানির সিদ্ধান্ত

[illegible] যে, চেকোস্লোভাকিয়া আগামী [illegible] ৫০ লক্ষ বস্ত্র পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানে [illegible] রপ্তানি করিবে। পাকিস্তান টাকা দিয়া উহার মূল্য [illegible] পরিশোধ করিবে।

[illegible] চুক্তিবলে চেকোস্লোভাকিয়া পাকিস্তান হইতে তুলা ক্রয় করে এবং তাহার মূল্য পরিশোধ করে।

[illegible]শিক মূলধন সম্পর্কে পাকিস্তান

[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে পুঁজিবাদে যে কোন [illegible] হইতে মূলধন আনা করিতে প্রকার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের [illegible] জন্য তিনি সকলকে সাদরনিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

তবে তিনি একথাও বলিয়াছেন, "আমরা ইহা সাদরে গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু তাহাকে পাকিস্তানের বিভিন্ন মূলধনের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। শোষণ করার ভিত্তিতে ইহা কখনও গৃহীত হইবে না।"

তিনি আরও বলেন যে, তাঁহারা দেশের একটি আকাঙ্ক্ষা হইল পাকিস্তানে বাস করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ঈর্ষান্বিত সখ্যে অবস্থান করা।

পৃথিবীর নোট চাউলের উৎপাদন শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে

কৃষকাই চুক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর মোট চাউলের পরিমাণ এবৎসর শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি একরে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য মুখ্যতঃ উৎপন্ন চাউলের মোট পরিমাণ হইতে ইহা এখনও শতকরা চারি ভাগ কম আছে। ১৯৪৯-৫০ সালে মোট ৭ শত কোটি মুদ্রণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। এবৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ৭ শত ১৪ কোটি মুদ্রণ বলা হইয়াছে।

চিমনি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্য ও অবহেলা যেন বাংলার অধিবাসীরা কিছুতেই না বরদাস্ত করেন। যাহাই হউক, অধিবাসীদের সজাগ রাখা প্রয়োজন যে এবিষয়ে বিলম্ব করিবার সময়ই আর অবকাশ নাই।

• • • •

"আমরা আমাদের নিজস্ব জিনিষ ফিরিয়া চাহিতেছি" বলিয়া বিহারের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের কোন নালিশ নাই। বরং বন্ধু-বিহারের চিরবিদেষ সম্প্রতি ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা বার বিশেষ বিশেষ করিয়া একটি ঘটনার জন্য বিহারের প্রতি আমাদের অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা আছে। বাংলার যখন জমার মুসলমান পুলিশগোষ্ঠির ওতাদত্ব চলিতেছিল এবং মুসলিম লীগের "লড়কে লেঙ্গে" নীতির পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন বাংলাদেশের প্রতি সুসহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিহারে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহারই ফলে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের রাজলীলা যে সময়ের মধ্যে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধান্যাদানবাদের যে আমি অতিমাত্র ভক্তার চোখে দেখি তাহাতে সন্দেহ নাই;—কিন্তু আমার মনে হয় ওইরূপ অবস্থায় বিহারে অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। [illegible]

"কিন্তু আর নয়,—বাঁধনে বেশীক্ষণ আটকাইয়া রাখা ভালো নয়। তুমি আজ সন্ধ্যায় ট্রেনের পরিচয়টুকু দিয়ে যাও,—কোন বিষয়ে যত কম কথা বলিবে ততই ভালো। এবং তোমরা সকলে যেন কেহ কথা না বলিবে বুঝিয়াছি সন্ধ্যায় তুমি আসিও, প্রতিবাদ করার কাজ পরিকল্পিত তুমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে আসিও।" এই না করিয়া তখনই বলিয়াছে,—মনের মধ্যে অনেক বাধা জমিয়া উঠিয়াছিল, তোমার কাছে আমার কিছুটা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। দেশের কথা বলিতে গেলে প্রত্যেকটি প্রশ্ন লইয়াই ও দুঃখের মহাভারত বলা করিতে হয়,—সেই জন্যই যতদূর সম্ভেপে বলিতে পারি [illegible] এতক্ষণ ধরিয়া তোমার ধৈর্যের উপরে অত্যাচার করিলাম। তবুও মনে হইতেছে যেন বাংলাদেশের দুঃখের কথা কিছুই বলা হইল না।—আমাদের দুরদৃষ্ট।"

কেবিনের টিনিয়া সাড়াইলেন, বলিলেন "কাল এবার আসিবার চেষ্টা করিব, যদি না আসি, তাহা হইলে বুঝিবে যে যেখে চলিয়া গিয়াছি।—আজ অপরাত্নে তখনকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার কথা আছে,—যদি আমা কাজের জন্য চাপাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে যাইব না।—কাল যদি না আসি, দেশের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া তুমি কেমন আছ, জানাইও।"

বলিলাম, "আচ্ছা—"

—অবসাদী

ইণ্ডিয়্যান

ব্যাঙ্কিং

জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

আলিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্

কলিকাতা ৭

একটি বৃহৎ সম্ভাবনা?

অধ্যাপক, বিশ্ব আবাস

ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে "ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স" (Indian Finance) পত্রিকা বিশেষ স্থানাধিকারী। এ স্থানটি বিশ্বব্যাঙ্কি কৃতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান ফাইনান্সের মতামত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সংগঠন কাজে ইণ্ডিয়ান ফাইনান্সের গঠনাত্মক সমালোচনা যে-পরিমাণ কার্যকরী হইয়াছে, অন্য কোন পত্রিকার—সাধারণ অথবা অর্থনৈতিক—কোন আলোচনার পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ফাইনান্সের সর্বপ্রথম যৌবনের যুগে যে-ব্যক্তিটি বিরলসঙ্গ হয়ে আজও ঠিক তিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনি শ্রীযুক্ত বি, এস, রঙ্গবামী।

শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী তাঁহার কৃতিত্বের ফলে নিজে স্বনাম অর্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীন পত্রিকাটিকে আন্তর্জাতিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কতিপয় সুযোগ্য একনিষ্ঠ সহকর্মীর সহযোগিতায় তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইনান্সকে ভারতীয় অর্থনৈতিক জগতের একটি কল্যাণপ্রদ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অর্থনীতিতে তুলনায় কেহই আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেন না, ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা তিনি যে তাঁহার মতবাদকে সত্যে পরে যাচাই করিয়া লইতে জানেন, আজ বিশেষ করিয়া সে কথা উল্লেখ করিবার আমাদের কারণ ঘটিয়াছে। কেন ঘটিয়াছে, তাহা পরে বলিতেছি। উপস্থিত কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে, অর্থনৈতিক জগতের যে কোন বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী যখন কৃষিবিষয়ের সহিত কোন মতপ্রকাশ করেন, তখন তাহা সযত্নে বিচারের পূর্বে অগ্রাহ্য করা চলে না। এইটুকুই আমাদের বর্তমান সংখ্যার "অর্থলোক"এর ভূমিকা।

• • • •

এই সংখ্যার "অর্থলোক"এ আলোচনার জন্য আমরা প্রথমে যে প্রসঙ্গ নির্বাচন করিয়াছিলাম, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স পত্রিকার গত দুই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রস্তাব তিনটি বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের একটিকে সম্পর্কিত আলোচনাকে কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, বর্তমান সংখ্যা "অর্থলোক"এ পরিবেশের অন্য উহার অপেক্ষা যোগ্যতর কোন বিষয়বস্তু নাই। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের পক্ষে এ-সম্ভাবনার কল্পনাটাই এখন প্রীতিপ্রদ বলে আমরা শ্রীযুক্ত রঙ্গবামীর যুক্তিগুলি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিয়াছি এবং একান্তভাবে এই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছি, এই আশা যেন সফল হয়।

বাংলাদেশে এত বড় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব আসন্ন, ইহা যদি নিশ্চিত জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রকৃতই আমাদের আনন্দে সীমা থাকিত না। শ্রীযুক্ত রঙ্গবামীর মতামত যে বিনা বিচারে উড়াইয়া দিবার মত মতামত নয়, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষের দল এ সম্পর্কে উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

• • • •

শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী লিখিতেছেন, "যার অত অনর্থের উৎপাদনশক্তি বর্তমানের ফলে বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর সাধারণভাবে যে ভার পড়ে তাহা হইতেই আমার মনে হইয়াছে যে, কৃষক ব্যাঙ্কসমূহের অবলুপ্তি এবং প্রবল ব্যাঙ্কসমূহের প্রসারের পরিচয় আবশ্যক। এবিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন সর্বাধিক। বাস্তবিক বলিতে আমি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি তাহা বাংলাদেশের কৃষক তিনটি ব্যাঙ্ক অবিলম্বে যে পথা অবলম্বন করিতে পারে, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে। এই তিনটি ব্যাঙ্ক—অর্থাৎ কৃষিঋণ ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন, কৃষিঋণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ—অথবা যে পরিচালক সংযোগিতা আবশ্যক তাহা আমরা ইতিপূর্বে একাধিক বার বলিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে কেবলমাত্র সমবায়িকা অপেক্ষাও দ্রুতর কিছুর প্রয়োজন এবং তাহা হইল এই তিনটি ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ। যদি কোন প্রকারে তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৃহৎ মূলধন, প্রচুর সম্ভব সম্পদ, বিশাল আবাদের এবং অন্যান্য সুযোগসমূহ এমন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটাইবে যে কোনরূপ ক্ষয়-ক্ষতির তাহার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।"

• • •

এই পরিকল্পনা যদি ছাড়া যায় তাহা হইলে অবশ্যই ঠিক কিরূপ দাঁড়াইবে শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন। পরিকল্পিত নূতন ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন হইবে ১.২১ কোটি টাকা, সরকারী তহবিল হইবে ৮১ লক্ষ টাকা (এবং অতিরিক্ত লক্ষ—বর্ধিবিনিয়োগের অর্থ পরিমাণ আপেক্ষা বর্তমান মাত্রার দ্বিগুণ আধিক্য পরিমাণ—অন্ততঃ পক্ষে ৯০ লক্ষ টাকা), সমগ্র আদায়ীকৃত পরিমাণ হইবে ৩৩ কোটি টাকা, সরকারী তহবিলে বর্ধিবিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ১৭ কোটি টাকা এবং রক্ষিত লক্ষ টাকার পরিমাণ হইবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। আদায়ীকৃত মূলধনের দিক হইতে এই নূতন ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরেই—অবশ্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই) অধিকার করিবে, আদায়ীকৃত মূলধন ও লক্ষ অতিরিক্ত সম্পর্কিত পরিকল্পনার দিক হইতে ইহা ভারতবর্ষের যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পরেই)। সমগ্র আদায়ের পরিমাণের হিসাবে এই নূতন ব্যাঙ্ক প্রথম তিন-চারিটি ব্যাঙ্কের মধ্যে স্থানলাভ করিবে। মূল পরিকল্পনা বিশ্লেষণে এই ব্যাঙ্কের স্থান অষ্টমস্থান উচ্চে হইবে।—এই ব্যাঙ্ক যদি গঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে (যেমন প্রথমে বলা হইয়াছে) ইহা বৃহত্তম ব্যাঙ্কে পরিণতি হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী বিভিন্ন ব্যাঙ্ক একত্রীকৃত করার প্রয়াস সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি যে প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেই ধরণের প্রতিবন্ধক এই সকল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেরূপ প্রবলভাবে দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কর্তৃপক্ষ সুবিধাজনক ও সাম্প্রদায়িক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা ও সুবিবেচক দূরদর্শিতার সহিত সেরূপ অভিজ্ঞতা করা (যদি এখনে সেরূপ কোন কিছু আসে থাকে) অসম্ভব হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

• •

শ্রীযুক্ত রঙ্গবামী বলিয়াছেন, "সাধারণের স্বার্থ পরিচালনাকে কেন্দ্র করিয়া একটী কারেন্সী আইন ব্যাপার পরিচালনা করা এবং এই ধরণের একত্রীকরণ মেটিকিকতা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধেই স্বীকার করিলেও করেন।"—কিন্তু কৃষিঋণ ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন, কৃষি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সে কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক তিনটির বিশেষের ছোটখাট সমস্যার সৌহার্দ্যপূর্ণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

• • • •

বাংলার কৃষক তিনটি ব্যাঙ্ক যদি এইরূপ সহযোগের সহিত মিলিতে পারে, তাহা হইলে যে খাটি কৃষিপরিচালিত ব্যাঙ্কটির সম্মিলনের পরে তাহা সমগ্রভাবে হইবে এবং যে সকল ব্যাঙ্কের অ থাকিবে, অথবা কৃষিপরিচালনার হস্তে যে সব ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক জগতের মাঝের পক্ষে হানিকর কোন ব্যাঙ্কের কারবার ওঠানোর ব্যাপারেও এই নূতন সম্মিলিত ব্যাঙ্ক তত্ত্বাবধায়কের কাজ করিতে পারে। এবং সংগঠনের যোগ করিলে তাহাদের পুনরুদ্ধার কাজেও সাহায্য করিতে পারিবে। বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহ হইতেই সাধারণ জনসমূহের অসন্তুষ্টির যে মূলধন আছে, তাহার ফলে বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক প্রথম যে একটা অবাঞ্ছিত সোসাইটির সৃষ্টি হইয়া তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধরণের আশার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারা সহজ বলে।

সাধারণ বন্ধুরা বলেন, "এ ত ৯০ লক্ষ বা আদায় টাকা আদি যাবে হারিয়ে।—তাহা বা বলা যায়, সেই ব্যাঙ্ক একদিন হাইকোর্টে ফুঁকে করিয়া সাময়িক ওভারড্রাফ্ট লইয়া দুই-তিন আদি টাকা টানিয়ে নিয়া অতিরিক্ত টাকা পাইবে না। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত করিতে পারি

যার স্থায়ী আমানতের সুদে যদি ব্যাঙ্কের নিকট ণ হয়ে দাঁড়ায় তাহা হইলে আমাদের মনে তাহা পরিশোধের করিতে হইবে। কিন্তু যত টাকার পরিমাণ ণের পরিমাণ অপেক্ষা ড়ায় তাহাই থাকে অথচ কিছু সে টাকার দেয় হইতে ও ফেরত পাইব না। আমার টাকা ভবে পাওয়া দেওয়া হিসাব করিলে যাহা দাঁড়ায় পরিমাণ টাকার উপর নির্ভর, বলিতে পারি না।

হইতে যেরূপ আদেশ হইবে, তদনুসারে ব। সময় হইলে আমরা সাধারণের ইহা জানাইয়া দিব যে কবে টাকা পাইবেন টাকার পরিবর্তে কাহারা কত অংশ ফেরত পাইবেন। হলেরা পরিচালক মণ্ডলের, তাহা হইলে আর যাহে আসিবা কোন লাভ নাই।"—সেকথা বলিয়া হইয়া যাবে ইহাই um :—বস্তুত এই ধরনের moratorium মুলতুবী" বাস্তবায়ের সম্পূর্ণরূপে ন্ন।—তবুও বিশেষ বাঙ্কের জন্য um নয়, অর্থ সরকার প্রয়োজন,—মিত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। কে-ম্পা কেবল এইরূপভাবে পরিচালিত বিধান-নিকট হইতেই আসিতে পারে।

* * *

সরকারের অর্থসচিবের মতে, রিজার্ভ তিনি এবং বাংলা সরকার ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রচেষ্টার সর্বপ্রথমে সহযোগিতা সম্ভবে সন্দেহ নাই। তাহারা এতদূর ভাবনাকে যদি সম্বল করিয়া তুলিতে তাহা হইলে তাহাতে প্রদেশ হিসাবের র্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতীয় অর্থ-তে বাংলাদেশের পক্ষে একটি উচ্চ স্থান হা হইবে।—শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ইতিমধ্যেই তাহি আরম্ভের অনেকটি ব্যাঙ্ক হইতে একত্রীকৃত হওয়ার জন্য আহ্বানসূচক ন্ন।

* * *

যন্ত্র তিনটি ব্যাঙ্কে অবলম্বন করিয়া একত্রীকরণের কাজের সূত্রপাত হয়, ন ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্যাঙ্কের অবলম্বিত হইবে বিলম্ব হইবে না। যুক্ত চক্রবর্তী রাজপুতানার তিনটি ব্যাঙ্ক—পুর, ব্যাঙ্ক অব বিকানীর এবং যোধপুর ব্যাঙ্কের আলোচনা করিয়াছেন। এই র সম্মিলন তিনি অবশ্যকার্য বলিয়া; কিন্তু ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হওয়ার যে আর বেশী বিলম্ব নাই এমন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং বিশ্বস্থান ব্যাঙ্ক যদি মিলিত হইতে পারে তাহা হলে এই উভয় ব্যাঙ্কের পক্ষেই তাহাদের জটিল সমস্যা সমাধানের সুবিধা হইবে। ও বর্তমান পর্যন্ত পরস্পরের সহিত । প্রয়োজন স্বীকার না করিয়াছে তবিষ্যৎ পথাস্ত সেখানকার ব্যাঙ্ক "ফুরে" ব্যাঙ্ক রহিয়াই থাকিবে এবং ব্যাঙ্ক বাবসায়ের কোনপ্রকার সম্প্রসারণও সেখানে সম্ভব হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বলেন, "সরকারই এই ধরনের একত্রীকরণের পক্ষে যে উপযুক্ত সময় তা-ই নয়, বর্তমানে অন্য এইরূপ যে ওই পথ অবলম্বন না করিয়া আর উপায় নাই। মিলিত হইলে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণ্ডি অধিকারী আর পরস্পরবিরোধিতা আচরণ করিলে তাহাদের পরিচালকেরা অবশ্যকার্য।"

* * * *

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পাকিস্থান সম্পর্কে ঠাবাদের সকল হাবিদ ৩০এ জুন তারিখে ব্যাঙ্ক করিয়াছেন। ১লা জুলাই তারিখ হইতে ঐই ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকিস্থানের শাখা-গুলির পরিচালনভার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাকিস্থানের সর্বপ্রকার কারবার গ্রহণ করিবেন।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে ফলের হার নরমই ।০-৩ই ছিল। ২১এ জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের ভ বাজারীপত্রের হিসাবে দেখা যায় ১ কোটি টাকার বাজারীপত্রের জন্য ০.৯১ কোটি টাকার (১.০৩ কোটি টাকা) আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছিল। প্রয়োজনীয় এক কোটি টাকার আবেদন পুরাপুরি গৃহীত হয়। গৃহীত আবেদনপত্রের গড়পড়তা বাট্টার হার বার্ষিক শতকরা ১৫/১১ পাই (।৹)। পরবর্তী সপ্তাহের ১ কোটি টাকার আবেদনপত্র গৃহীত হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

* * * *

১৮ই জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাবে চলতি নোটের পরিমাণে বিগত হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১,১৮৯.২২ কোটি টাকা—১,৩০২.৩৬ কোটি টাকা), পাকিস্থানের চলতি নোটের পরিমাণ কিন্তু বৃদ্ধি পাইয়াছে (৪০.২৭ কোটি টাকা—৩৪.২৭ কোটি টাকা) দেখা যায়। ভারতবর্ষের গুলি ব্যাঙ্কে বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ১২.৩৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০.১৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং পাকিস্থানের রক্ষিত নোটের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা হইতে ৯,০০০ টাকায় দাঁড়িয়াছে। সরকারী নোটের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,৩৪০.৩৫ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। ভারতবর্ষীয় রৌপ্যমুদ্রা ৩৩.৯১ কোটি টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া ৩৪.২৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং পাকিস্থানী রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ৩.৪০ কোটি টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৩.৪০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। মুদ্রাবমানের পরিমাণ ১২৭.৬৪ কোটিতে স্থির আছে।

* * * *

ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার ২১৭.৮২ কোটি টাকা হইতে ২২০.০২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাই হয়। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সরকার-সমূহের জমাতেও উন্নতি দেখা যায় (৩১.৯৩ কোটি টাকা—৩২.৯৮ কোটি টাকা)।—পাকিস্থান সরকারের জমার সমাপ্ত হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৪২.১৭ কোটি টাকা—৪২.১৩ কোটি টাকা)। পাকিস্থানের অন্যান্য সরকারী জমাতেও ১০২ কোটি টাকার অবনতি দেখা যায় (৪.৭২ কোটি টাকা—৩.১৫ কোটি টাকা)। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমার ১.৮৮ কোটি টাকার উন্নতি দেখা যায় (১২.৮২ কোটি টাকা—১৪.০৮ কোটি টাকা)।—সম্পত্তির দিক বিচার করিলে, রক্ষিত ব্যাঙ্কাদীপত্রের পরিমাণ ৯৮.৭১ লক্ষ টাকা হইতে ৮৮.৮২ লক্ষ টাকায় পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়। বিনিময়ীর জমার এ সপ্তাহের অবস্থিতি ঘটিয়াছে। উহার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৪০৮.৩৬ কোটি টাকার স্থলে ৫.৩৬ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৪০২.৯৭ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। স্বর্ণবিনিময়ের পরিমাণে ২১ লক্ষ টাকার সমান হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে (১০.০১ কোটি—১০.০৯কোটি)।

* * * *

১১ই জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের একত্রীকৃত হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণে উন্নতি ঘটিলেও মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণে হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে।—পাকিস্থানের টাকার অঙ্ক বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

ভারতবর্ষে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণ ৩.২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬২৩.১০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৩১২.৯৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। রক্ষিত নগদ টাকার পরিমাণ ৩৮.৬৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮.৯৭ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।—ঋণদানের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৪০১.০২ কোটি টাকা হইতে ১০৪.০৩ কোটি টাকায় এবং তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সামান্য ভিন্ন লক্ষ টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে (১৫.১০ কোটি টাকা—১৫.৮৭ কোটি টাকা)।

পাকিস্থানে চাহিবামাত্র দেয় ঋণের পরিমাণ অর্জনাঙ্কে আছে ৮৩.৪১ কোটি টাকা (৮৩.৯৭ কোটি টাকা)। মেয়াদান্তে দেয় ঋণের পরিমাণ আছে ১৭.৮৬ কোটি টাকা (১৭.৮৩ কোটি টাকা)। রক্ষিত নগদ টাকার পরিমাণে ২১ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, দেখা যায় (৩.৭০ কোটি—৩.৯৮ কোটি)। ঋণদানের পরিমাণ ৩২.৩৭ কোটি টাকা হইতে ৩১.৯১ কোটিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণ ৫৫.১৮ লক্ষ টাকা হইতে ৬০.৬২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমার ৩.৯৩ কোটি টাকার হ্রাস পূরণ হয় (১৪.১১ কোটি

ভারতের খাদ্যাবস্থার উন্নতি

আন্তর্বার্ষিক তুলনায় পাকিস্থান ভারতীয় ইউনিয়নে ৫০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানি করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কখন কিভাবে এই পাট রপ্তানি করা হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে শুনা যাইতেছে যে, ১লা জুলাই হইতে যখন সরকারীভাবে নূতন কনট্রোল কাজ আরম্ভ হয়, তখন হইতে পাকিস্থান সরকার পাট ব্যবসায়ীদের রপ্তানি করিবার পারমিট বিলি আরম্ভ করিবেন, তবে এই পারমিট বিলির ব্যাপারে সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নে যে কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হইয়াছিল, পাকিস্থানেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে কিনা বলা যায় না। স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের পারমিট না দিয়া কতগুলি বুদ্ধিব্যবসায়ী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের পারমিট বিলি পাকিস্থানেরও অতীত দুর্বিপাকে ফেলিবে। সরকারী কর্মচারীদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মারাত্মক ফল সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার যদি এখনও সজাগ না হইয়া থাকেন তবে পাট ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিতে হইবে। তবে আশা করা যায় যে, ভারত সরকারের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফল পাকিস্থান সরকার গ্রহণ করিবেন ও বিলম্ব যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবেন।

যে মাসের শেষের দিকে ১০ দিন কারখানা বন্ধ রাখিবার জন্য সরকার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহার ফলে বিলগুলির যে মাসের উৎপাদন অন্যান্য মাসের গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ হইতে প্রায় ২২,৫০০ টন কমিয়াছে। তবে সরকারের জন্য যে মাল উৎপাদন করিতে হয় তাহার পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়াছে, যেমন এপ্রিলে যেখানে উৎপন্ন হইয়াছিল ৫,৬১১ টন সেখানে আলোচ্য মাসে উৎপন্ন হইয়াছে ৮,১৫২ টন।

বিল বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় একইরূপ মূল্যের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ভারতীয় বিলগুলি সাধারণ পরিমাণ "আই" ৪১ টাকা দরে (জুলাই সিপমেন্ট) ক্রয় করিয়াছে এবং "বিডন" ও "ম্যাকনন" ৩৮ টাকাতে কিনিয়াছে। "আমাব" ৩৭ টাকাতে কেনাবেচা হইয়াছে, "বুধরী" বিক্রয় হইয়াছে ৩৬ টাকায়। ইউরোপীয় বিলগুলি কোন মালপত্র ক্রয় করে নাই।

যাতায়াত

বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে যাতায়াত আমদানি হইবার ফলে ভারতের যাতায়াতের উন্নতি দেখা দিয়াছে এবং আশা করা যায় অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও দূরপ্রাচ্য হইতে যে সব আমিবার কথা ছিল তাহা যদি এপ্রিলে সম্পূর্ণ আসিয়া পৌঁছে, তাহা হইলে এই মাসের শেষে প্রায় ৫,০০,০০০ টন সব উদ্বৃত্ত হইবে। সাধারণভাবে পৃথিবীর যাতায়াতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেকারে নির্ধারিত সময়ে মাল আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সরকারী মহলের প্রত্যাশা করিয়াছে যে, তাঁহারা যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে সক্ষম। এমন কি ইহাও আশা করা যাইতেছে যে, এই সপ্তাহে যে যাতায়াত উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার যথেষ্ট অবশ্যকি করিবার প্রয়োজন আর থাকিবে না। তাছাড়া তাহার ও পাকিস্থানের সব উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশা করা যায় উহার সরকার যদি আরও তৎপর হন, তবে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে।

যাতায়াতের উন্নতির ফলে, দেখে যদি শক্তির কোন ঘাটতি না হয়, তাহা হইলে সরকার জিনিষের মূল্যও কমিতে পারে। অবশ্য পাট, তুলা ও তৈলবীজের বাজারে খুব তাড়াতাড়ি কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে না, কারণ ঐসব মালের চাহিদা বারমাস থাকার কারণে প্রবল থাকিবে। কিন্তু ঐসব ছাড়া অন্যান্য জিনিষের ক্ষেত্রে, যাতায়াতের উন্নতির ফলে, অনেক শুভ প্রতিক্রিয়া যে দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের কয়েক

নিত্যপ্রয়োজনীয়

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩১)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

মাস বাজারের অবস্থা কি হয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইবে।

তুলা

বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে এবং ইহা খুব উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোলারের প্রস্তাবের ফলে ইহা অনেকটা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। তেজীওয়ালাদের সিণ্ডিকেটের অন্যে বজায়ের ফলে অবশ্য আরও খারাপের দিকে যায়। আই. সি. সি জুলাই সোমবারে (২১ তারিখে) ৬৬৯ টাকা হইতে শুরু করিয়া ৬৬ টাকা পর্যন্ত উঠে এবং সপ্তাহের শেষের দিকে ৬৬০ টাকাতে আসিয়া পৌঁছে। গতসপ্তাহে (বুধবারে) ইহা ৬৬৩ টাকা পর্যন্ত নামিয়া ছিল। বাজারে কন্ট্রোলারেরই প্রাধান্য দেখা যায় এবং মিলগুলি খুব কম মালই ক্রয় করিয়াছে। বস্তুতের পরিমাণ নৈরাশ্যজনক নয়। বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ১১.৪ লক্ষ গাঁইট (১৯৪৭) হইতে ১৫ লক্ষ ৫ লক্ষ গাঁইট (১৯৪৭) হইতে কমিয়া ২.৫ গাঁইট হইয়াছে। দৈনিক আমদানির গড়পড়তা ৫,০০০ গাঁইট।

চা—

কলম্বোর (১৮ই জুন) ১১,৫০০ প্যাকেজ চা আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং প্রায় প্যাকেজ রপ্তানিযোগ্য চা বাজারে ছাড়া হয়, তাহার মধ্যে ভাঙ্গা ছিল এবং এক আনা হইতে দুই আনা দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যান্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়েরও চাহিদা ছিল এবং সামান্য কয়েক ছাড়া সবগুলিই মূল্যবৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল। মধ্যশ্রেণীর চায়েরও খুব দাম দেখা যায়। চায়ের দর কিছুটা কম দেখা যায় এবং নূতন চাহিদা ও মূল্য আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়।

চিনি

সরকারী মহলের মতে বিদেশের মূল্য কম এবং কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলেই ভারত সরকার অবশ্য রপ্তানির নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বহুকষ্টে পুরো ভারতবর্ষ বিদেশে মোট ৮০ টন উদ্বৃত্ত চিনির জন্য প্রায় ৩০,০০০ টন বাহিরে রপ্তানি করিবে। বর্তমানে তাহার কমিয়া ১১,০০০ টনের মত রহিয়াছে। তাহাতে অচিরের মতে ভারত বর্তমানে পূর্বেকার মত রপ্তানি করিতে সক্ষম। বর্তমানে ভারতের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টন

সোনা-রূপা

সোনারূপার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যে দেখা যায়। কারণ সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যের সমঝোতা হইয়াছিল। বর্তমানে অল্প মালের পরিমাণও কম দেখা যায়। সোনার বম্বেমূল্য ১১৭৮ মুদ্রার ১১৬৬/৬-তে উঠে। তবে বেশী বেচা হয় নাই। রূপার বম্বে মূল্য ১১৮/০-তে উঠে। প্রচুর পরিমাণ আমদানি হইবার ফলে ও রূপার পাইবার ফলে রূপার দাম কিছুটা কমিবার আশে

বীজ

চাষাবাদের প্রবল চাহিদা থাকিবার সময় হইতে উদ্বৃত্ত পরিমাণ মাল আসার হওয়ার জন্য চাষাবাদের দাম উর্ধ্বমুখী ব্যবসায়ীদের হইতে মাল আসা বন্ধ হইয়া তৈলবীজের বাজারে অনিশ্চয়তা দেখা এবং সেইজন্যই সর্বপ্রকার তৈলবীজের দাম

অপরিবর্ত্তনীয় ?

কলিকাতার সোনার বাজার

পূর্ব্বরাত্রে অনুকূলপূর্ণ ভাবে আবির্ভাব সরকারী কল ও সোনার বাজারের সঙ্গে সাধারণের একটা চীরস্থায়ী নীতি রেখা বিরাজিত হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা বলিত হইবার পরে কিছু দিন বাজারে যে পরিবর্ত্তনের হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে বিক্রেতারই বাহুল্য—ক্রেতা একান্ত দুর্লভ বলিলেই হয়। ক্রেতাদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবসা এবং প্রতিযোগিতা অপরিহার্য্য প্রতিযোগিতার ফলেই বাজারের কলিকাতা বর্ত্তমান সময়ে ও সময় বুঝিয়া বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে। বিক্রয় বাজারে বিক্রেতার বলিয়া ক্রেতারাই সাধারণতঃ সতর্কতা অবলম্বন করে, ইহাতে মূল্যাধিক্যের বিশেষ নাই।

• • •

বাজারে যে ধরের কিছুটা অবনতি ঘটিবে অনুমান করা গিয়াছিল। কারণ ৩০এ সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশের সময় ব্যাঙ্কের সাথ ঠিক রাখিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু সোনা বাজারে বিক্রয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ক্রেতা বাজারে ধরে প্রতিক্রিয়াটী অনুভূত হইত না, কিন্তু বিক্রিতে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে। ক্রেতার অভাব হওয়ায় সোনার সঙ্গে ইহা ক্রয় হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে অন্য কিছুটা ক্রয় ও সরকারী কলকারে অধিকার পরিমাণে

বাজারে বিনিময়ের আকার বৃদ্ধি সাধারণের মনে ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ ও অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনুকূল ধারণার আছে। কিন্তু তবুও এই বিভাগে কোন যায় নাই।

যে ক্রেতারেরা স্বল্পমেয়াদী কলগুলিতে বলিয়া তাহাদের ধরে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কলগুলির বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। ৩টাকার বাজারের ও সাধারণই ছিল এবং পরিণামে এই দীর্ঘমেয়াদের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতারা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যবহারিক মধ্যে ১০৬০ পর্য্যন্ত চাহিদা ছিল, কিন্তু বিক্রেতার অভাব লক্ষ্য হইতে পারে নাই। ইন্সিওরেন্স অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু ৩১৲ টাকা

• • •

বোম্বাইয়ের বাজারে রেমন কাপড়ের কল, কলিকাতার বাজারে চটকলের শেয়ারগুলি সেরূপই অনাদৃতা অর্জ্জন করিয়াছে। এগুলির চটকলের শেয়ার বিক্রেতার অর্থের নিরাপত্তা ও লভ্যাংশের হারের কথা বিবেচনা করিলেও এই শেয়ারের প্রেরিতা প্রতিপন্ন হইবে। কাঁচামালের সরবরাহের ব্যাপারে সম্প্রতি পাক-ভারত চুক্তি সম্পাদিত হইলেও কাঁচা পাট আমদানির ব্যাপারে যে বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, বিদেশ হাতে অনুকূল পাটের পরিমাণ কেমন নিতে পারিতেছে, তাহাতে আমাদের ইউনিয়নে অবস্থিত চটকলগুলির তবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে লগ্নীকারীগণের মনে যে আতঙ্কের উদ্রেক হইয়াছে তাহাতে কাজের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে এই বিভাগে অবনতি দেখা গিয়াছে।

• • •

কলিকাতা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আইন বিভাগ ব্যাঙ্ক পরিচয় কর্ত্তৃক সাপ্তাহিক তহবিল যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিল, ক্রেতার ও বিক্রয় সরকারের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ইহাতে এই বিভাগে কিছুটা উন্নতির আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। বিগত ৮ মাসের কাজের উপর রেমন কোন বিভাগে লভ্যাংশ ঘোষণা করিবে বলিয়া যে গুজব শুনা যাইতেছে, তাহার ফলেও এই বিভাগে বিশেষ মূল্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

• • • •

কাপড়ের কলের শেয়ারের ধরে বিশেষ বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাপড়ের বাজারের ক্রেতাভাবের জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ক্রেতার অনুপাতে বিক্রেতার সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় ধরের অবনতি ঘটিতে পারে নাই। বিনিময়ের পরে অনুবিধের যে প্রয়োগ(?) উপস্থিত হইয়াছে তাহারই ফলে এই বিভাগ বাজারের অন্যান্য বিভাগের সহিত সমানভূতিসম্পন্ন হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

• • • •

বিবিধ বিভাগেও অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধরের অবনতি ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগেই ইহা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। টাটা আয়রনের ক্রেতারা শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে কোম্পানীর অংশীদারদের যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহা বাদ হইয়াছে। ইহাতে বাজারে পুনরায় মূল্যাধিক্য ঘটিয়াছে।—কলিকাতার বাজারে রেমন কোম্পানীর শেয়ারের বিক্রেতার প্রাচুর্য্যের জন্য ধর ১৩৮০ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ইহার প্রতিক্রিয়ায় এই বিভাগের

• • • •

চা শেয়ারের কিছুটা চাহিদা ছিল কিন্তু বিক্রেতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে শেয়ারগুলির সাপ্তাহ কাজ হইতে ধরের কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। লভ্যাংশের হারের ভিত্তি বিচার করিলে চা শেয়ারের স্থান প্রতিপন্ন হইবে। বিক্রয়ের অনুবিধার জন্য চা শেয়ারের যে মূল্য আছে, চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে তাহা দূরীভূত হইবে এবং আশা করা যায় যে প্রথম শ্রেণীর মূল্যবিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে চা শেয়ারের ধরও বৃদ্ধি পাইবে।

• • • • •

সরকারী কল—

ব্যাঙ্কারি হিসাব-নিকাশের ধরণ এই বিভাগে কেমনতো বিরাজ করে নাই। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্য কলগুলিতে উন্নতির দেখাইয়াছে, বলিয়া দীর্ঘমেয়াদী কলগুলির ধরে অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৫৮ ১৯৫৮ (১৯৫৩), ৩½ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৫, ৪½ সুদের ১৯৪৮-৬৩ ১৯৫৩ (১৯৫৩), ২½ সুদের ১৯৫৭ ১৯৫৭ পর্য্যন্ত ধর স্থির।

ব্যাঙ্ক—

বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৮৩, ইণ্ডিস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ১০০৲ (১১১৲), বিহার ব্যাঙ্ক ১০৭৲ (১০৫৲) ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৩১৲ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি :—

বেঙ্গল কোল লভ্যাংশের হার কমাইয়া দিবে এই গুজবে বাজারে যথেষ্ট চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় এবং ধরেরও অবনতি হয়। কাজের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং ক্রেতারেরা ভাল শেয়ারগুলিতেই আবদ্ধ থাকে। অ্যাসানসোলের ২৪৲ (২৪৮৲), বেঙ্গল ৩৫৲ (৩৮১৲) বুলানবস্তার ১৩৭৲, খরাগপুর ১২৮৲ (১২৮৲৲) বেঙ্গো বেল ১১৩৲, মিটি বীরভূম ১৯৲, রাণীগঞ্জ ১৯৲ ও তালচের ৬৮৲ (৪৲) পর্য্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে ধর প্রায় স্থিতিশীল রহিয়াছে। কাজের পরিমাণ কম হইলেও অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশীই হইয়াছে। বেঙ্গলস কটন ৬৮৲ (৬৯৲), কানপুর টেক্সটাইল ১০৮৲ (১০৫৲), মিটি ভিক্টোরিয়া ৬৮৲ (৪৲) ও বম্বেদী ১২৫৲৩ পর্য্যন্ত বেনারেক্স হইয়াছে।

চটকল—

পাক-ভারত চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও কাঁচা পাটের যোগানে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই বিভাগের ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় বিক্রেতার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় এবং ফলে ধরেরও বেশ অবনতি ঘটে। আগরপাড়া ২৭৲, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ২১০৲ (৩১৫৲), বরানগর ২১২৲ (২৮৮৲), বজবজ ২০০৲, টীটাগড়ী ২০২৲ (২০৭৲), ফেটী ২৪৩৲, গৌরীপুর ৩২৯৲ (৩৪৫৲), হাওড়া ২৩৮৲৷, টীকমাড়া ২৮৩৲ (৩০২৲), ফ্রান্সাল ২৬৮৲ (২৮৬৲৲), ফরিয়া ৬৮৲ (৩০৲), প্রেসিডেন্সী ৩৮৲৲, রিলায়েন্স ২৩৩৲ ও টীটাগড় ২৪৫৲

ষ্টাণ্ডার্ডের লাভের পরিমাণে অবনতি

৩১এ মার্চ (১৯৪৮) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য ষ্টাণ্ডার্ড ষ্টক কোম্পানীর যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নীট লাভের পরিমাণে পরিমাণের হ্রাস দৃষ্ট হয় (৩,৬৮ লক্ষ টাকা—১,৮১ লক্ষ টাকা)। অন্তর্ধানে রাখা হইয়াছে ১,০৫ লক্ষ টাকা (১ লক্ষ টাকা), মূলধনখাতে স্থানান্তর করা হইয়াছে ১৮,১০৪৲ (৫৫,৩৭২৲)। লভ্যাংশ তহবিলে কিছু রাখা হয় নাই (১ লক্ষ টাকা); এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়মাসের বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ বণ্টনের স্থলে আলোচ্য সময়কালের জন্য বার্ষিক শতকরা ১৬ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বণ্টিত হইয়াছে।

চা'য়ের বাজার মন্দা ছিল। ব্যবসায়ের অনুবিধার জন্য এবং ষ্টীমারে বন্দর বিনা চায়ে পাট বাহিরে রপ্তানি হওয়ার জন্য চায়ে পাটের সরবরাহ পর্য্যাপ্ত অল্প হয় এবং তাহাকারণে চা'য়ের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ে। পাকিস্থান "রপ্তানি শুল্ক" ১লা এপ্রিল (১৯৪৮) হইতে মণ প্রতি ৩ টাকার স্থলে ৪ টাকা করায়, ইহাতে ব্যবসায়ের পরিমাণ আরও সংকীর্ণ হইবে। নূতন মরশুমের সম্ভাবনা ভালো বলিয়াই মনে হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, উৎপাদন গত বছরের অপেক্ষা অধিকই হইবে।

আলোচ্য সময়কালের প্রথমার্দ্ধে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য চড়াই ছিল। কিন্তু সরবরাহ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জন্য ওইসব উঁচু দরেও অনেকে মাল কিনিতে সাহস করিতেছিল না। অবশেষে আমেরিকার বাজারে সর্ব্বত্রগামী মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে ভারতবর্ষের বাজারেও অবনতি ঘটে এবং তাহারই অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের "পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি বন্ধের" ঘোষিত হয়। আশা করা যাইতেছে "বন্ধনে" দেখা যায় যে চিরকাল ধরিয়া যাহারা পাট লইয়া কারবার করিয়াছেন, তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহা সরকারের পরিচিত ও অনুমোদিত "আমদানি" দল মাল রপ্তানির অনুমতি লাভ করিয়াছেন। ফলে পাটের বাজারে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাহার পরে অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের পূর্ব্ব ঘোষিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর সংযোজনকভাবে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্টনের সম্বন্ধে কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের পরিণামে বাজারে অবশ্য আবার কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং দরেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

ষ্টকহলদারদের কার্য্যকরী অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া নিতান্ত আশার কথা এই পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইলে সম্ভবত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

আলোচ্য সময়ে শ্রমিক সংখ্যা পূর্ব্বানুরূপই ছিল, যদিও কোন কোন বিভাগে কম শ্রমিকের অভাব

(পরবর্তী অংশ ৮৭১ পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব্ববর্তী অংশ ৮৭১ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ—

অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সরবরাহ [illegible] এই বিভাগের মধ্যে অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। কেরোসিন সংযোজিকা না থাকায় পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়াছে। বন্ধ ক [illegible] ইণ্ডিয়ান কপার [illegible], ডেভলপমেন্ট [illegible], কেমেরাজো [illegible] কলিকাতা ইলেকট্রীক [illegible], আয়রণ [illegible], ফেলপ [illegible], লণ্ড [illegible], মার্শাল [illegible], ইণ্ডিয়া জর [illegible], টেক্সটাইল মেসিনারী [illegible] কি, আই, ফার্টিলাইজার [illegible], ডানলপ [illegible], এফ আণ্ড সি, অসবার্ণ [illegible] ইণ্ডিয়ান কপার এমারগুয়েজ [illegible] জার্মিন ইন্ডাস্ট্রিজ [illegible], আর্মিন [illegible], ক্যালকাটা ইলেকট্রিক [illegible], টিটাগড় [illegible], অরিয়েন্ট [illegible] ইণ্ডিয়া ইন্ডাঃ [illegible], কলিকাতা ট্রামওয়ে [illegible], ইণ্ডিয়া পাওয়ার [illegible], টেলকো [illegible] প্রভৃতির বাজার দর হ্রাস পাইয়াছে।

চা

চা'য়ের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য কাজ হইতে যাহা লাভ হয় নাই এবং অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতি হইয়াছে। অটল [illegible], বাসন্তিকা [illegible], বাক্সাড় [illegible], চিড় ইণ্ডিয়া [illegible], টাকডাঙ্গা পাকাণ্ডতলিয়া [illegible], টেকনাফ [illegible] প্রভৃতির বাজার দর হ্রাস পাইয়াছে।

[illegible] ষ্টকহোল্ড—বর্ষ শেষে কোম্পানী। বিলিকৃত, বিক্রীত ও অবশিষ্টের মূল্য—[illegible]

বিভিন্নখাতের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১২,০১,০০০৲
সমতা	১৯,৯৯,০০০৲
ঋণপত্র	১৫,০০,০০০৲
লভ্যাংশ তহবিল	১১,১১,১৮৮৲
অন্যান্য তহবিল	৪,৪৯,৩১৪৲
ঋণ	১৬,৯৯,৯৯৯৲
অবণ্টিত লভ্যাংশ (দেয়)	১১,১৭৪৲
মোট	১১,৭৬,১৮৮৲
সম্পত্তি	
মোট বহুসম্পত্তি	১৯,৭৬,৪১২৲
চলতিমূল্য	৫১,৩১,৯৭৬৲
নীট বহুসম্পত্তি	১৯,১৯,৪১২৲
সমুদ্রম	১,১৫,১৮৩৲
নগদ মজুত	১,৫৫,৬৯৮৲
বাকী পাওনা	১৯,৬৮,৩৮৩৲
বণ্টনিযোগ্য	১৬,৯৯,৯১৮৲
অবিলম্বিত লাভ তহবিলে	৯৯,৯১৩৲
ঋণ	১১,৩৭১৲
মোট	১১,৭৬,১৮৮৲
হস্ত সম্পত্তি	৪১,৩১,৯৭৬৲

হরের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(দশ হাজার টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্রের সংখ্যা	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি	সর্বোচ্চ	বাজার দর					শেষ
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইস্টার্ন আয়রন	...	১,৫১,১১,০০০	১,১৩,১১,১১৯	১০	১৯/(খ)	৬৫১	৫১৫/৮-৫৮৫	১১৮/৮-৫৮৫/০	৫১১/৮-৫১৫/০	৫১৬/৮-৫১৫/০	৫১৫/৮-৫১৫/০	...
হেলাল	...	৩১,৫০,০০০	৩৩,৩৩,১১৬	১০	৫/০(খ)	১০৫১	১৬৫/৮-১৬৫	১৬৫/৮-১৬৫/০	১৬২/৮-১৬	---	১৬৫/৮-১৬৫/০	...
ইস্টার্ন আয়রন	...	১,১১,১০,০০০	১১,৫৫,১১,১৯৬	১০	১০০১০(খ)	৩৫১	৫১৫/০	৫১৫/০	৫১৮/৮	৫১৬/৮	৩৩৬/৮	...
ব্যাং	...	৫১,৩০,০০০	১,৩৩,১১,৩৩৫/৮	১০০	১১৫৫(খ)	৫/১৩	...	...	...	...	...	...
ফেরুকেমি	...	৬৫,৫১,৩১০	১১,১০,০০০/৮	৭	৫০(খ)	১১/৫১	...	১৮/৮-৩/০	৮৮/৮৮৫/০	...	...	...
বার্মা/লিঃ	...	১৫,০০,০৫০	১,১১,৫১১/৮	১	৯৮(খ)	৯৫৬	...	৩৩/৮-১৮	৩৮/৮-১৮	...	৫১/৮-৫১/০	...
ইস্ট ফার্মাসিউটিক্যাল	...	৩,৫৫,১১,৫০০	১১,১৩,৫১১/৮	১০	৫০(খ)	১১/৫৬	১১/৮-১১৮/০	১৯.৮-১১৬৩	১১৫/৮-১১/০	১১৫/৮-১১/০	১১/৮-১১৮/০	...
কাগজ ও আনুষঙ্গিক												
আজমপুর পেপার মিল	...	১১,৫১,০০০	১৫,৫১,০০০/৮	১০	১৮	১৫৫১	...	...	...	...	১১/৮	...
ইস্টার্ন পেপার	...	১১,৩৩,৭৩০	১১,১১,০০০/৮	১০/৮	১৮	১১/৫১	...	...	...	৫১৫০	...	...
ওয়ে আনুষঙ্গিক	...	৭,০০,০০০	৩,১৫,০০০/৮	১০	১৮	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
কাগজপুরা	...	১১,৩৩,১৩৩	... ...	১০০/৮	...	১৫৬	...	...	...	...	...	...
কাগজের	...	১১,০০,০০০	১,১১,১১৬/৮	৫১০	১৯০(খ)	১৫৫	...	৩৮/১-৩৫৩	৩৮/৮-৩৫/০	৩৮/০	৩১/৩	...
বর্মা ওয়ে	...	২,১১,৫৩০	১,৩৩,০০৬/৮	১০/৮	৬৩	১৮১	...	...	...	...	...	...
বর্মা লংলুম	...	১,১০,০০০	১,১০,০০৬/৮	৫১০	৫৩	১৫৫	...	...	...	...	...	...
মিঠা পানিয়ুম	...	১১,১৬,১৩০	১৫,১১,১৫১/৮	১০/৮	...	১৫/৫১	...	...	১১/৩	১১/৩	...	...
মিঠা কাগজুম	...	৬,৩৩,০০০	৬,৩১,১৩১/৮	১০/৮	১/৩	১৫১	১৩/৮	...	...	...	...	...
সোনারগাঁও	...	১১,১১,০০০	১১,১১,১৩৩/৮	১০/৮	১/৮	১৫৫১	...	...	...	...	...	...
হাজারী	...	৫১,৩৬,৫৩০	১,১৫,১৩,০০৬/৮	১০/৮	১/৩	১১/৫১	১৩৫৩	১৩/৮	১৮-১১৮/৩	...	১৩৩৬-১৩৬৩	...
হেলাল	...	৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩,১৩৬/৮	১০০/৮	১০/৮	১৫/৫১	...	৫১১/৮	...	...	৫৩৬/৮	...
আমান	...	৩৩,৩৩,১৩৩	১১,১১,১১৫/৮	১০/৮	[১৩(খ)	৬৫১	৬৬/৩	...	৬৮/৮-৬৫/০	...	...	...
ইস্টার্ন	...	১১,৩৩,০০০	১৫,৫১,৩৫১/৮	১০/৮	...	১৫৫১	১১/৮-১১৩	১১/৮	...	...	১৩/৮	...
ইস্পাহানী	...	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০/৮	১০/৮	১৩	১১/৫১	...	---/৮	...	...	...	...
ইস্পাহানী	...	১,৩৩,০০০	৬,১৩,০০০/৮	১০/৮	১/৮	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
বিশ্বনূর	...	১,১৩,০০০	৫,৩৩,৩৫০/৮	১/৮	১৩	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
নাইস আজমপুর	...	১১,১৩,০০০	১,১৩,০০০/৮	১০/৮	১/৮	৫/৫৩	...	১১/৮-১১৮/০	১১/৮-১১৮/০	...	...	...
পেন্ট্রোল ইন্ডিয়া	...	১১,১১,০০০	১৫৩/৮	১০/৮	...	৭৫১	১/৮-১/৩	১/৮-১/৩	৯/৮-৯/০	৯৮/৩	৯৫/৮-৯/০	...
কাগজের কলম												
এভিন	...	১১,৩৩,০০০	১৩,১৩,১১৬/৮	১০/৮	১৫৩	৭৫৩	৫১/৮	...	...	...	...	...
আজমপুর ইন্ডাস্ট্রিজ	...	১৫,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৩৩৬/৮	১/৩	১/৩	৭৫৩	১৩৫৩	১৫১-১৬৩	১৩ ৫-১১৫/৩	...	১৩/৮-১৫১/০	...
ইস্পাহানী	...	৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১১৬/৮	১/৩	১৩(ঙ)	৭৫১	...	...	...	...	...	...
উজাগর	...	১১,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৩৩৬/৮	১০০	৬/৮	১১/৫১	১৩৫৩	...	১৩/৫১	...	...	...
ইস্পাহানী	...	৩৩,১১,৩৩০	৩১,৩৩,১১১/৮	১০/৮	১১(খ)	১১/৫৩	...	...	...	...	...	...
ইস্টার্নিক্স	...	৬,৩৩,০০০	১১,১১,৩৩০/৮	১০০/৮	৫/৮	১১/৫১	৫৩৬/৮-৫৮/৮	...	...	...	...	...
বাদশা	...	১৫,৩৩,০০০	১,১১,০০৬/৮	১০/৮	৩৩(খ)	১১/৫৬	...	৮১/৩	১৬-১১/০	...	...	...
বিশ্বজয়	...	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩১,১১৬/৮	১০/৮	১১(খ)	১১/৫৩	...	...	...	...	...	...
মুইজ		৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১১৬/৮	১০০/৮	১১(ঘ)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নামের বানান	বাজারদর										

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (আনুমানিক)	সভ্য ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল অবস্থান	শাখা					
চা-বাগান										
ডেকিয়াজুলি	...	১,০০,০০০	৬,৯৮,১৭১৲	১০০	৩৩৲(গু)	১১.৭৯	...	...	...	...	...	৩৩৪
লেমাই ও পার্শ্ববর্তী	...	৯,৭৭,০০০	৪,৯০,১৮০৲	১০০	৯৩৲(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৪৭১
সিংহ চুকটী	...	১,৯৯,০০০	৪,৩১,১৭৯৲	১০	৩৭০ (গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	১৭১
লাক্সাডোলা	...	১১,৯৯,০০০	৯৯,১১,১৭১৲	১০০	১৯৲(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৯৭৲
বড়বীধি	...	৩,৭৭,০০০	৩,৯৯,১১৯৲	১০	১৯৩(গু)	১১/১৯	...	...	...	...	...	৯৯
মাকাহাটী	...	৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০৲	১০০	১৯৯৲(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	...
বিলাস	...	১৯,৯৯,০০০	৯,১৯,০০০৲	১	৩৩০(গু)	১১/৯৯	...	...	...	৪১/৯৯	...	...
ফেলবারি	...	১,১১,০০০	১,১৯,৯৯১৲	১০	১৯৲(গু)	১১/১৯	...	...	...	...	...	৭১
তলাবেড়া	...	১,৯৯,০০০	৩,৯৯,১৯৯৲	১০	১১৩(গু)	১১/১১	...	...	...	...	...	১১
বেলুচাল আমার	...	৯৯ ৯৯ ৯৲	৩,৯১,৯৭৩৲	১০০	১১৯০(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	১১
সাদল	...	৩,৯৯,৯৯৯	৭,৯১,১১৲	১০	১৯৩(গু)	১১/১৯	...	...	৩১৲	...	...	১১
লেমাই ডিভিশন	...	১,৯৯,০১১	১,৯৯,৯৯৲	১১	৯৯০(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	১৯
বাস্তাবাড়ী	...	১,৯৯,০০০	১১,১১,৯৯৯৲	১৩	৩৯৲(গু)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	৪
বাদিবাসা	...	১৯,৯৯,০০০	৪৯,১১,১১৲	১০	১৯৲(গু)	১১/১৯	...	...	...	...	...	১৭
চিনির কল										
ইউ.পি	...	১৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,১১৯৲	১০	৯০	১৯৪১	...	...	...	—	...	১
ভাগ	...	৩৯,৯৯,০০০	১১,১১,৯৩১৲	১০	...	৯৫৪১	...	...	৮১০	...	...	...
চন্দনবাড়	...	১৯,৯৯,৯৯০	১৯,৯১,৯৫৲	১০	১৯০(গু)	৯৫৪১	...	...	১৯.৯	...	...	...
তারা বিভিন্ন	...	১,১৯,৯১৫	১১.১১,১৯৲	১	৯,৯০(গু)	৯৫৪১	...	...	...	...	৮/৯-৮/৩	...
জয়রামপুর	...	১,৯৯,০০০	৯,১৯,৯৫৲	১০	...	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ভাগত	...	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯৲	১০	১৲(গু)	৯৫৪১	...	...	...	...	...	১
রামনগর	...	১৯,৯৯,১৯০	১,১০,১৯৯৲	১০	১৲ (গু)	৯৫৪১	...	...	...	...	...	...
রামগড়	...	১,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯৯৲	১০	১৯০(গু)	৯৫৪১	...	...	...	...	...	...
নরসিংপুর	...	১১,১১,০০০	১,১১,১৯৩৲	১০	৯০ (গু)	৯৫৪১	...	...	...	...	...	...
খনিজ												
ইন্ডিয়ান্টেট আমাদিয়ান	১,৯৯,৯১,৯৯০	১১,৯৯,০০০৲	৯১ (গু)	১৫০	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
ভূমিজ ইউনিয়ন	...	১১,৯৯,৯৯৯.৫ ৪১,৯৯,৯৯৯৲	১১,৯৯,১৯৯৲	১৯৲	৯৯০(গু)	৯৯৯	...	...	...	...	...	...
ভূমিজ ফার্মিং	...	৯৯,৯১,৯৯০৲	৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১০৲	৮০ পাই (গু)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
পাহাড় ফারমার্স	...	৯৫,৯৯,১১৲	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১৯৯৲	৯৲	১১/১৯	...	...	...	...	...	...
বিভাগী ব্যাঙ্ক	...	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১০০৲	৯৲ (গু)	৯৫৪১	১০০।৯০-১৯৯৲	...	১২১৲	১৯৲	১৯০৲-১৯১৲
ভোজ মেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৯,৯৯,১৯১৲	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১০৲	৮,০০(গু)	১১/৫১	...	...	...	—	১৯৫,৯-১৯/৯
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	১,৯৯,৯৯,৯৯০	৯,১৯,৯৯,৯৯৯৲	৯৯৲ (গু)	৯৲	১১/৫১	১৯৲	১৯৲	১৯৲	৫৯১৲	১৯৲
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	...	১,৯৯,৯৯,৯৯৯৲	১,১৯,১৯,৯৯৯৲	১৯৲ (গু)	৯৲ (গু)	১১/৫১	...	...	...	—	...
ইন্ড ব্যাঙ্ক	...	... ...	১১,৯৯,৯৯৯	৯৯৲ (গু)	...	১১/৫১	...	৯৫।৯-৯৯।৯	৯১।১	...	...
বিশ্বনাথ আমদিয়ান	...	১,১১,৯৯,৯৯৯	১,১৯,৯৯৯৲	৯৯৲	...	১১/৫১	...	১১।৯-১৯।৯	১১।১	১১৲-১১/৯	...
মেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৯,১১,১১,১১৯৲	৯,৯৯,৯৯,৯৯৲	১৯৲	৯৲	১১/৫১	৯৯৲	৯৯।৯	৯৯।৯	৯৯।৯	৯৯৲
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
...	...	... ...	... ...	১৯৯	১৲	৯৫৪১	...	...	...	১৯৲	১৯১।৯-১৯০৲

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	মোট শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	যে পরিমাণে	সময়কাল	বাজার মূল্য				শেষ লাভ দেয়
১-সরকারি										
ব্র ...	১৫,৪৪,১৭৩	১,৫১,১৪০	১০	৩ (খ)	১৯৫১	...	১৭।৩	...	১৩।৩	...
...	১৯,২১,৮৭৩	৯,১১,৮৭৩	১০	৯৩	১১।৫৩	...	১৪৩৯-১৫।৩	...	...	...
...	৯,৩৩,৫৩৩	৯,৫৯,৬৩৩	১০	৩	৯৫১	...	...	..	...	১৩।৩
...	১,৯৩,৫৩১	১,৩৩,৩৩১	১	১৩	১৯১	৩৫৩-৩৯৩	৯৫।৩-৯৯।৩	৩৯।৩	৯৯	...
আদমুদ্দিবিমান	১,৩৩,৩৩,৩৩৩	১,১৩,৩৩৩	১০০	...	...	১৩৯	১৩৩।১৩৭	...	...	...
আমেরিকান ...	৯,৫৫,৯৩৩৭	৯,১১,২৫১ ৭৭	১০ ৭৭	১৪ ৫৯	১৯।৫৩	...	...	...	১৩৯	...
... ...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১৯,৩৩,৩৩৩	১০০	...	১।৫১	...	...	১৯।৩-১১৭	...	...
... ...	১,১১,৩৩,৩১৩	...	১০	...	৩।৫১	১১।৩৩-১১/১	১৫।১-১৯৯।৩	১১।৩-১৫।৩	১১।৩	১১।৩-১১।
... ...	৯,৩৩,৩৩৩ ৭৭	৩,৯১,৫৩৩ ...	১ ৫৯	১৩৯ ৫৯	৩।৫১	১৫.৩-৩।৩	৩।৩-৩।৩	৩।৩-৩।৩	৩৫৩	৩।৩-৩।৩
... ...	১৯,৫১,৩৩৩	৩৩,১৩,৩৭১	১০	১।৩৩ (খ)	৩।৫১	১	৩৪।৩	...	...	...
... ...	৯১,১১,৩৩৩	৯৩,৯১,১১১	১০	...	৩।৫১	...	১	৩৯।৩-৩১।৩	৯১।৩-৯১।৩	৩৩-৩।৩
... ...	৩৩,৩৩,৩৩৩	৯১,৩১,১৪৫	১০	১৩	৮।৫১	...	১১-৩৩।৩	১৩।৩-১৩৯।৩	...	...
... ...	১১,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩১৩	১০	১।৩	৩।৫১	...	১৯৯।৩-১৩৯।৩	১৩।১-১৩।৩	...	১৩।৩-১৩।৩
... ...	৯৯,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,৩৩৩	১০	১।৩৩	৩।৫১	১৯।৩-১১।৩	...	১৯।৩-১৯।৩	...	...
... ...	১৯,১১,৩৩৩	১৩,৫৯,১৩৩	১০	...	৮।৫১	...	১	৩৯।৩-৩১।৩	...	১৯।৩
... ...	৯১,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,৩১৩	১	৩৩ (খ)	১৯।৫১	...	...	...	...	৩।৩
... ...	১১,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,৩১৩	১০	১৩	১১।৫১	৩৫।৩	...	...	৯৯।৩-৯১।৩	৯১।৩
... ...	৩৩,৩৩,৩৩৩	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...
... ...	৯৩,৩৩,৩৩৩	৯৩,১৯১ ৭৭	১ ৭৭	১ ৫১ (খ)	১৯।৫৩	...	...	...	...	...
... ...	৯,৯১,৭৩৩	১১,১৩,১১১	১০০	৩	৩।৫৩	...	...	...	...	১৩৩
... ...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১৯,৯৯,৩৯১	১০	১৩ (খ)	১৯।৩৩	...	...	...	...	১৩।৩
... ...	৯,১৩,৩৩৩	৯১,৩৩৩	৯	৩	১১।৫১	...	...	...	...	৩১।৩
... ...	১,৩৩,৩৩,৩৩৩	৯৩,৩৩,৩৩৩	১০	৩ (খ)	১৯।৫১	...	১১৩-১১৩৩	...	১১	...
... ...	৯৯,১১,৩৩৩	১১,৩৩,৩৯৯	১০	৯৯	১১।৩৩	...	...	...	...	৮।৩
... ...	১৩,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,১১৩	১০	৩৩	৩।৫১	...	...	...	...	৩১।৩
... ...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৯,৩১,৩৩৯	১০	...	১৯।৩৩	...	...	...	১১।৩-১১।৩	১৩
... ...	৯,৩৩,৩৩৩	৯,১৯,৩৯৯	১১	১।৩ (খ)	৩।৫১	...	...	...	...	৯৩
... ...	৯৩,৩৩,৩৩৩	১৯,৫৩৩	১০	৩	১১।৩৩	...	...	৩।৩	৫।৩	৩৩
... ...	৯৯,৩৩,১৩৩	১৩,১৩,৩৩৯	১০০	১১ (খ)	১৯।৩৩	...	...	...	...	৩৯।৩
... ...	৫৯,৩৩,৩৩৩	১৩,১৩,১১৩	১০০	১১ (খ)	৯।৩৩	...	...	...	...	৩১১।৩
... ...	৯,৩৩,৩৩৩	৯৯,৩৯,৯১৯	১১	৩।৩	৩।৫১	...	...	...	...	...
... ...	১৩,৩৫,১৩৩	১১,৩৯,৩৩৩	১৭	১ (খ)	৩।৫১	...	...	...	...	১৩
... ...	৯,১৩,৩৩,৩৩৩	১,১৩,১৩,১১৩	৩.	১.৩৩	১৯।৩	১১/৩.১৫।৩	৩১।৩৩-৩৩।৩	৩৩।৩-৩৩।৩	৩৩।৩	...

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সি ওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সি ওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ৭ই শ্রাবণ ১৩৫৪ ; ২৩শে জুলাই, ১৯৪৭ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
পরাজয়	৭২১
প্রাসঙ্গিক	
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের অন্তরবর্তী সেক্রেটারিয়েট গঠনে কংগ্রেসীদের শিক্ষালাভ, বাংলার লাটী সম্পর্কে একখানি পত্র	৭২৪
বিবিধ	৭২৬
সংবাদলিপি	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী ...	৭২৭
জার্মানীতে মুদ্রা সংস্কার —ওয়াল্টার, এম, ইউলার	৭২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারত-ব্রিটেন ট্রাডিং চুক্তি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চেট্টির বিবৃতি	৭৩০
ভারত ও পাকিস্থানে মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে আর্থিক বিবরণী সমালোচনা	৭৩১
	৭৩৫
অর্থলোক	
ভারতবর্ষের তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কের পাকিস্থানী অবস্থার পরিণাম	৭৩৮
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ধান ও চালের মূল্য হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা ...	৭৩৭
বাজারের কথা	
বিভিন্ন অংশেরও বিবরণ ...	৭৩৯
মৌষিক	
"বাজার দরের" উত্থানের কথা	৭৩৭

পরাজয়

কূটনীতির কৌশলে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের নিকট আর একবার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সদ্য-স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ভারত ট্রাডিং চুক্তির সর্তাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত স্যাকোর্ড ক্রিপসই জিতিয়াছেন।

ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পাওনা ট্রাডিং আদায় সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের একশ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলে যখন ভারতের পাওনা ট্রাডিং-এর পরিমাণ সংচিত করিবার জন্য আন্দোলন সুরু হয়, তখন ভারতে তাহার প্রত্যুত্তরে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। অনেক সময় ব্রিটেনের কোন কোন মহলের আচরণে দেখিয়া, ভারতবর্ষের অনেকের মনে এ সংশয় জাগিয়াছিল যে, ভারতের এই বর্ধিষ্ণু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে অর্জ্জিত সম্পদ ব্রিটেন হয়ত শেষ অবধি হাতছাড়া করিতে সম্মত হইবে না, এবং দুইদেশের মধ্যে ইহা লইয়া চিরন্তন তিক্ততারও বিরাম-থাকিবে না। এমন কি স্বয়ং স্যার বল্লভভাই প্যাটেল পর্যন্ত ট্রাডিং আলোচনাকালে একবার এইরূপ আশঙ্কা-ব্যঞ্জক উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "আমার মনে হয় ভারতের পাওনা ট্রাডিং শেষ পর্যন্ত স্যার স্যাকোর্ড ক্রিপসের হাতেই থাকিয়া যাইবে।"

কিন্তু সে যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত চেট্টি ট্রাডিং চুক্তির সর্তাবলী প্রকাশ করিবার সময় লোকসভায় ঘোষণা করেন, এই আলোচনা এরূপ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে যে, ট্রাডিং-এর পরিমাণ হ্রাস করা সম্পর্কে যে ভূতের ভয় ছিল তাহাকে চিরদিনের মত ঘাড়ের করা হইয়াছে।" (It could now be claimed that the ghost of scaling down had been finally laid.) তিনি স্যার স্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রশংসা করিয়া আরও উল্লেখ করেন যে, ট্রাডিং আলোচনা সময় স্যার স্যাকোর্ড বারি একবারও ট্রাডিং হ্রাস করার কথা উত্থাপন করেন নাই। শ্রীযুক্ত চেট্টির এই ঘোষণা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ও বিদেশের অনেক সংবাদপত্র ও অভিজ্ঞ মহল ব্রিটেনের এইরূপ উদারতায় প্রশংসামুখর হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহারা সেই সকল লেখার কালি শুকাইতে না শুকাইতে স্যার স্যাকোর্ড ক্রিপ্স পার্লিমেন্টে দাঁড়াইয়া চার্চিলকে জানাইলেন যে, আটক ভারতীয় পরিশোধের ব্যবস্থা ও পরিমাণ কিংবা তৎসম্পর্কিত ভবিষ্যৎ আলোচনার দ্বারা বিষয়ে তাঁহারা কোন বাধ্যবাধকতাই স্বীকার করেন নাই। ভবিষ্যতে ব্রিটেন ওই সম্পর্কে যে কোন আপত্তি ও যুক্তি উত্থাপন করিতে পারিবে

চুক্তি ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীযুক্ত চেট্টি জনসাধারণকে "সত্য গোপনকারী" অথবা "নির্লজ্জ" প্রতিপন্ন হইলেন:—ভারতবর্ষের অর্থসচিব ইহার মধ্যে স্যার স্যাকোর্ড ক্রিপসের উক্ত বক্তৃতার কোন প্রতিবাদ করে নাই দেখিয়া আমরা প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি।—ব্রিটিশ রাজনীতি বিষয়ের ধূর্ততার সহিত আমরা ভালরূপ পরিচিত, তাহাড়া ঐতিহাসিক ক্রিপস-কংগ্রেস আলোচনার সময় কিভাবে ক্রিপস তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি সম্ভবতঃ এত শীঘ্র ভারতবাসীর মন হইতে

হয়া যায় নাই। সে সময় আমাদের মেহেরা, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস দলপতি হিসাবে মৌলানা আজাদ, ক্রিপসকে যেভাবে জনসমক্ষে হাজেরী প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় রাজনৈতিক মহলের সরলমতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চেটি যে মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে এবং অর্থসচিবের মত দায়িত্বসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহা ভারতের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হাইকোর্টের বক্তৃতায় এখনও পর্যন্ত শ্রীযুক্ত চেটি কোন প্রতিবাদ করেন নাই বলিয়া আমাদের ইহাই মনে হয় যে, এক হয় শ্রীযুক্ত চেটি চুক্তির সারা যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আর নয়ত ভারতের জনমতকে লঘু করিবার জন্য তিনি এই চুক্তির বক্তব্যবিষয়ক একটি ধারণা করিয়াছেন।

খুব সম্ভব এই আলোচনার স্থায় হাইকোর্ট হাউস ত্যাগ করার পূর্বে ইচ্ছা করিয়াই উত্থাপন করেন নাই, যেহেতু ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের মুখ প্রত্যাহিত করিতে পারিবেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চেটি মহাশয় একখানা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন একবারও অনুভব করেন নাই—আমরা সাধারণ মানুষ বিনীতভাবে প্রশ্ন করিতে পারি, এ কথাটাই যদি উত্থাপিত না হইল, তাহা হইলে আলোচনাটা হইল কি লইয়া?—ভারতীয় প্রতিনিধিদের পলায়ন নেই।

কিন্তু শ্রীযুক্ত মধুসূদন চেটির মত চতুর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ভুলের কথা আমরা আশা করি নাই। বর্তমানে ওই চুক্তি সম্পাদনের পরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতের প্রাপ্য টাকার অংশ মুক্তুক করিবার দাবী না-ও করেন, তাহা হইলেও ওই টাকা কখন, কিরূপে ও কি পরিমাণে আদায় হইবে, অথবা উহা একেবারে আদায় হইবে কিনা তাহা পূর্বের ন্যায় অনিশ্চিতই রহিয়া গেল—এরূপ অবস্থা নিশ্চয়ই লজ্জার ও দুশ্চিন্তার বিষয়।

ইহা ছাড়াও আলোচ্য চুক্তি সম্পর্কে সমালোচনার অনেক কারণ রহিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার যে পরিমাণ ঋণ দিতে রাজী হইয়াছেন তাহার বদলে ব্রিটেনের শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ভারতকে আগামী তিন বৎসরে উৎপাদনের জন্য কল বন্ধপাতি সরবরাহ করিবে কিনা, এই চুক্তিতে সে সম্বন্ধে তাহার কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নাই। কিন্তু ব্রিটেন তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধপাতি সরবরাহ করিতে না পারিলেও অন্যান্য দেশ হইতে প্রথম বৎসরে ৩০ কোটি টাকার মাল আমদানি করা যাইবে, অথচ উহার দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের নূনতম একটা নগণ্য অংশও পূরণ করা সম্ভব নহে। চুক্তির সারমর্ম একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে উহার বিভিন্ন অসারতা সহজেই চোখে পড়িবে।—ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আলোচ্য আর্থিক চুক্তি হইবার পূর্বে উৎপাদের নিকট ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছিল ১৪৪৭ কোটি টাকা। এই পাওনা হইতে পাকিস্তানের প্রায় ১৬২ কোটি টাকা (প্রাপ্য কত দাবাস্ত হইয়াছে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই) বাদ দিলে থাকে ১২৮১ কোটি টাকা। বর্তমান চুক্তি অনুসারে এই টাকা হইতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পরিত্যক্ত সামরিক সরঞ্জামের মূল্য হিসাবে ১৩৩ কোটি টাকা, সেনাদল বাবদ ২২৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটেনের প্রত্যর্পিত অর্থের পরিমাণ ষ্টার্লিং ও ডলারে মিলিয়া যে ১৭৬ কোটি টাকা হইবে তাহা বাদ দিলে, ব্রিটেনের কাছে ভারতের পাওনা অবশিষ্ট থাকে ৮১৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছের উপযুক্ত ২৬৭ কোটি টাকা ছাড়িয়া দিলেও বাকী যে ৫৫০ কোটি টাকা ব্রিটেনের সিন্দুকে জমা থাকিবে তাহার "দর্শন" ভারতবাসী কবে পাইবে এবং আদৌ কোনদিন পাইবে কিনা, তাহা কে বলিবে?

তাছাড়া ওই চুক্তি অনুযায়ী যে ২০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং অঞ্চল মুদ্রার পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও ওই এক বৎসরের জন্য। পরবর্তী দুই বৎসরের প্রয়োজন সম্পর্কে পরে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ সরকার জানাইয়াছেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিরাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। ফলে, প্রথম বৎসরের পরে যদি ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়—এবং বর্তমানে তাহার সম্ভাবনাও কম—তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত ভারত যে এই দানাও পরিমাণ ডলার হইতেও বঞ্চিত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কাও নেহাৎ অমূলক নহে। প্রথম বৎসর পার হইয়া গেলে ভারতের যদি ডলার বা ডলার-জাতীয় মুদ্রার অভাব ঘটে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে ব্রিটেন যে ভারতকে সাহায্য করিবেই, এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এই চুক্তিতে নাই।

ভারত যদি তাহার প্রয়োজনানুযায়ী ডলার সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্রিটেন নিজেই যে ওই ডলারের পরিবর্তে ভারতবর্ষকে মাল দিতে পারিবে, বর্তমানে এরূপ আশাও সঙ্গত নহে, কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রিটিশ সরকার যে পরিমাণ ষ্টার্লিং প্রদান করিতে রাজী হইয়াছেন সেই পরিমাণ ষ্টার্লিং-এর পূর্ণ মূল্যানুযায়ী ব্রিটেন হইতে মাল পাওয়া এখন কিছুকালের জন্য অসম্ভব। ইহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের শেষ ছয় মাসের এক চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে সাড়ে-ছয় কোটি পাউণ্ড ও এই বৎসরের প্রথম ছয়মাসে এক কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন হইতে উপযুক্ত বন্ধপাতি না পাওয়ার ফলে ও ভারত সরকারের অমার্জনীয় গাফিলতিতে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্য হইতে মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র আমদানি করা সম্ভব হইয়াছে। ওই অবশিষ্ট ৮ কোটি পাউণ্ডের সহিত বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ৮ কোটি পাউণ্ড যোগ করিয়া মোট ১৬ কোটি পাউণ্ড (২১৩ কোটি টাকা) মূল্যের মালপত্র ব্রিটেন হইতে ভারতকে আগামী ৫ বৎসরে আমদানি করিতে হইবে। পূর্ববর্তী দুইটি চুক্তির "অভিজ্ঞতা" স্মরণ করিলে, এই ২১৩ কোটি টাকার ভিতর হইতেও ভারতবর্ষ যে শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ টাকার মাল আমদানি করিতে পারিবে তৎসম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া মাল রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর মোটামুটি ৪০০ কোটি

টাকার বৈদেশিক মূল্য অর্জন করে, অতএব ষ্টার্লিং আদায় করেও এই খাতে বার্ষিক যতদূর ভারতের যে পরিমাণ অর্থসংস্থান হইবে সেই অনুপাতে ব্রিটেন যদি মাল সরবরাহ করিতে না পারে, তাহা হইলে এই দায়ত্বের হৈরফের ফলে ভারতের দুরবস্থার যে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটিবে না, তাহা বিশেষভাবে না বলিলেও চলে।

ভবিষ্যতে যদি ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সম্পর্কে যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহাও এই চুক্তিতে অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বর্তমানে অতকালের মধ্যে ষ্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাস অসম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে যে কোনদিন তাহা হইবে না, এরূপ নিশ্চিত করিয়া বলার কোন কারণ নাই।—অতএব এই অনীমাংসিত বিষয় সম্পর্কেও আমরা অত্যন্ত আশঙ্কায় কালাতিপাত করিব।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রয়োজনে পাওনা ষ্টার্লিং হইতে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিলে ভারতের সুবিধা হইত এবং ভারতের দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে এই তিন বৎসরের চুক্তিমূলে বরাদ্দ অর্থ মোটেই সন্তোষজনক নহে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় অর্থসচিবও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনীয় অনেক মালপত্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে, অতএব প্রথম বৎসরে মাত্র ১০ কোটি টাকা মূল্যের ডলার বরাদ্দ ভারতের পক্ষে আশাব্যঞ্জক হয় নাই। এই সামান্য পরিমাণ ডলার যে ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর তাহা জানিয়াও তিনি এই সকল সর্ত মানিয়া লইয়াছেন কেন, এই প্রশ্নের কৈফিয়ৎস্বরূপ শ্রীযুক্ত চেট্টি ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সমবেদনার সুরে বলিয়াছেন যে, ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থায় ব্রিটেন আরও কিছুদিন পর্যন্ত বৎসরে ৫০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের ডলার ভারতকে দিতে পারিবে না। আমাদের অর্থসচিবের এই উক্তি হইতেই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতের পাওনা দ্রুত উদ্ধারের আশা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। ব্রিটেন নিজে মাল দিতে পারিবে না এবং ষ্টার্লিং-এর পরিবর্তে ডলারও দিতে পারিবে না, অতএব ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়াই রহিল!

তবুও, বিগত ভগ্নস্তূপ লইয়া ক্রন্দন করিবার অবকাশ আমাদের নাই বলিয়া, উপসংহারে আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে বর্তমানে যে সামান্যপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে এখন হইতেই সরকারের সক্রিয়াত্মক প্রয়াস আরম্ভ করা উচিত। এপর্যন্ত সরকারী অকর্মণ্যতার ও অপটুতার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহার যদি আশু পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে বৎসরের পর ভালো করিয়াই উহা হইয়া রহিল! ভারতের অর্থসচিব স্যার জন মথুর চেট্টি নিজে যদি এ বিষয়ে সজাগ থাকিতেন তাহা হইলে অবস্থা নিশ্চয়ই এইরূপ হইত না।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনক্ষমতার অভাবের ফলেই ভারত আরও স্বীকার করিয়াছেন যে গত এক বৎসরে ভারতের মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে বলিয়া অবশিষ্ট ৮ কোটি পাউণ্ডও বর্তমান হিসাবে ধরা হইয়াছে। ভারত যদি এই ষ্টার্লিং-এর অল্পস্বল্পই ব্যয় করিত তাহা হইলে অন্ততঃ আরও আট কোটি পাউণ্ড অধিক অর্থ ভারত আদায় করিতে পারিত এবং অধিকতর পরিমাণে পণ্য আমদানির ফলে এক দিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইত, আর না হয় ভোগ্যবস্তুর মূল্যহ্রাস ঘটিত।

এই অর্থ ব্যয় করা হয় নাই কেন, তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন যে, ভারতের ব্যবসায়ীরা নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য কোন উৎসাহ দেখান নাই বলিয়াই অর্থ অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে। ঠিক এইরূপ আশঙ্কাই আমরা এতকাল ধরিয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। আমরা ইতিপূর্বে বারংবার বলিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত চেট্টি মহাশয়ের ভ্রান্ত নীতির ফলে ব্যবসায়ীরা সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। অতএব সরকার যদি অনুগ্রহ করিয়া মনে করেন যে ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যবসায়ী ও অর্থবিনিয়োগকারীদের সহায়তা আবশ্যক তাহা হইলে অবিলম্বে ঔদাসীন্যের ভারতের ঢাকার বাজারের দুর্গতির দিকে মনোযোগ প্রদান করা উচিত। তাহা না হইলে বৎসরান্তেও এই বহু-ঢক্কানিনাদিত ষ্টার্লিং পাওনার অকল্পনীয় সামান্য অংশটুকু শ্রীযুক্ত চেট্টির হস্তেই থাকিয়া যাইবে এবং পুনর্বার তাহাকে যে প্রকাশ করিতে হইবে এই প্রসঙ্গে কিন্তু তখন আর বাহিরের পথ থাকিবে না।

একটি বন্ধু প্রতিষ্ঠান

এই ভিন্নটি ছোট ব্যাপারে যে এ কোম্পানীর প্রতিটি টাকা আপনার অধিকতর অর্থদান।

এই কথা সত্য কোম্পানীর প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং এদের সাফল্যের আশা প্রকাশ করে।

এই কথা আরও এই কোম্পানীর প্রত্যেক ইন্সিওরেন্স বিক্রেতার এবং কর্মচারীর এদের পরিচালনা সহজ কোম্পানীর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহযোগিতা দেবার সুযোগ প্রকাশ করিতেছে।

সুতরাং এইরূপ এই কোম্পানীর বীমার বিষয় আপনি যদি নিশ্চয় আপনি কিছু না কিছু এই কোম্পানীর সহিত কাজের বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার বিশেষ সুযোগ হইবে।

দি ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাসুরান্স কোম্পানী লিঃ

(১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত)

পূর্ণ বিবরণের জন্য লিখুন—

মিঃ জে, এল, সাহা, এ্যাডভোকেট— চীফ এজেন্ট, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

প্রাসঙ্গিক

ৎ আফ্রিকা ইউনিয়নে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

১ সালে জুলাই মিটি ইতে ও ভোরেনেসবার্গ একই দিনে আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের দুইটি সংবাদে পরস্পরবিরোধী মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

: মালানের নূতন নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণ া ইউনিয়ন সরকার ভারতীয়দের প্রতি ম্যন্ত বৈষম্যমূলক নীতি পূর্ণোদ্যমে প্রয়োগ রেন করিতেছেন বলিয়া তাহার সরকার বর্ণ-বিদ্বেষী বিশ্বমতি পুনরুজ্জীবনের জন্য উহাকে আমরা দক্ষিণে অধিবেশনের আলোচ্য অন্যতম করিবার আবেদন জানাইয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয়দের ধেকারী আইন সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত পূর্বেই ইউনিয়ন সরকার তাহা সঙ্ঘ পরিত্যাগ ; তবে তিনি সাধারণ পরিষদে ভিন্ন-আলোচ্য বিষয়ের তালিকা করিতে আবেদনের উদ্যোগী

ইতোমধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা নাকি তাহা সমর্থন ত্রের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ প্রাদেশিক আইন ন করিয়াছেন।

ফলে ভারতীয়দের অধিকার সম্পর্কিত প্রতি ক্তির ও ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯৪৩ সালে ৪ বিলটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হইবার দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইহা সম্পর্কে অগ্রগতির ঘটিয়া আফ্রিকান্স ভাষে ভাষী ভূমিদার ও সম্পন্ন কৃষিজী । সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে বর্ণ-আতিজাত্যগত বিদ্বেষ বাধা ও ধার্মিকা ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের ভাষে কর্তৃত্বপরতা ও প্রতিভার সঙ্গে বিচার স্বীকৃতি উঠিতে পারিতেছে না বলিয়াই প্রভুত্ববিরোধী বিধি-বিধানের সাহায্যে ভাষে অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া স্বার্থসাধনের চেষ্টায়ছে। ভারত সরকার এই সমস্যার এ ও মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইলে কোন কিছুই ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার রক্ষার সমর্থ । তাহা ছাড়া রাষ্ট্র সংঘের সনদ প্রচারিত স্বাধীনতা সনদটিকেও ভারতীয়দের পক্ষে করিয়া তোলিবার প্রয়োজন নিশ্চিতে।

ন হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা

ন আইন পুনর্বিবেচনার সময় এম রাণ ইঙ্গিত করিয়াছে। প্রথমতঃ তোন এক-উপনেতার টিকিটে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন না। ভবিষ্যতে প্রজা সাধারণ কেন্দ্র হইতে তাহার প্রার্থী হিসাবে তিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ কারণেই তাঁহার বিরুদ্ধে তোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া আমরা মেওয়া চলে না যদিও সেবিরুদ্ধে প্রকৃত অবস্থার সঠিক বর্ণনা বলিয়া অভিযোগে গ্রহণ করা চলে। সংখ্যালঘুদের অধিকার ও বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের জন্য পূর্ব এক সরকারের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও তোন পুরাতন "অর্থের বস্তা" ঝিটা তাহা করিতে সংখ্যালঘুরা তোন বাধা হইতেছে তাহা প্রথমতঃ বিশ্লিষ্ট পর আর বৃহত্তর করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি পূর্ব এক পরিবর্তনের ফলেও মনের মোড় ঐ একই দুর্ভাগ্য দিকে এ সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। আন্তর্জাতীয় সম্মেলনে উহার সরকারের মধ্যে সদস্য সম্মেলনের ভলে যাহাই স্থির হউক থাকুক না তোন, তোন্তর তোন যাইতেছে যে, সংখ্যালঘুদের জীবন যাপন ধারা তোটেই তুলনা এর নাই। "সংখ্যালঘু বিরুদ্ধে তোন পার্থ আচরণ সাধারণ কি হইয়াছে আমরা আন্তর্জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে তাহার তোন দেখিতে পাইনি, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধেই প্রবল বিদ্বেষের বশে এমন অধিকারে সহজই পক্ষিম এক অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন।—এখনও আন্তরিক "সব ঠিক আছে" ভাব অক্ষুণ্ণরাখা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, ধার্মী-ভারত তোন্তরাঞ্চলে উদ্দেশ্যের প্রতি এই আমল-আমলাতন্ত্রের জাতির ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব বাঞ্ছিত অন্তর্নিহিতকার সহিত গ্রহণ করা পক্ষিম এম তোন তাহার সরকারের পক্ষে অন্তত জরুরী বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল তোন অভ্যর্থনা

পক্ষিম এম সরকারের তোনঅধিক সমবয়সনমন্ত্রিত শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল তন্দ্র তোন আসাম সম্প্রতি এক তোরার বক্তৃতায় বর্ষ হই জুলাই হইতে আট আসাম মূল্য বৃদ্ধির কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে তথ্যের অবতারণা করিয়া প্রবেশের যাত্রাযাত্রে যে তোটোই অসন্তোষ নয় তাহা বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রচারিত তথ্য ও তথ্যের বিশ্লিষ্ট উহার অভ্যর্থনা সম্ভাষণকে আমরা প্রমাদের পূর্ণ প্রমাণ করিয়া বিশ্ব অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাইরূপ মূঢ় বিশ্লিষ্টতার ফলে তোন পক্ষের প্রকৃত অবস্থা কি আসাম ধারণ করিতে পারে আমাদের তাহাই বিবেচ্য। খাদ্যদ্রব্যের অধিমূল্য বৃদ্ধিজনিত ফলে যখন তাহাদের পরিমাণে ৭ লক্ষ টন। প্রদেশে উৎপন্ন অন্নের ৭ ভাগ বিয়া আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৮০ হাজার আনয়ন প্রয়োজন। একদিকে অন্যান্য প্রদেশ উৎপাদন বাড়াইয়া, বহুদূর ভূমিসমূহ আবাদ এবং ক্রয়বিক্রয়ের নীতি। উহার ফলে সকল বাড়িয়াছে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি। খাদ্যাভাব আবাদ সরকারের পূর্বে প্রত্যাহিত সমস্ত আয় বিদ্যা প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। অধিকন্তু বন্যে দুর্ভাগ্যটি প্রতিরোধ করিতে হইলে আসামকে হইতে ১০ লক্ষ টনেরও অধিক খাদ্যশস্য আ করিতে হইবে।

সুতরাং বর্তমান খাদ্যাভাব সম্পর্কে সমাক ব হইয়া কিছু বলিতে হইলে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অ করিতে হইত। "তোন তিমার কারে নাই" তিনি যাহা বুঝাইবার তেমা করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ যাপার তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন। মূল্য বৃদ্ধির আসল তিনি অন্যান্য প্রদেশেও মূল্য বৃদ্ধির যে যুক্তিতর করিয়াছেন তাহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। সে দিনবর্ষায় প্রবেশের চোরাবাজারী দরের নিয়ন্ত্রিত দরের তুলনামূলক হিসাব দিতে যাওয়া সেনের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হয় নাই।

সেক্রেটারিয়েট ভবনে কর্মচারীদের বিক্ষে

ইলাহাবাদ বিক্ষোভ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, খরচ ই অবরুদ্ধমূলক উপায় অবলম্বনের সাহায্যে যাবী ছেন অসন্তোষ যেন কাঞ্জাবাদীন কর্মচারীদের চলিয়াছে। সেক্রেটারিয়েট ভবনে বিক্ষুব্ধিন পূ কর্মচারীদের বিক্ষুব্ধ আচরণ এই মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্মচারীদের প্রচলিত আইন সঙ্গত পৃঙ্খলা যোগ না থাকিলে কোন অফিসে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ চালান দুরূহ। যে ব কেহ করিয়া কর্মচারীদের এই ধর্মঘট ও বি তাহা যে অবিবেচনাপ্রসূত ও নিন্দনীয় পৃঙ্খলাপ এবিষয় অসন্দেহ। আইন ও পৃঙ্খলার মধ্যে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া চাকুরি পর কর্তৃপক্ষের বিধিসঙ্গত কার্যকলাপে হস্ত প্রয়াস সর্বাংশে নিন্দার্হ। কর্তৃপক্ষ যদি তোন

দিগন্ত

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
নিমন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ... ...২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল ... ... ২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

—সাধারণমূহ—

পশ্চিম বঙ্গ	বিহার	বোম্বাই	দিল্লী	সংযুক্ত প্রদেশ
কলিকাতা (হেডঅফিস)	চাইবাসা	বোম্বাই (মেইন)	দিল্লী	এলাহাবাদ
আসানসোল	পুরুলিয়া	কলবাদেবী	সদরবাজার (দিল্লী)	কাশীধাম (এলাহাবাদ)
বালুরঘাট	উড়িষ্যা	ভাউচা রোড	পূর্ব্ব পাঞ্জাব	লক্ষ্ণৌ
কার্শিয়াং	কটক	মাজেরহাট	অমৃতসর	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)
চাঁদপোতা	প্রদেশ ও বেরার	বড়ী মার্কেট (আহমেদাবাদ)	রাজপুতানা	বেণারস
চাইবাসা	অমরাবতী	সুরাট	আজমীঢ়	বেরেলি
চাঁচোলী	বাসিম	আসাম	মারওয়াড়	জলপুর
চাঁদপুর	বাসিম সিটি	শিলচর	যোধপুর	মোর হোড (লক্ষ্ণৌ আগ্রা)
জলপাইগুড়ি	বুলডানা	ডিব্রুগড়		পূর্ব্ব বঙ্গ (পাকিস্তান)
ঝালদা	বুলডানা ক্যাটনমেণ্ট			ঢাকা
ঝাড়গ্রাম	চান্দুর			চট্টগ্রাম
	অকোলা			

লণ্ডন এজেণ্টস্—ব্লিস্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাত্র ১০০ টাকা নিয়া আপনি একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র এক টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ

উদ্যমের সাফল্য ও পুরস্কারটি বিজ্ঞানের যাহা যোগ্যতম পাত্রকেই তাহার এক সম্পূর্ণতর ও সুপ্রমাণের 'সাফল্য' করিতে নিয়া উহাদের হিসাবেন যে, সরকার আর যাহাই হউন, দুইটি বস্তুর উদ্যমের সম্বিবেচনার দাম করিবেন। সে 'সম্বিধা' নিয়া দিতে কি পরিমাণ ধন হইল তাহার হিসাবে গ্রীষ্ক পাওনেলা নিয়ে নাই, কিন্তু এই দুই দিন মধ্যে কি কি করিতে পারিবেন তাহা বিবেচনা নিয়াছেন এবং যে অর্থনৈতিকগণের বিশেষজ্ঞ এই আইন, ... সরিবার মাসুষিকিতে দুরূপসম্বাদকে গুণাকারের করিবেছেন, 'সাঁহা' হোমাদের সাহে সহ ভগ্ন করিয়া দেওয়ার অনুরোধ ...

যদের উদ্দেশে এই সব কথা বলা হইলেও যারে পথ আর কাহাকে কোনদিন ভগ্ন কথা আসিয়া নিজ বিশেষক কেবলক ... গ্রীষ্ক পাওনেলার কাঁধনকারের পর এ ... হয়ত হয়ত নিয়াছে বিয়া আমাদের ... কোনোদিনের কোনো যাহা হউক ... কারণীর কলকে এ ভগ্নকর যাবতীয় ... করিয়াছে বিয়া আমাদের আনন্দের নিজ সাহ কয়েক সাহ দুষ্ক উকার ... বিজ্ঞানের গ্রীষ্ক পাওনেলা ... এক প্রকারের ভগ্নকরণ করিয়াছেন ... নিয়ে সাহেন বিয়ার সংযোগের ... করিতেছি।

... উদ্যমের ধন্য পরিচিত পাওনেলা ... ও গ্রীষ্কের ... পরিচিত ... বাহুড়ে ... বাড়ী করিয়াছেন, আর ... কারণে বেহুলা বাড়ী পরিবিধা ... ও উদ্যমে ভবনারে বাড়ী ... নির্মাণেছেন। প্রারম্ভাবে হইতেই সরকারী ... কোর্টহোতের উপযিত, তাহার ... হইতেই "সরকার" ... পাইয়াছিলেন। ... করিয়া সমস্ত উদ্যমের কিন্তু করিয়াছিলেন, ... অনেকেই জানিবেন না যে পাওনেলা ... এই পুরিপুল নৈতিক পরিপ্রম এবং অভিনব এই বিচিত্র ... স্বীকারের কারণে ... অনাদিত অর্জনীর ... সরকারের ... ভগ্নকারের ... নিজস্বুদ্ধিন বাবে ... বিনিময়ে পাওনেলা সাহেব সপরিবারে ... যদি আগে জানিতে পারিতেন তাহা ... সমস্ত প্রকার ... উদ্যমে আমার ... ভগ্নকারের উদ্যমের পরিবারবর্গের এইরূপ ... সাজাইয়া দিতাম উদ্যমের ... ।। ... ভগ্নকার ... উদ্যমে বলা নিষেধ ।।

... পাওনেলা সাহেব যাহা ... করিয়াছেন ... ও আধুনিক ... আমেরে সরকারী ... সহিত বিজ্ঞানের ... করিয়াছেন। ... যাহারদের আরো সাহে ... সঙ্গে ... সাহেব রাখেন উদ্যমেই ... যে পাওনেলা ... হইয়া ... যদি সরকারী ... ধনিক হইতেন, ... হইলে উদ্যমের ... অনেকটা ... সুখে ... করিতে হইত ... পাওনেলা ... এই ... পাওনের ... ।

... বিজ্ঞানের সুখে ... কোটি এক ... তরুণ ... উদ্যমে ... হইয়াছে, ... আমে ... এই ... প্রকাশিত ... হইতে ... বিজ্ঞানের ... ভগ্নকারের ... ভগ্নকরণ ... হইবে, ... আমে ... সাহেব ... ভগ্নকার ... ভগ্নকরণ ... ভগ্নকার ... ভগ্নকার ... ভগ্নকার

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনের কয়লা শিল্পে ক্ষতির সূচনা—ইস্পাতের অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন বৃদ্ধি—ব্রিটেনে আমেরিকার সাহায্য অপরিহার্য—দক্ষিণ আফ্রিকার চীনামাটির পরিকল্পনা—রবারের বীজ হইতে তৈল উৎপাদন—মৃত্যুদণ্ড রদ সম্পর্কে সরকারের মীমাংসা প্রস্তাব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১১ই জুলাই—ব্রিটেনের কয়লা শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রথম বৎসরেই প্রায় দুই কোটি পাউণ্ড মূল্য ক্ষতি হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। গত ডিসেম্বর-এর বিবরণীতে প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। গত তিন মাসে কয়লা শিল্পে ক্ষতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত বৎসরের ১৯৫ কোটি টনের কয়লা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানের সপ্তাহে ৪০ লক্ষ টনের বেশী কয়লা উৎপাদন আবশ্যক। বিগত কয়েক মাসে ব্রিটেনের কয়লার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আগে যুদ্ধপূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় নিরানব্বই লাখ টন। বর্তমান ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ উইল আমার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইবে।

খনি শ্রমিকদের বাৎসরিক সম্মেলনে মিঃ ফোজ বিশেষের ২ লক্ষ খনি মজুরকে উদ্দেশ করিয়া সর্বতোভাবে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য এক আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, ব্রিটেন মার্শাল সাহায্যের জন্য আত্মবিক্রয় করিবে না, তবে সে ঋণগ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং মার্কিন সাহায্যের সদ্ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। মিঃ ফোজ বলেন, "ইউরোপের অর্থনীতি মূলে আমাদের আর্থিক লক্ষ্য জড়েই নির্ভর করিবে এবং আমাদের আর্থিক পরিকল্পনা ইউরোপের অর্থনীতির প্রতিযোগী না হইয়া বরং পরিপূরকই হইবে।"

গত জুন মাসে ব্রিটেনের ইস্পাতের উৎপাদন পূর্বেকার সমস্ত উৎপাদনের রেকর্ডকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত সংঘের হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক ১,৪৪,৪৪,০০০ টন হারে ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে।

পার্লামেন্টে সরকারী ও সরকার-বিরোধী উভয় দলের প্রধান বক্তারা ব্রিটেনের পক্ষে আমেরিকার সাহায্য অপরিহার্য বলিয়া এক মত হইয়াছেন। পার্লামেন্ট যে চুক্তিটি অনুমোদন করিবে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ক্যাপ্টেন লিটলটন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমেরিকার সাহায্য ব্যতিরেকে বিশ্বে ব্রিটেনের আর্থিক সমস্যা এক প্রকার অসম্ভব। মাঃ, ডিমি, চার্চ, মিঃ ইয়ার্কিং প্রভৃতি অন্যান্য বক্তারাও সমর্থন করেন। তাহাড়া শ্রমিক ও রক্ষণশীল বিরোধী দলের নেতা মিঃ এবং ১৪জন লোক বক্তৃতা করিয়া পরিষদ।

মিঃ চার্চিলের এই মন্তব্য আমার প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশ্বাসিক চুক্তির সর্তাবলী এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, ব্রিটেনের আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমেরিকার কোনরূপ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাই। তবুও কোন কোন মহলে দক্ষ সম্পর্কে অবিশ্বাসের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ এক্লেস্ বলেন যে, মস্কোতে এবারে চুক্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা তা মানের আগে মিঃ ভরমান ও তাঁহার সহযোগীদের সিমকট ইহার ব্যাখ্যা বিস্তৃত দাবি করিতে পারে।

চুক্তি সম্পর্কে বিরুদ্ধ আক্রমণ এখনকার দলের পক্ষ হইতে আসে নাই। শ্রমিকদলের উচ্চ কার্যকরী সমস্তাই গতকাল গভীর ভোট করিয়াছেন।

বাণিজ্যসচিব মিঃ হার্টি হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ব আফ্রিকার চীনামাটির পরিকল্পনা অধিকতর লাভজনক হইবে। উৎপাদন যার যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে চীনামাটির বিক্রয় মূল্য যে অনুপাতে আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনা অনুসারে চীনামাটির বিক্রয় মূল্য হইবে প্রথম তিন বৎসরে টন প্রতি ৩০ পাউণ্ড এবং পরে উহা কমাইয়া টন প্রতি ২০ পাউণ্ড করা হইবে। বর্তমানে বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে টন প্রতি ৩৫ হইতে ৭০ পাউণ্ড মূল্য দিতে হইতেছে।

রবারের বীজ হইতে তৈল উৎপাদনের জন্য গত এক বৎসর ধরিয়া গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। নাইজেরিয়া ও মালয়েও এ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য চলিতেছে। বক্তিলভা এ বিষয়ে বেশ আশা দিতেছেন।

পার্লামেন্টে মৃত্যুদণ্ড রদ করা সম্পর্কে যে বিল আনা হইয়াছিল, আগামী গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে পার্লামেন্ট তাহা সংশোধিত আকারে অনুমোদন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিশেষভাবে গঠিত কয়েকটি হত্যাজনিত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা উপরিতন পাঁচ বৎসরের জন্য স্থগিত করা হইবে সরকার এই বক্তব্যের এক মীমাংসা

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচন—ট্রুম্যানকে নির্বাচনী প্রচার অস্ত্র—বাজেট সভার সমাধান—ই-সি-এ ও সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের মধ্যে চুক্তির প্রশ্ন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৮ই জুলাই—ফিলাডেলফিয়ার ডেমোক্রেটিক পার্টির আসন্ন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে কাহাকে নির্বাচিত করা হইবে তাহা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছে। রেলপথ আইনেরবাতাবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইতে অনিচ্ছুক বলিয়া এ সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও পার্টির বহু নেতা তাঁহাকে নির্বাচিত করিবার আশা ত্যাগ করিতেছেন। কেন আইসেনহাওয়ার সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সহরে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। পার্টির আশা সাধারণের ধারণা হইতেছে, ট্রুম্যান নির্বাচনে জয়ী হইতে পারিবেন না। তবে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে তিনি পার্টির পদপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইবেন। বিশেষ সভার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট নির্বাচনের প্রস্তাবে তাহা লইয়া বিতর্কের অবতারণা করা হইবে কিন্তু সিদ্ধান্তের প্রথম ভিত্তি হইবে দেশের বাস্তবতাত্ত্বিক পরিবর্তন।

ডেমোক্রেটিক পার্টি হারাবে মিসিসিপি প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলীয় ট্রুম্যান বিরোধী ভোট আকৃষ্ট করিবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ১৯৪ জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় পাইকারী মূল্য সূচক ১৯৬.৭-এ দাঁড়াইয়াছে। (এখানে ১৯৩৯ সালের মূল্য সূচক ১০০ ধরা হইয়াছে) কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সূচক দাঁড়াইয়াছে ২৯৮.৬-তে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের মূল্য সূচক ১০০ ধরা হইলে, ইহা জুলাইয়ের প্রাথমিক বাজার দর দাঁড়ায় ১—সাধারণ সূচক ৩১৮.১, আমদানি ২৮৭.৫ রপ্তানী—৩৭৭.৪, মূল উৎপন্ন দ্রব্যের—৩৩৭.৪, কারখানাজাত—১২০.১ ও শিল্পে উপাদান—২৭৭.৩

মিঃ ট্রুম্যানের "ফাস্টমাল সিটি স্যাভিংস বাণ্ডে" বক্তৃতা দেশে লোকের উপর আমেরিকার মূলধনীতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দৈনন্দিন জীবনের হিসাবনিকাশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বর্ষের মূল্যের উপরই এই অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পণ্যভোগীদের মূল্য সূচকের দিক হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় ১৯৩৯ সালের অনুপাতে সরকারী ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য অনেক বিশেষ বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে এই মূল্য বৃদ্ধির অঙ্ক ১৯৩৯ সালের একই জিনিসের মূল্য ১৯৪৮ সালে দুইটি জিনিসের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড এক্সপোর্ট কনফারেন্স"-এর ১৯৪৮ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক হিসাবে আমেরিকার অ

হবে অর্থাৎ ভারতের পরিবর্তে ব্রহ্মদেশ হাত পাইতেছে। প্রথম কালে যাহা অসম্ভব ব্রহ্মদেশের ও ব্রহ্মবাসীর তাহা নহে। তাহা দ্বারা বৃহত্তরের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবের ফলে বাণিজ্যের সকল হয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্তমানে যে অভাব সংঘে ব্রহ্মবাসীর বহুলাংশে ঐ সব পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তার সকল বাণিজ্য হইতেছে। দুর নিশ্চয় ও যে মূলধন বিনিয়োগের বাধের পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।

পি-এ'র সাধারণ্যপ্রাপ্ত বেতন বেশ বাড়ী হয়েছে। বিঃ রক্ষণাবেক্ষণের সংস্কারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন নাই, সেই সব ক্ষেত্রে সাধারণ এ বন্ধ রাখিবে। যে সকল রাষ্ট্রের সহিত কোন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, সে সবের বেলাতিক্রম অনুরূপ। অন্যান্য বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড, জার্মানীর অস্ট্রিয়া অঞ্চল হোলাণ্ড ও পর্তুগাল। এই বেলজিয়াম কোন্সাল সাধারণ পাইবেন না। ভারতীয় সরকার তাদের সহিত ভারতের দূত বিনিময়ের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে অসম্মত হওয়াতে দূতের সঙ্গে সাধারণ দূত দূতের বিনিময় করা হয় তার উপযুক্ত আলোচনা চলিবে। দূতের ক সম্পাদিত হইয়াছে, তবে ইহা এখনও হয় নাই। দুইদেশের সহিত চুক্তির অনুরূপ কোন সাধারণ সম্ভাবনা নাই।

সস্তায় পৌরসভা—ভারতে ইস্পাত শিল্প বৃদ্ধির উদ্যোগ—সিংহলস্থ ভারতীয় ও অধিকার সম্পর্কিত ঝগড়া মিল—ভারতের বাণিজ্য ও মৈত্রী চুক্তি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৩ই জুলাই—দিল্লীর পৌরসভাগুলি যেমন তীব্র ও কুরুচ হইয়া উঠিয়াছিল। যত পরিবার বিভাগের ফলে সভাগুলি বর্তমানে যেন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে যে, দিল্লীর দু যে এখনও সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে নাই, আশ্চর্যের বিষয়। সম্প্রতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে বিভক্ত দিল্লীর পৌরসুযোগের সম্পূর্ণ ভাঙন বিলম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে দুর হইতেছে সর্বাপেক্ষা জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ সত্ত্ব গুরুত্বের ও সফলতার ১৯৪০ সালের পৌরসভার দুরবস্থার সমাধান অসম্ভব। পৌরিকরের দুরের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ও তিন বৎসরের কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত

ঘরিচ বিভাগ করিবার পক্ষপাতী হইবে। এ সম্পর্কে দুরের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবে, কিন্তু যে পরিবর্তনাদেই যান চলাচল ব্যবস্থার উপর সাময়িক গুরুত্ব আরোপ করাইবে। উক্ত অধিবেশনে এরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দিল্লীর বর্তমান বিভিন্ন দুর আকারে সড়ক বিস্তীর্ণ করিয়া কেন্দ্র হইতে যাতায়াতের মত অন্যান্য সড়কগুলি উহার সহিত যুক্ত করিলে প্রত্যেক অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হইবে। তেমনভাবে সরকার পরিচালিত দুর নির্মাণের অনুমতি দেওয়া চলিবে। ব্যবসায়ের উপর বিক্রয়ের চাপ কমাইবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক বাজার কেন্দ্র খুলিতে হইবে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শিল্প, অফিস, বসতবাড়ি, বাজারকেন্দ্র ইত্যাদির স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। পুরাকীর্তি ও উদ্যান বোর্ডের প্রতিনিধিরা উহাদের সুনাম সংরক্ষণ বিষয়ক পরিকল্পনাগুলি যুক্তির ভিত্তির উপর পরিবর্তনের অনুমতি অধিকার উপর জোর দেন। আলোচনা দিল্লীর জন্য সরকার ব্যবস্থার কোন উল্লেখ আশা নাই, তবে সেপ্টেম্বর মাসে বিস্তার সরকার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা খোলা সম্পর্কে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের সঙ্গে পরিসংখ্যানের মেলাস কথা কোম্পানীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতে এতদিনে তারা যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত শিল্প পরিচয় উঠিতেছে বলিয়া দর্শন আশার সঞ্চার হইয়াছে।

যাহা পরিচালিত এই সকল কারখানায় বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। ভারত সরকারের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কমিটি—বর্তমান পনেরো লক্ষ টন উৎপাদনকে বাড়াইয়া তিরিশ লক্ষ টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পরামর্শ কমিটির প্রাথমিক বিবরণী প্রকাশিত হইতে আরও দুই বৎসরকাল সময় লাগিবে। তাহার পূর্বে কোথায় এবং কয়টি কারখানা স্থাপিত হইবে কিছুই বলা যায় না। শীঘ্রই পশ্চিমবাঙ্গের ইণ্ডিয়েন্সোলাস কমপ্লীক্সপার্ক কোং ও মেসার্স মাকর্ডি কোম্পানীর সঙ্গেও কারখানা স্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। এই কোম্পানী-গুলি কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করিবে কিনা জানা যায় নি। তবে, কারখানা স্থাপন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রস্তুতির ভার ইহারা গ্রহণ করিবে। পরিকল্পিত কারখানাসমূহ সম্পূর্ণ চালু করা পর্যন্ত অন্যান্য ব্যবস্থার ভারও ঐ কোম্পানীগুলিকে দিয়োগ করা হইবে কিনা তাহা ভারত সরকার পরে বিবেচনা করিবেন। এ ধরণের দুটি কারখানা স্থাপন ও চালু করিতে প্রায় ৭ বৎসর কাল লাগিবে এবং ইহার জন্য ৫০ কোটি টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় হইবে। তবে, বৎসরে প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বিসহজনক হইবে না।

সিংহলে ভারতীয় অধিকার লাভ সম্পর্কে বহু বিলে ভারতের ভারতীয়দের বিষয়ে যে সব বিরোধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সরকার তাহা জানাবেন জন্য সিংহলস্থ ভারতীয়দের একদল প্রতিনিধি বক্তৃতা ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। যে সকল ভারতীয় ১৯৩৯ সাল হইতে ৭ বৎসর কাল সিংহলে বসবাস করিয়াছেন, কেবল তাহারাই আংশিক অধিকার লাভের যোগ্য বলিয়া বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভারত সরকার পূর্বে বিলের এ ধারা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এ ১৯৪১ সাল হইতে ৭ বৎসর কাল গণনা করা তাহারা পক্ষপাতী।

বক্তৃতায় বিলে আরও প্রস্তাব করা হইয়া যে নাগরিক অধিকার লাভে শুধু তাঁহারাই যোগ্য বিবেচিত হইবেন যাঁহারা সিংহলের প্রচলিত এ অনুযায়ী ভাষা এক পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সং সিংহলে ভারতীয়দের মধ্যে যে পরীক্ষা প্রদান রীতি প্রচলিত আছে। ভারত সরকার বলে জানেন যে, বিলে এ ধারা প্রযোজ্য হইলে বর্তমানে যে সকল ভারতী যের যে পরীক্ষা আছে (ইহাদের সংখ্যাই বেশী তাঁহাদের নাগরিক অধিকার লুপ্ত হইবে। তবে বর্তমানে যিনি এক পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন নাগরি অধিকার লাভের পর তিনি যে পরীক্ষা প্রদান করি পারিবেন না, এই ব্যবস্থা হইতে পারে।

বিলে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নাগরি অধিকার লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবার পূ প্রত্যেক ভারতীয়কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণ করি হইবে যে তাহার জীবনযাপনের উপযুক্ত আয় ব্যবস্থা আছে।

জানা গিয়াছে বেসরকারী সরকার বাণিজ্য ও মৈত্রী চুক্তি বহনে ভারত সরকারের সঙ্গে আরও আলোচনা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে হেতু এ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উন্নতি যান বাহন ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের উপর এবং নির্ভরশীল সেই হেতু বেসরকারী সরকার ভারত বেসরকারের মধ্যে মোটর চলাচল পথ নির্মাণের ও একজন পার্শ্বস্থ সড়ক বিশেষজ্ঞ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন বর্তমানে সর্বদেশ বেসরকারে উপর আলোচনাধীন হইতে তাতীয়ত পথায় বহু বাহন বিস্তৃত একটি সড়ক আছে

বিশেষ প্রবন্ধ

জার্ম্মাণীতে মুদ্রা সংস্কার

চতুঃশক্তির মীমাংসা প্রয়াস ব্যর্থ

লেখক : ডব্লিউ, এম, চ্যাটফার্ড

মার্শাল স্তোকোলোভস্কি সম্প্রতি বলেন যে, জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে মুদ্রা সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে "জার্ম্মাণী বিভাগ কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ হয়েছে।" কথাটার সবটা অবশ্য তুলের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আজ আর কারো কোন মতভেদ নেই।

প্রকৃত পক্ষে এই দেশ-বিভাগের মূলে মুদ্রা সংস্কার বা পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কোন অবাঞ্ছিত কর্ম্মনীতি—কিছুই নেই, বরং জার্ম্মাণী যেদিন দিন পক্ষের অধিকারে আসে সেদিন থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে অধিকাংশ নীতিগত মতভেদের ফলে জার্ম্মাণী বিভাগের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। বর্ত্তমানে বিধ্বংসিত জার্ম্মাণী তারই সুস্পষ্ট পরিণতি।

একথা কেউই বিস্মৃত হয়নি যে, রাশিয়া একদিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে "লৌহ যবনিকা" প্রসারিত করে নিজ অধিকৃত অঞ্চলে গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছে। বিগত তিন বৎসর ধরে সেখানে যন্ত্রক পরিস্থিতি প্রায় ফুটে ছিল। তারাই একদিন পরস্পরের এলাকার মধ্যে অবাধ পরিচিতির পুনঃপ্রবর্ত্তনে বারংবার বাধা দিয়েছে। তারাই পট্‌সডাম চুক্তি অগ্রাহ্য করে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে, এ বিষয়ে পশ্চিম জার্ম্মাণীর শক্তিবর্গের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সামান্য পরামর্শ করাও তারা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেনি।

এই সব পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ তা নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে একথা সত্য যে, তারা সমগ্র জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক একত্ব কালের কাছে দাবী বিসর্জ্জন দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে তাতে তারা সফল হয়েছে এবং পট্‌সডাম চুক্তি অনুযায়ী যুক্ত অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বনের সকল প্রয়াসকে বিফল করেছে।

রাশিয়ার এই প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাঞ্চলে অন্ততঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতি সমগ্র জার্ম্মাণীতে যুক্ত মুদ্রা সংস্কার ব্যবস্থাকে বস্তুতঃ অসম্ভব করে তুলল। অবশ্য প্রথম থেকেই জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে মুদ্রাসংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়েছে।

যুদ্ধশেষে বিজয়ী যখন জার্ম্মাণীর পরিচালন-বিভাগের। যুদ্ধকালীন অবাধে কাগুজীমুদ্রা প্রচলনের ফলে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি ভীষণ আকারে দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালের মধ্যে চলতি মুদ্রা এক-দশমাংশে হয়ে যায়, উপরন্তু বিশেষ সামরিকভাবে অতিরিক্ত মুদ্রা (Allied Occupation Marks) প্রচার করায় মুদ্রার অবস্থার অবনতি ঘটে, যদিও জার্ম্মাণীর তৎকালীন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মুদ্রার প্রচলন না করে উপায় ছিল না।

কিন্তু রাশিয়া সেই সময় কি পরিমাণ অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন করেছিল তা আজ পর্য্যন্ত বিশদভাবে অজ্ঞাত। ১৯৪৪ সালে অবলম্বিত সেই সাময়িক ব্যবস্থার ফলে ১৯৪৮ সালে জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা গুরুতর হয়। মুদ্রা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময় যেসব মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, কারণ রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিগত পার্থক্যই তার প্রধান অন্তরায়।

তার ফলে জার্ম্মাণীর আন্তর্জাতীক অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়, অথচ মুদ্রাসঙ্কোচন বা বিনিময় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হলে কোন রকম অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য জার্ম্মাণ মুদ্রার উপর কারো কোন বিশ্বাস রইল না, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য প্রথমতঃ কালোবাজারে আত্মগোপন করল। অতি-লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা তাদের প্রকাশ্য বিক্রয় বন্ধ করল। উৎপাদন ব্যাহত হল। ফলে বিদেশে রপ্তানির জন্য পণ্যদ্রব্যের যোগান অসম্ভব দেখা যাওয়ায় জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ল।

বিজয়শক্তিরা এই ভাবে জার্ম্মাণীতে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডের মতো জার্ম্মাণ মুদ্রার প্রতি পূর্ব্বের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য মুদ্রানীতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, তাছাড়া এই অবস্থায় কারো পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ বিষয়ে ত্রিশক্তি রাশিয়ার সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে কোন মীমাংসায় পৌঁছতে

তাই এই উভয় সঙ্কটের মধ্য থেকে বিশেষজ্ঞকে দুষ্কিত পথ বেছে নিতে হয়েছে এবং সে পথ একমাত্র পথ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার খাতে কোন রকম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায় দুষ্কিত্য। সেই জন্য জার্ম্মাণীকে অভিযোগ্য খাতের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অভিযোগ্য দেশ বিভাগের স্বীকার করে নেওয়াই বিজয়শক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু এই দেশ-বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে রাখা হয়েছে, কারণ আশা ছিল হয়ত না একদিন চতুঃশক্তির মীমাংসা সম্ভব হবে, যদিও তা হয়নি। এই অপরিহার্য্য বিলম্বের জন্য বিজয়শক্তিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু যেদিন বিজয় গর্ব্বের থেকে মার্শাল স্তোকোলোভস্কির মাইকীয় নিক্ষেপ জার্ম্মাণীর চতুঃশক্তির শাসন ব্যবস্থার উপর যবনিকা টেনে দিল, সেইদিনই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি হল যে বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন এবং জার্ম্মাণী বিভাগ অপরিহার্য্য। কারণ, পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যখন মীমাংসা পক্ষপাতী, রুশশক্তি আপোষে তাদের কোন আস্থা নেই।

মার্শাল স্তোকোলোভস্কি উচিত কথাই বলেছেন যে, জার্ম্মাণী বিভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি কথা বলা উচিত ছিল যে জার্ম্মাণীর এই ভাগ্য বিপর্য্যয় ১৯৪৪ সাল থেকে জার্ম্মাণীতে রাশিয়া অনুসৃত বিভাগ-নীতির প্রত্যক্ষ ফল মাত্র।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়:— ৪৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়:— ৪২ চৌরঙ্গী,

তার	ফোন
ক্যাল ২২৮০ (৩ লাইন)	পি কে ৯৯৭১ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্নাঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

ব্যাঙ্কিং ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সফলই আমাদের কর্ম্মপন্থা, নিশ্চিন্তে।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ভারত-ব্রিটেন ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চেট্টির বিবৃতি

[illegible] (১৪ই জুলাই) এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চেট্টি ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে যে নূতন ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। শ্রীযুক্ত চেট্টি বলেন :—

গতকল্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং ভারত গবর্মেণ্টের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার সর্তাদি এবং বিশেষ তাৎপর্য বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। গত ১৯৪৭ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমি যে নূতন ষ্টার্লিং উপনিধির ইতিহাস এবং উহার বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। তাহা হইলে বর্তমান এই আলাপ-আলোচনার পটভূমিকা সম্বন্ধে একটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তাহার সকল কথা তাহার উদ্ধৃত ভাষণের কতকাংশ প্রেটিটেলে রক্ষিত। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা যে খাতের উপরে এবং মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা যে স্তরের উপর আমাদের প্রয়োজন কতকাংশে ষ্টার্লিংএর উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের ষ্টার্লিং আইন অনুসারে যাবতীয় লেনদেন ষ্টার্লিং সম্পর্কিত দুই ভাগে বর্গ, অর্থাৎ সোনার দেশ এবং ষ্টার্লিং সিস্টেমভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত করিতে হইবে। এই বিভাগ অনুসারে যুদ্ধের পূর্বেই বিভাগ বাহিরে বিভিন্ন পরিমাণে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইত। যুদ্ধের পূর্বে ঐ নূতন ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড (৫৪ কোটি টাকা)।

[illegible] আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নূতন ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ দাঁড়ায়—১১৬ কোটি পাউণ্ড (১৫৫ কোটি টাকা)। বিভিন্ন ধরণের আর্থিক প্রতিশ্রুতি আদান-প্রদানের ফলে যুদ্ধের সময় ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে অবস্থার মধ্যে ষ্টার্লিং নূতন হয়, তাহা এই :—ভারত ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক ভারত গবর্মেণ্টকে ষ্টার্লিং-এ দেওয়া হয়; তদুপরি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং অন্যান্য গবর্মেণ্ট-সমূহের জন্য কতকগুলি ব্যাপারে ভারতকে যে ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার এই পরিশোধ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের [illegible] ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপরিমিত পরিমাণ ষ্টার্লিং [illegible] বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আছে, ঐ সকল লেনদেনের জন্য সেই ব্যবস্থা প্রযোজ্য করা হয়। এইরূপ [illegible] ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়, এখন অভিজ্ঞতার পূর্বে ছিল যুদ্ধকালীন ব্যয়ের অংশ হিসাবে ব্রিটেন যে ষ্টার্লিং-এ যে মূল্য প্রদান করেছে, তাহার ৩ কোটি বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তাহা করেন। এই প্রকারে ষ্টার্লিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের [illegible] মধ্যে গণ্য হয়। উহা ছাড়া আরও অনেক ইংলণ্ডে কিংবা বাটোন আছে। সুতরাং ইহা অতি স্পষ্ট যাহের নূতন ষ্টার্লিং বিভিন্ন গবর্মেণ্টের মধ্যে উহাদের এবং যুদ্ধের ব্যবসার লাভের জন্য যে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপার বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তদনুসারে কতকগুলি লেনদেন ব্যাপার ছাড়ায় হিসাব-নিকাশের ফলে মোট যে অর্থ পাওয়া যায়, নূতন ষ্টার্লিং তাহারই সৃষ্টি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং ভিন্ন গবর্মেণ্টসমূহের নিকট হইতে আমাদের পাওনা-ব্যবস্থা ছাড়াও, যুদ্ধের সময় ভারতকে নিজের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

মূল কথা—এই রেখা দেখাইয়া নূতন ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ হ্রাসের কোনও চেষ্টা হয় নাই। মৌলিক দিক বিচারই হউক, অথবা অন্য যে কোন দিক বিচারই হউক, পরিমাণ হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ভারত যুদ্ধের ব্যবসায়ের পূর্ব অংশ গ্রহণ করে নাই, এখন বলা চলে না। যুদ্ধের সব বৎসর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে সকল চাপ পড়িয়াছিল, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে যাহাতে এরূপ কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই যে, ভারতকে আরও ব্যবসায় ক্ষম করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ হইবে না এবং ভারতের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করিবেন।

১৯৪৭ সালের প্রথমভাগে যে অবস্থা ছিল, তাহা এই—ভারত ষ্টার্লিং অঞ্চলে নিজের উদ্ধারের যে কোনও প্রকারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অবাধে তাহার নূতন ষ্টার্লিং ব্যবহার করিতে পারিত। তবে ঐ অঞ্চলে পণ্য দ্রব্য রপ্তানীর ব্যবস্থার উপর তাহা নির্ভর করিত। এতদ্ব্যতীত, ভারত নিজের বিবেচনানুযায়ী নূতন ষ্টার্লিং ডলারে বা অন্য যে কোনও মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পারিত। তবে বেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক কিনা, সে সম্বন্ধে তাহাকে বিবেচনা করিতে হইত। ব্রিটেন এবং অ্যাসেটিকের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তির ফলে এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। সেই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে যে পরিমাণ ষ্টার্লিং নূতন হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকে বিভিন্ন করার উদ্দেশ্যে ষ্টার্লিং বেলজিয়ামের সহিত চুক্তি-সম্পাদনের জন্য প্রোটোকলভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ ইক-আর্জেন্টিন চুক্তি অনুসারে এবং নূতন অর্থ প্রযুক্তভাবে সঞ্চিত পরিশোধের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের বিভিন্ন বেশের মধ্যে ১৯৪৭ সালে আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে লন্ডনবিহারে উক্ত গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তার পর ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ছয় মাসের জন্য একটা সাময়িক চুক্তি হয়। পরে এই চুক্তি আরও ছয় মাসের জন্য বলবৎ করা হয়। বিগত ইক-আর্জেন্ট [illegible] [illegible] বিষয়ের বহু আলোচনা [illegible] বিভিন্ন পরিমাণ [illegible] করিয়া [illegible] ১৯৪৭ সালের [illegible] স্টার্লিং পরিমাণ ১ কোটি (১৩ কোটি টাকা) ধার্য করা হয়।

জানুয়ারী মাসের চুক্তি ৬ মাস বলবৎ থাকার পর ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তাহার মেয়াদ শেষ হয়। সুতরাং নূতন করিয়া আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে লন্ডনে প্রতিনিধিবর্গকে প্রেরিত হয়। নূতন ষ্টার্লিং চুক্তির সাধারণ প্রশ্ন ছাড়া আরও কতকগুলি অবশ্য বিশেষ মীমাংসার প্রয়োজন ছিল। যে সকল উদ্দেশ্যে বর্তমানে আলাপ-আলোচনা হয়, তাহা এই—

(ক) ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে অধিবেশনে ভারত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের যে সকল ঋণের দাবী স্বীকার করিয়াছে, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষকে যে মূল্য দিতে হইবে তাহা স্থির করা,

(খ) ভারতকে প্রতি বৎসর যেরূপ হারে কত টাকা দিতে হইবে, এবং (গ) নূতন ষ্টার্লিং-এর দরুণ যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার কতকাংশ বিশেষ মূল্য বিনিময়ের ব্যবস্থাদ্বারা প্রথমতঃ তিন বৎসরের জন্য ষ্টার্লিং আকারে রাখা করা।

যুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতের যে সকল রেল ও খাদ্য সম্পত্তি কেনিয়া যান ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাহার মূল্য স্থির করেন। ঐ সকল দ্রব্যের জন্য কত মূল্য দিতে হইবে তাহা পরে স্থির করার সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তানে ভারত নূতন প্রবর্তিত হওয়ায় এই বিষয়ের মীমাংসা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। তদুপরি, উহা মীমাংসার মধ্যে নূতন ষ্টার্লিং চুক্তাকারে রূপ করিয়া লওয়ার প্রয়োজনও বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। কারণ, উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সম্পত্তি। পাকিস্তানে নূতন মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় এবং ভারতীয় নোটগুলি পাকিস্তান হইতে বিলাত যাওয়া বন্ধ হওয়ায় ঐ ষ্টার্লিং-এর একাংশ পাকিস্তান গবর্মেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন ষ্টার্লিং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, পাকিস্তান ব্যাঙ্কিংকার্য বিলাত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৪৭ এবং উহার বিভিন্ন সংশোধন ব্যবস্থায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋণ ও খাদ্য সম্পত্তি প্রভৃতির বাবদ কি মূল্য দিতে হইবে, পাকিস্তান গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিবর্গের সহিত একযোগে আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অর্থ-বিভাগ হিসাব করিয়া উহার মূল্য ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং (৪১০ কোটি টাকা) ধার্য করেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে করাচীতে এক সম্মেলন হয়। ব্রিটেন-পরিত্যক্ত উল্লিখিত ঋণ ও খাদ্য সম্পত্তির মূল্যের হিসাব কিভাবে করা হইবে, এবং উহা উভয় গবর্মেণ্টের মধ্যে কিভাবে

ভারত ও পাকিস্তানে মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদের বিবরণী

ভারত ও পাকিস্তানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদ একটি ১০ দফা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়া গত ১৮ই জুলাই বাণিজ্য এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত-আমেরিকান ও পাকিস্তান-আমেরিকান বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারের জন্য পরিষদের একটি 'ভারত-পাকিস্তান কমিটি' গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পরিষদের বিবরণী রচিত হইয়াছে। বিবরণীতে লিখিত সুপারিশগুলি করা হইয়াছে :—

১। মার্কিন সওদাগরী সংস্থার ও ব্যবসায়গত আমদানি বিধি-নিষেধের যতটা ভিতর দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকারীদের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাদির সমাধান আবশ্যক।

২। ভারত ও পাকিস্তানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক সম্পাদন আবশ্যক এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং এই দুই দেশের সহিত আমেরিকানদের বাণিজ্য ব্যাহত হয় না হয়, তজ্জন্য আমেরিকায়ও ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৩। বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্য ভারত ও পাকিস্তানে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ শিথিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাণিজ্যের পরিবর্তে শিল্পকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং শিল্প বাণিজ্যের আন্তর্জাতীয় পরিচালনায় এমন কোন ব্যবস্থা রাখা অনুচিত যাহাতে উৎপাদনশীল বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে কোন প্রকারের বাধা সৃষ্টি করিতে পারে বা উৎপাদের অবাধ স্রোত রোধ করিতে হয়।

৪। বিনিয়োগের জন্য যে বৈদেশিক মূলধন প্রেরিত হইতে থাকিবে, তাহার জন্য যাহাতে দুইবার কর দিতে না হয়, সেজন্য ভারত ও পাকিস্তানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়-করের চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক।

৫। অর্থনৈতিক উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার ও মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ভারত ও পাকিস্তানে কর-বিধি যথাসম্ভব সরল করিতে হইবে এবং করের বোঝা লাঘব করিতে হইবে।

৬। ভারত ও পাকিস্তানকে বৈদেশিক পর্যটকদের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৭। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশগুলির প্রাপ্য বাণিজ্যিক সুবিধা এবং বাণিজ্যিক বাধা-নিষেধ ক্রমে ক্রমে আরও হ্রাস করা আবশ্যক।

৮। পাকিস্তান বিনিময়ের জন্য কি পরিমাণ ডলার উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিবার জন্য ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক আইন ও পাকিস্তানসমূহের উপর নির্ভর করা আবশ্যক এবং এই সংজ্ঞা যেন স্থির ও নির্ভরযোগ্য ভাবে দীর্ঘ থাকিবে।

৯। আমেরিকায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণে ভারতে ও পাকিস্তানের মালের আমদানি হয়, সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের রাজধানীতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

১০। ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যাহাতে একটি চিরস্থায়ী বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, সেজন্য ঐ দেশগুলির বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচালনা ও প্রবর্তনের প্রতি পারস্পরিক আগ্রহ সঞ্চারিত করা আবশ্যক।

কমিটি বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু আমেরিকার "বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা, অসীম সঞ্চিত মূলধন এবং আধুনিক শিল্প-কৌশলের জ্ঞান রহিয়াছে," সেজন্য আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কমিটি এই সঙ্গে তরিবিনিময়কে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, উভয় দেশের অর্থনীতি সংস্কারের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও এই পর্যবেক্ষণের যদি ইহার সুযোগে লাভবান না হইতে পারেন, তবে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে তাহা প্রতিবন্ধক হইবে। যাহারা মনে করেন যে, রাজনৈতিক ও ধর্মগত সমস্যা ও বিরোধসমূহ যথা-নিয়মে দূর না হইলে পূর্ণতম অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর, তাঁহারাও ইহাতে সন্দেহ করিবেন না।

বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে, "দেশের বর্তমান অবস্থায় যতটুকু সম্ভবপর, তাহার অতিরিক্ত কোন বিরাট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি করা হয় এবং শিল্পের প্রসার করিতে যাইয়া কৃষি-সংস্কার ও কৃষি-উন্নতিকে একেবারেই আমল না দেওয়া হয়, তবে বিদেশীরা হয়তো মূলধন খাটাইতে ভরসা পাইবেন না। কমিটি মনে করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচয়িতারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশের অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইহার প্রমাণ পাইলেই উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি বিদেশী বণিকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।"

বিবরণীতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোনরূপ একচেটিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না লইয়া ভারত ও পাকিস্তানে আমেরিকান মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে, তবে মূলধন ও তাহা খাটাইবার ব্যবস্থা যাহাতে নির্ভীক থাকে সেজন্য যথোচিত বৃদ্ধি রাখা হইবে। এজন্য পাকিস্তান ও ভারত সরকারের যথা অর্থনৈতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে এবং অল্পকালের মধ্যেই কাশ্মীরকালে [illegible] কাশ্মীরকালে যে [illegible] বাণিজ্যিক [illegible] হইয়াছে, [illegible] হইলে [illegible] সমাধান হইয়া যাইবে এবং আমেরিকান ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এই দুই দেশকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিতে আরও সুযোগ করিবে।

বিবরণীতে অভিমত করা হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট বাণিজ্য, বিশেষে প্রচুর মূলধন এবং বিদেশী দুইনৈতিক স্বার্থ ও বাণিজ্য রক্ষিতাদের বিশ্বাস ইহাতে আরও ও পাকিস্তানের সমস্যাবলী দূরীকরণ করিবার আগ্রহ হইবে এবং ইহা শিল্পগত উন্নয়নে, বিশেষ, অর্থনৈতিক সাহায্য ও সাধারণ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যেসমস্যা এই সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করিতে পারে।

পাট শিল্প সম্বন্ধে কমিটি বলেন যে, পাট ঐতিহাসিক কারণের সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় ছিল এবং সমস্ত পৃথিবীর পাটের চাহিদার শতকরা ১০ ভাগ ভারতবর্ষ মিটাইত। এই জন্য পাটের দিক হইতে বিশ্বে ভারতের গুরুত্ব অধিকতর। অন্য পক্ষে ভারত উপমহাদেশের ১০০টি চটকলের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলি মূলত কারণে পড়িয়াছে, সুতরাং ভারত ও পাকিস্তানের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা যা থাকিলে বিশ্বের উপর যারপরনাই ফল করিবে এবং বিশ্বে পাটের বিক্রয় বা বৃদ্ধির পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্তর করিবার জন্য বিবরণীতে ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত ও সংযোগরক্ষার টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারযন্ত্রে যোগাযোগ রক্ষার সুপারিশ করা হইয়াছে।

ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদ কমিটির বিবরণীতে একটি ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য এবং ঐ দুই দেশে মূলধন বিনিয়োগের পথের প্রতিবন্ধক যত শীঘ্র সম্ভব যাহাতে দূর করা যায় সেই উদ্দেশ্যে লইয়াই কমিটির বিবরণী রচিত হইয়াছে।

নিধন

(পূর্বাংশ ৭৬৬ পৃষ্ঠায়)

• • • •

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রীর অকাল বিয়োগে বাংলা দেশের ও বাংলা সাহিত্যের অপরিমেয় ক্ষতি হইল। মৃত্যুকালে অশোকনাথের বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় শিক্ষাগুরু, বিদ্বজ্জন পণ্ডিত খুব বাংলা দেশে আজ কাল দুই জনের বেশী নাই। তাঁহাকে বৈদিক ভারতের মূর্তিমান যোগী বলিয়া বলা যাইতে পারে। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন সত্যকার ব্রাহ্মণ। যে সময় তিনি ছিলেন সমাজ অধিকারী সংস্কৃত ভাষা ও ইংরাজীতে তাঁহার ছিল সমান বুৎপত্তি—উভয়টির অসাধারণ বুৎপত্তি। প্রকৃত পণ্ডিত তাঁহার ছিল বলিয়াই, তাহার বাহিরের কোন আড়ম্বর ছিল না। অন্তরে-বাহিরে ছুরে এমন একটি সামঞ্জস্য অকাল ঘুচিয়াছে, এমন একটি আদর্শ-উজ্জ্বল মহাজীবনের জীবনের আকস্মিক সমাপ্তিতে আমরা মর্মাহত হইয়াছি।

—সব্যসাচী

সঙ্কলন

কল্য হইতে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে আমদানি নিষিদ্ধ

১২ই জুলাই তারিখে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে কল্য ১৩ই জুলাই হইতে অনুমতিসহ প্রবেশের ব্যবস্থা বন্ধ করা হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারত ডমিনিয়নে চালে ডালসহিত কতকগুলি ভারতীয় রাষ্ট্রে অথবা সাধারণ জেনুইন হাই-কমিশনার বা অফিসারের নিকট হইতে অনুমতিপত্র নিতে হইবে। তবে সরকারী কাজে যা

উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবিশেষের যাতায়াতের জন্য ব্যবস্থার ভারতে প্রবেশ সম্পর্কে কড়াকড়ি করা হয়েছে অধিকারের ভঙ্গ। এইরূপ ক্ষেত্রে কড়াকড়ি না করিয়া অনুমতিসহ প্রবেশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতে অধিবাসীদের বেলায় এই সকল প্রযুক্ত হইবে না।

ভারত সরকারের ঘোষণার পূর্ব বিবরণ

৪ঠা মার্চ হইতে পাকিস্তান হইতে ভূমিপথে ভারতে প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তন হইতে প্রবর্তিত হয়, সাধারণতঃ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা সরকার ইহাতে আবশ্যিত হইয়াছেন। স্বাভাবিক প্রত্যাবর্তন বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ভারত সরকার বিমুখ।

অবশ্য কতকগুলি ব্যবসার জন্য ভারত বিশেষ শুরুত্বসহকারে চিন্তা করিতে বাধ্য। ভারতে পাকিস্তান হইতে আসত ৭০ আসে এবং এখনও অনেকে আসিতেছে। রাজস্বাধারে পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা করাই ভারতের প্রথম কাজ। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ভারতে প্রত্যাবর্তন প্রথম এক নৌত হইয়াছে যে, উহা উদ্বাস্তুদের পুনঃতহবিল ব্যবসায় করিতে আরে করিয়াছে।

ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের দাবী করিয়া সমস্ত প্রকার পণ্যালোচনা করার বন্ধ। উহারা ১৯৪০ সালের যে মাসের পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রদান করেন করিয়া সরকারী হিসাবে সংখ্যালঘুদের যাবতীয় প্রত্যাবর্তন নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন পর। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে উভয়পক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্তান হইতে মুসলমানদের ভারতে প্রত্যাবর্তন অব্যাহতভাবে চলিতেছে। উহা বন্ধ না করিলে পাকিস্তান হইতে আগত আগন্তুকদের পুনর্বসতি পরিকল্পনা ব্যাহত হইয়া যাইবে। সুতরাং ভারত সরকার এই ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তাঁহারা অনুমতিসহ প্রবেশের প্রথা চালু করিয়াছেন। ভারতে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিতে চাহে কেবল তাহাদের বেলাই এই প্রথা প্রযুক্ত হইবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এই প্রথা প্রযুক্ত হইবে না। যাহারা পাকিস্তান হইতে পুনরায় বসবাসের জন্য ভারতে আসিতে চাহে তাহাদিগকে সাধারণ প্রবেশ বা ভারতের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে।

এইরূপ কড়াকড়ি প্রথা চালু করার জন্য ভারত সরকার দুঃখিত। অবশ্য ভাল হইলেই উহা প্রত্যাহার করা হইবে।

এই প্রথা ১৪ই জুলাই সোমবার ভোর ৬টা হইতে বলবৎ হইবে।

মুনাফা কর্তন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সভা

শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরমণের সভাপতিত্বে ভারত সরকার কর্তৃক মুনাফার বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন ১৩ই জুলাই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উপস্থিত বেসরকারী নির্বাচন এবং শিল্পপতি ও অধিকারের মধ্যে মুনাফা কর্তন সম্পর্কে নীতি স্থির করার জন্য উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। মুনাফা কর্তন সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত কিনা ঘোষণা করা হইবে।

শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরমণ ব্যতীত উক্ত কমিটিতে সরকার পক্ষের শ্রীযুক্ত কৃতিলিয়ম, অর্থ-বিভাগের শ্রীযুক্ত গুরুবচন ও শিল্প বাণিজ্য বিভাগের একজন প্রতিনিধি আছেন। বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেম, শ্রীযুক্ত জৈন, স্যার বি, এন, মুখার্জি, প্রোঃ ব্রাহ্মানন্দ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত বি, বি, কার্নিক (কেন্দ্রীয়ের অর্থ উপদেষ্টা বেসরকার প্রতিনিধি), সলিসিটর মেসা শ্রীযুক্ত আমোক বেরী ও শ্রীযুক্ত আনুকারী যোগাই উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-রুশ বাণিজ্য চুক্তি

গত ১২ই জুলাই মস্কোতে প্রথম ভারত-রুশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তির ফলে ভারতের বদলে ভারতকে ৫০ লাখের টন গম পাইবে। ডেলিগেশনের নেতৃত্বে সমস্ত গম রুশ জাহাজযোগে ভারতের বন্দরে পৌঁছিবে। প্রথম দুইটি জাহাজ যোগাই বন্দরে আসিবে।

ন্যাশিয়ার রাষ্ট্রসম্মেলনে বঙ্গ পরিস্থিতি পর্যালোচনা

যোগাই প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্যের সম্মেলনে ভারত সরকারের [illegible] হইবে। ১৮ই জুলাই তারিখে বর্তমান সম্পর্কিত সরকারী কমিটির বৈঠক হইবে। বর্তমানে বেসিন্দের নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য উক্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কি বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহা বলা সম্ভব না হইলেও এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উক্ত সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বিষয় মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সাধারণের জন্য একটি নীতি গৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত

পরলোকগত দেবপ্রসাদ চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দাস ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা দাস শীঘ্রই তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবেন আশা করা যায়।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের নূতন বাস

জানা গিয়াছে যে গত ১২ই জুলাই যোগাই হইতে কলিকাতার প্রথম কিস্তিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ২৪ খানি বর্ণমণ্ডিত বাস আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বাসগুলি সবগুলিই একরঙা। উহাদের গায়ে একদিকে লেখা আছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এবং উহা। পরিষ্কার একটি বাঘের ছবি আছে। কলিকাতার রাস্তায় সাধারণতঃ যেসব বাস চলাচল করে, ঐ বাসগুলিও সেইরূপ। এই বাসের দোষের দিকে বাসগুলি রাস্তায় চালান শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২৪ খানি বাসের আর এক কিস্তিও যোগাই হইতে আমদানির প্রতীক্ষায় আছে। কলিকাতায় একটি কারখানায় যে ৫০ খানি বাস তৈরী হইতেছে, উহার একখানি ইতিমধ্যে তৈরী হইয়া গিয়াছে।

আটা এবং ময়দার মূল্য বৃদ্ধির কারণ

ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের যে গম এবং আটা সরবরাহ করিতেছেন তাহার মূল্য ১০ টাকা ৭ ১ টাকা ১৩ আনা হইতে বর্ধিত করিয়া যথাক্রমে ১২ টাকা ও ১৭ টাকা ৪ আনা করিয়া দেওয়ায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্প্রতি আটা এবং ময়দার বিক্রয় মূল্য বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জনসাধারণের নিকট পরমূল্যে উহা বিক্রয় করিলে সরকারের যাহা ক্ষতি হইত তাহার বিরুদ্ধে পূরণ করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিক্রয় মূল্য সংশোধন না করিলে সরকারের ৩ কোটি টাকা ক্ষতি হইত। মূল্য বর্ধিত করিয়া ক্ষতির পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা করিয়া আনা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম"কে জাতীয় সঙ্গীত করার সুপারিশ

যোগাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক

অর্থনীতি

ভারতবর্ষের তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের পাকিস্থানী জমার পরিমাণ

গত বৃহস্পতিবার মুলতঃ সিরী ও সংগঠন ভারত-ব্রিটেন ইস্যি চুক্তির বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিষয়ে ঐক্য হেইট বিষয়ে কতিপয় পরিষ্কার প্রমাণ করিতে লক্ষ্য হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। যারা হউক, এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান সংখ্যা "আর্থিক জগৎ"এর প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করা হইয়াছে বলিয়া আমরা আর এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করিলাম না।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার লেনদেন বন্ধের ছিল কিন্তু তারিখ সেরূপ ছিল না।—বোম্বাই ও কলিকাতা এই দুই স্থানেই ফলে ব্যাঙ্ক সমূহের ১০৫ অপরিবর্তিত ছিল।—১৩ই জুলাই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য ব্যাঙ্কাদেশের হিসাবে দেখা যায় যে, আবেদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহ অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে এক কোটি টাকার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছিল ১.৮৭ কোটি টাকার, সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাহে ২ কোটি টাকার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে ২.১৭ কোটি টাকার। মুদ্রাই আবেদনপত্রের বাট্টার হারে কিন্তু বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্ববর্তী সপ্তাহের বার্ষিক গড়পড়তা ৮.৮৫ পাইসের স্থলে মুদ্রাই আবেদনপত্রের বাট্টার হার বর্ধিত হইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৮/১১ পাই হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ২৯শে মুদ্রের কলসাহে অর্থমন্ত্রী পরিশোধের ফলে পরবর্তী সপ্তাহে বাজারে প্রচুর টাকা আসিবে এবং বাট্টার হারেও কিছু হ্রাস ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী সপ্তাহেও দুই কোটি টাকার আবেদনপত্র মুলতুবী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

• • • •

৭ই জুলাই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইস্যু ও ব্যাঙ্কিং বিভাগে গুরুতর কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ২৯.৮৫ কোটি টাকা হইতে ৩০.২২ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছে এবং চলতি নোটের পরিমাণ ১৮৬৩.৮৮ কোটি টাকা হইতে ১৮৬৫.৮৫ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। সমস্ত নোটের পরিমাণ সামান্য ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯৩.৫৩ কোটি হইতে ১৮৯৩.৫৪ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পরিমাণ ৫১.৮৩ কোটি টাকা (৫১.৮৫ কোটি টাকা) হইয়াছে বেশ কম। মুদ্রাভাণ্ডারের পরিমাণ ১১৪.১৪ কোটি টাকায় স্থির আছে।

• • • •

ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১১৭.২৮ কোটি—১১৬.৫১ কোটি), কিন্তু প্রাদেশিক সরকারসমূহের জমার হ্রাস দৃষ্ট হয় (১৪.৭১ কোটি টাকা—১২.১৪ কোটি টাকা)। তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের জমার ৭১.৭০ কোটি টাকা হইতে ৭৩.৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ ৩৭.৭৭ কোটি টাকা হইতে ৩৭.৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে রক্ষিত ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ ৩৭.৭৭ কোটি টাকা হইতে ৩৭.৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

• • • •

১৯৫ জুন তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের হিসাবে পাকিস্থানে তারিখাদায় দেয় ধারের পরিমাণ ছিল ৯৯.৬৯ কোটি টাকা এবং বোম্বাই ধারের পরিমাণ ছিল ১৮.৭১ কোটি টাকা।—অর্থাৎ সমস্ত জমার পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি টাকা। এই টাকার ভিতরে ভারতবর্ষীয় তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পাকিস্থানস্থিত শাখার অংশ ঠিক কতটা তাহা জানা যায় নাই। ইণ্ডিয়ান্যাল, গ্রিন্ডলেস, গ্রাণ্ডার্ড চার্টার্ড এবং ইউকো ব্যাঙ্কের পাকিস্থানে জমার পরিমাণ ৫৫ হইতে ৪০ কোটি টাকা ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, বাকী টাকা অন্যান্য ব্যাঙ্কের শাখা ও দুইটি ব্যাঙ্কের জমা হইতে পারে। ইণ্ডিয়ান্যাল ব্যাঙ্কের মাত্র তিনটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে শাখা আছে। ইউকো ব্যাঙ্কের পাকিস্থানে কোন শাখা নাই।

সংবাদ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

বিদেশে সফর করার জন্য ভারতের মন্ত্রীদলের নিকট প্রদানের করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করা হয়। মিঃ এম কে পাসিল টেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মিঃ এস, ওয়াই কর্ণী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলেন যে, ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি মনে ভারতের স্বার্থের বিরোধী।

মিঃ মাজুমদার সভাপতিকে ভারতীয় সংসদে বিলটি বাতিলের জন্য তিনি ভারতের প্রতিনিধিদলকে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া মিঃ পাসিল বলেন, ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনীর দ্বারা ভারতের নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহাই তাহের ভারতীয় সংসদ ত্যাগ উচিত।

ভারতে যাতায়াত সম্পর্কে আবশ্যিক রেজিস্ট্রেশন

পাকিস্থান সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক নোটে বলা হইয়াছে: ১৯৬১ সালের বিদেশীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইন অনুসারে যে সব বিদেশীর নাম রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকে জানান হইতেছে যে, ভারতের কোনো উক্ত আইন অনুযায়ী বিদেশী রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ভারতে প্রবেশ এবং ভারতে অবস্থানের কালান্তরে ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থানে আগমন এবং পাকিস্থান হইতে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

প্রত্যেক বিদেশী যাহাতে পাকিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসার অনুমতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্যে পাকিস্থান হইতে ভারতগামী প্রত্যেক বিদেশীকে পাকিস্থান ত্যাগ করার পূর্বে উক্ত আইনের ১৫(১) ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যে জেলায় তাঁহার নাম রেজিস্ট্রী আছে, সেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

(শেষাংশ ৭৩৬ পৃষ্ঠায়)

পরিমাণ ১১ হইতে ২০ কোটি টাকায় বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট জমার পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকার অধিক, অথচ পাকিস্থানস্থিত একটি সামান্য অংশের জন্য উহার ২ শতাংশ কোন সময় কাম যায়। আর যাহারা বর্তমানে পাকিস্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের অবসান এবং সাধারণ অবসাদের উপরি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং কোন কোন ব্যাঙ্ক পাকিস্থানে পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্থানস্থিত জমার টাকার জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ একান্ত

খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা

[illegible] এই সম্মেলনে খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রিবর্গের সম্মেলনের প্রতিনিধিদের যে মৌলিক বাধা সকল দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ই অবশ্য আছেন যে, অন্যান্যবারের ন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অত্যাধিক মূল্য করে যে অসন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে যদি যে ও অন্যান্য কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন ন না করা যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা না হয় ইলে দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ন প্রতিষ্ঠা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া । সুতরাং ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যেখানে দ্রব্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পণ্যদ্রব্যের মূল্য [illegible] হইয়াছে সেইখানে ভারতবর্ষে এই যে অল্প আমরা ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা করিয়া যাইবে এবং তাহাদের মুদ্রাবিনিময় প্রবল হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের যে সকল বিষয়ে ভারতের দেখা যায়, ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈদেশিক বাজারে তাহাদের ব্যবস্থার যাইতেছে। যেমন, সিঙ্কোনা প্রভৃতি দেশ। দেশের এই মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ লইয়া সস্তা বিক্রয় করিয়া বিদেশের বাজারে ভারতীয় কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধকালে যে যাপক অভাবের ফলে [illegible] বাজারে অন্যান্য দেশের [illegible] ভারতবর্ষ অবশ্য অবস্থা বিশেষ ভব হইবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ইহার কুফল কাটাইয়া উঠিতে হইবে। এই সম্মেলনে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সকলেই তাহা আলোচনা করিবেন।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এই যে, [illegible] ব্যবসায়ের বর্তমানে বিনিময়ের [illegible] যে আছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক তাহাদের বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াতের অত্যধিক অসুবিধা করিয়াছে। এই বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতি কেন সৃষ্টি হয় এবং বর্তমানে যাহাতে প্রদেশগুলির বাড়তি অঞ্চলসমূহের দ্রব্য উপর নির্ভর [illegible] করিলে তাহার প্রতিকার করা উচিত। এই ব্যাপারে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদিগকে বন্ধের অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে না। বিদেশ বস্ত্র সস্তা ও সুলভ করিয়া আনিয়া বস্ত্রের চাহিদা এমনভাবে করে যাই। কিন্তু [illegible] যদি ভারতীয় বস্ত্রের মূল্যহ্রাস না হয় তে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা যে হ্রাস পাইবে [illegible] এই সম্মেলনে বস্ত্রব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী অঞ্চলে প্রচলিত করিবার বিষয়টির ফলে ভারতীয় বস্ত্র চলার অসুবিধা করিয়াছে। পাকিস্থান যে চারপাঁচ পাইট বস্ত্র ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে ক্রয় করিতে স্থির হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ অংশ যদি তাহারা লইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্র রপ্তানির কোন সমস্যা করিবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় মিলগুলি যদি তাহাদের মালের দর কমাইতে চেষ্টা না করে তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের বিদেশে বস্ত্রপ্রেরণ হ্রাস হইবে। এই প্রসঙ্গে বম্বেস্থ মিল্‌সমিতির সভ্য যে তাহাদের উৎপন্ন মালের দরকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ মূল্য হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

পাট

এই সম্মেলনে জুটপ্রেসগুলির অধিকার সম্পর্কে আলোচনা যে সমস্যা করিয়াছিলেন তাহার পরেই তাহাদের সম্মুখে আর একটি বিশেষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। প্রমিক লীগিস্ট আদালত তাহাদের বোনাস জুটপ্রেসের কর্মিবর্গের মূল্য বৃদ্ধিজনিত বর্ধিত টাকা দাবি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পাট শিল্পের প্রতিনিধিরা তাহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থার বাধা দাঁড়াইয়া লইতে অসম্মতি জানাইয়াছেন এবং এই মামলা শেষে সম্ভবতঃ লীগিস্ট বোর্ডের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হইবে এই বোর্ডের সভ্যরা যদি জুটপ্রেসগুলির অসুবিধা বিবেচনা না করেন, তবে পাটশিল্পের গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

মিলের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যমানের হ্রাস এবং মোটামুটি ক্রেতাবেচার পরিমাণও বেশ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাল সপ্তাহের নিম্নলিখিত দরে ক্রেতাবেচা হইয়াছে।

	বিক্রয়	বন্ধ
ইউরোপীয়ান	৪২৲	৩৫৲
[illegible]	৪০।০	৩৭।০
হিন্দুস্থান	৩৯।০	৩৭৲

পাকা পাইটের বাজারে কর্মচঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়; কারণ, বস্ত্রের অভাবে কোন বিশেষ কাজকর্ম হইতে, পারিতেছে না। পাটের থলিয়ার বাজারে কর্ম-তৎপরতা দেখা যায় এবং থলিয়ার মূল্যেরও কিছু উন্নতি হয়।

তুলা

কয়েকদিন ক্রমাগত মূল্য হ্রাস পাইবার পর আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার দরে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ফলে এই অবসরে যাহারা লোকসান দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। সরকার রপ্তানিকর বাবদ [illegible] মধ্যে যে পার্থক্য রেখা দিয়াছে, তাহাতে বম্বে অঞ্চলে ৩৪৪ টাকা দেওয়া হইতেছে এবং বাইয়াছে ৩১৮৲। অন্য বাজারেও দরের উন্নতি দেখা দিয়াছে। পাকিস্থান তাহাদের বাইরে আর বস্ত্র রপ্তানি করিবে না বলিয়া আশা বিক্রয় করিয়াছে। পাকিস্থান ক্রয় বিভাগ সম্প্রতি যে সাড়ে-তিন কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিল, তাহা বোম্বাই হইতে করাচীতে শীঘ্রই রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চিনি

দক্ষিণাঞ্চলে ও বিহারে প্রচুর চিনি মজুত আছে, অথচ বোম্বাইয়ে মালের অভাবে চিনির দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। যানবাহনের অভাবের কথাই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে চিনির কল স্থাপন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাভ করিয়াছেন। শোনা এই বিষয়ে উৎসাহী তাহাদের বাঙ্গলা সরকারের শিল্প পরিচালকের সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

গুড়

বাজুরের গুড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, কারণ মজুমদার হইতে মালের আমদানি প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে মালের প্রচুর আমদানি আসিতেছে। পাকিস্থানের অনেক মাল চালান দিয়াছে, কারণ সেখানে গুড়ের দাম খুব চড়া।

চা

এই বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী যেসব চা রপ্তানির জন্য বাজারে ছাড়া হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হইতে এক আনা তিন পাই পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। মোটামুটি বেচাকেনা ভালই হইয়াছে এবং মূল্য অনুযায়ী প্রায় ১২,১৭৯ প্যাকেজ চা বিক্রীত হইয়াছে। দার্জিলিং-এর চা বিক্রয় হইয়াছে প্রায় ৩,১৫০ প্যাকেজ। দার্জিলিং-এর দরেরও প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্যন্ত হ্রাস পাই। ভাল আসাম চায়ের দরেও অবনতি হয়।

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ডের সাধারণের জন্য ৩ লাখের উপর টাকা হইতে যাহাতে চা-শিল্পের ব্যবস্থা ও অগ্রগতির ব্যবস্থা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৩৩ সালের [illegible]

নিম্নতম অপেক্ষাও নিম্নতর !

কলিকাতা হইতে

কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ আমোদিনেদনের কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে সরকারী তথ্যসহ, যৌথপ্রতিষ্ঠানের তথ্যসহ, আয়কারী দেয়ার, বিদ্যুৎসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের দেয়ার, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, চা ও রবার কোম্পানীর দেয়ার বিশ্ব অন্যান্য দেয়ারসমূহের নিম্নতম মূল্য যাহা করিয়া দেওয়ায়, বাজারে যে জল্পনা-কল্পনা পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহা কিছুটা হ্রস্ব হইয়াছে। কিন্তু তথাপিও কোন কোন দেয়ারের জন্য এই ন্যূনতম মূল্য যে অপেক্ষাও নিম্নতর হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে পাইয়াছি।

আর তাহাড়া এখনও বোম্বাই বাজারে এখনকার দেয়ারের কাজ যে-কোন মতে হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি ইণ্ডিয়ান আয়রনের ন্যূনতম মূল্য কলিকাতার বাজারে ২৫৲ নির্দিষ্ট হইলেও বোম্বাই বাজারে ১৩৲ মতে সকল পরিমাণে উক্ত দেয়ারের বেচাকেনা হইয়াছে। কলিকাতার কোন কোন দালাল বোম্বাই বাজারে মাল যোগাইতেছেন, ইহাও আমরা জানি। এরূপ অদ্ভুত অবস্থার অস্তিত্ব যে কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

কলিকাতার ইক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ যদি শুধুই এই ন্যূনতম মূল্যব্যবস্থা বাতিলকরা করিয়া বাজারের অযৌক্তিক রোধ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের বোম্বাই বাজারের কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপে এরূপ ব্যবস্থার করা প্রয়োজন, যাহাতে নির্দিষ্ট ন্যূনতম মূল্যের নিম্নে কলিকাতার বাজারের কোন দেয়ারের কাজ বোম্বাই বাজারে বিক্রয় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব না হয়। এ বিষয়ে বোম্বাই যদি কলিকাতার সহিত এযোগে কাজ না করে (এবং কেন যে বোম্বাই তাহা করিবে না, সেকথা আমরা ভাবিয়া পাই না), তাহা হইলে এই ন্যূনতম মূল্যের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত একটি কৃত্রিমতার প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য,— এবং সেক্ষেত্রে বিদেশ হইতে অধিকাংশ হইবে বেশী। অতএব কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষের অধিকতর এ বিষয়ে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

• • • •

কলিকাতা বাজারের অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তার পরেও বোম্বাইয়ের বাজারে ধরের স্থিতিশীলতা কিন্তু অব্যাহত রহিয়াছে। চাঙ্গা আয়রণের সপ্তাহে পূর্ব্বাপেক্ষা বারের তেজও বেশী হওয়ার সম্ভাবনায় বোম্বাইয়ে ধরের বিশেষ অবনতি ঘটিতে পারে নাই। গত ৩০এ জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের বাজেটগুলি লাভ বেশী করিতে পারায় বাজে দেয়ারে কাজের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধরেরও বেশ উন্নতি দেখা গিয়াছে। কাপড়ের কলের দেয়ারগুলিও বেশ তেজী ছিল, কিন্তু প্রাক্তন্ত্রেটের কাঁচের বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে বলিয়া গত কয়েকদিন হইতে এই বিভাগে উৎসাহের কিছুটা অভাব দেখা যায় এবং পরিণামে ধরেরও সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মোটের উপর কলিকাতার বাজারের মন্দার দিনের কোন প্রতিক্রিয়া বোম্বাইয়ের বাজারে দেখা যায় নাই।

• • • •

তারের ও মিটারের মতো সম্প্রতি চালি-এর ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা ফলপ্রসূ হইলে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই চুক্তিকে তারের অনুকূল বলিয়া ধরিয়া না লইলেও উৎপাদন যথাসম্ভব আয়ত্তাধীন এবং অধিকতর সরল হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, ইহা তারের শিল্পের প্রসারকল্পে কিছুটা সহায়তা করিবে। যুক্ত ইলিং সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পথ অনুসন্ধান করিতে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যান্ত্রিক চুক্তির প্রতিক্রিয়াতেও বাজারে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বাজারের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে।

• • • • •

সরকারী কাপড়ের বাজারে ধরের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই উন্নতি আংশিক হইলেও আমরা গত সপ্তাহে অনুমান করিয়াছিলাম; ২৮০ মূল্যের ধরকার ৪২ কোটি টাকার তথ্যসহ গত ১৪ই তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার পরিশোধ করিয়াছেন। এই টাকাটা—অন্ততঃ ইহার বেশীর ভাগই—যে সরকারী তথ্যসহই খুচরায় বিনিযুক্ত হইবে তাহা সুনিশ্চিত। তাই অল্পের বাজারের এই বিভাগের উন্নতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। অল্পের বাজারে যতদিনই বর্ষাবিনিয়োগকারীরা তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ খোয়ে না খাটাইয়া সরকারী তথ্যসহ লগ্নী করিয়া থাকে।

• • • •

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রমিক সমস্যা সমাধানে কিংবা দেশের ভাষাভাষী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন বিষয়েই আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়কদের কোন সুস্পষ্টভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রমিক সমস্যা সমাধানকল্পে যে বিলম্বিত চুক্তি ও আন্দোলনের সহিত কিছুকাল পূর্ব্বে বিহারে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেশের বাণিজ্যিক অবস্থাও ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইতে চলিয়াছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাধিক, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার যোগ্য যে সমস্ত অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে বাজারের ধর কোন উন্নতি সত্ত্বেও তাহা তবে সরকারের পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা ভেদকরে তাহা হইবে। অল্প কোন উপায়ে এই সমস্ত সমাধানে প্রচেষ্টার ফল সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

• • • •

সরকারী ঋণ—

গত সপ্তাহের তুলনায় ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধরেরও কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৬৯ ১১৸০ (১১৸৩), ৩½ সুদের ১৯৪১-৪৪ ১০৭৸০ (১০৭৸৩), ৩½ সুদের ১৯৪৭ ১০৫৸০, ৩½ সুদের ১৯৪৩-৬১ ১০৬৸১০, ৩½ সুদের ১৯৫৫-৫৪ ১০০৸৩০, ৩½ সুদের ১৯৭৫-৭৭ ১০০৸০, ২½ সুদের ১৯৬৭-৭১ ১০০৸০ পর্য্যন্ত ক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের চাহিদাও খুব বেশী ছিল এবং পরিণামে ধরেরও কিছুটা উন্নতি হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা ৪৪৸০, বিহার ৩৭৸০, বিজয়া ১৩৭৸৩, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৫১৲, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ১৭৮৲, ও ওরিয়েন্টাল ৩২৸০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কাপড়ের কল—

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এই বিভাগে ধরের স্থিতিশীলতা বজায় থাকিলেও শেষের দিকে কিছুটা অবনতি দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ প্রত্যেক প্রধান মাসের আলোচনায় অলাভজনক বা কাম পর্য্যায় এই বিভাগে বিশেষ কোন উন্নতির আশা করা যায় না। বোম্বাই শেয়ারের ধরে কামদুনি টেক্সটাইলের ধর বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কামদুনি টেক্সটাইল ১১৸০ (১১৸৮০), ডাবার ২৩৸১ নিউ ভিক্টোরিয়া ৩৸০ (৩৸০) পর্য্যন্ত ধর বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি—

এই বিভাগে এই সপ্তাহের কোন উল্লেখ যোগ্য নাই। বেঙ্গল-বেঙ্গল এজন্স খুবই কম হইয়াছে অ্যাসানসোলেটেড ২৩৸০, ধরাকর ১৯৸১ (১৯৸০ চুকলিয়া ৮৸০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৩৸০, রাণীগঞ্জ ১৯৸ সাউথ করেনপুরা ১১৸৩ ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮৸ পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে

চটকল—

ডলারের সংকট অবিলম্বে সরকারের সিদ্ধান্তে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই জন্য এই বিভাগে কাজ পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া গেলেও ধরের বিশেষ অবনতি হয় নাই। বালী ২৪৫৲, টিটাগড় ১১৯৲, গৌরীপুর ৪১৸০, হাওড়া ১৮৸০ (১৮৸৩), নৈহাটি ১৩৸ ফোরমান ১১৲, নবাবী ৮৸৩০ ও ওরিয়েন্ট ২৪ পর্য্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

বিবিধ—

ফুলেশ্বর ম্যাচফ্যাক্টরি এই বিভাগেই যে বিক্রয়ে। কাজের পরিমাণও যথেষ্ট কম হইয়া

(শেষাংশ ৩৩৯ পৃষ্ঠায়)

শ্রীযুক্ত চেম্বার্লিনের বিবৃতি

(পূর্ব্বাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায়)

হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা একমত হই। এক আমাদের এবং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে

বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরণে পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। পরিশেষে ব্রিটিশ কন্ট্রাক্টিং ও আর্কাইটেক্টস অধিকারদের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করিবে। আমরা আলোচনার পর পরিবহণ ও স্থায়ী সম্পত্তির (কলকারখানা প্রভৃতির) কোটি পাউণ্ড (১৩৩.৩ কোটি টাকা) বাবদ

সম্ব সাধারণ করে অধিবেশন আরম্ভ করার পূর্বে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে সকল সদস্যের কাছে যে সকল কাগজপত্র আছে বলিয়াছেন, তাহাদিগকে যে সকল— পরিবহণ—বাবদ ৩০ লক্ষ ১৫ হাজার (কোটি টাকা)। এই অর্থের অঙ্ক প্রতি বিভক্ত হইবে এবং কিস্তি সম্বন্ধে পর দেওয়া যাইবে। এই অর্থের পুরাতন ও ব্রিটেনের নিকট হইতে ক্রয়করিয়া ৫০টি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহা ছাড়াও যে সকল সদস্য আমরা করিয়াছি, তাহাদিগকে ঐ তালিকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কাছে ১৪ কোটি পাউণ্ড (১৯২ কোটি টাকা) এবং ভারতের যে সকল কারবার কোটি ৪ লক্ষ ২৯ হাজার (কোটি টাকা) তুলনায় হিসাবে যায় করা হইয়াছে যে অর্থাৎ হইতে ভারতেরই অংশের অর্থের হিসাব যাইবে। যদি কোনও ই তালিকে আয় বেশী হয়, তাহা হইলে সে আমাদের হিসাবে জমা দিতে হইবে। ক্ষয় হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ঘাটতি বহন করিতে হইবে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ সেকল সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। হিসাবে ৮ কোটি পাউণ্ড জমা হইয়াছে যে সময়ের ঐ হিসাবে আর নূতন কিছু যার প্রয়োজন বাকী বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে—প্রতি কোটি পাউণ্ড (৪০ কোটি টাকা) হিসাবে ভারতকে দিতে হইবে।

ভারতের শ্রীযুক্ত ফোট্টি মলর্স, সরদার-সঙ্কর এবং সব (কল কারখানা প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠিত কিছু দান সাহায্য যে অর্থ প্রদান করিতে হইবে তাহা ভারত ব্রিটেনের মোট পরিশোধের একটা ভিন্ন পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত যার মধ্যে হইবে তাহা হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কাছেই ব্যবস্থা হিসাবে অংশ পাইবে। সিং-এ ভারতের অংশ কত, তাহা নির্দ্ধারণ বিষয় থাকে। তবে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ১০ কোটি পাউণ্ড ৩৫৩ কোটি টাকা কারেন্সী হিসাবে ভারতে দেওয়া হইবে।

ঔপনিবেশিক চুক্তির সারমর্ম্ম

(১) ভারতের ১৯৪ কর্ণফুলের বর্ত্তমান পরিবারের উপর নজর রাখিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ৩০এ জুলাই যে বর্ষ শেষ হইবে, সেই বর্ষে ১৯৪ কর্ণফুলের কোন অর্থ ১৯৪ কর্ণফুলে বন্টনযোগ্য করা যাইবে না।

(২) আমাদের দুই বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসরে ১৯৪ কর্ণফুল হইতে ১৯৪ কর্ণফুলে ৩ কোটি টাকা হিসাবে বন্টনযোগ্য করা যাইবে। কিন্তু কোন বৎসরে ১৯৪ কর্ণফুলে পরিশোধ যদি ৩ কোটি টাকার কম হইবার আশা হইলে কোন প্রকার বন্টনযোগ্য হইবে না।

(৩) ১৯৪৩ সালের ৩০এ জুলাই যে বর্ষ শেষ হইবে, সেই বর্ষে ভারত কেন্দ্রীয় হিসাব হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী অঙ্ক টাকা উদ্ধার করিতে পারিবে না। পরবর্ত্তী দুই বৎসরে কত টাকা উদ্ধার করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় স্থির হইবে।

(৪) ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল অথবা তাহার পূর্ব্বেকার যেকোনদিন যে সরকারের ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি হস্তান্তর করিবেন, তাহার জন্য ভারতকে ১৩ কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে। ভারত ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী এই টাকা দেওয়া হইবে।

(৫) সেনা বিভাগ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ১৪ টাকা এবং ভারতের প্রাদেশিকদিগকে ২ কোটি ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ৬১ টাকা দিতে হইবে।

(৬) সৈন্য বিভাগ সম্বন্ধে বাড়ী, বুলা ও প্রাইভেট আসবাবপত্র বাবদে ব্রিটেন ভারতকে সাহায্য করিবে।

বিভাগ অপেক্ষাও বিভেদ !

(পূর্ব্বাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায়)

এবং এই বিবাদে কাহারও কোন উপকার আছে বলিয়াও মনে হয় না। বাঙ্গালা কর্পোরেশন ৫৲ (৩০৲), ইণ্ডিয়ান কপার ২.৩০ (১৪০), সোল ব্যাঙ্কী ১৩৲ (৭৮৲) ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৯৷৩ (১৫১৲), টাটা কর্পোরেশন ২০৮৲ (১৩৪৲), টেক্সটাইল মেসিনারী ৯৮৲ (৬৪৲), আসুবিবিয়ার কর্পোরেশন ৪৲, বাজার লাইট ৩৪১৲, বি-আই কর্পোরেশন ৭৮৩ (৭৬৲), এবং আরও সি অবলার ২৪৲ (১১৲), বার্টার বার্ড ১৯৬, ব্রাডবার্ন টয়াকো ১৩৲, ওয়ালচার্স ইঞ্জিনিয়ার্স ৭৩, টিটাঘর পেপার ৯৪৲, ইণ্ডিয়া টিমিশন ৯৪৲ কেমক্স দুবাই ৪৲ ও বুলাস ১৭৬৲ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া গিয়াছে।

চা—

কয়েক পরিমাণ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তবে বাজের বিশেষ অবনতি হয় নাই। বাজারি ১৩৯৩, জয়ন্তীয়া ১৩৯, টুকডাম ১৪১৩

সমবেদনা

(পূর্ব্বাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায়)

অন্তর্বর্তী শ্রমিক বিরোধে ট্রাইব্যুনালের রায়

বিবাদের অন্তর্বর্তীর মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল সেই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রমিকদের বেতন, উপস্থিতি বোনাস, বাসস্থান ও জলের ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে যাতায়াত সরবরাহ করিতে হইবে। ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই হইতে উক্ত আদেশ প্রযুক্ত হইবে। প্রাথমিক বেতন ও ভাতা দান সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়াছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী বর্ত্তমান শ্রমিকদের হারে বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। তবে ১৮ দিন হিসাবে কাজের দিন ধরিয়া গড়পড়তা ১৮ আনা উপস্থিতি বোনাস এবং প্রতি তিন মাসে ৫৲ দিন অনিয়মে এবং ১৭ দিন উপস্থিতিতে কাজ করিলে অর্দ্ধ মাসের বেতন বোনাসস্বরূপ দিতে হইবে।

সকলের মুটির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীর শ্রমিকগণ অন্যান্য স্থানীয় শ্রমিকদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা পাইবে।

শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা অত্যন্ত শোচনীয় এবং মালিকপক্ষ উহার শ্রেণীর বাসস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অর্থ ও টাকা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে প্রত্যহ বিনামূল্যে ও স্থায়ী পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ করিতে হইবে।

প্রত্যেক কাজের শেষে প্রত্যেক শ্রমিককে বিনামূল্যে এক ছটাক চাউল অথবা তৎপরিবর্ত্তে তিন আনা নগদ দিতে হইবে।

ট্রাইব্যুনাল "ছাই ছিলিম" বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে ধূমপানে বাধ্য শ্রমিক অধিক অর্থ দিতে বাধ্য হইবে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মি. এস, বি, ভাই বলেন, বিবাদের অবসানের পরই কাজ বন্ধ হইতে আরম্ভ করা হয় এবং তিনদিনেই ইহাতে প্রায় লাক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। প্রায় ৩৮ হাজার শ্রমিক অন্তর্বর্তীতে এবং ইহারও অধিক সংখ্যক শ্রমিক অন্য কারখানায় কাজ করে। মালিকদের লক্ষাধিক প্রভৃতি। খনি ও কারখানার মালিকগণ বর্দ্ধিত হারের সময়ে অন্যান্য ইহা সুবিধাজনকভাবে প্রদান করিতে পারেন

সাপ্তাহিক

"বামার লরি"র উন্নততর অবস্থা

বামার লরি আণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ১৩৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত বৎসরের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কাঁচা লাভের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের ২৯ ৮১ লক্ষ টাকার স্থলে এই পরিমাণ বর্তমান হিসাব বৎসরে ৩৩,১৬ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। অবশ্যই বর্ধিত পরিমাণ অর্থ রাখা হইয়াছে (১৯,১৫ লক্ষ টাকা—১৩,৭৩ লক্ষ টাকা) এবং মূল্যাপকর্ষ খাতেও অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সঞ্চয় তহবিলে রাখা হইয়াছে ৮,০০,০০০৲ (৩,৫০,০০০৲)। অন্যান্য তহবিলে রাখা হইয়াছে ১৭,৭৭৫৲ (১৮,০০০৲)। সাধারণ অংশের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশের হার বার্ষিক শতকরা ১০ টাকাতে (শতকরা ৭½ বোনাস সমেত) অপরিবর্তিত আছে। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের যের টানা হইয়াছে ৯,১৪,৫১০ টাকা (৪,০০,৭৪৯৲)।

বর্ধিত যানবাহন ব্যবহার অসুবিধা বহন এবং কলিকাতার হালদার বলে প্রতিষ্ঠানের সভ্যবর্গকে কাজের অতি হইয়াছে, তাহা হইলেও অনেকটি পুরাতন গাড়ি ফেলে পুনরায় নূতন করিয়া কাজ-কারবার সুরু করিয়াছে, এই লোকসানে একরকম পূরণ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচালকবর্গ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ সংকোচের পক্ষপাতী, তাহার ফলবিনিয়োগে প্রচুর মূল্যাপকর্ষ ধরিয়াছে এবং হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ রাখার জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে।

আলোচ্য নিরিখপত্রে ফলবিনিয়োগের পরিমাণ দেখা যায় ৩৯,৬৮,১৫০ টাকা, ১৩৮৬ সালের শেষে এই ফলবিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯,৮৭,৫৯০ টাকা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বেশির ভাগে টাকা খাটানো হইয়াছে এই এক বৎসরে তাহার বিশেষ রদবদল হয় নাই, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ফলবিনিয়োগ খাতে এক বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যাপকর্ষ ধরিয়াছে। ফলবিনিয়োগ সঞ্চয় হইতে (Share Investment Reserve) টাকা লইয়া এই মূল্যাপকর্ষজনিত ক্ষতি পূরণ করা হইয়াছে। তাহার ফলে ফলবিনিয়োগ সঞ্চয় তহবিলের পরিমাণে ২১,৪১,১০০ টাকা হইতে ১৫,২৫,১০০ টাকায় হ্রাস সাধিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে সরকারী ফলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৩৫,০০০ টাকার। আলোচ্য হিসাবে উহার পরিমাণ দেখা যাইতেছে ১,৪৯,৭৮১ টাকায়।

আলোচ্য বর্ষে কাঁচা মালের অভাবে এবং অধিক অসন্তোষের ফলে কারখানা। উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, বর্ধিত সঞ্চালনের মালেরই চাহিদা বেশ ছিল।

এই বৎসরে কলপাতিক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের অবস্থার কাজ করিতে হইয়াছে, ফলে আলো বহু আলোচ্য বর্ষে আলোই ঘটিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীই তদিরের পুরোই এই সব উন্নয়নকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনাগুলি ১৯৮১ সালের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

পরিচালক—মিঃ ব. ঈ. ফেরিস। অনুমোদিত মূলধন—৩০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—৩০,০০,১০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

দায়

অংশীদারের মূলধন	
সাধারণ	৩০,০০,১০০৲
ডেফার্ড	১৩,৫০,০০০৲
৪½% ঋণপত্র	১০,০০,০০০৲
অন্যান্য ঋণপত্র	৩০,৫১,১৫৯৲
ঋণ	১,৯৬,১৪,৯৭০৲
অর্জিত লাভ-লোকসান	৯,১৫,৫১০৲
মোট	৩,১৩,৬৯,৫৫৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,৯১,১১১৲
মূল্যাপকর্ষ	৯,৭৯,৯৯১৲
বাঁধা বন্ধ সম্পত্তি	১৯,৯১,৩৩৬৲
মজুত মাল ও চালু কাজ	১,৯৮,৬৮,৩৩৯৲
বাকী পাওনা	১,৩৩,৯৯,৬৭১৲
ফলবিনিয়োগ	৩৯,৬৮,১৫০৲
নগদ	৯,৯১,১১৭৲
মোট	৩,১৩,৬৯,৫৫৯৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

আর্থিক ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ১৩৮৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আর্থিক ডেভেলপমেন্ট ১৩৪৮ সালে সাধারণ লৌহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। কাজেই পূর্ববর্তী হিসাবের সাথে বর্তমান হিসাব ছিল আলোচ্য হিসাবকেই আর্থিক ডেভেলপমেন্টের প্রথম সম্পূর্ণ বর্ষের হিসাব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তবু তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ববর্তী আয় বৎসরের সমমূল্যমানে আলোচ্য হিসাবে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।—আলোচ্য বর্ষে কাঁচা লাভের পরিমাণ হইয়াছে ৯৭,০৫,৫৭১৲, অবশ্যই দেখা হইয়াছে ১৭,২৫,০০০৲, সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিলে রাখা হইয়াছে ১ লক্ষ টাকা। সাধারণ শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের যের টানা হইয়াছে ২,৯১,৪৪৬ (১,৪৮,১৩৲)।

আর্থিক ডেভেলপমেন্টের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন আয়রন কোম্পানীর আলোচ্য বর্ষের ফলাফল আর্থিক ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক পরিদর্শিত হইয়াছে এবং ইউনিয়ন কোম্পানীর লাভের হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী হিসাবে (৩১এ মার্চ, ১৩৮৭) অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টের ফলবিনিয়োগের ক্রয়মূল্য ছিল ৩১,৪৮,৫৫৭ টাকা,—এই সময়ে উহার বাজার দর ছিল ক্রয়মূল্য অপেক্ষা ৮৫,৩৩৪ টাকা বেশী, অর্থাৎ ঐ ফলবিনিয়োগের তৎকালীন মূল্য ছিল ৩২,১৩,৯৩১৲, আলোচ্য হিসাবে ফলবিনিয়োগের ক্রয়মূল্য দেখা যায় ১,০৯,৫১,৭০১ টাকা,—কিন্তু ৩১এ মার্চ (১৩৮৮ তারিখে উহার বাজার দর ছিল ৮০,২২,৩২৪৲ মাত্র —অর্থাৎ এই তারিখে মূল্যাপকর্ষের পরিমাণ ছিল ২৯,১৮,৮০১ টাকা।

ডাইরেক্টর—মিঃ ই. এ. স্পেন্সার। অনুমোদিত মূলধন—১,২৫,০১,০০০৲। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

অংশীদারের মূলধন	
সাধারণ	৩০,০০,০০০৲
প্রাধান্য	১ ৩০,০০,০০০৲
৪½% ঋণপত্র	১,০০,০০০৲
ঋণ	১,৩১,৯৯,৫৭১৲
অর্জিত লাভ (যের)	২,৯১,৪৪৬৲
মোট	১,৩১,৯৯,৩৪১৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৩৩,৩৩১৲
মূল্যাপকর্ষ	১১,৫১১৲
বাঁধা বন্ধ সম্পত্তি	১৩,৩১,৩৩৩৲
মজুত মাল	১৯,১১,২৭১৲
বাকী পাওনা	১,১৯,৯৯,১৭৯৲
ফলবিনিয়োগ	১,৩১,১১,৩১১৲
নগদ	৩,৩৯,৩১৭৲
মোট	১,৩১,৯৯,৩৪১৲

পত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মূল্য পরিশোধের পরিমাণ	শেয়ার	বাজার দর ১৯৭১ইং	১৯৭২ইং	১৯৭৩ইং	১৯৭৪ইং	১৯৭৫ইং	শেষ বছরে ডিভিডেন্ট
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...										
মেসার্স	...										
ইস্টার্ন আয়রন	...										
হার্ন	...										
মেসার্স্টো	...										
বার্ণপুর	...										
ইন্ডিয়ান অক্সিজেন	...										
কয়লাখনি											
আসানসোল মাইনস	...										
ইন্ডিয়া কোল	...										
ওরো আয়রন	...										
রানীগঞ্জ	...										
রাজমহল	...										
নর্থ ওরো	...										
নর্থ লাকুরা	...										
সিঙ্গ সিন্ধুরা	...										
সিঙ্গ রানীগঞ্জ	...										
সেন্ট্রাল্যান্ড	...										
বরাকর	...										
মেসার্স	...										
রানীগঞ্জ	...										
বার্নপুর	...										
মেসার্স	...										
হিন্দুস্থান	...										
সিমলাপাল	...										
সিমলাপুর	...										
সাউথ আসানসোল	...										
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	...										
কাপড়ের কল											
এম্পিরা	...										
কানপুর উলেন্স লিঃ	...										
কেশোরাম	...										
ঢাকেশ্বরী	...										
ঢাকেশ্বরী	...										
বাইচিয়া	...										
বালসী	...										
মিলস	...										
মুইর											

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিষয়ের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (সমবায়)	ঋণের ও অগ্রিম তহবিল	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	গত সমবায়	সমবায়	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬	মোট আয় ব্যয়
ব											
।...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ইন্দ্রিয়	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ী	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ই	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ব্যয়		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	গঠন ও অন্তর্ভুক্তির তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দত্ত মূলধন	শেয়ার	লভ্যাংশ			
						১৯৭১ইং	১৯৭২ইং	১৯৭৩ইং	১৯৭৪ইং
ক-কারখানা									
[illegible] ...	৯,১০,০০০	৮,৯০,১০১৲	১০০৲	৯০৲(ব)	১৯৩৯	...	...	...	...
খাই ও সংশ্লিষ্ট ...	৬,৯০,৬০০	৪,৯০,১৪০৲	১০০৲	৯০৲(ব)	১৯৩৭	১৯৩৮ (P. P)	...	...	...
চা মুদ্রণ ...	১,৯০,৩০০	১,৭১,১৩৬৲	১০৲	৮৲ (ব)	১৯ ৪৭	...	...	...	...
ডাকঘর ...	১১,০০,৬০০	৯,৭১,১৭৭৲	১০০৲	৯০৲(ব)	১৯৩৯	...	...	...	...
প্রেস ...	৬,৯০,৩০০	৬,৯০,৩৬৬৲	১০৲	৯০০(ব)	১৯৩৭	...	...	...	...
লবণাক্ত ...	৬,৩০,৩০০	১১,৯০,৩০০৲	১০০৲	১৩০০(ব)	১৯৩৭	...	...	...	...
ব্রাঞ্চ ...	১৩,৯০,৩০০	৮,১০,৩০০৲	১০৲	৯৯০(ব)	১৯৩৬	...	...	...	...
লবাড়ি ...	১,১৭,৩০০	১,১৮,৮৩১৲	১০৲	১০৲(ব)	১৯৩৯	...	...	...	...
লেদের ...	১,৯০,০০০	৭,৩৬,১৩০৲	১০৲	১৯০(ব)	১৯৩৬	...	...	...	...
ষ্ট্রাচ কারখানা ...	[illegible]	৭,৩১,১৭৭৲	১৯০৲	১৯৯৩ ৫.	১৯ ৭৭	...	৯১৭৲ (P. P)	...	...
সন ...	৯,৩০,৩০০	১,৬৮,৯৭১৲	১০৲	১৯০(ব)	১৯ ৯৯	...	...	...	৭৫৲
বাই সিমার ...	৪,৯০,৩০০	১,৯১,৯৩০৲	১০৲	৯০ (ব)	১৯ ৪৭	...	...	...	...
লবাড়ী ...	৯,৩০,৩০০	১৩,৯৮,১৩০৲	১০৲	৯৯(ব)	১৯৩৯	...	...	...	...
ঔষধ ...	১৯,৯০,৩০০	৪১,৭১,১৭১৲	১০৲	১৯(ব)	১৯৩৯	...	...	...	...
খনিজ কারখানা									
...ট ...	১৯,৯০,৩০০	১১,৯৩,৯১৮৲	১০৲	৯০	৯৭১	...	...	...	...
ক ...	৯৯,৯০,৩০০	১৩,১১,৯৭১৲	১০৲	...	৯৭১	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৯৲	...
গজ ...	১৯,৯৩,৯১৩	৯৩,৭১,৮৩৩৲	১০৲	১৯০(ব)	৯৭১	...	...	...	...
গজ সিমিত ...	৮,১৩,৩১৩	১১ ১১,১১০৲	৫৲	৯৯৲(ব)	৯৭১	...	...	...	...
লপুর ...	৯,৯০,৩০০	৯,১১,৩৩৩৲	১০৲	...	১৯৯১	...	...	...	...
ড ...	১১,৯০,৩০০	১,৯৯,৯৯১৲	১০৲	১৲(ব)	৯৩১	...	...	...	...
নবর ...	১৯,৯০,১৯০	৪,১০,৯৩৪৲	১৭৲	১৲ (ব)	৯৩৭	...	...	...	...
ন্ন ...	৯,৯০,৩০০	১০,৯০,৯৩৮৲	১৭৲	১৯০(ব)	৯৭১	...	...	...	...
ঁপুর ...	১১,১১,৩০০	১,৯১,৯০০৲	১০৲	৯০ (ব)	৯৭১	...	...	...	...
ড									
ইউরেড কর্পোরেশন ...	১,০০,০০,৩০০	৪৯,০০,০০০৲	৫৭ (ব)	১৯০	১৯৯১	৫৯০০	...	...	৯৯১৯
ন ইউনিয়ন ...	১১,০০১৯০,৫ ৪৯,৯০,১৯০/৫	৯৯,৯৯,৯০৲	১৭৲	৯৯০(ব)	৯৯০	...	...	...	...
ন বাসিং ...	৯৯,৯১,৩০৲	৩০,০০,০০০৲	১০৲	৯০/৯ পাই (ব)	১৯৯১	...	...	...	...
ন ফাদনাল ...	৯১,৯৯,৭১১৲	১,৯০,০০,০০০৲	১০০৲	৯৲	১৯৯৯	...	...	...	...
ই বাঙ ...	৫,০০,০০,৩০০৲	৫,০০,৯০,০০০৲	৯০০৲	৪৲ (ব)	৯৯১	১৯৮	১৯৭৲	১৯৭৯০	১৯৭৯০
ন [illegible]ঙ্গাল ব্যাঙ	১৪,১৯,১৯১৲	১৯,৯০,৩০০৲	১০৲	১৲০(ব)	১৯৯১	...	...	৯৯,৯০	২১,৯০
ভড় ইন্ডিয়া ...	১,০০,৯০,৩০০৲	১,১৯,১০,০০০৲	৫৭৲ (ব)	৪৲	১৯৯৭	১১১৯০	১১১৯০	১১৯৲	১১৯৲
ভড় ওভারসীজ ...	১,০৯,৯০,৩০০৲	১,১৯,৭১,৩৪৩৲	৫০৲ (ব)	৯৲ (ব)	১৯১৭	...	...	...	...
ব্যাঙ ...	...	১১,৯৯,৩০০	৫০৲ (ব)	...	১৯৯১	৯৯৯০	...	...	...
ন কর্পোরেশন ...	১,১১,৯০,৩০০	১,১০,৩০০৲	৯৯৲	...	১৯৯১	১০৯০	...	...	...
ঙ্গাল ব্যাঙ অভ ইন্ডিয়া ...	৯,৯৯,১১,১১৯৲	৯,১৯,৯৯,৩৩১৲	১৭৲	৫৲	১৯৯১	৯১৯০	৮৯৯০	৯৯৯০	৯৯৯০
ড-সরবরাহ									

৯ যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—ক্যাল ৬৫৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ১৫ই শ্রাবণ ১৩৫৫ | ১লা আগষ্ট, ১৯৪৮ | মূল্য ৯০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ডাঃ টমাস ...	৭৫৩
প্রাসঙ্গিক	
চুক্তির অসাধ্যতা, বাজেটোত্তর চাঞ্চল্য, দুই ডমিনিয়নের বাণিজ্য, ক্লান্তির নিয়ন্ত্রণ	৭৫৭
সংবাদলিপি	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী	৭৬৮
সওদাগর	৭৫০
পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বিবরণী	৭৫৩
অর্থলোক	
ব্যাঙ্কের ঋণ ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায় সঙ্কট ...	৭৫৪
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
বম্বের স্বর্ণাদির বিবরণ	৭৫৬
বাজারের কথা	
বিবিধ কথা	৭৫৭
মৌখিক	
হেলেন্‌ডির লাভের পরিমাণে অবনতি	৭৫৮
ইরাণ-পাকিস্থান চুক্তির নবীকরণ	৭৫৯

শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ডাঃ টমাস

শেয়ার বাজারের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ লি, কে, টমাস ভারত সরকারের নিকট যে বিবরণী পেশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান অংশগুলি সকলে পূর্বে জানিলেও সম্পূর্ণ বিবরণীটি ইতিপূর্বে জনসাধারণের হস্তগত হয় নাই। ডাঃ টমাস এই বিবরণী রচনাকালে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের শেয়ার বাজারের ফটনাবলী ও তথ্যের উপর মুখ্যত নির্ভর করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে এই বিবরণী ভারত সরকারের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে যে বিবরণী ভারত সরকারের হস্তগত হইয়াছিল, সরকারী কর্মতৎপরতার গুণে ১৯৪৮ সালের শেষার্ধে তাহা সাধারণো প্রকাশিত হইল।—ইহাকেই নিঃসন্দেহে সরকারী কৃতিত্ব বলে। যে সুপারিশ প্রকাশিত হইতে মাত্র ছয় বৎসর লাগিয়াছে, সে-সুপারিশ কার্যে পরিণত করিতে যে আরও কত বৎসর লাগিবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন!

ডাঃ টমাসের বিবরণী পেশ করিবার পর ভারতবর্ষে অনেক কিছু ঘটিয়া গেছে।—এই বিবরণীতে ভারতবর্ষের সমস্ত শেয়ার বাজারের যে ইতিহাস ও কর্মপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরাতন ইতিহাসের সহিতও ইতিমধ্যে নূতন কথা যোগ হইয়াছে,—দুঃখের কথা, বেদনার কথা।—শেয়ার বাজারের পক্ষে যে যথাযথভাবে কার্যনির্বাহ করা কিরূপ প্রয়োজন ডাঃ টমাস সে সম্পর্কে তাঁহার বিবরণীতে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন যে, শেয়ার বাজার তাহার দায়িত্ব ওটরপভাবে সম্পাদন না করিলে জনসাধারণের মধ্যে ধনবিনিয়োগের অভ্যাসের সম্যক বিকাশ সম্ভব নহে। সেরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির মূলধনের বাজারের, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতির এবং দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার যথাযোগ্য উন্নতিও সম্ভবপর হয় না।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, শেয়ার বাজারকে আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাপকাঠি বলিতে পারি এবং দেশের বাণিজ্যিক উত্থান-পতন সম্পর্কে উহার সুপ্রচুর প্রভাবের কথা স্বীকার করিতে পারি। ডাঃ টমাস বলিয়াছেন, 'বিলাতের মানিবাজার অর্থাৎ, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হইলে ফটকাবাজদের হাতে, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে, যে-প্রতিষ্ঠান শিল্পোন্নতির সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেই প্রতিষ্ঠানকে ভাঙিয়া দেওয়ার অর্থই হইল জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন।'

কোন কোন পক্ষ হইতে এই ধরণের আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে শেয়ার বাজারে যে ধরণের ফাটকাবাজী হয়, তাহা সাধারণভাবে শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর ও নহেই, বরং তাহা শিল্পোন্নতির সহায়ক। অতএব তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই সরকারের উচিত হইবে না।—এই যুক্তিতে যে কিছুমাত্র সারবত্তা নাই, তাহা বলা বাহুল্য।—বিশেষ উৎসাহের একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের শেয়ার বাজারে গঠনই এইরূপ যে, ইহাতে অসাধু ব্যবসায়ের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায় এবং প্রকৃত ধনবিনিয়োগকারীকে যথাযথভাবে রক্ষা করিবার যা ব্যবস্থা এখানে প্রকৃতই অভাব।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্র্যানস্‌ফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

দাবী-বিচারকারী অবশ্য পূর্ব অনুসন্ধানসাপেক্ষ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বাজারের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়, ডাঃ টেনাস বিনিয়োগ প্রসঙ্গে যেসব একটা কথা তুলিয়াছেন। ডাঃ টেনাসের প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় বিনিয়োগ কমিশন (National Investment Commission) এই স্থায়ী বিচারকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ করিবে এবং বিনিয়োগের ব্যবস্থা। তাহাদেরই উপর ন্যস্ত হইবে।—কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের ফলে সমস্ত শুলিতেই একই প্রকার পদ্ধতি বজায় থাকিবে। শেয়ার কে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং কোন সময়ে একটির বেশী শেয়ার থাকিতে পারিবে না। এই বিধানের ফলে অবাধ্যাত্মক প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হইবে এবং এমন এক শ্রেণীর শেয়ারের দালালের সৃষ্টি হইবে যাহারা প্রকৃতই বিনিয়োগের কারবার করেন। ডাঃ টেনাসের প্রস্তাবের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় সুপারিশ হইল, (১) লেনদেনের ন্যূনতম টাকার সম্পর্ক করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ টেনাস বলেন যে, ছোট ছোট লেনদেনের জন্য বাজারের অস্তিত্ব রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে কেবল ফাটকা খেলা বাড়িতে পারে মাত্র। (২) সর্বপ্রকার লেনদেনের পূর্বে ১৫ পার্সেন্ট টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কি পরিমাণ টাকা জমা রাখা আবশ্যক হইবে, তাহার বিনিময়ের তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের পরিমাণ করিয়া স্থির করিবেন। শেয়ার ক্রয়ের টাকা বাদ কেবলমাত্র মূলধন বা হিসাব করিয়া পরিমাণ ধার্য করিতে হইবে; (৩) প্রত্যেকটি শেয়ার বাজারের ও শেয়ারের লেনদেন বছরের কোন নির্দিষ্ট একটি তারিখে হিসাবের হাইবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) খোলা হস্তান্তর-দলিল (Blank Transfer) ব্যবহারের অধিকারকে বেআইনী না করিয়া কোন শেয়ার কেনাবেচা করা চলিবে না।

শেয়ার বাজারের জন্য নূতন করিয়া বিধিনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি, সাধারণতঃ ফাটকাবাজী বন্ধ করার জন্য নগদ টাকায় কাজ কারবারের রীতি ও মার্জিন প্রথা প্রবর্তনও আমরা সমর্থন করি। কিন্তু খোলা হস্তান্তর দলিলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার চেষ্টাকে একান্ত অহিতকর বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং সর্বপ্রযত্নে ওই সুপারিশ বর্জন করার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করি। দ্রুত কাজ সম্পাদন এবং সহজে কেনাবেচা নিষ্পন্ন করা শেয়ার বাজারের একটা প্রধান কথা।—এমন কি একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, এইরূপ দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করার উপরেই শেয়ার বাজারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন নির্ভর করে। কিন্তু এই হস্তান্তর-দলিল রেজিষ্ট্রি করা সম্পর্কিত বিধিনিষেধের ফলে শেয়ার বাজারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে এবং বিক্রীত মাল যথাকালে অর্পণ বিষয়ে নানাপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে। আর তাহাড়া লভ্যাংশ ঘোষণার সময়-অবধির যে কোন লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রেতা নিজের নামেই ঐসব শেয়ার রেজিষ্ট্রি করাইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় মধ্যবর্তী ক্রেতাকেও বিনা প্রয়োজনে শেয়ার রেজিষ্ট্রি করাইতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপারের পক্ষে অহিতকর। "আইন" খুব ভালো জিনিষ সন্দেহ নাই, আইনের প্রয়োজন যে আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই কিন্তু আইনের বেড়াজালে পড়িয়া শেয়ার বাজারেরই নাভিশ্বাস উপস্থিত না হয়, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। শেয়ার বাজার টিকিয়া থাকুক এবং ভালভাবে টিকিয়া থাকুক, ইহাই আইনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ভারত সরকার যদি তাঁহাদের শিল্পসংক্রান্ত বিরাট পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিতে চান, তাহা হইলে যে মূলধনের বাজারটিকে তাঁহাদের পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, একথা ইতিপূর্বে আমরা বারংবার বলিয়াছি। তাহা করিতে হইলে সরকারের পক্ষে শেয়ার বাজারের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর অন্য পথ নাই।

আর্থিক ভারতএর পাঠকমাত্রেই জানেন, ভারতীয় শেয়ার বাজারের বর্তমান দুরবস্থার সূত্রপাত হয় ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে। সেই সময় হইতেই কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার এমন চমৎকার যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে যে, দীর্ঘকাল কালের জন্য শেয়ার বাজারের এরূপ দুর্গতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা এইবার দেখিতে পাইয়াছি। একাদিক্রমে এত দিন ধরিয়া এতবড় দুরবস্থার দৃষ্টান্ত ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। ইহা সত্য যে এমনসব কতকগুলি ঘটনার ফলে বাজারের বর্তমান অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, যে সকল ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব হইতে আলোচনা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু তাহার সহিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কতকগুলি নির্ভুলবাজ লোকের হাতে শেয়ার বাজারের সমস্ত কারবার কেন্দ্রীভূত ছিল এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ধনবিনিয়োগকারীর একান্ত অভাব ছিল বলিয়াই

শেয়ার বাজারের এমনতর মারাত্মক অবনতি লক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাকে পুনরায় স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যপ্রসূত কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয় নাই।

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে এবং এমন কি ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের আগে, অর্থাৎ লিয়াকৎ আলি মন্ত্রিত্বের অধীনস্থিত পূর্বেও নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিষয়ে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এই প্রথমবার বাহিরের ধনবিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল এবং বাহিরের জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি প্রকৃত ধনবিনিয়োগকারীর বৃহৎ দল গড়িয়া উঠিতেছিল। কর্তৃপক্ষ যদি তখন সজাগ থাকিতেন ও শেয়ার বাজারের কারকর্মকে এলেমদারে বিলদার্দ হইতে না দিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত ধনবিনিয়োগকারীর সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইত। সেক্ষেত্রে সেরূপ অবস্থার পরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন বৃহৎ পরিমাণ বিক্রয়ের ফলেই বাজারের এরূপ অধোগতি সম্ভব হইত না। কারণ, যে-কোন বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার মত প্রকৃত ক্রেতা বাজারে সবসময়েই পাওয়া যাইত।

অবশ্য কাহারও কাহারও মতে, তখনকার অবস্থায় কোন সরকারী সাহায্যই বাজারের অধোগতি রোধ করিতে পারিত না। তাঁহাদের মতে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ও শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সরকারী পরিকল্পনা ব্যতীত বাজারের স্থায়ী কোন উন্নতি সম্ভবপরও নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, কর্তৃপক্ষের তরফে দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না এবং নেতৃবৃন্দ যে ভবিষ্যতে ঠিক কি পন্থা অনুসরণ করিবেন তাহা তাঁহারা নিজেরাই স্থির করিতে পারেন না! তাছাড়া পরবর্তী নির্বাচনের দিকে চোখ রাখিয়া সাবধানে অগ্রসর হওয়ার দিকে সেই সময়ে নেতৃবৃন্দের একটা অপ্রশংসনীয় স্পৃহা দেখা গিয়াছিল এবং তথাকথিত বামপন্থীদের তুষ্ট করিবার প্রয়াসের ফলে চতুর্দ্দিকে একটা সন্দেহের ও অস্পষ্টতার আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের নেতৃবৃন্দ এখন উপলব্ধি করিয়াছেন যে অকস্মাৎ জোর করিয়া অতীতের সব-কিছুকে ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব নহে এবং যে কোন সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলেই কিছু সময়ের প্রয়োজন, অতএব চলতি অবস্থার ভিতর হইতেই যতটা মঙ্গল ও কল্যাণ আহরণ করা যায় বর্তমানে তাহাই বিধেয়।

ভারতবাসীমাত্রেরই জীবন যাত্রণের সামাগ্রতম মান উন্নয়নের জন্যও বহুগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি আবশ্যক এবং শুধু শ্রমবিভাগ ব্যতীত প্রয়োজনীয় উন্নতিলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। এই শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রেই সরকারী ও বে-সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার যুগপৎ ও পৃথকভাবে পরিষ্কার সীমানির্দ্দেশ প্রয়োজন। এবং সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার জন্য সকল অর্থই সাধারণ নাগরিক, বৃহৎ ধনবিনিয়োগকারী ও ধনবিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিতে হইবে বলিয়া, মূলধনের বাজার সম্পর্কে এরূপভাবে আচরণ করা আবশ্যক যাহাতে বাজারের বিভিন্ন সকল অংশই সন্তোষজনকভাবে কাজ করে এবং ধনবিনিয়োগকারীরও তাঁহার নিয়োজিত অর্থের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপযুক্ত নিশ্চিন্ততা জন্মে। ইহা সতত মনে রাখা প্রয়োজন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ধনবিনিয়োগকারীর মনে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুনরায় আস্থার সঞ্চার হইতেছে, ততক্ষণ অবধি কোনরূপ সুবিধাজনক সর্তে সরকারী অংশের বিক্রয় অথবা নূতন যৌথপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।—"আর্থিক ভারত"-এই কথা উহার পূর্বে আমরা একবার বলিয়াছি যে, বর্তমানে উহা অতীতের পুরাতন উক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু উহা একান্ত সত্য কথা, এবং সাধারণ নির্বাচনের ব্যস্ততার দিকে চোখ রাখিয়া অথবা শ্রেণীবিশেষের বিরাগ সম্ভাবনায় মূলধনের বাজারটিকে যদি এমনভাবে উৎসন্নে যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদেরও যে উৎসন্নে যাওয়ার পক্ষে বিলম্ব হইবে না, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

অতএব আমাদের মতে সরকারের অবিলম্বে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বপ্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার মনোনিবেশ করা প্রয়োজন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তায় মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ যথাসম্ভব হ্রাস করা আবশ্যক। তাহা না হইলে যে অশান্তির আশঙ্কা সরকার করিতেছেন, দেশের মধ্যে সে অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলত তাহাই সাধারণ নির্বাচনে দেশের বৃহত্তম দলের পরাজয়ের হেতু হইবে। নিজেদের কোন মতবাদকে ত্যাগ বা অস্বীকার না করিয়াও সরকার দেশের শিল্পোন্নয়নে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে এবং তদ্দ্বারা দেশ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিতে পারেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পুনঃসংগঠিত শেয়ার বাজার এ বিষয়ে সরকারকে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারে। অতএব তাহা চালনের মূলনীতির দিক হইতে যে কতটা গ্রহণ এবং কতটা বর্জ্জন করিতে হইবে তাহা ভারত সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বর্তমানে আমরা এই আশাই প্রকাশ করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান

ব্যাঙ্কিং

জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

প্রাসঙ্গিক

ঃ অসাধারণ

[illegible] বর্তমানকালে প্রায়োপবেশ প্রথাবলম্বী ও [illegible] সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া যে সম্মেলন [illegible] হইয়াছে, তাহার ফলে সরকার আশা করিতেছেন যে সমস্ত [illegible] সম্পর্কে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিবার পক্ষে [illegible] প্রমাণ হইবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনের সহকারী [illegible] তাহা লক্ষ্য করিবেন এবং [illegible] বিভিন্ন ধরণের [illegible] মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং [illegible] যে সমস্ত বিদেশী [illegible] তাহারা [illegible] যে নির্দ্ধারিত অংশ [illegible] করিবেন। আর কারণে [illegible] সাধারণ [illegible] সরকার নির্দ্ধারণ করিবেন।

[illegible] এইরূপ নিয়ন্ত্রণের আশা বোধহয় আমরা অনেকদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ এখন [illegible] এবং [illegible] সরকারের [illegible] উপর বিশেষ [illegible] ছিল, কিন্তু সরকার [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] আশা প্রকাশ করিয়া বিশেষ কিছু করিতে [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] ছিলেন তাহারাই নিয়ন্ত্রণ হইতে সরকারকে [illegible] করিতে [illegible] নিজেরা করিয়াছেন যে নিয়ন্ত্রণ তাহারা প্রত্যাহারের [illegible] কোন ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রণ [illegible] করিতে [illegible] এবং [illegible] তাহারা [illegible] করিয়া লইয়াছে। সরকারের [illegible] নিয়ন্ত্রণের [illegible] সম্পর্কে [illegible] তাহারা [illegible] করিতে [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] বিভাগ [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] উৎপাদনের [illegible] [illegible] ও সরকারের [illegible] নিয়ন্ত্রণের [illegible] [illegible] সম্পর্কে সরকারকে [illegible] করিতে [illegible] তাহারা [illegible] করিবেন যে [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] [illegible] [illegible]

দুই ডমিনিয়নের বাণিজ্য

গত সপ্তাহে ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউনিয়নের পাট ব্যবসায়ীদের এক সভায় পূর্ব্বঞ্চলের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জনাব হাবিবুল হক চৌধুরী ভারতের পাট ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দুই ডমিনিয়নের ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব হাবিবুল হক সাহেব ভারতীয় পাট ব্যবসায়ীদের অভাব নিয়া বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে পাট রপ্তানি করিয়া তিনি সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের করিয়া দিবেন। ভারতীয় ক্রেতাগণকে তিনি অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন যথারীতি তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যান। তিনি বিশ্বাস জোরের সহিত বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে উৎসুক।

বস্তুতঃ রাজনৈতিক মতবিরোধের ফলে এবং যেন বিভাগের পূর্ব্বেকার চিরন্তন সম্বন্ধের জন্য ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বণিকেরা সম্প্রতি মাঝে মাঝে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যে দুই ডমিনিয়নের পক্ষে মারাত্মক তাহা যে কোন সুস্থবুদ্ধি লোক বুঝিতে পারেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও কানাডার বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিতে পশ্চাদপদ হন না এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী হইয়াও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরস্পর অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য মিলিত হন, ইহা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এমন কি বাণিজ্যের মধ্য দিয়া যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠে, তাহা রাজনৈতিক বিরোধের তিক্ততাকে যে অনেক ক্ষেত্রে লাঘব করে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই বিষয়ে জনাব হাবিবুল হক চৌধুরীর মনোভাব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

তবে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় ডমিনিয়নের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতেছেন না, বা সেই বিষয়ে বিশেষ সজাগ হিতেছেন না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের ইস্টিমেণ্টে যে পরিমাণ বস্ত্র পাওয়ার কথা ছিল তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া পাকিস্তানে কোন কোন বাল রপ্তানির উপর ভারত সরকার শুল্ক বসাইয়াছেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের অংশের বদলে ভারত সরকার যে তৈল পাকিস্তানে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা এখনও পালিত হয় নাই। তাঁহার এই অভিযোগগুলির উত্তর আমরা করি ভারত সরকার বা পশ্চিম বঙ্গ সরকার দিবেন। তবে বস্ত্র সম্বন্ধে শ্রীযুত সারাভাই প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার নাকি নিজেরাই ভারত হইতে বস্ত্র আমদানি করিবেন। পাকিস্তানে রপ্তানি হইবার জন্য নাকি বস্ত্রে টান পড়িয়া আছে।

যে যাহা হউক যে দুই ডমিনিয়ন সাম্রাজ্যের বাঁধনের বন্ধন ছেঁড়াই দূরে গেছে এবং আজ জনাব হাবিবুল হক সাহেবের অভিযোগ গুলি যদি সত্য হয় তবে তাহার সরকারে ঐ সব অভিযোগের জবাব দাবীসহ করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।

পাট সম্বন্ধে হক সাহেব যেসব কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেইদিকে দুই সরকারের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। জনাব হাবিবুল হক বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বঞ্চলে বিভিন্নস্থানে এই বৎসর প্রাকৃতিক কারণে পাট চাষের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, ফলে পাটের মূল্যবৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে এবং পাকিস্তান সরকার পাট রপ্তানির জন্য লাইসেন্স প্রথা তুলিয়া দিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার এই কথা আংশিক দিয়া বিশেষ আশ্বাসজনক। প্রথমতঃ বর্ত্তমানে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে পাটের বৈদেশিক বাজিয়া সুচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার যদি উহা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ বৈদেশিকজনক বলিতে হইবে। তাছাড়া পূর্ব্বঞ্চল হইতে পাটের সরবরাহ বন্ধিত হওয়ার এমনিতেই আশঙ্কা রহিয়াছে না, সেক্ষেত্রে আবার লাইসেন্স প্রথার প্রবর্ত্তন করিলে পাট সরবরাহের বন্ধনশিথিলে বাধা পড়িয়া সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভারত হইতে পাট রপ্তানির শুল্ক যে হারে বসানো প্রচলন আছে এ সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সুতরাং উপরিন্তু দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাও একথা পাকিস্তানের কর্ণধারদের জানাইয়া দেন প্রত্যাহার এক সাথে অন্ত আসন নিয়াছেন যে, হেন বাজারে চলু হইলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। বাণিজ্যমন্ত্রীদের আশ্বাসে আমরা খুশী হইতাম, কিন্তু, একথা উহাতে ও পাকিস্তান সরকারের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, পাটের মূল্য বৃদ্ধি ও পাটের স্বাভাবিক সরবরাহ প্রচলন হইলে দুই ডমিনিয়নের পক্ষেই গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

চলচ্চিত্রে বিপ্লব

সম্প্রতি বম্বে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সভাপতি ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনের সংশোধনের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। উহাতে চলচ্চিত্র বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসন কাজে করা চলচ্চিত্র নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ী মহল উহাকে তাঁহাদের স্বাধীন অস্তিত্বলাভে ও অবাধ বাণিজ্যিক অধিকারের উপর সরকারের অযথা ও অন্যায় হস্তক্ষেপের সমান বলিয়া মনে করিতেছেন এবং উহাদের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ সরকারের যথারীতি আমাদের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সরলেও ইহা লইয়া প্রচুর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতেছে। এই সমস্ত উত্তেজনা ও আপত্তি যে একেবারে ভিত্তিহীন নয়ে তাহা আমরা স্বীকার করি। সেন্সর বোর্ডের সুগঠন সম্বন্ধে সাম্রাজ্যিক ঐতিহ্য ও সাহসের অভাব অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে দুর্ভিক্ষিত করিয়াছে। তাছাড়া বোর্ডে বর্ত্তমান সময় ও পরিস্থিতিরও যে সম্যক ধারণা নাই, তার আর কথাই নাই তাহা অনেকক্ষেত্রেই নয়ে দেখা। সমাজের কল্যাণ ও দুর্নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলচ্চি

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড ও শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের
বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তাবলী :

- মাত্র ১০৲ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আদানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৫০৲ টাকা ন্যূনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটস্থ
শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কে, এন, সেন
জেনারেল ম্যানেজার

সংবাদলিপি

...ার উৎপাদন হ্রাস—জাতীয়করণের ...—"বিক্রেতার বাজার" সমাপ্তির পথে—আমদানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—সহিত নূতন প্রাপ্য-পরিশোধ চুক্তি।

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

১৮ই জুলাই—অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারী লক্ষ্যটি বছরের প্রথম সকল হইলে হয় নাইয়া বিচার হইবে আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু ইহা কি সম্ভব হইবে? গত বৎসরের তুলনায় বেশী, তবুও এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে, কয়লা শিল্পের লক্ষ্যে উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে না। তবে সপ্তাহে ১৭ লক্ষ টন উৎপাদনের হার ক্রমশই বাড়িতেছে। সপ্তাহে অন্তত ৩০,০০০ টন কয়লা না হইলে, বৎসরের শেষে সমস্ত অপূর্ণ হইবে এবং শেষের মাসিক পূরণটুকু আরও বাড়িয়া যাইবে।

মিঃ জেকাস অবশ্যপ্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু জানাইতে বিলম্ব করিলেন না, শ্রমিক এবং আমদানিকারীদের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র সমালোচনা। কিন্তু কোন রকম পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দ্বারা অবশ্য শ্রমিকদের দ্বারা ইউনিয়নের নীতির বিরুদ্ধাচরণ ও এই সব বাহিরকার রোধ করা অসম্ভব। তাছাড়া বর্তমানে যে শ্রমিকদের যেমন শিলিতেছে ও সাপ্তে যেমন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মোট আদৌ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। ইহার পাশে শিল্পের অবসর ও উৎপাদন হারের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। অথচ ইস্পাত শিল্পকে সে আশ্বাস আমরা দিতে পারি নাই। দেশের নৈতিক লক্ষ্য মুহূর্তে ওই শিল্পের সরকারী বিভাগ করার মত তুলের পুরুষালি নিয়াই সকলে আশা করে।

বৎসরের মধ্যে এই প্রথম ব্রিটেনের অর্থ-লক্ষ্মীর পরিবর্তন হইয়াছে। আমদানি পণ্যের তুলনায় রপ্তানি অনেকটা বেশী। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দৃষ্টিই প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর প্রথম প্রথম মেঘগুলিতে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে যে পথা-ভাটির খেলা চলিয়াছে, আমরা দুই বৎসরের মধ্যে সে ঘটনা পূরণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া "দা ইকনমিস্ট" পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমাদের চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদনের বৃদ্ধি অল্প অবিলম্বে মিলনই হইবে। তুলার বিনিময়ে পৃথিবীতে কোন জিনিসেরই অভাব হইবে না। শুধু ব্রিটেনে নয় পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসায়ীদের অভিমত হইতেছে "বিক্রেতার বাজার" অবসান হইয়াছে এবং ব্যবসায়ী মহল ক্রেতাদের আসন গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ণাঙ্গ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন এবং কর্তব্যবীর সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশে মূলধন প্রতিনিধি নিয়োগ, প্রচার ও বিজ্ঞাপনের বিপুল আয়োজন, ডিজাইন ও প্যাকেজের অভিনবত্ব ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন।

ইতালো ওয়ালকার ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি-দল সেদিন আর ট্রেডস সভাপতি মিঃ জর্জ ইসনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানান, ব্রেটন-উড্স প্রস্তাব-বলিকে একদল হইতে তাহাকে আমদানির পরিমাণ বাড়াইবার দাবী করেন। প্রতিনিধিরা জানান যে তাহারা ও ব্রেটন এবং এখন প্রচুর রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত আছে। ব্রিটেন ইচ্ছা করিলেই আমদানির পরিমাণ বাড়াইতে পারে। মিঃ ইসনর তাঁহাদের জানান যে তাহার ও বেলজিয়াম হইতে তাহার আমদানির উপর কোনরূপ কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় নাই। তবে ঐ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা কতা বলিতে অতিরিক্ত আমদানি সম্পর্কেও তাঁহারা কিছু বলিতে তাহা বলেন নাই।

কৃষি সচিব মিঃ টম উইলিয়ামস জানাইয়াছেন যে, বিদেশী মুদ্রিকার মূল্য ব্রিটেনের বাজার দখলের জন্য কতিপয়কারের নীতি গ্রহণ করিয়া ব্রিটেনের কতিপয় দ্রব্যের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা বন্ধ করার জন্য সরকারকে চিন্তা করিতেছেন। সরকার চুক্তি করিয়া ঐসব দ্রব্যের সরবরাহের পরিমাণ ও সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। ভবিষ্যতে যে সকল দ্রব্য ব্রিটেনে আদৌ উৎপন্ন হয় না, কেবলমাত্র সেইসব দ্রব্যই ব্রিটেনে আমদানি করা চলিবে এবং বিদেশ হইতে যাহা ব্রিটেনে উৎপন্ন হয় না, সে সব দ্রব্যের আমদানি শুধু সে হুকুমনের জন্য চলিতে পারিবে।

ব্রিটেন ও নরওয়ের মধ্যে প্রাপ্য পরিশোধ সম্পর্কিত, চুক্তি একটি মেয়াদ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ফলে উক্ত দেশের পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাপ্য মূল্য কি পরিমাণে [illegible]

ওয়াশিংটন

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান—ট্রুম্যানের নির্বাচনী কৌশল—ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক প্রতিনিধির মজুরি বৃদ্ধি ও ইস্পাতের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি—কয়লা ও লৌহ উৎপাদন হ্রাস—যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী ও রেলপথ জাতীয়করণ—আমেরিকান জাহাজের প্রতি ই-সি-এ'র পক্ষপাতিত্ব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৮ই জুলাই—প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচনের জন্য আহূত সম্মেলনগুলি সমাপ্ত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৮ই জুলাই ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া শীঘ্রই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করিতে যান। পূর্ণসংকেতের ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনে রিপাব্লিক ও ডেমোক্রেটিক দলের কোন কোন মহলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। তবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিবেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিশেষ ঘোষণা করিতে পারিবেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা জানা যায় নাই। কংগ্রেস অধিবেশনের কার্যকাল বৃদ্ধির সম্বন্ধে কোন প্রকাশ না করিলে আইনানুগ ব্যবস্থা অনুসারে ৩১এ জুলাই অধিবেশন শেষ হইবার কথা। ট্রুম্যান কর্তৃক কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের কারণ হইতেছে মার্কিন রিপাব্লিক দল ও নিজের দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ট্রুম্যানের টান। তাছাড়া ডেমোক্রেটিক দলের অর্থ ভাণ্ডারের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি কংগ্রেসের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের পূর্বেই সাধারণের অর্থে রাজনৈতিক প্রচার কার্য সমাধা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণের বার সাধারণের অবগতার্থে সমাধা হয় ইহা তাঁহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত হইবার পূর্বের কথা।

তিনি রিপাব্লিক দলের নেতৃবৃন্দের অভিপ্রায়ের আভাসের পূর্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহেন। রিপাব্লিকানরা সম্মেলনে বিদেশীয় এবং সংস্কার সহিত কংগ্রেসে উক্ত নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতির বিরোধ অসাধারণ সমাধানের প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অনোনয়ন প্রবর্তনকালীন বক্তৃতায় ট্রুম্যান নেতৃত্ব উল্লেখ করেন। সুতরাং কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আমরা বিপক্ষদল রিপাব্লিক দল সমর্থন করিলে তিনি অবসরক্ষণে তাঁহার ক্ষতির পূরণ করিতে পারিবেন। আর যদি রিপাব্লিক দল বিরোধিতা করেন তবে প্রচারকার্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার পূর্ণ সুযোগ মিলিবে। ওয়াশিংটনের কোন কোন মহলে বিশেষ প্রকাশ করা হইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল কিনা। রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দের আচরণ সম্পর্কে জনসাধারণ অল্প অবগত।

ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ চুক্তির প্রস্তাবিত সর্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে একটি কি দুইটি দেশের পক্ষ হইতে ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার মোকাবেলা করিতে দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-পরবর্তী অন্যান্য ঋণ আবেদনের মামলা স্থগিত রাখিতে বলা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালীন বিরোধী অভিযান বন্ধ হইলে এই সপ্তাহ হইতে প্রতিরক্ষার অন্তর্বর্তী বৃদ্ধি করিবার প্রতিশ্রুতি ইস্পাত নিয়ন্ত্রণকারিগণ বিবেচনা করিতেছেন। অভিযান প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইস্পাতের মূল্যও মুদ্রাস্ফীতির সহিত তাল রাখিয়া বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইহা আরও একটি বলা হইয়াছে, ইস্পাতের দর এত চড়া হইবে যে বিগত কয়েক বৎসরের দরের সহিত আদৌ কোন তুলনাই চলিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে গত যে মাস পর্যন্ত মোটা উৎপাদনের যে উন্নতির লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহা কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। দৈনন্দিন উৎপাদনের গড় অনুযায়ী এই হ্রাস ঘটিয়াছে শতকরা ৭ ভাগ। বর্তমান উৎপাদন গত মে মাসে শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে ও দৈনন্দিন উৎপাদন মতে হ্রাস হারের চাইতে সামান্য বেশী।

রেশনিং লাইসেন্স লইয়া যে সব দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে রেশনিং লাইসেন্সের বিষয়ে অনেক জালিয়াতি ও ঘুষাঘুষির ঘটনা প্রকাশ পায় এবং কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি সরকারকে এই জন্য দায়ী করেন। যে সব ইস্পাত কেবল আন্তঃরাজ্য বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব নয় সেইরূপ ইস্পাত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এক মাসে এক লাইসেন্সের সাহায্যে বিক্রয়ে রেশনিং করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যাপারেও একজন ব্যবসায়ী যাহাতে বিভিন্ন ধরনের মাল এক সঙ্গে এক লাইসেন্সের দ্বারা রেশনিং করিতে পারেন সেইরূপ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

'আমেরিসিয়েশন অব আমেরিকান রেলরোডস' সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ জাতীয়করণ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে যে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অধিকাংশ আমেরিকানই রেলপথ জাতীয়করণের বিরোধী। শতকরা মাত্র ১৩ জন জাতীয়করণের দ্রব্য মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যে সব যুক্তরাষ্ট্রীয় জাহাজ মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার মাল বহন করিবে তাহাদের পক্ষে অন্যান্য বিদেশী জাহাজের তুলনায় বেশি হইবে বলিয়া ই-সি-এ'র তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পক্ষপাতিত্বের কারণ-রূপে বলা হইয়াছে যে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলওয়ে ৫০ ভাগ ই-কার-সি'র মাল আমেরিকার জাহাজে বহন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ই-সি-এ'র মাল আমেরিকার জাহাজে বহন করিতে হইবে।

ব্রিটেন

ঋণ চুক্তির সমর্থনে মিঃ বেভিন—বস্তুহারাদের বাধ্যতামূলক স্থানান্তর—সেনাবাহিনীর সাময়িকভাবে সংখ্যা হ্রাস—সাম্রাজ্যের সামরিক ও অসামরিক সংগঠনের কাঠামো পরিবর্তন—পররাষ্ট্রনীতির রূপবদল।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ম্যানচেস্টার, ২৩এ জুলাই—গত সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থসচিব মিঃ হিউ ডালটনের বিবরণের অতিরিক্ত আর কিছু জানা যায় নাই। তবে সাধারণের ধারণা হইতেছে যে, ঋণ চুক্তির সমর্থনে মিঃ বেভিনের বক্তৃতা হইতে এবং আলোচনাকালে উত্থাপিত বহু বাধা বিঘ্ন তিনি অপসারিত করিতে সমর্থ হইবেন। তবে অর্থসচিব বলেন, "আমরা যেই সকল সম্পত্তি দখল করিতে চাহিয়াছি এবং যত তাড়াতাড়িই তাহা চাহি না কেন, কোন বাধা হইবে না।" বাকী ঋণের পাওনা হইতে আমরা কিরূপে কর্তন করিব তাহা চিন্তা করিতেছি।"

গত সপ্তাহে রাজধানীতে রাজপ্রমুখ ও রাজমাতাকে ঘিরিয়া দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। রাজ্যাভিষেকের বেলাতে একত্রিত ও যুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে সাম্রাজ্যের সামরিক কাঠামো বদল করিয়া পরিত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনী সম্প্রতি রাজপ্রমুখের এই সম্মেলনে মুদ্রাস্ফীতি সাম্রাজ্যের আধুনিক অবস্থানোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়। সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যোগের জন্য একটি 'আড হক' কমিটি গঠিত হইয়াছে সৈন্যবাহিনী ইউনিফরমের অন্তর্গত সাম্রাজ্যভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক লইয়া যে জনসংখ্যা গঠিত হইয়াছে তাহা বিভক্তের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, প্রতি ইউনিফরম গভর্নমেন্টের অধীনে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট, যাহা বিভাগ বিভাগে একজন অভিজ্ঞ জেনারেল একটি টেকনিক্যাল কোর এবং একটি স্থায়ী পার্লামেন্ট মারফত কমিশন থাকিবে তাহাড়া এই সম্মেলনের ফলে রাজপ্রমুখের সিদ্ধান্তের মধ্যেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়াছে এবং রাষ্ট্রিবর্গী শাসন প্রবর্তনের ফলে উভয় রাজপ্রমুখ ও রাষ্ট্রিবর্গের মধ্যে আরও নিকটের অবস্থান হইয়াছে। ট্রান্সজর্ডনে অন্যান্য অংশে যে ধরনের নীতি অনুসরণ হয়, এই সব রাজ্য ইউনিফরমের সাধারণ নীতির দিক হইতে তা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সাম্রাজ্য ও পুনর্গঠন সচিব শ্রী বোবেনলাল পাকিস্তান প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রিগণের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করিয়া রাজধানীতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ফেডারেশন গঠন করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। রাজধানীর এক প্রস্তাব হইতে দ্বি প্রস্তাবে সম্মেলন বিভক্ত করিবার জন্য একটি আই প্রস্তাবের প্রস্তাবিত সম্মেলন হইতে করা হইয়াছে পরিকল্পনাধীনে অনুযায়ী ইহা সাধারণ করা হইয়াছে যে মুসলমানদের প্রাদেশে রাজধানীর যে সকল রাজ্য অবস্থান করিতেছেন, তাহারা কিন্তু প্রদেশে স্থায়ী অধিক হইতে পারিবেন না, তাঁহাদের পৃথক পাকিস্তানে বসবাস করিতে হইবে। অন্যান্য উদ্যোগের তাহে বর্ষের বিভিন্ন অংশে রাজধানীর প্রকারে রাজধানী

সঙ্কলন

সরকারী চাকুরিতে নারীদের অধিকার

সম্প্রতি সরকারী প্রধান মন্ত্রী সকার আফ্রিকাই টেলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীদের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, পুরুষের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলারাও চাকুরি করিতে পারিবেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় চাকুরি এবং ভারতীয় পুলিস সার্ভিস চাকুরিতেও মহিলা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে :—

ভারতীয় চাকুরিতে বিদেশীদের ভারতীয় পাকিস্তানী চাকুরি এবং পুলিস বিভাগীয় চাকুরিতে মহিলা নিয়োগের প্রশ্নটি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, সকল পুরুষ ও নারীদেরকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা মহিলাদিগকে দেওয়া হইবে না।

মহিলা নারীর কোনরূপ নারী বলিয়াই কোন বিষয়ে নিয়োগের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না। নারীরা যাহাতে এই যোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন এজন্য ভারতীয় পাকিস্তানী বিভাগীয় এবং ভারতীয় পুলিস বিভাগীয় চাকুরিতে কর্মের সংখ্যা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের খাদ্যনীতি অপরিবর্তিত থাকিবে

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্তমান খাদ্যনীতি পরিবর্তন করা হইবে না। গত ৫ ঐপ্রিল ভারতসরকার কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছে। সমালোচনার চাপের ফলে কোন কোন প্রদেশে যে ঢিলা দেওয়া হইয়াছে, উহা যথাযথভাবে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে নিযুক্ত খাদ্য কমিশনারদের সুপারিশ ক্রমে করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক বাঁটি সরকারী ক্রয় ব্যবস্থার পরিমাণ ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি করিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য উহা ৭ লক্ষ টন হইয়া থাকে।

সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কিভাবে কার্যে রূপ দেওয়া হইবে উহার বিস্তৃত পরিকল্পনা আজ পেশ করিবেন কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস. কে. পাটিল। তিনি আরও ঘোষণা করিবেন যে, পাঞ্জাব, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের খাদ্য বিভাগীয় কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই দিল্লী পৌঁছিয়াছেন।

চলতি বৎসরে ভারতের ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য হ্রাস করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫৭ সালে ১২ লক্ষ ও ১৯৫৭ সালে ২৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য খাদ্যশস্যের বিনিময়ে পাকিস্তান হইতে ১০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টন চাউল আমদানি করা হইয়াছে। পাকিস্তান হইতে কোন খাদ্যশস্যই এ বৎসর আমদানি করা হয় নাই।

১৯৫৬ সালে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে বৃষ্টি না হওয়ায় আনুমানিক ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়াছে। পরের বৎসরে রোগাক্রমণের ফলে ১৯৫৭ সালে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে একমাত্র মাদ্রাজেই ১০ লক্ষ টন চাউল বা মাদ্রাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতের খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর সম্প্রতি ঢিল্লি হাইতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে, অবিলম্বিতে ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় খাদ্য উৎপাদনের সুষ্ঠুতর করিবার ব্যবস্থা করেন।

প্রত্যেক প্রদেশই বর্তমানে তাহার অবস্থা অনুযায়ী নিজ নিজ প্রদেশে খাদ্যোৎপাদনের পরিকল্পনা করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সমস্ত পরিকল্পনা হইতে একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচী গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রদেশ যে সিদ্ধান্তে ও ব্যবস্থা গ্রহণে প্রায় সাধারণভাবে সমর্থন করা হইবে। রেডিয়াল ইরিগেটিড, সার্সিং কাউলিস ও চেকটাল বন্দের সম্পদের চেষ্টা করা হইতেছে। ভারতীয় কৃষকের ভিক্ষিলতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ প্রচার করা হইবে এবং ঔষধ বিলি করণের প্রয়োজনেরকল্পে একটি কার্যকরী স্থানীয় গঠন করিবার সম্বন্ধও গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতে মধ্যম চাষের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার চাষের উন্নয়নের ফলে দেশের খাদ্যাভাবের আশিক সমাধান সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার নূতন আধুনিক প্রণালীতে মধ্যম চাষের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার 'আরও খাদ্যশস্য ফলাও' পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনমতে মধ্যম চাষের উন্নয়নে অর্থসাহায্য করিতেছেন। দেশের পুরাতন ও সনাতন প্রণালীর ক্রমবর্ধনশীল বিভিন্ন ধরনের বাধ দূর করা হইতেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের পতীর সমুদ্রে পরীক্ষামূলকভাবে মাছ ধরার চেষ্টা চলিতেছে। নূতন সমুদ্রে কোথায় কোথায় মাছ আছে উহা নির্ণয় করার জন্য একটি ইসাও নিয়োগিত হইয়াছে।

ভারতের শিল্পোন্নয়নে চেক কারিগরদের সাহায্য

ভারতের শিল্পোন্নয়নে কিভাবে চেক কারিগরদের কারিগর বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলনে তাহার আলোচনা হইবে।

ভারত সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য দানের জন্য কতিপয় চেক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ইহারা বর্তমান মাসের শেষ দিকে দিল্লী পৌঁছিবেন আশা করা যায়।

কারিগরদের সাহায্য ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতবর্ষকে কুদ্র বৃহদাকৃতির সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রাথমিক কথাবার্তা প্রায় পরিসমাপ্তিকালে ভারতের অর্থসচিব তার দুমন মেহতা ও ভারতের হাইকমিশনার শ্রী বি. কে. ক্রপ্ত সম্প্রতি দেখা করিয়া আসিয়াছেন এবং আশা এই যে, এই ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

কাঁচা তামাকের আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ

ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, কাঁচা অথবা ধৌতাধূমুক্ত তামাকপাতা ভারতে আমদানি করিতে হইলে সাধারণ এবং বিশেষ লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে। কতিপয় পোকামাকড় এবং রোগ হইতে মুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকিতে হইবে। তামাকে উৎপন্ন দেশের একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সেই সার্টিফিকেটটি সংগ্রহ করিতে হইবে। উহা 'ইউরোপীয় ইনুটেনা' হইতে মুক্ত বলিয়া উক্ত বিশেষজ্ঞের সার্টিফিকেট দিতে হইবে। কতিপয় মুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তামাকে কৃমি বিনাশ 'ইউরোপীয় ইনুটেনা' পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়া দিলেই উহা ভারতে আমদানি করা যাইতে পারিবে।

সার্টিফিকেটবিহীন তামাকপাতা ভারতে আসিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে, বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ধৌতাধূমুক্ত সার্টিফিকেট গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিশেষ শিক্ষাকর বাবদ প্রস্তাব উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন

গত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাসচিব শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটি অন্যান্য বৈকল্পিক শিক্ষা-নির্ধারণের জন্য বিশেষ কর অথবা শিক্ষা-কর ধার্যের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

পাঞ্জাব রাজ্যের অর্থসচিব ঐশ্বর্যশালীকরণ সরকার কর্তৃক প্রেরিত মাংকোলিপিক কমিটি বিবেচনা করেন। ঐরূপ সরকার কমিটির অবসান সম্ভব। আগামী মাসে কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯৫৮ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের আবাদ

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিহার উড়িষ্যা আসাম এবং ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৭,৭১,১২০

পশ্চিমবঙ্গে ২,০৩,০০০ একর জমিতে পাট চাষ করিবার লাইসেন্স দেওয়া আছে। আলোচ্য বৎসরে এই লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির মোট ২,১৫,৮৮ একরে এবং স্থানীয় পাট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলির ১২ (খ) ধারা অনুযায়ী অতিরিক্ত ৪১,৯০০ একরে অর্থাৎ মোট ২,৫৭,৭৩৪ একর জমিতে পাট চাষ হইবে। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে মোট ২,২৮,১৮৪ একর জমিতে পাট চাষ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং চলতি বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ ৭৯,৫৫০ একর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চলতি বৎসরে কুচবিহারে ৩৩,১৮৫ একর, ত্রিপুরায় ১২,১০০ একর, বিহারে ১,৬৩,৮০০ একর, উড়িষ্যায় ১২,১০০ একর ও আসামে ১,১৫,০০০ একর জমিতে পাট চাষ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। একমাত্র কুচবিহার ব্যতীত উপরিউক্ত সমস্ত অঞ্চলেই গত বৎসর অপেক্ষা পাটের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে সামগ্রিকভাবে যেখানে মোট ৯,৪৭,৪১৫ একর জমিতে পাট জন্মিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে সেখানে মোট ৭,৪৩,১১০ একর জমিতে পাট জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং চলতি বৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা পাট চাষের জন্য ১,০৫,৩১৫ একর জমি কম পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার

পূর্ব্বাঞ্চল সাহায্য, কল্যাণ ও পুনর্বসতি বিভাগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রীযুত অমিয় চন্দ্র সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সম্প্রতি কলিকাতায় যে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে অন্যান্য প্রদেশের বসতিদান সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগে কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারেরও অনুরূপ সংবাদ প্রদান করা উচিত।

এই সম্মেলনে প্রকাশিত অন্যান্য প্রদেশের কার্য্যাবলী উল্লেখপ্রসঙ্গে শ্রীযুত বসু বলেন যে, যুক্তপ্রদেশ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে এক লক্ষ ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে বাহাদুরে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইতে ৬ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে ইতিমধ্যে ২ লক্ষ ব্যক্তিকে বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের জন্য ছোট ছোট নগর পত্তনের ও মৌথ ব্যবসার পরিকল্পনাও তাহাদের আছে। যে মাসে পূর্ব্ব পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ। এই দেড় মাসের মধ্যে সরকার ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ব্যক্তিকে চাকুরীর বা বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ৪টি শিল্পপ্রধান নগরী এবং বর্ত্তমান ১০টি নগরের উপর আরও ৪টি নূতন নগরী পত্তনের পরিকল্পনা তাহাদের আছে।

শ্রীযুত বসু জিজ্ঞাসা করেন, এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবরণী কোথায়? প্রধান মন্ত্রী এখানে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১১ লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ কি [illegible] পাই। সরকার এ সম্পর্কে কি করিয়াছেন তাহাও সম্যক জানিতে চাহে। ফলতঃ বস্তুতি করার অবসরও সহজ হইবে না। উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য সরকার কি কি করিয়াছেন তাহা বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

কলিকাতায় যে দর সংবাদে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

জলপাইগুড়ি সদর, আলিপুর দুয়ার, শিলিগুড়ি এবং মালদহের বিভিন্ন স্থানে মোটা চাউল ২৫ টাকা মণ দরে এবং মাঝারি ও সরু চাউল ৩০ টাকা হইতে ৩৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমাগুলিতে চাউলের দর ২৪ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত। নদীয়া জেলার কালনাই মহকুমাতেও চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্দ্ধমান বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের বাঁকুড়ি জেলাগুলিতে চাউল যেমন চাউলের মূল্য সকলে ১৭০ টাকা অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় হইতেছে বলিয়াও সংবাদে প্রকাশ।

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে উন্নততর কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা

কৃষিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৫টি ট্রাক্টর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত ক্ষেত্রে উন্নততর ধরণের প্রণালীতে ধানের বীজ উৎপাদন এবং কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উন্নততর গবেষণাগারের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সমস্ত বিভাগীয় কার্য্যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার জন্য আরও ৫টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইয়াছে। ঐগুলির প্রয়োজনীয় সমুদয় যন্ত্রপাতি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেলে তাহাদের কয়েকটি নিকটবর্ত্তী জমিসমূহ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পের কাজ দেওয়া হইবে।

পতিত জমি চাষযোগ্য করার উদ্দেশ্যে সর্ব্বশেষে ১৫টি ট্রাক্টর ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। জমিগুলি জমি সরেজমি করার জন্য উহাদের লিভার সহিত 'মুল ডোজার' যুক্ত থাকিবে। পরে আরও ১০টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইবে।

জলসেচের সুবিধার জন্য সর্ব্বশেষে বৎসরে ১০টি ছোটখাট খনন কার্য্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন। খননের ধরন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই।

সেচকার্য্যে ব্যবহৃত ৮০টি পুরাতন চক্র গত বৎসর চক্রগুলির মধ্যে বিলি করা হইয়াছে, এই বৎসর উহা বাড়াইয়া ১০০টি করা হইবে।

বিহারে যানবাহন জাতীয়করণ

বিহার সরকার বিহারের যানবাহন জাতীয়করণের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার তাহা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারের এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন তবে বিহার পরিষদের আগামী শীতকালীন অধিবেশনেই এই সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করা হইবে।

বিহারে জমিদারী বিলোপের ব্যবস্থা সেপ্টেম্বরে চালু হইবে

এই প্রদেশের ৫৮ খণ্ড জমিদারীগুলির পরিচালনভার সেপ্টেম্বরের মধ্যেই গ্রহণের জন্য সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ছোট জমিদারীগুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করা হইবে। বিহার জমিদারী বিলোপ বিল সম্প্রতি অনুমোদনের সাহের পর বর্ত্তমানে সম্প্রতি ফেডারেলের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

নয়া প্রদেশের যন্ত্র-শিল্প শ্রমিক-মালিক বিরোধ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের রায়

নয়াপ্রদেশ ও বেরার শিল্প ট্রাইব্যুনাল প্রদেশের কাপাসে কলসমূহের মালিক এবং কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে রায় দিয়াছেন। এই রায় এক বৎসরের জন্য উভয় পক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং গত ১লা জানুয়ারী হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ট্রাইব্যুনাল এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে উহাদের রায় অনুযায়ী শ্রমিকদের অতিরিক্ত যে পাওনা হইবে তাহা দেয় প্রকাশের তারিখ হইতে চার বছরের মধ্যে দুই বা তিন কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে ট্রাইব্যুনাল প্রদেশের ২টি কারখানার কর্ম্মীদের ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা, রেলওয়ে ও পাওয়ারহাউসের জন্য প্রতিসপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

ট্রাইব্যুনাল অবশ্য শ্রমিকদের দাবীমত মূল বেতন ২৬ টাকা হইতে বাড়া করিয়াছেন। বোম্বাই স্থিত আম্বালা বোম্বাই সহরের জন্য অবশ্য শ্রমিকদের মূল বেতন সর্ব্বনিম্ন ৩০ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন।

মজুরি নির্দ্ধারণ কর্ম্মীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে বেতন বাবদ ব্যয় শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকরা ইহা বৃদ্ধির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিবে বলিয়া ট্রাইব্যুনাল আশা করিয়াছেন।

মজুরি একই রূপ হার নির্দ্ধারণের প্রশ্নে তিন মালিক ও মজুরদের প্রতিনিধি এবং দুইজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া গঠিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কমিটি বম্বাপ্রদেশ ও বেরারের বস্ত্র-শিল্প শ্রমিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারণের জন্য এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বম্বাপ্রদেশ ও বেরারের বস্ত্র-শিল্পে শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ১০ হাজার।

অন্যান্য তাহা সম্পর্কিত প্রশ্ন জটিল বলিয়া এই সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল পৃথক রায় দিবে।

(সেষাংশ ৭৭৫ পৃষ্ঠায়)

'PALUDRINE'

শিল্পের সহায়তা করে

প্যালুড্রিন

ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্যালুড্রিনের উপর নির্ভর করুন

★

প্রতি তিন দিনে ১টি বড়ি অথবা সপ্তাহে ১ দিন ৩টি বড়ি আপনাকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। যাঁহারা অধিক সাবধান শ্রমিক খাটান তাঁদের সিরাম সুচিন্তিত করে দেওয়া হয়।

অত্যন্তকালকার দিনে নিয়োগকর্তাদের কাছে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি একটা বাস্তবোচিত সমস্যা।

ম্যালেরিয়ার জন্য প্রতি বছর আপনার কারখানায়, অফিসের ও চায়ের বাগে মোট কত ঘন্টার কাজ নষ্ট হয় তা' বিচার ক'রে দেখেছেন কি?

আপনার কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য মাসে মাত্র দশ পয়সা খরচ করে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি দিতে পারেন।

'PALU[illegible]'

পরাক্ষত ঔষধ
ম্যালেরিয়া নিবারণ ও আরোগ্য করে

ICI ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বিবরণী

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার হইতে এই প্রদেশে শ্রমিক সংক্রান্ত অবস্থাসমূহ এবং পশ্চিম বঙ্গের শ্রম বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ৮৫ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে শ্রম বিরোধ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, শিল্প-বিরোধ আইনবিধির পরিচালনা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকার গত ১৯৪৭ সালের শেষ অর্থাৎ হইতে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে শ্রম-বিরোধসমূহের মীমাংসা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনা, আপোষ মীমাংসা এবং আবশ্যিক সালিসী ব্যবস্থার যে তিন প্রকার পন্থা আছে সেই সবগুলি পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তবিক শ্রমাবস্থা সম্পর্কে এরূপ বিস্তারিত সরকারী বিবরণী ইহাই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটা নিখিল ভারত অন্তর এইরূপ বিবরণী প্রকাশ করিতে চাহেন বলিয়া প্রকাশ।

সরকারী পন্থা

পশ্চিম বঙ্গে শ্রম-বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে সরকার কর্তৃক অবলম্বিত উপায়গুলি সম্বন্ধে বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্কস কমিটি গঠন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সালিসী মীমাংসা সম্পর্কে সরকার সকল প্রকার অমীমাংসিত শ্রম বিরোধই ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তবে সেক্ষেত্রে একটা সর্ত জিয়ন উভয় পক্ষকে মানিতে হয়। তাহা এই যে, বিরোধটি সালিসীতে প্রেরণ করিবার পূর্বে অথবা ঐ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালে বিচার চলিবার কালে বিরোধ বৃদ্ধির সহায়করূপে কোনরূপ কর্মবিরতি চলিবে না। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা এবং অন্যথা অথবা কর্মবিরতির দ্বারা জাতির যে উৎপাদন শক্তির অপচয় ঘটে তাহা রোধ করাই ইহার নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য।

আর আপোষ মীমাংসার পথ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বর্তমানে শ্রম বিরোধগুলি আপোষ-মীমাংসা কর্মচারীর নিকট এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন শ্রমিক ও মালিকের এক পক্ষ বা উভয় পক্ষই বদ্ধপরিকর হইয়া তালাবন্ধ করার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ বাছিয়া লইয়াছে। ঐ সব ক্ষেত্রে আপোষ-মীমাংসা কর্মচারী যদি দেখেন যে, কাঁচা কর্মবিরতি বন্ধ করিয়া উভয় পক্ষের বিরোধের কোন পূর্ণ মীমাংসা করা তাঁহার, তাহা হইলে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে সাময়িক একটা চুক্তি সম্পাদন করিবার ও তাহার ফলে কর্মবিরতির অবসান ঘটাইবার এবং অমীমাংসিত বিরোধ প্রশ্নগুলি সালিসে প্রেরণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রমবিরোধের ধরণ

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের বহু সংখ্যক ব্যবসা বিষয়ক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, দেখের বিভিন্নাংশের বিরুদ্ধে যেসব শ্রম-বিরোধ আসিয়াছে, স্বাধীনতা দিবসের পর হইতে তাহার সংখ্যা দিনের বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশে বিরোধেরই উৎপত্তি হেতু, বোনাস ও ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন হইতে। ইহার কারণগুলি প্রধানের অধীনিতিক। পণ্য মূল্যের সারা সময়ে এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে শ্রমিকদের অধীনিতিক অবস্থা অবনতি ঘটিয়াছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর মজুরি পাইবার দাবী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর বিভাগের পর রাজনৈতিক পরিবর্তনাদির জন্য এই দাবী আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাইও অনেক ক্ষেত্রে বিরোধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছাঁটাইয়ের যে অধীনিতিক পরিস্থিতির দিক আছে তাহা ছাড়াও শ্রমিকদের মনে এইরূপ ধারণার ফলে ছাঁটাইয়ের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যে, ছাঁইব্যুনালের নিকট বিরোধের মামলা চলিবার সময়ে সকল প্রকার ছাঁটাই শ্রম বিরোধ আইনের অধীনে নিষিদ্ধ হইয়া করা হইয়া থাকে। বিচারপতি লইয়া গঠিত একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এইরূপ রায় দিয়াছেন যে, শাস্তিস্বরূপ যে সব লোককে ছাঁটাই করা হয় একমাত্র সেইসব লোকের ছাঁটাই-ই ঐ নিষিদ্ধ আওতায় আসে এবং সরকার আইনের ব্যবস্থা বাদার সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতেই একমাত্র কোন লোক অবলম্বন করিবার যৌক্তিকতা বিবেচনা করিতে পারেন। সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠানই যে এই অভিমতের সমর্থন করিতে পারেন তাহা নহে। সালিসী মামলা চলিবার কালে ছাঁটাই করার প্রশ্ন ছাড়াও শ্রম-বিরোধগুলিতে লোক বহাল করার ব্যাপারগুলি যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। ইহা এমন পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে যে, একণে শ্রমিক প্রতিনিধিরা বিযুক্ত কর্মচারীদের বহাল করা। সালিসদের কোন অধিকার আছে কিনা তাহাই প্রশ্ন করিতেছে। এমন অনেক ক্ষেত্র হইয়াছে যেসব ক্ষেত্রে অমীমাংসিত শ্রম বিরোধসমূহ এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে এবং যেসব ক্ষেত্রে অনেক পরাণ লোক বহাল করা হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে মালিকগণ বাহাল কর্মচারীদের সুনির্দিষ্টভাবে অন্য নির্দেশ দিবার অধিকার ট্রাইব্যুনালগুলির আছে কিনা তৎসম্বন্ধে মত করিয়া হাইকোর্টের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছেন এবং ফলে সালিসী ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় আছে।

উৎপাদনে প্রচুর ক্ষতি

বিবরণীতে দেশের উৎপাদন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ধর্মঘটসমূহ ও তালাবন্ধের ফলে উৎপাদনে প্রচুর অতিরিক্ত চলিতেছে। ১৯৪৬ সালে ৩৮৩টি শ্রম-বিরোধের ফলে ৮৮০ লক্ষ পূর্ণ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়। ১৯৪৭ সালে ৩৭৬টি শ্রম-বিরোধের ফলে ১৯০ লক্ষ পূর্ণ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়। আর ১৯৪৮ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত ৮৮টি শ্রম-বিরোধের ফলে ৩,৩০,১৭৪টি পূর্ণ শ্রম-দিবস নষ্ট হইয়াছে।

শ্রম-বিরোধে উভয়পক্ষ যে যেরূপ পন্থাসমূহ অবলম্বন করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে তাহাদের দাবীগুলির পূরণ না হইলে নিম্নোক্ত পন্থাদি অবলম্বনের অবলম্বনের অনেকানেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিভিন্নমুখী উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ বন্ধ করিবার কৌশলও অবলম্বন করা হইয়া থাকে। যেসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বন্ধপরিকর হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলি ক্ষেত্রেই ধর্মঘট অবলম্বনের পূর্বে কাজ বন্ধ করিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও তালাবন্ধ করা হইয়াছে। ইহাদের কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আংশিক অবরোধও ঘটিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বিক্ষোভকালে ফ্যাক্টরীর সম্পত্তি নষ্ট করার যথেষ্টরূপ প্রমাণ দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকরা বিক্ষোভ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষেধক নোটিশ জারী করিয়াছেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ট্রাইব্যুনালের রায় কার্যকরী না করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে মালিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে মামলা আনিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইবে।

চাকুরীর অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য শ্রমিকদের দাবীগুলি নাকচ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন কোম্পানী আবার তাহাদের পূর্বের ব্যবস্থা ছাঁটাইয়া দিয়া নূতন করে মুনাফার ব্যবস্থা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ

বিভিন্নরূপে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে যে সংঘর্ষের কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে বিবরণীর প্রথম দিকে বলা হইয়াছে যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়া চলিয়াছে এবং তাহার ফলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতেছে। আর যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উৎপাদিত সাহায্যে উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে কাজ হইতে বন্ধুভাবে করার প্রয়োজনীয় ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় উদ্ভাবিত করা হইতেছে। শ্রমিক ও পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে সমঝোতার অভাবের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য :—

(১) যুদ্ধের সময় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চমূল্য প্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাসের ধারে নিম্নের যাইবে অথবা অন্ততপক্ষে অনেকখানি হ্রাস পাইবে—এইরূপ আশা পরে প্রচার পায়। ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাহারা নিম্ন হইল যায় এবং প্রকৃত মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্রমিকরা যে সব

(শেষাংশ ৭৫৪ পৃষ্ঠায়)

ভারতের চেট্টি ও পাকিস্থানের গোলাম মহম্মদ

[illegible] বাজে

সিং পাওনার পাকিস্থানী অংশ সম্পর্কে মন্ত্রি পরিষদ পাকিস্থানের সঙ্গে যে চুক্তি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ঘর ভরুনার ঝিম প্রকাশিত হইয়াছে। এই চুক্তির সপক্ষে বিচার করিলে চেট্টির সহিত অনেক ঘোলার তুলনার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পাকিস্থানের বর্তমান শাসকদের অধিকাংশ পাকিস্থানের আমাদের সকল আন্দোলনই অন্যায়ভাবে সৃষ্টি প্রমাণিত করিয়াছেন। এমন কি পাকিস্থানের ধারণা জন্মের ইতিহাস সম্পর্কে কটুক্তি করিতে আমরা পাইয়াছি, তাহাদের মতে পাকিস্থান [illegible] ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশের [illegible] ভারতের কিছু করিতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য অনেকের মনে [illegible] করিবার চেষ্টাও হয়, [illegible] করিব আর করিব' ভূমিকায়ের [illegible] Twist—the boy who asked for) এর আমাদের মনে করিয়া দেওয়া [illegible] এইরূপে অপমানিত হইয়া [illegible] [illegible] 'করিব, করিবেন ও করিতেছেন'

* * *

[illegible] আজ আমরা অর্থনৈতিক পরিচয়ে [illegible]—আমাদের [illegible]—অর্থনৈতিক কারণেই পাকিস্থানে।

বলুন, বিহারীন পাকিস্থানের অধিক এক [illegible] বিশ্বাসেই সমস্যার নয়, [illegible] মূলেও [illegible] আজ অনেকেই, [illegible] করা পাকিস্থান [illegible] [illegible] হইতে, [illegible] [illegible] [illegible]

হইতে আমরা ৫২৩ আর একবার আমাদের ঋণদান ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিবর্তনের সুযোগ পাইব। আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত আছি।

• • • •

সরকারী ঋণপত্র সম্পর্কে ১৪ই জুলাইয়ের পূর্বে আমরা যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইয়াছে। সাধারণ লেনদেন বাজার মূল্যমানে হইলেও সরকারী ঋণপত্রের বাজার উৎসোচক রেখা হইয়াছে। ১৯৬৮-৭১ সালের ঋণপত্রের মূল পরিশোধিত পঞ্চেরা টাকা যে ধীরে ধীরে সরকারী ঋণপত্রের বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে তাহাতে সংশয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এইবার মূলধনের বাজারের উন্নতি সাধনের জন্য কোন্ পন্থা উদ্ভাবন করেন, তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে ঋণের হারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। টাকার সরবরাহ প্রচুর ছিল। ১০ই জুলাই তারিখে মজাকীপত্রের জন্য যে আবেদন পত্র পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ২ কোটি টাকার মজাকীপত্রের জন্য ৮.১৫ কোটি টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৮ সালের প্রথমার্ধের পর এত বেশী টাকার আবেদন এই প্রথম পাওয়া গেল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই আবেদনের পরিমাণ ছিল ৫.১৮ কোটি টাকা এবং মূল্যের আবেদনের গড়ের হারের হার ছিল বার্ষিক গড়পড়তা ৬৩১ পাই। আলোচ্য সপ্তাহে হারের হার এক আনারও অধিক হ্রাস পাইয়া ৮৩১ পাই হইয়াছে।—বাজারে বাজারে আবেদনের প্রাচুর্য দেখিয়া কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হইয়াছেন এবং পরবর্তী সপ্তাহে দুই কোটির পরিবর্তে চার কোটি টাকার মজাকীপত্রের জন্য আবেদন আহ্বান করিয়াছেন।

• • • •

১৯ই জুলাই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন খাতের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণে ১,৭৮৯.৬৭ কোটি টাকা হইতে ১,৭৮৯.১০ কোটি টাকায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ছিল ৬৩.১১ কোটি টাকা হইতে ৬৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়।

• • • •

ব্যাঙ্কিং বিভাগে তারকমাসের কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ২১৬.১৯ কোটি হইতে ১৪.৩০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ২০১.৬৯ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। সপ্তাহে ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্যের বাকী টাকার আবেদন পরিশোধের জন্য এই বিশাল হ্রাস ঘটিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের জমা ছিল ৩১.১৭ কোটি টাকা হইতে একেবারে ১১.৭১ কোটিতে বর্ধিত হইয়াছে। অন্যান্য সরকারী জমা ১৮.১১ কোটি হইতে সামান্য হ্রাস পাইয়া ১৬.৭১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। এবারও ১৯৬৮ সালের জন্যের ৫৭ কোটি টাকার কাজাকাছি পরিশোধিত হইতে বাকী আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। অতএব পরবর্তী সপ্তাহের কেন্দ্রীয় সরকারের জমার হ্রাস আশঙ্কিত হওয়া সঙ্গত।—সম্পাদিত ১৬ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১.১১ কোটি টাকা হইয়াছে, দেখা যায়। বিদেশীয় জমার পরিমাণ ২৯২.৭৬ কোটি হইতে হ্রাস পাইয়া ২৯৪.১০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৫১.১৭ কোটি হইতে ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১.১৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

• • •

১৯ই জুলাই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য সফলীকৃত গ্যারন্টিযুক্ত ঋণের প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, চাহিদাবাহে মেয়াদ জমার খাতে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ-পরিমাণে ১৪ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩১.১৯ কোটি টাকা—৩১.৩৪ কোটি টাকা), কিন্তু অন্যান্য চাহিদাবাহে মেয়াদ জমার হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে (৩৬.১৯ কোটি টাকা—৩৬.৭৩ কোটি টাকা)। অন্যান্য দেয়াবাহে ঋণ ৩১৯.৭২ কোটি টাকা হইতে ৩১১.৫৮ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং এই খাতে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ ৫১.৭১ লক্ষ টাকা হইতে ১১.৩৮ লক্ষ টাকায় বর্ধিত হইয়াছে। হস্তস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (৩১.৩৩ কোটি টাকা—৩০.১৭ কোটি টাকা)। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (৮১.১৬ কোটি টাকা—৭৭.৮০ কোটি টাকা)। ফলের পরিমাণে ৩৪৫.৩৫ কোটি টাকা হইতে ৩৩১.৬৮ কোটি টাকায় হ্রাস দৃষ্ট হয়। আলোচ্য ঋণের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে দেখা যায় (১৯.৩১ কোটি টাকা—১৯.৩৩ কোটি টাকা)।

• • • •

এই খাত অন্য পাকিস্তানের প্রথম সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত খাতের ১৯ জুলাই তারিখে সমাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে উক্ত সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৫৬.২৪ কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ছিল ২.৫১ কোটি টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে যে ২৫এ জুন তারিখে পাকিস্তানে সর্বমোট নোটের পরিমাণ যে ৪৪.৭৩ কোটি টাকা ছিল, তদপেক্ষা বর্তমানে চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তানে অন্যান্য প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় নোট ক্রমশঃ পাকিস্তানী নোটে রূপান্তরিত হইবে বলিয়া, চলতি নোটের পরিমাণও আশাতীত কিছুকাল প্রতি সপ্তাহেই বৃদ্ধি পাইবে। সেইজন্যই পাকিস্তান ব্যাঙ্কের ইহা বিভাগের সম্পত্তির দিকে ব্যাঙ্কনোটকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকট হস্তান্তর সাপেক্ষে ব্যাঙ্কনোটের পরিমাণ ধরান হইয়াছে ৫.৪৮ কোটি টাকা। —সোনা মুদ্রার পরিমাণ ছিল ২.১৩ কোটি টাকা, হস্তান্তর সাপেক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত মোহর ও হলে সোনার পরিমাণ-মূল্য ছিল ১.৭ কোটি টাকা, রৌপ্য জমাবাহের মূল্য পরিমাণ ছিল ৩২.৫২ কোটি টাকা, ভারত সরকারের তপশীল ছিল ১৩.৯৯ কোটি টাকা এবং সোনা মূল্য ছিল ১.৯৯ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ ছিল ৯৬.৯২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণ ছিল ৫.৭৩ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ ছিল ১৫.৯১ কোটি টাকা এবং বিদেশীয় জমার

পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

(পৃষ্ঠাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায়)

অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধা মামলিক ধরিয়া মূলের সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। সেগুলি মূলধনের এখনে অসম্ভব হইয়াউঠিয়াছে

(২) মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের সময় প্রচুর লাভ করিয়াছিলেন। মূলের পর চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় লাভের অঙ্ক হ্রাস পাইয়াছে। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে অনেক মালিক বাহির হইতে অর্থসংস্থান করিয়াছেন। তাহা দ্বারা নিজ ব্যবসা পাইতে বিলম্বের ফলে এবং উঁচা হারের সুদের ফলে ব্যয়িত সম্পদের বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক শিল্পেই অধিকতর বেতন ধারের দাবীর প্রতি সাধারণভাবে মালিকদের কড়ার অসোভাব এবং কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস করিবার অসোভাব দেখা যায়।

(৩) মূলের সময় শ্রমিকদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নের অসোভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সব ইউনিয়নগুলি আয়তনে বর্ধিতসর জন্য এবং মালিকদের ধারা ঐক্যবদ্ধ দাবীদাওয়া আদায় করিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা করে। একদিকে কোন কোন রাজনৈতিক দল যেমন আন্দোলনের নিম্নস্তরের শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত অনুপ্রবেশ করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া কয়লাখনির বর্তমান অবস্থার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন অসোভাব ভাঙাইবার চেষ্টা করে।

(৪) মালিক বা পরিচালক-কর্মচারীদের অসদাচারের ধারা অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়া অনেক সময় তাহা বিরোধে পরিণত লাভ করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকরা অনুরূপ অভাব প্রতিষ্ঠানে যে এর উদ্যম অবলম্বিত হইয়াছে, সেগুলির অনুকরণ করিয়াছে।

সংবাদ

(পৃষ্ঠাংশ ৭৭১ পৃষ্ঠায়)

ব্রাইকে তৈল শোধনাগার বন্ধ হওয়ায় পাকিস্তানে তৈল সঙ্কট

পাকিস্তানের শিল্প, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিভাগের মন্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রেসবোর্ডে প্রকাশ যে, পাকিস্তানে ব্রাইকে তেল শোধনাগার বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে পরবর্তী বৎসর বর্তমানে ৫০ লক্ষ টন হিসাবে পরিশুদ্ধ তৈল লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহার ফল ছাড়া সুদের ধারাদ্বারা হইতে পাকিস্তান, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি আমদানী করা

হাট বাজার

বস্ত্রের আংশিক নিয়ন্ত্রণ

[illegible] প্রাথমিক প্রস্তাব [illegible] ও [illegible]। প্রতিবিধিদের [illegible] ও [illegible] [illegible] গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়া দিয়াছে। বিধিনিষেধগুলির পর হইতে ও বস্ত্রের যে [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা রোধ করিবার যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার যৌক্তিকতা আলোচনা [illegible], তবে অধিকাংশের মতে বর্তমান নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের সময় নহে। স্থির হইয়াছে যে, বর্তমান ব্যবস্থা দ্বারা বিদেশ হইতে আবশ্যিকীয় যাবতীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকার [illegible] ব্যবস্থা করিবেন।

[illegible] সরকার স্থির করিয়াছেন যে বিদেশ হইতে আমদানির এক বছর পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাজারের কথা

বিচিত্র অবস্থা !

ডালিমতলা, সোমবার অপরাহ্ণ

"বাজারের কথা" অভিশপ্ত দুঃখের কথা হইয়া উঠিয়াছে। এত চাঁৎকার করিয়া বেসাতি বাজারের জন্য একটানা দুরবস্থা ঢাকার পথে আর কোনদিন কথা বিক্রয়ে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বেসাতি ব্যবসায়ের যে এই বিষয়ে কোন বর্ণনা আছে তাহা তাঁহারা একদমই চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহাদের হাব-ভাব দেখিয়া এমন মনে হইতে পারে যে তাঁহারা বেসাতি বাজারের অবস্থাগুলির এই ভাবে দুরবস্থায় (একথা একেবারেও ভুলিলে চলিবে না যে দুর্ঘাত ঘোষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত মর্মবিশ্লেষণকারী,—তাহারা বেসাতি বিষয় ব্যবিতেছেন সমাজের বেসাতি বিষয়ে সমাজ সমাজের সাধারণ পরিমাণের ফল বেসাতি সর্বাপেক্ষা ও সর্বাপেক্ষা সমাজের বেসাতি অবস্থাগুলিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে,—তাঁহারাই বেসাতি বাজারের এই বিষয় নিরপেক্ষ অবোধগম্য ভাবে সর্বাপেক্ষা অভিভূত হইয়াছেন এবং এমন কি সব ভেবে সর্বাপেক্ষা হইয়াছেন। আর শুধু তাঁহাদের ব্যক্তিগত অবস্থাগুলির কথা নয়,—ব্যক্তিগত বেসাতি বাজারের কিন্তু হইতে যে সাধারণভাবে দুঃখ অভিনয় নয়—এইরূপ সরকারী ঐকমত্যের ফলে বেসাতি বিষয় ব্যক্তিগত যে অপরিমেয় সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, অদিকন্তু বিষয় সম্প্রদায়ের সকল আশা যে অঙ্কুরে হইতেছে, সরকারী উদ্যম পরিচালনার যে বিশ্বাস স্থাপিত হইতেছে, তাহাও আমাদের আতীত কর্মধারার একদমই চিন্তা করিয়া বেসিতেছেন না।) যেন এক বিচিত্র ধরণের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে বাজেট পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত মধুর চেট্টির কৃত উক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ এই যে, "বেসাতি বাজারের লোকদের আমি একবার দেখিয়া লইব।"—কিন্তু এই সরকারী ঐকমত্যের সেই "দেখিয়া লইব" কথাটিরই একটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু শ্রীযুক্ত চেট্টি নিজেই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার অনুসৃত ঐকমত্যের পদ্ধতির দ্বারা তিনি নিজের পায়েই কুড়াল মারিয়াছেন।—ইলিং পাওনার টাকা হাতে পাইবার তিনি যাহা বায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই কেন, বেসাতি কতদূর সর্বনাশ যে তাঁহার ওই অক্ষমতার দ্বারা সাধিত হইয়াছে এবং বেসাতি বুলবনের বাজার সম্পর্কে তাঁহার সাধারণ জ্ঞানগম্যতার অভাবেই যে ধনবিনিয়োগকারীরা কোনরূপ বিশ্বাসস্থাপন বিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই, আশা করি তেট্টি মহাশয় এতদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

—বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সরকার বর্তমান অবস্থায় শিল্প ভারতীয়করণ সম্পর্কে উৎসাহিত বিষয়ের চিন্তিত নয়। এমন বিচিত্র দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও কেহ কোনদিন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই অদ্ভুত সরকারী ব্যবস্থার ফলে বিনিময়ের মান নামিতেছে, কিন্তু মৌখ প্রতিষ্ঠানের আশের মান নিয়ত পর দিন হ্রাস পাইতেছে। অর্থনীতির বিচারে আর একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।

* * * *

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে ডাঃ টমাসের বেসাতি বাজার বিষয়ক সম্পর্কিত তুলাটিপের বিষয়ে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এইখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সালের যে সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিবরণী রচিত হইয়া ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ইহা কাহার সরকারের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল তথ্যের উপর নির্ভরশীল বিবরণীর বর্তমান কালে বিশেষ মূল্য নাই। তখনকার বাজারের অবস্থা যেমনকার বাজারের সম্পর্কে, আকাশ পাতাল পার্থক্য। তখনকার যেকোন বাজারের বিষয়ে যেমনকার মধ্য বাজারে প্রয়োগ করিলে বাজারের উপকার অপেক্ষা অপকারই সাধিত হইবে বেশী। ডাঃ টমাস সাহেবদেরকারে যেসব বাজার সম্পর্কে যেসব তুলাটিপ করিয়াছেন, বর্তমান সময়ে সে সকল তথ্যগুলি হইলেও তাহার অন্যান্য তুলাটিপ পুরোপুরি গ্রহণ করার কোন জো নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সম্পর্কিত প্রস্তাবিত উদ্যম করিতে পারি, তা টমাসের তুলাটিপোত্তরাধারী বর্তমানে এই প্রথা প্রবর্তন করিলে বেসাতি বাজারের কাজের পরিবাম অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে এবং ফলে কোন বেসাতিই সম্ভব হইবে না। ইহার দ্বারা তুলার অপেক্ষা তুলসের সম্ভাবনাই বেশী।

* * * *

সরকারী ঋণ—

আলোচ্য সপ্তাহে সর্বশ্রেণীর সরকারী কাগজেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, কাজের পরিমাণও বেশ ভালো ছিল। ৫ সুদের (১৯৫৮) ঋণ আছে ৯৯৷৩ (৯৯৷৩), ৩ সুদের ১৯৪৭ আছে ১০৩৸৵৩ (১০৩৷৩/৩)। ৩ সুদের ১৯৪৯-৫১ ১০২৷০, ৩ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০১৷৩ (১০১৸৵৩) এবং ৪ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১৩৷০ (১১০৷৩/৩) পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ার সম্পর্কে কারবারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আশা বিষয়ে প্রকাশিত হওয়াতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মূল বোম্বাই সপ্তাহে ২১০০ টাকা হইতে প্রায় ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। বর্তমানে উহার দর ২০৭৫ আছে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক শেয়ারের বিশেষ কাজ ছিল না। বিলাসী ব্যাঙ্কের দর ছিল ১৪৩৯, ইউকো ব্যাঙ্ক ছিল ৬১৷০। দেশল ফেডারেলের কাজ হইয়াছে [illegible] আলোচ্য আলবালের দর আছে ১৩৯ কাপড়ের কল—

এই বিভাগে দর একরূপ অপরিবর্তিত ছিল বলিলেই হয়। কাজপুর টেক্সটাইলের কাজ হইয়াছে ১১৸০৩ (১১৸৩), অম্বরনাথ কেমারেলা হইয়াছে ১৮৭০৩ (১৮৪৷), এলফিনের দর ছিল ৩১৸০ (৩১৷), মিল্ট ডিস্ট্রীবিউটার্স কাজ হইয়াছে ৩৸০৩।

কয়লার খনি—

এই বিভাগে কিছু কাজ হইয়াছে এবং সাধারণ হিসাবে দরের উন্নতিও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আজ (সোমবার) এই বিভাগের দর মোটের উপর তেজী গিয়াছে। বলরামের কাজ হইয়াছে ১১৮৸০ দর (১৩৩৩), সাউথ ভারাপুরা কেমারেলা হইয়াছে ১০০৩ (১৩৫৩)। আজ আমালগামেটেডের দর ছিল ৫৩৸০ (১৩৸০), ইন্ডাইটেডের দর ছিল ৩৪০ (৩৪৸৩), ভালডেরের কাজ হইয়াছে ৪ টাকার (৩৸০)।

চটকল—

এই বিভাগে দরের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, কাজের পরিমাণও সন্তোষ ছিল। আমেদে ইন্ডিয়ার দর আছে ২২১৲ (২২১৲), অকল্যাণ্ড ২৪৫৲ (২৪৫৲), বরানগর ২২১৲ (২২১৲), বাউড়া ১৮৮৲ (১৮৮৲), চৌরীপুর ৩১০৲(৩১১৲), কেলসিয়ন ৩১২৲ (৩১৩৲), ভাগলপুর ২০৲ (২৭৲)। ফোর্ট উইলিয়ামের কেমারেলা হইয়াছে ১০০ টাকায় (১৩৩৲), বালির কাজ হইয়াছে ১৪৪ টাকায় (১৪৫৲)।

বিবিধ—

এই বিভাগে ইন্ডিয়াম আয়রনের দর সপ্তাহের শেষের কাজ সবগুলি নিম্নতর মূল্যের নিচে ছিল এবং আজও তাহাই আছে, কিন্তু ইহা কর্পোরেশনের দর আছে ১৭৸০। টেক্সটাইল মেসিনারী ৯৮৲, সাধন ইন্ডাস্ট্রীজ ৮৸৲, কুলাপুরী ইন্ডাস্ট্রীজ সাধারণ ধারে ৬৯৸৩, প্রেফ ১৯৲, ইন্ডিয়ান কপার ২৬৲, প্রেম ব্যালি সিমেন্ট ৭।৲, বিনাই কর্পোরেশন ৭৮৩, এস আণ্ড সি অয়লার ৯৩, ইন্ডিয়ান ডুপ্লেক্স এমারওয়েভ ৮৬৲, মার্টিন বার্ন ১১৩, ফারবেস উইলকো ১২৲, রোটাস ইন্ডাস্ট্রিজ ৮৩, ইন্ডিয়া ইন্ডিসিন ১৭৩, টাটাস্থ সেলা ৩৯৩ সহ একরূপ অপরিবর্তিত আছে।—তিমির ভাবে সেয়ারের কাজ বেশী না হইলেও দরের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বলরামপুরের দর ছিল ১৮৲, মুলাক-এর দর ছিল ১৮৲৩ (১৯৩৩) চুনারুলের কাজ হইয়াছে ১৯৸০৩, (১৯৩), আয়া কেমারেলা হইয়াছে ৮৩৩ (৮৲)।

চা—

এই বিভাগে মূলধন মূল্যের যাতায়াতেরও নাই বলিলেই চলে, কাজের পরিমাণ বেশী না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দরের উন্নতি দেখা গিয়াছে। তবে বিক্রেতা অভাবে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। বাগরাকোট দর ছিল ১৪৩৩ (১৩৩), বাগানপাড়া ছিল ৩৩০৲ (৩১০৲) ভট্টসিমাড়া ছিল ২৮৲ (১৭৩৩) মাদাইবুর ছিল ৩৩৩০ (৩৪০৲), সাহারকোট ছিল ৩১। (৩৩৲), সেরপুর ছিল ২৪। (২৩০) সন্তাসেবাগে রাইডাকের ৭৭৩ দরে অনেক কা

বেলগাছির লাভের পরিমাণে অবনতি

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য বেলগাছি ক্লি কোম্পানীর লভ্যপ্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় লাভের পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ১৩ লক্ষ টাকার স্থলে বর্তমান বৎসরে উহার পরিমাণ মাত্র ১১৮ লক্ষ টাকা। কলখাতে রপ্তানী হয়েছে ৩১,৩৮০ টাকা (৭৫,১৩৫৲)। সমস্ত অংশিদার মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী হিসাবে এই খাতে ধরা ছিল ৫০,০০০৲। সাধারণ অংশিদারগণকে লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ১০০ হতে কমিয়ে বার্ষিক শতকরা ৭৫ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১২,৩৯৮৲ ৮,৫৪৫৲)।

সাধারণ অবস্থা সন্তোষজনকই ছিল এবং জের ৯৩১ পাউণ্ড হ্রাস উল্লেখিত হইয়াছিল। তখার হইতে পূর্ণ চুক্তি অনুযায়ী ২৪১,৭৩৩ পাউণ্ড হ্রাস জের সরকারকে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

নিত্যপ্রয়োজনী

—x—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এডেলির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং সোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৪০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

নিম্নে উহার পরিচালক বোর্ডের বিবরণের সারাংশ দেওয়া হইল।

বিবিধবস্তুর সারাংশে

(৩১.১২.৪৭)

আয়

কলকাতীয় মূলধন	
সাধারণ	১,১০,০০০৲
৮% অগ্রাধিকার	১,০০,০০০৲
অন্যান্য অগ্রাধিকার	১১,০০০৲
ঋণ	৩,১৫,৫৪৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১১,৩৮৮৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲

সম্পত্তি

জের বহ সম্পত্তি	১,১১,৫১৩৲
মূলধনখাতে	৩৩,৫১৭৲
মোট বহ সম্পত্তি	৫৮,৫৪৭৲
মজুতে	৩৬,১১৯৲
বন্ধুর ঋণ	১,১৩,৩১১৲
বাকী পাওনা	৩৮,৫৩০৲
অগ্রিমদেয়	১,৩৩,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর বাদে	৩,৩১৮৲
নগদ	১৩,৫৪৩৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲
ধ্রুব সম্পত্তি	৩,৩৩,১৩৩৲

* * * *

ডাবেলগোট কোম্পানী পরিচালিত সোনাই ৪ টি কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪৭ সালের ৩১ জুলে সমাপ্ত বর্ষের জন্য যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট লাভের পরিমাণে সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ৯,৩৭,৩৩৭ টাকার স্থলে আলোচ্য বর্ষে উহা দাঁড়াইয়াছে ৯,১৩,৩৩৩ টাকায়। কলখাতে ১,৩৩,৩৩৩ টাকা (১,২১,৩৩৩৲) রক্ষিত হইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ খাতে ধার্য হইয়াছে ১,৩৩,৩১৮৲ (১,১৯,৩৩৩৲)। সাধারণ লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। মোট বর্ধিত করিয়া বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৩১৭ টাকা (৩,১১৯৲)।

বিবিধবস্তুর সারাংশে

(৩১.১২.৪৮)

আয়

কলকাতীয় মূলধন	
সাধারণ	১,১০,০০০৲
৮% অগ্রাধিকার	১,০০,০০০৲
অন্যান্য অগ্রাধিকার	১১,০০০৲
ঋণ	৩,১৫,৫৪৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১১,৩৮৮৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲

সম্পত্তি

জের বহ সম্পত্তি	১,১১,৫১৩৲
মূলধনখাতে	৩৩,৫১৭৲
মোট বহ সম্পত্তি	৫৮,৫৪৭৲
মজুতে	৩৬,১১৯৲
বন্ধুর ঋণ	১,১৩,৩১১৲
বাকী পাওনা	৩৮,৫৩০৲
অগ্রিমদেয়	১,৩৩,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর বাদে	৩,৩১৮৲
নগদ	১৩,৫৪৩৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲
ধ্রুব সম্পত্তি	৩,৩৩,১৩৩৲

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য শ্রীগোপাল সেপার মিল্‌স্ লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট লাভের পরিমাণে সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে যেখানে উহার পরিমাণ ছিল ৯,২৭,৪৩১ টাকা, আলোচ্য বৎসরে সেখানে উহা দাঁড়াইয়াছে ৯,১৩,৩৩৩ টাকায়। কলখাতে ১,০৩,৩০০ টাকা (১,২১,৩০০৲) রক্ষিত হইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ খাতে ধার্য হইয়াছে ১,৩৩,৩১৮৲ (১,১৯,৩৩৩৲)। সাধারণ লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। মোট বর্ধিত করিয়া বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৩১৭ টাকা (৩,১১৯৲)।

বিবিধবস্তুর সারাংশে

(৩১.১২.৪৮)

আয়

কলকাতীয় মূলধন	
সাধারণ	১,১০,০০০৲
৮% অগ্রাধিকার	১,০০,০০০৲
অন্যান্য অগ্রাধিকার	১১,০০০৲
ঋণ	৩,১৫,৫৪৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১১,৩৮৮৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲

সম্পত্তি

জের বহ সম্পত্তি	১,১১,৫১৩৲
মূলধনখাতে	৩৩,৫১৭৲
মোট বহ সম্পত্তি	৫৮,৫৪৭৲
মজুতে	৩৬,১১৯৲
বন্ধুর ঋণ	১,১৩,৩১১৲
বাকী পাওনা	৩৮,৫৩০৲
অগ্রিমদেয়	১,৩৩,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর বাদে	৩,৩১৮৲
নগদ	১৩,৫৪৩৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲
ধ্রুব সম্পত্তি	৩,৩৩,১৩৩৲

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য শ্রীগোপাল সেপার মিল্‌স্ লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট লাভের পরিমাণে সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে যেখানে উহার পরিমাণ ছিল ৯,২৭,৪৩১ টাকা, আলোচ্য বৎসরে সেখানে উহা দাঁড়াইয়াছে ৯,১৩,৩৩৩ টাকায়। কলখাতে ১,০৩,৩০০ টাকা (১,২১,৩০০৲) রক্ষিত হইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ খাতে ধার্য হইয়াছে ১,৩৩,৩১৮৲ (১,১৯,৩৩৩৲)। সাধারণ লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। মোট বর্ধিত করিয়া বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৩১৭ টাকা (৩,১১৯৲)।

আলোচ্য বৎসরে [illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত এবং বিক্রীত মূলধন—৫,৩০,০০০৲।

বিবিধবস্তুর সারাংশে

(৩১.১২.৪৮)

আয়

কলকাতীয় মূলধন	
সাধারণ	১,১০,০০০৲
৮% অগ্রাধিকার	১,০০,০০০৲
অন্যান্য অগ্রাধিকার	১১,০০০৲
ঋণ	৩,১৫,৫৪৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১১,৩৮৮৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲

সম্পত্তি

জের বহ সম্পত্তি	১,১১,৫১৩৲
মূলধনখাতে	৩৩,৫১৭৲
মোট বহ সম্পত্তি	৫৮,৫৪৭৲
মজুতে	৩৬,১১৯৲
বন্ধুর ঋণ	১,১৩,৩১১৲
বাকী পাওনা	৩৮,৫৩০৲
অগ্রিমদেয়	১,৩৩,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর বাদে	৩,৩১৮৲
নগদ	১৩,৫৪৩৲
জের	৫,১৯,৯৩৭৲
ধ্রুব সম্পত্তি	৩,৩৩,১৩৩৲

* * * *

১৯৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য শ্রীগোপাল সেপার মিল্‌স্ লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট লাভের পরিমাণে সামান্য হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে যেখানে উহার পরিমাণ ছিল ৯,২৭,৪৩১ টাকা, আলোচ্য বৎসরে সেখানে উহা দাঁড়াইয়াছে ৯,১৩,৩৩৩ টাকায়। কলখাতে ১,০৩,৩০০ টাকা (১,২১,৩০০৲) রক্ষিত হইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ খাতে ধার্য হইয়াছে ১,৩৩,৩১৮৲ (১,১৯,৩৩৩৲)। সাধারণ লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। মোট বর্ধিত করিয়া বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৩১৭ টাকা (৩,১১৯৲)।

আলোচ্য এলেক্‌ট্রো—কলকাতা খাস কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত এবং বিক্রীত মূলধন—১৩,৩৩,০০০৲। বিলিকৃত মূলধন—১২,৩৩,১০০৲। বিক্রীত ও আদায়ীকৃত

ইঙ্গ-পাকিস্তান ট্রেলিং চুক্তির সারমর্ম্ম

ইঙ্গ পাকিস্তান চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে যাবতীয় সাহায্যের জন্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইবে এবং ব্যয়সাধ্যের পুনর্বণ্টন সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে আরও ৫০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করা হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। এই সমস্ত ১ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে হইতে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঘুলাবে ভলাহাজির জন্য হইবে। ইহা ছাড়া পাকিস্তান তাহার ঘুদ্ধোত্তর পরিষ্কারের ফলে যে পরিমাণ ডলার ও অন্যান্য মুদ্রা অর্জন করিবে, তাহা ব্যয় করিবার পাকিস্তানের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। পাকিস্তানকে আগামী অন্যূন ৩বৎসর ব্যাপিয়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে বলিয়া যুক্তরাজ্য পাকিস্তানকে আগামী বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫০-৫১ সালে আরও ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইল মূলকথা পরিমাণ। প্রয়োজন হইলে পাকিস্তান ইহার অপেক্ষা বেশী ঋণ পাইতে পারিবে এবং উহাকে প্রদত্ত ঋণের সুদও উহাকে মকুব করিতে পারিবে। অর্থাৎ পাকিস্তান অনুমোদন হইতে ১লা জুলাই (১৯৪৮) তারিখের ব্যবধানের সহিত আরও ২ কোটি পাউণ্ড মূল্য করিয়া মজুতসহ আগামী তিন বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া ঘুদ্ধোত্তর খাদ্যাভাবের সাহায্যে তাহার নিজস্ব উপার্জন ত আছেই।

ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে বর্তমানে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন আবশ্যক। অতএব ব্রিটিশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাঁহারা পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার মধ্যে এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। খাদ্য বিনিময় নীতি সম্পর্কে কিছু কিছু বক্তব্যের রেখা ছিলেও তাহা প্রয়োজনের আশা পূরণকারক। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে, তাহা বর্তমান অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া সম্মেলন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তথায় সরকারী গুদাম হইতে খাদ্য ছাড়ের ব্যবস্থা করা বৃদ্ধিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে একদিকে পণ্য সামগ্রী আমদানি এবং অন্যদিকে বাজার হইতে আরও অতিরিক্ত খাদ্য ক্রয়ের প্রস্তাব কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য বিতরণে কর্তৃপক্ষের আমলাতন্ত্রের দৃষ্টি এই নীতি কি করিয়া কার্যকরী করা যায় তাহাই বিশেষ পরিকল্পনা রচিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

বাজেটের আয়-ব্যয়

(৩১.১২.৪৭)

আয়

আমদানীর উপরে	
আমদানী	১,১০,০০০৲
লবণের	৩৩,৩৬,১৪৩৲
তামাকের	১৩,৩৩,০০০৲
অন্যান্য আইনে	১৬,২১,১০০৲
শুল্ক	৫৬,১৪,১৪১৲
অতিরিক্ত লাভ (কোম্পানী)	১,০১১৲
মোট	১,১১,১১,১০১৲

মূলধনী

মোট মূল্য সম্পত্তি	১১,৬৩,৬৪৫৲
মুদ্রাসংকট	১১,১১,৩৩০৲
এই মূল্য সম্পত্তি	৩৩,১১,৩১০৲
সরকারী	১৩,১৬,১০৩৲
মজুত মাল	৮,৩৩,১৩০৲
বাকী পাওনা	৩৬,১১,৬১১৲
ব্যাঙ্কিংসেস	৬৫,৬০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভ কর জমা	৭,৩৩,১১৩৲
নগদ	১,১০,০১৩৲
মোট	১,১১,১১,১০১৲
ঋণ সম্পত্তি	১,১৩,১১,১৩০৲

সংবাদলিপি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

ধার্য করা হইবে। পূর্ব পাঞ্জাবে—১,৩০০,০০০, বোম্বাই—৪০০,০০০, যুক্তপ্রদেশ—৩০০,০০০, মধ্যপ্রদেশ—৩০০,০০০, বালব ইউনিয়ন—২০০,০০০, উড়িষ্যা—১০০,০০০, অসম—১০০,০০০, বিকানীর আজমীর, যোধপুর ও বিন্ধ্যপ্রদেশ—প্রত্যেক অঞ্চলে ৫০,০০০। শ্রীযুত শাকসেনা স্বীকার করেন যে দেশের বৈদেশিক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তীব্র অভাবের ফলে ইহা একটি ব্যাপক বেকার সমস্যা। রাজস্থানের বাবত বৈদেশিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহা রাখেন প্রশ্ন বলেন, ইহা অর্থের দিক হইতে এক বিরাট সমস্যা। শ্রীযুত শাকসেনা অদূর ভবিষ্যতে নূতন দূর সহর নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বর্তমান সহরগুলির সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, রাজস্থানের মধ্যে যাহারা চাহুরীজীবী ও বিভিন্ন পেশা জীবী তাহাদের সম্পর্কে ঋণ ব্যবস্থা করা গেলেও ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবিদের পুনঃ সংস্থাপনের কাজে বিলম্ব হইবেনা।

এই সময়ে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য খাদ্যসচিব অন্নাবিলাস বৌপতরাও ও

বাজারগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও পরিশোষ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

		বিক্রয়	পরিশোষ	বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ	বাজারে বিক্রয়ের অনুপাত	সরকারী মজুতের অনুপাত
১৯৪৮						শত পাউ
ফেব্রুয়ারী	৯০	৯১	৯৫	১,১১	১১,৬৩	১,১১	৮ ৩
"	৯১	১,১১	১,০৩	৯৩	১৬,১৩	৯,১৩	৮ ৩
মার্চ	৫	১,৩৫	১,৩৩	৯১	১৮,১৩	১১,১১	৭ ১১
"	৯১	১৩	১৩	১,১১	১১,১৩	১,১৩	৮ ৩
"	১৩	৯৩	৯৩	১,৩৩	১৬,৩১	১,১৩	৮ ৩
"	৯৩	৯৩	১১	...	১৬,৩৩	৯৩	৮ ৩
এপ্রিল	৯	১৩	৯৩	...	১৬,৩৩	৩৫	৮ ৩
"	৯	১,১৩	১,৩৩	১,৩৩	১৫,৩৩	১,১১	৮ ৩
"	১৩	১,১১	১,৩৩	১,১১	১৫,১৩	৭৩	৭ ১১
"	৯৩	৯৫	৯৩	৯৩	১৫,১৩	১,১৩	৮ ৩
"	৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১৫,১৩	...	৭ ১৩
"	৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১৫,১৩	৩৩	৮ ৩
মে	৯	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১৬,৩৩	৯,১১	৮ ৩
"	১১	১,১৩	১,৩৩	১,৩৩	১৭,১৩	১,১১	৮ ৩
"	১১	১১	১১	৯৩	১১,৩৩	৯,১৩	৮ ৩
"	১৩	৯৫	৯৩	১,৩৩	১৩,৩৩	৯,১১	৮ ৩
জুন	৯	১৩	১১	১,৩৩	৮,১১	১১,১৩	৮ ৩
"	১১	১,৩৩	১,৩৩	১৩	৯,৩১	১৩,১৩	৮ ৩
"	১৩	১,৩৩	১,৩৩	৯৩	৯,৩৩	৯,৩৫	৭ ১৩
"	১৩	৯,৯১	১,৩৩	৯১	১৩,১৩	২,১১	৭ ১১
জুলাই	১	১,১১	১,৩৩	১৩	১১,৩৩	১,৩১	৭ ৯
"	৯	১,৯১	১,৩৩	১,৩৩	১১,৩৩	৩,৩১	৭ ৯
"	১১	১,১১	১,৩৩	১,৩৩	১১,৩১	৩,১৩	৭ ১১
"	১৩	৯,১৩	১,৩৩	৯৩	১৬,১৩	...	৮ ১৩

পরিশোষ্য খাদ্যাদি পত্র

১৯৪৮					টাকা
"	৩৩	...	...	...	১,৩৩,৩৩,০০০
অক্টোবর	১	...	...	...	১,০৩,৩৩,০০০
"	১৫	...	...	...	১,৩৩,৩৩,০০০
"	১১	...	...	...	১১,৩৩,০০০
"	১৮	...	...	...	৩৩,১৩,০০০
নভেম্বর	৪	...	...	...	১১,৩৩,০০০
"	১১	...	...	...	১,৩৩,১৩,০০০
"	১৮	...	...	...	১,৩৩,৩৩,০০০
"	৫৫	...	...	...	১,৩৩,১৩,০০০
ডিসেম্বর	১	...	...	...	১,০১,৩৩,০০০
"	৯	...	...	...	১,৩৩,১১,০০০
"	১৩	...	...	...	১,০৩,৩৩,০০০
"	১৩	...	...	...	১,৩৩,৩৩,০০০

মোট ... ১৩,১১,১১,০০০

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৬-৭-৫৮	৯-৭-৫৮	১৮-৭-৫৭
			(অডিটেড ব্যালেন্স)
দায়—			
নিট বিভাগের নোট	৩৬,৪৯,৯০	৩৬,৩১,৭৭	৩৬,৪৯,৩৩
বি নোট	৯-৭-৫৮	৯-৭-৫৮	১১-৭-৫৭
	১১৩৫,৭৯,৫৩	১১৩৫,৬৫,৫৩	১১৭১,৯৯,৩৩
	১৩৭২,৩২,৫৫	১৩৭২,০৩,৫৩	১৩৪৮,৪৯,৩৩
সম্পত্তি—			
সোনার ও ডলার সোনা			
ভারতে ...	৪১,১৯,৯১	৪১,১১,৯১	৪৪,৯১,৯৭
ভারতের বাহিরে ...	...	...	...
ইউ এস এ	১১৩৩,৩৩,৯১	১১৩৩,৩৩,৫৩	১১৩৩,৩৪,৯৩
(খ) ...	১১১৬,৭১,৫৩	১১১৬,৭১,৩৩	১১১৬,১৪,৫৩
বাজার মূল্য	৪১,৭১,৭৩	৪১,৭৩,৩৩	৪৯,১৪,৭৩
রুপেয়া, আন্তর্জাতিক বিনিময় চুক্তি ও ভারতীয়	১১১,১৩,৯১	১১১,৭৪,৯৩	৪১,৯৩,১৩
	১৩৭৩,১৯,৭৩	১৩৭১,৭৯,৭৩	১৩৭৯,৫৭,৭৩
বিভাগ বিভাগ—			
দায়—			
নিজস্ব মূলধন ...	৫,০০,০৩	৫,৯৯,৯৯	৫,০০,৯৯
রিজার্ভ ...	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩
অন্য—			
আমানতী হিসাব	১৭১,৯৯,৭১	১৭৯,৯৯,৯৯	৯৩,৭৯,১১
অন্যান্য হিসাব	১৯,৩৩,১৯	১৯,১৩,৩৩	১৯,১৯,১৯
ব্যাঙ্কসমূহের	১৯,৭১,১৯	১৯,১১,৩১	১৯,১১,১৯
সরকারের	১৩,৩৯,১৯	৩৩,১৯,৯১	৩৩,৯১,৩৩
অন্যান্য	৩,৯১,৭৯	৩,৯১,১৭	৩,৯৯,৭১
দেনা	১৯,৯৯,১৯	১৯,৯১,৯৭	১৯,৯১,১৯
	৯৯৯,১৯,১৩	৯৯৯,৩৩,৯৯	৯৯৯,৯৯,১৩
সম্পত্তি—			
নগদ	৯৯,১৯,৯১	৯৯,১১,১৩	৯৩,৯১,৩৩
মুদ্রা	১,৩৩	১,৯৯	১,১৩
সাব মুদ্রা	১,৩৩	১,৭১	১,৯৯
হুণ্ডী			
সরকারী	১৯,৯৯	১৯,৯৯	—
বিদেশ	—	...	—
ঋণ সরকারের			
নিকট	১,৯১,৭৩	১,৯৩,১১	৯,৯১,১১
সে অন্য	৯৯৯,৯৯,১১	৯৯৯,৩৩,৩৩	৯৯৯,৯৯,৯৯
যে প্রকার ঋণ বিভাগে	১৩,৩৩	১৩,৩৯	১,৯১,৩৩
ভবন ও যন্ত্র	১৯,৯৯	১১,৩৩	৩৯,১৯
অন্যান্য	৫১,১৯,৩৩	৫১,৯৩,৯১	৯৩,৩৩,১৩
সম্পত্তি	৯,১৯,৭৯	৯,৯৯,৩৭	৯৯১,৯১
	৯৯৩,১৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,৩৩,১৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৬-৭-৫৮	৯-৭-৫৮	১৮-৭-৫৭
দায়—			
বিলিত মূলধন	১১,৯৯,৩৩	১১,৯৯,৩৩	১১,৯৯,৩৩
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৯৯,৩৩	৫,৩৯,৯৯	৫,৩৯,৩৩
সংরক্ষিত তহবিল	৯,৯১,৩৩	৯,৯১,৩৩	৯,১৯,৩৩
স্থায়ী অবলম্বন, বেডিমেড ডাফ ও অন্যান্য হিসাব	১৩৪,১১,১৯	৯৩১,৩৯,৯১	৯৯৩,৯৯,১৯
বিবিধ ...	১,৯৩,৩৯	১,১৯,৯১	৯১,৩৩
মোট	১৯৩,৯৯,১৯	১৯৩,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯
সম্পত্তি—			
হাতে ও ব্যাঙ্কে	১৩৩,১১,৯১	১৩১,৩৩,৩৩	১৩৭,৩৯,৯১
অন্যান্য অবলম্বিত			
বন্ধকীবিনিয়োগ	১,১৯,১৯	১,১৯,১৯	১,৩৯,৩৩
ঋণ	১১১,৩৩,৩৩	১৯,১৯,৯১	১৯,১৯,৩৭
ঋণের ক্রেডিট	৩৯,৩৩,১১	৩৩,১৯,৯১	৩৯,১৯,৩৩
ঋণের প্রতি ডলার হুণ্ডী	৫,৯৯,১৯	৫,১১,৩৩	৫,৯৯,৩৩
ব্রেড ইউ	১,১৯,১৯	১,১৯,১৯	১,১৯,৯১
বিবিধ—	১,৩১,৯১	১,৩১,৯৩	১,৩১,৩৩
অন্যান্য হাতে জমা	৯,৩৯,৩৩	৯,১১,৯১	৯,৯৯,৩৩
ভবন এবং ও বিলম্বিত খরচ	১৩,৩১,১১	১১,১৯,১৩	১১,৩৩,৯৯
মোট	১৯৩,৩৩,১৯	১৯৩,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-৭-৫৮	২-৭-৫৮	৯-৭-৫৭
চলতিখাতে দেয় ঋণ			
ভারতে			৯৯৯,৯৯,৯৩
(১) যাহার নিকট হইতে ঋণ	৯৩,১১,৯১	৯১,১৩,৩১	...
(২) অন্যান্য চলতিখাতে দেয় ঋণ	৯৯৩,১৯,১৯	৯৯৯,১৯,৯৯	...
মেয়াদান্তে দেয় ঋণ			
ভারতে			৯৯৯,১১,৩৩
(১) যাহার নিকট হইতে ঋণ	১৯,৩৯	৫৯,৩১	...
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় ঋণ	৯৯৯,৯১,১৯	৯১৩,৯৯,১১	...
মোট দেয় টাকা			
ভারতে	৯১,৯৯,৯৩	৯৯,১৯,১১	৯,৯৯,৯৯
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ	৯৩,১৯,৯১	১১,৯৯,৩১৩	১৯,১১,৯৯
ঋণ			
ভারতে	৯৯১,৯৯,৩৩	৯৯১,৩৩,৯৯	৯৯১,১১,৯৯
অন্যান্য হুণ্ডী			
ভারতে	১৯,৯৯,১৯	১৯,৯১,৯৯	৯,১১,৯৯

● রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তান ব্যাঙ্কের তথ্য পাওয়া যায় নাই।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—		সপ্তাহ শেষ
		৯-৭-৫৮
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট		৬,৩১,৩৩
চলতি নোট		৩৯,১৪,৯৯
		৪১,৯৯,৯৩
সম্পত্তি—		
(ক) সোনার ও ডলার সোনা	...	...
রৌপ্য	...	...
ইউ এস এ	...	...
ঋণের সরকারের ওপর	...	...
ভারতীয় নোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বন্ধকসহ		৯,৯৯
(খ) রৌপ্য মুদ্রা	...	৯,১৯,৯৯
পাকিস্তান সরকারের ওপর	...	...
অন্যান্য মুদ্রা ও হুণ্ডী	...	...
বন্ধকসহ বন্ধকসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বিল্ডী ঋণ—	...	...
সোনার ও ডলার সোনা	...	১,৯৩,৩৩
ইউ এস এ	...	৯৯,১১,৯৯
অন্যান্য সরকারের ওপর	...	১৩,৯৯,১১
রৌপ্য মুদ্রা	...	১,৩৩,৩৩
		৪৯,৯৯,৩৯
ব্যাঙ্কিং বিভাগ—		
দায়		
আদায়ীকৃত মূলধন	...	১,৯৯,৩৩
সংরক্ষিত তহবিল	...	...
আমানত—		
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	...	৯১,৯৯,১৯
(খ) প্রাদেশিক সরকার	...	৩,৯৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	...	৯১,৯১,৩৩
(ঘ) অন্যান্য	...	৩,৯১,৩৩
চলতি হুণ্ডী	...	১,৯১
অন্যান্য দায়	...	১৯,৯৯
		১৪৯,৯৯,৩৯
সম্পত্তি—		
নোট	...	৩,৩১,৩৩
রৌপ্য মুদ্রা	...	
(ক) পাকিস্তানী	...	১৯
(খ) বাহিরের	...	...
স্বল্প মূল্যের মুদ্রা		
(ক) পাকিস্তানী	...	৯
(খ) বাহিরের	...	১৯
জমি ও ভবনাদি ইত্যাদি		
(ক) আভ্যন্তরীণ	...	...
(খ) বাহিরের	...	...
(গ) পাকিস্তানের বাহিরে ব্রাঞ্চিত		১১,৯৯,১১
সরকারের প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি	...	১১,৩৩
অন্যান্য ঋণ, ঋণের ইত্যাদি	...	...
অগ্রিমিয়োগ	...	...
অন্যান্য সম্পত্তি	...	১,১৯,৩৩
		...

বৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (আনুমানিক)	মোট ও অনুমোদিত মূলধন	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল্য নির্ধারণের	সময়কাল	বাজার দর					শেষ লেনদেন
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...	১,১১,১১,০০০	১,১৩,১১,১১৭	১০৲	(৯৩/৫)	৬৪১	...	...	১৭৲	১৫৲-১৫১/০	১৭।০	...
মেসার্স	...	৭১,০০,০০০	৯৩,০০,১৫০৲	১০৲	৪/৯৫(৫)	১৯৪১	...	...	...	১৩৲	১৩৲	...
টাটা আয়রন	...	১,১১,০০,০০০	১১,৩৩,১১,১৯০৲	১০৲	১৯৯৯(৫)	৬৪১	...	৯৯৲৷৷	৩১৩।০	...	৩১৫৲৷৷	...
বার্ন ...	...	৯৩,০০,০০০	১,৯৩,১১,১৯৯৲	১০০৲	১৯৯৩(৫)	৪৩৯	...	...	...	...	...	৬৯৲
মেসার্সেই	...	৬১,১১,৯৭০	১১,১৩,০০০৲	৭৲	৯৩(৫)	১১৪১	...	...	...	...	...	৪/০
বার্নপুর	...	১৩,১৩,০০০	১,১১,৭১৲	৭৲	৯৩(৫)	৬৪৭	...	...	...	৪৲/০	৪৲/০	...
ইন্ডিয়ান মহাপ্রভাবশন	...	৬,০৫,১৫,৫০০	১১,১৩,৫১১৲	১০৲	...	১১/১১	২৩।০	...	২৩৲-২১।/০	২৫।৵-২১৲	২১৩-২৩৲৵০	...
কয়লাখনি												
আসানসোলবারাকর	...	১১,৫০,০০০	১৩,০৫,৩৩০৲	১০৲	১৲	১৭৭	...	...	...	১৩৩৲/০	২৩৲/০	...
ইন্ডিয়ান্ডেন্ট	...	১১,০০,৭৩০	১১,১৩,০০০৲	১০৲	১৲	১১/৫১	...	...	৩৫৲৵০	৭৭৲/০	৩১৵০	...
আরো আবুলিয়া	...	১,৩৩,০০০	৫,১৫,০০০৲	১০	১৲	১১,৫১	...	...	...	...	...	৩৲৵০
আরাকপুরা	...	১৩,৩৫,২০০	... ...	১০০৲	...	৫৭৩	...	...	...	...	...	...
ওমরাহ	...	১০,০০,০০০	১,১৭,১১০৲	১।০	৯/৯৫(৫)	১১৫১	...	৩।৵-৩।৵০	৩১৵০	৩।৵-৩৲	৩৲/৩-৩.	...
বর্ধ আরো	...	১,১১,১৩০	১,৩৩,০০০৲	১০৲	১৩০	১১৫১	...	...	...	...	...	১৫৩০
বর্ধ বন্ধুরা	...	১,১০,০৮০	১,১৩,৩৩০৲	১৭০	৯০	১১৫১	...	...	...	...	...	২৲
মিটি বীরভূম	...	১১,১৬,১৩০	১১,১১,১৭১৲	১০৲	...	১১/৫১	...	...	...	...	১১।/০	...
মিটি বাংলা	...	৯,৩৩,০০০	৯,৭১,৩৯১৲	১০৲	১৩০	১/৫১	...	...	...	...	...	১১৲
সেন্ডরালী	...	১০,১৫,০০০	১১,১১,৫৩০৲	১০৲	১১	৯৫১	...	...	...	...	...	৩৩৲/০
ওমরাহ	...	১৫,৯১,৫৩০	১,১৫,১১,৩৩০৲	১৭৲	১৯০	১১/৫১	১৩৩-১৩৲/০	১৬/০	১৬/০	১৩৲/৩-১৩৩৲/০	১৩৲/৩-১৩৲/০	...
মেসার্স	...	৩৩,৩৩,০০০	১,৯৩,৩৩,১৩০৲	১০০৲	১৭৲	১০৫৫	...	...	...	...	...	৩৫৲৲
আরো	...	৩৩,৩৩,০০০	১৬,১১,৫৫০৲	১০৲	১/০০(৫)	৬৫১	৬৲/০	...	...	৩৫০	৬৫০-৩১/০	...
আরীজ	...	১৫,০০,০০০	১১,১১,৩৩১৲	১০৲	...	১৭১	...	১৫৩৩	...	১১৩৩	...	৲
মেসার্স	...	১৬,০০,০০০	১,০৩,০০০৲	১০৲	১৩০	১১/৫১	...	...	...	...	...	৩৩৲
বালিয়ারী	...	৯,০০,০০০	৯,১০,০০০৲	১০৲	১৲	১১/৫১	...	...	...	...	...	১৩।৵০
বিষ্ণুপুর	...	১,৯০,০০০	৯,৯১,১৯০৲	৭৲	১৯	১১/৫১	...	...	...	...	...	৩৩৲/০
নারায়ণ আসানসোল	...	১১,১১,০০০	১,০০,০০০৲	১০৲	১৲	১/১৩	...	১৯।৵-১১।৵০	১৬/৩-১১।/০	১১৩৩	১১৲-১০/০	...
ইন্ডিয়ান বিভিন্ন	...	৫১,১১,০০০	১৩৩৲	১০৲	...	৬৫১	১৩৩	...	...	...	...	...
কাপড়ের কল												
এমলিন	...	১১,০০,০০০	৯৩,১৩,১১৯৲	১০৲	১।৩	৬৩৩	৩১৲/০	...	...	...	৩১৲৵০	...
কানপুর ইন্ডাস্টিজ	...	১০,০০,০০০	১১,১৩,০০০৲	১।৩	৲/৩	৬৫৩	১৩৲/৩-১১।৵০	১১/৩-১১।৵০	১১/৩-১১।/০	১১/৩-১১।/০	১১/৩-১১।৵০	...
মেসার্সরাম	...	৩৩,০০,০০০	১১,১১,১১০৲	১।৩	১৩০(৫)	৬৪১	...	...	...	৩৩	...	১১।/০
ইন্ডিয়ান	...	১৯,০০,০০০	১৫,৩১,৩৯০৲	১০০৲	৫৲	১১/৫১	...	...	...	৫১৫৲	১৯৩৩	...
আরেকটা	...	৩১,০১,০১০	৩১,৩৫,৩৩১৲	১০৲	১৲(৫)	১১/৫৩	...	...	...	৩৩	...	...
আইডিয়া	...	৯,০০,০০০	১১,১১,৩৫০৲	১০০৲	৫৲	১১/৫১	...	...	...	৫৭৫৲	...	...
বাসন্তী	...	১১,০০,০০০	১,১১,১৩৩৲	১০৲	১৩(৫)	১১/১৬	৯/৩-৯৲/০	১।৩	...	...	...	...
বিজয়	...	১০,০০,০০০	৯০,৩৩,৫৯০৲	১০৲	১১(৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	১৩৩৩
ভূষণ		৩৩,০০,০০০	১৬,৩৩,১৫১৲	১০০৲	১৩(৫)	১১/৫১	৩৩৲	৩১।৩	...	...	...	...
মেসার্সরা	...	৯,০০,০০০	১১,০০,১৩০৲	১১৲	৫৲(৫)	১১/৫৩	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম												
চট্টগ্রাম												
আমদানি	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—	—
ইস্টার্ন	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—
ইন্ডিয়া	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
কালাচাঁদ	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
কাশফো ইন্ডিয়া	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—
কোম্পানী	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]
ক্রমবর্ধমান	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]
টেক্সটাইল	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]
ট্রেডিং	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—	—	—	—
ডানলপ	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	[illegible]-[illegible]	—
ন্যাশনাল	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—
পাকিস্তান	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—
ফ্রন্ট	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—
বেঙ্গল	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
বেলাল	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
মেসার্স	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
মোহাম্মদী	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
রেঙ্গুন	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
লিমিটেড	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
শিপিং	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
সিন্ডিকেট	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
সেন্ট্রাল	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
হাজি	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
রেঙ্গুন												
ইন্ডিয়া	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
ন	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]
স	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]

খোলা প্রস্তাবনা

স্টকহোল্ডার নাম	অনুমোদিত মূলধন (সাধারণ)	ফেস ও অন্যান্য মূল্যবিধি	শেয়ার অনুযায়ী অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ প্রস্তাবনা	সময়কাল	বাজার মূল্য					শেষ
ব্যাংক											
ডেলাক্স ...	১,১০,০০০	৮,৯০,১০১	১০০	৩৯ (গ)	১১/০৭	...	...	...	...	...	৩৮
ই ও পার্কভিউ ...	৯,০০,০০০	৩,৯০,১৭০	১০০	৩৯ (গ)	১১/০১	...	...	...	...	...	৩৮
ফুকটা ...	১,৩০,০০০	৫,৩১,৭৩১	১০	৮ (গ)	১১/০১	...	...	...	...	...	১১
ডেকোরা ...	১৯,৩০,০০০	৩০,১১,১৩১	১০০	১৩ (গ)	১১/০৮	...	...	...	৩১৬	...	...
ডি ...	৩,৩০,০০০	৯,০০,৩১৩	১০	৩০০ (গ)	১১/০১	...	...	...	...	...	৩৫
ফ্রেন্ডী ...	১,০০,০০০	১১,০০,০০০	১৫০	২০০ (গ)	১১/০৩	৩০৩,০৯০	...	...	...	...	...
ডেল ...	১৩,০০,০০০	৮,১০,০০০	১০	৩৩০ (গ)	১১/০৯	...	...	৩৩৫.১১	...	৩৩৫০	...
স্কাই ...	১,১৩,০০০	৩,১৩,৩৩১	১০	১৩ (গ)	১১/০৮	...	...	...	...	...	৭
ফেক্স ...	৩,৩৩,০০০	৩,০৩,১৩০	১০	১৩৩ (গ)	১১/০৯	...	...	...	...	...	৩
ট্রান্স ফাস্ট ...	১৮,১১,০০০	৩,৩১,০১১	১০০	৩১৫ (গ)	১১/১১	...	...	১১৩	...	...	...
ন্ড ...	৩,০০,০০০	১,১১,৩৩১	১১	১৩৩ (গ)	১১/০৩	...	...	...	...	...	১
নাথ ডিজাস ...	৩,০০,০০০	৩,৭১,৩৮০	১১	৩০ (গ)	১১/০৭	...	...	...	...	...	১
ফোরা ...	৩,০০,০০০	১১,১৩,১৩৩	১৫০	৩৩ (গ)	১১/০৩	৩০০	...	...	৩৫১,০০০	...	...
মোরা ...	১৯,০০,০০০	৩১,৫১,১১১	১০	১০ (গ)	১১/১৩	...	...	...	...	...	১
জিনিস কলম											
-ি ...	১৯,০০,০০০	১১,৯০,৩১০	১০	৯৮	৯৩১	...	...	...	...	...	
ড ...	৩৯,০০,০০০	১৫,১৯,৩০১	১০	...	৩৪১	৮১	...	৮১.৮০	...	...	
গেন ...	১০,০০,০৭০	১৩,১১,৩৩১	১০	১৩০ (গ)	৩৪১	...	...	...	১৯,০০১.৯০	...	
লস ডিজিজ ...	৮,১৩,৩১৫	১৯,১১,১৯০	৫	৩.৩০ (গ)	৩৪১	...	...	...	...	...	
লাম্বার ...	১,০০,০০০	৩,১১,৩৩১	১০	...	১৩৪১	...	...	...	...	...	
ন্স ...	১৩,০০,০০০	১,৩৩,৩১৭	১০	১ (গ)	৩৪১	...	...	...	...	...	
লন্দন ...	১৯,০০,১৩০	৩,১০,৩৩১	১০	১ (গ)	৩৪১	...	...	...	...	...	
গ্রাম ...	১,০০,০০০	১০,০০,০৩০	১০	১৯০ (গ)	৩৪১	...	...	...	...	...	
ডিস্ট্রি ...	১১,১১,০০০	১,১১,১০০	১০	৯০ (গ)	৩৪১	১৩৩/০	...	...	...	...	
স্টক											
নাইরোক্ত ফার্মাসিউটাল	১,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫০ (গ)	১৯০	১১/০১	৩১	৩০	৫০	...	৩১	
ডিল ইন্ডাস্ট্রিজ ...	১১,০০,১৩০,৩ ৫৪,০০,৯০৩	১১,০০,০০০	১১	১৯০ (গ)	১১/০৯	...	...	৩০	...	...	
ডিল ব্যাংক ...	৩০,১১,৩০০	৩৮,০০,০০০	১০	১৯৭ পাই (গ)	১১/০১	৩০	৩০	৩০	...	...	
ডাব ডাক্তার ...	৩১,৩৯,১১১	১,০০,০০,০০০	১০০	৩	১১/০৯	...	৩০	...	...	...	
ব্যাঙ্ক ব্যাঙ ...	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০	১০০	৪ (গ)	৩৪১	১০১।০	১০৮।৩-১০৯	...	১০৮।৩-১১০	১০৪।০	
ডাব মেডিক্যাল ব্যাঙ	১৪,১০,১৯১	১৮,০০,০০০	১০	।৯০ (গ)	১১/০১	৮/০-১০/০	১৯/০-১০/০	১০-৯০/০	...	...	
ডে অব ইন্ডিয়া ...	১,০০,০০,০৩০	১,১০,০০,০০০	১০ (গ)	৪	১১/০১	১১৩	১১৩	১১৫৮	...	১১৩	
ডে অব অমেরা ...	১,০৩,০০,০০০	১,১১,০১,০৪৪	১০ (গ)	৩ (গ)	১১/০১	...	...	...	...	...	
ব ব্যাঙ ...	১১,০০,০০০	১১,০০,০০০	৫০ (গ)	...	১১/০১	...	৩৯০	৫৪।০-৫১।০	৫৪।০	...	
ব্যুরো ফার্মাসিউটাল ...	১,১০,০০,০০০	১,১০,০০০	১০	...	১১/০১	...	...	...	...	...	
স্যুটাল ব্যাঙ অব ইন্ডিয়া ...	৩,১৫,১১,১১৩	৩,১০,৩৩,১৩১	১১	১১	১১/০১	৮০	৮০	৮৩	...	৮০৮০	

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
চৌর্য সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—বাঁকি ৬৭১

১ম বর্ষ ৫৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩০ শ্রাবণ, ১৩৫৪ ; ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ [মূল্য।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
একটি বৎসর	৮৫৫
বন্দে মাতরম্‌	৮৫৮
প্রাসঙ্গিক	
ভারতের স্বাধীনতা-অভিযান	৮৫৯
শান্তিস্থাপনের	৮৬১
নবীন ভারতের বীমা—ই এম্‌ ই, ইন্সিওরেন্স, কোং, লিমিটেড	৮৬৩
ভগবান	৮৬১
নিখিল হিসাব	৮৬১
নবীন ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা	৮৬৩
সংবাদলিপি	
সভা, সমিতি, বৈঠক	৮৬
সম্মেলন	৮৬
অর্থালোক	
বিনিময়ের	৮৮
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
নূতন	৮৮
বাজারের দর	
... ...	৮৮
চুটকো	৮৮

একটি বৎসর

আজ ভারত-স্বাধীনতার প্রথম সাংবৎসরিক তিথিতে প্রথমেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি সেই মহামানবকে, যাঁহার প্রতি আমাদের ঋণের পরিসীমা নাই, যাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নাই। সেই মহামানবের উদার আহ্বানে একদিন যে বিরাট আত্মবিস্মৃত জাতি নিদ্রার মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছিল, সে-জাতি আজ নিদ্রার মোহগ্রস্ত। উত্তর-স্বাধীনতার কলহবিবাদ, দলগ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘনীভূত অন্ধকারে সেই বিশাল জাতির আত্মবিস্মরণ সম্ভবপর হয় নাই,—আত্মোপলব্ধিরও একান্ত অভাব দেখা গিয়াছে। মহাত্মার-প্রদর্শিত পথের নিশানা তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে যেন; তাই ভারতবর্ষের চক্ষু আজ নিরতিশয় অনাবিলতায় তাঁহারা ফিরিতেছে—অভিজ্ঞতা-দুর্বলিত বীর্যবিহীন আত্ম নির্ভরশীলতায়। এ-অবস্থা অস্বাভাবিক, ইহা সহনীয়। কিন্তু তবুও আমরা আশা রাখি।—আমরা হীন নই, আমরা হীন নই, শক্তির সাধনায় আমরা অকিঞ্চন নই।—কর্মধারাহীন রাত্রী প্রথমে বিছুটা উলমল করিবে জানি, কিন্তু নবীন অবস্থায় নবীন শক্তারীরও একদিন অস্তর হইবে না। এই পরম দুর্দিনে যাঁহারা দেশের নেতৃত্বলাভে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের সততায় আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহাদের আন্তরিকতায় আমরা আস্থাশীল, তাঁহাদের অনুভূতির পরম বিভাবিকা যে মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, সেই পুরুষোত্তমের উদ্দেশে আজ আমরা প্রণতি জানাই। ভাবীকালের গৌরবের জন্য তাঁহারা কর্মাধিষ্ঠানের নির্দেশ যাচ্ঞা করি।—আর আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি সেই সকল নীরবকর্মী মানুষদের, যেই সকল মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষদের তাঁহাদের সর্বত্যাগের বিনিময়ে ভারতের এই স্বাধীনতা এত বরণীয় হইয়াছে।—আমাদের জীবন যাহাতে মুক্ত হয়, ভাসতে হয়, সার্থক মর্যাদালাভ হয়, তাহার জন্য যাঁহারা নিজেদের জীবন ও সকলি ইসে করিয়া গেলেন, আজ তাঁহাদের নাম স্মরণ করি শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতার সহিত। তাঁহাদের নমস্কার।—বন্দে মাতরম্‌।

* * * * * * *

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর গত এক বৎসরে তাহা শিল্পকলার বহুই উন্নতি সাধিত হইবে ও মুক্তোত্তর-শিল্পবিস্তার-পরিকল্পনা সমূহ অনেকাংশে কার্যে পরিণত করা হইবে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার সকলপ্রকার বাধাবিমুক্ত হইয়া তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনাসমূহ লইয়া অগ্রসর হইবেন এবং দেশে শিল্প-সম্প্রসারণ যথোচিতভাবে বাস্তবায়িত করিতে পারিবেন এরূপ মনে করিবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা সময়ের প্রায় অধিকাংশ দেশের সাম্প্রদায়িক বাজা এ

ছিল। অনুরূপ অবস্থায় অন্য যে কোন দেশের গভর্নমেন্ট নিশ্চয় ভাবিয়া পড়িত। কিন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের পর হইতে আমাদের দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহার কারণ সম্ভবত দেশের লোকের অসুর্ব ধৈর্যশীলতা এবং নেতাদের উপর অটুট বিশ্বাস।

অর্থসচিবের ১৯৪৭-৪৮ সালের অন্তর্বর্তী বাজেট উপস্থাপিত হইবার পর দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি ও কার্যধারা অনুসৃত হইবে বলিয়া অনেকেই আশা পোষণ করেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীন অবস্থার জন্য এবং প্রশাসনযন্ত্রের মনোযোগ উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি দিয়ে অনেকাংশে আকৃষ্ট থাকায় সরকার সময় সংক্ষিপ্তকে উপযুক্তভাবে বিচার করিবার অবকাশ পান নাই। সন্তোষজনক অন্তর্বর্তী বাজেট উপস্থাপন এবং দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি সরকার কর্তৃক মনোনিবেশের আভাস প্রদানের ফলে বেসরকারী মহলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে যে উৎসাহ প্রায় অনুপস্থিত হইয়াছিল, এই প্রথমবার তাহার আংশিক পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই উৎসাহ অধিকদিন টিকে নাই।

কর্তৃপক্ষ ক্রমশঃ উৎসাহহীন নীতি অনুসরণ করার পরিণামে এবং আরবের সংঘাতের ফলে তাঁহারা মূল সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়ার ফলে, বর্তমান বৎসরের মধ্য দিকে পুনরায় একটা নিরাশার ভাব দেখা দেয়। কর প্রদান করার ইচ্ছা সম্পর্কে অর্থসচিবের প্রতিশ্রুতি এবং শিল্পসমূহকে পোষণ দৃষ্টি সম্পর্কে নূতন উৎসাহদানের ভাষা প্রদান করা সত্ত্বেও ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে দেখা গেল যে, ওই সকল অঙ্গীকারের যৌক্তিক পূরণ করা হইয়াছে মাত্র এবং প্রস্তাবিত কর হ্রাসের মাত্রাও খুব কম। শিল্প বিষয়ে সরকারের যুক্তিযুক্ত নতবাদ এবং নূতন শিল্প চেষ্টার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের সূচনা দেখিতে পাইলে, শিল্প শিয়ার বাজার উচ্চ অঙ্ক নিয়োগ করা হইলেও সানন্দে গ্রহণ করিতে রিত। কিন্তু ইহা এখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সরকার প্রশাসনের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যাবধি মনস্থির করিতে পারেন নাই। তাহার ফলে, এখানে যখন আমরা চুলচেরা বিচার তর্কে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, তখন বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সুচিন্তিত বস্তুনা ও নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার অভাবে টক পড়িয়া রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯৪৩-৪৬ সালে নূতন মূলধন অন্তর্ভোগের ।হইতে এই দুই-তিন বৎসরে এ বিষয়ে এরূপ বলিতে গেলে ব্যবহার কিছুই সম্পন্ন হয় নাই। ১৯৪৩-৪৬ সালের বেঙ্গল বাজারে নূতন বিনিয়োগ পঞ্চমের হিড়িক পড়িয়াছিল। সেই সময় মূলধনের বাজার হইতে অষ্টবিংশতি কোটি-চরণ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল বলা আমাদের বিশ্বাস।—কিন্তু সেই বিপুল অর্থ দেশের কোন কাজে লাগে নাই। কারণ বস্তুপাতি আমদানির অসুবিধা ও অন্যান্য পারে নাই। তবে ওই বিপুল অর্থসাহায্যে সরকারী অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে বটে, কারণ কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পূর্বে আপাতদৃষ্টিতে মূলধনের অর্থ আবশ্যিকভাবে সরকারী তহবিলে বিনিয়োগের যে বিধান আছে, তদনুসারে ওই বিপুল অর্থ এক প্রকার সরকারী তহবিলেই আবদ্ধ হইয়া আছে।

এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, বস্তুপাতি এবং কাঁচামালের দাম গত দুই বৎসরে অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক উৎসাহী লোকের পক্ষেও নূতন কাজ সুরু করা সম্ভব হইতেছে না। উক্ত যৌক্তিকতা আংশিকভাবে সত্য বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক কর্তব্য এবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া এবং যেটুকু ঢিলেমির পাওয়া যায় তাহারই চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা। এমন কি যে সকল উৎসাহী উদ্যোক্তা নূতন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও অধিকতর পরিমাণে সরঞ্জাম সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কারণ মূলধনবিনিয়োগকারীরা শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দরুণ নূতন ঝুঁকি লইতে চাহিতেছেন। শিল্পোন্নয়নের পক্ষে সরকারী তহবিল ও মূলধনের বাজারের আজ "বাধ্যোন্নতি" অত্যাবশ্যক এবং সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূলধনের বাজারকে কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করা চলে না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ১৯৩০ সাল হইতে ভারতীয় মূলধন ও শিল্প-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কয়েকগুলি প্রধান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। নিকটেই যাহা পাওয়া যায় তাহার সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার যে অবিলম্বে আবশ্যক এবং শিল্পসমূহের জাতীয়করণ যে আরও কয়েক বৎসর না গেলে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, এই দুইটি কথাও সরকারের স্মরণ রাখা কর্তব্য। গত এপ্রিল মাসে শিল্পসংক্রান্ত নীতির ঘোষণা উৎসাহজনক বলিয়া মনে হইলেও, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপসমিতির সুপারিশসমূহে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, যদি লবাহরলালজীপন্থী কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করিতে পারেন তবে কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ তাঁহাদের নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই নীতি ঘোষণার পর হইতেই শিল্পপতিগণের আশঙ্কা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালসমূহের কাজের অসংবদ্ধতা এবং বেতনের হারের বর্ধমান সংশোধনের পরিণামে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এবং বর্ধবিনিয়োগকারীরাও উৎসাহহীন হইয়াছেন।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের ব্যাপারে আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে অপরাধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি না, আমরা শুধু ভারত সরকারকে এই কথা বলিতেছি যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লাভের আশায় নূতন করিয়া মূলধন বিনিয়োগ এবং সরকার অনুসৃত নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, স্বাধীন ভারতের বাঁচিবার আশা সুদূরপরাহত। অবশ্য একথা বলা যায় না যে, ইহার জন্য সরকারই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী এবং শিল্প-

আদেশ দিতে সরকার বাধ্য হওয়ায় এ সম্পর্কে শিল্পপতিসংঘের সভাপতি আচরণই প্রকাশ পাইয়াছে এবং দেশের মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ লইয়া তাঁহারা—অর্থাৎ শিল্পপতিরা—চাল সরবরাহের পরিমাণ কম রাখিয়া যে কালোবাজারে প্রচুর অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের ফলে তাঁহারা সরকার ও দেশ সাধারণ উভয়েরই সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং যে সব বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা শিল্পপতিসংঘের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ তাঁহারা আজ পর্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত বিষয়টি বিচার করার জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না।

স্বাধীনতা লাভের এক বৎসরের মধ্যে অনেক-কিছু করা সরকারের পক্ষে হয়ত প্রকৃতই সম্ভব ছিল না, কিন্তু অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সরকারের লাভ কিছু দেখিতে না পাইলে এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাবধানী নীতির অনুসরণ না করিতে পারিলে, কংগ্রেস জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথই প্রশস্ত হইবে। বাহিরের সমালোচনাকে ভয় না করিয়া যদি মুদ্রাস্ফীতি দূর করিবার সাকল্যজনক নীতি গ্রহণ করা যায় এবং দেশের বহু উপার্জনক্ষম জনগণ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের ন্যায্য মূল্য পাইতে থাকে, তবেই কংগ্রেসের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইন্দ্রজালের প্রয়োজন নাই,—আমরা সেরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতেছি না। কিন্তু শুভ সূচনাটী অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন।

এখনই যদি মুদ্রাস্ফীতি দূরীকরণের নীতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করা যায় এবং দেশের শিল্পপতিগণের আচরণের উপর সরকার কর্তৃক যথেষ্ট কড়াকড়ি দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তবে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার শীঘ্রই নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। ইহা এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে দেশের বর্তমান অবস্থায় ষ্টেলিন ফ্রিড অর্থনীতিই একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ। অতএব সরকার ও শিল্পপতিগণকে কাজ ভাগ করিয়া লইতে হইবে। আমদানির বিদেশ চালনা ও জাহাজ-নির্মাণকে যেমন সরকারের পক্ষে জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে, সেইরূপ দেশের শিল্পপতিগণের দায়িত্ব একেবারে গুরুতর শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহেও অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশের লোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং সর্বপ্রযত্নে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের সর্ববিধ উন্নতির জন্য করপ্রদান বিষয়ে তাহাতে কাঁকি না চলে তৎসম্পর্কেও কঠিন দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করি যে, অতঃপর স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে শিল্পপতিগণের প্রতিটি কাজ সমপ্রভাবে জাতির মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নির্ধারিত হইবে।

সাধারণ জীবনযাত্রার মানের প্রকৃত উন্নতি না হইলে ও জনসাধারণ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ন্যায্য মূল্যে না পাইলে, দেশের ভিতরের অসন্তোষের ভাব দূর হইবে না এবং একশ্রেণীর লোককে বঞ্চিত করিয়া অপর শ্রেণীকে দেওয়ার এই বর্তমান নীতি দেশকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইবে। এই কথা মনে রাখিয়াই আজ স্বাধীনতার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসবে আমাদের যোগ্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের একান্ত প্রয়োজন আছে।

পশ্চিম বাংলার শিল্প-সম্পদের সর্বতোমুখী প্রসার কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাহা নহে, আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বৃহৎ হউক বা ক্ষুদ্র হউক, সর্ব-পর্য্যায়ের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির উপরেই আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভর করে। পল্লীর নিভৃত কুটীরে কুটীরে যে সরল-স্বভাব শিল্পীরা দুঃখ ও দৈন্যের ভিতরেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রসদ যোগায়, তাহাদের দাবীও আজ সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। একথা সত্য, বর্তমানে শিল্প-প্রসারের পথ বিঘ্ন-বহুল ও প্রতিবন্ধকময়, কিন্তু তথাপি যেন আমাদের উদ্যম ও উৎসাহ প্রতিরুদ্ধ না হয়। পশ্চিম-বঙ্গ শিল্প-বিভাগ নব নব পদ্ধতিতে শিল্পের সমস্যা সমাধানে সকলকে সাধ্যানুসারী সাহায্য করিতে সততই প্রস্তুত।

পশ্চিম-বঙ্গ শিল্প-বিভাগ

৭ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্দে মাতরম্

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বঙ্গভঙ্গের সময় 'বন্দে মাতরম্'এর প্রকৃত অর্থ সর্ব্বসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন দুইজন মেধা—একজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব, আর একজন সর্ব্বত্যাগী বিপ্লবনায়ক অরবিন্দ। ব্রহ্মবান্ধব বলিতেন "বন্দে মাতরম্ সকলেই ধ্বনি দেয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে বসিয়া ছেলে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমরা উহার কারণের খাঁটি মাতৃভক্তদলে যে সময় যেরূপ হইয়া উঠিবে, মন্ত্রের অর্থ তখন তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে।" বিপ্লবনায়ক মন্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উহার প্রথম জন্মকালে অন্যকল্পে বলিয়াছিলেন "আমি একা ছেলে ভরিতেছি, তাহাতে তাহাতে চড় মেরে ম"—

"একা যে দিইছি বেশ, অর্থাৎ
বাট কোটি পাষণ্ডের নিধন"—

—এই পাষণ্ডের বাড়ন্ত "বন্দে মাতরম্", আর ইহাই যে সময় সমস্ত বাঁধন ভাঙ্গিয়া দুনিয়ার বিপক্ষ হাঁ করিয়া লইয়াছে, বারিন্দ্রকুমার জন্ম করিয়াছে, অকাতরে কারাবরণ করিয়াছে, হাসিতে হাসিতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ বঙ্গালীকে জাগাইয়াছে, সমস্ত আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জীবিত হইয়া ভারতকে যে অধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তনের বিষয় এই যে, 'অবতারণা' পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃ-পরিচয় অর্থাৎ ঋষির নাম উচ্চারণ করিয়া এই অযোগ্য মন্ত্রকে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছে। ইহা ভারত।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ঋষি বঙ্কিমের নিকটই একদিন প্রথম প্রতিভাত হয় নাই—ইহা তাঁহার তপস্যার পরিণতির সুফল মাত্র। কত কষ্টের পরে, কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইবার পর, ভক্তি-অশ্রুতে কত মৌন উপাসনা অভিষিক্ত হইবার পরে ঋষি বঙ্কিমের এই মন্ত্র লাভ হইয়াছিল, সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। সাধক বন্ধুর বিজয়ন তপস্যার পরেই বাঙ্গালার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, "তোমার সমস্তক্ষণ কে কত কি পণ করিতে পার?"—উত্তর হইল

এই বক্তিতেই যারা অর্জ্জিত হইয়াছে—
ভক্তির অভাবেই সিদ্ধির পথে আসিয়াও তাহা
পথবসিত হয়। ইহাই এখন একমাত্র
ভাবণ।

অরবিন্দের সময় হইতেই (১৯০৭) ঋষির মনে
একার উদ্ধারের কল্পনা প্রকৃতাবয়ব ধারণ করে।
প্রবাসেরে(১৯০৮) উহা পরিপুষ্টি লাভ করে।
ই দেখিতে পাই কমলাকান্তের ঋষি বঙ্কিম
ন্দ্র-নির্দ্দেশের দুর্লভতা সম্প্রতিষ্ঠা উদ্ধারের অন্য
মন্ত্রে জানিয়েছেন—
ই মা, বিদায়ই। কেবলি, উঠ মা, এবার দুরন্ত
সংসারে চলিল, তোমার মুখ দেখিব। উঠ মা
বেলাহইয়াছে, এখন আমরা অধিক...

হইব, পরের মত খাইব, পরিব, আরাম, ইন্দ্রিয়কে ন্যায় করিব। উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফোল যা।"

আর ভাগলপুরে বিমাতিকা বাঙ্গালাকে উদ্ধারের করিবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, তাহাও ঋষি বিশেষ করিয়া বিবাহিলেন—

"এস ভাই সকল! আমরা অকপটে কায়মনোবাক্যে কাঁদি! চল, চল, আমরা বাহুর প্রকোষ্ঠে এই কালসর্প ধারিত, ধরিয়া, বক্ষ করিয়া আমরা সকলে করি—সেই ঘৃণাপ্রিয় ধারণ করিয়া আসি। মা বড় দুঃখিত—বাছাদিগের কাহারও কাছ কি।"

এইখানে বঙ্কিমের দুর্লভতা বাঙ্গালির উদ্ধারকল্পে ভীষণ বিসর্জ্জন, আর তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন বাঙ্গালী স্বাধীনতার সংগ্রামে যেন সময় যোগাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

ঋষি বঙ্কিম নিশ্চিত দৃষ্টিসাহায্যে বাঙ্গালীকে আবার সর্ব্ব করিবেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "এ দৃষ্টি আজ দেখিব না, কালি দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব—

"হরন্তরিত ঘন কৃষ্ণ যবনিকা প্রসারিত। তাহাতে নানা আলুলায়িত নানা শক্তি দোদুল্য। পশ্চাতে শক্তি-বিকীর্ণ, পরাজিত বীরত্বব্যঞ্জনা। পদ-বিলম্বিত সিংহ। দেবীর দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী, পদ-দলিতা বীরেন্দ্রবিহারিণী। দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান বুদ্ধিরূপী সঙ্গে, সঙ্গে কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী সঙ্গে—

যং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং—
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

ঋষির বাক্য সফল সার্থক হইয়াছে, আজ জননী জন্মভূমির বন্ধন দশা বিমুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঋষির যারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন "কমলাং অমলাং অতুলাম্" সেই সোনার পুতুলই সমস্তই দৃষ্টি আসিয়া যায় সফল করিবার কি কেহই নাই?"

এই "আমার দুর্গোৎসব"এই পরে 'আনন্দ মঠ' প্রকাশিত হয়, আর সন্তানদের পথেই দেখাইয়া দেন "ঐ তোমার কমলা সুফলা মলয়জশীতলা জননী জন্মভূমি।" 'আমার দুর্গোৎসব'এর পূর্ণপ্রাপ্তিই সার্থক সন্তানদের মাতৃদর্শনে।

কিন্তু ঐ ঋষিরা ও ঋষিবাক্য মাতৃসাধক ঠিক কোন সময়ে প্রকৃত হয় তাহাকেই বোধ হয় জানেন না। এই সময়ের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে, আর তাহাতে ঋষি বঙ্কিমের কবিপ্রতিভা বিহিত বহিয়াছে।

১৮৮৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সপরিবার কাঁঠালপাড়া ছাড়িয়া হালিসহরে আসিয়া স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। এক বৈষ্ণবধর্ম্ম ঘরেই পড়াশুনা করিতেন ও নিয়মিত। একদিন কাঁঠালপাড়ের ছোট ঠাকুরমা বলিয়া থাকেন, ভক্তদের ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যটি ব্রহ্মবান্ধব বুঝিয়া বলিলেন, "বিপ্লবনের ঘর ভাঙ্গা কিন্তু সেবা করার। যদি আপনার সময় না হয়,—আপনার চৌকিদের উপরে যে একখানি কাজ রহিয়াছে তাহাতে একটী আম যোগাবার, উহা সম্পূর্ণের চাহিয়া মানিক হইবে না বটে, কিন্তু সেটির উপর জন্ম নয়, ঐ খানটি দিয়ে কি।"

বঙ্কিমের তখনই কাজেকাজি একটি মেধিয়া তাড়াতাড়ি দেবতার ভিতরে ডাকিয়া দিয়া বলিলেন, "এই গানের মধ্য বুঝিতে না—ইহার শক্তি পরে বুঝা যাইবে। সে সময় পরাণ আমি তাঁহার না, তোমরা হয়তো থাকিয়া থাকিতে পার, তখন বুঝিবে ইহার শক্তি কত অসীম।"

ইহারই কিছুদিন পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মহা-মহারথীগণ সাধনীর প্রবন্ধে বলিতেছিলেন "বাঙ্গলা—আবার পড়ুক। আমরা জন্ম হয়ে যাই।"

ঋষির পত্নী হইয়া বলিলেন, পরে উত্তর করিলেন, "আমার জন্ম লাভিয়াছে আমি নিশিয়াছি, তোমাদের জন্ম না লাগে তোমরা পড়িও না, যা খাইও না।—কিন্তু আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পরে তোমরা এ গানে সমস্ত দেশ স্পন্দিত হইবে, দুঃখনদী হইতে গানের পারা পর্য্যন্ত এই গানে মাতিয়া উঠিবে, আকাশ-বাতাস এই গানে প্রকম্পিত হইবে।"

ঋষিবাক্য ফলিয়াছে। ১৯০৫ হইতে এই ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সাধকগণ মন্ত্র তপস্যায় মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আজ 'বন্দে মাতরম্'ই সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু ঋষিবেদি আজও সঙ্গীতরূপে ইহার ব্যাখ্যা বিষে বাকি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দৃষ্টির কিন্তু কেন? একবার সব জিনিষটি আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

এই 'বন্দে মাতরম'এর মধ্যে আরেকটি সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।"—সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়, আর তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতেরও অভাব নাই। তাঁহার "ওই ভুবন মনোমোহিনী", "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" অতি অপূর্ব্ব এবং বহিবিশ্বের সঙ্গীত। "এখন আমরা যদি এসাই তবে, তাহাতে ভাবি নাই, তোমারে করি নমস্কার" ও অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের সমাজে ব্রহ্মসঙ্গীত সমাজ, সমস্ত ভারতবর্ষের সমাজ। তাঁহার সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত করিতে তাহার আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু ঋষির যাদুটি কংগ্রেসের অধিবেশনে গাহিবার জন্য যে সময় ও অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ হইলে ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সৌধ কিছুতেই দৃঢ় ভিত্তির সম্বল হইতে পারে না। উক্ত সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বিচার করা সঙ্গত।

স্বাধীন ভারতে বীমা *

ডি এস্, ডি, ডিমিরাজম্, এম-এ, এম-আই-এ

গতের স্বাধীনতার এক বৎসর পূর্ণ হইল। তেমে আমরা আশা করিতে পারি যে, শিল্প বসা-বাণিজ্যের প্রসার লাভ করিবে। কারণ দের উন্নতি বিধানের জন্য যে সকল সুযোগ প্রয়োজন, তাহা এখন আমরা সরকারের নিকট লাভ করিতে পারি। সেই জন্যই ভারতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার কথা চিন্তা করা পক্ষে স্বাভাবিক।

বসরই আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি কৃত্রিম গোলযোগের মধ্যে বীমা ব্যবসায়ের পক্ষেও ছিল না। বিদেশী কবল হইতে দেশের আর তার ভারতীয়দের হাতে আসার ফলে যে গোল। উহার হইয়াছে: তাহার সমাধান করিতে আর লাগিবে

ব্যবসায়ের আকারের কথা করিয়াছে প্রথমে। বাভের পূর্বে সম্প্রদায়ভিত্তিক লক্ষ এবং তাহার ত ভেদে বিভিন্নতার পরিমাণে যেমন বিরাট পরি হইয়াছে ইতিপূর্বে বীমা কোম্পানী-গুলির সর্ব্বত্র ব্যবসা চালাইত। কিন্তু এখন যে রাষ্ট্রিকভাবে 'অযোগ্য' বলিয়া অভিহিত হেছে অর্থাৎ যে সকল বিদেশী কোম্পানীগুলিকে পাকিস্তান সরকার ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে দেয় বীমাগ্রাহকদের কাছে কোম্পানীর মূল্য অংশই পাকিস্তান সরকারের তলবের ন করার জন্য চাপ দিতেছেন: পাকিস্তান আরও জানী করেন যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যকে ন সরকার-অনুমোদিত অভিজ্ঞের তালিকাভুক্ত হইতে। এই সকল কারণে আমাদের অসুবিধা করিতেছে। ইহার ফলে প্রায় সকল বীমা কোম্পানীই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানে তন কোনও কারবার চালাইবেন না এবং যে বীমা আইনের ধারাগুলি অনিষ্টকর হইতেছে তাহা প্রত্যেকেই একবাক্যে আশা করি যে, ন সরকার এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া শুধু পূর্বের ন্যায় এখনও পাকিস্তানে অবস্থানের ার সুযোগ দিবেন।

ীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, স্বাধীনতা এক বৎসরে তাহার বীমা ব্যবসায়ের অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ইহা নেকের মত, এই সকল কোম্পানীগুলির সদর হতে দেশ হইতে বিদেশের মত বে বেষ্টিতেন, তাহারা—এখন নিজেদের পূর্ণ অধিকার উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী করিয়াছেন। বীমা সম্বন্ধে দেশীয় রাজ্যগুলির হিসাবনিকাশ অধিকাংশ এখনও রহিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যই এখনও পর্যন্ত নাগরদের এবং অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলির ন্যায় রাজ্যগুলিরও সুবিধা সুবিধা প্রদান করিবে। এই আশায় অনেক বীমা কোম্পানীই তাহার বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানীকে রেজিষ্ট্রী করিয়া লন। কিন্তু উক্ত দেশীয় রাজ্যের বীমা বন্ধুদের পরবর্তী কার্য্যকলী ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীদের ঐ ধারণা হইতে ধারণা ভাঙ্গাইয়া হইতে বাধ্য করিতেছে। কোন প্রকার সমাধান না করিয়া এই সকল সমস্যাগুলিকে এইভাবে ফেলিয়া রাখা যুক্তি না। তবে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ভারতরাষ্ট্রের পরিধিভুক্ত অঞ্চলগুলির অবস্থা হইবে, এবং রাজস্থানসহ সকল দেশীয় রাজ্যই অদূর ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় বীমা সম্পর্কিত বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করিয়া বীমা কোম্পানীগুলিকে বিশেষ বিশেষ দেশীয় রাজ্যের বিশেষ বিশেষ আইন-কানুন-অনুযায়ী কাজ করার লোকদেখান এবং অযথাযের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

উক্ত-কর্মচারীদের সমস্যা সম্বন্ধে ভারত সরকার ঠিক সময়ত সে-সকলের সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকা বা না থাকা,—কিসে ব্যবসায়ী ঘাঁটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য উঠানেমার বৃদ্ধি পাইতেছে: জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাইয়া যাইতেছে এবং কিসের দ্বারা এই যে হ্রাস হইতেছে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়া যাইতেছে: জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস এবং বর্তমান বাজারে ক্রটির ফলে উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বীমা কোম্পানীগুলি প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ, তাহাদের আয়ের মধ্যে বীমার সকল প্রিমিয়ামই সর্ব্বপ্রধান অংশ। এই প্রিমিয়ামের হার যখন প্রথম নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, তখন উহা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহার দ্বারা বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্দ্ধিত পরিচালন ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নহে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বীমা কোম্পানীগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানীর প্রত্যক্ষ ক্ষতি এই যে, উৎপাদিকের সাধারণতঃ ব্যয় করিতে হয়—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যে, অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে নিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য তাহারা তাহাদের বিক্রয়যোগ্য মালের মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারেন না, অতএব সেই পরিমাণ লাভের মূলধন হইতেই ওই বর্দ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করিতে হয়। ফলে তহবিল ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অপ্রত্যক্ষ ক্ষতিও সামান্য নহে। বীমা কোম্পানীর অধিক পরিমাণ টাকা উহার মূলে বিনিয়োগ করিয়াছে জনসাধারণের অর্থ-সঞ্চয় বীমাকারীদের বীমার মেয়াদ ফুরাইলে ওই অর্থ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। তাহাতে যে পাওয়া যায় সেরূপ ভাবেই ওই টাকা ফিরাইতে হয়। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইলে এবং ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাইলে যেমন বিক্রির বিক্রয়ের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হয়। ফলে বাজারে ওই সকল প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যায়। তাহাতেও মূল্যমান ক্ষতি।

জীবন বীমা এবং বিভিন্নপ্রকার শ্রেণীর মূল্য অল্প-স্বল্পভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রয়-শক্তি হ্রাস এবং প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহা একটি "কৃত্রিম দ্রব্যে" পরিণত হইয়াছে। কারণ প্রিমিয়ামের টাকা যোগাড় করা নিম্ন-আয়ের শ্রেণীর লোকের পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। কোম্পানী পরিচালনার খরচা বাদ মুনাফার জন্য যে পরিমাণ বীমা আবশ্যক তাহারও পরিমাণে অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তাহার ফলে আমার পরিচালন ব্যয়ের অনুপাতের বৃদ্ধি দেখা দিতেছে।

মুকথা একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাধীনতার প্রথম বৎসরে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অসহযোগ কথাবলার জন্য তাহাদিগকে অধিকতর পারিশ্রমিক ব্যয় করিতে হইয়াছে: পাকিস্থানে কাজ না করিতে পারার ফলে তাহাদের কর্মক্ষমতের পরিধিও কমিয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থার কেহেও তাহাদিগকে এমন অবস্থার মধ্যে ব্যবসা চালাইতে হয়, যে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ের বীমা করার শক্তি করিয়া দিয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলিকে মূলধন হ্রাসের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কর নির্দ্ধারণের নীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাহাদিগকে অধিকতর পরিমাণে আয়কর দিতে হইয়াছে। সর্ব্বশেষে তাহারা নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় তাহাদের অর্থনৈতিক-ভিত্তিভূমি অনেক ধার হইয়া গিয়াছে।

এই সকলের যোগফলে পরিণাম ঘুরাই স্পষ্ট: তবে স্বাধীন হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই যে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলে করা ভুল হইবে। প্রকৃত অবস্থার এই অবস্থার মূল প্রোথিত ছিল—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, মূলধনের ক্রমিক্ষয়, ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাসে এবং বীমাব্যবসায় পরিচালনে দক্ষতা, এই সকলের একত্র সমাবেশের ফলেই বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন সম্ভব।

* আর্থিক ভারতের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত।

"আর্থিক ভারত"এর পরবর্তী সংখ্যা বুধবার ১ই শ্রাবণ '৫৪ (১৫ই জুলাই '৪৮) তারিখে প্রকাশিত হইবে। ২রা শ্রাবণ '৫৪ (১৮ই জুলাই '৪৮) তারিখে "আর্থিক ভারত" প্রকাশিত হইবে না।

কর্ত্তৃপক্ষ

দিগন্ত

আজ আর সন্দীপকি, বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া পাই নাই।—কি পাওয়া উচিত ছিল, অথচ পাই নাই,—তাহা পাই নাই, তাহা হইলে আমার বোধে পাই নাই এমন কথাকে কথা লইয়া আজ আর আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। এ আমার দৌর্বল্য হইতে পারে, অস্বীকার করি না। কিন্তু গত আষাঢ়ের বিভিন্ন মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়া আজ যেন আমার এ দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিবার মন হইতেছে। আজ যেন আমার এ দৌর্বল্যকে লইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে।

* * * *

কিছুদিন "আর্থিক জগৎ"এর পাতাগুলিকে সিকড় হইতে দূরে ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে "সিদ্ধি" হইবার জন্য মন-কেমন করিত। "সিদ্ধি" লাভে আমার পাঠকপাঠিকাদের প্রীতির যে নিদর্শন আমি ইতার মধ্যে পাইয়াছি। আমার অনুপস্থিতি যে তাঁহাদের একপ্রকারে অসুস্থ করিতেছিল, সেকথা অন্তরে অনুভব করিয়া সুস্থ হইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে প্রত্যাবর্তনের আমার উপায় ছিল না। কুশলাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসকগণ যে দৃঢ়ী করিয়াছিলেন, আজও আমার ইঙ্গিতপালনে ছেলের অবস্থা, অনুমতি আমার এখনও মেলে নাই। কিন্তু গত আষাঢ়ের পূর্ণতিথিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিলাম না। এই শুভ-অনুষ্ঠানে প্রথম পিছনে ফিরাইয়া আমার অন্তঃ নিবেদন করিয়া যাইব,—চৈনাচেলি করিব না, অন্তরের মধ্যে লইয়া সমুখের আসন গ্রহণ করিবার কোন প্রয়াস আমার থাকিবে না,—অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমি শুধু সবার সাফল্য আনন্দের পরিচয় আমার আনন্দকে এক করিয়া নিব। মনে মনে ভাবতেছিলাম 'আজ আমার সমীহীন চিত্তের একান্ত প্রার্থনা নিবেদন করিব, তাহাদের উদ্যোগ-আয়োজন যেন প্রাণবিহীন হয়। যে মহাকবীর এই আত্মবিস্মৃত জাতির জন্য তাঁহার অমি দান করিয়া গেলেন, তাহাকে যেন এই মহাত্মাগণের ও অনুচরবর্গের কেহ ভোগ দিয়া বিস্মৃত না হয়।

* * * *

একটি বৎসর কাটিয়া গেছে, একটি বিস্মরণের বুদ্বুদ—তত আমার সমাধি রচিত হইল এই বৎসরীতিতে, তত বেশী ছিল সচেতন সন্ধানের অন্তর। পাই নাই যে বস্তু আকাঙ্ক্ষিত ছিলিব তাহা ঠিক, কিন্তু পাইয়াছিও যে অনেক তাহাও ত মিথ্যা নয়। কোনদিন যে ভাবী হইয়া উঠিলাম, সে বিচারের সময় আজ নয়,—প্রয়োজন হইলে আজ সে আলোচনা করিতে পারি, করিতে পারি সে আলোচনা তাহার পরিণামে। কি হইল, কি হয় নাই,—তাহার ক্ষোভ, তাহার ত্রুটি—তাহার পাপ, তাহার পুণ্য,—তবিষ্যতে যে সব বিচারের তখন নিজ প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে প্রয়োজন আজিকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নয়। সে সকল দৃষ্টিভঙ্গীতে

'ছিলমূল সমীক্ষকের কঠিন প্রয়াসে উদ্ঘাটিত সে সত্যের কথা কিছুতেই মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, বরং কেবলই যেন বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'ওরে মন শান্ত কর নিজ'।

* * * *

আমি স্বীকার করি, গত এক বৎসরের আমাদের বিচারে করিতে আমাদের নিজেদের যে ত্রুটি চোখে পড়িবে,—সে ত্রুটি সম্বন্ধে আমি অত্যধিক সচেতন, হয়ত বা অন্যদের অপেক্ষা কিছুটা বেশীই সচেতন। সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া খেলা করার মন পাই না, আলোচনাও করি না, তাহার কথাও বলি না। কিন্তু তাহার বেদনা আমার একথার মনে হয় স্বাধীনতা আমাদের মানস স্বাধিব, সংযোগ যাচ করিয়াও উহার আস্বাদ পাইয়াছি, আকাশ পাইয়াছি অন্তরাত্মাতলতে, আকাশ পাইয়াছি একান্ত আত্মনিকতায়। পাথারের মেলের মাঝে ছিলাম না যেন আমরা—ঘরের পাথারকে আমে এবং আমের পাথারকে ঘরের বলিয়া মেইজন্য সরলই যার ধারণার পরি লইয়াছে আমাদের চিত্তে। স্বাধীনতার ইতিহাসে বিভিন্নদেশের চিত্তে ছিল আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, অন্তর্দৃষ্টি যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না —তাদের ধারে আসিয়াছিলাম, তবে আছে আমাদের স্বর্গলোক, এখনও অনেক যেন এই কল্পাসম্ভাবিত নিশ্চয়ে পৌঁছিতে ধরি আমরা ভরসা করিয়াছিলাম, সফলা ধেনি

সম্ভাবনাকে আজ ইঙ্গিত করে।

* * * *

আমি এই আমার লইয়া ভুল করি নাই, কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হয় যে আমাদের ধৈর্যহারা মনের হইয়াছে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়, ইহা আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত অনুশাসনকেও বাধা। সেইজন্য আমি যখন দোষ প্রকাশ করি, ভুল প্রকাশ করি, অভিযোগ জানাই, অনুযোগ দিই তখন আমি সংশোধনেরই ভরসা করি, জানের আশা করি না। আর এইজন্য যেখানে আমরা দৌর্বল্যকে তাহারই আমাদের সমাজগত কোনদিনই ছিল না। গ্রামদেশের আমাদের পৃথিবী ছিল সমাজের বিশ্বরূপের, গ্রামদেশের মত অন্তর স্বাধীনতার আসল ভরসাই আমাদের এখনও রহিয়াছে। পরাধীনতার এই ত সবে সুরু—ঘরে-বাইরের প্রমাদ আমাদের মেঘ হইয়া যায় নাই ত, তাহার ভবিষ্যতের অংশের ভরসাও হইয়াছে যায়;—যার আছে, বিশ্ব আছে, দূরের সঙ্গের অভিসিক্ত আশা আছে,—কিন্তু যেটুকু সব অভিজ্ঞতা করিয়াছি, অর্জনের ত্রুটির আছে। বঞ্চনের যেসব আছে বলিয়া অবহেলের আমরা সেইজন্য আজও সেইজন্য আছে, আর্থিকের ও অর্থনিতির যেসব মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই যা যাদের জনসাধারণ ঘটিয়াছে মধ্যেই এই মহাজাতির জাতীয়কালের সঙ্কটপথে, সকলেরই নিহিত আছে।—সেই ধ্রুব অভিমতের উদ্ভাসনের দিকে তিমিরে উদ্ভূক্ত রাখিয়া বর্তমান কালের রাত্রিমেঘের শুক্লতারাটিকে আজ আমি অভিনন্দন জানাইলাম মনে মনে—অন্তরে।

—সন্ধ্যাসাচী

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	... ...	২,০০,০০,০০০৲ টাকা।
আদায়ীকৃত মূলধন	... ...	৫০,০০,০০০৲ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল	... ...	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

—সর্ব্বপ্রকার—

পশ্চিম বঙ্গ	বিহার	বোম্বাই	দিল্লী	পূর্ব্ব পাকিস্তান
কলিকাতা (৩টি অফিস)	পাটনা	বোম্বাই (৩টি অফিস)	দিল্লী	ঢাকা
বর্দ্ধমান	গয়া	আহমেদাবাদ		
রানীগঞ্জ		ব্রোচ	কানপুর	চট্টগ্রাম
আসানসোল	উড়িষ্যা			
দুর্গাপুর	কটক			
রায়গঞ্জ				
বহরমপুর				
কৃষ্ণনগর				
কালিম্পং				

ব্যাঙ্কিং ও বেচাকেনা	আসাম	রাজস্থান	পূর্ব্ব পাকিস্তান	সংযুক্ত প্রদেশ
বালুরঘাট	গৌহাটী	যোধপুর		
বারাসত				
বারাসত সিটি				
জলপাইগুড়ি				
জলপাইগুড়ি ট্রান্সপোর্ট				
মালদহ				
আলিপুরদুয়ার				

লণ্ডন এজেন্টস্—মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাত্র ১০০ টাকা নিয়া আপনি একটি সেভিংস একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র এক টাকা জমা দিয়া একটি চেকিং বাচ একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানতে সুদ

জমা দিয়া এবং শতকরা ২৷৷০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

নিষ্ফল হিসাব

শ্রী ম. ঘ.

১ আগে ভারতীয় সরকার প্রতিটি ব্যয়ের পূর্বে অর্থসচিবের অনুমোদন লাভ করিতে বাধ্য হইতেন। অবশ্য অনুমোদনের পদ্ধতিটা ছিল অত্যন্ত জটিল। কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইত। অর্থসচিব সেই আবেদন বিবেচনা করিয়া যদি মনে করিতেন যে, ব্যয়টি অনুমোদন করা যায়, তবে তিনি তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রাষ্ট্রপতি তখন ব্যয়টি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলে তবে সেই ব্যয় করা যাইত। ইহাতে সময় লাগিত অনেক। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইত, অথচ অনুমোদন আসিত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৯৫২ সালে স্থির হয় যে, কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইবে না। তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটিবে না, তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে না, যদি—

(১) ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার বেশী না হয়;

(২) ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকার বেশী না হয়;

(৩) ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, ব্যয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকার বেশী হয়, কিন্তু ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের ব্যয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ঐ খাতের অনুমোদিত ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশী না হয়।

এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইবে না, কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে। ব্যয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকার বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ঐ খাতের অনুমোদিত ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের ব্যয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়।

এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইবে না, কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ঐ খাতের অনুমোদিত ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের ব্যয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়।

এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন নূতন খাতে ব্যয় করিতে চাহিলে তাহাকে অর্থসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইবে না, কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ঐ খাতের অনুমোদিত ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশী হইলে ব্যয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থসচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে, যদি ব্যয়টি অনুমোদিত কোন খাতের ব্যয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব কি ভাবে কাজ করবেন এই বিষয়ে অনেকের প্রত্যেকেরই সন্দেহ ছিল। কিন্তু কি ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা তিনি প্রথম হইতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার মতে "সাধারণ পরিকল্পনা" (Skeletal Plan) দ্বারা এই বিষয়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত পরিকল্পনাকে যথা চলিল বলিয়া মনে করিলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই ইহা গ্রহণ করিতেন না।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সিমলা ভারত শিক্ষা সম্মেলন (All India Educational Conference) উক্ত সময় হইতে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, প্রথম বৎসর হইতে এগারো বৎসর বয়সের প্রত্যেককেই আবশ্যিক বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং পরে ইহা বাড়াইয়া চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত করা হইবে। একই সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষার কাজও চলিতে থাকিবে।

উক্ত সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রথমেই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে প্রকল্প আছে তাহাদের কাজ শুরু করেন, যাহাতে উক্ত প্রকল্প হইতে অন্যান্য স্থানের পক্ষে আদর্শ লাভ হইতে পারে। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বিনা প্রবেশে তাঁহারা কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম বৎসরে প্রবেশের প্রণালীতে ছয় হইতে সাত বৎসর বয়সের সকল বালকবালিকাকেই বিনা পারিশ্রমিকে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব হইয়াছে। পরবর্তী বৎসরগুলিতেও এই শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে। এই উপায়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছয় হইতে এগারো বৎসর বয়সের সকল বালকবালিকাই বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। আশা করা যাইতেছে যে, উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত করা চলিবে এবং তাহা হইলেই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা-দান পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে।

সামাজিক শিক্ষা

এই শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ পরীক্ষামূলক স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি উক্ত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিবে। বিদ্যালয়গুলিতে বালকবালিকা, বয়স্কদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে পাঠের এবং আবশ্যিক শিক্ষামূলক আলোচনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা থাকিবে। বিশেষ বিশেষ দিন কেন্দ্রের জন্য বক্তৃতাদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংবাদপত্র পাঠ হইতে ছোট ছোট ব্যায়ামাগার পর্যন্ত সকলের জন্যই বিদ্যালয়ের দরজা খোলা থাকিবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার থাকিবে। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের বিভিন্ন স্থানে পুস্তক সরবরাহ করিতে হইবে।

বয়স্কদের শিক্ষা

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষাদানের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। বিভিন্নরূপ শিক্ষার জন্য বালকবালিকার সংখ্যা, আলোচনা ও মৌখিক নির্দেশ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। চলচ্চিত্র এবং রেডিও প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয়ে সাধারণ করিতে পারিলে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের এবং রেডিওর সম্প্রচারের আয়োজন থাকিবে। বিদ্যালয়গুলিতে বিনামূল্যে রেডিওর বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে বলা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব কর্তৃক নিয়োজিত একটি বিশেষ পরিদর্শনের পরামর্শানুযায়ী সামাজিক শিক্ষাদানের নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাঠ্যসূচী রচিয়া আবশ্যিক নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর উক্ত বুনিয়াদী বা প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য তিন বৎসর এবং তাহার পর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ছয় বৎসর পর্যন্ত পাঠের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ তিনটী শ্রেণীর প্রথম বৎসরে যোগদান করিবার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ নয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে।

এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে, অতএব জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন এক বৎসরের জন্য শিক্ষকশিক্ষণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষাক্রম-কালে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে যোগ দিবেন। কিছুকাল পরে পুনরায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহারা উপস্থিত হইবেন। যে সব ছাত্র শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের জন্য বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের একটি পাঠ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত থাকিবে।

সামাজিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সরল, যথা, সভা-সমিতি প্রভৃতি, শিক্ষার বিষয়, পুস্তকাদি প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশের জন্য একটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হইবে এবং এই পরিষদ কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিবে।

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সকল প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের আশা করেন যে তিন বৎসরের মধ্যেই বিনামূল্যে [illegible]

শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

এতদ্ব্যতীত শিক্ষার সকল প্রকার ক্ষেত্র, যথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সহজ কলা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি কাজের পুনর্বিন্যাস পরিবেষ্টনের সহিত সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া কি ভাবে চলিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপরেও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের অধীনে বিভিন্ন ধারা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল ধারা পরিষদের উপর বিভিন্ন কাজের ভার অর্পিত হইয়াছে। যথা, সরকারের শিক্ষা, ব্যয়সঙ্কোচ, ব্যবসায়িক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসার, মেয়েদিগের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত একত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা যোগাযোগ প্রভৃতি। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া এদেশে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করিবেন তাঁহাদের জন্য সাধারণভাবে পরিকল্পনা আছে।

বর্তমান শিক্ষার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানের যে বার্ষিক বিরাট শিক্ষাব্রতের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ব্যবস্থার বিভেদ ও উহার ফলাফলে উক্ত শিক্ষাব্রত প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

স্বাধীনের উত্তর সময়ের উদ্দেশ্যে গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মূল প্রাথমিক সংগঠনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এই সকল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আলোচনা করা হইতেছে। ইহা সমগ্র ভারতীয় সমবেত সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে তাহাদের কার্যকেও কার্যের অ সাহায্য করা হইয়াছে।

পরাধীন দেশে অবহেলার ফলে বিস্তারিত গুরু অনুসন্ধানের বিষয় দূরীভূত হইয়াছে। এ বিষয় উপযোগী ব্যবস্থা যাহাতে যথেষ্ট মনোযোগের সহিত কাজ করিতে পারেন, তাহার জন্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রত্নতত্ত্বী বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত ১১০০ বৎসর পুরাতন সাধুক-লিপি আবিষ্কার উপলক্ষে তথায় ভারত সরকারের মিশন ছুটি যাবে যাই অনুসন্ধান কার্যের জন্য শিক্ষার্থী আহরণ করিয়াছে এবং এবিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন ও হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও পুস্তকাদিতে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষা ব্যবহার করার রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এক একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহায়তাকারী একটি পরিষদের উপরে ভারতের কর্মীদের সমন্বয় রক্ষা করা এবং ভারতীয় কর্মীদের উপর তাহার গ্রন্থ বিস্তারিতভাবে নিয়োজিত করিবার ভারার্পণ ও হইয়াছে।

ভারতের বর্তমান প্রবিষ্ট যাবিক শিক্ষণ [illegible] সাধারণের আর্থিক সাহায্য ও

সংবাদলিপি

লণ্ডন

কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি—পণ্যশুল্কের উপর মুনাফার বোঝা—শ্রমিকদলের আগামী নির্বাচনী প্রচার—যুক্ত আংগ্লো-আমেরিকান উপদেষ্টা কমিটি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১লা আগষ্ট—কয়লা শিল্পের গত বৎসরের কর্মের হিসাব প্রকাশিত হওয়ার পরই জাতীয় কয়লা বোর্ড প্রচার করিয়াছে যে, এই বৎসরের প্রথম তিন মাসে ৫ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক লাভ হইয়াছে। গত বৎসরের কর্মের পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ওই বৎসর বিক্রয়যোগ্য প্রতি টন কয়লার ৫ শিলিং ৩ পেন্স লাভ হইয়াছে বলিয়া দাবী করা যায়। গত বৎসরে ওই প্রতি টনে ১ শিলিং ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু বিক্রয়ের অযোগ্য কয়লা হইতে পরিমাণ তৈয়ারী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হয় নাই। এই লাভের জন্য কয়লা বোর্ডকে অভিনন্দিত করার কোন কারণ নাই। কারণ এই লাভে আমাদের ফলে কয়লা ব্যবহারকারীর অতিরিক্ত ১ শিলিং ৬ পেন্স দিতে হইয়াছে। ১ শিলিং ৬ পেন্স লাভে পাওনের কয়লা ব্যবহারকারীর পকেট হইতে। ইহাকে জাতীয়করণের এক বৎসরকাল উত্তীর্ণ হইবার পরও কয়লা শিল্প বিভাগে ও কারখানাতে চালিত, ইহা বলা চলে না।

১৯৪৭ জুলাই হইতে শ্রমিকদলের পরকার পরিচালনার চতুর্থ বৎসর শুরু হইয়াছে। ইহার পর হইতে বাদল নির্বাচনী প্রচার কার্যের উদ্যোগ আয়োজন এখন হইতেই করা হইতেছে। দলের নেতৃবর্গ অনুভব করিতেছেন যে কেবল অতীতের কার্যাবলীর ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভবপর নয়। তাহাড়া বিরোধিতা করিবার ভিত্তিতে যে সব শ্লোগান উপযোগী হইয়াছিল বর্তমানে তাহা অচল হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচনী প্রচারকার্যে যে সব পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহার প্রায় সমুদয় বিষয় কাজে পরিণত করা হইয়াছে।

নূতন শ্লোগান হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে। জাতীয় ব্যয়নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহে শ্রমিক সাধারণের জন্য উন্নততর ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইবে। গত যুদ্ধে বাস্তু, বেকার ও অবসরকালীন ভাতা সম্পর্কিত যে সব পরিকল্পনাসমূহের কাজ শুরু হইয়াছে, তাহাকেই সামাজিক নিরাপত্তার পঞ্চভূমি হিসাবে খাড়া করা হইবে।

গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে সদস্য হারবার্ট মরিসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আর ৩৫ লক্ষ শ্রমিক এবং ৭৫ লক্ষ টন কয়লার নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত সময় ব্রিটেন ও আমেরিকার শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সহায়তা করিবে। ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন সরকারের ভাতাগুলি পর্যালোচনা করিয়া তার চ্যান্সেলর বলেন, "আমরা এখনও কাজে এত ভাল সাফল্য পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।" —গত বৎসরে ব্রিটেনে শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।—শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ১৯৩৮ সালের তুলনায় পরিমাণ ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলে কয়লার উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ব পরিমাণে এখনও পৌঁছাইতে পারে নাই।" তার চ্যান্সেলার আরও বলেন, "এই বিষয় পরিসংখ্যান, চূড়ান্ত নহে।"

ওয়াশিংটন

মুদ্রাস্ফীতির রাজনীতি—যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অন্তর্তবর্ষের ঔদ্ধত্যকরে ঋণ দাবী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৯এ জুলাই—স্যার সি, ডি, রামস যুক্তরাষ্ট্রের দুই মাস কাল অবস্থান করিবেন। তিনি আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি পরীক্ষাগুলকভাবে অনুসন্ধান করিবেন।

অবশেষে ওয়াশিংটনে মুদ্রাস্ফীতিই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনে এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হইবার যেমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ১৯৪৮ সালের নির্বাচনী প্রচার রাজধানীতে এখন হইতে সুরু হইয়াছে। বিশেষ অধিবেশনের কার্যাবলীর রাজনৈতিক মূল্যবিচার হইবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বক্তৃতার পরামর্শের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাই প্রধান স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার ফলে পূর্ব নীরবতা বিনষ্ট করিয়াছিল। ডেমোক্র্যাটিক দলের পক্ষ হইতে যদিও অন্য প্রশংসা করা উচিত হইলেও বিশেষ করিয়া রক্ষিত অঞ্চলের সমস্যা ট্রুম্যানের বার্ষিক অধিকার সম্পর্কিত পরিকল্পনার মূল্য হইয়াছে :

বিশেষজ্ঞ দল অধিবেশনের বেসরকারী সাক্ষ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কয়েকটি বিষয় সরকারী ট্রুম্যান কর্তৃক উত্থাপিত ব্যবসায়ীর বিষয়ের আলোচনা হইবে না। মূল্যবিষয়ক বিষয়ে কিছু আইন প্রণীত হইতে পারে, এবং সিনেটের সুখের অবোধ্য হইতেছে সরকারগুলির অন্যান্য উপর কেন্দ্রগুলি কিভাবে বোর্ডকে অতিরিক্ত ক্ষমতাদান করা, কংগ্রেস যদি বোর্ডকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয় তবে তাহা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই দিবে।

গত ১৭ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে [illegible] মূল্যসূচক ১৬৮-৩ উঠিয়াছে। এই সপ্তাহে 'ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশন অব সার্কেটিং এজেন্টস'-এর পক্ষ হইতে মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছে যে, ধীরে ধীরে মূল্য হ্রাসের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। গাজরের পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মিতব্যয়ী হ্রাসের সম্ভাবনা আছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলেই মুদ্রাস্ফীতির জোর যে খুবই বেশী তাহা বুঝা যায়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্য বৃদ্ধি চরমে পৌঁছিয়াছে। গত বছর মিষ্ট আলুর পাউণ্ডের মূল্য ১৬½ হইতে ১৯½-এ উঠিয়াছে এবং সেই পুরাতন বস্তার মূল্য ১১½ হইতে ১৮½-এ দাঁড়াইয়াছে।

ফেডারেল ওই সপ্তাহে ইণ্ডিয়ানা ফেডারেল-এর যে অধিবেশন চলিয়াছে তাহার এক সাক্ষিত সংবাদে প্রকাশ, গত বিভাগের কি শিল্প ইউনিয়নগুলির পৃথিবীর জাতিসমূহকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশগুলির জন্য মূলধন যুক্তরাষ্ট্র জোগাইতে না, তাহা নিশ্চিত বৈভব হইতে জোগাইতে হইবে। এই মিতব্যয়ের মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্য আমেরিকা ও ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশগুলি ই-সি-এ-এফ-ই-সি ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রের উপর ঔদ্ধত্যকরে অর্থের জন্য চাপ দিতেছে। এই যে দেশ বর্তমান পরিস্থিতির অবসান কিছু করার প্রয়াস করিতেছে। অন্যান্য দেশগুলির ঐতিহাসিক যে যুক্তরাষ্ট্রেই আমাদের কালের জন্য ডলার যাহাতে তাদের যাবতীয়কতা রহিয়াছে, সর্বত্রই এই রকম ধারণা পরিলক্ষিত হওয়াতে ওয়াশিংটনে অসন্তোষ [illegible] দেখা যাইতেছে।

রোম

বনস্পতি ও তাড়ি সম্পর্কে অনুসন্ধান—বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র সেতু বিভাগ—বিদ্যুৎ প্রবেশের জন্য জাতীয় বাহিনী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রোমিয়ো, ৩১এ জুলাই—গত বছরের মার্চ মাসে বৈজ্ঞানিকদের টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাজনিধি শ্রীযুত অন্নদাশংকর বোলতরাম গাছ সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য জোরদার করে গ্রামে অঞ্চলসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। তিনি বৎসরের পূর্ণ আকার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বনস্পতি, বনাঞ্চল ভাত ফুল, তাড়ি ইত্যাদির উল্লেখ করেন। বনস্পতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পরীক্ষাকার্য, এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ অঞ্চলসাধারণের ভাত হিসাবে ইহার প্রচলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে বলি

সঙ্কলন

[illegible] বঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা-
[illegible]পতি ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি ও সম্পাদক
[illegible]পদে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ নির্ব্বাচিত

[illegible]ত অদ্য শুক্রবার, প্রাতঃকালে ইণ্ডিয়ান
[illegible]ইট হলে সিং হলে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক
[illegible] কমিটির সভ্যবৃন্দের প্রথম সাধারণ সভায়
[illegible]লেশের ব্যানার্জি এবং শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ
[illegible] প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক
[illegible]ত হন।

[illegible]দশির পদের জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন,
[illegible]লের কৃষ্ণনগর অধিবাসী ডাঃ ব্যানার্জি এবং
[illegible] প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত
[illegible]রেশ ঘোষ উক্ত পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা
[illegible]ন। তাঁহাদের পক্ষে ভোটদানের ফল হয়
[illegible]:

ব্যানার্জি—১৭৫ ভোট, শ্রীযুক্ত ঘোষ—১৪৩
অবশিষ্ট কয়েকখানার সিদ্ধান্তের ভোট
[illegible]ত হয় নাই।

[illegible]ল জানিতে পারা যায় যে, শ্রীযুক্ত অতুল্য
[illegible]ষের পক্ষে অন্য ডাঃ ব্যানার্জির জয় প্রকৃত
[illegible]ঃ পশ্চিম বঙ্গের কৃতকৃত্য প্রধানমন্ত্রী ডাঃ
[illegible]ঘোষ উহা সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত সুধীর-
[illegible]চৌর্জি (রামুবাবু) সভাপতির পদে শ্রীযুক্ত
[illegible]ন ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত
[illegible]। রায় উহা সমর্থন করেন।

[illegible]এক্ষণে এই নূতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
[illegible]ও সর্ব্বাধিক সংখ্যায় সভ্যগণ সভায় যোগদান
[illegible]১৯৯ জন বয়স্কের মধ্যে অনুমান ৩৩৩ জন
[illegible]ন উপস্থিত ছিলেন. তাহারা পশ্চিম বঙ্গের
[illegible]ীত ছিলেন। যে গ্রুপ কংগ্রেস কমিটির
শ্রীযুক্ত অতুল্যচন্দ্রায় ঘোষ সভাপতির আসন
[illegible]ন।

[illegible]ধি ডাঃ ব্যানার্জি ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘোষ
[illegible] নিম্নোক্ত কর্ম্মকর্তাগণও নির্ব্বাচিত হন:—
সভাপতি—শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত
[illegible], শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, অধ্যাপক বিনয়
[illegible]র্য্য এবং শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন রায়চৌধুরী; সহ-
[illegible]সম্পাদক—ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ
[illegible]ন অধিকারী সেন, শ্রীযুক্ত সুধা চ্যাটার্জি এবং
[illegible]ন্দ্রচন্দ্র পাল, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিমল সিংহ।

[illegible]১ জন সদস্য লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি
[illegible]ঠিত হয়।

ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে পশ্চিম বঙ্গের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ

১। শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ২। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, ৩। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ৪। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিংহ, ৬। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ৭। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ৯। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, ১০। শ্রীসুশীল-কুমার ব্যানার্জী ১১। শ্রীমতী সরযূবালা মুখার্জী, ১২। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, ১৩। শ্রীবসন্তকুমার ব্যানার্জী, ১৪। শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী চৌধুরী, ১৫। শ্রীমতী পদ্মা গুপ্ত, ১৬। শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীহারেন্দ্রনাথ চাটার্জী, ১৮। শ্রীহরি ভক্ত মহাপাত্র, ১৯। শ্রীমতী রেবা চৌধুরী, ২০। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু, ২১। শ্রীসুধীরচন্দ্র সিংহ, ২২। শ্রীনিত্যানন্দ সেন, ২৩। শ্রীবিমল সিংহ ব্যানার্জি, ২৪। শ্রীবিজয় বসু, ২৫। শ্রীবিশ্বনাথ বিক্রমাদিত্য মজুমদার, ২৬। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ, ২৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ২৮। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ২৯। শ্রীহেমন্তকুমার বসু, ৩০। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৩১। শ্রীমতী আভা মাইতি, ৩২। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, ৩৩। শ্রীউমেশচন্দ্র সিং, ৩৪। শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার, ৩৫। শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত, ৩৬। শ্রীসিদ্ধু বিশ্বাস মাইতি, ৩৭। শ্রীসতিশচন্দ্র রায়, ৩৮। শ্রীভূপতি মজুমদার, ৩৯। শ্রীরামকৃষ্ণ সিং, ৪০। শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, ৪১। শ্রীমতী লাবণ্য-প্রভা দত্ত, ৪২। শ্রীকামাখ্য সেন ১৩। শ্রীসত্য-নারায়ণ সেন, ৪৪। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন, ৪৫। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ৪৬। শ্রীসতিশচন্দ্র চাটার্জী, ৪৭। শ্রীফেলু লাল চাটার্জী।

পশ্চিম বঙ্গের পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মজুত মাল আটকের সিদ্ধান্ত

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

অবগতিপূর্ণ অবগত আছেন যে, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত বস্ত্র-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যেক কাপড়ে মূল্যের ছাপ মারিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এখনো বাজারে চড়া ব্যবসায়ী ও পাইকারদের নিকট যে কাপড় রহিয়াছে বাজারে ছাপ মারা হয় নাই। ছাপ-মারা কাপড় বাজারে আসিবার পূর্বে এই মজুত কাপড় কি উপায়ে ছাপ মূল্যে বিক্রয় করা যায়, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি বেলা ১১টায় কলিকাতা মহাকরণে, মাদ্রাজের বেলা ৩৩ ঘটিকায়, ইণ্ডিয়ান বেলা ৩৩ ঘটিকায়, বুলিয়ন বেলা ৩৩ ঘটিকায়, পশ্চিম বঙ্গ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, কলিকাতা বস্ত্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, হাওড়া কলিকাতা বস্ত্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, [illegible] পশ্চিম বঙ্গের পাইকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিগণকে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলেন।

মজুত বস্ত্র সম্পর্কিত পত্রে সরবরাহ করা হইলে অন্যান্যদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সম্মেলনটি সম্মেলনের সহিত সহযোগিতা করিবেন, স্বাভাবিক পথে ব্যবসার বাধিকা দূরীভূত করা সম্মেলনের অভিপ্রায়। উহার পাইকারদের জন্যে মজুত বস্ত্রের উপর বিক্রয় ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রকাশ, অধিবেশনে এই মজুত বস্ত্র আটক করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নিকট কি পরিমাণ বস্ত্র মজুত রহিয়াছে, সম্মেলনে তাহার সঠিক হিসাব নির্ণয় করিতে পারিবেন।

সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ মজুত মালের পরিমাণ এবং কি মূল্যে তাঁহারা উহা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক হিসাব দাখিল করিতে সম্মত হন। সম্মেলনের নিকট তাহা বিবেচিত হইবে এরূপ মূল্যে মজুত বস্ত্র মূল্য ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিতে তাঁহারা সম্মত হন। কমিটিতে বিভিন্নগুলিকে যে মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া তাহার সরকার সাময়িক-ভাবে স্থির করিয়াছেন, উক্ত মূল্য তাহার কাছাকাছি হওয়া চাই। বর্ত্তমানে পাইকারেরা যে মূল্যে মূল্য ব্যবসায়ীদের নিকট কাপড় বিক্রয় করিতেছেন, এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তাহা সরকার হইতে ছাপ মারা হইবে। পাইকারদের নিকট হইতে আবশ্যক কম মূল্যে বস্ত্র পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া মূল্য ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে সম্মত হন। যে সকল ব্যবসায়ী সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিবেন অথবা কোনপ্রকারে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের কাপড়ের আর কাপড়ের ব্যবসায় করিতে দেওয়া হইবে না।

মূল্য বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দ্দেশ

পশ্চিম বঙ্গ সম্মেলনে ভারতীয় মিল মৈত্রী সঙ্ঘের মূল্য বিক্রেতাদের প্রতি এই অর্থে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেক ক্রেতার নিকট একসঙ্গে এক জোড়া ধুতি অথবা ১০ গজের বেশী বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না। পাইকারী বিক্রেতা-দের আটক মজুত মাল বাজারে না ছাড়া পর্য্যন্ত ক্রেতাদের আও প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক সংবাদে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে :—

হাওড়া ও কলিকাতার পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট মজুত মাল আটক করিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনে অধিবেশনে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তিনদিনের বস্ত্র বেশী বস্ত্র ক্রয় না করেন। মূল্য ব্যবসায়ীদের নিকট মজুত মাল বাজারে

বিলে উৎসব অঞ্চল মুহূর্তে বাসস্থানীয়ের অর্থ নির্দেশ করা করিয়াছেন যে, তাহারা ক্রেতার নিকট একসঙ্গে এক জোড়া বুটি অথবা ১০ আনার বেশী মূল্য বিক্রয় করিতে না। অভিযুক্ত সকলে মাননীয় এই আদেশ মানে, অন্যথায় পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া

---

১ হইতে আসত কর্মচারীদের সকলকেই কার্যে স্থিরত রাখার ব্যবস্থা

সরকার সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বিভাগের অবশিষ্ট পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহাতে বহু কর্মচারীর ব্যবস্থা করার জন্যে

ইহাদের সকলেই পশ্চিমবঙ্গে চাকুরি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল ই বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী পূর্বাঞ্চলে বার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন, তাঁহাদের অনে পাকীয়ের অনেককেই সাময়িকভাবে এখা ইহার পরে ৩০০০ জন কর্মচারী ১ দেখা যায়। উক্ত ২৩০০ জনের মধ্যে উপরে পদাধিকে ধরাই বিভাগের অধীন রণী-অফিস পূর্ণিয়াছেন। এই অতিরিক্ত পদকে মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ শ্রেণীতে ভাগ :—(১) সেক্রেটারী ২১০০ জন, (২) উচ্চ পদস্থ (যথা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, সরকার বিভাগের কর্মচারী ইত্যাদি) ৯ ৩০) টেকনিক্যাল বিভাগ (যথা—ই, বার অফিসার ইত্যাদি) ১২০০ জন। পদস্থ চাকুরিয়া (যথা—সিভিল অফিসারের) ১৭০০ জন এবং (৫) বিভিন্ন (যথা—ড্রাইভার ইত্যাদি কর্মচারী, ফোর্থ এবং থ্রি-গ্রেডের কর্মচারী) ১ মোট ৬৭০০ জন।

বিভিন্ন কর্মচারীদের কার্যের খতিয়ান করা এবং বলাইয়া রাখিয়া কাহাকেও ফেরত দিতে না ন যখনই অফিস যে সকল বিভাগে লোকজন ছে (যথা এবং আসাম উচ্চ শ্রেণীতে) ে সংখ্যা একত্র করিয়া তাহা এই ন কর্মচারীদিগকে যথাযথভাবে ভর্তি করার সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া যে সকল কর্ম-বিভাগ ছাড়িয়া অন্যত্র কাজে যোগ ন, তাহাদিগকে পুনরায় তাঁহাদের নিজ নিজ অথবা অন্য বিভাগে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা ছে। গত এক বৎসর যাবৎ এইভাবে বিভিন্ন কার্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। অন্য পরিষদিক কর্মচারী এইভাবে কার্যে নিযুক্ত হয়। ৫১০ জনকে ব্রাঞ্চীভাবে এবং অবশিষ্টদের এক সাময়িক বিভাগে সম্পূর্ণ সাময়িক কার্যে করা হইয়াছে। যাহা চাকুরিয়াদিগকে অন্যান্য হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু

হিজলীতে উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন, আসন্ন সহর ও সাময়িক শিক্ষা কলেজ

ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলে যে একটি উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিজলী বন্দিশালা প্রাঙ্গণেই সেই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হইয়াছে।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা সচিব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপরিউক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া জানান যে, তিনি বিশেষ ভাবে সরকারের শিক্ষা সচিবের সেক্রেটারী এবং পশ্চিম বঙ্গের পূর্তবিভাগের প্রধানের সম্প্রতি এজন্যেই হিজলী ও হিজলী অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। পরিদর্শন অন্তে তাঁহারা হিজলী বন্দিশালা অঞ্চলেই ঐ উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন স্থাপন করা চূড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত হয়।

ডাঃ রায় বলেন যখন যে, ঐ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করার কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ বিদ্যায়তনের কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক শিঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন বলিয়াও আশা করা যায়।

প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পূর্বাঞ্চলে উচ্চ উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তনের নিকটবর্তী একটি আধুনিক নগর পত্তিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ নগরটি প্রায় ১৫০ একর জমির উপর পত্তিয়া তোলা হইবে। এই প্রস্তাবিত নগরে প্রায় ৮০০ পরিবারের বাস সংস্থান করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ নগরে দোকান বসাইবার ব্যাপারে উদ্বাস্তুদের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে। এই নগরটি পত্তিয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই নগর প্রতিষ্ঠার কাজ অতি সত্বর আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রধান মন্ত্রী বিজলীর নিকটে একটি বিরাট বাঁটিতে একটি আবাসিক সাধারণ শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে চলেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে ঐ বিরাট বাঁটিটি তারে পর্যবেক্ষণের ঘোষণা বিভাগের জন্য একজন পরিত্যাগই হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ পর্যবেক্ষণ উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে ঘোষণা বিভাগকে ঐ বিরাট বাঁটিটি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, ঐ বিরাট বাঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়াও হইবে। প্রস্তাবিত আবাসিক সাধারণ কলেজটি আরামবাগ সাবডিভিশনে ও জিলায় যেরূপ মফস্বলের সাধারণ কলেজ আছে সেইরূপ হইবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, সাধারণ কলেজ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত ঐ অঞ্চলের কাছেই পশ্চিম বঙ্গ পর্যবেক্ষণ উচ্চতর প্রতিষ্ঠার চাইলেন কারিগরী কেন্দ্রীয় পূর্ত প্রকল্পের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে শ্রীযোগেন্দ্রলাল দ্ব

প্রকল্পেরার তথ্য সংগ্রহ

ডাঃ পর্যবেক্ষণের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল প্রকল্পের পূর্ত বন্দ হইতে আসত উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সাকার তথ্যলাভের জন্য কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় তাঁর দিন অবস্থানকালে শ্রীযুক্তপ্রকল্পের কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় ১০টি উদ্বাস্তু পরিষদ ও সাহায্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, উদ্বাস্তুদের অবস্থাদি সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ পর্যবেক্ষণের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন ও সরকারী সাহায্য ও পুনর্বসতি পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি যে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রকল্পেরা বিদায়ে ভারত পর্যবেক্ষণে সহিত পূর্ত বন্দ হইতে আসত উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও সমস্যাদি সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম হতে রিলিফ ট্রেন-পশ

একটি সংবাদে প্রকাশ যে পূর্ব পাকিস্তান, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঠাই বোঝাই এবং মাদ্রাজের অনুরূপে, অন্ধ আসামের লোকদের সাহায্যের জন্য রিলিফ ট্রেন-পশ ছোড়া হইবে।

যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রীই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, গত জুলাই মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে এই ব্যাপারে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল এবং এই মর্মে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে এইরূপ ট্রেনগুলি প্রায় সমস্ত প্রদেশের অফিসগুলি অঞ্চলেই যাতায়াত করিবে। মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ হইবে।

ঘোষণা অপেক্ষা কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা বেশী দিন কাজ চালিয়েছে এবং মাদ্রাজের প্রায় ৩০০০ রিলিফ পশু আছে। বোম্বাইয়ে ২১০০ ঘোড়ার ঘোড়া হইয়াছে এবং এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরে পশুর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে এবং অন্যান্য বেশ হইতে পশুর আমদানিও বেশী হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই কাজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে যে যাতায়াতে মূল্য, বিশেষজ্ঞের ঘাটতি এলাকায় দুধ পাইবার সময় বেশী যাইতেছে।

এই সকল রিলিফ পশু ঘোড়া হইলে এই মূল্যবৃদ্ধি সময় দূর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিশ্বভারতীকে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা

জানা গিয়াছে যে, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ বিশ্বভারতীকে একটি

বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহক পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতদসম্পর্কে সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট বলেন, বিশ্ব বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের সহিত আলোচনা করেন।

জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত ইন্দুদেব পরিচালনাধীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাহাতে সাহায্য করেন।

প্রকাশ, উক্ত পরিকল্পনাটি এখনে বিশ্বভারতীর অধিবেশনীর অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে, এবং উহাকে অধিবেশনীকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার ন্যাস করিয়া এবং ট্রাস্টে একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্টকে আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে তাহার গভর্নমেন্ট যদি বিশ্বভারতীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিশ্বভারতীর প্রাণপ্রদ কবিগুরু মৌলিক সাধনাক্ষেত্রে কার্যতঃ অব্যাহত রাখা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালী নেতা

গত ১৬ই শ্রাবণ তাঃ ত্রয়োদশ বঙ্গ সন্মিলনীর বাঙ্গালী সভ্যের কার্যকরী সমিতির এক সভা হয়। উক্ত সভায় আসাম ও বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করা সম্পর্কে তদ্বিরে একটি বাঙ্গালী সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সম্মেলনে আসাম ও বিহারের বাঙ্গালীদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আগামী ১২ই ও ১৩ই ভাদ্র সম্মেলনের দিন ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন। শ্রীযুক্ত খাগেন্দ্র বসু মজুমদার ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্মেলনের স্থান ও অন্যান্য বিষয়ে যথাসময়ে পত্রিকা মারফৎ জানাইয়া দেওয়া হইবে। এই সম্মেলন সম্বন্ধে আরোও কিছু বক্তব্য থাকিলে তিনি ঠিকানায় পত্রালাপ করিবেন। তাঃ সচিবানন্দ, প্রচারক, বাঙ্গালী সঙ্ঘ ৮৮, বহুবাজার রোড কলিকাতা—১২।

পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আসন্ন ঢৌলের পণ্ডিতদিগকে

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সাহায্যদান

জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও শহরই হইতে অনুমান ৩০০ জন ঢৌলের পণ্ডিত পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, ইহ পণ্ডিতদলের সাহায্যের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার কিছু টাকা মঞ্জুর করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, অধিকাংশ পণ্ডিতই সমস্যার উপর বিশেষ করিয়ে অধিকারের এবং ইহার দ্বারা পণ্ডিতগণের তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন ইহাই তাঁহার কারণ করে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত আমার এই সম্বন্ধে যে সকল পত্রিকল্পনা করিতেছেন, তাহাতে পণ্ডিতগণকে বিদেশে করিয়া বাসস্থানে তাঁহাদিগকে সাহায্য দান করা যায়, তাহিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে।

হুগলীতে জলকল বসানের জন্য ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর

হুগলী জেলার গ্রাম অঞ্চলে অনেকটি নলকূপ বসাবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১,৮৫,৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

খনন কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩,৭৫,১০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর

জানা গিয়াছে, ৩০শে সেপ্টেম্বর যে ত্রৈমাসিক কাল শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩,৭৫,০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের যে হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইতেছে তাহার অনুরূপ হারে মাসিক ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত কর্পোরেশনের বেতনভুক কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে সরকার যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা মিটাইতে উপরিউক্ত টাকার অতে ১৬,৩১,০০০৲ টাকা লাগিবে। ঐ সময়ের জন্য কর্পোরেশনের কোন কোন খাতের কর্মীকে অনুরূপ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে মিউনিসিপালিটির যে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা হইতেছে তাহার পরিমাণ ৩০ লাখ পুরণের জন্য বাকী ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

দার্জিলিঙে শরৎকালের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা

দার্জিলিং-এর শিক্ষায় অনগ্রসর পার্বত্যিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার দার্জিলিং সহরে একটি কলেজ খোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্তমানে সেই কলেজের ক্লাস শরৎকালে কলেজের কার্য্য শুরু হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা হইয়াছে:—ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, দর্শনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যা।

প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে অধিকাংশ ছাত্র ভর্তি করা হইবে। বর্তমান বৎসরে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কোন ক্লাস হইবে না। ক্লাস নতুনভাবে হইলে তাহাতে অন্যান্য সরকারের ক্লাসের ছাত্রও ভর্তি করা হইবে। ছাত্র এবং স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তি কমিটি গঠন করিবেন। এই কমিটির সভাপতি (ডাঃ এস, কে, মুখোপাধ্যায় এম, বি, সি, এম, এস, ডি, ডি, এস (এডিনবরা)। বিভাগীয় ভার

কারখানার নৌ বিভাগে শিক্ষানবীশ নিয়োগ

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের সিনিয়র এক প্রেস নোটে জানাইতেছেন,—

"মেসার্স ইণ্ডিয়ান মেটালিক্স' নামে কলিকাতার কেরানীর নিয়োগের উদ্দেশ্যে, ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মৃত্তিকা পরীক্ষার ভূতাত্ত্বিকভাবে বলোবস্ত করা প্রার্থীদিগকে ইহাদের বিজ্ঞাপনের ৩৫ পশ্চিম বঙ্গ সরকার ছুটি বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ বৎসরে ১১০ পাউণ্ডের অধিক নহে।

প্রার্থী অবৈতনিকের ছুটি কেরানীর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তত্ত্বাবধানে আগামী ১লা ডিসেম্বর (১৯৫০ সাল) এবং পরবর্তী বিবরণসমূহে কলিকাতার এলগারাবাদে, বোম্বাইয়ে, দিল্লীতে, মাদ্রাজে এবং রাজপুরে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মোট নম্বরের যোগ্য প্রার্থীদিগকে মৃত্তিকা-তত্ত্বের বলোবস্তের জন্য সাক্ষাৎ বিবেচনার জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

কাজে অধিক পাট উৎপাদন করার নীতি

ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতীয় ইউনিয়নে উৎপন্ন মোট পাটের শতকরা ৫০ ভাগ অধিক উৎপাদন বাড়াইবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে

সম্প্রতি মাদ্রাজের কাছে কাকাম বিল-এর সভাপতিত্বে গত ১০ই জুলাই ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির এক অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সব উৎপাদন বাড়াইবার নীতি কার্যকরী করার ও কাজে উচ্চ ফলনের বীজ সংগ্রহ করিয়া পাট উৎপাদনকারীদের নিকট তাহা সুলভে বিক্রয় করা যায় পাটচাষ উন্নয়নকারী কর্মীদের বেতন এবং পাট বীজ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা যায়, সে উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে।

কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করার প্রস্তাব সম্প্রতি উত্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে পাটের মূল্য মণ প্রতি ৩৯ টাকার নীচে পড়িতে আর দেওয়া হয় নাই।

টেক্সটাইল্স্ কমিটি বিলাতে লাঙ্কাশায়ারের পুনর্গঠন ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিকট ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরের জন্য সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতি স্যার রাজার নিকট যাহা সরকারের বাজেট আলোচনা কালে জানাইবার অনুরোধ করেন।

প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি সংগ্রহের জন্য এখনও কি আসাম, কি এর অন্যান্য যে এ মাসে এবং ট্রিপুরাকে লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়।

তাঁর অভিমত মহাপরি বলেন যে, তার ইউনিয়নে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় সরকারের সহায়তার ইতিমধ্যেই ইণ্ডি সেন্ট্রাল-জুট কমিটি কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনীয় অধিক পাট উৎপাদন অধিকে উৎপ

...ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ...ব্যবসায়ের প্রায় ১১ ভাগ কাপড় পশ্চিমবঙ্গের ...আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে তাহাদের ...চালাইয়া থাকেন। তাহার ফলে ১৯৫৮ ...প্রায় ১.৮৭ লক্ষ একর অধিক জমি পাইবার ...যাইবে।

...বাজারের চাহিদা এবং আমাদের ...দেখিয়া পাট রপ্তানি করিতে হইবে উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রে "পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা" ...বন্ধ করিতে হইবে।

...বলিয়া মনে হয় যে, আন্তর্জাতিক ...সম্মেলনের ফলে...বাজারের অবস্থা অনেকটা ...হইয়াছে। পাকিস্তানে অধিক পাট উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পাট আইনের কড়াকড়ি বিধিবদ্ধ না হইলে পাকিস্তান ...করিতে চাহিবে বলিয়া মনে হয়। পরে ...সরকার উক্ত আইনের সংশোধন করিয়া ...সালে পশ্চিমবঙ্গে মেস্তা নামক একরূপ নিম্নশ্রেণীর পাটের চাষ করিতে বলিয়া আশা করা যায়।

...মনে করেন যে পাটের উৎপাদন ...পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার ...টন বার্ষিক হারে বিস্তার করা হইয়াছে। ...পূরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ...জন্য ৩০০ মণ বীজ সংগ্রহ করা

...সরকারি কৃষি প্রকাশ করিয়া বলেন ...সংগঠনী প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য ...কোটি ঘর মহলের প্রাথমিক সমবায় ...গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

...সরকার আশা করেন যে, চলতি বছর ...একর জমিতে ১১৫১-৫৮ সালের তুলনায় ...৩৫,০০০ বেল্ট অধিক উৎপাদন ...এবং একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন ...সাহায্য দিয়াছে এবং তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে ...একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে ...। তাহার উক্ত প্রস্তাবে পাট উৎপাদনের ...অন্তর্ভুক্তিসমূহ ভারতীয় ...তাঁহারা পাট সংরক্ষণ ...প্রত্যেকটি পাট উৎপাদনকারী ...একটি করিয়া বীজ সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ...বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতে চলচ্চিত্রের প্রসার

...সরকার এই বছর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ...একটি "ইন্ডিয়ান ফিল্মোগ্রাফ ...করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত ...বিভাগ পরিচালনা করিবেন, যথা—...সাহিত্য ও সঙ্গীত বিভাগ এবং মূল বিভাগ। ইহা সম্প্রতি পরিবর্তনাদি ...গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে ...সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশী সঙ্গীত শিল্পীদের ভারত সফর

ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে চুক্তিবলে সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় কারাইকলে সঙ্গীত সম্মেলন বিভিন্নভাবে শ্রীবৃদ্ধি দেওয়া হইবে এবং এ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চলচ্চিত্রে উৎসাহ দিবার জন্য ভারত সরকার আদিয়ার ফলকক্ষেত্রে (Adyar Art Centre)-এ ...টাকা এবং ভারতীয় ফেডারেশন সিনে-ক্লাব—ইহার সম্প্রতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, ...ইহাদের ...টাকা ...টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ভারত সরকার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ...টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় জনসাধারণের (সৌখিন) ও সাধারণের অবসরসময় যাহাতে সুন্দর করিয়া কাটিতে পারে, সেজন্য এই প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। "ফিল্মফেয়ার" সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ...উক্ত পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ...ও ...যাহাতে চলচ্চিত্রকে আর্থিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি এই প্রস্তাব আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বিকটবর্তী ফেলমহলের সহিত আলাপে সংবাদিকদের সম্পর্ক জানান হয় যে বিদেশে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। প্রস্তাবিত ...অনুযায়ী ...একটি বিদেশ ইনফোর্মেশন ...প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইনফোর্মেশন ...প্রাচীন বিশ্বপরিক্রমণ সম্বন্ধে করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার উক্ত বিশেষজ্ঞ ...। ...প্রস্তাবিত বিদেশ-ভ্রমণ ভারত ও ইহার মধ্যে ...বিশেষ হইয়াছে। এখানে বলা যাইতে পারে যে, গত ১৯৫৮ সালের আইনের ...ইহাকে ভারতীয় বিদেশ প্রেরণ করার উক্ত ...পাওয়া গিয়াছে।

লন্ডন ও নিকটবর্তী বিমানবন্দরে অবতরণের ...ভারত সরকার উহাদের নিজ ...একটি ...নির্দিষ্টকালের যান করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, ...ভারতীয় ...বিশ্বাসের ব্যবস্থা করা হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সরকার একটি ...ও ...বিদেশ প্রেরণ করিবার বিষয়ও ...বিবেচনা করিতেছেন।

টেলিফোন বন্ধের ব্যবস্থা

টেলিফোন পাইবার অধিকার প্রথমে কাহাদের এবং তাহারা কি পরিমাণে ইহা পাইবেন এই সম্পর্কে ভারত সরকার একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই তালিকা অনুযায়ী যত সংখ্যক টেলিফোন পাওয়া যাইবে তাহার পরিমাণ ...টি অগ্রাধিকার তালিকাভুক্তগণ পাইবেন। অবশিষ্ট টেলিফোনসমূহ ...প্রতীক্ষমালার পর্যায়ক্রমে দেওয়া হইবে।

...যত সংখ্যক টেলিফোন পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে (১) রেলওয়ে বিভাগের ও পাবলিসপ্রাপ্ত যান, (২) ...তালিকা যান এবং যানীয় যাত্রাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, (৩) হাসপাতাল, স্কুল, বন্দর, পরিবহন সংস্থা, ...যাত্রাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বীজ কোম্পানী, (৪) উপযুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত সংবাদপত্র প্রতিনিধি এবং বৈদেশিক সংবাদসংস্থা পাইবে। এই টেলিফোনের দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার তালিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ ...করা হইবে।

অবশিষ্ট সকলকে ৩০ জন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতিদের দেওয়া হইবে। এই তালিকার এক-চতুর্থাংশ ভারত ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে দেওয়া হইবে।

প্রতি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একটা তালিকা রক্ষা করা হইবে, অবশ্যপ্রয়োজনে ইচ্ছা করিলে ঐ তালিকা দেখিতে পারিবেন।

ভারত-জাপান বাণিজ্য সম্পর্ক

...সফর সমাপ্তের পর হইতে জাপানীরা যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছে তাহারা জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম জার্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়িয়া উঠিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালে জাপান সিল্কেৎপাদনের পরিমাণ যাহা ছিল, বর্তমানে উহার পরিমাণ ... ভাগ উন্নত হইয়াছে।

এই পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্তু অন্যান্য ...ভাগ অধিক ডেলিগেসী পাইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে।

ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতিবিধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশেষ ...'ইন্ডিয়ানমেন' নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। কতিপয় জাপান প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ি বিষয়ের অফার লইতে এখন ...হইয়াছেন। এজন্য আই হইতে বার মাসের মধ্যে ডেলিগেসী দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতের নৌবাণিজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের বৈঠকে আলোচনা

...হইতে গত সপ্তাহ শিলঙের কেন্দ্রীয় নৌবাণিজ্য, সেচ ও নৌচলাচল কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী এ. এম. ...পাকাপালনায় কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের গবেষণা ...একটি অধিবেশন ব্যাপক আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকাশ, নৌবাণিজ্য উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারগণ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, অধিবেশনে সেগুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

...হইতে ভারত সরকারের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় নৌবাণিজ্য, সেচ, নৌচলাচল গবেষণাগার আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বেসরকারী রাজ্য ও নিগমেও আরও আটটি গবেষণাগার আছে। ঐ সকল গবেষণাগারে পরিচালিত গবেষণা ও গবেষণা কার্যক্রমগুলি আলাপ-আলোচনার সমন্বয়সাধন ভারতের সেচ ব্যবস্থা ও নৌবাণিজ্য উন্নয়নে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে। সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত বহুমুখী কার্যকলাপ বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি ভারতের গবেষণা

অবলোকন

বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরূপ সমালোচনা

১৯৬৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ব্যাঙ্ক নোট বাতিল করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিগত ১৭ই জুলাই হইতে কার্যকরী হইয়াছে। আমরা বিষয়টির সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিবার পূর্বে কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করিতে চাই।

• • • •

বিগত ব্যাঙ্ক বিলোপের মুদ্রাস্ফীতিজনিত দেশের সাম্প্রতিক দুরবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন সম্পর্কে যেখানে বক্তব্য করা হইয়াছে, উক্ত বিবরণের তাহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলিয়া আমরা মনে করি। গত এক বৎসরে ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্রমবর্দ্ধমানের কথা স্মরণ রাখিলে এখন বৃদ্ধিতে অন্যান্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে না যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিগত ব্যাঙ্ক নোটের যে বৃদ্ধি ঘটনাকে দায়ী করা হইয়াছে, তাহা, গত আড়াই বছর হইতে অব্যাহত বিনিয়ন্ত্রণ নীতি, বিশেষ বেসরকারি ক্ষেত্রের বিস্তার। বিনিয়ন্ত্রণের ফলে সম্পর্কে দুইজন পরিচালক, শ্রীযুক্ত বি এন বিড়লা ও শ্রীযুক্ত কে সি মোহেরা অন্যান্য পরিচালকদের সহিত একমত হন নাই। অবশ্য তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

• • • •

যাহাই হউক, বিনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার যে সময় ভারত সরকার যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা যে পূর্ণ হয় নাই, সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিনিয়ন্ত্রণের ফলে (বিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে?) সাধারণ ব্যক্তিকে চোরাবাজার হইতে জিনিষপত্র কিনিতেই হইত। সরকারের আশা ছিল যে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যের মূল্য, নির্দ্ধারিত মূল্যের সমান না হইলেও, চোরাবাজারী "দাবী" অপেক্ষা অনেক কম হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য চোরাবাজারী দরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।—সরকার ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, বিনিয়ন্ত্রণের ফলে সকল দ্রব্যই, এমন কি মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী, বাজারে আসিবে এবং বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে বাজারে অধিকতর পরিমাণে দ্রব্যাদি আসিলে, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সরকারের এই সকল আশার অধিকাংশই ফলবতী হয় নাই। শুল্ক সংসদের (Tariff Board এর) সুপারিশসমূহের ফলে এখন সংসদ প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, সরকার একথা বলিতে পারেন যে, আড়াই বছর হইতে মূল্য বৃদ্ধির ফলে শুল্কব্যবসায়ীরা ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকা যে কি পরিমাণ লাভ করিয়াছে, তাহা বলা যাইবে। তাছাড়া এই লাভের একাংশের যৌক্তিক করা হইয়াছে যে ইহা হইতে কোনরূপ কর আদায় করা সম্ভব হয় নাই।

• • • •

বিনিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীগণ যে সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গেই বিনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের মূল্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ সঙ্গতিপূর্ণ ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে বাজারে ক্রয়ক্ষমতা

মুদ্রাস্ফীতি রোধ—সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য বছরে মূল্যস্তর এই লক্ষ্যকে অনেকখানি পিছনে ফেলে দিয়েছে।

আলোচ্য কৃষিবছরের শুরু অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক ছিল ১৪৩। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের তুলনায় এই সূচক ৩৫ শতাংশ বেশি। এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কোনটা কতখানি কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

• • • • •

কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে যে, আলোচ্য বছরে ৩৫টি ফসলের ৫ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে আবাদ করা হয়েছে। কিন্তু বিভাগের নিজস্ব একটি এজেন্সি অনুসন্ধান করে জানিয়েছে যে, আবাদের পরিমাণ ৪ কোটি ৭০ লক্ষ একরের বেশি নয়। ব্যুরো অবশ্য এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। ব্যুরো বলেছে যে, এজেন্সির অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কিছু জানা নেই। এজেন্সি কিভাবে তার হিসাব তৈরি করেছে তা তারা জানে না। কিন্তু এজেন্সির অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে ব্যুরো কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। এ বিষয়ে—বিশেষ করে বিভাগের নিজস্ব এজেন্সির অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে—কৃষি বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কিছু বলতে রাজি হননি। তাঁরা বলেছেন, এ বিষয়ে কিছু বলার অধিকার তাঁদের নেই।

• • • •

আলোচ্য বছরে আমন ধানের ফলন কিরকম হবে তা এখন থেকে বলা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন কৃষিবিদের অনুমান থেকে দেখা যায় যে, ৮৯ লক্ষ টনের বিরুদ্ধে আমন ধানের ফলন ৮৫ লক্ষ টন থেকে ৯৫ লক্ষ টনের মধ্যে হবে। এই হিসাবে আমন ধানের ফলন ৮৫ লক্ষ টন ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট ফলন দাঁড়াবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টন। ৯৫ লক্ষ টন ধরলে ফলন দাঁড়াবে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টন। ১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট ফলন ছিল ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টন। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের ফলন ১৯৭৩ সালের চেয়ে কম হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে আমদানির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট ফলন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টন ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট সরবরাহ দাঁড়াবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টনে। ১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট সরবরাহ ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৭ লক্ষ টন বেশি হবে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে চাহিদা ২ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াবে ৫ লক্ষ টন। ১৯৭৩ সালে এই ব্যবধান ছিল ১২ লক্ষ টন। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ১৯৭৩ সালের তুলনায় কম হবে বলে আশা করা যায়।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতি ছিল ১২ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি ৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে কিভাবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৩৫ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালে আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় দাঁড়াবে ১৮৫ কোটি টাকা।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে উৎপাদন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টন ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টনে। ১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৭ লক্ষ টন বেশি হবে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে চাহিদা ২ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের চাহিদা ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১০ লক্ষ টন বেশি হবে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতি ছিল ১২ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি ৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে কিভাবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৩৫ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালে আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় দাঁড়াবে ১৮৫ কোটি টাকা।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে উৎপাদন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টন ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টনে। ১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ টন। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৭ লক্ষ টন বেশি হবে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে চাহিদা ২ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের চাহিদা ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১০ লক্ষ টন বেশি হবে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতি ছিল ১২ লক্ষ টন। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি ৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে কিভাবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালে ঘাটতি পূরণ করা হবে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে।

• • • •

১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৩৫ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালে আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা ধরলে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ব্যয় দাঁড়াবে ১৮৫ কোটি টাকা।

নূতন বস্ত্রনীতির প্রতিক্রিয়া

নূতন বস্ত্র-নীতি ঘোষিত হইবার পূর্বে সাধারণভাবে ইহাই আশা করা হইয়াছিল যে, ১৫ ৬ ৭৫ তারিখ হইতে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এবং ঘটনা ১৭ই চোরাবাজারের মূল অবসান হইবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা যাইতেছে যে, যতটা আশা করা গিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ পত্র করিবার ফলে এই ব্যবসার ক্ষেত্রে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং যে ব্যবস্থাবলম্বনের ফলে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়াছেন। যে বিশিষ্ট নীতি ঘোষিত হইবার পর তুলার মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে মিল মালিকেরা মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাড়া, শিল্প আদালত কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধির রায়দান, আমদানি সস্তা তুলার বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়াও তাঁহারা কাপড়ের দাম কমান নাই। বস্ত্রের উপর বিশেষ আবেশ প্রত্যাহৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বেচাকেনার বাজারে হড়াহড়ি পড়িয়া যায় ও যে-আইনী চালান প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়,—বিশেষ করিয়া মাঞ্চাই ও সিঁধি বন্দরের মধ্যের অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, এমন কি বিনিময়ের পূর্ব-ভাবের মূল্যের অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এরূপ ঊর্ধ্বমুখ তুলার মূল্যে মূল্য বৃদ্ধি বস্ত্রাদির মোটা ও মাঝারি রকমের বস্ত্রের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করার সুযোগ যে মিলমালিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। তাঁহারা তুলার উচ্চ মূল্য অল্পকাল স্থায়ী বলিয়াছিল, কাজেই মিলমালিকেরা মজুত তুলার মাঝারি মূল্য বৃদ্ধি হইবার পূর্ব সুযোগ লাভ করিয়াছেন। চোরাকারবারে মুনাফা করিয়াও কম্বী ব্যবসায়ীরা যে মোটা অঙ্ক করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা কিছু না ঐ ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারাও যে কিছু "দাও" মারিয়াছেন: বস্ত্র ও সুতার উচ্চ মূল্য আমদানি মালিকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া করিয়া নিয়াছে এবং অধিকাংশ বিনিময় ক্ষেত্রে লাভজনক হইয়াছে। পাকিস্তানে সস্তায় পরিধান বস্ত্র রপ্তানি করিয়া কিছুদিন পাওয়া গিয়াছে এবং পাকিস্তান হইতে ব্যবসায়িক তুলার উচ্চমূল্য কিছুটা উসুল করা হইয়াছে। তবে ইহাও ঠিক যে উচ্চ মূল্য ক্রেতাদের হাতে পয়সা দিয়াছে। এবারে সর্বভিন্নতর ব্যবস্থা-গুলোই ছিন্ন করিয়াছে। সাধারণ ক্রেতারা এই সব ঘরে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাল কিনিতে পারে নাই।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীরা ও ভারত সরকারের বিভিন্নবিভাগের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য মূল্য প্রয়োজনমত কিভাবে মাল সরবরাহ করা যায়, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে: সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, অন্তর্বর্তী কালে মূল্য ও বন্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের ৪০টি কেন্দ্রে সমস্ত মজুত বস্ত্রের অঙ্ক সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং অন্তর্বর্তী কালে যাহাতে মিল মূল্যের হ্রাস অধিক করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই সংক্রান্ত প্রস্তাবিতসমূহ সম্পর্কে তাহার সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, তবে তাঁহারা সর্বাধিক-ভাবে মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্যে বিলম্বের কালকে আগামি ১৫ই আগস্ট বিলম্বিত করা হইয়াছে। মনে করা যাইতেছে, বিয়োগকালীন মূল্যের অপেক্ষা নূতন মূল্য এক-চতুর্থাংশ কম অধিক হইবে।

বস্ত্রের উপর মূল্যের হ্রাস অদ্য সম্পূর্ণ করিতে প্রায় দুইমাস কাল সময় লাগিবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। তবে, ইহা আশা করা চলে, সকল কাজ সম্পূর্ণ হইলে বস্ত্র চালান করিতে বিলম্ব হইবে না। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে যে মাল মজুত আছে তাহা বিক্রয়ের পথে কোন প্রকার বাধাবিঘ্নের থাকিবে না। কেন্দ্রসমূহে পাইকারী ও মুদরা ব্যবসায়ী-দেরই ১৯৪৮ সালের আইনের বলের বাধা তাহাদের মজুত মাল বাজারে করিতে বলা হইয়াছে, ব্যবসায়ে মূল্যবৃদ্ধি না ঘটে তজ্জন্য বিলগুলিকে সরাসরি তাহার অঙ্ক তাঁহা তুলার মূল্য বিয়োগকালের প্রভাবে করা হইয়াছে। বিয়োগ হইতে যে পরা ঊর্ধ্বমুখ মূল্য আদায় করা হয়, তৎসম্পর্কে যে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও স্পষ্ট নয়।

যে ভাবেই হউক, বিভিন্ন প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্বন্ধে এবং আমদানী ছিন্ন বস্ত্রাদিরের মূল্য হ্রাসিত-এ লইয়া যাইবে বস্ত্রাদির, ভারতসরকারের নূতন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবারই সম্ভাবনা।

ভারত সরকারের এই নীতি প্রবর্তন করে বস্ত্র আমদানিকারকের ব্যবসায়ী সমিতিগুলি তাহার সরকার-দের নিকট দাবী করিয়াছে যে, বিলিবন্দোবস্ত ব্যবসা আমদানিকারকের মধ্যে আগে দেওয়া হয়। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী যে শতাংশের মালিক প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা হইতেছে প্রাদেশিক সরকারগুলি আমদানির প্রতিবিধি ব্যবস্থা বিধিই আমদানি বাণিজ্য চালাইয়া দেওয়া। এই ব্যবসায়কারীদের মধ্যে নূতন নীতির ফলে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে কয়েকটি উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রেতারা ছিন্ন দেখা যাইতেছে: সম্প্রতি আমদানি বিধি অনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থাতে যে বিলিবন্দোবস্ত হইবে, তাহাতে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

নিত্যমাবলী

—x—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৮২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

আমদানিকারকদের ব্যবসায়ী সমিতিগুলি তাহার সরকার-দের নিকট দাবী করিয়াছে যে, বিলিবন্দোবস্ত ব্যবসা আগে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগে দেওয়া হয়। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী যে শতাংশের মালিক প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা হইতেছে প্রাদেশিক সরকারগুলি আমদানির প্রতিবিধি ব্যবস্থা বিধিই আমদানি বাণিজ্য চালাইয়া দেওয়া। এই ব্যবসায়কারীদের মধ্যে নূতন নীতির ফলে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে কয়েকটি উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রেতারা ছিন্ন দেখা যাইতেছে: সম্প্রতি আমদানি বিধি অনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থাতে যে বিলিবন্দোবস্ত হইবে, তাহাতে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে তাহা এখনও

লভ্যাংশ-বণ্টনের পরীক্ষামূলক বন্দোবস্ত

[illegible] সোমবার অপরাহ্ণ

[illegible]রে শূন্যস্থানে একটা আকস্মিকভাবে [illegible] যে উক্তির সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আজও [illegible] পারে নাই। প্রধানত দুইটি কারণে উহার [illegible]। প্রথমত বস্তুতান্ত্রের আর্থিক বিশ্লেষণ এবং [illegible] শ্রমিকদের দাবী প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বিতরণ [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্যিক অন্যোভাব। [illegible] অর্থনীতির ক্ষেত্রেই কারখানের মূলধন বৃদ্ধি [illegible]—এই অজুহাতে উহার স্থিতি করিয়া [illegible] করিবার জন্য বিভিন্ন শিল্পের [illegible] কিছুই করিবেন না বলিয়া বিশ্লেষণকারী যে [illegible] করিয়াছিলেন তাহা বার হইয়াছে। কিন্তু [illegible] পরিমিতভাবে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] মূলধন বিতরণের প্রস্তাব পাইবেন ইহা [illegible] অনুমোদিত ছিল। বাই ফল সংযোগ [illegible] Board) প্রদর্শিত অনুযায়ী মূলধন বিতরণের [illegible] এই বিষয়ে অধিকতরভাবে পরীক্ষা করা এবং [illegible] কোম্পানের মতামত সংগ্রহ করিয়া [illegible] রূপে সংক্রান্ত বাধির ভার আজ [illegible] হইয়া পড়ে।

* * * *

[illegible]রতে প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশীদার হওয়া [illegible] যে মনোভাবের কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করিতে[illegible]ছেন সর্বসাধারণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছে। [illegible] মতে আপাতত এই নীতি কয়েকটি [illegible] পরীক্ষামূলকভাবে অনুসরণ হইবে। [illegible] লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (অর্থাৎ [illegible]) শ্রমিকদের বৎসরান্তে পারিতোষিক হিসাবে [illegible] করা হইবে। এই প্রসঙ্গে লাভের টাকা [illegible] 'ডিসপোজেবল লাভ' (Disposable [illegible]) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। প্রস্তাব হইতেছে যে [illegible]ধা লাভের টাকা হইতে শ্রমিকদের [illegible] নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করা হইবে। কিন্তু [illegible]পোজেবল লাভের অবশিষ্ট টাকা, মূলধনকে [illegible] বজায় রাখিয়া ঋণের পরে বিশেষ [illegible] কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় [illegible] তাহার স্থিতির খাতে টাকাটা পূর্ণ হইতে দান [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে থাকে। [illegible] আলোচ্য আছে। আপাতত বলা এই [illegible] গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতীয় শিল্প যে [illegible] অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে এই নীতির [illegible] ফল কার্যকরী করিলেই শ্রমিকদের [illegible] গত ১৯৪ মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসর যাবৎ [illegible] আয়কর ও মিল কোম্পানী শ্রমিকদের সহিত [illegible] একটি দূরে অংশ বিতরণ করিলাম যে [illegible] অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা মোটেই [illegible] নহে। গত বৎসরের বিবরণীতে তাঁহারা [illegible] যে এই নীতি [illegible] করিলে [illegible] পারেন পরিবর্তন হয়ে হ্রাস পাইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই নীতি উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] না হইয়া পূর্ণভাবে প্রতিকূল হইয়াছে। তাঁহা [illegible] ব্যয় হ্রাসকারিতার প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত [illegible] প্রতিকূল হইয়াছে তখন অন্যান্য ছোট প্রতি[illegible]নের অতিরিক্ত যে কি হইবে তাহা সহজেই [illegible]। তাহার নিজ অভিজ্ঞতার পরেও লভ্যাংশ-[illegible]নের পরীক্ষামূলক প্রস্তাবের কি যে প্রয়োজন [illegible] তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

* * * *

[illegible]তে মূল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা [illegible]ত্রিশ লক্ষ। সরকার সহসা এই সামান্যসংখ্যক লোকের জন্য কেন যে বত্রিশ কোটি লোকের স্বার্থ বলে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আমাদের মত সাধারণ [illegible]রের বুদ্ধির অগোচর। সমাজতন্ত্রের দিক হইতে বিচার করিলেও মুক্তির সংখ্যের কথাটাই কথা। শ্রেণিহীন এই নীতির প্রবর্তন যদি অনিবার্যভাবে বলিয়া [illegible]কৃত হয়, তবে এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ভারতীয় [illegible] ও তার শিল্পায়ন বেলওয়ে প্রভৃতিতে চালু না করিয়া কেন যে অকারণে শ্রমিকের ও বর্তমানে সরকা[illegible]র যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু করিবার জন্য বাছিয়া লওয়া হইল তাহা সর্বসাধারণের অবিদিত রহিয়াছে। যে বাঁধির মার্কত পাওয়া বিজ্ঞপ্তিতে দেখানগুলিতে [illegible]ক্ষিত হইয়াছে ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার পুনঃপ্রয়োগের কোন সম্ভব কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* * *

১৯৩০ সালের জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত রাজত্বের বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার হিসাব তখন মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলি রাজার হইতে অন্যান্য মহাজনী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বাজার কলিকাতার প্রভাব সংগ্রহের পর হইতে বাজারে একাধিপত্যের যে অন্তর্পূর্ণ ক্ষমার আধিপত্য চলিতেছে, তাহাতে সরকারের সাহায্যপুষ্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের ইস্যুমাত্র বাজার হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। মূলধনের এই আকস্মিক আন্তর্ধানের জন্য শ্রমিক-সম্প্রদায়কে অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রমিকদের উপরিতে তহবিলের মূলধনের বিনিয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমানে দেখা যে মূলধন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে শ্রমিকদের উপরে কোন আস্থা স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও শ্রমিক নীতি উভয়ই বাস্তবিক শিল্পের উপরিত পরিবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় আমূল পরিবর্তন না করিয়া পরাধ শিল্প-প্রসারের আশা সুদূরপরাহত। —এখনো তাঁহাদের শিল্প সচেতনার যথেষ্ট পরিচয় [illegible]

* * * * *

[illegible] এক্সচেঞ্জগুলির বিবরণ সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ের সভার [illegible] কমিশনের এই সম্পর্কে [illegible] উপস্থিত হইবে বলিয়া অদ্যাবধি জানা যায় নাই। কাজেই মনে হইতেছে, এ বিষয়ে শীঘ্র কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। ইহা অবশ্য ভাল—কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐ এক্সচেঞ্জগুলিকে মুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রদান করিলে পুনরায় ফলাফলকে পরিলক্ষিত হইতে পারে।

সরকারী কাগজ—

এই বিভাগে যত দেন কেনা ছিল তাহার পরিমাণও বেশ জমাই ছিল। বিভাগ ঘাসের সাধারণের বন্ধ যায় কোন অবনতি ঘটিতে পারে নাই। ৩½ সুদের ১৯৬৯ ৯৯৷০ (১৯৫/৬), ২৷৷০ সুদের ১৯৫৫ ১১৮/০, ৩½ সুদের ১৯৪৩-৪৭ ১০১৷৵০, ৩½ সুদের ১৯৪২ ১০৪৷৵০ (১০২৷৵০), ৩½ সুদের ১৯৪৮ ১০৩৷০, ৪½ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১০৷৵০ (১১০৷৵৪) পর্যন্ত তাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

তাজের পরিমাণ এই বিভাগেও যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু দর প্রায় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্ক ১০৭৷০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৯৯৷০, লেন্ট্রাল ৯০৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২০৪৲, পর্যন্ত তাজ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

জাহাজের কল—

গত সপ্তাহের সমাক মূলাবনতির পরে আলোচ্য সপ্তাহে পুনরায় কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ করিলেও আশা করা যাইতেছে পূজোর বুলন্ত জাহাজের দর্শ অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সফলতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়াই বিশ্লেষকদের হিসাব করিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। জাহাজপুর টেক্সটাইল ১২৷০ (১১৮/০), চানারা ৩০৷৲, এশিয়া ৫৯৷০ পর্যন্ত তাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি—

এই বিভাগেও তাজের পরিমাণ কম হয় নাই এবং বর্তমান স্থিতিশীল রহিয়াছে। কোন কোন শেয়ারে বেশ উন্নতি দেখা গিয়াছে। আসানসোল্যাবেটরি ২৯৷০, বেঙ্গল ৪৪৲, (৪৪১), জোকারো-রাজবন্ধ ৩৪৷০, ব্রাহ্মণ ২১৷০ (১৯৲) ইকুইটেবল ৪০৲, (৩৭৮/০), মিটি বীরভূম ১১৮৷০, বাণীগঞ্জ ১৬৷৵০, আলমের ৭৷৵০ (৫৮১) ও ভরো জামুড়িয়া ২৯৮৷০ পর্যন্ত তাজ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগে তাজের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঘরের বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আমলের ইণ্ডিয়া ৩০২৲ (২৯৫৲), অকল্যাণ ২১৪৲, গৌরি ১৪৩৲, হরমদর ৫৮৫৲, এলগার ১২৲

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ ৮৬ পৃষ্ঠায়)

এবিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশের অবকাশ তাহাতে ছিল না। ইহার পর বহুদিন কাটিয়া গেল। এ বিষয়ে আরো কোন চেষ্টা হইয়াছে কিনা তাহার কোন সন্ধান আজও পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে সরকারের কৃষি উন্নয়ন বোর্ডের যে কর্তৃত্বের পরিবর্তে পরামর্শ দানের ভূমিকা নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রের সহিত যে কোনরূপ বিরোধে তাহারা আদৌ আগ্রহান্বিত হইবে না বলিয়াই সরকার বহু আশা করিয়াছিলেন কৃষির ঋণের সাময়িক করিয়া, কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে কৃষিদের উদ্দেশ্যে যেসব সৌখ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহারা আগাইয়া আসিয়া মুসলমে সরকারকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি বোর্ডের আবেদনের ফলে মাত্র ১২টি পরিবর্তন পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল পরিবর্তন সম্পর্কে যোগ করিয়া দাবি করিয়াছেন। সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে এই রকমের প্রতিক্রিয়ার অনুমোদন কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে, সরকার অনুমোদিত পরিবর্তন মূল টাকার আয় হইতে সাড়ে-বার টাকা সরাসরি তাহাদের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিতে পরিবেশিত না। যেখানে যথেষ্ট সারের কথা উঠিতেছে এবং সুযোগ রহিয়াছে, সেইখানে সারের দামে উৎসাহিত না হইবারই কথা। মুনাফা সুনিশ্চিত করিবার জন্য কৃষির যাবতীয় অবলম্বিত না হইলে এই বিষয়ে প্রস্তাবিত সুফল লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং সরকার যত শীঘ্র সম্ভব অবহিত হইয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে, দেশের দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা নাই। তাহাড়া সরকার অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানকল্পে অগ্রসর না হইলে বাস্তুহারা-অভাব-প্রপীড়িত সহ অসন্তোষ রোষ করা এমন কি সরকারের আসনের ভিত্তিও টলিয়া যাইবে।

পাকিস্থানের স্বীকারোক্তি

কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্থানের আশু প্রয়োজন কথা আর গোপন রাখা সম্ভব নহে বলিয়া, কাশ্মীর জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে বিষয়টিকে প্রকাশিত হইবার ফলে পাকিস্থান সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, কাশ্মীরের যুদ্ধে তাঁহারাও লিপ্ত আছেন। তবে কাশ্মীরের সম্মুখ পাকিস্থান সরকার উহাদের বিভিন্নতা সম্পর্কে যে সব বিষয়ে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সাফাই-স্বরূপ বলিতেছেন যে, তাঁহারা আর সব যে কথা বলিয়াছেন এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার পাকিস্থান আক্রমণ করিবার জন্য যাহা যে সব পরিকল্পনা করিতেছিলেন, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্যই তাঁহারা কাশ্মীর যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে, কাশ্মীর কমিশনের সভায় এই সব সাফাইয়ের

পাকিস্থান সরকার যে সত্য গোপনের কাশ্মীর ইস্যু আছেন তাহার প্রমাণও বিশ্বের কাশ্মীর কমিশন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। যেমন বিমান আক্রমণ ও অন্যপ্রকারের ক্ষেত্রে পাকিস্থানেরদলে এবারে কথার কতকগুলি গরুর মূল্য ধরা চলে। পাকিস্থানী সৈন্যের যখন প্রত্যক্ষভাবে কাশ্মীরের যুদ্ধে ঝাঁপাইয়াছিল, ঠিক সেই সময় বিমান আক্রমণ ও বিশ্বেষী সাজিয়া পাকিস্থানের প্রতিনিধি তার আক্রমণ বা অন্য পরিবর্তে ঘোষণা করেন যে পাকিস্থান এই যুদ্ধে যোগদান করা হয়ত কাশ্মীরবাসীদের কোন প্রকার সাহায্য করিতেছেন না। তার অভিযোগ এই "সহল" ও "অসহায়" ভাব দেখিয়া অন্য পরিবর্তে ও পৃথিবীর অন্যত্র স্থানে এক শ্রেণীর লোকের মনে আন্তর্জাতিক অভিযোগ সম্পর্কে সন্দেহ উদ্রেক হইয়াছিল। আশা করি পাকিস্থানের এই স্বীকারোক্তির ফলে সেই সব লোকেদের মনোভাবের পরিবর্তন হইবে। অবশ্য তাহাদের বিভ্রান্তি চাহিদা শ্রেণীর লোকেদের কথা আলাদা।

পাকিস্থানের এই স্বীকৃতির ফলে কাশ্মীর কমিশনের মনোভাব কিরূপ হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই কমিশনের যদি বাস্তবের সঙ্গে চলিতে চায় তবে উহার পক্ষে এখনই পাকিস্থানের অনুরূপ সম্পর্কে যদি পরিবর্তনে জানাইয়া দেওয়া উচিত এবং পাকিস্থান যে বিমানাক্রমণের দায় যদি পরিবর্তনে বিলম্বে চলিত করিয়াছে, সেই বিষয়ে যদি-পরিবর্তন যাহাতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহার জন্য সুপারিশ করা উচিত। তাছাড়া যদি-পরিবর্তন যাহাতে তাঁহাদের পূর্বকৃত প্রস্তাব বাতিল করিয়া না দেওয়ায় করিয়া দিন কাশ্মীর এলাকা হইতে পাকিস্থান সৈন্যকে অবিলম্বে অপসারিত করিবার নির্দেশ দেন, তাহার জন্যও এই কমিশনের দাবী করা উচিত। তাহার পাকিস্থান যেখানে খোলাখুলিভাবে তাহাদের অংশগ্রহণ স্বীকার করিয়াছে, সেইখানে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব অর্থহীন। এই ক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দাবী করার অর্থ অযথা আক্রমণকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া। কমিশনের এবারও বিমান বর্ষণের ইউএন-ও এইরূপ ইঙ্গিত সাধনের জন্য সময় হয় নাই।

পণ্ডিত মহল ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্থানের এই স্বীকৃতির ফলে বিশ্বের জনমত অবশ্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার প্রকৃতপক্ষে যদি তাহাই এখন ঘোলাটে ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও কি ধারণা অবলম্বন করিবেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী সৈন্য অপসারিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত যে কাশ্মীরবাসীর কোন প্রকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই কথা আমরা সরকার কাশ্মীর কমিশনকে জানাইয়া যে ঘুমাইয়া বিশ্বের ইহা আমরা আশা করি। এবং তাহাদের সঙ্গে সুপারিশ যুদ্ধ বন্ধাইবার ইচ্ছা যদি পাকিস্থানের না থাকে, তবে পাকিস্থান যাহাতে অবিলম্বে কাশ্মীর হইতে সেনা অপসারণ করে, সেজন্য তাহাকে বাধ্য করিতে পণ্ডিত মহল অবিলম্বে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন।

সরকারী-সংস্থার পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান

(পূর্বাংশ ৮৬ পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৮, পৌরীপুর ৯৮৮ (৯৮৮), বাঙালী ৩৭৮৮ (২৯৮৮), ঔরঙ্গাবাদ ১৯৮৮ (১৯৮৮), কুলবাগ ১৯৮৮ (১৯৮৮) ও ব্রেনিয়েল ৯৮৮ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

অন্যান্য বিভাগের মধ্যে এই বিভাগেও যেন উন্নতি দেখা গিয়াছে। কাজের পরিমাণও আগেই বলিয়াছে। বার্ষিক অনুসন্ধানের ৬৮৮ (৬৮৮), ইঞ্জিনে অনার ৯৮৮ (২৮৮), কাগজপুরা ডেমনস্ট্রেশন ৫৮, (৫৮৮) খোয়া আমলী ৮৮৬ (৯৮৮), আর্থার ব্রাইনার ১৮৮, ইঞ্জিনের আয়রণ ২৯৯ (২৯৮), ফেলস ১৮৮৮, মাধব ১৮৮৮, টিন অনুসন্ধানের ২১৮ (১৮৮), টেস্টহাউস, রেসিডেন্সী ৮৮৮ (৮৮৮), ইঞ্জিনের ব্রাসফলে এবংরেজে ৭৮৮ (৮৮৮), খোয়া ফেলস ১৮৮৮, বি. আই. অনুসন্ধানের ৮৮৮ (৮৮৮), ফাজলপুর ব্রদর ৮৮৮, এম আই বি অফিসে ১৮৮ (৮৮৮), ইঞ্জিনের ফেলে ৩৪৮৮, আর্মিন রেজারেশন ১৮৯(১৮৯), ব্রাসফলে ইনস্ট্রুমেন্টের ফেলে ৯৮৮, ব্রাসফলে টেস্টহাউসে ২১৮৮ (১৮৮), ফেলস পেপার ৬৮৮, টিন পেপার ৬৮৮, টেস্টহাউস পেপার ৪৮, (৮৮৮), ফেলস আসল ইঞ্জিনিয়ার ১৮৮, ইঞ্জিনে ইঞ্জিনিয়ার ১১৮৮ (১৮৮) পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলে পাওয়া গিয়াছে।

চা—

পতনস্তরের তুলনায় এই সপ্তাহে কাজ কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও দর্শনসাধারণ এই বিভাগে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। তবে বিক্রেতার সংখ্যাও অত্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয়। ৯৪ ইঞ্চিতে ২১, ইন্সেকোয়ে ১৭৮৮ (১৭৮) পর্যন্ত উঠে, রাজমুদ্রা ৮০, ও মূল ১৯৮ পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় ৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪২, চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

তার: ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

ফোন: পি ৫৫ ৪৯৭১ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

স্যালারি ও সমাজ সেবার সুযোগ সুবিধে যেকোনো ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি, আপনার সঙ্গতি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ইংরেজী

...de Assurance (What an Agent should ...ow) - By B. N. Sen, M.A., B.L., A.C.I.I. Publishers - General Literature Co. ... Jatin Das Road, Calcutta. Price ... 4-4.

ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমাদের পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিবিষয়ের উপযোগী হইলেও এইরূপ তথ্যবহুল পুস্তক যুক্তিমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত উপকারে আসিবে। বীমা সম্বন্ধে বিদেশী লেখকদের, তাদের পুস্তকের অভাব নাই বলিলেও চলে, কিন্তু ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই এবং সে বিদেশী পুস্তক বিদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত। সেইজন্য একজন ভারতীয় লেখকের পুস্তকখানির আমাদের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করে।

পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে পরিসরে লেখক যেভাবে ... বিষয়ের সকল দিক লইয়া আলোচনা করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠানিবিষের প্রাথমিক কর্তব্য হইতে ... করিয়া বীমার ডাক্তারিপরীক্ষার বিস্তারিত বিষয় সম্বন্ধে লেখক যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ... আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের ... পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত বীমাকারীদের ... এই পুস্তকের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ... যেরূপ ভাবাবেগের পক্ষে উপযুক্ত হইবে এবং ... ভাষার ইংরেজ উপনিবেশ বিভাগে তাঁহারা কেন ... অবলম্বন করিবেন, সে বিষয়ে এই পুস্তকখানি ... মনে যথেষ্ট উপকারে আসিবে। এরূপ লেখিকা ... এই শ্রেণীর তথ্যবহুল বীমা বিষয়ক ... আমাদের দেশে আর নাই বলিলেও চলে। ... এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।—বিক্রয় ... মূল্য আরও কিছু কম হইলে ভালো হইত, ... আমাদের উদ্যোগে এই পুস্তকখানি লিখিত ... হইল সন্দিহান হইয়াছে।

বাংলা বহিলিপি

...ক : শিশির কুমার আঢ্য প্রোপ্রাইটর বি.এ. এজেন্সি, ... ঠিকানা : ১১, কলেজ রো, কলিকাতা—মূল্য ২...

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার আঢ্যের চৌধুরী ও সম্পাদনায় ... বহিলিপি পুস্তক বহুদিন যাবৎ ছাত্রদের অত্যন্ত ... হইয়াছে। প্রথম যে হইতেই বন্ধুবাসী পাঠক এই ... পুস্তকখানির সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ... কেবল আমরা এইরূপ পুস্তকের প্রচুরতা থাকিলেও ... শ্রেণীর লেখকের এই শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে একটি ... স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্তকখানির ... নির্মাণ ও ছাপাবাঁধাই প্রশংসার যোগ্য। ... প্রতিটি অধ্যায়ে ভারতের প্রায় সকল ভাষা ... হইতে যে সকল পাওয়া যায়, তাহাদের অন্তর্ভুক্তি ... করিয়াছে যে প্রশংসা করা, এখন বিশেষত্বের কথা ...

মহীবাণী : বসন্ত হইতে বিশ্ব মাইয়ের ভাষের ... কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত

'বিশ্ব মাইয়ের ভাষের কোম্পানী ঘাবতীয়া মাতৃদের ... বিশ্ব-বিধান উপলক্ষে "মহীবাণী" নামে যে অমূল্য ... উপহার পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ... ভারতের ঘাবতীয়া সংগ্রামের প্রত্যেকটী অধ্যায়ের সন্ধান ... হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সি-সি-এল কর্তৃক অধিক ... সন্তানদের জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ের অধ্যায়ের ... ছবিগুলি এই পুস্তিকার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। ... তাহাতে ইহার মূল্য বেড়ে গেছে। ... হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঘাবতীয়া সংগ্রামের ... প্রতিটি অধ্যায় সম্বন্ধে বিশ্ব মাইয়ের-কৃত রেকর্ডের ... সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যসত্যই এইরূপ ... সুন্দর ভাতীয়তাবোধের একটী পুস্তিকা প্রকাশ ... করিয়া বিশ্ব মাইয়ের অধিকর্তাগণ বিশিষ্ট ... কৃতি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

রেকর্ড মাইয়ে মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত

মহাত্মা গান্ধীর জীবন কাহিনীর মাইয়ের ... প্রকাশ করিয়া কলিকাতা গ্রামোফোন কোম্পানী ... দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশ্বের ... করিয়া স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিক উৎসব ... উপলক্ষ্যে এই রেকর্ড মাইয়ে যে সর্ব্বত্রই সমাদৃত ... হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, মাইকের ... রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন, সঙ্গীত পরিচালনা ... করিয়াছেন হিমাংশুবাবু স্বয়ং। সুবক্তা বেক্তি-প্রাণ ... ইংরেজীতে অনু তাঁহারা। অমলা কবির গান্ধীজীর ... জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ... এমন জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, শ্রোতা ... সমস্ত ঘটনাগুলি চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মতো স্পষ্ট ... দেখিতে পায়। প্রায়ের বক্তৃতার সিক্ত অংশ হইতে ... সমাজিক ভাষণ সঙ্গীত পর্য্যন্ত পাঁচখানি রেকর্ড ... অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও মূলতঃ ঘটনা সমাবেশে ... শ্রোতার চিত্তকে বিপুল করিয়া তোলে। আমরা এই ... রেকর্ড মাইয়ের অমর অবদান প্রচার হউক, ইহাই কামনা ... করি।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৮০৪ পৃষ্ঠার)

বিক্রয় করা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ... জানা গেল। প্রতি বস্ত্র তিনি মূল্য তাঁহারা ভারতীয় ... উপর উপরওয়ালা ও তাদ বসানো হইবে। ... বিক্রেতার কাছ হইতে সমান হয় এবং ইহাই হইবে ... নির্দ্দেশক কর্তৃক পাকিস্তানে সর্ব্বপ্রথম বিধান।

তিনির উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহৃত হইবার ... সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ... ঘটানো সম্বন্ধে ভারত সরকারের কার্যকর বিবেচনা এবং ... বর্ত্তমানের সিগারেট বেচাবে তাহার একচেটিয়া ... অধিকারের প্রয়োগ প্রবণ করিবার জন্য সম্প্রতি ... বোম্বাইয়ের "বম্বাই মার্কেন্টাইল অ্যাসোসিয়েশন" তীব্র ... সমালোচনা করিয়াছেন। সিগারেট তিনির যে উচ্চ ... মূল্য ধার্য করিয়াছে তাহাতে তিনির ব্যবহার কমিয়া ... গিয়াছে এবং ১৪ লক্ষ বস্তার উপর পুরাতন মাল ... অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে এবং এই অবস্থা ... ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চলিবে। নূতন ... বাজেটে তিনির মূল্য বর্ত্তমান হারের অপেক্ষাও কম ... হইবে। ফলতঃ অ্যাসোসিয়েশনের মতে পুরাতন ... মজুতের জন্য ৩৯/- হার দাবী করা অন্যায় এবং ... যখন বিদেশী তিনির হার গড়প্রতি ১৮৲ তখন পুরাতন মজুত ... মাল বিক্রয় না করিয়া পরে নূতন মজুত মাল আটকাইয়া ... রাখা অসঙ্গত। অ্যাসোসিয়েশন আরও জানাইয়াছেন যে, ... বিদেশজাত সাদা তিনির হার ২৩৬/- হইতে ৩৭৫/- ... উঠিয়াছে। পুরাতন ৮০,০০০ টন তিনি সম্বন্ধে ... এরূপ খাটে। মূলতঃ এই ব্যবধান হইতে সরকারের ... প্রাপ্য বস্তুপ্রতি ১৫/- এবং মিলগুলি পায় বস্তুপ্রতি ... ৭/০০ এই দুই পাওনার মোট পরিমাণ দাঁড়াইতেছে, ... প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তাহাড়া পাকিস্তানে ... সম্প্রতি যে ৫,০০০ টন তিনি বিক্রয় করা হইয়াছে ... তাহার মূল্য বস্তাপ্রতি ভারতীয় হার হইতে ৫ টাকা ... কম ধরা হইয়াছে। ভারত সরকার যদি সিগারেটের বিক্রয় করের সংশোধন না করেন, তাহা ... হইলে তিনিশিল্প আগামী ১৯৪৯ সালের আগের আগে ... যখন পড়তা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত ... হইতেছে, সেই সময় অবলুপ্ত হইবে।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ... চালানযোগ্য প্রায় ১৬,৫০০ প্যাকেজ চা হাতবদল ... হইয়াছিল। মোটামুটি বলিতে গেলে চায়ের চাহিদা ... ভালই ছিল এবং প্রায় সব রকম চায়ের দর প্রতি ... প্যাকেজে এক আনারও বেশী বাড়িয়া যায়। আসামের ... আধা গুঁড়া চায়ের দর আরও বেশী ছিল। বেসের ... আসামগুণ বাজারের জন্য প্রায় ৮০০০ প্যাকেজ চা ... হাতবদল হয়,—এই ক্ষেত্রেও চায়ের চাহিদা ভাল ছিল ... বলিয়া প্রতি প্যাকেজে ৬ পাই হইতে এক আনা ... পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত ৮০০০ প্যাকেজ ... ছাড়াও প্রায় ৭০০০ প্যাকেজ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা-ও ... পাকিস্তানে রিক্তানীর জন্য বিক্রয় হইয়া যায়। এই সকল পরিমাণ ... চায়ের জন্য চাহিদা প্রবল দেখা যায়। আসাম ও আধা ... গুঁড়া চায়ের ১ আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত মূল্য-বৃদ্ধি দেখা যায় এবং অন্যান্য শিলচর ও শিলঙের

গুড-ইয়ারের 'সুপার কুশান' টায়ারের বৈশিষ্ট্য

মোটর ভ্রমণে অপূর্ব্ব আরামপ্রদ টায়ার

মোটর ভ্রমণে যাত্রীদের আরামের জন্য গুড-ইয়ার কোম্পানী যতবারই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, ১৯২৩ সাল হইতে যখন ফুল ও জোমন যন্ত্রের টায়ার নির্ম্মাণের চেষ্টা সুরু হয় সেই সময়েই গুড-ইয়ার কোম্পানী তখনকার দিনের টায়ারের তুলনায় পাতলা অথচ বেশী আয়তনের টায়ার প্রবর্ত্তন করিয়া গাড়ীকে প্রকৃত পরিমাণে আরামদায়ক করিয়াছিল। টায়ারের আকৃতি এবং প্রস্তুত-প্রণালীর ক্রমোন্নতি করিয়া এই সময় হইতেই গুড-ইয়ার উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার যেরূপ সুনাম রক্ষা করিয়াছে উহার মূলের টায়ার নির্ম্মাণের কার্য্যে গুড-ইয়ার গবেষণা করিয়াছে এবং এবার তাহারা টায়ারের ব্যবহারে চমক লাগাইয়াছে। 'সিল' প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং অবশেষে একটিমাত্র 'বেলুন' টায়ারের উদ্ভব হইয়াছে। এই টায়ার আবিষ্কারের ফলে মোটর ভ্রমণে যাত্রীদের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং আজ জগতে প্রথম এবং প্রকৃত আরামপ্রদ মোটর ভ্রমণ সম্ভব হইয়াছে

১৯৩২ সালে গুড ইয়ার এয়ার-ষ্টাইলের প্রবর্ত্তন করে—তখনকার দিনে ইহাকে "ফ্লাট সুট" টায়ার বলা হয়। প্রথম বেলুন টায়ার অপেক্ষা এয়ার-ষ্টাইলে যাত্রীরা দৃষ্টি পাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে একমাত্র 'সুপার কুশান'ই আরও বেশী যাত্রীদের জন্য অধিকতর হইয়াছে।

অথচ একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, গত কয়েক বৎসরে টায়ারের আকৃতিতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ট্রেড আরও প্রশস্ত এবং চাকতী হইয়াছে এবং আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রক্ত এবং কাটা কমাইবার জন্য সোজা পথ করা হইয়াছে। ধারালো চাপ অনেক কমাইয়া সাধারণ টায়ারের জন্য গড়পড়তা ২৮ পাউণ্ডে আনা হইয়াছে। গুড-ইয়ার ক্রমাগত নূতন ধরণের মোটর ভ্রমণের জন্য নূতন ধরণের টায়ার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছে, যে-টায়ারে মোটর ভ্রমণের তৃপ্তি বৃদ্ধি হয়, মোটর ভ্রমণ আরও ধারালো তাসিয়া উঠিবার মত হয়,—গুড-ইয়ারের সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে 'সুপার কুশান' টায়ারের মধ্যে।

এই 'সুপার কুশান' টায়ার সকলে যে নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিয়াছে, মোটর শিল্পে তাহা অভূতপূর্ব্ব। টায়ারের এই অভাবনীয় উন্নতি মোটর চালকেরা সহজেই অনুভব করিতে পারেন, কারণ এই টায়ারযুক্ত মোটর চালনায় একটা নূতন ধরণের আরাম আর নিরাপত্তা আসে একটা ছোট গাড়ী চড়িলেও বড় গাড়ীতে চড়ার মত মনে হয়।

এই টায়ার তৈরী হইতে একবারে নিক্ষল করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা মোটর ভ্রমণের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আরামপ্রদ হয়। 'সুপার কুশান' ৪ পাউণ্ড ধারালো চাপও [illegible] মোটর নিরাপত্তার, প্রায় ধারালো প্রথম করিয়াছেন। তাহার ফলে, বিশেষ মোটর ইঞ্জি 'সুপারসন্স' রোধ করিয়াছে যে এক পাউণ্ড চাপযুক্ত টায়ারে চলার উপর নির্ভর করিয়া যাইবার সময় ছোট ছোট ঢিবির আড়াআড়ি ধারক ও উপরের, নিচের এবং পার্শ্বের যাত্রী প্রতিরক্ষা করে—যাহা পূর্ব্বে অন্য কোনও টায়ার করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইহা ছাড়াও সকল রকম রাস্তার সর্ব্বপ্রকার পরিচয়ে এই টায়ারযুক্ত মোটর চালনা করা অনেক সহজ এবং আরামদায়ক হইয়াছে, মোড় ঘুরানো এবং উঁচুনিচু রাস্তা অতিক্রম করাও এই টায়ার ব্যবহারে সহজতর হইয়াছে। ইহাতে ঝাঁকানি কম হয়, চালকের পরিশ্রম কম হয় এবং মোটরের বাহ্যিক অংশের ক্ষতি কম হয়।

পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম, গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে 'সুপার কুশান' নির্ম্মিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিশিষ্ট মোটর প্রস্তুতকারকেরা সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করেন—গুড-ইয়ারের 'সুপার কুশান'।

গুড-ইয়ারের এই 'সুপার কুশান'ই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের পরীক্ষিত হয় ও প্রশংসিত হয়।

এই 'সুপার কুশান' টায়ার শীঘ্রই ভারতে প্রচলিত হইবে।

স্বদেশ যাত্রাদল

(পূর্ব্বাংশ ৮৮ পৃষ্ঠায়)

১৯১১ সালে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী যখন ভারতে আগমন করেন, তখন সমস্ত ভারতবাসী তাঁহাদের অভ্যর্থনায় মুখরিত। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ঘোষণা করেন যে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করেন যে উহার রাজধানী দিল্লী হইবে। এই সংবাদে এবং অন্যান্য ঘোষণার সময় ভারতবর্ষ তখন অভিনন্দনায় উৎসুক হইয়া উঠিল; ইহারই ১৯১৯ সিন মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতা মধ্যবর্ত্তী স্টেডিয়ম পার্কে। কংগ্রেস তখন ব্রজাবেটসের হাতে, আবেদন নিবেদন ও ইংরাজভোজন ইহার প্রধান কার্য্য। টাইটেল রোদ্ধারণ ইহার কর্ম্মের। তার রবেন্দ্রনাথ, ইণ্ডিয়া ভাটলিলের বাবসায়ী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তার সীতারাম, তার প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি তখন কলিকাতা অধিবেশনের প্রধান অভ্যর্থনাকারী। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই গানটি নির্ব্বাচিত বিষের জন্য নির্ব্বাচিত করেন এবং সেদিন রাজভক্তিমূলক একাধিক প্রস্তাব পাশ করেন। অন্য দ্বিতীয় দিনের কার্য্যবিবরণী তখন সমস্ত সমস্ত ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' কাগজে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয়—

"দ্বিতীয় দিনে (২৭এ ডিসেম্বর) সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থেই একটি বাঙ্গলা গান রচিত হইয়া কংগ্রেসে গীত হয় এবং রাজভক্তিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়।" *

সেদিন এই গান গাওয়া হয় তাহা বাঙ্গলা গান হয় না। ইহার পর 'বাঙ্গলা ভাষায়' বলিয়া একটি [illegible] সঙ্গীত গীত হয়। আর বাঙ্গলা গান রাজভক্তিমূলক নয়, এসম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দ সাধারণের কোনরূপ [illegible] হয় না। [illegible] উদ্বোধনার্থে উদ্বেগেই এই গান [illegible] ভক্ত কংগ্রেসীদের রাজভক্তির প্রাবল্যকে একবার মাত্রায় হইয়াছে এবং এই কথাটি আমাদের সচেতনে মাত্রায় হওয়া সম্বন্ধে কংগ্রেসী ব্যক্তি বিরোধিতা প্রকাশ করে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষের জন্য বা প্রশস্তির জন্য নয়, বিদেশের জাতীয়তামূলক মনোভাবের জন্য।

আমরা কবির সকল স্বদেশী, কি বঙ্গভঙ্গী, কি শিব, কি বিশ্বভারতী, কি যাত্রাগান, কি অন্যান্য, কি ঈশিতা, কি অন্যান্যানী সকলে আমাদের উদ্দীপক যেই গানে সর্ব্বাধিক মুখরিত করিয়া এখানে গাইয়া উঠিবে—

"নিশে কোটি বজ্র বঙ্গজন নিনাদে তানে
নিশিথে কোটিকণ্ঠ বা করতালে
অমনি কেন বা এত বলে।

তখন সত্যই চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে আমাদের অমনই অন্তর্নিহিত অসংখ্য বীরপ্রসবিনী, অগণিত সন্তান সংবর্দ্ধিনী আমার সর্ব্ব সন্তোষিনী—

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ;
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

বাণী বাহাদুর।

---

* "When the Indian National Congress rose ed its session on Wednesday, the 27th a Bengo song specially composed in honour of the Roy visit was sung (Reuter Telegraphs) and a res lution welcoming the King Emperor and Quee Empress was adopted unanimously." — 'India Friday, 29th December, 1911.

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—
২১৪, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—শাখাসমূহ—

চাকুরিয়া, দাউদ ব্যানার্জ্জী, সোনারপুর, পোর্ট ক্যানিং, কোদালিয়া, আওরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, বাবুরাবাগান, রামপুরহাট ও সাহেবগঞ্জ।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
শ্রী বি এম চ্যাটার্জ্জী,
এম এ, বি এল (লণ্ডন)।

ক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

			অতিরিক্ত আয়ের
মূল দেনা			
ঘ ঋণ দেনা			
ঙ অন্যান্য দায়			
বিভাগ—			
মূলধন			
চ সংরক্ষিত			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কোম্পানীর নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	বিক্রয় ও প্রদত্ত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ সিকিউরিটি	সর্বশেষ	বাজার দর ৩০/৬	৩১/৬	১/৭/৮০	২/৭/৮০	৩/৭/৮০	শেষ বাজ
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইন্ডিয়ান অক্সিজেন	...	১,৫১,১০,৩৯০	১,১৪,৯৬,৩১৯	১০	১৯০(ব)	৩৪৯১	২১৫/৩-২১৬০	২৩৬/৩-২৪৫/৩	২১৫-২১৫/৩	২১৯-২৩৬/২	২৩/৩-৩৩৫	...
ফোরস	...	৩১,০০,০০০	৩০,৩৩,১৮১	১০	৫/০(ব)	১৩৪১	২১৫-২১৬০	২১৬৩-২১৬/৩	২১৫-২১৫/৩	...	২১৩৩	...
ইন্ডো অক্সিজেন	...	১,৬৯,১০,৩৯০	১৯,৪৫,৩১,১৯০	১০	১৫ (ব)	৩৯৩	৩১৫/০	...	৩১৫/৩	৩১৬	৩১৭	...
বার্ণ ...	...	৪৫,০০,০০০	১,৩৮,১১,১৩৩	১০০	১৯৫ (ব)	৫১৩৬	...	...	...	...	...	৫১৬
ব্রেথওয়েট	...	৬৯,৩১,৬৭০	১১,৬৩,৩৩০	১	৫০(ব)	১৯৫১	৯/৩	...	৩১/৩	...	...	...
বার্নপুর	...	১৩,৩০,০০০	৯,৯১,১১৯	১০	৯৩(ব)	৬৪৩৩	...	৩৫/৩	...	...	...	...
ইন্ডিয়া স্যুপারফসফেট	...	৩,৩৩,৯৫,১৩০	৩১,৯৩,৩৭১	১০	...	১৯৫৫	২১৩/৩-২১৫/৩	২১৬/৩-২১৫/৩	২১৬-২১৬/৩	২১৫-২১৬/৩	২১/৩	...
কয়লাখনি												
অ্যাসানসোলকোক	...	১১,১০,০০০	১৩,৯৯,৩৩০	১০	১	৯৪৩১	...	২৯৩০	১৯	...	৯৯-৯৩৫/৩	...
ইন্ডিয়ান্ট্রি	...	১৯,৩৩,১৯০	১৯,৯৩,৩৩৩	১০	১	১৯৫১	...	৩৩৫/৩	...	...	৯৯৩-৩৩	...
ওয়েস্ট আমুরিয়া	...	৭,৩৩,০০০	৩,১৫,০০০	১০	১	১৯৫১	২১৫/৩-২১৯০	...	...	...	৩৯৯৩	...
কামারপুরা	...	২০,০০,১৯০	... ...	১০০	...	৩৫৮	... ...	...	...	...	...	...
কাজোরা	...	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৯০	৫৯০	৯/৩(ব)	৯৯৫১	...	৩১/৩	৩ ৩৩	৫১৩	৯৯৩-৩১/৩	...
বর্ধ ওয়েস্ট	...	৩,১১,১০০	৩,৩৩,০০০	১৯	৯৩	৯৯৫১	...	...	...	...	...	১৯৮
বর্ধ মালুরা	...	৩,৩০,৩৩৫	১,১১,১৩০	৫৯০	৯৩	৩৯৫১	...	...	...	...	...	৯
বিড বীরভূম	...	১১,১১,৫৩০	১৯,৯১,৯৭১	১০	...	৯৩৯১	...	...	১৯৩-১৯	...	১৯৯-১৯৯	...
বিড মাধবপুর	...	৯,৩৩,০০০	৯,৩১,৩৯৯	১০	১৯৩	৯৯৫১	...	...	...	...	৯৯	...
মেকলাবাদ	...	১৩,১১,০০০	১৯,৯৩,৫৩০	১০	১	৯৯৫১	৩৩৯/৩	...	...	...	...	...
বরাকর	...	৬৩,৯৯,১৩০	৯,৫৫,৯৯,৩৩৯	১০	১/৩	১১৯৫	১৯৯/৩-৯৯	...	১১৯৩	...	৯১-৯১৩	...
বেঙ্গল	...	৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩,১৩৩	১০০	১৯	১৯৫১	৩৯১-৩৯০	৩৯৯	৩৯৯	৩৯১ -৩৯৯	৩৯৫ -৩৯১	...
ভারত	...	৯০,০০,০০০	১৯,১৯,৯৯৭	১০	১/৩(ব)	৯৯৫১	৯ ৩	৯৯০	...	...	...	...
মাইকন	...	১৫,০০,০০০	১৫,৫১,৩৫১	১০	...	৯৫৫১	১৩৯-১৯৯/৩	১৩৯	১৯-১৯/৩	...	১৫৩-১৯১/৩	...
বেঙ্গল	...	১৯,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০	১০	১	১৯৫১	...	...	...	...	...	৩৯
রিলায়েন্স	...	৯,৩৫,০০০	৯,১৩,০০০	১০	১	১৯৫১	...	...	...	...	...	৯১
বিরলা	...	২,৯০,০০০	৫,৯৯,৩৯০	১	১৯	১৯৫১	...	...	...	...	...	৫১
সাউথ আরাকানপুরা	...	১১,৩০,০০০	৫,৯০,০০০	১০	১	৯৯৫	৯৯/৩-৯৩	৯৩/৩-৯১৫/৩	...	৯৩	১১৫/৩-১৩/৩	...
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	...	৫৯,১১,০০০	৭৫০	১০	...	৬৪৯১	৬৫৩-৬৯/৩	৬৫০	...	৩৩	৬৯৩-৬৯/৩	...
কাপড়ের কল												
এদিত্য	...	১১,৫৫,০০০	৯৩,১৯,১১৯	১০	১৯	৩৯৫	...	১৯৩-৩৯	৩৯৫ ৩-৩৯	৩৯	৯৩-৩৯/৩	...
কামপুর কটনমিল	...	১৫,৩৩,০০০	১৩,৯৩,৩৩০	৯৯০	৫/৩	৩৯৫	১১/৩-১১৬/৩	১১৫/৩-১১৯৩	১১৫৩-১১৫৩	১৯/৩	১১.৩-১১৯৩	...
কেশোরাম	...	৩৩,৩৩,০০০	১৩,৯৯,৯১৩	৯৯০	১৩ (ব)	৩৯৫১	...	...	...	...	...	১৩৫
ডানবার	...	১৯,৩৩,০০০	১৫,৯৯,৩৩৩	১০০	৫	১১৫১	৯৯৭-৯৯৩	২৩৩	১১১৫	... ৫	৩৫১	...
লাকেরী	...	৩৯,৩১,৯৯০	১১,৯৫,৩৭১	১০	১ (ব)	১১৫৬	...	...	...	...	...	...
মাইকিন	...	৬,৩৩,০০০	১১,৩৯,৯৯৭	১০০	৫	১১৫১	৩১৯	...	৩১১	...	...	...
বাসন্তী	...	১৫,৩৩,৯০০	১,১৯,৭৩৩	১০	৫০(ব)	১১৫৩	...	...	...	...	...	৯৫
বিড়লা	...	১৩,৩৩,০০০	৯৩,৯৫,৯৯৭	১০	১১(ব)	১১৫৫	...	...	...	...	...	৩৯৭

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নির্ধারণের বছর		আদায়ীকৃত মূলধন (হাজারে)	সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	ঘর লভ্যাংশ	সমবণ্টন	ব্যবসায়	ঋণ	বা জা র ক র			মোট আয় কর
কলা												
চাল	...	১৩,০০,০০০	৩৩,১১,০০০	১০০	৮	৫ ৮০	...	...	...	১৮০	১৯৬/১৯৭	...
ডাল	...	১৮,০০,০০০	৩৪,৯৯,৫৮০	১০০	১১/০	৩৮০	...	...	...	...	...	৩৯৯
চা	...	২১,৫০,০০০	১১,০৬,৯৯০	১১৫	৯০	৭৩৮	১৮১	...	...	১৮১-১৯৯	...	...
চায়ের	...	৮৩,৭৭,০০০	৩৫,১১,০০০	১৩০	১৫০	১ ১১	...	...	...	...	...	৫৫
চা উদ্ভিদ	...	১৯,১৭,৭৯৯	২১,১১,৯০০	১০০	১৭	৬৫৮	...	...	...	...	৬৭৯-৬৯৯	...
তেলী	...	৯,১৫,০০০	১৯,৬৫,০০০	১	৯	৭১৫	...	...	...	...	...	৯৫/৩
তাঁত	...	৪৪,০৭,৫০০	১৭,৭১,৩৭১	১০০	১১৯	১৯/৫১	৩৫৮-৭১৫	৩৫৮	...	...	...	...
তুলা	...	৩৩,৩৩,০০০	১৩,৯৯,১৫১	১০০	১৩	১১/৫১	...	১৯৫-১৯৮	১৯১	১	১৭৯	...
ধ	...	৩৩,৩৩,০০০	৩৫,৬৯,৫৭৯	১০০	৮	৭১৮	...	...	...	...	...	৬৯৯৩
ধান	...	১১,০০,০০০	৩৮,১৫,১০০	১০০	১৯১০	১১/৫১	...	...	...	...	...	৬১৫
চিনিকল	...	১,৩৩,০০০	৩৩,১৩,৩৩৯	১০০	১৫	১১/১১	...	...	...	...	...	৯৯৯
	...	১,১৩,০০০	১৯,৯৩,০০০	৫০	৯/১০	৭৫৭	১৫-১৯/০	...	...	...	১৯/০-১৯৫০	...
	...	১৯,৯০,০০০	১৫,৯৭,৯০০	১০	১/০	৭৫৮	১০	...	১	...	...	৩৩
চা	...	১৩,৯০,০৩০	৩৫,৯৫,১৫৭	৩০০	৩১ (ঘ)	১৫/১১	...	...	...	...	...	১৯৩৯
চা	...	১১,১১,০০০	৩৫,৬৯,৩১৯	১০০	১৯	৬৫৮	...	...	...	...	৩৫৩	...
চা	...	৩৫,৫১,১৩০	১৯,৯৯,৩১৯	৩০০	৯	৯৫৭	...	...	...	...	...	৩৯৯
চা	...	৫১,১৯,০০০	১,০৯,৩৫,১৫৮	১০১	৫	৬৫৮	...	...	...	...	...	১৯৬
	...	১৩,৩৩,০০০	১৯,৯৯,১১৯	১০০	১৯	১১/৫১	৩৩৯-৩৬৬	...	...	...	...	...
	...	৩১,১৯,১৭০	৩৩,৩৩,৩৩৯	৩০	৩১০	৬৫৮	৮৫	৯১	৯১৯-৯৯৯	...	...	...
	...	১১,১৩,০০০	৩৩,১৯,১৩৩	১৩০	৫	৬৫৮	...	...	...	৯৩১	...	...
চা	...	৩৩,৩৩,০০০	৩১,১৭,৯৯০	১৫	২	১৫/৫১	২১৮০	৯৯	...	৩১/৩ ১৯৩০	৩১৩০	...
পাট	...	১১,৯৭,০৩০	৯,১৫,০০০	৫	৭০	১১/৫১	৩৯/৩-৩৩/০	৩৯৯/৩-৩৯৩	...	...	৯৫৩	...
বিনিময়	...	১৯,৫৩,০০০	১৯,১১,৩৩৯	১০০	২১০	৬৫৮	...	...	...	...	১৯৯	...
বৃক্ষ	...	১৯,০০,০০০	১,০১,৯৯,১৯৯	১০১	৯৯	৬৫৮	...	...	...	...	...	৩৩৯
	...	১,১৩,০০০ পা	৯,৯১,০০০ পা	৫ পা	১শিল্প (ঘ)	৬৫৮	৩৩১-৩১৯	২১৯	...	...	২১১ ৫৯৯৩	...
	...	১৩,৫০,০০০	১৯,১৯,৩৭৯	১৫০	৩৫০	৬৫৮	...	...	...	...	২৯১-৩৩৯	...
	...	৫৯,৯১,০০০	১৩,৬১,৭৯১	১৮	১১০(ঘ)	৬৫৭	...	...	...	...	...	৬১৯
ধ	...	১১,১৩,০০	৩৩,৩১,৩১১	১৭	১৯০	৬৫৮	৭১৯০	১১৯০-১১৯৯	১৮	...	...	...
ম	...	১৯,০০,০০০	৯৯,১৯,১১৯	১৭৭	৯৯০	১১/৫১	...	...	...	...	...	৩৩১
ধৎ	...	১৯,৯০,০৩০	১৯,৯৯,০৯১	১০০	৮	৬৫৮	...	...	...	...	...	৯১৯
	...	১১,১৯,০০০	৩৯,১৯,৩৭১	১৮	১৫০	৬৫৮	৯১৯০.০০/০	৯৫৯০-৯৯	৯৯-৯৯.৯	১১৫৩-৯৫১৯/০	৯৫-৯৫১৯/০	...
	...	৯,৯০,০০০	১৯,৯১,৩৯১	১০	৭১ (ঘ)	৬৫৭	...	...	...	...	...	৩৯৫৯
	...	৩৩,৯০,০৩০	৯৯,৯৯,৭৯০	৩৫০	৫৫০	৬৫৭	...	...	...	...	...	৯৯৩
	...	১১,৩০,০১০	১৯,০০,০৩০	১১০	৮	৬৫৮	...	...	...	...	...	৯৯৯
ঢাকা												
চা	...	১০,৩৩,০৩৩	৯,৯০,১৩০	১৮	১৯০	১১/১১	১৯৫/৩	১৯১-১১৯	...	৩৩৯	৯১	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	মোট প্রদত্ত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দেয় লভ্যাংশ	সনদের	বাজার দর				শেষ বাজার দর
চা-বাগান										
ডেভিডসন্স	...	...	১০৲	১০৲(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
লেসলী ও পার্বতিয়া	...	...	১০৲	৩৲(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
সিলে চুকলা	...	...	১০৲	৯৲ (ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
পাতাবেলাল	...	...	১০০৲	১০৲(ত)	১৯৫৮	...	...	...	...	...
মধুসিরি	...	...	১০৲	৩০০(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
শমশেরগাঁও	...	...	১০০৲	১১৲ (ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
সিলেট	...	...	১০৲	৩৫০(ত)	১৯৫৮	...	...	...	...	...
মেঘমারি	...	...	১০৲	৭৲(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
ডলমেরা	...	...	১০৲	১৯০(ত)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
পেট্রোল আমদানি	...	...	১০০৲	৯২৫(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
খাসিয়া	...	...	১০৲	১৯০(ত)	১৯৫৯	২৪৲৷০	২৫৷০-২৫৲০	...	...	...
লেসলী সিলেট	...	...	১০৲	৯০(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
ইছামতী	...	...	১০০৲	৭৯(ত)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
বাসিয়া	...	...	১০৲	১৯(ত)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
চিনির কল										
ইউ-পি	...	...	১০৲	১৫	১৯৫১	...	...	...	...	...
বনফ	...	...	১০৲	...	১৯৫১	১৯৲-১৯৲৷০	১৫৲০-১৬৲৷০	১৯৫৯	...	...
লক্ষ্মীপুর	...	...	১০৲	১৯০(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল মিলস	...	...	৫৲	১৷৯০(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
নবাবগঞ্জ	...	...	১০৲	...	১৯৫১	...	...	...	...	...
কায়েম	...	...	১০৲	১৲(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
রাজশাহী	...	...	১০৲	১৲ (ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
রায়রাম	...	...	১০৲	১৫০(ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
বরিশাল	...	...	১০৲	৫৲ (ত)	১৯৫৯	—	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক										
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	...	...	৫০ (ত)	১৲৷০	১৯৫১	৬১৲৷০	...	৫১৲	...	৬১৲৷০-৬১৲৷০
ইস্টার্ন ইউনিয়ন	...	...	১০৲	২৯০(ত)	১৯৫৯	...	...	...	...	...
ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং	...	...	১০৲	৫০% বোনাস (ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
পাকিস্তান ব্যাঙ্কার্স	...	...	১০০৲	...	১৯৫৯	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	...	...	১০০৲	৩৲ (ত)	১৯৫১	১৪৯৲	১৫৯৲	১৪৯৲-১৫০৲	৫৲	১৪৯৲-১৫০৲৷০
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	...	...	১০০৲	৫৯০(ত)	১৯৫১	...	১৫৫৲৷০-১৫৬৲৷০	১৫৬৲৷০	...	...
তেল কোম্পানি										
বার্মা শেল ইউনিয়ন	...	...	১০৲ (ত)	৩৲	১৯৫৯	২৩৲৷০	...	২৩৲৷০	২৩৲৷০	...
বার্মা শেল ব্যাঙ্কার্স	...	...	৫০৲ (ত)	৯৲ (ত)	১৯৫১	...	...	...	...	...
বিবু অয়েল	...	...	১০৲ (ত)	...	১৯৫১	৩৫৲৷০-৩৬৲	৩৬৲৷০-৩৬৲৷০	...	...	...
বিদ্যুৎ কোম্পানি	...	...	১০৲	...	১৯৫৯	...	...	...	...	...
পেট্রোলিয়াম ব্যুরো অব ইন্ডিয়া	...	...	১০৲	১৫৲	১৯৫৯	৩৮৲৷০	...	৩১৲	৩৮৲৷০	৩৮৲
বিদ্যুৎ-কোম্পানি										
ইউ-পি	...	...	১০০৲	৯৲	১৯৫১	...	...	১৯৲	...	...

বোম্বে প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (রূপায়ণে)	লগ্নি ও আদায়ী উদ্বৃত্তি	প্রতি অংশের আদায়ী মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	মন্তব্য	বাজার দর					শেষ দাম
বস্ত্র-সংক্রান্ত											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
২এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
• • • •
জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
২এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
• • • •
জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১ম বর্ষ ৫৯ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪ ভাদ্র, ১৩৫৪ ; ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ [মূল্য ৷৵০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		সংকলন	৮৯৬
বর্তমানের বৃহত্তম সমস্যা	৮৯৫	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
প্রাসঙ্গিক		গমের সাময়িক মূল্যমান	৮৯৮
ঋণের সন্ধিমান, চেষ্টির পরিমাণ, দেশমুখ কমিটির সুপারিশ, রেলপথে দুর্নীতি, ব্যাঙ্গার কমিটি ...	৮৯৭	অর্থলোক	
সংবাদলিপি		শ্রীযুক্ত চেট্টি—কৃতপূর্ব অর্থসচিব	৮৯৯
লভ্য, ওয়াশিংটন, বিক্রী, বোম্বাই	৮৯৯	বাজারের কথা	
ভারতের দেশীয়রাজ্য সমস্যা	৮৯১	বিবিধ ঘটনা	৮৯৩
আসীন ভারতের আগামী নির্বাচন	৮৯৩	বৌথিক	
		"কুবাপুরী কারাগারে" প্রতিবাদের ধ্বনিত লাভ ...	৮৯১

বর্তমানের বৃহত্তম সমস্যা

ভারতে পণ্যদ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে নেহরু সরকার ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট যে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশনের বিতর্কে এবং পণ্ডিত নেহরু ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তৃতায়। কিন্তু ওই বিতর্কে অবশ্যই গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আসল সমস্যা সমাধানের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। যেসব সদস্য ওই বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারকে কর্তব্যচ্যুতি ও অকর্মণ্যতার জন্য, অথবা ধনিকদের স্বার্থরক্ষক বলিয়া, অভিযুক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা মামুলি পরামর্শ অথবা পাঠ্যপুস্তক-নির্দিষ্ট সমাধানের পথ দেখাইয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন।

অন্যদিকে সরকার পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহার কোন ইঙ্গিত তিনি দেন নাই এবং সেই সম্পর্কে তাঁহার নিজের বা তাঁহার মন্ত্রিসভার যে কোন সুস্পষ্ট ধারণাও আছে, সেকথাও কাহারও বিশেষ মনে হয় নাই। তবে ভারত সরকারের অর্থসচিবের বক্তৃতা সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতিনিরোধ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য নয়াদিল্লীতে যে ভারতবর্ষের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্‌দের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক লিখিত বিবরণীতে এ-সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া যে-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহার গুরুত্ব অসাধারণ বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌দিগের সহিত এই ধরণের পরামর্শের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে "আর্থিক ভারত"এ একাধিকবার লিখিয়াছি। অতএব এবারকার এই সরকারী সুবুদ্ধির পরিচয়ে আমরা কিছুই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি।—এখন শেষ পর্যন্ত ইহার ফল কি হয়, তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়।

—কোন দেশে নানাকারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে। তবে সাধারণভাবে ইহা বলা যায় যে, দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বা যোগান হ্রাস এবং ক্রেতাদের টাকা পয়সার বৃদ্ধি বা ক্রয়ক্ষমতার স্ফীতিই মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ ("Too much money chasing too few goods")। যুদ্ধের পূর্বে অনেক অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ লেখকদের এই মতপ্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছিল যে, যুদ্ধশেষে বর্ধিত এবং বাড়তি চাহিদা হ্রাস পাইলে দেশে ব্যাপক বেকারত্ব ও মন্দার বাজার দেখা দিবে। কিন্তু তাঁহাদের সেই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয় নাই। কারণ, বিগত যুদ্ধে বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে পৃথিবীতে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়া রহিল এবং যুদ্ধক্ষতির জন্য কারখানার ধ্বংস ইউরোপের ও এশিয়ার বিশাল অংশে যুদ্ধ-পরবর্তী উৎপাদনও আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইল না। ফলে, পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধির সমস্যা কম-বেশী পৃথিবীর সকল দেশেরই সমস্যা হইয়া রহিল,—ইহা যে শুধু ভারতেরই নিজস্ব সমস্যা, তাহা নহে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশেই—যে সকল স্থানে মুদ্রাস্ফীতি ভারতের তুলনায় অনেক কম, যেমন বেলজিয়াম, সুইডেন, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি, সে-সকল দেশে—মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং সেরূপ ব্যবস্থা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকারের অপটুতা ও অদূরদর্শিতাবশতঃ ভারতে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, কোন চেষ্টাই একরকম হয় নাই। সুতরাং ভারতে মুদ্রাস্ফীতির গতি দিন দিন ঊর্ধ্বগামী হইয়া অবশেষে আজ এক

যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তীর্ণিকাকে যদি ও সংযত করা না যায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অনিবার্য ফল হিসাবে, চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপে দেশে যে ব্যাপক া দেখা দিবে, সেই নিশ্চিত সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে কোন মতেই রক্ষা করা যাইবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য কোনরূপ চেষ্টা দূরে থাকুক, ভারত সরকার এযাবৎ এরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইবারই সুযোগ-সৃষ্টি হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের প্রধান উপায় হইতেছে যে উদ্বৃত্ত ও অপ্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ সঙ্কুচিত করা ও ায়ন বৃদ্ধির জন্য কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা। কিন্তু সরকার দুইটি পথের একটিও গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিপরীত অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। মুদ্রাসঙ্কোচনের বিষয়ে কেন্দ্রে নে যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, রাশিয়া ও ন্য দেশসমূহে ব্যয় ও আয়ের মূল্যমান করা হইয়াছে, সে রকম র ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত সম্ভব না হইতে পারে, া ভারত সরকার কোন্ যুক্তিতে যে মুদ্রার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি াই চলিয়াছেন তাহা সব সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কেবলমাত্র ১৯৪৭ র আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত দশমের ; ভারতে নোটের পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ দুই বৎসর দশ মাসে ভারতীয় নোটের পরিমাণ শতকরা নয় দশম নোটের বৃদ্ধিমাত্রও ১৪ কোটি টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে! উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্যও সরকার সামান্য উপায়ও বলম্বন ছাড়া যে কিছু যে করেন নাই শুধু তাহাই নহে, সরকারের অর্থনীতিক শিক্ষিত ও পরস্পরবিরোধী ঘোষণায় শিল্পপতিরা সরকারের প্রতি াসও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধোত্তর যুগের ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণের স্বপ্ন মরীচিকাবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাড়া দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের জন্য সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়াই বস্ত্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ াহার করিয়া সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কয়েকদিনেই ভারতের পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচক যে ন্যূনপক্ষে ১০ পয়েন্ট া পাইয়াছে, একথা অসংশয়ে বলা চলে।

বর্ত্তমানের এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর াস্ফীতি নিবারণ করার প্রস্তাবিত নবীন লক্ষ্যে দুর্ভাগ্যাক্রান্ত জনসাধারণের ।ধে ভীত আশার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। সরকার ত্যেকেই যে তাঁহাদের এতদিনকার অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন সাধন াতে আরম্ভ করিয়াছেন টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন ইত্যাদি তাহারই লক্ষণ।—মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের । কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে ভবিষ্যতে আমরা তাহার ভবিষ্যতর আলোচনা করিব। তবে বর্ত্তমানে আমরা এইটুকু বলিতে পারি দেশ ও দেশবাসীকে আসন্ন ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের হাত হইতে া করিতে হইলে নিম্নোক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে ন্ত কর্ত্তব্য।—সর্ব্বপ্রথমেই সরকারের উচিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য জিনিষপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা এবং যত ন পর্য্যন্ত ওই সকল সামগ্রীর সরবরাহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি না । ততদিন পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখা। আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে যে সাধারণতঃ অনেক ত্রুটী থাকে তাহা হারও অবিদিত নহে, তাছাড়া পূর্ব্বের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা হতে সরকারের, সম্ভবতঃ, অনেক কিছু শিক্ষালাভও হইয়াছে। সেই নহে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে তাহা যে এবার পূর্ব্বালোচনা

পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে মালিকের মুনাফা ও শ্রমিকের বেতন নির্দ্ধারণেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে এই বিষয়ে সরকারকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর শিল্পকে বাদ দিলে দেশীয় বৃহৎ শিল্পের লাভের পরিমাণটি আশাতীতরূপ হয় না। তবে সাধারণ অংশীদারদের বঞ্চিত করিয়া অনেক ম্যানেজিং এজেন্সী কিংবা পরিচালকরা অধিকতর মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কেও সরকারের কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেমন বস্ত্র শিল্পে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুল্ক বোর্ডের হিসাবমতে মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীরা যে একশত কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে তাহার কোন অংশ নিশ্চয়ই সাধারণ অংশীদারেরা পায় নাই; এইরূপ দুর্নীতি যে অন্যান্য শিল্পেও অহরহ ঘটে একথা বলিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না। সেই জন্য এইদিকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে সাধারণ ধর্ম্মঘটবিরোধকারীদের স্বার্থের দিকে সরকারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রমিকদের মজুরিও যেন অসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি না পায়, তৎপ্রতিও সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সরকার যেন শ্রমিকদের একথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের সরকারী পরিকল্পনায় যদি শ্রমিকেরা সহযোগিতা করে, তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-হ্রাসের ফলে শ্রমিকেরাই সর্ব্বাধিক লাভবান হইবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে যে দেশের মুদ্রার পরিমাণ হ্রাসের দিকে নজর দিতে হইবে, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুদ্রাহ্রাস করিবার প্রথম উপায় অবশ্য সরকারী ব্যয়-হ্রাস। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যেখানে কাশ্মীর যুদ্ধ, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্ব্বসতি, সুবিশাল শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়হ্রাস দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও যোগ্য পরিচালনা ও সতর্ক মুদ্রানীতির সাহায্যে সরকারের ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে। তাছাড়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস যদি সরকার করিতে পারেন, তবে সরকারী কর্ম্মচারীদের মহার্ঘভাতা ইত্যাদি খাতে প্রচুর টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ব্যয়কর ও অন্যান্য সরকারীবিভাগে দুর্নীতি দমন করিতে পারিলেও সরকারী আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী আমদানি নীতিরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, আধিক পাওনা মুখ্যতঃ বস্ত্রপাতি আমদানির জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া সরকারের ধারণা ছিল. কিন্তু ওই জাতীয় মালের অভাবে অথবা ভারতীয় শিল্পপতিদের অসহযোগিতার জন্য যদি বস্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ আশানুরূপ না হয়, সেইক্ষেত্রে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে দেশবাসী চরম লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ ভোগ করিবে আর ইণ্ডিং পাওনা মালের দামের মত জমা করিয়া রাখা হইবে, এরূপ বিদঘুটে আচরণের সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। তাছাড়া আমাদের ইণ্ডিং চুক্তি যেরূপে সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে ইণ্ডিং এলাকা হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় মাল আমদানি করা ছাড়া উপায়ও নাই।

মুদ্রাস্ফীতি কি পরিমাণে সঙ্কুচিত করা সম্ভব হইবে, তাহা একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। সেইজন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বজায় রাখিয়া জাতীয়করণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিতর্কের ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিব্যবস্থার বর্ত্তমান উন্নতির পথ যাহাতে না ব্যাহতপ্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য সরকারকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আসন্ন মহাদুর্ভাগ্য হইতে দেশকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে একথা জাতীয় নেতাদের এবং দেশবাসীদের বুঝা দরকার যে উৎপাদনের অভিবৃদ্ধি ও পণ্যমূল্যের অতি-উন্নতির দুর্নিবার পাক হইতে মুক্তি-লাভের উদ্দেশ্যে প্রচুর উৎপাদন ও সুবিস্তৃত অর্থসমবণ্টন অত্যন্তের আর

প্রাসঙ্গিক

ঘাসত বহিয়ান

শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়োক্ত বেশকেই যে আনন্দিত হইবেন দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও সন্তোষের কথা, বোম্বাই অর্থনৈতিক সংস্থার কংগ্রেসীদলের নেতা শ্রীযুক্ত এম. কে. পাটিল পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ঐক্য দল শ্রীযুক্ত মুন্সীকেই সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুন্সী দীর্ঘকাল বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসদলের নেতা ও বোম্বাই অর্থনৈতিক সংস্থার নেতা ছিলেন। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া অনেক বার ও জাতির সেবা করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই কংগ্রেসদলের সভাপতির পদ লইয়া তাঁহার সহিত সর্দার প্যাটেলের মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং এই ১০-১১ বৎসরকাল প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে দূরে অবস্থান করেন।

কংগ্রেসের সহিত তাঁহার মতবিরোধ যাহাই হউক না কেন, অনেকেই শ্রীযুক্ত মুন্সীর মত ত্যাগী সংগ্রামশীল নেতার কংগ্রেস হইতে অপসৃত হওয়ে দুঃখিত না হইয়া পারেন না। শ্রীযুক্ত মুন্সীর বিবৃতিতেও প্রকাশ, মাদ্রাজীর তাঁহাকে কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত কাজে মাদ্রাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। এই জন্য শ্রীযুক্ত মুন্সীর মাদ্রাজীর যোগাযোগ যোম্বাইয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত বড় হন এবং ওই সময়েই তিনি কংগ্রেসে পুনরায় যোগদানের সম্বন্ধ গ্রহণ করেন। বোম্বাই কংগ্রেসও যে, সাদর তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই বিশেষ সুখের বিষয়। কারণ বর্তমানে পুরাতন রাজনৈতিক কলহের জের টানার চেয়েও জাতিকে শক্তি-সঞ্চয়ে মনোযোগ ও সংগঠনশীল করিবার প্রয়োজন অনেক বেশী এবং সেই উদ্দেশ্যে অতীতের তিক্ত বিরোধের কথা ভুলিয়া মুন্সীজীর মত নেতার সহযোগিতা বোম্বাই কংগ্রেস দল গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত মুন্সীজীও যে তাঁহার ভুল ও ক্ষোভ ভুলিয়া, পুনরায় দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাকে সম্বন্ধ স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে একথা ঠিক নিশ্চয়ই অস্বীকার হইবে না যে শ্রীযুক্ত পন্থজীর মত মহাশয়ের সহিতও যদি কংগ্রেসের পূর্ণ সম্মতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে আমরা খুশী হইতাম। বাংলাদেশের বর্তমানকালের পরম দুর্দিনে মহাত্মাজীর ন্যায় প্রথম শ্রেণীর নেতার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আর তাছাড়া শ্রীযুক্ত বসুর সহিত কংগ্রেসের মতানৈক্যের ক্ষেত্র এমন সুদূর যে, অন্যদের মনে হয়, যদি একবার ও সকলে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া কংগ্রেসের পক্ষে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করা সম্ভবপর।

চেষ্টার পদত্যাগ

ভারতের অর্থসচিব স্যার জন চেষ্টার পদত্যাগ ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন পূর্বে ভারতের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত আদার পদত্যাগও প্রচুর বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত আদা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, আর চেষ্টা অবশ্য এক গুরুতর অভিযোগের সম্মুখীন হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চেষ্টা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন নাই এবং নিজের 'ভুল অনুষ্ঠানতার' স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই ভুল যে ভোজ-কল্প অনাবৃ ইঙ্গিত প্রশাসনিক মনে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও শ্রীযুক্ত চেষ্টা, সততার, কর্তব্যনিষ্ঠার ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটিল সেই ঘটনার ভুল বিশ্লেষণ করিয়া অর্থসচিবের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে পণ্ডিত নেহরু বাধ্য হইয়াছেন।

কি কারণে শ্রীযুক্ত চেষ্টা পরিণত ও বহিমনস্কা বিকট অভিযুক্তকারিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা নেহরু-চেষ্টা পত্রালাপে ও চেষ্টা মহাশয়ের দেশ পরিত্যাগ বিবৃতিতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দেশের ব্যবসায়ী মহাজনদের ভুল সাহায্যে বিনিময়ের সরকারকে ফাঁকি দিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ব্যবসার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চেষ্টা মহাশয় যেরূপ উদারতা দেখাইতে অগ্রসর হইয়া সরকার বিপক্ষের দৃষ্টি নিজ অঙ্গে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অর্থসচিবের মত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে যে বিশেষ নিন্দনীয়, শ্রীযুক্ত চেষ্টার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে ইহা বুঝা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। অথচ শ্রীযুক্ত চেষ্টা কিভাবে যে এইরূপ মারাত্মক ভুল করিলেন তাহা অনেকের নিকট বিস্ময়ের বিষয়।

যে ভাবে হউক, শ্রীযুক্ত চেষ্টার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্মকুশল সহকর্মীদের তাঁহার অধিকারের ভুলের জন্য পণ্ডিত নেহরুর মহিমতা যে অব্যাহতি দেন নাই, তাহাতে নেহরু মহিমতার সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বতঃস্ফূর্তে এই ভুলকে অবহেলা করিলেই অযোক্তিক ও অসঙ্গত হইত। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সিভিল অর্থসচিব স্যার হিউ টলটানের পদত্যাগও উল্লেখযোগ্য। যে সময়ে তিনি ও স্যার টলটানের মত ব্যক্তি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় শ্রীযুক্ত চেষ্টার ভুল অনেক গুরুতর। তাছাড়া শ্রীযুক্ত চেষ্টা সিভিল সরকারের অর্থসচিবের বিশেষ দায়িত্বসম্পন্ন পদ। সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্য একটি ক্ষেত্রে অযথার্থ স্বার্থের প্রশ্রয় দেওয়া তিনি ক্ষমা করিলেন না। সেই হিসাবে ভারতীয় আইনের অর্থসচিবপদে তিনি যদি আরও সতর্কতা অবলম্বন করিতেন ও দেশের স্বার্থের প্রতি আরও সজাগ থাকিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার নিজের সম্মান ও দেশের সম্মান বজায় হইত।

যেসমুদ্র কর্তৃক সরকারী নীতির সমালোচনা

কিছুদিন যাবৎ বর্তমান প্রায় ভিন্নমতের যেসমুদ্র ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদের সমূহ সমালোচনা করিয়াছেন আমরা তাহা ভারত সরকার তাহার যথোপযুক্ত মূল্য দিবে চেষ্টা করিবেন বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া বিশেষ সাবধান অনেকের মনে যেসমুদ্র যে আশঙ্কা হইয়াছে সেই সম্পর্কে তার ভিন্নমতের যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্ত দেশের অভিধানযোগ্য। এমন কি বর্তমান সরকার বোধ হয় মতের অধিক যাই। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়ের উপর সরকারের করভার চাপাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে ভিন্নমতের যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সরকার প্রতিক্রিয়া কি তাহা জানা যায় নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন সরকারী বাজেটগুলির বিভিন্ন সমালোচনা করিবে এই মনে যে, ব্যক্তিগত আয়ের উপর সরকার যদি করভার লাঘব করেন তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভাবনা বেশী ("I feel that, in the present inflationary conditions, reduction of the present high level of tax on personal income will encourage saving and the diversion into productive channels") তিনি মেয়ারগাজার সম্পর্কে বলা করিয়াছেন যে, সেই সাধারণের উন্নতির জন্য সরকারের সঙ্গে একত্র উন্নতি এবং সরকারের কার্যাবলী এমন হওয়া উচিত যাহাতে এই সহযোগিতা সমালোচনার ও বর্ধিষ্ণুতার ভাবটির মনে বদ্ধমূল হয় যে সরকার সকলের

বেকার্স লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এসি, ডিসি জেনারেটর, অয়েলফিল্ড জেনারেটর, অয়েলফিল্ড ট্রান্সফরমার স্টার্ট অয়েলগার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রিক্যাল সরঞ্জামাদি কারক।
আপনার বিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সংবাদলিপি .

লণ্ডন

শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি—উৎপাদন বৃদ্ধিতেই মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব—তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি-নীতির সংশোধন—ট্রলিবাসে টিকিট সংগ্রহের অধীনে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৩ই অগাষ্ট—ট্রেড ইউনিয়নএর আগামী মাসে যে বাৎসরিক সম্মেলন হইবে, তাহাতে যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে তন্মধ্যে মজুরি, মূল্য ও মুনাফা সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাবে সরকারী নীতির অপ্রীতিকর সমালোচনা করা হইবে। এই সব সমালোচকেরা মুনাফা ও মূল্যের উপর আইন-নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইবে, কিন্তু মজুরি নিয়ন্ত্রণ অথবা উৎপাদনের পরিমাণ অনুপাতে মজুরি বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাদের কোন বক্তব্য নাই।

মজুরির বিধিবদ্ধতা না থাকিলে মূল্যের নিম্নে আসা যে একেবারে অসম্ভব—এই মত, সমালোচকরা সঙ্কীর্ণ যৌক্তিকতার বশে অবহেলা করিয়াছেন। কেবলমাত্র উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিলেই মজুরি বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের অপর একটি প্রস্তাব হইতেছে ইস্পাত শিল্পের আধুনিকরণ। কিন্তু অনেকটি সমিতি প্রতিষ্ঠান করার পর ইহার ব্যবস্থাপনা লইয়া তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে কয়লার উৎপাদন হইতেছে ৩৮,০০০ টন। ইহা যুদ্ধপূর্ব উৎপাদন সংখ্যার অনুপাতে কম। কিন্তু ইস্পাতশিল্পে স্থায়ীন কর্মপ্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকায়, উৎপাদনের হার যুদ্ধপূর্ব সংখ্যার অনুপাতে অধিক এবং তাহার গতিও ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী।

গত বৎসরের বাজেটে মিঃ গেটস্কেল যে তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি নীতির সংশোধন করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের বাজারে ও সাম্রাজ্যের বাজারে ব্যবসার পার্থক্যমূলক ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে। বর্তমান সময় হইতে আগামী মার্চ পর্যন্ত—উহা বৎসরের সাম্রাজ্যের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। স্থায়ীকারী অধিবাসীদের বাজারে বিক্রীর পরিমাণ বাড়াইবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সর্তাধীনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই সংশোধন করা হইয়াছে। তাহাড়া 'ওটস বোর্ড' সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই ক্ষেত্রে উৎপাদন আয়তনের যাহাতে দুর্বল হইয়া না পড়ে তৎপ্রতি লক্ষ্য আরোপ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীর কর আমাদী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোট উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে, ব্যবসায়ের মত প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ পঃ সংরক্ষিত থাকিবে,—যদিও ব্যবসায়ী এই শেষ হইতে বৎসরে ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি পঃ মূল্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

বৃহত্তর কর্পোরেশন কর সম্বন্ধে যেই মত ট্রেজরি সম্প্রতি কি ভাবে উইলসন আশা যে, যদি মূলধনে বিনিয়োগের প্রোগ্রেসিভ হারের মূল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বিনিয়োগ প্রোগ্রেসিভ হারের ইতিহাসে উহা উচ্চতম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যদি হারের প্রোগ্রেসিভ হারের মোটামুটি মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

উপরিবর্ণিত উদ্দেশ্য সম্মুখে যে তারিখের ঘোষণার প্রস্তাব, পশ্চিম আফ্রিকার রাজপুত, পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক অঞ্চলে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে। এই সকল কোম্পানীর প্রতিটি ১০০ পাউণ্ড মাননীয় মূলধন লইয়া গঠিত হইবে। তবে অংশ আকারে সমস্ত ইহাদের অর্থ-সাহায্য করিবে এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনে অর্থ যোগাইবে। সমস্ত উদ্যোগকে এই সকল কোম্পানী সম্মুখে রহিয়াই স্ব স্ব অঞ্চলে সমস্ত কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। প্রত্যেক কোম্পানীর এক জন চেয়ারম্যান ও তাঁর জন ডিরেক্টর লইয়া একটি বোর্ড থাকিবে। চেয়ারম্যান সাধারণ সমস্ত হইবেন। বাকী চারজন ডিরেক্টরকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হইতে হইবে।

দিল্লী

রাজধানীর একটি ঘটনাবহুল সপ্তাহ—শ্রীযুক্ত চেট্টির পদত্যাগ—পার্লামেন্টে নূতন বিল-সমূহ আনয়ন—কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪ অগাষ্ট—দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে বিগত বৎসরের প্রারম্ভে যত একটি সপ্তাহের মধ্যেই রাজধানীতে যত গুরুতর ঘটনার উদয় হইল। একদিকে চলিয়াছে রাজনীতি বিষয়ের উৎসব, অন্যদিকে অভিজাতগণ ইত্যাদি, অন্যদিকে কাশ্মীর ভারতের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পেশ করিতে যাত্র। পার্লামেন্টে কর্মব্যস্ততা চলিতে লাগিয়াছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিল গৃহীত হইল। যদি ও যদিষ্ণু দ্রব্য সংক্রান্ত বিল এবং উহা যেমন শিল্প বিল নিয়েই কমিটিতে প্রেরিত হইল। ইহাতে চুক্তি সম্পর্কে ঢাকার প্রস্তাবের উপর বিতর্ক ও প্রস্তাব গ্রহণের পর অবশেষে মুদ্রানীতি সম্পর্কে আলোচনা হইল। পার্লামেন্টে সমস্ত আলোচনা হলোয়ায় প্রথম বইয়া উঠিল শ্রীযুক্ত চেট্টির পদত্যাগ। শ্রীযুক্ত চেট্টির প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব অস্বীকার ও প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্তসার আবশ্যিকতা। ইহা অত্যন্তটির প্রথম বিশ্লেষণ যায়,—ইহা বিস্তারিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ পার্লামেন্টারিয়ান এবং ছাড়াও পার্লিমেন্টারী সমস্যার ক্ষেত্রে হইতে উদ্ভূত। উদ্দেশ্যই ইহা যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন যে বেতনভোগী আনুষ্ঠানিক ও শাসনতান্ত্রিক আইনের সমস্ত [illegible] সম্পর্কে সমস্যার অত্যন্তগভীর অর্থের সন্ধান করে।

শ্রীযুক্ত চেট্টির প্রস্তাবগুলির সম্পর্কিত উপলব্ধ যথেষ্টপূর্ণ হইয়াছে। তবে প্রথমেই আমরা যে প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা সরকার কর্তৃক বিধির প্রস্তাব হওয়ার পর মূলত সম্পর্কে আলোচনা সমীচীন হইত। অবশ্য সরকার মনোভাব হইয়াছে "এই অবস্থার তথা-কথিত পরিস্থিতিতে" এই মূলবাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে তিনি উহাকে প্রস্তাবের অর্থ করিয়া তুলেন। বৈদেশিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিবার সমস্যাটি। অবশ্যই এই প্রতিপক্ষ হবে করেন। তিনি বলেন যে এই বিনিময়ের ফলে মূলধন পলায়ন হইবে প্রস্তাবকারী বক্তব্য হইতেছে অবশ্যই অবশ্যই এই ধারণার কোন কারণ নাই। প্রস্তাবে এই বিনিময় সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে এই ধারণার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া তিনি করেন না। তিনি আর্থিক ও সামাজিক স্তরে যে সম্পর্কে আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। সামাজিক অর্থনীতিবিদরা ও স্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিলিত হইয়াছেন। পরিষদ কার্যকরী প্রস্তাব প্রত্যেক করিয়াছে।

শ্রী এম ডি থাকচিন যদি সরকার বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের সমক্ষে বলিতে উঠিয়া সরকার যদি সম্পর্কিত নীতি পর্যালোচনা করেন: তিনি বলেন যে ভারতের যদি সম্পদের যেরূপ উপযোগ হইতেছে না, তেমনি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক এবং নিরাময়ক প্রথা প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই। মাদ্রাজ কারখানি যদিজাত দ্রব্যের মূল্য তুলনায় যদিজ দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক অ যদিজ দ্রব্যের দাম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হই তাহার বিক্রয় প্রাতিষ্ঠানিক সরকারের ফলে সম্পূর্ণ করা চলে না। শ্রীযুক্ত থাকচিন বলে যদিজ তৈলের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তিনি আরও বলেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এই কাজের ভার গ্রহ করিবে বলিয়া তিনি যে আশা করিয়াছিলেন আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। যদিজ দ্রব্যের কাজে প্রথমে যে প্রকৃত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহারই প্রতি ধারণাকরণ। প্রস্তাবিত বিলের বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিবেন এবং প্রস্তাবে যদি সমস্ত কারখানা তাহা চালাইয়া যাইবেন। যদিজ যদি সম্পদের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যদি সংরক্ষণ শ্রেণীর সমস্ত কারখানে এই কাজে অনুসরণ হয় তাহা ক্ষেত্রে করিবেন।

৯ই মূলধনীর কাজ যেরূপ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত বিলের প্রস্তাব হইয়াছে, উহা কেন্দ্রীয় বিষয়ে আসে, একটি কেন্দ্রীয় যেরূপ যেই যদি কর ও তাহার সরকারের যেরূপ অধিকতর মূলধনিয়ন্ত্রণ

চেষ্টা করা। তার যুক্তি এই সম্পর্কে বলেন যে ... লক্ষ পাউণ্ড লোক উৎপাদন করে এবং ... হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড লোক আমদানি করে। ... লোক বিক্রয় হয় প্রতি পাউণ্ড ৩০ টাকায়, ... আমদানির লোকের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৫ টা। ... যাবে উৎপাদিত ও আমদানির ... মূল্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ... উঠিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে ... উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিদেশ হইতে ... হয়।

সাম্প্রতিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আলোচনা ... মনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ভারত ... বিরোধিতা করিতেছেন। কমিশনের সুপারিশ ... ভারত ও পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ... বরাদ্দ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-চুক্তি ... বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি নীতি গ্রহণ ... কমিশনের সহিত আলাপ-আলোচনা ... এবং আবার সৃষ্টি করিতে হইবে ভারতের ... কাশ্মীরে জনসাধারণের স্বাধীন মতামত ... উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তবে যাইতেছে ... সরকার কমিশনের নিকট এই অভিমত ... ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পাকিস্তান কাশ্মীরে হইতে সামরিক ... বৃদ্ধি করিয়া আগামী ১৫ই জুলাইয়ের ... সম্পন্ন করিয়াছে। এই প্রস্তাবে ... ভুল হয় উহা সরকার অবশ্যে উচিত মনে ... ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সামরিক ... লাভ করিবার আগ্রহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকা ... কিন্তু পাকিস্তান ইহার উদ্দেশ্য আরও ... বৃদ্ধি হয় করিয়াছে। উক্ত সরকার ... বিরোধিতা প্রস্তাব যদি পূরণ হয় তাহা ... তাহে সরকার বৃদ্ধিরোধ সম্বন্ধে পাকিস্তান ... হয় সত্তা ও অসত্য প্রচারের উপর গুরুত্ব ... করিয়াছেন।

...

...ধীনতা উৎসব—পতাকা অভিবাদন ও ... প্রধান অঙ্গ—টেলিফোনের কল-... নূতন বৎসরটির বিশেষত্ব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

...ই, ১৫ই আগষ্ট—১৯৪৭ সালে ভারতের ... আনন্দোৎসব অনুষ্ঠান যেমন সমস্তটার ... সহিত জড়িত প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী ... উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার ও ... প্রতিষ্ঠান একযোগে এই পবিত্র দিবস উদযাপন ...

পতাকা অভিবাদন ও পুষ্পোপহারই ছিল এই ... প্রধান অঙ্গ।

... মহা পরিষদ-ভবনের প্রাঙ্গণে একটি ... ছাত্র যোগদান করেন। এবং ইহা প্রদেশ-... উৎসবের আরম্ভেই প্রতীকস্বরূপ। এই ... হইতে যোগী প্রদেশে স্বাধিকের ... সংখ্যা আরও দশ লক্ষ বাড়িয়া যাইবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে স্বাধীনতার এক বৎসর ... বিদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের ... দশ লক্ষ চরকা প্রতিষ্ঠার প্রকল্প করেন। প্রাইজ-... গুলি খুবই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক হইয়াছিল। ... বৎসরের শিল্প, শিল্প, কৃষি, শ্রমিক কল্যাণ ও গ্রাম ... প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কি পরিমাণ উন্নতি-... সক্ষম হইয়াছেন তাহাই প্রাইজ-গুলিতে ... করা হইয়াছে। অপর একটি প্রাইজ-পত্রে ... পরলোকে কিভাবে সমাদর প্রদর্শন করা ... এবং পরাজয় কিভাবে উদ্যোপন করা হইবে ... বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরের শেষে কেন্দ্রীয় সরকার যেমোইয়ে ... 'ওলপ্রুফ' ঘর ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা ... করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইঞ্জিনীয়ারেরা এই ... সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন। ... প্রতি ঘরের নিম্ন পাইপ ইস্পাতনির্মিত ... বিদ্যুৎ চলিবে। যেমোইয়ে টেলিফোন প্রতিষ্ঠিত ... পর হইতে এখানে যে 'ম্যাচ বেঁধে' চালু ছিল, ... সরকারের একাধে সেই ব্যবস্থা চালু রাখিবার পক্ষে ... অভিমতপ্রকাশ ও ভলিভাতে 'ফল' প্রতি ঘরের নিম্ন ... প্রচলিত। এই ব্যবস্থার সুবিধা হইয়াছে যে, ... টেলিফোন লাইন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হইয়া ... না। অন্যদিকে ইহাতে লাইনে বন্ধতা আবদ্ধ ...

গত বুধবারে সমাজতন্ত্রীদল কর্তৃক একবিংশের ... নূতন বন্দরটি অধিকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ৮,৫১,০০০ ... ভবিষ্যতের মধ্যে মাত্র ১,০০০ জন অনুপস্থিত ছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং, খাদ্য ও রাসায়নিক প্রভৃতি কারখানার ... লোকই উপস্থিত ছিল। মালিকেরা বিশেষ ... কারণের কয়েকটি ব্যতীত কারখানা বন্ধ রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ. এল. রুস বলেন যে যুদ্ধ-উত্তর ... হইতে আজ পর ১৮ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ... বিনা আয়াসে কর্তৃক উহা এমন কোন অবস্থা ... বলিয়াও ঘোষিত হয় নাই, যাহার ফলে শিল্প-... অন্তর কারণ ঘটিতে পারে।

আর্থিক দিক হইতেও বন্দরটি ঘোষণা করিবার পর ... সমাজতন্ত্রীদের যথোপযুক্ত আদর ছিল না। ... বিরোধীই এই বন্দরটির প্রধান কারণ নহে। ইহা ... সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং যেমোই পৌর-সভার রাজনীতি ... লইয়া কংগ্রেসপন্থীদের ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যে ... বিরোধ বর্তমান, তাহা হইতেই এই বন্দরটির উদ্ভব। ... ছিলেন মাসে একবিংশের নূতন বন্দরটি যথেষ্ট ... সাফল্যলাভ করিয়াছিল—কেননা শ্রমিকদের অধি-... কাংশকেই সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করা ... হইয়াছিল। তাহার পর হইতে অবস্থার পরিবর্তন ... ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক সরকারকে শিল্পবিরোধ নিবারণ ... করে "বেঙ্গল মোর" ইত্যাদি বিধিক করিবার ভূমিকা ... দেওয়া হইয়াছে, সমাধ্যবাতার ... সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে এবং শ্রমিকদের ... পুরণ-চেষ্টা ... ত্রুটি ঘটিতেছে না। ... মাসের বন্দরটি শ্রমিকদের বিপুল সমর্থনের ... বিবেচনা করিয়া এবং আরও অধিকতর সমর্থন ... লাভের আশায় সমাজতন্ত্রীদল বন্দরটি আগামীর ... করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এইবার সম্পূর্ণভাবে ... বিফলমনোরথ হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে সমাজতন্ত্রীরা ... কোন শিক্ষালাভ করিবেন কিনা তাহা ভবিষ্যতে ... দেখা যাইবে।

ওয়াশিংটন

ভারতীয় পাট ব্যবসায়ের সম্ভাব্য বিপদ।

ওয়াশিংটন, ১৮ই আগষ্ট—বার্ষিক বিবরণে বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে যুদ্ধোত্তর মূল্য ও আয়তনের খলিয়ার ব্যবহারে যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানের কাঁচা পাট রপ্তানির বাজারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান পৃথিবীর সমস্ত কাঁচা পাট সরবরাহ করিয়া থাকে। যুদ্ধোত্তর মার্কিন, ব্রিটেন ও অন্য দেশে ভারত কাঁচা পাট বা চটের থলিয়ার পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে তুলাজাত থলিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধি বিশেষ আশা করে যে খাদ্যশস্য প্যাক করার কাজে অনেক বৎসরের জন্য তুলাজাত থলিয়ার ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। তাছাড়া ভারী পাদ্যে প্যাক করার কাজে বিশেষভাবে প্রস্তুত কাগজের থলিয়ার ব্যবহারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

চটের মূল্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তী তুলাজাত থলিয়ার হইতে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলেও চটের থলিয়া তৈয়ারীর দিক হইতে ভারতবর্ষের পথই যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন ভারতীয় চটের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারও হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ-পূর্ব কালের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে এই জন্যে তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১ জন্যের বাৎসরিক গড় হইতেছে ১৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৭ সালে ইহা ৪৮০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছায়। এই বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসেই জন্যের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ববর্তী একটি সম্পূর্ণ বৎসরের জন্যের সমান। ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই প্রথমত এই চট জন্মান হইয়াছে। এখন কি এশিয়ার থলিয়ার বাজারেও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যি-বাজার বিস্তৃত হইয়াছে। যুদ্ধের এবং ফিলিপাইনের চট জন্মান করা হইয়াছে। বার্ষিক বিবরণের মতে ১৯৪৭ সালের পাট উৎপাদন বিশ্বের অন্যান্য বৎসরের তুলনায় সর্বাধিক এবং তাই বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণও ১০০ লক্ষ হইতে ১১০ লক্ষ পাউণ্ডে হইবে। উদ্বিগ্নির পরিমাণ পাট উৎপাদিত হইতে পৃথিবীর পাট সরবরাহে প্রচুর বৃদ্ধি দেখা দিবে।

করোমেণ্ডল ও আসামে যুদ্ধপূর্ব কালগুলিতে ... পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইত। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পাটের হিসাবে ইহা ছিলকরা ১ ভাগ হইবে। ১৯৪০ সাল হইতে ব্রেজিলে পাট উৎপাদনের ... চলিতেছে। এই বৎসরে ২০০ লক্ষ পাউণ্ড পাট উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। তবে ব্রেজিলের উৎপাদিত পাট থলিয়ার কোনও জন্যি করা হয় নাই। দেখা যাইতেছে বেশ্‌নিবাসের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন পাকিস্তান-উৎপাদিত পাটের ... বাজারকে থাকিতে পারে না। সুতরাং উক্ত ভবি-... সম্বন্ধে পাট সম্পর্কে একটা ... সাবধানতা ... একান্ত আবশ্যক। কেন না চটের থলিয়ার ... যে ...

ভারতের দেশীয়রাজ্য সমস্যা

স্বাধীনতা লাভের পর কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, দেশীয় রাজ্য সমস্যাকে তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা বলা চলে। কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদ লইয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতেই ইহার গুরুত্ব বোঝা যায়। এই সমস্যার আশুসমাধান না করিতে পারিলে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কিছু আশঙ্কা আছে এবং সে আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের সকলেই উদ্‌গ্রীব এবং সকল পক্ষই দেশীয়রাজ্য বিলোপের স্বপক্ষে কিছুনা কিছু যোক্তিকতার সহিত এই সমস্যা সমাধানে অবতরণ করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অনেকেই ভাবিতেই পারেন নাই, এতগুলি তথাকথিত স্বাধীন দেশীয়রাজ্যকে এতাবে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে এবং তাহাদের রাজ্য শাসন ব্যবস্থার এরূপ আকস্মিকভাবে পরিবর্তন সাধন করা যাইবে। কিভাবে যে এ অসম্ভব সম্ভব হইল বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের বিবৃতিতে ইংরেজ সরকার দেশীয়রাজ্যগুলি সম্পর্কে ১৫ই আগষ্টের পর তাহাদের সাম্রাজ্যোপযোগের সমাপ্তি ঘটিবে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়রাজ্যগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবৃতিতে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, কোন রাজ্য স্বাধীনভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন ও যানবাহন চলাচল এই তিনটি বিষয়ে তাহাদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। এই সকল বিষয়ের জন্য দেশের জনবল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে, এক হয় ভারতীয় রাষ্ট্রের না হয় পাকিস্থানের সহিত যোগ দিতে হইবে। ভারতের কিংবা পাকিস্থান, যে-রাষ্ট্রে তাহারা যোগ দিবে সে রাষ্ট্রের আইনসভায় প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য একটি আসন, এই হিসাবে দেশীয়রাজ্যসমূহের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকিবে। এই বিবৃতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনমতের কোন স্থান নির্দেশ করা হয় নাই।

দেশীয়রাজ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড পেটেল নূতন শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেন। তিনি দেশীয়রাজ্যের রাজাদিগের বৈদেশিক কর্তৃত্বের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, কর্তৃত্ব ইংরাজের হাত হইতে অপসারিত হইয়া রাজন্যবর্গের হাতে আসিবে না, রাজ্যের জনসাধারণের হাতেই প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকিবে এবং রাজন্যবর্গকে সেই জনসাধারণের হাত অর্থাৎ বর্তমান ভারত ইংরাজের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে তাহাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ন্যূনতম হ্রাস তাহাদিগকে বিশেষ দুঃখিত করিবে। তাহাদের অধিকাংশ অবশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু যে সকল রাজা তখনও সিদ্ধান্তের কোন রাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই তাহাদের সম্বন্ধে করিয়া চলনবীজন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ১৫ই জুন ১৯৪৭ প্রদত্ত একই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যদিও বলিয়াছিলেন তাহার সহিত এই "দেশীয়রাজ্যের কর্তৃত্বসম্পর্ক ভারতের অথবা পাকিস্থানের সহিত যোগ দেওয়া ভিন্ন পথ নাই এবং যোগের প্রস্তাবের জন্য উপেক্ষা করিবারও উপায় নাই।"

ইংরাজ আমলে জনমত উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তের যেরূপ সুবিধা অনুসারে যে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল ইংরাজ শাসনের অবসানে তাহারও শেষ হইয়া গেল। স্বাধীন হইল, সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং জুনাগড় রাজ্য সকল রাজ্যই ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিয়াছিল।

দেশীয়রাজ্যগুলির ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অন্যান্য সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভারতবর্ষে ৫৬৫টি স্বাধীন দেশীয়রাজ্য ছিল এর মধ্যেকার অধিকাংশেরই আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক হইতে পৃথকভাবে টিকিতে পারে না। দেশের মধ্যে রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করিয়া এক একটি প্রশাসন গঠন এবং ইতিমধ্যে কোন কোন রাজ্যকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এই প্রচেষ্টায় দেশীয়রাজ্য সমূহে বসবাসকারী জনসাধারণ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে। অবশ্য কয়েক এরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথমে রাজী হয় নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের সে আপত্তি রক্ষা করা যায় নাই। ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য গতির ফলে এবং সমস্ত দেশীয়রাজ্যগুলিই বহু একত্রীভূত হইয়া বা প্রদেশে পরিণত হইয়াছে, আর যা রয় তাহা বিশেষে বর্তমান প্রদেশগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়া সর্দার পটেলের আমলে দেশীয়রাজ্য বিলুপ্ত বিরাছে। কিন্তু সর্দার পটেলের দুঃখ এই যে বিস্তর তিনি দিয়া যাইতে পারিলেন না।

দেশীয়রাজ্যসমূহের একত্রীকরণ উড়িষ্যা প্রদেশ প্রবন্ধে আছে যে, পূর্বে উড়িষ্যার ২৩টি রাজ্যের ১৪,০০০ বর্গমাইল আয়তন, ৮০ লক্ষ লোকসংখ্যা ও ১১ লক্ষ টাকার আয় লইয়া উড়িষ্যা প্রদেশ সংযুক্ত হইল। ছত্তিশগড়ের ১৭টি দেশীয়রাজ্য মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত হইতে সময় লাগে ১ বছরের। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই সকল অঞ্চল কার্যতঃ হইয়াছে উড়িষ্যার এই রাজ্যের উড়িষ্যা প্রদেশে যোগ দেওয়ার ফলে প্রকৃত উ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	... ...	...২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	... ...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	... ...	২৫,০০,০০০৲ টাকার উপর

—শাখাসমূহ—

পশ্চিম বঙ্গ
বড়বাজার (কলিকাতা)
ডালহৌসী
বালীগঞ্জ
ভবানীপুর ষ্ট্রীট
হাইকোর্ট
হাইকোর্ট
কালীঘাট
ফুলবাগান
কলেজস্কোয়ার
কলেজস্কোয়ার

বিহার
পাটনা
বস্তা

উড়িষ্যা
কটক

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
নাগপুর
নাগপুর সিটি
অজনসুর
অজনসুর ক্যান্টনমেন্ট
চান্দপুর
অমরাবতী

বোম্বাই
বোম্বাই (বোম্বাই)
কলবাদেবী
ভাওয়ার রোড
আহমেদাবাদ
মধ্যে মাকেট
(আহমেদাবাদ)
সুরাট

আসাম
গৌহাটী
শিলচর

দিল্লী
দিল্লী
দরিয়াগঞ্জ (দিল্লী)

পূর্ব পাঞ্জাব
অমৃতসর

রাজপুতানা
আজমীর

মাদ্রাজ
মাদ্রাজ

সংযুক্ত প্রদেশ
এলাহাবাদ
হাউস (এলাহাবাদে)
লক্ষ্ণৌ
আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)
বেরিলি
মোরাদাবাদ
মেরঠ রোড (গাজিয়াবাদ)
বারেলী

পূর্ব বঙ্গ (পাকিস্তান)
ঢাকা
চট্টগ্রাম

নূতন প্রভেন্টস্—সিন্ধ্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি। কোন কোন দেশীয় রাজ্য সম্প্রতি ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে উচ্চতর দেশীয়রাজ্য সংসদে যোগ দান করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বিচ্ছিন্নতার ফলে ঐ অনুষ্ঠানের সভা হইতে পারে নাই। ইহা প্রসঙ্গে একথাও বলিতে হয় যে এখনও প্রদেশ পুনর্বিন্যাস স্থগিত হয় নাই। তবে আশা করা যায় শীঘ্রই এর পরিবর্তন করিবে।

উড়িষ্যা এবং ছত্তিশগড় রাজ্যসমূহের প্রদেশাকরণ ভারতের অন্যান্য অংশের ছোট ছোট রাজ্যগুলি বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইতে রাজী হওয়ার ফলে সম্ভব হইয়াছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী বারাণসী বিভাগের সহিত যুক্ত হইল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই রাজ্যের সাতারা পুনা সোলাপুরের অন্তর্ভুক্ত হইল। এবং সাতারা বোম্বাইয়ের সহিত যুক্ত হইল। ইতিমধ্যে কোলাপুর রাজ্য ১৯টি রাজ্য যোগাযোগ করিয়া যুক্ত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল। কোলাপুরের মধ্যে ৮টি ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠন করিয়াছিল। ইহার পর কোলাপুর দক্ষিণের অবশিষ্ট ভাগের ১৮টি দেশীয় রাজ্য প্রদেশে যোগদান করিল।

ছোট বড় ২৫,০০০ রাজ্য লইয়াই পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ২ ১৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একত্র মিলিত হইয়া এই প্রদেশে গঠিত হইয়াছে পূর্ব পাঞ্জাবের ৪ পাতিয়ালা রাজ্যই বর্তমান ৩৫টি রাজ্য লইয়া এই প্রদেশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা একটি প্রদেশরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ৯ চীফ কমিশনারের অধীনে শাসিত হইতেছে। প্রদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই রাজপুত। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের ধর্ম ও ও রক্ষার জন্য ১০।১২ শতাব্দীতে বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল।—যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কোন প্রদেশে যোগদান করে নাই কিংবা একত্রীভূত হয় নাই তাহারা হইল :—সাবুর ঝ) জোহি বারওয়ানি, বেমবাল ও রামপুর বোল), ধলভূম (রাজপুতনা) কুচবিহার, ত্রিপুরা র্ধ মণিপুর ও খাসিয়া পার্বত্য রাজ্যসমূহ ধি)।

ই সমস্ত রাজ্য ব্যতীত পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্য বো সহিত যুক্ত হইয়া এক একটি "ইউনিয়ন" হইয়াছে। এই সমস্ত "ইউনিয়নে" যেসমস্ত রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত "রাজপ্রমুখ" অথবা সর্দারদের" নির্বাচিত করা হইয়াছে। ই "ইউনিয়ন" গঠনের উদ্দেশ্য হইল ছোট রাজ্য ে একত্র করিয়া তাহাদের আয়তন বাড়াইয়া বড় ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত "ইউনিয়ন" অন্যান্য পর মত শাসিত হইবে না। রাজবংশের মধ্যে ে রাজপ্রমুখ হইবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করি- জন মন্ত্রিসভা থাকিবে। এই একত্রীভূত দ্বারা নিজেদের আইনসভা থাকিবে এবং সেই সভাই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে। যে সমস্ত একত্রীভূত হইবে তাহাদের মোট আয় বার্ষিক ৩ কোটি টাকার কম হইবে না। যেসমস্ত রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার কম হইবে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বিশেষ অবস্থায় এই সমস্ত একত্রীভূত রাজ্যের আইনসভার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এইভাবে একদিক হইতে এই সমস্ত একত্রীভূত রাজ্য অন্যান্য প্রদেশের মত ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনেই থাকিতে বাধ্য হইবে।

এই ব্যবস্থার ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) কাথিয়াবাড়ের রাজ্যসমূহ একত্রীভূত হইয়া 'সৌরাষ্ট্র ইউনিয়ন' গঠিত হইয়াছে। কাথিয়াবাড়ের শাসন অনুসরণ করিয়া ১৭ই মার্চ [১৯৪৮] আলোয়ার, ভরতপুর, ধোলপুর এবং করৌলী একত্রীভূত হইয়া 'মাৎস্য ইউনিয়ন' স্থাপিত হইয়াছে। ভরতপুর এই রাজ্যের রাজধানী এবং ধোলপুরের মহারাজা রাজপ্রমুখ নির্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৯ জন মন্ত্রী নির্বাচন করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে শাসনভার করিবার জন্য ভারত সরকার একজন শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মেবার ও মুকুন্দগড়ের একটি রাজ্য লইয়া ১৯৪৮ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে 'মিবারপ্রদেশ' গঠিত হইয়াছে। ২৫এ মার্চ [১৯৪৮] প্রায় রাজস্থান ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৮ই এপ্রিল মেবার যোগদানের আগে অন্য তিন পুনর্গঠিত হয়। উদয়পুরের মহারাজা প্রথম রাজপ্রমুখ এবং কোটার মহারাজা প্রথম উপ-রাজপ্রমুখ নির্বাচিত হন। ২৯এ মে [১৯৪৮] কোলাপুর, ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয়রাজ্য সংযুক্ত হইয়া মধ্য ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই ইউনিয়ন গঠন ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাতে মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে একত্রীভূত করা হইয়াছে।

পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাবের অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও একত্রীভূত করা হইয়াছে। এই নূতন ইউনিয়নের কোন নাম এখন পর্যন্ত স্থির হয় নাই। এই রাজ্যের আইনসভা ইহাদের স্থির করিবে। পাতিয়ালার মহারাজা রাজপ্রমুখ নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমস্ত রাজ্যগুলির একত্রীকরণই ভারতবর্ষের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই একত্রীকরণের পরবর্তী যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সে সমস্ত সমস্যার সমাধানই হইবে প্রকৃত সমাধান।

কিন্তু এই একত্রীকরণের মূল্যও তাই বলিয়া কিছু কম নয়। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভেদের মধ্যে আমাদের বিচ্ছেদ এবং আত্মকলহই আমাদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ। দুর্দিনের এবং রাজনৈতিক ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতাকে বিলোপ করিবার সুযোগই বিদেশীরা এদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুসলমান এবং ইংরাজের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কারণ একই।

ভারতীয় হিসাবে চিন্তা করিতে এতদিন আমরা শিখি নাই,—সেই কারণেই এর দীর্ঘদিনের পরাধীনতা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে। এই পরাধীনতার শেষে নূতন স্বাধীনতার প্রাথমিক আবহাওয়ায় ভারতীয় হিসাবে চিন্তা করিবার ও একত্রীভূত হইয়া দান করিবার শিক্ষাই প্রথম গ্রহণ করা দরকার। এই অবস্থায় স্বাধীন রাজ্যগুলির একত্রিত হওয়া, বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ভিন্ন প্রদেশরূপে গঠিত হওয়া নূতন আশার সঞ্চার করে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস। ১৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের

বিশেষ সুবিধাজনক সর্তাবলী :

- মাত্র ১০৲ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৫০৲ টাকা ন্যূনতম জমা থাকিলে চেক বহি দেওয়া হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কে, এন, সেন
জেনারেল ম্যানেজার

স্বাধীন ভারতের আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নির্দেশ

স্বাধীন ভারতের আগামী সাধারণ নির্বাচনের ভোটার-তালিকা প্রণয়নের জন্য গণনাকারীদের কার্য পরিচালনার নিমিত্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে নির্দেশাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, সম্প্রতি সরকারী বক্তব্যধারায় পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনযন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারীভাবে তাহা প্রচার করেন।

উক্ত সরকারী নির্দেশাবলীতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত অবতরণের পৌরাধিকার লাভের প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ভারতে কেহ স্থায়ী বসতি-স্থাপন করিলে কেবল তাহার দরুনই নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জন করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে আর কোন যোগ্যতার আবশ্যক হয় না।"

উদাহরণের স্বরূপ ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করিবার ইচ্ছার লিখিত ঘোষণা পেশ করার বিষয়ে নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে, "ঐরূপ ঘোষণা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে সংশ্লিষ্ট অধিকারের নিকট পৌঁছিতে যাহাতে কোন বেগ পাইতে না হয়, তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকার সকল গণনাকারী, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, সভাপতি-পঞ্চায়েৎ, সাব-রেজিস্ট্রার, মাতৃকা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে ঐরূপ ঘোষণা গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।" সরকারী কর্মচারীদের ভোটারতালিকাভুক্ত করা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা বর্তমানে যে অঞ্চলে বাস করিতেছেন, সেই অঞ্চলেই তাঁহাদের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারিবে, তাঁহাদের ঐ অঞ্চলে বসবাসের কাল ধরা হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্দেশাবলীতে ভোটার-তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে গণনাকারীদের কার্য পরিচালনের নিমিত্ত প্রশ্নমালা নির্দেশিত হইয়াছে। ঐ প্রশ্নমালা প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা, অবতরণে পৌরাধিকারীদের সম্বন্ধে, ডোমিসাইল সূত্রে পৌরাধিকারী সম্বন্ধে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এবং সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, এই নির্দেশাবলী বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

সরকারী ঐ নির্দেশাবলী ও প্রশ্নমালা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গণনাকারীদের কার্য পরিচালনের নিমিত্ত প্রশ্নমালা

১ম ভাগ : সাধারণ—অবতরণে পৌরাধিকার।

১। (ক) আপনি কিংবা আপনার পিতা কিংবা মাতা, কিংবা আপনার পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীদের কেহ ভারতীয় ইউনিয়নে অবতরণ করিয়াছেন কি?

উত্তরে কেহ 'না' বলিলে তাঁহাকে ভোটার-তালিকাভুক্ত করিবেন না।

১। (খ) ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নে আপনার পিতা কিংবা আপনার পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীদের কেহ পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল কিংবা অন্য দেশে অবতরণ করিয়াছেন কি?

উত্তরে কেহ 'না' বলিলে তাঁহাকে ভোটার-তালিকাভুক্ত করিবেন না।

১। (গ) ভারতীয় ইউনিয়নে আপনার নিবেশ (ডোমিসাইল) আছে কি?

উত্তরে কেহ 'না' বলিলে তাঁহাকে ভোটার-তালিকাভুক্ত করিবেন না।

৩। (ক) এই নির্দেশের ক্ষেত্রের (ইউনিটের) মধ্যে আপনার কোন বাসস্থান আছে কি?

৩। (খ) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে আপনি ঐ নির্দেশের অন্যূন ১৮০ দিন বাস করিয়াছেন কি?

ব্যাখ্যা—এই ১৮০ দিন একাধিকক্রমে না হইলেও চলিবে।

উত্তরে—৩ (ক) অথবা ৩ (খ) প্রশ্নের উত্তরে কেহ 'না' বলিলে তাঁহাকে ভোটার-তালিকাভুক্ত করিবেন না।

৪। আপনার নাম কি?

৫। আপনার স্বামী অথবা পিতার নাম কি?

ব্যাখ্যা—বিবাহিতা মহিলার বেলা পিতার নামের পরিবর্তে স্বামীর নাম লিখিতে হইবে।

পিতার বেলা (ইংরাজী তালিকায়) 'F' এবং (বাংলা তালিকায়) 'পি' এবং স্বামীর বেলা (ইংরাজী তালিকায়) 'H' এবং (বাংলা তালিকায়) 'স্বা' এই সঙ্কেত ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। পুরুষ না স্ত্রী?

পুরুষের বেলা (ইংরাজী তালিকায়) 'M' এবং (বাংলা তালিকায়) 'পু' এবং স্ত্রীলোকের বেলা (ইংরাজী তালিকায়) 'F' এবং (বাংলা তালিকায়) 'স্ত্রী' এই সঙ্কেত ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। মুসলমান অথবা তফসীলভুক্ত জাতি অথবা তফসীলভুক্ত উপজাতি' ব্যাখ্যাধীন স্থলে 'ঙ' এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

[ভোটার-তালিকায় নির্দেশের (অথবা) = (ক) (খ) ও (গ) (ঘ)]

৮। আপনার বয়স কত?

[illegible] বিবেচনার নির্দিষ্ট [illegible] ভিন্ন হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৮, বয়স যথেষ্ট হইবে।

১। ভারতীয় ইউনিয়নের স্থায়ী অধিবাসীর স্ত্রী কোন ভারতীয় আছে কি? থাকিলে তাহার ঠিকানা কি?

২য় ভাগ : নিবেশ (ডোমিসাইল) সূত্রে পৌরাধিকার

ব্যাখ্যা

(ক) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১১এ মে তারিখের ৪৩০ (১)এ আর বং আদেশলিপির দফা পরিশিষ্টের ১০ প্রকরণে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদনুসারে কেহ এই যেরূপ স্থায়ী বসতি স্থাপন করিলে তিনি ভারতে নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জন করিতে পারিবেন। এইরূপ স্থায়ী বসতি স্থাপন করা হইলেই নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে আর কোন যোগ্যতার আবশ্যক হয় না। নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন :—

"আপনি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্য স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছেন কি?"

উত্তরে কেহ "না" বলিলে তাহাকে ভোটার-তালিকাভুক্ত করিবেন না।

"ভারতীয় ইউনিয়নের অন্য স্থায়ী বসতি স্থাপন" বলিতে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্য যেকোন স্থানে বসবাস করাকে বুঝাইবে। এই স্থানে বসবাস করার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে, নিবেশ কোন স্থানে অবস্থানের উপর নহে।

(খ) ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২য় ভাগের ৩১ ধারায় নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জন করিবার একটি বিশেষ প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ স্থলে পশ্চিমবঙ্গের ইলেকটোরাল-রোলসের যত রেজিস্ট্রেশন অফিসে (রেজিস্ট্রেশন) আবেদন করা হইবে এই বিশেষ প্রণালীতে নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জন করিতে হইলে প্রথমে সম্বন্ধে [illegible] করা আবশ্যক। সাধারণতঃ, এই ধরনের লোক [illegible] করা হইবে এবং ইঁহারা ইলেকটোরাল-রোলসের [illegible] রেজিস্ট্রেশন অফিসে যে ঘোষণা দাখিল করিবেন নিবেশের নিমিত্ত (ডোমিসাইল) অর্জনের নিমিত্ত প্রমাণ করিবার ভার তাহার বক্তব্যের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন।

(গ) ইহা ছাড়াও যে অন্যান্য ব্যক্তিরা পেশা সম্প্রতি অন্যত্র আসিয়া করিয়াছেন তাহার প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া [illegible] হইয়াছে যে তাহাদের জন্য নিবেশ (ডোমিসাই অর্জনের ও সেই সঙ্গে পৌরাধিকার লাভের [illegible] নির্দেশক্রমে সকল একটি প্রণালীর ব্যবস্থা ব হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় আগামীর তারিখের পূ ইহারা ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে ভারতীয় ইউনি নিবেশ (ডোমিসাইল) অর্জনের ইচ্ছা নিজে ঘোষণা করিয়া দাখিল করিলে এবং ঘোষণার তারিখের পূ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে অন্যূন এক বছর ব তাঁহারা দাখিলে ভারতীয় ইউনিয়নের নিবেশ নির

নিবন্ধন সম্পর্কে ভারতের শাসনতন্ত্রের বিধানের আর্টিকেল হইতে উদ্ধৃত অংশ যাহা এই পত্রের (৮৭) সাধ্যায় দেওয়া হইয়াছে তাহা ।] এই ঘোষণার বিষয় (বস্তু) কিরূপ হইবে তাহাতে বক্তব্যরিষয় এখনও "নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই কিন্তু কেহ এখনই এই ঘোষণা করিতে চাহিলে তাহার অবশ্যই (অভিপ্রেতটি) জানিয়া করিবে যে ইহা জানিয়া করিলে তিনি পার্লিয়ামেন্টের পরবর্তন (এমেন্ডমেন্ট) প্রস্তাবের জন্য তিনি ইহাদের নিকট হইতে অনুরোধপ্রাপ্ত পাসপোর্ট (ইত্যাদি) উহা গ্রহণ না করিতে পারিবেন না। সুতরাং সোজাসুজি অধিকাংশই "আশ্রয়প্রার্থী" বলিয়া গণ্য হইবেন। উহাদিগকে ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা সম্পর্কে এই ভাবে আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভারতে কেহ স্থায়ী বসতি করিলে কেবল তাহার জন্যই তিনি বিদেশী নাগরিক) অর্জন করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে ঘোষণা যথেষ্ট। কিন্তু সরকারীভাবে এ ঘোষণা গ্রহণ করা হইলে তাহা যে-কোন সময়ে অন্যের নিকট বিক্রয় বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকতর প্রমাণের সমতুল্য হইবে।

স্থায়ী বসতি বিদেশী (ডোমিসাইল)—স্বামীর বসতি (ডোমিসাইল) স্ত্রীরও বিবাহিত অবস্থায় বসতি (ডোমিসাইল) হইবে। বিবাহের অন্য কোন পুরুষের মত নিজেদের জন্য পৃথক-বসতি (ডোমিসাইল) অর্জন করিতে পারেন।

৩য় ভাগ : আশ্রয়প্রার্থীদের

তাহাদের বসতি তালিকাতে আশ্রয়প্রার্থীদের নাম সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ।

বিশেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে :—

"তুমি কি একজন আশ্রয়প্রার্থী ?"

নির্দেশ :—"আশ্রয়প্রার্থী" বলিতে যে ব্যক্তি ভারতে তিনি যেখানে বাস করেন, সেখানে উপরের ন্যায় উপরের। অথবা তাহাতীয় ইউনিয়নে চলিয়া আসুন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

অন্যান্য ভোটারদিগকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আশ্রয়প্রার্থীদিগকেও সেই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইবে। কিন্তু ১ম ভাগের ২(ঙ) ও ৩(গ) প্রশ্ন ত হইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদিগকে ভোটার তালিকাভুক্ত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যে স্থানে বা গ্রামে স্থায়ী বসবাস করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিবেন সেই নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেকের কতকাল বাস করিয়াছেন, তাহা হে। বক্তব্যবিষয়ের অধিন হইতে নির্দেশ ইয়াছে যে, স্থায়ী বসতি ও গ্রামে স্থায়িভাবে গিয়ার ইচ্ছায় ঐরূপ ঘোষণা আশ্রয়প্রার্থীকে নাম করিতে হইবে এবং প্রাদেশিক সরকার রাজ্যপাল নির্দিষ্ট স্থায়িবসবাস অধিকারের নিকট পৌঁছিতে যাহাতে কোন বেগ পাইতে না হয় তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকার স্বরাষ্ট্রসচিব, ইউনিয়ন লোকের সভাপতি, সভাপতি-পদাধিকার, সাব-রেজিস্ট্রার, সাবডিভিশনাল অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে এরূপ ঘোষণা গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐরূপ ঘোষণা করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সুবিধার জন্য ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

৫। এই সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) আপনি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের ঘোষণা করিতেছেন কি ?

উত্তরে "হাঁ" বলা হইলে, নিম্নলিখিত ভাগ লিখিতভাবে ঘোষণা গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা

(খ) ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া আপনার কোন প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেট) আছে কি ?

উত্তরে "না" বলা হইলে, আশ্রয়প্রার্থীকে বসবাসকারীর নিকট হইতে প্রমাণপত্র দাখিল করিবার বলিতে হইবে।

৫। ঘোষণার ফল—ঘোষণার জন্য কোন টাকা পয়সা লাগিবে না।

[৪র্থ ভাগের ৬-কর্ম দ্রষ্টব্য]

৬। কিরূপে ঘোষণা করিতে হইবে—ঘোষণা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঘোষণা গ্রহণ করিবেন তিনি ঘোষণাকারীকে নিম্নলিখিত ফর্মে একটি রসিদ দিবেন।

৭। ঘোষণা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেট) দিতে হইবে তাহার ফর্ম।—এই প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

[৪র্থ ভাগের ৬-কর্ম দ্রষ্টব্য।]

৮। ভোটারের নাম তালিকাতে নাম লেখা।—অন্য সকল ভোটারের নামের সহিত আশ্রয়প্রার্থীদের নামও তালিকাতে লেখা হইবে। কিন্তু ভোটারের তালিকা। ফর্ম এর ২(ঙ) অং আশ্রয়প্রার্থীদের নামের পাশে (ইংরাজী তালিকায়) "A" এবং (বাংলা তালিকায়) "অ" এই সংকেত দিতে হইবে।

৯। আশ্রয়প্রার্থীদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা—বসবাসকারিগণ আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটার তালিকার একটি সাপ্লিমেন্ট প্রস্তুত করিবেন। ইহা মূল তালিকার অবিকল নকল হইবে। কিন্তু ইহাতে নাম আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কিত লিখনগুলি থাকিবে।

১০। আশ্রয়প্রার্থীদের এই তালিকাভুক্তি, ঘোষণার (বাতিল ও অন্যান্য) ফর্ম এবং উপরের বর্ণ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঘোষণার কোন প্রমাণপত্র বসবাসকারীর নিকট দাখিল করা হইয়া থাকিলে তাহা প্রমাণপত্রসহ এক-ডিস্ট্রিক্ট নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৪র্থ ভাগ : ৬-কর্ম

ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে……এর পুত্র…… আমি (আমরা) আমি নিবাস (পাকিস্তান) হইতে আমার সাধারণ বসবাস (পাকিস্তানে পূর্বে যেখানে বসবাস করিতাম) এবং ভারতের উপরে এবং পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি এবং আমি পশ্চিম বঙ্গের (সংখ্যা) সদর বা গ্রামের উদ্দেশ্য করিয়া) ……

…… ……এ তারিখে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার ইচ্ছা করি।

যিনি ঘোষণা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহার

স্বাক্ষর ……

পদের নাম ……

তারিখ ……

স্বাক্ষর: অথবা

বুড়া আঙ্গুলের

টিপসহি ……

ঠিকানা ……

তারিখ ……

৫ম ভাগ : ৬-কর্ম।

নিম্নরূপে বলা যাইতে পারে যে……

……পিতা ……

(পাকিস্তানে) পূর্ব নিবাস…… পশ্চিম বঙ্গ নিম্নলিখিত স্থানে ভারতের স্থায়িভাবে বসবাসের ইচ্ছা ঘোষণা করিয়া আমার নিকট…… তারিখে একটি ঘোষণা দাখিল করিয়াছেন।

(সদর বা গ্রাম) …… ……

যিনি ঘোষণা প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন তাঁহার

স্বাক্ষর ……

পদের নাম ……

তারিখ ……

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর বা বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি……

ঠিকানা ……

তারিখ ……

৬ষ্ঠ ভাগ : সরকারী কর্মচারী

১। সরকারী কর্মচারীদের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত করা—সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে যে অঞ্চলে বাস করিতেছেন, সেই অঞ্চলেই তাঁহাদের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারিবে। তাঁহারা ঐরূপ অঞ্চলে কতকাল বাস করিতেছেন, তাহা বর্তব্য নহে। তাঁহারা ভারতীয় ইউনিয়নে চাকুরী করিতেছেন, এই প্রমাণের উপরই বিচার করা হইবে যে, তাঁহারা ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই থাকিয়া যাইবেন।

২। সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রী এবং যেসব প্রাপ্তবয়স্ক পোষ্য সাধারণতঃ তাঁহাদের সঙ্গেই বাস করেন, তালিকাভুক্ত সরকারী কর্মচারীদের মতই ভোটার-তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। ইহারা কতকাল ভারতীয় ইউনিয়নে বাস করিতেছেন

সঙ্কলন

৩ বৎসর কালের মধ্যে মার্শাল ঋণ পরিশোধ করার চুক্তি

মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটেন আমেরিকা হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহা শোধ করার জন্য ব্রিটেনকে ৩৫ বৎসর কাল সময় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অর্থ সচিব ঘোষণা করিয়াছেন।

ঋণের সুদ বাবদ ১৯৫০ সাল হইতে বৎসরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

আরও জানান হইয়াছে যে, ১৯৫১ সাল হইতে ঋণের আসল টাকা কিস্তিতে শুধ করা হইবে এবং ১৯৮৬ সালের পূর্বে উক্ত ঋণ বা সুদ দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে না।

টনে ১৭০ পাউণ্ড চাউলের দাম ৭৪০ পাউণ্ড হলো!

ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে চাউলের টন ১৭০ পাউণ্ড চাউলের দাম ৭৪০ পাউণ্ড হইয়াছে। এক সংবাদে প্রকাশ যে, চাউলের মিল মূল্য সরকার বলেই বাড়ি আন্তর্জাতিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪ দিনের মধ্যে চাউলের বিক্রয় হইয়াছে।

এশিয়ার আর্থিক অগ্রগতি

জেনেভার এক সংবাদে প্রকাশ, এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও তাহার অর্থনৈতিক কমিশনকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবায়িত হয়।

১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যাপারে যাহাতে উন্নয়নকল্পে পার্শ্ববর্তী সুদূর শিল্প উন্নয়নের কাজ সহজ ও প্রসারিত হইতে পারে।

২। প্রত্যেক দেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং সঙ্গে কৃষির উন্নতি ও প্রসার হইতে হইবে যাহাতে সর্বসাধারণ উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করিতে পারে।

৩। দেশের ভিতর ও বাহির হইতে আবশ্যকীয় যে সকল বৈদেশমুদ্রার মোট পুঁজি, ঋণ ও সাহায্য সংগৃহীত হইবে।

৪। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও সুদূর প্রাচ্যের ও এবং পার্শ্ববর্তী বৈদেশমুদ্রার সহিত অন্যান্য দেশের সুযোগ উন্নতি করিতে হইবে।

পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাবলী অবলম্বন করার জন্য এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইল এই মর্মে সোভিয়েটের ভেটো হইতে

১। ঔপনিবেশিক ও অর্ধ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং সদ্যোমুক্ত দেশসমূহের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

২। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির সাহায্যে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জাতীয় শিল্প বিস্তার করিয়া ভূমি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবে এই সাহায্যের জন্য কোনরূপ সামরিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক দাসত্বের সর্ত করা চলিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, বিটিশমালয়, বেলজিয়াম, চিলি ও কোলম্বিয়ো এই ধরনের সোভিয়েট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যে, সোভিয়েট জাতীয় শিল্প উন্নয়নের জন্য পাঁচালাটি করিয়া অর্থনৈতিক কমিশনের উপর একটি সর্তের মধ্যেকার চাপাইয়া দিয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিনিধির বলেন, এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং বিদেশী পুঁজি-পতিদের কর্তৃত্ব ও শোষণের অবসানের জন্য এই সমস্ত দেশগুলিকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ফেলোমার ইউক্রেন, বেলোরুশ ও পোল্যান্ড রাশিয়া উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করে।

ভারতের কুটিরশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ প্রদর্শিত সম্মেলনের সুপারিশ ও প্রদর্শিত নীতি সম্পর্কে যে এপ্রিল মাসে সুইটজারল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার ছোট খাট ও কুটিরশিল্পের সমাক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারিভাবে একটি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের, বড় বড় রাজ্য-রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং ছোট খাট শিল্প ও কুটিরশিল্প সংঘের উন্নয়নযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিরা ঐ বোর্ডের সদস্য থাকিবেন। কয়েকজন বে-সরকারী ব্যক্তিও ঐ বোর্ডের সদস্য থাকিবেন।

প্রস্তাবিত বোর্ড নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করিবেন:—

(১) কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ দেওয়া। (২) কিভাবে বড় বড় শিল্পের সহিত কুটিরশিল্পের যোগাযোগ স্থাপন করা হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। (৩) প্রয়োজনীয় ও বেসরকারী সরবরাহ কুটিরশিল্পের সমুন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করা। (৪) ভারত ও ভারতের বাহিরে কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্যের বিক্রয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

ভারতে ক্রেপ শিল্পের উন্নয়ন

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

পত্রের প্রস্তাব করিয়া এক বিল আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৭ই আগষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্ট তাহা বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল গঠন

কলম্বোস্থ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে ভারত সরকার কলিকাতায় একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন। এই ট্রাইব্যুনালে একজন মাত্র সদস্য থাকিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ও তার বিভাগ রেলওয়ে, ডাক ও তারবিভাগ ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি এই ট্রাইব্যুনালের আওতায় আসিবে—পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম এই ট্রাইব্যুনালের এলাকায় পড়িবে।

পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ এস, সি, সরকার সাহায্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

কলকারখানাসমূহের শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে ব্যবস্থার অনুরূপ একটি ট্রাইব্যুনাল কাজ করিবেন।

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের কানপুর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে অনুরূপ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

অর্থনীতিবিদ সম্মেলন

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রতিকারকল্পে সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক সম্মেলন শেষ হইয়াছে।

বক্তৃতায় ভারতের ভারতীয় অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সি, ডি, দিয়েশমুখ ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা আলোচনা করিয়া অর্থনীতিবিদদের এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। কি ধরনের অবলম্বন করিলে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত দিয়েশমুখ অর্থনীতিবিদদের দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে সুচিত একটি রিপোর্ট আগামী মার্চের মধ্যেই পেশ করিতে বলেন।

প্রোফেসার ডে, ডি, পন্থ, ডাঃ এইচ, এল, দে, প্রোফেসার ডি, আর, গ্যাডগিল, ডাঃ আমেদ, প্রোফেসার পি, এস, কাঞ্জিলাল, মিঃ এ, ডোরাই, মিঃ পি, ডে, মিঃ, ডাঃ রাধাকমল মুখার্জি এবং ডাঃ মাথাই প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ পি, আর, মানকেকর

কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ, ও বেতার দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকার ম্যানেজার কৃষ্ণপুর প্রতিনিধি মিঃ পি, আর, মানকেকর ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বেসরকারী পাবার ভারতরাষ্ট্র ইনফরমেশন অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অবলম্বনের কার্যকলাপ

১ লক্ষ ১২টি প্রমিক কার্ডের ও ১২টি প্রমিক কন্ট্রোল কেন্দ্র খোলা হয়। ইহাদের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী ১৮টি মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয় এবং উহার মধ্যে ৫৯টি বিভাগে বিভক্ত হয়, এই অঞ্চলে অধিকৃত করা হয় ও অঞ্চলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কলিকাতা হইতে ২১৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য পূর্বে যতগুলি বর্ধিষ্ণু হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ১৭ এবং তাহাদের মধ্যে ৯টি ধীমান হইয়া যায়। ৫টি অবশ্য লোহার কর্মিবন্দের ব্যবহারে ও ২টি অন্য উপায়ে ধীমান্য হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বাজারে ধীমান্য হইয়া যায়, তাহার জন্য আলাপ-আলোচনা চালান হয়। এই সময়ের মধ্যে ১৩টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে এবং ইহার সভ্য সংখ্যা ৫,৪১৮।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক সুতোর মাল হইতে পুনরায় মিলজাত বস্ত্রের উপর পূর্ণ বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার সুতোর মালের প্রথম সপ্তাহ হইতে মিলের কাপড়ের উপর পূর্ণ বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন করিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

বরাদ্দ প্রবর্তনের সময়ে মাথাপিছু ১২ গজের বেশী কাপড় পাওয়া যাইবে না বলিয়া মনে হয়। উৎকৃষ্ট কাপড়ের উপর বরাদ্দপ্রথা আরোপিত হইবে না।

ইতিমধ্যে সরকার পূজার পূর্বে ৩১ লক্ষের পাঁইট কাপড় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত ৩১ লক্ষের পাঁইট কাপড়ের মধ্যে আটশ কাপড়ও আছে।

কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯৪৮-এর ২৩এ জানুয়ারী বিধিনিষেধের পূর্বে কাপড়ের উপর যে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি ছিল তদনুযায়ী মাঝে-মাঝেই ভাগ এবং ১৯৪৮ সালের ২১এ জানুয়ারী হইতে ২৩এ এপ্রিল পর্যন্ত যে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি ছিল তদনুযায়ী পরবর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার বেশী মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না।

কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে লাইসেন্স প্রথাও উঠিয়া যায়। ইহার পর কাপড়ের কেরিওয়ালা ও খুচরা দোকানের সংখ্যা বাড়ায় প্রায় দশ হাজার। উহাদের নিকট এখন প্রচুর পরিমাণে কাপড় মজুত পাকিয়া থাকায় সরকার উহাদিগকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে বন্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ১৯৪৮ সালের ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত উক্ত লাইসেন্সের মেয়াদ বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতার বন্দরে সার্টিন

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে কলিকাতা পাকাটী ও কেরোসিনী সমস্ত মালেরই আরও অধিকতর ব্যবহার করা উচিত বলিয়া কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে — — — পরিমাণ পেট্রোল সরবরাহ হয়, তাহাতে আরও অধিকতর উপরিউক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সরকার প্রকাশ্যে বলা যে পরিমাণ পেট্রোল বরাদ্দ আছে, ইতিমধ্যেই কলিকাতার যানগুলি তাহার এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করিতেছে।

সরকারী কর্মচারীদের চলাফেরার প্রস্তাবও কেহ কেহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতার সমস্ত যান সরকারী পরিচালনাধীনে আনার পর অবশ্য ব্যবস্থা করা হইবে। লোকের যান চালাইবার আর এক প্রস্তাব আছে। এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, চারি শত যান চালাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে দুই শত পেট্রোল চালিত এবং বাকী দুই শত লোকের ডিজেল ইঞ্জিন চালিত করার ইচ্ছা আছে।

বেলার ফেডারেল মোটরস (ভারতবর্ষ) লিঃ-এর নিকট প্রথম একশত যানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর কলিকাতার আর দুইটি কারখানার নিকট অনুরূপ একশত যানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

যথেষ্ট সংখ্যক যান চালাইতে না পারিলে কার্য্যকরীভাবে যানের ভাড়া হ্রাস করা সম্ভব নয়।

পাঁইটটির মূল্য হ্রাস

পশ্চিম বঙ্গ সরকার পাঁইটটির বর্ত্তমান মূল্য প্রতি পাঁইট আট আনার পরিবর্ত্তে সাত আনা ধার্য্য করিয়াছেন। ১৫ই আগষ্ট হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

অসামরিক সরবরাহমন্ত্রীর জনৈক প্রতিনিধি সেদিন এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া বলেন যে, সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলিকাতার অন্যূন ১০টি পাঁইটটি প্রস্তুতের কারখানার প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে এতৎসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। আলোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন জটিল কারখানায় পাঁইট প্রস্তুতের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ব্যবস্থার জন্য বলিয়া পাঁইট প্রস্তুতের খরচার মান সমান হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি কারখানায় পাঁইট প্রস্তুতে কাঁচের বাসন ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ডেক্সট্রোজ গুড় এবং তি পরিবর্ত্তে তৈলও ব্যবহৃত হয়। কতটা পাঁইট প্রস্তুত করিতে হয় তাহার পরিমাণের উপর বিভিন্ন কারখানায় আদানি খরচারও তারতম্য হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার ও অন্যান্য পার্থক্য হয়। অবশ্য সম্মেলনের ফলে ইহাও মনে হয় যে, মূল্য হ্রাস করার সমস্ত কারণ আছে। অতএব পাঁইট প্রস্তুতের খরচ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া পরিশেষে প্রতি পাঁইট পাঁইটটির বর্ত্তমান আট আনা মূল্যের পরিবর্ত্তে সাত আনা হারে ধার্য্য করা হয়। তিনি আরও বলেন, এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জটিল মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে ইহার চাহিদাও বাড়িয়া যায়।

সম্ভব থাকিতে পারে যে, ইতিপূর্বে সরকার মূল্য প্রতিবার ১৪৮/০-এ স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৮/০ হওয়ায় জটিল মূল্য প্রতি পাঁইট পাঁচ আনার স্থলে উহা বৃদ্ধি করিয়া প্রতি পাঁইট আট আনা করিয়া ধার্য্য করা হয়।

পাকিস্থানের তুলা উৎপাদনে ৪৭-৪৮ সালে বিপুল বাটতি

কয়েক দিন পূর্বে করাচীতে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্থানে ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলা উৎপাদনে ৩ লক্ষ পাঁইট বাটতি হিসাব করা হইয়াছে। পাকিস্থানের অন্তরূপ প্রধান মন্ত্রী টাকার অংকে এই বাটতির অংক বাসসকায়ের প্রস্তুত ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

তুলার বীজ পেষণ এবং প্রেসিং ফ্যাক্টরির ক্ষয় ক্ষতি এই বাটতির ভারণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে পশ্চিম পাকিস্থানে প্রায় ১৮ লক্ষ একর জমি চাষ করা হয়। ১ লক্ষ পাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩ লক্ষ পাঁইটের অধিক তুলা উৎপন্ন হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে বার্ষিক বহরের তুলা উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু দেশী তুলার উৎপাদন কিছু বেশী হইয়াছে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্থান সরকারের আগামী বৎসরের তুলা চাষের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ আবাদ প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিবেন। গত বৎসর পাকিস্থানে বার্ষিক ৩ লক্ষ বেলের তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ১৪ লক্ষ পাঁইট। ইহার মূল্য আনুমানিক ৪১ কোটি টাকা।

---

৪ খানি জাহাজ লইয়া পাকিস্থানের রিজার্ভ নৌ-বহর গঠিত

রাজধানী পাকিস্থানে নৌ-বাহিনীর রিজার্ভ যে বহর থাকিবে তাহা সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইহাতে অতিরিক্ত যাইবে উপযোগী আরও (ডাকিবাগাড় ও আলোয়া) একখানি ইয়ট (রাজহংস) এবং আরও ১২খানি যাইবে উপযোগী জাহাজ লইয়া এই রিজার্ভ নৌ-বাহিনী গঠিত হইয়াছে। এ রিজার্ভ নৌ-বহরের জন্য অনুষ্ঠানিক কর্মচারীর সংখ্যা ১,১০০ জন। ইহাদের মধ্যে ১৭৫ জন অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারী ১ হাজার জন। পাকিস্থান নৌ-বাহিনী। অন্য দুইখানি ফ্রেগেটের জন্য সম্প্রতি পাকিস্থান সরকারের ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই বৎসরের শেষ দিকে ফ্রেগেটগুলি হইবে পাকিস্থানের নতুন এলাকায় প্রবেশ করিবে।

বস্ত্রের সাময়িক মূল্য হ্রাস

...ার মূল্য, বস্ত্র ও সুতার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ...ন করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ...র মূল্য প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস ...। তবে এই মূল্যহ্রাস স্থায়ী হইবে কিনা ...পক্ষ মূল্য ও বস্ত্র উৎপাদকদের পক্ষ হইতে ...ইয়াছে যে উৎপাদনের ব্যয় বেশীরকম বৃদ্ধি ...ও তাহাতে বস্ত্রমূল্য হ্রাস করা সম্ভব নহে। কিন্তু ...তাহার জবাবে কর্তৃপক্ষ করিবেন বলিয়া মনে ...অবশ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে মূল্য হ্রাস নিশ্চয় ...ত্ত্ব নিয়ন্ত্রণাধীনের প্রভাব হইতে হইবে ...রের উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ...ইয়াছে এখন তাহা হ্রাস করিবার চেষ্টা ...হইবে। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় বস্ত্র ...ারে অধিকতর মূল্যও অর্জন করিবেন। ...তাহাদের লাভের অঙ্ক এবং একটি নির্দিষ্ট ...কোন নিম্নের স্তরে হইতে না।

বস্ত্র মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন মূল্য সরকার ...রেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে ...ন করিবার জন্য সরকারী চেষ্টার বিরাম নাই ...ে সরকারী বস্ত্র বিতরণের ভার লইবার জন্য ...নিগঠন করা হইয়াছে এবং সরকার এই ...ষ্ঠা কিরূপ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিভিন্ন ...সরকারকর্মীদের কি ধরনের অবস্থান করিবেন, ...ঘোষণা করেন নাই। তবে দুইটি প্রধান আদেশ ...বস্ত্র বাহাতে মুনাফাখোর ফেরিওয়ালা চড়া ...বিক্রয় করিতে পারে। দ্বিতীয় বস্ত্র সরকার ...হইতে বিক্রয় করিবেন এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ...উপরে লাইসেন্স প্রথা করিবার জন্য বিবেচনা ...।

...ারে পূর্বে প্রায় ৩০,০০০ পাইট কাপড় পশ্চিম ...বাজারে ছাড়া হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ...বস্ত্রের মূল্য বস্ত্র আগামী মাসের ১০ ...র পূর্বে স্থিরীকৃত মূল্যের চেয়ে শতকরা ...হ্রাস করার বেশী হইবে না এবং ওই ...র পরে স্থিরীকৃত মূল্যের শতকরা ২৫ভাগের বেশী ...। তবে বেশমিল চালু হইবার পূর্বে সকলেই ...ত্ত্ব বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইবে ...বাজারে নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখা দিতে ...

...াইবের মূল্যের বাজার সরকার মূল্যের উপরে ...মূল্য কি কিরূপ হইবে তাহা জানিবার ...হইয়া আছে। তবে বাজারের ব্যবসা মূল্য ৯০৲ এবং নিম্নতম মূল্য ৫০০ টাকার ...হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে অধিক সন্ধানের ...ক্ষমতানেতা লক্ষ্য করা যায়। আই-সি-সি ...র ৫০০ টাকা হইতে ৫৫৫ টাকার মধ্যে উঠানামা ...বিশেষভাবে হইতে মূল্য কম করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তবে বেশী মাল ক্রয় করিতে কেহই আগ্রহ করিতেছে না।

খাদ্যশস্য

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যশস্যের কিছুটা মূল্যহ্রাস লক্ষ্য করা যায়। উহার কারণ সম্ভবত রফতানি সংকোচন, অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ফসলের সন্তোষজনক পূর্বাভাস। আশা করা যাইতেছে যে পৃথিবীর খাদ্যশস্যের এই অংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার একটিমাত্র যেমন খাদ্য সংগ্রহের সাপেক্ষ চেষ্টা করিবেন, অতিরিক্ত যেসব অংশের মাধ্যমে প্রয়োজনের বেশির বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ধরনের লোক উপযুক্তভাবে পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইবে। ইহার ফলে আশা করা যায় বর্তমান বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় খাদ্যাভাব অনেক হ্রাস হইবে।

চিনি

চিনির বাজারে মহলে স্থিরতাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বহু কারণে পরিবেশ মধ্যে বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেটের নূতন ব্যবস্থাব্যবস্থায় ঘোষণাতে প্রতি বৎসরে অন্তত ৪৫,০০০ টন চিনি ...হইতে ঘোষণাতে এই উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেটের একটি শাখাও খোলা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ...কয়েকজন সদস্যের নিয়ে সিন্ডিকেট যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথাপ্রয়োজন পরিমাণে চিনি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সুগার সিন্ডিকেট সম্পর্কে সম্প্রতি ঘোষাইয়ের ব্যবসায়ী মহল হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে তিনি ঘোষাইয়ে নিজের মত তাহার তুলনায় অনেক কম দরে পাকিস্তানে চিনি বিক্রয় করা হইতেছে। এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া সুগার সিন্ডিকেট বলিয়াছেন যে, কম দরে চিনি বিক্রয় করিবার পাকিস্তানের তিনির বাজার দখল করা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন।

গম

যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব পাঞ্জাবে আলোচ্য সপ্তাহে গমের সরবরাহ আশানুরূপ হয় নাই। যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গমের মূল্য হয় মণপ্রতি ২০ টাকা হইতে ২৬ টাকা পর্যন্ত ছিল এবং পাঞ্জাবে হয় ছিল ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকার মধ্যে।

ভুট্টা ও যব

ভুট্টা ও যবের বাজার যব এখন যত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় অনেক ভাল আছে এবং বর্তমানে মণপ্রতি ১৩৲-৷৷ কাছাকাছি আছে। অথচ যব ১২৲-৷৷ যব।

যুক্তপ্রান্তে এই বৎসর অনুকূলপূর্ণ পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রবীণ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যব ৩,১৮,৯১,০০০ মুদ্রণ, এই বৎসর সেখানে ৩,৮০,৪০০,০০০ মুদ্রণেরও বেশী উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করিতে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলতি বৎসরে যবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১২,০০০ প্যাকেজ "ব্রোকেন-মেক্সড" চা বাজারে ছাড়া হয়। বাজারে আশা-অনুরূপ "লিকোর" যব বেশী ছিল এবং অবশ্য কিছু ভেদীর চায়ের যবের অবস্থান হইয়াছিল, যদিও তাহারা কম ছিল না। আসাম চায়ের যবের খুব উঠানামা হয়, অবশ্য অনেক ক্যাটাগরির যবের যব সম্বন্ধে উৎসাহ দেখা যায়। সাধারণ "লিকোর" যব ১৯৮-তেই স্থির ছিল।

দূরদূরে চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রায় ১২,০০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা বাজারে ছাড়া হয়, সাধারণ ভেদীর চায়ের যবে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই, তবে উৎকৃষ্ট ভেদীর চায়ের যব এক আনা হইতে তিন আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপ ভারতের ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অ্যাগ্রিকালচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সভাপতি চার্লিসের উপর হইতে জাহাজে মাল বোঝাই করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার যদি অবিলম্বে ভারতীয় চার্লিসের উপর হইতে জাহাজে মাল বোঝাই না করেন, তবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প যেন পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

ইণ্ডিয়ান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

শ্রীযুক্ত চেট্টি—ভূতপূর্ব অর্থসচিব

অমৃতসর, ৩১ মার্চ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীযুক্ত চেট্টির আকস্মিক বিদায়গ্রহণে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। এই সুসময় সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের কঠিন কার্যপরতার সুযোগ। সরকারী কর্মচারীরা যে সীমানের ছাঁচে ঢালা সকলে সর্বপ্রকার সংস্কারের ঊর্ধ্বে বাস করিবেন, ইহাই আজ বাস্তবতা। তাঁহারা কলু সং হইলেই চলিবে না, তাঁহাদিগকে সরকার পরিচালনও করিতে হইবে।—শ্রীযুক্ত চেট্টির যে ত্রুটি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই,—এই ত্রুটির যে কর্মও তাহাও নিঃসন্দেহ (এবং কোন কোন মহলে সেরূপ করাও হইয়াছে),—অতএব তিনি যে পদচ্যুত হইয়া কর্মত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মর্যাদা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

শ্রীযুক্ত চেট্টির ন্যায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহকর্মীর সহযোগিতা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত নেহরু প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎনির্বিশেষে সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ আচরণে কোনরূপ সন্দেহের অবিশ্বস্ততা তিনি সহ্য করিবেন না। ইহাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।—এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু শ্রীযুক্ত চেট্টির যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই বেদবাক্যের সোজাসুজি নহে। স্বাধীন ভারতের অর্থসচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করিবার সর্বাধিক যোগ্যতাই যে শ্রীযুক্ত চেট্টির ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ভারতবর্ষের উদ্বাস্তু-সমস্যার বিশাল দায়ভারসহ প্রাথমিক কষ্ট-কাঠামো যে শ্রীযুক্ত চেট্টিকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা নহে।—অতএব পণ্ডিত নেহরুর প্রশংসাবাণী মিথ্যা অর্থসচিবের ভাষ্য প্রাপ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

• • • • •

আমরা বিশেষ কিছু শ্রীযুক্ত চেট্টি সম্পর্কে অত্যধিক পরিমাণে হতাশ হইয়াছি। অন্তর্বর্তী বাজেটের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে আশা পোষণ করিতাম, আমাদের সে আশা শ্রীযুক্ত চেট্টির তৎপরবর্তী নীতির সাহায্যে কোনদিক দিয়াই সফল হয় নাই। দেশের কোনক্ষেত্রে তিনি কোন সাহায্য করিতেই সক্ষম হন নাই, মূলধনের বাজারে প্রাণসঞ্চার করিতেও তিনি অসমর্থ হইয়াছেন, এবং ইহাই দুঃখের সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের জন্য এক প্রকার কোন ব্যবস্থাই আদায় করিতে পারেন নাই। অর্থনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মূলনীতি কি তিনি স্থির করিয়াছেন অথবা সেরূপ সরকারের অনুসরণ করিবেন, এই উভয়ের মধ্যে কে যায়ী, অথবা কতটা পরিমাণে যায়ী তাহা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা ইতিপূর্বে এত তীব্র হইয়াছে। যাহাই হউক, মন্ত্রিসভার বাহিরে থাকিয়াও তাঁহার মূল্যবান প্রতিভা তিনি দেশের কার্যকল্পে নিয়োজিত করিবেন, শ্রীযুক্ত চেট্টি সম্পর্কে আমরা আজ এই ভরসাই পোষণ করি।

• • •

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই,—উহা যে-তিমিরে ছিল।—গত ১৭ই মার্চ তারিখে সাপ্তাহিক ব্যাঙ্কবিবরণের আংশিক অনুমানে দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় ৬ কোটি টাকা। অন্ত ৩.৫৫ কোটি টাকার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই আবেদনপত্রের পরিমাণ ছিল ৯.৩৪ কোটি টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ৬ কোটি টাকার আবেদনপত্র পুরাপুরি গৃহীত হয়। কৃষির আবেদনপত্রের মাত্রার মাত্রার অধিক পরিমাণ [ ]। পরবর্তী সপ্তাহেও ৬ কোটি টাকার ব্যাঙ্কবিলের জন্য আবেদন আহ্বান করা হইয়াছে।

১৩ই মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণে ৫.১৭ কোটি টাকার হ্রাস দৃষ্ট হয় [১,১৩৫.১৩ কোটি টাকা—১,১৩০.১৩ কোটি টাকা]। বাকির বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ আগের অনুরূপভাবে ৪১.৬১ কোটি টাকা হইতে ৪৯.৩৮ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছে, দেখা যায়। সমগ্র নোটের পরিমাণে ১,১৮১.৩৩ কোটি টাকা হইতে ১,১৮১.৩১ কোটি টাকার সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

সম্পত্তির দিকে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ৩০.৩৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪১ কোটি টাকা হইয়াছে,—কিন্তু সোনা ও তালসোনা-জাতীয় কৃপণ ভারতীয় ধনপতির ইহাদিগে পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে

• • • •

বাকির বিভাগে তাহার সরকারের জমার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় [২২৯.৬৩ কোটি টাকা—২১৮.১৮ কোটি টাকা]। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার সমূহের জমার পরিমাণ অবনতি দেখা যায় [১১.৩২ কোটি টাকা—১৯.১৯ কোটি টাকা]। ব্যাঙ্কসমূহের জমারও হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে [৩৪.১৯ কোটি টাকা—১০৫.১১ কোটি টাকা]। কিন্তু অন্যান্য জমার ৪২.৯০ কোটি টাকা হইতে ৬৫.০১ কোটি টাকায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

• • •

সম্পত্তির দিক বিচার করিলে, সর্বাধিত ব্যাঙ্কার্স-দের পরিমাণ ৩.১২ কোটি টাকা হইতে ৪.৭২ কোটিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ধনিবেদনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস পাইয়াছে [৪৩.০৬ কোটি টাকা—৪৩.৩৩ কোটি টাকা]। বহির্দেশীয় জমার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩১.৬৬৩ কোটি টাকার স্থলে হ্রাস পাইয়া ৩১০.৯১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়াছে [৯.৯১ কোটি টাকা ৯.৮৭ কোটি টাকা]।

• • •

এই সপ্তাহে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবনিকাশে তারিখবাজার মেয়াদের পরিমাণে অবনতি দৃষ্ট হয়। এই সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণে হ্রাস দেখা গিয়াছে [১০.১৪ কোটি টাকা—২২.৫৪ কোটি টাকা]। অন্যান্য তারিখবাজার মেয়াদের পরিমাণ ৬১৩.১১ কোটি টাকা হইতে ৬৯০.৭৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে :—মেয়াদান্তে ঋণের খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১.৪১ কোটি টাকা [১.৮৮ কোটি টাকা], অন্যান্য মেয়াদান্তে খাতের পরিমাণ ৩১৩.৭৭ কোটি টাকায় একরূপ অপরিবর্তিত আছে (৩১৩.৩৩ কোটি টাকা)। কর্মচারিত নগদ টাকার পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হয় [৩৭.৪২ কোটি টাকা—৩৮.৪৩ কোটি টাকা]। কিন্তু বিভাগী খাতে রক্ষিত জমা ১১১.৭১ কোটি টাকা হইতে ১১২.৭৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখা যায়। ঋণদের পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে ৪০৫.৭৪ কোটি টাকা—৪০৩.৩৩ কোটি টাকা, কিন্তু অন্যান্যে জমার পরিমাণ ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫.৭০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।

বাজারের কথা

(পূর্বপৃষ্ঠার ৮৩০ পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়া ১৯ (৯৮/০), ইন্ডিয়ানী ২৭৮/০ (২৮৮/০) ইন্ডাস্ট্রিয়েল ৪১০ (৪০৯), ন্যাশনাল ৪৯০ (৪৮/০), এবং ষ্টার্লিং ন্যাশনাল ২৩৯৫ (২৩৯৩) হরে কাজ হইয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগে কারবার পরিমাণ আর বাকিসবের দরের অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ও অকটারা দরে বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।—কেসরাম ক আজ ১৫৯ (১৫৩/০), নবকৃষ্ণ দর আজ ৮৯৯ (৮৯৯)। বজবজের মেয়াদের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং বর্তমানে লক্ষ্যণে বাজে দর ১৯৯ টাকা কাছাকাছি আছে।

বিবিধ—

এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই তবে এলেংলো ব্রাদার্স-এর দরে বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে উহার দর বর্তমানে আজ ২৯৯/০ (২৯৯/০)। বাঙ্গ কার্পেটেরেশনের দর আজ ৩৮ (৩৮/০), ইণ্ডিয়া কমার্স ২৪/০ (২৮/০), কাঁকিনাড়া কেমিক্যালস ৩১, [৩২,], বি-আই কর্পোরেশন ৮, [৮/০], এবং অ্যাণ্ড বি অবশ্যে ১৯/০ [১৯৮/০], বার্টন বা ১৪৮০ [১৫,], ব্রাডবার্ন টবাকো ২১, [২১৮/০] ইণ্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ১২/০ [১১৮/০], বার্টিন কেমিক্যাল ১৯৯৮০ [১৯৯,], ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ৩৯,০ [৩৯৮/০ ইণ্ডিয়ান ব্রাসওয়ার্ক ১৫/০ [১৬০] ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬৯৩ [২৬৯৩], টিন কর্পোরেশন ২১৯/০ [২২/০], মেসার্স ১৯৮০ [১৯৮/০], টেক্সটাইল ইন্ডিয়ানী ৯৮/০ [৯৮/০], বুলাকুরী ইন্ডি ব্রীকারিজ ২১০ [২১০], মোন ব্যাঙ্কী সিমেন্ট ১৮৮/০ [১৮৮০], আসাম 'সি' ৬৯০ [৬৯/০], টিটাঘর পেপার ৪৭৯০ [৪৭,], বুলাক বুধার ১৭৯৯০ ও ক্যার বুধার ২৯৩ [২৯৮/০]।

চা বাগান—

চা বাগানের মেয়াদের বিক্রেতা অপেক্ষা ক্রেতার সংখ্যা অধিক ছিল, ফলে মোটের উপর ভালো গিয়াছে। উহা ইণ্ডিয়ান দর আজ ২১৯৩ [২১,], সাউথ ফরিয়ার দর আজ ১২৯০ [১২৮/০], ডেক্সপুর মেয়াদে হইয়াছে ২৭৩-৫৩ [২৯,]।

তিনটি ঘটনা

কলিকাতা কেরানীর কারবার

গত সপ্তাহে "আর্থিক জগতে"র প্রকাশ বন্ধ ছিল, এবং বর্তমান সংখ্যায় এক পক্ষকালের বাজার সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি। পক্ষকাল যে বন্ধরের ১৬ই আষাঢ় হইতে আজ ৩১ আষাঢ়) পর্যন্ত বিস্তৃত, একথা মনে রাখিলে পাঠকের পক্ষে আমাদের এই আলোচনা অনুসরণ সহজ হইবে।—এই পক্ষকালের গোড়ার এবং শেষ দিনের মূল্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মোটের উপর শেয়ার কিঞ্চিৎ অবনতি হইয়াছে, তবে ইহাতেও বর্ষারম্ভকালীন মূল্যের উচ্চতার কিছু লক্ষ্য করিয়া একথা নিঃসংকোচে বলা চলে যে কিছু কিছু কারণের ঠিক দেখা মিলিয়াছে এবং ব্যবসায়ীরা তাহাদের কাজ বিকাশ করিবার জন্য পূর্বের তুলনায় বেশী উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না। প্রথমতঃ ও শেষ দিনের একটা তারতম্য যে অবনতির কারণরূপে দেখিয়া আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে ১৭ই আষাঢ় তারিখে ইণ্ডিয়ান আয়রনের ছিল ২৮/০, আর আজ (৩১এ আষাঢ়) বিক্রয়ের কাজ হইয়াছে ২৮৸০। পক্ষকাল পূর্বে টিনপ্লেটের মূল্য ছিল ১১৸০, কিন্তু উহার কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১/০,—তেমনিভাবে ছই সপ্তাহ পূর্বে কুলের মূল্য ছিল ৩৸/০, আর উহার এখনকার দাম ১১৸০ হয়।

* * * *

এই পক্ষকালের মধ্যে শেয়ার বাজারের গতির মধ্যে যেন আসে এমনতর তিনটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার তিনজনের বক্তব্য,—তিনটির টিন কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় অংশীদারদের বিরক্তি প্রকাশ,—তৃতীয় ইস্ট ব্যবসা ব্যাঙ্কের পত্তন।

* * * *

তিনটি ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহাদের কর্তৃপক্ষীয় কর্তাব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যেসকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনজনের শেয়ার বাজার সম্পর্কিত উক্তিও যথেষ্ট বিচারযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

* * * *

টিন কর্পোরেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় এরূপ যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাকে একপ্রকার অপ্রত্যাশিত অঘটনপূর্ব বলা চলে। ইহার পূর্বে কলিকাতার কোন প্রথম শ্রেণীর যৌথ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় এমন ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।—গত ১৬ই আষাঢ় তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ ১৯৩১ সালের হিসাব বাদে সমস্ত বিষয়ণী ও হিসাবনিকাশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং তাহা গৃহীতও হয় নাই। অবশ্য সভাভঙ্গের পূর্বে "প্রক্সি" দ্বারা বিবরণী ও হিসাবনিকাশ গ্রহণ করাইয়া লওয়া হইয়াছে। অংশীদারদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে, অধ্যক্ষমণ্ডলীর উপরে তাঁহাদের আস্থা সম্প্রতি কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অংশীদারদের মনে হইতেছে যে, অধ্যক্ষমণ্ডলীর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মানের হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

শেয়ার বাজারের দিক হইতে বিচার করিলে টিন কর্পোরেশন অত্র বেলেরই এই সভার একটা অসাধারণ।—তারতীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অংশীদারদের যে মনোভাব সাধারণতঃ দেখা যায় তাহা হইতে ইহার মনোভাব'—তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন' যে-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই মালিক, সে-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা যাবতীয় এক্তিয়ারসহ অথবা পরিচালকমণ্ডলীকে কোন প্রশ্ন করিতে প্রস্তুত নন' আর তাহাদের সে-রকম প্রশ্ন করিতে হইলে যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অথবা হিসাবনিকাশ সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান থাকা দরকার, তারতীয় অংশীদারদের বহু অধিকাংশেরই সেরূপ কোন জ্ঞান নাই এবং ওই প্রকার জ্ঞান অর্জনের কোন স্পৃহাও নাই' তাঁহারা একরাশ উদাসীনতা করেন যাহা পরিচালকবর্গ অথবা ম্যানেজিং এজেন্টদের তাঁহাদের প্রতিনিধি করে।—প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিষয়ে প্রতি পদক্ষেপের জন্য ওই প্রতিনিধিরা তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য। দুরদৃষ্টের বিষয় অংশীদারদেরএই প্রকার মনোভাব, যুগ বিশিষ্টতঃ, বিলাস-চাঞ্চল্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার ঐকান্তিকতার ফলে যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারদের সভা সর্বক্ষেত্রেই পরিচালক ও ম্যানেজিং এজেন্টদের সভায় পরিণত হয় এবং অংশীদারদিগকে সে-সভায় (যদি তাঁহারা "অক্ষয় পুরুষ" হেনরূপ উপস্থিত থাকেন) অনেকটা "ধারবা প্রতিষ্ঠানের" সাধারণাগীর ন্যায় মনে হইতে থাকে। পরিচালকবর্গ এবং ম্যানেজিং এজেন্টরা যাহা করেন তাহাই সবসময় ন্যায্য বলিয়া স্থগিত হয়; প্রতিষ্ঠানের কাজ-কারবার সম্বন্ধেও কোন অংশীদার কিছু জানিতে চাহেন না, সত্যাংশ কটনের পরিমাণ অথবা অবটনের কারণ সম্বন্ধেও কোনদিন কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেন না।

অতএব টিন কর্পোরেশনের এত বিরাট প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় অংশীদার সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ে এই প্রথম সচেতন হইতে দেখিয়া আমরা খুশী হইয়াছি। ইহার দ্বারা অন্ততঃ যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশীদারদিগের অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া, তাহা একেই বলা চলুক।—অবশ্য সাধারণভাবে বলিতে গেলে, নিজেদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অংশীদারদিগের মনোভাব বর্তমানে যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মনোভাবের সম্যক অনুশীলনে অধিকতর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন—ব্যবসায় উন্নতি অবনতি এবং সেজন্য দায়ীদের কার্যকারণের বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনার পরিমাণ ক্রমে সম্ভাবনা-সম্বন্ধিত।

টিন কর্পোরেশনের সম্প্রতিক সভাকে কেন্দ্রকরিয়া আমরা যেসব মন্তব্যের ভিত্তি হইতে গুরুতরসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছি;—এ সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে আমরা ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

* * * *

দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের ডেপুটী অধ্যক্ষদিগের পদ হইতে অবসর গ্রহণের কথা, বাজারে প্রথমে যাহার অবসরের কথা রটে।—পরে অবশ্য সেরূপ অবসরের সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যাত হয়।—দ্বিতীয় ডেপুটীর পদত্যাগের মূলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থনৈতিক নীতিসমূহের বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না;—অতএব কেবলমাত্র ওই "পদত্যাগ"কেই সম্বল করিয়া বাজারের কোন উত্থান-পতনের হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।—দ্বিতীয় ডেপুটীর স্থলে যে ব্যক্তিকে পদে অধিষ্ঠিতের পদে নিযুক্ত করা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আর চিন্তাকর্ষক বিষয়ও দ্বিতীয় পদাধিষ্ঠাতালাল সেনগুপ্তের নাম শুনা যাইতেছে,—ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বিভূতিপ্রসন্ন নিয়োগী সাধারণভাবে ওই বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * *

সরকারী কাগজ—

আলোচ্য পক্ষকালের গোড়ার দিকে সরকারী কাগজের যে আপেক্ষিক কম পরিমাণের বর্তমানে উহা উচ্চতর স্তরে স্থির আছে। ৩½ সুদের ১৯৪৭ আজ ১১৸০ (৯৯৸), ৩½ সুদের ১৯৫১ ১১৸৩ [১১৸০], ৩½ সুদের ১৯৪৩-৪৫ ১০১৸৩ [১০১৸০], ৩½ সুদের ১৯৪৭ ১০২৸৩ [১০২৸০], ৩½ সুদের ১৯৫০-৫৫ ১০০৸৩ [১০০৸০], ৩½ সুদের ১৯৪৬-৪৮ ১৯৸৩ পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগে কারবার পরিমাণ কম না হইলেও এক ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে দরের অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের দর আজ ৪৩৸০ [২০৫০], সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৮৯৲ [৯০], ইউকো ব্যাঙ্ক ৭২৲ [৭১৸], বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১৲ [১০০]। কিন্তু ত্রিবার্ড ব্যাঙ্কের দরে ১০৭০ হইতে ১১০ টাকায় পরিশেষে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে দরের দিকে কিছু পরিবর্তন ঘটে নাই,—কাজের পরিমাণও সতীর্ণ ছিল। কামারহাটি চৈতাটাইলের কাজ হইয়াছে ১১ টাকায় (১১৸০), ওরিয়েন্টের ৩০৯ টাকায় (৩০৲), সিমলা ডিরেক্টরিয়া ৯৸০৸৩ (৯/০)।

কয়লার খনি—

কয়লার খনির শেয়ারের দর একপ্রকার স্থির আছে বলিলেই হয়। আসানসোলাটেডের দরের শেয়ারের দর আছে ২৩ টাকার কাছাকাছি—বেঙ্গল ২৪৮৲ (২৪৫৲), দরাজের ২০৯০ (২১০০), সেন্ট্রাল

(বাকীটা ৮৭১ পৃষ্ঠায়)

বৌথিক

"কুমারধুবী ফায়ার-ক্লে" প্রতিষ্ঠানের বর্দ্ধিত লাভ

১৯৬১ সালের ৩১৫ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বর্ষের কুমারধুবী ফায়ার-ক্লে আণ্ড পিলিকা ওয়ার্কস লিমিটেডের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নীট লাভের পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ৭,৩১,৫৪১ টাকার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তদবসরে রাখা হইয়াছে ১,১৫,০০০ টাকা (১,৪০,০০০৲)। মূল্যাসকর্ষ খাতে রাখা হইয়াছে ১১,৩০৲ (৮৫,১৪১৲)। সমস্ত অতিরিক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে যেখানে রাখা ৩০,০০০ টাকা রাখা হইয়াছিল, সেখানে বর্ত্তমানে রাখা হইয়াছে ১,৪৫,০০০৲। অন্যান্য অতিরিক্ত রাখা হইয়াছে ৯৮,০০৯৲ (১২,৪৪১৲)। সাধারণ অংশগুলি প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ১৪ টাকাতে অপরিবর্ত্তিত আছে। পরবর্ত্তী হিসাবে অগ্রীত লাভের যেরূপ টানা হইয়াছে ৯৮,৯৮৲ (১২,০০০৲)।

এই প্রতিষ্ঠানের কারবার আশোড়া বর্ষে উন্নতির দিকে ছিল এবং আমানী বর্ষেও কাজ চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য তাহা মালের সরবরাহ এবং পরিবহণের নিকট মাল পৌঁছাইয়া দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা সন্তোষজনক থাকে, তাহা হইলেই ভালো কাজের সন্তোষ সম্বন্ধে আশা করা যায়। বর্ত্তমানে মাল চলাচলের যথেষ্ট যেরূপ অসুবিধা রহিয়াছে।

১৯৫৭ সালে 'কুমারধুবী শ্রমিক সঙ্ঘ' নামে এক শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক সময়ে সেই সমিতি কতকগুলি দাবী পেশ করে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা এই দাবীসমূহের অধিকাংশই পূরণ করা হয় এবং উহাদের মধ্যে দুইটি দাবীর ফয়সালার কোন সীমাংসার সন্তোষ না হওয়াতে ১৯৬০ সালের জোড়ায় শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে তাহাদের মীমাংসা করিয়া লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে শ্রমিকদের সহিত সম্পর্ক সন্তোষজনকই ছিল।

ডাইরেক্টর এষ্টেট্—মাই আণ্ড কোম্পানী। অনুমোদিত মূলধন—১৯,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—১৫,০০,০০০৲।

বিভিন্নখাতের সারাংশ

(৩১.১২.৬৭)

ব্যয়

আলোচ্য মূলধন	
আমানী	৯,০০,০০০৲
সাধারণ	৬,০০,০০০৲
বন্ধক তহবিল	১,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১,৫১,০০০৲
ঋণ	১৭,৫৯,৯৩৯৲
অগ্রীত লাভ (যেরূপ)	৩০,৯৩৩৲
মোট	৩৫,৯৯,৯৩৯৲

আয়

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,১৬,৩৭১৲
মূল্যাসকর্ষ	৩১,৩০,৫১১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৯,১৬,০০০৲
সঞ্চয়ন	১,৩০,০০০৲
অন্যান্য ঋণ	১,৫১,১৩৩৲
বাকী পাওনা	১৯,৩০,৭৪৯৲
অগ্রীতিব্যয়	১,৭৯,৯৩১৲
অন্যান্য	১,৪৫,৫৯৯৲
মোট	৩৫,৯৯,৯৩৯৲

বন্ধসম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৭৬,১৩,৩৯৯৲
মূল্যাসকর্ষ	১,৪৫,২১,১৯৯৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩০,৯৭,৭৯১৲
সঞ্চয়ন	১১,৯৭,৯৯৩৲
অন্যান্য ঋণ	৯৯,৫১,৩৩৩৲
বাকী পাওনা	৯৫,১৯,৩৩৩৲
অগ্রীতিব্যয়	১,৩৯,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ তহ: জমা	১,১৯,৩৩৩৲
নগদ	১,৯৯,১৭৯৲
মোট	১,৭৬,৯১,১৭৩৲

হুণ্ডি সম্পত্তি ৫ ৩ ৩ ১,৫৯,৯৯,১৯৩৲

১৯৬৯ সালের ৩১৫ মার্চ্চ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য মোট ইয়ার্ণ স্পোর্টস লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা প্রায় ১,১৫,০০০ টাকার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় (৪,৫১,১০৯৲—৩,৩৬,০০৯৲)। তদবসরে রাখা হইয়াছে ১,০০,০০০৲ (১,০১,১৯৯৲)। সমস্ত অতিরিক্ত অর্থ খরচ হইয়াছে ৫০,০০০৲। অন্যান্য অতিরিক্ত ৪০,০০০৲ রাখা হইয়াছে। বার্ষিক শতকরা ১৪ টাকা (বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা) হিসাবে বর্দ্ধিত হারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে অগ্রীত লাভের যেরূপ টানা হইয়াছে ১,০১০৲ টাকার (১৩,৯০০ টাকা)।

ডাইরেক্টরী—বি. বি. কে. রায়। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—১২,০০,০০০৲ (প্রতিখানি ১০০ টাকা হিসাবে ১২,০০০ পূর্ণমূল্যপরিশোধিত সমানের অংশে)।

বিভিন্নখাতের সারাংশ

(৩১.৩.৬৮)

ব্যয়

আলোচ্য মূলধন	১২,০০,০০০৲
আমানী	৯,৩১,০০০৲
বন্ধক তহবিল	১৩,০০,১১০৲
অন্যান্য তহবিল	৯,১৬,৩১৩৲
ঋণ	১,১০,১৯১৲
অগ্রীত লাভ (যেরূপ)	৯,৩১৩৲
মোট	৫০,১৩,৩৯১৲

বন্ধসম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৩১,১৩১৲
মূল্যাসকর্ষ	১১,৩৫,১৩১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,৯৯,৯৭৩৲
সঞ্চয়ন	১৩,১৩১৲
অন্যান্য ঋণ	৩,৯৩,১১৩৲
বাকী পাওনা	১,৩৯,৩৩৫৲
অগ্রীতিব্যয়	১,৩১,৩১১৲
অতিরিক্ত লাভ তহ: জমা	১,১৯,১৭৩৲
নগদ	৩,১১,৩৯৩৲
মোট	৫০,৯৯,১৯১৲

হুণ্ডি সম্পত্তি ৫ ৩ ৩ ১,৩৯,৩৯,১৩৩৲

ডাইরেক্টরী—ডাক্তার আবদুল গফুর চৌধুরী, ডাক্তার আবদুল মোতালেব চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী, মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউনুস চৌধুরী, মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী, মোহাম্মদ ইয়াকুব চৌধুরী, মোহাম্মদ ইব্রাহিম চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসমাইল

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দায় বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অসমাপ্ত তালিকা)

১। বিভাগের মোট	৯৩,৭১,৬৪	৯৩,৬৮,১৮	৯৩,৬৮,১৮
মোট	১১৭৪,১৯,১৪	১১৭৪,১৭,২১	১১৭৪,১৮,৪৯
	১১৭১,৩১,৮৮	১১৭১,৬৮,১১	১১৭১,৩১,৮৮

নিষ্ক্রি—

ব্যয়ের ও ঋণ মোচন			
ইস্যুর	৯১,১৯,৩১	৯১,১৯,২১	৯১,১৯,২১
সাময়িক বন্দিত্বে	...	...	...
ঋণ	১৩৩৩,৩৩,৩১	১৩৩৩,৩৩,৩১	১৩৩৩,৩৩,৩১
ঐ	১১৯১,৭১,৩০	১১৯১,৭১,৩০	১১৯১,৭১,৩০
ঋণ তুলা	৯৯,৩৩,১১	৯৭,৩৩,১৭	৯৭,৩৩,১৭
অন্যান্য আন্তর্জাতিক হিসাব সহ ও			
হিসাবের	১১১,১৯,৩১	১১১,১৯,৩১	১১১,১৯,৩১
	১১৭১,৩১,৮৮	১১৭১,৩৩,১১	১১৭১,৩১,৮৮

ন্যস্ত বিভাগ—

ঐ মূলধন	... ৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩
রিজার্ভ	... ৯,৭৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩
সুবর্ণ মজুদ		১১১,৩৩,১১	১১১,৩১,৩১
বিদেশী মজুদ		১৯,১১,৩৩	১৯,১৭,৩১
সিকিউরিটি		১১৭,১৯,১১	১৯,৩৯,১১
ব্যাঙ্কের		৯১,৩৩,৩১	৯১,৩৩,৩৩
		৯,৭৩,১৩	৯,১৯,৩৩
অন্যান্য		৯,৩৩,১৩	১৯,৩১,১১
		১১৯,১৯,১১	১৯১,১১,৩১

ঋণ—

	৯৯,৩১,১৯	৯১,৩৩,১৭	১৯,৩৩,১৭
ঐ	১১,৩৩	৯,৩১	৯,৯৩
ঐ ঋণ তুলা	১,৩৩	১,৩৩	১,১৩
ঐ			
সরকারী	১৩,৩৩	১১,৩৩	১৩,৩৩
অন্য	...	...	...
ঐ সরকারের			
ঐ	৯,১৯,৩৩	৯,১৯,১১	১,৯৯,৩১
ঋণ	৯১৯,৩৩,৩৩	৯১৯,৩৩,১১	৯৯১,৯৩,৩৩
ঐ অন্য ঋণ হিসাবে			
	৯,৩৩	...	১৩,৩৩
বিবিধ ও অন্যান্য			
	৩৯,১৯	৯,৩১	...
ঐ	৯৯,৩৯,৩১	৯৯,১৮,৩৩	৯৩,৩৯,১১
মূর্তি	৯,১১,৩৩	৯,৩৩,১৯	৯,১১,১৯

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
মিলিত মূলধন	১১,১৯,৩৩	১১,১৯,৩৩	১১,১৯,৩৩
আদায়ীকৃত মূলধন	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩	৯,৩৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৯,৩৩	৯,১৯,৩৩	৯,১৯,৩৩
জমা আমানত, চেকিং ব্যাঙ্ক চলতি ও অন্যান্য হিসাব	৯৯৩,৩৯,১৯	৯৯৩,৩৩,৩৩	১১৭,১৯,১৯
বিবিধ ...	১৩,৩৩	১৩,৩১	১৩,৩১
মোট	৯৯১,৩১,১৯	৯১৮,৩৩,১১	১৭৯,৩৩,৩১
সম্পত্তি—			
তোষাগারীয় ভাবে	১৩৭,৯১,৩১	১৪১,৩৯,৩১	১৩৯,৯৩,৩১
অন্যান্য আন্তর্বোর্সিস			
অর্থবিনিয়োগ	৯,৯১,১১	৯,৯৩,১৯	৯,১৯,৯৩
ঋণ	১৯,৩৯,১৯	১৯,৩৯,১৭	১৯,১৯,৩১
ব্যাঙ্ক ফেরিই	৯৯,৩৯,৯৩	৯৩,৯১,১৩	৯৩,১৯,৩১
অন্যান্য ঋণ, ঐচ্ছিক ব্যতী	৯,৩১,১১	৯,১৩,৩১	৯,৩৩,৩৯
ফেড ঐচ্ছ	১,৩১,৯৯	১,১৯,৯৯	১,১৯,৯৯
বিবিধ—	১,৯৯,১৩	৯,১১,৯৯	১,৩১,১৯
অন্যান্য ব্যাঙ্কে ঋণ	৯,১১,১১	৯,৯৩,৩৩	৯,৩১,৩৩
ঋণের ঋণ ও হিসাবী ব্যাঙ্কের হিসাব	১১,৩৯,১৯	৯৩,৩৩,৩৩	৯৩,১১,১৯
মোট	৯৯১,৩১,১৯	৯১৮,৩৩,১১	১৭৯,৩৩,৩১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়িত্বসমূহ মোট দায়			
আমানত	...	...	...
(১) ব্যাঙ্কের নিকট দাবীর জন্য	৯৯,৯৯,১৯	৯১,৩৩,১৩	১৩৩,৩৩,৯৯
(২) আদায়ী চাহিদা মাত্র মেয়াদী দায়	৯৯৯,৩৩,১১	৯৭৯,৯৯,৩৩	...
মেয়াদান্তে মোট দায়			
আমানত	...	...	১৩৩,৭৯,৩৩
(১) ব্যাঙ্কের নিকট দাবীর জন্য	১,১১,১১	১,৩৯,৩৩	...
(২) আদায়ী মেয়াদান্তে মেয়াদী দায়	৯৯৩,৩৯,৩৩	৯৯৩,৩৩,১১	...
মোট নগদ টাকা	৯৩,১১,৩৩	৯৯,৩৯,৩৩	৯,১১,৩৯
রিজার্ভ সমূহে জমা	১১৯,১৩,৩৩	১১১,১১,৩১৯	৯৯,১১,১৯
ঋণ			
আদায়	৯৩৩,১১,১৩	৯৩৯,৩৯,৩৩	১৩১,৩৩,১৯
আদায় হয়নি			
আদায়	১৯,১৩,৩৩	১৯,৩৩,৯৩	৯,৩১,১১

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু ইউরোপ পাকিস্তান সমন্বয় ব্যাঙ্ক

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

		সমাপ্ত বছর	
দায়—			
	৯৯-৯৩	১৯-১ ৯৩	১-১-৯৩
ব্যাঙ্কের হিসাবের মোট	৯,৭৯,১১	৯,৭৯,৩১	৯,৩১,৩৩
চলতি মোট	১৯,১৯,৯৭	৯৯,১৭,৩৩	৯৯,১৯,৯৩
	১৯,৯৯,৩৩	১১,৯১,৩১	৯৯,১৯,৩৩
সম্পত্তি—			
(ক) মোহর ও ঋণ মোচন	...	...	...
মোট	...	...	...
হীরক অলঙ্কার	...	...	...
ভারত সরকারের ঋণপত্র	...	...	...
ব্যাঙ্কারী মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	...	...	...
অন্য, ঐ ঋণ ব্যতীত সমস্যার	১৯৯৯৯৯	১১,৯১,৩১	৯,৯৭,৩৯
(খ) মোট মুদ্রা	৯,৭৯,১৭	৯,৩৩,৩৩	১,১৯,৯৯
পাকিস্তান সরকারের ঋণপত্র	...	...	...
অন্যান্য মূল্যের ঘাটতি		...	...
ব্যবসার সাধারণ হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড সিকেট অফ—	...	...	...
মোহর ও ঋণ মোচন	১,৩১,১৯	১,৩১,১৯	১,৩১,৯৯
হীরক অলঙ্কার	৯৯,৭১,৩৯	৯৯,৭১,৯৯	৯১,৭১,৩৯
ভারত সরকারের ঋণপত্র	১৩,৩১,১৯	১৩,৩১,১৯	১৩,৩১,১৯
মোহর মূল্য	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৯৯	১,৩৩,৩৩
	৯৯,৯৯,৩৩	১১,৯১,৩১	৯৯,১৯,৩৩

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	...	...	...
আমানত—			
(ক) মেয়াদী সরকার	৯৯,৯৯,১১	৯৯,৯৯,৩৩	৯৯,৯৯,১১
(খ) অন্যান্য সরকার	৯,১৩,১১	৯,৩১,৯৯	৯,৯৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,১৯,৯৯	৯৯,৯৩,১৯	১৯,৯৯,৩৩
(ঘ) অন্যান্য	১,১৯,৩৩	৯,১১,৯৯	৯,৯৯,৯৯
মেয়াদী	৯৯	৯৯	১,৯১
অন্যান্য দায়	১৯,১৯	১৯,৯১	১৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,১১	১,৯১,৩৩,১৯৯	১৩৩,১৯,৩৩
সম্পত্তি—			
মোট	৯,৭৯,১৯	৯,৭৯,৩৯	৯,৭১,৩৩
মোহর মূল্য			
(ক) পাকিস্তানী	৯৯	১,১১	৯৯
(খ) ভারতীয়	...	...	...
অন্য মূল্যের মূল্য			
(ক) পাকিস্তানী	৯	৯	৯
(খ) ভারতীয়	৯৯	৯	৯৯
ঋণ ও অগ্রিম ঘাটতি			
(ক) ব্যাঙ্কসমূহ	...	...	...
(খ) ব্যক্তিবর্গ	...	...	...
(গ) সরকারী পাকিস্তান	...	...	...
পাকিস্তানের ব্যক্তির ঋণ	১৯,৯৯,৩৩	১১,১৯,১১	১১,৯১,১১
সরকারের ঋণের জন্য হিসাবে	...	...	১১,৩৩
অন্যান্য ঋণ, ঋণ হিসাবে	...	...	...
অর্থবিনিয়োগ		...	...
অন্যান্য সম্পত্তি	১,১১,১৯	৯,৯৯,৯৯	১,১৯,৩৯
	১৯৯,৯৯,১১	১,৯১,৩৯,১৯৯	১৩৩,১৯,৩৩

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড হতিত নয়, অন্য-দেশী

স্টক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাজারীকৃত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি শেয়ার আদায়কৃত মূল্য	ঘন লেনদেন	সমাপনী	বাজার দর					
ব্যাংকসমূহ											
ডিপোজিট আওয়ার্স											
ব্যাংক											
(B) আওয়ার্স											
বি											
ইনভেস্টমেন্ট											
লোনস্											
ম বন্ধুপ্রতিষ্ঠান											
ফুলবাড়ি											
ডাবলডাবারিক											
ডুবিটেড্											
ফেরে বাদুড়িয়া											
নারায়ণপুর											
নারায়ণ											
বি ফরেস্ট											
বি নারুল											
ইউ সিরাজুল											
ইউ মালদুল											
পলাশবাড়ী											
রোজস											
রোজস											
নারায়ণ											
বাদীপত্র											
বেঞ্চমার্ক											
ইন্ডিয়ানা											
সিনপুর											
বাইন আমারপুর											
কেন্দ্রীয়াল ইন্ডিয়া											
ব্যাংকেতর কম্পানি											
এমডিন											
নারায়ণ টেক্সটাইল											
কেন্দ্রোনারায়											
উজবাক											
ডায়মন্ড											
ন্যাটিনিয়া											
বাদশা											
ডিজিন											
ফুটস											

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন ধরণ	আদায়ীকৃত মূলধন (সমস্যাম)	বন্ধন ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল সমস্যাম	সমস্যাম	বার্ষিক ব্যয়					

যৌথ প্রতিষ্ঠান

ঠিকানা ও নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	পরিশোধিত ও অনুমোদিত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	পরিচালক	সাধারণ তহবিল				

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নাম												

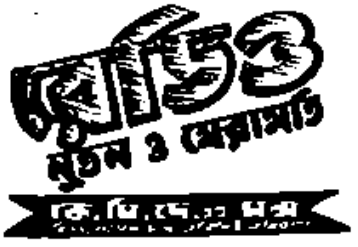

সাপ্তিক ভারত

১ম বর্ষ ৪০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৪ : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ [মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
প্রথম প্রয়োজন	৮৩৭
প্রাসঙ্গিক	
বাংলার ঘুনিয়াদে কাজ, শিক্ষিত আফ্রিকার তাহেরাবাদীদের বিদায়, শ্রমিক-কল্যাণ আইন, প্রকৃতির নূতন রাজ আইন, তিনির মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা	৮৪০
সংবাদলিপি	
শহর, দিল্লী বোম্বাই	৮৪১
বিশ্বস্ত	৮৫০
সঙ্কলন	৮৫৪
অর্থনীতি	
ভারতীয় স্বাধীনতে পরিবর্তন কাপড়ে ইলেকট্রিক ...	৮৫৭
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
আটের ষ্টক বাজার বোম্বাই বোর্ডিং ...	৮৫৯
বাজারের কথা	
মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা—সমাধানের পথে ...	৮৬১
বৈঠকি	
ইংরাজদের অধীনে চীনাদের দেশের বিদ্রোহের অধিকার ...	৮৫

প্রথম প্রয়োজন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে এক বৎসরের কিছু বেশী সময় কাটিয়া গেছে। আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা সংসারে তাহার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এখনকার হিসাবনিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে।—এখনকার হিসাবনিকাশ খুব বেশী তীক্ষ্ণ ও নির্মম হওয়াও সঙ্গত নহে। বর্তমানে কৃতির-অকৃতিরের কিরিস্তি যে দীর্ঘ কিরিস্তি হইবে এরূপ আশা বা আশঙ্কা আমরা নিশ্চয়ই করি না।

—কিন্তু জনসাধারণ যে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছে, চতুর্দিকে এরূপ আভাস যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই অসহিষ্ণুতার সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ এই যে, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য বস্তুনিচয়ের মূল্য কিছুতেই কমিতেছে না।—এই উক্তি একান্তভাবে সত্য, সর্বান্তিকভাবে সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের এই সর্বজনীন দুর্গতির নিরসনকল্পে আমরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে কিছুই করিতেছি না। তবে একটি কাজ আমরা কোনর বাঁধিয়া করিতেছি, তাহা আমাদের দেশের জাতীয় সরকারকে কসিয়া গালাগালি দেওয়া।—এই গালাগালির মাত্রা-হীনতা এবং নিরবচ্ছিন্নতা বিচার করিলে, অনেক সময় মনে হইতে পারে যে, ইহার মধ্যে সত্য অনেক থাকিলেও প্রচারকার্যে কিছু কম নাই।—এই প্রচারকার্যের পিছনে যে মনোবৃত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহাকে সন্দিহিতচেতন মনোবৃত্তি ঠিক বলা যায় না।

—জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিষয় আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে তীব্রভাবে নিজস্ব কর্ত সম্পাদন করিতেছেন না, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে।—এর দৃষ্টান্ত ভিরি। ভিনিসের দর বাড়ে তাহার চাহিদার জন্য; চাহিদা যখন কম থাকে, তখনই দাম বিক্রীত জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।—কাপড়ের বাজারে কালোবাজারী সম্প্রতি আছে, চুড়ান্ত পরতানীর নিদর্শন আছে।—কিন্তু একান্ত প্রয়োজন বাদ দিয়েও কাপড় কিনিতে আমরা কিরারার বহু লোককে দেখিতেছি।—এই ক্রেতাদের মধ্যে ধনী আছে, মধ্যবিত্ত আছে, এমন কি ফেরিওয়ালার শ্রেণীর লোকও আছে।—চড়া দামে বিনা প্রয়োজনে দামী কিনিয়া প্রকারান্তরে কালোবাজারকে জোরাইয়া রাখার পর, এই সকল লোকই সর্বাপেক্ষা বেশী চীৎকার করে, "আমরা গেলাম, আমরা শেষ হইয়া গেলাম"—কি প্রকৃত পক্ষে ইহার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহারা কিছুমাত্র কোলাহল করে না। সম্ভবতঃ সেরূপ সুযোগ ও সামর্থ্যও তাহাদের নাই। মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য ও কালোবাজারের বিচিত্র লীলাখেলা নিরীক্ষণ করিয়া নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত বিস্ময়ে মৌন হইয়া থাকা ছাড়া তাহাদের যেন আর কোন উপায় নাই।

অথচ সরকারের সহিত সহযোগিতার নিদর্শন ইহা না কালোবাজারকে জব্দ করিবার উপায়ও ঠিক ইহা নয়। সুরকারে

বোজারকে নিশ্চিহ্ন করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, মনে মনে কিংবা
যথাসম্ভব কম লোক কিনিয়া ওই অন্যায়ী ব্যবসায়কে
করিয়া দেওয়া। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার।
দের পক্ষে এইরূপ অন্যায়ের খুব বেশীদিন অভ্যাস করার
ন নাই। একবার এই পন্থা অবলম্বন করিলে, সমস্ত
লা পরেই দেখা যাইবে যে কালোবাজারের ভৌতিকের
ঠিক নূনের ছিটা পড়িয়াছে এবং তাহাদের নিজেদের
লার বিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া গেছে।

এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে যে ধরণের
শিতা ও ঐকমত্যের প্রয়োজন, উপস্থিত তাহার একান্ত অভাব দেখি-
সরকারের তরফ হইতেও জনসাধারণের মধ্যে সেরূপ মনোভাব সৃষ্টি
কোন প্রয়াস হয় নাই।—ভবিষ্যতে যে নিশ্চয়ই কোন ডিমির পাওয়া
তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিতে না পারিলে, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই
ধান না হইলে, উপস্থিত-লাভ প্রবাসানন্দের প্রতি কিছুটা-অনিচ্ছা-
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দিহানের মানুষেরও দোষ স্বাভাবিক।
তের অনিশ্চিত অবস্থার জন্যও যে জোগানের আপাতলাভ
ইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে
রর যে করণীয় ছিল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত
প্রদান, তাহা সরকার করেন নাই, অথচ করিতে পারেন
আর তাছাড়া সরকারী অব্যবস্থা সম্পর্কে—যে কারণেই হউক—
দের মনে এরূপ এক ধরণের ভূতাপ্রেমিত হইয়া উঠিয়াছে যে,
প্রকার কোন প্রকার আশ্বাসের উপরে আর যে বিশেষ কাহারও
াছে, এরূপ মনে হয় না। এরূপ অবস্থার জন্য আমরা রাষ্ট্রপরি-
বর্গের অসাধুতার বচনা অবশ্যই করিতেছি না, কিন্তু অপটুতার
াপ নিশ্চয়ই স্থাপিত করিতেছি।

ন এমন হইল, দেশের মানুষের এত বড় বিশ্বাস কেন
সহজে, এত অল্পদিনের মধ্যে এরূপ বিশাল সংখ্যে
হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই
ী প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিতে হয়। এতবড় প্রাণবিস্তারপরায়ণ
পৃথিবীর কুত্রাপি আর কোনদিন দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।
রের কথা, এর সাথে প্রতিযোগিতা, এত সাহিত্যজ্ঞানহীন উক্তি আর
দেশের মনোরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কোনদিন করিতে
ছেন বলিয়া, ইতিহাসের পাতায় কোন সাক্ষ্য অদ্যাবধি মেলে না।
ছাড়া একই সরকারের, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ
ীদের মধ্যেও এত বিভিন্ন প্রকারের 'বাণী'র প্রাবল্য দেখা
, এর বিশ্লিষ্ট প্রসঙ্গান্তরের উল্লেখে পরিলক্ষিত হইয়াছে যে,
বে তাঁহাদের কথায় ও কাজের অন্তর্বর্তী বিরাট ব্যবধান সম্বন্ধে
। জনসাধারণের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে এবং এখনও
ার তরফে সমস্যামূলী প্রতিশ্রুতি প্রদানের সমাপ্তি হয় নাই বলিয়া
বিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।—অথচ
দের নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি ও দায়ত্বসম্বন্ধের ঘরে খেঁয়ালে এরূপ

ঙারতবর্ষ নহে—যাহা পৃথিবীর সর্বপ্রকার সমস্যা সমাধানের সন্ধান
প্রকাশ করেন, তেমন করিয়া ওই সকল লাভ উচ্চাকে সফল করিয়া
তোলা, সম্ভবতঃ, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ্যায়ত্ত নহে।

অতএব আমাদের মনে, অবিলম্বে যে-কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত
ব্যক্তিরই বিবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান বন্ধ করাইয়া, একান্ত
প্রয়োজনের কাজের কাজে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সংযত রাখা দরকার এবং উহার
পর হইতে অত্যাবশ্যক কোন প্রয়োজনে প্রকাশ করিলে উচ্চ-নিম্ননির্বিশে-
ষে যে-কোন কর্মচারীরই শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
যেসব নেতৃবৃন্দ সরকারের বাহিরে আছেন তাঁহাদের পক্ষেও
বাক্সংযম অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক।—যেটুকু করা সম্ভব, অথবা
যে কোন বিষয়ে অবিলম্বে যতটুকু করিবার সামর্থ্য সরকারের আছে,
সেইটুকু সম্পর্কে উক্তি করিয়াই যদি সরকার অল্প সময়ের মধ্যে তাহা
অক্ষরে অক্ষরে সমাধা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না বলিয়াই আমাদের
বিশ্বাস।

—বর্তমানের দুরন্ত সমস্যা যে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি
তাহাতে সংশয় নাই; এবিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারের প্রথম দিন
হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা হন নাই। অপর পক্ষে,
নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইহারই মধ্যে তাঁহারা এমন বহু কাজ করিয়া বসিয়া
আছেন যাহা বরং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহায়কই হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অত্যন্ত

ইণ্ডিয়ান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

কৃত কার্যের মধ্যে উহাদের বিনিময়ের নীতি ও উহাদের ব্যবহার সম্পর্কিত, উপলব্ধির উন্নয় করিতে পারি। ফলে, মুদ্রাস্ফীতির দুই পক্ষাঘাত যখন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তখন তাহাকে সাহায্য করার কথা আজ দেশের নেতৃবৃন্দের মনে হইতেছে। যে-আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত সরকার বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতিনিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই উৎসাহ ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যদি তাঁহারা ইতিপূর্বে এই ব্যবস্থাবলীর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এতদূর গড়াইত না এবং দেশবাসীর দুঃখদুর্দশার পরিমাণও অনেকাংশে লাঘব হইত।

কিন্তু ইহা হইল অতীত কালের কথা। তাঁহাদের কৃত ও অকৃত বিগত অপরাধের জন্য দেশের এই অর্থনৈতিক সঙ্কটমুহূর্তে অত্যধিক সমালোচনার পরিবর্তে আমরা, দেশের জনসাধারণ, কি করিয়া সরকারের বর্তমান সাধু প্রচেষ্টার সহায়তা করিতে পারি, উপস্থিত তাহাই আমাদের বিবেচ্য।—কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করার প্রয়োজন আছে। তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে পুনরায় বাগ্‌বিস্তার করিয়া তাঁহারা যেন অবিলম্বে অসম্ভব ধরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে সুরু না করেন। মুদ্রাস্ফীতির রাক্ষসের বিরুদ্ধে বহির্ভারত অবিলম্বে সর্বাত্মক সংগ্রামের সূত্রপাত করা আবশ্যক, তাহা হইলেও দুই-এক দিন অথবা দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে অসুর করা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে। কিন্তু ইহারই মধ্যে সারা ভারতবর্ষের অগণিত লোক এই বিষয়ে এত অদ্ভুত ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, আমাদের ভূতীয় সরকারের পক্ষে উৎসাহিত হইয়া উহাই কিছু বলিয়া ফেলা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নহে; কাজেই তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, অতঃপর যেন তাঁহারা সাবধানতার সহিত অগ্রসর হন।

—মুদ্রাস্ফীতি আমাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান।—যুদ্ধের প্রয়োজনে একদিন যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, যদি সংযত দৃষ্টির সহিত শান্তির সময় তাহাকে আমরা কাজে লাগাইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই অর্থসৃষ্টিও আমাদের পক্ষে 'শাপে বর' হইত। মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কীয় সাম্প্রতিক বহুবিধ উক্তির কথা বিবেচনা করিলে, আমাদের এই মন্তব্য একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কাজেই কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করি।

—নবীন অর্থসৃষ্টির পরিমাণ যখন বর্দ্ধিত পণ্যোৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া যায়, তখনই দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। বর্দ্ধিত অর্থের সহিত বর্দ্ধিত পণ্যোৎপাদন যদি হাত মিলাইয়া চলে, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না—এবং সমভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় ও জনসাধারণের জীবনমান উন্নত হয়।—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সূত্রপাত হয় তখনই, যখন অর্থের পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান হয়, অথচ পণ্যোৎপাদন ক্রমহ্রাসের দিকে যাইতে থাকে; এই অবস্থাই আমাদের দেশে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা গিয়াছে। নানা কারণে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে নাই, ফলে দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার আর অন্ত থাকে নাই।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, যে-দেশের জনসংখ্যা ৩৬ কোটি, ১৯৫৫ সালের হিসাব অনুসারে, সেখানে কিছু বেশী নয়। বরং সেদিক দিয়া বিচার করিলে অধিকন্তু ভারতের ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী অসংখ্যায়িত পূর্ব্বে) ১৭৯ কোটি টাকার চলতি নোটের পরিমাণটি (৫১ কোটি সংখ্যক লোকের দেশে) একান্তভাবে অবশ্যই বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বর্তমানের ১,২২৭ কোটি টাকার চলতি নোট জনসংখ্যার হিসাবে খুব বেশী বলিয়া মনে না হইলেও, উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় ইহা এত অধিক যে, সেজন্যই ইহারই জন্য মুদ্রাস্ফীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।—

অতএব চলতি নোটের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এবং সর্বাগ্রে আবশ্যক দেশের সর্বত্র সেরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। বর্তমানে ভারতব্যাপী যে-অরাজকতা বিরাজ করিতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে সর্বপ্রকার উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যাপারেই মালিকেরা শ্রমিকদের নিন্দা করিতেছে, শ্রমিকেরা মালিকদের নিন্দা করিতেছে এবং উভয় পক্ষই সম্মিলিতভাবে সরকারের নিন্দা করিতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। যেমন করিয়া হউক, এই বিষাদহীন মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এই কাজে প্রীতি আবশ্যক, ধৈর্য আবশ্যক, দূরদৃষ্টি আবশ্যক। সরকার এইবার একটা কিছু করিবেন এবং নিশ্চিন্তভাবে তাহা করিবেন, এইরূপ আশ্বাসের বিধান যদি অবিলম্বে সর্বত্রকে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতিকে চতুর্দ্দিক হইতে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস সফল হইতে বেশী সময় লাগিবে না।—আমরা মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য দিক লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে আজ এই আশাই প্রকাশ করি যে, দেশে সেই একান্ত প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য এইবার আমাদের জাতীয় সরকার সর্বপ্রকারে আত্মনিয়োগ করিবেন।

বেকার লিমিটেড্
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

প্রাসঙ্গিক

...র দুনিয়ার পাঠী

...রাষ্ট্রের সকলকে ওয়েস্টমিনস্টার অনুকরণে পরিচ্ছন্ন অন্তর্ভুক্ত করিবার বাসনায় ভারতের প্রবেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিচার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ...করাচীর, কন্সটিটিউশনের পরিচ্ছন্ন রচনার জন্য সভাপতি তাঁর বাসের প্রস্তাবের বিরোধী এক দিনি দেশ দুর্ভেদ্যরূপ। প্রকাশ, উক্ত দিনির সকল প্রধানমন্ত্রী, সরকারী প্রধানমন্ত্রী ও ...টিদের হস্তের অধিত হইয়াছে।

...রাষ্ট্রের সকলে কনস্টিটিউশনে অনুসরণে পরিচ্ছন্ন অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে একটা যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, ...ভারত ইতিপূর্বে স্বরাজ লাভ করিয়াছে এবং কমনওয়েলথের সহিত যে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে ...রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারে এ ...ভারতের উদ্যমন কর্তৃপক্ষকে ইতিপূর্বে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

...মূলে এই ওয়েস্টমিনস্টারে ধারণা থাকার ফলে ...ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে যুক্তিক ক্ষেত্রের সন্ধানের সম্ভাবনা। সেই বিশ্বাসে এই ভারত নিশ্চিত যুক্তি পাইয়াছে।

...ভিনিস্টারে বলা হইয়াছে যে, ওয়েস্টমিনস্টার প্রতি বর্ষ ভারতে প্রায় ৮ শত লোকের ...পূর্ণ বন্ধ হইতে ইংরেজদের ভারতে কাজের নতুন আবহাওয়ার জন্য ওয়েস্টমিনস্টার এই ভূমিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন এই ভারতের লোক-, ...ও কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের ...করার সুবিধা ছাড়াও পরিচ্ছন্ন বন্ধন এই সম্পর্ক তাহাদের পুনর্গঠনের সুবিধা গুরুতর আকার দিয়াছে। ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি এই সব ...বিষয়ের ঐশ্বরিক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ বিচারের ভারতীয় অনুসন্ধানের পরিচ্ছন্ন বন্ধের সব ...লাভ আরও দুর্বিচার করিয়া তুলিয়াছে। ...ষ করিবার সময় আমাদের নেতারা বিশ্বাস ...নবে পরিচ্ছন্ন বন্ধে পূর্ণ বন্ধ হইতে আমরা উদ্যম। সম্ভবপর হইবে না এবং পূর্ণ বন্ধের বিচ্ছেদের ...কথা দ্বারা আর কোনও উদ্যমে থাকিবেনা। পাকিস্তান হইতে আমরা উদ্যমের জন্য যখন পুনর্বসতির দ্বারা করিতেছেন তখন হইতে আমরা উদ্যমের ব্যবস্থা উদ্যোগ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপরিউক্ত পরিচ্ছন্ন বিচারের দ্বারাই ভারতবাসী অনুভব যে অধিবাসের অংশ ছিল এবং সংস্কৃতি ও ...ধর্মিক হইতেও যে দেশবাসীর অধিবাসীরা অধিবাসীদের সহিত অধিক সেই সম্পর্কে ...ভেদ ও নাই,—কারণ উহা ভারতের বিশ্বের অংশ বিশিষ্ট পাকুয়া অত্যাবশ্যক সকলেই মেনেছেন নিশ্চই সম্পূর্ণ ভাবেই বলা হইয়াছে। আমরা করি, অন্য সকল কারণ যাক বিরোধ সত্ত্ব সত্ত্ব পূর্ণবন্ধ-বাসীদের কারণ হওয়া অন্য বন্ধনের প্রশ্ন অংশ ভারতকে বিশ্বাইয়া দিতে কল্পনাতেও অসম্ভব। ভেদ দিয়া থাকিবে না অন্যথায় ভারতের পূর্ণ সৌহার্দ্যে ...ভারত বন্ধন বন্ধে অন্তর হইয়া পড়িবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের বিপদ

দক্ষিণ আফ্রিকানরা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন বিশেষভাবে রাজনৈতিক বলের অভ্যুদয়ের ফলে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ...সংখ্যের পার্লিয়ামেন্ট সাধারণ বহু ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বে ভারতীয়দের ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংশোধন আইন প্রবর্তনের ফলে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিবার জন্য নূতন আইন প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন. দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ...র্শাল স্মাট্স ভারতীয়দের. চিরন্তন ইউরোপীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তে নির্দ্ধারিত করার যে ...সাধারণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থনেই সেইটুকু অবশ্যই ভারতীয়দের দিতে রাজী হইবে। অবশ্য ...ভেদিয়া ইউরোপীয়ান প্রতিনিধির নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব সমর্থনের করিয়াছিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা কিন্তু অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের ভোট দিবার অধিকার কেবলমাত্র ওই কারণে স্মাট্স যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার পালিত হয় নাই। এখন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়দের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধি পাঠাইবার সম্পর্ক বিচারই তুলিয়া দিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা পরিষদে বিল আনয়ন করিয়াছেন।

ভারত ও পাকিস্তান সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের উহা দিবার কয়েক মাস পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভেদবাদের বর্তমানে যে ...ধিক্য সংযোজন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শাস্তিদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি মাল বলিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ...সংঘের আইনের ভাষ্যে ও কৃষ্টিসঙ্গের সমালোচনা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকা বাদ হইবে। তাহার দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে যে ...সংঘের ব্যবস্থা করিবার বিচারাধীন না করে, তত্ত্বদিন পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিবে। যদি ভেদবাদ দূরিত আইনের ফেরে ভিন্নমত দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের নিকট হইতে দূরিয়া আসার অধিকার লাভ করে, তাহা হইলে ভারতও পৃথিবীর অন্যান্য ...টি রাষ্ট্রকে ভেদ বাধিয়া দূরিয়া দিবার তাহাও প্রত্যাহার করিবে। এই সম্পর্কে ভিন্নমতে কি ঘটে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া ভারতের সম্মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার আর একটি পথ আছে। আফ্রো আইনের ফলে পশ্চিম ভারতবাসীদের প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইবে তাহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত করিবেন। সেইখানে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আপত্তিকর কার্যকলাপের প্রতিকারের প্রস্তাব করিবে। এই সম্মেলনে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীগণ যদি ভারতের দাবী সমর্থন করেন, তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথ হইতে বিতাড়নের দাবী উত্থাপন করিতে হইবেন। আর তাহাদের ভাষা ও কৃষ্ণাঙ্গদের দাবী যদি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রধান মন্ত্রীরা সমর্থন না করেন, তাহা হইলে তখন এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা হইবে যে এক কমনওয়েলথের অন্তর্গত একটী ডমিনিয়নে যদি অন্য ডমিনিয়নের অধিবাসী বিদ্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয় এবং কমনওয়েলথ যদি তাহার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ভারত ও পাকিস্তানের কমনওয়েলথের সঙ্গে থাকিবার আর কোন সার্থকতা নাই।

শ্রমিক-কল্যাণ আইন :

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে শ্রমিক-কল্যাণ সম্পর্কিত যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের শ্রমিকের প্রতি কর্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং যাহারা সময়ে অসময়ে কারণে সরকারকে ধর্মঘটের প্রতিনিবিচারে অভিযুক্ত করেন, তাহাদের কটূক্তি ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথম বিলটিতে কয়লা খনি শ্রমিকদের ...ভাবী সংস্থানী ভবিষ্যৎ ও মৃত্যুকালীন প্রদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে খনিতে ...স্থায়ী মজুরদের ঐরূপ সুবিধা দিবার বন্দোবস্ত নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কয়লা খনিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মজুরই অস্থায়ী। অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর স্থানের ঐ বিশ্রী দিবার ব্যবস্থা পূর্বেও হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিলটী আমদানি করা হইয়াছে কারখানার শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার উন্নতিকল্পে। ঐ বিলে শ্রমিকদের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সুযোগ সুবিধাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যেমন উহা পানীয় জল সরবরাহ, আহার্য ও বাসস্থানের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কাজের সময় নির্দ্ধারণ, বেতনসহ ছুটির সময় বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

সংবাদলিপি

লণ্ডন

উৎপাদন বৃদ্ধির আবেদনে শ্রমিকদের উদাসীন—জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধি—কয়লা উৎপাদনে চিন্তা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২২এ আগষ্ট—শ্রমিক নেতা ও সরকারের পক্ষ হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির আবেদনে শ্রমিকদের তরফে যথোচিত সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ শ্রমিকদের নিকট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপযুক্তভাবে বর্ণিত না হওয়ার কারণেই এই দুরবস্থা। তাহাড়া, শ্রমিকদের চাকুরির স্থায়িত্ব ও বেকার অবস্থা বিশেষ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক ক্রমাগত আশ্বাস প্রদানের ফলে কর্মে নিয়োগ অত্যন্ত পরিলক্ষিত হওয়া বিস্ময়ের নহে। বেকার অবস্থা বিশেষ সম্পর্কে প্রচার। ফলাইয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে যেরূপ কষিবার ও বেকার হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রচার করিলে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যাইতে পারে। শ্রমিকদল যাবিদাওয়া অবশ্যই ন্যায্য, তাহার যথোচিত ইত্যাদি ভাবে উপযুক্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আগামী মাসে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হইবে এই দাবী উত্থাপিত হইবে যে সরকারকে যে মূল্যহ্রাস, মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। সম্মেলনে আলোচনার জন্য মূল্য, মুনাফা ও মজুরি সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রস্তাবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধিতে তীব্র প্রকাশ করিয়া মূল্যহ্রাসের দাবী করা হইয়াছে। মজুরি ও মুনাফা সম্পর্কে যে-পক্ষের প্রতি ট্রেড-ইউনিয়নের সমর্থন প্রত্যাহারের জন্য বিজলী কমিটির ও ব্যবস্থাপনা নির্বাচনকারী শ্রমিকেরা দাবী জানাইয়াছে। অন্যান্য প্রস্তাবে জীবনযাত্রার উপযোগী নিত্যকার বস্তুর নিয়ন্ত্রণ ও সকলপ্রকার খাদ্যের সরবরাহ সীমা বিধিই করিয়া দেওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা হিসাবে মুনাফার সীমা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর হইতে করভার হ্রাস, খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহাড়া শ্রমিকেরা কংগ্রেস কর্তৃক জীবন-ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ জ্ঞাপনের দাবী জানাইয়াছে। 'জাতীয় শিল্প' পরিচালক সংস্থাগুলির প্রতি অবাধ জ্ঞাপন করিয়া, তাহাদের স্থলে নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগের দাবীও উত্থাপিত হইবে।

১৯৪৭ সালের সমান সময়ে কয়লা উৎপাদনে সন্তোষজনক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত আগষ্টমাস হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে ১২৮০ লক্ষ টন। গত বৎসর এই সময় তাহার মধ্যে উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ ছিল ১২৮০ লক্ষ টন। গত ১৫ই আগষ্ট শ্রমিকদের সভাপতি ফুলাই কয়লার দৈনন্দিন শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মাসে দৈনন্দিন উৎপাদনের পরিমাণ খুব আশাপ্রদ। আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে এই মাসের আবশ্যিক পরিমাণও অবশ্য বৎসরের তুলনায় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে।

উক্ত পূর্ব ইয়র্কশায়ার। লক্ষ টন শ্রমিকদের আবাস নির্মাণের জন্য পাঁচটা সরকারী লাইসেন্স দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইয়র্কশায়ার শ্রমিকদের ইহাতে যায় হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউন্ড। এই ইয়ার্কে ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টন আবাস নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

দিল্লী

মুদ্রাস্ফীতি প্রসঙ্গ—প্রত্যক্ষ লাকলা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ—পার্লিমেন্টে প্রশ্নোত্তর—আদমশুমারি ও জনসংক্রান্ত বিল।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ২৫এ আগষ্ট—পার্লিমেন্টীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজনৈতিক ও সরকারী মহলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পায় মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে। মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর বিতর্ক সপ্তাহের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব সঞ্চারিত করে। আলোচনা সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক মহল কর্তৃক অর্থমন্ত্রীবিরুদ্ধ, বিরূপতা, অধিক সংখ্যক ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের পরামর্শ গ্রহণের ভিত্তিতে ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হওয়ায় এই ধারণা দেখা দিয়াছে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, অর্থমন্ত্রীবিরুদ্ধের প্রাদেশিক বিভাগগুলি এইভাবে বিভিন্ন মহলের সমর্থন অভিমতের ভিত্তিতেই রচিত হইবে এবং পার্লিমেন্টে তাহা সরকারী নীতির সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করিবে। কথা যাইতেছে, অর্থমন্ত্রীবিরুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপের সহিত সরকারী ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে বর্তমানে সরকারের পক্ষে পুনর্গঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি ও উৎপাদন ব্যয়ের বিষয় পর্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক। পরিকল্পনাগুলির পূর্ববর্তীতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোন পরিকল্পনা প্রথমদার যোগ্য হইলেও যদি বর্তমান আয়ত্ত বিনিয়োগের ব্যয়ের দিক হইতে তাহা অতিমাত্রায় হয়, তবে সে পরিকল্পনার কাজ আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে হইবে। সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ান প্রবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদ্‌গণ সকলের প্রথম মূলে কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। মিশ্রণ 'প্রথম পুনঃপ্রবর্তনের বিষয় বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে তবে ইতিমধ্যে সম্পর্কে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে কি ধারণা আসলে হইবে, তাহাই সময়ের পরবর্তী তাহা প্রকাশ পাইবে।

গত সপ্তাহে পার্লিমেন্টে প্রশ্নোত্তর কালের বেশী ভাগ সময় বিতর্ক আলোচনা জাতীয় বিষয় পরিচালনায় ব্যয়িত হইয়াছে। গত বৎসরে আগষ্ট ইণ্ডিয়া (৮৩০ লক্ষ পাউন্ড) সম্পূর্ণ প্রত্যেক ব্যয়ের বার্ষিক সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে উল্লেখ বিয়োগের আশা যে, প্রাথমিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন পদ্ধতির ফলে দীর্ঘমেয়াদী আয়ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্ভবপর হয় নাই। সর্বশেষ সম্পাদিত হাসিল বৃদ্ধি ভিত্তিতে আয়কর তিন বৎসরের বকেয়া কর্তৃপক্ষের অসংগতি সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা না থাকায়, তাঁহার পূর্বোক্ত বৃদ্ধি অবাধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অবাধ ব্যবসা হইতে পাটের পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিয়া তিনি উক্ত সংবাদ সঠিক নহে বলিয়া উল্লেখ করেন। আয়কর জানান যে সরকার সমস্ত ব্যক্তিদের বিক্রয় বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় জানান করিলে, সরকার ঐ সম্পর্কে কেন্দ্রীয়-আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করিবেন। শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী জানান যে, কিছু শ্রমিকের মুনাফায় করিতে অসমর্থ হইলে, যন্ত্রপাতি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে বলিয়া কোন ঘোষণা প্রচার করেন নাই। তাঁহার বিবৃতিতে সমস্যার আশা হইতে পারেন নাই। তিনি আরও জানান যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের আওতায় আগামী মাসে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যের বহাল প্রচার পুনঃ প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিবেন। শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নে শ্রীজগজীবন রাম অন্যান্য উত্তর প্রদান করেন। জাতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে গান আরম্ভ হওয়া বিধিবা আসে। তিনি বলেন, 'যখন বাজনে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গণ্য হইবে, তখনই সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণের মত কার্যের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আয়করবিধি সংক্রান্ত বিল। সভার পাটিল এই সম্পর্কে বলেন যে বর্তমানের বিধিবদ্ধ আইন মাত্র বাস্তবের ভিত্তি লইয়ে। পূর্ববর্তী আয়করবিধি আইন-সমূহ বহু বৎসর অন্তর আয়করবিধি প্রবর্তনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটিমাত্র প্রয়োজন সাধনার্থে রচিত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আয়করবিধির সংক্রান্ত প্রস্তুত কাজ বহু বছরের পূর্বেই প্রাদেশিক সরকার সমূহের পরামর্শক্রমে পুনঃ-বিবেচনা করা হইবে। পার্লিমেন্টে এই বিল গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫ সালের কর্তৃক উত্থাপিত বেলগুরে আইন সংশোধনকল্পে বিলটি সেলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। কয়লা খনি শ্রমিক কল্যাণ বিল ও কারখানা সংক্রান্ত বিল অল্প-সময়ের মধ্যেই পরিত্যাগ। অবশ্য প্রমিকদের জন্য শ্রমিকেই ফণ্ডের পরিকল্পনা গৃহীতবাদে এই সংশোধন। অবশ্য এই বিলের অধিকরের বক্তব্য ১০ জনই অসাধু এবং অসংগঠিত। এমন কি কোন

সত প্রতিষ্ঠানই অবশ্য অন্যান্যের তুলনায় লাভ
ন। প্রতিযোগিতার ভয়ে নিজের ডিভিডেন্ডই
তেই তত ব্যস্ততার পক্ষপাতী। কারখানা সংক্রান্ত
প্রিন্স দুর্গা মাই কর্তৃক অধিকৃত
ছলে অধিগৃহীত হয়।

নাই

শিল্পের উৎপাদনের বর্তমান গতি—নিয়ন্ত্রণ
। পুনঃপ্রবর্তন সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলের
ভাব—শিল্পব্যবস্থা তদন্ত কমিটির মধ্যবর্তী-
ন বিবরণী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৪এ অক্টোবর—গত সংখ্যায় পরিসংখ্যিত
১৯৩৮ সাল ৩০এ জুনে শেষ হওয়া তিন মাসে
ন কাপড়, ইস্পাত এবং কাগজ উৎপাদনে
ও ঘটিয়াছে। তুলাজাত ও পশমজাত বস্ত্র,
ত এবং বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন
ন এই কয়টি অনেকাংশে পূরণ করিয়াছে।
ই প্রথম তিন মাসে ১০১৬১ লক্ষ গজ বস্ত্র
বত হইয়াছিল। জুনে শেষ তিন মাসে
মের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৯০৯ লক্ষ
বৎসরের প্রথম তিন মাসে সূতা উৎপাদিত
১১ লক্ষ পাউণ্ড। তৎপরবর্তী তিন মাসে সূতা
হইয়াছে ৩৪৯৩ লক্ষ পাউণ্ড। পশমজাত দ্রব্যের
ন বৃদ্ধি সামান্য হইলেও বস্ত্র শিল্পের উৎপাদনে
বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ডিজেল ইঞ্জিন ও
ট্রাক্টর মোটর উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক
ছ। ইস্পাত শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।
ন্যাদের খনিজ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
টন। প্রথম তিন মাসে উৎপাদিত ১৩০৯৮
ন লবণের স্থলে তৎপরবর্তী তিন মাসে লবণের
ন পরিমাণ হইয়াছে ৩০২১৮ লক্ষ টন।

রাতে অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কব্যবসায় অর্থনীতিবিদদের
ন মুদ্রাস্ফীতি রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পুনঃ
বর পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয়
সমিতির সভাপতি রামলাল কিলাচাঁদ বলেন,
রূপ নীতি অবলম্বন স্থায়ী ব্যবস্থায় উহা উন্নয়নে
কর হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ যা দূরা
। হইয়াছে সেটিমূলক ব্যবস্থা। ইহার ফলে
। কোন সুবাদল হইবে না এমন কি প্রতি-
উৎপাদনেও উহার কার্যকারিতা সম্পর্কে
প্রকাশ করা অবকাশ রহিয়াছে। সমস্যাটিকে
ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে এবং
ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতিমূলক উপায়
ন করিতে হইবে।

নিক-সমিতির অধিবেশনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত
ণে শ্রীযুক্ত রামলাল কিলাচাঁদ বলেন, "বর্তমান মূ.
ন বৃদ্ধির দ্বারা ব্যবসায়ের মোসাদ্দুফি ঘটিতেছে
টেই পুনরুদ্ধারের উপায় হইতেছে বর্তমান মূল্যের
যোসাদ্দ ও চাহিদার স্বাভাবিক প্রসার নিয়ন্ত্রণ
বিনা প্রয়োজনীয় প্রব্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
চালু করিবার পক্ষে শাসনতান্ত্রিক অসুবিধার কথাও
অবশ্যই বিচার্য। তাহাড়া অতিরিক্ত কর্মচারীর অভাবে এই
ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিবে। অতীত
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলিতে পারি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
প্রবর্তনের দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করা যাইবে না।
বর্তমানে আমরা নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ সমাধানের করিতেছি
না। অবশ্য ইহাও আমরা তত বিশ্বাসিত যে, শিল্পে
শান্তি ফিরিয়া আসিলে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি
সাধিত হইবে, কিন্তু বহু কারণে আমাদের সেই আশা
পূর্ণ হয় নাই। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ ইহার
প্রধানতম কারণ। কিছুদিনের মধ্যেই মজুরি প্রতিষ্ঠানের
সমতা ও উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী ফিরিয়া আসিবে।
শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ মজুরি নির্ধারিত হইলে একই
নিয়মে নিয়ন্ত্রণ উৎপাদনও নির্দিষ্ট করা সম্ভব।"
তিনি আরও বলেন যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন
করা ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি রোধের ভিন্ন উপায় আছে।
প্রথম প্রথম শিল্পের বর্তমান উৎপাদন অবস্থার পূর্ণ
ব্যবহার এবং ভোগ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয় পরিকল্পনা
প্রবর্তের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মূলধন বিনিয়োগে নিরোৎসাহ করা হইতেছে—
এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি
জোরের সহিত বলেন যে দেশের আর্থিক অবস্থার
উন্নয়ন ও মূলধনীয় শিল্পসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে
প্রস্তুত। ইহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই যে,
সরকারের কর ও অর্থনীতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ
পরিবর্তন এবং অনিশ্চয়তা হেতু ধনবিনিয়োগকারীদের
মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সন্তোষজনক ধনবিনিয়োগ
অবস্থার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন।
সাময়িক কারণে মূলধনের বাজার আজও প্রায়
হইয়াছে। এখন প্রয়োজন এমন অবস্থার সৃষ্টি করা
যাহাতে সেই বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারকার্য সম্ভবপর
হয়। তবে আশার কথা এখন অবস্থা সংকটজনক
ও অসহনীয় করিতে হইবে যাহাতে অধিকতর পরিবর্তন
অর্থ সুদূরপরাহত কালে সাধিত হইতে পারে।

বোম্বাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পব্যবস্থার
তদন্ত কার্যে নিযুক্ত কমিটি মধ্যবর্তীকালীন
বিবরণী পেশ করিয়াছেন। এই কমিটিকে ১৯৩৬ সালে
নিয়োগ করা হয়। কমিটি কাপড়ের মিলে তৃতীয়
শিফ্‌ট প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত
সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শিফ্‌টের কার্যকাল
৮ ঘণ্টা হইবে, কিন্তু তৃতীয় শিফ্‌টের কার্যকাল
৬ ঘণ্টা, বর্ধিত মজুরি ৮ ঘণ্টার হিসাবে দিতে
হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ববর্তী ৮৪০ পৃষ্ঠায়)

করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই বিলটির আলোচনা
এখনও শেষ হয় নাই। সরকারের এই শ্রমিক-কল্যাণ-
নীতি শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশের যে সমর্থন লাভ করিয়াছে
তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য
আমি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় কিছু করি নাই। আমি যাহা
করিয়াছি তাহা আমাদেরই মিল মালিকদের সঙ্গে
উপায়ের মধ্যে সংঘর্ষের হইতে পারে, কিন্তু মূলে আমার
মতেই আমি তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে চাহিবে
চাই।"

প্রস্তাবিত নূতন ব্যাঙ্ক আইন

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য একটি বহু
প্রতীক্ষিত ব্যাঙ্কিং আইনের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন
হইতে অনুভূত হইলেও, এতদিন নানান কারণে তাহা
সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে ভারত সরকার ঐ
সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। অতীতে
বিদেশী অভিজ্ঞতার ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতায় এবং
সরকারী উদাসীনতা বা উপেক্ষায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক-
গুলির সম্প্রসারণ আশানুরূপ হয় নাই। অবশ্য দু-একটি
বৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ঐ সময় তীব্র প্রতিযোগিতা
ও প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ভারতীয় ব্যব-
সায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে,—কিন্তু
তাহাদের সংখ্যা দেশের আয়তন ও প্রয়োজন অনুপাতে
নিতান্ত কম।

১৯৩৬ সালের মধ্যভাগে ভারতীয় আইন পরি-
ষদে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপিত হয় এবং ঐ
বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়,—কিন্তু সিলেক্ট
কমিটি ঐ বিল সম্পর্কে বিবেচনা করিবার পূর্বেই ঐ
বিলটির মিয়াদ শেষ অতিবাহিত হইয়া যায়।
ইহার পরে ঐ বিলটির কিছু পরিবর্তন করিয়া ১৯৩৮
সালের মার্চ মাসে আইন সভায় উহা উত্থাপিত
করা হয় এবং পরিবর্তিত বিলটি সিলেক্ট
কমিটিতে প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটির সংশোধনের
পর বিলটি ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদে
উত্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ বিলটির বহুবার অনেক পরিবর্তন
ও সংশোধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া বিলটি সুসম্পূর্ণরূপে
গঠিত করা হয় এবং মূলতবী রহিয়া বর্তমানের ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কোম্পানী আইন-এ
একত্রীভূত হয়। কিন্তুদিনের মধ্যেই এই বিলটি
আইনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বিলের দ্বারা উদ্দেশ্যের মধ্যে কোম্পানী-
গুলির ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও সীমা নিয়ন্ত্রণ, সভ্যদের
নিয়ন্ত্রণ ও বিচার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মূলধনের
পাইবেন প্রভৃতি ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।
ব্যাঙ্কের সম্পর্কে ও বহুত তহবিল ব্যাঙ্কের বিষয়ের
কোম্পানীগুলিকে এখন কতগুলি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ-
কক্ষ মানিয়া চলিতে হইবে যাহার ফলে
সুদৃঢ় ব্যাঙ্কগুলির ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক-
গুলির মধ্যে যাহাতে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা না
হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও এই আইনে রহিয়াছে।
সর্বশেষে, ব্যাঙ্কগুলির হিসাব-নিকাশের নিরীক্ষা ব্যাঙ্কের
পরীক্ষা ও তদারক করিবার ক্ষেত্র ও ক্ষমতা বৃদ্ধি
করা হইয়াছে। মোট কথা, এই বিলটি আইনে
পরিণত হইলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে শৃঙ্খলা
ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরও সীমাবদ্ধ
হইবে এবং জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ অধিকতর

দিগন্ত

কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে.—উপস্থিত আমি কলিকাতার কথাই বলিতে পারি,—বাহিরে যাই নাই, সেখানকার খবরাখবর ঠিক জানি না। মোটের উপর এই কথাই আমার পাঠক-পাঠিকাদের আমি জানাইতে পারি, "স্বাধীনতা দিবস" যেভাবে কলিকাতায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিপক্ষের উদ্‌যাপিত হওয়ার কারণ ঘটে নাই।

স্বাধীনতা দিবস পালন বা তাহার প্রচারকার্য্যের জন্য আমাদের বড়বাজার অঞ্চলের এক স্থানে এক সভা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম। সেই সভায় ছয় সাতশত লোক জড় হইয়াছিল,—স্থানটির বিশেষত্ব চল্লিশ বৎসর বয়স্কা হিন্দুস্থানী মেয়ে হিন্দি ম্যাগাজিনের চোখে বসিয়া ছিলেন। উদ্বৃত্ত দুই সহস্রের বিক্রয়কেন্দ্র হইতে কেনা বাকরখানী কিটব্যাগ কাঁধে তিন চারটি জলবসু মহাবিদ্যুৎ বাজের জন্য তোড়জোড় করিতেছিল। কয়েকটি লোক ছিল মাঠের মাঝখানে বসিয়া,—তাহাদের কয়েকজনের হাতে এক একখণ্ড কাঁকি. কাঁকির মাথায় তিন দুই রৈখা ও সমপরিবাপ বিন্দুর বিশেষ চাহার,—চাটাইয়ের উপরে আরও নিম্না আটকান ভারতবর্ষে ভগীর ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধা বিদ্যুমান রহিয়াছে, অনুভবকারী পাঠকগণ ও তাহাদের অভিপ্রায়ের কয়েকটি সংখ্যা।—তাহারই উপরে লাল কালির সাহায্যে লেখা, মস্ত হইতে দেখা যাইতে প্রায় কয়েকটি বহুবাণী,—যে-বাণীর অভ্রান্তার্থের অর্থ এই,—"হে ভারতের যুব অভ্যাগম, তোমরা জান না যে তোমরা কি ভয়াবহ!"—তোমাদের মাঝে আমাদের অগ্রচরেরা কিরূপ ঘোরাফেরা করিতেছে! তাহারা আমার হইয়াছে,—তোমাদের দেশের কঠিন অবস্থাকে কঠিনতর করিয়া তুলিবার কোন প্রয়াসই তাহারা অবশেষে রাখিবে না। আমরা মুখব্যাদান করিয়া আছি,—কিন্তু আমাদের ক্ষুধা নাই,—বিষাদ কর, সাম্রাজ্যবাদ রূপে কাঁকি এক ক্ষুধা—এক ক্ষুধার ক্ষুধা—প্রতিহার অন্তই আমাদের ঘোর-সাধনা! ভারতবর্ষকে আমরা আমার করিব না, একবার মু দেখন করিয়া দেখিব—তাহাতেই দেখিবে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে আরোগ্য হইয়া ভারতবর্ষ "মুক্ত ভারত-সোবিয়েত" কল্পতরু হইয়া আমাদের একদিনের অবর্ণনীয় এক ইউটোপিয়া পরিণত হইবে।"—কিন্তু এতদূরে তা অবিশ্য না।

এবারকার স্বাধীনতা উৎসবের সহিত গত বৎসরের উৎসবের পার্থক্য ছিল। ইহা খুবই সহজ ও সরল,—৭ তারিখের পর জলস্রোত কিন্তুই পূর্বের ন্যায় প্রবল হে না। স্বাধীনতালাভের প্রাথমিক উৎসবের রাস উল্লাসের সহিত সাংবৎসরিক আনন্দের পূর্ণিমার ঘাপ্রভেদের কিছু তফাৎ থাকা খুবই স্বাভাবিক।—র এরূপ না হইলেই চিন্তার কারণ ঘটিত,—মনে হইত মন আছে,—আরও কিছু করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার কোন বাই। অন্তরে কর্তব্যের ও মনে মনে এই পুণ্য দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার জন্য কাহাকেও আয়োজন প্রচার করিতে হয় নাই,—সভা অনাহূতের জন্য, বেসরকারীর আমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রকাশের জন্য দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীনতা দিবসের ১৪ ঘণ্টাব্যাপী উৎসবসূচী পালনের উদ্দেশ্যে মেছুয়াবাজার ব্যবসায়ীসমিতি পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। সম্পূর্ণ স্বতঃ-উৎসারিতভাবে ১৫ই আগষ্ট প্রতিপালিত হইয়াছে,—সংযমের সহিত, মর্য্যাদার সহিত, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গৌরব সম্পর্কে অন্তর্নিহিত আশার সহিত।

ইহারই জন্য আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়া আছে,—এই অঞ্চলে যে কোন বিরোধী সুর ধ্বনিত হয় নাই,—অথবা সেরূপ কোন প্রয়াস সফল হয় নাই, ইহা ভরসার। ইহার পরে আমরা মনে করিয়া লইতে পারি দেশবাসীর অন্তর সবলযোগ্য হইয়াছে,—সেজন্য চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই। এই অঞ্চলেরই যে আমরা নিজেদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের "হেতু" করিয়া তুলি নাই, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেজন্য আমাদের নিজেদেরও ধন্যবাদ।

একটা কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, কিন্তু তবুও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থায় গলদ আছে, সমাজ-ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে, শ্রেণীবিন্যাসে বৈষম্য আছে। সে সকলের সংশোধন আবশ্যক,—যত শীঘ্র সম্ভব যে সংশোধন আবশ্যক, তাহাতে সংশয় নাই।—কিন্তু তাহার জন্য অধীর হইয়া অসংযত ব্যবহারের প্রকাশ করিলে আমি আন্তরিকতার সাক্ষাতের বলিয়াই মনে করি। একটি ছোট শিশুকে তাড়াতাড়ি বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টায় তাহাকে যদি দুইবিক দুইবে টানিতে থাকি, তাহা হইলে সেই টানের চোটে কিছুটা হীনতর আকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই তাহার পক্ষবৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে। কিন্তু সেই শিশুকে যদি পুষ্টিকর আহার প্রদান করি এবং তাহাকে যদি উপযুক্তরূপে লালন-পালন করিতে পারি, তাহা হইলে যে তাহার জন্য তাড়াতাড়ি সম্ভব, ইহা উপলব্ধি করার জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

সমস্যা আছে, তাহার সমাধানও আছে। কিন্তু সে সমাধান আমার দেশের কল্যাণের জন্য, আমার দেশের মানুষের দ্বারা আমার দেশের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণরূপে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেশের ওয়েল্‌ (state) আমাদের দেশ যে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট (wild west) হইতেই পরিণত হইবে, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার ন্যায় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমি আমার বেশি খুঁজিয়া পাই না। দেশের যারা অধিনায়ক তাঁহারা ও দেশে, যে পথা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের পথা নহে। মার্শাল ষ্টালিনের কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিকুশলতা, তাঁহা দৌর্দণ্ড-প্রতাপ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার অসাধারণ বাক্‌সংযমসহকারে আমাদের চিত্তে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, কিন্তু সেই সম্ভ্রমবশে যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষচরিত্র বিশ্বাসযোগ্য নিরোধিতপ্রাণ একটি পরম সাধু ব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিতে সুরু করি, তাহা হইলে মার্শাল ষ্টালিন নিজেও সম্ভবত অপ্রীতির অনুভব করিবেন।—ইহা অবশ্য বড়, ইহা সত্য-কথন। মার্শাল ষ্টালিন যাহা করেন, তাহাই তাহার পক্ষে কম গৌরবের বস্তু। তিনি আরও বহু প্রকারের কম করেন, সেকথা মনে করিয়া দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই।—স্বয়ং গান্ধীকে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া জানি,—তাঁহার জন্য অন্যায়ের প্রশ্রয় দান বা তাঁহার জন্য অন্যায়ের ভালবাসার পরিচয় নাই,—কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ফলে আমরা নিশ্চয়ই একথা বলিবার চেষ্টা করি না যে, অন্যায়ের বৈষম্যিক শক্তি তো দূরের বৈষম্যিক অন্যায় সমূলে ছিল। ইহা না বলার ফলে অবশ্যই সেই পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

ষ্টালিন প্রসঙ্গে আমি উপাসনা করিয়াছি, আধুনিক রাশিয়াকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়া। বর্ত্তমানকালের রাশিয়া মার্ক্স ও তাঁহার সঙ্গীদের নিকট হইতে যে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছে, তাহা রাশীয় ডায়ালেকটিসিয়ানদের প্রাথমিক জ্ঞান পর্য্যন্তও আছে।—কিন্তু সেটা দোষের নয়,—ষ্টালিন যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হইত, হয়ত রাশিয়ার অস্তিত্বও বিপন্ন হইত। কাজেই তাঁহার যাহা দেশের ভাল মনে হয়, সেই পথই তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই পথা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের অনুসরণযোগ্য পথা নহে।

কিন্তু যারা নিখিল ভারতবাসীর এবং পঞ্চম বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে পারি নাই, অথচ ভরসা হারাইয়া ফেলিয়াছি,—অতএব আমার বক্তব্য অবশ্যকর পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিব। আজ কেবল এইটুকু বলিয়াই আমার এই ভরসা দেওয়া করি যে, অতীতকালে আমাদের আন্তরিকতার সহিত, স্বাধীনতাবিরোধীদের ধ্বংসাত্মক রহস্যের বিরোধীরা যারা এই দেশে পরাধীনতার দুর্যোগ পাইয়াছিল,—ইতিহাসের পৃষ্ঠা দেখিয়া যেন আমরা বিস্মৃত না হই,—পুনরায় কোনপ্রকার আন্তরিকতা যেন না আমরা প্রশ্রয় দেই।—আমাদের নিজেদের দুঃখ আমরা নিজেরা পরস্পর হাত মিলাইয়া সমস্ত করিয়া লইব,—ইহার জন্য কোন কাল্পনিক উপন্যাস রচনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই।

—সত্যসাধী

সঙ্কলন

রপ্তানী-শুল্ক নিয়ন্ত্রণ বিলের দ্বিতীয় ধারা আলোচনা

১৪৪ ধারা ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রবর্তিত [illegible] সরকার কর্তৃক রপ্তানীর উপরে শুল্ক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন সংশোধনকল্পে উত্থাপিত বিলের দ্বিতীয় ধারা আলোচনা আরম্ভ হয়। অর্থসচিব মহাশয় প্রস্তাব করেন এই ধারায় এক সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যেসব কারখানায় ১০ জন বা তদধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে, সেসব কারখানার বিলের মধ্যে প্রযোজ্য করা হইবে। বিলের মূল ধারায় নির্দিষ্ট রহিয়াছে যে, ২০ জন বা তদধিক শ্রমিক যেসব কারখানায় নিযুক্ত, সেসব ক্ষেত্রেই আইন প্রযোজ্য হইবে। অবশ্য যদিও যে, ১০ জন শ্রমিক কারখানায় বিলের আওতায় নিয়ে আসার ইচ্ছা রাজ্যসরকার পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া উহা করা সম্ভব। তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসমূহ ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। অতঃপর অন্যান্য সদস্যেরা উহার সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

বিলের দ্বাদশটি ধারা কিঞ্চিৎ সংশোধনপূর্বক গৃহীত হয়। আলোচনা আরও চলিবে।

রাজস্থানীদের অন্যান্য সম্পত্তি অসামরিক ও বিক্রয়

ইসলামের অন্যান্য সম্পত্তি অসামরিক ও বিক্রয় সম্পর্কে ভারতের ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা বিলম্বেই করা হইবেছে।

এ সম্পর্কে একটি প্রেস নোট প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে, একটি যৌথ সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিয়া তাদের কথা চুক্তিতে বলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে দুই ডমিনিয়নের অন্যান্যক প্রতিনিধি থাকিবে। (১) অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার কার্যাদি সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিচার করিবেন। রাজস্থানীদের সম্পত্তি রক্ষার্থে যেসব আবেদন করা হইয়াছে বা পুনর্বিবেচনার বা ব্যবস্থানের সুযোগ সুবিধা লাভের যেসব অনুরোধ করা হইয়াছে, সেগুলি ব্যাপারে তাড়াতাড়ি বিবেচনা করা এই পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠান সুনিশ্চিতরূপে সে দিকেও লক্ষ্য রাখিবে। (খ) যেসব রাজপরিবারে অন্যান্য সম্পত্তি প্রেরণ ব্যাপারে সাহায্য করিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিয়া তোলা হইবে। (গ) রাজস্থানীদের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় বা প্রেরণ সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠিয়াছে, সেগুলি যাচাই করা হইবে। বিক্রয়ের অন্যান্য ব্যাপারে এই চুক্তি লাগু হইবে। (পাকিস্তান প্রবেশ ও বেলুচিস্তান ব্যতিরেকে পাকিস্তানে ভোগদখলকারী দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পত্তি ভারতে ফেরৎ পাঠাইবে, কিন্তু পাকের সাথে ব্যক্তিগত এজেন্সি অন্যান্য পাঠাইবে না)।

ভারতবর্ষ—পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য বলিয়া পূর্বে পরিচিত ছিল, এবং প্রত্যেকটি রাজ্য, বিকানীর, আলওয়ার-ধৌলপুর, ভারত ইউনিয়ন, রাজস্থান ইউনিয়ন, লৌহারু, ভরতপুর ধোলপুর এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয়গুলি (রামপুর-টেহরী, দেবাদুন, নৈনীতাল ও বক্সারসমন্ত।)

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫৫ লক্ষ

ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত মহাজন জানান যে, প্রায় ৫৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ এখনও কোন চাকুরি বা জীবিকার্জনের পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

যারা কাজ পায় নাই, এখন তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নহে। তবে, একথা বলা যায় যে, প্রায় সাড়ে-সাত লক্ষ লোক উদ্বাস্তু বলিয়া দাবী করিয়াছে।

ভারতীয় ইন্সুরেন্স আইন

ভারত সরকার ভারতীয় ইন্সুরেন্স আইন পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ সমিতিকে লইয়া একটি অফিসার কমিটি গঠন করিয়াছেন—শ্রী এন জগন্নাথন, আই সি এস, বাণিজ্য মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারী (সভাপতি), জনাব এ এ আজিজ আলাবী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ইন্সুরেন্স, শ্রী এস এস বৈদ্যনাথন, ডিরেক্টর অব ইন্সুরেন্স, শ্রী বি সি ঔকলানন, জনরেল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই, শ্রী যে সি ঔকলানন, জনরেল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই, শ্রী বি কে দাস, নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই, শ্রী টি সি কানুগা, ওরেন্স মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি লিঃ, বোম্বাই, শ্রী এস কে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি, কলিকাতা, শ্রী এইচ ডি নাইডু, বি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, মাদ্রাজ, শ্রী এস সি রায়, আসোসিয়েটেড ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, কলিকাতা, শ্রী এস কে কোহ, প্রেসিডেন্সী প্রতিনিধি অ্যাণ্ড জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ বোম্বাই। সিলেক্টিভ বাণিজ্য মন্ত্রকের অ্যাডভাইজার বিকাশের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী এস কে আয়াঙ্গার কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

আগামী মাসে বোম্বাইয়ে কমিটির অধিবেশন হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারত সরকারের অর্থসচিবের দপ্তর হইতে এরূপ এক প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, বিভিন্ন প্রদেশে যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে, সেগুলি সম্পর্কে সমুদয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার উভয় সরকার বহন করিবেন হইবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চলতি বৎসরের (১৯৫৮-৪৯ সালের) বাজেটে বিভিন্ন মূলধনের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য ৯০ কোটী টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল এবং এই অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

ভারতে রাশিয়ার গম

একখানি সোভিয়েট জাহাজ ৯ হাজার টন গম লইয়া বোম্বাই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উক্ত গম উৎকৃষ্ট ধরণের বলিয়া প্রকাশ।

সোভিয়েট সরকারের সহিত আলোচনার পর ভারত সরকার চালের বদলে রাশিয়ার নিকট হইতে যে ৪০,০০০ টন গম প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, উপরিউক্ত চালান তাহার প্রথম কিস্তিরূপে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সিন্ধুর বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি

ঠাঃ চৈতরাম বিলোয়ানী এক বক্তৃতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাস্তুহারাদের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পুনর্বসতি সম্পর্কে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়াছেন। শরণার্থীদের অবস্থার অবনতি সম্বন্ধে না সাইবার জন্য তিনি তাদের নিকটই আবেদন করেন। তিনি বলেন, "তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য আমাদের সৈনিক। তাহাদের দুরবস্থা আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। এখন নিজ দুঃখের সৈনিকদের জন্য তাঁহারা অন্তঃ সহানুভূতি পাইবার অধিকারী।"

ঠাঃ বিলোয়ানী বাস্তুহারা বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে তাঁহা বাড়াইবার অভিযোগ করেন, এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য সর্বপ্রকার ও কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন।

সংবাদপত্র শিল্প উন্নয়ন কমিটি

সংবাদপত্র শিল্প উন্নয়ন কমিটি গঠ ছিল করিয়া বিভিন্ন ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দু দৈনিক

বিশ্বের সংবাদের ক্ষেত্রে দুঁদে লোক বলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সম্প্রতিকার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তিনটি প্রস্তাবের জন্য শ্রীযুত এম. এম. সাহাল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

কাপড়ের কলের মালিকদের প্রতি সতর্কবাণী

মধ্য ভারতের সরবরাহ সচিব শ্রীযুত মুরলীধর ভৈদ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তরের এক্সেকোয়ারমেন্ট রাজের (বস্ত্রবিধি) বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, বিদেশাগত ফেটিস বলেন, কাপড়ের কলের মালিকরা যদি বর্ত্তমানের নূতন বস্ত্রনীতি মানিয়া লইতে রাজী হয়েন, তবে তাঁহাদের অন্যান্য দোষের অভিযোগের জন্যই হইবে।

সংগ্রহ ও ভাগবন্টন ব্যবস্থার কার্য্যে সরবরাহ বিভাগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি মিলের ব্যবসায়ীদিগকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "আমাদের ৩১এ অক্টোবরের পর যদি দেখা যায় যে, কোন জিলায় কাপড়, পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা নূতন আদেশকে ঠিক ভিন্নার চেষ্টা করিতেছে, তবে তাহাকে কঠোরভাবে দমন করা হইবে। তাহার সরবরাহ বিলুপ্তি করিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও রহিয়াছে।"

ভারত-ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও মিলমালিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, নূতন পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তোলার কাজে আপনারা সরবরাহকে সাহায্য করুন। অন্যথায় কিন্তুতেই চোরাকারবার চলিতে দেওয়া হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাবস্থা সন্তোষজনক

পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত সেন এই বলে আশ্বাস দিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গে এবং অন্যান্য জায়গায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাবস্থা সন্তোষজনক।

সরবরাহ সচিব আরও বলেন, "আমরা জানি যে, গত সংগ্রহের সিদ্ধির পরিমাণ ছিল পাঁচ লাখ টন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২৩এ আগষ্ট পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে ৬,৫০০ টন।"

শ্রীযুত সেন বলেন, "আর্থিক বছরে প্রথানুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ প্রায়ণে ১৫ লক্ষ লোক ১৭০ আনা মণ দরে চাউল পাইয়াছে। পূর্ব্ব বছরপ্রথানুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ ৩০ লক্ষ লোক। আর্থিক বছরপ্রথা খাদ্যকরার প্রবর্ত্তন করায় বহন চাউলের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে।"

অতঃপর তিনি বলেন, "আমরা সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে ২৫ হাজার টন আতপ চাউল পাইয়াছি। এই আতপ চাউল পাইয়াছে খাই লোকের মধ্যে বন্টিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ২০ হাজার টন চাউল পাইবে।

"গত বছরের ১৮ই আগষ্ট চাউলের প্রাথমিক মজুতের পরিমাণ ছিল প্রতি মণ ১৭৯৮০ আনা। তৎপূর্ব্ব পক্ষে অর্থাৎ ৪ঠা আগষ্ট ঐ মণ ছিল ২১৮০ আনা।"

বাংলার মিলে ৩ শিফট চালু করার চেষ্টায় বাধা

বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এস. সি. রায় বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ কয়েকটি মিল ছাড়া অন্যান্য কাপড়ের কলগুলির একেকার ৩য় তিন শিফট কাজ করিবার সামর্থ্য নাই।

যোগাই মিলাবলী তখন কতকটি বস্ত্রের মিলগুলিতে তিন শিফট কাজ করিবার জন্য যে প্রস্তাবিত করিয়াছেন, তদনুযায়ী কাজ করিতে যে সব অসুবিধা বর্ত্তমানে আছে শ্রীযুত রায় সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, যেখে কুলার অথবা যেরূপ সোজাসুজি ভাবাতে তাহাদের সকল কাপড়ের জন্যেই যদি তিন শিফটে কাজ করা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল মিলকে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত তুলা পাওয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া তাহাদের সরঞ্জাম মিলেই তিন শিফটে কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় কল কব্জির ও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা—পরন্তু চলাচল ব্যবস্থার অভাব হেতু—পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত রায় আরও বলেন যে, বাংলার মিলগুলিতে যখন যন্ত্রাদির যে সাধারণভাবে আছে তাহাতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূতা কাটিবার চাকুগুলি ও বস্ত্র বয়নের তাঁতগুলিকে যদি একই সময়ে শিফটে কাজ চালাইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে চাকুগুলির উৎপন্ন সূতায় তাঁতগুলি তাঁতে চাহিদা মিটে না।

কলিকাতা ও হাওড়ার পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট আটক বস্ত্র

কলিকাতা ও হাওড়ার পাইকারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট যে সমস্ত বস্ত্র আটক অবস্থায় আছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তাহা ছাড়িবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে :—

বর্ত্তমানে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পাইকারী ব্যবসায়ীগণ কলিকাতা ও হাওড়ার সাইলেন্সপ্রাপ্ত সূতার ব্যবসায়ীদের নিকট বন্ধুর বস্ত্র বিক্রয় করিবেন। যে সকল বস্ত্রের গায়ে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে অথবা তাহার পূর্ব্বে মিলের দর চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহার মূল্য চিহ্নিত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত অধিক হইতে পারিবে। মূলা ব্যবসায়ীগণ ক্রেতাদের নিকট ক্রীত বস্ত্র অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ অধিক মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন।

উহার ফলে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে যাহা যে মূল্য বর্ত্তমান ছিল, তাহা অপেক্ষা মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িবে। যে সকল বস্ত্রের গায়ে কোন মূল্য চিহ্নিত নাই, তাহার মূল্য বাজারদরের অনুযায়ী কি প্রকারের বস্ত্র, উহার চাহিদা ও উপযোগিতা অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু উহার মূল্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে না।

পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে মূলা বিক্রেতাদিগের নিকট এই বস্ত্র বিক্রয় ১৯৩৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। মূলা বিক্রেতাগণ ৩১এ অক্টোবরের মধ্যে বিক্রয় শেষ করিবেন।

পাইকারী ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক মূলা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় অথবা মূলা বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত বস্ত্রের বিক্রয় হইবে, তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। পাইকারী ও মূলা বিক্রেতাগণ তাঁহাদের বিক্রয়ের সাপ্তাহিক হিসাব পশ্চিম বঙ্গের নিকট পেশ করিবেন।

লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা হইতে ১১৮ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গাপুর, বাঁকুড়া জেলার একটি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গত বুধবার সেক্রেটারিয়েটে পাঁচজন বড় সরকারী প্রতিনিধি ও ৩জন ন্যাশনালিষ্ট বিশেষজ্ঞের এক স্থান নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনার পর এক বৈঠক হয়। সরকারের প্রতিনিধিগণ বিশেষজ্ঞদিগকে জানান যে, কারখানার জন্যই পরিকল্পনা অনুযায়ী জলাধার স্থাপিত হইলে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জল ও দুর্গাপুর ও ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা যাইবে বিশেষতঃ রানীগঞ্জ রেল ও রাস্তার যোগ-প্রয়োজনীয় সুবিধা হইবে। রানীগঞ্জ যদি কারখানার জন্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে কারখানার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী জলাধার করিতে অনেক অসুবিধা হইবে। দুর্গাপুরের জমিও যথেষ্ট পরিমাণ আছে এবং সরকার অতি শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ স্থান নির্দ্ধারণের জন্য বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বিশেষজ্ঞগণ অতঃপর তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহারা আমেরিকায় ফিরিয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কাজ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

বৈঠকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষে ডাঃ বিধান রায়, শ্রীযুক্ত বসুমল্লিক সরকার, শ্রীযুক্ত বিমল সিংহ, শ্রীযুক্ত মুখার্জি মজুমদার, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জি ও বেঙ্গলীয় বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ পিটসবার্গ ও শিকাগো

...ের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ

...ন্তমান বছরে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-বিরোধের অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। ...ন্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালেই যে সময়ে মোট ...ই সময়ে বহুটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক ...ফলে ৫,৩০৭ জন শ্রমিক বেকার হয়। ...বর্তী পূর্ব সময়ে ১৪টি প্রতিষ্ঠানে বিরোধ ...,৫৯৭ জন শ্রমিক এবং তৎপূর্ব সময়ে ১৪টি ...,৫৩৭ জন শ্রমিক বেকার হয়। জুলাই ...সময়ে ১০টি প্রতিষ্ঠানে বিরোধ সৃষ্টির ...জন শ্রমিক বেকার হয়।

কলিকাতায় সিমেন্টের বিক্রয় মূল্য

...ন্ত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা ...ং সংস্থা কলিকাতায় সিমেন্ট বিক্রয়ের ...রূপ ধার্য করিয়া দিয়াছেন :—

পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট (সমুদ্রপথে আমদানি ...ং হইতে প্রথমকালীন মূল্য অর্থাৎ বিক্রয়কর ...ন ৮৭।৴০।

বেলার্ড ল্যাসিয়ো সিমেন্ট আগে সেপার ...ন্সওয়ী লাইন "এস এস ডিয়েগো" ও "এস ...স" বোম্বে বন্দরপথে আমদানী পোর্টল্যাণ্ড ...ুটি টন প্রতি হইতে প্রথমকালীন মূল্য ...ছাড়া ধার্য ১৭৬৲ ।

...ন্ত সিমেন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ (১৯৫৮) অনু...ং অর্থাৎ উপরিউক্ত নির্দেশটি যোষিত

কয়লা সঙ্কটের আশঙ্কা নাই

...ুক্তরাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক ...ারে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় কর্মিসচিব ...ে, কিছু বলেন যে, পর পর দুইবারে ...য় কয়লা সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ান এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কয়লার অভাব ...ং কোন আশঙ্কা নাই।

জানান, গত ১লা জুন কয়লাবাহী মালগাড়ীর ...হইতে বাড়াইয়া দৈনিক ৬০ খানি করা হয় ...ই মাসে ঐ সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৮১ খানায়

রাজ্যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র মারফৎ সতেরো ১৯ জনের চাকুরী লাভ

...পশ্চিম বঙ্গে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে ...মের মাধ্যমে চাকুরি প্রত্যাশায় নাম ...য়িল, তাহাদের সতেরো ১৯ জনের কাজ হয়। ...সময় দুইটি কেন্দ্রে আবেদনকারীর সংখ্যা ...৬০২ জন, তন্মধ্যে চাকুরি পায় ২,৬০৬ জনের। সকল রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রে নিবন্ধক হারে ...ক্তি ও কর্মবিনিয়োগ হয় : আলোচনাধীন বিভিন্নস্থানে ১১৭৭ জনের ও মধ্যে ১৩২, এবং দার্জিলিংয়ে ৪১৫ জনের মধ্যে ৭১১ জন।

পাটের কাটতি হ্রাসের ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া পাটের কাটতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স ১৯৪৮ সালের পাটের কাটতি সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স বলে অতিরিক্ত হইয়াছে। ওই অর্ডিন্যান্স সমগ্র প্রদেশে কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে সরকারকে পাট সম্বন্ধে পূর্ব হইতে ঘোষ চুক্তি করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন :

এই অর্ডিন্যান্স অমান্য করা হইলে এক বৎসর কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে। এই অর্ডিন্যান্স অমান্য করিলে জামিন দেওয়া হইবে না এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণই এইরূপ অপরাধের বিচার করিবেন। ওই অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি আদালতের রায়ের দ্বারা দায়মুক্ত হইতে অথবা এরূপ কোন চুক্তি করিতে নিজে পারিবে না।

কলিকাতায় মদের বিক্রেতাদের লাইসেন্স

কলিকাতায় রাজ্যসরকারের মূলধন মদের বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্স নিয়ম প্রথা প্রবর্তন করিবার একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গ সরকার মদ্য চার বিভাগে বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে বলা হয় যে, এরূপ লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিলে রাজ্যসরকারের উক্ত মূলধন মদের বিক্রয় বন্ধ করিবার ব্যাপারে সরকারের পক্ষে কিছুটা সুবিধা হইতে পারে।

আরও দুইজন পালিমেন্টারী সেক্রেটারী

কলিকাতা থেকেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গের সরকার পরিষদের সরকার ইন্সপেক্টিবারী বঙ্গল ও ইন্ডাস্ট্রিজ প্রদান বিভাগের ১লা আগষ্ট হইতে পার্লিমেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

পূর্ব বঙ্গে জুয়াচুরি প্রতিষ্ঠান

পূর্ব বঙ্গের এমবেসেডর বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে :—

ম্যানেজিং ডিরেক্টার মৌলবী এ, ই, এম, সহীদুল আলম কর্তৃক পরিচালিত "পাকিস্তান কটন মিলস লিমিটেড" নামে পরিচিত একটি জুয়াচুরি প্রতিষ্ঠান নিরপরিচয়ে জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছে এবং আমাদিগকে টাকাও ভহরুপ করিয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার মৌলবী আলমের পূর্ব নামের ফোটোগ্রাফ ও এনডোর্সমেন্ট বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি যে সকল জুয়াচোর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পলাইয়া ভুটীয়াছে তন্মধ্যে "ব্যাঙ্ক অব ইয়ার পাকিস্তান"-এর নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত ব্যাঙ্ক নামে বিদেশী বহু ব্যক্তিকে প্রতারিত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের ফোরেন্স ও এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট কি, আই, কি'র তদন্তের ফলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারগণ (১) মৌলবী ইলিয়াস আলি মোল্লা, (২) মৌলবী সামাদুজ্জামান ও (৩) মৌলবী আবদুল্লাহ হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে মামলা রুজু করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এ সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পূর্ব বঙ্গে পাটের ঘর

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র পাটের মূল্য বন প্রতি প্রায় দশ টাকা করিয়া কমিয়া গিয়াছে। যদিও এবার পশ্চাৎ দশ পাইটের বেশী পাট পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হইবে না বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন। তবু পাটের ঘর কেবল কমিয়াই চলিতেছে। অথচ আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী কেবলমাত্র আটষট্টিটি পশ্চাৎ দশ পাইট পাট পূর্ব পাকিস্তান হইতে সরবরাহ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর হইতেও বিদেশে অন্তত দশ হইতে পনেরো লক্ষ পাইট পাট রপ্তানি করিতে হইবে।

ইহাই এই মূল্যহ্রাসের কারণ কি, ইহার উত্তরে এখানকার পাট বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে, সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী জনাব রাজিউল হক চৌধুরীর উদ্যোগে চট-কল মালিক, পাট ব্যবসায়ী, কেনাস প্রভৃতির যে এক বৈঠক হয়, তাহার পর হইতেই বাকি পাটের ঘর এমন ফ্রুত কমিয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞরা এই প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন যে, উক্ত বৈঠকের পর কলিকাতার চটকল মালিকদের এক আলাদা বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে ইহা স্থির হয় যে, চটকল মালিকেরা এমন ঘরে পূর্ব বাংলার পাট ক্রয় করিবেন, যাহাতে কলিকাতায় তাঁহাদের মিল পর্যন্ত পৌঁছায় যাতায়াতের পাটের দর কিছুতেই ৪০ টাকা মণের উপরে না যায়। পূর্ব বঙ্গ হইতে প্রেরণ যাবৎ রপ্তানি শুল্ক ও যানবাহন খরচ মিলাইয়া কলিকাতা পর্যন্ত পৌঁছিতে প্রতি মণ পাটে প্রায় ১০ টাকা খরচ পড়ে। তাহাই পূর্বাঞ্চলের পাটের দাম প্রতি মণ ৩০ টাকা হইতে ৩২ টাকায় বাঁধিয়া আসিয়াছে এবং ইহার কোন প্রতিকার না হইলে এই এই দরেই এই ভাবেই চলিবে।

পূর্ব বঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ

জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত স্পেশাল কমিটির সাম্প্রতিক এক বৈঠকে অতিপুরুষের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই শেষ হয়। জানা গিয়াছে যে অধিকাংশ সদস্যই বাকি সরকারী খাতে জমিদার কিংবা কৃষির স্বত্বাধিকারীদের অধি পুনঃ ক্রয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই

কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কাণপুর ইলেকট্রিক

কোন প্রকার ঘোষণা প্রকাশ না করিয়া আমরা আমাদের পাঠকদের জন্য সরকারী ঘোষিতব্য, অর্থাৎ এক বৎসর পূর্বে জাতীয় সম্পত্তিতে ন্যস্তীকৃত, কাণপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই আণ্ডারটেকিংয়ের প্রথম বৎসরের পরিচালনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই কাণপুর ইলেকট্রিকের এক বৎসরের লাভক্ষতির হিসাব সম্পূর্ণ জানা যাইবে,—কিন্তু ইতিমধ্যে যতটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এরূপ অনুমান প্রকাশ অসঙ্গত হইবে না যে, আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠানের কোনপ্রকার লাভ ত হইবেই না, বরং বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। সরকারী পরিচালনার প্রথম সাড়ে-চার মাসের যে হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরে বে-সরকারী কর্তৃত্বাধীনে উক্ত সময়কালের আয়ের তুলনায় ২ লক্ষ টাকার আয়হ্রাস দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য কাণপুর ইলেকট্রিক তাহার বর্তমান হারে আয়ের বন্দোবস্তে মোটেই তুষ্ট নয়,—তাহাই বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে বর্দ্ধিত মূল্য আদায়ের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে মাত্র অক্টোবর হইতেই এই উচ্চতর হার হারের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সরকার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা পর্য্যন্ত সরকার সমগ্র বিষয়টি পর্য্যালোচনা করার জন্য এবং তৎপরে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি "কমিটি" নিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

হার বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিতরূপ যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে,—"কাণপুরে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লার দাম বৃদ্ধি, সাধারণের মূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাপনের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলেই প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার ব্যয় এরূপ অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।—বর্তমান আয় হইতে এই সকল অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহ সম্ভব নহে অতএব বৈদ্যুতিক শক্তির হারবৃদ্ধি ব্যতীত আর পথ নাই।"

কাণপুর ইলেকট্রিক সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার পূর্বে লাভের জন্য তাহার কোন স্পৃহা নাই,—বিদ্যুৎ মূলধনের উপর বার্ষিক শতকরা তিন টাকা হারে লাভ হইলেই কাণপুর ইলেকট্রিক খুসী থাকিবে, এরূপ বলা হইয়াছে।—কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য বর্দ্ধিত হারে জনসাধারণের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়াও, কাণপুর ইলেকট্রিক সেই অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে কিনা তৎসম্পর্কে সন্দেহ আছে।

• • • •

বর্ষা প্রবেশ সরকার ১৯৫৭ সালে পরিশোধের মেয়াদে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদে ২ কোটি ঋণদানের জন্য ১১ টাকা কিস্তিতে তুলিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বর্তমানে উৎ-মূলো প্রস্তাবিত ঋণদানের জনপ্রিয়তা সন্দিক এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য ঋণদান অপেক্ষা ইহাতে সুদের পরিমাণও বেশী বলিয়া প্রতিষ্ঠানীয় ঋণদিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই নূতন প্রস্তাবিত ঋণ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। —বৃক্ষ প্রবেশ সরকারও ইতিপূর্বে বাজার হইতে ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আণ্ডার রাইটারদের (Underwriters) সর্ত্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, তাঁহাদের সে-চেষ্টা উপস্থিত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে সচ্ছলতা দেখা গিয়াছিল এবং বোম্বাই ও কলিকাতা, এই উভয় স্থানেই ঋণের হার ১০০তে অপরিবর্তিত ছিল। ২৪এ আগষ্ট তারিখে পরীক্ষিত ব্যাঙ্কার্স পদের আবেদনে দেখা যায় যে, ৬ কোটি টাকার ব্যাঙ্কার্স পদের জন্য মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে।—সকল লক্ষ টাকার আবেদনই পুরাপুরি মঞ্জুরীকৃত হয়।—মঞ্জুরীকৃত আবেদনপত্রের ব্যাঙ্কার হার বার্ষিক শতকরা ১০ (১০) টাকা।—পরবর্তী সপ্তাহেও দুই কোটি টাকার ব্যাঙ্কার্স-পদের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

• • • •

২৭এ আগষ্ট তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে হিসাব-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি নোটের পরিমাণ ১,১৩৩ কোটি হইতে ১,২১২.৫০ কোটিতে হ্রাস পাইয়াছে এবং বার্ষিক বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণও ৩৬.৬০ কোটি টাকা হইতে ৩৪.৬০ কোটি টাকায় নামিয়াছে। সুতরাং সমগ্র নোটের পরিমাণে ১৯.৭৭ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সম্পত্তির দিকে সোনার ও তালসোনার পরিমাণে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভারত-ব্রিটিশ টুকির সরকারসমূহের ঋণদানের হ্রাসের পরিমাণে বিশাল অবনতি (১১৩.৩১ কোটি টাকা—১,৮৮১.৭৮ কোটি টাকা) এবং ভারত সরকারের ঋণদানের পরিমাণে প্রচুর উন্নতি (৩৬৮.৩১ কোটি টাকা—১১৯.১৭ কোটি টাকা) দেখা গিয়াছে। রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৪৬.৪৪ কোটি টাকা—৪৬ কোটি টাকা)।

• • • •

বার্ষিক বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার ২২৪.৬৩ কোটি টাকা হইতে ১৩১.৬৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।—অন্যান্য সরকারী জমাও ১২.২২ কোটি টাকা হইতে ১৩.৬৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের জমার ২৪.১৯ কোটি টাকা হইতে ২০.১২ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ৩.৪০ কোটি টাকা (৩.৭২ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০১.২৪ কোটি টাকা (৩১৩.২১ কোটি টাকা)। ইহা বিভাগ হইতে বার্ষিক বিভাগে ১০ কোটি টাকার মোট হস্তান্তরিত করার ফলে ঘরবিনিয়োগের পরিমাণে ৪৩.৭৬ কোটি টাকা হইতে ৩৩.১১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

• • • •

১৩ই আগষ্ট তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব-বিবরণে দেখা যায় যে, চাহিবামাত্র দেয় জমার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিলেও মেয়াদী জমার পরিমাণে হ্রাস ঘটিয়াছে। চাহিবামাত্র দেয় জমার খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১.৭৭ কোটি টাকা (২০.১৪ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য খাতের পরিমাণ হইয়াছে ৬৭১.১৯ কোটি টাকা (৬৬৮.০৩ কোটি টাকা)। মেয়াদী জমার খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণ ১.২১ কোটি টাকা হইতে ১.৩৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং অন্যান্য মেয়াদের জমা ৩১৩.০৬ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৩১৩.৫৭ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। তফশিলি সমস্ত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (৯৩.৬২ কোটি টাকা—৩০.১২ কোটি টাকা)। কিন্তু বিভাগ খাতে রক্ষিত জমার পরিমাণে ১৪ কোটি টাকার অধিক হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে (১২.৭৪ কোটি টাকা—১১৯.১৪ কোটি টাকা)। সমগ্রের পরিমাণ ৯০৫.১৪ কোটি টাকা হইতে ৯০৩.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য তফশিল পরিমাণে ৩০ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৯.৩০ কোটি টাকা—১৫.১০ কোটি টাকা)।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয় কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪৩, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, ৪২, চৌরঙ্গী,
কলিকাতা।

কোড	ফোন
ব্যাঙ্ক ২২৬৮ (৩ লাইন)	পি কে ৪৯৭৫ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

পাটের ফটকা বাজার বেআইনি ঘোষিত

এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী কিউরেশন অর্ডিন্যান্স[১] এই প্রদেশে প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম

পাটের ফটকা আইনত দণ্ডনীয় হয়েছে। এই বলে একটা বাজারের যে খুব সুনাম রইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ২. পাটের বাজারে ফটকার ফলে পাটের দর হুহুকারে বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং পাটশিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ফটকার ফলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে পাকিস্তানের ও ভারতের ইউনিয়নে অসুবিধা হইতেছিল। আশা করা যায় এই আইন যে ফের লঙ্ঘন করিতে না পারে, তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

চোরাবাজারে চুরানো করিবার জন্য ও মুনাফাখোরি করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকার সুযোগ উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সহিত সরকার যে পরামর্শ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহযোগে করিয়া অবশেষে প্রয়োজনীয় অভিনব-পরিচয় আলোচনা করিবার পর সরকার চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ও পার্লামেন্টে তাঁহাদের মতামত পেশ করিবেন।

এই বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সরকারকে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যেমন ও মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বে উদ্ভাবন ও নিষ্পন্ন হওয়াও, স্থির করিয়া দিতে। এই বিষয়ে সরকারের সম্মুখে কতকগুলি জটিল ও উদ্ভব হইবে। যেমন পাকিস্তান হইতে যে আখিনের আমদানি যদি বিরাট বা বন্ধ নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে বন্ধের "ন্যায্য মূল্য" নির্ণয় এক বড় সমস্যা হইয়া পড়িবে। তাছাড়া বর্তমান যে "কিউলার" উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের মেনে চলিয়া মূলার হার বৃদ্ধি পাইবে এবং যার ফলে অসাধারণিক মূলার মূল্য বৃদ্ধি হয়, যেসকল উৎপন্ন যেই উৎপন্ন করিবার না করিয়া নিম্নে যেগুলি মোটা লাভের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এইসব সম্পর্কে বিশেষই সচেতন আছেন এবং সমাধান বিষয়েও করিয়াই তাঁহারা ইতিমধ্যে নির্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বস্ত্র

বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আশার এই বৎসর ভারতের বস্ত্র উৎপাদনে অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে আশার উদ্রেক হইয়াছে। ফলে এই প্রসারের ফলে প্রায় ১ লক্ষ বস্ত্র অকর্মণ্য অবস্থায় পড়ি রহিয়াছে। তাহাতে বিদেশ হইতে বস্ত্রজাত আমদানির সুবিধার জন্য তাহার সরকার সিঙ্কটেক্সের বিকল্প হইতে পাতটি মূলত আদেশ তুলা করিয়াছেন বলিয়া আশা দিয়াছে।

তুলা

ভারত সরকার তুলার উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধির করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তুলার বাজারে এখন খুব আশা ও অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৪ অর্থাৎ তারিখে যখন দিল্লী হইতে ঘোষণা করা হয় যে "১৫×৪" তুলার নিয়ন্ত্রণ মূল্য ৩ উৎপন্ন মূল্য যথাক্রমে ৯১৫৲ ও ৯০০৲ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে তখন বাজারে ব্যাপক হতাশা দেখা দেয়। পরের দিন তুলার ব্যবসায়ীদের এক জরুরী সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে জানা যায় নাই, তবে দেখিয়াই তুলার দর ৫০ পয়েন্ট পড়িয়া যায়। ফলে বিক্রেতাদের তাড়াহুড়ার ফলে তুলার দর প্রত্যহার আরও ৫০ পয়েন্ট পড়িয়া যায়। আই সি, সি তুলাই-এর দর ৯৯২ টাকাতে আসিয়া পৌঁছে। ঐই ইন্ডিয়ান কটন অ্যাসোসিয়েশন সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া দিল্লীতে এক তার প্রেরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবার আশা নাই। যেসব মধ্য ও তুলার ব্যবসায়ীরা দিল্লীতে সরকারের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা যখন তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তখন সরকারের প্রতিনিধি তাঁহাদের জানাইয়া দিয়াছিল যে, সরকার সভার চিন্তার পর এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং পরে তাহাদের মত পরিবর্তন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সোনা-রুপা

সোনা-রুপার বাজারেও তুলার বাজারের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সোনা ও রুপার বিনিময়ে কর দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এই গুজবে, সোনা ও রুপার বাজারে বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং সোনার অফিস সওয়ার মাস ১১০৲/৩-তে আসিয়া পৌঁছে। তবে সপ্তাহের শেষে ঘরে সাধারণ উঠতি হয়। রুপার বাজারেও বিক্রেতাদের তাড়াহুড়ার ফলে রুপার দর ১২৪৲ হইতে ১২১৷৩-তে আসিয়া পৌঁছে। সপ্তাহের শেষের দিকে সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

চা

প্রায় ১৬,০০০ প্যাকেজ চা কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থে আনা হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দরে যথোচিত বেশীতাব ছিল। সাধারণ আধা-ভাঙা ও আসাম ভাঙা চায়ের দরে খুব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দার্জিলিং চায়ের দর মোটামুটি ভাল থাকিলেও মাঝারি ও নিম্ন শ্রেণীর চায়ের দর ১/- পাউন্ড হ্রাস পায়। সপ্তাহের শেষের দিকে সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

কফি

কোচিনের বাজারে খুব কম পরিমাণ চায়ের বেচাকেনা হইয়াছে এবং দরের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

গুড়

গুড়কাটের ও রাজমুন্দ্রীর গুড় অন্যান্য বছরের খুব চাহিদা ছিল। কিন্তু মূল্য গুড় অধিক অন্য কলিকাতায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। আমদানির পরিমাণ প্রায় ১০০০ মণ ছিল এবং বন্দরের পরিমাণ ছিল ১০০০ হইতে ১৫০০ মণের মধ্যে। মফস্বল গুড়ের পরিমাণ প্রায় ৪৫,০০০ মণ। সমস্ত গুড়ের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৯-তে উঠে। কলিকাতা ও রাজমুন্দ্রীর হইতে পূর্ব পাকিস্তানে গুড় রপ্তানি শুরু হইবে বলিয়া সব প্রচারিত হইবার পরেই এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কাজলের দর ছিল মণ প্রতি ১৪ টাকা ৯ পাই।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বানুবৃত্তি ৮৪২ পৃষ্ঠায়)

চিনির মূল্য বৃদ্ধির সাফাই

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হইবার ফলে চিনির মূল্য যে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সম্পর্কে বাজপাইজ অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে পার্লামেন্টে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে আমরা লজ্জা বোধ করিতে পারি মাত্র। বাজপাইজের মতে তিনটি কারণে চিনির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, যথা : কলকারখানার নিকট হইতে উচ্চমূল্যে ইক্ষু ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরি হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি। বাজপাইজ আরও বলেন, বর্তমান বৎসরে যে চিনি বিক্রয় হইবেছে তাহা ১৯৪১-৪৮ সালের মরসুমের ইক্ষু হইতে উৎপাদিত এবং মিলমালিকের চড়া মূল্যে ঐসকল ইক্ষু ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমান বৎসরের শেষ দিকে নূতন ইক্ষু না পাওয়া পর্যন্ত চিনির মূল্য সম্পর্কে হ্রাস করা সম্ভব নহে।

এইখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে, চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল তখনই চিনির কলগুলি কি কাঁচামাল ক্রয় করিয়া চিনি প্রস্তুত করিত? নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিলোপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির মূল্য বিগুণ হইবার কারণ নিশ্চয়ই ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি নহে। অবশ্য, ইক্ষুর দর বৃদ্ধি হইবার ফলে চিনির কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক,—কিন্তু ইক্ষুর মূল্য ও চিনি উৎপাদনের ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে উহার অনুপাতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে অনেক বেশী। তাছাড়া পাকিস্তানে যে ভারতের তুলনায় অনেক সস্তাদরে চিনি সরবরাহ করা হইতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই বিনা লাভে নহে। ব্যবসায়ীদের মুনাফা-লোলুপতাই যে চিনির মূল্য-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ, সকল কথা বিবেচনা করিলে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের বাজপাইজ এই কথাটি

বাজারের কথা

মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা—সমাধানের পথে ?

কলিকাতা, বেলার আগে

গত সপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে যখন উত্তেজনা বেশ পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মূল্যমানের হ্রাস না হইলেও সমস্ত বিভাগেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ক্রেতাদের পরিমাণও অবশ্য হ্রাস পাইয়াছে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। নূতন মূল্যবৃদ্ধি প্রবণতা কেহই তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেট পাটের কতটা শুল্ক বসাইয়া নূতন অর্থবর্ষ আইন ঘোষণা করায় এবং দুর্গাপুরের কারখানা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ইস্পাত পাওয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করায় বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ মানসে কার্যকরী উপায় গ্রহণে বাজারে যে সরকার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ঘোড়ার দিকে লাভজনক কোন মূল্যমানে শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই।

• • • •

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পরিমাপ করিয়া বাজেট পূর্বেই ইহার প্রতিরোধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কারণ, কালোবাজার পরিমাণ কৃষ্ণাকারে বেসরকারে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে সরকারের এবিষয়ে সচেতনতা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অবশ্য বিভাগ বাজেট প্রতিবেদন তাহা বিশ্লেষণ বেসরকারে বাস্তবিক উক্তির পূর্বে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও তাঁহাদের প্রেসনোটগুলো উৎপাদন হ্রাসকেই তাহাদের মূল্যসঙ্কটের একমাত্র কারণ বলিয়া সমস্যার বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে আর দ্বিধা প্রকাশের অবসর নাই। তাই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে মুদ্রাস্ফীতিসমস্যার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্তমানাবস্থার অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

• • • • •

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ উদ্দেশ্যে দেশের উদ্বৃত্ত ও অপ্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সঞ্চারিত করা হইবে সে বিষয়ে সরকার কোন্ নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। সম্প্রতি কলিকাতা সফরে গিয়া শ্রীযুক্ত মুদি বারা সভাতে পরিষ্কার ইঙ্গিত করিয়াছেন যিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যে খুবই বিলম্বসাপেক্ষ তাহা করিয়া সে বিষয়ে অবশ্য সকলেই একমত হইয়াছেন। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ যে ভাবে ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়া চলার ফলে নূতন কর প্রবর্তন, অথবা ঘাটতি বর্দ্ধিত ব্যয় টাকা আটক করার যে সকল উপায়ের সন্ধান কেহ কেহ দিয়াছেন, তাহা আমরা ঘোটেই সমর্থন করি না। কারণ ইতিপূর্বে উহাদেরই যেগুলি বাস্তবায়িত বিশেষ সন্তোষজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। যে কোন নীতিই গৃহীত হউক না কেন, তৎসঙ্গে ব্যবসায়মহলের সহযোগিতা অপরিহার্য, কাজে, অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহতা এড়াইতে হইলে যথা চলাচলের পথ সহজ ও সুগম করা একান্ত আবশ্যক।

• • •

যে কোন নীতিই অবলম্বিত হউক, উহার অর্থ সঞ্চারিত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবসায়িকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বাজারে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার না করিলে ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সরকারের শিল্পনীতি ফেলের শিল্পোন্নতি ও দেশের কর্মবিনিয়োগকারীদের মনে যে বিশ্বাসিকতার সৃষ্টি করিয়াছে, অবিলম্বে তাহা দূর করা কর্তব্য। সরকার বিদেশিক শিল্পনীতির পরিণামে দেশের শিল্পোন্নতির বাস্তবিক আগ্রহটি যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

টাটা অয়ঃশিল্পের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, আর, ডি, টাটা সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহার সমর্থন করি। শিল্পোন্নতি ও বিশিষ্ট শিল্পসংস্থানের প্রয়োজন আমরা বহুবার বিস্তারিতভাবে সমর্থন করিয়াছি :—মুদ্রাস্ফীতিসমস্যার যে কোন সুষ্ঠু সমাধান হইবে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে প্রতিবন্ধকতাই যে বিশেষ লাভজনক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে শ্রমিক অসন্তোষের নিষ্পত্তি হইবে এবং পরিণামে উৎপাদিত বৃদ্ধির সমস্ত ও সুফল হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচই নূতন করিয়া শিল্পনীতি ঘোষণা করিবেন আশা করিয়া আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হইতেছি।

• • •

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় অর্থ জমিয়া রহিয়াছে। ফলে হারও আট আনা অপরিবর্তিত আছে। টাকার দেনাদেনে অতি সামান্য হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সোনার বাজার পূর্ববৎ রহিয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার ফলে পরে সমস্ত বিভাগে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিলেও ব্যাঙ্কগুলির সতর্কতার আবহাওয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বেতনবৃদ্ধির প্রভাবে যাহা দেখা দিয়াছিল তাহা

(বিজ্ঞাপন ৮৭ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

(লিমিটেড্ ও রিয়ালিজ্ ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা "সঞ্চয়ী" হিসাবের
বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তাবলী :

- মাত্র ১০৲ টাকা দিয়া হিসাব খোলা যায়।
- শতকরা ২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
- আবশ্যকতামত সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন।
- হিসাবে ৫০৲ টাকা ন্যূনতম জমা থাকিলে চেক বই দেওয়া হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের নিকটতম
শাখায় বা হেড অফিসে অনুসন্ধান করুন।

এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জে, এম, সেন
জেনারেল ম্যানেজার

খবর

কাঁচা মালের অভাবে চিটাগড় পেপার মিল্‌সের অসুবিধা

চিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯ মার্চ তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের হিসাব দেখা যায় যে, এই ছয় মাসে কোম্পানীর মোট ৩ কোটি গজের পরিমাণ কূল পাইয়াছে। এই ছয়মাসে মোট বিক্রয় ১,১০,৬৮,৫৯১ টাকার আলোচ্য সময়ে বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ ছ ১,৫১,৯৬,৬৮৮ টাকা এবং এই সময়ে মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫,৭৮,৯২৫৲ (২৩,১৫,৲)। উক্ত লাভ হইতে কারখানে ৯,৯৮,০০০৲ ৯০০৲) মূল্যাবসান খাতে ৩,৭৩,৯৮২৲ ৩১৬৲) এবং সন্দেহ তহবিলে খাতে ৩,০০,০০০৲ ১০০৲) বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিলি-ব্যবস্থার পর উদ্বৃত্ত ১,৪১,৭০০ টাকার সহিত পূর্ব-বৎসরের অবণ্টিত লাভের ২,৪১,৪২৭ টাকা ধরিয়া মোট ১১,৪৩,১৩৫ টাকার হিসাব হইতে নগদ সরকার সেক্টরে বার্ষিক শতকরা ১২½ হারে মোট ৭,৯৯,৯০০ টাকার লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। হিসাবে বাকীর জের ৩,৪৩,২২৯৲ প্রতি বছর ধরা হইল বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা। হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা ৩,০০,৬০০৲ (১,৪১,২২৯৲)।

সমীক্ষা বছরে কোম্পানীর প্রধান আলোচ্যের কোম্পানীর কাজ যাহাতে না হইতেও, তাহা পরিচালকমণ্ডলীর দুইটি বিশেষ সভায় উপলব্ধি হয় নাই। ইহার অনুকূলে প্রধান কাঁচা মাল সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাব। কাজ চালানোর চালাইতে হইলে বাঁশ, সবাই ; এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য বিষয়ে মজুত থাকা এবং সময়মত সেগুলিকে যে অবস্থায় আসা উচিত। কিন্তু বছর করিবার জন্য আমদানীর ব্যবস্থা ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে যে, ভবিষ্যতের জন্য ন মজুত করা হয়ে যাইবে, বৈদেশিক ব্যাঙ্ক ঋণের মাল আমদানি করাই কঠিন হইয়া । এই অবস্থায় অধিকতর উৎপাদিত লাভের অনুকূল করিবার উৎপাদন আরও হ্রাস । সেরূপ অবস্থায় মিলের কাজ একদিন ন্ধ করিয়াও দিতে হইতে পারে। এ বিষয়ে । কারণ প্রতি চেষ্টাকে কর্তৃপক্ষ হইতে উচিতমত ব সাহায্য সরকারী মহলে আবেদন করা এবং বাকাহকে প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব করার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে।

) মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণের জন্য ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্যতম নির্ধারিত মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ও উচিত পরিচালক অনুরোধ প্রদানি বৈধতা ও অনুমোদন করিবার জন্য

[illegible] এজেন্সীর—এস, এন, চিটাগড়, বিলাসবহু মার্কেট কোং। [illegible], বিলিয়ন এবং বিক্রীত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৫৭)

ব্যয়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণী	৫০,০০,০০০৲
সাধারণ	১৬,৪০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৯০,২৩,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	২৩,৭১,৩৫১৲
ঋণ	৮৫,১৩,৯৭০৲
অবণ্টিত লাভ (মোট)	৩,৪১,৩৭০৲
মোট	৩,৮১,৩৬,৪৫১৲

নিত্যমাল্যবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৫৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৮০,৯৩,৩১৭৲
মজুতদারী	১,৩৩,৫৩,৩৩৩৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৩৭,৩৮৭৲
বন্ধ সম্পত্তি (মোট) হিসাবে	১১,৫৭,৩৩৩৲
সাহায্য ও মজুত মাল	৩১,৩৩,১৩৩৲
বাকী পাওনা	৩১,৩৯,১৩৭৲
অগ্রিমাংশে	৩১,৩৩,১৩১৲
"অতিরিক্ত লাভ কর" জন্য	১৩,৩৩,৩৩১৲
নগদ	৩,৩১,৫১৩৲
মোট	৩,৮১,৩৩,৩৩১৲

• • • • •

৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য ইণ্ডিয়া সেলাই মেশিন কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে 'ডিফার্ড হিসাবে বিনিয়োগকারী পর কোম্পানীর মোট মাইনস হইয়াছে ৭১,৩৩০ টাকা। ইহার পরিবর্ত পূর্ববর্তী হিসাবের মাইনস ১,৭৬,৩০৪ টাকা যোগ করিলে পূর্ববর্তী হিসাবে মাইনস ছের টাকা হইয়াছে ২,৪০,৬৩৪ টাকা। এই সময়ের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় নাই অন্য খাতে কোন টাকা রাখার ব্যবস্থা হয় নাই।

আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানীর মোট বিক্রয় পূর্ববর্তী ছয় মাসের মোট বিক্রয় অপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত করিয়াছে ৮,৭০,৫৭৯ টাকা (২৬,৪৪,০১৫৲—১৭,৭৩,৩৩৬৲) এবং উক্তরূপ মোট মাইনসের পরিমাণও ১,৬৬,১৩১ টাকা হ্রাস পাইয়াছে (—৭১,৮০০৲—২,৩৮,১৩১৲)। কিন্তু কাঁচা মালের মূল্যবৃদ্ধি, মাল-চালানের অসুবিধা অর্থাভাব এবং অর্থোপরি শ্রমিকদের সহযোগিতার অভাবের ফলে এই সময়ে কোম্পানীর আলোচ্য উৎপাদনবৃদ্ধি ও তৈয়ারী মাল বাজারে প্রেরণ করার কাজ ব্যাহত হইয়াছে। অনুপাতি এই সময়ে ১৯৫৭ সালের 'শুল্ক হিসাব আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বর্ধিত হারে শ্রমিকশ্রেণীকে বেতন প্রদানের আদেশের ফলে এবং আলোচ্য উৎপাদনবৃদ্ধির দ্বারা হওয়ায়, উৎপাদিত প্রতি টন কাগজের জন্য ব্যয় পূর্ববর্তী ছয় মাসের টনপ্রতি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

[illegible] এজেন্সীর—আওড় ইণ্ডিয়া [illegible] কোং লিঃ। অনুমোদিত মূলধন—১০,০০,০০০। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ৫০,০০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৫৮)

ব্যয়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	৩০,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১৩,০০,০০০৲
ঋণসমূহ	২৯,৩৩,২১৯৲
অন্যান্য তহবিল	৩,৩০,০০০৲
মোট	৯১,২৬,৩৩৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৮,৯০,১৯৭৲
মূল্যাবসান	৩৩,৩৬,৩১৯৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৫৬,৩০,৩৩৩৲
সাহায্য ও মজুত মাল	২১,৩০,১৩৩৲
বাকী পাওনা	১৩,৩৩,১৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	৯,৩৮,১৩৩৲
নগদ	৩৮,১৯১৲
মোট	৯,৩৩,১৯৭৲

* * * *

১৯৪৮ সালের ৩১এ জানুয়ারী শেষ যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে, তাহার ফল প্রকাশিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ কর্তৃক কোন কোম্পানী এই সময়ে সর্বপ্রথমবারে কাজের উপযুক্ত সাধন করিয়াছে এবং তাহার নীট লাভও উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য ছয় মাসে কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে ১,০৩,৩২৯ টন (১১৮৯৮ টন), মাল প্রেরণ করা হইয়াছে ১,৮২,০৬১ টন (১,৬১,০৬৫ টন) এবং লাভের পরিমাণ হইয়াছে ৩,১১,৬১৩ টাকা (১,১০,৩১২৲)। অতএব এবার অধিক টাকা রাখার প্রয়োজন হইয়াছে (১,১০,০০০৲—৪১,০০০৲)। মূলধন খাতে রাখা হইয়াছে ২১,১৭৮৲ (১৯,৯৮৫৲)। লভ্য অংশিদের জন্য—যেখানে পূর্ব হিসাবে কিছুই রাখা হয় নাই—ধরা হইয়াছে ২০,০০০৲। এই সকল বিভিন্নখাতের পর সরকারের ষ্টকের পরিমাণ বাবিক সরকরা ৭০ টাকা হারেই অন্তর্বিবর্তিত রাখা হইয়াছে এবং পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ২৪,৪১৮৲ (২৩,৩৭২৲)।

মাসিক্ষিক প্রয়োজন—আড়াই টন্ মাত্র কোল ডিপ। আয়োজন, বিক্রয় ও অন্যান্য খরচের—৩,৩৩,০০১৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১.৪৮)

দায়

আয়কারীদের মূলধন	৫,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৪,৪০,০০০৲
ঋণ	২৯,৩৩,৫১৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	২৪,৪১৮৲
মোট	৩৯,১১,৩৩৲

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	৩৩,১১,৩১৯৲
মূল্যাবর্ত	১৪,১৯,৩৩৯৲
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	১,১১,৭৮০৲
লগ্নীকার	১,১১,৭৩৯৲
বন্ধুক গচ্ছিত	৩৯,১৩১৲
বাকী পাওনা	১১,৩১,৫৩৯৲
অগ্রিমিয়োম	১,১৯,১৩৯৲
আর্জিত লাভ তহ জমা	৩,৩১৲
নগদ	৩৩,১৩১৲
মোট	৩৯,১১,৩৩৲

মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা সমাধানের পথে ?

(পূর্বাংশ ৮৩১ পৃষ্ঠায়)

অবশ্যই দেখা যায়। ইণ্ডিয়া রোডস ও ফেডারেল ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠানের শেয়ারেই বিক্রেতার প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে দরের অবনতি প্রকট হইয়া পড়ে। কাপড়ের কলের শেয়ারেও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। তবে এই শ্রেণীর শেয়ারের দরে অবনতি হইলেও পরে উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু চটকলের শেয়ারের ক্ষেত্রে অতি সামান্যই হইয়াছে, বরং ও বেশ অবনতি দেখা গিয়াছে। বিবিধ বিভাগেও কাজ অল্প হইয়াছে। তা কোম্পানী-গুলির শেয়ারে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণভাবে অবর্হিত হইয়াছে।

সরকারী অপত্র—

বিভিন্ন বাজারের হস্তক্ষেপের ফলে এই বিভাগে বেশ তেজীভাব দেখা গিয়াছে। ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরান্স কোম্পানীগুলিও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৬৯-৭১৲, ৩½ সুদের ১৯৭১-৭৪ ১০০৸৵০, ৩½ সুদের ১৯৭৩-৭৪ ১০০৲৵০ ও ৪½ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১০৲৩০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

নূতন ব্যাঙ্কিং আইনে লভ্যাংশ ঘোষণার সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়ার সম্ভাবনায় এই বিভাগে যথেষ্ট মন্দা অনুভূত হয়। কাজের পরিমাণও যথেষ্ট কমিয়া যায়। সেন্ট্রাল ৮০৲(৮৯৲), ন্যাশনাল ১১২৲০ (১১৫৲০) ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪১৲০ (৪১৲) পর্যন্ত বেনামেনা হইয়াছে :

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ অন্যান্য বার হইলেও দরের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রহিয়াছে। বেঙ্গল কটন ৬৸৵০, তাসপুর টেক্সটাইল ১১৭৲০ (১১৯০) ও মিঠি ফিরোজিয়া ৩৸০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি—

কাজের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতার প্রাচুর্য না থাকায় দরের অবনতি বিশেষ দেখা যায় নাই। বড়িয়া ২০৲, বরাকর ১৮৸০, ইস্টার্ন্ট্রেল্ ৩৮৸০, লেবংগালী ২১৸০ ও মাউথ জারাণপুরা ১২ টাকা পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ষ্টকজ—

এই বিভাগে উৎসাহের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং দরেরও অবনতি দেখা গিয়াছে। আসানসোল ১৯৲, অ্যালায়েন্স ২০৲, বোমবাই ২২৲, মেক্লিয়ড ১৯৲, হাওড়া ১৯৸০, ঔকরান্দা ১৪৲, ফুলবাগান ২১৸০ ও হিন্দুস্থান ২৭৸০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

মূল্যাঙ্কন এই বিভাগের বেশী খিলাছে। একমাত্র ইণ্ডিয়ান কেবলস্ বাদে বেশী ছিল। ইণ্ডিয়ান কপার ২৯৸০, মোহনলাল ৭৮ (৭৯৩), ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৭৫৲, জেসপ ১৭৬৸৩, ফুলঝুরী ২০৩, বার্ণপুর ৩৮৸০, টাটা ডেভেলপমেন্ট ১০৯৸০, এডেলফি ব্রাদার্স ১৩৮৸০, ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১৬৲, বি, আই

বাজারদরের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	ব্যাঙ্ক	ইনসিওর	বিবিধ	পরিমাণ	কাপড়ের কল (বেঙ্গল কটন ও তাসপুর)	কয়লার খনি (বড়িয়া ও বরাকর)	ষ্টকজ (ইণ্ডিয়ান আয়রন ও জেসপ)
১৯৪৮							
মে	১	১.৯৪	৯.৩৩	৯.৩৩	১৩.১৬	৯.১১	৮ ৩
	১৪	১.১৮	৯.৩৩	৯.৩৩	১১.১৬	১.১১	৮ ৩
	২১	১১	১১	৯১	১১.৩৩	৩.১১	৮ ৩
	২৮	১৪	৯৪	৩.৩৩	১৩.৩৩	৩.৩১	৮ ৩
জুন	৪	১৯	১৯	৩.৩৩	৯.১১	১১.১৩	৮ ৩
	১১	১.৩৩	১.৩৩	১৩	৯.৩৩	১৩.১৬	৮ ৩
	১৮	১.৩১	১.৩৩	৯৬	৯.৩৩	৯.৩৩	৭ ১১
	২৫	৩.১১	৯.৩৩	১১	১৩.১১	৩.১৯	৭.১১
জুলাই	১	১.১১	৯.৩৩	১৩	১১.৩৩	১.১১	৭ ৯
	৮	১.১১	১.৩৩	১.৩৩	১১.৩৩	৩.১১	৭ ৯
	১৬	১.১১	৯.৩৩	১.৩৩	১১.১১	৩.১৩	৭ ১১
	২২	৩.১১	৯.৩৩	৯৩	১৩.৩৩	১.১১	৩ ৩৩
	২৯	৩.৩১	৯.৩৩	৯.৩৩	১৩.১৩	...	৩ ১১
আগষ্ট	৬	৩.১৯	৩.১১	...	১১.১৩	...	৭ ১৩
	১১	১.৩৩	৩.৩৩	১.৩৩	১৩.১৩	৩.১১	৮ ৩
	১৮	৩.৩৩	৯.৭৩	১১	৩৩.৭৩	...	৮ ৩
	২৭	৩৩	৩৩	...	৩৩.১৩	...	৮ ৩

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

১৯৪৮					টাকা
জুলাই	১৬	...	...	...	১১,১৩,০০
সেপ্টেম্বর	৪	...	...	...	১৯,৩০,০০
"	১১	...	...	...	১,১১,৩০,০০
"	১৯	...	...	...	১,৩০,৩৩,০০
"	২৩	...	...	...	১,৩০,৩৩,০০
অক্টোবর	১	...	...	...	১,৩০,৩৩,০০
"	৯	...	...	...	১,৩৩,৩০,০০
"	১৩	...	...	...	১,৭৩,৩৩,০০
"	২৩	...	...	...	১,৩০,৩৩,০০
"	৩০	...	...	...	১,৩৩,৩০,০০
নভেম্বর	৬	...	...		১,৩৭,৩৩,০০
"	১১	...	...		১,৩৩,৩৩,০০
"	১৯	...	...		১,১০,৩০,৫০
"	২৭	...	...		১৩,৭৩,০০
		মোট	...		১১,১১,৩৩,০০

কর্পোরেশন ৭৮৩০, এক অ্যাণ্ড বি অর্ডনারী ৯৮৲৩ ইন্ডিয়ান কেবল ৩৭৩০, আসিয়া হেরোসিন ১৩৫৲, বার্মিন ৪৮৲ ১৯৩০, ভেরেল পোয়ার ৬৯৩০, বেঙ্গিনীপুর জমিদারী ১৩৲, ইণ্ডো ইউনিয়ন ১১৩০, বেলপুর ফুলার ৪৩ এবং কাজ ২১৩ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

চা—

চা শেয়ারে উৎসাহ সামান্যই দেখা গিয়াছে, তিন দর প্রায় স্থিতিশীল রহিয়াছে। আইসলী ১১৲, অটলিক বাড়ী ১১৲, দোয়াই বিভার ১৭৩০, তেজপুর ১৩৫৩ ও টুকডাহ ১৩৩ পর্যন্ত কাজ হইয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

			(অফিসের তারিখ)
দায়—			
নোট বিভাগের নোট			
মোট			
সম্পত্তি—			
সোনার ও রূপার মোহর			
তারতে ...			
তারতের বাহিরে ...			
অন্য			
ঐ ...			
বিল ভুয়া			
দেশী, অন্যান্য বিভিন্ন পত্র ও			
সিকিউরিটি			

ব্যাঙ্ক বিভাগ—

দায়—			
মূলধন ...			
রিজার্ভ ...			
জমা—			
গভর্নমেন্ট সরকার			
অন্য হিসাবের			
ব্যাঙ্কারদের			
অন্যান্য			
অন্য			
সম্পত্তি—			
নগদ			
ঐ			
বিল ভুয়া			
ঋণ—			
সরকারী			
অন্য ...			
অন্যান্য হিসাবের			
যে			
অন্য			
ব্যাঙ্কের গৃহ ইত্যাদি			
অন্যান্য সম্পত্তি			
মোট			

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
হিস্যার মূলধন			
অংশীদারের মূলধন			
সঞ্চয় তহবিল			
স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানত ও অন্যান্য হিসাব			
বিবিধ ...			
মোট			
সম্পত্তি—			
কোম্পানীর কাগজ			
অন্যান্য অনুমোদিত			
জমিবিনিময়			
ঋণ			
ব্যাঙ্ক বোর্ডে			
অন্যান্য ঋণ ও ঋণী			
ব্যাঙ্ক গৃহ			
বিবিধ—			
অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা			
হাতে নগদ			
ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব			
মোট			

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

১। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট ব্যাঙ্ক			
তারতে ...			
(২) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ			
(৩) অন্যান্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ			
হেডঅফিসে হইতে ঋণ			
তারতে ...			
(৪) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ			
(৫) অন্যান্য হেডঅফিসে হইতে ঋণ			
মোট ঋণ টাকা			
তারতে			
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা			
তারতে			
অন্যান্য জমা			
তারতে			

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইহার পরিচালন সম্বন্ধে জমা

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			সম্বন্ধকাল
ব্যাঙ্ক বিভাগের নোট			
ঐস্যি নোট			
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও টাকা নোট	...	...	...
রৌপ্য	...	...	...
ইংলিশ সরকার	...	...	...
ভারত সরকারের ওপর	...	...	...
ভারতীয় নোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	...	...	...
অন্য ইংলিশ ব্যাঙ্কার সাপেক্ষে			
(খ) রৌপ্য মুদ্রা			
পাকিস্তান সরকারের ওপর	...	...	...
অন্যান্য মুদ্রিত দলিল	...	...	...
ব্যাঙ্কের সমুদয় বিভাগ ধরে ইংলিশ বিভাগ—	...	...	...
নোট ও টাকা নোট			
ব্যাঙ্ক আমানত			
অন্যান্য সরকারের ওপর			
রৌপ্য মুদ্রা			

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অংশীদারের মূলধন			
সঞ্চয় তহবিল			
আমানত—			
(ক) সরকার সরকার			
(খ) প্রাদেশিক সরকার			
(গ) ব্যাঙ্কারগণ			
(ঘ) অন্যান্য			
দেয় দলিল			
অন্যান্য দায়			
সম্পত্তি—			
নোট			
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রিত মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
ঋণ ও অগ্রিম দলিল			
(ক) আমানতকারীদের			
(খ) ব্যাঙ্কারদের			
(গ) সরকারী আমানতকারীদের			
পাকিস্তানের বাহিরে জমা			
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি			
অন্যান্য ঋণ, অগ্রিম ইত্যাদি			
অবিক্রীত মাল			
অন্যান্য সম্পত্তি			

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়ার হিসাব দেখ, অন্যান্য

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (সমাপ্তি)	সভা ও অন্যান্য তারিখ	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	গত ডিভিডেন্ড	সমাপ্তি	বাজার দর					শেষ বাজার দর
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...	২,১৯,২৮,৩৬০	২,১৯,৩৬,৩৬০	৯০৲	২৯০(ঘ)	৩৮১১	২৭৯৲-২৮৯৲	২৮৯৲-২৯২৲/৩	২৮৯/৩-২৯২/৩	...	২৮৫৲	...
ফেনস	...	৭১,০০,০০০	৩৫,০০,৭৯০৲	১০৲	১৯০(গ)	১৩(৪১	...	...	...	...	১১৯৲৩	...
ইস্টার্ন আয়রন	...	২,৬২,৫৯,০০০	২৯,৩৫,১১,১৩০৲	৯৫৲	১৫৲ (ঘ)	৩৫৯০	৩৩৯৲০	৩৩৯৲	৩৩৯৲০	...	২৯৯৲	...
ফার্ন ...	...	৩৫,০০,০০০	১,৩৮,১৯,৩৩৫৲	১০০৲	১২৯০(গ)	৫৫৩৩	...	...	...	...	...	২৯০৲
ফ্রেন্ডস্টো	...	৫৯,৩১,৫১০	১৫,৩০,০০০৲	১৲	৯০(ঘ)	১২৯১	...	...	...	...	...	৯৯০
মার্শালস্	...	১৩,৫০,০০০	৯৯১,৫১৯৲	৫৲	৯৯(গ)	৬৫৬	৬৯৲-৬৯৲/৩	৬৯/৩-৬৯৲/৩	৬৯৲-৬৯৲/৩	...	৬৯/৩	...
ব্রিন্স ফসফরাস	...	৩,৩৫,৩৫,৩৩০	৩১,১৩,৩১৲	১০৲	—	১৯৫১	২১৲-২১/৩	২১/৩-২১৫	২১৲৩	...	২১৫৲-২১৫৩	...
কয়লাখনি												
আসানসোলবারেট	...	২২,৩৩,০০০	১১,৩২,৩০০৲	১০৲	১৲	৯৫৩১	...	...	...	...	...	৯৭৲
ইন্ডাস্টেল	...	৩৯,৩৩,১৫০	১৯,৯২,৩০০৲	১৩৲	১৲	১২৫১	...	৩৯৲৩	৩৯৲৩	...	৩৮/৩-৩৯/৩	...
ওরেন্ট আবুরিয়া	...	৭,৩০,০০০	৩,১৫,০০০৲	১০	১৲	১২৫১	...	...	...	...	...	৯৯৩৩
কারানপুরা	...	১৩,৩০,২০০	... ...	১০০৲	...	৫৫৩	...	...	...	...	...	...
কালচের	...	৩৩,৩০,০০০	১,১৯,৯১৩৲	১৫৩	১৯০(গ)	৯৫৩	৪১/৩	৪৩৲-৪৫/৩	৪১/৩-৪৯৲৩	...	...	...
বর্ধ ওয়েস্ট	...	৯,১১,১৩৩	৯,৩৩,০০০৲	১০৲	৯৩	৯৯১	...	...	...	...	...	৯৫৩
বর্ধ লালুরা	...	৯,৩৩,০০০	১,১৫,১৩০৲	৫৩৩	৯৩	১৫৩	...	...	...	...	...	৯৲
বিট বিহারুর	...	১১,১৯,৫৩০	১২,৯১,৯৫৩৲	১০৲	...	১৩৫১	...	...	...	...	...	১৯৩
বিট বালুরা	...	৯,৩৩,০০০	৯,৩১,৩৩৲	১০৲	১৯৩	৯৫১	...	...	...	...	...	৯৫৩
বেলজারী	...	১৫,১৫,০০০	১২,১৫,৩৩৩৲	১৩৲	১৲	৩৫৩১	...	...	...	...	৯১৫/৩-৯১৯/৩	...
বরাকর	...	৯৫,৩৯,৯৫৩	১,১৫,৯৩,৩৩৩৲	১৩৲	৫৯৩	১১৫১	...	...	১১৫৩	...	২৫৩/৩-২৮/৩	...
ব্রেক	...	৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩,১৩৩৲	১০০৲	১৩৲	১৩৫১	৫৩৲৲	...	...	...	...	...
ভারত	...	৯৩,৩৩,০০০	১৩,১৮,৫৯১৲	১০৲	১৯০(গ)	৩৫১	...	...	৭/৩-৭৯৲৩	...	...	...
ভাদীরা	...	১৫,০০,০০০	১৫,৯১,৩৫১৲	১০৲	...	১৫১	১৫/৩	...	...	...	...	...
ভেবরা	...	১৩,৯৩,০০০	১,৩৯,৩৩৩৲	১০৲	১৲	১২৫১	...	...	...	...	...	৭৩৲
ধানিয়ারী	...	৯,৩৩,০০০	৯,১৩,৩০০৲	১০৲	১৲	১৫৫১	৭৯৲	...	...	...	...	...
পিবপুর	...	১,৯০,০০০	৯,৩১,১৫০৲	১৲	১৫৩	১৫৫১	...	...	...	...	...	৯৫৯৩
পাইন আরাসপুরা	...	১১,৩৩,০০০	১,৯০,০০০৲	১০৲	১৲	৫৫৩	১১৫/৩-১২৩/৩	১১৯/৩-১১৯/৩	...	...	১১৯/৩-১১৲	৯৲
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	...	৫৩,১১,০০০	১১৩৲	১০৲	...	৭৫১	১৲-৯৩/৩	৯৩/৩	৯৩/৩-৯৩/৩	...	...	...
কাপড়ের কল												
এলিন	...	১১,৩৩,০০০	৩৩,৯৩,১১৩৲	১০৲	১৫৩	৩৫৩	...	১৯১/৩-১৯৩/৩ (বুকস)	...	...	...	...
কানপুর উলেন্টাইল	...	১১,৩৩,০০০	১০,৩৩,০০০৲	১৫৩	৫/৩	৭৫৩	১১১/৩-১১৯/৩	১১১/৩-১১৯/৩	...	...	১১৯/৩-১১১/৩	...
ফেনোরাম	...	৯৩,৩৩,০০০	২৫,৯৯,১১৲	১৫৩	১৯০(গ)	৩৫৩১	...	...	...	...	...	৯৩৲৩
ভাদারা	...	১৯,৩৩,০০০	১৫,৯৩,৩৫৩৲	১০০৲	৯৲	১১৯১	৩১১৲	...	...	...	...	...
মহেশরী	...	৩৩,৫১,৩৩০	৯১,৩৫,৩১৩৲	১০৲	১৲(গ)	১২৫৩	...	...	...	...	...	...
মাইকিয়া	...	৯,৩৩,০০০	১৯,৯১,৩৫৩৲	১০০৲	৯৲	১২৫১	...	...	...	...	...	৫৫১৲
মালবী	...	১৫,৩৩,০০০	১,১৫,১৩৩৲	১০৲	৯০(গ)	১১৫৩	...	...	...	...	...	৯১৲৩
বিক্রমা	...	১৫,৩৩,০০০	১৩,৫৮,৫৯৩৲	১০৲	৯১(গ)	১২৫১	...	...	...	...	...	৯৩৯৩
বুইন		৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১৫৯৲	১০০৲	১১(ঘ)	১৫৫১	...	...	...	...	...	৭৩৩৲
যোধিয়া	...	৯,৩৩,০০০ ১৯,৩৩,০০০	১১,৩৫,১৩৩৲	১১৲	৯৲ (গ)	১৫৩৩	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিনিয়োগের খাত		অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্টন ও পরিশোধিত মূলধন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	যে পরিমাণ	সময়কাল	আদায়ের					
কৃষি												
চা	—	৯৯,৯৯,০০০	৬৫,১৫,০০০	১০০	১৭	৭৫৮	—	১৭৫-১৮৫	—	—	১৯৫	—
রেশম	—	১৮,৯৯,০০০	৬৫,৯৯,১৪০	১০০	১১৮	৭৫৬	৪৯৫-৭৮৯	—	—	—	—	—
চা	—	১৭,৬৯,০০০	১১,৭৯,৮৯০	১১৫	৬৫	৭৫৮	—	—	—	—	—	১৮৯
ধনেখা	—	৬৯,৬৯,০০০	৬৯,৯৯,০০০	১০০	৭৯	৭৫১	—	—	—	—	১৯৫	—
চা উন্নিত	—	৫৯,৯৮,৯৯০	১৭,১৯,৯০০	১০০	১৭	৭৫৮	—	—	—	—	—	৬৯৫
লোহা	—	১,৬৯,০০০	১৯,৬৫,০০০	১০	৮	৭৫৭	—	—	—	—	—	৬৯৮
চাকরী	—	১৫,৯৯,০০০	১১,১১,৬৭১	১০০	১৯৮	৬৫৮	—	—	—	—	—	৫৯৮
লাহা	—	৬৫,৬৯,০০০	৬৯,৯৫,১৭৯	১০০	৯৭	৬৫৮	৫৯৫	—	—	—	৫১৫	—
ম	—	৬৯,৯৯,০০০	৬৫,৯৯,১৯০	১০০	৯৭	৭৫৮	—	—	—	—	—	৬৯৯
চা	—	১৯,৯৯,০০০	৬৯,১৫,৯০০	১০০	১৯৮	১১৭১	—	—	—	—	—	৭৯৫
ধনীয়ান		৯,৬৯,০০০	৬৯,১৫,৭৯০	১০০	১৫	১১৮৭	—	—	—	—	—	৭৬৫
	—	১,১৯,০০০	১১,৯৯,০০০	৯০	৯০	১৯১	—	১৯০	—	—	—	—
	—	১৯,৯৯,০০০	১৫,৯৯,০০০	১০	১৯	৭৫৮	—	—	—	—	—	৮৯
লাভ	—	১৯,৯৯,০০০	৬৯,৬৫,৯৯৯	৫০	৯৫ (ঘ)	১১৮৭	—	—	১৯৯৯	—	—	—
সুত	—	১১,৯১,০০০	১৯,৯৯,৯৯০	১০০	১৯	৭৫৮	—	—	—	—	—	৬৫১
ই	—	১৫,৯১,১৯০	১১,১৯,৫১০	৫০	৯	১৮৭	—	—	—	—	—	৫৯৯
গ	—	৫১,১৯,৯৯০	১,৯৫,৭৯,১৯০	১০০	৫	৭৫৮	—	—	—	—	—	১৯৯
	—	১৫,৯৯,০০০	১৯,৬৯,৯১৯	১০০	১৯	১১৮১	৫৯০-৫৯৯	—	—	—	—	—
	—	৯৯,১৯,৫৯	৯৯,৯৯,৫৯০	৫০	৯৯০	৭৫৮	—	—	—	—	—	৯৯৯
ই	—	১৭,৯৯,০০০	৭৫,১৯,১৯০	১০০	৯	৭৫৮	—	১৯৯	—	—	১৫১	—
ম	—	৬৫,৯৯,০০০	১১,৯৫,১৯০	১০	১৯	১৮৮১	১১৯-১১৯	—	১১/৯	—	১১-১১/৯	—
ধনী	—	১১,৯৯,০৫০	৯,১১,০০০	১	৯	১১৫৭	—	—	—	—	—	৭৯৯
চাইনিজ	—	১৫,৯৯,০০০	১৯,১১,৭৯০	১০০	৯১০	৭৫৮	—	—	—	—	—	৬৯৯
কর্মচারী	—	১৯,৯৯,০০০	১,৯১,৯৫,১৯০	১০০	৯৯	৭৫৮	—	৯৯৯	—	—	—	—
ম	—	১,১৯,০০০৭৯	৯,৫১,০০০৭৯	৫৯৯	১৯৯৯৯ (ছ)	৭৫৮	—	—	১১৯	—	৯১৯	—
	—	৯৯,৯৫,০০০	৬৫,১৫,৫৯০	১০০	৯৯০	৭৫৮	—	—	—	—	—	৯১৯
	—	৬৫,৫১,০০০	১৯,৭৯,৬৯৯	১০	১১৯(ঘ)	৭৫১	—	—	—	—	—	৯১৯
চাপ	—	১৯,৯৯,৯৯	৬৯,৫১,৫৭১	১০	১১৯	৭৫৮	১১৯-১১৯/৯	—	—	—	১১৯-১১৯	—
ধনি	—	১৯,৯৯,০৯০	১৯,১৯,১১৯	১০০	৭১৯	১১৫৭	—	—	—	—	—	৬৯১
চাকরি	—	৯৯,১৯,০৯০	১৯,১৯,৯৯১	১০০	৯৯	৭৫৮	—	—	—	—	—	১৯৯
	—	১১,১৯,০৯০	১৯,১৯,৯৯০	১০	১১৯	৭৫৮	১১৯-১১৯/৯	১১৯/৯	১৯১/৯	—	১১৯-১১৯	—
	—	৯,৯৯,০৯৯	১১,১৫,৫৯০	১০	৯১ (ঘ)	৭৫৭	—	—	—	—	—	৬৯৯
ম	—	৬৫,৯৯,০৯০	১১,৯৯,৯৫০	১৯০	১৯০	৭৫৭	—	—	—	—	৬৯৯	৬৯০
ই	—	১১,৯৯,০৯০	১৯,৯৯,০৯৯	১০০	৯১	৭৫৮	—	—	—	—	—	৯৫১
বিবিধ												
ঔষধ	—	১৯,৯৯,০৯০	৬,৯৯,০৯৯	১০	১৯০	১১৯৯	৫১৫-৫১৯/৯	১৯৯৫	—	—	—	—
	—	৭,১৯,০০০	৫,৯১,১৫৭	১০	১১০	১১৫৭	—	—	—	—	—	৬৯৯
ই	—	১,১৯,০৯০	১,১৯,১১৯	১০	১৮০	১১৯৭	—	—	—	—	—	৭১৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আদায়ীকৃত মূলধন (আনুমানিক)	সভ্য ও অন্যান্য জমাদির পরিমাণ	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	ঋণ সংক্রান্ত	সংগঠন	ব্যবস্থাপনা					
(১) বাণিজ্যিক											
ফরিদাবাদ ...	৫,১০,০০০	৮,৯০,১৯১৲	১০০৲	১০৲(ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
সদাই ও পার্বতিয়া ...	৯,০০,০০০	৫,৯০,১৮০৲	১০০৲	৩০৲(ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ইউ সুফাই ...	১,৯০,০০০	৫,৫৫,১৯১৲	১০৲	৮৲ (ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
সরাফেলা ...	১১,০০,০০০	৩৯,১১,৫৫১৲	১০০৲	১০৲(ব)	১৯৫৯	...	...	৩১৩৲	...	...	...
ফুলবাড়ি ...	৬,৫০,০০০	৬,৩৮,৯১৯৲	১০৲	৩০০(ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...	...
সদাবহার ...	৫,৯০,০০০	১১,৯০,৫০০৲	১০০৲	২৫৲ (ব)	১৯৫১	...	৯০৯৲-৯৯৫/৩	...	...	...	...
ইমদাদ ...	১৫,৯০,০০০	৮,১০,০০৫৲	৯০৲	৩৫০(ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...	...
মেসার্স ...	১,১৯,৫০০	৫,১৯,৮৫৲	৯০৲	১৲(ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফলাফল ...	১,৯০,০০০	৫,৩৯,৮০৩৲	৯০৲	১৯০(ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক —	৯৯,৯৯,৯৯৯	৫,৫৯,১৫১৲	১০০৲	১৯৯৯(ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক ...	৫,৯৯,০০০	১,৩৫,৩১১৲	১১৲	১৩০(ব)	১৯৫৬	...	...	...	...	...	...
সোনালী বিতান —	৫,৯০,০০০	৫,৩১,৫৫৩৲	৯০৲	৩০(ব)	১৯৫৯	...	...	...	...	১৫৫৩	...
ইত্তেফাক ...	৫,৯০,০০০	১১,৯১,১৫৯৲	১০০৲	৩৫৲(ব)	১৯৫৬	...	...	...	...	...	...
লক্ষিয়া ...	১৬,৯৯,০০০	৪১,৩১,১২১৲	৯০৲	১০৲(ব)	১৯৫৬	...	...	৩৯৯-৯১৲	...	...	...
(২) শিল্পের ঋণ											
ইউ-পি ...	১৬,৯০,০০০	১৫,৯৯,১৫৯৲	৯০৲	৯৯	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফাজ ...	৭৫,৯০,০০০	১১,১৯,৩৯১৲	৯০৲	—	৭৯৫১	১৯৯-১৫৯	১৯৯-১৫/৩	...	...	১৯৯-১৫৯	...
ফলাফল ...	১৬,৯০,৩৭৩	২৩,৩১,১৫৫৲	১৭৲	১৯৩(ব)	৭৯৫১	...	...	২৯৯/৩	...	...	...
ফলাফল বিতান —	৩,১৩,৩১১	১১,১১,১৯৩৲	৫৲	৩৯৯(ব)	৭৯৫১	...	...	...	...	...	...
এডামজুয়ে ...	৯,৯৯,০০০	৯,১৯,১৫৯৲	৯০৲	...	১৯৫১	...	...	৩...	...	...	...
ফাজ —	১৬,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯৭৲	৯০৲	১৲(ব)	৭৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফালফল —	১৬,৯৯,১৯০	৯,১৯,৯৯৫৲	৯০৲	১৲ (ব)	৭৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফালফল ...	৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,০৯৯৲	১০৲	১৯০(ব)	৭৯৫১	...	...	...	...	...	...
ফরিদপুর ...	১১,১১,০০০	১,১১,৯৯৯৲	৯০৲	৯০ (ব)	৭৯৫১	...	...	১৯৯-১৯৯	...	৯৯৲	...
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	৯,৯৯,৯৯,০০০	৫৯,৯৯,০০০৲	৯০ (ব)	১৯০	১৯৫১	...	...	...	...	...	৫৯৯০
ফুলিয়া ইউনিয়ন ...	১১,৯৯,১৯৯,৯৫ (৫৫,৫৯,১৯৫/৩)	১১,৯৯,৯৯৲	১০৲	১৯৯(ব)	৫৯৯০	৫৯৯	...	...	...	...	...
ফুলিয়া ব্যাঙ্কিং ...	৯৯,১১,৫৯৩৲	৭৯,৯৯,০০০৲	১০৲	৯০৲ পাবি (ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
পাকার ব্যাঙ্কার্স —	৯১,৯৯,১১১৲	১,৯৯,৯৯,০০০৲	১০০৲	...	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
বিদার্থ ব্যাঙ্ক ...	১,৯৯,৯৯,০০০৲	৫,৯৯,৯৯,০০০৲	১০০৲	৫৲ (ব)	৭৯৫১	১১১৲৩	১১১৲-১১৯৲	১১৯৲	...	১১১৲৩	...
ফেডেল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৫,১৯,১৯১৲	১৯,৯৯,০০০৲	১০৲	৯৯৩(ব)	১৯৫১	১৯৲-৯৯/৩	৯৯/৩-৯৯৯/৩	৯৯/৩	...	...	...
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৯,৯৯,৯৯,০০০৲	১,১৯,১৯,০০০৲	১৯৲ (ব)	৭৲	৭৯৫১	১০০৲	১০০৲	১০০৩৩	...	১৯৯৲	...
ব্যাঙ্ক অব বরোদা ...	১,৯৯,৯৯,০০০৲	৯,১৯,১৫,০০০৲	১০৲ (ব)	৯৲ (ব)	১৯৫১	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	৯৯,৯৯,০০০৲	১১,৯৯,০০০	৯০৲ (ব)	...	১৯৫১	৩১৩৩	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ...	১,১৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,০০০৲	১০৲	...	১৯৫১	...	...	৫১৩৩	...	...	...
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৯,১১,১১০৲	৯,১৯,৯৯,৯৫১৲	১০৲	১৯৯	৭৯৯৯	৯৭৯৩	১৯৫৩	১৯৲	...	১৯৯৯৲ (৯.৯)	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

যে কোন প্রকার আগুন জনিত
ক্ষতি, অগ্নি, আনুষঙ্গিক
দুর্ঘটনা, মোটরযাত্রী ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলি ১৪৭

আর্থিক ভারত

আর, সে, মুখার্জি, সোলিসিটার ও
ভীমা সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৪১ সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার ১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৫। ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। মূল্য ৷৷০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থনৈতিক	
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ...	৮৫১	১০০ টাকার নোট সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির খসড়া ...	৮৬৮
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারত ও ব্রহ্মদেশের, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পাকস্তানীদের সম্পত্তি, পাকিস্তানে ব্যবসার জন্য ঋণদান	৮৬০	স্বর্ণের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি	৮৬৩
সংবাদলিপি		বাজারের কথা	
দিল্লী, লণ্ডন, বোম্বাই	৮৬৫	বিজ্ঞপ্তি	৮৭১
লভ্যাংশ	৮৬৬	বৈধিক	
		বেঙ্গল কোলের লভ্যাংশ হ্রাস ...	৮৭০

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়াকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। তদনুসারে ভারত সরকার আগামী ৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলিয়াছেন, "পূর্বে এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ১৯৪৮ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বরের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।—উক্ত তারিখ পর্যন্তই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ভারত ও পাকিস্তান এই উভয় রাষ্ট্রেরই ব্যাঙ্করূপে কাজ করিবার শেষ সময় নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ১লা জুলাই তারিখে পাকিস্তানের নিজস্ব ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারত সরকার আর কালবিলম্ব না করিয়া, প্রত্যাশিত সময়ের পূর্বেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণের প্রস্তাব কার্যকরী করিতে পারেন।"

এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অতীত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়েই ইহা সরকারী মূলধনে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হইবে, কি ইহা অংশীদারদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত যৌথ ব্যাঙ্ক হইবে, ইহা লইয়া প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।—আজীবন সেই বাদানুবাদ সম্বন্ধে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নিয়োগীর সাম্প্রতিক বক্তৃতাতেও উল্লেখ আছে।—রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুষ্ঠুভাবে ও সুষ্ঠুভাবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ক একরূপ অসম্ভব।—তাহাড়া দলগত সরকারী কর্তৃক পরিবর্তনের ফ সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সহসা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনে একেত্রে সর্বদিক। পক্ষান্তরে, অংশীদারদের মালিকানাধীন কেন্দ্রী যৌথ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, সরকারী পৃষ্ঠপো করার ফলে এই ব্যাঙ্কের সর্ববিধ উন্নতি হইলেও, উহার লাভ পুরাপু ভোগ করে অংশীদারেরা মাত্র।—দেশের বৃহত্তর জনসমাজের তাহা কোন দাবী থাকে না। এবং শুধু তা-ই নয়, অংশীদারেরাই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিক হয় বলিয়া, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যে লভ্য হইয়া উঠিতে পারে, সর্বদাই এরূপ আশঙ্কা থাকে।

এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া ১৯৩৫ সালে যখন রিজার্ভ ব প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারতের অধিবাসীদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বহু ব্যাপী আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন সর্বসাধারণের ম উহা স্থাপিত হইলেও, অর্থাৎ সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে উহা প্রতি হইলেও, অংশীদারদের স্বার্থের অনুহাতে জাতীয় স্বার্থ যাহাতে অবহেলি না হইতে পারে, এরূপভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়।—কতিপয় অংশীদারদের হাতে যাহাতে বেশী শেয়ার না চলিয়া যায়, তাহার বহুপ্রকার বিধিনিষেধের আরোপ করা হয় এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা হয় প্রতি পাঁচটি শেয়ারের জন্য অংশীদারদের একটি ভোটদানের অধিকার থা এবং ব্যক্তিবিশেষের হাতে যত বেশী শেয়ারই থাকুক না কেন, বি

ই সম্পর্কে কোনো ভেটোদানের ক্ষমতা বিবেচিত হইবেন না। এই ব্যবস্থাগুলিতে আপত্তিকর কিছু নাই। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের বহু-অনুরূপ ক্ষেত্রে নামে খেয়ার ক্রয় করিয়া তাহাদের ভোটের সংখ্যালঘু উল্লেখযোগ্য নয় ভোট হিসাবে) ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী লোকজন বোর্ডে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগ আছে। কিন্তু তবুও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বোর্ড টাকাকড়ির গতিনিয়ন্ত্রণে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সরকারী ও বেসরকারী দুই-প্রতিনিধিত্বের বহুলাংশে কর্তৃত্বাধীন, অথচ সাধারণ অংশীদারদের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা-প্রাপ্ত, প্রতিষ্ঠান বলিলে অসঙ্গত হয় না।—ফলে স্বিধিক সরকারী, অথবা স্বিধিক বেসরকারী মালিকানার গতি দূর করিবার জন্য সন্ধিবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল।—যদিও ইহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠানই ছিল। তবুও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত ইতিহাস ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তাহার যথেষ্ট সম্পাদন করিতে পারে নাই, 'ব্যাঙ্কারস্ ব্যাঙ্ক' হিসাবেও এবং উপযুক্তরূপে পালন করিতে পারে নাই।—এই দুটি কাজ যদি ব্যাঙ্কটিকে যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে। অর্থনৈতিক চেহারা যে আজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিতে সন্দেহ নাই।—এই সূত্রে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট ইস্যু করিবার ক্ষমতা থাকে এবং কাজকর্ম চালাবার যে উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি সংরক্ষিত আছে, ইহা দেখিবার তাহার।—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কর্তব্যই হইল, যাহাতে নিরাপত্তা করিয়া জাতীয় স্বার্থে তাহাকে পরিচালিত করা যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পদ করিবার যেন মুদ্রার পরিমাণ প্রসারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের না উচিত সমস্ত দেশের নয়ো প্রধান ব্যাঙ্করূপে ইহা কাজ করে এবং সাধারণতঃ ইহা সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গ্রহণ করে।—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক সম্পর্কে পাইসের কাজ করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আবশ্যিক জামা রাখে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অত ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহের আবশ্যিক জমার পরিমাণ হার ছিল অন্যতঃ ব্যাঙ্কসমূহের চাহিবামাত্র দেয় ঋণের শতকরা ৫ টাকা এবং মেয়াদান্তে দেয় ঋণের ন্যূনপক্ষে শতকরা ২ টাকা)। ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের টাকার দরকার হইলে কিংবা তাহাদের কোন অর্থনৈতিক বিপদ-আপদ ঘটিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বপ্রকারে সাহায্য করে।—এই সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্কসমূহের কাজ করিয়া থাকে।—কিন্তু এই সম্পর্কে আমরা প্রথমে যাহা বলিয়াছি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান কাজ। তাহা হইল ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনের প্রতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করানোই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান কর্তব্য। মুদ্রা ও ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করিবার অবশ্য অনন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের থাকে। সে-ক্ষমতা তাহারা যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করে তাহা নয়,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা পরোক্ষভাবে খোলাবাজারে সরকারী জাপত্র বেচাকেনার সাহায্যে প্রযুক্ত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই দায়িত্বের কথা মনে রাখিলে খোলা বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধুনাতন ভূমিকা সম্পর্কে 'আর্থিক ভারত'-এর সাম্প্রতিক সমালোচনার দ্বারা অনুসরণ করা পাঠকবর্গের পক্ষে সহজ হইবে। আমাদের মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত যে-নীতি অনুসরণ করিতেছিল, তাহা যখন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি নহে। সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু করিয়া তাহারা সরকারী জাপত্রের বাজারে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিত, জাতীয় সরকারের অর্থনৈতিক মূল্যমান বৃদ্ধি করিতে পারিত, মূলধনের বাজারে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিত এবং সমগ্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে প্রচুর সহায়তা করিতে পারিত। কিন্তু, যে কারণেই হউক, যাহা হওয়া উচিত ছিল এবং হইলে নিশ্চয়ই ভালো হইত, তাহা হয় নাই।

বস্তুতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য যে যথাযথ পালন করিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় তাহার সম্বন্ধে যে সকল আশা পোষণ করা গিয়াছিল, তাহা সফল করিয়াছে, একথা বলা চলে না। ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সৃষ্টির পরে যে দুস্তর হইয়াছে নিশ্চিতরূপে এরূপ উক্তি করাও সম্ভব নহে।—ব্রিটিশ আমলের রিজার্ভ

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রোড সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

ব্যাঙ্ক মুখ্যত ব্রিটিশ স্বার্থেই পরিচালিত হইত এবং তাহাদের স্বার্থ তখন গৌণ-স্বার্থ ছিল। এমন কি 'ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক'রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তাহাও কেবলমাত্র বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সাহায্যকল্পেই ব্যবহৃত হইত,—সে আমলে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একপ্রকার কোন সাহায্য পায় নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোভাবেরও যে পরিবর্তন হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। অতীতকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা ভবিষ্যৎকালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আচরণ সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ করা নিশ্চয়ই সঙ্গত হইবে না।—এই সম্পর্কে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারত সরকারের অর্থনৈতিক দপ্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজ করিত, তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিলে অন্যায় বলা হইত না। কিন্তু তখনকার সরকার ব্রিটিশ সরকার ছিল বলিয়া, ভারতীয় স্বার্থের দিক দিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, কাজে যাহা এতদিন সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাকে আইনেও সরকারী প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলার প্রস্তাবে এতদিনকার একটি বিসদৃশ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে। সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ বিসংবাদ ও সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থের বাহিরে থাকিয়া সরকারী তত্ত্বাবধান দেশের প্রকৃত মঙ্গলের রূপে অতঃপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবে, আমরা এইরূপ আশাই পোষণ করি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে একটি বিষয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে,—তাহা হইতেছে স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির উপরেও ষ্টার্লিং অথবা বৈদেশিক মুদ্রার প্রভুত্ব। এ প্রভুত্বের অবসান যত শীঘ্র করা হয় ততই মঙ্গল। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এর ৩৩নং ধারার ২নং উপধারায় ইসু বিভাগের সম্পত্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান ছিল—

ইসু বিভাগের সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে দুই-পঞ্চমাংশের ন্যূন না হয় এরূপভাবে সোনা, তালমোহর ও ষ্টার্লিং স্বর্ণপত্র রাখিতে হইবে।*

—বর্তমান জাতীয়করণ আইনে পূর্বোক্ত উপধারায় 'ষ্টার্লিং স্বর্ণপত্রের' পরিবর্তে 'বৈদেশিক সরকারী স্বর্ণপত্র' কথা কয়টি বসানো হইয়াছে। —অবশ্য ইহাতে পূর্বাপেক্ষা অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও, ইহার দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার মুষ্টিবন্ধনী হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সভ্য হওয়ার ফলে ষ্টার্লিং-এর আধিপত্য হ্রাস পাইলেও বৈদেশিক নির্ভরতার সম্পূর্ণ অবসান আমাদের আজও হয় নাই। ভারতবর্ষের কাগজী অর্থের জন্য বিদেশের কাগজী স্বর্ণ যে জামিনস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, ইহা এক কৌতুককর অবস্থা,—অবশ্য এ কৌতুক প্রাণঘাতী কৌতুক;—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের টাল্লিখিত ছিদ্রপথেই যুদ্ধের সময়কার আমাদের ষ্টার্লিং পাওনা প্রবেশ করিয়াছিল,—সোনা মূলা কিন্তু পাওয়া যায় নাই। তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহা আজ আর বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই,—মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী অসন্তোষে তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।—অতএব রাষ্ট্রায়ত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি সর্বাগ্রে এই দিকে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।—আমরা আশা করি ভারতীয় সরকার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ইতিকর্তব্য স্থির করিবেন। আমাদের জাতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অচিরে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে, আজ আমরা এইরূপ আশাই প্রকাশ করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

*Of the total amount of the assets, not less than two-fifths shall consist of gold coin, gold bullion or sterling securities—Section 33 (2) of Reserve Bank of India act, 1934.

প্রাসঙ্গিক

ত ও কমনওয়েলথ

জোরে লর্ডবিহীনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে হইয়াছে, তাহাতে ভারত রাষ্ট্র ব্রিটিশ কমন-ওয়েলথের সদস্য থাকিবে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে কাজ পরিচালনা করিবে" বলিয়া ঐ সভা যে ঘোষণা করিলেও ভারতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য থাকিবে কিনা, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয় নাই। অবশ্য সার্বভৌম স্বাধীন শাসন করার অর্থ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হইতে যাওয়া, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মত এই বিষয়ে

মধ্যে এবং মনে হয় আন্তর্জাতিক অবস্থা আরও ল পর্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

ছাড়া আমরা এখানে সংক্ষেপে ব্রিটিশ কমন-র প্রয়োজনীয়তার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি, তাহাতে রাষ্ট্রের কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা বা থাকার লোচিত হইবে এবং ইহা স্বাভাবিক যে, কমন প্রয়োজনীয়তা ভারতের ও কি তাহা আলোচিত ন। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি ভারতের নেতৃবৃন্দের এই সম্পর্কিত ত বিষয়ে ভাল আছে।

চান্দ্রীভাবে বর্ণিত হইলে দেখা যাইবে যে, ার রাষ্ট্র কমনওয়েলথে থাকার বিরুদ্ধে। কারণ হই ছে ইহাতে আর্থিনত্যের চিত্ত অধিকতার ফলে ীর ঔপনিবেশিক অবস্থায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়াই সম্প্রতি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহিত যোগ রার পক্ষপাতী। তদুপরি কাশ্মীর প্রসঙ্গে ইউ- ব্রিটেনের ভারত-বিরোধিতা, ব্রিটিশ অধি-

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে ভারত-বিরোধী াদ, বর্ণিত আফ্রিকার ভারতীয়দের লাঞ্ছনা র ফলে ও ব্রিটেনের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাব দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নিরপেক্ষ থাকিবে পরিত্র নেহরু যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না, যদি ভারত র সঙ্গে কমনওয়েলথের যুক্ত থাকিতে চে।

আবার ভারতের কোন কোন প্রভাবশালী মহলে ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখিবার করা ও আগ্রহ রহিয়াছে। ইহাদের যুক্তি এই যে, দেশ-রক্ষা, যুদ্ধের ও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপারে ভারতকে যদি ব্রিটেন ও আমেরিকার দিকেই যাইতে হয়, তাহা হইলে ভারত কমনওয়েলথের বাহিরে থাকিয়া কি করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের সরকার কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহা দেশ ও জাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইহার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে,—প্রথমটি সেই হিসাবে খুবই জটিল এবং সেইজন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে এত অধিক সময়ের প্রয়োজন হইতেছে। আমাদের মনে হয় ভারত কমনওয়েলথে থাকিবে কিনা তাহা নির্ভর করে ব্রিটেনের মনোভাব ও ব্যবহারের উপর। এই বিষয়ে পাকিস্তান ও সিংহল কি পন্থা অনুসরণ করে তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়।

আঞ্চলিক বাহিনী

বিগত কালের মত পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য, নবীন রাষ্ট্রের পক্ষে ত বটেই। সেই হিসাবে ভারতের দেশরক্ষাবিদ ঐক্য মতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আলোচিত ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী বিলটি আইনে পরিণত হওয়াতে দেশের আপামর জনসাধারণ আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। পাকিস্তান ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের দুরভিসন্ধি হইতে সম্প্রতি দেশের জন্য যে রাষ্ট্র-বিরোধী শক্তিগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ভারতীয়দের আইন-কানুন বিরোধী কাজ ও অন্যায়ভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ-কল্পে ভারত সরকারের যে-কোন প্রচেষ্টাকে দেশ-প্রেমিক জনসাধারণ যে পূর্ণসমর্থন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশের সাধারণ রেজিমেন্ট সৈন্যবাহিনী দেশরক্ষার সর্বাত্মক প্রয়োজনের পক্ষে শক্তির দিক হইতে যথেষ্ট হইলেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের যে অবস্থা বিদ্যমান তাহাতে ঐ বাহিনী যথেষ্ট নহে। দেশে ও বিদেশে যে কোন মুহূর্তে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে এবং সেই সময় সাধারণ সৈন্য-বাহিনী দ্বারা সংগ্রামের সুযোগগ্রহণ দিয়া উঠাইবে, তখন এই আঞ্চলিক বাহিনী আকস্মিক শক্তি ও সুবিধা রক্ষার এবং সীমান্ত ও উপকূল ভাগ রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হইবে। সেইদিক দিয়া সাধারণ সৈন্যবাহিনী হইতে ইহাদের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই কম নহে।

প্রথমে সমগ্র ভারতের জন্য আঞ্চলিক বাহিনীতে ১,৩০,০০০ লোক সংগ্রহ করা স্থির হইয়াছে। ভারতের মত ভূখণ্ডের দেশের জন্য ঐ পরিমাণ সৈন্য যোটেই যথেষ্ট নহে এবং আমাদের মতে ভারতের পক্ষে অন্তত এক কোটি লোকের দ্বারা বাহিনী গঠন করা উচিত। কিন্তু প্রীতুক্ত বলবন্ত সিং বলিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে এই সৈন্য সংখ্যা বেশের অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করা হইবে এবং ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ তিন বছরে সীমান্ত রাখা কমন্স সরকারের অভিপ্রেত নহে। ইহাতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং আশা করিতেছি অতি শীঘ্রই ঐ বাহিনী সংগঠিত হইয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গে যে আঞ্চলিক বাহিনীর ইউ বাটালিয়নে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশে ক্ষেত্রবিশেষে সৈন্য সংগ্রহের সংবাদ পাওয়া গেলেও বাঙলার উদ্যমের দিক হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে আমাদের মত হইতেছে যে বাঙলার বেলায়ে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাতে সাড়া পাওয়া কঠিন। কারণ মাসিক ২১ টাকা বেতনে সহরাঞ্চলে লোক সংগ্রহ করা বড় দুরূহ। গ্রামাঞ্চলে তাহা অত দুরূহ নহে। কারণ, কলিকাতা সহরে ও সহর-তলীতে উদরের সঙ্গে উহার যেরূপ সম্বন্ধ গ্রামে সেরূপ নহে। কাজেই কলিকাতা সহরে ও সহর-তলীতে অধিক অর্থ উপার্জনের সুযোগ রহিয়াছে। বাঙলার সৈন্য-বাহিনী সংগ্রহ করিতে হইলে পশ্চিম বাঙলার গ্রামাঞ্চলে যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। এই বিষয় সরকারী অবহেলার লক্ষণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তাছাড়া বিদেশের মাটিতে সৈন্য সংগ্রহের ভার, তাঁহারাও ক্লান্ত অবসন্ন, সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সহজ নহে।—বাঙলার জনগণ সৈন্যে যোগ দেওয়াকে পৃথিবীতে তাহাদের আপেক্ষা হীন মনে, তাহা ইতিপূর্বে অন্যান্য প্রদেশে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।—অতএব বাঙলার জনগণের মধ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ নিষ্ফলই হইবে। সেইজন্য আমরা পশ্চিম বাঙলা সরকারকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এই ব্যাপারে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া সৈন্য সংগ্রহের কার্য তৎপর করিতে আদেশ দেন।

সংবাদলিপি

আর্থিক সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্র সংযুক্ত—উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহে আবেদন—পার্লামেন্টের কর্মব্যস্ত অধিবেশন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

[illegible] সেপ্টেম্বর—আগামী মেষের সপ্তাহে ও অক্টোবরের ও দ্বিতীয়দিনের সম্ভিক মুদ্রা-সম্পর্কে সরকারের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে সম্পর্কে এখানে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা হ[illegible]। ঐ জল্পনা-কল্পনার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা বিশেষ [illegible] সরকার এক বিবৃতির দ্বারা সকলকে [illegible] যে, সরকার এখনও পর্যন্ত কি [illegible] কি পরিমাণ আয়কর পর্যন্ত [illegible] কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই এবং ঐ [illegible] গ্রহণ করা সম্পর্কে সরকারের কোন বাধ্য-[illegible] তাহা সরকার কোন পথা অবলম্বন [illegible] সেই সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা-[illegible]রেখে চলা।

দুরাশ যখন সরকারিত হইয়াছে তখনকে দেখা [illegible]ঠতির ও দ্বিতলবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সম্পর্কে ছয়টি বিভাগীয় পথ গ্রহণ করিয়াছেন, [illegible]ন্দেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, মুদ্রাস্ফীতি, [illegible]রাবরোধ [illegible] দৃষ্টি, লভ্যাংশ [illegible]ইত্যাদির সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অতঃপর [illegible] কোনপ্রকারে সর্বনাশ দৃষ্টি না করিবার জন্য [illegible] বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অর্থ ইতিহাসের [illegible]ওয়ার্স আর্থোপিয়েশনও বিশ্লেষণবিদের [illegible] করিয়াছেন এবং সরকারের বিশ্ব [illegible] ও শ্রমিকদের লাভের অংশ প্রদান [illegible] নীতির বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি শিল্প [illegible] কাটতির অংশ করিয়া তাহাদের উপর [illegible] করা ও তাহাদিগকে লাভ্য পুরস্কার [illegible] দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই হিসাবে [illegible] সহিত সমাজতন্ত্রীদের মি[illegible] আছে।

[illegible]ন্দ্রের মূল্য [illegible] এখানে অল্প হয় মূল্য-[illegible] সরকারের বিভিন্ন উপায়গুলির [illegible] করে। মুদ্রাস্ফীতিকে [illegible] সরকারী [illegible] প্রকাশিত করিয়াছেন বিশ্লেষকেরা বাইটি [illegible] সংগঠনের পরিবর্তন ইত্যাদি পরিবার [illegible] করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমেরিকার সরকারের পরামর্শ [illegible] বিশ্লেষণ করেন।

[illegible]মুদ্রি ও বেতনের বিভিন্নতা সম্বন্ধে সরে না [illegible] বিষয় মূল্য করিলে আর বন্ধ করিয়া, প্রতিনিধি ও বিশ্লেষিত উৎপাদন বন্ধ প্রকাশ হয়।

[illegible]ক্ষেত্রের ও [illegible]ন্তরী ক্রয় মূল্য ইত্যাদির [illegible] সংস্থা আমেরিকার [illegible]

সমর হইলেও মুদ্রাস্ফীতি বিশ্লেষণের অবার উপায় সম্পর্কে সরকারকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। যেমন বিশ্লেষণিতে মতে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অর্থ রহিয়াছে, আর অর্থনীতিবিদের মতে সরোই, বিশেষ করিয়া বিশ্লেষকেরা, উদ্বৃত্ত অর্থের প্রাচুর্যের রহিয়াছে। কাজেই মুদ্রাস্ফোতের জন্য সরকারের সঙ্গে কোথায় প্রথমে হাত দেওয়া উচিত তাহা স্থির করা সহজ নহে।

পার্লামেন্টে এই সপ্তাহে খুব কাজের ভিড় দেখা যায় এবং অনেকগুলি বিল পাশ হয় ও অনেকগুলি বিল সম্পর্কে আলোচনা হয়। ব্যাঙ্কি বিলটি কমিশন দ্বারা হইয়াছে, তাহার দ্বারা জনসাধারণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। তবুও শ্রীযুক্ত কে. সি. বিশ্বাসী আয়কর সংশোধন বিল এবং ব্যবসায় কর সংশোধন, এই দুইটি বিল কমিটিতে সহিত পাশ করাইয়া লন। আয়কর সংশোধন বিলটিও পরিবর্তে পাশ হয়। এই বিল সম্পর্কে বলিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বিশ্বাসী বলেন যে, যেসব ব্যক্তির সুযোগে কমিশনের নিকট আবেদন করিয়াছেন নূতন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে তখন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

খনিজ তৈলখনি বিল সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল পরিষদকে আশ্বাস দেন যে, প্রাদেশিক সরকার যদি কোন খনির ইজারা ইত্যাদির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ইহার বিরোধিতা করেন তবে সেই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার সুবিধা উপযুক্তভাবে রহিয়াছে।

লণ্ডন

বৃহৎ বৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘের বিলুপ্তি।—আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বোচ্চ রেকর্ড—আগামী সপ্তাহে ঐক্য ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৮০তম অধিবেশন—জীবন-যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রতিকার।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১১এ মার্চ—শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আগামী সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য সভার সভাপতি রহিয়াছে। বিগত কিছুকাল হইতে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে: সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খল অসন্তোষ, অসন্তোষজনিত ধর্মঘট, নেতৃত্বের বিরোধিতা ইত্যাদি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি অতিমাত্রায় স্পষ্ট। ট্রান্সপোর্ট ও জেনারেল আমালগামেটেড ইউনিয়ন ইত্যাদি সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা যেমন বিরাট তেমনি বাস্তবায়নের অধিক ইহার সহিত যুক্ত। বিভিন্ন বন্দরের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, মালবাহক, রাসায়নী, অসামরিক, জেনারী শ্রমিক ইত্যাদির দাবী সম্পর্কে কার্যকরী সমিতির সঙ্ঘের প্রতিনিধি সাধারণ সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য সভাপতি অনুরোধ করিয়াছেন। তাহাই অধিকাংশ পরিবর্তে বিশেষ সভাপতি অথবা অনুরোধ ও বিশেষ দেখা দিয়াছে। বৃহৎ শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি কমিয়া দিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িবার পক্ষে মতামত প্রকাশ পাইতেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে এই ব্যবস্থা বাতিল করা অনুরোধ, কেননা ইহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিনিধি নির্বাচন করিতেছে বৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘগুলির শক্তি ও সাহায্যের উপর।

বাউন অফ লর্ডস হইতে আগামীকল্য শিল্প-বিরোধ পরিষদগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা সম্পর্কে প্রস্তাব পার্লামেন্টে সরকারী বেঞ্চারের কঠোর প্রত্যাঘাত হওয়ার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ প্রবল হইয়াছে। উক্ত বেঞ্চারের প্রত্যাঘাতের সমর্থনে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা কারখানার। ওই ধরণের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা ও শ্রমিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকেরা সম্মেলনে ইহা লইয়া তুমুল বাদানুবাদ করিবার যথেষ্ট প্রবল করিতে ছাড়িবে না।

ব্রিটেনের আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে গত মাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করিয়াছে। ১৮৭৩ সনে পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যের আমদানি হইয়াছে এবং ১৯২৯ সনে পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের তুলনায় রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪৯%।

লণ্ডনের মেয়রের বার্ষিক ভোজে আগামী সপ্তাহে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ব্রিটেনে জীবন যাপনের উচ্চমানের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে তুমুল আলোচনা সভার প্রবল উত্থাপিত হইবে। মজুরি ও মূল্য আইনের যে সরকারী নীতি গত দুই বছর ধরিয়া অনুসৃত হইতেছে, আলোচ্য প্রস্তাবসমূহে সে সম্পর্কে গভীর অসন্তোষ ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের বর্তমান নীতি সমর্থন করে না, তাহাদের সমর্থন শুধুমাত্র ভিত্তি হইতেছে মূল্য ও মুনাফা হ্রাস।

মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাপনের ব্যয়ের যে চাপ অসহনীয় হইয়াছে, তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অপর একটি প্রস্তাবে জোড় পাম্পার উপর হইতে কর-ভার হ্রাস করিবার দাবী জানান হইয়াছে। বিজলী শ্রমিক লক্ষ হারাক ভার হ্রাস, কর-ব্যবস্থার প্রসার এবং বস্ত্র ও নিত্য-ব্যবহার্য প্রব্যসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি ব্যবস্থার দাবী জানাইয়াছে। নিত্য-ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর রচিত মোট ৮০টি প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপিত হইবে। প্রায় ৮০ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধি-স্বরূপ ৮ শত পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

পাঁচ দিন ব্যাপী সম্মেলনের কাজ চলিবে। আগামীকল্য শিল্পের উপর ই, ইউ, সি'র অধিকতর [illegible] দাবীর [illegible]

সঙ্কলন

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি

ভারত সরকারের পুনর্বসতিসচিব শ্রীযোগেন্দ্রমোহন জেনেছেন, বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য যাতে তাড়াতাড়ি জমি বন্টন করা যায় সেজন্য তিনি একটি বিল উত্থাপন করবেন। বিলের খসড়া এবং তার বর্তমানসময়ে তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য যে সময়ের মেয়াদ এবং যতো জমি ছাড়া করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের ইতিপূর্বে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছিল।

বর্তমানে এই বিলের দ্বারা বাস্তুহারাদের স্থায়ী বসবাসের জন্য জমি বন্টন করা হইবে।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত পাতস্কর বলেন একবার বিচারেই যে সকল আপীলগুলি বাতিল হইয়াছে, তাহাদের পাকিস্থানে যে আয় সম্পত্তির মূল্য হইবে ... টাকা।

আর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত পাতস্কর বলেন পূর্ব বঙ্গে আনুমানিক ১ কোটি ১৪ লক্ষ, পশ্চিম ৫ ১৭ হাজার, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে ৪ হাজার, ৮ ২ লক্ষ ৮৮ হাজার, বেলুচিস্থানে ৭৪ হাজার বিকানীর রাজ্যে ১৭ হাজার সিন্ধু ও সিন্ধিরা এসে আশ্রয় লইয়াছে।

বাস্তুহারাদিগকে পেশাভিত্তি শিক্ষাদান

কোন বিবৃতিতে প্রকাশ, প্রাথমিক পূর্ব প্রাথমিকদিগকে কারিগরী ও পেশাভিত্তি শিক্ষাদান যে পরিকল্পনা ভারত সরকারের গ্রহণ করিয়াছে তাহা এখন কার্যকরী করা হইবে। ইহার ফলে বাস্তুহারা যুবকেরা যাহাতে স্বীয় সকল প্রয়োজনে প্রাথমিক পূর্ব প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কমিটিগুলি শিক্ষার্থী নির্বাচন করিবেন। শিক্ষার্থিগণ কারখানায় যাতায়াত ও যাতায়াত খরচ প্রভৃতি পাইবে। যে সকল বাস্তুহারা শিক্ষার্থী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চায় তাহারা নিকটস্থ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে অথবা সিটিই এমপ্লয়মেন্ট অফিসে আবেদন করিবে।

বাস্তুত্যাগিদলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি

স্টেটস পার্লিমেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বলেন, ৩ ১৩৫ জুলাই-এর আক্রান্তীর সম্মেলনে সিদ্ধান্তে বাস্তুত্যাগিদলের ফেরত ও অন্যান্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি সিন্ধি কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হ. কিন্তু ফেরত সম্পত্তি সম্পর্কে একটি চুক্তি হ.। ফেরত সম্পত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাস্তুত্যাগিদলের পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের তালিকা প্রস্তুত সিদ্ধুক করিবার কাজ তাড়াতাড়ি করিবার জন্য উভয় ডমিনিয়নের যুক্ত একেন্সি থাকিবে। উক্ত যুক্ত একেন্সি প্রতি ডমিনিয়নের পরিত্যক্ত সম্পত্তি-সমূহের তত্ত্বাবধান অধিকারদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার বলেন যে, পাকিস্থান ভারত সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পাকিস্থানে কর্তৃপক্ষগণ কার্যারম্ভ করিবেন।

কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

শিল্পনীতি সম্পর্কে সর্বসাধারণের যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহার অনুসারে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সরকারকে সাহায্য এবং শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে উপদেষ্টাদিগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রিসভার সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পরিষদের প্রথম কাজ হইবে—(১) সাধারণতঃ শিল্প-নীতি সম্পর্কে সর্বসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া, (২) যাহা দ্বারা দেশের বহু বড় কলকারখানার উৎপাদন পরীক্ষা করা এবং বর্তমান ব্যবস্থার দ্রুততর সুযোগ প্রদানের উপায় সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া, (৩) যে কাঁচামালের সরবরাহ অত্যন্ত অল্প তাহা বন্টন সম্পর্কে সর্বসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া, (৪) কলকারখানায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কলকব্জা আমদানি সম্পর্কে সর্বসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া এবং (৫) সর্বসাধারণ কর্তৃক সময় সময় প্রেরিত বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেচনা অবলম্বন করা।

লম্বা আঁশ-বিশিষ্ট তুলা

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ইঞ্চির অন্তত হইতে ১৮ ইঞ্চি বা তাহারও লম্বা আঁশ-বিশিষ্ট কাঁচা তুলা আমদানি সম্পর্কে বর্তমান বৎসরের জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে বোম্বাই-য়ের তেপুটি চীফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্টস মুক্তহাতে লাইসেন্স অনুমোদন করিবেন। অন্তত এই সকল মাল মিলের চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া আমদানি করা চাই এবং আমদানি হইবার পরই উহা সরাসরি মিল কর্তৃক ক্রীত হওয়া চাই। প্রেরিত ইঞ্চির অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

পূর্ব আফ্রিকা ও মিশরে ১৯৪৭-৪৮ সালে উৎপন্ন তুলা সম্বন্ধে একাধিক ক্রয়ের জন্য ভারত সরকার উক্ত দেশের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত দুইটি দেশে সাধারণ বিদেশে বিক্রীত তুলার বিবরণে জন্য করিবার জন্য ভারত সরকার তাহাদের আমদানিকারকদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। চুক্তিতে স্থানীয় পরিমাণের অধিক আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না।

পূর্বদেশে যে সকল দেশ হইতে নিম্নলিখিত সূত্রে মালের অন্তত হইতেও তুলা আমদানির যুক্ত লাইসেন্স দেওয়া হইবে:—

(১) চীনি অন্তত অধিবাসীর আকাউন্টে তুলা ক্রয় করিতে হইবে, (২) আমদানিকৃত তুলার আঁশ ৯৮ ইঞ্চি বা তাহারও অধিক হওয়া চাই, (৩) আমদানিকৃত মাল সরাসরি মিলে বিক্রয় করিতে হইবে।

কাঁচা তুলা ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার কাঁচা তুলার রপ্তানি সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থাদির পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, নিম্নে চারিপ্রকার ছোট আঁশ-বিশিষ্ট কাঁচা তুলা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার কাঁচা তুলার উপর এই বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকিবে। এই নিষেধাজ্ঞা বর্তমান বৎসরের জন্য বলবৎ এপ্রিল তারিখে দেওয়া হয়। উপরিউক্ত চারি প্রকার ছোট আঁশ-বিশিষ্ট তুলা হইতেছে যথাক্রমে "বাজলার দেবী", "আরিয়া", "শ্রীনগরী" ও "কুমিলার" তুলা।

ভারতের তৈল পরিস্থিতি

"ইণ্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল" সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভারতীয় খনি সরকারের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডাঃ কি. এম. গুহারিয়া, এক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের তৈল শিল্পের ইতিহাস এবং বিভিন্ন তৈলখনির অবস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—

ভারতে তৈল উৎপাদন এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ১৮৬৬ সালে আরাকানে, ১৮৮০ সালে আসামে এবং ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবে উহা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এখনও ইহা সন্তুষ্টিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অনেকবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও নূতন তৈলখনি আবিষ্কারের ব্যাপারে বিশেষ সফলতা লাভ হয় নাই। তৈল অনুসন্ধান ও উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং বিপদসঙ্কুল কাজ। যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহা সাধন করিতে হয়। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য না লইলে ভারতের পেট্রোল সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

কয়েকটি প্রদেশে ভারতের আলুমিনিয়াম সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতের আলুমিনিয়াম শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—"কি মূলের জন্য, কি পাকিস্থান সময়ের জন্য ভারতের আলুমিনিয়াম শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়।" লেখকের মতে এই শিল্প প্রাথমিক অবস্থায় বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইলে বৈদেশিক মুদ্রার অনুসন্ধানকারীদের পূর্ণ-সুযোগ পূর্ণমাত্রায় পাইবার সম্ভাবনা আছে।

লক্ষ্ণৌতে সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনের আন্দোলন

গত ২৬শে আগষ্ট লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় উদ্যু কমিটির সভাপতি ডাঃ তারার সিং-এর সভাপতিত্বে এই কমিটির সাধারণ উদ্যোগে উক্ত সমিতির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্পর্কিত

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহা ঐ বৈঠকে স্থির করা হইয়াছে। সাধারণ হইতে পাঁচ মাইল দূরে শহরকে ঐ সুবেদারীর কাজের জন্য কয় বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ প্রতিযোগী ফার্মের হইলে উহা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বৃহত্তম পরিমাণ সরবরাহ করিবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার জাহাঙ্গীর বিং বলেন, ভারতের কথা বলিতে গেলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সরবরাহ উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই পরিমাণ সুবেদারীর কাজের পক্ষে উপযুক্ত। ইহার আয়তন ৫৫০ একর।

রেলযোগে কয়লা প্রেরণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, রেলযোগে প্রেরিত কয়লার ভাড়া সম্পর্কে সোজাসুজি ঘর করিবার জন্য জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কয়লা, কোক ও এই প্রকার বিশেষ জ্বালানি প্রেরণের ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হইয়াছে। বর্তমান হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথম ২০০ মাইলে মণপ্রতি প্রতি মাইলে ৯.২৫ পাই।

২০১ হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত মণপ্রতি প্রতি মাইলে ৯.৯৭ পাই।

৪০১ হইতে ১০০০ মাইল পর্যন্ত মণপ্রতি প্রতি মাইলে ১.০৩ পাই।

১০০০ মাইলের উর্ধ্বে, মণপ্রতি মাইলে ১.০৫ পাই।

ইহার উপর প্রতি চাঙ্গ-চাকাবিশিষ্ট ওয়াগনের জন্য নিম্নলিখিত হার প্রযুক্ত হইবে :—

(ক) ইঞ্চপ্রতি পর্যন্ত ভাড়া ১ টাকা ১২ আনা।

(খ) ইঞ্চপ্রতি পর্যন্ত ভাড়া ১২ টাকা ১২ আনা।

এই হার কার্যকরী হইবার তারিখ হইতে পূর্বেকার পরকরা ৩০ মাস পর্যন্ত ভাড়া এবং ই. আই ও বি. এম রেলওয়েতে প্রচলিত বিশেষ ভাড়া প্রভৃতি প্রত্যাহার করা হইবে।

গাছ-গাছড়া সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গাছ-গাছড়া সংরক্ষণ সম্পর্কে সর্বশেষ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা জানিয়া আসিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রেণু সিং এখনই প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। ডাঃ রেণু কৃষি বিভাগের উপদেষ্টা আছেন। তিনি গত জুলাই মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রাজকীয় কৃষি বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন।

ওই সকল দেশে কীটপতঙ্গাদি ব্যাপকভাবে নিরোধ করিবার জন্য কিরূপ প্রতিষেধক এবং কি কি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা রেণু তাহা অবগত হইবেন এবং কীটপতঙ্গ নাশের জন্য ভারতের পক্ষে কি প্রকার উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তাহাও স্থির করিবেন।

ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

গত ১৭ই আগস্ট ভারতীয় পরিষদে (আইন সভায়) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনুমোদন সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারত সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেন তদনুযায়ী তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি উচ্চ কমিটি গঠন করিয়াছেন—

ব্যবস্থাপরিষদে ভারতীয় কৃষি সুবেদার সদস্যদের সিদ্ধান্তই ডাঃ যে, এম, মুখার্জি (সেক্রেটারিয়াল), ডাঃ বেঙ্গলার আইয়ার, ডাঃ এল, কে, ঘাওয়ালে, ডাঃ পি, এন, ঘোষাল, ডাঃ কে, এন, রায়জা, ডাঃ এস, সি, সেন, ডাঃ কে, এন, বসুমদার, লেঃ কর্ণ কে, কি, চক্রবর্তী। ঐ উচ্চ কমিটিতে আরও একজন সদস্য থাকিবেন। ঐ কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া আমাদী ডিসেম্বরাই মাসের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিবেন :—

১। বর্তমানে ভারতের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অবস্থা কিরূপ, (২) এদেশে কত লোক হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হয়, (৩) কি ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালানো হয়। ঐ কমিটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন ব্যবস্থা এবং সরকারের কর্তৃক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা বিস্তৃতির হওয়া উচিত কি না—সে সম্বন্ধে সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন।

বন্যায় আসামের ক্ষতি

আসামে ব্যাপক প্লাবনের ফলে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, শিবসাগর লখিমপুর জেলায় বিস্তর অঞ্চলের ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ যে, প্রায় ৫০টি গ্রামের লোক আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায়, অনেক স্থানে রাস্তা ও বাড়ির চাল ধসিয়া পড়ায় চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে আসাম ট্রাঙ্ক রোড, উহার ট্রাঙ্ক রোড ও শিলাপুর-কোহিমা রোডের ক্ষতিই সর্বাধিক। অনেকগুলি ব্রিজ মেরামত করিয়া যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে এবং অন্যান্যগুলি খাড়াই মেরামত করা হইবে। দুই হইতে ১০ দিন পর্যন্ত রাস্তাগুলিতে চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

রাস্তা দ্বারা সংলগ্ন জেলার মধ্যে বাঁধ, লখিমপুর জেলার নোয়া ডেহিং ও ডেহিং বাঁধ, নওগাঁজুর জেলার ও ডিব্রুগড় বাঁধ এবং শিবসাগর জেলার ধনশ্রীমুখ বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ইহার ফলে প্রচুর শস্যহানি হইয়াছে। বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের বন্দর সমস্যা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে এক সাংবাদিক বৈঠকে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় বলেন যে, বিগত ১৩ই জুলাই সুবেদারীর নূতন বন্দরনীতি প্রবর্তিত হওয়ার পরে এই প্রদেশের বিদেশগামী প্রায় ১০,০০০ পাইট পড়িয়াছে এবং অবশিষ্টাংশের সুবেদারীর পক্ষ হইতে অন্য বন্দর বিদেশ যদি উহা বন্ধের করার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গে এবং এখে কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। উক্ত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, প্রদেশে ১৩টি সুতা ও ৭ কলের কল আছে এবং এইগুলি সরবরাহের মূল বন্ধনীতির আওতায় পড়ে। সমস্যা দিয়া বড় খানা করার ব্যবস্থা করিলে বিদেশ হইলে উক্ত কলগুলিতে আর্থিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং উহা তুলার দাম সরবরাহ শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য খ নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হইবে। ফলে বিদেশগুলি ব হইয়া যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, এ প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে অনুমান ৩০,০০০ শ্রমি কাজ করে এবং তাহাদের মজুরি বন্ধ হইলে শ্রমি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রায় আরও বলেন যে, সরবরাহের বি ৩০এ জুলাই তারিখের আদেশ অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ কাপড়ের কলগুলিতে ১৭৬১ পাইট কাপড় আটক ক হয়। উক্ত তারিখের পর হইতে বিদেশস্থ যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারও পরিমাণ প্রায় ১৩,০০ পাইট। এই সকল মালের মূল্য প্রায় ৭ কোটি টাকা

অতঃপর তিনি বলেন যে, আমাদাবাদসহ পশ্চি মঞ্চের বিদেশস্থ পক্ষে বেসামরিক উৎপন্ন দ্রব্য ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে।

তিনি আরও বলেন যে, বিগত ১৩এ মে পশ্চিম বঙ্গ সরবরাহের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে জান হয় যে, পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ই ইয়ার্স প্রোডিউসার্স অ্যাণ্ড সিপ্লিংইটরস সোসা লিমিটেড নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে মাল র বিদেশগুলিতে প্রধান করিয়া উপরোক্ত ১১৬১ পাই বস্ত্র খালাস করিবার জন্য মনোনীত করা হইয়াছে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের টেক্সটাই ডিরেক্টর উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছে যে, তাহারা যেন বিদেশস্থ হইতে চালান পাইব ভিন্ন ভিন্ন মাসে আটক বস্ত্র খালাস পাইবার ব্যব করেন।

শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, বিগত ২০এ আগস্ট হই বিদেশস্থের পক্ষ হইতে চালান শেষ আছে ৪৪ এ এবারে ২৩১১ পাইটের জন্য চালান শেষ ক হইয়াছে। এই সকল বস্ত্রের মূল্য প্রায় ১৬,৭৯,২৬২, কিন্তু এখনও কোন বস্ত্র খালাস করা হয় নাই।

৩০এ জুলাই তারিখের পর হইতে বিদেশগুলি প্রায় যে ১৮,০০০ পাইট কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে ত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ভারত সরকারের প হইতে এই সকল বস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে আমরা সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের বিব উদ্ধার এই অর্থে এক তার করিয়াছেন যে, এই সব বস্ত্র খালাস করার ব্যবস্থা করা না হইলে অবস্থা গুরু হইয়া উঠিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম, শিল্প ও সরবরা মন্ত্রিবর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নিকটও তাঁহারা এ বিষয়টি বিশেষভাবে করার জন্য অনুরোধ জানাইয়া প ৩০এ আগস্ট তারিখে তার প্রেরণ করিয়াছেন। কি

সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন যে সরকারে সরাসরি নগদ মূল্য দিয়া বিলের উৎপন্ন করে খালাস করবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে প্রস্তাবক রায় বলেন যে, বিলে বর্ণিত উপরিউক্ত প্রায় ২০,০০০ পাইট বন্দের দ্বারা বাদে বিশু বৎসরে ১২ লক্ষ বন্দের হিসাবে সরকার প্রবেশের এক বছরের চাহিদা মিটাইতে পারা যায়। প্রতি বাবে পশ্চিম বঙ্গের মিলগুলিতে প্রায় ১,০০০ পাইট বন্দ উৎপন্ন হয় এবং উপরিউক্ত বাবে উহার দ্বারা প্রবেশের ১৯ দিনের চাহিদা মিটাইতে পারা যায়।

ছুটোক্তর বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিপর্য্যয়

বাঙ্গলায় যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা কাজ বন্ধ রাখিয়াছে সে সম্বন্ধে ১লা সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত চন্দ্র প্রশ্ন করেন যে, (ক) যুদ্ধ থামিবার পরে কয়টি ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের নাম কি? (খ) এই সমস্ত ব্যাঙ্কে কোন কাজ না হওয়া সত্ত্বেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজার এবং অন্যান্য অফিসারগণ তাহাদের মাসিক বেতন পাইতেছেন—ইহা কি সত্য? (গ) তাঁহাদের বেতন যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে সরকারের কি জানেন যে, তাহা অন্যায়সঙ্গত ও আমানতকারী ও অংশীদারদের স্বার্থবিরোধী? ইহা যদি হইয়াই থাকে তবে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে অর্থসচিব শ্রী কে. সি নিয়োগী বলেন, (ক) সঠিক সংখ্যা এখন দিতে পারিব না, তবে সরকারের হাতে যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে, ২৩টি ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গিয়াছে, ১টি লিকুইডেশনে যাইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে এবং ১টি ব্যবসায় গুটাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। (খ) এবিষয়ে সরকারের কোন সংবাদ নাই। (গ) এই প্রশ্ন ওঠে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—

১। যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গিয়াছে—

(১) কালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ; (২) সিটিজ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ; (৩) বেঙ্গল কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্ক লিঃ; (৪) আলবার্ট এমপ্লয়েজ ব্যাঙ্ক লিঃ; (৫) বঙ্গলক্ষ্মী লিমিটেড ব্যাঙ্ক লিঃ; (৬) ভারতলক্ষ্মী ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ট্রাস্টিং কোং লিঃ; (৭) ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, (৮) বেঙ্গল ক্রমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ; (৯) প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিঃ; (১০) সামলাইট ব্যাঙ্ক লিঃ; (১১) ফাইনেন্সার্স ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ; (১২) হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৩) ব্যাঙ্কবাল ক্রমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৪) ভারতী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৫) সিটি ব্যাঙ্কবাল ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৬) ক্যালকাটা ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৭) বেঙ্গল পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৮) ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ; (১৯) ইষ্টার্ণ ফিনিক্সেটার্স ব্যাঙ্ক লিঃ; (২০) ব্যাঙ্কবাল ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ; (২১) [illegible] ব্যাঙ্ক লিঃ; (২২) পাইওনিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ; (২৩) ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

২। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের ব্যবসা গুটাইবার আবেদন হাইকোর্টের বিবেচনাধীন আছে—

(১) বেঙ্গল ডুমিনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, (২) বিশ্বলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ, (৩) যুবক ব্যাঙ্ক লিঃ, (৪) দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ, (৫) ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, (৬) গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ, (৭) ওয়ার্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ, (৮) ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ, (৯) বেঙ্গল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ।

(৩) যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনের ১৪৩ ধারা অনুযায়ী লিকুইডেশনের ব্যবস্থার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছে—

(১) ক্রমিনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, (২) ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ, (৩) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, (৪) সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ, (৫) হিন্দুস্থান ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ (৬) ব্রাঞ্চেস ব্যাঙ্ক লিঃ, (৭) ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক লিঃ, (৮) ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, (৯) লাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

চাউলের বরাদ্দ হ্রাস

১লা সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, "অক্টোবর হইতে আর চাউল আমদানি হইবে না, এই জন্য বেশন এলাকায় চাউলের বরাদ্দ হ্রাস করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত সেন আরও বলেন, পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে আর্থিক দুরবস্থা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার চাউলের মূল্য কমাইতে সমর্থ হইয়াছেন। গত ২৭এ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গে গড়পড়তা চাউলের মূল্য ছিল ৫০ টাকা ১১ আনা, এক সপ্তাহ পূর্বে মূল্য ছিল ৫০ টাকা ১৪ আনা এবং এক পক্ষকাল পূর্বে মূল্য ছিল ৫১ টাকা দুই আনা। উত্তর জিলাসমূহে গড়পড়তা মূল্য ছিল ২৭এ আগষ্ট তারিখে ৪১ টাকা আনা ১৫ এবং তৎপূর্ব সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট তারিখে, ৪৮ টাকা ৯ আনা। দার্জিলিং জিলাসমূহে এই মূল্যের তালিকা হইতেছে ২৯ টাকা ১৫ আনা এবং ২৩ টাকা ৯ আনা। মুর্শিদাবাদ জিলায় চাউলের গড়পড়তা দর ৪২ টাকা হইতে কমিয়া ২০ টাকা আট আনা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৭-৩৮ সালে আমন, আউস এবং বোরো ধানের চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ৩৪ লক্ষ টন। ১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ টন। পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ ৩৯ লক্ষ টন চাউল হয়। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট চাউল আমদানি হয় ছিল নয় ৩১ হাজার টন। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হইতেছে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন।

শ্রীযুক্ত সেন আরও বলেন যে, অসামরিক সরবরাহ বিভাগ আগষ্ট মাসে ৫ হাজার টন চাউল সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহের পরিমাণ হইতেছে মোট ৮ হাজার টন।

লৌহ ও ইস্পাতের শুল্ক ব্যবস্থা

গত ২৮এ আগষ্ট তারিখে ভারত সরকারের নব গঠিত ইস্পাত উপদেষ্টা কমিটির প্রথম শ্রীযুক্ত শুল্কের সরবরাহের পশ্চিম বঙ্গ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির এক সভা রেজিষ্টার্ড ইক্‌ যোড়াকরণের অবস্থা সম্পর্কে এই আলোচনা হয়। রেজিষ্টার্ড ইক্‌ যোড়াকরণই লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ে প্রবেশ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সভাগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে জনসাধারণ, বিক্রেতৃবৃন্দ ও সরকারের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংযোগের বিশেষতা বিষয়ের জন্য লৌহ ইস্পাতের বিক্রয় প্রথা বহাল রাখা প্রয়োজন সভাগণ এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, উৎপাদনে পরিবর্ত্ত রেখার প্রয়োজনের মূলধনের বিক্রয় কর কিন্তু এই ব্যবস্থার করা হয় যে, তাহার সরকার প্রথা বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় যে প্রতিশ্রুতি বিক্রয়ি দেন তাহা ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রসার নষ্ট করা হইতেছে না। বর্ত্তমান শুল্ক ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে রেজিষ্টার্ড ইক্‌-যোড়াকরণকে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সরকার বর্ত্তমান শুল্ক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া রেজিষ্টার্ড ইক্‌-যোড়াকরণের কারবার যাহাতে পরিশোধ ইস্পাত সংযোগের সাহায্য না করিলে কমিটি আশঙ্কা করেন পরিণত হইবে বলিয়া কমিটি মনে করেন।

পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক-মালিক বিরোধ

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্নস্থানে শ্রমিক মালিক বিরোধ বিভিন্নভাবে চলিতে থাকে।

ইতিপূর্ব্বে চার সপ্তাহ ধরে অবস্থা অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং বিরোধের ফলে কোন শ্রমিকের সংখ্যা কোন সপ্তাহে হ্রাস পরিমাণে হয় নাই।

গতকল্য ২৮এ আগষ্ট যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সাতটি প্রতিষ্ঠানে বিরোধ সৃষ্টি হয় ফলে ২১৫ জন শ্রমিক বেকার হয়। বিরোধলিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি চা-বাগিচা আছে।

পশ্চিম বঙ্গে চিনা চাষের ব্যবস্থা

কৃষি ঋণ সমস্যা পরিষদের এক প্রস্তাবক পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ পশ্চিম বঙ্গের মাটি পরীক্ষা করিয়া চাষীদিগকে পরামর্শ দানের জন্য চিনা চাষ উৎপন্ন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

কৃষি খণ্ড উৎপাদন করার এই পরীক্ষা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রস্তাবক এবং প্রস্তাবিক গভর্ণমেণ্টের এজন্য যে ব্যয় হইবে তাহার কিছু অংশ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বহন করিবার জন্য তাহাদিগকে জানাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এক বৎসরে মোট ৪৮১টি চলচ্চিত্র

সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালের ৩১এ মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে

(শেষাংশ ৮৮ পৃঃ দ্রঃ)

১০০ টাকার নোট সম্পর্কে ভিত্তিহীন গুজব

সম্প্রতি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও সরকারী মহলে সরিষ সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যে ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত হইবার ফলে বাজারে কোন গুজবও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রথমেই সরকার মোটের মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিতে এই গুজব রটিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা, কলিকাতা ও পাটে ১০০ টাকার নোট ভাঙাইবার জন্য ভিড় করিয়া যায় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই কোটি টাকার নোট ভাঙান হয়। ভূমিত হইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার সরকারকে বাধ্য হইয়া এই মর্মে এক প্রকাশ করিতে হয় যে, ১০০ টাকার নোটের যে কারণে কোন বিধান সরকার গ্রহণ করেন সাধারণ জনসাধারণের মনে যাহাতে কোন সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য বলা হয় যে, কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনানুযায়ী চলিতে দেওয়া হইবে এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রায়ত্তের কল্যাণের জন্যই সরকার গ্রহণ করিবেন। সুতরাং পূর্ব হইতেই জনসাধারণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। সরকারের এই ঘোষণায় আমরা আশা করি সকলের সন্দেহ ও অবসান হইবে।

যে উদ্দেশ্যে অর্থনীতিবিদ, বিশ্লেষণবিদগণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা যাহাতে সিদ্ধ হয় তাহার জন্য সকলেরই সহযোগিতা করা কর্তব্য। অতএব উপরে উল্লেখিত গুজবে কর্ণপাত না করিয়া সকলের সহযোগিতা করা উচিত।

* * * *

ইহাই বিশ্বাস করা যে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ উপায় হিসাবে মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের যে কোন দ্রব্য ও অর্থের সঞ্চয় নাই, উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই বর্তমান মূল্যমানের যদি প্রতিকার না করা হইলে মজুরি, প্রব্যমূল্য ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এবং এই অবস্থা হইতে অর্থনীতিবিদ ও সরকারের রক্ষা করা কর্তব্য। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই যে অবস্থাগুলি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মজুরি ও লভ্যাংশের হার নির্ধারণ করা অবশ্যকরণীয় হইয়াছে এবং তাহার সরকারও যে এড়াইতে পারেন না।

* * * *

সম্প্রতি টাকার মূল্যের যে সঙ্কোচন হইয়াছে তাহার ফলে ব্যাঙ্ক ও বোম্বাই উভয় স্থানেই ফলে হার ৪০৫ অপরিবর্তিত ছিল। গত দুই সপ্তাহে বাজারের আয়তনে আশানুরূপ বাড়া না পাওয়াতে মূল্য হ্রাস যে, ব্যাঙ্কগুলি ঋণ মেয়াদী হিসাব যথাসময়ে অর্থনিয়োগ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। এই সপ্তাহের বাজারটানের আবেদনে দেখা যায় যে, ৪৯ কোটি টাকার বাজারটানের জন্য মাত্র ১.৯৩ কোটি টাকার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে অল্প আরও কম টাকার (১৫ লক্ষ) আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ১.৯৩ কোটি টাকার সমস্ত আবেদনপত্রই পূরণ করা হয় এবং পূরণ আবেদনপত্রের গড়পড়তা হার ১৮৫৫ দিন থাকে। পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে বাজারটানের জন্য আবেদনের পরিমাণ অবশ্য তুলনামূলক ৩৫৯৯ পরবর্তী সপ্তাহে বাজারটানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উক্ত সপ্তাহে মাত্র ২ কোটি টাকার বাজারটানের জন্য আবেদন গৃহীত হইবে।

* * * *

সরকার মেয়াদ হইতে বাজারটানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে বিশ্ব করেন, উহার পর হইতে সাপ্তাহিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার ৮.৪১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে মোট সমাপ্ত ৩১.৫৩ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে। তবে চলতি মোটের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় এবং সমাজের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার ফলে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বাজারটানের জন্য আবেদন পরিমাণে উন্নতি দেখা যাইবে। তাহাড়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই দিকে অধিকতর উন্নতি স্বাভাবিক।

* * *

১৭৫ সপ্তাহ হইতে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওর যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি মোটের পরিমাণ আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন কি মোটের প্রচলন গত সপ্তাহের তুলনায় বেশ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহে মোটের পরিমাণ যেখানে ছিল ১,৪১৯.৫০ কোটি টাকা, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৪১৪.১৮ কোটিতে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এক পক্ষ পূর্বে চলতি মোটের পরিমাণ ছিল ১,২৩৫ কোটি টাকা। সময় মোটের পরিমাণ গত সপ্তাহের ১,২৬১.২১ কোটি টাকা হইতে ১,১৪১.৩৮ কোটি টাকাতে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত টাকার পরিমাণ ৩৪.৩৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭.১৮ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে দেখা যায়।

সম্পত্তির দিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, চলতি অনলের পরিমাণ ১১৩.৩১ কোটি টাকাতে অপরিবর্তিত আছে,—তবে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ ১৪.৭১ কোটি টাকা হইতে ১৫.১১ কোটি টাকাতে পরিমাণে অবস্থিত রহিয়াছে এবং গত সপ্তাহের তুলনায় ১০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া উহা ৩৯.৩১ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। ইহা বিভাগ রহিয়াছে ব্যাঙ্কি বিভাগে ১০ কোটি টাকার অনলের অবস্থিতির জন্যই এই হ্রাস ঘটিয়াছে। এই কারণেই ব্যাঙ্কি বিভাগে অবস্থিতিস্থাপনের পরিমাণ ৩৩.১১ কোটি টাকা হইতে ১১.১৪ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যায়।

* * * *

১৭৫ সপ্তাহ হইতে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব-বিবরণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় নাই। রাষ্ট্রিবাঙ্কের বেসরকারী ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত পরিমাণ ১৪.১১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪.১৫ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। ঐ সময়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানত পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৩৭২.১১ কোটি টাকা হইতে ৩৭১.৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মেয়াদী আমানত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ১.০৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩১.১৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে,—তবে এই খাতে অন্যান্য ব্যাঙ্কের পরিমাণ ৩১০.৫৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৭.০১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বন্ধকীর মূল্য অন্যান্য পরিমাণ ৩৮.৩২ কোটি টাকা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ৪০.০১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত অন্যান্য পরিমাণে বিশেষ হ্রাস ঘটিয়াছে দেখা যায় (৩১.১১ কোটি টাকা—৩১.১৪ কোটি টাকা)। ঋণের পরিমাণ ৪০৩.৩৪ কোটি হইতে ৪০১.১৪ কোটিতে দাঁড়িয়াছে। অন্যান্য হাতের পরিমাণেও ৩৪ লক্ষ টাকার হ্রাস (১৫.০১ কোটি—১৪.৩০ কোটি) পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সংবাদলিপি

(পূর্বাপেক্ষা ৮৮৩ পৃষ্ঠায়)

বোম্বাই সৌরসহর এলাকাভুক্ত করার চেষ্টা চলিবে। পরিকল্পিত বৃহত্তর বোম্বাইএর আয়তন হইবে ৮৮ বর্গমাইল এবং সেখানে অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার বিধান করিতে আনুমানিক ৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বোম্বাই সরকারের নিকট সৌরসহর প্রতিষ্ঠানিক বন্দর অর্থ সাহায্যের দাবী জানাইয়াছেন। পরিকল্পনার আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া বিবরণী পেশ করিবার জন্য সৌরসভা একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের চলাচল বিভাগের সম্পাদক ডকের কাজ খালাস করিবার উপযুক্ত বিলম্বনিবার অধিবাসীদের অভাবের জন্য অভিযোগ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা আলোচনা করেন। রপ্তানিকারী ও আমদানীকারী সকলের ব্যবসা সম্পর্কে মূল্যবান মতামত সংগ্রহ করিয়া তিনি বিস্তৃত প্রতিবেদন করিয়াছেন। ডকে কাজ বৃদ্ধির ফলে প্রতিবন্ধকতা অযোগ্যতা ও অভিযোগ প্রকাশ। কাজ বোম্বাই ডকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ বর্তমানে অবলম্বিত হইয়াছে এবং অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক হইয়া

পণ্যদ্রব্যের বাজার

স্বর্ণের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কি পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া বাজারে বিভিন্ন প্রকার গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শক্রমে সরকার মুদ্রাসঙ্কোচন করিবার জন্য একশত টাকার নোটের মুদ্রাস্ফীতি করিবেন এই গুজবের কোন ভিত্তি নাই বলিয়া সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইলেও, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতির ভাব অন্তর্হিত হয় নাই এবং এক শত টাকার নোট ভাঙাইবার জন্য ব্যাঙ্কে ভিড় হইতেছে। যাহারা আয়কর ইত্যাদি ফাঁকি দিয়া অনেক টাকা বন্ধুক করিয়াছে তাহারা কৌশলে আয়করের হাত এড়াইয়া ওই টাকা দিয়া মূল্যবান বস্তু ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে,—ফলে সোনা ও রূপার দাম বিশেষ করিয়া সোনার দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়কর ফাঁকিদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে মুদ্রাস্ফীতির দায়ী বড় বেতনের সরকারী চাকুরিয়াদের বলিয়া অপরাধী ব্যবসায়ীদের আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে সোনা ক্রয় করিবার হিড়িক পড়িয়া যায় এবং কলিকাতায় সোনার দাম ১১৯-১৭ টাকা হইতে ১২১ টাকা পর্যন্ত উঠে। বিনির দাম ৭৮৲ হইতে ৮৫৲ হয়। রূপার দামও ১৭৲ হইতে ১৮৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে। সোনা ও রূপার এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির ফল অন্যান্য বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই, তবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের ফলে পণ্যদ্রব্যের বাজারে নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

খাদ্যশস্য

যেসব বিভিন্ন স্থান হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের বর্তমান মূল্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের বিনিয়ন্ত্রিত মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী। আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নূতন ফসল বাজারে না আসিলে খাদ্যশস্যের মূল্যহ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই।

বর্তমানে দুই তিনটি কারণে ভারতের খাদ্যাবস্থার এইরূপ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে ও পাকিস্তান এবং ভারতের কয়েকটি উদ্বৃত্ত প্রদেশের সাম্প্রতিক বন্যার পরিণামে আগামী বৎসরে ভারতের খাদ্য সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটিবে। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত এপর্যন্ত ৪,৪১,০০০ টন চাউল পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ব চুক্তিমত বাকী ১,৪৩,০০০ টন চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, যদি না ওই দেশে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। পাকিস্তানও ভারতকে তাহার প্রতিশ্রুতিমত ১,২৫,০০০ টন খাদ্যশস্য দিতে পারিবে কিনা সন্দেহ, কারণ বন্যার এইবার পাকিস্তানের অনেক ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাট

কটকা বন্ধ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, তাহাতে পাট ব্যবসায়ে [illegible] করিবার [illegible] অবশ্য অনেকটা সাহায্য করিয়াছে। কটকা বাজারের সরকার ১৫ আনা লোকের মনে আসল পাট ব্যবসায়ের কোন বোধ নাই। তাহাদের শুধু উৎসের পাটের দর উঠানামা করুক, যাহাতে তাহারা দুপয়সা অর্জন করিতে পারে। কাজেই তাহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া সরকার পাট ব্যবসায়ের প্রভূত মঙ্গল করিয়াছেন। পাটের কটকা যাহারা করিত তাহারা বর্তমানে চটের ফড়িয়ার কটকার দিকে নজর দিয়াছে এবং ঐ বাবেই তাহাদের ভিড় বেশী।

ডিসেম্বর বাজারের দরে বিক্রয়ের পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ আইন, ভাড়া, বিদ্যুৎ ও কয়লার দর বর্ধনের ফলে ৩১।০ ও ৩৩৷০ বেশির ছিল। মোটামুটি কেনা-বেচার পরিমাণ কম হয় নাই,—চটের ফড়িয়ার বাজারে বেশ কাজ হইয়াছে। বিদেশী অর্ডারের ডিসেম্বর এবং কিছু কিছু জানুয়ারী-মার্চ [১৯৪৯] পর্যন্ত মাল বিক্রয় করিয়াছে। এই বাজারে দরের কিছু উন্নতি হইবার যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা সরকারী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের আশঙ্কায় হয় নাই।

তুলা

বর্তমানে তাঁতে তুলা ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে, সরকার তাহার কিছু আরও কঠোরভাবে করিয়াছেন, শুধু "বাঙ্গালা দেশী", "আসিয়া", "আসাম" ও "কুষিয়া", এই চারি শ্রেণীর হ্রস্বতন্তুবিশিষ্ট তুলা ব্যতীত করা হইবে।

ভারতের ৩১ পাট, তৈল, চায়ড়া ইত্যাদির বিনিময়ে বিদেশ হইতে দীর্ঘ তন্তুবিশিষ্ট তুলা আমদানি করিবার যে ব্যবস্থা চলিতেছিল, তাহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ বিদেশীয় সরকার এক্ষণে তাহার অজুহাত বলিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দীর্ঘ তন্তুবিশিষ্ট তুলার জন্য বিদেশের উপর অনেক বেশীরই নির্ভর করিতে হয় এবং যার কয়েক বৎসরে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ তুলা তাহাকে আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বেসরে ভারত বিদেশ হইতে ১১৯,৭২৮ গাঁইট তুলা আমদানি করিয়াছিল ১৯৪৭ সালে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩৯,৭০০ গাঁইট। এই বৎসর তাহাতে তুলার আমদানি প্রায় ১২৭,০০০ গাঁইট হ্রাস পাইয়াছে।

সরকার তুলার যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে নিত্যই হোলার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের মতে সরকারনির্ধারিত মূল্য বিতাড় কম হইয়াছে এবং সরকারী মূল্য ও বাজারের মূল্যের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১০০ পয়েন্ট তফাৎ। ঐ ইহিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশন সরকারের নিকট তার করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে, সরকারের এই নির্ধারিত মূল্য [illegible] সরকারী বিবৃতিতে এই সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ঘোষণা নাই। অদ্যকার বাজারে অনিশ্চয়তার লক্ষণ পরিস্ফুট, সরকারী ঘোষণার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা এখনও দূরীভূত হয় নাই।

সোনা-রূপা

সোনার বাজার প্রায় ১২০৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে, মোট বন্ধুক মালের পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ তোলার হইবে। দৈনিক আমদানির পরিমাণ প্রায় ৩,০০০ তোলার হয়, আর দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০০ তোলার হয় হইবে। ভারার বন্ধুক মালের পরিমাণ প্রায় ১৫,০০০ তোলা বলিয়া অনুমান করা হয়।

তৈলবীজ—

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার তৈলবীজের উপরও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবেন, ফলে তৈলবীজের বাজারে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং দর নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। চীনাবাদামের দর ৩১০৲ কাছাকাছি আছে। রেড়ীর বীজের বাজারে বিক্রেতাদের প্রাধান্যের জন্য দর অনেকটা বর্ধিত হয় এবং অদ্যকার বাজারে দর গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় ৪৲ করিয়া বাড়িয়া তিসির দরেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

চিনি

সরকার চিনির মূল্যহ্রাস করিবার জন্য কয়েক ব্যাপক অবলম্বন করিবেন জানিতে পারিয়া, বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বালুরের বাজারে বাবাজা চিনির দর ৩৭৲ টাকা আর বাজপুরীর দর ২৫৲ হইতে ২৫৲ পর্যন্ত হইয়াছে।

চা

প্রায় ২০,০০০ প্যাকেজ রপ্তানিযোগ্য চা কলিকাতার বাজারে আগামী সপ্তাহে ছাড়া হয়। কয়েক সপ্তাহের চায়ের দাম চড়া ছিল এবং পাতা চায়ের দরও চড়াই ছিল। সাধারণ ভাল ও গুঁড়া চা এবং অন্যান্যের ভাল গুঁড়া চায়ের দরেরও অবনতি ঘটে এবং গত সপ্তাহের তুলনায় ৬ পাই কম দরে বিক্রী হয় আসামগুঁড়া চায়ের দরেরও অবনতি ঘটে।

আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রায় ৯,০০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা সাগরের দ্বারা যায় এবং ঐ মালের চাহিদা খুব স্বাভাবিক ছিল। তবে আসামের গুঁড়া চায়ের [illegible] একটু পড়িয়া যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রায় খুব প্যাকেজ চা ও বাজারে ছাড়া হয় এবং উহার [illegible] বিক্রয় ও দরের বিষয়ে উন্নতি দেখা

বাজারের কথা

বিশ্লেষণী

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এক কথায় রসিতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার সমাধান সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ করিতে হয়। মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে কিছুটা অতিরিক্ত সজাগ হইয়া উঠিবার কারণ ছিল। কিন্তু এখন সকলে বলিতেছে, চারিদিকে, কাগজে, হাটে বাজারে, সর্বত্রই ইহার "উচ্চাঙ্গের" আলোচনা শুনিয়া মনে হইতেছে ইহা একটা অনেক বড় সমস্যা জিনিষ এবং ইহার সমাধানও রীতিমত সহজ! অবশ্য ইহা লইয়া কেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এমন "আত্মরক্ষা"র পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা চতুর্দিকের সাধুবাদমুখরিত আলোচনা শুনিবার পর আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।

* * * *

মুদ্রাস্ফীতি আলোচনার যে সর্বব্যাপী উচ্ছাস সকল দেশের বাজারের উপর বিরাট ছায়া ফেলিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের ও ব্যবহারের সরঞ্জাম আলোচনা এবং শ্রমিক বর্ধমান ও শ্রমিক কল্যাণ-বিষয়ক বিবিধ বিধান সম্পর্কিত সর্বপ্রকার প্রস্তাব ছাপাইয়াও মুদ্রাসঙ্কোচনের সম্ভাবনার কথা বাজারের সর্বাধিক মূল্য পাইয়াছিল। বাজারের মনোভাবের মূলে এই ধরণের একটা ধারণার ভাব দেখা গিয়াছিল যে, যদি মুদ্রাস্ফীতির সম্বন্ধেই বাজারের এইরূপ ভয় দুর্নীতি দেখা গিয়া থাকে, তাহা হইলে মুদ্রাসঙ্কোচনের সময়ে ত বাজারকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না'—কিন্তু কথাটাকে অত সরলভাবে বিচার করিলে চলিবে না।—কেন চলিবে না তাহা আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

* * * *

সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে দেশের বাজারে দরের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়, একথা ঠিক।—কিন্তু সর্বপ্রকার মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও বহু দুই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে—বাজারে যে মূল্য দেখা গিয়াছে, তাহা পুঁথিগত অর্থনীতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব একথা মনে করার কোন যুক্তি নাই যে, মুদ্রাস্ফীতির সময় যে কেবলই অর্থমানের বোঝাই বাড়িয়া চলিতে থাকায় বাজার রাজী হয় নাই, মুদ্রাসঙ্কোচনের সময়েও সে-অর্থশাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি সমান প্রদর্শন করিতে তাহা আপত্তি উঠিতে পারে। অর্থাৎ আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সময় বাজারের ক্রয় হইয়া থাকিলেও মুদ্রাসঙ্কোচনের সময় বাজারের উন্নতি হওয়া সম্পর্কে কোন যুক্তি ত নাইই, বরং সেরূপ সম্ভাবনা সম্পর্কেই আমরা সন্দিহান আশঙ্কাশীল।

* * * *

মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও বাজারের বর্তমান দুর্গতির মূল যুক্তি আমরা ভারত সরকার কর্তৃক এযাবৎ অনুসৃত নিয়ন্ত্রণনীতিকেই দায়ী করি।—মূলধনের বাজার সম্পর্কে ভারতের উদাসীনতার অন্ততঃ অবশ্য কম কৃতি হয় নাই। বিদেশের বাজারগুলি অধিক ভোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অন্যান্য সকলে অনেকটা সরিয়া পড়ায় চেষ্টা করিয়া, তাহারা দেশের বিনিয়োগিকাকে এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন, যাহার ফলে সমগ্রভাবে জাতির ক্ষতি হইয়াছে এবং জাতির যাহারা প্রকৃত হিতৈষী সেই সমাজসেবকারী বণিকসম্প্রদায়ের সর্বনাশ করার উপক্রম হইয়াছে।—এই বণিকসম্প্রদায়ই চিরকাল দেশের বিনিয়োগিকের দুঃখ মোচাইয়া আসিয়াছে। ইহাদের নিকট হইতেই বিশু বিশু প্রবণ করিয়া শিল্পবাণিজ্যের বিশু সংযোগের আবিষ্কার চিরদিন সম্ভব হইয়াছে। ইহারা চুরিতে নহে।—ইহারা ভারতবর্ষের অর্থনিত জনসাধারণ। ইহাদের সংখ্যা অনেক সময় অবশ্য কয়েক লক্ষ নহে, বহু কোটি' কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইহাদের কোন 'ট্রেড ইউনিয়ন' নাই, ইহারা সংগঠিত ও সবল নহে।—সেই জন্য অপরাধেই ইহারা শুধু দেশের সম্পদবৃদ্ধি। তত দিনপর্যন্ত যাহা করিতে পিছা আজ সর্বনাশ হইল'—

* * * *

এরূপ অবস্থায় বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি আশঙ্কা প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিও এই বাজারকে চাঁছিয়া উপরে তোলার সাধ্য ছিল না। আজ যাহা কাল সরকারের নীতি কি হইবে বেচাকেনে সঠিক জানা নাই,—শিল্প-কর্তৃপক্ষ যেখানে অংশীদারদের কাঁকি দিতে যান,—শ্রমিক যেখানে উচিতমত যাহা বেতন পাইলেও কাজ করে না, অথবা অন্য পদ্ধতিতে কাজ করে,—বর্ধমান যেখানে অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজনে সতর্কতার অভাববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার পরিবর্তে লিহন হইতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উদ্যমেরই পরিচালিত হয়,—দেশের কি হইবে, জাতির কি হইবে ইহা লইয়া যেখানে বিশেষ কাহারও মাথাব্যথা নাই,—সেখানকার বাজার বিশ্বাই অর্থনীতি শাস্ত্রের সহজ নিয়ম মানিতে যাবে কেন?—অতএব চিন্তা করিয়া দেখিলে বাজারের বর্তমান দুর্গতি সম্পর্কে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।

* * * *

মুদ্রাসঙ্কোচন সফল হইলে আমরা বাজারের উন্নতি আশা করি। এইজন্য আশা করি যে সরকারের মুদ্রাসঙ্কোচন নীতি সার্থক করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক এবং সে-উৎপাদন বৃদ্ধিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে বাজারের চলাচলের উন্নতিও বাজারে অপরিহার্য। মাল প্রচুর হইয়া বাজারে চালিত হইয়া থাকিবে, অথচ বাজারে। অভাবে ভাল ব্যবসায়ে পৌঁছিতে পারিবে না, এরূপ অবস্থা কিছুই মুদ্রাস্ফীতির প্রতিষেধক নহে;—বর্ধিত উৎপাদন এবং দ্রুতগতি চলাচলের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অত্যন্তরী।—কারণ একদিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমিয়া গেলেও বর্ধিত উৎপাদন এবং দ্রুতগতি বিক্রয়ব্যবস্থার ফলে সমগ্র দেশের পরিবারে উন্নতি স্বাভাবিক। মুদ্রাসঙ্কোচনের বিশেষ নীতি অনুসারে যেরূপ অতিরিক্ত লাভ যদি অংশীদারদিগকে হাতে হাতে না দিয়া লভ্যাংশে জমা রাখিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

* * * *

সরকার যদি মূলধন করিতে উদ্যোগের দুর্নীতিই বিনিয়োগ রোধ করেন, মূলধনের বাজারকে যদি যথোচিত আরাম প্রদান করেন প্রমিক-মালিক বিরোধের যদি কার্য ও যুক্তির পথে পরিসমাপ্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে মুদ্রাসঙ্কোচনের ফল যে-নীতিই অবলম্বিত হউক না কেন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মিশ্রই উন্নতি দেখা দিবে তাহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে। অবশ্যপক্ষে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বনে বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিতরণ ব্যবস্থার অধিকতর সুষ্ঠুতা সাধন করা ইত্যাদি নানা অবলম্বনের সাহায্যেও মুদ্রাসঙ্কোচন নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। এবং এই উভয়বিধ কারণের জন্যই আমাদের দেশের অন্যান্য অর্থনীতিক সঙ্গে তাহা সংযত করা সম্ভব। অতএব দুর্নীতির সম্ভাবনায় মুদ্রাসঙ্কোচনের সম্ভাবনায় দেশের বাজারের পক্ষে চিন্তিত হওয়ার কোন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* * * *

ব্যয়প্রসঙ্গে সরকার ১৯৪৮ সালে পরিশোধের মেয়াদে শতকরা ৩৲ সুদের ২ কোটি টাকা ঋণগ্রহণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ছিল গত ১লা সেপ্টেম্বর। উক্ত তারিখের পরে আর কতটা সময়ের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকার আবেদন পাওয়ার ফলে বেলা সাড়ে-দশটার সময় আবেদন গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

* * * *

কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জের সভাপতি শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী, উপপ্রধান মন্ত্রী, অর্থসচিব এবং শিল্প ও সরবরাহ সচিবের নিকট লিখিত বন্ধে তৌলপ্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন—"শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে যে-সরকার আগ্রহশীল বলিয়াই প্রচেষ্টাকারীরা তাঁহাদের কাছে অভ্যর্থনা লাভ করিবেন, অতএব অর্থনিয়োগকারীদের ভয় করার মত সর্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত।—ভারতবর্ষের বণিকসম্প্রদায়ের টাকা খাটানোর বিষয়ে কোনদিনই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তাহার উপর শিল্পরাষ্ট্রীয়করণ, সরাসরি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতাদের সাম্প্রতিক উক্তির ফলে তাঁহারা (অর্থনিয়োগকারীরা) আরও বেশী ভয় পাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকল বিশ্বাস না হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরে আবার মেয়াদ বাজারের কাজ কারবারের উপর বিরূপ ফল দান করায় এবং খোলা বাজারের ঋণদানের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রস্তাবের ফলেও অর্থনিয়োগকারীদের মনে ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে।—এই সকলের পরিণামে মেয়াদ বাজারের কাজকর্ম একপ্রকার সম্পূর্ণ বন্ধ বলিলেও চলে, যার ৩০ লক্ষ অধিক ৬ দুইদিন কয়েকটি ও লোকসানিটের ব্যাপারটিকে লোকসানমহল দাবী করিতে গিয়া সরকার যেন ৩২ কোটি লোকের অসন্তোষ না করেন।"

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াদ বাজারে যে বিরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, সেরূপ মিশ্রিত ইতিহাস তার এই বিশ্লেষণ বাজারের সমর্থন দেখা যায় নাই।—এমনকি সরকারী ঋণপত্রের বাজারে অপেক্ষাকৃত স্থির ভাব ছাড়া এই সপ্তাহের বাজারে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই।

বেঙ্গল কোলের লভ্যাংশ হ্রাস

বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩০এ এপ্রিল সমাপ্ত বছর মালের হিসাব-নিকাশ বিগত হইয়াছে। আলোচ্য সময় প্রতিযোগিতার হইতে টৈরণিক অবনমন পরিমাণ ৮,১১,৩৫৩ ও বিক্রীত অঙ্গারে মোট মূল্য ২,১৮,৮৫,৩৪৮৲, ছাড়া এর মালের হিসাবে প্রকাশিত অবস্থাতে ১,৭১৫ টন ও ১,৪১,৬৮,০০৩৲ টাকা হইতে বলে পারিয়াছে। কিন্তু কারণ সত্ত্বেও এই সময় পাওনার বাঁট লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী লাভের মাণ হইতে ১১,১১,৪০৪ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং হর মলে মোট লাভ হইয়াছে ২০,৮৮,৪৮৩৲ ১৯,৯০৭৲। ইহাতে মনে হয় যে, সালিস বে নির্ধারণ (Conciliation Board or ard) অনুযায়ী খনি পরিচালনা ভাতো ১৯৪৭ ৮ ১৯৪ যে তারিখ হইতে যে বার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সরকার কর্তৃক অবলম্বে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য তাহা প্রাপ্ত অর্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে মিটাইতেছে না। মোট ব্যয়ে অঙ্গার অবনমন পরিমাণ (১০,৫৫,৪৭৩ টি) মনে হয় যে আলোচ্য সময়ের অবসর প্রেরণের সরকার অঙ্গারে কোম্পানীকে যথেষ্ট অর্থসিদ্ধি করিতে হইয়াছে।

আলোচ্য হিসাবের বাঁট লাভ হইতে অবধারণ ১,০০০৲, এবং মূল্যাবনবিধানে ৮,৫০,০০০৲ মোট প্রদান করা হইয়াছে: অবশিষ্ট লাভের মের সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের ৩,৩৫,৮৭৯৲ যোগ করিয়া মোট ৭,১৩,৮০৲ সাধারণ আংশিধারী বার্ষিক শতকরা ১০৲ হারে ৭ বিষয়ে প্রস্তাব পরিচালকবর্গ করিয়াছেন। ী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৭ ৩০৲। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের মের হইয়াছে ২,৯০,১২০৲ (৩,৩৫,৮৭৯৲)।

বেঙ্গল এজেন্সী—আসাম ইন্ডিয়া আমদ কোম্পানী লিঃ। বিঃ, বিনিময় ও বিক্রীত মূলধন—১০,০০,০০০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩০.৪.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	২,৫০,০০০৲
সংরক্ষণ	৫০,০০,০০০৲
লভ্যাংশ সমীকরণ	৪১,৩১,৩৫০৲
ঋণ	২,১১,৬৮,৩১৫৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	৭,১৩,৮০৲
মোট	

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩,৬৯,৯৩,৩৩৩৲
বিনিয়োগ	১,৫১,৬৩,১৩৩৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩১,৯১,৩৭১৲
সরঞ্জাম	১১,৩৫,৩৩৩৲
মজুত মাল	৩৮,৯৫,৩১৩৲
বাকী পাওনা	১,৩৭,৯৫,৬৯০৲
অগ্রিমবিতরণ	১,৩৫,৩৩১৲
অবশিষ্ট লাভ মজুত অর্থ	১৮,১৩,৯৩০৲
নগদ	১,১৩,৩৩০৲
মোট	৩,৯১,১৩,৩৭৯৲
ঋণ সম্পত্তি	২,৬৮,৯১,৩১৭৲

মিত্রমাজ্বলী

— ১ —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও মিত্রমাজ্বলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এডেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৯২৪ ও ক্যাল ৫০৫৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

গত ৩০এ এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য বরবস ব্রুট মিল কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত হিসাবে নীট লাভের পরিমাণে হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হিসাবের নীট লাভ ৩,৩৩,৭৭১ টাকার স্থলে আলোচ্য সময়ে লাভ হইয়াছে ১,৭৬,৮০০৲। ফলে, অবধারে পূর্ব হিসাবের তুলনায় কম টাকা (১,২৫,০০০৲ —৩,৫০,০০০৲) ছাড়া প্রয়োজন হইয়াছে এবং সঞ্চয় অবনিতের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণেও হ্রাস ঘটিয়াছে (৯৮,১০০৲—২৩,০০০৲)। এই বিবিধ ব্যবস্থার পর উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী অবশিষ্ট লাভের মের ২৩,৯৯৭৲ যোগ করিয়া মোট ১,২৩,৯৯৭৲ হইতে সাধারণ আংশিধারী বার্ষিক ১০৲ হারে লভ্যাংশ বণ্টনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ২০৲।

প্রস্তাবিত হইবার পর কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ১৮,০০০ হইতে দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া ৩৬,০০০ হইয়াছে এবং আলোচ্য হিসাবের ১০৲ হারে লভ্যাংশ সেই বর্ধিত সংখ্যক সাধারণ শেয়ারের উপরই প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সমস্যাদির তুলিক আলোচনার সহায়ে ৯৮ ধারা হিসাবে কাজ চালানো হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সকল কাজই চালু ছিল।

বাণ্মাসিক খনি ভাতাদের জন্য অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে এক শিল্পীয় সমিতি (Industrial Committee) গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি প্রথম প্রথম নিয়মিত বাণ্মাসিক খনি ভাতাদির মোট অর্থের পরিমাণ স্থির করিয়া দিবেন। এই হিসাবে পাওনিয়াকে ৫০,০০,০০০৲ টাকা দিতে হইবে। ভারতীয় শ্রমিক সমিতি হইতে বলা হইয়াছে যে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভা শ্রমিকদিগে তাহাদিগে ১০৲ হিসাবে টাকা দিয়া এই অর্থ সাহায্য করিবেন।

বাংলোর এজেন্সী—আসাম ইন্ডিয়া আমদ কোম্পানী লিঃ। অনুমোদিত, বিনিময় ও বিক্রীত মূলধন—১১,০০,০০০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩০.৪.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,৮০,০০০৲
সংরক্ষণ	৩৬,০০,০০০৲
লভ্যাংশ ও অবনতি সমীকরণ	২১,২১,৯৩১৲
ঋণ	২১,৯৯,১৩৩৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	১৭,৫১৬৲
মোট	১,৩৩,২১,৫৩১৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৩,১১,৩৩৩৲
বিনিয়োগ	১১,৩৯,২১৩৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,১৯,৫৯৩৲
সরঞ্জাম	১,৩৫,২১৩৲
মজুত মাল	৩১,১১,৫৩১৲
বাকী পাওনা	১,৯৯,১৩৩৲
অগ্রিমবিতরণ	১৩,১১৫৲
অবশিষ্ট লাভ মজুত অর্থ	১,১৩,১৩৩৲
নগদ	১৩,৯১৩৲
মোট	১,৩৩,২১,৫৩১৲

সঞ্চয়ন

(পূর্বপ্রকাশের পর)

সেই বৎসর পশ্চিম বঙ্গের কিছু সেভের মোট মোট ৪০১টি কিছু পাশ করিয়াছেন। এইসব কিছু-এর মোট বৈধ ১,৪৯১,১৪৬ টিকিট। কলিকাতার বর্তমানে মোট ৮০টি চিত্রগৃহ এবং পশ্চিম বঙ্গলার অন্যান্য স্থানে মোট ১০৮টি চিত্রগৃহ আছে। কিছু পরীক্ষা, সিনেমার লাইসেন্স এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্স ফী বাবদ আলোচ্য বৎসরে সরকারের আয় হইয়াছে যথাক্রমে ২৪১০ টাকা, ৫১২০ টাকা এবং ১১০৭৪ টাকা।

পশ্চিম বঙ্গে আরও কয়টী পত্তন

পশ্চিম বঙ্গ পর্বমেন্ট মহকুমার রেল ষ্টেশন ও মহকুমা শহরগুলির নিকটবর্তী প্রায় ১০০ একর জমিতে মহাসম্পূর্ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী একটী আদর্শ পল্লী গড়িয়া তুলিতে চাহেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত হইতে পাকিস্থান গমনে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ব্যবস্থা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্থানে গমনকারীদের জন্য 'পাসপোর্ট' প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ভারতে গমনকারীদের সম্পর্কে বাধানিষেধ উঠাইয়া না দিলে সেপ্টেম্বর মাসেই এই 'পাসপোর্ট' প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

পাকিস্থানের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে এই প্রথা কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্থানে ভারতীয় নোটের প্রচলন

পাকিস্থানে প্রচলিত ভারতীয় নোট সম্পর্কে পাকিস্থানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—

১৯৪৮ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্থানে ভারতীয় নোটের প্রচলন আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য কোন কোন লোক এরমধ্যেই এই সকল নোট লইতে অস্বীকার করিতেছে, আবার কেহ বাড়ী যাইয়া এই নোট লইয়েছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে, যে আইনানুযায়ী এই নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা অথবা যাবতীয় মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে উহা গ্রহণ করা, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয়। এজন্য জনসাধারণকে এই সকল নোট লইতে অস্বীকার না করার অথবা কমমূল্যে গ্রহণ করিয়া অথবা ক্ষতি না করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ৩০এ সেপ্টেম্বরের পরেও ভারতীয় নোটগুলি যাবতীয় মূল্যে পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিসসমূহে, ষ্টেশনারী, ষ্টাম ষ্টেশনারী এবং পাকিস্থানস্থিত ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাসমূহে ১৯৪৯ সালের ৩০এ জুন পর্যন্ত ভাঙ্গাইয়া লওয়া যাইবে। ইহাতেও যদি লোকের অসুবিধা হয়, তবে অন্যান্য ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইবারও ব্যবস্থা করা হইবে।

পাকিস্থানে আম সম্ভট

এবৎসরে পাকিস্থানে ১,০০,০০০ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি হইবে, কারণ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং পূর্ব বঙ্গে অজন্মা হেতু শস্য নষ্ট হইয়াছে।

সিন্ধু বন্যার ফলে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ধান চাউলের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের ৪ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পশ্চিম পাকিস্থানে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হইলে, পশ্চিম পাঞ্জাব কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য দিতে পারিবে। কিন্তু যে অঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা হইবে সেই অঞ্চলের আশ্রয়প্রার্থীগণকেই উহা দেওয়া হইবে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান এবং পাকিস্থানের অন্তর্গত দেশীরাজ্য হইতেও এই ঘাটতিপূরণ সম্ভবপর হইবে না, কারণ, ইহাদের সকলকেই পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আমদানী করিতে হইবে।

পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পরবর্তী ফসলের জন্য সিন্ধুর অন্যান্য স্থানে অধিক শ্রেচুর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অধিক পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

খাদ্যশস্য প্রথা বিনিময় ব্যবস্থা অনুযায়ী পাকিস্থান ভারতকে কিছু খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে চুক্তি করিয়াছিল। পরবর্তী উদ্বৃত্ত ফসল হইতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভবপর হইবে বলিয়া পাকিস্থান আশা করিতেছেন।

বন্যা ও ইহার ফলে যে খাদ্য ঘাটতি হইবে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাহা যথা জানাইবে।

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১৯৪৮							আঃ পাঃ
মে	১	১,৬৩	৯,৯৩	১,৬৩	১৮,১৬	৯,১১	৮ ৩
	৮	১,১৮	১,৬৩	২,৬৩	১৮,১৬	১,১১	৮ ৩
	১৫	১৭	১৭	৭৯	১৯,৯৩	৯,১১	৮ ৩
	২২	৪৪	৬৩	১,৬৩	১৯,৬৩	৪,১১	৮ ৩
জুন	৫	১১	১১	১,৬৩	১৩,১৩	১১,১৩	৮ ৩
	১২	১,৬৩	১,৬৩	১১	১,৬৩	১৩,১৩	৮ ৩
	১৯	৯,৬৩	১,৬৩	৮৩	১,৬৩	৮,৬৩	৭ ১১
	২৬	৯,১১	১,৬৩	১১	১৩,১৩	৫,১১	১,১১
জুলাই	৩	১,১১	১,৬৩	১৩	১৯,৬৩	১,১১	৭ ৩
	১০	১,১৭	১,৬৩	১,৬৩	১১,৬৩	৯,৬১	৭ ৩
	১৭	৯,১১	১,৬৩	১,৬৩	১১,৬৩	৯,১৩	৭ ১১
	২৪	১,১১	১,৬৩	১১	১৯,১৩	১,১১	৮ ১৩
	৩১	১,১১	৯,৬৩	১,৬৩	১৯,১৩	...	৮ ১১
আগষ্ট	৬	১,১১	৯,৬৩	...	১১,১৩	—	৭ ১৩
	১৩	১,৬৩	৯,৬৩	১,৬৩	১৯,১৩	৯,১১	৮ ৩
	২০	১,১৩	৯,৬৩	১১	৩১,১৩	...	৮ ৩
	২৭	৫৩	৭৩	...	৩৯,১৩	...	৮ ৩
সেপ্টেম্বর	৩	১,৬৩	১,৬৩	১৩	৩৯,১১	...	৮ ৩

পরিশোধ্য খাদ্যশস্য পত্র

১৯৪৮					টাকা
সেপ্টেম্বর	৪	...	...	...	১৯,৬৩,৬৩৩
	১১	...	...	...	১,১১,৬৩,৬৩৩
	১৮	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	২৫	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
অক্টোবর	২	...	...	...	১,১১,৬৩,৬৩৩
	৯	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	১৬	...	...	...	১,১৩,৬৩,৬৩৩
	২৩	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	৩০	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
নভেম্বর	৬	...	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	১৩	...	—	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	২০	—	...	...	১,৬৩,৬৩,৬৩৩
	২৭	...	...	...	৯৩,৬৩,৬৩৩
ডিসেম্বর	৪	...	...	...	১,১৩,৬৩,৬৩৩
			মোট	...	৪৯,১৩,৬৩,৬৩৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

			(অডিটর আসল)

দায়—

মূলধন বিভাগের মোট			
	৫,৬৩,১০	৬৫,৭৬,৬০	৫৯,৬৩,১০
মুদ্রা মোট			
	১৮১৫, ১৯১	১৯১৯,৭৬,১১	১৯৬৯,৬৬,১১
	১৯৭৫,১৯,১৭	১৯৯৫,১৭,৬৫	১৯৯৯,৭১,৬৭

সম্পত্তি—

১) সোনা ও ডলার মোহর			
ক) ভারতে	৬৯,১৯,৬১	৬৭,১৯,৬৯	৬৯,৭১,৬১
খ) ভারতের বাহিরে	...	...	...
বি জমা	১৯৯,৬৫,৬৮	১৯৯,৬৫,১৯	১৯৯৯,৬৬,১১
বী (গ)	১৯৯,৬৬,১৯	১৯৯,৬৬,১৯	১৯৯৯,৭৬,৬৮
৪ ঘরের মুদ্রা	৫৫,১৭,৭১	৫৯,৭৬,৭১	৫৯,৬৭,১৭
সরকারী, আন্তর্জাতিক বিনিময় সহ ও			
সহ বণিকদের	৬৯৯,৬৫,৬৯	৬৭৯,৭৬,৬৯	৬৬৫,১৯,৬১
	১৯৭১,৭১,৭১	১৯৯৫,১৭,৬৫	১৯৯৯,৭১,৬৭

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

শেয়ার মূলধন ...	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩
রিজার্ভ ...	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩

সম্পত্তি—

বৈদেশিক সরকার	১৬৫,১৬,৩৯	১৯১,৬৫,১৯	২১৫,৭১,৬৫
অন্যান্য সরকারের	১৯,৩৭,৭৯	১৭,৬৮,৬১	১৯,১৯,১৯
ব্যাঙ্কসমূহের	১১,৩৩,৩৯	১৩,১৬,৭৩	১৯,১৯,১৯
অন্যান্যের	১১,৬৬,১৫	৩১,১৯,৩৬	৩১,৩৬,১৯
হুণ্ডী	৩,৩৬,১১	৯,৬৫,৩১	৬,১৫,৩৩
ঋণ দেনা	৫,১১,৩১	৯,৩৯,১১	১৯,৩১,১৩
	৩৩৫,৬৫,১৯	৩৬৯,৬৬,১৬	৩৯৬,১৭,৬১

শক্তি—

	৭৫,৬৩,৬৩	৭৫,৬১,৬৩	১৯,৬৩,১১
ঐ মুদ্রা	১,১১	৯,৬৩	৩,৬৩
মুদ্রার মূল্য	১.১৩	১.১১	১.১৩
সব হুণ্ডী			
আভ্যন্তরীণ	১১,৬৩	১৩,৩৩	১১,৩৩
বাণিজ্যের	—	—	—
ভারত সরকারের			
তহবিল	১,১১,৬৩	১,৩৩,১১	১,৬৬,১১
উপে জমা	৩৩৯,১১,৩১	৩৩১,১১,৬৩	৩৩১,৩৩,৩৩
গচ্ছিত রাখা এবং ইত্যাদি	৩,৩৩	১,৩৩	১৩,৩৩
ঐ ব্যবসায় ও ব্যাঙ্ক	৩,৬৯	৩,৬৯	—
বিভাগ	১১,৬৩,১১	৩৯,১১,৩৩	৩৩,৩৩,১১
ও সম্পত্তি	১,৬৬,৩৩	১,৬৬,৬৩	১,৬৬,১৩
	৩৩৫,১৫,১১	৩৩৯,৩৩,১১	৩৩৯,৬৩,৩৭

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—

শিডিউল মূলধন	১১,১৩,৩৩	১১,৩৩,৩৩	১১,১৩,৩৩
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৬৬,৩৩	৫,৬৬,১১	৫,৬৬,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৩,৩৩	৯,১৩,৩৩	৯,১৩,৩৩
চলতি আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ডিপোজিট ও অন্যান্য হিসাব	১৯১,১৯,৩৩	১৯৬,৬৩,১১	১৯৭,১১,৩৩
বিবিধ ...	৯৩,৩৩	৯৩,৩৩	১৩,৩৩
মোট	৩৩৯,৩১,১১	৩৩১,১১,১১	১৯৯,১৯,১১

সম্পত্তি—

কোম্পানীর তহবিল	১১৮,১৯,৩৩	১৩১,১৩,৩৩	১৩১,৩৯,১৩
অন্যান্য আমানতের			
ব্যবিনিয়োগ	৯৩,১১,৩১	৯৩,১৯,১১	৯,৩৩,৯৩
ঋণ	১১,৩৯,১১	১৩,১৩,৩৯	১৯,৩১,১১
অন্যান্য হোল্ডিং	৫১,৩৯,৯৩	৩১,১৩,১১	৩৯,৩১,১৩
অন্যান্য ব্রোকার ও ডিলার	৯,১১,৯৩	৯,১১,৩১	৯,৩৯,৩৩
ব্যাঙ্ক ঘর	১,৩১,৭৩	১,৩৯,১১	১,৩৫,৯৩
বিবিধ—	১,৩৬,৯৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,১৯
অন্যান্য গচ্ছিত জমা	১,১৬,১১	৯,৩১,৩৬	৬,১৬,১১
ব্যাঙ্কের ঘর ও বিভাগীয় অফিসের হিসাব	৫১,৭১,১১	৫৩,১১,৩৭	৭১,৩৬,৯৩
মোট	৩৩৯,৭১,১৩	৩৩১,৩১,১৯	১৯৯,১৬,১৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

রাজিস্ট্রারের হেফাজতে			
জমাকৃত	...	...	...
(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	১১,১৩,৩৩	১১,১১,৩১	১৩৩,৩৯,১১
(২) অন্যান্য তারিখে মূল্য হেতু প্রাপ্য	৩১১,১৩,৩৩	৩৩৯,১১,৩৩	...
হেফাজতে হেতু প্রাপ্য			
জমাকৃত	...	...	১৩৬,১৯,৩৩
(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	৩১,৩৩	১,৩৯,৩৩	...
(২) অন্যান্য হেফাজতের হেতু প্রাপ্য	৩১৯,৩১,৩৩	৩১৩,৩১,১৩	...
মোট ঋণ ইস্যু			
জমাকৃত	৩৩,৩১,১৩	৩৩,৩১,১৩	৩,১১,১৩
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ			
	৩১,৩১,১১	১১,১৯,১১৩	১৯,১৯,১১
ব্যাঙ্ক			
জমাকৃত	৩৩১,১৯,১১	৩৩৯,৩৩,১৩	৩৩১,৩১,১৩
অন্যান্য হুণ্ডী			
জমাকৃত	১৫,৩১,১৩	১৯,৩৩,১১	৯,৩১,১১

● রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ সাপেক্ষে ঋণ ইস্যু করেছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

ঋণ—		**সমাপ্তকাল**	
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	৫,১৩,১১	৫,৩৯,১১	৫,৬১,৩৩
মুদ্রার মোট	৩৩,৩৬,১১	৩৩,৫৯,১৩	৩৯,১৯,১৩
	৩৩,৩৬,১১	৩১,৩৯,১৩	৩৯,১৯,১১

সম্পত্তি—

(ক) সোনার ও ডলার মোহর	...	...	...
রৌপ্য	...	...	...
ইস্যু অফিসের	...	...	...
ভারত সরকারের তহবিলে	...	...	...
ব্যবসায়ীর মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	...	...	...
ঋণ, ঐ ব্যাঙ্ক হেফাজতে আদায়ে	৩১,১১,১৩	৩১,১৯,১৩	৩,৩১,৩৩
(খ) হুণ্ডী মূল্য	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,১১	১,১৩,৩৩
সরকারের সরকারের তহবিলে	...	...	...
অন্যান্যের মুদ্রিত হুণ্ডি	...	...	...
হেফাজত সাপেক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ঐ ব্যাঙ্ক নিকট জমা—	...	...	...
সোনার ও ডলার মোহর	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,১৩	১,৩৩,১৩
রৌপ্য মুদ্রার	৩৩,১১,৩৩	৩৩,১১,১৩	৩৩,১১,৩৩
ভারত সরকারের তহবিলে	১৩,৩৩,১৩	১৩,৩৩,১৩	১৩,৩৩,১৩
মোট মূল্য	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩	১,৩৩,৩৩
	৩৩,৩৩,১১	৩১,১৩,১৩	৩৯,১৯,১৩

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

আদায়ীকৃত মূলধন	১,১৩,৩৩	১,১৩,৩৩	১,১৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	...	...	...
আমানত—			
(ক) বৈদেশিক সরকার	১১,১৩,১১	১৩,৩৩,১১	৩৩,৩৭,১১
(খ) আন্তর্জাতিক সংস্থার	৯,৩৩,১৩	৯,৩৯,১২	১,১৩,১৩
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১১,১১,১১	১৯,১৯,১৩	১১,৩৯,৩১
(ঘ) অন্যান্য	৯,৩৭,১১	৯,৩৯,১১	৯,১৯,৩৩
দেয় হুণ্ডি	১,১১	১,১৩	১,৩১
অন্যান্য দায়	১৯,৯১	১১,১৩	১৯,১৩
	১১৯,৯৩,৩৩	১৯৭,৩৯,৩৩	১৯৯,১৯,১১

সম্পত্তি—

সোনা	৯,৩৩,১৩	৯,৩৯,৩৩	৯,৩৯,৩৩
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী	১৯	১,৩৩	১৭
(খ) ভারতীয়	...	...	...
স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য			
(ক) পাকিস্তানী	১	...	১
(খ) ভারতীয়	১৭	১১	১১
বিল ও তহবিলে হুণ্ডি			
(ক) আভ্যন্তরীণ	১৯,১৩,১১	...	...
(খ) বাণিজ্যের	...	...	...
(গ) সরকারী ব্যবসায়ীদের	১৩,১৯,১৯	...	...
পাকিস্তানের বাহিরে জমা ●	...	১৩৩,১১,১৩	১১,১৭,১১
সরকারের জমা এবং ইত্যাদি	১৩,৩৩	১৮,৩৩	৭১,৩৩
অন্যান্য জমা, বাজে ইত্যাদি	...	...	...
গচ্ছিতকারের		—	—
অন্যান্য সম্পত্তি	১,১৬,১৩	১,১১,১১	১,১৫,১৩
	১৯৯,৯৩,৩৩	১১৭,১৯,৩৩	১৯৯,১৩,১৫

● রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি বাজার, অন্য-বেসরকারী ব্যাঙ্কের ও অন্য হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

মৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (হাজারে)	সভ্য ও অন্যান্য অংশীদার	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বাজার দর						
				মূল্য (টাকা)	সংখ্যা	৩১শে মার্চ	১৫ই মে	১৫ই জুন	৩ই জুলাই	৯ই আগষ্ট	শেষ বন্ধ হয়
ডিবেঞ্চার											
ডিবেঞ্চার আয়রন ...	১,২২,১২,৮৫০	১,১৩,৩৬,৩৫৯	১০৲	১৸০(গ)	৩৩৩	১১৷৩	১১৷৩	...	১১৷৩-১১৷৶০	১১৷৶০	...
ডিবেঞ্চার ...	৫১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১৪৭	১০৲	৫৸০(গ)	১৩৩১	...	১১৷৩-১১৷৩০	১১৷/০-১১৷৶০	১১৷/০-১১৷৶০	১১৷/০	...
ডিবেঞ্চার আয়রন ...	১,৩২,১৩,৩৩০	১৯,৪৪,১১,১৫৩	১৫৲	১৯৲ (গ)	৩৩৩	১৯৩৷৩	১৯৩৷৩	...	...	...	...
ডিবেঞ্চার	৪৩,৩৩,০০০	১,৩৩,১১,৩৩৩৲	১০০৲	১১৯০(গ)	৩১৩৩	...	৩৷৩৲	...	...	...	...
ডিবেঞ্চার ...	৩৪,৩১,৩১০	১৭,১৩,৩৩৩৲	১৲	৯০(গ)	১৯৩১	...	৯৷/০	...	...	...	...
ডিবেঞ্চার ...	১৩,৩০,৩৩০	১,১১,৩১১৲	১৲	৯৩(গ)	৩৩৩	...	...	৯৫৷৩	৯৩৷৩-৯৩৷৩০	...	...
ডিবেঞ্চার মহুলাধারণ ...	৯,৩৪,৯৪,৫৩৩	৯১,১০,৩১৯৲	১০৲	...	১১৷৩১	১০৷৩-১০৷৩০	১০৷৩-১০৷৩০	৯৩৷৩-১১৷/০	১০৷/০-১০৷৩০	১৩৷/০	...
মুলধনী											
ডিবেঞ্চারাবাদ ...	১৫,১৩,৩৩০	১১,৩৫,১৩৩৲	১০৲	১৲	১৩৩১	...	...	...	৫৲	...	...
ডিবেঞ্চার ...	১৯,৩৩,৭৩০	১১,৪৫,৩৩৩৲	১০৲	১৲	১১৩১	৩১৷৩	৩৩৷৩-৩৩৷৩	...	৭৫৲	৩৩৷৩-৩১৷৩	...
ডিবেঞ্চার আয়রন ...	৯,৩৩,৩৩০	৯,১৫,৩৩৩৲	১০	১৲	১৩৩১	...	১৩৩৷৩	...	...	...	...
ডিবেঞ্চারপুরা ...	১৩,৩৩,১৩০	... ...	১০০৲	...	১৫৩	...	...	...	...	...	...
ডিবেঞ্চার ...	১৩,৩৩,৩৩০	১১১,১১০৲	১৫৩	১৸০(গ)	১৩৩১	...	...	...	৩১৩	৩৷৩-৩৫৩	...
ডিবেঞ্চার ...	৯,৭১,৫৩০	১,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৯৩	১৩৩১	...	...	...	...	...	৯৫৩
ডিবেঞ্চার ...	১,১০,৩৩০	১,১১,৩৩৩৲	৫৩	৯০	১৫৩	...	...	...	...	...	৯৲
ডিবেঞ্চার ...	১১,১১,১৩০	১৩,১১,৩৩১৲	১০৲	...	১৩৩৩১	...	...	...	...	১৯৷/	...
ডিবেঞ্চার ...	৯,৩৩,৩৩০	৯,৩১,৩৩১৲	১০৲	১৫০	১৩৩১	১১৷৩	...	...	...	...	...
ডিবেঞ্চারাবাদী ...	১৩,১৩,৩৩০	১১,১৩,৩৩৩৲	১০৲	১৲	৩৩৩১	...	...	...	১৯৷/০-১১৲	...	...
ডিবেঞ্চার ...	১৫,৯৯,১৫০	১,১১,১১,৩৩৩৲	১০৲	১৫০	১১৩১	১৩৷৩-১৯৷৩	১৩৯৷৩	...	১৩৩৩-১৯৷৩	১৯৩৩-১১৲	...
ডিবেঞ্চার ...	৩৩,৩৩,৩৩০	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০০৲	১৫৲	১৩৩১	...	...	...	...	৯৩৲ (গ. গ)	...
ডিবেঞ্চার ...	৫৩,৩৩,৩৩০	১৩,১৮,৫১০৲	১০৲	১৯০(গ)	৩৩৩	...	১৯০-১৩০	৯৩৷৩-১৩	৯৩৷৩	...	...
ডিবেঞ্চার ...	৩৩,৩৩,৩৩০	১১,৩১,৩৩১৲	১০৲	...	১৩৩১	...	...	...	...	...	৯৩/০
ডিবেঞ্চার ...	১৩,৩০,৩৩০	১,৩৩,৩৩০৲	১০৲	১৲	১১৩১	...	...	...	...	...	৩৩৲
ডিবেঞ্চার ...	১৩,৩০,৩৩০	৩,১০,৩৩০৲	১০৲	১৲	১১৩১	...	...	৯১৩৷৩	...	...	...
ডিবেঞ্চার ...	৯,৩৩,৩৩০	৩,১১,৩৩০৲	১৲	১৫০	১১৩১	...	...	...	...	...	৯৫৩৩
ডিবেঞ্চার আয়রন ...	১১,১৩,৩৩০	১,১০,৩৩০৲	১০৲	১৲	৩৩৩	১১৷৩-১১৷৩	১১৲	...	...	...	...
ডিবেঞ্চার ইন্ডিয়া ...	৪৩,১১,৩৩০	১০০৲	১০৲	...	৩৩১	...	৩৩৩	...	৩৩৷৩-৩৩৷৩	৩৩৷৩	...
ডাকাতের অন্য											
এমপিরিয়া ...	১১,৩৩,৩৩০	৩৩,১৩,১১৲	১০৲	১৫০	৩৫৩	...	...	...	...	১৫৩-১৯৷৩	...
ডিবেঞ্চার ডেভেলপমেন্ট ...	১১,৩৩,৩৩০	১৩,৩৩,৩৩৩৲	১৫০	৫/০	৩৫৩	১১৷/০	১১৩-১১৩৷৩	...	১১৷/০-১১৷/০	১৯৲	...
ডিবেঞ্চারাবাদ ...	৩৩,৩৩,৩৩০	১১,৩১,১৯৩৲	১৩০	১৮(গ)	৩৩১	...	...	...	১৩৲	...	...
ডিবেঞ্চার ...	১৩,৩৩,৩৩০	১৫,৩১,৩৩৩৲	১০০৲	৫৲	১১৩১	...	...	...	...	...	৩৯৲
ডিবেঞ্চার ...	৩৩,৩১,৩৩০	১১,৩৩,৩১১৲	১০৲	৯৲(গ)	১১৩৬	...	...	...	...	...	...
ডিবেঞ্চারাবাদী ...	৯,৩৩,৩৩০	১১,১১,৩৩৲	১০০৲	৫৲	১১৩১	...	...	...	...	...	৫৯৲
ডিবেঞ্চার ...	১৫,৩৩,৩৩০	১,১৩,১৩৲	১০৲	৯৫(গ)	১১৩৬	...	...	...	...	...	১১৷৩
ডিবেঞ্চার ...	১৫,৩৩,৩৩০	১৩,৩৩,১৩৲	১০৲	৫১(গ)	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩৩
ডিবেঞ্চার ...	৩৩,৩৩,৩৩০	৩৩,৩৩,১১৲	১০০৲	১১(গ)	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৩
ডিবেঞ্চার ...	১,৩৩,৩৩০	১১,৩৫,১৩৲	[১১]	[৫১ (গ)]	১১৩৩	...	...	...	...	...	...

শেষ প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও অনুমোদিত মূলধন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	মোট শেয়ার সংখ্যা	সংগঠিত	ব্যাংক ঋণ	ডিবেঞ্চার	ব্যাংক ঋণ	ডিবেঞ্চার	শেয়ার মূলধন
চট্টগ্রাম										
অক্সফোর্ড	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ইউনিয়ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ইস্টার্ন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ইন্ডিয়া	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
প্রোগ্রেসিভ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ফার্মাসিটি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
বিশ্বনাথ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মেঘনা	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মার্কিন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
মার্সিডিজ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
লন্ড	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
শেখ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সমবায়	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সোনালী	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হাবিব	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হাবিব ইন্টারন্যাশনাল	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হিমালয়	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
হোসেন	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ঢাকা										
আইসিবি	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
আলফা	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
আলিফ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
আলিফ ইন্টারন্যাশনাল

প্রতিষ্ঠানের নাম	কারখানার মূলধন (লাখ টাকা)	শ্রমিক ও কর্মচারী সংখ্যা	শেয়ার ও ঋণপত্রের কারখানাভিত্তিক মূল্য	মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি	বিক্রয়ের পরিমাণ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	মন্তব্য
ছা-বাগান											
ফেনিচাপাড়া ...	১,২০,০০০	১,১০,১৩২	১০০	৫০% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
দেশবি ও পাহাড়িয়া ...	৯,৬০,০০০	১,৯০,২৯০	১০০	৩০% (ম)	১২৩১	৮৩%	...	...	...	...	
মিঠে চুকা ...	১,৩০,০০০	৪,২১,১৯২	১০	৯% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
পাহাড়তলি ...	১১,০০,০০০	৯৮,২১,১২১	১০০	১০% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগলিয়ি ...	৩,৩০,০০০	৯,৯০,৪২৯	১০	৩০০ (ম)	১২৩১	৪১৮	...	...	...	...	
বাগানবাড়ী ...	৫,০০,০০০	১১,০০,০০০	১০০	১১% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
বিজয় ...	১৫,৩৯,০০০	৮,১০,০৬০	১০	৩৫০ (ম)	১২৩৯	...	...	...	...	...	
ফেলমারি ...	১,২১,৬০০	১,১৯,৯৪	১০	১% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগলেক ...	৩,৪৫,০০০	৩,৩৯,১৩৯	১০	১০০০ (ম)	১২৩৯	...	...	...	...	...	
মেন্ট্রাল ভাগান ...	৯০,০০,০০০	৪,৫১,৯৮১	১০০	১২৯০ (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
মাগর ...	৬,০০,০০০	১,৩৩,৩১১	১০	৯৯০ (ম)	১২৩৯	৫১৩	...	...	...	৫৭,৩৩,৯০	
মোনাই বিভাগ ...	৪,৯০,০০০	৯৩,৮৩০	১০	৮০ (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
বাঘাপাড়া ...	১,৩০,০০০	১১,৯০,৯৩৯	১০০	৩০% (ম)	১২৩৯	...	...	...	...	...	
প্রমিলা ...	১৯,০০,০০০	৪১,১১,১২১	১০	১০% (ম)	১২৩৯	...	৫১৩	৩৩৫	...	...	
চিনির কল											
ইউ-পি ...	১৯,৩০,০০০	১,১৩,১৯৩	১০	৫০	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগ ...	৩০,০০,০০০	৫,১৯,৩০১	১০	...	১২৩১	১৩৩,৯০	৯৫০	...	৯৫/০	...	
চলাবন	১৯,৩০,০৭০	৩,৩১,১৪১	১০	১৩০ (ম)	১২৩১	...	...	...	৫৯,৫০	৫৯,৫০	
ভাগা পশ্চিম ...	৯,১৩,৩১৩	১১,১১,১৩০	৫	৯,৯০ (ম)	১২৩১	...	...	...	...	১০%	
প্রতাপপুর ...	৯,০০,০০০	৯১,১৪৯	১০	...	১৩৯৩	...	...	...	...	...	
ভাগব ...	১১,০০,০০০	১,৩৩,০০০	১০	১% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগবন	১৩,৩০,১৯০	১,১৩,৩৯৫	১০	১% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগাব ...	৪,৩০,০০০	১৩,০০,৫৯০	১০	১৯০ (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
মহিনপুর ...	১১,১১,০০০	১,১১,১৩০	১০	৯০ (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভাগব											
ইউনাইটেড ভ্যানিয়ান	২,০০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫০ (ম)	১৯০	১২৩১	৫১৯০	৯০%	...	১১৯০-৯৯৯	৯৯৯০-৯৯৯	
দুনিয়া ইউনিয়ন ...	১১,৯০,০৯০,৫ ৪৫,১৯,৯৩০/৫	৯,৫৯,৩০০	১০%	১৯০ (ম)	৪৯৯০	...	...	...	...	...	
দুনিয়া বাজিং ...	৯৯,১১,৩০০	৯,৩০,০০০	১০%	৯০% পাট্টা (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
পাঞ্জাব ভ্যালাস ...	১৫,৩৯,১১১	১৩০,০০,০০০	১৫০%	...	১২৩১	১১১০	...	...	...	...	
বিদার্ত ভাগ ...	৫,০০,০০,০০০	১০০,০০,০০০	১০০%	৯% (ম)	৩৫৩	১১১৩-১১১৩	১১১৩৯-১১১৩	১১১৩-১১১৩	১১১৩-১১১৩	১১১৩	
ভোল ভেন্ট্রাল ভাগ	১৯,১৩,১৯১	৯,১৩,০০০	১০%	৫০% (ম)	১২৩১	৯৯,৫০	...	১০%	৯৯,৫০-১০%	...	
ভাগ ভাগ ইন্ডিয়া ...	৫,০০,০০,০০০	১১৫,০০,০০০	৫০% (ম)	৩০%	৩৫৩	৫৩০%	৯১১%	...	...	...	
ভাগ ভাগ ভোলা ...	১,০০,০০,০০০	১১৯,১১,৩৩৫	১০% (ম)	৯% (ম)	১২৩১	...	...	...	...	...	
ভিন্ন ভাগ ...	৫১,০০,০০০	১,৩৩,০০০	১০% (ম)	...	১২৩১	...	...	৩১১৩	...	...	
বিদ্যুৎ ভ্যানিয়ান ...	১,২১,০০,০০০	৯৩,০০০	৫০%	...	১২৩১	...	...	...	১১১৩-১৯%	১১৩৩	
ভেন্ট্রাল ভাগ ভাগ ইন্ডিয়া	৯,১৯,১১,৩১০	৩৩,০০,৯৯১	১৫%	১৩০	৩৩৩	৩৫%	৮৩৩০	...	...	৯৫%	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
ইউ-পি ...	৩৩,৩০,০০০	৯,১৩,১৩০	১০০%	৯%	১৯৩১	...	১৩৯%	১৫৯%	...	১৩০%	

মোঃ আবু তাহা ভূঁইয়া

বাংলা ছবি

নাম												
১-অক্ষরবাচক												
ই	...	১০,১১,১০০	১,১১,১০০	১০	১ (খ)	১৯১	...	...	...	...	১০৯০	...
	...	১১,১১,০০০	১,১১,০০০	১০	১০	১১৯১	১০,০০৯০	...	১৯১০	১০৯/০	১০৫/০	...
	...	৯,০০,০০০	৯,১১,০০০	১০	১০	১১/১১	...	...	...	...	...	১০০০
-ক্ষ	...	১,১১,০০১	১,০০,১০০	১	১/০	১৯১	৯/০	৯৫/০০০	...	৫/০০০/০	৩৫/০	...
ঃ বাংলাবিষয়ক		১,১০,০০,০০০	১,১০,০০০	১০০	...	০৯৯	...	...	...	...	...	১৫০
অনুস্বার	...	১,১০,১০০ পা	১,০১,১১১ পা	১০ পা	১০ টি	১১/১০	...	১০০	...	...	১০৫	...
অনুস্বার পরিপূর্ণ	...	৯০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০০	...	১৯১	...	...	...	...	...	১০০
চন্দ্রবিন্দু	...	১,১১,০০,০১০	...	১০	...	০৯১	১১/০-১০০/০	১০৫/০-১০০/০	১১/০-১০১/০	১১/০-১০১/০	১০৫/০-১০০/০	...
ঃ-বিসর্গ	...	১,০০,০০০ পা	০,১১,০০০ পা	৫ টি	১৯০ টি	০৯১	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	...
ক্ষেত্র	...	১০,১১,০০০	১০,০১,১১১	১০	১১০ (খ)	০৯১	০১১/০-০১১/০	...	...	...	...	...
ঃ স্বরান্ত শব্দের	...	১১,১১,০০০	১০,১১,১১১	১০	...	০৯১	...	...	১	১০০/০-১/০	...	...
ব্যঞ্জনান্ত	...	৯০,০০,০০০	১১,০১,০০০	১০	১০	১০১	...	...	...	৫/০	...	...
ঃ বি অক্ষরান্ত	...	১০,০০,০০০	১,০০,১১০	১০	১০০	০৯৫	১০০	...	...	১০০-১১/০	...	...
ই	...	১১,০০,০০০	১,০০,০০০	১০	১/১০	০৯১	...	...	...	...	...	১১
ঃ-বিসর্গ	...	১০,১১,০০০	১০,১১,১০০	১০	...	১০১	...	...	...	...	...	১১০
৫ ঃ-বিসর্গযুক্ত		৯,১১,০০০	১,১০,১০০	১	০৫ (খ)	১১/০১	৭/০ ৯/০	০/০-০/০	৯/০	৫/০-০/০	...	...
৭ ঃ-বিসর্গযুক্তাতী		১১,০০,০০০	১,০০,০১৫	১০	১০	১১/১১	...	...	...	...	...	১০১/০
৯ ঃ-বিসর্গ	...	০০,০০,০০০	...	১০০	...	...	...	...	...	...	...	...
ঃ ঃ-বিসর্গযুক্ত	...	১০০,০০০ পা	১০০,১১১ পা	১ পা	১ টি (খ)	১১/০০	...	...	...	...	১১/০	...
ঃ ঃ-বিসর্গ (বর্ণিত)		১,০০,০০০	১১,৭১,১৯১	১০০	১০	১১/১১	...	...	...	...	...	১০০
ঃ ঃ-বিসর্গ	...	৯০,০০,০০০	১১,১১,০০১	১০	...	১১/১১	...	...	...	...	...	১১/০
ঃ ঃ-বিসর্গযুক্তাতী	...	১০,০০,০০০	...	১০০	১১/০	০৯১	...	...	...	...	...	...
ঃ ঃ-বিসর্গ	...	১১,০০,০০০	১১,৭১,০০১	১০০	১১ (খ)	০১৯	...	...	...	...	...	০০০
ঃ ঃ-বিসর্গযুক্ত		১,০০,০০,০০০	১,০০,০০০	১০০	১০০	১১/১১	১০০	১০০	...	১০০/১০০	১০০/০-১০০	...
ঃ ঃ-বিসর্গ	...	৯,১০,০০০	৫১,০০০	৫	৫	১১/১১	৩৫/০	...	...	...	...	...
	...	১,০০,০০,০০০	১১,০১,০০০	১০	৯ (খ)	১১/১১	৯০	১০	...	...	১০	...
ঃ ঃ-বিসর্গযুক্তাতী	...	৯১,১১,০০০	১১,১০,০০০	১০	১০	১১/১১	...	...	...	...	...	...
বহুস্বরাত্মক												
	...	৯০,০০,০০০	৯,০৫,০১৯	১০	১০	০৯১	...	...	...	...	...	১০০
বিসর্গযুক্ত	...	১০,০০,০০০	১,০১,১১,০০০	১০	...	১১/১১	...	...	...	১০০/১০০/০	...	...
ঃ	...	১,০০,০০০	১,১১,০০০	১১	১০ (খ)	০৯১	...	...	...	...	...	১০০
	...	০০,০০,০০০	১১,০০০	১০	১০	১১/১০	০১০	...	...	০১০	...	...
	...	৯০,০০,১০০	১০,১১,০০০	১০০	১০ (খ)	১১/১১	...	...	...	...	...	০০১
ৎ-যুক্ত		৯১,০১,০০০	৯৯,১০,১০০	১০০	১১ (খ)	৯১৯১	...	...	...	১০০	...	...
ং-যুক্ত		৯০,০০,০০০	৯৯,১১,১১০	১১	১/০	১১/১১	...	...	...	...	...	০০০
বিসর্গযুক্ত	...	১০,০৫,০১০	১১,১১,০০০	১০	১১ (খ)	৯৯১	...	১১/০	...	...	...	...
ঃ ঃ-বিসর্গযুক্ত		৯,১১,০০,০০০	১,১১,১০,১০০	১	১/০	১১/১০	১১/০০	১১/০-১০০	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	১১/০-১১/০	...

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
জনোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
জনোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩০এ ভাদ্র, ১৩৫৪ ; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
অবশেষে	৮৭১
প্রাসঙ্গিক	
পরলোকে কি কিছু, সমবায় আন্দোলন, বেল ইণ্ডিয়া সমস্যা, ব্যবসায়ীদের দেশ, ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ, কলকাতা বন্দরের অবস্থা	৮৮১
সংবাদপঞ্জি	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী	৮৮৪
অভয়ের	৮৮৭
বিশেষ প্রবন্ধ	
ব্রটেনের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রচেষ্টা— অজয় মিত্রমজুমদার ...	৮৮৯
অর্থালোক	
অফিসের অবসর	৮৯৩
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
কোন্ কোন্ আমদানি শুল্ক হ্রাস করিতে অনুরোধ ...	৮৯৫
রাজারের কথা	
ব্যবসায়ীদের অভিযোগের শেষ	৮৯৬
বৈষয়িক	
বাটোয়ারা ও ভারতের শাসন পরিষদে বিরোধী উক্তি	৮৯৯

অবশেষে

বহুপ্রকার অনুরোধ উপরোধ পরামর্শের পর অবশেষে ভারত সরকার মহামান্য নিজাম বাহাদুরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। নূতন দিল্লী হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল চারিটায় দশম ভারতীয় সৈন্যেরা তিন দিক হইতে হায়দরাবাদে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরে ভারতীয় সৈন্যেরা মধ্যপ্রদেশের চান্দা হইতে অভিযান করিতেছে, পশ্চিমে সোলাপুর হইতে মেজর জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনী বীরবিক্রমে অভিযান সুরু করিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্বে বেজওয়াদা হইতে ভারতীয় সৈন্যেরা অগ্রসর হইতেছে। এইসঙ্গে সুরক্ষিত নগরীর নিকটে হায়দরাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর কতকগুলি আকস্মিক আক্রমণও চলিতেছে। সামরিক কমণ্ডের অধিনায়ক লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল মহারাজ রাজেন্দ্র সিংজী হায়দরাবাদ রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দরাবাদ আক্রমণের কারণ সম্পর্কে ভারতের গভর্ণর জেনারেল শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং অভিযানকারী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক যেসব বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম হইল এই যে, নিজাম বাহাদুর কর্তৃক শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যে বর্তমানে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করিতেছে, সেই সম্পর্কে ভারত সরকার আর নীরব দর্শকরূপে থাকিতে পারেন না। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দমনের ক্ষমতা নিজাম সরকারের নাই এবং ইহাও কাশ্মির রাজ্যের নরপিশাচ অনুচরেরা হায়দরাবাদ রাজ্যের পুলিশের সহায়তায় কেবলমাত্র রাজ্যের অভ্যন্তরেই নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ও লুণ্ঠন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকায় প্রবেশপূর্বকও তাহারা তাহাদের ধ্বংস কার্য চালাইতেছে। ভারত সরকারের শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার মিজাম সরকার বা তাঁহার উপদেষ্টাগণ কর্ণপাত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই, সেইজন্য ভারত সরকার বর্তমানে নিরুপায়ভাবে নিরাপত্তা এবং আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃসংস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভারতীয় বাহিনীর উপর উক্ত কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ভারত সরকার কর্তৃক হায়দরাবাদের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, অতি দ্রুত ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে ভারত সরকার হায়দরাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের জনপ্রাণের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ প্রথম হইতেই নিজামের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উপদেশ দান করিতেছিলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের দাবীও ছিল তাহাই। সেই হিসাবে পণ্ডিত নেহরুর দৃঢ়তাকে তাঁহাদের এই সময়োচিত অভিযানের জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বস্তুতঃপক্ষে হায়দরাবাদের পর পর সময়ের সরকারী ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় দেশের জনসাধারণের মন এমন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারত সরকারের দীর্ঘদিনব্যাপী শান্তিপূর্ণ আপোষ

আলোচনাকে কেহই সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। মানবতার ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সরকারের এইরূপ শান্তি অনুকূল মনোভাব গোপনে ও পরিবর্তে বৈধকে আশ্রয় করিয়াই হায়দরাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে গিয়া, এ-ব্যাপারে সকলেরই নিকট অনেকটা 'বিদ্রূপ' ঠেকিয়াছে। ব্রেজ সরকারের 'রক্তপাতহীন শান্তি' আনয়নের সেই চেষ্টাকে নিজাম ও তাঁহার অত্যন্তরূপ দুর্বলতার পরিচয়ক মনে করিয়া অধিকাংশ সংবাদপত্র সম্পাদকের অভিপ্রেরণা পাইয়াছে, ভারতের বিদেশী নিন্দা এবং পাকিস্তানের বেতারও নিজামকে তাঁহার অবাধ ব্যবহারের জন্য প্রোৎসাহ দিয়াছে এবং ভারত সরকারকে উপেক্ষা করার জন্য হায়দরাবাদকে শক্তি যোগাইয়াছে। তাহাতে ভারত সরকারের এই অভিযানকে পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় নরনারী ও রাষ্ট্রের দেশবাসী যে অভিনন্দন জানাইবেন তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তাহা স্বাধীন ভারতের ইহাই প্রথম বৈদেশিক পরিপূর্ণ সামরিক অভিযান,—সেই হিসাবেও এই অভিযানের সাফল্যের জন্য সমগ্র দেশবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে। আমরাও আমাদের শুভকামনা পাঠাইতেছি আমাদের সৈন্যবাহিনীর।

তাহাড়া ভারত সরকার হায়দরাবাদ আক্রমণ করিলে ভারতে প্রবর্তিত নানা ছলনা সুরু হইবে এবং—কমিনফর্ম রাষ্ট্রের মতে—হতে দুর্লিন অনুধাবনের সূত্রপাত হইবে বলিয়া যেসব ভবিষ্যৎবাণী হইত, সে সকল সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতের যে সব গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ নিজামের অধিকারী আছেন, তাঁহারাও স্বৈরাচারী শাসনের রাজত্বের অবসান কামনা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন হইতে ঘোষণা করিয়াছেন, 'পাকিস্তানের কাহারও, কিংবা নিজামের অনুচর রাজকর্মী ইত্যাদির ভারতীয় মুসলমানের পক্ষ হইয়া বলিবার অধিকার নাই। ভারত হায়দরাবাদ আক্রমণ করিলে তাঁহার মুসলমানদের সেই অভিযানকে সর্বপ্রকার দিয়া সমর্থন করিবে।' যে সকল এখনও এদেশে পাকিস্তানের বা অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সংবাহিনী রূপে আছে, তাহাদের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার মত শক্তি যে ভারত সরকারের আছে একথা তাহারাও বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং নিজাম যেমন তাঁহার ধীরংস মনোবৃত্তির শাসন ব্যবস্থার জন্য পৃথিবীর জনমতের সমর্থন হারাইয়াছেন, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল মহলও ভারত সরকারের শক্তি দেখিয়া নিজামকে সাহায্য করিবার সমস্ত সাহস ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং নিজাম বা তাঁহার অনুচরদের তাহাতে 'যুদ্ধিম বাদ্যে' সুর খুঁজে মিলাইয়াছে: নিজাম আজ একান্ত নিঃসহায়।

পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই যে, আজ নিজামকে তাঁহার বার্থ। শেষ পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারে।

কিন্তু ভারত সরকার ইতিপূর্বে নিজামের এইরূপ পরিণতি চাহেন নাই। ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে প্রায় সমস্ত দেশীয় নৃপতিরাই হয় তাঁহার ইউনিয়নে না হয় পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছেন,—কিন্তু নিজাম করেন নাই। অথচ নিজামের পক্ষে ভারতের সহিত যোগদান করা ছাড়া উপায় নাই এবং হায়দরাবাদের অভ্যন্তরের মধ্যে বহু ভাগ সমস্যাই তিনি চাহেন। তাহা সত্ত্বেও ভারত সরকার যেরূপ সহজে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের নিমিত্ত নিজাম বাহাদুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যে সকল বিশ্লেষণ করিলেই ভারত সরকারের নিজামের প্রতি শুভেচ্ছার পরিমাণ বুঝা যাইবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে একে একে ভারতের ৫৬৭টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সকলেই হয় ভারতীয় ডমিনিয়ন নয় পাকিস্তান ডমিনিয়নে যোগ দেয়। কিন্তু ব্রিটেন কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বেই নিজাম এক ঘোষণায় প্রকাশ করেন যে, হায়দরাবাদ কোন ডমিনিয়নে যোগদান করিবে না, স্বাধীন থাকিবে। অথচ হায়দরাবাদের জনসাধারণ তাহা কখনও চাহে নাই। তাছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই (১৯৪৭ সালের ১০এ ফেব্রুয়ারী) ব্রিটিশ সরকারও ঘোষণা করেন যে, শাসন ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরের তারিখ হইতে ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের (Paramountcy) অবসান ঘটিবে এবং ভারতে এক বা একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হইলে উহার সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্ক চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। ৩রা জুন তারিখের পরিকল্পনাতেও এই কথার পুনরুল্লেখ করা হয়। সেই জন্যই ১৯৪৭ সালের ২৭এ আগষ্ট তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন নিজামকে গণপরিষদের সাহায্যে বিষয়টির মীমাংসা করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু নিজাম তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর অভিমত জানেন বলিয়াই, তাঁহার স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের অবসানের ভয়ে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত হন নাই।—নিজামকে ভারত সরকার যেরূপ সুবিধা ও স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যের নৃপতির ভাগ্যে জুটে নাই এবং যে কোন দেশীয় রাজা ওই সব সুযোগ সুবিধা পাইলে হাতে স্বর্গ পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দুঃ নিজাম সেরূপ উদার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, বিদেশী সাহায্যের আশায় ভারত সরকারের প্রসারিত কল্যাণ হস্তকে তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, ৩২ কোটি নরনারীর প্রতিনিধিকে স্পর্দ্ধাভরে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তবুও হায়দরাবাদের অবস্থার চূড়ান্তভাবে ভারত সরকার ২৯এ নভেম্বর নিজামের সঙ্গে একবৎসরের জন্য এক স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি সম্পর্কে দেশবাসী অত্যধিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রায় সকলেই নিজামকে অযৌক্তিক এক বৎসরের সময় দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের বিরূপ সমালোচনা করেন। ওই চুক্তির সারমর্ম এই যে, হায়দরাবাদ পাকিস্তানে যোগদান করিবে না এবং ভারত সরকার হায়দরাবাদ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য সরাইয়া লইবেন, হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার সৈন্য দ্বারা নিজামকে সাহায্য করিবেন, হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে হইবে, বাহিরে উভয়ের সম্পর্ক ভিন্ন হয় এরূপ কোন কাজ কোন পক্ষই কিছু করিবেন না এবং এই চুক্তির সর্ত সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ সালিশ দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

কিন্তু নিজাম ওই সব সর্ত পালন করিতে কোন চেষ্টাই করিলেন না। হায়দরাবাদ হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ করা হইল, অথচ

হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার চিহ্নমাত্রও রহিল না। চুক্তির সমস্ত শর্ত লঙ্ঘিত হইল এবং ভারতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদকে সুরক্ষিত করার আয়োজন সুরু হইল। নিজামের অনুচরেরা প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, হায়দরাবাদকে ওয়েস্টফিরোধী সংগ্রামের দুর্গম দুর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং নিজামের "সংগ্রাম" যাহাতে ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইবে:—এই সম্পর্কে নিজামের দীক্ষা গুরু ঠৈলহেট রাজতন্ত্রীর মন্তব্যোক্তি নিশ্চয়ই কোন ভারতবাসী এত শীঘ্র ভুলেন নাই।

ভারতের মধ্যস্থলে বাস করিয়া ভারতের সর্বনাশ সাধনের প্রয়াস এইবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল। বিদেশী বৈমানিকগণ ঐশ্বরপাত্রের দল করিয়া হায়দরাবাদে বিপজ্জনক নাগরিক আমদানি করিতে সুরু করিল। ভারত সরকার অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া হায়দরাবাদের অবরোধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। নিজামের মতিগতির পরিবর্তন ত হইল না-ই, বরঞ্চ অস্ত্রের উপায়ে অসম্ভব আমদানি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে নিজাম সরকারের এই বৎসরের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করিলেও স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, নিজাম ভারতের স্বাধীনতা ও শান্তি বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কি গভীর চক্রান্ত সুরু করিয়াছিলেন।

উক্ত বাজেটে দেখা যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে হায়দরাবাদ সরকারের ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ঘাটতি হইয়াছে এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩ কোটি ১৮লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতির প্রধান কারণ হায়দরাবাদকে "স্বাবলম্বী" করিয়া তুলিবার জন্য নিজামের অদ্ভুত পরিকল্পনা। ঐ বাজেট সম্পর্কে হায়দরাবাদের অর্থসচিব নবাব মৈন নওয়াজ জং মন্তব্য করেন যে, আলোচ্য বৎসরে রেলপথ নির্মাণে ১১৭ লক্ষ টাকা, সেচ-কার্যের জন্য ১৭৫ লক্ষ টাকা, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা এবং কেলসেটে বিমানঘাঁটি নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইরূপ অজস্রভাবে ব্যয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারত সরকার হায়দরাবাদের যে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য হায়দরাবাদকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার অর্থ, নিজাম বাহাদুর ও তাঁহার উপদেষ্টারা ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের আপোষ-মীমাংসার পথ পরিত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া উক্ত বাজেটে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা (মোট আয়ের এক-চতুর্থাংশ) ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ ভারতের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য নিজামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি। সুতরাং ভারত সরকার যে নিজামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইয়াছেন্ তু হায়দরাবাদের জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাই নহে, ভারতের বুকে উদ্যত আক্রমণকারীকেও তাঁহারা এতদ্দ্বারা শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

—হায়দরাবাদ ভারতের সঙ্গে বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য বহু পরিষদে অভিযোগ করিয়াছে। ইহার জন্য আমাদের বিচলিত হওয়ার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যদি পরিষদ হইতে নিজাম যে কোন প্রকার সাহায্য পাইবেন না ইহা সুনিশ্চিত,—কারণ হায়দরাবাদের ব্যাপার ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার, বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের এখানে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। তাছাড়া হায়দরাবাদের জনসাধারণই যখন নিজামশাহীর অবসান চাহে, তখন যদি পরিষদের বিতর্কসভায় কৌতূহলের আলোচনা লইয়া আসে: তাহা আমাদের অবশ্য নাই। তবে যদি পরিষদে কি হইবে না হইবে তাহা আমাদের ভাবনার বিষয় না হইলেও, যদি পরিষদ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে ভারতকে যদি পরিষদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতে হইবে। ভারত সরকারের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত শিন্ডাই এই বিষয়ে ইতি, এর,ও-তে ইতিমধ্যেই 'প্রাক্তন ভাবায়' ভারতের বক্তব্য বলিয়া দিয়াছেন।

—নিজাম-উল-মুলুক্ আসফজা প্রতিষ্ঠিত হায়দরাবাদের নিজামশাহীর ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতারই নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। সেই 'ঐতিহ্যের' বাহক ও বাহক বর্তমান নিজাম স্যার ওসমান আলি খাঁ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিরদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভুদের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। সেই সেবানিষ্ঠার ফলেই 'কেবলমাত্র আলাই অব দ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট' উপাধিটি তিনি তাঁহার ব্রিটিশ প্রভুদের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছেন এবং শুধু সেই কারণেই স্বাধীন ভারতে তাঁহার স্থান না হওয়া উচিত। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে তিনি একটি 'কাল-বাক্স', সুতরাং তাঁহার স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন ভারতের পক্ষে অপরিহার্য।

—নিজামশোষিত বর্বর রাজকর বাহিনীর হাতে হায়দরাবাদের এক কোটি বাইশ লক্ষ অমুসলমান অধিবাসীর জীবন, সম্পত্তি, নারীর মানসম্ভ্রম আজ বিপন্ন, হিংস্র রক্তপিপাসু রাজাকর গুণ্ডার দল পাশবিকতার নরনারীদের হত্যার উল্লাসে মেতে। কল্যাণী বধূ ও স্নেহময়ী মাতার উপর অবধি ওই কাপুরুষ দলের পশুত্বের প্রকাশ হইয়াছে। নিষ্পাপ শিশু ও অবলা বৃদ্ধেরা পর্যন্ত বাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, সেইসব নরপিশাচদের শাস্তি দান করার দায়িত্ব আজ আমাদের জাতীয় সরকারকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সৈয়দ রাজতী ও তাহার 'বিশ্বস্ত' রাজকোরদের নির্মূল না করা পর্যন্ত ভারতের মুক্তি-ফৌজের আক্রমণ শিথিল হইবে না, হায়দরাবাদের নরনারীর জীবন হইতে নিজামশাহীর দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি না করা পর্যন্ত জাতীয় সরকারের মহাব্রত সিদ্ধ হইবে না। আমরা আশা করি অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় শান্তিসেনা হেদেরাবাদে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবে, এক কোটি বাইশ লক্ষ নরনারীকে নিজাম রাজের দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত করিয়া মুক্তির আলোকে লইয়া আসিবে।—আরবের মরুভূমিতে কিংবা করাচীর সমুদ্রতটে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেভাবেই নিজাম বাহাদুর,—ভারতে তাঁহার ও তাঁহার অনুগামীদের দিন ফুরাইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

জনাকে মি: জিন্না

পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা ও পাকিস্থানের সর্বময় কর্তার আসনে যে ব্যক্তি আজ অধিষ্ঠিত হইলেন তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা আজ সত্যই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। শুধু এই একটি কারণে নহে যে, তাঁহার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টির মিছিল আজই বিশ্বের সকল সংবাদপত্রে এতদিনের ইতিহাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানের জন্য যখন "ফাতেহা" চাই, তখন আমরা তাহার মৃত্যুতে কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু মুসলমান নেতাদের মধ্যে ও পাকিস্থানের জনসাধারণের মধ্যে তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আজ অন্য কাহারও নাই। এক অসাধারণ ও অলৌকিক ভাবে তিনি ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মুসলমানের "কায়েদে আজম"। ইহা তাঁহার শত্রুর মুখে ও পাকিস্থানের জনসাধারণের এক নিকট আত্মীয়ের মুখে সমান সত্য। ইহা ভারতের ইতিহাসের পক্ষে ও পাকিস্থানের জনসাধারণের পক্ষে এক দুর্ভাগ্যের বিষয়। মি: জিন্নার পক্ষে এরূপ হওয়ার কারণ আছে

সালের মধ্যে ১,৭০০টি বন্দর হইবে। কিন্তু ভারতের বেলওয়ে বোর্ড সরকারকে ঐ পরিমাণ ইঞ্জিন সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও সরকার তাহাতে রাজী হন নাই।

বৈদেশিক সংবাদে আরও জানা যায় যে, ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতে যেই ১৮৩টি ইঞ্জিন আমদানি করার সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে পূর্ব সংবাদে পূর্ব পৌনে-দুই শত ইঞ্জিন লাভিস হইবে, সেইজন্যই বড় বড় সব ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার কারখানা নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। ঐ কারখানায় প্রতি বৎসর ১৮৩টি ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী ইঞ্জিন প্রস্তুত করার চেষ্টাও করা হইবে। তাহার ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪০ সালের মধ্যেই ঐ কারখানায় কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

শাসনকর্তাদের বেতন

পশ্চিম বঙ্গ আইন পরিষদে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনা হয়, তাহাতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীবর্গ ইত্যাদিদের মাসিক বেতন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত পদের জন্য যাঁহারা নির্বাচিত হইবেন তাঁহাদের মাসিক বেতন কোন সময়েই ৫২,০০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নহে। —তাঁহার মতে, ভারতের সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ৫৫ টাকা, সেই হিসাবে ভারতের কোন কর্মচারীর বেতন নিম্নতম কর্মচারীর বেতনের ৩০ গুণের বেশী হওয়া উচিত নহে। তিনি আরও বলেন, মন্ত্রীরা যখন ৩,০০০ টাকার বেতনে চালাইতে পারেন, তখন গভর্ণরদের উহার চেয়ে বেশী বেতনের প্রয়োজন কি হইতে পারে?—আমরা এবিষয়ে ডাঃ ঘোষের সহিত একমত।

আমা করি ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীরা ডাঃ ঘোষের এই প্রস্তাব সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনোভাবের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিবেন।

ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ

বালে ব্যাপক বিদ্রোহের পর ব্রহ্মদেশের বর্তমান বিদ্রোহের সম্বন্ধে মনে হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়া আসিতে বহু সময়ের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য ঐ সব দেশের এই "সব অরাজকের" মূলে যুদ্ধের জন্য সমগ্র এশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা যে কি পরিমাণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্রহ্মদেশের [illegible] ভারতের যাহা সমস্যা তাহার অনেক কারণ একই। তবে ভারতের মত ব্রহ্মদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালার সীমাবদ্ধ থাকিবে না। সেই বিষয়ে প্রত্যেক এশিয়াবাসী এখন সজাগ, কারণ, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে ফরাসীরা যাহি ফিরিয়া আসে তাহা একেও মনে জাগিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ও মালয়ের সমস্যা ব্রহ্মদেশের সমস্যার মত নহে। কারণ, ঐ সব দেশে এখনও গণতন্ত্র, ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটে নাই, কিন্তু ব্রহ্মদেশে কোন বিদেশী শাসনের অস্তিত্ব এখন আর নাই। অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা লইয়া বিরুদ্ধমতের হইয়া, ব্রহ্মদেশের কমিউনিষ্টরা এই সুযোগে যে কোন প্রকারে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সুবিধা আদায় করিবার জন্য মুখরোচক করিয়া ব্রহ্ম-জনসাধারণের নিকটের দাবীদাওয়া উপস্থিত করিতেছে এবং নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

স্বাধীন ব্রহ্মদেশের বয়স এখনও এক বৎসরের পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই অল্প বয়সের মধ্যেই উহার বিরুদ্ধে যে সব [illegible] এমন কি [illegible] দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। [illegible] এমন কি [illegible] তাহার সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অন্যথায় ব্রহ্মদেশের পক্ষে বর্তমান দুর্যোগের সিন্ধুতে এশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতিকে উদ্ধারের পথ হইবে, ব্রহ্মদেশের এই বিপদের দিনে সিংহ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

কয়লার রপ্তানির সমস্যা

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের কোন সমাধান হইবার সম্ভব দেখা যাইতেছে না। আর্থিক কারণ হইতে দুঃখ হইয়া ফ্রান্সে এই পর্যন্ত এক ডজন মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে এবং বর্তমানে যুদ্ধের সম্ভাবে উপস্থিতি তিনটি মন্ত্রিসভাকে বিদায় লইতে হইয়াছে। অবশ্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাহার আয়ুষ্কাল যে কত আশা করা শক্ত। তবে কাহারও মন্ত্রিসভার যদি পতন হয় তাহা হইলে ফ্রান্সের ইতিমধ্যে যে সব বিষয়ে দেখা দিয়াছে আরও আরও তাহার সকল সমস্যা পুরাপুরি দেখা দিয়াছে। অবশ্য বিরোধী দলের যে দাবি ও প্রস্তাব আছে, তাহাতে যে কোন গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে মনোভাব দেখা দিলে, মন্ত্রিসভার পক্ষে বহু [illegible]

(শেষাংশ ৯৮ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্, মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲ টাকা।
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল	...	...	২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে।

টাকা সঞ্চয় করা বড় কথা,—কিন্তু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখাও কম কথা নয়। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার টাকা রাখিয়া আপনি সেই টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সমস্ত ভারতব্যাপী আমাদের প্রশাখা। সমস্তরাত্র "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ সুনিপুণ ভাবে করিতে সমর্থ।

—শাখাসমূহ—

পশ্চিম বঙ্গ	**বিহার**	**গোয়ালিয়র**	**দিল্লী**	**সংযুক্ত প্রদেশ**
বড়বাজার (কলিকাতা)	পাটনা	কোর্ট (বোম্বাই)	দিল্লী	এলাহাবাদ
বর্দ্ধমান	**উড়িষ্যা**	কলবাদেবী	সদরবাজার (দিল্লী)	কানপুর (বেনাবাগ)
বরিশাল	কটক	জহরবাগ লেন	**পূর্ব পাঞ্জাব**	মেরঠ
বালুরঘাট (দিনাজপুর)	**মধ্যপ্রদেশ ও বেরার**	বড়ী সড়ক (আগরতলায়)	অমৃতসর	মোরাদাবাদ
চাঁদপুর	নাগপুর		**রাজপুতানা**	বেরেলি
চাঁদবালী	নাগপুর সিটি	মুরার	জয়পুর	কানপুর
কাকিনাড়া	জব্বলপুর	**আসাম**	**বাম্বাই**	মোদ রোড (জব্বলপুর)
কাকদ্বীপ	জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্ট	শৌলাঙ		আগ্রা
কালনা	চান্দা	শিলচর		**পূর্বাঞ্চল** (পাটনায়)
কালিয়াগঞ্জ	অমরাবতী			চাকা
কালিম্পং				গৌহাটী

লণ্ডন এজেন্টস্—মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি ভারতে একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ৩॥০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

মার্কিন নীতির সমালোচনা—ইঙ্গ-সোভিয়েট মিত্রতা চুক্তি—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্যার চার্চিলের আহ্বান।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ : কেনসী রোজ সম্প্রতি মার্কিন পরিচালনা সম্পর্কে নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন পত্রিকায় একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি মার্কিন সরকারের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ মোটেই দায়ী নহে, তাহা হইলেও তাহারা অবস্থার করিতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যার ভারসাম্যের অভাব এবং পৃথিবীর এই ভারসাম্যের অভাব দূর করার জন্য তাহারা এখনও কিছুই করে নাই। এই বিষয় তাহারা কিছু করিলে, অথবা প্রকৃত পরিবর্তনে আমদানি করিবার চেষ্টা করিলে তাহা হইলে এই ভার সহজে হইয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এই দুই পথের কোনটীই গ্রহণ করিতে চাহে না। মার্কিন পরিবর্তনের সাফল্যসাধনে করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির ভার প্রথমতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যে রপ্তানি হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মার্কিন পরিবর্তনের জন্য যে পরিমাণ আমদানি করিবার প্রয়োজন, তাহা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বর্তমানে যে পরিমাণ হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইবে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ রপ্তানি হইতেছে তাহা হইতে যদি বর্তমানে যে পরিমাণ আমদানি করিতেছে তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। বিদেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে পরিমাণ মাল আমদানি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মালকে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই সমস্যাগুলি যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সহজে দূর করিবার মত পথ নাই। যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে যতই চেষ্টা করিবে ততই যুক্তরাষ্ট্রের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিপদ অনুভব করিতে থাকিবে।

ব্রিটেনের বর্তমানের অবস্থা ব্রিটেন ও মস্কো সোভিয়েট সূত্রের মধ্যে ঐ দুই দেশের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কঠিন দিন যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। আশা করিতেছে যে, ব্রিটেন অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রের সহিত একটী পারিপার্শ্বিক চুক্তি সম্পাদন করিবে। ঐ প্রস্তাবের ফলাফল কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে মনে হয় যে, এই ব্যাপারে রাষ্ট্রই ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু করিতে পারিবে।

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ইকোনমিষ্ট পত্রিকা এক বৃদ্ধির জন্য আরও অধিক পরিমাণে অস্ত্র আমদানির প্রয়োজন জানাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে যদি সরকারের এই আবেদনে উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া যায়, তবে কারখানা বন্ধ রাখিতে সরকার বাধ্য হইবেন। বর্তমানে যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ শ্রমিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি, মজুরি উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি নহে।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব—ইউরোপ ত্রাণ পরিকল্পনার সমালোচনা—লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাস।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৮ই সেপ্টেম্বর—যুক্তরাষ্ট্রে যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ খাড়া করে সম্প্রতি এক সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র হইতে এত বেশী মাল বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে যে, তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রেই এখন প্রয়োজনীয় মালের অভাব দেখা দিয়াছে। এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করিবার জন্য সরকার বর্তমানে পুনরায় আমদানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। তবে যে সব দ্রব্যের একান্ত অভাব শুধু তাহারই আমদানি করা হইবে এবং সেই মালের একটী তালিকাও সরকার প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউরোপ ত্রাণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে মার্কিন সাহায্যের জন্য যে আবেদনগুলি হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন প্রকাশ পাইয়াছে। মার্কিন পত্রিকাগুলি ইঙ্গিতে এই পরিকল্পনার সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহজনক মন্তব্য করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লা মার্কিন ওয়ালটার লিপম্যান এক প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রিটেনের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ইউরোপের ঐক্য সাধন অসম্ভব। ব্রিটেন বর্তমানে শ্রমিক সরকারের শোচনীয় অভাব জাতীয়তা-বাদী হইয়া পড়িয়াছে এবং ইউরোপের সমস্ত দেশগুলি একত্রিত হইলে না—যতদিন ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের স্বার্থ অপেক্ষা ব্রিটেনের স্বার্থ ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের পক্ষে এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাসের ফলে আমেরী সংবাদের প্রথম দিকে ঐসব দ্রব্যের সরবরাহে যাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হয়। কয়লার খনিতে ধর্মঘট ও অন্যান্য লৌহের উৎপাদন হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে প্রয়োজনে লৌহের উদ্ভোলন চাহিদা বৃদ্ধি এই সব কারণে এইরূপ লৌহ সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্কটে লৌহের পাতের খুব অভাব দেখা যায় এবং মনে হয় এ অভাব

যত সত্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতি-ষ্ঠানের সংবাদ বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা অর্থাভাবে কিনিয়া যাইবার পক্ষপাতী। ঐ প্রতিষ্ঠান আরও প্রস্তাব করিয়াছে যে, যেসব ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটী বিশেষজ্ঞ কমিটীর অধিবেশন আহ্বান করা উচিত।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলাফলের উপর এখনকার সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কমিটির এক মুখ্য প্রয়োজনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। তাহাড়া সম্প্রতি কংগ্রেস যে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থাগম তাহাদের হস্তান্তর তুলিয়া দিয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিনিধিকে তাহাদের মুদ্রাস্ফীতি তুলিয়া দিয়াছে তাহাতে মুদ্রাস্ফীতির মূলে সমাধান করার সকল পথই বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তবে লেভিয়েট সরকারের অভিযোগ সম্পর্কে তাহারও আর এখন হাত থাকিবে না,—শুধু মস্কো আলোচনা সম্পর্কে এখনে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। তবে যদি যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার দৃষ্টি এবং ইউরোপ ত্রাণ পরিকল্পনার সাফল্যের ফলে লেভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসা সম্ভব।

এই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে তুলার উৎপাদন অভাবনীয়-রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভিসকোসের জন্য কাঠ মালেরও উন্নতি দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯ সাল হইতে অবশ্য বহু তুলার উন্নতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের ফলে সেই উন্নতি আর বজায় থাকে নাই। এইবার আশা করা যাইতেছে যে, এই বৎসরে প্রায় ১৩ লক্ষ গাঁইট তুলা উদ্বৃত্ত হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ইহা সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে ও বাদের বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগের ফলেই মার্কিন এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

দিল্লী

কাস্টার যুদ্ধ বিরতি-প্রস্তাব—সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েনের দাবী—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জাতীয়করণ বিল ও আঞ্চলিক সৈন্য বাহিনী বিল।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ৮ই সেপ্টেম্বর—কাশ্মীর কমিশনের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব ও ভারত সরকারের সেকেন্দ্রাবাদে সৈন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত, এই দুই সংবাদই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সঞ্চার করিয়াছে। কাশ্মীর কমিশনের এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসুক হইবার কারণ না থাকিলেও, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, কমিশনের এই প্রস্তাবে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলি প্রমাণিত হইয়াছে, এবং পাকিস্তান সরকার তাহাদের দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি পরিস্থিতি

(শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায়)

সঙ্কলন

স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন

নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্য যে সব কমিটি বসিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রতি আগামী বিষয়ে তাঁহারা এক সম্মেলনে মিলিত হইবেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে সর্বভারতে যাহাতে একইরূপ নীতি অনুসৃত হয় সম্মেলনে সে বিষয়ে আলোচনা হইবে।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে যে সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, সম্মেলনে তাহাও আলোচিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ এস. কে. টি আয়েঙ্গার উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য মুসৌরী রিসার্চ ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার

পূর্ব বঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীঅম্বিকানন্দ দত্ত সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ডাঃ রায়ের প্রস্তাবের সিকট পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের ভোটার তালিকা সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-সম্পাদক তাহার এক প্রত্যুত্তরদান করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা প্রাথমিকভাবে করা হইয়াছে। ইহা ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের নূতন ভোটার তালিকার আইন অনুসারে সংশোধন করা হইবে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার পর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বয়স বিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে বয়স্ক শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটি আইন প্রবর্তন করা হইবে, তখন ভোটার তালিকা আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী আবেদনকারীদের ব্যয়ভারের যোগ্যতা হ্রাস করা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। ভোটার তালিকা সম্পর্কে বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে উহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। নূতন শাসনতন্ত্র এখনও পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। সুতরাং যতদিন না উহা পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত হইতেছে ততদিন আমরা প্রয়োজনের খাতিরে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি মাত্র।

আমরা উদ্বাস্তুদের অবস্থা ভাল করিয়াই জানি এবং ভোটার তালিকা সম্পর্কে তাহাদের উচিত সুবিধা করিবার কারণও আমরা কেন উপলব্ধি করিতে পারি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বিবেচনা করিয়া দেখা ভোটার তালিকা সম্পর্কে প্রদেশে প্রদেশে ও স্থানীয়ভাবে-সমূহের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছি। তবে আমরা তাহাদের শাসনতন্ত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনরূপ ছুটাছুট বিধান প্রবর্তন করিতে পারি নাই। এই সম্পর্কে পরে নূতন ভোটার তালিকা আইন বিবেচনা করা হইবে। সুতরাং আমি আশা করি, আপনি আমাদের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

ভারতে আয়কর-বিচার অধ্যাপনা

ভারতের সর্বত্র আয়কর বিষয়ে শিক্ষিত অভিজ্ঞতার খুব বেশী প্রয়োজন। সেইজন্য ১৯৪৪ সালে প্রথমে বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিকদের শিক্ষালয়ে অতিরিক্ত ক্লাস খোলা হয়। বোম্বাইয়ের বণিকদের শিক্ষালয়টি বণিকদের অধ্যাপনা সম্পর্কে ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ঐ শিক্ষালয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইলেও, উহাতে আবশ্যক সংখ্যক অধিকার পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সেজন্য এখনও শিক্ষার্থীদের এডিনবরা প্রেরণ করিতে হয়।

অধ্যয়ন-সংক্রান্ত, অধ্যয়ন পরিবাস, অধ্যয়ন ব্যবহার, অধ্যয়ন পরিচালনা, অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিবিধ আইন-কানুন প্রভৃতি নানা বিষয় ঐ শিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করা হয়। তাহা ছাড়া অধ্যয়ন যান-পাহড়া কাটিয়া উহার বিশ্লেষণ, যান-পাহড়ার কাট বিদ্যা ইত্যাদি আরও অনেকটি বিষয়ও সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষাবিষয়ক বৎসরের প্রায় ৫ মাস ক্লাসে ও পরীক্ষাগারে কাটায় এবং বাকী সময়টা তাহারা হাতেকলমে কাজ শিখিবার জন্য বিভিন্ন অফিসে ট্রেনিং অভিজ্ঞতা করে।

ভারতের নৌ-বিদ্যুবিদ্যালয়

ভোটিয় নৌ-বহরকে আরও সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিতেছেন। জানা গিয়াছে যে, ভোটিয় শীঘ্রই ভারতের নৌ-বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন

১০ই সেপ্টেম্বরের একটি প্রেসনোট জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (নাম পরিবর্তন) আইন অনুসারে এখন হইতে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম জাতীয় লাইব্রেরী রাখা হইবে।

ভারতে কুষ্ঠ-নিরোধ প্রশংসনীয় কার্য

সম্প্রতি 'বৃটিশ লাজারাস কুষ্ঠ সহায় সমিতির ১৯৪৭ সালের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় যে, দেশের সর্বত্র একটা আনিশ্চিত অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে সমিতির কার্যকলাপ সন্তোষজনকই হইয়াছে।

কলিকাতাস্থিত মূল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এবডাইসেস্ ফাণ্ড ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে [illegible] সহায় সমিতি ১৪ পরগণার কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে সিমিত প্রাথমিক খরচ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় অধিক উল্লেখযোগ্য হইয়াছিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশে কয়েকটি স্থানে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই ঐ উপনিবেশে কুষ্ঠরোগী রাখা হইবে।

বিভিন্ন প্রাথমিক খরচবিবরণের বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, তাঁহারা আলোচ্য বৎসরে চিকিৎসা, প্রচার কার্য, কুষ্ঠ চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বাবদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

সুতার ব্যবসায়ে অতিলোভে কঠোর শাস্তি

বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. এ. ব্যারী গত ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে তিন ফি ওয়াডিয়া সুতার ব্যবসায়ে অতিলোভের অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অন্যান্য আরও ১৮ জন কারবারীকে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মিঃ ব্যারী ওয়াডিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী আবদুল ওয়াহেদ হুসেনজীকে অতিলোভে অপরাধে সাজা দেওয়ার জন্য ১ দিন বিলম্বের জন্য ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

চর্ম-নির্মিত দ্রব্য রপ্তানি

জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকারকে আয় হইতে বলাদি জুতা ও চামড়ার তৈরী বিভিন্নরূপে উপর শতকরা চল্লিশ টাকা কর ধার্য করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। যদিও এখনও এসম্পর্কে কোন চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয় নাই। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে জুতা ব্যবসায়ীরা বিদেশে রপ্তানির জন্য এবং চামড়ার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সাহায্য এই মূলধন অবলম্বন করা হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের সহিত যাহাতে পাকিস্তানী চামড়া ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য পাকিস্তান সরকারকে তাঁহারা চামড়া ও চামড়া আমদানির শুল্ক হ্রাস করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, যদি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তবে পাট এবং তুলার পর চামড়া হইতেই পাকিস্তান সরকারকে খুব বেশী রাজস্ব পাইতে পারেন।

ভারতের জন্য ২৯০০ টন নারিকেল তৈল

এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ওয়াশিংটনস্থিত আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিষদ ১৯৪৮ সালে ভারতের জন্য মাসে ২,৫০০ টন এবং ব্রহ্মদেশ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১,২০০ টন নারিকেল তৈল বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মাসে ২,৫০০ টন এবং ব্রহ্মদেশ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

হইতে প্রাপ্য সমস্ত তৈলই সাধারণ বণ্টিনের সূত্রে বিক্রয়ের আবশ্যক করা হইবে।

সুতরাং যে সমস্ত ব্যবসায়ী উক্ত বর্ষে তৈল ভারতে আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে যথেষ্টপরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ও জাহাজের বিষয়ে সাহায্য করা হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্র হইতে যাহাতে তৈল আমদানি হয় তজ্জন্য ব্যবসায়ীগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইবে।

সমর হইতে মুক্ত ব্যক্তিদিগকে স্কুল-মাষ্টারীতে যোগ দিবার নির্দেশ

ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে সমস্ত শিক্ষক আগ্রহান্বিত তাঁহাদিগকে ছুটি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকে অতিরিক্ত সময়ে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে ১২টি লেক্চার এক অতিরিক্ত ক্লাশ লইতে হইবে।

অতিরিক্তের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য আহ্বানকালে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন বিভাগ অথবা আফিসের কর্মিবৃন্দকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিভাগে বা বিশেষ কাজে নিযুক্ত করিবে, সৈন্যদল হইতে মুক্ত সমস্ত লোককে অতিরিক্ত প্রয়োজনে নিয়োগের জন্য দান করা হইবে। তবে, সৈন্যদের বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত প্রয়োজনে আহ্বান করা হইবে না।

যাহারা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের এই প্রয়োজনে নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

অতিরিক্ত প্রয়োজন বলিতে ভারতীয় সমরবাহিনী বুঝায় যে কোন দলে কাজ করা বুঝায়, এমন বেসামরিক কার্য্যও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমরদল হইতে মুক্ত কোন ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত কাজে আসিতে চান এবং সেই কাজ যদি তিনি ও যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত থাকেন হইতে অতিরিক্ত প্রয়োজন মিটিবার পর তাঁহাকে পূর্বে পুনর্নিয়োগ করা প্রতিষ্ঠানের বাসিকের দাবী বলিয়া গণ্য হইবে।

সমরদল হইতে মুক্ত কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি এই অতিরিক্ত অনুযায়ী প্রেরিত মোটিশ না করেন, তাহা হইলে তিনি চাকরীচ্যুত হইবেন। প্রতি ছয় মাসের আয়ের অথবা এক হাজার অর্থের উপর ধরিয়া উহা দেওয়া যাইবে না।

আয়কর-আদায়ের ৪৮ হাজার কেস বন্ধ

ভারত সরকারের রেভিনিউ কমিশনার বিভিন্ন ও রেলওয়েগুলির জন্য আয়কর-আদায়ের সিদ্ধান্ত প্রায় চল্লিশ হাজার পাঁইট করা হাতিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল এলাকে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বিভিন্নভাবে ফোটার শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ কর ধার্য করিতে পারিবেন।

ভারতে কৃষির উন্নয়ন

৮ই সেপ্টেম্বর এখানে ভারত সরকারের কৃষিসচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে কৃষি সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। আগামী বর্ষে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা নিবারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রধান প্রধান খাদ্যোৎপাদনকারী ও কৃষি কর্মচারীদের লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়, ইহা ছাড়া তুলোর সিনিয়রাদ্দ, খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ১৯৪০ সালের কৃষি তুলাই এবং ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষিঋণ সম্পর্কে এক একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়।

সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের কৃষি-সচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম বলেন যে, কৃষি উন্নয়নের জন্য অধিকতর অর্থ ও লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

প্রচলিত অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ ভারতের অবস্থা এমন যে কৃষির প্রধান দান প্রায়শঃই কৃষির অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেইজন্য কৃষিসম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের উন্নততর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অধিকতর অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সরকারী পরিকল্পনার কথা আলোচনা করিয়া কৃষিসচিব বলেন, ১৯৪৩-৪৮ সালে উৎকালীন কৃষিসচিব ভার রাজেন্দ্র প্রসাদ যে দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করেন তাহা তাহাদের অবশ্য অনুসরণ করা হইয়াছে। গত বৎসর এইজন্য ভারত সরকার দুই কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন এবং এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহও সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তবে মোটের উপর গত বৎসরের অতীতিত লাভের অঙ্কের চেয়ে কম হইয়াছে—যতটা আশা করা গিয়াছিল তার অর্দ্ধেকের বেশী উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। কয়লা, সিমেন্ট, লৌহ, সার ও যন্ত্রপাতির অভাবই তাহার কারণ। বিদেশ হইতে এই সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, যেসব দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উপসংহারে কৃষিসচিব সরকারী খরচখরচাসমূহের পরিমাণ হ্রাসকরণের সংযোজনাসমূহের সুপারিশ করেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় ইউনিয়নের অধিবাসীগণের পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাকিস্তানেই প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পারমিট প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থাদি এখন সম্পন্ন হইয়াছে।

উহা সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যেই কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙ্গালী রেজিমেন্টের দুই ব্যাটেলিয়নের লোক সংগৃহীত

সমরদপ্তরে রিসিংবিয়া গঠনের জন্য প্রথম দুই ব্যাটেলিয়নের অনুপাতে লোক সংগ্রহ শেষ হইয়াছে।

এজন্য বাঙ্গালা হইতে ১০০ জন মোট ১,৩০০ জন লোক লওয়া হইয়াছে। প্রথম ব্যাটেলিয়নে ৭৫০ জন প্রাক্তন সৈন্য আছে। তাহারা পূর্বে সৈন্যদলে ছিল বলিয়া তাহাদের দুই মাস ট্রেনিং দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে সৈন্যদলভুক্ত ছিল না এমন লোকই বেশী। তাহাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা পরেই করা হইবে।

এই দুইটি ব্যাটেলিয়ন ছাড়া সমরদপ্তর আরও চারিটি ব্যাটেলিয়ন গঠনের প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

ছয় ব্যাটেলিয়ন বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ

ভারত সরকার দুই ব্যাটেলিয়ন বাঙ্গালী সৈন্যের স্থলে আরও চার ব্যাটেলিয়ন সৃষ্টি করিয়া মোট ছয় ব্যাটেলিয়ন সৈন্যবাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব ও সেনা বিভাগের বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তিনি এই সৈন্যসংগ্রহের সাফল্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের লইয়া বাহিনী গঠন সম্পর্কে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পরিবর্তন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গ রেলে কর্মচারী ছাঁটাই পরিকল্পনা

গত ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান রেলকর্মচারী সংঘের ২৮টি শাখা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সম্পাদকগণের এক সম্মেলন হয়। সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ যাহাতে অবিলম্বে আসিয়া, অবিলম্বে আলোচনা (এম. এম. এ) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব রেলের অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দও এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, রেলকর্তৃপক্ষ প্রায় ১০ হাজার কর্মচারী ছাঁটাইয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগের অনুরোধ জানাইবার জন্য রেলওয়েমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, আলোচনা ব্যর্থ হইলে রেলকর্মচারী সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

আর একটি প্রস্তাবে রেলকর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা দানের জন্য ১ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারী

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতা এবং সহরতলীতে পাঁচ অথবা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ, লাঠি অথবা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

চলাচল, অথবা পরিচালন হইতে পারে এমন কোন কার্য্য বিরিত করিয়া ফৌজদারী আইনবিধির ১১৪ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

উক্ত আদেশ ১৮ সেপ্টেম্বর হইতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার (পশ্চিম বঙ্গীয় সংশোধন) বিল

১৯৩১ সালের বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার আইন সংশোধনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন। বিলটি সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলের উদ্দেশ্য প্রকাশে বলা হইয়াছে,—স্বেচ্ছাকার্য্যের জন্য বাস্তবায়ীবাদ্য জীর্ণ পুষ্করিণীগুলির উদ্ধার সাধনের জন্য ১৯৩১ সালে পুষ্করিণী সংস্কার আইন পাশ হয়। ঐ আইন প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেচ-কর বাধ্যতামূলক করা, জীর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উহার পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের জন্য এবং স্থলের মেয়াদ হ্রাস বৃদ্ধির জন্য কালেক্টরকে ক্ষমতা দান, অধিবাসীদের পক্ষ শোনা দেওয়া হইলে যাহাতে উহাতে স্বার্থসিদ্ধি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পরিষদের আইন পাশ করাইয়া লওয়া আবশ্যক।

১৯৩১ সালের আইনে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশোধনের জন্য ১৯৩৪ সালে পরিষদে একটি বিল আনা হয়। কিন্তু ঐ বিল পাশ হইবার পূর্বেই গবর্ণর প্রদেশের শাসন ক্ষমতা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গ্রহণ করেন। কাজেই তখনকার সংশোধনের জন্য বিলটি প্রত্যাহার করা হয়। জনসাধারণের তরফ হইতে যে প্রস্তাব পাওয়া যায় তদনুসারে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া ১৯৩৮ সালে গবর্ণর উক্ত বিলকে আইনরূপে জারি করেন। এই সংশোধন ১৫ এপ্রিল উক্ত আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কাজেই ১৯৩৮ সালের আইনের আরও সংশোধনের জন্য একটি বিল প্রবর্তন করা হয়। এই সংশোধিত বিলে, স্থলের মেয়াদ ২৯ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা, সাধারণের ব্যবহারে সংরক্ষিত পুষ্করিণীকে এই আইন অনুসারে সংরক্ষিত পুষ্করিণীর শামিল গণ্য করা, পুরাতন ও নূতন আইন অনুসারে সংরক্ষিত পুষ্করিণীগুলিকে একটি রিজিষ্টারের আওতে আনা প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কিন্তু পরিষদের বিগত অধিবেশন অকস্মাৎ শেষ হয়। সুতরাং বিলের ধারাসমূহ পরিষদে করিয়া একটি অতিরিক্ত আরি করা হয়। বর্ত্তমান বিলটি উক্ত অতিরিক্তেরই প্রতিরূপ।

বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান

বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন :—

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু, এম এল এ, সম্পাদক পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ, শ্রীবিজলাল চান্দ সাধারণিক, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন চান্দ (জোড়াসাঁকো পার্শিত প্রেমচন্দর) বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণি ভুক্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নির্দ্দেশক্রমে কেন্দ্রীয় বিলিফ কমিটির সাধারণ সভাপতি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অসুস্থ থাকায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমহাদেব দেশাই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত বক্তৃতাদের মধ্যে আচার্য্য বিনোবা ভাবে, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, ডাঃ মৈত্রেয় বিশেষভাবে, লালা তাজমেন্দ্র শাহার এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ আবশ্যকতার সময়কার প্রয়োজনীয় সর্ব্বার গঠন ও সংগঠন কৃষ্ণপূর্ব্ব প্রয়োজনীয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিটি পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যা বিষয় আলোচনা করেন এবং সভায় গৃহীত বিলিফ কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটির পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতিনিধি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এই কার্য্য পরিচালনার জন্য ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হয়। কমিটি কেন্দ্রীয় বিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি, সাহায্য ইত্যাদি কার্য্য পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কেন্দ্রীয় বিলিফ কমিটির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী পূর্ব্ব বঙ্গ উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত শীঘ্রই বঙ্গদেশে আসিতেছেন। উক্ত পরিবর্ত্তনের তিনি পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সোচ্চার অবস্থা স্বচক্ষে উপলব্ধি করিয়া পারিবেন এবং তাঁহার মত অনুসারেই বিলিফ কার্য্য পরিচালনা করা হইবে।

মনে হইতেছে, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী পূর্ব্ব বঙ্গে যে সমস্ত উদ্বাস্তু শিবিরে আছেন তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটি স্থানও পরিদর্শন করিবেন।

চাষিদের প্রজাদের অধিকার রক্ষা

গত সুস্পতিবার পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের প্রথমদিনে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবক্রমে বঙ্গীয় চাষিদের প্রজাস্বত্ব (সাধারণ বিধি) পশ্চিম বঙ্গ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। বঙ্গীয় চাষিদের প্রজাস্বত্ব আইনের মেয়াদ বিগত ২৯এ মে (১৯৪৮) তারিখে উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইনের মেয়াদ এক বৎসরকাল বর্দ্ধিত করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ঐ অর্ডিন্যান্সের বিধানসমূহই সুস্পতিবার পরিষদে বিলের আকারে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

পশ্চ বঙ্গে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত একটি স্মারকলিপিতে জানানো হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবলুপ্তি শিল্প (সাধারণিক ইউনিয়ন দাবিসমূহ) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই ঘোষণার ফলে উক্ত শিল্পের শ্রমিকরা কোনরূপ ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করিতে পারিবেন না। পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের উপর এই ঘোষণা প্রযোজ্য হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ব্বাংশ ৮৮৩ পৃষ্ঠায়)

পরিষদের প্রয়োজনীয় সদস্য লাভ করা কঠিন হবে পড়িবে।

যেহু অন্য অবৈধের মতে বর্ত্তমানে কালের যা বৈধিক ব্যবিধ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদ ভাঙিয়া দি নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু ইহা ফল বিপরীত হইবার আশঙ্কাও আছে। অধি নির্ব্বাচনে কমিটিনিষ্ঠদের পক্ষে শ্রমিকদের আ যেসী সমর্থন লাভ করার সম্ভাবনা আছে, কা কমিটিনিষ্ঠরা শ্রমিকদের আগেই বুঝাইয়া যে, ভবিষ্যতে যদি কোন কমিউনিষ্ট পার্টি পার্টিগুলির প্রাধান্য হয় তবে তাঁহারা বেশের সুখশান্তি বিনাশ করিয়া প্রথমেই ধ্বংস করার উদ্দে শ্রমিকদের অধুনাবৃদ্ধি অবশ্যই সমর্থন করিবেন। তাহাড়া নির্ব্বাচন বুঝাই যাবপন্থী ও কমিউনিষ্ট ঘোষণা বেশীর ভাগ সীমাবে থাকিবে এ দলগুলি শক্তিশালী হইবার আশ আছে,—অবশ্য এই দলগুলিই বর্ত্তমানে কমি সহযোগের সহিত মিলিত হইয়া অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে।

ইহা ব্যতীত কমিউনিষ্টরা যদি নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়, তবে তাহারা বেশে সুখশান্তির সহায়তা ক চেষ্টা করিতে পারে। এবিষয় কিছু বেশের ম করিবার শক্তি তাহাদের নাই। এই কিছু বর্ত্তমানে তাহাদের অন্যান্য দলগুলির তুলনা একত্র হিসাবে সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও ত তাহারা কখনই বেশের শাসনভার গ্রহণ করি পারিবে না, তখন ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনে অন্যতম উপায়ে জয়ী না হইলে তাহারা সুখশান্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকের মনে পা দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না পৃথিবীর অন্যান্য বেশের কমিউনিষ্ট দলগুলির কা তদন্তে এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যে দায়ী হউক বর্ত্তমানে মন্ত্রিসভা দায়ী প্রদানের হইয়া অর্থসচিবের বজেটের দায়ী গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে কারণে বর্ত্তমানে জনমতে তাহার এই আর্থিক বিধানের হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে জনমত আরও কিছুদিনের জন্য শান্তি রক্ষা করিবে। যে কমিটিনিষ্ঠ প্রজাসমূহ শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি জনের শান্তি ও উন্নতির জন্য তাহাদের অস্তায় আছে কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিবে কিনা ইহ ভাবিবার বিষয়।

বৃটেনের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রচেষ্টা

লেখক : জন সিমন্স্‌লি

৪ মে মাসে বৃটেনের কলকারখানায় মোট উৎপাদন যে সূচকসংখ্যা ১৯৪৯ সালের মাসিক গড় তুলনায় পাওয়া গেছে ১১৮ হয়। এই বৎসরের যে মাসগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, এই জানুয়ারী এবং মার্চ মাসের তুলনায় এক পয়েন্ট বেশী। এপ্রিলের তুলনায় ৩ পয়েন্ট কম। এই তুলনামূলক বিচারের পূর্বে স্মরণ রাখতে হবে যে, যে মাসে ছুটি থাকে সে মাসে উৎপাদন হ্রাস পায়। তাহলেই এই মাসের সূচকসংখ্যা মাসের ঐ সময়ের সূচকসংখ্যার তুলনায় ৮ বেশী হতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই, বৃটেন তার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য করেও, তার এখনও অনেক উৎপাদন নির্দেশে মাসিক সূচকসংখ্যা অনেক সময় ১৩০ পয়েন্ট হতে পারে। সেইজন্য সাধারণতঃ বৈমাসিক বা ষান্মাসিক সূচকসংখ্যা গ্রহণ করলে বিশ্লেষণ। যেমন ১৯৪৮ সালের জুন জুলাই এবং আগষ্ট এ তিনমাসের গড় সূচকসংখ্যা ধরা হয় ১১০। (অর্থাৎ মাসের তুলনায় গড়পড়তা ১০ পয়েন্ট বেশী)। সেই বৈমাসিক কালে, যথা ১৯৪৯, শীত এবং সূচকসংখ্যা ধরা হয় ১১০। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, এ সময় পর্যন্ত গড়ে ১০ ভাগ বৃটেনের [illegible] একটা রকম স্থির পরিমাণে রয়েছি। অথচ পূর্বের এই তিন মাস সূচকসংখ্যা কিন্তু কম করে ধরেই বলা যায়, এই সময়ে ছুটির জন্য বিস্তৃতির কাজ কিছু আশা করা যায় আগামী বৎসরগুলির [illegible] পূরণ করা সম্ভব হবে না।

শ্রমিক সমস্যা

[illegible]রের এই উৎপাদন অবস্থা পর্যালোচনা করলে [illegible] যে, বর্তমান শ্রমিক সমস্যার জন্য আশানুরূপ [illegible] বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যে কাজের যেমন অত্যাবশ্যক কাজে নিযুক্তির লোকের সংখ্যা [illegible] সালের ঐ সময়ের সংখ্যা থেকে ১০,০০,০০০ জন, তার মধ্যে বৃটেনের ৬,০০,০০,০০০ লোক-[illegible] ১,১০,০০,০০০ লোক বিভিন্ন অসামরিক [illegible] ছিল।

[illegible] ছুটির জন্য বৃটেনে যানবাহনের ছোট [illegible] নিয়ন্ত্রিতাবস্থেকের পূরণ না আর্থিক সমস্যার [illegible] করতে অসুবিধা করা হয়েছে, তাছাড়া সৈন্য [illegible] থেকেও অনেকে স্বগৃহে ফিরায় শ্রমিকদের [illegible] কিছু নূতন লোক নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

[illegible] একথা স্বীকার্য যে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে [illegible] বৃদ্ধিও হওয়া প্রয়োজন আছে। এই দিকে [illegible] অনেকটি শ্রমশিল্প অসাধ্যসাধ্য কাজ করেছে, [illegible] সেই সমস্যার উৎপাদন হয়ে অসাধারণ [illegible] মূলের কলকব্জা বৃটেনে কলকারখানাগুলির অনেক-[illegible]ভাগে এখনও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব [illegible]। উৎপাদন বৃদ্ধি যাতে করবার এত যে [illegible] কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কয়লা উৎপাদন

বৃটেনকর্তৃপক্ষ বৃটিশ জন আশা করেন যে, এই বছরের শেষ পর্যন্ত কয়লা উৎপাদন হ্রাস পাবে, তা হলেও এই বৎসর এরা যথা কয়লার উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়াবে ২১,০০,০০০ টন হবে। প্রথম ৩০ সপ্তাহে মাত্র উৎপাদন পরিমাণ ৩২,৪০,০০০ টনের কিছু বেশী হয়। বর্তমানে যদি কয়লার ২৩,০০,০০,০০০ টনের বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়, তাহলে সাপ্তাহিক উৎপাদন হার সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪৩,০০,০০০ টন করতে হবে এবং সপ্তাহে ৪ দিনগুলিতে আরও বেশী পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে।

এই বৎসর প্রথমার্ধে ইস্পাত উৎপাদন হয় প্রায় ১১,০০,০০০ টন, অর্থাৎ সাপ্তাহিক ১,৪৪,০০,০০০ টনের উৎপাদন লক্ষ্যের অনুপাতে তা অনেক বেশী। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে বৃটিশ জন উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায়, বৎসরের শেষ ছয় মাসে উৎপাদন হার বৃদ্ধি করে সমস্ত লক্ষ্য করবার প্রয়োজন হবে।

অপরিষ্কৃত লৌহের (Pig Iron) উৎপাদন পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর অনেক বেশী হয়েছে এবং ইস্পাত কারখানাগুলির অধিকাংশ চুল্লীর জন্য উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান দুরূহ হবে না। কয়লার তুলনায় তাও সহজই হবে।

জাহাজ নির্মাণ

একটী বিষয় লক্ষণীয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে যত টনের জাহাজ নির্মাণ করা হয়, তার শতকরা ৫৬ ভাগই ইংলণ্ডের কারখানাগুলিতে নির্মিত হয়। এখনও হাতের কাজে অর্ডার করেও পাঁচ বৎসর ধরে পূরা জাহাজের মত জাহাজ নির্মাণের অর্ডার আছে।

বৃটেনে মোটর যানের উৎপাদন আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সাল এই বৎসরের প্রথমার্ধে যত ১,১০,০০০ সেই তুলনায় ১৯৪৯ সালে ঐ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে ১,৪০,০০০ এবং মোটর সাইকেলের অর্ধ বাৎসরিক উৎপাদন পরিমাণ ৪২,০০০ থেকে ৬১,০০০ হয়, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের তুলনায় তা প্রায় দ্বিগুণ।

রপ্তানির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর আজ সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বৃদ্ধির জন্য আশা করা যায় যে বছরে উৎপাদন মোটর দাঁড়াবে, অন্য এই বৎসরের প্রথমার্ধে মোট উৎপাদন পরিমাণ হয় ৪৩,০০,০০,০০০ পাউণ্ড এবং তা এই বৎসরের ২৯,০০,০০,০০০ পাউণ্ড উৎপাদন লক্ষ্যের আনুপাতিক হারের ছাড়াছাড়ি,—তাহলে বাৎসরিক ১৩০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডের চূড়ান্ত উৎপাদন থেকে তা বেশী দূরে নয়।

সার উৎপাদন বৃদ্ধি

পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষিকার্যে যান্ত্রিকতার উন্নতির চেষ্টা চলেছে। বৃটেনও সেইজন্য রাসায়নিক সারের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৎসরের প্রথম চার মাসে সুপার-ফসফেট (Super-Phosphates) ১৯৪৭ সালের সেই চার মাসের তুলনায় ৩০,০০০ টন বৃদ্ধি পেয়ে ১,০০,০০০ টন হয়, এবং যৌগিক সারের (Compound Fertilizers) পরিমাণ অন্তঃ এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১০,০০০ টন হয়।

যেসব রপ্তানির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রথম পাঁচ মাসে মূল্যমানে যে পরিমাণ বৃটিশ মাল বিক্রয় করা হয়েছে, তার বাৎসরিক হারে মূল্য-পরিমাণ ৮১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, সেই তুলনায় ১৯৪৭ সালের শেষ চার মাসে রপ্তানিকৃত মালের মূল্য-পরিমাণের বাৎসরিক হার দাঁড়িয়েছিল ৬৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। মূল্যমানে মোট রপ্তানি বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ওজনমত রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকের বেশী।

অগ্নি, নৌ, আকস্মিক বিপদ, মোটর
অথবা বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কিত
সর্বপ্রকার বীমা বিষয়ে
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন।

এস, কে, সেন অ্যাণ্ড সন্‌ লিমিটেড

মার্কেন্টাইল বিল্‌ডিংস, লালবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অর্থলোক

অবিলম্বে আবশ্যক

অগ্রহায়ণ, ১৪৯ বঙ্গাব্দ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা বঙ্গাব্দের সংখ্যার "অর্থলোক" লিখিতেছি। পত্র কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের আরও দুইটি তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক তালাবন্ধ কার্যকারবার বন্ধ করিতে (সাময়িকভাবে?) বাধ্য হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি ও ভবিষ্যতের অবস্থা দেখিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ব্যাঙ্কের পক্ষেও হয়ত দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন হইতে পারে।—এই সময়ে যে বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসময় তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, অর্থাৎ—সহজভাবে বিচার করিতে গেলে—দেশের সর্বশ্রেণীর আর্থিক কল্যাণের জন্য আজীয় ব্যাঙ্ক-প্রথার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর দেখা যায় না। কোনরূপ দুর্ঘটনা, দুর্নীতিপরায়ণ দুই চারি প্রতিষ্ঠানের সাময়িকভাবে উন্নতির অর্থনৈতিক জীবনের আদর্শ হইতে পারে।—পক্ষান্তরে দুর্বল অক্ষম, অথবা অসাধু পরিচালনার ন্যায় বাংলার দেশের সর্বনাশ সাধনের হেতু হয়। অতএবাধ্য বাংলা দেশের পক্ষে এক্ষণে সেই সর্বনাশের দুশ্চিন্তার সম্ভাবনাই দেখা দিয়াছে।

• • • •

যে সকল ব্যাঙ্ক বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের অক্ষমতার ফলে তাহারা যে শুধু তাহাদের আমানতকারীদেরই সর্বনাশের হেতু হইয়াছে তাহাই নয়, তাহাদের অর্থ সমের ফলে তাহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং প্রবাসের অর্থনৈতিক সুবন্দোবস্তের এক এক ধাক্কায় বহু বর্ষ পিছাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণের (অফসফকারী জনসাধারণের) ব্যাঙ্ক প্রথার উপর বিশ্বাস একপ্রকার নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং টাকার অভাবে দেশের শিল্পবাণিজ্যের কোনরূপ সম্প্রসারণ ত দূরের কথা, সাধারণ অবিশ্বাস সম্ভব হইতেছে না। এই সকল ব্যাঙ্ক ফেল-এর ফলে কত বিধবা, গরীবিনীহারা লোক যে সর্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

• • •

এই বিষয়ে বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির একটি কর্তব্য আছে,—সে কর্তব্যের কথা যথাস্থানে সংক্ষিপ্তভাবে সবিস্তারে। কেন, তাহা খুলিয়া বলিতেছি।

বাংলাদেশে, দুর্ভাগ্যক্রমে, অসাধু ব্যাঙ্ক পরিচালকের অভাব নাই। দেশের শিল্পবাণিজ্যের ধার ধারিয়া, দেশের কল্যাণের কোনই ধিয়া ধারিয়া অল্পসংখ্যক লোকের নিকটে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করে, সহজলভ্য দেশবাসীর নিকট হইতে আমানত সংগ্রহ করে এবং তৎপরে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করে, বাংলাদেশে এমন কতই না অসাধু বাংলাদেশের বহু ব্যাঙ্ক-পরিচালকের অস্তিত্ব বিষয়ই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিপূর্বে আমরা বহুবার প্রমাণ করিয়াছি, বলিয়া, টাকার জোরে—অন্যায়ের সর্বপ্রকারের আর্থিক সংগঠনের—টাকার সর্বপ্রকার আইনকানুনের বাহ্যিক রক্ষের যে দুরভিসন্ধি দেখার, তাহার বিরাম নাই।—কিন্তু এখনও ঠিক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পড়িয়া প্রতিষ্ঠানবিশেষের পরিচালকদের কাহারও বন্ধ করিতে হয়, যে-অবস্থায় উহার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকদের কোন হাত ছিল না। এমন ক্ষেত্রে কোন সুস্থ প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইলে বিপন্ন প্রতিষ্ঠানটি সহজেই তাহার বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারে।

অতএব সৎ ও অসৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যটুকু প্রয়োজন,—অসাধু প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারবার গুটাইতে বাধ্য করা প্রয়োজন,—সাধু প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন।—অতি ক্ষুদ্র অথচ সৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের সহিত, অথবা আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র অথচ সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহিত, মিলিত হইতে বাধ্য করা প্রয়োজন।—উন্নততর প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পুনরাবির্ভাব প্রয়োজন,—ইহা না হইলে বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, বাংলাদেশের শিল্পবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অসম্ভব।—এই পরিবর্তন অবিলম্বে সাধিত হওয়া আবশ্যক,—এই কাজে সরকারের বিশাল দায়িত্ব আছে এবং বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কর্তব্য আছে; সে-দায়িত্ব ও সে-কর্তব্য অবিলম্বে পালিত হওয়া প্রয়োজন,—নতুবা সমস্ত দেরী হইয়া যাইতে পারে!

• • • •

কিছুকাল পূর্বে (১৩ই আষাঢ় '৪৮—"আর্থিক জগৎ", ৩য় সংখ্যা, ৬৩ পৃষ্ঠা) "একটি দুঃখ সম্ভাবনা" শীর্ষক "অর্থলোক"-এ আমরা লিখিয়াছিলাম যে বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের (তুলিয়া বাণিজ্যিক অপেক্ষে, তুলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের) একীকরণের দ্বারাই বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং প্রথার বিশাল পৌরুষের সম্ভাবনা নিহিত আছে।—এই তিনটি ব্যাঙ্ক যদি সম্মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই সুবৃহৎ নূতন ব্যাঙ্কের মূলধন হইবে (সংক্ষেপ-প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে) ৪.২৭ কোটি টাকা, সমস্ত তহবিল হইবে ৮৭ লক্ষ টাকা (এবং অন্তর্নিহিত সমস্ত—মনস্তিনিয়োগের অবশ্যিবাদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যের আস্তিক্য পরিমাণ—অন্যূনপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা), সমস্ত আমানতের পরিমাণ হইবে ৩৯ কোটি টাকা, সরকারী কর্তৃপক্ষ মনস্তিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ১৭ কোটি টাকা এবং বন্ধকির নগদ টাকার পরিমাণ হইবে ১০ কোটি টাকা। আমাদৃষ্টিক দৃষ্টান্তের দিক হইতে এই নূতন ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অন্যে বিরাট স্থান (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরেই—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অল্প এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই) অধিকার করিবে। আমাদৃষ্টিক অর্থ সমের ও সামাজিক পরিমাণের দিক হইতে ইহা তাহাদের যেরূপ ব্যাঙ্কসমূহের অন্যে তৃতীয় বা অন্যূন চতুর্থ করিবে (ন্যেশাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও বা অব ইণ্ডিয়ার পরেই)। সমস্ত আমানতের পরিমাণে হিসাবে এই নূতন ব্যাঙ্ক প্রথম তিন-চারিটি ব্যাঙ্কের মধ্যে স্থানলাভ করিবে। উহা সম্পর্কে হিসাবে এই স্থানের কাছ অসম্মানজনক উচ্চ হইবে। এই যা যদি ঘটিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রায়োগি ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাদ দিয়া) ইহা তৃতীয় স্থানে পরিবর্তিত হইবে।

• • • •

আমরা "আর্থিক জগৎ"-এর পূর্বোক্ত সংখ্যা লিখিয়াছিলাম, "বাংলার তফসিলভুক্ত তিনটি ব্যাঙ্কের একীকরণের পরিকল্পনার বাস্তব মিলিতে পারে, তা হইলে ছোটখাট দুর্ঘটনাগুলির ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চিন্তা সাধনে তাহা সহায়ক হইবে এবং যেসকল ব্যাঙ্ক অক্ষম থাকিয়া, অথবা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া যে বাঙ্কের অস্তিত্ব অর্থনৈতিক জগতের পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইবার ব্যাপারে এই নূতন সম্মিলিত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ করিতে পারিবে ও প্রয়োজন বোধ করিলে তাহারা মুলধনকারের কাজে সাহায্য করিতে পারিবে।—কি ব্যাঙ্কের জন্য সাময়িক মরশুম (Moratorium)। অবশ্যপ্রয়োজন,—তাহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। যে কারণে সাময়িক কোন্ এইরূপ সম্মিলিত বিরাট ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইলেই আশি পারে—তাহার সরকারের অবশ্যিবাদের মূলে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও অন্য ইংরেজ এবং বাংলো সরকার ও বাংলাদেশে পরিবর্তে যে এমন একটি প্রস্তাবের সম্প্রসারণে সময় করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা এরূপ একটি বিরাট পরিবর্তনকে যে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা এই তাহাতে প্রমাণ হিসাবেও বাংলাদেশের মধ্যে সৃষ্টি পাইবে এবং তাহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবে দেশের পক্ষে একটি উচ্চ স্থান প্রথম সহজ করা হইবে।

• • • •

যেদিন আমরা বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত তিনটি ব্যাঙ্কের কথা লিখিয়াছিলাম, সেদিনও ব্যাঙ্কগুলির নিকট যে অনুরোধ করিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনও যদি পূর্বে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধ সুবিধা-অসুবিধা বিসর্জন দিয়া এই মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এমনও একদিন আসিতে পারে যখন উহার অংশ সমের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হওয়ার ফলে, তাঁহাদের নিজেদেরই বিপদ সম্ভাবনা হইতে হইবে। তখন কিন্তু আর কোনরূপের সুযোগ পাওয়া যাইবে না।

একটির পর একটি তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক যদি এই ভাবে তাহাদের কারবার গুটাইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের ব্যাঙ্কিং প্রথার উপরেই সাধারণভাবে আমাদের যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে সে-বিশ্বাসের হাত হইতে যে একদিন ছোট-

(শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায়)

পশ্চাদ্ভূমির বাজার

সোনা-রূপার আমদানি শুল্ক রহিত করার গুজব

মুদ্রাস্ফীতোদের অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতি বা ঐরূপ কোন কারণে যাহাতে অবলম্বন করিবার অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই জানাইয়া দিয়াছেন, সুধাংশু বোলবাজার বাজারে ইহাও যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল তাহা বন্ধ হয় নাই। সোনা রূপার মূল্য পুনরায় অনেক কিনিয়া আসিয়াছে। তাহাড়া বাজারে আরও গুজব যে, সরকার মুদ্রাস্ফীতোদের অন্ত সোনারূপার উপর যে আমদানি শুল্ক ধার্য করিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিয়া বিদেশ এবং দেশের মধ্যে সোনা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া লইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় বর্তমানে তাহাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সঙ্কট রহিয়াছে, সেই অবস্থায় তাঁহার উপরে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের কথা সম্ভব নহে। তাহার ফলে তাঁহারা বিদেশ হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিবার অতি প্রয়োজনীয় বহু ডলার হারাইয়া বসিবেন। তাহাড়া স্বর্ণ ও ঐরূপ মূল্যবান ধাতুর উপর হইতে আমদানি শুল্ক রহিত করিয়া মুদ্রাস্ফীতোদের পথে সরকার অনেক লাভ করিবেন, তাহা, অন্ত মূল্যে স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্তরে ইত্যাদি চাহিদা মিটাইবার সুবিধা পাইবে।

তবে অনেকের মনে হয়, সুধাংশুবাবু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে সরকারের পক্ষে ইহাই সোনা-রূপার অতিরিক্ত সরবরাহের যে আইনী ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা প্রয়োগ করিবেন। অনেকেই বোধ করেন যে, সোনারূপার আমদানি শুল্ক হ্রাস করিয়া বা রহিত করিয়া দিলে সোনার অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অতিরিক্ত সরবরাহ করা যদি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাহা হইলে সরকারের পক্ষে আইনী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সোনার আমদানি কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

* * *

সম্প্রতি বিহারে প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্মীদের যে সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সভাপতির অভিভাষণে বহু কংগ্রেসকর্মী ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশকে কেন্দ্রীয় তহবিলের সাহায্য বাবদে যে সমস্ত সাহায্য দিবার কথা উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মীসংখ্যা হিসাবে পাওয়া যাইতেছে না এবং অনেকস্থানে কিছু বাড়িতে থাকিলেও তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে না। যদি প্রত্যেক প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় কার্য্য তাহা সম্পর্কে তাহাদের মনোযোগ দেন, তাহা হে-তাহাদের যে সামান্য দিবিবার বাড়তি আছে তা পূরণ করা যায় এবং অতিরিক্ত তাহাদের বস্তুগুলির বেশী পরিমাণে তাহা সরবরাহ করা যায়। "বাজেয়ন্ত বাড়াও" আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, গত দুই বৎসরে ঐক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই,—তাহার কারণ, লোহা, সিমেন্ট ও বস্ত্রপাতির ইত্যাদির অভাব এবং যান চলাচলের অসুবিধা। উপসংহারে তিনি বলেন, যদি অতি শীঘ্রই পঞ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা না যায়, তবে বহুদিন ধরিয়া অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিদেশীমুদ্রা অপচয়িত হইবে এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতের যে আকাঙ্ক্ষিত শিল্পোন্নয়ন আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইবে না।

চাউল

এই মাসের মাঝামাঝি ভারত বিদেশ হইতে ১০,০০০ টন চাউল পাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত এই পর্যন্ত প্রথম বন্দরে ১৯,৫০০ টন, দ্বিতীয় বন্দরে ১০,০০০ টন ও তৃতীয় বন্দরে ২০,০০০ টন চাউল আমদানি করিয়াছে। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ হইতে কলিকাতা ও হলদিয়ায় শিল্পাঞ্চলে চাউলের বরাদ্দ মাথাপিছু ১ সের ১১ ছটাক হইতে কমাইয়া ১ সের ৪ ছটাক করিয়া দিবার ফলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গে বন্দরে ৩৮ হাজার টন চাউল উপস্থিত ছিল। সরকার আশা করেন যে, ৫,০০০ টন চাউল ক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা ইতিমধ্যে ৮০০০ টন চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

তুলা

ভারত সরকার বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্যতোদের কাঁচা তুলা করিবার নিমিত্ত ইহার ১৫,০০০ গাঁইট পি. পি. টি. ইহার তুলার পরিবর্তে ১০,০০০ গাঁইট মুদ্রাফীতের চাহিদা মিটাইবার তুলা ক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে সরকার ওই কোম্পানিকে ইহাদের। এই বৎসরের প্রথম দিকে বিভিন্ন কলগুলির প্রায় সমস্ত কাঁচা তুলাই ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। বিভিন্ন ওই তুলা ক্রয় করিবার পরে যে অতিরিক্ত ১৫,০০০ টন তুলা ক্রয় ভারত তাহা ক্রয় করে।

পূর্ব বঙ্গের বস্ত্র কল বিদেশ পর সপ্তাহে যেখানে হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের তুলা ও বস্ত্র (১৩,০০০ গাঁইট) ক্রয় করিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার ভারতে যে ১৫২,০০০ গাঁইট তুলার বিনিময়ে ১৯,০০০ গাঁইট তুলা ও বস্ত্র ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছিলেন, সেই চুক্তি অনুসারেই পূর্ব বঙ্গ সরকার ওই মাল ক্রয় করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের তিন মালিক সঙ্ঘের সভাপতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, শ্রমিক অশান্তোষের জন্ত ও উৎপাদন হ্রাসের ফলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এক ভীষণ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে এবং অবস্থা এই সঙ্কটাপন্ন যে বাঙ্গলার অনেকগুলি বিলাই বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তাহাড়া প্রায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র বাঙ্গলার ২৩টি মিলে জমিয়া আছে এবং অতি শীঘ্রই যদি এই কাপড়গুলি বিল হইতে মুক্ত করা না হয়, তবে এই মিলগুলির আর্থিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে এবং সেই সঙ্কট হইতে তাহাদের আর কোন পরিত্রাণের উপায়ও থাকিবে না।—পশ্চিম বাঙ্গলায় ৩৬টি কাপড়ের কল ও ৮০ হাজার লাইলেমপ্রাপ্ত তাঁত আছে। ভারতীয় ১৩৫৭ সন হইতে বিদেশে বস্ত্রের সরবরাহ ১৫ ভাগের মধ্যে রাখিতে প্রয়োজন। বোম্বাই উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৪০ ভাগ বিদেশে যায়। পশ্চিম বাঙ্গলায় আবার বুটি ও পাড়ের চাহিদা মোট চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ, কিন্তু সমগ্র ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের বুটি ও পাড়ের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ। তাহাড়া বাঙ্গলায় উৎপন্ন মোটা কাপড়ের চাহিদা বেশী, অথচ সমগ্র ভারতে উৎপন্ন মোটা বস্ত্রের পরিমাণ মোট উৎপাদনের ২০-২৫ ভাগের বেশী নহে। সেই জন্ত বাঙ্গলার বিক্রি বিদেশ বাঙ্গলার মহাসঙ্কট দেখা দিয়াছে।

চিনি ও গুড়

অতিরিক্ত আমদানির শুল্ক ও রপ্তানি হ্রাসের ফলে কাশীপুরে চিনির বাজারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। বোম্বাইয়ে চিনির মণ প্রতি ৩ ও অন্যান্য স্থানে ২০৲ হইতে ২৫৲-র মধ্যে আছে।

গুড়ের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। দৈনিক ৫ ওয়াগন মাল বরাদ্দ হইতেছে এবং বরাদ্দ ফুরাইয়া যাইতেছে প্রায় ৩ ওয়াগন। রাজমুন্দরী হইতেও মালের কিছুটা চাহিদা দেখা যাইতেছে এবং কলিকাতার চাহিদারও কিছু উন্নতি দেখা দিয়াছে। তবে খেজুরে দুই মাসে গুড় গুড়ের চাহিদাই বেশী কিন্তু গুড় গুড়ের আমদানি আশানুরূপ নহে। বাপুরের বাজারে গুড় গুড়ের মণ ১১৲ কিন্তু ইক্ষুপ্রবেশের অন্যান্য বাজারে ১৩৲ হইতে ১৫৲। ভাঙ্গনের দেশ মণ প্রতি ২৯/৩০ পাই।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রায় ১৯,০০০ প্যাকেজ চা নিলামযোগে বিক্রয় হয়। আবহাওয়া ঠিক-ঠাক ও অনেকদিন পরে রৌদ্রের দেখা মিলায় চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে চায়ের দাম দুই সপ্তাহ ধরিয়া এক আনা পর্যন্ত কমিয়া যায়, কিন্তু চায়ের চাহিদা মোটেই কম ছিল না।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়
৪৩, বর্ণজলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,
কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

ফোন পি কে ৪৯৭১ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

হায়দরাবাদী অনিশ্চয়তার শেষে

অধিকাংশ, মোহনের অংশ

আমাদের গত সপ্তাহের "বিশ্লেষণী" পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আমাদের যুক্তির সারবত্তা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং মুদ্রাস্ফোটন ও বাজারের উপরে তাহার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের "বিশ্লেষণী"তে যে প্রচ্ছন্ন আশঙ্কাটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহারাও সন্দেহ নাই।—বাজারে এই ধারণার প্রচলন যত অধিক হয়, ততই যে বাজারের পক্ষে তাহা কল্যাণকর, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

• • • •

মুদ্রাস্ফোটন সম্পর্কে তাহার সরকার যে ঠিক কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। অবশ্য তদ্বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রকাশের আর অজুহাত নাই। কিন্তু তাহার সরকার যে-পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, মুদ্রাস্ফোটন সম্পর্কে যদি তাঁহারা সর্বপ্রথমে আশঙ্কিতভাবে সহিত অবসর গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে মূলধনের বাজার সম্বন্ধে অধিকতর আস্থার প্রকাশ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে। কারণ মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের পক্ষে এই দুইটি পন্থার কার্যকারিতা সন্দেহজনক এবং এই দুইটি পন্থা অবলম্বিত হইলে নিয়ন্ত্রণমুক্তির ফলে বর্তমান অনিশ্চয়তার সম্ভাব্য অবসানকারী।—সেইজন্যই আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতেছি,—মুদ্রাস্ফীতি-রুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অবনতির পরিবর্তে বাজারের ইহাই সম্ভাব্যতাই সর্বাধিক।

• • •

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে কারবারের পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেয়ার ছাড়া অন্যান্য সেয়ারের কাজ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়।—সরকারী অনুমানের বাজারের ১৯৫১ সালের শতকরা ৩ টাকা মূল্যের কাগজের মূল্যমান পরিলক্ষিত হইয়াছে।

• • • • •

আলোচ্য সপ্তাহে যে কয়টি সেয়ারের কিছুটা তাজ হইয়াছে তাহার মধ্যে আসানসোল জুট ও বিড়লা জুটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোনাস সেয়ার প্রদানের সম্ভাবনায় আসানসোল জুট ২৭৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৮৶০ হয় এবং বিড়লা জুটের মূল্য ৩১০ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ৩১৯৷৷ পৌঁছায়। আজ উহাদের মূল্য যথাক্রমে ২৮৲ ও ৩৭৷০ আছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য যে সকল সেয়ারের কিছু বেশী পরিমাণে ঊর্ধ্বতন মূল্যে কাজ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কালকাটা ট্রামওয়েজ, বারক্লস, আসাম "এ" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।—ইণ্ডিয়ান ট্রামওয়ে ওয়াগনের কাজের পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার বর্তমান মূল্য আছে ২১৲। নূতন মূলধন কালকাটা ট্রামওয়েজের কিছু সেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

• • • •

গার্ডনীলকার্ণ পরিচালিত চটকলসমূহের বোনাস সেয়ার প্রদান প্রস্তাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অকল্যাণ্ড, মৈরাটি ও ইউনিয়ন কোম্পানী প্রতিটিতে সাধারণ সেয়ারের জন্য বিনামূল্যে একখানি নূতন সেয়ার, হ্যাজার্ড ও লাক্সমাইর প্রতি পাঁচখানি সেয়ারে বিনামূল্যে একখানি নূতন সেয়ার, চাঙ্গাভাঙ্গনি ও লংসেল প্রতি পাঁচখানি সেয়ারে বিনামূল্যে দুইখানি নূতন সেয়ার এবং ভিক্টোরিয়া প্রতি পাঁচখানি সেয়ারের জন্য তিনখানি নূতন সেয়ার প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে —সাধারণ অবস্থায় বিনামূল্যে এই সকল বোনাস সেয়ার প্রদানের সংবাদে বাজারে যে কিরূপ উৎসাহের সঞ্চার হইত, তাহা আমরা সকলেই অনুমান করিতে পারি।—কিন্তু বর্তমানে চতুর্দিকে এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান যে, এই ধরণের সুখবরেও বাজারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

• • • •

এই সকল বোনাস প্রদানের ফলে সকল ক্ষেত্রেরই টাকাটাকে মূলধনে রূপান্তরিত করা হইবে বলে। অর্থাৎ অংশীদারগণ তাঁহাদের মূলধনী লাভের যে টাকাটা এতদিন গ্রহণ করেন নাই, তাহা এইবার আদায় লইবেন এবং সেই টাকাটাকে মূলধনরূপে প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের বিনিয়োগ করিবেন;—এই মূলধনবৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যৎ লভ্যাংশ শতকরা হারে অবশ্যই হ্রাস পাইতে পারে;—যেখানে বিনামূল্যে অংশের হার যদি অতিশয় উচ্চ দেখা যায়, তাহা হইলে এই ধরণের মূলধনের উপরেও অপরিবর্তিত হারে লভ্যাংশ লাভের সম্ভাবনা নাই।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে বাজারে যে বিক্রয় দেখা গিয়াছিল, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হায়দরাবাদে পরিস্থিতি সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা। আজ সংবাদে যে এবার সত্যই হায়দরাবাদকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তৎসম্পর্কে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাহারই ফলে বাজারে একটা সাময়িক দুশ্চিন্তারও সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আজ (সোমবার) কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় বাহিনী হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে;—অতএব এইবার যে এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের সংবাদে বাজারে যে মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে এক কথায় "বিশ্লেষক" বলা যাইতে পারে;—অবশ্য এক শ্রেণীর বাজারের সঙ্গীর মনোভাব যাচাই করিবার সুবিধা আমাদের হয় নাই।—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আমাদের চোখে পড়িয়াছে এবং বাজার-সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ধারণা করিবার অবসর হইবে না যে, হায়দরাবাদ অভিযানের সংবাদে তরুণবাদী বাজারই খুশী হইয়াছেন এবং সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তার অবসানের ফলে ইহাতে সেয়ারের ঊর্ধ্বতন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। হায়দরাবাদ অভিযানের পূর্বে এরূপ "ঐতিহ্য" সম্বন্ধের কথা কল্পনা করা কঠিন ছিল বলিয়াই, বর্তমান মনোভাবকে আমরা "বিশ্লেষক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

• • • •

লাক্ষাকারী কলপত্র—

এই বিভাগে যে অন্তর্ভিত্তি অপরিবর্তিতই ছিল ১৯৫০ সালের ৩১ মূল্যের কলপত্রের যে ছিল ২৩৯/০ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫১-৫২ ছিল ২০৮৶০, ৩১ মার্চ ১৯৫১-৫২ ছিল ১৩৪৶০, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫২-৫৩ ছিল ১০০৶০।

ব্যাঙ্ক—

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক সেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু ব্যাঙ্কের যে আছে ১১১৲ (১১১৲), বেঙ্গল সেন্ট্রালের যে আছে ১১৲ (১১৲), ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের যে আছে (৯০৶০)। ইণ্ডিয়ান্যাশনাল ব্যাঙ্কের যে ১৮৯৲ হইতে ১৯৩৲ টাকায় তুলে পাইয়াছে —কিন্তু ব্যাঙ্কের যে অবশ্য দুই হইয়াছে (৩৫৲—৩৭০)।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণে অত্যন্ত অল্প কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিগঞ্জ টেক্সটাইল কেমারেজা হইয়াছে ১২ টাকায় (১২৲), বর্ডটিক্সার কাগজ হইয়াছে সত্যাংশ মাত্র ৪৬৲ টাকায়। এলগিনের যে আছে ১৩৪ (১৩০), ভিক্টোরিয়ার বিক্রেতা আছে ৩৯৩; কেশোরামের যে আছে ১৮০।—সত্যাংশ মাত্র ডানবারের বিক্রেতা আছে ২১০ টাকায়।

কয়লার খনি—

কয়লার খনি বিভাগে কিছু উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কয়লা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি সংবাদে এবং কয়লা উৎপাদনের পরিমাণে প্রচুর উন্নতি সংঘটিত হওয়ায়, সকলেই এরূপ আশা করিতেছেন। রাজস্বের আরও কিছুটা উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই খনিগুলির কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। বরাকরের মূল্য আছে ৪১৲ (২০৲), ইস্টার্ন টেলে আছে ৪০৩ (৩৯৲), সাউথ কাশীপুর ২৫ (২২৲), তালচের ৪৯৲০ (৪৪৲), সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৩৮৲০ (৩৮৲০), বেঙ্গল সত্যাংশ মূল্য ৪৩২৲ (৪৩২৲)

চটকল—

কাঁচা পাটের দর হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া এ বিভাগে দর স্থির আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরের উন্নতি দেখা গিয়াছে। বোনাস সেয়ার প্রদানে গুজরে কেওরিমেরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে অকল্যাণের দর আছে ২৯৪৲ (২৮২৲), ইউনিয়ন ৪১৫৲ (৪১০৲), ইণ্ডিয়া ১৯৯৲ (১৮৭৲), আসানসোল ৪১৲ (৩৯৯), বিড়লা ৩৭৷০ (৩৭৷০)। রাণি, ফ্রাঙ্কন কাগজকারী প্রভৃতির দর অপরিবর্তিত ছিল। ব্যাঙ্কের দর আছে ৩৬৲।

বিবিধ—

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর আছে

(শেষাংশ ৮৩৩ পৃষ্ঠায়)

বাউড়িয়া ও ডানবারের লাভের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি

১৯৩০ সন অর্থাৎ গত বছর লাভের অঙ্ক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে বাউড়িয়া কটন মিলস্ লিমিটেড আলোচ্য বছরে ৫,৩১,৩৪৯৲ নীট লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবকালে এই লাভের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫,৯২১৲। আলোচ্য বছরে যে বেশী বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,১৯৩৲ (১৪,৩৮,১৮৫৲)। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে নীট ৫ লক্ষের উপর অবচয়ের, মূল্যসংরক্ষণার্থে যা সঞ্চয় করা হইয়াছে, মূল্যসংরক্ষণের আর কোনও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হয় নাই, যা সঞ্চয় করা হয় নাই। কিন্তু উপস্থিত হিসাবে অবচয়ের ১ মূল্যসংরক্ষণার্থে ৫১,০০০৲ ও সঞ্চয় তহবিলে ১০৲ জমা করা হইয়াছে। এই বিশিষ্টরূপের পর ৫ লক্ষের অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত ঐ হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১৯,৩৩৩৲ ধরিয়া মোট ১,১১,৩৩৩৲ হইতে নিম্নের ৪টি খাতে মোট ৫৫,০০০৲ টাকা ৫ লক্ষাংশে হিসাব প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ হিসাবে এই লভ্যাংশের হার ছিল শতকরা মাত্র ১০৲। আলোচ্য বছরে পূর্ব্ববর্ত্তী অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,০০ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৯৩৲।

ইহা সকলের জানা আছে যে ১৯২৮ সালের প্রারম্ভে যে উদ্দেশ্যে বাউড়িয়া কটন মিলস্ লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ডানবার মিলস্ লিমিটেড কোম্পানীর সহিত বাউড়িয়া কটন মিলস্ লিমিটেড কোম্পানীর একত্রীকরণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, এই ব্যবস্থায় আশানুরূপ অবস্থার উন্নতি করিয়া অংশীদের এবং ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা এই দুই কোম্পানীর লাভের অংশ হইতে নিয়মিত ভাবে সঞ্চয় করিয়া পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবার পরেই বাজারে কাপড়ের চাহিদা ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। উৎপাদিত কাপড়ের যে মূল্য পূর্ব্বে ছিল তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছিল। সেই হারে বিক্রয়ের লাভ করা সম্ভব হইল না। উপরন্তু, প্রথম প্রথম উৎপাদন হ্রাস হওয়ায় যে বাজে খরচের অনুপাতের একটা বড় অঙ্ক বিক্রয়ের হারের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিক্রয়কেন্দ্রসমূহে মালের গাঁটরি বেশী থাকার দরুণ বেশী বেশী হইতে থাকে, বহু কারণে মজুরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এই ব্যবস্থায় মিলের স্থায়ী সংস্থা হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া যখন গত এপ্রিল মাসের শেষে উপায় হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যসংরক্ষিত ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভবপর হইয়া পড়িল, তখন একরূপ প্রচুর পরিমাণ মালের দর ও উপরিচার্জ্জ খরচের মালের সঞ্চয়ের টাকা অনায়াসে অংশীদের পরিশোধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিত। এই সময় মাল বিক্রিয়া ফুরাইয়া গেলে যে সেখান বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেও ঐ অসাধু ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রচুর মাল আমদানী করিয়া বাজারে চালিয়া যায়।

কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকার গত ৩০এ জুলাই পুনরায় মিলের তত্ত্বাবধানের সময় বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং পুনরায় বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবেন বলিয়া করিয়াছেন। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের হাতের মজুত মাল বিক্রয় করিবার জন্য আগামী ৩১এ আষ্টে ৭৫ পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে।

আনুষঙ্গিক এজেন্সী—ফোর্টনরথ ফুলের আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ১৯,৩৩,৩৩৩৲।

নিবন্ধপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৩৮)

দায়

অংশীদের মূলধন	
অনুমোদিত	১১,৩৩,৩৩৩৲
বিলিকৃত	৬,৩১,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১১,৩৩,১৯৯৲
অন্যান্য তহবিল	১৩,৩১,১৫৩৲
ঋণ	১৩,৩৩,১১৩৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১১,৩৩৩৲
মোট	৩৩,৩৩,৯৯৩৲

বিজ্ঞাপনী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য
'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কালে ৩৬৩৪ ও কাল ৫০৩৯)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি

মোট বদ্ধ সম্পত্তি	৯৯,২৩,১১৩৲
মূল্যসংরক্ষণ	৩৯,৯৯,৩৩৩৲
নীট বদ্ধ সম্পত্তি	১৯,৩৩,৭৯৩৲
সরঞ্জাম	১,৩১,৩৩৩৲
মজুত মাল	১১,৯৩,১১১৲
বাকী পাওনা	১,৩৯,৩৩৩৲
খরচিয়োয়ার	১১,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	১,৩৩,১৯৩৲
নগদ	৯৯,১৭৩৲
মোট	৩৩,৩৩,৯৯৩৲
ঋণ সম্পত্তি	৯১,৩১,১৯৩/

* * * *

ডানবার মিলের ১৯৩৮ সনের ৩১এ জুলাই তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের নীট লাভ ১,১৩,৯১৮ টাকার স্থলে এবার নীট লাভ হইয়াছে ৩,৮৩,৩৩৩৲। এই সময়ে মোট বিক্রয়মূল্যের পরিমাণও প্রায় ৮.৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৩৯,৩১,৩৩৩৲ (৩৩,৯৩ ৩৩৩৲)। বর্দ্ধিত লাভের অঙ্ক একত্র করা হেতু যেসী টাকা রাখার প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাহার অঙ্ক বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,১৩,৩৩৩৲ (৯০,৩৩৩৲)। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে মূল্যসংরক্ষণার্থে ও সঞ্চয় তহবিলে কিছু রাখা সম্ভব হয় নাই, এবার যথাক্রমে ৭৯,৩৩৩৲ ও ১৫,৩৩৩৲ রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সকল হিসাবরাখার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৩৯,৯৩৩৲ যোগ করিয়া, মোট ৩,২১,১১১৲ হইতে নিম্নোক্ত অংশোপযুক্ত বার্ষিক শতকরা ৩০৲ হারে লভ্যাংশে হিসাব প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ১০৲ মাত্র। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৩৩,৯২১৲ (৯৯,১৯৩৲)।

আনুষঙ্গিক এজেন্সী—ফোর্টনরথ ফুলের আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—১১,৩৩,৩৩৩৲ (১১,৩৩ খানি ১০৲ টাকার পূর্ণমূল্যীকৃত সাধারণ অংশে)।

নিবন্ধপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৩৮)

দায়

অংশীদের মূলধন	
সাধারণ	১১,৩৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১১,৩৩,৮৩৩৲
অন্যান্য তহবিল	১৩,৩১,১৩৩৲
ঋণ	১১,৯৯,৩১৩৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৩৩,৯২১৲
মোট	৩১,৯৩,৯৯১৲

সম্পত্তি

মোট বদ্ধ সম্পত্তি	১২,৩১,৩৩১৲
মূল্যসংরক্ষণ	৩৩,৯৯,৩৩৩৲
নীট বদ্ধ সম্পত্তি	১১,৯৩,৩৩৩৲
সরঞ্জাম	৯,৯১,৩৩৩৲
মজুত মাল	১৩,৯৯,৮৩৩৲
বাকী পাওনা	৯,৩৮,৩৩৩৲
খরচিয়োয়ার	১১,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	৩,৩৩,১১৯৲
নগদ	১১,১৯৩৲
মোট	৩১,৯৩,৯৯১৲
ঋণ সম্পত্তি	৯৯,৩৩,৩৩৩৲

সংবাদলিপি

(পূর্বপৃষ্ঠার ৮৩৪ পৃষ্ঠায়)

যাহাই হউক না কেন, পাকিস্তানের তরফ হইতে এতদিন যেসব মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার অন্তত পূর্বাঞ্চলীয় নিরপেক্ষ জনসাধারণের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং ফলে পরিবর্তে পাকিস্তানের 'সহযোগিতা' লাভ করা গিয়াছে। এই ব্যাপারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী যে আন্তরিক হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বিবৃতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও তিনি তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে ত্রুটি করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে কাশ্মীর সমস্যা ইউ-এন-ও'তে লইয়া যাইবার দিনকে যেসব বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই হিসাবে পরিষদ মেরুকরণ এই প্রথম ভারত 'বিজয়ে' আনন্দ ঘোষ করা স্বাভাবিক। কিন্তু ইউ-এন-ও'র সেই বিচার যদি ভারতের অনুকূলে না যায়, তাহা হইলে তাঁহার সমালোচকরাই জয়ী হইবেন।

সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করিতে বিলম্ব করা সম্বন্ধে বিলাতের বিরুদ্ধেই তাহার সরকার যে দায়ী জানাইয়াছেন, তাহাতে বিলাতে ও দেশের চাকুরিতে বিশেষ আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, কেন্দ্রীয়ী রাজাকারদের অত্যাচারের প্রতিকার না করায় সমস্ত আন্তর্জাতিক করিতে পারেন না। তাহার সরকার যে এই ব্যাপারে এত বেশী করিয়া ফেলিয়াছেন ও নিজামকে অনেকে যে সকল সুযোগ দিয়াছেন তাহা দেশের জনসাধারণের সমর্থন করিতে পারেন নাই। আশা করা যায় এইবার নিজাম ও তাঁহার অনুচরদের যথাযোগ্য শাস্তি দানের ব্যবস্থা হইবে।

গত বছরখানেক ভারতীয় পার্লিমেন্টের অধিবেশন অধিকাংশ কালের জন্য সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনে বিলাত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিল, আফ্রিকান্স বৈশ্য বাসিন্দা বিল, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি সম্পর্কিত বিল এবং বিমা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বিল, এই চারিটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করা হইয়াছে। অধিবেশনের প্রথম দিকে শ্রীযুক্ত অবশ্যকরণের আক্রোশবশতে পার্লিমেন্টের ভেতুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হইয়াছে। বিলাত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিলটিই এই অধিবেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী ওই বিলটি উত্থাপন করিতে গিয়া বলেন যে, বিলাত ব্যাঙ্ক যাহাতে পূর্বাঞ্চলীয় যে কোন দেশের ক্ষতিসাধন করা করিতে পারে, তাহার জন্যই প্রধানতঃ এই ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্তের করা হইতেছে। বর্তমানে বিলাত ব্যাঙ্ক শুধু ইন্দিয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ক্ষতিসাধন করা করিতে পারে। অন্যান্য যে ৫টি ব্যাঙ্ক অংশীদারদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত পাটিল সীতারামাইয়া তাহার বিরোধিতা করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু অর্থমন্ত্রী সেই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট জবাব দিতে সক্ষম হন নাই।

বর্তমান বন্দুকের দিন বন্দুকনিক সৈন্যবাহিনী পাঁচ সম্পর্কিত বিলটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমানে ওই সৈন্য সংখ্যা ১,৩০,০০০ জনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা সাময়িক মাত্র এবং যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হইবে। শ্রীযুক্ত এস কে পাটিল মন্তব্য করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে অন্তত ১৫ লক্ষ সৈন্য দরকার এবং শ্রীযুক্ত বাঁচিয়ান্ত জনাব বলেন যে, দেশের প্রয়োজনানুসারে বর্তমানে অন্তত দেড় কোটি সৈন্য দরকার।

শিল্পনীতির ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়ক মুখার্জি যখন ১৯৬৬ সালের নিজামাবাদ্যায় ব্রত সরকার বিলটির সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন যোজনাভবনের বিরুদ্ধে পরিষদে প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়। তবে মুখার্জি আশ্বাস দেন এই বিলটি পাশ হইলে মুক্তক-কারীদের মনের পরিবর্তন ঘটিবে এবং তাহারা যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না।

হায়দরাবাদের অভিজ্ঞতার থেকে

(পূর্বপৃষ্ঠার ৮৩১ পৃষ্ঠায়)

২৯৯/-, ইস্ট কর্পোরেশন ১১৮/-, মুম্বাপুরী ২১০, টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৬৩, কেশব ১৬৯/-। বন্ধ কর্পোরেশন কেনাবেচা হইয়াছে ৩৮০৭, ইন্ডিয়ান ডপার ২১০৯। শেষ আদায় হয় আছে ২৫/-, ন্যাশনাল ইলেক্ট্রিক ১৯৫০ এজেন্সী ব্রাদার্স ২৩৯০, ইন্ডিয়ান কেবলস ৩১৬০, ইন্ডিয়ান ফসফরাস এয়ারওয়েজ ৭১০, আফ্রিকা লেবোরেটরি ১৩৯, বি-আই কর্পোরেশন ১৮৮০, চিট ফড় সেলার ৩৯৮০, আসাম ক্যা ১৮০, ইন্ডিয়া টারবিন ১১২, ব্যাঙ্ক সুবার ৯৫০, বার্টন সার্ড ১৫, ফাশনাল টোবাকো ১০৯। এক আর সি অফিসার ৯০ ঘরে হার্ড বন্দর করিয়াছে, ইন্ডিয়ান উচ প্রডাক্টস্ এর বন্ধ আছে ৩১/০।

চা—

চা-বাগানের মেয়াদের বন্ধ ছিল, যদিও কেনাবেচা আছে হইয়াছে। ডেলফুরের বন্ধ ছিল ২৭০, টাই ইন্ডিয়া ১৯৮০, চলবিহারী ৩১০, টুকডাহ ১৭০। তাদের বিক্রয় হইয়াছে ১৫৮০ বন্ধে, রাজিনগর কেনা ছিল ৪৮৮০৮। আসামীদার বন্ধ ছিল ১২১০।

অধিবেশে আবশ্যক

(পূর্বপৃষ্ঠার ৮৩৯ পৃষ্ঠায়)

কোন প্রতিষ্ঠানেরই অব্যাহতি নাই, দেখুন আমাদের ব্রহ্মস্ব ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের বন্ধ যদি স্থান রাখেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে অধিকাংশ সেই ভয়ঙ্কর অবস্থানের হাত হইতে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে দেশ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।—তাঁহাদের এই শুভ প্রচেষ্টা কেবল পারস্পরিক সহযোগিতার পথে, একীকরণের পথে, মিলনের পথেই সার্থক হইতে পারে।

ব্যবসায়ের নিকট আজ আমাদের অনুরোধ তাঁহারা সকলেই কৃতী যাদব। ব্যক্তিগত লাভের মুখ-সুবিধা-স্বার্থের উর্ধ্বে তাঁহারা সকলেই উঠিতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। দেশের কল্যাণের জন্য, তাঁহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটি বিশাল অর্থের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া আমরা এখনও আশা রাখি। তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনার কম নয়ে। সে-কারণে যদি তাঁহারা বাংলাদেশকে (এবং এমন কি হয়ত ভারতবর্ষকেও) অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন এবং সমগ্র দেশের ধন্যবাদভাজন হইবেন।—কিন্তু ইহা কত সংকটের সময়, আমরা আবার এ সম্পর্কে আর অধিক বিলম্বের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* * *

গত সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে বিলাস-বিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চলতি মেয়াদে পরিমাণ ১,১১৫.১৮ কোটি টাকা হইতে সমান বৃদ্ধি পাইয়া ১,১১৭.২৪ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কে বিলাসে ব্যক্তির মেয়াদে পরিমাণে কিন্তু ৬৯৯৯ কোটি টাকা হইতে ৬৫.৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস পাই হয় সময় মেয়াদে পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই (১,২৪১.৬৪ কোটি টাকা—১,২৪১.৮৮ কোটি টাকা)। সম্প্রতির দিক বিচার করিলে দেখা যায়, ইন্দির ও ভারত সরকারের ঋণ সহায় পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু রাজ্যসমূহ পরিমাণে সামান্য হ্রাস ঘটিয়াছে (৪৪.১৭ কোটি টাকা—৪৪.২১ কোটি টাকা)। মোহর ও অন্যান্য পরিমাণও স্থির আছে, দেখা যায়।

* * * *

ব্যাঙ্কিং বিলাসে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ ৯৩৯.২ কোটি টাকার একজন অপরিবর্তিত ছিল বলিলে হয়। অন্যান্য সরকারী ঋণের সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে (১১.৭৭ কোটি টাকা—১৬.৮৭ কোটি টাকা) বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রক্ষিত ব্যাংকসমূহের ঋণ ২৫.৯৬ কোটি টাকা হইতে ২২.৩৪ কোটিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হুন্ডিবেলীর ঋণ ৩৬.১২ কোটি টাকা হইতে ৩১১.১৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিনিময়ের পরিমাণে ৭১.৪৯ কোটি টাকা হইতে ৭৩.৬৮ টাকায় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণে অবশ্যই ঘটিয়াছে দেখা যায় (৪.৯৮ কোটি টাকা—৪.৫৪ কোটি টাকা)।

* * * *

১৭ই আষাঢ় তারিখে যে সপ্তাহ সমাপ্ত হইয়াছে সেই সপ্তাহের জন্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত বিলাসে দেখা যায় যে, চাহিদাদেয় মেয়াদী ব্যাঙ্কসমূহের বিভিন্ন হইতে ঋণের পরিমাণে হ্রাস ঘটিয়াছে (১৮.৬৭ কোটি টাকা—১১.১৫ কোটি টাকা), কিন্তু অন্যান্য ঋণের পরিমাণে উন্নতি দেখা গিয়াছে (৬৭৪.৯৯ কোটি টাকা—৬৭১.৭৩ কোটি টাকা)। মেয়াদান্ত ঋণের খাতে ব্যাঙ্কসমূহের বিভিন্ন হইতে ঋণের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৫৬.৭১ কোটি টাকা—৫১.১৪ কোটি টাকা)। অন্যান্য মেয়াদের ঋণ একরূপভাবে অপরিবর্তিতই আছে (৩১২.১৪ কোটি টাকা—৩১১.৩১ কোটি টাকা)। হুন্ডির মধ্যে চাহিদাদেয় আছে ৩১.৬১ কোটি টাকা (৩০.০৭ কোটি টাকা)। বিভিন্ন খাতে রক্ষিত ঋণের পরিমাণ আছে ১১.৮৯ কোটি টাকা (১১.৭১ কোটি টাকা) খাতের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস হইয়া (৩৩.৩৯ কোটি টাকা—৩০১.১৫ কোটি টাকা), অন্যান্য ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১৫.৬৫ কোটি টাকা হইতে ১৯.৬৯ কোটি টাকায়।

ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অতিরিক্ত তথ্য)

—

বিভাগের মোট

মোট

—

ঋণ ও অগ্রিম মোট

ঋণ — ... ...

ঋণের বাহিরে ... ... —

মো ... ...

ঋ ... ...

ঋ মূল্য ... ...

বাণিজ্যিক হিসাব বন্ধ ও

হিসাবের ... ...

ঋ বিভাগ—

ঋ মূলধন ... ...

জা ... ...

—

ঋ সরকার ... ...

ঋ ... ...

ঋ ... ...

ঋ

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আমানত)	বন্ধক ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মূল অনুমান	লভ্যাংশ	বাজার দর ১৩৫৮	১৩৫৯	১৩৬০	১৩৬১	১৩৬২	শেষ বার
ইন্ডিজীবাহিনি											
ইন্ডিয়ান আমদানি ...	১,১৫,২১,০০০	১,১৩,০০,০১৬৲	১০৲	১৯৩(ত)	৩৪১	...	---	১৭৫-১৭৯/৩	—	১৭৫-১৭৯/৩	—
হেমন্ত ...	১১,০০,০০০	৩৩,৩৩,১১০৲	১০৲	১৯৩(ত)	১৩৪১	১৭৯/৩-১৮৯/৩	১৮৯/৩-১৯৮/৩	...	—	...	—
ইস্টার্ন আমদানি ...	১,১৫,৫০,০০০	১১,৩৩,১১,১৫০৲	১১৲	১৯৲ (ত)	৩৪৩	---	---	১৯৩/৩	২৯৩/৩	৯৮৲ (ন. ত)	—
বার্ন	৫১,০০,০০০	১,৩৩,১১,২০০৲	১৫০৲	১১৯৩(ত)	৩৪৩	---	---	...	৩৫০৲	...	—
হেমন্তবাণী ...	৩১,৩১,৩৩০	১১,০০,০০০৲	১৲	৯৩(ত)	১১৫১	৯১/৩	৯৩	...	৮৫	১৯৩	—
বার্মাসিল্ক ...	১০,০০,০০০	১,১১,১১৲	১৲	৯৯(ত)	৩৪৩	৯৯/৩-৯৯/৩	৯৯৩/৩	৯৯/৩-৯৯/৩	৯৯৯/৩-১৯৩	৭৲৯৩	—
ইন্ডিয়া মডুলেশন ...	৯,০৫,১১,৫০০	১১,১০,০১১৲	১০৲	---	১৯৫১	১৭৯৯৩	১৩৯৯-১৯৯৩	১৩৯৯-১৯৯/৩	১৭৯৯৩	১৭৯/১-১১৫/৩	---
কাগজাবলি											
আমদানিরপ্তানি ...	১১,০০,০০০	১০,৩৩,৫০০৲	১০৲	১৲	৯৫১	---	---	...	১৯৲	...	—
ইন্ডাস্ট্রিজ ...	১১,০০,১৫০	১১,১১,৩৩০৲	১০৲	৯৲	১৯৫১	...	...	...	৩৩/৩	৩৩/১-৩৩৩	—
আজো আমদানি ...	১,০০,০০০	১,১৫,০০০৲	১০	৯৲	১৯৫১	...	...	৯৯/৩	...	...	—
কারখানা ...	১১,০০,১৩০	... ...	১০০৲	...	৫/৩	...	...	...	...	...	—
ডানলপ ...	১০,০০,০০০	১,১১,১১০৲	৫৫৩	১৯৩(ত)	৯৫১	---	---	...	৯৯/৩	৫৫/৩	—
বর্ম ওয়েস্ট ...	১,১৫,১৫০	১,০০,০০০৲	১০৲	৯৩	৯৩১	—	—	...	...	...	৫
বর্ম বায়ুল ...	১,১০,০০০	১,১১,১০০৲	১৫৩	৯৩	১৯৩	...	---	...	...	...	৯৲
মিঠে গীতবুল ...	১১,১০,২০০	১১,১১,১৫১৲	১০৲	---	৯০৫১	১০৯৩	১১৲-১১৯/৩	১১৩৩	...	...	—
মিঠে রামবুল ...	১,০০,০০০	৯,৫১,৩৩১৲	১০৲	৯৩	৯৫১	১১৫৩-১১৯৩	...	...	...	...	...
লেদজাদী ...	১১,১১,০০০	১১,১১,১৩০৲	১০৲	১৲	৯৩১	---	---	...	...	...	৫১
বয়াজ ...	৫১,০০,১৫০	১,১১,১১,৩৩৯৲	১০৲	৯৩	১১৫১	১০/৩-৯০/৩	১০৲-৯৩৩	৯৩৯৩	৯৫৯৩	৫১৲	...
হেমন্ত ...	৩০,০০,০০০	১,০০,০০,১৩৩৲	১০০৲	১০৲	৩৫৩	...	৯৩৲	৯৩৲-৯৩৩৲	...	...	...
আয়ন ...	৫০,০০,০০০	১৯,১১,১১৭৲	১০৲	১৯৩(ত)	৯৫১	---	১৯৩-১৯৩	...	১/৩-১৩৩	...	...
গার্ডিয়ান ...	১৫,০০,০০০	১০,১১,৩৫১৲	১০৲	...	১৫১	---	---	...	—	...	৪
হেরল্ড ...	১০,৩০,০০০	১,০০,০০০৲	১০৲	১৲	১১৫১	---	---	...	...	...	৪
হরিসাধী ...	১,০০,০০০	৯,১০,০০০৲	১০৲	৯৲	১১৫১	---	---	...	...	...	১৫
পিকচু৩ ...	১,১০,০০০	৯,১১,১৩০৲	১৲	১১০	১১৫১	---	---	...	...	...	৩
গার্ডেন ফ্যাকচুরি ...	১১,১০,০০০	১,১০,০০০৲	১০৲	১৲	১৫৩	৯৫৯৩	৯৯১/৩	৯১৯-৯৩/৩	...	১১৯-৯১৲	...
লেদ্রোজেন ইন্ডিয়া ...	৫১,১১,০০০	১৫০৲	১০৲	---	৩৫১	৯৩৩	---	৯৩/৩-৯৩/৩	---	৯৩/৩	...
কাগজের কল											
এমলিন ...	১১,০০,০০০	১০,১১,১১৯৲	১০৲	১৫৩	৩৫৩	---	---	১৯৩	---	...	—
কাগজ টেক্সটাইল ...	১১,০০,০০০	১০,১০,০০০৲	১৫৩	৫/৩	৩৫৩	১১৲-১১/৩	১১৲	১১৲	১১৲	১১৲	—
ফেনোমান ...	৫০,০০,০০০	১১,১১,১১০৲	১৫৩	১৩(ত)	৩৪১	---	১৯/৩-১৯৩	---	---	...	৫
ডানলপ ...	১৯,০০,০০০	১০,১১,৩৫০৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৩	---	৯৩৲ (ন. ত)	---	---	...	—
লরেন্সবী ...	৩০,১১,০০০	১১,০০,০১১৲	১০৲	৯৲(ত)	১৯৫৩	---	---	---	---	...	—
গার্ডিয়ান ...	৯,০০,০০০	১১,১১,১৫০৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৩	---	---	---	---	১১১৲ (ন. ত)	—
হরবী ...	১১,০০,০০০	৯,১১,১৩৯৲	১০৲	৯৩(ত)	১৯৫৩	---	---	১১০	---	---	—
বিড়ল ...	১১,০০,০০০	১১,০০,১৩৯৲	১০৲	৯৲(ত)	১৯৫১	---	---	---	---	...	—
মুরা	৩০,০০,০০০	১০,৩৯,১৫৯৲	১০০৲	১০৲(ত)	১৯৫১	---	---	---	---	...	—
মেটিয়া ...	৯,০০,০০০ ১৯,১১,৩৩০	১৯,৩৩,১১৯৲	১০৲ ১০৲	৯৲ (ত)	১৯৫১	---	---	---	---	...	—

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শেষ প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকায়)	লগ্নি ও অন্যান্য হোল্ডিং	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	লভ্যাংশ	বাজার দর				
						১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
বস্ত্র-বয়ন										
ইস্টার্নমোহর	৫,০০,০০০	৯,৩৮,১৩৯	১০০	৭৯% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
কুমারী ও পার্বতীয়	৯,৩০,০০০	৪,৯০,১৪৯	১০০	৩৯% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
ক্রিস্টি সুতা	১,৩০,০০০	৪,৩৬,১৩৯	১০	১% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
গাজীপুরমল	১২,৩০,০০০	৯৯,১১,৫৫৯	১০০	৩৯% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
জুটমিল	৬,৩০,০০০	৬,৩৩,৩১৯	১০	৩৩% (ঘ)	১৯৯৩	—	—	—	—	—
ডায়াবাড়ী	৩,৩০,০০০	১১,৩০,০০০	১০০	১৭% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
তিমিরা	১২,৩০,০০০	৯,১০,০০০	১০	৩৯% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
দেশবাসী	১,১৩,০০০	৫,১০,১৩৯	১০	১% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
ধানমন্ডি	৯,৩০,০০০	৬,৩৯,১৩৯	১০	১৩% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
নেপচুন সমবায়	৯০,০০,০০০	৫,৩৩,১৩৯	১০০	১৯৯% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
পলাশ	৩,৩৩,০০০	৩,৩৯,৩১৯	১০	৩৩% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
বেলাবী বিলাস	৫,৩০,০০০	৯,৩৯,১৩৯	১০	৯৩% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	—	—
বাজালাড়া	৫,৩৩,০০০	১১,১৫,১৩৯	১০০	৩৯% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
বাসিন্দা	১৩,৩৩,০০০	১১,১১,১১১	১০	১৩% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
চিনির কল										
ইউ-পি	১৩,৩০,০০০	১৯,১৩,১৩৯	১০	৯%	১৯৯১	—	—	—	—	—
ওমর	৩৩,৩৩,০০০	১১,১৯,৩৩৯	১০	...	১৯৯১	—	৩৯%	—	—	৯৩
কুমারখোলা	১০,৩৩,৩৩০	৩৩,৩১,৩৩৯	১০	১৩৩% (ঘ)	১৯৯১	...	—	—	—	—
কেরোয়া সিমেন্ট	৯,১০,৩১৩	১১,১১,১৩৩	৯	৯৯% (ঘ)	১৯৯১	...	—	—	—	—
কোম্পানীগঞ্জ	৯,৩৩,০০০	৯,১৯,৫৫৯	১০	...	১৯৯১	—	—	—	...	...
খালসা	১৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০	১০	১% (ঘ)	১৯৯১	—	—	...	—	—
চালনা	১৩,৩৩,৫৩০	৫,১৩,০০০	১০	১% (ঘ)	১৯৯১	—	—	—	৩৯%	—
চালান	৫,৩৩,০০০	১০,৩৩,৩৩০	১০	১৩% (ঘ)	১৯৯১	—	—	...	—	—
শরীফপুর	১১,১৩,০০০	৯,৩১,১৩৩	১০	৯০ (ঘ)	১৯৯১	—	—	...	১৯৯%-১৩%	—
খনিজ										
ইস্টার্নহোম মাল্টিপারপাস	৯,৩৩,৩১,০০০	৩৫,৩৩,০০০	৫০ (ঘ)	১৯৩	১৯৯১	৩%	৩৯,৩০০	৩০০৩	...	৩৯০
কুমিল্লা ইউনিয়ন	১১,৩৩,৩৯০,৫৫ ৩৫,৩৯,৩৩৩	৫১,৩৯,৩০০	১১	১৯০% (ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	—
কুমিল্লা বার্নিশ	৩৩,৩১,৩০০	৩০,৩৩,০০০	১০	৯% পাই (ঘ)	১৯৯১	—	—	...	—	—
পদ্মজা ডায়মন্ড	৩১,৩৯,৩১১	১,৩৩,৩৩,০০০	১০০	...	১৯৯১	—	৩৩%	...	—	—
বিলাস ব্যাগ	৯,৩৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,৩৩,৩০০	১০০	৯% (ঘ)	১৯৯৯	১১১%-১১১%	১১৯%	১১১%-১১৯%	১১১%-১১৯%	১১৯%
যোদ্ধা পেট্রোল ব্যাগ	১৫,৩৩,৩৩১	১৯,৩৩,০০০	১০০	৯৯% (ঘ)	১৯৯১	৯৯%-১০৯%	১০৯%-১০৯%	১০৯%-১০৯%	—	১০৯%
রূপায় খাদ ইউনিট	৯,৩৩,৩৩,০০০	৯,১৩,৩৩,০০০	১০% (ঘ)	৩%	১৯৯৯	—	—	১৯%	১৯০%	১৯০%
স্টার খাদ ডায়মন্ড	১,৩৩,৩৩,০০০	১,১৩,৩৯,০০০	১০% (ঘ)	৯% (ঘ)	১৯৯১	—	—	...	—	—
হিল ব্যাগ	৫১,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০	১০% (ঘ)	—	১৯৯১	—	৩৯%	...	—	—
হিমালয় মাল্টিপারপাস	১,১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০	১৩%	...	১৯৯১	—	—	...	—	—
হেমন্তিকা খাদ খনি ইউনিট	৯,১৩,১১,৩৩০	৯,৩৯,৩৩,৩১%	১০%	১৯০	১৯৯৩	—	—	১৯%	১৯৯৩	৩৯৩
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
ইমামি	৩৯,৩৩,০০০	৫৯,৩৩,৩৩০	১০০%	৯%	১৯৯১	১৯৯%	—	...	—	১৯%

অগ্নি, নৌ, ভূমিকম্প, মোটরগাড়ী ও জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
'জীবন', 'অগ্নি', 'সামুদ্রিক'
'ভূমিকম্প', 'মোটরগাড়ী' ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৬৭৭

[৭ম বর্ষ ৪৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩রা আশ্বিন, ১৩৫৫ ; ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ মূল্য ৵৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িকী		অর্থলোক	
বাংলা দেশের ব্যাঙ্ক	৮৯৯	মুদ্রাস্ফীতিনিরোধে পরিকল্পনার বিলম্বিত আয়ু ...	৯১১
সমাজিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
জোরের আত্মসমর্পণ, নিখিলে ভারত-বিরোধী আইন, কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য, হরিজন তহবিল, কাউন্সিল মিশনের বোম্বাই যাত্রা, বন্দীদের খোঁজ, ...	৯০৩	বাজারদরের মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনিশ্চিত	৯১১
চারলিপি		বাজারের কথা	
লণ্ডন, দিল্লী, বাগদাদ, করাচী ...	৯০৫	অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা	৯১৩
জল	৯০৭	বৈষয়িক	
		কাপড়ের, সেলিমেট ও ক্যালিকোর্নিয়ার ফটকাবাজারের বিবরণ	৯১৪

বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক

"আর্থিক ভারত"এর গত সংখ্যার 'অর্থলোক' হইতে নিম্নবর্ণিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

"সহস্র দুঃখের সহিত আমরা বর্তমান সপ্তাহের 'অর্থলোক' লিখিতেছি। গত কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের আরও দুইটি তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের কাজ-কারবার বন্ধ করিতে (সাময়িকভাবে ?) বাধ্য হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি ও পরিস্থিতির অবস্থা দেখিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আরও দুইএকটি ব্যাঙ্কের পক্ষেও দ্বার বন্ধ করার প্রয়োজন হইতে পারে।"

—"আর্থিক ভারত"এর উক্ত মন্তব্যের পর কলিকাতার আরও দুইটি তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।—অতএব সাত দিনের মধ্যে চারিটি তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের কাজ-কারবার এযাবৎকার মত বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইল, দেখা যাইতেছে। ইহারা ভবিষ্যতে পুনরায় দ্বারোদ্‌ঘাটন (একক ভাবে অথবা অন্য কোন ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া) করিতে পারিবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

এই কয়টি ব্যাঙ্কের অসাফল্যের ফলে কলিকাতার বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিবার যে হিড়িক পড়িয়া যায়, তাহার [illegible] (সোমবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর) চরমে উঠে।—বস্তুতঃ যত টাকা তুলিয়া লইবার যে-দৃশ্য একদিন দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের লজ্জিত ও চিন্তিত হইবার কারণ আছে।

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে, কি তাহার কাজ, কি তাহার দায়িত্ব এই সকল অত্যন্ত প্রাথমিক আলোচনা লইয়া এখানে কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।—কিন্তু একথা বলিবার প্রয়োজন আছে যে, সকলেই জানেন, কোন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সমস্ত টাকাটাই কিছু আর সিন্দুকজাত করিয়া দিবারাত্র বসিয়া থাকে না!—ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, সে-টাকাটার একটা অংশ তাহারা লগ্নী করিয়া থাকে,—বাঙ্কেরা ইহা বুঝিতে খুব উচ্চ ধরণের মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না যে, সকল আমানতকারী যদি একই সময়ে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের গচ্ছিত অর্থ উঠাইয়া লইতে চান, তাহা হইলে পৃথিবীর বৃহত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কেরও সাধ্য নাই যে সঙ্গে সঙ্গে সে-টাকা পরিশোধ করে—কাজেই সেরূপ অসম্ভব আকস্মিক চাপের পরিমাণে উৎসাহী ব্যাঙ্কেরও দ্বার বন্ধ করিতে হয় এবং তাহার ফলে বিশেষভাবে আমানতকারীদের এবং সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে অসামান্য অনিষ্ট ঘটে।—কাজেই বাঙ্গালী আমানতকারীদের সাম্প্রতিক এই বিস্ময়কর দৃঢ়তা দেখিয়া লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। কারণ তাঁহারা অতিরিক্ত চাপ দিয়া এমন সব সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি আহ্বান করিতেছেন, যাহারা দরজা বন্ধ [illegible]

—এই প্রসঙ্গে একশ্রেণীর অবাঙালী বণিক সম্প্রদায়ের নাম খুব বেশী না নিয়াছে।—অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের বিরুদ্ধে নাকি একটি সুপরিকল্পিত অভিযান চলিতেছে পূর্বোক্ত অবাঙালী বণিক সম্প্রদায়ের তরফ হইতে। আমরা জানি এই অভিযোগ সর্বতোভাবে মিথ্যা নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে ওই শ্রেণীর অবাঙালী বণিকদের কোনদিনই বিশেষ খাতির থাকে না। বাংলাদেশে কারবারের দ্বারা আর্থিক ও মৌখিক সুনাম অর্জন করিলেও বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর মত "অন্ধবুদ্ধি" তাঁহারা নন; বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের কিছু ডাইরেক্টর তাঁহাদের কেবল ব্যাঙ্ক আসেই (এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরই) যে বাঙালী আমানতকারীদের, একথা জোর করিয়াই বলা চলে। অতএব বাঙালীর পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কের বাঙালী আমানতকারীদের টাকা সম্পর্কে অবাঙালী সম্প্রদায় যদি কোন অভিসন্ধিমূলক মতলব প্রকাশ করেন, তাহা কোনোমতেই আমরা আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে (এবং তাহার ফলে আমাদের নিজেদেরও সর্বনাশ সৃষ্টির জন্য) পাশুলের মত ছুটাছুটি করিতে থাকিব, তা কিরকম নিজেদের সম্পর্কে এরূপ নির্বুদ্ধিতার কথা মনে করিতেও লজ্জাবোধ হয়!

তুর্ধ্বনচিত্ত যে সকল আমানতকারী পূর্ণ বিশ্বাসে কোন বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে তাঁহাদের টাকা রাখিতে পারেন তাঁহাদের উচিত প্রথমেই কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে অথবা অবাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে টাকা রাখা, যেখানে তাঁহাদের অর্থ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; কারণ, সেক্ষেত্রে বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া তাঁহাদের "ভয়ে ভয়ে" শাসন করিতে হইবে না এবং যে কোন অলীক ও অতিরঞ্জিত, দ্বেষবিদ্বেষে অভিসন্ধিমূলক, গুজব শুনিয়া টাকা উঠানোর লজ্জাকর প্রকাশের দ্বারা যে-বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কে তাঁহারা গ্রহ করিয়া একদিন টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, তাহাদের বিপদ ডাকিয়া আনিবেন না!

কারণ, ইহা ঠিক যে, কোন ব্যাঙ্কের কয়েকজন আমানতকারী যদি শঙ্কিত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য হুটোহুটি বাধাইতে থাকেন এবং জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ-চীৎকারে এ সংবাদ পরিবেশন করিতে থাকেন, তাহা হইলে সে-ভীতি ও ত্রাস বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান আমানতকারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের উপর, অথবা নির্দিষ্ট কোন বাঙালী ব্যাঙ্কের উপর যাঁহাদের ষোল-আনা আস্থা নাই, তাঁহারা বাঙালী অথবা অবাঙালী যাহাই হউন না কেন) প্রথম হইতেই সতর্ক, যেখানে তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে সেরূপ স্থলে, তাঁহাদের টাকা রাখিবার ব্যবস্থা করেন।—কারণ এই সকল "অতিরিক্ত-সতর্ক" তাঁহাদের "অতিসতর্ক" থাকিতে পারিলে, বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের একটি প্রধান চিন্তার বিষয় এই যে, বাঙালী ব্যাঙ্কের মূলধন এরূপ স্বল্প কেন, যাহার ফলে সামান্য পরিমাণ গুজবেই ক্ষুদ্রায়তন যে কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা অবলীলাক্রমে যে কোন উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি!—অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন এই যে, বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক আজ পর্যন্ত এতবড় অঙ্কের মূলধন কেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না, যে-মূলধনের ভরাডুবিতে অবস্থান করিয়া নিম্নুকের রসনা সকলের, প্রতিপক্ষের খলকৌশল, শ্রেণীবিদ্বেষের অভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্য—সবকিছু অগ্রাহ্য করিয়া সর্বশ্রেণীর আমানতকারী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তাহাতিপাত্র করিতে পারিবে!—স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক আজও সে-অবস্থায় পৌঁছায় নাই।—কেন পৌঁছায় নাই, কোথায় তাহার ত্রুটি, কি তাহার প্রতিকার, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে "আর্থিক ভারতে"র "ভাবিবার কথা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২৬ সংখ্যা, ৪ই জৈষ্ঠ' ৪৫—৫২৫ পৃষ্ঠা) আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

বর্তমানে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের যেসব ভাগ্য আমানতকারী বহুলসংখ্যক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের আর্থিক সঙ্গতি অধিক নহে।—সেইজন্যই নিজেদের চিরজীবনের সঞ্চয়সংস্থান সম্পর্কে এই মানুষগুলির দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক।—অথচ বাঙালী

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

প্রতিষ্ঠানকে ইহারা সবাই ভালবাসেন—তবে বিভিন্নরূপ। বন্ধুস্বজন মানুষদের চেয়ে অধিকতর পরিমাণেই ভালবাসেন। সেইজন্য পুরাদস্তুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সত্ত্বেও, অনেকক্ষেত্রে সমস্তপ্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনা করিয়াও তাঁহারা বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই রায় দিয়া আসেন। অতএব এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহারা আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবম্প্রকার প্রীতির জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও আমরা বর্তমানে এই কথাই বলিতেছি যে, টাকা তাঁহারা রাখেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পদে পদে অবিশ্বাসও তাঁহাদের কম নয়। আমাদের আপত্তি এইখানেই। বিশ্বাস যদি তাঁহারা করেন তাহা হইলে পুরাপুরি করিবেন, নচেৎ তাহার প্রয়োজন নাই।—কারণ এই ধরণের অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দুঃখ ঘুচিতেছে বই কমিতেছে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে চাই,—বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে এমনতর একাধিক ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের আর্থিক স্থিতি এমন সুদৃঢ় এবং প্রতিষ্ঠানীয়তা এমন উচ্চস্তরের যে, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর বৈদেশিক ব্যাঙ্কের সহিত (এক কর্মাকর্তা মূলধনের পরিমাণ ছাড়া) তাহাদের একাসনে স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

—বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের মূলসূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহার সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের "হঠাৎ-নবাব"দের কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কানাইলালের নিধু, নাটুকাটার ঠিকাদার, নাকিপী সৈন্যদের শাকসব্জি, ডিম ইত্যাদির সরবরাহকর্তৃদলকে যুদ্ধের হৌলতে আমরা ব্যাঙ্ক পরিচালকরূপে "বিকশিত" হইতে দেখিয়াছি।—যুদ্ধের সময় তাঁহাদের হস্তে প্রচুর পরিমাণে "কাঁচা টাকার" সংস্থান ছিল (মুনাফাখোরি ও রক্তকৌশল ?), ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠায় ফলেও যে "কাঁচা টাকার" সাক্ষাৎ মিলিবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না—অতএব ঠিকাদারী অন্তে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু বেশী উদ্যোগী তাঁহারা ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হইলেন।—ব্যাঙ্ক পরিচালনা করা অপেক্ষা সহজ কাজ আর সংসারে কিছু আছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল না।—এই সকল মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনের লজ্জার ইতিহাস, বাংলার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।—ইহাদের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত "ব্যাঙ্কিং"এর সাক্ষাৎ অল্পই পাওয়া যাইত,—সে-ধরণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ত ছিলই, সেই সঙ্গে সাধুতার অভাবও বড় কম ছিল না।

—এমনই সময়ে দেখা দিল ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসের সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গাপরবর্তী সেয়ারবাজারের বিপর্যয়। তাহার পর হইতে বাংলাদেশের বাজার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার আর অন্ত রহিল না। স্বাধীনতার ভারতব্যাপী উৎসবও বাংলাদেশের জন্য অবিমিশ্র আনন্দ বহন করিয়া আনিল না। অর্থবিভাগের দুঃসহ স্ফীতিতে বাঙ্গালীর সকল চেতনা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল।—ফলা বাহুল্য অর্থবিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হইল। এই ক্ষতির ধাক্কা বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির আঘাত করিয়া থাকিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি। তবের বিষয়, পূর্বে হইতে এ সম্পর্কে আমরা সতর্ক হই নাই এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করি নাই,—তাহা হইলে আজ আমাদের বৃহৎ ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিকেও এমন করিয়া অনুবিধায় পড়িতে হইত না।

কিন্তু পূর্বে যাহা করি নাই সেকথা বার বিয়া, আমাদের বর্তমানে করণীয় কি আজ তাহাই বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় অবিলম্বে দুইটি পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সুদৃঢ় ও সৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিতে হইবে এবং অসাধু ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ-কারবার গুটাইতে বাধ্য করিয়া তাহাদের পরিচালকদের আদর্শ শাস্তি-প্রদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

নূতন ব্যাঙ্কিং আইন বিধিবদ্ধ হইতে যে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে, ইহা দুঃখের বিষয়। ভারতরক্ষার ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যত শীঘ্র এই আইনের প্রয়োগ সম্ভব হয়, ততই মঙ্গল।—এই সম্পর্কিত যে কোন আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের গঠনবিন্যাসের সংস্কারসাধন। বর্তমানে ভারতবর্ষস্থিত ব্যাঙ্কসমূহের সমস্ত আদায়ীকৃত শতকরা ৬০ ভাগ আদায়ীকৃত বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বৃহত্তম ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এবং এই সকল বৃহৎ ব্যাঙ্কের সহিত মাঝারি ও ছোট ব্যাঙ্কগুলির অসম প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কেন্দ্রীয় সরকারকেই ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠার অযৌক্তিক আগ্রহ এবং একই ধরণের ব্যবসায় সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গত রেষারেষিও সাম্প্রতিক ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের জন্য কম দায়ী নহে।

যুদ্ধোত্তর কালে—বিশেষ করিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষে—ব্যাঙ্ক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র দেশের কল্যাণকে আশ্রয় করিয়াই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।—যুদ্ধকালীন কলুষকালীর বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় কাতর হয় নাই,—কিন্তু দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতে বর্তমান সময়েও তাহাদের কার্পণ্য হওয়ার কথা নহে।—জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার এবং ব্যাঙ্কের কাজকারবারের সুবিধা গ্রহণের অভ্যাস ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন—ব্যাঙ্কসমূহের কার্যকরী মূলধন যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় তাহার জন্যও তৎপর হওয়া আবশ্যক।—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিলে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিদর্শনের ফলে সর্বপ্রকার অনাচার দূরীভূত হইলে, দেশীয় ব্যাঙ্ক-সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা এমন পরিমাণে বর্ধিত হইবে যে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সরকারের বিশাল দায়িত্ব আছে। সৌভাগ্যের বিষয় ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান মন্ত্রিসভা সে-দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্ণ সচেতনতার প্রমাণ দিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী গতকল্য সাংবাদিক সম্মেলনে এসম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন এবং তিনি নিজে আজ (মঙ্গলবার) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর মিঃ নেভূরি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার ব্যবস্থাপক

ঋণ করিয়াছেন ও আত্মহত্যা আমানতকারীদের অবস্থা করিয়াছেন, ত তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাঃ রায়ের এইরূপ সতর্কতার ' প্রকার পক্ষে সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে। আজ আর কোন ব্যাঙ্ক টাকা তোলার আতিশয্যের সংবাদ আমরা পাই নাই,—সকলেই ভাবে কাজ কারবার চালিয়াছে। ডাঃ রায় তাঁহার এই ফলে বাংলাদেশকে যে এক গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের হাত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতার সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, ভারত ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আর্ডিন্যান্স জারী করার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তাহাদের অনুসৃত সর্বপ্রকার জালিয়াতি তফসীলভুক্ত ও তফসীলবহির্ভূত ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হইবে। ন আরও বলিয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে তাঁহাদের এই জনতা উদারভাবে ও দ্রুতগতিতে প্রয়োগ করেন তাহার প্রতি রাখিবেন অথবা আত্মহত্যা হইয়া এই সকল জাতীয়-নয় যাহাতে তাঁহারা ক্ষতি না করেন, ডাঃ রায় এই মর্মে জনসাধা-তেও আবেদন করিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন যে ব্যাঙ্কব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতির প্রতি তিনি পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টি ন এবং বর্তমানেও ওই বিষয় তাঁহার সতর্ক মনোযোগ আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতেও জনসাধারণকে আশ্বাস করা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থের ' রাখিয়াছেন এবং যোগ্য বুঝিলেই নব-প্রবর্তিত অডিন্যান্সবলে ত্তে বিপন্ন ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থসাহায্য করিতেছেন। রিজার্ভ তীত কালের অনেক আচরণ সম্পর্কেই "আর্থিক ভারত" টীত-ক সমালোচনা করিয়াছে।—কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক দ্বারা তাহার অতীতকালের সকল দোষত্রুটি ক্ষালিত হইয়া লিয়া আমরা মনে করি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এবারকার আচরণ ই "ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক"এর উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ন জানাইতেছি।

ই হউক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সরকারের দ্রুত ন ফলে আমানতকারীদের আতঙ্ক আজ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে সে হয়।—এই আতঙ্ক সর্বাংশে বিলুপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃ-থমিক কর্তব্য হইবে বাংলাদেশের সবক'টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি র্যপদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা। সেই অনুসন্ধানের যেখানে পাওয়া যাইবে, সে ত্রুটি সংশোধনযোগ্য হইলে তাহা করিতে হইবে এবং অবস্থা বেগতিক বলিয়া যেখানে প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি সংঘটিত করিতে হইবে।—

অধিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির তাহারা দুর্ঘটনা স্বরূপ। ইহাদের জন্য সুপরিচালিত গুলিকেও দুর্নামের ভাগী হইতে হয়।—'কখন কি হয়' এই ব হাতে বিপুল পরিমাণে টাকা লইয়া সর্বদা বসিয়া থাকিতে বলিয়া, ওই সকল কুপরিচালিত ব্যাঙ্ক তাহাদের হস্তস্থিত ব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণে হয় সহায়তা করিতে পারে না।

অতএব ব্যাঙ্কিং ভগবতের আমূলসংশোধন আবশ্যক। যের অপকীর্তির ফলেই সাধারণের মনে অনাস্থার সৃষ্টি হয়।—এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যত ক্ষতিকর, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেরূপ নহে। প্রকৃত পক্ষে সুনামই ব্যাঙ্কের প্রধান মূলধন।—এই গড়িয়া তুলিতে প্রতিষ্ঠানবিশেষের বহু বর্ষ অতীত হইয়া। অমায়িক সততা, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, সহায়তাপ্রবণ মনোভাব সর্বোপরি ব্যাঙ্কব্যবসায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধমুখী অভিজ্ঞতার ফলে সুনাম অর্জন সম্ভব। দীর্ঘকালের আয়াসলব্ধ এই সুনাম নষ্ট যাইতে খুব বেশী সময় লাগে না এবং কোন কারণে একবার নষ্ট গেলে ওই নষ্ট-সুনাম পুনরুদ্ধার করাও কঠিন।—ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আমরা সকলেই যদি এই সাধারণ কথাটা মনে রাখি, তাহা হইলে রটানোর সময়েই হউক অথবা সংস্কার সাধনের সময়েই হউক, কি কারণে ইহা আমাদের প্রকৃত উপকার আসিবে!

বেকার লিমিটেড্
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্র্যানস্ফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রোড সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক

প্রাসঙ্গিক

বিক্রমের আত্মসমর্পণ

অবশেষে বিক্রম আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ও বিক্রমী সৈন্যবাহিনীকে ভূতপূর্বকর্তৃক নির্দেশ দিয়াছেন। লাখের আলী রহিমকে গ্রেপ্তার করিবার এবং রাজাকার দল ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের বাকির বিক্রম 'বন্দুক' গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া একটি 'মুক্তি বাহিনী' গঠন করিয়াছেন। অপরদিকে ভারত সরকারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষণের যে উদ্দেশ্য লইয়া হায়দ্রাবাদে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহারা কাজে অগ্রসর হইতেছেন। দেশের জেনারেল চৌধুরী হায়দ্রাবাদের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন জেলায় ভারত সরকারের কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হায়দ্রাবাদের বে-সামরিক বাহিনী গঠনের জন্য ভারত সরকারের বাবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রাজাকার অত্যাচারে সৈন্য কাশিম রাজভীকে বিক্রমী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক এল এডরুস সেখর জেনারেল চৌধুরীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব হায়দ্রাবাদের বিক্রমের কি হইবে এবং কাশিম রাজভীকে কিরূপে শাস্তি প্রদান করা হইবে, বর্তমানে এই দুইটিই জনসাধারণের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া বিক্রম যেরূপ যে সকল শর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সকল 'শর্ত' বা প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তবে ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে সর্বশেষ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় আশাতঃ হায়দ্রাবাদে বর্তমান শাসনব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে এবং দৃঢ়তার বাবস্থা করিবে হায়দ্রাবাদের জনগণই, মন্ত্রোটের দ্বারা। সুতরাং প্রস্তাবিত মূলন রহিমতা কাউন্সেলে বিক্রম কোন মূল্য বাখে বা থাকিবে না এবং থাকা উচিতও নহে। সম্ভবতঃ এই মূতন রহিমতা গঠন যে বিক্রমের একটি চালমাত্র তাহাতে হায়দ্রাবাদ হৈট কাউন্সেলের নেতৃত্ব লইবার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বিক্রম তাঁহার জেনারেল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত হাজার দেড়েক ছাত্র লোকজন অথবা লায়েক আলী রহিমতার ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার দুরভিসন্ধি সবকে ধরিয়া ফেলায় তাঁহার দুরাশা যায়। বৈশাখের ও জেনারেলারিয়ার যে সকল অধিবাসী হায়দ্রাবাদকে অবলম্বিত করিয়াছে মূলতঃ তাহার সকল বাহিনী বিক্রমের। আমরা আশা করি ভারত সরকারের উদার ও অমায়িকতায় হায়দ্রাবাদ অচিরাৎ মুসলমান বিক্রমী রাজত্বের চির-অবসান হইয়াছে

সিংহলে ভারত-বিরোধী আইন

সিংহল ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। সুপ্রতিবেশী বলে, বিক্রমে, সাধুতায়ে, সাম্যবিকতায় ও বাণিজ্যিক আদান প্রদানে ভারত ও সিংহলের মধ্যে দুরদীর্ঘকালব্যাপী যে ঘনিষ্ঠতা বিরাজ করিয়াছে ভারতে সিংহলকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হইত। সিংহলের রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশ, লৌহবর্ত্মাদায়ী আর্থনৈতিক উন্নতি ও অনুরূপ অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভবতঃ ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় ভাবধারা ও ভারতীয় বাণিজ্য-নীতির প্রভাবে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ। সিংহলের প্রধান শিল্প চা ও তাহা প্রধানতঃ ভারতীয় শ্রমিকের কঠোর শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত, সিংহলের অন্যান্য শস্যোৎপাদনে সহায়তাকারী হইতেছে ভারতের শিল্প ব্যবসায়।

উক্ত কারণে এইরূপ সাংস্কৃতিক নিকটবর্তীতা ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সম্প্রতি সিংহল গভর্নমেন্ট বাণিজ্যিক আইনের বলে সিংহল প্রবাসী ৯ লক্ষ ভারতবাসীর ভোট ও ভবনের অধিকার হরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীমাত্রেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বেন্দারনায়ক বিলাতে উপস্থিত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সহিত সিংহল-ভারত সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই আলোচনার ফলে একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত আছি। আলোচনা ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সাধারণে প্রকাশিত না হইলেও সকলেই এইরূপ ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন এবং মিঃ বেন্দারনায়কের অনেক ভালো ভালো কথায় এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছিল যে সিংহলের ভারতীয়গণকে নাগরিকের সকল সুযোগ-সুবিধাদান সিংহলে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে। অতএব এখন কি গভীর রহস্যের সিংহল গভর্নমেন্ট অযোক্তিক ভয়ের সহিত 'ভারতীয় বাণিজ্যিক আইন'-এর অবিলম্বে সিংহলের ভারতীয়গণের বিরুদ্ধের কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজন বোধ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। এই বিরাট ব্যবস্থায় সিংহলী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলগুলি ভোটদানে বিরত হইয়াছেন এবং বলা বাহুল্য, সরকারী দল ইহাদের ভোট করিয়াছেন। নাগরিকতা সম্পর্কিত তাহাদের মধ্যে ভোটের জোরে ইতিমধ্যেই 'Ceylon Citizenship Bill' এবং 'Immigrants and Emigrants Bill' প্রতিনিধি পরিষদের (House of Representatives) এর দ্বারা পাশ করানো হইয়াছে।

আরও অগ্রসর হইয়াছেন না ভারত যাহাতে বসবাস করিতে ইচ্ছুক এইরূপ নাগরিকগণকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের আইনের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তির পিতা, পিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ সিংহলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেবলমাত্র এইরূপ ব্যক্তিরাই সিংহলের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইবে। উক্ত নির্ধারিত দিন বা তাহার পরে সিংহলের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহ সিংহলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি সিংহলের নাগরিকত্বলাভে বঞ্চিত হইবেন। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও সভ্য রাষ্ট্রগুলির জন্ম ও আকস্মিক সময়ের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার প্রদানের যে বিধান করিয়াছে সিংহলের আলোচ্য আইন সেইরূপ তাহার বিরোধী সিংহলের অন্যত্র একটি নির্দেশ হইতেছে বেতেটিনেন সম্পর্কে। নাগরিক হিসাবে নাম রেজেস্ট্রী করিবে ইচ্ছুক এরূপ আবেদনকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আবেদন পত্র দাখিলের পূর্বে বৎসরের অন্যূন দিনে নির্ধারিত বিবরণের পূর্বে বৎসরের তিনি সিংহলে বসবাস করিয়াছেন। অধিকন্তু যাহারা দিন হইতে এখন একটি সন্তোষ প্রদর্শন করিবে হইবে যাহাতে রাষ্ট্রভুক্তির সিংহলে যাবতীয়ভাবিক বসবাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্তমান আকারে প্রস্তাবিত আইন কার্যকরী হইলে ভারতের ও বর্মাদেশে উহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার ফল হইবে। সিংহলের নাগরিক আইন ও অনুরূপ আরও কতিপয় আইনে সাম্রাজ্যের অন্যত্র বর্ণ-বিদ্বেষের পরিচয় কিছু থাকিলেও তেমন, সিংহলের সেখানকার বাসিন্দা ভারতীয়দের উপর অতোটা নিষ্ঠুর নহে। এক বিষয় সিংহলের আইন অধিকতর মারাত্মক সম্পর্কে আফ্রিকার ভারতীয়দের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮২ হাজার পক্ষান্তরে সিংহলে ভারতীয়ের সংখ্যা অন্যূন ৯ লক্ষ সুতরাং সিংহলের দুরভিসন্ধিমূলক আইন বহু ভারতীয়ের সর্বনাশ সাধন করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয়দের ন্যায় সিংহলের ভারতীয়দের মধ্যে আর্থিক শিক্ষার বিভিন্ন ও রাজনৈতিক জাগরণের বেতুবাদী বাহিনী গঠন করিয়াছে। সিংহলের ৯ লক্ষ ভারতীয় অধিকাংশই অশিক্ষিত। সুতরাং তাহাদের ন্যায় ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকারকে অক্ষুণ্ণ করিয়া সিংহল গভর্নমেন্ট অবলীলাক্রমে নূতন আইন রচনা করিতে পারিয়াছেন।

একথা ভারত গভর্নমেন্টের কাহারও স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে ভারত সিংহল গভর্নমেন্টকে তাঁহাদের অন্যায় প্রস্তাব গ্রহণে বিরত করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারত সিংহল বাণিজ্য সম্পর্কে একটি নূতন বাধার সম্মুখীন হইতেছে। বর্তমান বৎসরে প্রথমার্ধের হিসাবে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে সিংহলে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি টাকা এবং সিংহল হইতে ভারতে আমদানি বাণিজ্যের মূল্য ১৮ কোটি টাকা। সুতরাং বর্তমান আচরণের পরিবর্তন না করিলে অচিরকালে যে সিংহল গভর্নমেন্টকে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে, এই কথাটি তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। আমরা আশা করি ভারত গভর্নমেন্ট এই বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা সিংহলবাসী ৯ লক্ষ ভারতীয়ের ভাগ্য

দীদের কর্ত্তব্য

ে লোকের আত্মহত্যার কথা বিবৃত করিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া পরলোকগত মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে অন্ধ, সমগ্র প্রধান কংগ্রেস তথা ী জনসাধারণের। তাদের ধনবান্ বলিয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণ অনুষ্ঠীন সংগ্রামের মূলে তাঁহাদের ধনসম্পদ ছেন ও অশেষ লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন। এই বিষয়ের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দিলে আমিকরা দিন কংগ্রেসে যে ীর সঙ্গে ও অসহায়দের জন্য মানবতায় । উঠিয়াছে, তাহাকে কত দুর্বাণী দ্বারা লা যাইতে পারে?

ত্যাগস্বীকারে জনসাধারণের অন্তরে প্রভাব ন লাভ করিয়াছেন আজ মুক্তসার্থ, সর্ব্বত্র ধর্মীর কণ্ঠস্বর—এক, কথায় ভোটের দ্বন্দ্ব ন্দিগকে তথা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ক্রত করিয়া তুলিতেছে। সকল কর্ম্মীর সম্বন্ধেই াহা নহে, তবে একথা অস্বীকার করিবার যে, কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক দুরংশে তাঁহাদের ইতিমধ্যে উপরেতা করাইয়া ফেলিয়াছেন। ে ভোটের কংগ্রেসের জেলায়ে সেক্রেটারী দলের সহযোগের ইচ্ছে যাহাতে তথন কংগ্রেসকর্মী সাধারণ এ তথন প্রদেশ ে তাহাদের ইচ্ছে মতীর কেন্দ্রের সঙ্গে এই ই উদ্যম করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের প্রায় হইতে দুরুহ সংগঠন তথা বিরা দুরুহকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইতেছে। পূর্ব তথা ও দুরুহার এই সময়ে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন । দেশীয় কংগ্রেসকর্ম্মীর মনে এমন একটা ল হইয়া দাঁড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, তাই র আর তাঁহাদের করিবার কিছু নাই—এত াদের ধারণা দেশ স্বাধীন হইয়াছে, গান্ধে-প্রভাব করিত ব ব্যবস্থা করা ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করা ত্রীসরদার দেও এই মারাত্মক অবোধ্যতির ফলে কর্ম্মিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যথা বিটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে, ার অর্থ ইহাই নয় যে, যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে তাহা হইয়াছে। স্বাধীনতা যে স্বাধীনতার কথা বলেন তাহা আজিও লাভ হয় নাই। বিদেশী অপসারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিজ্ঞার বিরাট কর্ত্তব্য আজিও । অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী এই কর্ত্তব্য বিষয়ে অবগত অজ্ঞতাবশে বলিয়া শ্রীসরদার পটেল দুঃখ-করেন।

ং বর্ত্তমানে ঘর, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হয়ে যে অভাব দুর্নীতি চলিতেছে, তাহাতে-কারের ভোগ উচিত ও আন্তরিক আহ্বান দেখা যাইতেছে না। কেরলায় স্বর্ণমুদ্রাই সব কিছু করিবেন, ভোগাকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি, উৎকোচ প্রভৃতি ধ্বংসের জন্য আইন রচনা ও তাহার প্রয়োগই একমাত্র পথ এইরূপ ভাব ধারণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীসরদার দেও কংগ্রেসকর্ম্মীদের অনুরোধ জানান।

শ্রীসরদার দেওর উক্তির যথার্থতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না আজ কংগ্রেসকর্ম্মীরা স্বরাজের পরিষদ, মন্ত্রীপরিষদ, বিটীশ-নিয়ন্ত্রিত ও অন্যান্য সরকারী ও আধা-সরকারী এবং বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন। ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতির প্রধানরূপে তাঁহাদের পরিচালনাধীনে। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ রহিয়াছে এবং জনসাধারণের সুখ সুবিধা বিধানের দায়িত্বও ও প্রধানতঃ তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত। এবিষয়ে কংগ্রেস সরকারের অপেক্ষা কংগ্রেসকর্ম্মীদের দায়িত্বই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু বড় দুঃখী এই দায়িত্ব কিরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে, দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্যমূলক কার্য্যকলাপ ও প্রচারে জনসাধারণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে এবং দ্রব্য ও প্রতিকারে এক বিরাট অংশ কালোবাজারী বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষের প্রভোকেশন পড়িতেছে। কালোবাজারী অজ্ঞাত হইলেও জনসাধারণের মনে স্বাধীন দেশের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ কিছুমাত্র জাগ্রত হয় নাই। কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মিসঙ্ঘের নাগরিক গঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সকল অবস্থায় কেবলই আইনের বা সরকারী বিধিব্যবস্থার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার প্রয়োজন হইবে না। মহাত্মাজী এইরূপ আত্ম-সমাহারেই স্বয় দেখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আজীবন সাধনা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমরা কি তাহা ভুলিয়া ফেলাম?

প্রকৃতির লীলা

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বন্যার ভয়াবহ দুঃসংবাদের কথাই আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই সময় কিছিৎ বিলম্বে বর্ষার সমাগম হয় এবং অকস্মাৎ বিরাট বন্যাতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্ব্বে সিন্ধুর এক বিরাট অঞ্চল বন্যার স্রোতে বিধ্বস্ত হইয়াছে, আসামের বিভিন্ন অংশ জলপ্লাবিত হওয়ায় ঘর, পশু ও ফসলাদি সমূহ বিনাশ করিয়াছে। প্রাণহানির সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয়: এই বিনাশের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে প্রবল জলপ্লাবনের সংবাদ আসিয়াছে। বিহারে অকাল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে এবং প্রকৃতিদেবী জললীলার এক অত্যন্তপূর্ব্ব ভীষণতার সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও কত ক্ষতি ও সর্ব্বনাশ ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের অদৃষ্টে আছে তাহা

মধ্যে এবার বন্যার প্রবল আর ঘটনাই বলিয়া প্রকাশ। পাঁচ শত দুই বিজ্ঞপ্ত হইয়াছে, এবং কত পশু পাখী প্রাণ হারাইয়াছে তাহারও আর ইয়ত্তা নাই।

বন্যার স্রোত ক্রত কানপুরে পৌঁছায় এবং শহরকে ক্ষতি করে। শহরের একটি অঞ্চল প্লাবনে ডুবিয়া যায়। গত ৬৭ বৎসরকালের মধ্যে কখনও সহরে এমন জলস্ফীতি দেখা যায় নাই। ওদিকে জেলার ২০০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অত্যন্ত অধিক ক্ষতি এলাহাবাদ, বারাণসী, বালিয়া ও গাজীপুরে বন্যা বিস্তার লাভ করে। কানপুর এবং ওদিকে ৪০০০ গ্রাম জলে ডুবিয়াছে এবং দুরবীন আরো সরকারীর সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। বারাণসীর অবস্থা বর্ণনাতীত, অন্যূন ১০ হাজার গ্রামবাসী তথায় দুরবস্থা ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারাণসী সহরের জলনিষ্কাশন হওয়ায় জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার আর অন্ত নাই।

বিহার জলপ্লাবনের যে সকল চিত্র বৈদিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় ঐ সকল স্থানে বাসভূমি ছিল বলিয়া কল্পনাও করা যায় না: মজঃফরপুর, চম্পারণ ও দারভাঙ্গা জেলার অবস্থা ভয়াবহ এবং এই তিনটি অঞ্চলে লোকসংখ্যা আর্দ্ধেক হ্রাস করা হইয়াছে। বন্যার জলে সস্যক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ এবং এক সঙ্গে ভাসমান মৃতদেহ ও জীবন্তের দুর্দ্দশাগ্রস্থ মানুষের এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। বিহারের সংবাদে দেখা যায়, সাহারসা, মুঙ্গের ও পাটনার ব্যাপক অঞ্চলে বন্যার তাণ্ডবলীলা সাধিত হইয়াছে। সাহারসা জেলায় ২০০টি, মুঙ্গেরের দেওঘরাই মহকুমায় ৮০টি এবং পশ্চিম পাটনার ৮০টি গ্রাম বন্যার জলে নিমজ্জিত হইয়াছে: অন্যান্য বিপন্ন সহস্র নরনারী দুরবীন অবস্থায় পতিত হইয়া পড়িয়াছে। অধিক ও তাহার পশুর কেহ অবশিষ্ট নাই বলিলেই হয়, তাহাতে অন্ন ও বস্ত্রহীনতা ভয়াবহ দুর্দ্দিক আত্মপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা করিয়াছে। বলা বাহুল্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা ব্যবস্থাদির পাইতেছেন; তথাপি সঙ্কটের তুলনায় সাহায্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছাইতেছে না বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। সত্য হইলে ইহা দুঃখের পরিতাপ ও উদ্বেগের বিষয়। প্রকৃতি যে সকল মানুষের উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়াছেন, মানুষকেই তাহাদের প্রাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা আশা করি সরকারী কর্ম্মচারী ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত সেবা সাহায্য বন্যাদুর্গতদের সেবায় নিযুক্ত প্রদান করিতে পারিবে। ইহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থাও যাহাতে অবিলম্বে সম্ভব হয় তৎপ্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে।

কাউন্সিল কার্য্যালয়ের শোচনীয় দুর্দ্দশা

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদ কক্ষ সাহেবদের বিদায় সাধিবার কাউন্সিল কার্য্যালয়ের অবস্থাটার মতো আকস্মিক ঘটনা সাম্প্রতিক ইতি

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস সমস্যা—নূতন বাণিজ্য-নীতির সাফল্য—শ্রমিকের উৎপাদন হ্রাস—শিল্পে বিজ্ঞানের অধিক প্রয়োগের প্রয়োজন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৯ই সেপ্টেম্বর—বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যের বিষয়ে গত ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার যেসব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ না করার জন্য সরকারকে সংসদে আলোচনার প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সংসদে প্রতিশ্রুতিগুলি মূল্য হ্রাসের প্রয়াসে কিছুটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সরকারের কাজের প্রতি কিছু মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াই তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বিশেষই স্বীকার করিয়াছেন যে, সংগ্রিষ্ট ইউনিয়নগুলির উপর তাঁহাদের কোন ক্ষমতা বা প্রভাব নাই। সরকারও তাঁহাদের নিজেদের যোগ্যতার বিষয়ে কাজ করিয়াছেন—১০,০০০ সরকারী ইঞ্জিনিয়ারের সপ্তাহে ১১ শিলিং বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে যে সালিশী বিচার চলিতেছে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। শ্রমিকদের সপ্তাহে ৩ শিলিং করিয়া মজুরি বৃদ্ধি হইলেও শ্রমিকরা যে সন্তুষ্ট হইবে তাহা মনে হয় না, অথচ ঐ ৩ শিলিং মজুরি বৃদ্ধির জন্য সরকারের বাৎসরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ২ কোটি পাউণ্ড। ইহার উপরে আরও ৮৩০,০০০ বেসরকারি শ্রমিক সপ্তাহে ১১। শিলিং মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবী জানাইতেছে। তাহাদের সেই দাবী পূরণ করিতে গেলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে আরও ২ কোটি পাউণ্ড বেশী, অথচ এই শ্রমিকদাবী মূল্য হ্রাসের জন্য বিভাগীয় সরকারের কাছে আবেদন করিতেছে। কিন্তু তাহাদের এই মজুরি বৃদ্ধির ফলেই যে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া বিনিময়ের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহারা সেই সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করিতেছে।

ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন হইবার ফলে ব্রিটেনের বিনিময় সমস্যার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ৩০এ জুন তারিখে যে ১২ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফল ব্রিটেনের পক্ষে শুভই হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের পূর্ববর্তী ১৮ মাসের আমদানি-রপ্তানির হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, পশ্চিম ইয়োরোপ হইতে ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানিকৃত মালের পরিমাণ ছিল ৩০১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ঐ বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে আমদানিকৃত মালের মূল্য হইবে ৪৪০০ লক্ষ পাউণ্ড কিন্তু ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানির মূল্য ধরিয়া লইয়াছে ৩৪০০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে হয়তো দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলে ব্রিটেন হইতে রপ্তানিকৃত মালের পরিমাণ ব্রিটেনের মোট রপ্তানির শতকরা ১২.৪৫ ভাগ মাত্র।

ব্রিটেনের নিকেল বিলাস পরিদর্শন কমিটির এবং ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি এই বৎসরের সভাপতি স্যার হেনরী টিজার্ড বলেন যে ব্রিটেন শিল্পে বিজ্ঞানের অধিকতর প্রয়োগের দ্বারাই তাহার শিল্পোন্নতি অব্যাহত রাখিতে পারে। তিনি বলেন যে ব্রিটেনের শ্রমিকের গড়পড়তা উৎপাদন ক্ষমতা মোটেই আশাপ্রদ নহে, এমন কি পূর্বেকার তুলনায়ও কয়েকটি শিল্পে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে ৩০ বৎসর পূর্বে কয়লা-শ্রমিকের মাথাপিছু যে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বর্তমানে তাহার তুলনায়ও কয়লা-শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

দিল্লী

হায়দরাবাদ আক্রমণের প্রস্তুতি—কৃষি মন্ত্রী সম্মেলন—খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা—পূর্ব পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সমস্যা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৪ই সেপ্টেম্বর,—ভারত সরকার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তাহাতে বন্ধের বন্যা বহিয়ে বলিয়া পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রী যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার উত্তরে ভারত সরকার নাকি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীকে এক তারযোগে এই সংবাদটি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তাহার যুদ্ধ-জাহাজের যাহাতে করিয়ে প্রস্তুত আছে। হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব পণ্ডিত নেহরু স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। এখন যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় বাহিনী সেকেন্দ্রাবাদে প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছে বলে হয়। নিজাম, রাজাকার ও পাকিস্তান সকলেরই এবার বুঝিতে আর বিলম্ব হইবে না যে, ভারত সরকার প্রয়োজন হইলে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না। নিজামকে যে সুযোগ দুইবার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মূল্য তিনি নিজাম বুঝিতে পারেন নাই। এইবার তাহার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে।

গত সপ্তাহে এখানে ভারতের কৃষি মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফল বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐসম্মেলনে কৃষ্ণমাচারী বিশেষই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিশেষটি কবে সরবে মূল্য হ্রাসের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ইত্যাদি তুলিয়া দেওয়ার জন্য যে সুপারিশ করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সম্মেলনে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।

ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়া কৃষিমন্ত্রী জয়রামদাস দৌলতরাম খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে সকল প্রাদেশিক সরকারের মনোযোগ বিশেষ অনুরোধ করেন,—কিন্তু আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া এই সম্মেলনে সেই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই বলা যায়। শ্রীযুক্ত জয়রামদাসের বক্তৃতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে 'খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের সহযোগিতা কি ভাবে পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা। তিনি সেই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সরকার আন্দোলনের প্রসারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সেই সম্পর্কেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এবং উহার কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেকের উচ্চতরদের তরফের শিক্ষা বিস্তার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করার কথা বলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐসব বিষয়ে সম্মেলন একমত হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ঐসব পরিকল্পনা কতখানি কার্যকরী হয় তাহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ বর্তমানে যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ বহু প্রস্তাব পূর্বেও গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজে কিছু হয় নাই।

পূর্ব পাঞ্জাবে শিখ বাস্তিদের পুনরুজ্জীবনের সম্পর্কে ঐ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব সিমলায় ভারতীয় গণিক সমিতির এক সভায় এক বক্তৃতা করেন। কিন্তু যিনি পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাবে শিখ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্থান নির্ধারণের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন : ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে ডাঃ ভার্গব বলেন অধিকাংশ পাঞ্জাবের ঘনবসতি অধ্যুষিত স্থানের অবে পশ্চিম পাঞ্জাবে বর্তমানে যাহা ৫টি তহশিলভুক্ত স্থান ও ১২ টি অন্যান্য স্থান বাছাই করিয়াছে,—সরকার ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য স্থানগুলিকে ১০৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, পাঞ্জাবে পক্ষে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় সকল দিকে উপযোগী তিনি উপসংহারে বলেন যে পাঞ্জাবে অধিবাসীদের সঙ্গে ঐ প্রদেশে পানি ও পুনর্বাসন সমস্যা দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে কোন ধনবিনিয়োগকারীই পাঞ্জাবে ধনবিনিয়োগ করিতে সাহসী হইবে না।

পুনর্বাসনে প্রত্যেকটি শিখ প্রতিষ্ঠানে ওয়াকিফহাল কর্মী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকটি কমিটিতে বাস্তিদের প্রতিনিধিরা সংখ্যাধিক্য প্রতিনিধি থাকিবেন বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন। তাহাড়া প্রতিটি শিখ-ক্ষেত্রে উৎপাদন কমিটি নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

...লবার ডিক্রিতে প্রবেশ পাস সম্পর্কে সমস্যা—...য়ের সহিত সাধুজ রেখেলা আলোচনার ...ব—তাঁহার ডিক্রিতে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—'কমল বাড়াও' ...লনের বার্তা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

...ঘাই, ১২ই সেপ্টেম্বর—বিলাত কর্তৃক ভারত হতে কাপড় প্রত্যাখানে বাজারে বিশেষ ...তের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ এখন সকলেই ...ছেন যে, ভারতের পক্ষে এখন ব্যবসাবাণিজ্যে ...ন্তা ছাড়া আর কোন পথ উন্মুক্ত রহিল না। ...সরকার নানাপ্রকারে আলোচনা-আলোচনার দ্বারা ...তের সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন ...হার ফলে বিলাত যে অবস্থা সহ্য করিতেছিলেন ...বেই সহ্য করিতে পারেন নাই। তাহার ...না-আলোচনার প্রয়োগে বিলাত তাহার নৈত্য ...ইে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ...পাদিত রাজাকার 'রাজিনীতি অন্যায়ের ...ব্যবসাবাণিজ্যের অনুসরনে সরকারী সমর্থন ...তাদের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় প্রজাদের ...বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল: সেই হিসাবে ...কার অসহযোগের 'বিলাতের সঙ্গে আরও ...তর আপোষ মীমাংসার সমর্থনকারী ধরেন, ...বিলাত ও তাঁহার সহচর প্রজাতন্ত্রের আরও ...ছু দূর নীচে নামিয়া বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ ...রিবেন না তাহাই দেখা যাইবেন। তাহারা ভারতীয় ...নিসী কখন ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবেশ করিবে তাহার ...ন্য একেবারে সকলেই দিন গণিতেছেন।

...ারের ডিক্রিতে প্রবেশ পাস সম্পর্কে এইখানে ...উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। কমিশন কর্তৃক ...রেকমণ্ডি প্রচার করা হইয়াছে, তাহা হইতেই উত্তেজনা শুরু হয় এবং সাধ্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ...বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন সাধুজ ...া প্রবেশ পাস সম্পর্কে ডিক্রাজ সরকার যে ...ব করিয়াছেন যে, ঐ সাধুজ প্রবেশে ডিক্রাজ্য ...ম করিবে না, মাদ্রাজ মিউনিসিপাল ...চনেও তাহার ডিক্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে, ...ত ব্যবসায়ীরা যাহাতে অন্যদের সংখ্যাধিক্য ...করিতে না পারে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পরিবর্তে কুল ডিক্রিতের সৃষ্টি ...ছে এবং বহু সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত ...ছে। সার্বজনিক অভিযোগ করিয়াছেন যে ...ারতের কমিশনার দিবার জন্য প্রায় ১০২ কোটি ...র প্রয়োজন হইবে,—কিন্তু কি উপায়ে ঐ অর্থ ...হ করা হইবে তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। ...ত প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ দিনে অনেক ...ষ্টি হইয়াছে এবং কংগ্রেসের উদ্যোগ কর্তৃপক্ষকে ...ত করিবার উদ্দেশ্যেই বর্তমান কিস্তীর দাবী প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ...তন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের ব্যাপারে অবশ্য হস্তক্ষেপ ...করিবার আগে কমিশনের রিপোর্ট বেরুবার সম্ভাবনা ...থাকার কথা বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ যে কি কুবাবেছে তাহার সাম্প্রতিক মারাত্মক পরিবর্তন কালে প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাধীনতা দইবার জন্য "বহু উৎসাহ" সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে যাহাতে অন্য অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনের দিকে মন দেওয়াই সকলের পক্ষে উচিত। উহার জন্যেই এবং যুক্তপ্রদেশ ও বিহার ইত্যাদি প্রদেশে যে ব্যাপক বন্যা হইয়াছে তাহাতে ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষতির ইহাতে। সেই হিসাবে ব্রিটিশ কুবাবাজার উদ্যোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই এখন মনে করেন যে, ১৯৩৬ হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার খাদ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহা মোটেই সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই এবং প্রচুর অর্থ অপব্যয় করিয়াছে।

করাচী

হিজার মুহূর্তে শোকদল পাকিস্থান—ভারত-পাকিস্থান সঙ্কটে পাকিস্থানের বিপদ—বিদেশী বণিকদের পাকিস্থান-পুষ্টনের চেষ্টা—পাকিস্থানের আত্মরক্ষার সোদরোগ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ১২ই সেপ্টেম্বর,—ভি জিলার মুহূর্তে পাকিস্থানে শোকদল। তাহারা ভারতীয় কমিশনের মুক্তি-বিবৃতি প্রত্যাখ্যান, কারণ সরকারের ব্যবস্থাবাদ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে এখানে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল মুসলমান দেশ বিভাগ চাহিলেই এবং পাকিস্থান লাভ করিলেই তাদের সুখ ও শান্তির সাক্ষাৎ পাইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহারা এখন এক বৎসরের ঘটনার অনেকটা বিভ্রান্তে হইয়া পড়িয়াছে।

তাহাড়া কাশ্মীর প্রশ্ন লইয়া যদি ভারত-পাকিস্থান বিরোধ চরমে উঠে, দুই কমিশনের মধ্যে যদি দুষ্টনৈতিক সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে পাকিস্থানের পক্ষে অস্ত্রবিধে না হইলেও অর্থনৈতিক দিকে যে প্রবল ধাক্কাটা সামলাইতে হইবে ইহা পাকিস্থানের ব্যবসায়ীদের আর বুঝিতে বাকী নাই। —পাকিস্থানের বার্ষিক আমদানী চারিশ ৭ শত টন। তাহার মধ্যে ভারত সরকার ভাবে আসেদুই তৃতীয়াংশ। উপরন্তু পাকিস্থান শুধু চিনি, লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদির জন্য ভারতের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাহাড়া পাকিস্থান হইতে ভারত যাহাতে পাইতে পারে বলিয়া যারা আশা করা গিয়াছিল, তাহাও অনেকটা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্থানে এখন বিদেশ যাতায়াত, ভারতের যাতায়ত সরকার আমার অবস্থা তাহার নাই। কাজেই পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিবার ফলে ভারত সরকারের যে-পরিমাণ ক্ষতি হইবে তাহার তুলনায় পাকিস্থানের ক্ষতি হইবে অনেক বেশী।

বিদেশী বণিক ও মুসলমান দ্বারা পাকিস্থানের শিল্প সম্প্রসারণের যে স্বপ্ন-পাকিস্থানীরা দেখিয়াছিল তাহা অনেক সুবিধাজনক সর্তে বিদেশী ব্যবসায়ীদের পাকিস্থানে আমার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি মিষ্টার ইস্পের রাজধানে করেন ট্রেড কমিশনার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য ভারতের তুলনায় পাকিস্থানের আগ্রহ বেশী।"

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাকিস্থানে মূলধন বিনিয়োগ করিতে মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। মোট কথা পাকিস্থান যতই আমদানী করুক না কেন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা যদি অবাধভাবে বিনা সর্তে পাকিস্থানে ব্যবসা করিতে না পারে, তবে তাহারা পাকিস্থানে ব্যবসা করিতে সহজ হইবে না। কিন্তু যাবতীয় পাকিস্থান কি তাহার ঠাঁচা মাল ও মূলধন সমেত ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? তাহাই আজ পাকিস্থানের পক্ষে সমস্যা। যদি ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উহাকে পাকিস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলিয়া যায় তবে পাকিস্থানের অর্থনীতিকে কি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে? দুই বছর বৎসরের পরাধীনতার পর পাকিস্থান কি আবার বিদেশী বণিকদের অর্থনৈতিক দাসত্ব বরণ করিয়া লইবে? পাকিস্থানের কর্তারা কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন বলিয়া বাঙালী মুসলমানদের মনে পূর্বের সম্মান হইয়াছে মনে হয়। কারণ তাহারা এতদিন তাঁহাকে পাঞ্জাব পাকিস্থানের প্রস্তাবে নিজেদের বড়ই হীন মনে করিয়া আসিতেছিল। জিন্নার মৃত্যুতে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে গভর্ণর জেনারেল করিবার মূলেও পূর্ববঙ্গকে আঘাত করিবার চেষ্টা রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন: তাহাড়া পূর্ব বঙ্গের বাঙালী মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্থানের শরিক "অধস্তন" হইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না এবং যে কোন সূত্র ধরিয়া পূর্ব বঙ্গে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে,—এই বিক্ষোভ ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া পাকিস্থানের কর্তারা (অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্থানের মনে করেন)।

পূর্বঙ্গ ছাড়াও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান ভাইদের যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব রহিয়াছে এবং পাঠানিস্থানের জন্য পাঠানদের দাবী যেভাবে প্রবলভর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পাকিস্থানের সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িতেছে। যিঃ জিন্না যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন ঐসব সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে ঐসব আঞ্চলিকতার সাধারণ তিনি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই শক্তি যদি কি জিন্নার অনুবর্তীরা বর্তমানে প্রবল করিতে উদ্যত হন, তবে পাকিস্থানের বিদেশের বেড়াই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। দেখা যাক পাকিস্থানের নেতারা অবস্থানুযায়ী কাজ করিতে সমর্থ হন কিনা। এ ব্যাপারে তাঁহাদের সাফল্য অসাফল্যের উপরেই পাকিস্থানের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

সঙ্কলন

কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনে উৎপাদন বৃদ্ধির বিবিধ সুপারিশ

ভারতের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দৌলতরামের সভাপতিত্বে দোমবার কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। অধিবেশনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায় ঋণদান, নিয়ন্ত্রিত বেচাকেনা এবং কৃষিজাত দ্রব্যের নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কমিটির রিপোর্টের আলোচনা হয়। অধিবেশনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়: তাহা: (১) উৎপাদনের সর্বোচ্চ হার নির্দ্ধারণ এবং প্রাপ্তব্য খাজনার ও মহাজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান, অনেকটি প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের সর্বোচ্চ হার সংশোধন প্রভৃতির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করিবার এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে কাজ শেষ করিবার সুপারিশ করা হয়। (২) কৃষিজমি খুব ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত থাকায় উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদির পক্ষে সম্যক প্রয়োগের বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া, অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কৃষিকার্য্য অথবা খুব অধিকসংখ্যক লোকের যাহাতে কৃষিকার্য্য করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়। (৩) খাদ্যসমস্যা বিভিন্ন ভারতের সমস্যা বলিয়া দেশীয়রাজ্য এবং রাজ্যসমূহের বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। (৪) খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার সাহায্যের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যথা—সমবায় সমিতি, পঞ্চায়েৎ এবং অন্যান্য গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। (৫) কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। (৬) বিদেশী বীজ এবং মহাজনি সমবায়ের সুবিধার জন্য দেশীয় সম্পদসমূহের সম্যক ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। (৭) খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার সমস্যা প্রথা প্রবর্ত্তনের অনুরোধ জানান হয়। (৮) খাদ্য উৎপাদনের মহাজনির বিশেষ অভাব থাকায়, প্রান্তর বাঁধ এবং মহাজনি প্রয়োজনানুসারে কৃষকের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়। (৯) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনার ব্যয়ের অনুপাতে সর্ব্বাধিক ফলপ্রাপ্তির জন্য অনেকগুলি সুপারিশ করা হয়।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত

বর্ত্তমান মাসের মধ্যভাগে দুই দিবসব্যাপী বিভিন্ন ভারত খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উপর পুনরায় বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়া, বেসরকারী অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের মূল্য নির্দ্ধারণ এবং বেসরকারী এলাকায় সমবায়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

ভারতের বস্ত্র পরিস্থিতি

বেসরকারী বস্ত্রবণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এবং বস্ত্র উৎপাদন বিষয়ক আরও কার্য্যকরী করা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বোম্বাইয়ে ২৭এ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের প্রাদেশিক শিল্প ও সরবরাহ পরিচালকের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত আদেশ অনুসারে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমিত বিধান উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে:

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

ভারতের পাট উৎপাদন

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের হটকলগুলির উহা লাভের জন্য পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না চাহিলে ভারতেই পাট চাষ বাড়াইতে হইবে।—ইহাইলিভা ছুট এক বেসিয়ান এম্বেসের বার্ষিক সভায় সভাপতি এইচ, পি, খাবারিয়া সভাপতির অভিভাষণে এই কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে পূর্ণ মূল্যের উপর আটআনার জন্য বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া তাহারা ইহাদের চড়া মূল্য ধার্য্য করিতেছে। কুইন আগে যেখানে প্রতি বেল পাটের দাম ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা সেখানে এখন প্রতি বেল পাটের দাম কিনে হয় ছাব্বিশ টাকা। তাছাড়া ছাইয়ার করিয়া শুল্ক দিতে হয় বলিয়া বিদেশীরা তাহার হইতে না কিনিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতেই পাট কিনিতেছে। ইহাতে কলিকাতার পাটের বেল বাঁধার কাজ শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় পার্লিমেণ্ট অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী

৭ই সেপ্টেম্বর অর্থসচিব শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগীর সাধারণতঃ আইন বিল গৃহীত হইবার পর ভারতীয় পার্লিমেণ্টের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অর্থসচিব কর্তৃক উত্থাপিত আমদানী ব্যবস্থার প্রত্যাবর্ত্ত ও খনি রেকর্ড বিল বিলেষ কমিটিতে পাঠান হয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কলিকাতার ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে খসড়া তালিকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নয়াদিল্লীতে বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্মেলন

ভারত শ্রেণী বিভাগ ও উহার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ২৪এ সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য সমূহের এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে। কেন্দ্রীয় কৃষিসচিব ব্যবসায় শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন।

ভারত সরকারের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি-বিক্রয় উপলক্ষে ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। উহা বর্ত্তমান ১৯৪৯ সাল হইতে চালু হয়। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে খুব পরীক্ষা করিয়া উহার দোষ্টী বিচার করা হয়। প্রতি বৎসর আনুমানিক ৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় আড়াই লক্ষ মণ খুব বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তুলার শ্রেণী বিভাগ ও বিক্রয়ের জন্য ৩৫-উৎপাদক ব্যবসায়ীদের সমবায় সমিতি গঠন, তুলার তেজ বৃদ্ধির সহজ উপায় প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয় ঐ সম্মেলনে আলোচনা করা হইবে। যে সব অঞ্চলে অধিক পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয় সেই সব অঞ্চলে ঐ পরিকল্পনার প্রচলন এবং যে সব অঞ্চলে ঐ পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে সেই সব অঞ্চলে তুলার শ্রেণী বিভাগ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি বিষয়েও ঐ সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

ভারতে স্বাস্থ্যবীমা কর্পোরেশন গঠনের কথা

ইংল্যাণ্ডের বেভান ইণ্ডিয়ানদের বিরোধীতা যেন রোধ করিয়া বলেন যে, স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য শীঘ্রই একটি কর্পোরেশন গঠন হইবে।

ডাঃ কাটিয়াল বলেন, ভারতের স্বাস্থ্যবীমাসূত্রে ২০ লক্ষ শ্রমিক এই পরিকল্পনার উপকৃত হইবে। পার্লামেণ্টে আইন এসম্বন্ধীয় পাশ হইয়াছে। বেসের প্রত্যেক মালিকের উপকারের জন্য শেষ পর্য্যন্ত আইনের সুযোগসুবিধা প্রসারিত করা যাইবে।

শ্রমিক ও মূলধন বিরোধই অংশ

"শ্রমিক ও মূলধন এই দুইটিকে আমরা পিতৃ অধিকের অংশ বলিয়া মনে করি। তাঁহারা যদি নিজেদের সমস্যা নিজেরা মিটাইয়া না লইতে পারে তাহা হইলে রাষ্ট্র হইয়া সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিতে হইবে।

সম্প্রতি ভারতসমূহের অধিবেশনে এক সভা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। তিনি ওয়ারকাস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ বাইকে অনতিকাল সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিকদের উদ্দেশ করিয়া শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের যে বাধিক রহিয়াছে সে সম্পর্কে তাহাদের সচেতন থাকিতে হইবে। বর্ত্তমানে ধর্মঘটকারীদের বেতনের মেয়াদে মেলে যাওয়া ছাড়া তাহাদের অন্যান্য অভিযোগ পঞ্চায়েৎ উঠিয়া এবং তাহারা তাহার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বিশ্বাস করি

আদায়ের দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং রফতানি সরঞ্জামকে বেশ কড়ার চোট করিতেছে। যদি সাধারণ আইনে ধরচালান করা হয়, তাহা হইলে প্রতিকারে সর্বাপেক্ষা অধিকসময় লইয়া থাকে। তিনি প্রতিনিধিদের জানাইয়া দেন যে, সন্ত্রাসবাদ দমন সম্পর্কে সাধারণ ব্যবস্থা করার জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনার কথা সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। প্রতিনিধিদের মনে রাখা উচিত যে, দেশের স্বার্থকে যাহা বিপন্ন করিতে চাহে, তাহা সরকারের কাম নহে, কারণ দেশের প্রত্যেকটি শিল্প সন্ত্রাসবাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ।

কেন্দ্রে ও প্রদেশের আয় বিলিবণ্টন ব্যবস্থা

ভারতের স্বয়ত্ত শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আয়ব্যয়ের বিলিবণ্টনের যে পরিকল্পনা আছে, কয়েকটি ব্যাপারে তাহার সংশোধনের অনুরোধ জানাইয়া গত শুক্রবার ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে পরিষদ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিভিন্ন করের আদায়কৃত প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিবার পদ্ধতি তাহাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টই যেন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে স্থির করেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, প্রদেশগুলির আর্থিক ভার নির্ধারণ ব্যবস্থা ভারতীয় পার্লামেন্টের হাতের উপর নিরঙ্কুশভাবে অর্পিত হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং আয়কর হইতে প্রদেশগুলির অংশ প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সর্বশেষ বাজেটের উপর নির্ভরশীল না করিয়া যাহাতে সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

প্রস্তাবে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আয় বণ্টন পরিকল্পনার কয়েকটি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। তন্মধ্যে কর্পোরেশন কর ও কেরোসিন আয়করের নীট আয়করের অনূন ৫০ ভাগ এবং তামাকের উপর শুল্ক হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের অন্যূন পঞ্চাশ ৫০ ভাগ প্রদেশগুলিকে বিতরণ সুপারিশ করার।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন যে, প্রস্তাবে এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের কয়েকটি করের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রাদেশিকসমূহের সমষ্টিগত ভাবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আইনে স্থির করিয়া দিতে হইবে। আর বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ঐসব করের আদায়গুলির বণ্টন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ভারত গবর্নমেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইবে না অথবা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের উপরও নির্ভরশীল হইবে না; পরন্তু ঐ বণ্টন ব্যাপারে প্রথম পাঁচ বৎসরে উক্ত বিভিন্নমুখী করগুলির সুপারিশমত এবং তৎপরে ফাইনান্স কমিশনের সুপারিশমত প্রেসিডেন্টের আদেশের উপর নির্ভরশীল হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট ও প্রদেশগুলির মধ্যে অর্থবণ্টন ব্যবস্থা, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যেরূপ স্থির করা হইয়াছে সেইরূপ ভাবে রহিয়াছে—এরূপ বলা ঠিক হইবে না। কয়েকটি দিক হইতে বর্তমান শাসনতন্ত্রে যেসকল বিলিব্যবস্থা আছে তাহা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ভারত শাসন আইন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে ভারত গবর্নমেণ্ট আর্থিক বিলিব্যবস্থার একতরফা পরিবর্তন করিবার অবশ্য ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন, এই ক্ষমতা পূর্বে ছিল না। ভারত গবর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছেন এবং আর্থিক বিলিব্যবস্থার এমন পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, যাহাতে আয়কর ও পাটজাত এই দুইটি বড় আয়ের পঞ্চাশ ভাগ সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে বাধ্যবাধি ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ ইণ্টেরিমকালে অর্থাৎ আয়কর হইতে অধিকতর ব্যবস্থা ও পোকাই উভয় প্রদেশেরই পক্ষতঃ ২০ ভাগ করিয়া অংশ ধরিয়া লইয়াছিল; কিন্তু এখনে পরিবর্তিত ব্যবস্থায় ভারত গবর্নমেণ্ট আয়কর বাবদ পশ্চিম বঙ্গের অংশ হ্রাস করিয়া পঞ্চতঃ ১১ ভাগ করিয়াছেন, অথচ বেঙ্গাইয়ের অংশ বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চতঃ ২১ ভাগ করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ঐ বিষয়ে পরিবর্তন করিতে পারে যাহা না। পাটশুল্ক সম্বন্ধেও ভারত গবর্নমেণ্ট ঐ একইরূপ একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফলতঃ ভারত গবর্নমেণ্ট এখনে উক্ত শুল্কের পঞ্চতঃ ৮০ ভাগই লাভের (পূর্বে তাঁহাদের অংশ ছিল ৩৬০ ভাগ)। আর পাটজাতের যে অংশ বিভিন্ন পাট উৎপাদনকারী প্রদেশের মধ্যে বিলি হইবে সেই অংশের পরিমাণ পূর্বের ৮২ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া মাত্র ৫০ ভাগ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, "প্রদেশগুলির আর্থ বিশেষভাবে রক্ষিত এমন অনেকগুলি ব্যাপারের আদায়ের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে ১৯৩৫ সালের আইনের ১৩১তম ও ১৪৯তম ধারা বলে এখনে যে আয়গুলি কেন্দ্রীয় আইনসভার অধীন, সেই আয়গুলির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব আইনেই একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে।"

ফাইনান্স লাভের পর নূতন অবস্থায় প্রথম প্রথম বাজেটের অসুবিধা ও অভাব অভিযোগের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা প্রদেশগুলিকেই যে বাস্তবিক উত্থাপন ও খরচসূচক ভাবে সম্পাদিত করা প্রয়োজন তৎপ্রতি জোর দিয়া শ্রীযুক্ত সরকার এইরূপ বক্তব্য করেন। "প্রদেশগুলিকে যদি কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের বৈশাখিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তবে প্রদেশগুলির পক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা ও সেইগুলি কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে।"

আন্দামানে উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ফেব্রুয়ারি দিল্লী হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারত সরকারের সহিত তাঁহার আলোচনার বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটি ছিল আন্দামানে পূর্ব বঙ্গ উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের প্রশ্ন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের মতে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে বসতি করার কোন বাধা নাই। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণে ভিন্ন স্বরূপাধিক প্রমিক এবং পাঁচসহ লক্ষ পরিবারকে তথায় লইয়া যাওয়া মনস্থ করিয়াছেন। আন্দামান পরিবার পিছু তিন একর জমির হিসাবে তথায় ১৫০০ পরিবারকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। মুখপাত্র আরও বলেন যে, দুরূহ ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সেবকোত্তী ব্যক্তিদের একটি দলকে ঘটনা পরিস্থিতি করিবার জন্য তথায় পাঠান যাইতে পারে। তখন বাসিকেল ও কার্যালয়ের সম্ভাবনা আছে এবং তাহার সরকার পক্ষতঃ ৫০ ভাগ সরকারী এবং বাকী অংশ বেসরকারী সেবায়ে বন্ধ উদ্বাস্তুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

উড়িষ্যা সরকার ও পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু

উড়িষ্যা সরকার আনাইয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্ব বঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের বিশেষ করিয়া শিক্ষক, ডাক্তার এবং অন্যান্য সেবাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং সরকার তাঁহাদের পুনর্বাসনের যাবতীয় সুবিধা দিবেন।

পশ্চিম বঙ্গ চোরাকারবার-বিরোধী বিল

পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত ১৯৪৭ সালের চোরাকারবার-বিরোধী বিল গবর্নরের সম্মতিলাভ করিয়াছে। সম্প্রতিকালসহকে এক ঘোষণায় গবর্নর উক্ত বিলের কয়েকটি বিষয় সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

বড়কপুরে উদ্বাস্তু শিবির

পশ্চিম বাঙলা সরকারকে উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকারের বেসরকারী বিভাগ বড়কপুরের নিকটস্থ সিন্দুরে সামরিক শিবির খালি করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কয়লা চালানে অসুবিধা

বিহার প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ হইতে পৌঁছ কুলন ন পাওয়ার জন্য ধানবাদের কয়লাখনি হইতে কয়লা চালান প্রায় বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে। বা আশা রাজের মধ্যে যায় ১৫ দিনের জন্য পেট্রা কুলন বিলি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তার বিহারে যে, যদি বিভাগকে আরও বাগের যে সম্বন্ধে জানানো হইয়াছিল যে, অবশিষ্ট সময়ে কুলন ইতিমধ্যেই পাঠানো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সমস্ত বিহারের জন্য ভারত ধনির জন্য কোনও কুলন আজ পর্যন্ত বিলি হয় নাই। ইহার ফলে রেলের কয়লা ওয়াগনে মাল বোঝাই করার জন্য মধ্যে অসুবিধা হইতেছে। রেল লাইনের পাশে অবস্থিত কয়লাগুলি

ব ঘাল পাঠাইতেছে। আশা বিশ্বাস যে, ভারত সমিতি ভারতীয় কলা শিল্পের ব কথা উল্লেখ করিবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি করিয়াছেন।

ভ্রমণ ও সরকারের সমবায় পরিকল্পনা

১০ই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট গৃহে এক সমবায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার ই সেপ্টেম্বর সকলকার হাইটাল বিল্ডিংএ ভা ও সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন করিয়া বাইটিভ সমবায়সমিতির বিভিন্ন সমবায় ব প্রতিনিধি ও সমবায় উৎসাহী ভোজের এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

য়, ঋণ ও সাধারণ বিষয় কইয়া ব্যাপক া সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা-আলোচনার পর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে সমবায় কমিটি সংগৃহীত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনার পর পশ্চিম ীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের সহকর্মিগণ উহার ারিয়া লইয়াছেন এবং সর্বান্তঃকরণে উক্ত াবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার বিশ্বাস প্রকা ন। প্রস্তাবের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনকে করার জন্যও তাঁহারা সচেষ্ট হইবেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের টির ফলস্বরূপ সমস্ত বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান-গোলিত হয়, তজ্জন্য এই সম্মেলন সমবায় অবিলম্বে ঋণদান সংক্রান্ত সংকটের নিরসন আশু করিতেছে।

শ্রীযুক্ত ভরতের মৃত্যু

ঘর বিলাস (শিমুরিয়া বাল) কলিকাতা চলাবাসস এবং পশ্চিম বঙ্গীয় লৌহ ব্যবসায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভরতের মৃত্যু লৌহ ও ইস্পাত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ইয়াছেন।

আমেরিকায় লক্ষ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

ৈরে যাবতীয় যে কারণে অভাব হইয়াছে কথাই তাহা প্রধানতঃ মিটাইতে সমর্থ ইবে কারণে। প্রথমতঃ, চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের ব্যবস্থার, দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের ব্যবস্থা। আরও একটি কারণ, আমেরিকা যে হয়। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধকালে সর্বাপেক্ষা পেয়েছে দুধী উৎপন্ন হইবে। এইবারের ার পরিমাণ যুদ্ধকালের ইতিহাসে দ্বিতীয় হয় করিবে। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকালে আলোর সাহায্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চাষ করা া যেখানে কাজ চালান হয়। উৎপাদনের

ফলনটাকের একটা চিত্র দিয়াছে যে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ আশানুরূপ হইতেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

দুষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৯৩৮ সালে ১৩,৫০০,০০০ একর জমিতে ২.৪ ৮,০০০'০০০ বুশেল (এক বুশেলে প্রায় ৩০ সের হয়) তুলা হইয়াছিল, বর্তমান বৎসরে ৮৮৮৮,০০০ একর জমিতে ৩,০৩,১৪০,০০০ বুশেলফলন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই হিসাবে যত বৎসরে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন ফলনের পরিমাণ ২৮৭ বুশেল হইতে ৩৮২ বুশেলে উঠিয়াছে। বীজ হিসাবে বিজাতীয় তুলা ব্যবহার করাতেই উৎপাদনের পরিমাণ এতটা বাড়িয়াছে। ১৯৩৮ সালে পাঁচজনা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে বিজাতীয় (Hybrid) তুলা ব্যবহার করা হইয়াছিল; বর্তমান বৎসরে পাঁচজনা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে উহা ব্যবহার করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ সালে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১,৪৪২,০০০,০০০ বুশেল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ভারত উদ্বেগজনক বাধা ব্যবহার। ১৯৩৮ সালে একর প্রতি ১০৩ বুশেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে প্রতি একরে ১২৩ বুশেল উৎপন্ন হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন প্রদর্শনী

আমেরী সরকারের যোগাযোগে কলিকাতা কর্পোরেশন ফ্যারাডিয়ান মিউজিয়ামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার আয়োজন হইতেছে।

এতদুপলক্ষে বহুসংখ্যক উক্ত প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ সাংবাদিকগণের নিকট ঐ প্রদর্শনীর উপযোগিতা বিবৃত করেন। বিবৃতিতে বলা হয় যে, চীন, জাভা, জাপান, মাইলাও, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, আইসিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসমস্ত কতকগুলি ও কি পরিমাণ পাঠান যায়, ঐগুলিতে শিল্পের অবস্থা কিরূপ, কোন্ পথে শিল্পগুলির আরও উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে প্রভৃতি সম্পর্কে প্রদর্শনীতে একটা ব্যাপক ধারণা দিবার চেষ্টা করা হইবে। প্রাচীরপত্রাদি ও ঐসব দেশের সাংস্কৃতিক বিষয়েও কিছু কিছু ছবি ও আলেখ্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে।

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লোক আগমনে তিন প্রকার পারমিট প্রথা প্রবর্তন

১৯৪৮ সালের পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লোক-আগমন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ও ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের জন্য পারমিট প্রথা প্রবর্তনের বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তিন প্রকার পারমিট প্রথা চালু হইবে: (১) সাময়িক পরিদর্শনের জন্য পারমিট (২) সম-

পাকিস্তান হইতে তুলা আমদানি

পাকিস্তান হইতে ভারতে তুলা আমদানির জন্য এখন হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

জেনেভায় ত্রিদলীয় শিল্প সম্মেলন

বর্তমান মিল মালিক সংস্থিতির প্রাক্তন সভাপতি ও মোহিনী মিলের অন্যতম ম্যানেজিং এজেন্ট হিরোবলাল শা জেনেভায় শিল্প সম্পর্কীয় ত্রিদলীয় সম্মেলনে যোগ দিবেন।

উক্ত সম্মেলনে কল-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সম্মুখে আসল মিলের খতিয়ানী সমালোচিত হইবে। ভারত হইতে তিনজন প্রতিনিধি—একজন মালিক-শ্রেষ্ঠীর, একজন কর্মনিয়োজকারীদিগের ও একজন শ্রমিকদিগের—উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিবেন। শ্রীযুক্ত শা কর্মনিয়োজকারীদিগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

হিরোবলাল শা প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালোরের বস্ত্রশিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং মোহিনী মিলের সহিত যুক্ত আছেন। আশ্চিয়া সহরে শ্রীযুক্ত শা একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় যুক্ত-প্রয়াস সরকারের কলমানের সিদ্ধান্ত

ভারত বিভক্তিকরণের পর যে শিল্পগতি যুক্ত-প্রয়াসে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিবার, ঋণ এবং প্রয়োজন সহায়ক বিশেষতঃ এলাহাবাদ ও সারাসনী জেলা অঞ্চলে, মূলধনসহ প্রতিষ্ঠা এবং আমার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যুক্ত-প্রাদেশিক সরকার দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং যুক্ত-প্রাদেশিক মূলধনসহ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পূর্বোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বেরারে ভূমিকর্ষন সমস্যা

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ব্যবস্থা পরিষদের ১০ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে কি. আর. এল. কোচার এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দাবী করেন যে, বেরারে কোন লোক দুই শত একরের বেশী জমির মালিক হইতে পারিবে না, এইরূপ আইন করা হউক এবং ইহার বেশী জমি যাহার থাকিবে, তাহার জমি সরল করিয়া সমবায় প্রথা অনুসারে চাষ করার জন্য ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হউক। উত্তরে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পি. মোশলে বলেন যে, যে জমি সরল করিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করা দরকার, তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের [illegible]

মুদ্রাস্ফীতিনিরোধ পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি আসন্ন

সমবায়, ৫ অক্টোবর

বর্তমান সপ্তাহে আমাদের সমস্ত উদ্যোগে খাদ্য করিয়া আছে বাংলাদেশের খাদ্যসমূহের বিপণনব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া "সমবায়ে"র উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের বুকের তিনটি খাদ্যের একীকরণের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে যে আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে যে কতখানি আশা করি সংখ্যা বহন লেকেরা এখন উপলব্ধি করিবেন। বাংলাদেশের খাদ্যের আয়তনের খাদ্যসমূহের সকল অসুবিধা দূরীকরণ একটি বৃহৎ খাদ্যপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যে অতিসহজ দূরীভূত হইতে পারে, তাহার পরিচয়ের দ্বারা যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনকে অগ্রগতিকারের অন্য দৃঢ়তর ও উন্নততর করিয়া তোলা সম্ভব, এই কথাই আমরা পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি।—ঘটনার গতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আশা করি সকলেই একমত হইবেন।

* * * *

ভারত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ পরিকল্পনা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।—এই পরিকল্পনার ফল যাহাই হউক না কেন, ইহা যাহাতে আশু ফলপ্রদ হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির ন্যায় বিশাল সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হওয়া সম্ভব নয়,—কাজেই মুদ্রাস্ফীতিনিরোধ সম্পর্কিত যে কোন পরিকল্পনাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হইতে বাধ্য,—কিন্তু তাহার ফলাফল এখন হইতেই লক্ষ করা প্রয়োজন। এবং সেরূপ ফলাফল করিতে হইলে যদি কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থার অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে সম্পর্কেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

দেখা করিয়া হউক অধিকতর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে হইবে এবং যে যে ক্ষেত্রে কঠোর ও নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহায্যে এক উদ্যোগ্রান সাধন সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে এখনই সেরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম স্তরে বেতন ও মজুরিবৃদ্ধির প্রবণতা প্রবীণ কালে ধরন পরিমাণে হ্রাসীভূত হইবে এবং কারণে অকারণে বর্ধমান সৃষ্টি করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের অভিসম্পাতস্বরূপ জাতির জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি সহায়তা করিতেছে, তাহাদের অগ্রগতির প্রধান বাধাটি দেখা দিবে।—অতএব দেখা করিয়া হউক দ্রব্যমূল্যহ্রাসের আশু প্রয়োজন,—অধিকতর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন,—অধিকতর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন,—অল্প-আয়ুক মানুষের ক্রয় ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন,—উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন।

* * * *

সেরূপ অবস্থায় সর্বপ্রকার অধিক-বাসিক সমস্যার হ্রাস ও শ্রীবৃদ্ধির বাঞ্ছিত সম্ভবপর হইতে পারে এবং কেবলমাত্র সেরূপ ব্যবস্থার ফলেই উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব। দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণে পুরাতন দ্রব্যমূল্যমান সাধারণ হওয়া আশা করিতে এবং অধিকের উৎপাদনের ফলে সর্বপ্রকার বিনিময়বিধা প্রতিষ্ঠানের উন্নতর হবে লাভ করা যাইতে পারে। তখন অধিকসংখ্যককে উন্নতর হারে উৎপাদন পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উৎপাদ দেওয়া সম্ভব হইবে এবং তাহাদের হাতে প্রচুর টাকা পড়িবে, ফলে অধিক উৎপাদনের ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা অধম বিলম্বই থাকিবে না।—অসমাধারণের জীবনধারণের মান দেশের উন্নতর হইতে বাধ্য।—অতএব দেখা করিয়া হউক দ্রব্যমূল্যহ্রাস করা অধিকতর প্রয়োজন,—দেশের মঙ্গলের জন্য, সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই তাহা প্রয়োজন।—ইহার জন্য যে কোন ত্যাগস্বীকার উপায় অবলম্বন করা যিবেন। তাহা করিতে গেলে—যদি আবশ্যক হয়—ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সর্বপ্রকার ভোগপ্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।—ধনিকের জন্যই ও শ্রমিকের সন্তোষবিধার পরিত্যক্ত করার প্রয়োজন নাই। সরকারের যদি দিব বিশ্বাস হয় যে, বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করিলে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও দ্রব্যমূল্যহ্রাস অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে তাহাকে তাহাকরী করিতে হইবে।—সেই পন্থার সর্বাত্মক প্রয়োগকালে দেশের দুরবস্থা কমানোর কথা চিন্তা করিয়া, প্রয়োজন হইলে, তাহারও (যা তিনি যত দূরে থাকিই হউক না কেন) মুখ চাহিবার প্রয়োজন নাই।

* * * *

আলোচ্য সপ্তাহে নানা কারণে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কয়েকটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের টাকা ফেরত বন্ধ করিয়াছে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিও টাকার টানাটানি হইয়াছে। তাহাড় প্রায় সব ব্যাঙ্কই বেশী পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।—তাই আমানতে টাকার ঋণ-প্রার্থীদের সংখ্যাও বেশী ছিল, কিন্তু ঋণদানের অবশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

* * * *

বর্তমানে ব্যবসায়ের বাজারে কিছুটা মন্দাভাব দেখা যায় এবং মন্দাভাবাপন্ন কারণে সম্পর্কে বর্ণনিয়োগকারীদের আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চে কারণের মান ছিল ১১৬.০।

* * * *

১০ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। চলতি নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে ছিল ১,১১২.১৪ কোটি টাকা আলোচ্য সপ্তাহে সেখানে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া উহা হইয়াছে ১,১১৮.০২কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ৫৫.৯০ কোটি হইতে হ্রাস পাইয়া ৫৩.৪৭ কোটি হইয়াছে এবং সপ্তাহ নোটের পরিমাণ ১,১১২.৬৬কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি ১,১৬৮.১৫ কোটি টাকা হইয়াছে। সম্পর্কিত বিভাগে বিচার করিলে, রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণও সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে রৌপ্য মুদ্রা পরিমাণ ছিল ৪৪.১৭ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে সেখানে উহার পরিমাণ হইয়াছে ৪৪.৩৮ কোটি।

* * * *

৯ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দেশের তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের যে বিভাগ-ভিত্তিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চাহিদাদায় বেশ এবং মেয়াদী বেশ, এই উভয়বিধ জমার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। চাহিদাদায় বেশ জমার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ ১৮.৭৭ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪১.০১ কোটি টাকা হইয়াছে, কিন্তু মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ একরূপ অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু মেয়াদী অন্যান্য জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৩১৯.১৪ কোটি টাকা হইতে ২৯৮.৯৭ কোটি টাকা হইয়াছে। ফলতঃ পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩১৩.৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং তফসীলী ব্যাঙ্কের পরিমাণ ১৪.৩১ কোটি টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া ১৪.৯ কোটিতে পৌঁছিয়াছে।

বাজারের কথা

অপরিবর্তিত বাজার

[নিজস্ব সংবাদদাতার লেখা]

আমাদের আলোচ্য সপ্তাহকালে ঘটনাবলী খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। ১৩ই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতার চারিটি রক্ষণশীলপক্ষ ব্যাঙ্ক তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়াছে। ইহা এক ধরণের সংবাদ, অপর দিকে আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে—প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৫ দিনে—রায়বাহাদুর আরতীয় বৈদেশিকী পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং বিভাগ সরকার তাহাদের নিকট হস্তান্তর স্বীকার করিয়াছেন।

• • • •

কিন্তু ইহার ইহারই রায়বাহাদুর সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা ও বেসামরিক আক্রমণের ভেলভোগ দেখার বাজারে চলতাবের উদ্রেক করিয়া আশিসরেছিল এবং সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, এই সমস্যার যে কোন প্রকার সমাধানের পরে সঙ্গেই বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন সত্যই রায়বাহাদুর সম্পর্কে প্রতিপ্রশ্ন সমাধান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন বাজারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই।—ইণ্ডিয়ান আয়রন, ইস্ট কয়লাপ্রোপেন ও অন্যান্য চালু শেয়ারের দরে সামান্যই উন্নতি দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর বাজারের বিভিন্ন এক সময় ১৩৪ পর্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর এই দর কমিয়া ১২৮৲৩ পর্যন্ত আসিয়াছে।

• • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে শেয়ারের দরে যে উন্নতির আশা করা গিয়াছিল, তাহা সকল না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, উপর্যুপরি চারিটি রক্ষণশীলপক্ষ ব্যাঙ্ক কেন হওয়াই এই অবস্থার অন্যতম হেতু। যত সপ্তাহে এই ব্যাঙ্কগুলির কাজ সাধারণের জন্য এবং ব্যবসায়ী মহলে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এবং ইহার অব্যবহিত পর—বাজার কয়েকটি ব্যাঙ্কের উপর প্রতিক্রিয়া,—তাহাদের দেখা বন্ধ যায়।

• • • • •

এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে শেয়ারের দরে যে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল তাহাতে মনে হয় যে, বহু বাজার মোটামুটি শোধিয়াছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির সহিত বাজারের কারবার পরিমাণ ও দরের উন্নতি হইবে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী নীতির সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার আনুষঙ্গিক ফুলল রোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাই প্রধান। এই দুই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কোন পথ অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য শেয়ার বাজার অপেক্ষা করিতেছে। অধিকাংশ শেয়ারের দরের উন্নতি-অবনতির উপর উপর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই সময়ে কোনরূপ সরকার ঘরি দেখেই বহুবার ও অধিকার অথবা বর্ধনশিল্পোদ্যোগীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলেই দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে।

• • • •

কলিকাতার তুলনায় বম্বে সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজার অবশ্য তেজী ছিল। বিশেষ করিয়া টাটা ফেরতে ৪ দিনে প্রায় ১২৲ উঠু হইয়া, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবধি ১৪৭৲ টাকায় বাজার বন্ধ করিয়াছে। এই সপ্তাহ বাজারে এইরূপ দরের উন্নতি খুবই আশাব্যঞ্জক। আমাদের মনে হয় বাজারে ঘরি এই দর স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে পারে, তবে আরও উন্নতির আশা করা যায়।

• • •

রায়বাহাদুর সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় সরকারী কাগজের দর বেশ ভালই ছিল। ইহার উপর ১৯৪৮-৪৯ সালে বেশ ৪ টাকা সুদের কম আয়ের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিশোধ করা হইবে, এই সংবাদের ফলেও এই বিভাগের দরের উন্নতি ঘটিয়াছে। এই পরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ ৩.০১ কোটি টাকা। ৩½ সুদের ১৯৪৮ সালের তপসিলের দর ৯৯৷৵০ পর্যন্ত হইয়াছিল; অবশ্য তপসিলের দরের উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

• • • •

বর্ধমান পরিকল্পিত চটকলগুলির কোম্পানি শেয়ার প্রধান-প্রধানের সংবাদে চটকল-শেয়ারের দর কেপ্রকার ভালই ছিল। বার্ড-হীলগার্স পরিকল্পিত চটকলগুলির শেয়ার দ্বারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দরের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। শেষোক্ত দর প্রায় ৩ টাকা বাড়িয়াছে, ইণ্ডিয়া ৮৲ বাড়িয়াছে। রাজগুর দর প্রায় ১ টাকা বর্ধিত হইয়া কেবল ৩১ টাকায় উহার কাজ হইয়াছে। অবশ্য এই দর বজায় রহে নাই এবং পরে রাজগুর ২৯৷৩ অবধি নামিয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ারের দরে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। সরকারের নীতির এই দিকের দেশের দিকে বিলম্বাদিকদের যে আলোচনা হইবার কথা আছে, তাহার ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে ঘরি হইতে ফলাফল প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। অতএব অধিকাংশ উৎকণ্ঠার কারণ বন্ধুত হইয়া অন্তর্হিতের দেখা বজায় রহিবে না। এই আশায় কয়লাখনির শেয়ারের দরেও কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। ইণ্ডিয়াপ্রিন্ট ও বিবিধ বিভাগের শেয়ারের দরে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই, একমাত্র ভিক্টোরিয়া মিলস-এ বিশেষের উন্নতি ঘটিয়াছে।—৩.. হইতে ৪৫৲ হইয়া এক সপ্তাহে উহার দর ৮৲ পর্যন্ত উঠে।—ভিক্টোরিয়া প্রতিষ্ঠানের [illegible] তুলনায় অন্যান্য উন্নতির শেয়ারের এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্লেষকদের মত আছে।

• • • • •

সরকারী তপসিল—

মোটের উপর এই বিভাগে দর অপরিবর্তিতই ছিল। ১৯৪৮ সালের ৩½ সুদের তপসিলের দর ছিল ৯৯৷৵০, ৩½ সুদের ১৯৪৯-৫৫ ছিল ১০০৷৵০, ৩½ সুদের ১৯৫২-৫৩ ছিল ৯৫৷৵০ এবং ১৯৭০-৭৫ ৩½ সুদের ঋণ ছিল ১০০৷৵০।

ব্যাঙ্ক—

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের দরে উন্নতি না হইলেও, কোন অবনতি হয় নাই। বিহার ব্যাঙ্কের দর ১১২৲-এ অপরিবর্তিতই ছিল, ন্যাশনাল মেট্রোপলের দর ছিল ১৮৲। ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের দর ৮৫৲ করিয়া ৯৬ হইয়াছে। কেবলমাত্র ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দর ১২৲ বাড়িয়া হইয়াছে ১৩০৲।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজ ভালই হইয়াছে এবং দরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল, তবে কোন কোন শেয়ারের দরের কিছু অবনতিই হইয়াছে। কামপুর মিলসের দর ১১৯ হইতে ১১৮৲০ (১৲) অথবা ছিল। ভালবারের কাজ হইয়াছে সপ্তাহে মাত্র ১১৲ টাকায় (২৭৫)। এলবিনের দর আছে ১৯৬৲০ (১৮৲০)।

কয়লার খনি—

এই বিভাগের কাজের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই। দরেরও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কেবলমাত্র আমলাদাহাটের দরের উন্নতি হইয়া ৩০৷৵০ হইয়াছে। ধানবাদের দর ছিল ১০৬৲ (১২৲), সাউথ করণপুরা ১১৮৲০ (১৫৲), সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৬৷৵০ (৭১৲০),—বেঙ্গল ছিল সপ্তাহে মাত্র ১৩৲ (৪০৲)।

ইস্পাত—

বার্ন হীলগার্স পরিকল্পিত চটকলগুলির শেয়ার দ্বারা অন্য কোন শেয়ারের দরে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। অকল্যাণের দর আছে ১১৲ (১৯৲), ইণ্ডিয়ান ১৪৲ (১৪৯৲), ইণ্ডিয়া ১৮৲ (১১৲)। পৌরীপুরের দর আছে ৩১৲, রাজগুর দর ২৩৲ অপরিবর্তিতই আছে। ধনবাদের কাজ হইয়াছে ২১৲ টাকায়।

বিবিধ—

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে বম্বে পরিমাণে কাজ হয় নাই। তবে বেঙ্গল ল্যাম্প শেয়ারের দরই স্থির ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন আছে ২৪৲০ (২৪৷৵০), ইস্ট কয়লাপ্রোপেন ১১৲ (১১৷৵০), কুমারধুবী ১৴০ (১।০), কেশরাম ১৮৴০ (১৮৷৵০)। বঙ্গ কয়লাপ্রোপেন ও ইণ্ডিয়ান কপারের দরই ৩৴০ ও ১।০ অপরিবর্তিতই আছে। কালকাটা ইলেকট্রিকের দর ১২ মাসিকে ১১৫৲ হইয়াছে। টিটাগড় পেপার, ভারতীয় হোটেলস, আসাম ডি, ইণ্ডিয়া ইমপিরিয়াল প্রভৃতি চালু শেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ার দর ছিল ৩৯৷৵০ (৩৯৷৵০) [illegible] ৬৩৴০ (৬৩৷৵০) ১০৩৲০ (১১৲)।

ন্যাশনাল, শেভিয়ট ও ক্যালিডনিয়ান চটকলত্রয়ের হিসাব

ভাগবাস কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৮৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের মোট ক্ষেত্র পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ব্ববর্তী হিসাবে এই লাভের পরিমাণ ছিল ১৯,০৬,৫১৯৲, ও আলোচ্য সময়ে লাভ হইয়াছে মাত্র ৮,৬৫,১৭০৲। ক্ষেত্র হ্রাসজনিত ক্ষতি অনেকাংশে পূর্ব্ববর্তী হিসাবের লাভ ১,৪০,০০০৲ কম করিয়া দেখান প্রয়োজন হইয়াছে (৪,৫০,০০০৲-৩,১০,০০০৲)। অবশ্য ইহা হইতে কোনরূপ অর্থ সঞ্চয় বা অন্যত্র অর্থবিনিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্ববর্তী হিসাবে অন্যান্য বিভাগের জন্য ১,৪০,০০০৲ ব্যয় করা হইয়াছিল। সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উন্নত লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ববর্তী লাভের অতিরিক্ত লাভের ক্ষেত্র ১১,১১৯৲ এবং মোট ১,৩০,০১১৲ হইতে সাধারণ অংশিদার ও সভ্যবৃন্দ ১০৲ হিসাবে লভ্যাংশ হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী হিসাবেও এই লভ্যাংশ একই ছিল। পূর্ব্ববর্তী হিসাবে অতিরিক্ত লাভের ক্ষেত্র টানা হইয়াছে ১,০০,০০০৲ (১১,১১০৲)। সম্প্রতি সময়ে ভারতীয় চটকল শ্রমিকের কার্য্যকাল-ভিত্তিক চুক্তি অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের বদলে ৪৫ ঘণ্টা কাজ চালু ছিল।

পরিচালক—আলহাজ ইউসুফ আলী ভাগবাস কোম্পানী লিঃ। অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ১,০০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ
(৩১.৪.৮৮)

	টাকা
স্থায়ীত্বের মূলধন	
বাজারী	৫,০০,০০০৲
সাধারণ	১১,৫০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১৯,৭১,৫০৩৲
অন্যান্য তহবিল	৯,২১,৩৩১৲
ঋণ	৩৬,৫৯,১৬৫৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	১,৩০,১৮০৲
মোট	৯৩,৭১,৩১৮৲
সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৮৯,৩১,৫১০৲
মূলধনস্থ	৯,৪০,৪৩৮৲
বাঁধা বন্ধ সম্পত্তি	৯৮,৯১,৫৫৩৲
সরঞ্জাম	১,৪০,৩৩১৲
মজুত মাল	৩৩,১৫,০০৯৲
বাকী পাওনা	৩,১৬,৭৩৩৲
ব্যাঙ্কবিনিময়	১,১৫,৩৬১৲
অতিরিক্ত লাভ কর ব্যয়	১,৩১,৩৩৩৲
নগদ	১১,৫১০৲
মোট	৯৩,৭১,৩১৮৲
ঋণ সম্পত্তি	৩৬,৫৯,১৬৫৲

ঘর ৩১এ যে তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য মেসিন্টশ কোম্পানীর যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানের মালের মোট বিক্রয়মূল্য ১,১৫,৯৭,৪২১৲ পূর্ব্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত ১৩,৯০,৪১০৲ হইতে অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এই ছয় মাসে কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে ২,৬৭,৪১০৲ (৮,১১,৪১০৲)। ইহা হইতে কমাইতে ১,২৫,০০০৲ (৩,৫০,০০০৲), মূলধনক্ষয়ার্থে ৫০,০০০৲ (১০,০০০৲) এবং অন্যান্য খাতে ৩৪,০৪০৲ (নূন্য) ব্যয় করা হইয়াছে। এই সকল হিসাবপত্রের সাহায্যে আলোচ্য সময়ের অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত পূর্ব্ববর্তী অবশিষ্ট লাভের ক্ষেত্র ১১,১৫৩৲ যোগ করিয়া মোট ১,১০,০১৯৲ হইতে কোম্পানী সাধারণ অংশিদার বাবিদ শতকরা ১০৲ হারে (অপরিবর্ত্তিত) লভ্যাংশ হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী হিসাবের তুলনায় পরবর্ত্তী হিসাবে অধিকতর পরিমাণে অবশিষ্ট লাভের ক্ষেত্র টানা হইয়াছে (১৯,৫৭৩৲ — ৮১,৬৭৩৲)।

আলোচ্য সময়ে, ভারতীয় চটকল শ্রমিকের কার্য্যকাল সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী, কোম্পানীর সমস্ত তাঁতই সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া চালু ছিল। পরন্তু তাঁহারা উক্ত চুক্তি অনুসারে অ্যালবিয়ান জুট মিলের বরাদ্দ 'ব্যাকলগী সময়' বরাদ্দ সময় রূপে করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিচালক—আলহাজ ইউসুফ আলী ভাগবাস কোম্পানী লিঃ। অনুমোদিত মূলধন—২,৫০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ১০,৩০,০০০৲।

নিত্যমাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৪০৫৩) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

নিরিখপত্রের সারাংশ
(৩১.৪.৮৮)

	টাকা
স্থায়ীত্বের মূলধন	
বাজারী	১০,০০,০০০৲
সাধারণ	১১,৯০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১৮,৭১,৫১০৲
অন্যান্য তহবিল	৮,২১,৩৩৩৲
ঋণ	১৩,০৩,১১৬৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	১৯,০৬৬৲
মোট	১,১৯,৯৩,৪৩১৲
সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৯,৩১,৫১০৲
মূলধনস্থ	৯৯,৯১,৩১১৲
বাঁধা বন্ধ সম্পত্তি	১১,১০,৫১০৲
সরঞ্জাম	১১,৯৫,৩৩৩৲
মজুত মাল	৯৯,৯১,০৩৩৲
বাকী পাওনা	৯,৯৫,১৩৩৲
ব্যাঙ্কবিনিময়	৩৩,৬৫১৲
অতিরিক্ত লাভ কর ব্যয়	৩,৩৬,১৩১৲
নগদ	১৯,৯৩৩৲
মোট	১,১৯,৯৩,৪৩১৲
ঋণ সম্পত্তি	৯৬,৫১,১১৬৲

১৯৮৮ সালের ৩১এ মে তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য ক্যালিডনিয়ান জুট মিলস্ কোম্পানীর যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্ব্ববর্তী হিসাবের তুলনায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মালের মোট বিক্রয়-মূল্য (৮৮,১০,১১৯৲—৯৩,৫০,১৫১৲) ও প্রস্তুতির মজুত মালের মূল্য (৮,০১,৩২১৲—৭,১৫,৪০২৲) বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত সময়ে কোম্পানীর মোট-লাভের পরিমাণ অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে (১,৮৮,৪১১৲—১,০৬,৮৬২৲)। ফলে আলোচ্য হিসাবে করযোগে ধার্য্য ১,০০,০০০৲ (৩,৫০,০০০৲) রাখার প্রয়োজন হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্তী হিসাবে যেখানে সঞ্চয় তহবিলে ১,৫১,৩৩৩৲ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, সেখানে এবার ঐ খাতে কিছুই বরাদ্দ করা সম্ভব হয় নাই। করযোগে ধার্য্য অর্থ বাদে, আলোচ্য হিসাবের অবশিষ্ট লাভের সহিত পূর্ব্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের ক্ষেত্র ২৩,১৩৬৲ টাকা যোগিত করিয়া, কোম্পানীর হাতে মোট ১,৩০,৩৩৩৲ হইতে সাধারণ অংশিদার বাবিদ শতকরা ১০৲ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের হার ছিল শতকরা ২৮৲। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্তী হিসাব প্রকাশিত হইবার পর কোম্পানীর মূলধন ১,০০০ সাধারণ অংশ হইতে বিভক্ত করিয়া ১৩,০০০ অংশ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত ১০৲ হারে লভ্যাংশ ঐ বর্দ্ধিত মূলধনের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে লভ্যাংশের হারে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই।

বিভাগে অর্থনীতি শাস্ত্রের ডেমো টীচার হিসাবে ২২,৬০০৲ (১৫,১০১৲)।

আলোচ্য সময়ে ভারতীয় চটকল সমিতির কার্যকাল সম্প্রতি চুক্তি অনুসারে সমাপ্তি ১৮ মাস বিস্তারে কাজ চালানো হইয়াছে। এই সময়কালে প্রতিষ্ঠানের সভ্য তাঁহারা চালু ছিল।

যাহা স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে এক শিল্পীয় সমিতি (Industrial Committee) গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি প্রথম প্রধান বিভাগে 'গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার'এ যেন অর্থের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে গান্ধী শিল্পকে ১১,১১,০০০ টাকা দিতে হইবে। ভারতীয় চটকল সমিতি হইতে স্থির করা হইয়াছে যে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভ্য চটকলগুলি তাঁতপিছু ১০৲ হিসাবে টাকা দিয়া এই অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করিবেন।

যাদবেন্দ্র এডেন্টু—আজও ইউন আছে ফোলাপানী দিয়ে। অহমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—১২,৫০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ
(৩১.৩.৪৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১৫,০০,০০০৲
সাময়িক পাওনা	১৮,৭৮,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৯৯,১১,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১১,১৯,৪৭৪৲
ঋণ	১৮,৫০,০১১৲
অবণ্টিত লাভ (ডেমো)	২১,৬৮৮৲
মোট দায়িত্ব	৮১,১১,৯৭১৲
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	৬৫,৩১,৯৯১৲
মুনাফাকর	৫৫,৯৯,৫৪৪৲
বীট স্থায়ী সম্পত্তি	৩৩,৯৯,১৪৩৲
লগ্নীকার	৯,৯৯,১৪৯৲
মজুত মাল	৪৪,৯৯,৯৩১৲
বাকী পাওনা	৯,৩১,১৯৯৲
নগদবিনিময়	১১,৬৯৮৲
অতিরিক্ত লাভ কর বাবদ	১,১৯,৩৭৯৲
ব্যয়	৪,৯৯১৲
মোট	৮১,১১,৯৭১৲
ঋণ সম্পত্তি	৩৯,১৯,৯৯৯৲

প্রাসঙ্গিক
(পূর্বপৃষ্ঠার ১০৪ পৃষ্ঠায়)

জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।—কিছুকাল পূর্বে ব্রহ্মের অর্থপ্রিয় সেতা আউন সান ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। অর্থনিতি যোগাযোগ ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পুঁজিবাদী শ্রেণী পার্টিকাগার মূলে গুলি বিদ্ধ করিতেও ইতস্তত করে নাই। ব্রহ্মের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রিক এই মৌলিক আততায়ীর বোমার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন ও হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবিন পন্থায় দলনিয়মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যে উহার প্রধান নেতা হাইতেছে তাহাতে সন্দিহানের অবকাশ নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ব্রিটেন প্রকাশ্য বা গোপন উপায়ে প্যালেস্টাইনকে তাহার কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রথমে ব্রিটেন আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার পূর্ব স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিদ্বারা আরবদলকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পায়. তার হেন্রী ম্যাকমেহন (Sir Henry Macmahon) আরবের বদলে প্যালেস্টাইন প্রদান করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। আরবগণ এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ-তুর্কী সংগ্রামে ব্রিটেনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। আরব ও তুরস্কের মধ্যে যে দীর্ঘকালের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা বর্তমান ছিল ব্রিটেন তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধ হইবার পর আরবদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটেন ইহুদীগণকে প্যালেস্টাইনে ঠাঁইদেয়। 'জাতীয় বাসভূমি (National Home) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লয়েডজর্জ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনের বাইবিলিয়ার বিষয় করেন।

ইহুদীগণ ইতিমধ্যে যেন করিবার পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অনুভব করিলেন যে নিকট প্রাচ্যে ব্রিটিশের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আরবীয়গণের সন্তুষ্টিবিধান আবশ্যক। ইজিপ্ট, আরব, সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান—সর্বত্র প্রবল ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। কৈরো অঞ্চল সম্পূর্ণরূপেই আরবীয়গণের করতলগত ছিল এবং প্যালেস্টাইনের হইকাবন্দর ভূমধ্যসাগরবর্তী অন্যতম প্রধান বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে ভারতগামী বিমান পথও ছিল ইরাকের ওপর দিয়া। সুতরাং এই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে ব্রিটেন যুদ্ধশেষ আরবের পূর্ণ মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

ইহুদীগণ ব্রিটেনের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তথাপি ইহুদী সম্প্রদায়ের একটি দল স্বভাবতই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং ব্রিটেনের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতির প্রতিবাদ প্রবলে সক্রিয় রহিয়াছে। এই দলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য মূলতঃ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতারণাই দায়ী। কাইরো বার্নাডোত এই প্রতিশ্রুতির পূরণ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। বার্নাডোত আরবদের স্বার্থের অনুকূলে ব্রিটেন ইহাই ইহুদীগণের বিদ্বেষ ভোগের কারণ।

ইজরাইল গভর্নমেন্ট এই দলের সহিত জড়িত না থাকিলেও বার্নাডোতের হত্যার দায়িত্ব তাঁহারা সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিবেন মনে হয় না। কিন্তু ইজরাইল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই গভর্নমেন্ট এখনও নৈশব অতিক্রম করে নাই এবং দীর্ঘকালীন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উচ্ছেদ করা এই গভর্নমেন্টের সাধ্যায়ত্ত নহে। যে যাহাই হউক, বার্নাডোতের হত্যা আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিকে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়াছে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে নবনির্বাচিত আন্তর্জাতিকতাবিরোধের অধিবেশনের প্রারম্ভিকেই করা হইয়াছে। তাঁহার এক্ষণে নিরপেক্ষ কৌতূহলের পৌর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্যালেস্টাইন সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যে বিভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রধান।—সন্ত্রাসবাদী ইহুদীগণ বার্নাডোতের হত্যা সম্বন্ধে কোনরূপের জন্য ইজরাইল গভর্নমেন্টকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর প্যালেস্টাইন সমস্যার কোন্ পথে প্রতিবেদন হইবে, তা আজ কেহ কি বলিতে পারে?

বাঙালীর পৌষ্য

সাম্রাজ্যের সংস্কারের, ফল পরিসমাপ্তি অবধি সৈন্যবাহিনীর অসামান্য গৌরব ও কলকৌশলে পরিচালক। তবু বাঁধনের অন্ত নহে, ত্রিমুখী অধিবাসীর যেরূপ মনস্তত্ত্বিক ছিল তাহাতে এক বেসামরিকের মেজাজারী শক্তির চলিল বড়ো টিকিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় বাহিনী কৃত্রিম স্বল্প পৃথিবীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে অনেক। তাহাদের আন্তরিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। তাহারা ভারতীয় বাহিনীর তিন বিভাগে বিভিন্ন বাঙালী যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তা বাঙালীর গৌরবের বিষয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর পরিচালক এয়ার-ভাইস মার্শাল সুভাষ মুখার্জি বেঙ্গলবাসী হইতে অধিনায়কবাহী পদাতিক বাহিনী অধিনায়ক মেজর জেনারেল এ. এ. রুদ্র এবং রাজ্য বাহিনীর পশ্চিম কমাণ্ডের সৈন্যবাহী বাহিনীর অধিনায়ক ও বর্তমানে রাজস্থানের সামরিক গভর্নর মেজর জেনারেল যে, এন্. চৌধুরী বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের অসামান্য গৌরব ও কলকৌশল বাঙালী চরিত্রের বিরুদ্ধে উদ্ভূত করিবার সময় আসে

বাজারপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিমাণ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	সপ্তাহান্ত	মন্তব্যাদিক	বিক্রয়	পরিমাণ	বিক্রয়ের মোট পরিমাণ	বিক্রয়ের মোট মূল্য	মন্তব্য
১৯৪৮							মাস ও
জুন	৪	১১	১১	১,৫৩	১,১১	১১,১৩	৮
	১১	১,৩৩	১,৩৩	১১	১,১১	১৩,১৩	৮
	১৮	১,৭৯	১,৩৩	৯৮	১,৩৩	১,১৯	৯ ১
	২৫	১,১১	১,৩৩	৯১	১৩,১৩	১,১৯	৯ ১
জুলাই	২	১,১১	১,৩৩	১৩	১১,৩১	১,১৯	৯
	৯	১,১১	১,৩৩	১,৩৩	১১,৩১	১,১১	৯ ১
	১৬	১,১১	১,৩৩	১,৩৩	১১,৩১	১,১১	৯ ১
	২৩	১,১১	১,৩৩	৯৩	১৩,১৩	১,১১	৯ ১
	৩০	১,১১	১,৩৩	১,৩৩	১৩,১৩	...	৯ ১
আগস্ট	৬	১,১১	১,৩৩	...	১১,১৩	...	৯ ১
	১৩	১,৩৩	১,৩৩	১,৩৩	১৩,১৩	১,১১	৮
	২০	১,১১	১,৩৩	১১	১১,৩৩	...	৮
	২৭	৯৩	৯৩	...	৩৩,৩৩	...	৮

হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

দায়—

(হাজার টাকার হিসাবে)

			(অধিকৃত অংকে)
মোট			
মূল মোকাম			
বিদেশ	...	...	...
সাময়িক বিনিময় হার ও			
সম্পত্তি—			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (মাসিক)	পরিশোধিত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	বন্দর	বাজার দর					
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...										...
জেসপ	...										...
টাটা আয়রন	...										...
বার্ন ...	...										...
মেসার্স	...										...
বার্ন(অনু)	...										...
ইন্ডিয়া স্টীমনেভিগেশন	...										...
কয়লাখনি											
অসমদামোদর	...										...
ইন্ডাস্টোন্স	...										...
ওরো খাদুরিয়া	...										...
ভারতপুরা	...										...
ভাদুরা	...										...
বর্ধ ওয়ে	...										...
বর্ধ লক্ষ্মণ	...										...
বিট বীরভূম	...										...
বিট মানভূম	...										...
পেঞ্চবাদী	...										...
বরাকর	...										...
জেসপ	...										...
ভারত	...										...
রাণীগঞ্জ	...										...
রেওয়া	...										...
রাজিয়ারা	...										...
সিমলা	...										...
রাজেন ভারতপুরা	...										...
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	...										...
কাপড়ের কল											
এমিলি	...										...
ভারতলক্ষ্মী মিলস্	...										...
কেশোরাম	...										...
ইন্ডিয়া	...										...
লক্ষ্মীশ্রী	...										...
মাইসিয়া	...										...
রামশ্রী	...										...
বিড়লা	...										...
বুধিয়া											...
বোম্বাই	...										...

ক্রমের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (লাখ টাকা)	সভা ও অনুষ্ঠান তারিখ	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	পত্র সংখ্যা	সদস্য	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	শেষ আয়
	—	১৫,০০,০০০	৩৫,১১,০০০	১০০	৮%	৩৫০	২১০	...	...	...	...	...
	—	১০,৭৫,০০০	৩৫,৯০,৫০০	১০০	১১%	৩৫০	৩৪০	...	...	...	...	...
	—	১২,০০,০০০	২৯,৫৯,৩৫০	৫০	৬%	৩৫০	—	১৯০	...	...	১৯২	...
	—	৭৫,০০,০০০	৩৫,১৭,০০০	১০০	১%	৩৫১	—	—	..	...	—	২৭০
বিক্রয়	—	৫১,১০,৭৫০	৩২,৪১,০০০	১০০	১০%	৩৫০	২৯১	...	...	...	...	
	...	১,১০,০০০	১৯,৩১,০০০	১০	৮	১/৪১	...	...	...	...	...	১১/৩
	—	৫৫,০০,০০০	২১,৩১,০৩১	১০০	১১%	১৯০	—	...	৩৯%	৩৭১,০৩৯	৩৯০	...
	—	৩৩,৩৩,০০০	১৯,৯১,১৭১	১০০	১১%	৩৫০	...	১৯০	—	২৯১	২৯১	—
	—	৩৩,০০,০০০	৩৫,৩৯,১৩১	১০০	৯%	৩৫০	৩৪১%	...	...	...	...	...
	—	১১,০০,০০০	৩৩,১১,০০০	১০০	১৭%	১৭৩১	—	৩১১	...	...	...	...
ই		১,০০,০০০	৩৩,১১,০৩০	১০০	১৩%	১১৩১	...	...	...	...	...	১৯৯
	...	১,১০,০০০	১১,১৯,০০০	৫০	৫/৩০	১/৩১	...	...	...	...	...	১৭৯৩
	—	১৩,০০,০০০	১৩,৩১,০০০	১০	১৮	৩৫০	...	...	...	...	...	৯০
	—	১৩,৩০,০০০	৩৩,১৫,১৩১	৫০০	১১% (খ)	১৭৩১	—	—	...	...	—	১৪৯০
	...	১১,০০,০০০	৩৩,১৯,১৯০	১০০	১৩%	৩৫০	১৯০	—	...	...	—	...
	—	১৩,৩৩,৭০০	১৯,৩৩,৫৯০	৫০০	৯%	১৩৩১	...	...	...	...	—	৫৯০
	—	১৯,১৯,৯০০	১,৭১,৩১,১৩০	১০০	৭%	৩৫০	১৯৭	১৯১	...	...	...	...
	...	১১,০০,০০০	৯০,৩১,৩১৯	১০০	৭%	১১৩১	...	১৭৯	...	...	...	...
ই	—	৩৯,১৯,৭৭০	৯০,৩৩,০৩১	৫০	৩%	৩৫০	৩৭১	১১৩০-৩৩	...	৩৩,০৩৩	...	...
	...	১১,০০,০০০	৩৫,৯৯,০০০	১০০	৫%	৩৫০	...	...	...	...	...	১৯০
	...	৩৫,০০,০০০	৯১,১১,৯১৩	১০	১%	১০৩১	১১৩	...	...	১৯/৩ (খ, ঘ)	১৯৫/৩-১৯৫/৩	...
	—	১৯,০০,০০০	৩,১১,০০০	৫	৫	১৯/৩১	...	৩৫/৩	৩৫/৩	...	৩৫/৩	...
ঘ	...	১১,০০,০০০	১১,১১,৩৩০	১০০	১৯%	৩৫০	...	...	...	...	...	১৯০
	—	১১,০০,০০০	১,৩১,৩৯,১৯০	১০০	৩%	৩৫০	...	—	...	...	...	৩৩১
	—	১,১১,০০০ বা	৩,১১,০৩৩ বা	৫ বা	১বিঘা (ঘ)	৩৫০	...	...	...	...	১৫১	...
	...	১০,০০,০০০	৩৫,১৯,৫১০	১০০	৩১০	৩৫০	...	১৯১	...	...	...	...
	...	৩০,৩১,০০০	১৩,৩৩,১৩১	১৯	১৯০(ঘ)	৩৫১	৩৭ (খ, ঘ)	৩৩/৩	...	...	...	...
	—	১৯,৯০,০০	৩৯,১১,৯১০	৩০	১৯০	৩৫০	...	—	...	১১৯-১১৯/৩	—	—
	...	১৩,০০,০০০	১৩,১৩,৯১০	১০০	১১৩	১১৩১	...	...	...	...	...	৩৩১
	...	১৩,৯০,০০০	১৯,১৩,০৩১	১০০	৯%	৩৫০	—	...	...	...	...	১৯৯
	...	১৩,১৭,০০০	১৯,১৫,০৯১	১০	১৯০	৩৫০	১৯৩-৩৯/৩	১৯৩-১৯৫/৩	৩৩/৩	১৯৫,৩৯-৩৯/৩	৩৯/৩-১৯৫/৩	—
	—	১,১০,০০০	১১,১১,৯৯০	১০	৯% (খ)	৩৫১	...	...	...	...	...	৩৩৫/৩
	...	৩৩,৩৩,০০০	৫,১৩,৩৫,৫১০	১০	১১০	৩৫১	...	...	...	...	...	৩৯৩
	...	১১,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১০০	৯%	৩৫০	...	...	...	...	...	১১১
	—	১০,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০	৩০	১৯০	১১/৩৩	...	...	—	...	...	১১৫/৩
	...	৯,১৯,০০০	৫,৫১,১৯০	৩০	১১°	১১৩১	...	৩৩/৩	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আয়তন)	দত্ত ও আদায়ী মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দত্ত অংশসংখ্যা	সভ্যসংখ্য	ব্যালান্স শীট					
						১১/১/৪৮	১৩/১২/৪৮	১৯/১/৪৯	১১/১২/৪৯	১৩/১২/৪৯	মোট ঋ
কাপাস											
মেঘনাদ	...	৫,১০,০০০	৮,৯০,১৫১৲	১০০৲	১৯৲(খ)	১৩/৫১	...	...	...	...	...	৬৯৫
দাই ও সাউথিয়া	...	৯,৩০,০০০	৪,৯৬,১৩০৲	১০০৲	৩৮৲(খ)	১১/৫১	...	...	...	...	...	৩৯১
কুমারী	...	১,০০,০০০	৪,৪২,১৯০৲	১০৲	৮৲ (খ)	১৩/৫১	...	...	...	...	...	১৮
মেঘনাদা	...	১১,৩৩,০০০	৯৮,৫১,৫১৯৲	১০০৲	৭০৲(ঘ)	১১/১৯	...	...	...	...	...	৫১
বিবি	...	৩,৩৩,০০০	৩,৩৩,৫১৩৲	১০৲	৩৩৩(খ)	১১/৫১	...	৪৫৫৯	...	...	...	...
মেঘনাথী	...	৫,০০,০০০	১১,০০,০০০৲	১০০৲	১০৲ (খ)	১১/১১	...	...	...	...	৩৭৯৯(ঘ. খ)	১৯
মাধ	...	১৩,৩৩,০০০	৯,১৩,০০০৲	১০৲	৩৯৩(খ)	১১/৩৯	...	...	...	...	...	৪১
বসাক	...	১,১১,০০০	১,১৩,৩৩৯৲	১০৲	৭৲(খ)	১১/১৫	...	...	...	...	...	৭১
মেঘনা	...	৯,৩৩,৩০০	৩,৩৩,১৩০৲	১০৲	১৯৩(খ)	১১/১৯	...	...	...	...	...	১৮
ট্রেডার্স আমদানি	...	৯০,০০,০০০	৩,৫১,৩৫১৲	১০০৲	১৯৯০(খ)	১১/১১	...	...	...	...	...	১
নয়	...	৩,৩৩,০০০	১,৩১,৩১১৲	১০৲	৩৯০(খ)	১১/১৭	...	...	...	...	...	২
মাই রিভার	...	৫,৩৩,৩৩০	৩,৩৯,১৮৲	১০৲	৯৩(খ)	১১/১৭	...	...	...	...	...	৮
মেঘনা	...	৯,৩৩,০০০	১৫,১৯,৯৩৯৲	১৫০৲	৩৩৲(খ)	১১/১৩	...	...	...	...	...	৭
বিদ্যা	...	১৯,৩৩,৩৩০	৩৯,১১,১১১৲	১০৲	১৩৲(খ)	১১/৩৯	...	৪৯১৩	...	৪৯৩ (৫৯৪)	...	৯
চিনি কল											
চিনি	...	১৯,৩৩,০০০	১১,৯৩,১১৩৲	১৩৲	৯৩	৯৫১	...	...	...	...	...	১
চাঁদ	...	৪৩,০০,০০০	১৭,৭৯,৯৩১৲	১৩৲	...	৩৪১	৯,৩ ১৭/৩	৯৲	৮৩৩	...		৫
মাধব	...	১৩,৩৩,০৩৩	১৩,৫১,৯৫১৲	১৩৲	১৯৩(খ)	৯৫১	...	...	...	...	...	
চাঁদ বিভিন্ন	...	৯,১৩,৩১৩	১১ ১৯,১১০৲	৫৲	৯,৯৩(খ)	৩৫১	...	১৩৲-১১৫	...	১৩/৩	...	
ভাদুড়ী	...	৯,৩৩,০০০	৩,১১,৩৩৯৲	১০৲	...	১৩/১১	...	...	...	...	...	
মেঘ	...	১৫,৩৩,০০০	১,৩৩,৯৯১৲	১০৲	১৲(খ)	৯৫১	...	...	...	...	...	
মেঘনা	...	১৯,৩৩,১৯০	৪,১৩,৯৯৫৲	১০৲	১৲ (খ)	৩৫১	...	...	...	...	৯৯৯৩	
জিনা	...	৫,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৫৩৲	১৩৲	১৫৩(খ)	৯৫১	...	...	...	...	...	
ধলিপুর	...	১১,১১,০০০	১,৩১,১৩৩৲	১০৲	৫৩ (খ)	৯৫১	১১৫/৩-১৮৲	১৮৲	...	...	...	
ব্যাঙ্ক												
ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কিং কর্পো	১,৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,০০০৲	৩০ (খ)	১৫০	১১/৫১	৬৯৯৭	...	...	...	৬৫৫৩		
মিত্র ইউনিয়ন	...	১১১,১৩,৩৩,৫ [৩৫,৩৩,১৩৯৫	১৯,৯৯,১৩৩৲	১৭৲	১৯৩(খ)	৪৯৩	...	...	...	...	...	
মিত্র ব্যাঙ্কিং	...	৩৩,১১,০০০৲	৩৮,৩৩,০০০৲	১৮৲	৯৩% পাই (খ)	১১/৫১	...	...	...	...	...	
মেঘনা ব্যাঙ্কার্স	...	১১,৩৩,১১১৲	৯,৩৩,৩৩,০০০৲	১০০৲	...	১১/১১	...	...	...	...	...	
মেঘনা ব্যাঙ্ক	...	৩,৩৩,৩৩,০০০৲	৫,৩৩,৩৩,০০০৲	১৫০৲	৫৲ (খ)	৩৫১	১১১৲	১১১৲-১১৯৲	১১১৯৲ ১১৯৲	১১১৯৲-১১১	১১৯৲	
আজম মেসার্স ব্যাঙ্ক	১৫,৯৯,১৩১৲	১৮,৩৩,০০০৲	১৮৲	৯৯৩(খ)	১১/১৭	১৭৲১৯৯৯	১৭৲-১৯৯	...	...৫	৯৯/৯-১৯৲		
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৩,৩৩,৩৩,০০০	১,১৩,১৩,০০০৲	১১৲ (খ)	৩	৯৫৯	১৯৩৲	১৯৩৲	৯৯১৲	১৯১৲	৯৯৩৲	
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	...	১,৯৩,৩৩,০০০৲	১,১৩,৯১,৩৩৩৲	৫৩৲ (খ)	৯৲ (খ)	১১/১১	...	...	...	...	...	
ইন্দ ব্যাঙ্ক	...	... — ...	১১,৯৯,৩৩৩	৫৩৲ (খ)	...	১১/১১	৭৫৲	...	...	...	...	
ইন্ডিয়ান ফাইনান্সিয়াল	...	১,১৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০৲	৫০৲	...	১১/১১	১১১৩	...	...	...	...	
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	৯,১৩,১১,১৯০৲	৩,৫৩,৩৩,৩৩৲	১১৲	১১৩	৩৩৩৩	৮৫১৩	৮৫১৩	৮৫১৩	৮৯৲		
বিদ্যুৎ-সরবরাহ												

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (বাজার)	শেয়ার ও ঋণপত্র হস্তান্তর	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার শ্রেণীবিভাগ	ঋণপত্রের সুদ	ঋণ পরিশোধ	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	মোট ঋণ
খনি/পরিষেবা												
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...

অগ্নি, মেঃ, ভূমিকম্প, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"ভূমিকম্প", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি—
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৪৭৭

১ম বর্ষ ১৪ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৮; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
লভ্যাংশ বণ্টনের সুপারিশ	১১১
প্রাসঙ্গিক	
মূলধন পুনর্বিন্যাস, প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু, ডিবেঞ্চার পরিশোধ ও নূতন মূলধন সংগ্রহ	১১৩
বিশেষ প্রবন্ধ	
কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিম বঙ্গের ন্যায্য অংশ	১১৫
সংবাদলিপি	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই	১১৮
সংকলন	১১৮
শিল্প-বিরোধ বীমাদাবী সংক্রান্ত ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত	১৩১
ছয়টি শিল্পে শ্রমিকদের লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ	১৩২
অর্থনৈতিক	
১৯৫০ সালের নূতন কর	১৩৫
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
মৌসুমজনিত ধারণাবিশ্বিতি	১৩৭
বাজারের কথা	
মূলধন লাভ সুপারিশের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া	১৩৯
বৈধিক	
বিফল, আলোচনা ও ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া টকসের হিসাব	১৩৯

লভ্যাংশ বণ্টনের সুপারিশ

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন সম্পর্কে নিয়োজিত কমিটির সুপারিশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আপাততঃ ছয়টি শিল্পে মুনাফাবণ্টন নীতি স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরকাল পরীক্ষামূলকভাবে বজায় রাখার কথা বলিয়াছেন—এই পাঁচ বৎসরের শেষে অনুসৃত পদ্ধতির ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া উপরবর্ত্তী বক্তব্য স্থির করা হইবে। প্রাথমিক অভিজ্ঞতা যদি সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে অন্যান্য শিল্পেও মুনাফাবণ্টন নীতি প্রয়োগ করা হইবে।

কোন বিশেষ শিল্পে নিয়োজিত মূলধন হইতে ন্যায্য লাভ কতটা গ্রহণ করা যাইতে পারে, সেই শিল্পের পরিচালন ও সম্প্রসারণের জন্য ন্যায়সঙ্গত সঞ্চয় তহবিলের পরিমাণ কতটা হইতে পারে এবং সাধারণ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধিশীল ক্রমানুসারে লাভের হিসাব করিয়া উদ্বৃত্ত লাভের কত অংশ শ্রমিকদের প্রদান করা সঙ্গত, এই সকল বিষয়ে কমিটি তাঁহাদের তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ২৯এ মে হইতে ১লা আগষ্ট আবিদের মধ্যে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লেন্টারানের সভাপতিত্বে কয়েকবার কমিটির অধিবেশন বসে এবং তাঁহারা বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন।

কমিটির অধুনাপ্রকাশিত সুপারিশাবলী অতঃপর কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সংসদ (এখনও গঠিত হয় নাই—শীঘ্রই হইবে) কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে এবং তৎপর ভারত সরকার তাঁহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কমিটির সুপারিশ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আভাস হইলেও "সুপারিশ"-এর অতিরিক্ত আর কিছু নহে। অতএব ইহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন সম্ভব।—মূলতঃ এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সমালোচনার ক্ষেত্র হইয়াছে।—আমরা নিম্নে যাহা যুক্তিরাশি তাহাতে আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে আমাদের জাতীয় সরকার তাঁহাদের অসংখ্যপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আরও একটি বিপুলায়তন অসুবিধার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন—যেন অশান্তি তাঁহাদের কম আছে, অতএব আর একটি অশান্তি সৃষ্টি করিলে তাঁহাদের বিদ্যুতেই চলিতেছিল না!

সামান্য একটী প্রাথমিক বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করি। "শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা"র মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কমিটি মাত্র ছয় শিল্পের ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরের জন্য মুনাফাভাগ নীতি প্রবর্ত্তনের পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন; এই ছয়টি শিল্প ছাড়া ভারতবর্ষে অনেক শিল্প আছে,—হয়ত তাহারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষানবীশ শ্রমিকের সংখ্যা সে সকল ক্ষেত্রেও কম নহে। ওই সমস্ত শিল্পে কর্ম্মরত শ্রমিকের দাবী কমিটি-প্রস্তাবিত শিল্পে নিযুক্ত কোন শ্রমিকের অপেক্ষা কম নহে। অতএব ওই ছয়টি শিল্পের শ্রমিকেরা যখন পাঁচ বৎসর ধরিয়া লাভের অংশ ভোগ করিতে থাকিবে, তখন অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকেরা যে নিশ্চয়ই "ভ্যালফাঁক" পালন করিতে থাকিবে এবং তাহাতেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যে ওই দ্বিতীয়শ্রেণীর শ্রমিকদের উত্তাইবার লোক পাওয়া যাই

বিবেচনা করা দরকার। অতএব এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করিয়াই যে নূতন করিয়া গোলমাল বাধিয়া উঠিবে এবং শেষ পর্যন্ত যে উৎপাদনের হ্রাস পাইবে, আমরা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি, তাহা অস্বীকারের মূল রাখিতে পারিতেছি না।—আর একটি কথা,—সুপারিশ হইতে একটি বিষয় ভুল হয় না। তাহা হইল এই মুনাফায় অংশগ্রহণ বিষয়ে কেবলমাত্র শ্রমিকেরাই নূতন অধিকার না কেরানী এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও তাহার অধিকারী হইবে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের যদি লাভের অংশ প্রদান করা সাব্যস্ত হয়, তবে প্রতিষ্ঠানের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীকেও সেইরূপ লাভের অংশ করিতে হইবে। একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনে শ্রমিকদের কৃতিত্ব আছে, অন্যান্য কর্মচারীদেরও কৃতিত্ব কিন্তুই কম নাই।

একথা যে তাহাদের সকলেরই মুনাফায় একটা অংশবিশেষের দাবী থাকা স্বাভাবিক, এবিষয়ে আমাদের কাহারও মনেই কোন সন্দেহ নাই।—কিন্তু সেই মুনাফা কিরূপভাবে তাহাদের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে এবং কেমন করিয়া সেই মুনাফাবণ্টনে কোনরূপ অসাম্যের সৃষ্টি না হয়, তাহাই আমাদের সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এবিষয়ে আমরা ইতি-পূর্বে "উৎপাদন পুরস্কার"এর কথায় উল্লেখ করিয়াছিলাম ("আর্থিক ১৮ ও ৫৪ সংখ্যা)।—উহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইয়াছিল।—কমিটী মুনাফা সম্বন্ধে "উৎপাদন পুরস্কার" কথাটি ব্যবহার না করিলেও, যে পন্থা তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যুক্তিই হইয়াছে।

তাঁহারা বলিয়াছেন, "সাধারণ উৎপাদনের মান ঠিক করা বড়ই কঠিন লাভের প্রাপ্য লাভের অংশ স্থির করার বিষয়ে, খানিকটা অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই। তবে আমাদের মনে হয়, কোন প্রাপ্য মুনাফার অনুপাত স্থির করার বিষয়ে পূর্ববর্তী কালের শেষ সময়ে তাহার সহিত অংশের একটা হিসাব সহায়ক হইতে পারে। এ অবলম্বন করিলে পরিশ্রমী ও অলস শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য করা হইবে, নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হইবে এবং সেরূপ নিয়মিত হাজিরার ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি হইবে। তাছাড়া বেশ কয়েক ধরনের ভুল বেতন চুক্তির কাজের ব্যবস্থা করা আছে, (এবং বহু শিল্পের অন্তর্গত বেশকিছু কাজ পরিমাপ করা যায়, সে সকল কাজ "চুক্তির" কাজের হিসাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে) সে-সব ক্ষেত্রে শ্রমিকবিশেষের কোন নির্দিষ্ট সময়কালে কতটা উৎপাদন সম্পর্কে তাহার দান কতটা তৎসম্পর্কে সঠিক হিসাব পাওয়া যায়।"—অতএব সমগ্রভাবে প্রত্যেক তাহার পূর্ববর্তী এক বৎসরের সমগ্র আয়ের (বছরান্তকালীন বোনাস পুরস্কার বাদে) অনুপাতে লাভের অংশ পাইবে বলিয়া ইঙ্গিতও করিয়াছেন এবং এই লাভের অংশ যদি এই শ্রমিকের মোট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হয়, তাহা হইলে মূল বেতনের ২৫ ভাগ পর্যন্ত তাহাদের অংশ সমান প্রদান করিয়া, তাহার প্রাপ্য লাভের বাকী টাকাটা তাহার নামে ভবিষ্যনিধি (Provident Fund) অথবা অন্য কোন তহবিলে জমা রাখিতে হইবে বলিয়া কমিটী পরামর্শ দিয়াছেন।

—আমরা কমিটীর এই সুপারিশ সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। এই পন্থা অনুসরণের ফলে দক্ষ ও অদক্ষ এবং পরিশ্রমী ও অলস কর্মীর শ্রেণীবিভাগ সহজেই হইতে পারিবে এবং অযথা কর্মীবিক্ষোভের সকল আশঙ্কাই একই শ্রেণীভুক্ত করার ফলে অনাবশ্যক আয়োজন করিতে হইবে না।

সমগ্রভাবে শ্রমিকদের লাভের অংশ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কমিটী বলিয়াছেন যে, উদ্বৃত্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। এই উদ্বৃত্ত লাভ স্থির করিতে হইলে, নিম্নোক্ত মূলধনের (আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চয় তহবিলের) উপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিতে হইবে। সমগ্র আয় হইতে প্রথমেই মূল্যাপচয় বাদ দিতে হইবে এবং মূল্যাপচয়, ব্যাদেশিং এজেন্সি কমিশন ও অবধারক দের অর্থ বাদ দিয়া যে নীট লাভ হইবে তাহা হইতে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সঞ্চয় তহবিলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে। এই সকল বিলিব্যবস্থার পরে মুনাফার যে-অংশ হাতে থাকিবে, তাহাকেই উদ্বৃত্ত লাভ বলিয়া ধরিতে হইবে। এই উদ্বৃত্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের সমগ্র শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া করার বলিয়া কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কমিটী ঘাটতির কথাও তুলিয়াছেন। কোন বৎসর যদি লোকসান হয় অথবা উপযুক্ত পরিমাণে লাভ না হয়, তাহা হইলে কি হইবে সে-কথাটাও কমিটী উত্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কমিটী বলিয়াছেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বাড়তি লাভের সময়, নিম্নোক্ত মূলধনের উপর সুদসহ অগ্রদত্ত লাভ বাবদ শতকরা ৬ টাকা প্রদানের পরেই কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত লাভ ও শ্রমিকদের মুনাফা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিবে।—এই ক্ষেত্রে যে, কিনিষটা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে কেবলমাত্র নিম্নোক্ত মূল-ধনের উপর পূর্ণ বৎসরের অগ্রদত্ত লভ্যাংশ বণ্টনই নহে, বাড়তি মুনাফার সময়ে সঞ্চয় তহবিলের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অর্থাৎ লোকসানের বৎসরের জন্য সঞ্চয় তহবিল যাহে অর্থ বরাদ্দ করিবার পর এবং বাড়তি বৎসরের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট বিলিব্যবস্থাদির পরই উদ্বৃত্ত লাভ ধার্য্য করা সঙ্গত।—সঞ্চয় তহবিলের টাকায় যদি লোকসানের বৎসরের ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লাভের সময়ে সেই ক্ষতিপূরণ করা প্রতিষ্ঠানের সুস্থ অস্তিত্বের পক্ষে সর্বাগ্রে করণীয়।—এই একান্ত প্রয়োজনীয় কথাটা অবশ্যই বলা হয় নাই।

কমিটীর সকল পরামর্শের মধ্যেই একটি বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বারংবার বলিয়াছেন, বিষয়টি বড়ই জটিল।—তাঁহারা ইহার দ্বারা কোন পক্ষকেই খুসী করিতে পারিবেন কিনা, সেবিষয়ে তাঁহাদের মনে যে সংশয় আছে, সেকথা তাঁহাদের সুপারিশের ধরণ দেখিলেই বুঝা যায়।—তাঁহাদের এই সকল সংশয়ের কারণ সম্পর্কে বারান্তরে আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন হইতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা কেবল আর এই আশঙ্কাই জ্ঞাপন করিতেছি, শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই কেবলমাত্র তাহাদের দাবী নয়, নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হউক, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হউক। আশা করা যায়, মুনাফাবণ্টনের দ্বারা সেই কল্যাণের সূত্রপাত হইবে।

প্রাসঙ্গিক

যন্ত্রপাতি বন্ধ পরিকল্পনা

টেক্সটাইল অ্যাডভাইসারী বোর্ড ও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়মন্ত্রীদের সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে সম্পর্কে ভারতের শিল্প ও সরকার সচিব তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বুধবার ২৪এ সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইতে সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতির উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, জনসাধারণের যে পরিমাণ টেরলীন কাপড় প্রয়োজন বাহাতে সেই পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হয় তাহার সরকার তাহার জন্য আগ্রহান্বিত এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার পাঁচটি আর্থিক ভিত্তিরও বিধান করিয়াছেন। যন্ত্র উৎপাদন, বস্ত্রের তত্ত্বাবধান এবং বেআইনী যন্ত্র আমদানি বন্ধের জন্য এবজোরবেন্ট বিভাগের কর্মচারিদের উচ্চ ডিগ্রেডেশনের সুবিধা করিবেন।

ভারতের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের যে দুইটি দিক আছে, বর্তমানে সরকার যে সে দুইটি দিকেই নজর দিয়াছেন তাহা আশার কথা। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উৎপন্ন দ্রব্যের দুর্বিক্রয় বন্ধ ব্যবস্থার ফলেই যে ভারতের বস্ত্র সমস্যার মূল সমাধান হইতে পারে ইহা আমরা বারংবার বলিয়াছি। উৎপাদনের যে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি দিয়াছেন তাহাতে কিন্তু আপত্তির উদ্রেক হইয়াছে। যেমন তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান যুগাই মাসে যেখানে ছিল ৯০,১০,০০,০০০ গজ তাহা পরবর্তী মাসে তাহা পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৮,০০,০০,০০০ গজ। কি কারণে এইরূপ উৎপাদন হ্রাস হইল, সরকার তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে বস্ত্র সমস্যা সমাধানের পক্ষে সরকারের প্রথম কাজ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং সেইজন্য সরকারের পক্ষে প্রয়োজন মালিক ও শ্রমিকের পরিপূর্ণ সহযোগিতা। সরকারী অনুরোধের জন্য মিল মালিকদের অনুরোধ এবং বাহিরের বাধাবিপত্তির প্রয়োজনীয় শ্রমিক বিক্ষোভ যে ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের মূলে আঘাত হানিতেছে, একথা সরকার ভালো করিয়াই জানেন, অথচ ইতিপূর্বে এদিকে তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। এখন কি বর্তমানের ঐ দুই দোষের প্রতিকার করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন বা সেরূপ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইবেন। বিক্রয়ের সংকটের ক্ষেত্রে যতই নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক না কেন যতদিন পর্যন্ত অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা না হইবে ততদিন দুর্নীতি অবাধে চলিতে থাকিবে। উপযুক্ত অর্থব্যয় করিলে আইনের দ্বিদ্রূপে বিচ্যুতি পাইতে চোরাকারবারীদের অসুবিধা হইবে না। অতএব এসম্পর্কে সরকার যদি অবহিত না হন তাহা হইলে বাহির জনসাধারণ ও অন্যান্য এই বিষয়ে সরকারের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিবেন। সরকারের বস্ত্র পরিকল্পনার সাফল্য অনেক পরিমাণে যে তাঁহাদের উপর নির্ভর করে একথা আমরা আশা করি মাননীয় তাহাদের জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

প্রেস ট্রাই অফ ইণ্ডিয়া

রয়টার ও ইয়ার বিউরো পেপার সোসাইটির মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় প্রেস ট্রাই গঠিত হইয়াছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বর্তমানে মূলতঃ ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক হইলেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ঐ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালিত হইবে। ইহা অবশ্যই সুখের কথা বলিতে হইবে। কারণ, ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এতদিন তাঁহাদের বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত।

বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী প্রেস ট্রাই অফ ইণ্ডিয়া রয়টারের ভারতীয় শাখা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার তার গ্রহণ করিবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ খবরাখবর সরবরাহের পূর্ব কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে। বিদেশী সংবাদের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান রয়টারের আমীনার হইয়া সক্রিয়ভাবে সংবাদ সংগ্রহের কাজে অংশ গ্রহণ করিবে। চুক্তির সকল সর্তগুলি বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তবে সংযোজিতের ভিত্তিতে যদি কাজ করা হয়, আমরা আশা করি তাহা হইলে অতঃপর এই চুক্তির ফলে সংবাদের আদানপ্রদান হইবে। আমরা দুঃখ যে, ভারত হইতে যে সংবাদ বাহিরে যায় এবং বিদেশ হইতে যে সংবাদ এদেশে আসে তাহা সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কোন সময়ের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবে সংবাদ আদানপ্রদান হইবে না। দুঃখের বিষয় এতদিন তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ রয়টার একটী ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের সংবাদ সরবরাহে ব্রিটেনের প্রতি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইবার এত অল্পকালের মধ্যেই যে ভারতে স্বাধীন সংবাদ সরবরাহের এইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইল তাহাতে এই বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের আশু সফলতা কামনা করিতে সন্দেহ নাই। তবে আশা করি রয়টার্সের প্রেস অফ ইণ্ডিয়া নামক একটী সংবাদপত্র সরবরাহ প্রতিষ্ঠান দেশের ভিতরের সংবাদ সরবরাহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবেন কিন্তু রয়টারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে প্রেস ট্রাই অফ ইণ্ডিয়ার সম্মুখে যে বিপুল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইল তাহার সুযোগ যদি প্রেস ট্রাই অফ ইণ্ডিয়া নাই লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে না। আশা করি দেশের সংবাদপত্রগুলি প্রেস ট্রাই অফ ইণ্ডিয়ার সমর্থন ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন।

ব্রিটিশ পত্রিকা ও হায়দরাবাদ

হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলি যে ধরণ মনোভাব দেখাইতেছে, তাহাতে মনে হয় পূর্বাপেক্ষা এই পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত বিরোধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই

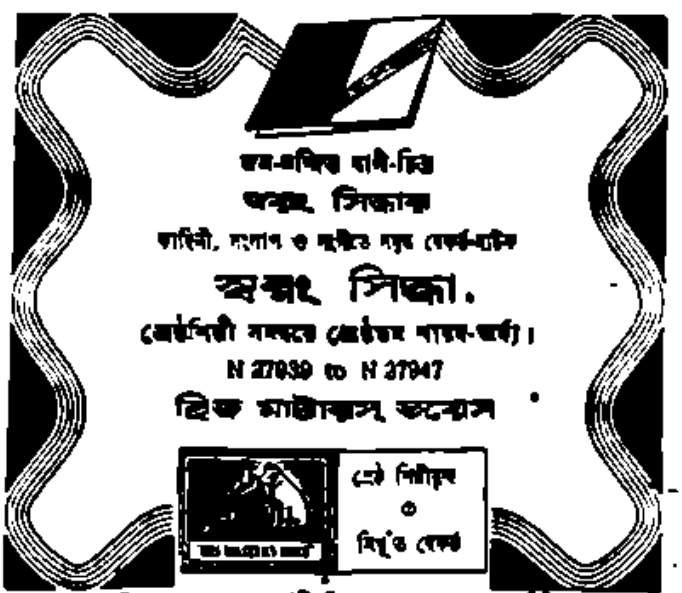

...ছে-দুখিয়া পাইলেই তাহারা তাহাদের ...শ্চাদের অমিই করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ...। একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই ...সংবাদপত্রগুলি রায়বরেলীর সম্পর্কে ঠিক ...নাই। দুঃখের সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত ...ছে যে, স্বাধীন ভারতের সর্বাঙ্গে বিভাগের ...বৈরকারী হাজা যারা ভারতের পক্ষে ...রক্ষার প্রথমিকালে ভারতে বিভাগ ...নির্মিত করা হইয়া এবং লীগদের ...ষ্টি করিয়া ভারত সরকারকে উৎ...রেছেন "there appears to have ...good deal of provocation in the ...disturbances"। যেখানে মুসলীগের ...ন যে কোন সময়ে করিয়াছে সেখানে ...কগুলি সংবাদের ভারতরাষ্ট্রকে অভ্রান্তভাবে ...ভার দিয়াছেন যে কোন তদন্তিষ্ঠী সভ্যের ...ন করিয়া দেওয়া যায়। এমন কি ...দিবসের ঘর ঐতিহাসিক সংবাদপত্র ...ঃ ঐরূপ মন্তব্যই দেখাইয়াছে, তাহাতে ...ন্তি ফিরিবার বর্তমান মনোভাবের ...ন ...ক্ষমতা নহে। পাকিস্তানের পক্ষ লইয়া ...রেরও ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

এত কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ...ন্য কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার ...ন হয় নাই। তাহারা আজ ভারতের 'দিব্য ...pirit) ভাব দেখিয়া ভারতকে ...ক্ষমাদিতেছে, এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া ...ই বোধ করিতেছি। তাহারা এতদিন ...ন প্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া ভারতের ...বিরুদ্ধে দুর্নামের ঝড়িয়া আসিতেছে এবং ...বিবাদ করিয়াও কাশ্মীর ব্যাপারের ...ন্যা দিয়াছিল করিয়া ভারতকে পঙ্গু ...ছে চাহে, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ নির্লজ্জ ...ব্যবহার অসম্ভব নহে। কিন্তু পৃথিবীর ...বের ইচ্ছায়া যে অনেকখানি দূর হইয়াছে ...ার বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া তাহারা এখন ...ও পারিতেছে না।

আমরা আজ ইহাই বলিতে চাহি যে, ...ধীনে হিন্দুস্থান বলিয়া ব্রিটেনের "নিন্দা ...করি নাই, সেইরূপ একদল বৈরাচারী ...ী করিবার জন্য রায়বরেলীর সংবাদদাতার ...ক সংবাদের ভারতরাষ্ট্রের ঘাড়ে তুলিয়া ...নাই। তাহাড়া অল্পকালের জন্য বিভাগের ...র আলোড়না চালাইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের ...নির বিশেষ ভীত থাকার ভারতের ...ছিল না, কাজেই রায়বরেলীর যাত্রা ...ন করার জন্য শেষ কেনারেল চৌধুরীর ...রায়বরেলীতে পৌঁছিয়াছে।—যাহাই হউক, ...প্রামাণিক কর্তব্য যে সত্য সংবাদ ...ন সংবাদপত্রগুলি যদি আজও একথা ...ছে যাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

কাশ্মীর ও ঘড়ি পরিষদ

কাশ্মীর কমিশন ভারতে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিনিধি ভারত ও পাকিস্তান উভয় মন্ত্রিমন্ডলের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কমিশনের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু না করেন, যাহার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে বৈরিতা আরও তীব্র হইয়া উঠে। কমিশন ঘড়ি পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত পেশ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতামত যে কি তাহা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই পরিষ্কার জানা যাইবে। কমিশনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা পরিষদে যে বিবৃতি দাখিল করিবেন তাহা অন্তর্বর্তীকালের জন্য। পাকিস্তান সরকার কমিশনের তদন্তের অনুসন্ধানের করিতে অস্বীকার করায় তাহাদের এত শীঘ্র তাহার কাজ করিতে হইয়াছে।

প্রথমে ঘড়ি পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন লইয়া যে বিতর্ক হয় তাহাতে একটি ভিন্ন আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল, কারণ ঘড়ি পরিষদের সদস্যদের কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁহারা শুধু ভারতের অভিযোগ ও পাকিস্তানের পাল্টা অভিযোগ শুনিয়াই তাঁহাদের মত গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের সদস্যরা বর্তমানে তাঁহাদের নিযুক্তিত কমিশনের নিকট হইতে কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে ঠিক সংবাদ জানিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কমিশন ও উহার তদন্তিমিশনের সরকারের অন্যান্য সংবাদ সম্পর্কে যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও এবং ঐ প্রকাশিত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান আজ সরকার বা ঘড়ি পরিষদকে না জানাইয়া যে ভাবে কাশ্মীরের রায়বরেলীর সাহায্যার্থে গোপনে সৈন্য পাঠাইয়াছেন তাহাতে কমিশনের মনে পাকিস্তান সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর সম্পর্কে নিরপেক্ষতার ভাব করিয়া যেন পর্যন্ত যাহা হইয়া নিজেদের মোহ ভঙ্গের ফলে পৃথিবীর সম্মুখে পাকিস্তান আরও হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাকিস্তানের সৈন্য অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আপত্তির কথাই কমিশন তাহার কথা অস্বীকার করিয়া ঘড়ি পরিষদের সম্মুখে সত্যের অপলাপ করিতে যাহা হইয়াছেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ভাবে ধরা পড়িয়াও পাকিস্তানীদের লজ্জিত হইবার ভাবও ফুটে নাই, তাহারা এখন রায়বরেলীকে লইয়া ঘড়ি পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে মুখরা প্রচারের সুযোগ সন্ধান ...করিতেছে তাহারই ফলস্বরূপে ভারতের সাড়ি পাকিস্তান প্রচারের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে "অন্যায় হস্তক্ষেপের" অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে পাকিস্তানের কোন লাভ না হইলে ভারতের ব্যবহারকে কিছুতে পাকিস্তানীদের ব্যবহার' কিন্তু পৃথিবীতে এমন বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন লোক বেশী নাই যাহারা পাকিস্তানের প্রচারে বিশ্বাস করিতে পারে। তবে পাকিস্তানের যাহারা বন্ধু আছেন তাঁহাদের জন্য কোন প্রকার প্রচারের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা যে কোন উপায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকারকে অভিযুক্ত করিতে পারিলেই নিজেদের ধন্য মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের মনস্কাম সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন ভারত যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে, এমন কি ঘড়ি পরিষদ বলপূর্বক রাজনীতির ধারে পড়িয়া যদি কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহার যথাযোগ্য উত্তর দানের ভারত সক্ষম। সকলপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারত যে কোন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত।

ইণ্ডিয়্যান

ব্যাঙ্কিং

জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্

বিশেষ প্রবন্ধ

কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য অংশ

ভারতের রাজস্বনীতির কাঠামো এবং এর কতকগুলি অংশ বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। এর ফলে যেসব প্রস্তাব আসন্ন কয়েকমাসের মধ্যে গৃহীত হইবে, তাহার উপর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নতি কোন্ পথে কতখানি অগ্রসর হইবে তাহা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ এই প্রস্তাবগুলিরই আর্থিক সঙ্গতি ও কার্যকারিতার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং অন্যান্য কতিপয় রাজ্যের ন্যায় কেন্দ্র ও প্রদেশের প্রাপ্য সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকিলে—অন্ততঃ কথায় প্রদেশগুলি তাহাদের ন্যায্যতম আয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাকিতে পারিলে স্বভাবতই তাহাদের পক্ষে প্রদেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা দুরূহ হইয়া পড়ে। তিনি শাসনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে দুই বৈসাদৃশ্য উদ্বেগ লইয়াই কেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার ফলে প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সঙ্গতির অভাবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যের অভাবে কোন প্রদেশই তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নযোজনা উপযুক্ত করিতে পারে নাই। সুতরাং কেন্দ্রের উপর আনুকূল্য নির্ভরশীল হইয়া থাকা কোন প্রদেশের মর্যাদা ও কল্যাণের পক্ষে যে বাঞ্ছনীয় নহে, এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকিতে পারে না। ভারতের নিজস্ব আয়ের দ্বারা প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিকল্পনানুযায়ী অগ্রসর হইতে দেওয়াই সমীচীন এবং দ্রুত পরিকল্পনার ও আপৎকালীন প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিতে হইবে তো বটেই, কিন্তু তজ্জন্য এমন কোন নীতি অবলম্বন করা সঙ্গত নহে যদ্দ্বারা প্রদেশগুলি তাহাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশের দুর্বল অর্থনীতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকেও সর্বতোভাবে দুর্বল করিয়া ফেলে।

এই কারণেই, রাজস্ব-নীতির এই গুরুতর ত্রুটিগুলির সংশোধনের দাবী আমাদের মত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ সরকার কর্তৃক আনীত যে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ সময়োচিত বলিয়া আমরা মনে করি। অর্থসচিবের প্রস্তাবটির মর্ম সংক্ষেপে এই,—ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত যাহাতে প্রদেশগুলিকে রাজস্বের ব্যাপারে ক্রমিশিয়ার পার্লিমেন্টের ভোটাধিক্যের অনিশ্চয়তার উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সম্মতি ও অনুমোদনসাপেক্ষ না রাখিয়া প্রদেশগুলির প্রাপ্য আয়কর সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে ত্রিমিশিয়ার বিধান থাকে।

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন্ প্রদেশ কতখানি আয়কর পাইবে তাহা যথাযথভাবে নির্ধারিত হয় নাই। এমন কি কেন্দ্রের বেতনভুক্ত আধিকারিক রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রদেশগুলির মধ্যেও অসঙ্গত বৈষম্য করা হইত। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রদেশগুলি পুনঃপুনঃ অসন্তোষ জ্ঞাপন করায় কেন্দ্রীয় সরকার এতাবৎকাল অন্যায় করিয়াই আসিতেছেন। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় এই বৈষম্য ও গলদ অবশ্যই দূর করিতে হইবে। উপযুক্ত প্রস্তাবে অর্থসচিব পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে সেই দাবীই উত্থাপন করিয়াছেন।

খসড়া গঠনা কমিটি রাজস্বনীতির এই গলদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা দেশের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় অদূরভবিষ্যতে পূর্বেকার ব্যবস্থাই অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত করেন।

কমিটির এই সিদ্ধান্তের ফল এই দাঁড়ায় যে, কেন্দ্রের রাজস্ব আয়ের প্রসঙ্গ যথা থাকিলেও প্রদেশগুলিকে অবশেষে রাজস্ব লাভ করিয়াই নির্ভর থাকিতে হইবে এবং যেহেতু এই রাজস্বের দ্বারা প্রদেশের উন্নয়নমূলক কার্যসমূহ কোনক্রমেই নির্ভর করা সম্ভব হইবে না, সেহেতু প্রতিপদে অর্থের অভাব প্রদেশসমূহ অথবা প্রদেশবিশেষকে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

আয়কর ও পাট-রপ্তানি শুল্ক সম্পর্কে পুরাতন গভর্নমেন্টের সময়েও ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে আয় আংশিক বিভাগের কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য যে যোগেয়ার প্রদান করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার পরিবর্তন করা হইয়াছে। অবশ্য এই পরিবর্তনের ফলে প্রদেশগুলির প্রাপ্য কিছু বাড়িয়াছে কমিটি তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি নিজেদের প্রাপ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিঃসংশয় হইতে না পারিলে, কোন দূরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা লইয়া প্রদেশগুলির পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে—আমরা বর্তমানে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি। ভাগ-বিভাজিত ও তাহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ক্ষত-বিক্ষতির ফলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশরূপে লইয়া গঠিত হইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সকল দিকেই এই ক্ষুদ্র প্রদেশের সমস্যার অন্ত নাই। সর্বোপরি উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে একটি পর্বতপ্রমাণ সমস্যা। একথা সত্য যে বহু টাকাকড়ির পরও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের বাহির স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তথাপি লাখো লাখো উদ্বাস্তুর আবাস, বস্ত্র, খাদ্যসংস্থান ও পুনর্বসতির ভার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে যদি কেবলই কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের করুণাপ্রার্থী হইতে হয় এবং কেন্দ্রের আয়করের রাজস্বে বিভেদের ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না থাকে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকেই তাহার পরোক্ষ ফলভোগী হইতে হইবে। বিষয় করা সত্ত্বেও, অনুযায়ীই যে সে প্রদেশে আয়কর প্রদত্ত হইবে এবং কখনও কোন বলা যায় না ইতিমধ্যেই প্রদেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইলে প্রদেশসমূহের মধ্যে যে আরও তিক্ততর সৃষ্টি হইবে সিদ্ধান্তে বলা চলে। পক্ষান্তরে, সাধারণের বিশ্বাস থাকিলে তদনুসারে প্রত্যেক প্রদেশ পূরকরূপে আবশ্যকীয় রাজস্বের অংশ পাইবে, ও কোনরূপ অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

এই সকল সমস্যা সম্পর্কে গণপরিষদকে কার্যপরিচালনের জন্য গণপরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ ও স্বদেশী দের লইয়াই এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

কমিটি পূর্ণ ভাবনা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অ ও করিয়াছেন, অধিকন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক গ কর্তৃক নিয়োজিত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের শুনিয়াছেন। আমরা যতদূর অবগত আছি, ইহাদিগে রাজস্বনীতি সম্পর্কে কতিপয় কা প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং নূতন শাসনতন্ত্রে অংশে প্রদেশের প্রাপ্য সম্বন্ধে নির্দেশ থাকাই সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অবশ্য এই কমিটির রিপোর্টের উন্নয়ন থাকিলেও পক্ষে কমিটির পূর্ব রিপোর্টটি অবলম্বনের কি সুযোগ পায় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার মোটা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াও এ রাজস্বের হার পরিবর্তন করিয়াছেন যদ্দ্বারা ন্য সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বস্ত্র পূর্বে সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের জন্য রক্ষণযোগ্য করের পরিমাণ ৬০ কোটি নির্দিষ্ট ছিল, ইহা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিকরের সাড়ে বারটি তাল প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টিত হইয়া বাঙ্গলা প্রদেশও তাহার একটি অংশ পাইত। পূ পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য আয়কর ১৮ কোটি এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্ত পরিমাণ ১০ কোটি হ্রাস পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ হইতে পারে, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের প্রাপ্যে বাড়ানো হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশ বিভক্ত। অংশ তাহার এক-চতুর্থাংশ লইয়া পশ্চিম বঙ্গ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সাকল্যে পূর্ব হ্রাস পাইয়াছে। উহা পাটের প্রাপ্য শুল্ক পশ্চিমবঙ্গবহির্ভূত হইয়া পড়িলেও, শুল্কগুলি সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিম বঙ্গে অর্জিত। তা যুক্তরাষ্ট্রের পাট-রপ্তানির অধিকাংশই পশ্চিমে প্রেরিত হইয়া থাকে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের পূর্বাপেক্ষাও হ্রাস করার মধ্যে ত্রুটি নাই—ই অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই স্বপক্ষে বিচারসঙ্গত অজুহাত দেখা যায়নি। এ অনিষ্টকর পরিবর্তন সাধনের পূর্বে কেন্দ্রীয় স পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সহিত পরামর্শ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য প্রয়োজন ছিল তাহা

সংবাদলিপি

সফল ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন—ব্রিটেন ও ... মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি—স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের ...—ব্রিটেনে অভূতপূর্ব্ব উৎপাদন বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

২, ১৪ই সেপ্টেম্বর—গত সপ্তাহের ট্রে. ইউ. সির যে অধিবেশন জাতির পুনর্গঠনমূলক কার্য্যকলাপের ... কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে। সম্মেলনের প্রস্তাব ... করিয়াছে, তবে উৎসাহী লোক ... ও মূল্য ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ... আলোচনার সময় দেখাবে তোপাদানা ... বিশেষ উৎসোলা। কিন্তু যেসব ... সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া ভোট ... কাজের সময় ঐসব নীতি পালন ... ছুতো বিশেষ, আদিবে তাল হউক কি ... সকল সময়েই তাহারা শ্রমিকের মজুরি ... করিয়া আন্দোলন চালাইয়া সংকারকে ... তাহাড়া অনেকগুলি ইউনিয়ন সরকারী ... করিবার সময় এই ঘোষণা করে যে, সরকারের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে ... সমর্থন করিবে একটি সর্ত্তে, আবশ্যকমত বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখিতে হইবে, ... পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই শ্রমিক ... নাই। আমরা শ্রমিক বেতার বাণিজ্যের ... করিবার দাবী করিবে সময় একথা ... যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করার ... মূল্যও বৃদ্ধি করা। বাণিজ্যের মূল্যও ... যদি জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া ... মনে করেন, তবে শ্রমিকের বৃদ্ধি করার প্রস্তাবও সময় মেনে ... হইতে পারে না। তবে সুখের বিষয় যে এমন ... কি কেহ ছিলেন তাহারা পরে প্রকাশ সভায় স্বীকার করেন যে, লাভ ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মূল প্রেরণা এবং ... উহা শুকাইয়া গেলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ... ঘটে যাবা।

... ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৯৩৮ সালের বাণিজ্যের হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, রাজনৈতিক ... সত্ত্বেও এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ... অক্ষুণ্ণ ও বর্দ্ধিতায়েই, এমন কি বৃদ্ধির ... আলোচ্য বৎসর ফ্রান্স হইতে ব্রিটেনে ... টাকার মালের আমদানি হইয়াছে এবং ইহে ফ্রান্সে রপ্তানি হইয়াছে ৫১৭৭ কোটি ... মাল (ভারতবর্ষের অনুরূপে বাণিজ্য ... ১৮৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এই ... "অদৃশ্য মাল" (Invisible export) ... ব্রিটিশিয়ানরা ফ্রান্সের মাল ইত্যাদির ... দেখা যাইবে যে, এই দুই দেশের আমদানি ও রপ্তানির ... সমান হইয়াছে এবং তাহাদের বেশী উন্নত ... নাই। ফ্রান্সে রপ্তানিকৃত মালের মধ্যে প্রায় তিন ... ভাগের দুইভাগই মূল মজুদাদি ইত্যাদি এবং ... শিল্পোপযোগী বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, বং, মোটর ... রবার, এরোপ্লেন ও তাহাদে ইত্যাদি। মোট রপ্তানি-কৃত মূল মজুদাদির মূল্য হইবে প্রায় ৩১৮ কোটি টাকা, ফলমূলের মূল্য হইবে প্রায় ৫১৯ কোটি টাকা, রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য হইবে প্রায় ৯২৪ কোটি টাকা।

এই দুই দেশের মধ্যে এই বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ফ্রান্সে আমার সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রিটিশ শিল্পপতিদের একথা মনে রাখিতে হইবে যে বড় বড় মজুদাদি প্রস্তুত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, সেই জন্য ব্রিটেন এখনই ফ্রান্সের চাহিদা অনুযায়ী তাহা মজুদাদি রপ্তানি করিতে পারিবে না।

... ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটেনের বাণিজ্য উন্নতির দিকে হইয়াছে, একথা ... করিতেই হইবে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের প্রতিকূল বাণিজ্য উন্নতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৩১০ লক্ষ পাউণ্ড আর ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ব্রিটেনের প্রতিকূল বাণিজ্য উন্নতি হইয়াছে মাত্র ১৭৩ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ব্রিটেনের এই বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ শতকরা ৪৮৩৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। যদি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের পরিকল্পনা সন্তোষজনকভাবে আসের হয়, তবে আমরা এক বৎসরের মধ্যে, ব্রিটেনের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ আপাতদৃষ্টিতে সমান সমান হইয়া যাইবে। ব্রিটেনের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিই পাইয়াছে, লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন যুদ্ধোত্তর যুগের রেকর্ড সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। মোটর শিল্পের উৎপাদনেও রেকর্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং রেলওয়ে ইঞ্জিন ও ট্রলির মালের উৎপাদন প্রত্যাশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য অধিকন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্রিটেন ঐসব দ্রব্য প্রত্যাশাতিরিক্ত পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রে লৌহের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি—ন্যাটিন আমেরিকার মুদ্রামূল্য হ্রাসের সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকদের আশঙ্কা—অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৮ই সেপ্টেম্বর—দ্রব্যাদির বিক্রয় বাড়ন আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে লৌহই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবৃদ্ধি ... দ্রব্য। ... পূর্ব্বে যেখানে রাজার, সরকার ইত্যাদিকে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ ইস্পাত সরবরাহ করিত, বর্তমান বৎসরে সেইখানে সরকার ২১ ভাগ রাজার সরবরাহে লৌহযন্ত্রা প্রস্তুত। সেই প্রকার অন্যান্য ... ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, লৌহের ব্যবহার অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে অবশ্য লৌহের উৎপাদনও অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌহ শিল্পের মুখপত্র "আয়রন এজের" মতে ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে লৌহের উৎপাদন ১৩০ লক্ষ টনের চেয়েও বেশী হইতে পারে। এই উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ লৌহের উৎপাদন ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদনপদ্ধতির ক্রমোন্নতি।

ন্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মুদ্রামূল্য হ্রাসের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকগণ তাহাদের মালের পরিবর্ত্তে ঐসব দেশের মুদ্রার বদলে পরিশোধ বৃদ্ধি করার দাবী জানাইতেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করিতে হইলে ঐসব দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যে মুদ্রা জমা রাখিতে হয় ঐসব দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস হইলে তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে। এই আশঙ্কা যে মেহাৎ অমূলক নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মেক্সিকোর ও আর্জেন্টিনার মুদ্রা "পিসোর" বিনিময় হারের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের এই দাবীতে ন্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির ব্যবসায়ীরাও খুশীই হইয়াছে, কারণ, তাহাতে তাহাদের আন্তর্জাতিক সুবিধাই হইবে, কারণ তাহাদের অনেকে অর্থ মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল হইতে রেহাই পাইবে।

যেসকল বিদেশী মোর্ট মত সরকার উহার সমস্তগুলি ব্যাঙ্কগুলির সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যে আদেশ জারী করিয়াছেন, মিঃ ইয়র্কের পরিসংখ্যানগুলি তাহার বিরোধিতা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহাদের মতে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির গতি হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এই সময় ঐরূপ করা ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদ একথা সমর্থন করেন না যে, বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির বেগ কমিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রে বস্তুবাজার বা অন্য কিছুতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই এবং সরকারের বিনিময়পত্রের যে দাম আরো অনেকটা নিম্ন থাকিবে এবং আমরা দ্রব্যমূল্য হ্রাসের "মূল্য" সম্পর্কে যে ধারণার লইয়া বর্তমানের মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বিবেচনা করি, সেই ধারণার পরিবর্তন করিতে হইবে। এজন্য সেভারেজের দ্বারা কোনও মূল্যসংকোচ ঘটিবে না এবং যদি ঘটে তাহা হইলে শুধু সেভার সরকারের ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। ইন্টারটেল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্মকর্তা মিঃ পার্কিনসনের মতে নিম্নোক্ত তিনটি কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস ঘটিতেছে না যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ঘর্ণ ঋণ, অতিরিক্ত মূল্য সরকারী "যুদ্ধের বাজারের" পুঞ্জীভূতকরা এবং ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা। মিঃ পার্কিনসনের মতে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা বিষয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমাদের

দিল্লী

দিল্লীতে খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন—লৌহজাত ধাতুর সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা—দুত উৎপাদন ও ডেলাল বিতরণ ব্যবস্থা—দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যুৎকর।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১১ই সেপ্টেম্বর—রাজধানীতে বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংবাদ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে প্রাদেশিক ও দেশীরাজ্য সমূহের সহিত কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের কর্তৃপক্ষগণের সম্মেলন, তাহাদের আছে ভারতীয় লৌহজাত ধাতু উৎপাদক সম্মেলন, চুত উৎপাদক সম্মেলন ইত্যাদি। আজ বিকালে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাংবাদিকগণ এই যে, দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি শিল্পে যে সব বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় তাহার উপর কর বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খাদ্যদ্রব্যের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে তাহা সকলেই জানেন, কবে কবে এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ চালু হইবে তাহা জানিবার জন্যই সকলের আগ্রহ। ঐ বন্ধ সম্মেলনও আশা ঐ বিষয়েই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আমরা। অধিকাংশ এবং ব্যবসায়ীদের ও ক্রেতাদের মন স্থায়িভাবে অধিকার প্রায় একসঙ্গে দেখা দিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে কলে সাধারণভাবে দর সংযত ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ছাড়া আর কোন পথ নাই। ঐ বিষয়ে সরকার শিগ্রই স্থায়ী প্রকাশিত হইবে।

লৌহজাত ধাতু উৎপাদনকারীদের সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যুদ্ধকালীন প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ঐ সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জি, সি, বিশ্বাসি বলেন, অথচ প্রকার লৌহজাত ধাতুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো ব্যবস্থা হইলেও বিশেষ করিয়া লৌহ উৎপাদনের ব্যবস্থা সরকারের চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে কোন কারণে আমদানির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে শিল্পগুলি লৌহের অভাবে অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সরকার পূর্ব হইতেই যাহাতে লৌহ মজুত করার চেষ্টা করা উচিত। তদুপরি লৌহজাত ধাতুগুলির সুষ্ঠুভাবে করার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসি বলেন, অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ঐ সম্মেলনে শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ ছাড়া অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক, তাহার সরকার ব্যবস্থাগুলিকে আরও সুসংহত করিতে অনুরোধ করেন, তাহার জন্য সরকার প্রয়োজন হইতে পারে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার প্রধান শিল্পগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে সকল সময় প্রস্তুত, কিন্তু তাহার প্রতিযোগিতা সহায়িক শিল্পগুলিকে উহা কোনো দান প্রদানের চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অবতারসিং ভোলাভাই এ সম্পর্কে এক সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, যুদ্ধের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা, শিল্পের যে সমস্যা ৫০ ভাগ দূরই তেমন নেওয়া। তাহারা "আবশ্যকী" প্রকৃতির সম্পর্কভাবে আসা করা হইয়াছে এবং কিংবদন্তীর উপলক্ষ্যে অন্তত দুরুহকারীর ব্যবস্থাপত্র বাদি পরিবর্তন না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। এই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের যে সব বাধিত আছে তাহা ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি যাহাতে ঐ বিষয়ে কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করেন এবং দুত বিচার ও দণ্ডের বেশী বিলম্ব করা সম্পর্কে মনোযোগ দেন, সেইজন্য তিনি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অনুরোধ করেন।

দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটী শিল্প ব্যবহৃত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটে ৩ পাই কর নির্ধারণ করায় প্রস্তাব বিবেচনা করিবার সময় প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বিরোধীদলের বক্তব্য ছিল যে, বোম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লীর বিদ্যুৎ সরবরাহের হার এখনও বেশী আছে, তাহার উপর সরকারের প্রস্তাবিত করিলেও বোম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লীর উৎপাদন হার অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এবং বোম্বাইয়ের সহিত শিল্পপ্রতিযোগিতায় দিল্লীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কমিটির অধিকাংশের মতে দিল্লীর সহিত বোম্বাইয়ের প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিতে গেলে একমাত্র কাপড়ের কলের ক্ষেত্রে, কিন্তু কাপড়ের কলগুলিও বেআইনী করিয়াছে তাহাদের উপর ঐ করের হার বসাইলে মোটেই অন্যায় হইবে না।

বোম্বাই

ইস্পাত মূল্য সম্পর্কে শুল্ক সংসদের তদন্ত আরম্ভ—শ্রীযুক্ত জি, এল, মেহতার তীব্র ভাষণ—দেশ বিভাগের ফলে খনি ব্যবসায়ের ক্ষতি—খনি ব্যবসায় জাতীয়করণের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত মেহতার যুক্তি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১১ই সেপ্টেম্বর—ভারতের শুল্ক বোর্ড লৌহের মূল্য সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে শুল্ক বোর্ড বস্ত্র ও সুতার মূল্য সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহাদের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। লৌহ ও ইস্পাত ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং উহাদের মূল্যের উপর অন্যান্য বহুপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করিতেছে, সেই হিসাবে লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি কি হয় তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতে দুইটী বিরাট, এবং একটী ক্ষুদ্র লৌহের কারখানা আছে সেই হিসাবে লৌহের উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি নির্ধারণ করা কঠিন উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের তুলনায় অনেক সহজ কাজ বলিয়া মনে হয়।

ঐ কাজের ভার আজ তদন্তকমিটির সভা শুল্ক বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত জি, এল, মেহতা এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতের লৌহ শিল্প বর্তমান যে অবস্থায় আছে তাহাতে পৃথিবীব্যাপী লৌহের অভাবের কালে তাহাকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে না—ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শুলকে প্রস্তুত হইলেও দুষ্প্রাপ্য ছিল উহার সুবিধা সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছিতেছে না। সেই জন্য লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে ও ঐ শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে শুল্ক বোর্ডকে তথ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মেহতা বলেন, বিশেষজ্ঞদের মতে আর্টলিয়ার ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় কম এবং ব্রিটেনের ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় তাহারই পরে। ভারতীয় টাটা কোম্পানী আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পৃথিবীর অন্যান্য তাহাদের তথ্যসংগ্রহেই সর্বাপেক্ষা ব্যয়ের ইস্পাত প্রস্তুত করে। ইহা সকলেই জানেন যে ব্রিটেন ও আর্টলিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার সময় অধিক মূল্যে ইস্পাত বিক্রয় করে, কিন্তু অভ্যন্তরে দেশের অন্যান্যে অনেক কমমূল্যে ইস্পাত বিক্রয় করিয়া থাকে। তবে দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটেনের ও আর্টলিয়ার তথ্য সাধারণ ভারতের দেশের উৎপন্ন দেশে যেরূপ সমাদরে পর ভারতের অবস্থাসাধারণে ভারতে প্রস্তুত ইস্পাত সেইরূপ সমাদরের পায় না। শ্রীযুক্ত মেহতা ভারতে ইস্পাত শিল্পের বর্তমানের ইহার কারণ সম্পর্কে তাঁহাদের মত কি আমাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ বার্ষিক সভায় বক্তৃতাকালে সভা সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘে, সি, খাইতান যেন বিভাগ ফলে ভারতীয় খনিজ প্রতিষ্ঠানগুলির যে ক্ষতির কথা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি বলেন যে, বিহারের উহার অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরে সাহায্য ও সহযোগিতার যে দৃষ্টি তাহা বলপ্রয়ুক্ত হয় নাই এবং বিশেষতঃ তথ্য ভারতী কয়েক কোম্পানীগুলি পাকিস্তানের ব্যবসা গুটাই। ব্যয় লইয়াছে। ফলে বিদেশী খনি কোম্পানীগুলি মুসলমান ও বিদেশী কর্মচারীদের সহযোগিতায় পাকিস্তানে ব্যবসা জমাইয়া বসিয়াছে। তাহা সম্পদ প্রাপ্তিবার্ষিক ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ইস্পাতের কোম্পানীগুলিকে যে পরিমাণ অর্থের খনির হইতে হইয়াছে, তাহার জন্য খনি কোম্পানীগুলি সরকারের নিকট সাহায্যের দাবী করে, কিন্তু সরকার এই বিষয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এ পর্যন্ত আর কিছু করেন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত খাইতান খনি কোম্পানীগুলির খনিজাত দ্রব্য সম্পর্কে পাকিস্তানের কয়েক সম্পর্কে যে দাবী করিয়াছেন, তাহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, খনি কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করার ফল দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথে প্রচণ্ড অন্তরায় হইবে। তাহাতে সাধারণ ব্যবস্থাগুলি জাতীয়করণ করার যখন সরকার বিরোধী, তখন খনি কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করার কি যুক্তি আছে তাহা বুঝা কঠিন।

সঙ্কলন

...সরকারের বস্ত্র-নীতি উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক বিস্তারিত সম্পর্কে আলোচনা

...এ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ ...: ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ... আডভাইসারী বোর্ডের এক সভা হয়। ... বস্ত্র নয়া সূতা উৎপাদন বিস্তার ...রণোই পেশ করার জন্য এক সাব-কমিটি ...া হইয়াছে। বোর্ড বেশে সূতা বিস্তার নীতি ...ফাদন এবং সূতা ও কাপড়ের দাম কমানো ...লোচনা করে। কোন কোন অঞ্চলের মিলে ...: মিহি কাপড়ের উৎপাদন প্রসঙ্গও বোর্ডে ...ত হয়। শ্রমিক ও মিল মালিকদের প্রতি...ই সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। ...: উৎপাদিত নানা জাতীয় কাপড়ের বিস্তারণ ...র একত্রে টেকসই কাপড়ের উৎপাদন ...ত্তু তর সম্পর্কেও বোর্ডের সভায় আলো...

...ন, বিস্তারণ নীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ...নিক সিদ্ধান্ত স্থির করা। আসন্ন শ্রমিক এবং ...। সভাপতি আলিবার উদ্দেশ্যই ছিল ঐ ...ারের প্রধান কারণ।

...বিগত ২৫ এপ্রিল অক্টোবরের পর মূলধন ...নীতি ...ঘোষিত হওয়ার ফলে বোম্বাই ...বাজারের বড় বড় সওদাগরি অফিস ...ালায় ব্যাঙ্কার ...স্থির হইবে, সেই সম্পর্কে বোর্ড আলোচনা ...করেন, সরকার উক্ত তারিখের পর বিভিন্ন ...পারে এই সব ব্যবসায়ীদের সাহায্য লইবেন।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

...ও ব্রিটিশ এবং অন্যান্য বৈদেশিক শক্তি ও ...ভারতীয় শক্তির পরিবর্তন সম্বন্ধে ভারত গভর্ণ...মেন্ট হইতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভাগীয় ব্যাপ...ারে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া ...াছে। আন্তর্জাতিক অর্থবিনিময় সম্পর্কে তথ্য ...ংগ্রহের এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ...ইক অর্থবিনিময় ২৫টি সরকারী-বেসরকারী বেশ ...কার বিভাগের জন্য সকল বেশের সিকটেই ...কিত অনুরূপ তথ্য চাহিয়াছে।

...তথ্যের উদ্দেশ্য বৈদেশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ...ই বর্ষে কোন কোন মহলে যে আশঙ্কার উদ্রে...তাহাকে অমূলকপ্রমাণ করে আশু দেয় নাই। ...ইতিপূর্বে বৃহত্তর ও ফ্রান্সের এই প্রকারের ...ী নিয়াছে এবং ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। ...নিয়াছে যে, বৈদেশিক ব্যাঙ্কারী কোম্পানী...গুলি কি পরিমাণ লাভ করে এবং ভারতবাসী...দের নিকট হইতে তাহারা কি পরিমাণ লাভ করে ...পর্কে আলোকপাত করা হইবে। এই ...তথ্যসমূহ ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ...ক আলাইবেন।

শ্রীযুক্ত এস, পি, মোদী

শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কার্যকরী করার ...ন্য ভারত সরকার চীফ লেবার কমিশনার শ্রীযুক্ত এস, পি, মোদীকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবানুযায়ী আর্থিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যে ভারত যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। আগামী দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভারত এই সম্পর্কে আবেদন করিবে এবং এই সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২ বৎসর পূর্বে ইরানস্থায়ী ফুলসিয়ার এই পরিষদের সভাপতিত্ব করার পর হইতে ভারত আর ঐ পরিষদের সদস্য ছিল না।

অর্থসচিব পদে ডাঃ জন মাথাই নিযুক্ত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর অনুরোধে রেঙ্গুনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ডাঃ জন মাথাই অর্থবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

স্মরণীয় যে, মিঃ চেট্টিয়ারের মন্ত্রিত্বকালে হাইকমিশনার বিভাগের বাঁচাই করেন হইবে, সরকারী-সূত্রে এই মত পাওয়া গিয়াছে।

রেলের দুধ সরবরাহ বৃদ্ধি

কানপুরে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকাল হইতে দুধ বিক্রয়ের জন্য আমদানী যে সকল গাভী ও মহিষ সংগ্রহ করিয়া আনা হয় এবং দুধ বিক্রয় শেষ হইয়া গেলে যাহাদের কসাইখানায় বিক্রয় করা হয়, সেই সকল গাভী ও মহিষের দুগ্ধপ্রদান ক্ষমতা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিচার-বিবেচনা করিতেছিলেন।

বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ায় ঐ সকল শহরে যাইয়া এই সম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে। গত ১৯৪১ সালে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

রেলের অল ইণ্ডিয়া কমার্শ্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বৈঠক

২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে অল ইণ্ডিয়া রেলের অল কমার্শ্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রেসিডেন্সী দিল্লীতে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির এক বৈঠকে শিল্পে মূলধনের অভাব, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও দূরপ্রাচ্য বাণিজ্য সম্মেলন, বিদেশে খনি ও শিল্প বিস্তারী শিল্পের সম্পর্কে বিস্তার সরকারের ইচ্ছেন। এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইব্যুনালের বিচারের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

ভারত গভর্ণমেন্টের আর্থিক বিশেষজ্ঞ আমদানি

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী ডিপার্টমেন্টের অব দি ইন্টারন্যাল রেভিনিউ ব্যুরোর ডাঃ জন উইলিয়াম সাফরেকে ভারত গভর্ণমেন্টের আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য সংক্রান্ত পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়াছেন।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য ও নৌচালনা

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর এবং বিভিন্ন মার্কিন দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে "দ্বিপক্ষ" বাণিজ্য ও নৌচালনা সম্পর্কে একটি খসড়া চুক্তির খারাপত্র লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

পাইকারী দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক উপদেষ্টার প্রকাশ হিসাব অনুসারে ভারতে দ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান ১৯৪৮ সালে যতটা হ্রাস পেয়েছিল সেই সপ্তাহে শতকরা ৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একমাস পূর্বের পাইকারী দ্রব্যের মূল্যমান অপেক্ষা ইহা শতকরা ১৯ ভাগ নিম্ন এবং বৎসর পূর্বে এই সপ্তাহে ইহা শতকরা ২৮৩ ভাগ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে দ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান (১৯৩৯ সালের মূল্যমান ১০০ ধরিয়া) শতকরা ৩১৩ পয়েন্ট উঠিয়াছে।

ভারতে রেলপাড়ীর কলকব্জা সরবরাহ

উক্ত ফটোর রেলগাড়ীর কলকব্জা প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা বিশ ভাগ পাউণ্ড মূল্যের কলকব্জা সরবরাহের এক অর্ডার পাওয়ার আশা করেন।

পশ্চিম বঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ

পশ্চিম বঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি গ্রহণের কাজ চলিতেছে।

ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ এলাকায় জরিপের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলায় জরিপের কাজ আরম্ভ হইবে।

বর্তমান জেলাগুলি ভালসা ও ফাটোয়া মহকুমা হইতে আরম্ভ করিয়া জরিপের কাজ আরম্ভ হইবে। ১৮ বৎসর হইল বাংলাদেশে জরিপ ট্রেনিং স্কুল বন্ধ ছিল, কিন্তু আগামী শীতকাল হইতে পুনরায় ট্রেনিং স্কুল খোলা হইবে।

এই উপলক্ষে প্রবন্ধে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই সামান্য। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই নিতান্তই অল্প পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজারে নূতন কাপড়

আটক কাপড়ের উপর মূল্য-নির্ধারক হ্রাস দিয়া কাপড় বাজারে ছাড়িবার যে নীতি গভর্ণমেণ্ট এখন

করিয়াছেন সেই নীতি অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকার আগামী লালবাজার পাইট ফাণ্ড কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য খুলনা বিক্রয়াগারের ৭টি আমোদিয়েশনের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই সপ্তাহের মধ্যে আরও ছয় হাজার পাইট ফাণ্ড খুলনা বিক্রয়াগারের তিনটি আমোদিয়েশনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের পাট চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস

জেলা বা অঞ্চল	চাষের অধীন পরিমাণ		আনুমানিক উৎপাদন	
	১৯৯১	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯০
আসাম	২৬৩৭০০	২১৯০০০	১৯৩১০০	১৯৯১৯৯
	(সংযোজিত)			
বিহার	১৯৫৮০০	১৯৬৯০০	৫৯৯৯০০	৫৯১৯০০
ত্রিপুরা	২৩৯৫	১৯৭২	৫৬৯১	৫৯১০
মণিপুর	২৯৯৯	২১৯০	১৯৯৯	১৯৭৯০
বাংলা	২৯০	২৯৭	৯৯৩	৯৯১

বিহার প্রদেশের আনুমানিক উৎপাদনে সেখান হইতে আমদানিকৃত পাট ধরা হইয়াছে। বিহার সরকারের কৃষি বিভাগ এই হিসাব পেশ করেন।

কচলা সরবরাহ বৃদ্ধি

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে প্রকাশ, কলিকাতার বাজারে কচলা সরবরাহের অবস্থা উন্নত হওয়ায় সরকার খুচরা দোকানে উহার বিক্রয়ের কড়াকড়ি আরও হ্রাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখন হইতে প্রতি দোকানে দৈনিক ৫০ কচলা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হইবে।

কলিকাতায় ৭৪টি শিল্পে ওয়ার্কস কমিটি গঠিত

১৯৮৮ সালের শিল্পবিরোধ আইনের বলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আদেশ অনুযায়ী বাটা বু কোম্পানী, ডানলপ রবার কোম্পানী প্রভৃতি কয়েকটি বড় শিল্প এবং ৩৩টি ছোট চৌহাটাল মিল লইয়া মোট ৭৪টি শিল্প ইতিমধ্যে ওয়ার্কস কমিটি গঠন করিয়াছে। মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধ মীমাংসাই এই ধরনের কমিটির লক্ষ্য হইলেও ট্রাইব্যুনালের মত কোনও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তে মীমাংসা করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে না। কমপক্ষে এক বৎসর যাবৎ কর্মরত ১০ বৎসর বয়স যে কোনও শ্রমিকই ওয়ার্কস কমিটির নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবে এবং কমপক্ষে ছয়মাস যাবৎ কর্মরত ১৮ বৎসর বয়স যে কোনও স্থায়ী শ্রমিক ভোট দিতে পারিবে। মালিকগণ তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন এবং তাহার সংখ্যা শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমসংখ্যক হইবে। কমিটির মোট সদস্য ছয়ের বেশী হইবে না। কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান যথাক্রমে মালিকের প্রতিনিধি ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে হইবে এবং উহার সভ্যদের মধ্য হইতে

পশ্চিম বঙ্গ বাজেট ভাষণ বিলম্বিত হিল

পশ্চিম বঙ্গ বাজেট অধিবেশন গত ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ বৃদ্ধি রাজ্যপাল দেবী এবং দেশ (আপোপোপাধ্যায়) বিল ও পশ্চিম বঙ্গ বাজেট ভাষণ বিলম্বন (অস্থায়ী ব্যবস্থা) বিল বিধান বিধিসভায় পেশ করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গ বৃদ্ধি রাজ্যপাল, দেবী এবং দেশ (আপোপোপাধ্যায়) বিল উত্থাপন করিয়া রাজ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলানন্দ সিংহ বলেন যে, অধিকন্তু রাজ্যের কিছু পরিমাণ জমিদারীর এক অংশ পূর্ব বঙ্গে এবং অপর অংশ পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বহু প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত আইনতঃ রাজস্বসংক্রান্ত লেনদেন পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গ সরকার পরস্পরের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত বিষয় না হইলে বহু অসুবিধার উদ্ভব হয় বলিয়া রাজস্ব, বেবী ও দেশ বিভাগ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রাজস্বমন্ত্রী বলেন যে, তিনি পূর্ব বঙ্গ সরকারকেও এইরূপ বেবী বিল পাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

আয়েয়াস্ত্রের লাইসেন্স সম্পর্কিত নীতি

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদে স্বরাষ্ট্র আয়েয়াস্ত্রের লাইসেন্স বিতরিতরণ সম্পর্কে শ্রীঅজয়প্রকাশ চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিমলানন্দ রায় বলেন যে, লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করাই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে, আয়েয়াস্ত্র যাহাতে দুষ্কৃতকারীদের হাতে না পড়ে তাহার জন্য লাইসেন্স প্রদানের সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা হইবে। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ এবং কার্যাবলী ব্যতীত ১৯৮৭ সালের ১৭ই আগস্টের পূর্বেকার সন্দেহ অথবা কার্যাবলী সম্পর্কে পুলিস রিপোর্ট থাকিলেও লাইসেন্স পাওয়ার পক্ষে বাধা হইবে না।

কলিকাতায় সিঙ্গল-ট্রাইব্যুনাল অফিস

ভারত সরকারের অন্যতম সলিসিটর অ্যা জেনারেল (ভেরমা), কলিকাতা, এই টিকানায় ১৯৮৭-এর শিল্পবিরোধ আইন অনুসারে এক সিঙ্গল ট্রাইব্যুনাল অফিস খুলিয়াছেন। এই অফিস কলকাতা ব্যতীত আর সমস্ত সিঙ্গল বিরোধেরই নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ মিঃ এস. পি. বর্মা এই ট্রাইব্যুনালের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইব্যুনাল

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, শ্রীঅমিয়প্রকাশ রায় বার-অ্যাট-ল কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইব্যুনালের সভাপতি

বিদ্যুতের পাট উৎপাদন আলোচনার জন্য

কৃষিমন্ত্রীর কলিকাতায় আগমন

রাজ্যসরকার বিকল্প পারিপার্শ্বিকতায় পাট উৎপাদন কমানো এবং চাষী পর্যায়ের জন্য ও বিক্রয়ের কোন কোন অঞ্চলে পাটচাষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ও কৃষিমন্ত্রী বসন্তরাও কিং যে. এম. কোল. বাস কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

আসাম জমিদারী প্রথা বিল

আসামের রাজস্বমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রাজ্যপাল সহকারী পার্লিমেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীঅজয়রঞ্জন চৌধুরী আসাম সরকারের (অধিকারে) প্রথা বিল আনয়ন করেন এবং বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, এই অধিবেশনের মধ্যে সিলেক্ট কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশে কৃত্রিম রেশমের কারখানা

যুক্তপ্রদেশ সরকার আগামী তিন বৎসরের মধ্যে বার্ষিক ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপাদনে সক্ষম একটি কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপন করিবেন। এই কারখানার জন্য প্রাথমিক মূলধন বাবদ চার কোটি টাকা এবং এই কারখানার উৎপাদনে প্রত্যেক ৬০ হাজার টাকার প্রয়োজনীয় লোক। সরবরাহ যোগানো যাইবে।

সেচকার্যের জন্য অর্থসাহায্য

কৃষকদিগের ছোটখাট সেচকার্যের জন্য অ সাহায্যের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগ সরকারকে ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার অর্ধেক ছোটখাট সেচকার্যে ব্যয়িত হইবে।

কতকগুলি কৃষক সেচকার্যের জন্য অর্থ সাহায্যে উদ্দেশ্যে মোট সরকারকে ৩০,৮২৯ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও কৃষকের সম্পর্ক

বোম্বাই প্রদেশ পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর কালে রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই বলেন যে, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা বোম্বাই সরকারী নীতি।

রাজস্বসচিব আরও বলেন যে, পরে জমিদারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সম্পর্কে সরকার কোন প্রশ্ন করেন নাই, কিন্তু জমিদারের অতিপুত্র বেতার নীতি গৃহীত হইয়াছে। পরে জমিদার যে জমিদারীর বিলোপসাধন সম্পর্কে সরকার

পূর্ব বঙ্গের পাট চাষের পূর্বাভাস

পূর্ব বঙ্গের পাট চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাসের শেষ সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকা, পাবনা, যশোহর ও শ্রীহট্ট জিলায় যথাক্রমে ১০৪, ১০০৩১০, ৯১০৭৪ ও ২৮১৩০ [আনুমানিক] একরে পাট চাষ হইয়াছে।

পরিষ্কৃত জিলাসমূহে যথাক্রমে ৯৩০০৪০, ৩৪৯৩৯ ৪৪ ও ৮১৩০৪ গাঁইট (প্রতি গাঁইটে ৪ মণ) করা হইয়াছে। পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্ত

৩ ২৩এ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এক জরুরী প্রেসনোট বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন ও তাহার ইনি চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন পাকিস্তানকে ৫ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তবে ইহার কারণে পাইয়ের উপর করা যাই।

ভারত হইতে পাকিস্তানে লোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

ভিসাসের সর্বশেষ জেনারেল থাকা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্তানে লোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যটকদের জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্সের ৪৮ ধারার পাকিস্তান (লোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ) ন। অর্ডিন্যান্সটি সমগ্র পাকিস্তানে প্রযোজ্য এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সর্বশেষ সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া যে যে এলাকায় যে যে উহা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করিবেন সেই সেই সময়ে সেই সেই এলাকায় হইবে।

অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, এই অর্ডিন্যান্সের ধারার অথবা তদনুযায়ী বিধিবদ্ধ আইনে যে কোনো ক্ষেত্রে করা হইয়াছে তাহার ব্যতীত অন্য যে কোনো আইনানুযায়ী অনুমতি] অথবা ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) না লইয়া কোন স্থান হইতে পাকিস্তানের কোন অংশে করিতে পারিবে না। ভারত অথবা ন ডমিনিয়নভুক্তিসমূহে পাকিস্তানি এবং অন্যান্য পাসপোর্ট লইয়া ভারত হইতে পাকিস্তানে যাইতে হইবে। যে ব্যক্তি উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ লঙ্ঘিতাদেশের কোন বিধি অমান্য করিবে তাহার সর্বোচ্চ ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা এক হাজার ৫ অর্থদণ্ড, অথবা উভয় ও অর্থ উভয় দণ্ডই দেওয়া হইবে। 'হেডারের অনুমতি' ও 'ভারতের প্রবেশ' সম্পর্কের অর্ডিন্যান্সে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সময়ের উদ্দেশ্য ও বিধির যথা কালে পরিবর্তন ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সর্বশেষই আইন করিতে পারিবেন। মোটামুটিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া আইনসভা বিধির সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ও সঙ্গদান। সরকারীভাবে অথবা বিনাসর্তে কোন এজেন্ট ব্যক্তিকে অথবা এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে এই অর্ডিন্যান্সের আওতা হইতে বেহাই দেওয়া।

পূর্ব বঙ্গে পাটের মূল্য নিরূপণ

পূর্ব বঙ্গের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পাট ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের সাধারণভাবে যাতে পাকের সমান বিধা পাইতাসী এবং কৃষিকার উৎপন্নের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। পাটের মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধীয় সেন্সাস অফিসার কমার হুসেন এম চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হইবেন। আশা করা যায়, কমিটি আগামীর শেষভাগে উহার রিপোর্ট পেশ করিবেন।

সেভিংস আকাউন্ট স্থানান্তরণ

জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতে পাকিস্তানে আসা পার্টিকিকেট ও সেভিংস আকাউন্ট স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে তারিখ ধার্য করা হইয়াছিল তাহার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পাকিস্তান সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের নিকটই। সেভিংসে তাহাদের নিজেদের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার আগামী ৩১এ ডিসেম্বর অথবা ১৯৪৯ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত উক্ত সময়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে চায়।

পাট রপ্তানির লাইসেন্স সম্পর্কে পাক-সরকার কর্তৃক কড়াকড়ি হ্রাস

পাকিস্তান সর্বশেষই নির্দেশ দিয়াছেন যে, বর্তমান ডিসেম্বর হইতে আগামী ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলিতে উচ্চমানের এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য কোন লাইসেন্স লাগিবে না।

ভারত, ব্রহ্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম আর ও মিসরীয় ঔপনিবেশ (কিন্তু বেলজিয়াম, ইটালি, উত্তরাঞ্চল, সেক এবং যে সকল এলাকা ইটালির, তাহা ছুটা ও তদানী ছুটা এলাকার অন্তর্ভুক্ত যে সকল এলাকা এই নির্দেশের আওতায় আসিবে না), বেলজিয়াম ছুটা এলাকার কিসিলাইন,—জাপান, পর্তুগীজ ছুটা এলাকা [কিন্তু পর্তুগীজ অধিকৃত চাবর এই নির্দেশের আওতায় আসিবে না), এবং আর্জেন্টাইন ব্রিটিশ ও মার্কিন অধিকৃত এলাকা।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে পাকিস্তানের সদস্যপদ সম্পর্কে ভোট গ্রহণ

২৩এ সেপ্টেম্বর সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক তহবিলের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া যে আবেদন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে যে বৈঠক হইবে, তাহাতে ভোট গ্রহণ করা হইবে। পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে কোন বাধা দেওয়া হিসাব সম্ভাবনা নাই, প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হিতে হইবে তাহা নির্ধারণ পূর্বে স্থির করিবেন এবং পাকিস্তান তাহাদের দ্বারা নির্ধারিত অর্থ দিতে সমর্থ হইলে পাকিস্তানকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদেই গ্রহণ করা হইবে।

দুইটি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ভারত সরকারের ভ্রমসংশোধন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "আর্থিক ভারত"এ দুর্ভোগকালে বাংলাদেশে যে সকল ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইয়ে দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তালিকায় পার্লামেন্টে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের এক প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত ষিরবীশচন্দ্র নিয়োগী যে তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তাহারই অনুলিপি। সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফ হইতে এক প্রেস নোট দেওয়া হইয়াছে যে, উল্লিখিত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও লিটারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের তরফের কারবার গুটায় নাই এবং উহারা যথারীতি কাজ চালাইতেছে। উক্ত ব্যাঙ্ক দুইটির নাম অনবধানতার ফলেই উক্ত তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য অংশ

(পূর্বাংশ ২২৮ পৃষ্ঠায়)

এবং এই অবস্থার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গ সর্বশেষে যে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, তাহাতেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করেন নাই। ইহাতে কাম ও নীতির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রস্তাবের যাহা এমনভাবে যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে সেজন্যই শ্রীযুক্ত সরকার তাহা। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার দাবী জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, ব্যবসায়-সংক্রান্ত করদান আয়করের পরকরা ৬০ ভাগ, তামাক উৎপাদন শুল্কে পরকরা ৬০ ভাগ এবং পাট ও চটজাতীয় দ্রব্য পূর্ব বাংলা অবস্থানুযায়ী আদায় করা সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা উচিত। যেসকল বিষয়ের উপর কর ধার্য হইলে আদায় এবং উহার বিভাগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকা উচিত বলিয়াও দাবী জানানো হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকারের দাবী পশ্চিম বাংলার তরফ হইতে উত্থাপিত হইলেও ইহা প্রত্যেক প্রদেশের স্বার্থরক্ষার জন্যই পূরণ করা আবশ্যক এবং এজন্য একান্তভাবে দাবী যে, প্রদেশগুলির সমষ্টি স্বীকৃতি সরকারের আয়কর

পশ্চিম বঙ্গের চটকল শ্রমিক ও কেরাণীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে শিল্প-বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত

পশ্চিম বঙ্গের ৮৩টি চটকলের শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে শিল্প-বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদত্ত হইল :—

শ্রমিক ও কেরাণীর মূল বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা :—বিলগুলির ফলতা অর্থাৎ তাহাদের আর্থিক অবস্থা এবং পুঁজিকর খাত ও মালা বজায় রাখিয়া শ্রমিকদের অন্যতম প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তম বেতনের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করা হইয়াছে।

বর্তমানে শ্রমিকদের মাসিক নিম্নতম পারিশ্রমিক ৬৮৮৯ পাই, অর্থাৎ সর্বনিম্ন বেতন ১৮৲ টাকা+ খাদ্যশস্য ভাতা ১২৷৩+ মাগ্গীভাতা সংক্রান্ত সুবিধা মূল ৮৮৲ পাই। ট্রাইব্যুনাল মোট পারিশ্রমিক ৭৯৷০ আনা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন হিসাবে পাইবে ১৬ টাকা ও দুর্মূল্য ভাতা হিসাবে ৩৷৯৷ আনা। শুধু সর্বনিম্নের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রাসাচ্ছাদন ভাতা দুর্মূল্য ভাতা ঠিক করিয়া দেওয়া হয় নাই, কেরাণীদের ক্ষেত্রেও ঐ ভাবে দুর্মূল্য ভাতা ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যশস্য সংক্রান্ত সুবিধা বাবদ শুধু যে নগদ টাকা বেতন হইতে কাটা যাইবে তাহা নহে, তাহা ঐ দুর্মূল্য ভাতার মধ্যেই ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ দুর্মূল্য ভাতা হিসাবে ২৯৷৩ পাই ও খাদ্যশস্য সংক্রান্ত সুবিধা বাবদ ৬৮৷৯ পাই। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের রায়ে যে দুর্মূল্য ভাতা (৩৯৷৩ আনা) ধার্য করা হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রে নিম্নে বর্তমান দুর্মূল্য ভাতা যদি তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে বর্তমান হারটাই দিতে হইবে।

নিম্ন বেতনের কেরাণীদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—১৯১ হইতে ৭৭৲—৪৲—১৩৬৲ এবং ২৯১ হইতে ৪৪৲—৩৲—৮৭৲ টাকা; পূর্বোক্ত হার গ্রাজুয়েট কেরাণীদের জন্য। নূতন কর্মচারী-রাও ঐ হারে বেতন পাইবেন।

ট্রাইব্যুনালের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন-কাজের হার ধার্য করা হইয়াছে।

বর্তমানে কেরাণীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন হারে ২৭৲ হইতে ৩০ টাকা পর্যন্ত। ট্রাইব্যুনাল দুর্মূল্য ভাতাসহ ৩২৷৩ আনা ছাড়াও ৪৫ টাকা বেতন ধার্য করিয়া দিয়াছেন—অর্থাৎ মোট বেতন দাঁড়াইল ৮৭৷৩ আনা।

বহু বৎসর যাবৎ কোন প্রকার বোনাস দেওয়া হয় নাই। তাহার পর্যবেক্ষণের বিষয় বিশেষভাবে কমিটি বোনাস সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা আলোচনার বিষয় হইয়া আছে।

অনিচ্ছাকৃত বেকার অবস্থাকালীন বেতন :—বর্তমানে কয়লার অভাবে দিন না চলায় শ্রমিকেরা বেকার থাকিলে শ্রমিকদিগকে 'খোরাকী' হিসাবে প্রত্যেক সপ্তাহে মাথাপিছু ৪৷৷ ট্রাইব্যুনালের বেতন বিষয়ক একটি পরিচ্ছেদে ইহা বলা হইয়াছে। শ্রমিকেরা কত প্রকারে বেকার হইতে পারে এবং তাহাদিগকে কি কি পরিস্থিতিতে কিরূপ সুবিধা দেওয়া হইবে তাহা এই পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ভারতীয় চটকল সমিতি ও ইউনিয়নসমূহের বক্তব্য বিবেচনার পরিশ্রম অবসরকালীন সুবিধা রক্ষা করিয়া তাহার সরকারের আদর্শ ও নিয়মাবলী অনুসারে ট্রাইব্যুনাল চাকুরির পরবর্তী নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন।

ছুটি

যে সকল কর্মী ফ্যাক্টরি আইনের আওতার মধ্যে তাহারা নিম্নলিখিতভাবে ছুটি পাইবে :—

(ক) ফ্যাক্টরি আইনে বর্ণিত শ্রমিক ও কেরাণী-দের জন্য—আইনানুযায়ী ১৪ দিন সাধারণ ছুটি এবং রবিবার অথবা ফ্যাক্টরি আইনে বর্ণিত বিকল্প ছুটি ছাড়াও তাহারা পূজা বোনাস ৭ দিনের ছুটি পাইবেন। তবে এই ছুটি দুই বৎসর জমাইতে পারা যাইবে।

১৮ দিনের ক্যাজুয়াল ছুটি, ১৪ দিন বিনা বেতনে ছুটি। এই ছুটি দুই বৎসর পর্যন্ত জমাইতে পারা যাইবে।

(খ) অফিসের কেরাণীদের জন্য রবিবারের ছুটি অথবা ফ্যাক্টরি আইন অনুযায়ী বিকল্প ছুটি।

২১ দিন পাওনা ছুটি, ৩ বৎসর পর্যন্ত ছুটি জমানো যাইবে; পূরা বেতনে ১৪ দিন ক্যাজুয়াল ছুটি।

(গ) অন্যান্য শ্রমিক ও কেরাণীদের জন্য :—

রবিবারের ছুটি অথবা ফ্যাক্টরি আইন অনুযায়ী বিকল্প ছুটি।

বেতনসহ ১৪ দিন পাওনা ছুটি—দুই বৎসর পর্যন্ত ছুটি জমানো যাইবে।

বিনা বেতনে বহু দিন ক্যাজুয়াল ছুটি।

ইহা ছাড়া ট্রাইব্যুনালের রায়ে সর্বক্ষেত্রেই কর্মী-দিগকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ১৪ দিন অসুস্থতার জন্য ছুটি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে ১৯৪৮ সালের শ্রমিক বীমা আইন অনুসারে "অসুস্থ থাকাকালীন আর্থিক সাহায্যের" ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত ব্যবস্থা চলিবে।

কর্মীরা বৎসরে ৮ দিন পূজা-পার্বণের ছুটি পাইবে। পূজা পার্বণের দিন কর্মীরা ইচ্ছামতো ছুটি ভোগ করিতে পারে, কিংবা অন্য করিয়া তখন বেতন পাইতে পারে।

বর্তমানে ছুটি সংক্রান্ত যে সকল সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, তাহা যদি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশী ভাল হয়, তবে তাহাই বহাল থাকিবে।

(ঘ) এককালীন অর্থ ১৯৩৬ খ্রীঃ সনের বঙ্গীয় প্রবর্তিত কল্যাণ আইন অনুসারে প্রবর্তিত থাকাকালীন ছুটি ১৯৮৮ সালে আইনতঃ শ্রমিক হইয়া আইন মতে হইলে তদপেক্ষা ছুটি অধিক পাওনা হইবে না।

ভাবী সংস্থান তহবিল (Provident Fund) একালীন দান তহবিল (Gratuity) ও অবসর বৃত্তি (Pension)

চটকলসমূহে বর্তমান যে পেনশন নিয়ম পরিবর্তন করিয়াছে, তাহা অধিকতর সরল করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। সেই সঙ্গে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে যাহারা পেনশন পাইতেছে অথবা পাইতে পারে, এই আদেশের ফলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। এই নিয়ম প্রবর্তনে তার মধ্যে। সকল চটকলকে, 'অ্যাসিস্টেন্স প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' প্রথা প্রবর্তন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পক্ষ হইতে মূল বেতনের শতকরা ৬৷৷ হিসাবে জমা দিতে হইবে; ইহা ভিন্ন আর বর্তমান পেনশন পদ্ধতির স্থলে এক প্রকার গ্র্যাচুইটি পদ্ধতির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। ট্রাইব্যুনাল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কোন ক্ষেত্রে যদি বর্তমান সুযোগ সুবিধা ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়, তাহা হইলে বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকিবে।

ক্যান্টিন

ট্রাইব্যুনাল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল চটকলে 'ক্যান্টিন' বা ভোজনালয় রহিয়াছে তাহা ঠিকমত চালাইয়া যাইতে হইবে এবং তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে সকল চটকলে ২৫০ জনের অধিক কর্মী থাকা সত্ত্বেও যে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা নাই তথায় এই নির্দেশ প্রকাশ হইবার দুই মাসের মধ্যে একটি সাধারণ ঘর ক্যান্টিন খুলিতে হইবে।

এই সকল ক্ষেত্রে বিনা ভাড়ায় ক্যান্টিনগুলি ছাড়িয়া দিতে হইবে। আলোকপ্রাপ্ত শ্রমিকদিগের জন্য পানীয় জলাশয়, আলো ও প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিকপাতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা

যে সকল চটকলে ১৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে তথায় যথাযোগ্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ঐগুলি বন্ধকালে খুলিতে হইবে। যে সকল স্থানে বিশ্রামাগার, বা আলোক-প্রকোষ্ঠের বন্দোবস্ত নাই তথায় এইগুলি প্রবর্তিত হইবার ৬ মাসের মধ্যে উহার ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শিশু পালনাগার

কোন চটকলে ৫০ জনের অধিক মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে তথায় যদি ইতিপূর্বে কোন শিশুপালনাগার প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে এই নির্দেশ প্রকাশিত হইবার দিন হইতে ৬ মাসের মধ্যে উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছয়টি শিল্পে শ্রমিকদিগকে লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ

মুনাফা বণ্টন কমিটির বিবরণী

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সংবাদে মুনাফা বণ্টন সম্পর্কে যে কমিটি গঠন করা হয়, তাঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক-ভাবে, পাট, ইস্পাত, সিমেন্ট, চিনি ও চা—আপাততঃ এই ছয়টি শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের যে পেশ করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের বলেন যে, অন্য শিল্পের উপর এই মুনাফা বণ্টন ব্যবস্থা প্রযোজ্য, সেগুলি এবং কোন্‌গুলির প্রযোজ্য

মুনাফা বণ্টন কমিটির আওতায় যে সব শিল্প সে সম্পর্কে সরকারের কোন ঘোষণা নাই। পর এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করার পর যদি যে দেখা যায় যে, সরকারের অন্যান্য শিল্প এই পরিকল্পনা প্রয়োগের কথা বিবেচনা করা

যে শিল্পে মুনাফা হইতে যাহাতে ন্যায়সঙ্গত পাওয়া যায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখা ও তাহার যেন অন্য তাহিদ সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত মূলধনের অংশ শ্রমিকদের টেনে সমবায়ী সমিতি অন্যান্যের অন্য যাহা সরকারের শিল্প করার সম্পর্কে টেক্সটাইল মিল এর এ সম্পর্কে সমাধানের এই কমিটি গঠিত হয়। কমিটির পর ১৯৫৫ সে হইতে এই অন্যান্য কতগুলি বৈঠকে মিলিত হইয়া শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে মুনাফা প্রদান অনুযায়ী যে কোন্‌ সরকার সেই শর্তে গ্রহণ করা হইবে, এই মুনাফাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রমিকদের জন্য মুনাফার বখরা

শিল্পগুলিতে মুনাফার অংশ দেওয়া সম্পর্কে কমিটি প্রথমে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, মুনাফার অংশ সঞ্চিত রাখিয়া শ্রমিকদের অংশ দেওয়ার অনেক অসুবিধা। কাজেই তাহার এই প্রথা প্রচলন করা যেতে ইহা কাজে পরিণত করা শক্ত। কারণ, শ্রমিক ও শ্রম ছাড়াও আরও কতগুলি বিষয়ের উপর লাভ-লোকসান নির্ভর কোন একটি ব্যাপারে শ্রমিকরা হয়ত পরিপূর্ণ

তাঁহারা হয়ত দায়িত্ব পালন করিবে, কিন্তু মূলধন আরও অনেক কারণে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির হইতে পারে। যেমন শ্রমিকদের না সাধের কোন প্রতিষ্ঠান বিপদে মুনাফা পারে। তাই, কমিটির অভিমতে, প্রত্যেক যে প্রত্যেক মোট শ্রমিকদিগকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অতিরিক্ত মুনাফার অংশ হিসাবে দেওয়া উচিত। কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অনুযায়ী মোট মুনাফাকে ভাগ-বাঁটি করা উচিত। ইহার সিদ্ধান্তে বাকিরা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু কমিটির বিবরণে বর্ণিত ব্যবস্থা দ্বারাও শ্রমিকদের যদি মুনাফার অংশ দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা শিল্পে শান্তি রক্ষায় সহায়ক হইবে এবং তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শান্তি বজায় রাখার জন্যই সর্বাত্মকভাবে মুনাফার ভাগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যেসব শান্তি ভঙ্গের কোন ঘটনাই ঘটবে বলিয়া হইলে, উক্ত ঘটনাই সেজন্যদায়ক্ত শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে অবৈধ 'লক-আউট' হইলে মুনাফা ভাগের জন্য আর্থিক মুনাফা নির্দ্ধারণকালে 'লক-আউট' হয় নাই ধরিয়া লওয়া হইবে। এই পরিকল্পনার বিভাগ-বিভাগের মূলধন বলিতে পরিশোধিত মূলধন এবং ব্যবসায়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল বুঝাইবে। সমস্ত লাভ হইতে প্রথমে মূলধনের ন্যায্য অর্থ বাদ দেওয়া হইবে এবং বাকী লাভ হইতে (অর্থাৎ সমস্ত লাভ হইতে মূলধনের আনুপাতিক এক্‌শন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে) নিম্নোক্ত মূলধনের উপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ যোগাবার পর অবশিষ্ট লাভকে উদ্বৃত্ত লাভ বিবেচনা করিতে হইবে।

মূলধন বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে,—মূলধনের উপর যে পরিমাণ লাভ পাওয়া গেলে আরও মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ থাকিবে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত লাভ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কমিটির মতে পরিশোধিত মূলধন এবং ব্যবসায়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের মোট পরিমাণের উপর শতকরা ছয়টাকা হিসাবে মুনাফা বর্ত্তমান অবস্থায় ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কোনবৎসরের জন্য লাভের জন্য উক্ত হারে লভ্যাংশ প্রদান সম্ভব না হইলে তাহা সঞ্চিত থাকিবে এবং পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা যাইবে।

মুনাফার শ্রমিকদের অংশের আনুপাতিক স্থির করা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে একটি ব্যবস্থা আনুপাতিক নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া কমিটি শ্রমিকদের জন্য মুনাফার শতকরা সকলে ভাগ প্রদান ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানিকের অংশ নির্দ্ধারণের জন্য চলতি আয় এবং অন্যান্য প্রাপ্ত বোনাস বাদ দিয়া পূর্ববর্ত্তী বছরেরগুলির মোট মজুরীর আনুপাতিক শতকরা হিসাবে করা হইয়াছে।

কোন শ্রমিকের আয় তাহার মূল বেতনের শতকরা পঁচিশ ভাগের অধিক হইলে অথবা যে টাকা বেতনের শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশী বেতন হইবে না। বেশী টাকা শ্রমিকের হিসাবে অন্য অংশিলে ধরিতে থাকিবে।

শিল্প-বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্বাংশ ১৩১ পৃষ্ঠায়)

বাসস্থান এবং গৃহাদি বাবদ ভাতা

কানপুর ও রাঁচী উভয়েরই শ্রমিকদিগের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার দাবিও করিয়াছে। এই ব্যাপারে বর্ণবেষ্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন। এইরূপ বর্ত্তমানে ট্রাইব্যুনাল এতৎসম্পর্কে কোনও নির্দ্দেশ দানে বিরত থাকিলেন। ইহা শুধু চটকলগুলিকে দৃষ্টিপাতের জন্য অনুরোধ করিয়া এবং অসমর্থিত পরস্পর মধ্যে মুনাফাগুলির পরিবর্তে সমস্ত ভার উভয়ের বাসস্থান নির্মাণের পরামর্শ দেন। বাড়ী ভাড়া বাবদ ভাতা বিষয় বলা অনুরোধ হয়।

চিকিৎসার ব্যবস্থা

শিল্পী কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং ট্রাইব্যুনাল আলোচ্য যে সমস্ত হাসপাতাল ও ঔষধালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে ঐগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উপরন্তু প্রাথমিক শুশ্রূষা, ট্রেচার অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির জন্য একটি করে নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রভৃতি চিকিৎসার ব্যাপারে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য ট্রাইব্যুনাল কয়েকটি সুপারিশ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মালিকবর্গকেই এইগুলির ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

চুক্তিতে কর্মী নিয়োগ ও সর্দ্দার প্রথা

চটকলসমূহে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শ্রমিককে সরাসরি নিয়োগ করিবেন।

সর্দ্দার দাদনির প্রথাও অবিলম্বে লোপ করিতে হইবে। অবশ্য লাইন সর্দ্দার নিয়োগের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। প্রত্যেক চটকলেই একটি শ্রমিক যুক্ত গঠন করিতে হইবে। যুক্তের কোনও ব্যাপারে কোনের অধিকার থাকিবে তাঁহার মুনাফা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে বদলী বা অন্যায়ী সর্দ্দারদের কর্মী নিয়োগ করিতে হইবে।

কর্মী ছাঁটাই ও অব্যাহতির অভিযুক্ত প্রত্যেক পদ্ধতি এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কিত বিষয় দুইটির বিচার হাই-কোর্ট কর্তৃক গঠিত করা হইয়াছে। এইরূপ এই

২৷৷০ সুদের নূতন ঋণ

অমৃতবাজার, ১২ই অক্টোবর

গত সপ্তাহের গোড়ার দিকে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য যে প্রকার তাড়াহুড়া দেখা গিয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখনকার বিপদ যেরূপ গুরুতরভাবে দেখা গিয়াছিল, তাহাতে যে উহাকে এত শীঘ্র এরূপ সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করা যাইবে, সেকথা অনেকেই পূর্বে মনে করিতে পারেন নাই।—কেন্দ্রস্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অকুণ্ঠ সাহায্য এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃঢ় ও সুচিন্তিত হস্তক্ষেপের ফলেই ব্যাঙ্কসমূহের সাময়িক বিপদ ব্যাপকতর হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থা দেখিয়া প্রকৃতই শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।—যাহা হউক, আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে তাঁহাদের সময়োচিত আচরণের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

* * * *

বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিয়া লইবার প্রাবল্য যে হ্রাস পাইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু যথেষ্টের আনন্দের কথা এই যে, ইতিপূর্বে তুলিয়া-লওয়া আমানত পুনরায় ওই সকল ব্যাঙ্কে জমা পড়িতেছে এবং ইহারই মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন হিসাবও খোলা হইয়াছে।—প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গদেশে অনুসাধারণের মধ্যে গত সপ্তাহের "আতঙ্কের" সম্পূর্ণ বিলোপ মনোমুগ্ধকর পরিলক্ষিত হইয়াছে। অতএব জনসাধারণের এই বিশ্বাসকে স্থায়ী করিতে হইলে, আমাদের মতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পরবর্তী কর্তব্য হইবে ক্ষুদ্র-মধ্যবিত্তশ্রেণীর দেনার সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধকার ভার পর্যন্ত সম্ভবে "বিবেচনাধীন" অবস্থা করা এবং অন্যান্য পরার্থ আদায়কারী, অপরার্থ-আদায়ীকরণের ও ব্যাঙ্কের অর্থে যে-ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠান শ্রেণীতে যত যে সকল ব্যাঙ্ক পরিচালক আছেন, তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে আজীবন শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ওই শ্রেণীর ঋণগ্রহীতাদের হাত হইতে দেনার ব্যাঙ্কসমূহকে রক্ষা করা।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও আমাদের সরকার নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানের বিপদ্মুক্ত করিব হইবে না, অথচ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত অপরাধী ব্যক্তিদের উচ্ছেদ ও শাস্তির ফলে ব্যাঙ্কগুলি বলিষ্ঠতরভাবে হইবে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের বিশ্বাসকার ব্যাঙ্কগুলি শক্তিসম্পন্নতর হইতে পারিবে।—আমরা জানি, অন্যান্য ব্যাঙ্ক পরিচালকদের পাপের ফলে সৎ ও দেশহিতৈষী ব্যাঙ্ক পরিচালকগণও অথবা জনসাধারণের সন্দেহভাজন হন, অতএব এইরূপ অন্ধ আঘাতের ফলে যেরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একটিকে, নিরপেক্ষ ও জনসাধারণের কল্যাণকামী কর্তৃপক্ষের দ্বারা তদন্তাধীনে পরিচালিত হইতেছে তাহাদের সুবাস সৃষ্টি হইবে। দেখিয়া বিচার করিলেও এইরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।—এই অনুসন্ধান কার্য কিরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইতে পারে, আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব।

* * *

১৯৩৯-৪০ সালের সরকার ৪, সুদের ঋণপত্রের ৫০ কোটি টাকা আমানী ১৭ই সিপ্তেম্বর বাতিলে পরিশোধ করা হইবে, এই ঘোষণার একপ্রকার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার সাত বৎসরের মেয়াদে বার্ষিক শতকরা ২৷৷০ সুদে ৩০ কোটি টাকার ঋণপত্র প্রচলের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমানী ১লা অক্টোবর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী কিংবা মাদ্রাজ অফিসে, অথবা অন্যান্য অর্থাধিক ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে ওই ঋণপত্রের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে। ১লা অক্টোবর তারিখেই আবেদন গ্রহণ সুরু হইবে এবং ওই তারিখেই কিন্তু মোটিশে যে কোন জমা আবেদন-গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঋণপত্রের জন্য আবেদন সমমূল্যে গৃহীত হইবে, অর্থাৎ ১০০ টাকার ঋণপত্রের জন্য ১০০ টাকা হিসাবে আবেদনের টাকা জমা দিতে হইবে।

* * *

আলোচ্য ঋণকে অবশ্যেষ্ঠী ঋণ বলা চলে। ইহার সুদের হারও অল্প।—"ডলার মুদ্রা" নীতি যে আমাদের সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা এই নূতন ঋণপত্রের সুদের হার হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে।—সরকারী ঋণপত্রের বিক্রয় অনুসাধারণের আয়ত্তে যে অল্প কিছিয়া আসিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যে বর্তমানে এসম্পর্কে সুচিন্তিত পন্থা অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ আমানতী অঞ্চলের মধ্যে সাময়িকভাবে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিপুলের প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও বর্তমান সময় এই রকমের ঋণপত্র বিলিবন্টনের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমানে হ্রাসযোগ্য ঋণপত্রের যে দেখা আছে, ইহাও সরকারের অর্থনৈতিক কৃতিত্ব সম্পর্কে অনুসাধারণের আস্থার পরিচায়ক। আজ ১৯৩৯ সালের ৩, সুদের ঋণপত্রের দর আছে ১০৩/০, ৩, সুদের (১৯৫৯-৫৪) দর আছে ১০৩৷৷০/০, ৩, সুদের (১৯৫৩-৫৫) দর আছে ১০০৷৷০/০। একমাস পূর্বে উহাদের যথাক্রমে দর ছিল ১১৮/০, ১০০৷৷০/০, ১০০/০।

* * * *

বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রচুর নগদ টাকা পড়িয়া আছে।—কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার যে গভর্নমেন্ট ব্যাঙ্কগুলি দেখা গিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন এই রহিয়াছে যে অধিকাংশে দেখা যাইবে প্রত্যহিক নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা হইয়াছে। অতএব ১লা অক্টোবর তারিখে এই আবেদনযোগ্য ঋণপত্রের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতেও আবেদন আসিবে। এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় আমানী ১লা অক্টোবর তারিখে এই ঋণপত্র বিক্রয় কোটি টাকার জন্য আবেদন অত্যল্পকালের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডিসেম্বর কিছু অধিকদিন পূর্বে (১৭ই জুন, ১৯৩৯—"আর্থিক জগৎ" ৩০ সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠা) সরকারী ঋণপত্রাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। পূর্বোক্ত কথা হইতে উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন কেন আমরা সর্বান্তঃকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক ঋণগ্রহণ পরিকল্পনাকে সমর্থন করিতেছি।

* * * *

আমরা লিখিয়াছিলাম—"ভারত সরকারের হাতে এখনও প্রচুর নগদ আছে। অবিলম্বে সুচিন্তিত পথে অগ্রসর হইলে এবং মূলধনের বাজারটিকে যথাযোগ্যভাবে সাহায্য দান করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের যা প্রয়োজন ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এবং সরকার ১৪০ কোটি টাকার যেসকল ঋণপত্র বাজারে আছে, তাহার ৩০ কোটি টাকার ঋণপত্র প্রচলের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমানী ১লা অক্টোবর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী কিংবা মাদ্রাজ অফিসে, অথবা অন্যান্য অর্থাধিক ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে ওই ঋণপত্রের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে। ১লা অক্টোবর তারিখেই আবেদন গ্রহণ সুরু হইবে এবং ওই তারিখেই কিন্তু মোটিশে যে কোন জমা আবেদন-গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঋণপত্রের জন্য আবেদন সমমূল্যে গৃহীত হইবে, অর্থাৎ ১০০ টাকার ঋণপত্রের জন্য ১০০ টাকা হিসাবে আবেদনের টাকা জমা দিতে হইবে।

* * *

আলোচ্য ঋণকে অবশ্যেষ্ঠী ঋণ বলা চলে। ইহার সুদের হারও অল্প।—"ডলার মুদ্রা" নীতি যে আমাদের সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা এই নূতন ঋণপত্রের সুদের হার হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে।—সরকারী ঋণপত্রের বিক্রয় অনুসাধারণের আয়ত্তে যে অল্প কিছিয়া আসিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যে বর্তমানে এসম্পর্কে সুচিন্তিত পন্থা অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ আমানতী অঞ্চলের মধ্যে সাময়িকভাবে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিপুলের প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও বর্তমান সময় এই রকমের ঋণপত্র বিলিবন্টনের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমানে হ্রাসযোগ্য ঋণপত্রের যে দেখা আছে, ইহাও সরকারের অর্থনৈতিক কৃতিত্ব সম্পর্কে অনুসাধারণের আস্থার পরিচায়ক। আজ ১৯৩৯ সালের ৩, সুদের ঋণপত্রের দর আছে ১০৩/০, ৩, সুদের (১৯৫৯-৫৪) দর আছে ১০৩৷৷০/০, ৩, সুদের (১৯৫৩-৫৫) দর আছে ১০০৷৷০/০। একমাস পূর্বে উহাদের যথাক্রমে দর ছিল ১১৮/০, ১০০৷৷০/০, ১০০/০।

* * * *

বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রচুর নগদ টাকা পড়িয়া আছে।—কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার যে গভর্নমেন্ট ব্যাঙ্কগুলি দেখা গিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন এই রহিয়াছে যে অধিকাংশে দেখা যাইবে প্রত্যহিক নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা হইয়াছে। অতএব ১লা অক্টোবর তারিখে এই আবেদনযোগ্য ঋণপত্রের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতেও আবেদন

* * * *

১৭ই সেপ্টেম্বর, যে সুদের দেখা হইয়াছে, তাহা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে নোটের পরিমাণ আরও প্রায় ১০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ নোটের পরিমাণ ১,১১৮.০১ কোটি টাকা হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হই

(শেষাংশ ৩৩৯ পৃষ্ঠায়)

নৈরাশ্যজনক খাদ্য পরিস্থিতি

গত বৎসর ভারতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ হইবে, সেই বিষয়ে এখনও সরকার কর্তৃক কোন প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহা সহজেই বলা যায়, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর খাদ্য শস্যের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইবে। ঐ ও অনাবৃষ্টি বৃষ্টি হইবার ফলে বাহাদুর, টে ও কর্ণাটকাদের খাদ্য ফসলের ক্ষতি হইয়াছে এবং বাসক বন্যার ফলে যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিহারের ও মধ্যপ্রদেশের অনেকাংশে খাদ্য ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। বন্যার ফলে পাকিস্তান ভারতের খাদ্য সংকটের সাহায্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না এবং দুর্ভিক্ষের ফলেও ব্রহ্ম হইতে ভারতের খাদ্য আমদানি অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। ঐ সব ফেলে এই অবস্থার উন্নতি হইবে তাহার আশা যে নাই বলিলেই চলে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে প্রতীয়মান আগামী বৎসরে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি বর্তমান বৎসরের তুলনায় বিশেষ জটিল হইয়া পড়িবে।

গত মাস দুয়েক পূর্বে ভারতের খাদ্যমন্ত্রী কৃষিকেন্দ্রিয়াছিলেন যে, ভারতের খাদ্যাবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে এবং ভারতে খাদ্যসংকট আসন্ন নহে। তিনি সরকারকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত খাদ্য সংকটের আশা ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির ফলে ভারতের খাদ্যসমস্যা সমাধান করা যাইবে। কিন্তু দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার সকল আশা প্রতারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারত ও ব্রহ্মদেশ আমেরিকা হইতে তিন মাসের জন্য ২,২০,০০০ টন ও ৩০০,০০০ টন খাদ্যের জন্য চুক্তিপত্রে সিগ্নেচার করিয়াছে।

ভারত সরকারের বিনিময় নীতি যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। সম্প্রতি প্রাদেশিক মন্ত্রী ও দেশীয়রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে মজুত খাদ্য ও ক্রয়ের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার ভার গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, অল্পের ভারতের সরকারীমহলে খাদ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হইবে। ভারতের ও পাকিস্তানের খাদ্যব্যবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বন্যার প্রকোপে পূর্ব ও পাকিস্তানে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে, পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মদেশের নিকট ১৩০,০০০ টন ও অন্যান্য দেশের জন্য আবেদন করিয়াছেন। পাকিস্তানে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার কোনই সম্ভাবনা নাই এবং ভারতের মত সেখানেও সরকারের খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে।

বাজারে সরকারী খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাই এবং ফলে ইহার আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। ঠিক কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে অনিষ্টের পরিমাণ যে খুব বেশী তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। বাসুদেবের খাদ্যশস্যের বাজার হইতে বিদায় নেওয়া কঠিন।

ধান ২৫৲ ; ছোলা ১৯৲ ; যব ১৯৲ ; জোয়ার ১৩০, চাউল (বাসমতী) ৯৩৲ চাউল (রংপুরাজ) ৫৫৲ ; মুগ ১৩৩ ; অড়হর ১৩৭ ; মুসুর ১৯৲ ।

পাট

গত মুদ্ধের ১১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিম বঙ্গ বাণিজ্য পরিষদের অধিবেশনে অর্থ ও বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্তি চেট্টি সরকার কর্তৃক আমীত উক্ত পাটের কইয়া সাংঘাতিক বিবৃতি দেন যে, বিবৃতি যখন পরিষদে উত্থাপিত হয় তখন এইরূপ আইনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। বিবৃতি আইনে পরিণত হওয়াতে আমরা আশা করি উক্ত পাটের বাজারে দুর্নীতি দূরীভূত হইবে এবং পাটশিল্প প্রভূত উন্নতি করিবে।

—স্টেটসম্যান বহুত উক্তিটাকালের পরিবাণ ক্রয় ব্যাপারে বড়লাট ইণ্ডিয়ান ফুট বিলস অ্যাসোসিয়েশন এক স্মারকলিপিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি ঐ দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, (ক) পশ্চিমবঙ্গ ভারত এই বৎসরে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট সংগ্রহ করিতে পারিবে বিলয়া তাহাদের মনে আছে, (খ) পূর্ব বঙ্গ হইতে পাট আমদানির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বিলগুলি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে, (গ) কাঁচামালের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিলগুলি তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এই বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মত জানিতে পারিলে তাহাদের সুবিধা হয়। ঐ স্মারকলিপির প্রত্যুত্তরে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সরকার মিল মালিকদের জানাইয়াছেন যে, বিলগুলি এখন পুরাপুরি ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিবার জন্য অর্থের বিষয়ে পারে এবং তাহারা যাহাতে এই বৎসরের মধ্যেই সমস্ত মাল ক্রয় করিয়া ফেলে তাহার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়াছেন।—কিন্তু প্রশ্ন রহিয়াছে শ্রীযুক্ত সরকারের কথামত কাজ করা বিলগুলির পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নহে। বিলগুলি এ পর্যন্ত ২০ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তাহাদের আগামী তিন মাসের মধ্যে ৩০ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ পরিমাণ পাট ক্রয় করা সম্ভব কিনা তাহাই বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ বিক্রেতারা এই স্বল্প সময়ের ঐ পরিমাণ পাট সরবরাহ করার ঝুঁকি লইতে রাজী হইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান সরকারের প্রচারের ফলে সরবরাহ পাট বিক্রেতারা দৃঢ় মন করিয়া ফেলিয়াছে। করিবার চেষ্টা করা হইলে পাটের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, অথচ বিলগুলির বর্তমানে একসঙ্গে ১২৫ লক্ষ ঐ পরিমাণ মাল ক্রয় করিবার আর্থিক সঙ্গতি নাই। এইরূপ অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিলগুলিকে কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাই আসল কথা। সরকারের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাইলে আগামী বৎসরের ফসল বাজারে না আসা পর্যন্ত বিলগুলির উৎপাদন হ্রাস করিয়া ফেলা ছাড়া আর কোন পথ থাকিবে না।

তুলা

তুলার বাজারে কর্তৃপক্ষের নজর কম থাকায় তুলার মূল্য উর্ধ্বমুখী আছে। দেশীয় জাত তুলার মূল্য বর্তমানে সরকারী নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মূল্য পর্যন্ত হইয়াছে। তবে অন্যান্য সরকার বাজারে কর্তৃপক্ষের নজর কম থাকায় কিছু কিছু অনিয়ম দেখা যাইতেছে। ১৯৫০ সালে সেপ্টেম্বরের ১লা তারিখের পূর্বে আমদানি সরকার যে সব চুক্তি হইয়াছে তাহা বর্তমানের নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের আওতায় আসিবে না বলিয়া টেক্সটাইল কমিশনার যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে বাজারে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

আই, সি, সি কেদারনাথ ৭৮৯ টাকা হইতে ৭৯৭৲ পর্যন্ত উঠে। শেষ পর্যন্ত আই, সি, সির বের মূল্য ছিল ৭৭১৩, ডুলাইয়ের মূল্য ৭৭৭৩ ও সেপ্টেম্বরের মূল্য ৭৮০৩।

সোনা-রূপা

সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য সোনা-রূপার উপর হইতে আমদানি শুল্ক তুলিয়া কিছুদিন হইতে বাজারে যে গুজব রটিয়াছে, তাহার ফলে সোনা-রূপার মূল্য কিছুটা নিম্নমুখী হয়। সোনা-রূপার বাজারের উপর সরকার যে বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে ৫০০ জনের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে। ৫০ জনের বেশী সভ্য করা হইবে না এবং ১৯৫০ সেপ্টেম্বর তারিখ শেষ হইয়াছে। ঐসব সভ্যগণ তাঁহাদের হোল্ডিং ডিরেক্টর নির্দেশমত করিবেন এবং সরকার মনোনীত ডিরেক্টর ঐ বোর্ডে থাকিবেন। অবশ্যেষে বাজার যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য সরকার এই "বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ" প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং মনে হয় ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

তৈলবীজ

সরকার খাদ্যশস্য ও তুলা ছাড়া আর কোন পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন না বলিয়া আশা ছেলে তৈলবীজের বাজারে উন্নাসের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালে ভারত হইতে তৈলবীজ ক্রয় না করায় (যেখানে যাহার জন্য) ভারত সরকার যদি বর্তমানে ইতালী, গ্রীস ও ইতালি ইউরোপীয় দেশগুলিতে তৈলবীজ প্যাটার্নের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ঐসব দেশ হইতে ভারতীয় মালের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্ভব

বাজারের কথা

মুনাফাভাগ সুপারিশের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

বণিকবার্তা প্রেরকের অনুরোধ

সেয়ার বাজারের উপর প্রস্তাব বিষয়ে করিবার যে দুইটি বিশেষ উপযোগিতা ঘটিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ঘটিয়াছে। প্রথমটি বিশেষ বিশেষ শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর দাবী সম্পর্কে ও দ্বিতীয়টি পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বিষয়ে। কোন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা সেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংশদারী হইবে কিনা ইহা স্থির করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি-রায়ের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং আপাতঃ সুতা, পাট, ইস্পাত, চায়ের, সিমেন্ট ও সিমেন্ট, এই ছয় প্রকার শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে সেই সেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফার আংশিক অধিকার প্রদানে সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশের বিষয় বিবরণ বর্তমান সংখ্যা "আর্থিক জগৎ"এর অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

• • • •

এই সুপারিশের বিধিত যদি কার্যকরী হইলে বাজারের উপর তাহার প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হইবে, তাহা আলোচ্য সপ্তাহে সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। তবে যত শুক্রবারের বাজারের অবস্থা ও বিভিন্ন সেয়ারের দর দেখিয়া মনে হয় যে, কলিকাতার বাজার এই সুপারিশগুলি ইতিমধ্যে সহিতই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ওই দিন বিভিন্ন সেয়ারের দরের উন্নতিই ঘটিয়াছে।—আমাদের মনে হয় যে, এই মুনাফা ভাগ লইয়া বাজারে যে আতঙ্ক কিছুকাল যাবৎ দেখা যাইতেছিল, এই সুপারিশ প্রকাশের ফলে অন্ততঃ তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। ইহার ফলে যদি শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক বিরোধের অবসান হয় ও শিল্পক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বাজারে ক্রমবর্ধমানহারে তাহার শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হইবে না।

• • • •

শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা সম্বন্ধে যুট কিমশনের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সুপারিশের সর্বগুলি পুরাপুরি কার্যকরী করিতে হইলে সমুদয় পাটশিল্পের বৎসরে অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে। অবশ্যবিভাগ তথা শ্রমবিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার টাকা পাই সরবরাহের জন্য পাকিস্তানের সরকার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্তমান অবস্থাতেই ভারতীয় চটকলগুলি উৎপাদনের যোগানের অভাবে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করিতেছে এবং উৎপাদনে উপর পাকিস্তান সরকার শুল্ক আদায় করার ফলে ও অন্যান্য কারণে উৎপন্ন মালের দরও বর্তমানে অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের বিদেশীয় ক্রেতা অনেকে ভারতের বাজার বৈদেশিক বাজার হারাইতে বসিয়াছে।

• • • •

এখন যেখানে কারখানার পাটশিল্প আরও পাঁচ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অবশ্য এই বর্ধিত ব্যয়ের ফলে উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। অতএব ভারতীয় চটের অসম্ভব বৈদেশিক ক্রেতাকে আরও অসন্তুষ্ট করিয়া তোলার ইহাই যে প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফলে সেই অসন্তুষ্ট বৈদেশিক ক্রেতারা যদি পাটের "বিকল্প" ব্যবহারে অধিকতর পরিমাণে মনোযোগ দেন তাহা হইলে ভারতীয় পাটশিল্পের জন্য অবশ্যম্ভাবী।—এই সকল কারণে ভারতীয় পাটশিল্প বিষয়ে বর্তমানে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না এবং উৎপাদনব্যয় সম্পর্কিত বিষয়টা আরও পরিষ্কার না হইলে চটকলের সেয়ারের দরেরও উন্নত হইবার আশা কম। শ্রমিক ও শিল্প এই উভয়েরই কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

• • • •

সরকারী কাগজ—

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের দর একরূপ স্থিরই ছিল বলা যায়। বিশেষ করিয়া আগামী ১লা অক্টোবর তারিখে পরিশোধযোগ্য ২½% সুদের ১৯৫৫ সালে পরিশোধ্য ২০ কোটি টাকার ঋণ যে প্রকার ভরা হইবে, এই সংবাদে ক্রমবর্ধমান সরকারী কাগজের দর বেশ ভালই ছিল। ১৯৬৯ সালের ৩½ সুদের কাগজের দর ১০০/১০ (১০৯/০) পর্যন্ত উঠিয়াছে। ৩½ টাকা সুদের ১৯৭০-৭৫ সালের ১০০/০৫ এবং ৩½ টাকা সুদের ১৯৮৬-৯৬ সালের ৯৫৬/০-র কাছ হইয়াছে। ৩½ টাকা সুদের ১৯৭৭ সালের অবশ্যদেয়ী কাগজের দর ১০৩/৩ এবং ১৯৮১-৪৪ সালের ৩ টাকা সুদের কাগজের দর ৯৫৮/১০ হইয়াছে। কিছুকালের মধ্যে সরকারী কাগজের দরের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে বর্তমানের দরই সর্বোচ্চ দর।

ব্যাঙ্ক—

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের দরে সাধারণভাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কেবলমাত্র ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের দরে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ইহার দর গত সপ্তাহের ৩৩৮/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আজ ৩৭৯ হইয়াছে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে বিজয়া ব্যাঙ্কের দর ১১২৲-তে অপরিবর্তিত আছে, যেমন সেন্ট্রাল আজ ১৯৲। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দর ৩১ টাকায় স্থির আছে। ক্যালকাটা ন্যাশনালের দরের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া ১৭১-এ কাজ হইয়াছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের দর। গত সপ্তাহের দর ১৯৩৲ হইতে বর্ধিত হইয়া আজ বোম্বাইয়ের বাজারে ১৯৮২৲ টাকা দরে উহার কাজকর্ম হয়—

এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজের পরিমাণে ও সেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। যোগাইতে ক্রমিয়মের কর্তৃপক্ষের যে আলোচনা চলিতেছে তাহার ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া বাজার সেই সংবাদের অপেক্ষায় আছে। এই সময়ে কেবলমাত্র কেসোরামের দরে কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। ইহা ১৮৴০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে। অন্যান্য সেয়ারের মধ্যে কানপুর টেক্সটাইল ১১৮৲, এলগিন ১৮০৲ এবং মিঠি ফিবোরিয়া ৩৯৲ প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল।

কয়লার খনি—

আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহার ফলে এই বিভাগের কাজের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। দরের অবশ্য বিশেষ তারতম্য হয় নাই। বলধরের দাম ছিল ১১৮৴০ (১১৮৲), সাউথ কারানপুরা ১৩৯৲ (১৩৲), বেঙ্গল ১৩৲ (১৩৯৲) এবং বেঙ্গল কোল-এর দর প্রায় ১৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া পাইয়া উহার কাজ হইয়াছে ১৩৮/৩।

চটকল—

চটকল শ্রমিকদের অতিরিক্ত সুখ সুবিধা সংক্রান্ত যে ট্রাইব্যুনাল-সিদ্ধান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, চটকলগুলির উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার যথাযথ-রূপে উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত, এই বিভাগে কাজের ও দরের কোন পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না এবং প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য সপ্তাহে চটকল সেয়ারের দর একরূপ অপরিবর্তিতই ছিল। আলেপ ইন্ডিয়া ২১৭৲, আলায়েন্স ১৩৫৲, ইন্ডিয়া ১৮১৲, বজবজ ২৬০ টাকা দরে কাজ হইয়াছে। ভাওরার দর ১১৯/০-র অপরিবর্তিতই ছিল।

বিবিধ—

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে কাজের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহের প্রথম দিকে দরের যে উন্নতি ঘটিয়াছিল পরে তাহা স্থিতি লাভ করে নাই। ইন্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৮৴০ ও ৪১৮৲ বন্ধ দরে ব্যবসা করিয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ইন্ডিয়ান ফসফেটের দরে কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং যথাক্রমে ৩/০ ও ১৷০ দরে উহাদের কাজ হইয়াছে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ২১৮৩, ক্যালকেমিক্যাল ১৯৯৲, মার্টিন বার্ন ১৪৮৩, টিটাগড় পেপার ৩৯৲ ও ইন্ডিয়া টিনপ্লেট ১৯৮৴০ উন্নতি দেখা গিয়াছে। একমাত্র জেসপ কোম্পানীর দর ১৯৲ হইতে কমিয়া ১৮৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। ইন্ডিয়ান স্টেমফুডের দর ১৲ বাড়িয়া ৩৯৲ হইয়াছে।

চা-বাগান—

চা বাগানের শেয়ারের চাহিদা আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট ছিল এবং কাজের পরিমাণও দরে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ ছিল ৪৯৷০, আসিমারা ৭৯৲, বেঙ্গলুর ১৪৯৩, সুরমারাই ১১৮৲০

বিড়লা, অ্যালায়েন্স ও ওয়েভারলি চটকলের হিসাব

১৯৬৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত এক বছর বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর বিশদ হিসাবে সর্ব্বসাধারণের উৎসুক্যের উদ্রেক পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মোট ৯,৯৯,১৮,৩১১ টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে এবং ইহা পূর্ব্ব বৎসরের মোট বিক্রয়মূল্য ৩,১৮,৩৪,৪৯০৲ হইতে ৬৮,১০৯৲ অধিক। ইহার ফলে মোট লাভের পরিমাণের বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে ৩১,১১,৪৩১ টাকার স্থলে এ বৎসর মোট উঠিয়াছে ৫১,০১,০৪৯৲। ইহা হইতে কমাইতে হইয়াছে ১৩,০০,০০০৲ (১০,৪৯,১০৫৲) মূল্যহ্রাস বাবদ রাখা হইয়াছে ২,৪৯,১৭৯৲ (৪,০০,০০৫৲) সঞ্চয় তহবিলে রাখা হইয়াছে ১৬,৩৪,৩০৩৲ ০০০৲)। অবশ্য এই ১৬,৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫লক্ষ টাকা "ইক্যুয়ালাইজেশন অব ফ্রেট" জন্য তহবিলে হইতে হস্তান্তরিত ৩,৩৫,০৬১ টাকার সমস্তটাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল বিনিয়োগের পর আলোচ্য বর্ষের নীট লাভ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট যোগ করিয়া কোম্পানীর তহবিলে ৫৯১৲ হইতে সাধারণ অংশগুলি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া শতকরা ২৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৪,১৪,৩০৩৲ (৩,০১,৩১৭৲)।

আলোচ্য বর্ষের ডাইরীর চটকল সমিতির কর্ম্মসূচিত চুক্তি অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কারখানা চালু ছিল। উপরন্তু এই কোম্পানী 'হরা জুট মিলস্'এর জন্য ধরচ করিয়া তাহা নিজেদের কাছে ৫ জন কারখানা, ঠিক ৪০ ঘণ্টা ডাইরেক্টরও ধরচ চালু রাখিয়াছিলেন। এই 'ধরচ' জন্য কোম্পানীকে ১৯৬৭-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫০ করিয়া এবং তৎপরে ঘণ্টাপিছু ৫০ করিয়া বিলস্কে মূল্য দিতে হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ঠিক কারখানার সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টা মাত্র পূর্ণ সময় হইতে ৩৩৮ ঘণ্টা কম লাভাইতে সক্ষম হয় নাই। তবে এই "অতিরিক্ত সময়" উৎপাদন পরে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

বৎসর মধ্যের মাস হইতে পূর্ণ পরিমাণ ডিবিডেণ্ড পাইবার উপর প্রতি অংশে ৬৲ হিসাবে ১ ধরিয়াছে। এই ৬৲ পর টানা প্রতিশ্রুতি ৲ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাকের ৲ মাত্র ধরিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মন্ত্রী তাঁহাদের কারখানার জন্য যে নূতন বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অংশ ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আলোচ্য অংশটি—বিড়লা জুটস লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৪৯,৩৬,৫০০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ
(৩১.৩.৬৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১৩,৩৪,৫০০৲
সংরক্ষণ	৩৩,১১,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৬৩,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	৬,৬৬,৩৩০৲
ঋণ	১৯,৯৬,৩৩০৲
আর্থিক লাভ (জের)	৪,৪৪,০৩১৲
মোট	১,৩৩,১৬,৩৩০৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র ডাকে বার্ষিক মূল্য ছাব্বিশ টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং সোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,১৫,৩৯,৪৪১৲
মূল্যহ্রাস	৪৯,৩১,৪৪১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৩৯,৩৩৩৲
সরঞ্জাম	৬,৩৩,১৩৩৲
বন্ধক ঋণ	৩৩,১৩,১১৩৲
বাকী পাওনা	৩১,১১,১৬৩৲
ব্যাঙ্কবিনিময়	১৩,৩৩,৯৬১৲
নগদ	৬,১৩,১৪১৲
মোট	১,৩৩,১৬,৩৩০৲
ঋণ সম্পত্তি	১,১৪,৩৬,৩৩৩৲

১৯৬৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বরে সমাপ্ত পাঁচ মাসের জন্য অ্যালায়েন্স জুট মিলস্ লিমিটেডের বিশদ হিসাব

সমাপ্ত বর্ষের মোট বিক্রয়মূল্য (১,৩৪,১১,৩৪৩৲ — ১,২৭,৭১,০১৯৲) ও নীট লাভের পরিমাণ (৪,১৭,৪১৪৲ — ৩৮১,১৩৫৲) যথাক্রমে হইয়াছে। বর্ত্তমান নীট লাভের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৩১,১১৭৲ মিলিত করিয়া কোম্পানীর হাতে মজুতমোট ৪,১৫,০০১৲ হইতে কমাইতে ১,৩০,৩১১৲ (৩,১৮,৯০১৲) ও মূল্যহ্রাসকার্য্যে ৩৩,০০০৲ (৩৩,০০০৲) ব্যয় করা হইয়াছে। সঞ্চয় তহবিলে কিছু দান এবার সম্ভব হয় নাই (২৫,৭১৩৲)। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ হইতে সাধারণ অংশগুলি বর্ধিত শতকরা ১৫৲ হারে লভ্যাংশে বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের লভ্যাংশের হার ১৫ টাকাই ছিল—তবে আলোচ্য সময়ের কার্য্যকাল ৭ মাসের স্থলে ৯ মাস বজায় থাকায় প্রতি অংশে লভ্যাংশের মোট অর্থের পরিমাণ ২৮৭৲ স্থলে হইয়াছে ৩৩৲। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ২১,০১৮৲ (৩১,১১১৲)।—অন্যান্য হিসাবে অল্প কিছু পার্থক্য ব্যতীত মূল্যাপেক্ষা অল্প বলা হইয়াছে। তৈয়ারী অল্প মালের ও বিক্রয়চুক্তি অনুযায়ী ও উৎপাদনের মাল বলতা অনুযায়ী ব্যয় করা হইয়াছে।—আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কারখানার এক অংশ ইউনিয়ন সমিতির "কার্যকরণ সম্পর্কিত চুক্তি" অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া চালু ছিল—কিন্তু অপর অংশকে, কেন বিলস্ হইতে ক্রীত "অতিরিক্ত সময়" কাজে লাগাইবার জন্য, সপ্তাহে ৩৩ ঘণ্টা করিয়া চালু রাখিতে হইয়াছে।—অ্যালায়েন্স মিলস্ লিমিটেডের হওয়ায় অনুমোদিত কোন অর্থরিক্ত ডোল করিতে হয় নাই।

আলোচ্য অংশটি—ওয়েভারলি জুট কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৩,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৫১,৩৫,০০০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ
(৩১.১২.৬৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
আদায়ী	১৩,৩০,০০০৲
সাধারণ	৩৩,৩৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১৯,১৯,১৩৩৲
অন্যান্য তহবিল	১,৩৩,৩০৩৲
ঋণ	১৩,১৯,১৩১৲
আর্থিক লাভ (জের)	৩১,৩৩৩৲
মোট	১,৩৯,১৬,১৩১৲
সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১,৯১,৩১৩৲
মূল্যহ্রাস	৩১,১১,৩৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৯৫,১১,৩৩৩৲
সরঞ্জাম	১৩,৩৩,১৯১৲
বন্ধক ঋণ	১১,৯৩,৭৩১৲
বাকী পাওনা	৩৩,৯৫,৩৩৩৲
ব্যাঙ্কবিনিময়	১,১৩,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	৯,৩৩,১৯৩৲
নগদ	১,৩৩,১৯৩৲

ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া বাস্ক ১৯৫৯ সালের ৫ই ডিসেম্বরের পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিয়াছে। সাধারণত ছয় মাস কারবারের ফলে পাঁচ বছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা আলোচ্য ডিভিডেন্ড বছরে মোট বিক্রয়মূল্য ৩৮,৮৭,৩৪৪৲ পূর্ববর্তী ডিভিডেন্ড ঘোষণার সময় ইহা ছিল ২৩,১৫,৩০৩৲ ইহাতেই বুঝা যাইবে কারবার কতখানি বাড়িয়াছে। এই বছরে লাভের পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে (৩,৯১,৩০৪৲—৪,৭১,৯৭৫৲)। এই লাভের পরিমাণ হইতে কর্মচারীদের বোনাস বাবদ ২,৩০,০০৭ (২,৩০,২৬৮৲), মূলধনের খাতে ৪০,০০০ (৪০,০০০) এবং লভ্যাংশ ডিভিডেন্ড ১,২৫,০৪৯ (১,১৫১২৭৲) বাদ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের সহিত পূর্ববর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের ১৩,১৩৲ যোগ করিয়া মোট ১,৩০,৭৭৯৲ হইতে সাধারণ অংশীদারদিগকে শতকরা ৪০৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। তবে আলোচ্য হিসাবের কার্যকাল মাত্র পাঁচ মাস হওয়ায় প্রতি অংশে মোট লভ্যাংশের পরিমাণ ১০ আনার স্থলে এবার ৮ আনা পাওয়া যাইবে। এই সব বিলিব্যবস্থার পরে পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ২২,৩৪৫৲ (২৩,১০০৲)।

আলোচ্য সময়ে কারখানা সম্প্রসারে ৪৮ লক্ষ টাকা করিয়া ঢালু হইল। কারখানা বিদ্যুৎ-চালিত হওয়ার ফলে জ্বালানীর অভাবের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কারখানার শ্রমিক যোগাযোগ অবস্থা বেশ ভাল থাকায় শ্রমিকদের কার্যকরী নিয়োগ হয়।

ব্যাঙ্কের একেন্ট—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক অফ কোচিন লিমিটেড। অথরাইজড ডিভিডেন্ড ও অথরাইজড মূলধন—১০,০০,০০০৲।

বিভিন্নখাতের সাম্প্রদান

(৩১.১২.৬৭)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,৫০,০০০৲
সাধারণ নগদী	৬,১০,০০০৲
ঋণ	১৩,০০,০০০৲
লভ্যাংশ তহবিল	১১,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	৪,৯০,০০০৲
জমা	২০,২৫,৩৪৫৲
অবণ্টিত লাভ (মোট)	২২,৩৪৫৲
মোট	১৩,১০,৩৪৫৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৪৯,১১,১৭৫৲
বিনিয়োগ	১৯,৪০,০০০৲
ধার বন্ধ সম্পত্তি	১৩,৭১,১৭৫৲
মজুত	৩,১৯,৩১০৲
ঋণ বাদ	২১,১০,৩৪১৲
বাকী পাওনা	১৯১,১৪৩৲
ব্যাঙ্কিংবিনিময়	৪৯,৩৪৩৲
অগ্রিম লাভ কর জমা	৩,১৩,৩১০৲
নগদ	১৯,০০০৲
মোট	১৩,১০,৩৪৫৲

২৯এ সেপ্টেম্বর মূলতুবী কর্ম

(পৃষ্ঠাংক ৯৩৩ পৃষ্ঠার)

১,১১৮.৭৯ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে চলতি আমানতের পরিমাণ অবশ্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই (৩৮.৭৪ কোটি—৩৮.২৭ কোটি)। ইহা বিভাগে সম্পত্তির ক্ষেত্রে চলতি জমার পরিমাণ ১৪৬.২১ কোটি টাকাতে অপরিবর্তিত আছে এবং মেয়াদী জমার পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৫.৩৩ কোটি টাকা—১৫.৩৮ কোটি টাকা)।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত জমার পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে (১২৭.২৮ কোটি টাকা—১১৬.৫০ কোটি টাকা), অন্যান্য সরকারী টাকা জমার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩০.৩১ কোটি —৩৮.৯১ কোটি টাকা)। ইহা সত্ত্বেও বলিবার বিষয় যে, বর্তমান অর্থবৎসরের সহিত গতবৎসরের তুলনায় পরিমাণ যেরূপ বিশেষ হ্রাস পায় নাই (২৯.৫২ কোটি—২৭.৪০ কোটি) ; বর্তমান বাজারী-পত্রের পরিমাণ ৩.৯৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৩৭ কোটি টাকা হইয়াছে এবং বহির্দেশীয় জমার পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকা কমিয়া ৩৭.৮৩ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্য দায়ের পরিমাণ ৩৩.৩১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪.০৭ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ব্যবসায়ীমহল ব্যাঙ্কগুলির যে হিসাব-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চাহিবামাত্র দেয় দায়ের পরিমাণবৃদ্ধি দৃষ্টে হয়, ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে (১৯.৫৮ কোটি—১১.০১ কোটি টাকা)। অন্যান্য চাহিবামাত্র দেয় দায়ের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহে ৩.৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৩.১০ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। মেয়াদের দায়ের খাতে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১১.৬৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং অন্যান্য মেয়াদের দায়ের পরিমাণ ৩০৮.৮৩ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৩০৮.৩২ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। সর্বাধিক সময় জমার পরিমাণ ৪০.১৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৮.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে ; তবে বিভাগ খাতে চলতি জমার পরিমাণ ২১.৭৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২.৯৩ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহ হইতে আরও হ্রাস পাইয়া ৫৯০.৯৩ কোটি টাকা হইতে ৩৮০.২৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে, দেখা যায়।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কার্সদের আমানতে আশানুরূপ বাড়া পাওয়া যায় নাই এবং সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ; আলোচ্য সপ্তাহে সরকার যেখানে ৯ কোটি টাকার আবেদন আহ্বান করিয়াছিলেন, সেখানে মাত্র ১৯.৫ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। পূর্বের আবেদন পত্রের বাট্টার হার বার্ষিক শতকরা ৪/৩ (৫ পাই)। পরবর্তী সপ্তাহে ৭ কোটি টাকার ট্রেজারী-বিলের জন্য আবেদন আহ্বান করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কার্সপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	ব্যাঙ্কার্স	ডিমাণ্ড লিঃ	মিত্র	পরিমাণ	ব্যাঙ্কার্স ও অন্যান্য	মোট বিক্রয়ের তুলনায় বৃদ্ধি	পরিশোধের তুলনায় বৃদ্ধি
১৯৬৮							মাস শতা
জুন	৪	১৯	১৯	৬,৮৮	১৬.৫৮	১১.১৮	৮ ৩
	১১	১,৮৮	১,৮৮	১৫	৯,৬৫	১৩.১৮	৮ ৫
	১৯	৬,৮৮	১,৮৮	৯৮	৯,৮৮	১,৬৫	১ ১১
	২৫	৩,১১	১,৮৮	১১	১৩,১১	৩,১১	১,১১
জুলাই	২	১,৩১	১,৮৮	১৩	১১,৫৫	১,৩১	১ ৯
	৯	১,৮১	১,৮৮	১,৮৮	১১,৬৫	৩,৩১	১ ৯
	১৬	৩,১১	১,৮৮	১,৮৮	১৩,৮৫	১,১৫	১ ১১
	২৩	১,১১	১,৮৮	১৫	১৬,৮৮	১,১১	১ ১৮
	৩০	১,১১	১,৮৮	১,৮৮	১৬,১৮	...	১ ১১
আগস্ট	৬	১,১১	১,৮৮	...	১১,৮৮	-৯	১ ৯৮
	১১	১,৮৮	৩,৮৮	১,৮৮	১৬,৮৮	৩,১১	১ ৩
	১৩	৩,১১	১,৮৮	১১	৩৯,১৩	১০০	১ ৩
	২১	৪৩	৫৩	...	৩১,৫৩	...	১ ৩
সেপ্টেম্বর	৩	১,৮৩	১,৮৮	৯৫	৩৫,১৮	১৩,১১	১ ৩
	১১	১,৮৮	১,৮৮	১,১৩	৩৩,৩১	...	১ ১
	১৮	১,১৩	১,১৩	১,৮৮	৩৫,১১	...	১ ৩

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
৪৩, বর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,

ফোন	ফোন
ক্যাল ২২৬৮ (৩ লাইন)	পি কে ৪৯৭৮ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের, গ্রামকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং ও সমাজ সেবার সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

১ বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অন্তিম তারিখ)

—

বিনিময় নোট

নোট

দায়—

মূলধন ও অন্যান্য দেনা

সরকার

সরকারের হিসাবে

অন্যান্য

মোট দায়

সম্পত্তি—

সোনা

বিদেশী বিনিময়ে নগদ ও অন্যান্য সম্পত্তি

মোট

২ বিভাগ—

মূলধন

রিজার্ভ

মোট

জমা

সরকারী

ব্যাঙ্কসমূহের

অন্যান্য

মোট জমা

দায়ী আমানত

বিনিময় বিলের বিপরীতে জমা

অন্যান্য দায়

মোট দায়

সম্পত্তি—

ভারতীয় সরকারী সিকিউরিটি

বিদেশী সিকিউরিটি

রূপী

বিল ডিসকাউন্ট

ঋণ

অন্যান্য সম্পত্তি

মোট সম্পত্তি

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—

মূলধন

সঞ্চিত তহবিল

জমা আমানত, নেটের ও অন্যান্য হিসাব

বিবিধ

মোট

সম্পত্তি—

ভারতীয় সরকারী সিকিউরিটি

অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটি

বাট্টাকৃত বিল

ঋণ

ক্যাশ ক্রেডিট

অন্যান্য ঋণ, জমা ও বাকী

ব্যাঙ্ক ও ডিপো

বিবিধ—

অন্যান্য খাতে জমা

ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি ও রিজার্ভ ফাণ্ডের বিনিয়োগ

মোট

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়িত্বভার মেয়াদ

আমানত

(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জমা

(২) অন্যান্য চাহিদা মত মেয়াদ

মেয়াদান্তে মেয়াদ

আমানত

(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জমা

(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে মেয়াদ

মোট দায় টাকা

আমানত

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা

আমানত

ঋণের

আমানত

ঋণ

আমানত

৫ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

চাহিদা বিলসমূহের মোট

মোট

সম্পত্তি—

(ক) সোনা ও রূপা মোহর

রৌপ্য

ইংলিশ সিকিউরিটি

ভারত সরকারের তফসিল

তফসিলী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ফাণ্ড

অন্য, ইংলিশ সিকিউরিটি সাপেক্ষে

(খ) রৌপ্য মুদ্রা

পাকিস্তান সরকারের তফসিল

অন্যান্য মুদ্রিত মূল্য

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়

মূলধন

সঞ্চিত তহবিল

আমানত—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার

(খ) প্রাদেশিক সরকার

(গ) ব্যাঙ্কসমূহ

(ঘ) অন্যান্য

দেয় বিল

অন্যান্য দায়

সম্পত্তি—

নোট

রৌপ্য মুদ্রা

(ক) পাকিস্তানী

(খ) বহির্ভারত

স্বর্ণ মুদ্রা ও মুদ্রা

(ক) পাকিস্তানী

(খ) বহির্ভারত

ঋণ ও অগ্রিম

(ক) অনুমোদিত

(খ) অন্যান্য

(গ) সরকারী ব্যাঙ্কসমূহ

পাকিস্তানের বাহিরে জমা ও বিল

সরকারের তফসিল ও ইস্যুদি

অন্যান্য ভবন, যান ইত্যাদি

অন্যান্য সম্পত্তি

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কর্পোরেশনের নাম	অনুমোদিত মূলধন (হাজারে)	দফা ও অনুমোদ তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য পরিশোধ	ঐ সময়ের	বাজার দর					শেষ লেনদেন দর
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	...										
জেসপ	...										
টাটা আয়রন	...										
বার্ন ...	...										
মেসার্সমেথ	...										
বার্ন-স্ট্যান্ডার্ড	...										
ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড	...										
কয়লাখনি											
অ্যাসানসোল	...										
ইন্ডিয়ান	...										
ওয়েস্ট আমুরিয়া	...										
রাজাপুরা	...										
রাজহারা	...										
বর্ধমান কোল	...										
বর্ধমান মুকুন্দ	...										
সিউড়ি সিমলুন	...										
সিউড়ি রামলুন	...										
সেতারালী	...										
স্যাঙ্কর	...										
জেসপ	...										
আয়রন	...										
ঝরিয়া	...										
বেঙ্গল	...										
ধানবাদ	...										
ইন্ডিয়ান	...										
বিহার	...										
মাইকা অ্যাসানসোল	...										
মেট্রোপলিটান ইন্ডিয়া	...										
কাপড়ের কল											
এমিলি	...										
অ্যাসানসোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল	...										
বেঙ্গলোরাম	...										
ইন্ডিয়ান	...										
ন্যাশনাল	...										
ওরিয়েন্টাল	...										
রাজাপুর	...										
বিড়লা	...										
বুধিয়া	...										
...	...										

. যৌথ প্রতিষ্ঠান

উৎপাদনের ধরন	আদায়ীকৃত মূলধন (পাদটীকা)	বন্ধক ও অন্যান্য দায়সমূহ	প্রতি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য	মোট শেয়ার সংখ্যা	স্থায়ীত্ব	বার্ষিক সাধারণ সভা					
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	বিভক্ত ও আদায়কৃত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মূল্য নির্ধারণ	সময়কাল	বাজার দর					
						১১/১০/৮৮	১২/১০/৮৮	১৩/১০/৮৮	১৪/১০/৮৮	১৫/১০/৮৮	শেষ বন্ধ
ছা-বাগানে											
ডেভিডসন্স	...	১,১১,০০০	১,৯০,১৭১	১০০	৯০ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
এসোসি ও সার্ভিসেস	...	৯,৯০,০০০	৫,৯০,১৯০	১০০	৯০ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
সিই ডুবাই	...	১,৯০,০০০	৫,১১,১৭১	১০	৮ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
পাইকেজেস	...	১১,৯০,৭০০	৯৯,৯১,৭৭১	১০০	৯০ (৫)	১১/৫৯	...	...	...	...	...	...
মহাদিবি	...	৯,৯০,০০০	৯,৯৯,১১৯	১০	৯০০ (৫)	১১/৫৯	...	...	...	...	...	...
মালয়েশিয়া	...	৯,৯০,০০০	১২,৯০,০৯৯	১০০	১৯ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
বিমান	...	১৯,৯০,০০০	৯,১৯,০৯৯	১০	৫৯০ (৫)	১১/১৯	১৯	...	৫১৯-৫১/৯	...	৫১	...
ডুবাইটি	...	১,১১,০০০	১,১৯,৯৯৯	১০	১ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
এক্সপ্রেস	...	৯,৯০,০০০	৯,৯৯,১৯০	১০	১৯০ (৫)	১১/৯০	...	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল ব্যাংক	...	- -	৯,৯১,১৯১	১০০	১১৯০ (৫)	১১/১১	...	১১০	...	...	...	...
যমুনা	...	৯,৯০,০০০	৯,৯১,৯১১	১১	৯৯০ (৫)	১১/৫১	...	...	৯৯৯	১৯৯	...	...
সোনালী ডিজাস	...	৯,৯০,০০০	৯,৯১,১৯০	১০	৯০০ (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
বাজারমহল	...	১,৯৯,০০০	১১,১৯,৯৯৯	১০০	৯০ (৫)	১১/৯৯	...	...	...	...	...	...
বাণিজ্য	...	১৯,৯০,০০০	৪১,৯১,১১১	১০	১০ (৫)	১১/৫১	...	...	৯৯০০ (৫ ৫)	...	...	...
চিনির কল												
ইউ পি	...	১১,৯০,০০০	১১,৯০,১১০	১১	৫০	১/৫১	১৯।০	...	...	...	...	...
ক্যাপ	...	৯৯,৯০,০০০	১১,১১,৯০১	১৭	...	৯/৫১	...	৯৯৯-৯১/৫	৯, ১,০	...	১/০ ১,০	...
এশিয়াবী	...	১৯,৯৯,০৯০	১৯,১৭,৯৯১	১০	১৯।৫ (৫)	৯/৫১	...	...	...	...	...	...
ওয়াজ সিমিল	...	৯,১৯,৯১১	১৯ ১১,১১০	৯	১১/৯০ (৫)	৯/৫১	১০/৫	...	...	১৯৯/৯	...	...
এমানপুর	...	১,৯৯,০০০	৯,১১,৯৯১	১০	...	১৯।৯৯	...	...	...	...	...	১০
আমত	...	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯৯	১০	১ (৫)	৯৯১	...	...	...	...	...	১০
ফাজলবয়	...	১১,৯৯,১৯০	৯,১৯,৯৯১	১৫	১ (৫)	১।৫১	...	...	...	...	১	১৯৯
বাজাম	...	১,৯৯,০০০	১৯,৯৯,১৯০	১০	১৯০ (৫)	৯।৫১	...	...	...	...	...	৯৯০
সমবিপুর	...	১১,১১,০০০	১,১১,৯৯৯	১০	৫০ (৫)	৯।৫১	...	...	...	...	...	১০
ব্যাংক												
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,৯৯,৯১,০০০	৯৯,৯৯,০০০	৯০ (৫)	১৫০	১১/৫১	...	...	৫১	৯৯	৯৯৯-৯৯৯	...
ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল	১১,৯৯,৯৯,৯৯৯ ১৫,৯৯,৯৯৯	১৯,১৯,৯৯০	১১	২১০ (৫)	৯৯৯	...	...	...	...	...	...
ইসলামী ব্যাংক	৯৯,৯১,০০০	৯৯,৯৯,০০০	১৯	১৯৯ পাই (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ব্যাংক	১৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,০০০	১০	৯৭ (৫)	১১/৫১	১০-১৯৯	১৯/৯-১০৯	১৯৯-১৯৯	১১৫-১৯/৯	১৯৯-১৯৯	...
ন্যাশনাল কমার্শিয়াল	৯৯,৯৯,৯১১	১,৯৯,৯৯,০০০	১০০	...	১১/৫১	...	...	...	...	...	৯৯৯
সিটিজেন ব্যাংক	১,৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯,০০০	১০০	৯, (৫)	৯/৫১	১১৯	১১৯	১১৯	১১৯৯	১১৯	...
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৯,৯৯,১৯৯	১৯,৯৯,০০০	১০	৫৯০ (৫)	১১/৫১	১০-১০/০	১০/৯-১০,৯	১০-১০/০	...	১০	...
ইউনাইটেড ইন্ডিয়া	১,৯৯,৯৯,০০০	১,১৯,৯৯,০০০	১০ (৫)	৯,	৯০০	১৭০	...	৯৯০	...	৯৯৯০	...
ইউনাইটেড ব্যাংক অব পাকিস্তান	১,৯৯,৯৯,০০০	১,১৯,৯৯,০০০	১০ (৫)	৯, (৫)	১১/৫১	...	...	...	...	...	১০০
ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড	১,৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯,০০০	১০ (৫)	...	১১/৫১	৯৯।০	...	...	৯১।৯	৯৯।৯	...
ইন্ডিয়া ব্যাংক	...	১১,৯৯,০০০	১০	...	১১/৫১	...	...	...	...	...	১১।৯
ইন্ডিয়ান কমার্শিয়াল	১,১১,৯৯,০০০	১,১০,০০০	৫০	...	১১/৫১	...	...	...	...	...	...
ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৯,১৯,৯১,১১০	৯,১৯,০৯,৯৯১	১১	১৯০	৯০০০	৯৯৯০	...	৯৯	৯৯৯০	...	৯
বিবিধ ব্যবসায়											
	৯৯,৯৯,০০০	১৯৯,৯৯,০০০	১০০	৯,	৯৯৯	১৯৯-১৯৯	...	...	...	...	৯৯৯০

ছুটি-সংক্রান্ত											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শারদীয়া পূজার বিপুল আয়োজন!
দুটি, শাড়ী ও রেডিয়েন্স জমা রাখিবেন, বেকী ও রেডিও
—মাসের পূজায়—
অনায়াসলব্ধ কিস্তীতে সহজ সরলভাবে সাজিয়ে নিবেন—
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৩১১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক ভারত

শারদীয়া পূজার বিপুল আয়োজন!
দুটি, শাড়ী ও রেডিয়েন্স জমা রাখিবেন, বেকী ও রেডিও
—মাসের পূজায়—
অনায়াসলব্ধ কিস্তীতে সহজ সরলভাবে সাজিয়ে নিবেন—
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৩১১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১০ই আশ্বিন, ১৩৫৫, ৭ই অক্টোবর, ১৯৪৮ [মূল্য ১৲

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শারদীয়া	১৪৩	দুর্গার বিদেশ যাত্রিকং—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ ...	১৫৫
ভারতীয় অর্থলোকের এক বৎসর	১৪৪	যুদ্ধোপকরণে যুদ্ধাবস্থা—শ্রীবীরেন রায়, এম, আর, এ-ই, এস	১৫৭
উৎপাদন প্রচেষ্টার এক বৎসর	১৪৭	সাম্প্রতিক ভারতীয় অর্থনীতি—শ্রীপি এ সেখান ...	১৫৯
শ্রমিক জগতের এক বৎসর	১৪৯	ইষ্ট ভারতীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ—জন কিংবলি ...	১৬২
কেন্দ্রীয় সরকারের কর ও পুনর্গঠনীর সমস্যা	১৫১	যুদ্ধ-কাহিনী—সমস্যা ও সমাধান—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার ...	১৬৩
শ্রমিক ও ভারতের বেকার সমস্যা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ...	১৫৪	খনিজ দুর্গার বিবরণ—শ্রী পি, আর, শ্রীনিবাসন ...	১৬৭

শারদীয়া

আজ এই শারদীয় উৎসবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে যেন কোন আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অথচ ইহা একান্তভাবেই আমাদের উৎসব, বাঙ্গালীর উৎসব। ভক্তির সহিত প্রীতির, শ্রদ্ধার সহিত মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে পরিকল্পিত এমন অপূর্ব্ব উৎসব পৃথিবীতে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি না। বাঙ্গালীর একক প্রতিভার ন্যায় মাতৃ-আরাধনার এই অনির্জ্জনীয় পদ্ধতিও তাহার নিজস্ব। শক্তি উপাসনার এই বিচিত্র মনোহারিত্বে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও বাঙ্গালীর কোন প্রতিযোগী নাই।—প্রতি বৎসর বাঙ্গালী এই উৎসবের দিন কয়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইহারই জন্য তাহার প্রস্তুতি, ইহারই জন্য তাহার অনেক্য প্রকারের কল্পনা। এক উৎসবের শেষে আবার পরবর্ত্তী উৎসবের জন্য তাহার অধীর আগ্রহ।—এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করিয়া বাণিজ্যিক কোলাহলও কম উত্থিত হয় না,—কত যে বাণিজ্যের সম্ভার, কত তার আড়ম্বর, কত তার সমারোহ!—প্রতি বর্ষে এই উচ্ছলিত আনন্দ প্রত্যক্ষ করি, ইহাতে অংশ গ্রহণ করি, এই পুণ্যতিথির আগমনপ্রতীক্ষায় দিন গণি। বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি এই উৎসবের জন্য।

কিন্তু এবার যেন সবই বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যেন আমরা সর্ব্বহারা হইয়া গেছি, মাতৃপূজার জন্য কি উপচার যে গ্রহণ করিয়া আনিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। প্রথমেই বিভাবিভক্ত বাংলাদেশের কথা মনে হইতেছে,—স্মরণ হইতেছে আমাদেরই রক্ত-মাংসের একাংশের পরিচয় আজ চিরহারার পরিচয়,—আমাদের দ্বারে অনাকাঙ্ক্ষিত ভিক্ষাপ্রার্থীরূপে তাহাদের নাম লিখিভুক্ত হইয়া গেছে!—রক্ত-স্রোতের আলোপনে আত্মাহুতিপ্রদানকারী বাঙ্গালীর অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ!

আজ বাঙ্গালীর ঘরের আর নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মাথার উপর আচ্ছাদন নাই!—আমরা দুঃখবিলাসী নহি,—কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি আমরা নিশ্চয়ই করিতেছি না। কিন্তু উৎসবের আনন্দ আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি কই? পথিপার্শ্বে উল্লসিত জনতার প্রাচুর্য্য কই? বিপণিসজ্জার সে দীপ্তি কই?—আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সে তৃপ্তিপ্রসন্ন হাসি কই? চিরদিন যে দেবী মৃন্ময়ী রূপে আজ আমাদের ঘরে আসিতেছেন, তাঁহার উপর আজ অভিমান হইতেছে।—বাঙ্গালীর ন্যায় এমন করিয়া কেহ মাতৃপূজা করে নাই, নিঃশেষে হৃদয়রক্ত ঢালিয়া দিয়া এমন করিয়া স্নেহনিঝরের আরাধনার কথাও পৃথিবীতে কে শোনে নাই, অথচ বাংলা দেশেরই দুঃখ-বেদনার পরিসীমা রহিল না!—কিন্তু ইহা লইয়া আজ অতিরিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করি না। মুখ ভ্যাগ ব্যতীত মুখের গৌরব অর্জ্জিত হয় না জানি, তাহেই আজিকার উৎসবে বিষাদহীন চিত্তে অংশ গ্রহণ না করিতে পারিলেও এ দুঃখকে আমরা জয় করিব বলিয়াই মনে করিতেছি।—মুক্তিলাভের নবীন উষার বেদনাকে স্বাধীনতার পূর্ণোজ্জ্বল বিকাশে চিরতরে বিস্মৃত হই না, কিন্তু সেদিন ইহা লইয়া গর্ব্ব করিব, পরিপূর্ণ করিব নিঃশেষে আজ আশা করিতেছি সেই মঙ্গল দিবসটি সুদূরবর্ত্তী নহে,—প্রতীক্ষা করিলাম সেই দিনটির। কিন্তু দুঃখ এই যে, আজ "আনন্দময়ী আসিতেছেন, এই নিরানন্দপুরে মন খুলিয়া সে কথা বলিতে পারিলাম না।—ওঁ মাতরম্।

অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু সময় সময়ের জন্য কোনসময়ে যে কোন মুদ্রার বিনিময়হার ১৫ শতাংশের অধিক অবনমিত হইয়াছে এবং তাহাদের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই অর্থসংস্থানের অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও বিদেশী বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আমদানীকারক, বেসরকারী বিমান কোম্পানী ও পর্যটকদের বাহিরে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধের ফলে আমদানীর ক্ষেত্রে ঘোরালো জটিলতা সৃষ্টি হইল। ফলে অনেক সময়ে কারখানার যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে সময়মত আসিয়া পৌঁছিতে না পারায় উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তাহার অনেক সময়েই কারখানা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন করা হয় এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৬৮ সালের জুন মাস অবধি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিশেষ কোন বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না এবং ইহা বলিতে হইবে যে, যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে সামান্য কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে অতিরিক্ত বাণিজ্যের ১৯৬৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত কোনই সম্ভাবনা নাই।

ভারতীয় ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের আলোচনার কথা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি—কর্মসংস্থান পরে জানা সরকারের পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত তিনটি ঋণ পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের মার্চের সরকার ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত পাকিস্তানের ৩৪ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় অবধি সরকার বৎসরে ১৯৪ কোটি টাকার অথবা একটি ঋণ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং পূর্বের ৩১ কোটি টাকার উপরন্তু ভারতের পুরাতন ঋণদাতাদের পরিবর্ত্তে ৩৪ কোটি টাকার নূতন ঋণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে সরকার ১৯৫ কোটি টাকার ঋণ ১৯৬৯ সালে পরিশোধ্য ৩১ কোটি টাকার একটি ঋণ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এবং উহাদিগকে সরকার ১৯৪ কোটি ১৯৬৯-৭০ সালের মেয়াদে পূর্বতন পুরোকার ঋণদাতাদের নিকট নূতন ঋণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত পরিশোধ্য ঋণদাতাদের প্রাপ্য টাকা (৪২.৯ কোটি) ১৯৬৮ সালের মধ্যেই অগ্রিমে পরিশোধ করা হয়। তাহার সরকারের ১০ কোটি টাকার তৃতীয় ঋণ পরিকল্পনা (সরকার ৭৯ কোটি ১৯৭০ সালের মেয়াদে) কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।—এই পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বলিয়াছিলাম যে এই ঋণসংগ্রহের মূল কোটি টাকার জন্য আবেদন অসাধারণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। (২৯এ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮—"আর্থিক ভারত" ১৪ সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠা) আমাদের ঐ-ইঙ্গিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ৩১ কোটি টাকার নূতন ঋণের পরিকল্পনা ৩৫ কোটি টাকার জন্য আবেদন পাওয়া যায় এবং তাহার পরে আর নূতন কোন আবেদন গ্রহণ করা হয় নাই।—আলোচ্য বৎসরে ঋণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সরকার অধিকতর অসুবিধায় পড়িয়াছেন।—১৯ বৎসরের মেয়াদী বিনিয়োগের আশায় ও সুদেই ছিল। ১৯৬৮ সালের-ঐপ্রিল মাসে ৫ বৎসরের ও বৎসরের মেয়াদে নূতন বিনিয়োগ প্রস্তাবের কথা করা হয়। এই নূতন বিনিয়োগের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক দিক এই যে যখন খুসী টাকা ভাঙ্গানো চলে।—জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার (National Savings Commissioner) পদ পুনরায় সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে সরকারের এই অপেক্ষা যে বিদেশের বাজার মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সরকারী সতর্কতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।—উদ্বৃত্ত যেসব শিল্পসংস্থা সরকার করার জন্য বিক্রয় যায়, কুরু, কাঁচামাল যায়, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহিত যুক্ত-কারখানাসমূহ তাহার সরকার একটি শিল্পীয় অর্থ সংস্থান আদায় (Industrial Finance Corporation) গঠন করিয়াছেন।

মোটের উপর আমাদের মনে হয় আর্থিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই তাদের প্রথম দিকের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের কাটাইয়া উঠিয়া, তাহার দায়ভার বর্তমানে সরকার ও সাধারণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় ব্যবস্থাদির পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

পশ্চিম বাংলার শিল্প-সম্পদের সর্ব্বতোমুখী প্রসার কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাহা নহে, আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বৃহৎ হউক বা ক্ষুদ্র হউক, সর্ব্ব-পর্য্যায়ের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির উপরেই আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভর করে। পল্লীর নিভৃত কুটীরে কুটীরে যে সরল-স্বভাব শিল্পীরা দুঃখ ও দৈন্যের ভিতরেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রসদ যোগায়, তাদের দাবীও আজ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। একথা সত্য, বর্ত্তমানে শিল্প-প্রসারের পথ বিঘ্ন-বহুল ও প্রাতিবন্ধকময়, কিন্তু তথাপি যেন আমাদের উদ্যম ও উৎসাহ প্রতিরুদ্ধ না হয়। পশ্চিম-বঙ্গ শিল্প-বিভাগ নব নব পরিকল্পিতে শিল্পের সমস্যা সমাধানে সকলকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে সততই প্রস্তুত।

পশ্চিম-বঙ্গ শিল্প-বিভাগ

৭ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎপাদন প্রচেষ্টার এক বৎসর

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যিক বহ্নি আমাদের করে আছে বলিয়া এই অনেকে হয়তো প্রকাশ করিয়েছেন কিন্তু একটু চিন্তার করিলেই দেখা যাইবে যে কোনো আন্দোলনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রটির ধরনটা এবং ধরনটা এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ধরনের এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তরে। ইংরাজ শাসন শোষণের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়েছি কতকটা নৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে। তবুও বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও ধরে ফেলিয়াছে নৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এখানে আমাদের স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণভাবে আমরা লাভ করিতে পারি নাই। ইংরাজের নৈতিকতার সহিত আমাদের নৈতিকতার আলোর মীমাংসা করিতে যাওয়ার ফলে বাস্তবিক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড আমাদের স্বাধীনতাকে কোলাকুলি করিয়াছে। এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড থেমে কি পরিমাণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল হয়তো সকলে হত্যাকাণ্ড তাহা অবিদিত রহিয়াছে। যে উচ্ছৃঙ্খলার পরিবেশ করিতে যাইয়া পরিবারে ভেঙে যাওয়ার বিরহ রহিয়াছেন তাদের তাতাতাড়ি যে জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরম্পর ছিন্নভিন্ন করিয়ে তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে!

স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত পরিণত করে যে উৎপাদন প্রচেষ্টা, উৎপাদিত উদ্বৃত্তকে তাহাতে সমুদ্র বিলম্বন করা নিতান্তই। পরিকল্পিত শ্রমিক বিক্ষোভ জনিত বিশৃঙ্খলাদের অবহেলা উৎপাদন প্রচেষ্টাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়া করিয়াছিল। অতএব সুপ্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার জন্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকে ঘরে ঘরে নিযুক্তিতারই আমাদের হইবে।

উৎপাদনের অবনতি

কয়েকটি নিরপেক্ষের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রচেষ্টার বিচার করিলেই বিগত বৎসরের অবনতির পরিমাণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রথমেই কয়লা ধরা যাউক। উৎপাদন অবস্থার বিচার অনুযায়ী সুতাকলের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ দেখা যায় ১৮০০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং বস্ত্র শিল্পের বার্ষিক বস্ত্র উৎপাদনে। অবস্থা দেখা যায় ৪,৭০০ মিলিয়ন গজ। অথচ ১৯৪৭ সালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বিচার করিলে দেখা যায় সুতা উৎপন্ন হইয়াছে ১,৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ৩,৭৭০ মিলিয়ন গজ। ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবনতি দেখা যিয়াছে। উৎপাদন অবস্থার পরিপ্রেক্ষে ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ দেখা যায় ১,৭৩০ মিলিয়ন টন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে মোট ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে ১,৮০০ মিলিয়ন টন মাত্র। সিমেন্টের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে মোট ১৭০,০০০টন উৎপাদন অবস্থার ফলে ১৯৪৭ সালে মোট সিমেন্ট উৎপন্ন হয় ১১১,০০০ টন। অনুরূপভাবে কাচ শিল্পের দেখা যায় যে, কাচ শিল্পের মোট ১১০,০০০ টন উৎপাদন অবস্থার ফলে উৎপন্নের পরিমাণ ১৯৪৭ সালে ১৩৩,০০০ টন এবং ১৯৪৬ সালে ৯৭,০০০ টন।

উৎপাদন প্রচেষ্টার এই অবনতির পক্ষে সব থেকে একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে উৎপাদনের এই অবনতির কারণ মূলতঃ চারিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়। উৎপাদন অবস্থা ইস্পাতের কথাই ধরা যাউক ১৯৪৭ সালের বিশ্লেষণে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ যখন ১০ লক্ষ টনেরও অধিক, তখন কোলসাহ অবস্থাপক নির্দেশকারীদের প্রয়োজনেই ইস্পাতের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টন।

সুতা, কয়লা, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্পের অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এখানেও বস্ত্রের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে ছিল ১৫ লক্ষ কিন্তু ১৯৪৭ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ লক্ষ। অবস্থার পরিচয় প্রয়োজনের জন্য যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্তে কয়লার বার্ষিক মোট চাহিদার পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি হইতে ১৫ লক্ষ টন তখন ইহার উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক ৭৫ লক্ষ পাইয়াছে। সিমেন্টের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে মোট ২,০০,০০০ টন বার্ষিক চাহিদার স্থলে বার্ষিক সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণে দাঁড়াইয়াছে ১,১১,০০০ টন।

অবনতির কারণ

উৎপাদন প্রচেষ্টার এই উৎকণ্ঠাজনক কারণে বহিঃ বিশ্লেষণ মোটামুটি করিলেও ইহার জন্য দায়ী, দুইটি বলিয়াছি। স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতার এই দুই দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ অর্থনৈতিক সমস্যার জর্জরিত এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশৃঙ্খলায় বিশেষভাবে বিঘ্নিত উৎপাদনের অবনতির মূল কারণগুলি যে এই স্বাধীনতালাভের পরিপন্থী তাহা অবশ্যই মোটা বিচিত্র করিয়াছে। একটু ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবিত আশা বিশ্লেষণ যে স্বাধীনতালাভের পরিপন্থী তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শ্রমিক বিক্ষোভ অবস্থা সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে

[illegible] বছরের শেষে ১৫ লাখের উপর [illegible] হইবে, একথা আমরা আগে বলা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণে আমরা কিভাবে [illegible] পরিকল্পনা রচয়িতারা সে বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পরিকল্পনা পরিষদ [illegible] পরিকল্পনা [illegible] ১৯৫৬ সালে [illegible] ১৯৫৭ সালে [illegible] ১৯৫৮ সালে [illegible] ১৯৫৯ সালে [illegible] ১৯৬০ সালে [illegible] ১৯৬১ সালে [illegible] ১৯৬২ সালে [illegible] ১৯৬৩ সালে [illegible] ১৯৬৪ সালে [illegible] ১৯৬৫ সালে [illegible] ১৯৬৬ সালে [illegible] ১৯৬৭ সালে [illegible] ১৯৬৮ সালে [illegible]

শ্রমিক ভারতের এক বৎসর

[illegible] হইতে শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে শিল্পবিরোধের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১৭২টি, ১৯৪৮ সালে ২৫৮টি, ১৯৪৯ সালে ৩৩৬টি, ১৯৫০ সালে ৩৭৮টি, ১৯৫১ সালে ৪২৭টি। ১৯৫২ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ৪৬৪টি। ১৯৫৩ সালে ৪৯৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে ৫৪৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ৬৫৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ৭৭৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে ৮৭৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে ৯৬৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে ১০৪৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬০ সালে ১১৯৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬১ সালে ১২৬৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬২ সালে ১৩৭৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে ১৪৩৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে ১৫৩৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে ১৬৪৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে ১৭৫৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে ১৮৬৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে ১৯৭৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৬৯ সালে ২০৫৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭০ সালে ২১৭৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭১ সালে ২২৮৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭২ সালে ২৩৯৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৩ সালে ২৫০৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৪ সালে ২৬১৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৫ সালে ২৭২৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৬ সালে ২৮৩৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৭ সালে ২৯৪২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৮ সালে ৩০৫১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৭৯ সালে ৩১৬০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮০ সালে ৩২৭৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮১ সালে ৩৩৮৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮২ সালে ৩৪৯৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৩ সালে ৩৬০৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৪ সালে ৩৭১৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৫ সালে ৩৮২৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৬ সালে ৩৯৩৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৭ সালে ৪০৪২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৮ সালে ৪১৫১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৮৯ সালে ৪২৬০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯০ সালে ৪৩৬৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯১ সালে ৪৪৭৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯২ সালে ৪৫৮৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৩ সালে ৪৬৯৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৪ সালে ৪৭৮৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৫ সালে ৪৮৯৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৬ সালে ৫০০৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৭ সালে ৫১১২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৮ সালে ৫২২১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ১৯৯৯ সালে ৫৩৩০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০০ সালে ৫৪৪১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০১ সালে ৫৫৫০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০২ সালে ৫৬৬১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৩ সালে ৫৭৭২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৪ সালে ৫৮৮৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৫ সালে ৫৯৯৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৬ সালে ৬১০৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৭ সালে ৬২১৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৮ সালে ৬৩২৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০০৯ সালে ৬৪৩৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১০ সালে ৬৫৪৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১১ সালে ৬৬৬০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১২ সালে ৬৭৭১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৩ সালে ৬৮৮২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৪ সালে ৬৯৯৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৫ সালে ৭১০৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৬ সালে ৭২১৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৭ সালে ৭৩২৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৮ সালে ৭৪৩৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০১৯ সালে ৭৫৪৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২০ সালে ৭৬৫৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২১ সালে ৭৭৭০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২২ সালে ৭৮৮১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৩ সালে ৭৯৯২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৪ সালে ৮১০৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৫ সালে ৮২১৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৬ সালে ৮৩২৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৭ সালে ৮৪৩৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৮ সালে ৮৫৪৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০২৯ সালে ৮৬৫৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩০ সালে ৮৭৬৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩১ সালে ৮৮৮০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩২ সালে ৮৯৯১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৩ সালে ৯১০২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৪ সালে ৯২১৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৫ সালে ৯৩২৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৬ সালে ৯৪৩৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৭ সালে ৯৫৪৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৮ সালে ৯৬৫৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৩৯ সালে ৯৭৬৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪০ সালে ৯৮৭৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪১ সালে ৯৯৯০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪২ সালে ১০১০১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৩ সালে ১০২১২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৪ সালে ১০৩২৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৫ সালে ১০৪৩৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৬ সালে ১০৫৪৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৭ সালে ১০৬৫৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৮ সালে ১০৭৬৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৪৯ সালে ১০৮৭৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫০ সালে ১০৯৮৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫১ সালে ১১১০০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫২ সালে ১১২১১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৩ সালে ১১৩২২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৪ সালে ১১৪৩৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৫ সালে ১১৫৪৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৬ সালে ১১৬৫৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৭ সালে ১১৭৬৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৮ সালে ১১৮৭৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৫৯ সালে ১১৯৮৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬০ সালে ১২০৯৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬১ সালে ১২১১০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬২ সালে ১২২২১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৩ সালে ১২৩৩২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৪ সালে ১২৪৪৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৫ সালে ১২৫৫৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৬ সালে ১২৬৬৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৭ সালে ১২৭৭৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৮ সালে ১২৮৮৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৬৯ সালে ১২৯৯৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭০ সালে ১৩১০৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭১ সালে ১৩২২০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭২ সালে ১৩৩৩১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৩ সালে ১৩৪৪২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৪ সালে ১৩৫৫৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৫ সালে ১৩৬৬৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৬ সালে ১৩৭৭৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৭ সালে ১৩৮৮৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৮ সালে ১৩৯৯৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৭৯ সালে ১৪১০৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮০ সালে ১৪২১৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮১ সালে ১৪৩৩০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮২ সালে ১৪৪৪১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৩ সালে ১৪৫৫২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৪ সালে ১৪৬৬৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৫ সালে ১৪৭৭৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৬ সালে ১৪৮৮৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৭ সালে ১৪৯৯৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৮ সালে ১৫১০৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৮৯ সালে ১৫২১৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯০ সালে ১৫৩২৯টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯১ সালে ১৫৪৪০টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯২ সালে ১৫৫৫১টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৩ সালে ১৫৬৬২টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৪ সালে ১৫৭৭৩টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৫ সালে ১৫৮৮৪টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৬ সালে ১৫৯৯৫টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৭ সালে ১৬১০৬টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৮ সালে ১৬২১৭টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২০৯৯ সালে ১৬৩২৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। ২১০০ সালে ১৬৪৩৯টি ধর্মঘট হইয়াছে।

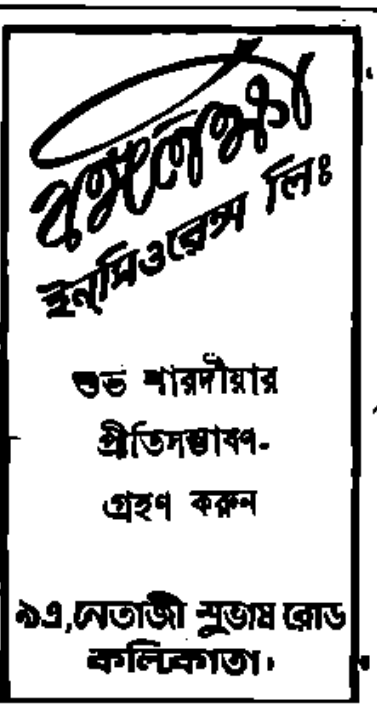

উক্তি-পরিচিতা

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও পুনর্বসতি সমস্যা

ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনতার প্রথম অংশ নানা কারণেই কঠিন সংকটের মধ্যে কাটিয়াছে। দুর্ভাক্ষ্য, বস্ত্রাভাব, উৎপাদন হ্রাস এবং দেশবিভাগ জনিত দুঃখ দারিদ্র্য অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পরও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ইহার মধ্যে খাদ্য সমস্যা এমনভাবে সকলকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে যে অন্য কোন কথাই ভাবিবার অবসর পাওয়া যাইতেছে না। দুঃখের মধ্যে চারি বৎসর দেশের অসংখ্য লোক সারাদিনান্তে দুইটা ভাত সংগ্রহ করিতে করিতে জনসাধারণের সহিষ্ণুতা শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে তাহারা আশা করিয়াছিল যে এইবার দেশের পর তাহাদের এতদিনের দুঃখ ঘুচিবার পথ হইবে। এবার তাহারা অতি সহজেই পুষ্টিকর এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই এবং সেজন্য জনসাধারণের কাছে তাহাদের যথেষ্ট দায়ী হইতে হইয়াছে।

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সময়ের মধ্যে নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এ বৎসর ৩৫ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি হইয়াছে এবং বাংলাদেশের অভাবে খাদ্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তাহার জন্য অনেক জায়গাতেই সময়মত খাদ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতে যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়ার আশা করা গিয়াছিল সে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই এবং বহুদেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের ফলে রেলের যান পরিবহনের আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্যাকে বিচার করিলে উৎপাদনের অভাব হইয়াছে এবং এক জায়গায় বহুলোক হঠাৎ আসিয়া পড়ায় উদ্বৃত্ত খাদ্য সরবরাহ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্যার দ্রুত সুষ্ঠুমীমাংসা করিবার ক্ষমতা সরকারের ছিল কিনা বলা যায় না, তবে সরকারের তরফে অনেক কিছু ত্রুটি হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে দেশে ১০ লক্ষ টন খাদ্য বেশী উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে আমদানি খাদ্যের পরিমাণও বাড়ান হইয়াছে। এই উক্তি অবশ্য তাহিবার মূলপ্রশ্ন কিছুই নয়। অল্প বেশের উৎপাদনকে নানা ভাবে বৃদ্ধি করিয়া এবং বিদেশের সহিত নূতন চুক্তি সম্পন্ন করিয়া এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য যে কার্যকরী পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই তত্ত্ব লক্ষণ।

স্বাধীনতা লাভের পর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সব চেয়ে বেশী চেষ্টা যাহা করা হইয়াছে তাহা হইল ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করা। ১৯৪৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে বিরাট ফেলার প্রথম এই কাজ আরম্ভ হয়। ইহাতে ৫০,০০০ একর পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে আরও দুইটি এই ধরণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বাংলা ইউনিয়নেও এই ধরণের একটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর অভিপ্রায় ৫০,০০০ একরের অধিক পতিত জমি ট্রাক্টরের সাহায্যে উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

এই সময়ের মধ্যে ম্যাঙ্গেনাইট, অভ্রের খনি, পাটকল এবং রেলওয়ের পুনর্গঠন বাবদ্যুতিক সম্পর্ক করা হইয়াছে। "আন্তর্জাতিক সম্ব চুক্তি" মারিন সেরেট অনুমোদন না করায় ভারতবর্ষ যতটা সম পাইবে আশা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। তবে অষ্ট্রেলিয়ার সহিত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় তাহার অনেকখানি ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষ যব বৎসরের প্রতিবছর ৬৮,০০০ টন গম এবং অতিরিক্ত ১০০০,০০০ টন গম পাইবে। যদি চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হয় তাহা হইলে কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১,৭৫,০০০ টন খাদ্য নয় মাস ঘাটতি এলাকায় পৌঁছাইয়া দিবার কথা ছিল, এই বৎসরের প্রথম দিকে তাহা হইতে ১৮,৫০,০০০ টন পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংগঠনের বিষয়ে বলিতে গেলে এইরূপ মনে করা চলিতে পারে যে, ১৩টি স্পেশাল ট্রেন ৬ মাস ধরিয়া দিনে ২৪ ঘণ্টা হিসাবে নিয়মিত ভাবে ঘাটতি প্রদেশসমূহে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়াছে।

স্বাধীনতালাভের অল্প কিছুকাল পরেই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক জায়গায় বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় উহা ফিরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং সকলে আশা করে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইবারও চেষ্টা হইবে এবং এই ভাবে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইয়া বর্তমান অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত খাদ্যসংস্থান কমিটি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ প্রথা ফিরাইয়া দেওয়াই সরকার এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তাহাদের মতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইবার আগ্রহ ও চেষ্টাকে যেই কঠিন নিরুৎসাহিত করা হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া আসিবে। তাহাড়াও এই ব্যবস্থা ফিরিয়া আনিলে খাদ্য দ্রব্য আমদানির পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ৩০ কোটি টাকার খাদ্য দ্রব্য আমদানি করিয়াছিল এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য দ্রব্য আমদানি করিয়াছিল। এইভাবে অতুল টাকা কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্য আমদানির জন্য ব্যয় করিয়া যাওয়ায় বিদেশ হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানি করা যায় নাই।

কিন্তু খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষকদের কোন আশাই সফল হয় নাই, কাপড়ের ব্যাপারে এবং খাদ্যের ব্যাপারে প্রায় একই ঘটনা ঘটিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়ার পর কাপড়ের মূল্য যাহা হইয়াছে তাহা সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে এবং যে সকল জায়গায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, "আর্থিক ভারত" যেখানে বর্তমান সরকারের নীতিমাত্রেরই প্রায় সমালোচনা করিয়াছে সেখানে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে।—যাহাই হউক, বর্তমানে কৃষকদের আয়ের নিয়ন্ত্রণের কথাই বলিতে হইতেছে। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন সমস্যাকে ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধির কাজ বলিয়া সরকারের আর মনে হইতেছে না। আমাদের মনে হয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই উন্নত করিয়া জনসাধারণকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রয়োজনমত বস্ত্র প্রদান করা ছাড়া কৃষকদের প্রকৃত কর্তব্য খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইহাদের

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	...	২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

টাকা সঞ্চয় করা বড় কথা, কিন্তু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখাও কম কথা নহে। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার টাকা জমা রাখিয়া আপনি টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখার সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ সুনিপুণ করিতে সমর্থ।

মাত্র ১০০৲ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। "মাত্র ৫০ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

ব পরিত্রাণ কোনো বিধান আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহাতে ব্যবস্থা যে একেবারে করিতেছি না তাহা নহে। কিন্তু ইহাই আমাদের পরিশেষ কথা নহে। আমাদের বিশ্বাস যে, পরিশেষে ইহাই করিতে হইবে। এই পরিশেষের পূর্বে কতদিন আমরা অবশ্য কারণে এই কোনো কোনোটি ব্যবস্থাটা বন্ধ করিতে পারিব, তাহা আমাদের হাত বিধান।

ইতিমধ্যে বন্দরের ভাহাতের বাড়ি উৎপাদনের পরিমাণ যে হইবে, তাহা নিম্নে এখনও সরকার কর্তৃক কোন রূপে প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহা সকলেই জানে যে, যুদ্ধ বন্দরের তুলনায় এই বন্দরে যুদ্ধ জাহাজের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইবে। অবশ্যই আমাদের দুই ইইবার কথা আছে, ডকগুলিতে ও বন্দরের বাহু অংশের ডকের ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেক যন্ত্রের মূল্য-প্রকল্পে পূর্ণ পাওয়ার ও বিমানে সরঞ্জামের অভাবে যুদ্ধ কালেরও চলে ক্ষতি হইয়াছে। তাহাতে বন্দর ক্ষতির ফলে কিছুদিন জাহাজের যুদ্ধ সংস্কার করিতে পারিবে না, এবং যুদ্ধের ফলে ব্যবসায় ও জাহাজে যুদ্ধ আমদানি করা একরকম অসম্ভব হইয়াছে। এই সব কারণে বৈধ যে অন্যান্য বন্দর হইতে তাহার আমদানি একেবারে নাই পড়িবে, তাহা নহে। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমদানি ও রপ্তানির আমদানি পরিশেষে এই বন্দরের ন্যায় বিদেশ ক্ষতির হইবে পড়িবে।

অবশ্য যাঁহারা কয়েক পূর্বে ভারতের ব্যবসায়ী বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের ব্যবসায়ের ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যে এবং তাহারা বন্দরমুখীন আসক্ত। তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ঐ সকল ব্যবসায়ের ব্যবসা ও বিদেশ হইতে সে সব আমদানির কাজ তাহাদের কাছেই সমর্পণ করা হইবে। কিন্তু দুই-তিন বছরের মধ্যেই তাঁহার সে কথা প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যে বন্দরের ও ব্যবসায়ী আমদানি দুই-তিন বছরের জন্য করে ৫০,০০০ টন ও ৩০০,০০০ টন মালের জন্য ঐ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে।

ভারতের সাকল্যের বিভিন্নতার দাঁড়ি যে ঘুরিয়া গেছে তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। ইহা প্রাদেশিক বাহী ও কেন্দ্রীয়রাজ্যের মাঝের যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের ও কর্মসংস্থানের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, বর্তমান ঔপনিবেশের সংবর্তনিতে ব্যবস্থা পূর্বোপায়ে হইবে। ভারতের মত পাকিস্থানের ব্যবস্থাও অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কর্তা প্রকোপে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্থানে কলহের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে.

পাকিস্থান সরকার নয়া হইয়া নিউইয়র্কের বন্দরে যুদ্ধ অর্থনীতিবেদনের নিকট ১০০,০০০ টাকার ও মালের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত পাকিস্থানে যাতায়িয়ন ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তনের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং ভারতের মত কারণে সরকারের যাতায়াত এর কল্পিত বিশেষ

পূর্বাঞ্চলীয়

যুদ্ধ সরকার প্রায় স্থান সরকার হইয়াছে পূর্বাঞ্চলীয় সরকার। ইহার এখন সরকারের ঘর বেশী সরে আসেনা করা হয়ে না। অবশ্য অবশ্য তাহাতেই করিবার কিছু করিবে কোনোরূপ উপায় নাই। ১৯৪৭ সনে পশ্চিম পাকিস্থানে (করাচীবাসপুর, মৈমনসিং ও বেলুচিস্থানের অনেকটি বেসরকারী যাত্রীর পাকিস্থানে যোগ দিয়াছে, সে সময় স্থানের লোকসংখ্যা সরেছে কিন্তু ও সিন্ধের সংখ্যা ছিল ৯১ লক্ষের কাছাকাছি। ইহার অর্থ ৭৭,৫০,০০০ ছিল পশ্চিম পাকিস্থানে, ১,৫৩,০০০ করাচীবাসপুরে, ১,৩৯,৫০০ করাচীতে প্রবেশে, ১৪,১২,০০০ কিন্তু প্রবেশে, ৪০,০০০ মৈমনসিংহে, ১১,৫০০ বেলুচিস্থানের বেসরকারীবাসপুরে এবং ৩১,০০০ বেলুচিস্থানে। এপ্রিল মাসের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্থানে ও পাকিস্থান প্রবেশে হইতে ৪১,৩২,৮৩১, কিন্তু মৈমনসিং ও বেলুচিস্থান হইতে ১১,১৭,০০০ এবং করাচীবাসপুর হইতে ১,৪৮,৩৩৪ জন অনুপস্থিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনুপস্থিত অধিবাসীর চির ভাগের দুই তৃতীয়াংশ হইয়া আসিয়াছে, অর্থ ৩,০০,০০০ সেখানে বাহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সর্বসমেত প্রায় ৪৪ লক্ষ কিন্তু ও সিন্ধ পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে সরকার হইতে অপেক্ষা কৃষিজীবী-দিগকে অনেক সহজে পুনর্বসতির সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। যদিও পাকিস্থানে ফেলিয়া আসা ভারতের জমির পরিমাণ এবং যে সকল জমির উন্নতির অপেক্ষা একরকার জমির পরিমাণ ও উন্নতির অনেক কম। কৃষিজীবী বাড়ীর অর্ধ লোকের সংখ্যা সমস্ত লোকের প্রায় অর্ধেক এবং ইহাদের সমস্যাও গুরুতর। ৩০ লক্ষ সরকারের মধ্যে ১০ লক্ষ মিলিয়নের ছোটোই সাহায্য এবং উপজীবিকা সংস্থে করিয়া সরকার কর্তৃপক্ষের অনেক করিয়া হইয়াছে। এখনও ১০ লক্ষ লোকের সাহায্য বাকী আছে। ইহাদের অধ্য সরকার পশ্চিমের চাষবাসের ভেরা এবং নূতন সরকার ও শিল্পকেন্দ্র দুর্নিবার বাধা রকম প্রয়াস হইতেছে।

উক্ত হারের অনেক ছোট ছোট সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। সিন্ধীর মিলনভূমি এলাকায় পাঁচই ৭৯ একরের এবং দুই-বর্ণবিশিষ্ট বাড়ী এবং ৫০০ জন হাত কাজ করিবার উপযুক্ত আয়োজনের ও তাহাদের কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা হইবে। নূতন সিন্ধীর উত্তর দিকে মালকাপাহে ৩১০০ এবং জাপেলাহাতে ৩,৫০০ ঘর তুলিতে ১৩,০০০ দুই নির্মাণ করা হইবে। সিন্ধেপাহে জাপেলের মিলটি ২০০০ ও চরিত্রসম্বিধের জন্য ৫৩৩টা বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৮০,০০০ উদ্বাস্তুর থাকার ব্যবস্থা হইবে। ইহা-ছাড়া আলোকিত ও খেলাধূলার যে সব উপনগর তৈরী হইতেছে তাহাতে প্রায় ১ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। সিন্ধী হইতে ১৯ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদের ৩৫টি পরিবার একটি আদর্শ গ্রাম গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের প্রধান উপজীবিকা হইবে সমবায় পদ্ধতিতে তাঁত বোনা, সুতাকাটা বিস্কিট তৈয়ারী, জাতির কাজ, বেতের কাজ, লোহার কাজ ও অন্যান্য।

১৯৩৩ উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীকে সমবায় পদ্ধতিতে পড়ান সম্পর্কে শীঘ্রই শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহারা শিক্ষা গ্রহণের পর সমবায় পদ্ধতিতে নানা প্রকার শিল্পকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালন করিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দেওয়া অপেক্ষা সমবেত-ভাবে ঋণ দিতে পারিলে তাহাতেই বেশী লাভ হইবে। এই সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিচয় বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানে সমবায়-আন্দোলনের উন্নতির জন্য

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এবং

ব্যাঙ্ক অফ ময়মনসিংহ-গৌরীপুর লিঃ

সংযুক্ত

হেড অফিস:—৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—"সেন্ট্রাল" কলিকাতা। টেলিফোন: কোন: ১৩৮

কোন: কলি: ২১১৫ এবং ৭৮৮৩। ভবানীপুর: ৭৩

চেয়ারম্যান:—

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভন্ড, আই, সি, এস, (অবসরপ্রাপ্ত)

ভাইস-চেয়ারম্যান:—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি.এ,

ডিরেক্টর:—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ।

শাখা—

এই ব্যাঙ্কের বহু শাখা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত থাকায়, এই সকল প্রদেশের সহিত ব্যবসায়ীগণ ২০ বৎসর যাবৎ ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

সঞ্চয়ী হইতে। পাঁচ টাকা দিয়া অদ্যই একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: জেনারেল ম্যানেজার ও সেক্রেটারী:

শ্রীসেবিন্দ্রে রায়। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার নিয়োগী।

সরকার পরিচালিত বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ১৩,০০০ একর জমি সংস্কার হইবে। প্রতি জেলার অন্তত ১ হাজার হইতে জমি এবং প্রতি বাসরে ৫০০ হইতে ১৫০০ হেক্টর জমি আসিবে। বনবাসকারীদের ১৪ একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে।

সংগঠন কাটুনী সঙ্ঘ ৫০টি করিয়া কাটুনী কেন্দ্র খুলিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৩০০০ স্থায়ী কাটুনী থাকিবে এবং ইহার ফলে ১,৫০,০০০ পরিবারকে আরও অতিরিক্ত কাজ দেওয়া সম্ভবপর হইবে। প্রতি পরিবারে ৬০ পঞ্চ করিয়া কাপড় পাইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৫০০ তাঁতি ১০০০ তুলার এবং ২০০ জন অন্যান্য শ্রমিকের সংস্থান হইবে। অন্ত একটি পরিকল্পনার প্রতি ৩ মাসে ১,৫০,০০০ কম্বল তৈরী করার জন্য ৫টি পঞ্চম কাটার কেন্দ্রের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে ১০০০ খানি চরকা থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সরকারগুলির পরিবর্তে আরও ২ লক্ষ লোকের বাসস্থানের জন্য ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৫টি সহরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে যাহাতে ১ লক্ষ লোকের বসবাস সম্ভব হইবে। যুক্তপ্রদেশের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সহরে ১৪,০০০ বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এলাহাবাদের কাছে ছোট ছোট সহর স্থাপনের কথাও হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৩০০০ বাড়ী ও সেই পরিমাণ দোকানঘর তৈরীও হইয়াছে।

পুনর্গঠন প্রচেষ্টার ঔদাসীন্যের বিষয়টিতে পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। উদ্বাস্তুসমস্যা ভারতের জন্য যতখানিই না হইলেও পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অস্তাচলে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ তাদ করিয়া তাহাদের ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন। আসাম, ত্রিপুরা ও হিজুলার বেশীরভাগ, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের সব অঞ্চলেই পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা এখনও সঠিক নিরূপিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে কিছুকাল পূর্বে এতৎসম্পর্কে যে অনুমান প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহাতে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ১১ লক্ষের কাছাকাছি বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। একেবারে হিসাবে অবশ্য এই সংখ্যা ২০ লক্ষেরও অধিক বলিয়া অনুমান প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার কেবলমাত্র কলিকাতাতে অবস্থিত বাস্তুত্যাগীর সংখ্যা সরকারী হিসাবেই প্রায় ৬ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু এই সকল আনুমানিক হিসাব প্রায় দুই-তিনমাস পূর্বেকার অবস্থার ভিত্তিতেই স্থির করা হইয়াছিল।

তৎপরে কাশ্মীর ও ব্রহ্মদেশের ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্বন্ধের অবনতি হইতে থাকে। ফলে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং বাস্তুত্যাগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গেই আবার পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে পূর্ব বঙ্গ জীবনযাত্রার আর্থিক মানও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে থাকে। ব্যবসায় এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে কোণঠাসা হওয়া হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গে বাস করা এই দুর্যোগের বাজারে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে বাস্তুত্যাগের যে নূতন প্লাবন সুরু হয়, তাহাতে পূর্ব বঙ্গের কৃষিজীবী, চাকুরীর ও ব্যবসা শ্রেণীর বেশীরভাগ হিন্দুরাও চলিয়া আসিতে থাকে বলে।

অতএব পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা যে ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশার কথা এই যে, সরকারের পক্ষ হইতেও এতৎসম্পর্কে সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শিত হইতেছে। বিভিন্ন বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয়দান করিবার জন্য সরকার কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয়-শিবির স্থাপন করিয়াছেন। এই শিবিরগুলিতে আজ অনেকক্ষেত্রে সরকারকে যথারীতি সাহায্য দানের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক হিসাবে প্রকাশ যে, বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানী খাতে সরকারকে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। অবশ্যই সাহায্যের এই ভয়াবহ পরিমাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও এরূপ চলিতে চলিতে যে এরূপ দানের সাহায্যে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। প্রকৃত পুনর্গঠনের জন্য আবশ্যক বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিবিশেষের জন্য বৃত্তি ও উপজীবিকার সংস্থান করা। এই বিষয়েও সরকার যথেষ্ট মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রামবাসী বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতির জন্য সরকার পতিত জমিগুলিকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়িতে সরকার প্রায় ১০,০০০ একর জমিকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল জমি পাইলেই কৃষকের সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষিকার্যের জন্য বীজধান, সার, লাঙ্গল, জোয়াল ইত্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য কৃষি ঋণ আবশ্যক। কৃষি সমবায় সমূহ হইতে এই কৃষিঋণ সংগ্রহের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি ৩০ ঘরবাড়িবিশিষ্ট প্রত্যেক বাস্তুত্যাগীর পুনর্বসতির সাহায্যকল্পে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরী ৩০ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত ২,০০০ পর্যন্ত ঋণদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলে যাহারা ব্যবসার কাজিতে চাহেন তাঁহাদের ২৫০ করিয়া ঋণ দেওয়া হইতেছে। পশুবাহনী বাস্তুত্যাগীদের ব্যবসায়ের জন্য ৫,০০০ পর্যন্ত ঋণদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাড়া উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নে সাহায্য করিবার জন্যও অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। সর্বত্রের বিভিন্ন বুদ্ধিতে বাস্তুত্যাগীদের বিশেষোপযোগী ৫০ সহস্রাধিক ৫০০ জন উদ্বাস্তুকে কারিগরী শিক্ষালয়ে কারিগরী শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তুত্যাগীদের আবার সম্প্রতি যেরূপ বাস্তুচ্যুত হইতে হইয়াছে তাহাতে সরকারের এইসব ব্যবস্থাদি যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু এজন্য সরকারকেই দায়ী না করিয়া বাস্তুত্যাগীদের যদি ব্যাপক ভাবে স্বয়ং আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সুবিধা হইবে। অন্যথা বাস্তুত্যাগীদের এই সমস্যা প্রত্যেক সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে সমাধান করিতে হইবে।

হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন — এক কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন — ৫০ লক্ষ টাকা

—পরিচালকবর্গ—

শেঠ মোহনলাল জালান—চেয়ারম্যান

মিঃ আবদুল ওয়াহেদ আদমজী
শ্রীযতীন্দ্র নাথ সাহা
শেঠ জাওলা প্রসাদ জাজুডিয়া
কুমার প্রমথ নাথ রায়

শেঠ মাসুকুমার জয়পুরিয়া
রায় বাহাদুর কেদার নাথ খেতান, এম-বি
শেঠ পান্নালাল বংশীলাল পিটি
শেঠ শুভকরণ ডোঙ্গারাম

শেঠ ভগীরথ কানোরিয়া।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—এম, সি, মজুমদার

শ্রমিক ও ভারতের রেলপথ

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার

(ইণ্ডিয়ান অডিটর্স অফিসার, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে)

সংখ্যা—কোটি টন

(আনুমানিক সূচনা)									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

উপরে ভারতীয় রেল বিভাগের যে কয় বৎসরের আয়ের একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছি, ১৯৪৭-৪৮ র হিসাব-নিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালের সেই আয় আমাদের হিসাবিকের বাহিরে। অর্থ অপচয়ে এবং দেশ আমাদের রেলের যে বিপুল আয়ী সম্পত্তিগুলির ভাগে পড়িয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ হিসাব করাও কঠিন হইবে।

ভারত বিভাগের পূর্বকালীন হিসাব পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যত বাণিজ্যের প্রথম বিশে ৮ টনের রেলের আয় অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া ছিল। যুদ্ধের সময়ের সমর ও বিশেষের চলাচলই উহার জন্য দায়ী। কিন্তু চলাচলের ও শ্রমিকের বিশৃঙ্খলার ফলে এই উন্নতি আরো দ্রুত হইতে পারে নাই। যত পারেনা ৯ কোটি টাকা উন্নয়ন ও এইরূপ আয় প্রকাশ করা হইয়াছিল। এখনই পরিপূরক ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয় তাহা ৭ বছরের মধ্যে অর্থনীতিবিদের মতে—যে কারণে এই অর্থ অনুমানে করিয়া যেন আয় ও ব্যয় পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করা কঠিন হইবে তাহা বাড়াইলে লোক চলাচল বন্ধ পাইবে এবং সব বিশেষে ইহার ফল আয় না বাড়িয়া কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন পাইবার উপর অতিরিক্ত করভারের যে পর্যন্ত রেলের ক্ষতি বৃদ্ধি সম্ভাবনা। তাহাড়া, যাত্রীর উপর বাড়ান দৃষ্টি দেওয়া অসম্ভাবনার ও বিশেষ অসম্ভব হইবে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে আয় সম্প্রসারণের যে সীমাবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যয় সংকোচের কথিলের অবশ্য কিছু অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু ব্যয় সংকোচের ক্ষেত্রে যে রেল চালাইবার জন্য যে সমস্ত ব্যয়-কমানো। তাহা ভারতের যান কমিয়ে কিনা আমার উপর নির্ভরশীল কোনও হাত নাই। কারণ বিশিষ্ট ও প্রধান হয়, কারণ এই বিশেষ হইতে আমদানি হয়। ভারতের যান কিভাবে নির্ধারিত হইয়া থাকে তাহা বিশেষ করে ভারতের মোট উৎপাদন (Production) মোট চাহিদা (Demand) দেশের স্ফীতি (Inflation) প্রভৃতি বাদ বিভিন্ন উপরে নির্ভরে দেশের কমাইবার প্রায় বর্তমান চলা যে সাধারণ উঠিয়েই পারে না। যার যত বৎসর বেতন কমিশনের (Pay Commission এর) প্রস্তাব অনুযায়ী রেল কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য বাৎসরিক প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে লভ্য দামে খাদ্য সরবরাহের জন্য (Grain-shop facilities) রেল-বিভাগের বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা অতি ধীকার করিতে হয়। বিচারপতি রাঘবাচারের নির্দেশ অনুযায়ী রেলকর্মচারীদের বিনামে ও ছুটি প্রভৃতি আরও করিতে হইলে আরও ৮ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইবে। এই অতিরিক্ত আনুমানিক ৮৮ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে?

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে শ্রমিকের অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত কাজ করা। ইহাকে প্রয়োজন (performance) উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর হয়। রেলকর্মচারীর সংখ্যা যত কমের বলিয়াই তত বাড়িয়া গিয়াছে। কোনও কোনও বিভাগে লোক ছাঁটাইয়ের সপক্ষে যুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সংগঠনে ছাঁটাইয়ে হাত দেওয়া যায় না। কারণ ইহাতে বেশে বেকার সমস্যা প্রবল হইবে। অথচ কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেলের কাজের ক্ষতি হইয়াছে কি? শ্রমিক সমস্যার মীমাংসা করিতেছে কি? বিভিন্নস্তর কর্মচারীকে পরস্পরের প্রতিযোগিতে কি? রেলের কর্মের শৃঙ্খলার পরিবর্তে যেখানে বিশেষ অধিকার দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে কি? রেলে দুর্নীতির অবসান হইয়াছে কি?—ইহার প্রত্যেকটিই অবশ্য নৈরাশ্যজনক।

ইহার বিশেষ আমাদের রেলে শ্রমিকদের মধ্যে যেভাবে অধিকারবোধ (Sense of rights) জাগিয়াছে, সে ভাবে কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় নাই। আমি সকলের কথা উল্লেখ করিতেছি না। সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে শ্রমিকদের মধ্যে কর্তব্যবিমুখতা আসিয়াছে। তাহারা অবসরের প্রাপ্য সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, দায়িত্ব সম্বন্ধে সেরূপ নহে। রেলের কারখানার গাড়ী সারাইতে পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় লইতেছে, অর্থাৎ উৎপাদনের হার (Rate of outturn) কমিয়া গিয়াছে। কাজ আস্তে আস্তে করা (Go Slow policy), হঠাৎ কাজ বন্ধ করা (Strike) প্রভৃতি বিজাতীয়বিধিক ধারা লইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফল ভাল নহে। ইহা অর্থনাশকের পক্ষে অত্যধিকজনক এবং শ্রমিকের পক্ষেও অনিষ্টকর। যে প্রতিষ্ঠানে আমরা কাজ করি তাহাকে ভালবাসা এবং সেবা করাই স্বাভাবিক নয়।

রেলের সমস্যা জটিল সন্দেহ। রেলশ্রমিকের অতি জটিল অতি। রেলের অসাড় হইলে দেশ পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় হইবে। এই আশঙ্কা সত্ত্বেও রেলিয়া যদি রেলে শ্রমিকগণ কাজ করে তাহা হইলে দেশের অর্থনীতি বহন সহিত হইবে। অতিরিক্ত আয়ের উপেক্ষা করিয়া রেলের আর্থিক প্রয়োজনা কেহই অস্বীকার করিতে পারি,—বিলাতের মন্ত্রী স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ইংলণ্ডে শিল্পবাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার শ্রমিক কারখানার বাণিজ্যিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল সহযোগিতা করিতেছেন। ভারতেরও এইরূপ সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রমিক আন্দোলনের এক বৎসর

(পূর্বপৃষ্ঠা ১৪০ পৃষ্ঠায়)

হইয়াছে এবং এজন্যেকে ১,৪০৩ গ্রাম লইয়া একটি অঞ্চলকে এই আইনের গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে।

পুনর্গঠনের ব্যবস্থা ছাড়াও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা হইয়াছে মৌলিক ১৭৩ হইতে অধিক ৩৯৯ টাকাপর্যন্তকারী শ্রমিকদের জন্য এই আইনটির প্রবর্তন করা হইবে। এই বীমা দ্বারা সাধারণ শ্রমিকের চিকিৎসা, রোগনিরোধমূলক ব্যবস্থাদি, মাতৃত্বকালীন সুবিধাদি এবং মারা শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সাহায্যাদি ও কর্মবিরতির বিরুদ্ধে ভাতাদি চিকিৎসা ও অক্ষমতা-ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে। এই জন্য আবশ্যক হইবে একটি বীমা আদায় হইতে নিকাশ করা হইবে এবং শ্রমিক, মালিক ও সরকারের চাঁদায় এই বীমা আদায় পরিচালিত হইবে।

সুতরাং ভারতীয় শ্রমিকের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অভাব যে আবাসস্থলের অভাব, সে সম্বন্ধে সরকার সচেতন হইয়াছেন এবং কলিকাতা কলকারখানা অঞ্চলে অতি শ্রমিকদের জন্য ১৫০০ আবাসস্থলের নির্মাণ কার্য ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে। সরকার এজন্যেকে পরিমাণিক-দের এবং অন্যান্য নিয়োগকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য-দানে যথেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, আবাসস্থলের অভাব দূর করিবার জন্য ভারত সরকার ১০ লক্ষ আবাস-স্থল নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এজন্যেকে সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্মাণের ও অনুরূপ অঞ্চলে পূর্বপ্রস্তুতিকৃত (Pre-fabricated) গৃহ নির্মাণের জন্য দুইটি কারখানা স্থাপন করিবার নির্মাণ করা হইয়াছে।

অন্যান্য শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ কিছু পরিমাণে প্রগতি সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়ার শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য আলোচ্য বৎসরে আন্তর্জাতিক ভারত সরকারের অংশগ্রহণ একটি আন্তঃএশিয়া সম্মেলন আহ্বান করে।

কুটীর শিল্পের ভবিষ্যৎ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ
(বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক)

যে যুগে যন্ত্র শিল্প ছিল না সে যুগে কুটীর শিল্প ছিল প্রয়োজন মিটাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু যন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যান্ত্রিক শিল্পের প্রসার হইতে লাগিল, তেমনি কুটীর শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইল। অনেক কুটীর শিল্প লুপ্তপ্রায় হইল অথবা মৃত্যু অবস্থার মধ্যে পৌঁছিল। প্রত্যেকটী প্রগতিশীল জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনা ধারা দেখা যায়। কাজেই আমাদের দেখে যে কুটীর শিল্প অপ্রচলিত হইল বলিয়া একটি কলরোল উঠিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক হইলেও তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। প্রথমতঃ কুটীরশিল্প যে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্যের বিকৃত বিদ্যা মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের প্রাথমিকের কুটীর শিল্পের আবশ্যকতার সঙ্গে এবং অত্যাবশ্যকের সহিত এবং অন্যান্য সাজীর আবশ্যকের প্রতি অনেক লোকের এবং একটি স্বিধাবাদী আসক্তি আছে যে কুটীর শিল্পের অবনতি বা রূপপরিবর্তন দেশের পক্ষে সাধারণভাবে একটি বিরাট দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করা হয়।

বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক দিক বিচার করিয়া দেখিবার আছে। কুটীর শিল্প বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি যে লোকের নিকট হতে সাধারণতঃ আমরা দ্রব্য যে পরিবর্তনে লোকের গৃহে শিল্পজাত চলিবে। যন্ত্রপাতির জটিল আড়ম্বর নাই, বিদ্যুৎশক্তি বা অন্যান্য শক্তির প্রয়োজন বা আয়োজন নাই, কারণ তাহার কাজ বিদ্যা, চোখ বিদ্যা ও নিপুণ মন বিদ্যা দিয়াই তৈরী করিবে সুখের সাজসরঞ্জাম, শান্তি ও আনন্দে আবহাওয়ার মধ্যে। কাজের জন্য তাহাদের ঘটা বাধা নাই;—সংসারের অন্যান্য সমস্ত কাজের মধ্যে তাহাদের এই শিল্পকাজ চলিবে। এই ভাবে কুটীর শিল্পের সমস্ত চিত্রটি যখনই চোখের সামনে আমাদের কাছে সত্যই মনোরম ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আমরা আশা করি এরূপ একটি জীবিকার আয়োজন যদি করা যায় তবে মানুষের সবচেয়ে লাভজনক ও সুখকর উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করা হইবে।

আধুনিক শিল্পযুগের পূর্বে যখন কুটীর শিল্প মানুষের প্রয়োজন মিটাইত তখন এইরূপ সুন্দর আবহাওয়ার ভাব চলিত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু একথাটি যে এইরূপ ভাব আবহাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তখনও কুটীর শিল্পের চারিদিকে বাস্তবিক জটিল সমস্যা ছিল। কালক্রমে সেই সমস্যাগুলি জটিলতর হইয়া আমাদের কাছ এত আকারে দুঃখ ও ত্রাস করিয়া দিয়াছে। কুটীর শিল্পীর বাঁচা যাহা সাধারণ ভাবে প্রয়োজন হইত, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আরও প্রয়োজন হইত, তৈরী জিনিষ বাজারে বিক্রীত করিতে হইত। এইসব ব্যাপারে সে কখনও স্বাবলম্বী ছিল না; একরূপ ব্যবসায়ীদের করিতে হইত ব্যবস্থা ব্যবসায়ীর উপর। ক্রমে এই ব্যবস্থা ব্যবসায়ীরা কুটীর শিল্পীদের নিজেদের কারখানায় পরিণত করিয়া তুলিল। বাস্তবে অবশ্য এই ভাবের কুটীর শিল্পীদের দুরবস্থাতে তৈল ও ঘৃতের আবশ্যকতা সৃষ্টি করিয়াছে। কুটীর শিল্পীদের দুঃখ আছে, আর্থিকের আবশ্যকতা আছে এবং আরও দুঃখদায়ক আছে। কিন্তু যে জিনিষটি নাই সে হইল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কলকারখানার কোলাহল ও শ্রেণী সংঘর্ষ কুটীর প্রাঙ্গণে নাই সত্য, কিন্তু সে প্রাঙ্গণ হইতে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে।

আর একদিক হইতেও কুটীর শিল্পের উপর আঘাত আসিয়াছে। সে হইল যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি। নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং নূতন প্রয়োজনের উপরও উদ্ভাবিত হইয়াছে। একই ধরণ জিনিষ অতি অল্প সময়ে এবং কম খরচে তৈরী করার কৌশল ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ শৌখিন (আর্টিষ্টিক) দ্রব্যের চাহিদা এখনও আছে; কারণ যন্ত্রে সেই সব জিনিষ তৈরী করার অবস্থা এখনো উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনে সাধারণে যে সব জিনিষ ব্যবহার করেন সেগুলি কলকারখানায় তৈরী হইতেছে; তাহাতে কুটীর শিল্পের বাজারের অনেকখানি যান্ত্রিক শিল্প দখল করিয়াছে। কুটীর শিল্পীদের কর্মপদ্ধতি, তাহাদের যন্ত্রপাতি, তাহা দ্বারা ধরিবে ও তৈরী মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি নূতন প্রণালীতে পরিচালনা করিলে যে দুরবস্থার হ্রাসের চাহিদা বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা আছে তাহাও ঠিক। কিন্তু এই পুনর্গঠন কাজ কিভাবে হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের মতামতের আছে। তাহারা স্বাবলম্বী স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম জীবনের (Self-sufficient village economy) আদর্শে আমাদের তাঁহারা মনে করেন যে, দুরবস্থার কল-কারখানা অনেক দূরে রাখিতে হইবে এবং যন্ত্রপাতির অস্তিত্বকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর একদল বলেন যে, কুটীর শিল্পকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ধরে অনেকটা রীতা গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার টিকিয়া থাকা দুষ্কিন হইবে। অধিক শিল্প-গবেষণায় যে ব্যবসায়ীরা আমাদান তাঁহারা অবশ্য কুটীর শিল্পকে অনাবশ্যক আবর্জনা হিসাবেই মনে করেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গান্ধীজীর আদর্শ আমাদের সমাজের আবহাওয়ার আদর্শ এবং ইহার আত্মাভাবীর লৌল্য ও শক্তি অসীম লোকবাদীর ও শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু আধুনিক যুগে এরূপ আদর্শের কার্যকারিতা যে সীমাবদ্ধ তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। যখন সমস্ত পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব পথে প্রতিদিন অগ্রসর হইতেছে, তখন আমাদের অতীত কালের আদর্শে সমস্ত দেশকে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে তাহা সম্ভব হয় না। মুসলমান [illegible] অস্বীকার করিয়া আমরা চলিতে পারি না। অন্য আমাদের নিজস্ব সমাজের আদর্শ অনুযায়ী ও সমাজ-নীতির অনুকূলভাবে করিয়াই, তাহা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনকে যতটা সম্ভব যুগধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে হইবে। এই সামঞ্জস্যের ধারা এবং পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ হতে উঠিবে এবং উঠিতেছে; কিন্তু সামঞ্জস্যের পন্থাই যে আমাদের পন্থা তাহা স্বীকার করিয়াই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

আধুনিকের দিনে অধিকাংশ কুটীর শিল্প যে অল্পে-প্রায় বা ধ্বংসের অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এ নয় যে তাহাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও জীবনীশক্তি নাই। তাহাদের জীবনীশক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, যদি নূতন পদ্ধতিতে যদি তাহাদের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত এবং সংগঠন করা সম্ভব হয় তবে তাহাদের জীবনীশক্তিকে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করা যাইতে পারে। এই সমস্যা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নহেন, অন্যান্য অনেক দেশে এই সমস্যা কোন না কোন সময়ে দেখা দিয়াছে এবং তাহার সমাধানও যে সকল দেশের মানুষেরা তাহাদের নিজেদের বুদ্ধিমত প্রয়োজন অনুসারে করিয়া লইয়াছে।

প্রথমতঃ তাহাদের কথাই উল্লেখ করা যায়। জাপানে যুদ্ধ যান্ত্রিকশিল্প যেমন একদিকে অধিকতর বাড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি অন্যদিকে অনেকগুলি কুটীর শিল্পকেন্দ্রের নূতন পদ্ধতিতে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও কর্মপ্রণালীকে আক্ষরিকভাবে বর্ণিত হয় নাই। তাহার কুটীর শিল্পীদের ঘরে ঘরে ছোট-খাট যন্ত্র দিয়াছে, সস্তা বিদ্যুৎশক্তি দিয়াছে, পথ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪৯, চৌরঙ্গী,
কলিকাতা।

কোন
ক্যাল ২২৬০
(৩ লাইন)

কোন
পি কে ৪৯৭১
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবার মূলসূত্রে যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

কাইজার-ই-হিন্দ-এর পলিসি সহস্র সহস্র

মূল্যবান নিদর্শন পত্রের সমান

জীবন

অগ্নি

মোটর

সামুদ্রিক

চুরিজনিত ক্ষতি

শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের বীমা

কাইজার-ই-হিন্দ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস : কোট বোম্বাই

কেন্দ্রীয় অফিস : ২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

সমগ্র ভারতে শাখা আছে

য়ুরোপভ্রমণে মুদ্রাসমস্যা

শ্রীবিনয়েন্দ্র রায়, এম, এস্‌সি, এল

"আর্থিক ভারত"এর জন্য ভারতবর্ষের বিনিময় ও ব্যাঙ্কের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করিয়াছি। ইহার দ্বারা "আর্থিক ভারত" সম্পাদকের নিকট আমার প্রবন্ধ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় নাই। কারণ আমার নিকট তাঁহার অনুরোধ ছিল প্রবন্ধমাত্র,—বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের পূর্ণ অধিকার তিনি আমার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতএব একেত্রে "বিষয় পরিবর্ত্তনের" দ্বারা আমার "উক্তি পরিবর্ত্তন" নিশ্চয়ই ঘটে নাই। কিন্তু এই বিষয় পরিবর্ত্তনেরও একটা বিশেষ কারণ আছে,—তাহা বলিতেছি।

আমি মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে য়ুরোপ হইতে ফিরিয়াছি।—সেখানকার সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি আমার মনে এখনও উজ্জ্বল হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি য়ুরোপ যেমন করিয়া তাহার নিজের ছুঁচোমুখো জীবনকে ওলটাইয়া লইতে পারে, তাহার জন্য সেখানে এখন বিপুল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অথচ ইহারই মধ্যে সেখানে খেলা বিসিয়াছে থাকে থাকে, আকর্ষে আকর্ষে সংঘাত। সে-সংঘাত তীব্র, তীক্ষ্ণ। সে বিরাট সংঘাতের শিহরণে যে মনোবৃত্তি সাড়া করিতেছে তাহা হইল মুদ্রার অধিকারের মনোবৃত্তি—জাতির প্রতি জাতির সন্দেহের দৃষ্টি।—এই অবস্থার মধ্যে আমি এইবার য়ুরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছি। এই বৎসরের পার্থিবতার ক্ষেত্রসমূহের দ্বারা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া আমাকে ক্ষোভ করিতে হইয়াছে। অতএব যে ঘটনার স্মৃতি আমার মনকে বর্ত্তমানে আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা হইল আমার সাম্প্রতিক য়ুরোপভ্রমণের দুঃখের এবং আনন্দ। সুতরাং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমার আলোচনার বিষয় পরিবর্ত্তন একেবারে অযৌক্তিক নয়।

জুরোপের পৃথিবীর "অর্থনীতি" খুব সরল "অর্থনীতি" নয়। বর্ত্তমানে মাত্রটা ছিল এমনিতেই কঠিন, তাহার উপর অর্থমন্ত্রী পণ্ডিতদের —অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেতাবী পণ্ডিতদের—পাল্লায় পড়িয়া জিনিষটা ও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বিজ্ঞেয় স্বপ্নের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। (সম্পাদক মহাশয় ছাপাইতে অস্বীকার করিবেন না বোধ হয়!)—কিন্তু থাক সে কথা।

সবল ভাষের সময় আমাকে পরামর্শ করিয়া দেওয়া হইল যে, সময় পাঁচ পাউণ্ডের (অর্থাৎ প্রায় ৬৭ টাকার মত) বেশী টাকা যেন আমি সঙ্গে না রাখি, বাকী টাকার যেন আমি "লেটার অব ক্রেডিট" বদল করি। এই সাবধানবাণী যা তাহিলেই আমার পক্ষে মুস্কিলের কারণ হইত। কারণ, বিদায়বাড়ি ভাঙ্গ করিবার সময় আমাকে জানান হইল যে, আমার কাছে কত আছে। আমার অন্যান্য সহযাত্রীদেরও ঠিক একই প্রশ্ন করা হইল. সেই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহা সত্য কিনা সেকথা যাচাই করিবার জন্য কোনরকম আগ্রহপ্রকাশ করা হইল না। কিন্তু কুবিলয়ে যে কখন-কখনও নাকি আকস্মিক অনুসন্ধান করা চালানো হইয়া থাকে।—যাহাই হউক, আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যে অনেকেই বেশী টাকা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।

ভাগ্যে পৌঁছিয়াই সর্ব্বপ্রথমে যে জিনিষ আমার চোখে পড়িল, তাহা হইল অসামরিকদের জন্য মুদ্রিত বৈদেশিক পরিবারে দৃশ্যমান প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রার দুই রকমের বিনিময় হার।—ইহা যে অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি বিনিময় হারের নাম "সরকারী হার" এবং আর একটির নাম "বাজার চলতি হার"।—"বাজার চলতি হার" যে "কালোবাজারী হার" অর্থাৎ বেআইনী হার, সেকথা বিশেষভাবে না বলিলেও চলে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় সরকারী ব্যবসায়ে লিপ্ত করাসীরা পর্য্যন্তের অবস্থান সঙ্গে সোজাসুজি এবং প্রকাশ্যে বিদেশীদের অধিক বিদেশী মুদ্রার পরিবর্ত্তে, এমন কি অসরকারীদের চেকের পরিবর্ত্তেও, অকাতরী মুদ্রা বিনিময়ের দোকান চালাইয়া থাকে। এইরূপ বেআইনী দোকানের সাধারণের পাউণ্ডের সরকারী হার অপেক্ষা গড়পড়তা ১৫ ভাগ এবং ডলারের গড়পড়তা সরকারী হার অপেক্ষা গড়পড়তা ২৫ ভাগ বেশী পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই রকমের "বাজার দরে" মুদ্রাবিনিময় করিলে গড়পড়তা প্রায় ২০ ভাগ বাড়তি লাভ হয়।—আমি নিজে এই পন্থা অবলম্বন বিষয়ে কোন অংশ গ্রহণ করি নাই।—একেত্রে আমি ভীরু ছিলাম বলা যায়।

আমার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার কাহিনী সুইটজারল্যাণ্ডের কাহিনী। কোন ইংরাজ যখন সুইটজারল্যাণ্ডের মুদ্রা ও পর্য্যটকসাধারণের বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেখানে তাঁহার অবসরবিনোদন করিতে যান, তখন সেটার অব ক্রেডিট অথবা ট্রাভলার্স চেকে মাত্র ৩৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪৭০ টাকা, সঙ্গে লইতে পারেন। কিন্তু আমরা, ভারতবাসীরা, ইহাপেক্ষা বেশী টাকা সঙ্গে রাখিতে পারি। লেটার অব ক্রেডিট ও ট্রাভলার্স চেকে আমাদের ৭৫ পাউণ্ড সঙ্গে রাখিতে দেওয়া হয়। আর তাহাড়া লেটার অব ক্রেডিট কিংবা ট্রাভলার্স চেক সাঙ্গাত করিয়া কোন প্রকারে নগদ ৫ পাউণ্ডের টাকাটা যদি অতিরিক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত লেটারে আসে লাগানো যাইতে পারে।

সুইটজারল্যাণ্ডে এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যে কোন ব্যাঙ্কে সরকারীভাবে ১২.৩৩ ফ্রাঙ্ক্‌ পাওয়া যায় এবং ১১৫ সুইস ফ্রাঁর পরিবর্ত্তে মুদ্রায় এক পাউণ্ড ফেরত পাওয়া যায়।—এই বিভিন্ন বিনিময় প্রথার রহস্যোদ্‌ঘাটন আমার সাধ্যের বাহিরে, স্বীকার করিতেছি।—অর্থমন্ত্রী পণ্ডিতগণ হয়তোবা আমার ইহার কি "সরল" ব্যাখ্যা করেন জানিবার জন্য আমার কৌতূহল আছে।—যাহাই হউক, যেসব মানুষেরা সাধ করিবার প্রবৃত্তি হয়, তাহারা যে এই ধরণের মুদ্রাবিনিময়ের সুযোগে কি প্রকার ব্যবসায় চালাইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারও বিষয়ই যদি "চলতি" থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে লাভের সম্ভাবনা আরও বেশী।

সুইটজারল্যাণ্ডে পৌঁছানোর পর প্রথমেই দুই আইটম তাহার মনস্তুষ্টির চেষ্টাগুলির প্রতি।—অবশ্য হোটেল থাকিবে এবং খেলাধূলা এবং সৌখীন ভ্রমণের সুইটজারল্যাণ্ডের বিলিতিগুলি পূর্ব —এ সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ভ্রমণকারীদের জন্য, আত্মভোলা চোখের জন্য নয়। বিলিতিপনার ছোঁয়াচে এবং ইংরাজদের মনোরঞ্জনের সুখ হইল ভ্রমণকারীদের পক্ষে সুইটজারল্যাণ্ডে অবশ্যই না করিয়া উপায় নাই।—কিন্তু এই সকল জিনিষ কিনিতে কিনিতে যখন সকলের সবশেষে চেক কোনরূপ ধনভাণ্ডারটির মজবুত ছোপ মারে না—তেমন আফসোস হয়, আরও টাকা ছিল না বলিয়া, আরও জিনিষ কেনা হইল না বলিয়া।

এইসব আমি উঠিয়া দিয়ে ফিরিলাম। জার্ম্মানীতে এখন প্রধান ক্ষেত্রসমূহে অবশ্য আন্তর্জাতিক হোটেলগুলিতে "য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুলভ" বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীতে শান্তি (?) বজায় থাকিলে, না-সুদিন বজায় রাখার জন্য পৃথিবীতে পুনরায় প্রচার হইতে হইবে, সে-প্রচারে উক্ত পুনরায় জার্ম্মানীকে ক্ষেত্র ছাঁটাই পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানীর মুদ্রাস্ফীতি যে মূর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য ঠিক তেমনটি হয় নাই। ১৯১৩-১৮ সালের যুদ্ধের কালে জার্ম্মানীতে বিনিময়ের হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে ১৮ হইতে ১৮ গুণ অথবা লক্ষ লক্ষ মার্ক-এর (এবং কখন-কখনও কোটি মার্কের) উত্থান-পতন ঘটিত।—বর্ত্তমান অবস্থা সেরূপ নহে,—কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমানে পৃথিবীতে জার্ম্মান মার্ক-এর কোন বিনিময়মূল্য নাই।

জার্ম্মানীর সাধিনকর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে, যার-বিদেশে অন্য বিদেশীদের কিছু কিছু ডলার দেওয়া হয় ইহার পরিমাণ বিদেশ ১০ ডলারের কাছাকাছি। এই টাকা নিয়মমাফিক হোটেলে বাস করা অথবা ট্যাক্সি ভাড়া লাগানো ছাড়া অন্য কিছু করা চলে। ট্যাক্সিভাড়া, পরিষ্কার লাগানোর ১ ডলার অথবা ৩.৩ মার্ক। কিন্তু বেআইনী বাজারে ১ ডলারের দর ১৩ হইতে ১৪ মার্ক।

জার্ম্মানীর ফোকাস হইতে বিদেশীদের যা কিনিবার অধিকার ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। জার্মান ফাইনোকিটসার প্রভৃতি কিনিয়া আত্মরক্ষার্থে যেটি ক্রেতাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু যে দেশের লোকে হাতে টাকা একেবারে নাই বলিলেই হয়, সে দেশে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের পরিমাণ যে কতটুকু তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নহে। জার্ম্মানীর আন্তরিক মুদ্রাসংকটের বিষয় বলা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।—সেই মুদ্রাসংকটের বিস্ময়কর ইতিহাস ও ফলাফলবিচার লিপিবদ্ধ করিতে হইলে এক ইতিহাস প্রবন্ধের প্রয়োজন। অতএব সে-প্রসঙ্গ আমি বর্ত্তমানে উত্থাপন করিতেছি না।

ই মুদ্রণযন্ত্রের অংশ, যেটা সবের অন্ত কাঁচের ... যন্ত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে ... অর্থাৎ ... টাকা দিয়ে নিজের কাছে ... রেখেছে। প্রত্যেক পুরোহিত ... টাকা অবশ্য অন্য সকল সরঞ্জাম আটক করা ... ইয়ের ফলে প্রতিবেদনটি মাত্র একটি ... যন্ত্রের সন্ধানদাতার কাছে রইয়াছে এবং ... ঘন্টির ... ঘন্টা আরও টিকিয়ে রাখা যাইতেও ইহা ...—তাদের অভাবের কথা রইয়ে যাচ্ছেনাই, ... এবং অন্যান্য ভিন্নির সরঞ্জামের প্রচার ... রইয়েছে। কারণ সেই সকল ভিন্নিসের ... প্রতিবছরে মাত্র টাকার প্রয়োজন,— যে সমস্ত ...তাদের প্রয়োজনীয় ছাপাখানটি কম ... হইবে। তেলকলে ব্যবহৃতব্য ভিন্নিসের ... নাই,—অবশ্য ... মাত্র টাকার।

... সাংস্কৃতিক কাঁচের বর্তমান দুরবস্থ ... আমি বেশী বেশ করিয়াছি। এই বছরে ... নিয়ে, বেচক, ... ট্রাস্টিরা যেন আর ... অধিক আছে বলিয়া ও মনে না করা। তাঁহারা ... তেলকে সম্প্রতিকে নিজে হইয়া বিবেচনা।

... যেই বলিয়াছি আমরা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ... তেলকে ঠিক করিয়াই দুরবস্থার কারণগুলির ... বিশ্লেষণে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সে ... লইয়া আলোচনা করিতে যে আমরা আরও ... করা হয়ে নিজে প্রথমবারে বহু ভুল আমরা ... করিয়া ফেলিয়াছি। ... করিয়া হয়ে করিয়াছি।

... বহুমূল্যবান অন্তরঙ্গতার কারণেই লোকের ... করিয়া আছে। তেলকোজোতিকরা ... কারণে, অথবা কল দুরবস্থার অবসরটি ... যে তাহে তাহারা কল করিতে সমর্থ হইয়া ... হইয়া ... সেই ... কাঁচের ... সম্পর্কে যে ... করিয়াছি সেটি সংগ্রহের ... সমস্ত তেলকে তাহারা ... করিয়াছে। ... সমস্ত ... করিয়া ... করিয়াছে, আমরা তেলকোজোতিকরা বিফল ...।

... যন্ত্রগুলির অন্তরঙ্গ ভাবের অবশ্য কিরূপ আমি ... পারি না, কিন্তু তেলকোজোতিকরা বিদ্যা ... ছাড়িয়াই রইয়াছি। এই অবস্থার যেসকল ... ঐতিহ্যিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে, ... সামাজিক অন্তরঙ্গতার আবিষ্কারের আবিষ্ক ... করিয়াছি। অবশ্য এই "আবিষ্কারটা ... মনে মুগ্ধ সকলকার ব্যাপার নয়,—কারণ ... তাহিকদের আমাদেরটা একান্ত দুর্বল এবং ... পাওয়া ... তাদের ... নিরন্তরাধীন। ... সঙ্গীতের ... তাহার ... কাঠ ... ... হয় এবং ... ... যোটের অবশ্য ... যেসকলেই যে আমাদের ... না কেন, ... তাহার ... ... করিয়া ... ...

... কোন ... মূল্য ... মূল্য পরিমাণে ... তেলকোজোতিকরা যাওয়া ... পারে,— ... এই যে, ... গ্রহণ করিবার ... যোগ্য ... করুনদের ... সঙ্গে ... তাহাদের ... বিদ্যা ... করিয়া ... ... তাহাদের ... ...

[illegible] অন্যতম উপায়ে অর্থাগমের উপর [illegible] নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন [illegible] আমাদের বিশ্বাস যে এই নীতি [illegible] সময় কর্তৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য হয় যে অত্যাবশ্যক ব্যয়সমূহের অতিরিক্ত মূল্যমান [illegible] উপর মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রকোপ [illegible]

অতিরিক্ত ব্যয়সমূহ অন্ত সরকার ১০০ টাকা ধরে কর্তব্যের অবশ্য এই পরিমাণ অন্ত [illegible] হইলে সরকারের ৪০ কোটি টাকার [illegible] ধরে কর্তব্যে হইত না। পরিবর্তিত [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন মূলোর অধিক [illegible] ধরে ধরিয়া যাবে তাহাতে দুই তৃতীয়াংশ [illegible] ধরে সমস্ত টাকাটা প্রয়োজনগুলি [illegible] সরকারের নিকট আসিয়া যাইবে। [illegible] অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদনকারী প্রয়োজনগুলি [illegible] অন্তর্ভুক্তির ফলে এমনকি কোন সরকারিতা [illegible] ধরে নাই ধরে এক শ্রেণীর অন্ত প্রয়োজনের [illegible] হইতে তাহাদের বুঝিয়া আসিবার যে প্রচেষ্টা [illegible] তাহাতে কর্তৃপক্ষের নিকটস্থ [illegible] প্রেরণ করিয়া যাবে। কিন্তু প্রয়োজনমূলের [illegible] সহিত তাহাদের অন্তর্ভুক্তির ফল না তাহা [illegible] কারণ প্রত্যেক সরকারী দপ্তরের [illegible] ধরে সরকার কেন্দ্র হইবে। [illegible] কাজে, [illegible] সরকার [illegible] সিদ্ধান্তের

তাহা ব্যয়সমূহের পুঞ্জীভূত [illegible] উপর অন্তর [illegible] সরকারকে বহু উৎপাদন করিয়া যাবে [illegible] সরকার প্রয়োজনমাফিক [illegible] অন্য [illegible] করিয়া তাহার সাহায্য [illegible] সম্পর্কে [illegible] যাইতে পারে [illegible] একশ্রেণীর ব্যক্তিগত ব্যয়সমূহের [illegible] কোন সুবিধা নাই। কাজেই কোন প্রয়োজন [illegible] হইতে [illegible] মনে করা সমীচীন হইবে না যে উহার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করাই [illegible]

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি [illegible] অন্তর [illegible] বলিয়া [illegible], বিদেশ হইতে [illegible] আমদানি করা হইয়াছে যাহার [illegible] "সরকারী ঘর" [illegible]। ইহার [illegible] [illegible] [illegible]

এই ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের দিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে শিল্পগুলি মুদ্রা অর্জনের জন্য কিছুটা কম মূল্যে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে পারে। বর্তমান উৎপাদন অসম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াই যাহাতে অধিক রপ্তানি করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে শিল্পগুলি উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবে তাহার উপর অধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে। এই অতিরিক্ত মুনাফা হইতে কর বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হইবে না।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানি করিবে তাহাদিগকে আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হইবে না।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানি করিবে তাহাদিগকে আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হইবে না।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানি করিবে তাহাদিগকে আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হইবে না।

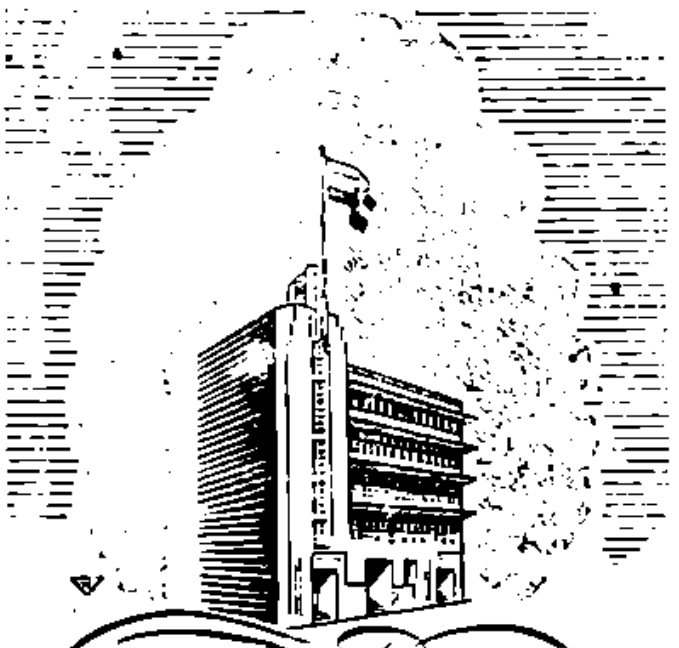

তোমার ধনসম্পত্তি রাখিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান

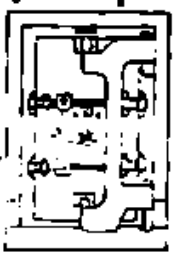

ধনসম্পত্তি ও মূল্যবান দলিল-পত্র সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবার প্রয়োজন হয়েছে আজ সবচেয়ে বেশী। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত ভূগর্ভস্থ 'ভল্টস' (VAULT) এই সমস্যার সমাধান করেছে।

আমরা এই প্রণালীর প্রবর্তন করে আজ স্বাধীন ভারতে দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের নিকট জানুন বা ফোন করুন :—

ফোন: ১৮৭৭

কলিকাতা সেফ ডিপোজিট কোঃ লিঃ

সিকিউরিটি হাউস

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, · কলিকাতা·

এজেন্টস্ এবং সেক্রেটারিস্

অমৃত লাল ও ব্রাদার্স কোঃ লিমিটেড

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ

লেখক : জন কিংসলি

গত জুলাই মাসে বৃটেনে ১২০,৯৬,০০,০০০ টাকার খোঁজ পরিমাণ রপ্তানি হওয়ার অনুরোধ এই থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। ভারতের এক ক্রেতা দেশ থেকে বৃটেনের আমদানির পরিমাণ যে মাসের অঙ্কের চাহিদাই এই রপ্তানি বৃদ্ধির মূলে।

সংখ্যা সাময়িক সংবাদপত্র কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়, কিন্তু তা হলেও বৃটেনের সম্প্রতিক রপ্তানি অঙ্কের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে না, তবু এই মাসিক সংবাদপত্রগুলো বাণিজ্যের গতি নির্ণয় করা এবং কোন্ দেশ কি পরিমাণ মাল নিচ্ছে সে সম্বন্ধে জানা সহজ।

কিন্তু এই সব সংখ্যা থেকে কোন্ দেশের কি বিশেষ মালের সরবরাহ বাড়িয়ে বৃটেন চলন করেছে তা নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য ভারতের যে সব মালের অর্ডার দিয়েছে তার অধিকাংশ হবেছে বৃটেনের কাছে মাল, এমন কি অনেক মাল সরাসরি পাবে। যে সব অর্ডার যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারখানা প্রভৃতি সংগঠনের জন্য নিঃসন্দেহে সে সম্বন্ধে।

অবশ্য সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার এবং তার মধ্যে বৃটেন বাণিজ্য নিজেদের সময় আছে বলেছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বৃটেনের বেচাকেনা চুক্তির অবশ্য হিসেব করতে হলে এই বিষয়ের লক্ষ্য না রাখলে চলবে। বিশ্ব বৃটেনের বেচাকেনা বেচাকেনাগুলিতে কি পরিমাণ ভারতবর্ষের চাহিদার মালের জন্য কাজ করছে তা নির্ণয় করে জানবার পথ নেই। তবে একথা বলা যায় যে বৃটেন ভারতবর্ষের জন্য যে সব অতিরিক্ত জিনিস তৈরী করছে তার মূল্য পরিমাণ হবে কয়েক কোটি টাকা।

এই বৎসরে বাণিজ্যের মাসিক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, প্রথম ছয়মাসে বৃটেন ভারতবর্ষে ১২০০,০০০ টাকার মাল রপ্তানি করেছে এবং ঐ অনুরূপ পরিমাণ ৬৬,২১,০০,০০০ হিসাবের সঙ্গে তুলনা করে সহজ বা কারণ সেই সময় বিশুদ্ধ ভারতবর্ষের হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছিল। এ একথা স্বীকার্য যে উভয় দেশের পারস্পরিক বিক্রয় করে প্রসার লাভ করেছে। পাকিস্তান ছাড়া ভারতবর্ষের প্রথমার্ধে প্রায় ৩,৬৬,০০,০০০ টাকার মাল আমদানি করে এবং পাকিস্তানে প্রায় করে ৭,৬৮,০০,০০০ টাকার। অর্থাৎ বৃটেন ভারত এবং পাকিস্তানে মোট, ১১,২২,০০,০০০ টাকার মাল রপ্তানি করে, সেই অনুপাতে উভয় দেশের থেকে আমদানি হয়, ৭২,৬০০,০০০ টাকার মাল। তুলনামূলক ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে রপ্তানি হয় ৪৪,১০,০০,০০০ টাকা এবং আমদানি—১১,১৫,০০,০০০ টাকার।

উপরিউক্ত হিসাব থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ভারতের মত বৃটেন থেকে রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে বিশেষ চেষ্টার ফলে, ৩৫,০০,০০০ টাকার বিশু বেশী মাল ভারতবর্ষে রপ্তানি করা সম্ভব হয়, তাছাড়া অন্যান্য মাসের রপ্তানি মাসের আনুমানিক মূল্য পরিমাণ এই :—

ফেব্রুয়ারী,	'৪৮	...	৭,১৯,০০,০০০ টাকা
মার্চ,	'৪৮	...	৭,০৬,০০,০০০ টাকা
এপ্রিল,	'৪৮	...	৮,৩৯,০০,০০০ টাকা
মে,	'৪৮	...	৮,১১,০০,০০০ টাকা
জুন,	'৪৮	...	৯,৯৪,০০,০০০ টাকা

ভারতবর্ষের অন্য অন্য বাণিজ্যিক মোট—৫১,৮০,০০,০০০ টাকার রপ্তানির পরিমাণ বৃটেনের মোট ১৯৮১,০০,০০০ টাকার রপ্তানি পরিমাণের সঙ্গে পাশে রাখলে কিছু নেই।

বৃটেন যে সব অত্যাবশ্যকীয় মালের রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য মালেরও আমদানি করছে তাদের প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ে, যথা : (১) যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা, (২) রেল সিগন্যাল ও ব্রাডকাস্টিং যন্ত্র, মোটর, বাস এবং (৩) মোটর যান, রেল ইঞ্জিন, বিমান ও জাহাজ। এই সব্বো প্রথম শ্রেণীর মালই বৃটেনের সঙ্গে রপ্তানি পরিমাণের প্রায় দুই তৃতীয়াংশের।

প্রায় সমস্ত লৌহ, ইস্পাত এবং লৌহের অন্যান্য ধাতু এবং মাল মাল, অসংখ্য বৈদ্যুতিক-উপকরণাদি

(অবশিষ্ট ২৯৯ পৃষ্ঠায়)

নিরাপত্তার জন্য

বি. আই. জি. পলিসি

পূজার ছুটিতে বাহিরে যেতে—যাইবার পূর্বে দুর্ঘটনার হাত ছুটিতে পরিবারস্থ ব্যক্তিদের রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য করিবেন। বি, আই, জি'র একমাত্র পলিসি আপনার নিরাপত্তার আশ্রয়স্থান।

— বি. আই. জি. পলিসি —

সকল প্রকার বীমা গ্রহণ করা হয়

যথা—জীবন, অগ্নি, মোটর, বিমান দুর্ঘটনা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, ভূমিকম্প, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বন্দুকঘট, প্লেট গ্লাস, প্রতিশ্রুতির চুক্তি ইত্যাদি।

মোটর বীমায় বিশেষজ্ঞ

(প্রাইভেট গাড়ী, ট্যাক্সি গাড়ী, যাত্রীবাহী বাস, মালবাহী লরী ইত্যাদি)

বৃটিশ ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(ভারতে সমিতিভুক্ত)

হেড অফিস :—বোম্বাই

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—

নর্টন বিল্ডিংস,—২, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার

(টেলিফোন—কলিকাতা ৬৬৪১, টেলিগ্রাম—"সাবাবিলিটি")

কলিকাতা শাখা ম্যানেজার—এন, এম, মেডোরা

মুদ্রাস্ফীতি—সমস্যা ও সমাধান

শ্রীঅনিলীরঞ্জন সরকার

(আর্থিক উপদেষ্টা, ভারত বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ভারত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার বিলম্ব ঘটিতেছে কেন তাহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করার সমস্যা নিতান্ত কঠিন সমস্যা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের ক্ষেত্রে উপায় সম্পর্কে মতৈক্য হওয়ার কারণ আছে। যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে পরামর্শ, আমাইবার জন্য ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যে মতৈক্য দেখা যিয়াছে তাহাতেই সমস্যার জটিলতা বুঝা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশের ফলে জনসাধারণের পক্ষেও মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের প্রকৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের বুদ্ধি বা অন্যান্য ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রভাবান্বিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামতের দ্বারা চালিত হওয়া বিপজ্জনক হইবে। তাহাতে সম্পূর্ণ সংযোগসাধনের পথ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া আমাদের মূল সমস্যা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং পূর্ণমাত্রায় আমাদের সহকর্মী অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধের অনুসরণে আমরা এমন কিছু করিয়া না ফেলি যাহার ফলে দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে কোন অন্যরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার আশু সমাধান করিতেই যিয়া দেশের আর্থিক অবস্থাটির পথ বিলম্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই ইহা বলিতেছি। একথা সকলেই মানেন যে, বাড়তি টাকার তুলনায় যদি অধিক লোকের বাটতি হয় তাহা হইলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সেই জন্য মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা সমাধানের সহজ পন্থা হিসাবে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদেরা টাকার পরিমাণ সঙ্কোচনের সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারের উপায় হিসাবে বাড়তি মুদ্রার উপরই জোর দিয়াছেন এবং উৎপাদনের দিকটা অবহেলা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা কিন্তু বলেন যে তাঁহারা সে দিকটা মোটেই উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা একথা বুঝিতে পারেন নাই যে, মুদ্রাসঙ্কোচনের উপর জোর দিলেই তাহার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তাহাতে মুদ্রাস্ফীতির বেগ বাড়িবে বই কমিবে না। "বাড়তি মুদ্রা" সঙ্কোচনের ফলে সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা গেলেও, তাহার ফলে যে উৎপাদন হ্রাস পাইবে তাহাতে আবার মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ অবস্থার ফেরে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান থাকার ফলে যদি ধীরে ধীরে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ মুদ্রাস্ফীতির বেগ হ্রাস পাইবে ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। একথা একরকম জোর করিয়া বলা চলে যে প্রথম পর্যায়ে ফেরে পড়া অনেকাংশে ফের। বিষয়টির বিষয় এই বিষয়ে অনেকেই এখনও একমত নহেন

তাহা হইলে এখন সমস্যা সমাধানের পথ কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি সরাসরি মুদ্রাসঙ্কোচনের পথ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের অর্থনীতির চক্রকূল ভয়ঙ্কর হইবেন, ব্যবসায়ী মহল তাহাকে অতিরিক্ত হইবেন এবং ফলে জাতির আর্থিক বনিয়াদে বিরাট ফাটল দেখা দিবে। মুদ্রাসঙ্কোচনের এত বিপজ্জনক পথ অনুসরণ না করিয়া যদি ধীরে ধীরে প্রবাহমুদ্রা হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতির বেগ হ্রাস করার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই প্রার্থিত ফল পাওয়া যাইবে। এই সঙ্গে একথাও বুঝিতে হইবে যে শুধু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলেই মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হইয়া উঠে না। মূলের অঞ্চলাতে বিনিময়মূল্যের ক্রমবর্ধমান সুযোগে উৎপাদকেরা ও ব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে মূল্যের মূল্যবৃদ্ধি করে বলিয়াই মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সেই জন্য মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধকল্পে প্রথম চেষ্টা করা উচিত অতিরিক্ত মুনাফার পথ বন্ধ করার দ্বিতীয় চেষ্টা করা উচিত জনসাধারণের হাতের অপ্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করার এবং তৃতীয় চেষ্টা করা উচিত যেসে নিত্যব্যবহার্য জিনিষের পরিমাণ বৃদ্ধি করার, তাহা আমদানি বৃদ্ধি করিয়াই হউক বা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই হউক। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের যে দুর্দশা হয় তাহার প্রতিকারের জন্য খাদ্যশস্য, বস্ত্র, কেরোসিন, চিনি, তৈল, সারসমৃদ্ধিবর্ধনের জিনিষপত্র ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত এবং একথা বুঝাইবার ও বলার ব্যবস্থার দ্বারাই যে তাহা সম্ভব একথা সহজেই বুঝা যায়।

তবে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনবৃদ্ধি আমদানি না হইলে বর্তমান অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতির জয়ী প্রতিকার সম্ভব হইবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিন্ত। সেই জন্য কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সরকার ও জনসাধারণের সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে; ইহাও ঠিক যে উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতি টাকার পরিমাণ হ্রাস করারও চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ জিনিষপত্রের মূল্য অনেকটা চলতি টাকার পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। সেই জন্য অপ্রয়োজনীয় অর্থের একদম হ্রাসের চেষ্টাও করিতে হইবে সরকারকে। এই দিক দিয়া সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করা। তবে শিল্পোন্নতি ও অর্থনীতিবিদগণ যে ক্ষেত্রেই সরকারকে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিমূলক ব্যবসায়ী পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থান করিতে বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক। যাতায়াত ও যোগাযোগ ইত্যাদি দেশের পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে দেশের বিরাট এলাকার যাতায়াত ও শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইগুলির জন্য অর্থসংস্থান করিতেও অর্থ ব্যয় করা উচিত। তবে অধিকাংশ উন্নয়ন বা দেশের বর্ধিত করা ইত্যাদি সংস্কারমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করিতে হইলে সরকারের প্রচুর পরিমাণে ব্যয়বৃদ্ধি আবশ্যক হইতে পারে। অতএব সেই সব পরিকল্পনা স্থগিত রাখা উচিত।

সরকারী খরচের সম্পর্কে, যথেষ্ট সতর্ক মনোযোগ করিতে হইবে ও অপব্যয়ের পরিহার করিতে হইবে। কল্যাণকর কাজ, অথবা যেসকল সকল হইতে ফল প্রদান করিয়া সরকারের ব্যয় ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করিলেও তাহা মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে সহায়তা করিবে। ফল প্রদানের সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার মনে করি এবং বর্তমানে যত টাকা, সুদে ঋণ প্রদান করা হয় তাহার পরিমাণ যদি আরও এক চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে ফলের আশানুরূপ বাড়া পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস.

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য উপরে আমি যেসব ব্যবস্থার কথা বলিলাম তাহার সাফল্য শুধু কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না জনসাধারণের সক্রিয় আগ্রহ ও সহযোগিতা ব্যতীত সরকারের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইবে না। আমরা সকলে, আমাদের শিল্পপতি, আমাদের শ্রমিক, জনসাধারণ সকলকেই সরকারের সহিত নিজ নিজ সহযোগিতা করার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। সরকার, শিল্পপতি, শ্রমিক ও জনসাধারণের কি কি করণীয় আছে তাহা আমি বিস্তৃত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সমর দেশের স্বাধীনতা হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারের সকল অর্থনৈতিক নীতি, দেশের ও পৃথিবীর অবস্থার সহিত সরকারের রাজনৈতিক নীতির ভিত্তি নির্ভর করে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের অর্থ যে কোন অবস্থায় জিনিষপত্রের মূল্য ও প্রমিকের মজুরী স্থির করা, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করা ও অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা—ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সরকার ঐসব বিষয়ে কি নীতি গ্রহণ করেন তাহার উপর মুদ্রাস্ফীতিনিরোধের সমস্যা নির্ভর করিতেছে। জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ বর্ধনের জন্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থা যাহাতে নিখুঁত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে আমদানি বৃদ্ধিতেও চেষ্টা করিতে হইবে। উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইলে ব্যবসায়ীদের শিল্প সম্প্রসারণের প্রেরণা যোগাইতে হইবে। একচেটিয়া ব্যবসায় কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে এবং সরকারের শিল্পনীতি পরিবর্তন করিয়া নূতন নীতি ঘোষণা করিতে হইবে যাহাতে ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়. কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির বৃদ্ধি করিবার জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন কি পরিমাণ হইবে এবং তাহাদের আমদানি কিরূপ হইবে

বিড়লা লাইনে

আকাশপথে ভ্রমণ করুন

প্রাত্যহিক যাতায়াত

কলিকাতা — দিল্লী

দুই পথে

পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ হইয়া সপ্তাহে তিনবার

গয়া, এলাহাবাদ, কানপুর হইয়া সপ্তাহে চারবার

এবং

দিল্লী — অমৃতসর

সপ্তাহে তিনবার

এছাড়া

কলিকাতা — চট্টগ্রাম

প্রাত্যহিক যাতায়াত।

ভারত এয়ারওয়েজ লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৪১

এবং এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইলে নাগরিকদের দায়িত্ববোধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সর্বশেষে, জনসাধারণের সহিষ্ণুতা এই বিষয়ে অন্যতম কারকের মধ্যে গণ্য হবে। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য উৎপাদন প্রসার করা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য কষ্ট স্বীকার করা এক কথা নহে। বাহুল্যদ্রব্য ক্রয়ক্ষমতা সীমিত করা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও বিধি বিধান করা ব্যাপারীদের আয়ের সংস্থা ও মূল্য বোধ করা প্রভৃতি পরিবার করিতে হইবে। জনসাধারণের জানা উচিত যে তাঁহারা যদি তাঁহাদের সাধ্যের মধ্যে সীমিত না করেন, তাহা হইলে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি-নিবারণপরিকল্পনা যদিই নির্ভুল হউক না কেন, তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সুবিধাবাদ ও কুপরিবর্তিত পন্থা অবলম্বনের সময় আসিয়াছে। এই ব্যাপারে সমস্যা সম্পর্কে দ্বিমতাবিষ্কার প্রয়াসের দিন আর নাই। উপসংহারে ইহাই বলিতে চাই যে, মুদ্রাস্ফীতি-নিয়ন্ত্রণের যে কার্যক্রম আমি উপরে বিবৃত করিলাম তাহা যদি বিস্তৃতভাবে অবলম্বন করার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির সর্ব অকল্যাণ প্রতীকৃত হইতে সম্ভবে বেশীদিন লাগিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

* এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর এই সম্পর্কে তাঁহার সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। —স. আ ভ

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

যে যন্ত্রপাতি রপ্তানির মোট মূল্য পরিমাণ ৩১,২৯,০০,০০০। আমা করা হইয়াছে এবং যন্ত্রের মূল্য পরিমাণ ৫,১৯,০০,০০০ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্যাদির রপ্তানি মূল্য ৩০৯,০০,০০০ টাকা এবং মোটর যানাদি ২৪৫,০০,০০০ টাকার হবে। গত জুন মাসের তুলনায় এই সব অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের রপ্তানি ক্রমশঃ সন্তোষজনকভাবে প্রসারলাভ করছে।

এই প্রসঙ্গে অকপটভাবে বৃটেনের বর্তমান রপ্তানি অবস্থার বিচার করা প্রয়োজন, কারণ মূল যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার উৎপাদন রপ্তানি বৃদ্ধি আজ বৃটেনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা।

সমগ্র পৃথিবী আজ বৃটেন থেকে তার ছোট বড় যাবতীয়ের যন্ত্রপাতি মেরামত তার প্রয়োজন পরিমিত যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। তা না হলে ভারতবর্ষ এবং বৃটেন দুই দেশের মধ্যেই দুটি প্রধান অসুবিধা দেখা দেবে। প্রথমতঃ দেশ-বিদেশের জন্য নির্দিষ্ট সঠিকভাবে পরিমাণ রপ্তানি দূর করলে বিনিময়ে সেই সব দেশ থেকে আমদানি পাওয়া কঠিন হবে, তার ফলে ভারতবর্ষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মাল তৈরী করা সম্ভব হবে না, দ্বিতীয়তঃ বৃটেনকে তার আয়ের জন্য রপ্তানি এলাকায় যন্ত্রপাতি রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে তা না হলে তাদের বেকার বৃদ্ধি এবং তাদের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার চাপ পড়বে অথচ এই অসুবিধের উপর ভারতবর্ষেরও নির্ভর করতে হয়।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও অত্যাবশ্যকীয় রপ্তানির ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে হবে, সেই জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বৃটেন বিশেষভাবে তৎপর হয়েছে। বহু বিদেশ লাভ্যাংশের বিনিময়ে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধিতেও সহায় উৎপাদন রেকর্ড ভঙ্গ করেছে, তার ফলে বিদেশে যাবতীয় রপ্তানি করা ক্রমশঃ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যে উৎপাদনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন কি মোটর গাড়ির রপ্তানিতেও বৎসর আশাতীত বৃদ্ধি দেখাচ্ছে।

বৃটেন ভারতবর্ষের চাহিদার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, সেই জন্য যাতে এই চাহিদা পূরণের চেষ্টা এক মুহূর্তের জন্যও সে শিথিল করেনি। বৃটেন আশা করে যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সফল করে অদূর ভবিষ্যতে সে একদিন ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সব দেশে চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় উপাদি সরবরাহ করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

স্থাপিত : ১৯২২

অনুমোদিত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ)	...	৮০,৭২,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	...	৩১,০০,০০০৲ টাকার উপর
ডিপজিট	...	১৪,১৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্যকরী মূলধন	...	১৭,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

(৩১শে চৈত্র ১৩৬৪ — ১৪ই এপ্রিল ১৯৫৮ খৃঃ)

শাখাসমূহ :—বোম্বাই এবং রাজধানী, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রে

সর্বপ্রকার বিদেশী বিনিময় ব্যবসায় করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ডাঃ এস বি দত্ত এবং এ বি সি, পি এইচ ডি (ইডন)

লন্ডন, ম্যানেজার। (২)

সুলভ মুদ্রার ভবিষ্যৎ

শ্রীপি, আর, শ্রীনিবাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় সকলেই সুলভ মুদ্রানীতির পক্ষপাতী ছিলেন বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে অনেকেই তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক ও সরকারের অর্থবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা সুলভ মুদ্রানীতির উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা সুলভ মুদ্রানীতি পরিত্যাগ করার উদ্যোগ করিতেছেন।

ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মধুর চেট্টী বলিতেন যে সুলভ মুদ্রানীতির ফলে যে লাভ হইয়াছে তিনি তাহা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং সুলভ মুদ্রানীতি পরিত্যাগ করার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই। ভারতের বিদায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরমণ অবশ্য তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সুলভ মুদ্রানীতি বজায় রাখার সপক্ষে কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা তৎসম্বন্ধে সকল প্রকার সন্দেহ দূর করিয়াছেন। তাহাতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যের মূলনীতি পরিবর্তন করার কোন সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ড-আমেরিকার সরকার ও জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু বলা সহজ নহে। তবে সেখানে যে এক শ্রেণীর লোক সুলভ মুদ্রানীতি পরিত্যাগ করার জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, সুলভ মুদ্রানীতি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব কিনা তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি অধিকতর কর্মনিয়োগের উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেজন্য সরকার পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। এখন তাঁহাদের প্রশ্ন, যদি জনসাধারণ তাহাদের সরকার পরিত্যাগ করেন তবে সেজন্য দায়ী হইলে তাঁহারা সরকার পরিবর্তন করিবেন কেন?

কাজেই এক দৃষ্টি করিলে ও বুঝা যায় সুলভ মুদ্রানীতি অবলম্বনের পক্ষে প্রভাবশালী মত পরিবর্তন হইতেছে। সাধারণ লোক জানিতে চায় যে, কখনো যে নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহার পরিবর্তন [illegible] বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের যুক্তি কি এবং অবশ্যম্ভাবের মতে তাহারা পরিবর্তনবিরোধী তাঁহাদের উদ্দেশ্যই পরিবর্তনকারীদের যুক্তিখণ্ডনের ভাষায়। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে যখন সকল দেশেই এই কয় বৎসরে এত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তখন সরকারী মুদ্রানীতিরও পরিবর্তন ঘটিবে না কেন? যাহারা প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষপাতী জনসাধারণের কাছে তাঁহারা কেফিয়ৎ দেবেন কেন?

কিন্তু শুধু অর্থনীতিরই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করে মুদ্রানীতি বা অন্যান্য মুদ্রানীতির অবলম্বনের দ্বারে হইতে পারে না। একথা মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণের অন্যান্য মুদ্রানীতি রাজনৈতিক বিপ্লব, রাজার ক্ষমতাচ্যুতি অধিকার, অথবা শ্রমিকদের যথেষ্ট অধিকার করিবার বাসনার জন্য জনসাধারণ দেশদেশে বিচার করিতে শিখিয়াছেন, ইহা যেন তাহে সুলভ মুদ্রানীতি সম্পর্কে বিচার চলে না। সুলভ মুদ্রানীতি এমন সামগ্রী নহে যাহা সময়ের পরে সহজে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে। সুলভ মুদ্রানীতিকে মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য ধারার বিশেষের সহা করা হয় না।

বেঙ্গল সেনট্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ৮৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

টাকা জমা রাখিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন	...	৭৫,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৭৪,৭০,৩৮১৲
সঞ্চয় তহবিল	১৮,৫০,০০০৲	
কোম্পানীর কাগজের বর্তমান বাজার দর আমাদের হিসাব-নিকাশে তাহার যে-দর ধরা হইয়াছে তদপেক্ষা	...	৩৪,০০,০০০৲ বেশী

চাহিবামাত্র দেয় দায়ের শতকরা ১৪৭ ভাগ এবং সমগ্র আমানতের শতকরা ৮২ ভাগেরও অধিক টাকা দ্রুত সম্পত্তিরূপে (Liquid Assets) নগদ টাকায়, অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমায় এবং সরকারী কাগজে সংরক্ষিত আছে।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

লণ্ডন এজেন্টস: ব্রিটানিয়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নিউ ইয়র্ক এজেন্টস: ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক এবং চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি সিটি অব নিউ ইয়র্ক; অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্টস: ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীজে, সি, দাশ

নিম্নোক্ত সকলটিতেই আমাদের পরিচয়

অধিকৃত মূলধন	... ...	৬,০০,০০,০০০৲
গৃহীত	... ...	৩,৫১,৭৫,০০০৲
আদায়ী	... ...	৭১,২১,০০০৲
মোট তহবিল	... ...	১৮,৪১,৪২,০০০৲
মোট সম্পত্তি	... ...	১২,৭৪,৩৭,০০০৲
মোট দাবী পরিশোধে করা হইয়াছে অন্যূন:	... ...	১৪,০০,০০,০০০৲
চলতি জীবনবীমার পরিমাণ অন্যূন:	... ...	৮০,০০,০০,০০০৲

সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে

সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

নিউ ইণ্ডিয়া

এস্যুরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস: বোম্বাই

হস্তিলার: অফিস: ৯, নেতাজী সুভাষ রোড

তাহাড়া জামসেদপুর, পাটনা, ঢাকা, শিলং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অফিস আছে।

জীবন ● অগ্নি ● নৌ ● দুর্ঘটনা

ব্রিটেন ও ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশগুলির স্বর্ণমান পরিত্যাগের ফলে বহির্জগতে মূলত মুদ্রানীতির স্বার্থে মূল্যমান হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে স্বর্ণমানের অধীন দেশগুলিও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। মূলত মুদ্রা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে মূল ধারণা রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূলত মুদ্রার বিনিময়ীয় অন্তঃ ক্ষমতা মুদ্রা বলিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

মূলধনমূল্যের সঙ্গে বিভিন্ন অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে অন্য সময়ের বিনিময়ে টাকার হারে বার্ষিক উত্থান-পতন। ঘাটতিগ্রস্ত খাতের ক্ষেত্রে এই অন্তঃ ঘনবিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের চাহিদা এবং তাহার সরবরাহের গতির উপর নির্ভর করে। ঘাটতিগ্রস্ত খাতের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের এই চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবই সুদের হারের দৃঢ়সূচক স্বাভাবিক করেন। এই স্বাভাবিক প্রভাবের ফলে ঘাটতিগ্রস্ত সুদের হারে সাধারণ ঘটে এবং তজ্জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঘনবিনিয়োগের প্রভাবে সঞ্চয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সুদের হারের গতি-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটিবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য যদি ঘনবিনিয়োগের চাহিদা সঞ্চয়ের সরবরাহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সুদের হার হ্রাস পাইবে। এক কথায়, নিম্ন কর্তৃপক্ষ উহাদের ঋণের জন্য ঠিক কি হারে সুদ দিতে সম্মত, তাহা নির্ভর করে ঋণ ও সঞ্চয়ের উৎপাদিকা শক্তির উপর। আমার কি হারে সুদ পাইলে ঋণগ্রহণের ব্যাপারে বিরত হইব তাহা নির্ভর করে উহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর। অনুরূপ ঘাটতিগ্রস্ত খাতের ক্ষেত্রে ঋণের উৎপাদিকা শক্তি ও সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর সাধারণভাবে সুদের হার নির্ভর করে। ঋণগ্রহণকারী লেনদেনের হারের হ্রাসবৃদ্ধিও এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ভবিষ্যতে পণ্যের বাজারে অর্থসরবরাহের বর্ধিত প্রাপ্য করিবার জন্য, ঋণগ্রহণকারী লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণদাতার সরবরাহ-পরিমাণের ব্যবস্থা অনুসারে সুদের হারেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

সুদের হারের এই স্বাভাবিক নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে মূলত মুদ্রানীতি পরিবর্তন করিবার যুক্তিগুলিকে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই প্রশ্ন করিতে হয় যে, এই পরিবর্তনের ধরনটি ঠিক কি হইবে। আজকাল পৃথিবীর প্রায়ই নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। স্বর্ণমান বা অন্য কোন সর্বজনীন মূল্য বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া কোন দেশই আজ তাহার আভ্যন্তরীণ মুদ্রা ব্যবস্থাকে অবাধে যুক্ত করিয়া রাখে নাই। কেন না বিশেষ কোন বস্তু-সমার্থের ভিত্তিতে আজিকার মুদ্রা ব্যবস্থাকে অবাধে যুক্ত করিয়া দিলে সেই বস্তুবিশেষের বহুল পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির স্থিতির স্বার্থে কোন দেশই উপরিউক্তরূপ ব্যবস্থায় মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পক্ষান্তরে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে। এবং-প্রকার সুদের হারে অন্যান্য পরিবর্তন চাহেন, উহাদেরও আশিক্ষা রোধকল্পে নহিলে উহাদের যথার্থ ধারণা কি। উহাদের আশিক্ষা রোধকল্পে হইবে যে, উহারা যে নূতন সুদের হার চাহেন, তাহাকে কি নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থার গতির মধ্যেই উহারা সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন, না সুদের স্বাভাবিকতাকারী স্বাভাবিক নিয়মের পূর্ণ প্রয়োগ লাভ করিবার জন্য সেই গতিকেও পরিত্যক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোন নূতন ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব মূলত মুদ্রার পরিবর্তে সুদের হার কি হইতে পারে তাহা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যান্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত মুদ্রার পরিবর্তনের প্রশ্ন বিচার করিতে হইলে মূলত মুদ্রা বলিতে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থার যথার্থ তাৎপর্যটি কি, তাহা পূর্বেই বিবেচনা করা দরকার। নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা চালু হইবার পূর্বেকার সময়ে "স্বাভাবিক মুদ্রা" বলা হইত, তাহা ক্রমশঃ অন্তরের "স্বাভাবিক" হইয়া উঠিতেছিল। কারণ চলতি মুদ্রার একটি বড় অংশ ব্যাংকজাত ঋণদানের মাধ্যমেই সৃষ্ট হইত। ঋণদানের সাথে এইরূপে মুদ্রা সৃষ্টি আরও হওয়ায় সাথে সাথেই মূলত মুদ্রা সহজতর হইয়া উঠিত এবং সঞ্চয়ের সরবরাহ আর বর্ধিতহার জন্য উদ্যমের উদ্যমের ঋণ জমুল করিবার আবশ্যকতা হ্রাস পাইতে থাকিত। এখানেই মূলত মুদ্রার সহিত নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থার পার্থক্যের মূল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সুদের হার কেবলমাত্র ঋণদাতাগণের উদ্যমেই নির্ভর করে না। নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়মকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলীভূত সুদের হার পরিবর্তন করিতে পারেন। অতএব সঞ্চয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলত মুদ্রার প্রশ্ন বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রশ্ন বিবেচ্য প্রশ্ন হইল এই যে, সুদের হার উচ্চতর করা এখন বাঞ্ছনীয় কি না। এই প্রশ্নের উত্তরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির আলোকে বিচার করিতে হইবে:—

(১) শিল্প এবং বাণিজ্যে ঋণের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে কি?

(২) সাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে সরকারের উদ্বেগের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে কি?

(৩) বিগত সুদের হারের প্রভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে কি?

(৪) সুদের হার বর্ধিত হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে ঘনবিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে কি।

(৫) সুদের হার বর্ধিত করিলে রাষ্ট্রিক বিনিয়োগ-মূলক পরিকল্পনাসমূহকে রূপায়ণ করা সম্ভব কি?

বর্তমান প্রবন্ধ কেবল এই প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত। সুতরাং উহাদের বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস করিলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবে না।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

গুডইয়ারের পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান

গুডইয়ার টায়ার ও রাবার কোম্পানীর সভাপতি মিঃ পি ডব্লু. সিবর্লিঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন যে ৭ই অক্টোবর তারিখে কোম্পানীর কেন্দ্রীয় অফিস ও কারখানার একশত মাইল দূরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে এবং তিন দিন ধরিয়া উৎসব চলিবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ও গুণকীর্তন অপেক্ষা নানা দিকে কোম্পানীর প্রায় ১২০০ বিশিষ্ট কর্মচারী যোগদান করিবেন। কোম্পানীর কর্মচারী পাথফাইণ্ডার বিমানযোগে মিঃ এফ, এস, সেবার ও সেবার সাহেবের মিঃ এফ, কেলার ঐ অঞ্চলে যোগদান করিবার জন্য ইতিমধ্যেই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ দিনে কোম্পানীর একদলের কারখানায় "৫০ কোটিতম গিউম্যাটিক" টায়ারও প্রস্তুত করা হইবে।

কর্মসূচীর বিশেষত্ব

মিঃ সিবর্লিঙ্ক কোম্পানীর কর্মচারীদের আহ্বান জানাইয়া লিখিয়াছেন, "গুডইয়ারের উন্নতি, প্রগতি ও ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের জাতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য কোম্পানীর বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার যে কোম্পানীর উন্নতির কর্মচারীদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহার প্রতি উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে"।

কোম্পানীর ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে মিঃ সিবর্লিঙ্ক প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে নিকাশ দৃষ্ট অবস্থা হইতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে বিনয়ে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছেন।

নূতন টায়ার

মিঃ সিবর্লিঙ্ক বলেন, ৫০ কোটিতম টায়ার উৎপাদন কোম্পানীর অমরাবতীর ইতিহাসে আর একটি অধ্যায়ের সূচনা করিল। ৩০ কোটিতম পাউণ্ড ফ্রিজ রাবারের দ্বারা টায়ার নির্মাণ গুডইয়ারের ইতিহাসে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইবে। এজন্য পাঁচ বৎসর পূর্বে বাটলার্স টেক্সাসে যে "গুডইয়ার সিনথেটিক রাবার কর্পোরেশন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই এই ফ্রিজ রবার প্রস্তুত হইতেছে।

১৮ বৎসর বয়স এবং ৬ সাইবারলিং টায়ার পর্যবেক্ষণ করা, তাহাই তখন সাইবারলিং-এর সহিত গুডইয়ারের প্রতিযোগিতা করে। বর্তমান অবস্থায় মিঃ সিবর্লিঙ্ক বলেন, এ সাইবারলিংকে অতিক্রম করিতে হইবে।

—মিঃ সিবর্লিঙ্ক প্রথমে সভার উদ্বোধন করিবেন এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ "কোম্পানীর প্রগতি" বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ছাড়াও সময়ের অবসরটুকু কোম্পানীর বিভিন্ন গবেষণাগার ও কারখানা পরিদর্শন করিবেন।

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৫৮২৪ ও ক্যাল ৫০৩৩)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

জমাধিয়ার নূতন রেকর্ড-মাটী

"স্বাধীনতার সাথনা"

লণ্ডনস্থিত মাটীকার ঐনরীজনাথ সেনগুপ্ত রচিত ও গ্রামোফোনের নূতন মাটক 'স্বাধীনতার সাধনা' জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করিয়া জনপ্রিয়তা প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানী যেমনই লাভ করিয়াছেন। ঐ মাটি রেকর্ডে গৃহীত এই রেকর্ড মাটী সমগ্রীতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে অক্লান্ত-নিষ্ঠ লোকের মুখ পর্যন্ত ভারতী স্বাধীনতার সংগ্রামকে সর্বতে অভিনয়ে মুখ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন ভারতের বর্তমানীর নিকট পরাধীন ভারতের এই বীরত্বগাথা আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজার ছুটি উপলক্ষে "আর্থিক ভারত"এর প্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা "আর্থিক ভারত" ১০ই কার্তিক, '৫৩ (১৭ই অক্টোবর '৪৮) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ
"আর্থিক ভারত"

বাজারদরের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(কোটি টাকার হিসাবে)

পাক্ষিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অতিরিক্ত আয়ের

—

ইস্যুর মোট

মোট :

দ—

হস্ত ও ব্যাঙ্ক মোট

মোট ... ...

অন্যান্য ব্যাঙ্কের ... ...

মূ ... ...

) ... ...

ও দুরা

বিভাগ ... ...

(ঘ) আন্তর্জাতিক বিনিময় তহ ও

বিভাগ ... ...

ং বিভাগ—

(মূলধন ... ...

লভ্যাংশ ... ...

—

ঋ সরকার

ঋ সরকার

সরকার ... ...

ঋণ ... ...

ঋণ ... ...

ঋ

—

... ...

ঋ দুরা ... ...

ঋ

ঋণপত্রাদি ... ...

মোট ... ...

ঋ সরকারের

ঋ ... ...

অন্য ... ...

বিভিন্ন অন্য ইস্যুকারি

... ...

ঋণ ও ব্যাঙ্ক

... ...

ঋ ... ...

দেনা ... ...

... ...

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

ঋণ—

বিভিন্ন মূলধন ... ...

অন্যান্য মূলধন ... ...

সঞ্চয় তহবিল ... ...

ঋণী আমানত, চেকিং ব্যাঙ্ক লভ্যাংশ ও অন্যান্য বিভাগ ... ...

বিভিন্ন ... ...

মোট ... ...

সম্পত্তি—

হোল্ডিংস ব্যাঙ্ক ... ...

অন্যান্য অন্যান্য

ঋণ

ঋণ

ঋণ ঋণ

ঋণ ঋণ ঋণ ও

ঋণ

ঋণ

ও বিভাগী ব্যাঙ্কের নিকট ... ...

মোট ... ...

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ওকসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়িত্বসমূহের মেয়াদ

ঋণের

(ক) ঋণের নিকট বহিতে ঋণ ... ...

(খ) অন্যান্য বহিতে ঋণ মেয়াদ

মেয়াদান্তে মেয়াদ

ঋণের ... ...

(ঘ) ঋণের নিকট বহিতে ঋণ

... ...

(ঙ) অন্যান্য মেয়াদান্তে মেয়াদ

... ...

মোট ঋণ ঋণ

ঋণের ... ...

বিভাগী ব্যাঙ্কের ঋণ

... ...

ঋণ

ঋণের ... ...

ঋণের মূল্য

ঋণের ... ...

৫ষ্ট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

ব্যাঙ্কি হিসাবের মোট	...	...
মোট	...	...

সম্পত্তি—

(ক) সোনা ও ঋণ মোনা	...	...
সোনা	...	...
ঋণপত্র ...	...	...
ঋণের সরকারের ঋণপত্র	...	...
ঋণপত্রের মোট, বিভাগী ঋণ	...	...
ঋণ, ঋণের ঋণের সরকারের	...	...
(খ) মোনা মুদ্রা	...	...
পার্শ্বস্থান সরকারের ঋণপত্র	...	...
অন্যান্যের মুদ্রার ইস্যু	...	...
ঋণের সরকারে বিভাগী ঋণ অভ ইস্যুর বিভাগী ঋণ—	...	...
সোনা ও ঋণ মোনা	...	...
ঋণপত্র ...	...	...
ঋণের সরকারের ঋণপত্র	...	...
সোনা মুদ্রা	...	...

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়

অন্যান্যের মূলধন	...	...
সঞ্চয় তহবিল	...	...

আমানত—

(ক) সেভিংস সরকার	...	...
(খ) সাময়িক সরকার	...	...
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	...	...
(ঘ) অন্যান্য	...	...
দেয় হুণ্ডি	...	...
অন্যান্য দায়	...	...

সম্পত্তি—

মোট	...	...
সোনা মুদ্রা		
(ক) পাকিস্তানী	...	...
(খ) ঋণপত্রীয়	...	...
অন্য মুদ্রার মুদ্রা		
(ক) পাকিস্তানী	...	...
(খ) ঋণপত্রীয়	...	...
হুণ্ডি ও ঋণপত্রের হুণ্ডি		
(ক) ঋণপত্রীয়	...	...
(খ) বাহিরের	...	...
(গ) সরকারী ঋণপত্রীয়সহ	...	...
পাকিস্তানের বাহিরে ঋণ	...	...
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি	...	...
অন্যান্য ঋণ, ঋণের ইত্যাদি	...	...
ব্যক্তিগত ঋণ		
অন্যান্য সম্পত্তি	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বর্ণিতিমের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (লাখ টা.)	বণ্ড ও অন্যান্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল্য মোট	সংখ্যা	বাজার দর					
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইস্টার্ন মেটাল	...	১,১১,১১,৩৫০	১,১৩,৩৬,১১৯	১০৲	১৯৲(ক)	৩৫৭	২৯৲-৩০৲	২৫৲-৩৫৲	২৮৲-৩৫৲	...	...	...
ফেরো	...	৫১,০০,০০০	৩৩,০০,১৫৭	১০৲	৫৲(ক)	১৮৫৭	১৮৲-১৯৲	১৯৲/৩	...	...	...	...
ইস্টার্ন মেটাল	...	১,৯১,০০,০০০	৪১,১৪,১১,১৪৯	১১৲	১৯৲ (ক)	৩৫৮	৫৯৲	৬৯৲	৬৯৲	৬৯৲	৬৯৲	...
বার্ড ...	...	৪৫,০০,০০০	১,৩৮,১১,৯৮৫	১০০৲	৯৯৲(ক)	৩৫৯	৫৯৲-৬৫৲	...	...	...	...	...
কেমকো	...	৬৯,৩১,৩৫০	১৫,১০,০০০	১৲	১৮(ক)	১৯৫৭	৯৩-৯৯৲	৯৫-৯৯৲	৯৫-৯৯৲	/ —	...	...
বাংলাদেশ	...	১০,০০,০০০	১,৩৭,৫১৲	১৲	৯৮(ক)	৩৫৮	৭৲-৭৯৲	৭৯৲-৮১৲	৮৫৲-৮৯৲	...	...	...
জিয়া মহুশালেশন	...	৩,৬৫,১৪,০০০	৩১,৯৩,৩১৲	১০৲	...	১৯৫৭	২১৫-২৯৫৲	২১৫/৩৯১৫৲	২১৫/৩৯১৲	৭১৲	৭১৲	...
ফার্মাসিউটি												
ফার্মাসিউটিক্যালস	...	১১,১১,০০০	১৫,৩৫,৩৩৲	১০৲	১৲	৩৫৮	...	...	...	...	২১৫/৩১১/৩ (ক্লোজ)	...
ইন্টারনেশনাল	...	১১,৯৬,৭৯০	১১,৯৫,৩৩৩	১০৲	১৲	১৯৫৭	৩৯৩	...	৩৯৫-৩৯৯৲	৩৯৲	...	...
ওষুধ শিল্প	...	১,৩০,০০০	৩,১৫,০০০	১০	১৲	১৯৫৭	...	...	...	...	...	৯৲
ফারমাসুল	...	১৩,৩৯,১০০	... ...	১০০৲	...	৩৫৮	...	...	...	...	...	...
ফারমা	...	১০,০০,০০০	১,১১,১১৲	১১০	১৯৲(ক)	১৯৫৭	৫১৲-৫৫৲	...	৮৫৲	৮১৲	...	...
বর্ণ ওষুধ	...	৯,১১,৩০০	৯,৩৩,০০০	১০৲	৯০	৩৫৭	...	...	...	...	...	১৫৲
বর্ণ লতুল	...	৯,৩০,০০০	১,১১,১৩৲	১১০	৯৮	১৯৫৮	...	...	...	...	...	৯৲
সিভি ফিজিক্স	...	১১,৯০,১৩০	১২,১১,১৯১৲	১০৲	...	১৯৫৭	১৯৫৲	২৯৫৩	১৫১৩	...	...	...
সিভি ফারমা	...	৯,৩০,০০০	৯,৩১,৩৯৯৲	১০৲	১৫৲	৩৫৭	...	...	...	...	১১৫৲	...
ফেডারেটি	...	১১,১৩,৩৯০	১১,১৩,৩৩০৲	১০৲	৯৩	৩৫৮	...	...	...	...	১৯৫৩	...
ফারমা	...	৯৫,৩৯,১৫০	১,১৫,১১,০৯০৲	১০৲	১৫৲	১৯৫৭	৯৩৫-৯৯৫৲	...	১৩৫৲	৯৫৲	১৭৫	...
ফোন	...	৬৯,০০,০০০	১,৯৩,০০,১৩০৲	১০০৲	১০৲	৩৫৮	...	৫৯৫৲	...	...	...	...
ফারম	...	৯০,০০,০০০	১৩,১১,১১৲	১০৲	৫৲(ক)	৩৫৭	৭১	...	...	৯৫৲	...	...
ফার্মিক	...	৯৫,০০,০০০	১৫,৯১,৩৫৲	১০৲	...	১৯৫৭	১৩৩৩	...	...	...	...	...
ফেডারেল	...	১৩,৯০,০০০	১,৩৯,০০০৲	১০৲	১৲	১৯৫৭	...	...	...	...	...	৭৫৲
ফার্মাসী	...	১,০০,০০০	৯,১৩,০০০৲	১০৲	১৲	১৯৫৭	...	...	...	...	...	১১৯৫৩
সিভিল	...	১,১০,০০০	৯,৩১,৭৫৲	৭১	১৩৩	১৯৫৭	...	...	...	...	...	৯৫১৩
ফারমা ফার্মাসুল	...	১১,১০,০০০	৯,১০,০০০৲	১০৲	১৲	৩৫৮	১৯৫/৩০৫৫৩	...	১৫/৩০৫৫৩	...	...	...
ফেডারেল ইন্ডিয়া	...	৫১,৩১,০০০	৭৫০৲	১০৲	...	৩৫৭	...	...	...	...	৭৫৩	...
ফারমেক্স কম												
এমিনি	...	১১,৩০,০০০	৩৩,১৫,৩১৲	১০৲	১৩৩	৩৫৮	১৩৯৩-১৩৩	...	১৩৩	...	...	...
ফারমা ফেরাটাইল	...	১১,৩০,০০০	১৩,৩৯,০০০৲	১৩০	১৩৩	৩৫৮	১১৫৩-১১৩৩	১১৫/৩-১৩৩৩	১১৫৩	...	...	...
ফেডারেল	...	৯৩,০০,০০০	১৫,৯৯,১১৲	১৩০	১৯৩(ক)	৩৫৭	...	...	...	...	...	৯৩/৩
ফারমা	...	১৯,৩০,০০০	১৩,৯৯,৩৩৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৮	...	...	...	...	...	৯৯১৲
ফার্মেসী	...	৯৯,৩১,০০০	১১,৩৫,০১১৲	১০৲	১৲(ক)	১৯৫৭	...	...	...	...	...	...
ফার্মিক	...	৯,৩৩,০০০	১১,১১,৯১৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৮	...	...	...	...	...	৮৭১৲
ফারমী	...	১৫,০০,০০০	১,৫৯,১০০৲	১০৲	—	১৯৫৭	১৫৩	...	১৫/৩-১৩	...	...	...
সিভিল	...	১৫,০০,০০০	৯০,৯১,৩৯০৲	১৫৲	৯৲(ক)	১৯৫৭	...	...	...	...	...	...
ফুটা		৯৯,৩০,০০০	৩৩,৩৯,১৫১৲	১০০৲	১৯৲(ক)	১৯৫৭	...	...	...	...	...	...
ফেডারেল	...	৯,৩৯,০০০ ১৯,৫১,৩১৫৲	১১,৯৫,৩৯০৲	১১৲ ১৩৲	৯০ (ক) ৯৲	১৯৫৭	...	...	...	...	...	৯৩৲

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনাদায়ীকৃত মূলধন (সমাপ্তান)	সভার ও অন্যান্য অধিবেশন	প্রতি অংশের অনাদায়ীকৃত মূল্য	মূল অনাদায়	অনাদায়	বাজার দর					শেষ বন্ধ দর
চা কোম্পানি												
আসাম	...											
হিমি	...											
ডুয়ার্স	...											
নেপালেস	...											
দার্জিলিং ইন্ডিয়া	...											
ডুয়ার্সী	...											
সাধারণী	...											
ডুয়ার্স	...											
টিনা	...											
ভটিয়া	...											
দার্জিলিং	...											
ম	...											
চা	...											
সমতল	...											
টিপুর	...											
ডোয়া	...											
ব(ন)	...											
চা	...											
ম	...											
টি	...											
নাম	...											
সাহেবী	...											
চা চাঁদমিরাম	...											
চা-কর্পোরেশন	...											
বসন	...											
(	...											
ম	...											
ডেলস	...											
বিজয়	...											
ডুয়ার্স	...											
ডু	...											
ট্রি	...											
ঘাটে	...											
চা	...											
ইন্ডিয়া	...											
ই	...											
ম	...											
বসুধা	...											

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাজারীকৃত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্রের ইস্যুমূল্য	প্রতি শেয়ারের বাজারীকৃত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	লভ্যাংশ %	বাজার দর					
						১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	শেষ লেনদেন দর
ব্যাংক											
ইস্টার্ন ব্যাংক	১,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	১০০	১৫০ (শে)	১৯৯৯	৬৯০	৮৭০-৯০০	৯৫০-৯৫০	৯৫০	৯৫০-৯৫০	৯৫০
ন্যাশনাল ব্যাংক	১৫,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০	১০০	১৫০ (শে)	১৯৯৯	৫৫০	৫৫০	৫৫০	৫৫০	৫৫০	৫৫০
ন্যাশনাল ব্যাংক	৬০,০১,৩৫,০০০	৩০,০০,০০০	১০০	১৫০ (শে)	১৯৯৯	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
ন্যাশনাল ব্যাংক	৩০,০০,০০০	১৫,১০,০০০	১০০	১৫০ (শে)	১৯৯৯	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
ন্যাশনাল ব্যাংক	৫০,০০,০০০	২

যৌথ প্রতিষ্ঠান

নাম	অনুমোদিত মূলধন (সংখ্যায়)	মূল্য ও অর্থের অঙ্কে	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	অংশ সংখ্যা	বিভাগ	বাজার					শেষ লেনদেন
সরকারি											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৪৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৮ [৴৹ আনা

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা	১১৫
প্রাসঙ্গিক	
১৩এ অক্টোবর, আবার আন্দোলন, সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের...	
কাস্টমারের তাৎপর্য্য	১১৭
সংখ্যালিপি	
সরল, গ্রাফিক্যাল, লেখচী	১১৯
স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য আমাদের শ্রীকরকমল বোসজী	১২১
বিশেষ প্রবন্ধ	
ইং ১৯৩৯এর বাজেটে করভার মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ নীতির সমর্থন—অন্য বিকল্প	১২৩
সংবাদ	১২৭
অনুলোচনা	
একটি নূতন পদ্ধতি	১২৯
পণ্যমূল্যের বাজার	
পাটের ধরের অতিরিক্ত বাড়ে সম্ভব	১২৯
বাজারের কথা	
সোনার বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা	১৩০
মৌখিক	
কয়লাখনির উচ্চ আয়	১৩২

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। পূজা উপলক্ষে "আর্থিক ভারত"এর প্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকায় আমরা ইতিপূর্ব্বে ওই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই। অতএব কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ওই প্রসঙ্গ লইয়া বর্ত্তমানে আমরা আলোচনা করিতেছি।

এই অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থে প্রথমেই সরকারী প্রস্তাবের প্রধান দফাগুলি উল্লেখ করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবের সোজাসুজিই বলা হইয়াছে সরকারী ব্যয়ের খাতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান যাহাতে এই বৎসর হ্রাস পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়ত্রই অতঃপর এই আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার প্রয়াস করিতে হইবে এবং আগামী বৎসর হইতে যাহাতে সর্ব্বক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত বাজেট উপস্থাপিত করা যায় তাহার জন্য কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করা হইবে না। অর্থসচিবদের একটি কমিটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্থিরীকৃত পরিকল্পনাসমূহের অগ্রগণ্যতা বিচার করিবেন এবং কোন্ কোন্ পরিকল্পনা আশু কার্য্যকরী করিলে সর্ব্বাধিক লাভ হইবে ও কোন্ কোন্ পরিকল্পনায় কিছুকাল পরে হাত দিলে অথবা সংক্ষিপ্ততর আকারে হাত দিলেও কোনরূপ অসুবিধা হইবে না, তদ্বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনার অঙ্গীভূত অংশ হিসাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন অথবা মাদকবর্জ্জন বিষয়ে তাঁহারা কেন্দ্র হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পাইবেন না।—যেসব ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে কৃষি অধিকর প্রচলিত নাই সেসকল ক্ষেত্রে উক্ত অধিকর ধার্য্য করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পরামর্শ প্রদান করা হইয়াছে। দুষ্কাকর বিলটি যে শীঘ্র আইনে পরিণত করা হইবে ইহাও জানান হইয়াছে।

চিনির দুর্মূল্যতার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাহা সরকার চিন্তা করিতেছেন। কেরোসিন, লোহা, ইস্পাত এবং সিমেন্টের বণ্টনব্যবস্থা যাহাতে উন্নততর হয় তাহার জন্য একটি সুচিন্তিত সরকারী পরিকল্পনা শীঘ্রই ঘোষিত হইবে।

জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাসসাধনের উদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে ঋণ-বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ঋণসমূহ সম্পর্কে তাঁহাদের আন্দোলন প্রবলতর করিবেন স্থির করিয়াছেন। অল্পসঞ্চয়কারীদিগকে, ডাকঘরে টাকা জমা রাখা সম্পর্কে, অধিকতর সুবিধা প্রদান করা হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় বোর্ড প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বণ্টনের পাঁড়াদান নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে যে পরিমাণ

অর্থ সঙ্কোচন বন্ধন বাবত প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার যতখানি হার অথবা প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধনের উপর শতকরা ও টাকা হিসাবে, ইহার মধ্যে যে সংখ্যা উচ্চতর উহাপেক্ষা বেশী সঙ্কোচন বন্ধন অতঃপর নিষিদ্ধ হইবে।

"অতিরিক্ত লাভ কর" জনক এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য "অতিরিক্ত লাভ কর"এর টাকা আরও তিন বৎসরকাল প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকটইতে আদায় করা হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। কেবল উৎপাদক যন্ত্রপাতি ক্রয় বিষয়েই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে।—উৎপাদনবৃদ্ধি যে মূল্যবৃদ্ধি-নিরোধের অন্যতম প্রধান উপায় এবং এই উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতীত যে বর্তমান ভারতের ঐতিহ্য আশা সুদূরপরাহত, তাহা সকল উপলব্ধি করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকার আকারের সকল প্রকার অর্থপরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাহাতে মূলধনের খাতে অধিকতর পরিমাণ অর্থ বায় দেওয়া যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন মূল্যই প্রদান করিতে হইবে না, এইরূপ স্থির হইয়াছে। বিদেশীয় মুদ্রাসহ বিদেশ হইতে কাঁচা মাল ও নৌকল যন্ত্রপাতি আমদানি সম্পর্কে শুল্কমুক্ত নীতি অনুসরণ করা হইবে, কিন্তু এমন কোন পন্থা বন্ধন করা হইবে না, যেখানে আমদানিকৃত মালগুলির সমজাতীয় অথবা উৎপাদকদের কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে।—শিল্পসংক্রান্ত এই সব সুবিধাবিষয়ক প্রাথমিক ঘোষণার পর গত শুক্রবার দিন (১২ই অক্টোবর) এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘোষণায় বর্ণিত বিবরণে জানানো হইয়াছে যে, ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব নির্ধারণ হইতে শুরু করিয়া ১লা এপ্রিল তারিখ (১৯৪৮) অথবা তার পরবর্তী তারিখে নির্মিত দৃঢ়াদি ও সংস্থাপিত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য বরাদ্দের বিশুদ্ধ হারে মূল্যাপকর্ষ বাবত ছাড় দেওয়া চলিবে এবং তৎপরে বর্তমান হারে ছাড় দিতে হইবে। তবে এই থাকিবে যে, কোন ক্ষেত্রেই মূল্যাপকর্ষ বাবত নেট ছাড়ের পরিমাণ যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্যালেখা অধিক হইতে পারিবে না। যে সব কারখানার তিন শিফটে (Shift) কাজ হয় তাহাদের জন্য মূল্যাপকর্ষ খাতে স্বাভাবিক হারের উচ্চতম হিসাবে শতকরা একশত ভাগ পর্যন্ত অধিক হারে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া যাইবে।

নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার সুযোগ দানের জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত বিধা ঘোষণা করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে যদি দেখা যায় যে, পাতির দাম বর্তমানের চেয়ে দাম অপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে, তাহা হইলে এই মূল্যহ্রাসের পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যাপকর্ষরূপে হিসাব হইতে দেওয়া যাইবে।

কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কার্য্যারম্ভ করিলে তাহাদিগকে মূলধনের আদায়ীকৃত মূলধনের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশের পরিমাণ অবধি, পাঁচ বৎসর, পর্যন্ত কোন আয়কর [illegible] হইবে না। [illegible] তিন বৎসরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সরকার তাহা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ভারতে প্রস্তুত অনুরূপ দ্রব্যাদির কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচা মালের উপর আমদানি শুল্কের কিয়দংশ হ্রাস করার সম্ভাব্য সরকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার উপর বর্তমানে প্রচলিত শতকরা ১০ টাকা হারের শুল্কের স্থলে শতকরা ৫ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণী শুল্ক প্রয়োগের অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়টি শুল্ক সংসদের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইলেকট্রিক মোটর, বেল্টিং ইত্যাদির ন্যায় কয়েকটি বিশেষ সামগ্রী ছাড়া সর্বশ্রেণীর যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এই আমদানি-শুল্ক-হ্রাসনীতি প্রযুক্ত হইবে।

শিল্প সংক্রান্ত কাঁচা মালের ক্ষেত্রে ক্রোমাইট পেপারের এবং কোটেড অ্যাসেসিও প্রস্তুতকারকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত এনামি ও সিনথেটিক রেসিন এর উপর সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহার করা হইবে। তুলার সুতার উপর আমদানি শুল্ক রহিত করা হইবে এবং রাসায়নিক দ্রব্য, চশমার কাচ ইত্যাদির উপর মূল্যানুযায়ী শতকরা তিরিশ টাকার স্থলে মূল্যানুযায়ী শতকরা কুড়ি টাকা শুল্ক ধার্য করা হইবে। লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা, প্রাফাইট-টেড, ইলেকট্রোড ইত্যাদির উপরকার বর্তমান শুল্ক রহিত করা হইবে। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে আরও অনেকটি ক্ষেত্রে শুল্ক রহিত করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন। সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বন্টন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং উক্ত পরিকল্পনা সংযুক্ত করিয়া ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনপূর্বক একটি বিশেষ আইন বর্তমান সপ্তাহেই জারি করা হইবে। বর্তমান পরিকল্পনাকে বিশেষ আইন জারির তারিখ হইতে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত বলবৎ রাখার সরকারের আন্তরিক বাসনা।

আয়কর উপায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার জন্য আইন পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে আইন প্রণয়ন করা হইবে। কাঁচা মাল এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত আমদানি শুল্কের প্রস্তাবিত সংশোধন ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য গত ২২এ অক্টোবর তারিখে সাময়িক শুল্ক আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূলধনী নিয়ন্ত্রণের সরকারী পরিকল্পনা সর্বাঙ্গীণ ভাবে সফল করিবার জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের বিধানসভার প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র একই ধরনের সরকারী নীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। সেই সহযোগিতা ও একাত্মবোধের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আগামী ২৯এ অক্টোবর তারিখে নূতন দিল্লীতে ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের এক বৈঠক আহূত হইয়াছে। মূলধনী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জটিলতার কথা বিবেচনা করিলে বর্তমান অবস্থায় এই বৈঠকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হইবে।

আমরা আগামী সংখ্যায় সরকারী পরিকল্পনার বিভিন্ন দফাগুলি বিশ্লেষণ করিব।

প্রাসঙ্গিক

২১শে অক্টোবর

ভারতীয় জাতির ইতিহাসে ২১শে অক্টোবর চিরস্মরণীয় দিবস। আজ হতে পূর্ণে ১৯৪৩ সালের এই দিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন।—তাহার তখনও ইংরাজ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন সরকারী ভণ্ডামীর প্রকোপে স্তব্ধ। একদিকে নিরাশ দুর্দিন ও অন্যদিকে দুঃসংবাদের সরঞ্জাম টীকাভাষ্যের নিষ্ফল ঘোরাফেরার ফলে পড়িয়া জাতি তখন যেন দুয়ার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছিল। জাতির এই আত্মঘাতীন আধারীন দুর্দিনে বহির্ভারতে অবস্থিত ভারতীয়গণের সহায়তায় গঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সুভাষচন্দ্র আজাদী হইতে মাত্র কয়েক অধিবেশন করিয়া সোনান (সিঙ্গাপুরে) পৌঁছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘের (Indian Independence League) নেতৃত্ব তখন বসিয়া গ্রহণের সমারোহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেখা তাহাদের বলিলেন যে, "ভারতের দ্বারে ভারতীয়দের একত্রিত করিয়া বিরা সুসংবাদ তাহারা তাহাদিগকে দুঃখ ও অন্ধকারের পথে টেনেছে বিরা ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতীয়দের উদ্যোগ হইতে রীতিমত হইয়াছে এবং সেই অবস্থিতির স্থানের জন্য সাধনের জন্য একত্রিত্ব স্থানিয়ের প্রয়োজন।" তিনি ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে, এই "স্থানিয়" কেবলমাত্র ভারতের বাহির হইতেই গড়িয়া সম্ভব। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বাঙ্গক হইতে প্রচারিত তাঁহার একটি বেতার বক্তৃতায় ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "আজ দেশের অভ্যন্তরে যে ভারতীয়রা আছেন, দেশ সংগ্রামের জন্য তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের আছে। অভাব আছে কেবলমাত্র একটি জিনিষের—মুক্ত সেনাদলের, এই মুক্ত সেনাদল ভারতের বাহির হইতে গড়িয়া তোলে এবং কেবলমাত্র বাহির হইতেই ইহা গড়িয়া সম্ভব।"

এই ঘোষণার অব্যবহিত পরে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সকাল সাড়ে-দশ ঘটিকায় সোনান-ভাই-চায়ো-বাঙ্কোকের প্রাঙ্গণে সমবেত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্মুখে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তিনি স্বরচিত-ই-আজাদ-হিন্দের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঘোষণাপত্রে অবস্থিত ভারত সন্তানদের কর্তব্য নির্দেশ প্রসঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের উল্লেখ করিয়া তিনি এই ঘোষণাপত্রে বলেন :—

"স্বাধীনতা আজ আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারত-বাসীর কর্তব্য হইল একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা এবং একটি পতাকাতলে সমবেত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু ভারতের সংগ্রাম যেরূপ আজ দাঁড়াইয়াছে, অবস্থাবারণত সম্পূর্ণ ভিন্ন, এ অবস্থায় আমরা অস্থায়ী সরকার গঠন করা যা সে সরকারের অধীনে সমর সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নহে। সেজন্যই পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কর্তব্য হইল সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সমর্থন লইয়া স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করা এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সাহায্য লইয়া স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।"

এইরূপে যে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠিত হইল অবিলম্বে জার্মানী, ইতালী, জাপান, ব্রহ্ম, ফ্রান্স প্রভৃতি আটটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাকে স্বীকৃতি দান করে এবং নভেম্বরেই কার্যভার তাহাকে বৌঝিয়া জাপান করেন। বিভিন্ন স্বাধীন দেশ কর্তৃক ভারতের এই অস্থায়ী জাতীয় সরকারের স্বীকৃতির উল্লেখ করিয়া পরলোক-গত স্বীকৃতা প্রবীণ কংগ্রেসনেতা ভূলাভাই দেশাই লিখিয়া করেন যে, ইহা স্বাধীনতাকে ভারতের দ্বারপ্রান্তে আনিয়া দিয়াছে। এই সরকার গঠিত হইবার পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্বসম্পন্নরা আরও দৃঢ়বিধিত। সরকার গঠনের পরে একবৎসর না যাইতেই "চলো দিল্লী" ধ্বনিতে ভারতের সীমান্ত মুক্ত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান এবং রক্ত-আসারের দুর্দম বিক্রমে সমস্ত পরাধীনের আত্মবলিদান। আজাদ হিন্দ ফৌজকে দুর্বার আঘাত করিয়া নেতাজী বলিয়াছিলেন "অন্ধকারে এবং আলোকে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকিব।...তোমরা যদি আমার অনুসরণ কর আমি তোমাদিগকে বিজয় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিব।"

আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি, নেতাজীর সাধনা ও যজ্ঞ আজ সফল হইয়াছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যদেবতার অভিশাপে, বাংলা মায়ের কণ্ঠের মণিরত্ন সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নাই। অন্তরস্থ হৃদয়ে আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি। তাঁহার প্রতি আমাদের যে কত অপরিশোধ্য, সেই অভিব্যক্তির কথা আজ আর একবার উল্লেখ করিতেছি। নিরুদ্দেশের পথে তাঁহাকে আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু আমাদের হৃদয়লোকে তাঁহাকে আমরা কিন্তুই হারাই নাই, কোনদিন হারাইব না। আজ স্মরণ করি আমাদের নেতাজীর আহ্বানে অনুপ্রাণিত সেই অগণিত মহীয়সীকে যাহাদের আত্মদানের বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা নিকটতর হইয়াছে। ইহাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতির ইতিহাসে ২১শে অক্টোবরের তাৎপর্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রতিবৎসর এই দিনটি যথারীতি স্মরণ করিয়া ভারতের ঘরোয়াতি তাহার অন্তরে স্বাধীনতার বহ্নিশিখাকে প্রোজ্জ্বল রাখিবে।

—রক্ত দিল।

আবার আক্রমণের :

ভারতের বর্তমান আইনমন্ত্রিত প্রধানত বি. আ আম্বেদকর অতীতে বহুবারই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বর্তমানে তিনি যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্য তখনকার সংবিধানের বেতারদেশে সেই কংগ্রেস বিরুদ্ধে তাঁহাকে তখন বিষোদ্গার করিতে আর দেখিয়াছি। "What Congress has done to the Untouchables"? বা "অস্পৃশ্যদের প্রতি কংগ্রেস কিরূপ আচরণ করিয়াছে।" নামক পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার সেই অসংকীর্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ হই আছে। এই পুস্তকে তিনি ভারতের গান্ধীজীর নেতৃত্ব আন্দোলন সম্পর্কে যে তখন মারাত্মক অভিযোগ করিয়াছে মীচতার তাহার তুলনা মিলে। সেই আম্বেদকরই যখন ভারতের মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করেন তখন আমরা এই ধরণের কংগ্রেসী ঐক্যের বিরুদ্ধে হইতের প্রতিবাদ করি নাই। দুইটি কারণে প্রথমতঃ পরাধীন ভারতের রাজনীতিতে যে কুটি সুবিধাবাদের স্থানের স্থিল তাহাকে তাঁ আম্বেদ বিরাট একটি সুবিধাভোগী মনোবৃত্তি বিরোধী আম্বেদকর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীকে বাহিরে সাধিত্যাধীন মনে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন ভারত রাজনীতিতে তাঁহার সাধিত্যাধিকার অন্ত তাঁহাকে ভুলপথে বিলম্ব করিবে—ইহাই আমা আশা করিয়াছিল। দেশ বিভাগের পরে বিভিন্ন রা সাধিত্যান করলিত বিভিন্নদের ইসলাম ধর্ম গ্র করার পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়া তখন আমাদের এই আশা যে একেবারে অমূলক এইরূপ মনে হইয়াছিল।

কিন্তু আজ বুঝিতেছি "বিশ্বাসের সেই মূ অন্ধকারে লুপ্ত হইয়াছিল সত্যিকার ভারতের ঐক্য সৃষ্টি করিবার জন্যই। আম্বেদকর সাহেবের বহু মতবাদের ও কার্যকলাপের যথার্থতার কথা আম বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি না। তবে তিনি আইনমন্ত্রিত, তাহাদের উচিত ছিল সমস্ত তাঁহার "রাষ্ট্রনিষ্ঠ" কংগ্রেসী নেতৃত্বকে বিশ্ব ভাবে একবার করা আবশ্যক। কিন্তু কিছুকাল পূ সংবাদে বিভিন্ন ভারত তখনী সংঘে সম্মেলনের সভাপতিত্বে তিনি ঘোষণা করিবার পরামর্শ দি কংগ্রেসের প্রচার এবং কাহার ঐক্য সম্বন্ধে সকল বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেন—আমরা ঘটি দেখা এই শীঘ্র তাহা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সে আচরণের পরেও যে তাহাকে কি করিয়া বিশ্ব বৈঠকের ভারত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সেকথা চিন্তা করিলে এ তাঁহার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ভোলেটিয়া কথা করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়াছি।

কিন্তু যে সকল পুরাতন কথা আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহা হইল আম্বেদকর সাহেবের বোম্বাই-এর উপর রাষ্ট্রী- উপলক্ষ করিয়া তিনি কলিকাতার উপর রাষ্ট্রনীতিক-অভিযোগ সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার কথা আমরা বলিয়াই আমরা ভুলে করি। তিনি বলেন পরিস্থিতিতে বিষয়ে বলিয়া আমিয়া থাকিতে পারে

[illegible] ইহার মুক্তিদাতা আসল কথা সহজভাবে বলা হইতেছে না। কিন্তু তুর্কিস্থানি প্রমাণ হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহাকে স্বদেশভূমে আশ্রয় দিতে পারে না, কারণই এমন কোনোরূপে অধিকারভুক্ত করিতে চাহিবে না যাহা তাহার সমস্ত অধিবাসীকে বিপন্ন করিতে পারে। তুর্কিস্থানি প্রমাণ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তুর্কিস্থান সরকার দাবি করিবেন, তাহা অস্বীকার করিলে তুর্কিস্থান সরকার তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল কারণে তুর্কিস্থানি প্রমাণ হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহিবে না। তুর্কিস্থানি প্রমাণ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তুর্কিস্থান সরকার দাবি করিবেন, তাহা অস্বীকার করিলে তুর্কিস্থান সরকার তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল কারণে তুর্কিস্থানি প্রমাণ হইলে কোন রাষ্ট্রই তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহিবে না।

সমস্যা অবশ্য তাহা আফগানিস্তানে এই উদ্বাস্তু লোক উহার সীমান্ত পার হইয়া আসার পর সরকার এবং সিদ্ধান্তের জন্যই আসল কথা। কিন্তু যদি প্রাথমিকভাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অনির্দিষ্টকাল আশ্রয় দিতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহাদিগকে কোথায় কিভাবে রাখা হইবে তাহাও একটি সমস্যা। তাহাদের সংখ্যা কত হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের সংখ্যা কম হইবে না। তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে হইলে তাহাদের জন্য বিরাট শিবির খুলিতে হইবে। তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের জন্য বিরাট শিবির খুলিতে হইবে। তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের জন্য বিরাট শিবির খুলিতে হইবে। তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[illegible]

তাহাদের [illegible] তাহাদের [illegible] তাহাদের [illegible]

সংবাদলিপি

লণ্ডন

প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন—ব্রিটেনের শ্রমিকদের জীবনধারণের মানে উন্নতি—মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর জীবনধারণের মানের অবনতি—আগষ্ট মাসে আমদানি হ্রাস—ব্রিটিশ ক্যানেডিয়ান বাণিজ্য আলোচনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৭ই অক্টোবর,—লণ্ডনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রিটিশ ডমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের ফলাফলের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহা লইয়া নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। ভারতীয় অবস্থিতির প্রস্তাব পাশ হইবার পর যে, ভারতের সাধারণতন্ত্রের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সেইজন্য ঐ প্রস্তাবানুযায়ী ভারত ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারে না, অথচ পণ্ডিত নেহরু ও অন্যান্য নেতারা যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করিয়া ভারত কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি এইরূপ বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা হইলে অন্যান্য ডমিনিয়নের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাই এখন বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

ভারত কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত থাকিলে ব্রিটেনেরই লাভ হইবে বেশী। কারণ ভারতে কমনওয়েলথের সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বাস এবং ভারতের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত ব্রিটিশ দ্রব্যাদির পরিপন্থী কিনা হইয়া উঠিবে ইহাও নিঃসন্দেহ। এশিয়ায় কম্যুনিজমের কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে যদি মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয় তাহাতে ব্রিটেনেরই লাভ হইবে বেশী। তাহাই বিশেষ সুবিধা দিয়াও ভারত যাহাতে কমনওয়েলথে থাকে ব্রিটেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে এখানকার অধিকাংশ জীবনধারণের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রমিক প্রতিনিধিগণ যে প্রচার করিতেছিল তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মি: মার্কস্ আরনল্ড এক তথ্যপূর্ণ পুস্তকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রিটেনের অধিকাংশ জীবনধারণের ব্যয় যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেকে শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর লোকের জীবনধারণের ব্যয় তখনকার শতকরা ৯০ ভাগ ও ৩০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের বৎসরের বৃদ্ধি অপেক্ষা আগে ব্রিটেনের বাণিজ্য হ্রাস পেয়াছিল কিন্তু সেই তুলনায় গত আগষ্ট মাসের ব্রিটেনের আমদানি রপ্তানির যে বিশেষ পার্থক্য দিয়াছে তাহাতে ব্রিটেনের বাণিজ্যের উন্নতিই সূচিত হইবে। উক্ত মাসে ব্রিটেনের রপ্তানি ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানি মালের মূল্য ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আর আমদানি মালের মূল্য (বীমা ও ভাড়া বাদে সমেত) প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত হইয়াছে। সরকার সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৩৮ সালের প্রথম ছয়মাসে প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতি পড়িবে। সেই হিসাবে জুলাই ও আগষ্ট মাসে যে আমদানির পরিমাণ কিছু কমিয়াছে তাহা আবার বলা বাহুল্য।

ব্রিটেনের অর্থসচিব স্যার হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ও ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে উভয় সরকারের প্রতিনিধিরা সিমলায় মিলিত হইয়া যোকদমা করিয়া উভয়ের আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবেন। অটোয়া কনফারেন্সে যেসব কথা হইয়াছে যে উপলক্ষে উহাতে একটি ব্রিটিশ ক্যানেডিয়ান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে এবং এই কমিটিই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবেন।

ওয়াশিংটন

নির্বাচনের মুখে ট্রুম্যানের মিতব্যয়িতা—যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে উৎসাহহীনতা কেন?—কর্মবিরতির আশঙ্কা ও নৈরাশ্য—যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার বাজার আসিবে কি?

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৩ই অক্টোবর—প্রধান বিচারপতি ভিনসনকে আদেশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আবার সেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। ফলটা শীঘ্রই সংশোধন করা হইলেও নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে এইরূপ ভুল করায় তাহা ট্রুম্যানের সাফল্যের সম্ভাবনা আরও কমিয়া দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও লোকমতের রাশিয়া অথবা বর্তমানে যে রেষারেষি চলিতেছে তাহার ফলে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিলেও তাহার আশঙ্কা এখনও কম বলিয়া মনে হয়। তবে যুদ্ধসজ্জা যে দুই দিকেই পুরাদমেই চলিতেছে ইহা গোপন কথা নহে। বিশ্ব ব্যাঙ্কব্যবস্থার ভেদনীতি মি: ট্রুম্যান যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে রাশিয়া আজ দুই দিনের পর দিন তাহার সমালোচনা করিতেছে এবং ইউরোপকে সাহায্য করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হইয়া যাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রও তাহা ট্রুম্যানের ভোল চালিয়া পড়িতেছে।

বিশ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এইরূপ [illegible] বাজারে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। লোক এখন চড়া বাজারে আমিনার ব্যবস্থাদের সেয়ার বাজারে কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। বিভিন্ন বিষয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ও লভ্যাংশের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্ব বাজারে এই বিষয়গুলির মূল্য বড় বেশী নহে। কিন্তু সেয়ার বাজারে ব্যবসায়ের আশাময় যেন এত বেশী চিত্রিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অত্যাবশ্যক ও আংশিকভাবে অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন দ্বারা সেয়ার বাজারের এই মৌলিক দুর্বলতা দূর হইবে না।

যুদ্ধের অন্ত এ প্রকাশ্যভাবে ইতিমধ্যেই অনেক আমেরী ব্যবসার মুনাফা—উৎপাদকের ও ব্যবসায়ীদের ব্যয় হ্রাস হইবে কিন্তু তাহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। সরকারের সমাধিক করে দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি না পাইয়া বরং এই বৎসরের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইবে। তবে কৃষিজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

ইউরোপ ঘুরে পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কংগ্রেসম্যান বলিয়াছেন যে সাহায্য প্রদান [illegible] যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেয়া হইলে অর্থের সদ্ব্যবহার-সম্বন্ধে সাহায্য দেয়া কিন তাহাতে না। তাহাড়া ইউরোপ ঘুরে পরিকল্পনার মধ্যে যে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছে সেই সম্পর্কে বৈদেশিক বহু দেখা যাইবে, প্রকাশিত হইতেছে। মিঃ হেনরি টাইলর সম্প্রতি সফর করিয়াছেন পুরু ইউরোপের কতগুলি দেশে যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিশেষ শ্রেণীর মদি পাঠাইতে অস্বীকার করিলে সেই সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশ যেমন, পুইইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইডেন ইতর ভাল স্যোমি করিয়া ত্রুটি লাভ করিয়াছে। আবার ইউরোপ ঘুরে পরিকল্পনাকারী

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
৪৩, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,

ফোন
ক্যাল ২২৬০
(৩ লাইন)

ফোন
পি কে ৪৬৭
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের বিভাগসমূহের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ১৮টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবার সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সমৃদ্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

জনস্বাস্থ্য

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

আচার্য শ্রীজ্ঞানমুকর ঘোষাল

ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা কখনও সহজ ছিল না। তখনকার ভারতের ছিল একদিকে অসংখ্য অশিক্ষিত এবং অজ্ঞদিকে অভিজ্ঞাতবর্গের লোক। এই দুই অবস্থাবিশেষই কর্মবিকাশের পক্ষে বাধাজনক এবং ইহারই ফলে আমাদের জাতীয় খাদ্যের অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে। দূরের সমুদ্রপার আমরা বরাবরই আতঙ্কের সঙ্গে করিয়া এবং বহুবিধ কেজাদুরিজির খাদ্য সমাধানকল্পে করিয়া আমাদের সেই দুইটী শ্রেণীর খাদ্যের খাদ্য একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্ববর্তীকালের যে অভাবটি এই অবসরে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অথচ খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কর্মজীবনের কোন সার্থকতা থাকে না।—শ্রীবৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধিরও কোন অর্থ হয় না। আমি সেই জন্যই বর্তমান প্রবন্ধে খাদ্য ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। বর্তমান অবস্থাতেও যে সকল খাদ্যের সাহায্যে balanced diet গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি বিশেষ করিয়া সেই সম্পর্কেই আমি কিছু বলিব।

* * * *

অন্ন খাদ্যের বিচারে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। খাদ্যের সহিত ইহা সংমিশ্রিত না হইলে আশানুরূপ শারীরোন্নতির আশা নাই। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের পরিষ্কারে ব্যায়ামাচরণের অবসর কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিশ্রমিত খাদ্যের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইহার সহিত জড়িত হইয়া সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের উপর আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই সত্য অনুধাবনে বিলম্ব ঘটিলে এবং এই সমস্যা দূরীকরণে সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা না করিলে জাতি পঙ্গু হইয়া যাইবে।

—অপূর্ব পোষণ বর্তমানে সমগ্র জগতের সমস্যা। কিন্তু প্রাচ্যে এই সমস্যা অধিকতর। ভারতবর্ষ কঠিনভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন। জীর্ণবস্ত্র দরিদ্রের বেশ। সামাজিক কুসংস্কার, অসহ্য রীতি এবং বেশবাসী অজ্ঞানতা ইহার সহিত যুক্ত হইয়া জাতির স্বাস্থ্যের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। রাজনিক নিষ্ক্রিয়তাবাদ—যাহা আমাদের চিন্তার নিত্য এবং চেষ্টার অন্তরায় পরিপোষক—এই প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই দৃষ্টির সুযোগ পাইয়াছে। পরাধীন ভারতে ইহা উপাদেয় ছোকড় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে এই মনোভাব এখন জাতির সর্বনাশক, জাতীয় বিলুপ্তির সহায়ক।

অপূর্ব পোষণের অভাব দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষে প্রকটিত। যে সমস্ত দেশ পরাধীন এবং যেখানে স্বয়ংশাসনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত, সেই সমস্ত জাতি দুর্ভিক্ষের লীলা নিকেতন। সেই জন্যই আজ পাশ্চিম রাশিয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরাধীন দেশে দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা যুদ্ধ বা সংক্রামক ব্যাধি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ ও সংহারক ফল প্রসব করিয়াছে। ইহা ইতিহাস কোন্নাদীর সময় হইতে আজ পর্যন্ত ভারতের উপর বিষম বলিয়া বিরাজ করিতেছে এবং কত অসংখ্য লোক যে ইহার কবলে পতিত হইয়া শেষ হইয়াছে তাহার হিসাব করিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। ১৮৭৬ সালে মাদ্রাজে প্রায় ৩,৫০,০০০ লোক দুর্ভিক্ষে পতিত হয় দুর্ভিক্ষের কালে আমরা জন্ম হয়, পাশ্চাত্যদেশ অবতরণ হয় এবং নৈতিকশক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

অপূর্ব পোষণের ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি যে কতটা অবনত হইয়াছে তাহার বিশদ করিবার সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে যে সমস্ত বিষয়ের জন্য এবং পরিসংখ্যানে উপযোগিতা সমস্ত আমরা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশের ভয়ংকরপ্রেরিত পরিচয়ক্ষণ, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে কি কোন লাভ হইবে? এই সমস্ত ঘনীভূত তারল দূর করিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে আমাদের মুক্তি কোথায়?

শারীরিক শক্তির অভাব, মৈথিক অবসাদের মূল, চক্ষের নিস্তেজতা এবং নানাবিধ ব্যাধির প্রসার অপূর্ব পোষণের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাত, রুটী খাইয়া থাকি। ইহাতে কার্বোহাইড্রেটের অনেক বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা অনেক কম। বিশেষতঃ প্রাণীজ প্রোটিনের মাত্রা ত আরও কম। আমাদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাই, ঘিনাবাদাম এবং ভাইটামিনের বিশেষ অভাব হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ভাত খাওয়া, তার উপর আবার কলে ছাঁটা চাউল ব্যবহার এবং তাহার ফেন ফেলিয়া দেওয়ার ফলে ভাইটামিন বি১-এর একান্ত অভাব ঘটে এবং তাহার পরিণামে বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব হয়। দাদা মহুয়া এবং কুরিবাঁশির আটায় ভাইটামিন বি১ থাকে না বলিলেই হয়। ভাইটামিন বি১-এর অভাবের ফলে বৈশপ্রবণতার বৃদ্ধি হয়, বালক-বালিকা এবং তরুণ তরুণীর মধ্যে শারীর শক্তির অল্পতা দেখা যায় এবং শিশু মৃত্যুর হার অত্যধিক বর্দ্ধিত হয়। কুঁড়াসমেত চাল এবং যুগি সমেত আটা ব্যবহার এবং ভাতের ফেন না ফেলা দ্বারা ভাইটামিন বি১ বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা ব্যতীত দুধ, ডিম, আলু, কচি মূলা এবং ডাল ব্যবহারে ভাইটামিন বি১ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ভাত ও রুটী কতকটা কমাইয়া তাহার বদলে আলু, কাঁচা আলু, মাখন, ঘাঁটী, বাদাম এবং কাঁচাকলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই তালিকা বহু, যথেষ্ট পরিমাণেই ইহা আছে। এই সমস্তগুলি ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারও পাওয়া যাইবে।

কার্বোহাইড্রেট শরীরে তাপ ও শক্তি (energy) পরিমাণ মতের সামঞ্জস্য যোগায়, অন্যান্যদেহের ক্ষিয়ের অবলম্বি, শরীরে স্নেহের পুষ্টি প্রভৃতি ঘটে। অন্ন কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনাধিক্য হয় বেশী অতিরিক্ত ইহার ফলে বদহজম এবং পেটের ভাইকোভেদের যথেষ্ট হয়, চক্ষের দৃষ্টির যথেষ্ট মিনমিটি এবং অম্লাম্লাইডোসের ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা ঘটে।

আমাদের কার্য শরীরে উত্তাপ ও শক্তি : করা। ইহা কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষা প্রায় ৫ গুণ অধিক আলোকি প্রদান করে। আ থাকে আমের দুধেই অভাব। সাধারণ লো প্রয়োজন তৈলের উপরই নির্ভর। যে ভাইটামিন "এ" আছে তাহাই প্রেম। মাখন, দুধ সরে ভাইটামিন "এ" যথেষ্ট পরিমাণে আ সাধারণ আমা, শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি, শক্তি প্রভৃতির শক্তি ও আমা ভাইটামিন "এ"র সংযোগ। সেইজন্য মাখন বা দুধের বিশেষ প্রয়ো আছে। ইহা ব্যতীত ঘৃত, তিল, ছানা, মাখন, শাক, বাদামতৈল, নারিকেল তৈলাক্তকার তৈল এবং কোনটিতে যথেষ্ট পরিমাণে এই ভাইটামিন আ যায়।

অত্যধিক ভাই ব্যবহারে পরিপাক শক্তির শরীরে আইয়োডিনের অভাব হয়, ফলে গ অভাব বৃদ্ধি, শরীরের বাহ্যি নিষ্ক্রিয় অবস্থার প্রভৃতি ঘটে। এই যাদের মূলায় অধিকা। সো ঘটাই সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করা মূলে পাওয়া যাইবে।

প্রোটিন শরীরের অক্ষুণ্ণতা এবং গঠনকা প্রোটিন বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। ইহার অ অন্যান্য রাসায়নিক। ইহার অভাবে ফলে শারীর শরীরে অবসন্ন এবং ধার। পরিণামের (anemia) এবং অম্লাম্লাইডোসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আমাদের খ ও দুর্বল হোবার একটা প্রধান কারণ উপযুক্ত মা প্রোটিনের অভাব।

প্রথমে বেঁচিয়া রইতে অন্যান্যের ক্ষ প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। ৩০ বছরের ব ৫ প্রোটিনই যথেষ্ট। স্বাভাবিক পরিমাণের অপে প্রোটিনের ব্যবহারে কোন দোষ নাই এবং অধিক হয়। শরীর অতিরিক্ত প্রোটিন সহজে রাখিতে পারে না। এই অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরের পরিণত হয় না, কিন্তু খাদ্যের ফলে অম্লাম্লাইডোসের অবসাদ করে। এই অতিরিক্ত প্রোটিনের, ফলে শরীরে অম্লাম্লাইডোসের ফলে ইউরিক অম্ল এবং ইউরিয়া জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত পদার্থ শরীরের বিষাক্ত করিয়া তুলে এবং ইহার ফলে অধিকতর প্রোটিনের ক্ষয় হইতে অম্লাম্লাইডোসের ফল হয়। শরীরে অধিক পরিমাণে ইউরিক অম্ল সঞ্চিত হইলে বাতের প্রকোপ হয়। অধিক প্রোটিন খাদ্যের ফলে অন্ত্রে পচন ধরে এবং তা

বিশেষ প্রবন্ধ

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ নীতির সমর্থন

লেখক—জন কিনেসি

বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক কালে যে ঐক্যের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল ব্রাইটন শহরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্য বহু আন্তর্জাতিক বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসার নিকট নিবেদন করা হয়। তাহার পর ইংলণ্ডের বৃটি বর্দ্ধনের জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ পরিকল্পনার কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় কাহারও কোন দ্বিমত দেখা যায় নাই। সভার প্রতিনিধিগণ একবাক্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্তৃপক্ষকে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমর্থন করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বহুবার বৃটি হ্রাসের দাবী করা হইয়াছে কিন্তু এবার শ্রমিকদের এই দাবী সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বিচার করা হয়। সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটি হ্রাস করিবার পূর্ব্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, বৃটি হ্রাস করিলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হইবে না। বৃটি হ্রাস করিলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা মূল্যবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বৃটি হ্রাস করিলে শ্রমিকদের কোন লাভ হইবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বহুবার বৃটি হ্রাসের দাবী করিয়াছে কিন্তু এবার শ্রমিকদের এই দাবী সম্বন্ধে যে গুরুত্ব দিয়া বিচার করা হয় তাহার কারণ হইতেছে এই যে, বৃটি হ্রাস করিলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা মূল্যবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বৃটি হ্রাস করিলে শ্রমিকদের কোন লাভ হইবে না।

বৃটির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বলা হয় যে, বৃটি হ্রাস করিলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা মূল্যবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বৃটি হ্রাস করিলে শ্রমিকদের কোন লাভ হইবে না।

বৃটির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বলা হয় যে, বৃটি হ্রাস করিলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা মূল্যবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বৃটি হ্রাস করিলে শ্রমিকদের কোন লাভ হইবে না।

বৃটির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বলা হয় যে, বৃটি হ্রাস করিলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা মূল্যবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বৃটি হ্রাস করিলে শ্রমিকদের কোন লাভ হইবে না।

(বাকীটুকু ৯৮৮ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্, মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	...	২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

টাকা সঞ্চয় করা যত কঠিন,—কিন্তু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখাও তত কঠিন নয়। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার টাকা তত বেশী আপনি যেই টাকায় নিরাপদে সঞ্চয় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সমস্ত ভারতব্যাপী শাখাপ্রশাখায় সম্প্রসারিত "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় সঞ্চয় ও ব্যাঙ্কিং কার্য্যের বিশ্বস্ত বন্ধু।

——শাখাসমূহ——

পশ্চিম বঙ্গ	বিহার	যোধপুর	দিল্লী	সংযুক্ত প্রদেশ
বড়বাজার (কলিকাতা)	ধানবাদ	যোধপুর (বোম্বাই)	দিল্লী	এলাহাবাদ
বর্দ্ধমান	পাটনা	কলবাদেবী	সদরবাজার (দিল্লী)	কানপুর (এলাহাবাদ)
দেশীবন্দর	উড়িষ্যা	জাভেরী রোড	পূর্ব পাঞ্জাব	লক্ষ্ণৌ
জামসেদপুর	কটক	আমেদাবাদ	অমৃতসর	আজিমাবাদ (লক্ষ্ণৌ)
হাইকোর্ট	মধ্য প্রদেশ ও বেরার	বড়ী মসজিদ	রাজপুতানা	বেরিলি
হাইকোর্ট	নাগপুর	(আমেদাবাদ)	আজমীর	বেনারস
আসানসোল	নাগপুর সিটি	সুরাট	মাদ্রাজ	কানপুর
কাশিয়াডাঙ্গা	অমরাবতী	আসাম	মাদ্রাজ	মেইন রোড (কানপুর)
কলকাতা	অমরাবতী ক্যান্টনমেন্ট	গৌহাটী	মাদ্রাজ	আগ্রা
আসানসোল	চান্দুর	শিলচর	মাদ্রাজ	পুর্ব্বাঞ্চল (পাটনায়)
	অমরাবতী		মাদ্রাজ	চাঁদা
			মাদ্রাজ	গয়াধাম

লণ্ডন এজেন্টস্—বিল্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র কম টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংসে আদায়ে জমা টাকার উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানতে শতকরা ৩॥০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।

সঙ্কলন

কৃষি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা

কৃষি-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কিত গবেষণা ও অধ্যয়নের কাজে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইঞ্জিনীয়ারগণ মিলিয়া "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রো মেকানিকস্ অ্যাণ্ড আর্টডেলস ইঞ্জিনীয়ারস্" নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি হইয়াছে। ইহার ফলে মাটির ধরন এবং ফসল সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং এবং বিভিন্ন দিকে বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত উন্নতির ধারা অনুসরণ করিয়া ঐতিহ্যসহ ভারতের বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনার কাজগুলি করাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান্সেশনাল কোয়াইট অফ মেকানিকস্ অ্যাণ্ড আর্টডেলস ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং ইহার প্রত্যেকটি সভাই ঐ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির সভ্য হইবেন—ইহাতে সভ্যদের কোনও অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না। ফলে কৃষি-বিজ্ঞানসম্পর্কিত ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে একটি বাৎসরিক বিদেশী উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হইবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত বিদেশীটিও সভ্যদের উপকারার্থে পুনর্মুদ্রিত হইবে।

কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির সভা

গত ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটির দশম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন চিনি সম্পর্কে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তথা সাহেবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জুন মাসের শেষে ডাঃ বেঙ্কট রামনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সুপারিশ করিয়াছেন।

আসামী মরশুমে পর্যন্ত ও ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নলিখিত অর্থ সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হইয়াছে:—

(১) গত বৎসর হইতে এই বৎসরে অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। এই কারণে আসামী ইক্ষু মরশুমে ইক্ষুর মূল্য হ্রাস করার কোন কারণ নাই। (২) ইক্ষুর মূল্য প্রতি মণ দুই টাকা করিয়া বাঁধিলে ফলের চিনির মূল্য হ্রাস করিয়া প্রতি মণ ৩৫ টাকা সাত আনা করা যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। (৩) চিনি ও ইক্ষু সম্বন্ধে একটি তথ্যানুসন্ধান সাব-কমিটি গঠন করা উচিত। কমিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারত শুল্ক উৎপাদন ও বিক্রয় সাব-কমিটি গঠনের জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি পর্যন্ত চিনির অর্থনৈতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরও এক বৎসরকাল বলবৎ রাখিবার সুপারিশ করে।

শুল্কের খাতে ভারত সরকারের মাসিক আয়

অপরাধী মাসে ভারতীয় ডমিনিয়নে শুল্ক ও কর শুল্ক বাবদ মোট ৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে আমদানি শুল্ক বাবদ ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ও মূল শুল্ক ও বিবিধ খাতে ১৪ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। অপরাধী মাসে মোটর, স্পিরিট, কেরোসিন, তিসি ও বিমানপোর্ট খাতে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বিভাগে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

অপরাধী মাসে যে পাঁচ মাস শেষ হইয়াছে, উহাতে আমদানি রপ্তানি শুল্ক ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৩৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে আমদানি শুল্ক বাবদ ৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, মূল শুল্ক ও বিবিধ খাতে ৬১ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক খাতে ২১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

বই ও খুচরা বিক্রয়

ভারত সরকারের অর্থবিভাগ হইতে নিম্নলিখিত প্রেসনোট প্রচারিত হইয়াছে:—

১৯৬০ সালের ২৩এ এপ্রিল তারিখে ভারত সরকারের সংশোধিত বহু ব্যয়ীয় ফোষিত হওয়ার পর বস্ত্রনিয়ন্ত্রক, পাইকারী স্বর্ণবিক্রেতার শ্রেণী-বিভাগ রহিত করা হইয়াছে এবং বিভাগগুলিকে বলবৎ রাখিতে ইচ্ছা জানাইতে বহু বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বহু ও খুচরা ক্রয়ের জন্য 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর ক্রয় চালু রাখা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

অবশ্য আরও বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের কাপড় ও খুচরা বিক্রয় পুনরায় নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নিম্নলিখিত ফোরমায় 'এ' ক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে রপ্তানির জন্য বহু ও খুচরা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। রপ্তানি বাণিজ্যের ডেপুটি চীফ কন্ট্রোলার অথবা কলকে রপ্তানি বাণিজ্য কন্ট্রোলারের নিকট ঐ ক্রয় পাওয়া যাইবে। ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর হইতে এই নূতন নিয়ম বলবৎ হইয়াছে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের জন্য নিযুক্ত মার্কিন বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদ কমিটির বৈঠকে কি ভাবে মার্কিন মূলধন এবং কারিগরের দ্বারা বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে এবং কি ভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মূলধন খাটাইয়া বিনিয়োগ করিতে পারে তৎসম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কমিটির সভায় ভারতের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প [illegible]

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, মুক্তির সময় মার্কিন যে সিদ্ধান্তের দ্বারা মার্কিন যন্ত্রপাতিগুলি সম্পর্কিত রক্ষণাবেক্ষণ খুচরা ভারত ও পাকিস্তানে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, মার্কিন-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য—যাহারা ভবিষ্যতে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহেন তাহাদের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক।

পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্র-রেশন প্রথা

সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ে রেশনিং প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করার যে প্রস্তাব করিয়াছি সাম্প্রতিককালে তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। বঙ্গের ব্যবসায়ীমহলে এবং বিভিন্ন মহল হইতে কাপড়ের রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা হইবে। ইতিমধ্যে লাইসেন্স-প্রথা ব্যবস্থা মারফৎ বস্ত্র বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে তাহাই বজায় রাখিবে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, রেশনিং প্রথা প্রবর্তন না করিবার কারণ এই যে, বস্ত্র বণ্টনে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সরকার খরচা বেশী করিবেন।

গত দুই সপ্তাহ যাবৎ জানা গিয়াছে যে, ৭ লক্ষ গাঁইট কাপড় আমদানি হইয়াছে তাহা বণ্টনে আটক করিয়াছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ যখন চুক্তিমত তেল দেয় তখন বস্ত্র ব্যবস্থাটি ঠিক করার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে যে, ঐ সকল কাপড় উৎপাদনকারীদের দেওয়া যাইবে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা বণ্টন করা হইবে।

পাকিস্তানগামী যাত্রী সম্বন্ধে ব্যবস্থা

কলিকাতা স্থল শুল্ক কালেক্টর কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে—

১৯৬০ সালের ২০এ আগষ্টের পর হইতে বিমান যোগে পাকিস্তানগামী অথবা পাকিস্তান হইতে আগমনেচ্ছু যাত্রী ও তাহার শ্রেণীর যাত্রীদের মালপত্র বিমানঘাটের ট্রেনের চলা যাইবার সময় যাত্রী প্রবেশ পথের অন্তর নূতন শ্রেণীতে পরীক্ষা করা হইবে।

ঐ সকল যাত্রীকে বর্তমান প্রবেশদ্বার দিয়া শিয়ালদহ ট্রেনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। যাত্রীদের ইস্তাহারের টিকেট জমা করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য ঠিক যেখানে যাত্রী ট্রেন ছাড়িবার নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা পূর্বে উপস্থিত হইতে হইবে। ইস্তাহারের টিকেট আছে কেবল তাহাদিগকেই নির্দিষ্টস্থলে পরীক্ষার পর টিকিট ও অন্য সকল যাত্রীর আগত যাত্রীদের প্রবেশ পথ দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় ঐ ইস্তাহার অনুযায়ী কাজ হইতেছে।

আর্থিক-বাণিজ্যিক বিরোধ সমস্যা সমাধানের [illegible]

বাণিজ্যদপ্তরের আর্থ, সভ্যাগ্রহ ক্ষেত্রে এবং উক্ত অর্থ দেওয়া সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপ[illegible]

সংবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতীয় খনিজ ও ধাতু সমিতির সভাপতি সভায় সমিতি কারখানা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান উক্ত পরিষদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—(১) শ্রী মাণিকলাল মৈত্র, (২) শ্রী বি. সেন, (৩) শ্রী পরমেশ্বর নিয়োগী, (৪) শ্রীযুক্ত কে. সি. আলেন।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদে যাহা আলোচনা করা হইবে সেগুলি বিবেচনা করিয়া তথনকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাজ্য সরকারগুলির নিকট সুপারিশ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি নিযুক্ত করিবেন। এই কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে :—(১) শ্রীযুক্ত লালজী মেহরোত্রা, (২) শ্রীযুক্ত বি. ডি. বিড়লা, (৩) শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাই, (৪) মিঃ এ. ডি. গর, (৫) শ্রীযুক্ত মুলচাঁদ কালটার, (৬) শ্রীযুক্ত বি. পি. সাধরওয়ালা এবং (৭) শ্রীযুক্ত কে. কে. বিড়লা।

ভারত-পাকিস্থান প্রবাসীবিনিময়

অসামরিক প্রবাসী বিনিময় সম্বন্ধে যত দূর জানা গিয়াছে তাহা হইতে বলা যায় যে, ভারত পাকিস্থান আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন কিছু করিতে হইলে কেবল আনুষ্ঠানিক আলোচনার।

ভারতীয় ইউনিয়নকে পাই, ফুল ও ফাজলী হইতে বলিয়া পাকিস্থান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাকে আলোচনা হয়।

যে কারণে দুটি অঞ্চলই পাকিস্থান গভর্নমেন্ট ভারতকে দিতে চাহিয়াছিল তাহা হইল পাট। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ভারত যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পাকিস্থান হইতে আসে। ইহা ছাড়া ভারতের পাটশিল্পের শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচা পাট পাকিস্থান হইতে আমদানী করিয়া থাকে।

শ্রী বি. সি. জোশী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন এবং পাকিস্থান প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত সচিবের দুই সদস্যক মিঃ এ. এম. মল্লিক।

উপাত্তের পুনর্বণ্টন

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্য সমূহ সমস্ত খাতের জন্য এবং পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য অন্তত ৩০ কোটি টাকা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিভিন্ন উক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রস্তাব হইল :—

(১) পূর্ব পাঞ্জাব ও উহার দেশীয়রাজ্য, (২) বোম্বাই, গুজরাট ও উহার দেশীয়রাজ্য, (৩) যুক্তপ্রদেশ বিহার; (৪) দিল্লী, আজমীর-মারোয়াড়, রাজস্থান ও মধ্যভারত ইউনিয়ন (৫) পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ত্রিপুরা।

উপাত্তের পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করার অনুরোধ করিয়া যে সব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে রেলওয়ে ও প্রতিরক্ষা সরকার। আশা করা যায় যে, এই সংস্থাগুলি তাহাদের ব্যয় সংকোচের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আশা করা যায়, এইভাবে বাজেট হইতে কোন আবেদনকারী পাওনা যায় নাই। শুধু একজন উপাত্ত পাঁচ লাখ টাকা দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ লাখের ও উহার কম অর্থের বিষয় প্রাদেশিক সরকারের বিচার্য বলিয়া উহা উক্ত বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই।

এ পর্যন্ত এই বিভাগ প্রায় আট লক্ষ টাকা সাহায্য-মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত পাঁচ ১৩১ অঞ্চলের বেতন (হাইকোর্ট বিলাতি বিল) আসন করা হইয়াছে। আশা করা যায়, উক্ত পাঁচটি অঞ্চলের আবেদন-পত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের পর ও এলাকার দেশীয়রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। তাহার সরকার পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সমস্ত বাকি বিষয়ে সাধিল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা

প্রয়োজন হইলে অথবা দেশীয়রাজ্য কি পরিমাণ উপাত্তকে দান দিতে হইবে তাহার সরকার তাহার সাথে বিস্তারিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ক্ষত পুনর্বসতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্য উপাত্তের পরিমাণ কমাইবার জন্য যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাহাদের সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত সাধারণ উপাত্ত পুনর্বণ্টনে সহিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তাইবে —কোন্ খাতে কত সাহায্য বরাদ্দ করা হইবে তাহাদিগকে তাহার সরকার নির্ধারণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

প্রদেশ অথবা দেশীয়-রাজ্যের নাম	বাস্তুহারার সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)
পূর্ব পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহ (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ)	১৪
বোম্বাই	৫
যুক্ত প্রদেশ	৩
বিহার প্রদেশ	৩
দিল্লী	২৫
মধ্য ভারত ইউনিয়ন	১
রাজস্থান ইউনিয়ন	১
জয়পুর	১
উদয়পুর	১
যোধপুর	১
আজমীর	০.৫
বিকানীর	০.৫
যোধপুর	০.৫
দিল্লী প্রদেশ	০.৫

বাস্তুহারা পুনর্বসতি ঋণ

গত ১৩ই ও ১৪ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে অতীত পুনর্বসতি অতিরিক্ত বিভাগের বৈঠকে বাস্তুহারা ও নিম্ন কাজে নিযুক্ত উপাত্তদের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য-ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, হেদুচিস্থান ও সিন্ধু হইতে আগত ৫৪ উপাত্ত কর্মের আবেদন এইবার মঞ্জুর করা হইয়াছে। জানা যায়, এইসকল বাসনা হইতে কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই। শুধু একজন উপাত্ত পাঁচ হাজার টাকা ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ হাজার ও উহার কম অর্থের বিষয় প্রাদেশিক সরকারের বিচার্য বলিয়া উহা উক্ত বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই।

এ পর্যন্ত এই বিভাগ প্রায় আট লক্ষ টাকা সাহায্য-ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত পাঁচ ১৩১ অঞ্চলের বেতন (হাইকোর্ট বিলাতি বিল) আসন করা হইয়াছে। আশা করা যায়, উক্ত পাঁচটি অঞ্চলের আবেদন-পত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের পর ও এলাকার দেশীয়রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। তাহার সরকার পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সমস্ত বাকি বিষয়ে সাধিল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ঋণ ভূমি ভাটীকরণ বিল

জানা গিয়াছে যে, ঋণ ভূমি ভাটীকরণ বিল পূর্ণ হইলে ঋণের ভারতীয় কৃষিজীবীদের অতিপূরণের ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে। ঋণ ভারতীয় দূতকে এই সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আলোচনা করিতে বলা হইয়াছে। প্রকাশ যে ঋণ অধিগ্রহণ যে কোনও প্রকার সরকার সাময় করার অধিকার ব্রহ্মদেশের আছে বলিয়া তাহার সরকার স্বীকার করেন। তবে তাহার সরকার চাহেন, সেখানকার ভারতীয় কৃষিজীবীদের যেন উপযুক্ত অতিপূরণ দেওয়া হয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত অতিপূরণের টাকার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

অর্থসচিব সম্মেলন

১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর মহাবিলীতে যে অর্থসচিব সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল তাহা আগামী ৩০এ ও ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

ভারত সরকারের মুদ্রানীতি বিষয়ে ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

বোম্বাই উচ্চ বর্ণবর্তের মীমাংসার সূত্র

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের উচ্চ শ্রমিকদের বর্ণবর্ত প্রত্যাহার করার জন্য তাহাদের অবাধিত দুটি দলকে বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে যে সরকার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের অন্য কাজ পাওয়ার পথ হইতে পারে। বোম্বাই উচ্চ শ্রমিক বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারত সরকার ইতিপূর্বেই ট্রাইবুনাল বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাইবুনাল বোর্ড গঠনের পর বর্ণবর্ত করা সম্পূর্ণ বে-আইনী। কাজেই বে-আইনী বর্ণবর্ত প্রত্যাহার করার জন্য সর্ত নির্ধারণ করার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বিনা-সর্তেই বর্ণবর্ত প্রত্যাহার করা এবং শ্রমিকদের পক্ষে কাজে যোগদান করা আবশ্যক। ট্রাইবুনাল বোর্ড আইনানুগ কাজ করিয়া যাইবেন।

ভারতে ইস্পাত উৎপাদন

১৯৫৩ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ভারতে ২১১,০৪০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। এই সময়ে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-মাসে ২৪৪,৬০০ টন এবং এপ্রিল-মে-জুন মাসে ২০১,৭০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। তিন কোম্পানীর-উৎপাদনে বিভিন্ন বছরের প্রথম ছয় মাসে উৎপাদন হ্রাস পায়। সেপ্টেম্বর মাস হইতে বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। আশা করা যায়

১৯৪৮ সালে মোট উৎপাদন ৮৮৫,০০০ টন হবে। ১৯৪৯ সালে উৎপাদন ৯০০,৫০০ টন হয়েছিল। বর্তমান যন্ত্রপাতিগুলি ১২,০০,০০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে,—যাহাতে উক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য পর্যবেক্ষক টীমটি এবং কোম্পানীর পরিচালনার সাহায্য করিতেছেন। পর্যবেক্ষক পরিকল্পিত বার্ষিক দশ লক্ষ টন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বৎসরে ২৫ লক্ষ টন পর্যন্ত উৎপাদন করা যাইতে পারে। সেই পরিমাণ উৎপাদন সম্ভবপর করিতে বর্তমান উৎপাদনের তিন গুণ বেশী উৎপাদনের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্পর্কের জন্য বিদেশ হইতে আমদানির বেশী কিছু করা হয় নাই। তাহা ছাড়া আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন সম্বন্ধে লইয়া বলা হইয়াছে যে, বৃহত্তর বার্ষিক উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি পুরণ করিয়া রাখা হইয়াছে, কারখানা কর্তৃপক্ষের মেশিন পরিচালনার জন্য সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনার পর বেশী কালের ভেতর বেশী। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যত শীঘ্রই একটি হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লোহা ও ইস্পাত আমদানির নিয়ন্ত্রিত নির্দ্ধারিত মূল্যে ইস্পাত বিক্রয় করা হইবে। লোহা ইস্পাত ও বিদেশ হইতে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সাধারণ কারখানা সমূহের ব্যবহার করিবার জন্য বিক্রয় করা হইবে। কারখানা নির্দ্দেশ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদিগকে ইস্পাত করের সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। যদি লভ্যের মূল্য কম এবং অর্থ হইতে করের পরিমাণ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কারখানাকারী কারিগর আমদানিকারকদের সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

বিহার সরকারের ঋণ নীতি

বিহার সরকারের সাধারণের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি করিয়া বিহার সরকার নিম্নলিখিত নিয়ম প্রবর্তন করেন :—

(১) চাউল, আটা, ডোলা, ডুঙ্গী, বাদি, কাপড় প্রভৃতি যে সকল পণ্যদ্রব্যগুলি এই প্রদেশ হইতে অন্য আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে কেবল সরকারী প্রয়োজনে এই সব আমদানি করিতে পারিবে।

(২) প্রধান পণ্যদ্রব্যগুলির সাইকারী ও খুচরা মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষ ঋতুর ফসলের সময় ধান ও চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। বিক্রয় মূল্য পৃথকভাবে হইবে। ইহার সহিত সাধারণ সময় ব্যক্তিদের বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে শস্যের বন্টনের সময় ধান ও চাউলের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট দেওয়া হইবে, তাহা হইতে কোন ভারতম্য করা যাবে।

(৩) ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে পূর্ব্বিয়া জিলার সমস্ত বন্দরসমূহ ও সিংহল বন্দরসমূহে ধান-চাউল সংরক্ষণের

(৪) ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ধান-চাউল এবং ঐসব হইতে অন্যান্য জিনিষ তৈরি করা হইবে।

(৫) এই প্রদেশের বাসিন্দাগুলিকে ধান জমা করিয়া নিজেদের হিসাব অনুযায়ী চাউল বিক্রয় করা সম্বন্ধে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে এবং অন্যান্য চাউল ব্যবসায়ীদের মতন তাহারাও অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধান ক্রয় করিতে ও চাউল বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের উৎপাদ সমস্ত চাউল সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে।

আমদানী ১লা অক্টোবর আদেশসমূহে বাস্তব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

তুলিন ও মার্কিন অধিকৃত জার্মানীর সহিত বাণিজ্য

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে জুলাই মাসে (১৯৪৯) ব্রেটনউড্স কনফারেন্সের তুলিন-মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার ফলে জার্মানী ভারত হইতে তাহার প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করিতে সমর্থ হয়। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি পণ্য বর্ত্তমানে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে। পণ্যদ্রব্যগুলির মূল্য ও জার্মানীর কোন্ কোন্ এজেন্সি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় ভারতের বিভিন্ন বণিক সভা ও বন্দরস্থিত রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জানা যাইবে।

ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলন

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এম, কে, যেরের সভাপতিত্বে ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ভারতের ও পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন হইয়াছে।

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বৈমাসিক বিবরণী

সম্প্রতি ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ভারতীয় ডমিনিয়নের গত জুন (১৯৪৮) মাস পর্য্যন্ত বৈমাসিক আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন; আলোচ্য সময়ে ভারতীয় ডমিনিয়নের আমদানি বাণিজ্য হইতে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা কম ছিল; পূর্ব্ববর্তী বৎসর ঐ সময় উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কম।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ভারত রপ্তানি হইয়াছে, পূর্ব্ববর্তী বৎসরে ঐ সময়ে ৮১ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য তিন মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০৮ কোটি টাকার মাল আমদানি হইয়াছে, পূর্ব্ববর্তী বৎসর ঐ সময়ে আমদানি হইয়াছিল ১০৫ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য।

উক্ত তিন মাসে ভারতে রপ্তানি ও আমদানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্যের হিসাব :

রপ্তানি বাণিজ্য

পাটজাত দ্রব্যাদি	...	৩৩,৫৮,০০,০০০
চা	...	৯,৬৮,০০,০০০
তুলা	...	৯,৬৯,৯৯,০০০
তুলাজাত দ্রব্যাদি	...	৮,৪৯,৬৬,০০০
তৈল	...	৭,২৭,৯৯,০০০
চামড়ার দ্রব্যাদি	...	৩,৩১,৩৯,০০০
লৌহ	...	৯,৮৩,৬৯,০০০
ম্যাঙ্গানিজ	...	১,৯৩,৫৯,০০০
অন্যান্য	...	১,১৫,৯৯,০০০

আমদানি বাণিজ্য

যন্ত্রপাতি	...	১৯,৩১,৩৯,০০০
খাদ্যদ্রব্য, তেল ও ঔষধ	...	১৮,৯৯,৩৯,০০০
কাঁচা তুলা	...	১৯,৩১,৩৯,০০০
খনিজ তৈল	...	৯,৯৯,৩৯,০০০
যানবাহন-আদি	...	৯,৯১,৩৯,০০০
রাসায়নিক ও ঔষধপত্র	...	৯,৩৯,৩৯,০০০
ঔষধাদি	...	৪,৩১,৩৯,০০০
রং ও বার্নিশ	...	৩,৩৯,৩৯,০০০
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	...	১,১৩,৩৯,০০০
সমরী আসবাবাদি	...	১৭,৩৯,০০০

আলোচ্য তিন মাসে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দেশের সহিত ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও পণ্যমূল্যের মূল্য :—

রপ্তানি বাণিজ্য

যুক্তরাজ্য	...	২৩,৩১,৩৯,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	...	১৮,১৩,৩৯,০০০
পাকিস্তান	...	৭,৮১,৩৯,০০০
ফ্রান্সের	...	৩,১১,৩৯,০০০
জার্মানী	...	৩,৩৮,৩৯,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৩,৩১,৩৯,০০০
চীনদেশ	...	২,৯৯,০১,০০০
সিংহল	...	১,৯৯,০১,০০০
সিরিয়া	...	১,৯১,০১,০০০
অন্যান্য	...	১,১১,০১,০০০

আমদানি বাণিজ্য

যুক্তরাজ্য	...	২৯,১৫,০১,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	...	১৯,১১,০১,০০০
পাকিস্তান	...	১,৯৫,০১,০০০
ইরাণ	...	৩,১৩,০১,০০০
ব্রহ্মদেশ	...	৩,১১,০১,০০০
সিংহল	...	৪,৩০,০১,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৪,১৯,০১,০০০
বেলজিয়া	...	২,৪৩,০১,০০০
ইতালী	...	...

একটি নূতন পদ্ধতি

কলকাতা, ৯ই ফাল্গুন

"আর্থিক ভারসাম্য"এর পূর্ণপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমরা ভারত সরকারের দুই কোটি টাকার লাভজনক ঋণ পরিবর্তনের সংবাদ সম্প্রতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলাম। মাত্র দুই মাসের মধ্যে ঐই ঋণের প্রত্যর্পিত দুই কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল।—আমরা এই ১৯৫৪ সালের ২১শে জুনের ঋণ-পরিবর্তনের সাফল্যের মধ্যে মূলত মূল্য নীতির সাফল্যের পরিচয় পাইয়েছি এবং ইহার ফলে আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে এখনও অন্যান্য মূল্য নীতির পরিবর্তন করার বেলায়ে কোন আশঙ্কার কারণ নাই।—সরকারী আলোচনার যেটুকু পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, আজ সরকারের আমাদের সমক্ষে দুই-নীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া যে ঘোষণাপত্র আজ আমরা নূতন করিয়া "কিছু ঘোষণার" সৃষ্টি করার বিশেষ আবশ্যক নাই।—এই একার মূল্যনীতির পরিবর্তনের জন্য তাহার সরকারকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

• • • •

বস্তুত, আমাদের মনে হয় যে ব্যাঙ্কের বৃদ্ধির করা হইবে, কি হ্রাস করা হইবে, সরকারী ঋণের সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটানো হইবে, কি হ্রাসের অর্থাৎ-বৃদ্ধির হার হইবে ইত্যাদি আলোচনা অপেক্ষা ঐই বেশী প্রয়োজনীয় কথা টাকার বাজারের আবহাওয়ার পরিবর্তন,—কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আস্থার সঞ্চার।—ঐখানে আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে সরকার সেই দিকে সামান্যতম বিশ্বাসের এবং টাকার বাজারে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আন্তরিকতার পরিচয় অকাতরে দিয়াছেন।—সরকার এখন তাঁহাদের এই মনোভাবের রূপ প্রদান পরিকল্পনায় অর্থাৎ ২৮ কোটি টাকা ঋণ উপলক্ষে বাজার হইতে সরিয়া গেলেন, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। স্বল্পমেয়াদী অথবা মধ্যমেয়াদী ঋণপত্রের বাজার কিম্বা অপরিবর্তিত "বাজারী অর্থদান রসিদ" (Treasury Deposit Receipt or TDR) বিক্রয়ের সাহায্যে সরকার এই টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

• • • •

এই সম্পর্কে "বাজারী অর্থদান রসিদ" বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসাবে তাহার সরকার জনসাধারণের অল্প ধনবিনিয়োগের এই নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড এই পদ্ধতি অবলম্বনের সাহায্যে প্রয়োজনের সময় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই উপায়ে অর্থসংগ্রহের প্রয়াস এই প্রথম। গত ১৯৫ অক্টোবর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ পরিকল্পনা ঘোষণা করার সময় ভারত সরকার আশা করেন যে জনসাধারণের হাতের ৫ শত কোটি টাকার পরিবর্তনের জনসাধারণের ধনবিনিয়োগের মধ্যে টানিয়া আনিতে সরকার সমর্থ হইবেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে যত সঞ্চয়কারীদের অভাবের উপরেই প্রভাব প্রয়োগ করা হইবে।—ওই ঘোষণার প্রতিশ্রুতির ধনবিনিয়োগকারীদের জন্য কৃষিবৎসরের শেষে ৩১ শে মার্চের হেরফের "বাজারী অর্থদান রসিদ" প্রবর্তনের সঙ্কল্প করা হয়।—সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই রসিদ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

• • • •

পূর্বের ছকিতে দেখের বন্ধ ব্যাঙ্কে দুই সপ্তাহব্যাপী বাজার ঋণে ১৯ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাজারী পত্রের জন্য কোন আবেদন গ্রহণ করা হয় নাই। তবে ১৯৫ অক্টোবরের সপ্তাহ আলোচ্য সপ্তাহের বাজারীপত্রের বাজারকে ৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারীপত্রের আবেদনে উহাকে পরিলক্ষিত হয়। আবেদন পত্রের পরিমাণ যেখানে পূর্বোল্লেখিত সপ্তাহে ছিল ১.০৩ কোটি টাকা, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১.৫১ কোটি টাকা। মূলত আবেদনপত্রের পরিমাণ ৮ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও ১ কোটি টাকাকেই ঘিরে থাকে। কিন্তু গড়ের হারে হ্রাস দৃষ্ট হয়। ৮ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাট্টার হার ছিল যেখানে বার্ষিক সরকারী ১/৮, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে এই বাট্টার হার হইয়াছে সরকার ১৭ পাই। অর্থাৎ বাট্টার হারে ৪ পাইয়ের অবনতি দেখা যায়। বাজারী সপ্তাহের গড়ের ১ কোটি টাকার আবেদন গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাজারীপত্রের বাজারে আজকাল কয়েক সপ্তাহে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তৎসম্পর্কে আবেদনের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার আজকাল তিন চার সপ্তাহে মোট প্রায় ৪২ কোটি টাকার বাজারীপত্র পরিশোধ হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে পরিশোধ্য বাজারীপত্রের পরিমাণ যেখানে ছিল ২ কোটি টাকা সেখানে আগামী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৩ কোটি টাকা এবং পরবর্তী ৩ সপ্তাহে উহার পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে হইবে ৮ কোটি টাকা। এতদবস্থায় বাজারীপত্রের আবেদনের অঙ্কণ উহাই থাকে কিনা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে "বাজারী অর্থদান রসিদ"এর (Treasury Deposit Receipts এর) সম্ভাব্য বিক্রয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি যেকোন কারণের জন্যে উপরিউক্ত রসিদ প্রায় বাজারীপত্রের মতই কাজ করিবে। সুতরাং পরিশোধ্য বাজারী পত্রের কেন্দ্র সব অবলম্বন করে তাহা অবশ্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

• • • •

১৯ই অক্টোবরের তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার অন্ত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলির বিশ্লেষণের পূর্বেকার দুইটি সপ্তাহের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতে হইবে। এই তুলনামূলক বিচারে সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে মুদ্রিত নোটের পরিমাণে বৃদ্ধি। মুদ্রিত নোটের পরিমাণ ১লা অক্টোবরের তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে ছিল যেখানে ১,১০৬.৭৮ কোটি টাকা ৮ই অক্টোবরের তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে এ মুদ্রিত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১,১১৩.৫০ কোটি টাকা এবং ১৯ই অক্টোবরে মুদ্রিত নোটের এই বৃদ্ধির দ্রুতর পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১১৮.৯৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ, অক্টোবর মাসে প্রথম দুই সপ্তাহে মুদ্রিত টাকার পরিমাণ ১৬.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত নোটের পরিমাণে এইরূপ তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি হইলেও ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১লা অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ৩৫.১৯ কোটি টাকা। কিন্তু তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে উহার পরিমাণ হয় ২৮ কোটি টাকা এবং আলোচ্য সপ্তাহে হইয়াছে ১৮.৯৯ কোটি টাকা। ইহ বিশ্লেষণে নোট পরিবর্তে কোন হ্রাসবৃদ্ধি পাওয়া যায় এইরূপ নোটের পরিমাণ ১লা অক্টোবর তারিখে সমস্ত সপ্তাহে যেখানে ছিল ১,১৭১.০০ কোটি টাকা সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে উহা দাঁড়াইয়াছে ১,১৩১ কোটি টাকায়। সৌভাগ্যক্রমে ৭ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের ৪৮.৩১ কোটি টাকা হইতে সমাপ্ত হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ৪৫.১৮ কোটি টাকায়। ইতিমধ্যে ও অন্যান্যের পরিমাণে অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

ব্যাঙ্ক বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পাওনা ১লা অক্টোবরে সমাপ্ত সপ্তাহের ১৪৪.৪১ কোটি টাকা হইতে ১৩৬ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ১৩১.৭৭ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত অন্যান্য সরকারী অন্যান্য দুই সপ্তাহে ১লা অক্টোবরের ১৮.৯২ কোটি টাকা হইতে ১.৮২ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ১৩.৯২ কোটি টাকায়। এই সাধারণভাবে অন্যান্য পরিমাণ হ্রাস ও চলতিকার পাওনা বৃদ্ধি পাইবার ফলে ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য পরিশোধ হ্রাস পায়। ১লা অক্টোবরের যেখানে ব্যাঙ্ক এই অন্যান্য পরিশোধ ছিল ৮৩.৫৮ কোটি টাকা, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে এই অন্যান্য পরিশোধ হইয়াছে ৭৫.৫৩ কোটি টাকা। বর্ধিতমেয়াদী অন্যান্য পরিশোধের পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকা হইতে ৮৩.৮৩ কোটি টাকায় হ্রাস হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য "ঘ" ও "ঙ" পরিশোধে কোন হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। ৫ই পরিশোধে ১লা অক্টোবরের সমাপ্ত সপ্তাহের ৪.৩৯ টাকা হইতে ৪.১৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়া

আন্তর্জাতিক বাজার

পশ্চিম বঙ্গের জটিলতর খাদ্য সমস্যা

পশ্চিম বাঙলার খাদ্য সমস্যা সম্প্রতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মতে যে সকল এলাকায় অল্প মাত্র দুই সপ্তাহের খোরাকী চাউল ও গম মজুত আছে। ডিসেম্বর মাস পূর্বে হিসেব হইতে যদি আবশ্যিক অন্য কিছু না হয়, সেইজন্য আমদানী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি আমদানী অপ্রত্যাশিত হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২,৭০০ টন কম আমদানি হইবার কথা হয়, কিন্তু ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত প্রকৃতই আমদানি হইলে কি বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

দুষ্প্রাপ্য নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার যেসকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য যেসব আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মূল্য কিছুটা কমিবে। অবশ্য চাউল-পুষ্টি এলাকায় বিভিন্নস্থানে জনসাধারণের আন্দোলন ইতিমধ্যে কতকটা শান্ত হইয়াছে। তবে ঐসকল স্থানে পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হইলে এবং সরকারী খাদ্য স্তরের বন্টন সকলের মধ্যে করিলে তাহাদের খাদ্য সমস্যা কতকটা দূর হইবে। তাহাড়া ধানে ও পাটিকলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ সরকারের জন্য সম্প্রতি কিছু সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের চলতি বাজারে সাময়িকভাবে কম দেখা কিছু কাজ আশা করা যায়। চুক্তির বিস্তৃত সর্তাবলী এ প্রকাশিত হয় নাই, তবে ঐ চুক্তি যে উভয় পক্ষের পক্ষে সন্তোষজনক হইবে তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

শস্য

মধ্যপ্রদেশ সরকার যুক্তপ্রদেশের বাজারে খাদ্যশস্যের ক্রয় বন্ধ করিয়াছে, তাহার সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা ব্যবসা পুনঃপ্রবর্তনের ফলে বাজারের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং তাহারা যথা সম্ভব মাল হাতছাড়া করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সরকার অবশ্য মূল্য সম্প্রতি ১৪ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্যও কাছাকাছি স্থির করিয়া দিবেন। বাজুরের বাজারে ধান্যের দর নিম্নরূপ :—

[illegible] ১৯.৫ জোয়ার ১৪।০, বাজরা১৪।০, মুগ ১৮.৫ [illegible] ১৩৫, মুসুর ১৯.৫, অড়হর ১৩৷৷০।

ও পুতীবস্ত্র

রপ্তানী ১লা ডিসেম্বর হইতে পশ্চিম বঙ্গে [illegible] ও বিক্রয় ব্যবস্থা চালু হইবে [illegible] করা হইয়াছে। সতের মাসে ব্যবস্থা [illegible] চালু করিবার কথা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থার [illegible] করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে [illegible] কোম্পানগুলির বাকেয়া পাট বিক্রয় করা [illegible]

তুলার বাজারের দর বেশ চাঞ্চল্যকর। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের "ঔটন তুলা কমিশন" (Raw Cotton Commission) সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক পরিচয়ের সঙ্গে সরকারের প্রতিনিধিদের আলোচনা। তাহা বিশ্বাস যে ভারত ও ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটে আন্তর্জাতিক বাজার হইতে তুলা ক্রয় করার নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়াছে। বর্তমানে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষই আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার প্রধান ক্রেতা। কাজেই এই দুই দেশের মধ্যে যদি কোন সন্তোষজনক চুক্তি হয়, তাহা হইলে বিশ্বের তুলার বাজারে প্রতিযোগিতা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। এই আলোচনার ফলে ইতিমধ্যে বিশ্বের তুলা ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা এক অবস্থাবিশেষে তাহাদের সরকারকে জানাইয়াছে যে ভারত ও ব্রিটেনের জন্য যদি একচেটে তুলা ক্রয় করিবার চুক্তি হয় তাহা হইলে বিশ্বের তুলার দর অনেকটা হ্রাস পাইবে।

মূল বাজারে তুলার মূল্যে স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়, কিন্তু অগ্রিম সরকার বাজারে তুলার মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আই সি সি জেকোবাদের দর ৫৯৯৫৫তে পৌঁছিয়াছে। আই সি সি মে, জুলাই ও সেপ্টেম্বরের দর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৫৮৭৫০, ৫৯৭৫০ ও ৫৯৯৫০তে পৌঁছিয়াছে। বাজারে বহুল মালের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গত সপ্তাহে দেখানে ছিল ৮.১১ লক্ষ গাঁইট, সেখানে হইয়াছে সাড়ে সাত লক্ষ গাঁইট। আমদানির পরিমাণও ক্রমবর্ধিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের এই সময়ে যেখানে আমদানি হইয়াছিল ১,৭৩,০১৪ গাঁইট, সেখানে অনোচ্য সপ্তাহে আমদানি হইয়াছে মাত্র ১৭,৭০০ গাঁইট। আমদানী কমিয়া সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতেছে না, তবে অনেকের মতে এইবারের ফসল গত বৎসরের তুলনায় কম হইবে না।

গুড় ও চিনি

ইক্ষুর নিম্নতর মূল্য ধার্য করিবার সিদ্ধান্ত ও আগামী বৎসরের ফসলের প্রাচুর্যের সম্ভাবনা ইত্যাদির ফলে গুড়ের মূল্য হ্রাস পাইতেছে। তাহাড়া গুড় যাহাতে বিক্রয় ক্ষেত্রে চাহিদা না থাকিলে বাজারের বন্ধ থাকিয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছে। গুড়ের বর্তমান মূল্য ১৭৫৲ এবং আমাদের মূল্য ১৮৲ টাকা ৭ পাইতে পৌঁছিয়াছে।

গুড়ের দরের সঙ্গে সঙ্গে কানপুরের বাজারে চিনির দরেরও মূল্যহ্রাস পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চিনির দর ৩৭।৹ ও বল্লেশ্বরীর দর ৩৮৲ হইতে ৩৯ টাকার মধ্যে আছে। সম্প্রতি কানপুরে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মূল্য কমিশনারদের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য ১৷৹ হইতে ১৷৷০ এবং চিনির দর বর্তমান ২৬৲ হইতে ২৭৲ স্থির করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। তবে এই বিষয় সম্পর্কে ঐ সম্মেলনের কোন ঘোষণা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকারের নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনার পরে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

চা

প্রায় ১১,৫০০ প্যাকেজ বন্যাবিধ্বস্ত ১১ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে হাজির হইয়াছে। চাহিদা ভাল থাকিলেও ফলে সাধারণ চায়ের দরও ৩ পাই কমিয়া গেছে। প্রায় ১৩,৫০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা আগামীবার বাজারের জন্য রাখা হয়। ঐ চায়ের প্রতি চাহিদা ছিল এবং সাধারণ চায়ের দর ও পাই বাড়িয়া এক আনা পর্যন্ত মহার্ঘ্য ছিল। গুঁড়া চা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর চা এবং প্রায় ৪,৫০০ প্যাকেজ লাক্সি-লাইসেন্সবিহীন চা বাজারে হাজির হইয়াছিল।

তৈলবীজ

ভারত সরকার আগামী জুন মাসের মধ্যে ৪৫৫ টন রেড়ির বীজ আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। তৈলবীজের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে এবং চীনা বাদামের দর অন্যান্য বীজের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অগ্রিম সরকার বাজারে চীনা বাদামের দর বৃদ্ধি পাইয়া ০৯৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে। রেড়ির বীজের বাজারে কেনাবেচা তেমন কিছু হয় নাই এবং দর ২৯৲-তে স্থির আছে। তিলির বাজারে কিছু কেনা বেচা হইয়াছে এবং বম্বে বাজারে উহার দর ছিল ২৩৲।

ফ্রেট ইকুলিজেশন কারটেল কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ নীতির সমর্থন

(পৃষ্ঠাংশ ৯৮৯ পৃষ্ঠায়)

আলোচনা চলিয়াছিল। অবশ্য মোট অর্থ পরিমাণের অর্ধেকের বেশী এই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে মেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখতে হবে যে, জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭১৩ সপ্তাহে মজুরের সাপ্তাহিক হার মাত্র ৬ পয়সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ সরকারের আয়েজনব্যয় পূর্ণ বৎসরের চেয়ে এবার সপ্তাহে বেশী বেড়েছে। বিশেষ কারণে অন্ত কয়েক ক্ষেত্রে যেমন সপ্তাহে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার সর্তাবলীর আবেদনের সুযোগ দেওয়া করা হয়েছিল। তা ছাড়া মূলের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সপ্তাহে পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পায় বলেই বর্তমান সপ্তাহে পরিমাণ বেশী মনে হয়েছে।

ফলের বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী বিভাজ্য দেশের দ্রব্য মূল্যের কোন বিশ্বস্তযোগ্য তালিকা পাওয়া যায় না। তা না হলে ফ্রেটেন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে তার মূল্যায়ন বিচার করা সম্ভব হত।

যাই হোক এ বছরের আগষ্ট থেকে জুলাই মাসের মধ্যে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। মূলক-সংখ্যা অনুসারে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিমাণ সতরো ১১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং জুলাই মাসের এই হিসাব লক্ষ্য করা যায়। অপর পক্ষে এই সাত মাসের মধ্যেই গড় রপ্তানি মূল্য সতরো মাস ৩ মাসের এর বেশি নয়।

বাজারের কথা

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা

[illegible] সংবাদদাতা

শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা লইয়া বহুদিন যাবৎই অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। শেয়ার বাজারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীদের এই চিন্তা স্বাভাবিক হইয়াছে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস হইতে বাজারের যে ক্রমাগত অবনতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরাও বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। রাজনৈতিক বিবর্তনের পথের ধারে দেশের জনসাধারণ যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করিতে শুরু করিতে পারে তাহা ইতিপূর্বে কখনও ভাবা যায় নাই।

• • • •

আগামী ৫ বৎসর নির্বাচন করিবার পূর্বে বাজারের গত তিন বৎসরের ইতিহাসের সম্যক পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে যখন সাধারণ সরবরাহকারীদের ও উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, দ্রব্যের ক্রয়ক্ষমতা বেশীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে মাথাপিছু আয়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দেশের সকল মানুষ অবশ্যই সুখী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পরিহাস, কার্যতঃ যে বিপুল অংকের দ্রব্য বাজারে আসিবে তাহাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিই বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ যে সকল দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনের তাগিদে যাহাদের উৎপাদন অব্যাহত থাকে। এই অনুমানের পরিণামে মিলিত ও মিশ্রকারখানার ক্রমাগত অবক্ষয়ের পরিচয় ১৯৬৭ সালের আগস্টের মাস পর্যন্ত সকল একটানা উল্লেখযোগ্য হয়। আগস্টের পর হইতে বাজারে যে তেজীভাব দেখা যায় তাহা অস্বাভাবিক। এই তেজী বাজারের উন্নতিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আরও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিগত বিদ্যুতের পূর্বে ১৯৬৬-৬৭ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আয়তনের বেতনে যে সকলের উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহাতেই শেয়ারবাজারে জনসাধারণের বিশেষ বলবিশ্বাসের প্রধান ক্ষেত্রিসাবে সর্বপ্রথম অভিপ্রকাশ করিয়াছিল।

• • •

মুদ্রাস্ফীতির সাময়িক মূল্যমুক্তির যে নীতি আমাদের অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন, তাহাতে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যবিবিয়োগ স্পৃহা বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় এবং মূল্যমুক্তির নীতির পরিণামে যে-কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে যখন মূল্যের ফলাফল একান্ত অনিশ্চিত ছিল তখন মনে যে সোনালী অবসাদ ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহাতে শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব একবারে বাঁচিবে কি না সে-বিষয়েই তখন অনেকে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধপক্ষের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শেয়ার বাজারের অবস্থারও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। বিদেশীর বিনিময়নিয়ন্ত্রণ-কর্তারা বাজারে আত্মপ্রকাশ করিলে সাধারণ মহলের ঔৎসুক্য পুনর্নিশ্চিত আকারে ধারণ করিল। ফটকা বাজারের এই মনোভাবের সম্পূর্ণ সুযোগগ্রহণ করিতে কোন ত্রুটি করে নাই। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে আরও অতিরিক্ত কোম্পানি-করের প্রস্তাব করা হইলে বাজারে নূতন তেজীভাব সৃষ্টি হয় এবং ১৯৪ অবাধ ডিভিডেন্টের প্রস্তাব সংবলিত নূতন উদ্যোগপতি হইবার অব্যবহিত পূর্বে শেয়ারের দরে যে অভিনব উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহা ভারতের যে কোন ইক্যু ক্ষেত্রেও আর কখনও দেখা যায় নাই।

• • • •

বাজারে দরবারে যে মূল্যসংকট ঘটিয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক না হইলেও অত্যন্ত গোলমেলে বলিতে হইবে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুসারে ডিভিডেন্টের প্রকৃত সংখ্যা বিগত ডিসেম্বরে, ফেব্রুয়ারীতে ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মার্চে অন্যূন ৫০০ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই সমস্ত বাড়তি টাকা লগ্নীকারকদের হাত করিতে হইয়াছে। শেয়ার বাজারের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন শিল্পের শেয়ারে অন্ততঃ ১০০ পর্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে। ইহা যাহাদের সম্বল নাই কিন্তু ইহাতে প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে হইলে আমাদের বাজারটা আরও একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রত্যেক ইক্যু শেয়ারেরই আকৃতি পরিবর্তনের বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বহু নূতন ফ্লোটেশনের সৃষ্টি হওয়ায় বাজারে আসলটাকার শেয়ার-মূল্যের পরিমাণও ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কাজেই ১৯৬৬-৬৭ সালে শেয়ার দরে ১০০ পর্যন্ত অবনতিতে লগ্নীকারকদের যে ক্ষতিস্বীকার করিতে হইত, আজ তাহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হইয়াছে।

• • • •

বর্তমানে বাজারে মন্দার যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যাইতেছে তাহা শুধু অর্থনৈতিক কারণেই সংঘটিত হয় নাই। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভণ্ডামিপূর্ণ প্রচারকার্য বাজারের আত্মপ্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছে। সরকারের আর্থিক ভিত্তির দুর্বলতা ও সরকারী ভণ্ডামির ফলে কিছুটা বিনিয়োগ ক্ষমতাও বর্তমান বর্ষ ১৯৬৭ সালের সর্বোচ্চ হার হইতে নামিয়া গিয়াছে। ৩০ কোটি রোপ্যমুদ্রার কাজকারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ক্রমবর্ধমান বিদেশী মূল্যে বাজার হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশের অসন্তুষ্টির ভয়ে যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাজারকে পুনরায় অন্ধকূপে উপযোগী করিতে না পারিলে, সরকারের পক্ষে একটার পর পরিবর্তন অর্থাৎ মূল্যমান পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের বুকে নূতন কোন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বাজার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। সরকার অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য ও সুযোগের ব্যবহারে বিনিয়োগকারীদের বঞ্চিত করিতে সরকারী তরফ ও শেয়ারের আগে আসা যে অসঙ্গত বলিয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে করিবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী।

• • • •

গত দুই বৎসরে বাজারের যে অবনতি হইয়াছে তাহা প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীমহলকে যথেষ্ট ঘায়েল করিয়াছে এবং নূতন বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ বাজারে যখন এখানিক তেজীর চাহিদা চলিতেছিল তখন অনেক নূতন প্রস্তাবিত সংগঠনকারী প্রতিষ্ঠান, শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ১৮ মাসে ৯৯টি প্রাইভেট অফিসে ১৬১৩ কোটি টাকার ৩৭৩টি প্রাইভেট কোম্পানীর পরিবর্তনের ২১৮৭ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি পাইয়াছে। ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ের পরে বাজারে যখন আর কারুরই মনে হয় নাই যে, প্রাইভেটগুলি মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতির জন্য যে আবেদন করিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট হইবে। ১৯৬৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বাজারের অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং বাজারের অবস্থা ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে থাকে। ফলে বাজারে নূতন নূতন সংগঠনের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া ১৯৬৭-৬৮ সালে মূলধনের আবেদনকারীর সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পায়। সরকারী হিসাবের হইতে দেখা যায় যে, বৎসরে সর্বসমেত ৩৭টি প্রাইভেটকে অধিক ১৩১৭ কোটি টাকা ও ৩৩টি প্রাইভেটকে ইক্যুমেন্ট পরিবর্তনের ৩১৮ কোটি টাকা নূতন মূলধন সংগ্রহ অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি, কত টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে কিনা জানা যায় নাই। তবে ১৯৬৭-৬৮ সালে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের যে মূলধন বৃদ্ধির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত টাকাটার প্রায় অর্ধেক সেই সময় অবধি তাহারা অংশীদারদের মধ্যে কোন শেয়ার বিলাবে বন্টন করা হইয়াছে তাহা জানা অতিরিক্ত নাই।

• • • •

ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নের যে বিরাট পরিকল্পনা ফেল করিয়াছেন, বাজারের অবস্থা শিল্পের উন্নতির সহায়ক হয় নাই, অন্যান্য মূলধন বিষয়-এই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষগণের বিশ্বের সম্মুখে উন্নতির উদাহরণের অভাব ঐক্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে শিল্পোন্নতির বিতীয় ধাক্কা পাঁচই বিজ্ঞানিত হইবে ইহাদের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধি ও [illegible]

(বেয়াল্লিশ ২২১ পৃষ্ঠায়)

বাণিজ্য

কয়লাখনির উন্নত অবস্থা

১৯৩৭সালের শেষ ভাগে বিহার সিমেন্ট লিমিটেডের বার্ষিক হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে আলোচ্য মাসের মোট বিক্রয়মূল্য ১,১৭,৩০,১২৩৲ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত ১,৩৬,৭৮,৩৭১৲ হইতে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বন্ধকীকৃত মজুত মালের পরিমাণ ৪৫,৭৮,৭৩৩৲ পূর্ব্ব বৎসরের মজুত মালের পরিমাণ ২১,৩৮,১৩৬৲ হইতে অধিক।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণও ৪১,৩১১৲ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ ১৮,১২২৲) অপেক্ষা দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুরবস্থা কমাইতে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ৪০৲ কম হারে অবচয় ধার্য্য করা হইয়াছে ১৩,৪৪,৩৩৩৲। এবং সঞ্চয় তহবিলে হিসাবে রক্ষিত ১ ৩০০০ টাকার স্থলে এবার কিছুই ধরা হয় নাই। এই বিপর্য্যয়ের পর অবশিষ্ট ৫৫ লক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের ৫১,১১৩৲ যোগ করিয়া মোট ১১,৫৭,১৭৩৲ লাভের ঘরে আছে। তদুপরি এই অর্থ হইতে দুই অগ্রাধিকার বার্ষিক শতকরা ৫৲ হারে লভ্যাংশ ৯ করিয়াছেন এই লভ্যাংশের পরিমাণ দুই বৎসরে ছিল বার্ষিক শতকরা ৭৲। পরবর্ত্তী যে অবশিষ্ট লাভের বর্দ্ধিত পরিমাণ জের টানা হয় ১,৭৮৭৮৲ (৫৫,৪১৩৲)।

কোম্পানীর ডালমিয়ানগরস্থিত কারখানার কাজ সাময়িক বন্ধ হইয়াছে এবং বলা হয় যে, শীঘ্রই উহা সম্পূর্ণ হইবে। তাহা সত্ত্বেও সিমেন্ট নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ৯ বৎসরের জেলার সরকার এই বিষয়ে কোন্ কারণ বলেন, তাহারই উপর এই শিল্পের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করিতেছে।

বেঙ্গল এজেন্সী—ডালমিয়া জৈন আন্ড কোম্পানী লিঃ। অনুমোদিত মূলধন—৩,০০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, ও আদায়ীকৃত মূলধন—১,১৮,৯৯,৭১৭৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৩৭)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	৭৯,১৯,৭৯৭৲
পরিশোধ ও	৩৯,৩৭,৩৭৭৲
ঋণ	৫,৩০,০০০৲
তহবিল	১,৩০,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১৮,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১৯,০০,৩৯৮৲
ঋণ	৩১,৯৯,৩৯৮৲
অবচয়ীত লাভ (জের)	১,১৮,৩৮৮৲
মোট	৩,৭৩,৩৯,৩৭৩৲

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	২,৩৭,৭৭,৩৭৭৲
মূল্যাবর্ত্ত	৩১,৩৩,৭৭৭৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৭,১৭,৩৩৭৲
সরঞ্জাম	৩১,৩৩,৭৭৭৲
মজুত মাল	৩১,৩৯,৩৯৮৲
বাকী পাওনা	১,৩১,৩৩,৩৭৯৲
বন্ধুবিনিয়োগ	৫,৩৯,৩৯৮৲
নগদ	১৯,৩৩,৩৯৮৲
মোট	৩,৭৩,৩৯,৩৭৩৲
ঋণ সম্পত্তি	৩,১৯,৩১,১৯৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	২,৩১,৭৭,৩৭৭৲
মূল্যাবর্ত্ত	৩১,৩৩,৭৭৭৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৭,১৭,৩৩৭৲
সরঞ্জাম	৩১,৩৩,৭৭৭৲
মজুত মাল	৩১,৩৯,৩৯৮৲
বাকী পাওনা	১,৩১,৩৩,৩৭৯৲
বন্ধুবিনিয়োগ	৫,৩৯,৩৯৮৲
নগদ	১৯,৩৩,৩৯৮৲
মোট	৩,৭৩,৩৯,৩৭৩৲
ঋণ সম্পত্তি	৩,১৯,৩১,১৯৩৲

গত ৩১এ মার্চ্চ তারিখে সমাপ্ত দুই বৎসরের জন্য আলোচ্যমাসটক কোম্পানিজ লিমিটেডের যে হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত দুইবৎসরের মধ্যে বিক্রয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ইস্পাতের ব্যবসার পরিমাণ, স্প্রেডের কাজের পরিমাণ ও বাজারে মোট বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৯৮,১৩১ টন, ১,৯৭,৩৫১ টন ও ৯০,৭১ ৭১৮৲ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৭১,৩৭১ টন, ১,৭১,৫৫১ টন ও ৩৫ ৩২,২৩৩ টাকা। মোট বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধি হেতু নীট লাভের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে (৯,৭৮,৩৪১৲ —৯১,৭৯,৩৯৯৲)। এই লাভ হইতে ডহ খাতে ৯,৫৫ ১২০৲ (১,৭৫,৩৯৮৲) ও মূলধনের খাতে ১,৭১,১১৯৲ (১,৩৫,৩৯৮৲) বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের একত্রিত করিয়া মোট ১,৭৮,১১৯৲ হইতে সাধারণ অগ্রাধিকার শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ৯৲ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের পরবর্ত্তী হিসাবে টানা হইয়াছে ৩৫,৩১৩৲ (১৯,১৩৬৲)।

বাঙ্গালোর এজেন্সী—শ-ওয়ালেস আন্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৯০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—১৯,১১,৩৯০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৩৮)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১৯,৭৭,৩৯৯৲
সঞ্চয় তহবিল	১৯,৩৭,৩৯৯৲
ঋণ	১৯,৩৯,৩৯৯৲
অবচয়ীত লাভ (জের)	৩৯,৩৯৯৲
মোট	৩১,৩৯,৩৯৯৲

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৭,৩৭,৩৯৯৲
মূল্যাবর্ত্ত	১৯,৩৯,৩৯৯৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,৩৭,৩৯৯৲
সরঞ্জাম	৯,৩৭,৩৯৯৲
মজুত মাল	৩৭,৩৯৯৲
বাকী পাওনা	১৯,৩৯,৩৯৯৲
বন্ধুবিনিয়োগ	১,৩৯,৩৯৯৲
অতিরিক্ত লাভ তহ খাত	৩,৩৯,৩৯৯৲
নগদ	৩৭,৩৯৯৲
মোট	৩১,৩৯,৩৯৯৲
ঋণ সম্পত্তি	

১৯৩৮ সালের ২৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ফেব্রুয়ারী কোল কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মালের মোট বিক্রয়মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের তুলনায় উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৭,৩৮,৪২৫৲—১৭,৪৯,৩১৭৲)। ইহার ফলে এই দুই মাসে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণও উন্নতি লাভ করে(৯,৯১,২৭৯৲—১,৫০,৩৯৯৲)। এই লাভ হইতে ডহ খাতে ১,৩৯,৯৯৯৲ (৮৯,২৮১৲) মূলধনের খাতে ১,৯৭,৯১৯৲ (৮১,৩৭৯৲) ও সঞ্চয় তহবিলে ১২,১৫০৲ (দুই) বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১২,৫৫৭৲ একত্র করিয়া মোট ১,৯১,১৯৩৲ হইতে সাধারণ অগ্রাধিকার শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ১২৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঘোল পূর্ব্ব কোম্পানী তাহাদের মূলধন ১,৮১,৭৯৯ টাকাকে বিভক্ত করিয়া ১৫,১১ ৯৯৯৲ করিয়াছেন এবং আলোচ্য হিসাবের লভ্যাংশ এই বর্দ্ধিত মূলধনের উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের লভ্যাংশের হারের (বার্ষিক শতকরা ১৯৲) তুলনায় আলোচ্য হিসাবে লভ্যাংশের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১৩,১১৮৲ (১৯,৫৫৭৲)। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর উৎপন্ন খনি হইতেই কয়লা উত্তোলনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং উত্তোলিত কয়লার পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালোর এজেন্সী—শ-ওয়ালেস আন্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—১৩,১১,০৯০৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(২৯.২.৩৮)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১৩,১১,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১,৩৯,০০০৲
ঋণ	১৩,৩৩,১১৯৲
অবচয়ীত লাভ (জের)	২৯,৩৯৯৲
মোট	৩৯,১৯,১৩৩৲

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,১১,৩৯৯৲
মূল্যাবর্ত্ত	১৯,৭১,৩৯৯৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৩,১৯,৩৯৯৲
সরঞ্জাম	১,৩৯,১৯৯৲
মজুত মাল	৩,৩৯১৲
বাকী পাওনা	৩,৩৯,১৯৯৲
বন্ধুবিনিয়োগ	৩,৩৯,৩৯৯৲
অতিরিক্ত লাভ তহ খাত	১৯,১৯৯৲
নগদ	১,১৯,১৯৩৲
মোট	৩৯,১৯,১৩৩৲

খাদ্য ও আহার

(পূর্বানুবৃত্তি ১৯৮ পৃষ্ঠায়)

অতিরিক্ত প্রোটিন ব্যবহারে যকৃতের ওপর চাপ পড়ে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই।

কেবলমাত্র প্রোটিনের দ্বারা বিশ্লেষণই করা চলে। কারণ সকলপ্রকার প্রোটিনের কার্যকারিতা একরকম নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দুধ এবং ডিম প্রোটিনের সর্বশ্রেষ্ঠ। মাংস প্রোটিন ডিমের স্থান অধিকার করে। মাংসের পর শস্যজাতীয় প্রোটিন এবং সর্বনিম্নে তাল জাতীয় প্রোটিন আর একটি কথা: বিভিন্নরকম প্রোটিনের মধ্যে যদি উচ্চমানের প্রোটিনের সংযোগ করা যায় তাহা হইলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। সয়াবীন অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য মাংসাদি প্রোটিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা বিশেষ।

খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিনের ন্যূনতম পরিমাণে থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা দুধ, দই, ছানা, ডিম, মাংস এবং মাছ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশিষ্ট পরিমাণ সবজি, শস্য, ডাল প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে।

মেনে দুই এক প্রকার অদলবদল হইয়াছে। মাছ মাংসও অন্যান্য বারে। আমরা সাধারণতঃ উহাদের উপর নির্ভর করি। কিন্তু কেবল ডালের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, অন্য ডাল ও ডাঁটা জাতীয় তাল যোগান যাইতে পারে। তাহাতে একটু উপকারও আছে। শস্য জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্তিকারক। ইহাদের কার পদার্থের অভাব ঘটিলে ক্ষয়, পাকস্থলী প্রভৃতির গোলমাল সৃষ্টি হইতে পারে। আবশ্যক খাদ্যের বৃদ্ধি এবং অবশ্যক খাদ্যের হ্রাস সাধন দ্বারা ইহা সম্পাদন করা যাইতে পারে:

সবজির সবজি, ফল, ডাল ও দুধ আবশ্যক এবং ডাল, ডাঁটা, মাছ, মাংস, ডিম অবশ্যক। অতএব প্রোটিনের জন্য যে প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করা হউক এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাল বা ডাঁটা সহিত ডিম, মাংস বা মাছ অধিক পরিমাণে ব্যবহার সম্ভব নয়। ইহাতে রক্তের অ্যাসিডতা বাড়িবে। দুধজাত বা দুধজাত ইত্যাদিতে অম্লের ভাগ।

প্রত্যহ অন্ততঃ ১ পোয়া হইতে আধ সের দুধ পান করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার উপর অন্যকোন মাংস বা মাছ এবং/কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মাংস বা মাছ সপ্তাহে ৩ দিন ব্যবহার করিলেই চলিবে। অন্যদিন ডিম ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুধের পরিমাণ আরও বেশী করিতে পারিলে ভালই। আর এক কথা, এক সঙ্গে মাংস খুব বেশী খাওয়া উচিত নয়। মাছ বা মাংসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে সবজি এবং ফল ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

বিদ্যালয়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং আয়রনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুধ, দই, ছানা, চিনাবাদাম, পালেমশাক, পাঁপরভাজি, গাজর, জলপাই প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। আয়রনের জন্য পালংশাক, লেটিস, পাঁপরভাজি, বন্দর, চিনাবাদাম, ডুমুর, কিসমিস প্রভৃতি, মাংস এবং ডিম ব্যবহার করিতে হইবে।

সকলপ্রকার ভিটামিনের জন্যই টাটকা ফল ও সবজি, দুধ, মাখন এবং ঘী ব্যবহারই নিয়ম। তৈলাক্ত, ঘৃত, তেল শস্য ব্যবহার করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত প্রত্যহ সাধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়ামের কথা বিশেষভাবে কেহ বলিতে হইবে। এই ব্যায়ামের বিশেষত্বের জন্য প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস, আহার্য শ্রেণীর পরিবর্তন সাধন এবং আহার্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেই হইবে। উপযুক্ত ব্যায়াম সাধন দ্বারের ব্যবহার অন্তর্ভেদিত এবং আহার্য ব্যায়াম দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দুধি, দুধিসহিত ঘাটা, ঘিয়, ঘাঁটি, ঘরে, পোয়াজ, মিষ্টি কুমড়া, ডিম, কিসমিস, বন্দর, আম, আমলা, পেপে, বেল ও দুধ এই শ্রেণীর খাদ্য।

কেবল খাইলেই হইবে না, খাদ্য আত্মসাৎ এবং শুক্রাণুর উপযুক্ত আকারে পরিণত হইয়া রক্তে আশোষিত হয়। অতএব আত্মসাৎকরণ এবং আহার্য শক্তির বৃদ্ধির উপায় করিতেই হইবে। অতএব কেবল খাদ্যের আধিক্য নিয়োজিত হইবে না। পাকস্থলীর আর্থিক সক্ষমতা যেমন আছে, উহাদের কেবল খাদ্যের খাদ্য অপচয় দূর করিলেই হইবে না। যে অংশ যে অপচয় হইতেছে তাহা অনুধাবন করিতে এবং তাহা দূর করিতে হইবেই। এইজন্য যথেষ্ট ব্যায়াম, শুক্রশোষন পরীক্ষা, যথেষ্ট যথেষ্ট উপবাস, বলাসন এবং অন্ত্রশৌচির আসন আবশ্যক।

প্রত্যহ উপযুক্ত ব্যায়াম ব্যায়ামের আসন করা প্রয়োজন। দেখা-বল ব্যায়াম এবং আসন-প্রাণায়াম ব্যায়াম সাধারণ ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সপ্তাহে ৩ হইতে ৫ দিন দেখাবল ব্যায়াম এবং ৩ হইতে ৫ দিন আসন প্রাণায়াম ব্যায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহার সহিত উদর দেখাবল ব্যায়াম, বায়ু-প্রকাশ ব্যায়াম, মেরুদণ্ড ব্যায়াম এবং প্রসারণ ব্যায়াম অভ্যাসও প্রয়োজন। প্রত্যহ যে কোন সময়ে হাঁটা দরকার। অন্ততঃ আধ ঘন্টা হাঁটা প্রয়োজন। হাঁটার সহিত বায়ু-প্রকাশ ব্যায়াম চলিতে পারে। দ্রুত ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যহ খালি পায়ে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

পরিশেষে একথা বিশ্লেষণসহকারে সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ব্যায়াম এবং আহারের দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির যথা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতে হইবে। বাকী পরে।

মেরুর বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা

(পূর্বানুবৃত্তি ১৯৩ পৃষ্ঠায়)

উত্তেজিতের সর্বসাধারণের সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইবার পরে সাধারণ সম্মেলনে প্রায়োজন অর্থসহিত উপযুক্ত সুফল হেরী জানাইয়াছিলেন যে, সরকারী ও সমিতিগত প্রচেষ্টা উভয়ই যৌথভাবে বিনিময়ের উপযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ব্যবহার করিবে, আশঙ্কা হইয়াছে এবং দেশের বাজারে যে যোগের জন্য বিরাজ করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া সাড়াইয়াছে। সকলে যখন বাস্তবিক ও অযৌক্তিক কারণে কি এজাতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যখন স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা এজেন্সি-ভিত্তিক ব্যবস্থাতার সহিত সম্পর্ক বিশেষ নিয়োজিত হয়, তখন আশা করা যাইতেছে কেন্দ্রাজারের উন্নতিসাধনে সরকারসমূহ ব্যবস্থাসমূহ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। অতিথিরা সরকারী নীতিই বাজারকে আজ দুর্বল অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাকে সক্রীয়ভাবে করিবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিবেন এতদ্বারা সর্বসাধারণ বাজারের উন্নতি সম্ভব নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিবে না এবং বাজারের উন্নতি না হইলে সরকারী প্রচেষ্টা যাকিবার প্রচেষ্টার বিনিময়েই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাণিজ

(পূর্বানুবৃত্তি ১৯৮ পৃষ্ঠায়)

অধ্যাপকোল্লিখিত একটিক অনুযোগ জ্ঞাপন করিয়াছে। সে সকল অনুযোগ-অভিযোগের মধ্যে যে পাকিস্তানী বিমাতার এবং অপপ্রচারের চক্রান্তের পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অসাধারণ বলিয়া মূল সত্যকেও ধৈর্যবিদ্ধ গোপন রাখা সম্ভব নয়। কাশ্মীরের আবহাওয়াকে দুরাশা বলিয়া ঘোষণা করিয়া অন্ত ও কাশ্মীরের সরকার সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং ঐক্যমতের ঐক্য প্রার্থনা সত্ত্বেও রক্তপাতের কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দুল যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে কাশ্মীরের আবহাওয়ার বিভিন্নতর ও অস্বাভাবিক বিভিন্ন সুযোগলোকের আর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অন্ত ও কাশ্মীর সরকারের এই বিবৃতিতে পাকিস্তানকে আগ্রাসী আক্রমণের দায়ী ঘোষণা করা হইয়াছে এবং কাশ্মীর আক্রমণের পর হইতে রাজ্যের যে সকল দেশদ্রোহী অধিবাসী পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, সংগ্রাম-পার্টি বা তথা পদাতি তাহাদের কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া জানানো হইয়াছে। এই বিবৃতি প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ঐক্যমতে ঐ উপাসনা সভায় শেখ আব্দুল "অসত্য ও প্রতারণা দ্বিপক্ষের পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি হইয়াছে" বলিয়া উক্তি করেন। "স্বাধীন কাশ্মীর" এবং অবাস্তবতা উল্লেখ করিয়া তিনি এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "কাশ্মীরীরা নিরাপত্তার জন্য ভারতে যোগদান করিয়াছে, কারণ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ভারতের শুভ-ইচ্ছা প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় সংবিধানের নূতন কাশ্মীর পরিকল্পনার সহিত ইহার সঙ্গতি আছে।" কাশ্মীরের ভূমি ভারতীয় সৈন্যের রক্তিমময় প্রাণ বলিদানের প্রতি এই ঘোষা সম্মান প্রদর্শনের জন্য শেখ আব্দুলকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আশা করি কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পর্কে অতঃপর পৃথিবীতে আর কাহারও মনে—কোনরূপ পাকিস্তান সরকারকে বাদ দিয়া—কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

১ বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৩০-৬-৫৮	৩০-৯-৫৮	৩১-১২-৫৮
			(অনিরীক্ষিত হিসাব)
।—			
(বিক্রয়ের মোট	১৮,৩১,১৮	১৭,১৪,৩৭	২৯,৬৪,১০
মোট	১১৮১,৯৮,৩১	১৭১৪,৩৪,১৯	১৮৪৯,৯৮,৩১
	১৮৭১,৯৮,৩১	১৮৭১,৩৮,৯৮	১৮৯৯,৩১,৯৮
ঃ—			
মেয়াদ ও চলতি মোট			
নোটের ...	৫১,১৬,৩১	৫১,১১,৩১	৫১,১৬,৩১
নোটের বাহিরে ...	...	...	...
জমা	১৪৯,৬৪,১৮	১৬৬,৪৪,১৮	১৬৪৮,৯৮,৩১
ও ...	১৬৪,৩৬,১৯	১৬৪,৩৬,১৯	১৬৯৬,১৬,৩৬
বন্ধ মুদ্রা	৪১,৩৭,১৯	৪১,১১,১৮	৪১,৯৫,১৯
অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে দায় ও			
দায়িত্বসমূহ	৩১৬,১১,৩১	৩১৬,১১,৩১	৩১৬,১৬,৩১
	১৮৮৯,৯৪,১১	১৮৭১,১১,১১	১৮৯৯,৩১,৩১
ঃঃ বিভাগ—			
ঃ মূলধন ...	১,৩৭,৩১	১,৩৭,৩৭	১,৩৭,৩৭
রিজার্ভ ...	৪,৩৭,৩১	৪,৩৭,৩১	৪,৩৭,৩৭
—			
ঋণী সরকার	১১৬,৩১,১১	১৩৭,১৮,১৯	১১৬,৩১,৩১
অন্য সরকারের	১৮,৩৭,৩১	১৮,১৭,৩৬	১৮,১৭,৩১
সিকিউরিটি	৬৮,৩৭,৩৯	৭১,৩১,৩৭	৭৮,৩৯,৭১
নোট	৯১,৩৭,৯৯	৯১,৩...৩৫	৯১,৩৯,৯৮
	৪,৩১,৩৭	৪,৩১,৩৫	৪,৩৪,৩৭
অন্য	১,১৮,৩১	৯,১৮,১৬	১৮,১৬,১৪
	৩৩৭,১৮,৩৯	৩১৮,১৬,৩৭	৩৩৯,৩৬,৩১
—			
	১৮,৩১,১৬	১৮,১৭,৩৭	১৯,৩৪,১৭
(	৯,১১	৯,১১	৯,১৮
(মুদ্রা	১,৩৭	১,১১	১,১৮
ঃ			
সরকারী	৩১,১৮	৩৯,৯৮	১৮,৩৭
বিল	...	...	...
(সরকারের			
ঃ	১,৩৪,১৭	১,৩৬,১৬	১,৩৪,৩১
ঘর্মী	৩৯৬,১৭,৩১	৩৯৬,১১,৯৮	৩৯১,৩৭,৯৮
(অন্যান্য ঋণ ইত্যাদি	১৬,৩৭	৩৭,৩৭	১৮,৩৭
মূলধন ও দায়ের			
	৯,৯৮,১১	৯,৩৯,১১	...
ন	৬১,৩৪,৩৭	৬১,৯৮,১১	৬৯,৯৯,১১
বৃদ্ধি	১,৩৪,১৮	৯,৩৬,১৭	৯,৩৯,১৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৩-১০-৫৮	৯-১০-৫৮	১১-১০-৫১
দায়—			
হিসাবী মূলধন	১১,১৩,৩৩	১১,১৩,৩৩	১১,৩১,৩৩
অসাধারণ মূলধন	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৬,৩৩	৯,১৬,৩৩	৯,১৬,৩৩
চলতি আমানত, মেয়াদী আমানত এবং অন্যান্য হিসাব	১৯৯,১৬,৯১	১৯১,৩৩,৩৩	১৯৯,৩৬,১৬
বিবিধ ...	১,৯১,৯১	১,৩১,৯১	১,৩৭,৯৯
মোট	১৯৯,৯১,১	১৯৯,৩৯,৯৯	১৯৯,১৬,১৩
সম্পত্তি—			
(ক) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণের	১৯১,৩৩,৯৮	১৯১,১১,৩৩	১১৬,১৭,৯৯
বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক			
প্রতিনিধিদের	১৭,১৫,৩৩	১৭,১৪,৩৬	১,৩৪,৩৩
ঋণ	৯৩,১৭,৯১	১৯,৯১,৯১	৯৩,৯১,৯১
অন্যান্য হোল্ডিং	৭১,৩৬,১৯	৬৯,১১,৩১	৭৪,৩৩,৯১
ডলার এবং ডলার দ্বারা	৩,১৬,১৭	১,১৬,১৯	১,৩৬,৯৬
ডেভ বিল	১,১৩,৩৯	১,১৬,৩৮	১,৩৩,৭১
বিবিধ—	১,১৪,১১	১,১৪,৩৩	১,১১,৩৯
অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা	৯,১১,৯৬	৯,১৯,৯৬	১,৩৩,৯১
ও বিদেশী ব্যাঙ্কের হিসাব	৯১,১১,৩৬	১৪,১১,৩৪	৯৩,৪৩,৯৬
মোট	১৯৯,৩১,১১	১৯৯,৩৯,১১	১৯৯,১১,৯৩

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ওকলীলডুক ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-১২-৫৮	১-১০-৫৮	১-৩-৫৮
চলতি হিসাবে যে ঋণ			
আছে ...	-	-	১৯৯,৩৯,১৯
(১) বাজারে বিক্রয় করিবার ঋণ	১১,১১,১৯	১১,১৯,১১	...
(২) অন্যান্য চলতি খাত যে ঋণ	৬৯৯,১৯,১৯	৬১৯,১১,১৯	...
মেয়াদের যে ঋণ			
আছে ...	...	...	১৯১,১৯,৩৩
(১) বাজারে বিক্রয় করিবার ঋণ	১৯,১৯	১৯,৩৯	...
(২) অন্যান্য মেয়াদের যে ঋণ	৩৩৩,৩৯,৩৩	৩৩৩,১৯,১১	...
মোট নগদ টাকা			
আছে ...	৬৫,৯৩,১৩	৬১,১৯,৩৩	৯,৩৯,১৯
হিসাবী বাজে জমা	১৯,৩৩,১৩	১১,১১,১৮	১১,১১,১৯
ঋণ			
আছে ...	৯৯৯,৩১,১১	৫৯৯,৯৯,১১	৯৯১,১১,১৩
আজান বন্ধী			

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান :

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইহু বিভাগ—

দায়—	৩০-৬-৫৮	সমাপ্তিকাল ৩০-৯-৫৮	৩১-১২-৫৮
প্রাথমিক হিসাবের মোট	১,৩১,১৯	১,১৯,৩১	৯,৩১,৩৩
চলতি মোট	১১১,৯৯,১১	১১৮,৩৯,৩৩	৩৯,১৯,১১
	১১৯,৩৩,১১	১১৯,১৯,১৯	৩৯,১৯,৩৩
সম্পত্তি—			
(ক) মোহর ও তার মোল্য	৯৯,৩১	...	...
মোল্য	...	...	...
ঋণী অফিস	১৯,৩৯,১৯	১৯,১১,১৭	...
অন্যান্য সরকারের কর্তৃপক্ষ	১,৩৯,১৩	...	...
অন্যান্য মোট, হিসাবে আছে	...	...	...
অন্য, ই অন্যান্য ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তে	১৩,১৯,৩৩	৩৯,৯৯,১৩	৯,৩১,৩৯
(খ) মোল্য মুদ্রা	৯,৩৭,১৯	৯,১৭,১১	২,১৯,৯১
পাকিস্তান সরকারের কর্তৃপক্ষ	...	...	...
অন্যান্য মুদ্রার মূল্য	...	...	...
অন্যান্য দায়ের হিসাবে যোগ আছে			
ইত্যাদি (কোন ঋণ)—	...	...	...
মোহর ও তার মোল্য	১১,১৩	১,১১,১৯	১,১১,১৯
ঋণী অফিস	১৮,৩৯,১৯	১১,৩৭,১১	৭১,১৯,১৩
অন্যান্য সরকারের কর্তৃপক্ষ	১,৩৬,১১	১৮,৯১,১৯	১৬,৩৯,১৯
মোল্য মুদ্রা	১,৩১,৩৮	১,৩১,৩৬	১,১১,৩৬
	১১১,৩৩,১৮	১১১,১৯,৩৩	৩৯,১৯,১৮

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আমানতের মূলধন	১,১৬,৩৩	১,১৩,৩৯	১,৩৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	—	—	...
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	১৩,১১,৩৯	১৯,১১,৩৩	৯৯,৩৩,১৯
(খ) প্রাদেশিক সরকার	১,১৯,১৩	৯,৩৭,১৩	৯,১৬,১১
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১১,১১,১১	১১,৩৯,১১	১৯,১১,১৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,৩৩,১১	৯,১৬,১৯	৯,১১,৩৩
মেয়াদী ঋণ	১৬,১৯	১৯,৩৩	১,১১
অন্যান্য দায়	৩৩,১৩	৩৯,১৯	১১,১৩
	১১৩,৩১,১৯	১১৩,১৩,১১	১৩৩,১৬,১৯
সম্পত্তি—			
নোট	১,৩১,১১	১,১৬,১১	৯, ১,৩৯
মোল্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী	১৮	১,১৩	৯৯
(খ) অন্যান্য	...	...	...
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী	১	১১	১
(খ) অন্যান্য	১১	১৩	১১
ঋণ ও অগ্রিম ঋণ			
(ক) আমলাতন্ত্রে	...	...	...
(খ) ব্যক্তিদের	...	...	...
(গ) সরকারী পাকাতীদের	১৩,৩১,৩৯	১৮,৩৯,১৯	...
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	১১,১৬,৩৩	১১,১১,১১	১১,৩৫,১১
সংগ্রহকৃত এবং অন্য ইত্যাদি	...	...	৯১,৩৩
অন্যান্য অন্য, দায় ইত্যাদি	...	...	...
ঋণবিনিয়োগ		...	...
অন্যান্য সম্পত্তি	১,৩৩,১৯	১৯,৩৯	১,৩৫,৩৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কারবারের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	শেয়ার ও অগ্রিম প্রাপ্তি	প্রতি শেয়ারের আনুমানিক মূল্য	মত লভ্যাংশ	সময়কাল	বাজার দর				
						১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪	শেষ প্রাপ্ত দর
ইঞ্জিনীয়ারিং										
ইণ্ডিয়ান আয়রন	...	১,৫১,১১,৩৩০	১,১৩,৭৯,৩১৯	১৩৲	১৯৩(৫)	৬৪১	...	...	৪১৩	...
মেসার্স	...	৭১,৬৩,৩৩০	৩৩,৩৯,১৪৯	১৩৲	৮৯৩(৪)	১৩১৪১	...	...	...	...
টাটা আয়রন	...	৩,৬৯,১৬,৩৩০	১৩,৩৪,১১,১৩৩	১১৲	১১৩ (৭)	৩৩৮	৪৯৩	৪১৯	...	...
এল ...	...	৩৩,৩৩,৩৩০	১,৩৩,১১,৩৩৩	৫০৲	১১৩৩(৫)	৪৩৯	...	...	...	৬৩৲
মেসার্সমেট	...	৩৩,৪১,৯৭০	১৭,১৩,৩৩৩	৭৲	৯৩(৩)	১৪,৪১	...	...	৪৯	...
মার্শালস্	...	১০,৩৩,৩৩০	৯,৩৯,৪১৯	১৲	৮৩(৫)	৬৩৯	৬৩৩	...	...	...
ইন্ডিয়ান তড়িৎসরবরাহ	...	৬,৩৪,৯৫,৩৩০	১১,৩৩,৩১১	১০৲	...	১৯৪১	১১/৩-১০৩/৩	১১,৩১৯/৩	১০৩/৩-১০৩/৩	১০৫/৩-১০৩/৩
কয়লাখনি										
আসানসোলাইট	...	১৩,৫১,৩৩৩	১৫,৩৩,৩৩৩	১০৲	১৲	৩৩৮	...	১১৯/৩-৩ (মূল)	৩৩৯	...	১১১/৩	...
ইন্ডিয়ান্স	...	১১,৩৩,১৩৩	১১,৩৩,৫০০	১৩৲	১৲	১৩৩৮	...	...	...	...	...	৩৩/৩
ওরো আসুরিয়া	...	১,৩৩,৩৩৩	৩,১৫,৩৩৩	১৫	১৲	১৩৩৯	...	...	...	...	...	৩৲
আসানসুরা	...	১৩,৩৩,১৩৩	... ...	১০০৲	...	৫৩৩	...	...	...	...	...	...
আসোয়ে	...	১০,৩৩,৩৩৩	১,১৫,৩৩৩	৫১৩	১৩৩(৩)	৯৩৩	৪১৩	...	৪৩	...	...	...
এর ওরো	...	১,১১,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩	১০৲	৯৩	১৩৩৮	...	...	...	...	...	৫৩৩
এর সাসুরা	...	১,১০,৩৩৩	১,১০,৩৩৩	১৫৩	৯৩	১১৩৩	...	...	...	...	...	৯৲
মিট বীরভূম	...	১১,১১,১৩৩	১১,১১,১১১	১০৲	...	১০৩৩	...	...	...	...	...	১৩৲
মিট মাসানুল	...	৯,৩৩,৩৩৩	৯,৩১,৩৩৩	১৩৲	১৩৩	১৩৩৮	১৩১৩	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল্যাণ্ড	...	১১,১১,৩৩৩	১১,১৯,৫৩৩	১০৲	৯৩	৩৩৮	...	...	...	...	...	১৯৩৩
সাহাব	...	৩৩,৩৯,৩৩৩	১,১৫,১১,৩৩৩	১০৲	৫৩	১১৩৩	...	১১৫/৩-৩৩৩	১৩৫/৩-৩৩৩	...	১৭৩৩	...
সেসার্স	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩,১৩৩	১০০৲	১০৲	৫১৩৩	৩৩৩৲	...	...	...	...	...
আসান	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	১৬,১১,৫১৩	১০৲	৫৯৩(৩)	৩৩৩৩	...	...	৩৩/৩-৩৩৩	...	...	...
ইন্ডিয়ান্স	...	১৫,৩৩,৩৩৩	১৫,১১,৩৩৩	১০৲	...	১১৩৩	...	...	...	...	...	১৩৩৩
মেসার্স	...	১০,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩	১০৲	১৲	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৲
ইন্ডিয়ান্স	...	৮,৩৩,৩৩৩	৯,১৩,৩৩৩	১০৲	১৲	১১৩৩	...	...	...	...	...	১১৫৩
শিবপুর	...	৯,১০,৩৩৩	৩,১১,৩৯৩	৭৲	১৩৩	১১৩৩	...	...	...	...	...	৩৩৯৩
মাটিন আয়রনওয়ার্কস	...	১১,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩	১০৲	১৲	১৩৩৩	...	৫১/৩	...	১১/৩-১১/৩	১১/৩-১১/৩	...
সেন্ট্রাল্যাণ্ড ইন্ডিয়া	...	১১,১১,৩৩৩	১৩৩৲	১০৲	...	৩৩৩৩	...	...	...	৩৩৩	৩৩/৩-৩৩/৩	...
কাপড়ের কল										
এমিল	...	১১,৩৩,৩৩৩	৩৩,৩৩,৩১৩	১০৲	১৫৩	৩৩৩৩	১৮/৩	১৯/৩	১৩৩/৩-১১৲	১৩১/৩-১৩৩/৩	১৩১/৩-১৩৩/৩	...
কানপুর উলেন্টাইল	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৩,৩৩৩	১১৫৩	১/৩	৩৩৩৩	...	...	১১৮/৩-১১৫/৩	১১১/৩	...	...
এডেলফাই	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,১১,১১৩	১৫৩	১৩৩(৩)	৩৩৩৩	১৩৲	১৩৲	...	...	...	...
ইন্ডিয়ান	...	১৩,৩৩,৩৩৩	১৫,৩৩,৩৩৩	১০০৲	১২৲	৩৩৩৩	...	...	...	...	...	১৩৫৩
ভাগলপুরী	...	৩৩,৩১,৩৩৩	৩১,১৫,৩১১	১০৲	৯৲(৩)	১১৩৩	...	...	...	...	...	...
মাইচিয়া	...	৯,৩৩,৩৩৩	১১,১১,৩৩৩	১০০৲	১৩৲	৩৩৩৩	...	...	...	...	...	৯৩৲
বাসরী	...	১৫,৩৩,৩৩৩	৭,৩৯,৩৩৩	১০৲	...	১৩৩৩	...	...	১/৩-১৩	...	...	৯৲
বিড়লা	...	১১,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৩,৫৩৩	১০৲	১১(৩)	১৫৯৩	...	...	...	...	...	৩৩৩৩
ভূবন	...	৩৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,৩৯,১১৩	১০০৲	১৫৲(৩)	১৫৯৩	...	...	...	...	...	৩৩৲

যো ষ প্র তি ষ্ঠা ন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সাধারণ)	বন্ধ ও অবন্ধ মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	সংখ্যা	১৯৯০/৯১	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯১/৯২	১৯৯১/৯২	মোট লভ্যাংশ
চটকল											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সংখ্যায়)	কত ও অন্যান্য তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	কত অংশে বিভক্ত	অন্যান্য	বাজার দর				
						১১/১০/৯৮	১০/১০/৯৮	১১/১০/৯৯	১১/১০/৯৯	১০/১০/০০
চা-বাগান										
হিমালয়ান চা	...	১,১০,০০০	১,১০,০০,০০০	১০০	১০,০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
দোয়ার ও পার্বতিয়া	...	৯,০০,০০০	১,৯০,০০,০০০	১০০	৯০,০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
ঢাকা চা	...	১,০০,০০০	৫,১৯,০০০	১০	৮,০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
পার্বত্যকোম্পানি	...	১৯,০০,০০০	৯০,১১,০০০	১০০	১০,০০০	১১/৯৯	...	...	...	...	...
আসাম	...	৯,০০,০০০	৯০,১১,০০০	১০	৯০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
বাগানবাড়ী	...	৯,০০,০০০	১১,০০,০০০	১০০	১১,০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
বিহার	...	১৫,০০,০০০	৯,১৫,০০০	১০	৯৫০০	১১/০৯	...	...	...	...	...
চিলুয়াটি	...	১,১১,০০০	১,৯০,০০০	১০	১,০০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
চাবাগান	...	১,০০,০০০	৯,০০,০০০	১০	১০০০	১১/০৯	...	...	...	...	...
সেন্ট্রাল আসাম	...	...	৯,৯১,০০১	১০০	১১৯০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
চাবাগ	...	৯,০০,০০০	১,০০,০০১	১০	১,০০	১১/৯৭	...	...	১৫	...	...
সেনগুপ্ত বিহার	...	১,০০,০০০	৯,৯১,০০০	১০	৯০০	১১/৯৭	...	...	...	...	...
বাগানবাড়ী	...	১,০০,০০০	১১,১৯,১০৯	১০০	৯৯,০০০	১১/০৯	...	...	...	...	...
ডুমরিয়া	...	১৯,০০,০০০	৯১,০১,১১১	১০	১৯,০০০	১১/৯৭	...	৫৫৯০	৭০৯৯৯১৮	...	...
ডিভিডেন্ড স্টক											
১৪ পি	...	১৯,০০,০০০	১১,০০,১৯১	১০	৯০	১/৭৭	...	...	...	...	...
ব্যাঙ্ক	...	৯৯,০০,০০০	১১,১১,৯৯১	১০	...	৭/৯৭	...	১৫/০-১৮০	১৫/০ ১৫/৯	...	১৮০-১৫/৯
[illegible]	...	১৯,০০,০৭০	৯৯,০১,১৫৫	১০	১৯(৫)	৯/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৯,১৯,০১১	১১,১১,১৯০	৫	৯,৯০(৫)	৭/৯১	১৯/০-১০,	৯৫০ (৫, ৫)	...	...	...
[illegible]	...	৯,০০,০০০	৯,১৯,৯৯৯	১০	...	১০/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	১৫,০০,০০০	১,০৯,৯৯১	১০	১(৫)	৯/১১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	১৯,০০,১৯০	৯,১০,৯৯১	১০	১, (৫)	৯৯১১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	১,০০,০০০	১০,০০,০৯০	১০	১৫০(৫)	৯/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	১৯,১১,০০০	৯,০১,০০০	১০	৯০ (৫)	৯/৯১	...	...	...	...	৯০০০
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স		১,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫১ (৫)	১৮০	১১/৯১	৭৯১	৬৫১০	...	...	৬৬৫০
[illegible]	...	১১,০০,০০০/- ১১,১০,০০০/-	১৯,৯৯,৯০০	১০১	৯৫০(৫)	৯/৯৯	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৯৯,১১,৯০০	৯৯,০০,০০০	১০	৯০১ পাই (৫)	১১/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]		১০,০০,০০০	১৯,০০,০০০	১০	৯৮ (৫)	১১/৯১	...	১৯১/৯-১৯১/৫	...	১৯১	...
[illegible]	...	৯৭,৯৯,৯১১	১,০০,৯৯,০০০	১০০১	...	১১/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০	১০০	১১ (৫)	৭/৯৭	১১১১-১১১	১১১৯-১১২	১১২১	১১১১	১১২১
[illegible]	...	১৯,৯০,১৯১	১৯,৯৯,০০০	১০১	১৯০(৫)	১১/৯১	১৫৫০	...	১৯১	৯৫৯-১০,	১৯১
[illegible]	...	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০০০	৫০১ (৫)	৯,	৭/৯৮	১০৭৫	৯০১১	১১১১	১০৯১	...
[illegible]	...	১,০০,০০,০০০	১,১১,০৯,০৯০	৫০১ (৫)	৯১ (৫)	১১/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	...	১১,০০,০০০	৫০১ (৫)	...	১১/৯১	...	...	...	৯৯৯-৯৯৯	...
[illegible]	...	১,১১,৯৯,০০০	১,১০,০০০	১০১	...	১১/৯১	...	...	...	...	...
[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	১৯১	১১০	৭৯৯	১৯১	৯১১	১৫৯	৯০১	...

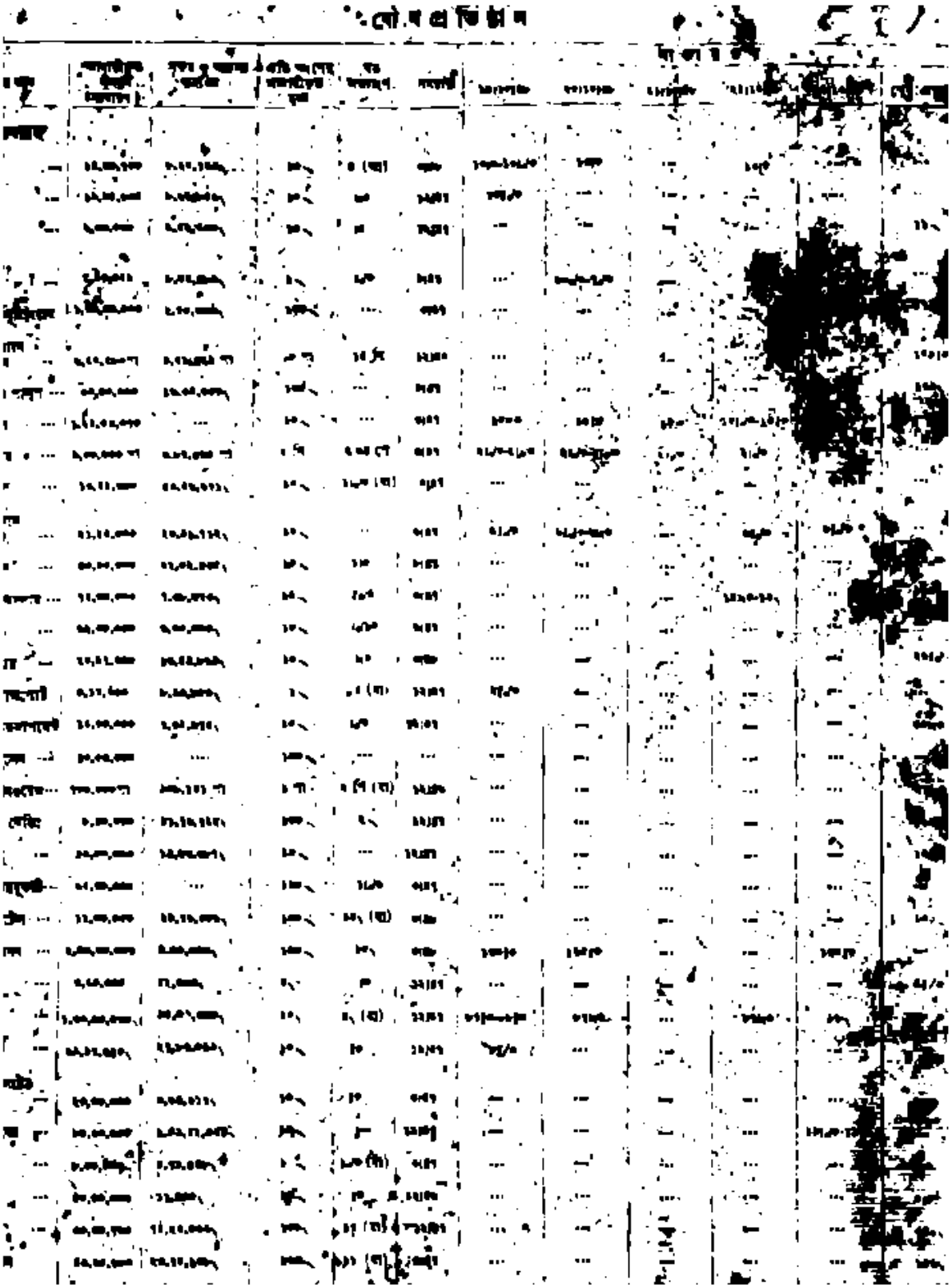

প্রেসিডেন্ট
নুতন ৪ মেরামত
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১১১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

প্রেসিডেন্ট
নুতন ৪ মেরামত
কে. সি, দে এণ্ড সন্স
১১১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা | সম্পাদনা, বুধবার ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫১ | ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৪ | মূল্য ৩।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা	১১১
প্রাসঙ্গিক	
ভারত সচিবকে, কংগ্রেসের নূতন সভাপতি, মুসলিম লীগ, বাঙলার ভবিষ্যৎ, অন্তর্বর্তী পরিকল্পনা, ভারতীয় টেলিফোন ...	১১১১
সংবাদলিপি	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই	১১১১
সমবায়	১১১৪
মুদ্রাস্ফীতে মজুরের ভাগ—ঐীযুক্ত [illegible], এম, এ ...	১১১৬
অর্থলোক	
[illegible] ...	১১১১
পণ্যাঙ্গনের সংবাদ	
[illegible] ...	১১১৫
বৈদেশিক	
[illegible] ...	১১১৪

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা

(২)

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার মূল প্রস্তাবগুলি আমরা গত সংখ্যার "আর্থিক ভারত"এ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমানে সরকারী প্রস্তাবের সর্ত্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারত সরকার চলতিপথে কিছু করার আগে পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ সংবৃতবাক হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ।

সরকারী পরিকল্পনার গোড়ের নিদিষে অত্যন্ত দুরূহ কিছু সম্পন্ন করিবার প্রতিশ্রুতি নাই, কিন্তু চরিত্রে সাহসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। —এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে কেন্দ্রীয়ভাবে যে দৃঢ়তা ও সাহসের প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা যদি বিধাহীনভাবে অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা প্রকাশের ফলেই যে মুদ্রাস্ফীতি সম্ভাবনার নিরাকরণের সূত্রপাত হইয়াছে, আমরা এমন কথা বলিতে পারি।

সর্ব্বাগ্রে সরকারী আয়ব্যয়ের ব্যবধানহ্রাসের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবধান যাহাতে দ্রুত হ্রাস পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।—ইহার চেয়ে [illegible] সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্যা এই যে, কিরূপে ইহা কত সম্ভবপর?

প্রথমেই সরকারী সংগ্রহ পদ্ধতির কথা তোলা যাইতে পারে। ভারত সরকারী 'খাতির' সৃষ্টি করিয়াছে এবং টাকার বাজার সম্পর্কে সরকার অবহিতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।—অল্পকয়দিন পূর্ব্বে সরকার ২॥ টাকা মূল্যের অবলম্বের ছুটি কোটি টাকার মূলধন-প্রাপ্তি ইহার পরিচায়ক। এই 'খাতির'কে চিরস্থায়ী রাখিতে হইলে সাবধানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা হইলে সরকারী ঋণ পরিকল্পনার বাকী ৯০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানীয় ধনবিনিয়োগকারীদের এবং জনসাধারণের নিকট হইতে তুলিতে পারা বিশেষ কঠিন হইবে না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি ধনবিনিয়োগকারীদের নিকট পরিষ্কার হওয়া চাই,—সে পরিকল্পনার মধ্যে কোনরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় থাকিলে চলিবে না।—নীতি একবার স্থির হইয়া গেলে অধিকারীর পক্ষে সজ্ঞানে দৌর্ব্বল্য ও সরকারের আয়ত্ত প্রকাশ করিতে হইবে। সেখানে কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলে চলিবে না, নীতিস্বীকারের কোন ত্রুটি সেখানে উচিত হইবে না,—বৃহত্তরসংঘাতের সকলই সেখানে সরকারের

কোন কোন অর্থনীতিবিদ, সরকারী আয়ব্যয়ের সমতাসাধনের উদ্দেশ্যে, যে নূতন করস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, মনে হয় সরকার সে-পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যখন চারিদিক হইতে সস্তা আদর্শে ও কিঞ্চিৎকৃত্রিম প্রচারকার্য্যের ফলে প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ-অনর্থক কোলাহল সৃষ্টি হইতেছে, তখন নূতন করস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে যে উপকার পাওয়া অবশ্যকার দেশে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর অনুমান করা কঠিন নহে যে, ইহার আদায়-ব্যবস্থার যদি গলদ থাকে, তাহা হইলে দেশের করদাতাদের উপযোগিতাই বা কি? জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ হয়তো ইহার অপেক্ষা সহজ উপায় আর আছে বলিয়া মনে করেন না।

অতএব নূতন করস্থাপন নয়, যাহা করা আমাদের উচিত তাহা ব্যয়সঙ্কোচের, যাহা "চোখে" ধরিবার কঠিনতর ব্যবস্থার কালেই যে সরকারের সিদ্ধান্তের বলবানের সমাধান সম্ভব, তাহা আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

কিন্তু "চোখে" ধরিবার জন্য "তাকাক" নিযুক্ত করিয়া সরকার স্বস্থ আছেন, অতএব দুই সনে নিলিয়া সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বেহিসাবীরা করিয়া লুটিয়া-পুটিয়া খাইতেছে।—সবল ও নির্ভীক হস্তে বিভাগীয় ও বিভাগবহির্ভূত খাতের উচ্ছেদ প্রয়োজন।—তাহা হইলে সরকারী আয়ের পরিমাণবৃদ্ধির বহর দেখিয়া কর্তৃপক্ষের বন্ধুরাই যে বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আমাদের সংশয় নাই।

অতএব আমাদের মতে বর্তমানে নূতন করস্থাপনা কোনক্রমেই সঙ্গত। অবশ্য "চুল্লু করা" বন্ধ করা সম্পর্কে নিশ্চয়ই একথা বলা চলে না।—করধার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া অর্থাভাবে যে ওই করধার্য্য আবশ্যক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু "চুল্লু করা" কে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে কিরূপ ভাগাভাগি অধিবাসে হইবে তাহা লইয়া কৃষি-সম্পর্কিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিরূপ প্রদেশসমূহের হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে আসা অত্যাবশ্যক। দিল্লীতে যে সিদ্ধান্তনাথ অর্থসচিব সম্মেলনে এই সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই।

প্রদেশসমূহের সহিত কেন্দ্রের কৃষি-সম্পত্তি সংক্রান্ত এই বিষয়ের মীমাংসার পূর্বে "চুল্লু করা" আইন লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না মনে হয় না,—কারণ তাহাতে একই আইন সম্পর্কে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের অধিকার ও প্রয়োগ বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে।

ব্যয়বরাদ্দের সমতাসাধন করিতে হইলে আয়বৃদ্ধি আবশ্যক বটে, কিন্তু সেও কম প্রয়োজনীয় নয়। অতএব ব্যয়সঙ্কোচের কোনও পন্থাকেই বাদ রাখিলে চলিবে না। ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্বন্ধে এখনকার মত স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অনেকে এই প্রস্তাবকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিভীষণের চিন্তায় ইহাকে সেরূপ "অদ্ভুত" বলিয়া মনে হইবে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যেও অগ্রগণ্যতার হিসাব চলে, সব পরিকল্পনাতেই এক সঙ্গে হাত দিবার প্রয়োজন নাই। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, উত্তর-স্বাধীনতার প্রাথমিক উৎসাহে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাবাহুল্য লক্ষ্য করিয়াছি।—আমরা জানি একই সময়ে অনেক কাজে যে ব্যক্তি হাত দেয়, সে ব্যক্তি সকল কাজই নিষ্ফলভাবে শেষ করে। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার সর্ববিধ আতিশয্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহে যদি একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে অনাবশ্যক অর্থব্যয়ও বাঁচিবে এবং দ্রুততর গতিতে দেশের সম্পদবৃদ্ধিরও সুবিধা হইবে।

এরূপ অবস্থা যে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সহায়ক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।—সরকারের বিভাগীয় ব্যয় নির্ব্বাহের পরিমাণেও যথেষ্ট ব্যয়সঙ্কোচের ক্ষেত্র আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এমন অনেক বিভাগের কথা আমরা জানি, যেখানে বর্তমানে যে-সংখ্যক লোক কাজ করে (অবশ্য করে না।) তাহার অর্দ্ধেক লোক দিয়াও উন্নততর প্রণালীতে সেখানকার কাজ চালানো সম্ভব। অতএব সেসব ক্ষেত্রে লোক ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন আছে।

দেশের লোক জাতীয় সরকারের অর্থে প্রতিপালিত, দেশের সর্ব্বসাধারণ যাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থ যোগায়, তাহারা সে-অর্থ কিরূপ দিয়া গ্রহণ করিতেছে কিনা, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চয়ই দেখিতে হইবে। দেশের বেকার-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব জাতীয় সরকারের নিশ্চয়ই আছে। সে দায়িত্ব সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ও সম্বল অনুযায়ী নিশ্চয়ই যথাসাধ্য পালন করিবেন।—কিন্তু অলস, কর্ম্মবিমুখ, পরমাত্মা-পোষণের দায়িত্ব নিশ্চয়ই জাতীয় সরকারের, তাহা জনসাধারণের নাই। অতএব সর্ব্ববিভাগেই কাজের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মচারীসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা দরকার এবং সরকারী চাকুরিতে কোনক্রমে একবার নিযুক্ত হইতে পারিলেই সত্য গাফিলতি এবং কর্ম্মবিমুখতা সত্ত্বেও সেই চাকুরিতে কায়েমী স্বত্বের হানি ঘটিবে না,—কর্ম্মভীরু সরকারী চাকুরিয়াদের এবং সরকারের তরফে এই মনোভাবের আশু সংস্কার প্রয়োজন।

আমরা নিজেরা দৃষ্টান্ত সহযোগে এমন সব সরকারী বিভাগের কথা উল্লেখ করিতে পারি, যেখানে ১০ জন লোকে অনুষ্ঠেয় যে কাজ সম্পন্ন করিতে পারে সেখানে ১০০ জন লোককে নিযুক্ত করা হইতেছে, অথচ কাজ হইতেছে ১০ জনের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের। "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হওয়ার এ-দৃষ্টান্ত ভারত সরকারের সর্ব্ব বিভাগেই ছড়াইয়া আছে।—অতএব এই দিক দিয়া জাতীয় অপচয় রোধ করা দরকার।—যাহারা কাজ করিবে না, অথবা যাহাদের সত্যই প্রয়োজন নাই (এক জনসাধারণের অর্থে সরকারী সাহায্য প্রদান করা ছাড়া।) তাহাদিগকে এখনই বিদায় দিতে হইবে।—এবিষয়ে কিন্তু প্রতিবাদ যে উচিত হইবে না, আমরা মনে করি। কিন্তু [illegible]

তাহা অবশ্য করিতে হইবে :—কারণ সরকারের শুভাশুভ, সকল অঞ্চল ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের শুভাশুভ, সকল অঞ্চলের সহিত জড়িত। অতএব সরকারের যাহারা কর্মিক নিতে চেষ্টা করে, তাহারা যে কোনো সর্বজনমান্যতাতেই কর্মি দেয়, সেকথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। সুতরাং ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী এবং কর্মবিমুখ সরকারী কর্মচারীর অপরাধের শ্রেণী বিভাগ চলিতেছে, কুকর্ম বিভাগ চলে না।

অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা বলা অত্যাবশ্যক। যদি কোন বিভাগ হইতে বাড়তি সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়, তাহা হইলে সে সকল কর্মচারী যদি সবাই সৎ-পরিশ্রমী হয়, তাহা হইলে প্রথমেই তাহাদিগকে উন্নয়ন-পরিকল্পনামূলক নূতন বিভাগগুলিতে গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সরকারী কর্মে নিয়োগের একটি মাত্র মাপ মিলিয়ে হওয়া প্রয়োজন,—তাহা হইল যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা।

এই পন্থা অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে, উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সম্যক পরিচালনায় আজ যত বেশী পরিমাণ বাহিরের লোকের প্রয়োজন হইতেছে না, শুধু এখনকার অন্য বিভাগীয় লোকদের বিভাগ পরিবর্তন করাইয়াই কাজ চলিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা কর্মঠ, তাহাদিগকে ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে যে এই চাহিদের শেষ সুযোগ ; অতঃপর কাজ না করিলেই চাকুরি যাইবে এবং কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে কেবলমাত্র অভিসন্ধিমূলক প্রমাণে করিয়াই আর চাকুরি বজায় রাখা চলিবে না।

এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে সরকারী ব্যয়হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সৎ ও পরিশ্রমী কর্মচারীরা উৎসাহ পাইবে, তাহাদের সভতার যোগ্য সমাদর হইবে এবং কর্মবিমুখ কর্মচারীরা নিজেদের ব্যবহার সংশোধন করিতে বাধ্য হইবে। মনস্তত্ত্বের দিক বিচার করিলে সরকারী বিভাগীয় কর্মকুশলতা উহার দ্বারা বহুগুণ বর্ধিত হইবে।

যদি ব্যয়হ্রাসের এই নীতিকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এখন কিছুকালের জন্য নূতন নিয়োগ বন্ধ রাখা প্রয়োজন। কারণ, লোক নিয়োগ করা আনন্দের বিষয়, লোক ছাঁটাই করা অপ্রীতিকর। অতএব যাহারা আছে, তাহাদের দিয়াই কাজ করাইয়া লওয়া কর্তব্য। তাছাড়া সরকারী বিভাগগুলির যে-জনবহুলতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়োগের মূল পদ্ধতি ইহা নিশ্চয়ই নহে ;—অতএব ব্যয়হ্রাসের অপ্রীতিকর কর্তব্য যথাযথ পালন করিতে হইলে অর্থসচিবকে বাড়তি জনতাকে বিদায় দিতে হয়, আর সে-কর্তব্যকে যথাসম্ভব কম অপ্রীতিকর করিতে হইলে এই সকল বাড়তি লোকদের সবগুলি বিভাগান্তরে নিয়োজিত করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এই শেষোক্ত রীতির পক্ষপাতী।—অবশ্য ওই পন্থা অবলম্বন করার পূর্বে এই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার যে, সে সকল বিভাগে ইহাদের প্রয়োজন আছে, সে সকল স্থানে কাজ করিবার ইহাদের যোগ্যতা আছে এবং যথাযথ কাজ করিবার জন্য ইহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ আছে।

—যাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে যদি নূতন কোন কর ধার্য না করিতে হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় রাজস্বে অন্যূন ৩০ কোটি টাকার ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। সেই কথা মনে রাখিয়া অর্থসচিবকে অগ্রসর হইতে হইবে ;—তবে সাধারণের নূতন করভার সম্পর্কে উহা পোষণ না করাই ভালো।

আর্থিক সঙ্কটের কথা যে ইতিপূর্বে হয় নাই, তাহাও নহে—হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতবর্ষের কথা বলে, যেখানে যৌথ পরিবার প্রথা অদ্যাবধি সর্বত্রই প্রচলিত আছে, সেখানে পারিবারিক সংস্থানের জন্য আবশ্যক টাকার ন্যূনতম অঙ্ক নির্ধারণ করা সহজ নহে। আমাদের এখানে অনেক মাস-মাহিনার কর্মচারীকেই কর্মহীন অথবা কর্মচ্যুত একাধিক আত্মীয়কে পোষণ করিতে হয়। বাজেট এক্ষেত্রে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সীমানির্দেশ করিতে গেলে অনেক সময় তাহা নিষ্ঠুরতার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। অতএব আবশ্যিক সঙ্কটের পরিবর্তে যেকোনও সঙ্কটকে অধিকতর আহ্বানীয় করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করাই আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

প্রকান্তরে আমরা মুদ্রাস্ফীতিনিরোধের অন্যান্য পন্থাগুলি লইয়া আলোচনা করিব।

বেকার লিমিটেড্
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

প্রাসঙ্গিক

নূতন সরকারকে

১৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি এই বছর ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। সমগ্র জাতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা স্বাধীনতার সাধনাসিদ্ধির কবীন্দ্রবচনকে অভিনন্দন জানাইয়াছি।

কৌশলের প্রশ্ন লইয়াই গুরুতর এই কথা যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার ভ্রূণ সম্ভাবনিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্য ইহা মনে করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা হয়তো মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু অবশ্য প্রকাশ্য ক্ষেত্রে তাঁহারা উল্লাস বিহ্বলতার মধ্যে তাহার সুযোগ দেয়নাই। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা করিয়াছেন।

নবীন সরকার যাই যাহাদের সমাজতন্ত্রে এবং এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে কথা প্রকাশের ধারা আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

নবীনের সরকারের তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন।

নবীনের সরকারের

পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিম্নে লিখা অধিবেশনে কাছাড়, মিলুয়া ও মণিপুরের বেকার-সমস্যা এবং পূর্ব্বাঞ্চলে সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়টী পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ লাভ করিবার নিমিত্ত সুযোগ বলিয়া গৃহীত হয়। এই প্রবেশকে স্থায়ী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধীভূত করিবার সিদ্ধান্তও এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিবার সাথে সাথে এই বিষয়ক একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা আমাদের মনে হইয়াছিল। সেই কথাটী এই যে, পাঞ্জাব বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধীভূত এই পরিকল্পিত প্রদেশের সহিত পাঞ্জাব বঙ্গ প্রদেশের কোন যোগাযোগিক যোগসূত্রের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ এই দুই প্রদেশের অধিবাসী খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জিলা সমেতই এই যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে। কারণ, মণিপুর, লুসাই পাহাড় ও মিলুয়া প্রদেশের পার্শ্বত্য অধিবাসীদের ভাষা ও জাতীয় গোষ্ঠীর (Race-এর) বিচারে অধিবাসী ও পার্শ্বত্য পাহাড়ের অধিবাসী হইতে খুব পৃথক নহে। যেমনি আবার আসামের গোয়ালপাড়া জিলা বাঙ্গালার বহু মুসলমান ভাষাভাষী। সুতরাং প্রস্তাবিত নিখিল প্রদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তাহাদের মন হইতে পারিত: এইরূপ অসুবিধা ছিল এই যে, মৃত্তিকারের বেকারত্ব ও বাঙ্গালিদের পরিবর্ত্তে অধিবাসীদের প্রবেশকৃতিক সম্পর্কে যে অভিযোগ বা দোষ দিয়াছে তাহারও কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

কিন্তু নীতির দিক হইতে প্রস্তাবিত নিখিল প্রদেশকে আসামের অঙ্গীভূত করিয়া পাঞ্জাব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উহাকে নিজাধীনে এই প্রস্তাবে আমরা যে গুরুত্ব দেই নাই। আমরা বলিয়াছি যে, নূতন প্রদেশ সৃষ্টির পথেই আমাদের চিরন্তন ত্রুটি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-গোচর হইবে এবং যথারীতি সংশোধনের দাবি হইবে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে আসামের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও আমাদের প্রাদেশিক সরকার যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের সঙ্গে আমরা খুব আশান্বিত বোধ করিতে পারিতেছি না—ইহার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিয়া পাইতেছি।

একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে আসামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ বলিয়াছেন যে, সৌসোলিষ্ট ও অন্যান্য দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব্বাঞ্চল কংগ্রেস প্রবেশ বাদের আলোচনা অধিবেশনপ্রসূত,—আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস ও আসাম সরকারের অন্তঃ প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি, কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিম্নাঞ্চল সম্পর্কে এইরূপ দায়িত্বশীল মহল হইতে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা এবং কুটুম্বিতা অবলম্বনের পূর্ব্বের সকল দৃষ্টান্তকেও ম্লান করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদলৈর সঙ্গে আমার সরকার ও প্রাদেশিক কংগ্রেস যেরূপ অসহযোগিতা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ না করিলাম। কিন্তু মণিপুরের রাজনৈতিক অশান্তি, আসামবাসী বাঙ্গালীদের মনের অবস্থা পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব বঙ্গের যোগসূত্রে একটি সমস্যার উদ্ভব করা ইত্যাদি বিবেচনা করিলে প্রস্তাবিত প্রদেশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদের অনাবশ্যক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাহা, এই প্রস্তাবিত প্রদেশ সৃষ্টি না হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত আসামেরই অসাধিতে সমস্ত বিষয়ে প্রতিরোধ-শক্তিহীন হইয়া পড়িবে বলিয়াই আমাদের মনে বিশ্বাস।

যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

পাঞ্জাব বঙ্গের অন্যতম সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করার নীতি অত্যন্তই লজ্জাজনক এবং এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সমবায় নীতির অনুসরণে দেশে যৌথ কৃষিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক।" এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, খোদ দিল্লীর বসে শ্রীযুক্ত যে, পি, কৃষ্ণাচারের নেতৃত্বে কংগ্রেস সভাপতি কর্ত্তৃক যে কৃষি উন্নয়ন কমিটি (Congress Agrarian Reforms Committee) বিগত হয়, তাঁহারাও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে যৌথ কৃষিপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার উপর বিশেষ জোর দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে যাঁহারা বিশেষজ্ঞরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন তাঁহারা যৌথ কৃষি-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া পারিবেন না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই সম্পর্কে যে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা করা আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং ভারতে যৌথ কৃষিপদ্ধতির বিরাট সম্ভাবনা থাকিলেও ভারতে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা মোটেই অগ্রসর হয় নাই। তাহার কারণ যখন প্রথমেই স্বরাজিকার দায়িত্ব সরকার উপর করা হয় এবং জমির অধিকার সম্পর্কে মালিকানার সংস্কার লাভ করা। এই সম্পর্কে ভারতের বর্ত্তমানের নীতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকার কার্য্যক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন দিক নির্দ্ধারণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি স্বার্থিকার আইনের উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্ত্তন এখনও হয় নাই এবং অনেক প্রদেশে ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান জমিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। সেই জন্য ভারতের কৃষিব্যবস্থা বিটিশ শাসনের আমলে যেরূপ ছিল তাহাতেও অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে পেছনে পড়িয়াছে।

তাহাড়া যৌথ কৃষি-পদ্ধতি সম্প্রসারণের পথে আর একটি প্রবল বাধা রহিয়াছে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব। বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ট্রাক্টর ও অন্যান্য উন্নতধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করার সম্ভাবনা হইতেছে না। তাহাতেই এই অবস্থায় যৌথ কৃষি-কার্য্যের কথা বলা বাহুল্য, উহার কথা আলোচনাও অর্থহীন। অথচ আমাদের ঐকান্তিক যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের জন্য সরকার পূর্ব্ব হইতে যত্নবান হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের বেকার যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের জন্য কি আয়োজন করিতে পারে, তাহাই দেশবাসী জানিতে চাহেন।

আমাদের মনে হয়, ব্যাপকভাবে কৃষি-ক্ষেত্র সংস্কারের এই কঠিন কার্য্য সুসম্পাদন করিতে সরকারের আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধান করার আমাদের জাতীয় অর্থনীতি যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সরকার যদি অবিলম্বে আইনের সাহায্যে ভারতের সমস্ত পতিত, অনাবাদী জমিতে এবং ক্রমে কৃষিতে উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি সাহায্যে যৌথ কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য অন্য সাধারণকে নামান, তবে দেশে তাহাতে ব্যাপকভাবে সাড়া পড়িবে। ঐ পতিত জমি গুলিতে কৃষি কার্য্যের জন্য প্রচুর উৎসাহিত, যাহে যে প্রয়োজন হইলে তাহাতে তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে এমন যদি সরকার যন্ত্রপাতি অবলম্বনের জোর সুযোগের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে হইলেই সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। এই বিষয় সরকার কতকটা সাফল্য লাভ করেন, তাহার উপর নির্ভর করে তাহাদের কৃষি প্রগতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচিত নীতি ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি নাই।

কলমলতা পরিকল্পনা

কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে পৃথিবীর অন্য উন্নত দেশের মত "কলম বীজ" প্রথা চালু করা কিনা, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ সুসংবাদ বলিতে হইবে। কৃষি অধিকাংশ ভারতের অন্ন ভারতের কৃষকদের মধ্যে যাহে সঞ্চালন করিয়া যাহে তাহার প্রতিকার করে যা ব্যাপার প্রচলন করিবার জন্য অর্থনীতিবিদ কৃষিবিশেষজ্ঞগণ বহুদিন হইতেই দাবী জানা আসিতেছেন। "কলম বীজ" ব্যবস্থা চালু হইলে যে কৃষকদের অর্থনৈতিক বিষয়ের হইতে বেরোই পা তাহাই নয়, দেশের ফলন-উৎপাদনেরও তাহাতে প্রভূত উন্নতি ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীজ-বিশেষজ্ঞগণও ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি উদ্দেশ্যে "কলম বীজের পরিকল্পনা" [illegible] জন্য সুপারিশ করিয়াছেন এবং বলে। একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতের জলবায়ুই যাহিত্যে অনুকূল জন্য ঐরূপ বীজ পরিকল্পনা কার্যে হইবার পক্ষে সকলের নানাপ্রকার বিঘ্ন-উপস্থিত হই। সেই জন্য এই বিষয়ে সরকারের যে বিশেষ দৃষ্টি আছে তাহাও তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন।

মুক্তকণ্ঠে ব্যাপকভাবে "কলম বীজের" ব্যবস্থা ক এবং তাহার ফল ধান, গমজাত, তুলা ইত্যা

(পরবর্ত্তী অংশ ১০১৩ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

৯ই

ব্রিটেনের চুলায় ও ধর্মঘার ঘান—স্যার হেনেটের কৃষিত—সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের বাণি বৃদ্ধি—ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও কম্যুনিষ্টদের উহাকে কব্জা করার প্রচেষ্টা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৩ই অক্টোবর—ব্রিটেনের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘোর বিপদের ছায়ার ব্রিটেনের চলার ও ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত মাসের শেষে ব্রিটেনের মজুত চলার ও লোহার পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টনের কিছু বেশী, যাহা ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। গত জানুয়ারী হইতে ইহা মাসের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের এ ধরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক কম হইয়া গিয়াছে। তবে বর্তমানে এ ধরণের পরিমাণ অনেকখানে বৃদ্ধিত হইয়াছে। তবে ইহার জন্য ব্রিটেনের আমদানি হ্রাস পাওয়া নহে, বরং ই. আর. পি. প্রভৃতির কাজেই বেশী পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ই. আর. পি. বাবদে বর্তমানে ব্রিটেন যে সাহায্য পাইতেছে তাহা বন্ধ হইবে (সম্ভবতঃ ১৯৪ সালের মধ্যে)। ব্রিটেনের আমদানি কিরূপ হইবে তাহা এখন হইতে ধারণা করা উচিত।

ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ অর্থ নৈতিক সমস্যাটি কি তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় ব্রিটেন সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১৩১০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি করিয়াছে। আগেকার মাসে অর্থাৎ তুলনায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও ইহা যে, মূল ও মুদ্রাস্ফীতির অনুপাতে অনেক রপ্তানি বৃদ্ধি পায় নাই। কোন ইংরাজী ইদি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি: উইলসন্ বর আমদানি হ্রাসের কিছুটা সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার সহ দিতে পারে নাই। মি: উইলসন্ অবশ্য যদিও কয়েক মাসের অভাব না থাকিলে বর আমদানি আরও বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু অনেকের ধর্মঘটের এই অবস্থার মধ্যেও সরকারী হাতে যদি আরও রপ্তানি হইত তাহা হইলে বহু আনুষঙ্গিক শিল্পবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত মি: উইলসন্ উৎপাদনের হার হ্রাস করিয়া কি আবেদন করিয়াছেন তাহা অবশ্য সকলেই করিবেন।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে ইহার প্রভাব যে কি ভয়াবহ তাহা বলি শ্রমিকদের হুমকির কাছে হইয়া থাকে, তবে হাতের সকল নাই। মাইনার্স ইউনিয়নের অন্যান্য সম্পাদক এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী সভায় বক্তৃতা দেয় বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহাতে সকলের মত উল্লেখিত হওয়া উচিত। কম্যুনিষ্ট সম্পাদকটী সভায় তাহার বক্তৃতায় শ্রমিকদের সম্মুখে ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের সম্বন্ধে যে অর্থনৈতিক সমস্যা করিয়াছেন ব্রিটেনের ধনিকতন্ত্র ইউনিয়নের সভাপতি তাহার প্রতিবাদ করেন। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রিটেনে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধি-দের মধ্যে যে সম্মেলন হয় কম্যুনিষ্ট সম্পাদকটী সেই সম্মেলনে যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। কিন্তু তাহাতে শ্রমিক সম্মেলনের কোনরূপ ক্ষতি হইবেনা। তবে মজুর ও শ্রমিকদের কৃতা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে যেমন সম্ভব কোনরূপ যত সম্ভব নয় সেই বিষয়ে কম্যুনিষ্ট সম্পাদকটীর আচরণ কোটী অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া তেন যে কম্যুনিষ্টদের আচরণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। যতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন হইতে এইসব প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উচ্ছেদ না হয় ততদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নিয়ামক যে নিম্নরূপ থাকিবে তাহা বুঝিবার কিছু আছে।

ওয়াশিংটন

ডিউইর জয় সুনিশ্চিত—কংগ্রেসে ইহার দলের সংখ্যা সমান হইবার সম্ভাবনা—ট্রুমানের সমর্থন হারাইবার কারণ—ব্যবসায়ীদের রৌপ্য আইন পরিবর্তনের দাবী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৩ই অক্টোবর—আসন্ন নির্বাচনে রিপাব্লিক্যান পার্টির প্রতিনিধি টমাস ই ডিউইর সাফল্য একপ্রকার নিশ্চিত, তবে হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভ ও সেনেটে রিপাব্লিক্যান দলের সংখ্যাধিক্যতা থাকিবে কিনা তাহা বলা শক্ত। কারণ প্রতি দুই বৎসর পরে উহার প্রতিনিধি সভার নির্বাচন হইলেও সেনেটেরদের এক-তৃতীয়াংশ আসনের পুনঃ-নির্বাচন হয়। আগেই বলিয়াছি উহার প্রতিনিধিসভায় রিপাব্লিক্যান দলের সংখ্যাধিক্যতা রক্ষা করা শক্ত হইবে। অনেকের ধারণা এইবার কংগ্রেসে রিপাব্লিক্যান ও ডেমোক্র্যাটিক দলের সমান সমান প্রতিনিধি থাকিবে, সেইক্ষেত্রে ভাইস-প্রেসিডেন্টের ভোট দান করার প্রয়োজন হইতে পারে। রিপাব্লিক্যান দল বিজয়ী হইলে ক্যালিফর্নিয়ার গভর্ণর ওয়ারেনই এইবার ভাইস প্রেসিডেন্ট হইবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের বিপক্ষতার কারণ শুধু রাজনৈতিক অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ নহে, দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহার কতিপয় কর্মনীতি প্রবর্তনের সমর্থন না পাইয়াছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ও তাঁহার উপদেষ্টা কমিটিগুলির যে মূলের পরেই মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কের লেনদেন দেখা দিবে এবং সেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য তিনি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ হিসা ব্যবসায়ীদের ক্রীনবাজার যার বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার জন্য তিনি জনসাধারণের সমর্থন হারাইয়াছেন।

মূলের আশঙ্কা ও ধর্মঘট ভয় ইত্যাদি সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী হাতে ডলার ও ব্যাঙ্কের তাহিয়া মোটেই কম নহে এবং বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন যে, আমদানী বন্ধের সরকার ও সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে কোন পরিবর্তন হইবে না।

বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির গতির সেপ্টেম্বরে রপ্তানির যে হিসাব প্রকাশ ও সংখ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ইহা না থাকা পর্যন্ত ব্যবসায়ী মহল তাহার কোন মূল্য দেওয়ার না। রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে এই সময়কালে দেশের রপ্তানির অবস্থার অনেকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে এবং গত জুলাই মাসে শিল্পোৎপাদনে যে অবনতি দেখা দিয়াছিল গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তাহার আশ্চর্যরূপ উন্নতি হইয়াছে। অবশ্য কয়লার প্রাচুর্যের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানির আয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে বিনিময়ের হারের কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই।

গ্রীন অ্যাক্টের বলিয়া সেনেটে মি: বিরোধের গ্রীন ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রতিনিধিরূপে সেনেটের নির্বাচন যুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া রৌপ্য ক্রয় আইনের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতেছেন। গ্রীন অ্যাক্টের ফলে রাজকোষ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিয়া শিল্পোৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছিল। মি: গ্রীনের বক্তৃতা শুধু ফলপ্রদ নির্বাচনী প্রচারকার্যমাত্র বলিয়া মনে করা ভুল হবে না। রৌপ্য ব্যবসায়ীরা অনেকদিন হইতে বৃহত্তর রৌপ্যের বাজারে কৃত্রিম অবস্থায় প্রতিকারকল্পে রৌপ্য ক্রয় আইন ইত্যাদির পরিবর্তন দাবী করিতেছেন ও সরকারী কর্তৃপক্ষমহল তাহা ভোগ প্রকাশ করিতেছেন। রৌপ্য ব্যবসায়ীদের অনেকের মত এই যে রাজকোষ হইতে অত্যুচ্চমূল্যে রৌপ্য সংগ্রহ বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। তাঁহারা বলেন চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা রৌপ্যের মূল্য নির্ণীত হইলে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট ডিউই নির্বাচিত হইলে রৌপ্য ব্যবসায়ীদের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রৌপ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েকজন ডিউইর নিকটতম বন্ধু, এমন কি তাহাদের মধ্যে দুইজনের হিসাব গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদও অলঙ্কৃত করিতে পারেন।

দিল্লী

ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে সরকারের অবাধনীতিগ্রহণের সঙ্কল্প—শিল্প উন্নয়নের প্রথম পাঁচ বৎসরের পুনর্গঠনের জন্য সরকারী পরিকল্পনা—দেশীয় রাজ্যের রাজস্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৭ই অক্টোবর—আজ সরকার সম্প্রতি দেশের শিল্পোন্নতি ও বিদেশবাণিজ্যের গতির ভারতে শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে যেসব আলোচনা চালাইয়াছেন তাহার কোন বিশেষ ফলপ্রসূ পাওয়া যায় নাই বলে বলা। কারণ সরকার দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠিক কি সাহায্য করিতে পারেন তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের অতিদ্রুত বাড়ে ভারতে সরকার কারখানী হইতে যুদ্ধোপযোগী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য যেসব বৃহৎ কারখানা স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রপাতি পাইয়াছেন, কিন্তু সেইগুলি কাজে লাগাইবার জন্য কি করা যায় তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। সরকার নিজে একটি কারখানা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু অন্য একটি কারখানা স্থাপন করিবার জন্য বাহিরের কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই সম্পর্কে নীরব আছেন, যদিও শুধু যোদ্ধা ব্যবহারের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের সরকার সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালোরের বিশ্বখ্যাত এরোপ্লেন কোম্পানী যুদ্ধ শেষ হইবার বিমান তৈয়ার করিবার জন্য সরকারের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছে না। বিশেষ করিয়া যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, বিশেষ করিয়া ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতির অভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তবে আশা করা যাইতেছে যে, শীঘ্রই এই অভাবের মধ্যেই সকল কাজ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। বোম্বাইয়ে যেসব অটোমোবাইল কারখানা স্থাপনের কাজও আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। অধিক যাতায়াতের অভাবে ও বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে ছোট শিল্পের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। তাই প্রায়োজনীয় কারখানাগুলির উন্নতি হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নূতন যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার জন্য ১৪টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মাত্র চারিটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছে। লোহা-স্যাম উৎপাদনের ব্যাপারেও ঠিক সেই অবস্থা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

উপরন্তু ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্বসতি করে ভারত সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সেই অনুসারে দেওয়ের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর জমি তাহাদিগকে দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ইউনিয়ন ও আসাম বিভাগে যথাক্রমে ১৩,০০০ একর ও ৩৯,০০০ একর জমি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যেসব অধিবাসীদের তাহাদের পূর্বতন জমিজমার চতুর্দিকে জমি আসাম বিভাগে উপরোক্ত জমি হইতে দেওয়া হইবে, হইয়াছে। আসাম সরকার হইতে তাহাদের ঘরবাড়ী নির্মাণের ও পুনর্বসতির ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হইবে।

সরকারী ইউনিয়নের বেকারসমস্যা ও বেকার ভাতা ইউনিয়নগুলির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যাইবে। কারণ মূলতঃ ঐ কমিটি বেকার ভাতাগুলির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও বেকার সমস্যার সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত কমিটি তাহাদের সুপারিশ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত মত প্রকাশ করিবেন না বলিয়া মনে হয়। দেশীয় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কমিটি ঐ কমিটির সুপারিশ আশা করা সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র বিল পাশ হওয়ার পরই রাজস্ব আদায় প্রথা সম্বন্ধে বিবেচনা করা চলে।

বোম্বাই

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একেবারের জন্য তুলিয়া—সরকার এখনও প্রস্তুত নহে—ব্রিটিশ মালের আমদানি বৃদ্ধি—প্রচুর জাপানী মাল আমদানি হইবার সম্ভাবনা—লৌহ মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে শুল্ক বোর্ডের তদন্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৩ই অক্টোবর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার আরও এক বৎসরের জন্য বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে বিলম্বের ফলে ৩১শে তারিখ হইতে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের এই মত পরিবর্তনের প্রধান কারণ অধিক বস্ত্র ব্যবসায়ীদের আপত্তি। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পূর্বে আশা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা যেন অক্টোবরের ৩১ তারিখের মধ্যে তাহাদের মজুত মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে, কিন্তু বস্ত্র ব্যবসায়ীরা অক্টোবর মাসের শেষে জানান যে, ঘনবসতির অনাবৃষ্টির জন্য ও পাইকারদের নিকট হইতে টাকা না পাইবার ফলে তাহারা মাল বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জন্য তাহারা আরও অধিক সময় চাহিয়াছে। ব্যবসায়ীদের এই আবেদন সরকার বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া, বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ তুলিবার জন্য যেসব প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সরকার এখনও তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

—বস্ত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ব্রিটেন হইতে ভারতে বস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি। ব্রিটেন হইতে ডিসেম্বর ও মার্চের মধ্যে যেসব বস্ত্র পাঠাইবার কথা ছিল তাহা ঐসব মেয়াদ বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার অনুকূল বলিয়া ভারতে পাঠান হইতেছে। তাহারা জাপান হইতেও ভারতে বস্ত্র আমদানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়ীরা আশা করিতেছেন যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতে জাপানে [illegible] বস্ত্র আমদানি হইবে। [illegible] বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আশা করিতেছেন যে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র আমদানি হইবে। তাহাদের মতে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য এত কম যে জাপানী মাল ভারতে আসিলে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য।

লৌহ মূল্য নির্দ্ধারণ—লৌহ মূল্য সম্পর্কে শুল্কবোর্ড তদন্ত করিতেছেন। ভারতীয় ইস্পাত কারখানার প্রতিনিধিরা জানাইয়াছেন যে, বর্তমান মূল্যমান অনুসারে তাহাদের লাভ হইতেছে এবং সরকার যদি তাহাদের লৌহ মূল্যের উপর অধিক শুল্ক ধার্য করেন তাহা হইলে তাহারা সরকারী অর্থ সাহায্যের দাবী করিবেন না। কেন না টাটা আয়রণ-স্টীলের পক্ষ হইতে সরকারকে নিকট হইতে পাঁচ কোটী টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বেঙ্গল আয়রণ ইস্পাত মূল্য বৃদ্ধির দাবী করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে টাটাদের কারখানা তাহার কারখানার তুলনায় ছোট বলিয়া তাহাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারের টাটা কোম্পানীর উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার পর হইতে বেঙ্গল আয়রণ কর্পোরেশনের কারখানার যন্ত্রপাতি নূতন এবং টাটার কারখানা যন্ত্রপাতি অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ, সেই হিসাবে বেঙ্গল আয়রণ কর্পোরেশনের প্রস্তুত মালের মূল্য বৃদ্ধি করিলে টাটার প্রতি অবিচার করা হইবে। বিশেষজ্ঞরা উক্ত দুই কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং তাহাদের সুপারিশ অনুসারে শুল্ক বোর্ড ইস্পাতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্ন্যাল.

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

সঙ্কলন

কয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নূতন টেলিফোন

কলিকাতা এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারিত হইবার পর অনেক নূতন টেলিফোন, কলিকাতা বিভাগের নূতন টেলিফোন-গাইডে সন্নিবেশ করা হইয়াছে :

পুলিস হেডকোয়ার্টার—	বড়বাজার	৬৬১১
	"	৫৬৬৫
	"	৫৩০৪
	"	৫১৮৮
ওয়ার হিসেবস	পার্ক	৫১৯০
	সাউথ	১১১০
	"	১১১১
ব্যাঙ্কেস ইন্সিওরেন্স	বড়বাজার	৭০৫২
হাই বিদ্যালয়ের ব্যায়	পার্ক	৩৫
হাসপাতাল	বড়বাজার	৫২৯০
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস	"	২১৮২
ইউনাইটেড প্রেস—	বড়বাজার	৫৩৭৪
সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ—	এক্সচেঞ্জ	২২০০ হইতে ২২০৮ পর্যন্ত
বন্দরের সংবাদের বিভাগ	পার্ক	২৯৯
		২৯১
		২৯৩
		২১৮
		২১১
ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—	বড়বাজার	৫১২১
হসপাতাল—	"	৫১১৪
ভয়ার্লেস ট্রেন—	পার্ক	১১১ ও ১১২
সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস—	পার্ক	৮৭
	"	৮৮
ইন্সিওরেন্স—	পার্ক	৬১০২
হাসপাতাল পত্রিকা লিমিটেড—	পার্ক	৪১০০
ফিনিক্স ফিল্মস লিমিটেড—	সাউথ	২১২৬

৫ম গ্রহে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা

শিক্ষা বিভাগের সম্প্রতি শিক্ষাবিষয়ক যে সমীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, গত ৫ বৎসরে পশ্চিম বঙ্গে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা না আটজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ছিল শতকরা ১৯৩৬ সালে উপরিউক্ত বিভাগ অনুসারে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২০।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩১ সালে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার কার্জন বিভাগসমূহের বর্দ্ধমানে তাহা ২৭ লক্ষ হইয়াছে। সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গলার ১৯৩১ সালে জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ, বর্দ্ধমানে ১ কোটি ২১ লক্ষ।

বৃহত্তর কলিকাতায় বাসের মাসিক চাহিদা

বৃহত্তর কলিকাতায় ১৬,০৫,০০০ জন লোককে যাতায়াতের জন্য মাসে ১২,৩০,০০০ বার বাসসমূহের প্রয়োজন হয়।

কোন্ কোন্ অঞ্চলে কত বেসরকারী লোক আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—ভবানীপুর অঞ্চলে—৭১,৩০,০০০, যাদবপুর—১,৬৯,৫০০ হরিণঘাটা—৪,৩০,০০০, বালিগঞ্জ—৮,৭৬,০০০, ২৪ পরগণা—৪,৫০,০০০।

বেসরকারী মোট ৫৯,২১,০০০ বেসরকারী লোকের মধ্যে প্রায় ৮,০০,০০০ জন হইতেছে অধিক পরিশ্রমকারী শ্রমিক। উহারা ৩ বেলা ৩ ছটাক হিসাবে খাদ্যশস্য পায়। সাধারণ বেসরকারী লোকগণ পায় ২ বেলা ৩ ছটাক হিসাবে।

মাসিক মোট প্রয়োজন ১২,৩০,০০০ বার বাসের মধ্যে ১১,০০,০০০ বার হইতেছে চাউল এবং অবশিষ্ট ৯৩ গমজাত দ্রব্য।

উদ্বাস্তুদের অবস্থান

সর্ব্বশেষ সরকারী হিসাব অনুসারে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে ৩৯ লক্ষ আড়াইশত পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছেন।

উহাদের মধ্যে ৮,২২,৪১২ জন কলিকাতায় আছেন এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষের উপর বাঙ্গলার প্রত্যেক বিভিন্ন জেলায় আছেন।

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিত সংখ্যক উদ্বাস্তু আছেন :—

মেদিনীপুর—১,২৫,০৯৭ জন।
২৪ পরগণা—১,০২,৪৭৯ জন;
বর্দ্ধমান—৪২,১৬১ জন;
মুর্শিদাবাদ—৩৭,১১৪ জন।
জলপাইগুড়ি ৩১,০৩১ জন;
হুগলী—৩১,০০০ জন;
বাঁকুড়া—২৯,৪২৪ জন;
মেদিনীপুর—১৩,১৬৩ জন;
পশ্চিম দিনাজপুর—১৩,০৮১ জন;
দার্জ্জিলিং—৬,১৯৬ জন;
বীরভূম—৬,০৬৯ জন;
মালদহ—৪,০০০ জন।

টিকা প্রদানের উদ্যোগ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতার টিকা প্রদানের উদ্যোগের অন্তর্গতরূপে বেসরকারী চিকিৎসা ও আবেদন জানাইয়া অনুরোধ করা সার্কুলারযোগে ঘোষিত হইবার ব্যবস্থা এই করা আইনটি কলিকাতা মেডিকেল এক্ট অপেক্ষা অধিকতর সংযত প্রকৃতির হইয়াছে এবং প্রয়োগের দিক হইতেই উহা বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আইনে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, বিধানমতে টীকা গ্রহণ যে কোন আইনে যাহা কিছুই বিধান থাকুক না কেন, তৎসত্ত্বেও এই আইন চালু থাকার সময়ে কোন টিকা প্রদান উদ্দেশ্যের জন্য কোন চিকিৎসা বা আবেদন জানানো বা জানাবার করা চলিবে না। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন টিকা প্রদানে বিরুদ্ধে আদালতে বিধান কোন চিকিৎসা বা আবেদন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই চিকিৎসা বা আবেদনের ক্ষেত্রে আইনানুসারে এই ধারা প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু এইরূপ টিকা প্রদান চিকিৎসা বা আবেদন প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতের বিবেচনামত যথোচিত চিকিৎসা আবেদনে উল্লিখিত টীকা আদালতে জমা দিলে সেই টীকা প্রদান উপযুক্ত সুবিধা পাইতে পারিবে।

বাঁচোয়াড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল

বাঁচোয়াড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে আরও ৫০টি নূতন শুশ্রূষা-শয্যা খোলা হইয়াছে। পূর্ব্বের ৩০০টি শুশ্রূষা শয্যা সহ এক্ষণে এই হাসপাতালে মোট প্রায় ৩৫০টি শুশ্রূষা-শয্যা হইল।

পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিককল্যাণ কর্ম্মতৎপরতা

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ ১৫ দিনে শ্রমবিভাগের অধীনে ৪২২টি ক্যান্টিন ও ১৭টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের কাজ চালু ছিল।

উক্ত সময়ের মধ্যে মোকাম কর্ম্মচারী আইন অনুসারে মোট ৫৭টি নূতন বাসস্থান গড়ার কথা হয়, মোট ১০৭টি বাসস্থান বিভাগ হতে তদন্ত করা হয়, ৩৮টি বাসস্থান সাজা হয়, ১টি বাসস্থান বাতিল করা হয় এবং সময়ে মোট ১৯৭ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ১৩টি ক্ষেত্রে মজুরী ও আদায়ের মোকিত হয়। শ্রম বিভাগের সাহায্যে অথবা অন্যভাবে ৯টি ক্ষেত্রে মীমাংসা করা হয়।

অপর কতক বিরোধের বিষয় সম্পর্কে আপোষ-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

উক্ত পক্ষকালের মধ্যে ১৯টি ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করা হয়। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ৫৩২৭ জন।

পশ্চিম বঙ্গে গম চাষের পূর্ব্বাভাষ

এই বৎসরে পশ্চিম বঙ্গে আনুমানিক ১৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরে ১৮৯০ হাজার ৪ গত এক জমিতে গমের চাষ হয়। বীজের অভাবের জন্য অল্প পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া, গতবার অন্যান্য

প্রতি একরে স্বাভাবিক উৎপাদনের গড়পড়তা ৭২ মণ স্থলে ৭৫ মণ উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বৎসরের প্রতি একরে স্বাভাবিক উৎপাদনের গড়পড়তা ৭৪ মণ স্থলে ৭৫ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

তুলা চাষের পূর্বাভাষ

এই বৎসর পরিবর্তনে আনুমানিক ২৮ লাখ ৩ লক্ষ ৫০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের সংশোধিত হিসাবে জানা যায় যে, ঐ বৎসরে ২৪ লাখ ৭ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। শেষের দিকে যে তুলার চাষ হয়, এই বৎসরে ১৮ একর জমিতে সেই প্রকার তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসরে তুলা চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাষে ৩৬ একর জমিতে ঐ প্রকার তুলার চাষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল।

স্বাভাবিক সময়ে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বিপুল রাজা এবং নবদ্বীপ জেলায় আবহাওয়ার অবস্থা চাষের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলায় আবহাওয়া তেমন অনুকূল নহে। চাষের বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল আছে।

ভারতে বাজরা ও ভুট্টা চাষের পূর্বাভাষ

ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের অর্থনৈতিক ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত ডিরেক্টরের অফিস হইতে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) নিকট ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজরা ও ভুট্টা চাষ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত পূর্বাভাষ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ :—

বাজরা—১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার একর জমিতে ২৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টন বাজরা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সনে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে ২৪ লক্ষ ২১ হাজার টন বাজরা উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং রোগের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক হারাহারি ভাল ফলন হওয়ায় বাজরা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব পাঞ্জাব, রাজস্থান, বোম্বাই, বোম্বাইয়ের বেশীর রাজ্যসমূহ, পূর্ব পাঞ্জাবের বেশীর রাজ্যসমূহ, মোহালিয়ার ও রাজপুতানা—প্রধানতঃ এই কয়টি অঞ্চলে বাজরা উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়াছে।

ভুট্টা—১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতে ৭৮ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ২০ লক্ষ ৩৪ হাজার টন ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৫৭-৫৮ সনে ৭৭ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে ১১ লক্ষ ১১ হাজার টন ভুট্টা উৎপাদিত হইতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য পূর্ব পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাবের বেশীর রাজ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে ভুট্টা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিহার, বোম্বাই, বোম্বাইয়ের বেশীর রাজ্য ও ভারতের বেশীর রাজ্যসমূহে ভুট্টা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, জনসাধারণের আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সনের এপ্রিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা যে অবলম্বন করা হইবে, অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় স্থগিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে এই পরিবর্তনগুলি আরও আকর্ষণীয় করিবার জন্য স্থির করা হইয়াছে যে, এই কর নির্ধারণ করিবার কে মাস পূর্বে এই পরিকল্পনানুযায়ী টাকা জমা দিলে তাহার জন্য সুদ দেওয়া হইবে। পূর্বে তিন মাসের জন্য সময়ের জন্য এইরূপ কোন আমানতে সুদ দেওয়া হইত না।

এই সকল আমানতের জন্য বৎসরে শতকরা দুই টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। জমা দিবার তারিখ হইতে আমানতকারীর দেয় কর নির্ধারিত হইবার পর আমানতের টাকা হইতে তাহা মিটাইবার তারিখ পর্যন্ত উক্ত আমানতকৃত টাকার উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হইবে। দেয় কর মিটাইবার পর আমানতকৃত টাকা অতিরিক্ত থাকিলে তাহা করের দায় দেয় মোচনের জন্য জমা দাখিলের তারিখ হইতে নির্দিষ্ট যে কর মোচনের জন্য টাকা জমা দেওয়া হইয়াছিল, সেই কর মোচনের তারিখ পর্যন্ত উক্ত আমানতকৃত টাকার উপর সুদ দেওয়া হইবে। এই সুদ নগদ দেওয়া হইবে, অথবা আমানতকারীর ইচ্ছানুসারে তাহার এই জাতীয় অন্য কোন দেয়ের কার্যে ব্যবহৃত হইবে। কোন কর দেয়ের সময় ঐ কর মোচন করিয়া আমানতকৃত টাকা অতিরিক্ত থাকিলে ইহা প্রমাণ করিয়া ঐ অতিরিক্ত টাকা নগদ উঠাইয়া লওয়াও চলিবে।

এই উদ্দেশ্যে জমা দিবার জন্য টাকার কোন অঙ্ক নির্ধারণ করা হয় নাই। একশত টাকার কুপিত্ব যত খুশী পরিমাণ অর্থ যে কোন সময়ে দেওয়া যাইবে। আয়কর অফিস হইতে গৃহীত চালানের সাহায্যে অথবা সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিসারের পক্ষে দেয় করিয়া (অফিসারের নামোল্লেখ করিয়া) ক্রস চেকের সাহায্যে সরাসরি ট্রেজারী অথবা ব্যাঙ্কার যার অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে এই টাকা জমা দেওয়া যাইবে।

এই আমানতকৃত অর্থ নিম্নলিখিত ব্যাপারে দেয় করিবার ব্যাপারে ব্যবহৃত হইতে পারিবে—(১) আয়কর আইনের ১৮ (৪) ধারা অনুযায়ী অগ্রিম কর দেয়, (২) আয়কর আইন অনুযায়ী নিয়মিত-ভাবে নির্ধারিত কর দেয়, (৩) সাময়িক বা নির্ধারিত অতিরিক্ত মুনাফা কর ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর দেয়, (৪) সাময়িক বা নির্ধারিত ব্যবসায়ী মুনাফা কর দেয়।

জাতীয়-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য

ইতিপূর্বে ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে, কয়েকটি নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সাহায্যকৃত অর্থের উপর আয়কর ধার্য না করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শরণার্থীগুলির সহিত পরামর্শক্রমে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দাতা যুক্ত ভারতে অনুমোদিত বিদ্যালয় ও উহার অধীনস্থ কোন কলেজ এবং যত বড় হাসপাতালগুলি ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।

পেট্রোলজাত দ্রব্যের প্রস্তুতি

আসামস্থিত অপরিষ্কৃত তৈল হইতে পেট্রোলজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এখনে এক বা একাধিক শোধনাগার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কোম্পানীসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের অনুরোধে ফ্রান্স ও আমেরিকার তৈল কোম্পানীসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে তিন মাস কাল পর্যবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা

বাজারি ও ছোট ধরনের যন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। শীঘ্রই এ কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হইবে। বর্তমান দেশের প্রয়োজনের দিক হইতে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন পরিমাণের প্রতি সরকার দৃষ্টি রাখিতেছেন। বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের হিসাব সাধারণতঃ আগামী অক্টোবর ১৯৫৮ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে যে তিন মাস অপেক্ষা কিছিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৭ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে যে ১১৪১,৯৭০,০০০ গজ বস্ত্র ও ৩৮১,৯১৬,০০০ পাউন্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার পূর্বের তিন মাসে উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ১০৯০,৯১১,০০০ গজ বস্ত্র ও ৩৪৩,৫৮৫,০০০ পাউন্ড সুতা। ১৯৫৮ সালের চতুর্থ তিন মাসে ৮৭১৩,৩১১ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে এ ৬৩৮৮,১৭৩ টন কয়লা চালান দেওয়া হইয়াছে ১৯৫৭ সালের চতুর্থ তিন মাসে ৭৪১৩,৩৯৬ টন কয়লা উৎপন্ন হয় এবং ৬১৪১,৫৭৯ টন কয়লা চালান দেওয়া হয়, যাহার বহুল কয়লা চালান দেওয়া করিবার মধ্যে অনুযায়ী এই বৎসরের প্রথম তিন মাসে ৫১৩,৬৩৯ টন দ্বিতীয় তিন মাসে ৫২৩,৪৫৩ টন এবং তৃতীয় তিন মাসে ৬৭৯,২৯৩ টন কয়লা অতিরিক্তভাবে চালান দেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহা বিলোপ করিবার পরে সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়া দেখিতেছেন।

১৯৫৮ সালের তৃতীয় তিন মাসে মোট ২১১,৫৫ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের তৃতীয় তিন মাসে ৩৫৩,২৫৩ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছে দ্বিতীয় তিন মাসে ৩১১,৭৫৩ টন সিমেন্ট উৎ

হইয়াছিল। ১৯৬৮ সালে সবল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ কোটি ৩ লক্ষ গজের অধিক সবল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬৮ সালের তুলনায় চলতি বছরে গতবারের ৮৮৩ টন তুলনায়, ১৯৬৯ টন তসর, ৪৭৬১ টন মিল্ক ধারের বস্ত্র হইয়াছে।

১৯৬৮ সালের দ্বিতীয় তিন মাসে ৪৯,৭১০ টন এবং তৃতীয় তিন মাসে ২৩,৯৬৯ টন জাপান উৎপন্ন হইয়াছে। বাস ফ্রেমের অনুবিধা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির অভাবে কাপড় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। সেজন্য বিলম্বিতে প্রয়োজনীয় মালমাল সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

মাদ্রাজে জমিদারী লোপ

মাদ্রাজ রাজ্য পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলোপ বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলে সরকারকে রাজ্যের ৩,০০০টি জমিদারী সরাসরি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের মন্ত্রী মাদ্রাজই দ্বিতীয় প্রদেশ যেখানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল গৃহীত হইল। অন্যান্য রাজ্য গৃহীত হইয়াছে।

আনুমানিক হিসাবে ধরা হইয়াছে যে, জমিদারীর সকলকে জমিগুলির বাবদ সরকারকে সাড়ে-বার কোটি টাকা দিতে হইবে।

বিলে জমিদারীর আয়ের সাড়ে-বার গুণ হইতে পঁচিশ গুণ ক্ষতিপূরণ হারে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অল্পোপার্জন অর্থ আয়বিশিষ্ট জমিদারীর ক্ষতিপূরণের হার অধিক হইবে।

অধিক খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা

অধিক খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-বিভাগ রাজ্য গবর্নমেন্টকে ১৯৬৯-৭০ সালে সার সরবরাহ পরিকল্পনার সাহায্যে ১,০০০ টাকা দিয়াছেন। এতদসংক্রান্ত উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য আরও ১৭১,৯১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক এবং প্রাদেশিক সরকার বাকি হিসেবে—এই ভিত্তিতেই টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যুতের সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালনা ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে ব্যয়ের অর্ধেক টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ফিটনে কাঁচা পাট রপ্তানি

গত জুলাই মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত ৩ লাখ গাঁইট কাঁচা পাট বিনা শুল্কে রপ্তানি করা হইবে। পরে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অক্টোবরের (১৯৬৮) শেষ পর্যন্ত ঐ পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি করা হইবে না। প্রকাশ, ঐ ৩ লাখ গাঁইট বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করিবার ব্যবস্থা করার ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে ৫০ হাজার গাঁইট এবং আমদানীর লাইসেন্সিদারের ৫ হাজার টন কাঁচা পাঁইট রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থায়ী আয়োজ কোম্পানীগুলিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়া দেওয়ার জন্য কলিকাতাস্থিত সরকারী প্রধান ট্রেনিং নিয়ন্ত্রকদিগকে আবশ্যক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য সম্পর্কিত উপদেষ্টা সমিতি এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁচা পাট রপ্তানি সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ১৯৬৭ সালের স্থায়ী আয়োজ কোম্পানীগুলির তালিকাই অনুমোদন করা হইবে। স্থায়ী কোম্পানীগুলি যদি এখনও চালু থাকে, তবে তাহাদের পরকল্প অংশের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিদল

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন নভেম্বরের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মনোনীত করিয়াছেন—

(১) ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণণ (নেতা);

(২) ভারত সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর;

(৩) বোম্বাইয়ের টাটা গবেষণাগারের বিরেষ্টর অধ্যাপক হোমি জে. ভাবা;

(৪) শ্রীমতী অমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়;

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডিপ্রেসরঞ্জন ব্যানার্জি।

নিম্নলিখিত ৭ জনকে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বরূপে মনোনীত করা হইয়াছে :—

(১) বোম্বাই পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান মিঃ এ. এ. কৈস এম. ১।

(২) লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে. এল. দেশ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিত্বের উপদেষ্টারূপে কাজ করিবেন :—

(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জেপুটি সেক্রেটারী মিঃ এস. এ. রোজেন;

(২) শিক্ষা মন্ত্রকের জেপুটি সেক্রেটারী মিঃ পি. এন. কিরপাল। মিঃ কিরপাল প্রতিনিধিদলের

সচিবরূপে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের এই অধিবেশন ১৭ই নভেম্বর আরম্ভ হইবে। তিন সপ্তাহের অধিক সময় অধিবেশন চলিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পাকিস্তানের বর্মী অধিবাসী

পাকিস্তান সরকারের এক নির্দেশে জানানো হইয়াছে যে, পাকিস্তানে ব্রহ্মের যে সমস্ত লোক আছে তাহাদের বিদেশী বলিয়া গণ্য রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্ম কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং বর্মীরা ব্রিটিশ প্রজা নহে।

পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদ

বিশ্বস্ত সরকার সেদিন ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদকে বার্ষিক বাহাত্তর হাজার টাকা প্রদান করিবেন। হায়দরাবাদের নিজামের সরকার উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হায়দরাবাদের অ-সামরিক বিভাগের অতিরিক্ত শাসনকর্তা শ্রীযুক্ত আর. এম. ঈশ্বরিত আবেদন জানাইয়াছেন।

জনাব গোলাম মহম্মদ অর্থসচিবরূপে তিন বৎসর নিজাম রাজ্যে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় আড়াই বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত পেনশন মঞ্জুর করা হয়। বকেয়া অর্থ হিসাবে তাঁহাকে প্রায় ৩৩ হাজার টাকাও দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে পেট্রোল চালান

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি কর্ণেলবাহাদুর পাকিস্তান সফর করিয়া ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে পেট্রোল চালান সম্পর্কে এক সমঝোতা করিয়া ফিরিয়াছেন। খবরে জানিতে পারা গিয়াছে, ত্রিপুরা রাজ্যে পেট্রোল চালানে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাধা দিতেছেন বলিয়া ত্রিপুরা রাজ্য ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ করেন। সমঝোতায় ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবহার ভারত সরকারের তৈল বিক্রয় কর্তা, তেল-বিক্রয়ের প্রতিনিধি, ফলক আমদানী কর্তা এবং তৈল সরবরাহকারীদের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতায় স্থির হয়, তাঁহারা তাঁহাদের চুক্তির প্রতি পূর্ণ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে নিরবিচ্ছিন্ন পেট্রোল চালানের

মুনাফায় মজুরের ভাগ

শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

দেশের সরকারের শ্রেণীগত শিল্পবাণিজ্যে মুনাফার [illegible] অংশীদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার আন্দোলন কয়েকবার হইতে প্রকাশিত হইয়া [illegible] সাধারণের মূলত বিরুদ্ধের পড়ি হইয়াছে। [illegible] যোজনা অনুসারে আলোচ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন [illegible] উদ্দেশ্য হইল শিল্পক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করিয়া [illegible] উৎপাদনে প্রচেষ্টাকে পরিচালনা করা। যুদ্ধের অবসানের পরে দেখা যে সাধারণ বিশৃঙ্খলা [illegible] দেয়, তাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও [illegible] মধ্যে সহযোগিতার বিশেষ উপযোগিতা হইতে থাকে। [illegible] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা সাধারণ হইতে [illegible] গ্রামে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বর্ষঘট ও তালাবন্ধ [illegible] ঘটনার উদ্ভাবিত করে। ইহার ফলে [illegible] দেখা দেয় বৈধতা। আবার, এই সকল [illegible] সরকারের দেশের উপর যুদ্ধকালীন সমরনিয়ন্ত্রণ [illegible] করা হয়। ফলে উৎপাদন এবং উৎপন্ন [illegible] বণ্টনের পরিবর্তে মুনাফা আপেক্ষাকৃত [illegible] হইয়া ব্যবসায়ীর মুনাফাকে ক্ষতি [illegible] দেয়। মুনাফার এই ক্ষতি একদিকে [illegible] দেবের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য [illegible] করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে অধিক ঘোল [illegible] প্রদানে উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

[illegible] শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদন প্রচেষ্টা [illegible] হইয়াছে লক্ষ করিয়া সরকার শিল্পবিরোধের [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত হন। শিল্পবিরোধে উৎপাদন প্রচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপে যে মাসিক প্রতি শ্রমিকদের বিশেষ ও ক্ষেত্রে বর্তমান, লক্ষ্য করিয়া সরকার মুনাফায় শ্রমিকের [illegible] দাবীর প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবকে বাস্তবে [illegible] করিয়া রূপদান করিবার জন্য সরকারের পক্ষ [illegible] এতৎসম্পর্কে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা [illegible]।

শ্রমিকের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ [illegible] অনুভূত প্রকাশিত না হইলেও মালিক সম্প্রদায়ের [illegible] হইতে প্রথম হইতেই ইহার তীব্র বিরোধিতা [illegible] করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি এই [illegible] উদ্ধারে শুদ্ধারে লক্ষ্য চলিতেছে এবং বিশ্ব সম্পর্কে [illegible] পরিমাণ কবে হইতে কতদূর হইবেছে। [illegible] মুনাফায় অংশীদারী প্রবর্তন করিলে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উৎসাহ মালিকদের [illegible] হইতে চলে পাইবে যাবে। দ্বিতীয়ত, আয়কর, [illegible]-লাভ কর ইত্যাদির ফলে সরকারের পক্ষ [illegible] মুনাফা উচ্চ হারায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। [illegible] মালিকদের পক্ষে মুনাফা করিয়া শ্রমবিনিয়োগের [illegible] প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সহজে করাই দুরূহ হইয়া [illegible]; ইহার উপরে আবার মুনাফায় অংশীদারী [illegible] করিলে কেবল শ্রমবিনিয়োগের সম্ভাবনা দূরতর [illegible] হয়, বর্তমান হারে কর প্রদান করাও মালিক-[illegible] প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় হেতু ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া তাহারা [illegible] যে, ইহার ফলে শিল্পবিরোধের হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং বৃদ্ধিই পাইবে। কেন না, একই সময়ে উৎপাদনকারী দুইটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ পরিচালনা-নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে দুই প্রকারের হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহুত আধুনিক যন্ত্রপাতি নিযুক্ত থাকার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। ফলতঃ ইহার মুনাফার পরিমাণও হয়ত অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনকারী অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হইতে অধিকতর। এক্ষেত্রেও সরকারের যদি উভয় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বণ্টিত হয় তবে হইলে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিক [illegible] দাবের কোনই মূল্য থাকিবে না। অথচ, অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনকারী দুইটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা আপেক্ষাকৃত হয় বিভিন্ন হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের তারতম্যের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিরুদ্ধে সৃষ্টি এবং আক্রোশ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে শিল্পবিরোধের বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে আবার বিভিন্ন সমশ্রেণী উৎপাদনকারী সংস্থার বণ্টিত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণের মুনাফার তারতম্য ঘটিবে। ফলে এক শ্রেণীর শিল্পের বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীর শিল্পের এবং এক মুনাফা-আহরণকারী শিল্পসংস্থার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অধিকতর এবং অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। অবশেষে আলোচ্য ব্যবস্থা সংস্কার না করিলে শুদ্ধ মালিকগণ সরকারকে চাপ দিতেছেন।

মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারী বলিতে তাহা হইলে প্রকৃতই কি বুঝায় তাহা এখনই পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই পরীক্ষা করা যাক মুনাফা সামগ্রীটি কি? উৎপাদনের আবশ্যক সরঞ্জামের ব্যয় সঙ্কুলানের পরে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই মুনাফা বলে বলা হয়। এই মুনাফা হইতেই বিভিন্ন সঞ্চয় তহবিলের (Reserve Fund) জন্য পৃথক পৃথক টাকা তুলিয়া রাখিয়া অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মুনাফায় শ্রমিকের কোন দাবী থাকিতে পারে না। কেন না, উৎপাদনের আবশ্যক ব্যয়ভারের মধ্যে তাহাদের মজুরিকেও হিসাব করা হয়।

এখানে এক আসে, মুনাফায় প্রদত্ত এই ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা দুরূহ বিষয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন মতবাদের বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মালিকানার বিরোধী মতবাদ সমর্থন উপযোগিতা ব্যবসায় অবশ্য তেমনই কোন বিশ্লেষণ করা হয় নাই। তাহাদের মতে মালিকশ্রেণীর অস্তিত্ব সমূহ বর্ধনবিরোধের পুরস্কারস্বরূপ মুনাফা শ্রমিকের মূলধনের অংশীদারস্বরূপই প্রাপ্য। কিন্তু [illegible] মূলে বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং বাস্তবের [illegible] প্রতিষ্ঠানের সম্পদে সকলেরই সমান অধিকার। এই সম্পদ হইতে অবশ্য সাধারণ বাজার সামগ্রী উৎপাদন করে। এই সামগ্রী যখন আদৌ না হইয়া যদি উৎপাদক সামগ্রীর রূপ গ্রহণ করে তখনই সমূহের প্রম সম্পত্তি উৎপাদন করে, অন্যের প্রমের এবং অধিকতর উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং যে মুনাফা আপাতদৃষ্টিতে কেবল মালিকশ্রেণীর পুরস্কার বলিয়া মনে হয়, তাহাতে শ্রমিকেরও অধিকার যোল আনাই বর্তমান।

বস্তুতঃ মুনাফায় অধিকার সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেনিংটকেন্দ্রিক মতবিরোধই যেখানে শিল্প বিরোধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রম বিবর্তনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান জাতীয় সরকারের পক্ষ হইতে মুনাফায় অংশীদারী প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মুনাফায় অংশীদারী বলিতে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য সংসদ (Trade Board of U. K.) এবং ১৯৬৯ সালের এই সম্পর্কিত বাণিজ্য মহাসম্মেলনে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইল এই যে, শ্রমিকের বাৎসরিক মজুরির অতিরিক্ত কিছু অর্থ মালিক কর্তৃক পূর্ণ হইবেই শ্রমিকের প্রাপ্য বলিয়া ঘোষিত হইবে। এই অর্থে মুনাফায় অংশীদারী কোন নূতনত্ব দাবী করিতে পারে না। কারণ, পূজা বা অন্যরূপ কোন উপলক্ষে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানই তাহাদের শ্রমিকের সাধারণ মজুরির অতিরিক্ত কিছু না কিছু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিয়া থাকেন। প্রচলিত 'প্রতিবেশী ভাড়া' বা তাহা সংক্রান্ত তহবিলে শ্রমিকের মনোযোগ টানিবার পক্ষ হইতেও যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাতেও মালিকগণ মুনাফা হইতে শ্রমিককে অংশ দিয়া থাকেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আয়ের কর্মচারীর কার্যকাল পূর্ণ হইলে কর্মচারীকে তাহার কার্যকালের মাসিক মজুরির একটা নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত দেওয়া থাকে। তাহা বা অবসরবৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হয়। মুনাফায় অংশীদারী ব্যবস্থার এই ভাব অনুসারে আমাদের দেশে মুনাফা অংশীদারী বৈজ্ঞানিক সংগোপনের প্রস্তাব হইতে পারে, কিন্তু প্রবর্তনের প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু মুনাফাকে মালিকদের বাৎসরিক লভ্যাংশের দিক হইতে বিচার করিলে শ্রমিকের অনুরূপ অংশকে বাৎসরিক প্রাপ্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবে তাহা বা সকল সময়ের মালিক ব্যবসায়ের বাৎসরিক যোগফলের সহিত এইরূপ মুনাফা অংশীদারীর বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাস্তবে তাহা বা যোগফল বলিতে শ্রমিকের বার্ষিক সাধারণ মজুরি ব্যতীত মালিক কর্তৃক শ্রমিকের মজুরির একটা নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত অংশকেই বুঝায়। ইহার সহিত প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যোগাযোগ [illegible]

সম্ভব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সেবের মূল্যমান যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে শ্রমিকদের মাসিক আয় বা মজুরি বৃদ্ধি করা হইবে। আবার মূল্যমান উচ্চে থাকিলে যদি শ্রমিকদের মুনাফা আয় করে তাহা হইলেও শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মুনাফা অংশীদারীর নীতি শ্রমিকের মজুরী বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কোন প্রকার হ্রাস করে না। মুনাফা অংশীদারীর প্রকৃত অর্থ অনুসারে শ্রমিক সকল প্রকার উন্নয়ন সুবিধার অধিকারী হইয়াও তাহার পরিবর্তে নিয়োগ যে মুনাফা আয় হইবে তাহাতে তাহার অংশীদারীর অধিকার লাভ করিবে।

বস্তুতঃ বিটেনীয়াস, স্কেনেক্টেডি প্রভৃতি যে সকল দেশে আইন করিয়া মুনাফায় অংশীদারী প্রবর্তন করা হইয়াছে, সেখানে এই নিয়মই বলবৎ হইয়াছে। বিটেনীয়াসে বৎসরান্তিক লভ্যাংশ প্রদান করিবার কালে নিয়োগকর্তার পক্ষ হইতে শ্রমিকদের শ্রমিক সেবার প্রদান করিতে হয়। অর্থাৎ মজুরি, বেতন, বোনাস, মূল্যাবকাশ এবং সকল অবিধের বাবদ করিয়া মাসিকদের লভ্যাংশ প্রদান করিবার জন্য যে অর্থ অর্পণীয় থাকে তাহা হইতে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরির একটা নির্দিষ্ট হারে বৎসরান্তে একটি অংশীদারী পত্র শ্রমিকদের প্রদান করা হয়। বিটেনীয়াসের এই নিয়ম আবার স্কেনেক্টেডির ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্কেনেক্টেডির আইন অনুসারে নিয়োগ আয়করের তারতম্য হেতু লভ্যাংশে শ্রমিকের প্রাপ্য মুনাফার বিভিন্ন মাত্রার নির্দিষ্ট হারে নির্ধারিত হইয়াছে। কুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই হার মুনাফার শতকরা ১২.৫ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহাদের আয়তন, শ্রমিকসংখ্যা এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে যথাক্রমে ৮.৫, ৬.১৫ এবং ৫.০৫, বিটেনীয়াসের ব্যবস্থা হইতে স্কেনেক্টেডির এই সেখোক্ত ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য এই যে, বিটেনীয়াসে শ্রমিকের প্রাপ্যের হারের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নাই, স্কেনেক্টেডিতে মাত্রা আছে। আবার বিটেনীয়াসে শ্রমিকের প্রাপ্য নির্ধারিত হয় তাহার মজুরির ভিত্তিতে, কিন্তু স্কেনেক্টেডিতে মুনাফার ভিত্তিতে।

অনুরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য দেশে প্রবর্তন করিবার বিরুদ্ধে মালিকদের পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীলঙ্কাবিনিময় বিরুদ্ধে বলেন প্রতিষ্ঠানগুলির লভ্যাংশের যে বিভাগ প্রদান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। বিভিন্ন শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রথম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রথম ৫ বছর লভ্যাংশের গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হইল।

শতকরা হিসাব

প্রতিষ্ঠান	প্রাক্‌যুদ্ধকাল	যুদ্ধোত্তরকাল
বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং	৫.০	৪.১
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিল্‌স্	৩.১	৪.২
ঙ্কাবড় জুট মিলস্	৪.৩	৩.৭
বাওড়া মিল্‌স্ কোং লিঃ	৭.২	৪.২
ফ্লাইক মিল্‌স্ লিঃ	২.৩	৩.৬
বেলল নাগপুর কটন মিল্‌স্	২.০	৪.২
বোরিয়া মিলস্	২.১	৫.৮
এলগিন মিল্‌স্‌কোং	৪.৩	৬.৩
এডুইটেবল কোল কোং	১৫.২	১২.৫
বরাকর কোল কোং	১২.৩	৯.৫
সেকেন্দ্রালী কোল ,,	১৪.২	১১.৭
বেঙ্গল কোল ,,	১৪.৫	৭.৮
আসাম অ্যাসোসিয়েটেড কোল্‌কিল্ড্‌স	১২.৩	৯.১
টিটাগড় পেপার মিলস্	১৫.৯	১২.০
বৃন্দ সুগার কোং লিঃ	৬৪.১	১৪.৩
বিহার সাধন সুগার অ্যাণ্ড ড্রাগ ফিকাইনিং কোং লিঃ	৪.১	৪.৭
বেলাপুর সুগার কোং	১২.০	১৩.৪
কানপুর সুগার ওয়ার্কস	৬.৪	৬.৫
টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল	১৩.৭	১৪.৫
ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল	১১.৩	৯.১

যেব কর প্রদানের পরে লভ্যাংশের হিসাব নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায় :—

প্রতিষ্ঠান	প্রাক্‌যুদ্ধ	যুদ্ধোত্তর
বিড়লা জুট ম্যাঃ কোং	৩.৫৩	১.৯২
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিঃ	৩.১৪	৩.৩১
বজবজ জুট মিল্‌স্	৪.৯১	৩.৭৬
বাওড়া মিল্‌স্ কোং	৬.৪৪	২.৪৫
ফ্লাইক মিল্‌স্ কোং	১.১৩	২.০৭
বেঙ্গল নাগপুর কটন মিঃ	.৯৩	২.০১
বোরিয়া মিলস্	২.১০	২.২৯
এলগিন মিল্‌স্ কোং	১.৭৩	৩.৩৬
বেলোরাম কটন মিল্‌স্	২.৪১	২.০৩
এডুইটেবল কোল কোং	১২.৪০	৫.৪১
বরাকর কোল কোং	৭.৭৪	৩.৩৮
সেকেন্দ্রালী কোল কোং	১৭.৪৪	৩.৪৫
বেঙ্গল কোল কোং	৮.১১	৪.২৪
আসান্সোল মাইনেটেড কোল কিল্ড্‌স্	৩.৮৩	৪.০৪
টিটাগড় পেপার মিলস্	৩.০৫	৪.২১
বৃন্দ সুগার কোং	১৭'৪৪	৭'২০
বিহার সাধন সুগার অ্যাণ্ড ড্রাগ ফিকাইনিং লিঃ	৯	২'৬৩
বেলাপুর সুগার কোং লিঃ	১৪'১৮	১০'৪২
কানপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ	৫'৭৩	৪'২১
ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং	১১'৩৬	৭'৩১

লভ্যাংশের এই হিসাবের সহিত যুক্তরাজ্যে অনুসৃত লভ্যাংশ-প্রদান নীতির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লভ্যাংশের পরিমাণ আমাদের দেশে নিতান্তই অল্পতর। যুক্তরাজ্যে মুনাফা-অংশীদারী স্বীকৃত হইবার সাথে সাথেই লভ্যাংশে মালিকদের প্রাপ্য হার শতকরা ৫, হইতে ১০, পর্যন্ত নির্ধারিত হয় এবং শ্রমিকদের অংশীদারীর অঙ্ক লভ্যাংশ প্রদের মোট মুনাফার শতকরা ১০ হইতে ২১ ভাগ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কা লভ্যাংশ বিভাগ উপরিউক্ত বিভাগ অনুসারে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের অনুরূপ বিধান প্রবর্তিত হইলে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তাহা প্রতিপালন করা সম্ভব প্রতিষ্ঠানগুলির গড়পড়তা লভ্যাংশের গড়পড়তা ১০ টাকার নিম্নে।

ভারতে মুনাফা অংশীদারী প্রথা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর বিড়লাও যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রকাশ করিবার অধিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্নদেশের যে তুলনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার এ মুনাফা সম্পর্কীয় শ্রমিকদের অধিকারের দাবিকে কেন না, মুনাফা বাবদের মূল্য লইয়া পুরস্কার যে ব্যবসায়ের লোকসানে শ্রমিকদের কোন অংশ বহন না, তাহার মুনাফাতেও শ্রমিকের কোনই অধিকার থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মুনাফার যা সকল বিভাগ করার পরে মালিকদের হাতে অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে শ্রমিকের কোনই অধিকার থাকিবে না। তৃতীয়তঃ মুনাফা অংশীদারীর নীতি প্রবর্তন না করিবার পরিবর্তে বোনাস, বিনিময় প্রভৃতি শ্রমিক কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করা সম্বন্ধে তিনি যত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে মুনাফার অর্থ শ্রমিকগণের কল্যাণেই ব্যয়িত হইবে, অথচ মোদের নিজ হাতেও থাকিবে না এই প্রসঙ্গে তিনি লভ্যাংশের বিভাগের যেসকল বন্টিত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেখানে মুনাফা অংশীদারীর প্রথা কখনই বর্জিত হয় নাই।

বিভিন্ন দেশে মুনাফা অংশীদারীর ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রীযুক্ত বিড়লার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হইবে। মুনাফা অংশীদারীর আন্দোলনের প্রথম যে দেশে জন্মে সেই ফ্রান্সে। সেই ফ্রান্স হইতে প্রথম মজুরীর উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে ১৮৯১ সালে ১১০ মুনাফা অংশীদারী ব্যবস্থা সেখানে চালু হয়। কিন্তু ১৯২৪ সালের মধ্যেই এই সকল ব্যবস্থার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৭৪টির পর্যবসিত হয়। ইংলণ্ডে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৮৪৯ সালে। কিন্তু ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মাত্র শতকরা ১ জন লোক এই সুবিধার অধিকারী হইয়াছে অর্থাৎ, মাত্র ৩১০টি প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮১০ সালের কাছাকাছি এই আন্দোলন সুরু হয় কিন্তু ১৯০০ সালের পূর্বে ইহা বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করে না। সুরু হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ভিন্নভিন্নরূপে মুনাফার অংশীদারীর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত অন্যূন ১০টি প্রতিষ্ঠানে উহা বিলুপ্তি লাভ করে। কিন্তু ১৯২৯-৩৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই বিলুপ্তি বিশেষ ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৩৯ সালে ১১০টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় ১৯০টি মুনাফা অংশীদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই ১৯০টি পরিকল্পনার ৪১টি অবসর বৃত্তি (Pension) পরিকল্পনা এবং ১১টি পুরস্কার (Bonus) পরিকল্পনাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-সংগঠনের বিভাগে প্রকৃতপক্ষে মুনাফা-অংশীদারী পরিকল্পনা প্রায় ইংলণ্ডের

১৯২১ সালের বিলাতের পর থেকে ইংলণ্ডের ... শ্রমিক যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ... ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ... ১৯১৯ সালের ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রায় ৮৩৯টি ... ধর্মঘট হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ধর্মঘটের সংখ্যা ... ৮৬৯টিতে পর্যবসিত হয়। শ্রমিক নেতাদের ... প্রচার যে, সেখানে ১৯১৯ সালের পর ১৯৩৯ সালে মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ব্যবস্থার ... সফলতা এত কম হতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আন্দোলনের এই আন্তর্জাতিক ... খুব স্পষ্ট। আমেরিকা, ফ্রান্স, ... প্রভৃতি দেশগুলির বিভিন্নের বেশকিছু ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ... বিরুদ্ধে করা হয়েছে। যেমন মুদ্রাস্ফীতি ... প্রথম করিয়া ইংলণ্ডের মতো শ্রমিকের ... ... করিতে পারে নাই, সেইজন্য কোনো ... করিতে পারে না। ... ... শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি ... মুদ্রাস্ফীতি শ্রেণির শ্রমিকদের ... শ্রমিক হোক্‌সেই বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের সাথে ... মুদ্রাস্ফীতি হয়। এজন্যেই ... ... ইউনিয়নের পক্ষ ... ... করে, ...

লভ্যাংশ বণ্টন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশেষ আইন

[illegible], ১৯৫ তারিখ

গত সপ্তাহে আমরা যে সরকারের নবপরিকল্পিত "আমানতী রসিদ বিধি" (Treasury Deposit Receipt or TDR) সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ণ হইতে এক হইয়াছে। এই আইনের বলে কি পরিমাণ "রসিদ" বিক্রয় হইবে তাহা এখন এখনও জানা যায় নাই, তবে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে এ পর্যন্ত সঞ্চিত ও নিয়মিত আয়কর সরকারের হাতে রাখা হইবে, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে।

• • • • •

"আমানতী রসিদ" বিক্রয় সম্পর্কে ইতিপূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, কেবলমাত্র ব্যাঙ্কসমূহের অথবা ব্যাঙ্কসমূহের মারফৎ তাহাদের আমানতকারীদের নিকট এই রসিদ বিক্রয় করা হইবে। ১৫,০০০ টাকা অথবা তাহার গুণিতক সংখ্যার হিসাবে সমমূল্যে এই রসিদ ক্রয় করা চলিবে। রসিদের মেয়াদ হয়, নয় ও বারো মাস এবং সুদের হার যথাক্রমে বার্ষিক শতকরা ১·, ১১০ ও ১২৫ টাকা। এই সুদের পরিমাণ আকর্ষণীয় নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুর অফিসে এই রসিদ কিনিতে পাওয়া যাইবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে রিজার্ভ অফিস হইতে এবং তাহার পূর্বেও (আবশ্যকের বেশী মেয়াদ টাকা বাদ দিয়া) আমানতী ব্যাঙ্কে দিতে হইবে। এই রসিদ হস্তান্তর করা চলিবে না এবং মেয়াদের পূর্বে ভাঙানো চলিবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সুদ বাদ দিয়া কেবলমাত্র আসল টাকাটা প্রত্যর্পণ করার আদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদান করিতে পারেন। অনির্দিষ্ট পরিমাণ "আমানতী রসিদ" বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং এই রসিদ বিক্রয়ের কোনরূপ শেষ তারিখ ধার্য করা হয় নাই।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে যে উৎসাহহীনতা পরিলক্ষিত হইয়াছে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিস্ময় প্রকাশ করা চলে না। পূজার ছুটির পরে সকল ব্যাঙ্কের আমানতের হ্রাস হইলেও টাকার বাজারে কর্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। ইতিপূর্বে সরকারী মুদ্রাস্ফীতি পরিকল্পনার মূল খসড়াগুলি প্রকাশিত হইলেও, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত না হওয়াই ইহার অন্যতম কারণ।

ইতিমধ্যে সরকার-প্রস্তাবিত সুবিধাগুলির বিস্তৃত বিবরণ জানানো হইয়াছে। বিশেষ করিয়া লভ্যাংশ বণ্টন সম্পর্কিত প্রস্তাবটিকে পার্শ্বিকভাবে কার্যকরী করার জন্য গত ২৯এ অক্টোবর অর্থসচিব যে বিশেষ আইন জারী করিয়াছেন তাহার ফলে টাকার বাজারে অধিকতর তারল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই বিশেষ আইন জারী করিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন নিবন্ধিকৃত কোম্পানী টাকাকে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিতে না দিয়া প্রতিষ্ঠানের কোন খাতে জমা রাখিলে অথবা অংশীদারদের অধিকতর পরিমাণে মূলধন টাকা রাখিতে বাধ্য করিলে, কিন্তু যে টাকা বিনিয়োগ অথবা সঞ্চিত রাখা হইবে ও বিনিয়োগ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইলে এবং সেরূপ বিনিয়োগটি সাধারণ অংশীদারদের সম্মতিক্রমে হইবে। অতএব এই ধরণের ব্যবস্থার (সাময়িক) ফলে অংশীদারদের সম্পত্তির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে অংশীদারদের ভবিষ্যৎ আয়-বৃদ্ধির পথ সুগম হয়। এই উক্তি যে একান্তভাবে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

কোন সুপরিচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত একটি তালিকা আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় উন্নয়নোন্মুখ প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া, তাহাদের লভ্য বিভাজন পরিমাণ [illegible] পরিমাণের ক্ষেত্রে [illegible] হয়। এই [illegible] বিশেষ [illegible] আইনের [illegible] হইতে [illegible] তালিকার [illegible] বিনিয়োগকারীদের [illegible] হইবে বলিয়াই [illegible] সিদ্ধান্ত আপাতবিরোধ

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৬৬-৬৭	[illegible]	[illegible]
সালে	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৪.৩৭	৯.৭১
[illegible]	১৩.১৫	৯.৪৪
[illegible]	১৩.১৩	৯.৪৪
[illegible]	৯১.৫	৯.১৮
[illegible]	১৩.৩	৯.৯৭
[illegible]	১১.৫	৯.৯৩
[illegible]	১৩.১৪	৯.৯৭
[illegible]	১৩.৭	৯.৯৭
[illegible]	১১.৩	৯.৯৩
[illegible]	১১	৯.৯৯

* এই সকল প্রতিষ্ঠানে আলোচ্য সময়কালের অথবা অথবা উৎসাহহীন কাল তাহাদের মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং এই তালিকায়, তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য, বর্তমান [illegible] তাহাদের লভ্যাংশের পরিমাণ হিসাব করা হইয়াছে।

• • • •

[illegible] ও কলিকাতা উভয়ই সপ্তাহে ৩৫ আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে অস্থিরতা দেখা যায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে বাজারে অর্থ আদানের পরিমাণ ছিল ১.৫১ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে সেখানে উহা পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮১ লক্ষ টাকা। অ লোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে বৃদ্ধি পায় [illegible] বাজারে [illegible] পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল [illegible] পাই, আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮/০ আনা।

পূর্ববর্তী সপ্তাহের অর্থ পুনরায় ১ কোটি টাকা বাজারে আদায়ের আশ্বাস করা হইয়াছে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ৫ই অক্টোবর এবং ৩০এ অক্টোবর তারিখে সর্বা পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে পরিশোধ। বাজারে পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি টাকা এবং ৭ কো টাকা। আবার এই সঙ্গেই "আমানতী রসিদ পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়াতে, স্বল্পমেয়াদী লগ্নীর ক্ষে একটি নূতন বন্দোবস্তের সুবিধা পাওয়া গিয়াছে

• • • •

১৯এ অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয় তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহি হিসাব বিশ্লেষণ করা যায় যে, চলতি নোট পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। চলতি নোটের পরিমা পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখানে ছিল ২,৪২৭.৮৮ কো টাকা, সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে উহার পরিমা দাঁড়াইয়াছে ২,৪২২.২৯ কোটি টাকা। চলতি নোটের পরিমাণের এই অবনতি প্রায় পাঁচ সপ্তাহে ক্রমিক বৃদ্ধির পর এই প্রথম বিপরীত গ তি সূচিত করে। কিন্তু চলতি নোটের পরিমাণ হ্রা হ্রাস হইলেও ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটে পরিমাণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কিং বিভা রক্ষিত নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহে যেখা ছিল ১৮.৮২ কোটি টাকা, সেখানে আলো

টায় পৌঁছিয়াছে ২৭.৮৮ কোটি টাকায়। ইহার ফলে পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১৮ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনে আলোচ্য সপ্তাহে ৫২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিই ফেট ইহার মোট পরিমাণের এই বৃদ্ধির হার বলিয়া ধরা হয়। রাশিং ও চুক্তাজারদের যে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

• • • •

কিন্তু বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ২৪১.৭৭ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ২৪১.৭৭ কোটি হইতে আলোচ্য সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরিউক্ত পরিমাণ কোন কোন ব্যবসায় করে না। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জমার ৮ মাসের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই জমা সপ্তাহের ১৩.৮৮ কোটি টাকার স্থলে আলোচ্য ১৩.৯৮ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে, দেখা যায়। ইহার জন্য এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ৭৬ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত জমার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে কোটি টাকায় উন্নীত লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১.৫২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১.৬৭ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বিভিন্ন সরকারের ব্যক্তিগত পরিমাণ ৯৬ লক্ষ টাকা হইতে ১.৩৮ কোটি বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য সরকারের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৪.৭৮ কোটি টাকা হইতে ৪ টাকা হ্রাস পাইয়া ৪.৬৪ কোটি পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণ হ্রাস পাইলেও অনির্দ্দিষ্টকালের মোট ৮১.১৪ কোটি টাকা হইতে ৮৮.৮১ কোটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্য জমার পরিমাণে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্বের ন্যায় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ২৯৬.১৮ কোটি হইতে আলোচ্য সপ্তাহে বৈদেশিক জমার ৪.৫২ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ২৯১.৬৬ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক জমার এই অবনতি বিনিময়হারে উন্নতিযোগ্য। ব্যাঙ্কের প্রথম হইতে আলোচ্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৈদেশিক জমার পরিমাণে মোট ৫৫ কোটি টাকার হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে, দেখা যায়।

• • • • •

অষ্টাহের তারিখে সমস্ত সপ্তাহের জন্য ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কসমূহের বিনিময়-নিষ্পাদনে [illegible] স্থানের পরিমাণে উন্নতি দৃষ্ট হয়। [illegible] হইতে মূলীভূত জমার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩১.০২ কোটি টাকা হইতে ৯৪৪.৯১ কোটি টাকায় উন্নীত পরিলক্ষিত হয়। তারিখান্তে দেখা যায় যে এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে নেয়াদের জমার পরিমাণ-হ্রাস লক্ষণীয়। নেয়াদের পরিমাণের সর্ব্বে যাবতমূল হইতে মূলীভূত জমার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৪৯.৯৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৫০.১৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য নেয়াদের জমার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৩৩১.৩৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৩১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৩৩১.০৩ কোটি টাকাতে পরিণত হইয়াছে।

অন্যান্য জমার বিভাগ যাহা সঞ্চিত জমার পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৭৬.০৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহের ৭৬.৩৮ কোটি টাকায় উন্নীতমোত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বন্ধকীকৃত জমা, আজ্ঞাকারীর জমার এবং ব্যাঙ্কারের বণ্ডিত পরিমাণে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বন্ধকীকৃত জমার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে যেখানে ছিল ৫৫.৮৭ কোটি টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে সেখানে ৬.১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা পৌঁছিয়াছে ৬১.০১ কোটি টাকায়। আজ্ঞাকারীর জমানের পরিমাণও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৩৯৬.৩৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৩৯৯.৯৩ কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্কারের জমার পরিমাণ ১৩.৯৩ কোটি টাকা হইতে ১৩.৯৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

[illegible] হাতে
[illegible] কিন্তু
[illegible] বিদ্যার
[illegible] সরকার
[illegible] এবং
[illegible] ভারত
[illegible] ফলন
[illegible] ছাত্রী
[illegible] নূতন
[illegible] ছোট
[illegible] যে
[illegible] কার
[illegible] আমা

হইবে এবং সেই বিষয়[illegible]
করাকল্পে করিবার জন্য [illegible]
করিতে হইবে। এই বিষয়[illegible]
যাহাতে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে [illegible]
ইহাদের এই বাহির সম্বন্ধে অবহিত [illegible]
করা যায়, সরকারের মনোনীত কর্ত্তাব্যক্তি শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করিয়া ফলকের অবস্থা ও কৃষিবিদ্যার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবেন

ভস্মীভূত টেলিফোন

বালিগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ২,০০০ লাইনযুক্ত এই এক্সচেঞ্জটি বালিগঞ্জ সহরতলীর বিশি ব্যবসা ও ধনী প্রধান বাসিন্দাদেরগুলির পরস্পর দর্শিত এবং উহাদের দর্শিত অবশিষ্ট পৃথিবীর সহিত রক্ষা করিত। টেলিফোনের অধিকাংশ এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিয়াছে। এই অগ্নি কাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ৯ কোটি টাকা হইতে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড যেরূপ যে নিরাপত্তা ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তা ফেলে টেলিফোনের বিশেষ সাহায্যেরও দু বিনায় করিলেই সম্পূর্ণ নিরূপিত হইবে না। সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী নানা কাজ কারবারে অসুবিধারও পরিচয় দিতে হইবে।

ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার সরকারী যোগাযোগবিহীন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কলিকাতা আসিয়া তদন্ত ও পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা সম্পাদন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কলিকাতা এক্সচেঞ্জ এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনঃসংস্থাপিত করিবে প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে এবং ডিপ্লোম্যাসি কলিকাতা হেড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হইতেছে। আশাকরা যায় যে, যাহাতে অন্ততঃ দুই হাজার লাইন আবার সংযোগি করা যায় তাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং ফলে টেলিফোন ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রসারিত করি নিমিত্তও গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্যেই ইতিমধ্যে আবশ্যক সাজসরঞ্জামের জন্য বিলাতে অর্ডার পাঠা হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী সরকারের প্রয়োজনীয় ক চালাইয়া যাইবার জন্য চার্জ বিভাগসমূহ হাতে এ সরকারী কর্ম্মচারীদের, পুলিশ কমিশনার কলিকাতা ফোজদারক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ এবং যাবতীয় যে হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এই সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বলি অল্প বিস্তর কিছু নাই। কারণ বর্ত্তমান অব এতদপেক্ষা অধিক ব্যাপক না করা কিছু করা সম্ভব নহে। কিন্তু এই অধিকোতের ফলে সম্প কি হানি করা হইল, তার পরিমাণ জানিবার আমরা বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। অনুমানে এরূ যে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্টের জন্য বিশ্ববিদ্যাল অনেকজন বিজ্ঞান-অধ্যাপককে সাময়িকের সহো করিয়া অবিলম্বে তাহাদের নিকট জরুরী অনুরোধ করা হইয়াছে এবং বিশ্বাস করি তাহারা যে অনুরোধই এই বিষয়ের কেন্দ্র কিনা তা অধিকার করা সাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যে অধিকার সাজসরঞ্জামাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। এখানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, যে টেলিফোন কর্ম্মচারী, ফায়ার ব্রিগেড, কলিকাতা কর্পোরে

সাপ্তাহ

পাকিস্থানের সহিত নূতন আলোচনার ফলাফল

গত মার্চ মাস হইতে জুন পর্যন্ত এই চারিমাসে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পাকিস্থান ভারত হইতে যে পরিমাণ মাল লইয়াছে তাহার পরিমাণ হইতে তাহার অনেক কম মাল দিয়াছে। পাকিস্থান ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছে ১৩.২৮ কোটি টাকার মাল আর ভারতে রপ্তানি করিয়াছে ৮.৩৮ কোটি টাকার মাল। কি কি মাল ক্রয় বিক্রয় করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই, তবে ইহা সহজেই অনুমেয় যে পাকিস্থানের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে পাট ও তুলাই পরিমাণে সর্বাধিক।

পাকিস্থানের উক্ত বিবরণী হইতে ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে দুই তরিবিনিময় যদি অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করে, তবে তাহাদের চলন নাই। আমরা সহরে বলিয়াছি যে রাজনৈতিক ভাবে কেন বিরুদ্ধ হইলেও ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে দুই দেশের পক্ষে সহযোগিতা অপরিহার্য। এবং পাকিস্থান ধীরে ধীরে যে সে কথা বুঝিতে পারিতেছে ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। সম্প্রতি করাচীতে বিভা প্রয়োজনীয় মাল আমদানি-প্রদান সম্পর্কে দুই তরিবিনিময়ের মধ্যে যে যোগাযোগ হইয়াছে তাহা কার্যকরী হইলে দুই তরিবিনিময়ের পক্ষে শুভ সম্পর্কের সূচনা করিবে।

ঐ চুক্তির যে বিস্তৃত বিবরণী সরকারিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পাট ও তুলা রপ্তানি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক বলিতে হইবে। পাকিস্থান পাট ও তুলা রপ্তানি করিবার পর যে বাধিক পরিমাণ স্থির করিয়াছিল তাহা ভারতীয় তরিবিনিময়ের সম্মতি অনুসারে পরিবর্তন করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের দাবী অনুসারে পাকিস্থান বিশেষ পরিমাণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া সাধারণ রপ্তানি ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ পাকিস্থান আগামী ৩১এ আগষ্টের পূর্বে মোট ৩,৮০,০০০ গাঁইট পাট রপ্তানি অনুমোদন করিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফল কি দাঁড়ায় তাহার পর তিনি দাঁড়িয়া ভবিষ্যতের নীতি স্থির করা হইবে বলিয়া পাকিস্থান জানাইয়াছে।

বাণিজ্য সহযোগিতা সম্পর্কে পাকিস্থানের সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল পাকিস্থান তাহা পালন করিতে পারে নাই, ফল বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে পাকিস্থানে ফসল সেরূপ হয় নাই। তবে পাকিস্থান প্রতিশ্রুতি [illegible] যে পরিমাণ রপ্তানি আশা করা হইয়াছিল তাহা পাকিস্থান সরকার ইচ্ছা করিলে চেষ্টা করিলে। অন্য পক্ষে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে পাকিস্থান ভারত হইতে কয়লা, লৌহ এবং ইস্পাত ইত্যাদি যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

অন্যান্য

গত বৎসর ভারত আইসিলো হইতে ১১৪,০০০ টন মস আমদানি করিয়াছিল এবং এই বৎসরে ভারত আইসিলো হইতে যাহাতে নূতন চুক্তি অনুযায়ী ১৪ লক্ষ টন মস পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারত হইতে একটি বাণিজ্য মিশন কানাডায় যাইবে। পৃথিবীর সবচেয়ে চামড়ার বাজারটি হইলেও এই বৎসর আমদানি বাণিজ্যের অভাব হইবে না বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এশিয়ার বাজারটি এলাকাগুলি আফগানিস্তান, রাশিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশগুলি হইতে চলার [illegible] পারে। তাহার যদি [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

বৌথিক

ম্যাক্লাউড্-এর পরিচালনাধীন তিনটি চটকলের হিসাব

১৯১৮ সালের ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য কেলসিরন জুট কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর হাতের মোট বিক্রয় মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত মোট মূল্যের পরিমাণ হইতে কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও ৮,৯৮,২১৯৲-৯০,৩১,৭১১৲)। উক্ত সময়ে কোম্পানীর স্থায়ী মজুত মালের পরিমাণে বৃদ্ধি দেখা যায় ১,১৮,১১৭৲-৫,৭৫,৩৮২৲)। কোম্পানীর মোট লাভের হিসাব আলোচ্য সময়ে বিভিন্নখাতে প্রাপ্ত হইয়াছে (৮,২১,৪৪১৲-১,১৩,৩১০৲)। মোটামোটভাবে হ্রাসের ন্যূনতম পরিমাণ আলোচ্য সময়ে ৩০,০০০৲ ধরা হইলে যে প্রয়োজন হইয়াছে (১,১৭,০০০৲-১,৭০,০০০৲)। সাময়িক খাতে হাতে ও সঞ্চয় তহবিলের জন্য বরাদ্দ যে পরিমাণ অপরিবর্ত্তিই আছে এবং এই তহবিলে যথাক্রমে ১,৫০,০০০৲ ও ১,০০,০০০৲ ও হইয়াছে। এই সকল বিভিন্নখাতের ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের ৫ ৫৩,১১৩৲ যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে যে লাভ আছে তাহা হইতে সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১৫৲ হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছেন। এই লভ্যাংশ হারে পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাব হইতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের ৪৪,৩৭৯৲ (৪০,১১৫৲)।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কারখানাগুলি সপ্তাহে ৬টি দিবসেই চালু ছিল এবং ৩০এ জুন হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত কারখানার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকুল পূর্ব্ব হে তাহাদের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। কোম্পানীর কারখানাগুলি বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় তাহাদিগকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। আলোচ্য সময়ে শ্রমিক সংঘর্ষের অবসান হওয়ায় যে কোম্পানীর কাজ বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচালিত হইতে।

সাধারণ এক্সচেঞ্জ—ম্যাঞ্চেষ্টার অফ কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৪,৫০,০০০৲। বিক্রয় ও বিলি মূলধন—২,৫০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৯৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
বিক্রয়ার্থ	১৫,০০,০০০৲
মুদ্রাঙ্কণ	১২,৫০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৫০০৲
ঋণ	৯৯,৭৭,৯৩১৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১৪,৩৭৯৲
	৯৯,৭৭,৯৩১৲

সম্পত্তি

মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৬৫,৪৫,৩৯৮৲
মূল্যাবশেষ	১৯,১৯,৩৮৭৲
স্থায়ী যন্ত্র সম্পত্তি	৯৬,৬৫,১৯১৲
সরঞ্জাম	৯,৯৮,১৮১৲
মজুত মাল	১১,৯৭,৩৯৯৲
বাকী পাওনা	১৩,৩৯,৩৭৯৲
ব্যাঙ্কে জমা	১৭,৯৯৲
নগদ	৯৯,৩৯৯৲
	৯৯,৭৭,৯৩১৲

ঘর সম্পত্তি ৯৬,৬৫,৩৯৮৲

বিজ্ঞাপনী

—×—

★ "আর্থিক জগত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য [illegible]

বিজ্ঞাপনের [illegible]

[illegible]

[illegible]

রোড, (কোম্পানী [illegible])

এই ঠিকানায়

গত ৩০এ জুন [illegible] কেলসিরেন্স জুট কোম্পানী [illegible] হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত [illegible] প্রকাশিত হিসাব হইতে [illegible] দেখা যায় না। তবে আলোচ্য [illegible] মালের মোট বিক্রয়মূল্য (৯২,৫[illegible] ও সঞ্চয়িত মজুত মালের মূল্য পরি[illegible] ৩,১১,৩৩১৲) বৃদ্ধি পাইলেও গত [illegible] সময়ে কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে [illegible] (৯,১১,৩৪১৲) এবং এই লাভের পরিমাণ হইতে কর্ম্মচারীদের ..৯৯,০০০৲ (১,১৫,০০০৲), মূল্যাবশেষখাতে ১,১৫,০০০৲ (১,১৫,০০০৲) এবং সঞ্চয় তহবিলে ২৫,০০০৲ (২৫,০০০৲) বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের যোগ করিয়া কোম্পানীর হস্তস্থিত মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১০৲

হিসাবের এই [illegible] ছিল। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জে [illegible]

১৯১৮ সালে প্রান্তিক কারখানা সমস্যার জন্য অন্যান্য কোম্পানীর কারখানাগুলি আলোচ্য সময়ে সপ্তাহে ৬ দিন করিয়া চালু রাখা হইয়াছিল এবং গত ৩০এ জুন হইতে ৩০এ সে সময় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এই সময়ে কোম্পানীর সকল শ্রমিক ও কর্ম্মচারী পূর্ণ বেতনে ছুটি ভোগ করিয়াছে। কোম্পানী কারখানাগুলি বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় ও শ্রমিক সংঘর্ষের বাধা তাল থাকায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনে কোন অসুবিধা হয় নাই।

সাধারণ এক্সচেঞ্জ—ম্যাঞ্চেষ্টার অফ কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৯৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১৫,০০,০০০৲
ঋণপত্র	৯,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৬,১১,০০০৲
ঋণ	৯৯,০৯,১৯৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১৯,৩৯৯৲
	৯৯,১১,৯১১৲

সম্পত্তি

মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৬৯,৬৫,৩৯৯৲
মূল্যাবশেষ	১৯,১৯,৩৯৭৲
স্থায়ী যন্ত্র সম্পত্তি	৯৯,৬৯,১৯১৲
সরঞ্জাম	৯,৯৮,১৮১৲
মজুত মাল	১১,৯৭,৩৯৯৲
বাকী পাওনা	১৩,৩৯,৩৭৯৲
ব্যাঙ্কে জমা	১৭,৯৯৲
নগদ	৯৯,৩৯৯৲
	৯৯,১১,৯১১৲

ঘর সম্পত্তি ৯৬,৬৫,৩৯৮৲

এলায়েন্স জুট কোম্পানীর গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য প্রকাশিত হিসাবে দেখা যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ ৪,১১,৩১৲ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত ৬,৩১,১১৲ হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত সময়ে কিন্তু যে মোট মালের মোট বিক্রয়মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের [illegible] মূল্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে (৯,১৯,৯১১৲-৯১,৯৭,৩৯০৲)। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পরিমাণ [illegible] করখাতে ২,৪১,০০০৲(১,৯১,০০০৲), মূল্যাবশেষখাতে ১,২০,০০০৲(১,১৫,০০০৲) ও সঞ্চয় তহবিলে ১৫,০০০৲ (১,০০,০০০৲) বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই [illegible] বিলিবন্টনের পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ব হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৩২,১১৯৲ একত্র করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১৫৲ হারে লভ্যাংশ বি

৪৮-এর পরিচালনাধীন তিনটি চটকলের হিসাব

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে। অপরটী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের মোট টাকা হইয়াছে ৩১,৩১৭৲।

কোম্পানীর পরিচালনাধীন কারখানাগুলি বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ কোম্পানীকে কখনো ফুরাইবার জন্য পূর্বাহ্ণে নোটিশ দিতে হয় নাই এবং ফুরাইবার সময় বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ কোম্পানী কারখানাগুলিকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয় নাই। আলোচ্য সময়ে কারখানা বন্ধ থাকার ৬৮ ঘণ্টা হিসাবেই ধরা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের সংশোধিত কারখানা আইন অনুযায়ী ২১এ মে হইতে ৩০এ মে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। সমস্ত কর্মচারীই এই ছুটির পূর্ণ বেতন পাইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—মা ফুলাইচাঁদ কোম্পানী লিমিটেড। অথরাইজড, ইস্যিড ও সাবস্ক্রাইব্ড মূলধন—১,০০,০০,০০০৲।

বিবিধপত্রের সারাংশ

(৩১.৬.৪৮)

দায়

অংশীদারের মূলধন	
সাধারণ	১০,০০,০০০৲
সংরক্ষিত	১১,০০,০০০৲
ডিবেঞ্চার	৯,৪৪,০০০৲
দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	২১,৪৬,০৮৭৲
অন্যান্য ঋণাদি	৪,৯৬,৪১৫৲
ঋণ	২১,৪৪,০৮১৲
অবণ্টিত লাভ (মোট)	৩১,৩১৭৲
মোট	১৩,৬০,০৮০৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৬৬,৪৯,৯৬১৲
অবচয়কল্পে	৩১,৩১,৮৮০৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩৬,৪৮,১৮১৲
লগ্নীকৃত	৪,১৫,৪৪১৲
নগদ ব্যাঙ্ক	৫৪,১৫,৬৬৫৲
বন্ধকী পাওনা	১৫,৫৯,৫৪৩৲
অগ্রিমেয়োগ্য	১,১১,১১৭৲
অগ্রিমকৃত লাভ কর ব্যয়	৯,৩৩,৫৪৫৲
অন্যান্য	১৯,৬৯,১৩৫৲
মোট	৯৩,৬০,৩৮০৲
নীট সম্পত্তি	৬৬,১৯,৩৮১৲

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

কোনো কোনো পরিচালক শ্রীযুক্ত ঘাসের বিবৃতি হইতে ইহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না যে, এই অভিযোগ একটি আকস্মিক ঘটনা কিনা।

বিষয়ের গুরুত্ব অবশ্যই দুর্নিরীক্ষ্য করা সত্ত্বেও আমরা আর বিলম্বিত করা যায় নাই সমস্ত ব্যাপারটির বাস্তবতার জন্য। যদি এমন কোন কোম্পানীর এই অভিযোগ আসিয়া সমকক্ষ-ব্যবসায়ীর প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল সময় আবশ্যক হয়। সমকক্ষ ব্যবসায়ীর এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, অন্যের চাল অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং ইহা বৃদ্ধি করিবার জন্য মূলে ওয়াটসন পাম্পিং ষ্টেশনে খবর পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহার উত্তরে আবার কর্পোরেশনের সরকারী পাবলিসিটি শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় জানাইয়াছেন যে, অন্যের যে ১০ ফুট চাপ তখন সাধারণতঃ অঞ্চলে ছিল, তাহা উল্লিখিত অধিকাংশকে নির্বাপিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সাক্ষ্যে বিভিন্ন পক্ষের এই সকল বৈপরীত্য হইতে কয়েকটি কথা স্বভাবতই আমাদের মনে আসিয়াছে। অগ্নিনির্বাপ যদি খুব প্রথম অবস্থাতেই সেবা নিয়োজিত এবং তাহা বৈজ্ঞানিক ভাবের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতেই তবে বহিয়া সাক্ষ্যে [illegible] করিবার কোন [illegible] থাকেন, [illegible] এই [illegible] বলিয়া [illegible] কারণের [illegible] এ সরকারকে [illegible] মূলগতির [illegible] আছে কিনা [illegible] এই ঘটনাস্থলের [illegible] জলের চাপ [illegible] সাধারণ [illegible] পাম্পিংষ্টেশনের [illegible] করা যাইত কিনা, [illegible] হওয়া আবশ্যক।

[illegible] বিভিন্ন পরে [illegible] প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা [illegible] কিন্তু জলের চাপের যে বিধি [illegible] উহা নিজের করিয়া শ্রীযুক্ত [illegible] এই বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, চাপের প্রকৃত অবস্থা তাহা হইতে ভিন্নতর ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহাদের উপাদান ইহার জন্য দায়ী, তাহারও নিশ্চিত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ফৌজিকোন কোম্পানি, ব্যবসায় এবং কর্পোরেশন এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যে কোনটিই কর্মদক্ষতা এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী হউক না কেন, তাহার প্রতি কোন অন্যায় প্রদর্শন করা সঙ্গত হইবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠানবিশেষের অবহেলা ইহার জন্য দায়ী হয়, তবে তাহার যথোপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করিতে হইবে।—আর যদি প্রতিষ্ঠান-বিশেষের বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন কর্মচারীর গাফিলতির জন্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

ইহা যদি নিছক দুর্ঘটনা বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে কোন কারণেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকুক না কেন, অন্যূন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিভাগে জনসাধারণের ইহার পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

রোগের ও মৃত্যুহারে সম্পূর্ণ সাধারণিক অবস্থায় এইরূপ ভয়াবহ দুর্ঘটনা যে কি করিয়া সংঘটিত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। আর এই সূত্রে সরকারী ঔদাসীন্যের যে সন্তোষজনক পরিচয় বিভিন্ন ভাবে আমরা পাইয়াছি তাহা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

খাজাঞ্চীখানার সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি	নিট	পরিশোধ	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)	মজুত	চলতি নোটের পরিমাণ
১৯৪৮							কোটি টাকা
জানুয়ারী	১	১.১১	১.০৯	১৩	১১.৪৪	৯.৭১	১ ৬
	৮	১.৭১	১.৬৩	১.৬৩	১১.৮৪	৯.৭১	১ ৬
	১৫	১.৩১	১.৩০	১.৩০	১১.৮৩	৯.১৬	১ ১১
	২২	১.১৩	১.৩৩	৯৩	১১.১৩	৯.১২	১ ১৩
	২৯	১.৩১	১.৩৩	১.৩৩	১১.১৩	....	১ ১১
ফেব্রুয়ারী	৫	১.১১	১.৩৩	....	১১.৩৩	—	১ ১৩
	১২	১.৩১	১.৩৩	১.৩৩	১১.১৩	৯.১১	১ ৩
	১৯	১.১৩	১.৩৩	১১	১১.৩৩	....	১ ৩
	২৬	১১	৭৩	....	১১.১৩	....	১ ৩
মেপ্টেম্বর	৩	১.৩১	১.৩১	৯৩	১১.১৩	১৩.১১	১ ৩
	১১	১.৩৩	১.৩৩	১.১৩	১১.৩৩	....	১ ১
	১৬	১.১৩	১.৩৩	১.৩৩	১১.১৩	....	১ ৩
অক্টোবর	২	৭৩	৭১	১.৩৩	১১.৩৩	....	১ ৩
	৯	১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩	১১.১৩	৯.৩১	১ ৩
	১১	১.১৩	১.৩৩	৩.৩৩	১১.১৩	....	১ ১
	২৩	১১	১১	১.৩৩	১৩.১১	....	১ ১

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

১৯৪৮					টাকা
	৩৩	—	—	—	৯,৩৩,৩১,৩৩৩
মার্চেন্ট	৯	—	—	—	৯,১১,১১,৩১৩
	১৩	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
	১৩	—	—	—	১,১১,১১,৩১৩
	১১	১	—	—	৩৩,১১,৩৩৩
সিলভার	৩	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
	১১	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
	১৩	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
১৯৪৯					
জানুয়ারী	৯	—	—	—	৯১,১১,৩৩৩
	৮	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
	১১	—	—	—	১,১১,১১,৩৩৩
	২৩	—	—	—	৯১,১১,৩৩৩
				মোট —	৪১,১১,১১,৩৩৩

৺হিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

) বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অতিরিক্ত খরচ)

—

বিভাগীয় মোট

মোট

কি—

খরচ ও মূল্য হ্রাস

খরচে ...

মূল্যের তারিখে ...

জমা

ঘ ...

ন্ন মূল্য

ন্ন, অন্যান্যদের বিনিময় পত্র ও

মোট

ঋণ বিভাগ—

মূল্য মূলধন ...

রক্ষিত ...

—

মূলধন সম্পদ

মোট

ঋণ সংরক্ষণের

মোট

মূলধন

মোট

—

মূল্য

মূল্য হ্রাস

ঘ

ঘোষিত

ইত্যাদি

ঋণ সংরক্ষণের

মোট

মূল্য

মোট

মূল্য হ্রাস

ঘ

ঋণ

ঋণ

মোট

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

ঋণ—

বিভিন্ন মূলধন

অন্যান্যদের মূলধন

পঞ্চম সংরক্ষিত

প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য হিসাব

বিবিধ ...

মোট

সম্পত্তি—

বৈদেশিক ঋণ

অন্যান্য ঋণ হিসাবে

ধনসিকিউরিটি

ঘ

ঋণ মোট

ঋণের ঋণ ও ঋণ

বিবিধ—

অন্যান্য ঋণে ঋণ

ঋণের ঋণ

ও বিদেশী ঋণের বিভাগ

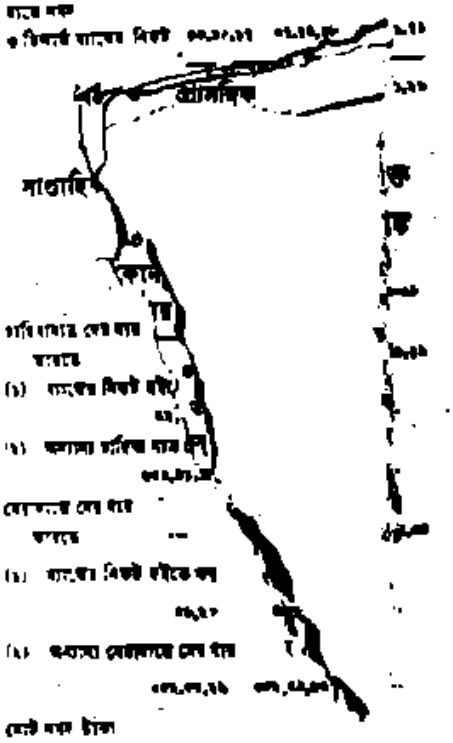

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

ঋণ—

ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট

মোট

সম্পত্তি—

(ক) মোহর ও ঋণ মোদা

মোদা

ঋণদাতা ঋণদাতা

ঋণের সরকারের ঋণদাতা

অন্যান্য মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ঘ, ই ঋণের মোহরে সাপেক্ষে

(খ) মোদা মূল্য

পাকিস্তান সরকারের ঋণদাতা

অন্যান্য মূল্যের ঋণ

ঋণদাতা সাপেক্ষে মোহরে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড রিজার্ভ ঋণ—

মোহর ও ঋণ মোদা

ঋণদাতা ঋণদাতা

ঋণের সরকারের ঋণদাতা

মোদা মূল্য

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

ঋণ

অন্যান্যদের মূলধন

পঞ্চম সংরক্ষিত

আমানত—

(ক) মেয়াদী সরকার

(খ) প্রাদেশিক সরকার

(গ) ব্যাঙ্কসমূহ

(ঘ) অন্যান্য

মোহর ঋণ

অন্যান্য ঋণ

সম্পত্তি—

মোট

মোদা মূল্য

(ক) পাকিস্তানী

(খ) বৈদেশিক

ঋণ মূল্যের মূল্য

(ক) পাকিস্তানী

(খ) বৈদেশিক

ঋণ ও ঋণদাতা ঋণ

(ক) অন্যান্যদের

(খ) সরিয়ের

(ঘ) সরকারী ঋণদাতাদের

পাকিস্তানের বাহিরে ঋণ

সরকারের ঋণ ও ইংল্যান্ড

অন্যান্য ঋণ, মূলধন ইংল্যান্ডে

ঋণবিনিময়ে

অন্যান্য সম্পত্তি

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সংখ্যায়)	মোট ও আদায় মূলধন	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	বন্ধ লেনদেন	অবস্থা	বাজার দর					শেষ লেনদেন
ডিবেঞ্চার											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

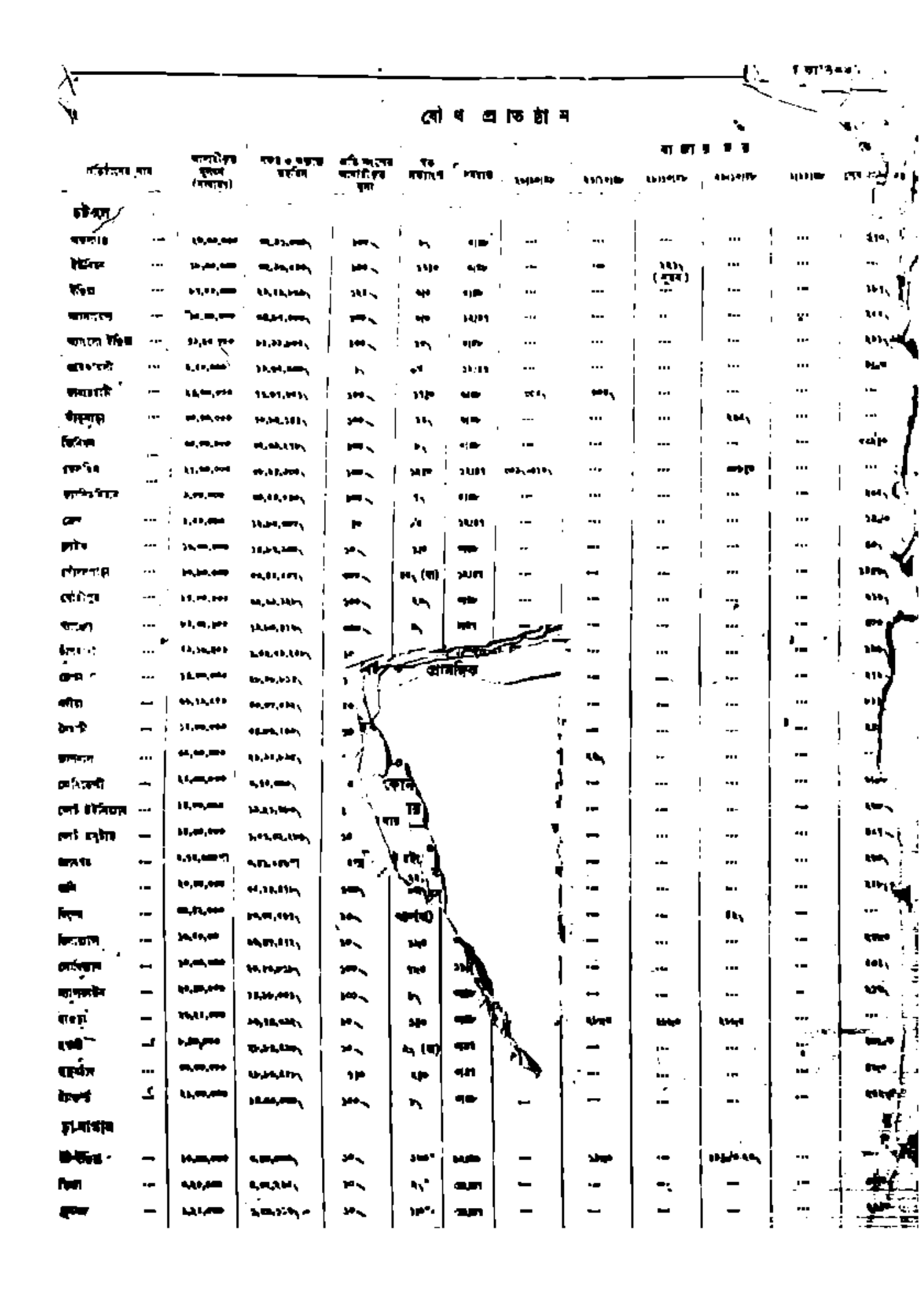

[illegible] বিবরণ

[illegible]	[illegible] মূলধন (লক্ষ টাকা)	[illegible] ও অন্যান্য [illegible]	[illegible] অংশের আনুমানিক মূল্য	[illegible]	[illegible]	বাজার দর					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-কোম্পানি											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যোগাযোগ

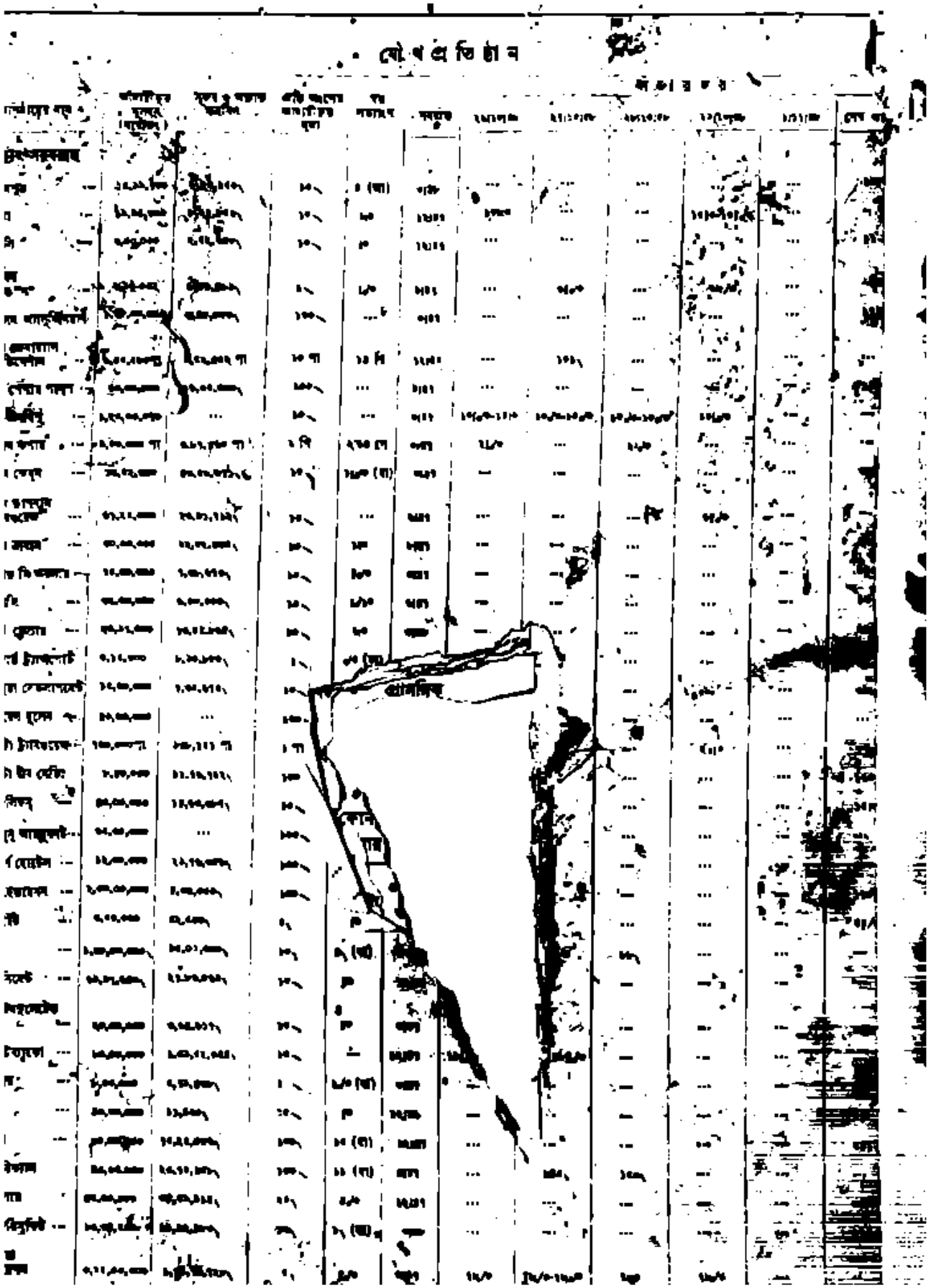

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৩০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

মিঃ এম, এ, ইস্পাহানি, শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া,

মিঃ আদমজী হাজি দাউদ
শ্রীবৈদ্য নাথ ভালীনা
শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীএম, এল, শা

শ্রীমহাদেও এল, দাতারকার
শ্রীনবীন চন্দ্র মকৎলাল
শ্রীমদনমোহন আর রুইয়া
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী ডি, আর, সোনালকার

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

শুভেচ্ছা বাণী

"আর্থিক ভারত" প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের দেশে জনসাধারণের অর্থ-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। "আর্থিক ভারত" যদি এই জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করিতে পারে এবং গঠনমূলক কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারে তবেই ইহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রত্যেক দেশেরই একটা বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ধারা আছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বদান পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে তবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। "আর্থিক ভারত" ইহা স্মরণ রাখিয়া যে সাফল্যের অগ্রসর হইবে ইহাই আমি আশা করি।

বর্ত্তমানের ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা ফিনান্সের কর্তৃপক্ষ "আর্থিক ভারত" নামে বাংলা ভাষায় একটী অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পত্রিকাটির পরিচালকগণ অর্থনীতির তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাদের সুপরিচালনায় পত্রিকাটি যে জনসাধারণকে আর্থিক বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "আর্থিক ভারত" সত্বর সাধারণের নিকট সমাদরের হউক—ইহাই কামনা করি।

গত মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক সমস্যা যুক্তের সমাধান-কল্পে ও রাষ্ট্রবিপ্লবগুলিকে একটা সমাধানের সম্মুখীন করিয়াছে। আমাদের দেশেও এই আলোড়নের প্রতিক্রিয়া সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ এদেশে যাবতীয় ও মূলোচ্ছেদ সমস্যাগুলি এত স্তরে আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ায় সমস্যাগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে আমাদের সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব এই সব সমস্যাগুলির আশু সমাধান ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক ইহার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, চিন্তা ও আলোচনা এবং তাহার জন্য দেশের সেবার কল্যাণকল্পে প্রয়োজন। "আর্থিক ভারত" পাঠক ও ধনিক সম্প্রদায়ের এইসব বিভিন্ন সমস্যাগুলি-তথ্যানুসন্ধানে আলোচনা করিয়া দেশবাসীর জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারিয়াছি বলিয়াই আমার বিশ্বাস; কারণ, জনসাধারণের মধ্যে এইসব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান যতই প্রচারিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

"আর্থিক ভারত" পরিচালকবর্গের প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হউক ইহাই আমার একান্ত কামনা।

১১ই নভেম্বর, ১৯৪৭

ভারতের নব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হইলেও আমাদের [illegible] সফল হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। [illegible] নিকট হইতে জনসাধারণ অর্থনৈতিক [illegible] আশা করি। আমাদের কর্ত্তব্য কঠিন, আমাদের [illegible] দেশের জনসাধারণের সহায়তা ব্যতীত আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান নহে। "আর্থিক ভারত" এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে আমাদিগকে [illegible] এই আশা প্রকাশ করিয়া ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

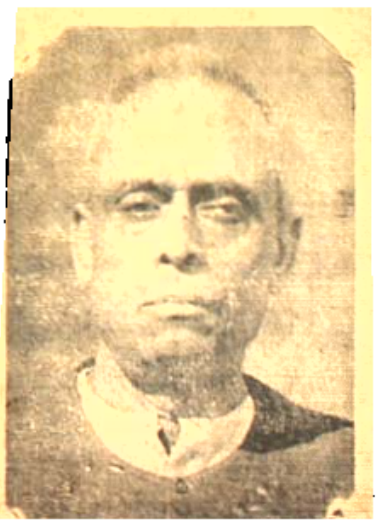

(পৃষ্ঠার ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শক্তির পরিত্যাগ

...নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেসে...
...যোগ দেওয়ার প্রশ্নটা [illegible] উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস...
...সিদ্ধান্তের এবং তার কার্যক্রমের উপর তাঁর...
...কমিটি [illegible] করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের...
...সমিতি [illegible] করেছে এবং [illegible] করিবে...
...[illegible] করিবে।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে [illegible] সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শের প্রথম কারণ [illegible] তিনি আরও একটি সরকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের বিশ্বাস অনুসারে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের প্রধান সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা এবং এই দুই সমস্যার অন্তত সমাধান না হইলে এবং কংগ্রেস যদি এ সম্বন্ধে কোন [illegible] করে, তবে দেশের অবস্থা [illegible] হইবে। এই দুই সমস্যা ছাড়াও তিনি পল্লীউন্নয়ন, [illegible] ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি, [illegible] সকল ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রচারকার্য, কোঅপারেটিভ [illegible] ও কংগ্রেসের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। ও [illegible] করিয়াছেন, এবং [illegible] কথা [illegible] করিয়াছেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনেকেই [illegible] সঙ্গে একমত নন, কিন্তু তাঁহারা [illegible] দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য [illegible] করেন, এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রকৃতপক্ষে [illegible] ও কষ্ট স্বীকার করিতে [illegible] হইয়াছেন, অথচ [illegible] সম্বন্ধে সন্দেহ [illegible] করেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের আদর্শ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মনীতি ও বিভিন্ন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনোভাবে সামঞ্জস্যের বিশেষ ইঙ্গিত রহিয়াছে, এমন কি [illegible] ও নীতির [illegible] অনেক কংগ্রেস নেতাদের মনোভাবের বিশেষ [illegible] করা যাইতেছে। সেইজন্য আজ আশা করি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কেন্দ্রীয়সভাতে এ সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিবেন যাহা না হইলে নিশ্চয় যে কিসে [illegible] ও নিরোধী [illegible] সংঘর্ষের অবসান হইয়া কংগ্রেসের [illegible] মূলে আবার পড়িবে ও জাতিকে বিপথের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে।

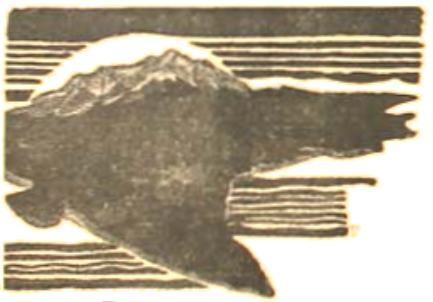

জাতির অভ্যুত্থানের গৌরব ইতিহাসে রচা
কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের গীতি-নাটক

"অভ্যুদয়"

N 27722 to N 27730

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ কলিকাতা : বম্বে : মাদ্রাজ : দিল্লী : লাহোর

CALCUTTA UNIVERSITY

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা

মূল্য ৫০

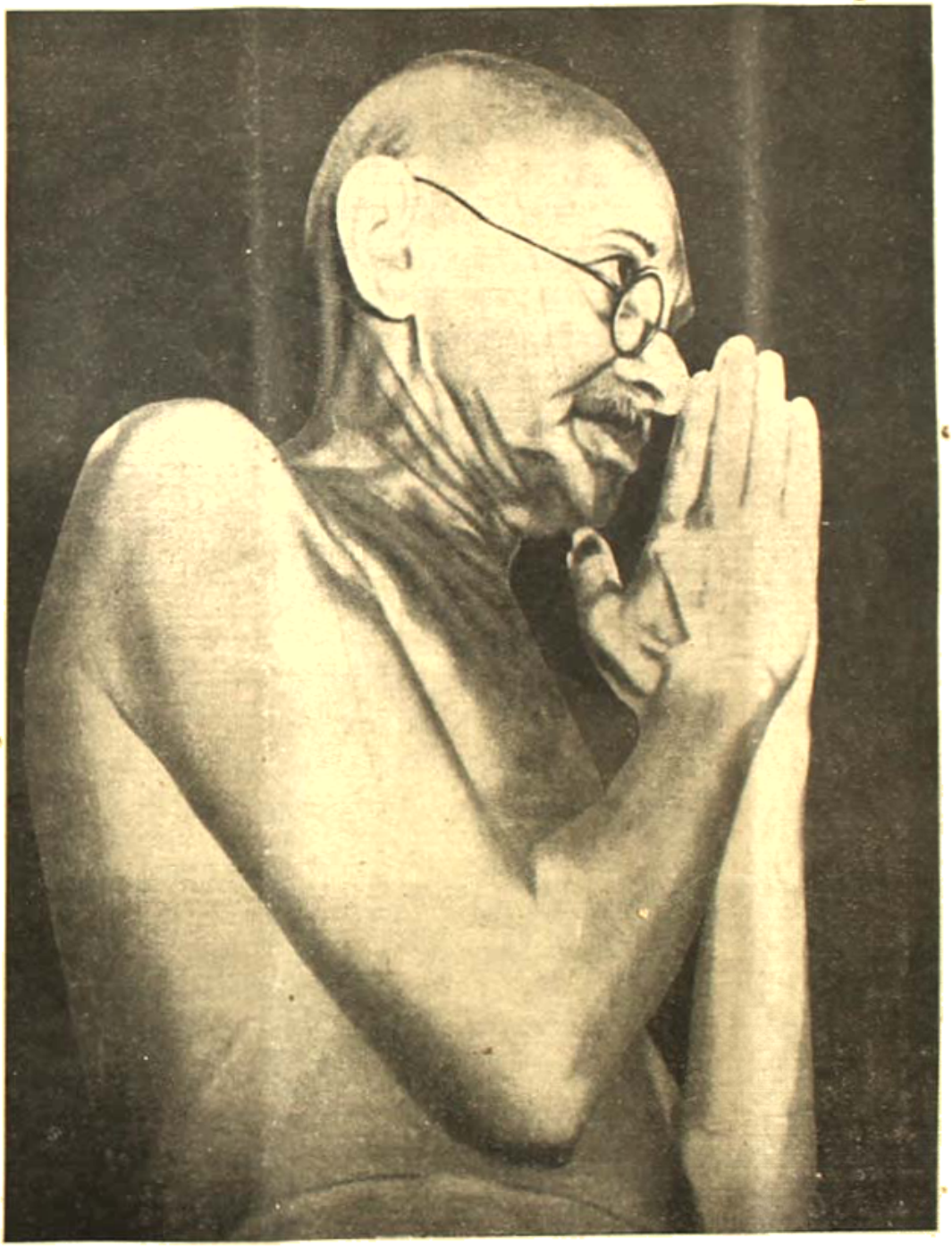

জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ

মৃত্যু—৩০এ জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

অনির্ব্বাণজ্যোতি

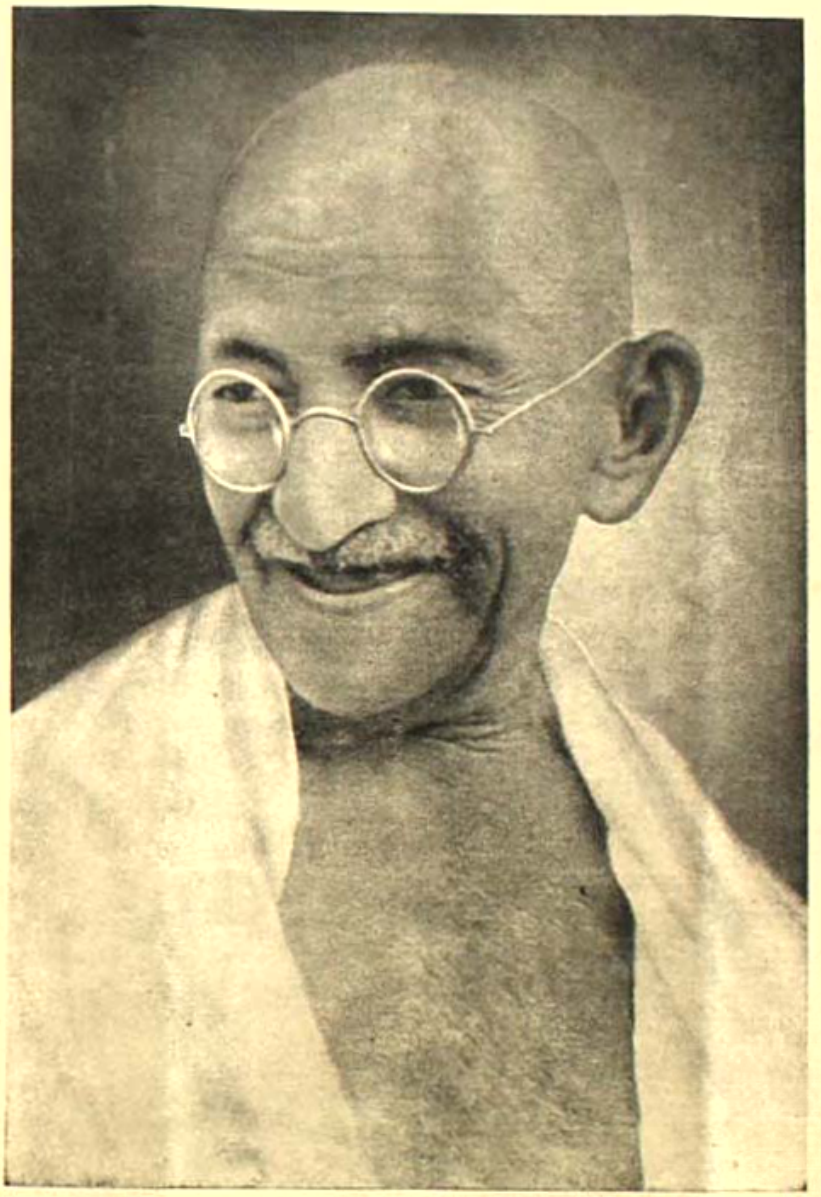

আলো নিভিয়া গেছে, কিন্তু সত্যই কি আলো নিভিয়াছে?—কারণ, যে আলোতে ভারতভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সাধারণ আলো নহে। বহু বৎসর ধরিয়া ইহার কিরণ দেশকে ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনাগত কালের বহু বৎসর ধরিয়াও দেশকে ইহা দীপ্তিমান করিয়া রাখিবে। আজ হইতে সহস্র বৎসর পরেও দেশবাসীর, তথা বিশ্ববাসীর নিকট এই আলোকরশ্মি ম্লান হইবে না এবং অসংখ্য হৃদয়ে ইহা শান্তিদানের হেতু হইবে। কারণ এই আলো জীবন্ত ও শাশ্বত সত্য। ইহা আমাদিগকে প্রকৃত পথ স্মরণ করাইয়া দেয়, আমরা ভ্রান্ত পথ পরিহার করিয়া চলি। এই কিরণই আমাদের প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে।

—জবাহরলাল নেহরু

[illegible] ও পণ্ডিত নেহরু

★ ★

বিড়লা ভবন হইতে নির্গমনকালে ঐকান্ত সমস্যা আলোচনায় মহাত্মাজী

★

পাঁচমাঝিতে

কেলাবালীতে

শিশুদের আমার নিকট আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

—যীশু

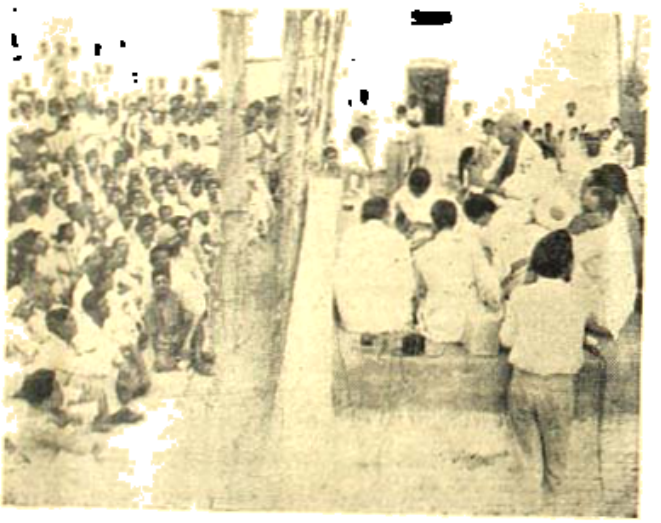

তমসাবৃতিতে উপলব্ধির রশ্মিরেখা

যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে ভালবাসিতে পারে না,
সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কিরূপে?

—যীশু

O CAPTAIN! MY CAPTAIN!

(On the Assassination of President Abraham Lincoln)

O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon'd wreaths—for you the shores a-crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck,
You've fallen cold and dead.

My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult O shores, and ring O bells!
But I with mournful tread
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

WALT WHITMAN

Think but nightly of one who has died, and he is there: you may converse here inwardly and he must come: hold him and he must remain. Think of him in love or in hate, he feels it. Think of him in stronger love or in stronger hate, he feels it more strongly. In every festival that you dedicate to the dead, they arise; they flutter round every image you consecrate to them, listen to every word that tells of them.

JUDEAN DOCTRINE

বিশ্বরূপের খেলা ঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম,
দুটি নয়ন মেলে

★

পরশ তারে যায় না করা,
সকল দেহে নিলেম ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই

বাজেট প্রস্তাবের প্রধান অংশ

...মিত্রমণ্ডল সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বলিলাইরঞ্জন ... হরকার অদ্যকার পরিষদে বাংলা পরিবারে ... সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। ... বৎসরের মুখ্যতঃ হিসাবে অর্থসচিব প্রথমে ১৯৪৭ ... ১৯৪৮ অব্দ হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ এই সাড়ে-নয় মাসের আয়-ব্যয় বরাদ্দের ... করেন। তিনি বলেন যে, ... সালে আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ... কোটি টাকা, উহার মধ্যে অবশ্য উদ্বৃত্ত ... হতে বর্তমান সরকারের নিকট হইতে ... কোটি টাকাও আছে। কাজেই ঐ দুই ... টাকা বাদে বিভিন্ন খাতে সর্বসাকুল্যে ... হইয়াছে ১৭ কোটি টাকা। এই ১৭ কোটি ... মধ্যে পাইতন খাতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ... খাতে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ... হইবে। এই দুইটি খাতের ব্যয়ভার অত্যধিকভাবে ... হইয়াছে, সেজন্য চলতি বিভাগ বণ্টনের ফলে ... খাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধন করা হইলে ... সরকার তাহা এখনও চূড়ান্তভাবে স্থির করেন ...

... সাড়ে-নয় মাসের ব্যয় ধরা হইয়াছে ... নয় কোটি টাকা। উহার মধ্যে উদ্বৃত্ত পরিকল্পনার ... নির্মাণের জন্য তাহাতে সরকার আড়াই ... টাকা দাবিয়া করিয়াছেন। কাজেই আলোচ্য ... বাবদ খরচের খাতে মোট সাড়ে-চৌদ্দ ... টাকা ধার করা হইয়াছে। উহার ফলে ... মোট আড়াই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ... এই টাকা লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের ... খোলা হইবে।

... বৎসর হয় উদ্বৃত্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার ... করা হইয়াছে। পরিবারের পূর্বে যে সকল ... কার্যকরী করা হয় হইয়াছিল তাহা ছাড়াও ... নূতন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

... খাতে শিক্ষার জন্য ১৭ ... ভূমিসংস্কারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ৩ লক্ষ ... কৃষিজাত উৎপাদনের জন্য ১ ... খাদির জন্য ৭০ হাজার টাকা ও গৃহ-... উন্নতির জন্য ১৯ হাজার টাকা ব্যয় ... উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ... খাল খনন, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ও নির্মাণ প্রভৃতি ... কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

... খাতে যে সাড়ে-চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয় ... উহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ ৫১ লক্ষ ... দুর্গতদের পুনর্বসতির জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা, ... ভূমিকে ভূমিলা ভাতা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ... মূলক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য বাবদ ৯৮ লক্ষ ... সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পরিচালনার জন্য দুই ... টাকা ব্যয় বোর্ড করিবার উদ্দেশ্যে। ... সাধারণ খাতে ব্যয় ধরা হইয়াছে এক কোটি ... কোন বিভাগের জন্য ৩৮ লক্ষ টাকা, বিহার বিভাগের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং পেগুন বিভাগের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থসচিবের হিসাবে জন্য ৫টি খাতে এক কোটি ৮ লক্ষ টাকা, সেচ কার্যের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা, শিক্ষার জন্য এককোটি ১০ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে ১৮ লক্ষ টাকা, শিল্পোন্নয়নের জন্য ৯৯ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অর্থসচিবের কার্যের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অর্থসচিব এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ যাহাতে শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিক সুযোগসুবিধা করে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ, বীজ ও সারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কৃষি-ঋণ ও অন্যান্য প্রকারে এজমালি হইতে অন্যান্যে

প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট

আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, বর্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত আড়াই কোটি টাকা লইয়া আগামী বৎসরের হিসাব আরম্ভ হইবে। আলোচ্যবর্ষে রাজস্ব খাতে ৫১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উদ্বৃত্ত পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য সাড়ে-ছয় কোটি টাকাও আছে। কাজেই সাধারণ রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ সাড়ে-চল্লিশ কোটি টাকা। এই আয়ের মধ্যে পাট শুল্ক বাবদ এক কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, কৃষি আয়কর বাবদ ৪০ লক্ষ টাকা, কৃষিরাজস্ব বাবদ ১ কোটি টাকা, আবগারী খাতে ৩ কোটি টাকা, ষ্ট্যাম্প বাবদ আড়াই কোটি টাকা এবং বিক্রয়কর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর বাবদ পাঁচ কোটি টাকাই

আলোচ্যবর্ষের ব্যয় বরাদ্দ

১৯৪৮-৪৯ সালে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৩১ কোটি টাকা। উহার মধ্যে উদ্বৃত্ত পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য সাড়ে ছয় কোটি টাকাও ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশে সরকারী কর্মচারীদিগকে আরও কিছু আর্থিক সাহায্য করার জন্য এককোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দও ইহার মধ্যে আছে। ব্যয়ের হিসাব হইতে এই দুইটি বিশেষ বরাদ্দ বাদ দিয়া সাধারণ খাতে প্রদেশের মোট ব্যয় সাড়ে ২৪ কোটি দাঁড়ায়। অর্থসচিব বলেন যে, অর্থসচিবের কার্যের জন্য বহু টাকা ধার্য করা হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর বরাদ্দের ব্যয় অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইবে।

পরিকল্পনা

পূর্ব হইতেই কোন স্থায়ী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিভিন্ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট না থাকিলে সমস্ত প্রজেক্ট কার্যে পরিণত করার অবশ্য অত্যন্ত কম কালের মধ্যে সম্ভবপর নহে। সেচ, শিক্ষা, কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, শিল্পোন্নতি প্রভৃতির জন্য কি আবশ্যক তাহা আগিয়া একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান-সমূহ গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মোট ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে বিহার ও বাংলার উপজাতি কল্যাণের সহযোগিতায় এবং রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় লোক, অর্থ ও প্রয়োজনের অনুযায়ী এবং প্রয়োজনানুসারে প্রবেশের সরকারী উন্নতির জন্য একটি কার্যকরী ও সুসংবদ্ধ কর্মতালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে সমস্ত বিষয়ে পরিকল্পনা মোটের উপর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে

শিক্ষা

বাজেটে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা বিষয়ে সুযোগ বাদ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রসারের জন্যই প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৮ লক্ষ টাকার স্থলে সাড়ে-চৌদ্দ লক্ষ টাকা অনুদান ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে অনুন্নত কার্যের জন্য ৩ লক্ষ টাকা, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং উপজাতিদের জন্য পার্বত্য অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ে একটি নূতন কলেজ খোলার জন্য দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বেসরকারী কলেজসমূহের দুঃস্থ বিভাগ এবং লাইব্রেরী ও গবেষণাগারের উন্নতি সাধনকল্পে অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর, শিউড়ী, বসলাইগুড়ী ও তাড়াশে ৪টি নূতন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বিভাগের জন্য দেড় লক্ষ

বোম্বাই

বোম্বাই কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেট—আয়-ব্যয়ের বেহুদ্দির সম্ভাবনা—ট্রামভাড়ার বদলে বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি

[নিজস্ব সংবাদদাতার]

বোম্বাই, ১৫ই ফেব্রুয়ারি— বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিস্টার ডি. এস. [illegible] এখানে আগামী [illegible] ঘাটতি হবে বলিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ঘাটতি ১৭ লক্ষ টাকা [illegible] ঘাটতি পড়িবে [illegible] ট্রামভাড়া বৃদ্ধি [illegible] ট্রামভাড়া বৃদ্ধি [illegible] ট্রামভাড়া বৃদ্ধি

যৌথিক

কেশোরামের বোনাস শেয়ার

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে সমাপ্ত বার্ষিক হিসাবে অনুযায়ী সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের কারবারে উৎপাদন বৈশিষ্ট্য এবং লাভালাভের হার পরিলক্ষিত হয়। মেসার্স বিরলা ব্রাদার্স লিমিটেড বিশ্ব আলোচ্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট।

গত বৎসরের ৩১এ জুলাই তারিখে সমাপ্ত বৎসরের হিসাব অনুযায়ী কোম্পানীর কাজ কারবারের অবস্থা নিম্নরূপ দেখা যায়:

দায়	
আদায়ীকৃত মূলধন	...৮,৭১,১৮,০৫০ টাকা
সঞ্চয় তহবিল	...১,৩১,৮৬,১৮১
অন্যান্য তহবিল	১৮,৭৩,৩১১
ঋণ	...২,১৮,১৫,৮৮৮
দেনা	৩,৩৯,১০৩
মোট	...১৩,২৩,৮০,৮১২ টাকা
সম্পত্তি	
মোট স্থায়ী মূলধন	...৯,৩১,৭৯,৫৪১ টাকা
মূল্যাপকর্ষ	...৩,০১,১৮,৩০০
নীট স্থায়ী মূলধন	৬,২৯,৭০,৯৪১
লগ্নীকরণ	১,১০,৯১,১৮৮
চলতি মাল	৩১,৪৯,৭৯৮
দেনাদার পাওনা	১,৮৮,৫৪,১৭৫
ব্যাঙ্কে জিম্মায়	১৭,০০,৭১৮
নগদ টাকা	১,৮১,১৭,৯৩৩
মোট	...১৩,২৩,৮০,৮১২ টাকা

কারবারের আলোচ্য হিসাব বছর হইতে বিচার করিলে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের তুলনায় ১৯৫৭ সালের ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে:

	জুলাইতে সমাপ্ত বর্ষ		
	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫
বিক্রয়	... ৯,৪৮,৭৬,৫৪১	৯,৭৮,৭৮,৮১২	৯,৩১,৯৬,১১২
নীট লাভ	... ১,৪৯,৯৮,১১১	১,৪৯,৩১,৩১১	১,৩৩,৪১,৯১১
ঋণ	... ৪৯,০৪,৩৪০	৪৯,১৩,৮৮০	৪৯,৪৩,৩৮০
মূল্যাপকর্ষ	... ৯৮,৩৪,৫৮৫	৯৩,৩১,৫০০	৮৯,৩৯,১৮১
লগ্নীকরণ		৩,১৩,৮০০	৩,৩১,০০০
মোট লভ্যাংশ	... ৩১,৪৫,৩১১	২১,৩৯,৩১১	১৯,৩১,৩৩১
দেয়	... ৩,৩১,১০৩	৩,৯৮,৩৩১	৩,৩৭,১০০

লাভের শেষাংশ নিম্নরূপ ভাগ করা হইয়াছে:

সাধারণ শেয়ার মূলধন	৮,৭১,১৮,০৫০
পরকল্প লভ্যাংশ	১৭,৪৩,৬১০

ব্যবসায়ের এই সাম্প্রতিক সন্তোষজনক অবস্থার প্রধান কারণ শ্রমিকবিক্ষুব্ধলাজনিত সিমেন্টের উৎপাদন সংকোচন এবং যানবাহনে নানাবিধ বিঘ্নসত্ত্বেও অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের মূল্য বিনিময়ারের পরে সিমেন্টের বস্তার মূল্য যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং জ্বালানী ও তাঁতাকারের মূল্য এবং শ্রমিকদের মজুরী ও যাবতীয় ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদনের মোট খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদনের এই বর্ধিত খরচের দায় বাদ রাখিবার জন্য সরকার সমীপে সিমেন্টের নিয়ন্ত্রিত মূল্য উচ্চতর হারে ধার্য্য করিবার জন্য সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানানো হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে মাত্র ৪।৫ মূল্য বৃদ্ধি করা ভিন্ন সরকার এবিষয়ে বিশেষ কোন সাড়া করেন নাই।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আলোচ্য কোম্পানীর উৎপাদন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত লাভ হওয়া বিশেষ উল্লেখের কারবারের উৎপাদন অবস্থা যথেষ্ট আঁট থাকে তদ্বিষয়ে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রমিক বিক্ষুব্ধতা, যানবাহন সংকোচ অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের সুবিধার জন্য মূলধন বিস্তার এবং যন্ত্রপাতির প্রসারি সাধনের কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে নাই।

সন্তোষজনকভাবে এই কোম্পানীর যে কয়লাখনি রহিয়াছে তাহার পূর্ব সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কারখানায় এগুলোজনার হইতে কয়লা প্রেরণ সুরু হইয়াছে। কোটরা কয়লাখনির উন্নতির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 'মনে করেন যে কোম্পানীর করপ্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকা হইতে ৯০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিবার জন্য ১:৪ হারে ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৮ লক্ষ নূতন শেয়ার বন্টনের অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন। নূতন শেয়ারের বন্টনের প্রতি একখানা শেয়ারের জন্য ১ টাকা করিয়া দেনা দেওয়ার দাবীদার অর্থাৎ প্রতি অংশীদারের হাতে ২।০ টাকা মূল্যের একখানা শেয়ার অতিরিক্ত ৭।০ টাকা মূল্যের দেয়ার্থে পরিণত হইবে এবং কোম্পানী আদায়ীকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকা হইতে ১০ কোটি টাকায় বর্দ্ধিত হইবে। অত ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত বর্ষের মিরিবদ্ধ সঞ্চয়ের যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, তাহা এ দেনার দেয়ার বিস্তরের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে অতিরিক্ত মূলধনের জন্য এই কোম্পানী আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা ধের বিভাজন আয় এবং চলতি বৎসরের লাভের অ হইতে যে টাকা সঞ্চয় তহবিলে প্রদত্ত হইবে তাহা সমস্ত পরিশোধ বিচার করিলে মূলধনে রূপান্তরি সম্ভবের পরিমাণ যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। সঞ্চ রূপান্তরিত করিয়া এইরূপে আদায়ীকৃত মূলধন বৃদ্ধি করাতে অন্যান্যই সন্তোষের প্রস্তাবে কিছিত অসুবি দেখা দিতে পারে। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সমা বৎসরে লভ্যাংশ ৫০% হারে সন্তোষের প্রস্তাব হইয়াছি এবং পূর্ববর্তী দুই বৎসরে এই লভ্যাংশের পরিমা ছিল প্রতি বৎসরে অন্যূন ৫০% টাকা। অবশ্য মেয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লাভের যে পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। এবং এই কোম্পানীর সঙ্গে বর্দ্ধিত মূলধনের উপ লভ্যাংশ ১০% হারে লভ্যাংশে বিতরণ করা খুব কঠি হইবে বলিয়া অনেকের মনে হয় না।

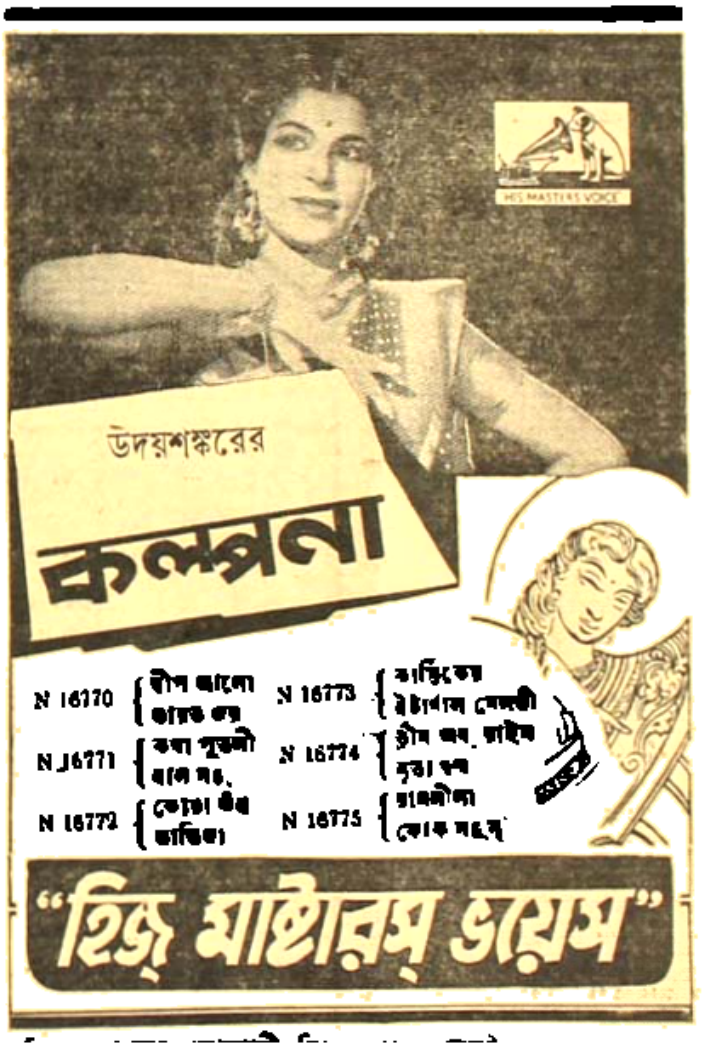

কেন্দ্রীয় বাজেটের সারাংশ

অর্থসচিব শ্রী আর. কে. ষড়মুখ চেট্টি গত পরিষদের ফেব্রুয়ারির পার্লামেন্টে ভারতের যে প্রথম বার্ষিক বাজেট পেশ করেন তাহাতে ২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরের আয় ব্যয় এইরূপ দাঁড়াইবে :

আয়	২৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা,
ব্যয়	২৭৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা,
ঘাটতি	২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

গত বৎসরের বাজেটে যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাতে ২৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা গিয়াছিল; বর্তমান বাজেটে উহার পরিমাণ কমাইয়া ৮৫১ কোটি টাকা করা হইয়াছে।

সামরিক খাতে আগামী আর্থিক বৎসরে আনুমানিক ১১১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বিশেষ ব্যয় এই খাতে হইবে।

উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য ১০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পুনর্বসতি ও সম্পত্তির আর্থিক ব্যবস্থাদির জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা পরবর্তীকে কড়ক আইনে সাহায্য করা হইবে।

দেশের খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনের উপরে বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কিত সাহায্য খাতে ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। সরকারী ব্যয় সংকোচ করিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যয়-সংকোচ কমিটি গঠন করা হইয়াছে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বেই উক্ত খাতে ৯০ কোটি টাকা ছাঁটাই করা হইয়াছে।

গত ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটেন ও ভারতের পাওনা টাকার আদায় সম্পর্কে যে সাময়িক চুক্তি হইয়াছিল তাহার মেয়াদ, উভয় সংগোষ্ঠির আবেদনে, ১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া উহার রাউই স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতের পাওনার ১৯৫ কিস্তিতে ব্রিটেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে রাজি হইয়াছে, ইহার অর্থ ১ কোটি পাউণ্ড বিনা যে কোন মেয়াদে কিস্তি কিস্তিতে পরে যাইবে।

শিল্পে হইতে যাবতীয় আমদানি করিতে হইতেছে বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাহাদের পুঁজি জমানই করিয়া যাইতেছে। এই জন্য দেশে খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবার গুরুত্ব। উপর অর্থসচিব বিশেষ জোর দেন।

আনুমানি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনমূরণে কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ সাহায্যাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাহায্যের পরিমাণ আগামী আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সাহায্য খাতের ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিকল্পনা। খাতে সাহায্যের পরিমাণ হইবে ১৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত।

সরকারী ঋণ গ্রহণের খাতে আগামী আর্থিক বৎসরের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৮০ কোটি টাকা; অনুকূল অবস্থা বুঝিলে ইহার পরিমাণ আরও বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মোরারজী বলেন, 'আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এই যে, বাজারে টাকা খুব বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া আছে, অথচ কেনার জিনিষ খুব অল্প। আমার মনে, বর্তমানে সঞ্চয়ের আর বাড়াইয়া ও ব্যয় কমাইয়া বাজেটে অর্থ উদ্বৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। উহা করিতে হইলে ব্যয় কমাইয়া উৎপাদন

বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে; অন্য কথায়, যে কর চালাদ হইবে, তাহা যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি মিটাইতে হইবে, অথবা ঘরে ধরে ফিরে চলিবে না। যেমনই, অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ হইতেই প্রদান করিতে হইবে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে যাহে অথবা অর্থ হইতে মিলে নাম হইবে না।'

আমদানী-রপ্তানীর অবস্থা

অর্থসচিব বলেন, 'বস্তুতঃ অন্তত বৎসর যাবৎ আমরা বিদেশে মাল রপ্তানীর ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাইতেছি, আমদানীর ফলে তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ আমরা চলিয়া যাইতেছি। ইহার কারণ দুইটি—প্রথমতঃ—ঋণের দরুন আমদানী বন্ধ থাকায়, ঋণ-সমাপ্তির দরুন আমদানী আরও বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইতেছে বিদেশ হইতে যাহা আমদানী। আমরা যত কয়েক বৎসর যাবৎ বিদেশিগুলিকে বিদেশ হইতে যাহা আমদানী করিতেছে, কিন্তু সম্প্রতি আমদানী খাতের ব্যয় ও পরিমাণ দুই কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। যাহা আমদানীর উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়ার দরুন কিছিন আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিয়া হইয়াছে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এইরূপ অবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তাহাই আমাদের দেশে বিদেশী যন্ত্র আমদানী হ্রাসের জন্য দেশে যাহা উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিলে চলিবে না: পরন্তু দেশে পণ্য দ্রব্যের অভাব যাহাতে বিদেশে মাল রপ্তানী বৃদ্ধিদ্বারা তাহাতে আর বাড়ান সম্ভব হয়, তজ্জন্য সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। বলে, আশা এই যে, এই জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও বৈদেশিক আমদানী ও রপ্তানী-বাজার ঘাটতি ও অন্যে সমতা আসিতে কয়েক বৎসর লাগিবে। তাহাই, আমাদের এখন আমদানীতে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

নূতন আমদানী-নীতি

তিনি বলেন, 'ভারতের নগদ টাকার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া, আমদানীর দেশ অন্যান্যের পুনরায় লক্ষ্যাভিমুখক নীতি প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ইহার ফল হয় যাহা সম্পর্কে আমদানী নীতি নির্দ্ধারণে যেসব দেশ হইতে নগদ টাকার মাল কিনিতে হয় সেই সব দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ যথাসম্ভব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত ভারতের অন্যান্যের লক্ষ্য নিম্ন বাণিজ্যে বৈষম্য বজায় থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য নীতিই (যে নীতি আমরা পুনরায় প্রবর্তনে যাহা করিয়াছি) অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

১৯৬৯-৭০ সাল হইতে ভারতের বৈদেশিক অর্থ নৈতিক অবস্থার আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে আমাদের যে হইতে টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তথা হইতে মালের পরিমাণ যাহা কম করিতে বলায় এইরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে।

পাকিস্তান দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় ডোমিনিয়নের বাণিজ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া তিনি বলেন, '১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসে অন্তর্বর্তীকে বিদেশে মাল রপ্তানী ও অন্যান্য বাবদ ২০৮ কোটি টাকা পাইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। অন্য পক্ষে, বিদেশ হইতে আমদানী বাবদে আমাদের যাইবে ২১০ কোটি টাকা। ফলে ঘাটতি দাঁড়াইবে ২১ কোটি টাকা।

নূতন ঋণের চুক্তি

শ্রীযুক্ত চেট্টী বলেন, 'ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সাধারণ ঋণের সম্পর্কে ব্রিটেনের সহিত এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে, ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটেন সম্পর্কে সম্পাদিত যে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি মেয়াদ ১৯৬৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা আরও এগারো মাসের জন্য ১৯৬৮ সালে ৩০এ জুন পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। পূর্ব্ববর্তী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে সঙ্গে হইবে, কিন্তু পরবর্তী চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি কেবল

বাজেটের প্রশংসা করিয়াও তৈলবীজ ও ভেষজ দ্রব্যের উপর অবধারণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। অন্য পক্ষে মিঃ সোহ্রাওয়ার্দী বলেন যে, ব্যবসায়ীদের এই বাজেটে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

এখন প্রশ্ন এই যে, অর্থসচিব ব্যবসায়ী ও অর্থবিশেষজ্ঞদিগের প্রকৃত সন্তুষ্টি করিতে পারিয়াছেন কিনা? কারণ, ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক কারণে দোষ দৃষ্টি না করিলেও ব্যবসার লাভক্ষতি একেবারে উঠিয়া না যাওয়াতে তাঁহারা খুবই অসন্তুষ্ট, তাই বাজেট প্রকাশিত হইবার পরে পরেই বোম্বাই শেয়ারবাজারে ধস পড়ে। ব্যবসার লাভক্ষতি উঠিয়া না যাওয়াতে ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হইয়া যে সব সমালোচনা করিতেছেন তাহার মধ্যে একটি এই যে, অর্থসচিব আর্কি ব্যবসার লাভক্ষতি তুলিয়া দিবার আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাকিয়া দেখিতেছেন না যে, আমাদের বিশুল্কীয় যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারের যে যায় প্রয়োজন তাহা জোগাড় করিতে আসিবে। সুতরাং অর্থসচিব ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ কর মকুব করিয়া দিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাদের অর্থসচিবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

"যৌথ প্রতিষ্ঠান কর" সম্পর্কে মিঃ চুনীলাল মন্তব্য করেন যে, এই করের ফল ভালোই হইতে পারে না। কারণ, "এই কর-ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে অবশ্য অন্যায় ও অযৌক্তিক পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, ফলে শুধু যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথচ এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারেরা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি নেয়।" আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই কর ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিবে, কিন্তু ইহার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন একথা যদি ব্যবসায়ীরা না বুঝিয়া অনর্থক সরকারকে দোষারোপ করিয়া সরকারের সহযোগিতা না করেন তবে তাঁহারা দেশেরই বিপদ ডাকিয়া আনিবেন।

ভারত-পাকিস্থান শুল্ক সমস্যা

(পূর্ব্বাংশ ৩১১ পৃষ্ঠায়)

রপ্তানীকারকে সরকার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি সর্ত্তে শুল্কে মাল প্রেরণ করিতে দেওয়া হইবে।

যাত্রীদের বিছানা বাক্সপেটরা সম্বন্ধেও বিধান রচিত হইয়াছে। যাত্রীকে পাকিস্থান হইতে ভারতীয় ইউনিয়ন এলাকায় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট 'ফরমে' তাহার মালপত্রের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হইবে এই তালিকা অনুসারে তাহাকে শুল্ক দিতে হইবে তালিকা বহির্ভূত কোন মাল পাওয়া গেলে চোরাচালানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন হইবে ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থানগামী যাত্রীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটিবে। অনুমোদনযোগ্য যাত্রীর ব্যক্তিগত মালপত্রের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না। পাকিস্থানে ছয়মাস পূর্ব্বে ক্রীত পরিবারের বস্তু এইভাবে আনিবার সময় ব্যক্তিগত গণিয়া ধরা হইবে না। বিদেশী মদ, ৫০ বাক্স টিনের অধিক সিগার ও সিগারেট দুই শতাধিক সিঁড়ি এবং ১২ বোতলের অধিক আরক ব্যক্তিগত মালের পরিমাণে পড়িবে না।

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রীত অথবা ব্যবসায়ের জন্য ক্রীত দ্রব্যাদি পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ক্রীত বলিয়া প্রমাণ করিলে, রসিদ, চালানপত্র, টাইপরাইটার, প্রয়োজনের ও রেকর্ড, বহি, ব্যাঙ্কপাসবুক, ব্লুপ্রিন্ট, কমল ইত্যাদি আনিতে গেলে সেগুলি শুল্কের আওতায় পড়িবে।

যে সব বস্তুর উপর বা পরিমাণ কোন যাত্রী তাহার সেখার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে তাহা ব্যক্তিগত গণিয়া ধরা হইবে, সুতরাং তখন শুল্ক দিতে হইবে না।

ভারতীয় ইউনিয়নের ব্যবসায়ীরা অবাধে সকল জিনিষ পাকিস্থানে চালান দিতে পারিবে। কেবল ১৮টি জেলা হইতে রপ্তানির পরিবর্তে অনুরোধের ফল প্রদানের জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি অন্য কোন জায়গা দিয়া করা পরাস্ত বিনা ছাড়পত্রেই রপ্তানী চলিবে: মাছ, শাকসব্জী, ডিম ও রেশম সূতা প্রভৃতি।

পাকিস্থান হইতে ভারতে আমদানীর যে কতকগুলি জিনিষের উপর শুল্ক আরোপ হইবে। কলিকাতার শুল্ক-শুল্ক বন্দরে কোন্ কোন্ জিনিষের ও কাহার জন্য মাল ছাড়া যাইবে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তাতেও

ডানলপ

স্বচ্ছন্দে চলে

পেঞ্চভ্যালী ও রেওয়ার বর্দ্ধিত লাভ

[illegible] হইতে কয়লাখনির যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] অন্তর্বর্তী উৎপাদনে সমস্ত [illegible] প্রকারের পেঞ্চ ভ্যালী ও রেওয়া [illegible] বাণিজ্যিক বিবিধের পরীক্ষা করিলেই [illegible] যাওয়া যায়। পেঞ্চভ্যালী কোল [illegible] অগাষ্ট ১৯৫৭ ত্রৈমাসিকে সমাপ্ত হয় [illegible] লাভের পরিমাণ ৭৫ বিবিধদের দেওয়া [illegible] ১,৪৩,৩১৮ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে [illegible] লাভ ছিল ১,৮৯,১৭০ টাকা। কম লাভের [illegible] পরিমাণ ৮৩,১৫১ টাকার ফলে এবার [illegible] ৮১,৩৫০ টাকায়। মূলধনের খাতেও [illegible] অর্থ জমা করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ওই ছয় মাসে জমা রাখা হইয়াছিল মাত্র ৪৯,৮৩৪ টাকা। এবার জমা রাখা হইয়াছে ৮২,৩৪০ টাকা। পরিমাণ পরিমাণ ১১০ হইতে কমাইয়া ৭৫ করা হইয়াছে। অর্থাবশিষ্ট সঞ্চয়াংশের [illegible] পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে। [illegible] মাস হইতে জের টানা হইয়াছিল [illegible]।

মূল্যবৃদ্ধির সম্মুখে [illegible] আলোচ্য ছয় [illegible] প্রতিফলিত হয় নাই। ফলে [illegible] পেঞ্চভ্যালীর বিবিধদের আরও ভালো [illegible] বর্দ্ধিত মূল্যের উপর টাকা প্রতি ১৮/৩ [illegible] ২৫ জুলাই ১৯৫৭ হইতে কার্যকরী [illegible] যাহা হউক রেওয়ার উৎপাদন ও লাভ [illegible] দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আলোচ্য [illegible] ছয় মাসের পরে পরিবিধদেরই উন্নতি [illegible]

[illegible] ১০ই অক্টোবর হইতে পেঞ্চভ্যালী [illegible] "কয়লাদের বোর্ড"এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাড়া [illegible] হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের [illegible] কয়লাখনিগুলিকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। [illegible] ফলে কয়লাখনির যে মাসুলবৃদ্ধি হইয়াছে [illegible] ফলে ১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর [illegible] প্রতি ৮/০ মাসুলের মূল্যবৃদ্ধি সমস্তকে [illegible] পরিমাণ করিয়াছেন।

•

[illegible] কোলফীল্ডসের ১৯৫৭ সালের ৩০এ জুন [illegible] ছয় মাসের হিসাবেও অনুরূপ উন্নতি [illegible] মাস হিসাবে মূল্য পরিমাণ ছিল [illegible] মাসে ১৩,৩৭,৪৪১ টাকা, আলোচ্য [illegible] দাঁড়াইয়াছে ১৮,৯১,৬১৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছে ৬,৪৮,৩৪১ (৩,৯১,২২৭) টাকা। ছয় পরিমাণ অর্থ প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোচ্য [illegible] উহার পরিমাণ ১,১৩,৬৪৪ (১,৪৮, [illegible] মূল্যাংশের খাতে কিন্তু মজুরির পরিমাণ [illegible] পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে উহার পরিমাণ [illegible] এবার ওই খাতে রাখা হইয়াছে [illegible] সঞ্চয়াংশের পরিমাণ পরবর্ত্তী ছয় [illegible] টাকাতেই স্থির আছে। ১৯,৪১৫ পরবর্ত্তী হিসাবে [illegible] টানা হইয়াছে।

অধিবর্ষের ফলে রেওয়া কোলফীল্ডসের [illegible] কলিয়ারীতে প্রভূত ফল ফলিয়া যায়, এবং [illegible] উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজে অতিরিক্ত অর্থলগ্নির সৃষ্টি হয়। এই সমস্তের সাহায্যে ফল দাঁড়াইতে যে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সংবাদে যে 'রেওয়া আলোয়া ছয় মাসে এরূপ বিবিধদের উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছে ইহা সকলই কল্পিতের বিষয় বলিতে হইবে।

•

উল্লিখিত মিনারালস্ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর ১৯৫৭ সালের ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত ছয়মাসের [illegible] বিবিধদের প্রকাশিত হইয়াছে। এই আলোচ্য সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবের 'হেসেল উন্নেষযোগ্য পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম বিবরণ হইতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবলুপ্ত হইয়া যায়। উল্লিখিত মিনারালসের সহিত ইলিয়াস আয়রনের খনিজ বিনিময় লৌহ-কয়রার যে চুক্তি ছিল, তাহা ১৯৫৭-৫৮ সালের পরবর্ত্তী বৎসর বাকিরে পূর্ণ অবলুপ্ত অবস্থায় ইহাই ছিল। সেই চুক্তি বাকিয়া কবিয়া উভয় কোম্পানীর মধ্যে ১৫ বৎসরের জন্য এক নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং এই নূতন চুক্তি ১লা অগাষ্ট, ১৯৫৭ তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে প্রতি বছরে উল্লিখিত মিনারালস্ ব্রাসপক্ষে ২৫,০০০ টন মাল প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং উর্দ্ধপক্ষে ৫০,০০০ টন অবধি মাল প্রেরণ করিতে পারিবে। খনিগুলির বহুবিধ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে এই ৫০,০০০ টনের পরিমাণ প্রতিমাসে ৬০,০০০ টন পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। প্রথমাবস্থে মাল প্রেরণের পরিমাণ প্রতিমাসে ৩০,০০০ টন।

(বাকিটা ৩১২ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

ডানলপ

মোটর গাড়ির টায়ার

বিশেষ
অভিজ্ঞতার
গুণে
বিশেষ
উৎকর্ষ

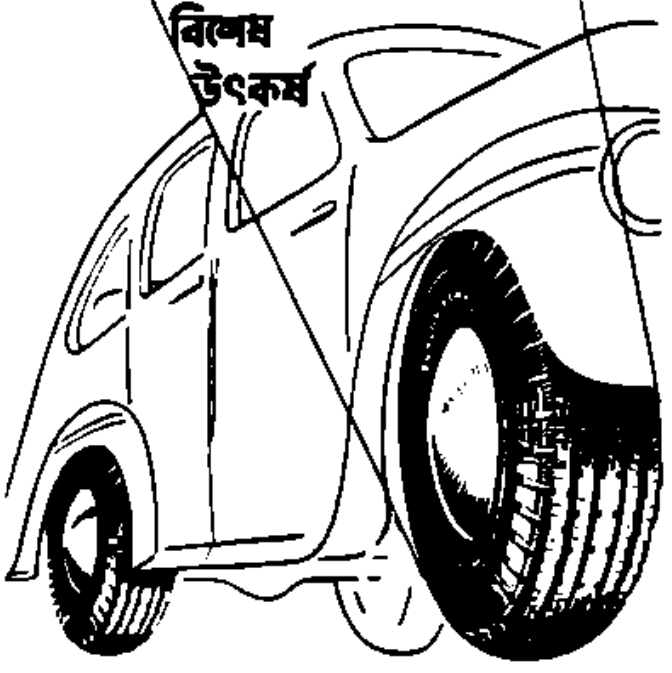

ডানলপই সকলের চেয়ে বেশিদিন ধরে টায়ার তৈরি করছে। এ জন্যই টায়ার তৈরির কাজে ডানলপের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, যার ফলে টায়ারের জন্যে আজ ডানলপ সকলের সেরা।

আরামে ঘুমানোর জন্য

ডনলপ

তাহা ঠিক প্রতিবারের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় বারের সভের পরিমাণ অপেক্ষা ১০০ বারেরও বেশী ৭,১০,১৩৭৲ ৩,৩১,১১৭৲ আলোচ্য হিসাবে বর্ণিত সভ্যগণের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়াছে, দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সালকরা বার্ষিক ২০ টাকার স্থলে ৩৪ সভ্যগণ বর্ত্তমানে গড়পড়তা বার্ষিক ৩০ টাকায় চাঁদা দিয়াছেন। উৎপন্ন বিক্রয়ের মূল্যপরিমাণ ৩২,৮০,৫১১ টাকা হইতে ৬৮,১০,৩০৪ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যয়খাতে বর্দ্ধিত পরিমাণ অর্থ ধরিতে হইয়াছে (৩,০০,০০০৲—১,৯০,০০০৲) মূল্যসংক্রম খাতে রক্ষিত অর্থের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা ৬৫ হাজার টাকা বেশী (১,০০,০০০৲—৩৫,০০০৲)। সভ্য তহবিলে এক লক্ষ টাকা বেশী রাখা হইয়াছে (১,১৫,০০০৲—১৫,০০০৲)। পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে ৩১,২১৩ টাকা (১২,৫৬৯৲)।

বেঙ্গিনারুলা চটকল বাষ্পচালিত বলিয়া অসুবিধা হইয়াছিল,—বাধ্য হইয়া উক্ত কোম্পানীকে নিম্নশ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ছাড়া ছোটখাট শ্রমিক বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই ছিল এবং ১৩ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনদিন শ্রমিক বর্দ্ধঘটের জন্য মিল বন্ধ রাখিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের কাজে লোকজনের অনুপস্থিত থাকার একটা প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। এইসব কারণে বেঙ্গিনারুলার উৎপাদন আরও ভালো হইতে পারে নাই।

বেঙ্গিনারুলার নিরিখপত্রের সারাংশ (৩১.১২.৪৭)

দায়		সম্পত্তি	
আদায়ীকৃত মূলধন		মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,১০,৮০৩৲
(১) আগুরাখী	৪,০০,০০০৲	মূল্যসংক্রম	৮,৩১,০০০৲
(২) সাধারণ	৭,৫০,০০০৲		
		মোট বন্ধ সম্পত্তি	৮,৮০,৮০৩৲
ঋণপত্র	৫,০০,০০০৲	সরঞ্জাম	১,৬৩,৬৭২৲
সঞ্চয় তহবিল	১,৮০,৮০৪৲	মজুত মাল	২৯,২৩,৩০৫৲
ঋণ	৩০,১০,৮০৩৲	বাকী পাওনা	৯,৫৩,২১১৲
অর্জ্জিত লাভ (জের)	৩০,২১০৲		
		ব্যবিনিয়োগ	২,৪১,৩২৪৲
		"অতিরিক্ত সালকর" জমা	৩,৩১,১৭৮৲
		হস্তস্থিত নগদ	১,৮০,৪১২৲
মোট	৫৭,৫১,৪১২৲	মোট	৫৭,৫১,৪১২৲
		ঋণ সম্পত্তি	৯৮,৯০,৬১০৲

* * * *

প্রেসিডেন্সী জুট মিল্‌সের বাস্তবিক হিসাবে (৩১.১২.৪৭) লাভের পরিমাণ ১,১৭,৬৪৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে (৪,০১,৩৭৯৲—২,৯৩,৭৩০৲) দেখা যায়। উৎপন্নবিক্রয়ের মূল্যপরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে ৩১,৮৪,৮৭১৲ হইতে ৪২,৪৭,৭১৮ টাকায়। ব্যয়খাতে রাখিতে হইয়াছে ১,২৫,০০০৲ (৮৪,০০০৲)। মূল্যসংক্রম খাতে সঞ্চয় রাখা হইয়াছে পূর্ব্বসংক্রম ২০,০০০৲ বেশী (১,২৫,০০০৲—২,৫০,০০০৲)। সঞ্চয় তহবিলে পূর্ব্ব হিসাবে কিছুই রাখা হয় নাই, এবার রাখা [illegible]

বর্দ্ধিত ১৩ টাকায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে ১৩,৮৭৬ টাকা (১২,৪১১ টাকা)।

প্রেসিডেন্সী চটকল বিদ্যুৎ-চালিত বলিয়া কয়লাসংক্রান্ত অসুবিধায় পড়ে নাই। শ্রমিক পরিবারের অবস্থা ভালোই ছিল,—বিশেষ বিশেষ বিভাগে কর্ম্মকুশলতা উচ্চশ্রেণীর ছিল না বলিয়া কিছুটা অসুবিধা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী জুট মিল্‌সের নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

দায়		সম্পত্তি	
আদায়ীকৃত মূলধন		মোট বন্ধ সম্পত্তি	৪৪,৩৫,৫৩৯৲
সাধারণ	২৫,৩৩,৩৩৩৲	মূল্যসংক্রম	১৭,১১,৩৩৭৲
ঋণপত্র	৮,৩৩,৩৩৩৲	মোট বন্ধ সম্পত্তি	৬১,৫০,২৭৬৲
সঞ্চয় তহবিল	৭,৩৩,৩৩৩৲	সরঞ্জাম	১,১৮,৩৩১৲
ঋণ	১৮,১৮,৫৫৬৲	মজুত মাল	১৭,৩৫,৬১৮৲
অর্জ্জিত লাভ (জের)	১৩,৮৭৬৲	বাকী পাওনা	৭,৮৫,২৭২৲
		ব্যবিনিয়োগ	৩৩,৩৩৩৲
		হস্তস্থিত নগদ	৩৫,৭৭১৲
মোট	৭৬,১১,৪০০৲	মোট	৭৬,১১,৪০০৲
		ঋণ সম্পত্তি	১৯,৯৮,৪৭১৲

লিপ্পীতি ঘোষণার পরে

পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪১১ পৃষ্ঠায়

চিনির কল—

এই বিভাগেও কাজের পরিমাণ অল্প ছিল, [illegible] বিক্রয়ের অঙ্কের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজের লভ্য ১৲ বাড়িয়া ১৩৲ হইয়াছে, ব্যবসায়ের মূলধন হইয়াছে ২২,৮৫ (২১।০), ব্যাঙ্কঋণ ৫ হইতে বাড়িয়াছে ১৪৮/৬৯ (১৩৭৫)।

বিবিধ—

বি, আই, সির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ২০৫ [illegible] অফিসারের বেতন ১৲ বাড়িয়াছে, বর্দ্ধমানে উহা ১৪৲ পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ক্যাবলস এবারেও ভরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখাইয়াছে। পূর্ণ সপ্তাহে উহা লভ্যের হিসাবে কেতা ছিল না, কিন্তু আলোচ্য [illegible] ২ টাকা উঁচু দরেও পরিবারের অভাব দেখা যায় না। ওই সেক্টরের বর্দ্ধমান মূল্য আসু আর্টিজ রেপারেসনের বর বাড়িয়াছে ১৬৩ টাকা [illegible] ১৮১ টাকায়। ক্যাবলস টায়ারের ক্ষেত্র [illegible] ৩৯ উঁচু দরে (৩৪৸৩—৩১৸)। ইণ্ডিয়া [illegible] ১৲ বাড়িয়াছে (১৩৸৩—১৮৸৩)। টিটাগড় [illegible] চিনি টাক উঁচুতে কাজ হইয়াছে (৭১৲—৯৯ [illegible] বিক্রয়ের হিসাবে-এর ১১৩ দরে অনেক ছিল। কাশীপুরা ফেব্রুলসমেটের বর ৩২৸৩ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৲ হইয়াছে। মোম ভালো যায় ১৲ ১৮৸৩ -৮৮৸৩)। ইণ্ডিয়ান কপারের বর ১৮৸৩।

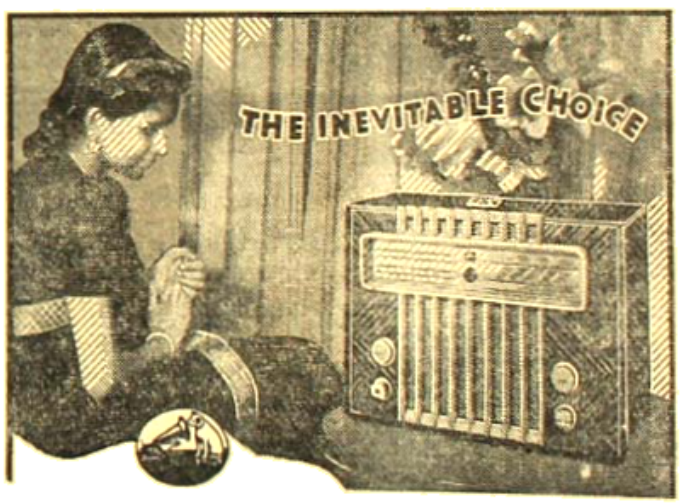

আজিকার, কোনো, অবশ্য—একদিন একটি ঘরের ঘর বাস, 'মাস্টার ভয়েস' অবশ্যই। সুখানের বক্ষে অটুট রেখেই এমনিতেই আমাই অর্থনাশী হয়ে ওঠে। নিয়মানুযায়ী, নিখুঁত পরিবেশনে এবং অবিকলভাবে আমাদের এই নতুন মডেলের রেডিওই বাজারিকী বজায়নিয়ে। এ জিনিষ আপনার সঙ্গত না হয়েই পারে না। মডেল ১১৩৩ এ-সি, ডি-সি কারেন্ট চলবে উপযুক্ত, ছয় ভাল্‌ভ যুক্ত সুপারহেটে টেরেন্স বয়েল। ব্যাকলাইটের মাস্টারের ফ্রেকেন্সি পরিবর্তের ব্যবস্থা—ফোনোগ্রাফ করে রেকর্ড অতিরিক্ত লভ্য—সাট ওয়েভ ও দিল্লীকারের ফুল-ব্যাণ্ড—ভলিউম ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভাল্‌ভ নিয়ে আপ ও ডাউন মাস্টার শীতার—পাওয়ারের আপারেটর ও ইন্ডিকেটার মাস্টার শীতার—সুন্দর ফুলপালিশের আলিমারী।

"হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস" রেডিও

...ন্ত্রী ও কর্মচারীদের পরিচালনা করার ...
...ক্ষমতা দেওয়া হইবে। কাজের ...
...যে বিলের উদ্যোক্তারা এবং ...
...য়ন বলে চাহেন, যে সব কারখানায় কর্মী ছাঁটাই হইয়াছে, ...
...ন্তুন ভাবিয়া সরকার এখন বিলটির উপর আরও কিছু ...
...ন করিবেন কি না, সে বিষয়ে সরকার এখনও কোন ...
...ন নাই। তবে বিলটি সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ...
...ন্ত্রী ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

...ভারতের বিকার ঘুচিয়াছে এবং ঐক্যের সাধনায় সেখানে যে ঐক্যশ্রীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রায় ...ভিন্নমুখ সমাজের ঐক্যসাধনে মূলত সহায় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ছিলাম প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের বহুমুখীর ফলে সেখানে উপনিবেশে দেখিবার ১৪ বিভিন্ন উপনিবেশ যেমন করিয়া বিদ্যমান ফেডারেশনের একটি সুবৃহৎ বিধান করিয়া দেখাইয়াছে যে, এই বিধানের ফলেই ৫ লক্ষ মাইল আয়তন ১০ কোটির উপর ১৩ লক্ষ করিয়া বিভিন্নভাবেই উক্ত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০০ ইঞ্চি লাভ করে ১০০ মাইল লম্বা রেলের লাইন ইতালিতে আরও বহু ভিন্নমত হইতে পারিবে।

বর্তমানে উপরের জন্য যতপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার সকলে আলোচিত নাম ও নমন এই প্রকার ব্যবস্থা যাহাতে করা যাইতে পারে, অধ্যাপক এ. এ. মীন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন

বিলাতী

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে অবস্থিত ভারতীয়দের অধিকার — ভারত-পাকিস্তান আরবিট্রাল ট্রাইবুনালের কাজ শেষ—ন্যায়েরিয়া ইমমিগ্রিটিউটের বার্ষিক কার্যবিবরণী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

জেনিভা, ১৮ই এপ্রিল—সম্প্রতি বর্ষা প্রতিনিধিবিহীন ব্রহ্মদেশে ভারতীয় কনসিলেটের অবস্থা সম্পর্কে তাহার কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন এই আলোচনায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা অবশ্য এখনো সাক্ষাৎভাবে সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। তবে ভারত ও ব্রহ্মদেশ দুই সরকারের পুনরায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবেন তবে একথা জানা গিয়াছে যে ব্রহ্মসরকার বার্মা রক্ষণ ইনিয়নের আইন-অনুযায়ী বিদেশী লোক বর্মায় ইমিগ্রেশন আইনের

ইতে আরম্ভ হইবে। সাময়িক শিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অবশ্য পাঠ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। তাহা সরকারের শিক্ষানীতির ... অনুকূল ভাবের আকারে এই প্রস্তাবে বলেন যে, ... বর্তমান ব্যবস্থাকে বহাল রাখিয়া ... এবং ... সম্পর্কে বর্তমান উদ্যমের পরিবর্তে ... ভাবে চলে যে শিক্ষাই রাখা হইবে।

... ঘোষণাইয়ের পৌরোহিত্যে যে মুখ্যমন্ত্রি-... সাম্প্রতিকভাবে বিহার বাস চলাচল ব্যবস্থা ... করা হইয়াছে। ... যে আমাই যোগাযোগ ... ইতিমধ্যে রাজ্যের কোম্পানীর কোম্পানীর ... যোগাযোগ উন্নয়ন করিবে। টাক কোম্পানী ... যে হইতে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ... জাতীয়করণের ফলে আশা করা যায় যে, ... বাস চলাচল ব্যবস্থার যে দুর্নীতি ছিল তাহা ... হইবে এবং যাত্রীদের আরাম ও সুবিধা ...

... নিয়ন্ত্রণ বাদে প্রত্যেক কর্মচারের ... যে আসন কর্মচারীদের ব্যবহারে ... নাই ... করে যে ও অন্যান্য ব্যবস্থার ... বাস বন্টিত হইবার পরে পরে যাত্রীদের ... দূর করিয়াছে ও যাত্রা সুখপ্রদ করিয়া ... হইবার সরকার নূতন কোন নিয়ন্ত্রণ ... করিতে সাহস করিবেন না, তাহা ...

... সরকার পরিচালিত বাস চলাচল ব্যবস্থা ... ঘোষণা করেন যে, যাত্রীদের সুবিধা ... বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে কারণ ... বাসের ভাড়া ১০০৯ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। ... বৃদ্ধির ফলে সরকারের কিছু লাভ করা ... হইবে এবং যাত্রীদের দুর্ভোগও সিলেটাইন ... ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত করা এখন ... সম্ভবপর হয় নাই, তখন যাত্রীদের দুর্ভো ... যাত্রা ভোগা সরকারের উচিত নহে। ... যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবী করিয়া কিছু পরিমাণ ... অর্জন করা যাইবে।

-আহমদাবাদ বাস চলাচল ব্যবস্থা রূপ—প্রত্যেকের জন্য বাস চলাচল রাষ্ট্রের আনিবার পরিকল্পনা—বোম্বাই পুলিশ-ব্যবস্থা বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

... এর ফল—মত স্থানে পুনরায় বাস চলাচল ... জাতীয়করণের উদ্যোগ লইয়া থিয়াছে। এলা ... সময় ১৮টি সরকারী বাস চালু করা হয়। ... ও আহমদাবাদের মধ্যে যাতায়াত ... দৈনিক প্রায় ২০০০ যাত্রী বহন করিবে ... জানা যায়। ... সরকারের এই ... খেয়ালের উপর ভাড়ার নির্ভর করিতে হইবে না। ঐ পথে আর কোন বেসরকারী বাস যাত্রী বহন করিতে পারিবে না।

বোম্বাই সরকারের পরিকল্পনা মত আগামী অক্টোবর মাসের পূর্বেই ৩০০ বাস চালু করা হইবে। পুণা হইতে নাসিক, সাতারা ও শোলাপুরের মধ্যকার বাস চলাচল ব্যবস্থা সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। সরকারী বাসবহর স্থানে স্থানে ৩০০ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে এবং সরকারের পরিকল্পনা-নুসারে অতিরিক্তভাবে কেন্দ্র বিস্তৃত হইলে অতি শীঘ্রই ঐ সংখ্যা প্রায় ২০০০ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। এই বহর যখনকার সময় বোম্বাইয়ের উত্তর দক্ষিণাঞ্চলেরও বাস যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করে। সমস্ত প্রদেশের বাস চলাচল ব্যবস্থা যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে তখন ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, মিস্ত্রী ইত্যাদির কর্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষের কম হইবে না বলিয়া অনুমিত হয়। বাস চলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের বাস-মালিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল ও আন্দোলন করিয়াছিল, কিন্তু জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। বোম্বাইয়ের বহুলাংশে নিরাপদ করার ফলে শুরু করিয়া যে অর্থাগম হইয়াছে তাহা বাস চলাচল জাতীয়করণ করিয়া

(বাকীটুকু ৩০৩ পৃষ্ঠায়)

ডানলপ

মাটি আঁকড়ে ধরে

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পাটের মূল্য হ্রাস হইবে কি?

করাচীতে যে পাট সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে উহার অধিবেশনের প্রতিনিধিরা স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উহার বিকল্প প্রস্তুত করিবার জন্য বিভিন্ন দেশ চেষ্টা করিতেছে বলিয়া রটিয়াছে। কিন্তু সভা করিবার বিষয় মূল্যবৃদ্ধির অসুবিধা সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও মূল্য কমাইবার জন্য কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে পাকিস্তান তাহার পাটের দর বাড়াইয়া চাষীদের আর্থিক উন্নতির জন্য ও পাকিস্তান সরকারের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিরও একটা সীমা আছে এ কথা যদি পাকিস্তান সরকার না বুঝেন, তবে পাট সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনেরই ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা স্বীকার করিয়াছিলেন যে,তাহারা পাটের মূল্য বজায়ে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে. কিন্তু তাঁহারা তাহা পাটের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বর্তমানে প্রচুর ফসল বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও পাকিস্তানের পাট ব্যবসায়ীরা তাহাদের ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞদের মতে অথবা পাট ব্যবসায়ীদের মতে বাস করিবার কোন ঝুঁকি করিতে রাজী হইতেছেন না কারণ তাঁহারা পাকিস্তান সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি কি হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝা যায় পাকিস্তান বিশ্ব সেলে মিল প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কলিকাতার বহু বিজ্ঞাই মিল পড়িয়া তুলিতে পাকিস্তানের অনেকদিন লাগিবে, তাহাই ভারতের উপর পাকিস্তান আরও অনেকদিন নির্ভরশীল থাকিবে। এখন কি দুই-চারিটি মিল প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও রপ্তানির জন্য পাকিস্তানকে অন্ততপক্ষে কম করিয়াও তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহাই যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান বিশ্বে মিল প্রতিষ্ঠা করিতে না পারে ততদিন পর্যন্ত অন্ততঃ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বোঝাপড়া করিতে হইবে এবং পাটশিল্প যাহাতে ক্ষতি করিতে পারে, তাহার জন্য উভয় অধিবিষয়কে সমঝে চেষ্টা করিতে হইবে।

সেইজন্য মনে হইতে কলিকাতায় পাট আমদানীর যে সরকার কোন বাধা সৃষ্টি করিবেন না বলিয়া পাকিস্তান সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আপাতত পাট ব্যবসায়ীদের ও মিল কর্তৃপক্ষের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

পাট

বিদেশে বাজার প্রায় স্থির আছে এবং পুরাতন মাল প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ফসলের সাধারণ দেনা বেচা হইয়াছে ও ডেলিভারি-আরম্ভের ইউরোপীয়ান বাকী ৩৯০ অধিবেশে করিয়া বিলম্বিত মাল কিনিবার জন্য কোন বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেনা। পাকা পাটের বাজারও অনিশ্চিত আছে। এখনেই দেশী ও আফিং চেলেরা কিছু কেনাবেচা করিতেছে। ডটের ঘলিদার বাজার স্থির আছে, এবং আলোচ্য সপ্তাহে কেহ কিছু কম বিক্রয় হয় নাই।

তুলা

ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৫০,০০০ গাঁইট তুলা আমদানী করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঐ তুলার পরিবর্তে বৈদেশিক সরকার তুলা হইবে বলিয়া জানা গেল। অবশ্যকীয় সরকারের তুলার দাম করিয়া আছে। বোম্বাই আই সি সি তুলাইয়ের দর যেখানে ২১৮ টাকা ছিল সেখানে বর্তমানে তাহা নিচে নামিয়া ১৯০ টাকাতে পৌঁছিয়াছে। ফেব্রুয়ারী ডেলিভারি আবার ২৩০ টাকাতে উঠে। বাজারে কারের কিছু দেখা যাইতেছে না। বিক্রেতাদের অবশ্য যথেষ্ট দেখা গিয়াছে এবং ক্রেতারাও তাহাদের সাধ্যমত কিনিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিক ভারত-পাক চুক্তির ফলে পাকিস্তান হইতে আরও তুলা আমদানী হইবে এবং মাল চলাচলের বিশেষ কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইবে না। তাহা ছাড়া ইহাও কাপড়ের দাম পড়িয়া যাওয়ায় অনেকে কাটকা খেলিতে গিয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বাকি আলোচ্য সপ্তাহে কাটকাবাজরা প্রায় ৩কোটি টাকা হারাইয়াছে। বহুদিন কেন্দ্রীয় সরকার সস্তায় ও চলতে তুলা আমদানির জন্য চেষ্টা করিতেছেন,এই সংবাদের ফলে বর্তমান মূল্যে কেহ মাল ক্রয় করিতে সাহস করিতেছে না।

পাটজাত

বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ সরকারের অনুমতি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করিতেছে। সেইজন্য সরকার বস্ত্রমূল্য হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার কথাও সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গেল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ে বস্ত্রের মূল্য প্রায় দশ পার্সেন্ট পড়িয়া গিয়াছে। সরকার এখনও এই বিষয়ে মন স্থির করেন নাই, তবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সরকার বর্তমান মাসে আটক করিয়া বিক্রয়ের বিক্রয়ের আর বহন করা যায় কিনা সে বিষয়েও বিবেচনা করিতেছেন। তাহাড়া সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকার বিরোধ করিয়া ও বস্ত্র বিক্রয় করিতে ও পারেন।

চা—

চা রপ্তানীর লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স অনুসারে যে মালের ৩১ তারিখ মধ্যে সমস্ত মালের রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে ঐ আদেশে হইবে, কিন্তু মাল চলাচলের অসুবিধার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। সরকার সেই ব্যবস্থাটির আরও দুইমাস সময় দিয়াছেন, আগামী ৩১এ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁহাদের মাল রপ্তানী করিতে হইবে।

আসামে চা-চাষিদের নূতন মরশুমের ১৯৪৮-৪৯ চা বিক্রয় হইবে।

চাউল—

১৯৭৭ সালে পশ্চিম বঙ্গের পাকিস্তানের যে আমনী জমির পরিমাণ ৮৮,১৪,৮০০ একর ছিল অনুমান করা হইয়াছে। গত বৎসরে (১৯৪৮-৪৯ সালে) আমনী জমির পরিমাণ ছিল ৮৩,০১,০০০ একর। তবে যেন প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরের মতই হইবে (প্রতি একরে ১২.৫ মণ) ঐ হিসাবে গত বৎসরে যেখানে চাউল উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৩১,৬৮,১০০ টন সেখানে এই বৎসর হইবে ৩০,৫৪,০০০ টন।

গুড়

কানপুরের বাজারে দৈনিক ৫,০০০ মণ গুড় আসিতেছে, ফলে বাজারের অবস্থা অনেকটা নরম আছে। উৎপাদনকারীরা উচ্চ মূল্যের লোভে আটকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে না। মাল চলাচল সুবিধা হইবার ফলে কানপুর হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। বহু স্থানের সুবিধার জন্য ৩৫,০০০ মণ হইবে। আজ সরকার মূল্য ১৮৫ হইতে ১৮৩ মণে নামাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অবশ্য মূল্য ১৮৬ এবং বৈশাখের মূল্য ১৮৫তে আছে।

সংবাদলিপি

(পূর্বপৃষ্ঠার ৫৯৩ পৃষ্ঠার)

সহরের পূর্ব করিতে চায়। তাহাড়া বিমানযোগে মাল চলাচল রাষ্ট্রের অবস্থার হইতে পারে কলকাতা কি বোম্বাইয়ে হইবে না কেন?

বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পুলিস বাহিনী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। একটি খুব অধিবেশনের অধীনে সাতটি ডেপুটি কমিশনার থাকিবে, আগে ছিল চারজন ডেপুটি খুব কমিশনার। আগে যেখানে ছিল একারো জন কনস্টেবল, সেখানে বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে দ্বিগুণেরও বেশী, সেই হিসাবে ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়ানো হইয়াছে। কনস্টেবলের সংখ্যা ৬,৬৯০ জন ছিল তাহা বাড়াইয়া ১৩,৩৯৯ করা হইয়াছে তবে সমস্ত পুলিসের গড় পড়তায় ১,১৬১ জনই আছে। নতুন পুলিস বিভ

[illegible] যে, বিশ্বের কোন ও জাতির এই ঐতিহ্যের [illegible] সম্বন্ধে ও বিশ্লেষণে কখনো [illegible] হইয়া উঠিবে। [illegible] বর্তমান বিশ্লেষী মানুষের অন্তর্দৃষ্টির [illegible] । [illegible] কোন্‌ধরনের বিচারে বিশ্বের সম্পর্কের [illegible] হয়ে যায়।

[illegible] মনে হয় একটি বিশ্বের উত্তরের এই যে, আমরা বিশ্বকে যখন [illegible] পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষিত বলে [illegible] একটি ভয়ঙ্কর ভুল এবং [illegible] মতে বিটিশ [illegible] যে চুক্তি আছে তাহাতে বিটিশ [illegible] বৈজ্ঞানিক কারণে বিশ্লেষিত [illegible] কিন্তু এই যে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক [illegible] বিশ্বের আন্তর্জাতিক [illegible] ভয়ঙ্কর কারণ হইতে [illegible] যখন কথা হইতেছে যেটা কাজে আসে [illegible] আসলে [illegible] ও কারণের মধ্যে খুব [illegible] করিয়াছে। [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] এশিয়াকালীন উদাহরণ বিটেনের এই [illegible] [illegible] করি না। [illegible] কোন্‌ধরনের [illegible] [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে অনিশ্চিতভাবেই [illegible] এই অবস্থাগুলির প্রতিকার করিতে

জার্মানী

[illegible] চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম [illegible] । [illegible] জার্মানীতে চারজনের বিচারক [illegible] চালাইতেছিল। ঐ চতুঃশক্তি যার যার [illegible] পালা চুক্তি সম্পাদন করিতে দিয়া [illegible] খুব বেশ কয়েক এতদিন পরেও [illegible] জার্মানীর ভবিষ্যৎ কি হইবে সেই সম্বন্ধে [illegible] দিয়া বিচারের উপরীত হইতে পারিল পর্যন্ত পশ্চিমের তিন শক্তি ব্রেটেনউডের, ফ্রান্স জার্মানীর মুদ্রা সংস্কার করিয়া অধিকৃত জার্মান এলাকায় এক নূতন মুদ্রা দিল। ইহার ফলে প্রকৃতপক্ষে জার্মানীকে ভাগ করা হইয়াছে এবং বেলজিয়াম এলাকা আর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বিরাট ব্যবসায়ের প্রাচীর দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে দুই অঞ্চলে দুই রকম মুদ্রা হইবার ফলে জার্মানীর আন্তর্জাতীয় একো বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং একদেশেরই ভিতরে বাসনা মানিয়ারা ক্রেতে দুই ধরনের পরিবর্তন হইবে। তাহাতে নূতন মুদ্রা সংস্কার প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য তাহার অধিকৃত এলাকার সহিত সকার যেমন ব্যবসায় ও মাল চলাচলের যা বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে। ফ্রান্স, ফ্রান্স ও বৃহত্তরাষ্ট্রের অধিকৃত এলাকাকে টানে আনিবার জন্য এই তিন শক্তি । পূর্বতন জার্মানীকে আজ জু

সোভিয়েট রিপাবলিক জার্মানী ও জার্মানের জন্য লইয়া সোভিয়েট [illegible] তাহাতে প্রত্যেক পক্ষেরই [illegible] রিপাবলিক যদি জার্মানীকে এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে [illegible] তাহার ফল যে শুভ হইবে না একথা নিশ্চিত। যে পক্ষপাতিত্ব বিশ্বের সমস্যা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সৈন্য-বলী তাহাদের [illegible] পাত করিয়াছিল, জার্মানীর উপর আমরা সেই পক্ষপাতিত্ব প্রয়োগ বিশ্বেকার্যে [illegible] ছাড়া কেহ সমর্থন করিতে পারে না। জার্মানী তাহাতে আমার পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ না করিতে পারে, জার্মানী আবার তাহার যুদ্ধ প্রচেষ্টার উপযোগী হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রয়োজন অস্বীকার না করিলেও একথা বলা যায় যে, বিশ্বসম্মিলনী যে পথ অনুসরণ করিতেছে তাহাতে উহাদের যে পূর্বতনের শান্তি আনিবে না। বিশ্বের কাজকারের মনের [illegible] বিরোধের বহ্নিশিখা একদিন না একদিন যে কোন সূত্র ধরিয়া সমস্যা করিবে তেমনিভাবে পক্ষপাতিত্ব হইতে জার্মানীকে যে বেআইনিক পরাজয় করিয়া রাখিতে পারে যত না তাহা অধিকতর বিশ্বসম্মিলনীর ভয়ে সকলেরই আছে। কারণে তাহারা যদি আমাদের [illegible] সাধন করিতে চায় তবে তাহাদের জার্মানীর ভয় ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(শেষাংশ ৯৯১ পৃষ্ঠায়)

ডানলপ

লরি ও বাসের টায়ার

ডানলপ লরি ও বাসের টায়ার যে কী পরিমাণ বেশী [illegible] করতে পারে তা একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। সকলের চেয়ে বেশীদিন ধরে টায়ার তৈরি করে ডানলপ এ কাজে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার জন্যেই ডানলপের টায়ারগুলি এত মজবুত।

TRADE MARK

পন, ভারত সরকারের ঘোষিত শ্রমনীতি
বজা পরিবর্ত্তনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না,
প্রতিরোধ অবিলম্বেই কার্যকরী পন্থা
ব্যবস্থা হইবে। তিনি আরও বলেন,
সম্মেলনে বিদেশে কিছু ফল লাভ না
তথা সকল দেশই বাঁচার করিতে ব্যস্ত
ব অন্যান্য দেশগুলির উচিত আগের উপর
ভর দেশগুলির দাবী আছে, তেমনি
দেশগুলিরও বিদেশের দেশগুলির
যদাদির উপর দাবী রহিয়াছে।
য় বিনিময় সম্পর্কে স্যার ফ্রেডা
ন্য মনে যে ঊর্ধ্বির আশা করা নিরাপদ
ইয়াছে। তিনি অবশ্য এই আশার
ত সরকার প্রয়োজনীয় সরকারগুলির
অতি শীঘ্রই যথাযথ সমাধানকল্পে
। অবলম্বন করিবেন।

কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপাদনের আমেরিকার ট্যাঙ্কার ভাড়ানোর ও সরকারের চুক্তি—বোম্বাইয়ে সোনার পরিকল্পনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

১৩ই জুন—ভারত সরকার ও
কুয়ান কোম্পানীর মধ্যে ভারতে
ন পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন করিবার
ক সম্পাদিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে
একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রিকৃত
ই কোম্পানীর মূলধনের ৫১ ভাগ অংশ
ন সরকারের এবং বাকী অংশ মার্কিন
কোম্পানীর। ঐ কোম্পানীর মূলধন
০০ কোটি টাকা। ট্যাঙ্কার ভাড়ানো
বিশেষজ্ঞরা প্রথমে ঐ কোম্পানীর
ার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং ভারতীয়দের
ইদের কাজে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার
বেন।

কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপন্ন করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার

একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার খুব ভাল দর পাওয়া গিয়াছে। ভারতে অনেক অব্যবহার্য্য কয়লা মজুত আছে এবং ঐ কয়লা হইতে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হইলে দেশের প্রভূত উপকার আসিবে। সরকার সেইজন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে ট্যাঙ্কার ভাড়ানোর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই মার্কিন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার কাজ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নূতন কারখানাটি বিহারের কয়লা ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কয়লা উত্তোলনের পক্ষে যে সব ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে সেই সব জায়গায় ভূগর্ভস্থ কয়লার খনিগুলিতে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিয়া কোল গ্যাস (Coal gas) উৎপাদন করা হইবে। ঐ গ্যাস রাসায়নিক সাহায্যে পরিশ্রুত করিয়া পেট্রোল উৎপন্ন করা চলিবে।

প্রথমে বৎসরে ১০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল প্রস্তুত করার জন্য একটি কারখানা খোলা হইবে এবং ঐ কারখানার কাজ আশাতীতরূপ হইলে আরও কারখানা খোলা হইবে যাহাতে ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত পেট্রোলই এ দেশে উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতে বর্ত্তমানে বৎসরে ৩০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।

বোম্বাই সহরে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ সরবরাহের জন্য সহরের উপকণ্ঠে একটি দুগ্ধ ক্ষেত্র (Milk colony) স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে সরকার ৩,০০০ একর জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ঐখানে ১০,০০০ গাভী রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোম্বাই সহরে যেসব গাভী আছে তাহাদিগকে ঐ স্থানে জড় করা হইবে। ফলে সহরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গরুগুলির অবস্থান উচিত হইবে। রাখিবার উপযুক্ত জায়গা অভাবে গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বোম্বাইতে মাসিক বৎসরে ৫০,০০০ বাছুর হত্যা করা হয়। এই মূল্যবান প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সরকার তিন চার বৎসরের মধ্যেই আশা করিতেছেন। সরকারের পরিকল্পনা মতে সহকার্য্য সম্পন্ন হইলে বোম্বাইয়ে দুধের অভাব চিরতরে দূর হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

যাই। কিন্তু এইটুকু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কিছু দেখে "হুমায়ুন" অর্জ্জনের জন্য বসিয়া থাকে না। তাহারা অন্যদেশের বাজারে প্রাণপণে, লগ্নে-হানি ও ব্যবসাহানি সহ্য করিতে থাকিয়া যে কতখানি অপরাজেয়ক কাজ করিয়া বিরোচিত হইয়াছে, তেমন প্রমাণও আমরা ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। সহ তাহার বিপরীতটাই আমরা নিত্য দেখিয়া থাকি। তাহাড়া আমাদের বক্তব্য করিবার ফলে যদি ভারতের "হুমায়ুন"এর ব্যবসা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজধানীর হস্ত-ক্ষেপের ফলেই বা কেন বিপরীত ফল ফলিবে তাহাও বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। অধিকন্তু, ব্যবসাকরের অত্যাচারের তালিকা যদি কেন বিদেশে ভালভাবে প্রচারিত হয়, তবে হইলে পৃথিবীর কোন বিদেশের সং লোক যে ব্যবসা ও বিনিময়কে সমর্থন করিতে পারেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—অথবা জানি পৃথিবীর এতবড় দুর্দিন এখনও আসে নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভারত সরকারের প্রচার সম্বন্ধে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে অবহিত আছেন? নেহরু সরকার কি পৃথিবীর জনসাধারণকে রাজধানীর বিশ্ব হিতৈষিতার কথা জানাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন? পাকিস্তানে রাজধানীর অকাল মৃত্যু ঘটিলে আজ পৃথিবী তোলপাড় হইয়া যাইত।

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ বর্ষ করিয়া এবং জনসাধারণকে কেবলমাত্র বধির করিয়া যে নিজেদের অক্ষয়তা ঢাকিয়া রাখা যায় না, একথা জাতীয়-সরকার কবে বুঝিতে পারিবেন জানি না, কিন্তু আজ জাতীয় সরকারের এইটুকু জানিয়া রাখা উচিত যে ভারতবাসীরও ধৈর্য্যের শেষ আছে।

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনের আর্থিক অবস্থা

লেখক : জন সিংক্লেয়ার

যুদ্ধের পর বৃটেনে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য অপরিসীম চেষ্টা চলেছে। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বার্ষিক কর্তৃক গঠিত অর্থনৈতিক কমিশন সম্প্রতি বৃটেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবরণ প্রকাশ করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে তিনমাসের মধ্যে বৃটিশ প্রমশিল্পের উৎপাদন পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ১ ভাগ বেশী হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১৯টি ইউরোপীয় দেশের ১৯৩৯ সালের উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় তা মাত্র শতকরা এক-তাগ কম। বৃটেনে শিল্পোৎপাদন এখনও সমানভাবে ক্রমোন্নতির পথে।

১৯৪৬ সালকে ভিত্তি ধরে যে ক্রমবর্ধী সূচক-সংখ্যা (Index) প্রস্তুত হয়েছে তা থেকে বৃটিশ শ্রমশিল্পের বর্তমান উৎপাদন অগ্রগতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশ—গত বৎসর জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসের গড় সূচক-সংখ্যা ছিল ১১০ ; পরবর্তী ডেকেম্বরী মাস পর্যন্ত পাঁচ-মাসের সংখ্যা ১২৪ দাঁড়ায় আনুমানিক শতকরা ১২ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির সূচনা করছে—অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি যে কোন দেশের পক্ষে শুভ।

খাদ্য উৎপাদন

বৃটেনের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক কমিশনের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ইউরোপের ২৩টি দেশে, যুদ্ধপূর্ব উৎপাদন পরিমাণের তুলনায়, ১৯৪৬-৪৭ সালে শতকরা ৭৫ ভাগ খাদ্য উৎপাদন হয়, তা সমগ্র ইউরোপের মোট উৎপাদন পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ। কেবলমাত্র চারটি দেশ—তুরস্ক, আয়ার্ল্যাণ্ড, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের উৎপাদন পরিমাণ ঐ বছরের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব উৎপাদন পরিমাণ থেকে বৃদ্ধি পায়। এক বৃটেনেই শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বৃটেনে চতুর্বার্ষিক-পরিকল্পনা গত বৎসর থেকে কার্যকরী হয়েছে। ১৯৪১ সনের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য।

কয়লা উৎপাদনেও বৃটেনের সাফল্য সন্তোষজনক। গত বৎসর কয়লা খাটতির জন্য বৃটেনে আমাদানী রপ্তানির প্রসার সুদূর হয়নি ; কিন্তু আজকাল বৃদ্ধিটি বিভিন্ন দেশ—যথা পাকিস্তান, অধিকাংশ ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্য এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটেন থেকে কয়লা রপ্তানি হচ্ছে।

ইস্পাত উৎপাদন এবং আমদানি নির্বাচন ব্যবস্থাও পূর্বের চেয়ে ক্রমশঃ উন্নতির পথে। মোটর-যানও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। যন্ত্রশিল্পের প্রত্যাবির্ভাব সবচেয়ে বড়ো হয় ১৯৩৮ সালের শেষাশেষি সময় বন্ধ হচ্ছে ১০

গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন শতকরা ৭৭ ভাগ কম। ১৯৪৭ সালে আমদানি হয়, বর্তমানে আমদানি পরিমাণ শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ।

একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়—তবে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ এত বেশী কেন? তার প্রথম উত্তর হচ্ছে যে বিদেশে বিনিয়োজিত বৃটেনের মূলধন থেকে আয় যথেষ্টভাবে হ্রাস পেয়েছে, দ্বিতীয়তঃ রপ্তানিবাণিজ্য ব্যবস্থার ক্রম-অবনতি। তার ফলে বৃটেনকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির অনুপাতে রপ্তানি পরিমাণ অথবা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।

যেটা ভয় করা অন্যায় সেদের তুলনায় বৃটেন বর্তমান বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় সব চেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইদানিংকার মূল্য হ্রাসের (devaluation) যে অবতারণা উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাতে বৃটেনের বাণিজ্য সম্পর্কিত অর্থনৈতিক অবস্থা মূলার মূল্য হ্রাস করার পক্ষে অনুকূল নয়।

নূতন কলকারখানা

বৃটেনে বৃহৎশিল্প তাদা পূর্বোদ্যমে চলছে। সেখানে প্রতিমাসে ১০,০০০ বাড়ী বাসযুর তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়া যুদ্ধের পর ৭০০ নূতন কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে ১৮৯.৫৭ কোটি টাকা মূল্যের অতিরিক্ত ১,৩০০ কলকারখানা নির্মিত হচ্ছে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশ ছাড়া বৃটেনই একমাত্র দেশ যেখানে যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় বেকারসংখ্যা হ্রাস করতে হয়েছে এবং তদনুপাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৮ সালের রপ্তানি সূচক-সংখ্যা ধরা ১০০ হয়, তা হলে ১৯৪৭ সালে হয়েছে ১৩৮। গত বৎসর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই তিন মাসের রপ্তানি সংখ্যা ১১৪ থেকে বর্তমানের শেষ তিন মাসে ১১৯-এ উন্নীত হয়, এবং ১৯৪৮ সালের মার্চ

বাংলার দাবী সম্পর্কে একখানি পত্র

বিহারের বাঙালী একশ্রেণীকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার দাবী ও তৎসহ অধিকাংশকে বাঙালী-বিদ্বেষী বিহারের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়ার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বিহারের যে বিভিন্ন স্থানের বাঙালী ভদ্রলোক উহার প্রতিবাদ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন ধানবাদের শ্রী অজিত সাহা মহাশয়। তাঁহার পত্রের বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের বিষয়বস্তু যে কোন বিহারীর নিকট যথেষ্ট কটু বোধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অভিযোগগুলির যথার্থতা নিরূপণ করিবার ভার বিহারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এবং পত্রলেখক শ্রীযুক্ত সাহা প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আন্তরিক সমর্থন জানাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন "ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিহারের কতিপয় উচ্চ পদস্থের সৌজন্যে খুব নির্ভরযোগ্য সাহায্যে এই পরিকল্পনা হাতে লইতেছেন। এই সকল অঞ্চল পূর্বে বিহারের অন্তর্গত ছিল না। যখন পুরুলিয়া জেলা হইতে এ সকল অঞ্চল জোর করিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন বিহারের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই সকল অঞ্চল ফিরিয়া পাইবার দাবী করিতেছে বলিয়া

বিহারের কয়েকটি সংবাদপত্রে বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও উত্তেজনাপূর্ণ আক্রমণ চালান

ডানলপ

মোটর গাড়ির টায়ার

বিশেষ
অভিজ্ঞতার
গুণে
বিশেষ
উৎকর্ষ

ডানলপই সকলের চেয়ে বেশিদিন ধরে টায়ার তৈরি করছে। এ জন্যই টায়ার তৈরির কাজে ডানলপের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, যার ফলে টায়ারের মূল্যে আজ ডানলপ সকলের সেরা।

DUNLOP

DNC 316

প্রাসঙ্গিক

ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

রপ্তানি পরামর্শদাতা পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত কে পি. সিংহদেও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আশাপ্রদভাবে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া আমাদের সম্মুখে যে কতগুলি কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে তিনি সকলকে অবহিত হইতে বলেন। বাণিজ্য-সচিবের উক্ত বক্তৃতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতের রপ্তানি গত বৎসরের (১৯৮৩-৮৭) ২৮১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এই বৎসরে (১৯৮৭-৮৮) ৩১১ কোটি টাকা হইয়াছে এবং ভারতের আমদানি পণ্যের মূল্য গত বৎসরে (১৯৮৩-৮৭) যেখানে ছিল ৩৭৮ কোটি টাকা, সেখানে চলতি বৎসরে (১৯৮৭-৮৮) কমিয়া দিয়া হইয়াছে ২৮৮ কোটি টাকা। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস সামগ্রিকভাবে আশার কথা হইলেও বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছেন যে, ইহাতে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের কোন কারণ নাই। কড়াকড়ি চুক্তি অনুযায়ী আমরা মাত্র ১ লক্ষ পাঁইট পাট রপ্তানি করিতে পারিব। ইহার ফলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য আরও অনেক হ্রাস পাইবে। তাহা-ব্যতীত দের ফলে আমাদের মূল্য চাহিদা প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান পণ্যের রপ্তানিও কমিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে আমদানি দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।—কিন্তু বেশীর ভাগ আমদানিকৃত পণ্য মূলধনী বলিয়া আমদানি সম্পর্কে আমরা নিরুপায়। ভারতের অর্থনীতির জন্য অত্যাবশ্যক মূল্যবৃদ্ধি হইলেও মূলধনী আমদানি কোনমতেই আমরা সঙ্কুচিত করিতে পারি না। কাজেই আমাদের এখন যথাসম্ভব রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে অতি প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্যও আমদানি করিতে হইবে।

কিন্তু ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমাদের সম্মুখে বিপদ দেখা দিয়াছে। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বর্ধিত হিসেবভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে এবং বাণিজ্য-সচিবও বলিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানিদ্রব্য, বিশেষ করিয়া তৈল, তৈলবীজ ও সুতী বস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহাই দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির দিক সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত সিংহদেও অনুরোধ করিয়াছেন এবং বর্তমানে যেসব দ্রব্য রপ্তানি করা হয় তাহা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রেলওয়ে ওয়াগন, পুরুষ, সুতী-বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের উপর সূচীকার্য ইত্যাদি করিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র যেরূপ অবস্থা বিরাজ করিতেছে, তাহাতে উপরিউক্ত বিষয়ে ভারতের চাহিদা যে অত্যধিক হারে হ্রাস পাইতে সুরু করিয়াছে এবং চাহিদা বর্ধনের যে কোন সময়ে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা যে শূন্যে নামিয়া যাইতে পারে সে কথা বলিলেও চলিবে না। সেই জন্য ঐসব দ্রব্য রপ্তানির চেষ্টা অত্যন্তকার পরপর করিবার আশা আছে। সুতরাং এখন ভারতের প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য যাহা বিদেশের সঙ্গে আমরা কারবার করিয়া থাকি তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উৎপাদনব্যয় হ্রাস করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। রপ্তানি ব্যবসায়ীরা কমিটিতে এই বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ বিবেচনা করিয়া আশা করিয়াছি।

তাহাড়া রপ্তানিবৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতীয় পণ্যের মূল্যমান যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন সরকার যেসব পণ্যের রপ্তানির উপর যে সব প্রতিযোগিতা হইয়াছে সেই সব খাতের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক রহিত করিয়া দিতে পারেন। যেমন তৈল ও তৈল বীজের বাজারে ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে এবং তাহাদের মালের অত্যধিক মূল্যের ফলে ধীরে ধীরে তাহারা ইউরোপের বাজার হইতে ভারতকে অপসারিত করিয়া দিতেছে।—আশা করি সরকার এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং অবথা কালক্ষেপ না করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, যাহাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়।

বাসমতির নূন সমস্যা

কয়েকবছর বাসমতির সমস্যা নিয়ে নিয়ে যে কি আকার ধারণ করিয়েছে তাহা বলা কঠিন। একে মুক্তকালীন সময় হইতে বিদেশে মাল চালানের বাধা-বিপত্তি লাগিয়াই থাকে তাহার উপর ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লোভ ও পশ্চিম ভারত হইতে জমিদার ও পর্যটকদলের আগমনে বাসমতির বিক্রয় যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ইতিহাসের পাতাই খুঁজিতে পাইবে। আমদানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। কোন প্রকারে বাধা অতিক্রম করিয়া যত একটা চালান হইলেও আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃতিত্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। কিন্তু তাঁহাদের কৃতিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ অভিযোগ প্রকাশের সঙ্গেই আমরা ভারতীয় রেলের দায়িত্বের এ সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ ও বিশেষ পরিচালন ইত্যাদিকে আমরা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রভাব কৌশল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু বর্তমানকালে এইরূপ কোন ত্রুটি করিবার চেষ্টা আমরা কিছুতেই দেখিতে করি না। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চাচা প্রভৃতি যেসব এই সমস্যা সমাধানকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে একবার পরে সমস্যার আংশিক সমাধান হইয়াছিল। বাসমতির উপর যে কর ধার্য করা হইয়াছিল, তাহাতে অনেকে উৎসাহিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ হইলেও এই সমস্যার আংশিক সমাধান যে হয়

(শেষাংশ ৮০১ পৃষ্ঠায়)

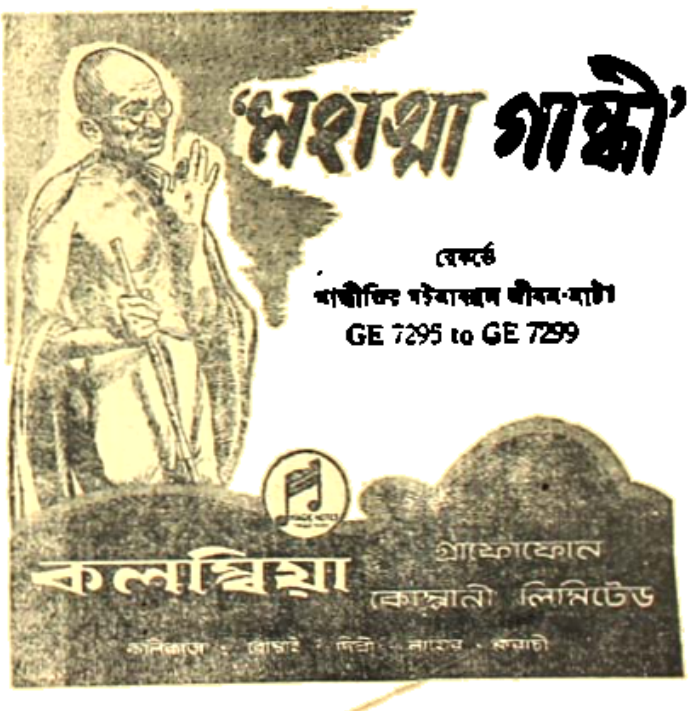

...ছে এবং হইতেছে, তাহাতে বর্তমানে এই সকল শর্তাদির কোনই বিশেষত্ব এই শিক্ষাদান ব্যবস্থার মূলিক পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে। প্রদেশের বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতে ব্রতীগণের নিকট এতদ্বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য ইতিমধ্যেই প্রশ্ন ইত্যাদি প্রেরণ করা হইয়াছে।

...বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিগণ এবং ...ন পরামর্শ দানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ...গঠন করা হইয়াছে।

...ন্তরীণ শিক্ষার অবসর দান ও উৎসাহদান ...ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যে ...এক সভায় শিক্ষা বিভাগ যাহাতে সহিত ...সম্বন্ধের সংযোগ রক্ষা করা যায় তজ্জন্য প্রস্তাব ...হইয়াছে যে, ছাত্র কল্যাণ পরিষদের ...

উৎসব দান

...মাদের মনে হয়, কেবল শিক্ষাব্রতই একটি পাকা ...ব্যক্তির সকল প্রকার শিক্ষাকার্যই প্রকৃতপক্ষে ...সকল চেষ্টা প্রকৃতির সর্বাঙ্গে আত্মপ্রকাশ ও ...বিকাশ লাভ করিতে পারিবে, তাহা ...মূল নিয়ম এবং তাহা বিশেষ ক্ষেত্রেই ...সর্বত্র ক্ষেত্রেই শিক্ষা পরিচালনা করিতে ...কর্তব্য এই উদ্দেশ্য সম্মুখে শিক্ষার ...যে যাহাতে তাহার পরিবেশের মধ্যে ...সকল প্রকারে আত্মবিকাশ করিতে পারে, ...তাহার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা ...

ডানলপ
লরি ও বাসের টায়ার

ডানলপ লরি ও বাসের টায়ার যে কী পরিমাণ বড়দল বহন করতে পারে তা একবার দেখে, করে দেখবেন। সকলের চেয়ে বেশিদিন করে টায়ার তৈরি করে ডানলপ এ কাজে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার জন্যেই ডানলপের টায়ারগুলি এত মজবুত।

DUNLOP

বোম্বাই

বিধোলিত বস্ত্র বিরুদ্ধে প্রতিতে বর্ষীয় সম্মেলনের ভার—হস্ততাঁত পদ্ধতির প্রতিবাদে অমূলা বর্ষঘট প্রসঙ্গ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বোম্বাই, ৭ই আষাঢ়—সারের সরকারের শিল্প ও শ্রমবিভাগসহিত বস্ত্র সম্পর্কে বম্বের আর্থিক বিষয়ক সম্পর্কিত যে সরকারী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্প্রতি আলোচনা নিয়ে বসিয়া পড়িয়াছে। বস্ত্র শ্রমিকের প্রশ্ন আলোচনা অধিকতর উদ্বেগজনক দেখা দিয়াছে আগামী ১১ই আষাঢ়ের কাপড়ের মিল শ্রমিকদের প্রস্তাবিত অমূলা বর্ষঘট সম্পর্কে কোঙ্গ-লিয়া পার্টি এই বর্ষঘটের আহ্বায়ক। অমূলা বর্ষঘটের প্রধান কারণ হইতেছে হস্ততাঁত পদ্ধতি। ইহার ফলে মিল শ্রমিকদের মাসের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। ১৯৫৪ সাল হইতে বোম্বাইয়ের 'এমপ্লো ও ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড মিল'এ এই পদ্ধতিতে তাঁত চালনা করা হইতেছে। মাত্র ১১ বছরে এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ চালনা করা সম্পর্কে কোন চরম প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। হস্ততাঁতে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় হস্ততাঁত পদ্ধতিতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সংখ্যা কম এবং কর্মদক্ষতাও বেশী। তাই দুইটি মিলে হস্ততাঁতে কর্মরত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ১,০০০। স্থানীয় সরকারের অধিকৃত, মাত্র বর্ষঘট আহ্বান করা হইয়াছে। কেন না উক্ত শ্রমিকদের অভিযোগসমূহ বেতন বোর্ডের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছে। সরকার বেতন বোর্ডসমূহ গঠনের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন।

বোম্বাই সরকারের শ্রমবিভাগের শিল্প আদালত প্রস্তাবিত বর্ষঘট আইন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ষঘটে বাজারের জন্য সরকার অর্থ দেওয়া বন্ধ ঘোষিত হইয়াছে। বস্ত্র শ্রমিকদের জন্য সরকার বোম্বাইয়ে একটি বেতন বোর্ড নিয়োগ করিয়াছেন।

বস্ত্র বিরুদ্ধ শ্রীবেশের ফলে সর্বত্র সন্তোষের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। মিল মালিকদের একটি অংশ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিরুদ্ধে মিল মালিকদের মতে সংশোধিত বিরুদ্ধ ব্যবসা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য মিল মালিকদের একটি অংশই দায়ী। তাঁহারা অযথা ভাবে শিল্প পরিচালনা [illegible]

সরকার কর্তৃক বস্ত্রের উপর মূল্যের ফুল ফেলার প্রস্তাবে সর্বত্র সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাবলিতে শ্রীদেশাইকে বোম্বাই পরিচালনা সমিতি থাকেন কি ভাবে এই কর্তন করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে সরকার সমিতির রেডিওর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। এই সরকারের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সরকারী সিদ্ধান্তের ফুলে এই কর্তনের ফলে তাঁহাদের অবস্থা আর একবার প্রণিধান দিতে অনুরোধ করেন।

সাধারণ লোকের যাহাতে ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র পাইতে পারে সরকার তাহার জন্য বাস্তব করিতে পারেন আশা করা যায়। এই বোর্ডের প্রধানদের সিদ্ধান্তে সরকার কর্তৃক মূল্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ দৃষ্টি দিয়া করার জন্য—ইতিমধ্যে মিল মালিকের মূল্য হ্রাস নির্ণয়ে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

ফিলকো

আবার এসেছে

১৯৪৮ সালের
নূতন মডেল

ফিলকো মডেল ৮১০—AC/DC
১১৫/১৩০ ভোল্ট, ৪ ব্যাণ্ড
৩ ব্যাণ্ড। অল্ ওয়েভ। দুটী
স্পীকার ক্যাবিনেট। রেকর্ড
বাজানরও ব্যবস্থা আছে।

মূল্য ৪৯০৲

অন্যান্য সুন্দর নূতন মডেলও পাওয়া যায়

বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও পূর্ব যুক্তপ্রদেশের
একমাত্র পরিবেশক

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস লিঃ

৩নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোন—কলি ১১০

ম্যালেরিয়া কিরূপ ক্ষতিকর!

আজকের দিনে নিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কর্মচারীদের অনুপস্থিতি।

নিয়োগকারীরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বুঝতে পারছেন যে তাঁদের কর্মচারী অথবা শ্রমিকদের, প্রতি তিন দিনে একটি করে 'প্যালুড্রিন' ট্যাবলেট সেবন করান মানেই —ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে তাদের নিশ্চিতরূপে রক্ষা করা।

কাজেই 'প্যালুড্রিনের' জন্য ব্যয় করা তাঁদের পক্ষে লাভজনক, আর এতে খরচও পড়ে কম. মাসে মাথাপিছু মাত্র দশ পয়সা।

PERTINENT POINTS ABOUT 'PALUDRINE'

P prevents malaria with one tablet every three days

A [illegible]

L lessens risk of relapse, if taken regularly

U used successfully against all types of malaria

D does not harm expectant mothers

R against damage prevents complete protection

I is colourless—does not stain the skin

N no unpleasant [illegible] effects

E easy to take

আপনার কর্মচারীরা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'প্যালুড্রিনের' উপরই নির্ভর করছে।

এই নতুন ঔষধ প্রতিষেধকগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দেহলি নিউ দিল্লী কানপুর করাচী ঢাকা কলম্বো

[illegible] ব্যবস্থা [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible]

'PALUDRINE'

শিল্পের সহায়তা করে

প্যালুড্রিন

ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্যালুড্রিনের উপর নির্ভর করুন

★

প্রতি তিন দিনে ১টী বড়ি অথবা সপ্তাহে ১ দিন ২টী বড়ি আপনাকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। যাঁহারা অধিক সংখ্যক প্রাইমাকুইন ট্যাবলেট খাইতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়।

আজকালকার দিনে নিয়োগকর্ত্তাদের কাছে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি একটী যাবতীয় সমস্যা।

ম্যালেরিয়ার জন্য প্রতি বছর আপনার কারখানায়, অফিসের ও চাষের কাজে মোট কত ঘন্টার কাজ নষ্ট হয় তা' বিচার ক'রে দেখেছেন কি ?

আপনার কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য মাসে মাত্র দশ পয়সা খরচ করে ম্যালেরিয়া থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারেন।

'PALUDRINE'

পরীক্ষিত ঔষধ
ম্যালেরিয়া নিবারণ ও আরোগ্য করে

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা বোম্বে মাদ্রাজ কোচিন দিল্লী কানপুর করাচী রেঙ্গুন কলম্বো

বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি

ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সম্প্রতি যে অস্থায়ী সম্পত্তি বিনিময়ের চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উভয় ডমিনিয়নের লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগীর চিত্তে যে আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই চুক্তি অনুসারে নিম্নলিখিত এলাকাগুলি হইতে সম্পত্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা হইবে :—পাকিস্তান :—পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং বাহাওয়ালপুর ও খয়েরপুর। ভারতবর্ষ :—পূর্ব্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সমস্ত গ্রামীন রেজিমেন্ট, বিকানীর, আলওয়ার-ভাওয়াড়া, মধ্যভারত ইউনিয়ন, রাজস্থান ইউনিয়ন, সৌরাষ্ট্র, জম্মুর, খেমপুর ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি, যথা সাহারানপুর, মোরাদাবাদ, মীরাট ও বুলন্দশহর।

ঐ চুক্তিতে পূর্ব্ব বাংলার বিষয় কেন বিবেচনা করা হইল না, তাহা বুঝা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। বস্তুতঃ পক্ষে বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি সম্পর্কে সকলপ্রকার প্রশ্ন সর্ব্বতোভাবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল, কারণ তাহাতে উভয় ডমিনিয়নের সমস্ত বাস্তুত্যাগীদের স্বার্থ রক্ষা করা হইত। ভারত ও পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সমস্যাটা সরল করিবার জন্যই শুধু পশ্চিম ভারতের উপরিউক্ত রাজ্যগুলির মধ্যেই উভয় সরকার সমস্যাটার সীমাবদ্ধ সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং জটিলতা এড়াইবার জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের স্বার্থ বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের স্বার্থকে অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম ভারতে দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের ফলে ভয়ার্ত্ত নরনারীদের ব্যাপক স্থানত্যাগ হওয়াতে পশ্চিম ভারতে রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুদের বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির তুলনায় অনেক বেশী হইলেও, পূর্ব্ব বঙ্গে বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তিও নেহাৎ কম নহে। সেই হিসাবে উভয় সরকারের পক্ষে এইরূপ গুরুতর সমস্যার আংশিক সমাধানের চেষ্টা না করিয়া সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের পন্থা গ্রহণ করাই সুবিবেচনার কাজ হইত।

তবে এই চুক্তির ফলাফল সম্পর্কেও বিশেষ আশান্বিত হইবার কিছু নাই, কারণ পরিত্যক্ত অস্থাবর সম্পত্তির অনেক কিছুই আর এখন যথাস্থানে নাই শুধু সরকারের পক্ষে উপস্থিত ক্ষেত্রে যেটুকু করা সম্ভব, তাহা তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা সকলের ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে যে কবে সমস্যার সমাধান হইবে, সে প্রশ্নও সকলের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে উভয় সরকার যদি কোন দিন কোন আন্তরিকতাপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হন তাহা হইলে বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইয়া যায়।

পাকিস্তানে গমনের জন্য ছাড়পত্র

করাচী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য ছাড়পত্র বা পারমিট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছেন। তবে পাকিস্তান সরকার নাকি অনিশ্চয়তার, বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক বিবৃতিতে তাঁহারা নাকি বলিয়াছেন, "পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারত গমনেচ্ছুদের উপর যে সকল বাধা-নিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা প্রত্যাহার না করিলে এই মাস হইতেই পারমিট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।"

পাকিস্তান এলাকায় গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য পরিচিতি বিষয়ক বা ঐরূপ এলাকায় গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য ছাড়পত্র বা পারমিট প্রবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের একটা মতে অজুহাত সৃষ্টি করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কোন আন্তর্জাতিকতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে শোভা পায় না। ভারত সরকার সম্পর্কে অনর্থক জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে বলিয়াই আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি, তাহা না হইলে পাকিস্তান সরকারের "সাধুতা" ও "সাধুসঙ্কল্প" সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীকে আর বিশেষ কিছু বুঝানোর প্রয়োজন নাই!

ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য পারমিটের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কারণ ঐপথ অনুসন্ধান করা ছাড়া তাঁহাদের উপায় ছিল না। সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থান হইতে প্রায় সমস্ত হিন্দু জনসাধারণই ভারতে চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ দুই-তিন কোটি জনসাধারণের পুনর্ব্বসতির প্রশ্ন ভারত সরকারের পক্ষে বিরাট সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে, যখন আবার হাজার হাজার মুসলমানও ভারতীয় ইউনিয়নে আসিতে চাহিতেছে, তখন তাহাদের যদি প্রতিনিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহা হইলে ভারত সরকারের বাস্তুত্যাগীদের পুনর্ব্বসতি সমস্যা সমাধান কোন দিনই শেষ হইবে না। অধিকন্তু ভারত সরকারের সম্প্রতি যে সীমান্ত একরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধেই অভিযোগ নহে। তাহাড়া পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগত অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। বিগত বার্ষ হইবার পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে সরকার ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পাকিস্তানকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বরাবরই এই একমুখো রাস্তা (One way traffic) খোলা রাখা সম্ভব নয়।

এখন পাকিস্তান সরকার যদি ছাড়পত্র বা বাস্তুত্যাগী সমস্যা সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে চাহেন, তাহা হইলে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় তাঁহারা সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। সম্প্রতিকার পত্র ব্যবহার করিয়া পাকিস্তান যদি "প্রতিযোগিতামূলক পত্র প্রেরণ করেন, তবে ইহাতে উভয় ডমিনিয়নেরই যে ক্ষতি হইবে এই কথা তাঁহারা এতদিনের তীব্র বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা, আমরা জানি না।

বোম্বাই

বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ পৌর-শাসনভার বিশেষজ্ঞ- [illegible] দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

বিশেষ সংবাদদাতার প্রেরিত।

বোম্বাই মেট্রোপলিটন এলাকার বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন আলোচনা শুরু হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক সিদ্ধান্ত ভারত বিভাগের প্রস্তাব গঠন সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাব প্রকাশই এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে। কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ বিরুদ্ধ হইয়াছে, বোম্বাই, মারাঠা প্রভৃতি সমস্তগুলি সহরতলীসমেত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, না এক একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বা উপ-প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠিত হইবে। মহারাষ্ট্রিদের তরফ হইতে দাবী উঠিয়াছে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে বোম্বাই মহারাষ্ট্রেরই অন্তর্গত। বোম্বাই নগর ও সহরতলীকে সংযুক্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে আছেন এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ভারতীয় কংগ্রেসের সংবাদ সম্পাদক শ্রীসদাশিব ডেব, ভারত সরকারের খনি ও বিদ্যুৎ সচিব শ্রী এন ভি গাডগিল, বোম্বের মুখ্য ইকনমিকস-এর অধ্যাপক ডি আর গাডগিল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ভি. বেলমুর প্রভৃতি।

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ হইতেছে বোম্বাই সহরের প্রাদেশিক মর্যাদা বিবেচনা করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গঠন করার বিরোধী। এই মতের পরিপোষক হইতেছেন তার পুরোভাগে রহিয়াছেন শ্রী কে. আর. সি. টাটা, ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীবেদারিলাল ও অন্যান্য বাণিজ্য জনসাধারণ। অন্যান্যদের জনসাধারণের এক সাম্প্রতিক বৈঠকে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, তাহাদের উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত তাহারা কিস্তিতে হউক, বা অন্য যে কোন কিস্তিতেই হউক তাহাদের আরও বিলম্ব করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখা আবশ্যক। আরও এই অভিমতও প্রকাশ করা হয় যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাতে তাহার কিস্তিতে ভারত বিভাগের কাজ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

বম্বে ক্রনিকেলের সম্পাদক মিঃ এস. এ ব্রেলভী বলেন যে, কংগ্রেস স্থগিত পূর্বে তাহার কিস্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব লইয়াছে, কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহাতে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, এই নীতির সংশোধন ও সংস্কার করিতে হইবে। শ্রী এ ভি. গরু বলেন যে, বোম্বাইকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। বোম্বাই নগর বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের চোখে পড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কিস্তিতে প্রদেশ গঠন অনিবার্য বিবেচিত হইলে, বোম্বাই নগর ও সহরতলীকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে হইবে। বোম্বাইয়ের মারাঠী ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে শতকরা ৩৩ জন, [illegible] ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে শতকরা ৩৩ জন, [illegible] ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে শতকরা ৩৩ জন।

[illegible] ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে শতকরা ৩৩ জন, [illegible] ভাষাভাষী জনসংখ্যা রহিয়াছে শতকরা ৩৩ জন।

'PALUDRINE'

শিল্প উৎপাদনে 'প্যালুড্রিন'

স্বাস্থ্যবান লোকেরাই সুখী। সুখী লোকেরাই কার্যক্ষম হয়—আর কার্যক্ষম শ্রমিক থাকলেই উৎপাদন বেশী হয়।

বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সামান্যই কম-বেশী মাত্র দশ পয়সা মাসে খরচ করে তাঁদের শ্রমিকদের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

প্রতি তিন দিন অন্তর একটি করে ট্যাবলেট অথবা প্রতি সপ্তাহে কোন নির্দিষ্ট দিনে তিনটি ট্যাবলেট সেবন করলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায়। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

'PALUDRINE'

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে 'প্যালুড্রিনের' উপর নির্ভর করুন।

আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে তার নির্দেশমত যদি প্যালুড্রিন সেবন করেন তাহলে ম্যালেরিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবেন। ম্যালেরিয়ার প্রতি-ষেধকারী ঔষধগুলির মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা ভাল সেকথা ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিন।

ICI ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

IT'S HERE

The new Super Cushion Tyre

গুড-ইয়ারের আবিষ্কৃত এবং একমাত্র গুড-ইয়ারের দ্বারাই প্রস্তুত
এখন সবরকম চলতি সাইজেই পাওয়া যাচ্ছে।

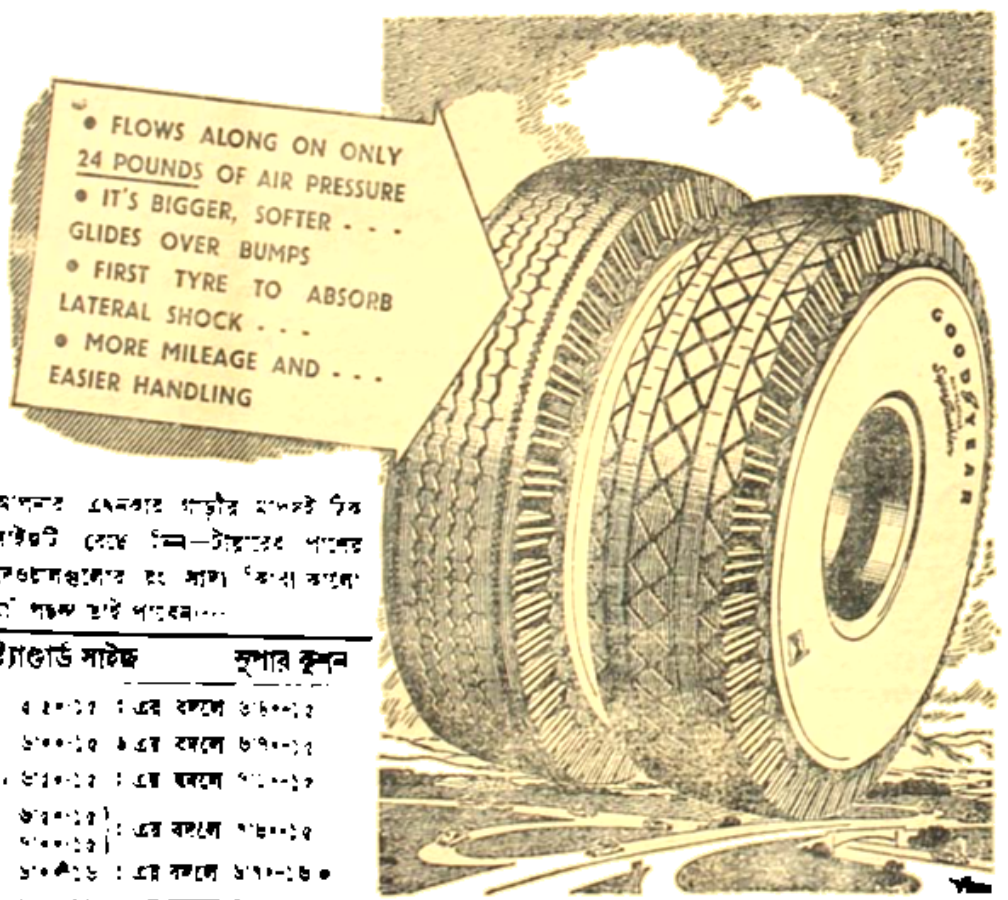

আপনার এখনকার গাড়ীর মাপেই ঠিক
মাইরটি বেছে নিন—টায়ারের পাশের
লেখাগুলোয় হয় আগে কিংবা কাছের
যে কোন ডীলার দেখিয়ে দেবেন।...

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ		সুপার কুশন
৫.২৫-১৭	এর বদলে	৬.০০-১৭
৬.০০-১৫	এর বদলে	৬.৭০-১৫
৬.৫০-১৭	এর বদলে	৭.১০-১৭
৬.৫০-১৪ ৭.০০-১৪	এর বদলে	৭.৬০-১৪
৬.০০-১৬	এর বদলে	৬.৭০-১৬ •
৬.৫০-১৬	এর বদলে	৭.৬০-১৬ •

• শীঘ্রই তারতে তৈরী হবে।

আপনার নিকটবর্তী গুড-ইয়ার ডীলারের
কাছে এক সেট সুপার-কুশনের জন্যে
এখনই অর্ডার দিন।

GOODYEAR

মাত্র দশ পয়সা!

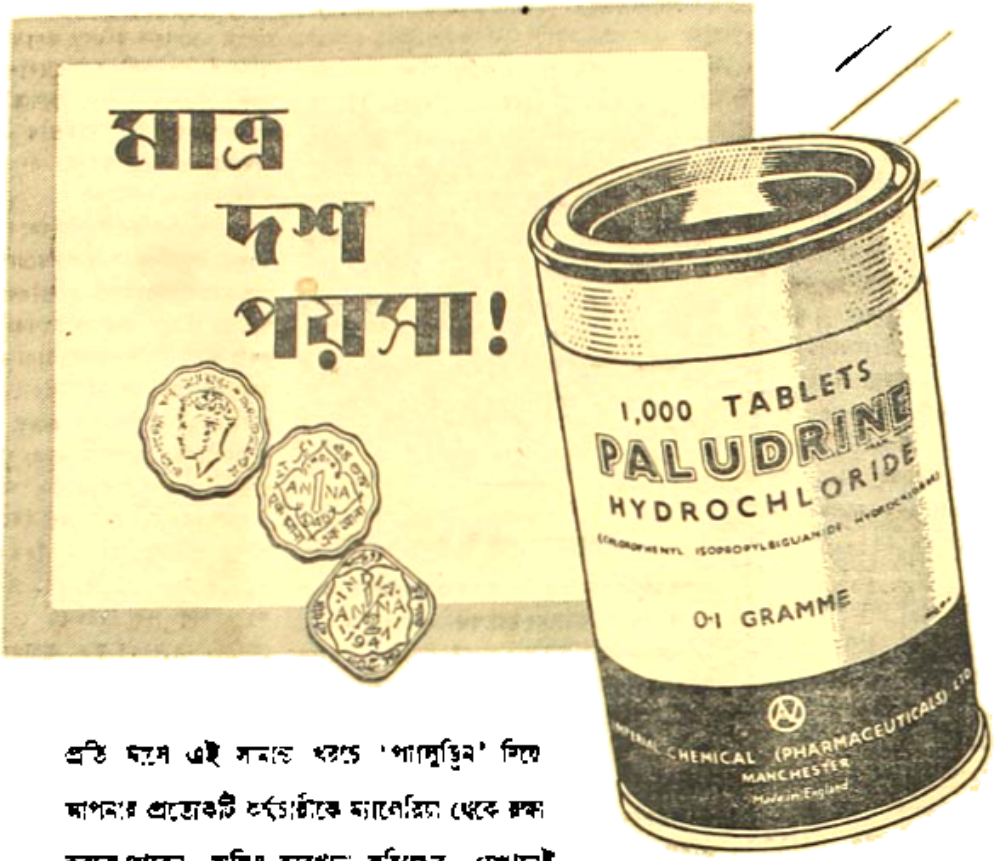

প্রতি বছর এই সময়ে খরচে 'প্যালুড্রিন' দিয়ে আপনার প্রত্যেকটি কর্মচারীকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন; অফিস, কারখানা, কৃষিক্ষেত্র—যেখানেই তাঁরা কাজ করুন না কেন। এতে কর্মচারীদের অনুপস্থিতি—সংখ্যাও অনেক পরিমাণে কমাতে পারেন। ম্যালেরিয়ার জন্য ব্যয়সাধ্য এ ওষুধটি জাতির শিল্পজীবন গড়ে তুলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে।

প্রতি তিন দিন অন্তর একটি করে ট্যাবলেট সেবন করলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায়। বড়ো বড় ফিল্মপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

আপনার কারখানার আশে-পাশে যে সব জায়গায় মশা জন্মে থাকে সে সব জায়গায় কীটনাশক 'গ্যামেক্সেন' ব্যবহার করুন। স্থানীয় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী সমিতির কাছ থেকে উপদেশ নিন।

ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে 'প্যালুড্রিন'এর আশ্রয় নিন

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

P.COM.18

খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত

...ষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যে ভারতসরকার যে পাঁচই ...ঃ উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিবেন ...হাতে সুনিশ্চিত বলা চলে। ভারতের অনেক ...মর্শ দিয়াছেন। বর্তমানে দিল্লীতে যে ...সম্মেলন হইতেছে তাহাতে ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত ...গ্রহণ করা হইবে। আমরা অনেক সময় ...হইতে বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ...মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত ...য়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাজ যতদূরসম্ভব সম্পন্ন ...দ্রব্যের মূল্য সহজে হ্রাসপ্রাপ্তের আশা করা যায়।

• • • •

...প্রবন্ধ ও বিভাগে বহুল প্রকাশ ভারতের ...গুলি হইয়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যে যুক্ত-...বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি ...এবং চলতির মধ্যে দাম হ্রাসবৃদ্ধির অবিরাম ...হইতেছে। যুদ্ধারম্ভ হইতে এই বৎসরের চতুর্থ ...হইতে ১৪১,০০০ টন গম, ২৯,০০০ টন বার্লি ...০০০ টন অন্যান্য খাদ্যশস্য আমদানি করা ...বোম্বাই ও কলিকাতা পোর্ট আথরিটি ...অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও রাশিয়া হইতে ...০০০ টন খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া ...যায়। বলিয়া রাখা হইতেছে যে ৪৭,০০০ টন ...সম্বন্ধে কথা ছিল তাহার মধ্যে ইতিমধ্যেই ...জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং অবশি-...ও নভেম্বর মাসেই আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া ...পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ৫,৭০০ টন খাদ্যশস্য ...বলিয়া অনুমান করা যায়।

...য়ে জুলাই মাসে বাজারে আর্থিক অবস্থা তিলিয়া ...মনে হয়। জুলাই মাসের ঔত্তিক অর্থ ...সময় হইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া যে ...রিয়াছেন তাহার সুফল দেখা দিয়াছে। ...পাট ও বাজারি তহবিলের মূল্য সরকার-...মূল্যের কাছাকাছি আছে, তবে সম্প্রতি ...বিক্রয় খুবই কম। বোম্বাইয়ের বাজারে ...অন্তত লক্ষ গাঁইট তুলা আছে বলিয়া ...তাহার মধ্যে মিলগুলির জন্য ৫ লক্ষ ...করা আছে। কাজেই মাত্র ৫ লক্ষ ...বাজারে বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। ...তারিখে ১ লক্ষ গাঁইটের কম মজুত ...মাসের আগে আর কোন মাসের ...টের সন্ধানও নাই। ফলে বাজারের ...বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

...জুলাই তুলার মূল্যমান বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ...যায়। আই-সি-এস ফেব্রুয়ারী ৫৭৯৯ ...টাকায় পৌঁছায়, কিন্তু আবার কমিতে ...সপ্তাহের শেষে ৫৭৬৯-তে পৌঁছায়। আই-...ফেব্রুয়ারী ৫৭৯৯-এর কাছাকাছিই ছিল

...মস্ত বাজারে মজুত তিসি, রেড এবং ফুলাই ইত্যাদি ...বীজগুলি পশ্চিম তুলার চাহিদা ভালই ছিল।—মিলগুলি ...প্রচুর মজুত। বাজারে মাল কম করিবে কিনা, সেই ...বিষয়ে মনস্থির করিতে পারিতেছে না,—কারণ রাজ্য ...সরকারের তরফে খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে ...এখনও ঠিক কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা ...বুঝিতে পারিতেছে না তাহারা বেশী কাপড় বেশী ...উৎপাদন করিবে, না সুতা কাপড় বেশী উৎপাদন ...করিবে। সরকারের পরিকল্পনা যখন বিস্তৃত ভাবে ...জানিতে পারা যাইবে সেই সময়ে মিলগুলি তাহাদের ...নীতি সম্পর্কে মনস্থির করিবে।

...রাজস্থানের অভিযানে বাজারে কিছুটা আশার ...সঞ্চার হইয়াছে, কারণ রাজস্থানের কিছু পরিমাণ ...তুলার চাষ হয়। এই অভিযানের সাফল্যের সঙ্গে ...সঙ্গে বাজারে কিছু রাজস্থানের তুলা পাওয়া যাইবে, ...তবে ঐ মালের পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয় যে ...তাহার ফলে বাজারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিতে ...পারে।

পাট

...মি মিলের ধর্মঘট এবং অন্যান্য অসুবিধার ...ফলে পাটের বাজারে কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ...তাহাড়া মাল পাঠাইবার অসুবিধার জন্যও মফস্বলের ...পাট বিক্রেতাদের মধ্যে পাট বিক্রয়ের উৎসাহে ভাটা ...পড়িয়াছে। বিদেশ বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লে-...যোগ্য কিছু ঘটে নাই। বিক্রেতারা বিশ-বিশিষ্ট ...মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে চাহিতেছে না এবং আই, ...সি, এস, ও-ও মত মফস্বলবাসের সপ্তাহ কিছু কমিয়াছে ...যে নিম্নলিখিত মূল্যের উর্ধ্বে তাহারা কোন পাট ক্রয় ...করিবে না।

	মিল	ঘাটতি
ইষ্টেরাণ্ডীয়াস	৫৪৲	৩৫৲
তুলাবাড়াইকৃত বাই	৫৩৲	৩৫৷৩
" সিটিই	৫০৲	৩৭৷০

কিন্তু উপরোক্ত মূল্যে পাট বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে কোন বিক্রেতা দেখা যায় নাই।

পাকা গাঁইটের বাজারও বন্ধ ছিল, কারণ বাহির হইতে মাল আমদানির পরিমাণ নেহাৎ সামান্যই ছিল। পাটের বাজারে ধর্মঘটের যে অনিশ্চিত অবস্থা রহিয়াছে, তাহার ফলে বলিয়াও বাজারে বিশেষ কারবার হয় নাই।

তৈলবীজ—

রাজস্থানের আক্রমণে তৈলবীজের বাজারে তেজীভাব দেখা দিয়াছে, কারণ রাজস্থানে তৈলবীজ, বিশেষ করিয়া চীনা বাদামের, উৎপাদনের একটি প্রধান ক্ষেত্র এবং অন্তত কিছুদিনের জন্য ঐ স্থান হইতে মাল আমদানির কোন সম্ভাবনাই নাই।

বীজের উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইবে। সর্ষের ও তিসির চা ক্ষেত্র ২,৩০,০০০ একরটিয়ে বৃদ্ধি পাইবে ৩ ৯,০ একরে দাঁড়াইবে. অবশ্য উৎপাদনের পরিম ৭১,০০০ হইতে কমিয়া ৭৮,০০০ টনে পৌঁছিবে তবে তিসির চাষের ক্ষেত্র ৩,৭৩,০০০ একর বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩৩,০০০ একর হইয়াছে এবং ঐ পাদনের পরিমাণও ৩১৮,০০০ টন হইতে বৃদ্ধি পা ৩৩১,০০০ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

চিনি ও গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারে স্থিতিশীলতা বি এবং দরের সামান্য উঠানামা হয়। প্রবল বাহিরা ফলে কারবারের কিছু অসুবিধা হয়। যাদা চিনির দর ৩৭৷০ এবং মফস্বলের দর ৩৫৲ হইতে ৩ দাঁড়াইয়াছিল।

রাজস্থানের গুড়ের বাজারেও বিশেষ কোন পরিব ঘটে নাই। ইক্ষুর চাষগুলি প্রবল বাহিরা করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ইক্ষুর চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও এই ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সামান্যই এবং ক মালের পরিমাণ ৩০,০০০ মণের কাছাকাছি হ বলিয়া মনে হয়।

চা

রপ্তানি লাইসেন্সযুক্ত ২৩,৫০০ প্যাকেজ কলিকাতার বাজারে ছাড়া হয়। তাহা অবশ্য পিং ও পিকোর প্রবল চাহিদা ছিল এবং ঐ শ্রেণীর প্রবল বিদে ৬ পাই হইতে এক আনা পর্যন্ত দর ছিল. ধরিও না দেয়ের বিদে তাহা দোল পায়। অন্য শ্রেণীর চায়ের দরের কিছু স্থিরতা ছিল না। মোটামুটি ৩ পাই হইতে ৩ পাই মূলত ছি ব্রোকেন-এর দর একটু চড়া ছিল এবং বিক্রয় পরিমাণও কম ছিল না।

প্রায় ১১,৫০০ প্যাকেজের মত গুঁড়া চা আরু আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ছাড়া হয়। তাহা সাধারণভাবে মূল্যাবনতি সূচায়। সাধারণ গুঁড়া ৬ পাই এর মত দরেও বন্ধ এবং কিছু উহার শ্রেণ চা-ও এক আনা ৩ এক আনা ছয় পাই-এর মত দা বন্ধ।

ভারতীয় অর্থলোকের এক বৎসর

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতের অর্থলোকের বিষয় এক বৎসরকাল ই সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরিত্রাণ লাভের ভিত্তিতে ই ও বর্ধিত আকারে অর্থনৈতিক জীবন যাপন বিশ্বব্যাপী অসাধারণ বিপর্যয়ের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনের অর্থ-সচিবের বিদায়ের আগে ঘন ঘন যে রাজনৈতিক ভেদপ্রসূত নীতির আলোচনা করেন, তাহাতেই ভারতের দুর্বল দিকের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা আমাদের অবিস্মরণীয় করা হইবে না, প্রকৃত, বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে ভারতের আমাদের অনেক বেশি সাহায্য করিয়াছে। বেসামরিক যানবাহন ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সম্মুখে সমরোপকরণ সরবরাহের জন্য ভারতের প্রায় সকল সরকার কর্তৃক সাধারণে এমন একটা বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করে যে, আজ ভারতবর্ষকে আর সমস্যা সমাধানের কথা বলা সহজ হয় না। যে এই বিশ্বাস সত্য, ইহা পরিকল্পনা দৌড় বন্ধ হয়ে চুরি ও বিদ্রোহের যে ক্রমিক অবস্থা-পরিবর্তন ছিল, তাহার বাহিরে যে, ভারতের রাজস্ব এবং বিদেশপ্রেরণ সম্বন্ধে ও সমস্যা হয়। উহার মূলীভূত অর্থনৈতিক সমস্যা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে কাপড়-কলগুলি খুব সফল হইলেও তিন ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতার ধারা প্রকাশিত হইয়াছে। কাপড়ের জন্য বাহিরের কাপড়ের আমদানি বন্ধ হইয়া গেলে এই সুযোগে আমাদের ভারতের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধিকারের ও অন্যান্য যেসব দেশ হইতে প্রচুর বিদেশের ও সাম্রাজ্যিক লাভের আমদানি হইত, তাহা প্রকাশ করে। তখন বিদেশনিষ্ঠ ভাবে ভারতের বিনিময়ের নূতন পরিবেশন পরিত্যাগ করে। এই সময়ে ভারতের সম্পদ, উচ্চ মূল্যমান, প্রচুর উৎপাদন ইত্যাদি ভারতের আর্থিক জীবনকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলে।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সমস্যার যেসব এইরূপে দিক জীবনকে বিরিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি যুদ্ধের ফলেও বর্ধিতাকারে ধরা পড়িয়াছে। যেসকল দিক দিয়া ভারতের একমাত্রকে ভাল সময়ের পরিচয় হইবার পরে তাহাদিগের অর্থ-নৈতিক প্রভুত্ব ক্রমে উপনিবেশিক হইয়া যে দুইটি যন্ত্রের রূপ অনেক করেন তাহাদেরই উপনিবেশিক চেহারা ধরা পড়িয়াছে। শিল্পকর্মী আলী সাহেবের ব্যবসায়ীকরণের অর্থনীতিকে সংহত করিয়া তিনি ভারতের-অধিক সাম্রাজ্যের সমস্যার পরিচয় 'ফিস্ট রিপোর্ট' নীতি যেসব করেন, তাহাতে বৈদেশিক বাজারে কিছুটা উৎসবের সন্ধান হয়। তাই অনুরূপভাবে তিনি অর্থনীতির সংযোগের ফিরে ব্যবসায় লাভের এবং আয়করের হারের বাড়ান সাধন করেন। কিন্তু এই নীতির পূর্ণ ফল লাভের পথে পুনরায় নূতন অন্তরায়ের সৃষ্টি হইল একদিকে কাপড় ও ব্যবসায়ের সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং অন্যদিকে পূর্বোক্ত ভারত যুদ্ধ সুরু হওয়ার ও কেন্দ্রীয় বাজেট সমস্যার সমাধান এক সংকটের অর্থ-নীতির পরিবেশন অবলম্বনকে উচিত করিয়া তুলিল। কাপড় ও ব্যবসায়ের সম্পর্কে আজ সমাধান সম্ভব না হইলেও অর্থসচিবের বক্তব্যের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানের 'সার্বভৌম অর্থনীতি' সম্বন্ধে অনেকের ভারতের কি কি ভাব ধারণা করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইয়া গেল। এই চুক্তির ফলে অবশ্য ভারতের সমস্ত কাপড় ভারতীয় বাজারে একত্র আমদানি করিল এবং ভারতীয় বেশির ভাগ সুতো ১৭৫ কোটি টাকা। এই বেশির পরিমাণ ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে ৩৭৫ কোটিতে দাঁড়াইবে। কিন্তু ভারতের বার্ষিক আয় ৪,৫০০ কোটি টাকা বিদায় করিবে, এই বেশির জন্য খুব বেশী চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

ভারতের আর্থিক সমস্যার আর একটি দিক হইল বৈদেশিক বিনিময় উদ্ধৃত্তের ভারতে প্রতিকূল অবস্থা। ভারতকে আজ যে কোন মূল্যে যে কোন দেশ হইতে যত আমদানি করিতে হইতেছে এই সব দেশ সকলেই কিছু অল্প টাকায় অর্থের জন্য তাহাকে বৈদেশিকের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে প্রায়ই উহার ব্যবহারে সংকোচ হইতে হয়। উপরন্তু দেশের শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনেও ভারতকে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইতেছে। ফলে ভারতের বিনিময়ে ভারতকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্ভারে এই প্রতিকূল অবস্থার আমরা সমালোচনা সম্প্রতি বৈদেশিক হইল এই যে, ভারত যে পরিমাণ টাকায় অকেজো তাহার আমদানি নীতিমত বাড়িয়া এই বিষয়ের একটিকে যাইবে, তাহারও উপায় নাই। কেন না অন্যত্র প্রস্তাবের অবশিষ্ট সুযোগ হইবে সম্প্রতি যে ভারত-ব্রিটেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে দুই দেশকারে ও বিশ্বের সঙ্গে মোট ৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ড ভারতকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়, কারণ ১,৮০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ভারতের পাওনা হিসাবে আটক পড়িয়া থাকে। এতৎসম্পর্কে ব্রিটিশ প্রমুখ চেষ্টার ব্যবস্থাসমূহ সম্প্রতি যে বৈদেশিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। আশ্বাসের অনুযায়ী ৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ডের উপরে আরও ৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ড

শারদীয় উৎসব পূর্ণ করিতে একটি

'ফিল্‌কো'

রেডিও চাইই!

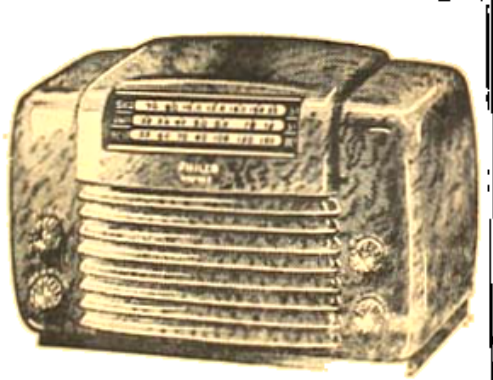

Made in U. S. A.

কি মহালয়ার গুরুগম্ভীর চণ্ডীপাঠ, কি সঙ্গীত ও সংবাদময় দৈনন্দিন প্রোগ্রাম সমস্ত নিখুঁতভাবে পরিবেশন করিতে 'ফিল্‌কো'র মত আর কেহ নাই।

মডেল—৮-৯০

AC DC, All-wave : ১১০/২৫০ ভোল্ট

৭ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, সুন্দরী গ্রামোফোন

ক্যাবিনেট—

দাম—৪১০৲

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস লিঃ

৩নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

IT'S HERE

The new Super Cushion Tyre

গুড-ইয়ারের আবিষ্কৃত এবং একমাত্র গুড-ইয়ারের দ্বারাই প্রস্তুত
এখন সবরকম চল্‌তি সাইজেই পাওয়া যাচ্ছে।

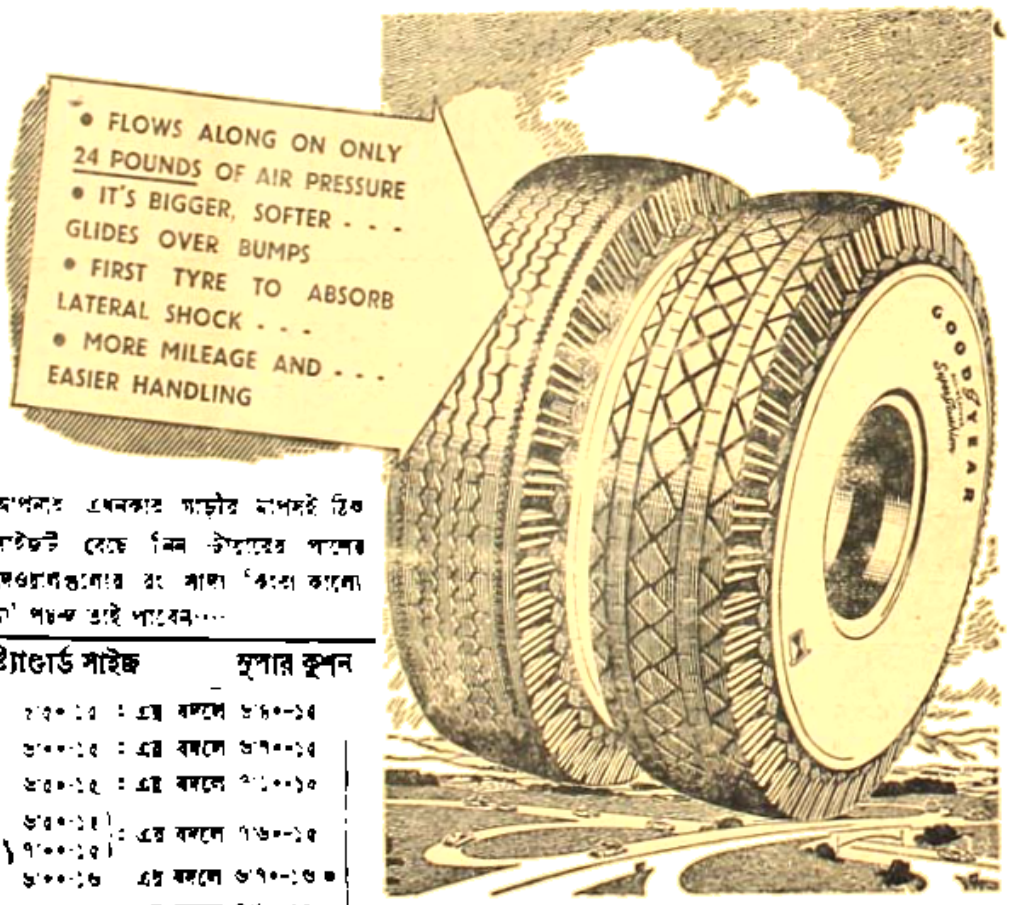

আপনার এখনকার গাড়ীর মাপসই ঠিক সাইজটি বেছে নিন টায়ারের পাশের দেওয়ালগুলোর যে সাদা কিংবা কালো দা' পছন্দ তাই পাবেন·····

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ		সুপার কুশন
৫·৫০-১৫	এর বদলে	৫·৭০-১৫
৬·০০-১৫	এর বদলে	৬·৭০-১৫
৬·৫০-১৫	এর বদলে	৭·১০-১৫
৬·৫০-১৬ ৭·০০-১৬	এর বদলে	৭·৬০-১৫
৬·০০-১৬	এর বদলে	৬·৭০-১৬ *
৬·৫০-১৬	এর বদলে	৭·৬০-১৬ *

* শীঘ্রই তৈরী হবে।

আপনার নিকটবর্তী গুড-ইয়ার ব্যবসায়ীর কাছে এক সেট সুপার-কুশনের জন্যে এখনই অর্ডার দিন।

GOODYEAR

যাবে। বেসরকারি কলকারখানার সমস্যা কমিয়ে আনতে সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরকারি পর্যায়ের আলোচনা চলছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিল্পে শান্তি ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ ও বন্দর

বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ১৯৮৮ সালের মধ্যে ঘাটতি ৩০০ মেগাওয়াটে নামিয়ে আনা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ৫৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এ ছাড়া ৩৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৩৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হব

সাম্প্রতিক ভারতীয় অর্থনীতি

প্রীশি. এ. সেনাক

[illegible] ও কংগ্রেসের পরিবেশনাগুলিতে সমস্যার কথা [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয় তাই ই কংগ্রেস সরকারের সক্রিয়তম কর্মসূচী। স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতবাসীগণ যে গুরুদায়িত্বভার কাঁধে লইয়াছে তাহাকে আমরা সাফল্যের সহিত কবিতে পারিব কিনা সরকার কেমন করিয়া উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সহিত মিলিত করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই, অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ভারতীয় সরকার যে অকর্মণ্যতা ও অপটুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই উহাদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর বিষয়ের বিষয় হইতে না।

দেশীয় প্রয়োজন ব্যাপারে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যে সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে তজ্জন্য সরকারের কৃতিত্ব দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভারতীয় জনসাধারণের আইনানুগামী এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। দেশীয় রাজ্যের বিলুপ্তিসাধনে সরকার শুধু বজ্রমুষ্টির পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশীয় নৃপতিদের দুরবস্থাই উহাই সম্ভব করিয়াছে। কালোবাজার বন্ধ ও নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের বিতরণের অব্যবস্থা দূর করা বিষয়ে সরকার জনমতকে অগ্রাহ্য না করিলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে তাঁহারা বহুল সহায়তা করিতে সক্ষম হইতেন।

কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজস্বখাতে উদ্বৃত্তের আনুমানিক কোন বাস্তবনীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। স্বাধীনতালাভের পূর্বে কংগ্রেস যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে স্বাধীন ভারতে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইলেও পূর্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব হইতে কংগ্রেস নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিরক্ষার দায়িত্ব থাকিলেও সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিকল্পে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুরূপ নীতির অনুসরণ করাই শ্রেয়।

বজেট আতীয় সরকারের সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে উচ্চ আশা পোষণ করা হইয়াছিল তাহা এখনও সফল হয় নাই। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশী থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের যোগানের ব্যবস্থা না রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে যে ক্ষতির সম্ভাবনা উদ্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯৩৭ সালের তুলনায় বস্ত্র ও বাস্তুদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ থাকিলেও কালোবাজারে উহাদের যোগান পাইতেছে বলিয়া প্রায়ই অভিযোগ শুনা গিয়াছে। কিন্তু কড়াকড়ি [illegible] [illegible] [illegible]

জমা খরচ ঠিক রাখুন

প্রতি তিন দিন অন্তর একটি ক'রে ট্যাবলেট সেবন ক'রলে ম্যালেরিয়া থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলিকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়।

[illegible] [illegible] ম্যালেরিয়ার
[illegible] ম্যালেরিয়া মুক্ত রাখুন
[illegible] তুলনায় কম হবে আপনার

[illegible]

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হ'লে 'প্যালুড্রিন'এর আশ্রয় নিন

ই ন্ডি য়া ন কে মি ক্যা ল ই ণ্ডা ষ্ট্রী জ (ই ণ্ডি য়া) লি মি টে ড
কলিকাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লী মিরাটসিটী কানপুর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়া কিরূপ ক্ষতিকর !

আজকের দিনে নিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কর্মচারীদের অনুপস্থিতি।

নিয়োগকারীরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বুঝতে পারছেন যে তাঁদের কর্মচারী অথবা শ্রমিকদের, প্রতি তিন দিনে একটা করে 'প্যালুড্রিন' ট্যাবলেট সেবন করান মানেই —ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে তাদের নিশ্চিতরূপে রক্ষা করা।

কাজেই 'প্যালুড্রিনের' জন্য ব্যয় করা তাঁদের পক্ষে লাভজনক,—আর এতে খরচও পড়ে কম, মাসে মাথাপিছু মাত্র দশ পয়সা।

PERTINENT POINTS ABOUT 'PALUDRINE'

P prevents malaria one tablet every days

A bacteriocides banished

L ensures risk of relapse, if taken regularly

U and successfully against all types of malaria

D oes not harm expectant mothers

R egular dosage ensures complete protection

I s colourless—does not stain the skin

N o unpleasant after-effects

E asy to take

আপনার কর্মচারীরা
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'প্যালুড্রিনের' উপরই নির্ভর করছে।

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ICI

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর

'PALUDRINE'

শিল্প উৎপাদনে 'প্যালুড্রিন'

স্বাস্থ্যবান লোকেরাই সুখী। সুখী লোকেরাই কার্যক্ষম হয়—আর কার্যক্ষম শ্রমিক থাকলেই উৎপাদন বেশী হয়।

বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা মাথাপিছু কম-বেশী মাসে দশ পয়সা হারে খরচ করে তাঁদের শ্রমিকদের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

প্রতি তিন দিন অন্তর একটি করে ট্যাবলেট অথবা প্রতি সপ্তাহে কোন নির্দিষ্ট দিনে তিনটি ট্যাবলেট সেবন করলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায়। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে অনুরোধ করা হয়।

'PALUDRINE'

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে
'প্যালুড্রিনের' উপর নির্ভর করুন।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর

P 1041 H